# সোমপ্রকাশ

[illegible] ম ভাগ। ৩২ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

—১—

মূল্য ১ টাকা [illegible] অগ্রিম বার্ষিক [illegible] অগ্রিম ষাণ্মাসিক [illegible] টাকা। } সন ১২৭৫। ২ রা বৈশাখ। ১৮৬৮। ১৩ ই এপ্রেল { মফঃস্বলে মাশুল [illegible] অগ্রিম বার্ষিক [illegible] টাকা ষাণ্মাসিক [illegible]

বিজ্ঞাপন।

[illegible]ব জন্মতত্ত্ব ও ধাত্রীবিদ্যা।

১ ম খণ্ড মূল্য ২ দুই টাকা।

[illegible]ই পুস্তকখানি [illegible] পরিশ্রমে প্রণয়ন [illegible] আধুনিক [illegible] [illegible]দের নবাবিষ্কৃত মত [illegible] ইহাতে বর্ণিত আছে। [illegible] [illegible] বিষয় লিখিত হইয়াছে। [illegible] বস্তিকোটরীয় অস্থি ও সন্ধির [illegible] [illegible] বস্তিকোটরের বিবরণ। [illegible] [illegible] জননেন্দ্রিয়ের বিবরণ [illegible] [illegible] পীড়া ও [illegible] চিকিৎসা। [illegible] [illegible] ১০। কৃত্রিম গর্ভ। [illegible] [illegible] বিবরণ ও [illegible] প্রসব, এবং তৎসম্বন্ধীয় চিকিৎসা। [illegible] পুস্তকের আরম্ভে বিস্তৃত সূচীপত্র ও [illegible] [illegible] ইংরাজী ও [illegible] শব্দ, এবং স্থানে স্থানে খোদিত আকৃতি [illegible] গিয়াছে। এই পুস্তক, কলিকাতা [illegible] [illegible] বা [illegible] [illegible] উক্ত বাবু [illegible] অথবা মফঃস্বলে আমার নিকট পাওয়া [illegible] [illegible] মাশুল [illegible] হইবে।

[illegible] } শ্রীঅন্নদাচরণ [illegible] [illegible] মেডিকেল [illegible]

———

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

কলিকাতায় পুলিন্দা ও গাঁটরি

[illegible] দেওয়া লওয়া

হইবে না।

[illegible] জ্ঞাত করা যাইতেছে [illegible] [illegible] রেলওয়ে কোম্পানি আগামী [illegible] অবধি কলিকাতায় গাঁটরি ও পুলিন্দাসকলের আদান প্রদানকার্য্য হইতে বিরত হইবেন।

সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে, আবশ্যক [illegible] ষ্টেসনে অথবা হাবড়ায় গাঁটরি ও পুলিন্দা [illegible] হইবে। [illegible] লিখিত [illegible] ঠিকানা [illegible] কলিকাতার পুলিন্দা ও গাঁটরি উক্ত [illegible] ষ্টেসনে দেওয়া হইবে।

এজেণ্ট্স্ আফিস [illegible] ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে [illegible] ৩১ [illegible] ১৮৬৮ } [illegible]

———

[illegible] কোম্পানি লিমিটেড।

[illegible] হইল।

[illegible] কোম্পানির [illegible] [illegible] নমুনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং যদি [illegible] প্রয়োজন [illegible] পাঠাইয়া দিবেন।

———

পুরাণপ্রকাশ।

কলিকাতা [illegible] [illegible] পুরাণপ্রকাশনামক [illegible] [illegible] এক [illegible] খণ্ড [illegible] প্রকাশ [illegible] আরম্ভ হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] সমস্ত পুরাণ ও উপপুরাণ বাঙ্গালা [illegible] [illegible] কল্পনা আছে। [illegible] [illegible] ও শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা [illegible] মুদ্রিত হইতেছে, আগামী ১ লা বৈশাখ [illegible] [illegible] হইবে। যদি কাহার গ্রাহক হইতে [illegible] [illegible] তিনি কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যা[illegible] [illegible] নিকট পত্র ডাকমাশুল ও [illegible] [illegible] [illegible] কেহ [illegible] পাঠাই[illegible] [illegible] নিয়মিত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত [illegible] [illegible] নিকট [illegible] [illegible] [illegible] করা যাইবে।

[illegible] চৈত্র [illegible] } শ্রী [illegible]

———

সংস্কৃত মেদিনীকোষ [illegible] সমেত [illegible] নাগরাক্ষরে [illegible] [illegible] হইয়াছে। যিনি গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, ঢাকা কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রী[illegible] সোমনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট [illegible] কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে [illegible] [illegible] আমার নিকট পত্র পাঠাইবেন।

১৫ ই চৈত্র ১২৭৪ সংস্কৃত বিদ্যালয়। } শ্রী[illegible]

—:০:—

হিন্দুবান্ধব।

[illegible] ধর্ম্মসভা হইতে আগামী [illegible] [illegible] যে একখানি সাপ্তাহিক [illegible] প্রচারিত হইতে থাকিবে। [illegible] এবং হিন্দুসমাজের [illegible] বিবিধ বিষয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিকট পত্র [illegible]

[illegible] } শ্রী[illegible] [illegible]

———

[illegible]

[illegible]

# সোমপ্রকাশ

ম ভাগ। ৩২ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

—১—

মূল্য ১ টাকা [illegible] অগ্রিম ষাণ্মাসিক [illegible] টাকা। } সন ১২৭৫। ২ রা বৈশাখ। ১৮৬৮। ১৩ ই এপ্রেল { [illegible] টাকা ষাণ্মাসিক [illegible]

## বিজ্ঞাপন।

### [illegible]ব জন্মতত্ত্ব ও ধাত্রীবিদ্যা।

১ ম খণ্ড মূল্য ২ দুই টাকা।

[illegible] পুস্তকখানি [illegible] প্রণয়ন [illegible]। আধুনিক [illegible] তাদের নবাবিষ্কৃত মত [illegible] ইহাতে বর্ণিত আছে। [illegible] বিষয় লিখিত হইয়াছে যথা। [illegible] বস্তিকোটরীয় অঙ্গ ও সন্ধির [illegible] বস্তিকোটরের বিবরণ। [illegible] জরিক জননেন্দ্রিয়ের বিবরণ ৪। [illegible] পীড়া ও [illegible] চিকিৎসা। [illegible] ৭। [illegible] ৮। [illegible] ৯ [illegible]। ১০। কৃত্রিমগর্ভ। ১১। গর্ভসংর[illegible] আস্বাভাবিক গর্ভ। ১২। [illegible] বিবরণ ও [illegible] ১৪। গর্ভপাত [illegible] প্রসব, এবং তৎসম্বন্ধীয় চিকিৎসা। [illegible] পুস্তকের আরম্ভে বিস্তৃত সূচীপত্র ও শেষে [illegible] ইংরাজী ও [illegible] শব্দ, এবং স্থানে স্থানে খোদিত প্রতিকৃতি [illegible] দিয়াছে। এই পুস্তক, কলিকাতা [illegible] বর্গে [illegible] উক্ত বাবু [illegible] অথবা [illegible] আমার নিকট পাওয়া [illegible] ডাকে [illegible] মাশুল [illegible] হইবে।

[illegible] } শ্রীঅন্নদাচরণ খাস্তগির [illegible] মেডিকেল [illegible]

---

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

কলিকাতায় পুলিন্দা ও গাঁটরি

জমা দেওয়া লওয়া

হইবে না।

[illegible] যাইতেছে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি আগামী [illegible] অবধি কলিকাতায় গাটরি ও পুলিন্দা [illegible] প্রদানকার্য্য হইতে বিরত হইবেন।

সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে, আরমানি [illegible] ষ্টেসনে অথবা হাবড়ায় গাটরি ও পুলিন্দা [illegible] হইবে। [illegible] ঠিকানা [illegible] কলিকাতার পুলিন্দা ও গাটরি [illegible] দেওয়া হইবে।

[illegible] } [illegible]
৩১ [illegible] ১৮৬৮ } [illegible]

---

[illegible]

লিমিটেড।

[illegible]

[illegible] কোম্পানির [illegible] নমুনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং যদি [illegible] প্রয়োজন [illegible] পাঠান হইবেক।

---

পুরাণপ্রকাশ।

কলিকাতা [illegible] প্রকাশ [illegible] নামক [illegible] মাসিক পত্র [illegible] করিয়া প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। [illegible] প্রত্যেক খণ্ডের [illegible] অনধিক [illegible] সকল পুরাণ ও উপপুরাণ বাঙ্গালা [illegible] করিবার কল্পনা আছে। [illegible] অনুবাদ ও শ্রীধরগোস্বামিকৃত টীকা [illegible] মুদ্রিত হইতেছে, আগামী ১ লা বৈশাখ বিতরণ আরম্ভ হইবে। যদি কাহার গ্রাহক হইতে [illegible] হয় তিনি কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যা[illegible] নিকট পত্র ডাকমাশুল ও প্রথমখণ্ডের মূল্য [illegible] পাঠাইবেন। যাঁহারা নিয়মিত গ্রাহকশ্রেণী ভুক্ত [illegible] নিকট [illegible] খণ্ড নগদ ১ এক [illegible] বিক্রয় করা যাইবে।

[illegible] চৈত্র [illegible] } শ্রীজগমোহন [illegible]

---

সংস্কৃত মেদিনী কোষ [illegible] শব্দের [illegible] অক্ষর [illegible] সম্প্রতি [illegible] মুদ্রিত [illegible] হইয়াছে। যিনি গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, ঢাকা কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রী[illegible] সোমনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট [illegible] কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে [illegible] আমার নিকট পত্র পাঠাইবেন।

১৫ ই চৈত্র ১২৭৪ সংস্কৃত বিদ্যালয়। } শ্রীজগমোহন [illegible]

—:০:—

[illegible]

[illegible] হইতে আগামী [illegible] মুসলমান [illegible] যে একখানি সাপ্তাহিক [illegible] প্রচারিত হইতে থাকিবে। [illegible] এবং হিন্দুসমাজের [illegible] বিবিধ বিষয় [illegible] সংখ্যা, [illegible] সংবাদপত্রকে যাবতীয় [illegible] নিকট পত্র [illegible]

[illegible] } শ্রীশ্রীনাথ [illegible] [illegible]

---

[illegible]

[illegible]

[illegible]

...রা বহুবাজার ১২৩ নং ঠনঠনিয়া রমনা...
...দের সংস্থাপিদীর নিকট আবেদন করি...
।

...বাঙ্গালা ও ইংরাজী সাহিত্য এবং প্রয়ো...
...র সেলায়ের কর্ম শিক্ষা করান হয়।

বেতনের নিয়ম।

...প্তাহে এক বার শিক্ষা দিতে হইলে প্রতিমাসে ৫ পাঁচ টাকা।
দুই বার শিক্ষা দিতে হইলে প্রতি মাসে ৮ আট টাকা।
তিন বার শিক্ষা দিতে হইলে প্রতি মাসে ১২ বার টাকা।

...কট হইলে শিক্ষয়িত্রী এক স্থানে দুই ঘণ্টা ...সিক দূর হইলে তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ...ল থাকিবেন ইতি।

—০—

আমাদিগের যন্ত্রালয় কলিকাতা মুক্তারাম... ...ষ্ট্রীট ২২ সংখ্যা বাটীতে উঠিয়া আসি...

...চেত্র ...। } শ্রীবজগোপাল চট্টোপাধ্যায় এবং কোং।

—০—

...লিকাতা সংস্কৃত লাইব্রেরী ও কালেজ ...১১ সংখ্যক ভবনে শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ ...দের পুস্তকালয়ে, শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্র... ...প্রকাশিত ... গ্রন্থ প্রকাশ ...হইয়াছে।

...নেপুর ...চেত্র ...। } শ্রীরাজনারায়ণ বসু অধ্যক্ষ।

—০—

সুশীলা বীরসিংহ নাটক।
মূল্য ১ এক টাকা।

...পুস্তক সেক্সপিয়ারের কোন নাটক ...অমিত্রাক্ষর পদ্যে ...
...যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্ত হওয়া।

—০—

...বিক্রয়। মূল্য।

| | |
|---|---|
| ...ীয় আইনের ব্যাখ্যা... | ২ |
| ...ক্রম | ৪০ |
| ...ইতিহাস | ২০ |
| ...খাত কর | ৫৭ |
| ...বী | ১ |
| ...ত | ৫৭ |
| ...সুদন | ৫ |

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ১১
রাজা রামমোহন রায়কৃত ৭ খানি ইং গ্রন্থ ২৫
বেণীসংহার নাটক ২

বেণীসংহার নাটকের অবতরণিকা ও শুদ্ধিপত্র ছাপা হইয়াছে, যাঁহারা অগ্রে ১ ম ও ২ য় খণ্ড লইয়াছেন, তাঁহারা আমাকে সংবাদ দিলে আমি ইহা পাঠাইয়া দিব, পাঠাইবার খরচ তাঁহাদের লাগিবে না।

কলিকাতা কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট ২৭৭ নং } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পুস্তকবিক্রেতা।

—০—

ভগ্ন বন্য।

প্রথম খণ্ড এক টাকা, দ্বিতীয় খণ্ড ছয় আনা, তৃতীয় খণ্ড ছয় আনা, একত্র বাঁধান এক টাকা আট আনা। কলিকাতা আদি ব্রাহ্ম সমাজ পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

—০—

আত্মোৎকর্ষবিধায়িনী।

চ্যাম্বর্স এডুকেশনাল কোর্স এই পুস্তকের আদর্শ। ইহাতে মনুষ্যের উন্নতিসাধক উপায় সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ১৷৵৹। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে, সংস্কৃত লাইব্রেরিতে এবং বর্দ্ধমানে আমার নিকটে পাওয়া যাইবে।

বর্দ্ধমান বোড়হাট } শ্রীশারদাপ্রসাদ ...

—০—

চরিতমঞ্জরী।

অর্থাৎ ভারতবর্ষের কতিপয় প্রসিদ্ধ গবর্নর জেনরলের জীবনবৃত্তান্ত সম্বলিত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ইহাতে সিপাহীদিগের বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তক ঠনঠনিয়া সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে এবং যোড়াসাঁকো ৬৪ সংখ্যক ভবনে শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়ের নিকটে পাওয়া যায়। মূল্য ১০ আনা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন রায়।

———

নলদময়ন্তী নাটক যাহা ষ্টানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত, মূল্য ১ টাকা।

কলিকাতা যোড়াসাঁকো ৬৪ নং } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়।

—০—

সোমপ্রকাশযন্ত্রালয়ে কেস ও ফ্রেম সহিত নানাপ্রকার দেবনাগর অক্ষর বিক্রয়ার্থ আছে, যাঁহার প্রয়োজন হয়, তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নিকটে অনুসন্ধান করিলে বিশেষ জানিতে পারিবেন।

—০—

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও ... ডাক্তার বাড় দেন আদার কোম্পানির দোকা... প্রণীত ও সংপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তক বিক্রয় হইতেছে:—

প্রণীত

গ্রীসইতিহাস
রোমইতিহাস
কৃষণসার ব্যাকরণ
নীতিসার (১ ম ভাগ)
নীতিসার (২ য় ভাগ)
প্রচারিত।
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ

শ্রী দ্বারকানাথ শর্ম্মা

—০—

ভূমিবিক্রয়।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে এম ডেবীড সাহেব — প্রতিপক্ষ বাবু ট্রাস্ট দেন কোম্পানী লিমিটেড ... মোকদ্দমায় হাইকোর্ট বিচারালয়ের ১৮... সালের ১৯ ডিসেম্বর দিবসীয় ডিক্রী জারি... উক্ত দেনদারের নিম্নলিখিত মূল্যবান স্থাবর ... ২৪ জেলা চব্বিশ পরগণার শ্রীযুক্ত জজ সাহেবের বিচারালয়ে উক্ত কোন কর্ম্মচারীর ... আগামী ১৫ই এপ্রেল বুধবার দিবা ... ঘটিকার সময় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যদাতাকে বিক্রীত হইবে ইতি।

ডিহি ... গ্রামের ৩ প্রাপ্ত ডিবিজন... নবদ্বিভাগ ৫৯ নং হোলডিং ভুক্ত ... টাকা ... ১১১৮/৭॥ বিঘা জমী ... তদুপরি স্থিত ইমারত আদিতে উক্ত দেনদারের ... যে স্বত্ব ও লভ্য আছে।

জেলা চব্বিশপরগণা জজ আদালত সন ১৮৬৮ সাল তারিখ ৯ ই এপ্রেল। } এফ বাক্‌লাণ্ড জজ

—০—

ভূমিবিক্রয়।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কালীপ্রসাদ দাস—প্রতিপক্ষ গি... শচন্দ্র রায় এই মকদ্দমায় এ জেলার ডিস্ট্রিক্ট প্রধান সদরামিনী বিচারালয়ের ডিক্রী জারিতে উক্ত দেনদারের নিম্নলিখিত মূল্যবান স্থাবর সম্পত্তি জেলা চব্বিশ পরগণার শ্রীযুক্ত জজ সাহেবের বিচারালয়ে উক্ত কোন কর্ম্মচারীর দ্বারা ...

আগামী ১৬ ই এপ্রেল বৃহস্পতিবার দিবা দ্বাদশ ঘটিকার পর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যদাতাকে বিক্রীত হইবে ইতি।

নিং পঞ্চান্ন গ্রামের জান নগর বেলেপুকুর গ্রামে ৪ গ্রাণ্ড ডিবিজান বিঃ সব ডিবিজান ৬২। ৬৮ নং তোলাতং ভুক্ত ৪৭৷৶৬ টাকা জমাযুক্ত ২১৴ বিঘা জমীর মধ্যে আনুমানিক ২৴ বিঘা জমীতে উক্ত দেনদারের যে স্বত্ব ও লভ্য আছে।

| | | |
|---|---|---|
| জেলা চব্বিশপরগণার জজ আদালত সন ১৮৬৮ সাল তাং ৯ ই এপ্রেল | } | এফ, বাকাট জজ |

—:•:—

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে ঈশ্বরচন্দ্র কুণ্ডু—প্রতিপক্ষ আরাচাঁদ কুণ্ডু, কোড়ামল কুণ্ডু, দোলতচাঁদ কুণ্ডু এই মোকদ্দমায় জেলা মুরশিদাবাদের জজ সাহেবের বিচারালয়ের ১৮৬৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখীয় ডিক্রী জারিতে উক্ত দেনদারের নিম্ন লিখিত মূল্যবান স্থাবর সম্পত্তিতে উক্ত দেনদারের যে স্বত্ব ও লভ্য আছে, জেলা চব্বিশ পরগণার শ্রীযুক্ত জজ সাহেবের বিচারালয়ে আদালতের কোন কর্ম্মচারির দ্বারা আগামী ১৭ এপ্রেল শুক্রবার দিবা দ্বাদশ ঘটিকার পর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যদাতাকে বিক্রীত হইবে ইতি।

১ নং লাট। ডিহি পঞ্চান্ন গ্রামের ডিহিপুর গ্রামে ১ গ্রাণ্ড ডিবিজান ৫ সব ডিবিজান ১৩৬ নং তোলাতের অন্তর্গত ৬৮ টাকা জমাযুক্ত ॥২ কাঠা জমীর মৌরসী জমা ও ইমারত আদি।

২ নং লাট। উক্ত গ্রামের উক্ত গ্রাণ্ড ও সবডিবিজান ১৮৩১ নং তোলাতের অন্তর্গত ৭॥ টাকা জমাযুক্ত ॥৪ কাঠা জমীর মৌরসী জমা ও ইমারত আদি।

| | | |
|---|---|---|
| জেলা ২৪ পরগণার জজ আদালত সন ১৮৬৮ সাল তাং ৯ এপ্রেল | | এফ, বাকাট জজ |

—:•:—

[illegible]।

[illegible]

৩১ এ [illegible]

[illegible]

| স্থানের নাম | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|
| হাবড়ার স্টেশন [illegible] | ১১ | ৭ |
| [illegible] | ৯ | ৭ |

বর্দ্ধমান হইতে ভজিপুর (১৩॥ মাইল) মধ্যে ২——৬

ভজিপুর হইতে বহরমপুর (৪৬ মাইল) মধ্যে ২——১

বহরমপুর হইতে কাটওয়া (৫০ মাইল) মধ্যে ৩——৯

কাটওয়া হইতে নদীয়া পর্য্যন্ত (৩৬ মাইলের মধ্যে ২——৯

সন ১৮৬৮ এপ্রেল মাসের ৪ ঠা তারিখের বহরমপুর [illegible] সাটের জলের মাপ [illegible] ইঞ্চি ৫——৩০

| | | |
|---|---|---|
| ২৪ মধুপুর [illegible] ১৮৬৮। | } | এক্‌জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার মধুপুর ডিবিজন |

# সোমপ্রকাশ।

২ রা বৈশাখ সোমবার।

১২৭৪ অব্দের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

১২৭৪ অব্দ গত হইল। আমরা পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া ও গ্রাহকগণের নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া নূতন বর্ষে প্রবৃত্ত হইলাম। গ্রাহকগণ সর্ব্বসাধারণের সহিত বর্ত্তমান বর্ষ সুখে অতিবাহিত করেন, আমাদিগের এই অকপট প্রার্থনা।

১২৭৩ অব্দটী অতি ভয়ানক বৎসর। দুর্ভিক্ষনিবন্ধন অসংখ্য লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। গতবর্ষে গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিয়া ভবিষ্যতে যাহাতে এপ্রকার ঘটনা না ঘটে, সেই উপায় অবলম্বনের ইচ্ছা করেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তদনুসারী কার্য্য কোথাও আরব্ধ হয় নাই। অতএব ১২৭৪ অব্দকে একাংশে উদ্যোগের ও অন্যাংশে ক্রন্দ [illegible] বৎসর বলিয়া গণনা করিতে হয়।

গত বৎসর সর সিসিল বীডন যার পর নাই নিন্দিত, ধিক্কৃত ও তিরস্কৃত হইয়া এদেশ ত্যাগ করিয়াছেন এবং মহামতি উইলিয়ম গ্রে সাহেব লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইনি শাসনকর্ত্তা হইবার অব্যবহিত পরে স্বচক্ষে আসাম দর্শন করিতে গমন করেন এবং কোন কাজই তার স্বচক্ষে না দেখিয়া করেন না। সর [illegible] বীডনের সময়ে কর্ম্মচারিনিয়োগ [illegible] বিষয়ে যে বিশৃঙ্খলা ছিল, গ্রে [illegible] তাহার অনেক উৎকর্ষ সাধন করিয়া[illegible] ফলতঃ এক জন যথার্থ ভদ্র লোক [illegible] দিগের শাসনকর্ত্তৃপদে অধিষ্ঠিত [illegible]ছেন, সকলের এই প্রকার স[illegible] জন্মিয়াছে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের [illegible] নণ্ট গবর্ণর ড্রমণ্ড সাহেব প[illegible] করাতে সর উইলিয়ম মুর সাহেব [illegible] পাইয়াছেন। ড্রমণ্ড সাহেব কেবল[illegible] অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন [illegible] মধ্য ভারতবর্ষের প্রধান কমিশনর [illegible] কাম্বেল সাহেব পীড়িত হইয়া [illegible] লইয়া ইংলণ্ডে গমন করিয়াছেন। [illegible] সম্বন্ধে আর কোন পরিবর্ত্ত হয় [illegible] কিন্তু গবর্ণর জেনরল একটী অন্যায় [illegible] য়াছেন। তাঁহার অধীন প্রধান [illegible] সকল নিয়মবহির্ভূত পঞ্জাবী কর্ম্ম[illegible] দিগকে দেওয়া হইয়াছে। রাজস্ব[illegible] সেক্রেটারির পদভিন্ন আর সকল [illegible] বঙ্গদেশীয় সিবিলিয়ানদিগের হা[illegible] লওয়া হইয়াছে। ইহাতে সেখানে[illegible] চারিগণ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।

রাজনীতিসম্বন্ধে গত বৎসর [illegible] কটী বিশেষ উন্নতির সূত্রপাত হই[illegible] লণ্ডনস্থ ইষ্টইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন [illegible] ষ্টেট সেক্রেটারি স্যর ষ্টাফোর্ড নর্থ[illegible] নিকটে এই আবেদন করেন যে, [illegible] সিবিল সর্ব্বিসের পরীক্ষার যে[illegible] নিয়ম আছে, তাহাতে ভারতবর্ষী[illegible] গকে কার্য্যতঃ সিবিলসর্ব্বিসে [illegible] করা হইতেছে। অতএব [illegible] কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজে [illegible] পরীক্ষা গৃহীত হয়। [illegible] হইবে, [illegible] ভারতবর্ষীয় [illegible] এই প্রার্থনার অনুমোদন করিয়া [illegible] মন করিয়াছেন। সর [illegible]

রের আবশ্যকতা স্বীকার এবং
লট সাহেব মহাসভায় এ বিষ-
প্রস্তাব করিয়াছেন। সিবিল
র্বিস ভিন্ন আর একটী গুরুতর বিষয়ের
স্তাব হইয়াছে। প্রতিবৎসর এ দেশের
য় বৃদ্ধি হইতেছে, তথাপি অকু
যাইতেছে না। বর্ত্তমান গবর্ণর জেন
রের আগমনাবধি বিস্তর ব্যয়বৃদ্ধি
য়াছে। বিশেষতঃ সেনাদলের ব্যয়ের
য়া নাই। সকলে ইহাতে অসন্তুষ্ট
লা প্রতিনিধি প্রণালী স্থাপন করিবার
ভলাষ প্রকাশ করিতেছেন।

গবর্ণর জেনরল গত বৎসর অচি-
ত কর্ম্মচারীদিগের প্রতি একটী সুবি-
করিয়াছেন। নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের
চিহ্নিত কর্ম্মচারিগণ সহকারী কমিসনর
যুক্ত হইতে পারিবেন। কিন্তু এমন
উদ্দেশ্যটীর আংশিক অবিবেচনা
দোষে কলঙ্কিত হইয়াছে। তিনি আজ্ঞা
য়াছেন, যে স্থানে ইউরোপীয়দিগের
থা অধিক হইবে, তথায় এতদ্দেশীয়
কারী কমিসনরগণ নিযুক্ত থাকিতে
রিবেন না। রাজনীতিসম্বন্ধে এপ্রকার
তিভেদের দুঃখ মোচনীয় বিষয় আর
আছে? লেপ্টনণ্ট গবর্ণর মেন সাহেব
[illegible] মাজিষ্ট্রেটনিয়োগের পরীক্ষা
[illegible] প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত
[illegible] নিয়মানুসারে এ নিয়োগ হইত না;
[illegible] অভ্যন্তরে দুটী দোষের আবি
[illegible] দৃষ্ট হইতেছে। প্রথম যাঁহাদিগের
[illegible] সেক্রেটরির রেজিষ্টরিতে থাকিবে,
তাঁহারাই কেবল পরীক্ষা দিতে পারি-
ন এবং কতকগুলি পদ ইউরোপীয়
গের জন্য স্বতন্ত্র রাখা হইবে।

গত বৎসর যুদ্ধাদি ঘটনার মধ্যে
মাত্র হয়। [illegible] রের সীমাস্থিত বাজুটী
তি ব্রিটিশ সীমা অতিক্রম করাতে
ক শত সৈন্য তাহাদিগের পশ্চাদ্ধা-
ন হয়। কিন্তু সৈন্যগণ পর্ব্বতপ্রবিষ্ট
হওয়াতে সৈন্যগণ অকৃতকার্য্য হয়। এক
জন আফিসর ও ১১ জন সৈনিক প্রাণ-
ত্যাগ করিয়াছেন। বন্যেরা অদ্যাপি
অশাসিত রহিয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের বিদেশীয় রাজনীতি ঘটিত কার্য্যের মধ্যে মহীসুর প্রত্যর্পণ প্রধান। বৃদ্ধ রাজা সম্প্রতি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি দশ বৎসর পূর্ব্বে প্রাণত্যাগ করিলে ঐ রাজ্য ব্রিটীশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু গবর্ণর জেনরল ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, মৃত রাজার দত্তক পুত্র প্রাপ্তব্যবহার হইলেই তাঁহার হস্তে শাসনের ভার দেওয়া হইবে। টঙ্কের নবাব মহম্মদ আলী তদধীনস্থ লাওয়ার ঠাকুরকে বধ করাতে গবর্ণর জেনরল তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া তদীয় পুত্রকে সিংহাসন প্রদান করিয়াছেন। এতদ্দ্বারাও এই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট আর এতদ্দেশীয় রাজ্য গ্রহণ করিবেন না। জয়পুরের রাজা শাসনসম্বন্ধে অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার ন্যায় এক সভা হইয়াছে; সভ্যেরা ব্যবস্থাপ্রণয়ন ও শাসনকার্য্য করিয়া থাকেন। রাজস্ব, বিদ্যাশিক্ষা প্রভৃতি সকল বিষয়েই ঐ রাজ্যের উন্নতি নয়নগোচর হইতেছে। জয়পুরের ন্যায় ত্রিবাঙ্কুরের অবস্থাও প্রীতিকর। রাজা ও তদীয় দেওয়ানের যত্নে সকল বিষয়েই প্রায় শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। লার্ড নেপিয়র সম্প্রতি এই রাজ্য দর্শন করিতে গিয়া প্রীতিলাভ করিয়া আসিয়াছেন। গোয়ালিয়র ও ইন্দোরের তাদৃশ উন্নতি লক্ষিত হইতেছে না। নবাব সালারজঙ্গ নিজামের রাজ্য শাসনবিষয়ে সম্প্রতি কতকগুলি সদুপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি কৃতবিদ্য লোকদিগের হস্তে বিচার ও শাসনের ভার দিয়াছেন। আপীল শ্রবণের নিমিত্ত একটী প্রধান বিচারালয়

হইয়াছে এবং রাজস্বসংক্রান্ত কর্ম্ম
দিগের বেতনবৃদ্ধি করিয়া রাজস্ব
লীর উৎকর্ষসাধন করা হইয়াছে।
রিচার্ড টেম্পল যে কয়েক মাস রে
ডেণ্ট ছিলেন, তাহার মধ্যেই অধিক
উন্নতি হয়। তিনি যে অনেকগুলির
বন করিয়াছিলেন তাহা বলা বাহু
গুজরাটের রাজা অন্যায় ও শাস
বিশৃঙ্খলানিবন্ধন বিখ্যাত হইয়াছেন
নির্ব্বোধ রাজকুমার সম্প্রতি ৪০
টাকা ব্যয় করিয়া মক্কায় এক চন্দ্র
প্রেরণ করিবার মানস করিয়াছে
তাঁহার রাজ্যমধ্যে সকলই বিশৃ
সুবিচার নাই। আক্ষেপের বিষয়
গবর্ণমেণ্ট সদুপদেশ প্রদান ও
প্রদর্শনাদিদ্বারা ইহাঁকে সৎ
প্রবর্ত্তিত করিতেছেন না। অযো
রাজা মূর্খ ও ধর্ম্মভয়শূন্য চাটুক
গের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া অতিশয়
গ্রস্ত হন। কিন্তু কর্ণেল হারবার্ট ও
আমীর আলীর যত্নে তাঁহার ৫৬
টাকা ঋণ পরিশোধ হইয়া ৮
টাকায় দাঁড়াইয়াছে। মেইন সা
ব্যবস্থাপক সভায় এই প্রস্তাব করি
ছেন, রাজাকে যিনি কর্জ্জ দিবেন,
আদালতে নালীশ করিতে পারি
না।

১২৭৪ অব্দের অর্দ্ধপর্য্যন্ত উৎ
দুর্ভিক্ষ ছিল। গবর্ণমেণ্ট তথায় বি
চাউল প্রেরণ এবং বিশেষ কমি
মনোনি সাহেব যথোচিত পরি
করিয়া অন্নহীন লোকদিগকে অ
প্রদান করেন। আউস ধান্য কাটিবা
কষ্ট এত কম হয় যে, সেপ্টেম্বর মা
শেষে অধিকাংশ অন্নছত্র বন্ধ করা
গবর্ণমেণ্ট প্রথমে যেমন ঔদাসীন্য
অনবধানতা প্রদর্শন করেন, শেষে সে
বত্ন পাইয়াছিলেন। এত চাউল প্রে
হয় যে, এখনও তথায় অনেক চা

—৫—

য়াছে। মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকেরা তত্রত্য শাসনকর্ত্তার চেষ্টায় যথোচিত সাহায্য পাইয়াছেন।

আসামের চা-করেরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। অনেক চা-করকে আপন আপন ক্ষেত্র বিক্রয় করিতে হইয়াছে। প্রায় সকলেই ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন। এক কালে অধিক পরিমাণে ভূমি লইয়া আবাদ করিয়া রাতারাতি বড় মানুষ হইবার চেষ্টাই তাঁহাদিগের সর্ব্বনাশের কারণ। তাঁহারা এতদ্দেশীয়দিগকে চার চাসে প্রবৃত্ত করিতে গিয়া সকলই হারাইলেন। একটি সুখের বিষয় এই যে, গত বর্ষে চা-ক্ষেত্রে মজুরদিগের প্রতি তত অত্যাচার হয় নাই; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কাছাড়ের কুলিরক্ষক মার্শল সাহেবকে পদচ্যুত করিবার আজ্ঞা দিয়া একটী অবিবেচনার কাজ করিয়াছেন। কুলিদিগের অবস্থার যে কিছু উৎকর্ষ সাধিত হয়, তাহা মার্শল সাহেবের দ্বারাই হইয়াছে। বঙ্গদেশের নীলকরগণের ত উচ্ছেদ হইয়াছে। গত বৎসর ত্রিহুতের নীলকরেরা অত্যাচার করাতে কৃষকেরা প্রতিকূলতা করিতে আরম্ভ করে। এক জন অধিকারী মাজিষ্ট্রেট কিছু দিন কৃষকদিগের দ্বারা কারাগার পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করাতে এবং নীলকরেরা যথাসময়ে কৃষকদিগের লাভবৃদ্ধি করিয়া দেওয়াতে তথাকার গোলযোগের অনেক শান্তি হইয়াছে।

এদেশের রেলওয়েসকল ক্রমে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, বোম্বাই রেলওয়ের অধিকাংশ সেতু ভগ্ন হইয়া যাওয়াতে; এ জন্য অনেক ব্যয় হইবে। মাতলা রেলওয়ে কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। পঞ্জাবের রেলওয়ের এজেণ্ট কর্ণেল এলফিনষ্টোন অনবধানতাদোষে পদচ্যুত হইয়াছেন এবং তাঁহার অধীনস্থ দুই জন ইউরোপীয় কর্ম্মচারী চুরি ও জাল করিয়া দণ্ড পাইয়াছেন। পেশোয়ারপর্য্যন্ত একটী নূতন রেলওয়ে হইবে। যাহা হউক, গত বর্ষে রেলওয়ের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানি বাদবাদে প্রায় আড়াই কোটি টাকা লাভ করিয়াছেন।

গত নবেম্বর মাসে সর জন লরেন্স মহাসমারোহ করিয়া লক্ষ্ণৌএ এক দরবার করিয়াছিলেন। রাজা মানসিংহ প্রভৃতি কয়েক জন ঐ সময়ে ভারতবর্ষীয় ষ্টার প্রাপ্ত হন। যে সময়ে সর জন লরেন্স অযোধ্যায় প্রবেশ করিয়া দরবার করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, তৎকালে বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থান ভয়ানক ঝড় উৎসন্ন হইয়া যায়। ২০ এ আশ্বিনের ঝড়ের কষ্ট দূর হইতে না হইতে গত ১৬ ই কার্ত্তিক রাত্রিতে পুনর্ব্বার প্রবল ঝড় হইল। এই ঝড় রাত্রিতে হও য়াতে বিস্তর লোক প্রাণত্যাগ করেন। কলিকাতা ও উপনগরে প্রায় ১১০০ লোকের মৃত্যু হয়। বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর গ্রেসাহেবের যত্নে চাঁদা হইল এবং গবর্ণমেণ্ট চাঁদার তুল্য টাকা দিলেন। মফস্বলের স্থানে স্থানে সভা ও চাঁদা হইতে লাগিল। অনেক দরিদ্র লোক তদ্দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হয়। ঝড়ে গড়ে প্রায় ছয় আনা শস্য নষ্ট হইয়া যায়; কিছু দিন সকল দ্রব্যই দুর্মূল্য হইয়াছিল; কিন্তু পূর্ব্বাঞ্চলের শস্য অক্ষুণ্ণ থাকাতে দ্রব্যাদি পুনর্ব্বার সুলভমূল্য হইয়াছে।

মাসি সাহেব গত বর্ষে যে আয় ব্যয়ের হিসাব প্রদান করেন, তাহাতে সাধারণে সন্তুষ্ট হন নাই। লাইসেন্স টাক্স স্থাপিত করাতে অনেকে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু ইহাতে ইনকমটাক্সের অপেক্ষা অল্প অত্যাচার হয়। বণিকগণ কোন করই দেন না; ইউরো[illegible]গণ এক প্রকার সর্ব্বপ্রকার কর [illegible] মুক্ত। লাইসেন্স করে এই দুই শ্রে[illegible] স্পর্শ করিতেছে। মাসি সাহেব এ[illegible] হইতে ৫০ লক্ষ টাকা আয় হইবে [illegible]মান করেন; কিন্তু প্রায় ৭০ লক্ষ [illegible] উঠিয়াছে। অহিফেনে বিস্তর লাভ [illegible]য়াতে এ বৎসর অল্পই অকুলান [illegible]

গত ১৫ ই মার্চ্চ শনিবার রাজস্বসং[illegible] মন্ত্রী আয় ব্যয়ের যে হিসাব দিয়া[illegible] তদ্দ্বারা জানা গিয়াছে, বর্ত্তমান [illegible] ৪৮,৫৮,৬৯,০০০ টাকা আয় ও ৪৮,[illegible] ৭১,০০০ টাকা ব্যয় নির্দ্ধারিত হইয়া[illegible] এ বার লাইসেন্স টাক্স আইনের অ[illegible] সুসঙ্গত পরিবর্ত্ত হইয়াছে। কিন্তু [illegible] বিবেচনাপূর্ব্বক ব্যয় করা হয়, লাই[illegible] করের কোন প্রয়োজন হয় না; বর্ত্ত[illegible] গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অসম[illegible] ইহাঁরা ব্যয় করিতে জানেন, কিন্তু [illegible] ব্যয় কমাইতে জানেন না। ইংলণ্ড[illegible] ব্যয় ও সেনাদল আমাদিগের যাব[illegible] অকুলানের কারণ। যত দিন এই ব্যা[illegible] উপর ভারতবর্ষীয়দিগের ক্ষমতা না [illegible] তত দিন কিছুতেই এ অনিষ্ট দূর হই[illegible] না। গত বৎসর অর্থকৃচ্ছ নিবন্ধন বাণি[illegible] অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং কতকগু[illegible] ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইয়াছে। বোম্ব[illegible] ব্যাঙ্কের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টরদিগের চা[illegible] চের প্রতি সন্দেহ হওয়াতে তাহ[illegible] অনুসন্ধানার্থ এক কমিসন নিযুক্ত [illegible] য়াছে। এখানে আগরা ব্যাঙ্ক একব[illegible] দেউলিয়া হইয়া পুনর্ব্বার কার্য্যারম্ভ ক[illegible] য়াছেন। সোসাইটি কোম্পানির আ[illegible] কাম্বরলিনার সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযো[illegible] করিয়াছেন। [illegible] সাহেব কোম্পানি[illegible] টাকায় সম্পত্তি ক্রয় করিয়া অধিক [illegible] সম্পত্তি কোম্পানিকে [illegible] অধিকত[illegible] মূল্যে বিক্রয় করিয়াছেন, [illegible] না[illegible] এই অপবাদ দেওয়া হইয়াছে। অপব[illegible]

...সত্য হউক, আর মিথ্যা হউক, এই ...দ্বারা অনেকে ইউরোপীয় বণিক ...চরিত্রের প্রতি সন্দিহান হইয়া ...।

...ত বৎসর বাণিজ্যসংক্রান্ত কয়েকটি ...হইয়াছে। শাসনসম্বন্ধে কোন ...ট ব্যবস্থা প্রণীত হয় নাই। উত্তর ...দেশের মিউনিসিপাল আইনের ...ভিন্ন আর কোন ভাল আইন ...ও দেখা হয় নাই। উক্ত আইন ...তে দরিদ্রদিগের প্রতি সুবিচারের ... রুদ্ধ করা হইয়াছে। সাধারণে ...প্ত করাতে গবর্ণর জেনরল এই ...নের ফলাফল অনুসন্ধান করিতে ...ত হইয়াছেন। কিন্তু সভ্যগণের মিত্র... হইতে হইতে লক্ষ্য উৎসন্ন হইবে। ...বৎসর বঙ্গদেশ হইতে দুই জন বাব... ক লওয়া হইয়াছে। কিন্তু এক জন ...পীড়িত ও নিস্তেজ; আর এক জন ...ন অপেক্ষা দৌড়াদৌড় ভাল বুঝেন। ...সকল লোক ব্যবস্থাপক হন এটী ...য় ও অভিপ্রেত নহে। যাঁহারা যথার্থ ...র লোক, তাঁহাদিগকে লওয়াই ...শ্যক। কেবল ভুঁইয়ের ন্যায় ব্যবস্থাপক ...র গতগণ এক্ষমতা প্রদর্শনের নিমি... মনোনীত হইয়া থাকেন।

...ত বৎসর বিচারপ্রণালীর কোন ...উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই। মফস্বলের ...রালয়ে পূর্ব্ববৎ উৎকোচস্রোত ...হিত হইতেছে। প্রধানতম বিচার... ...র আজ্ঞার বিরুদ্ধে সেই বেলা ...টার সময়ে কাছারি করা হইতেছে। ...বলের হাকিমেরা সেই সেকেলে ...চ্ছ ব্যবহারের অনুসরণ করিয়া কার্য্য ...তেছেন। সাধারণে সিকক মফস্ব... বিচারালয়সমূহের উন্নতি সাধন করি... বলিয়া আমরা যে আশা করিয়াছি... তাহা সফল হইল না। প্রধানতম ...লয়ের বিচারপতিগণ রীতিমত

—৬—

মফস্বলে গমন করেন না। যে কিছু সুবি... চার প্রধানতম বিচারালয়ে ও নূতন মুন্সেফদিগের নিকটে হয়। কিন্তু যাঁহারা ফৌজদারি ও ১০ আইনের বিচার করেন, তাঁহাদিগের কথা বলিতে নাই। ভূমিসংক্রান্ত আইন অতিশয় জটিল। এই সকল আইন একত্র করিয়া যত দিন শিক্ষিত বিচারপতিদিগের হস্তে বিচারের ভার দেওয়া না হইতেছে, তত দিন মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। আমলা দিগকে স্থানে স্থানে বদলী করা হই তেছে; কিন্তু সাধারণেঃ কাহাকেও তিন বৎসরের অধিক এক স্থানে থাকিতে দেওয়া উচিত নহে; আক্ষেপের বিষয় এই, কার্য্যদক্ষ লোকদিগকে বহুলপরিমাণে আমলা করা হইতেছে না।

গত বৎসর অপেক্ষা এ বার শিক্ষাবি ভাগের কিঞ্চিৎ উন্নতি দেখা যাইতেছে কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের যত্ন অপেক্ষা সমাজের উন্নতিদ্বারাই উহা সাধিত হইয়াছে। সর জন লরেন্স ও তাঁহার নিয়মবহির্ভূত সহচরগণ ইংরাজীতে না দিয়া দেশীয় ভাষায় ইতিহাস ও বিজ্ঞানের শিক্ষা দেবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বসাধারণে ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। শাসন ও বিচার ইংরাজীতে হইবে; এ অবস্থায় লোকের শিক্ষা দেশীয় ভাষায় হইলে তাঁহাদিগকে প্রকারান্তরে উচ্চতর স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করা হইবে মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্রমশঃ উন্নতি দেখা যাইতেছে; কিন্তু যে প্রকার কঠিন করিবার প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার পরিবর্ত্ত হয়, সর্ব্বসাধারণে এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। শিক্ষাকার্য্যের তত্ত্বাবধারণের ভার গবর্ণমেন্টের এক জন স্বতন্ত্র সেক্রেটারির হস্তে থাকে এমত প্রস্তাব হইয়াছে। বস্তুতঃ শিক্ষাসংক্রান্ত একটী সভা এবং ঐ সভার উপরে এক জন গব...

...র্ণমেণ্টের সেক্রেটারিকে কর্ত্তা না করি... প্রকৃত কাজ হইবে না। এতদ্দেশীয়... কগণের বেতন বৃদ্ধি না হওয়াতে অ... শিক্ষাবিভাগ ত্যাগ করিতেছেন।

বর্ষে বর্ষে যেমন বিদ্যাশিক্ষার উ... হইতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে তেমনি ...রেরও উন্নতি হইতেছে। নানা স্থানে... প্রকার উন্নতিচেষ্টা আরম্ভ হইয়া... সামাজিক উন্নতির উদ্দেশে কয়েক ব... চৈত্রমেলা আরম্ভ করিয়াছেন। ধর্ম্ম... যাও বিশেষ আন্দোলন আরম্ভ হইয়া... সামাজিক বিজ্ঞানসভা ও ফিমার স... এ বিষয়ে সবিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন... তেছেন।

আবিসিনিয়ার রাজা ইংরাজ ব... ও আর কয়েক জন ব্রিটিশ প্রজাকে... করাতে গত অক্টোবর মাসে উ... বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা হইয়াছে। এ... হইতে ৭০০০ ইউরোপীয় ও ৮০০০ এ... শীয় সৈন্য গমন করিয়াছে। বোম্বাই... প্রধান সেনাপতি সর রবার্ট নেপি... অধ্যক্ষ হইয়া গমন করিয়াছেন; ... এপর্যন্ত একটীও যুদ্ধ হয় নাই। এব... যে যুদ্ধের শেষ হয় এরূপ বোধ হয় না... যুদ্ধে এদেশ হইতে যে সৈন্য প্রে... হইয়াছে, ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট তাহাদি... বেতন আমাদিগের স্কন্ধে নি... করাতে সাধারণে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন...

অদ্যাপি কাবুলের গোলযোগ... শেষ হয় নাই। সর্দ্দার আব্দুল রহমা... তুর্কিস্থানপর্যন্ত জয় করিয়াছে... হিরাট মাত্র সিয়ারআলির অধীনে অ... ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আজিম খাঁকে ... বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। রু... ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে; এত দি... পর গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় চরদিগকে... আসিয়াতে প্রেরণ করিয়া সংবাদ... তেছেন।

ভারতবর্ষীয় সভা ১ ৭৪ অক্ষে...

কার কাজ করিয়াছেন, চারি
সরের মধ্যে সেরূপ করিতে পারেন
। প্রায় যাবতীয় আইনের বিষয়ে
া আবেদন করিতেছেন, অনেক
য়ে তাঁহাদিগের অনুরোধও রক্ষা হই
হে। তাঁহারা লাইসেন্স ট্যাক্স বিলের
রে যে আবেদন করেন, তন্নিমিত্ত গব
জেনরল তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া
। এক্ষণে সভার যে প্রকার সম্ভ্রম
ক্ষমতাবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে তাঁহা
গের কার্য্য প্রণালী প্রশস্ত ও বিস্তৃত
। উচিত।

—:o:—

## সামাজিক বিজ্ঞান সভার দ্বিতীয় কার্য্যবিবরণ।

বঙ্গদেশীয় সামাজিক বিজ্ঞানসভার
বিবরণের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত
াছে। এই পুস্তকখানিতে কতকগুলি
কৃষ্ট বিষয়ের আন্দোলন দেখা যাই-
ছে। ইহার সর্ব্বপ্রথমে সভার অধ্যক্ষ
ারপতি ফিয়ারের প্রারম্ভবিষয়ক
তারহিয়াছে। বিচারপতি ফিয়ারের
হইতে যাহা বহির্গত হয়, তাহাই
লাগে। গত ২৯এ জানুয়ারিতে এই
তা হইয়াছিল। ইহার নিমিত্ত সর্ব্ব
রণে সভাপতির নিকটে কৃতজ্ঞতা
ার করিয়াছেন। আইনঘটিত দুই
পত্র পঠিত হয়। প্রথমখানি
ী কালেজের আইনের অধ্যাপক বাবু
লোক্যনাথ মিত্র এম, এ, পাঠ করেন।
িনি এ দেশের জুরিপ্রথার বিষয়ে
ত হইয়াছে। কালেক্টরেরা
কিছুই না করিয়া আমলাদিগের
র যে জুরিনির্ব্বাচনের ভার দেন
নাজির ভদ্র লোকদিগের নিকটে
কিছু লইয়া তাঁহাদিগকে মুক্ত করিয়া
লোকদিগকে জুরির নিমিত্ত দে
ন করেন, তাহা স্পষ্টরূপে লিখিত
ছে। ত্রৈলোক্য বাবুর এই মত সর্ব্ব

সাধারণের অনুমোদিত। জুরির দোষেই কোন স্থলে দোষী ব্যক্তি মুক্তিলাভ করে; কোথায়ও বা নির্দ্দোষীর দণ্ড হয়। এক্ষণে সকল স্থানেই কৃতবিদ্য লোক দৃষ্ট হন; সুতরাং উপযুক্ত জুরির অভাব নাই। অতএব মোক্তারদিগকে জুরিশ্রেণী হইতে যে বহিষ্কৃত করা উচিত, একথা বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মিত্রের সহিত সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু চিকিৎসকদিগের সহিত উকীলদিগকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত হয় না; ...ীন জুরর পাইলে অন্য জুরর গ্রহ-ণের প্রয়োজন করে না যে মহকুমায় মকদ্দমা হইবে, তাহার দশ ক্রোশ পরিধি পর্য্যন্তের কৃতবিদ্য লোকদিগকে জুরর করা কর্ত্তব্য। প্রতিবৎসর জুরির তালিকার সংশোধন আবশ্যক। দ্বিতীয় পত্র বাবু শ্যামাচরণ সরকার কর্ত্তৃক পঠিত হয়। এখানি বিনামসংক্রান্ত। মুসলমান রাজ্যের শেষাবস্থায় আত্মরক্ষার্থ বিনাম প্রথার সৃষ্টি হয়; এক্ষণে ইহা

চুরি করিবার উপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অতএব এরূপ একটী আইন করা উচিত, অতঃপর যদি কেহ কোন বিষয় বিনাম করেন, আর সেই বিষয় লইয়া আদালতে মকদ্দমা উপস্থিত হয়, ঐ বিষয় বিনাম এরূপ প্রমাণ পাইলে আদালত মকদ্দমা অগ্রাহ্য করিবেন বাবু শ্যামাচরণ সরকার আইন বিষয়ে সচরাচর যে প্রকার পাণ্ডিত্যপ্রদর্শন করিয়া থাকেন, এই পত্রখানিতেও তাহা বিলক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে।

মৌলবী আবদুল লতিফ তৃতীয় পত্রখানি লিখিয়াছেন। এখানি মুসলমানদিগের বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে লিখিত হইয়াছে। তিনি ইহাতে বিশেষ যোগ্যতা ও সূক্ষ্ম অনুসন্ধান প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ওয়ারেণ হেষ্টিংসের মিনেট অবলম্বন করিয়া আরবির যে প্রশংসা করিয়া

ছেন, তাহাতে এক্ষণে সর্ব্বসা
সম্মত হইবেন না। বাবু চন্দ্রনাথ
এম, এ, এ দেশের স্ত্রীশিক্ষাবি
একখানি পত্র পাঠ করেন।
দুঃখিত হইলাম, লেখক সেই লে
সংস্কারের বশীভূত হইয়া স্ত্রীশি
দের নিমিত্ত বালিকাবিদ্যালয়
করিতে বলিয়াছেন। অন্তঃপুরিকাদি
বিষয়ে তিনি যাহা বলিয়াছেন,
অবশ্যই সাধারণের অনুমোদনীয় হ
ডাক্তর ফারকোহার স্বাস্থ্যসং
একখানি উত্তম পত্র পাঠ করেন;
তাঁহার প্রদত্ত তালিকাগুলির উপরে
বিশ্বাস হয় না এবং অনেক স্থলে
বিশেষ কারণপ্রদর্শন না করিয়া ব
প্রণালীকে পূর্ব্বতন প্রণালীর অ
শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। জেমস উইলসন
বের পরিমিত ব্যয় ও বাণিজ্যসং
প্রবন্ধটী মধ্যবিধ হইয়াছে। মফ
স্থানে স্থানে সেবিংস ব্যাঙ্ক করা অ
কর্ত্তব্য; কিন্তু এক্ষণে সুদের যে
নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে অল্প কৃ
টাকা জমা দিবে। যদি এমন প্রথ
যে, নির্দ্দিষ্টসংখ্য কতকগুলি
জমা দিলে জমাকারী ও তাহার
পর্য্যন্ত বাৎসরিক এক টাকা বৃত্তি প
তাহা হইলে কৃষকেরা টাকা
পারে। গ্রাডষ্টোন সাহেব যাবজ্জ
স্থায়ী বাৎসরিক বৃত্তির ( আনুটির )
প্রথা উদ্ভাবিত করেন, তাহা এ দে
করা কর্ত্তব্য কিনা সামাজিক বিজ্ঞান
সভার তাহা স্থির করা উচিত।
কিশোরীচাঁদ মিত্র হিন্দুদিগের
বিষয়ে যে প্রবন্ধটী পাঠ করিয়াছে
তদ্দ্বারা ইউরোপীয়গণ অনেক তত্ত্ব
শিক্ষা করিতে পারিবেন। আমাদি
সভাঘটিত সকল বিষয় অবগত
হইলে বিচারপতি ফিয়ারের ন্যায় লে
রাও যথোচিত কাজ করিতে পা

—৬—

বেন না। বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষের পত্র
খানি সর্ব্বাপেক্ষা জঘন্য হইয়াছে। তিনি
আমাদিগের উচ্চতম শ্রেণির স্ত্রীলোকদি
গের যে বর্ণন করিয়াছেন, তাহা তাঁহা
দের স্বরূপ বর্ণন নহে। দুই একটী ধনিব
শের স্ত্রীলোক কেবল আহার ও নিদ্রায়
কালযাপন করেন এবং হাত থাকিতে
দাসদাসীদিগের উপরে সকল বিষয়ে
নির্ভর করিয়া থাকেন। এরূপ উদাহরণ
র অসদ্ভাব নাই। তা বলিয়া কি
এদেশীয় স্ত্রীলোকমাত্রেই দুরবস্থায়
তোন? বেলা আটটার সময়ে উঠিয়া
ন পূজা করিয়াই স্তুপাকার মিঠাই জল
যোগ; তাহার পরক্ষণেই অপর্য্যাপ্ত
র আহার; তৎপরে/ বেলা পাঁচ ঘটি
পর্য্যন্ত নিদ্রা; পরে পান চর্ব্বণ ও
বীরা বেশবিন্যাসাদি এবং
পরে তাস খেলা এটা ধনিকামিনী
গের সাধারণ নিয়ম নহে। দুই এক
রাজা মহারাজের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী এরূপ
তে পারেন; কিন্তু তাহা বলিয়া যদি
শীয় স্ত্রীলোকমাত্রকেই অলস ও
আমোদপ্রিয় বলা অনুচিত। বাবু গিরিশ
ঘোষ ... অনুমানের উপরে
নির্ভর করিয়া এ কথা বলি
ন। ধনী ... মধ্যে ধনিলোকের
... দলের মধ্যেও যে অনেক গুণে
তাহাতে সন্দেহ নাই। এ স্থলে
... দুটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে
হীরালাল শীলের মাতা অতিথি
তা থাকিতে আহার করেন না;
দের সকল ব্যক্তির আহারের প্রতি
সমান দৃষ্টি এবং প্রাতঃকাল
রাত্রি দিবস সংসারের সকলের
তা ও নিজের পরমার্থসাধন
তাই তাঁহার জীবন অতিবাহিত হই
। বাবু শ্যামাচরণ মল্লিকের মাতা
... আছেন; কিন্তু
শ্রবণ করিয়াছি যে, তাঁহার গুণ-

বতী রমণী মধ্যে মধ্যে স্বহস্তে রন্ধন
করেন ... দরিদ্র প্রতিবেশীর কষ্টের
প্রতিও তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি আছে। এ
প্রকার ভূরি ভূরি উদাহরণ থাকিতেও
যিনি আমাদিগের উচ্চতর শ্রেণির স্ত্রীলোক
দিগের নিন্দা করেন, তাঁহাকে ঐ বিষয়ে
নিশ্চয়ই অনভিজ্ঞ বলিতে হইবে।

শেষ পত্রখানি লড সাহেবের
লিখিত। এ দেশে যত প্রবাদ বাক্য
প্রচলিত আছে, আমাদিগের পরম হিতৈষী
বন্ধু তৎসমুদায় সংগৃহীত করিয়াছেন।
এই সংগ্রহ অতিশয় প্রশংসনীয়। তিনি
বলিয়াছেন, ইংরাজদিগের বিষয়ে বাঙ্গালীদের প্রবাদ বাক্য তিনি কোথায়ও
শ্রবণ করেন নাই। বস্তুতঃ ঐ গুলির
সংখ্যা অল্প বটে, তথাপি অনুসন্ধান
করিলে দুটা একটা ... কোম্পানী
... ইত্যাদি অনেকগুলি প্রবাদ পাওয়া যায়।

———

## স্ত্রীশিক্ষা।

আমরা ১৮৬৬ ৬৭ অব্দের শিক্ষা
সংক্রান্ত রিপোর্টের যে সংক্ষিপ্ত
করিয়া পাঠকগণের গোচর করিয়াছি,
তাহাতে বালকদিগের শিক্ষার উন্নতির
বিষয় তাহাদিগের জ্ঞানগোচর হইয়াছে;
তাহাতে স্ত্রীশিক্ষাবিষয়টী অনুল্লিখিত
আছে, কিন্তু ইহাদের প্রবৃত্ত হওয়া যাই
তেছে; রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে,
এক্ষণে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয়বিধ
স্ত্রীবিদ্যালয় সমুদায়ে ২৮১ টী হইয়াছে।
পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা গত এবার মাসে
৩৩ টী বিদ্যালয় বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্বে
পাঠার্থিনীর সংখ্যা ৫৫৫৯ ছিল, গত
এগারমাসে ৬৫৩১ হইয়াছে।

বিদ্যালয় ও পাঠার্থিনীর সংখ্যা
যেরূপ হউক, স্ত্রীশিক্ষা যে সামান্যরূপ
হইতেছে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। শীঘ্র
যে ইহার উন্নতি হয়, তাহারও স...
দেখা যাইতেছে না। অনেকগুলি ...
অন্তরায় আছে। প্রথম, আবশ্যকত...
না জন্মিলে কোন বিষয়ের উন্নতি ...
না, এটী সিদ্ধান্ত বাক্য। আব...
জ্ঞান জন্মিবার আবার দুটী ...
আছে। প্রথম, স্বার্থলাভজ্ঞান, দ্বি...
অবশ্য কর্ত্তব্যতাজ্ঞান। স্ত্রীশিক্ষা...
বহুল পরিমাণে এদেশীয়দিগের ...
অন্যতর কোন জ্ঞান জন্মে নাই। ...
রণের এদেশীয়দিগের সংস্কার এই, স্ত্রী...
কদিগকে শিখাইলে কি হইবে? তাঁ...
কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিতে যাইবেন...
স্ত্রীলোকেরা শিক্ষিত হইলে যে স...
সুখপ্রদ হয়, সে জ্ঞান সাধারণের ন...
যাঁহাদিগের ঐ জ্ঞান জন্মিয়া...
তাহাদিগের সংখ্যা অধিক নয়। ...
কর, এক গ্রামের ভিতরে দুই ব্যক্তি...
ঐ জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাঁহারা স্ত্রীবিদ্যা...
য়ের উদ্যোগ করিলেন; কিন্তু গ্রামে...
মী কেহই অর্থদ্বারা বা বিদ্যালয়ে
কন্যাপ্রেরণদ্বারা উহার সাহায্য ক...
লেন না। সুতরাং উদ্যোগকারীরা কৃত...
কার্য্য হইতে পারিলেন না। প্রায় যা...
তীয় পল্লীগ্রামেই সচরাচর এই অব...
লক্ষিত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়, এ দেশের অধিকাংশ স্ত্রীলো...
গৃহকর্ম্মসম্পাদন করিয়াথাকেন। লেখা...
পড়ার চর্চ্চা করিতে গেলে অধিক ...
অবসরের প্রয়োজন হয়; কিন্তু এ দেশে...
অধিকাংশ পুরুষের এরূপ অবস্থা নয় ...
তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে পর্য্যাপ্ত অবস...
দিয়া তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য অন্যদ্বারা
সম্পাদন করিয়া লন।

তৃতীয়, এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগে...
অল্প বয়সে বিবাহ হয় ও সন্তান জন্মে ...
সুতরাং তাঁহারা অল্প বয়সে সংসার...
হইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন; পড়া...
শুনার অবসর পান না। এ দেশ যেরূপ

...এবং এ দেশে অল্পবয়সে যেরূপ
...াদির উদ্যের স্বর, তাহাতে অল্প
... স্ত্রীলোকদিগের বিবাহ না দিলে
...ক অনর্থ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা।
...উল্লিখিত অন্তরায়গুলি অতিক্রম
...া কৃতার্থতালাভ সহজ ব্যাপার
... উপরে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে,
...হা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, পুরু
...শিক্ষা ও অবস্থার উপরেই স্ত্রীশিক্ষায়
...লাভ সর্বাংশে নির্ভর করিতেছে।
...া বহু বার প্রতিপন্ন করিয়াছি
...ও অধিকাংশ পুরুষ সুশিক্ষিত ও
...ষ্ট অবস্থা সম্পন্ন হন নাই। এবে
...পরীক্ষাতেই অধিকাংশ লোকের
...কার্য্যে পর্য্যবসিত হয় সুতরাং
...ব্যক্তিদিগের হইতে কোন মহৎ ও
...কার্য্য সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই।
...দের স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার
...া জন্মিলে অগ্রে অধিকাংশ পুরুষকে
...ক্ষিত করিয়া উৎকৃষ্ট অবস্থাসম্পন্ন
...া তুলাই কর্ত্তব্য। এ কার্য্যটি করিতে
...ন আর কতকগুলি নূতন ছাত্রবৃত্তি
... বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষানিয়ম
... বহুল পরিমাণে সাহিত্য চর্চ্চার
...বিধান করিতে হয়। অপর, এক্ষণে
...স্ত্রীশিক্ষা হইতেছে, সেটি নামমাত্র
...; শৈশব কালে পিতালয়ে বালিকা
...র যে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা হয়, শ্বশুর-
...গমন করিয়া সে সমুদায় বিস্মৃত
...ত হয়। তখন একবারে গৃহকর্ম্ম তাহা-
...র সমুদায় সময় ও চিত্তকে গ্রাস
...য়া ফেলে। এই সকল কারণে এখন
...শিক্ষা হইতেছে, তদ্দ্বারা শিক্ষার মুখ্য
...দেশ্য সাধিত হইতেছে না। সমাজ
...বাই বালক ও বালিকাদিগের এক এক
...রের শিক্ষাবিধি আছে। যে শিক্ষা
... অন্তঃকরণ প্রশস্ত, আশয় উদার এবং
... হিংসাদি অসৎ প্রবৃত্তি সকল দূরী-
... হয়, সেই শিক্ষাই শিক্ষা। অধিক

বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষা না হইলে এ সকল
গুণ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। অধিক বয়স
পর্য্যন্ত শিক্ষা পুংশিক্ষকদ্বারা সম্পাদিত
হওয়া সম্ভাবিত নহে; স্ত্রী শিক্ষয়ি-
ত্রীর একান্ত প্রয়োজন। এক্ষণে
স্থানে স্থানে যে স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয়
দৃষ্ট হয়, তাহা কার্য্যোপযোগী নহে।
যে স্থলে ভদ্র স্ত্রীরা শিক্ষা অধ্যয়ন করেন,
এরূপ একটী স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয় আব
শ্যক। তাহা করিতে গেলে স্ত্রীলোকদি-
গের গমনাগমনের ব্যয় এবং তাঁহাদিগের
প্রলোভনার্থ উচ্চতর বৃত্তিবিধান আব
শ্যক করে।

যাবৎ এগুলি না হইতেছে, তাবৎ
স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে যে ব্যয় হইতেছে, তাহা
বিফল হইতেছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।
আমরা সচরাচর দেখিতে পাইতেছি,
এক স্থানে একটী স্ত্রীবিদ্যালয় বসিল,
কিছু দিন পরে তাহা উঠিয়া গেল, আবার
আর এক স্থলে বসিল। কিন্তু কোন
স্থানের কোন বিদ্যালয়েই আর সুন্দর
রূপে শিক্ষা হইতেছে না। যখন এরূপ
হইতেছে, তখন এ বিষয়ে যে ব্যয় হই-
তেছে, তাহা কি বিফল হইতেছে না।

## বিবিধসংবাদ।

২৫ এ চৈত্র সোমবার।

নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামীর ... যে ...
হয়, তাহা রহিত করিবার উদ্যোগ আরম্ভ
হইয়াছে। আগামী ... প্রথম দিবসপতি,
... ও ... ইহার
পুনর্বিচার করিবেন।

বাবু কেশবচন্দ্র সেন বোম্বাইয়ের টৌনহালে
একটী অতি মনোহর উপদেশ দিয়াছেন। তিনি
বলিয়াছেন, ধর্ম্মের উন্নতি না হইলে রাজনীতি
সংক্রান্ত উন্নতির সম্ভাবনা অল্পই থাকে। তিনি
আরও বলিয়াছেন, যাঁহারা ক্রমশঃ উন্নতিসাধন
করিবার অভিলাষ করেন, তিনি তাঁহাদের দল
ভুক্ত নহেন। তিনি আমাদের সামাজিক সংস্থা
রের শাখাচ্ছেদন করিয়া সন্তুষ্ট নহেন। উহার
মূলপর্য্যন্ত উৎপাটন করিবেন। কেশব বাবুর

সঙ্গে সর্ব্ব সাধারণের মতভেদের একটীই ...
কারণ।

যে দিবস দিল্লীতে শিক্ষাসংক্রান্ত দর...
হয়, সেই দিবস কয়েকজন এতদ্দেশীয় ...
লের সহিত কয়েকজন হাইলণ্ডারের দ্রুত ...
নের পরীক্ষা হইয়াছিল। সৈনিকেরা দুই ব...
দৌড়িয়াছিল। কিন্তু দুই ব্যক্তিতেই সিপা...
জয় লাভ করে। প্রথম ব্যক্তির পুরস্কার ১০১ ...
দ্বিতীয় ব্যক্তির পুরস্কার ২০১ টাকা। ...
রিক কষ্ট ও মল্লযুদ্ধে সিপাহীরা প্রায় ইউরো...
সৈনিকদিগকে পরাজিত করিতে পারে।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, ...
ভারতবর্ষের এক জন সহকারী কমিসনর অ...
অধীনস্থ এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারীদিগকে ...
করিয়াছেন, তাঁহারা যদি বাইপ্রভৃতির স...
ত্যাগ না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ...
চ্যুত করা হইবে। আমাদের মতে এ...
আজ্ঞা সর্ব্বত্র প্রদান করা উচিত। নাগপু...
সংস্রবে প্রকাশ্যরূপে যে সকল কুৎসিত ...
হয়, কলিকাতার কোন স্থানে তাহার অ...
দেখা যায় না।

কলগেসনাথ ... নিমিত্ত ...
বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ড হইতে ৬০ জন ...
নের আনাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ...
দের মধ্যে ২৫ জন আসিয়াছেন। ইহাদিগকে ...
শীঘ্র স্থানে স্থানে প্রেরণ করা হইবে। আ...
বোধ করি, যাহাতে ইহাদিগের সহিত ...
শীয় ইঞ্জিনিয়রদিগের বিবাদ না হয় গবর্ণ...
সেইরূপ বন্দোবস্ত করিবেন।

গত শুক্রবার লার্ড বিশপ, মিস ...
উড; সাহেব লড সাহেব ও রেবরেণ্ড ...
মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তর পাড়ার বিদ্যা...
পুস্তকালয়াদি দর্শন করিতে গিয়াছিলে...
বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ইহাদিগকে অ...
সমাদর পূর্ব্বক একটী ভোজ দি...
য়াছিলেন।

এক জন আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি...
লেন, গবর্ণর জেনরল শুক্রবার কাথিড্রল ...
কালেজের পারিতোষিকবিতরণের সময়ে ...
স্থিত ছিলেন; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বিদ্যা...
ছাত্রদিগের পুরস্কারবিতরণের সময়ে উপ...
থাকেন না কেন? আমরা উহার এই ...
করিতেছি, আর্চবিসপ সাহেবের মত পাদ...
গবর্ণর জেনরল আসিতে পারেন।

সম্প্রতি চাঁপাতলায় একটী স্ত্রীলোক ...
হইয়া পতিত থাকে। গত শনিবার ক...
তাহার মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করিয়া...

—১০—

...র্যান্ত কোন ব্যক্তি এই হতভাগা যুবতীকে
...তে পারেন নাই। স্ত্রীলোকটির বয়ঃ
২২।২৩ বৎসর হইয়াছিল, দেখিতে পরম
...; তাহার বস্ত্র দেখিলে বোধ হয় সে এক
...য় পুত্তান ছিল। একখানি ছুরিকা
তাহার এক কর্ণ অবধি অপর কর্ণ পর্য্যন্ত
কাটা হয়। ছুরিকাখানি শবের নিকটে
...ছিল। যে ব্যক্তি তাহাকে চিনিবেন
...কে পুরস্কার দিবার ঘোষণা হইয়াছে
... এই হত্যাটীর কারণ, তাহা সহজে বলা
...তে পারে।

...ডেন সাহেব গবর্ণর পাঁচ্চা নিবারণের
...অর্পণ করিয়াছেন। সিলেক্ট কমিটি এক
...হের মধ্যে এ বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন।
...টীয় ছুটা বেশ্যা এই আইনের অধীন
...। আমরা শুনিয়া চমকিত হইলাম, যে
... বেশ্যা ব্যক্তিবিশেষ কর্ত্তৃক রক্ষিত
..., তাহাদিগের শরীর পরীক্ষা করা হইবে
... এ নিয়মটী অনুচিত হইতেছে। ইহা হইলে
...ক ছুটা বেশ্যা ব্যক্তিবিশেষের রক্ষিত
...য়া ত্রাণ পাইবে, সুতরাং আইনের উদ্দেশ
...ল হইবে না।

...মেজর লিজ তিন মাসের বিদায় লইয়াছে
...র সেক্রেটরী তাঁহার প্রতিনিধি হইয়াছেন
...কদিগের মধ্যে এই দুই জন যথার্থ প্রভৃত।
...দিগের পরবর্ত্তে কোন ব্যক্তি
...র্পণ করিবেন, তাহা আমরা বলিতে পারি

ভারতবর্ষের পুর্ব্ব সেনাদল উঠিয়া
...য়াতে অফিসরগণ আর আগীয় ভাষার
...ল অনুশীলন করেন না। সব জন মালকম,
... ... বাৰস, কাপ্তেন
...লি, সর হেনরি লরেন্সপ্রভৃতির ন্যায় লোক
... সেনাদলে দেখা যাইতেছে না।

১৮৬৬ অব্দের ৫ আইন অনুসারে গবর্ণর
...রল ত্রিটিশ বর্ম্মা। রেকর্ডারদিগকে প্রধান
...বিচারালয়ের ক্ষমতাপ্রদান করিয়াছেন:
...যুক্তিসিদ্ধ কাজ হইয়াছে। এই ক্ষমতা
...কাতে অনেক স্থলে অর্থী প্রত্যর্থীদিগকে
... কষ্ট পাইতে হয়।

শনিবারের ভারতবর্ষীয় গেজেটে গত
...রের এক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই
...ন্ত সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোটের নিকটে প্রেরিত
...াতে তিনি অতিমাত্র দুঃখ প্রকাশ করিয়া
...য়াছেন, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট বাত্যাপীড়িত
...কদিগের সাহায্যার্থে যে উপায় অবলম্বন
...য়াছিলেন, তাহা তাঁহার সম্পূর্ণ অনুমোদিত
...ছে।

...ক এক জন ব্রহ্মদেশীয় কিছু দিন
কলিকাতার অন্তর্গত ইটালির বিদ্যালয়ে পাঠ
করিয়াছিলেন। বিবি ... নাম্নী এক জন মিস
নরির বিধবা স্ত্রী তাঁহার উন্নতিদর্শন করিয়া তাঁহা
কে প্রথমতঃ ইউরোপে পরে তথা হইতে আমে
রিকায় লইয়া যান। শাবু লুইবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে
এম এ এবং ওহিওর চিকিৎসাবিদ্যালয়ে এম.
ডি উপাধি পাইয়াছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম ২৮
বৎসর। আমেরিকা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তিনি
সভাপতি জনসনের সহিত সাক্ষাৎ করাতে সভা
পতি তাঁহার নিমিত্ত সুপারিস করিয়া ব্রহ্মদেশের
রাজাকে এক পত্র লিখিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি
পেনিনসুলার কোম্পানির বিউবিয়া জাহাজে
ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। ঐ জাহা-
জের কাপ্তেন ও আরোহিগণ চাঁদা করিয়া
তাঁহাকে ২০০ টাকা ও এক প্রশংসা পত্র দিয়া
প্রার্থনা করিয়াছেন তিনি যেমন সভ্য ও বিদ্বান
হইয়াছেন, সেই রূপ তাঁহার সভ্যতা ও বিদ্যা
স্বদেশের উন্নতির নিমিত্ত বিনিয়োজিত করি
বেন। এটী যথার্থ ইংরাজের ধর্ম। ইংরাজ-
দেগের আর যে দোষ থাকুক না কেন, ...
লেশমাত্র নাই

রেবেনিউ বোর্ড আজ্ঞা দিয়াছেন, তাঁহারা
যখন কোন আপীল শ্রবণ করিবেন, তখন নিম
ন্ত্রণ করিয়া আপনাদিগের কার্য্যালয়ে এবং কমি
সনর ও কালেক্টরের কাছারিতে তাঁহার এক এক
এস্তাহার দিবেন।

হবার মুস্কেফ নওয়াব মহম্মদ খাঁ উৎকোচ
লইয়া দিবা। জবানবন্দি লেখাতে কানপুরের
সেসিয়নে তাঁহার চারি বৎসর মেয়াদ ও ৫০০
টাকা জরিমানা হইয়াছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, সম্প্রতি ষ্টাম্প কালেক্টরির
অসাবধানতানিবন্ধন অনেকগুলি ষ্টাম্প উই
ধরিয়া নষ্ট হইয়াছে; রেবেনিউ বোর্ড
একণে আজ্ঞা দিয়াছেন, ভবিষ্যতে ইহার
মূল্যের নিমিত্ত কালেক্টরকে দায়ী হইতে
হইবে।

আবিসিনিয়া হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সর
রবার্ট নেপিয়র আন্টালো হইতে যাত্রা
করিয়াছেন। এপ্রেল মাসের প্রারম্ভে মাগডালায়
উপনীত হওয়া তাঁহার ইচ্ছা। যদিও যদিও
রাস্তা মন্দ, তথাপি তিনি দ্রুতগতি কয়েক সহস্র
সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইতেছেন। রাজা থিয়ো
ডোরও রাজধানী রক্ষার্থ আসিতেছেন।

২৬ এ চৈত্র মঙ্গলবার।

আমরা সংবাদ পাইলাম, দিল্লীবংশীয় রাজ
কুমার ফিরোজ শাহ যথার্থই সোয়াডে আসিয়া-
ছেন। তিনি বন্যদিগের নিকট সা...
পাইতেছেন না। আখুন্দ তাঁহার নিমিত্ত ...
চেষ্টা পাইতেছেন, কিন্তু লোকে বলিতেছে, ...
তিনি সুশিক্ষিত সিপাহীদিগকে লইয়াও ...
মধ্যে অসম্বন্ধ প্রাচীরবৃত নগর রক্ষা করি...
পারেন নাই, তখন তিনি কয়েক শত পল...
হিন্দুস্থানী ও কতক অস্ত্রধারী পার্ব্বতীয়দি...
লইয়া কি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত যুদ্ধ ক...
পারিবেন? ফিরোজ শাহ এই স্থান ত্যাগ ক...
পারস্যে গমন করিবেন, পশ্চাতে এই প্রকা...
শ্রুত। এই সকল লোককে ক্ষমা ক...
ভারতবর্ষে আসিতে দেওয়াই সৎপরামর্শ ...

যখন ডিমার্ক কমিসন বসিয়া সে...
ও পাখোয়ালাদিগের অন্ন মারিতেছি...
সেই সময়ে গবর্ণমেণ্ট আপনাদিগের ...
সকলগুলি বাষ্পীয় জাহাজ বিক্রয় কর...
তৎকালে সর্ব্বসাধারণে বলিয়াছিলেন, ...
নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ হইতেছে। সেই ভবিষ্য...
একণে সফল হইতেছে। কোম্পানী ও প...
মালি লোকের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়...
এক এক করিয়া পুনর্ব্বার জাহাজ ক্রয়...
হইতেছে। সম্প্রতি ২১ টাকা দিয়া ...
নামক এক খানি বোম্বাই জাহাজ ক্রয় ...
হইয়াছে।

নোট বিভাগের কার্য্যালয়ের নিমিত্ত ...
মেণ্ট বর্ত্তমান আগরাব্যাঙ্কবাটী সাড়ে ...
লক্ষ টাকায় ক্রয় করিয়াছেন! আমরা ব...
পশ্চাদ্ভাগে যে বাটীটী হইতেছে, ...
অধীন তথায় উঠিয়া যাইবে।

মফস্বলাইট বলেন, পঞ্জাবের লেফ্টেনাণ্ট ...
অতিশয় পীড়িত হইয়া জলন্ধরে আ...
ডোনালড মাকলিয়ড মফস্বল দর্শন ক...
গমন করিয়াছিলেন। তিনি আরোগ...
করেন, ইহা সকলেরই প্রার্থনা।

বোম্বাই গেজেট বলেন, তত্রত্য ব...
ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টরদিগের চরিত্র ও কার্য...
লীর অনুসন্ধানার্থ নিম্নলিখিত ভদ্রলো...
কমিসনরস্বরূপ নিযুক্ত হইয়াছেন। বম্বে...
সিবিলিয়ান জি, কাম্বেল, এ, গ্রোট, ...
ও কটনসাহেব এবং মান্দ্রাজের প্রধ...
বিচারালয়ের সিবিলিয়ান জজ হলওয়ে সা...
কলিকাতার ... ডিপার্টমেণ্টের মেজর ...
সন ও মান্দ্রাজ ব্যাঙ্কের মাকইবর সা...
আমরা দেখিতেছি বোম্বাইয়ের কোন বা...
কমিসনর মধ্যে লওয়া হয় নাই। এটী ...
পের বিষয় বটে; কিন্তু গত অর্দ্ধকুম্ভে ...
য়ের সকলে যে প্রকার ব্যবহার ...

র তাহাতে উঁহাদিগের মধ্যে কাহাকে
যা করা যুক্তিসিদ্ধ, কাজই হইয়াছে।
ড' বিশপ, বাবু দ্বারকানাথ মিত্র ও জগ
মুখোপাধ্যায়ের যত্নে ভবানীপুরে একটী
কা বিদ্যালয় হইতেছে।

উরোপীয় জুয়াচোরের সংখ্যা ক্রমশই
হইতেছে। সম্প্রতি এক জন বৃদ্ধ জুয়াচোর
ল স্ট্রিটের আলা বেঙ্গল ব্যাঙ্কে গমন করিয়া
জমা দিবার ভাণ করে। অপাক কার সাহেব
অগ্রসর থাকাতে তাঁহার স্ত্রী জমা
বার নিমিত্ত যেমন বাক্স খুলিলেন, অমনি
চোর ২৫ টাকা পূর্ণ একটী থলিয়া লইয়া
ন করিল। মিঃ কার তৎক্ষণাৎ পুলিসে
দিলেন, কিন্তু ঐ ধূর্ত্ত তখন অদৃশ্য
ছিল। এই সকল জুয়াচোরকে
রবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত করা কর্ত্তব্য। এই
কর্ত্তাদিগের দ্বারা যে কত অনিষ্ট
তে বলা যায় না।

প্রধান ডেলিনিউস প্রকাশ করিয়াছেন, স
ডাক্তার লিভিংষ্টন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে
দেশে গমন করিয়া যে ব্যয় করিবেন, তাহা
করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১০০০
প্রদান করিবেন।

ক পত্র অবগত হইয়াছেন, ভারতবর্ষের
পাল পরীক্ষা করিবার কারণ মাক ফেরার
নিযুক্ত হইতেছেন তিনি শীঘ্র ভারতবর্ষে
বেন, এপ্রকার এক জন কর্ম্মচারীর নিতান্ত
জন। ডাক্তার ওলডহাম অনেক কারণ
এই কাজ করিতে অসমর্থ।

ক পত্র বলেন, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
গর মুঙ্গের ও ময়মনসিংহের মিউনি
ল পুলিশকে কনষ্টাবুলরী পুলিসের অন্তর্গত
হইতেছে। কিন্তু আমরা ঐ উভয়ের ব্যয়
বাধ্যতে বলিতেছি। ক্রমশঃ মিউনি
সিটির উপরে সমুদায় পুলিসের ব্যয়ভার
করা গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা। কিন্তু তাহা
ল মিউনিসিপাল আইনের প্রধান উদ্দেশ্য
হইবে। পুলিসের নিমিত্ত এক্ষণে কোন
ই রাস্তা প্রভৃতিতে ব্যয় হইতে পারি
না।

ক পত্র আরও বলেন, বাজপুতনায় খাল
র জন্য গবর্ণর জেনরল ১৫০০ টাকা
নে দুই জন সহকারী ইঞ্জিনিয়র নিযুক্ত
র আজ্ঞা দিয়াছেন। অগ্রে খাল খননের
র যোগাড় করিয়া কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলে
ল হইত না?

ক পত্র অবগত করিয়াছেন, গবর্ণর জেনরল
সেনায় গমন করিলে প্রত্যেক সেক্রেটারি
মাসিক ২৫০ টাকা ও প্রত্যেক অধীন ও
সহকারী সেক্রেটারি ০ টাকা ভাতা পাই
বেন। আমরা প্রস্তাব করিতেছি, এই টাকা
"ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরলের নিজের সুখের
নিমিত্ত ব্যয়" বলিয়া খাতায় লেখা কর্ত্তব্য।

২৭ এ চৈত্র বুধবার।

সি. এচ. এফ. মার্শাল নামক এক জন ইউরোপীয় আপনাকে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের এক জন প্রধান নীলকর বলিয়া পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক দিল্লীর অনেক লোককে ঠকাইয়া টাকা কর্জ্জ করে। সে এক্ষণে ফৌজদারিতে অর্পিত হইয়াছে। এই সকল লোকের ধূর্ত্ততায় এতদ্দেশীয় বণিকেরা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী ব্যতীত আর সকল ইংরাজকেই ধারে দ্রব্য দিতে শঙ্কিত হন।

যে সকল সৈনিক দলত্যাগ বা অন্য কোন গুরুতর দোষ করিত, তাহাদিগকে জয়ঢাক বাজাইতে বাজাইতে শিবির হইতে ধাক্কা দিয়া বাহির করা হইত। দিল্লী গেজেট বলেন, সম্প্রতি এই নিয়ম রহিত হইয়াছে। উক্ত পত্র বলেন, ১৮৪৮ অব্দে নিয়ম হইয়াছিল, কোন ইউরোপীয় দেওয়ানী কর্ম্মচারী আপন সম্পত্তি এতদ্দেশীয়দিগকে বিক্রয় করিতে পারিবেন না। এতদ্বারা বহুল স্থানে স্থানে অনেক অন্যায় হইয়াছে সন্দেহ নাই। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট এই নিয়ম উঠাইয়া দিবার মানস করিয়াছেন। এটী অবশ্য কর্ত্তব্য। বিদ্রোহনিবন্ধন যে কতকগুলি অসভ্য ও নিষ্ঠুর নিয়ম হয় এটী তাহার অন্যতম।

বোম্বাইয়ের হাইকোর্টের এক জন ব্যারিষ্টর ছাজ অপরিমিত পরিশ্রমনিবন্ধন পীড়িত হইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। তিনি সম্প্রতি প্রত্যাগমন করিয়া আবেদন করিয়াছেন, তিনি সাধারণকার্য্যে অপরিমিত পরিশ্রম করিয়া পীড়িত হইয়াছিলেন, অতএব তাঁহাকে বিদায় কালের সম্পূর্ণ বেতন দেওয়া উচিত। গবর্ণর জেনরল এই আবেদন গ্রাহ্য না করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহাকে অর্দ্ধেকের অধিক বেতন দেওয়া যাইতে পারে না। উত্তম বিবেচনা হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে জনরব উঠিয়াছে, সর সাইমর ফিট জারলড আপনার পদত্যাগ করিবেন। সর সাইমর ফিটজারলড পদত্যাগ করিলে অনেকে দুঃখিত হইবেন।

আমরা দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, বিখ্যাত ৬০ গণিত রাইফল দলের কতকগুলি সৈনিক ওলাউঠায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এই
সেনাদল দুর্গমধ্যে রহিয়াছে। আলীপুর
সিপাহীদিগেরও কয়েকজন প্রাণত্যাগ
য়াছে। এবার ওলাউঠা, হাম ও বসন্ত
বৎসর অপেক্ষা অধিক হইয়াছে।

হায়দরাবাদে বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্কের একটী
স্থাপিত হওয়াতে দাক্ষিণাত্যের যাবতীয়
হুণ্ডিপ্রভৃতি তথা হইতে বাহির এবং
ভাঙ্গান হইবে। করাচিতে বোম্বাই ব্যাঙ্কের
ব্যাঙ্কের নিমিত্ত একটী নূতন বাটী ক্রয় ক
আজ্ঞা হইয়াছে।

কর্ণেল হারবার্ট বিদায় লওয়াতে লেপ্ট
সি. জে. জক টিপুবংশীয়দিগের ও অযো
রাজার প্রতিনিধি তত্ত্বাবধায়ক হইয়াছেন
ভারতের টেলিগ্রাফসমূহের ডেপুটী ডি
জেনরল মেজর মায়ু তিন মাসের বিদায়
ছেন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্টের অনু
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আজমিরের হাই
পরিবর্ত্তে তথায় একটী কালেজ স্থাপিত
য়াছেন।

সম্প্রতি আমরা আর এক বিশৃঙ্খলার
অবগত হইয়াছি। সর্ব্বত্র জেল দারগাগণ
দিগের দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যের উপরে ক
পাইয়া থাকেন। তাঁহারা উৎসাহ পাইয়
বৃদ্ধি করিবেন বলিয়া গবর্ণমেণ্ট কমিশন
পূর্ব্বে বারাসত ও ২৪ পরগণার জেলের
পৃথক থাকিত। এক্ষণে এই দুই স্থানের
একত্র হওয়াতে অতিশয় গোলযোগ হই
চারিবৎসরাবধি বারাসতের দারোগা
পয়সা কমিশন পান নাই। তিনি এই
আবেদন করাতে আকাউণ্টাণ্ট জেনরল
য়াছেন, কমিশন দেওয়া হইয়াছে; দা
পান নাই বলিয়াছেন। পরিশেষে এই
নিমিত্ত ২৪ পরগণার কালেক্টরের নিকটে
দন করা হইয়াছে। কিন্তু স্মিথ সাহেব
মাসের মধ্যে কোন প্রত্যুত্তর দিতেছেন
এই সকল লার নিমিত্ত কোন
দায়ী?

মান্দ্রাজ টাইমস বলেন, ২৯ গণিত মা
সিপাহীদিগকে হুগলিতে লইয়া যাইতে এ
টাকা ব্যয় হইবে। এ ব্যয় কোন দেশ
দেওয়া হইবে? গবর্ণমেণ্ট ত্রৈমাসিক
ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ করিবার যে অ
করিয়াছিলেন, তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছে

আমরা ডেলিনিউস দর্শন করিয়া আ
হইলাম, গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক রবিন্সন
নূতন পুস্তক সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত

ক পরিশ্রম করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট তন্নিমিত্ত
...বেতনবৃদ্ধি করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত রেব
...রবিদানের পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার
...নাই।

...ক প্রকাশ বলেন, "আজি কালি বুড়ীগঙ্গার
...অবস্থা। আর দুই এক বৎসর এই রূপ
...লে, নিশ্চয়ই ইহার চরম দশা উপস্থিত হইবে।
...স্থানে মধ্য স্থানে কাটিয়া গাড়া যায়
... অবস্থা পর্য্যবেক্ষণার্থ না ইঞ্জিনিয়র নিযুক্ত
...ছিলেন ?"

উক্ত পত্র বলেন, "নবাবগঞ্জ ষ্টেশনের
...পাড়া নিবাসী খাসেম শেক-
...র স্ত্রী আমীরণকে ভ্রষ্ট করিবার অভি
...র মালীকান্দা নিবাসী সেক মাদারিপ্রভৃতি
...ক্তি গত ১৭ ই মার্চ্চ রাত্রিতে তাহার ঘরে
...শ করিয়াছিল। ঐ স্ত্রীকে আক্রমণ করিলে
...নরুপায় হইয়া আক্রমণকারীদিগের উপরে
...কারে দাবাঘাত করিতে আরম্ভ করে, তাহা
... তাহার তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়।
...নবম দেখা গিয়াছে, মাদারির বাম বাহুতে
...ট্রে দুই কাপি জখম হইয়াছে। সে পুলিশ
...হস্পিটালে প্রেরিত হইয়াছে; এমন কথা
...ন কল।"

আমরা গত বারে প্রকাশ করিয়া ...
...র্দ্ধের ... অত্যন্ত ...
...অপূর্ব্বক শিক্ষক ও ছাত্রগণকে প্রহার ও
...অপমান ... করিয়াছে। ব্রাহ্ম স্কুলের
...ক এই ... অভিযোগ করিয়াছিলেন।
...শুনিয়া চমৎকৃত হইলাম, বিচারপতি
...সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট অবস্থা ...
...ত না হওয়ায় ডিসমিস করিয়াছেন। অন্তত
...আপনার ... সাক্ষী শুনিয়া তাহার বিচার
...উচিত ছিল। যে সে লোকে
...র শিক্ষককে ধরিয়া প্রহার করিলেও
...র বিচার হইবে না, ইহা অপেক্ষা অ...
...কি হইতে পারে? আমরা লায়েল
...কে অনুরোধ করি, তিনি এই মকদ্দমার
...বিচার করুন।"

২৮ এ চৈত্র বুধবার।

স্ত্রীলোকটী সম্প্রতি চাঁপাতলায় হত
...পতিত থাকে, এত দিনের পর ইনস্পেক্টর
... চেষ্টায় তাহার ঠিকানা হইয়াছে। সে
...নীয় খৃষ্টীয়ান। ইংলিস মিশনের কালিকা
...সিয়াছিল। সে অত্যন্ত সুন্দরী ছিল।
... দোষ থাকিলে স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য
...ল, অপযশ ও পরকালে যন্ত্রণার হেতু।

হইয়া উঠে। বেশী থাকাতে সে বহিষ্কৃত হয়। অনু-
মান করা হইয়াছে, তাহার কোন উপপতি
তাহাকে শকটের মধ্যে বধ করিয়া রাস্তায় ক্ষেপণ
করিয়া পলাইয়াছে।

ঢাকাপ্রকাশের এক জন সংবাদদাতা বলেন
"মেডিকাল কলেজ হইতে যে সকল বৃত্তি অ...
নানা ... বৎসর বৎসর প্রেরিত হয় সে বৃত্তি
... উপযুক্ত পাত্রে ন্যস্ত হয় না। আমরা
জানি ইনস্পেক্টর মহোদয়গণ প্রায় অধীনস্থ ডিপু-
টী বাবুদের হস্তেই উক্ত বৃত্তি বণ্টনের ভারার্পণ
করেন। ডিপুটী বাবুরা তখন বড় ব্যস্ত। যা ইচ্ছা
তাই করেন। হয়ত অনুমোদনপত্রের বাধ্য হইয়া
অপাত্রে ঐ বৃত্তি প্রদান করেন। অথবা আপ-
নার পাচকাদি অধীনস্থ ব্যক্তিদিগকে ঐ বৃত্তি
দান করেন। কিংবা স্বগণ আত্মীয় অন্যনোপায়
ব্যক্তিকে ঐ বৃত্তি প্রদান করতঃ মেডিকেল কালেজে
প্রেরণ করেন। এই তিন উপায়েই প্রায় ঐ বৃত্তি
বণ্টন করা হয়। এই নিমিত্ত উপযুক্ত ব্যক্তি
প্রার্থী হইলেও তাহাকে প্রায়ই হতাশ্বাস হইতে
হয়। এটী সামান্য দুঃখের বিষয় নয়। অতএব
আমরা ইনস্পেক্টর মহাশয়দিগকে অনুরোধ করি
তাঁহারা যেন পরীক্ষা লইয়া উপযুক্ত ব্যক্তিকে
বৃত্তিপ্রদান করেন। তাহা হইলেই বৃত্তিপ্রদা-
নের উদ্দেশ্য সফল হইবে। ডিপুটী বাবুরা যে
সকল ব্যক্তিদিগকে বৃত্তি প্রদান করেন, তাহাদের
বৃত্তি প্রায়ই স্থায়ী হয় না। এমন কি সঙ্গে সঙ্গে
বৃত্তিধারীকেও অচিরাৎ কালেজ ত্যাগ করিতে
হয়। অতএব এমন অপাত্রে বৃত্তিপ্রদানের ফল
কি? বিশেষতঃ এতদ্বারা বিশেষ অনিষ্ট সম্প-
ন্ন হয়। উপযুক্ত পাত্রের আশাভঙ্গ করা হয় ও
উন্নত পথে কাঁটা দেওয়া হয়। আমরা ডিপুটী
বাবুদের নিকট প্রার্থনা করি তাঁহারা যেন ন্যায়প-
রতা অবলম্বন করেন। ভবিষ্যতে যেন আর
আমরা অপাত্রে বৃত্তিপ্রদান করিতে না দেখি।"

রাজকীয় রণতরিদলের কাপ্তেন পার্সলি
কয়েকখানি পত্র টাইমস অব ইণ্ডিয়াতে প্রকা-
শিত হইয়াছে। তিনি বলেন, গত বৎসর সেপ্টে-
ম্বরি মাসে ডাক্তর লিবিঙ্গষ্টোন ... পত্র
লিখেন এবং সেগুলি পাইবার নিমিত্ত সমুৎসু-
ক হইয়াছিলেন, তাহা এত দিনের পর স্থান
বিশেষে পৌঁছিয়াছে। ঐ সময়ে ডাক্তর লিবিঙ্গ-
ষ্টোন বেদাতে ছিলেন। তিনি বলেন, সিপাহীরা
তাঁহাকে বলপূর্ব্বক প্রত্যাগমন করাইবার চেষ্টায়
থাকাতে তিনি তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেন।
সিপাহীরা আপনাদিগের উদ্দেশ্যসাধনার্থ
উষ্ট্রগুলিকে বধ করিয়াছিল। যাবতী জাতির
ভয়ে জোহানীয় দলেরা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া

পলায়ন করিয়াছিল। এই সকল লক্ষণ দেখি...
বোধ হইতেছে, লিবিঙ্গষ্টোন অদ্যাপি জী...
আছেন।

বোম্বাই গাড়িয়ানে এক জন আবিসি...
হইতে লেখেন, সম্প্রতি কয়েক জন ...
কাপ্তেন ... এবং এক জন ...
থানার কেরাণী এক জন সার্জ্জেন্টকে ...
করাতে সামরিক বিচারে তাঁহাদিগের ...
কঠিন দণ্ডবিধান করেন। পত্রপ্রেরক এই ...
দণ্ডের ... করিয়া ক্রোধপ্রকাশ ...
য়াছেন। ... "বেত্রাঘাতকে ...
অপেক্ষা কঠিন জ্ঞান করেন, তথাপি এখ...
শারীরিক দণ্ডের নিয়ম রহিয়াছে। কিন্তু মা...
নেটিভ ইউরোপীয়দের পৃষ্ঠ রক্ষা করি...
দণ্ড যেন বলিয়া এখানে ঐ বিষয়ের ...
বাচ্য হয় না।

বাখরগঞ্জের ইং রাম সাহেবের কেরাণী মহে...
চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি ... জোড় জাতীর ...
জালের অপরাধে ফৌজদারিতে নালিশ করে...
বিবরণ প্রকাশ করাতে অর্থী বলিলেন, ...
কেহ ... তাঁহার নাম করিয়া ...
হইতে ঔষধ আনিয়াছিলেন। তিনি এক ...
ইহার মূল্য দিতে চাহেন নাই, সুতরাং ...
আদালতে তিনি এরূপ নালিশ করিয়াছেন...
ম্যাজিষ্ট্রেট বরাডন সাহেব এই নালিশ অগ্রা...
করিয়াছেন।

২৯ এ চৈত্র শুক্রবার।

লক্ষ্ণৌর ডাক্তর ফ্রান্সিস ও কলিকাতা...
ডাক্তর ফেয়ার গোখুরা ও কেউটে সর্পের ...
নিবারণনিমিত্ত সম্প্রতি কতকগুলি পরীক্ষা ক...
য়াছেন। কেউটে যে সর্পের অবধ্য নহে, ইহা অব...
দিন প্রকাশ হইয়াছে। বেজির ... চতুরতাপ্রভাবে
সর্প উহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কি...
দংশন করিলে অবশ্যই উহার মৃত্যু হয়। গো...
সর্প ও ... প্রভৃতি বিষহীন সর্পগণও বিষ...
ধর সর্পকর্তৃক দংশিত হইলে প্রাণত্যাগ করে...
কেবল ... সর্পের পক্ষে ... বিষে ...
যায় না। সর্পদংশনের এমন কোন ঔষধ না...
যাহা সেবন করিবামাত্র বিষের প্রভাব তিরোহি...
হয়। ডাক্তর ফ্রান্সিস বলেন, শরীরের ক্ষুদ্র শিরা...
গুলি যাহাতে অবশ না হয় এবং বলাক্ত শো...
ণিত অন্তঃকরণে সঞ্চারিত হইতে না পারে, এ...
প্রকার চিকিৎসার দ্বারা উহার অন্য কোন উপ...
য় দেখা যাইতেছে না। আরও পরীক্ষা হও...
উচিত। শেষে অবশ্যই ঔষধ বাহির হইবে।

ডবলিউ, এ, টিড সাহেব পাটনার এক জন
উকীল। ইনি সম্প্রতি কয়েকখানি নোট ...
রাখিয়া নিদ্রিত ছিলেন, এমন সময়ে বি...
লেটার নষ্টারনাম্নী একটী স্ত্রীলোক ঐ নোটগু...

করিয়া তাহার জামাতা জে, এচ, রিডের
কে কলিকাতায় প্রেরণ করে। এই দুই জনই
হইয়াছে।

বণিকসমাজের আবেদনানুসারে গবর্ণমেণ্ট
সিঙ্গাপুর কোর্টে আদালতের কার্য্য প্রণালীর কয়ে
পরিবর্ত্ত করিয়াছেন। খত ও চুক্তি বিষয়ে
আদালতে ২০০০ টাকা পর্য্যন্তের
প্রণ চলিবে। ৫০০ টাকার নীচের মকদ্দমা
প্রত্যর্থী যদি কলিকাতায় না থাকেন
র বিরুদ্ধে এখানে আপীল চলিতে
বেন না।

নার অন্তর্গত হরিহরপুর গ্রামে এক ভয়ানক
তি হইয়া গিয়াছে। যে বাটীতে ডাকাইতি
তাহার স্বামী বৃদ্ধ। তিনি করপুটে
দিগকে সকল লইয়া যাইতে নিষেধ করাতে
রা তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে।
এক ব্যক্তির হস্ত ছিন্ন হইয়াছে এবং কয়েক
গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ প্রকার
রতাসংকৃত ডাকাইতি এক্ষণে প্রায় শুনা
না। সুখের বিষয় এই যে ঐ দুরাত্মাদের
ক জন ধরা পড়িয়াছে।

৩০এ চৈত্র শনিবার।

সম্প্রতি প্রিবিকৌন্সল একটী গুরুতর মক
নিষ্পত্তি করিয়াছেন। বেহারের অন্তর্গত
দেব রাজার অনেক জমীদারি ছিল। ১৭৬৫
যখন কোম্পানির দেওয়ানী হয়, তখন
তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করেন কোম্পানি
র জ্যেষ্ঠ রাজা ছত্রধারী সিংহকে
র অধিকারী করেন। এই বংশের কুলা
নুসারে জ্যেষ্ঠ পুত্র সম্পত্তির অধিকারী
ন ও আর আর সকলে "বাবুয়ানা" বলিয়া
এক নির্দ্দিষ্ট খোরাকী পাইতেন। ১৮১৮
ছত্রধারী সিংহ চারি পৌত্র রাখিয়া প্রাণ
করেন। মৃত্যুকালে তিনি নির্দ্দশনপত্র
দ্বারা জ্যেষ্ঠ পুত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজেন্দ্র
প শাহিকে সম্পত্তি দিয়া যান। তৎপরে
র অন্য অন্য পৌত্র এই বলিয়া গবর্ণমেণ্টে
ন করেন, যখন আদিম রাজবংশকে পদ
করা হয়, তখন তাঁহাদিগের সহিত
াধিকার গিয়াছে। অতএব ছত্রধারী
র সম্পত্তি তুল্যরূপে বিভক্ত হইবে। কিন্তু
ার জজ বলেন, "গবর্ণমেণ্ট যখন জমীদারি
হস্তগত করিয়াছিলেন, তখন কুলাচার
করা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল না। এই
য়া তিনি রাজেন্দ্র প্রতাপকে সমুদায় সম্প
অধিকারী বলিয়া অন্য অন্য সকলকে

বাবুয়ানার হিসাবে মাসিক ২০০০ টাকা দিবার
আজ্ঞা দেন। প্রধানতম বিচারালয় আপীলে
এই আজ্ঞা প্রবল রাখেন ?, কিন্তু বাবুয়ানার
টাকা কমাইয়া ১০০০ টাকা নির্দ্ধারিত করিয়া
দেন। অর্থিগণ প্রিবিকৌন্সলে আপীল করাতে
লার্ড চান্সেলর কেরণ এই আজ্ঞা বলবতী
রাখিয়াছেন।

চীন হইতে সংবাদ আসিয়াছে, বিদ্রোহীরা
২ টী যুদ্ধে সম্রাটের সৈন্যদিগকে পরাজিত
করিয়াছে। তাহারা টিয়েনশিনের ২৫ ক্রোশের
মধ্যে উপনীত হইয়াছে. ডুপ্লে নামক জাহাজের
১১ জন ফরাসী নাবিক ও এক জন আফিসর
(জাপানের অন্তর্গত) হিয়াগোনগরে মারি
বাতে হত হইয়াছে। ফরাসীগণ তন্নিমিত্ত
৪০ জন লোক ও কয়েক জন জাহাজ বন্দীকৃত
করিয়াছে। মিকাডোর গবর্ণমেণ্ট এই সকল
লোকের দণ্ড বিধান করিতে সম্মত হইয়াছেন।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া কাশ্মীরের রাজার বিরুদ্ধে
যে সকল প্রস্তাব লিখিয়াছেন, উক্ত রাজ্য গ্রহণই
যে তাহার প্রধান উদ্দেশ্য একথা সকলেই
স্বীকার করিয়াছেন। আজিকার ডেলি নিউসে
এই উপলক্ষে এক উৎকৃষ্ট প্রস্তাব লিখিত হই
য়াছে। রাজা রণবীরসিংহের দোষ আছে, বটে
কিন্তু ফ্রেণ্ড যে সকল দোষ দেন, তাহা নাই।
কাশ্মীর গ্রহণ করিয়া তথায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করা
অনেক ইউরোপীয়ের ইচ্ছা। কাশ্মীর লইলে আর
সিমলার কুজ্ঝটিকাপূর্ণ শিখরে যাইবার প্রয়ো
জন হয় না।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের
আদেশানুসারী
নিয়োগ।

২০এ মার্চ। মেদিনীপুরের অন্তর্গত গড়
বেতায় সম্প্রতি যে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত
হইয়াছে, তাহা চালাইবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত
ভদ্র লোকেরা সভাপতি হইবেন।

মেদিনীপুরের সিবিল সার্জ্জন, গড়বেতার
মুন্সেফ, তত্রত্য বিভাগীয় প্রধান কর্ম্মচারী
বাবু যাদব রাম চট্টোপাধ্যায় ও বাবু জগন্নাথসিংহ
রায়।

২৭এ মার্চ। শ্রীহট্টের প্রতিনিধি সিবিল
ও সেসিয়ন জজ এ, লিবেন সাহেব পতিত জমির
প্রতি দাওয়ার বিবেচনার্থ কমিটির এক জন
সভ্য হইবেন।

৩১এ মার্চ মৌলবী আমীর হোসেন মেদনী

পুরের সাধারণ বিদ্যাশিক্ষাসভার এক জ
হইবেন।

রেবরেণ্ড এফ, ডবলিউ রাবার্টস
এপ্রেল অবধি হাজারিবাগের চাপ্লেন হই
ঐ দিনাবধি রেবরেণ্ড এচ, মোল পদ
করিবেন।

১লা এপ্রেল। সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও
ক্টর টি, ই, কক্সহেড সাহেব মাগুরা উপ
গের ভার পাইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন
ষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাই
তিনি আরও সেসিয়নে ও প্রধানতম বি
লয়ে সমর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম
করিতে পারিবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর
ক্রেবণ সাহেব মেহেরপুর উপবিভাগের
পাইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের
পাইবেন। তিনি আরও সেসিয়নে অর্প
বার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবে

যত দিন সি. এস, বেলাই সাহেব
লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ই
সাহেব রাজসাহীর প্রতিনিধি সিবিল ও
সন জজ হইবেন।

সি. সি, কুইন সাহেব শ্রীরামপুর ও
পাড়ার মিউনিসিপাল কমিসনর ও ম
মিউনিসিপালিটির সহকারী সভাপতি হইবেন।

যত দিন কাপ্তেন জি. সি. সি, ডণ্ট,
বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন তত
এচ মনরো সাহেব শাহাবাদে প্রতিনিধি
সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

সি. ক্রফোর্ড উড সাহেব পাটনা ও আ
নগীলের বিশেষ সব রেজিষ্টার হইবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্ট
যদুনাথ বসু বি, এ, রাণাঘাট উপবিভাগের
পাইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা [illegible] করিবেন

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে,
বেতিয়া উপবিভাগের ভার পাইয়া
শের মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষ
পাইবেন।

১৭ মার্চের গেজেটের আজ্ঞা পরিবর্ত্ত
বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে, বাবু রমে
বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরামপুরের ডেপুটি মাজি
ও ডেপুটি কালেক্টর হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর
মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

শ্রীরামপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও
কালেক্টর বাবু চন্দ্রনারায়ণ সিংহ এম, এ,
নসিংহে বদলী হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষম
বেন

বাবু কালীপ্রসন্ন সরকার পূর্ণিয়া ও কু

—১৪—

বিভাগের দলীলের বিশেষ সব রেজিষ্টার বেন।

বাবু মহেশচন্দ্র বসু, নওয়াখালীর দলীলের সব রেজিষ্টার হইবেন।

১৬ ই এপ্রেল। ডাক্তর এচ. সি. ... ছার সাধারণবিদ্যাশিক্ষাসভার সেক্রেটার বেন।

যত দিন সি. বি. গারেট সাহেব সাধারণ ... স্থানান্তরে থাকিবেন, তত দিন সি. ষ্টিভেন্স সাহেব শাহাবাদের অফিসিয়েটিং ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর থাকিবেন।

সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর পি, হলি ... কিছুদিনের জন্য ২৪ পরগণায় থাকিয়া শ্রেণীর অধীন ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালে ... ক্ষমতা পাইবেন।

... এম, স্মিথ সাহেব হুমকার সহকারী ... সনর হইবেন।

আর, পি, জেঙ্কিন সাহেব ... ল ও সেসিয়ন জজ হইবেন। কিন্তু আপা ... পাটনার প্রতিনিধি কমিসনর থাকিবেন।

আর, জে, রিচাড্সন সাহেব শাহাবাদের ... ল ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

... সি, ক্রেটার সাহেব গয়ায় সিবিল ও সেসি ... জজ হইবেন।

যত দিন এম, টকার সাহেব বিদায় ... অগ্রাহ্নত থাকিবেন, তত দিন ... এ লয়ট সাহেব দিনাজপুরের প্রতিনিধি ... ল ও সেসিয়ন জজ থাকিবেন।

আমাদিগের শান্তিপুরস্থ সংবাদ ... তা লিখিয়াছেন।

এখানে আজি কালি ওলাউঠা রোগের ... র্ভাব দেখা যাইতেছে। রৌদ্র অতিশয় প্রখর ... তে লোকের বড় কষ্ট হইতেছে। কিন্তু ... বিষয় এই অনেকে রোগের হস্তে পরিত্রাণ ... তেছেন।

। এখানে মদের দোকান অনেক বৃদ্ধি ... ছে। ইহাতে বোধ হয়, মাতালের সংখ্যা ... ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। অনেক কৃতবিদ্য ... সুরাপানে আপনাদের পরমায়ু ক্ষয় করি ... ন। এখানে গুলিখোরের সংখ্যাও অল্প ... অনেক ভদ্র সন্তানকে গুলির আড্ডায় ... যায়। অধিক দুঃখের বিষয় এই যে, বিদ্যা ... ছই এক জন শিক্ষকেও আড্ডায় ... সিয়া থাকে। যে শিক্ষকের উপদেশে ... সাধু ও সচ্চরিত্র হইবে, তাহার এই

হায় হায়! ধর্মজ্ঞানবিহীন জীবন কি ভয়ানক!

৩। আমরা শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হই ... লাম নদীয়ার কমিসনর চেপমান সাহেব ... কান্দয় শান্তিপুরের ছোট আদালত ও মুন- ... ফি রাণাঘাটে স্থানান্তরিত করিবার মানসে গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়াছেন। যদি একথা সত্য হয়, তবে এ কাজটি ন্যায়সঙ্গত হয় নাই। শান্তিপুরে প্রায় ৭০। ৮০ হাজার লোকের বসতি। শান্তিপুরের লোকেরই অধিকাংশ মোকদ্দমা হইয়া থাকে। কেবল রেলওয়ের ষ্টেশনের নিকট বলিয়া রাণাঘাটে কাছারি হইতে পারে না। সাহেবদের গমনাগমনের সুবিধার জন্য বিচারালয় স্থাপিত হয় নাই। প্রজার সুবিধার জন্যই আদালতের সৃষ্টি হইয়াছে

৪। অত্রত্য ছোট আদালতের জজ মহোদয় সোমপ্রকাশে ছোট আদালতের ও মুনসফি আদালতের কোন কোন আমলার উৎকোচ গ্রহণ অপবাদ পাঠ করিয়া আপন আদালতের আমলাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

—॰—

আমাদিগের কাশীস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

এখানকার পোষ্ট আফিসে পূর্বে কোন গোলযোগ শুনা যাইত না, কিন্তু আজ কালি বিলক্ষণ বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি একটী বৃদ্ধা স্ত্রী একটী কূয়াতে জল তুলিতেছিল, তাহার ডোলের সঙ্গে হঠাৎ এক তাড়া (প্রায় ১২০ খানা) চিঠি উঠিয়া আইসে পরে অনুসন্ধান দ্বারা বোধ হইল যে, পোষ্ট আফিসের কোন কোন মহাত্মা ঐ চিঠি গুলির টিকিট তুলিয়া লইয়া চিঠির তাড়াটী ঐ কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু কাহার দ্বারা এই কাজটি হইয়াছিল, তাহার বিশেষ অনুসন্ধান না পাওয়াতে পোষ্ট আফিসের এক জন বাবুকে সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইয়াছে।

প্রতিবৎসর দোলযাত্রার পর মঙ্গলবার অবধি শুক্রবার পর্য্যন্ত এখানে বুড়া মঙ্গল নামে একটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। ইহাতে এস্থানের রাজপুত্র মহারাজ ও অন্যান্য ধনী ব্যক্তিরা বড় বড় পান্সি ও নৌকাদি উত্তম রূপে সজ্জিত করিয়া গঙ্গার উপরে তিন চারি রাত্রি মহাসমারোহে আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকেন। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এ বার মেলার বিশেষ আড়ম্বর হইয়াছিল

—:•:—

আমাদিগের কোরহাটিস্থ সং ... দাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। আজি কালি বিক্রমপুরের ওলাউঠা ... দুরবস্থা দর্শন করিয়া আমাদিগের হৃদয় ... দগ্ধ ও প্রকম্পিত হইতেছে। এমন স্থান ... যেখানে ওলাউঠা প্রবেশ না করিতেছে। ... য়ার উয়ারি গোলঘর চড়াইন সাদিহাটী, ... গাঁ প্রভৃতি স্থাননিচয়ে ইহার প্রবলতর প ... লক্ষিত হইতেছে। ওলাউঠার কি চম ... রিণী শক্তি! উহা যে গৃহে একবার ... লাভ করে তথা হইতে অন্যূন ৪৫ ... না লইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয় না। এই ওল ... নিবন্ধন বিক্রমপুর এক্ষণে কেবল রো ... আলয় হইয়া উঠিয়াছে। নগর অ ... পল্লীসমূহে এবার এই রোগের ... ভাব দর্শন করিয়া আজি কালি অনেকেই ... শয়ে জলাঞ্জলি প্রদান করিতেছে। ... নিতান্ত কাতরচিত্তে প্রার্থনা করিতেছি প্র ... সন্ন গবর্ণমেণ্ট এই দুরন্ত ওলাউঠার দমনা ... বিশেষরূপ মনোযোগ করুন। ... নগরের ন্যায় পল্লীসমূহে চিকিৎসাবিদ্যার ... চিত্ত সৌকর্য্য সম্পাদন করিয়া দিউন।

২। অনেক দিন অবধি বিক্রমপুরে ... কার ও পাটনীদিগের মান লইয়া বিবাদ ... তেছে। এত কাল ক্ষৌরকারগণ পাটনীদি ... ক্ষৌরী করিয়া এবং যোগেরাও ... ক্ষৌরকার ব্রাহ্মণের কার্য্য (তাহাদিগের পারি ... করিয়া আসিতেছিল। ইহাতে তাহাদের ... নের অনুচিত কর্ত্তব্য ছিল না। কিন্তু কা ... কি বিচিত্রগতি! এখন পাটনীগণ হঠাৎ ... নাদিগকে অপমানিত মনে করিয়া বলিয়া ... য়াছে যে, তাহারা আর ক্ষৌরকারদিগের ... করিবে না মহাশয়! ইহারা কেবল মুখে ব ... নিরস্ত হয় নাই। অনেক স্থানে ইহারা ন ... কারদিগের পারকার্য্য বন্ধ করিয়াছে। এই ... স্থানে স্থানে জমীদারপ্রভৃতির নিকট ক্ষৌর ... গের পক্ষ হইতে অভিযোগ উপস্থিত হইতে ... নাপিতগণ বলে যে, যদি তাঁহারা (জমী ... গণ) ইহার সদ্বিচার না করেন তবে ... তাঁহাদিগেরও কাজ করিবে না। জমী ... ও স্থানীয় অপরাপর প্রধান ব্যক্তি ... মত যেরূপই কেন হউক না, তাঁহারা ... কেন বিচার করুন না, আমাদিগের মতে পা ... দিগকে অপেক্ষাকৃত দোষী বলিয়া অনু ... হইতেছে। বহুকালাবধি ইহারা যে কাজ কা ... অপমান বোধ করে নাই, আজি কোন ... অনুসারে তাহারা এরূপ বাড়াবাড়ি ক ... উঠিল বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক

ত নিস্পত্তি করা সাধারণের একান্ত
।
। বিক্রমপুর যাদৃশ আয়ত স্থান
তে তাহার শান্তিস্থাপনের উপায়বাহুল
দন একান্ত প্রার্থনীয় ও কর্ত্তব্য সন্দেহ
কিন্তু উক্ত অভিপ্রেত সম্পাদনার্থ যে কয়টী
ষ্টেশন সংস্থাপিত আছে, তদ্দ্বারা দেশের
রূপ শান্তিরক্ষা হইতেছে না। আমরা গবর্ণ
র নিকট নির্ব্বন্ধাতিশয়সহকারে প্রার্থনা
তছি, তাঁহারা স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের রিপোর্ট
পূর্ব্বক বিক্রমপুরের বিশেষ বিশেষ স্থানে
টপোষ্ট (পুলিশের ফাঁড়ি) সংস্থাপিত
া দিন। এরূপ হইলে শান্তিরক্ষার মহান্
র্য লক্ষিত হইবে সংশয় নাই।
: বিগত ২২ চৈত্র শুক্রবার ঢাকা গড়েল
র বিজ্ঞানসঞ্চারিণী সভার অষ্টম বার্ষিক
শন্ন হইয়া গিয়াছে। সভার কার্য্য
রূপে নির্ব্বাহিত হইয়া গিয়াছে।

—:o:—

# প্রেরিত।

## ান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

বিনয়ং নিবেদনমিদং—
য় অবধি ইংরাজ মহাত্মারা এই বঙ্গদেশে
ন করিয়াছেন, সেই অবধি বিদ্যালয়,
সালয়প্রভৃতি ভূরি ভূরি মঙ্গলকর
ষ্টি হওয়াতে প্রজাপুঞ্জের যাদৃশ সুখ
বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা বর্ণন করিয়া শেষ কর
লোকের সাধ্যাতীত।
লমান সম্রাটদিগের রাজ্যকালে বিদ্যার
উন্নতি না থাকাতে তদানীন্তন লোকেরা
াংশই অজ্ঞানান্ধ ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ
তদিগের শুভাগমন অবধি বিদ্যাগৌ
অসভ্য জাতিদিগের মধ্যেও আবৃত
ছে। ইহাঁরা নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন
দিন দিন বিদ্যার কতই উন্নতিসাধন
তছেন। পূর্ব্বে যে দেশ অজ্ঞানতিমিরে
ন ছিল, এক্ষণে তাহাই আবার বিদ্যা-
দেদীপ্যমান হইতেছে।
ভাগলপুর জেলায় রাজমহলনামে একটী
দ্ধ নগর আছে। ইহাতে অনেক ভদ্র
জাতি বাস করে। উহার অন্তঃপাতী
লসন্নিহিত পল্লীসকলে সাঁওতাল প্রভৃতি
বিধ্য জাতির বাস। উহাদিগের সভ্যতা
অনেকেই কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন;

কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অধুনা বিবিধগুণসম্পন্ন দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু মহানন্দসিংহ যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম সহকারে রাজমহলে একটী ইংরাজী বাঙ্গলা ও অন্যান্য স্থানে কতকগুলি ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত করিয়া এতৎপ্রদেশীয় লোকের সভ্যতাসাধনের সোপান করিয়াছেন, জগদীশ্বর ইহাঁকে দীর্ঘ জীবী করুন।

রাজমহল
১২৭৪। ২১ চৈত্র। } বশম্বদ। শ্রীরামযাদব সিংহ

জাহানাবাদ উপবিভাগ বিখ্যাত ভয়ঙ্কর স্থান। ইহাকে দস্যু ডাকাইত লেটেল ও আলকাতির আকর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পূর্ব্বে এখানে বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র, বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর প্রভৃতি কতিপয় সর্ব্বপ্রধান শান্তিরক্ষকের শাসনে দুর্দ্দান্ত দল শাসিত হইয়াছিল। এক্ষণে উহারা নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া লোকের সর্ব্বস্ব পহরণ করিতেছে। নূন্যাধিক দুই মাস কাল মধ্যে চুরির ত কথাই নাই নিম্নলিখিত কয় স্থানে ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কোন স্থানের ডাকাইতদল ধৃত হয় নাই।

সম্পাদক মহাশয়! এই স্থানের উপর একটী রহস্যজনক কথা স্মরণ হইল। কোন গৃহস্থের বাটীতে ডাকাইতি হইয়া গেলে গৃহস্বামিনী রোদন করিতে করিতে দ্বাররক্ষক হিন্দুস্থানীকে কহিলেন "বাছা তুমি থাকিতে আমার সর্ব্বনাশ হইল?" দ্বারবান উত্তর করিল "মাঈ! হাম কা করে, এক হাতমে ঢাল, এক হাতমে তলবার, দোনো হাত বন্ধ, কিস তরেসে ডাকাইত পাকড়ে"।

আমাদিগের "যুদ্ধবিশারদ" কনষ্টাবুলরি পুলিষ কার্য্যতঃ ঠিক এইপ্রকার রীতিই প্রকাশ করিতেছে। দুষ্টদিগের দমন না হওয়াতে তাহাদের সাহস বৃদ্ধি হইতেছে। অত্রত্য ধনাঢ্যগণ ধন প্রাণ বিনাশশঙ্কায় শঙ্কিতচিত্তে কালহরণ করিতেছেন এবং সকলেই শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের সুশাসন স্মরণ করিয়া তাঁহার আগমনের বাঞ্ছা করিতেছেন। এক্ষণে দয়াবান গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা এই যে, শীঘ্র ঈশ্বর বাবু কিম্বা তাদৃশ অনেক উপযুক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে জাহানাবাদে প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে নিরাপদ করেন।

গত মাঘ মাসের শেষ হইতে ৪।৫ ক্রোশ স্থানমধ্যে গ্রামসকলে যে ডাকাইতি হ
গিয়াছে, তাহার তালিকা।

সাত তেতুলে গ্রামে
খাশবাড়ে
নরপতি পুরে
কোয়াগে
শড়ারে

শঙ্কিত প্রজাগ

—:o:—

সম্পাদক মহাশয়! আপনি শুনিয়া অ
অত্যন্ত আহ্লাদিত হইবেন যে, গত বৎ
ন্যায় এ বৎসরেও মান্যবর শ্রীযুক্ত এইচ উ
মহোদয়ের অনুরোধে সাধারণবিদ্যা
ডিরেক্টর মহোদয় ১২৬৮ টাকা কলিকাতা
মেট পাঠশালার শিক্ষকবর্গকে পারিতো
প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা সকলে ম
আপন বেতনের চারিগুণ টাকা পাইয়া
এই টাকা পাঠশালার উদ্বৃত্ত টাকা হই
প্রদত্ত হইয়াছে। যাহা হউক, যখন অধস্তন
কদিগের শ্রেণীবিভাগ শীঘ্র হইতেছে না,
এই রূপে উদ্বৃত্ত টাকা হইতে পারিতো
দান করিয়া শিক্ষকদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন
কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে উচিত কর্ম্মই হইয়াছে ব
হইবে।

৭ মার্চ ১৮৬৮। } আপনার অনুগত
শ্রীহ

এক্ষণে আমাদিগের দেশে এত অধিক
ইংরাজিপ্রভৃতি বহুবিধ বিদ্যায় পারদ
তেছেন যে, তাঁহাদিগের জন্য নূতনবিধ
প্রকাশ করা আবশ্যক হইয়াছে। আমাদি
দেশীয় ব্যক্তিগণ নানাপ্রকার কার্য্যে নিযুক্ত
আপন আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মসমুদায় সুচার
সম্পাদন করিতেছেন; কিন্তু অত্যন্ত আ
বিষয় এই যে, তাঁহারা অর্ণবপোতবাহক
মনযোগ করেন না। আরব, পারস্যপ্র
দেশস্থ লোকসকল ভারত সমুদ্রের নানা
অর্ণবযান চালনা করিয়া অপর্য্যাপ্ত অর্থ উ
র্জ্জন করিতেছেন; আমাদিগের দেশীয়
গণ কেন সেইরূপ করিয়া অর্থোপার্জ্জন
বার চেষ্টা না করেন? এই উপায়দ্বারা অ
দিগের দেশের বাণিজ্যকর্ম্ম বিস্তৃত
অনায়াসে অধিক পরিমাণে অর্থোপার্জ্জন
পারে। আমাদিগের স্বজাতীয়ের মধ্যে অ
বলিয়া থাকেন, যে ভিন্ন জাতিদিগের

মোগমন করিলে আমাদিগকে তাত্যন্তর [illegible]হয়। কিন্তু যদি আমাদিগের দেশের ধন [illegible] দেশহিতৈষী মহাশয়গণ পুরাতন অর্ণবযান [illegible] করিয়া দিলাম্ব আমাদিগকে [illegible] সকল শিক্ষা দেন, তাহা হইলে [illegible] আয়াসে নিবারিত হইতে পারে [illegible] দেশের স্বদেশীয়েরা পৃথিবীর নানা অংশে সমুদ্র পথে গমনাগমন ও অধিকপরিমাণে ধনোপার্জন করিতে সক্ষম হন; একণে দেশহিতৈষী মহো[দয়]গণের নিকট আমাদিগের এই প্রার্থনা [যে তাঁ]হারা আমাদিগের দেশে অর্ণবযানবিদ্যা[প্রচ]ার করিতে বিশেষ মনযোগী হইয়া স্বদে[শের] উন্নতিসাধনে যত্নবান হন।

[illegible] ১২৭৪ | শ্রীরামগোপাল
[তা]রিখ ২১ এ চৈত্র | বন্দ্যোপাধ্যায়

—:০:—

একাদশী।

[illegible] বিধবাগণের পক্ষে একাদশী যে কিরূপ কষ্ট[দায়]ক, তাহা পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। [illegible] মাত্রেই একাদশী করিতে কিছুমাত্র অতি[illegible] নহেন, কেবল দেশাচারভয়ে অগত্যা [illegible]পালনে সম্মত হন। আমি অদ্য স্নানার্থ [গঙ্গা]তীরে যাইয়া দেখিলাম, এতন্নগরীর কতি[পয়] বিধবা স্নান ক্রিয়া সমাধানপূর্ব্বক নিজ নিজ দেবতার পূজা করিতে করিতে নানা প্রকার [কথো]পকথন করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণপরে গত [একাদশী]দের ক্লেশের কথা উত্থাপিত হইল। এক জন [বিধব]া কহিলেন, "পোড়া একাদশীতে রাঁড় [illegible] হাড় কালী করে। শীত কালটাত মানে [মানে] কেটে গেল, এখন কি করে যে এই গ্রীষ্ম[কাল]টা কাটবে কিছুই বুঝিতে পারি না। [illegible] রাঁড়দের কি কষ্ট! আমরা বুড়ো মাগী [illegible] আমাদেরই তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যায় তখন [illegible]র ত কথাই নাই"। আর এক জন কহি[লেন] এখানে যেমন নিয়ম, এমন নিয়ম আর [কোথা]ও দেখিলাম না। আমি ত কাশী, প্রয়াগ [illegible] ও আর আর জায়গা ঘুরে এলেম কিন্তু [এম]ন কোথাও নাই। কোথাও একাদশীতে [illegible] চিনির পানা, আক খাচ্চে; কোথাও [illegible]লুচি খাচ্চে; কোথাও জলারও কোচ্চে।" [আর এক জন] কহিলেন "যেখানকার যে ধারা। [আমাদ]ের এখানে এই রকম ধারা, এখানে যদি [ও]রকম কিছু করি তা হলে অমনি বলিবে [illegible] অমুক এই কোরেচে" আমাদের মেয়ের[া] [illegible] অন্য কিছু করিতেও পারিনা, আর [illegible]াই। তবে যদি সাহেবেরা হুকুম করে যে, যে না একাদশীতে খাবে তার এক টাকা জরিমানা [illegible], আর যে খাজা পাবে, [illegible] বেস হয়, [illegible] উপায় নাই। আর এক জন কহিলেন, [illegible] কেউ না বলিলেত [illegible] হবে না। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে দিতে [illegible]ছেন; কিন্তু এ কার্য্যটা আর[illegible] পাচ্চেন না। যদি এটা করেন তা হলে [আম]রা তাঁর পায়ের চামড়ার জুতো তৈরি করে দিতে [illegible] পায়ের চামেড়ো খাই।

মহাশয়! ইহা শুনিয়া কোন ব্যক্তির মনে করুণরসের সঞ্চার না হয়। এই কুপ্রথা থাকাতে যে অবলাগণের কত ক্লেশ হইতেছে তাহা তাঁহারাই জানেন। একণে আধুনিক সুসভ্য কৃতবিদ্যগণের নিকটে আমার করপুটে প্রার্থনা এই যে তাঁহারা যেমন অশেষ বিষয়ে দেশের উন্নতি সাধন করিতেছেন তদ্রূপ এ বিষয়ে একটু মনোযোগী হইয়া অবলাকুলের হিতসাধন করুন।

—:০:—

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীদাস ঘোষ কানপুর
১২৬৮ এপ্রেল হইতে ৬৯ মার্চ্চ ১৩।০
" " ভুবনমোহন বসু সীতাপুর
১২৭৫ বৈশাখ হইতে আষাঢ় ৩৮
" " ভুবনচন্দ্র গুপ্ত হাটখোলা
১২৭৪ চৈত্র হইতে ৭৫ ফাল্গুন ১০
" " চন্দ্রনাথ চৌধুরী আসাম
১২৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র ১৩
" " শিবচন্দ্র দেব কোন্নগর
১২৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র ১৩
" " চন্দ্রকান্ত সেন জলপাইগুড়ি
১২৭৪ চৈত্র হইতে ৭৫ ফাল্গুন ১৩
" " মথুরেশচন্দ্র দেব রায় চাকদাড়া
১২৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র ১৩
" " রঘুরাম হাজরা পাত্রসায়র
১২৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র ১৩
" " শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী ময়নাগড় ১৩
" " কৃষ্ণনাথ রায় চৌধুরী বহরমপুর ১৩
" " চন্দ্রনাথ ঘোষ ভবানীপুর ১০
" " মহেন্দ্রনাথ সরকার [illegible]খিদিরপুর
১২৬৮ [illegible] হইতে আগষ্ট ৫॥০
" " [illegible] সরকার দৌলতগঞ্জ
১২৭৫ বৈশাখ হইতে আষাঢ় ৩৮০
" " হরকুমার [illegible] তারিণীপুর বোয়ালিয়া ১৩
" " মহেন্দ্রনারায়ণ মল্লিক বৈদ্যপুর ১৩

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত

বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে [মফস্ব]লে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক [illegible] [ত্রৈমা]সিক ৩৮০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম [মূল্য] গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি [illegible] অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, [illegible] যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই [illegible] দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁ[হারা] যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূ[ল্যের] ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকা[শের] মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি ক[রিয়া] শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পা[ঠা]ইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হ[ইয়া] আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে [illegible] লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত [illegible] গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহা[র পর] একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ [করা] যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পা[ঠান] হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ড[াক] ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ ক[রি]বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ ক[রা] যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি [illegible] আনা তাহার পর ৵১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করি[বে]ন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে

[illegible] এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূ[র্ব্ব] মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষি[ণ] চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যা[ভূ]ষণের বাটিতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ

১০ ম ভাগ। ২৩ সংখ্যা।

" প্রবত্তনাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

সিক মূল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা। } সন ১২৭৫ । ৯ই বৈশাখ । ১৮৬৮ । ২০ এ এপ্রেল { মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষি টাকা ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক

## বিজ্ঞাপন।

### ানবজন্মতত্ত্ব ও ধাত্রীবিদ্যা।

১ ম খণ্ড মূল্য ২ দুই টাকা।

এই পুস্তকখানি বহু যত্ন ও পরিশ্রমে প্রণয়ন ' গিয়াছে। আধুনিক বহুদর্শী ও সুবিজ্ঞ সাতাদের নবাবিষ্কৃত মত ও চিকিৎসা প্রণা- ও ইহাতে বর্ণিত আছে। এই খণ্ডে নীচের য়েক বিষয় লিখিত হইয়াছে যথা।

১। বস্তিকোটরীয় অস্থি ও সন্ধির বিবরণ। বিকৃত বস্তিকোটরের বিবরণ। ৩। বাহ্য ও আভ্যন্তরিক জননেন্দ্রিয়ের বিবরণ। ৪। ঋতু। ঋতুসম্বন্ধীয় পীড়া ও তাহার চিকিৎসা। ডিম্বনিষেক। ৭। জরায়ুতে গর্ভধারণ। ৮। র্ভের লক্ষণ ও স্থায়িত্ব। ৯। বন্ধ্যাত্ব ও তাহার ৎসা। ১০। কৃত্রিম গর্ভ। ১১। গর্ভসম্বে। ১২। আস্থানিক গর্ভ। ১৩। জঠরাবস্থ ণর বিবরণ ও মৃত্যুলক্ষণ। ১৪। গর্ভপাত অকাল প্রসব, এবং তৎসম্বন্ধীয় চিকিৎসা। পুস্তকের আরম্ভে বিবৃত সূচীপত্র ও অন্তে য়োজনীয় ইংরাজী ও দুরূহার্থ বা অচলিত শব্দ, এবং স্থানে স্থানে খোদিত আকৃতি া গিয়াছে। এই পুস্তক, কলিকাতা শবিদ্যারত্ন যন্ত্রে, বা কালেজষ্ট্রীটের ৮৪ ভবনে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহলানবিসের, অথবা মালদহে আমার নিকট পাওয়া। যদি ডাকে পাঠাইতে হইলে ক্রেতাকে রিক্ত মাশুল।০ আনা দিতে হইবেক।

চৈত্র } শ্রীঅন্নদাচরণ কাস্তগিরি
হ } সিবিল মেডিকেল আফিসার

### ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে

সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে পাত্রান্বিত বিয়ার, ওয়াইন ও স্পিরিট, অয়েল মানস ষ্টোরস, ঘৃতোপকরণ এবং ঐ রূপ আর আর হালকা দ্রব্য ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির মাল গাড়িতে পাঠাইতে হইলে তাহা উক্ত কোম্পানি আগামী ২০ এপ্রেল অবধি হাবড়ার অপেক্ষা দুই আনা অধিক হারে আরমানি ঘাট ষ্টেশনে গ্রহণ করিয়া রসিদ দিবেন।

নূতন জেটি শেষ হওয়া এবং কলিকাতা হইতে জেনরেল গুডস ট্রাফিকের কর্ম্ম আরম্ভ হওয়া পর্য্যন্ত এই নিয়ম প্রচলিত থাকিবে।

বোর্ড অব এজেন্সী
ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে
ডেলহাউসী স্কোয়ার
কলিকাতা
১৮৬৮ । ১৫ ই এপ্রেল। } সিসিল ষ্টিফেন্সন
বোর্ড অব এজেন্সি

—।০।—

### অভিধান।

| | |
|---|---|
| শব্দাম্বুধি | ২॥০ |
| শব্দার্থপ্রকাশিকা | ৩ |
| শব্দসিন্ধু | ২ |
| শব্দার্থমুক্তাবলী | ৭ |
| শব্দার্থরত্নমালা | ৫ |
| শব্দার্থপ্রচারিকা | ৩ |
| প্রকৃতিবাদ | ৫ |
| **সংস্কৃত পুস্তক** | |
| রঘুবংশ সটীক | ৮ |
| উত্তর নৈষধচরিত | ৩॥০ |
| * ভট্টিকাব্য | ৪০ |
| অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব | ৩৫ |
| দশরূপক | ১৮৶ |

কলিকাতা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট ১৭৭ নং } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পুস্তকবিক্রেতা।

—০—

### পুরাণপ্রকাশ।

কলিকাতা মৃজাপুর আমহাউসের দক্ষিণ কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে পুরাণপ্রকাশনামক ষিক পত্র প্রতিমাসে এক বা দুই খণ্ড ক প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেক খ পরিমাণ ৮০ অশীতি পৃষ্ঠা। ইহাতে ক্রমশঃ দশ পুরাণ ও উপপুরাণ বাঙ্গালা অনুবাদস প্রকটিত করিবার কল্পনা আছে। প্রথমতঃ বি পুরাণ অনুবাদ ও শ্রীধরগোস্বামিকৃত টীকা স মুদ্রিত হইতেছে। আগামী ১ লা বৈশাখ বি আরম্ভ হইবে। যিনি ইহার গ্রাহক হইতে লাষী হন, তিনি কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যা আমার নিকট পত্র ডাকমাশুল ও প্রতিখণ্ড মূল্য অগ্রিম ॥০ আট আনা করিয়া পাঠাইবে যাঁহারা নিয়মিত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত নহেন, ত দের নিকট প্রত্যেক খণ্ড নগদ ১ এক টা মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে।

১৫ ই চৈত্র ১২৭৪। } শ্রী জগন্মোহন শর্ম্মা।

—

সংস্কৃত মেদিনীকোষ দুরূহ শব্দের সমেত উত্তম নাগরাক্ষরে যত্নপূর্ব্বক মুদ্রিত তেছে। যিনি গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তি ঢাকা কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ব সোমনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অথ কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে বা কাব্যপ্রকা যন্ত্রে আমার নিকট পত্র পাঠাইবেন।

১৫ ই চৈত্র ১২৭৪ সংস্কৃত বিদ্যালয়। } শ্রীজগন্মোহন শর্ম্মা।

—:০:—

### ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।
### কলিকাতায় পুলিন্দা ও গাঁটরি সকল দেওয়া লওয়া হইবে না।

সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, ইষ্টইণ্ডি য়ান রেলওয়ে কোম্পানি আগামী ১ লা মে

কলিকাতায় গাড়ির পুলিন্দাসকলের প্রদান ইত্যাদি হইতে বিরত হইবেন। ... হইতে ... কারমাইকেলের ... গাড়ির ও পুলিন্দা লওয়া ... রসিদ দাখিল করিলে নাম দেখিয়া কলিকাতার পুলিন্দা ও ... দুই ষ্টেসনে দেওয়া হইবে।

| | |
|---|---|
| ... বোর্ড ... রেলওয়ে কলিকাতা ... মার্চ। ১৮৬৮ | সিসিল ষ্টিফেন্সন এজেণ্টবোর্ড |

রাণীগঞ্জ পটারি কোং লিমিটেড।

... দেখিয়া করিবার সুচিক্কণ টাইল। কোম্পানির মিসনরোস্থিত ৪ নং আফিসে নমুনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং যদি প্রয়োজন হয় ঐ আফিসে নমুনা তৎপত্র ... দিবেন।

আত্মোৎকর্ষবিধান।

... নিচের ... এই পুস্তকের ... ইহাতে মনুষ্যের উন্নতিসাধনের উপায় ... সন্ধান করা হইয়াছে। মূল্য ১।৵০ কলিকাতা ... সমাজে, সংস্কৃত লাইব্রেরিতে এবং ... আমার নিকটে পাওয়া যাইবে।

... বর্দ্ধমান ) শ্রীসারদাপ্রসাদ জ্ঞানানন্দ। ... বারহাট

---

... নির্ণয় ... নাটক যাহা ... যন্ত্রে ... বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত। মূল্য ১ টাকা।

... কাতা ... ৬৪ নং ) শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়

—:০:—

হিন্দুরঞ্জিকা।

... বোয়ালিয়া ... হইতে আগামী বৈশাখ ... উক্ত নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা ... হইতে থাকিবে। তাহাতে হিন্দুধর্ম্ম ... বিষয় ... সংবাদপত্রোপযোগী ... বিষয় লিখিত হইবে। আয়তন ৬ ... মূল্য বার্ষিক ৫ টাকা এতদ্ব্যতীত প্রদে ... গ্রাহকগণকে বার্ষিক ডাকমাশুল ৩ টাকা ... হইবে। গ্রাহকগণ নিম্নস্বাক্ষরকারীর ... পত্র লিখিলে পত্রিকা পাইতে পারি-...

| | |
|---|---|
| ... বোয়ালিয়া ... ৫ ই ... | শ্রীশ্রীনাথসিংহ রায় বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভার সম্পাদক |

অন্তঃপুরবাসিনীদিগের শিক্ষার উপায়।

যেসকল বাঙ্গালি ভদ্রলোক আপন আপন পরিবারের শিক্ষার্থ সুশিক্ষিতা ইউরোপীয় শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করিবার অভিলাষ করেন, তাঁহারা বহুবাজার ১২০ নং ভবনে রবসন সাহেবের সহধর্ম্মিণীর নিকট আবেদন করিবেন।

বাঙ্গালা ও ইংরাজী সাহিত্য এবং প্রয়োজনীয় সেলায়ের কর্ম্ম শিক্ষা করান হয়।

বেতনের নিয়ম।

সপ্তাহে এক বার শিক্ষা দিতে হইলে প্রতিমাসে ৫ পাঁচ টাকা।

" দুই বার শিক্ষা দিতে হইলে প্রতি মাসে ৮ আট টাকা।

" তিন বার শিক্ষা দিতে হইলে প্রতি মাসে ১২ বার টাকা।

নিকট হইলে শিক্ষয়িত্রী এক স্থানে দুই ঘণ্টা এবং অনেক দূর হইলে তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প কাল থাকিবেন ইতি।

—০—

আমাদিগের যন্ত্রালয় কলিকাতা মুজাপুর আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ৬১ সংখ্য বাটীতে উঠিয়া আসিয়াছে।

| | |
|---|---|
| ৮ ই চৈত্র ১২৭৪। | শ্রীযদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় এবং কোং। |

কলিকাতা সংস্কৃত লাইব্রেরী ও কালেজ ষ্ট্রীট ১১ সংখ্যক ভবনে শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ মজুমদারের পুস্তকালয়ে, শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরীপ্রণীত ... তত্ত্ব প্রকাশ" বিক্রীত হইতেছে।

| | |
|---|---|
| বারুইপুর ৫ ই চৈত্র ১২৭৪। | শ্রীরাজমোহন বসু অধ্যক্ষ। |

—:০:—

সোমপ্রকাশযন্ত্রালয়ে কেস ও ফ্রেম সহিত নানাপ্রকার দেবনাগর অক্ষর বিক্রয়ার্থ আছে, যাঁহার প্রয়োজন হয়, তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নিকটে অনুসন্ধান করিলে বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

চাঙ্গড়িপোতা সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গা বার্ক্‌ যো ... কোম্পানির দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে:—

| প্রণীত | মূল্য টাকা |
|---|---|
| গ্রীসইতিহাস | |
| রোমইতিহাস | |
| ভূবনসার ব্যাকরণ | ... |
| নীতিসার ( ১ ম ভাগ ) | ৴ |
| নীতিসার ( ২ য় ভাগ ) | ৴ |
| প্রচারিত। | |
| মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ | |

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা

—:০:—

## নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের এপ্রেল মাসের ১লা হইতে ৭ ই পর্য্যন্ত ভাগীরথীনদীর সর্ব্বাকম তি জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

| স্থানের নাম | ফুট | ইঞ্চ |
|---|---|---|
| যেহানার উপর পদ্মানদীতে | ১৭ | ৭ |
| মহানার | ৯ | ৭ |
| তথা হইতে জঙ্গিপুর (১৩৪ মাইল)মধ্যে | ২—— | ৬ |
| জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ( ৪৬ মাইল ) মধ্যে | ২—— | ৬ |
| বহরমপুর হইতে কাটওয়া ( ৫০ মাইল ) মধ্যে | ৩—— | ১ |
| কাটয়া হইতে নদীয়া পর্য্যন্ত(৩৬ মাইলের মধ্যে | ৩—— | ৯ |
| সন ১৮৬৮ ৯ ই এপ্রেল তারিখের বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ | ২—— | ৩ |

| | |
|---|---|
| বহরমপুর ৯ ই এপ্রেল ১৮৬৮। | এক্‌জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়রবহরমপুর ডিবিজন |

## সোমপ্রকাশ।

৯ ই বৈশাখ সোমবার।

### স্ত্রী ডাকাইত।

মফস্বলে পুলিস আছে, বিচারপতি আছেন, অন্য অন্য রাজকর্ম্মচারীও অনেক আছে; কিন্তু মফস্বলবাসীদিগকে দস্যু তস্করাদির অনুগ্রহের উপরে নির্ভর করিয়া কালযাপন করিতে হয়। এক একটী ঘটনা উপস্থিত হইলে আমরা মধ্যে মধ্যে মফস্বলের এই অরক্ষিত অবস্থার বিষয়টী পাঠকগণের সহিত রাজার গোচর করিয়াথাকি ; কিন্তু আমাদিগের অরণ্যে রোদন হয়। সম্প্রতি একটী

তুকঁকস দস্যুতাকাও উপস্থিত হই-
। এটীও পাঠকগণের সহিত রাজার
র করা উচিত হইতেছে।
আমাদিগের এক মিত্র সমাচার
লেন, গত ২৮ এ চৈত্র বৃহস্পতিবার
৩ টার সময় কতকগুলি স্ত্রীলোক
াকুল কৃষ্ণনগরের বাবু রামদাস
ষের বাটীতে প্রবিষ্ট হইয়া ডাকাইতি
য়াছে। আজিও স্ত্রীলোকে ব্রিটিশ
কারে ডাকাইতি করে, শুনিয়া
কগণ আমাদিগের ন্যায় বিস্মিত ও
তুকরসে আপ্লুত হইবেন সন্দেহ
। সে স্ত্রীলোকগুলি কে তাহা শ্রবণ
।
আমাদিগের সংবাদদাতা মিত্র বলি-
, কয়েক দিবস হইল, এক দল
ক থানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিকটে
স্থিত হইয়াছে। স্ত্রী ও পুরুষে প্রায়
লোক তাহার অন্তর্নিবিষ্ট। তাহা-
ার সহিত ঘোড়া, লাঠি, বরসা,
প্রভৃতি আছে। তাহারা কে?
া হইতে আসিয়াছে? কোথায় বা
বে? জিজ্ঞাসা করিলে এই পরিচয়
তাহারা ব্যবসায়ী; হিরাট হইতে
য়াছে; বিষ্ণুপুরে যাইবে। আমা-
র সংবাদদাতা মিত্র বলিলেন, তিনি
াদিগের ব্যবসায়ের মধ্যে এই ত দেখি
ন, তাহারা সুযোগক্রমে গ্রাম মধ্যে
ট হইয়া লোকের দ্রব্যাদি হরণ
া আনিতেছে। তাহাদিগের সমভি
রে যে স্ত্রীলোকগুলি আছে, তাহারা
কে বঙ্গদেশীয় দুই জন পুরুষের
রণ করে। উহার মধ্যে কয়েকটা
াক ২৮ এ চৈত্র ভিক্ষার ছল
রামদাস ঘোষের বাটীতে যায়।
ালে বাটীতে কোন পুরুষ ছিল না।
বাটীস্থ স্ত্রীলোকদিগের সহিত
তণ্ডা (দস্যুরা প্রায় প্রথমে এইরূপ
থাকে) আরম্ভ করিয়া বলপূর্ব্বক

গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল এবং গৃহ মধ্যস্থ স্ত্রীলোকদিগের কাহার চক্ষে ধূলিবৃষ্টি নিক্ষেপ, কাহার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত, প্রভৃতি দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। সুতরাং গৃহমধ্যস্থ স্ত্রীলোকেরা ভীত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া গৃহের বাহির হইলেন। ঐ অবসরে ঐ দস্যু স্ত্রীরা বাক্সপ্রভৃতি ভাঙ্গিয়া অলঙ্কারাদি লইয়া প্রস্থান করিল। পল্লীগ্রামে দিবাভাগে প্রায় পুরুষেরা গৃহে থাকেন না; নানা জন নানা কর্ম্মে যান; সে সময়ে যাহার কিছু পরাক্রম আছে, এমন যে সে ব্যক্তি গ্রাম মধ্যে গিয়া যাহা ইচ্ছা তাই করিয়া আনিতে পারে। নিবারক তেমন প্রহরী নাই যে উপদ্রব নিবারণ করিবে। এরূপ অবস্থায় উল্লিখিত স্ত্রীলোকেরা দস্যুতা করিয়া যে নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যাইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

মফস্বলের যেরূপ অরক্ষিত অবস্থা, তাহাতে দস্যুতার অনুষ্ঠানকালে তাহার নিবারণের ত সম্ভাবনা নাই। আবার আজি কালি পুলিসের যে ভাব হইয়াছে, দস্যুতার পর তাহার যে প্রতীকার হইবে, তাহারও সম্ভাবনা অল্প। আমাদিগের সংবাদদাতা বলিলেন, উল্লিখিত ঘটনার পর পুলিস সংবাদ পাইয়া ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইলেন এবং ধূমধাম (সচরাচর যেরূপ করিয়া থাকেন) আরম্ভ করিলেন। কিন্তু দস্যুদিগের নিকটে অপহৃত দ্রব্যের একটীও পান নাই বলিয়া কিছুই করিতে পারিতেছেন না। যখন কলিকাতার ভিতরেই মধ্যে মধ্যে হত্যা হইতেছে; হত্যাকারীরা অনায়াসে অব্যাহতি পাইতেছে; কিছুই হইতেছে না, তখন মফস্বলের পুলিস যে কিছু করিতে পারিবেন, আমাদিগের সে আশা নাই। তাঁহারা যাহা করুন, এ স্থলে উপরিস্থ কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে আমাদিগের কয়েকটী বক্তব্য উপস্থিত হইতেছে। ঐপ্রকার

দলবদ্ধ লোকেরা যেথা সেথা ঘু
পায় কেন? তাহারা যখন
গ্রামের সন্নিহিত হয়, নিকটস্থ পুলি
লোকেরা তাহাদিগকে বারণ করে
কারণ কি? ভাল যেন বারণই না ক
লেন, তাহারা যাহাতে গ্রামমধ্যে
প্রকার উপদ্রব করিতে না পারে
বিষয়ে অবহিত হন না কেন? আ
যে দলের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছি
দল কহিতেছে, বিষ্ণুপুরে যাইব;
আমরা শুনিলাম, কলিকাতা হ
বিষ্ণুপুরে যাইতে হইলে থানাকুল
নগরে যাইবার প্রয়োজন হয় না। তা
বলে ব্যবসায়ী; তাহাদিগের নি
মোহর, সোণার তাল ও রূপার
আছে। সোণার তাল ও রূপার
দস্যুতা ও তস্করতা গোপনের
উৎকৃষ্ট উপায় নয়? তাহারা অপ
সোণারূপার দ্রব্য যদি অবি
গলাইয়া ফেলে, তাহাদিগের নি
সোপদ্দ পাইবার সম্ভাবনা কি? ক
আমরা মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাই,
প্রকার লোক হইতে স্থানে স্থানে দস
স্করতাদি হইয়া থাকে। অতএব
উহাদিগকে অস্ত্রাদিব্যবহারের প
দেওয়া হইবে, সেই সময়ে উহাদি
যথেচ্ছ ব্যবহারনিবারণের একটী উ
করা আবশ্যক।

——:০:——

স্থানীয় কর এবং তাহার
প্রকৃত ব্যয়।

এ দেশে দুই প্রকার কর আ
উহার একটী স্থানীয় ও অপ
সামান্যতঃ সরকারী বলিয়া নির্দ্দি
হইয়া থাকে। সরকারী কর এক স্থানে স
আদায় হয়। ভারতবর্ষের যে অ
টাকার অপ্রতুল হয়, সরকারী টাকা
থানেই ব্যয়িত হইয়া থাকে। কিন্তু স্থা
কর যেখানে আদায় হয়, সেইখা
ব্যয় করা হয়। এই করের হার

…া নহে। ইউরোপ, আমেরিকা …তিনিধিবর্গে রাজস্বের এই প্রকার …ক্ষ লক্ষিত হয়; কিন্তু সকল দেশেই … অত্যাচার হই…। স্থানীয় কর আদায়ের ভার প্রায় …গণের হস্তে নিহিত থাকে। …া সকল স্থানেই যথেচ্ছ ব্যবহার …ন। সে দিবস কলিকাতার উপবি…র মিউনিসিপালিটির হিসাবে যে …র অসনা গোলযোগ লক্ষিত হইয়া…, অন্যান্য সকল প্রদেশেই তাহা …ত হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের আয় ৭১ …টি টাকা; কিন্তু স্থানীয় কর ২০ …টি টাকা আদায় হয়। ইংলণ্ডে এক …টি টাকা সরকারী কর আদায় করিতে …ন কত তর্ক বিতর্ক হয়; কিন্তু স্থানীয় …যত আদায় হউক, উহাতে কোন …বাধা হয় না। লণ্ডনে এই প্রকারে … দুই কোটি টাকা আদায় হইয়া …ক। ভারতবর্ষে প্রায় ৪ কোটি টাকা …য় কর আদায় হয়। কিন্তু এখানে …চার অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়া …ক। এখানকার সকলেই চৌকীদারী …, বাটীর কর ও ব্যবসায়ের করপ্রভৃ… নিমিত্ত আক্ষেপ করেন। তবে এক …য় আমাদিগের অবস্থা ইংলণ্ডীয় …কদিগের অবস্থা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট …তে হইবে। তাহা এই;—

…নের বাটীর কর ভাড়াটিয়াদিগের … নিহিত হয়। ইহাতে ধনিগণ অব্যাহতি …; দরিদ্রগণকেই কষ্ট ভোগ করিতে …কন্তু কলিকাতার মিউনিসিপাল আইন …ারে সম্পত্তির উপরে কর গৃহীত … থাকে; সুতরাং ধনীদিগকেই কর …বহন করিতে হয়। মফস্বলের মিউনিসি… আইনেরও এইরূপ অবস্থা। চৌকী… টাকা কেবল অধিকাংশ দরিদ্রের …রই পড়িয়াছে। তবে এক বিষয়ে …ও ভারতবর্ষ এই উভয় দেশের অবস্থা একবিধ দৃষ্ট হইতেছে। এই উভয় প্রদেশেই মিউনিসিপালিটিসমূহ যথেচ্ছ কর আদায় করেন; প্রতিবাদ করিলে তাহা শ্রবণ করেন না; যথার্থ হিতকর বিষয়ে টাকা ব্যয়িত হয় না এবং হিসাবের বিলক্ষণ গোলযোগ হইয়া থাকে। কলিকাতায় যেমন নগরের দরিদ্রদিগের দত্ত টাকা চৌরঙ্গির শোভার নিমিত্ত ব্যয় করা হয়, লণ্ডনেও সেইরূপ হইয়া থাকে। এই বিষয় লইয়া ভারতবর্ষের ন্যায় ইংলণ্ডেও অনেকে অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, স্থানীয় ও সরকারী কর বলিয়া রাজস্বের প্রভেদ রাখা উচিত কি না? শাসনকর্ত্তারা বলেন, তাঁহারা স্থানীয় করের এক পয়সাও গ্রহণ করেন না; এই কর যেখানে আদায় হয়, সেই খানেই ব্যয়িত হইয়া থাকে। স্থানীয় ফণ্ডে যত টাকা থাকুক না কেন, যখন উহা সরকারী ধনাগারে গৃহীত হয় না, তখন তন্নিবন্ধন কষ্ট হইলে তাঁহাদিগের প্রতি দোষারোপ করা অনুচিত। পক্ষান্তরে, প্রজাগণ বলেন, সরকারী কর বলিয়া হউক, আর স্থানীয় কর বলিয়া হউক, তাঁহাদিগকে ত টাকা দিতে হয়। স্থানীয় কর ও সরকারী করের টাকায় মূলগত বৈলক্ষণ্য নাই। অনেকে বলেন, স্থানীয় কর ও সরকারী কর বলিয়া প্রভেদ না করিয়া সমুদায় টাকা সরকারী কর বলিয়া আদায় করা কর্ত্তব্য। ইহা আমাদিগের অনুমোদিত নহে। স্থানীয় কর বলিয়া একটি পৃথক কর রাখা আবশ্যক। সে টাকা কলিকাতার বাটীর অধিকারী ও গাড়োয়ানেরা প্রদান করিতেছেন, তাহা লইয়া কসায়া পর্ব্বতের একটী গ্রামের নর্দ্দামার নিমিত্ত ব্যয় করা অনুচিত। আমাদের মতে ভারতবর্ষে স্থানীয় করের উদ্দেশ্যানুসারে কাজ করা হইতেছে না; অতএব যাহাতে তাহা হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। স্থানীয় করভার প্রায় দুর্ব্বহ হয় এবং লোকে তাহা প্রদান করিতে অত্যন্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। কর প্রদান সুখকর হয়, এমন উপায় পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি এ পর্য্যন্ত কোন রাজস্ববেত্তা উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু একটী কাজ করিয়া লোকদিগের মনে প্রবোধ দিতে পারিলে অতিশয় কষ্টও তাঁহাদের সহ্য হইয়া যায়। লোকে যে টাকা দেন, তাহাতে রাস্তা, নর্দ্দামা, ঘাট, আলোকপ্রভৃতি হইলে তাঁহারা তত আক্ষেপ করেন না। তদ্দ্বারা নগরের শোভা ও স্বাস্থ্যের বৃদ্ধি হয়। লোকে স্বভাবতঃ বাসস্থানের সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে অভিলাষ করেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদিগের দেশে কর্ত্তৃপক্ষের রাস্তাপ্রভৃতিতে বিশেষ মনোযোগ নাই।

কোন গ্রামে দস্যুবৃত্তি বা তস্করবৃত্তি অধিক হইলে গবর্ণমেণ্ট তথায় অতিরিক্ত পুলিস প্রহরী রাখেন। গ্রামবাসীদিগকে দণ্ডস্বরূপ ইহাদিগের বেতন দিতে হয়। এটী কি বিশুদ্ধ রাজনীতি? গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ্যরূপে বলিয়াছেন, যে যে স্থানে যত পুলিস প্রহরী আবশ্যক, তত্তৎ স্থানের লোকদিগকে তাহার ব্যয় দিতে হইবে। এক্ষণে যে কিছু টাকা পুলিসের নিমিত্ত সরকারী ধনাগার হইতে দেওয়া হইতেছে, তাহাও ক্রমশঃ বন্ধ করিয়া স্থানীয় টাকার উপরে সমুদায় পুলিসের ব্যয় নির্ভর করা তাঁহাদিগের অভিপ্রেত হইয়াছে। এই রাজনীতি কি ভ্রান্তিমূলক নহে? শান্তিরক্ষা যাবতীয় গবর্ণমেণ্টের অস্তিত্বের একমাত্র কারণ। অতএব যে গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের নিকট ব্যয়োপযোগী কর না পাইলে শান্তিরক্ষায় মনোযোগী না হন, তাঁহাদের অপেক্ষা নির্ব্বোধ আর কে আছে? যদি কসায়া পর্ব্বতের লোকেরা অধিকক্ষণ

হরী চাহেন, গবর্ণমেণ্ট কি বলি
রেন, "তোমরা যদি অধিক টাকা দিতে
র তবে আমরা অধিক প্রহরী দিতে
রি"? শান্তিরক্ষা সর্ব্বাগ্রে করিতে
বে। ২৪ পরগণা ও হুগলিতে এক
সামান্য পেয়াদা এক জন জমীদারকে
ত করিয়া আনিতে পারে; কিন্তু
পেসোয়ারের সীমায় ৫০ জন সৈনিকের
ত ঐরূপ কার্য্যের ভার দেওয়া হয়।
হা বলিয়া কি পেসোয়ারের লোক-
গের নিকট হইতে সমধিক কর গ্রহণ
তে হইবে? এক্ষণে আমরা বলি
ছি, সৈনিক ব্যয়ের ন্যায় পুলিসের
সরকারী ধনাগার হইতে প্রদান করা
ধ্য। স্থানীয় কর হইতে পুলিসের
তনপ্রদান মূল নিয়ম ও গবর্ণমেণ্টের
বা কর্ম্মের বিরুদ্ধ। এক্ষণে স্থানীয়
হইতে পুলিসের ব্যয় দিয়া যাহা
ত থাকিতেছে, তাহাই রাস্তাঘাট-
ত ব্যয়িত হয়। পুলিসের সংখ্যা যে
র দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে
র ব্যয় সমাধান করিয়া অন্য কার্য্যের
র নিমিত্ত প্রায় কিছুই অবশিষ্ট
ক না; সুতরাং রাস্তাপ্রভৃতি প্রস্তুত
না। স্থানীয় কর এই নিমিত্তই
কের এত কষ্টকর হইয়াছে। কোন
তে একটী নূতন গৃহ প্রস্তুত হইলে
মিনিসিপালিটি অমনি করবৃদ্ধি করিয়া
ন। এই কর লইয়া যদি আর এক
র ব্যয় বাঁচান হয়, তাহা হইলেও
ক লাভজ্ঞান করেন। বণিক
শুল্কপ্রদান করেন; এই নিমিত্ত
মেণ্টের রণতরিসকল সর্ব্বদা সমুদ্রে
পূর্ব্বক তাঁহাদিগের দ্রব্য রক্ষা
া থাকে। যদি প্রত্যেক জাহা
অধ্যক্ষকে শুল্কপ্রদান করিয়াও
বটিয়াদিগের নিমিত্ত সৈন্য রাখিতে
, তাহা হইলে তাহাদের কি লাভ
হইত? গবর্ণমেণ্ট শান্তিরক্ষা করেন বলিয়া সমুদায় সরকারী কর প্রদত্ত হইয়া থাকে। সরকারী করের আর কি প্রধান উদ্দেশ্য আছে? স্থানীয় করদ্বারা লোকের স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্থানীয় সুবিধাবিধান করাই উচিত। তাহা না করিয়া পুলিসের ব্যয়েই যদি ঐ কর পর্য্যবসিত হয়, তাহা হইলে লোকে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই। আমরা বোধ করি, গবর্ণমেণ্ট অতঃপর প্রকৃত উপায় অবলম্বন করিয়া স্থানীয় করকে পুলিসের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবেন।

—:•—

## চৈত্রমেলা।

গত ৩০এ চৈত্র শনিবার মৃত বাবু আশুতোষ দেবের বেলগাছিয়ার বাগানে মহাসমারোহে চৈত্রমেলা হইয়া গিয়াছে। বৎসরের শেষ দিবসে দেশের সকলে এক স্থানে সমবেত হইয়া পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ, আলাপ ও আমোদ করেন, এই উদ্দেশে এই মেলাটীর সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর কয়েক জন কৃতবিদ্য একপরামর্শী হইয়া ইহার সংস্থাপন করেন। তাঁহাদিগের সেই চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছে।

পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এ বার চৈত্র মেলায় অধিকতর সমারোহ হয়। উদ্যান প্রবেশ দ্বারে নহবৎ বসিয়াছিল। তথা হইতে মেলার স্থান প্রায় ২৫ বিঘা দূর হইবে। এপর্য্যন্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বে নব পল্লবাবৃত অর্দ্ধচন্দ্রাকার বেড়া দেওয়া হয়। মেলায় প্রবেশমাত্র, প্রথমতঃ একটী দীর্ঘ গোলপার চালা দেখিতে পাওয়া যায়। এই চালার মধ্যে এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকগণের সূচীনির্ম্মিত শিল্পজপদার্থসকল প্রদর্শিত হয়। আমরা ঐ স্থানে নানা প্রকার আসন,
জুতা, থলিয়া, সরপোসপ্রভৃতি
করিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। ঐ
ের মধ্যে জানবাজারের বাবু প্র
দত্তের স্ত্রী শ্রীমতী কুঞ্জমানিনী দাসী
ও সিমুলিয়ার বাবু কাশীপ্রসাদ ঘো
বাটীর স্ত্রীগণের কৃত কাজগুলি দে
দর্শকগণ সমধিক আশ্চর্য্য বোধ কর
এই চালার পূর্ব্ব দিগের চালায় কতক
অলঙ্কার ও হস্তদন্তের পুত্তলিকা প্রদ
হয়। তারের ও হস্তিদন্তের উপরে শি
কার্য্যে ভারতবর্ষীয়দিগের পৃথিবীর ম
প্রাধান্য আছে। অতএব এগুলি দ
করিয়া যে সকলে, বিশেষতঃ ইউরো
দর্শকগণ, আহ্লাদিত হইয়াছিলে
তাহা বলা বাহুল্য। উক্ত চালার স
খেই আর এক চালা ছিল। ইহার ম
আলিপুরের জেলের কয়েদিদিগের
কতকগুলি উৎকৃষ্ট তোয়ালে, আ
প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়। এগুলি দেখি
যেমন সুন্দর তেমনি শক্ত। অনেকে
ক্রয় করিয়াছেন। চেষ্টা করিলে
এ দেশে বস্ত্রের কল উত্তমরূপে চলি
পারে এগুলি তাহার সাক্ষ্যপ্রদান ক
তেছে। এই চালার পূর্ব্বদিগে আর
চালায় কতকগুলি ফল ও শাক প্রদর্শি
হয়। আমরা দেশীয় বাদাম ও কপি
গুলি বেশ দর্শন করিয়া আনন্দিত হই
ছিলাম।

বৈঠকখানা বাটিটী পূর্ব্বোক্ত চা
সকলের মধ্য স্থলে অবস্থিত। গৃহপ্র
শের দ্বারে এতদ্দেশীয় শিল্পিগণকর্তৃক
পারিসকর্দ্দমে নির্ম্মিত অক্ষিতবক্ষে
ধারিণী ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রতিমূর্ত্তি স্থা
হিত ছিল। এই প্রতিমূর্ত্তির পার্শ্বে ক
দ্বীপের কুমারদিগের দ্বারা নির্ম্মিত কত
গুলি উত্তম পুত্তলিকা প্রদর্শিত হ
প্রত্যেকের অঙ্গসৌষ্ঠব এবং যেখা
কার যে শিরা ও যে উচ্চতা শ
শরীরে বিদ্যমান থাকে তাহা ঐ পু

গুলিতে লক্ষিত হইয়াছিল। প্রাচীন
লের গ্রীক প্রতিমূর্ত্তিগুলিকে আদর্শ
য়া ঐ সমুদায় নির্ম্মিত হয়। আর এক
এদেশীয় শিল্পিগণেরকৃত কতক
ল চিত্র দেখা গেল। জয়পুরের প্রতি
; আলকজণ্ডারের সহিত ডেরায়সের
বগণের সাক্ষাৎকার ও আয়ান
কে দর্শন করিয়া কৃষ্ণের কালীমুর্ত্তি
ন; এই পটগুলি সকলের প্রশংসনীয়
য়াছিল। কিন্তু কলিকাতার শিল্প
লয়ের কতকগুলি ছাত্র প্রকৃতিকে
র্শ করিয়া যে সকলগুলি চিত্র করিয়া-
, তদ্দর্শনে আমরা অত্যন্ত পুলকিত
য়াছি। এক্ষণে শিল্পবিদ্যালয়ে যে
র শিক্ষা হইতেছে, তদনুসারে লোকের
তে প্রবৃত্তি হয়, ইহা একান্ত প্রার্থ
।

বৈঠকখানার উত্তর দ্বার দিয়া প্রবেশ
য়া দেখিলাম, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত
নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, তারানাথ তর্ক
স্পতি, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্নপ্রভৃতি যে
ল অধ্যাপক সর্ব্বসাধারণের প্রকৃত
ম্পদ, তাঁহারা সহিত্য ও দর্শনশাস্ত্র
ক্রান্ত শ্লোকপাঠ ও কথোপকথন
তেছিলেন। যখন প্রথমতঃ ইংরা
প্রাদুর্ভাব হয়, তখন যুবকেরা অধ্যা
দিগকে অবজ্ঞা করিতেন, কিন্তু এক্ষণে
ভাব পরিবর্ত্ত হইয়াছে। যাঁহারা সংস্কৃ
উপর ভক্তিনিবন্ধন এত কষ্ট পাইয়া,
করিয়াও সংস্কৃতের অনুশীলন ত্যাগ
ন নাই, তাঁহাদিগের উপরে লোকের
দার আন্তরিক অনুরাগ জন্মিয়াছে।
এক গৃহে পুরাণসংক্রান্ত কথকতা
াছিল। পূর্ব্বদিনের গৃহে কতকগুলি
প্রাটেস্টাণ্ট সার্জ্জন অনেক পরিশ্রম
র করিয়া রসায়নবিদ্যাসংক্রান্ত বিষয়
প্রদর্শন করিতেছিলেন। পশ্চিমের
একটী দ্বাদশবর্ষীয় বালক আডি-
ও মিলটনের কতকগুলি পদ্য পাঠ

করিতেছিল। এটী আমাদের ভাল
লাগিল না। এ বিষয়ের উন্নতিনিমিত্ত
যদি আমরা চেষ্টা পাই, তাহাতে কেবল
আমরা উপহাসাস্পদ হইব।

বৈঠকখানার দক্ষিণ পূর্ব্ব, দক্ষিণ
পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিমে তিনটী বাটী
আছে। এই তিনটি বাটীতে ঝামাপুকুর
জোড়াসাঁকো ও শ্যামপুকুরের শকের
সমবেত বাদ্য বাদিত হইয়াছিল। জোড়া
সাঁকোর দল সচরাচর যেরূপ প্রাধান্য প্রদ
র্শন করেন, তাহা এখানেও প্রদর্শিত
হইয়াছিল। ইউরোপীয় শ্রোতারা ইহাঁ-
দিগের বাদ্যশ্রবণে বিস্ময়াপ্লুত হইয়া-
ছিলেন। সকলেই যদুনাথ দত্ত ও অমর
নাথ চট্টোপাধ্যায়ের বেহালা, নীলমাধব
পালের পিক্‌লু ও দুর্গাদাসের ঢোলক
শ্রবণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন।
যদুনাথ পাল যে গৎগুলি করিয়াছেন,
তাহাতে ইংরাজীর গন্ধ থাকাতে উহা
ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় উভয়পক্ষীয়
শ্রোতাদিগেরই মধুর বোধ হইয়াছিল।
আর দুই দল এত দূর না হউক, অনেক
বিষয়ে সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছি
লেন।

এদেশীয় মল্লদিগের কৌশল অতি মনো
হর হইয়াছিল। যদিও এক্ষণে ইউরোপীয়
ব্যায়ামের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তথাপি
আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছি,
যখন জগঝম্প বাদ্যের সহিত লাঠি হস্তে
করিয়া মল্লগণ নৃত্য করিতে করিতে আখ
ড়ায় প্রবেশ করিল, তখন আমাদের মনে
গর্ব্বের সঞ্চার হইয়াছিল। ইহারা যে
সকল কৌশল প্রদর্শন করে, তাহা ভারত
বর্ষীয়দিগেরই সৃষ্ট; এনিমিত্ত আমরা
অন্য কাহারও নিকটে ঋণী নহি। প্রথ
মতঃ লাঠি খেলা; পরে লাঠিতে ভর
করিয়া লম্ফ দিয়া পতিত হওয়া; তৎ
পরে কুস্তিকরা হয়। দর্শকগণ বিশেষতঃ
ইউরোপীয়গণ ঢেঁকি ঘুরান দেখিয়া

আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছিলেন। এক
হইতে অন্য স্কন্ধে ঢেঁকি লইয়া
ক্রমাগত ঘূর্ণিত করা হয়। কিন্তু প
লিখিত কয়েকটী কৌশলদর্শনে স
অধিকতর তৃপ্তিলাভ করেন। এক জন
এক ঢেঁকিতে বস্ত্র বাঁধিয়া তাহা
দ্বারা ধারণপূর্ব্বক মস্তক ঘুরা
পশ্চাতে নিক্ষেপ করে। আর এক
শয়ন করিলে প্রথমতঃ তাহার
এবং তদুপরে তাহার পৃষ্ঠে
উপর চারিখানি ইট রাখা
এক জন মল্ল এক ঢেঁকির মোনা
এক এক আঘাতে ইটগুলি চূর্ণ ক
আর এক জন শবের ন্যায় স্পন্দহীন
শয়ন করিলে তাহাকে মৃত্তিকার
প্রায় দুই মিনিটপর্য্যন্ত সমাহিত
হইয়াছিল।

ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে
গুলি যুবক ব্যায়াম প্রদর্শন করেন।
ইহার আরম্ভমাত্র হইয়াছে; তথাপি
গণ ইহা দর্শন করিয়া আশ্চর্য্য বোধ
য়াছিলেন। এক জন যুবক অশ্বারো
পূর্ব্বক বেড়াগজন করিয়া যশো
করিয়াছিলেন। পরিশেষে নৌকার
খেলা হয়; কিন্তু ইহা তত ভাল হয় ন

এই মেলা উপলক্ষে কলিকাতা
উপনগরের প্রায় যাবতীয় সম্ভ্রান্ত
বিদ্য লোক আগমন করেন। কয়েক
ইউরোপীয় কামিনী ও পুরুষ এই
আগমন করিয়াছিলেন; কিন্তু আ
এই স্থলে দুটী কমনীয় মূর্ত্তি দর্শন ক
পাই নাই। লর্ড সাহেব ও বিচার
কিয়ার এই স্থানে উপস্থিত হন না
উহাঁদের অদর্শনে অনেকেই দুঃ
হইয়াছিলেন। মেলাটী গ্রীষ্মকালে
এবং এই ইহার নূতন আরম্ভ ব
বোধ হয়, অনেক ইউরোপীয় এখ
আইসেন নাই।

এক্ষণে আমরা অধ্যক্ষদিগকে

ধ করিতেছি, তাঁহারা আগামী বর্ষ
ধি প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যার শেষ
্যন্ত যেন মেলা করেন। তাহা হইলে
নেকে আসিতে পারিবেন। আগামী
র্ষ অবধি নিশ্চয়ই দর্শনের সুবিধার
মিত্ত উপবেশনের স্থান হইবে। ভীড়ের
মিত্ত অনেকে ইচ্ছানুরূপ দর্শন করিতে
রেন নাই। এই মেলাটী যে দর্শনের
াযুক্ত তাহা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হই-
ছে। অতএব আগামী বর্ষ অবধি
ন্ততঃ চারি আনা করিয়া টিকেট হইতে
রিবে। এ বার এই মেলায় কতকগুলি
শ্যা আসিয়াছিল। ভবিষ্যতে ইহাদি
ক প্রবেশ করিতে না দেওয়াই উচিত।
সকল এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোক দর্শনার্থ
গমন করিবেন, তাঁহারা উত্তমরূপে
আচ্ছাদিত করিয়া আইসেন; এ
মটি আগামী বর্ষ অবধি করা কর্ত্তব্য।
রিশেষে আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে এই মেলা
সৃষ্টিকর্ত্তা বাবু নবগোপাল মিত্রকে
বাদপ্রদান করিয়া প্রস্তাবের উপ-
হার করিলাম।

—•—

### সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষা ও উড্রো সাহেব।

প্রায় আট বৎসর অতীত হইল, জজ
প্রাট ও উড্রো সাহেব এই প্রস্তাব
রয়াছেন, এতদ্দেশীয় সিবিল সর্ব্বিসে
বশার্থ কিছু মূলধন সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য।
ারা পরীক্ষার্থীদিগের ব্যয় নির্ব্বাহিত
বে, ভারতবর্ষীয়দিগের কয়েক জন
রিয়া সিবিলিয়ান হন, উড্রো সাহেব
বর এই ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়া আসি-
ছেন। বহুকাল অবধি তিনি এ দেশের
াকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। বিদ্যাশি-
দ্বারা এদেশীয়দিগের কত দূর পরি-
, কত মানসিক উৎকর্ষ ও সভ্যতার কত
দ্ধি হইয়াছে, উড্রো সাহেব যেমন
নেন, অন্যের সেরূপ জানিবার সুবিধা
নাই। যখন আমরা শুনিলাম, উড্রো
সাহেব সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষাসম্বন্ধে
বেথুন সোসাইটি সভায় বক্তৃতা করিবেন,
তখন আমরা ভাবিয়াছিলাম, কি কি
উপায় অবলম্বন করিলে ভারতবর্ষীয়েরা
এই দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন,
উড্রো সাহেব তাহারই উদ্ঘাটন করি-
বেন।

কিন্তু আমাদিগের সে আশা বিফল
হইয়াছে। উড্রো সাহেব আমাদিগের
অভীপ্সিত পথে মূলে পদার্পণ করেন
নাই। তাঁহার বক্তৃতা দুই অংশে বিভক্ত
হয়। প্রথম অংশে সিবিল সর্ব্বিস পরী
ক্ষার বর্ত্তমান প্রণালীর সমর্থন এবং দ্বিতীয়
অংশে বাবু মনোমহন ঘোষকে ভৎর্সনা
করা হইয়াছে। তিনি কতগুলি অঙ্কদ্বারা
এই সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন
যে, কমিসনরগণ যে নিয়ম করিয়াছেন
তদ্দ্বারা ভারতবর্ষীয়দিগের কল্যাণসাধন
করাই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য।

কমিসনরদিগের নামে সচরাচর তিনটী
দোষের অভিযোগ হইয়াথাকে। প্রথম
তাঁহারা পরীক্ষার্থীদিগের বয়ঃক্রম কমা-
ইয়া ২১ বৎসর করাতে ভারতবর্ষীয়দি
গের সিবিল সর্ব্বিসের পরীক্ষা দেওয়া
অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয়, কমি
সনরেরা সংস্কৃত ও আরবির নম্বর কমা
ইয়া লাটিন ও গ্রীকের নম্বরবৃদ্ধি করি
য়াছেন। তৃতীয়, তাঁহারা পরীক্ষার পূর্ব্বে
কোন সংবাদ না দিয়া শেষে সমুদায় বিষ-
য়েরই ১২৫ করিয়া নম্বর কমান। এই
কারণে বাবু মনোমোহন ঘোষ কৃতকার্য্য
হইতে পারেন নাই। কমিসনরদিগের আর
একটী দোষ এই, যদি কদাচিৎ এক জন
সম্ভ্রান্ত ভারতবর্ষীয় সিবিল সর্ব্বিসে
প্রবেশ করেন, তাহাতে কমিসনরদিগের
আপত্তি নাই; কিন্তু অধিকসংখ্যক ভার
তবর্ষীয় সিবিলিয়ান হন, কমিসনরদি-
গের এটী অভিপ্রেত নহে।

উড্রো সাহেব বহু পরিশ্রম ক
কতগুলি অঙ্ক সংগ্রহ করিয়াছেন। ত
মনে মনে ছিল, তিনি সেই অঙ্ক
আপনার অভীষ্ট বিষয় সুসিদ্ধ করিতে
কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। তিনি
এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়া
সমর্থন করিয়াছেন।

তিনি বলেন ২১ বৎসরপর্য্যন্ত
এতদ্দেশীয়দিগের বুদ্ধির প্রাবল্য থ
তৎপরে তীক্ষ্ণতা কমিয়া যায়। আ
কমিসনরগণ ২১ বৎসর বয়ঃক্রম নি
করিয়া ইংরাজ পরীক্ষার্থীদিগের
ভারতবর্ষীয়দিগের অধিকতর উপক
করিয়াছেন। এ কি প্রকার উপক
একবারে চিরকালের নিমিত্ত সি
সর্ব্বিসে প্রবেশপথ রোধ করা কি
উপকার? উড্রো সাহেবকে আ
জিজ্ঞাসা করিতেছি, ২১ বৎসরে এদে
দিগের বুদ্ধিবৃত্তির যে হ্রাস হয়,
কি প্রমাণে একথা বলিলেন? ক
হইতে তাঁহার এ সংস্কার জন্মিল? হে
সাহেব বলেন, এ দেশের কোন ব্য
উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইলে তাঁহার স্বদেশী
হিংসা করেন। তাঁহার সংস্কার যে
হইতে উদিত হয়, উড্রো সাহে
সংস্কারও কি সেই মূল হইতে উ
হইয়াছে? উড্রো সাহেব যে ২১ বৎ
পর এদেশীয়দিগের বুদ্ধির ক্ষীণ
পরিচয় পান না তাহার একটী বি
কারণ আছে। সে কারণ জল ব
দোষ নহে; স্বাভাবিক আল
নহে। যত দিন যৌবনসুলভ
তরলতা থাকে, তত দিন বিদ্যাল
উচ্চতম পুরস্কার লাভের আশায় এ
ছাত্রগণ যার পর নাই পরিশ্রম কর
কিন্তু সংসারে প্রবেশ করিয়া এদেশী
চতুর্দ্দিক শূন্যময় দর্শন করেন।
শাসন, দৌত্যকার্য্য ও সেনাদল ই
দিকে নেত্রপাত করেন সেই দিকেই

—২৪—

সীমাবদ্ধ দেখিতে পান। এক জন
কারী মাজিষ্ট্রেট যদি আইনসংক্রান্ত
খানি দুর্ক লিখিতে পারেন তাহা
ল নিঃ সংশয় তাঁহার উন্নত হয়।
এক জন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট সহস্র
র গুণ প্রদর্শন করিলেও সেই ডেপু
জিষ্ট্রেটই থাকিবেন। কার্য্যভার
তি লোকে কর্ম্মঠ ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণ
পরিচয়দানে সমর্থ হন না। কাউণ্ট
রের মৃত্যুর পর ইটালীয় মহামন্ত্রী
পেক্ষা অধিকতর পরিশ্রম ও সহি
সহকারে কাজ করাতে এক জন
বিস্ময় প্রকাশ করেন। তাহাতে
জন ইটালীয় প্রতিনিধি বলেন,
বর থাকিতে আমরা সকল বিপদ
লও ভাবিতাম না, কেবর আছেন, সে
রে হয় আমাদিগকে রক্ষা করিবেন;
এক্ষণে আপনাদিগের উপরে ভার
তে সকল কার্য্য আপনাদিগেরই
ত হইতেছে।" এদেশীয়দিগের স্কন্ধে
রূপ কার্য্যভার ক্ষেপণ করিলে
খিতে পাইবে ২১ বৎসরের পর ইহাঁরা
রক্ত হইয়া পড়েন কি না।

উড্রো সাহেব বয়স কমাইবার আর এক
প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন,
বৎসরের অধিক বয়সে যেসকল
ন্ন ভারতবর্ষে আইসেন, তাঁহারা
রূপে স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে পারেন
ইহার কোন প্রমাণ নাই; বরং অনু
করিলে ইহার বহুসংখ্য বিরুদ্ধ
ই লক্ষিত হয়। আর যদি এই
ই সত্য হয়, কয়েক জন কর্ম্মচা-
স্বাস্থ্যের অনুরোধে এক জাতির স্বত্ব
স্বত্ব লোপ করা হইতে পারে না।
দেশের মঙ্গল অপেক্ষা কর্ম্মচারী
র স্বাস্থ্য অধিক আদরণীয় হইত,
হইলে সর জন লরেন্স সিমলায়
আট মাস আলস্যে ক্ষেপণ করাতে
অসন্তুষ্ট হইতেন না। এ সকল

স্থলে ব্যক্তিবিশেষের সুবিধা অসুবিধা লইয়া কথা নয়, সমুদায় দেশের মঙ্গল লইয়া কথা।

অপর, উড্রো সাহেব বলেন, গ্রীক ও লাটিন সংস্কৃত অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। বাল্মীকী ও কালিদাস প্রধান কবিদিগের সহিত পরিগণিত হন বটে; কিন্তু সংস্কৃতে কি ডিমস থিনস ও থিউসিডিডিসের সদৃশ এক জনও গ্রন্থকার দৃষ্ট হন? অতএব সংস্কৃত ও আরবির অপেক্ষা গ্রীক ও লাটিনের প্রাধান্য দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য। উড্রো সাহেব যে এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা তত দুঃখিত নহি, অধিকতর দুঃখের বিষয় এই যে, রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়ও এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। সত্য বটে সংস্কৃতে ও আরবিতে ডিমসথিনিস ও থিউসিডিডিসের সদৃশ রাজনীতিজ্ঞ ও ইতিহাসজ্ঞ দৃষ্ট হন না। ইতিহাস ও রাজনীতি সম্বন্ধে গ্রীক ও লাটিনের প্রাধান্য আছে সত্য; কিন্তু এস্থলে রাজনীতি ও ইতিহাসজ্ঞতা লইয়া কথা উত্থিত হয় নাই। লাটিন ও গ্রীক অপেক্ষা ইংরাজী ও অন্য অন্য ইদানীন্তন ভাষায় সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট ইতিহাস ও রাজনীতি সংক্রান্ত গ্রন্থ দৃষ্ট হয়। এডমণ্ড বর্ক, পিট, মিরাবো, টিয়ার্স, গ্লাডষ্টোন ও ডিসরেলির সহিত কি ডিমসথিনিস ও সিসিরোর রাজনীতিসংক্রান্ত বিদ্যার তুলনা হয়? গিবন ও নাইবরের ন্যায় কি প্রাচীন কালের কেহ ইতিহাস বিষয়ে ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন? যদি যথার্থ ইতিহাস ও বিজ্ঞানাদি শিখিতে হয়, লাটিন ও গ্রীক অপেক্ষা ইদানিন্তন কালের ভাষা শিক্ষা করা আবশ্যক। পক্ষান্তরে গ্রিক ও লাটিন কেবল ভাষামাত্র বলিয়া পঠিত হইয়া থাকে; সংস্কৃত ও আরবিরও সেই প্রয়োজন। ভাল উড্রো সাহেব

বলুন দেখি, ভারতবর্ষের শাসন ও
কার্য্যে গ্রীক ও লাটিন, না সংস্কৃ
আরবির শিক্ষা অধিক আবশ্যক? যে
ষ্ট্রেট গ্রীক লাটিন প্রভৃতি প্রাচী
ইদানীন্তন ইউরোপীয় ভাষাই
জানেন, তিনি এখানে আসিয়া কি
রূপে বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে
হন? সিবিল সর্ব্বিস কমিসনরেরা
প্রথম আপনারাই প্রকাশ্যরূপে বলি
লেন, সংস্কৃতের অধিক চর্চ্চা হ
তাঁহাদিগের চেষ্টা। এ চেষ্টার
এই, এই ভাষা না জানিলে ভারত
ভাষাসকল জানা কঠিন হয়। অ
উড্রো সাহেব বিবেচনা করিয়া
দেখি, সংস্কৃত ও আরবির নম্বর
অন্যায় হইয়াছে কি না? ভারত
দিগকে প্রকারান্তরে সিবিল সর্ব্বিস
বঞ্চিত করা ভিন্ন ইহার অন্য কি উ
হইতে পারে? উড্রো সাহেব সকল
যের সংখ্যা কমান কার্য্যটির যে ঔ
প্রতিপাদনচেষ্টা পাইয়াছেন সেটি
হাস্যকর। ৭৫০ অঙ্কের মধ্য হইতে
গ্রহণ ও ৩৭৫ হইতে ১২৫ গ্রহণ
ফলাংশে তুল্য হয়, তাহা হইলে অ
বলিতে পারি, উড্রো সাহেব এ
অঙ্কবিদ্যার যে চর্চ্চা করিলেন,
ফলোপধায়ী হয় নাই। অপর, উ
সাহেবের প্রস্তাবিত দিবসের উদ্দেশ
প্রশংসনীয় নয়। বাবু মনো
ঘোষকে অপদস্থ করাই তাঁহার উ
অধিকতর দুঃখের বিষয় এই, ইহাতে
রীত ফল ফলিল; তিনি স্বয়ংই অ
হইলেন। তাঁহারা বক্তৃতা শ্রোতা
প্রায় কাহারই হৃদয়গ্রাহিণী হয় না

যিনি যাহা বলুন, যেরূপ বক্তৃতা
যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করুন,
সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষাগ্রহণপ্রথা
ণ্ডের ন্যায় ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত না
তাবৎ সিবিল সর্ব্বিসদ্বার ভারতবর্ষীয়

সম্বন্ধে বাস্তবিক উদ্ঘাটিত হইতেছে না। ...দ্বার প্রশস্তরূপে উদ্ঘাটিত না হই লেও এ দেশের প্রকৃত মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা এদেশীয়দিগকে সিবিল সর্বিসের পদদানবিষয়ে কুণ্ঠভাব প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁহারা এক বার নিম্ন লিখিত বাক্যগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, " ব্যক্তিনিষ্ঠ স্বাধীনতার বিষয় (১) গণনাবসরে সৈনিক ও সৈনিকেতর রাজপদলাভ ব্যবস্থাকে গণনা করা উচিত। ইহাই যথার্থ স্বাধীনতা, কিন্তু এ অংশে পৃথিবীর প্রধান প্রধান রাজাদি গের রাজনীতি অতি অনুদার, সংকীর্ণ ও অসঙ্গত ছিল। রোম বহু শতাব্দী কাল সিবিয়দলের প্রতিভা ও সাহস সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে যোগ্য পুরস্কার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইদানীন্তনকালের ফরাসিরাজেও অভি জাত দল ভিন্ন অন্য ব্যক্তি সৈনিক সম্বন্ধে উচ্চপদ প্রাপ্ত হন নাই। বিনিস পেট্রি সিয়ন্‌দলকে জাহাজের অধ্যক্ষতাপদ এবং বিদেশীয়দিগকে সৈনিক পদ প্রদান করেন। কিন্তু ইংলণ্ড এ প্রকার জাতি ও শ্রেণীঘটিত ইতরবিশেষ করিবার বিষয়ে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। কৃষক পুত্র ইংলণ্ডের জাহাজের ও সেন দলের অধ্য ক্ষতাপদে, লার্ড হাই চান্সেলরের পদ এবং কান্টের্বরির লার্ডবিশপের পদে আরোহণ করিতে পারে। ইংলণ্ডে সকলের প্রতি যে এই বিজ্ঞজনোচিত ন্যায়ানুগত তুল্য ব্যবহার করা হইয়া থাকে, প্রচুর পরিমাণে তাহার ফললাভও হইতেছে। এ ব্যবস্থা না থাকিলে ইংলণ্ডের বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা অজ্ঞাত ও অপরিচিত হইয়া জীবন যাপন করিয়া যাইতেন সন্দেহ নাই। ইংলণ্ড ঐ ব্যবস্থা করিয়া কেবল যে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের সাহায্য লাভ করিতেছেন এরূপ নয়, সমাজেও পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী অভিজাত ও প্রাকৃত দলের সৃষ্টি না হইয়া উভয় দল ঐক্যগুণ সম্পন্ন হইয়াছেন।" যে সমব্যবহার ইংলণ্ডের উন্নতির মূল, তাহা ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত করিয়া ভারতবর্ষের উন্নতিসাধন কি উদারাশয় পক্ষপাতহীন ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নয়? এরূপ ব্যবহার বিনা ভারতবর্ষের কি যথার্থ উন্নতিলাভ সম্ভাবনা আছে? যাবৎ রাজপদপ্রদান বিষয়ে তুল্য ব্যবহার করা না হইবে, তাবৎ কি ভারতবর্ষস্থ ইউরোপীয় ও ভারতবর্ষীয় উভয়ের অকপট সৌহার্দ্দ জন্মিবার সম্ভাবনা আছে?

-:০:-

## বিবিধসংবাদ।

২ রা বৈশাখ সোমবার।

আগামী মঙ্গলবার রাত্রি ৮ টার সময় প্রেসি ডেন্সি ক্লব নামক সভার দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম অধিবেশন হইবে। লার্ড বিশপ সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন এবং প্রোফেসর টনি সাহেব লার্ড মেকলের এসে বিষয়ে উপদেশ দিবেন।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, বঙ্গ- দেশ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, অযোধ্যা ও মধ্য ভারতবর্ষের মধ্যে যে চারি জন ছাত্র সর্বাপেক্ষা উত্তমরূপ প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবেন, তাঁহাদিগকে পুরস্কার দিবার নিমিত্ত সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট ২০০০ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। এই টাকা রেজিষ্টার সটক্লিফের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। বোম্বাই ও মান্দ্রাজে এই প্রকার ২০০০ করিয়া টাকা প্রেরিত হইয়াছে। সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট চাঁদনির চিকিৎসালয়ের উন্নতির নিমিত্তও ১০০০ টাকার এক চেক প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা এই কার্য্যদ্বারা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইলাম। মন্ত্রিগণ এই প্রকারে এ দেশের প্রতি মনোযোগী হন, এটী অতিশয় সুখের বিষয়।

অর্ল ট্রিবিলিয়ান সাহেব সম্প্রতি হাউস অব কমন্সে সংবাদ দিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারি গণ উপযুক্ত হইলে তাঁহাদিগকে বিনাপরীক্ষায় সিবিল সর্বিসে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়; এ বিষয়ে তিনি প্রস্তাব করিবেন। ট্রিবিলিয়ান সাহেবকে আমরা ধন্যবাদ প্রদান করি; কিন্তু পরীক্ষাপ্রণালী উঠাইয়া দেওয়া আমাদের প্রেত নহে। লণ্ডনের ন্যায় ভারতবর্ষে প... হয় আমাদিগের এই প্রার্থনা।

সম্প্রতি কাবুলে ভয়ানক ভূমিকম্প হও... কয়েকটী বাটী ভগ্ন হইয়াছে।

বাবু কেশবচন্দ্র সেন বোম্বাইয়ে অ... যশোলাভ করিয়াছেন। তিনি যেখানে উ... দিতেন, সেখানে এত লোক উপস্থিত হ... যে দাঁড়াইবার স্থান হইত না। উপদেশের... সকলেই তাঁহাকে দর্শন করিতে ও তাঁহার... দুই একটী কথা কহিতে ইচ্ছাপ্রকাশ... তেন। কলিকাতার উন্নতিশীল ব্রাহ্ম... দের জন্য বোম্বাইয়ে কতক চাঁদা উঠি... এবং বোম্বাইয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হইতে... তত্রত্য অনেক লোকের অনুরোধে তিনি... মোহন রায়ের গ্রন্থসকল ইংরাজী ও সং... পুন মুদ্রিত করিতেছেন।

চা-কমিসনের কার্য্যের শেষ হইয়া... তাঁহারা বিনা আড়ম্বরে অনেক অনুসন্ধান... অনেক বিষয় অবগত হইয়াছেন। আমরা... লাম, কুলিদিগের প্রতি যে অত্যাচার হয়... অনেক নিয়মবহির্ভূত কর্ম্মচারী গোপনে চ... করেন বলিয়া যে ইহার প্রতি মনোযোগী... না, কমিসন তাহার প্রমাণ পাইয়াছেন। উঁ... শীঘ্র কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন।

সম্প্রতি পঞ্জাবের কয়েক জন কর্ম... লাহোরে এক পশ্বালয় স্থাপন করিবার ... করেন, কিন্তু সর ডোনালড মাকলিয়ড ক... তার দৃষ্টান্তদর্শনে সতর্ক হইয়া এই প্র... অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

বিজয় গ্রামের রাজা লণ্ডনস্থ হাইড প... নিমিত্ত একটী ফোয়ারা প্রদান করিয়া... ইহাতে ১৪০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। স... মহাসমারোহে এটী খোলা হয়। রাজার... তার প্রশংসা করিতে হইবে; কিন্তু ই... আমাদিগের নিকটে এ প্রকার সাহায্য ... না। আমরা স্বদেশের নিমিত্ত এসকল কাজ... লেই ইংলণ্ড যথেষ্ট উপকার জ্ঞান করেন।

বোম্বাইয়ের কাউন্সিল আহাজির মু... দিগের পেন্সনের নিমিত্ত এক ফণ্ড ক... চেষ্টায় আছেন। এক্ষণে মুদ্রাযন্ত্রের যে ... শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে এ প্রকার ... থাকা আবশ্যক।

সম্প্রতি বড়বাজারের বাবু রামমোহন... কের বাটীতে যে সভা হয়, তাহাতে লার্ড ... বোমক সম্রাট জুলিয়াসের জীবন... ঘটিত এক উপদেশপ্রদান করেন। এই...

(১) জন অরল রসল প্রণীত ইংলিস গবর্ণ মেণ্ট। পৃষ্ঠ ৮৫।

ক কতকগুলি এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোক উপস্থিত
। তাঁহারা কি উপদেশের কিছু বুঝিতে পারি
লেন ? না কেবল তথা ভাঙ্গিবার নিমিত্ত
দিগকে সভার আনয়ন করা হইয়াছিল ?
আমরা শ্রবণ করিয়া আহ্লাদিত হইলাম,
দিগের দোকানের পার্শ্বে যে গোপনীয়
আছে, তাহাতে সন্ধ্যার পর এক এক তালা
ন হয় এবং তাহার চাবি পুলিসের কাছে
ক। হগ সাহেব এই বন্দোবস্ত করিয়াছেন।
প গোপনে সুরা বিক্রীত হইতেছে।
সাহেব যদি ইহার যাথার্থ জানিতে চাহেন,
হইলে আমরা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া
াইতে পারি।
শুনা যাইতেছে, কলিকাতার কতকগুলি
ন শ্রেণির বেশ্যা ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক
য় আবেদন করিয়া গরমির পীড়ার আই
র প্রতিবাদ করিবার মানস করিয়াছে।
রা সাহসপ্রদর্শন করিয়া বলিতেছে যে, এই
ন হইলে তাহারা কলিকাতা ত্যাগ করিবে।
এমন দিন কি হইবে !!!
৮ ৬৯ অব্দের মধ্যেই লক্ষ্মীসরাইপর্য্যন্ত
রইলওয়ে প্রস্তুত হইবে। ভারতবর্ষীয়
েগে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বাণিজ্যের অবস্থা
র্থ ৭০০ টাকা বেতনে এক জন ভ্রমণকারী
শক নিযুক্ত করিবার মানস করিয়াছেন
র রিপোর্ট অনুসারে কোম্পানি ভাড়ার
্যমা করিবেন। এই উপায় অবলম্বন করিয়া
কর্ণেল স্ট্রেচি সাহেব এত লাভ করিতে
।
আমরা অবগত হইলাম, পূর্ব্ব বাঙ্গালার রেল
কোম্পানি সম্প্রতি যে ভাড়াবৃদ্ধি করি
লেন, গবর্ণমেণ্ট তাহা কমাইবার আজ্ঞা
ছেন। এই ভাড়া অবিলম্বে কমান কর্ত্তব্য।
কান হইলে জানা যাইবে, অনেক দৈনিক
রী এতন্নিবন্ধন নৌকায় গমনাগমন করি
ন।
আমরা আরও জনরবে শ্রবণ করিলাম,
তবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যাবতীয় রেলওয়ের
শ্রেণির ভাড়া একবিধ করিয়া প্রতি
নের ভাড়ার তৃতীয়াংশ কমাইবার মানস
ছেন। ইহাতে সর্ব্বসাধারণের ও কোম্পা
উভয়পক্ষেরই লাভ হইবে।
রা এপ্রেল ঝাঁসিতে ঝড় ও শিলাবৃষ্টি
তে ৫ ৬ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।
গুলি অতি বৃহৎ হইয়াছিল।
প্রতি ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়া
ছেন, যে সকল এতদ্দেশীয় অফিসর ও সৈনিক
পীড়ানিবন্ধন বিদায় লইয়া বাটী যাইবেন,
তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজে ও রেল
ওয়েতে বিনা ভাড়ায় যাইতে পারিবেন। এটি
সিদ্ধ কার্য্য হইয়াছে। আমরা এক বার
ভুটান হইতে প্রত্যাগত কতকগুলি নিরাশ্রয়
পীড়িত শীক সৈন্যের অবস্থাদর্শনে বিরক্তি
প্রকাশ করিয়াছিলাম।

পিয়নিয়র বলেন, সর ডোনালড মাকলিয়ড
আরোগ্যলাভ করিয়াছেন।

উক্ত পত্র বলেন, সম্প্রতি গবর্ণর জেনরলের
কৌন্সিলের এক জন ভূতপূর্ব্ব সভ্য সর ষ্টাফোর্ড
নার্থকোট কে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করেন
সর ষ্টাফোর্ড ! তবে ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্রসমূহ
আপনাকে ভবিষ্যৎ ভাবী গবর্ণর জেনরল করিয়া
ছেন"। সর ষ্টাফোর্ড নার্থকোট উত্তর করিলেন,
আমি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু আমি
এখানেই এত খালি বোধ হইতেছি যে, ভারত
বর্ষে যাইবার আবশ্যকতা নাই।"

উক্ত পত্র শ্রবণ করিয়াছেন, এ দেশের জল
বায়ুবশতঃ সর সাইমর ফিটজারলড এত দুর্ব্বল ও
ম্লান হইয়াছেন, যে আবিসিনিয়ার যুদ্ধ না
থাকিলে তিনি অবিলম্বে পদত্যাগ করিতেন।

উক্তপত্র অবগত হইয়াছেন, ফিরোজ শাহ
লোয়াদের আখুন্দের বিরুদ্ধে এক দল করাতে
আখুন্দ তাঁহাকে তথা হইতে দূরীভূত করিয়া-
ছেন

বেরিলির ডাক্তর হেল পদব্রজে কলিকাতায়
আসিতেছেন। তিনি কোন ইংরাজী হোটেলে
না থাকিয়া এতদ্দেশীয় সরাইয়ে অবস্থিতি
করিয়া আগমন করিতেছেন।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, সম্প্রতি
শিয়ালকোট বিভাগের এক জন স্ত্রীলোক
চারিটী পুত্র প্রসব করিয়াছেন। মাতা ও শিশু
গণ সুস্থ আছেন। এরূপ স্থলে ইংলণ্ডেশ্বরী
প্রসূতিদিগকে কতক টাকা দিয়া থাকেন। আমরা
বোধ করি, সর জন লরেন্স সেই দৃষ্টান্তের অনুস
রণ করিবেন।

উক্তপত্র শ্রবণ করিয়াছেন, কপূরতলার
রাজা আবেদন করিয়াছেন, তাঁহার রাজ্য তদীয়
ভ্রাতাদিগের মধ্যে বিভক্ত করিবার পূর্ব্বে তিনি
এক বার প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের নিকট আপীল
করিবার মানস করেন, এই নিমিত্ত জামীনস্বরূপ
তিনি এক লক্ষ টাকা জমা দিতে স্বীকার করি
য়াছেন। রাজ্য বিভক্ত করা অবিধি হইতেছে।
রাজার ভ্রাতাদিগকে কিছু কিছু টাকা দিয়া রক্ষা
করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। নচেৎ কপূরতলায়
কতকগুলি ভিক্ষুক আমীরের বৃদ্ধি হইবে।

সম্প্রতি চাঁপাতলায় যে স্ত্রীলোকটি
হইয়া পতিত থাকে, তাহার বিষয়ে আর
সন্ধান হইয়াছে। সে কলিকাতাতেই জন্ম
করিয়াছিল। জোসনামক এক জন হোটেল
তাহাকে বিবাহ করে। ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর
এক জন রেলওয়ে কর্ম্মচারীর অধীন ছিল
দিন হইল লালবাজারের এক জন দোক
তাহাকে উপপত্নী করিয়া রাখে। এই ব্য
হাজতে দেওয়া হইয়াছে। স্ত্রীলোকটীর
৮০০ টাকার অলঙ্কার ছিল, তাহা
হইতেছে। তাহার উপপতিকে জিজ্ঞাসা
সে বলিল মৃত্যুর রাত্রিতে সে কাহাকে ও
না বলিয়া বাটী হইতে চলিয়া যায়। সে
মৃত্যুর সংবাদ শ্রবণ করিয়াছিল, কিন্তু
ভয়ে কোন উচ্চ বাচ্য করে নাই। বেশ্যার
দশাতে হয় ভিক্ষা নচেৎ অপঘাতে মৃত্যু
রত আছে।

৩ রা বৈশাখ মঙ্গলবার।

আমরা শ্রবণ করিয়া আহ্লাদিত হই
মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে ষ্টেটসেক্রে
তত্রত্য মানমন্দির রক্ষা করিতে সম্মত
য়াছেন। এই মানমন্দির হইতে গগন স
অনেকগুলি নূতন গ্রহ নক্ষত্র আবিষ্কৃত
য়াছিলেন। কিছুদিন হইল এটী উঠাইয়া
প্রস্তাব হয়। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট
বিষয়ে অতি অল্পই সাহায্য করেন।
ঐ বিষয়ে যাহা কিঞ্চিৎ সাহায্য করা হয়,
দিলে সর্ব্বসাধারণের প্রতি
অবিচার হইবে।

সম্প্রতি মহারাজ রণবীর সিংহ
করিয়াছেন, তুর্কিস্থান হইতে যত বাণিজ্য
লাডক ও কাশ্মীরে আসিবে, ১৮৬৮ অ
প্রারম্ভ অবধি তাহাতে কেবল শতকরা
টাকা শুল্ক গৃহীত হইবে। এ বিষয়ে রাজা
তবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ন্যায় শুল্ক স্থাপিত
লেন। বস্ত্র, নানাবিধ ঔষধ, তৈল, চিনি,
রর রপ্তানি শুল্ক লাগিবে না। পসমের শুল্ক
টাকা হইতে ৬ টাকা ও পসমী বস্ত্রের শুল্ক
টাকা হইতে ৩।৹ টাকা হইয়াছে। রাজা
ঘোষণা করিয়া আশাপ্রকাশ করিয়াছেন,
অবধি বণিকেরা প্রচুর দ্রব্য লইয়া কাশ্মীরে
মন করিবেন। রণবীর সিংহ যথার্থ উপায়
লম্বন করিয়াছেন, কিন্তু যত দিন তাঁহার কর্ম্ম
গণ ভদ্রতা অবলম্বন না করিতেছেন তত
এই ঘোষণার বড় ফল হইবে না।

ব্রিটিস অঙ্গে পুস্তক পাওয়া নিতান্ত কঠি
তথায় একটীও সাধারণ পুস্তকালয় ন
সম্প্রতি কতকগুলি ইউরোপীয় ভদ্র লোক

া ঐ স্থলে এক পুস্তকালয় স্থাপিত করিয়া। রেবরেণ্ড বেনেট সাহেব বিস্তর প্রায় পুস্তক এই পুস্তাকালয়ে প্রদান করি-ছেন।

মান্দ্রাজের নিকটস্থ সেণ্টটমাস পর্বতের টে এক নূতন তীর্থ হইয়াছে। প্রায় চারি বৎসর হইল হুসেন আলীনামক এক জন কি মৌলা প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর পর কে তাঁহাকে পীর বলিয়া সম্মান করিতেন। ত কর্ণাট রাজবংশীয় এক ব্যক্তি কাশরো স্ত হন। তিনি কোন প্রকারে আরোগ্যলাভ তে পারেন নাই। কিছুদিন হইল তিনি কে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। পীর তাঁহাকে ন অমুক স্থানের বালুকাভক্ষণ করিলে পীড়া হইবে। কাসিম আলি তদনুসারে সেই কা ভক্ষণ করিয়া আরোগ্যলাভ করেন। কা খনন করাতে পীরের কবর বহির্গত ছে। তথায় একণে সহস্র সহস্র লোকে র নিমিত্ত গমন করিতেছেন। কাসিম দরগায় ফকির হইয়াছেন। এ প্রকার বৃদ্ধি লাভ আছে। আমাদিগের শাকরিদের র (?) তাহার দৃষ্টান্ত।

বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ কলিকাতায় চারিটী য়ারা দিবার জন্য ১০,০০০ টাকা প্রদান রাছিলেন; ফোয়ারা গুলি অনেক দিন হইল য়াছে; কিন্তু আমরা অবগত হইলাম সে গাস কোম্পানির উঠানে গড়াগড়ি যাই। উপরে যে বাটগুল ছিল তাহা অপ গিয়াছে। কিছুদিনপর্যন্ত কমিসেরা রা বসাইবার স্থান স্থির করিতে পারেন একণে এতদ্দেশীয় বিভাগে বসান হইবে, হইয়াছে; কিন্তু আবার এক আপত্তি স্থত হইয়াছে যে পয়ঃপ্রণালী না হইলে রা বসান হইবে না।

বর্লিঙগেম সাহেব আমেরিকার দূত হইয়া আসিয়াছিলেন। চীনের সম্রাট তাঁহাকে র আপনার দূত করিয়া ওয়াসিঙটনে করিয়াছেন। এক জন ইংরাজ এক জন ও এক জন রুশীয় এই দূতের সহকারী ছেন। কয়েক জন সম্ভ্রান্ত যুবক চীনে কার্য্য শিখিবার জন্য দূতের সহিত গমন ছেন। বুঝিয়া কাজ করিতে পারিলে রা অনেক মঙ্গল হইবে।

৪ ঠা বৈশাখ বুধবার।

লার বন্ধ উপলক্ষে অনেক জেলার জজ আপন আদালত এক কালে বন্ধ করাতে ফৌজদারি ও দেওয়ানী মকদ্দমা স্থগিত থাকে। জজেরা প্রধানতম বিচারালয়ের পত্র গুলির প্রত্যুত্তর দেন নাই। ইহাতে অনেক অসুবিধা ঘটনা হওয়াতে প্রধান তম বিচারালয় আজ্ঞা দিয়াছেন, ১৮৫৮ অব্দের ২৩ এ মার্চের নিজামত আদালতের সরকুলর অনুসারে সকল কাজ করিতে হইবে। রবিবারব্যতীত আর কোন দিবস ফৌজদারী আদালত বন্ধ থাকিতে পারে না। দেওয়ানী মকদ্দমার সর্বদা বিচার না হউক এরূপ অনেক অতিরিক্ত কাজ আছে যাহা স্থগিত রাখিলে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা এই বিবেচনা করিয়া জজদিগকে বলা হইয়াছে তাঁহারা এইসকল বন্ধের দিন যেন আপনাদিগের মহকুমা ত্যাগ না করেন এবং ফৌজদারি মকদ্দমা যেন স্থগিত না হয়। ফৌজদারি বিভাগ বন্ধ থাকাতে অনেক অল্প মেয়াদি কয়েদির আপিল বৃথা হয়। মেয়াদ খাটিয়া বহির্গত হইলে জজ শেষে "মুক্ত" করিবার আজ্ঞা দেন।

চাঁপাতলার হত স্ত্রীলোকটীর মৃত্যুর কারণের অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে। স্ত্রীলোকটীর জন্মস্থান মান্দ্রাজ; কিন্তু সে বাল্যকালাবধি কলিকাতায় ছিল। চৌ নামক এক জন হোটেল অধ্যক্ষ তাহারে বিবাহ করে, পরে কিওসলি নামক এক জন রেলওয়ে কর্মচারী তাহার উপপতি হয়। সম্প্রতি মাধবচন্দ্র দত্তনামক এক জন দোকানদার তাহাকে উপপত্নীর ন্যায় রাখিয়াছিল। মাধবচন্দ্র দত্ত স্বীকার করিয়াছে যে রাত্রিতে স্ত্রীলোকটী হত হয়, সেই রাত্রিতে একটা পর্য্যন্ত সে তাহার সহিত ছিল। কিন্তু তৎপরে কিওসলি আসিয়া তাহাকে লইয়া যায়. কিওসলি স্বীকার করিয়াছে যে সে স্ত্রীলোকটীকে অতিশয় সুন্দরী জ্ঞান করিত এবং তাহার অনুসন্ধান করিয়া অনেক স্থানে ভ্রমণ করে; কিন্তু ঈশ্বরের নাম পাঠ করিয়া বলিয়াছে হত্যার ৭।৮ দিন পূর্ব্ব হইতে সে কলিকাতায় আইসে নাই। পুলিস যদি বুদ্ধিমান হন, তবে প্রকৃত হত্যাকারীকে দণ্ড করিতে পারিবেন; কিন্তু রবর্টস সাহেবের অনুসন্ধানে কিছুই হইবে না।

বোম্বাইয়ের কতকগুলি ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় ভদ্র লোক ১৮৬৯ অব্দে তথায় এক বৃহৎ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত সর সাইমর ফিট জারলডের নিকটে আবেদন করেন, তদনুসারে গত মঙ্গলবারের পূর্ব মঙ্গলবার শাসনকর্ত্তা একএক করিয়া সকলকে বলিয়াছেন, ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট আবেদন করিলে তিনি অবশ্যই তাঁহারা করিবেন এবং টিকেট বিক্রয় করিয়া কতক উঠিবে। কিন্তু কয়েক জনভদ্র লোকে করারে জামীন হইতে হইবে যে যদি কোন অকুলান হয় তাহা হইলে তাঁহারা চাঁদা সেই টাকা দিবেন। কয়েক জন ইহাতে হইয়াছেন, কলিকাতায় পুনর্ব্বার একটী আবশ্যক হইতেছে।

শ্রীরামপুরের ছোট আদালতে অনেক দমা জমাতে গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয় নিয়মিত দিবসব্যতীত হুগলীর ছোট তের জজকে জুনপর্য্যন্ত প্রত্যেক মঙ্গলবার শ্রীরামপুরে মকদ্দমা করিতে হ হুগলির জজ উভয় স্থানেরই মকদ্দমার নি করিয়া থাকেন।

সকলেই অবগতআছেন ভারতব রেলওয়ে হওয়াতে অনেক ভূম বিক্রয় করিয়া বড় মানুষ হইয়াছেন। ২ টাকার বাটীতে ১০,০০০।১২০০০ টাকা হইয়াছে। সম্প্রতি হাওড়ায় ... নূতন হইয়াছে, তন্নিমিত্ত কতকগুলি টী ক্রয় হয়। একণে সেতু প্রস্তুত হওয়াতে দেখা হাকিমগণ প্রয়োজনাধিক ভূমি লইয়াছি গবর্ণমেণ্ট তন্নিমিত্ত এই অতিরিক্ত ভূমি পুনর্ব্বার বিক্রয় করিতেছেন। যেগুলি ১০, টাকায় ক্রয় করা হইয়াছে তাহা ২০০০।২ টাকায় বিক্রীত হইতেছে। অনেক স্থলে পূ কারগণই আবার ক্রেতা হইতেছেন। পরন্তু যে কিছু লাভ তাহাদিগেরই হইল। তার অনেকে এই প্রকার এক বার অপরি মূল্যে ভূমি বিক্রয় পূর্ব্বক তাহা আবার সা মূল্যে ক্রয় করিয়া ধনবান হইয়াছেন। কোন্ এই সকল অপব্যয়ের নিমিত্ত দায়ী? পব ওয়ার্ক বিভাগের সংশোধন কি কিছুতেই বে না।

কলিকাতার বণিক সম্প্রদায় ইংলণ্ডীয় সমুদ্রের মাশুলবৃদ্ধির প্রতিবাদ করিয়া সেক্রেটারির নিকট আবেদন করিয়াছেন।

বোম্বাইস্থ ফ্রি চর্চ মিশন বাটী প্র করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ২০, টাকা প্রদান করিয়াছেন!! আমরা খৃষ্টীয় নিমিত্ত এই সকল ব্যয়ের প্রতিবাদ করিতে একণে সর্ব্বসাধারণের একবাক্য হইয়া হাউস কমন্সের নিকট এ বিষয়ে আবেদন উচিত।

সিটনকার সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিকপ্রদান উপলক্ষে যে বক্তৃতা

হইতে সর্ব্বসাধারণে তৎপ্রতি অতিশয় ... প্রকাশ করিয়াছেন। একখানি সংবাদ ... লেন, তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া আর ... করিলেও এই বক্তৃতাতে তাঁহার নাম ... রণীয় হইত।

৫ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার।

আমরা দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, ... যে মারীভয় হয়, তাহা সমান রহি... গত ফেব্রুয়ারি মাসে ২,২২৯ জন জ্বর ... রোগ করিয়াছে। এমন অবস্থায় কিছু দি... ন্যরগণে কুলি প্রেরণ বন্ধ করা উচিত।

...মাজের বিশ্ববিদ্যালয় শীঘ্র প্রস্তুত হই... এবৎসরের শেষে এই বাটীটী সম্পূর্ণ হইবে। কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ...তল তাপেশ্বরের ন্যায় প্রত্যেক তিন তিন ... হইতেছে।

...ঞ্জিনিয়র জেনেরাল বলেন, কলিকাতায় পয়ঃ... শীঘ্রগতি হইতেছে। ... দিবার যে চৌবাচ্চা হইতেছে, তাহার ...অংশ প্রস্তুত হইয়াছে। এই চৌবাচ্চার ...গুলি স্থায়ী হয় কি না, তাহা পরীক্ষা ...আবশ্যক। অনেক ইঞ্জিনিয়র বলেন, ছাদ ...ই দেয়াল বসিয়া যাইবে।

...৬১ অব্দের এপ্রেল অবধি ৩১ এ ডিসে... সমুদায় ভারতবর্ষে ৩১,০৭৮৬, টাকা আয় ও ২৮,৯৬,২৯,৩১০ টাকা ...হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে এই সময়ের মধ্যে ...৮,৩১,১৪০ টাকা আয় ও ৩৩,২০,৮০... টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

মহারাজ সিন্ধিয়া হরিদ্বারে গমন করিতে ... ভরতপুরের রাজা কলিকাতায় আসি-...

...বুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সম্প্রতি ...র নিয়ারআলি খাঁর শ্বশুর আফজুল ... আমীরের পুত্র তাকুব খাঁ শিরশিক ... আজিম খাঁর সেনাপতি আজিজ খাঁকে ...রূপে পরাজিত করিয়াছেন। আজিজ ...কান্দাহার ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়া ... এবং উক্ত নগর সিয়ার আলির হস্তগত ...ছে। আবদুল রহমন খাঁ অদ্যাপি সমুদায় ...স্থান শাসন করিতে সমর্থ হন নাই। ...ম খাঁর অত্যাচার সমান রহিয়াছে। ...রগণের জায়গীর ও আয় কমান হওয়াতে ...কে বিরক্ত হইয়াছেন। তিনি সম্প্রতি ... মুরাদের মাতার জায়গীর কাড়িয়া লও... উক্ত রাজ্ঞী বলিয়াছেন, তিনি আর কাবুলে থাকিবেন না। আবদুল রহমন খাঁও মাতার মতে মত দিয়াছেন। বিবি মুরাদের বুদ্ধিতেই প্রথমতঃ আফজুল খাঁ পরে আজিম খাঁ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি চটিলেই আজিম খাঁর সহিত আবদুল রহমনের প্রকাশ্য বিচ্ছেদ ঘটে। আবদুল রহমনের ভাগেই সিংহাসন পড়া করিতেছে।

এমন জনশ্রুতি, নেপালের সহকারী রেসিডেন্টের পদ উঠিয়া যাইবে। নেপালের সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের এমন কোন বিশেষ দৌত্য সম্পর্ক নাই যে, তথায় এক জন সহকারী রেসিডেন্টের আবশ্যকতা হয়।

পব লিক ওপিনিয়ন বলেন, সম্প্রতি সোয়াত ...স্থিত হিন্দুস্থানীগণ পঞ্জাব গবর্ণমেন্টের নিকটে আবেদন করে, তাহাদিগকে ক্ষমা করিলে তাহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করে। পেসোয়ারের কমি...সনর ঐ আবেদনপত্রবাহককে কারারুদ্ধ করিয়াছেন। এই সকল পলাতক সৈনিকদিগের পর্য্যাপ্ত দণ্ড হইয়াছে। বিদ্রোহে কত সুখ তাহা ইহারা বিলক্ষণ জানিয়াছে। অতঃপর আমাদের মতে ইহাদিগকে ক্ষমা করাই কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ইহারা যে কেবল বিশ্বস্ত প্রজা হইবে এমন নহে, ইহাদিগের দৃষ্টান্তে আরও অনেকে সতর্ক হইবে।

বোম্বাইয়ের মামলাতদারদিগের বেতনবৃদ্ধি করা হইয়াছে। অল্প বেতন বলিয়া কৃতবিদ্যগণ এইসকল পদ গ্রহণ করিতেন না বলিয়া সর বাট্‌ল ফ্রিয়ার উক্ত বর্দ্ধিত বেতন দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস অবগত হইয়াছেন মফস্বলের তৃতীয় শ্রেণির লোকদিগকে বাঙ্গালা ভাষায় উত্তমরূপে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত প্রস্তাব করা হয়। এ বিষয়ে ডিরেক্টরের মত জিজ্ঞাসা করাতে আটকিন্সন সাহেব, ইনস্পেক্টর ও ডেপুটি ইনস্পেক্টরদিগের উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করেন। কয়েক জন ডেপুটী ইনস্পেক্টর প্রস্তাব করিয়াছিলেন, যে স্থানে পাঠশালা হইবে, তথায় গুরুমহাশয় ও পণ্ডিতগণ শিক্ষা দিবেন। ৫। ৬ টাকা বেতন দিয়া গুরুমহাশয় রাখিলে শিক্ষা উত্তম হইবে। গুরুমহাশয়দিগের বেতন অল্প হইবে বটে, কিন্তু তাঁহারা ছাত্রদিগের নিকটে অনেক বাজে আদায় করিতে পারিবেন। এই প্রস্তাবের সময়ে বোধ হয়, ইহাঁরা বিস্মৃত হইয়াছিলেন, ঐ সকল বাজে আদায়ের নাম চুরি। গুরুমহাশয়গণ ছাত্রদিগকে বাটীর তামাক এবং প্রতিবেশিদিগের নারিকেল ও আম্র চুরি করিতে শিক্ষা দেন। দুঃখের বিষয় এই যে, বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া পণ্ডিতদিগের ... শিক্ষা দিবার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন।

গতকল্য কলিকাতায় জষ্টিসদিগের ... সিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ... ও তালতলার মিয়েগী পুকুরের নিকটস্থ ... সকল বিক্রয় করা হইতেছে। জষ্টিসেরা শি... সন্নিহিত বসন্তের চিকিৎসালয়ের ব্যয় এবং ... গরিব পীড়া চিকিৎসার নিমিত্ত ... সালয় হইতেছে, জষ্টিসেরা তাহারও ... দিতেছেন। অনাথ চিকিৎসালয়ের রো... সংখ্যা স্থির করিবার নিমিত্ত জষ্টিসেরা ... মেডিকে অনুরোধ করিয়াছেন। মেডি... কালেজের চিকিৎসালয়ের রোগীর স... ৩৫০ নিদ্ধারিত হয়। আমরা আহ্লা... হইলাম এই বিষয় লইয়া জষ্টিসদিগের স... ডাক্তর চিবর্সের যে বিবাদ হয় ডাক্তর ... তাহাতে আত্মদোষ স্বীকার করিয়াছেন ...

প্রধানতম বিচারালয় আজ্ঞা দিয়া... আমোক্তার কখন নিজের নাম করিয়া স... সম্বন্ধে নালীশ করিতে পারেন না। যে... তাঁহার কিছু স্বার্থ আছে, সেখানে তিনি স... সম্বন্ধে অর্থী হইতে পারেন। কিন্তু তাহা... থাকিলে মূল ব্যক্তির নাম দিতে হইবে।

সর জন লরেন্স এতদ্দেশীয় রাজা ও ... গবর্ণমেন্টের শাসনের বিষয়ে যে মত লইয়া... স্পেক্টেটর তদুপলক্ষে বলেন, এ বিষয়ে ... দেশীয়দিগের মত গ্রহণ করা উচিত ... কিন্তু স্পেক্টেটর একটী মহাভ্রমে পতিত ...য়াছেন। তিনি বলেন ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ... শিক্ষাপ্রভৃতি দ্বারা যে উৎকর্ষসাধন ক... ছেন, ভারতবর্ষীয়গণ তাহাতে আস্থারক্ষ... নহেন। আমরা বলিতেছি এ কথা স... অমূলক।

৬ই বৈশাখ শুক্রবার।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, ইণ্ডিয়ান ... নিউস স্বীকার করিয়াছেন ভারতবর্ষীয় ... দ্বারা ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয়দিগের উ... হইতেছে। সভা প্রায় যাবতীয় বিলের ... আপনাদিগের মত প্রকাশ করিয়া অপ... ব্যবস্থা প্রণয়নের প্রতিবন্ধক হওয়াতে ...রোপীয়গণ যে কৃতজ্ঞ হন, ইহা সুখের ...

ফ্রান্সে পারিস, লায়ন্স ও নাইমসে ... ছাগলের পসমে শাল প্রস্তুত ... কিন্তু যদিও ফরাসী আদর্শগুলি ... তথাপি বুনন কাশ্মীরের তুল্য নহে। ... জন ফরাসী বণিক কাশ্মীরে কুঠি স্থাপন ... শাল প্রস্তুত করিয়া ইউরোপে লইয়া যা...ছেন। কাশ্মীর শাল এক্ষণে পারিস ও ...

া যায় মাত্র। অমৃতসর ও লুধিয়ানার ভারতবর্ষীয়েরা ব্যবহার করেন। এক্ষণে ভারতবর্ষে ৩ লক্ষ টাকা শালের য় হইতেছে। রাজা রণবীর সিংহ যদি ঘোষণানুসারে কাজ করেন, তাহা হইলে আইসে।

র রাউলপিণ্ডির অশ্বমেলায় বিস্তর সিয়াছিল। গবর্ণমেন্ট অশ্বারোহি নিমিত্ত ২০,০০০ টাকায় ২০০ অশ্ব ক্রয় ছেন।

আমাদিগের দেশে চীনদিগের কারিকরির আশ্চর্য্য গল্প আছে। একটী গল্পে শুনা যায় রা কলের মানুষ করিতে পারিত, ঐ মানুষ কথা কহিতে পারিত না, আর সকল করিত। লাডকডেভিকনামক এক জন রিকান এই গল্পের যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিয়া। তিনি ৭ ফুট ৯ ইঞ্চি উচ্চ এক বাষ্পীয় করিয়াছেন। ইহার উদরমধ্যে ষ্টিম র ক্ষমতাযুক্ত একটি কল আছে। ইহা মানুষটী প্রতি মিনিটে এক ক্রোশ যাইতে। উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলই মানুষের। কিন্তু উহার এত বল যে অনায়াসে বৃহৎ গাড়ির লইয়া যাইতে পারে। ঐ প্রকার ০০০ ডলার মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। এটী আশ্চর্য্যের বিষয় এবং ইহা দ্বারা সাধা রাস্তায় রেলওয়ের ন্যায় দ্রুতগতি যাইবার য় হইল

উপনগরে বাষ্পীয় আলোক দেওয়াইবার ত্ত দুমার হরেন্দ্র কৃষ্ণ বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থা সভায় এক বিল অর্পণ করিতেছেন। উপ র অধিকাংশ লোক দরিদ্র, অতএব দিগের আশঙ্কা হইতেছে পাস কোম্পানির পোষান ভার হইবে।

৭ ই বৈশাখ শনিবার।

ট ওয়ান ডোলিনিউস অবগত হইয়াছেন। য় প্রধানতম বিচারালয় ও রেকর্ডারের লত স্থাপন অবধি ১৮৬৭ অব্দের শেষ য় কত দেওয়ানী ও ফৌজদারি মকদ্দমা ত্তি হইয়াছে এবং প্রত্যেক বিচারপতি মকদ্দমার মীমাংসা করিয়াছেন, ভারতব গবর্ণমেন্ট স্থানীয় গবর্ণমেণ্টসমূহের নিকটে র এক হিসাব চাহিয়াছেন।

উক্ত পত্র কোন বিশ্বস্ত লোকের নিকটে অব হইয়াছেন, ষ্টাম্প ও নোটপ্রচলনের বিভাগ ভূত হইয়া এক জন উপযুক্ত অচিহ্নিত চারীর অধীন থাকিবে। কালেক্টর মেকে-

ন্সির ন্যায় লোকের হস্তে যেন না থাকে। তাহা হইলে ষ্টাম্পে যাহা হউক, নোটের বিষয়ে সুবিধা হইবে না। এই বন্দোবস্তে অনেক সরকারি ব্যয় বাঁচিবে।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছেঃ—

| | | |
|---|---|---|
| ৪ টাকার | সিক্কা | ৯২॥—৯২৬০ |
| ৪ " | কোং | ৯৩—৯৩।০ |
| ৫ " | পবলিকওয়ার্ক | ১০৫৶—১০৫॥০ |
| ৫ " | কোং | ১০৮৬—১০৯ |
| ৫॥০ " | কোং | ১১৩৶—১১৫॥৶ |

—:০:—

## ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৭ এ মার্চ। গত রাত্রিতে হাউস অব কমন্সে ১৫২ জনের মতে ১২৭ জনের অমতে সেনাদলের শারীরিক দণ্ডের আইন উঠিয়া গিয়াছে। সর জন পাকিংটন অনেক প্রতিবাদ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

ডিসরেলি সাহেব এক পত্র প্রকাশিত করিয়া বলিয়াছেন, শাসনকার্য্য ও ধর্ম্মের সহিত যে পবিত্র সম্বন্ধ আছে, তাহা ছেদন করিবার নিমিত্ত এক দল সচেষ্ট আছেন। কিন্তু তিনি বলেন ইহাতে আশু অতিশয় অমঙ্গল ও বিপদ হইবে।

ওরিয়েণ্টল ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষগণ গত ছয়মাসের নিমিত্ত অংশীদিগকে শতকরা ৬ টাকা লাভ দিয়াছেন।

---

### গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।
### বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী
### নিয়োগ।

৮ ই এপ্রেল। মুরসিদাবাদের অন্তর্গত জঙ্গীপুরের ডেপুটি মাজেষ্ট্রেট ও ডেপুটিকালেক্টর বাবু গুরুচরণ দাস অস্থায়ীরূপে উপবিভাগের ভার পাইবেন।

বাউসির ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু হরিচরণ ঘোষ মুরসিদাবাদে বদলী হইয়া তথায় মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী আলি হোসেন বাউসি উপবিভাগের ভার পাইয়া ভাগলপুরে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী আবদুল জব্বর (যিনি কিছু দিনের জন্য সিরাজগঞ্জ উপবিভাগের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তিনি) অব ই উপবিভাগের ভার পাইয়া মুঙ্গেরে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন

বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত ডাক্তার আর, জি, সাধু বাখরগঞ্জের প্রতি সিবিল আসিষ্টান্ট সার্জ্জন হইবেন।

যত দিন এচ, ডবলিউ আলেকজা সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন দিন পি, এ, হুকি সাহেব সাহরণের প্রতি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

৯ ই এপ্রেল। ডাক্তর ডবলিউ, নওয়াখালির চিকিৎসাকর্ম্মচারী হইবেন।

মান্দ্রাজের প্রধান বিচারপতি প্রধানতম রালয়ের আদিম দেওয়ানী বিভাগের পি, ডি, ডিকেন্স সাহেবকে পারসিদিগের হের রেজিষ্টার নিযুক্ত করিয়াছেন।

শাহাবাদের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এল, জি, আজ্র সাহেব চম্প বদলী হইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট ক্ষমতা পাইবেন। তিনি আরও সেসিয়ন পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার ক পারিবেন।

জে, জে, লাইবস সাহেব ঢাকার সহ মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া তথায় শ্রেণীর অধীন মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালে ক্ষমতা পাইবেন।

চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় অঞ্চলের সহ পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট পি, জে, ক্লট সাহরণে বদলী হইবেন।

নওয়াখালির সহকারী পুলিষ সুপরিন্টে বিএ, রাউ সাহেব চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় বদলী হইবেন।

বাবু জগদীশনাথ রায় নওয়াখালির সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

ভাগলপুরের সহকারী পুলিষ সুপরিন্টে বাবু ঈশ্বরীপ্রসাদ নওয়াখালিতে বদলী বেন।

১৩ ই এপ্রেল। ৬ ই মার্চ অবধি আর, সাহেব শিক্ষাবিভাগের চতুর্থ শ্রেণিতে হইয়াছেন।

চম্পারণের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ সাহরণে বদলী প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের পাইবেন।

সাহরণের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি ক্টর মৌলবী ওয়ালিয়ল্ল হোসেন বদলী হইয়া তথায় মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা বেন।

১৮৬৭ অব্দের ৬ ই মার্চ নওগাঁর কমিসনর লেপ্টেনণ্ট টি, বি, মিচেলকে নের নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেটের যে ক্ষমতা হয় তাহা রহিত হইল। তিনি এক্ষণ প্রথমশ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা করিবেন।

১৪ ই এপ্রেল। যত দিন টি, উইলসন বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ত এ, এচ, টরণবুল সাহেব কার্য্যের প্রতিনি ডেপুটি অফিসেস একেণ্ট হইবেন।

যত দিন এ, এচ, টরণবুল সাহেব সরকারী
কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর থাকিবেন, তত দিন সি
স, মেণ্ডহাম সাহেব কাণ্‌পুরের প্রতিনিধি সব
ডেপুটি অফিসের এজেণ্ট হইবেন।

—:•:—

আমাদিগের ঢাকাস্থ সংবাদ দাতা
লিখিয়াছেন।

১। কাশী পুরের দাঙ্গাঘটিত মকদ্দমার
ষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। এক সপ্তাহেরও অধি
কাল ঐ মকদ্দমার বিচার হয়। জুরিগণ জগ
থ বাবুর ১০০০ দশ হাজার টাকা জরিমানা
বং অন্য আসামীদিগের পাঁচ পাঁচ বৎসর
রাবাসের আদেশ করিয়াছেন। জগন্নাথ বাবু
কলচক্ষু ও বাতব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া কারাগার
ন করিলেন না; নচেৎ তাঁহাকেও কারাবা-
র অসহ্য ক্লেশপরম্পরা সহ্য করিতে হইত।

২। ২২ এ চৈত্র শুক্রবার ঢাকা বিজ্ঞান
য়িনী সভার সাংবৎসরিক অধিবেশন কার্য্য
সমারোহে সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। অপ
: সপ্তম ঘটিকার সময় সভা আরম্ভ হয়।
ষ্পুটী ইনস্পেক্টর বাবু অক্ষয়কুমার সেন সভা
তর আসন গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে বালক
কয়েকটী রচনা পাঠ করে। বালকদিগের
নিতান্ত মধুর, সুতরাং রচনাগুলি শ্রোতৃ
ের নিরতিশয় প্রীতিকর হইয়াছিল। তৎ
কতিপয় সভ্য দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা
ন। ঢাকা কালেজের অন্যতর সংস্কৃত
ক শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নচন্দ্রচক্রবর্ত্তী এবং
নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক জে এরাট্টন
হেবের বক্তৃতা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল।
বাবু আজি কালি আর অপরিচিত বক্তা
র। ক্রমশঃ তাঁহার বক্তৃতাশক্তির বৃদ্ধি
তেছে। এই সভায় তিনি এক ঘণ্টা কাল
লি এরূপ বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে সভা
মাত্রেই তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান
য়াছেন।

। গত শনিবার আমাদের ঢাকাস্থ প্রসিদ্ধ
গনি মিঞা সাহেব ব্যবস্থাপক সমাজ হইতে
নগরে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। তাঁহার
মন উপলক্ষে নানা প্রকার বাদ্য ও বন্দুকের
শনিবার প্রাতঃকাল বিলক্ষণ শব্দায়মান
ছিল। অনেক দর্শকও উপস্থিত হইয়াছি

। গত কল্য এখানে প্রায় সমস্ত দিন বৃষ্টি
হ। এই বৃষ্টি অত্রত্য ওলাউঠা- নিবার
অমোঘ ঔষধ হইল।

আমাদিগের গোয়ালিয়রস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন:—

গত পত্রে মাথুরানামে যে উপদেবতার কথা ও এখানকার স্ত্রীলোকদিগের স্বামীর সহবাসের পূর্ব্বে তাহার সহিত আলিঙ্গনের যে কুৎসিত প্রথার কথা লিখিয়াছিলাম, সেটী সাধারণ ব্যবহার নহে। সরাওগী নামে এখানে যে বণিকসম্প্রদায় আছে, তাহাদের মধ্যেই এই ঘৃণাকর প্রথাটী প্রচলিত আছে।

শুনিয়াছি, পঞ্জাব অঞ্চলের কোন কোন প্রদেশের স্ত্রীলোকেরা কোন সরোবরে বা নদীতে স্নান করিবার সময় উপরে বস্ত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া অকুণ্ঠিতচিত্তে অবগাহনাদি করে। এখানেও নদীমধ্যে ইতর সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকদিগকে উপকূলে বস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক অবগাহনাদি করিতে দেখা যায়। শুনিলাম এখানে কোন স্ত্রীলোক ব্যভিচারিণী হইলে বা স্বামী পরিত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষের আশ্রয়গ্রহণ করিলে তাহার স্বামী রাজদ্বারে তাহার নামে অভিযোগ করিয়া তাহাকে কারারুদ্ধ করায়, যে কোন ব্যক্তি তাহার স্বামীকে তাহার বিবাহের ও স্ত্রীর ভরণ পোষণের নিমিত্ত যে ব্যয় হইয়াছে তাহা দিতে পারে সেই ব্যক্তিই ঐ স্ত্রীকে কারামুক্ত করিয়া গ্রহণ করিতে পারে।

অনেকের মুখে শুনিতে পাই, অত্রত্য স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সতীত্বের তাদৃশ গৌরব নাই। স্ত্রীলোকের অনুচিত স্বাধীনতা হউক বা অত্রত্য লোকের অজ্ঞতা ও অসভ্যতা হউক এই জঘন্য ভাবের কারণ। অত্রত্য কোন কোন পাহাড়ে লৌহের, চুম্বকপ্রস্তরের ও আকরীয় লবণের খনি আছে। ইহার চারিক্রোশ দূরে লৌহ উত্তোলিত হইতেছে। গোয়ালিয়রের নিকটস্থ সিপ্রিনগরে যে লৌহের কারখানা আছে তাহা বোধ করি পাঠকবর্গের অনেকে অবগত আছেন। পর্ব্বত প্রদেশে অনেক প্রকার আশ্চর্য্য আকরীয় পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়। সম্প্রতি অত্রত্য দুর্গে এক প্রকার প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে বৃক্ষ লতাদির ন্যায় নানাপ্রকার চিত্র বিচিত্র রেখা আছে। পরীক্ষা দ্বারা দৃষ্ট হইল, ইহা কোন মনুষ্যের দ্বারা চিত্রিত হয় নাই। ঐ সকল চিত্র স্বভাবসিদ্ধ। কর্ণেল ডেলি সাহেব এই প্রস্তরের কয়েকখণ্ড বোম্বে মিউজিয়মে (চিত্রশালিকায়) পাঠাইতেছেন।

এখানে দিন দিন গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হইতেছে, কিন্তু তজ্জন্য কোন প্রকার
আবির্ভাব হয় নাই। বরং শুনিতে পাই
শীত কালের অপেক্ষা এখানে গ্রীষ্ম
লোকের পীড়াদি কম হয়। শিশুদিগের
যে পীড়ার প্রাদুর্ভাব ছিল, এখন তাহার
হইয়াছে।

২। দলাদলি ও অনৈক্যভাব
দিগের একটী প্রধান রোগ। এ স্থানে
ত বাঙ্গালির সংখ্যা অল্প, তথাপি দল
ইহাদের মধ্যে বিরাজিত রহিয়াছে।
পাটনা কি এলাহাবাদ কি আগ্রা সর্ব্বত্রই
দল দেখা গেল। ইহাদের পরস্পরের
হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি জঘন্য ভাবের বি
প্রভাব দেখা যায়। এখানে এ অঞ্চলের
স্থান অপেক্ষা কম বাঙ্গালি আছে, কিন্তু ই
মধ্যে দলাদলির সূত্র পাত হইয়াছে। ই
সভায় বাদ বিতণ্ডা ও জিদ বজায় রাখিতে
কেহ কেহ আপদস্থ হইয়া আর একটী পৃথক
করিয়াছেন। ইহাতে ইংরাজ মণ্ডলীতে ও
মধ্যে যে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে, তাহা
কের বিবেচনা নাই।

সম্প্রতি এখানে চৌর্য্যের বড় প্রা
হইয়াছে। কএকদিন হইল থানার ঠিক
ভাগের এক ব্যক্তির বাটীতে রাত্রি আ
২টা প্রহরের সময় একটী চোর প্রবেশ ক
ছিল। সেই সময়ে গৃহস্বামীর স্ত্রী জাগ
ছিল, সে কৌশলক্রমে তাহার স্বামীকে জা
ইয়া সতর্ক করিল, তখন ঐ ব্যক্তি
ভাবে চোরের পশ্চাদ্দিকে যাইয়া বলপূ
তাহাকে ধরিল এবং চীৎকার করাতে পু
কর্ম্মচারী ও অন্যান্য অনেক লোক উপা
হইল। চাপরাসওয়ালা তাহারা সর
করিয়া চোরকে ধরিয়া লইয়া চেলেন।
এক দিন এক জনের বাটী হইতে চোরে অ
দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।
ব্যতীত দিন কয়েক চোরের এরূপ প্রাদু
হইতে আরম্ভ হইয়াছে যে, রাত্রিতে গৃহে
নিদ্রা হয় না। এখানকার চোর আমাদের দে
ডাকাইতের ন্যায় তরবারাদি ব্যবহার কে
সুতরাং ইহারা সামান্য চোরের অপেক্ষা ভ
নক।

সম্প্রতি এক দরজী এক জন পুলিষ কর্ম্মচা
কর্ম্ম করিয়া দিতে কিছু বিলম্ব করিয়াছিল বলি
কর্ম্মচারী যমদণ্ডের ন্যায় লগুড় দ্বারা তাহা
এমন প্রহার করিয়াছিল যে তাহার মস্তক ফাটি
রক্তপ্রবাহ প্রবাহিত হয়। সে ঐ সময় যেমন
ক্রিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট যাইবে, অমনি ৩।৪ ব

যের মহাত্মারা তাহাকে ধরিয়া রাখলেন। কক সেই তকক। শুনিতে পাই এখানে হইতে চোর আসিতে হয় না, পুলিষই বাস্থান।

। কয়েক দিন হইল অত্রত্য ইউরোপীয় ক পুরুষেরা মহারাজের কুলবাগে মহাসমা পিক নিক ( বনভোজন ) করিয়াছেন। কনিক ক্রিকেটখেলা নাচপ্রভৃতি সাহেবেরা বড় মজায় থাকেন। বিলাতিগেজে নানা স্থানের সংবাদদাতারা ঐ সকল দের কথা লিখিয়া কাগজ পুরণ করেন।

—:০:—

আমাদিগের বীরভূমের সংবাদ-। লিখিয়াছেন:—

। এস্থলে কয়েকটী শৃগাল ক্ষেপিয়াছে গ্রামবাসীরা নিতান্ত শঙ্কিত হইয়াছেন। বক শৃগালদংশন অতি ভয়ঙ্কর। এক বার একটী ক্ষিপ্ত শৃগাল ৭ ৮ জনকে ন কামড়াইয়াছিল। দষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে সক একে একে গতাসু হইয়াছিল। সে দিন কার রাজসংসারের একজন দেওয়ান ক বাবু রামলাল সরকার মহাশয়ের কনিষ্ঠ শৃগালকর্ত্তৃক দষ্ট হইয়াছেন। যথাকালে রোগবিষয়ে ত্রুটি হইতেছে না। তিনি আরোগ্যলাভ করেন, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা।

কতিপয় দিবস অতীত হইল, এখানকার ক্তীর দেবালয় হইতে অনুমান তিন সহস্র লের আসাসোটা ইত্যাদিদ্রব্য অপ হইয়া গিয়াছে। চারি দিকে প্রহরী থাকিতে রাতে এই চুরি হইয়া গেল, বুঝিতে পারা । ইনস্পেক্টর ও সব ইনস্পেক্টর আসিয়া ন থানের সহিত অনুসন্ধান আরম্ভ করি লেন, কিন্তু কোন কাজ করিয়া যাইতে নাই।

অল্প দিন হইল এখানকার অনতিদূর রে এক ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া । তাহার অনুসন্ধানে পুলিষ বড় ব্যস্ত ইয়া গিয়াছেন। শুনিলাম, এক জন ার প্রহারে মৃতপ্রায় হইয়াছিল। লিষের আর কোন গুণ থাকুক আর না প্রহার বিদ্যায় বিশেষ নৈপুণ্য আছে।

শ্রীযুক্ত বাবু রমাপ্রসন্ন সিংহ বি, এ, য়ের প্রযত্নে রাইপুরে একটী শাখা আফিস সংস্থাপিত হইয়াছে।

———

আমাদিগের তমোলুকস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। এখানে ওলাউঠা রোগের যেরূপ দীর্ঘ কালব্যাপী পরাক্রমের উদয় হইয়াছিল, তাহার হ্রাস হইবার উপক্রম হইয়াছে।

২। অত্রত্য স্কুলবিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত স্থানান্তরিত হওয়াতে তাঁহার পদে হুগলী নর্ম্মাল স্কুল হইতে এক ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন।

৩। লাইসেন্স টাক্স স্থাপনের প্রথমাবস্থাতে এপ্রদেশের আসেসর শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ যেসকল অনুপযুক্ত দরিদ্র ব্যক্তির উপর করভার নিক্ষেপ করিয়া টাক্স সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই সময়ে তাঁহার নিকট বিচারের প্রার্থনায়, আবেদন করিয়াছিলেন। তিনি এত দীর্ঘ কাল পরে মেদনীপুর হইতে সেই সকল আবেদনকারীকে সমনদ্বারা আদেশ করিয়াছেন যে, তাঁহারা স্ব স্ব আবেদনের প্রমাণ দিবার জন্য সাক্ষিসহিত তথায় উপস্থিত হইলে বিচার হইবে।

৪। শুনিতেছি, এ প্রদেশের পবলিক ওয়ার্ক বিভাগের অনেক পরিবর্ত্ত হইতেছে। এই তমোলুকবিভাগের যত পাকার কার্য্য তাহা মেদিনীপুর বিভাগের অন্তর্ভূত হইবে এবং মেদিনীপুরের যত মাটির কার্য্য তাহা এই বিভাগে আসিবে। ২৪ পরগণার অন্তর্ভূত মণ্ডলঘাট পরগণাও বোধ হয় তমোলুকবিভাগের অন্তর্গত হইবে। ইহাদ্বারা কার্য্যের অসুবিধা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না।

## প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

রেলওয়ে কম্পানির নিয়ম এই যে, রেলওয়ে কর্ম্মচারিগণ আরোহীদিগের প্রতি সরল ভাব প্রকাশ করিবে এবং তাহাদের যাহাতে কষ্ট না হয় তাহা করিবার চেষ্টা করিবে; কিন্তু কর্ম্মচারিগণ উহার বিপরীত আচরণ করিয়া থাকে। যদি তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীরা ভ্রমবশতঃ বা অত্যন্ত জনতাপ্রযুক্ত দ্বিতীয় কিম্বা প্রথম শ্রেণীর টিকিট দিবার ঘরের দ্বারের নিকট যায়, তাহা হইলে টিকিট কলেক্টর এবং প্ল্যাটফরমএসিষ্টান্ট তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে ড্যাম্ রাস্কেল বুড্ডি সেটিক্ত বলিয়া অ চন্দ্র প্রদান করে ব্যক্তিসকল গল ধাক্কা খাইয়া বহু কষ্টে তৃতীয় শ্রেণীতে গম করে এবং গাড়ীর মধ্যে গমন করিয়া না বসিতে পারে, না দাঁড়াইতে পারে, না গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইতে পারে; হাঁস ফাঁস করিয়া তাহাদের প্রাণ যায়। পরে প্লাটফরমএসিষ্টান্ট আসিয়া, তাহাদের গোল না থামাইয়া, না বস ইয়া দিয়া, তাহাদিগকে যথোচিত দুর্ব্বাক্য বলে ও বেত্রাঘাত করে। এই করিতে করিতে গাড়ী ছাড়িয়া দেয়, যেমন গোল এবং যেমন কষ্ট সেই রূপই থাকে। যদি প্লাটফরমে অনেক আরোহী হওয়াতে অধিক গোল কিম্বা ভিড় হয়, প্লাটফরম এসিষ্টান্ট আসিয়া গোল নিবারণ করা দূরে থাকুক, আরোহীদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করে। ইহাতে অনেক ব্যক্তি ( যাহারা কখন রেল গাড়িতে ভ্রমণ করে নাই কিম্বা দুই এক বার করিয়াছে ) প্রহারের ভয়ে গোল মালে, এবং আবশ্যক ভিড়ে টিকিট সুতরাং গাড়ীতে আরোহণ রিবার সময় কোন রেলওয়ে কর্ম্মচারী ( যাহার টিকিট দেখিবার ক্ষমতা আছে ) টিকিট দেখিতে চাহিলে তাহারা দেখাইতে না পারিয়া সেখানেও অর্দ্ধচন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। টাকা দিয়া কি কষ্ট!

আমরা এক দিন জামালপুর ষ্টেসনে দেখিলাম, এক পীড়িত এবং ক্লিষ্ট ব্যক্তি তৃতীয় শ্রেণীতে বসিয়াছেন। তাঁহার পরিধেয় কিছু মলিন। পরিচয়দ্বারা জানিলাম, তিনি এক জন বঙ্গ দেশীয় কায়স্থ, তীর্থ যাত্রায় আসিয়াছিলেন। এক জন রেলওয়ে গবর্ণমেন্ট পুলিস জমাদার তাঁহার নিকট আসিয়া হঠাৎ কহিল, "তোমার নিকট আফিঙ আছে? তুমি আফিঙ লইয়া কোথায় যাইতেছ? যদি খুব কম পরিমাণ থাকে আমি তোমায় কিছু বলিব না।" তখন সে ব্যক্তি একটু রাগ প্রকাশ করিয়া কহিলেন "আমি কখন আফিঙ খাই নাই, আমার কাছে আফিঙ নাই; যদি আমি খাইতাম আমার নিকট থাকিবার সম্ভাবনা থাকিত। তুই আমায় আর বিরক্ত করিস্ না, আমি পীড়িত ব্যক্তি, তোর সহিত বাক্যব্যয় করিতে পারি না"। জমাদার কহিল "তুমি ভাল মানুষ এবং আমিও ভাল মানুষ যদি কিছু থাকে আমায় দেখাও; তুমি জানিবে, আর আমি জানিব। আমি তোমায় বাঁচাইয়া দিব; কিন্তু সাহেব শুনিলে তোমার বড় মুস্কিল হইবে।" তখন ঐ ব্যক্তি কহিলেন, তোর সাহেবকে বলিয়া দিগে;

—৩২—

মার কিছুমাত্র ভয় নাই। জমাদার এই থা শুনিয়া তাহার কাপড় ঝাড়া দিবার উপ ম করিতে লাগিল। আমাদের আর অন্যায় হইল না। আমরা কহিলাম, তোর সাহেবকে কিয়া আন, সে আসিয়া দেখুক, উনি বাস্তবিক র কি ভাল লোক। জমাদার আমাদের কথা নিয়া অড়ো সড়ো হইয়া সেইখানে দুই র চাপরাসি রাখিয়া সাহেবের কাছে ল। পরে সাহেব আসিয়া আমাদিগকে খিবামাত্র জমাদারকে ভৎসনা করিয়া কহি ন, উনি নির্দ্দোষ ব্যক্তি। আমরা বলিলাম, ন নির্দ্দোষ যথার্থ; কিন্তু আপনারে নিজে গিয়া ার কাপড় উত্তম করিয়া দেখিতে হইবে। কি নি আমাদের গমনের পর ঐ দুষ্ট জমাদার উহার কাপড়ে আফিঙ দেয় এবং চোর লয়া পুলিষে দেয়, তাহা হইলে কি হইবে? কথা পুনঃ পুনঃ বলাতে সাহেব তাঁহার কাপড় ড়িয়া তাঁহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া স্বীকার ...... হয়। আমরা যদি না থাকি ম, ঐ দুষ্ট জমাদার তাহাকে অনায়াসে শণ কষ্ট দিত। এই সকল দুর্ব্বৃত্তের কত দিনে সন হইবে? রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ মনোযোগ রিলে অনেক দুষ্ট লোকের শাসন করিতে রেন।

নগর ই এপ্রেল } শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

—:০:—

ল একটি ক্ষুদ্র রাজ্যবিশেষ। যে রূপ রাজার রে রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে সেইরূপ কের উপরেই স্কুলের শুভাশুভ নির্ভর রিয়া থাকে। পৃথিবীর প্রধান প্রধান পণ্ডিত গের জন্মভূমি, বিজ্ঞান শাস্ত্রের উৎপত্তিস্থান ং এক কালে সকল রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রাজ্য রতবর্ষ, গ্রীস, রোমপ্রভৃতির রাজার গুণেই তি ও রাজার দোষেই অধঃপতন হয়। রূপ স্কুলেরও শ্রীবৃদ্ধি বা শ্রীহীনতা প্রধান কের অধীন। অতএব যাঁহারা সর্ব্বপ্রকারে যুক্ত, তাঁহাদেরই হস্তে বিদ্যালয়সকলের র্ভার বিন্যস্ত করা উচিত। উহা না করিলে যে ত অপকার ঘটে, তাহা এই মহানগরের একটি ান স্কুলের অবস্থাদ্বারা প্রতীয়মান হই- ছে। ঐ বিদ্যালয়টির এবার অত্যন্ত দুর্দ্দশা স্থিত। উহার সৌভাগ্যসূর্য্য বোধ হয় এবার র মত অস্তাচলাবলম্বী হইল। দুঃখের বিষয় যে উহা দীর্ঘকাল সৌভাগ্য ভোগ করিতে রিল না। উক্ত বিদ্যালয়ের আধুনিক প্রধান শিক্ষক মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন সত্য বটে, কিন্তু উহা কোন কার্য্যকর নহে, কারণ তিনি ছাত্রগণকে শিক্ষা প্রদান করিতে সম্যক্ প্রকারে সক্ষম নহেন। অধিক কি তিনি স্বীয় মনোগত ভাব বিশুদ্ধ ইংরাজী ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারেন না। স্কুলশাসনবিষয়েও যে ইনি বিলক্ষণ অপটুতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দুই একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বিশেষ রূপে অবগত হইতে পারিবেন।

সম্প্রতি একটি ছাত্র, উক্ত শিক্ষকমহাশয়ের সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে করিতে তাঁহার প্রতি "ড্যাম," "রাস্কেল" প্রভৃতি কটূক্তি প্রয়োগ পূর্ব্বক সংকোচে ও নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া গেল, শিক্ষক মহাশয় চক্ষু স্থির করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। ইহার কারণ কি? তিনি রাজশাসনের প্রধান নিয়ম দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন অবলম্বন পূর্ব্বক কার্য্য করিতে পারেন না। সুতরাং এরূপ যে ঘটিবে তাহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সম্পাদক মহাশয় গবর্ণমেন্ট কি ইহার প্রতি এক বারও দৃষ্টিক্ষেপ করিবেন না, তাঁহাদিগের কাণের কাছে এরূপ ঘটিতে লাগিল, অথচ ইহার প্রতিবিধানের কোন চেষ্টাই হইল না, দূরে হইলেত তার কথাই নাই। তাঁহারা ত কর আদায়ের সময় সবিশেষ যত্নবান হন, তবে দেশোন্নতির প্রধান উপায় বিদ্যাশিক্ষার বিষয়ে এরূপ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন কেন? সে যাহা হউক, বিদ্যাল য়ের এরূপ দুরবস্থা আর কিছুকাল থাকিলে আমাদিগের বালকদিগকে স্থানান্তরিত করিতে হইবে সন্দেহ নাই।

কলিকাতা ৬ ই বৈশাখ } আপনকার নিতান্ত অনুগত কতিপয় ভদ্রলোক

## মূল্য প্রাপ্তি।

| | | |
|---|---|---|
| শ্রীযুক্ত বাবু সরূপচন্দ্র পাত্র | বেড়বল্লভপুর | |
| ১২৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র | | ১৩ |
| " " প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় | দিনাজপুর | |
| ১২৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র | | ১৩ |
| " " যদুনাথ রায় | রামপুরহাট | |
| ১২৭৫ চৈত্র হইতে ৭৫ ভাদ্র | | ৭ |
| " " শ্যামাচরণ দাস | চাইবাসা | |
| ১২৭৫ বৈশাখ হইতে আশ্বিন | | ৭ |
| " " ভরতচন্দ্র ঘোষাল | কদেপুর | |
| ১২৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র | | ১৩ |
| " " চন্দ্রকুমার মিত্র কৃষ্ণগঞ্জ | | ৭ |
| " " প্রসন্নকুমার মিত্র | বি | |
| ১২৭৫ বৈশাখ হইতে আশ্বিন | | |
| " " প্রসন্ননাথ সাহা | আড়াক- | |

—:০:—

## সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাঠা স্থলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায়

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফস্বলে ডাক সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং সিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি, অর্ডার, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, যেন এক অথবা আধ আনার অধিক ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্র মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে ইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহা একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ ব যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রের বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ হইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি আনা তাহার পর /১০ আনা দিতে হই যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা বেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃ প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ

• ম ভাগ। —৩৩— ২৪ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

ক মূল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০
। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা।

সন ১২৭৫। ১১ই বৈশাখ। ১৮৬৮। ২১ এ এপ্রেল

মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বা...
টাকা ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসি...


## বিজ্ঞাপন।

### নবজন্মতত্ত্ব ও ধাত্রীবিদ্যা।

১ ম খণ্ড মূল্য ২ দুই টাকা।

এই পুস্তকখানি বহু যত্ন ও পরিশ্রমে প্রণয়ন
গিয়াছে। আধুনিক বহুদর্শী ও সুবিজ্ঞ
তাঁহাদের নবাবিষ্কৃত মত ও চিকিৎসা প্রণা-
ইহাতে বর্ণিত আছে। এই খণ্ডে নীচের
ক বিষয় লিখিত হইয়াছে যথা।
। বস্তিকোটরীয় অস্থি ও সন্ধির বিবরণ।
বিকৃত বস্তিকোটরের বিবরণ। ৩। বাহ্য ও
ভ্যন্তরিক জননেন্দ্রিয়ের বিবরণ। ৪। ঋতু।
ঋতুসম্বন্ধীয় পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।
ভিম্বনিষেক। ৭। জরায়ুতে গর্ভধারণ। ৮।
র লক্ষণ ও স্থায়িত্ব। ৯। বন্ধ্যাত্ব ও তাহার
ৎসা। ১০। কৃত্রিম গর্ভ। ১১। গর্ভসম্বন্ধে
১২। আস্থানিক গর্ভ। ১৩। জঠরাবদ্ধ
র বিবরণ ও মৃত্যুলক্ষণ। ১৪। গর্ভপাত
অকালপ্রসব, এবং তৎসম্বন্ধীয় চিকিৎসা।
পুস্তকের আরম্ভে বিবৃত সূচীপত্র ও অন্তে
জনীয় ইংরাজী ও কুটার্থ বা অচলিত শব্দ
, এবং স্থানে স্থানে খোদিত আকৃতি
। গিয়াছে। এই পুস্তক, কলিকাতা
নবিভাকর যন্ত্রে, বা কালেজষ্ট্রীটের ৮৪
ভবনে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহলানবিসের
, অথবা মালদহে আমার নিকট পাওয়া
। যদি ডাকে পাঠাইতে হইলে ক্রেতাকে
রিক্ত মাশুল।০ আনা দিতে হইবেক।

চৈত্র } শ্রীঅন্নদাচরণ কাস্তগিরি
দহ } সিবিল মেডিকেল আফিসার

——

### পুরাণপ্রকাশ।

লিকাতা মৃজাপুর আমহাউসের দক্ষিণ
কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে পুরাণপ্রকাশনামক মাসিক পত্র প্রতিমাসে এক বা দুই খণ্ড করিয়া প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের পরিমাণ ৮০ অশীতি পৃষ্ঠা। ইহাতে ক্রমশঃ অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ বাঙ্গালা অনুবাদসমেত প্রকটিত করিবার কল্পনা আছে। প্রথমতঃ বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদ ও শ্রীধরগোস্বামিকৃত টীকা সমেত মুদ্রিত হইতেছে। আগামী ১ লা বৈশাখ বিতরণ আরম্ভ হইবে। যিনি ইহার গ্রাহক হইতে অভিলাষী হন, তিনি কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে আমার নিকট পত্র ডাকমাশুল ও প্রতিখণ্ডের মূল্য অগ্রিম ॥০ আট আনা করিয়া পাঠাইবেন। যাঁহারা নিয়মিত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত নহেন, তাঁহাদের নিকট প্রত্যেক খণ্ড নগদ ১ এক টাকা মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে।

১৫ ই চৈত্র
১২৭৪। } শ্রীজগন্মোহন শর্ম্মা।

——

সংস্কৃত মেদিনীকোষ দুরূহ শব্দের টীকা-সমেত উত্তম নাগরাক্ষরে যত্নপূর্ব্বক মুদ্রিত হইতেছে। যিনি গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি ঢাকা কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু সোমনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে বা কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে আমার নিকট পত্র পাঠাইবেন।

১৫ ই চৈত্র ১২৭৪
সংস্কৃত বিদ্যালয়। } শ্রীজগন্মোহন শর্ম্মা

### ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

আরোহীর গাড়ী চলিবার সময়ের
পরিবর্ত্তন।

সর্ব্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে, যে আরোহীর গাড়ী প্রত্যহ কলিকাতা হইতে রাত্র ৪ ঘন্টা ৩ মিনিটে এবং হাবড়া হইতে রাত্র ৪ ঘণ্টা ১৮ মিনিটে ছাড়িয়া পা... পর্য্যন্ত যাইত, তাহা আগামী ... বন্ধ হইবে।

ঐ গাড়ীর পরিবর্ত্তে অন্য এক গাড়ী ... কলিকাতা হইতে পূর্ব্বাহ্ন ৫ ঘণ্টা ২৮ মি... এবং হাবড়া হইতে ৫ ঘণ্টা ৪৩ মিনিটে ছা... হুগলি পর্য্যন্ত যাইবে। এই গাড়ী প্র... ষ্টেশনে থামিবে।

যে আরোহীর গাড়ী পাঁড়ুয়া হইতে ... ৬ ঘণ্টা ২৫ মিনিটে ছাড়িয়া কলিক... আইসে, তাহা বন্ধ হইবে এবং তাহার পরি... পূর্ব্বাহ্ন ৭ ঘণ্টা ১৩ মিনিটে হুগলি হইতে ... গাড়ী ছাড়িবে এবং একণকার ন্যায় ... ষ্টেশনে থামিবে।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে হাউস
ডেল হাউসী স্কোয়ার
কলিকাতা
২২ এ এপ্রেল ১৮৬৮। } সিসিল ...
স্যান ...
অব এ...

—:০:—

### ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

## বিজ্ঞাপন।

বিজাপুর ষ্টেশন খুলিবার বিষয়।

আগামী ১ লা মে অবধি আরোহী ল... নিমিত্ত বিজাপুরে এক নূতন ষ্টেশন খুলি... ঐ স্থান হাবড়ার ১৭৭ মাইল দূর এবং পা... ও বাহাওয়ার মধ্যস্থিত।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে হৌস
ড্যালহৌসী স্কোয়ার
কলিকাতা ২২ এ
এপ্রেল ১৮৭৪ } সিসিলষ্টিফেনস
এজেন্ট বোর্ড ...

—:০:—

### অভিধান।

শব্দাম্বুধি
শব্দার্থপ্রকাশিকা

[illegible]

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ প্রণীত [illegible] পুস্তক প্রকাশিত হইল। [illegible] প্রাপ্ত হইবেন। [illegible] কুমারসম্ভব [illegible] সম্পূর্ণ মূল মাত্র [illegible] আট আনা। [illegible]

[illegible] ৬ বৈশাখ [illegible] শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক।

—০—

[illegible] লাইব্রেরী [illegible] ১১ সংখ্যক [illegible] পুস্তকালয়ে [illegible] হইয়াছে।

শ্রী[illegible]মোহন বসু
অধ্যক্ষ।

—০—

[illegible] প্রকাশকপুস্তকালয়ে কেবল ও [illegible] তাঁর [illegible] লাগার অভাব বিক্রয় [illegible] আছে [illegible] তিনি কলিকাতা সংস্কৃত [illegible] কালেজে বিশেষ [illegible]

———

[illegible] কোং
[illegible]
[illegible] সুচিকণ চাইল।
[illegible] নং আফিসে

তাঁহার অনুমতি লইতে পারেন যায় এবং যদি কাহার প্রয়োজন হয় এ আফিসে অনুগ্রহ করিয়া পত্র লিখিলে পাঠাইয়া দিবেন।

———

নলদময়ন্তী নাটক যাহা [illegible] সম্বে মুদ্রিত বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত। মূল্য ১ টাকা।

কলিকাতা
সোভাবাজার ৩৪ নং } শ্রী[illegible]চন্দ্র রায়

——

চৈতন্যলীলা সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গা বাজারে [illegible] দোকানে এবং [illegible] কর্তৃক প্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে,—

| পুস্তক | মূল্য |
|---|---|
| শৌসর্বজ্ঞান | ১ টাকা |
| বোধক [illegible] | ১ [illegible] |
| [illegible] ব্যাকরণ | ।০ |
| [illegible] ( ১ ম ভাগ ) | ৷৴ |
| [illegible] ( ২ য় ভাগ ) | ৷৴ |
| [illegible] |  |
| [illegible] ব্যাকরণ | ৷৵ |

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

——

## নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের এপ্রেল মাসের ৮ ই হইতে ১৪ ই পর্যন্ত ভাগীরথী নদীর পরিমিত জলের সাপ্তাহিক [illegible]।

| স্থানের নাম | ফুট | ইঞ্চ |
|---|---|---|
| [illegible] উপর পর্য্যন্ত | ২০ | ০ |
| মহানাদ | ১১ | ০ |
| [illegible] হইতে [illegible]পুর (২০ মাইল মধ্যে) | ২ — ২ |  |
| [illegible]পুর হইতে বহরমপুর (১৬ মাইল) মধ্যে | ২ — ৬ |  |
| বহরমপুর হইতে কাটওয়া (৪০ মাইল) মধ্যে | ৫ — ৩ |  |
| কাটওয়া হইতে নদীয়া পর্যন্ত (৩৬ মাইলের মধ্যে) | ৩ — ৯ |  |

সন ১৮৬৮ ১৭ ই এপ্রেল তারিখে বহরমপুর গঙ্গাঘাটের জলের মাপ ফিট ইঞ্চ
২ — ৩৮

বহরমপুর
১৭ ই এপ্রেল
১৮৬৮। } [illegible]
[illegible]
[illegible] ডিবিশন

———

# সোমপ্রকাশ।

১৬ ই বৈশাখ সোমবার।

## বিচারপতি ফিয়ার ও এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকগণ।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি বিষয়ক প্রস্তাব লইয়া বিচারপতি ফিয়ারের সহিত কোন কোন ব্যক্তির মতভেদ হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আমাদিগের মত কি তাহা জানিবার নিমিত্ত অনেকে ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়াছেন। ঐ বিষয়ে কোন কথা না বলাই আমাদিগের অভিপ্রেত ছিল [illegible] অনেকের অনুরোধ বশতঃ উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে হইতেছে। হিন্দুপেট্রিয়টে বিচারপতি ফিয়ারকে যে প্রকার ভৎসনা করা হয়, তিনি বস্তুতঃ তাহার পাত্র নহেন। আমরা উক্ত প্রস্তাব পাঠ করিবার সময় যাহার পর নাই দুঃখিত হইয়াছি। বিচারপতি ফিয়ারের একাংশে ভ্রম হইয়াছে যথার্থ বটে; কিন্তু [illegible] প্রমাদ [illegible] হইতে পারে; অতএব তাঁহারে গালাগালী দেওয়া নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে বিচারপতি ফিয়ারের সদৃশ আমাদিগের [illegible] অতি বিরল। ঐ অংশে লর্ড লা[illegible] ব্যতীত আর কাহাকেও তাঁহার সহিত সমান আসন প্রদান করা যাইতে পারে না। তিনি যখন যাহা বলেন, আমাদিগের হিতসাধনই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। অতএব কোন স্থলে তাঁহার ভ্রম হইলে আমাদের দুর্গপত্রিকে [illegible] সম্মানপ্রদর্শনপূর্ব্বক সেই ভ্রম প্রদর্শন করাই কর্ত্তব্য; কিন্তু কোন মতে এ[illegible]কার অকৃত্রিম বন্ধুর প্রতি আক্রোশ ঘৃণা প্রকাশ করা বিধেয় নহে।

পক্ষান্তরে আমাদিগকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, বিচারপতি ফিয়ার এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের যত দুরবস্থা অনুমান করিয়াছেন, বস্তুতঃ [illegible] নহে। প্রায় তিন বৎসর হইল প্রেসিডেন্সি কালেজের একটী অকালপক্ক ছাত্র ই[illegible] জমহলে সম্ভ্রম লইবার মানসে স্বদেশী[illegible]দিগের স্কন্ধে পৃথিবীর যাবতীয় দো[illegible] নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। অনেক যু[illegible] স্বভাবও ঐ বালকের ন্যায় আছে। ইং[illegible]

কাল্পনিক স্বদেশহিতৈষিতাপ্রদর্শনার্থ
ইউরোপীয় ভদ্র লোকদিগের নিকটে স্বদে
শের অশেষবিধ নিন্দাবাদ করিয়া দীর্ঘ
নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ইঁহারা বলেন,
আমাদিগের স্ত্রীলোকেরা ক্রীত
দাসী; তাঁহাদিগকে গো মহিষের ন্যায়
খাটিতে হয়। এতদ্দেশীয় স্বামিগণ
স্ত্রীলোকদিগকে সমকক্ষ জ্ঞান না করিয়া
কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার
উপায়মাত্র জ্ঞান করেন। আমাদিগের
অন্তঃপুর বেডেন-বেডেনের ভূমধ্যস্থ কারা
গার অপেক্ষাও ভয়ানক স্থান ও সকল
পাপের আকর।” বিচারপতি ফিয়ার
ভবড়াতে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে
তাহারও যে কতক ঐ প্রকার সংস্কার
আছে, তাহা স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে।
যদিও আমাদিগের দেশে স্ত্রীশিক্ষার
প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তথাপি আমাদিগের
স্ত্রীলোকদিগের অধিকাংশই সামান্য
লেখন পঠন ও সূচীর কাজমাত্র জানেন।
যে পরিমাণে বিদ্যা হইলে সাহিত্য,
দর্শন, বিজ্ঞান ও রাজনীতিসংক্রান্ত
বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক করা যায়, সেরূপ
বিদ্যা যে এপর্য্যন্ত আমাদিগের শিক্ষিত
স্ত্রীলোকদিগের কাহারও হয় নাই;
তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।
এ বিষয়ে বিচারপতি ফিয়ার যাহা বলিয়া
ছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু তিনি বিস্মৃত
হইয়াছেন যে, স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যে
নিয়মঘটিত যেপ্রকার সমকক্ষতা
থাকুক না কেন, সকল বিষয়েই স্ত্রীলো-
কদিগকে পুরুষের অনুগত হইয়া চলিতে
হইবে। অগ্রে আভিসনের ন্যায় পুরুষ
না হইলে কখনই লেডি নেপিয়রের ন্যায়
স্ত্রীলোক হইবার সম্ভাবনা নাই। আমা
দিগের দেশে এক্ষণে পুরুষদিগের কি
পর্যন্ত শিক্ষা হইয়াছে? এটী যত দিন
না হইতেছে, তত দিন বিচারপতি ফিয়ার
স্ত্রীলোকদিগের যেরূপ উন্নতিদর্শন করিতে
অভিলাষ করেন, তাহা কখনই সম্ভাবিত
নহে।

আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগকে হীনা
বস্থ ও অকর্ম্মণ্য বলিয়া বিচারপতি
ফিয়ারের যে সংস্কার আছে, তাহাও
অনেকাংশে অমূলক। ইউরোপীয় স্ত্রী
লোকদিগের ন্যায় আমাদিগের স্ত্রীলো
কেরাও গৃহস্থাশ্রমের অলঙ্কারস্বরূপ।
এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা সাংসারিক স্বচ্ছ
ন্দতা ও মিতব্যয়িতার নিদান। ইউরো
পীয় স্ত্রীলোকদিগের অপেক্ষা যে ইঁহারা
সহস্রগুণে মিতব্যয়ী তাহাতে অণুমাত্র
সন্দেহ নাই। আমরা কেবল উপার্জ্জন
করিয়া আনি; কিন্তু আমাদিগের স্ত্রীলো
কেরা সংসারের আর সকল কাজ করেন।
সংসারের মধ্যে (প্রথম প্রথম না হউক,
সন্তানাদি হইলে) স্ত্রী ও পুরুষের সমান
ক্ষমতা থাকে। সম্পত্তিসম্বন্ধে আমাদি
গের স্ত্রীলোকেরা ইউরোপীয় স্ত্রীলোক
দিগের অপেক্ষা সমধিক স্বত্ব ভোগ করেন।
আমাদিগের অন্তঃপুর ইউরোপীয়
দিগের অন্তঃপুর অপেক্ষা অনেকাংশে
পবিত্র। আমাদিগের স্ত্রীগণ পাতিব্রত্য
বিষয়ে পৃথিবীর সকল জাতীয় কামিনী
দিগের শীর্ষদেশে বিরাজিত হইতেছেন।
এ বিষয়ে বিচারপতি ফিয়ারের যে কুসং
স্কার আছে তাহা তিনি অচিরাৎ পরিত্যাগ
করুন। বিচারপতি ফিয়ার বলেন, “আমা
দিগের স্ত্রীলোকদিগকে প্রকাশ্য সভাদি
স্থলে না আনিয়া আমরা এক প্রকার অধর্ম্ম
করিতেছি। স্ত্রীলোকেরা অজ্ঞতাপ্রভাবে
আপনাদের রুদ্ধ অবস্থাকে কষ্টকর জ্ঞান
করেন না; কিন্তু আমরা জানিয়া শুনিয়া
সেই অজ্ঞানতিমির নাশ না করিয়া
মন্দ কাজ করিতেছি।” এ বিষয়ে বিচার
পতির সহিত আমাদিগের মতভেদ
হইতেছে। ইউরোপীয় স্ত্রীলোকগণকে
পৃথিবীর আদর্শ বলিয়া আমাদিগের
সংস্কার হয় নাই। তাঁহাদিগের অনেক
গুণ আমরা প্রশংসনীয় জ্ঞান
কিন্তু অনেক বিষয়ে আবার
তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ
নিতান্ত অনুচিত বিবেচনা করিয়া
ইউরোপীয় স্ত্রীলোকেরা যে পরি
স্বাধীনতা ভোগ করেন ও ক
চাহেন, তাহা অনেকের অনভি
সামাজিক আমোদের অনুরোধে
নার শিশু সন্তানকে ধাত্রীর স্তন্য
উপরে নির্ভর করাইয়া স্বয়ং
বাটী ও নাটশালায় নাটশালায়
করা কি মাতৃবাৎসল্যের সমুচিত ক
পরিশ্রমসহিষ্ণু পুরুষেরা বা
গিয়া শ্রমসাধ্য কার্য্যে ব্যাপৃত হই
এবং স্ত্রীলোকেরা গৃহে থাকিয়া তাঁ
দিগের কোমলস্বভাবসুলভ ক
সম্পাদনপূর্ব্বক স্বামিগণের ও স
রের সুখসম্পত্তি বৃদ্ধি করিবেন বলি
সৃষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু ইউরোপে
কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিলক্ষণ অন্যথাভাব
যাইতেছে। তত্রত্য স্ত্রীলোকেরা এ
অমিতব্যয়ী যে অপব্যয়ের ভয়ে অ
পুরুষ বিবাহ করেন না। ঐ কামিনীগ
বস্ত্র শকট প্রভৃতিতে অপব্যয়নিব
তাঁহাদের স্বামিগণকে অচিরাৎ ঋণ
ও বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়। ইউরো
কন্যাবিক্রয় নাই বটে, কিন্তু কোর্টসি
তাহার প্রতিনিধি রহিয়াছে। উক্ত
দির স্ত্রীলোকেরা বিবাহের অগ্রে দে
আপনাদিগের বিলাসভোগের ইচ্ছা
তার্থ করিবার উপযুক্ত অর্থ স্বা
আছে কি না? স্ত্রীলোকদিগের স্বা
তার সহিত এইরূপ বিলাসের ই
অতিশয় বলবতী থাকাতে অনেকে
বিবাহ করিতেছেন না, ইহা কি সাম
দুঃখকর, হাস্যকর ও লজ্জাকর ব্যাপার
আবার এই অসঙ্গত স্বাধীনতানি
ন্ধন যে অনেক চরিত্রদোষ ঘটিতেছে
তাহার অপলাপ করা কাহারও সাধ্যায়

হে। আমরা যাহা কহিলাম, ইহা কেবল
…দিগের নিজের সিদ্ধান্ত নহে; ফ্রান্স
…ইংলণ্ডের অনেক চিন্তাশীল লোক
…স্বীকার করিয়াথাকেন। অতএব
…সামান্য বিষয়ে ইয়ুরোপীয় স্ত্রীলো
…আদর্শ জ্ঞান করিতে পারি না।
…বিষয়ের পরিবর্ত্ত করা হিন্দু
… স্বভাব ও অভ্যাসসিদ্ধ নহে; সুত
…আমরা ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে
…করি। স্ত্রীলোকদিগকে কতদূর
…ধীনতা প্রদান করা উচিত, তাহা
…মরা বর্ত্তমান অবস্থায় ঠিক বলিতে
…রি না। কিন্তু এক কথা এই বলিতে
…রি যে, প্রাচীনকালে আমাদিগের
…লোকগণ যেপ্রকার স্বামীর সহিত
…র্পিত হইতেন, তাহাই তাঁহাদিগের
…ধীনতার পরাকাষ্ঠা। এ বিষয়ে আমা
…দের ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু আমা
…দের স্ত্রীলোকদিগের সহিত ইউরো
… স্ত্রীলোকদিগের বর্ত্তমান অবস্থা
…তুলনা করিয়া দেখিলে
… অপেক্ষা অধিক উচ্চ আশা করা
…তে পারে না। প্রকৃতি স্ত্রীলোক ও
…দিগের শারীরিক ও মানসিক
…যেরূপ প্রভেদ করিয়া দিয়াছেন,
…তে পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের
…কক্ষতা সম্ভাবিত নহে। স্ত্রীলোক
… পুরুষের সহিত সমান পরিশ্রম
…তে পারেন ? কখনই নহে। বিচার
…দিগের সহিত সর্ব্বসাধারণের
…ভেদের এই প্রধান কারণ। একণে
…রা তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি,
…ম ইংরাজদিগের মধ্যে সোবেল
…দার) আছেন, আমাদিগের মধ্যে
…প্রকার কতকগুলি লোক দেখা
…। ইহারা সর্ব্বঘটে থাকেন; কিন্তু
… তাঁহাদিগের কথা গ্রাহ্য করেন
… প্রকৃতি স্থিরতর যেন এইসকল
…দের কথা শুনিয়া কোন সিদ্ধান্ত না
…ন।

### বাঙ্গালীদিগের চরিত্রঘটিত কতকগুলি দোষ।

যাঁহারা সামান্য বিষয় লইয়া আহ্লাদে নৃত্য করেন, তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ অতিশয় লঘু বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। ঐরূপ লঘুচিত্ত লোকেরা প্রায়ই প্রগাঢ় বুদ্ধিজীবী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে পারেন না। দ্বাদশবর্ষীয় বালিকারা সামান্য বিষয় লইয়া আমোদ করিতে ভাল বাসে। যাঁহারা ২৫ ৩০ বৎসর বয়সে ১১। ১২ বৎসরের বালিকাকে বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারেন যে, তাঁহাদিগের গম্ভীর ভাব নব বিবাহিতা স্ত্রীর পক্ষে নিতান্ত অপ্রীতিকর হয়। কিন্তু যাঁহারা ষোড়শবর্ষে ঐরূপ বালিকার পাণিপীড়ন করেন তাঁহাদিগের চপল স্বভাব বালিকাগণের পক্ষে অতিশয় চিত্তহারী হইয়াথাকে। সামান্য বিষয়ে আমোদ, সামান্য কথায় আন্দোলন ও সামান্য বিষয় লইয়া বাগ্‌যুদ্ধ এই গুলি প্রথম যৌবনের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সহিত এই রুচির পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে। যাঁহাদিগের এই পরিবর্ত্ত না হয়, তাঁহারা চিরকালই শিশুবৎ থাকেন। উহাঁরা সামান্যমতি লোকদিগের চিত্তহরণ করিতে পারেন বটে; কিন্তু যে স্থলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও অধ্যবসায়প্রভৃতি গুণের প্রয়োজন সেখানে ইহাঁদিগের নিতান্ত অসামর্থ্য প্রদর্শিত হইয়া থাকে। উল্লিখিত দোষটী ব্যক্তিবিশেষের ন্যায় জাতিসাধারণে দৃষ্ট হয়। ইটালীয়দিগের বহুকালপর্য্যন্ত ঐ দোষ ছিল, এক্ষণেও কতক আছে। যখন কাউন্ট কেবর ক্রিমিয়া ও লম্বার্ডির রণক্ষেত্রে ইটালীয়দিগকে শোণিতসমুদ্র প্রদর্শন করেন, সেই সময় অবধি তাঁহাদের এই স্বভাবের পরিবর্ত্ত হইতে আরম্ভ হয়। ইটালীয়দিগের ন্যায় বঙ্গদেশবাসীদিগেরও সামান্যবিষয়প্রিয়তা দোষ বিলক্ষণ

আছে। যে কার্য্যে সামান্য পরি…
আবশ্যক, আমরা তাহা আহ্লা…
কারে সমাধান করিতে পারি; …
ক্রমাগত মনোযোগের সহিত পরি…
করিয়া যে কার্য্য সাধন করিতে হয়…
সম্পাদন করা আমাদিগের সা…
নহে। এ পর্য্যন্ত আমাদিগের দে…
ভাষায় একখানিও প্রকৃত ইতিহাস…
গত হইল না। যে কয়েকখানি …
হইয়াছে, তাহা কয়েকখানি বিদে…
গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া লিখিত হই…
এই মাত্র। কিন্তু গিবন, অ…
সন, গ্রিগাম, লোপয়রপ্রভৃতি যে প্র…
২০। ২৫ বৎসর পরিশ্রমসহকারে …
বিধ পুস্তক ও পত্রপাঠ এবং নানা…
য়ের অনুসন্ধান করিয়া গ্রন্থ লিখিয়া…
এ দেশের কেহই সেরূপ করিতে পা…
নাই। গল্পের পুস্তক ও নাটক লি…
ঐপ্রকার কষ্ট নাই; সুতরাং আম…
দেশীয় ভাষায় অসংখ্য নাটক ও …
প্রকাশিত হইতেছে।

পূর্ব্বোল্লিখিত দোষনিবন্ধন অ…
দিগের একটী মহৎ অনিষ্ট হইতে…
যথাসময়ে ঐ দোষকে নির্ম্মূল না ক…
পরিশেষে উহা বিশেষ অমঙ্গলের …
হইয়া উঠিবে। আমরা সর্ব্বদা গর্ব্ব ক…
থাকি যে, ভারতবর্ষের সকল প্র…
অপেক্ষা বঙ্গদেশে ইংরাজী শি…
ফল অধিক হইয়াছে। এক বিষয়ে …
দিগের এ গর্ব্ব অমূলক নহে; কিন্তু …
এক বিষয় বিবেচনা করিলে বোধ…
আমরা ঐ কথা বলিয়া বৃথা আত্ম…
করিতেছি। ইংরাজেরা আপনা…
আপনাদের বর্ত্তমান উন্নতি ও সৌ…
গ্যের কারণ। এই উন্নতি ও সৌভ…
এক দিনে বা এক ব্যক্তিদ্বারা হয় …
সমুদায় জাতি বহুকাল অনবরত দৃ…
সায়সহকারে পরিশ্রম করিয়া ইহা …
করিয়াছেন। ইংরাজেরা সহসা কোন বি…

হস্তার্পণ করেন না; বারম্বার চিন্তা ও বর্তমানের সহিত ভূতকালের তুলনা করিয়া পূর্ব্বে একটী কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়া কার্য্য করেন। কিন্তু আমরা কার্য্যের পূর্ব্বে প্রায়ই কোনপ্রণালী স্থির করি না যথাসময়ে যাহা মনে আইসে তাহাই বলি ও তদনুসারে কাজ করি আমাদিগের বর্ত্তমান সমাজিক ব্যবহার ও ধর্ম্মদ্বারা উহা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্মই নব্যদিগের অবলম্বনীয় হইয়াছে; কিন্তু দুই বৎসরান্তর ইহার মূল নিয়ম ও অনুষ্ঠানের পরিবর্ত্ত হইতেছে। ঈশ্বরব্যতীত আর কিছুই নাই; তাঁহারা উপাসনা করিবার নিমিত্ত স্থান ও সময়নির্দ্ধারণের প্রয়োজন নাই, এই মত কিছু দিন চলিল। আবার কিছু দিনপরেই ব্রাহ্মমতে বিবাহ, শ্রাদ্ধ ও অন্নপ্রাশনপ্রভৃতির প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল; সম্প্রতি আবার চৈতন্যপ্রবর্ত্তিত প্রথার ন্যায় একটী নূতন প্রথার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সমাজসম্বন্ধেও এই প্রকার ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে। নব্যগণ আজি এক প্রকার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতেছেন; কল্য তাহার কিছুই নাই। ইহা যে অস্থিরচিত্ততার কার্য্য তদ্বিষয়ে সন্দেহনাই। সম্রাট তৃতীয় নেপলিয়ন বেদবাক্যের ন্যায় বলিয়াছেন, "আমরা যে প্রথার পরিবর্ত্তে কোন স্থায়ী প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে না পারি, তাহার ধ্বংশ করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে।" আমরা এই নিমিত্ত দেখিতেছি এত "উন্নতি" প্রদর্শন ও ধুমধামের পরে ব্রাহ্মগণ সেই সেকেলে (গুরুই সত্য) পথ অবলম্বন করিতেছেন। যদি প্রথমে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বিবেচনা করিয়া কাজ করা হয় তাহা হইলে এপ্রকার গোলক ধাঁধাঁয় ভ্রমণ করিতে হয় না। আমরা সর্ব্বদা দেখিতেছি রাজনীতি অথবা সমাজ, সাহিত্য, বিজ্ঞানসংক্রান্ত কোন সভা হইলে বাঙ্গালী যুবকগণ তথায় দলে দলে গমন করেন; কিন্তু প্রস্তাবিত বিষয়ে কি বলা হইবে তাহা কেহই পূর্ব্বে স্থির করিয়া যান না। বক্তৃতার সময়ে যাঁহার যাহা মনে আইসে তিনি তাহাই বলেন। আরও আমরা প্রায় সকল সভাতেই দেখিতে পাই যে ব্যক্তি দুই চারিটী বিদ্রূপ করিতে পারেন, তিনিই এতদ্দেশীয় শ্রোতাদিগের নিকট প্রশংসালাভ করেন। তাঁহার প্রকৃত কথার অর্থ কি তাহা কেহই বিবেচনা করেন না। রসিকতাসহকারে পদাঘাত করিলেও এতদ্দেশীয় শ্রোতারা আহ্লাদপ্রকাশ করেন। ইহাতে যে কত অনিষ্ট ঘটে তাহা অল্প লোকেই বিবেচনা করেন। এই দোষ থাকাতে অনেক বিদেশীয় আমাদিগের দোষপ্রদর্শনে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন না; প্রত্যুত আমাদের যে যে দোষ নাই তাহারও আরোপ করিয়া গালী দিয়া থাকেন। আমরা যদি যথাসময়ে যুক্তিসিদ্ধ কারণ প্রদর্শন করিয়া নিন্দাকারীদিগকে ভর্ৎসনা করিতে পারি, তাহা হইলে তাঁহারা সাবধান হইয়া কথা বলেন; কিন্তু আমরা প্রথমে বিদ্রূপ মোহিত হই এবং সম্পূর্ণ অপ্রান্তত হইয়া কোন যুক্তিসিদ্ধ কথা বলিতে পারি না। ফলতঃ সকল বিষয়েই যথোচিত বিবেচনাপূর্ব্বক হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। কোন কাজ করিবার পূর্ব্বে তাহার অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় দিকে দৃষ্টিপাত না করিলে অনিষ্টব্যতীত আর কিছুই হইবার সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্বে সভাস্থলে এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্যগণ বক্তৃতাশক্তি ও সাহসপ্রদর্শন করিলে ইউরোপীয়গণ যে আহ্লাদ প্রকাশ করিতেন, তাহা এতদ্দেশীয়দিগের সুতর্ক ও যুক্তির নিমিত্ত নহে। এ দেশের লোকের এত ক্ষমতা হইয়াছে, এই মনে করিয়াই তাঁহারা আহ্লাদিত হইতেন। শিশুগণ উত্তমরূপে বানান করিতে পারিলে পরীক্ষকগণ যেমন আমোদ প্রকাশ করেন, তৎকালে ইউরোপীয়গণ এদেশীয়দিগের সাহসদর্শনে সেই প্রকার আহ্লাদপ্রকাশ করিতেন। কিন্তু এক্ষণে আমরা ইংরাজদিগের সহিত সমকক্ষ হইতে অভিলাষী হইয়াছি। এই ইচ্ছা চরিতার্থ করিবার পূর্ব্বে আমাদিগের ইংরাজদিগের ন্যায় পরিশ্রমী ও চিন্তাশীল হওয়া উচিত। কেবল বাক্যব্যয় দ্বারা কৃতকার্য্য হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

—:•:—

যাঁহাদিগের দৃঢ় সংস্কার আছে যে, ভারতবর্ষীয়দিগকে কেবল বলদ্বারা শাসনে রাখা কর্ত্তব্য, তাঁহারা এক বার হাউস অব কমন্সের বর্ত্তমান অধিবেশনের তর্কসকল পাঠ করিবেন। এদেশীয়দিগকে অনুরক্ত করিয়া শাসন করাই ইংলণ্ডের প্রধান লোকদিগের ইচ্ছা; কিন্তু ভারতবর্ষস্থিত অনেক ইংরাজের এ মত নহে। এইসকল লোক এই বলিয়া গর্ব্ব করেন যে তাঁহারা স্বচক্ষে ভারতবর্ষের অবস্থা দর্শন করিতেছেন, অতএব ইংলণ্ডীয় মহাশয়গণ ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি যে অমূলক স্নেহ প্রদর্শন করেন, ইহাঁরা তাহার উপযুক্ত পাত্র নহেন। এইসকল লোকের এই প্রকার কুসংস্কারের প্রধান কারণ এই যে, মনুষ্য স্বভাবতঃ প্রভুত্ব প্রদর্শন করিতে ভাল বাসেন। যাঁহাদিগের প্রতি নিকৃষ্টতর জীবের ন্যায় বহুকাল ব্যবহার করা অভ্যাস হইয়াছে, তাঁহাদিগকে সহজে সমকক্ষ করিয়া তুলা ইহাঁদিগের পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর বোধ হয়। এই নিমিত্ত আমরা দেখিতেছি, ভারতবর্ষস্থিত ইংরাজেরা আমাদিগের উচ্চতর স্বত্বপ্রাপ্তির ঘোরতর অন্তরায় হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহারা ইংলণ্ডীয়দিগকে অনভিজ্ঞবোধে বিদ্রূপ করেন এবং

...আমরা এ দেশে থাকিয়া সকল প্রত্যক্ষ করিতেছি। ভারতবর্ষীয়গণ ক ও পর্ব মধ্যে অতিশয় হীনাবস্থ ন্তু; অতএব উহাঁদিগকে উচ্চতর প্রদান করা কোন ক্রমেই বিধেয় যাঁহারা ইংলণ্ডে বসিয়া এদেশীয় প্রতি মতপ্রকাশ করেন, তাঁহারা দেশের ন্যায় সকল বিষয়দর্শন আর তাহা করিবেন না।" উহাঁ ই তর্ক আপাততঃ যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া হয় বটে; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা া দেখিলে উহা যে নিতান্ত অলীক বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইবে। যদি ঐ যুক্তিসঙ্গত হয়, তাহা হইলে যাঁহারা াল এ দেশে থাকিয়া ইংলণ্ডে যান, রা এখানে যাহা করেন ইংলণ্ডে গিয়া র বিপরীত ব্যবহার প্রদর্শন করেন নিয়মবহির্ভূত কর্মচারিগণ, বিশে পঞ্জাবিগণ বলেন ইহাই শাসনের প্রধান রা বিবেচনা করেন। এই নিমিত্তই জন লরেন্স শিক্ষকদিগের বেতন র প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া ক্রমাগত াক বায়বৃদ্ধি করিতেছেন কিন্তু সর ার্ট এডওয়ার্ড ইংলণ্ডে থাকিয়া তবর্ষীয়দিগের পক্ষে বিস্তারিতরূপে ল সর্ব্বিসে [illegible] উত্থাপিত করিতে ছেন। ইংলণ্ডে [illegible] কি চমৎকার ক্ষমতা আছে! পঞ্জাবের পূর্ব্ব লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সর রবর্ট মণ্ট সম্প্রতি ষ্টেট সেক্রেটারির নিকটে পত্র লিখিয়া বলিয়াছেন, শাসন কে ভারতবর্ষীয়দিগকে উচ্চতর পদ ন না করিলে সাধারণের অসন্তোষ হইবে। সর জন লরেন্স পঞ্জাবি র প্রধান। তিনি এখানে বসিয়া ছেন, যেখানে ইউরোপীয়দিগের া অধিক, সেই স্থানে এদেশীয়দি অতি সামান্য বিচারপতির পদও ন করা উচিত নহে। কিন্তু তাঁহার সহচরগণ ইংলণ্ডে গমন করিয়া ভিন্ন প্রকার মত প্রকাশ করিতেছেন। যদি ভারতবর্ষীয়গণ যথার্থই উচ্চতর ক্ষমতা লাভের অনুপযুক্ত হইতেন, তাহা হইলে ইংলণ্ডে সে কথা বলিতে সাহস হয় না কেন? বস্তুত এখানে শাসনকর্ত্তারা শ্রেণি বিশেষের ভয়ে পক্ষপাতী হইয়া কাজ করেন; কিন্তু ইংলণ্ডে যিনি ইহা করেন, তিনি সভাসমাজে প্রবেশ করিতে পারেন না। এই কারণেই ইংলণ্ডের লোকদিগের সহিত ভারতবর্ষস্থিত ইংরাজদিগের তুলনা করিলে এখানকার অনেককেই নিতান্ত নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়।

সর জন লরেন্স ব্রিটিশ ও ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের শাসনপ্রণালীর বিষয়ে যে মতসংগ্রহ করিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা লইয়া মহাসভায় অতিশয় তর্ক হইয়াছে। লার্ড উইলিয়ম হে এই তর্ক আরম্ভ করেন, তৎপরে স্মলেট সাহেব, লার্ড ক্রানবোরণ ও সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট ইহার আন্দোলন করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয়েরা যে মতপ্রকাশ করিয়াছেন, ইংলণ্ডের মহাত্মাদিগেরও সেই মত। ইহাঁরা বলেন, ব্রিটিশ শাসন প্রণালী দোষবিহীন নহে। ইহাতে যে লোকের শরীর ও সম্পত্তি বহুলপরিমাণে নিরাপদ রহিয়াছে তদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। বাণিজ্য, বিদ্যাশিক্ষাপ্রভৃতির উন্নতির ও অপলাপ করা যায় না কিন্তু যেমন কোন বৃহৎ বৃক্ষ সমীপস্থ ক্ষুদ্র বৃক্ষগুলিকে ঝড় হইতে রক্ষা করে, কিন্তু তাহাদিগকে বর্দ্ধিত হইতে দেয় না, এই শাসনপ্রণালীও ভারতবর্ষীয়দিগের পক্ষে তদ্রূপ করিতেছে। ফলতঃ যেখানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, সেই খানেই এতদ্দেশীয়দিগের উচ্চতর স্বত্ব লোপ হইয়াছে। আমরা বলিতেছি, যদিও আমরা শান্তি ও পদার্থসংক্রান্ত উন্নতির নিমিত্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট কৃতজ্ঞ রহিয়াছি, তথাপি আমাদের শাসনসংক্র উচ্চতর স্বত্বলোপের ক্ষতিপূরণ কিছু হইতেছে না। সর জন লরেন্স ও তাঁ ভারতবর্ষস্থিত সহচরগণ বলেন, যে এতদ্দেশীয় রাজাদিগের বর্ত্তমান শা প্রণালী অপেক্ষা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টে শাসন ভাল বলেন। আমরা উহাতে মোদন করিতে পারি না। কারণ হইলে এক্ষণে অনেক কৃতবিদ্য হায় বাদ, জয়পুর, আলোয়ার প্রভৃতি স্থানে করিতেন না। লার্ড উইলিয়ম হে ব্রি শাসনপ্রণালীর পূর্ব্বোক্ত দোষ স্বী করিয়া বলিয়াছেন, ইংলণ্ডের শাসন লীতে যেমন প্রজাদিগের স্বাধীন ক্ষমতা আছে, ভারতবর্ষের শাসন লীতে সেই প্রকার থাকা উচিত। সর লরেন্স এতদ্দেশীয় রাজাদিগের সকল দোষ নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা য়াছে স্মলেট সাহেব তাঁহার প্রতি দো রোপ করিয়াছেন। লার্ড ক্রানবোরণ য়াছেন, দেশীয় শাসনপ্রণালী যে ব্রি শাসনপ্রণালী অপেক্ষা সর্ব্বপ্র উৎকৃষ্ট, তাহা তিনি বলেন নাই জন লরেন্স তাঁহার বাক্যের [illegible] বুঝিতে পারেন নাই। তিনি এইমাত্র য়াছিলেন যে, এতদ্দেশীয় রাজাদি শাসনপ্রণালী যে এক কালে মন্দ এ কথায় সম্মত হইতে পারেন না। গবর্ণর জেনরলকে অধিক ক্ষমতা প্র করা লার্ড ক্রানবোরণের অভিপ্র তিনি এদেশের লোকদিগকে অধি স্বাধীনতা প্রদান করিয়া উহা ক চাহেন। ভারতবর্ষে আরও কিছু যথেচ্ছাচার থাকিবে; কিন্তু তাপ অন্ততঃ রাজস্বসম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের উ প্রজাদিগের ক্ষমতা প্রদান না ক গবর্ণর জেনরলের ক্ষমতাবৃদ্ধি নি কেবল অনিষ্ট ঘটিবারই সম্ভাবনা ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট বলিয়াছেন, ...

…শপ্রণালী উৎকৃষ্ট বলিয়া এতদ্দেশীয়
…া গ্রহণ করা নিতান্ত অন্যায়। উহা
…করিয়া যাহাতে ভারতবর্ষীয় ভূপতিগণ
…কতর স্বাধীন হইয়া আপন আপন
… শাসন করিতে পারেন, তাহাই করা
…। বস্তুতঃ এদেশীয় রাজ্যসমূহের
…ল কাজই রেসিডেন্টগণ করেন এবং
…ারাই অনেক স্থলে এদেশীয় রাজ্যের
…নসংক্রান্ত বিশৃঙ্খলার নিদান হইয়া
…কন। রাজাদিগের হস্তপদ বদ্ধ রহিয়াছে
…য়া তাঁহারা যথার্থ সৎকার্য্য
…তে পারিতেছেন না। সর ষ্টাফোর্ড
…কোট তাঁহাদিগকে প্রকৃত স্বাধীনতা
…ান করিতে অভিলাষ করেন। তাঁহার
… রাজাদিগকে রাজ্ঞীর অধীনতা স্বীকার
…তে হইবে বটে; কিন্তু তাঁহাদের
… শাসনবিষয়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট
…ক্ষেপ করিতে পারিবেন না। টঙ্কের
… অত্যাচার হইলে গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই
…ার প্রতিবিধান করিবেন; কিন্তু
…নে তাঁহারা যেমন সকলবিষয়ে হস্তক্ষেপ
…তেছেন, তাহা ত্যাগ করা অবশ্য
…ব্য।

—:•—

চাঁপাতলার স্ত্রীহত্যা।

…াঙ্গার মুদিহত্যার ও সে দিনের ইহু
…ী হত্যার অনুসন্ধানের যে ফল হইয়া
…, কলিকাতা চাঁপাতলা (এম হরেষ্ট
…ীর) স্ত্রীহত্যার অনুসন্ধানেরও সেই
… হইল। বন্দীভূত ব্যক্তিরা অব্যাহতি
…য়াছে। করণারের জুরি এই অভি-
… ব্যক্ত করিয়াছেন, কোন এক ব্যক্তি
…বা কয়েক ব্যক্তি অভিসন্ধিপূর্ব্বক
…লাকটি হত্যা করিয়াছে, কিন্তু তাহারা
…াহার নির্ণয় হইল না। জুরির এই
…ন্তু বাক্য শ্রবণ করিয়া আমরাও
… করিতে পারিতেছি না যে আমরা
…শালী রাজার রাজ্যে অথবা রাজ
…রাজ্যে বাস করিতেছি। যদি এই
…অনায়াসে মনুষ্যহত্যা হয় ও হত্যা

কারীরা অব্যাহতি পায়, রাজরক্ষিত রাজ্যে বাস করিয়া কি ফল হইল? তবে বলিবে, দিবাভাগে কেহ কাহাকে কিছু বলিতে পারে না। সুনন্দ গ্রামের নবাব জান ঘটিত কাণ্ড দেখিয়া সে ভরসাও আর নাই।

চাঁপাতলায় যে স্ত্রীলোকটী হত হয়, সে এতদ্দেশজাত খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী। ব্রাউন নামে এক ব্যক্তি তাহাকে বিবাহ করে। ব্রাউনের মৃত্যুর পরে কিড্‌নলি নামে এক ব্যক্তি উহাকে রাখিয়াছিল। মাধব দত্ত নামে এক ব্যক্তি এই সাক্ষ্যদান করে, হত স্ত্রীলোকটী কিড্‌নলির দৌরাত্ম্যে তাহার নিকট হইতে পলাইয়া আইসে। পাছে কিড্‌নলি তাহাকে দেখিতে পায়, এই শঙ্কায় সে সর্ব্বদা সাবধানে থাকিত; মধ্যে মধ্যে বাসস্থান পরিবর্ত্ত করিত এবং সর্ব্বদা এই কথা কহিত, কিড্‌নলে দেখিতে পাইলে তাহাকে হত্যা করিবে। ঐ স্ত্রীলোকটির সহিত মাধবদত্তের সবিশেষ পরিচয় ছিল। যে দিন স্ত্রীলোকটি হত হয়, সে দিন সে মাধবকে বলে, সে কয় দিন প্রায় গৃহ হইতে বাহির হয় নাই; অতএব তাহার বেড়াইবার ইচ্ছা হইয়াছে। মাধব বললে সে যদি খৃষ্টানের পরিচ্ছদ পরিধান করে তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না। শেষে মাধব একখানি শাটী কিনিয়া আনিয়া দিল। স্ত্রীলোকটী সেই শাটী পরিয়া মাধবের সহিত বাহির হইল। পথিমধ্যে কিড্‌নলে সহসা আসিয়া পশ্চাৎ হইতে স্ত্রীলোকটীর পৃষ্ঠে একটী চাপড় মারিল। স্ত্রীলোকটী "বাবারে" এই শব্দ করিয়া উঠিল। মাধব কিড্‌নলেকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। তাহার পর কি হইল সে তাহা বলিতে পারে না। মাধব ও কিড্‌নলে উভয়েই বন্দীকৃত হইয়াছিল; কিন্তু উহারা যে দোষী এরূপ কোন প্রমাণ না

পাওয়াতে উহাদিগকে অব্যাহতি দে…
হইয়াছে।

জুরি উহাদিগের অপরাধের বি…
প্রমাণ পান নাই, অব্যাহতি দিয়…
তাহাতে আমরা অসন্তুষ্ট নহি, …
ক্রমে কাহারও প্রাণদণ্ড বিধান …
হইতে পারে না। যে গবর্ণমেণ্ট …
ক্রমে প্রজার প্রাণদণ্ডে প্রবৃ…
তাঁহার তুল্য যথেচ্ছাচারী আর…
আছেন? আমাদিগের এই অস…
জন্মিতেছে, যদি হত্যার অনুষ্ঠান…
হত্যাকারী ধৃত না হইল, পশ্চাৎ …
বের অনুসন্ধানদ্বারা প্রকৃত হত্যা…
ধৃত হইয়া তাহার যথোচিত দ…
হইল, প্রজার ধন প্রাণে আস্থা …
দুষ্টেরা ত প্রশ্রয় পাইতে চলিল…
একটু ক্রোধসম্বরণ করিয়া সাবধান …
হত্যাদিকার্য্য সম্পাদন করিতে পা…
সেই ত অব্যাহতি পাইবে। এ দৃ…
দর্শন করিয়া কোন দুষ্টাত্মা উৎস…
না হইবে এবং সুযোগ অন্বেষণ ক…
আপনার অসদভীষ্ট সাধন না করি…
উল্লিখিত স্ত্রীলোকটীর হত্যাকা…
হউক, সে যে আপনার মনের ভা…
লোকটীর নিকট তৎকালে গো…
রাখিয়া এবং মিষ্টবাক্যে তা…
মোহিত করিয়া তাহাকে রাস্তায় …
লইয়া বেড়াতে বেড়াতে চাঁপাতলায় উপ…
হইয়া পুলিসের অনবধানতারূপ সু…
পাইয়া আপনার অভীষ্ট সম্পাদন …
তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। পুলি…
দোষেই যে এ কাণ্ডটী ঘটিয়াছে, …
আমরা মুক্ত কণ্ঠে কহিতে পারি। …
বাস্তে পুলিসকেই হত্যার নিমিত্ত …
করা কর্ত্তব্য। একটী বৃহৎ প্রশ…
রাস্তার মধ্যে হত্যা হইয়া গেল, পু…
কিছু করিতে পারিলেন না, ইহার…
বিস্ময় ও ক্ষোভের বিষয় আর কি আ…
সে সময়ে পাহারাওয়ালা কোথায় ছি…

দের ব্যয়সংক্ষেপার্থ কি পর্য্যাপ্ত
কি প্রহরী রাখা হয় না? এমন অঘন্য
ব্যবস্থা করা কেন? কলিকাতাবাসীরা
দের নিমিত্ত কি কিছু দেন না?
প্রহরীরা কি ঘরের খাইয়া
... কার্য্য সম্পাদন করেন
... হত্যাকাণ্ডটী অধিক রাত্রিতে
... হইয়াছিল সন্দেহ নাই। যখন
... স্ত্রীলোকটীকে লইয়া রাস্তায়
... ভ্রমণ করে, তখন কি তাহারা
প্রহরীর নেত্রগোচর হয় নাই?
... কি শূন্য পথে আসিয়াছিল?
... কে, কোথা হইতে আইল,
... যাইতেছে, কি কারণে এত
... রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ করি-
... প্রহরীরা তাহাদিগকে এসকল
জিজ্ঞাসা করিল না কেন? জিজ্ঞাসা
... হত্যাকারীর আকার প্রকার
... না কাহার দৃষ্টিগোচর হইত
... নাই। দৃষ্টিগোচর হইলে কদাচ
অনুসন্ধানকালে প্রকৃত অপরাধীর
... হইবার সম্ভাবনা থাকিত।
... প্রহরীরা কি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া
... সম্পাদন করে? যে পুলিব
... সম্পাদনবিষয়ে এত উদাসীন
... উদরপূজার নিমিত্ত প্রজার
... শোষণ করিয়া অর্থগ্রহণ করা
... গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য? আমরা উপসং
... পুনরায় কহিতেছি, গবর্ণমেণ্ট
... প্রকার হত্যাদির নিমিত্ত পুলি
... বিশিষ্টরূপে দায়ী করুন, অন্যথা
... ক্রমেই হত্যা নিবারণ করিতে
... বেন না। চাঁপাতলার হত্যাকাণ্ডটী
... আমাদিগের মনে এই হইতেছে,
পুলিসের কর্ম্মচারীরা স্বকর্ত্তব্যে উপেক্ষা
... নিদ্রায় কালক্ষেপ করেন, কেহ
... তত্ত্বাবধান করেন না, নতুবা
... সহিত যোগ আছে, দুষ্টেরা
... পূজা দিয়া স্বচ্ছন্দে অভীষ্ট
শাধন করিয়া লয়। যাহা হউক, গবর্ণমেণ্ট
যদি এরূপ পুলিসকে প্রশ্রয় দেন, কল-
ঙ্কিত হইবেন সন্দেহ নাই।

-:০:-

নূতন পুস্তক ও পত্র।

১। ঋজুব্যাখ্যা। শ্রীরামগতি ন্যায়রত্ন ইহার প্রণেতা। এই পুস্তকখানি দ্বিতীয় বার প্রচারিত হইয়াছে। এবার ইহা দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। এল, এ, পরীক্ষা প্রদানার্থী ছাত্রগণের বিশেষ উপকার লাভের সম্ভাবনা।

২। প্রয়াগদূত। এখানি পাক্ষিক পত্র। শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ মিত্রদ্বারা প্রতি মাসের ১ লা ও ১৬ ই এই পত্রিকা প্রচারিত হইবে। আপাততঃ ইহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই খণ্ডে মঙ্গলাচরণ, ভূমিকা, নূতন বৎসর, মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক রাজকীয় স্বাধীনতা ও সংবাদাদি লিখিত হইয়াছে। লেখা মন্দ হয় নাই। মফস্বলে এরূপ সংবাদপত্রের যত সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, ততই মঙ্গলের বিষয়।

—:০:—

## বিবিধসংবাদ।

৯ ই বৈশাখ সোমবার।

গত শনিবার শিবপুরের শ্রীযুক্ত বাবু লোক নাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে কৃষ্ণকুমারী নাটকাভিনয় হইয়া গিয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা এ বার অভিনেতারা আরও উৎকৃষ্ট হইয়াছিল সকলেই উত্তমরূপে আপন আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন। বিশেষতঃ গত বৎসরের কৃষ্ণকুমারী অপেক্ষা এ বারের কৃষ্ণকুমারীর অভিনয় অনেক গুণে উত্তম হইয়াছিল।

সম্প্রতি ডাক্তর মাক্রে পঞ্জাবে গমন করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার কতকগুলি নোট ও নগদ টাকা অপহৃত হওয়াতে পুলিসে সংবাদ দিয়া কলিকাতায় আইসেন। ইতিমধ্যে তাঁহার এক খানি ৫০ টাকার নোট এক জনের নিকটে পাওয়াতে পঞ্জাবের পুলিস তাঁহাকে তথায় গিয়া মকদ্দমা চালাইতে বলেন। কিন্তু তিনি বলিয়া পাঠান, কোন্ ব্যক্তি চোর তাহা তিনি শপথ করিয়া বলিতে পারিবেন ...
গ্রীষ্মকালে পঞ্জাবে গমন সহজ ...
কার্য্যক্ষতিনিবন্ধন তাঁহার যে ব্যয় ...
তাহাতে ৮০০ ৯০০ টাকা পাইলে তাঁহার ...
হইবে না। এই নিমিত্ত তিনি মকদ্দমা চাল...
অস্বীকার করেন। কিন্তু পঞ্জাবের ক...
বিচারের অনুরোধে তাঁহাকে গ্রেপ্তার ক...
লইয়া যাইবার নিমিত্ত কলিকাতার ...
ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে এক ওয়ারাণ্ট প্রেরণ ...
য়াছেন। ওয়ারাণ্টের পূর্ব্বে ডাক্তর মাক্রেকে
অন্ততঃ একবার সতর্ক করা উচিত ছিল।

হায়দ্রাবাদে একটী বালিকালয় স্থাপিত ...
বার নিমিত্ত বণিক কৌমারজ্জী ...
৫০,০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান পব্লিক ওপিনিয়ন ...
লোকের নিকটে শ্রবণ করিয়াছেন, সর ষ্টা...
নাথ কোট সর জন লরেন্সের পর এ দে...
প্রধান শাসনকর্ত্তা হইবেন।

ডিসরেলি সাহেব টোরিদিগের প্রধান ...
রাজনীতিসম্বন্ধে হুইগদিগের সর্দ্দার মাড...
সাহেবের প্রতিযোগী। কিন্তু সম্প্রতি ...
মাডষ্টোন এক ভোজ দেওয়াতে ডিস...
সাহেব তথায় সস্ত্রীক উপস্থিত হইয়াছিলেন
অথচ অনতিপূর্ব্বে তিনি ও মাডষ্টোন ...
হাউস অব কমন্সে পরস্পরকে মুক্তকণ্ঠে ...
মণ করিয়াছিলেন। রাজনীতিসংক্রান্ত ...
ভেদ থাকিলেও যে সামাজিক বন্ধুত্ব থাকি...
পারে ইহা তাহার একটী দৃষ্টান্ত।

প্রকাশ পাইয়াছে, বোম্বাইয়ে এক ...
লোকের মধ্যে এক জনের কুষ্ঠ রোগ আ...
এরোগটী সংক্রামক ও কুলক্রমাগত নহে ...
অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক কহিয়াছেন, ...
প্রকৃত ঔষধ নাই। ডাক্তর ডাউইডসন ...
আবিষ্কৃত করিয়াছেন, তাহার পরীক্ষার ...
আসিয়াছে। বঙ্গদেশে কুষ্ঠ রোগ ...
যাহারা অপরিমিতরূপে গোমাংসভক্ষণ ...
তাহারাই প্রায় এই রোগগ্রস্ত হয়।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, আ...
সিয়ার আলি খাঁ কান্দাহার অধিকার ক...
ছেন। আবদুল রহমন খাঁর সহিত আজিম ...
বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে। এমন জনশ্রুতি ...
সিয়ার আলি খাঁর সহিত আবদুল রহ...
গোপনীয় সন্ধি হইয়াছে। আজিম খাঁর ...
কাবুলের সকলেই বিরক্ত। যত দিন আ...
রহমন আমীর না হইতেছেন, তত দিন এ...
রাজ্য দেশের মঙ্গল নাই।

সম্প্রতি ব্রহ্মদেশের প্রধান কমিসনর ভারত গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করেন, যাঁহারা ...দিগকে সরকারী কোন কার্য্যে নিযুক্ত ...লে নির্দ্ধারিত বেতন দেওয়া হইবে কি না? ...র জেনরল বলিয়াছেন, বেতন দিবার প্রয়ো... নাই; কিন্তু কয়েদিদিগের যাহা আবশ্যক ...র গবর্ণমেণ্ট তাহা দিবেন। আমরা এ ...তটিতে সন্তুষ্ট হইলাম না। অনেক কয়েদ ...দীগিরি কাজ করিতে পারে। এ সকল ...কে বেতন দিলে ইহারা স্বচ্ছন্দে থাকিতে ...। এই সকল কয়েদিকে কিঞ্চিৎ বেতন দিয়া ...ন আপন ভরণপোষণের ভার তাঁহাদিগের ...র উপরে অর্পণ করা উচিত।

...গপুরের অনেক বিদ্যালয় মিসনরিদিগের ... দেওয়া হইয়াছে। আর্জ্জ কাবেল সাহেব ...বয়ে অমত প্রকাশ করিয়া ইহার পরিবর্ত ...বার চেষ্টা পান; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি ...ত হইয়া ইংলণ্ডে গমন করাতে বর্ত্তমান ...নিধি কমিসনর পুনর্ব্বার মিসনরিদিগের ...র বিদ্যাশিক্ষার ভার দিয়াছেন। এতন্নিবন্ধন ...ক ছাত্র অধ্যয়ন বন্ধ করিয়াছে।

বর্ত্তমান বর্ষে সাধারণ কার্য্যের নিমিত্ত ৭,৪৫ ... ৯০০ টাকা ব্যয় করা হইবে। ইহার ... ২,৪০,০০,০০০ টাকা সৈনিক বাহিকের ...ত্ত, ১,৪০,০০,০ খালপ্রভৃতি ও কৃষিকা... নিমিত্ত, ৩,২৪০০,০০০ গবর্ণমেণ্টের বাটী ...স্থাপ্রভৃতির নিমিত্ত এবং ৪১,৪০৯০০ রেল ...র নিমিত্ত ব্যয় করা হইবে। পূর্ব্ব বৎসর ...পেক্ষা এ বার ৮৩৭২৯০০ টাকা অধিক ... হইতেছে। এই মোট ব্যয়ের মধ্যে ...৬, ২০,০০০ টাকা রাজস্ব হইতে ব্যয় ... হইবে। ৩১৯২০৯০০ অতিরিক্ত ব্যয়ের ...প পরিগণিত হইতেছে। খালের ও বাটীর ...র টাকা কর্জ্জ করা হইবে। এক্ষণে খাল ...ভৃতি হইতে ৪৯.৫৮,৩১০ টাকা আয় হই-...ছে।

পঞ্জাবের রেলওয়ের আরোহীদিগের সুবি...র নিমিত্ত কি কি উপায় অবলম্বন করা ...চিত, এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয় সর্দ্দার ... ভদ্রলোকদিগের মত জিজ্ঞাসা করিয়া-...ছেন। তাঁহাদিগের মতানুসারে নিয়... ...খিত উৎকর্ষসাধন হইতেছে। ইউরোপীয়দি...র ন্যায় এতদ্দেশীয় পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগের ...ধ্যক্ষগণের পৃথক্ স্থান হইবে। স্ত্রীলো...দিগের নিমিত্ত পৃথক শকট হইতেছে। হিন্দু ... মুসলমান ভৃত্যগণ আরোহীদিগকে বিনা মূল্যে জল দিবার নিমিত্ত ষ্টেসনের রোয়াকে উপস্থিত থাকিবে। তৃতীয় শ্রেণির শকটে খড়খড়ি হইবে; এবং তন্মধ্যে আলোক দেওয়া হইবে। শকটের ভাড়াও কমিয়া প্রতিমাইলে আড়াই পাই (বার পাইয়ে আনা হিসাব করিয়া) ধরা হইয়াছে।

আমরা হিন্দুপেট্রিয়ট দর্শন করিয়া দুঃখিত হইলাম, যশোহরের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ওকিনলে সাহেব এক জন চাপরাসীকে তাড়াইয়া দেওয়াতে ঐ ব্যক্তি কমিসনরের নিকটে আপীল করে। জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া চাপরাসীকে আপনার বাটীতে ডাকিয়া ঘুসিলাথি প্রভৃতিদ্বারা আঘাত করেন। এবিষয়ে নালীশ হওয়াতে মাজিষ্ট্রেট মনরো সাহেব তাঁহার ১৫ টাকা জরিমানা করিয়াছেন। বিচার করিলে যথেষ্ট দণ্ড হইয়াছে। এই সকল কর্ম্মচারী কবে ভদ্রতা শিক্ষা করিবেন? যশোহরের জল বায়ুর দোষ আছে না কি? আমরা মধ্যে মধ্যে তথা হইতে এই রূপ শোচনীয় সংবাদ পাই।

১০ই বৈশাখ মঙ্গলবার।

দিল্লীগেজেট বলেন, সম্প্রতি বেরিলির নিকটস্থ এক পল্লীগ্রামের লোকদিগের সহিত কতক গুলি ইউরোপীয় সৈন্যের দাঙ্গা হওয়াতে উভয় দলের কতকগুলিকে হাজতে দেওয়া হয়। এই দাঙ্গায় সৈনিকগণ এক জন এতদ্দেশীয়কে বধ করিয়াছিল। এক্ষণে বিচারপতিগণ সৈনিকদিগকে মুক্ত করিয়া গ্রামবাসীদিগের চারি অবধি সাতবৎসর পর্য্যন্ত মেয়াদ দিয়াছেন। বিচার কি সুখ!

আমরা উক্ত পত্র পাঠ করিয়া আহ্লাদিত হইলাম, ভুপালে বালিকাবিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। প্রথমতঃ পোলিটিকেল এজেণ্ট শিহোরে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তদ্দৃষ্টে বেগম ভুপালে আর একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার আজ্ঞা দেন। এক্ষণে সর্ব্বশুদ্ধ তিনটী বিদ্যালয় হইয়াছে। ভুপালের বিদ্যালয়ে প্রায় ৮০ টী বালিকা আছে। ইহারা প্রাতঃকালে লিখন পঠন ও অঙ্কশিক্ষা এবং বৈকালে সূচীর কার্য্য শিক্ষা করে। আলোয়ারের রাজাও বালিক বিদ্যালয় স্থাপনার্থ যত্নবান হইয়াছেন।

ডাক্তর লিটনার ওকালতি পরীক্ষা দিয়াছেন। ইহাতে কৃতকার্য্য হইলে তিনি পঞ্জাবের প্রধান বিচারালয়ে ওকালতি করিবেন। গবর্ণমেণ্ট শিক্ষকদিগকে যে উৎসাহ দিতেছেন, তাহাতে চিরকাল শিক্ষকতা করিয়া জীবন যাপন করা অল্প লোকেরই অভিপ্রেত।

সম্প্রতি ঢাকা অঞ্চলে অতিশয় বৃষ্টি...য়াছে। অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন, ... এত শীঘ্র বৃষ্টি হইল, তখন সময়ে জল পা... যাইবে না।

ফ্রান্সিস কিওসলি নামক যে ব্যক্তি চ... তলায় হত বেশ্যাটিকে রাখিয়াছিল, তা... কয়েক দিবস হাজতে রাখা হয়। গত কল্য ... প্রেহাম ১০,০০ টাকা জামীন লইয়া তাহ... মুক্ত করিয়াছেন। আমরা দেখিতে... পুলিস কর্ম্মচারিগণ এ হত্যাটিরও কিছু করি... পারিলেন না।

বেথুন বালিকাবিদ্যালয়ের শোচনীয় ...স্থিত হইয়াছে। এপর্য্যন্ত এ বিদ্যালয়টী ...সভা হইতে চলিত। সভা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গব...ণ্টকে সকল বিষয় জানাইতেন। এ... মিস পিগটসটিক্ত গোলযোগনিবন্ধন লেপ্ট... গবর্ণর বিদ্যালয়টীকে ডিরেক্টর আটকি... সাহেবের হস্তে দিয়াছেন। সভাকে ডিরেক্ট... অধীন হইয়া কাজ করিতে হইবে। আমরা ... করিলাম অধিকাংশ সভ্য ইহাতে পদ ... করিয়াছেন। বিদ্যাসাগরের সদৃশ লোকের ... আটকিন্সনের সদৃশ লোকের অধীনতা স্বী... করিতে পারেন? এদিকে গবর্ণমেণ্ট ইউরো... শিক্ষয়িত্রীকে এতদ্দেশীয় সভার ক্ষমত... করিতে চাহেন না। কেবল জাত্যভিম... অনুরোধে একটী হিতকর বিদ্যালয়কে উ... করা হইতেছে।

রঙ্গপুরে এক অদ্ভুত বিচারের ... এক বেশ্যা মাজিষ্ট্রেটের নিকটে এক ... ও সেসনস জজের নিকটে আর এক... বলাতে সেসিয়ন জজ তাহাকে মিথ্যা ... প্রদানের অপরাধে ফৌজদারিতে অর্পণ ক... দণ্ড দেন। বেশ্যা প্রধানতম বিচার... আপীল করাতে বিচারপতি ই, জা... বলিয়াছেন "জজ যেপ্রকারে অপরা... ফৌজদারিতে অর্পণ করিয়াছেন, তাহা ... নিয়মিত প্রথাবিরুদ্ধ।

চম্পারণের কৃষকদিগের সহিত নীলকরদি... বিবাদ চুকিয়া গিয়াছে। নীলকরেরা প্রতি... ১২ টাকা দিয়াছেন। আমরা শ্রবণ করি... কৃষকেরা ইহাতে এত লাভ জ্ঞান করিয়াছে... অন্য ফসল উঠাইয়া কেবল নীলই বপন... তেছে। নীলকরদের আমলাগণ যে উপ... লইতেন তাহা বন্ধ করা হইয়াছে এবং ... নীলকর ভূমির কর ও নীলের হিসাব,

—৪২—

করিতেছেন। এটি সুখের বিষয়। কিন্তু বর্ত্ত[মান] দিন অন্ততঃ কহিফেনের ন্যায় নীলে লাভ না হয়, তত দিন কৃষকেরা প্রকৃতরূপে সন্তুষ্ট হইবে না।

১ লা মে গবর্ণর জেনরল সিমলাযাত্রা করিবেন। গবর্ণর জেনরল একাকী গমন করিলে কি [ক্ষ]তি হয় না? তাহা হইলে শাসনকার্য্য কৌন্সিলের সাহায্যদ্বারা চলিতে পারে।

ডেলিনিউস শ্রবণ করিয়াছেন, আগামী [...] লেপ্টেনান্ট গবর্ণর আসাম দর্শ[নে] গমন করিবেন।

উক্ত পত্র অবগত হইয়াছেন, শিবকৃষ্ণবন্দ্যো[পাধ্যায়]... মুক্তির নিমিত্ত সম্প্রতি যে আবেদন [...] হয়, লেপ্টেনান্ট গবর্ণর তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। অনেক লোকেই এনিমিত্ত দুঃখিত হইয়াছেন।

উক্ত পত্র সংবাদ পাইয়াছেন, ডায়মণ্ড [হার]বারের নিকটে একটী গড়িকা করিয়া কতক[গু]লি কামান রাখা হইবে। কোন শত্রুর জাহাজ [...]য় প্রবেশ করিতে না পারে, গবর্ণমেণ্ট এই [উদ্দে]শে ইহা করিতেছেন। এক শত দশ বৎসর[ে]র মধ্যে এক বার ওলন্দাজগণ এই চেষ্টা করি[য়া]ছিল। ফরাসী বিপ্লবঘটিত বিশেষত বর্ষের যুদ্ধে [...] কোন শত্রু জাহাজ প্রবেশ করে নাই। তবে [কে]ন ভয়ে গড়িকা হইতেছে? গড়িকা হইলে কতক[গু]লি সৈনিক রাখিতে হইবে, তন্নিমিত্ত একটী [...] দুর্গ ও বারিকের প্রয়োজন হইবে। আমরা [দে]খিতেছি, সর জন লরেন্স পদত্যাগ করিবার [...] আর ৫০ লক্ষ টাকা সমুদ্রে ক্ষেপণ করি[লেন]। কাপ্তেন এলেনবরাও এমন সৈনিক অপব্যয় দেখেন নাই।

১১ ই বৈশাখ বুধবার।

বোম্বাই ও বরদা রেলওয়ে কোম্পানি আগ[...] আপনাদিগের রেলওয়ের সহিত ভারতব[র্ষীয়] রেলওয়ের সংযোগ করিবেন। তাঁহারা [...] দিল্লীতে উহা সংযুক্ত করিবার ইচ্ছা [প্রকা]শ করিয়াছিলেন। আগরাতে সংযোগ [হইলে] কলিকাতা হইতে বোম্বাই যাইতে ১৫০ [মাই]ল পথ কম হইবে।

[পা]য়োনিয়র বলেন, সম্প্রতি ইংলণ্ডীয় গবর্ণ[মেণ্ট] এ দেশের বসন্তাক্রান্ত গরুর বীজ লইয়া [...]ও টীকা দিতে চাহিয়াছেন। এই নিমিত্ত [...] এখান হইতে বীজ চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। [...]দেশের চিকিৎসালয়ের প্রধান পরিদ[র্শক] [...] বলিয়াছেন, ইংলণ্ডীয় গবর্ণ[মেণ্ট যে] বস্তু চাহিয়াছেন, ইহাতে অনিষ্ট ব্যতীত আর কিছুই হইবে না। এই বলিয়া তিনি দ্বিতীয় আজ্ঞার প্রতীক্ষা করিয়া আপাততঃ এখানকার গোবসন্তের বীজ দিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

সম্প্রতি সর উইলিয়ম মান্স ফিল্ড কোহাটে পঞ্জাবের সীমান্বিত সৈন্যদিগকে দর্শন করিয়া আহ্লাদ প্রকাশপূর্ব্বক বলিয়াছেন, তাহারা যে কাজ করিয়াছে, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট কৃতজ্ঞ আছেন। কিন্তু শান্তিস্থাপনই যুদ্ধের উদ্দেশ্য। সর্ব্বদা সীমান্বিত বন্যদিগকে নষ্ট করিলে কাজ হইবে না। তাহাদিগকে সত্যপাশে বদ্ধ করিয়া বন্ধু করা কর্ত্তব্য। দেওয়ানী কর্ম্মচারিগণ ও সৈনিকগণের এটী বিবেচনা করা উচিত, কেবল বল প্রকাশ করিলে কাজ হইবে না।

পিয়োনিয়র বলেন, পাটনার সিবিল সার্জ্জন ডাক্তর হচিসন বেহারের উষ্ণ প্রস্রবণ সকলের পরীক্ষা করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট এক রিপোর্ট করিয়াছেন। ঐ স্থানে সর্ব্বশুদ্ধ ১৪ টী উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। জলের উষ্ণতা গড়ে ১০৭ ডিগরি। সর্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মকুণ্ডকে লোকে পবিত্র জ্ঞান করেন। ডাক্তর হচিসন এই প্রস্রবণ পদব্রজে পার হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্রায় তিন হাত জল হইবে। হাচিসন অতি কষ্টে উহার মধ্যে কর্দ্দমে পদ রাখিতে পারিয়াছিলেন। পূর্ব্বে লোকের সংস্কার ছিল এই কুণ্ডে জীব থাকিতে পারে না। কিন্তু ডাক্তর হাচিসন সকলের সম্মুখে উহাতে কতকগুলি ভেক নিক্ষেপ করেন। ভেকেরা অতি সুখে তথায় ক্রীড়া করিতে লাগিল। এই সকল প্রস্রবণের জল অতিশয় বিশুদ্ধ। এই জলে স্বাস্থ্যের পক্ষে কত দূর উপকার হইতে পারে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট তাহা জানিতে চাহিয়াছেন।

কলিকাতা হইতে আসামে প্রেরিত ১৫ ই এপ্রেলের ডাক ও বাঙ্গি পুলিন্দা সকল ব্রহ্মপুত্রে নৌকা ডুবি হইয়া নষ্ট হইয়াছে।

১২ ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার।

যে ফেনিয়ান ডিউক অব এডিনবরাকে অষ্ট্রেলিয়ায় বধ করিবার চেষ্টা পায়, তাহার ফাঁশী হইয়াছে।

আলজিরিয়াতে দুর্ভিক্ষনিবন্ধন ভয়ানক কষ্ট হইতেছে। মেদারিগণের নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে একটী স্ত্রীলোক আপন দ্বাদশবর্ষীয় এক বালককে বধ করিয়া তাহার মাংস অন্য অন্য গ্রামবাসিদিগকে প্রদান ও স্বয়ং ভক্ষণ করিয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ এই সমাচার পাইয়া তথায় গমন করিয়া দেখিলেন স্ত্রীলোকটী হৃৎপিণ্ড ও মেটুলি ভক্ষণ করিয়া অন্য অন্য স্থানের [জন্য] লবণাক্ত করিতেছে। রুশীয়ার কৃষকে[রা] দুর্ভিক্ষে কষ্ট পাইয়া তৃণ ও শেওলাপ্রভৃতি [ভক্ষণ] করিতেছে।

১৪ ই এপ্রেল সর উইলিয়ম মুর [...] জয়নারায়ণের কালেজের ছাত্রদিগকে পু[রস্কার] বিতরণ করিয়াছেন। ঐ দিবস এক দরবা[র হয়]। কাশীর রাজা রাজা দেবনারায়ণ সিংহ [প্রভৃতি] অনেক এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক এখানে [উপ]স্থিত ছিলেন।

ভরতপুরের রাজার একটী পুত্র জ[ন্মিয়াছে]। ১৪ ই এপ্রেল আগরার ইউরোপীয় ভদ্র[লোক]দিগের এক ভোজ দেওয়া হইয়াছে। অ[ষ্টাদশ] বর্ষে রাজা প্রাপ্তব্যবহার হইয়া শাস[নভার] স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন। ভরতপুরের রা[জ্যের] সুশৃঙ্খলার নিমিত্ত সকলে পোলিটিকাল এ[জেণ্ট] কাপ্তেন ওয়ালটারকে ধন্যবাদ প্রদান করি[তেছেন]। রাজা যে শিক্ষা পাইয়াছেন, তদনুসারে [কার্য্য] করেন ইহাই সকলের প্রার্থনা।

লক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন, মুন্সি নেউল [...] প্রভৃতি কয়েক জন ভদ্র লোক লক্ষ্ণৌয়ে [...] সাহিত্যসভা করিতেছেন। এটি সময়ে[র উন্ন]তির লক্ষণ।

উক্ত পত্র শ্রবণ করিয়াছেন, বিদ্রোহ ক[ালে] মৌলবী সর ফরাজ আলিনামক যে ব্যক্তি ক[তক]গুলি লোককে লইয়া বিদ্রোহী হন, তিনি গো[রখ]পুরে ধৃত হইয়াছেন। এই ব্যক্তি অনেক নি[ষ্ঠুর] ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া জনরব আ[ছে]। এই সকল লোককে এক কালে ক্ষমা করিলে[ই] ভাল হয় না? যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে প্রত্যেক ভূতপূর্ব্ব বিদ্রোহীর বিচা[রে] তাহাদিগকে পূর্ব্ব কথা স্মরণ করাইয়া দেও[য়া] হয় মাত্র।

ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউসের এক জন প[ত্র]প্রেরক বলেন, গত শনিবার কাথলিক আ[র্চ]বিশপ ডাক্তর [...] কতকগুলি পুরোহিত[কে] লইয়া দুর্গমধ্যে উপদেশ দিতে গমন করিয়া[ছি]লেন। এক জন যুবক আফিসর পুরোহিতদিগ[কে] ফেনিয়ান জ্ঞান করিয়া অধ্যক্ষকে সংবাদ দেন। অনুসন্ধানদ্বারা আফিসরের ভ্রম প্রকাশ পাইল। সেনাপতি সৈনিকদিগকে সময়োচিত ক[...] পরিধান করিয়া আসিতে দেন নাই। কা[থ]লিক পুরোহিতদিগের সাহায্যেই আয়রলণ্ডে অদ্যাপি সাধারণ বিদ্রোহ হয় নাই। তথাপি অনেক অবিবেচক লোকে তাঁহাদিগের প্রতি অবিশ্বাস করেন।

উক্ত পত্র বলেন, গত সপ্তাহে এক জন আত্মহত্যা করিতে অভিলাষী হইয়া ...দার রেলওয়েতে শয়ন করিয়া পড়ে। ...ই সময়ে দ্রুত বেগে যাইতেছিল। সুতরাং যে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

...প্রতি ব্রিসডায় বালক ও বালিকা ...দের পুরস্কারপ্রদান উপলক্ষে কতক ...উরোপীয় ভদ্রলোক ও স্ত্রীলোক উপস্থিত ...। এক্ষণে ইউরোপীয় ভদ্রলোকেরা এই রূপ ব্যবহার করিতেছেন। ইহাতে ...উভয় জাতির সৌহার্দ্দ আর ও দৃঢ় বদ্ধ হই... তাহা বলা বাহুল্য।

...পোষ্ট আফিসের প্রধান অধ্যক্ষ মণ্টিথ ... গবর্ণর জেনরলের দৃষ্টান্তানুসারে আপ...কর্ম্মচারিগণকে লইয়া সিমলায় গ্রীষ্মকাল ...তিত করিবার নিমিত্ত যাইতেছেন।

কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী কয়েকটী গ্রামে ...ঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কিন্তু এ বৎসর সংখ্যা কম দেখা যাইতেছে। আমরা ...তছি, অনেক স্থলে হোমিওপেথি চিকিৎ... আরোগ্যসাধনে কৃতকার্য্য হইতে...

...রেবেনিউ বোর্ড প্রত্যেক কালেক্টরিতে ...জন নকলনবিস রাখিবার আজ্ঞা দিয়া ...ইঁহারা নিয়োগের সনন্দ পাইবেন এবং ...ব্যতীত আর কেহ কোন দলীলের নকল ...তে পারিবেন না। প্রত্যেক ছোট আড়ার ... ২০ ও বড় আড়ার ষ্টাম্পে ৩২ পংক্তি ...তে হইবে। নকলনবিসেরা ১০০ ...কথায় /১০ আনা ও ১০০ ...কথায় ৵১০ আনা পাইবেন। ...ক নকলনবিস ২০ টাকা পান কালেক্টর ...ন বন্দোবস্ত করিবেন। আয় বুঝিয়া ...বিসের সংখ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধি করা ...। এক্ষণে গত মকদ্দমা সম্র, তাহাতে অধি...র্থিগণ পরস্পরে সকল দলীলের খসড়া লইয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহাদিগের ক্ষতি ...কিন্তু গবর্ণমেণ্টের লাভ নাই। এইসকল ...রই সকল এক আনা মূল্যের ষ্টাম্পে ...নিয়ম হইলে লোকেরও লাভ হয়, রাজ...বৃদ্ধি হয়।

...এবার হরিদ্বারের মেলায় প্রায় ৩০,০০০ ...গিয়াছিলেন। পুলিষ স্বাস্থ্যসংক্রান্ত ...সগুলি উত্তমরূপ করাতে লোকের পীড়া ...ই।

...ণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, হাঁসি...দের চিকিৎসক ডাক্তর বার্ণে সুস্থর বৎসরের এক উত্তম ঔষধ আবিষ্কৃত করিয়াছেন। সকলের সংস্কার আছে, এই বৎসরবিবর্দ্ধন উন্মত্ততা হইলে আর রক্ষা নাই। কিন্তু এই অবস্থায় ডাক্তর বার্ণে এক ব্যক্তিকে আরোগ্য করিয়াছেন। রোগীকে এক চৌকিতে বন্ধন করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ কম্বলদ্বারা উত্তমরূপে আবৃত করা হয়; কেবল মস্তকটী বাহিরে ছিল। তাহার মস্তকে ভাবরা লাগিতে পারে এমন স্থানে এক হাঁড়ি উষ্ণ জল রাখা হয়। পরে একখানি ক্ষুদ্র চাটুতে সমানাংশে পারা ও গন্ধক মিশ্রিত করিয়া তাহা সেই চাটুতে উত্তমরূপে মাখান হয়। এই চাটু উক্ত জলের নিকটে অগ্নির উপরে রাখাতে তাহার বাষ্প রোগীর মস্তকে লাগিতে লাগিল। প্রথমতঃ ১৫ গ্রেণ এবং তৎপরে প্রতি ঘটিকায় ৫ গ্রেণ করিয়া কালমেল রোগীকে দেওয়া হয়। এই প্রকার বাষ্প দিতে লাগিতে চারিঘটিকার মধ্যে রোগী স্থির হইল। পরে মুখ আসাতে রোগ একবারে নিঃশেষিত হইল।

১৩ ই বৈশাখ শুক্রবার।

কলিকাতার মিউনিসিপালিটি কুলিবাজারে একটী অতিশয় অত্যাচার করিতেছেন। ঐ স্থানে যত বাটী আছে তাহা প্রায় গবর্ণমেণ্টের খাসের ভূমির উপরে স্থিত। গবর্ণমেণ্টের ভূমিতে করবৃদ্ধি নাই বলিয়া অনেকে ইমারত প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়াছেন। এক্ষণে এই ভূমি সকল জষ্টিসদিগকে প্রদান করাতে তাঁহারা ৮।১০ গুণ করবৃদ্ধি করিতেছেন। এটী অতিশয় অন্যায়। যেসকল স্থানে বাটীপ্রভৃতি প্রস্তুত হয় তাহার করবৃদ্ধি করিলে বাটীর মূল্য থাকে না জষ্টিসগণ এ বিষয়ে অনেক জমীদারকেও পরাজয় করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস বলেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনুরোধানুসারে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহ যাবতীয় সিবিল সার্জ্জনকে ওলাউঠা জনিত মৃত্যুর এক তালিকা রাখিতে বলিয়াছেন। যেখানে অধিক রোগ হইবে গবর্ণমেণ্ট সেখানে অতিরিক্ত সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন প্রেরণ করিবেন।

বারাকপুরের ভূতপূর্ব্ব কাণ্টোনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট কাপ্তেন ওয়ালকট পানিহাটির শাখা ভারতবর্ষীয় সভার অধ্যক্ষ হইয়া অনেক উপকার সাধন করিয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে হাজারিবাগে বদলি হওয়াতে সভা তাঁহাকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়া বলিয়াছেন আপনি অতি মহান ও সদাশয়। খৃষ্টীয় দর্ম্মের যেপ্রকার মাহাত্ম্য আছে আপনার তাহা দেখা যাইতে... আপনার স্বদেশীয়েরা এই দৃষ্টান্তের অনু... করিলে ভাল হয়। কাপ্তেন ওয়ালকট উপযুক্ত... প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের ... বিষয়ে সভাকে সতর্ক করিয়াছেন। ব... এ প্রকার পত্রে কাপ্তেন ওয়ালকটের স্বদে...দিগকে ভৎসনা করা বড় বুদ্ধির কাজ হয় ... কাপ্তেন ওয়ালকট সাধারণ শ্রদ্ধার পাত্র ... নাই।

গতকল্য একটী ফিরিঙ্গী স্ত্রীলোক ... বারলোনামক আর এক জন ফিরিঙ্গির নামে... বলিয়া নালীশ করে যে প্রত্যর্থী পুর্ণরা... অর্থাৎ কন্যার সহিত কুব্যবহার করিতে আ... করিয়াছিল। কিন্তু বালিকাটির অদ্যাপি... বৎসর বয়ঃক্রম হয় নাই। প্রত্যর্থী আ... দোষ স্বীকার করাতে মাজিষ্ট্রেট স্বানসন প... কঠিন পরিশ্রমের সহিত দুই মাস মেয়াদ ...ছেন। কলিকাতার ফিরিঙ্গিদিগের ধর্ম্ম... অতিশয় মন্দ; ইহা দিন দিন আরও ... হইতেছে। সপ্তাহে পর যিনি মেরিডিথ ... ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন তিনিই এই ... ধর্ম্মনীতির সাক্ষ্য দিতে পারেন।

১৪ ই বৈশাখ শনিবার।

গত কল্য মুন্সেফ ও সদরামীনদিগের ... বিধিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা হব হাউস সা... বিলের প্রতি যে আপত্তি করিয়াছিলাম ... ভারতবর্ষীয় সভা আপনাদিগের আবেদন... যেগুলি গ্রহণ করেন, ব্যবস্থাপক সভা ... যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া তদনুরূপ ... করিয়াছেন। যাঁহারা আইনের পরীক্ষা ... তাঁহারাই কেবল মুন্সেফপ্রভৃতির পদ পাই... সদরামীনের পদ উঠিয়া গেল। মুন্সেফেরা ১... টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা করিতে পারি... প্রধান সদরামীনদিগকে অধস্তন জজ ব... উল্লেখ করা হইবে, তাঁহাদিগের ও জজদি... ক্ষমতা সমান রহিল। জজদিগকে ১০,০০০ ... পর্য্যন্ত আপীল শ্রবণের যে ক্ষমতা দিবার ... হয় তাহা ত্যাগ করা হইয়াছে। নিম্নতর বি...পতিগণ দোষ করিলে প্রধানতম বিচার... তাঁহাদিগের দোষান্বেষণ করিতে পারি... স্থানবিশেষে মুন্সেফ ও অধস্তন জজদিগকে ... আদালতের ক্ষমতা দেওয়া হইবে; এই আ... যথার্থ উন্নতির কারণ হইল।

গত কল্য কলিকার জষ্টিসদিগের এক ... হইয়া গিয়াছে। ডাক্তর টনিয়র ছয় ম... বিদায় পাওয়াতে ডাক্তর মাকে মাসিক ... টাকা বেতনে তাঁহার প্রতিনিধি হইয়াছেন।

র স্বাস্থ্যসংক্রান্ত ওভরসিয়ার ফিবেট সাহেব
ল কাজ করিয়া বার্দ্ধক্যনিবন্ধন অসমর্থ
তে শ্রেষ্ঠিরা তাঁহাকে ২০০০ টাকা পুর-
দিয়াছেন। লিকাড্ডি সাহেব কনসলটিঙ
যুক্ত হইয়াছেন। শেষোক্ত পদটীর প্রয়োজন
া।
ত মঙ্গলবার প্রেসিডেন্সি কালেজের ছাত্র
। সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশন হয়। লাড
অধ্যক্ষতা করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু
অনিবার্য্যকর্ম্ম নিবন্ধন তিনি আসিতে না
ত বিচারপতি নর্ম্মান সভাপতির আসন গ্রহণ
। প্রেসিডেন্সি কালেজের অন্যতর অধ্যা
নি সাহেব মেকলের বিষয়ে এক দীর্ঘ
পাঠ করিয়াছিলেন। তিন বৎসরাবধি
াহেব এই বিষয়টী লিখিতেছিলেন; কিন্তু
র প্রবন্ধটী আশানুরূপ হয় নাই।
য়লিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ
ত হইতেছে।

| | |
|---|---|
| াকার সিক্কা | ৯২।০—৯২॥০ |
| " কোং | ৯২॥—৯২৸০ |
| ৯ পবলিকওয়ার্ক | ১০৩৵—১০৩॥৵০ |
| কোং | ১০৭৸৵—১০৮৵ |
| " ঐ | ১১২॥০—১১২৸০ |

—:০:—

## ইউরোপীয় সমাচার।

ণ্ডন ৩০ মার্চ। সর রবার্ট মন্টগমরি এক পত্র
ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট ব্রিটিশ রাজ
প্রতি ভারতবর্ষীয়দিগের অসন্তোষের কারণ
শ করিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন, শাসনসম্বন্ধে
দিগকে উচ্চতর পদ দেওয়া উচিত।
পালাণ্ডের নিমিত্ত যে পৃথক শাসনপ্রণালী
তাহা উঠিয়া গিয়াছে।
বলজিয়মের অনেকগুলি কয়লার খনিতে
তর দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। দাঙ্গাকারীদিগকে
করিবার নিমিত্ত সৈন্যদিগকে আসিতে
ছিল। অনেকে গোলযোগে হত হই
।
আরল অব কার্ডিগানের মৃত্যু হইয়াছে।
৬ ই এপ্রেল। রাজকীয় ভূগোলসভার
পতি সর রডারিক মার্চিসন জানজিবারস্থ
র কার্কের নিকট হইতে ৪ ঠা ফেব্রুয়ারির
পত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। ডাক্তর কার্ক
ন্দুর আরব হরকরাকে ডাক্তর লিবিঙ-
নের অন্বেষণে প্রেরণ করা হয়, সে ব্যক্তি
র পত্র লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহার

মতে এক বৎসর বিলম্ব হইয়াছে। এই পত্রে আছে, মঙ্গলিকা হ্রদের অদ্ধপথ উজিজি নগরে লিবিঙষ্টোন উপনীত হইয়াছেন।

৮ ই এপ্রেল নিউইয়র্ক হইতে সংবাদ আসিয়াছে, কয়েকটি কটের প্রতিনিধি মনোনীত করিবার সময়ে নীচতন্ত্রপ্রিয়দলের জয়লাভ হইয়াছে।

এক ব্যক্তি ডার্সি মাকগি সাহেবকে হত্যা করিয়াছে। হত্যাকারী ধৃত হয় নাই।

অষ্ট্রেলিয়া হইতে মেইল-
যোগে আগত।

১২ মার্চ। ক্লণ্টার্ফ গ্রামে ওফারেলনামক এক জন ফেনিয়ান এডিনবরার ডিউককে এক রিবল বারদ্বারা বধ করিবার চেষ্টা করে। ঐ ব্যক্তি ডিউকের পশ্চাৎ হইতে গুলি করে; গুলিটী পৃষ্ঠে প্রবেশ করে; কিন্তু দুই দিবসপরে ইহা বাহির করা হইয়াছে। ডিউকের বড় অধিক কষ্ট হয় নাই। তিনি আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মের ভারগ্রহণ করিয়াছেন। হত্যাকারী দ্বিতীয়বার গুলি করে। ঐ গুলি থরণনামক এক ব্যক্তির পদে প্রবেশ করিয়াছিল। ইনিও আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। এক্ষণে হত্যাকারীকে সেসিয়নে সমর্পণ করা হইয়াছে। ৩০ এ মার্চ তাহার বিচার হইবার কথা ছিল।

লণ্ডন ৩১ এ মার্চ। গত রাত্রিতে হাউস অব কমন্সে মাডষ্টোন সাহেব প্রস্তাব করিয়াছেন, আয়ারলণ্ডের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত গবর্ণমেণ্টের সংস্রব বন্ধ করা কর্ত্তব্য; অবে যেসকল স্থলে ধর্ম্মালয়ের নিমিত্ত টাকা ও ভূমিসম্পত্তি দান করা হইয়াছে তাহাতে হস্তক্ষেপ করা হইবে না। লাড ষ্টানলী এক প্রস্তাব করিয়া বলিয়াছেন, আগামী মহাসভার নিমিত্ত এবিষয়ের মীমাংসার ভার রাখা কর্ত্তব্য। লাড ক্র্যানবোরণ এবিষয়ে এক বক্তৃতা করিয়া গবর্ণমেণ্টের এতৎসংক্রান্ত কয়টি রাজনীতির প্রতি বিশেষ দোষার্পণ করিয়াছেন। তর্ক স্থগিত রহিয়াছে।

আবিসিনিয়া হইতে আগত।

জুলা ৭ ই এপ্রেল। বোম্বাই ২১ এ এপ্রেল। একখানি গোপনীয় পত্রে প্রকাশ করে, রাজা থিওডোর সেনাপতি নেপিয়রকে গরু ও মেষ উপঢৌকন প্রদান করিয়া আবিসিনিয়ায় আগমনের নিমিত্ত তাঁহাকে অতিথি বলিয়া প্রিয় সম্ভাষণ করিয়াছেন। টাইমস অব ইণ্ডিয়ার বিশেষ পত্রপ্রেরক বলেন, সেনাপতি নেপিয়র মাগদালার ২৪ ক্রোশের মধ্যে উপনীত হইয়াছেন। এই পথ

তিনি আর চারি দিনে গমন করিয়া
মার্চ মাগদালায় উপনীত হইবার অভি
করেন। রাস্তাগুলি অত্যন্ত অধন্য;
সৈন্যগণ সুস্থ আছে। রাজা থিওডোর
দালায় উপনীত হইয়া ইসলামি দুর্গবদ্ধ ক
ছেন। দেশবাসিগণ এবং ব্রিটিশ সেনাদলের
কাংশের এই সংস্কার যে থিওডোর বাধি
রাস্তা অবরোধ করিয়া যুদ্ধ করিবেন

লণ্ডন ২৮ এ মার্চ। ব্রিটিশ ও এতদে
শাসনপ্রণালীঘটিত যে পত্রগুলি সং
হইয়াছে, তদ্বিষয়ের আন্দোলননিমিত্ত
রাত্রিতে লাড উইলিয়ম হে প্রস্তাব করিয়া
বক্তৃতাকালে তিনি ব্রিটিশ শাসনপ্র
দোষের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, যে
প্রণালী ইংলণ্ডে আছে, তদনুসারে ভা
শাসন করা কর্ত্তব্য। স্মলেট সাহেব এক ব
করিয়া সর জন লরেন্সের প্রতি দোষা
করিয়াছেন। সর জন লরেন্স যে ভ্রমে
হন তাহার সংশোধন করিয়া লাড ক্র্যান
বলিলেন, ভারতবর্ষে যথেচ্ছাচার
প্রণালী হইতেছে; সহিষ্ণুতা ইহার
মাত্র সীমা। এমন স্থলে বিভাগবিশেষের
স্থানের প্রতি দৃষ্টি করিয়া যাঁহারা ভা
থাকিয়া শাসন করেন, তাঁহাদিগের হস্তে
তর ক্ষমতা দেওয়া কর্ত্তব্য। হইতে মধ্যে
ভ্রম হইলেও শাসনের বল ও বুদ্ধিদ্বারা
প্রতিবিধান হইবে। সর ষ্টাফোর্ডনার্থ
বলিলেন, ব্রিটিশ শাসনপ্রণালী ভার
পক্ষে সুবিধাকর; কিন্তু তন্নিমিত্ত ভারত
রাজ্যগুলি আত্মসাৎ করা ও রাজাদিগকে
বিষয়ে স্বাধীনতা না দেওয়া অনুচিত।
বলিলেন, ভারতবর্ষীয়গণ যাহাতে আত্ম
করিতে পারেন, তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগকে
উপযুক্ত করা ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

নিকল সাহেব, সর হেনরি রবিন্সন ও
আসনের প্রস্তাবানুসারে সর ষ্টাফোর্ড নার্থ
বোম্বাই ব্যাঙ্কের বিষয়ে এক দীর্ঘ বক্তৃতা
য়াছেন। লাড ষ্টানলী গ্লাডষ্টোন সা
প্রস্তাবের সংশোধন করিয়া বলিয়াছেন,
রলণ্ডের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিষয়ের তর্ক আ
মহাসভার অপেক্ষায় স্থগিত থাকা উ

১ লা এপ্রেল। গত কল্য লাড হাউসে
প্রস্তাব বিনিবদ্ধ হইয়াছে যে, সভ্যগণ প্রতি
দ্বারা আত্মমতপ্রকাশে সমর্থ হইবেন না।

গত রাত্রিতে কমন্স হাউসে আয়ার
ধর্ম্মসম্প্রদায়সংক্রান্ত তর্ক পুনর্ব্বার উপস্থি
হার্ডি সাহেব স্বীকার করিয়াছেন, আয়ার

প্রদায়ের সংশোধন করা আবশ্যক, কিন্তু এক কালে উঠাইবার বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট সম্মত হইবেন না। গবর্ণমেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন যে সকল বক্তৃতা করেন, রাইট সাহেব তি দোষারোপ করিয়া বলিলেন, আয়া রাজকীয় ধর্ম্মসম্প্রদায় করাতে কোন ফল ই। তর্কটী পুনর্ব্বার স্থগিত রহিয়াছে। দল তাঁহার ফিনার্ড জলসেচনের বিষয়ে স্তাব করেন, তদ্ঘটিত তর্ক স্থগিত রাখি- প্রার্থনা করিলেন। এই তর্ক দ্বিতীয় বার হওয়াতে তিনি দুঃখপ্রকাশ করিলেন। ারতবর্ষ অষ্ট্রেলিয়া ও চীনের চার্টার্ড ব্যাঙ্ক রা ৫ টাকা লাভপ্রদান করিয়াছেন।

—:•:—

# গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

## লেপ্‌টনাণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

৭ ই এপ্রেল। জি বিটি সাহেব পূর্ণীয়ার জন মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন। লা এপ্রেল অবধি এ, আর, টমসন সাহেব বার দ্বিতীয় শ্রেণির মাজিষ্ট্রেট ও কালে হইবেন। কিন্তু আপাততঃ প্রতিনিধি লি রিমেণ্ডাল থাকিবেন।

জ, এফ, ব্রৌন সাহেব কিছু দিনের নিমিত্ত লপুরের অতিরিক্ত জজ হইবেন।

৪ পরগণার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি লেক্টর বাবু কালীচরণ ঘোষ মুরশীদাবাদে হইয়া তথায় মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাই।

২ই এপ্রেল অবধি পশ্চাল্লিখিত নিম্নতর ন কার্য্যের কর্ম্মচারিগণ উন্নত হইবেন। য় হইতে দ্বিতীয় শ্রেণিতে বাবু গুরুচরণ। চতুর্থ হইতে তৃতীয় শ্রেণিতে ডবলিউ, কে, ষ্টেন সাহেব। পঞ্চম হইতে চতুর্থ তে ডবলিউ, এম, স্মিথ সাহেব।

৮ই এপ্রেল। যতদিন বাবু গোপীকৃষ্ণ াধায় বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন। দিন মৌলবী আবদুল মাজিদ ময়মনসিংহের নিধি অতিরিক্ত প্রধান সদর আমীন বেন।

যতদিন মৌলবী আবদুল মজিদ সরকারী র্যাপলকে স্থানান্তর থাকিবেন। ততদিন বাবু গুরুপ্রসাদ সেন রঙ্গপুরের প্রতিনিধি সদর আমীন ও সদর মুন্সেফ হইবেন

২০ এ এপ্রেল। নিম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা ময়মনসিংহের মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেনঃ-

এচ, হম্প্রাই সাহেব ও, এল, ক্লাক সাহেব, বাবু হরমোহন বসু।

যতদিন ডাক্তর সি, এ, উড্‌ফোর্ড বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন ততদিন ডাক্তর জে, এ, পি, কলিন্স কলিকাতার প্রতিনিধি পুলিস সার্জ্জন হইবেন।

৪ ঠা এপ্রেলের বৈকাল অবধি আর, ডি, ক্লিম সাহেব কিছু দিনের নিমিত্ত ভাগলপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়াছেন।

রেবরেণ্ড এচ মোল কিছু দিনের নিমিত্ত হাবড়ার প্রতিনিধি চাপলেন হইবেন।

১৬ ই এপ্রেল অবধি রেবরেণ্ড জি এফ পি স্লাইথ বারাকপুরের চাপলেন হইয়াছেন।

রেবরেণ্ড এচ, জে, মাথু ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের চাপলেন হইবেন।

২১ এ এপ্রেল। বাখরগঞ্জের সহকারী পুলিস সুপরইণ্টেণ্ডাণ্ট এ, আনলি সাহেব ২৪ পরগণায় বদলী হইবেন।

যতদিন কাপ্তেন এচ, রেউ বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন কাপ্তেন এচ, হাণ্ডি ১৮৫৯ অব্দের ১২ আইন অনুসারে আড়কাটীদিগের বিচার করিবেন।

আমাদিগের আনুলিয়াস্থ সংবাদ-দাতা লিখিয়াছেনঃ

১। এখানকার সক্‌বিদালের ও ডাকঘরটী সুন্দররূপ চলিতেছে। সম্প্রতি শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে, ডাকঘর স্থায়ী করণার কিছু দিন পরেই উহার প্রয়োজনীয় ও দ্রব্যাদির নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট হইতে ২৫ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে গৃহ প্রস্তুত করিবার বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ণপাত করিতেছেন না।

২। আমাদিগের রাণাঘাটের ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু মহিমচন্দ্র পাল মহাশয় বনগ্রাম মহকুমায় স্থানান্তরিত হওয়াতে, তাঁহার পদে শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বসু বি, এ, নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি অদ্যাপি রাণাঘাটে পদার্পণ করেন নাই।

৩। কিছু দিন হইল, এখানে অতিশয় ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন রাণাঘাটে দুই ব্যক্তি দেওয়াল চাপা পড়েন। উঁহাদের মধ্যে এক জন মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। নিত দুঃখের বিষয়! অসাবধানতাই ইহার প্র কারণ

৪। গত ২৮ এ চৈত্রের অমৃ বাজার পত্রিকায় শেখাংশে গোয়াড়ী স্থিত এক ব্যক্তি তথাকার বারইয়ারি পূ বিষয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সর্ব্ব অত্যুক্তি হয় না। আমি ও পূজার দিবস উপস্থিত ছিলাম। নিরপেক্ষ হইয়া বলি গেলে গোয়াড়ি যে আমোদপ্রিয় স্থান, সকলেই স্বীকার করিবেন। এখানে সৎক অপেক্ষা অসৎ কার্য্যেই অধিক অপব্যয় নগরস্থ সুশিক্ষিত ভদ্রলোকদিগের মধ্যে কেহ অলীক আমোদপ্রিয়। এখানে "যা পাঁচালি, চপপ্রভৃতির বিরাম নাই। এ সর্ব্বাপেক্ষা যাত্রারই প্রাদুর্ভাব অধিক।

৫। সম্প্রতি পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেল কোম্পানি সকল শ্রেণীস্থ আরোহীদিগের হইতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভাড়া লেতেছেন। এই কার্য্যটি নিতান্ত অন্যায়। ল্যায় ইহার নিমিত্ত অনেক আবেদন পত্র প্রে হইয়াছে। উক্ত রেলওয়ের কর্তৃপক্ষীয়ের রাং এই নিয়মটী নিবারণের আদেশ কর্ত্তব্য।

—:•:—

আমাদিগের কালনাস্থ সংবাদদা লিখিয়াছেন।

বর্ষে বর্ষে যেরূপ হইয়া থাকে, সেই নি প্রমাণে সম্প্রতি এখানকার চৌকীদারী ট বন্দোবস্ত হইতেছে। এবারেও কিছু টাকা করিবার আদেশ হইয়াছে। যত দিন এ বিবেচনাপূর্ব্বক ব্যয় করা না হইবে, ত বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। হাঁসপুকুর ও কু গ্রামে ১৩॥ টাকা টাক্স আদায় হয়, কিন্তু কার ৪ চারি জন চৌকীদারের বেতন ২০ লাগিতেছে; সম্প্রতি আবার ২৪ টাকা ক লাগিবে। এতদ্ভিন্ন টাক্স আদায়ের আমি বেতন আছে। ইহার উপরে আবার এক বারে তথাকার রাস্তাদিতে অধিক টাক হইয়া যায়। গত ১৮৬৬ সালে অত্রত্য স্কুলের নিকট হইতে হাঁসপুকুরস্থ মির সা বাটীপর্য্যন্ত যে পাকা রাস্তাটি প্রস্তুত ক য়াছে, তাহাতে প্রায় ৭২৫ টাকা ব্যয় হয় সকল অতিরিক্ত ব্যয় কালনার চৌকীদারী হইতে দেওয়া হইয়াথাকে। যখন ঐ

হইতে আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহের টাকাও
না, তখন তথায় টাক্স করা কি যুক্তিসিদ্ধ ?
বিকও ঐসকল গ্রামের অবস্থা ভাল নহে,
টাক্স প্রথা উঠাইয়া দিলেই সকলের
হয়। আর একটী বিষয়ে আমাদের বিল
াশঙ্কা হইতেছে। তাহা এই:—গবর্ণমেণ্টের
শক্রমে এখানকার চৌকীদারের বেতন
নসিপাল নিয়মানুসারে কতক ৫ ও কতক
কা করিয়া হইবে স্থির হইয়াছে। কালনার
গ্রাম কালনায় ১৫ জন চৌকীদার নিযুক্ত
। তাহাদের বেতনের এইরূপ বন্দোবস্ত
যে, তাহারা তত্রত্য ১২৪ বিঘা চাকরান
ত মাসিক ১৯।০ ও টাক্স হইতে ৫৫৸০
া থাকে। ( পূর্ব্বে ঐ ১২৪ বিঘা জমিতেই
দের সমস্ত বেতন পাওয়া হইত। ) এক্ষণে
ন মিউনিসিপাল আইন প্রচলিত হইলে
হয়, গবর্ণমেণ্ট ঐ চাকরান জমি বাজে
করিবেন। তাহা হইলে ঐ টাকা কি রূপে
হইবে ? ঐ স্থানে টাক্স বৃদ্ধি করিলেও
ত অন্যায় করা হইবে। বোধ হয়, গবর্ণ
এই ক্ষুদ্র গ্রামের অবশিষ্ট ব্যয়ভার গ্রহণ
তে পারেন। আমরা অবগত হইলাম মহা
লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর পত্রদ্বারা
র করিয়াছেন, যেখানকার টাক্সের টাকা
খানেই ব্যয় করা উচিত। এমন স্থলে কাল
চৌকিদারী ফণ্ড হইতে আর যে অন্য স্থানের
ান পূরণ করা হইবে এমন বোধ হয় না।
নণ্ট গবর্ণর বাহাদুর আর একটী নিয়ম
ল বড় মঙ্গলের বিষয় হয়। টাক্সের
পঞ্চায়তগণের অভিমতে ব্যয় করিবার
হইলে প্রজাগণের পক্ষে অধিক সুবিধা
গ্রাম কালনাপ্রভৃতি স্থানে চৌকীদারের
া কম করিলেও চলিতে পারে।

কীদারী টাক্সের কথা ত এই, আবার লাই
টাক্সেরও হঙ্গমা উপস্থিত। গত বর্ষে ক্ষমতা
তেও কোন ব্যক্তি এই টাক্স যদি না দিয়া
, তাহার তদন্ত করিবার জন্য বৰ্দ্ধমানের
ী কালেক্টর বাবু হরচন্দ্র ঘোষ এখানে আগ
করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের যেরূপ প্রস্তাপ
তে ২০০ শত টাকা আয় থাকিলেও
হ এই টাক্স দেয় নাই, ইহা কখনই সম্ভা
নহে। বরং যাহার বাৎসরিক ১৫০ টাকা
নাই, এমন লোকও ইহা হইতে অব্যাহতি
নাই। নিম্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারিগণের
ধ্যে অনেক সামান্য লোককে বিশেষ
ীড়ন সহ্য করিতে হইতেছে। এক জন
টীকাবিক্রেতাকেও কারম দেওয়া হইয়াছে।
আমরা অনুরোধ করিতেছি, বিজ্ঞবর হরচন্দ্র বাবু
কৃপাপরবশ হইয়া উপযুক্ত লোকের প্রতিই
যেন টাক্সের ভার অর্পণ করেন।

এই সব ডিবিজনের অধীন কোঁয়ার গ্রাম
নিবাসী শশিভূষণনামক এক ব্যক্তি একটি
বিশেষ প্রশংসার কাজ করিয়াছেন। গত চৈত্র
মাসে তাঁহার বাটীতে ডাকাইতি হয়। যখন
ডাকাইতগণ তাঁহার ( শশীর ) বাটীতে প্রবেশ
করে, তখন তিনি বাটীতে ছিলেন না। দস্যুদি
গের বিকট শব্দশ্রবণে তিনি আসিয়া দেখেন,
তাঁহারই বাটীতে বিপদ উপস্থিত। তিনি সেই
বিপৎকালে সাহসহীন না হইয়া কোন প্রতিবাসীর
গৃহ হইতে একখানা খড়্গ লইয়া প্রথমতঃ দ্বারস্থিত
দস্যুকে এমন আঘাত করেন যে, সে তৎক্ষণাৎ
ভূতলে পতিত হয়। তাহাকে পাতিত করিয়া
তিনি আপন দ্বার দেশের এক নিভৃত স্থানে থা
কিয়া দুরাত্মাদের আগমনপ্রতীক্ষা করিতে লাগি
লেন। ডাকাইতগণ অমঙ্গললক্ষণ দেখিয়া যেমন
বাহিরে আসিবে, তিনি অমনি অলক্ষ্যরূপে
আঘাত করিতে লাগিলেন। তখন দস্যুরা কে
কোথায় পালাইবে তাহারই চেষ্টা পাইতে
লাগিল। এ সময় এক দুরাত্মা শশী বাবুকে
আঘাত করিতে উদ্যত হওয়াতে তিনি পলায়ন
করেন। ক্রমে পুলিসে সম্বাদ দেওয়া হইলে
অত্রত্য পুলিস ইনস্পেক্টর বাবু রামরেণু ঘোষ
মহাশয় তথায় যাইয়া ফতাজ দুই জন ডাকাই
তকে ধৃত করেন এবং মন্তেশ্বরের সব ইনস্পেক্টর
বাবুও আর দুই জন ঐ রূপ ফতাজ দস্যুকে ধৃত
করিয়াছেন। ৫ জনকে চালান দেওয়া হইয়াছে।
অপহৃত দ্রব্যের কতক পাওয়া গিয়াছে। জানি
ষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট হেলেট মহোদয় কিরূপ বিচার
করেন, জানিয়া প্রকাশ করা যাইবে।

আমরা অত্রত্য বিচারপতি জে আর, হেলেট
মহোদয়ের একটি সদাশয়তার কার্য্য দেখিয়া
বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। গত ঝড়ে
উৎপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্য দিবার জন্য
তাঁহার নিকট ১৫০০ শত টাকা মজুত হয়।
রীতিমত বিতরণ করিয়াও ১৫০ শত টাকা
উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। ১৮৬৩ সালে যেসকল
লোকের গৃহ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে এবং এ পর্য্যন্ত
যাহারা সেই গৃহ প্রস্তুত করিতে পারেন নাই;
হেলেট মহোদয় সেই উদ্বৃত্ত টাকাদ্বারা ঐ সকল
লোকের সাহায্য করিবার মানসে কলিকাতা
সাইক্লোন রিলিফ ফণ্ড কমিটিকে এই বিষয়
লেখেন। কমিটী তাহাতে অনুমোদন করিয়া
ছেন। কাতকী বড় উত্তম হইয়াছে। এ
বিচারপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়া উ

—:০:—

আমাদিগের গোয়ালিয়রস্থ সং
দাতা লিখিয়াছেন:—

১। অতিশয় আনন্দের সহিত প্রকাশ
তেছি, এত দিনে আমাদের ইংরাজি স
প্রকৃত উন্নতি এইবার উপক্রম হইয়াছে।
৩০ এ চৈত্র ঐ সভার কার্য্য অতি সমা
পূর্ব্বক নির্ব্বাহ হইয়াছে। ঐ দিবসে সভা
ব্রিগেডিয়ার ( চেম্বরলেন সাহেব ) পলিটি
এজেণ্ট কর্ণেল ডেলি সাহেব আসিষ্টাণ্ট
সরি জেনরেল লেপ্টেনণ্ট কর্ণেল ব্র্যাণ্ডার স
প্রভৃতি অত্রত্য বড় বড় সাহেব উপ
ছিলেন। সভাপতি সহকারী সভা
সম্পাদক সভ্য ও অন্যান্য অনেক
স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলে পর সম্প
গত সভার কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন।
পরে সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু
নচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গুভর্ণমেণ্টর শ্রীযুক্ত
যদুনাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত সীতানাথ
এই তিন জন ভারতবর্ষের বর্ত্তমান
স্থার সহিত পুরাতন অবস্থার তুলনা
তিনটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন।
পেক্ষা শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
য়ের বক্তৃতাটি অধিক হৃদয়গ্রাহিণী ও ম
রিণী হইয়াছিল। তিনি জাতিভেদের
ও আবশ্যকতাপ্রভৃতি অতি সংক্ষেপে
রূপে বর্ণন করিয়াছিলেন। সীতানাথ
বক্তৃতাতে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি,
জিক নিয়মপ্রভৃতি উল্লিখিত হইয়া
বক্তৃতাসমাপ্তির পর সভাগণের ক
তর্ক বিতর্ক হইল। অবশেষে সভাপতি ম
কিঞ্চিৎ বলিলেন। প্রায় তিন ঘণ্টা
কার্য্য চলিয়াছিল। সাহেব মহোদয়েরা
প্রফুল্লচিত্তে স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন। তাঁ
সভার কার্য্যবিবরণ বিশেষতঃ তিনটী ব
শ্রবণে যার পর নাই প্রীতিভাব প্রকাশ
য়াছিলেন এবং বাঙ্গালীরা যে ভারতবর্ষের
বুদ্ধি ও সভ্যতাতে সকল জাতি অ
শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতেছেন ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বী
করিয়াছিলেন।

পলিটিকেল এজেণ্ট নবীন বাবুর সহিত
ধর্ম্মসংক্রান্ত ও সভার উদ্দেশ্যসংক্রান্ত অ
কথা কহিয়াছিলেন। তিনি কহিলেন,

রা কোন কর্ম্মের নহে। ইহারা দেখিতে অসভ্য, বুদ্ধি সেইরূপ, ইহাদের বিদ্যাভি জন্য তাদৃশ যত্ন ও প্রবৃত্তি নাই। কর্ণেল সাহেবের মতে দাক্ষিণাত্য প্রদেশীয় গণ অনেকাংশে সভ্য ও বুদ্ধিমান। ইনি ষ্টীয়দিগের অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যবাসীদি বশেষ সুখ্যাতি করিলেন।

রিমেষ্ট্রিয়ার জেনরেল, কর্ণেল ডেলি ত এত বড় বড় সাহেবেরা যে এরূপ বং আমাদের ন্যায় সামান্য লোকের মিশ্রিত হইতে কুণ্ঠিত হয়েন না, আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না। মফস্বলস্থ দিগের নিকট প্রার্থনা যে, যদি তাঁহারা মিলিয়া বিদ্যালোচনা ও অন্যান্য সদা করেন, তত্রত্য প্রধান প্রধান সাহে তাঁহাদিগকে উৎসাহদানে বিরত হই না এবং বাঙ্গালী নামের গৌরব বৃদ্ধিরও অপেক্ষা থাকিবে না। এস্থান অপেক্ষা দেশের অন্যান্য স্থানে অনেক অধিক ী আছেন। কিন্তু এস্থানের ন্যায় অন্যান্য র বাঙ্গালীদিগের মধ্যে এরূপ সদনুষ্ঠানের শ্রুত হয় না। সভার দিন জেনারেল সাহেব রগর্ভ ও উৎসাহপূর্ণ শুটি কত কথা আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই মধ্যে মধ্যে আসিবার প্রকাশ করিলেন।

। গত ১ লা বৈশাখে নববর্ষের উৎসবার্থ দের প্রিয় বন্ধু নবীন বাবু একটী মনোহর ন সকল বাঙ্গালীকে লইয়া ভোজ দিয়া লেন। উক্ত দিবস সমস্ত দিন উদ্যানস্থ লে বসিয়া মনের উল্লাসে নানাবিধ আমোদে অতিবাহিত হইয়াছিল এবং র মধ্যে ভ্রাতৃভাবের ও অকৃত্রিম প্রীতির ত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়াছে গত যে দলাদলিভাবের কথা লিখিয়াছিলাম, বাবুর অমায়িক ও উদার ভাবের প্রভাবে র কোন চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই।

। এস্থানে আর একটী ইঞ্জিনিয়ার আফিস র কথা যে পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম, এই ল মাস হইতে তাহার কার্য্য আরম্ভ হই । এখন এখানে তিনটী ইঞ্জিনিয়র অফিস । গবর্ণমেণ্ট যেন এস্থলের উপর বিশেষরূপে াখেন। প্রজাদিগের শোণিত যেন কেবল ল কুক্কুরের পানীয় না হয়

ত পত্রে যে চোরধরার কথা লিখিয়াছিলাম, লাম সেই চোরের কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৫ বৎসরের জন্য কারাবাসের দণ্ড হইয়াছে এবং পুলিষের উপর কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেটের বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে। মাজিষ্ট্রেট সাহেব যেরূপ উপযুক্ত ও বিচক্ষণ তাহাতে বোধ হয় এখান শীঘ্রই শান্তি সংস্থাপিত হইবে।

৫। পালিটিকেল এজেণ্ট কর্ণেল ডেলি সাহেব শীঘ্রই অবকাশ লইয়া এখান হইতে যাত্রা করিবেন। ইঁহার সহিত আলাপ হইয়া অবধি ইঁহার গুণে আমরা এরূপ বশীভূত হইয়াছি যে ইঁহাকে ছাড়িতে ইচ্ছা হইতেছে না।

৬। এখানে এখন গ্রীষ্মের প্রভাব বিলক্ষণ অনুভূত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে দিবাবসানে ঝটিকা উত্থিত হইয়া ধূলিরাশিদ্বারা গগন মণ্ডল এরূপ আচ্ছন্ন হইয়া যায় যে, রাস্তা চলা ভার হইয়া উঠে। এদেশের লোকে ইহাকে আঁধি কহে।

## আমাদিগের দোরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। গত চৈত্রমাসে মহিষাদলান্তর্গত বড় বাড়িনামক গ্রামে জনৈক সিন্ধকাটক কোন গৃহস্থের বাটীতে চৌর্য্যবৃত্তি করিতে আসিয়া সন্ধিখননসময়ে ধৃত হয়। গৃহস্থ তাহাকে বন্ধনদশায় রাখিয়া বাসুঘাটা আউটপোষ্টে সমাচার দেয়। তদনুসারে থানা সুতাহাটীর সব ইনস্পেক্টর মহাশয় উহার অনুসন্ধানজন্য গমন করিয়া দেখিলেন, দস্যু পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। একণে উক্ত অপহারকের পুত্রকলত্রাদি এই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছে যে, গৃহস্থের সহিত কোন কারণবশতঃ মৃত ব্যক্তির শত্রুভাব ছিল, তজ্জন্য তাহাকে সূচীকার্য্য নির্ব্বাহের ছলে স্বীয় বাটীতে আনয়নপূর্ব্বক লগুড়াঘাতে নিহত করিয়াছে। গৃহস্থ ও তৎপ্রতিবাসিগণ কহিতেছে যে দস্যু বন্ধনাবস্থাতেই বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হইয়া সব ইনস্পেক্টর মহাশয় না উপস্থিত হইতেই কালগ্রাসে কবলিত হইয়াছে। উক্ত বিষয়ের অনুসন্ধান জন্য তমোলুকের সব ইনস্পেক্টর মহাশয়ও আগমন করিয়াছিলেন। তিনি কি করিয়া গিয়াছেন এ পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই।

২। গত ২০ এ চৈত্র শনিবার দিনমণি অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে পর এখানে ঘোর তর বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। সেই সময় কৃষ্ণনগরস্থ জনৈক গৃহস্থের বাসভবন বজ্রাগ্নিদ্বারা এক বারে ভস্মীভূত হইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে কাহারও জীবন নাশ হয় নাই।

৩। গত ২ রা বৈশাখ রবিবার নি খালীনিবাসী বসিরুদ্দিননামক কোন মুসল তথাকার চড়কমেলা দর্শনানন্তর প্রত্যাগ কালে আপন আবাসগৃহের নিকটে আ বজ্রাঘাতে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে।

—:•:—

## প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদ মহাশয় সমীপেষু।

নদিয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুরের দক্ষিণ স্থিত মালিপোতা নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ গ্রাম ন এস্থানে ও ইহার সন্নিহিত কয়েক গ্রামে বি ভদ্রলোকের বসতি। এই জনপদসমূহে কালে বল্লাল প্রতিষ্ঠিত কুলের পতাকা উড় হইয়াছিল। অত্রত্য সমাজ নবদ্বীপান্তর্গত " সমাজ " বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু একণে বংশপরম্পরানুগামী হওয়াতে প্রকৃত গৌ ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং ইহার আদর নাই, এখন উহা নানা দোষেরই আ হইয়া উঠিয়াছে। অতএব অত্রত্য অধিব গের আর পূর্ব্বগৌরবে গর্ব্বিত হওয়া দেখায় না। এখন যাহাতে জন্মস্থানকে বর্ত সভ্য জনপদমধ্যে পরিগণিত করিতে পা যাহাতে ইহার মুখ পুনরুজ্জ্বল হয়, তদ্বিষয়ে এ চেষ্টা করা অধিবাসীদিগের অতীব কর্ত্তব্য। আন্তরিক আহ্লাদসহকারে প্রকাশ করিতে সম্প্রতি এখানকার যুবকসম্প্রদায় এই বি ব্রতে দৃঢ়তর ব্রতী হইয়াছেন।

ইঁহাদের প্রথম উদ্যমে মালিপোতায় ডাকের বাক্স স্থাপিত হইয়াছে। এ এইরূপ সুবিধা পূর্ব্বে না থাকাতে যে কত কষ্ট হইত, তাহা বর্ণনাতীত। প আসিলে শান্তিপুরের ডাকঘর হইতে কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। শান্তিপুর এখান ৫।৬ মাইল অন্তরে স্থিত। যখন গ্রামে ড থাকিলেও কোন কোন স্থানে পত্রাদি প বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়, তখন এ ব্যবধান হইতে পত্র পাইবার যে কি বি ঘটে, তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। দিনের পত্র একত্র না হইলে ডাক ঘর হরকরা আসিত না এবং প্রতি মাশুল পত্রে /০ আনা ও বেয়ারিঙ হইলে করিয়া দক্ষিণা না দিলে পত্র পাইবা হইত না। সুতরাং ইহাতে কত বি কত অসুবিধা হইত, তাহা সকলেই

—৪৮—

রেন। আবার পত্রাদি ডাকঘরে দিতে হই
ও যাতায়াতে ১০।১২ মাইল না হাঁটিলে
র্য্য সম্পন্ন হইত না। এইসকল কারণ দর্শা
। মালিপোতায় একটী ডাকঘর সংস্থাপনের
বেদন করা হয়। তদনুসারে ইনস্পেক্টর পোষ্ট
টার শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধুমিত্র মহাশয় এখান
র অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া একটী ডাকবাক্স
রণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা
াকে ধন্যবাদ প্রদান করি, কিন্তু তিনি একটু
ন মনোযোগী হইলে ঐ স্থানে একটী স্থায়ী
ঘর স্থাপিত হইতে পারিত। ডাকবাক্স দ্বারা
বাসীদিগের আশানুরূপ তুষ্টি হয় নাই।
শেষে আমাদের অনুরোধ এই যে, ইনস্পেক্টর
ষ্টমাষ্টর মহাশয় আনুষ্ঠানিক তদন্ত করিয়া
মেণ্টে এ বিষয়ের বিজ্ঞাপন করিলে একটী
স্থায়ী ডাকঘর হইতে পারে। ঐ স্থান হই
উহার ব্যয় চলিতে পারিবে।

দ্বিতীয়, মালিপোতায় কতিপয় যুবকের
াহ ও উৎসাহে অত্যল্প দিবস হইল একটী
ঙ্গি বাঙ্গালা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে
সময়ে যুবকদিগকে দুই একটী কথা বলিয়া
য়া আবশ্যক: যাহাতে স্কুলটী স্থায়ী হয়.
বয়ে একান্ত মনোযোগী হওয়া উচিত।
দের বেতনের হার বৃদ্ধি করিয়া এবং গব
ণ্টের সাহায্য লইয়া ঐ উভয় টাকা হই
যাহাতে স্কুল চলে তাহা করা বিধেয়
য় চাঁদার উপর অধিক নির্ভর করিতে গেলে
লয়ের অবস্থা যে পরিণামে কিরূপ দাঁড়ায়
অনেকেই জ্ঞাত আছেন এবং আমরাও
কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া বিশেষ অবগত হই
। এই স্থলে গবর্ণমেণ্টের আর একটী
দৃষ্টিনিক্ষেপ আবশ্যক হইয়াছে। এ
র জলাশয়গুলির প্রতি নেত্রপাত করিলে
র কষ্ট হয়। প্রবল মারীভয়ের সময় যখন
ন ইংরাজ ডাক্তর ইহার কারণানুসন্ধিৎসু
এখানে আগমন করেন, তখন জলের বর্ণ
আপন অশ্বকেও এখানকার কোন পুষ্ক
জলপান করিতে দেন নাই। কিন্তু
দুর্ভাগ্য অধিবাসীরা তাহাই পান ও
তেই স্নানাদি করিয়া থাকেন। এখানে
কোন অর্থশালী লোক নাই যে ঐ
পুষ্করিণীর রীতিমত সংস্কার করিয়া
পারেন। সুতরাং প্রজাবৎসল গবর্ণমে
পরেই উহা নির্ভর করিতেছে।

৪। ৯ ই বৈশাখ } ভবদীয় বশম্বদ মালপোতা বাসিনঃ

। মহাশয়। গবর্ণমেণ্টের কতকগুলি অলস, নির্ব্বোধ, ও কর্ত্তব্যবিমুখ কর্ম্মচারীর দোষে দরিদ্র প্রজাদিগকে যে অকারণ সময়ে সময়ে কষ্ট ও ক্ষতি সহ্য করিতে হয়, তন্নিবারণ চেষ্টাই অদ্য কার প্রস্তাব অবতারণার মূল।

চৌকীদারি ট্যাক্স আদায়ের নিয়ম এই, প্রথমতঃ বিল আইসে, তখন টাকা দিতে না পারিলে একটী দিন অবধারিত হয়। উক্ত দিবসে আদায় না হইলে উহার পর আরও এক বার তাগাদা করা হয়, পরিশেষে সমন আইসে। কিন্তু আমরা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত কার্য্য দেখিতেছি। সে দিন রাজপুর গাজীপুরপ্রভৃতি গ্রামের অধিকাংশ ব্যক্তিকে এক নূতনবিধ নিয়মানুসারে ট্যাক্স দিতে হইয়াছে। ইহাদিগের নিকট বিল পর্য্যন্ত আইসে নাই; কিন্তু এক বারে ওয়ারেণ্ট আসিয়া উপস্থিত হয়, যিনি বিল আদায় করেন, তিনি স্বীয় বাটীতে যাইবার সময় (তাঁহার বাটী এই অঞ্চলে) পথিমধ্যে যাহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহাকে এক বার চক্ষুলজ্জায় টাকার কথা বলিয়াছিলেন মাত্র। কেহ কেহ "অমুক দিন আইস" বলিয়া কড়ার করিলেন কিন্তু বিল আদায়কারী মহাত্মা স্বচ্ছন্দে বাটীতে গিয়া নিদ্রা গেলেন। কিন্তু দিনপরে আফিসে গিয়া কর্ত্তব্যসাধন হইল বলিয়া বিলগুলি প্রত্যর্পণ করিলেন দিকে প্রজাদিগের নিকটে একবারে ওয়ারেণ্ট আসিয়া উপস্থিত হইল। ইঁহারা কিছুই জানিলেন না। কিন্তু এক্ষণে তাঁহাদিগকে কার্য্যক্ষতি করিয়া স্বয়ং গিয়া বা পয়সা দিয়া অন্য লোকদ্বারা ট্যাক্সের টাকা আফিসে জমা দিয়া আসিতে হইল। কি আশ্চর্য্য! গবর্ণমেণ্ট কি আর ভাল লোক পান না?

১৮ ই এপ্রেল } শ্রীঃ—
১৮৮৮

—:০:—

## মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু নবীনকৃষ্ণ পালিত — মেদিনীপুর
১২৯৫ জৈষ্ঠ হইতে ৭৬ বৈশাখ — ১৩
" " প্রাণকৃষ্ণ কেশ — চোরবাগান
১২৯৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র — ১০
" " শিবচন্দ্র সরকার — কীর্ণহার
১২৯৫ আষাঢ় হইতে ৭৬ জ্যৈষ্ঠ — ১৩
" " ধনপতি সিংহ রায়বাহাদুর জিয়াগঞ্জ
১২৯৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র — ১৩
প্যারীমোহন সেন — কটক
১২৯৫ বৈশাখ হইতে আষাঢ় — ৩৮

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ভব
" মুন্সি তহব্বর আলী আলীপুর
শ্রীমতী রানী শ্যামাসুন্দরী দেবী শ্রী
১২৯৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র

—:০:—

## সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা, যাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, যাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৮০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি, মনিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতম যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে পত্র লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ডাকঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ৷০ আনা তাহার পর ৵১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ

—৪৬—

ম ভাগ। ২৬ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

মুল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০ অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা। } সন ১২৭৫ ২৩এ বৈশাখ। ১৮৬৮ ৪ ঠা মে { মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক টাকা ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক



## বিজ্ঞাপন।

### বিক্রয়ার্থ।

...রডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ ১৯ নং ...া বাগান।

### ভাড়া দেওয়ার নিমিত্ত।

...রডেন রীচ ২৪ নং বাটী।

উপরিউক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় ...ত অথবা ভাড়া লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন ...রিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস আরবোথনট এবং কোং

---

### পুরাণপ্রকাশ।

কলিকাতা মৃজাপুর আমহাউসের দক্ষিণ ...প্রকাশ যন্ত্রে পুরাণপ্রকাশনামক সাম... পত্র প্রতিমাসে এক বা দুই খণ্ড করিয়া ...শ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের ...াণ ৮০ অশীতি পৃষ্ঠা। ইহাতে ক্রমশঃ অষ্টা... পুরাণ ও উপপুরাণ বাঙ্গালা অনুবাদসমেত ...টিত করিবার কল্পনা আছে। প্রথমতঃ বিষ্ণু- ... অনুবাদ ও শ্রীধরগোস্বামিকৃত টীকা সমেত ...ত হইতেছে; আগামী ১ লা বৈশাখ বিতরণ ...ম্ভ হইবে। যিনি ইহার গ্রাহক হইতে অভি... ...ন, তিনি কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে ...ার নিকট পত্র ডাকমাশুল ও প্রতিখণ্ডের অগ্রিম ॥০ আট আনা করিয়া পাঠাইবেন। ...রা নিয়মিত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত নহেন, তাঁহা... নিকট প্রত্যেক খণ্ড নগদ ১ এক টাকা ...্য বিক্রয় করা যাইবে।

...ই চৈত্র ...২৭৪। } শ্রী জগন্মোহন শর্ম্মা।

---

সংস্কৃত মেদিনীকোষ দুরূহ শব্দের টীকা- ...ত উত্তম নাগরাক্ষরে যত্নপূর্ব্বক মুদ্রিত হই...তেছে। যিনি গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি ঢাকা কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু সোমনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে বা কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে আমার নিকট পত্র পাঠাইবেন।

১৫ ই চৈত্র ১২৭৪ সংস্কৃত বিদ্যালয়। } শ্রীজগন্মোহন শর্ম্মা।

—:০:—

### অভিধান।

| | |
|---|---|
| শব্দাম্বুধি | ২॥০ |
| শব্দার্থপ্রকাশিকা | ৩ |
| শব্দসিন্ধু | ২ |
| শব্দার্থমুক্তাবলী | ৭ |
| শব্দার্থরত্নমালা | ৫ |
| শব্দার্থপ্রচারিকা | ৩ |
| প্রকৃতিবাদ | ৫ |
| **সংস্কৃত পুস্তক** | |
| রঘুবংশ সটীক | ৮ |
| উত্তর নৈষধচরিত | ৩॥০ |
| ভট্টিকাব্য | ৪০ |
| অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব | ৩১ |
| দশরূপক | ১৸৵ |

কলিকাতা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট ১৭৭ নং } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পুস্তকবিক্রেতা।

—০—

নিম্নলিখিত সংস্কৃত পুস্তকদ্বয় দেবনাগরাক্ষরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। মাসত্রয়মধ্যে গ্রহণ করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে প্রাপ্ত হইবে।

কালিদাসকৃত কুমারসম্ভব উত্তর খণ্ড সম্পূর্ণ মুলমাত্র মূল্য ॥০ আট আনা।

ভারবিকৃত কিরাতার্জ্জুনীয় সম্পূর্ণ মুলমাত্র মূল্য ॥০ আট আনা।

কলিকাতা সংবাদ জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্র নিম... ষ্ট্রিট ৩২ সংখ্যক ভবন।

১৪ ই বৈশাখ ১২৭৫। } শ্রীভুবনচন্দ্র বসা...

—০—

কলিকাতা সংস্কৃত লাইব্রেরী ও কা... ষ্ট্রিট ১১ সংখ্যক ভবনে শ্রীযুক্ত বরদা... মজুমদারের পুস্তকালয়ে, শ্রীযুক্ত বাবু দে... কুমার রায় চৌধুরী প্রণীত " তত্ত্বপ্র... বিক্রীত হইতেছে।

বারুইপুর ৫ ই চৈত্র ১২৭৪। } শ্রীরাজমোহন বা... অধ্যক্ষ।

—:০:—

সোমপ্রকাশযন্ত্রালয়ে কেস ও ফ্রেম ... নানাপ্রকার দেবনাগর অক্ষর বিক্রয়ার্থ ... যাঁহার প্রয়োজন হয়, তিনি কলিকাতা স... কালেজে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূ... নিকটে অনুসন্ধান করিলে বিশেষ ... জানিতে পারিবেন।

---

### রাণীগঞ্জ পটারি কোং লিমিটেড।

রেজিষ্টারি করিবার সার্টিফিকেট পাইল।

ঐ কোম্পানির বিসনরেস্থিত ৫ নং ভ... উহার নমুনা দেখিতে পাওয়া যায় এব... কাহার প্রয়োজন হয় ঐ আফিসে অনুস... পাঠাইয়া দিবেন।

---

নলদময়ন্তী নাটক যাহা ইংরাজী... মুদ্রিত বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত; মূল্য ১...

কলিকাতা যোড়াসাঁকো ৬৪ নং } শ্রী প্রতাপচন্দ্র...

[illegible]মিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোল[illegible] [illegible] কোম্পানির দোকানে [illegible] [illegible] নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি [illegible]

| | |
|---|---|
| [illegible] | মূল্য |
| [illegible] | ১ টাকা |
| [illegible] | ১ " |
| [illegible] ব্যাকরণ | ।০ |
| [illegible] ( ১ম ভাগ ) | ৶ |
| [illegible] ( ২য় ভাগ ) | ৶ |
| [illegible] | |
| [illegible] ব্যাকরণ | ৶ |

শ্রী[illegible] শর্ম্মা।

——:০:——

[illegible] বাঁধিয়া [illegible] নামে একখানি স্বৃবিস্তীর্ণ [illegible], যাহাতে প্রাকৃত ও [illegible] শব্দ [illegible] সকল শব্দেরই লিঙ্গভেদ ও [illegible] উত্তর ও শব্দের উত্তর তদ্ধিত এবং [illegible] হইতে নানাবিধ প্রত্যয়ান্তর প্রায় ৭৫, [illegible] হাজার শব্দ সংগ্রহপূর্ব্বক ৮৬৮ পৃষ্ঠায় [illegible] হইয়াছে, যাঁহাদিগের প্রয়োজন হইবে, [illegible] বটতলা ২৩৪ নং পুস্তকালয়ে ও জোড়া [illegible] ৬৪ নং শ্রী[illegible]চন্দ্র রায়ের নিকট [illegible] করিলে প্রাপ্ত হইবেন। মূল্য [illegible] ডাকমাসুল ।৶ আনা। যদি কেহ এককালে [illegible] কাপী লন তবে তাহাকে ১২ টাকা [illegible] কমিসন দেওয়া যাইবে।

বিক্রেতা শ্রী[illegible] ঘোষ।

——:০:——

## নদিয়ার নদী।

[illegible] ৬৮ সালের এপ্রেল মাসের ১২ ই হইতে [illegible] এ পর্য্যন্ত ভাগিরথীনদীর [illegible] জলের সাপ্তাহিক রেপোর্ট।

| স্থানের নাম | ফুট | ইঞ্চ |
|---|---|---|
| [illegible] উপর [illegible] | ২০ | " |
| [illegible] | ১১ | " |
| [illegible] জঙ্গিপুর (১৩॥ মাইলমধ্যে) | ০—— | " |
| [illegible] হইতে বহরমপুর (৫৬ মাইল) মধ্যে | ০—— | ৬ |
| [illegible] হইতে কাটোয়া (৫০ মাইল) মধ্যে | ০—— | " |
| [illegible] নবদ্বীপ (২৬ মাইলের মধ্যে) | ৩—— | ৯ |

[illegible] ৮৬৮ [illegible] এপ্রেল তারিখে বহরমপুর গঙ্গাঘাটের জলের মাপ " ফিট ইঞ্চি ৮——০

বহরমপুর ২২এ এপ্রেল ১৮৬৮। } এক্‌জেকিউটিব ইঞ্জিনিয়রবহর মপুর ডিবিজন

## সোমপ্রকাশ।

২১এ বৈশাখ সোমবার।

### গুরুট্রেণিঙ ইনস্পেক্টরদিগের স্বাধীনতালোপচেষ্টা।

সচরাচর মানুষের এই স্বভাব দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহার যে গুণ থাকে, তিনি যদি অন্য ব্যক্তিতে সেই গুণ দেখিতে পান, যার পর নাই আহ্লাদিত হন এবং সেই গুণের উন্নতিসাধনবিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হইয়া থাকেন। কিন্তু ভারত বাস্ত ইংরাজদিগের অধিকাংশের ইহার বিপরীত স্বভাব দৃষ্ট হইতেছে। তাঁহারা স্বাধীন দেশজাত ও স্বাধীনতা প্রিয় হইয়াও অন্য ব্যক্তিতে স্বাধীনভাব দেখিতে পারেন না। এদেশীয় রাজাদিগের স্বাধীনতা তাঁহাদিগের চক্ষুঃশূল হইয়াছে। এদেশীয়েরা যদি সিবিল সর্ব্বান্ট পদ প্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগকে অনেক কাজ স্বাধীনভাবে করিতে দিতে হইবে; এই ভয়ে উক্ত মহাপুরুষেরা প্রাণপণে সিবিল সর্ব্বিসের দ্বারবোধের চেষ্টা পাই তেছেন। যে দুই একটী পদে এদেশীয় দিগের কিঞ্চিৎ স্বাধীনতাগন্ধ আছে, তাহারও লোপচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। আমরা শুনিয়া দুঃখিত ও বিস্মিত হই লাম, বাঙ্গলা ভাষার উন্নতিসাধনার্থ যে দুই জন গুরুট্রেণিঙ ইনস্পেক্টর নিয়োজিত হইয়াছেন, যাঁহারা এত দিন স্বাধীন ভাবে ও সুন্দররূপে কাজ করিয়া আসি তেছেন, আজি কালি তাঁহাদিগকে ইংরাজ ইনস্পেক্টরদিগের অধীন করি বার প্রস্তাব চলিয়াছে। এটি অদ্ভুত প্রস্তাব। ইহাদ্বারা রাজপদলব্ধে স্বাধীনতালিপ্সু বাঙ্গালিদিগকে কেবল যে ভগ্নোৎসাহ করা হইবে এরূপ নয়, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও কাশীকান্ত [illegible]পাধ্যায় হইতে গুরুট্রেণিঙ স্কুলের [illegible] কিছু কাজ হইতেছিল, তাহারও ব[illegible] জন্মিবে। সাহেবেরা সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া [illegible]মান করেন; কিন্তু আমাদিগের [illegible] সে অভিমানের প্রকৃত কারণ নাই। [illegible]বেরা বাঙ্গলা ভাষায় অনভিজ্ঞ, এদে[illegible] লোকের মনের ভাবপ্রভৃতিও অ[illegible] নহেন। অতএব তাঁহারা যে এ দে[illegible] অবস্থাজ্ঞ ও ভাষাজ্ঞ ব্যক্তিদি[illegible] অপেক্ষা উৎকৃষ্টরূপে কার্য্য সম্প[illegible] করিতে পারিবেন, তাহা কোন ক্রমে [illegible]বিত নহে। আমরা জানি, অনেক মি[illegible] বাঙ্গলাবিদ্যালয় কেবল মিসনরি[illegible] বন্দোবস্তের দোষে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া অ[illegible] হইয়া আছে, কোন কোনটী বা উ[illegible] গিয়াছে। গুরুট্রেণিঙ ইনস্পেক্টরদি[illegible] ইংরাজ ইনস্পেক্টরদিগের অধীন [illegible] রাখিলে গুরুট্রেণিঙ পাঠশালাও[illegible] উন্নতিপথ রুদ্ধ হইবে। আমরা যে এই [illegible] কহিতেছি, তাহার আর একটী কারণ[illegible] অনেকের এরূপ স্বভাব আছে, তাঁ[illegible] স্বাধীন অবস্থায় কার্য্যে যেরূপ দ[illegible] এবং বুদ্ধি ও ক্ষমতার পরিচয় [illegible] পারেন, পরাধীন হইলে সেরূপ প[illegible] না। পরাধীন হইলে বোধ হয় যেন [illegible]দিগের বুদ্ধিবিদ্যাপ্রভৃতি সমুদায় [illegible] হইয়া যায়। ভূদেব ও কাশী বাবু[illegible] সেই দলের হন, তাঁহারা এক্ষণে [illegible] ক্ষমতাপ্রদর্শন করিতেছেন, [illegible] হইলে কোন ক্রমেই তাহা দেখা[illegible] পারিবেন না।

কি নিমিত্তই বা এরূপ প্রস্তাব [illegible] তাহাও ত আমরা বুঝিতে পারি[illegible] না। শুনিলাম, গুরুট্রেণিঙ[illegible] এক্ষণে যেরূপ ব্যয় হইতেছে, [illegible] সেইরূপ হইবে; এখন যেরূপ কা[illegible]তেছে, তখনও সেই রূপে চলিবে।

উপসর্গ কেন? যে কিছু কার্য্য হইতে
ন, তাহার ব্যাঘাত করা কেন?
তারা কি অসঙ্গত ও অপরিমিত ব্যয়
বেন? তাহার ত একটী নিয়ম করিয়া
লই চলিতে পারে। ডিরেক্টরও ত
্মিয় শাস্ত্রী আছেন। তবে এ কাণ্ড
হইতেছে কারণ কি?

ও দিকে লার্ড বিশপ ও লঙ্ সাহেব
ভৃতি বাঙ্গলা ভাষার উন্নতিচেষ্টা
তেছেন, এ দিকে বাঙ্গালিদ্বেষী মহো
রা বাঙ্গালিদিগের যে কিছু স্বাধী-
আছে, তাহার বিলোপচেষ্টা পাই
ছেন; কিন্তু এ উভয় চেষ্টা পরস্পর-
াধিনী। যাঁহারা বাঙ্গালিদিগের স্বাধী
লোপচেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা
বুঝিতে পারিতেছেন না যে,
লা ভাষার যত উন্নতিচেষ্টা করা
, উন্নতির যত পথ আবিষ্কৃত করা
, যত সদুপায় সংবিধান করা হউক,
ং বলপরিমাণে বাঙ্গালিদিগকে
নতা প্রদত্ত না হইবে, তাবৎ সে
য় চেষ্টা ফলোপধায়িনী হইবে না।
হাস যদি প্রমাণ হয়, স্পষ্টাক্ষরে
তে পারা যায়, কোন জাতিরই পরা
বস্থায় ভাষার সম্যক্ উন্নতি হয় নাই।
ত ইহাই প্রতীয়মান হইবে, যে
র স্বাধীন কালে ভাষার যে
হইয়াছিল, পরাধীনতাকালে তাহা
হিত হইয়াগিয়াছে। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা
য়ে যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন,
এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাই
।

াধীনতাদ্বারা কি কি ফল উৎ
ত হয়, সর্ব্বাগ্রে তাহা বর্ণিত
ছে। "স্বাধীনতা বাণিজ্যের
, ধনের প্রসূতি, জ্ঞানের প্রসূতি ও
ক সদ্গুণের প্রসূতি। (১)" যে
র লোকের কোন বিষয়ে স্বাধীন ভাব

নাই, তথায় প্রায় অসামান্য বুদ্ধি বিদ্যা
ও ক্ষমতাসম্পন্ন লোক জন্মগ্রহণ করেন
না। তাদৃশ অধিকসংখ্যক লোকের জন্ম
পরিগ্রহ ব্যতিরেকেও ভাষার উন্নতি
লাভ সম্ভাবিত নহে। এক জন ইতিহাস
লেখক কহিয়াছেন, "গ্রীকদিগের একটী
কথা আছে, (২) মানুষের ভাষা
মানুষের জীবনের সদৃশ। এই বাক্যটী
রোমের ইতিহাসদ্বারা সমর্থিত হইয়াছে।
লাটিন ভাষার যে বিকার উপস্থিত হয়,
তাহা ঐ জাতি যে আলস্য ও অবসাদে
মগ্ন হয়, তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল।
সাম্রাজ্যের প্রথম আরম্ভে ঐ জাতির
মাতৃভাষার অনুশীলন উপেক্ষিত এবং
গ্রীকভাষা বিলাসী ব্যক্তিদিগের আদৃত
হয়। উঁহারা গ্রীকশিক্ষকদিগের দ্বারা
নিজ নিজ সন্তানের শিক্ষাকার্য্য সম্পাদন
করেন। নানা দিগ্দেশ হইতে যে অধি
কসংখ্য দাস ও বিদেশীয় ব্যক্তি রোমে
আগমন করে, তাহারা এই ভাষাবিকারের
প্রতি অল্প সাহায্য করে নাই। ভাষার
যে প্রসাদ গুণ ছিল, তাহা অন্তর্হিত
হইয়া যায় এবং লোককে সমুত্তেজিত করি
বার আশয়ে লিখিবার ও বক্তৃতা করি
বার ইচ্ছা জন্মিবাতে কেবল কতকগুলি
আড়ম্বরপূর্ণ অসার শব্দের সৃষ্টি হয়।
আমরা নিরোর সময়ে ঐ সকল শব্দের
সৃষ্টি দেখিতে পাই।"

"অগষ্টসের রাজত্বকালে রোমক-
দিগের সাহিত্য বিদ্যার উন্নতির পরা
কাষ্ঠা হয়; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই
উহার হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। সাম্রাজ্য
সংস্থাপিত হওয়াতে স্বাধীন প্রকার
বক্তৃতাশক্তির শেষ হইয়া যায়, তদবধি
বাগ্মিতা কেবল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও প্রশংসা
দিতে পর্য্যবসিত হয়। টাইবিরিয়সের
সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে
সাহিত্যশাস্ত্রের উন্নতির অবস্থা হ্রাস

হইয়া আইসে। রুচিবিপর্য্যয়
হয়; এ দিকে শাসনকর্তার অত
ওদিকে প্রজাদিগের ধর্ম্মনীতি
বুদ্ধিবৃত্তির উদয় পথ রুদ্ধ করিয়া
পুস্তকালয় ও বিদ্যালয় স্থাপন ও
ভুক্ শিক্ষকনিয়োগদ্বারা উহার সং
ধন হইল না।"

রোমে যখন সাধারণতন্ত্র প্র
ছিল, তখন লাটিন ভাষার বি
উন্নতি হইয়াছিল। অনন্তর সা
তন্ত্রের যেমন লোপ হইল, অমনি
রও হ্রদশা উপস্থিত হইল। এত
স্পষ্টপ্রতীয়মান হইতেছে, বাঙ্গলা ভ
উন্নতি বাঙ্গালিদিগের স্বাধীনতাসা
অতএব আমাদিগের বক্তব্য
যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি
নের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহাদি
কর্ত্তব্য, বাঙ্গালিদিগের যে অংশে
কিছু স্বাধীনতা আছে, তাহার
চেষ্টা না করিয়া যত দূর সম্ভব স্বাধী
প্রদানে যত্নবান হন। বাঙ্গালিদি
দীর্ঘ কালের পরাধীনতাই কি ইহ
গেরআলস্য ও অবসাদের আন
প্রধান কারণ নয়?

—:০:—

তুলীর কর হইতে পুস্তকের বায়
করা উচিত কি না।

এ দেশে যত প্রকার মিউনিসি
আইন হইয়াছে, তাহার একটী
যে সর্ব্বসাধারণে সন্তুষ্ট নহেন,
বারংবার প্রকাশিত হইয়াছে। মি
নিসিপালিটীসমূহের কার্য্য ও কর
প্রণালী কিছুতেই লোকের সন্তোষস
করিতে পারিতেছে না। এই অস
গের যুক্তিসিদ্ধ কারণ আছে। স্থা
কর যে প্রয়োজনীয়, তাহা সক
কেই স্বীকার করিতে হইবে। ঐ
প্রদান করিতেও লোকের তত অসন্তো
জন্মে না; কিন্তু করস্থাপন,

(১) সর জেম্স ম্যাকিন্টসের স্পীচ।

(২) লেয়নার্ড স্মিজপ প্রণীত রোম ইতিহাস

াদায়ের পর ব্যয়ের প্রণালীই
কর নিতান্ত অসুখকর হইতেছে।
নিসিপালিটিসমূহ স্থানীয় কর্মচারী
র খাদাধরামাত্র। তাঁহাদিগকে
িত টাকা সংগ্রহ করিতে বলা
তাহা করিলেই তাঁহাদিগের
াবর শেষ হয়। তাঁহারা যথেচ্ছা-
হইয়া সঙ্গতি অসঙ্গতি বিবেচনা
িয়াই করস্থাপন করেন। এই কর
ের সময়েও আবার অতিশয় অত্যা
হয়। মিউনিসিপাল করে যত টাকা
য় হয়, দরিদ্রগণকে ... সংগ্রাহকদি
তাহার তুল্যপরিমাণ টাকা দিতে হয়।
নিসপালকরের ব্যয়নিবন্ধনই লোকের
পেক্ষা অধিক অসন্তোষ হইতেছে।
ক যে টাকা দেন, তাহার সদ
দেখিলে তত দুঃখিত হন না।
মিউনিসিপাল করের ব্যয় সেরূপ
তেছে না। যেমন ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেন্ট
রিক্ত সৈনিকদিগের ব্যয়ভার ভার
ের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়া ইংলণ্ডের
ব্যয়ের সমতা রক্ষা করেন, সেই
র ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট পুলিসের
স্থানীয় করদাতার স্কন্ধে নিক্ষেপ করি
ন। সকল স্থানেই স্থানীয় কর পুলিসে
ানিত হইতেছে। এইটী সাধার
অসন্তোষের প্রধান কারণ হইয়াছে
বিদেশীয় শত্রুর আক্রমণ নিবারণ
ত যে প্রকার সৈন্য আবশ্যক, সেই
র অভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার নিমিত্ত
সের প্রয়োজন হইতেছে। লোকে নিরা
আপন আপন জীবন ও সম্পত্তি
করিতে পারেন এবং কোন ব্যক্তি
াক তাঁহাদিগকে তাহা হইতে
ত করিতে সমর্থ না হয়, এই নিমি
পুলিসের সৃষ্টি হইয়াছে। বিদেশীয়
ন ... ন্যায় চোর, ডাকাইত
দুরাত্মাদিগের হইতে দেশবাসীদি
রক্ষা করা ভারতীয় গবর্ণমেন্টের

অবশ্য কর্তব্য কর্ম। কিন্তু যেমন সৈনিক
ব্যয় স্থানীয় কর হইতে করা সঙ্গত
হয় না, তদ্রূপ পুলিসের ব্যয়ও স্থানীয়
কর হইতে করা বিধেয় নহে। যে কর
দ্বারা লোকের মূল ধন ক্ষয় হয়, তাহা
পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষীয়
গবর্ণমেন্ট যখন জমীদার ও গবর্ণমেন্টের
কাগজের অধিকারীদিগকে লাইসেন্স
কর হইতে মুক্ত করেন, তখন এই মূল
নিয়ম স্বীকার করিয়াছেন। বণিক্‌গণ
যেমন লাইসেন্স কর দিতেছেন, তেমন
তাঁহাদিগের জাহাজ ও দ্রব্যাদি রক্ষার্থ
চতুর্দ্দিগে প্রহরী ও সমুদ্রে রণতরি রহি
য়াছে। তদর্থ তাঁহাদিগের নিজের ব্যয়
হইতেছে না। ইংলণ্ডে দরিদ্রদিগের
নিমিত্ত স্বতন্ত্র কর আদায় হয়। আপা
ততঃ ইহাকে এক প্রকার ক্ষতি
বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা
করিয়া দেখিলে ইহাতে লাভ আছে।
প্রত্যহ ৫। ৭ জনকে ভিক্ষা দিতে হইলে
অনেক পড়িয়া যায়; কিন্তু এক বার কর
দিলে আর সেই অতিরিক্ত ব্যয় করিতে
হয় না; অনাথগণ দ্বারে দ্বারে না
ফিরিয়া প্রানন্ত অতিথিশালাতেই গমন
করে এই প্রকার যে কর দিয়া প্রজার
লাভ হয়, তাহাই যথার্থ যুক্তিসিদ্ধ কর।
কিন্তু যাহাতে লাভ নাই, সেরূপ কর
দ্বারা কেবল লোকের আয় কমা
ইয়া তাঁহাদিগকে দরিদ্র করা হয় মাত্র।

উত্তরাধিকারের করও এই শ্রেণিভুক্ত।
এক ব্যক্তি পিতার মৃত্যুর পর এক লক্ষ
টাকা পাইলেন। গবর্ণমেন্ট তাহার শত
করা পাঁচ টাকা কর লওয়াতে উহা হইতে
৫০০০ টাকা কমিয়া গেল। আবার কয়েক
মাসের পর তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে তদীয়
পুত্র উত্তরাধিকারী হইলেন, তাঁহাকেও
ঐ প্রকার কর দিতে হইল। এইরূপে
কয়েক জন উত্তরাধিকারী হইলেই সম্পত্তি
নিঃশেষিত হইয়া গেল। স্থানীয় কর

হইতে পুলিসের কর প্রদানও ঐ প্রক
স্থানীয় করের অধিকাংশই বাটী হই
আদায় হয়। সকলেই অবগত আছে
কয়েকটী প্রধান নগরভিন্ন এ দেশে
প্রায় কোন স্থানের লোকেই বাটী ভ
দিয়া দিনাতিপাত করেন না। ভারত
যাঁহমাত্রেই সর্ব্বাগ্রে নিজের একখ
বাটী করেন। ইংলণ্ডের অধিক
লোকে যেমন ভাড়াটিয়া থাকেন, এ দে
সেরূপ প্রথা নাই। মফস্বলে প্রত্যে
ব্যক্তির পৃথক ভদ্রাসন আছে। যাঁ
ইহা নাই, লোকে তাঁহাকে লক্ষ্মীছ
বলিয়া ঘৃণা করে। এইসকল বা
বাৎসরিক ভাড়া ধরিয়া কর আদায়
এই করের অর্থ এই হইতেছে, যে প্রত্যে
ব্যক্তি বাটীর মূল্যের কিয়দংশ সাধ
ের উপকারার্থ প্রদান করেন। ইহ
কোন আপত্তি হইতে পারে
কিন্তু আমরা যখন ঐ কর দিতে
তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদি
লাভ প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। শান্তি
সে লাভ নহে। কোন দস্যু বা
গৃহের দ্বার বা ইট মস্তকে করিয়া
যায় না। তবে কিসে লাভ হইতে পা
যদি এই কর গ্রাম ও নগরের শো
বৃদ্ধি ও নর্দ্দমা পরিষ্কারপ্রভৃতি
সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার্থ ব্যয়িত হয়,
হইলে লোকে লাভজ্ঞান করেন।
পীড়া হইলে চিকিৎসার নিমিত্ত অ
ব্যয় হয়। যদি করপ্রদাননিবন্ধন
কমিয়া যায়, তাহা হইলে এক বিষয়ে
বাঁচিয়া গেল। ফলতঃ গ্রাম ও ন
শোভাবৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যরক্ষাই স
স্থানীয় করের প্রধান উদ্দেশ্য।
বের জন্য স্থানীয় কর ব্যয় ক
কি এ উদ্দেশ্য সাধিত হয়? গবর্ণ
লাইসেন্স কর লইতেছেন; নানাবিধ
লইতেছেন; সম্পত্তির মকদ্দমার
ষ্টাম্প কর লইতেছেন; চিরস্থায়ী ব

বস্তের সময়ে পুলিষের জন্য পৃথক শত
করা এক টাকা কর লইতেছেন; তথাপি
স্থানীয় কর হইতে পুলিষের ব্যয় নির্ব্বাহ
চেষ্টা পাওয়া কেন ?

সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট ও এতদ্দে-
শীয় কর্ম্মচারিগণ।

গত ১৯ এ আগষ্ট গবর্ণর জেনেরল
এতদ্দেশীয়দিগকে শাসনসম্বন্ধে উচ্চতর
দ দিবার যে প্রস্তাব করেন, সম্প্রতি
র ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট তদ্বিষয়ে এক
ত্র লিখিয়াছেন। সর জন লরেন্স যখন
ই প্রস্তাব করেন, তখন সর্ব্ব সাধারণে
হাতে দুটী দোষ দর্শন করিয়াছিলেন।
থম, তিনি কেবল নিয়মবহির্ভূত প্রদে
র কর্ম্মচারীদিগের প্রতিই দৃষ্টিপাত করি
ছিলেন। দ্বিতীয়, তিনি বলিয়াছিলেন,
ধীন ইউরোপীয়দিগের সহিত ব্যবহার
া ভারতবর্ষীয়দিগের পক্ষে সহজ নহে।
তএব যেসকল স্থানে ইউরোপীয় অধি-
সী বা ভ্রমণকারীর সংখ্যা অধিক,
খানে যেন এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারী না
কেন। সর জন লরেন্সের এই বাক্য
া স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে,
শলক্রমে এদেশীয়দিগকে উচ্চপদ
ত বঞ্চিত রাখাই তাঁহার অভিপ্রেত।
দেশে বাণিজ্যবৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ
রোপীয়দিগের সংখ্যাবৃদ্ধি হইবে;
রাং যেমন ইউরোপীয়েরা অগ্রসর
ত থাকিবেন, এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারি
ক তেমনি ক্রমশঃ বন্য ও পর্ব্বতীয়
শে গমন করিতে হইবে। পরিশেষে
দিগের আর কোন উচ্চপদলাভের
বনা থাকিবে না। রাজনীতি
র ইউরোপীয়দিগের সহিত এত
ীয়দিগের সমান ক্ষমতা হয়, আর
য় গবর্ণমেণ্ট প্রায় ২৫ বৎসরকাল
চেষ্টা পাইয়া আসিতেছিলেন;

কিন্তু এক্ষণে সর জন লরেন্স শাসনকর্ত্তা
হইয়া তাহার বিপ্লাবনে উদ্যত হইয়াছেন।

যাহা হউক, এক্ষণে তাঁহার এই সকল
অসঙ্গত অভিপ্রায় যে সিদ্ধ হইবে না,
তাহার লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। গবর্ণর
জেনরলের ১৯ এ আগষ্টের প্রস্তাব
সম্বন্ধে সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট যে পত্র
লিখিয়াছেন, তদ্দ্বারা উহার প্রতি এক
অংশে সাক্ষাৎসম্বন্ধে অপর অংশে
ইঙ্গিতে দোষারোপ করা হইয়াছে। উপ
যুক্ত ভারতবর্ষীয়দিগকে উচ্চতর পদ
প্রদান করা উচিত বলিয়া সর জন
লরেন্স যে স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে
সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট আহ্লাদিত হইয়া
ছেন। তিনি বলেন, "এই প্রস্তাবটী দ্বারা
উৎকর্ষের দিকে অগ্রসর হওয়া হইয়াছে;
কিন্তু আমার মতে কেবল নিয়মবহির্ভূত
প্রদেশে ভারতবর্ষীয়দিগকে উচ্চ পদ
প্রদানের নিয়ম করিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে
না; নিয়মানুগত প্রদেশেও এতদনুসারে
কাজ করিবার অনেক পথ আছে। আইনে
নির্দ্ধারিত হইয়াছে, যাঁহারা প্রতিযোগিতা
র পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন, তাঁহারাই শাস
নের গুরুতর কার্য্যভার পাইবেন; কিন্তু
কার্য্যতঃ তাহা হইতেছে না। যেসকল
পদ কেবল সিবিলিয়ানদিগের নিমিত্ত
রহিয়াছে, তাহার সমান বেতনের কতক
গুলি অচিহ্নিত পদ আছে। এ গুলির
উপরে ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা ভারত
বর্ষীয়দিগের অধিকতর স্বত্ব আছে; তবে
এপর্য্যন্ত এই শেষোক্ত পদগুলি কেবল
ইউরোপীয়দিগকেই দেওয়া হইতেছে
কেন? ইউরোপীয়েরা যতই উপযুক্ত
হউন না কেন, তাঁহারা ত রীতিমত
পরীক্ষা দিয়া ঐ সকল কাজ প্রাপ্ত হন
নাই। এ গুলিতে ভারতবর্ষীয়দিগের ন্যায়
ইউরোপীয়দিগের যে স্বাভাবিক স্বত্ব
নাই, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে
হইবে; সুতরাং তাঁহারা কোন ক্রমেই

বাসীদিগকে সেই স্বত্ব হইতে
করিতে সমর্থ নহেন। এক্ষণে যে
ইউরোপীয় এইসকল উচ্চতর অ
পদে রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্র
যথোচিত অনুগ্রহ প্রদর্শন করা
তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু উপযু
সচ্চরিত্র ভারতবর্ষীয়গণ যে ভবি
কেন এইসকল পদ পাইবেন না,
তাহার কোন যুক্তিসিদ্ধ কারণ
করিতেছি না। অতএব আমি আশা
মহাশয় নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের
নিয়মানুগত প্রদেশেও ভারতব
দিগকে উচ্চতর পদ প্রদান করিবেন

সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোটের এই
দ্বারা দুটী অভিপ্রায় প্রকাশ করা
য়াছে। প্রথম, সর জন লরেন্স জাতি
করিয়া যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন ক
তাহা পরিত্যাগ করিতে বলা হইয়া
দ্বিতীয়, তিনি নিয়মানুগত প্র
সমূহের এতদ্দেশীয় বিচারপতিদি
কিঞ্চিৎ বেতনবৃদ্ধি করাই যে উন্ন
পরা কাষ্ঠা স্থির করেন, তাহা স্প
রূপে অবিচার বলিয়া উল্লেখ
হইয়াছে। বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব্ব প্রধ
বিচারপতি সর আরস্কিন পেরি এব
ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা সর রবার্ট ফি
ও গবর্ণর জেনরলের উক্ত রাজনীতি
প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। ভার
বর্ষস্থ ইউরোপীয়দিগের এতদ্দেশী
বিচারপতির নিকটে বিচার হ
এ ইচ্ছা নাই। যদি অনুধাবন করি
দেখা যায় এই অনিচ্ছাটী কুসংস্কা
ও জাতিবৈরমূলক প্রতীয়মান হইবে
সন্দেহ নাই। অতএব শাসনকর্ত্তা
এই কুসংস্কারের উত্তেজনার্থ রাজ
নীতিপরিবর্ত্ত করা নিতান্ত অন্যায়
যদি ভারতবর্ষ কয়েক জন ইউরোপী
ব্যবসায়ী ও ইংরাজ কর্ম্মচারীর পৈতৃ
খাস তালুক হইত; যদি তাঁহাদিগের

জ্ঞনই এদেশশাসনের এক মাত্র
া হইল; তাহা হইলে সর জন লরে
প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত হইত সন্দেহ
যেসকল ইংরাজ ফ্রান্স আর
ইটেড ষ্টেটে থাকিয়া বাণিজ্য
. তাঁহারা কি বলিতে পারেন,
নে তাঁহাদিগের মধ্যে অধিক
নে ফরাশী ও আ বিচার
থাকিতে পারিবেন না। ভারতবর্ষ
ণ্ডের অধীন বটে; কিন্তু শাসন ও
রসম্বন্ধে যেসকল ইংরাজ এ দেশে
সবেন, তাঁহাদিগকে এদেশের কার্য্য
লীর অধীন হইতে হইবে।
দ্দেশীয়দিগকে শাসন ও বিচার
ধ্য প্রধান পদ প্রদান করাই গবর্ণমে
উচিত রাজনীতি। যেসকল ইউ
পীয়ের এতদ্দেশীয় বিচারপতির
টে অপরাধের বিচার হইবার অনিচ্ছা
তাঁহারা অচিরাৎ ভারতবর্ষ পরি
গ করুন। ঐ সকল অপদার্থ ব্যক্তির
ংস্কার,নবন্ধন কি আমাদিগের
ক্তিসাধারণ স্বত্বের লোপ হইবে?
দ্যাশিক্ষা ও ডাক ঘরপ্রভৃতিতে
তকগুলি করিয়া উচ্চ বেতনের পদ
ছে; কিন্তু প্রায় কোন এতদ্দেশী
কেই তাহাতে নিযুক্ত করা হইতেছে
। কোন্ এতদ্দেশীয় এপর্য্যন্ত বিদ্যাল
র ডিরেক্টর হইয়াছেন? এক জন সামান্য
উরোপীয় সার্জেণ্ট অনায়াসে এক্জি
কউটিব ইঞ্জিনিয়র হইতেছেন। কিন্তু
শ, শিক্ষা, ভদ্রতাপ্রভৃতি সকল বিষয়ে
উৎকৃষ্ট হইয়াও এক জন এতদ্দেশীয় সে
পাইতেছেন না। এক জন এতদ্দেশীয়
ালার গবর্ণমেণ্টের পোষ্ট মাষ্টার জেন
রল হইলে দুই মাসের মধ্যে পত্রচুরি
বন্ধ হয়। কিন্তু কেবল গবর্ণমেণ্টের কুসং
স্কারনিবন্ধন কোন এতদ্দেশীয়ই এই
পদ পাইতেছেন না। গবর্ণমেণ্টের আফিস
সমূহের রেজিষ্টরের পদে যেসকল
ফিরিঙ্গি ও ইউরোপীয় নিযুক্ত থাকেন,
তাঁহারা প্রায়ই অশিক্ষিত সাক্ষী গোপাল
মাত্র; ঐসকল আফিসের যে কিছুই
কাজ তাহা এতদ্দেশীয় কেরাণীদিগের
দ্বারাই সম্পাদিত হয়। তথাপি এদেশীয়
দিগকে রেজিষ্টারের পদে নিযুক্ত করা
হইতেছে না। পুলিসের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট
ও ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনরলের পদে
অনেক অচিহ্নিত ইউরোপীয় আছেন;
কিন্তু এসকল পদে অনায়াসে এতদ্দে
শীয়দিগকে নিযুক্ত করা যাইতে পারে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনাণ্ট গব
র্ণর সর উইলিয়ম মুর, সর ষ্টাফোর্ড
নর্থ কোর্টের পূর্ব্বোক্ত পত্রের উল্লেখ
করিয়া বলিয়াছেন, কয়েকটী পদব্যতীত
আর সকল পদই এতদ্দেশীয়দিগের পক্ষে
প্রাপ্য রহিয়াছে। সর উইলিয়ম মুর, সর
জন লরেন্সের শ্রেণীভুক্ত; অতএব
তাঁহার মত যে সর জন লরেন্সের মতের
সমান হইবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয়
নহে। যে সকল পদ কেবল ইউরোপীয়
দিগের প্রাপ্য রহিয়াছে, তৎসমুদায় এক
চেটিয়া করিয়া রাখিবার আবশ্যকতা
কি? আর যেসকল পদ এদেশীয়দিগের
"আইন অনুসারে" প্রাপ্য বলিয়া জ্ঞান
করা হয়, তৎসমুদায় কি কার্য্যতঃ তাঁহাদি
গকে দেওয়া হইতেছে? নামে ত সিবিল
সার্ব্বিসের দ্বারও উদ্ঘাটিত রহিয়াছে;
কিন্তু কার্য্যতঃ কি হইতেছে। ইউরোপীয়
(অন্ততঃ ফিরিঙ্গি) পাইলে গবর্ণমেণ্ট
যে যে পদেও যে এতদ্দেশীয়দিগকে
নিযুক্ত করেন না, এ কথা কোন্ ব্যক্তি
অস্বীকার করিবেন? এই নিমিত্ত সর
ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট পরামর্শপ্রদান
স্থলে এ দেশের শাসনকর্ত্তাদিগকে যে
ভৎর্সনা করিয়াছেন, তাঁহারা তাহার
সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ইংলণ্ডের লোকগণ
এ দেশকে যথার্থ সুখী ও সন্তুষ্ট দেখিতে
চাহেন; তাঁহাদিগের নিকটে জাতিভেদ
ও বর্ণভেদ নাই। তাঁহাদিগের মতে
দেশবাসীদিগের স্বত্বের অপলাপ করিয়া
কয়েক জন স্বার্থপর অচিরস্থায়ী বিদেশী
য়ের কথায় শাসন করা নিতান্ত অধর্ম্ম
তাঁহাদের অভিপ্রায়ানুরূপ কাজ করিলে
দেশে আর কিছুই অসন্তোষ থাকে না
আমরা বোধ করি, অতঃপর দেশীয় শা
সনকর্ত্তৃপক্ষ ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের যথা
অভিপ্রায়ানুরূপ কাজ করিবেন।

—:০:—

লাইসেন্স করসংগ্রহের

নিয়মাবলি।

গত ২৫এ এপ্রেল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমে
ভারতবর্ষীয় গেজেটে লাইসেন্স ক
আদায়ের বিষয়ে যে নিয়মাবলি প্রক
করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট প্রকাশ প
তেছে, এই করনিবন্ধন কোন প্রকার অ
চার না হয় ইহা গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ অ
প্রেত। গবর্ণর জেনরল কালেক্টর
কমিসনরদিগের ক্ষমতা নির্দ্ধারিত করি
কোন্ কোন্ ব্যক্তির নিকটে কর লই
হইবে, কোন্ কোন্ ব্যক্তির নি
লইতে হইবে না ও কি প্রকারে ল
হইবে, তাহা নির্ণয় করিয়া দি
ছেন। যে যে ব্যক্তি করপ্রদান
বেন তাহা স্থির করা; সার্টিফি
প্রদান; করপ্রদান বিষয়ে আপত্তিশ্র
যাঁহারা কর না দিবেন, তাঁহাদিগকে
মিত্ত সম্বাদপ্রদান ও পরিশেষে
দের নামে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে না
এবং বাকী রাজস্বের ন্যায় কর আ
করা কালেক্টরদিগের ক্ষমতায়ত্ত
য়াছে। কমিসনরগণ আপীলশ্রবণ
বেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে
ক্টরকে কমিসনরের এবং কোন
কালেক্টরকে কালেক্টরের সম্পূর্ণ বা

ক্ষমতা এবং আর এক জন ডেপুটী কালে
ক্টরকে অবশিষ্ট ক্ষমতা দিতে পারিবেন।
আমাদের মতে কালেক্টরকে কমিসনরের
ক্ষমতাপ্রদান অনুচিত। আমরা বরাবর
দেখিয়া আসিতেছি, তাঁহারা প্রায় ডেপুটী
কালেক্টরদিগের আজ্ঞার কোন পরিবর্ত
করেন না। কলেক্টর নিজে যে মাজিষ্ট্রে
ট্রেটের স্বরূপ কাহার দণ্ড করিতে পারি
বেন না, এ নিয়মটি অতি উত্তম হইয়াছে।
বর্ণর জেনরল স্পষ্টাভিধানে বলিয়াছেন,
মাজিষ্ট্রেটের নিকটে অর্পণ করিবার
পূর্ব্বে কালেক্টর করপ্রদায়ীকে প্রথমতঃ
নিজ হস্তে পরয়ানা দিবেন, কেবল বাটীতে
সমন রাখিয়া আসিলেই চলিবে না। কিন্তু
এক বিষয়ে আজ্ঞা অতি কঠিন হইয়াছে।
মাজিষ্ট্রেটকে সকল স্থলেই করের দ্বিগুণ
জরিমানা করিতে হইবে; ইহাতে তাঁহার
নিজের কোন বিবেচনা করিবার ক্ষমতা
থাকিবে না। অবস্থাবিশেষে দ্বিগুণ
জরিমানা অতিশয় কষ্টকর হইবে। এ অংশে
মাজিষ্ট্রেটকে অনুগ্রহপ্রকাশের ক্ষমতা
প্রদান না করা অনুচিত হইয়াছে। এ বার
অত্যন্ত প্রয়োজন না হইলে আসেসর
নিযুক্ত করা হইবে না। ১০ আইনের
মকদ্দমার ভার শীঘ্রই কালেক্টরদিগের
হস্তে হইতে যাইবে। অতএব নূতন আসে
সরের প্রয়োজনও দেখা যাইতেছে না।
গত বৎসর সংগ্রাহকদিগকে শত করা
টাকা কমিসন দেওয়া হইয়াছিল,
এবার তাহা রহিত করিয়া অতি উত্তম
কর্ম করা হইয়াছে।

করস্থাপনসময়ে কালেক্টর কেবল
আমলাদিগের উপরে নির্ভর করিতে
পারিবেন না; তিনি স্থানীয় প্রধান লোক
ও ব্যবসায়ীদিগকে সাক্ষী মানিবেন।
করপ্রদায়ী স্বয়ং জবানবন্দী দিয়া
আপত্তি করিতে পারিবেন। কালে
ক্টর যেখানে বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাইবেন,
সেখানে সেই কথাতেই বিশ্বাস করিবেন।

করপ্রদায়ীদিগকে কোন প্রকার কুটিল প্রশ্ন করা হইবে না। এটী অতিশয় যুক্তিসিদ্ধ নিয়ম হইয়াছে। যেসকল কর্মচারী আনুটি ফণ্ডপ্রভৃতিতে টাকা দেন, তাঁহাদিগের সেই টাকা বাদে বেতনের উপরে কর ধার্য হইবে। যাঁহারা আপনার অথবা স্ত্রীর জীবন ইন্সিউর করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরও ঐ টাকা বাদে কর নির্দ্ধারিত হইবে; কিন্তু এ স্থলে কখন শতকরা ১০ টাকার অধিক বাদ দেওয়া হইবে না। ব্যবসায়ীদিগের কর্মচারীর বেতন, বাটীর ভাড়াপ্রভৃতি বাদ দিয়া কর ধার্য হইবে। এগুলি যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে। গবর্ণর জেনরল স্থানীয় গবর্ণমেণ্টসমূহকে অতিরিক্ত নিয়ম করিতে বলিয়া অত্যাচারনিবারণের আরও সদুপায় করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে সকল বিষয়ই কালেক্টরদিগের উপরে নির্ভর করিতেছে। অতএব কালেক্টরগণ সতর্ক হইয়া কাজ করেন ইহাই সকলের প্রার্থনীয়। যে কালেক্টরের নামে অধিকসংখ্যক নালীশ হইবে, তাঁহাকে কোন প্রকার শিক্ষাপ্রদান করা যেন গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি হয়।

উপসংহারকালে আমরা একটী বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। লার্ড ডেলহাউসি সকল বিষয়ে এ দেশের ইউরোপীয়দিগের মনোরঞ্জন করিবার চেষ্টা করিতেন। সর জন লরেন্সও সেইরূপ করিতেছেন। তিনি যে আজ্ঞা দেন, তাহাতেই প্রায় এদেশীয় ও ইউরোপীয় বলিয়া প্রভেদ করা হয়। বর্ত্তমান নিয়মাবলিদ্বারাও এদেশীয়দিগের অপেক্ষা ইউরোপীয়গণের যে অধিক সুবিধান্বেষণ করা হইয়াছে, তাহা আনুটি ফণ্ড ও ইন্সিউরান্সপ্রভৃতি বাদ দেওয়াতে প্রকাশ পাইতেছে। তথাপি আমরা এ বিষয়ে অনুমোদন করি না; এদেশীয়েরাও জীবন ইন্সিউর করিলে ঐ প্রকার স্বত্বভোগী হইবেন। কর

আদায় হইলে এক তালিকাতে এদে
করপ্রদায়ী ও অপর তালিকাতে ই
পীয় ও ফিরিঙ্গি করপ্রদায়ীর নাম
কেন থাকিবে, আমরা তাহা বুঝিতে
লাম না। কলিকাতার ছোট আদাল
মকদ্দমার ন্যায় কালেক্টর ইউরোপী
গের আপত্তি অগ্রে শ্রবণ করিয়া
ভারতবর্ষীয়দিগের আবেদন যথা
কালে শ্রবণ করিবেন; এই উদ্দেশে
পৃথক্ খাতা করা হইতেছে?

—:•:—

আবিসিনিয়ার যুদ্ধশেষ।

আবিসিনিয়ার যুদ্ধের ফলাফ
য়াছে। গত বৃহস্পতিবার বোম্বাই হ
টেলিগ্রাম আসিয়াছে। ৬ ই এ
সর রবর্ট নেপিয়র মগদালায় উপ
হন। ঐ দিবস তাঁহার সকল সৈন্য
স্থিত হইতে পারে নাই বলিয়া,
৯ ই পর্য্যন্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পা
নাই। ঐ দিবস সৈন্যগণ উপস্থিত
য়াতে পর দিবস যুদ্ধ আরম্ভ হয়।
ডোর বন্য বটেন; কিন্তু যত দূর
সাহসসহকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।
তাঁহার সৈন্যগণ সেই কার ছিল
সুতরাং তাহারা অজস্র শোণিতপা
পর পরাজিত হইয়াছে। তাহাদি
৫০০ হত ও ১৫০০ আহত হইয়া
ব্রিটিশ সৈন্যগণের মধ্যে কাপ্তেন রব
ও ১৫ জন সৈনিকমাত্র আহত হ
পর দিবস যাবতীয় বন্দীকে মুক্ত
হইয়াছে। থিওডোরের নিকটে ৬১
ইউরোপীয় বন্দী ছিলেন; ইহাঁদিগ
ব্রিটিশ শিবিরে প্রেরণ করা হয়। রা
অধিকাংশ সৈন্য এই পরাজয়ের
অতিশয় ভীত ও নিরুৎসাহ হইয়া
ত্যাগ করিয়াছিল। তাঁহার অনেক
রও ঐ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়াছে
কিন্তু প্রগল্ভ থিওডোর সম্মুখযুদ্ধে
ছিত হইয়াও শত্রুর নিকটে মস্তক অব

নাই। তিনি পরাজিত হইয়া মাগ ... র দুর্গরক্ষা করিবার মানস করি ... তখন সর রবার্ট নেপিয়র তাঁহাকে ... দিয়া সংবাদ দিলেন যে, তিনি ... ২৪ ঘটিকার মধ্যে আত্মসমর্পণ না ... তাহা হইলে দুর্গ আক্রমণ করা ... থিয়োডোর তাঁহার বাক্যানুসারে ... মর্পণ না করাতে, ১৩ ই দিবস ... ও সৈন্য সমভিব্যাহারে কামান ... ন তাহারা আক্রমণ করিয়া দুর্গ ... করেন। থিয়োডোর স্বয়ং একটা ... ক্ষ করিতে করিতে টিপু সুলতানের ... ত হইয়াছেন।

... প্রকারে আবিসিনিয়ার যুদ্ধের শেষ ... ছে। যে উদ্দেশ্যে যুদ্ধযাত্রা করা হয় ... সফল হইয়াছে। এক্ষণে কথা হই ... সৈন্যগণ ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন ... কি না? সমুদায় আবিসিনিয়া ... ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের পদানত হই ... । কিন্তু ব্রিটিশেরা সেখানে স্থায়ি ... অবস্থান করিলে এই বর্শাভূত ... কি না। আবিসিনিয়া লেভেঁ ... ী সন্দেহ নাই; কিন্তু ইংরাজ ও ... ভবর্ষীয় তথায় থাকিয়া অনায়াসে ... পাত করিতে পারেন তথাপি ... রা বলিতেছি, এই দেশ ত্যাগ করিয়া ... আজ্ঞানুসারে এ স্থান হইতে আগমন ... ই ইংলণ্ডের প্রধান বক্তা। কর্ম।

—০—

... পায়বার্ট মণ্টগমরি ও এতদ্দেশীয় রাজ- ... গণের শাসনপ্রণালী।

... ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের শাসনপ্রণালী ... কি এতদ্দেশীয় রাজগণের শাসনপ্রণালী ... এই বিষয় লইয়া দীর্ঘকাল যে ... চলিতেছিল, তদ্বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত ... এবং সে বিষয়ে পঞ্জাবের ভূত ... লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সর রবার্ট মণ্টগমরি ... অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, সেটী এ কটী বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়, অতএব তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকগণের গোচর করা যাইতেছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের শাসন প্রণালীর অনুকূলে নিম্নলিখিত কয়টী বিষয় প্রদর্শিত হইয়াছে।

১। প্রজাগণ সমধিক সৌভাগ্যশালী।

২। লোকের জীবন ও সম্পত্তি সমধিক নির্ব্বিঘ্ন আছে।

৩। ধর্ম্মসম্বন্ধে স্বাধীনতা আছে।

৪। প্রকাশ্য ও সংক্রামক দুর্ভিক্ষ ও মারীর হস্ত হইতে রক্ষার অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট উপায় করা হইয়াছে।

৫। রাজস্বপ্রণালী অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট।

৬। গবর্ণমেণ্ট প্রজার নিকট হইতে অনিয়মিত অর্থ গ্রহণ করেন না।

বণিক ও পোদ্দারেরা সমধিক সৌভাগ্যশালী।

৮। কৃষকেরা উৎকৃষ্ট অবস্থাসম্পন্ন।

৯। বাণিজ্যের স্বাধীনতা ও বাণিজ্য কার্য্যের অনেক সুবিধা আছে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের বিরোধী।

১। অভিজাতবর্গ ও রাজসভাসদগণ।

২। সর্দারগণ।

৩। ভদ্রলোকসকল।

৪। ব্রাহ্মণগণ।

৫। ক্ষত্রিয়জাতি।

৬। রাজনীতিজ্ঞ ও দুরাকাঙ্ক্ষাগ্রস্ত ব্যক্তিগণ।

৭। স্বর্ণকার প্রভৃতি শিল্পিগণ।

যে যে কারণে লোকে ব্রিটিশ শাসনপ্রণালীর প্রতি অনমুরক্ত সেগুলি এই।

ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা বিদেশীয় শাসিত ব্যক্তিদিগের সহিত তাঁহাদিগের ঘনিষ্ঠতা নাই।

২। বিচারপ্রণালী প্রজার নিতান্ত অপ্রিয়। কারণ উহা অতিশয় জটি... উহাতে অনেক ব্যয় ও বিলম্ব হয়। উ... এরূপ অসাময়িক উৎকর্ষসাধন কর... য়াছে যে, উহা ইউরোপীয়দিগেরই ... হইয়াছে; এদেশীয়দিগের উপযোগী ... নাই। এদেশীয়দিগের সুবিচারের সং... এই যে, উহা শীঘ্র ও স্বল্পব্যয়ে স... হইবে, অথচ ফলোপধায়ক হইবে।

৩। ভারতবর্ষীয়েরা আইন ও ... স্থার সদা পরিবর্ত্তন দর্শন করিয়া ... বুদ্ধি হন। সামান্য লোকে ব্যবস্থার ... শীঘ্র পরিবর্ত্তন ও উহার আবশ্য... বুঝিতে পারে না। তাহারা এই স... করে যে, তাহাদিগের আচার ব্যব... ও ধর্ম্মের উচ্ছেদসঙ্কল্প করা হইতে...

৪। ভারতবর্ষীয়েরা বাকি রাজ... নিমিত্ত ভূমিবিক্রয়, ঋণের নিমিত্ত ... রোধ, ইংরাজদিগের করগ্রহণপ্রণ... স্ত্রীলোকদিগকে ব্যভিচারের দণ্ড হ... অব্যাহতিদান এবং তাঁহাদিগের ... কার্য্যে নিত্য হস্তক্ষেপ এগুলি ... বাসেন না। বিশেষতঃ লোকসংখ্যা... এবং স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বন্দোবস্তের নি... উৎকোচগ্রাহী গর্ব্বিত দেশীয় কর্ম্মচ... যে তাঁহাদিগের নিকটে সর্ব্বদা গমন ... করেন, সেটি তাঁহাদিগের ভাল লাগে...

৫। প্রজার বিরাগ জন্মিবার ... কারণ এই সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত তাঁ... গের দূরস্থ গৃহ হইতে তাঁহাদিগকে ... আহ্বান করা হয়, একদর্থ তাঁহাদি... যথোচিত ক্ষতিপূরণ হয় না; ... অনেক বিলম্ব হয়।

৬। ষ্ট্যাম্পাস্তরাদি গ্রহণ ক... প্রজারা অতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন ... সামান্য বস্তুরও সূক্ষ্ম ও দৃঢ় অনু... করা হয় এবং তাহা তাঁহাদিগের ... ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে, এটি এক ... নিশ্চিত আছে।

। প্রজারা দেশীয় সর্দ্দার ও রাজ-
র কৃত জাঁক জমক ও দত্ত পুরস্কার
বাসেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টে উহার
ই নাই। প্রত্যুত ব্রিটিশগবর্ণমেণ্ট
ারদানে অনুৎসাহ দেন। যে পুর
দেওয়া হয়, তাহা অতি অল্পমাত্র
তি কষ্টে দেওয়া হয়।

যখন অন্য রাজ্য অধিকার করিয়া
া হয়, পদস্থ ব্যক্তিদিগকে কর্ম্মচ্যুত
হইয়া থাকে। অভিজাতদল সম্ভ্রম
াতকর পদ প্রাপ্ত হন না। দেশের
ন ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা দরিদ্র হইয়া
ন। সৎকুলজাত যুবা ব্যক্তিরা
থে কোন লোভনীয় পদ দেখিতে
না; ব্রিটিশ কর্ম্মচারীরা প্রায় তাঁহা-
র দুঃখে দুঃখপ্রকাশ অথবা তাঁহা-
র বিষয়ে বিবেচনা করেন না; ইহাতে
রা আত্যন্তিক দুঃখিত হইয়াথাকেন।

৯। প্রজার সহিত রাজপুরুষদি-
সমদুঃখসুখবেদিতা নাই। গবর্ণমে
প্রজাদিগের বুদ্ধি বিবেচনাও রুচির
প নহে।

নর রবার্ট মণ্টগমরি এইরূপে অপ্রি
কারণ গণনা করিয়া ভারতবর্ষীয়
মেণ্টকে প্রজাপ্রিয় করিবার যে যে
ায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেগুলিও
র বহুদর্শিতা, প্রজাহিতৈষিতা ও
ভতার পরিচয়প্রদান করিতেছে।
গুলি এই :—

১। যেসকল রাজকর্ম্মচারী নিয়ো-
আছেন, তাঁহারা অল্পসংখ্যা ও
স্থানে ছড়াইয়া আছেন, তাঁহারা
জ্ঞও নহেন। তাঁহাদিগের স্কন্ধে যে
ভার নিক্ষেপ করা হইয়াছে, তাহাতে
ারা দিবা রাত্রির মধ্যে অবসর পান
সুতরাং লোকের সহিত মিশিয়া
তাঁহাদিগের বিশ্বাসভাজন হন এবং
াদিগের কুসংস্কার দূর করিয়া যে

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সৎ ও উদার উদ্দেশ্য তাঁহাদিগের গোচর করেন এবং তাঁহাদিগের মনের ভাব অবগত হন, কর্ম্মচারীদিগের এরূপ অবকাশ নাই। কর্ম্মচারীরা যে ঐ কাজগুলি করেন, ইহাই সর মণ্টগমরির উদ্দেশ্য। তিনি বলেন, রাজপুরুষেরা যদি প্রজার দুঃখে দুঃখ ও প্রজার সুখে সুখিতা প্রদর্শন করেন, তাহাতে উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়।

২। প্রজাদিগকে বহুলপরিমাণে রাজকার্য্যে নিয়োজিত করা কর্ত্তব্য।

৩। এক এক প্রদেশে এক এক ব্যবস্থাপক সভা করিয়া তত্রত্য লোকদিগকে তাহাতে লইয়া ব্যবস্থাপ্রণয়ন করা কর্ত্তব্য। এখন ব্যবস্থাপক সভায় এদেশীয়দিগের গ্রহণের যে নিয়ম আছে তদ্দ্বারা সর মণ্টগমরির অভীষ্টসিদ্ধি হইতেছে না।

৪। এদেশীয়দিগকে যদি শাসন কার্য্যের অংশগ্রহণে অনুমতি দেওয়া না হয়, এদেশীয়দিগকে যে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহার ফলোপধায়িতার সম্ভাবনা নাই।

৫। ব্রিটিশ শাসন প্রণালীর যে যে অংশ প্রজাদিগের মনের মত নয় সে গুলিকে তাহাদিগের মনের মত করিবার সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য এবং এই চেষ্টা করা উচিত যে প্রজারা স্থানীয় অফিসরদিগের প্রতি অনুরক্ত হয় এবং প্রজার উন্নতির বাসনা পথে যে বাধা আছে, তাহা দূর করিয়া তাহাদিগের সিবিল ও মিলিটরি পদে প্রবেশপথ সুগম করিয়া দেওয়া হয়। যেসকল ইংরাজ উক্ত পদে অধিরূঢ় আছেন, তাঁহাদিগের ক্ষমতা ও মান সম্ভ্রমের হ্রাস করিয়া দিবার চেষ্টা পাইলে যে এ অভীষ্টসিদ্ধি হইবে, তাহা সম্ভাবিত নহে। এদেশীয়দিগের মধ্যে যাঁহারা

ক্ষমতাসম্পন্ন, তাঁহাদিগকে উচ্চ প
করিয়া দিয়া এ অভীষ্ট সাধন করি
চেষ্টা পাওয়াই উচিত।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, জা
ক্ষিনর কোম্পানির হাউসের মু
বাবু ঈশানচন্দ্র বসু হৃদ্রোগে দেহত
করিয়াছেন। শুনা গেল, তিনি মৃত্যু
নিজ বাসগ্রামে একটী বিদ্যাল
একটী চিকিৎসালয় এবং একটী প
রাস্তা করিবার কথা উইলে লি
গিয়াছেন।

—:০:—

## নূতন পুস্তক।

১। তামাদি আইন, এখানি শ্রী
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মিত্রকর্তৃক সঙ্ক
হইয়াছে। ইহাতে ১৮৫৯ সালের
আইন এবং তৎসংক্রান্ত বর্ত্তমান
পর্য্যন্ত উক্ত আইনের উপর হাইকো
যে সকল নজীর হইয়াছে তৎসমু
সংগৃহীত হইয়াছে। এই পুস্তকদ্বার
হারাজীব ও মকদ্দমাকারীদিগের
কারলাভের বিশেষ সম্ভাবনা।

২। অপরোক্ষানুভূতি। মহাম
পাধ্যায় শঙ্করাচার্য্য ইহার প্রণে
অধুনা এই পুস্তক শ্রীকেদারেশ্বর ব
পাধ্যায়কর্তৃক পদ্যে অনুবাদিত
মূলের সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। অনু
মন্দ হয় নাই।

৩। ব্রতমালা। এখানি শ্রী
নন্দকুমার কবিরত্নকর্তৃক সংগৃ
হইয়াছে। ইহাতে শাস্ত্রোল্লিখি
স্ত্রীপরম্পরা প্রচলিত বহুতর ব্র
অনুষ্ঠান ও কথা এবং ব্রতপ্রতিষ্ঠা
সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাদ্বারা
কর্ম্ম ব্যবসায়ী যজমানোপজীবী
সবিশেষ উপকারলাভের সম্ভাবনা।

৪। সাপ্তাহিক সংবাদ। এখানি ১৩ এ মে অবধি ভবানীপুর সাপ্তাহিক সংবাদযন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রতি সপ্তাহে ইহার এক এক খণ্ড প্রচারিত হইবে। আমরা ইহার প্রথম খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। এই খণ্ডে ভূমিকা, বঙ্গদেশীয় খ্রীষ্টাশ্রিত জনগণের পেন্‌সন্ ফণ্ড, বিবাহ ভঙ্গের আইন ও আদালতের আবশ্যকতা এবং সংবাদাদি লিখিত হইয়াছে। এখানিতে সম্পাদকের নাম নাই; কিন্তু ইহার লিখন ভঙ্গীদ্বারা ইহা যে এ দেশীয় খৃষ্টানে কর্ত্তৃক প্রচারিত তাহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে।

---

## বিবিধসংবাদ।

১৬ ই বৈশাখ সোমবার।

২৪ এ এপ্রেল অবধি সিটনকার সাহেব প্রধানতম বিচারালয়ের বিচারপতির পদ ত্যাগ করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে, তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্রবিভাগের সেক্রেটারি হইবেন। নীলদর্পণঘটিত গোলযোগ নিবন্ধন লার্ড কানিং আজ্ঞা দিয়াছিলেন, সিটনকার সাহেব আর কখন সেক্রেটারির পদ পাইবেন না। অতএব এ জনরব অমূলক বোধ হইতেছে। মিঞ্চিন সাহেব ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যের পদত্যাগ করিয়াছেন।

ষ্টেটসেক্রেটারির অনুমতি অনুসারে গবর্ণর জেনরল আজ্ঞা দিয়াছেন, যেসকল আফিসর আপনাদিগের দোষনিবন্ধন পদচ্যুত হইবেন বা সামরিক বিচারালয়ে দণ্ডায়মান হইতে অনিচ্ছু হইয়া পদত্যাগ করিবেন, তাঁহারা অত্যন্ত দৈন্যাক্রান্ত হইলে তাঁহাদিগের সহিত তাঁহাদিগের পরিবারগণও ইংলণ্ডে যাইবার নিমিত্ত পাথেয় প্রাপ্ত হইবেন। ভারতবর্ষের সমুদায় ... সৈনিকদিগকে বণ্টন করিয়া দিলেই ...শান্ত হইয়া যায়।

গত শনিবারের ইংলিসম্যানে জনরবমূলক এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, যে আজিমখাঁ ... দুটী যুদ্ধে পরাজিত হওয়াতে রুশীয় ...দিগের নিকটে এই বলিয়া সাহায্য চাহিয়া ...ছেন, যখন পারস্যাধিপতি সিয়ার আলি খাঁকে ... দিতেছেন, তখন তিনি রুশীয়দিগের নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করিতে পারেন। রুশীয়গণ যে আফগানস্থানের উত্তর যুদ্ধার্থী দলের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কাবুলে রুশীয় সৈন্যগণ প্রবেশ করিলেও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কিছুই বলিবেন না? এটী ভালরূপে জানিবার পূর্ব্বে তাহারা কোন পক্ষ অবলম্বন করিতে পারিতেছে না।

এমন জনশ্রুতি, পঞ্জাবের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সর ডোনাল্ড মাকলিয়ড পীড়ানিবন্ধন পদ ত্যাগ করিবেন।

বোম্বাইয়ের কতকগুলি লোকের অনুরোধে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে মিস কার্পেণ্টরের পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে আগমন করিবার কথা হইতেছে। বোম্বাইয়ের স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধন তাঁহার আগমনের কারণ।

ডিসরেলি সাহেব যে দিন প্রথম মহাসভায় প্রবেশ করিয়া বক্তৃতা করেন, সে দিবস তাঁহার স্ত্রী হাউস অব কমন্সে উপস্থিত ছিলেন। ঐ দিবস তাঁহার বক্তৃতা কোন কাজের হয় নাই, প্রত্যুত তাঁহাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে হয়। ইহাতে বিবি ডিসরেলি এত দুঃখিত হন যে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যতদিন তাঁহার স্বামী ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী না হইতেছেন, ততদিন তিনি আর মহাসভাগৃহে প্রবেশ করিবেন না। এক্ষণে তাঁহার এই ইচ্ছা সফল হইয়াছে। যে দিবস ডিসরেলি সাহেব প্রধান মন্ত্রী হইয়া প্রথমতঃ হাউস অব কমন্সে প্রবেশ করেন, বিবি ডিসরেলি এত কালের পর সেই দিন হাউস অব কমন্সে উপস্থিত হইয়াছিলেন

শুক্রবার জাষ্টিসদিগের যে সভা হয়, তাহাতে ডাক্তর মৌএট স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, ক্লার্ক সাহেবের ড্রেণ কেবল অপব্যয়ের কারণমাত্র হইয়াছে। ইহাতে আর টাকা ব্যয় করা উচিত কি না, তিনি তাহা বিবেচনা করিবেন বলিয়া আপাততঃ ইহা বন্ধ করিতে বলিলেন। হগ সাহেব এখনও প্রত্যাশা করিতেছেন, ক্লার্ক সাহেব প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় কার্য্য সম্পূর্ণ করিবেন।

পিয়নিয়র বলেন, একজন জার্ম্মণীয় ভ্রমণকারী নেটালের নিকট এক বিস্তৃত স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত করিয়াছেন। ঐ খাতে কালিফোর্ণিয়া ও অষ্ট্রেলিয়া অপেক্ষা অধিক স্বর্ণ পাওয়া যাইবে। এস্থানটী স্বাস্থ্যকর, অতএব খননকারীরা এখানে অনায়াসে বাস করিতে পারেন।

উক্ত পত্র আরও বলেন, মধ্যভারতবর্ষের এক স্থানে কতকগুলি ঠক কয়েক ব্যক্তিকে ... দ্বারা অচেতন করিয়া তাঁহাদিগের দ্রব্যাদি ...হরণ করিয়াছিল। ইহারা সম্প্রতি ... ধৃত হইয়াছে। ঠকেরা অতি নির্ব্বোধ, ...কাতায় আসিয়া খুন করিয়া চুরি করিলেই ... অব্যাহতি পাইত।

বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র পশুদিগের প্র... নিষ্ঠুরতা নিবারণার্থ ব্যবস্থাপক সভায় ... বিল অর্পণ করিয়াছেন। এই বিলে গ... উত্তম খাদ্য দিয়া যথাবিধ পরিশ্রম না করাই... পালকদিগের দণ্ড হইবার প্রস্তাব হইয়াছে।

গত বৃহস্পতিবার মেডিকাল কালেজ... পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে পুরস্কার ও প্রশংসা... প্রদানের সময় অধ্যক্ষ ডাক্তর চিবার্স আ... করিয়াছেন, অনেক ছাত্র ইংরাজী ভা... অনভিজ্ঞ। তিনি কেবল বাবু কানাইলালে... প্রশংসা করিয়াছেন। ডাক্তর চিবর্সের ... আক্ষেপ অমূলক নহে।

অমৃতবাজার পত্রিকার এক জন প... প্রেরক বলেন, "আমাদিগের সামান্য বো... এইমাত্র সিদ্ধান্ত হইতে পারে, যে হাজত ... কিছু নয়, কেবল একটী ঘর, যেখানে অভিযু... ব্যক্তিদিগকে তাহাদিগের অপরাধের সপ্রম... হওয়া না হওয়া পর্য্যন্ত এক প্রকার আ... করিয়া রাখা হয়, যে অপরাধ সপ্রমাণিত হই... দণ্ডাজ্ঞার সময় তাহারা পলায়ন করিয়া আ... লতকে বিরক্ত না করে। যদি এই হাজতে... প্রকৃত অর্থ হয় তাহা হইলে হাজতে আ... ব্যক্তিদিগকে কষ্ট দিবার কারণ কি? আ... তাহাদিগের কষ্টের বিষয় মনে উদয় হই... পাষাণবৎ হৃদয়ও বোধ হয় বিদীর্ণ হইয়া যা... কিন্তু আবার এত কষ্ট পোড়া বাঙ্গালীদি... পক্ষেই হয়, শ্বেতাঙ্গ পুরুষদিগের পক্ষে সে... দৃষ্ট হয় না। যদি কোন বাঙ্গালী হাজতে আ... হইলেন, তাহা হইলে তাঁহার পরিবারের ম... প্রায় সমাধিক্রন্দন উঠে, কারণ আমাদিগে... বিশ্বাস আছে, হাজতে কয়েদ অবস্থা হইতে... অধিক কষ্ট। কিন্তু কোন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ অ... ঘোরতর মহা পাপে বেষ্টিত হইয়া অভিযু... হইলেও তাহার হাজতের পদ্ধতি ভিন্ন প্রকার ...

২০ এ বৈশাখ মঙ্গলবার।

আমরা হিন্দুপেট্রিয়টে দর্শন করিলাম, ... শনিবার প্রধানতম বিচারালয়ের আপীল বি... গের উকীলগণ আদালতের পুস্তকালয়ে এ... সভা করেন। মেইন সাহেব সর এডওয়ার্ড ... নকে পত্র লিখিয়া যে বলিয়াছিলেন, তা... বর্ত্তীয়গণ উকীল অপেক্ষা ব্যারিষ্টরদিগকে ... কতর জ্ঞান মনে করিয়া মকদ্দমা দিতে ... বাসেন তাহার প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত ...

া হয়। বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ অবগত ন। মেইন সাহেবের এটি যে ভ্রম, তাহা ীর্থার নিমিত্ত উকীলগণ তাঁহাকে এক পত্র খিবেন। তাহাতে মেইন সাহেবের কি মত র্শ হইবে? বারিষ্টরদিগকে লোকে ফৌজ া মকদ্দমা দিতে চাহেন তাহার প্রকৃত ণ এই যে, বারিষ্টরগণ মফস্বলের বিচার িদিগকে ভ্রম বাইয়া কাজ করেন। যেখানে শের আইন লইয়া সুক্ষ্ম আইন ও ব্যবস্থা তর্ক হয় সেখানে লোকে উকীলগণের হস্তেই দ্দমা দেন। মেইন সাহেবকে এটী স্পষ্ট বলা ব্য।

দিল্লীগেজেট বলেন, কান্দাহার সিয়ার লের হস্তগত হওয়াতে আজিম খাঁ অতিশয় ্যস্ত হইয়াছেন। তাঁহার সৈন্যগণ পরাজয়ের সিয়ার আলির দলে মিশ্রিত হইয়াছে। ন আজিম খাঁর সৈন্য বা অর্থ কিছুই নাই। কোন উপায়ে দুই লক্ষ টাকা কর্জ করিবার ত্ত তিনি অতিশয় ব্যস্ত আছেন। সিয়ার ের পুত্র য়াকুব খাঁ কাবুল আক্রমণার্থ অগ্র হইতেছেন। আফগানদিগের এই গৃহযুদ্ধ ংস প্রকাশ করিতেছে।

উক্ত পত্র আরও বলেন, ফিরোজ সাহ ায়াত হইতে দূরীভূত হইয়া বন্দিদিগের ট বাস করিতেছেন। আফগানির নিকটে যে ল হিন্দুস্থানী বাস করিয়াছে তাহারা তাঁহার াযা করিতেছে। আবদুল্লানামক এক জন ্যুর্ণ মৌলবী ও সীমার নিকটে আছেন। াতবর্ষ হইতে ইহাদিগের সাহায্যার্থ টাকা িত হয়। আমরা পুনর্বার বলিতেছি সকল লোককে ক্ষমা করা গবর্ণমেণ্টের শ রাজনীতি। ইহাতে তাঁহাদিগের সম্ভ্রম প্রতিজ্ঞা; কমিবে যাঁহারা এ কথা বলেন হারা নিবোধ।

ফ্রেণ্ডলাইট বলেন, সম্প্রতি লাহোরে ৫০ লক্ষ ার নোট প্রেরিত হইতেছে এবং পঞ্জাবের ্থিত সেনাদলের কোন আফিসর বিদায়পত্র । ইহাতে যুদ্ধের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। র্ণমেণ্ট এক বার বাজুটিদিগকে শাসন করি এবং যদি পারেন ত ফিরোজ সাহকেও বার চেষ্টা পাইবেন বোধ হইতেছে।

পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, আজিম খাঁ মির সিয়ারআলীর আত্মীয়দিগকে কারারুদ্ধ তে কাবুলের লোকেরা বিদ্রোহী হইয়াছে। মহম্মদের অন্যতর পৌত্র আবদুল্লা এই ল নিষ্ঠুর কার্য্য দর্শন করিয়া পেশোয়ারে ায়ন করিয়াছেন।

উক্ত পত্র বলেন, সিমলার পুলিষ এক জন ফকিরকে ধৃত করিয়াছেন। এই ব্যক্তির আকৃতি ও কথায় ইহাকে প্রধানবংশীয় বলিয়া বোধ হয়। পুলিষ সন্দেহ করেন, ইনি দিল্লীর একজন বিদ্রোহী রাজকুমার। ফকির বলেন, তিনি অযোধ্যার রাজবংশীয় মহম্মদ আলীর পুত্র মাকবুলুদ্দৌলা। বিদ্রোহের সময়ে তিনি কোন দোষ করেন নাই, তথাপি পাছে সন্দেহ ক্রমে তাঁহাকে দণ্ড দেওয়া হয় এই ভয়ে তিনি ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতেছেন। এ ব্যক্তি বাস্তবিক কে তাহার অনুসন্ধান হইতেছে। এখনও অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এ প্রকার সন্ন্যাসীর বেশে বনে বনে পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করেন, ইহা অতিশয় আক্ষেপের বিষয়।

উক্ত পত্র জন শ্রুতিতে শ্রবণ করিয়াছেন, কাশ্মীরের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে অনেক বিষয় লিখিত হওয়াতে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট উক্ত রাজ্যের শাসনপ্রণালীর অনুসন্ধানার্থ এক কমিসন নিযুক্ত করিয়াছেন। সত্য হইলে এটী অতি সুখের সংবাদ সন্দেহ নাই। রাজা আত্ম সমর্থন করিতে ত্রুটি করেন না, তথাপি সর্ব্বদাই তাঁহার বিরুদ্ধে সংবাদ আইসে। ইহার একটী মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। এই সঙ্গে বরদার দুই কুমারের কার্য্যের অনুসন্ধান করাও আবশ্যক।

১৮ ই বৈশাখ বুধবার।

ডাকঘরসমূহের ডিরেক্টর জেনরল আজ্ঞা দিয়াছেন, যেসকল স্থান দিয়া রেলওয়ে গিয়াছে তত্রত্য ডাকঘরসমূহ যতদূর সম্ভব রেলওয়ের নিকটে আনয়ন করিতে হইবে। এই রূপ বন্দোবস্ত করিলে অনেক উপকার হইবে।

পিয়নিয়র বলেন, সম্প্রতি মধ্য ভারতবর্ষের অন্তর্গত মাউনগরে কানপুরের এক জন ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয়। তাঁহার স্ত্রীর নিকটে তদীয় বস্ত্র গুলি প্রেরণ করাতে তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই হউক আর আত্মীয়দিগের উত্তেজনাতেই হউক সহমৃতা হন। বহুদিন ইহার উদ্যোগ হইয়াছিল। পুলিষ ও কানপুরের জাইণ্ট মাজিষ্টেট এই সংবাদ পাইয়া ও কিছু বলেন নাই বলিয়া উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট জাইণ্ট মাজিষ্টেটের উপরে অতিশয় অসন্তোষপ্রকাশ করিয়াছেন। ঐ কার্য্যের উদ্যোগীদিগের, ১৭ জন কারারুদ্ধ আছে। কানপুরের জাইণ্ট মাজিষ্টেট জানিয়া শুনিয়া যেপ্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন নাই, কোন এতদ্দেশীয় রাজা ঐ রূপ করিলে তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার কথা হইত।

উক্ত পত্র প্রস্তাব করিয়াছেন, গবর্ণর জেনরল ও সেক্রেটারিগণ সিমলায় গমন করিলে দিগের ভাতা গ্রহণ করা অনুচিত। যে অতিরিক্ত কষ্ট ও অসুবিধা হয় সেই স্থলেই দেওয়া উচিত। অনেকে বিদায় লইয়া বেতনে ও সিমলাতে গ্রীষ্মকালে অতিবাহি সুখের বিষয় জ্ঞান করেন; অতএব গবর্ণ রল ও সেক্রেটারিগণ সম্পূর্ণ বেতন পা পর্য্যাপ্ত হইল। কেরানীগণেরই অসু হয়, তাঁহারা ব্যতীত আর কেহই ভাতা বার উপযুক্ত নহেন।

উক্ত পত্র জনরবে শ্রবণ করিয়াছেন, ের বন্দরের উন্নতির নিমিত্ত ষ্টেটসে এক কোটি টাকা ব্যয় করিবার আজ্ঞা ছেন। তদ্দ্বারা ডক ও কতকগুলি জেটি হইবে। বড় বড় জাহাজ হইতে এক কালে দ্রব্য নামান যায় এপ্রকার বন্দোবস্ত হইতে ইহা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

পবলিক ওপিনিয়ন শ্রবণ করিয়াছেন, বর্ণীয় গবর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্রবিভাগের সেক্র ই. সি, বেলি সাহেব পররাষ্ট্রবিভাগের পাইবেন।

মফস্বলের নিমিত্ত প্রধানতম বিচারা আপীল বিভাগ আগামী কল্য অবধি ৪ পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। নিম্নতর দেওয়ানী সভসমূহ পূর্ব্ব হইতে বন্ধ হইয়াছে। এই প্রভেদ ও বিশৃঙ্খলার কারণ বুঝিতে না। দেওয়ানী আদালতসকল এক দিনে করিয়া এক দিনেই খোলা উচিত।

লক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন, ৯১ গণিত হাই দিগের অধ্যক্ষ কর্ণেল বরোস লক্ষ্ণৌয়ের কালীন অবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার করিতে অভিলাষী হইয়া তত্রত্য যমুনা ম চূড়ায় উঠিতে চাহেন। মসিদের দারগা নিষেধ করাতে কর্ণেল তাঁহাকে প্রহার ইহাতে দারগা ও কয়েকজন হীরসি তাঁ প্রহার করিয়াছেন। এবিষয়ের নিমিত্ত হইয়াছে। নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের প্রণালী অনুসারে দারগার যে দণ্ড হইবে বলা বাহুল্য। কিন্তু হাইলণ্ডার কর্ণেলের চনা করা উচিত ছিল যে, মসিদের উপরে কোন খৃষ্টীয়ান গমন করিলে মু নেরা তাহা অপবিত্র জ্ঞান করেন। আ গণের এই সকল সামান্য বুদ্ধি নাই কেন?

অদ্যকার গেজেটে পরীক্ষোত্তীর্ণ মোক্তারদিগের নাম প্রকাশিত হইয়াছে। ক মুয়ারিতে যে পরীক্ষা হয়, তাহাতে চ.

প্রথম শ্রেণির ও ১৮ জন দ্বিতীয় শ্রেণির উকীল হইয়াছেন। ১৯৭ জন মোক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

১৯ এ বৈশাখ বৃহস্পতিবার।

লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর উকীল ও মোক্তারদিগের পরীক্ষার নূতন নিয়মাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট কয়েকজন পরীক্ষক নিযুক্ত করিবেন। ইঁহারা প্রশ্ন প্রস্তুত করিলে স্থানে স্থানে সেগুলি প্রেরিত হইবে। স্থানীয় পরীক্ষকস্বরূপ জজ মাজিষ্ট্রেট ও প্রধান সদর আমীনগণ সভাস্থ হইবেন। ইঁহাদিগের হস্তে বাচনিক পরীক্ষার ভার থাকিবে। যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর পরীক্ষা দিতে পারিবেন না। প্রত্যেক প্রথম শ্রেণির পরীক্ষার্থীকে গড়ে শত করা ৬৬৷৷ সংখ্যা রাখিতে হইবে। যাঁহারা কোন বিষয়ে পূর্ণ নম্বরের তৃতীয়াংশ না রাখিতে পারিবেন, তাহারা উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না। বাচনিক পরীক্ষায় তাঁহাদিগের অন্ততঃ ৩০ সংখ্যা না থাকিলে তাঁহাদিগের লিখিত উত্তরগুলি পরীক্ষকদিগের নিকটে প্রেরিত হইবে না। দ্বিতীয় শ্রেণীর পরীক্ষায় শত করা ৫০ সংখ্যা রাখিতে হইবে বাচনিক পরীক্ষায় ২০ সংখ্যা না থাকিলে তাঁহাদিগের লিখিত উত্তরগুলি দর্শন করা যাইবে না। দ্বিতীয় শ্রেণির উকীলগণ ইংরাজী বাঙ্গালার যে ভাষায় হউক, পরীক্ষা দিতে পারিবেন। মোক্তারদিগের পক্ষেও এই নিয়ম। কমটি একালতি পরীক্ষার প্রয়োজন কি? যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের এল্ এল্ গণ প্রথম শ্রেণির উকীলদিগের ন্যায় স্বত্ব পান, তখন উভয়বিধ পরীক্ষাই বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে প্রদান করা কর্ত্তব্য।

কাপ্তেন আর, ডি, বোরবেল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন, অষ্ট্রেলিয়ার কয়লা ইংলণ্ডের নিউকাসলের উত্তম কয়লার তুল্য। ইহা সংগ্রহ করিতে অল্প অর্থ ব্যয় হয়। এই কয়লা ভারতবর্ষে আমদানী করা তাঁহার ইচ্ছা। রাণীগঞ্জ ও মধ্য ভারতবর্ষের কয়লার খনি যথারীতি খনিত হইলে সমুদায় পৃথিবীকে কয়লা যোগাইতে পারে। এদেশে ক্রমশঃ কাষ্ঠ দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে অনেক এতদ্দেশীয় কয়লাদ্বারা রন্ধন আরম্ভ করিয়াছেন। কলিকাতার প্রায় যাবতীয় ময়রা ইহা ব্যবহার করিতেছে। এমন অবস্থায় বিদেশীয় কয়লাতে লাভ চলিবে না। যাহাতে দেশের কয়লা দুর্ম্মূল্য হইতে উখিত হয় সেই চেষ্টা পাওয়া গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

, লিওনার্ড সাহেব দারজিলিঙের রাস্তার প্রশংসা করিয়াছেন ; কিন্তু ভ্রমণকারিগণ এই রাস্তাটিকে তত ভাল বলেন না।

লাহোর ক্রনিকেল বলেন, ডাক্তর লিটনার একালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার হাতে বাতাস লাগিয়াছে। শিক্ষাবিভাগ হইতে যিনি পলায়ন করিতে পারেন তিনিই সুখী।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস বলেন, খিদিরপুরের চাপলেনের ন্যায় সেণ্ট জাণ্ড্রুর চাপলেনের শকটের ব্যয়ে নির্দ্দিষ্ট গবর্ণর জেনরল মাসিক ১০০ টাকা অতিরিক্ত দিবার আজ্ঞা করিয়াছেন সব জন লরেন্স এই সকল কাজ করিয়া যে কত অনিষ্টসাধন করিতেছেন তাহা বলা যায় না।

২০ এ বৈশাখ শুক্রবার।

আমরা অমৃতবাজার পত্রিকায় একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইলাম, যে লোকে অন্যান্য প্রেত তত্ত্বের উপরে বিশ্বাস ও উহা লইয়া আন্দোলন করিতেছে। অমৃতবাজারে মধ্যে মধ্যে চক্র করিয়া উহার আন্দোলন হইতেছে। যে প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া আমরা উক্ত অবগত হইলাম, পাঠকদিগের গোচরার্থ তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"অদ্ভুত বাজার চক্র।"

"আমরা একদা কয়েক জন অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক লইয়া একটি চক্র করি। কিছু ক্ষণ স্থির ভাবে উপবিষ্ট থাকিয়া তন্মধ্যে ন্যূনাধিক পঞ্চাশ বৎসর বয়স্কা জনৈক মহিলা আত্মাবিভূত হইলেন এবং তাঁহার হস্ত ও সমস্ত শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। ক্রমে মিডিয়ামের হস্ত সঞ্চালনের ভাবে স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল যে তিনি লিখিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। এই স্ত্রীলোকটি জন্মাবধি কখন কালি কলম একত্রিত করেন নাই, বিশেষতঃ ইঁহার বুদ্ধি নিতান্ত স্থূল, ইহা কর্ত্তৃক লেখা হইবে, ইহা আমরা কোন মতেই মনে ধারণ করিতে পরিলাম না। কিন্তু পাঠকগণ, অনুভব করুন, আমাদের মনোমধ্যে কত বিস্ময়ের উদয় হইল যখন স্পষ্টাক্ষরে তিনি "রাম লোচন ঘোষ" নামটী পুনঃ পুনঃ ১০।১২ বার লিখিলেন। আমরা ইহা দেখিয়া চমকিত হইলাম। রামলোচন ঘোষ আমাদের কোন আত্মীয় ব্যক্তি ছিলেন। তদন্তর আমরা এই আত্মাকে তাঁহার আত্মার নামটি লিখিতে অনুরোধ করিলাম। তাহাতে মিডিয়াম "পদ্ম" এবং তার পর কি অস্পষ্ট করিয়া লিখিলেন তাহা পড়িতে পারা গেল না। ইহাতেও আমরা কম আশ্চর্য্যাম্বিত হইয়াছিলাম না। কারণ আমরা যাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম তাহার নাম "পদ্মলোচন।"

অমৃত বাজার পত্রিকা বলেন, "যেলা যশোহরের অন্তঃপাতী চোমপাড়া পল্লীতে এক ফকির আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ইনি বড় দাওয়ান নামে অভিহিত। হাঁপ কাশ ও যক্ষা প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধি সকল তাঁহার আরোগ্য সাধ্য বলিয়া প্রচার করায় নানা স্থান হইতে শত শত পীড়িত ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। তিনি তাহাদিগকে নামা মন্ত্রপুত করত এক বিন্দুমাত্র মৃত্তিকা প্রদান করিতেছেন, ব্যাধিতদিগের অনেকেরই না কি পীড়া উপশম হইয়াছে।

উক্ত পত্রে যশোহর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন:-

"যশোহরের উত্তর নওয়া পাড়া গ্রামে প্রায় ৫।৬ রোজ হইল, রাত্র যোগে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিদিগকে কিসে দন্তাঘাত করিতেছে। তাহার সন্ধান কেহ কিছু করিতে পারিতেছেন না। প্রথমে সকলে অনুমান করিয়াছিলেন যে, এটি শৃগাল কর্ত্তৃক সংঘটিত হইতেছে, কিন্তু তাহা হইলে শৃগাল দিনে দেখা যাইত। বোধ করি এ বিষয় কর্তৃপক্ষীয় রাজপুরুষদিগের কর্ণগোচর হয় নাই। যে হয় পশ্চাৎ লিখিব।"

উক্ত পত্রে বারাকপুর হইতে কোন ভদ্রলোক লিখিয়াছেন:-

"এখানে একটী ছাগলে দুটি মৃত শাবক প্রসব করিয়াছে। তন্মধ্যে একটির শরীর, বর্ণ ও নাসিকা মনুষ্যের ন্যায় এবং তাহার নাসিকার উপর একটিমাত্র চক্ষু আছে।"

"গত ২১ এ চৈত্র রাত্রে হুগলি, চুচুড়া, নৈহাটি ও নিকটবর্ত্তী গ্রামে ভারি ঝড় হইয়া গিয়াছে। নৈহাটির ঘাটে যে কয়েকখানি নৌকা ছিল, তাহা সমুদয় জলমগ্ন হইয়াছে। অনেক ঘর দরজাও পড়িয়া গিয়াছে। এই ঝটীকা গত কার্ত্তিক মাসের মহা ঝটিকারই অনুরূপ, প্রভেদ এই যে উহা অতি অল্পক্ষণই ছিল।"

২১ এ বৈশাখ শনিবার।

প্রায়'স দূত বলেন, অল্প দিন হইল, বারাণসীর মহারাজার আনুকূল্যে, তথাকার কতকগুলি ভদ্রসন্তান "বেনারস এসেম্বি রুম্স" গৃহে "জানকীমঙ্গল" নামক একখানি হিন্দি নাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন। রঙ্গভূমিতে প্রায় পঞ্চাশ জন সাহেব ও বিবি এবং প্রায় চারিশত রাজা ও মহাজন দর্শক উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই নাটকখানি "বেনারস কুইন্‌কালেজের

ত শিবপ্রসাদ তেওয়ারি রচনা করিয়াছেন। তে রামের বিবাহ ও শিবধনুর্ভঙ্গের লিখিত হইয়াছে। যদিও অভিনেতাগণ উরূপ অভিনয় কার্য্য সম্পাদন করিতে ন নাই, তথাপি দর্শকগণের যথোচিত সা লাভ করিয়াছিলেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চ লোকদিগের রুচি যে এতদূর পরি হইয়া আসিতেছে, ইহা অত্যন্ত সুখের।

বিগত ৩ রা এপ্রেল দিবসে মথুরা হইতে যাইবার পথে একটী ডাকাইতি হইয়াছি- হরদেব নামে এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর কালকাসী নামক একটি স্থানে মেলা তে যাইতেছিল, ফরিদাবাদের নিকট এক ১২ জন দস্যু আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যাহা বহুমূল্য দ্রব্যাদি ছিল, সমুদায় কাড়িয়া সেই সময়ে পুলিসের কয়েক জন চৌকিদার নে হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে পলায়ন করে, কিন্তু তন্মধ্যে ১০ জন হইয়াছে এবং অনেক দ্রব্যাদিও পাওয়া ছে।"

—:০:—

## ইউরোপীয় সমাচার।

রা এপ্রেল। গবর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফসংক্রান্ত হাউস অব কমন্সে অর্পণ করিয়াছেন। অবশ্য কর্ত্তব্য নহে।

কালেন্স হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে হঠ। মহাসভা শস্যপ্রস্তুত ভাণ্ডারের যন্ত্রের কর ...রিত করিয়া সেনাদল ও রণ ব্যয়সংক্ষেপ করিবার বিধি দিয়াছেন।

ক্লোনিয়ারে কয়লার খনিতে অগ্নিসংযোগ ছে।

রেন্সের নিকটবর্ত্তী গ্রেণোবল নগরে জমা- স্ত হইয়াছে। " মার্সেলিস হিম" নামক ন সূচক) গান গাওয়া হইয়াছে।

ঠা এপ্রেল। গত রাত্রিতে হাউস অব আয়রলণ্ডের ধর্ম্মসম্প্রদায়সংক্রান্ত শেষ হইয়াছে। ডিসরেলি সাহেব এক বক্তৃতা করিলে পর সভ্যদিগের এক রিয়া মত লওয়া হয়। লার্ড ষ্টানলী ঐ তর্ক স্থগিত করিবার যে প্রস্তাব করেন ২৭০ জনের মতে ও ৩৩০ জনের অগ্রাহ্য হইয়াছে।

ডষ্টোন সাহেব প্রস্তাব করেন, আয়ার ধর্ম্মসম্প্রদায়সংক্রান্ত যত আইন হই- তাহার বিবেচনার্থ এক কমিটি করা উচিত। ৩২৮ জনের মতে ও ২৭২ জনের অমতে ইহা গ্রাহ্য হইয়াছে।

২৭ এ প্রেল কমিটির অধিবেশন হইবে।

ডিসরেলি সাহেব এই বলিয়া আত্মমত প্রকাশ করিলেন এ প্রস্তাবের তিনি প্রকাশ্য প্রতিবন্ধকতা করিবেন।

ডিমস ডেল সাহেবের প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট বলিলেন, ভারতব- র্ষীয় সিবিল আফিসরগণের পদত্যাগ করিবার নিমিত্ত তিনি আর অধিক সুবিধা প্রদান করি বেন না।

শান্তির সময়ে সৈনিকদিগের শারীরিক দণ্ড না হয় এ বিষয়ে ডিউক অব কেম্ব্রিজ সম্মতি দিয়াছেন।

ইষ্টার পর্ব্বোপলক্ষে মহাসভা বন্ধ হইয়াছে।

স্পষ্ট বিজ্ঞান শিখিবার নিমিত্ত সর উইলিয়ম হুইট ওয়ার্থ ১০০০ টাকা করিয়া ৩০টী ছাত্রবৃত্তি স্থাপিত করিয়াছেন।

কেম্ব্রিজ ও অকস ফোর্ডের নৌকার যে বাৎসরিক বাইচ হয় তাহাতে অকস ফোর্ডের জয় লাভ হইয়াছে।

৩ রা এপ্রেলের ওয়াশিংটনের টেলিগ্রাফে প্রকাশ করে, সভাপতি জনসনের বিচার ক্রমে ক্রমে চলিতেছে।

অভ্যন্তরস্থ শিল্পজাত বস্তুর উপরে যে কর ছিল আমেরিকার মহাসভা তাহা উঠাইয়া দিয়াছেন।

রেক্তিলের রণক্ষেত্র হইতে শেষে যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ করে, ব্রেজীলীয়গণ হামেটার পথ ভেদ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু দুর্গটী লইতে পারে নাই। তাহারা পারাগোয়া রাজধানী হস্তগত করিয়াছে।

ভারতবর্ষীয়দিগকে শাসনসংক্রান্ত উচ্চতর পদ প্রদানের নিমিত্ত সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট এক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন নিয়মবহির্ভূত প্রদেশসমূহে যেসকল পদ এ পর্য্যন্ত কেবল ইউরোপীয়দিগের প্রাপ্য ছিল, তাহা গুণবিশিষ্ট এতদ্দেশীয়দিগের প্রাপ্য বরাতে সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট গবর্ণর জেনরলের উপরে সন্তোষপ্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন, নিয়মান্তর্গত প্রদেশসমূহে অনেক অচিহ্নিত পদ আছে যাহাতে এ পর্য্যন্ত কেবল ইউরোপীয়দিগকেই নিযুক্ত করা হই- তেছে। এ সকল পদে এতদ্দেশীয় গণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দাওয়া আছে। এতদ্দেশীয়দিগের এই স্বাভাবিক স্বত্ব ইউরোপীয়গণ লোপ করিবেন, এটী সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোটের অন্যায়। উপসংহারকালে সর ষ্টাফো কোট আশা প্রকাশ করিয়াছেন, নি র্গত প্রদেশে এতদ্দেশীয়দিগকে উচ্চত প্রদান করা হইবে।

৩১ এ জানুয়ারি ভারতবর্ষীয় কৌশি পত্র গ্রাহ্য করেন, তৎপ্রতি সর আরস্কিন, ও সর বার্টল ফ্রিয়ার আপত্তি করিয়াছেন

সর আরস্কিন পেরি বলেন গবর্ণর জে লের মত অসম্পূর্ণ। নিয়মবহির্ভূত সমূহ অনেক দূরে আছে এবং সেখা সভ্যতা ও শাসনপ্রণালী অনেক নিকৃষ্ট এব যেসকল ভারতবর্ষীয় ঐসকল স্থানে পদ পাইতে পারেন, তাঁহারা নিয়মান্তর্গত তেওতেও উচ্চ পদ পাইবার উপযুক্ত বার্টল ফ্রিয়ারের ও এই মত।

১৬ ই এপ্রেল। ইউরোভা টেলিগ্রাফ কোম্পানির উদ্যোগপত্র প্রক হইয়াছে। এই টেলিগ্রাফ নওরনীতে রি কোম্পানির টেলিগ্রাফের সহিত সংযুক্ত ক্রিমিয়া কশিয়া ও পারস্য দিয়া এক ভারতবর্ষে যাইবে এই প্রস্তাব করা হইয় কোম্পানির ৩৫ লক্ষ টাকা মূলধন মধ্যে ইহার অর্দ্ধেক সংগৃহীত হইয়াছে।

প্রিন্স অব ওয়েলস ও তাঁহার স্ত্রী অ লণ্ডে উপনীত হইয়াছেন। ডবলিনে তাঁহ গকে অতিশয় সমাদরে গ্রহণ করা হইয় মজুরগণ কর্ম্মত্যাগ করাতে বলাগনা ও ব লোনাতে গোলযোগ হইয়াছে।

১৭ ই এপ্রেল। লার্ড রসেল এক কীর্ণ সভার অধ্যক্ষতা করেন। ইহাতে প্রস্তাব করিয়াছেন, আয়রলণ্ডের ধর্ম্মস দের সহিত গবর্ণমেণ্টের সংশ্রব বন্ধ করিব মস্ত গ্লাডষ্টোন সাহেব যে প্রস্তাব করিয়া তাহাতে সকলের অনুমোদন করা কর্ত্তব্য।

ওয়েষ্টমিথের ডেপুটি কালেক্টরকে এক গোপনে হত্যা করিয়াছে।

১৮ ই এপ্রেল। বোধ হয়, সর আলে গুয়ার গ্রাণ্ট এডিনবরার বিশ্ববিদ্যালয়ের হইবেন।

মার্শ সাহেবের ভারতবর্ষীয় আয় প্রতি ইংলণ্ডীয় লোকে সন্তোষপ্রকাশ য়াছেন।

ভারতবর্ষের পত্রপ্রেরণের ডাকম বৃদ্ধিসম্বন্ধে ইষ্টইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়ে কয়েকজন প্রতিনিধিকে গ্রহণ করিয়ে ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট স্বীকার করিয়াছেন।

# গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

## লেপ্টনেণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী

### নিয়োগ।

১ এ এপ্রেল। যত দিন জি, এস. ফেগান
বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত
এল, এচ, টমসন সাহেব কালকাতার
আদালতের প্রতিনিধি প্রধান জজ হইবেন।
আর, সি, পেরি সাহেব মেদপুরের সব
কটার হইবেন।
লেপ্টনাণ্ট এম, ও. বইচ গৌহাটির সব
কটার হইবেন।
বাবু গুরুদানন্দ মুখোপাধ্যায় কাসকসের
সদর আমীন হইবেন।
৩ এ এপ্রেল। নিম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা
র মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।
ডবলিউ, কক্রেল সাহেব, এ, বেডফোড
মোহিনীমোহন বৰ্দ্ধন বি, এল।
নিম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা মালদহের সাধা
বিদ্যাশিক্ষাসভার সভ্য হইবেন: জেঙ্কস
এল, মাইলস, বাবু অম্বিকাচরণ রায়
।
নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা বালেশ্বরের সাধা-
বিদ্যাশিক্ষা সভার সভ্য হইবেন।
বাবু বৃন্দাবনচন্দ্র মণ্ডল।
যদুনাথ শীল।
স, ডবলিউ গেরার্ড সাহেব।
বাবু কালীপ্রসাদ দত্ত।
নদীর নৌকাবাহনকার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক
চ, ইকলিসাহেব পাটনাতে দ্বিতীয় শ্রেণির
মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন এবং
পুর ও আলাহাবাদের মধ্যে ১৮৬৭ অব্দের
করিতে পারিবেন।
ত দিন জে, এম, সি, লার্ম্মিন সাহেব বিদায়
অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন আর গ্রাণ্ট
পালামাউএর প্রতিনিধি সহকারী সুপ-
ডেণ্ট হইবেন।
৪ এ এপ্রেল। নিম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা
ের সাধারণ বিদ্যাশিক্ষাসভার সভ্য
।
চ, ডিয়ার সাহেব।
. গাডেন।
দুলাকীলাল।
মহম্মিন আলি।
ত দিন কাপ্তেন জিউ, ডি, পার্মিন্স

—৬২—

বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন লেপ্টনাণ্ট এচ, এম, রামসে, বঙ্গদেশীয় লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের সীমাস্থিত ভারতবর্ষীয় রেইলওয়ের প্রতিনিধি সহকারী পুলিষ ইনস্পেক্টর জেনরল হইবেন।

২৭ এ এপ্রেল। যত দিন কাপ্তেন ডবলিউ এস. এচ, নিবেট বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন ততদিন আর, এচ. জি, আরবিন সাহেব মুরশিদাবাদের প্রতিনিধি পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

যত দিন জে, এম, ই, গোল্ড সবরি সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন তত দিন ডবলিউ, কার্ণ সাহেব চম্পারণের প্রতিনিধি পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

গয়ার অন্তর্গত অরাঙ্গাবাদের সহকারী মাজিষ্ট্রেট এ ইয়ার্ডলি সাহেব ১৮৬৭ অব্দের ২১ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

ডবলিউ, এচ. ডিয়ইলি সাহেব ভাগলপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

গয়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী হামিদুদ্দিন মহম্মদ আরাঙ্গাবাদের ভার পাইয়া সেসিয়নে সমর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন।

লেপ্টনণ্ট ই, ডি, সিলিঙ্গহ্বন কিছু দিনের জন্য লোহারডগার প্রতিনিধি ডেপুটি কমিসনর হইবেন।

২৮ এ এপ্রেল। যত দিন জে, এফ, বুলমহাড সাহেব বিদায়ান্তে প্রত্যাগমন না করিতেছেন তত দিন মৌলবী হোসেন আলি পাকুড়ের প্রতিনিধি সহকারী কমিসনর হইবেন।

ই. জে, বাটন সাহেব ২৪ পরগণার প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

জে. বক ওয়েল সাহেব পুরীর প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

এফ. ডবলিউ. বি. পিটর্সন সাহেব শ্রীহট্টের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ই, এচ. মাডক সাহেব স্বতন্ত্র উপবিভাগের ভার পাইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন। তিনি আরও প্রধানতম বিচারালয় ও সেসিয়নে সমর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন।

—:০:—

আমাদিগের কোরহাটীস্থ সংবাদ
লিখিয়াছেন।
১। পুলিষের অত্যাচার। কনষ্টাবুলরি
ষের সৃষ্টি হওয়া অবধি কত স্থানে যে কত
দৌরাত্ম্য হইয়া গিয়াছে ও হইতেছে,
ইয়ত্তা নাই। আমরাও পুলিষের দ্বারা এ
দের অনেক অত্যাচারের বিষয়, সংবা
প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু আক্ষেপের বিষ
তাহা পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়া গবর্ণ
গোচর হইলেও তাঁহারা তৎপ্রশমনে বিশে
যোগ করিতেছেন না। কবে যে হত
প্রজাগণ এইসকল দৌরাত্ম্য হইতে মুক্তি
করিবে বলিতে পারি না। শুনা যাইতেছে
মেণ্ট বর্ত্তমান পুলিষের সংশোধন করিয়া
কারুত উত্তমরূপ বন্দোবস্ত করিবার
করিয়াছেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্ব হইতেই
রাখিতেছি যে, পুরাতন পুলিষের নি
সংশোধন করিয়া যেমন নূতন পুলি
সৃষ্টি করা হইয়াছে, তদ্রূপ যেন না হয়
নূতন পুলিষকৃত একটি অত্যাচারের
দেওয়া যাইতেছে। ৩। ৪ দিন হইল ক
গের নিকটস্থ কোন ষ্টেসনের কয়েক জন ক
বল কোন কার্য্যোপলক্ষে বিক্রমপুরস্থ এক
বন্দরের নিকট দিয়া যাইতেছিল। এমন
তাহাদের সুরাপানের ইচ্ছা হওয়াতে ত
ঐ বন্দরে সুরার দোকান অন্বেষণ ক
করিতে এক দোকান পাইয়া তথায় উ
হয়। উহারা সুরাবিক্রেতার নিকট কি
ক্রয়ের অভিলাষপ্রকাশ করাতে বিক্রেতা
যথোচিত মূল্য চায়। ইহাতে তাহারা (ক
বলগণ) সন্তুষ্ট না হইয়া অনুচিত মূল্য (
কোন মতেই ঐ মদের দাম হইতে পারে
কহে। ইহা শুনিয়া বিক্রেতা কিঞ্চিৎ ক্রো
বশ হইয়া তাহাদিগকে (কনষ্টাবলদিগ
একটী কটু বাক্য কহে। তখন কনষ্টাব
ক্রোধে অগ্নি শর্ম্মার ন্যায় হইয়া উ
এবং হতভাগ্য দোকানদারকে হস্তস্থিত ব
ও পদাঘাতদ্বারা গুরুতর প্রহার করিয়া
কাড়িয়া লইয়া প্রস্থান করিল। শুনিলাম,
নদার নাকি ফৌজদারিতে অভিযোগ
য়াছে।
২। কোরহাটীতে ডাক ঘরের প্রয়ো
পত্রিকাবিশেষপাঠে অবগত হইলাম,
স্থলে ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত আছে,
সেই স্থানে সাধারণতঃ এক একটি পোষ্ট অ
স্থাপনের উদ্দেশে পোষ্ট মাষ্টার জেনরল
ধ্যাপনার ইনস্পেক্টর ও ডেপুটী ইনস্পেক্টর
শয়দিগকে তাঁহাদিগের তত্ত্বাবধানাধীন

ন স্থানে পোষ্ট আফিস সংস্থাপিত হইতে
র, সেই সেই স্থান মনোনীত করিয়া সবিশেষ
াপন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা
নিমিত্ত পোষ্ট মাষ্টার জেনরল মহোদয়কে
ান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। বস্তুতঃ
ঘরের বাহুল্য দেশোন্নতির অন্যতম
পান সন্দেহ নাই। আমরা কোরহাটী কি
কটবর্ত্তী কোন স্থানে ডাক ঘর স্থাপনের অ
প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিয়া অনেক বার
ত্রকায় স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও গবর্ণমেণ্টকে
ুরোধ করিয়াছি ; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ
জও আমাদিগের প্রার্থনা কার্য্যে পরিণত
য়া উঠিতেছে না। যাহা হউক, আমরা পোষ্ট
ষ্টার জেনেরলের সাধু আদেশে আশ্বাসিত
য়া এখনও আমাদের প্রার্থনা জানাইতেছি।
য় তিন বৎসরপর্য্যন্ত এ স্থানে একটি ইংরেজী
্যালয় ও ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী কতিপয় গ্রামে
য়কটী বাঙ্গলা স্কুল প্রতিষ্ঠিত আছে। এই
ল স্থানে ভদ্র লোকের বাসও কম নহে।
ন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, এইসকল স্থানের
প্রেরণ এবং পত্রিকাও বিদ্যালয়ের বি
দি প্রাপ্তিবিষয়ে অনেক অসুবিধা হইয়া
কে। সুতরাং এতন্নিবন্ধন অত্রত্য লোকদি
র যার পর নাই অনিষ্ট হইতেছে। এক্ষণে
মরা নিরতিশয় বিনীতভাবে অনুরোধ ও
র্থনা করিতেছি যে, এতদ্বিভাগের ইনস্পেক্টর
ডেপুটী ইনস্পেক্টর মহাশয়দিগের নিকট পোষ্ট
ষ্টার জেনেরলের ঘোষণাপত্র উপস্থিত
লে তাঁহারা যেন এ স্থানের প্রতি অনুকূল দৃষ্টি
ত করিয়া এখানে একটী পোষ্ট আফিস স্থাপন
য মনোযোগী হন।

—•:—

আমাদিগের মেদিনীপুরস্থ সংবাদ
াতা লিখিয়াছেন।

এখানে একটী সুরাপাননিবারিণী সভা
াছে প্রতিমাসে এক বার ইহার কার্য্য হইয়া
কে ; গত বারে আমি দর্শকরূপে সভাস্থ হই-
ছিলাম ; সভ্য সংখ্যা অতি অল্প এবং
মধ্যে উচ্চপদস্থ ( এতদ্দেশীয় ) লোক প্রায়
ই। রাজকার্য্যোপলক্ষে এখানে অনেকগুলি
দ্র লোক বাস করেন ; কিন্তু আক্ষেপের বিষয়
ই যে তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশেরই এ
ভার উন্নতিসাধনবিষয়ে ঔদাসীন্য দেখা
য়।

অত্রত্য ব্রাহ্মসমাজ ভূতপূর্ব্ব হেড্ মাষ্টর
ীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বিরহে
দিন দিন হীনাবস্থ হইতেছে। এখানকার আসি
ষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কটন সাহেব মহো
দয় সম্প্রতি এই সভায় আসিতেছেন। ইঁন
চিহ্নিত সভ্য নহেন ; দর্শকমাত্র। ইহাঁর
মন উচ্চ এবং চরিত্র অতি পবিত্র বলিয়া বোধ
হয়। বাঙ্গালিদিগকে ঘৃণা করা ইংরাজদিগের
যে একটী জাতীয় স্বভাব, এই মহাত্মাতে তাহা
লক্ষিত হয় না। ইনি অতি অল্প দিন হইল
এখানে আসিয়াছেন

অত্রত্য গবর্ণমেণ্ট ইংরাজী বিদ্যালয়ে অতি
অল্পকালমধ্যে বারম্বার শিক্ষকের ( মাষ্টরের )
পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। নূতন নূতন শিক্ষকের
আগমন, বোধ হয় বালকদিগের পক্ষে শুভ
জনক নহে। বর্ত্তমান প্রথম দ্বিতীয় এবং চতুর্থ
শিক্ষক বাবু গঙ্গাধর আচার্য্য, বাবু হরিবল্লভ
মৈত্র এবং বাবু অভয়চরণ বসু অতি অল্প
কাল হইল এখানে আসিয়াছেন। বালকদিগের
শিক্ষাদানবিষয়ে ইহাঁদিগের যেরূপ যত্ন ও পরি
শ্রম দেখা যাইতেছে, তাহাতে সহসা ইহারা
স্থানান্তরিত হইলে অবশ্যই বালকদিগকে
ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ
নাই। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে
দয়ালু ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত মার্টিন সাহেব মহো-
দয় স্কুল ফণ্ডের উদ্বৃত্ত সাতশতাধিক টাকা
শিক্ষক ও পণ্ডিত মহাশয়দিগকে পারিতোষিক
স্বরূপ বিতরণ করিয়াছেন। এইরূপে সময়ে
সময়ে সকল বিভাগীয় স্কুলের মাষ্টার ও
পণ্ডিতদিগের উৎসাহবর্দ্ধন করা কর্ত্তৃপক্ষের
অবশ্য কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই।

এ স্থলে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইতেছে ;
কিন্তু গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাবের খর্ব্বতা দেখা
যায় না। মধ্যাহ্নে ১০০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত
পারা উঠিতেছে। সম্প্রতি এখানে ওলা
উঠা রোগের আবির্ভাব হইয়াছে। বোধ
হয় বৃষ্টিদ্বারা সহসা উত্তাপ ও বায়ুর পরিবর্ত্তন
উক্ত রোগের কারণ। এক্ষণে এই সহরের দক্ষি
ণাংশস্থ লোকসকল এই ভয়ানক রোগাক্রান্ত
হইতেছেন এবং কয়েক ব্যক্তি কৃতান্তসদনেও
গমন করিয়াছেন।

—:০:—

মেদিনীপুর হইতে আর এক জন
লিখিয়াছেন;

১। চড়ক পার্ব্বণটী এখানকার প্রসিদ্ধ পর্ব্ব।
গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়ানুসারে বাণ ফুঁড়া নিষিদ্ধ
বলিয়া কয়েক বৎসর এখানে তাহার বড়
ভাব নাই। সহরের মধ্যে অনেক স্থানে গ
হয় বটে ; কিন্তু কেহ বাণ ফুঁড়িতে বা "
ঘুরিতে পারে নাই ; কিন্তু মফস্বলে ঐ ক
রহিত হয় নাই। সম্প্রতি মালঞ্চায় দুইটী গ
২ জন ও উটপাথরের একটি গাজনে ১০
চড়ক গাছে ঘুরিয়াছে। পুলিষের এক জন
মান কনষ্টেবল তথায় উপস্থিত থাকিয়া
দক্ষিণা পাইয়াই গা ঢাকা দিয়া বসিয়া
এড্ কেশ গেজেটপাঠে অবগত হইলাম,
জেলায়ও ৪ জন গাছে ঘুরিয়াছে। কেবল এ
কার সহরের লোকেরাই এই চড়কে ব
হইলেন।

২। সম্প্রতি মালঞ্চ, পাথরা, নওয়া
তেলিপুকুরনামক কয়েক স্থানে • উপর্য
কয়েকটি ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। অ
সমুদায় স্থানের ডাকাইতগুলি
হয় নাই। কোন কোন স্থানে ২।১ টি
ধৃত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে কোন ফল
নাই। মালঞ্চার শোচনীয় ঘটনাটিতে
বস্ত্রবিক্রেতার মৃত্যু হইয়াছে ; কিন্তু অ
তথায় একটী ডাকাইতও ধৃত হয় নাই।
লাম, তেলিপুকুরে একটী ডাক ও লোক
গিয়াছে। দেখা যাউক, পুলিষের সুম
সন্ধানে কি হয়।

৩। ২০ এপ্রেলের সোমপ্রকাশে স্ত্রী
ইত বলিয়া যেসকল বিদেশীয় স্ত্রীলো
কথা লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ কতগুল
শীয় ( মুসলমান ) স্ত্রীলোক এখানে আসি
ইহাদের সহিত পুরুষও আছে। ইহারা স
প্রায় ১৫০। ইহারা নানাবিধ প্রস্তর ও
সোনা আদি বিক্রয় করিয়াথাকে
সঙ্গে ঘোড়া, লাঠি
বন্দুক হইতে
ব্যবহারে আনিয়াছে।
সহরে অনেকেই ভীত হইয়া
ইহাদের স্ত্রী পুরুষ সকলেই বলবান ও
শুনিলাম ইহারা সহরের নিকটবর্ত্তী পা
সুবিধাক্রমে যার যাহা পায় হরণ করিয়া
ইহারা ডাকাইতিও করে। বোধ করি,
স্ত্রীলোকেরাই খানাকুল কৃষ্ণনগরের
দাস বাবুর বাটিতে ডাকাইতি করিয়াছিল
হউক, যে কয়েক দিবস ইহারা এখানে থা
সেই কয়েক দিবস পুলিষের বিশেষ তত্ত্ব
থাকিলেই ভাল হয়। ইহাদের গন্তব্য
কোথায় তাহা কেহই জানিতে পারে নাই

## প্রেরিত।

…্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

…ম্পাদক মহাশয়! আপনকার ২রা বৈশা… …ত্রিকায় কোন মহাত্মা একাদশী ব্রতচা… …বিধবা ললনাগণের কষ্টদর্শনে অত্যন্ত …ত হইয়া নব্য দলের নিকট উহার প্রতি… …প্রার্থনা করিয়াছেন। তাঁহার লেখ… …দর্শনে তাঁহারে এক জন যথার্থ সদা… …য়ালু ও পরদুঃখে দুঃখী বলিয়া বোধ …ছে। কিন্তু তিনি যে, কতিপয়মাত্র বিধবা …র একাদশীতে বৈরাগ্য দেখিয়া সমগ্র …র ঐরূপ অভিলাষের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা …রিয়াছেন, এটি তাঁহার সদাশয়তার উপ…ায় হয় নাই। ইহাতে তাঁহার অনেক … ধর্মপরায়ণা, ব্রতচারিণী সাধ্বীর প্রতি …ক দোষারোপ করা হইয়াছে। এখনও …অনেক বিধবা দৃষ্ট হন, যাঁহারা পতি…গে এই সংসার ও শরীরকে নিতান্ত অ…ক …য় বিবেচনা করেন। ইহ জন্মের সাংসারিক …কে পূর্বজন্মকৃত অপরাধের দণ্ড বলিয়া …রেন ও ব্রতাদি অনুষ্ঠানকে ভাবী সুখের … বলিয়া জ্ঞান করেন।

…সম্পাদক মহাশয়! এরূপ ধর্ম্মনিষ্ঠা ব্রত…ণা সাধ্বীদিগের সহিত কএকটি ঐহিক …সুখাভিলাষিণী রমণীর তুলনা করা কি যুক্তি … যখন তাঁহারা হিন্দুকুলজাত, হিন্দু…পাসক; হিন্দু ধর্ম্মকেই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া …করেন, তখন যে তাঁহাদের ঐ ধর্ম্মোপ… ও ঐ ধর্ম্মসঙ্গত নিয়মাদি প্রতিপালন … তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব … প্রতি ঔদাসীন্য … সকলের … …পবারা …কাশ নির্দ্দয়তার কা… …াই।

…৩ এ বৈশাখ
…২৭৫।

কস্যচিৎ
পাঠকস্য।

—:০:—

…ধুনা ভারতবর্ষের মহিলাগণের বিদ্যাশি… …বিষয় লইয়া সভ্যজনসমাজে ও সংবাদ …মূহে সর্ব্বদা বাদানুবাদ হওয়াতে বোধ …ছে, স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা এদেশীয় … ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে এবং …য়ের সংসাধনার্থ তাঁহারা বিশেষ যত্ন …তেছেন। ঐ মহাত্মারা স্ত্রীদিগকে শিক্ষা-দানে উন্নত করিবার নিমিত্ত যেপ্রকার আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন সুপ্রণালী ও সদুপায় অবলম্বন করিলে অল্পদিবসমধ্যে তাঁহাদের ঐ মনস্কামনা সিদ্ধ হইতে পারিবে। বর্ত্তমান শিক্ষয়িত্রীদিগের আন্তরিক আগ্রহ না থাকায় শিক্ষাকার্য্য উৎকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে সম্পন্ন হইতেছে না। কর্ম্মচারীর বিশেষ মনোযোগ ও আগ্রহ না থাকিলে কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হইতে পারে না। এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণকে শিক্ষা দিবার একটী সদুপায় আছে। নন্ অর্থাৎ কাথলিক ধর্ম্মাক্রান্ত সন্ন্যাসিনীদিগকে বড় বড় ছাত্রীগণের শিক্ষয়িত্রীপদে নিযুক্ত করিলে শিক্ষাকার্য্য উৎকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে সম্পন্ন হইতে পারে। মহামুভব ধীশক্তিসম্পন্ন দেশহিতৈষী মান্যবর শ্রীযুক্ত বিজয় নগরস্থ রাজা নন্ দিগের প্রতি শিক্ষাকার্য্যের ভারার্পণ করিয়া অধুনা আপন রাজ্যের স্ত্রীগণের বিশেষ হিত সাধন করিতেছেন। শিক্ষাকার্য্যে নন্ দিগের নিপুণতা দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, তাহারাই এতদ্দেশীয় বালিকাদিগকে শিক্ষা প্রদানের যথার্থ উপযুক্ত। প্রটেষ্টান্ট মতাবলম্বী মহাশয়েরা আপনাদিগের দুহিতাদিগের উত্তমরূপ শিক্ষার নিমিত্ত নন দিগের নিকট প্রেরণ করিয়া থাকেন। কলিকাতা দার্জ্জিলিঙপ্রভৃতি ভারতবর্ষের যে যে অংশে নন্ দিগের আশ্রম আছে, তথায় অধিকাংশ প্রটেষ্টান্ট মতাবলম্বী বালিকাগণ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াথাকেন। ইহাতে বোধ হয়, নন দিগের দ্বারা বালিকাগণের উত্তমরূপ শিক্ষা হয়, নতুবা প্রটেষ্টান্ট মতাবলম্বী মহোদয়গণ কাথলিকদিগের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী হইয়াও কি নিমিত্ত আপনাদের দুহিতাদিগকে শিক্ষার নিমিত্ত কাথলিক ধর্ম্মাক্রান্ত নন দিগের নিকট প্রেরণ করেন। অতএব এতদ্দেশীয় বালিকাগণের শিক্ষার্থ নন্ দিগকে নিযুক্ত করা দেশহিতৈষী ও বিদ্যোৎসাহী মহোদয়গণের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা স্বজন ধন সম্পত্তি ও সাংসারিক সুখ পরিত্যাগ করিয়া কেবল বালিকাদিগকে শিক্ষা প্রদান করাই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন, সেই নন্ দিগের দ্বারা যে এই কার্য্য সম্পন্ন হইবে ইহাতে সন্দেহের লেশমাত্র হইতে পারে না।

অনুগত
শ্রীকা

—:০:—

### মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রনারায়ণ প্রধান — লেক্তোগ
১২৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র — ১৩

শ্রীযুক্ত বাবু মনোহর মুখোপাধ্যায় মিং … আ…
১২৭৫ বৈশাখ হইতে আশ্বিন
ঐ " নরসিংহ দত্ত — বরাম…
১২৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র
" ঐ অবিনাশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় — ভবানী…
১২৭৪ চৈত্র হইতে ৭৫ ফাল্গুন
" " জয়গোপাল চক্রবর্ত্তী — ম…
১২৭৫ বৈশাখ হইতে আষাঢ়
" ঐ রামযাদব বসু — পটা…
১৮৬৮ মে হইতে ৬৯ এপ্রেল
" ঐ ঐ শরচ্চন্দ্র রায় — ট্রেনিঙ …
১২৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র

—:০:—

## সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে … স্থলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা … ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা; মফস্বলে ডাকম… সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈ… সিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম … গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাত্তি চিঠি, … অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অ… যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই … দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁ… যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূ… ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রক… মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি ক… শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে প… ইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত … আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে … লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত … গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার… একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ … যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং প… হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের … ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ … বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ … যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ই… করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি… আনা তাহার পর ১০ আনা দিতে হই… যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা … বেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ … মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের দ… চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বি… ভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃক… প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ

০ ম ভাগ। —৬৫— ২৭ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

ক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
ম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা। } সন ১২৭৫ ৩০। এ বৈশাখ। ১৮৬৮। ১১ ই মে { মফস্বলে মাস্তুলসমেত অগ্রিম বা
ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৮০



## বিজ্ঞাপন।

### বিক্রয়ার্থ।

ারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ ১৯ নং
ড়া বাগান।

### ভাড়া দেওয়ার নিমিত্ত।

ারডেন রীচ ২৪ নং বাটী।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয়
তে অথবা ভাড়া লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন
রিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস্ আরবো-
থনট এবং কোং

---

### পুরাণপ্রকাশ।

লিকাতা মৃজাপুর আমহার্ষ্টের দক্ষিণ
প্রকাশ যন্ত্রে পুরাণপ্রকাশনামক মাসি
পত্র প্রতিমাসে এক বা দুই খণ্ড করিয়া
শ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের
াণ ৮০ অশীতি পৃষ্ঠা। ইহাতে ক্রমশঃ অষ্টা
পুরাণ ও উপপুরাণ বাঙ্গালা অনুবাদসমেত
িত করিবার কল্পনা আছে! প্রথমতঃ বিষ্ণু-
অনুবাদ ও শ্রীধরগোস্বামিকৃত টীকা সমেত
হইতেছে; ১ লা বৈশাখ বিতরণ
হইয়াছে। যিনি ইহার গ্রাহক হইতে অভি
হেন, তিনি কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে
র নিকট পত্র ডাকমাশুল ও প্রতিখণ্ডের
অগ্রিম ॥০ আট আনা করিয়া পাঠাইবেন।
বা নিয়মিত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত নহেন, তাঁহা
নিকট প্রত্যেক খণ্ড নগদ ১ এক টাকা
বিক্রয় করা যাইবে।

ই চৈত্র
৭৪। } জগন্মোহন শর্ম্মা।

সংস্কৃত মেদিনীকোষ দুরূহ শব্দের টীকা-
উত্তম নাগরাক্ষরে যত্নপূর্ব্বক মুদ্রিত হই
তেছে। যিনি গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি
ঢাকা কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু
সোমনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অথবা
কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে বা কাব্যপ্রকাশ
যন্ত্রে আমার নিকট পত্র পাঠাইবেন।

১৫ ই চৈত্র ১২৭৪
সংস্কৃত বিদ্যালয় শ্রীজগন্মোহন শর্ম্মা

### অভিধান।

| | |
|---|---|
| শব্দাম্বুধি | ২॥০ |
| শব্দার্থপ্রকাশিকা | ৩ |
| শব্দসিন্ধু | ২ |
| শব্দার্থমুক্তাবলী | ৭ |
| শব্দার্থরত্নমালা | ৫ |
| শব্দার্থপ্রচারিকা | ৩ |
| প্রকৃতিবাদ | ৫ |
| **সংস্কৃত পুস্তক** | |
| রঘুবংশ সটীক | ৮ |
| উত্তর নৈষধচরিত | ৩॥০ |
| ভট্টিকাব্য | ৪০ |
| অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব | ৩৫ |
| দশরূপক | ১৸৶ |

কলিকাতা
কর্ণওয়ালিস
ষ্ট্রিট ১৭৭ নং } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
পুস্তকবিক্রেতা।

কলিকাতা সংস্কৃত লাইব্রেরী ও কালেজ
ষ্ট্রিট ১১ সংখ্যক ভবনে শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ
মজুমদারের পুস্তকালয়ে, শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্র
কুমার রায় চৌধুরীপ্রণীত " তত্ত্বপ্রকাশ "
বিক্রীত হইতেছে।

বারুইপুর
৫ ই চৈত্র
১২৭৪। } শ্রীরাজমোহন বসু,
অধ্যক্ষ।

রাণীগঞ্জ পটরি কোং
লিমিটেড।

মেজিয়া করিবার সুচিক্কণ টাইল।

ঐ কোম্পানির মিসনরোস্থিত ৪ নং আ
উহার নমুনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং
কাহার প্রয়োজন হয় ঐ আফিসে অনুমতি
পাঠাইয়া দিবেন।

---

নলদময়ন্তী নাটক, ষ্টানহোপ যন্ত্রে য
বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত; মূল্য ১ টা

কলিকাতা
যোড়াসাঁকো ৬৪ ন } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র

চৈতনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পট
ডাঙ্গা বাড়ুযো ত্রাদার কোম্পানির দোকানে
প্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তক
বিক্রয় হইতেছে:—

| প্রণীত | মূল্য |
|---|---|
| গ্রীসইতিহাস | ১ টা |
| রোমইতিহাস | ১ |
| ভূষণসার ব্যাকরণ | । |
| নীতিসার ( ১ ম ভাগ ) | |
| নীতিসার ( ২ য় ভাগ ) | |
| প্রচারিত। | |
| মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ | |

শ্রীতারকনাথ শর্ম্মা

---

শব্দার্থপ্রচারিকানামে একখানি সুবিস্
নবাভিধান, যাহাতে প্রাকৃত ও যাবনিক
ভিন্ন সকল শব্দেরই লিঙ্গভেদ ও ধাতুর উ
কৃদাদি ও শব্দের উত্তর তদ্ধিত এবং উ
বৃত্তি হইতে নানাবিধ প্রত্যয়ান্তর প্রায়
০০০ হাজার শব্দ সংগ্রহপূর্ব্বক ৮৫৮ পৃ

...ত হইয়াছে, তাঁহাদিগের প্রয়োজন হইবে, ... ২৭৫ নং পুস্তকালয়ে ও জোড়া ... শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়ের নিকট ... পাওয়া যাইবেক। মূল্য ৩ টাকা ... আনা। যদি কেহ একে ... লন তবে তাঁহাকে ১৫ টাকা ... দেওয়া যাইবে।

বিক্রেতা শ্রীইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

## সোমপ্রকাশ।

৩০ এ বৈশাখ সোমবার।

...শিলার সাহেবকে লইয়া পোর্ট ...ও কোম্পানির যে কাণ্ড চলিয়াছে, ...যত সত্বর নির্ব্বাণ হয়, ততই আন... বিষয়। উহার অভ্যন্তরে অনেক ...প্রানিকর জুগুপ্সিত ব্যাপার ...। উহার যত আন্দোলন হইতেছে, ...লোকের ইউরোপীয়দিগের ধর্ম্ম... ...নিষ্ঠতা ও ন্যায়ানুগামিতার প্রতি ...ও অবিশ্বাস জন্মিতেছে। সে... ঐ কোম্পানির অংশগ্রাহিদিগের ...টা সভা হয়, তাহার কার্য্য প্রণালী ...পূর্ব্বে লোকের যে সংস্কার জন্মিয়া... তাহা আরো দৃঢ়তররূপে বদ্ধমূল ...ছে। সে দিন সভ্যদিগের অনেকে ... গর্হিতভাব প্রদর্শন করিয়াছেন, ...র দ্বিতীয় উদাহরণ দর্শন দুর্লভ।

...বিচারপতি
...ও বিচারপ্রণালী।

...র আরস্কিন পেরি সর জন লরে... অদূরদর্শিতাসূচক আজ্ঞার সমা... ...সময়ে আপনার মিনিটের উপ... ...র বলিয়াছেন "সম্প্রতি ভারত... ...হইতে যেসকল সরকারী পত্র আসি... ...তাহাতে দেখা যাইতেছে, একণে ... মাত্র (১) আইনশিক্ষা ...তাঁহারা বিচারকার্য্যে একরূপ ...করিতেছেন, যে (গবর্ণর জেন... ...) সিবিলিয়ানদিগকে পৃথক ...তর আইন শিক্ষা না দিলে তাঁহারা অবিলম্বেই সর্ব্বসাধারণের নিকট ভারতবর্ষীয়দিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবেন। তথাপি বর্ত্তমান আইন অনুসারে কোন উপযুক্ত ভারতবর্ষীয় বা ইংরাজ ব্যবহারাজীব নিয়মান্তর্গত প্রদেশের কোন কোন জেলায় জজের পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যথার্থ রাজনীতিজ্ঞের ন্যায় প্রশস্ত চিত্তে সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া বিচারকার্য্যে অন্য লোকদিগের প্রবেশ করিবার এবং তাঁহাদিগের বেতন ও বিদায়প্রভৃতির নিয়মের পরিবর্ত্ত করিবার প্রস্তাব করিলে অতিশয় আহ্লাদের বিষয় হইত।" এদেশীয় বিচারপতিগণ যে ইউরোপীয় বিচারপতিদিগের অপেক্ষা সমধিক যোগ্যতা প্রকাশ করিতেছেন, তাহা অল্প লোকেই অস্বীকার করিবেন। প্রধানতম বিচারালয়কেও ইহা স্বীকার করিতে হইয়াছে। আমাদিগের জেলার জজ, মাজিষ্ট্রেট, ও কালেক্টরগণের সহিত মুন্সেফদিগের তুলনা করিলে যে সিবিলিয়ান বিচারপতিদিগের উপরে অশ্রদ্ধা জন্মে, তাহা মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করা যাইতে পারে। আমাদিগের আদালতসমূহের উকীলেরা যে বিচারপতিদিগের অপেক্ষা সকল বিষয়ে দক্ষতা প্রকাশ করেন, ইহা গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ্যরূপে না হউক, প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু প্রধান ক্ষমতা কেন অদ্যাপি ইংরাজবিচারপতিদিগের হস্তেই রহিয়াছে। এক জন মুন্সেফ বা প্রধান সদরআমীন সবিশেষ অনুসন্ধানপূর্ব্বক যত্নসহকারে যে বিচার করেন, এক জন জজ অনায়াসে সামান্য কারণে তাহা রহিত করিয়া থাকেন। সর বার্ণেস পিকক যাস আপীলের পথে যেসকল কণ্টক নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতে প্রধানতম বিচারালয়েও সকল সময়ে সুবিচার লাভ হয় না। এক্ষণে যে নিতান্ত শোচনীয় অবস্থা তাহা স... স্বীকার করিবেন।

শাসনকর্ত্তাদিগের সময়ের ... অনুসারে কাজ করা কর্ত্তব্য। বি... গবর্ণমেণ্টকে সকল বিষয়ে পরা... জাতির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা ... করিতে হইবে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণ... যত দিন ইহা করিতে পারিয়াছি... তত দিন তাঁহাদিগের কার্য্যে লো... এত অসন্তোষ জন্মে নাই। কিন্তু এ... তাহার বহুব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। র... শাসন, বিচারপ্রভৃতি যে যে ... গবর্ণমেণ্ট এদেশীয়দিগের মত অ... করিয়া কাজ করেন, সেই সেই বি... ঠকিয়া যান। সকল বিষয় অপেক্ষা ... দিগের দেশে বিচারকার্য্যই অ... বিশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হইতে... অত্রত্য ইউরোপীয় বিচারপতি... যে প্রজাদিগের সভ্যতা বৃদ্ধির ... সারী কাজ করিতে পারিতেছেন ... ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থা... আইন শিক্ষা ও উহার ভাবজ্ঞতা বি... ভারতবর্ষীয়দিগের স্বাভাবিক নৈ... আছে। একণে তাঁহারা উহা ... করিতে সবিশেষ মনোযোগী হইয়া... সুতরাং তাঁহারা যে বর্ত্তমান ... লিয়ান বিচারপতিদিগের বিচার ... হ্যায্য করিবেন, তাহা বিচিত্র ... এই অনিষ্টনিবারণের উপায় কি? ... জন লরেন্সের মতে সিবিলিয়ান ... অন্য লোকের হস্তে উচ্চতর ... রের ভার প্রদান করিলে পৃ... তলে যাইবে। এই নিমিত্ত তিনি ... দল সিবিলিয়ানকে পৃথক করিয়া ... শিক্ষা দিবার প্রস্তাব করিয়াছে... ইহাতে কতক অনিষ্ট নিবারণ ... বটে; কিন্তু ইহাতেও বিচারপতি... উকীলদিগের ন্যায় আইন বিষয়ে ... দর্শিতা প্রদর্শন করিতে পারিবেন...

...তবর্ষীয় এমন স্থানে উত্তমরূপে ...করিবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত ...হয় হইলে তিনি যে অন্ততঃ আপ...সিভিলসার্ভিসে উচ্চ পদ পাইবার ... তাহাতে সন্দেহ নাই।" সর ...জন পেরির এ বাক্যের তাৎপর্য্য এই ...খানে নিয়মের নাই, আর যেখানে ...ছাচার করিলেও চলে, সেখানে ...ক্তি যথার্থ যোগ্যতাপ্রদর্শন পূর্ব্বক ... করেন, তিনি যে নিয়মানুসারে ...শে সাধারণ মতের সমক্ষে অন্যায় ...কাজ করিবেন, ইহা কখনই সঙ্গত নহে। এতদ্ভিন্ন সর জন লরেন্সের ...দর্শনসমুখিত প্রধান তর্ক পণ্ডিত ...হ। সর জন লরেন্স বলেন, "আইন ...রে উচ্চতর পদসকল কেবল সিবি...নদিগেরই প্রাপ্য হইয়াছে। কিন্তু ...আরস্কিন পেরি তাঁহাকে এই বলিয়া ...না করিয়াছেন যে, ব্যবহারাজীবের ...আইন লইয়া তর্ক করা আমাদের ...ত নহে। আইনে কি বলে তাহার ...চনা করা অপেক্ষা যথার্থ রাজনীতি ...রে কিরূপ উচিত, তদ্বিষয় বিবে...করাই আমাদের কর্ত্তব্য। সর আর...পেরির এই বাক্যটী নিতান্ত যুক্তি...হইয়াছে। বিচারপতিগণ আইনের ...রোধ কোন অন্যায় নিবারণ করিতে ...রিলে বলিয়া থাকেন "আমরা ... করিব ? আমরা ... কাজ করিতে পারি না" কিন্তু ...কর্ত্তা ইহা বলিতে পারেন না। ...নে কোন দোষ থাকিলে তাহার ...শোধন করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। ...ন যে রাজনীতির অধীন হইয়া ...ছেন, তাহা ভারতবর্ষীয় শাসনকর্ত্তারা ...অবলম্বন করিতে পারেন নাই? ...আরস্কিন পেরি বলেন, ভারতবর্ষীয় ...উচ্চতর পদ প্রদানের আইন করা ...গবর্ণর জেনেরলের উদ্দেশ্য হয়, মহাসভাকে অনুরোধ করিয়া ঐ প্রকার আইন করিয়া দিবেন। অতঃপর ভারতবর্ষীয়দিগকে উচ্চতর পদ দেওয়া উচিত কি না, তাহার মীমাংসার ভার গবর্ণর জেনেরলের উপরেই নিহিত হইতেছে। এক্ষণে তাঁহার মত কি ? আমাদিগের দেশের শাসনকর্ত্তা হইয়া কি প্রভুত্বলোভী কুসংস্কার বিশিষ্ট ইউরোপীয়দিগের ভয়ে আমাদিগের স্বাভাবিক স্বত্বলাভের পথে কণ্টক নিক্ষেপ করিবেন ?

সর বার্টল ফ্রিয়ার সর আরস্কিন পেরির বাক্যের অনুমোদন করিয়া বলিয়াছেন, "যাঁহাদিগের হস্তে নিয়োগের ভার আছে, তাঁহারা যদি যথার্থ ভদ্রতা ও আগ্রহসহকারে ভারতবর্ষীয়দিগকে উন্নত করিবার চেষ্টা পান, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয়দিগের উন্নতি হইতে পারে। বর্ত্তমান আইনে তাহার সবিশেষ প্রতিবন্ধ করা হইতে পারে না।" ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তাদিগের ঐ ভর্ৎসনা বাক্যটী স্মরণ করা উচিত। এদেশীয়দিগের নিয়োগ বিষয়ে যে প্রতিবন্ধকতাচরণ করা হয়, সর বার্টল ফ্রিয়ারের মতে আইন অপেক্ষা শাসনকর্ত্তাদিগের কুসংস্কারদোষই তাহার প্রধান কারণ। সর জন লরেন্স আপনার দলের কতগুলি লোকের অভিপ্রায় গ্রহণ করিয়া এই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন যে এদেশীয়েরা অল্প টাকায় সুখে কাল যাপন করিতে পারেন; কিন্তু ইউরোপীয়গণ তাহা করিতে পারেন না। সর বার্টল ফ্রিয়ার গবর্ণর জেনেরলের এই বাক্যটী অমূলক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শকট, বস্ত্র ও সুরাপানে এদেশীয়দিগের তত ব্যয় হয় না যথার্থ বটে; কিন্তু ইউরোপীয়েরা যেমন অবিচলিত চিত্তে আত্মীয়দিগের ক্লেশ দেখিতে পারেন; এদেশীয়েরা তাহা পারেন না। সামাজিক ব্যবহারানুসারে আমাদিগের যে ব্যয় হয়, ইউরোপীয়েরা তা... বিশেষজ্ঞ নহেন। সর জন লরেন্স ... তাঁহার সহচরগণ কয়েকটী সামান্য ... এদেশীয়দিগের নিমিত্ত রাখিয়া ... আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন, সর বা... ফ্রিয়ার তাহাতে অতিশয় অসন্তুষ্ট হই...ছেন। তাঁহার মতে এই সকল ... "ইউরোপীয়দিগের উচ্ছিষ্টমাত্র। ... এদেশীয়দিগকে উচ্চতর পদ প্রদান ... করিলে যে ক্রমশঃ তাঁহাদিগের অ... অসন্তোষ হইবে সর বার্টল ফ্রিয়ার ... স্বীকার করিয়া উপসংহারকালে ব...ছেন, ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারীদিগের ... বস্ত্র ও ভাষা ইংরাজদিগের ন্যা... করিয়া তাঁহাদিগের সংস্কার ইংরা...দের ন্যায় করিয়া দিলেই যথার্থ ... হইবে। ঐ সংস্কার কিসে জন্মিবে? ভা...বর্ষীয়দিগকে উচ্চ পদ প্রদান উহার ... মাত্র উপায়। তাহা হইলে ভারতবর্ষী... আপনারা শাসন কার্য্যে থাকিয়া ব্রি... গবর্ণমেন্টকে আপনাদিগের গবর্ণ... বলিয়া জ্ঞান করিবেন। স্থূল কথা ... হইতেছে ভারতবর্ষীয়গণ বিলক্ষণ বু... পারিয়াছেন, ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেন্ট ... দিগকে উচ্চতর স্বত্বপ্রদান ক... প্রস্তুত আছেন; কেবল এখানকার শ... কর্ত্তারা নানা কৌশলে সেই উদ্দেশ্য ... করিতেছেন। এক্ষণে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমে... কর্ত্তব্য এই হইতেছে যে, তাঁহারা এ... কার বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তাদিগের ... অগ্রাহ্য করিয়া এদেশীয়দিগের অ... ও অভিপ্রায়ানুরূপ স্বত্ব প্রদান করে...

পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ের দুর্ঘটনা।

বিদ্যুৎপাত বন্যা ও বাত্যাপ্র... দৈব ঘটনার উপরে মানুষের প্রভুত্ব ... তথাপি মানুষ সাবধান হইয়া ঐ ... উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষা সম্পাদন ... কিন্তু আমরা একটী আশ্চর্য্য দেখি...

ওয়ে হইতে আত্মরক্ষা দুরূহ হইয়া
াছে। রেলওয়ে দৈবকাণ্ড নয়, মানু-
কাণ্ড; উহার উপরে মানুষের
র্ণ প্রভুত্ব আছে। কর্ম্মচারীরা যদি
রূপ সাবধান হইয়া কাজ করেন,
প্রকার দুর্ঘটনা হইবার সম্ভাবনা
না। কিন্তু উহাঁদিগের অনবধানতা
প্রবল যে, কোন ক্রমেই তাহার
রণ হইতেছে না। রেলওয়ে দেশের
যাগ ও সুখ সচ্ছন্দতার মূল হইয়াও
ারীদিগের এক অনবধানতাদোষে
ত্তির হেতু হইয়া উঠিয়াছে। আমা-
র এক আত্মীয় পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলও-
একটী শোচনীয় দুর্ঘটনার বিবয়
য়া পাঠাইয়াছেন, পাঠকগণ শ্রবণ
।

১৬ ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার রাত্রি
৭॥ ঘটিকার সময় পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ের
নগর ষ্টেশনে (যাহাকে মুলাজোড়
একটী ভয়ানক অভূতপূর্ব্ব দুর্ঘটনা
গিয়াছে। আমি এক জন আরোহী.
৫০ মিনিটের গাড়িতে নৈহাটীতে গমন
তেছিলাম, বারাক্‌পুরে পঁহুছিয়া শুনি
শ্যামনগর ও নৈহাটীর মধ্যস্থানে এক-
মালের গাড়ি লাইনের বাহিরে পড়াতে
রুদ্ধ হইয়া আছে। প্রায় অর্দ্ধ ঘটিকার
শ্যামনগর হইতে তারযোগে সংবাদ
লে পর আমাদিগের গাড়ি শ্যামনগরে
করিল। তথায় গমন করিয়া দেখিলাম,
দুই প্রহরের মালগাড়ি তথায় আছে
কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পরিষ্কৃত হইয়াছে
পাঁচটার ৫০ গাড়ি সে পর্য্যন্ত ঐ খানে
তাহাও কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে নৈহাটীতে গমন
িছে। ষ্টেশনমাষ্টারের মুখে অবগত
াম, যে আমাদিগের গাড়ি দুই ঘটি
স্থানে নৈহাটীতে গমন করিতে পারিবে
আমাদিগের গাড়ি অপর পার্শ্বস্থ
ন রাখা হইল ইতিমধ্যে একখানি
াড়ি নৈহাটী হইতে আসিয়া কলিকা-
মুখে চলিয়া গেল। ক্রমে রাত্রি হইতে
ল। যে মেল ট্রেণ কুষ্টিয়া হইতে

আসিতেছিল, তাহা ষ্টেশনে উপনীত হইল; কিন্তু ষ্টেশনে না থামিয়া দ্রুতবেগে কলিকাতার দিকে যাইতে লাগিল। পাইণ্টের নিকট আসিয়া কলখানি প্রধান লাইনে গেল আর সকল গাড়ি যে লাইনে আমাদিগের গাড়ি ছিল, এককালে আসিয়া তাহার কলের উপর পড়িল। মহাশয়! পড়িবার সময় বজ্রাঘাতের ন্যায় ভয়ানক এক শব্দ হইল। আমি সর্ব্ব শেষের গাড়িতে ছিলাম। বসিয়া ছিলাম, অধোমুখে শুইয়া পড়িলাম, এইরূপ আকস্মিক ব্যাপার দেখিয়া ইহার পরে আবার কি হয় এই ভয়ে গাড়ি হইতে লম্ফ দিয়া বাহিরে পতিত হইলাম। অনন্তর দ্রুতবেগে কলের নিকটে গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা সম্যক রূপে বর্ণন করিতে পারি না। চারিখানি তৃতীয় ও চতুর্থ ক্লাস গাড়ি একবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং আমাদিগের গাড়ির কলখানিরও ঐ দশা হইয়াছে। ঐ চারিখানি গাড়িতে দুই শতেরও অধিক পূর্ব্বদেশীয় যাত্রী ছিল। তথায় যাইয়া দেখিলাম, প্রায় ৫০। ৬০ জন শকট হইতে ঠিকরিয়া পড়িয়াছে, কতক মরিয়া গিয়াছে, আর কতক ব্যক্তির শ্বাস হইয়াছে। গাড়ি চাপাও অনেকে রহিয়াছে সেখানে এমনি ক্রন্দনের কোলাহল উঠিয়াছে যে শুনিলে পাষাণ দ্রব হইয়া যায়। ষ্টেশন হইতে লোক জন আসিয়া শকট চাপা ব্যক্তিদিগের উদ্ধার করিবার উপক্রম করিতে আরম্ভ করিলেন। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, বলিতে পারিলাম না। কিন্তু অনুমান হয় অধিকাংশ লোকের মৃত্যু হইয়াছে এবং যাহাদিগের প্রাণ নষ্ট হয় নাই, তাঁহারা অঙ্গহীন হইয়াছেন। পর দিবস আমি যৎকালে দুই প্রহরের গাড়িতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করি, তখন দেখিলাম, ষ্টেশনের এক ঘরে মৃতদেহ উপর্য্যুপরি পড়িয়া আছে এবং রাস্তার ধারে গাছের তলায় ও অন্যান্য স্থানে শব পতিত রহিয়াছে। এপ্রকার ভয়ানক ঘটনা পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ে হইয়া অবধি হয় নাই। ইহার প্রকৃত কারণের অনুসন্ধান করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য।

| | | |
|---|---|---|
| কলিকাতা<br>২৭ এ বৈশাখ<br>১২৭৫। | } | ভবদীয় একান্ত বশম্বদ<br>জনৈক আরোহী। |

রেলওয়ে যে প্রজাক্ষয়ের এ
হেতু হইয়া উঠিল, গবর্ণমেণ্ট কি উ
নিবারণ বিষয়ে যত্নবান্ হইবেন
সচরাচর শকটচালক, রাস্তার তত্ত্বা
য়ক ও পইণ্টধারীর দোষে দুর্ঘটনা
থাকে। যাঁহাদিগের উপরে রেলও
কার্য্যের প্রধানকর্ত্তৃত্বভার অ
উঁহারা যদি মত্ত অলসপ্রকৃতি ও
বস্থিত শকটচালককে শকট চাল
না দেন, অপদার্থ পইণ্টধারীকে
কার্য্যে নিয়োজিত না করেন এবং অ
ইঞ্জিনিয়রকে রাস্তার তত্ত্বাবধানে নি
হইতে না দেন, তাহা হইলে দুর্
হইবার সম্ভাবনা কি? আমরা ব
বলিতেছি, রেলওয়ের দুর্ঘটনা
দৈবকাণ্ড কিছুই নাই। রেলওয়ে
তিস্থ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির বুদ্ধির ক
প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি যদি উহার কার্য্য স
দন করেন, দুর্ঘটনা ঘটিবার কোন
সম্ভাবনা থাকে না।

আমাদিগের মতে মত্ত ও অ
শকটচালকাদির নিয়োগকর্ত্তাদিগকে
ও দণ্ডনীয় করা কর্ত্তব্য। কেবল
চালকাদির দণ্ডবিধান ব্যবস্থাদ্বার
টনার নিবারণ সাধ্যায়ত্ত নহে।

উপসংহারকালে আমরা অ
ব্যক্তিদিগকে এবং হত ব্যক্তি
পরিবারগণকে অনুরোধ করিতে
তাঁহারা রেলওয়ে কোম্পানির
ক্ষতিপূরণের অভিযোগ করুন,
কিছু বলেন না বলিয়াই রেল
কোম্পানি ও তাঁহাদিগের কর্ম্মচা
সাবধান হইতেছেন না। লেপ্টেনাণ্ট গ
ব্রে মহোদয়কেও আমাদিগের সবি
অনুরোধ এই, আমরা অনেকের
শুনিলাম, হত ব্যক্তিদিগের অনে
গোপনে পদ্মায় ভাসাইয়া দেওয়া
য়াছে, এ জনরবটি সত্য কি না,
রূপে তাহার নিগূঢ় অনুসন্ধান ক

আবিসিনিয়া।

আবিসিনিয়ার যুদ্ধের ত শেষ হইল, ...দেশ ... অনুযোগ করিলেন, এক্ষণ ...না করা হইল না ( এই যুদ্ধের নিমিত্ত ...কোটি টাকা ব্যয়, অনুমান করা হয়, ...র কত ব্যয় হইয়াছে, আমরা তাহার ...চার পাই নাই ) উভয় দলের অনেকগুলি ...লোক হত হইয়াছে, ইহার পরিণাম সে ...হইবে এক্ষণে ইহাই চিন্তার বিষয় হই...ক। যাঁহারা পররাজ্যগ্রহণকামুক, ...অর্থ ব্যয় ও ক্লেশের পর ঐ রাজ্য ...নি যে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, সেটি তাঁহা...দের ভাল বাসিবেন না। কেহ কেহ ঐ ...ন একটি আড্ডা করিবার অভিলাষ করি...ছেন। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় ...দেই হউক আর পরেই উক্ত রাজ্যে ...দের প্রতি ক্রোধ জন্মিবার সম্ভাবনা। ...ক, এরূপ কোন বন্দোবস্ত করাই উচিত। বন্দীদিগের উদ্ধারার্থ এই যুদ্ধের ...ষ্ঠান করা হয়, সে উদ্দেশ্য সাধিত ...য়াছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সে এই ...মাত্র উদ্দেশ্য, তাহাও জগতে বিদিত ...হে। এক্ষণে যদি উদ্দেশ্যান্তর সাধ...চেষ্টা হয়, কেবল যে ব্রিটিস গবর্ণমে...অনৌদার্য্য ও অভদ্রতা প্রকাশ হইবে ...প নয়, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট আফ্রিকা পর...গ্রহণলোভ পরিত্যাগ করিতে পারেন ...সকলের এই সংস্কার জন্মিবে। অতএব ...গবর্ণমেন্ট ঐ রাজ্যের হিতসাধনের ...না করেন, নিস্বার্থ প্রবৃত্ত হইয়া উহা...দন করা কর্ত্তব্য। আবিসিনিয়ার কোন ...যুক্ত সর্দ্দারকে থিওডোরের পদে ...ক্ত করিয়া প্রজার হিতার্থ তাঁহার ...হয়ী। ...প্রণালীর কতকগুলির ...ম করিয়া দেওয়া উচিত। ভাবী রাজা ...টিশ গবর্ণমেন্টের পরামর্শ লইয়া সমু...কার্য্য করেন, এইরূপ বন্দোবস্ত করা ...। ঐ রাজা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের কার্য্য...লীকে আদর্শ করিয়া যাহাতে প্রজার বিদ্যাশিক্ষা ও পুলিষের উৎকর্ষ সাধন প্রভৃতি কার্য্য করেন, সে বিষয়েও যত্ন বিধান আবশ্যক।

স্ত্রী নর্ম্মাল বিদ্যালয়।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও বাঙ্গলা এই তিন প্রেসিডেন্সীর তিন প্রধান নগরে এক একটী স্ত্রী নর্ম্মাল বিদ্যালয় স্থাপনার্থ পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত বার্ষিক ১২০০০ করিয়া টাকা দিবেন, এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। মিস কার্পেণ্টর মান্দ্রাজে যে একটী স্ত্রী নর্ম্মাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব করেন, তাহা হইতেই এই প্রসঙ্গ উত্থিত হইয়াছে। মান্দ্রাজের গবর্ণর ও শিক্ষাকার্য্যের ডিরেক্টর প্রভৃতি যাঁহারা মিস কার্পেণ্টরের সপক্ষতা করেন, তাঁহাদিগের সকলেরই মত এই, গবর্ণমেন্ট নিজে স্ত্রী নর্ম্মাল বিদ্যালয় না করিলে ঐ বিদ্যালয় হইয়া উঠা ভার। কিন্তু গবর্ণর জেনরলের সেরূপ মত নহে। তিনি বলেন, দেশীয় ব্যক্তিদিগের নিকটে সাহায্যগ্রহণ না করিলে তাঁহাদিগের যত্ন হইবে না।

গবর্ণর জেনরল এদেশের অবস্থাজ্ঞ ও স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধে এদেশের লোকের হৃদগতভাবজ্ঞ বলিয়া উক্ত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা নহে। দেশান্তরে শিক্ষাসম্বন্ধে যে রীতি প্রবর্ত্তিত ও যে যুক্তি অনুসৃত হইয়া থাকে, তিনি তদব লম্বন করিয়াই সমস্ত ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা দেশের অবস্থা স্বচক্ষে যেরূপ দর্শন করিতেছি। এবং লোকের মনের ভাব যেরূপ জানিতে পারিতেছি, তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতে পারি, গবর্ণর জেনরল বাহাদুর যে যুক্তির অনুসরণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তাহাতে কৃতার্থতালাভ করিতে পারিবেন না। বালকদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে অবলম্বিত যু... স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে ফলোপধায়িতার ...বনা নাই।

আজিও এদেশের অধিকসং... লোকে জ্ঞানের নিমিত্ত বালকদিগকে ... শিক্ষা দেন না। পুত্র পণ্ডিত ... অর্থ উপার্জ্জন করিবে, এই ...শেই পুত্রকে লেখপড়া শিখা... কন্যাসন্তানেরা পুত্রদিগের ন্যায় ...পার্জ্জন করিবে, সে আশা ন... জ্ঞানোপার্জ্জনের নিমিত্ত লেখা... শিখান আবশ্যক, এ জ্ঞান অধিকাং... নাই। যখন এরূপ হইল, তখন ক...স্তানের শিক্ষাদানার্থ অর্থব্যয় করি... প্রবৃত্তি জন্মিবার সম্ভাবনা কি? ...ভিন্ন আরো অনেক দুর্নিবার প্রতি... আছে। বালকদিগের বিষয়ে সে... প্রতিবন্ধক নাই। স্ত্রীশিক্ষয়িত্রী... তন্মধ্যে একটি প্রধান। পুরুষ শিক্ষ... নিকটে বালিকাদিগের অধিক ব... পর্য্যন্ত শিক্ষালাভ সম্ভাবিত নয়; ... কাহারো অনুমোদিত নহে। এই ... যাঁহারা বিবাহের পূর্ব্বে কন্যাদি... বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন, বিবাহের ... তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে যাইতে দে... কিন্তু স্ত্রীশিক্ষয়িত্রীর নিকটে এরূপ ... থাকে না। অতএব সর্ব্বাগ্রে স্ত্রী...য়িত্রী প্রস্তুত করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু গ... জেনরল বাহাদুর এদেশীয়দিগের ... লইয়া ঐ অভীষ্ট সিদ্ধ করিবা... মানস করিয়াছেন, তাহা সম্পন্ন হ... সম্ভাবনা নাই। উপরে প্রদর্শিত ... এদেশের অধিকাংশ লোকের ক... শিক্ষাদানে প্রবৃত্তি নাই। তাঁহার... সেই কন্যার শিক্ষার্থ শিক্ষ... প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত অর্থদ্বারা ... করিবেন, তাহা কোনক্রমেই সম্ভ... নহে।

এক্ষণে আমাদিগের বক্তব্য ...

মেণ্টের যদি এদেশীয় রমণীগণের
দানে আন্তরিক ইচ্ছা ও যত্ন
ক, তাহা হইলে অন্ততঃ ৫ বৎসরের
মত্ত তাঁহারা কি স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয়
বালিকাবিদ্যালয় যাবতীয় স্ত্রীবিদ্যা
র যাবতীয় ব্যয়ভারও কার্য্যসম্পাদ
াভার স্বয়ং গ্রহণ করুন। যে বিষয়ে
শীয়দিগের চির কালের বিপরীত
কার ও অনভ্যাসনিবন্ধন বিদ্বেষ
ছ এবং যে বিদ্যাকে ইহাঁরা অর্থ
বলিয়া জ্ঞান করেন না, তাহার শিক্ষা
র প্রথম আরম্ভসময়ে গবর্ণমেণ্টকে
সমুদায় ভার গ্রহণ করিতে হই
ছ। মেডিকালকালেজ ও সংস্কৃত
লেজ তাহার প্রমাণ।

—০—

" এঁরাই আবার বড় লোক।"

অভিনয়।

আমাদিগের এক মিত্র উল্লিখিত নাট
ম ভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন, তিনি
সংক্রান্ত যে প্রস্তাবটী লিখিয়া পাঠা
ছেন, তাহা পাঠকগণের গোচরার্থ
স্থলে সাদরে গৃহীত ও প্রচারিত
ল।

ব্য বঙ্গবাসীদিগের সঙ্গীতবিষয়িণী রুচির
র্ণ পরিবর্ত্ত দেখা যাইতেছে। আর যাত্রা,
পাঁচালিতে তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি ও
ত নাই। অবকাশকালে সঙ্গীতদ্বারা
বিনোদন করিবার ইচ্ছা জন্মিলে তাঁহারা
সঙ্গীতব্যবসায়ী পেশাদার যাত্রা ও কবি
লার শরণ লন না, আপনারা নাটকের
নয় ও একতান বাদ্যের দ্বারা অভিলাষ
করেন। ফলতঃ এই রুচিবিপর্য্যয়
তোভাবে কল্যাণকর, ইহাতে চিত্তরঞ্জন
ত্তের উৎকর্ষবিধান যুগপৎ দুই অভি
সিদ্ধ হয়। অপর এতদ্বারা আনুষঙ্গিক
তবিদ্যারও উন্নতি সাধিত হইবার সম্ভা
আছে।

সম্প্রতি ঠনঠনিয়াতে একটী নাট্যালয় হইয়াছে। গত শনিবার তথায় " এঁরাই আবার বড় লোক " নামে এক নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। অভিনয়ের সঙ্গে একতান বাদ্য ও গীতও হইয়াছিল।

নাটকখানির উদ্দেশ্য অতি প্রশংসার্হ। সুরাপানের দোষোল্লেখ করিয়া তাহা হইতে লোককে পরাঙ্মুখ করা ও সুরাপানপ্রভৃতি কতিপয় কুক্রিয়ায় আসক্ত হওয়াতেই নব্য বাঙ্গালিরা যে স্বদেশের রীতি পদ্ধতির সংস্করণে প্রবৃত্ত হইয়াও বিফলপ্রযত্ন ও পরিণামে হাস্যাস্পদ হইতেছেন, তাহা প্রমাণ করা এই নাটকের উদ্দেশ্য। বক্তৃতা বা লিখিত উপদেশ অপেক্ষা নাটকাভিনয়ের কুপ্রথা ও কুকর্ম্ম সংশোধনে বিশেষ ফলোপধায়কতা আছে। কারণ রঙ্গভূমিতে উক্ত কুকর্ম্ম সকল ও তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলসমূহকে মূর্ত্তিমান্ করিয়া প্রদর্শন করা হয়। তাহাতে তদন্তর্গত নীতি লোকের বিশিষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। কিন্তু কতকগুলি কুকর্ম্মকে মূর্ত্তিমান্ করিতে গেলে অশ্রোতব্য কথা ও অদ্রষ্টব্য দর্শন দেখাইতে ও শুনাইতে হয় সুতরাং সেই সমস্ত কুকর্ম্মের রঙ্গভূমিতে আন্দোলন সঙ্গত হয় না। "এঁরাই আবার বড় লোক" এই নাটকখানিতে সকল দোষের বহুল পরিমাণে উল্লে[illegible] আছে, অতএব উহা যে সম্যক্রূপে [illegible]নয়যোগ্য একথা আমরা নির্দ্দেশ ক[illegible]রি না।

গ্রন্থের যে [illegible] অতি সুন্দর ও যাবতীয় [illegible] হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। অঙ্গভঙ্গী, তর্জ্জন গর্জ্জন, রোদন, আহত হইয়া ভূতলে পতন ও মৃতবৎ হইয়া শয়ন এবং সূর্য্যাস্ত বিদ্যুৎ মেঘ গর্জ্জন ও বজ্রাঘাত প্রভৃতি অতি সুন্দর ও প্রকৃতির অনুরূপ হইয়াছিল। ' মাষ্টার কেষ্টোকিশোর ' অতি চমৎকার অভিনয় করিয়াছিলেন। কিন্তু বার বার কৌতুকাবহ কথা ও ভঙ্গীদ্বারা শ্রোতৃবর্গের হাস্য উৎপাদন করিয়া তিনি নিজেও এক একবার সহাস্য আস্যে তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। যাহা হউক, অভিনয়ের গুণই অধিকাংশ, দোষ অতি অল্প অতএব সেই অতি অল্প মাত্র দোষের কথা উল্লেখ করিলেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে তদ্ভিন্ন অভিনয়ের আর সমস্ত অ
প্রশংসনীয় হইয়াছে।

রাজা বাবুই প্রধান অভিনেতা। তাঁহ
বারম্বার রঙ্গভূমিতে উপনীত হইতে
প্রতিবারেই অনেক ক্ষণ ধরিয়া শ্রোতৃব
চিত্তরঞ্জন করিতে হইয়াছিল। তাঁহার
নয় কার্য্যে বিলক্ষণ নৈপুণ্য আছে
সামাজিকদিগেরও চিত্তরঞ্জনে কৃত
হইয়াছিলেন। কিন্তু যে যে স্থলে
কথা কহিতে হয়, সেই সেই স্থলে
লক্ষিত হইয়াছে। ফলতঃ কেবল
বলিয়া নন, যিনি যিনি আত্মগত কথা ক
ছেন, তাঁহারই সেই দোষ দেখা গিয়া
আত্মগত কথা ধীরে ধীরে কহিতে হয় ও
মধ্যে মধ্যে বিরাম চাই, ভাব ও সু
আকার ইঙ্গিতের তারতম্য করিতে
এব এমন স্বরে কথা কহিতে হয়
তাহা উচ্চ হইবে না, অথচ কথা
সকলে স্পষ্ট শুনিতে পাইবে। কিন্তু অ
যে অভিনেতৃগণের কথা কহিতে
তাঁহাদিগের ঐ সমস্ত বিষয়ে দৃষ্টি ছিল
তাঁহারা যেন পুস্তক দেখিয়া পাঠ
তেছেন এমনি বোধ হইয়াছিল। 'ড
বাবুর' উচ্চারণগুলি অতি শ্রুতিক
তিনি যখন ' এই অন্ধকারে আর
ইত্যাদি বচনগুলি কহিতে আরম্ভ ক
তখন যেন কাণে বজ্রাঘাত হইল বলিয়া
হইয়াছিল। আবা[illegible] স্ত্রীলোকে শুদ্ধ ও ন
কথা কহিলেও সেইরূপ কঠোর শু
শাপিমালা " হা বিধাতঃ! " বলিয়া খে
না করিয়া যদি ' হে বিধেতঃ ' ব
তাহা হইলে ভাল লাগিত।

একতান বাদ্যও তানলয়শুদ্ধ ও
হইয়াছিল। ইহা অভিনয়ের একটী এ
অঙ্গ। ইহা না থাকিলে অভিনয় আদ্যো
স্থির হইয়া শুনা অতি কঠোর ব্রত
উঠে। যাবতীয় যন্ত্রের ঐক্য থাকাই
তান বাদ্যের প্রধান প্রশংসার বিষয়।
য়ার একতান বাদ্য সম্প্রদায়ের যন্ত্র স
বিলক্ষণ ঐক্য ছিল কেবল ঢোলের
কিছু উচ্চতর হইয়াছিল। ফলতঃ যিনি
বা হাইয়াছিলেন, তিনি সে বিষয়ে

...ান হয়। কেন না, ঢোলের বোলগুলি
...ল্যেও তেমনি তাহাদিগের লালিত্য
... কিন্তু ঢোলের বোল ও অপর যন্ত্রের
... পৃথক লাগিলে একতান বাদ্যের
... সম্পূর্ণ রূপে উপলব্ধি হয় না। আমা
... বিবেচনায় একতান বাদ্যে ঢোল বাদ
...দের পাণ্ডিত্য না দেখাইয়া কেবল
... চালিয়া গেলেই পর্য্যবসিত হইবে

—·—

পুস্তকপ্রাপ্তি।

... বাণিজ্যদর্পণ। এখানি ১৭৮৩
...র ফেয়ার এসোসিয়েসনের বিজ্ঞা-
...সারে শ্রীযুক্ত জগদীশ তর্কালঙ্কার
... বির চক্র। ইহাতে কি নিমিত্ত জন
...ব বাণিজ্য প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল,
...দেশে মুদ্রার সৃষ্টি হইল, ব্যবসায়
...কার এবং কোন্ কোন্ দেশে কি
...বা অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া
...ইত্যাদি প্রয়োজনীয় অনেক বিষয়
... বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে।
...ার বহুযত্নে এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন-
... তাঁহার অন্যান্য সহযোগী অপেক্ষা
...ক উৎকর্ষলাভ করিয়া পূর্ব্বোক্ত
...সিএসনের নিকট তাঁহাদের প্রদত্ত
...প ২৫০ টাকা ও প্রশংসাপত্র
...য়াছেন। গ্রন্থ মন্দ হয় নাই। ইহা
... সমাজের অনেক উপকার লাভেরও
...বনা আছে।

—·—

## বিবিধসংবাদ

২২এ বৈশাখ সোমবার

...৯ এ এপ্রেল আগরার ইউরোপীয় সৈন্য
... রকম হইয়াছে। ঐ ব্যক্তিটী ভুলা
...ছিল। দাহকালে প্রবল বায়ু প্রবাহিত
...তে সমুদায় ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে।
... চুরি ও সিঁদের বিশেষ প্রাদুর্ভাব
... পুলিস কিছুই করিতে পারিতে
... এই স্থানে অনেক দুশ্চরিত্র লোকে
...কারবার ভান করে. কিন্তু চুরিই তাহাদি-
...প্রকৃত ব্যবসায়। সম্প্রতি উহাদের চারি

জন দৃত হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট উহাদিগকে সেসনে অর্পণ করিয়াছেন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, কলিকাতার পুলিসে আইনঅনুসারে যত টাকা আদায় হইবে, তাহা পুলিস ফণ্ডে জমা হইয়া জষ্টিস-দিগের হস্তগত হইবে। এই টাকা ও পুলিস ফণ্ড একত্রীভূত করিয়া জষ্টিস ও গবর্ণমেণ্টের পুলিসের ব্যয়াংশ নির্দ্ধারিত হইবে।

মহীসুরের ভূতপূর্ব্ব রাজার পরিজন ও আত্মীয়দের প্রতিপালনার্থ ৩৪ লক্ষ টাকা পুলিসখাতে পাইবে। পরিবারবর্গ বৃত্তি পাইতে পারেন। কিন্তু রাজার জাঁক্, দায়ক দত্তকপুত্র বৃত্তি পাইবার কি স্বত্ব আছে তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

কলিকাতার আর্চডিকন প্রাট শীঘ্রই পদ ত্যাগ করিবেন। রেবরেণ্ড কেব আর্উন ও রেবরেণ্ড বঙ্ক এই পদের প্রার্থী হইয়াছেন।

এবার বাঙ্গালোর ও নীলগিরিতে এমন গ্রীষ্ম হইয়াছে যে অত্রস্থ প্রাচীন লোকেও বলিতেছেন তাঁহারা কখন এমন কষ্টভোগ করেন নাই। পুষ্করিণী কূপ ও নদীসকল শুষ্ক হইতেছে। জল পাওয়া ভার হইয়া উঠিয়াছে।

মান্দ্রাজের প্রধান প্রধান দস্তাবেজে গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন যদি অর্ডার আফসনগুল পরস্পরের উপরে ও ও কাটিতে পারিবেন। এই সকল আফিসের সংখ্যা ও ত্রুটির পরিমাণের বিবরণ কর্ত্তব্য।

মহলের এক ব্যক্তিকে কলিকাতার পুলিসে আনয়ন করা হয়। দুই দিবস সব জন লোকের সাক্ষাৎ সময়ে বাটী হইতে বহির্গমনকালে ঐ ব্যক্তি তাঁহার শকটবাহিত অশ্বের দিগে পশ্চাৎপার্শ্বে শকটে স্বাগত করিবার চেষ্টা করে। শকটচালক সত্বরতার অশ্বগণকে অন্য দিগে লইয়া গেল, এবং ঐ ব্যক্তি ধৃত হইল। তাহাকে এই কর্ম্ম করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল লাইসেন্স টাক্সের বিরুদ্ধে আবেদন করা তাহার অভিপ্রেত ছিল। এক্ষণে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন। কাজটী ভাল হয় নাই। পূর্ব্বকালে অতিসামান্য ব্যক্তিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজার হস্তে আবেদন দিতে পারিতেন। লার্ড ডেলহৌসি এ প্রকার আবেদন গ্রহণ করিতেন। কিন্তু সর জন লরেন্স ঐ ব্যক্তির দণ্ডদানে সম্মত হইয়াছেন। এ প্রকার আবেদনগ্রহণে গবর্ণর জেনারলের যে গৌরব আছে তাহা তাঁহার বিবেচনা করা উচিত ছিল।

লক্ষ্ণৌএর কমিসনর সেনাপতি আবট পঞ্জাব

রেইলওয়ের এজেণ্ট হইয়াছেন। লাহোর ...
কেল বলেন পঞ্জাবের রেলওয়েকোম্পানি প্র...
রূপে কর্ণেল এলফিষ্টোনকে পদচ্যুত ক...
নাই। তিনি যত দিন কর্ম্মে স্থগিত ছিলে...
তাঁহাকে সে সময়ের বেতন ও তাহার আর ...
মাসের বেতন পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

ইংলিসম্যানের কাবুলস্থিত সংবাদদ...
বলেন, এক জন রুসীয় দূত শিয়ার আ...
লি বারে উপস্থিত হইয়াছে। চারি রেজি...
রুসীয় সৈন্য বাবের অন্তর্গত মাইমু...
কান্দাহারে। আজিম খাঁ কান্দাহারে গম...
দৃত দূত রেজিমেণ্ট সৈন্যকে প্রত্যা...
করিয়া রুদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার ৪০০০ ...
সৈন্য আছে। তিনি শস্য ও টাকা ...
সেই বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন বলিয়া লো...
অতিশয় কষ্ট ও অসন্তোষ হইয়াছে। শি...
আলীর পুত্রগণ কাবুল হইতে পলায়ন ক...
য়াছেন। কেবল স্ত্রীলোকেরা তথায় আ...
কয়েকজন সর্দ্দার ও কাবুলের মুস্তফি কার...
হইয়াছেন। শিয়ার আলি খাঁ নিজে কান্দা...
আসিয়াছেন। তাহার পুত্র কাবুল আ...
করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইতেছেন ...
বার আবদুল রহমন খাঁ আজিম খাঁর সা...
করিতেছেন না। অতএব আজিমকে অ...
পরাজিত হইতে হইবে।

১৮২৯ অব্দের মধ্যে সমস্তিপুরাই প...
কর্ড রেলওয়ে প্রস্তুত হইবে।

গবর্ণর জেনরল সিমলাতে উপস্থিত ...
ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার পুনর্ব্বার অ...
শন হইবে। ঐ সময় পঞ্জাবের জমীদার ও ...
সংক্রান্ত বিল লইয়া তর্ক হইবে। এই ...
পঞ্জাবের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সর ডো...
মাকলিয়ডকে আহ্বান করা হইয়াছে।

গত শনিবারের গেজেটে সিটনকার সা...
পররাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারির পদে নি...
বিজ্ঞাপন হইয়াছে। তিনি যত দিন অনু...
থাকিবেন, তত দিন সি, ইউ, এচিস ...
তাঁহার প্রতিনিধি হইবেন।

আগামী জুন মাসে সিন্ধুর সুড়ঙ্গ ...
হইবে। মার্চ মাসের শেষে ৮৭০৭৫ ফুট...
ছিল। সুড়ঙ্গের এই অংশটী একটী পর্ব্বতে...
দিয়া করিতে হইতেছে। ইঞ্জিনিয়রগণ ...
এক হস্তমাত্রপরিমাণ সুড়ঙ্গ করিতে...
পেসোয়ারপর্য্যন্ত যে রেলওয়ে হইবে, ...
এই সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া যাইবে।

পাবনাতে অতিশয় ওলাউঠা হই...
তত্রত্য সিবিল ও সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন...

রিশ্রম করিয়া বিস্তর লোকের সাহায্য
ছেন। কিন্তু আর দুই তিন জন চিকিৎ
া হইলে সকলের সাহায্য হওয়া অসম্ভব।
। অবগত হইলাম, পাবনার ম্যাজিষ্ট্রেট
নে সব অ্যাসিষ্টান্ট সার্জন ও কয়েক জন
দেশীয় চিকিৎসককে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত
য়াছেন। এ বার সর্ব্বত্রই ওলাউঠা হই-
। এই সময়ে জগন্নাথক্ষেত্রের পাণ্ডাগণ
ংগ্রহ করিতেছে। আমরা বোধ করি,
র দুই বৎসরের ন্যায় গবর্ণমেন্ট এবা
এক বিজ্ঞাপন দিয়া যাত্রীদিগকে সতর্ক করি

সম্প্রতি আগরার প্রধানতম বিচারালয়ে
ইউরোপীয়ের মকদ্দমা উপলক্ষে উহার
ল এতদ্দেশীয় জুরিদিগকে বহিষ্কৃত কর
প্রস্তাব করেন। কিন্তু প্রধান বিচারপতি
অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

ম্যালকোটের ঘোড়দৌড়ের পুরস্কারের
স্তু কাশ্মীরের রাজা ১৫০ ভরির এক বৃহৎ
াত্র প্রদান করিয়াছেন। ইহার মূল্য ১৫৫০
। রাজা ঘোড়দৌড়ের ন্যায় বালকের
চযোগিতায় উৎসাহ প্রদান করিলে যথার্থ
কার্য্য করা হয়।

ড়গু হইতে বোম্বাইয়ের লোকেরা এলি
নীন পর্ব্বত গহ্বরস্থ মন্দির দর্শন করিতে
করিয়া থাকেন। ঐ দিবস পাছে সকলে
সিয়স্মারপুর্ণ্যে আরাধনা করিতে ত্রুটি করেন
আশঙ্কায় বোম্বাইয়ের বন্দরের চাপলেন
রেণ্ড ডবলিউ, বি, মিলার সেই গহ্বরে গিয়া
ধনা করিয়াছেন। এই উপাসনার ফল কি?

প্রধান কমিসনর জর্জ কাম্বেল মধ্যভারত
ার মিউনিসিপালিটিসমূহকে স্বেচ্ছামত সাধা
হিতকর কার্য্যে উদ্বৃত্ত টাকা ব্যয় করিবার
জ্ঞা দিয়াছিলেন। তদনুসারে জিলঘাটের
উনিসিপালিটি এক মন্দির করিবার আজ্ঞা
াছেন। এ সকল স্থানে কিছুদিন বিলাতি
র প্রাদুর্ভাব না হইলে এরূপ স্বাধীনতা
ান করা অনুচিত। কিন্তু বঙ্গদেশে স্বাধীনতা
ানের সময় আসিয়াছে।

কৃষ্ণনগরের ছোট আদালতের জজ আর
, টাউয়ার সাহেব সংস্কৃতে উত্তমরূপে
ীক্ষা দেওয়াতে ২০০০ টাকা পুরস্কার পাই
ছেন। ফরাক্কাবাদের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট
, হোয়ালি সাহেব উর্দ্দুতে উত্তম পরীক্ষা
ন বলিয়া ১০০০ টাকা এবং ২৪ পরগণার
াইন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট জে, এফ রিজ ও কালনার
সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট জে, আর হালেট সাহেব
বাঙ্গালার উত্তম পরীক্ষা দিয়াছেন বলিয়া ১০০০
টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাঁরা চারিজনই
সিবিলিয়ান।

কর্ণেল বরস লক্ষ্ণৌয়ের যমুনা মসজিদে
যাইবার চেষ্টা করাতে যে দারগার সহিত তাঁহার
দাঙ্গা হয়, তাঁহাকে লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া
কঠিন পরিশ্রমের সহিত এক মাস মেয়াদ খাটি
বার আদেশ করা হইয়াছে কর্ণেল বরস যে
জানিয়া শুনিয়া এক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমন্দির
অপবিত্র করিতে গিয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত তাঁহার
কি কিছুই হইবে না?

সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানি
ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের বিরুদ্ধে এই বলিয়া অভিযোগ
করিয়াছেন, কোন কোন বণিক দ্রব্যপারমাণ
বিষয়ে প্রতারণা করিলে ম্যাজিষ্ট্রেটগণ দণ্ডবি
ধির ৪১৫ ধারানুসারে তাঁহাদিগকে দণ্ড না দিয়া
কেবল রেলওয়ে আইন অনুসারে ঊর্দ্ধসংখ্য
৫০ টাকা জরিমানা করেন। কিন্তু ইহাতে
দুর্বৃত্ততা নিবারিত হইতেছে না। জরিমানার
পরিমাণ আরও কিছু বৃদ্ধি করিলে ভাল হয়।
জেলে দেওয়া উচিত নহে। আমরা বোধ করি
গবর্ণমেন্ট এই অভিযোগ অগ্রাহ্য করিবেন।

সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়াতে এক জন ফেনিয়ান
এডিনবরার ডিউককে বধ করিবার চেষ্টা
পাইয়া অকৃতকার্য্য হওয়াতে অবোধার তালুক
দারগণ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া রাজ্ঞীকে এক
অভিনন্দনপত্র প্রদান করিবেন।

গবর্ণমেন্ট আপাততঃ মাতলা রেলওয়ে
আপনারা চালাইবেন। পোর্টকানিঙ কোম্পানির
গৃহবিবাদ চুকিয়া গেলে এই রেলওয়ে তাঁহা
দিগকে প্রদান করা লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের ইচ্ছা।
আমরা ইহার প্রতিবাদ করিতেছি। পোর্টকানিঙ
কোম্পানির যে সকল কাণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে,
তাহাতে একটি রেলওয়ে তাঁহাদিগের হস্তে
প্রদান করিলে অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্টলাভের সম্ভা
বনা নাই। পূর্ব্ব বাঙ্গালার রেলওয়ে কোম্পা
নিকে ইহা প্রদান করাই যথার্থ রাজনীতি

সম্প্রতি মিলার সাহেবের বন্ধুগণ এক সভা
করিয়া পোর্টকানিঙ কোম্পানির অংশীদিগকে
আহ্বান করিয়াছিলেন। কয়েকজনমাত্র অংশী
আগমন করেন। এই সভায় পরস্পরকে গালা
গালি ও হোহল্লা প্রভৃতি লজ্জাকর ব্যবহার
হয়। কলিকাতার কোন সভায় এমত কাণ্ড দেখা
যায় নাই। মিলার সাহেবের বুঝিয়া কাজ
করা উচিত

২৩ এ বৈশাখ মঙ্গলবার।

লক্ষ্ণৌএর কালেজে একণে ৬৪০ জন ছা
আছেন। ইহাঁদিগের মধ্যে তালুকদারদিগে
পুত্র ও আত্মীয়ের সংখ্যা ২৪ জন মাত্র।
দিবস ছাত্রদিগকে পুরস্কার প্রদান করিবার সম
প্রধান কমিসনর ডেবিস সাহেব এ নিমিত্ত বি
আক্ষেপ করিয়াছেন।

২৩ এ এপ্রেল কৃষ্ণনগরে বৃষ্টির সময় এ
ঝাউগাছে বজ্রপাত হয়। ইহাতে বৃক্ষের সব
শাখাগুলি প্রজ্বলিত হইয়া শত শত মশালে
ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়াছিল। অনেক লোক ঐ সম
উপস্থিত ছিলেন। বৃষ্টিতেও ঐ অগ্নি নির্ব্ব
করিতে পারে নাই। ইহাতে সকলে আশ্চর্য্যা
ন্বিত হইয়াছিলেন।

উপনগরের মিউনিসিপালিটী উপনগ
বাষ্পীয় আলোক দিবার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করি
ছেন। সভাপতি স্মিথ ও সহকারী সভাপতি
ডেন সাহেব এই আলোক দিবার প্রস্তাব গ্র
করাইবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা পান। কিন্তু উ
গরের অধিকাংশ লোক দরিদ্র বলিয়া ইহা গ
হয় নাই। উপনগরের মিউনিসিপালিটির বু
কত দৌড়, তাহা যাঁহারা দুর্ভাগ্যনিবন্ধন উ
দিগের অধীনে আছেন, তাঁহারাই জানেন।

ডেলি নিউস শ্রবণ করিয়াছেন, জুন মা
১৫।১৬ ই লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর আসামে
করিবেন

উক্ত পত্র অবগত হইয়াছেন, রে
বন্দর হইতে যে ব্রহ্মদেশীয় রাজকুমারকে ভ
পুরে আনয়ন করা হইয়াছে, তাঁহাকে মা
৫০০ টাকা বৃত্তি দিবার আজ্ঞা হইয়াছে।

গত কল্য ঘোঁয়ারা মাটিদিবার সময়ে ম
তলার নিকটে এক জন মাতাল ফিরিঙ্গি ক
জন ঘোঁয়ারাবাহককে প্রহার করে। এতন্নি
অতিশয় গোলযোগ হয়। এক জন ইউরো
পুলিশ কর্ম্মচারী তৎক্ষণাৎ তথায় আসিতে
মানগণ এই মাতালের প্রহার হইতে রক্ষা
কিন্তু আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, পু
কর্ম্মচারী এ ব্যক্তিকে কেবল সতর্কমাত্র ক
ছাড়িয়া দেন। এক জন মুসলমান যদি
গিরজায় এ প্রকার করিত, তাহা হইলে
হইত? অথবা পুলিশ কর্ম্মচারীর দোষ
যখন কর্ণেল বোরসকে নিবারণ করিয়া লক্ষ্ণৌ
মসজিদের দারগা কারারুদ্ধ হইয়াছেন, তখ
জন অশিক্ষিত পুলিশপ্রহরীর কি এরূপ
করিতে সাহস হয়?

বোম্বাই গেজেট কাবুল হইতে সংবা

ন, আফুব খাঁ খেলাত পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। ম খাঁর পুত্র হয় হত নচেৎ বন্দীভূত হইয়া কাবুল আক্রমণের সম্ভাবনা হওয়াতে ম খাঁ স্বয়ং যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতেছেন। ল অতিশয় গোলযোগ হইতেছে। আর হমন খাঁ সাহায্য দিতে অস্বীকার করিয়া। আর কয়েক জন সর্দ্দারকে কারারুদ্ধ করা ছে।

ন্ডু পেট্রিয়টের এক জন পত্রপ্রেরক বলেন, ৭ অব্দের ১২ই মার্চ প্রধান বিচারপতি, রপতি ট্রেবর, সক, কেম্প ও মাকফার্সন রের এক আপীল শ্রবণ করেন। কিন্তু বৃত্ত তাহার দোষ আজ্ঞা দেন নাই।

উক্ত পত্র কৃষ্ণনগর হইতে সংবাদ পাইয়া সম্প্রতি তত্রত্য সিবিল সার্জ্জন তাঁহার এক ভৃত্যের নামে এই বলিয়া নালিশ করেন যে, ক্তি তাঁহার কতকগুলি মসলা চুরি করি । ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বিশেষ প্রমাণবিরহে লীশ অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের য এই যে, তত্রত্য জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট নিজে রার বিচার করিয়া এ ব্যক্তির কঠিন পরিশ্র হিত দুই মাস মেয়াদ দিয়াছেন। কয়েদ লে অবশ্যই মুক্ত হইবে। এই সকল লোক দিগের বিচারপ্রণালীর কলঙ্ক স্বরূপ।

২৫ এ বৈশাখ বুধবার।

জদেশীয় গবর্ণমেন্টের একজন অতিরিক্ত কটারি নিয়োগের বিষয়ে সর ষ্টাফোর্ড নর্থ অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ম আরও বিশেষ প্রমাণ না পাইলে তিনি প্রস্তাব গ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। ভারত য গবর্ণমেন্ট অসঙ্গত ব্যয় করেন, এ সংস্কার রাজিলে ষ্টেটসেক্রেটারির এরূপ লেখা হয় না।

সম্প্রতি আড়কাটির দোষে এথেন্স ও আগা ন জাহাজে পরস্পর ধাক্কা লাগিয়া উভয় জ নষ্ট হইয়াছিল বলিয়া আড়কাটিকে দ্রক বিচারালয়ে অর্পণ করা হয়। জুরি গ্রাক্তকে নির্দ্দোষ করিয়াছেন। এইসকল দ্রক ও সামুদ্রিক বিচারালয় উঠাইয়া াই কর্ত্তব্য হইতেছে। বর্ত্তমান স্থলে যে বিচার হয় নাই, তাহা সকলে বলিতে ।

পায়নিয়র বলেন, সম্প্রতি কতকগুলি চোর হাবাদের গবর্ণমেন্ট বাটী হইতে ৬০০ টাকা করিয়াছে। ইহারা অদ্যাপি ধৃত হয় কলিকাতার গবর্ণমেন্ট বাটীতে চুরি না হইলে পুলিসের সম্পূর্ণ দক্ষতা প্রকাশ পাইতেছে না।

আলাহাবাদের অন্তর্গত শাহপুরে সম্প্রতি লিঞ্চ আইনের অনুসারী এক বিচার হইয়াছে। অযোধ্যা ও আলাহাবাদে পাসিনামক এক জাতি লোক আছে, তাহারা প্রায়ই চুরি ও দস্যুতা করে। এক জন পাসি শাহপুরে সর্ব্বদা চুরি করিত। সে সম্প্রতি ধৃত হওয়াতে গ্রামস্থ লোকেরা ফৌজদারি আদালতের মুখাপেক্ষা না করিয়া তাহাকে প্রহার করিয়া তৎক্ষণাৎ নিকটবর্ত্তী এক বৃক্ষে টাঙ্গাইয়া বধ করিয়াছে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ বলেন, চুরির জন্য ইহা হয় নাই, একটী স্ত্রীলোককে লইয়া এ কাণ্ড হইয়াছে। ১২ জন লোককে এই কারণে হাজতে দেওয়া হইয়াছে। বিচারপতিদিগের নিকটে যে সুবিচার হয় না এটী তাহারই প্রমাণ।

রাজপুতনা ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন স্থানে কুষ্ঠরোগদিগকে জীবিত সমাহিত করা হইয়া থাকে। সিরোহির পোলিটিকাল এজেন্ট সম্প্রতি ইহা গবর্ণমেণ্টের গোচর করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস বলেন, পারস্যে অহিফেনের চাষ এত হইতেছে যে কতকগুলি বণিক সিঙ্গাপুরপ্রভৃতি স্থানে ইহার ব্যবসায় করিবার নিমিত্ত এক শ্রেণি বাষ্পীয় জাহাজ নিযুক্ত করিয়াছেন।

গতকল্য এক জন গাড়োয়ান বিবি ব্রিজেস নামে এক জন ইউরোপীয় স্ত্রীলোকের নামে এই বলিয়া নালিশ করে যে সে তাহার গাড়ী ভাড়া দেয় নাই। সাক্ষ্যদ্বারা তাহার দাবি সপ্রমাণ হওয়াতে তাহাকে ভাড়া ও গাড়োয়ানকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দুই টাকা দিবার আজ্ঞা হয়। বিবি ব্রিজেস ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বলি "এ বিচারালয়ে সুবিচার নাই।" এই অপরাধে স্ত্রীলোকটীর বিনাপরিশ্রমে তিন দিবস মেয়াদ হইয়াছে। আদালতই অর্থী প্রত্যর্থীর এরূপ ধৃষ্টতাপ্রদর্শনের কারণ হইয়াছেন। ইউরোপীয় অপরাধীদিগের অপরাধানুরূপ দণ্ড হয় না বলিয়া নিম্নতর ইউরোপীয়দিগের কখন দণ্ড হইলে তাহারা বিরক্ত হয়। এক্ষণে নিম্নশ্রেণির ইউরোপীয়দিগের সংখ্যাবৃদ্ধির সহিত তাহাদিগের পাপেরও বৃদ্ধি হইতেছে। অতএব বিচারপতিদিগের বুঝা উচিত অতঃপর অনুগ্রহ করিলে কেবল বিষময় ফল ফলিবে।

ঢাকাপ্রকাশ বলেন "সংপ্রতি বারিষ্টার হওয়ার নিমিত্ত এতদঞ্চলের এক ব্যক্তি ইংলণ্ডে গমন করিতেছেন। ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত বাবু উমে মজুমদার। ময়মনসিংহের অন্তঃপাতী জেল ষ্টেশনের অধীন ঠাকুরা কোণা নামক গ্রাম উ বাবুর জন্ম স্থান। ইঁহার বয়ঃক্রম ২৬ মাত্র। ইঁহাকে আমরা বিলক্ষণরূপে ইনি একজন বিলক্ষণ বিদ্যোৎসাহী সৎ ও স্বাধীনচিত্ত ব্যক্তি। ইনি প্রথমে ময়ম গবর্ণমেণ্ট স্কুলে তৎপরে কলিকাতায় লং শনরি স্কুলে এবং অবশেষে জেনেরল ষ্টিটে শিক্ষালাভ করেন। ইনি সম্পূ স্বচিন্তাবলম্বনদ্বারাই যাহা কিছু উন্ন করিয়াছেন। কলিকাতা হাইকোর্টে ইনি জেনারেল মোক্তারি কার্য্যে নিযুক্ত ছি কিন্তু তদবস্থায় থাকিয়াও ইনি উন্নতি অধ্যয়ন পরিত্যাগ করেন নাই। এপর্য্যন্ত বাবু কেবল ভবিষ্যদুন্নতিসাধনার্থই অর্থোপ করিয়াছেন। এক্ষণে ইংলণ্ডে গমন ও তথা স্থান উপযোগী অর্থ সংগৃহীত হওয়াতে এখানকার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া চির খিত পথে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, স্বদেশের ঢাকার মুচলমীনার মৌলবী আবদুলালী আমীরপ্রেণা খাতুন এবং বালিয়াটীর শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র রায় উঁহাদিগের কাউন্সেলের মকদ্দমা চালাইবার নিমিত্ত বাবুর উপর ভারার্পণ করিয়াছেন।"

২৬ এ বৈশাখ বৃহস্পতিবার।

দিল্লীর প্রাচীর ক্রমশঃ ভূমিসাৎ সম্প্রতি কাবুল ও কাশ্মীর ফটকের ম দেওয়াল ভগ্ন করিয়া দ্বারগুলি প্রকাশ্য নী বিক্রয় করা হইয়াছে। পাছে পুনরায় বিদ্রোহী এস্থানে থাকিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা কর আশঙ্কায় দেওয়াল ভগ্ন করা হইতেছে কথা হইতেছে এই কার্য্য করাতে নগ আক্রমণকারী বিদেশীয় শত্রুর সুগম হইল কি না? পূর্ব্ব কীর্ত্তি নষ্ট হউক, সে কথা।

ইংলিশম্যান বলেন, প্রধান সেনাপতি পুরের বর্ত্তমান বারিক উঠাইয়া স্থানান্তরে স্থাপনের প্রস্তাব করেন। এটি করা কি না ইহা বিবেচনা করিবার নিমিত্ত সর লরেন্স উক্ত স্থানে এক দিবস থাকিয়া বারিক দর্শন করিয়াছিলেন। আমরা আ হইলাম, গবর্ণর জেনরল বারিক পরিবর্ত্ত ক কোন কারণ দর্শন করেন নাই। বারিক অপব্যয়ের একটী প্রধান কারণ

বার অযোধ্যার নবাবের বাটীতে মহা রাহে মহরম হইয়াগিয়াছে। বিস্তর দরিদ্র আহার পাইয়াছে। কিন্তু মুন্সি আমীর তত্ত্বাবধায়ক থাকাতে পুর্ব্ব পুর্ব্ব বৎসরের অপব্যয় হইতে পারে নাই।

বুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, আবদুল খাঁর হস্ত হইতে শাসন ভার লইবার আজিম খাঁ ইসমাইল খাকে প্রেরণ করি । আবদুল রহমন খাঁ বলিয়াছেন, বন্ধ করিয়া সিয়ারআলিকে হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। তিনি . সন্ধির নিমিত্ত তিনি নিজে সি আলির নিকটে গমন করিবেন। যদি সিয়ার উঁহাকে কারারুদ্ধ অথবা বধ করেন, তাহা জীম খাঁ যাহা ইচ্ছা করিতে পারিবেন। দি সন্ধি হয় তাহা হইলে তাঁহাকে বৃত্তি নিমিত্ত আমীরকে অনুরোধ করিবেন। ন খাঁ ইহার প্রত্যুত্তর দিয়া এক পত্র লিখি ন। কিন্তু ইহার মর্ম্ম প্রকাশিত হয় নাই।

হবিচ্ছেদের অন্য একটী শাখা হইল। বাই স্যাটরডে রিবিউ পত্রের অস্তিমকাল বৃত্ত হইয়াছে। এখানি বোম্বাইয়ের ফ্রেণ্ড ইণ্ডিয়া ছিল।

ফ্রেণ্ডিয়ান মিরার বলেন, বাবু পদ্মলোচন গুপ্ত কাতার মেডিকাল কালেজের পরীক্ষায় হইয়া ইংলণ্ডে চিকিৎসাবিদ্যাশিক্ষার্থ করিতেছেন।

হারাজ রণবীর সিংহ পুনর্ব্বার পীড়িত ছেন। গত বার শিয়াল কোটের সিবিল ন তাঁহাকে নীরোগ করেন। কিন্তু জী চিকিৎসায় কিছু দিনের নিমিত্ত রোগ থাকে এই সংস্কার হওয়াতে এবার দিল্লীর আমীরুল্লা খাকে আহ্বান করা হইয়াছে।

প্রতি মহরমের সময়ে আগরার হিন্দুদি সাহত মুসলমানদিগের দাঙ্গা হইয়াগিয়াছে। র উৎসবের এক দিবস এক জন হিন্দুর বি য় বরযাত্রিগণ সমারোহ করিয়া যাইতেছেন সময়ে মুসলমানেরা তাঁহাদিগকে আক্রমণ অনেককে আহত করে। এ বিষয় হইলে তিনি অগ্রে মুসল দিগকে দিয়া পরে হিন্দুদিগকে ত বলিলেন। সেনাপতি ফেরিয়র মধ্য য়ায় অমৃতবাজার মধ্যে লিখিয়াছেন, পার অন্তর্গত এক স্থানের লোকেরা রাজকীয় সংগ্রাহককে বধ করিয়া বিদ্রোহী হয়, রাজার ন মন্ত্রী অনেক কষ্টে বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হন। সকলে ভাবিলেন, রাজা বিদ্রোহীদি গকে দণ্ড দিবেন। কিন্তু তাঁহারা শেষে শুনিয়া বিস্মিত হইলেন বিদ্রোহী নগরের লোকদিগকে এক কালে রাজকর হইতে মুক্ত করা হইয়াছে। উক্ত মাজিষ্ট্রেটের বিচারও এই প্রকার দেখা যাইতেছে।

কানপুরের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট চর্চ্চহিল, আর, বরকিট জানিয়া শুনিয়াও সহমরণ বরন করে নাই বলিয়া তাঁহাকে সহকারী মাজিষ্ট্রেটের পদে দেওয়া হইয়াছে। এই দণ্ডের নিমিত্ত কেহই দুঃখিত হইবেন না।

২৭এ বৈশাখ শুক্রবার।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের ডিরেক্টরের প্রস্তাবানু সারে আগরা কালেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক দিগকে হুগলী ও ঢাকা কালেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদিগের ন্যায় বেতন দিবার আজ্ঞা হইয়াছে।

গুজরাটের একখানি সংবাদপত্র বলেন, ঐই কুমার মক্কায় চন্দ্রাতপ দিবার নিমিত্ত ধনাগারের যাবতীয় টাকা ব্যয় করিয়া একণে এমন বিব্রত হইয়াছেন, যে যে সে প্রকারে টাকা সংগ্রহ করিয়া ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি বিনা অপরাধে এক জন বণিককে কারাগারে প্রেরণ করেন। ১৩,০০০ টাকা দিলে পর এই হতভাগ্য ব্যক্তিকে কারামুক্ত করা হয়। এই প্রকার সর্ব্বত্র অত্যাচার হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের এই উন্মত্ত রাজকুমারকে প্রকৃতিস্থ হইবার ভয় প্রদর্শনগর্ভ উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য।

ব্রহ্মদেশে পুনর্ব্বার গৃহযুদ্ধ হইবার সম্ভা বনা দেখা যাইতেছে। মেঙ্গুন মিঙ্গা রাজকুমার পুনর্ব্বার মান্দালাই আক্রমণ করিবার নিমিত্ত সৈন্যসংগ্রহ করিতেছেন।

জাপান হইতে সংবাদ আসিয়াছে, ইংরাজ ও ফরাশী দূতগণের উত্তেজনায় এক জন ফরাশী আফিসরের হত্যার বিনিময়ে এক জন জাপানীয় আমীরকে বধ করাতে তথায় অতিশয় গোলযোগ হইতেছে। এই প্রকার গর্ব্বপূর্ণ ব্যব হারনিবন্ধনই আসিয়ার স্বাধীন রাজ্যসকল ইউরোপীয়দিগকে সহজে আপনাদিগের দেশে প্রবেশ করিতে দিতে সম্মত হন না।

সম্প্রতি মেদিনীপুরের নিকটে গবর্ণমেণ্টের ডাক লুঠ হইয়াছে। দস্যুগণ ধৃত হয় নাই। কলিকাতার মধ্যে যখন হত্যা করিয়া লোক পার পাইতেছে, তখন মফস্বলে ডাকাইতি হইবে, এটী বড় আশ্চর্য্যের কথা নহে।

সিংহলিয়ান বলেন, সিংহলের মুক্তাক্ষেত্রে লাভ না হওয়াতে কেহই তাহার ইজারা লইতে ন। অকালে বিস্তর মুক্তা উত্তোলন করা একণে উত্তম মুক্তা পাওয়া যায় না। মুক্ত তত লাভ হয় না। বাহাদুর কাষ্ঠের ন্যায় মুক্ত বিষয়ে কোন নিয়ম করিলে ভাল হয়।

২৮এ এপ্রেল বরিশালের নিকটে পিগ্নি নামক বাষ্পীয় জাহাজের বাষ্পাধার ফা হইয়া চারি জনের মৃত্যু হইয়াছে। লক্ষ্ণৌ জকে এই জাহাজের সাহায্যের নিমিত্ত করা হইয়াছে।

ইন্দুপ্রকাশ বলেন, বরদার রেসিডেণ্ট কা বার সম্প্রতি গুইকুমারের কারারুদ্ধ ভ্রা নিকটে গিয়া তাঁহাকে সতর্ক করিয়াছেন, যেন কুপরামর্শীদিগের কথায় বিমোহিত হ রাজার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ না করেন। আমরা "সৎপরামর্শের" কোন কারণ বুঝিতে পারি না।

পঞ্জাবে কতকগুলি জলসেচক খাল ছে।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম রেবিনিউ এত দিনের পর উপবিভাগের আমলাদি বদলী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এটী স রণে করা উচিত। আমলাদিগের বেতন করাও কর্ত্তব্য হইতেছে। নচেৎ ১০।১২ বেতনভোগী লোকদিগকে এক স্থান হ অন্যত্র বদলী করিয়া তাঁহাদিগকে কেবল দেওয়া হয় মাত্র।

২৮এ বৈশাখ শনিবার।

মান্দ্রাজে এক জন ইউরোপীয় অপরি সুরাপান করিয়া প্রাণত্যাগ করাতে তা পাদরী তাহার সমাধির সময়ে মন্ত্রপাঠ ক অসম্মত হন। যদি সকল পাদরীই এ করেন, অনেকের গতি হওয়া ভার উঠিবে। ঠিক আমাদিগের পুরোহিতেরা লদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকালে ত এরূপ বলেন না।

দক্ষিণ কুর্গের প্রাচীন মন্দিরসকল করিবার আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। মহী কমিসনরের অনুরোধে এই হিতকর আ হইয়াছে। অনেক বহুমূল্য রত্ন ও অর্থ পা বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর কিছু দিনের জন্য ব পুরে বাস করিবেন। কিন্তু প্রতি সপ্তাহে স্পতি, শুক্র ও শনিবার বেলবিডিয়ার ব অবস্থান করিবেন। বেলবিডিয়ার বাটীর রের নিমিত্ত এই বন্দোবস্ত হইতেছে।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ
ত হইতেছে:—

| | |
|---|---|
| কার টিকা | ৯২।০—৯ |
| " কোম্পানির | ৯২॥০—৯ |
| " পবলিকওয়ার্ক | ১০৫।৶০—১০৫।৶ |
| " কোং | ১০৮॥০—১০৮॥৶০ |
| ৯ কোং | ১১৩—১১৩।৶০ |

—:•:—

## ইউরোপীয় সমাচার।

৫ ই এপ্রেল। ফরাশী গবর্ণমেণ্টের বিচার
ন্ত মন্ত্রী মস্তুর বারোক সম্প্রতি এক
তা করিয়া বলিয়াছেন, শান্তিরক্ষাই সম্রাট
ালিয়নের আন্তরিক ইচ্ছা; যুদ্ধবিষয়ক
রব হইয়াছে তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে।
উত লোকেরাই এই জনরব করিতেছে।
ত কল্যের গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে,
ন ওয়ালস, সর ক্রক, ব্রিজেস, ও সর জন
পাপ লার্ড হইয়াছেন।
য়েলসের রাজকুমার ও রাজকুমারী
নে উপনীত হইয়াছেন।
০এ এপ্রেল। গত কল্য ওয়েলসের রাজ
কে সেণ্ট পেট্রিক চিহ্নের নাইট বলিয়া
ষিক্ত করা হইয়াছে। মহাসমারোহে
ষেককার্য্য নির্ব্বাহ হয়।
গুন ২৩ এ এপ্রেল। রাজস্বসংক্রান্ত মন্ত্রী
ব্যয়ের হিসাব প্রদান করিয়াছেন। গত
৬৯ কোটি টাকা আয় হয়। অতিরিক্ত
ম টাক্সে যে টাকা পাইবার আশা ছিল
অর্দ্ধেকমাত্র আদায় হইয়াছে। ২৯
াকা মাত্র উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। আবিসিনি-
দ্ধের ব্যয়ের নিমিত্ত ৫ কোটি টাকা হিসাব
ইয়াছে, ইহার মধ্যে ২ কোটি আদায় হই
। ইন্‌কম টাক্স প্রতিপাউণ্ডে ৬ পেনি
হইবে, ইহাতে ১৮০ লক্ষ টাকা আদায়
স্থির হইয়াছে। এক কোটি টাকার
রি খত বাহির করা হইবে। তাহা হইলে
ক টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে। ইউরোপ মহা-
যুদ্ধের যে জনরব হয়, তাহা ক্রমশঃ তিরো
ইতেছে।
ার্কেনওয়েল জেলে ফেনিয়ানদিগের দৌরা
সাহায্য করিয়াছে বলিয়া আনজ-
মী যে স্ত্রীলোককে রুদ্ধ করা হয় বিচা-
তাহাকে নির্দ্দোষ করিয়াছেন।
০ এ এপ্রেল। গত রাত্রির গেজেটে প্রকা-
হইয়াছে, সর রাবার্ট নেপিয়র বাথ চিহ্নের
জস নাইট হইয়াছেন।

২৪ এ এপ্রেল। গত রাত্রিতে সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী পরিবর্ত্ত করিবার নিমিত্ত দুই খানি বিল অর্পণ করিয়াছেন।

ষ্টাফোর্ড নর্থকোট বিলের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া বলিলেন, শাসনের ক্ষমতা প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তাদিগের উপরে বিতরণ না করিয়া প্রধান কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে থাকিবে এবং এই ক্ষমতা অধিক হইবে। কিন্তু ইহা ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তৃপক্ষের পরিবর্ত্তে ষ্টেটসেক্রেটারির হস্তে থাকিবে। প্রস্তাব হইয়াছিল যে গবর্ণর জেনরল আপনার মন্ত্রীদিগকে মনোনীত করিতে পারিবেন; কিন্তু ইহাতে অসুবিধা হইবে এমন তর্ক হওয়াতে প্রস্তাব হইয়াছে ষ্টেটসেক্রেটারির পরামর্শানুসারে রাজ্ঞী তুইজন মন্ত্রীকে মনোনীত করিবেন। গবর্ণর জেনরলের বেতন আর দশ সহস্র টাকা অধিক হইবার প্রস্তাব হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সাক্ষাৎসম্বন্ধে যে ব্যয় করেন, তাহার প্রণালী পরিবর্ত্তের কোন প্রস্তাব হয় নাই; কিন্তু যেখানে গবর্ণর জেনরলের সহিত তদীয় মন্ত্রিবর্গের মতভেদ হইবে তথায় তিনি অধিকতর ক্ষমতা চালন করেন এই প্রস্তাব হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, যে সকল স্থানে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর অথবা অন্য বিধশাসন কর্ত্তার ব্যবস্থাপক সভা নাই, সেখানে তাঁহারা কোন আইন করিতে চাহিলে প্রথমতঃ গবর্ণর জেনরলকে তাহা জানাইবেন; তৎপরে ইচ্ছা হইলে গবর্ণর জেনরল সেগুলি গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের ন্যায় বঙ্গদেশে শাসন প্রণালী স্থাপিত করিবার ক্ষমতা ষ্টেট সেক্রেটারির হইবে। শাসনকর্ত্তার মন্ত্রী থাকিবে কি না, তাহা ষ্টেটসেক্রেটারি স্থির করিবেন।

প্রতিযোগী পরীক্ষার দ্বারা ভারতবর্ষীয়দিগকে সিবিল সার্ব্বিসে প্রবেশ করিতে দিবার প্রস্তাব ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থাসঙ্গত বোধ হয় নাই; অতএব সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট প্রস্তাব করিয়াছেন গবর্ণর জেনরল, মধ্যে মধ্যে এতদ্দেশীয়দিগকে আপনার নিয়মানুসারে চিহ্নিত কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

২৬ এ এপ্রেল। এই মাত্র সংবাদ আসিয়াছে যে ১৩ই এপ্রেল ব্রিটিশ সৈন্যগণ চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিয়া মাগদালা গ্রহণ করিয়াছে। বন্দিগণ মুক্ত ও রাজা থিওডোর হত হইয়াছেন, ১৪০০০ লোক অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছে। ব্রিটিশ সেনাদলে এক

জন আফিসর ও ১৪ জন সৈনিক আহত হ
ছেন। আবিসিনীয় দিগের ৫০০ লে
মৃত্যু হইয়াছে; তাহাদিগের আহত
সংখ্যা ১৫০০।
২৭ এ এপ্রেল। আবিসিনিয়ার যুদ্ধে জ
হওয়াতে সকলে আহ্লাদিত হইয়া
যাবতীয় সম্বাদপত্রে বলিতেছেন সৈন্য
অবিলম্বে উক্ত দেশ হইতে প্রত্যানয়
কর্ত্তব্য।
ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীসংক্রান্ত
বিলে প্রস্তাব হইয়াছে, ষ্টেট সেক্রে
কৌন্সিলের সভ্যগণ ১২০ বৎসর
কাজ করিতে পারিবেন।
ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের
সংক্রান্ত সম্বন্ধের বিষয়বিবেচনার্থ এক
কীয় কমিসন নিয়োগের প্রার্থনা ক
নিমিত্ত কতকগুলি লোক সর ষ্টাফো
কোটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি প্র
বলিয়াছেন এ বিষয় এরূপ বিস্তৃত
কমিসনদ্বারা ইহার মীমাংসা হইতে পারে
ওয়েলসের রাজকুমার ও রাজকুমারী
লণ্ড দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিয়া
প্রকাশিত হইয়াছে, প্রণীয় সেন
সংখ্যা কমান হইবে। মালটা ও আলেক
য়ার মধ্যস্থিত সমুদ্রগর্ভস্থিত টেলিগ্রাফ স
হইয়াছে।
২৮ এ এপ্রেল। সম্প্রতি রাজকুমার
ফ্রেডকে বধ করিবার যে চেষ্টা হয়, ত
ক্রোধ ও রাজ্ঞীর সহিত সমদুঃখদুঃখতা
করিয়া হাউস অব লাডস এক অভিনন্দন
করিয়াছেন। নূতন ইউরোভারতীয়
গ্রাফ কোম্পানির মূল ধন সংগৃহীত হই
ক্লার্কেনওয়েল কারাগারের অত্যাচারে
টনামক এক জন ফেনিয়ানের দোষ স
হওয়াতে তাহার ফাঁশীর আজ্ঞা হইয়াছে
কয়েদিগণ মুক্তিলাভ করিয়াছে।

—:o—

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

### লেপ্টনেন্টগবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

২৯ এ এপ্রেল। নিম্নলিখিত ভদ্রলো
পূর্ণীয়ার ফেরিফণ্ড কমিটির সভ্য হইবেন।
জি, ডবলিউ, শিলিঙফোর্ড সাহেব।
আর, এন, পায়ার ঐ
আর, ওয়াকার ঐ
৩০ এ এপ্রেল। এ মাকবিন সাহেব
এক জন মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন
২ রা মে। নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা

দের ৩৬ আইনের ২ ধারানুসারে দলক্ষার
লালয়ের পরিদর্শক হইবেন:-
জ, এচ, এ, ব্রাউন সাহেব।
নর জে, ফবস।
বু দিগম্বর মিত্র।
মার হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় বাহাদুর।
ঠা যে। মুন্সি আমীর আলি খাঁ বাহাদুর
নগরের এক জন দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন
ষ্টেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অবৈতনিক মাজি
হইয়া উপনগরে ক্ষমতা চালন করিবেন।
াকাড়ের প্রতিনিধি ডেপুটি কমিসনর জে
ডি, এডগার সাহেব তথায় দেওয়ানী
ক্ষমতা পাইবেন।
ক্তর সি, কোল মতিহারির চিকিৎসা
রী হইবেন।
তদিন এচ, এল, অলিফান্ট সাহেব বিদায়
অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন কাপ্তেন
সি, মলি লোহারডগার প্রতিনিধি ডেপুটী
নর হইবেন।
তদিন কাপ্তেন মলি সরকারী কার্য্যোপলক্ষে
হর থাকিবেন, ততদিন এ, এল, ক্লে সাহেব
মের প্রতিনিধি ডেপুটি কমিসনর হইবেন।
চ, বেল সাহেব নদীয়ার প্রতিনিধি মাজি
ও কালেক্টর হইবেন।
বু গিরীশচন্দ্র সেন মতিহারির ছোট
দতের প্রতিনিধি জজ হইবেন।
প, ওয়েষ্টলাণ্ড সাহেব নদীয়ার প্রতিনিধি
ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর
ন।
ক, ডবলিউ, আর, কাউলি সাহেব চট্ট
র প্রতিনিধি জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি
ক্টর হইবেন

আমাদিগের কাশীস্থ সংবাদ দাতা
খিয়াছেন:—

এ প্রদেশের নূতন লেপ্টেনান্ট গবর্ণর সাহে
কাজ কর্ম্ম দেখিয়া বোধ হইতেছে যে,
শিক্ষাসংক্রান্ত কার্য্যে বিশেষরূপে মনো
দিবেন। ১১ ই এপ্রেল মিয়র সাহেব
ন আগমন করেন। তিনি সেই দিবসই
অগ্রে ওয়াড্স ইনষ্টিটিউসনে গমন
রাজকুমারদিগকে পরীক্ষা করেন এবং
দিগের ব্যায়ামচর্চাতে পারগতা প্রত্যক্ষ
পরম আহ্লাদিত হন। অপরাহ্ণে (ঐ
) বারাণসী ইনষ্টিটিউটের সভা হয়।
মিয়র সাহেব উপস্থিত হইয়া সভাপতির
গ্রহণ করেন এবং এদেশীয়দিগের স্ব স্ব

ভাষার উন্নতি করা উচিত, এই বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। পর দিবস তিনি কুইন্স কালেজে পুরস্কারবিতরণ করিয়া তথায় একটি বক্তৃতা করেন। তিনি বলিলেন, এ বিদ্যালয়ের উন্নতি ইংরাজি ছাত্রদিগের উন্নতির উপরে নির্ভর করে না। যৎকালে (১৮৪৪ অব্দে) জন মিয়র (ইহাঁর ভ্রাতা) এ টমসনসাহেব ইংরাজি ও সংস্কৃত বিদ্যালয় একত্রিত করিয়া এই কালেজ সংস্থাপন করেন, তখন তাঁহাদিগের এই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে, এই বিদ্যালয়দ্বারা সংস্কৃত ভাষার উন্নতি হয় এবং এদেশীয়েরা নীতিশাস্ত্রে উত্তম রূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। অনন্তর মিয়র সাহেব আক্ষেপ করিয়া কহিলেন, উহার অন্যতর কিছুই হয় নাই। তিনি আরও বলিলেন কেবল বি, এ, এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই বাস্তবিক উপকার হইতে পারে না; "অন্তরস্থ মনুষ্যের" (আত্মার) উপকারসাধন যাহাতে হয় তাহা করাই মনুষ্যের প্রধান কর্ত্তব্য। অর্থাৎ (মিয়র সাহেবের অভিপ্রায় বোধ হয় এই) হে বারাণসী কালেজের ছাত্রেরা! তোমরা বাইবল পড়, তাহা না হইলে তোমাদিগের "অন্তরস্থ মনুষ্য" শুদ্ধ হইবে না।

ঐ দিবস (১৩ ই এপ্রেল) লেপ্টনন্ট গবর্ণর সাহেবের সম্মানার্থ একটী দরবার হয়। পর দিবস জয়নারায়ণ কালেজে পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে একটী সভা হয়। তথায় মিয়র সাহেব স্বহস্তে বালকদিগকে পুস্তক ও টাকা পুরস্কার দিয়া মিসেস স্মিথের বালিকাবিদ্যালয় ও সিগরার স্কুল দর্শন করেন। পর দিন অত্রত্য নূতন নর্ম্মালস্কুল মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠা করেন। পশ্চাৎ এখানকার রাজাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এলাহাবাদ গমন করিয়াছেন।

এত দিন পরে হিন্দুস্থানীরা বাইয়ের নাচের অপেক্ষা নাটকের শ্রেষ্ঠতা বুঝিতে পারিয়াছেন। বারাণসী কালেজের এক জন পণ্ডিত সম্প্রতি জানকীমঙ্গল নামে এক খানি নূতন নাটক হিন্দি ভাষাতে রচনা করিয়াছেন। ইহা রামচন্দ্র ও সীতার বিবাহ বিষয়ে লিখিত হইয়াছে। এখানকার মহারাজ সিকরোইলের ইংরাজি নাট্যশালাতে ইহার অভিনয় করেন। যদ্যপি অভিনয় ও নাটক খানির রচনা প্রশংসনীয় হয় নাই, তথাপি হিন্দুস্থানীদিগের মধ্যে এ বিষয়ে এই প্রথম চেষ্টা বলিয়া আমরা উহার প্রশংসা করিলাম।

সম্প্রতি টাইপুর বংশজ মির জালাল সাহেবের কাল হইয়াছে। ইনি গবর্ণমেণ্টের নিকট

মাসিক ৫০০ টাকা পেনসন পাইতেন। পেনসনখোরের দল কাশীতে অনেক, ইহাদের সংখ্যা যত কম হয় ততই ভাল।

দেখিতেছি আপনার এক জন সংবাদ দাতা আপনার এক বন্ধুর প্রশংসা করিতেছেন। যে ব্যক্তি কোন প্রশংসনীয় কর্ম্ম করেন, সংবাদদাতাদিগের উহার প্রশংসা করা উচিত বটে। কিন্তু প্রতি বারে কোন না কোন প্রকারে এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রশংসা করিলে লোকে সন্দেহ করে, সুতরাং প্রশংসাও বৃথা হয়। কোন বাবু আপনার আত্মীয় বন্ধুগণের সহিত বাগানে আমোদ প্রমোদ করিলেন কি না, সোমপ্রকাশের পাঠকবর্গ এরূপ সংবাদ শুনিতে ইচ্ছা করেন না।

আজি কালি এখানে অত্যন্ত গ্রীষ্ম হইতেছে, কিন্তু ওলাউঠা ও বসন্ত রোগের প্রকোপ অনেক হ্রাস হইয়াছে।

—:০:—

শান্তিপুরের সংবাদ।

১। আমরা অতিশয় দুঃখিতচিত্তে প্রকাশ করিতেছি, যে গত চৈত্র মাসে একটী স্ত্রী আপন স্বামীর সহিত বিবাদ করিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। পবিত্র দম্পতী প্রণয় না থাকা সকলপ্রকার সর্ব্বনাশের কারণ। বিশেষতঃ এই এই প্রত্যক্ষ ফল।

২। শান্তিপুরস্থ লক্ষ্মীতলাপাড়ার বালিকাবিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট গৃহ না থাকাতে নানাপ্রকার অসুবিধা ঘটিতেছিল। সম্প্রতি শিক্ষাহিতৈষী শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর কয়েকটী বালককে সঙ্গে লইয়া শান্তিপুরের প্রতিগৃহস্থের দ্বারে দ্বারে এক একটী পয়সা ভিক্ষা লইয়া ও বিদেশ হইতে ভিক্ষা করিয়া প্রায় ৩০০ টাকা সংগ্রহ করিয়া একটী গৃহ প্রস্তুত করিয়াছেন। আমরা তাঁহার অধ্যবসায়ের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

৩। সম্প্রতি শান্তিপুরস্থ কুমারপাড়ায় অতিশয় ধুমধাম সহকারে বারইয়ারি পূজা হইয়া গিয়াছে। যাত্রা গান প্রভৃতিতে অর্থব্যয় হইয়াছে। এই পূজার প্রধান এক জন শিক্ষক। এই পূজা উপলক্ষে প্রায় এক সপ্তাহের বিদায় গ্রহণ করিয়া উপভোগ করিয়াছেন। ইহাঁরাই স্কুলমাষ্টর।

৪ গত ১১ ই বৈশাখ শান্তিপুরস্থ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজোপলক্ষে বাবু প্রত

দার ও অন্যান্য কয়েকটি ব্রাহ্ম কলিকাতা
আগমন করিয়াছিলেন। বাবু প্রতাপ
মজুমদার উপাসনান্তে একটি উপদেশ
করেন; উপদেশশ্রবণে অনেকে তৃপ্তি
করিয়াছিলেন এবং অনেক শ্রোতা উপ
ছিলেন।

শান্তিপুরে গঙ্গাস্নান যাইবার পথের ধারে
র একটি আড্ডা হইয়াছে। তথায় প্রায়ই
গান ও কথা বার্ত্তা চলিয়া থাকে,
ত ভদ্রকুলোদ্ভব মহিলাগণ ঐ পথ দিয়া
নিতান্ত কুণ্ঠিত হন। আমরা নূতন
সঙ্গে দেখিয়াছি, এক জন পুণ্যকর্ম্ম
ভাণ্ডের জন্য দুই টাকার মধ্যে ক্রয়
টাকা চারি আনার অধিক দিলেন
য ন রক্ষক তিনিই ভক্ষক, আমরা কাহার
ই দিব।

আমাদিগের কোরহাটিস্থ সংবাদ
লিখিয়াছেন;—

১। আত্মহত্যা। কিয়দ্দিবস গত হইল
থানানামক স্থানে একটী আত্মহত্যা হইয়া
উক্ত পল্লীনিবাসী এক ব্যক্তি প্রায়
নিয়তই তাহার ষোড়শবর্ষবয়স্ক পুত্রকে
ক তিরস্কার করিত। একদা ঐ পুত্র ঘটনা
তাহাদের একটী গোরু হারায়। তাহার
গোরুটার অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইল
বালক গৃহাগত হইবামাত্র তাহার জননী
স্বামীর তাদৃশ কোপন স্বভাব জানিয়া
"অরে! আজ আর তোর রক্ষা নাই। এই
যে তোর পিতা তোকে কি রাখিবে?"
একে ত গোরু হারাইয়া নিতান্ত অস্থির
কুল ছিল, তাহাতে আবার মাতার ঈদৃশ
রিত বচন শুনিয়া যায় পর নাই খিন্ন
হইল। সে নিঃশব্দে তাহাদের গোগৃহে গমন
আড়ার সঙ্গে রজ্জু বন্ধনপূর্ব্বক আপ-
হত্যাসম্পাদন করিয়াছে।

। চুরি। ও দিন হালদার বন্দরে এক মুসল
ছদ্মবেশ অবলম্বন করিয়া এক ব্যবসায়ীর
দেড়শত টাকা মূল্যের বস্ত্র লইয়া গিয়াছে।
নাম মুসলমান সুন্দর বেশ ধারণপূর্ব্বক
ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারে ঐ বস্ত্রব্যবসায়ীর
তে উপস্থিত হয়। বিপণিকর্ত্তার সমীপে
ান নিকটবর্ত্তী প্রধান কোন যবনপল্লি
র নাম লইয়া বলিল, "অমুক আমার শ্বশুর
কুচিয়ামরা গ্রামে আমার বাড়ী। সম্প্রতি

আমার কোন আত্মীয়ের বিবাহোপলক্ষে কতক
গুলি বস্ত্র ক্রয় করিতে হইবে। এই নিমিত্ত আমি
আপনার দোকানে উপস্থিত হইয়াছি। যদি
আপনি আমাকে কাপড় দেন, তাহা হইলে আমি
প্রায় দেড়শত টাকার কাপড় লই। বিপণি
স্বামী উহার কথায় বিশ্বাস করিয়া নানা প্রকার
উত্তম উত্তম বস্ত্র দেখাইতে লাগিল। উল্লি
খিত ব্রাহ্মণ যত প্রকার ভাল বস্ত্র বাছিয়া
বাছিয়া মুসলমানকে গাটি বাঁধিয়া দিতে
লাগিলেন। বস্ত্রবিক্রেতা তাহাকে (দ্বিজকে)
ঐ যবনের সঙ্গে আগত বলিয়া জানিত
না। ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণটী মুসলমানের মন্ত্রণা
ক্রমেই হউক অথবা কারণান্তর প্রযুক্ত হউক
অপর এক দোকানে যান। চতুর মুসলমান গমন
সময় বলিল "মহাশয় আমি কাপড় নিয়া যাই,
ঐ ব্রাহ্মণ এখানে রহিল, আমি যাইয়াই টাকা
পাঠাইয়া দিব।" বস্ত্রবিক্রেতা ইহাতে বিশ্বাসাপন্ন
হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল। পরে ব্রাহ্মণ আসি
বামাত্র বস্ত্রবিক্রেতা বলিল "মহাশয় আপ
নাকে সেই মুসলমান এ স্থানে রাখিয়া গিয়াছে।"
ব্রাহ্মণ বলিল "আমি কেন তাহার জন্য থাকিব,
আমার সঙ্গে তাহার সম্পর্ক কি?" দোকানী
বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, একি! পরে
ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণকে আটক করিবার
আদেশ দিল। ব্রাহ্মণ কি করেন। তাঁহাকে
বদ্ধ থাকিতে হইল। ধূর্ত্ত মুসলমানের জন্য
লোক প্রেরিত হইল। কিন্তু উদ্দেশ পাওয়া
গেল না। পরে জানা গেল যে সে একজন ঠগ।
ব্রাহ্মণকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়, বলিয়া ছাড়িয়া
দেওয়া হইল। মহাশয় ধূর্ত্তদিগের কিছুই অসাধ্য
নাই।

৩। শ্রীনগর ষ্টেশনের অন্তর্গত স্বামবা
সীদিগকে নারায়ণ গঞ্জ মুনসেফী আদা
লতে যাইয়া মকদ্দমা করিতে হয় বলিয়া
অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হয়। ভয়ঙ্কর শীতল
লক্ষ্যা ও ধবলেশ্বরী অতিক্রম এবং অনল্পদূরতা
নিবন্ধন সাধারণের অনেক অসুবিধা ও আয়াস
উপস্থিত হইয়া থাকে। আমরা বিনম্রভাতিশয়ে
প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টের সমীপে প্রার্থনা করি-
তেছি যে, উক্ত ষ্টেশনের অন্তর্গত লোকদিগকে
বহর মুনসেফী আদালতে মকদ্দমা করিতে
আদেশ বিধান করেন। এরূপ হইলে লোকের
কষ্ট দূর হইবে সন্দেহ নাই।

৪। মুনশীগঞ্জের ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট ও
ডিপুটী কালেক্টর বাবু বিমলাচরণ ভট্টাচার্য্য
মহোদয় প্রায় দেড় মাস অতীত হইল মাদারি-
পুর মহকুমায় পরিবর্ত্তিত হন। ইঁহার পর তাদ

এক জন লোক এখানে আইসেন কি না,
বলিয়া আমরা চিন্তিত ছিলাম। কিন্তু নি
আহ্লাদসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে,
দিন হইল গবর্ণমেণ্টের আদেশে বিমল
পুনর্ব্বার মুন্‌শীগঞ্জে আসিয়াছেন। ইঁহার
নৈপুণ্যে অনেকেই প্রীত আছেন।

কিছু দিন গত হইল, ভিরিজখাঁর ব
চন্দ্রধর নামক এক দোকানদারের গৃহ
নগদ আশী টাকা অপহৃত হইয়াছে। শু
পাই, দুই জন আগন্তুক শঠতাপ্রকাশ
অতিথিরূপে তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া
দুষ্কর্ম্ম সাধন করিয়াছে। ধূর্ত্তগণ পু
চোখে ধূলি দিয়া নিজ দুরভিসন্ধিসম্প
বিলক্ষণ পটু।

৬। নিতান্ত বিস্মিতচিত্তে প্রকাশ করি
অদ্যাপি অত্রত্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের
উঠিল না। সত্য বটে, গৃহের চালাগুলি,
দিন আনীত হইয়াছে কিন্তু কার্য্য
হইয়া না উঠাইলে তাহাতে ফল কি?
টরি মহোদয় যে এবিষয়ে মনোযোগ ক
ছেন না আশ্চর্য্যের বিষয়। বিদ্যালয়ের
ক্রমেই বাড়িতেছে, সুতরাং গৃহ প্রস্তুত ন
হ'তে অনেক অসুবিধা হইতেছে। সে
মহাশয়ের যত্ন একান্ত আবশ্যক।

—:•:—

আমাদিগের তমোলুকস্থ সং
দাতা লিখিয়াছেন;—

এ অঞ্চলে বারিধর যে কয়েক
বারিধারাদ্বারা গ্রীষ্মোত্তপ্ত পৃথিবীকে
করিয়াছেন, সেই কয়েক বার আনুষঙ্গিক
পাত দ্বারা প্রায় ৫।৬ টী গৃহ (কোনটী
কোনটী সম্পূর্ণ) ভস্মসাৎ হইয়াছে।

মফস্বলে সিঁদ চুরির প্রাদুর্ভাব লক্ষিত
তেছে। গোরুচুরিও বড় কম নয়।
নিদ্রিত কি জাগরিত? এ বৎসর সুবৃষ্টি
হাতে কৃষিকার্য্যের আরম্ভে সুলক্ষণ
যাইতেছে। জগদীশ্বর পরিণামে
করিলেই প্রকৃত মঙ্গল হয়।

শুনিতেছি, মহিষাদলাধিপতি নৃপতি
ত্রের শিক্ষার উদ্দেশে এ টী ইংরেজী
স্কুল স্থাপন করিবার মানস করিয়াছেন
তজ্জন্য একটি স্থায়ী গৃহ নির্ম্মিত হইবে
কোন পরিচিত আত্মীয়মুখে বিশেষ
হইলাম, এক জন শ্বেতকায় প্রধান শিক

দ্যালয়ের উক্ত উপাধিধারীরা নিযুক্তর
ক হইবেন। যদি ঈশ্বর প্রসাদাৎ জুপতির
ভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে
সহস্র সহস্র ধন্যবাদের যোগ্য হইবেন
হ নাই।

বৎসর এখানকার ইং বঙ্গবিদ্যালয়ের ছাত্র
র বার্ষিক পুরস্কার দানের নামগন্ধও
য়া যাইতেছে না। ইহার কারণ কি? প্রায়
৬ বৎসর হইল ছাত্রেরা কখনই ইহা হইতে
ত হয় নাই। এবৎসর যদি বঞ্চিত হয় তাহা
অত্যন্ত অনুৎসাহের বিষয় হইয়া পড়িবে।

—:০:—

## প্রেরিত।

ান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

হাশয়! আমরা স্ত্রীজাতি একথা সকলকেই
করিতে হইবে। যদিও (বেশ্যাবৃত্তি)
ষ্ট নত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি, যদিও কুলে
কালি দিয়াছি যদিও পাপুরুষের সহিত
োদ প্রমোদ করিতেছি, তথাপি এমন
চনা করিবেন না যে পরমেশ্বরদত্ত
একবারেই আমাদিগকে পরিত্যাগ করি
। এতদ্দেশীয় বেশ্যাদিগের রোগ পরীক্ষার
ভদ্রলোকদিগের পীড়া নিবারণার্থ প্রচ
হইবে। ভাল মহাশয়! যে ভদ্রলোক
নার প্রিয়তমার সহিত বিশুদ্ধ আমোদ
্যাগ করিয়া বেশ্যাদিগের নিকৃষ্ট প্রেমে
হইয়া তাহাদিগের সহবাসে স্বর্গ
সুখবোধ করেন, সেই সকল ব্যক্তির
চিত স্বরূপ পীড়া হইলে ব্যবস্থাপক মহ
দের ক্ষতি কি?

য়! ইহাতে হিতস্থানে হওয়া দূরে থাকুক,
আরো মন্দ হইবার সম্ভাবনা। যাঁহাদিগের
লয় গমনের বিলক্ষণ ইচ্ছা আছে, কেবল
র ভয়ে যান না। তাঁহাদিগের বিলক্ষণ
া হইবে। আর একটি কথা আপনাকে
াসা করিতেছি, এই আইনটি কি পক্ষ-
ী আইন হয় নাই? মহাশয় বিবেচনা
া দেখুন যেমন স্ত্রীলোকদিগের পীড়া
লে পুরুষের হয়, সেইরূপ পুরুষের পীড়াতেও
াদিগের হইয়া থাকে। অতএব যখন উভয়
ের পীড়ার কারণ, তখন উভয়েরি পরীক্ষা
া উচিত কি না? আরো দেখুন যদি কেবল
দিগের নিমিত্তই আইন হয়, তাহা হইলে
(যাহারা গিয়াছে তাহাদের ত কোন কথাই
নাই) যাহারা ভাল আছে, তাহাদিগকে
দুষ্ট রোগাক্রান্ত পুরুষ আসিয়া নষ্ট করিবে।
অতএব যদি যথার্থ প্রজার হিতসাধন ও
রোগনিবারণের বাঞ্ছা থাকে, তাহা হইলে এই
আইনটি যেন প্রচার হয় যে "যে পুরুষ বেশ্যার
সহবাস বাঞ্ছা করিবেন, তাঁহাকে ডাক্তর
সাহেবের নিকট পরীক্ষা দিয়া ব্যবস্থাপক মহা
শয়দিগের কোন চিহ্ন লইয়া যাইতে হইবে।"
সম্পাদক মহাশয়! দুঃখের কথা আর অধিক কি
বলিব? ব্যবস্থাপক মহাশয়েরা সকলেই পুরুষ,
এই নিমিত্ত তাঁহারা কেবল আপনাদের দিকেই
টানিয়াছেন। কিন্তু যদি কোন স্ত্রীলোক ব্যব-
স্থাপকদলে থাকিতেন, তাহা হইলে এ প্রস্তাবটি
করিতে ছাড়িতেন না।

প্রজার হিত সাধন রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম,
আমরা নিকৃষ্ট বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি বলিয়া
কি রাজার অনুগ্রহ পাত্রী হইব না? না, এমন
হইবে কেন? বাপের কাণাটিও যেমন, ভালটিও
তেমন, বরং কাণাটির উপর অধিক স্নেহ হয়।

২১ এ বৈশাখ
১২৭৭ সাল
সোনাগাছি লেন
৫ নং বাটী তেতা-
লার উপর ঘর }

আপনার অনুগতা
কামিনী মনোমো
হিনী দাসী।

মহাশয়! হুগলি জেলার অন্তঃপাতী গুপ্তি-
পাড়া একটি গণ্ডগ্রাম. উহাতে অন্ততঃ ১৫০০
ঘর লোকের বসতি, তন্মধ্যে ভদ্রলোকই অধিক।
কিন্তু সাতিশয় আক্ষেপের বিষয় এই যে, এরূপ
জনসমাকীর্ণ স্থানে কোন প্রকার উন্নতির লক্ষণ
লক্ষিত হয় না। ইহার অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
গ্রাম, বিদ্যালয় দাতব্যঔষধালয় ও পোষ্ট
আফিস প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছে
এবং তত্রত্য লোকদিগের হৃদয়আনন্দরস প্রবা-
হিত হইতেছে। মহাশয়! গুপ্তিপাড়া নিবাসী
লোকদিগের কি সে দিন উপস্থিত হইবে না?
হইবেই বা কেন? গুপ্তিপাড়া পরস্পর বিরোধ
দলাদলি ও বারইয়ারির প্রধান আকর।
এই বিষয় গুলি যে স্থানের অলঙ্কার হইল,
তাহার যে কত দূর উন্নতি হইতে পারে, তাহা
সহজেই বোধগম্য হইতেছে। উক্ত গ্রাম ৩। ৪
জন জমিদারের বাসস্থান। তাঁহারা যদি পরস্পর
জিগীষা ত্যাগ করিয়া গ্রামের হিতসাধনে যত্ন-
বান্ হইতেন, তাহা হইলে গুপ্তিপাড়া এতদিনে
অনেক স্থানের আদর্শ হইত; কিন্তু গ্রামস্থদিগের
দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহারা সেরূপ নন। অন্য কথা
দূরে থাকুক, কিঞ্চিৎ যত্ন পাইলে যে এক
তির কার্য্য সম্পাদিত হয়, সে বিষয়েও
মনোযোগ নাই। বিষয়টি এই, গুপ্তিপাড়া
মাজিষ্ট্রেটের অধীনে আছে। যদি কোন
মাজিষ্ট্রেটিতে জানাইবার আবশ্যকতা
হুগলিতে যাইতে হয়। হুগলি গুপ্তিপাড়া
২৪ মাইল দূর এবং এক জন ভদ্রলোককে
বার হুগলি যাইতে হইলে ৪। ৫ টাকা ব
ও অতিশয় পথক্লেশ সহ্য করিতে হয় এব
জন দৈনিক শ্রমোপজীবীকে যাইতে
তাহার দুই দিনের সংসার নির্ব্বাহের উপ
নিজের কিঞ্চিৎ পাথেয় সংগ্রহ করিয়া
হয়। সুতরাং এরূপ অর্থব্যয় ও ক্লেশ সহ
অপেক্ষা মৌনাবলম্বন শ্রেয়ঃ এই বিবেচনা
অনেকে বিরক্ত হইয়া থাকে। অতএব গব
অনুগ্রহ করিয়া গুপ্তিপাড়াটিকে কালনার মা
টের অধীন করিয়া দিন, ইহাতে প্রজাদি
সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেয়োলাভ হইবে সন্দেহ
গুপ্তিপাড়া কালনার ৪ মাইল দূরস্থ। কা
সব ডিবিজনে এক জন সিবিলিয়ান আ
তাঁহার অধীনে তিনটীমাত্র সামান্য থানা আ
গুপ্তিপাড়াকে তাঁহার অধীনে আনিলে গ
টের তজ্জন্য কোন বিষয়ে অতিরিক্ত
হইবে না। মাজিষ্ট্রেটের শাসন কার্য্যের
কষ্ট হইবে না, অথচ গুপ্তিপাড়ার মঙ্গল
ইতি।

সন ১২৭৭ সাল
১৯ এ বৈশাখ। }
এক জন হিতৈ

—:০:—

১৬ ই বৈশাখের সোমপ্রকাশে ব্রাহ্ম
প্রতি যে দুই একটী কথা লিখিয়াছেন
প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি অ
গুণিক উদারতা গুণে সোমপ্রকাশে স্থান
করিবেন।

ব্রাহ্মেরা পূর্ব্বেও যেমন একমাত্র অ
ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন এক্ষণেও
করিয়া থাকেন, একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন ব্রাহ্ম
অন্য উপাস্য নাই, উপাসনার জন্য স্থ
সময় নির্দ্দিষ্ট ও বিধিবদ্ধ নাই, সকল স্থানে
সময়েই সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের উপাসনা
পারে, তবে ব্রাহ্ম সমাজ এবং নিয়মিত
উপাসনা চিরদিনই প্রচলিত রহিয়াছে,
কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই, যত দিন ব্র
বিশ্বাস মতে কার্য্য না করিয়া অসত
পৌত্তলিকতার দাস ছিলেন, তত দিন

র মতে গৃহ কর্ম্ম সম্পন্ন হইত না। এক্ষণে
ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতেছে, এটি উন্নতি
চ্য. এটি সামান্য বালকক্রীড়া নহে।
নার যে ভক্তিতে পাষাণও বিগলিত হইয়া
তাহার অনুকরণ করা মনুষ্য মাত্রে ই
. শুষ্ক হৃদয় জ্ঞানী অপেক্ষা যে এক জন
ভক্ত শ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব
ঈশ্বরোপাসনারই জন্য চৈতন্যের ভাবকে
রণ করা হইতেছে, এটীও বালক্রীড়া
ব্রাহ্মেরা "শুরু সত্য মত অবলম্বন করি
ন" এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কোন কথা
ন না জানিয়া কেবল বিদ্বেষ ভাব চরিতার্থ
কত্রোচিত কার্য্য নহে।

র্পিচ. পরিবর্তনই উন্নতির মূল (১) পরি
ন্ন কোন বিষয়ের উন্নতি হইতে পারে না।
ব্রাহ্মগণ অসত্য জানিয়া কোন বিষয়
করেন এবং সত্য জানিয়া কোন বিষয়
ন করেন, তাহাই প্রকৃত উন্নতি। আপনার
ক্ষার জন্য জগতে বুদ্ধিমান চিন্তাশীল
. পরিচিত হইবার জন্য চিরদিন অসত্যকে
ন করা ধার্ম্মিকের কার্য্য নহে। ব্রাহ্মগণ
ান কার্য্য করেন তাহার পুর্ব্বে কোন চিন্তা
না, আপনার এ সিদ্ধান্ত অমূলক মাত্র।
ব বোধ হয় অদ্যাপিও আপনি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম
ব অনভিজ্ঞ আছেন, অতএব আমার
ন আপনি নিয়মিতরূপে ব্রাহ্মসমাজে
ন, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম আলোচনা করুন, নিয়মিত
দৈনিক উপাসনা আরম্ভ করুন, ব্রাহ্ম
অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবেন, তখন যাহা
বেন তাহা যথার্থ এবং বিদ্বেষশূন্য হইবে।
বষয়ে আপনার যাহা বক্তব্য সোম প্রকাশ
প্রকাশ করিবেন।

কস্যচিৎ পাঠকস্য।

—:•:—

তম একটী প্রসিদ্ধ চটী, রাজপথের দুই-
, লোকের বসতি প্রায় দুই মাইল হইবে।
ন অনেক গুলি ধনাঢ্য মহাজনের বাস
কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে একটীও বিদ্যা
াই। এখানকার বালকেরা দিবানিশ
করিয়া কাল কাটাইতেছে। এই দাতনে
কগুলি-ধনাঢ্য মহাজনের বাস আছে,
আমি বোধ করি তাঁহাদিগের যত্ন দ্বারা অনা-
য়াসে এখানে একটী স্কুল হইতে পারে।

এখানে একটী মুন্সেফী কাছারি আছে। মহামতি মৌলবী দাদার বখস এখানকার মুন্সেফ। ইনি অতি ভদ্রলোক এবং বিচারক্ষম। ইহাঁর সুবিচারে অত্রত্য প্রজারা বিলক্ষণ সন্তুষ্ট হইয়াছে। ইহার বিশেষ সংগুণ এই যে ইনি স্বীয় অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ এবং অর্থী প্রত্যর্থী প্রভৃতি সকলেরই প্রতি সাধু ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইতি পূর্ব্বে মেদিনীপুরের একটিং জজ শ্রীযুক্ত লেজ সাহেব মহোদয় এখানকার মুনসেফী কাছারি দেখিতে আসিয়াছিলেন। মুনসেফের কার্য্যে তিনি অসন্তুষ্ট হন নাই। অতি পরমদুঃখের বিষয় এই যে দাতনের মুন্সেফি কাছারি ঘরটী অতি জঘন্য। ঘরটী দেখিলে রাজ বিচারালয় বলিয়া কখনই বোধ হইবে না বরং গোশালা বলিয়া ভ্রম হইলেও হইতে পারে. মুন্সেফ মহাশয় নূতন ঘরের নিমিত্ত রিপোর্ট করিয়াছেন, কি হয়. বলিতে পারি না; রিপোর্টটী মঞ্জুর করা কর্ত্তব্য।

কাঁক ডিভিজনের ইনস্পেক্টর পোষ্ট মাষ্টর বাবু শ্রীধর রায়ের যত্নাতিশয়ে ১৮৬৭ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি অবধি এখানে একটী নূতন পোষ্ট আফিস হইয়াছে। হৃদয়কৃষ্ণ সরকার দাতনের ডিপুটী পোষ্ট মাষ্টর। ইনি অতি সচ্চরিত্রের মানুষ, যথানিয়মে পোষ্ট আফিসের কার্য্য চালাইতেছেন।

এই দাতনে বিদ্যাধর নামক একটী অতিবৃহৎ সরোবর আছে। উহার আয়তন ২৫০ বিঘা হইবে সরোবর দেখিলে এটী যে বহু কালের তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এই সরোবরের পূর্ব্বদিগ্ভাগে দুই মাইল দূরে সরশঙ্কা নামক একটী জলাশয় আছে। সেটী বিদ্যাধরের চারি গুণ বড় হইবে।

কএক দিন হইল বৃষ্টি না হওয়াতে এখানে গ্রীষ্মের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। দিবা এক প্রহরের পর কাহার সাধ্য ঘরের বাহির হয়। বেলার আধিক্য সহকারে রৌদ্রের ভয়ানক উত্তাপ বৃদ্ধি হয় এবং অগ্নির ন্যায় বাতাস বহিতে থাকে।

১৮৬৮
১লা মে
মোং দাতন } শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র সরকার।

—:•:—

(১) পরিবর্ত্তন উন্নতির মূল বটে কিন্তু যদি
ত্রিতল গৃহ ভাঙ্গিয়া পর্ণকুটীর করেন, সে
র্ত্তন উন্নতি, উন্নতির মূল অথবা উন্নতির
লিয়া পরিগণিত হয় না। স।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু রমণীমোহন চৌধুরী রঙ্গপুর
১২৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র ১০

শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী মুখোপ
ময়নাগুড়ি ১৮৬৮ মে হইতে ৬৯ এপ্রে

—:০:—

## সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটি

### বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে
স্থলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা
যাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। মফস্বলে ডাক
সমেত বার্ষিক ১৩, যাণ্মাসিক ৭ এবং
সিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম
গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি. বয়াতি চিঠি,
অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার
যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়. তিনি সেই
দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন,
যেন এক অথবা আধ আনার অধিক
ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্র
মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি
শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে
ইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত
আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে
লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত
গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহ
একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ ব
যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং
হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের
ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রের
বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে
করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি
আনা তাহার পর ৴১০ আনা দিতে হ
যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা
বেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ
মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের
চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ
ভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃ
প্রকাশিত হয়।

| | | |
|---|---|---|
| ...ত্রিশ | ১ | ৯ |
| ...রের সংগ্রহ | | ।০ |
| ...( ১ ম ভাগ ) | | ৶ |
| ...( ২ য় ভাগ ) | | ৶ |
| ...ন | | |
| ...রা করণ | | ৸ |

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

——:০:——

...শব্দচন্দ্রিকানামে একখানি সুবিস্তীর্ণ ...ধান, যাহাতে প্রাকৃত ও যাবনিক শব্দ ...র্ণ শব্দেরই লিঙ্গভেদ ও ধাতুর উত্তর ...র শব্দের উত্তর তদ্ধিত এবং উণাদি ...হইতে নানাবিধ প্রত্যয়ান্তর প্রায় ৭৫, ...হাজার শব্দ সংগ্রহপূর্ব্বক ৮৩৮ পৃষ্ঠায় ...হইয়াছে, যাঁহাদিগের প্রয়োজন হইবে, ...বটতলা ২৩৫ নং পুস্তকালয়ে ও জোড়া ...৬৩ নং শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়ের নিকট ...ন করিলে প্রাপ্ত হইবেন। মূল্য ৩ টাকা ...মাসুল ।৵ আনা। যদি কেহ একে ...কাপি লন তবে তাঁহাকে ১৫ টাকা ...র কমিসন দেওয়া যাইবে।

বিক্রেতা শ্রীঈশানারায়ণ ঘোষ।

——:০:——

## বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

...রাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলম নানা ...দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। মফস্বলে ডাকে অনুমতি ...দি পাঠাইয়া থাকি এবং পুস্তকাদিতে এক ...র হিসাবে কমিসন দি। যদি কেহ অধিক ...দ্রব্যাদি লন পাইকেড়ী দরে পাইবেন।

| | টাকা |
|---|---|
| ...কল্পদ্রুম প্রথম খণ্ড | – |
| ঐ দ্বিতীয় খণ্ড | ৪ |
| ...শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ...কা ও বাঙ্গালা সম্বলিত | ২।৹ |
| ...দসিন্ধু | ২ |
| ...াবলী | ২ |
| ...দার্থপ্রকাশিকা | ৩ |
| ...দার্থরত্নমালা | ৫ |
| ...দার্থপ্রচারিকা | ৩ |
| ...তিবাদ | ৫ |
| ...শান্তিতত্ত্ব | ৩২ |
| ...বিদ্যাভূষণকৃত টীকা ...২৮ খানি প্রতিমূর্ত্তি সহিত | ২ |
| ...ও ভারতবর্ষের রেলওয়ে | ২ |
| ... | ১।৹ |

| | |
|---|---|
| নলচরিত কাব্য | ১ |
| পঞ্চরত্নী | ৩ |
| বেদান্তদর্শন | ১ |
| ...রত্নমালা | ৩ |
| চরিত্রবিলাস | ৮ |
| পারদকল্পতরু | ৩ |
| মেটিরিয়া মেডিকা | ৩ |
| ইংলণ্ডীয় উপাখ্যানাবলী | ২॥৹ |
| আয়ুর্ব্বেদদর্পণ | ৩ |
| ফৌজদারি গাইড | ১।৹ |
| নিদানার্থচন্দ্রিকা | ২ |
| সটীক নিদান | ৪ |
| নিদান | ১ |
| মালতীমাধব | ১ |
| পঞ্জাব ইতিহাস | ১॥ |
| চীনের ইতিহাস | ১ |
| কুসুম কৌতুক নক্সা ( ১ । ২ ) | ১॥ |
| সত্যসমাধি নাটক | ১ |
| বেশ্যাসক্তিনিবর্ত্তক নাটক | ১ |
| মনোবৃত্তি বিধায়ক | ॥ |
| কীচকবধ নাটক | ৸৹ |
| ইংরাজী বাঙ্গালা ডিক্সনারি | ২॥৹ |

কলিকাতা জোড়াসাঁকো ৬৩ নং } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়

——০——

বিগত ২৬ এ বৈশাখ বৃহস্পতিবার রাত্রিতে ইষ্টারন বেঙ্গল রেলওয়ের অন্তর্গত শ্যামনগর ষ্টেশনে মেল ও পেসেঞ্জার ট্রেনে ধাক্কা লাগিয়া যে ভয়ানক দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহাতে এই রূপ জনশ্রুতি হইয়াছে যে তদ্দ্বারা বহুসংখ্যক লোক বিনষ্ট ও আহত হইয়াছে। ইহার সত্যাসত্যতা নির্ণয় পূর্ব্বক প্রতিকারের উপায় দেখা “পেসেঞ্জার সোসাইটীর” কর্ত্তব্য বিবেচনা হওয়াতে সাধারণকে আহ্বান করা যাইতেছে যে যাঁহারদিগকে ঐ দুর্ঘটনায় সহ্য করিতে হইয়াছে অথবা যাঁহারা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন অথবা যাঁহাদের আত্মীয় স্বজন বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা যাহা জানেন তাহা হিন্দুস্থান জার্ডিন ইন্স্যুরান্স কোম্পানির বাটীতে শ্রীযুক্ত নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অবিলম্বে জ্ঞাত করেন।

ইতি ১৩ ই মে }

——:০——

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান। সর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের ত। উত্তমরূপে সোনা দিয়া নূতন বাঁধান মূল্য ২৫০ টা...

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—প্রথম কল্প, ৫০ টাকা।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগী...

——:০:——

## নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের এপ্রেল মাসের ২২ এ হ... ৩০ এ পর্য্যন্ত ভাগীরথীনদীর সর্ব্বকম... জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

| স্থানের নাম | ফুট |
|---|---|
| মহানার উপর পদ্মানদীতে | ২০ |
| মহানায় | ১১ |
| তথা হইতে জঙ্গিপুর পর্য্যন্ত ( ১৩॥ মাইল মধ্যে ) | ৩—... |
| জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর পর্য্যন্ত ( ৪৬ মাইল মধ্যে ) | ২—... |
| বহরমপুর হইতে কাটওয়া পর্য্যন্ত ( ৫০ মাইল মধ্যে ) | ৩ |
| কাটোয়া হইতে নদীয়া পর্য্যন্ত ( ২৬ মাইলের মধ্যে ) | ৩ |

সন ১৮৬৮ মে মাহার ৫ তারিখে বহর... গঞ্জ ঘাটের জলের মাপ ” ফিট ৯

বহরমপুর ৫ ই মে ১৮৬৮। } একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র বহর...মপুর ডিবিজন

## সোমপ্রকাশ।

৬ ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

বিজ্ঞাপন স্থলে “পূর্ব্ব বাঙ্গালা ...ওয়ে দুর্ঘটনা” সংক্রান্ত একটী বিজ্ঞ... প্রচারিত হইল। পাঠকগণ দেখি... জানিতে পারিবেন, “পাসেঞ্জার সো...ইটী” সভা এ বিষয়ে সবিশেষ মনো... হইয়াছেন। এটি আমাদিগের অ... আহ্লাদের বিষয়। সভা যদি এ বি... ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতেন, আমা... হৃদয়ে যার পর নাই ক্ষোভ ও রো... সঞ্চার হইত। পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেল... কর্ম্মচারিদিগের দোষে যেরূপ শো... ঘটনা হইয়াছে, ইহাতে কাহারও ... বলম্বন করিয়া থাকা বিধেয় হ... এদেশীয়দিগের প্রতি স্নেহশূন্য এ...

বী ইউরোপীয়েরা ইহাঁদিগের জীবন গোমেষাদির জীবন অপেক্ষা অপকৃষ্ট ন করেন। এই নিমিত্ত ইহাঁদিগের বন রক্ষা বিষয়ে যথোচিত যত্ন করেন। তাহাতেই সচরাচর দুর্ঘটনা ঘটি- ক। ইউরোপীয় কর্ম্মচারিদিগের নিক্ষ- তা নিবন্ধন তেলিপেড়ে দ্বীপে যে দুর্ঘ- হয়, আজিও তাহা কাহার স্মৃতি থ জাগরূক হইয়া না রহিয়াছে? এদে াদিগের জীবন শিয়াল, কুক্কুরপ্রভৃতির ন অপেক্ষা অপকৃষ্ট নয়, এদেশীয় ী ইউরোপীয়েরা যাহাতে ইহা জানিতে রন, সকলের একবাক্য হইয়া তাহা কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে নিস্তার । এদেশীয়দিগের জীবন শিয়াল ুরাদির ন্যায় উপেক্ষিত হইয়া সচরা নিহত হইবে। আমরা পাসেঞ্জার াইটী সভাকে দুটী বিষয়ে বিশেষ া অনুরোধ করিতেছি। প্রথম, আমরা য়াছি, পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে কর্ম্মচারি ের মধ্যে এরূপ কেহ কেহ আছেন, ারা বাঙ্গালিদিগের অত্যন্ত বিদ্বেষ ন, তাঁহাদিগের হস্তে প্রাণ সমর্পণ কোন ক্রমেই বিধেয় হইতে পারে অতএব যাহাতে তাঁহারা ঐ স্থানে কতে না পারেন, সভা তাহা করেন। ়, যে সকল ব্যক্তি হত ও আহত ছেন, তাহাদিগের পরিবারগণ ও সেই ব্যক্তি যাহাতে পূর্ব্ব বাঙ্গলা ওয়ে কোম্পানির নামে ক্ষতি পূরণের শ করেন, সভা উদ্যোগী হইয়া র সংঘটন করিয়া দেন। যদি কাহার শ করিবার ব্যয় দানে সামর্থ্য না , সভার চাঁদা করিয়া সে টাকা হ করিয়া দেওয়া উচিত। উপসংহার বিজ্ঞাপনদাতাদিগের ন্যায় সাধা- নিকটে আমাদিগের অনুরোধ যিনি পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে দুর্ঘটনা ন্ত যে কিছু প্রকৃত বৃত্তান্ত জানেন, তিনি যেন অবিলম্বে কার্ডেন স্কিনার কোম্পানির হাউসে শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকটে উপস্থিত হইয়া সংবাদ দেন। তথায় যাইতে কোন বাধা নাই, ভয় সঙ্কোচও নাই।

### জগন্নাথক্ষেত্র।

“জগন্নাথক্ষেত্রের পথ ও তাহার প্রকৃত ইতিহাস” এই শীর্ষকযুক্ত একখানি প্রেরিত পত্র স্থানান্তরে প্রকটিত হইল. আমরা হিন্দু পাঠকগণকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা একবার তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করিবেন। জগন্নাথক্ষেত্রের পথের কষ্ট ও অন্যান্য বৃত্তান্ত যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে সেখানে গমন করিলে শরীর প্রাণ ও চরিত্রপ্রভৃতি সমুদায়ই সংশয়ারূঢ় হয়। যাঁহাদিগের পরিবারের প্রতি মায়া এবং তাঁহাদিগের চরিত্রের প্রতি আস্থা আছে, তাঁহাদিগের কোনক্রমেই উচিত নয় যে নিজ নিজ পরিজনকে জগন্নাথক্ষেত্রে পাঠাইয়া দেন। লোকে ধর্ম্মোপার্জ্জনার্থ জগন্নাথক্ষেত্রে যায়; কিন্তু পথে যদি অধর্ম্ম সঞ্চিত হইল, শরীর প্রাণ ও চরিত্রপ্রভৃতি সমুদায় সংশয়ারূঢ় হইল, সে ধর্ম্মে কি ইষ্টলাভ হইবে? ঐ সকল রক্ষা করিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন আবশ্যক। ঐ সকলের নির্ব্বিঘ্নে রক্ষার্থই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। যে ধর্ম্ম অর্জ্জনার্থ ঐ সকল উৎসন্ন হয়, সে ধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে। হিন্দুশাস্ত্রকারেরা জগন্নাথ দর্শনের যে ফল লিখিয়াছেন, গৃহে বসিয়া জগদীশ্বরের আরাধনা করিলে কি সে ফল লাভ হয় না? মহাদেব অর্জ্জুনের তপস্যায় প্রীত হইয়া দর্শন দিলে পর পার্থ এই বলিয়া তাঁহার স্তব করেন,

“প্রাপ্যতে যদিহ দূরগত্বা
যৎ ফলন্ত্যমরলোকগতায়।
তীর্থমস্তি ন ভবার্ণববাহ্যং
সার্ব্বকামিকমৃতে ভবতস্তৎ।”

দূরে গমন না করিলে অন্য পাওয়া যায় না, কিন্তু তদ্রূপ তীর্থ বার জন্য দূরগমনের প্রয়োজন হয় নিকটে বসিয়াই তোমাকে প যায়। অন্য অন্য তীর্থের ফল নি আছে। সে তীর্থ দর্শনের ফল স্বর্গ নির্ণীত হইয়াছে, তাহা স্বর্গ ভিন্ন ফলদানে সমর্থ হয় না, কিন্তু তদ্রূপ স্বর্গগত ব্যক্তিকেও ফল দান ক ফলতঃ তোমা ব্যতিরেকে ভবনাশ সর্ব্বকামপ্রদ তীর্থ আর নাই।

যখন ঘরেই পরকালে সদ্গতিল নানা পথ রহিয়াছে, তখন শরীর জাতি ও ধর্ম্ম সমুদায় উৎসন্ন করি নিমিত্ত দূরে যাইবার প্রয়োজন কেবল জগন্নাথক্ষেত্র বলিয়া নয়, স্থানমাত্রেই বহুদোষের আকর। যাে যত অলস অপদার্থ ও অকর্ম্মণ্য সচরাচর তীর্থ স্থান আশ্রয় কর থাকে। যেখানে তাদৃশ লোকের জন সেখানে যে বহুদোষের আবির্ভাব হই তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। এরূপ দোষাকর স্থানে অল্পবয়স্ক তরল স্ত্রী পরিজনদিগকে প্রেরণ করিয়া নিশ্ থাকা কি বিজ্ঞ ও বিবেচক পিতাম প্রভৃতি রক্ষকগণের কর্ত্তব্য? ইহার নি রণ দুরূহ ব্যবহার নয়। পাণ্ডাদিগ বাটীর মধ্যে যাইতে না দিলে এ কিঞ্চিৎ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া গমনোৎ পরিজনদিগকে যাইতে না দিলে তন্নিবারণ সহজে সম্পন্ন হইতে পারে যাঁহারা লেখা পড়া শিখিয়া কর্ত্ত কর্ত্তব্য বুঝিয়াছেন এবং দোষগুণ ইষ্টানিষ্ট বিবেচনা করিয়া কার্য্য করি শিখিয়াছেন, তাঁহারা যদি এই স উপায় অবলম্বন করিয়া উল্লিখিত আ নিবারণ না করেন, তাঁহাদিগের ঐ স গুণের অর্জ্জন বিফল সন্দেহ নাই।

এতদ্দেশীয়দিগের সিবিল সর্বিসের প্রাপ্য পদলাভ।

...রতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের ...শিক্ষার্থ ৮২ লক্ষ টাকা দান করি-... । বোধ হয়, ভারতবর্ষে কখন ... কোন রাজা ও গবর্ণমেণ্ট জন্ম নাই ...জার বিদ্যাশিক্ষার্থ এত টাকা ব্যয় ...ত ও শিক্ষার এরূপ সুশৃঙ্খলা ...ত সমর্থ হইয়াছিলেন। অতএব আমরা ...মেণ্টের নিকটে সাতিশয় কৃতজ্ঞ ... আছি। কিন্তু ইহা পর্যাপ্ত জ্ঞান ... আমরা তৃপ্ত হই নাই। তন্নিমিত্ত ...ক আমাদিগকে অকৃতজ্ঞ জ্ঞান ...। জ্ঞান করুন, তাহাতে আমরা ...নহি। তাঁহারা যদি অনুধাবন করিয়া ...ন, দেখিতে পাইবেন, এই অস... ... কেবল আমাদিগের দেশের ...কর নয়, গবর্ণমেণ্টে ও উপকারশত ...র সম্ভাবনা আছে। গবর্ণমেণ্ট এদে... ...দিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ যত অধিক ...করিবেন, যত সুন্দররূপ বন্দোবস্ত ...বেন, ততই লাভবান্ হইবেন। ...দিগের বাক্যের তাৎপর্য্য সুস্পষ্ট ... হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার নিমিত্ত ...রা বাঙ্গলা দেশ ও উত্তরপশ্চিমা-...ক উদাহরণস্থলে গ্রহণ করিলাম। ...লা দেশের সুশিক্ষিত লোকেরা ...ল সর্বিসে প্রবেশলাভ করিতে ...তেছেন না বলিয়া সর্বদা অসন্তোষ ...শ করিতেছেন। সেই অসন্তোষ ... শ্রবণ করিয়া ইংলণ্ডস্থ কর্তৃপক্ষ ...াতত: এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ...লিয়ানদিগের প্রাপ্য পদ গুণ ও ...কাল (৭ বৎসর রাজকার্য্য সম্পা-... পর) বিবেচনা করিয়া এদেশীয় ...ক দেওয়া হইবে। এখন সুশিক্ষিত ...শিক্ষিত উভয়ের কত অন্তর তাহা ...বার বিবেচনা করিয়া দেখ। উত্তর...মাঞ্চলের লোকেরা অশিক্ষিত; তাহাদিগের যে যে ব্যক্তির মনে অস...ন্তোষ জন্মিয়াছিল, তাহারা বিদ্রোহ উপস্থিত করিল। কিন্তু সুশিক্ষিত বাঙ্গালিরা সেই অসৎ পথে পদার্পণ না করিয়া সদুপায়দ্বারা আপনাদিগের অভীষ্ট সাধন চেষ্টা পাইতেছেন; কতক অংশে কৃতকার্য্যও হইতেছেন। সমুদায় ভারতবর্ষ যদি বাঙ্গলা দেশের ন্যায় সুশিক্ষিত হয়, গবর্ণমেণ্টের কি বার্ষিক ১৫। ১৬ কোটি টাকা সৈন্যার্থ ব্যয় করিতে হয়? যাহা হউক, প্রক্রান্ত বিষয়ে বক্তব্য এই, কর্তৃপক্ষ আপাততঃ যে বন্দোবস্ত করিতেছেন, "নাই মামা অপেক্ষা কাণা মামা ভাল" এই প্রবাদ বাক্য অবলম্বন করিয়া আমরা তাহাই পর্যাপ্ত জ্ঞান করিলাম; কিন্তু কর্তৃপক্ষ নিশ্চয় জানিবেন, ইহাতে আমরা সন্তুষ্ট হইলাম না। এ বন্দোবস্তটী প্রধানদিগের অনুগ্রহাপেক্ষী হইয়াছে। অতএব এদেশীয়েরা যে সচ্ছন্দে ঐ পদ পাইবেন তাহার সম্ভাবনা অল্প দেখা যাইতেছে। আমাদিগের বিবেচনায় ইংলণ্ডের ন্যায় ভারতবর্ষে সিবিল সর্বিস পরীক্ষাপ্রথা প্রবর্তিত করাই শ্রেয়ঃকল্প। তাহা হইলে আর অনুগ্রহ ও নিগ্রহের কথা থাকিবে না। বিশেষতঃ এদেশীয়েরা পরীক্ষা দিয়া যে পদগ্রহণে সমর্থ হইবেন, তাহা সমধিক শ্লাঘার বিষয় জ্ঞান করিবেন সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোটের ভারতবর্ষের উন্নতিসাধনের প্রস্তাবগুলি শরৎকালের জলধরের ন্যায় অল্পবর্ষী ও গর্জ্জনসার দৃষ্ট হইতেছে। ইষ্টইণ্ডিয়া সভা যখন আবেদন করেন, ষ্টেটসেক্রেটারি তৎকালে এমন ভঙ্গীতে কথা কহিয়াছিলেন, যেন সুযোগ পাইবামাত্র তিনি সিবিল সর্বিসের দ্বার এদেশীয়দিগের সম্বন্ধে উদ্ঘাটিত করিয়া দিবেন। ভারতবর্ষের সকলেই ইহাতে আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। সকলেই মনে করিয়া... লেন, বর্তমান ভারতবর্ষীয় সেক্রে... এ দেশের দ্বিতীয় আকবর হইলেন। ... কার্য্যে আকবরের শতাংশের একাং... ঔদার্য্য প্রদর্শিত হইল না। এদে... দিগের সম্বন্ধে সিবিল সর্বিসের ... উদ্ঘাটন করিবার বিষয়ে সর ষ্টাফে... নর্থকোট বলেন, এক্ষণে প্রতি... পরীক্ষার দ্বারা ভারতবর্ষীয়দিগকে ... লিয়ান হইতে দেওয়া ভারতবর্ষের ... সঙ্গত হইতেছে না। আমাদিগের ... চনায় এই বাক্যটী ভারতবর্ষীয়দি... বঞ্চনা করিবার ছলমাত্র। ভারতব... সে অবস্থা হয় নাই, কি যে প্রশস্ত... রতা না হইলে মন্ত্রিগণ এ স্বত্বপ্র... সমর্থ হন না, তাঁহাদিগের সে প্রশ... স্ততা হয় নাই? কিরূপ হইলে সে প... হইবে, সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোটের ত... একটী নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ করিয়া দে... উচিত ছিল। বিচারকার্য্যে ভারতব... কর্মচারিগণ সাধারণতঃ ইউরোপীয়... চারীদিগের অপেক্ষা যে সমধিক নৈ... প্রদর্শন করিতেছেন, কে তাহার অপ... করিতে পারেন? সর ষ্টাফোর্ড নর্থ... ও তাঁহার মন্ত্রিগণ ইহা স্পষ্টাভি... স্বীকার করিয়াছেন কোন বিষয়ে ... তবর্ষীয়েরা ভার পাইয়া অযো... প্রকাশ করিয়াছেন? এক্ষণে আ... গের জিজ্ঞাস্য এই, কর্তৃপক্ষ ক... করিয়া আর কত কাল ভারতবর্ষীয়... মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবেন? ভার... সিবিল পরীক্ষা প্রবর্তিত হইলে ... কাংশ ভারতবর্ষীয় সিবিলিয়ান হই... তাহা হইলে ইউরোপীয়েরা অ... হইবেন, কর্তৃপক্ষ কি এই শঙ্কা ক... ভারতবর্ষ যাঁহাদিগের বিদেশ, ... দিগের অভিমান চরিতার্থ কা... নিমিত্ত কি ভারতবর্ষের অধিবাসী স্ব... কারীদিগকে বঞ্চিত ও অসন্তুষ্ট ... বিধেয় হয়?

### স্থানীয় রাস্তা।

ইঞ্জিনিয়র লিওনার্ড সাহেব যখন
দেশীয় গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধি পব
কওয়ার্ক ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি
লেন, তৎকালে বঙ্গদেশের রাস্তা সম্ব
এক প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন। বঙ্গদে
পরিমাণফল ২,১২,২৬৫, বর্গমাইল।
ানে সর্ব্বশুদ্ধ ৪৯৮ মাইল পাকা ও
৮৭৯ মাইল স্থানীয় কাঁচা রাস্তা
ছে। স্থানীয় আয় হইতে এগুলির
ংস্কার হয়। এতদ্ভিন্ন ৩৪৪৮ মাইল
র্ণমেন্টের রাস্তা আছে, গবর্ণমেন্টের
স্তার ১৩৭১ মাইল মাত্র পাকা। ঐ
ল রাস্তার সংস্কারনিমিত্ত বর্ষে বর্ষে
লিখিত ব্যয় হয়:—
গবর্ণমেন্টের রাস্তার ৩৪৪৮ মাই
নিমিত্ত ৪২.৮৫৬৬১ টাকা।
স্থানীয় রাস্তার ২৩,৩৭৭ মাইলের
ত্ত ৩৩,০৭,৩৪১ টাকা।
গবর্ণমেন্ট রাস্তার নিমিত্ত যে ব্যয়
, তাহা রাজকোষ হইতে দেওয়া
। স্থানীয় রাস্তার সংস্কার ও নূতন
ার ব্যয় স্থানীয় ফণ্ড হইতে হইয়া
ক। স্থানীয় আয় পর্য্যাপ্ত নহে।
াণী ঘাটের উপার্জ্জন স্থানীয় ফণ্ডের
ন আয়। ইহাতে গড়ে সাড়ে তিন
টাকার অধিক সংগ্রহ হয় না।
ল জেলের শিল্পের লাভ স্থানীয়
বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।
ঐ আয় ক্রমশঃ কমিতেছে। কয়ে
জেলে বসিয়া যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত
, তাহার আয় অন্য প্রকারে ব্যয়িত
চ্ছে। রাস্তার যে কর লওয়া হয়,
হইতে প্রায় ৮৫০০০ টাকা; জল
ইতে ৪০,০০০ টাকা ও আনাবাদী
র কর হইতে ২৫,০০০ টাকা আয়
থাকে। ১৮৫৪ অব্দ অবধি নদীয়া
পার খালের মাসুল স্থানীয় রাস্তার
দেওয়া হইয়া আসিতেছে। ইহাতে

বাৎসরিক গড়ে তিন লক্ষ টাকা আয় হইতেছিল; কিন্তু এক্ষণে অনেক বাণিজ্য দ্রব্য রেলওয়েতে গমন করাতে এই আয় ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে স্থানীয় ফণ্ডে প্রচুর টাকা নাই; এমন কি টাকার অকুলান হওয়াতে সরকারী ধনাগার হইতে সাহায্য করা হইতেছে। এই হেতু লিওনার্ড সাহেব প্রস্তাব করিয়াছেন, রাস্তার ও পারাণী ঘাটের মাসুল ত্যাগ করিয়া কোন প্রকার স্থানীয় কর স্থাপন করাই কর্ত্তব্য।

সে স্থানীয় কর কি? অহিফেনসেবীরা যেমন যাবতীয় পীড়ায় অহিফেন ব্যবস্থা করেন, অকালপক্ক প্রস্তাবকারীরা তেমনি আয়ব্যয়সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়েই প্রায় নূতন করস্থাপন প্রস্তাব করিয়া বসেন এবং জমীদারেরাই সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হন। এক্ষণে কয়েক জন দূরদর্শী শাসনকর্ত্তা ব্যতিরেকে প্রায় সকলেই বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া থাকেন। নাগপুর, পঞ্জাব প্রভৃতি নিয়মবহির্ভূত স্থানের শাসনকর্ত্তারা ভূমির উপরেই বিদ্যাশিক্ষা ও রাস্তা প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার ব্যয়ভার নিক্ষেপ করিয়াছেন। বঙ্গদেশের অদূরদর্শী রাজপুরুষদিগের এ দেশের ভূমি দর্শন করিয়া নিয়তকাল জিহ্বা লোল হয়। কিন্তু লার্ড কর্ণওয়ালিসের বন্দোবস্ত অন্তরায় স্বরূপ হওয়াতে তাঁহারা ইষ্টসিদ্ধি করিতে পারেন না। কিন্তু লিওনার্ড সাহেব ইঞ্জিনিয়র; তাঁহার ইউরোপস্থিত ভ্রাতৃগণ যখন এত বড় আল্পস্ পর্ব্বত ভেদ করিয়া রেওলয়ে করিতেছেন, তখন লিওনার্ড সাহেব যে সামান্য কর্ণওয়ালিসের কৃত বন্দোবস্ত ভেদ করিতে সমর্থ হইবেন না, ইহা সম্ভাবিত নহে। তিনি সেই অন্তরায় ভেদ করিয়া জমীদারদিগের স্কন্ধে ভারক্ষেপে উদ্যত হইয়া-

ছেন। তিনি বলেন, পাটনাবিভাগে
ছয়বর্গ মাইলে এক মাইল রাস্তা অ
সেই হিসাবে বঙ্গদেশে ২৯০০০ মাইল
রাস্তা করা উচিত এবং রাস্তা
যাঁহাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর
কারলাভের সম্ভাবনা আছে, তাঁ
দেরই উহা প্রস্তুত করিবার ব্যয় দে
কর্ত্তব্য। তিনি অর্থসংগ্রহের উপ
নিয়মও বলিয়া দিয়াছেন। তিনি প্র
করিয়াছেন, প্রতি বিঘায় কিছু কিছু
লইতে হইবে। ভূমির বন্দোবস্ত বি
গবর্ণমেন্টের যে অঙ্গীকার আছে, তি
তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ নহেন। তথ
এক আশ্চর্য্য তর্কপ্রণালী অব
করিয়া এই অভিপ্রায় ব্যক্ত ক
ছেন, যখন রাস্তা হইলেই জমীদা
উন্নতি হইবার সম্ভাবনা আছে,
জমীদারের নিকটে অর্থ লওয়াতে
নাই। এ স্থলে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য
রাস্তার উপকারভোগী বলিয়া
যেমন জমীদার ও কৃষকের স্কন্ধে কর
নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ব
গণের উপরে তেমনি ভার দিলেন
কেন? রাস্তা দ্রব্যাদি লইয়া যাই
সুবিধার নিমিত্তই হয়। ইহাতে কৃষক
লাভ অনেক, তাহা আমরা অস্বী
করি না; কিন্তু কৃষক অপেক্ষা বণি
লাভই অধিক। সকলেই জানেন বঙ্গদ
শেষে মহাজনের টাকা ও সুদ এ
জমীদারের কর দিবার নিমিত্ত কৃষক
সামান্যলাভে দ্রব্য বিক্রয় করে।
খানে রাস্তার সম্পূর্ণ সুবিধা আ
সেখানেও কৃষক নিজে দ্রব্য লইয়া
বন্দরে বিক্রয় করিয়া আইসে না। যথ
লাভ বণিকেরই হয়; অতএব কেবল জ
দার ও কৃষকগণ কর দিবেন, আর ব
কগণ অব্যাহতি পাইবেন, আমরা
কারণ বুঝিতে পারিতেছি না। অপর,
দারদিগের সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের অঙ্গীক

ক করা হইয়া বলিয়া যদি স্বীকার করা
য, তাহা হইলেও আর একটী দুর্বিত-
র অনুপপত্তি উপস্থিত হয়। কি
প্রণালীতে এই কর আদায় হইবে? সমস্ত
দারির উপরে যদি কর লওয়া
জমীদারের আয় ক্ষয় হইবে, নচেৎ
কে বর্দ্ধিত কর দিতে হইবে।
ই অন্যায়। প্রতি বিঘায় কর লওয়া
ক নয়। প্রতি বিঘার উৎপাদিকা
বিবেচনা করিয়া কর ধার্য্য করিতে
মহাশয়ের বহুতর আয় নিঃশেষিত
যাইবে। সকল ভূমিতে এক প্রকার
ধার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। ২৪ পরগ
অগ্রগ ও পদ্মার অঞ্চলে এক বিঘাতে
লাভ হয়, কমারতে কি সেই লাভ
ত পারে? লিওনার্ড সাহেব শেষোক্ত
নী অবলম্বন করিবার সপক্ষে কহি
ছেন; কিন্তু ইহার ন্যায়ানুগামিতা
রা হৃদয়ঙ্গম করিয়া উঠিতে পারি
না; যদি অনুধাবন করিয়া দেখা
প্রতীয়মান হইবে, বণিকদিগেরই
দেওয়া সঙ্গত হয়। কিন্তু রপ্তানী
করিলে বাণিজ্যের দুর্গতি হইবে,
সুরক্ষিত বাণিজ্যের কর করাও
যুক্ত হইতে পারে না। তবে
অধিকসংখ্য রাস্তা প্রস্তুত করিবার
পরিত্যাগ করা হইবে? আমরা
নার্ড সাহেবের সহিত স্বীকার
তাহার এদেশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে
নাই। এ অভাব দূর করা কর্ত্তব্য।
আরও বলিতেছি স্থানীয় রাস্তার
কেবল অত্যাচারের কারণ হয়।
ও বাণিজ্যের পক্ষে বিলক্ষণ অনিষ্ট
হইতে সরকারেরও বড় লাভ নাই;
কর ইজারা করিয়া লন, তাঁহা
যে কিছু লাভ করিতেছে। এক্ষণে
উঠাইয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু পার
র ইজারা রহিত করা আমাদিগের
মত নহে। গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বত্র নৌকা

রাখিয়া বিনা ব্যয়ে পার করিতে দিবেন লিওনার্ড সাহেবের এ প্রস্তাব অকিঞ্চিৎকর। আমরা উপরে ভূমির করবৃদ্ধির প্রতিবাদ করিলাম। তবে কি কেবল এক পাসানী ঘাটে প্রস্তাবিত রাস্তার ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে? ইহার উত্তরস্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই পুলিসের ব্যয় সরকারী ধনাগারের উপরে নিক্ষেপ করিয়া মিউনিসিপালিটীর আয় দ্বারা কেবল রাস্তা প্রভৃতির ব্যয়নির্ব্বাহ করা উচিত। যেসকল রাস্তা ১২ ক্রোশের অধিক হইবে তাহার ব্যয় রাজকোষ হইতে প্রদান করা কর্ত্তব্য। চির কাল কিছু মিউনিসিপালিটি হইবে না যে তাহাতে সকল টাকা নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। যে সমস্ত আয় নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যয় করিলে অনায়াসে চলিতে পারে। পবলিকওয়ার্কস কর্ম্মচারিগণ স্থানীয় রাস্তার ব্যয়ের নিমিত্ত মিউনিসিপালিটির অধীন হইলে আপনাদের অনেক নিরাকরণ হইবে। পাসানীঘাটের আয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। কিঞ্চিৎ মনোযোগ দিলে ঘাটের মাসুল হইতে বিস্তর আয় হইবার সম্ভাবনা আছে। এক্ষণে গার্লিক সাহেব ও তাঁহার অধীন কর্ম্মচারিগণ নিজ লইয়া তিন লক্ষ টাকামাত্র প্রদান করিতেছেন। কিন্তু খাসপ্রভৃতি স্থানে বেতনভুক এক জন ডেপুটি কালেক্টর নিয়োজিত করিয়া মাসুল আদায় করিলে ১০ লক্ষ টাকা আয় হইতে পারিবে। স্থানীয় আয়ের বিষয়ে আমাদিগের অবস্থা কাশ্মীরের অবস্থার তুল্য হইয়া রহিয়াছে। লোকে যথেষ্ট টাকা দিতেছেন। কিন্তু ইজারাদার টোল কালেক্টর প্রভৃতির হস্ত দিয়া আসাতে অর্দ্ধেক টাকাও রাজকোষগত হইতেছে না। লিওনার্ড সাহেব বার্ষিক অতিরিক্ত ২৫ লক্ষ টাকা প্রার্থনা করিতেছেন। কতক ভার সরকারী ধনাগারের উপরে আর

কতক মিউনিসিপালিটির উপরে
করিলে, মাসুল বুঝিয়া আদায় ক
পারিলে, এবং পবলিকওয়ার্ক বিভ
চোরদিগের মুখ বন্ধ করিয়া
করিতে পারিলে নূতন করের প্রয়ো
হইবে না; অথচ অভিলষণীয় কা
সম্পন্ন হইয়া উঠিবে।

—:*:—

## পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ের দুর্ঘটনা।

পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ের দুর্ঘটনা
ক্ষন সর্ব্বসাধারণে অতিশয় চঞ্চল
উঠিয়াছেন। সকল স্থানেই এই কথা
সকলেই কোম্পানির এজেন্টের উ
অতিশয় বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে
কেবল যে ভারতবর্ষীয়েরাই অসন্তুষ্ট
য়াছেন এরূপ নয়, যেসকল ইংরাজ
ভদ্র; যাঁহারা ইউরোপীয়দিগের
এদেশীয়দিগের জীবনও মূল্যবান
করেন; যাঁহারা ভারতবর্ষীয়দি
নিকটে আপনাদিগের মহামন
রক্ষার নিমিত্ত স্বদেশীয়দিগের
গোপনে রাখেন না, তাঁহারা স্পষ্ট
ধারে ঘৃণা ও দুঃখ প্রকাশ করিতেছে
দুর্ঘটনার পর দিবস কলিকাতার পু
কমিশনর ষ্টুয়ার্ট হগ সাহেব ও
রিচার্ড টেম্পল বারাকপুরের আড়
উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা স্বচক্ষে
য়াছেন, একটী স্ত্রীলোক ও একটী পু
সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলে
কিন্তু রেলওয়ে কর্ম্মচারীরা তাঁহাদিগ
রোয়াকে ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁ
দিগের শয়নের নিমিত্ত একখানি ক
দেওয়া হইয়াছিল। হগ সাহেব এই নি
রতার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তত্র
এক জন কর্ম্মচারী বলিলেন, "ডাক্ত
বলিয়াছেন, ইহারা বাঁচিবে না। অত
ইহাদিগের নিমিত্ত চেষ্টা পাওয়া বৃথ
ইহা শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিরক্ত হ
হগ সাহেব এজেন্ট প্রেষ্টেজকে এই নি

ার কথা বলিলেন। প্রেষ্টেজ সাহেব
রীতি কাজ না করিয়া হগ সাহেবকে
কাইয়া বলিলেন, তাঁহার এ বিষয়ে
কহিবার কোন ক্ষমতা নাই। সর
ার্ড টেম্পল তখন উপস্থিত ছিলেন।
নি এ বিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর
তে উদ্যত হন, পরে হগ সাহেবের
। ইহা জানান হইয়াছে। ফ্রাঙ্কলিন
ষ্টেজ সাহেবের ধূর্ত্ততার সমধিক
ংসা করিতে হয়। তিনি দুই জন
ংদেশের পত্র সংবাদপত্রে প্রকাশিত
য়া এই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা
ইয়াছেন, তিনি যথাসাধ্য সাহায্য
য়াছিলেন।
দুর্ঘটনার অনতিপরে এজেণ্ট কত
লি আহত লোককে পল পাতিয়া
কখানি আচ্ছাদনহীন শকটে বারক
আনয়ন করেন এখানে সমস্ত
র তাহাদিগকে সেই পলের উপরে
কতে হয়। প্রাতঃকালে কতকগুলিকে
ংসালয়ে প্রেরণ করা হয়; কতক-
এজেণ্টের ব্যবহার দেখিয়া অত্যন্ত
স্বীকার করিয়াও কলিকাতায় আই-
। প্রেষ্টেজ সাহেব নিজে ইহা
ার করিয়াছেন। যথাবিধি যে তাহা
র সাহায্য করা হয় নাই, তদ্বিষয়ে
ায় নাই। যাবতীয় বিষয়ের নিগূঢ়
ন্ধানার্থ সত্বর এক কমিসন নিয়ো
করা কর্ত্তব্য। ইহার মধ্যে এদেশীয়
জন সভ্য রাখা উচিত; কেবল কয়েক
ইঞ্জিনিয়রকে প্রেরণ করিলে কাজ
না। ইহার অনুসন্ধানকালে অধি-
শ এদেশীয়ের সহিত ব্যবহার
ত হইবে। অতএব কমিসনমধ্যে
ীয় সভ্যের সত্তাব একান্ত আব-
।
উপসংহারকালে আমরা প্রে মহো
পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছি,
যেন এ বিষয়ে ঔদাস্য না হন।

রেলওয়ের কর্ম্মচারীদিগের প্রতি লোকের অতিশয় অবিশ্বাস জন্মিয়াছে। নিগূঢ় অনুসন্ধান ও অপরাধীদিগের যথাবিধি দণ্ডবিধানদ্বারা পুনরায় বিশ্বাসস্থাপন করুন।

—:০:—

সহরতলির মিউনিসিপালিটী।

আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, ইউরোপীয় অপরাধীদিগের অপরাধ প্রমাণ করা ও যথোচিত দণ্ড করা হয় না, ইহাতে এক মহৎ অনিষ্টবীজ অঙ্কুরিত হইতেছে। লোকের বিষম বিরুদ্ধ সংস্কার জন্মিতেছে। আমরা নিম্নে যে প্রেরিত পত্রখানি প্রকাশ করিতেছি, প্রধান পুরুষেরা ইহা পাঠ করিলেই এই সংস্কারের বিষয় এবং সহরতলির মিউনিসিপালিটীর অত্যাচারের বিষয় অবগত হইতে পারিবেন। আন্তরিক যত্নসহকারে যতদূর সম্ভব ঐ উভয়ের প্রতীকার চেষ্টা পাওয়া উচিত। ইউরোপীয়েরা কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানকালে পক্ষপাত করেন না এবং ধর্ম্মনীতির অনুগত হইয়া যাবতীয় কর্ম্ম সম্পাদন করেন বলিয়া পূর্ব্বে লোকের যে সংস্কার ছিল, দিন দিন তাহার অন্যথাভাব হইতেছে। এত দিন এদেশীয়দিগের চোখ কাণ ফুটে নাই, ইউরোপীয়েরা যাহা করিয়াছেন, শোভা পাইয়াছে, এখন আর অন্যায় কর্ম্ম করিয়া তাঁহাদিগের অব্যাহতি পাইবার যো নাই, এখন এ দেশের শিক্ষিত লোকেরা তন্ন তন্ন করিয়া তাঁহাদিগের কার্য্য দর্শন করিতেছেন। এখন এ দেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির চরিত্র ও ধর্ম্মনীতিজ্ঞান অনেক ইউরোপীয়ের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং তাঁহারা অন্যায়দর্শন সহ্য করিতে পারেন না। ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধ আচরণ করেন বলিয়া অনেক ইউরোপীয় এদেশীয় সমাজের অগ্রে হতপ্রতিষ্ঠ হতাদর ও হেয় হইতেছেন। এক্ষণে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য, সাবধান হইয়া চলেন। উক্তস্বভাব

সম্পন্ন বলিয়া এতদিন তাঁহাদিগের
প্রতিষ্ঠা ছিল, উক্ত ও বিশুদ্ধ কর্ম্ম
সেই প্রতিষ্ঠা অব্যাহত রাখিবার
করুন। এদেশীয়দিগের অপেক্ষা ই
য়েরাদিগের বল ও বিক্রম অধিক, অ
তাঁহাদিগের প্রাধান্য কে খণ্ডন ক
পারেন, যদি কাহার মনে এ গর্ব্ব
তাহা পরিত্যাগ করাই উচিত। বলের
পত্যের কাল আর নাই এখন ধর্ম্মনী
আধিপত্যের কাল উপস্থিত হইয়াছে
এ এখন উহাদ্বারাই প্রাধান্য প্রদর্শ-
বে। গবর্ণমেণ্টেরও কর্ত্তব্য, যাঁহারা
নাদিগের বিশুদ্ধ কার্য্যদ্বারা আপ
গের বিশুদ্ধতার পরিচয় দিতে না
বেন, কোন ক্রমে তাঁহাদিগকে পদ
রাখেন। গবর্ণমেণ্টকেই কর্ম্মচারীদি
গুণ দোষের ফলভাগী হইতে হয়। টে
দিগের জন্য পরজন্য র জন্যই
থাকে।

মহাশয়! বোধ হয়, আপনকার প
গণের কেহই অনবগত নহেন যে, ই
জাতির কেহ আইন বিরুদ্ধ কার্য্য ক
তাহার দণ্ড হওয়া দূরে থাকুক
কেহ সাহস করিয়া তদ্বিপক্ষে অভি
করেন, তাহা হইলে তাঁহার আদাল
হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া কষ্টকর
পড়ে। শ্বেতাঙ্গ মহাপুরুষগণ এমনি স্ব
প্রিয় যে, তাঁহাদিগের বিপক্ষে নালিশ
গোলযোগ হইলে পরেই তাঁহারা
গা শোঁকাশুঁকি করিয়া মিটাইয়া
মিটাইয়া দেওয়াই বা কেমন করিয়া ব
তাঁহারা বিচার করেন, তাঁহারাই জজ
ষ্ট্রেট; আইনও তাঁহাদিগের স্বকৃত, য
বিচার তদনুরূপ হয় তাঁহারা গুলির
খুন করিলে পশু ভ্রমে শীকার করা, কথা
দ্বারা প্রহার করিলে শিক্ষা দেওয়া চুরি
অপহরণ করিলে ভ্রম হওয়া ইত্যাদি ব
পার পাইয়া থাকেন। কিন্তু এক জন বা
যদি সামান্য দোষ করেন, তাহা হইলে
হাজত দেওয়া তৎপরে বিচার হয়।

এক্ষণে ২৪ পরগণায় যে মাথি

ন, কাহারা কিছুতেই এমন বোধ হয় তাহা হইলে সহরগুলির মিউনিসিপাল দিগের অত্যাচারের বিষয় অবগত নি যে নিস্তব্ধ আছেন, তাহার কারণ আমার বিবেচনা হয় ধর্ম্মপরায়ন ছোটর ম দেব পাছে অনবধানতাদোষে দোষী ই ভয়ে মিটনাটের চেষ্টা পাইতেছেন । রগণার অধীন শহরগুলির লোককে পশুর অধম জ্ঞান করিয়াছেন ? না দিগকে চট্টগ্রামের বাঙ্গাল অপেক্ষা ই বোধ করেন ? তিনি নিজে যাহা বিবে করুন, বস্তুতঃ আমরা তাহা নহ। আমরা নিসিপাল কর্ম্মচারিগণের অত্যাচারে কণ্ঠ হইয়াছি, এমন কি আর সহ্য করিতে না। কমিসনরগণ ১লা নবেম্বরের ঝড়ের পর কমিটিতে স্থির করিয়া কাঁচা ঘরের বকেয়া টাক্স ছাড়িয়া কর্ম্মচারী মহাত্মারা তাঁহাদিগের ইচ্ছা- কতক পরিত্যাগ করিলেন, আর কতক টি সাবিদ্ধার খরচাসমেত আদায় করি। লন। আইনে দুষ্ট হয়, ওয়ারেণ্ট জারিদারা মাল ক্রোক হইয়া পেয়াদার জিম্মায় কে প্রতিদিন প্রত্যেক পেয়াদার ৵০ আনা রোজ লাগে। কিন্তু ইহাদিগের ট সমুদায়ই বিপরীত। ইহারা বিল য় করিতে আইসে না সমন জারি করে কেবল ওয়ারেণ্ট জারি করিয়া টাকা য় করা হয় এক বিল দুই বার আদায়, খরচ ছুবার লেখা, আবার পীড়াপীড়ি ল উপরিয়া দেওয়া, তহবিলে ৫০০ র অতিরিক্ত না রাখিবার বিশেষ দেশ থাকিলেও প্রায় ১০। ১৫ হাজার তহবিলে মজুত রাখা, ব্যাঙ্কে টাকা ভুয়া চেক কাটা, পীড়াপীড়ি দেখিলে চেক পুনরায় জমা খরচ করা, কন্ট্রাক্টর নিকটে এগ্রীমেণ্ট না লইয়া, আবহমান তাহাদিগের দ্বারা কার্য্য লওয়া, সেক্রে ও পাক্ কাউণ্টেণ্টকে আফিসের কার্য্যের পড়। যেরূপ নিয়ত কমিসনরদিগের আফিস কলেকসনের উপরে শত ৩ । ৪ টাকা কমিসন দেওয়া, এগুলি ?, ইহার অনুসন্ধান একান্ত আবশ্যক।

একবে কমিসনর মহাশয়দিগের নিকটে বিশেষ অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন কাহার চাটু বাক্যে প্রতারিত না হন। ইহার অনু সন্ধান করেন।

—:*:—

# বিবিধসংবাদ।

৩০এ বৈশাখ সোমবার।

গত বারে প্রুফসংশোধকের অনবধানতায় ২১৫ পৃষ্ঠার প্রথম কলমের ১৭ পঙক্তিতে "২৬এ বৈশাখ" স্থলে ৮ই বৈশাখ এবং ২২৭ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের ৯ পংক্তিতে "খগড়" স্থলে সগড় হইয়াছে।

এ দেশে কৌলীন্য প্রথা ও কন্যাবিক্রয় প্রথা প্রবল থাকাতে নিকুলদিগের বিবাহ হও য়া ভার। তাহারা যার তার মেয়ে পাইলেই বিবাহ করে, ভাল মন্দ বড় বিবেচনা করে না। পিতামাতেরা এই সুবিধা পাইয়া এক কন্যাকে দুই তিন স্থলে বিক্রয় করে। এপ্রকার ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। দোষদুষ্টকন্যার পতিদিগকে সমাজে কিছু হেয় থাকিতে হয়। কিন্তু তাহারা সমাজে এক কালে পতিত থাকে না। অমৃত বাজার পত্রিকায় দৃষ্ট হইল, উক্তরূপ একটী দোষদুষ্ট কন্যাবিবাহকে বিধবা বিবাহ জ্ঞান করিয়া অধ্যাপকের নিকটে ব্যবস্থা লইয়া বিবাহকর্ত্তাকে সমাজে চলিত করা হইয়াছে। এটী নূতন কাণ্ড বটে। কিন্তু এতদ্বারা বিধবাবিবাহের যে কিছু আনুকূল্য হইবে আমাদিগের এরূপ বোধ হয় না। যাঁহারা দোষদুষ্ট কন্যাপতিকে উদ্ধার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে একটী অক্ষত বিধবার পাণিগ্রহণকারীকে উদ্ধার করিতে বলিলেই ইহার পরীক্ষা হইবে।

আমরা পূর্ব্বে ঈশানচন্দ্র বসুর মৃত্যুসংবাদ মাত্র প্রকাশ করিয়াছিলাম, বিশেষ করিয়া কিছু বলা হয় নাই। এ ব্যক্তি দরিদ্রসন্তান, ইহাঁ জানরূপ লেখা পড়া শিখাও হয় নাই। ইনি কেবল স্বাভাবিক বুদ্ধির বলে ক্যাডিন স্টিমার কোম্পানির বাটীর মুচ্ছুদ্দি হইয়া বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া নগরের এক জন গণনীয় ধনী হইয়াছিলেন। জীবনকালে ঈশানচন্দ্র মুক্ত হস্ত ছিলেন। মৃত্যুকালেও ইনি সাধারণের হি- তার্থ ২২০০০ টাকা দিয়া গিয়াছেন। ইহার ১২, ০০০ টাকা তাঁহার জন্মগ্রাম খাই মেড়ের এক রাস্তায় ব্যয়িত হইবে। অপর ১০,০০০ টাকা প্রেসিডেন্সি কালেজের ছাত্রবৃত্তির নিমিত্ত গব র্ণমেণ্টের হস্তে থাকিবে। ঈশানচন্দ্রের স্ত্রী যদি দত্তকগ্রহণ না করেন, তাহা হইলে তাঁহার

ত্যক্ত সম্পত্তি প্রদেশীয় দাতব্য সভার হ হইবে। ঈশানচন্দ্র বসুর এ দান প্রশংস সন্দেহ নাই। ইনি মৃত্যুকালে এই বদা প্রদর্শন করিয়া যেরূপ যশোলাভ করি জীবিতকালে সেরূপ করিতে পারেন ন ইনি অতিশয় সুরাপায়ী ছিলেন। ত আনুষঙ্গিক দুই একটী দোষেও বি আসক্ত ছিলেন। আমরা লোকের দোষ ও তুলারূপে ব্যক্ত করি, ইহাতে কেহ কেহ অ হন। কিন্তু তাঁহারা যদি অনুধাবন করিয়া দে বুঝিতে পারিবেন, ব্যক্তিবিশেষের দোষ ব্যতিরেকে সমাজের দোষসংশোধনস নাই।

গবর্ণর জেনরল আজ্ঞা দিয়াছেন, যে ষ্টাম্পে লোহিত ও কৃষ্ণ রেখা আছে, আদালতে আবেদনপ্রভৃতিতে ব্যবহৃত হ নীল ও কৃষ্ণ রেখাযুক্ত ষ্টাম্পে দলীল লি হইবে। আমরা এ প্রভেদের কারণ বু পারিলাম না। মফস্বলে সকল সময়ে প্রকার ষ্টাম্প পাওয়া যায় না। অনেকের প্রভেদনিবন্ধন দাবী তমাদি হইবার সম্ভাব

মঙ্গীসুরের রাজ্যখানি পল্লীগ্রামে সং জ্বর হইতেছে। যেপ্রকার জ্বর কয়েক ঢ্ঢমনী বা নিত্যত্ত দিকে উপশম করি মঙ্গীসুরেও ঐ প্রকার জ্বর হইতেছে। এলা নায় সংক্রামক জ্বরের নিদান নির্ণীত, হই না, এটী অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

আমরা বাল্যকালে উপকথায় শুনি অমুক রাজা বনে মাণিক পাইয়া, ড ভয়ে তাহা উরু বিদীর্ণ করিয়া তন্মধ্যে রা সম্প্রতি এই কথার যাথার্থ্য সপ্রমাণ হই আন্দামানের ডাক্তার আর, এস কয়ান এক জন ফাঁসী প্রাপ্ত ব্রহ্মদেশীয়ের শরীর করিতে গিয়া তাহার দুই বাহুর মধ্যে ২৪ ও রৌপ্যমুদ্রা পাইয়াছেন। বাহির হইতে মধ্যে কিছু আছে, এমন বোধ হইত না। অনুসন্ধানে জানিয়াছেন, রোগ ও বিপদ রক্ষার নিমিত্ত ব্রহ্মদেশীয়েরা এপ্রকার সকল শরীরমধ্যে রাখিয়া থাকে।

সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট ভারত গবর্ণর জেনরল হইয়া আসিবেন, তাঁহার ব হেতু করিয়া সকলে ইহা অনুমান করিতে বিশ্ববিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়ে দান প্রথম তিনি সম্প্রতি এক ভোজ দিয়া লণ্ডনস্থিত জন ভারতবর্ষীয়কে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলে কর্ণেল আণ্ডাসন গুইকুমারের রুদ্ধ আত্মা গার দর্শন করিতে যাওয়াতে সংবাদপত্রে

ণ গালি দেওয়া হইয়াছিল। দাদা সাহেবকে
ার গৃহে অতিশয় কষ্টে রাখা হয়, এপ্রকার
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়াতে রাজার
রেসিডেন্ট তাহার সত্যাসত্যতা জানিবার
র গমন করেন। ইন্দুপ্রকাশ বলেন, দাদা
র উত্তম বাটীতে আছেন; তাঁহার সচ্ছন্দ-
নিমিত্ত যাহা আবশ্যক সে সমুদায় তাঁহাকে
া হইতেছে; এ বিষয়ে তিনি নিজেও
যাগ করেন নাই। কারাগারে রুদ্ধ থাকা
ষ্টের কারণ নয়? ওয়েল্‌সের রাজকুমার
সন প্রাপ্ত হইয়া এডিনবরার ডিউকপ্রভৃতি
দিগকে যাবতীয় বিলাসদ্রব্য দিয়া যদি
সর কাননে রুদ্ধ রাখেন, তাহা হইলে
া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন কি না?

বোম্বাইগেজেট শ্রবণ করিয়াছেন, কাবুলে
 আসিয়াছে, সম্রাটের আজ্ঞানুসারে এক
শীয় রাজকুমার রুশ্য আসিয়া দর্শনার্থ আগ
নিয়াছেন। যাবতীয় লোক ও সর্দ্দার অতি
রসহকারে রাজকুমারকে অভ্যর্থনা করিয়া
 আজিম খাঁর কয়েক জন দূত রুশীয়
র গমন করাতে সেনাপতি ভারতবর্ষীয়
মণ্টের সহিত কাবুলের পূর্ব্বাপর সন্ধিপত্র
দেখিতে চাহিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত আজিম
সহিত রুশীয়দিগের কোন সন্ধি হয় নাই।
সেই সন্ধির পূর্ব্ব লক্ষণ বোধ হইতেছে।
া সন্ধি হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় ও
ীয় উভয় গবর্ণমেণ্টেরই চৈতন্য হইবে।
বর্ণর জেনরল আজ্ঞা দিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট
ল ভূমিপ্রভৃতি দান করিবেন, তাহার
ষ্ট্রির নিমিত্ত এক আনা করিয়া ফী
বে।

বার ২৪ এ মে রবিবার হওয়াতে রাজ্ঞীর
তিথির উৎসব ২৩ এ মে শনিবার হইবে।
কার আফিসসকল সোমবারে বন্ধ হইবে।

র রিচাড টেম্পল এক জন পঞ্জাবী এবং
বর্ষীয়দিগের রাজনীতিসংক্রান্ত উচ্চতর স্বত্ব
র শত্রু। বাঙ্গালীদিগের বর্ত্তমান স্বাধীন
র তাঁহার চক্ষুঃশূল। তথাপি আমরা এক
র তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি
া। সর জন লরেন্স সেক্রেটারি ও মন্ত্রিগণ
লইয়া আপনার কর্ত্তব্যকর্ম্মস্থান ত্যাগ
া পলায়ন করিয়াছেন; কিন্তু সর রিচাড
ল রাজস্বপ্রণালীর বিষয় সুস্পষ্টরূপে জানি
নিমিত্ত কলিকাতায় রহিয়াছেন। তিনি
ন যাবতীয় আফিসের সেক্রেটারি ও রেজি
ণ পুষ্ট বেতন পান মাত্র; কাজ যাহা

এতদ্দেশীয় কেরাণীদিগের দ্বারা হয়। অতএব কয়েক দিবসাবধি তিনি কয়েক জন এতদ্দেশীয় কেরাণীকে আহ্বান করিয়া সকল বিষয় অবগত হইতেছেন। দুঃখের বিষয় এই, এইসকল উপযুক্ত লোক যথার্থ বিষয় জানিয়াও এক কুসংস্কারের বশীভূত হইয়া এদেশীয়দিগের উন্নতির পথে কণ্টকনিক্ষেপ করেন।

সর এডওয়ার্ড রায়ানের নিকটে পত্র লিখিবার সময়ে মেইন সাহেব এদেশীয় উকীলদিগকে বারিষ্টরদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট ও অসৎ বলাতে যে প্রতিবাদ হয়, তাহার ফল ফলিয়াছে। সম্প্রতি প্রধানতম বিচারালয়ের এক জন উকীলের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে মেইন সাহেব বলিয়াছেন, তিনি তাঁহার শ্রেণির লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া পত্র লিখেন নাই; মফস্বলের উকীলদিগেরই নিন্দা করিয়াছিলেন। ইহাতে আমাদিগের এক গল্প মনে হইল। একদা এক স্থানে এক পল্টন আসিয়া উপস্থিত হয়। জমীদারের গমস্তা সমস্ত দিনের পর রসদ দিতে আসাতে কয়েক জন সৈনিক তাহাকে প্রহার করে। গমস্তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দূর হইতে অনুজের কষ্ট দেখিয়া গালি দিয়া বলিল থাক * * * এখনই তোমাদিগকে দেখাইব। এখানে কি মাজিষ্ট্রেট নাই, না আইন নাই? দুই জন সৈনিক তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া গিয়া তাহার দুই হাত ধরাতে ঐ ব্যক্তি বলিল, "তোমাদিগকে কিছু বলে কাহার বাপের সাধ্য আছে; ঐ পাজিকে এই কারণে গালি দিতেছিলাম যে, সিপাহীদিগকে রসদ দিতে বিলম্ব করিল কেন? এখনই মাজিষ্ট্রেট সাহেব দণ্ড দিবেন!" সিপাহীরা চলিয়া গেলে তাহার ভ্রাতা আসিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "তুমি তাহাকে * * * বল? জ্যেষ্ঠ ইহা শুনিয়া বলিল, তোমাকে কি গালি দিয়াছি? ওকথা না বলিলে উহারা ছাড়ে কি। মফস্বলের উকীলগণ প্রতিবাদ করিলে মেইন সাহেব কি বলেন তাহা শুনিবার নিমিত্ত আমাদিগের অতিশয় কৌতুক জন্মিতেছে।

এডিনবরার ডিউক সম্প্রতি হত্যাকারীর হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন বলিয়া ভারতবর্ষীয় সভা আহ্লাদপ্রকাশ করিয়া রাজ্ঞীকে এক অভিনন্দন প্রদান করিবেন।

হিন্দুপেট্রিয়ট বলেন, নিমতলার শবদাহের কল অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। শবদাহের সময় চাকনীর অনেক স্থান দিয়া ধূম বহির্গত হয় ও সেটী এত উষ্ণ হয়, যে কিছুক্ষণপরে আর স্পর্শ করিবার যো থাকে না। শব ও ভাল দগ্ধ হয় না।

মিউনিসিপালিটির টাকা এই প্রকারেই
থাকে।

৩১এ বৈশাখ মঙ্গলবার।

হিন্দুপেট্রিয়ট বলেন, সৈদ আবদুল্লা ম
৩০০ টাকা বেতনে কালিং কালেজের এক
অধ্যাপক হইয়াছেন। সৈদ আবদুল্লা
বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দ্দূ ভাষার অধ্যাপক ছি
কেহ কেহ বলেন, তিনি ভারতবর্ষীয় কৌ
এক জন মন্ত্রীর পদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

সম্প্রতি ত্রিহুতে যে কয়েকটী ডাকাইতি
তাহার মূল নেপালে পাওয়া গিয়াছে।
৫০ জন দস্যু একত্র হইয়া লুঠ করে।
পূর্ব্বে ব্রিটিশ প্রজা ছিল, এক্ষণে নেপালে
য়ন করিয়াছে। ব্রিটিশ সীমান্তে দস্যুবৃত্তি
নেপালে গেলেই আর ভাবনা থাকে না।
কলিকাতাপ্রভৃতি স্থানে কুকর্ম্ম করিয়া
ফরাসডাঙ্গায় পলাইত। দুষ্টদিগের সে
যেমন ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে, নেপালে
টীও সেইরূপ ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত।

আসামের কমিসনর কর্ণেল হপ
সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের নিকটে আক্ষেপ
লিখিয়াছেন, অন্য অন্য প্রদেশের ন্যায়
মের কর্ম্মচারিগণ প্রতিবৎসর যে এক
বিদায় পান, তাহা কোন কাজের হয়
আসাম হইতে কলিকাতায় গমন ও
হইতে প্রত্যাগমন করিতে ৪০ দিবস
কর্ণেল হপকিন্সন তন্নিমিত্ত প্রস্তাব ক
ছেন, এইসকল কর্ম্মচারীর গমনের
অতিরিক্ত এক মাস বিদায় দেওয়া কর্
কিন্তু লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এই প্রস্তাব
করিয়াছেন। গ্রাহ্য করিলে এইরূপে
অনুরোধে পড়িতে হইত।

এ বার সর্ব্বত্র অসময়ে অধিক বৃষ্টি হইতে
সিন্ধুর জল এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে, সক্
নিকটে জলপ্লাবনের আশঙ্কা হইয়াছে।
দেশীয় গবর্ণমেণ্ট এই বেলা দামোদর ও
দীর অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

গত শুক্রবার বৈকালে ঝড়ের সময়ে
পুরের নিকটে ১৩ জন আরোহীর সহিত
খানি নৌকা জলমগ্ন হয়। সৌভাগ্যের
রয়াল আডিলেডনামক জাহাজের
কাপ্তেন ও নাবিকগণ তৎক্ষণাৎ এক
লইয়া আরোহীদিগকে রক্ষা করিয়াছেন।
হিগণ কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের নিমিত্ত এক পত্র
নিউসে মুদ্রিত করিয়াছেন। চাঁদা করিয়া
সাহসী ব্যক্তিদিগকে এক ভোজ দেওয়া ক

ডেলিনিউস বলেন, ধনদা হইয়া ইন্দো

—২০—

ল দ্রব্য বোম্বাই রেইলওয়েতে আমদানী ও
নী হইবে, মহারাজ হোলকর তাহার শুল্ক
হইয়াছেন। তাঁহার ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত
মেণ্ট তাঁহাকে চির কালের জন্য একখানি
পা প্রদান করিয়াছেন।

রর রিচার্ড টেম্পল সম্প্রতি হাবড়ার কাষ্টি
টিউটে মহাভারতের কিয়দংশ পাঠ করিয়া
ন, তাঁহার মতে এই কাব্যখানি ইউরোপের
উৎকৃষ্ট বীররসপ্রধান কাব্যের তুল্য।
ীন কালে হিন্দুরা রাজনীতি, ব্যবস্থা,
দ্যা, বিজ্ঞানপ্রভৃতি বিষয়ের কত উন্নতি
য়াছিলেন, ইহাতে তাহার প্রমাণ পাওয়া
। শ্রোতৃবর্গ অতিশয় আনন্দসহকারে এই
দশ শ্রবণ করেন। পরিশেষে সভাপতি
র মৌএট এতদ্দেশীয়দিগের পূর্ব্বতন
ার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তারতম্য
য়া উপদেশককে ধন্যবাদ দিলেন। ডাক্তর
ট যথার্থ বলিয়াছেন, এতদ্দেশীয়দিগের
তঃ না থাকাতেই ইহাঁদিগের স্বাভাবিক
ভীক্ষতা থাকিলেও কাজ হইতেছে না।

১ লা জ্যৈষ্ঠ বুধবার।

বুয়ানের নূতন শাসনকর্ত্তা পোপ হেনেসি
ল ইহার মধ্যে তত্রত্য লোকদিগের এমন
হইয়াছেন যে, সম্প্রতি তাঁহার বিবাহ হও
চীনেরা আপনারা আসিয়া বরযাত্রী
অনেক আমোদ করিয়াছে। হেনেসি
ব জাতিভেদ না করিয়া সকলকে নিমন্ত্রণ
াছিলেন। ইংলণ্ড হইতে যেসকল শাসন
এক কালে উপনিবেশে আইসেন, তাঁহারা
র কুসংস্কারবিশিষ্ট শাসনকর্ত্তাদিগের
া অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ।

সম্প্রতি আগরার নিকটে একটী স্ত্রীলোক
ানের ভয়ে এক তৃতীয় শ্রেণির রেলওয়ে
হইতে লম্ফদিয়া পতিত হন। তিনি
ত হইয়াছিলেন; কিন্তু অন্য কোন ক্ষতি
াই। রেলওয়ে কোম্পানিসমূহের যে প্রকার
রী ও তত্ত্বাবধায়ক, তাহাতে এ সকল
হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

াঞ্জাব রেলওয়ে কোম্পানি বক্তার সিংহ
বেবল রাওলফ ষ্টুয়ার্টের নামে যে নালিশ
তাহাতে বক্তার সিংহকে ৩০,০০০ টাকা
হইয়াছে। কর্ণেল এলফিন ষ্টোনের অধীনে
য়ুজি ও ষ্টুয়ার্ট কণ্ট্রাক্টর ছিলেন।
সিংহ পূর্ব্বে কর্ণেলের সেরেস্তাদার
ন। সাক্ষ্যদ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে, এই
ষ্টুয়ার্টের সহিত এলফিন্‌ষ্টোনের অংশ ছিল
এবং কার্য্যতঃ এটি বিনামী ব্যবসায় মাত্র ছিল।
যাঁহারা এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের অসা-
ধুতাদর্শনে চীৎকার করেন, তাঁহারা এক্ষণে
কোথায়?

সর জন লরেন্স সে দিবস বোম্বাইয়ের
ফ্রিচর্চ্চ মিসনরিদিগকে ২০,০০০ টাকা প্রদান
করিয়াছেন। সম্প্রতি দিল্লীর বাপটিষ্ট মিসনরি
গণ তত্রত্য ইউরোপীয় সৈন্যদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা
দিয়াছিলেন বলিয়া গবর্ণর জেনরল তাঁহাদিগকে
কয়েক সহস্র টাকা প্রদান করিয়াছেন। তলবার
ভারতবর্ষশাসনের একমাত্র উপায়, এ সংস্কার
যে শাসনকর্ত্তার আছে, তিনি যে এইসকল
আইন বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিবেন, তাহা বিচিত্র
নহে। কিন্তু সর জন লরেন্স জানিবেন ভারতব
র্ষের ইতিহাসলেখকেরা এসকল গর্হিত
কার্য্যের পুরস্কার দিবেন।

লাহোর ক্রনিকেল বলেন, সম্প্রতি অমৃত
সরের নিকটস্থ জানদিয়ালাস্থিত মুসলমানেরা
গোবধ করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করাতে
তত্রত্য হিন্দুরা বিরক্ত হইয়া মুসলমানদিগের
জলপানের কূপে ও মসজিদে শুকর কাটিয়া
ফেলিয়া দিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত উভয় সম্প্র
দায়ের অতিশয় বিবাদ চলিতেছে। হিন্দুগণ
আপনাদিগের অন্যায় কাজ বুঝিতে পারিয়া
মসজিদ ও কূপের মূল্য দিতে চাহিয়াছেন।
কিন্তু মুসলমানেরা মকদ্দমা করিবার নিমিত্ত দৃঢ়
প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। ধর্ম্মান্ধতা বহু অনিষ্টের
মূল।

মালির কোটার রাজার নামে অত্যাচারের
অভিযোগ হওয়াতে গবর্ণর জেনরল এ বিষয়ের
অনুসন্ধান করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। পঞ্জাব
গবর্ণমেণ্ট ইহা করিবেন।

সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট সর্ব্বদাই ভারতবর্ষীয়
ও ভারতবর্ষীয় ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগকে ভোজ
দিয়া থাকেন। সকলে অনুমান করিয়াছিলেন,
এ টাকা সরকারী ধনাগার হইতে দেওয়া হয়।
কিন্তু প্রকাশিত হইয়াছে, সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট
নিজের ব্যয়ে ভোজ দিয়াথাকেন। সুলতানের
বিষয়ে যে কাজ হইয়াছে তাহাতে যদি সর
ষ্টাফোর্ডের চৈতন্য না হয়, কিসে হইবে।

ডেলি নিউস বলেন, সম্প্রতি নেপালের গবর্ণ
মেণ্ট প্রস্তাব করিতেছেন যেসকল ব্রিটিশ প্রজা
নেপালে মনুষ্য ক্রয় বিক্রয় করিবে, তাহাদিগের
দণ্ড নেপালে হইলে ভাল হয়। গবর্ণর জেনরল
ইহাতে সম্মত হইয়াছেন। নেপালের বিচারপতি
ও রাজেশ্বরের ক্রীত দাস আছে কি না জানিয়া
সম্মতি দিলে ভাল হইত।

উক্ত পত্র বলেন, খিবার খাঁর সহিত
দিগের বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে। রুশীয় সেন
হাজারাস্প নগরের দুর্গে রুশীয় সৈন্য রা
প্রস্তাব করাতে খাঁ তাহাতে অ
হন। ইহাতে সেনাপতি বলিয়াছেন, যদি
সহজে সম্মত না হন, তাহা হইলে বল
উক্ত নগর অধিকার করা হইবে। প্রবল ও
বিরোধ হইলে দুর্ব্বলের পক্ষে এরূপ
শ্রবণ বিস্ময়কর নহে।

গেজেটে দেখা গেল, নিম্নতর কর্ম্ম
প্রায় অনেক আইনের বিষয়ে আত্মমত
করিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গবর্ণর জেনরলের
ব্যবস্থাপক সভার সভ্যবিশেষের নিকটে
করেন, তাহাতে অনেক অসুবিধা হয়।
গবর্ণর জেনরল আজ্ঞা দিয়াছেন, ভবিষ্যে
সকল পত্র স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের হস্ত
আসিবে। রীতিই এই।

পিয়নিয়র বলেন, বাঁদাতে গোমড়ক
য়াতে দুটী পরগণায় ৯০০ গরু প্রাণত্যাগ
য়াছে। প্রথমতঃ জ্বর ও কম্প হয়; ত
ক্রমাগত ভেদ হইয়া পশুগুলি প্রাণ
করে।

১১ ই মে সর জন লরেন্স সিমলায় উ
হইয়াছেন। উক্ত স্থানের পুরাতন ভগ্ন ও
বেশিষ্ট কামানগুলির পরিবর্ত্তে নূতন ক
আসিয়াছে; কিন্তু বারুদ না থাকাতে গ
জেনরলের সম্মানার্থ কামান হয় নাই।
জন পত্রপ্রেরক বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন
দের অনুসার থাকাতে গবর্ণর জেনরল গে
নেল বাটিতে প্রবেশ করেন। কিন্তু তাঁহার
মন্ত্রী অথবা সেক্রেটারি যদি বাটী বাটী য
বারুদ ভিক্ষা করিতেন, তাহা হইলে ক
তোপ হইতে পারিত।

২ রা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার।

এপর্য্যন্ত যেসকল কর্ম্মচারী ফৌজ
মকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে যাইতেন, তাঁহারি
ত্তন্নিমিত্ত যে ব্যয় পড়িত তাহা আপন অ
বিভাগের ব্যয় বলিয়া পরিগণিত হইত।
তি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করিয়াছি
এই ব্যয় বিচারসংক্রান্ত ব্যয়ের মধ্যে
করা উচিত। গবর্ণর জেনরেল ইহাতে স
য়াছেন।

মাধবচন্দ্র দত্তকে রোজ ত্রোণের হত্যা
বলিয়া পুলিসেঅর্পণ করা হইয়াছে। যে
সাক্ষী করণায়ের সমক্ষে জবানবন্দী
তাঁহারা আবার এখানে ও জবানবন্দী দি
ছেন। এ ব্যক্তি যে মুক্তিলাভ করিবে ত
সন্দেহ নাই। পুলিস যথার্থ দোষীকে ধ
নিরপরাধীকে ধরিয়া টানা টানি করিতে
মাধবচন্দ্র দত্তের হত্যা করিবার কারণ
কাহার হত্যা করিবার যথার্থ কারণ ছিল,
সের কি তন্নির্ণয়েরও ক্ষমতা নাই? পু
রাজ্যের নিম্ন শ্রেণির ইউরোপীয় প্রবেশ
তেই উহার এরূপ দুর্দশা হইয়াছে।

কেল নিউটন বলেন, লেংহস্তুরের বন লোকদিগের কন্যার বিবাহ দিতে হইলে ১০টি গরু দান করিতে হইত। এগরু কলের না থাকাতে অনেক স্ত্রীলোক অবিবাহিতা রহিয়াছেন, এবং তন্নিবন্ধন ব্যভিচারেরও লক্ষণ বৃদ্ধি হইয়াছে। সম্প্রতি ছোট নাগপুরের কমিসনর কর্ণেল ডালটন কোলদিগের প্রধান লোকদিগকে আহ্বান করিয়া এক সভা করেন। এই সভায় সকলে কন্যাদানের পণ দশটী গরু বলিয়া স্থির করিয়াছেন। দশটী গরু যে দিতে হইবে এরূপ নহে; দরিদ্র গণ ইহার পরিবর্ত্তে ৭ টাকা নগদ দিতে পারিবে। কোলেরা আমাদিগের সুবর্ণবণিক ও কায়স্থদিগের অপেক্ষা এ বিষয়ে সমধিক বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিল। ঐ দুই শ্রেণির কন্যার বিবাহ দেওয়া আতিশয্য অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। যিনি যাবজ্জীবন পরিশ্রম করিয়া ১০,০০০ টাকা জমান, তাঁহাকে চারিটী কন্যার বিবাহ দিতে এক কালে নিঃস্ব হইতে হয়। ইহার কি সংশোধন করা উচিত নহে?

গবর্ণর জেনেরল মীমাংসা করিয়াছেন, ১৮৬৮ অব্দের ১১ আইন অনুসারে কেবল বাহাদুর উপাধির উপরে শুল্ক লওয়া হইবে না। অন্য মত গবর্ণমেণ্ট শুল্ক দিতে হইবে। পত্র প্রদান করিয়াছেন, কাশ্মীর ও অমৃতসরের যেসকল শাল বিদেশীয় বণিকগণ বিদেশে রপ্তানী করিবার নিমিত্ত ক্রয় করিবেন তাহার শতকরা শুল্ক গ্রহণ করিবার নিমিত্ত পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের উপরে আজ্ঞা হইয়াছে। ইহাতে কি আর পরিমাণে শাল প্রস্তুত হইবে?

পর্বলের অভিনয় স্বীকার করিয়াছেন, রের আদর্শ পুলিষ অন্য অন্য স্থানের পুলিষের ন্যায় অপরাধীদিগকে ধরিতে পারেন না। তাঁহারা কেবল রিপোর্ট পড়িয়া মুকদ্দমা করেন। আমরা অনেক দিন পূর্ব্বে তাহা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন।

বর্গ নামা ৬০০ অবধি ১০০০ টাকা মাসিক বেতনে মান্দ্রাজে একটী স্ত্রী নর্ম্মাল বিদ্যালয় স্থাপিত করিবার অভিলাষ করিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট তন্নিমিত্ত তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কপুর তলার রাজার কতক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আজ্ঞা দেওয়াতে রাজা প্রিবিকৌন্সিলে আপীল করিতে চান। এ জন্য তাঁহাকে ছয় সপ্তাহের সময় দেওয়া হইয়াছে। রাজা বৃথা অপব্যয় করিলেন, রাজনীতিসম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যাহা করিয়াছেন, প্রিবি কৌন্সিল তাহাতে কোন ক্রমে হস্তার্পণ করিবেন না।

মার্শমান সাহেব ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়াতে লিখিয়াছেন, সর জন লরেন্স ইউরোপীয় সৈন্যদিগের উপাসনার ও ধর্ম্মশিক্ষার যে বন্দোবস্ত (তাহার নাম কয়েক লক্ষ রাজস্বক্ষয়) করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন, তাহাতে ইংলণ্ডের সমুদায় লোক তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছেন। যে সকল চিন্তাশীল লোক আয়রলণ্ডের ধর্ম্মকার্য্য হইতে গবর্ণমেণ্টকে স্বতন্ত্র থাকিতে বলিতেছেন তাঁহারা কি এই দলভুক্ত? যাহা সর জন লরেন্সের সুখ্যাতির তাহা ভারতবর্ষের দুর্গতির কারণ হইতেছে।

৩ রা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার

ভারতবর্ষে যত এতদ্দেশীয় সংবাদপত্র আছে, তন্মধ্যে কেবল আলিগড় ইনষ্টিটিউট গেজেট বলিয়াছেন, এতদ্দেশীয়দিগকে উচ্চতর শাসনকার্য্যের ভার দেওয়া অনুচিত। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট যে উন্নত পদ দিবার মানস করিয়াছেন, গেজেটের মতে তাহা অসমসাহসিক কার্য্য। ইহাতে আমাদিগের পরম মিত্র (!) ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন "ইনষ্টিটিউট গেজেটে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের যে যথার্থ সাধারণ মত তাহা আমরা স্বীকার করিতেছি। বোম্বাই ও কলিকাতায় ইংরাজি ও দেশীয় ভাষায় যেসকল এতদ্দেশীয় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় তদপেক্ষা এই পত্রের কথায় অধিক গৌরব করা আবশ্যক তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।" সন্দেহের বিষয় কি? সিংহ, গর্দ্দভ ও শৃগাল তিনে মৃগয়া করিতে গিয়া যে মাংস পায়, তাহা গর্দ্দভ সমান অংশে বিভক্ত করাতে সিংহ কুপিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে বধ করিল এবং শৃগালকে বিভাগ করিতে বলিল। শৃগাল তৎক্ষণাৎ আপনার জন্য কিঞ্চিৎ রাখিয়া আর সমুদায় সিংহকে প্রদান করাতে সিংহ অতিশয় আনন্দিত হইয়া বলিল, "ভাই শৃগাল! তোমাকে এমন সুন্দর ভাগ করিতে কে শিখাইয়াছে?" শৃগাল বলিল "ঐ মৃত গর্দ্দভ।" সৈদ আহম্মদের রাজনীতির মূল্য সকলেই বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু শাসন কর্ত্তাদিগের চাটুবৃত্তি করিয়া স্বদেশীয়দিগের স্বত্বে জলাঞ্জলি দিবার চেষ্টা এপর্য্যন্ত পৃথিবীর কোন স্থলেই সফল হয় নাই। মার্সলিয়ম রেজকে ইটালিতে আনয়ন করে। কিন্তু শেষে কামিলিয়ম রঙ্গ ভূমিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এতদিন পরে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পথে আসিয়াছেন। এই পত্র দিল্লীর ভূতপূর্ব্ব কোটা মুন্সিদের বিচার উপলক্ষে বলিয়াছেন এ দশ বৎসর নির্ব্বাসিত ছিলেন; ইহাই দণ্ড হইয়াছে। অতঃপর কোন বিদ্রোহী জীবনের অবশিষ্ট যাপন করিতে তাঁহার দণ্ড দেওয়াতে কোন ফল হয় না; পুরস্কার ঈশ্বর মনে আইসে। আমরাও কথা বলিতেছি। ৫০০ লোক সীতানা কষ্ট পাইতেছে।

৪ ঠা জ্যৈষ্ঠ শনিবার।

যে সকল জায়গীরদার ও সর্দার পিতা পিতামহের সম্পত্তির অধিকারী হইবেন, দিগকে গবর্ণমেণ্টকে কোন নজরানা দিতে হইবে না। তবে যেখানে দিবার প্রথা সেখানে দিতে হইবে। আতুষ্পুত্র অথবা কোন আত্মীয় উত্তরাধিকারী হইলে জায়গী এক বৎসরের আয়ের অর্দ্ধেক দিতে হই দত্তক পুত্রকে এক বৎসরের আয় সমুদায় হইবে। দত্তকের উপরে আবার এত শাস্তি কেন?

আবিসিনিয়ার বন্দীগণ যখন সরবাট য়রের শিবিরে আইসেন তখন তাঁহাদিগের বায়ু ও বিস্তর ভৃত্য আইসে। তাঁহারা বন্দী ছিলেন বটে; কিন্তু থিওডোর তাঁহাদি আহার ও বাসস্থানের কোন কষ্ট দেন নাই। দালা গ্রহণের তিন দিবস পূর্ব্বে থিওডোর জন আবিসিনীয় কয়েদিকে বধ করিয়াছিলে তাঁহাকে জীবিত অবস্থায় কমিসনর লের ভারতবর্ষে আনয়ন করিবার জন্য সর র নেপিয়রের আজ্ঞা দেওয়া হয়; কিন্তু থিও রের ভাগ্যে এ অপমান ছিল না।

—:০:—

## ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২ রা মে। গত কল্য হাউস অব কম গ্লাডষ্টোন সাহেব এই কথা বলেন, যে পর্য আয়রলণ্ডের ধর্ম্মসম্প্রদায়সংক্রান্ত মীমাংসা না হইবে, সেপর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট দায়ের টাকা না দেওয়া হয়, এ বিষয়ে ৪ঠা মে সোমবার প্রস্তাব করিবেন।

ত্রিটন প্রাণ্টহাম, দক্ষিণ ল্যাঙ্কেসায় ওয়েষ্টমিনষ্টর, ক্যারমার্থন এবং পূর্ব্ব কেণ্টের প্রতিনিধিগণ টোরিপক্ষ বলিয়া মনোনীত ছেন।

সিরাপিস ও ক্রকোডাইলনামক সৈ বোম্বাই জাহাজকে আলেকজাণ্ড্রিয়াতে করা হইয়াছে। আবিসিনিয়া হইতে প্রত্যাগ

৩ গণিত রেজিমেণ্ট এই জাহাজে ইংলণ্ডে করিবে।

আবিসিনিয়া হইতে আগত।

বোম্বাই ৯ ই মে। আবিসিনিয়া হইতে দ আসিয়াছে, মুক্ত বন্দীগণ ইহার মধ্যে ল প্রহরী সৈন্য লইয়া উপকূলের দিকে করিয়াছেন। সৈন্যগণ গত কল্য যাত্রা ব। সর রবার্ট নেপিয়র ওয়াগসাম গোবা- মাগদালা প্রদান করিতে চাহিয়াছেলেন, প্রধান গোলা ( কামান ) গুলি নষ্ট হও- তিনি এই নগর লইতে অসম্মত হই ন। তন্নিমিত্ত সর রবার্ট নেপিয়র গালার কে উহা দিয়া আসিবেন।

মাগদালাতে থিওডোরের মৃত দেহ সমাহিত ছে। বন্দীগণ অতি অপকৃষ্ট স্থানে রুদ্ধ ন বলিয়া আশঙ্কা করা হইয়াছিল ; কিন্তু বিক তাহা নহে। তাঁহারা উত্তম স্থানে ন এবং তাঁহাদিগকে পর্য্যাপ্তরূপ খাদ্য দেওয়া হইয়াছিল। মাগদালাবাসীরা ব্রিটিশ দিগকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন।

গুন ১৮ ই এপ্রেল। ভারতবর্ষীয় সৈন্য ক উপনিবেশে প্রেরণ করা উচিত কি না, বিবেচনার্থ যে সিলেক্ট কমিটি নিযুক্ত তাঁহারা রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন। বরুদ্ধ সৈনিক মত প্রকাশিত এবং ইহাতে বাঁচিবে কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ হওয়াতে ট বলিয়াছেন, এক বারে অধিকতর পরি পরামর্শসিদ্ধ নহে। যেখানে স্বাস্থ্য ব্যাঘাত বনা নাই, কমিটি সেখানে ভারতবর্ষীয় প্রেরণের পরামর্শ দিয়াছেন। তাঁহারা , চীন ও মরিসসে এই সৈন্য প্রেরণ করিলে বায়ু বাঁচিবে। সিংহল ও সিঙ্গাপুরের যে জল বায়ু, তাহাতে মধ্যে মধ্যে এক দল র পরিবর্ত্ত করিয়া ... একাল ... অনুচিত এবং এ ... গুলি ভারতবর্ষের নিক ওয়াতে তাঁহারা বলেন এই দুই স্থানে ভার য় সৈন্যপ্রেরণে লাভ আছে। তাঁহারা বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকটে যে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বিবেচনা ছে কোন বিশেষ উপনিবেশরক্ষার্থ স্থানীয় সংগ্রহ না করিয়া ভারতবর্ষীয় সৈন্য রাখিয়া পীয় সৈন্যদিগের ন্যায় তাহাদিগকে মধ্যে বদলী করা কর্ত্তব্য। যাবতীয় উপ- ে ভারতবর্ষীয় সৈন্য প্রেরণ করা উচিত মেম্বর আলন যে প্রস্তাব করেন, তাহা হইয়াছে।

৩ রা মে। গত রাত্রিতে ডিসরেলি সাহেব হাউস অব কমন্সে বলিয়াছেন, যে প্রকার মত ভেদ হইয়াছে তাহাতে গবর্ণমেন্টের সঙ্কল্প পরি বর্ত্ত হইবে। সেটী কি হইবে, তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত ৪ ঠা মে সোমবারপর্য্যন্ত মহাসভা স্থগিত থাকিবে

গ্রেগরি সাহেবের প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে সর ষ্টাফোড নর্থকোট বলিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় চিহ্নিত কর্ম্মচারীদিগের বিদায়ের নিয়মাবলি কৌন্সিলের এক কমিটিদ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন সকলেই তাহার মূল নিয়ম স্বীকার করিয়াছেন ; তবে কেবল কতক সামান্য অংশের পরিবর্ত্ত করিবার প্রস্তাব হই- য়াছে। এই সকল প্রস্তাব লিখিয়া সর জন লরে ন্সকে এক পত্র লেখা হইয়াছে। এই নিয়ম গুলির যে কিছু পরিবর্ত্ত করা আবশ্যক তাহা করিয়া তাঁহাকে ইহা সাধারণের গোচরার্থ প্রকাশ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

ফেনিয়ন বর্ক ও কাসীর দোষ সপ্রমাণ হও য়াতে প্রথম ব্যক্তির কঠিন পরিশ্রমের সহিত ১৫ বৎসর এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির ৭ বৎসর মেয়াদ হইয়াছে।

৫ ই মে। গত রাত্রিতে ডিসরেলি সাহেব বলিলেন, তিনি রাজ্ঞীর নিকটে নিজ পদত্যাগ করিবার প্রস্তাব করেন ; কিন্তু রাজ্ঞী তাহাতে অসম্মত হইয়া তাঁহাকে মহাসভা ভঙ্গ করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। তিনি বলিলেন, এক্ষণে যে সকল বিষয় বিবেচিত হইতেছে তাহার মীমাং সা হইলে তিনি নবেম্বরে মহাসভা ভঙ্গ করিয়া নূতন মহাসভা আহ্বান করিবেন।

গ্লাডষ্টোন, ব্রাইট ও লো সাহেব গবর্ণমেণ্টের এই নিয়মবহির্ভূত কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া- ছেন। ডিসরেলি সাহেব গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সম- র্থন করিয়া বলিলেন, রাজ্ঞী তাঁহাকে মহাসভা ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়াছেন। তিনি আরও বলেন, গত বৃহস্পতিবার গ্লাড ষ্টোন সাহেব যে প্রকার তর্ক করেন, তাহাতে বোধ হইতেছে মহাসভার মন্ত্রীদিগের উপরে বিশ্বাস নাই।

হাউস অব কমন্স আয় ব্যয়ের বিষয়ে মত দিয়াছেন এবং গ্লাডষ্টোন সাহেব গবর্ণমেণ্টের অসঙ্গত ব্যয়ের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের কার্য্যপ্রণালীর উপরে দোষারোপ করিয়াছেন।

৬ ই মে। মহাসভাভঙ্গের বিষয়ে মন্ত্রিগণ হাউস অব লার্ডে ও কমন্সে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কথা বলাতে তাহা লইয়া গত রাত্রিতে হাউস অব কমন্সে অতিশয় তর্ক হইয়া গিয় ডিসরেলি সাহেব যেপ্রকারে বুঝাইয়া দেন হাতে সকলে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছে

সৈনিক বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যে যাঁহারা আফিসর হইবেন তাঁহাদিগের শি নিমিত্ত এক রাজকীয় কমিশন নিযুক্ত উচিত বলিয়া লার্ড সিসিল এক প্রস্তাব ক ছেন। সর জন প্যাকিঙটন সম্মত হইয় এবং মহাসভা ইহা গ্রাহ্য করিয়াছেন।

লণ্ডনের ন্যায় কলিকাতা বোম্ব মান্দ্রাজে সিবিলসর্বিস পরীক্ষা করা ফসেট সাহেব এই প্রস্তাব করিয়াছেন। স এস ট্রিবিলিয়ন এক সংশোধনপ্রস্তাব ব বলিলেন, অচিহ্নিত কার্য্যে যেসকল ভারত উপযুক্ততা প্রদর্শন করিবেন তাঁহাদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য।

সর চার্লস ট্রিবিলিয়ান যে প্রস্তাব ক ছেন, গবর্ণমেণ্ট তাহার কতক অংশ গ্রাহ য়াছেন। অর্থাৎ প্রতিযোগী পরীক্ষার প তাঁহারা উপযুক্ত লোককে মনোনীত বেন। এই কথা বলাতে মূল প্রস্ত সংশোধন প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল।

—:•:—

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

### লেপ্টনেণ্টগবর্ণরের

### আদেশানুসারী

### নিয়োগ।

৬ ই মে। নিম্ন লিখিত ভদ্রলোকেরা খালির সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা সভার স বেন:—

বাবু জগদীশনাথ রায়।

" মহেশচন্দ্র বসু।

নিম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা কুমিল্লার সিপাল কমিসনর হইবেন:

বি, আর উইন সাহেব।

ই, ডিলে ন "।

নিজামত বিদ্যালয় চালাইবার নিমি মনসুর আলি খাঁ মুরশিদাবাদের সাধারণ শিক্ষা সভার সভ্য হইবেন।

জে, জি, ফারকোহার্সন সাহেব মু ভাগলপুরের বিশেষ সব রেজিষ্ট্রার হইবেন

৭ ই মে। অযোধ্যার রাজার নিকটস্থ র্নর জেনরলের প্রতিনিধি এজেন্ট কর্ণে সি, ব্রাক উক্ত রাজার বাটির মধ্যের

য় জন্য ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ন।

ই মে। যত দিন বাবু গুরুপ্রসাদ সেন রী কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর থাকিবেন ন বাবু যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কালনার প্রতি যুক্ত হইবেন।

চ. এ. কক্রেল সাহেব ত্রিহুতের মাজিষ্ট্রেট লেক্টর হইবেন।

জে. এলিয়ট সাহেব গয়ার মাজিষ্ট্রেট ও ক্টর হইবেন, কিন্তু আপাততঃ দিনাজ প্রতিনিধি সিবিল ও সেসন জজ থাকি

ত দিন লেপ্টনাণ্ট ডবলিউ ই. চেম্বর্স রী কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর থাকিবেন, দিন জে. লাম্বার্ট সাহেব পাটনার প্রতিনিধি সুপরিন্টেণ্ডাণ্ট হইবেন।

ই. আই. শটলওয়ার্থ সাহেব গয়ার পুলিস রিন্টেণ্ডাণ্ট হইবেন।

কাপ্তেন জি. এম. বাইই যশোহরের পুলিস রিন্টেণ্ডাণ্ট হইবেন, কিন্তু আপাততঃ য় চক্রধাড়ে প্রতিনিধি ডেপুটী ইনস্পেক্টর ল থাকিবেন।

ত দিন কাপ্তেন জে. সি. সি. ডট, বি. সি. য় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন তত দিন ন্ট, ডি. প্রাট সাহেব সাহাবাদের প্রতি পুলিস সুপারিন্টেণ্ডাণ্ট হইবেন।

এ. আনলী সাহেব যশোহরের প্রতিনিধি স সুপরিন্টেণ্ডাণ্ট হইবেন।

নিম্নলিখিত সহকারী পুলিস সুপারিন্টেণ্ডাণ্ট কে বদলী করা হইল।—

এ. এল. ডবলিউ. জাডন সাহেব সাহাবা ত হুগলীতে।

এ, বেলেয়ার সাহেব ত্রিহুত হইতে গয়াতে।

এচ, বি, এচ. নর্‌টস সাহেব ঢাকা হইতে পরগণাতে।

৯ ই মে। সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন রাধামোহন ্যাপাধ্যায় কলিকাতার মেডিকাল কালেজের কৎসালয়ের প্রথম চিকিৎসকের অনর সম্ব- চিকিৎসক হইবেন।

বাকুড়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে বাবু গোপালচন্দ্র সেন বর্দ্ধমানে বদলী হইয়া জিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

১২ই মে। ডবলিউ, এফ মিল্লাস সাহেব নসিংহের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর া আমালপুর উপবিভাগের ভার পাইয়া জিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাই ।

লেপ্টনাণ্ট কর্ণেল জে, ডসন বর্দ্ধমানের এক জন মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

নদীয়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু দিননাথ আঢ্য মেহেরপুর উপবিভাগের ভার পাইবেন

নদীয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ভজনাথ সেন কিছু দিনের জন্য বনগ্রাম উপবিভাগের ভার পাইবেন।

মেহেরপুর উপবিভাগের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর কুমার ব্রজেন্দ্র নারায়ণ দেব সদর মহকুমা নদীয়াতে বদলী হইবেন।

শিব সাগরের সহকারী কমিসনর লেপ্টনাণ্ট ডবলিউ ই. কথারকোর্ট তুরলে বদলী হইবেন।

তুরলের সহকারী কমিসনর লেপ্টনাণ্ট এফ. এল. ডি. লাটুচ সামরূপে বদলী হইবেন।

—:•:—

আমাদিগের গোয়ালিয়রস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। মহারাজ সিন্ধিয়া হরিদ্বারপ্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিয়া মহরমের পূর্ব্বেই এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম তিনি কাশীতে যাইবেন; দিল্লিগেজেটে দেখিলাম তিনি দিল্লিপ্রভৃতি প্রধান প্রধান নগর হইয়া হরিদ্বারে গিয়াছিলেন।

২। পলিটিকেল এজেণ্ট কর্ণেল ডেলি সাহেব এখান হইতে ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন কর্ণেল সাওয়ার সাহেব আসিয়া পলিটিকেল এজেণ্টের কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়াছেন। কর্ণেল ডেলি সাহেবের গমনে আমরা যেমন দুঃখিত হইয়াছি, কর্ণেল সাওয়ার সাহেবের আগমনে তেমনি আনন্দিত হইয়াছি। ইনিও যেরূপ ভদ্র ও অমায়িক এবং আমাদের সঙ্গে মিশিতে উৎসুক তাহাতে ইহাঁর নিকট হইতে আমাদিগের অনেক ইষ্টলাভ সম্ভাবনা আছে।

৩। গত শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে মুসলমানদিগের প্রধান পর্ব্ব "মহরমের" মত্ততা তাজিয়ার মাটির সহিত শেষ হইয়াছে। শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথি অবধি ১১ দিন মুসলমানদিগের কর্ণভেদী বাদ্যেতে দিবারাত্রি সুস্থির হইবার যো ছিল না। হাসন হোসেনের মৃত্যুর জন্য কৃত্রিম শোকপ্রকাশক বক্ষঃস্থলে করাঘাত হা হুতোস্মি প্রভৃতি শব্দে নগরের প্রলয় অবস্থায় উপনীত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। বঙ্গদেশ অপেক্ষা এ সকল প্রদেশে মুসলমান অধিক এবং মুসলমান সম্রাটদিগের প্রভাবও এই সকল প্রদেশে বিশেষরূপে প্রাদুর্ভূত ছিল। এইজন্য দেখা যায় এ সকল প্রদেশের অনেক হিন্দু তাজিয়া (গোঁয়ারা) করিয়া মুসলমানদিগে সহিত আমোদ করে। সিন্ধিয়া মহারাজ সিন্ধি হিন্দু হইয়াও মহাসমারোহে বৃহৎ তাজি নির্ম্মাণ করিয়া মহরমোৎসব সম্প করিয়াছেন। যে স্থানে গোঁয়ারারা ম হইয়াছিল আমরা কৌতুহলাক্রান্ত হই ঐ স্থানে মধ্যাহ্নকালের মার্ত্তণ্ডতাপে তাপি হইয়াও গমন করিয়াছিলাম। তথায় দেখিল অগণ্য স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়া অবিরত সুর ত্ব সেবন করিতেছে। স্থানে স্থানে লগুড় তরবারি খেলা হইতেছে। স্থানে স্থানে মল্ল হইতেছে স্থানে স্থানে লড়ায়ে মেষের ল খেলা হইতেছে। স্থানে স্থানে বিষম মুদ্গার স অনায়াসে ঘুরাণ হইতেছে। এই সকল দেখি এ দেশের মধ্যে বীরত্ব ও সাহসের বিল পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গেল। এই মেলা দেখ মহারাজের পোদ, পুত্র ও অন্যান্য সভা অশ্বারোহী সৈন্য এবং বহুমূল্য সজ্জায় সজ্জ ভূষিত বৃহৎ বৃহৎ হস্তী আসিয়াছিল। আশ্চ বিষয় এই মরুভূমিবৎ বিস্তীর্ণ মাঠে মধ কালের ভয়ানক সূর্য্যতাপে কাহারও কা চিহ্ন লক্ষিত হইল না। এইরূপ কষ্টসহ না হ বা ইহারা এরূপ যুদ্ধবিশারদ হইবে কেন

এই মহরমের সময় হৃদয়বিদারক কএ শোচনীয় ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। ক্ষেত্রে আকস্মিক ভিড় চলাতে মহারা হস্তীর পদতলে পড়িয়া এক ব মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে, আরও লোক আহত হইয়াছে। এক ব্যক্তি অশ্বা হণ করিয়া মেলা হইতে প্রত্যাগমন করি ছিল, মুরার নদীর সেতুর উপর একটা দেখিয়া অশ্বটী খেপিয়া উঠিল এবং আরো নিক্ষেপ করিল। ঐ ব্যক্তি এরূপ আঘাত হইয়াছিল যে, ৪।৫ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু পতিত হইল। শুনিলাম অকর্ম্মণ্য ও অধি হিন্দুস্থানী নেটিভ ডাক্তরের অনবধানতাবে ঘটিলে ঐ ব্যক্তি হয়ত বাঁচিতে পারিত। এ করে একজন উপযুক্ত সব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন দেন? মেলা ক্ষেত্রের ভিড়ের মধ্যে কের শিশু সন্তান হারাইয়াছিল; কিন্তু ত ভাগ্যেই পুলিসের হস্তে পতিত হওয়াতে হইতেছে তাহারা পিতামাতার হস্তে অ হইতে পারিবে মেলার পূর্ব্বরাত্রে প্রায় ২ সময় যখন কতোয়ালির গোঁয়ারা মহাসমা ব হির হইয়া আসিতেছিল, সেই সময়ে মুসল রেজিমেণ্টের গোঁয়ারা বাহির হয়। অনন্তর

—৭৪—

বিবাদ উপস্থিত হইয়া মারামারী লাঠা লাঠি
গিয়াছে। হিন্দুদিগের চড়কের অত্যাচার
যেরূপে নিবারিত হইয়াছে, মুসলমান
রও অত্যাচারসকল সেইরূপে রহিত
উচিত।

-৹০৹-

আমাদিগের তমোলুকস্থ সংবাদ-
দাতা লিখিয়াছেন;—

কয়েক দিন হইল এ প্রদেশে প্রায় প্রতি
প্রবল ঝটিকা সহ বৃষ্টিপাত হইতেছে।
বাত্যার ভীষণ শব্দ, মেঘাবলির ঘোরতর
ও বজ্রপতন ও বারিধারা পতনের শব্দে
এক বার এরূপ বোধ হয় যেন বসুমতীর
অন্যান্য ভূতগণের সংগ্রাম উপস্থিত
ছে। একদা, জলপ্লাবনের সময় উক্ত
হওয়াতে এপ্রদেশের অনেক ক্ষতি হইয়া
ছে। এই নগরের পার্শ্ববর্ত্তী রূপনারায়ণ
একটী বিস্তীর্ণ চর পড়িয়াছে। তাহাতে
তৃণ জন্মিবাতে প্রতিদিন অনেক
র জীবন ধারণ হইয়া থাকে। এক দিবস
র অসংখ্য গাভি বিচরণ করিতেছিল, হঠাৎ
গুল ঘনজলদাবলী দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া
বেগে বৃষ্টিপতন হইতে লাগিল। সেই
নদীতে সমুদ্রবারি আসিতেছিল, পশ্চিম
হইতে প্রবাহিত ঝটিকা সহযোগে সেই
র স্রোত এত প্রবল হয় যে অনেক গাভি
র বেগে ভাসিয়া গিয়াছে।

(২) জনরবে শুনিলাম, যে পাঁশকুড়ার
ক বিদ্যালয়ের পার্শ্বদেশেই একটি সুরাবি-
র দোকান আছে। যদি ইহা সত্য হয়
ত বিদ্যালয়ের অনেক অনিষ্ট হইবার
না। অতএব বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি
প্রদেশের সুযোগ্য ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত আর
মার্টিন মহোদয় ইহার সত্যাসত্য অনু
ন করিয়া বিহিত উপায় বিধানে তৎপর
ন।

—৹০৹—

# প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

শয়! গত ১লা বৈশাখ (১২ই এপ্রেল) মেদি
রের পূর্ব্ব ৫ ক্রোশ দূরে লাঠিয়ালেরা কলি-
হইতে আগত যে বাজীগরকে মারিয়াছিল,
আপনারা অবগত আছেন। তাহার অনুর
বরণ নিম্নে লিখিতেছি। ২রা বৈশাখ
র পুলিসের কর্ত্তা সাহেব, ২ জন ইনস্পেক্টর

লইয়া তদারক করিতে যান। ৩ দিনেও কিছুই না হওয়াতে সাহেব অন্যতর ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু রাধানাথ রায় মহাশয়কে অনুসন্ধানের বিশেষ ভার দিয়া পল্লীপ্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন। রায় মহাশয় বিচক্ষণতাপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিয়া ৭ই বৈশাখ ৪ জন আসামিকে মালসহ ধৃত করিয়াছেন। তাহাদের এখনও বিচার হয় নাই; কিন্তু আসামীরা যে গুরুতর দণ্ড প্রাপ্ত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। যে স্থানে এই লাঠিয়ালি কাণ্ড হয়, ঐ স্থানটীই উলুবেড়িয়া রোডের মধ্যে অতি ভয়ঙ্কর। দস্যুরা ধৃত হওয়াতে উলুবেড়িয়া রোডের পথিকেরা ও ঐ স্থানের পার্শ্ববাসীরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। মেদিনীপুরে এখন ডাকাইতি বড় কম হইতেছে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ডাকাইতেরা প্রায় সর্ব্ব স্থানেই দণ্ড প্রাপ্ত হইতেছে, তথাপি নিবৃত্ত হইতেছে না। অল্প দিন হইল নওয়াদায় ও দাসপুরে এক একটী সঙ্গিন ডাকাইতি হয়; উক্ত রায় মহাশয় নওয়াদার ডাকাইতদিগকে ও শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু সেন মহাশয় দাসপুরের ডাকাইতদিগকে ধরিয়াছেন। এক্ষণে জেলখানার কষ্টের অপেক্ষাকৃত লাঘব হওয়াতেই বোধ হয় ডাকাইতেরা গ্রেপ্তার হইতে বড় ভয় করে না। আমরা প্রার্থনা করি, শ্রীযুক্ত রায় মহাশয়ের বিচক্ষণতা ও কার্য্যের দক্ষতা যেরূপ সুপ্রসিদ্ধ, তাহাতে তিনি শীঘ্রই এই দস্যুদলের অবশিষ্ট কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করিয়া উলুবেড়িয়া রোড এক বারেই নিরুপদ্রব করুন।

—৹০৹—

জগন্নাথ ক্ষেত্রের পথ ও তীর্থের
প্রকৃত ইতিহাস।

ভয়ানক দুর্ভিক্ষনিবন্ধন দুই বৎসর জগন্নাথ ক্ষেত্রে যাত্রী যাওয়া বন্ধ ছিল। প্রত্যহ সহস্র সহস্র লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে; কোন প্রকার খাদ্য দ্রব্য মিলে না, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া জগন্নাথের অনেক ভক্তের ভক্তিরস শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। গত বৎসর অনেকে যাইবার জন্য ঝুঁকিয়াছিলেন; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সতর্ক করাতে যাইতে পারেন নাই। গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ্যরূপে কাহাকে নিষেধ করেন নাই বটে; কিন্তু জেলার মাজিষ্ট্রেট ও পুলিষ প্রহরীরা কতক অংশে আপনাদিগের ক্ষমতা অতিক্রম করিয়া উলুবেড়িয়া হইতে কয়েক শত যাত্রী লোককে ফিরাইয়া দেন। কোন ব্যক্তিই এ নিমিত্ত অভিযোগ করেন নাই; বরং অনেকে ইহাতে আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এ বৎসর পূর্ব্বোক্ত কারণগুলি অন্তর্হিত হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ

নিবন্ধন জগন্নাথের যে আকর্ষণশক্তি ছিন্ন
ছিল, তাহা পুনরায় অঙ্কুরিত হইয়াছে
পাণ্ডাগণ চক্ষুমুদ্রিত করিয়া ১২৭৪ স
প্রসাদদ্বারা কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করি
লেন, তাঁহারা সজীব হইয়া উঠিয়াছেন।
সরকারী ধনাগারের ১৫ লক্ষ টাকার চ
গিয়া জগন্নাথ ও জগন্নাথের পাণ্ডাগণের ম
পুনর্ব্বার বৃদ্ধি করিয়া তুলিয়াছে। পুনর্ব্বার
স্ত্রীলোকের স্কন্ধে জগন্নাথের ভূখী পড়িয়া
ফলতঃ অনেক হতভাগা স্ত্রীলোক ক্রোড়
শিশু সন্তান পরিত্যাগ করিয়া বর্দ্ধনের
বিষতুল্য সুর্য্যতাপ, ভেটে চাউল ও
ঠাকে মনোনীত করিতেছেন।

জগন্নাথ দেবের যেমন আকৃতি, যেমন
যেমন প্রসাদের ছটা, তেমনি পাণ্ডা।
কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উপরে বিদ্বেষ নাই
ব্যক্তি অকপট ভক্তিসহকারে আপন
বিশ্বাস করেন, সে ধর্ম্ম যেরূপ হউক
তাঁহাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু সত্য কথা ব
কি, চৈত্র মাসাবধি জ্যৈষ্ঠের অর্দ্ধাংশ
প্রতি পল্লীগ্রামে অর্দ্ধমুণ্ডিতমস্তক, অ
কারকোটাধারী যেসমস্ত অর্দ্ধপিশাচ
কাটা টুপি, গাত্রে মান্দ্রাজী গড়ার ছাপ চা
দিয়া নিরন্তর তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে ক
পৃষ্ঠে সোচকা দিয়া হস্তে গোলপাতার
লইয়া সম্মুখে বক্র হইয়া গমন করে,
দিগকে দেখিলেই আমার সর্ব্বাঙ্গ জ
উঠে। ইহারা আচারে পশু, বিদ্যায়
আলাপে বর্ব্বর। ইহারা বাহিরে লোকের
জগন্নাথের মহিমা বর্ণন করিয়া স
ভুলায়; কিন্তু অন্তরে ইহারা জগন্নাথের
নিয়ম প্রতিপালন করে না। এইসকল
দ্বিপ্রহরের সময়ে, (যখন পুরুষেরা কার্য্যানু
স্থানান্তর থাকেন,) বাটীতে আসিয়া স্ত্রী
দিগকে ভুলাইতে থাকে। কেহ কেহ কুপ
নিবন্ধন গমন করে; কতকগুলি অন্তঃ
বন্ধনচ্ছেদন করিয়া স্বাধীন বায়ু সেবন
যায় এবং অনন্যনাথিক বালবিধবা
নামে কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দে
নাথদর্শনে যাত্রা করে। পাণ্ডারা যাত্রী
যিনি যেমন তাঁহার মন সেই প্রকারে যো
থাকে। সত্য কথা বলিতে হইবে;
প্রত্যক্ষ করিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া
উচিত হয় না। আমি দেশীয়দিগকে জি
করিতেছি, জগন্নাথ কি কেবল স্ত্রীলোকদি
আকর্ষণ করেন? যত যাত্রী দেখা যায়,
মধ্যে কোন ব্যক্তি শতকরা পাঁচ জন
দেখিয়াছেন? জগন্নাথের উপরে পুরুষ
ভক্তি নাই; জগন্নাথও তাঁহাদিগকে আ
করেন না। ইহার বিশেষ কারণ আছে। ব

গমন করিলে পাণ্ডাদিগের উত্ত লাভ
একাধিপত্য হয় না।
জগন্নাথ ক্ষেত্রের পথে কি হয়, বোধ হয়,
সকলে জানেন না। উলুবেড়িয়া পর্য্যন্ত
রা মহাসমাদরে যাত্রীদিগকে লইয়া যায়;
র পরে ঐ বর্ব্বরেরা ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে।
বতঃ ইহারা লৌহকায়; প্রত্যহ বিংশতি
শ পদব্রজে গমন করিতে পারে। কিন্তু ক্রমা
১৬। ১৭ দিবস বিংশতি ক্রোশ গমন করা
লাকদিগের সাধ্য নহে। দুরাত্মারা স্ত্রীলোক
ক এই অনর্থক কষ্ট দিয়া টানিয়া লইয়া
রাত্রিতে পাণ্ডা ঠাকুর স্ত্রীলোকদিগের
শয়ন করিয়া থাকেন। তিনি তাহাদিগের
কর্ত্তা; অতএব বিপদের অগ্রেই তাঁহার
উচিত। কিন্তু এই মহাশয় বলিয়া
ন, "তোমাদিগের এক জনকে সপে
ন করিলে অথবা বাঘে লইয়া গেলে ক্ষতি
কিন্তু আমি প্রাণত্যাগ করিলে তোমাদি
কে জগন্নাথ দর্শন করিতে লইয়া যাইবে?"
দিন চলিয়া যাত্রিগণ ক্লান্ত হইয়া পড়ে।
পাণ্ডাঠাকুর ছাড়েন না; দুই একটী
লাককে বাছিয়া লইয়া পদসেবা করিতে
ন। এই ভক্তিপাশ জগন্নাথ ক্ষেত্র হইতে
গমন করিলেও অনেকের অনেক দিন
ছিন্ন হয় না। প্রাতঃকাল হইবামাত্র
ঠাকুর গাত্রোত্থান করেন, যাত্রিগণকেও
পরিত্যাগ করিতে হয়। রাস্তা অতি ভয়া
দুই পার্শ্বে বন; বনে নানাবিধ হিংস্র
আছে, বিলম্ব করিবার যো নাই। যাত্রি
চলিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে বেলা হয়,
স্বর্য্য বিধবর্ষণ করিতে থাকে, এমন সময়ে
ক্ষীণকায় বালিকা বলিয়া উঠিল, "পাণ্ডা
র! আমি চলিতে পারি না; একটু ঐ গাছ
য় দাঁড়াও।" এই কথা শুনিয়া পাণ্ডা
, যে মধুর বাক্যে বালিকাটীর আশ্বাস করি
আমি তাহা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলাম
বলদ বোঝাইয়ের ভারে চলিতে না পারিলে
বলিবা যে ভাষায় বলীবর্দ্দের উৎসাহ বর্দ্ধন
যাঁহারা সে বাক্য শুনিয়াছেন, তাঁহারা
ক বুঝিতে পারিবেন। দুই প্রহরের সময়ে
সরাইয়ে আড্ডা লওয়া হইল। উৎকলের
যেমন কুশ্রী, সরাইয়ের খাদ্য দ্রব্যও
নি, যেন সকলের স্মরণ থাকে। পাণ্ডাঠাকুর
করিয়া এক ফোটা কাটিয়া যাহার নিকটে
কছু ভাল দ্রব্য থাকে, তাহা আহার করিতে
। পাণ্ডা ঠাকুর পূজা করিলেন না এবং

তিন চারি দিবস এক বস্ত্রে আছেন, ইহা দেখিয়া
অনেক বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকের সন্দেহ হইতে
থাকে; কিন্তু তখন কর্দ্দমে পদক্ষেপ করা হই
য়াছে, না গেলে নয় কি করেন। কিন্তু অধিকাংশ
"জগন্নাথের পথে দোষ নাই" বলিয়া পাণ্ডা
ঠাকুরের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করে। পাণ্ডা
ঠাকুরের ত আচরণ এই গেল; যাত্রিগণ স্নান
আরম্ভ করিলেন। এক পুষ্করিণীতে দশ হস্তের
মধ্যে স্ত্রীলোক ও পুরুষের স্নান হয়, তাহাতে
কত দূর লজ্জা থাকে তাহা সভ্য পাঠকগণ বিবে
চনা করুন। আহারের পর পুনর্ব্বার বৈকালে
ঐ পথ হাটা হয়। ইহার মধ্যে যেখানে যাঁহার
পীড়া হইল, তিনি সেইখানেই রহিলেন।
"জগন্নাথ টানিয়াছেন" অতএব অন্য অন্য
যাত্রী আর অপেক্ষা করিতে পারেন না।
মধ্যে মধ্যে নদী পার হইতে হয়।
উৎকলের পাটনী নৌকা অতিশয় উচ্চ, পাছে
নদীর বেগবৎ তরঙ্গে টলমল হয় এই আশ
ঙ্কায় উচ্চ নৌকার উপরে বৃক্ষশাখা রাখিয়া
তাহাকে আরও উচ্চ করা হয়। ইহার উপরে
উঠিতে হইলে উপর হইতে এক জন হাত
ধরিতে ও নীচের দিগ হইতে এক জনকে ঠেলা
দিয়া উঠাইয়া দিতে হয়। যে সকল ব্যক্তি আপন
স্ত্রীর গাত্রে অন্যকে হস্তাপণ করিতে দেখিলে
অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠেন, তাঁহারা জানিবেন,
জগন্নাথ ক্ষেত্রের পথে সেইসকল স্ত্রীলোকের
হাত মাঝিতে ধরে; পশ্চাতে পাণ্ডাঠাকুর নিজে
বাহকের কাজ করেন। এই প্রকারে জগন্নাথ
ক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়া হয়। সেখানে গিয়া যাত্রি
গণ কি দর্শন করেন? তীর্থস্থান শান্তিস্থান
হওয়া উচিত; রিপুদমন ও সংসারের চিন্তা
প্রভৃতি সকল গিয়া কেবল ধর্ম্মচিন্তায় মন
নিবিষ্ট হইলেই তথায় যাওয়া সার্থক হয়। কিন্তু
যাত্রিগণ পুরীতে কি দর্শন করেন? জগন্নাথের
রথে জগন্নাথের মন্দিরে, মন্দিরের দেয়ালে
যেখানে দৃষ্টিপাত করেন সেই খানেই অশ্লীল
চিত্র ও অশ্লীল পুত্তলিকা দৃষ্টিপথে পতিত হয়।
অনেকের পরমার্থচিন্তা দূরে যায়; কতকের
দুঃখ জন্মে, অধিকাংশের লজ্জা দূরগত হয় এবং
যাহাদিগের বুদ্ধি তরল, তাহারা সেই সেই
কার্য্যে শিক্ষিত। হয় এদিকে চরিত্রসম্বন্ধে লাভের
ত এই কথা গেল, ওদিকে অর্থসম্বন্ধেও বিলক্ষণ
লাভ হয়। ষণ্ডা পাণ্ডারা নানা বাব করিয়া অর্থ
দোহন করিয়া লয়। বাবও অল্প নয়। নিশান
তুলা, রাজার কর ও দক্ষিণা দেওয়া, আটকে
বাঁধা ইত্যাদি। ইহার কোনটীতে ৫০ কোন

টীতে ১০ আর কোনটীতে ৫ টাকা
এতদ্ভিন্ন আর একটী কাজ আ
দীর্ঘ বস্ত্র দিয়া মন্দির বেষ্টন ক
হয়, তাহাতে ১০ টাকা পড়ে। বেষ্টন
হইলে পাণ্ডাঠাকুরের এক বৎসরের কাপ
সংস্থান হয়। এই প্রকার প্রতি কথায়
দিতে হয়। এই বদরেরা পথে যে প্রকার
বহার করে, পাছে স্ত্রীলোকেরা তাহা বা
আসিয়া বলিয়া দেয়, এই নিমিত্ত এক
এক জন সম্মার্জ্জনী লইয়া থাকে। দুই
দিয়া সেই ঝাঁটা খাইতে হয়। এই ঝাঁটা খ
বড় পুণ্য। ঝাঁটা মারিবার পূর্ব্বে যাত্রীকে
করাইয়া লওয়া হয়, পথে যাহা হইয়াছে ও
সেকথা মুখে আনিলে সমুদায় পুণ্য ধ্বংস
যাইবে। কুসংস্কারবিশিষ্ট স্ত্রীলো
ভয়ে কোন কথা প্রকাশ করেন না। পু
আসিয়া অবিচারের সহিত শয়নের
থাকে না। লণ্ডন ও ম্যাঞ্চেষ্টরের দরিদ্র
কেবল দরিদ্রগণকেই অসঙ্গতি নিবন্ধন এক
স্ত্রীপুরুষে থাকিতে হয়; কিন্তু যাঁহাদি
স্বামীর প্রচুর ধন, তাঁহারাও পুরীতে গিয়া
রিচিত পুরুষের সহিত এক গৃহে শয়ন
থাকেন। কটক স্থিত এক জন বৃদ্ধ
এই দুঃখ আছে বলিয়া। প্রতিবৎসর জগ
দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পুরীতে গমন ক
এইমাত্র অনিষ্ট নয়। যদি দুই
স্ত্রীলোক সঙ্গী ছাড়িয়া যায়, তাহা
বিপদের সীমা থাকে না। রথের
এবং ভারতবর্ষ হইতে অনেক
আইসে। ধূর্ত্ত পাণ্ডাগণ এই
নিরাশ্রয় স্ত্রীলোকদিগকে উহাদের
বিক্রয় করে। ইহাদিগকে প্রথমে
নের দেবার বলা হয়; কিন্তু সম্বলপুর পা
লেই ঐ হতভাগিনীরা জানিতে পারে,
সকে কোন এক মুসলমানের অন্তঃপুরব
করিবার নিমিত্ত লইয়া যাওয়া হইতে
কখন কখন পাণ্ডাঠাকুর নিজে লোভ
করিতে না পারিয়া দুই একটী যাত্রীকে
লের জন্য সেবাদাসী করিয়া রাখেন। যাঁ
আমাদিগের কথায় অবিশ্বাস করেন,
১৮৬৬ অব্দের কটকের বাতুলালয়ের রি
পাঠ করিবেন। একটী স্ত্রীলোক এই প্র
পাণ্ডার বাটীতে রুদ্ধ হইয়া উন্মত্ত হয়,
পুলিশ তাহাকে ধরিয়া কটকের বাতুল
প্রেরণ করে। সে আরোগ্যলাভ করিয়া
ব্যক্ত করে, এবং পাণ্ডার দণ্ড হয়।
জগন্নাথক্ষেত্রের পথের এই দুর্গতি
দুর্ব্ব্যবহার। আহার ও বাসস্থানের ক

হই নাই। কত স্ত্রীলোক এই তীর্থদর্শনে
া প্রাণত্যাগ করিয়া আপন আপন স্বামী
ন্তানদিগকে অকূল দুঃখসাগরে ক্ষেপণ
না। কত স্ত্রীলোক প্রাণ অপেক্ষা বহুমূল্য
র্ম হারাইয়া চির কাল কলঙ্কিত হইয়া
জনের মনঃপীড়া ও আত্মীয় জনের অপমান
শোকের কারণ হয়। একণে সেকেলে
ব ক্ষমতার শেষ হইয়াছে; কিন্তু প্রাচীনগণও
ক্ষেত্রে যাইবার পক্ষ নহেন। আমি কত
দিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাঁহারা কি
দারকে এই কুস্থানে আর প্রেরণ করিবেন?
াদিগের যদি বিদ্যাশিক্ষা ও সভ্যতা নাম
না হইয়া থাকে, যদি আমাদিগের কর্ত্তব্য
্য জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে এই
জগন্নাথক্ষেত্রে যাইবার পথ বন্ধ করা
ত। আমরা মনে করিলে একণে ইহা উঠা
তে পারি। একণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে ইহা
া করিব কি না? আমি গবর্ণমেণ্টকে
রোধ করিতেছি, কুলিসংগ্রাহকদিগের ন্যায়
সংগ্রাহকদিগের অনুমতিপত্রগ্রহণের নিয়ম
অতিশয় কর্ত্তব্য। ইহাতে ধর্ম্মের উপরে
পণ হইবার সম্ভাবনা নাই।

শ্রীবিঃ

—:০:—

অমৃতবাজার চক্র।

মহাশয়! প্রেততত্ত্ব লইয়া অমৃতবাজারে
আন্দোলন হইতেছে এবং অমৃতবাজার
কাতে যেরূপ প্রবন্ধগুলি লিখিত হইতেছে,
তেও সহসা অবিশ্বাস করা যাইতে পারে
কিন্তু আমাদিগের একটী মানস এই যে,
বাজার চক্রের সম্পাদক মহোদয়গণ
দিবস ধার্য্য করিয়া আমাদিগকে লিখেন
সোমপ্রকাশে প্রকাশিত করেন, সেই দিবস
া এখান হইতে কি মনন করিতেছি, তাহা
— "মিডিয়ম" লিখিতে কিম্বা কহিতে
, তাহা হইলে অবিশ্বাসের আর কিছু
কারণ থাকে না। মহাশয়! অনুগ্রহপূর্ব্বক
ত্রখানি প্রকাশ করিয়া চক্রের সম্পাদক
য়দিগকে অনুরোধ করিয়া বাধিত করি-
কিমধিকমিতি।

বন্ধু,
.ম ১৮৬৮। } শ্রীমহেন্দ্রনাথ বসু।

—:০:—

পাদক মহাশয়! সম্প্রতি পঞ্জাব রেলও
এক লজ্জাকর কাণ্ড ঘটিয়াছে। ৪ ঠা
এপ্রেল ৮৫ গণিত ইউরোপীয় রেজিমেণ্ট মূল
স্থান হইতে মিয়ান মিয়ারে যাইতেছিল, এক দল
সৈন্য আপনাদিগের সমুদায় দ্রব্য লইয়া গমন
করাতে ৬২ খানি শকট যোজনা করিতে হয়।
এরূপ বৃহৎ শকটশ্রেণি এক জন সামান্য প্রহ
রীর অধীনে প্রেরণ করা অপরামর্শসিদ্ধ জ্ঞান
করিয়া বিভাগীয় বাণিজ্যতত্ত্বাবধায়ক ক্রকটন
সাহেব নিজে গমন করেন। চক্কু আড্ডায়
আসিয়া কলের একটী নল স্ফীত হওয়াতে কতক
বিলম্ব হয়। রাত্রি ১ টা ৫০ মিনিট সময়ে মণ্ট
গমরি আড্ডায় উপনীত হইলে ক্রকটন সাহেব
দেখিলেন, তথাকার যাবতীয় ইউরোপীয় কর্ম্ম
চারী সুরাপানে উন্মত্ত আছে। ষ্টেসনমাষ্টার
নিজে বিবস্ত্রপ্রায় হইয়া মাতিতেছেন! নূতন
কল লইয়া গমন করা হইতেছে, এমন সময়ে
পথিমধ্যে ক্রকটন সাহেবের শকটের গবাক্ষ দিয়া
এক ব্যক্তি উকী মারিতে লাগিল। তাহাকে
দণ্ড করাতে সে বলিল, "আমি ওকাড়ার
ষ্টেসন মাষ্টার।" ঐ ব্যক্তি মণ্টগমরিতে আমোদ
করিতে গিয়াছিল। কয়েক জন মাতাল ইউরো
পীয় সৈন্যদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উৎপাত
করাতে কর্ণেল আপল এয়ার্ড তাহাদিগকে দূর
করিয়া দেন। এই প্রকারে শকট ওকাড়াতে
পঁহুছিলে মাতালগণকে ফৌজদারিতে দেওয়া
হয়। মাজিষ্ট্রেট ওকাড়ার ষ্টেসন মাষ্টারের ৪০,
এক জন রেলস্থাপকের ৫০ ও আর কয়েক
জনের ৫ টাকা করিয়া জরিমানা করিয়া এতদ্দে
শীয়দিগের নিকটে ইউরোপীয়দিগের সম্ভ্রম
রক্ষা করিয়াছেন। মণ্টগমারির মাতাল ষ্টেসন
মাষ্টার পদচ্যুত হইয়াছেন। এ দেশের শাসনকর্ত্তা
দিগের এই এক ভ্রম আছে, ইউরোপীয় হইলেই
সচ্চরিত্র হয়, কিন্তু কার্য্যে ইহার বিপরীত
প্রমাণ হইতেছে। যেখানে মত্ত কর্ম্মচারীর এত
প্রাদুর্ভাব, সেখানে দুর্ঘটনা না হইবে কেন?
ডাক্তর মোএট কিছু দিন ইউরোপীয় জেলরক্ষক
নিযুক্ত করিয়া শেষে বিরক্ত হইয়াছেন।
রেলওয়ের ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদিগের অধিং
কাংশই দুশ্চরিত্র। বিশ্বাসপূর্ব্বক ইহাদিগের
হস্তে প্রাণ সমর্পণ করিয়া আমরা রেলওয়েতে
গমনাগমন করিতেছি। আমরা অতি মূঢ়।

শ্রীবিঃ

—:০:—

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ শ্রীমানী কলিকাতা
১২৭৫ বৈশাখ হইতে আশ্বিন ৫॥০
" " কৈলাসগোবিন্দ মজুমদার
কানুনগোটোলা
১২৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র ১৩
" " গোপীমোহন মজুমদার ইছলাম
" " উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়
১২৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র

—:০:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটি

বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে
স্থলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা
ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফস্বলে ডাক
সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং
সিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম
গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি,
অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার
যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই
দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন,
যেন এক অথবা আধ আনার অধিক
ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্র
মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি
শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে
হইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত
আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে
লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত
গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহ
একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ ব
যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং
হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের
ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রের
বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে
করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি
আনা তাহার পর ৵১০ আনা দিতে হই
যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা
বেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ
মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের
চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বি
ভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃ
প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ

…০ ম ভাগ ২৯ সংখ্যা

— শ্রী —

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

… মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
… যাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা।

সন ১২৭৫। ১৩ ই জ্যৈষ্ঠ। ১৮৬৮ ২৫ এ মে

মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বা…
যাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৮০



## বিজ্ঞাপন।

…হাকবি দণ্ডাচার্য্যের কৃত দশকুমার চরি-
…পূর্ব্বপীঠিকা নেপালস্থ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়কৃ…
… পন্থ কর্ত্তৃক এই প্রথম প্রকাশিত এবং
…গরাক্ষরে মুদ্রিত হইল। মূল্য ॥০ আট
… ডাক মাশুল এক আনা।

…লিকাতা সংবাদ
…ানবর্ষণ যন্ত্র
…মতলা ষ্ট্রীট
…০ সংখ্যক ভবন

শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক

—:০:—

…তদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে অবগত করা যাই…
… যে, ১৮২৮ ইং ১৬ ই জুন মঙ্গলবার
…দুই প্রহরের সময় ৫ ফুটের ন্যূন উচ্চ ও
… সরকারি হস্তিসকল ঢাকা সরকারী
…খানাতে সর্ব্বোচ্চ ডাকে নীলাম হইবেক।
…ক্তৃকগণ উক্ত দিবস প্রোক্ত স্থানে গিয়া
…করিতে পারিবেন। ইতি সন ১৮৬৮ ইং
…ম।

…কা
…ফিস।

আর, ডি, নথল
খেদা সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট।

—:০:—

## বিক্রয়ার্থ।

…রডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ ১৯ নং
… বাগান।

ভাড়া দেওয়ার নিমিত্ত।

…রডেন রীচ ২৪ নং বাটী।

…উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয়
…ত অথবা ভাড়া লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন
…রত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস্ আরবো-
থনট এবং কোং

## পুরাণপ্রকাশ।

…লিকাতা মৃজাপুর আমহাষ্টসের দক্ষিণ
কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে পুরাণপ্রকাশনামক সাম
য়িক পত্র প্রতিমাসে এক বা দুই খণ্ড করিয়া
প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের
পরিমাণ ৮০ অশীতি পৃষ্ঠা। ইহাতে ক্রমশঃ অষ্টা
দশ পুরাণ ও উপপুরাণ বাঙ্গালা অনুবাদসমেত
প্রকটিত করিবার কল্পনা আছে। প্রথমতঃ বিষ্ণু-
পুরাণ অনুবাদ ও শ্রীধরগোস্বামিকৃত টীকা সমেত
মুদ্রিত হইতেছে; ১ লা বৈশাখ বিতরণ
আরম্ভ হইয়াছে। যিনি ইহার গ্রাহক হইতে অভি
লাষী হন, তিনি কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে
আমার নিকট পত্র ডাকমাশুল ও প্রতিখণ্ডের
মূল্য অগ্রিম ॥০ আট আনা করিয়া পাঠাইবেন।
যাঁহারা নিয়মিত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত নহেন, তাঁহা
দের নিকট প্রত্যেক খণ্ড নগদ ১ এক টাকা
মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে।

১৫ ই চৈত্র
১২৭৪।

শ্রীজগন্মোহন শর্ম্মা।

---

সংস্কৃত মেদিনীকোষ দুরূহ শব্দের টীকা-
সমেত উত্তম নাগরাক্ষরে যত্নপূর্ব্বক মুদ্রিত হই
তেছে। যিনি গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি
ঢাকা কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু
সোমনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অথবা
কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে বা কাব্যপ্রকাশ
যন্ত্রে আমার নিকট পত্র পাঠাইবেন।

১৫ ই চৈত্র ১২৭৪
সংস্কৃত বিদ্যালয়

শ্রীজগন্মোহন শর্ম্মা।

—:০:—

অভিধান।

| | |
|---|---|
| শব্দাম্বুধি | ২॥০ |
| শব্দার্থপ্রকাশিকা | ৩ |
| শব্দসিন্ধু | ২ |
| শব্দার্থমুক্তাবলী | ৭ |
| শব্দার্থরত্নমালা | ৫ |
| শব্দার্থপ্রচারিকা | |
| প্রকৃতিবাদ | |

সংস্কৃত পুস্তক

| | |
|---|---|
| রঘুবংশ সটীক | |
| উত্তর নৈষধচরিত | |
| ভট্টিকাব্য | |
| অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব | |
| দশরূপক | ১… |

কলিকাতা
সর্ণওয়ালিস
ষ্ট্রিট ১৭৭ নং

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপা…
পুস্তকবিক্রেতা…

—০—

কলিকাতা সংস্কৃত লাইব্রেরী ও কা…
ষ্ট্রিট ১১ সংখ্যক ভবনে শ্রীযুক্ত বরদা…
মজুমদারের পুস্তকালয়ে, শ্রীযুক্ত বাবু দে…
কুমাররায়চৌধুরিপ্রণীত, " তত্ত্বপ্রকাশ " বি…
হইতেছে।

বারুইপুর
৫ ই চৈত্র
১২৭৪।

শ্রীরাজমোহন বসু…
অধ্যক্ষ।

—:০:—

রাণীগঞ্জ পটরি কোং
লিমিটেড।

মেজিয়া করিবার সুচিক্কণ টাইল।

ঐ কোম্পানির মিসনরোস্থিত ৪ নং আ…
উহার নমুনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং …
কাহার প্রয়োজন হয় ঐ আফিসে অনুমতি…
পাঠাইয়া দিবেন।

---

…নঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পট…
ডাঙ্গা বাড় যে ব্রাদার কোম্পানির দোকানে…
প্রণীত ও সংগৃহীত নিম্নলিখিত পুস্তক…
বিক্রয় হইতেছে:—

| প্রণীত | মূল্য |
|---|---|
| গ্রীসইতিহাস | ১… |

...ইতিহাস ১ ৯

...র ব্যাকরণ ।০

...র ( ১ ম ভাগ ) ⅃

...র ( ২ য় ভাগ ) ⅃

...ত।

...স ব্যাকরণ ৸

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

——:০:——

...দকল্পদ্রুম অভিধান। সর রাজা রাধা-...দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে ...দিয়া নূতন বাঁধান. মূল্য ২৫০ টাকা। ...বোধিনী পত্রিকা প্রথম কল্প, মূল্য ...কা।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্ত বাগীশ।

—:০—

...দানপ্রচান্দ্রিকানামে একখানি সুবিস্তীর্ণ ...ধান, যাহাতে প্রাকৃত ও বাবনিক শব্দ ...সকল শব্দেরই লিঙ্গভেদ, ও ধাতুর উত্তর ...ও শব্দের উত্তর তদ্ধিত এবং উণাদি ...হইতে নানাবিধ প্রত্যয়ান্তর ক্রায় ...[illegible] সংগ্রহপূর্ব্বক ৮৭০ পৃষ্ঠায় ...হইয়াছে, যাঁহাদিগের প্রয়োজন হইবে, ...[illegible] পুস্তকালয়ে ও [illegible] ...নং শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়ের [illegible] ...কান করিলে প্রাপ্ত হইবেন। মূল্য [illegible] টাকা ...মাসুল ।৵ আনা। যদি [illegible] ...কাপি লন তবে তাঁহাকে ১২ টাকা ...কমিশন দেওয়া যাইবে।

বিক্রেতা শ্রীইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

—:০:—

## নদিয়ার নদী।

...১৮৮৮ সালের মে মাসের [illegible] হইতে ...৩ ই পর্য্যন্ত ভাগীরথী নদীর [illegible] ...জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

| স্থানের নাম | ফুট | ইঞ্চ |
|---|---|---|
| ...মহানার উপর পদ্মানদীতে | ২০ | ৮ |
| ...মহানায় | ১১ | ৯ |
| ...থা হইতে জঙ্গিপুর পর্য্যন্ত ( ১৩॥ মাইল মধ্যে ) | ৩ | ৯ |
| ...জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর পর্য্যন্ত ( ৪৬ মাইল মধ্যে ) | ৩ | ৬ |
| ...বহরমপুর হইতে কাটওয়া পর্য্যন্ত ( [illegible] মাইল মধ্যে ) | ৩ | ৬ |
| ...কাটোয়া হইতে নদীয়া পর্য্যন্ত ( ৩৬ মাইলের মধ্যে ) | ৩——৬ | |

সন ১৮৮৮ মে মাসের ১৮ তারিখে বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ — ফুট ৯ ইঞ্চ ১॥

বহরমপুর ১৮ ই মে ১৮৮৮ } শ্রীযুক্ত টি. হেল উইক, সি, ই, একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র বহরমপুর ডিবিজন

# সোমপ্রকাশ।

১৩ ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

## কন্যাবিক্রয় ও প্রতিনিধি সমাজ।

অনুধাবন করিয়া দেখিলে কন্যা ও পুত্র উভয়ই সমান, উভয়ই তুল্যরূপ স্নেহের পাত্র, কিন্তু কন্যাবিক্রয়কারীরা স্নেহশূন্য হইয়া গোমেষাদির ন্যায় সেই কন্যা বিক্রয় করেন। এটী যে অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য, তাহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত আমাদিগের এক জন পত্রপ্রেরক কৌতুকপূর্ণ একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা তাহা যথাস্থানে প্রকাশ করিলাম।

কন্যা অধিক জন্মে কি পুত্র অধিক জন্মে, এই কথা লইয়া বহু মতামত আছে। জগদীশ্বর ভক্তিপ্রায়পূর্ব্বক যাবতীয় বিষয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন সন্দেহ নাই। মানুষ বিশুদ্ধ দম্পতীপ্রণয়সুখ ভোগ করিবে এবং সৃষ্টি অবিলুপ্ত ও পরিবর্দ্ধিত হইবে, যদি তাঁহার এরূপ অভিপ্রেত হয়, স্ত্রী ও পুরুষ সম সংখ্যায় সৃষ্ট হইয়া থাকে, এইরূপ অনুমান করাই সঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পুরুষের সম সংখ্যায় বা অধিক পরিমাণে স্ত্রী জন্মিলেও বঙ্গদেশে কৌলীন্য, বহু বিবাহ এবং বিধবাদিগের অবিবাহনিবন্ধন কন্যা একান্ত দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। যে বস্তু দুর্লভ হয়, তাহাই বহুমূল্য হইয়া পড়ে। অতএব বঙ্গদেশে কন্যাগণ যে গোমেষাদির ন্যায় বিক্রীত হইবে, তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। এ কাজটী যে নিতান্ত গর্হিত, তাহা এ দেশের শাস্ত্রকারেরা ও ভদ্রলোকমাত্রেই বলিয়া থাকেন। এতন্মূলক বহু অনিষ্ট ঘটিতেছে এবং দেশের উন্নতিরও বিলক্ষণ ব্যাঘ... জন্মিতেছে। কন্যাবিক্রয়কারীদি... অর্থের প্রতিই দৃষ্টি থাকে ; বরের ... দোষের প্রতি দৃষ্টি থাকে না। দ্বা... বর্ষীয়া কন্যাকে অশীতিবর্ষদেশী... হস্তে সমর্পণ করিলে যে কত অনিষ্ট ... অনুভবশীল ব্যক্তিমাত্রের সেটী বিল... জানা আছে। যত অধিক পরিম... সুসন্তান জন্মে, ততই দেশের উ... হয়। অশীতিবর্ষের বৃদ্ধের সহিত দ্বা... বর্ষীয় কন্যার বিবাহ হইলে সুস... জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না।

এ দোষের উন্মূলনের উপায় ... পত্রপ্রেরক গবর্ণমেণ্টের হস্তদ্বারা উ... উন্মূলনপ্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু আ... ইহাতে সম্মত নহি। গবর্ণমেণ্ট আ... দিগের সামাজিক বিষয়ে হস্তে... করিলে বহু অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভা... আছে। সমাজস্থ ব্যক্তিদিগেরই সমা... দোষসংশোধনচেষ্টা পাওয়া কর্ত্ত... কন্যাবিক্রয় ও বহুবিবাহপ্রভৃতি সা... জিক দোষসংশোধনার্থ নব্যসম্প্রদা... একটী সভা করা উচিত। সভা ক... এই সকল কাজ করিতে পারি... দেশের যথার্থ উপকার করা এবং ... নাদিগের ক্ষমতাপ্রকাশ হয়। অ... শুনিতে পাইতেছি, নব্যসম্প্রদা... কতকগুলি লোক রাজনীতিঘটিত ... নূতন প্রতিনিধিসমাজ করিবার ... পাইতেছেন ; কিন্তু এখন উহার ... আবশ্যকতা দেখা যাইতেছে না। ... এ দেশে যে ভারতবর্ষীয় সভা ... তাহার দ্বারা আমাদিগের ইষ্টসিদ্ধি... তেছে। ভারতবর্ষীয় সভাকে ... জমীদারদিগের সভা মনে করেন ; ... আমরা তাহা মনে করি না। সভা ... কথা বলেন না। ভারতবর্ষের ... যে কোন প্রস্তাব হয়, সভা তাহ... যখন হস্তক্ষেপ করেন, তখন ...

রূপে স্থির করিব যে ভারতবর্ষীয় সভা
মীদারদিগের সভা। নামদ্বারাও ইহা
তিপন্ন হয় না। তবে ঐ সভায় প্রবে-
র একটী প্রতিবন্ধক আছে। সভা
তে গেলে কিছু অধিক দিতে হয়।
াকে কিঞ্চিৎ অল্প গ্রহণের অনুরোধ
রিলেই সে প্রতিবন্ধক দূরীভূত হইবে।
ব যদি সভা সে অনুরোধ রক্ষা না
রন এবং জমীদার ও প্রজা উভয়ের
র্থ পরস্পরবিরোধী হইলে সভা
বল জমীদারেরই স্বার্থ অন্বেষণ করেন,
া হইলে নব্যসম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র সভা
রবার চেষ্টা প্রশংসনীয় হইতে
রে। এ স্থলে আমাদিগের আর একটী
বচনা করা কর্ত্তব্য, আজিও আমা-
গের রাজনীতিসংক্রান্ত যাবতীয় স্বত্ব
ত হয় নাই; সে বিষয়ে স্বাধীনতাও
ম নাই। এখন আমাদিগের সকলকে
পরিকর হইয়া একবাক্যে ইংরাজদি-
হস্ত হইতে ঐ সকল স্বত্ব ছিনিয়া
ত হইবে; কিন্তু এখন যদি আমাদিগের
র মধ্যে আধঘরা হয়, সে অভীষ্ট
হওয়া দুরূহ হইয়া উঠিবে। ইংলণ্ডে
রি ও হুইগ এই যে দুটী দল হয়, কোন্
য়ে তাহার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার
তাস অন্বেষণ করিলে নব্যসম্প্রদায়
াদিগের বাক্যের যুক্তি হৃদয়ঙ্গম
তে পারিবেন।

উপরে যেরূপ প্রদর্শিত হইল, তদ্দ্বারা
প্রমাণ হইতেছে, রাজনীতিসম্বন্ধে
াতত: স্বতন্ত্র প্রতিনিধিসমাজ
র প্রয়োজন হইতেছে না; কিন্তু
রা হিন্দুসমাজসংশোধনার্থ যে
র সৃষ্টির প্রস্তাব করিতেছি, তাহা
ইলে আর চলিতেছে না। অতএব
া উপসংহারকালে নব্যসম্প্রদায়কে
ষরূপে পুনরায় অনুরোধ করিতেছি,
রা রাজনীতিসংক্রান্ত স্বতন্ত্র সভা
ষ্ঠার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সমাজ
সংশোধনার্থ আশু একটী সভাস্থাপন
করুন। আমাদিগের দেশে এক্ষণে রাজ-
নীতিঘটিত সমাজ অপেক্ষা ঐরূপ সভা-
রই অধিক প্রয়োজন।

—:০:—

শাসনকর্ত্তৃপক্ষ ও দেশের ধর্ম্ম।

হুইগ দলের বর্ত্তমান অধিনায়ক ডব লিউ ই, গ্লাডষ্টোন সাহেব প্রায় ৩০ বৎসর হইল এক গ্রন্থপ্রণয়ন করিয়া বলিয়াছিলেন, লোকের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া মঙ্গল সাধনচেষ্টা করা প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাঁহার মতে যেমন শাসন ও বিচার কার্য্যের নিমিত্ত বেতনভোগী কর্ম্মচারী রাখা হয়, তেমনি পুরোহিত নিয়োগ করিয়া ধর্ম্মরক্ষা করা উচিত। আয়ারলণ্ডের অধিকাংশ লোকে কাথ লিক; তথাপি গ্লাডষ্টোন সাহেব বলি য়াছিলেন, যখন ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট প্রোটেষ্টাণ্ট হইতেছেন, তখন আয়ার লণ্ডের গবর্ণমেণ্টসংক্রান্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রোটেষ্টাণ্ট হওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে কাথলিকদিগের প্রদত্ত কর ব্যয় করা গ্লাডষ্টোন সাহেবের মতে অন্যায় নয়। তিনি ইহার এই কারণ প্রদর্শন করেন, কাথলিক প্রজাগণ যদি অজ্ঞতা নিবন্ধন কোন কথা বলে আর গবর্ণমেণ্ট বুঝিতে পারেন তদ্বি পরীত কাজ করিলে ভবিষ্যতে প্রজা দিগের প্রকৃত মঙ্গল হইবে, তাহা হইলে প্রজার আপত্তি গ্রাহ্য করা বিধেয় হয় না। পূর্ব্বে যেমন লৌহশৃঙ্খল প্রভৃতি দ্বারা বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদিগকে ধর্ম্মান্তরে আনয়ন করিবার চেষ্টা করা হইত, গ্লাড ষ্টোন সাহেব ফরাশী বিপ্লবের পর ধর্ম্ম সম্বন্ধে সেপ্রকার অত্যাচার করিবার প্রস্তাব করিতে সাহসী হন নাই, কিন্তু এত দূর বলিয়াছিলেন, যাঁহারা যথার্থ (গবর্ণমেণ্টের) ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, তাঁহা
দিগকে সর্ব্বপ্রকার উচ্চ পদ প্রদান
হইবে। তদবধি আয়ারলণ্ডে এতদ
কার্য হইয়া আসিতেছিল। এক্ষণে
য়ানদিগের দৌরাত্ম্যে ইংলণ্ডীয়
দিগের চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে। তাঁ
স্বীকার করিয়াছেন, কাথলিকদি
টাকায় প্রোটেষ্টাণ্ট পুরোহিতদি
বেতন প্রদান করা অবিচার ও
নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য। ইউরোপের
ধর্ম্মসম্বন্ধে গোড়ামীতে স্পেন সর্ব্বপ্র
তাহার নীচেই ইংলণ্ড। ইংলণ্ডে
অনুসারে যে কোন ব্যক্তি যে সে ধর্ম্ম
হন করিতে পারেন বটে কিন্তু ই
গের প্রতি যে ঘৃণা প্রকাশ ও প্র
সূরে ইহাদিগের যে প্রতিবন্ধকতা
হয়, তাহাতে ধর্ম্মসম্বন্ধে ঐ স্বাধী
দান বিফল হয়। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতি
কের অনুরাগ ক্রমশঃ কমিয়া
তেছে। ফরাশী বিপ্লবদ্বারা নি
প্রায় যে ভক্তি পুনরুদ্দীপিত
ছিল, তাহা পুনর্ব্বার নির্ব্বাণ হইতে
যাছে। ফ্রান্স ও আমেরিকার স্বা
চিন্তাশীল লোকেরা সর্ব্বপ্রকার গো
মীর বিশেষতঃ খৃষ্টীয় ধর্ম্মের
আঘাত করিয়াছেন। আমেরিকার গ
মেণ্ট কোন ধর্ম্মকে আইনদ্বারা বদ্ধ
করিবার চেষ্টা পান নাই। আমেরি
শাসনপ্রণালী, আমেরিকার স্বাধীন চি
এবং আমেরিকার উন্নতি ইংলণ্ডের
শস্বরূপ হইয়াছে। এই হেতু যে গ্ল
ষ্টোন সাহেব ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্বে
র্ণমেণ্টকে শাসনকর্ত্তৃত্বের সহিত ধর্ম্ম
কর্ত্তার পদগ্রহণ করিতে অনুরোধ ক
য়াছিলেন, তিনিই এক্ষণে মহাসভ
প্রস্তাব করিয়াছেন, আয়ারলণ্ডের
সম্প্রদায়ের সহিত রাজ্যের কোন সং
রাখা উচিত নহে। যেসকল প্রোটেষ্ট
পুরোহিত সরকারী বেতন ভোগ করে
তাঁহার মতে তাঁহাদিগকে ছাড়া

। কর্ত্তব্য। মহামতঃ এই প্রস্তাব গ্রাহ্য
াছেন। ইংলণ্ডের অধিকাংশ
নেরও এই মত। ডিসরেলি সাহেব
াদিগের এক জন প্রতিপোষক;
া তিনিও স্বীকার করিয়াছেন, আয়ার
প্রতি অবিচার হইয়াছে। তিনি
এই মাত্র অতিরিক্ত কথা বলেন,
টেণ্ট ধর্ম্মসম্প্রদায় যেমন আছেন
ন থাকুন, একটী কাথলিক বিশ
লয় ও কয়েক জন কাথলিক পুরো
হউন। ফলতঃ কাথলিকদিগের টাকা
টেষ্টাণ্টদিগের নিমিত্ত ব্যয় করা
অতিশয় অন্যায়, তাহা কি ডিস-
সাহেব, কি কাণ্টারবরির ..
প নকলেই স্বীকার করিয়াছেন।
ষ্টোন সাহেব আপনার যৌবন কালের
ার ও মত ত্যাগ করিয়া এক্ষণকার
োনসঙ্গতকথা বলিয়াছেন।
আয়ারলণ্ডের পক্ষে শোকসংবোধ
ার্ম্মের অনুষ্ঠান করা হইতেছে, তাহ
র্ষের পক্ষেও তাহার অনুষ্ঠান আ
আবশ্যক। আয়ারলণ্ডের লোকেরা
লিক বটেন, কিন্তু তাঁহারা খৃষ্টী
; ইংলণ্ড ও আয়ারলণ্ডের ধর্ম্মের
ত অনৈক্য নাই। পক্ষান্তরে
তবর্ষের ধর্ম্মের সহিত খৃষ্টীয়
র মহৎ অন্তর। হিন্দুরা এ ধর্ম্মে
করেন; মুসলমানদিগের চক্ষে এটী
প ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীয়মান হয়
এখানকার ব্রাহ্মেরা খৃষ্টীয়
ক মার্জ্জিত উপধর্ম্মমাত্র জ্ঞান করেন।
কাথলিকপ্রধান আয়ারলণ্ডে সর
ী বেতনভোগী পুরোহিত রাখা
বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন
মুসলমানপ্রধান ভারতবর্ষীয়দিগের
খৃষ্টীয় পুরোহিত প্রতি
ন করা যে কত দূর অন্যায় তাহা
জে বুঝা যাইতে পারে। গ্লাডষ্টোন
হেব যখন ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের ধর্ম্ম

সম্বন্ধে কর্ত্তৃত্ব করিবার ও স্বত্বাবের সমধিক সপক্ষতা করেন, তিনি তখন ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সরকারী টাকায় খৃষ্টীয় পুরোহিত রাখিবার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন “ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য অল্পসংখ্যক সভ্যতম লোকের দ্বারা সম্পাদিত হয়; প্রজাদিগের সংখ্যা তাঁহাদিগের অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক এবং সেই প্রজাগণ তত সভ্য নহেন। তাঁহাদিগকে বলপূর্ব্বক শাসন করা গবর্ণমেণ্টের সাধ্যায়ত্ত নয়। পিতা যেমন অজ্ঞ সন্তানের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া যেটী ভাল, তাহাই করেন, ভারতবর্ষে ধর্ম্মসম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের তাহা করা ন্যায়ানুগত হয় না। তাঁহারা যে প্রজাগণের ধর্ম্মের উপরে হস্তক্ষেপণ করিবেন না, তাঁহাদিগের কৃত স্পষ্ট প্রতিজ্ঞা দ্বারা তাহা নির্ণীত হইয়াছে।” ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বারম্বার অঙ্গীকার করিয়াছেন, প্রজাদিগের ধর্ম্মের উপরে কোন ক্রমে হস্তক্ষেপ করিবেন না। ক্লাইব অবধি লার্ড এলগিন পর্য্যন্ত ইঁহারা তদনুসারে কাজ করিয়াও আসিয়াছেন। কিন্তু কোন কোন অংশে এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা হইয়াছে। তাঁহারা প্রথমে স্পষ্ট অঙ্গীকার ও মধ্যে মধ্যে দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞাদ্বারা তাহার যে সমর্থন করেন, তাহার অর্থ এই হইতেছে— তাঁহারা যে কেবল সম্প্রদায়বিশেষের সংস্কারের বিরুদ্ধ ব্যবহার ও তাঁহাদিগের উপরে অত্যাচার করিবেন না এমন নহে; তাঁহারা কোন প্রকারে কোন সম্প্রদায়ের সাহায্যও করিতে পারিবেন না। তাহা করিলেই প্রকারান্তরে অন্য ধর্ম্মের উপরে হস্তক্ষেপ করা হইল। গবর্ণমেণ্ট হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মালয়ের নিমিত্ত একটী পয়সাও দেন না। পূর্ব্বে রাজা ও বাদসাহেরা ধর্ম্মমন্দিরের জন্য যে দান করিয়াছিলেন এবং যাহা চালা-

ইবার ভার গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে গ্রহণ ক
য়াছিলেন, ১৮৬৩ অব্দের ২০ আ
দ্বারা তাহাও ত্যাগ করা হইয়াছে
ইহাতে কেহই দুঃখিত হন নাই।
মন্দির ও অতিথিশালার ব্যয়
নির্ব্বাহ করা গবর্ণমেণ্টের কাজ নহে
ইহা সমাজের কর্ত্তব্য। যাঁহাদিগের
ধর্ম্মে আস্থা আছে, তাঁহাদিগের
ধর্ম্মের পুরোহিতের ও মন্দিরের
দেওয়া উচিত। এ যুক্তিতে খৃষ্টীয়
সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনু
ব্যবহার করা হইয়াছে। খৃষ্টীয় পুরো
দিগকে রাজকোষ হইতে বেতন দে
হইতেছে। বর্ত্তমান গবর্ণর জেনর
আগমন অবধি আমরা প্রতিসপ্তা
গেজেটে জজ, মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির নি
গাদির ন্যায় খৃষ্টীয় পুরোহিতদি
নিয়োগের বিজ্ঞাপন দেখিতে প
তেছি। সর জন লরেন্স বিস্তর খৃ
ধর্ম্মমন্দিরের সংস্কার ও নির্ম্মাণার্থ
কারী অর্থ দিয়াছেন ও দিতেছেন।
নিসনরিদিগকেও মধ্যে মধ্যে ধর্ম্ম
নার নিমিত্ত টাকা দিতেছেন।
পুরোহিতদিগের বেতন, খৃষ্টীয়
হিতদিগের পাথেয় এবং খৃষ্টীয়
মন্দিরনির্ম্মাণ ও সংস্কারার্থ প্রতিব
৩০ লক্ষ টাকা (প্রাইমেন্স করের অ
টাকা) ব্যয় করা হইতেছে।
মাজিষ্ট্রেটের ন্যায় জেলায় জে
ক্রমে ক্রমে সরকারী খৃষ্টীয় য
নিযুক্ত হইয়াছেন; ক্রমশঃ ইঁহারা
উপবিভাগে ও মুন্সেফি চৌকীতে
হইবেন। এ প্রকারে হিন্দু ও মুস
প্রজাদিগের প্রদত্ত অর্থ ব্যয় করা
অনুচিত হইতেছে না? আমাদি
প্রথমতঃ আপনাদিগের ধর্ম্মের নি
ব্যয় করিতে হয়; আবার খৃষ্টীয় পু
হিতদিগের নিমিত্ত ৩০ লক্ষ টাকা
হয়! আমরা আবার খৃষ্টীয় পুরো

...গের বেতন কি জন্য দিব? আমাদি
...র পুরোহিত ও মোল্লাদিগের বেতন
...রাজকোষ হইতে দেওয়া হয়? তবে
...ান্ যুক্তি অনুসারে খৃষ্টীয় পুরোহিত
... এই বেতন পাইবেন? আমরা
...ন আপনাদিগের পরকালরক্ষার
...রণ ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যয় আপনারা করি,
...ষ্টীয়ানগণও সেইপ্রকার আপনারা
...রা করিয়া পাদরির বেতন ও গির-
...র সংস্কার করিবেন, ইহাই কি যুক্তি
...ত নহে?

—:—

ভারতবর্ষস্থ ইউরোপীয়দিগের
অদ্ভুত মহত্ত্ব।

ভারতবর্ষস্থ অধিকাংশ ইউরোপীয়
...পনাদিগের মহত্ত্বরক্ষার একটী অদ্ভুত
...ায় অবলম্বন করিয়াছেন। যাঁহারা
...ত্ত্বিক মহৎ, তাঁহারা দোষের কার্য্যে
...ত হইয়া গুণবৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান
...য়া আত্মমহত্ত্ব রক্ষা করেন; কিন্তু
...তবর্ষস্থ ইউরোপীয়েরা সিদ্ধান্ত
...য়াছেন, মহত্ত্ব দোষের কর্ম্ম কর, ভার
...র্ষীয়দিগের নিকটে তাহা গোপন
...তে পারিলেই আত্মমহত্ত্বরক্ষা হইল।
...রা এ মহত্ত্ব ও মহত্ত্বরক্ষার
...য় কোথায় শিক্ষা করিলেন? ভার-
...র্ষীয়েরা কি এমনি জড় ... ...খ যে,
...রা সিদ্ধান্ত ক... ...য়া রাখিয়াছেন যে,
...োপে জন্মগ্রহণ করিলেই মানুষ সমু-
... দোষবিবর্জ্জিত হয়? অন্য অন্য মানুষ
...উপাদানে সৃষ্ট হইয়াছেন, ইউরোপী-
... কি তদ্দ্বারা সৃষ্ট হন নাই? জগদী-
...যদি তাঁহাদিগকে নির্দ্দোষ করিয়া সৃষ্টি
...য়াছেন, তবে ইউরোপখণ্ডে হত্যা,
...তা, চুরি, প্রবঞ্চনা, পরদারাভিমর্ষণ
...ত দোষের এত প্রাদুর্ভাব কেন?
...কল পাপের নিবারণার্থ আইনই বা
...ছে কেন? দণ্ড হইলে ভারতবর্ষী-
...নকটে অবমাননা ও আপনাদিগের

পুষ্মাবধাঘাত হইবে, এই ভয়ে কি ইউ
রোপীয়েরা ইউরোপীয় অপরাধীর দণ্ড
হইতে দেন না? দেউলিয়া আদালতে
কি প্রমাণ করিয়া দিতেছে? ইউরো-
পীয়েরা এ দেশের প্রবঞ্চক অপেক্ষাও
অধিক প্রবঞ্চনা জানেন, ইহাই কি প্রমাণ
হইতেছে না? দ্বারকানাথ ঠাকুর উইনি-
য়ন্‌ব্যাঙ্কসম্বন্ধে যে কাজ করিয়াছিলেন,
অনেক জাইণ্টষ্টক কোম্পানির ইউরো-
পীয় অধ্যক্ষগণ তাহা অনায়াসে করি-
তেছেন। নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন,
"ফ্রান্সপ্রভৃতির ন্যায় ইংলণ্ডের মন্ত্রিগ
ণও ডাকঘরে গোপনে অন্যের পত্র
খুলেন। আমরা আপনাদিগের দোষ
স্বীকার করি; কিন্তু ইংরাজ মন্ত্রিগণ
নির্লজ্জ হইয়া তাহা অস্বীকার করেন।"
প্রবঞ্চনাপ্রভৃতি পাপ এ দেশে যেমন,
ইউরোপেও তেমনি; বরং বিলাতী
জুয়াচুরী সময়ে সময়ে অধিকতর বিস্ময়
উৎপাদন করে। ভারতবর্ষীয়ের নিকটে
স্বদোষগোপন করাই ইউরোপীয়ের
মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়াছে; এই নিমিত্তই
বোধ হয়, ইউরোপীয় জুরিরা প্রায় ইউ-
রোপীয় অপরাধীর অপরাধ গ্রহণ ...রেন
না। এই নিমিত্ত ... ...ধ হয়, বিচারপ-
তি... ...রা ইউরোপীয় অপরাধীর দণ্ডদানে
তাদৃশ উৎসুক নহেন। এই নিমিত্তই
বোধ হয়, ইংরাজী সমাচারপত্রসম্পা
দকেরা ইউরোপীয়ের দোষপ্রকাশে
উন্মুখ হন না। (১) এই নিমিত্তই কি
নিয়মবহির্ভূত প্রদেশে এক জন ইংরাজ
আর এক জন ইংরাজকে বধ করিলে
এক জন পুলিষ কর্ম্মচারী প্রকৃত হত্যাকা

...রীকে জল্লাদের হস্তে সমর্পণ ক...
চেষ্টা পাইয়াছিলেন বলিয়া প...
হইয়াছেন? এই নিমিত্তই কি সে ...
পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়েতে কানপুরী...
হইয়া গেলেও কোন ইংরাজিসম্বা...
এ পর্য্যন্ত উহার প্রকৃত কারণের ...
জ্ঞানার্থ গবর্ণমেণ্টকে উত্তেজিত কর...
না? ফলতঃ পরস্পরের দোষ গো...
করা এ দেশের ইউরোপীয়দিগের ...
মহৎ রোগ হইয়াছে। এই জন্যই দিন ...
ইউরোপীয় অপরাধীর সংখ্যা বৃদ্ধি...
তেছে। উপসংহারকালে সুস্পষ্টভাবে...
রোপীয়দিগের নিকটে আমাদি...
বক্তব্য এই, তাঁহারা এ স্বভাব পরি...
করুন; না করিলে ক্রমেই অপদস্থ...
বেন সন্দেহ নাই।

—:—

...নিকার্য কর।

আমাদিগের বর্ত্তমান প্রধানপু...
দিগের এ দেশের এক একটী অদ্ভুত ...
নুষ্ঠানচেষ্টা দেখিয়া সময়ে সময়ে ...
কর্তাদ খুড়োর ... কথা মনে পড়ে...
কো... ...ন কাজ হউক, যে কোন প্রস্তাব ...
মূলে কর্তাদ খুড়োর সকলের অগ্রে য...
আছে; কিন্তু কখন একটী সা...
কাজও তাঁহা হইতে হইয়া উঠে ন...
খুড়ো শেষে কেবল উপহাসাস্পদ ...
থাকেন। কার্য্যের অবান্তর ভেদ ...
এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে ...
সিদ্ধ হয়, তাহা জানা দূরে থা...
প্রারব্ধ কার্য্যদ্বারা দেশের উপকার ...
অপকার হইবে খুড়োর সে বিবে...
করিবারও ক্ষমতা নাই। দেশের ...
করিবার আন্তরিক ইচ্ছা আছে ব...
খুড়ো ঐ সকল কাজে যান, কি ...
তাঁহার বাহাদুরী লইবার ইচ্ছা, ...
আমরা বলিতে পারি না। আ...
দিগের প্রধান রাজপুরুষদিগেরও ...
রূপ ভাব হইয়া উঠিয়াছে। দে...

(১) সে দিন এক ব্যক্তি এক রেলওয়েতে
তিনটী পাটের গাঁইট পাঠাইয়া দেন। পথে
তাহার একটী হারাইয়া যায়। অবশিষ্ট দুটী ছিল.
ষ্টেসনে আনিয়া তাহার একটী ...
করা হয়। যাঁহার ঐ ক্ষতি হয়, তিনি ইংরাজী
সমাচারপত্রে লিখিয়াছিলেন, সম্পাদক তাহা
প্রকাশ করেন নাই।

সাধন করেন, তাঁহাদিগের এ উদ্দেশ্য প্রশংসনীয় আছে; কিন্তু তাঁহারা যে উপায় অবলম্বন করিতে যান, তাহাতে সিদ্ধ না হইয়া বিপরীত ঘটিয়া উঠে। সর জন লরেন্স নিম্নশ্রেণীর বিদ্যা[illegible] ধনাগমের যে একটী উপায় অব[illegible] করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহাতে [illegible] যে ইষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মিবে [illegible] নয়, তাঁহার প্রতি লোকের [illegible] বিরাগ জন্মিবার উপক্রম হই[illegible]। তিনি যদি ঐ প্রস্তাবটী সুসিদ্ধ [illegible] চেষ্টা পান, তাহাতে যে যে [illegible] ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, অগ্রে [illegible] গণনা করা আবশ্যক হইতেছে। প্রথমতঃ জমীদারদিগের উপরেই [illegible] পড়িতেছে। বঙ্গদেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত একণে অনেকের শোচনীয় বিষয় [illegible] উঠিয়াছে। দান করিয়া অনুতাপ [illegible] পর নীচাশয়তা আর কি আছে? [illegible] রাজা ফতেআলী সাহ আপ[illegible] বদান্যতাপ্রদর্শনার্থ সকলের সম্মুখে [illegible] দিগকে বহু দান করিতেন, কিন্তু [illegible] প্রাপ্ত ব্যক্তি রাজবাটীর বাহির হইতে [illegible] তাঁহার ভৃত্যেরা কেবল যে [illegible] ধন গ্রহণ করিত এরূপ নয়, [illegible] নিকটে তাহার নিজের যে কিছু [illegible] তাহাও কাড়িয়া লইত। চিরস্থায়ী [illegible] বস্তসম্বন্ধেও ক্রমে এরূপ ঘটনা [illegible]। লার্ড কর্ণওয়ালিস যে প্রশস্ত [illegible] ও দূরদর্শিতানিবন্ধন বঙ্গদেশে [illegible] জমির যতিত যে বন্দোবস্ত করেন, [illegible] শাসনকর্ত্তাদিগের সে গুণ না [illegible] তাঁহারা তাহার উচ্ছেদার্থ [illegible] হইয়াছেন।

[illegible] বঙ্গদেশীয় ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টই নিম্নশ্রেণীর বিদ্যাশি[illegible] উপায়বিধানার্থ গুরুপাঠশালার [illegible] সাধনচেষ্টায় ব্যাপৃত হইয়াছেন। [illegible] গুরুবিদ্যালয় আছে, তাহার অবস্থার উন্নতি কিসে হয়, তাহা জানিবার নিমিত্ত ডিরেক্টর আটকিন্সন, ইনস্পেক্টর ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও উড্ সাহেবের মত গ্রহণ করা হয়। [illegible] পিটিয়া [illegible] করা যায় কি না, অদ্য এ বিষয়ের আলোচনা করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে, গবর্ণর জেনরল যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার গুণ দোষ বিচার করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। গবর্ণর জেনরল বঙ্গদেশে গুরুবিদ্যালয়ের অল্পতা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত যে হিসাব দিয়াছেন, তাহাই ত সর্ব্বাগ্রে বিবাদাস্পদ হইতেছে।

| | | |
|---|---|---|
| প্রদেশ | [illegible] | [illegible] |
| মান্দ্রাজ | [illegible] | [illegible] |
| বোম্বাই | [illegible] | [illegible] |
| উত্তর পশ্চিম প্রদেশ | [illegible] | [illegible] |
| পঞ্জাব | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |

আমরা জানি বঙ্গদেশের প্রতি পল্লী গ্রামেই গুরুমহাশয়ের পাঠশালা আছে। যেখানে পাঠশালা নাই, এমন গ্রাম প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। যদি বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামের সংখ্যা ২৫,০০০ ধরা যায় (এ সংখ্যা অধিক নহে) এবং প্রতি পাঠশালায় ১০ জন করিয়া ছাত্র ধরা হয় তাহা হইলে গুরুপাঠশালার ছাত্রের সংখ্যা আড়াই লক্ষ হইবে। অন্য অন্য প্রদেশের শিক্ষাসংক্রান্ত কর্ম্মচারীরা যেপ্রকার পরিশ্রম ক[illegible] বিদ্যালয় ও ছাত্রের গণনা করেন[illegible] দেশের শ্রমশীল (!) ডিরেক্টর ও [illegible] বাবু (!) ইনস্পেক্টরদিগের তত অ[illegible] হয় না বলিয়া সেরূপ গণনা করেন[illegible] সুতরাং প্রকৃত সংখ্যা জানিতে [illegible] যায় না।

গুরুপাঠশালার উন্নতিসাধন এ[illegible] বসম্বন্ধে প্রথমতঃ দুটী প্রশ্ন উ[illegible] হইতেছে। প্রথম, নিম্নশ্রেণীর সু[illegible] লাভের উপায় বিধান সাধারণ[illegible] কি না? দ্বিতীয়, এনিমিত্ত ভূমির উ[illegible] করস্থাপন বিধেয় কি না? প্রথম এ[illegible] মীমাংসাসম্বন্ধে দুটী গুরুতর আ[illegible] হইতেছে। প্রথম, যত আড়ম্বর করা [illegible] ইহাদিগের সুশিক্ষালাভের যে উ[illegible] বিধান ঘটিয়া উঠিবে, আমরা ভ্রমক্র[illegible] কখন এরূপ মনে করি না। সুশিক্ষ[illegible] হইলেও শিক্ষা কেবল অনর্থের নি[illegible] হয়। দ্বিতীয়, যখন উচ্চতর শ্রেণি [illegible] ক্ষিত হইয়া রাজনীতির দ্বার অনুস[illegible] দেখিয়া আপনাদিগের বিদ্যাশিক্ষ[illegible] বিড়ম্বনাস্বরূপ বিবেচনা করিতে[illegible] তখন নিম্নশ্রেণির শিক্ষা যে ফলো[illegible] য়িনী হইবে, তাহার সম্ভাবনা [illegible] একণে যে গ্রামে কৃতবিদ্য আ[illegible] [illegible] গ্রামেই প্রায় বিদ্যালয় স্থাপিত [illegible] [illegible] শ্রেণীর রাজ[illegible] ছে। যদি উচ্চ[illegible] ঘটিত ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়, [illegible] এইসকল বিদ্যালয়ের সংখ্যা আ[illegible] আপনি বৃদ্ধি হইয়া উঠিবে। ভূমির উ[illegible] করস্থাপন করিয়া বলপূর্ব্বক শি[illegible] দিবার প্রয়োজন দেখা যাইতেছে [illegible] দ্বিতীয়, সর জন লরেন্স বলেন, “[illegible] মেণ্ট বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত ব্যয় [illegible] বেন এরূপ অঙ্গীকার করেন নাই। [illegible] বাক্য অসভ্য শাসনকর্ত্তার মুখ হইতে [illegible] র্গত হইলে শোভা পাইত। রাজার [illegible] প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালনার্থই প্রজাকে বি[illegible]

করেন ? প্রজারা কৃতবিদ্য হইলে কি
র লাভ নাই ? দস্যুতস্করাদির হস্ত
ও রক্ষার ন্যায় প্রজার বিদ্যাদান কি
র অন্যতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে ? ইং-
কি অঙ্গীকারপ্রতিপালনার্থ বিদ্যা
ক ব্যয় দেওয়া হইয়া থাকে ? ইং-
কি শিক্ষাকার্য্যের নিমিত্ত স্বতন্ত্র কর
? বিশেষতঃ বঙ্গদেশে এই কর
ন কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত হই-
না। বঙ্গদেশের সহিত মান্দ্রাজ,
াই, মধ্যভারতবর্ষ ও পঞ্জাবের
া হয় না। ঐ সকল প্রদেশ অপেক্ষা
দেশের আয় অধিক। বঙ্গদেশের
কার্য্যার্থ যে ব্যয়দান আবশ্যক,
দিয়া যে টাকা উদ্বৃত্ত হইবে, তাহা
ত কি বঙ্গদেশের বিদ্যাশিক্ষার্থ ব্যয়
া উচিত নয় ? তাহা যদি উচিত
এপ্রদেশের বিদ্যাশিক্ষার্থ স্বতন্ত্র কর
ান অনাবশ্যক বলিয়া প্রতীয়মান
সন্দেহ নাই।

র্বর্ণর জেনরল বলেন, "সর্ব্বপ্রথম ইনকম
স্থাপিত হয়, তৎকালে চিরস্থায়ী
াবস্তের আপত্তি অগ্রাহ্য হইয়াছিল।"
ত্তি অগ্রাহ্য করিবার কর্ত্তা কে ?
সিদ্ধ আপত্তি শ্রবণ করা যাঁহাদি
কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাঁহারা যদি না শুনেন
যে স্থলে তাহা না শুনিলে অন্যের
করিবার ক্ষমতা না থাকে, সে স্থলে
নিলে সে কার্য্যটী কি অন্যায় বলিয়া
গণ্য হয় না ? যদি এক অন্যায়
অন্যায়াচরণের সমর্থনে সমর্থ হয়,
হইলে গবর্ণর জেনরলের উল্লিখিত
[illegible]ণীয় বলিয়া বিবেচিত হইতে
। জমীদারেরা পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ
াছিলেন, তাঁহাদিগের কথা রক্ষা
না, কি করেন, অগত্যা কর দিয়া
। তাহা বলিয়া কি সেইটী প্রমাণ
?

উপসংহারকালে আমরা অনিষ্টগুলি
পুনরায় গণনা করিতেছি। ভূমির উপরে
বিদ্যাশিক্ষার্থ বিশেষ কর হইলে, প্রথ
মতঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধ আচ
রণ হইবে; দ্বিতীয়তঃ এক শ্রেণির সুবি
ধার নিমিত্ত অপর শ্রেণিকে কর দিতে
হইবে; তৃতীয়তঃ সমুদায় করভার শেষে
দরিদ্র কৃষকদিগের স্কন্ধেই পতিত হইবে।
সর জন লরেন্স কি মনে করেন, জমীদা
রেরা প্রজার স্কন্ধে চাপাইতে পারিলে
নিজ তহবিল হইতে টাকা দিবেন ?
জমীদারের লাভের উপরে শত করা
দুই টাকা লওয়া গবর্ণর জেনরলের অভি
প্রেত। গবর্ণমেণ্ট যেমন জমীদারের
লাভ হইতে অর্থগ্রহণের চেষ্টা করি
বেন, জমীদারও তেমনি প্রজার শোণিত
শোষণ আরম্ভ করিবেন। আদালত
সকল পুনর্ব্বার করবৃদ্ধির মকদ্দমায়
প্লাবিত হইয়া উঠিবে। আর যদি ব্যবস্থা-
পকগণ করবৃদ্ধির সুবিধা করিয়া দেন,
তাহা হইলে ত মণিকাঞ্চনযোগ
হইবে। সেই সে কাল আসিয়া উপস্থিত
হইবে; সেই অত্যাচার হইবে। ১০ আই
নের দ্বারা করবৃদ্ধির যে সীমা আছে,
তাহাও ক্রমে লঙ্ঘিত হইবে। যাঁহারা
বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়া বাটী, বাগান
প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়াছেন, তাঁহারা দেখি
বেন তাঁহাদিগের বাস্তু ঠিকা মাত্র হইয়া
উঠিয়াছে; ইট ও বৃক্ষভিন্ন আর কিছু-
রই মূল্য নাই। কৃষকগণের যে কিছু উন্ন
তির সূত্রপাত হইয়াছে, তাহা দূরে
প্রস্থান করিবে। যে করে সম্পত্তির মূল্য
হ্রাস করে, তদ্দ্বারা কেবল জাতিসাধারণ
মূলধনক্ষয় হয় মাত্র। আলমগিরের
সময়ে ৩৪ কোটি টাকা আয় ছিল;
কিন্তু বিস্তর সরকারী কর করা হইয়া
ছিল বলিয়া তত আয় থাকিতেও দেশ
উৎসন্ন হইয়া গেল। অতএব সর জন
লরেন্স নিশ্চয় জানিবেন, অধিক পরিমা
ণের ও অধিক প্রকারের কর হইলে,
প্রজারা কখন সুখী হয় না। যে রা
নানা প্রকার করের সৃষ্টি হয়, সে র
প্রজার বিরাগনিবন্ধন স্থায়ী হ
পারে না। রাজারা প্রজার হিতার্থ
গ্রহণ করেন সত্য; কিন্তু প্রজারা
ভার বহনকালে সে হিতকে
বোধ করেন না, বিপরীতই জ্ঞান ক
থাকেন।

সর জন লরেন্স বলেন যদি
দারেরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এই দুই ( শি
ও রাস্তার ) কর বহন না ক
ব্যবস্থাপ্রণয়নদ্বারা তাঁহারদিগের স্ক
এই করভার নিহিত হইবে
এটা অনুচিত ভয়প্রদর্শন। যু
রাজার অন্যায়নিবারণের এক
উপায়। রাজা যদি সেই যুক্তি অ
করিয়া বলপ্রকাশ করেন, কে নি
কর্ত্তা হইতে পারে ? যাহা হউক,
আশ্চর্য্য, কোথায় ভারতবর্ষীয় গবর্ণ
দিন দিন স্বৈরাচারপরিত্যাগী হইবে
না, উত্তরোত্তর অধিকতর স্বৈ
চারী হইতে লাগিলেন। অবশে
আমরা একটী কথা সংক্ষেপে গব
ণ্টের গোচর করিতেছি, তাঁহারা
করিতেছেন, অর্কের ঔষধসেবনের
বলপূর্ব্বক প্রজার বিদ্যাশিক্ষার উ
করিবেন কিন্তু আমরা নিশ্চয় বলিতে
এরূপ করিতে গেলে প্রজার বি
প্রতি বিদ্বেষ জন্মিবে; গবর্ণমে
বিদ্বেষের অভাজন হইবেন না। এ
আর একটী কথার বিবেচনা ক
আবশ্যক। ঐ রূপে যে কর সংগৃ
হইবে, নিম্ন শ্রেণির প্রকৃত হিতকা
তাহার কত ব্যয়িত হইবে ? ক
সংগ্রহের ব্যয়ে পর্য্যবসিত হইবে,
কতক ইন্স্পেক্টর ও ডেপুটি ইন্স্পে
প্রভৃতি আপন আপন বেতনের
করিয়া ভাগ করিয়া লইবেন।

—:০:—

## বিবিধসংবাদ।

৬ ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

আনড়াতলার শিক্ষাসংক্রান্ত সভার
সরক অধিবেশনদিবসে রেবরেণ্ড কৃষ্ণ
বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রোতাদিগকে এক
পূর্ণ উপদেশ দিয়াছেন। বিচারপতি শি
দিবস সভাপতির আসনগ্রহণ করিয়াছি

—১০৪—

[illegible] দেশের বিষয়ে আপনার বক্তব্য ব্যক্ত করি [illegible] বিষয়ে বিচারপতি বলিয়াছেন, " আপনারা [illegible] দিগের ও স্বদেশীয়দিগের শিক্ষার সম্বন্ধে এ দেশে যাহা করিতেছেন, তদ্বি[illegible] আমি সম্পূর্ণরূপ অনুমোদন করি। বিদ্যা [illegible] মত মহোপকারক বিষয় আর নাই। [illegible] দেশীয়, কি বিদেশীয় সকলেই এবিষয়ে [illegible] যোগী না হইয়া থাকিতে পারেন না। [illegible] দেশে থাকিয়া আমি যাহা বলিব ও যাহা [illegible] আপনাদিগের উন্নতিভিন্ন তাহার আর [illegible] উদ্দেশ্য নাই। আমি অন্ততঃ যত দিন [illegible] শে থাকিব, তত দিন আপনাকে এদেশীয় [illegible] দের এক জন বন্ধু বলিয়া গণনা করিব। [illegible] তাঁহার প্রতি যে কোপপ্রকাশ করিয়াছেন, [illegible] পতি তন্নিমিত্ত আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, [illegible] শ আগমনঅবধি এতদ্দেশীয়দিগের উন্নতি [illegible] তাহার জন্য কোন চেষ্টা হয় নাই। এমন [illegible] অকারণ ভর্ৎসনা করিলে তাঁহার আন্ত[illegible] মনোবেদনা হয়। তিনি কখন আমাদের [illegible] কদিগকে নির্লজ্জ অথবা অসতী বলেন [illegible] এ কথা বলা তাঁহার অভিপ্রেতও নহে। [illegible] তিনি সেপ্রকার শিক্ষা ভাল বিবেচনা [illegible] তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। ইংরাজ [illegible] মধ্যে অতি অল্প লোকে যেমন লরেন্সের [illegible] পর ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি এমন প্রেম [illegible] ভাব প্রকাশ করিয়াছেন।

[illegible] এ প্রদেশ প্রায় ৫০ জন দস্যু বেলিদের [illegible] লুট করে। প্রহরিগণ অস্ত্রপরিত্যাগ [illegible] পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু ডেপুটী ক[illegible] ০ জন অস্ত্রধারী লোককে লইয়া আগমন [illegible] দস্যুগণ পলায়ন করে। ১২ জন দস্যু [illegible] হইয়াছে। ডেপুটী কমিসনরের এক জন [illegible] শীয় কেরাণীর ষড়যন্ত্রে এই দস্যুবৃত্তি [illegible] ঐ ব্যক্তিকে চালানে দেওয়া হইয়াছে। [illegible] র বাটীতে এতদ্দেশীয় [illegible] র কয়েকখান পত্র বাহির হইয়াছে। [illegible] রাজকুমার ভারতীয় ইংরাজকে দূরী[illegible] করিয়া ব্রিটিশ রাজ্য অধিকার করিবার [illegible] দিয়াছিলেন। অধিকসংখ্যক ব্রহ্মদেশীয়, [illegible] থাকাতে প্রায় ৮০ জনকে [illegible] দেওয়া হইয়াছে। নগরে অগ্নি দিবার [illegible] জন অস্ত্রধারী লোক ভ্রমণ করি[illegible]। [illegible] এই নিমিত্ত কতকগুলি [illegible] করিয়াছেন [illegible] এতন্নিবন্ধন অতি [illegible] গোলযোগ হইতেছে।

[illegible] মিউনিসিপাল রেলওয়ের পার্শ্বে যেসকল মনুমেন্ট (?) কল করা হইয়াছে, সেগুলি অকর্ম্মণ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। শক সাহেবের এই আর এক কার্য্য ব্যয়মাত্রসার হইল। এজন্য কোন ব্যক্তি দায়ী হইবেন?

চীনের সম্রাটের ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম হওয়াতে তাঁহার বিবাহের উদ্যোগ হইতেছে। চীনে কতক গুলি সম্ভ্রান্ত পরিবার আছেন, তন্মধ্য হইতে সম্রাটকে পত্নী মনোনীত করিতে হয়। সম্প্রতি ঐসকল পরিবারের মধ্য হইতে ১০৮ জন বালিকাকে রাজবাটীতে আনয়ন করা হয়। কিন্তু সম্রাট এক জনকেও মনোনীত করেন নাই। সম্প্রদায়ের পুনর্ব্বার আর কয়েক শতকে আনয়ন করা হইবে। সম্ভ্রান্ত লোকদিগের অনেকে রাজবাটীতে কন্যাপ্রেরণ করিতে অসম্মত। রাজার অন্তঃপুরবাসিনী হইলে স্ত্রীলোকেরা যাবজ্জীবন আর কাহাকে দেখিতে পান না। এই কষ্টই কারণ অনেকের রাজ্ঞী হইবার বাসনাকেও তুচ্ছ করেন।

কর্ণেল কোলিন মেকেঞ্জি ভারতবর্ষের সকলে জানেন। কলোনেল এক আত্মীয় আছেন। ইনি প্রকৃত সৈনিক। হুণ্ড সাহেব জন ইহাকে ভারতবর্ষীয় সেনাদল ত্যাগ করিতে হয়। ইনি তুষ্ট এবং বহু ইহার স্বল্প পরিবেশন করিয়াছিলেন। কেবল বুবক ক্রমশঃ সম হওয়াতে আর সাহায্য করেন না। ইহাতে ঐ ব্যক্তি এক পত্র লিখিয়া পিতৃব্যের নিকট প্রেরণ করিয়া বলেন, যদি তিনি টাকা না দেন, তাহা হইলে তিনি মুদ্রিত করিবেন। কর্ণেল মেকেঞ্জি এ জন্য নালিশ করাতে ঐ ব্যক্তির অপমান মেয়াদ হইয়াছে। কর্ণেল মেকেঞ্জি আপন জবানবন্দী দিবার সময় বলিয়াছেন, তিনি ৪০ বৎসর ভারতবর্ষীয় সেনাদলে ছিলেন এবং বঙ্গদেশের সৈনিক বিদ্রোহ নিবারণ করিতে গিয়া ২১ টী তলবারের আঘাত পাইয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গদেশে বিদ্রোহ হয় নাই এবং বিদ্রোহদমনে কর্ম্ম করিতে তিনি এই আঘাত প্রাপ্ত হন নাই। মহরমের দিবসে সৈনিকগণ তোয়াজী লইয়া বহির্গত হইয়াছে এমন সময়ে কর্ণেল এক তলবার হস্তে তাহাদিগের মধ্যে পড়িয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করেন এবং তাহাদিগকে বাধা দেন। ইহাতে সৈন্যগণ তাঁহাকে আঘাত করিয়াছিল। লার্ড ডেলহৌসি ঐ সময়ে গবর্ণর জেনরল ছিলেন। তিনি সৈন্যদিগকে বিদ্রোহী বলিয়া দণ্ড না দিয়া কর্ণেলকে সেনাদল হইতে বহিষ্কৃত করেন। কোলিন মেকেঞ্জির বীরত্ব সামান্য নয়।

গত শুক্রবার এডিনবরার ডিউকের হত্যা হইতে রক্ষার নিমিত্ত তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে যে সভা হইবার কথা ছিল, তাহা স্থগিত হইয়াছে। বণিকসম্প্রদায়ের সম্পাদক ভারতবর্ষীয় সভার [illegible] রিকে লিখিয়াছেলেন, ইউরোপীয় ও এতদ্দে[illegible] সমাজ একত্রিত হইয়া অভিনন্দন[illegible] ভাল হয়। লেপ্টনান্ট গবর্ণরকে এ [illegible] বাতে তিনি বলিয়াছেন, যখন রাজনী[illegible] কোন বিষয়ের আন্দোলন হইবে [illegible] ভারতবর্ষীয় সভার সহিত একত্র হ[illegible] পরোক্ষে কার্য্য করিলে কোন [illegible] না। লেপ্টনান্টের নিকট সন্তাপ [illegible] প্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। [illegible] সুলক্ষণ দেখা যাইতেছে। ইউরোপীয় [illegible] সহিত এতদ্দেশীয়দিগের [illegible]। এখন এ[illegible] হইবে, সে আশা নাই। তথাপি [illegible] শাসনকর্ত্তা হইয়া যে সেই স্বাতন্ত্র্য [illegible] দেন, সেটা বিবেচনাসিদ্ধ কাজ হয় নাই।

১৮৫৭ অব্দের ১ লা [illegible] এ [illegible] ৭০৬ জন অভিজ্ঞত কর্ম্মচারী ছিলেন। ইহা[illegible] দের মধ্যে ৫৩৫ জন ইউরোপীয় ও [illegible] ১৬১ জন ভারতবর্ষীয়। এদেশীয়েরা [illegible] রাজকার্য্যে নিয়োজিত আছেন বলা হয় [illegible] কি তাহার প্রমাণ? এতদ্দেশীয়দিগের এ[illegible] কাজ আশা করা হইবেক যথেষ্ট হইল।

এরূপ জনশ্রুতি যে [illegible] মুদ্রা প্রচলিত করিবার কল্পনা করিতেছে[illegible] তিনি আরও কৃষকদিগের নিমিত্ত [illegible] করিবার অভিলাষ করিয়াছেন। এই [illegible] অনেক উপকার হইবে। [illegible] লোপ্য করিতে পারিলে এতদ্দেশীয় [illegible] রক্ষা পাইতে পারেন।

[illegible] মহারাজা [illegible] পিতার মৃত্যু হওয়[illegible] [illegible] উপাধি প[illegible] [illegible] করিয়াছেন। [illegible] পিতার দ্বিতীয় পুত্র। জ্যেষ্ঠের [illegible] মৃত্যু হওয়াতে তিনিই পৈতৃক উপাধি ও স[illegible] পাইলেন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রধানতম বিচার[illegible] সমুদায় মকদ্দমাতেই শত করা ৭ টাকা মা[illegible] মকদ্দমা বুঝিয়া উকীলদিগের পুরস্কারের [illegible] করিয়াছেন। এটী প্রার্থনীয়।

৭ ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার।

রেজিষ্টরি আইন অনুসারে যে পরি[illegible] সকল রেজিষ্টরী হইতেছে, তাহা অল্প [illegible] সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারেন, এক কর্ম্মচারী [illegible] থাকাতে বিশেষ অসুবিধা ও কার্য্যক[illegible] তেছে। এই আইন হইবার সময়ে আমরা ব[illegible] ছিলাম, পৃথক কর্ম্মচারী নিয়োজিত না [illegible] সুচারুরূপে কার্য্য হইবে না। [illegible] সব রেজিষ্টার হইয়াছেন [illegible] কার্য্যেরও বড় ব্যাঘাত হইতেছে। [illegible] বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট এক কর্ম্মচারিদ্বারা [illegible] কর্ম্ম সারিয়া ব্যয়সংক্ষেপ করিবেন, এই [illegible] পাওয়াতে ঐ অনিষ্ট ঘটিয়াছে। সম্প্রতি [illegible] নাণ্ট গবর্ণর ইহা বুঝিতে পারিয়া অবে[illegible] নূতন সব রেজিষ্টার নিযুক্ত করিবার মান[illegible] য়াছেন।

পবলিক ওপিনিয়ন কাবুল হইতে [illegible] পাইয়াছেন যে, সর্দ্দার আজিম খাঁ। আমীর [illegible]

র নিকটে এক দূতপ্রেরণ করিয়া সন্ধি
র অনুরোধ করিয়াছেন। আবদুল রহমান
লিয়া পাঠাইয়াছেন, তুর্কি স্থানের অন্ত
জাতি বিদ্রোহী হওয়াতে তিনি কাবুল
আসিতে পারিবেন না। মহম্মদ জাফর
গিজনি অধিকার করিয়া সৈয়দাবাদে
ম খাঁর সৈন্যদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত
াছেন। গিজনি গ্রহণের দিবসে আজিম
কয়েক জন প্রধান সর্দার হত ও বন্দীভূত
ছেন। আজিম খাঁকে এবার কাবুল ত্যাগ
ত হইবে। শিয়ার আলি পুনর্ব্বার সিংহাসন
াহণ করিলে এক বার উঁহার সহিত আব
হমনের যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা।

আলাহাবাদের আকাউণ্টাণ্ট আফিসের
চন্দ্র মিত্রনামক এক জন কেরাণী ও
র ভ্রাতা এক জাল পত্র করিয়া বঙ্গদেশীয়
হইতে ১০০০ টাকা বাহির করিবার চেষ্টা
দ্বারকানাথ দে নামক এক ব্যক্তি ব্যাঙ্কে
ত্র লইয়া গিয়া ধৃত হয়। এই তিন জনের
হাবাদে বিচার হইবে। ইন্‌স্পেক্টর মরি-
বাণের চতুরতাসহকারে এই ধূর্ত্তদিগকে
াছেন। জাল করিয়া পদে পদে ধরা পড়ি
তথাপি চৈতন্য হয় না।

াবিসিনিয়ার যুদ্ধে জয় সম্বন্ধে অভিনন্দন
লাহোরের প্রধান লোকেরা নগরকে
ালোকমণ্ডিত করিবেন।

চিফ্‌কোর্ট যুক্ত অবগত হইয়াছেন, প্রধান
জুডিসিয়াল কমিশনরের আপীলবিভাগে মাসিক ৬
বেতনে দুই জন বিভাগী, ০ টাকা
তিন জন হেড ক্লার্ক এবং ০ টাকা
ছয় জন কেরাণী নিযুক্ত হইবেন।

চারি জন ইউরোপীয় সৈনিক এক জন
দেশীয়কে গুরুতর প্রহার করিয়া তাঁহার
হইতে ১৯২০ টাকা অপহরণ করাতে
লিতে তাহাদিগের বিচার হয়। এক জন
বিরহে মুক্তিলাভ করিয়াছে। আর তিন
পাঁচ বৎসর করিয়া মেয়াদ হইয়াছে।
কেরা নির্দোষ, তাহারা কেবল লুঠ মা
যদি ঐ ব্যক্তিকে বধ করিত, তাহা হইলে
বিচারে অনায়াসে অব্যাহতি পাইত।

ডিনবরার ডিউকের রক্ষার নিমিত্ত অভিন
রিবার যে প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছে। তদ্রূ
ক এক জন ইউরোপীয় সিমলা হইতে এক
দৈনিক পত্রে লিখিয়াছেন, "কোন সাহেব
কুকার্য করিতে পারেন, ইহা ভারতবর্ষীয়
ক জানান অতিশয় অন্যায়। অন্যায় কি?
ভারতবর্ষীয়েরা দুর্ব্বিনীতদিগের এ কাজগুলিকে
লীলা খেলা বিবেচনা করেন।

৮ ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিবে, ফিরোজাবাদের নিকটে একটী স্ত্রীলোক বলাৎকারের ভয়ে রেলওয়ে শকট হইতে লম্ফ দিয়া পড়েন। অত চোর কাহাকে ধরিবার নিমিত্ত অনুসন্ধান করা হয়। কিন্তু অনুসন্ধানে কিছুই প্রকাশ পায় নাই। রেলওয়ের এইরূপ পাকা অনুসন্ধানই বটে।

জগন্নাথের ঘাট অবধি কুমারটুলির ঘাট পর্য্যন্ত হাঙ্গরের উপদ্রব হইয়াছে। কয়েক ব্যক্তি স্নান করিতে নামিয়া ঐ জন্তুকর্তৃক হত হইয়াছেন। সম্প্রতি একটী বৃহৎ হাঙ্গর ধরা পড়িয়াছে সম্পূর্ণ বর্ষা না হইলে উহারা পুনর্ব্বার সমুদ্রে প্রবেশ করিতেছে না। অতএব আপাততঃ জলে নামিয়া গঙ্গাস্নান বন্ধ করা কর্ত্তব্য।

ডেলিনিউস শ্রবণ করিয়াছেন, রঙ্গপুরসমার পার্ব্বতীয় লোকেরা দৌরাত্ম্য ও লুঠ করাতে গবর্ণর জেনেরলের এজেণ্ট কিছু দিনের নিমিত্ত ১০০০ টাকা বেতনে এক জন চিহ্নিত পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। দস্যুগণ গ্রামস্থ বলবানদিগের সাহায্যে লুঠ করে। যখন কোন দ্রব্য না পায় তখন লোকের স্ত্রী ও সন্তানদিগকে ধরিয়া লইয়া যায়। অর্থ না দিলে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেয় না। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের উপরে অন্য কোন অত্যাচার হয় না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উক্ত অনুরোধে সম্মত হইয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান মিরার বলেন, পূর্ব্বাঞ্চলার রেলওয়ের হত্যাকাণ্ডের পর দিবস এক খানি শকটশ্রেণি আসিতেছিল। হঠাৎ বিপদের জ্ঞাপক পতাকা দর্শন করিয়া স্থগিত হইল। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে প্রহরী বলিয়া উঠিল, একটী শিশু শকটচক্রে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু অতঃপর ঐ শিশুটী কোথায় গেল অথবা তাহার মৃতদেহের কি হইল কেহই জানিতে পারিলেন না। ঐ সপ্তাহের শুক্রবারে এক জন এতদ্দেশীয় প্রহরী শকটের তলে পড়িয়া হত হয়। কিন্তু সে বিষয়েও কিছুই প্রকাশিত হইল না। এই সকল কি কাণ্ড হইতেছে? এ সকল মৃত্যু গোপন করা আইন সঙ্গত কি না? আশ্চর্য্যের বিষয় এই বঙ্গদেশের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর এখন ও কমিসন নিযুক্ত বা কোন উপায় অবলম্বন করিলেন না।

উক্ত পত্র বলেন, সর জন লরেন্স বাবু কেশব চন্দ্র সেনকে গ্রীষ্মকাল সিমলাতে অতিবাহিত করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছেন। যে
ব্যক্তি সিমলায় গিয়া গবর্ণর জেনেরলের আ
স্বীকার করিতে চান, তাঁহাদিগের নিমিত্ত গ
জেনরল একটী স্বতন্ত্র বাটী প্রস্তুত করিয়াছে
গবর্ণর জেনরল এখন বিরলে গিয়াছেন।
কর্ম্মের ঝঞ্ঝাট নাই, অবসরসময় ধর্ম্মা
অতিবাহিত করাই শ্রেয়স্কল্প। ইহাতে অ
তাহাকে দুষি না, তিনি কেশব বাবুকে
পাইয়া বসিয়াছেন তাহাতেই আমাদিগের
সন্দেহ হইতেছে।

আমেদাবাদের লোকেরা তথায় এক
নর্ম্মাল বিদ্যালয় স্থাপিত করিবার জন্য আ
১৫০০০ টাকা চাঁদা করিয়াছেন, আর ১৫
টাকা গবর্ণমেণ্টের নিকটে চাহিয়াছেন।
সই কেবল এ অংশে সকলের পিছনে পড়ি

৯ ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার।

লার্ড ব্রোহামের মৃত্যু হইয়াছে। ইহাঁর ৯
সর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। ইনি নিজ ক্ষমতায়
সৌভাগ্যসঞ্চয় করেন। ইহাঁর তুল্য ক্ষমতা
ব্যবহারাজীব ইংলণ্ডে অল্পই জন্মগ্রহণ ক
ছেন। তাঁহার উচ্চ বক্তৃতার প্রভাবে
অব লার্ডে চতুর্থ জর্জ্জের স্ত্রী রাজ্ঞী কারো
নির্দ্দোষ হন। এই বিচারের সময়ে হেনরি ব্রো
রাজার সহিত সমকক্ষ ভাবে বাগ্‌যুদ্ধ কা
লেন। হাউস অব লার্ডের বিচার হইতেছে
সময়ে রাজবংশীয় এক ব্যক্তি রাজ্ঞীর
করাতে ব্রোহাম অকুতোভয়ে চীৎকার ক
বলিলেন "হে নিন্দাকারিন! নিয়ে অ
সাধ্য দাও।" তিনি ঐ সময়ে আরো বলি
লেন, "আমার মক্কেলের জন্য যদি আ
রাজদ্রোহী হইতে হয়, তাহাতেও আমি অ
নই।" সাহিত্য, বিজ্ঞান, ও ব্যবস্থা শাস্ত্র
বিষয়েই তাঁহার পারদর্শিতা ছিল।
ইদানীং ফ্রান্সের অন্তর্গত কেলিস নগরে
করিতেন। তথায় তাঁহার এক জমীদারী ত
ঐ স্থানেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

লাফিং গ্যাস নামক এক প্রকার বাষ্প অ
তাহাতে হাস্যের উদয় করিয়া দেয়। স
প্যারিসের এক জন চিকিৎসক ইহাদ্বারা মা
অচৈতন্য করিয়া ক্লোরোফরমের কাজ ব
ছেন। ক্লোরোফরমের মূর্চ্ছার পর মাথাধ
মাথা ঘুরাণী হয়, কিন্তু এই গ্যাসে তা
না।

আরব সমুদ্রে ক্রীতদাসব্যবসায় বন্ধ
বার নিমিত্ত কয়েক খানি ব্রিটিশ রণতরি অ
সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, এই ব্যবসা

হইয়া দিন দিন উহার বৃদ্ধি হইতেছে। তাহা
অধ্যক্ষদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া আবশ্যক।
কৃষ্ণনগর, হাবড়া, হুগলী ও ২৪ পরগণায়
ড়ক আরম্ভ হইয়াছে; পশুদিগের অধি
বসন্তে প্রাণত্যাগ করিতেছে।

হাণ্ডফোর্ড নামক এক জন ইউরোপীয়
ক ক্যাথেরিণ ইয়াড নামে একটী অল্পবয়স্ক
সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করিতে যায়। তৎপরে
লোকটীকে আর দেখিতে পাওয়া যায়
৬ দিনের পর পুলিষ তাহার মৃত দেহ বাহির
। এক জন আফিসর ও তাঁহার ভৃত্য
ক ও ঐ স্ত্রীটিকে মৃত দেহ পাইবার স্থানে
করিয়াছিলেন। তথাপি হত্যার সবিশেষ
পাওয়া গেল না বলিয়া মান্দ্রাজের প্রধান
বিচারালয় ঐ ব্যক্তিকে অব্যাহতি দিয়া
। এই প্রকার বিচারের মাহাত্ম্যে দিন দিন
র সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে।

ডেলি নিউস বলেন, গবর্ণমেণ্ট ষ্টাম্প ও
র কার্য্যস্থান স্বতন্ত্র না রাখিয়া একত্রিত
রন। উচিত।

প্রতি জাপানের দুই ব্যক্তি ব্রিটিশ দূত সর
পার্কসকে বধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল;
প্রহরীরা তাহাদিগকে বধ করিয়াছে। দূত
ত্তি এক জন ইউরোপীয়ের হত্যার নিমিত্ত
জন নিরপরাধী জাপানীর কর্ম্মচারীর মৃত্যু
দওয়াইয়াছিলেন, তাহাতেই যাবতীয় জাপ
তাঁহার উপরে বিরক্ত হইয়াছে।

পাঠকগণ কেবল রাজনীতিঘটিত প্রস্তাব
য়া মাথা ধরাইবেন; একটী কৌতুককর
শ্রবণ করুন। ফ্রাঙ্কফোর্টের এক যুবক
সুরতির টিকিট ক্রয় করিয়াছিলেন।
র স্ত্রীর অল্প দিন পূর্ব্বে মৃত্যু হওয়াতে তিনি
জন কুরূপ স্ত্রীলোককে পাচিকা নিযুক্ত
। সুরতিতে কিছুই হইবে না এই ভাবিয়া
টিকিটখানি পাচিকাকে দান করিলেন।
হিত পরেই সুরতির অধ্যক্ষ তাঁহাকে বলি
ঐ টিকিটে তাঁহার নামে দুলক্ষ টাকা উঠি
। কি হইবে? এত টাকা কি পাচিকা
? অতএব অধ্যক্ষ পরামর্শ করিয়া বলি
পাচিকার পাণিগ্রহণ করিতে বলিলেন।
হইল। অধ্যক্ষ নব বিবাহিতা স্ত্রীলোককে
লন, "আপনার বড়ই সৌভাগ্য যে এমন
সুরতিতে দুই লক্ষ টাকা পাইলেন।"
র্গ পাচিকা গদগদ বচনে বলিল, "আমি
টিকিটখানি আর এক জন ক্রেতাকে বিক্রয়
ছি।" যুবক বৈবাহিক কেবল কাদা মাখা
লেন; মাছ ধরা হইল না।

স্বাধীন ভগ্না হইতে দস্যুদল আসিয়া ব্রিটিশ ব্রহ্মে সর্ব্বদা উপদ্রব করাতে ব্রহ্মদেশের রাজা সীমার স্থানে স্থানে সৈন্য রাখিয়াছেন।

ভোটদিগের সহিত তিব্বতের লামার বিবাদ হইতেছে। সীমা কর আদায় করিবার নিমিত্ত দূত পাঠাইবাতে ভোটেরা বলিল, ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধের সময়ে লামা, সাহায্য করেন নাই; অতএব তাঁহাকে আর কর দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষতঃ তাঁহাকে যে কর দেওয়া হইত তাহা দুয়ার হইতে উঠিত; এক্ষণে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট দুয়ার গ্রহণ করিয়াছেন; কোথা হইতে আর কর আসিবে? লামা পুনর্ব্বার দূতপ্রেরণ করেন; এই দূত অপমানিত হইয়া দূরীকৃত হন। লামা যুদ্ধসজ্জা করিতেছেন।

উৎকলের কন্দ মহলের পাইক ও শেঠ রাজগণ নরবলি বন্ধ করাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে খেলোয়াত প্রদান করিয়াছেন। সৎকার্য্যে উৎসাহবর্দ্ধনার্থ এই রূপ উপায় অবলম্বন করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

১০ ই মে গুইকুমারের কন্যার বিবাহ হইয়াছে। তিনি অধিক অপব্যয় করেন নাই। এ দেশের ভাগ্যবানদিগের এরূপ ব্যবহারের কথা শুনিলে আমাদিগের আহ্লাদ হয়।

বোম্বাইগেজেটের কাবুলস্থিত সংবাদদাতা বলেন, সিয়ার আলি খাঁ ক্রমশঃ কাবুল আক্রমণার্থ অগ্রসর হইতেছেন। আবদুল রহমন খাঁ আজিম খাঁকে বলিয়াছেন, যখন সিয়ার আলি খাঁ তাঁহাকে তুর্কিস্থান ছাড়িয়া দিয়াছেন তখন তিনি তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিবেন না আজিম খাঁর অত্যাচার আরও বাড়িতেছে। টাকা না দিয়া কোন বণিক কাবুল হইতে গমন করিতে পারিতেছেন না। কান্দাহারের সর্দ্দারেরা সিয়ার আলিকে নগরের দ্বার খুলিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া কাবুল স্থিত কতকগুলি কান্দাহারীকে বধ করা হইয়াছে! কাবুলের সমুদায় লোক আজিম খাঁর উপরে বিরক্ত হইয়াছেন।

বিজ্ঞাপনী বলেন, "অত্রত্য জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট মেঃ প্রাইজ সাহেব নিয়মিতরূপে ১০।১১ টার সময়েই কাছারিতে আসিয়া ৪ টার সময় যাইয়া থাকেন কিন্তু বড় কর্ত্তার ২।৩ টার পূর্ব্বে প্রায় আগমন হয় না শক্তিকেই ৬ টার পূর্ব্বে যাইয়াও থাকেন না। উভয়ের হস্তে কালেক্টরির কার্য্যভার থাকাতে কালেক্টরির আমলাদিগের বড় কষ্ট হইতেছে। বাস্তবিক ১০ টার সময় যাইয়া ৬ টার সময় আসা কষ্টের ব্যাপারই

বটে। আমরা অনুরোধ করি বড় কর্ত্তা আ
পরিত্যাগ করিয়া লোকের ক্লেশনিবারণ
কেবল লোকের কষ্ট দূর নয়, নিজেও অ
সময় কৈফিয়ত তলব হইতে বাঁচিতে পারি
অনেক বিচারপতিরই কার্য্যের এই গতি।
লের মহোদয়েরা কে কি করেন তাহারত
তত্ত্ব লয় না; এরূপ না হইবে কেন?

১০ ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার।

ইংলণ্ডের কতকগুলি স্ত্রীলোক এক
করিয়া যাহাতে স্ত্রীলোকেরা মহাসভায় প্র
করিবার স্বত্ব পান, সেই চেষ্টা ও পরামর্শ কর
করিতেছেন। বিখ্যাত বক্তা জন ব্রাইটের
এই সভার এক জন প্রধান উদ্যোগী। জন
য়ার্ট মিল ও অধ্যাপক ফসেট ইহাদিগের
য়তা করিতেছেন। যখন একজন স্ত্রীলো
রাজপদ পাইয়াছেন, তখন অপর স্ত্রীলো
তাঁহার মন্ত্রির লাভের চেষ্টা না করিবেন কে
আমাদিগের দেশের পুরুষেরা দেখুন।

সর রবার্ট নেপিয়র এই বলিয়া আ
নিয়ার যুদ্ধার্থ গত সৈনিক দলের উৎসাহ
করিয়াছেন যে অন্য কোন সৈন্যদল
তাহাদিগের অপেক্ষা অধিকতর মহৎ উ
শ্য সাধনার্থ যুদ্ধ করিতে গমন করেন ন
এই যুদ্ধ যথার্থই মানবমণ্ডলীর উপকারার্থ
য়াছে; কল্পেকমধ্যে যে কিছু ভারতবর্ষীয়দি
হইল। যাহার কথা নাই, অথচ তাহাদি
৫০ লক্ষ টাকা গেল।

কালুরাম নামক যে ব্যক্তি পঞ্জাব ব্যা
তহবিল অপহরণ করে, তাহার সাত বৎসর
ও ১৫০০০ টাকা জরিমানা হইয়াছে।
মানা আদায় হইলে ১২০০০ টাকা ব্যা
দেওয়া হইবে।

প্রুসিয়াদেশীয় আলবার্ট হেগাননামক
জন যুবক বৃহস্পতিবার কলিকাতায় মাজিষ্ট্রে
নিকটে ইউরিডাইস জাহাজের কাপ্তেন
সের নামে এই বলিয়া নালীশ করেন, তিনি
রোপ হইতে ঐ জাহাজে আসিতেছিলেন।
সহিত তাঁহার স্ত্রী ও উনবিংশতিবর্ষীয় স্ত্রী
আইসেন। কোলস পথে বলপূর্ব্বক তাঁহার
নীর সতীত্ব নষ্ট করাতে ঐ স্ত্রীলোক সমুদ্রে
দিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ঐ কা
তাঁহারও জীবন নষ্ট করিবার চেষ্টা পাইয়া
গত কল্য মাজিষ্ট্রেট বিচারারম্ভ করেন।
কারের নালীশ অগ্রাহ্য হইয়াছে বধ করি
ভয়প্রদর্শনের মকদ্দমাটি হইতেছে।
শীয় ইউরোপীয়েরা আমাদিগের বিচারপ্র
দেখিয়া যান এটী ভাল।

১১ ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার।

...ংলণ্ডের আদালতে প্রেততত্ত্বঘটিত এক ...ত মকদ্দমা হইতেছে। বিবি লায়ন নামে ...ীলোক স্বামীর প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার ...ত্তির অধিকারিণী হন। স্ত্রী পুরুষে অতিশয় ...ছিল। এই বৃদ্ধা স্বামীর বিয়োগ অবধি ...ন্ত কষ্টে কালযাপন করিতেছিলেন। তাঁহার ... (১৮৫৯) অব্দে প্রাণত্যাগ করিবার সময়ে ...লেন, " সাত বৎসরের পর তোমার ... আমার পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে।" বৃদ্ধা ...াছিলেন ১৮৬৬ অব্দে তাঁহার মৃত্যু ..., কিন্তু তাহা না হওয়াতে তিনি এক ...ে এক প্রেততত্ত্ববিদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। ... তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্বামীর প্রেতকে ...ন করিল। প্রেত বলিল, " জেন আমি ...কে ভাল বাসি, এক দণ্ডও তোমা ছাড়া ...।" জেন স্বর্গে হাত বাড়াইয়া পাইলেন। ...ব কে কিছু দিন সাক্ষাৎকারের পর প্রেত ..., " জেন! ডা নকল আমার পুত্র, ...উঁহাকে দত্তক গ্রহণ কর।" জেন তাহা ... প্রায় ছয় লক্ষ টাকার সম্পত্তি এই প্রেত ...বংকে লিখিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে ঐ ...র দুষ্টতা জানিতে পারিয়া এসকল সম্প ...পুনঃপ্রাপ্তির জন্য নালীশ করিয়াছেন। যত ... সপ্তাহ মধ্যে এবংবিধ কাজের লোক ...।

...ভার্সিটি গ্রাজুয়েটগণ যখন মফস্বলে গমন ...বেন, তখন তাঁহাদিগকে প্রতি মাইলে আট ... অথবা এক দিনে ৫ টাকা পাথেয় দেওয়া ...।

...ারতবর্ষীয় সভা পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ের ...নার বিষয়ের অনুসন্ধানার্থ এক কমিসন ... করিবার প্রার্থনা করেন। বঙ্গদেশীয় ...নাট গবর্ণ। তাহার যে উত্তর দান করিয়া ...হা পাঠ করিয়া আমরা অতিশয় দুঃখিত ...। এ বারে আমরা সেই পত্রখানি ...গণের গোচর করিতে পারিলাম না। ...ণ্ট গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে কতদূর ... দিগের তাহা জানিবার ... উঠিলেন। ...হইয়াছে।

... নোটের মূল্য গবর্ণমেণ্টের ...ত হইতেছে—

| | |
|---|---|
| ...কার সিক্কা | ৯২।০—৯২।৵০ |
| ... কোম্পানির | ৯২॥৴০—৯২৸৵০ |
| ... পবলিকওয়ার্ক | ১০৫।৵০—১০৫॥০ |
| ... কোং | ১০৮॥০—১০৮৸০ |
| ... কোং | ১১৩॥০—১১৩৸০ |

# ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ৭ ই মে। আয়রলণ্ডের ধর্ম্মের সহিত গবর্ণমেণ্টের সংস্রব রহিত করিবার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত কাণ্টরবরির আর্কবিশপের সভাপতিত্বে সেণ্ট জেমস্ হালে এক বৃহৎ সভা হইয়া গিয়াছে। সম্রাট নেপোলিয়ন ১৪০০০ ফরাসী সৈনিককে স্ব স্ব গৃহে যাইবার নিমিত্ত বিদায় দিয়াছেন।

৮ই মে। গত রাত্রিতে হাউস অব কমন্সে আয়রলণ্ডের ধর্ম্মসম্প্রদায়সংক্রান্ত শেষ প্রস্তাবটী বিনা মতভেদে গ্রাহ্য হইয়াছে। মন্ত্রিগণ বলিয়াছেন, এই প্রস্তাবকে মূল করিয়া যে বিল হইবে, তাহার ঘোরতর প্রতিবন্ধকতা করা তাঁহাদিগের অভিপ্রেত। পরস্পরের প্রতি ঘোরতর আক্রোশপরিপূর্ণ তর্কের পর রিজিয়ম ডোনম নামক গবর্ণমেণ্টের দান ও মেনুথের জন্য দান রহিত করিবার প্রস্তাব গ্রাহ্য হইয়াছে।

আয়রলণ্ডীয় রিফরম বিল দ্বিতীয় বার পঠিত হইয়াছে।

ফেনিয়ান নগেল মুক্ত হইয়াছে।

৯ ই মে। গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা করিয়াছেন, রেজিমেণ্টের ফিল্ড অফিসরের নীচের পদে যেসকল সৈনিক আছেন, তাঁহারা যদি এক বৎসর ইংলণ্ডে ও এক বৎসর ভারতবর্ষে কাজ করেন, ষ্টাফ কোরে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

এরূপ জনশ্রুতি যেসকল ভারতবর্ষীয় অফিসর এক্ষণে বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে আছেন, তাঁহারা নূতন বিদায়ের নিয়মের ফলভোগ করিতে পারিবেন।

গত কল্য হাউস অব কমন্সে আয়ারটন সাহেব বোম্বাই ব্যাঙ্কের নূতন বন্দোবস্তঘটিত সাবকীয় পত্র অর্পণ করিবার প্রস্তাব করিয়া ব্যাঙ্কের নূতন কার্য্যপ্রণালীর প্রতি বিশেষ দোষারোপ করিয়াছেন। সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট প্রত্যুত্তরে বলিলেন, তিনি বোম্বাইয়ের শাসনকর্ত্তাকে গবর্ণমেণ্টের সহিত প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কসমূহের সম্পর্ক পূর্ব্বে স্থির করিয়া অংশ লইবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

বোম্বাই ব্যাঙ্কের অনুসন্ধানকারী কমিসনের সভাপতি সর চার্লস জাকসন ৪ ঠা মে ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়াছেন।

১৬ ই মে। ইংলণ্ড হইতে ২৪ এ এপ্রেল যে মেইল ছাড়িয়াছে, অমক্রমে তন্মধ্যে গবর্ণমেণ্টের পত্রসকল প্রেরিত হয় নাই।

আবিসিনিয়া হইতে আগত।

বোম্বাই ১৭ই মে। ১৭ ই এপ্রেল ব্রিটিশ সৈন্যগণ মাগদালা ত্যাগ করিয়াছে, তাহারা ... নগর দাহ করিয়াছে। ২৮ এ তাহারা টাকা... পৌঁছে। সমস্ত সৈন্য ১০ এ জুনপর্য্যন্ত ... দেশ ত্যাগ করিবে। সৈন্যগণ যেপ্রকার বী... কারে রাজ্ঞীর আজ্ঞা পালন করিয়াছে, তা... তাহাদিগকে প্রশংসা করিয়া সর রবার্ট ... য়র এক ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়াছেন।

ডাক্তর ডিবল উদরাময়ে ও লেপ... মার্গেন বিকারে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ... গণ সাধারণতঃ সুস্থ আছে। থিওড়োরের ... পুত্রকে বিদ্যা শিক্ষার্থ বোম্বাইয়ে প্রেরণ... হইতেছে।

লার্ড ব্রুহামের মৃত্যুর সংবাদ প্রক... হইয়াছে। ৭ ই মে বৃহস্পতিবার তিনি ... নগরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

হত্যা হইবার সময়ে বারেট নামক ফেনি... স্থানান্তরে থাকিবার যে কথা কহে, তাহা ... কি না এটী যত দিন না অনুসন্ধানদ্বারা স্থি... তত দিন তাহার ফাঁসী স্থগিত রহিল।

সম্রাট নেপোলিয়ন অলিয়ন্সে শান্তি... এক বক্তৃতা করিয়াছেন।

৯ ই মে। ওয়াশিংটন হইতে টেলিগ্রাম ... য়াছে, মহাসভা আরকান্স নগরকে ইউনা... ষ্টেটের একটী অন্তর্ভূত ষ্টেট বলিয়া ... করিয়াছেন।

হাউস অব কমন্সের অভিনন্দনের প্রত্যু... রাজ্ঞী বলিয়াছেন, মহাসভা বিবেচনা... সকল কাজ করেন সে বিষয়ে তাঁহার ... বিশ্বাস আছে। ইংলণ্ড ও আয়রলণ্ডের ... সম্প্রদায়ে তাঁহার যে স্বার্থসম্বন্ধ আছে, ত... অনুরোধে যেন এ বিষয়ের তর্কের ত্রুটি না...

১৩ ই মে রাত্রিতে গ্লাডষ্টোন সাহেব ... লণ্ডের ধর্ম্মসম্প্রদায়ঘটিত বিল অর্পণ কর... ব্যাটেন ধর্ম্মবিষয়ে অতিশয় গোলযোগ ও ... দুর্ভিক্ষ হইয়াছে।

উৎকল ও বিহারের দুঃখমোচনার্থ ... নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় দুঃখমোচনী সভা এক ... টাকা মূলধন সংগ্রহের বিজ্ঞাপন দিয়াছেন।

লিসবনের বাণিজ্য তিয়ারমোটের ... হইয়াছেন।

মন্ত্রিগণ ও আয়রলণ্ডের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ... ট্রাফলগার স্কোয়ারে এক সভা হই... ইংলণ্ডেশ্বরী স্বয়ং নূতন সেণ্টটমাস হাঁস... লের মূল প্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন।

# গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

## লেপ্টনেন্টগবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

২ ই মে। এচ, করিফ সাহেব জামালপুরের
ন মিউনিসপাল কমিসনর হইবেন।
ত দিন মৌলবী দিলদার হোসেন বিদায়
অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ডেপুটি
ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ডবলিউ, জি,
সাহেব আক্কারিয়া উপবিভাগের ভার
। প্রথম শ্রেণির মাজিষ্ট্রেটের ও সেসিয়নে
করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিবার
পাইবেন।
৩ ই মে। সিংহভূমের ডেপুটি কমিসনর
ডবলিউ, এচ, হেস তথায় ও কটকের
মহলের অন্তর্গত কিয়ঞ্ঝড়ে মাজিষ্ট্রেট
ক্টর ও অধঃস্থ জজের ক্ষমতা পাইবেন।
ড়ে তাঁহাকে করদ মহলের তত্ত্বাবধায়কের
াধীন হইয়া কাজ করিতে হইবে।
ই মে। সৈদ আলি কুলি খাঁ মোজাফরপুর
কাজায় বিশেষ সব রেজিষ্টার হইবেন।
জসাহির থাকবস্তের ডেপুটি কালেক্টর
জোন্স সাহেব ১৮৫৭ অব্দের ৯ আইন
রে ঢাকার ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা
বেন।
ত দিন বাবু রাধাকান্ত বড়ুয়া বিদায় লইয়া
স্থিত থাকিবেন, তত দিন বাবু দ্বারকানাথ
আসামের অন্তর্গত তেজপুরের প্রতি
মুন্সেফ হইবেন।
হকারী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ডব
বি, ওল্‌ডহাম সাহেব মেহেরপুর উপবি
র ভার পাইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজি
ও ডেপুটি কালেক্টরের এবং প্রধানতম
ালয়ে অথবা সেসিয়নে অর্পণ করিবার
মার প্রথম বিচার করিবার ক্ষমতা
বেন।
৩ ই মের গেজেটে বাবু দিননাথ
র নিয়োগের যে বিজ্ঞাপন হয় তাহা
াহা রহিত করা গেল।
ডপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর
আনন্দচন্দ্র সেন কেন্দ্রাপাড়া উপবিভাগের
পাইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের
সিয়নে সমর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম
করিবার ক্ষমতা পাইবেন।
াপ্তেন সি, বি, ভার গল স পদত্যাগ
ত রিচার্ড সামার্স জেঙ্কিন্স সাহেব বিহারের

অশ্বারোহী রাইফল দলের দ্বিতীয়ের পল্টনের
কাপ্তেন হইবেন।

কাপ্তেন আর, এম, স্কিনার পদত্যাগ করাতে ফ্রেডরিক, মিটন হেলেডে সাহেব বিহারের অশ্বারোহী রাইফলদলে সাহরনের পল্টনের কাপ্তেন হইবেন।

যত দিন মৌলবী আলিহোসেন বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন? তত দিন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইশাক বারুঁসি উপবিভাগের ভার পাইয়া সেসিয়নে অর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন।

১৬ ই মে। নিম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা মেদিনী পুরের সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা সভার সভ্য হইবেন।

মেজর কে, ডি, সোম্যন।
লেপ্টনেণ্ট আর, জি, স্মিথ।
টি, মার্টিন সাহেব।
এফ, আডমস।
এচ, জে, এস, কটন।
বাবু কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ।
" " যদুনাথ মল্লিক।

জি, গ্রাণ্ট সাহেব তেজপুরের সাধারণ বিদ্যা শিক্ষা সভার সম্পাদক হইবেন।

ডি, লেসি সাহেব পুরীর সাধারণ বিদ্যা শিক্ষা সভার এক জন সভ্য হইবেন।

জি, টইনবি সাহেব পুরীর সাধারণ বিদ্যা শিক্ষা সভার সম্পাদক হইবেন।

যত দিন এচ, এস, টমসন সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন এস, ডাকষ্টা সাহেব বাখরগঞ্জের ছোট আদালতের প্রতিনিধি জজ হইয়া অধঃস্থজজের ক্ষমতা পাইবেন।

১৮ ই মে। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু যদুনাথ বসু বি, এ, পাটনায় স্থিত হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাচালন করিবেন।

যত দিন এ ডবলিউ, কসাবাট সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন মুরসিদাবাদের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু কালীচন্দ্র ঘোষ জঙ্গীপুর উপবিভাগের ভার পাইবেন।

বাবু রামহলভ দাস ঢাকার অন্তর্গত শ্রীনগর পুরের মুন্সেফ হইবেন।

বাবু প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, বাঁকুড়ার অন্তর্গত রাধানগরের প্রতিনিধি হইবেন।

বাবু রাজকৃষ্ণ সেন দিনাজপুরের অ
মালদহের প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।
১৯ এ মে। জেমস আণ্ডারসন সাহেব ২
গণার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হই
নিম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা কিছু কাল
বিশেষ ডেপুটি কালেক্টরের কাজ করিতেছি
একণে তাঁহাদিগকে স্থায়িরূপে নিম্নতর
কার্য্যের ষষ্ঠ শ্রেণিতে নিযুক্ত করা গেল
বাবু যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি ভারত
জলসেচক কোম্পানির নিমিত্ত
অবধি বেলঘাই পর্য্যন্ত এক রাস্তার
কারণ ভূমি লইতেছিলেন।
বাবু কৈলাশচন্দ্র ঘোষ। ইনি কটকের
করিবার সভার অধীনে ছিলেন।
বাবু অতুলচরণ মল্লিক। ইনি সাহাব
মেয়াড়াতে নিযুক্ত ছিলেন।

—:•:—

আমাদিগের কোরহাটিস্থ সং
দাতা লিখিয়াছেন:—

১। অবগতি হইল, কুমারিয়ার
নৌকায় (ফেরীবোটে) গবর্ণমেণ্ট নি
পয়সা ভিন্ন আর কিছু না পাইলে
পথিকদিগকে পার করিতে চাহে না।
এই মাত্র নয় কর্তৃপক্ষের নির্দ্ধারিত লোক
অতিক্রম করিয়া সময়ে সময়ে অধিক
নৌকায় তুলে এবং ঝড় ও বৃষ্টির সময়ে
করে। অধিকসংখ্যক পথিক একত্রিত না
তাহারা উপস্থিত পথিকদিগকে পার
সম্মত হয় না; অনেক বিলম্ব করিয়া
গকে অনেক ক্ষতি ও বিপদগ্রস্ত করিয়া
কুমারিয়া একটি চর, এ স্থলে রাত্রি উ
হইলে পথিকগণ কোথাও থাকিবার স্থা
না। চতুর্দ্দিগ নদীতে বেষ্টিত, দস্যু তস্করে
বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব, সুতরাং
আচরণ কি ফেরীবোটের মাঝীদিগের ক
ইহাকি নিতান্ত খেদাবহ ব্যাপার নহে? এ
কর্তৃপক্ষ মনোযোগী হন, একান্ত প্রার্থ
শ্রীনগর ষ্টেসনের পুলিষকর্ম্মচারী
অত্যরায় নিরসনপক্ষে
নিতান্ত
২। ইতিপূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট আদেশ ক
লেন, প্রজাগণ কখনও অস্ত্র ব্যবহার এবং
বারুদের ব্যবসায় করিতে পারিবে না
কখন কেহ বন্দুক কিম্বা অস্ত্রান্তর ব্যবহার
তাহা হইলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষীয়গণ তাহা
নিকট হইতে তাহা অবিলম্বে কাড়িয়া
পারিবেন। আবার শুনিলাম, কতিপয়

রাধপরতন্ত্র হইয়া গবর্ণমেণ্ট উক্ত আদেশ
করিয়া, যথারীতি পাশ গ্রহণ করিয়া বন্দু
ব্যবহার করিতে পারিবে; এই আজ্ঞা প্রচার
দেন ; কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে
ও পুলিশ কর্মচারীরা যাহারা লাইসেন্স
লইয়া বন্দুক ব্যবহার করিতেছে.
দিগের হস্ত হইতেও তৎসমুদায় বলপূর্বক
লইতেছেন। ইহার কারণ কি ? গবর্ণ
কি পূর্বোক্ত আদেশ পরিবর্তিত করিলেন।
য় একটা স্থিরতর আদেশ প্রচারিত
করা কর্তব্য।

। এরূপ সংবাদ যে, ঢাকা ছোট আদালত
র জজ বাবু প্রসন্নকুমার দত্ত মহাশয় স্বীয়
স্থান টৈগমার গ্রামে একটী মুদ্রা যন্ত্র (প্রেস)
ন করিলেন। ইহা হইলে বিক্রমপুরের বিল
উক্ত সংশোধিত হইবে সন্দেহ নাই। অভয়
সম্প্রতি সাধারণ হিতকর অনেক কার্য্যে
য় করিতেছেন। পরীক্ষাগার পত্রিকা
অন্যতর প্রধান। অভয় বাবুর উদ্যোগে
র গ্রামে বিদ্যালয়, ডিস্পেন্সারি, পোষ্ট
প্রভৃতি মঙ্গলকর কার্য্যালয় সংস্থাপিত
ছে। সম্প্রতি উক্ত মহাত্মা বিক্রমপুরের বড়
র সহিত যোগ দিয়া টৈগমারপর্য্যন্ত
পথ নির্ম্মাণার্থ ঢাকার কমিসনরবাহাদুর
নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কমিসনর
... অনুমোদিত ২০০০ দুই সহস্র টাকা
দিয়াছেন। ... বাবু ... হইতে তদনুরূপ প্রদান
বেন। ... অনেক ভদ্র
লোকের কল্যাণ ... পরিবর্তিত হইবে।
... মহোদয়গণ যদি
বাবুর অনুকরণ করেন, তাহা হইলে অল্প
মধ্যেই বিক্রমপুর বিলক্ষণ উন্নত হয়
হ নাই।

—:•:—

আমাদিগের গোয়ালিয়রস্থ সংবাদ-
া লিখিয়াছেন।

১। গত ২৬ এ বৈশাখ ... আব
সভাগৃহে আবিসিনিয়ার যুদ্ধে জয়নিব-
অভিনন্দনার্থ একটী সভা হয়। আপনার
বর্গের ... বিবরণটী
রূপে নিম্নে লিখিত হইতেছে; প্রথমতঃ
রাজপথের দুই পার্শ্বে বহু দূর ব্যাপিয়া
র আলোকমালায় সজ্জীভূত হইয়াছিল।



সভামণ্ডপের সম্মুখে তোরণদ্বার প্রস্তুত করিয়া তাহার উপরে বৃহৎ বৃহৎ অক্ষরে "মহারাণী চিরজীবিনী হউন" "মহোদয়গণের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল হউক" ইত্যাদি লিখিত হইয়াছিল। রাত্রি নয় ঘটিকার সময় সভাগৃহ মনোহর ভাব ধারণ করিল। পলেটিকেল এজেণ্ট কর্ণেল সাওয়ার, এক্ষণকার অত্রত্য সৈন্যগণের অধ্যক্ষ কর্ণেল ডিলেমেনপ্রভৃতি সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৩০ জন সাহেব, অত্রত্য প্রধান প্রধান হিন্দুস্থানী ও মহারাষ্ট্রীয় ও অত্রত্য সমস্ত বাঙ্গালী উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্থানাভাবে রাজপথের ও বারাণ্ডার চতুর্দ্দিক লোকপরিপূর্ণ হইল। সকলে স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলে পর, কর্ণেল সাওয়ার সাহেবকে সভাপতির পদে বরণ করা হইল এবং নবীন বাবু দণ্ডায়মান হইয়া প্রথমতঃ ইংরাজ মহোদয়দিগকে ধন্যবাদ করিলেন, তৎপরে সংক্ষেপে অথচ হৃদয়গ্রাহিরূপে আবিসিনিয়ার যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও ফল এবং তজ্জন্য আমাদের আনন্দ প্রকাশ এবং ব্রিটিশ রাজ্যের স্থায়িত্ব ও মঙ্গল প্রার্থনাপ্রভৃতি ব্যক্ত করিয়া উর্দ্দু ভাষাতে আবার হিন্দুস্থানীদিগকে সভার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিলেন। তৎপরে গুজরাসিয়ার শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ চৌধুরী মহাশয় উর্দ্দু ভাষাতে আবিসিনিয়া দেশের বিবরণ, ইতিহাস, সম্রাট থিওডোর কি কারণে ইংলণ্ডীয় ভ্রমণকারীদিগকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন, বর্তমান যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও ফল কি এবং এই যুদ্ধে ইংরাজদের বিপক্ষ রাজারা কি শিক্ষা পাইলেন এবং আমাদের ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রতি কিরূপ রাজভক্তি ও ব্রিটিশ রাজ্যের প্রতি কিপ্রকার আসক্তি ইত্যাদি বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া উপস্থিত মহোদয়গণকে সন্তুষ্ট করিলেন। অবশেষে নবীন বাবু মহারাণী, সর রবার্ট নেপিয়র ও এই যুদ্ধের সৈন্যগণের শুভোদ্দেশে তিনটী "টোষ্ট" এর প্রস্তাব করিলেন। কর্ণেল সাওয়ার সাহেব কহিলেন, এই যুদ্ধে আপনাদের কোন স্বার্থ না থাকিলেও কেবল বন্দীদিগের মুক্তিসাধন ও ইংলণ্ডের সম্ভ্রমরক্ষা বুঝিয়া যে আপনারা এরূপ অভিনন্দন ও হৃদয়ের গম্ভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন, তজ্জন্য আপনাদিগকে মনের সহিত ধন্যবাদ করি, আপনারা যতই স্বাধীনরূপে আপনাদের রাজপুরুষদিগের অনুসরণ করিবেন, ততই আমরা আপনাদিগকে ভ্রাতার ন্যায় আলিঙ্গন করিব।"

২। গত ২৮ এ বৈশাখ প্রাতঃকালে অত্রত্য মহারাজ আবিসিনিয়ার যুদ্ধে জয়লাভহেতু অভিনন্দনপ্রকাশজন্য অভিসমারোহে তাঁহার

ফুলবাগে একটী দরবার করিয়াছিলেন
সময়ে অত্রত্য অনেক ইংরাজ তথায় উপ
হইয়াছিলেন এবং চা পান করিয়া "আ
প্রকাশ করিয়াছিলেন।

৩। এখানে দিন দিন গ্রীষ্মের অসহ্য প্র
প্রাদুর্ভূত হইতেছে। একে সূর্য্যের খরতর
অগ্নিকণবৎ, তাহাতে গিরি ও গৃহসম
প্রস্তরময় এবং উত্তপ্ত হয়। এই সময়ে প
যখন বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন
জীবের সাধ্য যে গৃহের বাহির হয়। কোন
দিন এমন হয় যে, রাত্রি দ্বিপ্রহরপর্য্যন্ত অ
বায়ু বহিতে থাকে। এই বায়ুকে এ দেশের
"লু" কহে। অল্প দিনের মধ্যে স
শীতে ও সূর্য্যোত্তাপে দগ্ধ হইয়া
ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। আর
কত লোকের মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা
বলা যায় না। দীন হীন দরিদ্র লোকের
সময়ে বড় কষ্ট।

গোয়ালিয়রের মহারাজের রাজধানীর
কেবল সেনানিবেশের শৃঙ্খলা ও পারিপাট্য
যরূপে লক্ষিত হয়, নগরমধ্যে মিউনিসি
টির তাদৃশ নিয়ম নাই; আমরা এক দিন
গলির ভিতরে যাইয়া যেরূপ কষ্ট পাই
তাহা বলিতে পারি না। উক্ত গলিকে
লোকে নরক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আমাদের এক প্রিয় বন্ধু (যিনি মহার
কার্য্যপ্রণালী অনেক পর্য্যবেক্ষণ ক
কহিলেন যে, কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে অধিকা
তাদৃশ উদার ভাব বিচক্ষণতা ও বিচার
নাই। এই মহারাজ জয়পুরের মহারাজের
যদি সুশিক্ষিত বিচক্ষণ বাঙ্গালী ক
রাখেন, তাহা হইলে বোধ হয় র
অনেক উন্নত হইতে পারে। শুনি
প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগের মন্ত্রণায়
বাঙ্গালীকে নিযুক্ত করা হয় না। ম
কেহ যদিও তাদৃশ বিদ্বান ও বহুদর্শী ন
কিন্তু বিজ্ঞতা ধর্ম্মনিষ্ঠা ও অন্যান্য
সদ্গুণে বিভূষিত। কিন্তু রাজাদিগের মধ্যে
হাবসী, ব্রাহ্মণসেবা, দানকার্য্যপ্রভৃতি
কার্য্যের গৌরব শ্রবণ করা যায়, ইহাঁর
সকল কার্য্যের অনেকগুলিতে উৎসাহ আ

—:•:—

## প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পা
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! যেমন অসংখ্য তারকাপুঞ্জ
মণ্ডলে বিরাজিত থাকিতেও একমাত্র শ
অভাবে চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় হয়, সেই

দীঘীস্থ বাবু সারদাপ্রসাদ রায় মহোদয়ের
কাস্তরগমনে আমাদের এ অঞ্চল অধিক
ধ; সহোদর বাবু বিদ্যমান থাকিতেও এক
ায় শূন্যপ্রায় হইয়াছে। যদিও আমরা
কালের জন্য তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তিদর্শনে
ত হইলাম; কিন্তু তিনি যেসকল কীর্ত্তিস্তম্ভ
য়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে আমাদের
মন্দির হইতে কখন অন্তর্হিত হইবেন, এরূপ
হয় না। বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে
র সন্তানাদি নাই। তাঁহার ভাগিনেয়
মোহন রায় (যাঁহাকে তিনি পুত্ররূপে
ন পালন করিতেন) উইল অনুসারে সমস্ত
ের উত্তরাধিকারী হইবেন। ললিতমোহনের
ম ন্যূনাধিক দ্বাদশ বৎসর। এই সময়
তাহার বিদ্যোন্নতি ও ধর্ম্মোন্নতিবিষয়ে
ে বিধান করা কর্ত্তব্য। যে শিক্ষকের উপরে
র শিক্ষাভার নিক্ষিপ্ত হইবে, অগ্রে তাঁহার
িত্রতা বিশেষরূপে পরীক্ষা করা উচিত।
যাইতেছে, মৃত বাবুর সহধর্ম্মিণী, অতি
বতী ও গুণবতী এবং যাহাতে তাঁহার
য় স্বামীর কীর্ত্তিকলাপ সুরক্ষিত হয়, তদ্বি-
বিশেষ যত্নবতী হইয়াছেন। আমরা শুনিয়া
ানন্দিত হইলাম, তাঁহার ভাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত
যোগেন্দ্রনাথ রায়ের উপর জমীদারী পর্য্য-
েরে ভার ন্যস্ত হইয়াছে। যোগেন্দ্র বাবুকে
বিশেষরূপে জানি, তিনি যে প্রকার প্রশস্ত
শান্তপ্রকৃতি এবং দয়ালুস্বভাব, তাহাতে
র তত্ত্বাবধানকালে প্রজাগণ যে অপেক্ষা-
সচ্ছন্দে কালযাপন করিবে, তাহাতে অণু
সন্দেহ নাই। সত্য কথা কহিতে হইলে
র করিতে হইবে, যে তত্ত্বাবধানদোষেই
আর অন্য কোন কারণেই হউক, সারদা
জমীদারির মধ্যে বিলক্ষণ প্রজাপীড়ন
থাকে। যোগেন্দ্র বাবু যদিও বুদ্ধিমান
শিক্ষিত হইয়াছেন; কিন্তু তিনি প্রমকাতর
বিষয়কার্য্যে অনভিজ্ঞ; সুতরাং তাঁহাকে
বিস্তৃত জমীদারি দেখিতে হইলে কর্ম্মচারী
র উপর পদে পদে নির্ভর করিতে হইবে;
সেকেলে সেহাথতে স্বার্থপর, ধর্ম্মজ্ঞান-
অল্পবেতনভুক আমলাদিগের উপরে
করিতে হইলে বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক
চার হইবার সম্ভাবনা। অতএব জমিদারির
লা, প্রজাবর্গের প্রতি অত্যাচারনিবারণ
সরকারী ক্ষতিনিবারণকল্পে আমরা এই
করিতেছি যে, পর্য্যাপ্ত বেতনে এক জন
ত্র কৃতবিদ্যকে নিযুক্ত করা উচিত। তিনি
রিসংক্রান্ত সকল বিষয়ে যোগেন্দ্র বাবুর

সর্ব্বকারিতা করিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট এইপ্রকার লোক অনায়াসেই পাওয়া যাইতে পারে।

১৮৫৬ খৃঃ অব্দের এপ্রেল মাসে চকদীঘীস্থ গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বিদ্যালয়টী স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে যদিও চকদীঘীর অন্যান্য বাবুরা সাহায্য করেন, কিন্তু একমাত্র সারদা বাবুর যত্নাতিশয়েই যে বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। রীতিমত তত্ত্বাবধানবিরহে বিদ্যালয়টী যে আশানুরূপ ফল প্রদান করিতে পারে নাই, ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রসংখ্যার গণনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। অর্থের অনাটনই পল্লীগ্রামস্থ অধিকাংশ বিদ্যালয়ের হীনাবস্থার প্রধান কারণ; কিন্তু চকদীঘীর ইস্কুলের সে অনটন কখনই হয় নাই। বাবু সীতানাথ মুখোপাধ্যায়, বাবু চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং উপস্থিত প্রধান শিক্ষক বাবু ক্ষেত্রমোহন সেনের সময়ভিন্ন বিদ্যালয়টীর কখন উন্নত অবস্থা হয় নাই। আমরা প্রামাণিক লোক মুখে শুনিলাম, মৃত বাবুর গুণবতী ভার্য্যা স্কুলটীকে এককালে (ফ্রী) অবৈতনিক করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন; অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য, অন্যান্য অংশীদারের অংশ এবং ছাত্রদের বেতন পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত ব্যয়ভার আপনি বহন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার মহাশয়তার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে বটে; কিন্তু এ প্রস্তাবে আমরা অনুমোদন করিতে পারিলাম না। গবর্ণমেণ্ট সাহায্য পরিত্যাগ করিলে তত্ত্বাবধানের ব্যাঘাত ঘটিবে এবং পরিশেষে বিদ্যালয়টী জমীদারী আসবাবস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে। তবে অন্যান্য অংশীদিগের অংশ এবং ছাত্রদিগের বেতন গ্রহণ না করেন, তাহাতে ক্ষতি নাই। কারণ আমাদের প্রদেশে অধিকাংশ লোকই নিঃস্ব; রীতিমত আপন আপন সন্তানের বেতন দিতে অক্ষম। বেতন না লইলে ছাত্রসংখ্যা দ্বিগুণ হইবারও সম্ভাবনা। শীঘ্র যাহাতে ডিস্পেন্সারির নিকটে একটী স্কুল গৃহ নির্ম্মিত হয়, তদ্বিষয়ে আমরা অনুরোধ করিতেছি।

চকদীঘীতে যে একটি ডিস্পেন্সারি আছে, ইহা অনেকেই অবগত আছেন। চিকিৎসক মহাশয় কিম্বা তাঁহার অধীন কর্ম্মচারীদের অনবধানতানিবন্ধন বা গবর্ণমেণ্টের ঔষধদানে কৃপণতা অথবা নিয়মের দোষেই হউক, মধ্যে মধ্যে উক্ত ডিস্পেন্সারির অনেক বিশৃঙ্খলার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। পোষ্ট আফিসটীর কার্য্যও সম্পূর্ণরূপে সন্তোষজনক নহে। কারণ

কখন কখন উপর্য্যুপরি ৪। ৫ দিবসের প
এক সময়ে পাওয়া যায়। মৃত বাবুর
অনুসারে চকদীঘীতে একটী অতিথিশালা
প্রতিষ্ঠিত হইবে। উহার প্রকৃত উদ্দেশ
এবং কি প্রণালীতে উহার কার্য্য চলিবে,
আমরা এ পর্য্যন্ত বিশেষরূপ অবগত
আমাদের বিবেচনায় যাহারা বার্দ্ধক্য,
অথবা কতাশক্তাপ্রযুক্ত পরিশ্রম করিয়া জী
নির্ব্বাহ করিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম, তাহা
এবং অনাথ বালক বালিকাদিগকে (যা
রক্ষণাবেক্ষণের কেহ নাই) আশ্রয় দেওয়
শাক। আর যেসকল প্রতিবেশবাসিনী ভ
কামিনীর পতি পুত্রপ্রভৃতি ভরণপোষ
কেহ নাই অথচ যাঁহারা ভিক্ষার্থিনী হইয়া
বাহির হইতে পারেন না, তাঁহাদের
প্রকার বিধান করিতে পারিলেও ভাল হয়
নিয়ম করিয়া দেওয়া উচিত যে, ঐ অনা
অন্তঃপুরে সারদাবাবুর গৃহিণীর নিকটে আ
করিবেন এবং তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য
হইবেন। বিদ্যালয়, ঔষধালয়, ডাকঘর
সম্মিলিত অনাথাশ্রমটী রীতিমত চলিয়া
সুরূপ উক্ত ফল প্রসব করিয়া দেশের
মঙ্গলসাধন করিতে থাকে, ইহাই আ
একান্ত বাঞ্ছনীয়; কিন্তু নিয়মিত তত্ত্ব
ব্যতিরেকে তাহা হইবার কোন সম্ভাবনা
অতএব একটী স্থানীয় সভা করিয়া সভার
তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত করা উচিত।
যে নিয়মাবলী করিবেন, তদনুসারেই
হইবে। আমরা নিম্নলিখিত ভদ্রলোকদি
লইয়া সভা করিবার প্রস্তাব করিতেছি।

সভাপতি।

মান্যবর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

সহকারী সভাপতি।

শ্রীযুক্ত বাবু বেণীমাধব বসু
ঐ " দ্বারকানাথ মিত্র
ঐ " পশুপতি চট্টোপাধ্যায়
ঐ " পরমানন্দ মুখোপাধ্যায়
ঐ " শ্রীরাম ভট্টাচার্য্য
ঐ " উমেশচন্দ্র মিত্র
ঐ " কৃষ্ণলাল বিশ্বাস
ঐ " গোলগোবিন্দ মিত্র
ঐ " কাশীনাথ রায়
ঐ " চকোরলাল রায়

অবৈতনিক সম্পাদক

ঐ " যোগেন্দ্রনাথ রায়।

সহকারী সম্পাদক

ঐ " ক্ষেত্রনাথ সেন (প্রধান শিক্ষ

—১১০—

ভাপং মৃত মহাত্মার একটী প্রস্তরময়ী
স্থাপিত হয়, ইহাও আমাদের একান্ত

ঠা জ্যৈষ্ঠ )

বাং
৭৫

—১০।—

প্রজাবর্গের অনিষ্টনিবারণজন্য কৃপামু
মস্ত বিচারালয়সংস্থাপন করিয়া বিচারক
নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহাদিগের
ও যাঁহাদিগের সাহায্যে সুবিচার হইবে,
রা যদি নিজে অধার্ম্মিক হন, তাহা হইলে
ই দুষ্টের দমন হয় না। অতএব অগ্রে
দের ধার্ম্মিক হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।
জন অন্ধ যেরূপ অন্যকে পথপ্রদর্শন
ত পারে না, সেইরূপ অধার্ম্মিকেরা অন্য
র্ম্মিক লোককে ধর্ম্মপথে লইয়া যাইতে
হয় না। উকিল ও মোক্তার মহাশয়দিগের
বিচারকার্য্য অধিকতর নির্ভর
রছে। তাঁহারা যখন আপন আপন মক্কে-
পক্ষ লইয়া বক্তৃতা করেন, তখন নিজের
লের দোষসত্ত্বেও মধ্যে মিকে না তাকা-
ক পক্ষে সমর্থন জন্য পরস্পর। বাদানু-
লিপ্ত হয়েন। যদি উকীল ও মোক্তার
... নিজের মকদ্দমা এক কালে
না লয়েন, তাহা হইলে ...
দের অর্থের কিছু লাঘব হয় বটে, কিন্তু
নং বিচারালয়সংস্থাপন করা ও বিচার
নিয়োগ করা যে উদ্দেশ্য সফল হইতে
এবং ক্রমে লোকে মিথ্যা মকদ্দমা করিতে
সাহসী হয় না। সুতরাং দুষ্টের দমন সহ-
হইয়া উঠে। কিন্তু দেখা যায় যে, উকীল
রান মহাশয়েরা নাস্তিক পাষণ্ডদিগের ন্যায়
দের উদ্দেশ্য এককালে বিস্মৃত হইয়া
র দাস হইয়া পরম পদার্থ ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন
যে সে মকদ্দমা গ্রহণপূর্ব্বক অর্থ উপার্জ্জন
এবং বাহিরে আপনাদিগকে পরম ধার্ম্মিক
ক বলিয়া লোকের নিকটে পরিচয় দেন।
প্রতি এই বহরমপুরে এইরূপ একটী
র উপস্থিত। তাহা সাধারণের গোচর করি
মানসে তাহার স্থূল বিবরণ নিম্নে প্রকাশ
তেছি, পাঠক মহাশয়গণ উকীলদিগের অধ
ভাব স্পষ্টই দেখিতে পাইবেন।
এখানকার জাইন্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট একটী
মারপিটের মকদ্দমা উপস্থিত। বিনি মুদ্দিয়া-
তিনি তাহার উকীলের নিকট স্বীকার
াছেন এবং উকীল মহাশয় নিজেও স্পষ্টই
ত পারিয়াছেন যে বাস্তবিকই আমার

মক্কেল মারিয়াছে। তিনি বুঝিতে পারিয়াও
আপনার মক্কেলের পক্ষসমর্থন করিতেছেন,
অধিকন্তু যে মার খাইয়াছিল, তাহাকে
শাস্তি দিবার জন্যও চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এই
কি উকীল মহাশয়দিগের ধর্ম্ম? এই কি তাঁহা
দিগের ভদ্রতা? এই কি তাঁহাদিগের এত কাল
পরিশ্রমের বিদ্যার ফল? অর্থপিশাচ হইয়া
ধর্ম্মকে ও হিতাহিতজ্ঞানকে (কনসেন্সকে)
নষ্ট করা কি তাঁহাদিগের ন্যায় লোকের কর্ত্তব্য?
যদি তাঁহাদিগের নিজের কর্ত্তব্যবোধ না হইল,
তবে তাঁহারা কিরূপে অন্যকে কর্ত্তব্য বুঝাইবার
চেষ্টা করেন? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অন্ধ কখন
অন্ধকে লইয়া যাইতে পারে না। কোথায়
উৎপীড়িত ব্যক্তিরা রাজার আশ্রয়গ্রহণ করিয়া
শান্তিপ্রাপ্ত হইবে, না তাহারা অর্থপিশাচ উকীল
মোক্তারদিগের জালে জড়িত হইয়া আরও
বিপদে পতিত হয়। এক্ষণে উকীল ও মোক্তার
মহাশয়দিগের নিকট আমার এই প্রার্থনা যে,
তাঁহারা নিজে ধার্ম্মিক হইতে শিক্ষা করুন, তাহা
হইলে প্রজাহিতৈষী গবর্ণমেণ্টের ও ধার্ম্মিক
লোকদিগের উদ্দেশ্য সফল হইবে ও সেই সঙ্গে
তাঁহাদেরও অর্থোপার্জ্জন হইতে পারিবে।

উপসংহারকালে গবর্ণমেণ্টসমীপে আমার
নিবেদন এই যে, গবর্ণমেণ্ট যেমন উকীল ও
মোক্তারদিগের বিদ্যা বুদ্ধির পরীক্ষাগ্রহণ
করিয়া তাহাদিগকে ওকালতী ও মোক্তারি
করিতে অনুমতি দিবেন, তেমনি তাঁহাদের
সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর যে ধর্ম্ম এবং চরিত্র তাহার
যেন পরীক্ষা করেন। নতুবা জ্ঞানবান অথচ
নাস্তিক পাষণ্ড উকীল ও মোক্তারদিগের দ্বারা
প্রজাবর্গের শান্তিলাভ দূরে থাকুক, বরং পাপের
স্রোত অধিকতর প্রবাহিত হইতে থাকিবে।

বহরমপুর
১২৭৫
৩রা জ্যৈষ্ঠ

এক জন পাঠক

—১০।—

ভবানীপুর লণ্ডন মিসনরি সোসাইটীর ইনষ্টি
টিউসনের অধ্যক্ষ মান্যবর শ্রীযুক্ত রেবরেণ্ড
জে, পি, আষ্টন সাহেব যেরূপ শারীরিক ও
মানসিক পরিশ্রমসহকারে বিদ্যালয়ের উন্নতি সা
ধনে যত্নশীল হইয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই প্রতী
য়মান হইতেছে যে, অত্যল্প কালের মধ্যে বিদ্যা
লয়টীর সবিশেষ উন্নতি হইয়া উঠিবে। তিনি
ও আর কয়েকটী বিজ্ঞবর সুশিক্ষক একণে উপ
রিস্থ শ্রেণীগুলিতে সবিশেষ যত্নের সহিত অধ্যা
পনা কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন।

বিদ্যালয়াধ্যক্ষ মহাশয় কেবল দিবসে ছাত্র
দিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিয়া ক্ষান্ত থাকেন
তিনি রজনীযোগে সময়ে সময়ে বি, এ, শ্রে
ছাত্রদিগকে আপন আলয়ে আনাইয়া দূরবী
যন্ত্রাদি দ্বারা চন্দ্রের ও নক্ষত্রগণের গতি
প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সম্পাদক মহা
তিনি উচ্চশ্রেণীস্থ ছাত্রগণের বিদ্যাশিক্ষা
যেরূপ পরিশ্রম স্বীকার করিতেছেন,
লেখনীদ্বারা লিখিয়া শেষ করা যায় না।
বিদ্যোৎসাহী পরোপকারী মহাত্মার কোন
ত্রুটী দর্শন করিলে কোন্ ব্যক্তির হৃদয়
পরিতাপিত না হয়? মহানুভব আষ্টন
বিদ্যালয়ের কালেজ ডিপার্টমেণ্টের
শ্রেণীর উন্নতি জন্য বিশেষ যত্নশীল আ
কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, তিনি নিম্ন শ্রে
শিক্ষকগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াও
না। ঐ শিক্ষকগণের অতিশয় দুরবস্থা।
দিগের অবকাশকাল ও বেতন অতি
সম্পাদক মহাশয়! অল্প বেতনে কি কোন
তর কার্য্য সাধিত হইতে পারে? শিক
কার্য্য বড় সহজ নহে। সমাজের উন্নতি
নতি শিক্ষকদলের উপরে বিশেষরূপে
করে। অতএব শিক্ষকগণ যাহাতে সন্তুষ্ট থা
প্রত্যেক বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়কের সে
যত্নশীল হওয়া উচিত। অতএব আমার নি
এই যে, মহামান্যবর আষ্টন সাহেব যখন
লয়ের উন্নতির নিমিত্ত যত্নশীল হইয়াছেন,
নিম্নশ্রেণীস্থ শিক্ষকগণের বেতনবৃদ্ধিপ্র
প্রতি দৃষ্টিপাত করা তাঁহার একান্ত আবশ
তাহা হইলে তাঁহারা কায়মনোবাক্যে স
যত্নসহকারে অধ্যাপনাকার্য্য সম্পন্ন করি
বিদ্যালয়েরও অধিকতর উন্নতি হইবে।

১৮৬৮। ১১ই মে

একান্ত ব

চক্রবেড়ে নি

—১০।—

সম্পাদক মহাশয়! আমি অনেক দিন
এদেশ ওদেশ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে
ভ্রমণ করিতে করিতে কত দেশে কত
আশ্চর্য্য ব্যাপারই অবলোকন করিলাম
বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বাকিগঞ্জের হা
এক অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়াছি তাহার কাছে
লাগে না। তথায় দেশান্তর হইতে নানাবি
সামগ্রী বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়াছে।
হাটের শোভাদর্শনার্থী হইয়া উভয় পার্শ্বস্থ
শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী পথে ভ্রমণ করিতে লাগি
তন্মধ্যে এক স্থানে লোকের জনতা দেখি
ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয়!
অত লোকের গোল কেন? তিনি উত্তর
লেন কেন? আপনি কি এখানে কখন
নাই? ওখানে ছোট ছোট কন্যা বিক্রয়

ছ। এ কথা শুনিবামাত্র আমার বোধ হইল,
ন ব্যঙ্গ করিতেছেন। আমি কহিলাম, মহা-
! কি রহস্য করিতেছেন আপনি জানেন না
পরেজের মুলুক, ছুঁতে মাছি কাটে। এখানে
ষ বিক্রীর নাম করিলে তাহার দণ্ড হয়
কহিলেন, সে কি মহাশয়! আপনি জানেন
ই হাটে অল্পবয়স্কা কন্যা বিক্রয়ের অনুম ক
ক আমার কথায় প্রত্যয় না যান একটু
গিয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদভঞ্জন করুন।
আমি মনে করিলাম; তা হতেও পারে।
কালে শুনা ছিল চেতলার হাটে মানুষ
হয়, তা এখানেও হবে তার আশ্চর্য্য কি।
এঁর কথা যদি সত্য হয়, তা হলে আমারই
ভাল। এত দিনের পর বুঝি এই আইবড়
জ বামুনটার কপাল ফিরিল। যদি এই
গে একটা ছোট মোট মেয়ে হাতে লাগিয়া
তাহা হইলে বাপ পিতামহের একটা পিণ্ডের
পনারও অসময়ে এক ঘটী জলের সংস্থান
ত পারে। অনন্তর অনেক কষ্টে ভিড়
ক। বিক্রয়স্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম,
সত্যই ২।৩ হইতে ক্রমে ১২।১৩ বছরের
অনেকগুলি কন্যা তথায় বিক্রয়ার্থ
ত হইয়াছে। তন্মধ্যে কতকগুলির রূপ
দেখিয়া আমার মন আহ্লাদে নৃত্য
ত লাগিল। মনে করিলাম এত দিনের পর
প্রজাপতি এ অভাগার প্রতি সদয় হলেন।
য়ের মধ্যে একটা না একটা অবশ্যই
ত পারিবে। দেখিলাম, কতকগুলি দালাল
তঃ ভ্রমণ করিয়া ক্রেতৃগণকে আহ্বান
তছেন। কন্যা পাইবার জন্য সকলেই
তাঁহাদিগের উপাসনা করিতেছেন।
করিয়া দিতে পারিলে তাঁহারা শতকরা
কা দালালি ও কখন কখন আরও কিছু
ুক্কা পাইয়া থাকেন। একটী ১৩ বছরের
কাছে কতকগুলি খরিদদার একত্র মিলি
দেখিয়া আমি সে স্থানে উপনীত হইলাম,
নে বিক্রেতার সমর্দ্ধ কড়া কড়া কথা
। তাঁহারা সকলেই খ হইয়া আছেন।
ীর রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া দরের কথা
সা করিব করিব মনে করিতেছিলাম, এমত
প্রায় ৭০ বছরের এক বুড়ো আসিয়া
লের কাণে কাণে ৭৫০ টাকা দর দিলেন,
আমি অমনি অমনি পাশ কাটাইলাম।
পর একটী বছর সাতেকের মাঝারি গো-
য়ে দেখিয়া দরের কথা সুধাইলাম। কিন্তু
অধিকারী ৪৫০ হাঁকিয়া বসিয়া আছেন,

দালাল মহাশয় বলিলেন, অনেকে ৩৫০ উঠিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার মন উঠে নাই। এখানেও ডাল গলিবে না ভাবিয়া আর একটী ঐ রকমের কিছু ছোট দেখে দর করিতে গেলাম। তাহার অধিকারিণী স্ত্রীলোকটী যে দরের কথা বলিলেন, তাহাতে এক দিন খাওয়া যাইতে পারে কিন্তু তিনি যে আসবাবের ফর্দ্দ দিলেন তাহার সরবরাহ করা আমাদের সাধ্য নয়; অনন্তর যে দিকে কাঁদা খোঁড়া প্রভৃতি বিকলাঙ্গগুলি বিক্রয় হইতেছে তথায় গিয়া দেখিলাম, তাহারাও পড়িতে পায় না। তৎপরে যেখানে ছোট ছোট বাচকানিগুলি বিক্রয় হইতেছে, সে দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলাম। কিন্তু তাহার মধ্যে কোনটীর গায়ে সুতিকাগন্ধ কচ্চে, কোনটী বা আজিও দুধ ছাড়ে নাই। আমার যা পুঁজি পাটা ছিল, তাহাতে ঐ রকমের একটী পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু লইতে ভরসা হইল না। জানি কি যদি এক বালদায় কর্ম্ম কাবার হইয়া যায়। মহাশয়! ঐ হাটের এক দেশে আবার কন্যা বিনিময়ও হইতেছে দেখিলাম। যাঁহারা বদ-লাই করিতেছেন, তাঁহাদিগের বড় কষ্ট নাই। কারণ সওদা সহজেই হইতেছে; কিন্তু তাহাতে কোন না কোন পক্ষের ঠকা হইতেছে। সম্পাদক মহাশয়! আপনি ত ইষ্টক প্রেততত্ত্ব হইতে রাজনীতিপর্য্যন্ত সকল বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন; এই বিষয়ের জন্য এক বার কলম ধরিয়া রাজপুরুষদিগের যদি একটু বাগ ফিরাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে অনেক শ্রোত্রিয় ও বংশজ বামুনের বংশরক্ষা হইতে পারে। যেখানে তাঁহারা বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছেন, সেখানে কন্যার বয়ঃক্রম ও রূপ লাবণ্য অনুসারে উহার শ্রেণীবিভাগ করিয়া মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিলে আমাদিগের মত হতভাগাদিগের এক দিন গতি লাগিতে পারে। দেখুন, সহরে গাড়ি পালকি প্রভৃতির ভাড়া নিরূপিত হইয়াছে, ঐ হাটের কন্যাগুলির একটী দর নির্দ্ধারিত করিয়া দিলে যদি দেশের কিছু প্রজাবৃদ্ধি হয় তাহাতে হানি কি?

ইলামবাজারগুলাই }
১৫ ই মে ১৮৬৮ } এক আইবড়।

—:০:—

## মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীময় চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা ১২৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ১০
" " শ্যামাচরণ রায় চৌধুরী মেদিনীপুর ১২৭৫ জ্যৈষ্ঠ হইতে শ্রাবণ ৩৮০
" " আশুতোষ মিত্র রাজপুর
" " মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত কলিকাত

:০:

## সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী

## বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে
স্থলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা
ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফস্বলে ডাক
সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং
সিক ৩৮০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম
গ্রহণ করা যায় না। চেক্, বরাত্তি চিঠি,
অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অ
যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই
দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন,
যেন এক অথবা আধ আনার অধিক
ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্র
মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি
শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে
ইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত
আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে
লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত
গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহা
একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ
যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং
হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের
ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ
বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে
করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি
আনা তাহার পর ৴১০ আনা দিতে হই
যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা
বেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ
মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের দ
চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বি
ভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃক
প্রকাশিত হয়।

৩


# সোমপ্রকাশ

—১১৩—

• ৮ ভাগ

সংখ্যা।

“ প্রযত্নানাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।

মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা।

সন ১২৭৫। ২০এ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৬৮। ১ লা জুন

মফস্বলে মাসুলসমেত অগ্রিম বার্ষি
ষাণ্মাসিক ৭. ও ত্রৈমাসিক ৩৮·


## বিজ্ঞাপন।

সম্প্রতি সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়ের নূতন বন্দোবস্ত হওয়াতে শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ তাঁহার উপরে বিল ও চিঠি পত্রাদি স্বাক্ষর ভার সমর্পণ করা হইয়াছে।

—:০:—

### ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

কয়লাপ্রভৃতির গাড়ি
ভাড়ার নিয়ম।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আগামী ১ লা জুলাই অবধি খনিজ দ্রব্য সম্পর্কে “ গাড়ির পূর্ণ বোঝাই ” এই কথার অর্থ এই রূপ বুঝিতে হইবে যে প্রতি গাড়িতে যত অধিক মাল ধরিতে পারে তাহার ... টন করিয়া ন্যূন থাকিবে। যাঁহারা যত মাল পাঠান না কেন, তাহাঁদিগকে সেই ... টন কম যে মাল তাহার ভাড়া দিতে হইবে। কিন্তু কেহ যদি উপরি উক্ত “ পূর্ণ বোঝাইয়ের ” অধিক মাল পাঠাইতে চান তাঁহাকে সেই বেশী মালের নিমিত্ত স্বতন্ত্র ভাড়া দিতে হইবে।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে হৌস
ফেয়ারলী স্কোয়ার
কলিকাতা ২২ এ মে } সিক্রেটরী
এজেন্সি বোর্ড।

—:০:—

### ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

কয়লার কণ্ট্রাক্ট।

১৮৬৮ অব্দের ১ লা জুলাই অবধি ছয় মাস এই কোম্পানির পাথরিয়া কয়লা লইবার প্রয়োজন হইয়াছে। যাঁহারা উহা সরবরাহ করিবার টেণ্ডর দিবার ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তি ১০ ই জুনের দুই প্রহরপর্য্যন্ত তাঁহাদিগের নিকট হইতে তাহা গ্রহণ করিবেন। আবেদন করিলে টেণ্ডরের ফরম পাইতে পারিবেন।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে
ফেয়ারলী স্কোয়ার
কলিকাতা ২৭এ মে } সিক্রেটরী
এজেন্সি বোর্ড।

—:০:—

মহাকবি দণ্ডাচার্য্যের কৃত দশকুমার চরিতের পূর্ব্বপীঠিকা নেপালস্থ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়বল্লভ শর্ম্ম কর্ত্তৃক এই প্রথম প্রকাশিত এবং দেবনাগরাক্ষরে মুদ্রিত হইল। মূল্য ॥০ আট আনা ডাক মাসুল এক আনা।

কলিকাতা সংবাদ
জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্র
নিমতলা ষ্ট্রীট
৩২ সংখ্যক ভবন } শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক

—:০:—

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে, ১৮৬৮ ইং ১৬ ই জুন মঙ্গলবার বেলা দুই প্রহরের সময় ৫ ফুটের ন্যূন উচ্চ ও বাচ্চা সরকারি হস্তিসকল ঢাকা সরকারী পিলখানাতে সর্ব্বোচ্চ ডাকে নীলাম হইবেক। ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিগণ উক্ত দিবস প্রোক্ত স্থানে গিয়া ক্রয় করিতে পারিবেন। ইতি সন ১৮৬৮ ইং ৬ ই মে।

ঢাকা
অফিস } আর, ডি, নথন
সেনা সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট।

—:০:—

### বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ ১৯ নং জোড়া বাগান।

ভাড়া দেওয়ার নিমিত্ত।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা ভাড়া লইতে ইচ্ছা করেন, স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডার্স আরবো
থনট এবং কো

———

### পুরাণপ্রকাশ।

কলিকাতা মুজাপুর আমহার্ষ্টসের ... কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে পুরাণপ্রকাশনামক ... স্থিক পত্র প্রতিমাসে এক বা দুই খণ্ড ... প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেক ... পরিমাণ ৮০ অশীতি পৃষ্ঠা। ইহাতে ক্রমশ ... দশ পুরাণ ও উপপুরাণ বাঙ্গালা অনুবাদ ... প্রকটিত করিবার কল্পনা আছে। প্রথমতঃ ... পুরাণ অনুবাদ ও শ্রীধরগোস্বামিকৃত টীকা ... মুদ্রিত হইতেছে। ১ লা বৈশাখ ... আরম্ভ হইয়াছে। যিনি ইহার গ্রাহক হইতে ... লাষী হন, তিনি কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যা... আমার নিকট পত্র ডাকমাশুল ও প্রতি ... মূল্য অগ্রিম ॥০ আট আনা করিয়া পাঠাই... যাঁহারা নিয়মিত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত নহেন, ... দের নিকট প্রত্যেক খণ্ড নগদ ১ এক ... মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে।

১৭ ই চৈত্র
১২৭৪। } শ্রীজগন্মোহন শর্ম্ম...

———

সংস্কৃত মেদিনীকোষ দুরূহ শব্দের ... সমেত উত্তম নাগরাক্ষরে যত্নপূর্ব্বক মুদ্রি... তেছে। যিনি গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন ... ঢাকা কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ... সোমনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট ... কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে বা কাব্য... যন্ত্রে আমার নিকট পত্র পাঠাইবেন।

১৭ ই চৈত্র ১২৭৪
সংস্কৃত বিদ্যালয়। } শ্রীজগন্মোহন শ...

## বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলম নানা [illegible] পাওয়া যায়। মফস্বলে, ঘড়ী অঙ্গুরি [illegible] থাকি এবং পুস্তকাদিতে এক [illegible] কমিসন দি। যদি কেহ অধিক [illegible] দ্রব্যাদি লন পাইকেড়ী দরে পাইবেন।

| | টাকা |
|---|---|
| [illegible]সিন্ধু প্রথম খণ্ড | ৫ |
| ঐ দ্বিতীয় খণ্ড | ৪ |
| [illegible]ভগবদ্গীতা [illegible] ও বাঙ্গালা সম্বলিত | ২॥০ |
| শব্দসিন্ধু | ২ |
| শব্দাবলী | ২ |
| শব্দার্থ প্রকাশিকা | ৩ |
| শব্দার্থরত্নমালা | ৫ |
| [illegible]প্রচারিকা | ৩ |
| [illegible] | ৫ |
| [illegible] | ৩১ |
| [illegible]বিদ্যাসাগর[illegible] টীকা [illegible] | ২ |
| [illegible] | ২ |
| [illegible] | ১০ |
| [illegible]কাব্য | ১ |
| [illegible] | ৩ |
| [illegible] | ১ |
| [illegible]মালা | ৩ |
| [illegible]বিলাস | ৮ |
| [illegible] | ২ |
| [illegible] | ৩ |
| [illegible] | ২॥০ |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | ১ |
| [illegible] | ১ |
| [illegible] | ২ |
| [illegible] | ১ |
| [illegible] | ১ |
| [illegible] ইতিহাস | ১॥ |
| [illegible]র ইতিহাস | |
| [illegible] | ১॥ |
| [illegible] নাটক | ১ |
| [illegible]নির্বর্ত্তক নাটক | ১ |
| [illegible] | ॥ |
| [illegible] নাটক | ৮০ |
| [illegible] বাঙ্গালা [illegible] | ১॥০ |

[illegible] শ্রী[illegible]

| | টাকা |
|---|---|
| [illegible] | ১॥০ |
| [illegible] | ৩ |
| [illegible] | ১ |
| [illegible] | ৭ |
| [illegible] | ৫ |
| [illegible] | ৩ |
| [illegible] | ৫ |

[illegible]

| | টাকা |
|---|---|
| [illegible] | ৮ |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | ১৸৶ |

কলিকাতা। [illegible] খ্রীঃ ১৮৬৮। শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় পুস্তকবিক্রেতা।

---

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান। সর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সোনা দিয়া নূতন বাঁধান [illegible] টাকা। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—[illegible] টাকা।

শ্রীআনন্দচন্দ্র [illegible]

---

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ঐ [illegible] উহার [illegible] যদি কাহার [illegible] পাঠাইয়া দিবেন।


---

## [illegible] নদী।

সন ১৮৬৮ [illegible] ২১ এ [illegible] রিপোর্ট।

| স্থানের নাম | ফুট | ইঞ্চ |
|---|---|---|
| মহানার উপর [illegible] | ১০ | ১ |
| মহানায় | ১১ | ২ |
| তথা হইতে [illegible]পুর পর্য্যন্ত (১১[illegible] মাইল মধ্যে) | ৩ | [illegible] |
| [illegible]পুর হইতে বহরমপুর পর্য্যন্ত (৪৬ মাইল মধ্যে) | ৩ | ৯ |
| বহরমপুর হইতে কাটওয়া পর্য্যন্ত (৫০ মাইল মধ্যে) | ৩ | ০ |
| কাটোয়া হইতে নবদ্বীপ পর্য্যন্ত (৪৬ মাইলের মধ্যে) | [illegible] | |

সন ১৮৬৮ মে মাহার ১৬ তারিখে ব[illegible] গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ॥ ফুট [illegible] ২

বহরমপুর ১৬ ই মে ১৮৬৮। শ্রীযুক্ত পি, [illegible] এক্সিকিউটিব ইঞ্জি[illegible] বহরমপুর ডিবিসন

---

## সোমপ্রকাশ।

২০ এ জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

### বাল্যবিবাহ ও হিন্দুসমাজের পরিবর্ত্ত।

দিন দিন হিন্দুসমাজের বহুতর প[illegible] বর্ত্ত হইতেছে। [illegible] বাল্যাবধি [illegible] পরিবর্ত্ত দর্শন করিলাম, তাহা যদি এ[illegible] গণনা করিয়া দেখা যায়, হৃদয় বিস্ময়[illegible] আপ্লুত হইয়া উঠে। দশবৎসরপু[illegible] কোন পল্লীগ্রামে প্রবিষ্ট হইলে [illegible] হইত, বাঙ্গালিরা কেবল ক্রীড়া [illegible] আলস্যে কালক্ষেপ করিবার নিমিত্ত [illegible] হইয়াছেন। গ্রামের বালক অবধি বৃ[illegible] পর্য্যন্ত সকলেই ক্রীড়াসক্ত। বালক[illegible]গের পড়া শুনার নামগন্ধ নাই, যুবক[illegible]গের বিষয়চিন্তা নাই; বৃদ্ধদিগের [illegible] কোন [illegible] নাই, কেবল দলাদলি, লোক[illegible] নিন্দা, বৃথা গল্প ও ক্রীড়া লইয়া আছে[illegible] এখন সেই সেই গ্রামে প্রবেশ করি[illegible] গ্রামের আর সে ভাব দেখিতে পাও[illegible] যায় না। বালকেরা লেখা পড়ায় অ[illegible] নিবিষ্ট হইয়াছে; যুবক ও প্রৌঢ়েরা বি[illegible] কর্ম্মে ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছে; বৃদ্ধ[illegible]গেরও দেখিয়া শুনিয়া পূর্ব্ব ভাবে[illegible] অনেক পরিবর্ত্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে সকলে[illegible] আলস্য ও ক্রীড়ায় কালক্ষেপ করিতে[illegible] বটে; উহার সমুচিত ফল ভোগও করি[illegible]তেন। অধিকাংশেরই সংসারের বি[illegible]রূপ অসচ্ছল ছিল। সাংসারিক সু[illegible] ভোগ দূরে থাকুক, অনেকে অশন ব[illegible]নাদিরও যার পর নাই কষ্ট পাইতেন [illegible] এক্ষণে আর সেরূপ নাই। এখন কি [illegible] কৃষক, কি শ্রমজীবী মজুর কেহই প্রা[illegible]

র নিমিত্ত হাহাকর করে না। গ্রামের
যে দুই চারি জন জাত্যভিমানাদি
জন শ্রমবিমুখ হইয়া আলস্যে কাল-
াত করে, তাহাদিগেরই যে কিছু
আছে এইমাত্র। সাধারণ্যে বলিতে
া এই কথা বলিতে হয়, পল্লীগ্রাম
এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা বহু গুণে শোভা
পন্ন হইয়াছে।
বিদ্যাদানকার্য্যের প্রাচুর্য্য, বাণি
উন্নতি ও রেলওয়ের সৃষ্টি এই
টীই পল্লীগ্রামের অবস্থাপরিবর্ত্তের
ন কারণ। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এ
াদেরই মূল। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট
ন আমা দগের যাবতীয় কল্যাণের
া, তেমনি ইংরাজদিগের সংসর্গ
তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তদর্শন কতগুলি
ত্মক অনিষ্টের কারণ হইয়াছে।
লে সে পরিবর্ত্তগুলিরও গণনা করা
ক আবশ্যক হইতেছে। প্রথমতঃ
দ্রব্যসেবনের সমধিক প্রাদুর্ভাব
উঠিয়াছে; তৎসহচর অন্য অন্য
সরও আবির্ভাব হইয়াছে। দ্বিতী-
অনেকে যথেচ্ছাচারী হইয়া পড়ি-
। হিন্দু ধর্ম্মে অনাস্থা এ গুলির মূল।
ধর্ম্মে লোকের এত অনাস্থা জন্মি
যে. যে কিছু হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম
র অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়,
কের তাহা মৌখিকমাত্র হইয়া
াইয়াছে। এখন আর ত্রিকা-
সন্ধ্যাবন্দন ও জপহোমাদি প্রায়
পথে পতিত হয় না। কোশাকুশি
লগ্রামশিলা অনেকের বাটী পরি
া করিয়াছেন। অনেকের বাটীতে
র পাত্র অনাদরহেতু মনোদুঃখে
ন হইয়া মক্ষ্যগত হইয়া আছে।
লিতে অপকার, তাহা বিনা সঙ্কোচে
পস্থিত হইতেছে; কিন্তু যে পরিবর্ত্তে
সমাজের উন্নতি ও মহোপকার
তর সম্ভাবনা আছে, সে দিকে প্রায়

কেহ অগ্রসর হন না। বাল্যবিবাহের উন্মূলন একটী মহোপকারক বিষয়। সে পরিবর্ত্তে অল্প লোকের অভিরুচি দেখিতে পাওয়া যায়। সোমপ্রকাশের দুই জন পত্রপ্রেরক দুটী বালকের বিবাহ হইতে দেখিয়া আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন। বাল্য বিবাহ বহু দোষের আকর। আমরা যে এত হীনবীর্য্য ও হীনবল, দেশের জলবায়ু প্রভৃতির দোষই তাহার একমাত্র কারণ নয়, বাল্যবিবাহ বহুলপরিমাণে উহার সহায়তা করিয়া থাকে। কাহার বৃক্ষরোপণের ইচ্ছা জন্মিলে সে কখন চারা গাছের অপুষ্ট বীজ লইয়া সে ইচ্ছা চরিতার্থ করে না; কিন্তু বঙ্গদেশীয়েরা অনায়াসে অপুষ্ট বীজে সন্তান উৎপন্ন করিতেছেন। সে সন্তানের বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী হইবার সম্ভাবনা কি? এ দেশের লোকে অধিক বয়সপর্য্যন্ত অধ্যবসায়সহকারে যে কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন না, বাল্যবিবাহ তাহার অন্যতর প্রধান কারণ।

এ দেশের দাক্ষিণাত্য বৈদিকশ্রেণীর যে বাল্যবিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে, তাহাই এ বিষয়ের চূড়ান্ত। এই শ্রেণীর প্রায় পেটে পেটে সম্বন্ধ হইয়া থাকে। বালকের যখন দশ বা একাদশবর্ষ বয়ঃক্রম হয়, সেই সময়ে উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া যায়। তত অল্প বয়সে দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইলে কত অনিষ্ট হয়, অনুভবশালী ব্যক্তিমাত্রেই তাহা অনুভব করিতে পারেন। তাঁহাদিগের কষ্টের কথা বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে লেখা পড়া প্রায় সাঙ্গ হয়। অনেকে অল্প বয়সে সংসারভারাক্রান্ত হইয়া নানাবিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়েন। অন্য অন্য জাতি দারপরিগ্রহ করিয়া যেসময়ে সংসারে প্রবেশ করেন, বৈদিকেরা তখন পৌত্রপ্রপৌত্রাদি বহু পরিবারে বেষ্টিত হইয়া বিষম

বিব্রত হন। তাঁহাদিগের হইতে
বহু পরিবারের যথাবিধি লালন প
ও বিদ্যাশিক্ষাপ্রভৃতি সম্পন্ন
ভার হইয়া উঠে। যিনি বাটীর
তাঁহাকে একটী দ্বিপদবিশিষ্ট জন্তু ব
হয়। তাঁহার না আছে বিদ্যা বুদ্ধি
আছে চিত্তের ঔদার্য্য, না আছে বহু
না আছে অর্জ্জনক্ষমতা; অল্প
বিবাহ সমুদয় হরণ করিয়া লয়।
কর্ত্তার অধীন পরিবারেরা যে ক
দুর্দ্দশাপন্ন হয়, তাহা অনুভবশালী
দুর্ব্বোধ নহে। পুরুষপরম্পরা এই দু
হইয়া আসিতেছে; এই নিমিত্ত বৈ
শ্রেণী কোন বিষয়েই উন্নতিশীল
পারিতেছেন না। এইসকল
এই শ্রেণীর মধ্যে প্রকৃত ঐশ্বর্য্য
ব্যক্তি নয়নগোচর হন না। দাক্ষি
বৈদিকশ্রেণী নিরবধি হতভাগ্য ব
প্রসিদ্ধ। যত দিন এই শ্রেণীর এ
প্রচলিত থাকিবে, তত দিন যে ই
শুধরিয়া উঠিবেন, সে সম্ভাবনা না
এইমাত্র অনিষ্ট নয়। বৈদিক
তীর অন্য জাতিসাধারণ একটী
রীত ভাব নয়নগোচর হয়। অ
জাতীয় পুরুষেরা স্ত্রীর উপরে
করেন; কিন্তু বৈদিকশ্রেণীর স্ত্রীরা
দের উপরে আধিপত্য করিয়া থা
পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বিবাহকালে
পুরুষ উভয়েরই প্রায় দশ বৎ
অধিক বয়স হয় না। এ দেশে সচ
দেখিতে পাওয়া যায়, স্ত্রীলোকেরা
বয়সে পুরুষের অপেক্ষা অধিকতর
মান হইয়া উঠেন; সুতরাং বৈ
স্ত্রীগণ অতিশয় ব্যাপিকা হইয়া পড়
তাঁহাদিগের ব্যাপিকা হইবার
একটী বিশেষ কারণ আছে। সম
পুরুষের অপেক্ষা সমবয়স্ক স্ত্রীর
বাদির অগ্রে উদ্যম হওয়াতে পুরু
স্ত্রীর মনোরঞ্জনে সমর্থ হন না।

…ভোগ করাইয়া যে তাঁহাদিগের চিত্ত …কর্ষণ করিবেন, পুরুষের সে ক্ষমতাও …য় না, কাযে কাযেই পুরুষকে স্ত্রীর …গত হইয়া চলিতে হয়। যে ভর্ত্তা …তে ভর্ত্তৃকর্ত্তব্য কোন কার্য্যই সম্পন্ন …না, তাহাকে ভর্ত্তা বলিয়া স্ত্রীলোকের …করিবার রুচি জন্মিবে কেন?

…আর একটী অনিষ্ট এই, বৈদিককি… …রূপে দেখিতে অতি বিসদৃশ …। ইহাঁদিগের বাঞ্ছানুরূপ ভোগ …হয় না। পুরুষেরা যখন যৌবন …সীমা উত্তীর্ণ হন, স্ত্রীলোকদিগের তখন …যৌবনচিহ্ন বিগলিত হইতে থাকে।

…একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই, বৈদি… …অষ্টপ্রহর এই কষ্টভোগ করিতে …ন; কিন্তু কাহাকেই প্রায় ঐ কুপ্রথা …দার উন্মূলনে যত্নবান্ দেখিতে …ওয়া যায় না। এটীও এই শ্রেণীর …দার্শিতার অপর পরিচয়। বৈদিক …শ্রেণীর সম্বন্ধ পরিত্যাগ করা অতি সহজ …। সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলে জাত্যন্তর …তে হয় না, একঘরে হইয়াও থাকিতে …না; কিন্তু সম্বন্ধ পরিত্যাগের কথা …পন করিলে যাঁহারা কিছু লেখা …শিখিয়াছেন, তাঁহারা যে উত্তর দেন, …যাঁহারা কিছু জানেন না, তাঁহারাও …উত্তর দিয়া থাকেন। পূর্ব্বপুরুষেরা …গিয়াছেন, উভয়েরই এই উত্তর। …পুরুষের প্রতি কি চমৎকার ভক্তি! …পান করিবার, গাঁজা খাইবার এবং …গমন করিবার সময় পূর্ব্ব পুরুষ …থায় থাকেন? ঐসকলে প্রবৃত্তি …কালে কি কেহ পূর্ব্ব পুরুষের …দোহাই দিয়া উহা হইতে নিবৃত্ত হন? …পুরুষেরা কি ঐসকল কাজ করিয়া …ন?

…উপসংহারকালে বক্তব্য এই, আমরা …বিবাহের অনিষ্টকারিতা সুন্দররূপে …কগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার নিমিত্তই উল্লিখিত কুৎসিত প্রথার বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিলাম, পাঠকগণ এটীকে অপ্রাসঙ্গিক জ্ঞান করিবেন না। তাঁহারা বহুদোষাকর বাল্যবিবাহের এরূপ উদাহরণ আর পাইবেন না।

—০—

পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ে ঘটনা ও বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট।

পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ে কর্ম্মচারীদিগের চিত্তবিভ্রমাদি দোষ কি রাজপুরুষদিগেরও শরীরে সংক্রামিত হইল? এই তাঁহারা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া ভারতবর্ষীয় সভার কৃত কমিসন নিয়োগ প্রস্তাবে ভ্রূকুটী করিলেন; এই আবার "পাবেল্ডার সোসাইটীকে" লিখিলেন, দুর্ঘটনার অনুসন্ধানার্থ এক কমিটি নিয়োজিত করা হইবে। কমিটি ও কমিসন উভয়ের বাস্তবিক অর্থগত ভেদ কি? কমিসনও প্রকৃত ঘটনার অনুসন্ধান করিবেন, কমিটিও তাহাই করিবেন। তবে ভারতবর্ষীয় সভাকে অবমাননা করা হইল কেন? কমিসন নিয়োগ করিলে প্রকৃত বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িবে, কমিটি নিয়োগ করিলে তাহা হইবে না, অথচ লোককে প্রবোধ দেওয়া হইবে; যদি কমিসন ও কমিটি উভয়ের এরূপ অর্থভেদ হয়, তাহা হইলে কমিটি নিয়োগের যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা মন্দ হয় নাই। পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ের দুর্ঘটনাতে অধিকসংখ্য লোকের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া যে জনরব হয়, ডেপুটি কন্সল্টিঙ ইঞ্জিনিয়রের কৃত রিপোর্ট দ্বারা লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের সেটি মিথ্যা বলিয়া ধ্রুব জ্ঞান জন্মিয়াছে; অতএব তাঁহার নিকটে কমিসন নিয়োগ অনাবশ্যক বলিয়া যে প্রতীয়মান হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু এ স্থলে আমাদিগের একটী কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা জন্মিল। গ্রাণ্ট সাহেব যত দিন হস্তক্ষেপ না করিয়াছিলেন, যত… …নীল কমিসন না বসিয়াছিলেন, তত… …নীলকরদিগের অত্যাচারবৃত্তান্ত কি… …তের বিদিত হইয়াছিল? উহার পূর্ব্বে… নীলপ্রধান প্রদেশে জজ মাজিষ্ট্রেট… …ভূতি ছিলেন না? প্রকৃত বিষয়ে জিজ্ঞা… এই, কন্সল্টিঙ ইঞ্জিনিয়র কি ঘটনা… উপস্থিত ছিলেন? তর্কমুখে যদি স্বী… করা যায়, পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে ক… …রীরা অসৎ, কন্সল্টিঙ ইঞ্জিনি… …গমনের পূর্ব্বে কি তাঁহারা মৃত ব্যক্তি… …গকে স্থানান্তরিত করিতে পারেন না…

ভারতবর্ষীয় সভা যে প্রার্থনা ক… …ছিলেন এবং লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ত… …যে উত্তরদান করিয়াছেন, গত সপ্ত… …প্রতিজ্ঞানুসারে আমরা তাহা পাঠ… …গণের গোচর করিতেছি। ঐ প্র… …শ্রবণ করিয়া ক্রোধ সম্ভবে কি না, পা… …গণ তাহা বিবেচনা করিবেন।

১৫ ই মে ভারতবর্ষীয় সভা লে… …নাণ্ট গবর্ণরের নিকটে কমিসন নি… …জিত করিবার অনুরোধ করেন। এই… …টনাসংক্রান্ত যে কতক বাহুল্য বর্ণন… …য়াছে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু… …জনরব এরূপ হইয়াছে এবং যখন… …লোকে তাহাতে বিশ্বাস করিয়া… …তখন কমিসন নিযুক্ত করিলে নিঃস… …ন্দেহ উপকার হইত। সভা বলিয়াছেন,… …মতঃ কোন্টী সত্য কোন্টী মি… …লোকে তাহা জানিতে পারিবেন… …রেলওয়ে কর্ম্মচারীদিগের উপরে… …দোষারোপ করা হইয়াছে তাহা তাঁ… …ক্ষালন করিবার সুবিধা পাইবেন… …দপেক্ষা ন্যায়সিদ্ধ প্রার্থনা কি হ… …পারে? লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর তাহা… …উত্তরদান করিয়াছেন, তাহা এই;—

১। "মহাশয়! লেপ্টেনাণ্ট গব… …আদেশানুসারে আমি মহাশয়ের… …তারিখের পত্রপ্রাপ্তি স্বীকার ক…

রতেছি, শ্যামনগরের দুর্ঘটনা হইবা
র, ডেপুটি কন্সলটিঙ ইঞ্জিনিয়র ঐ
র দর্শন করিয়া হত ও আহতের
যা দৈনিকপত্রে প্রকাশ করিয়াছেন।
সংখ্যাই যথার্থ।

২। কাপ্তেন লুয়ার্ড যে রিপোর্ট করি
ছন, তাহা মহাশয়ের নিকটে প্রেরণ
যাইতেছে। কিসে দুর্ঘটনা হইল,
হার পরই বা কি হইল, তাহার বিশেষ
সন্ধান হইতেছে। এরূপ দুর্ঘটনা
লে সচরাচর যে অনুসন্ধান হয়, এস্থ-
ও সম্পূর্ণরূপে তাহা হইবে।

৩। দুর্ঘটনানিবন্ধন যেসকল গল্প
াহুল্যবর্ণন হইতেছে তন্নিমিত্ত লেপ্ট
ট গবর্ণর অতিশয় দুঃখিত হইতে-
ন। কিন্তু এসকল গল্প কেবল সাধা
ক ভুলাইবার জন্য প্রচারিত হই-
ছ। যাহা শুনিবামাত্র অবিশ্বাস
্য হয়, তদ্বিষয়ে প্রকাশ্য কমিসন
ক্ত করা লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের মত
।

৪। ভারতবর্ষীয় সভা কমিসনের
ন্য প্রার্থনা করিয়া প্রকারান্তরে এই
ল মিথ্যা গল্পের সহায়তা করিতে
। তাহা না করিয়া, তাঁহাদিগের যে
তা আছে তদনুসারে যদি এসকল
্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা
তেন, তাহা হইলে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর
ট হইতেন।

৫। লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর ভারতবর্ষীয়
কে নিশ্চয় বলিতেছেন, যেসকল
উঠিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা।
টনার সময়ে ও তাহার পরে মৃত্যু
া ১২ টী মাত্র হইয়াছে। কাপ্তেন
র্ড আপন রিপোর্টমধ্যে যাহা বলিয়া
তাহা সত্য। লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর
করেন, এতদ্দেশীয় সমাজ, এ কথার
স করিবেন।

জে, হোবেগুন, মেজর ইত্যাদি।

লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর যে কথা কহিতেছেন, তাহার উপরে আর কাহার কথা নাই। কিন্তু আমাদিগের মনে নিম্নলিখিত কয়টী বিষয়ের জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতেছে। রেলওয়ে কর্ম্মচারীরা মাজিষ্ট্রেটকে সংবাদ দিবার পূর্ব্বে রাস্তা পরিষ্কৃত করিয়াছিলেন কি না? তাঁহারা ঘটনার অব্যবহিত পরে পুলিসকে ঘটনাস্থলে প্রবেশ করিতে দেন নাই কেন? তাঁহারা কয়েকখানি শকট দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন, এ কথা সত্য কি না? দুর্ঘটনার সমস্ত রাত্রি কল চলিয়াছে কি না? এগুলির অনুসন্ধান করা আবশ্যক কি না? কানপুরের হত্যাকাণ্ডসময়ে এক জন সোয়ার মিস হুইলরনামে একটী বালিকাকে লইয়া গিয়াছে বলিয়া কথা উঠে। তাহার অনুসন্ধানার্থ কত ব্যয় ও কত সাক্ষীর জবানবন্দি না হইয়াছিল? যদি কানপুরের হত্যাকাণ্ড লইয়া এত অনুসন্ধান হইতে পারিল, রেলওয়ের দুর্ঘটনানিবন্ধন কি এক কমিসন হইতে পারে না?

উপসংহারকালে আমাদিগের মনে আর কয়টী প্রশ্নের উদয় হইল। মৃত ব্যক্তিদিগের কি এক পয়সা ও একখানি বস্ত্রও ছিল না? তাঁহাদিগের সম্পত্তি কি হইল এবং কোথায় গেল? মাজিষ্ট্রেট মৃত দেহের অনুসন্ধান করিবার পূর্ব্বে সেগুলি চালান করা হইল কেন? এগুলি কি সামান্য বিষয়? অথবা উৎকলের লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুর পর গ্রে সাহেবের সম্মুখে এই ঘটনা সামান্য বলিয়া যে পরিগণিত হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যদি হত ব্যক্তির মধ্যে পাঁচ জন ইউরোপীয় থাকিতেন, তাহা হইলে গ্রে সাহেব ভিন্ন স্বরে গান করিতেন সন্দেহ নাই। যাহাহউক, উপসংহারকালে বক্তব্য এই আমরা যে প্রশ্ন গুলি করিলাম তদ্বিষয়ে লোকের মনে

দৃঢ়তর সন্দেহ জন্মিয়াছে। ক
নিয়োগদ্বারা সেই সন্দেহ ভঞ্জন
একান্ত আবশ্যক। কেবল ইঞ্জিনিয়
লইয়া কমিসন করা না হয় এবং ক
বসিবার পূর্ব্বে কমিসন নিয়োজিত
হইয়াছে, এ সংবাদ সমুদায় সমা
পত্রে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হয়
স্থলের লোকেরা সকল বিষয়ের সমা
রাখেন না; রেলওয়ের বিপক্ষে
কথা বলিলে কি জানি কি বি
পড়িতে হয়, অনেকের এ ভয়ও আ
এতএব লোকে যদি অগ্রে জানিতে
রেন, কমিসন তাঁহাদিগকে আহ্বান
তেছেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিঃস
হইয়া যিনি যে সন্ধান জানেন, কমি
অগ্রে উপস্থিত হইয়া বলিতে
বেন। অন্যথা কমিসন নিয়োগ বি
হইবে।

—:•:—

ভারতবর্ষে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলনের
প্রস্তাব।

ভারতবর্ষে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত হ
উচিত কি না, এই প্রশ্ন পুনর্ব্বার উ
হইয়াছে। আমরা এতৎসংক্রান্ত
খানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া
লেখক যুক্তি দিয়া সপ্রমাণ করিয়া
এই মুদ্রা প্রচলিত করা অবশ্যকর্ত
আমরা কয়েক বৎসরাবধি এই ম
পোষকতা করিয়া আসিতেছি। স্বর্ণ
দায় ধাতুমধ্যে উৎকৃষ্ট, ইহা যে
মরকার্য্যে বিনিয়োজিত হইতেছে
এটী সামান্য বিস্ময়ের বিষয় ন
আমাদিগের দেশে স্বর্ণমুদ্রা বরাবর
লিত ছিল। ভারতবর্ষীয়েরা "অল্প
অধিকমূল্য" দ্রব্যের সমধিক সমা
করেন। দক্ষিণ ভারতবর্ষে সাহকা
স্বর্ণের চাপ মুদ্রা বলিয়া ব্যবহার করেন
চারলস উড এই মুদ্রা প্রচলিত করি
নিষেধ করিয়া একটী মহাভ্রমে প

ছিলেন। স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন করা বণিক্
এর একান্ত অভিপ্রেত। ইহাতে তাঁহা
অনেক সুবিধা হইবে। সাধারণের
এটী শ্রেয়স্কর হইতে পারে।
রেলওয়ে হওয়াতে লোকের
থাকিবার অভ্যাস ক্রমশঃ
আসিতেছে। অনেকের স্বাধীন
অবলম্বন করিবার ইচ্ছা জন্মিতেছে।
দেশের বাণিজ্যবৃদ্ধির সহিত
কার্য্যের সুবিধা করিয়া দেওয়া
আবশ্যক। রৌপ্য মুদ্রায় সে
করিয়া দিতে পারে না। নোট
অনেক উপকার হইতেছে সন্দেহ
; কিন্তু রৌপ্যমুদ্রা ও নোটের মধ্য
আর এক প্রকার মুদ্রা থাকা আব

স্বর্ণমুদ্রাপ্রচলনের বিরুদ্ধে সচরাচর
আপত্তি করা হইয়াথাকে। প্রথম,
এক্ষণে স্বর্ণের প্রধান আকর।
সহিত এ দেশের [illegible]
[illegible] নাই, [illegible]
মুদ্রা ও তৎপরিমাণ স্বর্ণ [illegible]
আসিবে ? দ্বিতীয়, স্বর্ণের মূল্য
একপ্রকার থাকে না। স্বর্ণ
প্রচলিত করিলে হয় গবর্ণমেণ্টের
[illegible] ক্ষতি হইবে। প্রথম
বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য
স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত না থাকাতেই
[illegible] সহিত [illegible] এ দে
বাণিজ্য [illegible] না [illegible];
পরম্পরাসম্বন্ধে ইংলণ্ডের দ্বারা
লিয়ার সহিত বাণিজ্য চলিতেছে
এ দেশে বিস্তর অষ্ট্রেলিয় গিনি
থাকে। এগুলি মুদ্রা বলিয়া
হয় না। লোকে অন্য অন্য
দ্রব্যের ন্যায় গিনি ক্রয় করিয়া
যদি এক বার মূল্য নিরূপিত
আপত্তি খণ্ডিত হইবে এবং
সহিত এ দেশের বাণিজ্য

প্রচুররূপ হইতে থাকিবে। ইউরোপে এক্ষণে বিস্তর স্বর্ণ আছে। প্রতিবৎসর তথায় এত স্বর্ণ যাইতেছে যে, চিন্তাশীল লোকেরা এই আশঙ্কা করেন যে অচিরকাল মধ্যে স্বর্ণের মূল্য হ্রাস হইয়া পড়িবে। মূল্যের পরিবর্ত্তের বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই, যদি মুদ্রা বিশুদ্ধ হয়, তাহা হইলে মূল্যের ন্যূনাতিরেক হইবার সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে দুই কারণে স্বর্ণের মূল্যপরিবর্ত্ত হয়। সচরাচর লোকে অষ্ট্রেলিয়ার গিনি ক্রয় করিয়া থাকেন। মধ্যে মধ্যে চীন হইতে বিস্তর স্বর্ণ আইসে। এই স্বর্ণ গিনির অপেক্ষা বিশুদ্ধ। ইহার আমদানী কম হইলে গিনির মূল্য বৃদ্ধি হয়, আর আমদানী অধিক হইলে গিনির মূল্য কম হয়। যদি প্রস্তাবিত মুদ্রা বিশুদ্ধ স্বর্ণে প্রস্তুত হয়, মূল্যগত এরূপ ন্যূনাতিরেক হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায় প্রতীয়মান হইবে, বিদেশের রপ্তানির অপেক্ষা গবর্ণমেণ্টের মাশুলের উপরে স্বর্ণমুদ্রাপ্রচলনের ফলাফল অধিক নির্ভর করিতেছে। এক্ষণে যে স্বর্ণ অলঙ্কারের নিমিত্ত বিক্রীত হইতেছে, বিবেচনাপূর্ব্বক টাঁকশাল চালাইতে পারিলে লোকে তাহা মুদ্রাঙ্কিত করিবার নিমিত্ত অর্পণ করিবেন। তখন কি আর মূল্যের ন্যূনাতিরেক হইবার আশঙ্কা থাকিবে ? মুদ্রা প্রস্তুত করাইতে হইলে টাঁকশালে যে মাশুল দিতে হয়, তাহাতে কিছু রাজ্যের ব্যয় নির্ব্বাহ হয় না। গবর্ণমেণ্ট যদি বিবেচনাপূর্ব্বক এই মাশুল গ্রহণের নিয়ম করেন, তাহা হইলে মূল্য পরিবর্ত্তের কোন আশঙ্কা থাকিবে না। কর্ণেল স্মিথ ইংলণ্ডের ন্যায় বিনা ব্যয়ে এখানেও স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আমরা ইহাতে সম্মত নহি। তবে অধিক মাশুল লওয়া উচিত হয় না। যাঁহারা মফস্বলে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন

নিবন্ধন বাঁটার আশঙ্কা করেন,
দিগের সে ভয় অমূলক। ইংলণ্ডে
রেরা সিলিঙ ও পেনির হিসাবে
পায় ; তাহারা কি স্বর্ণমুদ্রানিবন্ধন
ভোগ করে ?

অতএব আমরা সর রিচার্ড
লকে অনুরোধ করিতেছি, তিনি স্ব
প্রচলিত করুন। ইহাতে কোন
হইবে না বরং বণিক ও সাধা
বিলক্ষণ উপকার হইবে।

দত্তকগ্রহণ।

পরের পিতাকে পিতা বলি
ভুলা বিড়ম্বনা আর নাই। মানুষের
প্রকার উপহাস ও ভ্রম আছে,
তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। লব কুশ রাম
"তুমি পরের পুত্র দেখিয়া পিতা
চাও ?" বলিয়া যে উপহাস করি
লেন, তাহা অসঙ্গত হয় নাই। সুরা
ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতাদি দোষনি
যাহাদিগের মানবস্বভাব এক
বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগের
আর সকলেরই পুত্রোৎপাদন কর
ইচ্ছা আছে ; কিন্তু ঈশ্বর সকলে
মনোরথ পূর্ণ করেন না। যাঁহা
বিষয়ে একান্ত হতভাগ্য হন, তাঁ
"ঘোলে দুধের স্বাদ মিটাইবার"
দত্তকগ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে
মান্য জ্ঞান করেন। কিন্তু এটী
বিষম ভ্রম ; ইহাতে সুখ স্বচ্ছন্দ না
প্রায়ই বিপরীত ঘটনা হয়। মিসর দে
লোকের সংস্কার ছিল, যত দিন
থাকিবে, তত দিন আত্মাও থাকি
এই নিমিত্ত তাহারা নানাপ্রকার
দ্রব্যদ্বারা মৃত দেহ অবিকৃত
রাখিত। যদি অনুধাবন করিয়া
যায়, প্রতীয়মান হইবে, যেরূপ
দ্রব্যদ্বারা শরীররক্ষা করিলে
রক্ষা হয় না ; সেইরূপ দত্তকগ্রহণ

রক্ষা ও অপত্যসুখলাভ হয় না।
ন ব্যক্তি মৃত পিতা, পুত্র অথবা
রক্ষিত দেহ দর্শন করিয়া তাঁহাদি
জীবিত জ্ঞান করেন না ; জীবিতা
য় ঐসকল ব্যক্তির সহবাসে যে
জন্মে, তাহা কি কখন মৃত দেহ
থে রাখিলে জন্মিতে পারে ? প্রত্যুত
শীল ও জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের উহাতে
হইয়াথাকে। দত্তকস্থলেও জ্ঞানী
চন্তাশীল ব্যক্তিদিগের সেইপ্রকার
া হয়। তাহারা যতবার তাঁহাদিগকে
া বলিয়া সম্বোধন করে, তত বারই
দিগের চক্ষে সংসারের অসারতা
ীয়মান ও কষ্ট অনুভূয়মান হয়।

সর্ব্ব দেশেই দত্তকগ্রহণের রীতি
, এখনও আছে। প্রাচীন কালের
ও রোমকেরা দত্তকগ্রহণ করি-
; এক্ষণে ও ইউরোপখণ্ডের
আমেরিকার লোকেরা দত্তকগ্রহণ
য়াথাকেন। কিন্তু ভারতবর্ষের
করা সর্ব্বাপেক্ষা ইহাতে সমধিক
ক্ত। ইউরোপ ও আমেরিকার
কে সম্পত্তিমাত্র দেওয়া হয়
দত্তকের বিশেষ গুণ না থাকিলে
কে গ্রহণ করা হয় না। আমাদিগের
র দত্তকের ন্যায় তত্রত্য দত্তকেরা
ক " বাপ " বলে না। পূর্ব্ব সম্বন্ধ
রিবর্জ্জিত থাকে। পক্ষান্তরে আমা
র দেশের দত্তকেরা নূতন পিতার
য বলিয়া পরিগণিত হইয়াথাকে।
ত্রজের সহিত তাহাদিগের বিশেষ
থাকে না। জন্মদাতার সম্পত্তির
ও তাহাদিগের প্রাপ্য হয় না।

এক্ষণে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, এই
গ্রহণ প্রথাটী উৎকৃষ্ট কি না ?
হিন্দুদিগের সংস্কার ছিল, মনুষ্য
হণ করিলে পিতৃঋণ ঋষিঋণ ও
ণ এই ত্রিবিধ ঋণে ঋণবান্ হন।
জন্মিলেই পিতৃলোকের পিণ্ড

সংস্থান হয় এবং পিতা পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হন। হিন্দুশাস্ত্রকারেরা পিণ্ড সংস্থানার্থ এমনি ব্যগ্র ছিলেন যে, ঔরসের অভাবে ক্ষেত্রজ ও দত্তক পুত্রাদির ব্যবস্থা করিয়া যান। এক্ষণে দিন দিন সে সংস্কারের পরিবর্ত্ত হইতেছে। অনেকের সে সংস্কার এক কালে অন্তর্হিত হইয়াছে। যাঁহাদিগের সে সংস্কার নাই, তাঁহারা আর এ বিড়ম্বনা ভোগ করেন কেন ? প্রাচীন কালে হিন্দুরা স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতেন ; এবং বিস্তর লোকে তপস্বী হইতেন। আদিম লোকের অপেক্ষা ক্ষয়কারীর সংখ্যা অনেক কম ছিল। এ অবস্থায় পুত্র প্রতিনিধি ব্যবস্থা না থাকিলে আর্য্যজাতির লোপ হইত সন্দেহ নাই। এই নিমিত্ত তদানীন্তন ব্যবস্থাপকেরা পুত্রোৎপাদনে ও পুত্রপ্রতিনিধিগ্রহণে সাতিশয় সমুৎসুক ছিলেন। এই কারণে মুনিগণও দার পরিগ্রহ হইতে অব্যাহতি পাইতেন না এবং ব্যাসপ্রভৃতি ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনে বিনিয়োজিত হইয়াছিলেন। এই কারণে চাতুর্ব্বর্ণ্য বিবাহ প্রচলিত ছিল। পশ্চাৎ হিন্দুসংখ্যার যেমন বৃদ্ধি হইতে লাগিল তেমনি চাতুর্ব্বর্ণ্য বিবাহাদি নিষিদ্ধ হইল ; ক্ষেত্রজাদি পুত্রপ্রতিনিধিগ্রহণও অনাবশ্যক বলিয়া প্রতীয়মান হইল। এ যুক্তিতে এক্ষণে দত্তকগ্রহণের অণুমাত্র আবশ্যকতা দেখা যাইতেছে না। যদি এরূপ হইল এবং পিণ্ডলোপের শঙ্কা না রহিল ; তবে নিজের সন্তান না থাকিলে এক জন সম্পর্কহীন ব্যক্তির পুত্রকে পুত্র বলিয়া তাহাকে সম্পত্তি দেওয়াতে লাভ কি ? আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, অনেকে দৌহিত্র অথবা ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকেও পরিত্যাগ করিয়া দত্তকগ্রহণ করিয়াথাকেন। এটী কি বুদ্ধিমানের কার্য্য ও ইহার অপেক্ষা কি নিকট

আত্মীয়দিগের উপকার করিয়া
ভাল নহে ? যদি নাম রাখিবার
থাকে, তাহা হইলে সমুদায় স
দেশের উপকারার্থ দিয়া গেলে কি
হয় না ? মহম্মদ মসিনের নাম কি
হইয়াছে ; না কখন লুপ্ত হইবে ? ে
ব্যক্তি দত্তকদিগের মধ্যে যথার্থ ধর্ম
ও উপযুক্ত লোক দেখিয়াছেন ?
এক জন ব্যতিরেকে দত্তকমাত্রেই
জঘন্য লোক হয়। দত্তকগ্রহীতা বহু
যে ধনসঞ্চয় করিয়া যান,
স্বল্পকালমধ্যে তাহা উড়াইয়া দিয়
দরিদ্রসন্তান সেই দরিদ্রসন্তান
পড়ে। ইহার কারণ সহজেই বুঝা
তেছে। অত্যন্ত দরিদ্রভিন্ন কেহ
পুত্রকে বিক্রয় করেন না। যে
অর্থলোভে আপনার পুত্রকে বিক্রয়
তাহার তুল্য নীচাশয় আর কে আ
তাহার ঔরস পুত্র যে ভাল
হইবে তাহা সম্ভাবিত নহে।
ধনী লোকেরাই দত্তকগ্রহণ ক
দরিদ্রসন্তান সহসা অতুল ঐশ্ব
অধিপতি হয় ; সুতরাং তাহার
বিবেচনা বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং
বাসনাসক্ত হইয়া পড়ে। যাঁহার
সকল বুঝিতে পারেন এবং হিন্দু
আস্থাশূন্য হইয়াছেন, তাঁহাদি
স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কি এ বিপদে পতিত
বিধেয় ?

—:•:—

## বিবিধসংবাদ।

১৩ ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

এ দেশের সমুদায় নগরেরই কি এক
প্রয়াগদূত লিখিয়াছেন, " এলাহাবাদের
গুলি এমত কুৎসিত ও অপরিষ্কার, যে ত
পদক্ষালন করিতে ঘৃণা বোধ হয়। সর্ব্ব
প্রণালী প্রায় কোন স্থানেই দেখিতে পাও
না। গৃহস্থদিগের বাটী হইতে অপরিষ্কার
রাশি নির্গত হইয়া গলিতেই পতিত হয়

বাটীতে প্রায় একটী করিয়া ছোট ছোট ছা আছে। বিনির্গত জলরাশি প্রথমে সেই পড়ে, পরে জলাধারটী পরিপূর্ণ সমস্ত জল গলিতে পতিত হইয়া এক ধারারূপে প্রবাহিত হয়। অতএব রাতে পথগুলি এরূপ কর্দ্দমময় ও রূপ দুর্গন্ধময় হয়, যে তাহাতে সেখা কার পীড়া জন্মিয়া থাকে। নগর কাল অমৃতবাজারে "দিত্য" এই শীর্ষক দিয়া একটী প্রস্তাব রহিয়াছে। ইহাতে সংশয় আছে প্রকারভেদ ও চিকিৎসাপ্রণালী সম্বন্ধে উল্লেখ দৃষ্ট হইল। অতএব উপকার হইবার সম্ভাবনা। আমরা লেখক অনুরোধ করিতেছি, লেখা সমাপ্ত হইলে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। নগরের লোক হও আমাদের পল্লীগ্রামের সকল বেশ লক্ষিত হয়। নগরের লোক হও আরোগ্য লাভ করে। কিন্তু পল্লীগ্রামে পাইবার যো নাই। রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ য়াছেন, "গোদার ঘাটের নিকটবর্ত্তী গ্রাম এক জন মুসলমান দোকানদার অপরাধে ব সহধর্ম্মিণীর মস্তকোপরি ... উপ- আপন উদ্দেশ্য সাধনে স্ত্রীর প্রকাশপূর্ব্বক যথাবিধি মুক্তকণ্ঠে করে। এক পক্ষ কাল অতীত হইলে এই হত্যার সংবাদ ভবানীগঞ্জের ইনস্পেক্টরের নিকট প্রকাশ হওয়ায় তাঁরা তাহে আসিয়া যথোচিত অনুস উদ্ঘাটন করিয়া ... দায়রা বিচারালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন। দৈব নিকৃষ্ট ... আকার কাজ- ...

আসাম চা-কোম্পানির প্রধান ... দেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট আক্ষেপ ছিলেন, চা-ক্ষেত্র হইতে যেরূপে মজুর দিগের চুক্তির সময় অতিবাহিত হইবার পলায়ন করে, পরিলক্ষিত ... কর্ম্মচারিগণ কর্ম্ম দিয়া থাকেন। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর দিয়াছেন, কুলিগণ সময় অতীত হই ... প্রদর্শন করিতে না পারিলে কর্ম্মচারিগণ তাহাদিগকে কর্ম্ম না। ... যে ইঙ্গিত এ কার্য্য ছিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য ছাড়া হই তত্ত্বাবধায়কের পক্ষের একাদেশ সাধা

বর্ণের বৃদ্ধিপাত একান্ত আবশ্যক। তিনি বলিয়াছেন, "আমি এ বিষয়ের জন্য আদালতে নালিশ করি নাই; কারণ তাহা করিলে এক জন নির্দ্দোষ এদেশীয় নিম্নতর কর্ম্মচারীকেই দণ্ড হইত না।" এ দেশের বিচার ও শাসনপ্রণালীর উপরে সুন্দর টীকা করা হইয়াছে।

কিছু দিন হইল, মধ্য ভারতবর্ষের প্রধান কমিশনর প্রস্তাব করিয়াছিলেন অচিহ্নিত বিচারপতিদিগের পদ উঠিয়া গেলে তাঁহাদিগকে জীবন পোষণের নিমিত্ত কিছু কিছু টাকা দেওয়া হউক। উক্ত কর্ম্মচারিগণ সাধারণ্যে ইহা পাইবেন। গবর্ণর জেনরল এ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, কেবল অচিহ্নিত বিচারপতিদিগের নয় ... অচিহ্নিত কর্ম্মচারীর প্রতি এই অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত সেক্রেটারিকে অনুরোধ করিয়াছেন। সর্ জন লরেন্সের এ প্রস্তাবটী যথার্থই গৌরবের বিষয়।

চীন হইতে সম্প্রতি ১৩ জন মুসলমান কলিকাতায় আসিয়াছেন। ইহাঁরা মক্কায় যাইতেছেন। তাঁহারা চীন হইতে বরাবর ডাঙ্গা পথে আসিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, চীন হইতে ব্রহ্মদেশে আসিবার দুটি পথ আছে। একটী কতক পরিষ্কৃত, কিন্তু সে পথে বিস্তর দস্যু আছে। দ্বিতীয় পথ ভাল হইয়া আসিয়াছে। এদিকে আসিতে হইলে বড় বড় পর্ব্বত উত্তীর্ণ হইয়া ও নিবিড় বন দিয়া আসিতে হয়। এত উচ্চ পর্ব্বত আছে যে, তাহার চূড়াতে উঠিতে দুই দিবস লাগে। চীন হইতে যাঁহারা আইসেন, তাঁহারা সংগ্রাহিক লোক দলবদ্ধ হইয়া আইসেন। পথে বন্য জন্তু ও মানুষের ভয়। এই আগন্তুকেরা কাপ্তেন ক্রেসনকে দর্শন করিয়াছেন। ইহারা চীন, কিন্তু চীনভাষা জানেন না। আরবি ইহাঁদিগের ভাষা। কিন্তু ... তাঁহারা মনোগত ভাব প্রকাশ করেন। কয়েক শতাব্দী হইল ৩০০ আরব চীনে আসিয়া বাস করেন। ইহাঁরা সেই বংশোদ্ভব বোধ হইতেছে।

আগামী সপ্তাহে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী পদপ্রার্থীদিগের পরীক্ষা হইবে। এক দল পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। সর বি, চাপমান সাহেব সভাপতি এবং বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক হইয়াছেন। পরীক্ষা যে নিয়মে হইবে, তাহাতে পরীক্ষাগ্রহণ করা আর না করা সমান।

আমরা ডেলিনিউস পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলাম, কলিকাতার পুলিসের ডেপুটী কমিশনর

মেজর গ্রেহাম আজ্ঞা দিয়াছেন, ... দক্ষিণ বিভাগের এদেশীয়েরা কোন ... বাদ্যবাদন করিয়া সমবেত হইয়া যাইতে ... বেন না। ডেপুটী কমিশনরকে এ বিষয়ে ... ক্ষমতা কে দিলেন?

হিন্দুহিতৈষিণী বলেন "অত্রস্থ ... নর্ম্মাল স্কুলের সাহায্যার্থ গবর্ণমেণ্ট ১০০ ... মঞ্জুর করিয়াছেন। ৮০ টাকা বেতনে এক ... মিষ্ট্রেস্ ও ১০ টাকা বেতনে ৬ জন ... এবং ৫০ টাকা বেতনে এক জন ইঞ্জি... (১০ টাকা পাল্কী ভাড়া) শিক্ষয়িত্রী ... হইবে।"

ঢাকাপ্রকাশ লিখিয়াছেন—"আমা... মাজিষ্ট্রেট সাহেব সম্প্রতি এই আদেশ ... করিয়াছেন যে, যাহার বাটীতে যত ... জন্ম ও মৃত্যু হইবে, তাহাকে তাহা লে... দিতে হইবে। এতৎসম্বন্ধে যদি লোক... মেটকোর্ড হন দিলে এবং মিউনিসিপা... উঠিতে থাকিবে। এপর্য্যন্ত এতৎসম্বন্ধে ... আইন প্রচারিত হয় নাই। মাজিষ্ট্রেট ... আপনা হইতে এই আদেশ প্রচার করিয়া... এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, লোকেরা যদি ... হুকুম অমান্য করে, তিনি কোন আইনের ... ধারামতে তাহাদিগের দণ্ডবিধান করিবে...

১৪ ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার।

আইলগাদার তালুকদার ... ইতিপূর্ব্বে ৫০,০০০ টাকা ব্যয় করিয়া ... পরকে বিস্তর নিরন্ন লোককে আহার দে... সেক্রেটারি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া... মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পুরস্কার... এক জোড়া বালা দিয়াছেন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট ... আম... আমলাদিগের বেতনবৃদ্ধি করিবার যে ... করেন, গবর্ণর জেনরল তাহা নিজে গ্রাহ্য ... ষ্টেট সেক্রেটারির সম্মতির জন্য প্রেরণ ... ছেন। আমাদের জজদিগের সেরেস্তাদারগণ ... ষ্টেটদিগের সেরেস্তাদারদিগের ন্যায় ... পাইবেন। গবর্ণর জেনরল বলিয়াছেন, ... অনেক ব্যয়বৃদ্ধি হইবে; কিন্তু বৃদ্ধি করা ... আবশ্যক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ... সুবিচার অগ্রে চাই, এটী অদ্যাপি ... হৃদয়ঙ্গম হয় নাই।

কলিকাতা গেজেটে মফস্বলের ইউ... কর্ম্মচারীদিগের বাসস্থানসংক্রান্ত ছইখানি ... প্রকাশিত হইয়াছে। লোহারডগার পুলিস... স্রিন্টেণ্ডেণ্ট আর, ডবলিউ, কিড সাহেব ...

ক্ষেপ করেন, তাঁহার বাসস্থান নাই; ডেপুটি মিসনর নিজের বাটীতে স্থান না দিলে তাঁহাকে ঠের মধ্যে তাঁবুর ভিতরে গ্রীষ্ম ও বর্ষা অতি ত করিতে হইত। অতএব তিনি এক বাটী মাণার্থ ৪২০০ টাকা চাহেন। এই টাকা শঃ বেতন হইতে কর্ত্তন করিয়া দেওয়া তাঁহার সনা। লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের অনুরোধানুসারে র্ণর জেনরল এ প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। বলের যে যে স্থানে ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদি থাকিবার উপযুক্ত বাটী নাই, সেখানে বাটী র্মাণের টাকা দিয়া ক্রমশঃ তাহা কাটিয়া ওয়া হইবে; কিন্তু সাবধান, যেন এক সরের বেতনের অধিক না দেওয়া হয়; নচেৎ নক টাকা ডুবিবে। দৈনিক আফিসরদিগের ত অন্য অন্য ইউরোপীয় কর্ম্মচারীর তুলনা না।

সর উইলিম মুর সর রিচার্ড টেম্পলের য় প্রশংসনীয়রূপ শাসনকার্য্য করিতেছেন। নি নানা স্থান দর্শন করিতেছেন। সম্প্রতি গরায় গমন করিয়া এতদ্দেশীয় বিস্তর ভদ্র কের সহিত সাক্ষাৎ করেন। জেল, বিদ্যা প্রভৃতির দর্শন করা হয়। তিনি উত্তর পশ্চি দেশে সামান্য সামান্য পদ হইতে ক্রমে লেপ্ট গবর্ণরের পদ পাইয়াছেন। এতদ্দেশীয় দর মধ্যে অনেকে তাঁহার পরিচিত লোক। হারা সকলেই তাঁহার উন্নতিলাভে আহ্লাদ কাশ করিতেছেন। আমাদিগের ইচ্ছা এই তন শাসনকর্ত্তা নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের শাসন রা.দিগের রোগে না যান। সে রোগে গেলে পাততঃ যশস্বী হইতে পারিবেন বটে; কিন্তু যে ভুব ভাঙ্গিয়া যাইবে।

দিল্লীগেজেট বলেন, এবার আগরাতে মহর র সময়ে স্নুন্নিদিগের সহিত সিয়াদিগের ত্যন্ত বিবাদ হইয়াছে। পুলিষকর্ম্মচারীরা তর্ক হওয়াতে দাঙ্গা হইতে পারে নাই। ন্নিরা সিয়াদিগকে বিদ্রূপ করিবার অভিপ্রায়ে কখানি গোঁয়ারা করিয়া তাহা দান করিয়া ল। কয়েকজন সিয়া সৈনিক ইহাতে পমান জ্ঞান করিয়া নালীশ করিয়াছে। াবেও এইপ্রকার গোলযোগ হইয়াছে। রবালার দিবসে হিন্দুরা আমোদ করাতে র্ণপক্ষ সঙ্কল্প করিয়াছেন, ভবিষ্যতে মুসলমান গের শোকের দিবসে হিন্দুদিগকে আমোদ রিতে দিবেন না। নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের র বিচারই এইরূপ বটে!

পঞ্জাব রেলওয়ের প্রতিনিধি এজেন্ট হারিসন সাহেব মফস্বলাইটের নামে মানি নালীশ করিয়াছেন। তিনি, ডাক্তর লিটনার ও লেপ্টেনন্ট গ্রিফিন সাহেব লক্ষ্ণৌটাইমসের নামে ঐপ্রকার আর এক নালীশ করিয়াছেন। আঁখ আর না গড়ায় এই আমাদিগের ইচ্ছা।

যে স্ত্রীলোকটি সতীত্বনাশের ভয়ে আগরার নিকটে রেলওয়ে শকট হইতে লম্ফ দিয়া পতিত হন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মফস্বলাইটের এক জন সংবাদদাতা বলেন, তিন জন ইউরোপীয় ঐ শকটে যাইতেছিল। ইহাদিগের মধ্যে হরন নামক এক ব্যক্তি শকটের খড়খড়ি খুলিতে যায়। স্ত্রীলোকটির সহিত এক জন বৃদ্ধ ছিলেন। হরন যাইতেছে এমন সময়ে তিনি হস্তদ্বারা ইঙ্গিত করাতে স্ত্রীলোকটী শকট হইতে লম্ফ দিয়া পড়িলেন। হরন বৃদ্ধকে প্রহার অথবা স্ত্রীলোকটির গাত্র স্পর্শ করে নাই। স্ত্রীলোকটি পতিত হইলে সে বলিল "পরমেশ্বর! ও যে ওখানে ছিল তাহা আমি দেখিতে পাই নাই।" এ ব্যক্তিকে সেসিয়নে সমর্পণ করা হইয়াছে। মফস্বলাইটের পত্রপ্রেরক বেশ ধরতা ধরিয়াছেন, এটী জুরির বিচারের অনুকূল সন্দেহ নাই।

৯ই মেকেবর ৮ অঙ্কাতে বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরলের খৃষ্টীয় ধর্ম্মে অপবাদের এক প্রতিবাদ হইয়াছে। উক্তপত্র যথার্থ বলিয়াছেন, "ধর্ম্মবিষয়ে অসহিষ্ণুতা কেবল লোকের মানসিক অনৌদার্য্যের ফল। নচেৎ উদারস্বভাব ব্যক্তির নিকটে কি খৃষ্টধর্ম্ম, কি হিন্দুধর্ম্ম সকলই সমান।" তিনি যা বলুন, সর জন লরেন্স ভাবিতেছেন, কয়েক বৎসরের পর সমুদায় ভারতবর্ষ খৃষ্টীয়ান হইয়া তাঁহার স্মরণার্থ স্তম্ভ গড়িয়া দিবেন। ডেলহাউসিও রাজনীতিসম্বন্ধে এইরূপ আশা করিয়াছিলেন।

উক্তপত্রে কলিকাতার শুঁড়িদিগের ধূর্ত্ততার আর এক উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। রাত্রিতে দোকানে বড় সুরা বিক্রয় হইতেছে না। যত দিন পুলিষ কমিসনরের নূতন অনুরাগ থাকিবে তত দিন এ কার্য্য কতক বন্ধ থাকিবে। কিন্তু তাহারা কি ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে? তাহা নহে। এখন "হরিবোল" বন্ধ হইয়া "বেলফুল" শব্দ হইতেছে এবং সেই সুযোগে সুরা বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

সম্প্রতি কলাবাগানের দীঘীর নিকটে এক ব্যক্তি তাহার উপপত্নীর সহিত হত হইয়াছে। কোন ব্যক্তি উভয়েরই কণ্ঠচ্ছেদন করিয়া বধ করিয়াছে। হতভাগ্য লম্পটের গর্ভবতী স্ত্রী স্বামীর হত্যাসংবাদ শ্রবণ করিয়া যেমন শশব্যস্ত হইয়া নামিতেছিলেন, সেই সময়ে ছা হইতে পড়িয়া সাংঘাতিক আঘাতপ্রাপ্ত হই ছেন। এক জনের দুষ্ক্রিয়ার নিমিত্ত কত জনে প্রাণ যাইতেছে!

এতদ্দেশীয় রাজন্যদের মধ্যে কত দু আছে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহা জানিব অভিলাষ করিয়াছেন। প্রত্যেক দুর্গকে দ্বিতী গোয়ালিয়র করা কি সর জন লরেন্সের অ প্রেত?

গুজরাটমিত্র গুইকুমারের অত্যাচারের অ এক দৃষ্টান্তপ্রদর্শন করিয়াছেন। রাজার টাক অভাব হওয়াতে বণিক ও সাহুকারদিগের নিক ৬ টাকা সুদে কর্জ্জ চাহেন। তাঁহারা বলে তাঁহারা আপনারা ৮ টাকার কম টাকা ক পান না। সে কথা শুনা হইল না। রাজার ম ভাউসিন্ধিয়া ফৌজদারকে টাকা আদায়ের অ দিলেন। ফৌজদার ধনী ব্যক্তিদিগকে আহ্ব করিতে লাগিলেন এবং আগত ব্যক্তিদিগে কাহার কাহার বা পুত্রের কাহার বাটীর স্ত্রীলোকের প্রতি ব্যভিচারদোষারো করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, টাকা না দি তোমাদিগকে জেলে দেওয়া হইবে। সম্মানে ভয়ে অনেকে টাকা দিতেছেন। ১০০ টাক নীচে গৃহীত হয় না, উক্ত দিবায় ৫০ টাক এই রাজকুমার কি উন্মত্ত হইয়াছেন?

২০ এ মে সিমলাতে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপ সভার অধিবেশন হয়। ঐ দিবস বোম ব্যাঙ্কের ক্ষতির কারণ অন্বেষণের বিল বিধি হইয়াছে। সর চার্লস জাক্সন, মেজর মাক ল ও মেনবিল সাহেব কমিসনর হইয়াছেন। ব্যক্তির দুষ্ক্রিয়ায় ব্যাঙ্কের ক্ষতি হইয়াছে, যদি ইউরোপীয় হয়, কমিসনরগণ কি তাহ দোষ সপ্রমাণ করিতে সাহসী হইবেন?

ফেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, ডাক্তর স্মিথ সাহে এডেনবর, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটে এল, এ ডি, উপাধি পাইয়াছেন। এ বার বাবু পণ্ডি হইয়া আসিতেছেন; কাহার মাথা যায় ব যায় না।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার।

গত কল্য রাজ্ঞীকে অভিনন্দন প্রদান করি বার নিমিত্ত টৌনহালে সভা হইয়াছিল। য রীতি প্রস্তাব ও বক্তৃতা হইয়া অভিনন্দন স্থি কৃত হইয়াছে। মান্দ্রাজের লোকেরা এপ্রক অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন; ঢাক লোকেরা ইহা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

পিয়নিয়র বলেন, অযোধ্যার রাজার নি স্থিত গবর্ণর জেনরলের এজেন্ট লেপ্টেনন্ট ক

রবাট বোগদাদের পোলিটিকাল এজেণ্ট হই-
য়াছেন।

উক্ত পত্র বলেন, সম্প্রতি দারজিলিঙের
মিউনিসিপালিটি কর্ষিয়ঙ্গ অবধি দারজিলিঙ
পর্য্যন্ত একটী শকটগমনোপযোগী রাস্তা কর
বার অনুমতি চাহেন; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহাতে
অসম্মত হইয়াছেন। মিউনিসিপালিটির টাকাতে
পুলিশব্যতীত আর কাহারও অধিকার নাই।

উক্ত পত্র শ্রবণ করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয়
রেলওয়ের বঙ্গদেশ, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল ও আসল
র বিভাগের নিমিত্ত পৃথক পৃথক ইঞ্জিনিয়রের
প্রবর্ত্তে সমুদায় রাস্তার তত্ত্বাবধারণ করিবার
জন্য এক জন প্রধান ইঞ্জিনিয়র হইবেন। এটী
ওয়া প্রার্থনীয়। অধিক চিকিৎসক ও অধিক
কানিয়র অমিশ্রিত অনিষ্টের হেতু।

বোম্বাইগেজেট এক গোপনীয় পত্রদ্বারা
অবগত হইয়াছেন, সর রবার্ট নেপিয়র আবিসি
নিয়াতে যুদ্ধার্থী সৈন্যদিগকে ভাতা না দিবার
প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি বলেন, এ যুদ্ধের
ব্যয় ইংলণ্ডকে দিতে হইবে। এমন স্থলে ভাতা
গ্রহণ অনুচিত। কিন্তু সৈন্যগণ যে বিরক্ত হইবে
তাহার কি স্থির করা হইল? ভারতবর্ষের স্বার্থের
নিমিত্ত যুদ্ধ হইলে ভাতা দেওয়া হইত, ইংল
ণ্ডের বেলা বলিয়া হইবে না। গবর্ণমেণ্টের
পরম শত্রুও রাজ্ঞী ও তাঁহার ভারতবর্ষীয়
প্রজাদিগের মধ্যে কি এপ্রকার প্রভেদ করিতে
পারেন?

পতিপুত্রহীনা পুত্রবধূ শ্বশুরের উপরে কত
র দাওয়া করিতে পারেন, তদ্ঘটিত একটী মক
দ্দমা হইয়া গিয়াছে। ক্ষেত্রমণি দাসী অতি অল্প
বয়সে বিধবা হন। তিনি এপর্য্যন্ত পিত্রালয়ে
ছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার শ্বশুর কাশীনাথ
দাসের নামে ভরণপোষণের নিমিত্ত নালীশ
করেন। ২৪ পরগণার জজ তাঁহাকে ২৫ টাকা
খোরাকি দিবার আজ্ঞা দেন। কাশীনাথ দাস
আপীল করাতে চারি জন বিচারপতি বিচার
করেন। বিচারপতি লক ও কেম্প বলিয়াছেন,
পুত্রবধূকে ভরণপোষণ করা শ্বশুরের কর্ত্তব্য।
তবে পুত্রবধূর শ্বশুরের অমতে পিত্রালয়ে
থাকা অনুচিত। শ্বশুর যদি কুব্যবহার করেন,
তবে তিনি পৃথক ভরণ পোষণের নিমিত্ত নালীশ
করিতে পারেন। কিন্তু প্রধান বিচারপতি বলি
য়াছেন, স্বামী অপেক্ষা স্ত্রীর অধিক স্বত্ব নাই।
কাশীনাথ দাস নিজে উপার্জ্জন করিয়া সম্পত্তি
করিয়াছেন। এ নিমিত্ত তিনি আপন পুত্রকে না
দিলেও উক্ত পুত্র নালীশ করিতে পারেন না।
স্থলে তাঁহার বিধবা স্ত্রী কিপ্রকারে নালীশ
করিতে পারেন? যদি তাঁহার স্বামীর পিতামহ
দত্ত কোন সম্পত্তি থাকিত এবং শ্বশুর যদি কুব্য
বহার করিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই নালীশ
চলিত। সর বার্ণেস পিকক যথার্থই বলিয়াছেন,
হিন্দুশাস্ত্রে অনেকগুলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে; কিন্তু
তাহার কতগুলি ধর্ম্মনীতিসংক্রান্ত। কতগুলি
না করিলে আদালত হস্তক্ষেপণ করিবেন।
পুত্রবধূকে প্রতিপালন করা ধর্ম্মনীতিসঙ্গত
কিন্তু না করিলে রাজা বাধিত করিতে পারেন
না। বিচারপতি মাকফার্সনের এই মত হওয়াতে
অর্থীর নালীশ অগ্রাহ্য হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের যাবতীয় জেলা, নগর ও পল্লী
গ্রামের এক ইতিহাস প্রকাশিত হইবে। তন্নি
মিত্ত গবর্ণমেণ্ট ১২০০০ টাকা ব্যয় করিতে
সম্মত হইয়াছেন। এপর্য্যন্ত এক জন সম্পাদক
স্থির করা হয় নাই। একখানি গেজেটিয়র করা
সহজ নহে এবং ১২০০০ টাকায় সে কাজ
হয় না।

১৬ ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতি বার।

অকসফোর্ডের অন্তর্গত ব্রেসনোস কালে
জের জে. গিকফোর্ড সাহেব ৫০০ টাকা বেতনে
মান্দ্রাজের প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃতের
অধ্যাপক হইয়াছেন। এটী সর ষ্টাফোর্ডের নিজে
নিয়োগ। এ দেশে কি সংস্কৃতজ্ঞ নাই? রাজ
পুরুষদিগের আমাদিগের প্রতি যে মমতা নাই,
এইসকল কার্য্যদ্বারা তাহা বিলক্ষণ প্রমাণ হই
তেছে। "ভগ্ন কেট্" প্রভৃতি উচ্চারণ শুনিয়া
ছাত্রদিগের যে হরিভক্তি উড়িয়া যাইবে, সর
ষ্টাফোর্ড নর্থকোট তাহার কি করিবেন?

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, সম্প্র
তি গিজনির নিকটে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে উভয়
দলের অনেক সর্দ্দার হত হইয়াছেন। আজিম
খাঁর সৈন্যগণ গিজনি হইতে দূরীভূত হইয়া
সৈয়াদাবাদে পলায়ন করিয়াছে। উক্ত
সর্দ্দার বণিকদিগের নিকটে বলপূর্ব্বক পুনর্ব্বার
১০,০০০ টাকা লইয়াছেন। মহ নিয়ার আমীর
সিয়ারআলির সহিত যুদ্ধ করিবার ভান করিয়া
আবদুল রহমনকে তাঁহার সাহায্যার্থ আহ্বান
করেন। আবদুল রহমন উক্ত আমীরের নিকটে
গমন করিয়াছিলেন। উপস্থিত হইবামাত্র ঐ
বিশ্বাসঘাতক তাঁহাকে বন্দীভূত করিয়া সিয়ার
আলির নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। আবদুল
রহমনের কারারোধ কাবুলের দুর্ভাগ্যের হেতু

বোম্বাইয়ের বণিক কৌয়াসজি জাহাঙ্গির লণ্ড
নস্থ কেনসিঙ্গটন উদ্যানে একটী ফোয়ারা করিয়া
দিবেন। এই এক বাতিক! ইহাতে কি ইংল
ণ্ডের লাভ বোধ হইবে? ভারতবর্ষে কি
ব্যয় করিবার পদার্থ নাই?

কাশ্মীরের রাজা পুনর্ব্বার বিলাতী
উপরে শুল্ক কমাইয়াছেন।

সম্প্রতি মান্দ্রাজে দুটী ওরাঙ হোটাঙ
হয়। এ দুটীকে সম্প্রতি ইংলণ্ডে প্রেরণ
হইয়াছে। ইহারা যত দিন মান্দ্রাজে ছিল
দিন এতদ্দেশীয় বিস্তর লোকে দর্শন
যাইতেন। ইহাতে মান্দ্রাজ টাইমস
করিয়া বলিয়াছেন "সকল শ্রেণির ভার
এই ভদ্র লোক ( ওরাঙহোটাঙ ) দিগের
সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন; আক্ষেপে
উভয় দলের একবিধ ভাষা না থাকাতে
স্পরের মনের কথা বলিতে পারেন
তাঁহারা ( ওরাঙহোটাঙেরা ) কি এই
মিটাইবার নিমিত্ত ইংলণ্ডে যাইতেছেন

রাজা দিওডোরের পুত্রকে বোম্বাই
করা হইতেছে। তত্রত্য ডাক্তর উইলসন
কে শিক্ষা দিবেন। উহাঁকে ইংলণ্ডে পা
ভাল হইত। এই রাজকুমারের ভরণ পো
বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় ইংলণ্ড দিবেন? না
গের স্কন্ধে পড়িবে?

ডোলনিউস রেওয়ার শাসনপ্রণালী
করিয়া লিখিয়াছেন, রাজা নিজেমং
ও হিন্দিতে বিশেষ পারদর্শী। তিনি কি
ইংরাজীও জানেন। কিন্তু এত দিন শাসন
বড় মনোযোগ দিতেন না। তাঁহার
সময়ই আমোদ ও মৃগয়াতে অতিবাহিত
এক জন ব্রাহ্মণ তাঁহার দেওয়ান। এব্যক্তি
মূর্খ যে নাম স্বাক্ষর করিতেও কষ্ট
করেন। রাজার অন্য অন্য কর্ম্মচারীও
ও অসৎ। ক্রমশঃ লোকের কষ্ট হওয়াতে
হরবাসী লাল ও বাবু ভোলানাথ বা
দেওয়ানকে পদচ্যুত করিয়া রাজা দি
য়ের হস্তে শাসনভার সমর্পণ করিবার
দেন। কর্ণেল মিড ইতিপূর্ব্বে রেওয়ার
রিপোর্ট করিয়াছিলেন, তাহাতে
চৈতন্য হইয়াছিল। এইসকল কারণে
কাহাকে কিছু না বলিয়া এক দিবস হঠাৎ
হাবাদে গমন করেন। তথায় শাসন
পরিবর্ত্তের পরামর্শ হয়। দেওয়ান ও
অনুচরগণ রাজাকে ফিরাইয়া আনিবার
চেষ্টা পান, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন
রাজা দিনকররাও আষাঢ় মাসে শাস
গ্রহণ করিবেন। গবর্ণমেণ্ট ইহাতে সম্মত
ছেন। রাজার সুমতিদর্শনে সকলেই সন্তু
বেন সন্দেহ নাই।

বোম্বাইয়ের নেটিব ওপিনিয়ন পত্রের ভূত সম্পাদক নারায়ণ মহাদেব কচেব প্রধান রপতি হইয়াছেন। এপ্রকার নিয়োগ অতি সুখকর। মহারাজ সিন্ধিয়া কবে সেকেলে মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাই ?

১৮ ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার।

বহুদ্র মিউনিসিপালিটি কলিকাতার জষ্টিস রে পদবীতে পদার্পণ করিয়াছেন। লোকের শিতশোষণ করিয়া কর আদায় করা হই । মিউনিসিপালিটির কর্ম্মচারিগণও পার্কী ত ত্রুটি করেন না; কিন্তু সেই সেকেলে , পচা পুষ্করিণী ও ময়লা রহিয়াছে। তথা অনেক লোকে এ নিমিত্ত আক্ষেপ করি- ন। এ আক্ষেপ বিফল। মিউনিসিপালিটির াচার সর্ব্বত্রই হইতেছে। লোকে টাকা ছেন বটে; কিন্তু সে সমুদায় উড়িয়া যাই । গবর্ণমেণ্ট ভাবিতেছেন, এটী মত ত। সাধারণে চেষ্টা না করিলে এ অত্যাচার ত রক্ষা পাইবার আর উপায় নাই।

াবু দুর্গানারায়ণ সাহা শিক্ষাকার্য্যে যে ০০ টাকা পান করেন, তন্নিমিত্ত চুঁচুড়ার করা গত শনিবার তাঁহাকে এক ভোজ ছেন। আমাদিগের উপযুক্ত ডিরেক্টর এপ নবাদও দিলেন না !!!

ানরা মধ্যে শুনিয়াছিলাম, ডিরেক্টর আট ন সাহেব বঙ্গদেশের শিক্ষকদিগের শ্রেণী ও বেতনবৃদ্ধি করিবার চেষ্টায় আছেন; শে শুশুসমাত্র কইল। এক্ষণে বঙ্গদেশের কদিগের সংখ্যা, তাহারা সেক্রেটারির টি আবেদন করেন। বোম্বাইয়ের ডিরেক্টর ালেক্সাণ্ডার গ্রাণ্টের প্রস্তাবে সর ষ্টাফো বর্ণমেণ্টের অনুমোদনক্রমে তত্রত্য শিক্ষক শ্রেণী বিভাগ হইয়া বেতনবৃদ্ধি হইতে । কেবল আটকিন্সন সাহেবই যে বঙ্গদে- শিক্ষাকার্য্যের উন্নতির বিপক্ষ এরূপ নহে, ন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টও অনুন্নতিকল্পে কপুষ্টিপুষক আছেন। ভূমির কর করি শ্রেণির শিক্ষাদান ত ঐ গবর্ণমেন্টের তি দাড়াইয়াছে। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট ল্ম গবর্ণমেন্টের ধামা ধরিয়া চলিবেন; ও বেশ বুঝা যাইতেছে। শিক্ষকগণকে াদিগের উন্নতি স্বয়ং করিতে হইবে। এই বোম্বাইয়ের নজির রহিয়াছে; চেষ্টা ন কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা আছে।

বা ব্রাক্ষন সাহেবের বিচারের এক আশ্চর্য্য দর্শন করিতেছি। যখন জাহাজের কাপ্তেনেরা নাবিকদিগের নামে সামান্য অপরাধের নালীশ করেন, তখন তিনি ঐ দরিদ্রদিগের ৫। ৭।১০ দিনের বেতন কর্ত্তন করিয়া কারাবাসের আজ্ঞা দেন। কিন্তু যখন নাবিকেরা জাহাজের অফিসরদিগের নামে নালীশ করেন, তখন নাম মাত্র দণ্ড হয়। বুধবার প্রিন্স রাদেল জাহাজের কয়েকজন নাবিক কাজ করিতে অসম্মত হওয়াতে তাহাদিগের দশ দিনের বেতন জরিমানা ও তিন সপ্তাহ মিয়াদ হয়। গত কল্য গারট্রুড জাহাজের পাচক অধ্যক্ষের নামে প্রহার ও গালির নালিশ করাতে মাজিষ্ট্রেট তাঁহার ২ দুই টাকা জরিমানা করিলেন! এতদ্দেশীয় অর্থী ও ইউরোপীয় প্রত্যর্থীর বেলাও এই বন্দোবস্ত হয়। ব্রাক্ষন সাহেব শারীরিক দণ্ডদানে বিলক্ষণ তৎপর; কিন্তু এপর্য্যন্ত এক জন ইউরোপীয় চোরের প্রতি এ দণ্ড প্রদান করিলেন না !!!

১৯ জ্যৈষ্ঠ শনিবার।

ডেলিনিউসের এক জন পত্রপ্রেরক বলেন, এ বার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটদিগের পরীক্ষার প্রশ্ন চুরি হইয়াছে। এক জন পরীক্ষার্থীর নিকটে যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর ধরা পড়িয়াছে। এসকল চোরের নাম গেজেটে প্রকাশিত করিয়া তাঁহাদিগকে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য হইতে এক কালে বহিষ্কৃত করা উচিত। কি প্রকারে প্রশ্ন চুরি যায়? কোন বিশেষ ব্যক্তিকে এ জন্য দায়ী না করিলে এ বালাই দূর হইবে না।

রোজ ত্রোবের হস্তাঘটিত কাগজ পত্র আড ভোকেট জেনরলের নিকটে প্রেরণ করাতে তিনি বলিয়াছেন, এপর্য্যন্ত যেসকল জবানবন্দী লওয়া হইয়াছে, তাহাতে মাধবচন্দ্র দত্তকে সেসিয়নে সমর্পণ করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। গবর্ণমেণ্টের আটর্ণি রাবার্টস সাহেব তন্নিমিত্ত ২২ এ জুন পর্য্যন্ত মকদ্দমা স্থগিত রাখিবার প্রার্থনা করিয়া বলেন, কয়েদিকে জামীনে মুক্ত করিলে তিনি কোন আপত্তি করিবেন না। মাধবচন্দ্র দত্তকে জামীনে মুক্ত করা হইয়াছে। এই মকদ্দমায় পুলিস ও মাজিষ্ট্রেট রবার্টস সাহেব অযোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা রোগীকে ছাড়িয়া কম্বল লইয়া টানাটানি করিতেছেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়ার অবিসিনিয়াস্থিত সংবাদদাতা বলেন, থিয়োডোরের পুত্র ও তাহার এক স্ত্রী বোম্বাইয়ে আসিতেছেন। থিওডোরের প্রিয়তমা পত্নী পিত্রালয়ে গমন করিয়াছেন। যিনি বোম্বাইয়ে আসিতেছেন, তিনি প্রথম স্ত্রী। ইনি এক্ষণে ব্রিটন শিবিরে পীড়িত আছেন।

এ দেশের গুলি ও চণ্ডুখোরদিগকে দেখিলেই বোধ হয়, এমন হতভাগ্য লোক পৃথি আর নাই। লণ্ডনে এক জন চীন একটি দোকান করিয়াছে। এখানে চীন, ল র্ষীয় ও কতগুলি নিম্ন শ্রেণির ইংরাজ অ লের ধুম পান করে। অল্প পয়সায় চণ্ডু ভয়ানক নেশা হয়, তাহাতে লণ্ডনের এক বার ইহার আস্বাদন পাইলে আর করিতে পারিবে না। অহিফেনের নেশা মোহিনী শক্তি আছে; ইহাতে স্পষ্ট অনি তেছে তথাপি নেশাখোরেরা ইহা ত্যাগ ক পারে না। ডিকুইন্সের ন্যায় মহৎ লো অহিফেন খাইয়া কহিয়াছেন “এক পে এপ্রকার স্বর্গের সুখ আর কিছুতেই হয় ইংরাজেরা এই বেলা সাবধান হউন।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের বিক্রীত হইতেছে—

| | | |
|---|---|---|
| ৪ টাকার সিকা | | ৯৭॥৶—৯২ |
| ৪ | ” কোম্পানির | ৯৭।০—৯ |
| ৫ | ” পবলিকওয়ার্ক | ১০৫।৶—১০ |
| ৫ | ” কোং | ১০৯—১০ |
| ॥০ | ঐ কোং | ১১৩৮০— |

# ইউরোপীয়সমাচার।

লণ্ডন ১৬ ই মে। গত রাত্রিতে হাউস কমন্সে আরমষ্টঙ সাহেব সংবাদ দিয়া ২৫ এ মে তিনি এই বলিয়া প্রস্তাব করিবে মন্ত্রিগণ যেপ্রকার কাজ করিতেছেন প্রতিনিধি শাসনপ্রণালীর বিরুদ্ধ। ইহাতে ভাব সম্মানের হানি হইতেছে।

ভারতবর্ষস্থিত সৈন্যদিগকে যেপ্রকার পান করিতে দেওয়া হয়, তদ্বিষয়ে মহাস মনোযোগী হইবার অনুরোধ করা হইয়া

লণ্ডনের মিউনিসিপালিটি সর রবার্ট য়রকে আপনাদিগের মধ্যে এক জন সভ্য করিয়া তাহাকে তদনুসারে যাবতীয় স্বত্ব মানস করিয়াছেন।

ওয়াশিংটন হইতে সংবাদ আসিয়াছে জুনের মতে ও ১৯ জুনের অমতে মহাসভা পতির বিরুদ্ধে একাদশ অপরাধটি অগ্রাহ্য য়াছেন। এই অপরাধটীর বিষয়ে মত সর্ব্ব গৃহীত হইয়াছে।

১৮ ই মে। কেনিয়ান বারাটের মৃত্যু আর এক সপ্তাহের জন্য স্থগিত হইয়াছে।

আরমষ্টঙ সাহেব যে প্রস্তাব কর

দে দিয়াছেন, তাহা সকলে অতি সামান্য
করিতেছেন।
াশিংটন হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, গত
র বিরুদ্ধে একাদশ অপরাধটী অগ্রাহ্য করি
পর অন্য অন্য অপরাধের বিচার না করিয়া
জা ২৬ এ পর্য্যন্ত কার্য্য স্থগিত করিয়া
।
৯ এ মে। রাত্রিতে হাউস অব কমন্সের
মিটি স্কটলণ্ডের রিফরম বিল বিবেচনা
ার ভার পান, তাঁহারা ২১৭ জনের মতে
৯৬ জনের অমতে স্থির করিয়াছেন,
ল ইংরাজ নগরের লোকসংখ্যা পাঁচ সহ
কম আছে, সেসকল স্থান হইতে প্রতি
আনিবার নিয়ম রহিত করিয়া তাহাদিগের
র্থে স্কটলণ্ডের প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি
হইবে। যাঁহারা প্রতিনিধি মনোনীত করি
তাঁহাদিগের রাজস্বপ্রদানের নিয়ম ২১৮
মতে ও ১৯৫ জনের অমতে স্থিরীকৃত
ছে।
হাতে অকৃতার্থ হওয়াতে ডিসরেলি সাহেব
র্গের অবস্থা ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনার্থ
তা স্থগিত করিয়াছেন। সীমার বিল এক
ষ্ট কমিটির হস্তে দেওয়া হইয়াছে।
াজের ভার থাকাতে গবর্ণমেন্ট শিক্ষাসং
বিল ফিরাইয়া লইয়াছেন।
ক সাহেবের প্রশ্নের প্রত্যুত্তরস্বরূপ সর
াড নর্থকোট বলিয়াছেন, সর অলেকজ
গ্রান্ট বোম্বাইয়ের শিক্ষাবিভাগের কর্ম্ম
দিগের অবস্থার যে উন্নতি করিবার প্রস্তাব
াছেন, তাহা অনেকাংশে গ্রাহ্য হইবে।
কদিগের সামাজিক পদের উন্নতি ও বেতন
করা হইবে।
৬ এ মে। আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা
রকে বিচারার্থ সেসিয়নে অর্পণ করা হই-
।
বাণিজ্যসংক্রান্ত সন্ধিসকল লইয়া ফরাশী
ভায় তর্ক হইয়াছে। মস্যুর রুহার এক
তা করিয়া ফরাশী বাণিজ্য ও শিল্পের
করিলেন। তিনি বলিলেন, আসিয়াতে
র রপ্তানী কেবল ইংলণ্ডের অপেক্ষা কম
ছে। তিনি আশা করিলেন যে, দৃঢ়তর
যোগিতা করিয়া ও বাণিজ্যের প্রতিবন্ধ
সকল দূর করিয়া শীঘ্র ফরাশী বাণিজ্য
দিগের বাণিজ্যের ন্যায় করিবেন।
জ্ঞী বালমোরালে গিয়াছেন। ইংলণ্ডে
ফসল হইবার সম্ভাবনা আছে।
এ মে। গত কল্য হাউস অব কমন্সে ডিস

রেলি সাহেব বলিলেন, ইংলণ্ডের যেসকল স্থানে ৫০০০ লোক নাই সেসকল স্থান হইতে প্রতিনিধি আনিবার প্রথা উঠাইয়া দিবার বিষয়ে তিনি সম্মত হইয়াছেন। এই সংশোধন ও মনোনীতকারীদিগের প্রদত্ত রাজস্বের নিয়মের সহিত স্কটলণ্ডের রিফরম বিল সোমবারে বিধিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত তিনি মহাসভাকে অনুরোধ করিলেন।

গত কল্য তারিখের এক টেলিগ্রাম নিউইয়র্ক হইতে আসিয়াছে। ইহাতে প্রকাশ করে, চিকাগো কনবেনশন সেনাপতি গ্রাণ্টকে ভবিষ্যৎ সভাপতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সভাপতি জনসনের অপরাধ অগ্রাহ্য করা ইহাঁদিগের অমত। এই মকদ্দমা চলিতে থাকে এ বিষয়ে মতপ্রকাশ করা হইয়াছে।

২০ এ মে। গত রাত্রিতে হাউস অব কমন্সে ট্রিবিলিয়ান সাহেব সৈনিক আফিসরের পদ ক্রয় করিবার প্রথা উঠাইবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এ প্রথা থাকিতে সেনাদলের অবস্থা ভাল হইবে না। কাপ্তেন বিবিয়ান এক সংশোধনপ্রস্তাব করিয়া বলিলেন কাপ্তেনের উপরের পদ অবধি ক্রয় করিবার প্রথা উঠান কর্ত্তব্য। ট্রিবিলিয়ান সাহেবের প্রস্তাবানুসারে কাজ হইলে ১০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। সেনাপতি পিল পদক্রয় করিবার প্রথার সহায়তা করিলেন না; কিন্তু প্রস্তাবের প্রতিবন্ধকতা করিলেন। তিনি বলিলেন, উপরের পদ শূন্য হইলেই নীচের পদস্থ ব্যক্তি সে পদ পাইবেন, এ নিয়ম থাকিলে উৎসাহ থাকিবে না। গুণ বিবেচনা করিয়া উন্নত পদ দিলে ঈর্ষা, সন্দেহ ও পক্ষপাত হইবে। সর জন পাকিঙটন এপ্রকার দোষ স্বীকার করিলেন; কিন্তু বলিলেন, ইহাতে যে আফিসর পদ ক্রয় করেন না, তাঁহারই অধিক লাভ হয়। তিনি বলিলেন, সামান্য সৈনিক হইতে আফিসরের পদ পাইবার প্রথার উন্নতি আপাততঃ হইতে পারে না। ফরাশী প্রথা দেখিয়া বরং সতর্ক হওয়া উচিত; ইহা আদর্শ নহে। তিনি বলিলেন, চাইলডার্স সাহেব যে ব্যয়সাধ্য প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে সম্মত হওয়া তাঁহার সাধ্য নহে; কিন্তু সকল লোক সন্তুষ্ট হন, তিনি এপ্রকার এক বিল শীঘ্র অর্পণ করিবেন। অত্যাচারসংশোধনের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল।

আমেরিকান দূত আডামস সাহেব স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেছেন। আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট তাঁহার পদে অন্যকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

২৩ এ মে। গত রাত্রিতে আয়ার
ধর্ম্মসম্প্রদায়মধ্যে আর নূতন পুরোহিত
এবিষয়ে মাডষ্টোন সাহেব যে প্রস্তাব
তাহা ৩১২ জনের মতে ও ২৫৮ জনের
গ্রাহ্য হইয়াছে। ৫ ই জুন শুক্রবার এই
বিবেচনার্থ কমিটি বসিবেন।
কতকগুলি সম্ভ্রান্ত লোক সর ষ্টাফোর
কোটের নিকটে গিয়া ফিবখাল্টার
বোম্বাই পর্য্যন্ত এক পৃথক টেলিগ্রাফ
অনুরোধ করেন।
সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট প্রত্যুত্তরে বলি
যে টেলিগ্রাফশ্রেণিসকল একণে আছে
চনাপূর্ব্বক সেগুলি চালাইলে রাজনী
বাণিজ্য উভয়েরই মঙ্গল হইবে।
কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে সংবাদ
য়াছে, তুরকের সাধারণকার্য্যবিভাগের মন্ত্রী
টেলিগ্রাফ ও ডাকঘরের তত্ত্বাবধায়ক
এফেন্দির মৃত্যু হইয়াছে। তুরকের মন্ত্রি
শীঘ্র পরিবর্ত্ত হইবে। নূতন রাজকীয় কৌ
মধ্যে ৪৫ জন তুরক, ৯ জন আর্ম্মেনীয়,
গ্রীক ও ৩ জন ইহুদি প্রবেশ করিয়াছে
ফ্রান্সের সহিত টিউনিসের গবর্ণ
মনান্তর হওয়াতে ফরাশী দূত উক্ত দেশ
করিয়াছেন।
মনিটিউর ডিলি আর্ম্মি বলেন, সেনা
কমাইবার প্রথম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ফ্রান্সের দ্বা
য়াছে। যেহেতু ১৪,০০০ সৈনিক বিদা
য়াছে।

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

### লেপ্টেনেণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

১৯ এ মে। যত দিন ডাক্তর এল, জ
বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন তত
পাটনার সিবিল সার্জ্জন ডাক্তর আর, এফ
স্দন মীঠাপুর ও দিগরে জেলের চিকিৎসার
পাইবেন।
ডাক্তর জাকসনের অনুপস্থিতিকালে
নার প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও
কালেক্টর সি, এফ, ওয়ার্সলি সাহেব মী
ও দিগরের জেলের তত্ত্বাবধারণের ভার
বেন।
২০ এ মে। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি
ক্টর মৌলবী আবদুল গফুর বাড়িস উপাধি
ভার পাইয়া ভাগলপুরে মাজিষ্ট্রেটের
চালন করিবেন। ২০ এ দিবসের

লবী মহম্মদ ইস্তাকের নিয়োগের যে বিজ্ঞা-
 হয়, তাঁহা এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

২১ এ মে। তৃতীয় শ্রেণির সব আসিষ্টান্ট
র্জন বাবু দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পাবনার
ন্তর্গত দুলাইয়ের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার
ইবেন।

২২ এ মে। যত দিন আর, এস, ওকনর বিদায়
ইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন এ,
য়াব সাহেব সিংহভূমের প্রতিনিধি পুলিষ সুপ
রিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

কলিকাতার প্রতিনিধি কালেক্টর ডবলিউ,
, রাইলগু সাহেব ১৮৬৮ অব্দের ৯ আইন
নুসারে কলিকাতা, ২৪ পরগণা ও হুগলিতে
লেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬৮
ব্দের ৯ আইন অনুসারে এক জন আসেসর
য়া কলিকাতা ২৪ পরগণা ও হুগলিতে কালে
রের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু প্রাণকৃষ্ণ দে ১৮৬৮ অব্দের ৯ আইন অনু
রে আসেসর হইয়া কলিকাতার কালেক্টরের
মতা পাইবেন।

বাবু কৃষ্ণকান্ত বসু ১৮৬৮ অব্দের ৯ আইন
নুসারে আসেসর হইয়া কলিকাতার কালেক্ট
র ক্ষমতা পাইবেন।

হাবড়ার ডেপুটী কালেক্টর ১৮৬৮ অব্দের
৯ ধারা অনুসারে কমিসনরের ক্ষমতা পা
ন।

যত দিন মৌলবী আবেদ আলি বিদায় লইয়া
নুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন হাওয়ালদার সভ
বী কমিসনর নিজের কার্য্যের উপরে পাকু-
রের ভার পাইবেন।

২৩ এ মে। সি, এম, ডাডন সাহেব গঞ্জার
তিনিধি সব ডেপুটি আফিকেন এজেন্ট হই
ন।

২৬ এ মে। নিম্ন লিখিত ভদ্র লোকেরা খৃষ্টি
নদিগের বিবাহ দিতে পারিবেন।

রেণ্ড ই, বি, সি, ডালাস, বালেশ্বরে।
" আলবার্ট, উইলিয়ম কলিকাতায়।

ডবলিউ, এফ, মাকডোনেল সাহেব বি, সি,
দীয়ার সিবিল ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

—:০:—

আমাদিগের আনুলিয়াস্থ সংবাদ-
দাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। মধ্যে সংবাদপত্রপাঠে অবগত হইয়া
লাম, যে আমাদিগের বর্ত্তমান মাননীয় লেপ্ট
ন্ট গবর্ণর শ্রীযুক্ত গ্রে সাহেবের আদেশানুসারে
কৃষ্ণনগরে জুয়াখেলা নিবারণের আইন প্রচ
লিত হইয়াছে; কিন্তু কলে উহার ত কিছুই দেখি
না; বরং অপেক্ষাকৃত উহার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব
হইয়া উঠিতেছে। নগরের মধ্যে অনেক স্থানেই
এই খেলা হইয়া থাকে। যাহাদের সংসার নির্ব্বা
হের উপায় নাই, তাহাদিগের দ্বারাই এই কার্য্য
সম্পাদিত হয়। এই মহাপ্রভুরা আবার অলীক
আমোদের বরযাত্রী। যেখানে বারইয়ারি পূজা
কি যাত্রাদি হইয়া থাকে, সেই স্থানেই ইহারা
সর্ব্বাগ্রে উপস্থিত হন এবং সাধারণ লোকের
সর্ব্বনাশ করিবার ত্রুটি করেন না। যাহা হউক,
আমরা এ বিষয়ের নিমিত্ত পুনরায় গবর্ণমেণ্টকে
অনুরোধ করিতেছি, যাহাতে ইহা এক কালে
এ দেশ হইতে দূরীকৃত হয়, তাহার উপায় ত্বরায়
করুন। আর যদি আইন প্রচার করিয়া এক
কালে রহিত না করেন; জুয়ারুদিগের উপরে
অধিকপরিমাণে করস্থাপন করুন, তাহা হইলেও
উহার অনেক নিবারণ হইবে।

২। শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, আমাদিগের
নদীয়া জেলার ভূতপূর্ব্ব প্রজাবৎসল হিতৈষী
মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বেল সাহেব পুনরায় তাঁহার
পদে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। ইঁহার কৃষ্ণ-
নগর পরিত্যাগের পর জিলার সমুদায় লোকই
দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সকলেই
সুখী হইবেন সন্দেহ নাই। বেল সাহেবের তুল্য
প্রজাহিতৈষী মাজিষ্ট্রেট অতি বিরল।

৩। রাণাঘাটের মিউনীসিপালিটী লইয়া
আর কত বার চীৎকার করিব? অদ্যাবধি রাস্তা
গুলির সমুদায় পাকা হইল না। গবর্ণমেণ্টের
দৃষ্টি পাত একান্ত আবশ্যক। প্রজা উৎপীড়ন
করিয়া রাজস্ব আদায়ের ফল কি?

৪। নদীয়া জেলার অধীন "কোতয়ালী"
ও "নাকাশী পাড়া" থানার অন্তর্গত কতকখানি
গঙ্গাতীরস্থ পল্লীগ্রামে বন্যায় বৎসর বৎসর
অনেক প্রকার অনেক ক্ষতি হইয়া থাকে। কয়
মাস অতীত হইল প্রেসিডেন্সিবিভাগের কমি-
সনর শ্রীযুক্ত চাপমান সাহেব মফস্বল ভ্রমণ-
কালে সমুদায় স্থানে গমন করিয়াছিলেন।
তত্রত্য বন্যা ও বাত্যাহত প্রজার শোকাবহ
আর্ত্তনাদ শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া গঙ্গার
জল যাহাতে পল্লীসমূহের মধ্যে প্রবেশ করিতে
না পারে, এরূপ কল্পনা করিয়া উহার ধারে
বাঁধ দিবার প্রস্তাব করিয়া আসিয়াছিলেন।
শুনিলাম, হিতৈষী কমিসনর সাহেবের
প্রস্তাবক্রমে গবর্ণমেণ্ট এই ব্যয় করিতে
সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন
কার্য্যারম্ভ না হওয়াতে উহার প্রতি আমা-
দিগের সন্দেহ হইতেছে। যাহা হউক, আম
এ বিষয়ের নিমিত্ত উক্ত মাননীয় চাপম
সাহেব মহোদয়কে অনুরোধ করিতেছি, এ
যাহাতে ত্বরায় সম্পন্ন হয় তাহার উপায় করু

৫। রাণাঘাটের গবর্ণমেণ্ট সাহায্য
ইংরাজী বাঙ্গলা বিদ্যালয়ের কতকগুলি বি
ষয়ে সোমপ্রকাশ এবং এডুকেশন গেজে
প্রভৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়া
এত দিনে তাহার শুভ ফল হইয়াছে। শুনি
আহ্লাদিত হইলাম যে, শিক্ষাবিভাগের ডি
ক্টর সাহেব উক্ত বিদ্যালয়ের বিশৃঙ্খলা সংব
পত্রে পাঠ করিয়া উহার তত্ত্বাবধান বিষ
ম্যানেজর মহাশয়কে পত্র লিখিয়া
লেন। কিছু দিন হইল এ বিভাগের
ইনিস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র নাথ রায় ম
শয় উক্ত বিদ্যালয়ে আসিয়া সমুদায় অ
দর্শন করিয়া গিয়াছেন। শুনিলাম, তিনি শি
মহাশয়দিগের অনেকের উপর অসন্তোষপ্র
করিয়া গিয়াছেন।

৬। অতিশয় দুঃখিত হইয়া লিখিতেছি রাণা
ঘাটের প্রশংসিত জাতুরমাজষ্ট্রী এত দি
পর নিঃশেষিত হইল। সভ্য মহাশয়দি
অমনোযোগই উহার প্রধান কারণ।

—:০:—

মেদিনীপুর হইতে এক ব্যা
লিখিয়াছেনঃ—

কয়েক দিন গত হইল, মেদিনীপুরে
বিবাহ অতিসমারোহপূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া
রাছে। দুটী বিবাহতেই অতিশয় ধুমধাম হই
ছিল। খ্যামটার নাচ, পাঁচালি, বাজিপোড়
প্রভৃতি অনেকপ্রকার তামাসা হইয়াছি
কলিকাতা হইতে ইংরাজী বাদ্য আনয়ন
হয়। অধিকতর দুঃখের বিষয় এইযে, দুটীই শি
বিবাহ। এখানে শিশুবিবাহ অতিশয় প্রচলি
বিবাহোপলক্ষে এখানকার ইংরাজ কর্ম্মচারী
গকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। তাঁহারা অ
কেই সস্ত্রীক হইয়া তামাসা দেখিতে আসি
ছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কদর্য্য খ্যা
টার নাচই তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে আপ্যা
করিয়াছে। যে দুই মহাত্মা পুত্রের বিবাহে হা
হাজার টাকা অকারণ ব্যয় করিলেন, তাঁহা
মেদিনীপুরের হাইস্কুল সম্বন্ধে যথোচিত সাহা
করিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন।

দুই দিন গত হইল, এখানকার জুয়া
নিবারণী সভার মাসিক অধিবেশন হইয়া
য়াছে। ইংরাজী স্কুলের হেড পণ্ডিত জুয়া

—১২৬—

একটী উত্তম বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন। দ্বারা বিশেষ যে কোন উপকার হইতেছে, দেখিতে পাই না। মদ্যপায়ীর সংখ্যা তই কমিতেছে না। শনিবার ও রবিবার সুরাদেবীর প্রকৃতরূপে পূজা হইয়া । কেবল বিদেশীয় আমলাদিগের মধ্যেই নে বদ্ধ আছেন, এমন নয়। এখানকার দিগের মধ্যেও ক্ষীয় রাজা ক্রমশঃ বিস্তার তেছেন। এমন কি, স্কুলের অল্পবয়স্ক বাল ও সুরাপান ও বেশ্যালয়ে গমন করিতে করে না।

নে ব্রাহ্মসমাজের অতি শোচনীয় অবস্থা। ই মাজিষ্ট্রেট কটন সাহেব প্রথম যখন জ আসিতে আরম্ভ করেন, তৎকালে দিন ক সভ্য ও দর্শকসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল। আজি কালি সাহেব দেখা নাই, নিবৃত্তির সঙ্গে ধর্ম্মোৎসাহেরও নিবৃত্তি হইয়াছে। রায়ণ বাবু মনুষ্যমনের উন্নতিকর কতগুলি খানে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন বটে ; কিন্তু াসকের অভাবে সেগুলি শীঘ্রই উৎসন্ন প্রাপ্ত হইবে।

ধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইতেছে বলিয়া এ বৎসর উঠা ও বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হয় নাই। পূর্ব্বে এই সহরে বাঙ্গালিদিগের পীড়া হইলে আসিষ্টান্ট সারজনভিন্ন গতি ছিল না। ন সেই অভাবটী সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত হই- । দুই তিনটী মেডিকাল কালেজের বাঙ্গলা র ছাত্র গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নরূপে চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহা র মধ্যে বাবু ভুবনেশ্বর মিত্র বিশেষ প্রতি লাভ করিয়াছেন। তিনি নিজ যত্নে ইংরাজী য় লিখিত চিকিৎসাবিষয়ক উত্তম উত্তম ক পাঠ করিয়া স্বীয় চিকিৎসাপ্রণালীর র্দ্ধসম্পাদন করিয়াছেন।

শুনা যাইতেছে, খানাকুল কৃষ্ণনগর অঞ্চলে রা দিনে ডাকাইতি করিয়াছিল, তাহাদিগের কতগুলি পুরুষ ও স্ত্রীলোক এই সহরে য়াছে। অদ্যাবধি তাহাদিগের অত্যাচার ক কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। ইহারা প্রস্তরখণ্ড বিক্রয় করিবার ছলে লোকের দ্বারে বেড়াইতেছে।

—:•:—

# প্রেরিত ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু ।

সম্প্রতি ছাপরা জেলার জজ আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু কেশবলাল ঘোষ মহাশয়ের অসীম যত্ন ও অস্থিভেদী পরিশ্রম এবং অনবরত চেষ্টায় "ছাপরা এসোসিএসন" নামে একটী পাক্ষিক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সভার একটী মাত্র অধিবেশন হইয়াগিয়াছে। কেশব বাবুর বক্তৃতাশ্রবণে ও উৎসাহদানে ছাপরাস্থ যাব তীয় বাঙ্গালী এরূপ উৎসাহিত হইয়াছেন, যে বোধ হয়, এই ক্ষুদ্র সভাটী ভবিষ্যতে মহোপকারিণী এবং ভারতবর্ষের মুখোজ্জ্বল কারিণী হইবে। আমি সভার প্রথম অধিবেশন দিবসে উপস্থিত ছিলাম। সভাটী বাঙ্গালী মহাশয়দিগেরদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে বটে ; কিন্তু উঁহাকে কেশব বাবুর সর্ব্বজাতীয় ও সর্ব্বদেশীয় মনুষ্যগণদ্বারা পরিপোষিত ও পরিবর্দ্ধিত করিবার ইচ্ছা আছে।

সভায় নানা ভাষার সম্বাদপত্র এবং নূতন নূতন পুস্তকাদি লইয়া সভ্যগণের জ্ঞানবৃদ্ধি বিধান করা হইবে, এবং সভামণ্ডপে ইংরাজী বাঙ্গলা উর্দ্দু ও হিন্দি এই চারি ভাষায় বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতিপ্রভৃতি দেশোপকারক জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধসকল পঠিত হইবে। আর আমি দেখিয়া পরমাহ্লাদে মগ্ন হইয়াছি, এখানকার প্রধান প্রধান যাবতীয় বাঙ্গালী এ সভাটির চিরস্থায়িতাবিষয়ে প্রাণপণে লাগিয়াছেন। ইহাতে বোধ হইতেছে যে, সভাটী অচিরে অনন্ত ফল প্রদায়িনী হইয়া উঠিবে।

এক জন সভ্য।

—:•:—

সম্পাদক মহাশয়! গত বৈশাখ মাসে এখানে অনেকগুলি বিবাহ হইয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে, পাত্র ও কন্যাদিগের কেহই অদ্যাপি শৈশবাবস্থা অতিক্রম করিতে পারে নাই। বাল্যবিবাহ পূর্ব্ব কালে কেবল কুলীনদিগের (বিশেষতঃ কায়স্থ ব্রাহ্মণ জাতির) মধ্যে এবং কলিকাতা অঞ্চলে প্রচলিত ছিল ; কিন্তু একণে দেখা যাইতেছে, ঐ প্রথা কি কুলীন, কি মৌলিক, জাতিসাধারণে বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইয়াছে। কৃতবিদ্যেরা বাল্য বিবাহের স্রোতঃ প্রতিরোধার্থ যতই চেষ্টা করুন, যেরূপ দেখা যাইতেছে, কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন এরূপ বোধ হয় না। এখানে যে কএকটী বিবাহ হইয়াছে, তন্মধ্যে দুটী অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পাত্রদ্বয়ের বয়ঃক্রম ১২ এবং ১৩ বৎসর হইবে। শেষোক্ত বিবাহটীতে পাঁচ দল নর্ত্তকী (খেমটাওয়ালি) এবং ১ দল ইংরাজী বাদ্যকর কলিকাতা হইতে আনীত হয়। বিবাহের পূ পরে পাঁচ ছয় দিন কাল উহাদের আ চলিয়াছিল। সভাস্থলে বিস্তর লোক (নি এবং অনিমন্ত্রিত) সমাগত হন। দুই চারি ভিন্ন অত্রত্য তাবৎ ইউরোপীয় কর্ম্মচারী দর্শনোপলক্ষে সভাস্থ হইয়াছিলেন। অ সস্ত্রীক আসিয়াছিলেন। ইহাঁরা যে কেবল লোক ও জমীদার গৃহস্বামিদিগকে চরি করিয়াছিলেন, এমত নহে, দীর্ঘকাল উপস্থিত থাকিয়া পূর্ব্ব দিন যে নৃত্য লাগিয়াছিল, তাহার আদেশ করিয়া এবং অর্থ পুরস্কার দিয়া নর্ত্তকীদিগের যথে উৎসাহবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। আক্ষেপের এই যে, গৃহস্বামীরা সাহেবদিগের খানার জন করিতে পারেন নাই, কেবল জল আয়োজনমাত্র করিয়াছিলেন।

প্রাসঙ্গিক বিষয়ের আন্দোলনে প্রয়োজন প্রকৃত বিষয়ে বক্তব্য এই, যে পিতা পুত্তলিকার ন্যায় আপন আপন কন্যা বিবাহ দিয়া শীঘ্র নিশ্চিন্ত হন, তাঁহারা যে পুত্রের শত্রু তাহার সন্দেহ নাই। বিবাহ পদার্থ, খাইতে হয়, কি মাখিতে হয়, বালক বালিকাদিগের হৃদয়ঙ্গম হওয়া স নহে। তাহারা দেশীয় ও বিদেশীয় বাদ্য খেমটা বা বাই নাচ দর্শন, নানাপ্রকার পোড়ান, পাল্কী আরোহণ, উৎকৃষ্ট পাদুকা পরিধান এবং বহু লোকের সমাগ তির আমোদভিন্ন বিবাহশব্দের অর্থ বুঝে এমন অপক্ক বয়সে তাহারা পরস্পর যে সম্বন্ধসূত্রে বদ্ধ হয় এবং তাহাদিগের মস্ত ভয়ানক ভার পতিত হয়, তাহা বুঝিতে শক্ত হয় না। যাঁহাদিগের উপর গণের যাবতীয় ঐহিক সুখ নির্ভর করি তাঁহারা যে উহাদিগকে শারীরিক ও ম চিরযন্ত্রণাসাগরে নিমগ্ন করিয়া দেন, তাহ আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে !

বিস্তর যাত্রী জগন্নাথক্ষেত্রে যাইতে উহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অ এখানে ভাল সরাই নাই ; তজ্জন্য রাত্রি অনেককে রাস্তার উপরে শয়ন করিয়া থ হয়। এ প্রদেশে চুরি ডাকাইতির যেরূপ র্ভাব, তাহাতে যাত্রীদিগের দ্রব্যাদি চুরি বিশেষ সম্ভাবনা আছে। পুলিষ কর্ম্মচারী কর্ত্তব্য যে, সরাই রক্ষার্থ ২। ৪ জন কনষ্টেবল কিছু দিনের নিমিত্ত নিযুক্ত করে

মেদিনীপুর } বশম্বদ
২২ এ মে
১৮৬৮ শ্রীঃ—

# সোমপ্রকাশ

•ম ভাগ। ১২ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

—১৪৫—

মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা। | সন ১২৭৫। ৩ রা আষাঢ়। ১৮৬৮। ১৫ ই জুন | মফস্বলে মাসুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৮০

## বিজ্ঞাপন।

### ংরাজা স্বরলিপিপদ্ধতি।

দি কেহ আমার অনুমতি ভিন্ন এই গ্রন্থ অথবা ইহার কিয়দংশও মুদ্রিত করিয়া প্রচারিত করেন, তাহা হইলে তিনি আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবেন

আরও সাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে এই পদ্ধতি সরল ভাষায় ও সুপ্রণালীতে প্রণয়ন হইয়াছে, এতদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও মনোযোগপূর্ব্বক দেখিলে অনায়াসেই ত পারিবেন সন্দেহ নাই। অতএব এই যাঁহার প্রয়োজন হইবেক, তিনি কলিকাতা পুর প্রাকৃত যন্ত্রে অথবা আমার নিকট টাকা মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে বেন।

রিয়াঘাটা
বিদ্যালয় } শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬

—:০:—

গ্রাহকগণের প্রয়োজনহেতু নিম্নলিখিত ত পুস্তকত্রয়ের কিয়দংশ প্রকাশিত হইল। পূর্ব্ব তদ্ব্যতীত নিম্ননির্দ্দিষ্ট সম্পূর্ণ প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশে ণর স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবেক।

মল্লিনাথের টীকা সহিত।

| | | |
|---|---|---|
| শিশুপাল বধ ( মাঘকৃত ) মূল্য | | ৮ |
| রঘুবংশ ( কালিদাসকৃত ) | " | ৫॥০ |
| কিরাতার্জ্জুনীয় ( ভারবিকৃত ) | | ৩॥০ |

বিদ্যার্থিগণের অনুকূলার্থে নিম্নলিখিত গুলিন সংস্কৃত পুস্তক দেবনাগরাক্ষরে মুদ্রণারম্ভ হইবেক। প্রকাশের পূর্ব্বে গ্রাহক হইলে গীতা প্রতি পৃষ্ঠা অপর প্রতি আট ফিন পয়সার হিসাবে অথবা সম্পূর্ণ যেমত প্রকাশিত হইবেক উক্ত নিয়মে মূল্য প্রদান করিলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশে প্রেরণের স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবেক।

ঋতুসংহার। মেঘদূত। শকুন্তলা। নলোদয় মালবিকাগ্নিমিত্র। বিক্রমোর্ব্বশী। মুদ্রারাক্ষস রত্নাবলী মালতীমাধব সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী বা সাংখ্যকারিকা। মহাবীরচরিত। উত্তররাম-চরিত। মুগ্ধবোধ। দশকুমারচরিতের উত্তরার্দ্ধ পাণিনি। বসন্ততিলকভাণ। অমরকোষ। শাঙ্কর ভাষ্য, আনন্দগিরি, শ্রীধরস্বামী ও মধুসূদন সরস্বতীর টীকাসহিত শ্রীমদ্ভাগবত। মহাভারত। বিষ্ণুপুরাণ। কাদম্বরী। ভট্টিকাব্য। নাগানন্দ। কাব্যপ্রকাশ। চম্পক। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

কলিকাতা সংবাদ জ্ঞান
রত্নাকর যন্ত্র মির্জ্জাপুর } শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক
ষ্ট্রীট ৩২ সংখ্যক ভবন।

—:০:—

বাঁড়ুর্য্যে ব্রাদার্শ কোম্পানির ১৮৬৯ সালের এন্ট্রান্স কোর্সের কী অর্থাৎ অর্থ পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে। যাঁহারা লইবার ইচ্ছা করেন, কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট ৮৬নং ভবনে উক্ত কোম্পানির নিকটে, অথবা অন্যান্য পুস্তক বিক্রেতার নিকট অনুসন্ধান করিলে পাইতে পারিবেন।

—:০:—

" এঁরাই আবার বড় লোক। "

যাহার অভিনয় কলিকাতা জোড়াসাঁকো নাট্যালয়ে প্রদর্শিত হইতেছে, বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক ষ্ট্যানহোপ প্রেসে বিক্রয়ার্থ স্থাপিত আছে। মূল্য ৸০ বার আনা, মাশুল ৴০ এক আনা।

সম্প্রতি সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়ের মুদ্রণ প্রভৃতির বন্দোবস্ত হওয়াতে শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তীর উপরে বিল ও চিঠি পত্রাদি স্বাক্ষর করিবার ভার সমর্পণ করা হইয়াছে।

## ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

### কয়লাপ্রভৃতির গাড়ি ভাড়ার নিয়ম।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা তেছে যে, আগামী ১ লা জুলাই অবধি পদার্থ সম্পর্কে " গাড়ির পূর্ণ বোঝাই শব্দের অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে যে গাড়িতে যত অধিক মাল ধরিতে পারে আধ টন্ করিয়া কম থাকিবে। যাঁহারা কম মাল পাঠান না কেন, তাঁহাদিগকে আধ টন্ কম যে মাল তাহার ভাড়া হইবে। কিন্তু কেহ যদি উপরি উক্ত বোঝাইয়ের " অধিক মাল পাঠাইতে তাঁহাকে সেই বেশী মালের নিমিত্ত স্বতন্ত্র দিতে হইবে।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে হৌস
ড্যালহৌসী স্কোয়ার } সিসিলষ্টিফে
কলিকাতা ২২ এ মে } এজেন্সি বো

—:০:—

## বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ জোড়া বাগান।

ভাড়া দেওয়ার নিমিত্ত।

গারডেনরীচ ২৫ নং বাটী।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা করিতে অথবা ভাড়া লইতে ইচ্ছা করেন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডার্স আরবে থনট এবং কো

—:০:—

## পুরাণপ্রকাশ।

কলিকাতা মৃজাপুর আমহার্ষ্টসের কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে পুরাণপ্রকাশনামক মাসিক পত্র প্রতিমাসে এক বা দুই খণ্ড

…হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের …ন ৮০ অশীতি পৃষ্ঠা। ইহাতে ক্রমশঃ অষ্টা… পুরাণ ও উপপুরাণ বাঙ্গালা অনুবাদসমেত …ত করিবার কল্পনা আছে। প্রথমতঃ বিষ্ণু… অনুবাদ ও শ্রীধরগোস্বামিকৃত টীকা সমেত … হইতেছে। ১ লা বৈশাখ বিতরণ … হইয়াছে। যিনি ইহার গ্রাহক হইতে অভি… তিনি কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে … নিকট পত্র ডাকমাশুল ও প্রতিখণ্ডের … আট আনা করিয়া পাঠাইবেন। … নিয়মিত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত নহেন, তাঁহা… নিকট প্রত্যেক খণ্ড নগদ ১ এক টাকা … বিক্রয় করা যাইবে।

…ই চৈত্র
…৭৪। } শ্রী জগন্মোহন শর্ম্মা।

——

সংস্কৃত মেদিনীকোষ দুরূহ শব্দের টীকা… …ত উত্তম দেবনাগরাক্ষরে সযত্নপূর্ব্বক মুদ্রিত হই… …ক। যিনি গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি … কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাবু… …নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অথবা …কাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে বা কাব্যপ্রকাশ … আমার নিকট পত্র পাঠাইবেন।

…ই চৈত্র ১২৭৪
…স্কৃত বিদ্যালয়। } শ্রীজগন্মোহন শর্ম্মা।

—:•:—

অভিধান।

| | |
|---|---|
| …ব্দাম্বুধি | ২॥০ |
| …ব্দার্থপ্রকাশিকা | ৩ |
| …ব্দসিন্ধু | ২ |
| …ব্দার্থমুক্তাবলী | ৭ |
| …ব্দার্থরত্নমালা | ৫ |
| …ব্দার্থপ্রচারিকা | ৩ |
| …কৃতিবাদ | ৫ |

সংস্কৃত পুস্তক

| | |
|---|---|
| …ঘুবংশ সটীক | ৮ |
| …র নৈষধচরিত | ৭॥০ |
| …টীকাব্য | ৪০ |
| …ষ্টাবিংশতি তত্ত্ব | ৩৫ |
| …প্রকাশ | ১৸৶ |

… } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
পুস্তকবিক্রেতা।

—:•:—

…এখন সরকারী বাটিক নির্ম্মাণের কর্ম্ম …বেশে বৃদ্ধি হওয়া প্রযুক্ত, এই বিজ্ঞা…পনদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে নিম্ন লিখিত …রাজমিস্ত্রী, ছুতার ও কর্ম্মকারের আবশ্যক হইয়াছে। যাহারা শিক্ষিত ও পারদর্শী, তাহাদিগকেই কর্ম্ম দেওয়া যাইবে।

| | | |
|---|---|---|
| ২৫ জন রাজমিস্ত্রী | মাসিক বেতন | ১২ টাকা |
| ৩০ ঐ ছুতার | ঐ | ১৫ |
| ১ ঐ প্রধান কর্ম্মকার, | ঐ | ১৫ |
| ৩ ঐ কর্ম্মকার | ঐ | ১২ |

এতৎ সংক্রান্ত অন্যান্য সমাচার দারজিলিঙের এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র সাহেবের নিকটে প্রাপ্ত হইবে।

দারাজলিঙ
২৭ মে ১৮৬৮ } এ.ই. পার্কিন্স মেজর, আর ই.
এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার

——

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান। সর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সোণা দিয়া নূতন বাঁধান মূল্য ২৫০ টাকা। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—প্রথম কল্প, মূল্য ৫০ টাকা।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্ত বাগীশ।

—:•:—

রাণীগঞ্জ পটরি কোং
লিমিটেড।

মেজিয়া করিবার সুচিক্কণ টাইল।

ঐ কোম্পানির মিসনরোস্থিত ৪ নং আফিসে উহার নমুনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং যদি কাহার প্রয়োজন হয়, ঐ আফিসে অনুমতিপত্র পাঠাইয়া দিবেন।

—:০:—

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ
প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলম নানাবিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। মফস্বলে, ঘড়ী অঙ্গুরি ইত্যাদি পাঠাইয়া থাকি এবং পুস্তকাদিতে এক আনার হিসাবে কমিসন দি। যদি কেহ অধিক টাকার দ্রব্যাদি লন পাইকেরী দরে পাইবেন।

| | টাকা |
|---|---|
| শব্দসন্দর্ভসিন্ধু প্রথম খণ্ড | ৫ |
| ঐ দ্বিতীয় খণ্ড | ৪ |
| শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা টীকা ও বাঙ্গালা সম্বলিত | ২॥০ |
| শব্দসিন্ধু | ২ |
| শব্দাবলী | ২ |
| শব্দার্থপ্রকাশিকা | ৩ |
| শব্দার্থরত্নমালা | ৫ |
| শব্দার্থপ্রচারিকা | ৩ |
| প্রকৃতিবাদ | ৫ |

অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব
অন্নদামঙ্গল বিদ্যাসুন্দরপ্রভৃতি টীকা টিপ্পনী ও ১৮ খানি প্রতিমূর্ত্তি সহিত।
বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষের রেলওয়ে
ইলেক্‌ট্রিক টেলিগ্রাফ
নলচরিত কাব্য
পঞ্চদশী
বেদান্তদর্শন
অধিকরণমালা
হরিভক্তিবিলাস
পদকল্পতরু
মেটিরিয়া মেডিকা
ইংলণ্ডীয় ঔষধকল্পাবলী
আয়ুর্ব্বেদদর্পণ
ফৌজদারি গাইড
নিদানার্থচন্দ্রিকা
সটীক নিদান
নিদান
মালতীমাধব
পঞ্জাব ইতিহাস
চীনের ইতিহাস
হুতম পেঁচার নক্সা ( ১ । ২ )
সম্বন্ধসমাধি নাটক
বেশ্যাসক্তিনিবর্ত্তক নাটক
মনোবৃত্তি বিধায়ক
কীচকবধ নাটক
ইংরাজী বাঙ্গালা ডিক্‌সনারি

কলিকাতা জোড়াসাঁকো ৬৪ নং } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র…

—:০:—

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পট…ডাঙ্গা বাড়ুয্যে ব্রাদার কোম্পানির দোকানে প্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তক বিক্রয় হইতেছে:—

| প্রণীত | মূল… |
|---|---|
| গ্রীসইতিহাস | ১ … |
| রোমইতিহাস | ১ |
| ভূষণসার ব্যাকরণ | । |
| নীতিসার ( ১ ম ভাগ ) | |
| নীতিসার ( ২ য় ভাগ ) | |

প্রচারিত।
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

—:•:—

## নদিয়ার নদী ।

১৮৬৮ সালের জুন মাসের ১ লা হইতে
৭ ই পর্য্যন্ত ভাগীরথীনদীর সর্ব্বকম্ তি
জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট ।

| স্থানের নাম | ফুট | ইঞ্চ |
|---|---|---|
| হামার উপর পদ্মানদীতে | ২১——৩ | |
| হামায় | ১২——৩ | |
| তথা হইতে জঙ্গিপুর পর্য্যন্ত ( ১৩॥ মাইল মধ্যে ) | ৪——৯ | |
| জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর পর্য্যন্ত ( ৪৬ মাইল মধ্যে ) | ৪ | ৯ |
| বহরমপুর হইতে কাটওয়া পর্য্যন্ত ( ৫০ মাইল মধ্যে ) | ৩ | ৬ |
| কাটোয়া হইতে নদীয়া পর্য্যন্ত ( ৪৩ মাইলের মধ্যে ) | ৩——৯ | |

ন ১৮৬৮ জুন মাহার ১০ তারিখে বহরমপুর
ঘাটের জলের মাপ ফুট ইঞ্চ
৩ ৮

পদ্মানদীর বৃদ্ধি হইতেছে ।

বহরমপুর
...ই জুন
...৬৮ । } শ্রীযুক্ত ডি, জেম উইক সি. ই.
একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র
বহরমপুর ডিবিজন

---

...দেশের অন্তর্গত কোর্ট উইলিয়মের প্রধা-
বিচারালয়ের আদিম দেওয়ানী বিভাগের
... অব্দের ৩০৯ নং যে মকদ্দমায় জেনরি
কোন বাদিনী ও বঙ্গদেশের প্রতিনিধি
...নিষ্টেটর প্রতিবাদী উক্ত মকদ্দমায় ১৮৬৮
...র ২১ এ মে যে আজ্ঞা হইয়াছে, তদনু-
প্রকাশ করা যাইতেছে, জেলা নদীয়ার
...ও সালগড়মুদিয়ার টমাস, আর উইন,
সাহেব যিনি ১৮৬৮ অব্দের ১৬ ই এপ্রেল
...াতায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, যে যে
উক্ত কেনি সাহেবকে কর্জ্জ দিয়াছেন,
...দিগকে জানান যাইতেছে, আগামী ৫ ই
...ম্বর অথবা তৎপূর্ব্বে বঙ্গদেশের অন্তর্গত
উইলিয়মের উক্ত প্রধানতম বিচারালয়ের
...র বিচারপতি মর্ম্মাশের নিকটে উপস্থিত
আপন আপন দাওয়া সপ্রমাণ করুন । এই
দাওয়া শ্রবণ করিবার নিমিত্ত ১৮৬৮
...র ১২ই সেপ্টেম্বর শ নিবার বেলা ১১ ঘটি-
...সময়ে টাউনহালে বিচারপতি আসন গ্রহণ
...বেন । যাঁহারা উক্ত সময়ের মধ্যে আপন
... দাওয়া সপ্রমাণ করিতে না
...বেন, তাঁহাদিগকে জানান যাইতেছে,
তাঁহাদিগের দাওয়া আর কস্মিন্ কালে শ্রবণ
করা যাইবে না ।

| | |
|---|---|
| ওয়াটকিন্স, লৌকোঁ এবং কোম্পানি বাদিনীর অটর্নীগণ | জে, বেলচেম্বস রেজিষ্টার । |
| প্রধানতম বিচারালয়ের আদিম দেওয়ানী বিভাগের রেজিষ্টার আফিস ১৮৬৮ । ৯ ই জুন | |

---

# সোমপ্রকাশ ।

৮ রা আষাঢ় সোমবার ।

আমরা পূর্ব্বে মাতলা রেলওয়েসম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছিলাম, ক্রমে তাহাই ঘটিয়া উঠিল । শুনিতেছি, ঐ রেলওয়ের কার্য্যভার পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগের হস্তে অর্পিত হইতেছে । এটী আমাদিগের আহ্লাদের বিষয় । এ বন্দোবস্তে গবর্ণমেণ্টের লাভ হইবে, লাইনটীও স্থায়ী হইবে । কিন্তু এ স্থলে আমাদিগের মনে একটী কথার উদয় হইল, সেটী ব্যক্ত করা আবশ্যক । যে অধ্যক্ষের অধ্যক্ষতায় পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়েতে অভূতপূর্ব্ব শোচনীয় ঘটনা হইয়া গেল, তাঁহার হস্তে আমাদিগের জীবন সমর্পণ করিতে বিষম শঙ্কা জন্মিতেছে । হয় ত আমাদিগের আপন ঘর মাজিয়া লওয়া হইল । রেলওয়ের অধ্যক্ষ পরিবর্ত্তের কি কোন নিয়ম নাই ? যদি না থাকে, রাজকর্ম্মচারীদিগের ন্যায় রেলওয়ের অধ্যক্ষ পরিবর্ত্তের একটী নিয়ম করা উচিত । যে কারণে সময়ে সময়ে রাজকর্ম্মচারীর পরিবর্ত্ত করা হয়, রেলওয়েতে কি সে কারণসম্ভাব নাই ? কোন স্থানে কোন কর্ম্মচারীর দোষ প্রকাশ হইলে তাঁহাকে স্থানান্তর করা যদি ন্যায় সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে যে অধ্যক্ষের বন্দোবস্তের দোষে পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়েতে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, এবং যাঁহার রূঢ় ব্যবহারে লোকে বিরক্ত হইয়াছেন তাঁহাকে স্থানান্তর করা যে একান্ত আবশ্যক তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই ।

খড়দহের ইংরাজী স্কুলের ...
মেণ্ট সাহায্যদান লইয়া সোমপ্রকা...
দুই জন পত্রপ্রেরক বিবাদ আরম্ভ ক...
য়াছেন । প্রথম পত্রপ্রেরক কহিতে...
খড়দহের অনুরবর্ত্তী সোদপুরে গবর্ণ...
সাহায্যপ্রাপ্ত ইংরাজী বিদ্যালয় অ...
খড়দহে যদি আবার সাহায্য দে...
হয়, উভয় বিদ্যালয়েরই অনিষ্ট হই...
অতএব গবর্ণমেণ্ট সাহায্যদান না ক...
উত্তম কার্য্যই করিয়াছেন । ইহার এ...
বাদক দ্বিতীয় পত্রপ্রেরক বলেন, ...
পুর খড়দহের দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী । ...
ক্রোশ যাওয়া, দুই ক্রোশ আসা, ...
দিন চারি ক্রোশ গমনাগমন করিয়া ...
শুনা করা বালকদিগের সাধ্যায়ত্ত ...
বিশেষতঃ খড়দহে দুই হাজার লো...
বসতি । লোকসংখ্যার বিষয় প...
লোচনা করিলেও তথায় সাহায...
একান্ত আবশ্যক হয় । দ্বিতীয় পত্র...
রক যে হেতুপ্রদর্শন করিয়াছেন, ...
য়ের পর্য্যালোচনা করিয়া আমাদিগে...
বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, খড়দহ ইং...
স্কুলে সাহায্যদান করা একান্ত আব...
যেসকল বালক পদব্রজে অধিক দূর...
নাগমন করিয়া পড়া শুনা করে, ...
দিগের পড়া শুনা ভাল হয় না, আ...
দের বিলক্ষণ জানা আছে । শিশুদি...
ত কথাই নাই । তাহারা যে প্রত্যহ ...
ক্রোশ গমনাগমন করিবে, তাহা ...
ক্রমে সম্ভাবিত নহে । আমরা খড়...
ইংরাজী স্কুলে গবর্ণমেণ্টের সা...
দানের যে অনুরোধ করিতেছি, ত...
আর একটী বিশেষ কারণ এই, খ...
বহুসংখ্য গোস্বামীর আবাসস্থ...
গোস্বামীদিগের আজিও লোকের উ...
বিলক্ষণ প্রভুত্ব আছে । যত দিন ...
দিগের প্রভুত্বলোপ না হইতেছে, ...
দিন এ দেশের কুসংস্কারের তিরো...
নের সম্ভাবনা নাই । সেই কুস...

রীধানের দুটী উপায় আছে। প্রথম,
শর লোকে যদি অবচ্ছেদাবচ্ছেদে
৯ত হন; দ্বিতীয়, গোস্বামীদিগের
াজী শিক্ষা হইয়া যদি নিজের ...
র দূর হয়। আমাদিগের বিবেচনায়
ন অপেক্ষা শেষ উপায়ই ... কার্য্য
ন ... হইতেছে। থড়দহের
াজী ... যদি বদ্ধমূল হয়, ক্রমে
... একটী প্রধান আবসথ ভগ্ন
...। গবর্ণমেন্টের সাহায্য দান-
... এ দেশের কোন বিদ্যালয়
বদ্ধমূল হয়, আজিও এ দেশের তেমন
া হয় নাই।

—:০:—

নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের কার্য্যপ্র-
ণালী ও মফস্বলাইট।

নিয়মবহির্ভূতপ্রদেশের কার্য্যপ্রণালীর
রে এদেশীয়দিগের যে ভক্তি আছে,
হা পাঠকগণের অবিদিত নাই।
ারতবর্ষীয়েরা জানেন, ঐ সকল স্থানে
ইন প্রমাণ নয় কর্ম্মচারিদিগের ইচ্ছাই
াণ। ঐখানে অন্যায় ও অত্যাচারের
ধিপত্য এবং সকলই বিশৃঙ্খলভাবা-
 লোকের মুখ বন্ধ থাকাতেই কেবল
চারিরা বার্ষিক রিপোর্টে আপনা
... প্রশংসা লিখিয়া আপনারা বাহবা
... পাইতেন। এ পর্য্যন্ত ইংরাজী সংবা
... সম্পাদকেরা সর জন লরেন্সের
... প্রদেশের সুখ্যাতি করিয়া আসি-
...তেন; কিন্তু তাঁহারাও আর পারেন
... শান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। নিম্নে
... মফস্বলাইট হইতে একটী প্রস্তাব অনু
... করিয়া দেওয়া গেল। আমরা এরূপ
... নিয়মবহির্ভূতপ্রদেশের
... নিকটে বিদ্রোহী বলিয়া
... হইবার সন্দেহ নাই।

"... দিন হইল গবর্ণর জেনরল
... টাক্সের অনুমোদন করেন,
... বলিয়াছিলেন, আমরা হইতে

মথুরা হইয়া দিল্লী পর্য্যন্ত একটা নূতন খাল খনন করা হইবে। একথা শ্রবণ করিয়া আমরা যার পর নাই সন্তোষলাভ করিয়াছিলাম, যে কর্য্যে এত উপকার, তাহার প্রস্তাবে আমরা সাতিশয় কৃতজ্ঞ হইয়াছিলাম। যাহা হউক, আমরা ভরসা করি অবিলম্বে কার্য্য আরম্ভ হইবে। সচরাচর যেরূপ হয়, বৃথা আড়ম্বর ও পত্রলেখা লিপিতে যেন সেরূপ সময় অতিবাহিত করা না হয়। এ জন্য যেসকল ভূমি লওয়া হইবে, তদ্বিষয়ে আমরা অগ্রে গবর্ণমেণ্টকে সতর্ক করিতেছি, তাঁহারা কিছু দিনের নিমিত্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত অর্থার্থিক ও নির্দ্দয় লোকদিগকে এ কার্য্যে যেন নিযুক্ত না করেন। ইহাঁরা অধিকারী দিগের যথার্থ প্রাপ্য দেন না। আমরা অনেক স্থলে দেখিয়াছি কর্ম্মচারীরা সম্পত্তির চতুর্থাংশ মূল্য মাত্র দিয়া অধিকারিদিগের মুখ বন্ধ রাখিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। প্রায় সকল স্থলেই এই অন্যায় চেষ্টা সফলও হইয়াছে। দরিদ্র ভূম্যধিকারিগণের উপরে কর্ম্মচারিরা এপ্রকার অত্যাচার না করেন, গবর্ণমেন্ট কি তাহার কোন উপায় অবলম্বন করিবেন না? গবর্ণমেন্ট যদি ইহা না করেন, তাহা হইলে আমরা ভূম্যধিকারিদিগকে অনুরোধ করিতেছি ১৮৫৭ অব্দের ৬ আইন অনুসারে মূল্য দিতে বাধিত করিবার নিমিত্ত তাঁহারা সৎ ও স্বাধীনবৃত্তি উকীলদিগকে নিযুক্ত করুন। আমরা একটী দৃষ্টান্ত জানি। ১৮৫৭ অব্দের ৬ আইন অনুসারে মধ্যস্থগণ এক ব্যক্তির বাটীর ৮২৭০০ টাকা মূল্য স্থির করিয়াছিলেন; এক জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী তাঁহাকে ২৭,৫০০ টাকাতে সম্মত করিবার বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। সম্প্রতি দিল্লীর রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে এক জনের বাটী গ্রহণ করা হয়। এক জন ডেপুটী কমিসনর কিছুতেই ১৭০০০ টাকার অধিক

দিতে চাহেন নাই। সৌভাগ্যক্রমে ...
কারী এক জন সাহসী ও স্বাধীন...
উকীল নিযুক্ত করাতে উকীল ৫৩...
টাকা বাহির করেন। কর্ম্মচারিদি...
সুবিচারের ত এই লক্ষণ লক্ষিত ...
তেছে।

ধর্ম্মভয়হীন কর্ম্মচারিরা উকীলদি...
উত্তেজনায় সুবিচার করিতে বাধিত ...
এই নিমিত্ত তাঁহারা এই শ্রেণীর লো...
উপরে বিরক্ত। অল্প দিন হইল, পঞ্জা...
সুবিচারলাভ অতিবিরল ঘটনার ম...
ছিল। পঞ্জাবের সকল শ্রেণীর কর্ম্মচা...
রাই উকীলদিগকে ঘৃণা করেন। সর ...
লড মাকলিয়ড একবার মিনিট লি...
বলিয়াছিলেন, যে দিবস আদালত ও ...
প্রত্যর্থির মধ্যস্থস্বরূপ ইউরোপীয় উ...
উপস্থিত হইবেন, সে দিন অবধি ...
বের অমঙ্গল হইবে!!! এই অপ্রশস্তহৃ...
কর্ম্মচারিকে সর জন লরেন্স পঞ্জা...
ন্যায় প্রধান প্রদেশের শাসনকা...
উপযুক্ত লোক জ্ঞান করিয়াছিলেন!!

নিয়মবহির্ভূতপ্রদেশের কার্য্যপ্র...
লীর ভুং ভাঙ্গিতে চলিল। আজিও ...
ঐ প্রণালী অব্যাহত রহিয়াছে, ই...
আশ্চর্য্যের বিষয়। অধিকতর আশ্চ...
বিষয় এই, সে দিবস পবলিক অপি...
প্রকাশ্য রূপে বলিয়াছেন "ই...
পীয়েরা এদেশীয়দিগকে যে প্র...
করেন, তাহা তাঁহার অনুমোদনীয় ...
কিন্তু যখন কোন ভারতবর্ষীয় এক ...
ইংরাজকে প্রহার করিবে, তখন তা...
এত প্রহার করা উচিত, যে কেবল ...
জীবনমাত্র থাকে!!" কি গর্ব্ব! ...
অভিমান! কি স্বজাতিপক্ষপাতি...
এই পত্র প্রকাশ্যরূপে বলেন, "ই...
য়েরা তরবারিদ্বারা এদেশ জয় ...
য়াছেন এবং তরবারিদ্বারা ...
করিবেন। ইহাতে যিনি প্রতিবন্ধ...
করিবেন, তাঁহার সহিত যুদ্ধ।

া।" ইনি এক জন অকপট পক্কা
নর লোক। ইহাঁর একটী কথা স্ম
রা উচিত ছিল, তরবারিদ্বারা শাসন
তে গেলে তরবারিদ্বারা দুরীভূত
ত হয়। যাহা হউক, পক্কাবিদলের ঐ
নীতি হইতে পারে বটে· কিন্তু
ণ্ডের সে রাজনীতি নহে। " জোর
মুলুক তার " এটী ত অসভ্যদিগের
, সভ্য ও সৎ ইংলণ্ডের ইহা যে অব
ীয় রাজনীতি হইবে, কখন আমা-
র এরূপ বিশ্বাস হয় না ।

—:০:—

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের
অন্যায় ব্যয়।

যেখানে রাজা ও প্রজা উভয়ে এক
বলম্বী, সেখানে রাজা, যদি প্রজার
র্মর স্থিতি বা বৃদ্ধির উদ্দেশে রাজস্ব
ত ব্যয় করেন, তাহা অন্যায় হয় না।
াদিগকে আপন আপন অর্থব্যয়
য়া যে কার্য্য করিতে হয়, গবর্ণমেণ্ট
উঁহাদিগের নিকট হইতে অর্থ
া উঁহাদিগের কর্ত্তব্য সেই কার্য্য
াদন করেন, তাহাতে ক্ষতি কি?
উপকার আছে। কিন্তু যেখানে
া ও প্রজা উভয়ে ভিন্নধর্ম্মা-
ী, সেখানে এ ব্যবস্থা ন্যায়ানুগত
়। এরূপ স্থলে প্রজাদিগের দত্ত অর্থ
াদিগের ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয়িত হয় না।
কর অর্থ লইয়া অপরের কার্য্যসম্পাদন
অন্যায় ব্যবহার আর কি আছে?
জন লরেন্সের গবর্ণর জেনরলের পদ
ভ অবধি খৃষ্টীয় যাজকদিগের নিমিত্ত
ত্য ব্যয় হইতেছে। পূর্ব্বে এ নিমিত্ত
ব্যয় করা হইত, তাহা হাতভোলার
য় দেওয়া হইত; কিন্তু এক্ষণে খৃষ্টীয়
জকদিগকে সাম্রাজ্যের এক দল প্রধান
অপরিহার্য্য কর্ম্মচারী জ্ঞান করিয়া
চারালয় ও সৈনিক ব্যারিকের ন্যায়
রজা সংস্কার ও গিরজার শোভা

সম্পাদনার্থ রাজকর ব্যয় করা হইতেছে। পুলিষ কর্ম্মচারী ও বিদ্যালয় পরিদর্শকদিগের ন্যায় পাদরিরাও সরকারী ধনাগার হইতে পাথেয় পাইতেছেন। ইহাতে যদি অদূরদর্শী পাদরিরা উল্লাসিত হন, এবং উঁহাদিগের বাণিজ্যির ইণ্ডিয়ান্ চর্চ্চ গেজেট গিরজার সংস্কার ও শোভার্থ সরকারী অর্থ প্রার্থনা করেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এ বিষয়ে ডেলি নিউস যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা পাঠকগণ শ্রবণ করুন।

উক্ত পত্র বলেন, "ইণ্ডিয়ান চর্চ্চ গেজেটের সদৃশ পত্র যে জীবিত রহিয়াছে, তদ্দ্বারা এবং ঐ পত্রের রাজনীতিজ্ঞতা দ্বারা প্রকাশ হইতেছে ভারতবর্ষে খৃষ্টীয়ধর্ম্মসংক্রান্ত কতকগুলি বিষয় ক্রমশঃ গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। পাদরিরা যদি খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারার্থ সরকারী টাকা ব্যয়ের অথবা এই টাকায় গিরজা নির্ম্মাণ ও গিরজার শোভাসম্পাদনের কথা উত্থাপন করেন এবং বর্ত্তমান খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করাই যদি রাজনীতি হয় এবং এপিস্কোপালীয় পুরোহিতেরা ঈশ্বর প্রেরিত, পৃথিবীর আর সকলে কিছুই নহেন, গবর্ণমেণ্ট এই কথা বলেন, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় বলিতেছি যে সকল লোক এক্ষণে এই সকল দেখিয়াও মৌনাবলম্বন করিয়া আছেন, উঁহারা স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন এবং ধর্ম্মসম্প্রদায় লইয়া ইংলণ্ডে যে প্রকার হুলস্থূল হইতেছে, এখানেও সেই প্রকার হইবে।" ডেলিনিউস যে আন্দোলনের আশঙ্কা করিতেছেন, ইহার মধ্যে এখানে তাহার আরম্ভ হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমানদিগের প্রদত্ত রাজস্বের ৩০ লক্ষ টাকা পাদরিদিগের নিমিত্ত ব্যয় করা হয় কেন? অনেকের মুখে এই প্রশ্ন শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষের প্রধান লোকেরা এই ভাবিয়া

তূষ্ণীম্ভাবে আছেন যে সর জন লরেন্
সদৃশ ধর্ম্মান্ধ শাসনকর্ত্তা আর এ দে
আগমন করিবেন না; তিনি গমন কি
সেই এই সকল নিয়মবিরুদ্ধ কাজ রহি
হইবে। ধর্ম্ম লইয়া গোলযোগ সাম
কথা নহে। যাহা হউক, উপসংহারকা
আমাদিগের বক্তব্য এই আয়রলণ্ডের স
চার ভারতবর্ষে অবিচার বলিয়া বি
চিত হইতে পারে না, এটী যেন ই
ণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের স্মরণ থাকে।

—০—

জবলপুর সাহিত্য
সমাজ।

যাঁহাদিগের যত্নে ও যাঁহাদি
প্রস্তাবে মুদ্রাযন্ত্র, সভা ও সম্প্রদায় প্র
ভির স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার স্বাধী
প্রদত্ত হইয়াছে, তাঁহারা যে কতদূর
দর্শী, কেমন উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন
তের হিতৈষী লোক, চিন্তা করিলে হ
বিস্ময় রসে আপ্লুত হইতে থাকে। স
বল, জাহাজ বল, পুলিষ বল, বিচার
বল, রাজ্যের রক্ষা ও শান্তিরক্ষা
ভির যতপ্রকার উপায় সৃষ্ট হইয়
কোনটীই স্বাধীন মুদ্রাযন্ত্রপ্রভৃতির
ফলোপধায়ী নহে। বিপক্ষ রাজা স
ও সমৃদ্ধ হইয়া চক্ষুর গোচর না হইলে
সৈন্যগণ আপনাদিগের উপযোগিতা
র্শনে সমর্থ হয় না, কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রপ্র
বিপক্ষ রাজার মন্ত্রণাগৃহের সংবাদ,
হার উদ্যোগ বার্ত্তা ও কোষদণ্ডজতেজ
ভির সমাচার সর্ব্বাগ্রে আনিয়া দেয়
জ্যের কোথায় কি অন্যায় ও অবিচার
তেছে, প্রজারা সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট,
দিগের মনোগত ভাব কি এ সম
জানিবার মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতির তুল্য উ
উপায় আর নাই। যখন মুদ্রাযন্ত্র প্র
স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে, তখন স
বলা হইয়াছে, প্রজারা অসঙ্কুচিত
আপন আপন হৃদগত ভাব

বে। তাঁহারা কোন বিষয়ে অসন্তুষ্ট
রা যদি মনের ভাব মনে রাখে, তাহা
পামে অত্যন্ত অনর্থের নিমিত্ত হয়।
ষর বা লোটক বাহিরে প্রকাশ না
, তাহা সাংঘাতিক হইয়া উঠে। কিন্তু
রা একটা আশ্চর্য্য দেখিতেছি,
পীয় দলে বিশেষতঃ ইংরাজ দলে
ন্ত নীচাশয় এরূপ কতকগুলি লোক
ছেন, তাঁহারা উল্লিখিত লোক বিদ্বেষী
সুতরাং ব্যক্তিদিগের অশোক সামান্য
বিভূষিত মহোদয় কার্য্যের মর্ম্ম
সমর্থ নহেন। তাঁহারাই এদেশের
কর্ত্তা, এদেশীয়েরা কেহ কিছু নহেন,
শীয়দিগকে চিরকাল তাঁহাদিগের
নত হইয়া থাকিতে হইবে। এই
দিগের সংস্কার। ঐ দলের এক
ক কি বলিতেছেন, পাঠকগণ শ্রবণ
।

সম্প্রতি বহরমপুরের সাহিত্য সমাজে
হরিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা
বলেন "কতকগুলি নীচ শ্রেণির
ক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এদেশে
মন করেন। ঈশ্বরের ইচ্ছায় ইহারা
কল লোকের উপরে প্রভুত্ব করেন,
তাহাদিগের অবমাননা ও তাঁহাদ
তি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন।
দেশের উচ্চতর শিষ্টাচারের শিক্ষা ও
স নাই। ইহারা দেশের লোকের
সমস্ত শূন্যতা প্রকাশ করেন
সভাপতি বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু
"ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা
সত্য, কিন্তু তাঁহারা আপনাদিগের
র যেরূপ অন্বেষণ করেন, সেরূপ
র সমস্ত অন্বেষণ করেন না।
দিগের একটা মহৎ দোষ ও
ই, ইঁহারা এদেশের
লোকে মধ্যে উচ্চ রূপে শাসন কার্য্যে
জিত করেন না। এ গবর্ণমেণ্টের

নিকটে আমীর ও প্রথম শ্রেণির লোকের কোনপ্রকার সম্ভ্রম সূচক পদ পাইবার আশা নাই। মধ্যে মধ্যে মধ্যম শ্রেণির দুই এক জনকে উচ্ছিষ্ট অন্নের ন্যায় উক্ত পদ দেওয়া হয় মাত্র; ইহা লইয়া বৃথা আড়ম্বর করাও হইয়া থাকে। কিন্তু বিদ্যাশিক্ষা নিবন্ধন বহুল পরিমাণে লোকের যে গুণ বিকশিত হইতেছে, তাহা কার্য্যে প্রদর্শন করিবার কোন পথ নাই। ইহাতে লোকের অতিশয় অসন্তোষ জন্মিতেছে। আসয়াবাসিদিগের স্বভাবতঃ যে ধৈর্য্য গুণ আছে তাহার বলে কিছুদিন এই অসন্তোষ অন্তর্হিত থাকিতে পারে বটে কিন্তু অতঃপর এতন্নিবন্ধন ভয়ানক অনিষ্ট ঘটিয়া সবিশেষ অকল্যাণ উৎপাদন করিবে। ইংরাজেরা যদি বিবেচক হন তাহা হইলে হয় বিদ্যাশিক্ষা এক কালে বন্ধ করুন, নচেৎ এদেশীয়দিগের বর্দ্ধন শীল যোগ্যতা শাসন কার্য্যে বিনিয়োজিত করুন।" বোম্বেগেজেট হইতে ইহা উদ্ধৃত হইল। উহার সম্পাদক এদেশীয়দিগের এই মনোগতভাবপ্রকাশকে বিদ্রোহিতা ও অকৃতজ্ঞতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যদি অনুধাবন করিয়া আপন মত ব্যক্ত করিতেন, কখন একথা বলিতেন না। আশঙ্কিত বিপদের হেতু প্রদর্শন করা বিদ্রোহপ্রবৃত্তি নহে। আমাদিগের দেশের ইউরোপীয় ও নিম্নবঙ্গীয় উত্তরপ্রদেশের শাসনকর্ত্তৃগণ এটী বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা বিদ্যা শিখাইবেন, কিন্তু শিক্ষাবিকসিত গুণের অনুরূপ কার্য্য দিবেন না, অথচ লোকে তাহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিলে কুপিত হইবেন। ইহার তুল্য বিস্ময়কর ব্যাপার আর কি আছে? এই স্বভাবের ইউরোপীয় দল ও শাসনকর্ত্তৃগণ হইতে যে অনিষ্ট হইল, লার্ড ষ্টানলির সদৃশ মহামনা শাসনকর্ত্তা এ দেশে আগমন না করিলে ইহার প্রতীকার হওয়া ভার।

বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভা।

আমরা গতবারে এই সভার এ
বিত আইনের দুটী পাণ্ডুলেখ্যের (
মহলে গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য মালগুজ
আদায় করিবার বিল এবং চৌকি
টাক্সসংক্রান্ত বিলের) প্রসঙ্গ
য়াছিলাম; কিন্তু আমাদিগের ব
শেষ করা হয় নাই। আমরা অদ্য
লেখে প্রবৃত্ত হইলাম।

পাঠকগণ সর্ব্বাগ্রে বঙ্গদেশীয় ব্য
পক সভার আকৃতি সংস্থানের বি
একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। ঐ স
চারি কোটি বাঙ্গালির প্রতিনিধি
চারিজনমাত্র ভারতবর্ষীয় আছেন।
স্থরে কয়েক সহস্র ইউরোপীয়ের নি
লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ভিন্ন আর সাত
ইউরোপীয় রহিয়াছেন। যখন
এদেশীয়দিগের উপকার সম্বন্ধে ক
কথা হয়, তখন ঐ সকল সভ্য দে
সভ্যদিগের সপক্ষতা করেন না; সু
তাঁহাদিগের আপত্তি অগ্রাহ্য
পড়ে। কিন্তু যখন এদেশীয়দিগের
কারসম্বন্ধে কথা হয়, তখন সেই ইউ
পীয় সভ্যেরা তাহার অনুমোদনে ব্য
প্রদর্শনে ত্রুটি করেন না। ডাম্পি
সাহেব যখন প্রতিবাটীর উর্দ্ধন
৫ টাকা (পূর্ব্বে ৪ টাকা ছিল)
স্থাপন করিবার প্রস্তাব করেন, ত
সভ্যেরা নীরব হইয়া রহিলেন। কিন্তু
প্যারীচাঁদ মিত্র যেমন ১০ টাকার প্রস্
করিলেন, অমনি ইউরোপীয় সভ্য
তাহাতে স্ব স্ব মত প্রদান করিলে
অন্নপূর্ণা এতক্ষণ শুনিতে পান না
কিন্তু যেইমাত্র বামদেব "মরিলে গ
হয়," বলিলেন, অমনি তথাস্তু বলা হই
একদা পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় রবিবা
কল সকল বন্ধ রাখিবার প্রস্তাব হ
প্রতি শনিবার কল নির্ব্বাণ করিতে হই
এই ধারাটী বিধিবদ্ধ হয় এমত সম

জন বিশেষজ্ঞ সভ্য বলিলেন এই কল
লিতে অষ্টাহ লাগে। এই কথা
াতে ঐ প্রস্তাব যেরূপ পরিত্যক্ত হয়,
দেশের ব্যবস্থাপকদিগকে সেপ্রকার
ামর্শ দিবার কি এক জন লোকও
? কলিকাতা, ঢাকা ও পাটনা ব্যতি-
ক মাসিক ১০ টাকা চৌকীদারি টাক্স
য়া যায়, এমত বাটী বঙ্গদেশে ২৫ খা
অধিক নাই। রিবস [illegible]সন সাহেব এই
য়ের তর্কের সময়ে যথার্থ কথাই বলি-
ছন, যে সমস্ত গণ্ডগ্রাম আছে, তাহাতে
র ১৮৬৪ অব্দের ৩ আইন অনুসারে
উনিসিপাল কর আদায় হইতেছে।
মধ্যস্থিত আইন প্রচারিত করিবার
কোথায়, তাহা জানা যাইতেছে না।
আমরা উপসংহারকালে বিনয়সহ-
র বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপকদিগকে অনু-
ধ জানাইতেছি, তাঁহারা উল্লিখিত
াব দুরী পরিত্যাগ করুন। উহা বিধি-
হইলে অন্যায় ও অত্যাচারের পরি
া থাকিবে না। সামান্যাবস্থ লোক
ার উপরেও ১০। ৮। ৫ টাকা
য়া কর ধার্য্য করা হইবে। এই সকল
একবার স্কন্ধে নিহিত হইলে পুনর্ব্বার
া রহিত করা বা কম করা যে কেমন
র কাণ্ড, যাঁহারা কখন আপীল
য়াছেন, তাঁহারাই তাহা বলিতে
বন। অতএব ঐ আইন করিয়া আমা
র সৌভাগ্য বৃদ্ধি করিবার চেষ্টার
াজন নাই। আমাদিগের যে দুরবস্থা
হ, তাহাই থাকুক। লোকে করে করে
র হইয়াছেন। গত চারি বৎসরে
কর যে অসন্তোষ জন্মিয়াছে, ব্রিটিশ
জ্য হওয়া অবধি এরূপ অসন্তোষ
হয় নাই।

-:০:-

ডাক্তর ভোলানাথ বসু ও বিজ্ঞা
পনীর সংবাদদাতা।

বিজ্ঞাপনী সমাচারপত্রের ফরিদপু-
সংবাদদাতার অবিমৃষ্যকারিতা

দোষে একটী অপ্রীতিকর ঘটনা হইয়াছে। ঘটনাটী এই, ডাক্তর ভোলানাথ বসুর নিন্দা, তৎকৃত অভিযোগ ও নিন্দাকারীর দণ্ড। যাহাতে ধন ও মানের হানি হয়, অন্যে এরূপ গ্লানি করিলে লোকের স্বভাবতই ক্রোধ জন্মিয়াথাকে। অতএব ডাক্তর যে কুপিত হইবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তিনি আত্মগৌরব রক্ষার্থ যে অভিযোগ করিয়াছেন, তাহা অনুচিত হয় নাই। তবে তাঁহার এই অনুচিত হইয়াছে, যোগ্য পাত্রে কোপ প্রকাশ করা হয় নাই। ২৬ এ জ্যৈষ্ঠের ঢাকাপ্রকাশে দৃষ্ট হইল, সংবাদদাতা বালক; ১৭। ১৮ বর্ষমাত্র তাহার বয়ঃক্রম। সে বুদ্ধিচাপল্যহেতু অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া তাঁহার নিন্দাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। "সৎ রূপোতি খলু দোষমজ্ঞতা।" বিজ্ঞ লোকে অজ্ঞ বলিয়া বালকের দোষ অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ তাহার পিতা তাহাকে সঙ্গে করিয়া ডাক্তর বাবুর নিকটে গিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আমাদিগের বিবেচনায় সংবাদদাতাকে স্বদোষ স্বীকার করাইয়া বিজ্ঞাপনীতে আর একখানি পত্র লেখানই কর্ত্তব্য ছিল। যাহা হউক, এ বিষয়ে আর অধিক বাক্যব্যয় করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। এতৎসংক্রান্ত যে একখানি পত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, এইস্থলেই তাহা পরিগৃহীত হইল।

লোকের হিতসাধনের জন্য যেসমস্ত বিষয়ের সৃষ্টি হয় দুষ্টমতি দুর্জ্জনেরা তদ্দ্বারা আপনাদিগের দুষ্ট অভিপ্রায় সাধন করিলে অতিশয় ক্ষোভের উদয় হয়। সংবাদপত্রের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে যেসমস্ত দোষ ও অত্যাচার সহজে সমাজের কিংবা রাজার গোচর হয় না তাহা প্রকাশ করিয়া তৎপ্রতি লোকের বিরাগ জন্মাইয়া অথবা তাহাকে রাজশাসনের অধীনতায় আনিয়া তাহার নিবারণ করা; কিন্তু কতকগুলি অনিষ্টপ্রিয়, অসূয়াপরবশ, পরশ্রীকাতর লোকে
কল্যাণকর সংবাদপত্রকে বিপরীত উ
সাধনে নিয়োগ করে; অর্থাৎ অসতের নি
চেষ্টা না করিয়া তাহারা সৎ বিষয় বা স
ক্তিকে ঘৃণাস্পদ করিবার চেষ্টা পায়। ই
সংবাদ পত্র কেবল হতাদর হয় এরূপ
সম্পাদকীয় কার্য্যেরও কলঙ্ক হয়।

ময়মনসিংহে বিজ্ঞাপনী নামে এক
সংবাদ পত্র আছে. এই পত্রে সংপ্রতি
পুরের এক অতি ভদ্র ন্যায়বান্ ক্ষ
ব্যক্তির গ্লানি পাঠ করিয়া আমরা যার
নাই অসুখী হইলাম। ডাক্তর ভো
বসুকে এপ্রদেশের অনেকেই বিশি
জানেন। কলিকাতার মেডিকেল কালে
যে চারি ছাত্র প্রথম ইংলণ্ডে গিয়া চি
বিদ্যা অভ্যাস করেন, ভোলানাথ বসু
দিগের এক জন। ইংলণ্ডীয় চিকিৎসা শি
রেরা ছাত্রদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা
অতি উৎকৃষ্ট পরীক্ষা দিয়া প্রতিষ্ঠ
করেন, এবং ডাক্তর অফ মেডিসিন
উপাধিদ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া ই
তথায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ও চিকিৎসাবি
পারদর্শী হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হন।
প্রথমে কিয়দ্দিন সুকেশষ্ট্রীট ডিস্পে
রির সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট পদে প্রতিষ্ঠিত
তথায় অনেক অনেক উৎকট রোগ [illegible]
করিয়া আপনার চিকিৎসা বিষয়ে বৈচক্ষ
পরিচয় প্রদান করেন। অনন্তর গুর্খা
সৈনিকদিগের চিকিৎসা কার্য্যে নিযো
হন, তৎপরে তমোলুকে আইসেন,
শেষে ফরিদপুরে প্রেরিত হন। সর
তিনি প্রধান পদে অধিরূঢ় হন, অ
অপর কোন চিকিৎসাকর্ম্মচারীর অ
কার্য্য করেন নাই। এক্ষণে অচিকিত্সিত ড
সম্প্রদায়ের উচ্চতম শ্রেণীভুক্ত হইয়া
শত টাকা বেতন ভোগ করিতেছেন।

ডাক্তর বসু নিজ ব্যবসায়ে যেমন
তেমনি অমায়িক সচ্চরিত্র ধীরপ্রকৃ
পরোপকারী। যে যে স্থানে কর্ম্ম করিয়া
তত্রত্য লোকদিগের অনুরাগ ভাজন হই
লেন। গবর্ণমেণ্টও তাঁহার কার্য্যে সন্তু
য়াছেন। অন্যান্য অচিকিত্সিত ডাক্তর অ

া চিকিৎসা নৈপুণ্য অধিক বলিয়া প্রায় ৎসর হইল, সেক্রেটারি অফ ষ্টেট র বেতনবৃদ্ধি করিয়া দেন। ফরিদপুরে প্রায় দশ বৎসর আছেন। এ স্থানে র মধ্যে আমরা তাঁহার সুখ্যাতি আর নিন্দা শুনি নাই; কিন্তু বিজ্ঞাপনীর " সংবাদদাতার " এ ত প্রকাশ করা শুনিয়া আমাদিগের অতি উদ্বেগ জন্মিয়াছে। ফলতঃ " সংবাদ " পত্রাবলী পড়িয়া আমরা সামা বুঝিলাম যে তিনি ডাক্তর বসুর করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার যুক্তি ও মাগের ভাব হৃদয়ঙ্গম হওয়া অতি। প্রথমতঃ তিনি কহিয়াছেন ডাক্তর ও তাঁহা রোগীদিগকে পার্য্যমানে ৎসা করিতে বাসনা করেন নাই।" কথার তাৎপর্য্য কি, আমরা বুঝিতে লাম না। ওলাউঠা চিকিৎসায় কি উক্ত র অপটু? অধুনা আমাদিগের দেশে লাউঠা রোগেরই অধিক প্রাদুর্ভাব এবং ৎসককে যত রোগী দেখিতে হয়, তাহার ওলাউঠা রোগীর সংখ্যাই অধিক। ব যদি ভোলানাথ বসু অধিকাংশ তা চিকিৎসায় অপটু বা নিতান্ত বিমুখ ন, তাহা হইলে ১৬। ১৭ বৎসর এক ন থাকিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকটে ষ্ঠা লাভ হওয়া নিতান্ত অসম্ভাবিত তাঁহাদিগের মধ্যে এক এক জন এক রোগের চিকিৎসায় বিশেষ নিপুণ ন বটে। কিন্তু সেই প্রযুক্ত তাঁহারা রোগের চিকিৎসায় পরাঙ্মুখ হন, কখন শুনা যায় নাই। যাহা হউক, বসু অপেক্ষা যে বাঙ্গালি ডাক্তরেরা উঠা রোগের উত্তম চিকিৎসা করেন, কথাটিতে আমাদিগের বিশেষ কৌতূহল াছে। অপর, " সংবাদদাতা, কহিয়া ডাক্তর বসু চিরতার জল ও ইন্দ্রযব লাউঠা রোগের চিকিৎসা করেন। য়, " সংবাদদাতা " এ কথা কাহার শুনিয়া লিখিয়াছেন, অথবা এক শুনিতে শুনিয়া চিরতার জল লিখিয়া ফেলেন, ইন্দ্রযব ব্যবহার করা অসম্ভাবিত নহে। ঐ ঔষধে ওলাউঠা রোগের প্রতীকার হয়। আমরাও জানি ডাক্তর বসু কেবল পেটেণ্ট দেখিয়া চিকিৎসা করেন না তিনি বিস্তর অনুসন্ধান করেন এবং যে স্থলে সহজ দেশজ ঔষধে উপকার হয় দেখেন, সে স্থলে বিদেশীয় ও শক্ত ঔষধ প্রয়োগ করেন না। " সংবাদদাতার " বোধ হয় ইংরাজী চিকিৎসায় বাঙ্গলা ঔষধের ব্যবহার বুঝিতে পারেন না, তিনি হয় ত চান যে, যদি দুই এক ফোঁটা উগ্র ঔষধ সেবন, বিষ প্রয়োগ, অঙ্গময় বেলে স্তারা দেওয়া অপরিমিত জলসেক প্রভৃতি করা হয়, তাহা হইলে জাঁক হয়, নতুবা অল্প মাত্রায় সামান্য ঔষধ এক এক বার দিলে চিকিৎসার ধুম ধাম হয় না। তাঁহার মতে সে চিকিৎসা করা না করা সমান। " সংবাদদাতা " চিকিৎসক হইলেই এতুল হইত, তাহা হইলে আর ওলাউঠার অপেক্ষা থাকিত না। যাহা হউক ডাক্তর বসু ও ফরিদপুরের " মস্ত মস্ত " সাহেবদিগের কি আশ্চর্য্য ক্ষুধা! আর কি শক্ত প্রাণ! কলিকাতা হইতে প্রেরিত সাবটীয় ঔষধটা তাঁহারা কএক জনে খাইয়া ফেলিয়াছেন, আর খাইয়াও বাঁচিয়াছেন!!!

এক জন ইংরাজী কবি কহিয়াছেন যে, অসূয়া ছায়ার ন্যায় গুণিগণের পশ্চাদ্ধাবমান হয়। কিন্তু ছায়া দেখিলে যেমন বস্তুর অশঙ্কা হয়, তেমনি নিন্দা শুনিলেও প্রতীতি হয় যে, যাহার সম্বন্ধে নিন্দা হইতেছে, তাহার অবশ্যই গুণ থাকিবে। অপর, গুণিগণের নিন্দা করিলে নিন্দাকারিরই মূঢ়তা প্রকাশ হয়। যেমন গ্রহণ সময়ে সূর্য্যের আলোক তিরোহিত হইলে যৎকর্ত্তৃক সূর্য্য আচ্ছন্ন হয় (অর্থাৎ পৃথিবী) তাহারই অস্বচ্ছতা প্রকাশ পায়। সূর্য্য যেমন স্বচ্ছ ও জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ তেমনি থাকে।" অতএব ভোলানাথ বসুর গ্লানি শুনিয়া আমাদিগের তাঁহার প্রতি যে ভক্তি ও শ্রদ্ধা আছে, তাহার কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য হইল না, কেবল বিজ্ঞাপনীর প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিল।

---

সিবিল সর্ব্বিস ও মহাসভা।

একদা এক ব্যক্তি এক পাগলকে একটী মৃত কুক্কুর ভাগাড়ে ফেলিয়া আসিতে বলে। পাগল উত্তর করি সে অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছে; আহা পর কুক্কুরকে ভাগাড়ে কেন গঙ্গায় লিয়া আসিতে পারে। কুক্কুরস্বামী লকে প্রচুররূপে আহার করাইল। নান্তে পাগল জিজ্ঞাসা করিল " কু কোথায়? কুক্কুরস্বামী স্থান প্র করিলে পাগল বলিল " আমা হ একাজ হইবে না, এ যে বিলাতী কু আমি দেশীয় কুক্কুর ভাবিয়াছিলাম আমাদিগের বর্ত্তমান ষ্টেটসেক্রে সর ষ্টাফোর্ডনর্থকোট ভারতবর্ষী গকে সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশাধি দিবার অঙ্গীকার করিয়া কাজের ঐ প্রকার বিলাতী কুক্কুরের আ উত্থাপন করিয়াছেন।

ইষ্টইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের গণের আবেদন শ্রবণ কালে সর ষ্টা ডনর্থকোট সিবিল সর্ব্বিসের উদ্ঘাটন করিবার অঙ্গীকার করি লেন। ইষ্টইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন এদেশীয়দিগের নিমিত্ত কয়েকটী স্বতন্ত্র এবং সিবিল সর্ব্বিসের পরী কয়েকটী ছাত্রবৃত্তি স্থাপন করি প্রস্তাব করেন। " আমি উভ প্রস্তাবই গ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত আ সর ষ্টাফোর্ডনর্থকোট স্পষ্টাক্ষ এই কথা বলিয়াছিলেন। এই সঙ্গে লণ্ডনের ন্যায় কলিকাতা বোম্বা মান্দ্রাজে পরীক্ষা করিবার প্রস্তাব য়াছিল। সর ষ্টাফোর্ড যে ভাবে দেন, তাহাতে এরূপ বোধ হইয়া এ প্রার্থনা পরিপূরণ করাও তাঁহার ভিমত নহে। এখন কাজের সময় হই কিন্তু এখন বিলাতী কুক্কুরের ন্যায় মিহা আপত্তি উপস্থিত করা হইয় অধ্যাপক ফসেট কলিকাতা বোম্ব মান্দ্রাজে পরীক্ষা গ্রহণ করিবার

অব কমন্সে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, বলেন এবিষয়ে স্থানের সুবিধা ভারতবর্ষীয়দিগকে অন্য কোন া দেওয়া হইতেছে না। সিবিল ন কমিসনরগণ লণ্ডনের পরীক্ষার্থি ক যে প্রশ্ন দিবেন, সেই প্রশ্ন ভারত প্রেরণ করা হইবে। উত্তরগুলি তে প্রেরিত হইলে অন্য অন্য পরী র্থির ন্যায় ভারতবর্ষীয়দিগেরও উত্ত কাগজগুলি দেখা হইবে। পরীক্ষা র নিমিত্ত তিন সহস্র ক্রোশ যাওয়া লের সাধ্যায়ত্ত নহে; যেখানে ফলের য় নাই, সেখানে কয়জনে এত টাকা করিতে সম্মত হইবেন? ভারতবর্ষে ক্ষা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তৎপরে তবর্ষীয়েরা অনায়াসে দুই বৎসর তে অবস্থান করিয়া অধ্যয়ন ও জ দর্শন করিতে পারিবেন। এই কথা য়া শেষে তিনি বলেন বুদ্ধি ও বিদ্যাতে তবর্ষীয়েরা কোন প্রকারে ইংরাজ র অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহেন। তাঁহা ার ধর্ম্মনীতিও উৎকর্ষ প্রাপ্ত হই ছ। উচ্চপদস্থ ভারতবর্ষীয়েরা বরাবর ীতি সহকারে কাজ করিয়া আসি ছেন। তিনি এই বাক্যের সমর্থনার্থ ন লার্ড বেণ্টিঙ্ক, সর জন মনরো র্ড মেটকাফ ও সর বার্টল ফ্রিয়ারেরও মত।

অধ্যাপকের বক্তৃতা শেষ হইলে জর্জ বিলয়ান সাহেব গাত্রোত্থান করিয়া লেন, ভারতবর্ষে পরীক্ষা হইলে ভারতবর্ষীয় পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবেন, ইউরোপীয়েরা তাঁহাদিগকে পারিয়া টবেন না। কিন্তু কেবল বুদ্ধি ও বিদ্যা কিলে কি হইবে? ভারতবর্ষীয়দিগের নীতি অনেক নিকৃষ্ট। তাঁহারা উৎকোচ খিলে লোভ সম্বরণ করিতে পারিবেন । বিদ্যা বুদ্ধি অপেক্ষা দৃঢ় ধর্ম্মনীতি জ্ঞান সিবিল সর্ব্বিসে আবশ্যক। ইহা ভারতবর্ষীয়দিগের নাই। এই কারণে তিনি ফসেট সাহেবের প্রস্তাবের সংশোধন করিয়া বলিলেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মধ্যে মধ্যে উপযুক্ত অচিহ্নিত ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারিদিগকে চিহ্নিত পদ প্রদান করিবেন, এই নিয়মই উত্তম।

সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোটও ঐ স্বরে গান করিলেন। ইনি চতুর লোক বটেন। ইহাঁর কৌশল এই, ইনি আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেন অথচ কাহাকে বিরক্ত করিবেন না। ইনি বলিলেন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মত জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা ভারতবর্ষে পরীক্ষা লইবার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহারা ভারতবর্ষীয়দিগের ধর্ম্মনীতির দুর্ব্বলতার আপত্তির সঙ্গে সঙ্গে আর দুটী আপত্তি করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, লিখিত পরীক্ষা যেন ভারতবর্ষে হইল, বাচনিক পরীক্ষা কিরূপে হইবে? আর কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজে পরীক্ষা হইলে নাগপুর লক্ষ্ণৌ ও লাহোরে না হয় কেন? সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট এই রূপ কহিয়া শেষে বলেন, "আমি বাচনিক পরীক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক জ্ঞান করি।" পাঠকগণ! এটী কি সেই "বিলাতী কুকুরের" আপত্তি নয়? এতকাল পর্য্যন্ত আমরা বাচনিক পরীক্ষার এত গুরুত্ব আছে জানিতে পারি নাই। আমাদিগের বিশ্ববিদ্যালয় ইহা ত ত্যাগ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহেও ইহার প্রতি অনাস্থা জন্মিয়াছে। ফলতঃ ভারতবর্ষীয়দিগের স্বত্ব লোপ করিবার সময়ে সকল আপত্তিই গুরুতর হয়। অনন্তর সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট বলিলেন, টিবিলিয়ান সাহেব যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা তিনি নূতন ভারতবর্ষীয় বিলের এক ধারার অন্তর্গত করিয়াছেন। অতঃপর ঐ প্রস্তাব ও সংশোধন প্রস্তাব পরিত্যাগ করিবার অনুরোধ করা হইল। অধ্যাপ ফসেট বলিলেন, যখন মূল নিয়মে তাঁহ সহিত ষ্টেট সেক্রেটারির মতভেদ না তখন কেবল সময় লইয়া আপত্তি ক তাঁহার অভিপ্রেত নহে। অদ্য না হউ কয়েক অব্দ পরে যখন ভারতবর্ষে পরী হইবার সম্ভাবনা আছে, তখন এ প্রস্ত পরিত্যাগ করিবার বাধা নাই।

সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট ভারতবর্ষ শাসনকর্ত্তাদিগের কুহকে যে পড়িয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। এখানে এ সকল ভারই সিবিলিয়ানদিগের উপ অর্পিত রহিয়াছে; ইহাঁরা দেখিতেছে কার্য্য স্থলে ভারতবর্ষীয়েরা ইহাঁদি উপরে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন। এব বিদ্যা বুদ্ধির আপত্তি চলিবে এই নিমিত্ত নানা অকিঞ্চিৎকর আপ করিয়া প্রতিবন্ধকতা করা হইতেছে। যে অনুচিত কার্য্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ ন শাসনকার্য্যে দক্ষতা, অধ্যবসায় ও সের প্রয়োজন। বিচারপতির স স্বাধীনহৃদয় হওয়া উচিত। আ তাহা অস্বীকার করি না। এদেশী গের কি এ সকল গুণ নাই? এদে য়েরা ত শাসনভার পান নাই। যেখ কিঞ্চিৎ পাইয়াছেন, সে খানে তাঁহারা যথোচিত গুণ ও ক্ষমতা প্র করিতেছেন না? যে জাতিকে শ করিতে হইবে, ভারতবর্ষীয়েরা জাতির অন্তর্গত কিনা? আপনাদি আপনারা শাসন করিতে অসামান্য সের প্রয়োজন রাখে না। এটী এ ঐশ্বরিক নিয়ম যে প্রত্যেক জাতির লোকেরা আপনাদিগের দেশীয় দিগকে অনায়াসে শাসনে রা পারেন। এক জন ইংরাজ পর্ক আফগানদিগকে সহজে শাসনে রা পারিবেন না; কিন্তু এক জন আফ সর্দ্দার অনায়াসে পারিবেন। যাহা

কিত সর্ব্বদা বাস করা যায়, তাহাদিগের ীতি নীতি ভাব ভক্তি যেমন জানা যায়, দেশীয় ব্যক্তিরা কখন সেরূপ জানিতে ারেন না!

ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে যে আপত্তি করা ইয়াছে, তাহা সাতিশয় অকিঞ্চিৎকর। তদ্দেশীয় বিচারপতিগণ যদি উৎকো র লোভ সম্বরণ করিতে না পারেন, বে এখন যে সকল বিচারালয়ে এদেশীয় বচারপতি আছেন, সে খানে কি বিচার াক্রয় হইতেছে? যাঁহারা মুন্সেফ সদর ামীন প্রভৃতি পদস্থ হইয়া উৎকোচ ইতেছেন না, তাঁহারা সিবিল সর্ব্বান্ট দস্থ হইলে উৎকোচগ্রাহী হইবেন, হার তুল্য বিপরীত বাদ আমরা কখন বণ করি নাই। অর্থের সচ্ছল হইলে লোক ক্ষুদ্রস্বভাব পরিত্যাগ করে, ইহাই সিদ্ধ। সিবিল সর্ব্বান্টদিগের যখন বেতন ল্প ছিল, তখন তাঁহারা মুচখোত্রত ৎকোচ লইয়াছেন, এখন বেতন বৃদ্ধি হও াতে সে দুর্নাম অনেক দুর হইয়াছে। দি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, এদে ীয় কৃতবিদ্য কর্ম্মচারিরা ইউরোপীয় চিকিৎ কর্ম্মচারিদিগের অনেকের াপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। অচিকিৎ উরোপীয় কর্ম্মচারিদিগের অধিকাংশ ৎকোচ লোভ সম্বরণ করিতে পারেন া। আমরা সর্ব্বদা শুনিতে পাই, অমুক বরসিররকে পুনর্ব্বার রেজিমেণ্টে প্রেরণ রা গেল। ইহার প্রকৃত অর্থ কোন্ ক্তি না বুঝেন? পুলিষে যত ইউরো ীয়কে দেখা যায়, তাহাদিগের অধি াংশ উৎকোচগ্রাহক। পয়সা দিলে ত করা ৯০ জন ইউরোপীয় চিকিৎস দের নিকটে সুস্থশরীরে পীড়ার সার্টিফি টি লওয়া যায়। যত ইউরোপীয় মিউনি পাল কর্ম্মচারী আছেন, ইহাদিগের ধ্যে অল্প লোকে উৎকোচ গ্রহণ করেন । সিবিল সর্ব্বান্টদলে এত মন্দ লোক নাই। তথাপি রামরত্ন রায়, প্রাণনাথ চৌধুরি প্রভৃতি জমীদারদিগের খাতা অন্বেষণ করিলে অনেক মাজিষ্ট্রেট ও জজের সর্দ্দার বেহারার নামে ৩০,০০০। ৪০,০০০। ৫০,০০০ টাকা "বকসিস" বলিয়া খরচ লেখা দেখা যাইতে পারে। ইউরোপীয়দিগের ধর্ম্মনীতি আমাদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তাহা আমরা আর স্বীকার করিতে ইচ্ছু নহি, বরং বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে ইউরোপীয়দিগের ধূর্ত্ততাই অধিক প্রকাশ পাইতেছে। নিয়ম বহির্ভূত প্রদেশের বিস্তর ইউরোপীয় কর্ম্মচারী গুপ্ত দা-কর, ইহা কি গবর্ণমেণ্ট অস্বীকার করিতে পারেন? দুই জন প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তা গোপনে নীলের চাষে লিপ্ত ছিলেন, ইহা কোন্ ভারতবর্ষীয় না জানেন? আমরা দুঃখ সহকারে এই সকল জুগুপ্সিত বিষয়ের উল্লেখ করিলাম। যখন জাতি সাধারণ স্বত্ব লইয়া কথা, তখন চুপ করিয়া থাকা যায় না। তবে প্রভেদ এই, আমাদিগের মধ্যে কেহ মন্দ লোক হইলে আমরা তৎক্ষণাৎ তাহা প্রকাশ করি, ইউরোপীয়েরা পরস্পরের দোষ গোপন করিয়া থাকেন। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে বেতনে এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারিগণ সাধারণে সাধুতা প্রদর্শন করিতেছেন, সেই বেতনে অল্পই ইউরোপীয় সাধুভাবাপন্ন থাকিতে পারেন। যদি অচিকিৎ কর্ম্মচারিদিগের পরস্পরের তুলনা করা যায় স্পষ্ট দৃষ্ট হইবে, এদেশীয়েরাই সাধুতায় প্রধান। কেবল উৎকোচ লইলেই অসাধুতা হইল এরূপ নহে। অনুরোধও এক প্রকার উৎকোচ। এক জন ইউরোপীয় অপরাধ করিলে অন্য অন্য ইউরোপীয় তাঁহাকে দণ্ড হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা পান, এবং অধিকাংশ ইউরোপীয় বিচারপতি ছাড়িয়া দিতে পারিলে দণ্ড দেন না। যেখানে দণ্ড হয় সেখানে সামান্য দ মাত্র। ইহা কি অসাধুতা নহে? এদে কি ভারতবর্ষীয় বিচারপতিদিগে আছে? ধর্ম্মনীতির আপত্তি যেন অ না করা হয়, তাহা করিলে ভারতবর্ষী গবর্ণমেণ্ট ঠকিবেন এই মাত্র। আম এক্ষণে সর জন লরেন্সকে কয়েকটী প্র জিজ্ঞাসা করিতেছি। কোন্ ব্যা চক্রান্ত করিয়া সর হেনরি লরেন্সক লাহোর হইতে বহিষ্কৃত করেন? বিদ্রো হের সময়ে সর রবার্ট মণ্টগমারি, সে পতি নিকলসন, সর হারবার্ট এডওয়ার্ড ও সর সিডনি কটন সর্ব্বাপেক্ষা অধি কাজ করিয়াছিলেন কি না? তথা কোন্ ব্যক্তি সকল যশ এক চেটিয়া করি লইয়াছেন? ভারতবর্ষীয়দিগের প্রদ কর খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারার্থ ব্যয় করা উচি কি না? এগুলি স্পষ্ট অধর্ম্ম না হই ধর্ম্মনীতিসঙ্গত কার্য্য কি না? ভার বর্ষীয়েরা যখন শারীরিক বলে হীন, ত ত মন্দলোক আছেন, কিন্তু যাঁহারা ইহা দকে মন্দ লোক বলেন, তাঁহাদিগে কর্ত্তব্য ইহাদিগের প্রতি দোষারো করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগের নিজে প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।

মূলকথা এই হইতেছে:—দুই চা জন ভারতবর্ষীয় সিবিল সর্ব্বিসে প্রবে করেন তাহাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টে আপত্তি নাই; কিন্তু অধিকসংখ্যক লো প্রবেশ করেন, ইহা তাঁহাদিগের অভি প্রেত নহে। পরীক্ষার প্রথা হই ভারতবর্ষীয়দিগের প্রাধান্য লাভ হই সন্দেহ নাই। মুন্সেফ সদরআমীন প্র ভির পদ পরীক্ষা দিয়া লইতে হয় বলি দেওয়ানী বিচার কার্য্যে ইউরোপী অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। ডেপু মাজিষ্ট্রেটের পদে লোক নিযুক্ত ক গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাধীন, সুতরাং একা ইউরোপীয়ই অধিক দৃষ্ট হন। অত

…কার প্রথা প্রবর্ত্তিত না করিয়া
…গ ভার গবর্ণমেণ্টের হস্তে থাকিলে
…শীয়েরা আর কিছু করিতে পারি
না, এই অভিপ্রায়েই ঐরূপ করা
…তেছে ; ধর্ম্মনীতির আপত্তি অপদেশ
।

—:০:—

## বিবিধসংবাদ ।

২৭এ জ্যৈষ্ঠ সোমবার ।

…ঙ্কের নবাব ইংলণ্ডে আপীল করিতেছেন ।
…গেজেটের সম্পাদক সিডাড সাহেব তাঁহার
…হইয়াছেন । বাহাদুর এক ক্ষুদ্র পুস্তক
…করিয়া বলিয়াছেন, নবাবের বিরুদ্ধে যে
…রোপ করা হয়, তিনি তদ্বিষয়ে অপরাধী
। লালেয়ার ঠাকুর নবাবের মন্ত্রী হাকিম
…য়ার্থীদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে
…গেন ; কিন্তু হাকিম পীড়িত থাকাতে
…ৎ করিতে অসম্মত হন । ইহাতে ঠাকুর
…হইয়া বলপূর্ব্বক বাটীপ্রবেশের অভিলাষ
। প্রহরীগণ নিবারণ করিল, ঠাকুরের
…র সহিত মন্ত্রীর লোকের দাঙ্গা হইল ।
…দলের কয়েক জন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় এবং
। ইহাদিগের সহিত প্রাণত্যাগ করেন ।
বলিতেছেন, তাঁহার চরিত্রের বিষয়ের
অনুসন্ধান না করিয়া পদচ্যুতির আজ্ঞা
…া হইয়াছে । পীড়িত ব্যক্তির ন্যায় এই সম
…ক লোকের বিশ্বাস হওয়া ভার ।
…লেয়ার বন্দরের নিমিত্ত বর্ষে বর্ষে ৬,৫৮,
টাকা ব্যয় হয় । ইহার মধ্যে কয়েদি ও তাহা
…র পরিবারের ভরণ পোষণার্থ ৩ লক্ষ টাকা
। সৈনিকদিগের জন্য ৪০,৩৩৬ টাকা ও
… কার্য্যের নিমিত্ত ৮৪,৪৩১ টাকা ব্যয়
। আন্দামানের রাজস্ব ৫২,৭৩৬ টাকা হয়
। যেসকল কয়েদি সচ্চরিত্র, তাহাদিগকে
…স্বরূপ ভরণপোষণার্থ কিছু অধিক টাকা
। হয় । প্রত্যেক ইউরোপীয় কয়েদী ৩০
ও এতদ্দেশীয় কয়েদি ৮ টাকা পাইয়া
। সচ্চরিত্র হইলে পূর্ব্বোক্ত লোকেরা ৪০ ।
এবং শেষোক্ত ব্যক্তিরা ১০ । ১২ টাকা
পায় । আন্দামানে গিয়া অনেক
…ী অর্থোপার্জ্জন করিতেছে ; কিন্তু আদিম
…া যেমন তেমনি আছে ।
…ভারতবর্ষীয় টাইমস শ্রবণ করিয়াছেন,
…চাড টেম্পল ঐ প্রদেশের লেপ্টনাণ্ট গব
…ইয়া শীঘ্র গমন করিবেন । ইচ্ছা এই রূপ
কাজে সেরূপ হউক ।
…য়ারিয়র বলেন, রাজনীতিসম্বন্ধে ফরাসী
…উভয়ের তুল্য অবস্থা । হিন্দুরা বাহার
বাসনায় গোলযোগ করিতেছেন, ফরা
…তাহার আশা করিতেও সাহসী হন না ।
…কি ক্ষত্রিয়েরা যাবতীয় উচ্চ পদ গ্রাস
বসিয়াছেন, এবং ফরাসীরা কেবল নিকৃষ্ট
…ল লইয়া আছেন ?
…র্ডিয়া বাষ্পীয় জাহাজের জেমস কাবেল
নামক এক ব্যক্তি রবার্টস নামক ইঞ্জিনিয়রকে
পিস্তল দ্বারা গুলি করিবার চেষ্টা পাওয়াতে
তাহাকে সেসিয়নে সমর্পণ করা হইয়াছে । অর্থী
ও প্রত্যর্থী উভয়েই ইংরাজ, দণ্ড হইলে, ভারত
বর্ষীয়েরা ইংরাজদিগের দোষ জানিতে পারি-
বেন, এ স্থলে এ বিবেচনা করা হয় কি না,
দেখিতে বড় কৌতূহল জন্মিতেছে ।

ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানি শকট ছাড়ি
বার সময়ে ঘণ্টা দিবার এক সাঙ্কেতিক নিয়ম
করিয়াছেন । প্রতি আড্ডায় ঘণ্টাগুলি
টাঙ্গান থাকিবে । শকট ছাড়িবার পাঁচ মিনিট
পূর্ব্বে থামিয়া থামিয়া ঘণ্টায় আঘাত করা
হইবে । প্রতি আঘাতে তিনটী শব্দ হইবে । শকট
ছাড়িবার অনতি পূর্ব্বে ক্রমান্বয়ে আঘাত করা
হইবে এবং ঐ প্রকার প্রতি আঘাতে তিনটী
শব্দ হইবে । এইপ্রকার একটী সঙ্কেত রাখা
ভাল, কারণ দূরস্থিত ব্যক্তিরা টিকিটের ঘণ্টা
কি শকট ছাড়িবার ঘণ্টা ইহা বুঝিতে না পারিয়া
অনেক সময়ে মিথ্যা কষ্ট পান ।

পবলিক ওপিনিয়ন কাবুল হইতে সংবাদ
পাইয়াছেন, আজিম খাঁ কয়েক জন সর্দ্দারকে
পুনর্ব্বার বধ করিয়াছেন । সিয়াহ্‌আলির মুক্তি
প্রাপ্ত হইয়াছেন । কাবুল গ্রহণ করিবার নিমিত্ত
সিয়ার‌আলি বিশেষ উদ্যোগ করিতেছেন ।
আজিম খাঁর পুত্র ইসমাইল খাঁ ও উদ্যোগের
ত্রুটি করিতেছেন না । সংবাদদাতা বলেন
এবারে যেপ্রকার শোণিতপাত হইবার সম্ভা
বনা, এরূপ একবারও হয় নাই ।

উক্ত পত্র বলেন, বোখারার রাজার মৃত্যু
সংবাদ অমূলক ।

উক্ত পত্রে লিখিত হইয়াছে, সম্প্রতি চন্দ্র-
ভাগা নদীতে একখানি নৌকা ডুবি হইয়া ৮০
জনের মৃত্যু হইয়াছে । পঞ্জাবের আদর্শ পুলিস
এই নৌকাখানিকে জীর্ণ দেখিয়া আরোহী
লইতে নিষেধ করিয়াছিলেন । তথাপি প্রায় ২০০
আরোহী লইয়া মাঝি যেমন পার হইতেছিল
অমনি তাহা জলমগ্ন হইল । কথায় কেবল নিষেধ
করিয়া পুলিস প্রহরীর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত হয়
নাই !

পঞ্জাবের ইউরোপীয় উকীলেরা বলিয়া-
ছেন, তাঁহারা এতদ্দেশীয় বিচারপতিদিগের
নিকটে ওকালতি করিবেন না । কি অভিমান !!
ক্ষতি কার ?

বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভা নূতন মিউনিসি
পাল বিলে স্থির করিয়াছেন, প্রতিবৎসর না
করিয়া তিন বৎসরান্তে করের পরিবর্ত্ত করা
হইবে । শ্রী কুমারহরেন্দ্রকৃষ্ণের প্রস্তাবানুসারে
হয় ।

" বোম্বাইয়ের এক ময়দানে পারসী বালকেরা
ক্রিকেট খেলিয়া থাকে । সম্প্রতি একটী গোলা
হঠাৎ এক ইউরোপীয়ের বাটীতে পতিত হও
য়াতে পুলিস বালকদিগকে ঐ স্থানে আর যাইতে
দিতেছেন না । বোম্বাইয়ের প্রধানতম বিচারা
লয়ের বিচারপতি সর জোসেফ আর্নলডকে
একথা বলাতে তিনি পুলিসের এই কার্য্যের
প্রতি দোষারোপ করিয়া বোম্বাই গেজেটে এক
পত্র লিখিয়াছেন । বিচারপতি যা বলুন, …
বলিপুলিস উত্তম কাজই করিয়াছেন । …
ইউরোপীয়ের বিরক্তি হইল তখন কখনই …
কদিগকে ক্রীড়া করিতে দেওয়া উচিত …
এনিমিত্ত বিদ্রোহকালের ন্যায় এই এক …
আইন করা কর্ত্তব্য, যে কোন ব্যক্তি কোন …
রোপীয়ের নিদ্রাভঙ্গ অথবা অন্য কোন …
বিরক্তির কাজ করিবেন, তাঁহাকে তৎ…
নিকটবর্ত্তী থানায় দিলে পুলিস কর্ম্মচারী …
এক বৎসর মেয়াদ দিতে পারিবেন । দণ্ড…
প্রণালীতে কাজ করিতে গেলে অনেক বিস…

দিল্লীর মিউনিসিপাল উদ্যানে এদেশী…
সপ্তাহে দুই দিবসমাত্র যাইতে পারেন ; …
পাঁচদিন উদ্যানটী ইউরোপীয়দিগের …
চেটিয়া থাকে । ইহাতে তত্রত্য সম্ভ্রান্ত লো…
অতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন । …
গড় ইনষ্টিটিউট জর্ণাল ভারতবর্ষীয়দি…
ভ্রম ভঞ্জন করিয়া দিবেন সন্দেহ নাই ।

স্কটলণ্ডে শতকরা ১১ টী শিশু বি…
প্রকাশ্য রেজিষ্টারিতে বিজাত বলিয়া …
দের নাম লিখিত আছে ; গোপনে আর …
কি আছে, বলা যায় না । ইহাতে ধর্ম্ম…
ঘটিত দোষ নাই, কতকাংশে ভারতবর্ষীয়দি…
ধর্ম্মনীতিই এত মন্দ পরদারগমনে যাহাদি…
কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্কোচ নাই, ধর্ম্মভয় কি তাহা…
উৎকোচগ্রহণের বাধা জন্মাইতে পারে ?

২৮এ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার ।

দিল্লীগেজেট পঞ্জাবের রেলওয়ের …
শ্রেণির আরোহীদিগের কষ্টের বিষয় বর্ণন …
য়াছেন । যাবতীয় ষ্টেসনে জল দিবার …
ভিস্তি আছে ; কিন্তু শকট উপনীত …
উহারা অদৃশ্য হয় । এই রেলওয়ের বন্দো…
অতিশয় মন্দ । প্রায়ই কলের নল ভাঙ্গিয়া …
ভবিষ্যতে বিলম্ব হইয়াথাকে । এমনি …
বন্দোবস্ত যে সম্প্রতি মুলতানের কিঞ্চিৎ …
একখানি শকট যাইতেছিল, এমন সময়ে …
জন এতদ্দেশীয় বেড়ার উপর হইতে এক …
দিয়া এক তৃতীয় শ্রেণির শকটে উঠিল । …
সকল বন্দোবস্তের গুণেই ত দুর্ঘটনা ঘটে …

ত্রিচনপলি ক্রনিকেল যথার্থই বলিয়া…
এদেশের মিউনিসিপালিটি নামমাত্র । …
সিপাল কর নামে স্থানীয় কর ; কিন্তু …
গবর্ণমেণ্ট ইহাদ্বারা আপনাদিগের ব্যয় …
হইয়া থাকেন । এই পত্র বলেন, মিউনিসি…
কর্ম্মচারিগণ প্রায় উৎকোচগ্রাহী ও অত্যা…
চারী । যতদিন এতদ্দেশীয়েরা আপনাদে…
নিধি মনোনীত করিয়া ব্যবস্থাপক সভা ও …
নিসিপালিটিতে প্রেরণ না করিতেছেন, য…
ব্যয়ের উপরে তাঁহাদিগের কর্ত্তৃত্ব না হইতে…
যতদিন অধিকসংখ্যক এতদ্দেশীয় লোক …
পদ সকল না পাইতেছেন, ততদিন ভারতব…
শাসন প্রণালীর উৎকর্ষ হইবে না । যাঁহারা …
বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখেন, তাঁহারা সক…
এই এক কথা বলিবেন ।

গত রবিবার রাত্রিতে কতকগুলি চোর …
হালের বার লাইব্রেরিতে প্রবেশ করিয়া …
বোকেট জেনরলের গাউন ও কতকগুলি …

লইয়া পলায়ন করিয়াছে। পুলিষ কর্ম্মচারিগণ যেরূপ কার্য্যদক্ষতা প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে মধ্যে মধ্যে পুরস্কার ও সম্মানচিহ্ন প্রদান করা উচিত।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মিরাটে কৃষকদিগের নিমিত্ত সেবিঙবাঙ্ক স্থাপনের আজ্ঞা দিয়াছেন।

ডেলিনিউস বলিয়াছেন, পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ের দুর্ঘটনার অনুসন্ধানার্থ কমিসন নিযুক্ত করিয়া গবর্ণমেণ্ট অতিশয় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কমিটির আকৃতিসংস্থান কোনরূপে অনুমোদনীয় নহে। কমিটির সভ্যোরা পক্ষপাত দ্বার রুদ্ধ করিয়া সাক্ষ্য লইতেছেন. ডেলিনিউস তাহারও প্রতিবাদ করিয়াছেন। কমিটি যাহাই করুন, কোন ভারতবর্ষীয় তাঁহাদের রিপোর্টের উপরে বিশ্বাস করিবেন না। সাহেবের এই এক কার্য্যে তাঁহার প্রতি লোকের ভক্তির ত্রুটি হইয়াছে।

শুক্রবার অবধি এখানে অতিশয় বৃষ্টি হইতেছে। সোমবার বৃষ্টি নিবন্ধন অনেক আফিসের অধিকাংশ কর্ম্মচারী কার্য্যালয়ে যাইতে পারেন নাই। রাস্তাসকল ডুবিয়া গিয়াছিল। পুষ্করিণী জলে পরিপূর্ণ হইয়াছে। এখন এত বৃষ্টি সুলক্ষণ নয়।

২৯ এ জ্যৈষ্ঠ বুধবার।

ডেলিনিউস বলেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে বঙ্গদেশীয় পুলিসের নূতন বন্দোবস্ত করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। ডাকাইতি কমিসনরের পদ উঠাইয়া দেওয়াই ভাল হইয়াছে। কলিকাতার লোকার অশিক্ষিত ও অশিক্ষিত সুপরিণ্টেণ্ডাণ্টদিগকে অবসর বিদায় দিয়া ঐসকল পদে ভদ্র লোক নিযুক্ত করাই কর্ত্তব্য। ঐসকল ব্যক্তির দ্বারা হত্যাকারিপ্রভৃতি এড়াইয়া যাইতেছে।

ব্রিটিশ ব্রহ্মের প্রধান কমিসনরের প্রস্তাবানুসারে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন, নিযুক্ত প্রদেশের সিবিল সার্জ্জনেরা যখন জেলসকলের তত্ত্বাবধারণ করিবেন, তাঁহাদিগকে আপন আপন প্রাপ্য বেতন ও তত্ত্বাবধারণনিমিত্ত শত করা ৩০ টাকা দেওয়া হইবে।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, বোম্বাই চক্রবাড়ের এসিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়র যখন পরিদর্শনার্থ বহির্গত হইবেন, তখন তাঁহার কেরাণীদিগকে ভাতা দেওয়া হইবে। খাদ্য দ্রব্য অতি দুর্মূল্য হওয়াতে এই আজ্ঞা হইয়াছে।

কৌয়ের মৎস্যভবন দুর্গন্ধিত ইউরোপীয় গণ মাতাল হইয়া সর্ব্বদা লোকের উপরে অত্যাচার করিতেছে। ইউরোপীয়েরাও এই অত্যাচার হইতে মুক্ত নহেন। এক জন পত্র প্রেরক বলেন, এ বিষয়ে অভিযোগ করিলে গবর্ণমেণ্টের অধ্যক্ষ তাহা মিথ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য করেন। প্রধান সেনাপতির এ বিষয়ে মনোযোগ হওয়া উচিত।

মনিমার্কেট রিবিউ বলেন, ভারতবর্ষে রূপী সবরেণ চলিবে না। আকবরের সময়ে তাঁহার বিশুদ্ধ মোহর চলিত এবং যাহা জাহাঙ্গীর ও আলিসের সময়পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল সেই প্রকার বিশুদ্ধ স্বর্ণ মুদ্রা করিলে লোকে তাহা অনায়াসে গ্রহণ করিবেন। এটী যথার্থ কথা।

৩০ এ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতি বার।

বিজ্ঞাপনী বলেন, "তাঁহার ফরিদপুরস্থ সংবাদদাতার মানিয়া অভিযোগে ৩ মাস মেয়াদ ২০০ টাকা জরিমানা ও জরিমানার টাকা না দিলে আর এক মাস মেয়াদের আদেশ হইয়াছে; মকদ্দমাটি সত্বর সম্পন্ন হওয়াতে সম্পাদক সাতিশয় ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদিগের মতে তাঁহার এই ক্ষোভ অন্যায় নয়।

হিন্দু হিতৈষিণী বলেন, "দেশীয় লোককে স্বদেশে বিচারাধিপত্য প্রদান করা নিয়ম বিরুদ্ধ। যাঁহারা স্বদেশে বিচারাধিপত্য লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের সকলেরই রাম কুমার বাবুর ন্যায় প্রার্থনা করিয়া স্থানান্তরিত হওয়া উচিত। আমরা দেখিতেছি, কেহ ক্রমে ক্রমে দেশীয় লোকের সহিত নানাপ্রকার বিবাদে লিপ্ত হইতেছেন। একটী কার্য্যফলদ্বারা অপর কার্য্যের ফল স্থির করা যায়। গবর্ণমেণ্ট দেখুন আর না দেখুন অবশেষে তাহা নিতান্ত ভয়ানক হইয়া উঠা আশ্চর্য্য নয়। অতএব আমরা অনুরোধ করি, যাঁহারা দেশীয় লোকের সহিত নানা প্রকার অনর্থকর বিবাদে পরিলিপ্ত আছেন এবং যাঁহাদের প্রতি লোকের বিদ্বেষভাব আছে, তাঁহারা কোনপ্রকার দুনামগ্রস্ত না হইলেই স্থানত্যাগের চেষ্টা করুন। গবর্ণমেণ্টেরও কৃত নিয়ম কার্য্যে পরিণত করা উচিত।"

আমরা কন্যাবিক্রয়সংক্রান্ত প্রস্তাবমধ্যে সংকল্পিত প্রতিনিধিসভার যে প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, অমৃত বাজার পত্রিকা তৎপ্রতিষ্ঠার যে উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে অতিশয় কৌতুহল জন্মিয়াছে, একণে পাঠকগণ তাহার অংশ ভাগী হউন। সে এই, "প্রস্তাবিত নূতন সভার উদ্দেশ্য একণে কেবল শাসনকার্য্য অভ্যাস করা সভাতে আইন প্রস্তুত হইবে, সভা হইতে বজেট বাহির হইবে, সভা হইতে কর্ম্মে নিয়োগ করা হইবে, কি কর্ম্মচ্যুত করা হইবে, সভা হইতে সৈন্য সামন্তের গতি, অবস্থিতি নিরূপিত হইবে, সভা হইতে, ভিন্ন ভিন্ন রাজ দরবারের সহিত আমাদের কিরূপ সম্বন্ধ রাখিতে হইবে, তাহার বিচার হইবে, ইত্যাদি; গবর্ণমেণ্ট সভার প্রস্তাবে কর্ণপাত করুন না করুন, তাহাতে সভ্যগণ দৃকপাতও করিবেন না।"

১০ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার।

এ দেশে যে পরিমাণে খালখনন করা হইতেছে তদুপযোগী ইঞ্জিনিয়র না থাকাতে সব ষ্টাফো র্ড নর্থকোট আর কয়েক জন ইঞ্জিনিয়রকে ইংলণ্ড হইতে প্রেরণ করিতেছেন। খাল খনন বাটী প্রস্তুত করা প্রভৃতি কার্য্য সৈনিক ইঞ্জিনিয়রদিগের হস্ত হইতে এক কালে লওয়া কর্ত্তব্য।

ব্রহ্মদেশের উত্তরাংশে আবিষ্ক্রিয়ার্থ কাপ্তেন স্লেডেনপ্রভৃতি যে কয়েক জন গমন করিয়াছেন, তাঁহারা কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ব্রহ্মদেশের রাজা এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই রেঙ্গুনের সংবাদ পত্রখানি ইংরেজ রাজার দোষ দিতে... সাহায্য না করিলেও রাজা নিস্তার পা... না। কিছুতেই মহাপ্রভুদিগের নিকটে... পাইবার যো নাই।

আমরা দুঃখিত হইলাম, ইংলণ্ডীয় গব... আবিসিনিয়ার সৈন্যদিগকে ভাতা দিতে ... হইয়াছেন। পুরস্কার না দিলে উ... থাকে না।

আলাহাবাদের বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়র গা... সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি প্রায় ১৩... ভারতবর্ষীয় রেইলওয়ের এক জন কর্ম... ছিলেন। গাউয়ার সাহেব সামান্য রাস্তায়... হইবার নিমিত্ত এক বাষ্পীয় শকটের সৃষ্টি... তাঁহা হইতে ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের শ... শকটের অনেক উন্নতি হইয়াছিল। এমত... বনী শক্তিসম্পন্ন ইঞ্জিনিয়র ভারতবর্ষীয়... ওয়ে কোম্পানির অধীনে আর নাই।

গতবৎসর জলপ্লাবনে বগুলার নিকটে... বাঙ্গালা রেলওয়ের একটী সেতু ভগ্ন... আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এটী অদ্যাপিও পু... নির্ম্মিত হয় নাই। যে স্থানে সেতু ছিল সে... কেবল কতকগুলি রেইল দেওয়া হইয়া... তাহার উপর দিয়া শকটশ্রেণী গমন করে।... কোন দুর্ঘটনা হয়, তাহা হইলে সর্প শুদ্ধ ... প্রবেশ করিবে। তাহা হইলে এত ডাক্ত... সংবাদ পত্রের সম্পাদকদিগের খোসা... করিতে হয় না।

গত কল্য একচেঞ্জগৃহে নিম্নলিখিত টা... অহিফেন বিক্রীত হইয়াছে।

| | সিন্দুক | প্রতিসিন্দুক | মোটট... |
|---|---|---|---|
| বেহার | ২৩০০ | ১৪৩৯৯/৫ | ৩৭১০• |
| কাশীর | ১৭০০ | ৪১২ | ২৪•• |

মার্শি সাহেবের হিসাবের উপরে অহিফে... মূল্য হইয়াছে।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটী পদের পরীক্ষার্থীদি... ২৯ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহাদিগের ১৭... ভারতবর্ষীয় এবং ১২ জন ইউরোপীয় ও ফি... ঙ্গি। চারিকোটি বঙ্গদেশীয়ের মধ্যে সমুদায়ে ... লক্ষ ইউরোপীয় আছেন। চারিকোটির সহি... এক লক্ষের যে সম্বন্ধ ১৭ জনের সহিত কি... জনের সেই সম্বন্ধ। তথাপি গবর্ণমেণ্ট ... করেন অচিহ্নিত পদসকল এতদ্দেশীয়ে... পাইয়াথাকেন। পেয়াদাগিরির বিষয়ে এক... বটে।

১ লা আষাঢ় শনিবার।

"সাপ্তাহিক সংবাদ" বলেন, কলিকাত... বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাসভা প্রস্তাব করিয়াছে... বি, এ, উপাধি না পাইলে কেহ বি, এল, পরীক্ষা... দিবার নিমিত্ত আইনের উপদেশ শ্রবণ করিতে... পারিবেন না।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগ... বিক্রীত হইতেছে।

| | | |
|---|---|---|
| ৪ টাকার সিক্কা | | ৯৭৷৷•—৯৮৮•... |
| ৪ | " কোম্পানির | ৯৫—৯৫ •... |
| ৫ | পবলিকওয়ার্ক | ১•৫৸৶•—১•... |
| ৫ | " কোং | ১১•—১১•৶•... |
| ৷৷৫ | " কোং | ১১৪৸•—১১... |

# গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

## লেপ্টনণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রা জুন। চ কার অন্তর্গত ভাগচুন গ্রামে ত যে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হই- , তাহা চালাইবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত লোকদিগকে লইয়া এক সভা করা হইবে।
বু মথুরমোহন রায় চৌধুরী।
নাথ রায় চৌধুরী।
নকীনাথ রায় চৌধুরী।
বং ব্রজলাল রায় চৌধুরী।
ম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা কান্দীর মিউনি ল কমিটির সভ্য হইবেন:—
বু নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী।
াগেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী।
াপিমোহন ঘোষ।
কত্রমোহন হাতি।
রা জুন। যত দিন ডবলিউ, এফ, মাকড ােহব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, দিন জে, এম লুইস সাহেব নদীয়ার প্রতি- স বল ও সেসিয়ন জজ হইবেন।
বলিউ, ই, ওয়ার্ড সাহেব বীরভূমের নিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।
াডাঙ্গার সহকারী মাজিষ্ট্রেট জে, জে, ষ্টার সাহেব বর্দ্ধমানের প্রতিনিধি জাইণ্ট ষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।
কারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ডবলিউ, লড হাম সাহেব চুয়াডাঙ্গা উপবিভাগের পাইয়া মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের পাইবেন। ২০ এ মের গেজেটে তাঁহার পুর উপবিভাগে নিয়োগের যে বিজ্ঞাপন াহা এতদ্দ্বারা রহিত হইল।
কারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ, পি, নেল সাহেব মেহেরপুর উপবিভাগের পাইয়া প্রথমশ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন। তিনি সেসিয়নে অর্পণ করিবার মকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন।
ংহভূমের সব আসিষ্টাণ্ট কমিসনর ডাক্তর জ, মাস্থক সেসিয়নে অর্পণ করিবার মক- প্রথম বিচার করিতে পারিবেন।
ঠা জুন। বাকুড়ার অন্তর্গত বড়জোড়ার বাবু হরপ্রসাদ সেন রঙ্গপুরের অন্তর্গত পুরের মুন্সেফ হইবেন।
ালিপুরের মুন্সেফ বাবু রমানাথ শীল বড় ার মুন্সেফ হইবেন।
জারিবাগের সহকারী কমিসনর কাপ্তেন ই, , ওয়ালকট হাজারিবাগের শিবিরমধ্যে অব্দের ২২ আইন লঙ্ঘনের অপরাধের করিতে পারিবেন।
ায়ালপাড়ার প্রথম শ্রেণির মুন্সেফ বাবু াচন দাস প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রে- ক্ষমতা পাইবেন।
ই জুন। যত দিন সার্জ্জন এফ, জে, আরল বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ডাক্তর আর, মাকলিয়ড নদীয়ার চিকিৎসা কর্ম্মচারী হইবেন।

ছোটনাগপুরের কমিসনর কর্ণেল ই, টি, ডালটন কটকের করদ মহলের তত্ত্বাবধায়কের পদ পাইবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ ভবানীগঞ্জ উপবিভাগের ভার পাইয়া রঙ্গপুরে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

পশ্চাল্লিখিত কর্ম্মচারিগণকে বর্ত্তমান শূন্য পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত ষষ্ঠ হইতে পঞ্চম শ্রেণিভুক্ত করা হইবে।

বাবু কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ। যে দিবস অবধি তিনি ভবানীগঞ্জের ভার গ্রহণ করিবেন।

বাবু ব্রজনাথ সেন। যে দিবস অবধি তিনি ময়মনসিংহে উপস্থিত হইবেন।

বাবু বিমলাচরণ ভট্টাচার্য্য ও দুর্গাগতি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ই এম, বেলি সাহেব।

নওয়াখালির সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু ঈশ্বরীপ্রসাদ দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজি ষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইয়া পাটনার ডেপুটি মাজি- ষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট মৌলবী আমিরহোসেন পাটনা বিভাগে বদলী হইবেন।

৬ ই জুন। এচ, এল, টমসন সাহেব হুগলীর প্রধান অধস্থ জজ হইবেন।

সৈদ আমিরুদ্দিন হোসেন খাঁ বাহাদুর সি, এস, আই, প্রাণত্যাগ করাতে রাজমহলের সহ কারী কমিসনর নিয়ত্তর শাসন কার্য্য নির্ব্বাহার্থ প্রথম শ্রেণিভুক্ত হইবেন।

নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা ১৮৬৮ অব্দের ৯ আইন অনুসারে আসেসর হইয়া কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

ডাক্তর এস, জে, মাস্থক সিংহভূমে। বাবু গজানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজপদগুণে হাজারি বাগে। বাবু রাখালদাস হালদার নিজপদগুণে মানভূমে। বাবু গোপালচন্দ্র মিত্র লোহার ডগাতে।

যত দিন বাবু শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ২৪ পর- গণার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বাবু শিব প্রসাদ সান্যাল বসিরহাট উপবিভাগের ভার পাইবেন।

ডি, বেলি সাহেব পুরীর দাতব্য চিকিৎসালয় চালাইবার সভার সভ্য হইবেন।

৮ ই জুন। কর্ণেল ডাল্টন কিয়ঞ্জোড় করদ মহলে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষ মতিহারির ছোট আদালতের প্রতিনিধি জজের কার্য্যভিন্ন চম্পা রণের অধস্থ জজের কার্য্য করিবেন।

এচ, মোসলী সাহেব আরার এক জন মিউ- নিসিপাল কমিসনর হইবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু কালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মেদিনীপুরে বদলী হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

৯ ই জুন। বি, আর, পেরি সাহেবের মৃত্যু হওয়াতে নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ উন্নতি প্রাপ্ত করিবেন।

মৌলবী জিমুদ্দিন হোসেন দ্বিতীয় শ্রেণি
জি, বস মার সাহেব তৃতীয় শ্রেণিতে।
বাবু প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি,
চতুর্থ শ্রেণি
বাবু অম্বিকাচরণ রায়চৌধুরী পঞ্চম শ্রেণি
সি, ডবলিউ, উইলসন সাহেব উন্নতি করাতে নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ উন্নতি হইবেন।
ডবলিউ, গার্সণ সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীতে
ই, ষ্টিওয়ার্ট সাহেব তৃতীয় শ্রেণিতে।
বাবু গৌরদাস বসাখ চতুর্থশ্রেণিতে।
বাবু কেদার নাথ পণ্ডিত পঞ্চমশ্রেণিতে।
লালা ফকির চাঁদ লালের মৃত্যু হওয়াতে ম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ উন্নতি প্রাপ্ত হইবেন
মৌলবী আলি হোসেন চতুর্থ শ্রেণিতে।
মৌলবী ওয়াইলিয়ত হোসেন পঞ্চম শ্রেণি
বর্ত্তমান শূন্যপদ লাভার্থ এচ, ডব বারবর সাহেব, বাবু তারিণীচরণ মি বাবু ভগবানচন্দ্র সেন, এবং এ, জে, ফে সাহেব পঞ্চমশ্রেণিভুক্ত হইবেন।
বাবু ভুবনেশ্বর সিংহ পঞ্চম শ্রেণিতে যে দিবসে তিনি চট্টগ্রামে উপস্থিত হইবেন
নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা পশ্চালি স্থানে সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবে
ডবলিউ, এ, বীডন সাহেব বর্দ্ধমানে।
বি, ডবলিউ, বাটলসেন সাহেব গয়া
বাবু গদাধর খাঁ নওয়াখালিতে।
বাবু মহেন্দ্রনাথ হাজরা হুগলিতে।
নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা ১৮৬৮ ৯ আইন অনুসারে আসেসর হইয়া কালেক ক্ষমতা পাইবেন:—
বাবু সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ভাগল
ঐ কালীপ্রসাদ চৌধুরী মুঙ্গে
ঐ অখিলনাথ রায় পুর্ণিয়া
ঐ কৃষ্ণচন্দ্র রায় পদগুণে হাবড়া
এচ, এল, ওয়েদারল সাহেব বাকুড়া
ঐ হরচন্দ্র ঘোষ পদগুণে বর্দ্ধমা
সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পদগুণে হুগলি
ঐ রাজমোহন বসু বীরভু
ঐ অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ, ঐ মেদিনীপু
ঐ পূর্ণানন্দ বড়ুয়া পদগুণে গোয়ালপাড়া
ঐ গুণাভিরাম বড়ুয়া পদগুণে, ঐ
ঐ গিরিশচন্দ্র সেন বাখরগ
ঐ রাধিকামোহন রায় ঢাকা
ঐ বৈকুণ্ঠনাথ সেন ফরিদপ
ঐ শ্রীনাথ ভদ্র ময়মনসিং
মৌলবী মহম্মদ আবদুল কাদের শ্রীহ
বাবু ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় পাটনা
ঐ গোলকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শাহাবা
ঐ বৈদ্যনাথ সিংহ গয়া
ঐ কাশীনাথ পণ্ডিত ত্রিহু
মৌলবী মহম্মদ আবদুল হাই সারণ
বাবু দানেশচন্দ্র রায় চম্পারণ
ঐ মহাদেব ঘোষাল মুরশিদ
ঐ কালীকিঙ্কর সেন রাজসাহী
ঐ তারিণী শঙ্কর রায় পাবনা

| | | |
|---|---|---|
| ঌ | চন্দ্রমোহন দাস | মালদহে। |
| ৬ | উমেশচন্দ্র সরকার | দিনাজপুরে। |
| | দ্বারকানাথ রায় | ঐ |
| | সেখ মতি উল্লা | রঙ্গপুরে |
| | কালীপদ বসু | বগুড়াতে |

—:০:—

আমাদিগের কাশীস্থ সংবাদদাতা ...খিয়াছেন:—

...খানে গ্রীষ্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া... কিন্তু গত কল্য ( ১ লা জুন ) তৃতীয় ...রের পর চতুর্দ্দিক হইতে মেঘমালা উত্থিত ... গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল এবং অর্দ্ধ ঘণ্টা ... তিন চারি ঘণ্টাকাল মুষলধারে বৃষ্টি হইল। ...ত উত্তাপের অনেক হ্রাস হইয়াছে। এ বৎ...রূপ বৃষ্টি আর হয় নাই। অদ্য প্রাতঃ... বোধ হইল, যেন প্রকৃতি নূতন বেশ ধারণ ...য়াছেন।

... শুনিতেছি, গবর্ণমেণ্ট এখানকার কুইন্স ...জের ইংরাজী সংস্কৃত অধ্যাপকের পদে ...ফ্ সাহেবকে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইনি, ...ম মুর সাহেবের এক জন প্রসিদ্ধ ছাত্র ... অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এ ...ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। গফ্ সাহেব আপা... ৫০০ টাকা করিয়া পাইবেন; কিন্তু দুই ... পরে তাঁহার বেতন ৭০০ টাকা হইবে।

...জা দিনকর রাও রেওয়ার রাজার দেওয়া...দে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি এক্ষণে বারা...ত আছেন; কিন্তু দুই এক দিনের মধ্যেই ... রেওয়ায় যাত্রা করিবেন।

...খিতেছি, শেষে এ প্রদেশেও মিউনিসিপা... প্রচলিত হইল। ১ লা জুন অবধি উহার ... আরম্ভ হইয়াছে। এক্ষণে দেখা যাউক ... দ্বারা সহরের কত দূর উন্নতিসাধন হয়।

আমাদিগের গোয়ালিয়রস্থ সংবাদ-...া লিখিয়াছেন:—

১। প্রায় এক পক্ষ হইল, গ্রীষ্মের দারুণ ...র্ভ হইয়াছে। গত ২২ এ মে সায়াহ্ন-... এক প্রবল ঝটিকা হইয়া গিয়াছে। কয়েক ...র মধ্যে অনেক বৃক্ষ শাখাহীন, অনেক বৃক্ষ ...টিতমূল ও অনেক দরিদ্রের গৃহ ভূমিসাৎ ... ঝটিকা স্থগিত হইলে, প্রবলবেগে শিলা ... বারিবর্ষণ হইতে লাগিল। ঐ দিবস ...বৃহৎ শিলার আঘাতে একটী লোক মৃত্যু-প্রাসে পতিত এবং হঠাৎ মুরার নদীর জলবৃদ্ধি হওয়াতে একটী লোক জলমগ্ন হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

তদবধি ২। ৩ দিন অন্তর প্রায়ই "আঁধি" ও বৃষ্টি হইতেছে। এখানে যাঁহারা অধিক দিন আছেন, তাঁহারা কহেন যে, এ বৎসরের ন্যায় কোন বৎসরই এত শীঘ্র বর্ষাকে দর্শন করেন নাই এবং গ্রীষ্মের দারুণ হস্ত হইতে মুক্ত হন নাই। বৃষ্টি হওয়াতে যদিও অধিসম "জ্বর" প্রভাব কমিয়াছে, তথাপি মধ্যে মধ্যে বায়ুশূন্য গুমট হওয়াতে বড় কষ্ট হয়। বঙ্গদেশের গ্রীষ্মের ন্যায় এখানকার গ্রীষ্মে তাদৃশ পীড়াদির প্রাদুর্ভাব হয় না, এই একটী মঙ্গলের বিষয়।

২। কয়েক দিন হইল, এক জন ইউরোপীয় সৈন্যের সহিত অন্য এক জন ইউরোপীয় সৈন্যের বিবাদ ও মারামারি হইতেছিল, এমন সময়ে এক জনের স্ত্রী উপস্থিত হইয়া তাহার স্বামীর বিপক্ষকে বোতল ছুড়িয়া মস্তিষ্কে এরূপ আঘাত করিল যে, সে ব্যক্তি অচিরে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইল। এই সংবাদ তারযোগে "কমাণ্ডার ইন চীফের" নিকট প্রেরিত হইল। অদ্যাপি তাহার কিছুই সিদ্ধান্ত হয় নাই। গোরারা যেরূপ ব্যাঘ্র ভল্লুকের ন্যায় জঘন্যভাবাপন্ন, ইহাদের স্ত্রীরাও সেই রূপ। আমাদের দেশের ইতর লোকের সহিত সুসভ্য ইংরাজদের ইতর লোকের তুলনা করিলে দেবাসুরের ন্যায় বিভিন্নতা বোধ হয়। ব্যাঘ্রাদি দেখিলে আমাদের মনে যেরূপ ভয়ের সঞ্চার হয়, গোরা দেখিলে ততোধিক ভয় হয়!!!

৩। মহাশয়! অত্রত্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এঞ্জিনিয়ার কর্ণেল আলেকজাণ্ডার সাহেব বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত কার্য্য করিতেছেন। ইনি সম্প্রতি যে কয়েকটী উপায় অবলম্বন করিতেছেন, তাহাতে অনেক চোর ধরা পড়িবে। এক জন কণ্ট্রাক্টার ও এঞ্জিনিয়ার সাহেব প্রায় ফাঁদে পড়িয়াছেন। দেখা যাউক কি হয়। কোন স্পষ্ট দুষ্কর্ম্ম, এমন কি হত্যাকাণ্ড চক্ষে দেখিলেও আইনের অনুযায়ী প্রমাণ দিতে না পারিলে যেমন তাহার দণ্ডবিধান হয় না, এখানে পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্টে অন্যায়রূপে সরকারী অর্থ নষ্ট হইতেছে দেখিয়াও নিয়মিতরূপে প্রমাণ করিতে না পারিবার আশঙ্কায় সাধারণে প্রকাশ করিতে ভয় হয়।

কোন বিষয়ের অনুসন্ধানার্থ যেমন "কমিসন" নিযুক্ত হয়; যদি পবলিক ওয়ার্কের অভ্যন্তরীণ গূঢ় ভাবসকল প্রকাশার্থ গবর্ণমেণ্ট সুবিচক্ষণ কমিসন নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে ... হয়, অপব্যয়ের অনেক লাঘব হইতে পারে...

৪। গবর্ণমেণ্ট মুখে হাতে চাঁদ দেন, ... কাজে একটি তৃণও দেন না। গবর্ণমেণ্ট ব...ছেন, উচ্চ উচ্চ পদ এদেশীয়দিগের প্রাপ্য ... কাজে ইউরোপীয়, এমন কি অধিকাংশ ...লই উহা একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছে। ... প্রমাণস্বরূপ নিম্নলিখিত বিষয়টী লিখিলা...

আসিষ্টাণ্ট এঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বাবু ...নাথ চট্টোপাধ্যায় ( যাঁহার গুণকীর্ত্তন ... সোমপ্রকাশে কয়েকবার লিখিয়াছি ) প্র... বৎসর হইল রুড়কী এঞ্জিনিয়ার কা... পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গবর্ণমেণ্টের কার্য্য... তেছেন। ইনি কি গ্রীষ্মের প্রখর মার্ত্তণ্ড... কি শীতের শীতল বায়ুপ্রবাহে সকল ... আহারের সময়ে আহার, নিদ্রার সময়ে ... না করিয়াও কুলী মজুরদিগের সহিত গিরি... বনপ্রভৃতি কষ্টকর প্রদেশে অকাতরে অ... করিতেছেন এবং যাহাতে গবর্ণমেণ্টের ... পয়সাও অনর্থক অপব্যয় না হয়, তদ্বিষ... শীল রহিয়াছেন; তথাপি ইহাকে অদ্যাপি ... শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণীস্থ করা হইতেছে... পক্ষান্তরে যাহারা ( ইংরাজ ও ফিরিঙ্গি ) ... সহিত এবং ইহার পরে এঞ্জিনিয়ার ... তাঁহারা কেহ প্রথম শ্রেণীর কেহ দ্বিতীয় ... এক্জিকিউটিব এঞ্জিনিয়ার হইয়াছেন। ... উপর কি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পতিত হয় না...

—:০:—

## প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পা...

মহাশয় সমীপেষু।

মুন্সীগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও কালে...ক্টর শ্রীযুক্ত বাবু বিমলাচরণ ভট্টাচার্য্য এবং বজ্রযোগিনীস্থ জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু কালীকিশোর গুহ মহাশয়দ্বয়ের সদনুষ্ঠান।

মহাশয়! ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ... কালেক্টর বাবু বিমলাচরণ ভট্টাচার্য্য মুন্সী... আগমন করিয়া তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট সাহায্য... ইংরাজী বঙ্গবিদ্যালয়ের উন্নতির নিমিত্ত ...চিত চেষ্টা করিতেছেন। এমন কি তাঁহার ... পরিশ্রম, উৎসাহ ও উদ্যোগশীলতাবলে ... বৎসরকালমধ্যে উক্ত স্কুলের যেরূপ উ... হইয়াছে, ৫। ৬ বৎসরে তাহা হয় নাই। ... উক্ত স্কুলের অনেক ছাত্র বাঙ্গলা ছাত্রীর...

মাইনর স্কলার্শিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। স্কুলের যে ছাত্র মাইনর স্কলার্শিপ পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়াছে, স্কুলের সভ্যগণ তাহাকে আগামী আষাঢ় মাসে ২৫ টাকা মূল্যের একটী মেডেল প্রদান করিবেন। আমরা এ স্থলে ঐ স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু কালীকিশোর নাম এবং অন্যান্য শিক্ষকগণের যথোচিত প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। তাহারা বিমলা বাবুর প্রদত্ত উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া স্কুলের উন্নতিবর্দ্ধনার্থ বহুপ্রকার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের অনেকের যত্নেই অতি উত্তম সন্দেহ নাই। এবার ঐ স্কুলের সাহায্যার্থ গবর্ণমেন্ট ৩২ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। বিমলা বাবু শিক্ষকদিগের যথাযোগ্যরূপ বেতনবৃদ্ধি করিয়া দিতেছেন। তিনি স্বয়ং ভদ্রকুলোদ্ভূত, বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, সদালাপী, প্রিয়ভাষী, সতত দেশ হিতে তৎপর, সদ্ব্যয়ে মুক্তহস্ত ও কার্য্যবিষয়ে সুনিপুণ। উক্ত মহাত্মা মুন্সিগঞ্জ স্কুলের উন্নতির কারণ যেমন নিজে অর্থদান করিতেছেন, তেমন অন্যান্য জমীদার ও ধনিগণের নিকট হইতে সদুপায় অবলম্বন করিয়া সাহায্যবৃদ্ধি করিতেছেন। বিমলা বাবু কেবল মুন্সীগঞ্জের হিতসাধন করিয়াই যে বিরত আছেন এমত নহে, তিনি সন্নিকটবর্ত্তী গ্রামের উপকারার্থও সবিশেষ যত্ন পাইতেছেন। তিনি বজ্রযোগিনী স্কুলের উন্নতির জন্য এক কালে ২০০ টাকা দান করিবেন, অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং বজ্রযোগিনী অবধি মীরকাদিমপর্য্যন্ত একটী পাকা সড়কনির্ম্মাণার্থ আহ্লাদের সহিত ১০০ টাকা দানের স্বাক্ষর করিয়াছেন। তিনি এতদর্থে যে উদ্যোগ করিতেছেন, তাহাও একান্ত সন্তোষকর। তাঁহার প্রস্তাবক্রমে বজ্রযোগিনীর জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু কালীকিশোর গুহ মহাশয় ৫০০ টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন। অন্যান্য ধনিগণকেও স্বাক্ষর করাইবার চেষ্টা হইতেছে।

উপসংহারকালে আমরা জমীদার বাবু কালীকিশোর গুহ মহাশয়ের সবিশেষ প্রশংসা না করিয়া বিরত হইতে পারিলাম না। তিনি স্বীয় গ্রামের হিতের নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিতেছেন। তিনি এক জন বিদ্যোৎসাহী ও দেশের শুভাকাঙ্ক্ষী। বজ্রযোগিনী স্কুলের ও গ্রামের উন্নতি জন্য অনেক যত্ন, মনোযোগ ও অর্থব্যয় করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি বজ্রযোগিনী স্কুল গৃহনির্ম্মাণোপযোগী ব্যয় দান করিয়াছেন। তাহা পূর্ব্বে পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে। পরমেশ্বর তাঁহাকে দেশীয় লোকের উপকারের জন্য অত্যধিক ধন সম্পত্তির অধিকার প্রদান করিয়াছেন। তিনি সেই অর্থ সৎকার্য্যে ব্যয় করিয়া নিজে মনের সন্তোষসাধন ও দেশের অতুল আনন্দবর্দ্ধন করুন।

বিক্রমপুর
১২৭৫
১৬ই জ্যৈষ্ঠ } শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র গুহ।
নিবাস বজ্রযোগিনী

—:০:—

## খড়দহ ইংরাজী ও বঙ্গবিদ্যালয়।

গত সোমবারের পত্রিকায় প্রেরিতপ্রবন্ধে এক জন পাঠক ও স্বাক্ষরকারী উক্ত বিদ্যালয় সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, নিতান্ত সঙ্গত বোধ না হইলেও আমরা তাহার প্রতিবাদ করিতে নিরস্ত থাকিতে পারিলাম না। যদিও মহাকবি ভারতচন্দ্র রায়ের প্রসিদ্ধ কবিতাচরণদ্বয় ইহার প্রকৃত উত্তর, তথাপি পথ্য প্রদান না করিলে, কেবল ঔষধে উপকার হওয়া অসম্ভব। খড়দহ যে প্রকার একটী গণ্ডগ্রাম, বোধ হয় ইহার সান্নিধ্যে কতিপয় ক্রোশপর্য্যন্ত সেপ্রকার দ্বিতীয় গ্রাম দৃষ্টিগোচর হয় না। এখানে যে একটী সাহায্যকৃত ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহা স্কুল ইনস্পেক্টর উড্রো সাহেবেরই অভিমত না হউক; কিন্তু কাণ্টোনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট (বারাকপুর) বিচারপতি মার্কবিপ্রভৃতি সকলেরই সম্পূর্ণ ইচ্ছা। শেষোক্ত মহাত্মা ১০ দশ টাকা করিয়া মাসিক সাহায্যও করিতেছেন। আমরা এইসকল কৃতবিদ্য উদার মহোদয়দিগের বলেই বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট হইতে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট এবং তথায় প্রত্যাখ্যাত হইলেও ষ্টেটসেক্রেটারির নিকটে আবেদন করিতে প্রস্তুত হইতেছি। আমরা সাহায্যের জন্য আবেদন করিতেছি, কারণ তাহা না হইলে বিদ্যালয়টির স্থায়িত্বের বিষয় সন্দেহাত্মক হয়; কিন্তু আমাদিগের এরূপ ইচ্ছা নয় যে, কোন বিদ্যালয়ের সাহায্য বন্ধ করিয়া আমাদিগের বিদ্যালয়ে প্রদত্ত হয়। জন্মভূমির উন্নতিকল্পে জ্ঞান ও ধর্ম্মের যতই বৃদ্ধি হইবে দেশহিতৈষিগণের মনে ততই সন্তোষের উদ্রেক হইবে, সন্দেহ নাই। উড্রো সাহেব যে কারণ দর্শাইয়া এখানে সাহায্যদানে গবর্ণমেণ্টের অনভিমত প্রকাশ করেন এবং এক জন পাঠক তিনি যিনিই হউন, যে কারণ অবলম্বন করিয়া কয়েকটি অসঙ্গত প্রলাপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর এবং অর্থশূন্য তাহা উত্তরসাপেক্ষ নহে। সোদপুরে বিদ্যালয় আছে বলিয়া কি খড়দহে বিদ্যালয় হইতে পারে না? হাবড়ার গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় সত্বে শিবপুরে সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের প্রয়োজন কি? কলিকাতা ও ভবানীপুরে বিদ্যালয়ের সংখ্যা অল্প নয়; তবে তথায় স্থানে স্থানে সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা কি?
লোকসংখ্যার উপরে বিদ্যালয়স্থাপন নি
করে, তাহা হইলে খড়দহে বিদ্যালয়
উচিত সন্দেহ নাই। খড়দহে ন্যূনাধিক ২
সহস্র লোকের বসতি আছে। যদি
পঞ্চশতমাত্র বসতি অবলম্বন করিয়া সোদ
একটী বিদ্যালয় হয়, সেই পরিমাণে খড়দহে
গুলি বিদ্যালয় হওয়া উচিত? পূর্ব্ববাঙ্গালা
ওয়ে ষ্টেশন না হইলে পাঠকবর্গ জানিতে
তেন না যে বঙ্গদেশের কোন স্থানে সো
নামে একটি গ্রাম আছে। এখনও অনেকে
দহের নিকট সোদপুর বলিয়া পরিচয় দিয়া থ
এখানকার প্রসিদ্ধ গোস্বামী মহাশয়ের
বিখ্যাত, কিন্তু তাঁহারাই আবার অজ্ঞান
তজ্জন্যই এখানে একটি বিদ্যালয় স্থাপন ক
বঙ্গহিতৈষীরা এত প্রয়াস পাইতেছেন।
পেট্রিয়ট ডেলীনিউস বাঙ্গালী প্রভাকর
প্রকাশ সোমপ্রকাশপ্রভৃতি কেহই বিদ
টির জন্য যত্ন করিতে ত্রুটি করিতেছেন
ধন ও মানাভিমানী গোস্বামী মহাশয়ে
আপনাদিগের তনয়গণকে দুই ক্রোশ পথ
গমন করিয়া বিদ্যাশিক্ষার্থে নিয়োজিত
বেন, তাহা পত্রপ্রেরক মহাশয়ের তুল্যাব
ব্যক্তিরাই বুঝিতে পারিবেন না; কিন্তু
কাহারও অবিদিত থাকা সম্ভাবিত নয়।
পুর, খড়দহ হইতে প্রায় দুই ক্রোশ প
হইবে, সুকুমারশরীর অষ্টমবর্ষীয় বালকে
প্রতিদিন দুই ক্রোশ দুই ক্রোশ চারি ক্রো
গমনাগমন করিয়া অধ্যয়ন করিবে ইহা
লেও নির্দ্দয় হইতে হয়।

উপসংহারকালে, পত্রপ্রেরকের প্রতি
একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম
তিনি খড়দহে বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠার বি
হইতে চাহেন, ক্ষতি নাই; কিন্তু আমরা
কাহার অনিষ্ট হয়, আপনাদিগকে ক
হইতে হইলেও কখন তাহা করিতে চাহি
কিমধিকমিতি।

কলিকাতা
৪ ঠা জুন
১৮৬৮। শ্রীঃ—

—:০:—

সবিনয় নিবেদনমিদং।

মহাশয়। গত ১ জুন সোমবার ক
বিদ্যালয়ে এক সভা হইয়া গিয়াছে।
পীড়াপ্রযুক্ত যাইতে পারি নাই। শুনি
সভায় এতদ্দেশীয় কয়েক জন রাজা ও

র কর্ম্মচারী ও অন্যান্য বহুবিধ মহৎ মহৎ ক্তির আগমন হইয়াছিল। কাঁথির ডিপুটী জিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এ, রাটে মহোদয়ের বাসস্থ ন ঐ সভার অধিবেশন হয়। রাটে মহোদয় ভাপতির আসনপরিগ্রহ করেন। ঐ বিদ্যালয় কধারা নির্ব্বিঘ্ন হয়, সভার এই উদ্দেশ্য। নিলাম কাঁথির পুস্তকে ত্রি সহস্র মুদ্রা স্বাক্ষ ত হইয়াছে। রাজগণের মধ্যে বাসুদেবপুরস্থ ভিনব রাজা শ্রীযুক্ত গজেন্দ্র নারায়ণ রায় মহা অগ্রেই পাঁচশত মুদ্রা স্বাক্ষর করিয়া স্বীয় বদা তার পরিচয় দিয়াছেন। না হইবে কেন? ইনি হুদিন কলিকাতা মহানগরে বাস করিয়া শিক্ষা প্ত হইয়াছেন। ইনি যে মহৎ কার্য্যে অগ্রসর মুক্তহস্ত হইবেন, আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। নি অল্পদিনমাত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন, ইতি ধ্য নিজ ব্যয়ে একটী চিকিৎসালয় স্থাপন করি ছেন। এমন কি, অতি দীন ব্যক্তিকে পীড়া স্থ শুনিলে চিকিৎসকসহ তাহার বাটীতে গিয়া ষধ পথ্যের ব্যবস্থা করেন। নিজগ্রামেও রেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার উদ্‌যোগী ইয়াছেন। অন্যান্য জমিদারগণেরও এদৃষ্টান্তের নুসরণ করা কর্ত্তব্য। সভাপতি মহাশয় অগণ্য ন্যবাদের পাত্র। ইনি তিন বৎসরের অধিক স্থানে আছেন। ইঁহার প্রশংসাভিন্ন অপ্রশংসা নিতে পাওয়া যায় না। ইনি অতি সৎস্বভাব ষ্টভাষী। ইনি কায়মনোবাক্যে কাঁথির মঙ্গল ধন করিয়া থাকেন। মধ্যে ইঁহার পরিবর্ত্তনের ংবাদ পাইয়া কাঁথির সমুদায় লোক অতিশয় ঃখিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে দয়ালু গবর্ণমেণ্টের কট প্রার্থনা করি যে আর কিছু দিন ইঁহাকে খানে রাখিয়া কাঁথির অবশিষ্ট দুরবস্থা পনীত করুন।

১৮৮৮  
৪ জুন } কাঁথিপ্রদেশস্থ এক জন পাঠক

—:•:—

মহাশয়! মধ্যে মধ্যে আমি আপনার ভারত বখ্যাত সংবাদ পত্র পাঠ করিয়া থাকি। আমি যত বার আপনার সংবাদপত্র পাঠ রি, তত বারই অস্মদ্গ্রামের কোন না কোন প্রশংসা দর্শন করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু গ্রামটী অদ্যাপি প্রকৃত প্রশংসাভাজন হইয়া উঠে নাই। এই গ্রামে অনেকগুলি ভদ্রসন্তান ও কতিপয় বিদ্বান বাস করিয়া থাকেন। তাঁহাদের পরিশ্রমগুণে এই গ্রামে ইংরাজি স্কুল বাঙ্গালা স্কুল পোষ্ট বক্স গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত ডাক্তরখানা প্রভৃতি হইয়াছে সত্য, কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে তাঁহাদিগের অণুমাত্র যত্ন দেখা যাইতেছে না। যদি একটী স্ত্রী বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তাহা হইলে অনেক স্ত্রীলোকের যথেষ্ট উপকার হইতে পারে। আমরা স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা ও ভীরুস্বভাবা কি প্রকারে উহা সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইব। বিলাতি স্ত্রীলোক হইলেও বরং কিয়ৎপরিমাণে সাহসী হইতাম।

আজি কালি ভদ্রসমাজে স্ত্রীশিক্ষা অতিশয় আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছে। শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ের মধ্যে এটী একটী প্রধান। আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষাজন্য এই গ্রামে একটী বালিকাবিদ্যালয় শীঘ্র স্থাপিত হয়। আমি নিশ্চয় জানিতেছি, এই গ্রামের অধিকাংশ বালিকারই বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত সবিশেষ আগ্রহ আছে। এই জন্য গ্রামস্থ সমুদায় ভদ্র লোক ও গবর্ণমেণ্টের নিকট আমরা বিনয়পুরঃসর এই ভিক্ষা করিতেছি যে তাঁহারা দয়াবান হইয়া শীঘ্র এই শুভকর্ম্ম সম্পাদন করিতে যত্নবান হন। এই কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে উভয় পক্ষেরই লাভ, কাহার ক্ষতি হইবে না। কারণ স্ত্রীলোকেরা শিক্ষিত হইলে দেশের কুরীতি পরিত্যাগ করিয়া সদাচার ও সৎপথ অবলম্বন করিবে, তাহাতে রাজ্যেরও উন্নতি হইবে।

ইলছোবা দক্ষিণ পাড়া  
২৩শে জ্যৈষ্ঠ  
সন ১২৯৫ } জনৈক অল্পবয়স্ক বিধবা

—•—

## মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু ভবানীচরণ মুখোপাধ্যায় ডিহিরি  
১৮৮৮ জুন হইতে আগষ্ট ৩৮০  
„ „ মদনচন্দ্র শেঠ কলিকাতা ১০  
„ „ কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী বাগবাজার  
১২৯৫ জ্যৈষ্ঠ হইতে কার্ত্তিক ৫॥  
„ „ বিপিনবিহারী ভাদুড়ী ক্লাইভ রো  
১২৯৫ জ্যৈষ্ঠ হইতে কার্ত্তিক ৫॥  
„ „ পুলিনবিহারী সেন বহরমপুর  
১২৯৫ জ্যৈষ্ঠ হইতে ৭৬ বৈশাখ ১৩  
„ জেমস লায়েল কোং বহরমপুর  
১৮৮৮ জুন হইতে ৮৯ মে ১৩  
„ „ রসিকলাল রায় নলহাটী  
১২৯৫ আষাঢ় হইতে ভাদ্র ৩৮০  
„ „ প্রফুল্লচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সরদা  
১৮৮৮ জুন হইতে ৮৯ মে ১৩  
„ রেবরেণ্ড লং সাহেব চৌরঙ্গি রোড  
১৮৮৮ মে হইতে ৮৯ এপ্রেল ১০  
„ „ বিশ্বনাথ সিংহ বাঁকুড়া  
১২৯৫ আষাঢ় হইতে ৯৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩  
„ „ কালিদাস মুখোপাধ্যায় সাজিহানপুর  
১৮৮৮ মার্চ হইতে ৮৯ ফেব্রুয়ারি ১৩

—:•:—

## সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৮০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি, মনি অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের ডাকঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ... আনা তাহার পর ৴১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

---

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ

১০ ম ভাগ।　　—১৬৪—　　৩৩ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।

ক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
ন ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা।

সন ১২৭৫। ১০ ই আষাঢ়। ১৮৬৮। ২২ এ জুন

মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বা
ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৮০

## বিজ্ঞাপন।

দাসকোম্পানির বড়বাজার প্রেস।
৪৫ নং মদনবড়ালের লেন,
ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।

সম্প্রতি উক্ত দাসকোম্পানি একটী মুদ্রাযন্ত্রা-
সংস্থাপন করিয়াছেন। পুস্তক, সংবাদপত্র,
রসীদ, চিঠী, চেক, টেবিলপ্রভৃতি সকলপ্র
কার্য্য, বাজারের নির্দ্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা ক
মূল্যে, অল্প সময়মধ্যে ও সুচারুরূপে নিষ্পন্ন
তে প্রস্তুত আছেন। অপর উক্ত কোম্পানি
না ধমের ভারগ্রহণ করিবেন। শ্রীরাম
র প্রসিদ্ধ রামচন্দ্র কর্ম্মকারের বাঙ্গালা নানা
নূতন অক্ষর ও বিলাতি নানাবিধ ইংরাজী
অক্ষর এবং যন্ত্রালয়ের আবশ্যক সমস্ত
ম সংগ্রহ করিয়াছেন। এক্ষণে সাধারণের
হ ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন।

কলিকাতা
ই আষাঢ়
২৭৫
} শ্রীঅম্বিকাচরণ দাস।
যন্ত্রাধ্যক্ষ।

### সহস্রমুদ্রা পারিতোষিক।

তদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাই-
, যে গত ২ রা চৈত্র আমার ভবনের সম্ম
ক গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বিদ্যালয়দ্বয়ের
র উপর বেমুড় গ্রামবাসী অনুমান ষষ্টিবর্ষীয়
ভ নরসুন্দরনামক জনৈক পথিকের যে
ক হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে, অদ্য অবধি
সের মধ্যে যে ব্যক্তি তাহার হননকারীর
ান করিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকে
মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবে।
সের পর এক বৎসরকালমধ্যে অনুসন্ধান
সংবাদদাতাকে ৫০০ পাঁচ শত মুদ্রা
করা হইবে। অতিশয় আক্ষেপের বিষয়
উল্লিখিত দিবস অবধি গবর্ণমেণ্ট পক্ষ
হইতে এবং স্বপক্ষ হইতে নানাবিধ অনুসন্ধান
করা হইতেছে, কিন্তু কোনক্রমে কৃতকার্য্য
হইতে পারা যাইতেছে না।

পাকোড় রাজধানী
১৮৬৮ সাল
১২ ই জুন
} শ্রীগোপীলাল পাঁড়ে।

## ইংরাজী স্বরলিপিপদ্ধতি

যদি কেহ আমার অনুমতি ভিন্ন এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ অথবা ইহার কিয়দংশও মুদ্রিত করিয়া প্রচারিত করেন, তাহা হইলে তিনি আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবেন।

আরও সাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে এই গ্রন্থ অতি সরল ভাষায় ও সুপ্রণালীতে প্রণয়ন করা হইয়াছে, এতদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও ইহা মনোযোগপূর্ব্বক দেখিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। অতএব এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কলিকাতা মুজাপুর প্রাকৃত যন্ত্রে অথবা আমার নিকট ১ এক টাকা মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

পাথুরিয়াঘাটা।
বড়লাটতলার
২০ জ্যৈষ্ঠ
} শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

—০—

বঙ্গদেশের অন্তর্গত ফোর্ট উইলিয়মের প্রধানতম বিচারালয়ের আদিম দেওয়ানী বিভাগের ১৮৬৮ অব্দের ৩১৯ নং যে মকদ্দমায় হেনরিয়েটা কেনি বাদিনী ও বঙ্গদেশের প্রতিনিধি আডমিনিষ্ট্রেটর প্রতিবাদী উক্ত মকদ্দমায় ১৮৬৮ অব্দের ২১ এ মে যে আজ্ঞা হইয়াছে, তদনুসারে প্রকাশ করা যাইতেছে, জেলা নদীয়ার অন্তর্গত শালগড়মুদিয়ার টমাস, আর, উইন, কেনি সাহেব যিনি ১৮৬৮ অব্দের ১৬ ই এপ্রেল কলিকাতায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, যে যে ব্যক্তি উক্ত কেনি সাহেবকে কর্জ্জ দিয়া
তাঁহাদিগকে জানান যাইতেছে, আগামী
সেপ্টেম্বর অথবা তৎপূর্ব্বে বঙ্গদেশের অ
ফোর্ট উইলিয়মের উক্ত প্রধানতম বিচারা
অন্যতর বিচারপতি মহাশয়ের নিকটে উপ
হইয়া আপন আপন দাওয়া সপ্রমাণ করুন
সকল দাওয়া শ্রবণ করিবার নিমিত্ত ১
অব্দের ১২ ই সেপ্টেম্বর শনিবার বেলা ১১
কার সময়ে টাউনহালে বিচারপতি আসন
করিবেন। যাঁহারা উক্ত সময়ের মধ্যে আ
আপন দাওয়া সপ্রমাণ করিতে না পারি
তাঁহাদিগকে জানান যাইতেছে, তাঁহাদি
দাওয়া আর কস্মিন্ কালে শ্রবণ
যাইবে না।

ওয়াটকিন্সন, ষ্টোকো
এবং কোম্পানি
বাদিনীর আটর্ণীগণ
প্রধানতম বিচারালয়ের
আদিম দেওয়ানী বিভা
গের রেজিষ্ট্রার আফিস
১৮৬৮। ৯ ই জুন
} আর, বেল
রেজিষ্ট্রার

—০—

গ্রাহকগণের প্রয়োজনহেতু নিম্নলি
সংস্কৃত পুস্তকত্রয়ের কিয়দংশ প্রকাশিত হ
গ্রাহকগণ পূর্ব্ব ভদ্বাতীত নিম্ননির্দ্দিষ্ট স
মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন। বি
প্রেরণের স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবেক।

মল্লিনাথের টীকা সহিত।

শিশুপাল বধ (মাঘকৃত) মূল্য
রঘুবংশ (কালিদাসকৃত) ঐ　　৫।
কিরাতার্জ্জুনীয় (ভারবিকৃত)　　৩।

বিদ্যার্থিগণের ক্রয়সুবিধার্থ নিম্নলি
কতকগুলিন সংস্কৃত পুস্তক দেবনাগরাক্ষ
সটীক মুদ্রণারম্ভ হইবেক। প্রকাশের পূর্ব্বে গ্রা
ভুক্ত হইলে গীতা বার পৃষ্ঠা অপর প্রতি প
পৃষ্ঠা তিন পয়সার হিসাবে খণ্ডে বা সম্পূর্ণ গ্রে

শিত হইবেক উক্ত নিয়মে মূল্য প্রদান লে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশে প্রেরণের র ডাক মাশুল লাগিবেক।

ঋতুসংহার। মেঘদূত। শকুন্তলা। নলোদয়। বিকাগ্নিমিত্র। বিক্রমোর্ব্বশী। মুদ্রারাক্ষস। লী। মালতীমাধব। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী াংখ্যকারিকা। মহাবীরচরিত। উত্তররাম- । মুগ্ধবোধ। দশকুমারচরিতের উত্তরার্দ্ধ। নি। বসন্ততিলকভাণ। অমরকোষ। শাঙ্কর , আনন্দগিরি, শ্রীধরস্বামী ও মধুসূদন তীর টীকাসহিত শ্রীমদ্ভাগবত। মহাভারত। পুরাণ। কাদম্বরী। ভট্টিকাব্য। নাগানন্দ। প্রকাশ। চড়ক। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

লকাতা সংবাদ জ্ঞান কর যন্ত্র নিমতলা ৩২ সংখ্যক ভবন। } শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক

—:•:—

## বিক্রয়ার্থ।

াবডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ ১৯ নং ড়া বাগান।

ভাড়া দেওয়ার নিমিত্ত।

ারডেন রীচ ২৪ নং বাটী।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় ত অথবা ভাড়া লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন রিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস্ আরবো- থনট এবং কোং

—:•:—

## পুরাণপ্রকাশ।

কলিকাতা মুজাপুর আমহাউসের দক্ষিণ প্রকাশ যন্ত্রে পুরাণপ্রকাশনামক সাম পত্র প্রতিমাসে এক বা দুই খণ্ড করিয়া খ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের মাণ ৮০ অশীতি পৃষ্ঠা। ইহাতে ক্রমশঃ অষ্টা পুরাণ ও উপপুরাণ বাঙ্গালা অনুবাদসমেত শ করিবার কল্পনা আছে। প্রথমতঃ বিষ্ণু- র অনুবাদ ও শ্রীধরগোস্বামিকৃত টীকা সমেত ক হইতেছে। ১ লা বৈশাখ বিতরণ ম্ভ হইয়াছে। যিনি ইহার গ্রাহক হইতে অভি হন, তিনি কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে র নিকট পত্র ডাকমা[illegible] প্রতিখণ্ডের অগ্রিম ॥• আট আনা করিয়া পাঠাইবেন। রা নিয়মিত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত নহেন, তাঁহা নিকট প্রত্যেক খণ্ড নগদ ১ এক টাকা বিক্রয় করা যাইবে।

ই চৈত্র ৭৪। } শ্রী জগন্মোহন শর্ম্মা।

———

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান। সর রাজা রাধা- কান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সোনা দিয়া নূতন বাঁধান মূল্য ২৫০ টাকা। তত্ত্ব- বোধিনী পত্রিকা—প্রথম কল্প, মূল্য ৫০ টাকা।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্ত বাগীশ।

—:•:—

রাণীগঞ্জ পটারি কোং

লিমিটেড।

মেজিয়া করিবার সুচিক্কণ টাইল।

ঐ কোম্পানির মিসনরোস্থিত ৪ নং আফিসে উহার নমুনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং যদি কাহার প্রয়োজন হয়, ঐ আফিসে অনুমতিপত্র পাঠাইয়া দিবেন।

—:•:—

সংস্কৃত মেদিনীকোষ দুরূহ শব্দের টীকা- সমেত উত্তম নাগরাক্ষরে যত্নপূর্ব্বক মুদ্রিত হই তেছে। যিনি গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি ঢাকা কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু সোমনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে বা কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে আমার নিকট পত্র পাঠাইবেন।

১৫ ই চৈত্র ১২৭৪ সংস্কৃত বিদ্যালয় } শ্রীজগন্মোহন শর্ম্মা

—:•:—

অভিধান।

| | |
|---|---|
| শব্দাম্বুধি | ২॥• |
| শব্দার্থপ্রকাশিকা | ৩ |
| শব্দসিন্ধু | ২ |
| শব্দার্থমুক্তাবলী | ৭ |
| শব্দার্থরত্নমালা | ৫ |
| শব্দার্থপ্রচারিকা | ৩ |
| প্রকৃতিবাদ | ৫ |
| সংস্কৃত পুস্তক | |
| রঘুবংশ সটীক | ৮ |
| উত্তর নৈষধচরিত | •॥• |
| ভট্টিকাব্য | ৪• |
| অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব | ৫৫ |
| দশরূপক | ১৸৶ |

কলিকাতা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট ১৭৭ নং } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পুস্তকবিক্রেতা।

—o—

## বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলম নানা- বিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। মফস্বলে ঘড়ী অ ইত্যাদি পাঠাইয়া থাকি এবং পুস্তকাদিতে আমার হিসাবে কমিসন দি। যদি কেহ অ টাকার দ্রব্যাদি লন শাইকেড়ী দরে পাইবেন

টা

| | |
|---|---|
| শব্দসন্দর্ভসিন্ধু প্রথম খণ্ড | |
| ঐ দ্বিতীয় খণ্ড | |
| শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা টীকা ও বাঙ্গালা সবলিত | ২ |
| শব্দসিন্ধু | |
| শব্দাবলী | |
| শব্দার্থপ্রকাশিকা | |
| শব্দার্থরত্নমালা | |
| শব্দার্থপ্রচারিকা | |
| প্রকৃতিবাদ | |
| অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব | ৩ |
| অন্নদামঙ্গল বিদ্যাসুন্দরপ্রভৃতি টীকা টীপ্পনী ও ১৮ খানি প্রতিমূর্ত্তি সহিত | |
| বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষের রেলওয়ে | |
| ইলেক্ট্রীক টেলিগ্রাফ | ১ |
| নলচরিত কাব্য | |
| পঞ্চরত্নী | |
| বেদান্তদর্শন | |
| অধিকরণমালা | |
| হরিভক্তিবিলাস | |
| পদকল্পতরু | |
| মেটিরিয়া মেডিকা | |
| ইংরাজীর ঔষধকল্পাবলী | |
| আয়ুর্ব্বেদদর্পণ | |
| ফৌজদারি গাইড | |
| নিদানার্থচন্দ্রিকা | |
| সটীক নিদান | |
| নিদান | |
| মালতীমাধব | |
| পঞ্জাব ইতিহাস | |
| চীনের ইতিহাস | |
| হুতম পেঁচার নক্সা (১।২) | |
| সম্বন্ধসমাধি নাটক | |
| বেশ্যাসক্তিনিবর্ত্তক নাটক | |
| মনোবৃত্তি বিধায়ক | |
| কীচকবধ নাটক | |
| ইংরাজী বাঙ্গালা ডিক্সনারি | |

কলিকাতা জোড়া- সাঁকো ৬৪ নং } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র

—:•:—

চৈনঠরিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটো

বাঙ্‌ যো ত্রাদার কোম্পানির দোকানে মৎ
ত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি
য় হইতেছে:—
প্রণীত মূল্য
ইতিহাস ১ টাকা
ইতিহাস ১ ঐ
সার ব্যাকরণ ।০
সার ( ১ ম ভাগ ) ৶
সার ( ২ য় ভাগ ) ৶
রিত।
শ ব্যাকরণ ৷৹

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

—:০:—

বাঁড় যেঁ ব্রাদার্শ কোম্পানির ১৮৬৯ সালের
লা কোর্সের কী অর্থাৎ অর্থ পুস্তক প্রস্তুত
ছে। যাঁহারা লইবার ইচ্ছা করেন, কলি
কালেজ ষ্ট্রীট ৮৬নং ভবনে উক্ত কোম্পা
নিকটে, অথবা অন্যান্য পুস্তক বিক্রেতার
ও অনুসন্ধান করিলে পাইতে পারিবেন।

## সোমপ্রকাশ।

১০ ই আষাঢ় সোমবার।

আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া সকলকে
রোধ করিতেছি, তাঁহারা দ্বিতীয়
াপনটীর প্রতি বিশেষরূপে দৃষ্টি-
ণ করেন। হত্যাকারীর অনুসন্ধান
য়া দিতে পারিলে কেবল যে পারি
বিক লাভ হইবে এরূপ নয়, দুষ্টের
বিষয়ে ভদ্রলোকমাত্রেরই যে সা
করা কর্ত্তব্য, সেই কর্ত্তব্যের অনু
হইবে।

—:০:—

প্রায় এক পক্ষ কাল অনবরত বৃষ্টি
াতে জেলা ২৪ পরগণার দক্ষিণ
শের যেপ্রকার দুরবস্থা ঘটিয়াছে,
াদিগের এক পরিচিত প্রামাণিক
তদ্বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইয়াছেন,
এই স্থলেই গৃহীত হইল।
হাশয়! গত ২৯এ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার
প্রবলবেগে বাত্যা ও বৃষ্টি হইয়া এ
ণ একবারে ছারখার হইবার উপক্রম
ছে। এমন কি যদি আর দুই তিন দিবস

এইরূপ থাকে তাহা হইলে যে কতদূর দুর বস্থা হইবে তাহা মনে উদয় হইলে হৃৎকম্প হয়। যেরূপ বৃষ্টি ও ঝড় হইতেছে এরূপ কেহ কখন দেখেন নাই। কিয়দ্দিনমধ্যে গ্রামস্থ পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয় সমুদায় জলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। রাজপথের উপরেও কোন কোন স্থানে এক হাত ও কোন কোন স্থানে বা ১৷০ দেড় হাত পর্য্যন্ত জল দাঁড়াই য়াছে। পল্লীগ্রামস্থ পথে গমনাগমনের পক্ষে যে কত দূর কষ্ট হইয়াছে, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। কুটীর ও মৃত্তিকানির্ম্মিত প্রাচী রসকল অধিকাংশই ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ চাষের পক্ষে যতদূর অনিষ্ট হই য়াছে, বোধ হয় জলপ্লাবন, অনাবৃষ্টি ও ঝড়ে তত দূর হয় নাই। যেসমস্ত বীজ বহু যত্নে ও কষ্টে রোপণ করা হইয়াছিল, তাহা একবারে বিনষ্ট হইয়াছে। মাঠের উপরে প্রায় ৪। ৫ হাত জল দাঁড়াইয়াছে। ঐসমস্ত জলাকীর্ণ ক্ষেত্রে যে পুনর্ব্বার কেমন করিয়া বীজ রো- পিত হইয়া শস্যোৎপাদন হইবে, তাহা স্থির করিতে পারা যায় না। চাষের পক্ষে এতা দৃশ অনিষ্টকর ঘটনা দেখিয়া কৃষকেরা যার পর নাই হতাশ ও শঙ্কিত হইয়াছে। তাহা- দের কাতর বাক্য শ্রবণ করিলে কার না হৃদয় বিদীর্ণ হয়। গত ১২৭১ সালে ঝটিকা ও জলপ্লাবন, ৭২ সালের অনাবৃষ্টি ও ৭৪ সালের ঝটিকাতে মনুষ্যগণ জীবন্মৃত হইয়া কেবল আশাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছিল। তাহাতে বর্ত্তমান চাষের এইরূপ অনিষ্ট ঘটনা দেখিয়া সে আশা একেবারে নির্ম্মূল হইয়াছে।

———

### ইণ্ডিয়ান মিরার ও ভারতবর্ষীয়গণ।

ইংরাজদিগের জাতিসাধারণ এই একটী দোষ আছে, তাঁহারা দোষ করেন, অথচ কখন তাহার অনুমোদন করা হয়, কখন বা তাহা স্পষ্টাক্ষরে অস্বীকার করিয়া অপবাদকারীকে অজ্ঞ, মিথ্যাবাদী ও অবিবেচক বলা হয়। এ দোষ আমা দিগকে স্পর্শও করে, এ ইচ্ছা কাহারও

নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হ
বস্তুতঃ ভারতবর্ষীয়গণ ব্যক্তিবি
অনুরোধ না করিয়া যেপ্রকার স্পষ্ট
ধানে সকলের দোষপ্রকাশ করে
প্রকার স্পষ্টবাদী লোক ইংরাজ
বিশেষতঃ ভারতবর্ষস্থ ইংরাজ
মধ্যে অতিবিরল। গুণের সহিত দে
উল্লেখ না করিলে জাতিসাধারণে
নীতির উন্নতিসাধন করা যায় না।
ন্যায় দোষের উল্লেখ আবশ্যক
কিন্তু দোষের কল্পনা বা অতি
করিয়া প্রতিষ্ঠালাভচেষ্টা অ
বিড়ম্বনা। ইণ্ডিয়ান মিরারে ইহার
উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হইল। যেখানে
সংক্রান্ত গোঁড়ামী না থাকে, সে
ইণ্ডিয়ান মিররের অপেক্ষা কেহই
কতা আকাঙ্ক্ষিতমতে
রের দোষ গুণ বিবেচনা ক
পারেন না; কিন্তু গত ১৫ ই জুনের
আমরা একটী প্রস্তাব পাঠ করিয়া
শয় বিস্মিত হইয়াছি। এক জন ভা
বর্ষীয়ের লেখনী হইতে এপ্রকার
কটু অমূলক বাক্য বিনির্গত হ
পারে, আমরা তাহা পূর্ব্বে জানি
না। নিম্নে উহার কোন কোন অ
অনুবাদিত করিয়া দেওয়া যাইতে
"আমরা দেশীয়দিগের প্রতিনিধি ব
পরিচয় দিতে চাহি না। যাঁহারা দ
শীয়দিগের প্রতিনিধি বলিয়া
পরিচয় দেন, তাঁহাদিগকে আমরা
মাত্র বলিতেছি, তাঁহারা মিথ্যা
বলেন। (!!!) আমাদিগের কোন জা
সাধারণ স্বার্থ নাই; সুতরাং আম
গের কোন সাধারণ অভিপ্রায় ও স
রণ মতও নাই। এরূপ স্থলে
ব্যক্তি সকলের প্রতিনিধি হইতে পা
না।" ইণ্ডিয়ান মিরার স্বয়ং যে জা
সাধারণের অথবা রাজনীতিসম্বন্ধে
শ্রেণীর প্রতিনিধি নহেন, সে বি

র "সরল" বাক্যে কেহ বিবাদ
বেন না; কিন্তু আমাদিগের জাতি-
রণ স্বার্থ, জাতিসাধারণ মত ও
তসাধারণ অভিপ্রায় নাই, এ বাক্যে
ই অনুমোদনকারী হইবেন না। এ
য় ও ইউরোপীয় বলিয়া যে ভেদ
হয়, তাহাতে কোন ভারতবর্ষীয়
? জাতিভেদ না করিয়া গুণানু-
সকলকে তুল্যরূপে রাজপদ প্রদান
হয়, কোন ভারতবর্ষীয়ের এটী
প্রেত নয়? ইংরাজেরা যে গর্ব্বো-
ব্যবহার করেন, তাহাতে কে না
? ইংলণ্ডেশ্বরী আমাদিগের দুঃখ
ষ্টের বিষয়গুলি শ্রবণ করিয়া তাহার
কার চেষ্টা করেন, কাহার না ইচ্ছা?
রা দৃষ্টান্তস্বরূপ এগুলির উল্লেখ
লাম, এইরূপ অনেক বিষয় আছে।
বিষয়ে যদি ভারতবর্ষীয়দিগের ঐক
হইল, ভারতবর্ষীয়দিগের মত নাই,
বলা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে?
াদিগকে তাঁহার নিজ বাক্যের প্রমাণ দেওয়া
। রাজনীতিসম্বন্ধে আমাদিগের
পরের মতভেদ ও পরস্পরবিরোধী
ার্থ আছে, মিরার এক এক করিয়া
ইয়া দেওয়া উচিত ছিল। মিরার
উৎসাহিত হইয়া বলিয়াছেন,
আমাদিগের বিশেষ বিশেষ বিষয়ে
ন্তোষ আছে, কতগুলি আত্মম্ভরি
ক স্বার্থসাধনার্থ সেইগুলিতে উৎসাহ
।" মিরার যদি স্থিরচিত্তে বিবেচনা
া দেখেন, দেখিতে পাইবেন,
ন বিষয়গত অসন্তোষ ক্রমে জাতি
রণ হইয়া উঠে। যে বিচারপতি
কারীর ছয় মাস মেয়াদ দণ্ড দেন,
ভারতবর্ষের কোন স্থানে অসন্তোষ
ান করিতে পারেন? আপন
ন পদগৌরব বুঝিতে না পারা
একটী বিড়ম্বনা। মিরার হিন্দুপেট্রি
অধিকতর "ক্ষমতাশালী" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু জাতিসাধারণ প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করেন না। এই ক্ষমতা কোথা হইতে আসিল? সংবাদপত্র জাতিসাধারণ মত প্রকাশের এক প্রধান উপায়। যে সংবাদপত্র এই নিয়ম প্রতিপালন করিতে পারেন, তিনিই প্রতিনিধি হন; সংবাদপত্রের ক্ষমতার দ্বিতীয় অর্থ নাই। মিরার কি এ কথা অস্বীকার করিবেন? পাঠকগণ নিম্নলিখিত কথাগুলির বিষয় একবার বিবেচনা করুন;—

"অনৈক্য আমাদিগের স্বাভাবিক অবস্থা; স্বার্থপরতা আমরা সর্ব্বপ্রধান ইষ্ট জ্ঞান করি, পরের কথার অসমর্থন করা এবং পরস্পরকে অবিশ্বাস করা আমরা বড়ই বুদ্ধির কাজ জ্ঞান করি।" নেপলিয়নের শেষ দশা উপস্থিত; এক জন কাথলিক পুরোহিত তাঁহাকে ঈশ্বর ও পরকালের বিষয় বুঝাইতেছেন, এমন সময়ে সম্রাটের চিকিৎসক (ইনি কতক নাস্তিক ছিলেন) হাস্য করিতে লাগিলেন। নেপলিয়নের পূর্ব্বমত তেজস্বিতা আসিয়া উপস্থিত হইল। তৎক্ষণাৎ শয্যার উপরে উপবেশন করিয়া এই মুমূর্ষু যোদ্ধা অগ্নিতুল্য রক্ত নয়নে চিকিৎসককে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "যুবক! বোধ হয়, তুমি আপনাকে অতিশয় বিচক্ষণ জ্ঞান করিয়া ঈশ্বরকে মান না; কিন্তু যাহা বলিতেছি শুন। আমরা কেবল মনে করিলেই নাস্তিক হইতে পারি না!" আমরা সকলেই স্বার্থপর? রামমোহন রায় কি স্বার্থপর ছিলেন? ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও কেশবচন্দ্র সেনপ্রভৃতি সকলেই কি স্বার্থপর হইয়া যাবতীয় কার্য্য করিতেছেন? ভারতবর্ষীয় সভা কি স্বার্থপর? পরস্পরের উপরে আমাদিগের অবিশ্বাস আছে, তাহার একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা উচিত। কোন ভারতবর্ষীয় দ্বারকানাথ মিত্রের ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উন্ন
দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন?

—:০:—

## তীর্থস্থান।

হিন্দু শাস্ত্রকারেরা তীর্থস্থানগু
পরম পবিত্র ও পাপনাশের অ
প্রধান উপায় বলিয়া বর্ণন করিয়া
পূর্ব্বে যথার্থ ধার্ম্মিক ব্যক্তিরাই পুণ
য়ের মানসে তত্তৎস্থানে গমন ও
তেন্দ্রিয় হইয়া কেবল পুণ্য কর্ম্মের
স্থানেই কালাতিপাত করিতেন।
কারেরা উহার পবিত্রতারক্ষার্থ
শেষ যত্নবান ছিলেন। তাঁহারা ব
তীর্থে গেলে অন্যস্থানকৃত পাপের
হয়, কিন্তু তীর্থকৃত পাপের খণ্ডন
এত করিয়াও তাঁহারা উহার পবি
রক্ষা করিতে পারেন নাই। আজি
তীর্থস্থানগুলি যেরূপ হইয়া উঠি
তাহাতে উহাকে পাপালয় ব
বর্ণন করিলে অত্যুক্তি হয় না।
যতপ্রকার পাপ কর্ম্ম করিতে প
এক্ষণকার তীর্থস্থানে সেসমুদায়ই প্র
হয়। এরূপ হইবার কারণ এই,
জীবিকা সুলভ। ধর্ম্মবুদ্ধিতে লোকে
দাই দানাদি করিয়াথাকেন। যা
গের অন্যত্র জীবিকা অর্জ্জন করি
ক্ষমতা নাই এবং যাহারা নানাপ্র
পাপক্রিয়ায় আসক্ত, তাহারাই
সচরাচর তীর্থস্থান আশ্রয় ক
থাকে। চাতুরী প্রবঞ্চনাপ্রভৃতি বি
তাহারা অপটু নহে। হিন্দুশাস্ত্রে
যত প্রকার ধর্ম্মচিহ্ন ধারণের ব
আছে, তাহারা সে সমুদায় ধারণ ক
থাকে। উপধর্ম্মবিমূঢ় হিন্দুদিগের
তদ্দর্শনে বিমোহিত হইবে, তাহা
র্য্যের বিষয় নহে। এক ব্যক্তি ক
বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া যে এক দীর্ঘ
লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া
ক্রমেই এরূপ ইচ্ছা হয় না যে

ক কাশীতে নিজ পরিবার প্রেরণ
ন। পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন:—
" আমি বারাণসী ধামে গমনপূর্ব্বক
ালীটোলানামক যে স্থানে অনেক
ালির বাস আছে তথায় ছিলাম।
বাঙ্গালীটোলার সন্ন্যাসী, গৃহস্থ
পক, ব্রাহ্মণ, বাটীওয়ালা, পণ্যজীব
তি অনেক প্রকার বাঙ্গালী আছেন।
ধ্য

দণ্ডধারিপ্রভৃতি সন্ন্যাসীদি-
গের ব্যবহার।

সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে মঠাধ্যক্ষদিগের
র সীমা নাই। তাঁহাদিগের শিষ্য
দিগণ ধনীদিগের ভৃত্যবর্গের ন্যায়
ন আপন গুরুশুশ্রূষোপলক্ষে
কর্ম্মই সর্ব্বদা নির্ব্বাহ করিয়া
েন। যাত্রীদিগের নিমন্ত্রণানুসারে
স্থানে কোন দিন কয় জনকে
ত হইবে, এতদ্বৃত্তান্ত এক খাতায়
ত হয়, তদনুসারে শিষ্য দণ্ডীরা
রার্থে গিয়া উত্তমরূপ আহার
া বস্ত্রাদি যে কিছু প্রাপ্ত হন, তাহা
ত কিয়দংশ রাখিয়া অবশিষ্ট
ন আপন গুরুকে দেন। কুলকামি-
ও সর্ব্বদা পরম ভক্তিসহকারে
্যক্ষদিগকে উত্তম বস্ত্র এবং বারুণী-
া উপাদেয় আহার যোগাইয়া তাঁহা
চরণসেবায় নিযুক্ত থাকেন; ভোগ্য
বিষয়েরি অভাব কখন ঘটে না।
ীদিগের শিষ্যগণ যাঁহারা মঠে
ানান্তরে থাকেন, তাঁহারা আপন
ন গুরুতুল্য সুখী না হইলেও কোন
র আমোদে এক কালে বঞ্চিত
। তাঁহারা উত্তম অশন, উত্তম
সর্ব্বদাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং
নরি প্রায় এক একটী সেবাদাসী
। ঐ যতিগণ সুরানুকম্পায় পুষ্ট,
হৃষ্টান্তঃকরণে ঐ পরিচারিকা-

দিগের সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া থাকেন। মঠাধ্যক্ষ বা শিষ্য যে কোন সন্ন্যাসী হউন, ভিক্ষার্থে গৃহস্থের বাটীতে গিয়া পুরুষগণ নিকটে না থাকিলে, হস্তে গণ্ডূষাদি দিবার ছলে কুলবালাদিগকে নিকটে ডাকিয়া, ধর্ম্মভয় দেখাইয়াই হউক, অথবা বলপূর্ব্বকই হউক, তাহাদের অধর রসেই গণ্ডূষকার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। অনেক যতির শুণ্ডিকালয়ে গুহ্য ভিক্ষালাভের রীতি আছে। এই সমস্ত যতির নিকটে জ্ঞানশিক্ষা করিতে গেলে ইঁহারা বলেন, "আমরাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নারায়ণ অথবা ব্রহ্ম হইয়াছি কোন কর্ম্মেই লিপ্ত নই। যে কোন কর্ম্ম আমাদের দেহ হইতে নিষ্পাদিত হইতেছে, তদ্দ্বারা আমরা আর সংসারে আবদ্ধ হইব না। তোমরা আমাদের শুশ্রূষাপরায়ণ হইলেই তজ্জনিত সুকৃতিবলে, গুরুর স্থানে আমাদের ন্যায় জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। ঐ প্রকার জ্ঞানভিন্ন মুক্তির উপায়ান্তর নাই।" যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, অশব্দমস্পর্শং ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যানুসারে ব্রহ্ম বস্তুতে শব্দাদি ইন্দ্রিয় কার্য্য কিছুই নাই, তবে আমি নারায়ণ কি অহং ব্রহ্ম বলিতে গেলে ব্রহ্মের দেহের কার্য্য হয় কি না? এতদুত্তরে অনেকেই বলেন, তুমি জ্ঞানাধিকারী হও নাই; কেবল কুতর্ক শিখিয়াছ। যেহেতু সাধু এবং বেদান্তবাক্যে তোমার বিশ্বাস নাই, তুমি আমার নিকট হইতে গমন কর, তোমার মুখ দেখিতে নাই।

গৃহস্থ অধ্যাপক মহাশয়
দিগের ব্যবহার।

যেসকল ধনবান্ যাত্রীর সমাগম হয়, তাঁহারা দলবিশেষের অধ্যাপক মহোদয়দিগকে আহ্বানপূর্ব্বক প্রত্যে

কেকে ৵কি ।০ অথবা ॥০ আনা
করিয়া থাকেন। অধ্যাপক মহাশ
দাতাদিগের জাত্যনুসন্ধান না করিয়
দান গ্রহণ করেন। লোকের অ
ক্রিয়োপলক্ষেও এই মহাশয়দি
অনেক আয় আছে। অধ্যাপক ম
দিগের পত্নী, ভগিনী, কন্যা, পু
প্রভৃতি সধবারা যাত্রীদিগের বা অ
লোকের আহ্বানমতে দিবা যা
উভয় কালেই উপস্থিত হইয়া সধ
আলয়ে আহার এবং বস্ত্রালঙ্কার দ
সহিত গ্রহণ করিয়া থাকেন। লম্প
য়েও গমনে অনেকে পরাঙ্মুখ হন
স্থানবিশেষে সধবাসৎকারের কোন
চারেরই অভাব হয় না। অধ্যাপক
শয়দিগের গৃহের বালিকাগণকে সু
গার হইতে বহির্গমনদিনাবধি
হের পূর্ব্বদিনপর্য্যন্ত কুমারী
লইয়া গিয়া বস্ত্রালঙ্কারাদি
হয়। এই সমস্ত আয়দ্বারা অধ
মহাশয়েরা স্ব স্ব দেশাপেক্ষা কা
অধিক ধনশালী হইয়াছেন! না হইবে
কেন? স্বদেশে কেবল পুরুষের অ
প্রতি নির্ভর ছিল, কাশীতে পুরুষ,
বালিকা তিনের আয় একত্রিত
তেছে। দুঃখের মধ্যে দুষ্ট
থাকে যে, কথিত সধবা ঠাকুরা
বারনারীদিগের ন্যায় বেশ
ধারণ পূর্ব্বক প্রাতঃকালাবধি
দ্বিপ্রহর দিবা পর্য্যন্ত কোথায়
কুমারীর প্রয়োজন আছে, এই অনুস
নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া থাকেন।
কোন অধ্যাপক মহাশয় বনিতাবি
জন্য শোকাভিভূত হইয়া কাশী
পূর্ব্বক গুপ্তরূপে মন্ত্র প্রদান করিয়া
থানাপ হইয়াছেন। ইঁহাদিগকে
সময়ে ভ্রূণহত্যার জন্য ঔষধ স
করিতেও হয়। বিষয়বিশেষে
দেওয়াইবার জন্যও এই সম্প্রদায়
লোক পাওয়া যায়।

অন্যান্য ব্রাহ্মণের ব্যবহার।

বঙ্গদেশস্থ নানা স্থানের যে ব্রাহ্মণ
কুরেরা বিদ্যা, বুদ্ধি ও পৌরুষপ্রকাশ
রা জীবিকার উপায়হীন হইয়াছিলেন
বা অগম্যাগমনাদি দোষে স্বদেশে
চ্যুত হইয়া সামাজিক সম্মানে
ত হইয়াছেন, তাঁহারদের অধিকাংশ
নাং বা উপপত্নী সমভিব্যাহারে কাশী
করিতেছেন। অন্যান্য অনেক জাতীয়
লোকেও ব্রাহ্মণবেশে এই সম্প্রদায়
ত আছেন। ইহাঁরা সমুদায় লোকদি
র উপাসনাপূর্ব্বক এক এক দলভুক্ত
া যাত্রিগণের এবং অন্যেরদের নিম
ত্রণমতে আহার করিয়া যে কিঞ্চিৎ
ণা পান, তদ্দ্বারাই অন্যান্য ব্যয়
নাহ করিয়া থাকেন, কেহ কেহ বা
াদির দোকান করিতেছেন, কেহ
ার শিবপূজা, কেহ পাচকের কার্য্য
রয়া থাকেন। মিথ্যাসাক্ষ্যপ্রদানাদি
র্ম্মের দ্বারাও অনেকে কিঞ্চিৎ উপা
করেন। সুসজ্জিত সধবা ও কুমারী
অধ্যাপক মহাশয়দিগের স্ত্রী, কন্যা
ভৃতির ন্যায় ধনোপার্জ্জন করিয়া
কেন। যাঁহার একটী কন্যা জন্মে
া ঐ কন্যাকে বিক্রয় করিয়া ৫০০।
শত টাকা মূল্য পান।

ব্রাহ্মণের বিধবা এবং অবীরা গণের ব্যবহার।

নেক বিধবা ও অবীরা কাশীগমনের
অনতিবিলম্বে তত্রত্য জলবায়ুর
এবং যদৃচ্ছালব্ধ পুষ্টিকর আহারের
যেন নবীনা হইয়া তৎকাল বিহিত
কর্ম্মে রত হন। অনেকে পঞ্চ
বাবহার করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়
যবন মাংসবিক্রয়কারীদিগের
ন হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে।
দিগের সাংসারিক ব্যয়নির্ব্বাহ
তাঁহাদিগের পুত্রাদি টাকা পাঠান,

তাঁহারা ঐ টাকার অধিকাংশ অনুকূল পুরুষদিগের সেবাতেই দেন।

বাটীওয়ালাদিগের ব্যবহার।

যাত্রিগণের আবাসের জন্য অনেকে এক একটী কেহ বা অধিক বাটী ক্রয় পূর্ব্বক অথবা ভাড়ায় লইয়া আপন আপন উপপত্নী সহিত তথায় বাস করিতেছেন এবং ঐ বাটীতেই স্থানে স্থানে ৩।৪ জন বেশ্যাকে রাখিয়াছেন। ইহাঁরা যাত্রিগণকে পথ হইতে অনেক যত্ন ও সমাদরসহকারে আপন আপন বাটীতে আনিয়া রাখেন। যাত্রীরা ২।১ দিন গত হইলে সধবাদি ভোজনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে বাটীওয়ালা ঐ সকলের সংখ্যা জানিয়া আপনার উপপত্নী, কয়েকজন বেশ্যা এবং ২।৪ জন ব্রাহ্মণীকে সধবা ও যে কোন জাতির হউক বালিকা কন্যাগণকে কুমারীর স্বরূপ এই নিয়মে নিমন্ত্রণ করেন যে, তাঁহারা বস্ত্র অলঙ্কারাদি এবং দক্ষিণা যে কিছু পাইবেন, তৎসমুদায় তিনি (বাটীওয়ালা) লইবেন, সধবারা কেবল খাদ্য এবং প্রত্যেকে / আনা দক্ষিণা পাইবেন। ব্রাহ্মণদিগকেও এই নিয়মে নিমন্ত্রণ করেন যে তাঁহারা প্রত্যেকে /০ আনা দক্ষিণা প্রাপ্ত হইবেন। সধবাপ্রভৃতিরা উপস্থিত হইলে বাটীওয়ালা এমনি সতর্ক থাকেন যে, তাঁহার অগোচরে কেহ কোন দ্রব্য গ্রহণক্ষম হন না। যাত্রীরা সধবা প্রভৃতিকে বস্ত্রালঙ্কারাদি ও দক্ষিণা যে কিছু দেন, বাটীওয়ালা সেসমুদায় আত্মসাৎ করিয়া প্রত্যেককে /০ আনা দক্ষিণা দিয়া বিদায় করেন। দণ্ডীরা বস্ত্রাদি যাহা পান, বাটীওয়ালারা তাহারও কিয়দংশ লইতে ত্রুটী করেন না।

স্ত্রী বা পুরুষ কোন যাত্রীর পক্কমকারের প্রয়োজন হইলে সর্ব্বদাই বাটীওয়ালার বাটীতেই প্রাপ্ত হন; স্থানান্তর যাইতে হয় না। এই সুযোগে ঐ ব
নিকটে বাটীওয়ালার অনেক অর্থ স
হয়। অন্যের স্থানে যাত্রীরা যে
দ্রব্য ক্রয় করেন, তাহার প্রকৃত
অপেক্ষা অধিক দেওয়াইয়া বাটীওয়
তাহার ভাগ লইয়া থাকেন। যাত্র
কিছু টাকা বা মূল্যবান্ দ্রব্য বাটীও
লার গৃহে রাখিয়া বাহিরে কোন
গেলে, বাটীওয়ালা তাহা অপহরণ
বার সুবিধা পাইলে ছাড়েন না।
যাত্রী পীড়িত হইলে বাটীওয়
তাঁহাকে আপন বাটীর বাহিরে নি
পূর্ব্বক তাঁহার বস্ত্রাদি আত্মসাৎ ক
বসেন। কখন কখন রুগ্ন যাত্রীর
পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়াথাকে।

কিঞ্চিৎ পুরাতন ভদ্রগোছ বাঙ্গালিদিগের ব্যবহার।

ইহাঁদের মধ্যে ধনবান্ মহাশয়
এরূপ গর্ব্বিত যে স্থানান্তর হইতে আ
কোন সজ্জন তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষ
করিবার জন্য তাঁহাদের নিকট গে
যথোচিত সমাদর করেন না। কা
বাসী ভিক্ষুক ব্রাহ্মণেরা যেমন সর্ব
তাঁহাদের নিকটে গিয়া অপকৃষ্ট আস
সমাসীন হইয়া বদ্ধকরে কথোপক
করিয়া থাকেন, ধনবান মহাশয়ে
অন্যান্য ভদ্রলোকের নিকটও সেই ব
হারের অভিলাষ করেন। যে সমস্ত ব্রা
ঠাকুর মহাশয় আপন আপন মাতৃগ
থাকিয়া মাতার কাশীগমনের
তথায় জন্ম গ্রহণ, বা শৈশবাবস্থ
স্থানান্তর হইতে আপন আপন মাত
মাতামহী প্রভৃতির সঙ্গে তথায় গম
পূর্ব্বক উপরের লিখিতমত মাতা প্র
তির সধবাস্বরূপ অর্জ্জিতধনে লালি
পালিত শিক্ষিত এবং তাঁহাদের অ
রোধক্রমে কোন ধনবানের সাহায
চাকরি প্রাপ্ত হইয়া কিছু ধন অর্জ্জ

য়াছেন, অথচ এ পর্য্যন্ত সকলের দান
া করিতেছেন, তাঁহারা আবার
ন দাম্ভিক যে, স্থানান্তর হইতে-আ
কোন ভদ্রলোক তাঁহাদের নিকট
ল, বিবেচনা করেন যে, ঐ ব্যক্তি
ানার পর কালের সদ্যাতিলাভের
ে তাঁহাদের দ্বারস্থ হইয়াছেন। দুই
আনা লাভের প্রত্যাশা না থাকিলে
াহ্মণ ঠাকুরেরা অন্যের বাটীতে গমন
মানের বিষয় বিবেচনায় প্রায়ই যান
যেখানে কিঞ্চিৎ প্রাপ্তির সম্ভাবনা
ক সেখানে সপরিবারে উপস্থিত
।

গঙ্গাপুত্র এবং যাত্রাওয়ালা-
দিগের ব্যবহার।

এই উভয় দলের মধ্যে গঙ্গাপুত্রেরা
ীদিগকে মণিকর্ণিকা তীর্থে স্নান
ইবার সময়ে সংকল্পের মন্ত্রপাঠ
ঐ স্থানে যাত্রীরা যে কিছু দান
াথাকেন, তাহাও গ্রহণ করেন।
াওয়ালারা যাত্রীদিগকে সঙ্গে লইয়া
ূর্ত্তি এবং দেবালয় সকল দেখায়।
রাজ্য ব্রিটিশ শাসনাধীন হইবার
বধি, তৎপরেও কিছু দিন পর্য্যন্ত
পুত্র ও যাত্রাওয়ালারা প্রথমতঃ
গণের নিকট নম্রতা প্রকাশ করিয়া
উহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ এবং
বিশেষের প্রাণপর্য্যন্ত বধ করিত।
ণ প্রায় ৩০ বৎসর হইল, ইহারা
প দৌরাত্ম্য করিতে পারে না।
ম্রা মেকলিএড এবং গবিন সাহেবের
ট্রেটী সময়ে এই দুই দলের এবং
ন্য গুণ্ডাদিগের বিলক্ষণ শাস্তি হয়,
ধি উহাদের অত্যাচার হইতে যাত্রি
নিষ্কৃতিলাভ হইয়াছে। তথাপি
ও উহাদিগের উপদ্রব কম নয়।
া যাত্রীর নিকট বিদায় হইবার
কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না, অধিক
হণের অভিলাষে যাত্রিগণকে

অনেক দুর্ব্বাক্য বলে, স্থান ও ব্যক্তি বিশেষে কোন যাত্রীকে প্রহারও করিয়া থাকে। যাত্রিরা বিদেশস্থ; আপনাদের পরিচিত কোন লোককে দেখিতে পান না; সুতরাং বিপদ জ্ঞান করিয়া তাহা হইতে উদ্ধার হইবার বাসনায় উহাদিগকে অগত্যা অধিক টাকা দেন। যাত্রীরা দেবালয়ে পূজাদি যাহা দেন, তাহার অর্দ্ধাংশ যাত্রাওয়ালারা লইয়া থাকে। যাত্রাওয়ালারা যাত্রীদিগের সমভিব্যাহারী যুবতী স্ত্রীদিগের সহিত প্রায়ই অসদ্ব্যবহার করে। কোন গঙ্গাপুত্র বা যাত্রাওয়ালার অত্যাচারহেতু বিরক্ত হইয়া যদি কোন যাত্রী ফৌজদারী আদালতে আবেদন করিবার সংকল্প করেন, তাহা হইলে বাটীওয়ালাপ্রভৃতি মধ্যবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে এই বলিয়া কান্ত করেন যে, গঙ্গাপুত্র ও যাত্রাওয়ালারাই তীর্থের ফলদাতা, উঁহাদের বিরুদ্ধে নালিশ করিলে তোমার নরক হইবে। তীর্থের কোন ফললাভ হইবে না।

দেবালয় সকলের পাণ্ডাদিগের বৃত্তান্ত।

ইঁহারা সকলে দিবাভাগে আপন আপন দেবালয়ে বসিয়া দস্যুকার্য্য করিয়া থাকেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাত্রীরা দর্শনার্থ যে দেবালয়ে যান, তত্রত্য পাণ্ডা যেন সাক্ষাৎ সেই দেবতা এই ভান করিয়া বলিতে থাকেন, অমুক অমুক দ্রব্য ও এই পরিমাণ দক্ষিণা না দিলে দেবতা কখনই তুষ্ট হইবেন না, প্রত্যুত তোমাদিগকে নরকে নিক্ষেপ করিবেন। এই বলিয়া যাহা পারেন যাত্রীদিগের স্থানে লন। স্ত্রীগণ যেসকল অলঙ্কার গাত্রে পরিধান পূর্ব্বক এবং অন্যেরা কোশাকুশীপ্রভৃতি যে কিছু বাসন লইয়া দেবালয়ে গমন করেন, তাহার যে কিছু পারেন অপহরণ করিতে পারিলে পাণ্ডারা তাহা ত্যাগ করেন না। দৈবাৎ যদি কোন অলঙ্কার কিম্বন

ভূমিতে পতিত হয় তাহা হইলে প
তখনি তাহা লইয়া গোপনে রা
যে যাত্রী ঐ অলঙ্কার বা বাসন পা
চেষ্টা করেন, তিনি প্রায়ই পাণ্ডা
আহত হন। বালিকা যুবতী প্রৌঢ়
তির কপালে কুলির ফোঁটা,
নির্ম্মাল্য, ও চরণামৃত প্রদানের,
হস্ত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদের ছলে
রদের অঙ্গস্পর্শ করা হয়।

অনেক স্থানের দেবতাদিগের
প্রকার প্রসাদ দুষ্ট হইয়াছে; কিন্তু ক
দুই এক দেবতার প্রসাদ গ্রহণ
লে উইলসনের বাটী গমনের প্র
হয় না। অনেকেই পূজায় ছাগাদি
সহিত ছোট ছোট শূকর বলি, অ
দ্রব্যের সহিত অনেক কুক্কুটশা
অধিক পরিমাণে সুরা প্রদান
থাকেন। এই সমস্ত প্রসাদী দ্রব্যের
প্রকাশ্যে এবং গোপনে সন্ন্যাসীপ্র
অনেক পুরুষের, সধবা বিধবাপ্র
অনেক স্ত্রীর আনন্দ বর্দ্ধিত হইতেছে
দলও এই প্রসাদগ্রহণে পরাঙ্মুখ হ

বাঙ্গালীভিন্ন ত্রিলিঙ্গ, মহারাষ্ট্র,
রাট, লাহোর প্রভৃতি অনেক স্থ
অনেক হিন্দু কাশীতে বাস করিতে
তাঁহাদের স্ত্রী পুরুষ উভয়েই বা
এমনি শুদ্ধচারিতা দেখান যে, তা
ধাতুপাত্রে আপনারা গঙ্গা জল
গিয়া আপনারদের সমস্ত কার্য্য নি
করেন। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ স্পর্শ ক
তৎক্ষণাৎ স্নান করেন; সর্ব্বাঙ্গ নি
গঙ্গা মৃত্তিকা ও বিভূতি দ্বারা নি
পিত রুদ্রাক্ষ মালায় জড়িত রা
তাঁহারদের মুখে অনুক্ষণ বেদধ্বনি শু
পাওয়া যায়; কিন্তু প্রায় সক
বীরাচারী। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চ
মকার কহারপ্রভৃতি যে কোন জ
ভৃত্যগণদ্বারা আনাইয়া থাকেন। দ্বি
ও তৃতীয় মকার অপক্ব গ্রহণ করেন

কালয় বা অন্য যে কোন জাতির
ছিন্ন মাংস, ছিন্ন মৎস্য বিক্রীত হয়,
হইতে ভৃত্যেরাই আনিয়া দেয়।
মুদায় পরম দেবতাকে নিবেদন
৷ সেই প্রসাদে আপনারা সপরি-
অন্তরাত্মাকে চরিতার্থ করেন।
দের স্নেহণ অর্থলোভে না করেন
ন্দাই নাই।
ক বাঙ্গালী কি অন্যান্য দেশীয়
দিগের দশ সহস্রের মধ্যে দুই চারি
হ আছেন। তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে পর
বা পরদ্রব্যরসাস্বাদন করেন না;
বাক্য বলেন না, পরানিষ্ট পরি-
পূর্ব্বক আপন আপন সাধ্যমত
পকারে রত থাকেন, আপনাদি
ন্যায়ার্জ্জিত ধনদ্বারাই সংসার
নির্ব্বাহ করেন। ইহাঁরা কুসংস্কার
ন উপধর্ম্মের দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ
লেও ইহাঁদিগকে মহাত্মা বলিয়া
দেশ করা যায়।"

—:০:—

নূতন পত্রিকা।

হিন্দুপত্রিকা। এখানি সম্বাদিক
কা। বোয়ালিয়াস্থ হিন্দুধর্ম্ম সভার
ঐ স্থানেই এখানি মুদ্রিত ও প্রচা
হইতে আরম্ভ হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের
পোষকতা করাই এ পত্রিকার মুখ্য
শ্য। ইহাতে রাজনীতিসংক্রান্ত বিষ
সন্নিবেশিত দৃষ্ট হইল। প্রথম
টী দেখিয়া আমাদিগের এই বোধ
সভা যদি বীতরাগ না হন, এখানি
উন্নতিশালিনী হইয়া উঠিবে।
লে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক
ছে। সম্পাদকদিগের ক্রুত দুই
দেখিয়া আমাদিগের এই
ঙ্কা জন্মিতেছে, পাছে তাঁহারা
র প্রতি আসক্তি প্রদর্শন করিতে
পরিণামে পত্রখানিকে আত্ম কৌতু

কাবৎ যুক্তিদ্বারা পরিপূরিত করিয়া
তুলেন। বেদ অপৌরুষেয় নয়; ইহা
ঈশ্বরপ্রণীত হইলে বেদোদিত ধর্ম্ম সর্ব্ব-
দেশের সর্ব্বজাতির ধর্ম্ম বলিয়া প্রচলিত
হইত, এই কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহা
দিগের বাক্যের খণ্ডনার্থ সম্পাদক লিখি
য়াছেন।

"পুরাকালে সকল দেশেই বেদের প্রচার ছিল
অধ্যয়ন অধ্যাপনার অভাবে ক্রমশঃ বেদের বিষ
লয় ঘটিয়াছে। অপবোধ, দস্যুতা, রাজ
বিদ্রোহিতাবশতঃ অধঃবাস এবং অন্যবাস-
বশতঃ ক্রমশঃ আচারভ্রষ্টতা, সন্ধ্যাদীন বলন
ব্রাহ্মণযুক্ত প্রকৃত তথা তদনন্তর ব্যক্তিবিশে
ষের অভিমতীকরণ ইত্যাদি ঘটনায় বেদাচার
ক্রমশঃ ভ্রষ্ট হইয়া আসিয়াছে।"

—:০:—

প্রাপ্ত।

ছেঁড়াবড়মানুষী।

"ছেঁড়াবড়মানুষী সর্ব্বত্র আছে। পূর্ব্ব
পুরুষদিগের দোহাই দিয়া সমাজে সম্মান
লইবার ইচ্ছা কেবল ভারতবর্ষে নহে, সকল
দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এক
বিষয়ে আমরা সকল জাতির অগ্রে গিয়াছি।
ইংলণ্ডে লার্ড ও পাদরীরা পূর্ব্বমত সম্মান
পাইলে আশা সত্ত্বেও সামান্য মজুরি করেন
কিন্তু আমাদিগের দেশের সেকেলে ধনাঢ্য
গের বর্ত্তমান দরিদ্র প্রপৌত্রগণ অন্নসর্ব্বস্ব
হইয়াও বাহ্য আড়ম্বর প্রদর্শন করিতে
চাহেন। ঘরে অন্ন নাই; প্রত্যহ দুই আনার
চাউল, দুই পয়সার ঘৃত, ছয় পয়সার কাষ্ঠ
ক্রয় করা হয়, তথাপি সেই সেকেলে দাদ
খানি চাউল খাইতে হইবে। পরিবারবর্গ
অনাহারে কষ্ট পায়; সন্তানেরা এক মুষ্টি
মুড়ি দেখিলে নৃত্য করিতে থাকে। কিন্তু
বাবুর স্নানের পর মাকস মিছিরি লোকের
সম্মুখে খাইতে হইবে; বৈকালে রাতিবির
আবশ্যক; নচেৎ বাহিরে সম্মান থাকে না।
এই অপব্যয় না করিয়া পুত্রদিগকে মুড়ি
মুড়কী দিলে তাহারা উদর পূর্ণ করিয়া বাঁচে।
গৃহের মধ্যে সকলই ছিন্ন বস্ত্র; কিন্তু বাহিরে
দশ টাকা জোড়ার ধুতি আটপহরে চাই।

এক জোড়া ভাল জুতা, এক খানি
উড়ানী এবং একটী ভাল জামা বাটীর
দের বাহ্য সম্মান রক্ষা করে। যিনি
নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যান, তিনি তখন
ব্যবহার করেন। যদি কোন
আশ্চর্য্য প্রকাশ করেন ত বলা হয়, আ
গের সকলের এক প্রকার জুতা একপ
বস্ত্র। এই বাহ্য সম্মান রক্ষার ধুতি
জামা ও জুতা, অতি সাবধানে রাখা
যে গৃহে উহা থাকে তাহার কোথায় ইন্দ
গর্ত্ত, কোথায় বিড়ালে বমন করিয়াছে, কো
সেকেলে খাতা গাদা পরিণতে
কোথায় পর্ব্বতাকার কয়লা ও তমাকের
রহিয়াছে। এই সকলের মধ্যে একটী সে
ভাঙ্গা সিন্দুক রহিয়াছে। ইহার নাম
এবং এই পাইখানার তুল্য ঘরের
তোসাখানা !!! এক জন চাকর বাবুর
সামা, তহসিলদার, বাজার সরকার ও
য়ান। কিন্তু ভদ্রলোক আসিলে ওরে
আছিস রে! বলিয়া চীৎকার করা হয়।
জন এক চক্ষু সেকেলে দ্বারবান এক
খাটিয়াতে পড়িয়া আছে, এ ব্যক্তি ব
বংশের আদি বড়মানুষের অধীনে
করিত। এক্ষণে বেতন দিবার
দ্বারবান জমাত্র কাজ করে, বাটীতে
ভাঙ্গা চালায়। ইহার নাম "দেউড়
শয়ন করিয়াথাকে। কিন্তু লোকের
"আমাদিগের" দ্বারবানেরা" বলা
যেন বাবুর অনেক দ্বারবান আছে এব
দিগকে বেতন দিয়া থাকেন, অনাহার
গাড়ী চড়া এই বাবুদিগের মতে সম্ভ্র
চিহ্ন। ইহাঁরা বাটীর ভিতরে দশ মণ
ঠেলাইতে পারেন। কিন্তু লোকের স
এক পাও পদব্রজে গমন করিলে "
বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করেন, যে
কষ্টই হইয়াছে।" বড়মানুষের ছেলে,
অভ্যাস নাই" একথা লোকের
শুনিতে বড় আনন্দ বোধ হয়। তাঁপ
গাড়ী চড়া হইবে না, তাহা হইলে
বলিবেন "ইহারা হীনদশা গিয়াছে।
অভিমাননিবন্ধন এক খানি গাড়ী রাখ
ইহার চতুর্দ্দিগে তালি; কিন্তু উপরে

ঢ় ভল চাই। একটি জীর্ণ অশ্ব আছে, তকগুলি তৃণই ইহার প্রধান উপজীবিকা; শুক্তির ন্যায় অর্দ্ধসের মাত্র দানা দেওয়া। লোকের নিকট বলা হয় যাহা "রোগ দী ঘোড়া" ইহাদিগকে প্রত্যহ দশসের না দিলেও হৃষ্ট পুষ্ট হয় না; কিন্তু অতি দৌড়িতে পারে। যেমন ভগ্ন শকট; জীর্ণ শ্ব; তাহার সাজও সেই প্রকার। পাড়া য়া ছুটি যাইলেই সাজের সংস্কার করা হয় বং মূল্য দিবার সময়ে "তালুকের খাজ য় ,, বরাত পড়ে। তথাপি কোন স্থানে ইতে হইলে "ফুল গাড়ী আন" বলা ইয়া থাকে; যেন আরও কয়েকখানি কট আছে!! এই সকল লোক ধারে হস্তী য় করেন; মূল্যের বেলা "তালুকের জনা আসিলে পাইবে" বলা হয়। ছুই এক ন মহাজনের ওয়ারাণ্টের ভয়ে কিছু দিন নান্তর পলায়ন করিয়া বাটী প্রত্যাগমন রিলে তাঁহাদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় কোথায় যাওয়া হইয়াছিল?" বাবুরা নি বলিয়া উঠেন, "তালুকের খাজনা আদায় " যাওয়া হইয়াছিল। আমেরিকার লেপ্টনাণ্ট ষ্ট্রেন ডেরিএন যোজক আবিষ্কার করিতে যান। বন মধ্যে আহারের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল, ভেক ও কয়েকটী কদিয়া না ওড়াফল তাঁহার ও সহায়বর্গের আহা র ছিল। কিন্তু রাত্রে শয়ন করিলে ষ্ট্রেন ও তাঁহার এক জন বন্ধু সমস্ত রাত্রি নানা বিধ উপাদেয় আহারের বিষয়ে কথোপকথন করিতেন। যেটী পূর্ব্বে ভোগ করা হইয়াছিল, এক্ষণ আর ভোগ করিবার উপায় নাই, তদ্বিষয়ে কথোপকথন করিয়া আনুমানিক সুখভোগ করা মানুষের স্বভাব। এই নিমিত্ত আমাদিগের নির্ধন ধনিসন্তানগণ একত্র বসিলে, কেবল ভাল ভাল ঘোড়দৌড়ের অশ্ব ফিটন হীরকপ্রভৃতির কথোপকথন করেন। ইহাদিগের আড়ম্বরের ত্রুটি নাই। এ দিকে বাবুর বাটীতে গেলে গৃহ হইতে তামাক লইয়া যাইবার প্রয়োজন, কিন্তু তথাপি সর্ব্বদা "ওরে, কে আছিসরে" শব্দ হইতেছে। লোকের নিকটে বলা হয় "আমাদিগের ২০০০।২৫০০ টাকায়ও মাস চলে না; অথচ শিশুগণ হাহা করিয়া কেবল কাঁচা-চাউল, তেঁতুল, আনারসের খোসা প্রভৃতি খাইয়া বেড়ায়। লোকে ইহাদিগের বাকে নবাবী দেখিয়া ঘৃণা করেন, তথাপি 'আমি অমুকের পৌত্র" বলা হয়। এক জন স্পার্টীয় এক শৃগাল চুরি করে। পাছে লোকে জানিতে পারেন, এজন্য শৃগালটীকে বস্ত্রের মধ্যে লুকাইত রাখে। শৃগালটী তাহার উদরদংশন করিয়া নাড়ী আহার করিতেছিল, তথাপি এ ব্যক্তি তাহাকে প্রদর্শন করে নাই। এ গল্পটী যাঁহারা জানেন, তাঁহারা আমাদিগের ইদানীন্তন নির্ধন বাবুদিগের কষ্টকল্পিত বড় মানুষীর কৌতুক বুঝিতে পারিবেন। এই ছদ্মবেশে কেহই বিমোহিত হন না। সকলেই এই হতভাগ্য অহঙ্কারী ভিক্ষুকদিগের অবস্থা জানেন; কিন্তু কি চমৎকার মনের স্বভাব! কি আত্ম ভ্রম!! তথাপি ইহাঁরা অবস্থানুরূপ কাজ করিয়া উদর পূর্ণ করিয়া আহার করেন না।

গত শতাব্দীতে লণ্ডনস্থ বণিক গণ আপন আপন দুহিতাদিগকে "উপাধিধারী ভিক্ষুক দিগের কথায় বিমোহিত না হইতে শিক্ষা দিতেন। পূর্ব্বে লার্ডব শীয়গণ দরিদ্র হইয়া বিবাহ করিয়া ভাগ্য পরিবর্ত্তের চেষ্টা পাইতেন; কোন কোন স্থলে কৃতকার্য্যও হইতেন; কিন্তু প্রায় সকলকেই তিরস্কৃত ও অপমানিত হইতে হইত। আমাদিগের ভিক্ষুক "বড়মানুষগণের" কেহ কেহ বিবাহে না হউক, বেশ্যা মহলে এই চেষ্টা পান। কিন্তু এই স্ত্রীলোকদিগের অন্য যাহা দোষ থাকুক সহজেই মানুষ চিনিতে পারে। অতএব আমাদিগের বাবুরা যে কোন বেশ্যার স্বর্ণা-লঙ্কারের লোভে তাহার নিকটে উমেদারি করেন, তাঁহারা শীঘ্র ধরা পড়িয়া বেশ্যার সমার্জ্জনী খাইয়া চলিয়া আইসেন। এই ব্যক্তিগণ বাহ্য আড়ম্বরের নিমিত্ত না পারে এমন কাজই নাই। কোন ব্যক্তির উপকার ছলে বা তাহার পরিবারের স্ত্রীলোকদিগে কুপথে আনিবার চেষ্টা পায় নচেৎ ঠকাইয়া অর্থ লয়। বাবু সকল দ্রব্য চিনেন; এক টাকার দ্রব্য পাঁচ টাকায় বিক্রীত করিলে সন্দেহ করিবার যো নাই। তবে যেখানে ধরা পড়েন সেখানে বলেন, "দেখ অমুকের কত উপকার করিলাম; আমার এত টাকা ডুবাইল, তথাপি কি কহিব? কত টাকা কত দিগে গেল।" যাঁহারা সামান্য অবস্থা হইতে ধনী হন, তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা সরল তাঁহারা প্রায় এই ভিক্ষুক "বড়মানুষ-দিগের" উপরে দয়া করেন। কেহ কেহ আপনার সম্মানবৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত এই সকল লোককে সর্ব্বদা বাটীতে আহ্বান করেন। কিন্তু কি প্রকার কাল সর্প আনিয়া ছেন, তাহা জানেন না; "তালুক হইতে খাজনা আইসে নাই, অথচ পিতার শ্রাদ্ধ আছে" "লাটের কিস্তি দিতে হইবে।" এইসকল বাহ করিয়া ইহারা টাকা কর্জ্জ লয় পীড়া হইলে এই হতভাগ্যেরা সুহৃদ বন্ধুর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেন। সেখানেই রাত্রি দিবা থাকেন। বুদ্ধিমান পাঠকগণ ইহা তাৎপর্য্য বুঝিয়াছেন? অনেক টাকা কর্জ্জ লওয়া হইয়াছে। এ ব্যক্তিকে যদি উইল না করাইয়া জলসাৎ করা হয়, তাহা হইলে আর কর্জ্জের টাকা দিতে হয় না। এত আদরের মূল কারণ এই। এই ভিক্ষুকগণ মধ্যে মধ্যে লোকের মুরব্বি হন; কাহার মকদ্দমা অথবা দায় পড়িলে পরামর্শ দেন। ইহাতে তাহার টাকায় আপনার ব্যয় চলে।

এইসকল লোক সমাজের কণ্টক। ইহারা প্রায় মূর্খ ও দুশ্চরিত্র। স্বার্থপরতা ইহাদিগের ধর্ম্ম। প্রতারণা দাম্পত্য পরনিন্দা ইহাদিগের সার্ব্বকালিক কাজ। ইহারা কোন ব্যক্তির ভাল দেখিতে পারে না। নিকটে কোন সদাশয় ব্যক্তি ধনবান হইয়া সদ্ব্যয় করিয়া লোকের আশীর্ব্বাদের পাত্র হইলে ইহারা হিংসায় ফাটিয়া যায়। যাহাতে এমন লোকের অনিষ্ট হয় সেই চেষ্টা করে। এই সকল লোক নানাপ্রকার অদ্ভুত গল্পের সৃষ্টিকর্ত্তা। এসকল লোককে সমাজ হইতে পদাঘাত করিয়া বহিষ্কৃত করা উচিত। বরং গৃহে সর্প লইয়া বাস করা যায়; তথাপি এ প্রকার এক জন লোকের সঙ্গে থাকিলে নিস্তার নাই।

-:০:-

# বিবিধসংবাদ।

৩ রা আষাঢ় সোমবার।

১৮৫২ অব্দ অবধি ইংলণ্ডে ৮৩ জন নূতন ৬ ও ৬১ জন ব্যারণেট হইয়াছেন। নাইটের ংখ্যা অনেক অধিক হইবে। আমাদিগের বর্ত ন রাজ্যের সময়ে বিস্তর লোককে উপাধি ওয়া হইল।

পিয়নিয়র বলেন, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে একটী লেজ হইতেছে। কৃতবিদ্য ভারতবর্ষীয়েরা দেশীয়দিগকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার উপ ক হইবার নিমিত্ত এই বিদ্যালয়ে পাঠ করি । রেবারেণ্ড টি, বার্লিপ, কেক্ ইহার অধ্যক্ষ বেন। কালেজটী কি গবর্ণমেণ্টের হইবে? আকার পড়িয়াছে, এরূপ হওয়া আশ্চর্য্যের য় নহে।

উক্ত পত্রে লিখিত হইয়াছে, সিন্ধুর জরিপ র্ণ হইয়াছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এই একটী কালস্থায়ী কীর্ত্তি রহিল।

ভূতপূর্ব্ব বোম্বাই ব্যাঙ্কের কার্য্যপ্রণালীর সন্ধানার্থ ১০ই জুন অবধি কমিসন বসিয়া ।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, যেসকল কর্ম্ম অণ্ডর সেক্রেটারি থাকিয়া সুযোগ্যতা র্শন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ক্রমশঃ সেক্রে র পদ দেওয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ভিপ্রেত। একথা শুনিতে ভাল। কিন্তু কার্য্যতঃ তে শাসনকর্ত্তৃগণের কতিক জন আত্মীয় বেতনবিশিষ্ট পদগুলির এক চেটিয়া করি । অন্ত পেক্‌টের ন্যায় মুর্ত্তিহীন লোকেরা সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াও চিরকাল ল্প কৃত অল্প বেতনে কাজ করিতে বাধিত বেন।

বোম্বাইয়ের কামাটী ব্রাহ্মণদিগের নিয়ম হই , কোন ব্যক্তি দোষ করিলে ঢেঁটরা দিয়া কে জাতিবহিষ্কৃত করা হইবে। সম্প্রতি সরণী নামে এক স্ত্রীলোক মুসলমান উপ করিয়াছে এই দোষ দিয়া ঐ প্রকার ঢেটরা জাতিবহিষ্কৃত করাতে ঐ স্ত্রীলোক তিদিগের বিরুদ্ধে নালিশ করিয়াছেন। ক মন্দ কৌতুক নয়।

ডেলি নিউস বলেন, শিক্ষা কার্য্যের ডিরেক্টর কিনসন সাহেবের অনুরোধে গবর্ণমেণ্ট মর স্থানে কয়েকটী আদর্শবিদ্যালয় করিবার া দিয়াছেন। শিক্ষকদিগকে যেন দেড় সাতাসিকা বেতন দিয়া সকল পণ্ড না করা

প্রভৃতি কতকগুলি ইউরোপীয় চিকিৎসক সভা করিয়াছিলেন। এতদ্দেশীয় কবিরাজ ক চিকিৎসা করিতে দেওয়া উচিত কি এই বিষয়ে তর্ক হয়। সকলেই প্রায় বলেন গকে চিকিৎসা করিতে না দেওয়াই । কিন্তু সভাপতি বলিলেন, আর্কিও ক ইংরাজী ঔষধ সেবন করিতে আপত্তি , অতএব কবিরাজদিগকে এক কালে দূরী না পরামর্শ সিদ্ধ নহে। আমরা, জানি কবি গের মধ্যে অনেক অতি উপযুক্ত লোক আছেন। ইহাদিগের চিকিৎসা প্রণালীও অতি উৎকৃষ্ট। বিস্তর উৎকটরোগাক্রান্ত ব্যক্তি ইহাদিগের চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করেন। হারাধন কবিরাজ ইহার এক দৃষ্টান্ত। কবিরাজদিগের চিকিৎসা বন্ধ করা অন্যায়। তবে হাতুড়িয়া কবিরাজদিগের চিকিৎসা বন্ধ হয় মন্দ নয়। হাতুড়ে কম্পাউণ্ডার চিকিৎসকেরা যেন ঐ সঙ্গে যায়।

আমরা দুঃখিত হইলাম, প্রেসিডেন্সি কালেজের ইতিহাসের সহকারী অধ্যাপক লেপ্টনাণ্ট আইব্‌স্ মধ্য ভারতবর্ষে বিদ্যালয়ের পরিদর্শক হইয়া গমন করিতেছেন। এখান অপেক্ষা তথায় বেতন অল্প। কিন্তু সম্প্রতি অধ্যক্ষ সট্‌ক্লিফ আইবসের নীচের কর্ম্মচারীকে উপরের পদ দেওয়াতে লেপ্টনাণ্ট প্রেসিডেন্সি কালেজ ত্যাগ করিতেছেন। প্রেসিডেন্সি কালেজ হইতে ক্রমশঃ যাবতীয় উপযুক্ত শিক্ষক পলায়ন করিতেছেন। দেশের সর্ব্বপ্রধান বিদ্যালয়ে একণে কতকগুলি ছেটো লোক রহিলেন। সট্‌ক্লিফ সাহেবের কি পেন্সন লইবার সময় হয় নাই?

আমরা শ্রবণ করিলাম, আডবোকেট জেনরল কাউই সাহেব শীঘ্র পদত্যাগ করিবেন এবং বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার সেক্রেটারি কেনেডি সাহেব উক্ত পদ পাইবেন।

অদ্য সংবাদ আসিয়াছে ২৪ পরগণার দক্ষিণাংশে প্লাবিত হইয়াছে। অদ্য চারি দিবস হইল অনবরত বৃষ্টি ও ঝড় হইতেছে। পৃথিবীতে আর জল ধরে না। বিস্তর বাটী পড়িয়া গিয়াছে, এবং ক্ষেত্র সকল যতদূর দেখা যায় ততদূর জল ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। আমাদিগের জ্ঞানে এরূপ বর্ষা দেখি নাই।

৪ ঠা আষাঢ় মঙ্গলবার।

কলিকাতার কাঠবিক্রেতারা প্রায় জুয়াচোর। কখন ঠিক ওজনে কাঠ বিক্রয় করে না লোকে পলিসের হাঙ্গামে এইসকল লোকের নামে নালিশ করেন না। কিন্তু যাঁহারা নালিশ করিতে যান পুলিস তাঁহাদিগের সে পথও বন্ধ করেন। সম্প্রতি এক ব্যক্তি এক মণ কাঠ ক্রয় করেন, কিন্তু দোকানদার তাঁহাকে ৮৫ সের মাত্র দেয়। এ বিষয় পুলিষকে অবগত করাতে ডেপুটি কমিসনর আজ্ঞা দিয়াছেন, পুলিষ সামান্য চুরির নালিশ গ্রহণ করিবেন না। ৮৫ সের কাঠে জল ফেলিলে শীঘ্র এক মণ হইতে পারিত। এই অনুগ্রহেই ত চোরের এত সাহস বৃদ্ধি হইয়াছে।

রাজমহল হইতে কলিকাতাপর্য্যন্ত খাল হইতেছে। ভূমি জরিপ করিবার নিমিত্ত কয়েক জন ইঞ্জিনিয়র নিযুক্ত হইয়াছেন। নদীয়াতেও জলসেচনার্থ খাল হইবে। ২৪ পরগণা কি গবর্ণমেণ্টের সীমার বহির্ভূত? সুন্দরবনীর সংস্কারের কি হইল?

সম্প্রতি এক জুয়াচোর কতগুলি থানের গাঁইট বন্ধক রাখিয়া ওরিএণ্টাল ব্যাঙ্ক হইতে টাকা লয়। নিয়মিত দিবসে টাকা না দেওয়াতে ব্যাঙ্কের তত্ত্বাবধায়ক বাগলোসে গিয়া গাঁইটগুলি খুলিলেন। কিন্তু তন্মধ্যে কেবল গদির্ব্বস্ত্র দর্শন করিলেন। এপ্রকার চতুরতাসহকারে গাঁইট রাখিয়াছিল, যে বাগলোসে ঐ কর্ম্মচারিগণও তাহা ধৃত করিতে পারেন

জব্বলপুরে অদ্যাপি ওলাউঠার প্রা রহিয়াছে।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে ভারত গবর্ণমেণ্ট জমসেতজী গ্রাণ্ট মেডিকালকাল ছাত্রদিগের ছাত্রবৃত্তি বৃদ্ধি করিবার আজ্ঞা ছেন। বোম্বাইয়ের মিউনিসিপালিটির সাহা সরকারী রাজস্ব হইতে ২৫,০০০ টাকা হইয়াছে। আগামী বর্ষে ৫০,০০০ টাকা হইবে। এসকল দান অতিশয় অন্যায়।

আর এক জন আরাকানী কাপ্তেন পোল পড়িয়াছেন। ইয়ঙ্‌হোরান জাহাজে উইলিয় কক্স নামক এক জন ফকিরি ও তাহার বর্ষীয়া স্ত্রী কলিকাতায় আসিতেছিলেন। জের কাপ্তেন মরিসন কলকন্দনের স্ত্রীকে চারিণী করাতে ঐ ব্যক্তি পুলিসে নালিশ য়াছে। মাজিষ্ট্রেট আসামি প্রত্যর্থীর জামিন তাহাকে মুক্ত করিয়াছেন।

এবার জগন্নাথের যাত্রীদিগের মধ্যে লোক ওলাউঠায় প্রাণত্যাগ করিতেছে। পথে বৃষ্টি হওয়াতে অনেকে জ্বর ও উদ কষ্ট পাইতেছে। এত যাত্রী গিয়াছে যে, স্থান হয় না। ইহারা যে প্রকার মন্দ দ্রব্য করিবে এবং ভিজা ঘরে থাকিবে তা প্রত্যাগমনকালে আরও অনেকে প্রাণ করিবে সন্দেহ নাই। আমরা শুনিলাম, শের স্বাস্থ্যরক্ষক ডাক্তর স্মিথ পুরীতে ছেন, আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি বার জগন্নাথের প্রসাদ পরীক্ষা করেন। সকল প্রসাদ মোটা চাউল ও গুড় প্রস্তু এবং এক বৎসরের প্রসাদ দশ বৎসর থাকে। ইহা আহার করিয়া অনেকের হয়। পরীক্ষাদ্বারা যদি প্রসাদের অস্বাস্থ্য গুণ প্রকাশ পায় তাহা হইলে সেগুলিকে পরে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য।

গত কল্য সকলে ঝড়ের আশঙ্কা ক রিলেন। অদ্য বেলা ১১ ঘটিকার সময়ে হইবে এরূপ জনরব হয়। জাহাজের মাস্তুল তাহাদিগ নামান হইয়াছিল। কিন্তু ঝড় নাই। বৃষ্টি সমানই রহিয়াছে।

সম্প্রতি লণ্ডনস্থ সটর্ডে রিবিউএ ব ইংরাজী স্ত্রীলোকদিগের বিরুদ্ধে যে প্র লিখিত হয় তাহাতে পাছে ভারতবর্ষী ইংরাজদিগের প্রতি অশ্রদ্ধা করেন, এ নি ডেলি নিউসের এক জন পত্রপ্রেরক বিখ্যাত কার উইলিয়ম স্মিথ সাহেবের এক প্রতি প্রকাশিত করিয়াছেন। স্মিথ সাহেব বর্ত্ত যুবতীদিগের অতিশয় প্রশংসা করিয়াছে সটর্ডে রিবিউএ যে অতিবর্ণনদোষ ঘটিতে কিন্তু বর্ত্তমান ইংরাজ স্ত্রীলোকেরা যে অ আমোদপ্রিয় ও নির্লজ্জ হইয়াছেন ত সন্দেহ নাই। এক বিষয়ে আমরা আন হইলাম, ভারতবর্ষীয়েরা পাছে ইংরাজদি স্ত্রীলোক নিন্দা করেন এই ভয় অনেকের আ

যদি দোষ গোপন না করিয়া দোষের … করেন তাহা হইলেই সুখের বিষয় হয়।

৫ ই আষাঢ় বুধবার।

…আদালতের আমলাদিগের বেতনবৃদ্ধি করি… আজ্ঞা হইয়াছে।

…লকাত্তার ক্রুশনমাজ গবর্ণমেণ্টের উদ্ভিজ্জ… …নের যে অংশে অনেক চারা রাখিয়াছি… এবং যে ভূমি গবর্ণমেণ্ট খাসে গ্রহণ করি… …ন, তাহার ক্ষতিপুরণস্বরূপ সমাজকে …০ টাকা দিতে হইয়াছে। সমাজের এমত … পৃথক উদ্যান থাকা উচিত, যাহা গবর্ণ… পুনর্দার সেচ্ছামত বাজেয়াপ্ত করিতে …রেন।

…গে একপ্রকার ভয়ঙ্কর কামান প্রস্তুত …ছে। এক কালে বিস্তর টোটা কামানের … নিক্ষেপ করা হয়। তৎপরে এক জন …ক একটী চক্র ঘুরাইতে থাকে। তদ্দ্বারা এক …টা টোটা কামানের রন্ধ্রভিতরে আইসে। …রী হাতুড়ির আঘাতে আগুন উঠিতে থাকে। …কামানে এক জন সৈনিক প্রতি মিনিটে ৫০। …বার কামান ছুড়িতে পারে। এইরূপ এক …র বন্দুকও প্রস্তুত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত কামা… …গোলা ৩৪০০ হস্ত যায়; কিন্তু ঐ বন্দুকের …ল ৪২৫০ হস্ত দূরস্থিত মনুষ্যকে বধ করিতে …রে। ইহার দ্বারা দশপলমধ্যে বিংশতিবার …ল চলে। মনুষ্যবধের উৎকৃষ্ট উপায় লইয়া …মান সভ্য কালের অনেক সময় অতিবাহিত …তেছে।

…পুন মল্লিকের নামে যে কিরকি বাজিতারের …ভিযোগ করে তাহার কথা অমূলক প্রতিপন্ন …ইয়াছে।

…মাধব সেননামক যে ব্যক্তি অরিএণ্টাল …ঙ্ককে ঠকাইয়াছে বলিয়া নালীশ হয়, …তাহাকে ৫০০০০ টাকার জামিনে মুক্ত করা …ইয়াছে।

সম্প্রতি আলাহাবাদের এক জন সৈনিক …আফিসর পূর্ণ বন্দুককে শূন্য বিবেচনা করিয়া …লমন লক্ষ্য করিতেছিলেন, অমনি হঠাৎ কল …ছুটিয়া তাঁহার নাপিতের প্রাণনাশ হইয়াছে। …এ ব্যক্তিকে ফৌজদারি আদালতে অর্পণ করা …হইয়াছে। বন্দুক হইলেই "হঠাৎ" গুলি হয়; …আহারের বেলা পীড়িত প্লীহা ত আছে।

পূর্ব্বাঞ্চালা রেলওয়ে কোম্পানি দারজিলিঙ … যে শাখা করিতে চাহিয়াছিলেন, সর … …উনাথ কোর্ট তাহার প্রতিকূল হইতে সম্মত …হইয়াছেন। এ… শাখা দ্বারা দারজিলিঙে যাই…বারই সুবিধা মাত্র হইবে; কিন্তু বাণিজ্যের কি উপকার হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

চট্টগ্রামের নিকটবর্ত্তী চাঁদপুরের চা-ক্ষেত্রের তত্ত্বাবধায়ক কার্টার সাহেবের গৃহ দগ্ধ হইয়াছে। কোন দুষ্ট লোকে এই কার্য্য করিয়াছে বোধ হইতেছে, কিন্তু ঐ ব্যক্তি অদ্যাপি ধৃত হয় নাই। চট্টগ্রামের লোকেরা চার চাষ করিতে অসম্মত; ঐ অঞ্চলের প্রায় যাবতীয় চাক্ষেত্র বদ্ধ হইয়াছে।

প্রধানতম বিচারালয় নিম্নতর বিচারপতি দিগকে বলিয়াছেন, যখন কোন মোৎফরক্কা মকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়, তখন প্রায় কোন স্থলেই উকীলের কীর আজ্ঞা হয় না। কোন কোন স্থলে আমলারা সেই সেকেলে শতকরা পাঁচ টাকার হিসাবে উকীলের ফী ধরিয়া দেন। এ বিষয়ে ১৮৬৩ অব্দের ১৩ ই জুনে ২২ নং যে সংকুলর হয়, প্রধানতম বিচারালয় তদনুসারে সকলকে কাজ করিতে বলিয়াছেন। নিম্নতর বিচারপতিগণকে নিজে এই ফী স্থির করিয়া দিতে হইবে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যেরূপ সম্প্রতি ফীর নিয়ম হইয়াছে, এখানেও তাহা করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বাঞ্চালা রেলওয়ের এজেণ্ট ফ্রাঙ্কলিন প্রেষ্টেজ সাহেব বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, শিয়ালদহের ষ্টেশনে কতগুলি দ্রব্য আছে, কোন ব্যক্তি এগুলির উপর দাওয়া করিতেছেন না। আগামী ২০ জুনের মধ্যে কেহ উপস্থিত না হইলে দ্রব্যগুলি বিক্রীত হইবে। অদ্য ১৬ই জুন, সাত দিনের ভিতরে যিনি কলিকাতা গেজেট দর্শন করিয়া না যাইবেন তিনি তাঁহার দ্রব্য আর পাইবেন না। বুদ্ধির দৌড় বটে। কিন্তু একটী কথা হইতেছে, যেসকল ব্যক্তি শ্যামনগরে হত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের কোন দ্রব্য ইহার মধ্যে আছে কি না?

গত ৮ই জুন অবধি ১৪ই পর্য্যন্ত কলিকাতায় ১৫.২৯ ইঞ্চ বৃষ্টি পড়িয়াছে। গত ১৪ বৎসরে এই সাতদিনের মধ্যে গড়ে ২.৫৬ ইঞ্চ বৃষ্টি পতিত হয়। এবৎসর জানুয়ারি অবধি ১৪ ই জুন পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ৩২.৮৩ ইঞ্চ জল হইয়াছে। গত ১৪ বৎসরে এই সময় মধ্যে ১৫.৩৭ ইঞ্চ মাত্র হইয়াছিল। এবার শস্যের কি দশা হয় বলা যায় না; আউস ধান্য ত মারা গেল।

৬ ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

লাহোর ক্রনিকেল বলেন, মধ্য আসিয়াতে গোলযোগ ও যুদ্ধ হওয়াতে চীন হইতে … স্থান দিয়া চার যে বাণিজ্য হইত তাহা বন্ধ হইয়াছে। তন্নিবন্ধন বণিকেরা ভারতবর্ষের … চার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন। প্রায় ১৮ … লক্ষ টাকার চা মধ্য আসিয়াতে প্রতিবৎসর ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে; এই চা কলিকাতা এ… বোম্বাই হইতে কাবুল দিয়া লইয়া যাওয়া হই…তেছে।

সর ডোনাল্ড মাকলিয়ড এতদ্দেশীয়দিগকে অধিক পরিমাণে কর্ম্ম দিবার যে প্রস্তাব করেন… ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহাতে সম্মত হইয়া… ছেন। সহকারী কমিসনর ও অতিরিক্ত সহকা… কমিসনরদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। প্রথ… শ্রেণির অতিরিক্ত সহকারী কমিসনরদি… আবার শ্রেণিবিভাগ হইয়া ৬০০, ৭০০, … ৮০০ টাকা বেতন হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণি… কর্ম্মচারিগণ ৪০০ ও ৫০০ টাকা এবং তৃতী… শ্রেণির লোকেরা ২৫০ ও ৩০০ টাকা পাইবে… সহকারী কমিসনরদিগের পদ শূন্য হইলেই অ… রিক্ত সহকারীদিগের উন্নতিলাভ হইবে। এ… শীয়েরা হুসিয়ারপুর পেসোয়ারের … আদালতের জজের পদ পাইতেন না, এক্ষণে এ প্রতিবন্ধক দূরীকৃত হইবে। মধ্যে মধ্যে … সকল অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর "সামা… পদ, চরিত্র, ও যোগ্যতায়" প্রধান হই… তাঁহাদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে … কারী কমিসনরের পদ দেওয়া যাইবে। … হউক অচিহ্নিত কার্য্যেও গবর্ণমেণ্ট যদি এ… কাজ করেন তাহা হইলেও কতক অসন্তোষ কমিয়া যায়।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর আজ্ঞা দিয়া… কেবল পরীক্ষা লইয়া ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট নি… করা হইবে এরূপ নহে, পরীক্ষাও হইবে, … মধ্যে গবর্ণমেণ্ট বিনা পরীক্ষায়ও লোক ম… নীত করিবেন। গ্রে সাহেবের রাজনীতি… কার দেখা যাইতেছে, তাহাতে এদেশীয়দি… বেলা পরীক্ষা আর ইউরোপীয়দিগের … "মনোনীত" করিবার প্রথা না হইয়া দাঁ… পরীক্ষা প্রণালী থাকিলে অচিহ্নিত বিচা… দিগের ন্যায় ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের পদও … শীয়দিগের হস্তগত হইবে।

এতদিনের পর গবর্ণমেণ্ট শ্রীক্ষেত্রের … দিগকে সতর্ক করিয়াছেন। পুরীতে এত … গিয়াছে এবং আহারের এত কষ্ট … যে তথায় গমন করিলে পীড়া হইবার … সম্ভাবনা। আমরা আহ্লাদিত হইলাম,

পুরের পুলিশ প্রায় ২০,০০০ যাত্রীকে আস্তে আস্তে পুনর্ব্বার প্রত্যাগত করিয়াছেন। এবার প্রায় এক লক্ষ লোক পুরীতে গমন করিয়াছেন। যখন সকলেই অন্যায়ের উপরে এত চটা তখন পাণ্ডাদিগের অনুমতিপত্র লইবার আইনের আর বিলম্ব করা উচিত নহে।

ইংলিসমান ব্রহ্মদেশ হইতে সংবাদ পাইয়াছেন মেঙ্গুন মিয়ঙ্গ রাজকুমার পুনর্ব্বার ৮০০০ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিদ্রোহী হইয়াছেন। রাজা ও রাজ্য শাসনকর্ত্তা ভিন্ন আর সকলকে লোহ শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া মান্দালাইয়ে প্রেরণ করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতার শেষ হইবে দেখা যাইতেছে।

বোখারার রাজার মৃত্যুসংবাদ সত্য নহে। তাঁহার কয়েকজন লোক ও কতগুলি মৌলবী বিদ্রোহ করিতেছেন। রাজা বহু কষ্টে গোলযোগ নিবারণ করিবার চেষ্টায় আছেন। রুষীয়েরা এপর্য্যন্ত বোখারায় প্রবেশ করে নাই। কিন্তু তাহার বিরুদ্ধেই রক্ষা নাই। মিয়ার সিংহ ও মুলরাজের বিদ্রোহ নিবন্ধন কলীম সিংহকে রাজ্য হারাইতে হইয়াছিল। রুষীয়দিগের ধর্ম্মনীতি ইংরাজদিগের ধর্ম্মনীতি অপেক্ষা অনেক গুণে নিকৃষ্ট।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সিয়ার আলিখাঁর যে শক্ত পীড়া হয়, তিনি তাহা হইতে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র আফুব খাঁ কাবুল আক্রমণ করিতে আসিতেছেন। আবদুল রহমন খা কোন পক্ষেই নহেন। সিয়ারআলি ও আজিম খা পরস্পর পরস্পরের বল ক্ষয় করিলে পর তিনি কাবুল লইবেন সকলে এই অনুমান করিতেছেন। সিয়ার আলির এক দল সৈন্য আবদুল রহমনের সম্মুখে রহিয়াছে। আবদুল রহমনের সৈন্যগণের অতিশয় অন্নকষ্ট হইয়াছে।

মিস্‌টর ডব্লিউ ডব্লিউ হন্টার সাহেব ভারতবর্ষের আদিম ভাষাসমূহের একখানি অভিধান প্রস্তুত করিতেছেন। ইংলণ্ডের রাজকীয় আসিয়াটিক সোসাইটি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন যত দিন এই গ্রন্থ খানি প্রস্তুত না হয় ততদিন হন্টার সাহেবকে ইংলণ্ডে থাকিতে দেওয়া ভাল হয়। এই প্রকার সম্মান কেবল সর হেনরি রলিনসনকে দেওয়া হইয়াছিল। হন্টার সাহেব পর্টুকোট্রীন দলের মধ্যে একজন অতিশয় উদ্যোগী লোক।

ষ্টেটসেক্রেটারি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছেন সম্প্রতি ভূপালের বেগম ইংলণ্ডেশ্বরী ও তাঁহার পুত্রবধূকে যে দুইখানি শাখা উপঢৌকন দিয়াছেন রাজ্ঞী তাহা অতিশয় আহ্লাদসহকারে গ্রহণ করিয়াছেন। রাজ্ঞীকে যে শাখাখানি প্রদান করা হয়, বেগম তাহা স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়খানি ভূপালের বিক্টোরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ করিয়াছেন। সম্রাট নেপলিয়ন হইলে স্বহস্তে ধন্যবাদ পত্রপ্রেরণ করিতেন। ইংরাজেরা এই ভদ্রতা জানেন না।

কোন কোন বিভাগীয় প্রধান কর্ম্মচারী গবর্ণমেণ্টের অনুমতি না লইয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইংলণ্ড হইতে দ্রব্য আনয়ন করেন। ইহাতে গবর্ণর জেনরল বিরক্ত হইয়া আজ্ঞা দিয়াছেন, কর্ম্মচারীদিগকে এপ্রকার স্বাধীনতা দেওয়া যাইতে পারে না। ভবিষ্যতে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি না লইয়া এ সকল কাজ করিলে উচিত আজ্ঞা হইবে।

এবার সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় ২৩৮ জন পরীক্ষার্থির মধ্যে ৫০ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রয়াগদূত বলেন "কয়েক দিবস গত হইল জেলা এলাহাবাদের অন্তর্গত পাচদেওরা গ্রামে একটি আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছে। উক্ত গ্রামের জমিদার ও আর আর অধিবাসীরা একত্র হইয়া বকসা নামক (জাতিতে পাসি) এক ব্যক্তিকে রাত্রিতে চোর চোর বলিয়া ধরিয়া অত্যন্ত মার পিট করে। পশ্চাৎ একটা নিমগাছে তাহার গলায় ফাসি দিয়া তাহার প্রাণ বিনষ্ট করে। পুলিশ অনেক অনুসন্ধান করিয়া ১১ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এখানকার মাজিষ্ট্রেট মিষ্টার রবাটসন সাহেব এই অত্যাচারীদিগকে গত ২৬ এ মে তারিখে সেসনে সোপরদ্দ করিয়াছেন। এরূপ বিস্ময়জনক ব্যাপার আমরা এই প্রথম বার শুনিলাম। ইংরাজরাজ্যে কি নবাবী আমল উপস্থিত হইল।"

৭ ই আষাঢ় শুক্রবার।

আগামী ৬ই জুলাইয়ে আর্টিকলদিগের পরীক্ষা হইবে। ৯ জন আর্টিকলড ক্লার্ক পরীক্ষা দিতেছেন। আমাদিগের আইনের পরীক্ষার একটী নিয়মিত কার্য্যপ্রণালী কবে হইবে?

অদ্যকার ডেলিনিউসে একটী কৌতুকাবহ বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। গত শনিবার রাত্রিতে এক জন ইউরোপীয় নাবিক আসিয়া ফিরিঙ্গ বাজারের পুলিশ ইনস্পেক্টরকে বলিল, সে নদীতীরে এক ব্যক্তিকে ছুরিকাদ্বারা বধ করিয়াছে। তৎক্ষণাৎ কয়েক জন সার্জ্জেণ্ট ও প্রহরী বহু বৃষ্টি না মানিয়া তীর অনুসন্ধান করিল। কিন্তু মৃত দেহ পাইলনা। পরে থানায় আসিয়া নাবিককে বলিল, সে নিজে গিয়া হত ব্যক্তিকে দেখাইয়া দিলে ভাল হয়। নাবিক বলিল, তাহার এক জন সহচর থানায় রুদ্ধ আছে। রাত্রিতে সে রুদ্ধ থাকিয়া তাহার নিকটে বাস করাই তাহার উদ্দেশ্য। হত্যার কথা মিথ্যা। এ ... ইচ্ছা পরিপূর্ণ হইল। কিন্তু ইনস্পেক্টর ইহাকে এক পৃথক গৃহে একাকী রাখিলেন। এটী যথার্থ নাবিকের কাজ বটে।

৮ ই আষাঢ় শনিবার।

বোম্বাই ব্যাঙ্কে অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু অংশীদিগের মধ্যে অল্প লোকেই জবানবন্দী দিতেছেন। সর চারলস জাক্সন দ্বার রুদ্ধ করিয়া ব্যাঙ্কের খতা পত্র সকল দর্শন করিতেছেন। কমিসন সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে জবানবন্দী লইতেছেন। আমাদিগের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর গ্রে সাহেবের হাতে থাকিলে দ্বার রুদ্ধ করিয়া অন্ধকারে কাজ হইত।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়াতে লিখিত হইয়াছে:—"গুইকুমারের প্রতি যেসকল অপরাধ দেওয়া হয়, বোম্বাই গবর্ণমেণ্টকে তাহার অনুসন্ধান করিবার আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। আমরা ভরসা করি, কতকগুলি অপক্ষপাতী কর্ম্মচারী বরদায় গমন করিয়া এই অনুসন্ধান করিবেন। যেসকল ব্রিটিশ কর্ম্মচারী গুইকুমারের রাজধানীতে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগের সাক্ষ্যে যেন সাবধানে বিশ্বাস করা হয়।" রেসিডেণ্টগণ তবে "অনুরোধে" যথার্থ কথা গোপন করিতে পারেন?

উক্ত পত্র প্রস্তাব করিয়াছেন, এ দেশের গ্রন্থকারদিগকে গবর্ণমেণ্টের পুরস্কার ও বৃত্তিপ্রভৃতি দেওয়া কর্ত্তব্য। ফ্রেণ্ড যথার্থই বলেন, গ্রন্থ লিখিয়া যিনি দিনপাত করিতে চান, তাঁহাকে এ দেশে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হয়। পূর্ব্বে ইংলণ্ডেও গ্রন্থকারদিগের এই অবস্থা ছিল। একণে তত্রত্য লেখকেরা বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের উৎসাহদান অতিশয় আবশ্যক।

চাইবাসার বিদ্রোহীরা সহজে শাসিত হইল না, দেখা যাইতেছে। মেজরকে আর কতগুলি সাহায্যকারী সৈন্য দেওয়া হইয়াছে। ৬০০ পুলিশ সৈন্য গিয়াছে। চাইবাসা সিংহভূম ও কিয়ঙ্কোড়ে একণে গোলযোগ হইতেছে।

জাবের রাজস্বসংক্রান্ত কমিসনর মির-
গোপালসাহি ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহে
জপুরে বিশেষ সাহস প্রদর্শন করাতে
। গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে একখানি তলবার
র দিয়াছেন। লাহোরের কমিসনর বয়
বালি খাঁ ঐরূপ সাহস প্রদর্শন করাতে
ক "মোয়াজ্জিজ খাঁ বাহাদুর" উপাধি
হইয়াছে।

—:•:—

## ইউরোপীয় সমাচার।

২২ই মে দক্ষিণ কারোলিনার ব্যবস্থাপিক
অধিবেশনের আজ্ঞা হইয়াছে।
এরূপ জনশ্রুতি রাজনীতি বিবেচনায় যে
কাফ্রিকে কর্ম্মচ্যুত করা হইয়াছে, তাহা
র ভরণ পোষণের নিমিত্ত স্বতন্ত্র কর করা
।
৩ রা জুনপর্য্যন্ত ডেবিস সাহেবের বিচার
ত হইয়াছে। পুনর্ব্বার নূতন প্রতিভূ পত্র
ত হইয়াছে। সেনাপতি শোফিল্ড রিচম-
মেয়রকে পদচ্যুত করিয়া আর এক জনকে
দ নিযুক্ত করিয়াছেন।
ানাডা হইতে সংবাদ আসিয়াছে, টরন্টো
র আইরিশসভার কয়েক জন সভ্যকে
ত দেওয়া হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ বলেন, মার্কে-
নর ফেনিয়ান সভার সহিত ইহাদিগের
ব ছিল এবং কতকগুলি ফেনিয়ান পত্রও
হইয়াছে।
লণ্ডন ৩ রা জুন। গত কল্য ওয়াশিংটন
ত টেলিগ্রাফ আসিয়াছে, সেণ্ট আর
স প্রদেশকে ইউনাইটেড ষ্টেটসের চক্রবা
অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে।
ঠা জুন। টেলিগ্রাফ আসিয়াছে, আবিসি
স্থিত বন্দীগণ সুইজে উপনীত হইয়াছে।
ল কন্সল কামেরন পীড়া নিবন্ধন আলেস্কান্দ্রি
তে আছেন।
টিউনিসের গবর্ণমেণ্টের সহিত ফ্রান্সের
ভঙ্গ হইয়াছে।
ীন দেশে প্রতিপক্ষে মেইল লইয়া যাইবার
ত মেসেজারিস কোম্পানি ফরাসী গবর্ণ
টর সহিত চুক্তি করিয়াছেন।
ষীয় টেলিগ্রাফে প্রকাশ করে; রুষীয়েরা
ই বোখারীয়দিগকে পরাজিত করিয়াছে।
বিস মার্ক পীড়িত হইয়াছেন।
পেনিনসুলার কোম্পানি গত ছয় মাসের
অংশীদিগকে শতকরা তিন টাকা লাভ
ছেন।

৬ ই জুন। হাউস অব কমন্সে গত রাত্রিতে মিল সাহেব এক আবেদন প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে আবিসিনিয়ার যুদ্ধের বিষয়ে অনুসন্ধানের প্রার্থনা করা হইয়াছে।

বিস্তর লোকে স্বাক্ষর করিয়া মহাসভার নিকটে এক আবেদন করিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন, আয়ারকে পুনর্ব্বার শাসনকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার যাবতীয় ব্যয় দেওয়া ও ক্ষতি পূরণ করা কর্ত্তব্য।

আপাততঃ আয়ারলণ্ডে নূতন পুরোহিত নিযুক্ত না হন, এ বিষয়ে গ্লাডষ্টোন সাহেব যে বিল অর্পণ করিয়াছেন, কমিটি তাহা এক বাক্যে গ্রাহ্য করিয়াছেন। নিরপেক্ষতাসংক্রান্ত আইনের বিবেচনার্থ যে কমিসন নিযুক্ত হন, তাঁহারা এ বিষয়ে কঠিন আইন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

৮ ই জুন। ইনবালিড রুশ নামক সংবাদ পত্র বলেন, আফগানস্থানের রাজনীতির উপরে হস্তার্পণ করা রুষীয়ের পক্ষে অসম্ভাবিত নহে।

লণ্ডন ১০ ই জুন। বঙ্গদেশীয় শাসনসংক্রান্ত কাগজসকল মহাসভার গোচরার্থ অর্পণ করা হইয়াছে। সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট যেসকল প্রশ্ন পাঠাইয়াছিলেন, সর জন লরেন্স ও তাঁহার মন্ত্রিবর্গ তদুত্তরস্বরূপ দীর্ঘ মিনিট লিখিয়াছেন। সর জন লরেন্স বঙ্গদেশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র শাসন কর্ত্তা ও কৌন্সিল নিয়োগের বিষয়ে অসম্মত। তিনি বলেন, ইহাতে গবর্ণর জেনরলের সম্মানের হানি হইবে। সর উইলিয়ম মুরেরও এই মত। কিন্তু বঙ্গদেশের লেপ্টনান্ট গবর্ণর ও গবর্ণর জেনরলের কৌন্সিলের অধিকাংশ সভ্য মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের ন্যায় বঙ্গদেশে শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করিবার প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়াছেন। সর উইলিয়ম মানস্ফিল্ড বলেন, বঙ্গদেশে গবর্ণর ও কৌন্সিল হউন, কিন্তু ষ্টেট সেক্রেটারিকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পত্র লেখার ক্ষমতা না থাকে। বোম্বাই ও মান্দ্রাজের শাসনকর্ত্তাদিগের হস্ত হইতেও এই ক্ষমতা লওয়া তাঁহার অভিপ্রেত।

প্রায় সকলেই বলিয়াছেন, কলিকাতায় রাজধানী থাকুক।

আবিসিনিয়া হইতে প্রত্যাগত সৈন্যগন দ্রুত গতি সুএজে যাইতেছে। কতকগুলি ক্রুকডাইল ও সিরাপিস বোম্বাই জাহাজে আলেকজন্দ্রিয়া হইতে যাত্রা করিয়াছে।

১১ ই জুন। গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন, তাঁহারা সম্বৎসরের ব্যয় এক কালে মহাসভার নিকট হইতে লইবেন।

তুলার হিসাবের বিল বিধিবদ্ধ হইয়াছে
রুষীয় গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করিয়াছেন
সকল অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইবার পর স্ফীত
লোকের প্রাণবধ করে, সেই সকল অস্ত্র
ব্যবহৃত না হয়। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট এ বি
সম্মতি দিয়াছেন।

তিন ব্যক্তি সারবিয়ার রাজকুমার মা
লকে গুলি করিয়াছে।

আবিসিনিয়া হইতে আগত।

১ লা জুন। অদ্য প্রাতঃকালে সর
নেপিয়র পশ্চাদ্বর্ত্তী দল লইয়া উপনীত
য়াছেন। তিনি কল্য জুলাতে গমন করি
রাজকীয় ইঞ্জিনিয়র দল, বালুকী, ২ কোম
মান্দ্রাজী খনকারী ও ২ রেজিমেণ্ট ভারত
পদাতিক ব্যতীত আর যাবতীয় সৈন্য আ
রোহণ করিয়াছেন। ভাণ্ডারসকল রক্ষা ক
নিমিত্ত উক্ত সৈন্যদিগকে আর ৮। ১০
আবিসিনিয়াতে থাকিতে হইবে। সর
নেপিয়র সুএজে যাইতেছেন। বোধ হয়,
হইতে ইংলণ্ডে যাইবেন। কিন্তু সৈন্যগণ
জাহাজে না উঠিলে তিনি জুলা ত্যাগ
তেছেন না। ডফটন সাহেব (যিনি
করিতেছিলেন) শোহোদিগের দ্বারা হত
য়াছেন।

—:•:—

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

### লেপ্টনণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী

### নিয়োগ।

৯ ই জুন। নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা
মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইয়া
শাসন কার্য্য নির্ব্বাহার্থ ষষ্ঠ শ্রেণি ভুক্ত হই

বাবু পার্ব্বতীচরণ রায়;
হরিচৈতন্য ঘোষ এম, এ,
তারিণী কুমার ঘোষ বি, এ;
ভুবনমোহন রাহা;
প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়;
জে, আর, হাণ্ড সাহেব;
এবং সি, ই, বেলি সাহেব।

নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা পশ্চাল্লিখি
চারীদিগের অনুপস্থানকালপর্য্যন্ত প্র
ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইবেন।
বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ

—১৭৪—

ত তৎপরিবর্ত্তে বাবু অমৃতলাল পাল
।
কারণে বাবু হরকালী মুখোপাধ্যায়ের
র্ত্তে বাবু অবিনাশচন্দ্র মিত্র, বি, এ।
কারণে বাবু সীতাকান্ত মুখোপাধ্যায়ের
র্ত্তে বাবু যোগেশচন্দ্র মিত্র।
কারণে বাবু হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের
ত বাবু নবীনচন্দ্র সেন বি, এ।
কারণে বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের
র্ত্তে বাবু যাদবচন্দ্র গোস্বামী বি, এ।
কারণে বাবু কৈলাশচন্দ্র ঘোষালের পরি
াবু দেবেন্দ্রনাথ বসু।
কারণে বাবু অমূল্যচরণ মল্লিকের পরি
াবু রামচরণ বসু।
বলিউ, এচ, রাইলাণ্ড সাহেব কলিকাতা
াধ কালেক্টর হওয়াতে তৎপরিবর্ত্তে মুন্সি
অল ইসলাম বি, এ।
এ, ডলোর সাহেব বিদায় লওয়াতে
রবর্ত্তে এচ, বি, বিম্‌স্‌ সাহেব।
. এচ, মেটকাফ সাহেব বিদায় লওয়াতে
বর্ত্তে জে, বি, রবার্টস সাহেব।
কারণে জি, সি, কিলবি সাহেবের পরি
, মিলার সাহেব।
কারণে এচ, ডবটন সাহেবের পরিবর্ত্তে
বলি সাহেব।
বলিউ, ডবলিউ, এ লিস সাহেব আগা
তিনিধি অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর
ত তৎপরিবর্ত্তে জে, সি, উইলিয়ম সন
।
র্ব্বোক্ত কর্ম্মচারীদিগকে দ্বিতীয় শ্রেণির
ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দিয়া পশ্চাল্লিখিত
গ নিযুক্ত করা গেল:—
বু দেবেন্দ্রনাথ বসু কটক বিভাগে।
বু নবীনচন্দ্র সেন বি, এ, বাবু প্যারী
াহন বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজধানী বিভাগে।
বু ভুবনমোহন রাহা, জে, সি, উইলিয়
ন সাহেব বর্দ্ধমান বিভাগে।
বু তারিণীকুমার ঘোষ বি, এ, জে, আর,
ও সাহেব, এচ বেলি সাহেব এবং বাবু
েশচন্দ্র মিত্র রাজসাহী বিভাগে।
শ্রীযুক্ত এ, মিলার সাহেব, বাবু পার্ব্বতী
ণ রায়, যাদবচন্দ্র গোস্বামী বি, এ,
শা সিরাজ অল ইসলাম বি, এ, ঢাকা-
ভাগে।
বু হরিচৈতন্য ঘোষ এম, এ, বাবু রাম
রণ বসু চট্টগ্রাম বিভাগে।

এচ, বি, বিম্‌স্‌ সাহেব, বাবু অমৃতলাল পাল বি, এ, ভাগলপুরবিভাগে।

সি, ই, বেলি সাহেব, জে, বি, রবার্টস সাহেব এবং বাবু অবিনাশচন্দ্র মিত্র বি, এ, পাটনা বিভাগে।

কাপ্তেন এচ, আর, ওয়াসলি ঢাকার এক জন মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

এই তারিখের যে আদেশ ১০ ই জুনের গেজেটে প্রকাশিত হয়, তাহার কতক পরিবর্ত্ত করিয়া নিম্নলিখিত ভদ্রলোকদিগকে পশ্চাল্লিখিত স্থানের সহকারী পুলিষ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত করা গেল।

| | |
|---|---|
| ডবলিউ, এ বিডন সাহেব | বর্দ্ধমানে। |
| বি, ডবলিউ, বটলহেন সাহেব | গয়াতে। |
| বাবু গঙ্গাধর খাঁ | নওয়াখালিতে। |
| বাবু মহেন্দ্রনাথ হাজরা | হুগলীতে। |

ভাগলপুরের সহকারী পুলিষ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ডবলিউ, এল, এচ, ফর্সিস সাহেব হুগলীতে বদলী হইবেন।

নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা নাটোরের দাতব্য চিকিৎসালয় চালাইবার সভার সভ্য হইবেন।

কুমার চন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর।
বাবু কুমুদনাথ রায়।
বাবু রাধানাথ লাহিড়ি।
নাটোরের মুন্সেফ নিজপদগুণে।

১০ই জুন। যত দিন এচ, এম, রোল সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন মুরসিদাবাদের সহকারী পুলিষ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জে, পাচ সাহেব রাজসাহীর প্রতিনিধি পুলিষ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

১১ই জুন। ২৪ পরগণার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, মুরসিদাবাদে বদলী হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন। ৩রা মের গেজেটে তাঁহার ময়মনসিংহের অন্তর্গত জামালপুরে বদলী হইবার যে আজ্ঞা হয় তাহা এতদ্দ্বারা রহিত হইল

কিয়ক্ষোড়ে যে সৈন্য ও পুলিষ প্রহরিগণ সমবেত হইয়াছে ডাক্তর জে, সি, কম্‌স্‌ওয়ার্থ তাহাদিগের চিকিৎসক হইবেন।

১২ই জুন। মুঙ্গেরের সবরেজিষ্টার জে, জি, ফারকোহার্সন সাহেব হাজারিবাগের প্রতিনিধি সহকারী পুলিষ সুপরইণ্টেণ্ডাণ্ট হইবেন।

জে, এল, ফেগান সাহেব লোহারডগার প্রতিনিধি সহকারী পুলিষ সুপরইণ্টেণ্ডাণ্ট হইবেন।

১৩ই জুন। যতদিন এচ, সি, ষ্ট
সাহেব সরকারীকার্য্যান্তরে নিযুক্ত থাকি
ততদিন কলিকাতার ম্যাজিষ্ট্রেট জে, এ
বাকন সাহেব প্রেসিডেন্সি কালেজের প্রতি
আইন অধ্যাপক হইবেন।

নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা ১৮৪৮ অ
আইন অনুসারে পশ্চাল্লিখিত স্থানে আ
হইয়া কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন:—

বাবু ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় } বশো
বাবু প্রসন্নকুমার সেন। }
বাবু পরেশনাথ মুকুল নদীয়াতে।
" গোবিন্দপ্রসাদ বসু। } ২৪ পরগণ
" রামকানাই ঘোষাল। }

১৫ই জুন। এফ টি, গ্রাণ্ট সাহেব
অব্দের ৯ আইন অনুসারে আসেসর হইয়া
কাতায় কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

নিম্নলিখিত ভদ্রলোকগণ যে দিবসাবধি
গ্রামে, কমিসনরের অনুমতি পাইবেন
দিবসাবধি পশ্চাল্লিখিত স্থানে ১৮৩৮
৯ আইন অনুসারে আসেসর হইয়া কালে
ক্ষমতা পাইবেন।

| | |
|---|---|
| বাবু কালীকান্ত মজুমদার | চট্টগ্রামে। |
| " কালীনাথ বসু | ত্রিপুরা |
| " উমাচরণ রায় | নওয়াখালি |

১৬ই জুন। ভবানীগঞ্জের ডেপুটি
ষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু কৃষ্ণপ্রসাদ
বগুড়া ও দিনাজপুরে ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা
বেন।

কটকের ছোট আদালতের জজ ড
রাইট সাহেব অপস্থ জজও হইবেন।
আরও ১৮ অব্দের ১৬ আইনের ১৬ ধারা
মুন্সেফের ক্ষমতা পাইবেন।

—:০:—

ছাপরাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছে

১। এ বৎসর এ প্রদেশে বর্ষা একপ্রকা
মাস স্থায়ী হইয়াছে, গ্রীষ্মের বড় প্রাদুর্ভা
নাই। কিন্তু তপনের যথোচিত উত্তাপের
যথাসময়ে বর্ষা আরম্ভ হইলে সকল
সমান ভোগ হইলে জীবের কল্যাণ হয়।
অগ্রিম বর্ষা আরম্ভ হওয়াতে অনেকেই
শেষরক্ষাবিষয়ে সন্দিহান হইয়াছেন।

এ বৎসর "পুবে বাতাস" এবং অসু
বরাবই হইতেছে। মধ্যে মধ্যে এমন অস
যে প্রাণ উড়িয়া যায়।

। অতিশয় আনন্দের বিষয় কেশব বাবুর
হাপরা এসোসিএশন" সভার দৈনন্দিন
বৃদ্ধি হইতেছে। এখানকার যাবতীয়
বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, ইংরাজপ্রভৃতি সক-
এই সভাটীর উন্নতিকল্পে যত্নবান আছেন।

—:•:—

আমাদিগের কালনাস্থ সংবাদদাতা
য়াছেনঃ—

খানকার দাতব্য চিকিৎসালয়টী যদিও
নাধিপতি মহারাজের ব্যয়ে চলিয়া আসি-
ল ; কিন্তু গবর্ণমেন্টের সহিত সংশ্রবশূন্য
না। বর্দ্ধমানের সিবিল সারজন মধ্যে মধ্যে
য়া পরিদর্শন করিতেন। অন্যান্য কম্মচা-
গণও ইহার উন্নতিসাধনে যত্নবান্ ছিলেন।
রণে জানি না, রাজাবাহাদুর সে সংশ্রব
তেছেন না। পক্ষান্তরে গবর্ণমেন্ট এই
ৎসালয়ের সহিত সংশ্রব রাখিবার নিমিত্ত
শষ যত্ন করিয়াছিলেন। শুনিলাম, মহামান্য
টনেন্ট গবর্ণর বাহাদুর মহারাজকে এমন
য়াছিলেন যে, কালনার জেলখানার জন্য
জন পৃথক নেটীব ডাক্তর নিযুক্ত হইবে,
ল যখন শবপরীক্ষাকার্য্য উপস্থিত হইবে,
সময়ে দাতব্য চিকিৎসালয়স্থিত সব আসি
সার্জ্জনের দ্বারা সে কার্য্য সমাধা করিতে
ব। তজ্জন্য উক্ত সব আসিষ্টান্ট সার্জ্জন
ফী পাইবেন এবং ইহাতেই সব আসিষ্টান্ট
জন বাবুর গবর্ণমেন্টের কার্য্যে থাকা মঞ্জুর
যাইবে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, যে
বাহাদুর তাহাতেও সম্মত হন নাই;
রাং এ চিকিৎসালয়টীর সহিত গবর্ণমেন্টের
ন সংশ্রব রহিল না। ইহাতে আমরা একটী
হিতৈষী বান্ধবের সহবাস হইতে বঞ্চিত
তেছি। অত্রত্য সব আসিষ্টান্ট সার্জ্জন বাবু
নচন্দ্র মিত্র মহাশয় গবর্ণমেন্টের কার্য্য পরি
গ করিলেন না; সুতরাং রাজাবাহাদুরের
ক্তরখানার কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া স্থানা
র যাইতেছেন। নবীন বাবু এখান হইতে
ন্তরিত হওয়াতে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে
রি, অত্রত্য বালক বৃদ্ধ বনিতা সকলেই
খিত হইতেছেন। কারণ যে অম্বিকাতে ডুই-
হনের নাম শুনিলে লোকে ঘৃণা করিত, ইং-
জী চিকিৎসার নামে যাহাদের বিশেষ বিদ্বেষ
ল, চিকিৎসাবিষয়ে এক টাকা ব্যয় করিতেও
হাদের ক্লেশ হইত, নবীন বাবুর যত্নে ও স্বচি
সায় সেই অম্বিকাতে ইংরাজী চিকিৎসা ভিন্ন
হই অন্যমত গ্রাহ্য করেন না। অধিক ব্যয়
হইলেও নবীন বাবুর দ্বারা সকলেই চিকিৎসিত
হইতে চেষ্টা করিত। নবীন বাবু বিশেষ পরিশ্রম
পূর্ব্বক দাতব্য চিকিৎসালয়টীরও বিলক্ষণ উন্নতি
সাধন করিয়াছিলেন। ইনি রোগীদিগের প্রতি
কখনও কর্কশবাক্য প্রয়োগ করিতেন না। এই
গ্রামের প্রায় অধিক লোকের নিকটে ইনি দর্শনী
গ্রহণ করিতেন না। কেহ কেহ মনে করিতে
পারেন, এক জন ভদ্র লোকের গুণগান করিতে
হইলে এই রূপই লিখিতে হয়, আমি কিন্তু সে
নিয়মের বশবর্ত্তী হই নাই। যে ব্যক্তি ইহাঁকে
অবগত আছেন, তিনি আমার প্রত্যেক বাক্য
বিশ্বাস করিবেন। ইহাঁর স্বভাব যেমন নম্র, বুদ্ধিও
তেমনি তীক্ষ্ণ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে কেহই
ইহাঁর শত্রু ছিল না। আমরা প্রার্থনা করি,
ইনি যেখানে যাইবেন সেই খানেই যেন সন্তোষে
কালযাপন করেন।

২। কালনা সবডিবিজনের এলেকা নিতান্ত
অল্প নহে। এখানে কার্য্যেরও বিশেষ আড়ম্বর
আছে। অতএব গবর্ণমেন্ট অনুগ্রহ করিয়া একটী
উপযুক্ত নেটীব ডাক্তর এখানে প্রেরণ করুন।
তাহা না হইলে অনেক অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা।
যে কাজ সব আসিষ্টান্ট সারজনদ্বারা চলিয়া
আসিতেছিল, তাহাতে এক জন উত্তম অর্থাৎ
প্রথম শ্রেণীর নেটীব ডাক্তর হইলেও অনেক
মঙ্গল।

৩। এখানকার অনেক মোক্তার একটী
স্ত্রীলোককে জাল সাজাইয়া রেজিষ্টরি করিতে
উদ্যত হওয়াতে, জে, আর, হেলেট মহোদয়
তাহাকে ধৃত করেন এবং বিচারে জাল প্রকাশ
হওয়াতে তাহাকে সেশনে সমর্পণ করিয়াছেন।
রেজিষ্টরিতে এখনও অনেক প্রতারণা হই-
তেছে।

৪। প্রায় ১১ দিন হইল, এখানে অতিশয়
বৃষ্টি হইতেছে। সূর্য্য প্রায় উদয় হন না। আকাশ
সতত্তই মেঘাচ্ছন্ন। এখন এত বৃষ্টি হইতেছে
বটে ; কিন্তু শেষ বারিবিন্দুর জন্য আবার হাহা
কার না করিতে হয় এই প্রার্থনা।

৫। এখানকার মিসনরি বালিকাবিদ্যালয়
ভদ্রে শিক্ষা দিবার ও শিল্পকর্ম্ম শিক্ষা করাই-
বার জন্য এক জন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী শিক্ষয়িত্রী
আসিয়াছেন। বালিকাবিদ্যালয়ে পুরুষ শিক্ষক
দ্বারা শিক্ষা দেওয়াতে অনেকে আপন আপন
কন্যাগণকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতেন না ; কিন্তু
এই গুণবতী শিক্ষয়িত্রীর আগমনে সকলেই
সন্তুষ্ট হইয়াছেন। গবর্ণমেন্ট হইতে সাহায্য
পাওয়াতে এই রূপ কার্য্যটী সমাধা হইয়েছে।

—:•:—

## প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদ

মহাশয় সমীপেষু।

প্রায় চারি বৎসর হইতে চলিল, সাহায্যপ্র
ইংরাজী স্কুলের ছাত্রদিগের জন্য এক স্তু
বিধ বৃত্তি ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহা
নর স্কলারসিপ নামে খ্যাত। বাস্তবিক, উৎ
জল না ঢালিলে গাছ বড় সতেজ হয় ন
পূর্ব্বে এসব স্কুলে তাদৃশ উন্নতি দেখা যা
না। এখন যে আর সে ভাব নাই, তাহা
বাহুল্য। মাষ্টার ও ছাত্র উভয়েই আপন আ
কাজে তৎপর ও যত্নবান। সুতরাং কা
ভাল হইতেছে। কিন্তু পরীক্ষাপ্রণালীগত
কতকগুলি দোষ রহিয়াছে তাহার—প্রতী
না হইলে এ বৃত্তিদান প্রথা সম্যক ফলোপধা
হইতেছে না। সেগুলি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি
পড়িলে প্রতিবিধান হইবে বলিয়া নিম্নে ত
দের উল্লেখ করিলাম।

১ ম। এ পরীক্ষায় কোন পুস্তক নি
নাই ; সুতরাং যে সে পুস্তক হইতে প্রশ্ন দে
হয়। (অবশ্য সে পুস্তক অসরল) নহে।
যত সহজ হউক না কেন, অপঠিত হইলে
যে কঠিন হইয়া দাঁড়ায় এ কথা স্পষ্টোক্তি
বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ এ পরীক্ষা
হারা পরীক্ষার্থী হয়, তাহাদের বয়স অতি
এত অল্প বয়স্ক সুকুমারমতি বালকদের
তীয় ভাষায় কথঞ্চিৎ অধিকার লাভ ক
সম্ভাবিত নহে। তবে কি প্রকারে আশা
যাইতে পারে যে তাহারা এরূপ অনির্দ্দিষ্ট
কের প্রশ্নের কাঙ্ক্ষিতরূপ উত্তর প্রদানে
হইবে। যদিই বা এ সমস্ত প্রশ্ন হৃদয়ঙ্গম ক
পারে, ইংরাজীতে তাহার অর্থ প্রকাশ
তাহাদের সাধ্যায়ত্ত হয় না। এ পরীক্ষায়
পুস্তক নির্ব্বাচিত হয় না, ইহার কারণ জি
হইয়া জানিতে পারিলাম যে ডিরেক্টর
য়ের ইচ্ছা নয়, যে ছাত্রেরা কণ্ঠস্থ করিয়া এ
কায় কৃতকার্য্যতা লাভ করে। প্রকৃত প্র
যদি ইহাই হয়, এ প্রস্তাব মন্দ নহে।
আমরা ইহার বিরোধীও নহি ; কিন্তু যখন
যাইতেছে, উচ্চতর পরীক্ষায় এ প্রণালী
দিত হয় না—পুস্তক নির্ব্বাচিত হয়, এ
পুস্তক দুই বৎসর ধরিয়া পুনঃ পুনঃ অধ
হয়, তখন এ পাড়াগেঁয়ে " গোবে
দিগকে লইয়া টানাটানি কেন? এণ্ট্রান্স
এম, এ, পরীক্ষা পর্য্যন্ত এই রীতির অ

হউক, অচিরাৎ সুধাময় ফল ফলিবে।
াসমাজ এখন যে দুরপনেয় কলঙ্কে অঙ্কিত
ছে তাহা দূরগত হইবে।
। যেসকল ছাত্র এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়,
দিগকে জেলা স্কুলের ২ য় শ্রেণিতে ভর্ত্তি
হয়। এখনকার জেলা স্কুলের ২ য়
র পাঠ্য পুস্তক এণ্ট্রান্সকোর্স। সংস্কৃতের
কল চর্চা হইয়াথাকে। এমন কি ৩ য় ভাগ
পাঠ" অধীত হয়। বীজগণিতও কিছু
য় না। এ দিকে আমাদের এঙ্গলোভার্ণকুলা-
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের উপক্রমণিকার
দেখা সাক্ষাৎ হয় না। বীজগণিতের ত
ই নাই। এখন, দেখুন, আমাদের পাড়াঃ
র ছাত্রেরা জেলায় যাইয়া চারিদিক শূন্য-
রে। ২ য় শ্রেণিতে ভর্ত্তি হইবার ক্ষমতা
ন করা দূরে থাকুক, সংস্কৃত ও বীজগণিতে
থাকে না বলিয়া, তাহাদিগকে অগত্যা
ও কোন কোন স্থলে ৪ র্থ শ্রেণির বালকদের
অধ্যয়ন করিতে স্বীকার পাইতে হয়।
তাহাদের প্রবেশিকা পরীক্ষায় দুই বৎসর
উপস্থিত হইবার সুযোগ ঘটিয়া উঠিল

। ইংরাজী ইতিহাস না পড়িলে ইংরাজী
যে ব্যুৎপত্তিলাভ হয় না, একথা বোধ
কলেই স্বীকার করিবেন; কিন্তু এ পরী-
বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত ২ খানি ইতিহাস
ই আছে। এ নির্ব্বাচন, ছাত্রদের ইংরাজী
উন্নতিলাভ করার কত দূর যে অন্তরায়
আপনিই বিবেচনা করুন।

াড়ি আবাদ
এ জৈষ্ঠ
৫ } শ্রীঃ—

———

জলা ভাগলপুরের অন্তর্গত পাকুড় রাজধা
অত্রত্য নরাধিপ রাজা বাহাদুরের অনেক
অবধি একটি ইংরাজী বঙ্গবিদ্যালয় প্রতি-
ছিল, অধুনা ৩। ৪ বৎসর হইল, ঐ স্কুলটী
মেণ্ট সাহায্যকৃত হইয়া রীত্যনুসারে
কার্য্যাদি সম্পন্ন হইতেছে এবং দিন দিন
ার উন্নতি হইতেছে। সম্প্রতি বদান্যবর
মহাশয় সাতিশয় প্রীত হইয়া স্কুলটীর
তর উন্নতি সাধনমানসে উহারে উচ্চ
র ক্লাশ করিবার প্রার্থনায় গবর্ণমেণ্ট সমীপে
দন করিয়াছেন। পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকাংশ
ারের যে কিছু সাহায্য করিতে হইবে,
তেও সম্মত হইয়াছেন। এক্ষণে প্রজাবৎ
বর্ণমেণ্ট এ বিষয়ের প্রতি কিঞ্চিৎ কৃপা-

কটাক্ষ বিতরণ করিলেই আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। রাজা বাহাদুরের গুণের কথা অধিক আর কি জানাইব; বিদেশাগত ছাত্রগণের অন্ন বস্ত্র এবং পাঠ্যপুস্তকাদিপর্য্যন্ত প্রদান করিয়া প্রতিদিন সকলেরই স্বয়ং তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকেন।

১। পাকুড় হইতে হিরাণপুর পর্য্যন্ত ১২ মাইল যে একটী গবর্ণমেণ্টের রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে। তদর্থ উক্ত ভূম্যধিকারী মহাশয় বিনা মূল্যে সমুদায় ভূমি প্রদান করিয়াছেন এবং তাহা প্রস্তুত করিবার ব্যয় বলিয়া ৪০০০ চারি সহস্র মুদ্রাও দান করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন মধ্যে মধ্যে যত পথ আছে সেসমুদায় প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, নিজে তাহার সংস্কারও করিয়া থাকেন। অপর, সাধারণের উপকারার্থ নিজ ব্যয়ে একটী চিকিৎসালয় সংস্থাপিত করিয়া স্বদেশের হিতসাধন করিতেছেন। দেবসেবাদি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ এবং অতিথি সেবাদির ত কথাই নাই। গত দুর্ভিক্ষকালেও অনেক টাকা স্বহস্তে বিতরণ এবং গবর্ণমেণ্ট হস্তেও দিয়াছিলেন। তদধিকারস্থ প্রজাগণ পক্ষপাতশূন্য বিচারগুণে ও অপত্যবৎ প্রজা পালনে অতিশয় সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছে। কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই যে এ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট এমন ব্যক্তিকে কোন সম্মান সূচক উপাধি দেন নাই।

২। এ প্রদেশে ক্রমান্বয়ে আজি ৯ দিন হইতে অনবরত বৃষ্টি হইতেছে। ইহাতে সকলে আশঙ্কা করিতেছে, ভবিষ্যতে অনাবৃষ্টি পাছে হয়। এখানে একটী রেলওয়ে ষ্টেসন আছে এবং মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতা এবং অন্যান্য স্থলে নানাপ্রকার জিনিস গতায়াতের সুবিধা আছে। কিন্তু রেলওয়ে কর্ম্মচারী দিগের দোষে যে অসুবিধা ঘটিতেছে, লিখিয়া শেষ করা যায় না।

কস্যচিৎ
ভ্রমণকারিণঃ।

—:*:—

## মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু ঠাকুরদাস সেন কলুটোলা
১২৭৫ বৈশাখ হইতে আশ্বিন ৫॥০
" এইচ, উড্রো সাহেব কলিকাতা
১২৭৫ জ্যৈষ্ঠ হইতে ১৭ বৈশাখ ১০
" ডবলিউ এব ক্লে কুচবিহার
১৮৬৮ জুন হইতে নবেম্বর ৭
" " মদনমোহন তেওয়ারি কোরহাট
১২৭৫ বৈশাখ হইতে আশ্বিন ৭
" এ, ফর্বস
১৮৬৮ জুন হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত

———

## সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে
বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।
ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা
ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফস্বলে ডাক
সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং
সিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম
গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি,
অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার
যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই
দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।
যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন,
যেন এক অথবা আধ আনার অধিক
এ মূল্যের টিকিট প্রেরণ না করেন।
যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্র
মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি
শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে
ইয়া দেন।
যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত
আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে
লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত
গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহ
একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ ব
যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং
হইবে।
মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের
ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।
যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রের
বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
যাইবে না।
কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে
করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি
আনা তাহার পর ৵১০ আনা দিতে হ
যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা
বেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে

———

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ
মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের
চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ
ভূষণের বাটিতে প্রতি সোমবার প্রাতঃ
প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ

১১ শ ভাগ। ৩৪ সংখ্যা।

"প্রবর্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

সিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ | অগ্রিম যাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা। | সন ১২৭৫ । ১৭ ই আষাঢ়। ১৮৬৮। ২৯ এ জুন | মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বা | যাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৮০


## বিজ্ঞাপন।

দাসকোম্পানির বহুবাজার প্রেস।
৪৫ নং মদনবড়ালের লেন,
ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।

সম্প্রতি উক্ত দাসকোম্পানি একটী মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপন করিয়াছেন। পুস্তক, সংবাদপত্র, ...ন, রসীদ, চিঠী, চেক, টেবিলপ্রভৃতি সকলপ্র... কার্য্য, বাজারের নির্দ্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা ... মূল্যে, অল্প সময়মধ্যেও সুচারুরূপে নিষ্পন্ন ...তে প্রস্তুত আছেন। অপর উক্ত কোম্পানি ...শোধনের ভারগ্রহণ করিবেন। শ্রীরাম...র প্রসিদ্ধ রামচন্দ্র কর্ম্মকারের বাঙ্গালা সীসা... নূতন অক্ষর ও বিলাতি নানাবিধ ইংরাজী ...ন অক্ষর এবং যন্ত্রালয়ের আবশ্যক সমস্ত ...য় সংগ্রহ করিয়াছেন। এক্ষণে সাধারণের ...য় ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন।

কলিকাতা
১ই আষাঢ়
১২৭৫ } শ্রীকার্ত্তিকচরণ দাস।
যন্ত্রাধ্যক্ষ।

—:০:—

### সহস্রমুদ্রা পারিতোষিক।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাই-...ছে, যে গত ২ রা চৈত্র আমার ভবনের সম্মু...ত গবর্ণমেণ্ট সহায়কৃত বিদ্যালয়গৃহের ...র উপর বেলুর গ্রামবাসী অনুমান ষষ্টিবর্ষীয় ...ক মরশুন্দরনামক জনৈক পথিকের যে ...ক হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে, আজি অবধি ...মধ্যে যে ব্যক্তি তাহার হননকারীর ...কাশ করিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকে ...মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবে। ...সের পর ৫ বৎসরকালমধ্যে অনুসন্ধান ...ন সংবাদদাতাকে ৫০০ পাঁচ শত মুদ্রা ...ন করা হইবে অতিশয় আক্ষেপের বিষয় ... উল্লিখিত দিন অবধি গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে এবং স্বপক্ষ হইতে নানাবিধ অনুসন্ধান করা হইতেছে। কিন্তু কোনক্রমে কৃতকার্য্য হইতে পারা যাইতেছে না।

পাকোড় রাজধানী
১৮৬৮ সাল
১২ ই জুন } শ্রীগোপীলাল পাঁড়ে।

—:০:—

### ইংরাজী স্বরলিপিপদ্ধতি।

যদি কেহ আমার অনুমতি ভিন্ন এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ অথবা ইহার কিয়দংশও মুদ্রিত করিয়া প্রচারিত করেন, তাহা হইলে তিনি আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবেন।

আরও সাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে এই গ্রন্থ অতি সরল ভাষায় ও সুপ্রণালীতে প্রণয়ন করা হইয়াছে, এতদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও ইহা মনোযোগপূর্ব্বক দেখিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। অতএব এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কলিকাতা মৃজাপুর প্রাকৃত যন্ত্রে অথবা আমার নিকট ১ এক টাকা মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

পাথুরিয়াঘাটা
বঙ্গনাট্যালয়
২০ জ্যৈষ্ঠ. } শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

—:০:—

গ্রাহকগণের প্রয়োজনহেতু নিম্নলিখিত সংস্কৃত পুস্তকত্রয়ের কিয়দংশ প্রকাশিত হইল। গ্রাহকগণ পূর্ব্ব তত্ত্বাতীত নিম্ননির্দ্দিষ্ট সম্পূর্ণ মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশে প্রেরণের স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবেক।

মল্লিনাথের টীকা সহিত।

| | | |
|---|---|---|
| শিশুপাল বধ (মাঘকৃত) | মূল্য | ৮ |
| রঘুবংশ (কালিদাসকৃত) | " | ৫॥০ |
| কিরাতার্জ্জুনীয়ং (ভারবিকৃত) | | ৩॥০ |

বিদ্যার্থিগণের ক্রয়সুবিধার্থ নিম্নলি... কতকগুলিন সংস্কৃত পুস্তক দেবনাগর... সটীক মুদ্রণারম্ভ হইবেক। প্রকাশের পূর্ব্বে ...ক হইলে দীতা বার পৃষ্ঠা অপর প্রতি ... পৃষ্ঠা তিন পয়সার হিসাবে খণ্ডে বা সম্পূর্ণ ... প্রকাশিত হইবেক উক্ত নিয়মে মূল্য ... করিলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশে প্রের... স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবেক।

কুমারসংহার। মেঘদূত। শকুন্তলা। নলো... মালবিকাগ্নিমিত্র। বিক্রমোর্ব্বশী। মুদ্রারাক্ষ... রত্নাবলী। মালতীমাধব। সাংখ্যতত্ত্বকৌ... শ্রীসাংখ্যকারিকা। মহাবীরচরিত। উত্তর... চরিত। মুগ্ধবোধ। দশকুমারচরিতের উত্তর... পাণিনি। বসন্ততিলকভাণ। অমরকোষ। ... ভাষ্য, আনন্দগিরি, শ্রীধরস্বামী ও মধু... সরস্বতীর টীকাসহিত শ্রীমদ্ভাগবত। মহাভার... বিষ্ণুপুরাণ। কাদম্বরী। ভট্টিকাব্য। নাগানন্দ... কাব্যপ্রকাশ। চম্পক। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

কলিকাতা সংবাদ জ্ঞান
রত্নাকর যন্ত্র নিমতলা
ষ্ট্রীট ৩২ সংখ্যক ভবন। } শ্রীভুবনচন্দ্র বস...

—:০:—

### বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী ... সহ ১৭ ... জোড়া বাগান।

বিক্রয়ের নিমিত্ত।

গারডেনরীচ ২৪ নং বাটী।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্র... করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বা...রিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডার্স আরবো-
থনট এবং কোং

—:০:—

ন্দকল্পদ্রুম অভিধান। সর রাজা রাধা-
দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সোণা
লুতন বাঁধান মূল্য ২৫০ টাকা। তত্ত্ব-
নী পত্রিকা—প্রথম কল্প, মূল্য ৫০ টাকা।
শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্ত বাগীশ।

—:০:—

রাণীগঞ্জ পটরি কোং
লিমিটেড।
মেজিয়া করিবার সুচিক্কণ টাইল।
কোম্পানির মিসনরোস্থিত ৪ নং আফিসে
নমুনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং যদি
প্রয়োজন হয়, ঐ আফিসে অনুসন্ধিতপত্র
ইয়া দিবেন।

—:০:—

অভিধান।

| | |
|---|---|
| দায়ভাগ | ২॥০ |
| দার্থপ্রকাশিকা | ৩ |
| ব্দসিন্ধু | ২ |
| ব্দার্থমুক্তাবলী | ৭ |
| ব্দার্থরত্নমালা | ৫ |
| ব্দার্থপ্রচারিকা | ৬ |
| প্রকৃতিবাদ | ৫ |
| **সংস্কৃত পুস্তক** | |
| রঘুবংশ সটীক | ৮ |
| উত্তর নৈষধচরিত | ৩॥০ |
| র্জ টীকাবঃ | ৪০ |
| অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব | ৩৫ |
| দশরূপক | ১৸৵ |

লিকাতা
ওয়ালিস
ট ১৭৭ নং } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
পুস্তকবিক্রেতা।


—:০:—

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাই-
তেছে যে, যখন কোন দ্রব্যাদি বা পুলিন্দা রেল
য় ভাড়ায় প্রেরণ করা হয় তখন যে ব্যক্তির
ট দ্রব্যাদি বা পুলিন্দা পাঠান হইতেছে
হার উচিত যে তিনি যে ষ্টেসন হইতে
দি বা পুলিন্দা পাঠাইতেছেন, সেই ষ্টেস-
র প্রদত্ত দ্রব্য বা পুলিন্দার রসিদ যে ষ্টেসনে
য বা পুলিন্দা পাঠান হইয়াছে সেই ষ্টেসনে
ন। নচেৎ তাঁহাকে প্রেরিত দ্রব্যাদি বা
লিন্দা দেওয়া হইবে না।

যাঁহার নামে দ্রব্যাদি পাঠান হয়, তিনি স্বয়ং
... হইয়া দ্রব্যাদি লইতে না পারিয়া যদি
অন্য কোন ব্যক্তিকে উহা লইতে পাঠান, তবে
যাঁহার নামে দ্রব্যাদি পাঠান হইয়াছে তাঁহার
উচিত যে তিনি প্রেরিত ব্যক্তিকে দ্রব্যাদি দেওয়া
র এই প্রার্থনা রসিদের পৃষ্ঠে লিখিয়া দিয়া
স্বাক্ষর করিয়া দেন। নচেৎ দ্রব্যাদি বা পুলিন্দা
দেওয়া হইবে না।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে হেড
ক্যালকোটা ফেয়ারলি,
কলিকাতা ২৩এ জুন
১৮৬৮ } সিসিলষ্টিফেন্সন
এজেন্সি বোর্ড।


ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোল
ডাঙ্গা বাড়ুয্যে ব্রাদার কোম্পানির দোকানে মৎ
প্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি
বিক্রয় হইতেছে:—

| | মূল্য |
|---|---|
| প্রণীত | |
| গ্রীসইতিহাস | ১ টাকা |
| রোমইতিহাস. | ১ „ |
| ভুবনসার ব্যাকরণ | ।০ |
| নীতিসার (১ম ভাগ) | ৵ |
| নীতিসার (২য় ভাগ) | ৵ |
| প্রচারিত। | |
| মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ | |

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।


—:০:—

ব্রাহ্ম বিবাহবৈধ্য করণার্থ রাজনিয়মের জন্য
আবেদন করা আবশ্যক কি না, তদ্বিষয় বিচা-
রার্থ আগামী রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘণ্টার সময় চিৎ
পুর রোড, ৩০০ সংখ্যক ভবনে ভারতবর্ষীয়
ব্রাহ্মসমাজের এক সাধারণ সভা হইবেক।

১৭ ই আষাঢ়
১৭৯০ } শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।
সম্পাদক।

—:০:—

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহিত প্রতিনিধি
সভা ও কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভা-
গের যোগ করিবার প্রস্তাব উক্ত দিবসে উল্লি-
খিত স্থানে অপরাহ্ণ ৩ ঘণ্টার সময়ে বিচারিত
হইবে; প্রতিনিধি সভা ও প্রচারবিভাগের সভ্য
মহাশয়েরা তৎকালে উপস্থিত হইয়া তদ্বিষয়
নিষ্পত্তি করিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

——:০:——

# নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের জুন মাসের ৮ ই হইতে
১৪ ই পর্য্যন্ত ভাগীরথীনদীর সর্ব্বকম তি
জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

| স্থানের নাম | ফুট | ইঞ্চ |
|---|---|---|
| মহানার উপর পদ্মানদীতে | ২২ | ১ |
| মহানার | ১৩ | |
| তথা হইতে জঙ্গিপুর পর্য্যন্ত (১৩½ মাইল মধ্যে) | ৫ | |
| জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর পর্য্যন্ত (৪৬ মাইল মধ্যে) | ৪ | |
| বহরমপুর হইতে কাটওয়া পর্য্যন্ত (৫০ মাইল মধ্যে) | ৫ | |
| কাটোয়া হইতে নদীয়া পর্য্যন্ত (৪৩ মাইলের মধ্যে) | ৬ | |

সন ১৮৬৮ জুন মাহার ১০ তারিখে ব...
পুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

ফুট ...
৬

বহরমপুর
১৮ ই জুন
১৮৬৮। } শ্রীযুক্ত টি. কেন উইল. ...
এক্‌জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়...
বহরমপুর ডিবিজন

# সোমপ্রকাশ।

১৭ ই আষাঢ় সোমবার।

দুই সপ্তাহ অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ...
য়াতে বহুল পরিমাণে আউস ধা...
আমোনের বীজসকল নষ্ট হইয়...
২৪ পরগণা মেদিনীপুর ও বালেশ্ব...
প্রায় যাবতীয় আউস ধান্য গিয়...
আষাঢ় মাস আসিয়াছে, এক্ষণে...
র্ব্বার আউস ধান্য বপন করা ...
বিত নয়; কিন্তু আউসের উপর কৃ...
নিজের জীবিকা নির্ভর করিতেছে...
ধান্য যখন নষ্ট হইল তখন তা...
গকে কষ্ট পাইতে হইল। ২৪ পর...
দক্ষিণাংশে আর কিছুই নাই ...
হয়। চাউলের মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি...
তেছে। যশোহর, নদীয়া ও বগু...
বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে আশ্বিন ...
কার্ত্তিক মাসে যদি এ ঘটনা হইত, ...
শয় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইত। আমা...
বলিয়া আশা আছে, যে ...
দুর্ভিক্ষ ঘটনা হইবে না কিন্তু কি...
মাসে কোথায় অনিষ্ট হল, অনু...
রাখা প্রধান পুরুষদিগের কর্ত্তব্য। ...
সংক্রান্ত অনেকগুলি প্রেরিতপত্র ...
দিগের হস্তে পতিত হইয়াছে, ...

খানি স্থানাভাব হেতু এবার প্রকাশিত
হইল না।

---

### পুলিষ ও আদালত।

" এক জন্ম আর হার দোষ গুণ
কব কার, আমি মলে ফুরায় জঞ্জাল।"

পুলিষের যেমন দশা, আদালতেরও
তেমনি দশা হইয়াছে। পুলিষই ত প্রথ-
মতঃ দস্যুতস্করপ্রভৃতিকে ধরিতে অগ্র
সর হন না, অগ্রসর হইলেও প্রায়ই
ধরিতে পারেন না, যদি বা কখন
ধরিয়া আদালতে উপস্থিত করেন.
আদালত ছাড়িয়া দেন। এক দল দস্যু
তস্করাদির অনুসন্ধানকর্ত্তা, অপর দল
বিচারকর্ত্তা হওয়াতেই আরো দুর্দ্দশা
বাড়িয়াছে। পরস্পর কেহই কোন বিষয়ে
দায়ী নহেন। পরস্পরের পরস্পরের স্কন্ধে
দোষ ক্ষেপণ করিয়া অব্যাহতি পাইবার
বিলক্ষণ সুবিধা আছে। পুলিষ বলিলেন,
আমরা অপরাধীকে ধরিয়া দিলাম, আদা
লত ছাড়িয়া দিলেন, পক্ষান্তরে আদালত
এই বলিয়া হাত ধুইয়া বসিলেন পুলিষ অতি
অপদার্থ, এমন মকদ্দমা উপস্থিত করি
য়াছে যে দোষীর দোষ প্রমাণ করিতে
পারিল না। পুলিষের পেটের ভিতর
কিছু থাকুক, আর আদালতের পেটের
ভিতরে কিছু থাকুক, ঐ গোলযোগে
তাহা জীর্ণ হইয়া গেল। উপরের কর্ত্তৃপক্ষ
কিছুই জানিতে পারিলেন না। যাহার
অনিষ্ট হইবার তাহারই হইল। ফৌজ-
দারী মকদ্দমার আপীলের নিয়ম না
থাকাতে আরো অধিক সুবিধা হইয়াছে

পাঠকগণের স্মরণ আছে, আমরা
পূর্ব্বে ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী হরিনাভি
ইং বং বিদ্যালয়ের বহি চুরির বিষয়
লিখিয়াছিলাম। পুলিষ অনুসন্ধান করি.
তেছেন, এ সমাচারও দেওয়া হইয়াছিল।
তাহার যে ফল হইয়াছে, আজি তাহা
পাঠকগণের গোচর করা যাইতেছে।

যাহাদিগের উপরে সংশয় হয়, পুলিষ তাহার এক ব্যক্তির বাটীতে কতকগুলি বহি পান এবং তাহাকে চোর নিশ্চয় করিয়া চালান করিয়া দেন। আলিপুরের অন্যতর ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট দলিলউদ্দিন খাঁবাহাদুরের নিকট মকদ্দমা হয়। মকদ্দমাটী ডিসমিস হইয়াছে। খাঁবাহাদুর কি হেতুপ্রদর্শন করিয়া মকদ্দমাটী অগ্রাহ্য করিয়াছেন, আমরা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না, আমরা তাঁহার রায় দেখি নাই। তবে আমরা মকদ্দমা সংক্রান্ত বিষয়গুলি যতদুর জানি, সংক্ষেপে লিখিতেছি, প্রধানপুরুষদিগের সহিত পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, মকদ্দমার বিচারটী ন্যায্য কি অন্যায্য হইয়াছে।

বহিগুলি যে স্কুলের, যে যে ব্যক্তি জানেন, তাঁহাদিগের দ্বারা তাহা প্রমাণ হইয়াছে। আসামী জবাব দিবার সময়ে গ্রামের এক জন সম্ভ্রান্ত লোকের উপরে দোষারোপ করিয়া এই কথা বলিয়া আত্মদোষ ক্ষালন করে, যে সেই ব্যক্তি (সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি) তাহার উপরে বিদ্বেষ বশতঃ তাহাকে জব্দ করিবার উদ্দেশে বহিগুলি তাঁহার ঘরে রাখিয়াছেন, আমরা ঐ সম্ভ্রান্তব্যক্তিকে যেরূপ জানি তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে কহিতে পারি তাঁহার প্রকৃতি যে, এতনীচ হইবে, কোনক্রমেই আমাদিগের এরূপ বিশ্বাস হয় না। বিশেষতঃ আসামী এক জন ১৮। ১৯ বর্ষবয়স্ক বালক। ঐ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত উহার প্রতিযোগিতা সম্ভবে না। পক্ষান্তরে ঐ বালকটীর চরিত্র সংশয়ারূঢ় বলিয়া জানি। সে স্কুলে মধ্যে মধ্যে যাইত। যে দিন চুরি যায়, সেদিনও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত স্কুলে ছিল তাহার পর দিন গ্রীষ্মাবকাশনিবন্ধন স্কুলের বহি স্থানান্তরিত করা হইবে, ঐ বালকটী তাহাও জানিত। এই সকল বিবেচনা করিলে বালকটী পুস্তক অপহ-

রণ করিয়াছিল, এই দিকে যেরূপ মনে
গতি হয়, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উহাকে জ
করিবার উদ্দেশে উহার গৃহে বহি রাখি
আসিয়াছেন, সেদিকে সেরূপ মনের গ
হয় না; কিন্তু বিচারপতি খাঁবাহাদুরে
বিপরীতটীই হৃদয়ঙ্গম হইল। হউ
তাহাতে আমাদিগের আশ্চর্য্য বো
হইতেছে না। মানুষের রুচি ভিন্ন ভি
কারণবিশেষের বশীভূত হইয়া মা
ষের মন রুচিবৈচিত্র্য প্রদর্শন করি
থাকে; সুতরাং যুক্তিবলগা সকলে
মনকে সকল সময়ে ধারণ করিয়া রাখি
পারে না। আমাদিগের আশ্চর্য্যের বি
এই, খাঁবাহাদুর নিজ পদের পরিবর্ত্তে
(ইনি পাটনায় বদলী হইয়াছেন) স
সঙ্গে আমাদিগকে একটী প্রাচীন মতে
পরিবর্ত্ত দেখাইয়া গেলেন। আমাদিগে
জানা আছে, প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপম
ও শব্দ এই চারি প্রকার প্রমাণ। ইহ
মধ্যে প্রত্যক্ষই সর্ব্বপ্রধান। কোন প্রম
ণই প্রত্যক্ষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বি
করিতে পারে না। যে স্থলে প্রত্যক্ষ প্রম
নাই, সেই স্থানেই অনুমানাদি প্রম
হয়। শ্রুতি স্মৃতি বিরোধে শ্রুতির ন
প্রত্যক্ষ ও অনুমান উভয়ের বিরো
প্রত্যক্ষেরই প্রাবল্য হয়; কিন্তু আম
দিগের খাঁবাহাদুর উভয়ের বিরো
অনুমানকেই প্রাধান্য পদ প্রদান কি
লেন। এক দিকে প্রত্যক্ষ হইতেছে, আস
মীর গৃহে স্কুলের বহি ধরা পড়িয়াছে
অন্য দিকে অনুমান হইতেছে, গ্রামে
এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বিদ্বেষবশতঃ স্কুলে
বহি চুরি করিয়া আনিয়া তাহার কত
আপনি রাখিয়া আর কতগুলি আস
মীকে জব্দ করিবার মানসে তাহার গৃ
ফেলিয়া দিয়াছেন। এই অনুমানব
খাঁবাহাদুর মকদ্দমা ডিসমিস করিলেন
তাহা হইলেই অনুমান প্রত্যক্ষ প্রম
অপেক্ষা প্রধান হইল না? সম্ভ্র

...ক আসামীর গৃহে বহি ফেলিতে-
... অমুক দেখিয়াছে, আসামী কি
... প্রমাণ দিয়াছে? এরূপ প্রত্যক্ষ
... ব্যতিরেকে কি আসামীর নিষ্কৃতি
...র সম্ভাবনা আছে? উল্লিখিত
...ন্দ্রনাথের সহিত আসামীর কি
...দ আছে, আসামী কি আদালতে
...র প্রমাণ দিয়াছেন?

...পাঠকগণ! আর একটী কৌতুকাবহ
... শ্রবণ করুন; আসামীর গৃহ নিক্ষি...
...বহিগুলি স্কুলের, ইহা স্থির হইলে
...রপতি খাঁবাহাদুর আসামীকে
...তে দেন, (ভাব দেখিয়া আমাদি
...এইরূপ বোধ হইল) এইরূপ উপ-
...করিতেছেন, এমন সময়ে আসামীর
...লাদেরা এক জন কনষ্টবলের সাক্ষ্য
...র্থ জিদ করিতে লাগিলেন। কন-
...ল এ মকদ্দমায় এক জন সাক্ষী
... তাহার সাক্ষ্য গ্রহণের অণুমাত্র
...জন ছিল না; কিন্তু সাক্ষ্য লওয়া
...। সে এমনি পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ কথা
... আরম্ভ করিল, যে প্রকৃতিস্থ
... সে প্রকার কথা কহে না।
...শুনিয়াই স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহের
...প ধাতুর ন্যায় তৎক্ষণাৎ বিচার
...র মত পরিবর্ত্ত হইয়া গেল। তৎ-
... আমাদিগের বোধ হইল, উহাই
...মা ডিসমিস হইবার একটী প্রধান
... হইয়া উঠিল। কনষ্টবলের কি
...তা! রাজা যুধিষ্ঠির যে কনষ্টবলরূপে
...র উপনীত হইয়াছিলেন, তত ক্ষণ
...ং তাহা জানিতে পারি নাই। উহার
...তা স্পর্শ লাগিয়া সব ইনস্পেক্টরের
...গুলি চূর্ণ হইয়া গেল। সব ইনস্পে-
...ও অন্যান্য ভদ্র লোকে যেসকল জবা
...নী দিয়াছিলেন, সে সমুদায় ভাসিয়া
...। বিচারপতি কিরূপে স্থির করিলেন
...আসামীর পক্ষ লোকেরা কনষ্টব-
... অর্থদ্বারা বশীভূত করিতে পারে

না? আমরা অন্যের কথা বলিতে পারি না, স্কুলের ভৃত্য এ মকদ্দমায় ফরিয়াদী হইয়াছিল, সেই স্বমুখে আমাদিগের সমক্ষে বলিয়াছে, দুই জন প্রবল ব্যক্তি ভাঙ্গাইবার চেষ্টায় তাহাকে ভয়প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাহার মন যে তাহাতে বিকার প্রাপ্ত হয় নাই, তাহার এজেহারেও সেরূপ বোধ হইল না। এরূপ স্থলে কনষ্টবলের কথাই যে বিচারপতির ধ্রুব জ্ঞান হইল, এটী অনল্প বিস্ময়াবহ নহে

উপসংহারকালে প্রধানপুরুষদিগের নিকটে আমাদিগের উপরোধ এই, আমরা এই মকদ্দমাসম্বন্ধে উপরে বিচারপতির অকর্ত্তব্য আইনবিরুদ্ধ যে ব্যবহারের কথা কহিলাম, দলিলউদ্দিন খাঁবাহাদুরের নিকটে তাহার কৈফিয়ত চাহা কর্ত্তব্য। এ সকল মকদ্দমার আপীল নাই, প্রধান পুরুষেরা সমাচারপত্রে অবগত হইয়া যদি প্রতীকার চেষ্টা না করেন, শোণ দামোদরাদির ন্যায় অবিচার স্রোত দুর্নিবার হইয়া উঠিবে। প্রধান পুরুষেরা নিশ্চয় জানিবেন, মানুষ যদি শঙ্কাশূন্য হয়, তাহার মন উপরোধ অনুরোধ ও ভ্রমপ্রমাদাদি নানা কারণে সহসা বিকারপ্রবণ হইয়া উঠে।

এই প্রস্তাবটীর লেখা সাঙ্গ হইলে পর খাঁবাহাদুরের লিখিত রায়টী আমাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তদ্দর্শনে আমরা অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইলাম। রায়ে লিখিত হইয়াছে, চৌর্য্যের যে অভিযোগ উপস্থিত করা হয়, প্রমাণ না হওয়াতে তাহা অগ্রাহ্য করা হইল। কি আশ্চর্য্য! যদি প্রমাণ না হইয়াছিল, বিচারপতি আসামীর জবাব লইলেন কেন? যত ক্ষণ আসামীর দোষ সপ্রমাণ না হয়, ততক্ষণ আসামীর জবাব লওয়া কিরূপে বিধিসঙ্গত হইতে পারে? পাঠকগণ! বিচারপতি খাঁবাহাদুর সমুদায়

কাজ শেষ করিয়াছিলেন; আসামী...
হাজত দেওয়া কেবল বাকী ছিল; ...
সময়ে পঞ্চমুদ্রা বেতনভোগী কনষ্টব...
সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল এবং ত...
পূর্ব্বাপরবিসম্বাদী বাক্য শুনিয়া স...
পরিবর্ত্ত হইয়া গেল! পাঠকগণ! ...
যের মন কি পরিবর্ত্তনশীল! মনের...
অদ্ভুত গতি! যেসকল ব্যক্তির সা...
আসামীর জবাব লওয়া হয়, তাঁহাদি...
বাক্যে অণুমাত্র কাল্পনিকতা ছিল...
বিচারপতি তাহা স্বয়ং স্বমুখেই স্বী...
করিয়াছিলেন। কিন্তু কি চমৎকার...
সকল কাজের না হইয়া চারিত্রা...
ক্ষুদ্রাশয়, অর্থলোভী এক জন কনষ্ট...
লের কথা কাজের হইল! চুরী হয় ...
কনষ্টবল কি এ কথা কহিয়াছিল? ...
কথার অনৈক্যে কি আসে যায়? ...
আদালত ঘটনাটী মিথ্যা জ্ঞান করি...
বহিগুলি কি শয়তানে লইয়া গে...
পুলিস চোরিত পুস্তকগুলির উ...
করিতে পারিলেন না! আদালত ...
গিয়াছে একথা বিশ্বাস করিলেন ...
কিন্তু স্কুলের বহিগুলি গেল। ...
সেগুলি কে দেয়? গবর্ণমেণ্ট দিন। ...
মেণ্ট আমাদিগের নিকট হইতে ...
লইয়া যখন এরূপ জঘন্য পুলি...
আদালত রাখিয়াছেন, তখন গবর্ণ...
রই বহিগুলি দেওয়া কর্ত্তব্য।

—:•:—

ভারতবর্ষের প্রতি রাজস্বসম্বন্ধে

আর একটী অবিচার।

আমরা এক টেলিগ্রাম পাঠ ক...
বিস্ময়াপন্ন হইলাম, আবিসিনিয়া...
সকল সৈন্য যুদ্ধার্থ গমন করিয়া...
তাহাদিগকে যে ভাতা দেওয়া ...
তাহা ভারতবর্ষীয়দিগের স্কন্ধেই প...
হইয়াছে। ভারতবর্ষীয়েরা প্রথম...
বলিয়া আসিতেছেন, আবিসিনিয়া...
সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইহঁাদিগের কোন ...

—৮৮১—

াই। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের অবিবেচনা
অহমিকানিবন্ধন কন্সল ও দূত কারা
দ্ধ হন। ইহাঁদিগের উদ্ধারার্থ যুদ্ধ
র। ইংলণ্ডের সম্মানরক্ষাই যুদ্ধের
কৃত কারণ। ভারতবর্ষের সৈন্যগণ এই
দ্ধে শোণিতপাত করিয়াছে; ভারতব-
য় গবর্ণমেণ্ট অগ্রিম টাকা দিয়া ব্যয়ের
বিধা করিয়া দিয়াছেন। সৈন্যগণ যখন
স্থলে ছিল, তখন তাহাদিগের বেতন
রতবর্ষীয় ধনাগার হইতে দেওয়া হই-
ছে। পক্ষান্তরে ইংলণ্ড যদি এক জন
নিককে এ দেশের কার্য্যে প্রেরণ
রেন, তাহা হইলে সাউদামটন ত্যাগ
রিবামাত্র আমাদিগকে তাহার বেতন
তে হয়। গমনাগমনের ব্যয় আমাদি-
র। সৈন্যগণ এ দেশে আসিয়া যে বস্ত্র
রিধান করে, যাইবার সময়ে তাহা
য়া গেলে আমাদিগকে তাহার মূল্য
ওয়া হয় না। ইহা কি পর্য্যাপ্ত নহে?
জন্য ভাতা দেওয়া হয়? যুদ্ধ জয়ের
মিত্ত ত? কাহার নিমিত্ত যুদ্ধ হই-
ছে? যদি ইংলণ্ডের সুবিধার নিমিত্ত
হইল, তবে তাহার পুরস্কার আমা-
কে দিতে হইতেছে কেন? জয় ইং-
ণ্ডর, সকল সুবিধা ইংলণ্ডের হইল;
য়র বেলা আমরা। বন্দীদিগের মধ্যে
জন ভারতবর্ষীয় ভৃত্য থাকিলেও
তবর্ষের স্কন্ধে যুদ্ধের ব্যয়ের অর্দ্ধাংশ
পণ করা হইত সন্দেহ নাই। মন্ত্রিগণ
বিধা পান নাই, এই নিমিত্ত নানা
করিতেছেন। ফলতঃ ভারতবর্ষের
ব্যয়ভার নিক্ষেপ করা ইংলণ্ডীয়
মেণ্টের পক্ষে নূতন নহে। বর্ত্তমান
গণের সময়ে ঐ রোগটী আরও
য়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ডে ইহাঁরা
কারণে অপ্রিয় হইয়াছেন; ইহার
র টাকার ভার অধিক পড়িলে
ডিস্রেলি সাহেবের সহচরগণকে
্যাগ করিতে হয়, এই আশঙ্কায় ভার

তবর্ষের স্কন্ধে ব্যয়ভার চাপাইতেছেন। এটি অতিশয় অন্যায়; ইহাতে সাধারণের অসন্তোষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। আমরা যে কষ্টকর ভার বহন করিতেছি, তাহা আমরাই জানি এবং পরমেশ্বর জানেন। প্রতিবৎসর নূতন কর হই তেছে। বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরল লার্ড কর্ণওয়ালিসের অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া বিদ্যাশিক্ষা ও রাস্তার নামে ভূমির কর বৃদ্ধি করিতে বলিয়াছেন। আমাদিগের এই কষ্ট; ইহার উপরে আবার যদি ইংলণ্ড মধ্যে মধ্যে উপদ্রব করেন, আমরা কিরূপে বাঁচি। মন্ত্রিগণ কবে আমাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিবেন? সেসকল রাজনীতিজ্ঞ একটী রাজ্য অপেক্ষা ব্রিটিশ জাতির ন্যায়ানুগত ব্যবহারকে অধিক মূল্যবান জ্ঞান করিতেন, তাঁহাদিগের দল কি নিঃশেষিত হইয়াছে?

—:০:—

গঙ্গার সেতু।

কলিকাতার মধ্যে অথবা অতি নিকটে একটী সেতু করা যে কর্ত্তব্য, তাহা সাধারণে স্বীকৃত হইয়াছে। পাঁচ বৎসর যাবৎ এ বিষয়ের তর্ক চলিয়াছে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এপর্য্যন্ত কিছুই স্থির হইল না। ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির স্বার্থপরতা একটী বিশেষ বিঘ্নস্বরূপ হইয়াছে। এই কোম্পানি আপনারাও সেতু করিবেন না; অন্য কাহাকেও করিতে দিবেন না। তাঁহাদিগের মুখাপেক্ষা করা বৃথা কালহরণ মাত্র। পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পানি সেতু করিতে উদ্যত আছেন; কিন্তু তাঁহারা যে নিয়মে করিতে চান, তাহাতে সম্মত হইলে ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের ক্ষতি হয়। এত দিন উভয় কোম্পানি আপনাদিগের স্বার্থানুসন্ধান এবং গবর্ণ মেণ্ট মুখব্যাদান করিয়া তাঁহাদিগের

বিবাদ দর্শন করিতেছিলেন। স
সুবিধা হইবার একটী সম্ভাবনা হই
সেতুনির্ম্মাণের ভার তৃতীয় পক্ষের
সমর্পণ করিবার পরামর্শ হইতে

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট বণিক্ স
দের নিকটে পরামর্শ জিজ্ঞাসা ক
বণিকগণ বলিয়াছেন, কাশীপ
নিকটে সেতু করিলে বিশেষ ফ
হইবে না; ঐ স্থান বাণিজ্যের ও
স্থান হাটখোলা ও লালদী
অনেক দূর। তথায় শকটদ্বারা বা
দ্রব্য লইয়া যাইতে হইলে
কষ্ট তেমনি ব্যয় পড়িবে। সচ
মফস্বল হইতে যেসকল বাণিজ্য
আইসে, তাহা এক কালে রপ্ত
নিমিত্ত জাহাজ বোঝাই হয় না।
মতঃ মহাজনদিগের গোলায় উ
পরিষ্কৃত হইলে পর জাহাজে
যাওয় হয়। কাশীপুরে সেতু
চিৎপুরে গুদাম হইলে দ্বিগুণ
ও সময়নাশ হইবে। আর বালি অ
হাবড়া পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় রেলও
যে মূল্যবান সম্পত্তি আছে, তাহা
প্রকার মূল্যহীন হইয়া পড়িবে। ব
সম্প্রদায় তন্নিমিত্ত প্রস্তাব করিয়াছে
হাটখোলা অথবা তাহার কিছু উত্তর
দক্ষিণে সেতু করা কর্ত্তব্য; আর্ম্ম
ঘাট হইতে হাবড়াপর্য্যন্ত সেতু
সম্ভাবিত নহে। তাহা করিলে প্রথম
জাহাজ যাইবার অসুবিধা হইবে।
বড় জাহাজ আর্ম্মাণী ঘাটের উপর গ
করে না বটে; কিন্তু সর্ব্বদা স্লুপ
সালকীয়ের দিকে গমনাগমন কর
থাকে। সেতু হইলে সে সুবিধা থাকি
না। আর একটী অনিষ্ট এই হইবে
হাবড়াতে যেসকল বহুমূল্য ডক আ
তাহা উঠাইয়া দিতে হইবে। এ
সামান্য ব্যয় নহে; অসুবিধাও সামা
নয়। অতএব হাটখোলাই যথার্থ স্থ

তেছে। তবে একটী আপত্তি করা
ছে যে, গত ৭১ অব্দের ঝড়ে জাহাজ
বাশীপুরের কোল পর্য্যন্ত গিয়া
; হাটখোলায় সেতু হইলে তদ্রূপ র
জাহাজ পড়িলে তাহা ভগ্ন হইবে।
এ আপত্তি তাদৃশ বলবতী বোধ
তেছে না। জাহাজের বৃহৎ শৃঙ্খল ছিন্ন
য়া ফেলিয়া লইয়া যায়, এরূপ ঝড়
দা ঘটে না। সে ঘটনা সচরাচর
না সেতুও ঝড়ে ভগ্ন হইতে পারে।
ক সম্প্রদায় বলিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত
র সময়ে বয়ার নঙ্গর ও শৃঙ্খল
ল জীর্ণ হইয়াছিল; তন্নিমিত্ত এত
জ উপরে গিয়াছিল। ঐ সময়ে
কল জাহাজ নিজ নিজ শৃঙ্খলদ্বারা
ছিল, তাহার মধ্যে অনেকগুলির
হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে নঙ্গর,
ও শৃঙ্খলের পরীক্ষা করিলে এই
পদ ঘটিবার অল্পই সম্ভাবনা থা
বে। হাটখোলায় সেতু হইলে উত্তর
শ বন্দর আরও বৃদ্ধি হইবে; এক্ষণে
সকল স্থানে গোলা নাই তথায় গোলা
বে; শকটদ্বারা বাণিজ্য দ্রব্য আনি
র ত কথাই নাই।

এই সেতু করিয়া হাটখোলায় একটী
নূতন চীনেবাজারের নিকটে একটী
গুদাম করা কর্ত্তব্য। এই দুই
নেই শিয়ালদহ হইতে রেলে দ্রব্য
নগ্রী আসিবে। বণিকসম্প্রদায় বলেন,
মেরিকার ন্যায় নগরমধ্যস্থিত রেল
ড়ি অশ্বদ্বারা চালান কর্ত্তব্য। এই
প্রস্তুত করিবার ভার এক পৃথক
ম্পানির হস্তে দেওয়া তাঁহাদিগের
মত। সর্ব্বসাধারণ পূর্ব্বে এই মত
করিয়াছেন। সেতু হইলে তাহার
দিয়া রেইলওয়ে শকট অপ-
অনবিধ শকট যাইতে পারিবে।
পথিকগণ আর এক পার্শ্ব দিয়া যাইবেন।
আমরা বণিক্ সম্প্রদায়ের প্রস্তাবের

সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি। হাটখোলায় সেতু হইলে আর একটী বিশেষ উপকার এই হইবে, ঐ অঞ্চলের যে ঘন বসতি আছে, তাহা কতক বিরল হইয়া পড়িবে। স্বাস্থ্যের পক্ষে যে ইহা মহোপকারক, তাহা বলা বাহুল্য। আমরা এই সঙ্গে প্রস্তাব করিতেছি, কলিকাতায় যে প্রকার ঘন বসতি হইয়াছে, তাহাতে নগরের সীমাবৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। দক্ষিণে কালীঘাট, পশ্চিমে শিবপুর হাবড়া ও শালিকা; উত্তরে সিঁতি ও পাইকপাড়া এবং পূর্ব্বে সুঁড়ো ও টেঙরা পর্য্যন্ত নগরের সীমা বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য হইতেছে। নগরে বাসের একটী মোহিনী শক্তি আছে। আমি নগরে বাস করিতেছি, এই ভাবিয়া অনেকে আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিবেন। কলিকাতার কাঁসারীদিগের ন্যায় এক পাড়ায় মধুমক্ষিকাকারে বাস করা অপেক্ষা একটু দূরে বাস করা বহুগুণে উৎকৃষ্ট। নগরের সীমা বৃদ্ধি করিলেই বিস্তর লোকে আহ্লাদপূর্ব্বক এইসকল উপনগর অঞ্চলে বাটী করিবেন। এ কার্য্যটী সেতুনির্ম্মাণের পূর্ব্বে করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে রেলওয়ের নিমিত্ত যেসকল ভূমি ও বাটী ক্রয় করিতে হইবে তাহার মূল্য তত অগ্নিবৎ হইবে না

উপসংহারকালে আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি, আর স্বার্থপর রেলওয়ে কোম্পানিদিগের মুখাপেক্ষা না করিয়া এই প্রকৃত হিতকর কার্য্যটী অবিলম্বে আরম্ভ করেন। ভারতবর্ষের রাজধানীর আর এপ্রকার লজ্জাকর অবস্থা রাখা বিধেয় হয় না।

### আমাদিগের ব্যবহারাজীবগণ ও তাঁহাদিগের পরীক্ষাপ্রণালী।

আমাদিগের আইন শিক্ষা ও ওকালতী পরীক্ষাপ্রণালীর একরূপতা না থাকাতে সবিশেষ অনিষ্ট হইতেছে।

বঙ্গদেশে পাঁচ প্রকার পরীক্ষা হয়
প্রথম, বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এল, এবং
এল, এল, পরীক্ষা। দ্বিতীয়, জেলা আদা
লতসমূহের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি
ওকালতির পরীক্ষা। তৃতীয়, ফৌজদারি
আদালতের মোক্তারির পরীক্ষা। চতুর্থ
রাজস্বসংক্রান্ত আদালতের প্রতিনিধি
পরীক্ষা। পঞ্চম আটর্ণীর পরীক্ষা
কেবল বি, এল, পরীক্ষোত্তীর্ণেরা
প্রধানতম বিচারালয়ের আপীলবিভাগে
ওকালতী করিতে পারেন, আটর্ণী
উক্ত বিচারালয়ের আদিম বিভাগে
কার্য্য করিতে এবং সেউলিয়া বিভাগে
প্রশ্নোত্তর করিতে সমর্থ হন। বি
প্রকৃত ওকালতিসম্বন্ধে আটর্ণী এল, এ
এবং কমিটী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্র
শ্রেণীর উকীল ইহাদিগের তুল্যতা আছে
আটর্ণীদিগকে দীর্ঘকাল কার্য্য শিখি
হয়। এল, এল ও কমিটি পরীক্ষার প্র
শ্রেণির উকীল উভয়কেই আই
উপদেশ শ্রবণ করিতে হয়। উভয়
ইংরাজীতে পরীক্ষা দেন। তবে প্রভে
মধ্যে এই, এল, এল পরীক্ষার্থীরা অপে
কৃত অল্প পরিশ্রমে ও পরীক্ষার অ
নম্বর পাইয়া উত্তীর্ণ হন। এরূপ প্র
করিবার কি কারণ আছে, আমরা
বুঝিতে পারিতেছি না; অন্য সকল
ইহা বুঝেন না; প্রধানতম বিচারাল
ইহা যে বুঝিয়াছেন, বোধ হইতেছে
এইরূপ নানা স্থানে নানাপ্রকার প
প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার প্রয়ো
কি? একবিধ পরীক্ষাপ্রণালী ক
কি চলে না?

ইংলণ্ডে বারিষ্টরদিগকে
প্রকার পূর্ব্বপরীক্ষা দিতে হয় না
নিমিত্ত বারিষ্টরদিগের অধিকাংশ
উপযুক্ত হন। যে কোন ব্যবসায় শি
হউক, তাহার প্রতি একটী স্বাভা
প্রবৃত্তি চাই। সেই স্বাভাবিক প্র

তের গমনপথে কোনপ্রকার তবন্ধক উপস্থিত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। পূর্ব্বপরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম সেই তবন্ধক। বর্ত্তমান পরীক্ষাপ্রণালী ারে প্রথমতঃ বি, এ, পরীক্ষা না ল বি, এল, পরীক্ষা দিতে পারা যায় কৃতবিদ্য লোক পাইবার আশয়েই নিয়ম করা হইয়াছে; কিন্তু যাঁহা- র স্বভাবতঃ ব্যবহারাজীব হইবার গাগিনী বুদ্ধি ও ইচ্ছা আছে, বিশ্ব ালয়ের বি, এ, পরীক্ষা তাঁহাদিগের তবন্ধকতা করিতেছে। তাঁহারা ঐ ক্ষা দিতে পারেন না বটে; কিন্তু ল লোক আইনের পরীক্ষা অনায়াসে ত এবং ওকালতি করিবার সুবিধা লে সবিশেষ যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে রেন। যিনি যে ব্যবসায় করিবেন, তাহার প্রতি তাঁহার কতদূর অনুরাগ ার মর্ম্মগ্রহ ও অবান্তর ভেদজ্ঞান া আছে তাহা দেখা কর্ত্তব্য। বোধ এক জন সূত্রধরের কর্ম্মশিক্ষার ইচ্ছা তেছেন। তিনি ঝুড়ি বুনিতে পারেন া, তাহা দেখিলে কি হইবে? লদিগের বিষয়ে কার্য্যতঃ ঐরূপ হই । উকীলের কৃতবিদ্য হওয়া একান্ত শ্যক বটে; কিন্তু অক্ষশাস্ত্রের কতক কঠিন নিয়ম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ত কতকগুলি পুস্তক অধ্যয়ন না ল কি কেহ কৃতবিদ্য হইতে পারেন ডাক্তর জনসনের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ছিল না; কিন্তু তিনি কি ল, ডি উপাধি পাইবার পূর্ব্বে বিদ্য বলিয়া পরিগণিত হন নাই? রা উকীল হইবেন, তাঁহারা কি রে আপনাদিগের ব্যবসায় করি এবং যেসকল পুস্তক অধ্যয়ন ত হইবে তাহা উত্তমরূপে বুঝিবার াহার ব্যাখ্যা করিবার তাঁহাদিগের ্য আছে কি না, এই মাত্র দেখিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে। যে সে ব্যক্তি এক্ষণে উকীল হইতে পারেন না। এক্ষণে আইনের সপ্রকার জটিলতা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে কেবল আইন বহির ধারা ও প্রকরণগুলি মুখস্থ করিলে চলে না। ব্যবহারাজীবকে প্রত্যহ নূতন নূতন গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হয়। অজ্ঞ লোকের কি এ ক্ষমতা হয়? ইংলণ্ডে ব্যারিষ্টর উপাধিধারী অনেক গ্রাম্য অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট আছেন বটে; কিন্তু ইহাঁরা কি ওয়েষ্টমিনষ্টর বাটীতে আসিয়া তর্ক করিতে সাহসী হন? স্বাধীনভাবে অধ্যয়ন ও পরীক্ষাদানপ্রণালী থাকিলে দুই চারি জন অপদার্থ লোকের উপাধিধারী হইবার সম্ভাবনা আছে সত্য; কিন্তু অধিকাংশ যথার্থ যোগ্য ব্যক্তিরই সমধিক প্রাদুর্ভাব হয়। এই স্বাধীন প্রণালী না থাকাতে যে অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রধানতম বিচারালয় যে বুঝিতেছেন না, ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয়। যেধাতুতে দ্বারকানাথ মিত্র অথবা সর বার্ণেস পিকক প্রস্তুত হইয়াছেন, সে ধাতুর লোক বি এল পরীক্ষোত্তীর্ণ দলে কয় জন দেখিতে পাওয়া যায়? বাল্যকাল অবধি নেপলিয়ন এবং ওয়েলিঙ্গটন যুদ্ধকার্য্যের প্রতিই অনুরক্তি প্রদর্শন করিতেন। তাঁহারা যদি কেবল ব্যবসায় বলিয়া ইহা গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে কখনই এত যশস্বী হইতে পারিতেন না। বর্ত্তমান পরীক্ষাপ্রণালীতে যে আর একটী অনিষ্ট ঘটিতেছে তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। আইনের উপদেশশ্রবণ অতিশয় কর্ত্তব্য; কিন্তু প্রথম দুই বৎসর কোন ছাত্রই মনোযোগ সহকারে উহা শ্রবণ করেন না। সকলেই বি, এ, পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত ব্যস্ত; সুতরাং উপদেশক যখন উপদেশ দেন, তখন ছাত্রগণের কেহ অন্য পুস্তক পাঠ করেন কেহ বা নিদ্রা যান। অনেক ছাত্র শেষ বৎসরের পূর্ব্বে আইন পু ক্রয় করেন না। এস্থলে তাহার দো ছাত্রদিগের দোষ নাই; কেহ এক ব দুই দিক রক্ষা করিতে পারেন না। দিগের বি, এ, পরীক্ষার নিমিত্ত পরিশ্রম করিতে হয়, তাহাতেই সময় অতিবাহিত হইয়া যায়। অধ কেহও দোষ নাই; তাঁহারা যথা পরিশ্রম করেন। দোষ প্রণালীরই তেছে। এপ্রণালীর পরিবর্ত্ত অবশ্য কর্ত্তব্য।

সম্প্রতি আগরার কালেজে যেপ্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার অ করিয়া এই নিয়ম করা কর্ত্তব্য যে, ই কীতে বুৎপত্তি থাকিলেই যে সে ব্যক্তি আইন শ্রেণীতে গ্রহণ করা হইবে প্রতিমাসে ছাত্রদিগের পরীক্ষা কর্ত্তব্য। যাহারা এইসকল মাসিক ক্ষায় সুযোগ্যতা প্রদর্শন করিতে পারিবেন, তাঁহারা শেষ পরীক্ষা পারিবেন না। বি, এল, ও এল, বলিয়া প্রভেদ রাখিবার প্রয়োজন ন কমিটি পরীক্ষার কোন প্রয়োজন দে যাইতেছে না। এক্ষণে প্রদেশবিশে পরীক্ষাবিশেষ, আবার এক প্রদে নানাপ্রকার পরীক্ষাপ্রণালী থাকা কেবল গোলযোগই হইতেছে এবং য উপযুক্ত লোকের উন্নতিপথে ক ক্ষেপণ করা হইতেছে। যিনি ওকাল করিবেন, তাঁহার কেবল প্রশংসা থাকিলেই কাজ হইবে না, তাঁহ প্রত্যহ আত্মক্ষমতার পরিচয় দিতে হই অতএব এপ্রকার গোলযোগ সুচা পরীক্ষার একাকার নিয়ম করাই কর্ত্ত

—:·—

### প্রাপ্ত।

#### আমাদিগের আমোদ।

নিষ্কর্ম্মা হওয়া যেমন দোষ, মধ্যে আমোদ না করাও সেইপ্রকার দো

। সভ্যতানিবন্ধন সকল জাতির পরি
বৃদ্ধি হইয়াছে। পৃথিবীর কোন কালেই
র এত দলা ছিল না। সভ্যতা যত বৃদ্ধি
হইতে থাকিবে, ততই সময়ের মূল্য অধিক
। পূর্ব্বে এ দেশের প্রায় সকলেই কৃষি
র উপরে জীবিকা নির্ভর করিতেন।
। স্বহস্তে এ কার্য্য না করিতেন তাঁহা
কয়েক বিঘা ভূমিব্যতীত দিন
র অন্য উপায় ছিল না। তখন বনে
দস্যুর এত প্রাদুর্ভাব হয় নাই।
ন্নরা অলস ছিল। অতএব সহজেই
নির্ব্বাহিত হইত। এই নিমিত্ত কর্ম্ম
লোকেরা আমোদের নিমিত্ত অধিক
পাইত। প্রতি পল্লীগ্রামে বৃক্ষতলে
কাহার চণ্ডীমণ্ডপে আড্ডা ছিল।
সেই স্থানে সমাগত হইতেন। প্রাতঃ
অবধি বেলা দশ এগার ঘটিকাপর্য্যন্ত
স্ব স্ব কৃষিকার্য্য দর্শন করিতেন;
বৈকাল ঐ আড্ডায় আমোদে অতি
ত হইত। তথায় সদালাপ এবং মহাভা
রামায়ণ পঠিত হইত; ঐ স্থানে
তে শখের কবির আকড়া হইত। স্ত্রীলো
চরকাদ্বারা যে সূতা কাটিতেন তদ্দ্বারা
র তন্তুবায় বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিত;
যত গরু মরিত, সে সমুদায়ের চর্ম্ম
মুচির প্রাপ্য ছিল, এই নিমিত্ত প্রতি
ত মুচি প্রতিবৎসর বিনা মূল্যে জুতা
নাপিত, রজক ও চৌকিদারগণ কয়েক
ভূমি পাইয়া আপন আপন কার্য্য
। তখন এক কাল ছিল; লোকে তত
ছিলেন না, কিন্তু সুখী ছিলেন। তখন
টাক্স ও লাইসেন্স টাক্সের নিমিত্ত
পীড়ি ও চিন্তা ছিল না। তখন বিলা
র নিমিত্ত পৃথক ভূমির করের ভয়
না হইত না এবং নিয়মবহির্ভূত
দারগা নামও কেহ জানিতেন
অসার ম্যাজিষ্ট্রেট চোর দস্যুব্যতীত
ভদ্রলোককে অপরাধীর কাটগড়ায়
দর্শন করিতেন না। ম্যাজিষ্ট্রেটের
ট যাইতে লোকের আতঙ্ক হইত,
সকলেই কে ভাল বাসিতেন ও

শ্রদ্ধা করিতেন। স্থানান্তর যাইতে হইলে পাঁচ সাত দিন অবধি সহচরসংগ্রহ করা হইত। তখন এত উন্নতি, এত বিদ্যাশিক্ষা, এত রাজনীতিসংক্রান্ত আন্দোলন ছিল না; লোকে প্রায় আমোদ করিয়াই সময় অতিবাহিত করিতেন। কিন্তু এক্ষণে সময়ের পরিবর্ত্ত হইয়াছে। এখন হয় কাজ কর, নচেৎ অন্ন বিনা প্রাণত্যাগ কর। এখন কেবল কয়েক বিঘা পৈতৃক ভূমিতে সকল অভাব নিরাকৃত হয় না। মাঞ্চেষ্টরের তন্তুবায়গণ দেশীয় যুগীকে দূরীকৃত করিয়াছে; গ্রাম্য মুচিগণও লালবাজার ও কসাইটোলার ফিরিঙ্গী দিগের নিকট আপনাদের খরিদদারকে অর্পণ করিয়াছে। বটতলা ও চণ্ডীমণ্ডপে আর কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত শ্রবণে লোকের আমোদ হয় না। শখের কবির গাহনা শৃগালচীৎকার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এক্ষণে লোকের আমোদ অপেক্ষা কাজই অধিক। সকল কাজ বিশেষ নিয়মানুসারে করিতে হয়। গ্রাম্য গুরু মহাশয়ের স্থলে নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের পণ্ডিত শিক্ষা দিতেছেন। রামায়ণ মহাভারতের পরিবর্ত্তে সাহিত্য বিজ্ঞান ও রাজনীতির তর্ক হইতেছে। ব্যবসায়, আমোদ, বস্ত্র আহারীয় প্রভৃতি সকলেরই পরিবর্ত্ত হইয়াছে।

কিন্তু এত উন্নতির সত্ত্বেও আমাদিগের একটী বিশেষ দুর্দ্দশার কারণ রহিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট শতসহস্র চেষ্টা করিলেও ইহার অপনোদন করিতে পারিবেন না এবং এটি তাঁহাদিগের কর্ত্তব্যও নহে। বিচারপতি ফিয়ার কতক অংশে ইহা পারেন; কিন্তু একাকী তাঁহারও কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, নিষ্কর্ম্মা থাকা ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করা সমান দোষ। আমাদিগের পরিশ্রম বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু সেই প্রকার আমোদ বিশুদ্ধ হয় নাই। ঢোল ও কাঁসির পরিবর্ত্তে সমবেত বাদ্য এবং কবি ও যাত্রার পরিবর্ত্তে নাটকাভিনয় ব্যতীত এ বিষয়ে আর কোন উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে না। ইহাও নিয়মিত আমোদের মধ্যে নহে। বৎসরের কয়েক দিন নামমাত্র নাটক হয়। এ

নাটকাভিনয় শখের দলের দ্বারা হও
স্বেচ্ছামত সকলে এ আমোদ ভোগ ক
সমর্থ নহেন।

গাহন বাজনাঃ আমোদ ত
গেল। ভোজনের আমোদও ইহা অ
উৎকৃষ্ট নহে। আমাদিগের মহা
কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা এ
সকলের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। এক বৃহৎ
আচ্ছাদিত ভূমিতে ১০০০।
লোকে একত্র নিরাসনে বসিয়া
পত্রে ২৫ খানা ব্যঞ্জন আহার করা
বে ৭ চারিটার সময়ে আহার করিয়া
দের শেষ হয় ইহাতে প্রতি যজ্ঞের
দুই জন চারিজনকে অবশ্যই উদরা
ম্য রোগ করিতে হয়। প্রকাশ্য ভোজ
ত্রই এই প্রকার রহিয়াছে। তবে নব
অনেকে বাগানে গমন করেন সভ্যা
কারে ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ হয় বটে কিন্তু উ
সুরাপান ও অন্যান্য দুষ্ক্রিয়ার বিলক্ষণ
র্ভাব লক্ষিত হয়। অতএব ইহা অ
আমাদিগের সামিয়ানার নীচে কদর্য্য
ভোজন সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ। এ
আরও কয়েকটী বিশেষ দোষ আছে
প্রাশন বিবাহপ্রভৃতি কার্য্যসমূহ য
রে বিষয়; কিন্তু আমাদিগের সম
দোষে এগুলি কেবল আত্মীয়দিগের
ক্তির কারণ হইয়া উঠিয়াছে। কোন
বাটিতে পূজা করিয়া দশ জনকে
করিলে তাঁহাদিগকে প্রণামী
হইবে নচেৎ অপমান হয়। এই প
প্রাশনে যৌতুক এবং বিবাহে
ভাতের কাপড়প্রভৃতি নির্দ্ধারিত
যদি সকলের মনের কথা জিজ্ঞাসা
যায় তাহা হইলে প্রকাশ পাইবে,
বিষয়ে নিমন্ত্রণ হইলে সকলেই দায়গ্রস্ত
পড়েন। এ নিমন্ত্রণ যত না হয় তত
এটী প্রায় সকলেরই মত। অতএব এ
উঠাইয়া দেওয়া কি কর্ত্তব্য নহে?

ফলতঃ আমরা যে দিগে দৃষ্টিপাত
সেই দিগেই প্রকৃত আমোদ দর্শন ক
পাই না। আমাদিগের অভূতপূর্ব্ব

...ক হইয়াছে কিন্তু বিশুদ্ধ আমোদ একটীও ...ই। এক্ষণে ইহার পরিবর্ত্ত করা উচিত ... না, আমরা সমাজকে তাহা বিবেচনা ...রতে অনুরোধ করিতেছি।

—:০:—

## বিবিধসংবাদ।

১০ ই আষাঢ় সোমবার।

...শ্যামনগরের হত্যাকাণ্ডনিবন্ধন এতদ্দে... সর্ব্ব সাধারণে যেপ্রকার বিরক্ত হইয়াছেন ...ভাব প্রকাশ করাতে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ...কেশন গেজেটের সম্পাদককে “মিথ্যা জনরব ...শ” করিবার দোষ দিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছেন ...প্টনণ্ট গবর্ণর বলেন, মিথ্যা জনরব প্রকাশ ...করা এডুকেশন গেজেটের কর্ত্তব্য যে হেতুক ... করায়েই সংবাদপত্রখানি তাঁহার হস্তে ...য়া হইয়াছে। সম্পাদক যথোচিত সাহস ...কারে প্রত্যুত্তর দিয়াছেন, তিনি বলেন, এত...ীয় সকল সংবাদ পত্রে এই বৃত্তান্ত প্রকাশিত ... এবং তিনি নিজে অনুসন্ধান করিয়া ...হার যাথার্থ্য অবগত হইয়াছেন। আর তেল ...য় গবর্ণমেণ্টের একটী বিভাগ নহে, রেলওয়ে ...প্পানির বিরুদ্ধে কিছু বলিলে গবর্ণমেণ্টের বির... হইবার কোন কারণ দেখা যাইতেছে না। ...তিনি নিজে সত্য স্বীকার করিয়া লিখেন ...হাতে যদি গবর্ণমেণ্ট বিরক্ত হন, তবে এবি... কিসে না হইবে তাহা তিনি জানেন না ...ত অবস্থায় তিনি উচিতসহকারে আপনার ...ব্য কর্ম্ম করিতে সমর্থ নহেন, অতএব পদ...গ করিতে চাহিয়াছেন। যাহা সর রিচার্ড ...পর মধ্যে ভারতবর্ষে এবং পঞ্জাবী শাসন...গণ পঞ্জাবে করিয়াছেন ও করিতেছেন ...সাহেব তাহা বঙ্গদেশে করিতে চাহেন। ... পক্ষী এক মেষ শাবককে ঠোঁ মারিয়া ...য়া গেল, তদ্দর্শনে এক কাক এক বৃহৎ ...ষর উপরে ঠোঁ মারাতে আটকাইয়া পড়িল। ...সাহেবের শাসনের প্রারম্ভে এতদ্দেশীয় সর্ব্ব ...ারণের সহিত এরূপ বিচ্ছেদ হইল এটী অতি ... দুঃখের বিষয়।

...সব ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট বোম্বাই স্থিত শাখা ...দেশীয় ব্যাঙ্ক উঠাইয়া দিবার মানস করিয়া...। বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্কের শাখারা যদি কাজ ...তবে আমরা এক বৃহৎ স্বতন্ত্র ব্যাঙ্ক করিয়া ...বৃদ্ধি করিবার কোন কারণ দেখি...ছি না।

...হরণনামক যে দুরাত্মা আগরার নিকটে একটী ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকের সতীত্ব ভঞ্জন করিবার চেষ্টা পাওয়াতে ঐ স্ত্রীলোক শকট হইতে লম্ফ দিয়া পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৩ বৎসর মেয়াদ হইয়াছে। এব্যক্তি প্রথমতঃ ইহার ভাতুরকে অচৈতন্য করে তৎপরে ইঁহাকে ধরিতে যাইবাতে তিনি লম্ফ দিয়াছিলেন। বলাৎকার হয় নাই, সুতরাং স্বাভাবিক লজ্জাশীলতার বিরুদ্ধ কাজ ও বলপ্রকাশের অপরাধের বিচার হয়। জুরি অপরাধীর দুই জন ইউরোপীয় সহচরের কথা অবিশ্বাস করিয়া মৃত স্ত্রীলোকের ভাতুরের কথার উপরে নির্ভর করিয়া দোষী বলেন। প্রধান বিচারপতি মর্গান তাহাকে পূর্ব্বোক্ত মেয়াদ দিবার সময়ে আক্ষেপ করিয়াছেন, যদি তাঁহার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে তিনি তাহাকে উত্তমরূপে প্রহার করিবার আজ্ঞা দিতেন, এই সুবিচারে সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন। আমাদিগের বিচারপতি মাকফার্সনের নিকটে হইলে অপরাধীকে বলা হইত “অপরাধী তুমি অবশ্যই জানিতে না, যে তোমার কার্য্য দ্বারা এমত দুর্ঘটনা হইবে। তুমি বিদ্রূপ করিবার নিমিত্ত স্ত্রীলোকটীর হস্ত ধারণ করিয়াছিলে তাহা আমার বোধ হইতেছে। তথাপি এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকের হস্তধারণ করা অনুচিত। অতএব তোমার বিনা শ্রমে দুই সপ্তাহ মেয়াদ হইল।”

আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, কলিকাতার পুলিস কমিসনর এক জন এতদ্দেশীয় লোককে ইনস্পেক্টরের পদ দিয়াছেন। এক্ষণে যেসকল নীচ শ্রেণির ইউরোপীয় এক পদে আছে তাহাদিগকে পয়সা দিয়া না করান যায় এমত কাজ নাই। হগ সাহেব যদি ইহাদিগের শঠতা দেখিতে চাহেন ত অনায়াসে দেখান যাইতে পারে। ইউরোপীয়গণ দোষ করিলে ইহারা অনেক স্থলে জানিয়াও ধরে না মধ্যে মধ্যে মফস্বল হইতে দারোগা দিগের ন্যায় দুই এক জনকে আনিলে যথার্থ কাজ হইবে।

ডেলিনিউস বলেন, এক জন ইউরোপীয় কনষ্টেবল আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিয়া একটী নিম্নশ্রেণির হোটেলে সুরাপান করাতে পুলিস কমিসনর তাহাকে পদচ্যুত করিয়াছেন। ইহারা আপনারা লোকার ও লোকান দেখিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। শৃগাল নীলের জালায় পড়িয়া আশ্চর্য্য রূপ ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু রাত্রিতে অন্য অন্য শৃগাল যখন চীৎকার করিয়া উঠিল তখন আর ক্ষান্ত থাকিতে পারিল না।

আমরা সর্ব্বদা কলিকাতার টিকাগাড়ী ...ষ্টরি আফিসের কর্ম্মচারীদিগের অত্যা... কথা শুনিতে পাই। রেজিষ্টরি করিতে ... প্রায় কেহই নিয়মিত পয়সা দিয়া আ... পারে না সম্প্রতি কতগুলি গাড়ি য়ান ... কমিসনরের নিকটে নালিশ করিয়াছে ... জন কিরিঙ্গি কেরাণীর নিকটে পুরস্কার ... না পাওয়াতে এক জন গাড়োয়ান ত... আর ভাড়া দিতে চাহে নাই, ইহাতে ঐ ... তাহাকে প্রহার করিয়া তাহার ও তাহার ... বেশীদিগের টিকেট কাড়িয়া লইয়াছে। ... র নালিশ এক বার মেজিষ্ট্রেট চিকের ... হইয়াছিল। কিরিঙ্গিদিগকে কোন ... কর্ম্ম দেওয়া উচিত নহে।

এক ব্যক্তি পঞ্জাবের লেপ্টেনণ্ট গব... ডোনালড মাকলিয়ডের নামে দুই লক্ষ ... পাইবেন বলিয়া নালিশ করিয়াছেন। লে... গবর্ণর হইবার পূর্ব্বে তিনি এই টাকা ... করিয়াছিলেন। সর চেনাির রিচ... আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, এক্ষণে সি... য়ানগণ ৩৫ বৎসর কর্ম্ম করিয়া পরিমিত... করিয়াও এক লক্ষ টাকা জমাইয়া স্বদেশে ... গমন করিতে পারেন না। যদি এরূপ হই... ডোনালড মাকলিয়ড যখন কর্জ্জ করেন... এই দুই লক্ষ টাকা কিরূপে পরিশোধ ক... ন্থর কায়িয়াছিলেন?

সম্প্রতি মান্দ্রাজের বন্দরের কাই... উপরে একখানি জাহাজ বাত্যাবেগে নী... য়াতে গড়াটির অধিকাংশ ভগ্ন হইয়াছে ... নিমিত্ত অন্য অন্য জাহাজ হইতে দ্রব্যাদি ... হইবার অতিশয় কষ্ট হইয়াছে। এই ... করাতে প্রায় ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছি...

এরূপ জনশ্রুতি মেইন সাহেব অ... গ্রীষ্মকালে ইংলণ্ডে গমন করিয়া আবার ... কালে আগমন করিবেন। এ প্রকার ... বড় সুখের। প্রধান শাসনকর্ত্তা স্বকর্ত্তব্য... উদাসীন হইলে নিম্নতর কর্ম্মচারিগণে... উদাস্য হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে...

১৫ দিবস বৃষ্টির পর আবার চারি দিব... নক গ্রীষ্ম বাড়িয়াছে। এতদ্দিন কয়ে... ইউরোপীয় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। লা... তাপমানে ১০৫ ডিগ্রি পারা উঠিয়াছে। ... এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় সৈনিকগণমধ্যে ... প্রাণত্যাগ করিতেছেন। এবার গ্রীষ্মকালে ... ও বর্ষাকালে গ্রীষ্ম, এই এক ঋতুপরিবর্ত্ত...

ডেলিনিউসের এক জন পত্রপ্রেরক ... হইতে লিখিয়াছেন, তথায় দুই সপ্তাহকাল...

ত বৃষ্টি হওয়াতে শস্য এক কালে নষ্ট হই-
ছে এবং দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা।

হিন্দুরঞ্জিকা বলেন," কয়েক দিবস যাবৎ
নবরত বৃষ্টি হওয়ায় সমস্ত পথগুলি কর্দ্দম কলু-
ষ হইয়া পথিকদিগের গমনাগমনপক্ষে বিল-
ক্লেশকর হইয়াছে। আহার্য্য দ্রব্যসকল
মূল্য হইয়া উঠিয়াছে। পদ্মার জল দিন দিন
হইয়া স্থানবাসীদিগের প্লাবনাশঙ্কা বৃদ্ধি
রিতেছে।"

অমৃতবাজার পত্রিকা বলেন," এ অঞ্চলে
দুই সপ্তাহকাল অনবরত বৃষ্টি হইতেছে।
অনবরত বৃষ্টিতে ধানের কতক ক্ষতি হই-
ছে, নিম্ন জমীর অধিকাংশে আদৌ ধানের
ষ হইতেছে না।"

১১ ই আষাঢ় মঙ্গলবার।

স্যাণ্ডউইচ দ্বীপসমূহের দুই স্থানে ভয়ানক
কম্প ও অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছে। ২৭এ মার্চ
লোয়া পর্ব্বত হইতে অগ্নি বাহির হইতে
ক। পর দিবস এক শত বার ভূমিকম্প হয়।
পরে দুই সপ্তাহ মধ্যে ২০০০ বার কম্প হই
ল। ওয়েলকিনাতে পৃথিবী অনেক স্থানে
হইয়া যায়। একটী সমুদ্র হইতে একটী তরঙ্গ
ফুট উচ্চ হইয়া প্রায় আধপোয়া পথ পর্য্যন্ত
সিয়া বৃহৎ বৃহৎ নারিকেল বৃক্ষপর্য্যন্ত
বিত করে ইহাতে অনেক বাটী ও জীবন
হয়, এক বার ভূমিকম্প হওয়াতে বাটী ও
চীরসকল পতিত হইল। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ১০০
ক ও এক সহস্র অশ্ব ও গো মহিষ প্রাণ
গ করিয়াছে। আগ্নেয় পর্ব্বত হইতে অগ্নি
ও গলিত গন্ধক বাহির হইয়া প্রায় তিন
শপর্য্যন্ত প্রতি ঘটিকায় পাঁচ ক্রোশ দ্রুত
এক নদী হইয়া সমুদ্রে পতিত হয়। এই
দীর্ঘে তিন ক্রোশ ছিল। এক ক্রোশ
ধি একটী নূতন গহ্বর হইয়া প্রায় ১০০০
উচ্চে অগ্নি ও গন্ধক নিক্ষিপ্ত হয়। ইহার
২৫ ক্রোশ হইতে দেখা গিয়াছি
ওয়েলকিনার উপকূল হইতে প্রায় দেড়
শ দূরে সমুদ্রমধ্যে হঠাৎ এক ত্রিকোণ
হইয়া অগ্নি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।
। এপ্রেল সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক ভূমিকম্প
। পৃথিবী এপ্রকার দোলায়মান হইতে
ল যে, কোন ব্যক্তি স্থির হইয়া দণ্ডায়মান
তে পারেন নাই। এই প্রকার কম্প হইতেছে
সময়ে পৃথিবী স্ফীত হইয়া লোহিত বর্ণ
কা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সমুদ্র স্ফীত
কয়েক ক্রোশপর্য্যন্ত লোহিত হইয়া গিয়াছি

ছিল। এখনকার লোকের অতিশয় কষ্ট হওয়া-
তে আমেরিকা হইতে সাহায্য যাইতেছে।

পূর্ব্ব বাঙ্গালার রেলওয়ে কোম্পানির এজেন্ট
৫০০০ টাকার দাবি দিয়া হিন্দুপেট্রিয়টের নামে
লাইবেলের নালিশ করিয়াছেন। মকদ্দমাটী প্রধা-
নতম বিচারালয়ের আদিম বিভাগে হইবে,
আমরা এটী ঈশ্বরকৃত কার্য্য বিবেচনা করিতেছি।
যাহা গ্রে সাহেবের গবর্ণমেণ্ট কমিসনদ্বারা
প্রকাশিত করিতে ভয় পাইয়াছেন, প্রকাশ্য
বিচারালয়ে তাহা সাব্যস্ত হইবে। গ্রে সাহেবকে
অবশ্যই সাক্ষী মানিতে হইবে।

কলিকাতার কমিসনেরা রাজধানীর উত্তর
বিভাগে ক্লার্ক সাহেবের ড্রেণ করিতে সঙ্কল্প
করিয়াছেন, শীঘ্র ইহার ঐচিত্য ও অনৌচিত্য
বিবেচনার্থ সভা হইবে। ইতিমধ্যে নগরবাসি
গণ আবেদন করিয়াছেন, দক্ষিণ বিভাগে যে
ড্রেণ হইয়াছে তাহার পরীক্ষা না করিয়া যেন
নূতন ড্রেণআরম্ভ করা হয় না। এ প্রার্থনা
অতিশয় যুক্তিসিদ্ধ।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়ন শ্রীবৃদ্ধিকারী
দিগের লেকেলে রব পুনর্বার পড়িয়া বলিয়াছেন
কয়েক জন ব্যতীত এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারী মা-
ত্রেই উৎকোচগ্রাহী। পঞ্জাবে ইহা হইতে পারে
কারণ তথায় ইংরাজ কর্ম্মচারিগণই তাঁহাদিগের
আদর্শ হইয়া রহেন। কিন্তু অন্য অন্য স্থানে ইহা-
বরং বিপরীত। অতি ক্ষুদ্র পদেও যত ইউরোপীয়
ও ফিরিঙ্গি আছেন ইহাঁদিগের মধ্যে শতকরা
৯০ জন উৎকোচগ্রাহী। এক জন অতিক্ষুদ্র
কালেক্টর মাসিক ৭০০ টাকা বেতন পান,
কিন্তু তাঁহার বাটী ভাড়া ৩০০ টাকা দিতে হয়
৩।৫ টী অশ্ব রাখে এবং দুই বৎসরান্তে ইংলণ্ডে
গমন করেন। এ ব্যয় কিসে চলে। উৎকোচ সম্ব-
ন্ধে তদন্ত করিলে ইউরোপীয়গণ হারিবেন মাত্র।

কলিকাতার প্রধান মাজিষ্ট্রেট ব্লাগ্‌ডন সাহেব
ওকালতি করিবেন। অতিরিক্ত রবার্টস সাহেব
প্রধান মাজিষ্ট্রেট এবং মিলার সাহেব নামক এক
জন নূতন ব্যারিষ্টর উত্তর বিভাগের মাজিষ্ট্রেট
হইতেছেন। যখন এতদ্দেশীয় অনারারি ভদ্র ব্যক্তি
গণ শ্যামনগরের হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধান করি
তে পারেন, তখন আপীলহীন মকদ্দমা করি
বেন তাহার বিচিত্র কি? কিন্তু এ পদ কোন
এতদ্দেশীয়কে দিলে ভাল হইত না?

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন অবিসিনিয়ার
যুদ্ধনিবন্ধন ছয় কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে।
ইংলণ্ডের লোকেরা উর্দ্ধসংখ্য চারকোটি
স্থির করিয়াছেন। ডিসরেলি সাহেব টল টল
করিতেছেন। এমত অবস্থায় আমাদিগের আশ
ঙ্কা হইতেছে পাছে দুই কোটি টাকা আমাদিগের
স্কন্ধে ফেলিয়া দেওয়া হয়।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট কলিকাতার বেথুন
বালিকা বিদ্যালয়টীকে স্ত্রী নর্ম্মাল বিদ্যালয় করি
য়াছেন। এখানে শিক্ষয়িত্রীগণ বাসস্থানও

পাইবেন। আট্‌কিন্সন সাহেবের অধীনস্থ
তে এতদ্দেশীয় কমিষ্ঠ পদ ত্যাগ করিয়াছে

১২ ই আষাঢ় বুধবার।

ভুটানে পুনর্ব্বার গণ্ডযুদ্ধ হইবার সম্ভা
হইয়াছে। সর্দ্দারের এক জনকে দেবরাজ
নীত করিয়াছেন। টাংসু পেনলো ইহাতে
অসন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছেন, যেখানে তিনি
ব্যবহার ধর্ম্মরাজকে সমুদায় ভুটানের
করিবেন। পেনলো ভুটানের নাদিরশা
বার চেষ্টায় আছেন।

যেসকল যাত্রী প্রতিবৎসরান্তে মক্কায়
করেন, তাঁহাদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার্থ তুরস্ক গ
এক কমিসন নিযুক্ত করিয়াছেন। স
৯ জন চিকিৎসক আরবে আসিতেছেন,
স্থানে স্থানে থাকিবেন। এটী উত্তম হই
কিন্তু আমরা ভারতবর্ষীয় যাত্রীদিগের
সর্ব্বদা শ্রবণ করি, তুরস্ক কর্ম্মচারিগণ
গের নিকটে বিস্তর অর্থ শোষণ করেন,
দস্যুদিগের অত্যাচারের ত কথা নাই। এ
সুলতানের গবর্ণমেণ্টের গোচর করা কর্ত্তব্য

বোম্বাই গেজেটের কাবুলস্থিত
দাতা বলেন, কাবুলের নিকটে আজিম
৬০০০ মাত্র সৈন্য আছে, কিন্তু শি
তাঁহার সৈন্যসংখ্যা ১০,০০০ হইতেছে।
আলি খাঁ আরোগ্যলাভ করিয়া কান্দ
এক দরবার করিলেন। ইহার পর কাবু
কাবুলের দিকে অগ্রসর হইবেন। আজিম
কৃত সন্ধিপ্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে। আ
রহমন খাঁ কয়েকটী ক্ষুদ্র যুদ্ধে পরাজিত
ছেন। আজিম খাঁর অত্যাচার সমান রহিয়া
কাবুলস্থিত কতকগুলি ভারতবর্ষীয় ব
নিকট হইতে তিনি বিস্তর টাকা লইয়াছেন

ইন্দুপ্রকাশ বলেন, ডাক্তর আত্মারা
শিব অয়ুকর ইংলণ্ডে গিয়া অ্যাসিষ্টা
হইয়া চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতে
কাশীর কয়েক জন ভদ্রলোক " নাটকসং
নামক এক নাট্যাভিনয়ের সভা করিয়া
বাবু শিবপ্রসাদ সভাপতি এবং বাবু
নারায়ণ সিংহ সম্পাদক ও বাবু হরিশ্চন্দ্র
সহকারী সম্পাদক হইয়াছেন। প্রাচীন
নায় নাটকের অভিনয় করা ইহাঁদিগের
প্রেত। ক্রমে বাই ও খেমটা নাচের অ
আবশ্যক।

গতকল্য কলিকাতার জষ্টিসেরা আর
অবিবেচনার কাজ করিয়াছেন। ক্লার্ক সা

যে অপরিমিত টাকা ব্যয় হয়, তাহাতে
পীয় বিভাগে যে পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে,
পরীক্ষা না করিয়া আর অন্যত্র ড্রেণ
রামর্শসিদ্ধ নয়, এটী সকলেরই মত হইয়া
এতদ্দেশীয় করপ্রদায়ীরা এই নিমিত্ত
ন করিয়াছিলেন, ডাক্তর মৌএট এক
র্ণ পত্র লিখিয়া বলিয়াছিলেন, ড্রেণে
লোকের পীড়া আরও অধিক হইবে।
ইউরোপীয় জষ্টিসদিগের সংখ্যা অধিক
তে কল্য এতদ্দেশীয় সভ্যদিগের কথা
হইয়াছে। কয়েক লক্ষ টাকা পুনর্ব্বার
হইতে চলিল। ইহাতে সপ্রমাণ করিতেছে
ন জষ্টিসসভা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। নগরের
বিবেচনায় জষ্টিস মনোনীত না করিলে
ান কাজই হইবে না, তাহার অপর প্রমাণ
াক হইতেছে না।

ারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, ২০
র নীচের বেতনভোগী যেসকল ভৃত্য স্ব
াধন করিতে গিয়া দৈবাৎ প্রাণ হারাইবে
দিগের পরিবারবর্গকে পেন্সন দিবার
র্ণ ক্ষমতা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টসমূহের হস্তে
বে। এবিষয়ে গবর্ণর জেনরলের সম্মতি
র আবশ্যকতা নাই। তবে ছয়মাস পরে
কল পেন্সনের এক তালিকা প্রেরণ করিতে
।

ারাগতের সহকারী মাজিষ্ট্রেট এচ, ক্লার্ক
দিন দিন প্রজার অধিকতর প্রিয় হইতে
। এই সদাশয় কর্ম্মচারী সাধারণের উপ
ভিন্ন আর কিছুই জানেন না। এ সম্বন্ধে যে
তাঁহার সাহায্যদান আবশ্যক তাহাতে
পরাঙ্মুখ হন না। ক্লার্ক সাহেব গ্রামের
ন্ত যাবতীয় রাস্তা ও গলি পাকা করিয়া
। পবলিক ওয়ার্ক বিভাগের চুরির যেসকল
র আছে, তাহা ইঁহার নিকটে সফল হয়
সম্প্রতি দুই এক জন চুরি করিতে গিয়া
হইয়া উচিত দণ্ড পাইয়াছে। সম্প্রতি
লক্ষের মোক্তার ও উকীলদিগের নিমিত্ত
ারী মাজিষ্ট্রেট এক পাকাঘর করিয়া দিতে
। গবর্ণমেণ্টের যে সকল বৃক্ষ ঝড়ে পতিত
তাহা বিক্রয় করিয়া যে টাকা উঠিয়াছে,
রা গৃহটী নির্ম্মিত হইবে। একটী আইন
ালয় করিলে ভাল হয়। বারাসতের তর
ও মৎস্যের বাজার পূর্ব্বে মাঠে হইত,
সাহেব আপাততঃ একখানি বৃহৎ আট
করিয়া দিয়াছেন; এটীও পাকা করা
র অভিপ্রেত, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট টাকা দিতে
ত নহেন। এক জন সদাশয় ব্যক্তি দৃঢ়
প্রতিজ্ঞ হইলে কত কাজ করিতে পারেন, ক্লার্ক
সাহেব তাহার দৃষ্টান্ত।

১৩ ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

প্রসিডেন্সি কালেজের অধ্যাপক কাপ্তেন ই, আর, আইর্ স বারাকপুরের লেপ্টনাণ্ট মের স্ত্রীর সহিত ব্যভিচারদোষে লিপ্ত হওয়াতে বারাকপুরের কাণ্টোনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে প্রধানতম বিচারালয়ের সেসিয়নে সমর্পণ করিয়াছেন। এ মকদ্দমাটী বড় জাঁকের হইবে বোধ হইতেছে।

বারাকপুর অবধি ঢাকাপর্য্যন্ত আর এক শ্রেণি তার পাতা হইবে।

আমরা একটী ভয়ানক জনরব শ্রবণ করিলাম। জগন্নাথক্ষেত্রের প্রায় ৫০০ যাত্রী জলপ্লাবননিবন্ধন কয়লাঘাটে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ব্রে সাহেব কি ইহার অনুসন্ধান করিবেন? না মিথ্যাকথা বলিয়া চুপ করিয়া থাকিবেন?

চিহ্নিত কর্ম্মচারীদিগের বিদায়ের নিয়মাবলি প্রকাশিত হইয়াছে। সমুদায় কার্য্যকালের মধ্যে, ছয় বৎসর বিদায় দেওয়া হইবে, অর্থাৎ চারি বৎসরান্তে এক বৎসর বিদায়ের নিয়ম হইয়াছে, কিন্তু প্রথমবার আটবৎসর কাজ না করিলে বিদায় দেওয়া হইবে না। তখন এক কালে দুই বৎসর দেওয়া হইবে। পীড়া হইলে অতিরিক্ত বিদায়ের পক্ষে হানি হইবে না। সিবিলিয়ানেরা যখন এইপ্রকার বিদায় ভোগ করিবেন, তখন অর্দ্ধেক বেতন পাইবেন। তাঁহাদিগের পদও প্রত্যাগমনের পর পাইতে পারিবেন। ইহাভিন্ন চিহ্নিত কর্ম্মচারিমাত্রে ভারতবর্ষে থাকিয়া বৎসরান্তে এক মাসের বিদায় পাইবেন। ইহাতে কার্য্যকালের তিন অংশের একাংশ কর্ম্মচারিগণের বিদায় হইতেছে। এ দেশে ক্রমে যত করবৃদ্ধি হইবে ততই কর্ম্মচারিদিগের সুবিধা হইবে

যোধপুরের উজীর মহম্মদ খাঁ হত হওয়াতে রাজা তদীয় ষষ্ঠবর্ষীয় পুত্রকে মন্ত্রী করিয়াছেন।

অপ্রাপ্ত ব্যবহার কালে প্রতিনিধিদ্বারা কাজ চলিবে। এই দোষেই ত এতদ্দেশীয় রাজ্যসকল ছার খার হইয়াছে।

সিন্ধিয়ান আক্ষেপ করিয়াছেন, তথায় ভয়ানক গ্রীষ্ম হইয়াছে; কোন ব্যক্তি এমত গ্রীষ্ম কখন দেখেন নাই। এক দিবসে ১১ জন ইউরোপীয় সৈনিক সর্দ্দিগর্ম্মি হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এখানে আমরা গ্রীষ্মনিবন্ধন নিদ্রা যাইতে পারিতেছি না।

সম্প্রতি মাড়োয়ারের রাজা ভূমির করবৃদ্ধি করিবার চেষ্টা পাওয়াতে লোকে অতিশয় অস
ন্তুষ্ট হইয়াছে। রাজার বুদ্ধি মার্জ্জিত নহে। এ
সমূহের রাস্তাঘাটপ্রভৃতির উন্নতির নি
প্রথমতঃ মিউনিসিপাল কর স্থাপন করুন।
আদায় হইবামাত্র পুলিসের বেতন ইহা হই
প্রদান করুন। একটা ভার গেল। পরে রাস্
নিমিত্ত পৃথক্ ভূমির কর করুন। তাহার
বিদ্যাশিক্ষার নামে আবার করগ্রহণ কর
একণে যে টাকা আদায় হইতেছে, তাহা পা
অঙ্কে দাঁড়াইবে।

জাহানাবাদে জলপ্লাবন হইয়াছে। আ
জলপরিপূর্ণ। জনরব উঠিয়াছে, মহানদীর ব
ভাঙ্গিয়া কটক প্লাবিত হইয়াছে।

পূর্ণিয়া হইতে সংবাদ আসিয়াছে, অ
বৃষ্টিনিবন্ধন বরং উপকার হইয়াছে। শস
উত্তম অবস্থা, চাউল সস্তা।

লণ্ডনস্থ পালমাল গেজেট বলেন, "প
ভারতবর্ষের (বোম্বাই অঞ্চলের) লো
শীঘ্র ব্রিটিশ জাতির সাধুতাবিষয়ক মত
বর্ত্ত হইবে। বোম্বাই ব্যাঙ্কের দেউলিয়া অ
নিবন্ধন তাঁহাদিগের মনে বিশেষ সন্দেহ জ
য়াছে; এক্ষণে গত মেইলে আর এক বি
ঘাতকতার সমাচার আসিয়াছে। এক জন
মৃত্যুকালে কাথিড্রালের অছিদিগের হস্তে
টাকা দিয়া যান। ঐ টাকা বিদ্যাশিক্ষায় নি
দেওয়া হয়। কিন্তু বিদ্যাদান না করিয়া অ
আপনাদিগের গির্জ্জার সংস্কার ও
সম্পাদন করিয়াছেন। কতকগুলি কম্পি
ওয়ালা ও সৈনিক আফিসর জ্ঞান করেন,
বর্ণ চর্ম্মাচ্ছাদিত ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি যে
ব্যবহার করা যাইতে পারে। যেসকল ইং
বোম্বাইয়ে আছেন, তাঁহারাও কি ইহা
য়াছেন?" কেবল বোম্বাই কেন, ভারত
অধিকাংশ ইংরাজকে এ কথা জিজ্ঞাসা
যাইতে পারে।

১৪ আষাঢ় শুক্রবার।

সম্প্রতি লেপ্টনণ্ট গবর্ণর রঙ্গপুরের
জজ বাবু নরোত্তম মল্লিকের বিষয়ে লি
ছেন, উক্ত কর্ম্মচারী যেপ্রকার বিচার ক
থাকেন, তাহাতে তাঁহাকে চিহ্নিত জজদি
তুল্য বলা যাইতে পারে। উক্ত জেলায়
সম্প্রতি কিছু দিনের নিমিত্ত বিদায় লও
নরোত্তম বাবু জজের ন্যায় দেওয়ানী ম
সকলের বিচার করিয়াছেন। ঐ সাহেব
গুণ বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন, উপযুক্ত অ
চিহ্নিত কর্ম্মচারীদিগকে সিবিল সার্ব্বিসে
করিবার যে নিয়ম হইয়াছে, তদনুসারে ত
জেলার জজের পদ দেওয়া কর্ত্তব্য। গবর্ণ

ষ্ট পত্র ষ্টেটসেক্রেটারির নিকটে প্রেরণ ক অনুমত হইয়াছেন। সর জন লরেন্স বলেন, স্থিত কর্মচারীদিগের উন্নতির প্রস্তাব মহাস করা হইয়াছে। অতএব গ্রে সাহেবের ব প্রেরণ করিবার আবশ্যকতা নাই। এ ন উপযুক্ত কর্ম্মচারীর সিবিলিয়ানদিগের পদ হয়, এটী সর জন লরেন্সের ভাল ত।

ত্তমান সপ্তাহে গ্রীষ্মাতিশয্য নিবন্ধন কলি- য় চারিজন ইউরোপীয়ের মৃত্যু হইয়াছে। লকাতার বণিক সমাজ ভারতবর্ষীয় সভার একবাক্য হইয়া উত্তর বিভাগে ড্রেণ বন্ধ ার নিমিত্ত লেপ্টনন্ট গবর্ণরের নিকটে দন করিবেন।

১০ ই আষাঢ় শনিবার।

ামরা আহ্লাদিত হইলাম, ইণ্ডিয়ান, ক্রিষ্টেন গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান ধর্ম্মসংক্রান্ত ীতির পুনর্ব্বার প্রতিবাদ করিয়াছেন। উক্ত বলেন " আমাদিগের রাজনীতিজ্ঞগণ গব ণ্টের বিদ্যালয়সমূহের হিন্দু ও মুসলমান দিগকে বাইবল শিক্ষা দিতেছেন না বটে। তাঁহাদিগের দত্ত অর্থ হইতে খৃষ্টীয় পুরো ও গির্জাসকলের ব্যয় লইতেছেন। গব আপাততঃ যেপ্রকার অধিক টাকা ব্যয় া ক্রমশঃ গবর্ণমেণ্টের সংস্রবে একটী অথ রী ধর্ম্মসম্প্রদায় করিতেছেন তাহা বিচার সনপ্রণালীর একান্ত বিরুদ্ধ। অতিশীঘ্র য় লইয়া তর্ক হইবে এবং গবর্ণমেণ্টকে ানসহকারে কার্য্য করিতে হইবে"। এদিন আ সবে। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষে এক্ষণে উপযুক্ত রাজনীতিজ্ঞ নাই।

কলপুর অবধি সাগরপর্য্যন্ত এক নূতন ওয়ে হইবার আজ্ঞা হইয়াছে।

লিকাতার ঠিকাগাড়ী রেজিষ্টরি আফিসের রাণী কয়েক জন গাড়োয়ানকে প্রহার । তাহাদিগের টিকেট কাড়িয়া লইয়াছিল, দশ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

ম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ ত হইতেছে।

| | |
|---|---|
| কার সিকা | ৯৭॥০—৯৪৮০ |
| " কোম্পানির | ৯৪৮০—৯৫ |
| পাব্লিকওয়ার্ক | ১০৫৮০—১০৬ |
| " লোণ | ১০৯৮৵—১১০ |
| ৯ " | ১১৪৮৵০—১১৫ |

—:০:—

# ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৩ ই জুন। গত রাত্রিতে স্মলেট সাহেবের প্রশ্নের প্রত্যুত্তরস্বরূপ সর ষ্টাফোর্ট নর্থকোট বলিয়াছেন, বোম্বাইস্থিত শাখা বঙ্গের শীঘ্র ব্যাঙ্ক উঠাইবার নিমিত্ত অবিলম্বে আজ্ঞা দেওয়া হইবে।

সিলেক্ট কমিটির প্রস্তাবানুসারে সীমার বিল বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ১৫ টী চক্রবাড়ের সীমা অব্যাহত রহিয়াছে।

শীঘ্র রেজিষ্টরি করিবার নিমিত্ত মন্ত্রিবর্গ এক বিল অর্পণ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা আগামী ডিসেম্বরের প্রারম্ভে নূতন মহাসভা সমবেত হইবে।

রাজনীতিসংক্রান্ত বিদ্বেষনিবন্ধন রাজকুমার মাইকেলকে বধ করা হয় নাই। আপততঃ শাসন করিবার নিমিত্ত কয়েক জন নিযুক্ত হইয়াছেন। দেশে শান্তি রহিয়াছে।

সারাওয়াকের ভূতপূর্ব্ব রাজা জেম্স ব্রুকের মৃত্যু হইয়াছে।

১১ ই জুন দিবসের এক টেলিগ্রাফ ওয়াসি ঙটন হইতে আসিয়াছে। ইহা দ্বারা জানা যাই তেছে, সভাপতি মহাসভার সম্মতি অনুসারে রেবার্ড জনসন সাহেবকে ইংলণ্ডস্থিত দূত নিযুক্ত করিয়াছেন।

১২ ই জুন। ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীর উন্নতিসাধনার্থ যে কমিটি সর ষ্টাফোর্ট নর্থকো টের দ্বারা নিযুক্ত হন, তাহাদিগের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। রিপোর্টের তারিখ গত নবেম্বর হইতেছে। সর বার্টল ফ্রিয়ার ও আরবথনট সাহেব অন্য অন্য সভ্যের বিরুদ্ধ মত দিয়াছেন। রিপোর্টে প্রস্তাব করা হইয়াছে, বঙ্গদেশ যেমন আছে সেই প্রকার লেপ্টনন্ট গবর্ণরের অধীনে থাকুক; কিন্তু ব্যব- স্থাপক সভার প্রয়োজন নাই। কলিকাতায় একটী ব্যবস্থাপক সভা থাকিলেই যথেষ্ট হইবে। কলিকাতা রাজধানী থাকুক, এই প্রস্তাবে তাহা বলা হইয়াছে। কমিটি বলেন সিমলাতে মধ্যে মধ্যে রাজধানী লইয়া যাওয়াতে সাধার ণের অনুপকার হইতেছে।

আবিসিনিয়া হইতে আগত।

বোম্বাই ১৯ এ জুন। ৯ জুলাই সর রাবার্ট নেপিয়র জলপথে ইংলণ্ডে গমন করিবেন। যে একটী মাত্র রেজিমেণ্ট এপর্য্যন্ত আবিসিনি য়াতে আছে তাহা ১১ ই জুলাইয়ে জাহাজে আরোহণ করিবে। তুরঙ্গ সৈন্যগণ বর্ষাকালপর্য্য ন্ত দ্রব্য সকলের প্রহরিকার্য্য করিবে। যে জাহা জে সর রবার্ট নেপিয়রের মাগদালাগ্রহণঘটিত পত্রসকল যাইতেছিল, লোহিত সমুদ্রে চড়ায় বাধাতে পত্রগুলি বিলম্বে পঁহুছিয়া

লণ্ডন ১৭ ই জুন। রাজ্ঞীর বিশেষ অ সারে থিওডোরের পুত্রকে ইংলণ্ডে অ করিবার নিমিত্ত এক জন দূতকে প্রেরণ হইয়াছে। সর রবার্ট নেপিয়রের প্রত্যাশিত গুলি প্রকাশিত হইয়াছে। নবাস্কোশিয়া ক ডার সহিত একত্রিত হইতে অসম্মত হও তত্রত্য লোকদিগের অসন্তোষ লইয়া হাউ কমন্সে তর্ক হইয়া গিয়াছে। ব্রাইট সাহে বিষয়ের অনুসন্ধানার্থ এক কমিটি নিযুক্ত বার প্রস্তাব করেন কিন্তু ইহা অগ্রাহ্য হইয় আইরিশ রিফরম বিল গ্রাহ্য হইয়াছে। প্রতিনিধি মনোনীতের স্থানের পুনর্ব্বে সম্বন্ধে সকলের এক মত হয় নাই। এ তর্ক রহিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে পুনর্ব্বার চনা করিবেন বলিয়াছেন।

ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসন প্রণালীস বিল ১৫ ই রাত্রিতে পুনর্ব্বার পঠিত ছে। ও আয়ারটন সাহেব ও কর্ণেল পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছিলেন।

নূতন রেজিষ্টারি প্রচার বিল দ্বিতীয় পঠিত হইয়া সিলেক্ট কমিটির হস্তে অর্পি য়াছে। রাজ্ঞী চারলস পেরি হবহাউস বকে কলিকাতার প্রধানতম বিচারালয়ের তর বিচারপতি নিযুক্ত করিয়াছেন।

প্রকাশ পাইয়াছে, ষড়যন্ত্র দ্বারা সার রাজকুমার মাইকেলকে বধ করা হইয় এতন্নিবন্ধন অনেক লোককে হাজতে হইয়াছে।

১৮ ই জুন। ফরাশী বজেট কমিসনরী রক্ষার প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে রক্ষার কথা বলা হইয়াছে। ভারতবর্ষ নের ডাকমাসুল বৃদ্ধি করিয়া ফরাশী স এক বিল বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

১৯ এ জুন। গত কল্য সর রবার্ট নে সেনাপতি ষ্টাপাবি ও কর্ণেল কামেরণ উপনীত হইয়াছেন। সর ষ্টাফোর্ড নর্থ বলিয়াছেন সর রবার্ট নেপিয়রের অনুরো সারে সৈন্যদিগকে ছয় মাসের ভাতা পু দেওয়া হইবে।

আইরিশ রিফরম বিল বিধিবদ্ধ হইয় সভা মনোনীত স্থানের পুনর্ব্বন্দোবস্তের গবর্ণমেণ্ট পরিত্যাগ করিয়াছেন।

লণ্ডনের কমন কৌন্সিল সর রবার্ট নে কে আপনাদিগের ন্যায় লণ্ডনে স্বত্বা ও ২০০ গিনির এক তলবার উপঢৌকন মনস্থ করিয়াছেন।

চাটার্ড মার্কান্টিল ব্যাঙ্ক গত ছয় মাসে করা তিন টাকা লাভপ্রদান করিয়াছেন।

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

### লেপ্টনণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

১১ ই জুন। নিম্নলিখিত সহকারী পুলিষ রইণ্টেণ্ডাণ্টগণ চোরাই লবণ প্রস্তুত নিবা র্থ পশ্চালিখিত স্থানে বিশেষ সহকারী পুলিষ রইণ্টেণ্ডাণ্ট হইবেন:—

আর, এ. ডি, বিগনেল সাহেব বালেশ্বরে।
সি. ই. এস. ইনিস " কটকে।

১৫ জুন। যতদিন লেপ্টনাণ্ট জে, আর, ...রালি বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর করেন, ততদিন এচ, এন, হারিস সাহেব বর্দ্ধ ...র প্রতিনিধি পুলিষ সুপরইণ্টেণ্ডাণ্ট হই ...।

যত দিন জে. এচ, টমসন সাহেব বিশেষ ...র্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর থাকিবেন, ততদিন ... এ, ডি, বিগনেল সাহেব বালেশ্বরের ...তিনিধি পুলিষ সুপরইণ্টেণ্ডাণ্ট হইবেন।

যতদিন মেজর ডবালউ, টি, ফেগান সর ...ী কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর থাকবেন ততদিন ...লউ, জে, কিলিব সাহেব হাজারিবাগের ...তিনিধি পুলিষ সুপরইণ্টেণ্ডাণ্ট হইবেন।

১৭ ই জুন। ত্রিপুরার মধ্যস্থ জজ মৌলবী ...লায়ার আলি তৃতীয় শ্রেণিস্থ হইবেন।

১৮ ই জুন। রাটে সাহেব দেবগড় উপবি-...গের অন্তর্গত মলার সব আসিষ্টাণ্ট কমিসনর ... সাঁওতাল পরগণার প্রথম শ্রেণির অধীন ...ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন। আপাততঃ ...দন এ, জে ফেঞ্জার সাহেব সরকারী ...র্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে থাকেন ততদিন রাটে ...হেব দেবগড়ে থাকিবেন।

পূর্ণিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালে ... মৌলবী দিলদার হোসেন আহম্মদ বি, এ, ...বগঞ্জে বদলী হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ...ন করিবেন।

মুরশিদাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী ...লক্টর বাবু কালীচরণ ঘোষ ২৪পরগনায় বদলী ... মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাচালন করিবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি ...লক্টর মৌলবী ইসাক নিয়ন্তর শাসনকার্য্যের ...ম শ্রেণিস্থ হইবেন।

১৯ এ জুন। যতদিন তৃতীয় শ্রেণির সব ...সিষ্টাণ্ট সার্জ্জন দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় ...য় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন ততদিন তৃতীয় শ্রেণির সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শীরেশ্বর পালিত পাবনার অন্তর্গত দুলাইয়ের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

২০ এ জুন। যতদিন এ, সি, কাবেল সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন লেপ্টনাণ্ট জে, বটলার আসামের কমিসনরের সহকারী হইবেন।

ই, বেলিউ, মলোনী সাহেব কটকের প্রতি নিধ সিবিল ও সেসিয়ন জজের কার্য্যব্যতীত তত্রত্য প্রতিনিধি কমিসনরী করিবেন।

যতদিন জে, এফ, ষ্টিবন্স সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন মৌলবী হামি হামিদ আহম্মদ গয়ার অন্তর্গত নওয়াদা উপবি ভাগের ভার পাইয়া সেসিয়নে অর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন।

নিম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা হাবড়ার মিউনি সিপাল কমিসনর হইবেন:—

বাবু তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।
" কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।
" হরমোহন মুখোপাধ্যায়।
" নন্দগোপাল চন্দ্র।

নিম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা পশ্চালিখিত স্থানের সব রেজিষ্টার হইবেন —

জে, ই, বি, জেক্স সাহেব বহরমপুরে।
বাবু বিজয়মাধব মুখোপাধ্যায় শ্রীহট্টে।
এল, ভাক্স সাহেব মতিহারিতে।
লেপ্টনাণ্ট এচ, জে, পিট শিবসাগরে।
এচ, লটবান জনসন সাহেব কৃষ্ণনগরে।
চারলস মলার সাহেব কিছুদিনের জ- কলিকাতার অন্যতর পুলিষ মাজিষ্ট্রেট হইবেন।

২২ এ জুন। কুচবিহারের কমিসনরের সহকারী বাবু দিননাথ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

২৩ এ জুন। সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালে ক্টর ডি, ডবলিউ, এম, টেম্ভো সাহেব সিরাজ গঞ্জ উপবিভাগের ভার পাইয়া পাবনা ও বগু ড়াতে প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন। তিনি আরও সেসিয়নে অর্পণ করি বার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন।

১ লা জুন অবধি নিম্নলিখিত সহকারী পুলিষ সুপরইণ্টেণ্ডাণ্টগণ উন্নতিলাভ করিবেন:—

প্রথম শ্রেণিতে।

জে, এচ, জনষ্টন সাহেব।
এচ, এন, হারিস ঐ।

দ্বিতীয় শ্রেণিতে।

জে, বি, গোড সাহেব ঐ।
এফ, ডগন ঐ।
বি, এস, রবার্টসন ঐ।
এফ, জে, ডিকেন্স ঐ।
এচ, মনরো "।
সি, ই, এস, ইনিস "।
এম, এফ, বিম্লিশ "।
এ, সিবেট "।

## প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পা...

মহাশয় সমীপেষু।

এখানে ২৪এ জ্যৈষ্ঠ আরম্ভ হইয়া ... আষাঢ় পর্য্যন্ত ক্রমাগত বৃষ্টি হইয়াছে। ... বাদল তৎকাল দেখা যায় নাই। ইন্দ্রদেব ... ১৩।১৪ দিন অবিশ্রান্ত প্রবল ধারে বারি ... করিয়াছেন। পৃথিবী জলময় হইয়াছে। এ ব... মেদনীপুর অঞ্চলে বিস্তর অনিষ্ট হইয়া... কংসাবতী নদীতে ভয়ানক বন্যা হইয়াছি... অনেক স্থান ও গ্রাম তাহার প্লাবনে মগ্ন ... গিয়াছে। কত লোকের গৃহ ও কুটীর ... স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে, কত মনুষ্যও ... য়া গিয়াছে। দৃষ্ট হইয়াছে একখানি ... চাল নদীতে ভাসিয়া যাইতেছিল, ত... উপর দুই জন মনুষ্য আরূঢ়। তাহারা ... স্বরে চীৎকার করিয়া সাহায্য প্রার্থনা ক... ছিল। কিন্তু তখন নদীর বেগ অতি প্র... কেহই সাহায্য করিতে পারে নাই। ক্রমশ... চাল আসিয়া নদীগর্ভস্থ বাঁদে (খালকে... নির এনিকট) আহত হইল। তাহাতে... চাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। পর ক্ষণেই ... ঐ দুই হতভাগ্য ব্যক্তিকে দেখিতে পা... গেল না। গো, মহিষ, হরিণ, ভল্লুকপ্র... অনেক জন্তুকেও নদীতে ভাসিয়া যা... দেখা গিয়াছে।

দৃষ্ট হইয়াছে, এই নগরের নিকটস্থ ক... গ্রামের উপর দিয়া প্রবলরূপে নদীর ... প্রবাহিত হইতেছে। তত্রত্য লোকসকল ... চাল ইত্যাদি উচ্চ স্থানে আরূঢ়। তাহারা ... বরত চীৎকার ও শঙ্খধ্বনি করিয়া নগরস্থ ... দিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে... সময়ের পর দিন তাহাদের নিকট নৌকা প্রে... হইয়া ছিল, কিন্তু কি হইয়াছে বলিতে পারি...

কংসাবতীর পার্শ্বস্থ অনেক স্থান ও ... জলপ্লাবিত হইয়াছে। কিন্তু কত গ্রাম মগ্ন ... য়াছে ও কি পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে, অ... বিশেষ বলিতে পারি না শুনিতেছি ...

খানি গ্রাম জলময় হইয়াছে। ১০। ১৫ খানি
গ্রাম একে বারে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। গো-
ঠিবাদ ও দ্রব্যসকল ভাসিয়া গিয়াছে। লোকে
বৃক্ষে আরোহণ করিয়া অতি কষ্টে জীবন রক্ষা
করিয়াছে। অনেক লোক জলমগ্ন হইয়া প্রাণ
ত্যাগ করিয়াছে। যেসকল ক্ষেত্রে ধান্য বপন
করা হইয়াছিল তাহা মগ্ন ও প্লাবিত হইয়াছে।

এই বন্যাতে উলুবেড়িয়ার পথ স্থানে স্থানে
ভগ্ন হইয়াছিল। কয়েক স্থলে হানা পড়িয়াছে।
তাহাতে কয় দিন ডাক বন্ধ ছিল। এক্ষণে অতি
কষ্টে ডাক চলিতেছে।

গ্রাম ও ক্ষেত্র অতিশয় জলময় হওয়াতে
এবার কৃষিকার্য্যের বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিল।
খালকোম্পানি কাঁসাই নদীর বন্যাকে
অনেক প্রবল করিয়া দিয়াছেন। স্বীকার করি,
রূপ বাদল হইয়াছে, অবশ্যই বান হইত।
নদীগর্ভে প্রাচীরবৎ বাঁধ (এনিকট)
থাকিলে উপর দিকে কখন এরূপ প্রবল
হইত না। সমুদয় অধিক জল নিঃসৃত হয় না
লঙ্ঘন করিয়া প্রবাহিত হয়। সুতরাং
উপরদিকে জল জমিয়া অধিক প্লাবিত হইয়াছে
এবং বহু স্থানে তাঁহাদের অসমাপ্ত খাল আছে,
সেই তন্মধ্যে জল প্রবাহিত হইয়া গ্রাম ও
ভাসাইয়া দিয়াছে।

খাল কোম্পানি কচ্ছপগতিতে চলিতে-
ছেন। ইহারা যে খাল শেষ করিয়া দেশের উপ
করিবেন, তাহার বড় অধিক প্রত্যাশা
, কিন্তু খালের অনিষ্ট ফল ইহার মধ্যেই
ভোগ করিতে হইতেছে। খাল কোম্পানি, কবে
উৎপাদনের সুবিধা করিবেন, তাহার
স্থিরতা নাই। কিন্তু এক্ষণে বন্যার বেগ বর্দ্ধিত
করিয়া দিয়া শস্য বিনাশ করিতেছেন।

যাহা হউক, বন্যাপীড়িত লোকসকল
এক্ষণ নিরাশ্রয় ও নিরন্ন। অত্রত্য হুজুরেরা
তাহাদের রক্ষার জন্য এ পর্য্যন্ত কোন উপায়
করিতেছেন না। অধিক কথা কি, কোথায় কত
হইয়াছে, অদ্যাপি তাহার বিশেষ তদন্ত
হইতেছে না। কোন কোন স্থানের প্রজারা
আসিয়া হুজুরদের নিকট আপনাদের গ্রামের
দুরবস্থা বর্ণনা ও সাহায্যপ্রার্থনা করিতেছে
কিন্তু হুজুরেরা এ পর্য্যন্ত কিছুই করিতেছেন না।
প্রার্থনা যে গবর্ণমেণ্ট এই বন্যাপীড়িত
লোকদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। আনুকুল্য
ব্যতিরেকে এই দুর্গত লোকদিগের রক্ষার আর
উপায় নাই। রাজপুরুষেরা ত্বরায় সাহায্য করেন

এই আমাদের প্রার্থনীয়। জমীদারেরাও যেন
এ সময় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া না থাকেন।

মেদিনীপুর
১১৭৫। ১৪ আষাঢ়। } শ্রীঃ—

———

৪। ৫ দিবস হইল, অত্রত্য অন্যতর ডেপুটি
মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুক্ত
বাবু কালীনাথ ঘোষ ঢাকায় পরিবর্ত্তিত হইয়া
এ স্থান পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পদে
এক্ষণপর্য্যন্ত কেহ প্রতিষ্ঠিত হইয়া আইসেন
নাই। কালী বাবু এক জন মন্দ বিচারক ছিলেন
না। এক জন উপযুক্ত লোক তাঁহার পদে
নিযুক্ত হন এই আমাদিগের প্রার্থনা।

কিছু দিন হইল, নূতন জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট
পিটার্শন সাহেব এখানে আগত হইয়াছেন।
যেপর্য্যন্ত জানা গিয়াছে ইহাঁকে এক জন
সুবুদ্ধি সদ্বিচারক বলয়া বোধ হয়। যাহা হউক,
কাহারো বিষয় সবিশেষ জ্ঞাত না হইয়া কোন
প্রকার সিদ্ধান্ত করা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

অদ্য দুই মাস যাবৎ অত্রত্য সেখঘাট মিসন
ইংরাজী বিদ্যালয়ের মাইনার বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র
দিগের বৃত্তি বন্ধ হইয়া আছে। ইহার কারণ
কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। কর্তৃপক্ষের স্মরণ
রাখা উচিত, কোন কোন বালক কেবল এই
বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়াই অধ্যয়ন করিতেছে।

ইতিমধ্যে বৃষ্টির অভাবে এখানে এক বার
ভয়ঙ্কর গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। কিয়-
দ্দিবস যাবৎ অনবরত বৃষ্টি হওয়াতে গ্রীষ্মের
কষ্ট এক প্রকার নিবারিত হইয়াছে, এতদ্দ্বারা
ওলাউঠারোগেরও শান্তি হইয়াছে।

শ্রীহট্ট
১২৭৫ } শ্রীঃ—

—:*:—

## অতিবৃষ্টি ও জলপ্লাবন।

মহাশয়! গত ২৩এ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার রাত্রি
অবধি ৪ ঠা আষাঢ় মঙ্গলবারপর্য্যন্ত এই বার
দিবস কাল অবিচ্ছিন্ন মুষলধারে বৃষ্টিধারা
পতিত হইয়া এ প্রদেশ জলময় করিয়া ধান্য
সকল একে বারে নষ্ট করিয়াছে। রাস্তা ঘাট,
নদী, নালা সব একাকার হইয়া কেবল
গমনাগমনের কষ্ট হইয়াছে এরূপ নহে, আহা-
রোপযোগী সমাগ্রীসকল অপ্রাপ্য ও চাউলের দর
দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে। রাস্তা মাঠ ঘাট
শুষ্ক হইলে পুনরায় ধান্য বপন করিবে ও দ্রব্যা
দির মূল্য অল্প হইবে এই আশায় প্রজাগণ জীবিত
ছিল কিন্তু গত কল্যের শোচনীয় ঘটনায় সে
আশা একেবারে উন্মূলিত হইয়াছে এবং
অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

মহাশয়! সুবর্ণরেখা নদীর বাঁধ ভগ্ন হইয়া
এ প্রদেশকে একেবারে জলশায়ী করিয়া
সমুদায় রাস্তা ও বাঁধ ভগ্ন হইয়াছে। এম
মেদনীপুর ডাক বন্ধ হইয়াছে কলিকাতার
অতি কষ্টে যাইতেছে। পর্ব্বতাকার বন্যুকা
পতিত হইয়া জনপদ সকলকে এক বারে
করিয়াছে। সম্পাদক মহাশয়! চতুর্দ্দিক
করিবার মানসে আজি প্রাতে একটি উচ্চ
কায় পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া যত দূর
চলে দেখিলাম। আকাশমণ্ডল ভীম মূর্ত্তি
পূর্ব্বক অপার জলরাশিকে আলিঙ্গন করিতে
ও জলরাশির মধ্যে মধ্যে কেবল মুমূর্ষু মনু
গবাদি ভাসমান আছে ও চলৎশক্তি
বৃদ্ধ ও কামিনীগণ আপন আপন প্রাণ র
সহিত আপন আপন শিশুসন্তানদি
বাঁচাইবার চেষ্টা পাইতেছে। কিন্তু
বেগে বায়ু বাহিত থাকাতে তরঙ্গসকল
দ্রুত যাইতেছিল যে তাহারা প্রাণপণে
করিলেও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না।
দেখিয়াও মৃতপ্রায় ব্যক্তিগণের কাতর
গবাদির করুণ স্বর শ্রবণ করিয়া আমার
এক এক বার হইতে লাগিল তরঙ্গ মধ্যে
রণ করিয়া উক্ত লোকসকলকে উদ্ধার ক
কিন্তু আমাদের জীবনাশা এত বলবতী যে
র্ত্তেক মধ্যে আমাকে নিরস্ত করিল। আমি
উক্ত স্থানে ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া
মান আছি ইত্যবসরে দেখিলাম চারি জন
ডাক ও তিন জন বঙ্গবাসী তিন চারিখ
তরনী লইয়া ঐ সকল লোককে মৃত্যু
হইতে মোচন করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে ধাব
হইলেন। ইহা দেখিয়া আহ্লাদে আমার ক
বর লোমাঞ্চিত হইল ও জগদীশ্বর উহাদে
প্রাণরক্ষার জন্য উক্ত মহাপুরুষগণকে পাঠা
লেন ভাবিয়া ভক্তিরসে গদ গদ স্বরে তাঁহা
কোটি কোটি ধন্যবাদ দিলাম, তৎপরে দেখিল
উহাঁরা স্বয়ং কর্ণধার ও দাড়ধারীর কার্য্য কর
নিমজ্জিত গ্রামসমূহে গমনপূর্ব্বক বিপন্ন ব্য
গণকে বহন করিয়া আমি যে স্থানে দণ্ডায়ম
ছিলাম তথায় রাখিয়া যাইতে লাগিলেন।
রূপ সমস্ত দিবস আহার নিদ্রা ত্যাগ করি
অকাতরে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। ইত্যব
উহাদের মধ্যে একজন যুবককে কথঞ্চিৎ
দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম এরূপ বান আর কখ
তিনি দেখিয়াছিলেন কি না? তাহাতে তি
উত্তর দিলেন দেখা দূরে, থাক কখন শ্রবণ
করেন নাই। এইরূপ তাঁহার সহিত কথা বার্ত্তা
করিতেছি এমন সময় দিনমণি অস্তাচল অবল
করিলে নিবিড় অন্ধকার আসিয়া আকাশ মণ্ড

হৃম করিলে উক্ত মহাপুরুষগণ অগত্যা
.কার্য্যে ক্ষান্ত হইয়া সকলে স্ব স্ব আবা-
ভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এক
আপণে প্রবেশ করিয়া চাউল ক্রয় করিয়া
ন্ন ব্যক্তিগণকে বিতরণ করিতে লাগিলেন।
দেখিয়া উক্ত মহাশয় কে ও অন্যান্য
শয়েরাই বা কে ইহা জানিবার ইচ্ছায় এক
ককে জিজ্ঞাসা করাতে কহিলেন প্রথম ব্যক্তি
নকার ডিঃ মাজিষ্টর এ, রাটে সাহেব
র তিন জন সাহেবের মধ্যে এক জন তাঁহার
তা উলিয়াম রাটে অপর দুইজন
এক জন এখানকার একজিকিউটিব ইঞ্জি
ার ও অপর এখানকার সহকারী পুলিশ
রিণ্টেণ্ডেণ্ট ; আর তিন জন বঙ্গনিবাসী পুল
র প্রধানতম কর্ম্মচারী। ইহঁাদের পরিশ্রম
য়া ইহাদিগকে মনে মনে ধন্য মানিয়া
শত ধন্যবাদ দিলাম। মাষ্টার উইলিয়ম
কোন রাজ পদে নিযুক্ত না থাকিয়াও যে
পালকার জন্য এত অধিক কষ্ট ও পরিশ্রম
ার করিয়া বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র
াছেন তাহার আর সন্দেহ নাই। পর
ল অপরাহ্নে গিয়া দেখিলাম ডি, মাজি
ও তাঁহার ভ্রাতা ঐরূপ নৌকা লইয়া চতু
গ ভ্রমণ করিতেছেন ও লোক আনিতেছেন
াকালে স্বয়ং বাজারে গিয়া পূর্ব্বদিনের
চাউল লইয়া বিতরণ করিলেন শুনিলাম
দিন এরূপ থাকিবেক তত দিন ঐরূপ
ল বিতরণ করিবেন। ইহাতে যে তিনি এদে
লোকের প্রাণদাতা বলিয়া চিরস্মরণীয়
বন তাহার আর সন্দেহ কি। এক্ষণে আম
জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে, এই সক
রাজপুরুষ পদোন্নতির সহিত স্বচ্ছন্দ শরীরে
কাল এদেশে থাকিয়া এ দেশের শ্রীবৃদ্ধি
ন।

কাঁথি কাঁথি নিবাসী।

—:০:—

অদ্য ত্রয়োদশ দিবস হইল, এ প্রদেশে বর্ষার
াস্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এমন কি শ্রাবণ
ের শেষে নদী পুষ্করিণীপ্রভৃতি জলাশয়সমু
যেরূপ ভাব লক্ষিত হইয়াথাকে, এ বৎসর
ষ্ঠের শেষ হইতে না হইতেই সেইরূপ
লক্ষিত হইতেছে। কৃষিকার্য্যের বিল
অসুবিধা হইয়া উঠিয়াছে। কৃষকেরা
বীজ দর্শন করিয়া আনন্দে পুলকিত
য়াছিল, তাহা প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া
তাহাদের বিপুল শোকের কারণ হইয়াছে।
শস্যক্ষেত্রসমূহ জলরাশিতে পরিপূর্ণ। যে সমস্ত
খালদ্বারা গ্রামান্তর্গত জলরাশি নির্গত হইয়া
থাকে, তাহা গবর্ণমেণ্টের দ্বারা বদ্ধ হইয়াছে।
নদীর লবণাম্বু গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিতে না
পারে, ইহাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য। সেই সকল
বাঁধ কিছু দিনের নিমিত্ত কাটাইয়া দিলেই সমস্ত
অনিষ্টের মূল আবদ্ধ জলরাশি বহির্গত হইয়া
যাইতে পারে; কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়,
এই প্রধান প্রতিকারটীর প্রতি কাহারও বিশেষ
মনোযোগ দেখিতে পাই না। পবলিকওয়ার্ক
ডিপার্টমেণ্টের নিয়ম এই যে, যদ্যপি কোন প্রদে-
শের আবদ্ধ জলরাশি বহির্গত করা আবশ্যক
হয় তাহা হইলে তত্রত্য জমীদারকে বাঁধ নির্ম্মা
ণের জন্য যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে, তাহার দ্বিগুণ
পরিমাণে টাকা ডিপাজিট করিয়া দিতে
হইবেক এবং এই মর্ম্মে একখানি এগ্রীমেণ্ট
রেজিষ্টরি করিয়া দিতে হইবে যে জল বিনির্গত
হইয়া গেলে সেই বাঁধ জমীদার নিজ ব্যয়ে
পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন ; তাহা হইলে তাঁহা-
দের ডিপজিটের টাকা প্রত্যর্পিত হইবেক।
কিন্তু জমীদার মহাশয়গণের এরূপ প্রজাহিতৈ-
ষিতা, যে তাঁহারা এইরূপ সামান্য অর্থ কিছু
দিনের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট ডিপজিট
রাখিতে অগ্রসর নহেন। আমরা দেখিতেছি,
এখানকার ওভরসীয়র মহাশয়ের নিকট সময়ে
সময়ে জমীদারের লোকেরা আসিয়া আক্ষেপ
করিয়া থাকেন যে, " মহাশয়! আমাদের দশ
বা দ্বাদশ সহস্র টাকার মৌজা এক বারে বিনষ্ট
হইবার উপক্রম হইয়াছে। " তাঁহাদের এইরূপ
আক্ষেপোক্তি শ্রবণ করিয়া ওভরসীয়ার মহা-
শয় এরূপ উপদেশ প্রদান করেন যে " আমার
নিকট নিয়ম মত এগ্রীমেণ্ট রেজিষ্টরি করিয়া
দিয়া টাকা ডিপাজিট করুন ; তাহা হইলেই
আমি বাঁধ কাটাইবার আদেশ প্রদান করি-
তেছি। কিন্তু জমীদারের কর্ম্মচারিগণ টাকা
ডিপজিট করিতে হইবেক শুনিয়া যে প্রস্থান
করেন, আর তাঁহাদের পুনর্ব্বার দর্শন পাওয়া
দুষ্কর। মহাশয় বিবেচনা করুন, প্রজাদিগের স্বচ্ছ-
ন্দতা হইলে যাঁহাদিগের সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল, সেই
জমীদারেরা কিছু দিবসের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ অর্থ
ডিপাজিট করিতে এত শঙ্কিত হন, ইহা অত্যন্ত
দুঃখের বিষয় বলিতে হইবেক সন্দেহ নাই।
তাঁহাদের মনে যে ভরসা আছে যে, " শস্য
থাকুক, বা না থাকুক; আদালতে ডিক্রী করিয়া
প্রজাদিগের যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া খাজনার
টাকা আদায় করা যাইবেক। তাহা ত হই
কিন্তু যে প্রজাগণকে সন্তাননির্ব্বিশেষে ত
দিগকে প্রতিপালন করিতে হয়, যাহাদের
সৌভাগ্যের উপর তাঁহাদেরও সুখসৌ
নির্ভর করে তাহারা ত একবারে সর্ব্বস্বান্ত
হায়! যদি তাঁহারা প্রজাগণের সুখ ও সে
গ্যের প্রতি যত্নবান্ না হন, তবে তা
আর উপায়ান্তর কি? ভরসা করি, তাঁ
এই বিষয়ে মনোযোগী হইয়া শীঘ্রই এই
নিবারণের উপায়বিধান করিবেন।

—:০:—

বহুবিধ কারণে আমাদিগের দেশের
বায়ু ক্রমশঃ অস্বাস্থ্যকর ও নানাপ্রকার রো
পাদক হইয়া আসিতেছে। অস্মদ্দেশীয় জ
মধ্যে প্রকৃত স্বাস্থ্যসুখ-সম্ভোগ করেন, বোধ
এরূপ লোক অতি বিরল। আবার সময়ে স
জ্বর, ওলাউঠাপ্রভৃতি সংঘাতিক সংক্র
রোগসকল এমত ভীষণ মূর্ত্তিতে আবি
হয় যে, তদ্দ্বারা কত শত ব্যক্তি আক্রান্ত
কালের করাল গ্রাসে নিপতিত হয়
সংখ্যা করা নিতান্ত অসাধ্য। এইরূপে
দেশই প্রায় জনশূন্য হইয়া আসিতেছে।
বিবিধ কারণবশতঃ চিরব্যবহৃত নিদান
সম্মত চিকিৎসায় রোগোপশম পক্ষে স
উপকার দর্শে না, ইহাও আমাদের
দুর্ভাগ্য নহে। অধুনাতন ইংরাজী শা
চিকিৎসায় অনেক দেশ ও অনেক লে
জীবন রক্ষা হইতেছে বটে ; কিন্তু এটি অ
অনিশ্চিত শাস্ত্র। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন চিকি
কের ভিন্ন ভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া
আমার স্মরণ হইতেছে হাতুড়িয়া চিকিৎসা
রণ জন্য হিন্দুপেট্রিয়টে একটী প্রস্তাব
শিত হয়। প্রস্তাবলেখক যদি স্থিরচিত্তে
বার আমাদের দেশের অবস্থা ভাবিয়া
তেন, তাহা হইলে বোধ করি, তিনি
এরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করিতেন না।
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, এই প্রথাটী
বহুকাল প্রচলিত? এটী কি কেবল আম
দেশে না অন্যান্য সুসভ্য দেশেও প্র
আছে। তিনি হাতুড়িয়াদিগকে কয়েক শ্রে
বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে যাঁহারা
সাপত্র পান নাই, তাদৃশ চিকিৎসকমাত্রেই
ড়িয়া। এটী তাঁহার সামান্য ভ্রম নহে।
প্রশংসাপত্র পাইলেই কি সুচিকিৎসক হয়?
স্পষ্টাক্ষরে বলিতে পারি, অপ্রাপ্তপ্রশং
অনেক চিকিৎসক প্রাপ্ত প্রশংসাপত্র

ৎসক অপেক্ষা অনেক বিষয়ে ভাল। প্রায় াপত্র অনেক মহাত্মা এই মহোপকারী কে যেন প্রকৃত ব্যবসায়স্বরূপ অবলম্বন ছেন। গৃহস্থের অবস্থার প্রতি কিছুমাত্র প করেন না; অর্থই তাঁহাদিগের প্রধান বার মাসই সমান দর। বরং সময়ে সময়ে মহার্ঘ্য হন. যে ধনাঢ্য ব্যক্তিরাও তাঁহা- ডাকিতে পারেন না; সামান্য গৃহস্থের ত নাই। অপ্রাপ্তপ্রশংসাপত্র চিকিৎসকের অনেকেই আপেক্ষাকৃত স্বল্পলাভে সন্তুষ্ট তাঁহাদের অনেকেই অনেক উৎকট রোগ গ্য করিতেছেন দেখিতে পাওয়া যায়। াপত্রপ্রাপ্তিজন্য অহঙ্কারটী তাঁহাদের াই বলিয়াই সকলে তাঁহাদিগকে ডাকিতে ন। প্রস্তাবলেখক যাঁহাদিগকে দেশানিষ্ট বলিয়া চিকিৎসায় নিরস্ত করিতে ইচ্ছা ছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের দ্বারা উপ হইতেছে কি না, এক্ষণে পাঠকগণ বিবে- রুন। আইনদ্বারা হাতুড়িয়া চিকিৎসার ণ হয়, প্রস্তাব লেখক এরূপ অভিপ্রায় করিয়াছেন। যদি হাতুড়িয়া চিকিৎসা নার্থ তাহা প্রচলিত হয় তাহা হইলে ামের অবস্থা কি হইবে? লা পত্রপ্রাপ্ত চিকিৎসকই বা কত াঁহারা কি সকল স্থানে চিকিৎসা করিতে হইবেন? প্রস্তাবলেখক যদি পক্ষপাত- হইয়া বিচার করিয়া দেখেন, তাহা হইলে ই স্বীকার করিবেন যে বিশ্বাসই মহৌষধ । সামান্য জল পড়া, তন্ত্র মন্ত্রদ্বারা এবং শ্বরপ্রভৃতি পীঠস্থানাদিতে হত্যা দিয়াও নেক ব্যক্তি উৎকট রোগ হইতে মুক্ত হই- । বিশ্বাসভিন্ন কি এরূপ হইতে পারে? ব আইনদ্বারা হাতুড়িয়া চিকিৎসার নিবা- য়া যুক্তিসঙ্গত নহে। তাল তাঁহাকে াসা করি, জীবনের প্রতি কি কেবল তাঁহা র আছে না অন্য কাহারও আছে? যদি , তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই ভাল ৎসকদ্বারা চিকিৎসা করাইবে। তাঁহাকে নিবারণজন্য এত ক্লেশ পাইতে হইবে ? পাঠকগণ এক বার ভাবিয়া দেখুন দেখি কি ভয়ানক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন।।

—:০:—

হাশয়! এ দিকে ভারী বৃষ্টি হইতেছে। কি; অনবরত আজ ১৪ দিন মুষল ধারে পাত হইতেছে। এই বৃষ্টি পরে উপকার ন করে, করুক, ইহার অনিষ্ট কারিতা আশু বিলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। এ প্রদেশে যে মৃণ্ময় গৃহেরই সংখ্যা অধিক তাহা, বোধ করি, আপনিও জানেন, আর এখানকার অধিবাসীদের এমনি একটা অভ্যাস পাইয়াছে, যে তাহারা আপন আপন গৃহ সংস্কারে বর্ষার প্রাক্‌কালেই প্রবৃত্ত হয়। বৈশাখী ঝড়ের ক্ষতির আশঙ্কা করিয়া এ বিষয়ে তাহাদিগকে নিশ্চেষ্ট থাকিতে হয়। কিন্তু এ বারে তাহাদিগকে বিষম দায়ে ঠেকিতে হইয়াছে। সেই সংস্কার কার্য্য সংসাধনের সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। সুতরাং এরূপ সংস্কৃত গৃহ গুলি বর্ষার দ্বিগুণ প্রকোপ সহনে একান্ত অশক্ত হইয়াছে। প্রাচীরেরত কথাই নাই, অনেকেরই গৃহ এক বারে ধরাশায়ী হইয়াছে। বৃষ্টি এত অধিক কাল ব্যাপিয়া হইতেছে বলিয়া চাউল এখানে এরূপ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে যে গরিব লোকদিগের ত হইতেই পারে; অনেক সংগতি পন্ন গৃহস্থের ও এত বিব্রত যার পর নাই ক্লেশ হইতেছে। অন্যান্য সময়েই কষ্ট পাওয়া সুকঠিন। প্রতি টাকার ৩। ৩॥ মন বিক্রীত হয়। আজ কাল এমনি হইয়া দাড়াইয়াছে যে যদিই চাউল কষ্টে সৃষ্টে কোন প্রকারে সংগৃহীত হইতেছে, তাহা কাষ্ঠ অভাবে আর অন্নরূপে পরিণত হইতেছে না। তন্ডুল থাকিয়াই মানুষের আহারীয় হইতেছে। আবার দেখুন, পল্লীগ্রামের রাস্তা ঘাট অপরিস্কার ও অবদ্য বলিয়াই চির প্রসিদ্ধ। এগুলি এখন এমন কর্দ্দম ময় হইয়া উঠিয়াছে, যে গমনা গমন করা যার পর নাই ক্লেশকর হইয়া দাঁড়াই য়াছে।

বনগ্রাম আবাদ
জিলা ২৪ পরগনা
৪ ঠা আষাঢ়
১২৭৫

একান্ত বশম্বদ
শ্রীগো—

## মূল্য প্রাপ্তি।

| | | |
|---|---|---|
| শ্রীযুক্ত বাবু রামধন ভট্টাচার্য্য | | রাজপুর |
| ১২৭৫ জ্যৈষ্ঠ হইতে বৈশাখ | | ৫৷৷৹ |
| „ যদুনাথ মজুমদার | | হাটখোলা |
| ১২৭৫ জ্যৈষ্ঠ হইতে অগ্রহায়ণ | | ৩৷৷৹ |
| „ কান্দীস্কুলের প্রধান শিক্ষক | | কান্দী |
| ১২৭৫ জ্যৈষ্ঠ হইতে ৭৬ বৈশাখ | | ১০ |
| „ রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় | | কান্দী |
| ১২৭৫ আষাঢ় হইতে জ্যৈষ্ঠ | | ১০ |
| „ শ্যামাচরণ রায় | | শান্তিপুর |
| ১২৭৫ আষাঢ় হইতে ৭৬ জ্যৈষ্ঠ | | ১০ |
| „ অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় | | জনাই |
| ১২৭৫ আষাঢ় হইতে ৭৬ জ্যৈষ্ঠ | | ১০ |

রাজনারায়ণ সেন — কলিক
১২৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র

## সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা যাণ্মাসিক ৫৷৷৹ টাকা; মফস্বলে ডাকম সমেত বার্ষিক ১৩, যাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈ সিক ৩৷৷৹। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাত্তি চিঠি, অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অ যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, যেন এক অথবা আধ আনার অধিক ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্র মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে ইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহা একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ ব যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রের বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি আনা তাহার পর ৴১০ আনা দিতে হ যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা বেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হই

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ভূষণের বাটিতে প্রতি সোমবার প্রাত প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ

•ম ভাগ —১৭৩— ৩৫ সংখ্যা।

" প্রযক্ষনাং প্রজ্ঞানিঘিনায পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়নাং। "

ক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
ম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা।

সন ১২৭৫। ২৪ এ আষাঢ়। ১৮৬৮। ৬ ই জুলাই

মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বা
ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৮•

## বিজ্ঞাপন।

দাসকোম্পানির বহুবাজার প্রেস।

৪৫ নং মদনবড়ালের লেন,

ওয়েলিংটন স্ট্রীট।

প্রতি উক্ত দাসকোম্পানি একটী মুদ্রাযন্ত্র
সংস্থাপন করিয়াছেন। পুস্তক, সংবাদপত্র,
রসীদ, চিঠী, চেক, টেবিলপ্রভৃতি সকলপ্র
কার্য, বাজারের নির্দ্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা চ
মূল্যে, স্বল্প সময়মধ্যে ও সুচারুরূপে নিষ্পন্ন
ত প্রস্তুত আছেন। অপর উক্ত কোম্পানি
াধমের ভারগ্রহণ করিবেন। শ্রীরাম
প্রসিদ্ধ রামচন্দ্র কর্ম্মকারের বাঙ্গালা নানা
নূতন অক্ষর ও বিলাতি নানাবিধ ইংরাজী
অক্ষর এবং যন্ত্রালয়ের আবশ্যক সমস্ত
সংগ্রহ করিয়াছেন। একণে সাধারণের
ক ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন।

লিকাতা
ই আষাঢ়
২৭৫ } শ্রীঅম্বিকাচরণ দাস।
যন্ত্রাধ্যক্ষ।

—:•:—

সহস্রমুদ্রা পারিতোষিক।

তদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাই-
, যে গত ২ রা চৈত্র আমার ভবনের সম্ম
গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বিদ্যালয়গৃহের
র উপর বেলুড় গ্রামবাসী অনুমান ষষ্টিবর্ষীয়
ত-নরসুন্দরনামক জনৈক পথিকের যে
ক হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে, আজি অবধি
াসের মধ্যে যে ব্যক্তি তাহার হননকারীর
ান করিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকে
মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবে।
াসের পর এক বৎসরকালমধ্যে অনুসন্ধান
সংবাদদাতাকে ৫০০ পাঁচ শত মুদ্রা
করা হইবে। অতিশয় আক্ষেপের বিষয়
উল্লিখিত দিবস অবধি গবর্ণমেণ্ট পক্ষ
হইতে এবং স্বপক্ষ হইতে নানাবিধ অনুসন্ধান
করা হইতেছে; কিন্তু কোনক্রমে কৃতকার্য্য
হইতে পারা যাইতেছে না।

পাকোড় রাজধানী
১৮৬৮ সাল
১২ ই জুন } শ্রীগোপীলাল পাঁড়ে।

—:•:—

অভিধান।

| | |
|---|---|
| শব্দাম্বুধি | ২৸০ |
| শব্দার্থপ্রকাশিকা | ৩ |
| শব্দসিন্ধু | ২ |
| শব্দার্থমুক্তাবলী | ৭ |
| শব্দার্থরত্নমালা | ৫ |
| শব্দার্থপ্রচারিকা | ৩ |
| প্রকৃতিবাদ | ৫ |

সংস্কৃত পুস্তক

| | |
|---|---|
| রঘুবংশ সটীক | ৮ |
| উত্তর নৈষধচরিত | ৭৸০ |
| ভট্টিকাব্য | ৪০ |
| অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব | ৩৫ |
| দশরূপক | ১৸৶ |

কলিকাতা
কর্ণওয়ালিস
ষ্ট্রিট ১৭৭ নং } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
পুস্তকবিক্রেতা।

—:•:—

গ্রাহকগণের প্রয়োজনহেতু নিম্নলিখিত সংস্কৃত পুস্তকত্রয়ের কিয়দংশ প্রকাশিত হইল। গ্রাহকগণ পূর্ব্ব ভিন্নাতীত নিম্ননির্দ্দিষ্ট সম্পূর্ণ মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশে প্রেরণের স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবেক।

মল্লিনাথের টীকা সহিত।

| | |
|---|---|
| শিশুপাল বধ ( মাঘকৃত ) মূল্য | ৮ |
| রঘুবংশ ( কালিদাসকৃত ) ঐ | ৫॥০ |
| কিরাতার্জ্জুনীয় ( ভারবিকৃত ) | ৩॥০ |

বিদ্যার্থিগণের ক্রয়সুবিধার্থ নিম্ন
কতকগুলিন সংস্কৃত পুস্তক দেবনাগর
সটীক মুদ্রণারম্ভ হইবেক। প্রকাশের পূর্ব্বে
ভুক্ত হইলে গীতা বার পৃষ্ঠা অপর প্রতি
পৃষ্ঠা তিন পয়সার হিসাবে খণ্ডে বা সম্পূর্ণ
প্রকাশিত হইবেক উক্ত নিয়মে মূল্য
করিলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশে প্রে
স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবেক।

ঋতুসংহার। মেঘদূত। শকুন্তলা। নৈ
মালবিকাগ্নিমিত্র। বিক্রমোর্ব্বশী। মুদ্রারা
রত্নাবলী। মালতীমাধব। সাংখ্যতত্ত্বকৌ
বা সাংখ্যকারিকা। মহাবীরচরিত। উত্তর
চরিত। মুগ্ধবোধ। দশকুমারচরিতের উত্ত
পাণিনি। বসন্ততিলকভাণ। অমরকোষ।
ভাষ্য, আনন্দগিরি, শ্রীধরস্বামী ও মধু
সরস্বতীর টীকাসহিত শ্রীমদ্ভাগবত। মহাভা
বিষ্ণুপুরাণ। কাদম্বরী। ভট্টিকাব্য। নাগা
কাব্যপ্রকাশ। চড়ক। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

কলিকাতা সংবাদ জ্ঞান
রত্নাকর যন্ত্র নিমতলা
স্ট্রীট ৩২ সংখ্যক স্থানে। } শ্রীভুবনচন্দ্র

—:•:—

বিক্রয়ার্থ।

গার্ডেন রীচ ২৪ নং বাটী জমাসহ
জোড়া বাগান।

বিক্রয়ের নিমিত্ত।

গারডেনরীচ ২৪ নং বাটী।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহার
করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন
রিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডার্স আরবো
থনট এবং কো

—:•:—

—১৭৪—

[illegible] অভিধান। সর রাজা রাধা-[illegible] বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে [illegible] বাঁধান মূল্য ১৫০ টাকা।

শ্রী [illegible] চন্দ্র বেদান্ত বাগীশ

—:•:—

[illegible] কোং

[illegible]।

[illegible] মুদ্রিত [illegible]। [illegible] উপস্থিত [illegible] পাওয়া যায় এবং যদি [illegible] হয়, ঐ আফিসে অনুমতিপত্র [illegible] দিবেন।

—:•:—

[illegible] সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাই-[illegible], যখন কোন দ্রব্যাদি বা পুলিন্দা [illegible] প্রেরণ করা হয় তখন সে ব্যক্তির [illegible] দ্রব্যাদি বা পুলিন্দা পাঠান হইতেছে [illegible] উচিত যে তিনি যে ষ্টেশন হইতে [illegible] বা পুলিন্দা পাঠাইতেছেন, সেই ষ্টেশ[illegible] দ্রব্য বা পুলিন্দার রসিদ যে ষ্টেশনে [illegible] পুলিন্দা পাঠান হইয়াছে সেই ষ্টেশনে [illegible] তাঁহাকে প্রেরিত দ্রব্যাদি বা [illegible] দেওয়া হইবে না।

[illegible] নামে দ্রব্যাদি পাঠান হয়, তিনি স্বয়ং [illegible] হইয়া দ্রব্যাদি লইতে না পারেন যদি [illegible] ব্যক্তিকে উহা লইতে পাঠান, তবে [illegible] নামে দ্রব্যাদি পাঠান হইয়াছে তাঁহা[illegible] তিনি প্রেরিত ব্যক্তিকে দ্রব্যাদি দেওয়[illegible] [illegible] রসিদের পৃষ্ঠে লিখিয়া দিয়া [illegible] করিয়া দেন। নচেৎ দ্রব্যাদি বা পুলিন্দা [illegible] হইবে না।

[illegible] রেলওয়ে ট্রেন [illegible] কোয়ার [illegible] জুন [illegible] } [illegible] এজেন্ট কোং।

—•—

[illegible] পুস্তকালয়ে ও পটোল[illegible] বালার কোম্পানির দোকানে [illegible] [illegible] নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি [illegible]

| | |
|---|---|
| [illegible] | মূল্য |
| [illegible] | ১ [illegible] |
| [illegible] | ১ [illegible] |
| [illegible] ব্যাকরণ | [illegible] |
| নীতিসার (১ ম ভাগ) | ৶ |
| নীতিসার (২ য় ভাগ) | ৶ |
| প্রচারিত : | |
| মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ | |

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

—:•:—

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহিত প্রতিনিধি সভা ও কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগের যোগ করিবার প্রস্তাব উক্ত দিবসে উল্লিখিত স্থানে অপরাহ্ণ ৩ ঘণ্টার সময়ে বিচারিত হইবে। প্রতিনিধি সভা ও প্রচারবিভাগের সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে উপস্থিত হইয়া তদ্বিষয় নিষ্পত্তি করিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

—:•:—

## বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলমাদি নানা [illegible] পাওয়া যায়। মফঃস্বলে ঘড়ী অঙ্গুরি ইত্যাদি পাঠাইয়া থাকি এবং পুস্তকাদিতে এক আনার হিসাবে কমিসন দি। যদি কেহ অধিক টাকার দ্রব্যাদি লয়েন তাহা হইলে /১০ আনার হিসাবে কমিসন পাইবেন।

| | টাকা |
|---|---|
| [illegible] | ১৸ |
| [illegible] | ১৸ |
| [illegible] | ১৸ |
| [illegible] | ১৸ |
| [illegible] | ১৸ |
| [illegible] | ২ |
| [illegible] | ২ |
| [illegible] | ২॥ |
| [illegible] | ১ |
| [illegible] | ১ |
| [illegible] | ১ |
| [illegible] | ৷ |
| [illegible] | ১ |
| [illegible] ইতিহাস | ১ |
| [illegible] | ৬০ |
| কাব্য [illegible] | ১ |
| [illegible] | ১০ |
| [illegible] চরিত | ১॥ |
| [illegible] | ১৶ |
| [illegible] | ১ |
| [illegible] | ১॥ |
| রাম উপাখ্যান | |
| রামচরিত | |
| সপ্ত কাণ্ড রামায়ণ পদ্য | |
| অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত পদ্য | |
| শিক্ষাপ্রণালী | |
| গোলকের উপযোগীতা | |
| জানকী নাটক | |
| বীরবাক্যাবলী | |
| বিধবা বঙ্গাঙ্গনা | |
| কাচকবচ কাব্য | |
| চরিত মঞ্জরী | |
| কবিকঙ্কণ চণ্ডী | |
| কাশীখণ্ড | |
| [illegible] | |
| কলীকৌতুক নাটক | |
| কবিকলাপ | |
| রামাভিষেক নাটক | |
| চন্দ্রবিলাস নাটক | |

কলিকাতা জোড়াসাঁকো ৬১ নং } শ্রী [illegible] নগদ মূল্যে বিক্রে[illegible]

——:০:——

## নদিয়ার নদী।

সন ১০৬৮ সালের জুন মাসের ১১ ই [illegible] ২১ এ পর্য্যন্ত ভাগীরথীনদীর সর্ব্বাপেক্ষা [illegible] জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

| স্থানের নাম | ফুট |
|---|---|
| মহানার উপর গঙ্গানদীতে | ১০ |
| মহানার | ১৩ |
| তথা হইতে [illegible] পুর পর্য্যন্ত (১২৮ মাইল মধ্যে) | ৬ |
| [illegible] পুর হইতে বহরমপুর পর্য্যন্ত (২৬ মাইল মধ্যে) | ৭ |
| বহরমপুর হইতে কাটওয়া পর্য্যন্ত (৫০ মাইল মধ্যে) | ১৩ |
| কাটোয়া হইতে নদীয়া পর্য্যন্ত (৪৬ মাইলের মধ্যে) | ১০ |

সন ১৮৬৮ জুন মাহার ২১ তারিখে বহ[illegible] পুর পর ঘাটের জলের মাপ।

| ফুট | ই[illegible] |
|---|---|
| ১৪ | [illegible] |

বহরমপুর ১৪ ই জুন ১৮৬৮ } শ্রীযুক্ত টি. বেল উইবুন মি[illegible] [illegible] এক্জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র বহরমপুর ডিবিসন।

## বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে অত্র জেলার নীচের লিখিত লোকেল ফণ্ডের কার্য্য সকলের জন্য আগামী ১৫ জুন পর্য্যন্ত গালা বন্ধ করা দরের ফর্দ্দ লওয়া যাইবেক ও ঐ দরের ফর্দ্দ সকল উক্ত তারিখে বেলা দুই প্রহরের সময় খোলা যাইবে। উল্লিখিত সমুদায় কার্য্য সন ১৮৬৯ সালের ১৫ মার্চের পূর্ব্বে সমাধা করিতে হইবে।

প্রত্যেক দরের ফর্দ্দের সঙ্গে ৫০ টাকা ডিপাজিট দাখিল করিতে হইবেক। দর গ্রাহ্য না হইলে তাহা ফেরৎ দেওয়া যাইবেক ও দরের ফর্দ্দ গ্রাহ্য হইলে যদি দর দেহন্দা আপন দর অনুযায়ী কার্য্য করিতে অসম্মত হয় তবে জব্দ করা যাইবেক। প্রত্যেক কর্ম্মের জন্য স্বতন্ত্র দর ফর্দ্দে লিখিতে হইবেক। এক ফর্দ্দের মধ্যে একাধিক রাস্তার দর লেখা যাইতে পারিবেক।

| রাস্তার নাম | দৈর্ঘ মাইল | মৃত্তিকার কার্য, কিউবিক ফুট হিঃ | সাবাড় ও চুবমুস | চাপড়া | কাঁচা রাস্তার মেরামৎ মাইল হিঃ | পাকা রাস্তা মেরামৎ মাইল হিঃ | পাকা গাঁথনি। | প্রাচীন ছোট পুল মেরামৎ মাইল হিঃ | জমাট খোয়া | খোয়া মায় বিছাই | কঙ্কর মায় বিছাই | কাষ্ঠের কার্য। | যে টাকা মঞ্জুর | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বর্দ্ধমান হইতে পাঁউড়ী রাস্তা | ২৬ | • | • | ৪০••• | ২৫ | • | • | ২৫ | • | • | • | • | ২১২৪ | |
| কাটওয়া হইতে শিউড়ী রাস্তা | ১৬ | ৬৫১৭-•• | ২৬০৫-•• | ১১২৫-•• | ১৬ | • | ৪••• | ১৬ | • | • | • | • | ৩৪•• | |
| বর্দ্ধমান হইতে মেদিনীপুর | ১৯ | ৮৫৫৭-৫• | ৮৫৫৭-৫৮ | • | ১৭ | • | ২১২৪৬ | ১৭ | ২••৩২ | ৪৩৪• | • | • | ৮২৯• | |
| বর্দ্ধমান হইতে কালনা | ৩৬ | • | • | • | ৩৬ | • | • | ৩৬ | • | ১৩৮৫• | • | • | ১৭৮৪ | |
| বর্দ্ধমান হইতে বাঁকুড়া | ১৬ | • | • | • | ১৬ | • | ১৮০২২ | • | ৩১৪৭ | • | • | ১০১/৩— | ৩৮•• | |
| শুকরা হইতে নিত্যানন্দপুর | ১৪ | • | • | • | ১৪ | ৮ | • | • | • | • | ২৬৫•• | • | ২০•• | দুই ধারে কাঁচা-মেরামৎ |

## বিজ্ঞাপন।

বঙ্গকামিনী নাটক (মূল্য এক টাকা) সংস্কৃত পুস্তকালয়ে, চীনেবাজারে শ্রীযু ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের ৩৮ নম্বর এবং সংস্কৃত যন্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের নিকট ক্রেতৃগণকে ২৫ পঁচিশ টাকার হিসাব সন দেওয়া যায়।

শ্রীহারাণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

—:::—

জেলের রাজকার্য ও আরপী করিবার নিয়মসম্বলিত বস্ত পত্রাপক ও ক রূপ "কলিকাতা সুকিয়া ষ্ট্রীট মহেশ বাগ লেন ১৮ ১৮ নং বাটীতে এবং স পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য সন শুদ্ধ ১ এক টাকা।

শ্রীপ্রসন্নকুমার দাশ

## সোমপ্রকাশ।

২৪ এ আষাঢ় সোমবার।

রেলওয়েদ্বারা জলপথ বদ্ধ হইয়াছে কি না?

রেলওয়েদ্বারা জলপথ বদ্ধ হও কয়েক বৎসর কাল বঙ্গদেশের কোন স্থানে পীড়া হইতেছে, অ এই কথা বলাতে বঙ্গদেশীয় গবর্ণ ইহার অনুসন্ধান করিবার আজ্ঞা ভারতবর্ষীয় ও পূর্ব্ব বাঙ্গালার রাজ বিভাগ, বর্দ্ধমান, ভাগলপুর ও রাজ হীর কামসনরগণ, বিভাগীয় মাজি ও কয়েক জন ইঞ্জিনিয়র লেপ্টনা রের অনুরোধে এই অনুসন্ধান কলিকাতা গেজেটে ইহাঁদিগের প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহারা সক একবাক্য হইয়া বলিয়াছেন, রেল দ্বারা জলপথ বদ্ধ হইয়া পীড়া নাই।

কোন বিষয়ের স্বরূপ নিরূপণ করি হইলে তৎসংক্রান্ত তৎপ্রতিকূল ও কূল যাবতীয় বিষয়ের বিবেচনা ক কার্য্য করা যুক্তি সিদ্ধ হয়; কিন্তু পু একটী সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া তাহা বল

—১৭৬—

…ার চেষ্টায় প্রমাণসংগ্রহে প্রবৃত্ত
…া প্রস্তাব বিষয়ের স্বরূপ নিরূপণ
…ন্ত দুরূহ হয়। কর্ম্মচারিগণ শেষোক্ত
…প্রণালীর অনুসরণ করিয়া কাজ
…য়াছেন স্পষ্ট বোধ হইতেছে। রেল
…দ্বারা জলপথ বদ্ধ হওয়াতে পীড়া
…দু হইয়াছে, তাঁহাদিগের পূর্ব্বাবধি
… বিশ্বাস ছিলনা; রেলওয়ে কোম্পা
… নূতন সেতু ও জলপথ করিতে
… যে অতিরিক্ত ব্যয়গ্রস্ত হইতে হই
…তাহাও অনেকের বিবেচনার অবিষয়
…না। রেলওয়ের ক্ষতি হইলে যেন
…নাদিগের কোন প্রকার ক্ষতি হইল
…কের হৃদয়ে এ শঙ্কাও তৎকালে
…ন্তী হইয়াছিল। তাঁহাদিগের নিকটে
…প্রশ্ন করা হয়, রেলওয়েদ্বারা জল
…বদ্ধ হইয়াছে কি না? যদি হইয়া
…, তদ্দ্বারা পীড়ার উৎপত্তি ও বৃদ্ধি
…ছে কি না? স্বচক্ষে না দেখিলে
…া প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া দুর্ঘট
… কেহই স্বচক্ষে সকল স্থান দর্শন
…া নাই। কেহ কেহ দুই একটী স্থান
…া সমুদায়ের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন;
…বা নদীয়ার মাজিষ্ট্রেট বেল সাহেব
…ায় দুই চারি জন লোকের কথা
…য়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বেল
…ব বলেন, রেলওয়ে হইতে পীড়া
…ছে, এ সংস্কার আছে, এমত এক
…োককেও দর্শন করি নাই। আমরা
… স্বীকার করিলাম; কিন্তু এমত
… যে থাকে হইলে নিজের গৃহ
…হ বহির্গত হইতে হয়; দশ জনের
… কথোপকথন করিতে হয় এবং দশ
… দর্শন করিতে হয়। জাইণ্ট মাজি
… সাহেব প্রকারান্তরে
…র করেন, জলপথ বদ্ধ হইয়াছে।
… বলেন, রেলওয়ের সঙ্গে সঙ্গে পীড়া
…ন্ত হয়। কিন্তু তিনি এক আশ্চর্য্য
…প্রণালী অবলম্বন করিয়া বলিয়া
ছেন, কৃষ্ণনগর রেলওয়ের ১১ মাইল দুর
স্থিত; এখানকার জল জলঙ্গিতে গিয়া
পড়ে। কিন্তু এখানে পীড়া হইয়াছিল।
মুড়াগাছার জল গঙ্গায় নিঃসৃত হয়;
উহা কৃষ্ণনগরের ১১ মাইল দূরস্থ, এখা
নেও পীড়া হইয়াছিল। এই প্রকার
দৃষ্টান্ত দিয়া তিনি স্থির করিয়াছেন যে,
যদিও রেলওয়ের দ্বারা জলপথ বদ্ধ
হইয়াছে, তথাপি তাহা পীড়ার কারণ
নহে; গবর্ণমেণ্টও ইহা বিশ্বাস করেন;
কিন্তু সেদিবস কলিকাতা গেজেটে চিকিৎ
সকগণ এই পীড়ার যে রিপোর্ট দিয়া
ছেন, তাহাতে ডাক্তর এলিয়ট বলিয়া
ছেন, জ্বর সংক্রামক হইয়াছিল। যাঁহারা
পীড়িতব্যক্তির নিকটে থাকিতেন, তাঁহা
দিগেরও পীড়া হইয়াছিল। এই মীমাং
সানুসারে কি একথা বলা যায় না, যে
প্রথমতঃ রেলওয়ের নিকটে জ্বর আরম্ভ
হইয়া পরে অন্য স্থানে গিয়া পড়িয়াছে?
পাণ্ডুয়া ও দ্বারবাসিনীর দৃষ্টান্ত দর্শন
কর। কোন্ ব্যক্তি এই সকল স্থান দর্শন
করিয়া না বলিবেন, যে জলপথ বদ্ধই
পীড়ার কারণ? পীড়িত স্থান সকলের
গৃহের মেজে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভিজা
হইয়াছে এবং আর্দ্র স্থানজ কয়েক
প্রকার নূতন উদ্ভিজ জন্মিয়াছে, এ কথা
কোন্ ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন? রেল
ওয়ে বিল ও মাঠের মধ্য দিয়া গিয়াছে।
বারাকপুরের কিঞ্চিৎ উত্তরে গেলে
ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বরুতির
বিলের পূর্ব্বাংশের প্রায় সমুদায় গ্রামে
পীড়া হয়; কিন্তু পশ্চিমাংশের জল
গঙ্গায় ভাসাতে প্রথম তথায় পীড়া হয়
নাই। নদীয়ার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট বলেন,
রেলওয়ের পার্শ্ব দিয়া জল ভাঙ্গিয়া
থাকে, ইহাতে এই বলা হইয়াছে যে,
জলপথ বদ্ধ হয় নাই। কিন্তু যাঁহার চক্ষু
আছে, তিনি দেখিতে পাইবেন, রেলও
য়ের উভয় পার্শ্বে যেসকল খানা হই
য়াছে তথায় বার মাস পচা জল থ…
এবং গ্রীষ্ম কাল না হইলে সকল …
তন্মধ্যে গিয়া পড়ে না। আমরা …
যাবতীয় রিপোর্টে এইপ্রকার কতে…
অমূলক তর্ক দেখিতে পাইলাম। …
কুমারখালির ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট …
সাহেব সাহসসহকারে প্রকৃত কথা …
য়াছেন। কিন্তু রাজসাহীর কমি…
তাঁহার বাক্য অমূলক বলিয়া উ…
করিয়াছেন।

আমরা বলিতেছি, স্বচক্ষে না দে…
এ বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে…
কোন কর্ম্মচারীই তাহা করেন নাই…
এক স্থান দর্শন করিয়া অনেকে সি…
করিয়াছেন। ইহাতে এমন গুরুতর …
য়ের মীমাংসা হয় না। কয়েক জন …
চক ব্যক্তির উপরে ভার সমর্পণ…
উচিত। তাঁহারা রেলওয়ের উভয় …
স্থিত স্থানসকল দর্শন করুন এবং ত…
লোকদিগকে পূর্ব্বের জলপথের ক…
তক্ষণ কোন পূর্ব্বের মত আছে কি…
জিজ্ঞাসা করা হউক।

## সুবর্ণরেখার বন্যা।

সম্প্রতি ঐকার জলপ্লাবনে দাঁক…
লের লোকের কত কষ্ট ও অনিষ্ট…
য়াছে, এই পত্রখানি পাঠ করিলে স…
অনায়াসে তাহা জানিতে পারি…
বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিরা নিতান্ত নির…
হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদিগের সত্ব…
হায্য দান একান্ত আবশ্যক। অতএব…
খানি সত্বর সকলের নয়নপথে প…
হউক এই অভিপ্রায়ে এই স্থানেই …
হইল। এখানি পাঠ করিয়া অ…
অতিশয় দুঃখিত হইলাম, পাঠকগণ…
নিতান্ত আকুল হইবেন, তদ্বিষয়ে …
মাত্র সন্দেহ নাই। যে যে উপায় অ…
করা কর্ত্তব্য পত্রপ্রেরক তদ্বিষয় …
রিত করিয়া লিখিয়াছেন। এই পত্র…
সমুদায় কহিয়া দিবে।

াদক মহাশয় ! কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত !
র আর কোন মতেই মঙ্গল দেখিতেছি
উপর্য্যুপরি বজ্রাঘাতসদৃশ বিপৎপাত
তেছে ইহাতে কি লোকে তিষ্ঠিতে পারে ?
ন্তরে ঝড় ; তিয়াত্তর ও চুয়াত্তরে প্রচণ্ড
ক ; এই গত কার্ত্তিকের ঝড় ; এ সকলে
দিগের ধনে প্রাণে যে অশেষ অনিষ্ট
াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন।
র উপর সংপ্রতি এক ভয়ঙ্কর জলপ্লা
হইয়া গিয়াছে গত স্নান পূর্ণিমার দিবস
এ জ্যৈষ্ঠ অবধি ক্রমাগত দশ দিবস
অবিশ্রান্ত বারি বর্ষণ হইয়া এ অঞ্চ
মাঠ ঘাট পথ প্রান্তর সকল একবারে
র্ণ হইয়াছিল। গভীর মাঠগুলিতে এত
দাঁড়াইয়াছিল যে যদি কোন বিদেশীয়
. ঐ গুলি দর্শন করিতেন, তিনি সেগু
একটী বৃহৎ স্রোতস্বতী জ্ঞান করিতেন।
লিখিতে হৃদয় বিদর্ণ হয়। ঐরূপ জল
ও জলপূর্ণ গ্রামের উপর সাক্ষাৎ শমন
তীক্ষবেগশালী বন্যাবারি হঠাৎ উপ
হইয়া লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে।
আষাঢ় মঙ্গলবার প্রাতে এই নিদারুণ
হয়, আমাদের গ্রামের পশ্চিম দিকের
সুবর্ণ রেখা নদীর জলধারা বৃদ্ধি
হওয়াতে ঐ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। তদ্দি
কত গ্রাম যে উৎসন্ন হইয়াছে, তাহার
নাই। এখনও লোকের গমনাগমন
াকাতে আমরা সকল স্থানের সংবাদ
নাই। আমাদের যত দূর জানা আছে
তে বোধ হয় যে, বালেশ্বর ও কাঁথির
কার বহুতর স্থানের লোক এই বিপদে
হইয়াছে। আমাদের নিকটবর্ত্তী কৌ
কটসাহী, জামকুণ্ড, ভোগরাই, সাহার
নাপোচোর বিশম, নাপো কামরদ,
ুর, করুলচোর, দিঘোদাচোর, কাকড়া
বিরকুল ও বালসাহী প্রভৃতি পরগ
েলকদিগের যেসকল বিবরণ আমাদের
গোচর হইতেছে তাহাতে অশ্রুবিস
া করিয়া থাকা যায় না। অনেক গো
নষ্ট হইয়াছে, বিস্তর গ্রাম একবারে
া গিয়াছে, লোকে গৃহশূন্য, আশ্রয়
হইয়া বাজি আড়িয়া, বৃক্ষশাখা, কিম্বা

ভগ্ন গৃহের চাল অবলম্বন করিয়া হাহাকার
করিতেছিল ! নিম্নভাগ জলময়, মস্তকোপরি
মেঘাচ্ছন্ন ও বৃষ্টিসম্পাত তাহাতে আবার
প্রবল নৈঋতীয় বায়ু শীতে কাঁপাইয়া যে
যন্ত্রণা দিয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। অহোরাত্র
গৃহপতনের ছুড় ছুড় শব্দ লোকের কোলা
হল ও আর্ত্তনাদ, গোমহিষাদির দুর্গতি, গৃহ
সামগ্রী ও আহারীয় দ্রব্যের অপচয় এ সকল
দেখিয়া হৃদয় শোকে আকুল হইয়াছে।
কষ্টের ইয়ত্তা নাই ; দুর্গতির সীমা নাই।

মহাশয় ! এই বর্ষাগমে সকল গৃহস্থই
শক্তি অনুসারে আহারীয় দ্রব্য সামগ্রী
সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল, ঘরগুলির সংস্কার
করিয়া সুখে কালযাপনের উপায় করিয়া
ছিল, কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া উদ্যম সহকারে
ক্ষেত্রগুলি বপন করিয়াছিল। হায় ! তাহা
দের সকল আশাই নিষ্ফল হইল। চাস গেল,
বাস গেল সঞ্চিত সামগ্রী বিলুপ্ত হইল অনে
কের গোবৎসাদিও বিনষ্ট হইল। কত লোক
প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কত লোক আত্মীয়
শোকানলে দগ্ধ হইতেছে, তাহার এখনও নি
শ্চয় নাই ! ভীষণ বাত্যা ও দেশব্যাপী দুর্ভি
ক্ষের পরেই যে এই করাল কালসদৃশ আক
স্মিক দুর্ঘটনা ঘটিবে ইহা স্বপ্নেরও অগোচর
দুর্ব্বলের মস্তকে প্রচণ্ড লগুড়াঘাত, ক্ষীণ শরী
রে প্রবল পীড়ার সঞ্চার এবং অত্যুচ্চ স্থান
হইতে বজ্রের হঠাৎ পতন যেরূপ কষ্টদায়ক
এই প্রবল বন্যাও লোকের পক্ষে তদ্রূপ
ক্লেশকর হইয়াছে। যাহারা প্রাণত্যাগ
করিয়াছে তাহাদেরত কথাই নাই, যেসকল
লোক এক্ষনে জীবিত আছে তাহাদের
রক্ষার উপায় কি ? দয়ালু রাজপুরুষদিগের
আনুকূল্য ও দেশীয় ভাগ্যবন্ত লোকদিগের
সাহায্যব্যতিরেকে অন্য কিছুই উপায় নাই।

সহসা তিনটী কার্য্যের যুগপৎ অনুষ্ঠানদ্বারা
লোকের আশ্রয় দান সম্পন্ন হইতে পারে।
প্রথম গৃহ নির্ম্মাণজন্য অর্থসাহায্য দান, দ্বি
তীয়, চিকিৎসার উপায়বিধান তৃতীয় চাসের
সুবিধা করিয়া দেওয়া। এই ঘোরতর বর্ষা
কালে যদি লোকে একটু দাঁড়াইবার স্থান
না পায়, তাহা হইলে তাহাদের যে কত কষ্ট
হইবে তাহা সহজেই সকলে বুঝিতে পারি

তেছেন। আর এই বন্যাপীড়িত স্থানও
যে পীড়াবিশেষের আত্যন্তিক প্রাদু
হইবে, এমন আশঙ্কাও উপস্থিত হইতে
যখন গ্রামময় নিতান্ত দুর্গন্ধ বায়ু,
স্থানই আর্দ্র এবং সকল পুষ্করিণীর
সমল, তখন পীড়ার আশঙ্কা করা অযৌ
নহে। দারুণ দুর্ভিক্ষে দেশের অসংখ্য
বিনষ্ট হইয়াছে, আবার যদি এই জল
হেতু নিরাশ্রয়ে কালযাপন করিয়া এব
হইলে ঔষধ না পাইয়া লোকবিনাশ
টিত হয়, তাহা হইলে সাতিশয় শোকের
হইবে। অতএব দয়ালু রাজপুরুষগণ ও
শহিতৈষী মহোদয়েরা একমত হইয়া
স্থিত বিপদের নিবারণ ও প্রকার
গবর্ণমেণ্টের গোচর করিয়া কতক
সাহায্য সংগ্রহ করুন। আমাদের
লেপ্টনাট গবর্ণর প্রজাক্ষয়নিবার
প্রজাদত্ত করের কিয়দংশ রাজকোষ
প্রদান করিবেন সন্দেহ নাই। আর
সভা করিয়া কতক চাঁদা সংগৃহীত
রাজদত্ত সাহায্য ও চাঁদালব্ধ ধন এই
প্রকারে যাহা ব্যয় হইবে, তদ্দ্বারা প্র
দ্বিতীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান হউক। প্রতি
এলোকায় অন্ততঃ চারিজন করিয়া মেডি
কালেজের বাঙ্গালা ক্লাশের ছাত্র উপ
স্থিত রাখিলে অনেক উপকার হইতে প
তৃতীয় কার্য্যে অর্থাৎ চাসের সুবিধা ক
দেওয়ার উপায় এই যে, সকল স্থানে সুয
কপাট খুলিয়া দিয়া জল বাহির ক
দেওয়া এবং যে যে স্থানে বাঁধ ভ
গিয়াছে তৎসমুদায়ের সংস্কার ক
দেওয়া। সত্য বটে এখন সকল বাঁ
সংলগ্ন স্থানই জলে নিমগ্ন
সুতরাং মৃত্তিকার অভাবে স
কার্য্য সম্পন্ন হওয়া কঠিন হইবে, কিন্তু
হয়, কিঞ্চিৎ অধিক ব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক
স্থান হইতে মৃত্তিকা গ্রহণ করিলে
পারে। যখন এক বৃহৎ প্রদেশের
হইয়া কথা হইতেছে, তখন
অধিক ব্যয় হইবে বলিয়া
বাঁধসংস্কার কার্য্যে নিরস্ত থাকা
মতেই উচিত নহে। এক্ষণে

য় নাই। যদিও উক্ত বীজ বিনষ্ট হইয়াছে কিন্তু রোপণের দিন গত হয় নাই। ...ান হইলে রোপণকরা ভূমির আবাদ ... পারে। পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমে... কর্ত্তৃপক্ষেরা (একজিকিউটিভ ইঞ্জিনি- ...সিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়র ও ওবরসিয়র)... ...দি আবশ্যকমত স্লুয়েসের কপাট ইত- ...ও নিক্ষেপের ভাল বন্দোবস্ত করিয়া দেন ...াঁধের ভগ্নস্থান গুলি সারাইয়া দেন ...হইলে আবাদের পক্ষে যথেষ্ট উপকার ...ন্দেহ নাই। আমরা জানি চাষারা শিরা ...াতে যথাকালে ... কপাট ...া দেয় না, কিছু কিছু বন্দোবস্ত পাইলে ...ট ভুলিয়া দেয়। এ বৎসর যেন ঐ রূপ ...ইতে পারে। ... ভাগ্যবন্ত লোকদি... এবং সম্পন্ন জমীদারগণের কর্ত্তব্য ...রা প্রজাকে বীজ ধানা ও ধান্য বাড়ি ... আবাদের সাহায্য করেন। এরূপ হইলে ...য় কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে।

...পরি লিখিত তিনিটি কার্য্য সত্বর অনু... ...হওয়া আবশ্যক। বর্ণিত বণ্যা সামান্য ... নয় ক্ষতি অল্প পরিমিত নহে। তত্ত্ব... ...র পদস্পর্শে অনতিকালপরেই সং... ...ওয়াতে উহার তীক্ষতা প্রখর হইয়া উঠি... ... বিনা সাহায্যে যে প্রজাগণ গৃহনির্ম্মাণ ...ক্ষম এবং কৃষিকার্য্য করিতে পারে ...য় না।

...উপসংহারে আমরা আর একটী বি... ...কিন প্রান্তের ব্রাহ্মণ ও দিগের বিশেষ ...দৃষ্টি আকর্ষণের প্রার্থনা করিতেছি। ...ানী মেদিনীপুরের যাত্রী ... ...শে। ... যাত্রী ... ...হে। বোধ হয় তাহাদের দুর্দ্দশার ... নাই। পথিমধ্যে অনেকে জলপ্লাবনে ...হইয়া থাকিবে। ঐসকল যাত্রীর কি ...ছে? কত লোক বিনষ্ট হইয়াছে? যাহ... ...আছে তাহারা হারাদি পাই... ...? এগুলি সত্বর অনুসন্ধান করা ...কর্ত্তব্য।

---

এই ... ঘাটাল হইতে এক ব্যক্তি যাহা লিখিয়াছেন তাহাও এই স্থানে প্রকাশ করা হইতেছে।

মহাশয়! সম্প্রতিকার জলপ্লাবনে ঘাটালের যে দুরবস্থা হইয়াছে, তাহা বর্ণন করা সাধ্য নয়। তথাপি কিঞ্চিৎ জানাইতেছি সাধারণের গোচর করায় যদি কিছু সুবিধা হয় করিতে আজ্ঞা হইবে।

আষাঢ়ের প্রথম দিবসে অত্রত্য শীলাবতী নদীর জল এরূপ বৃদ্ধি হয় যে ২ রা সোমবার উভয়কূল উচ্ছলিয়া উঠে। দক্ষিণতটস্থ রবর্ট ওয়াটশন কোম্পানির বাড়ীর উপর দিয়া প্রবলবেগে বারি প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হয়। কর্ম্মাধ্যক্ষ টরনবুল সাহেব মহোদয় জলনিবারণের নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ক্রমে জল বাড়িতে লাগিল। তিনি ভয়ে কুঠিতে তিষ্ঠিতে না পারিয়া ভাউলিয়ায় আরোহণ করিয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। ৩ রা মঙ্গলবার রাত্রি দশটার পর ঘাটাল সরকারের বাঁধে হঠাৎ এক হানা পড়িল। মুহূর্ত্তেকমধ্যে মহাভীষণশব্দে একবারেই ৫।৬ ফুট জল বাড়িয়া উঠিল। সকলেই স্ব স্ব জীবন রক্ষার্থে ব্যস্ত সমস্ত হইলেন, কেহ কাহার বিশেষ সাহায্য করিতে পারিলেন না। অনেকের ঘর ভাসিয়া গেল; অনেকে পতিত ঘরের চালের উপর, কেহ কেহ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া জীবন রক্ষা করিল। কেবল ইষ্টকালয়গুলি বিলয় প্রাপ্ত হয় নাই। প্রথমেই পুলিষ ষ্টেশন পতিত হয়, পরে মুন্সেফী কাছারিতে জল প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকেও ভগ্নপ্রায় করে। বিশেষ অনুতাপের বিষয় এই যে উক্ত নদীর দক্ষিণ তীরবর্ত্তি গবর্ণমেন্ট সাহায্যকৃত বঙ্গবিদ্যালয়টীর সম্মুখে এক দীর্ঘ হানা পতিত হইয়া তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। অত্রত্য মুন্সরভাইজার বাবু মাধব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয় অনেক যত্ন ও পরিশ্রম এবং বিস্তর ব্যয় স্বীকারপূর্ব্বক এই বিদ্যালয়টী করিয়াছিলেন। এখন আর কে তাদৃশ সাহায্য করিবে? একণে আমাদিগের অধিকাংশ অধিবাসী নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়াছেন।

গত ৪ ঠা আষাঢ় বুধবার ও ৫ ই বৃহ... ...তিবারের কথা স্মরণ হইলে হৃদয় শুষ্ক ... যায়। কেবল পরমায়ুবলে সকলের প্রাণ... হইয়াছে। একে বন্যাবারির প্রবল বেগ ... চাল ও বৃক্ষের শাখা ভরসা; তাহার উ... পুনঃ পুনঃ মুষলধারে বৃষ্টিবর্ষণ, বিটে... ক...ন সে সময় লোকের কিপর্য্যন্ত দু... না হইয়াছিল? সেই হানা, প্রখর স্রো... কল কল ধ্বনি, মৃন্ময় গৃহ পতনের হুড় ... হুড়াড় শব্দ, বাত্যা সহকারে বৃষ্টিধারাবর্ষ... শন শন শব্দ ভেদ করিয়াও চতুর্দ্দি... গৃহস্থগণের রোদন ধ্বনি কর্ণ প... করিয়া হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া তুলি... ছিল। তখন নিমিমিশ্রিয় গভীর যা... রাজপথের উপর ৬।৭ ফুট জল কল ... শব্দে প্রবাহিত হইতেছিল; সম্মুখে গো... যা কত ভাসিয়া যাইতেছে, দেখিয়া ও ... কোন প্রকার সাহায্য করিতে পারে ... ইহার পর শোচনীয় ঘটনা আর কি ... পারে? আমরা কতকগুলি লোক গৃ... করণ দ্রব্যাদির আশা ছাড়িয়া ... পরিজনগণকেই লইয়া রেশনকুটীর ... উপর আশ্রয় লইয়াছিলাম। এ নও ... সকল স্থানের সম্বাদ জানিতে পারি নাই ... লোকে যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, ... রা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। ... হ ক, একটা কথার উল্লেখ করা আ... আবশ্যক হইতেছে। অত্রত্য পুলিষ মহা... ও ট্যাক্স দারোগা এবং ডাক্তার বাবু ই... আপনাদের পরিবার লইয়া সেই ... বিপদাপন্ন হইয়াও অন্যান্য বিপদাপন্ন ... গণের প্রতি যত দূর শক্তি সাহায্য ক... ত্রুটি করেন নাই উঁহারা অনে... পানশী করিয়া আনিয়া কুটীর ... উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ... অনেকেরই জীবন রক্ষা হই... এক্ষণে যদিও জল অনেক কমিয়াছে; ... যেসকল লোকের ঘর পতিত হইয়া গি... তাহাদের গত্যন্তর নাই। বিশেষতঃ যে... ঘর পতিত হয় নাই, সেগুলি অ... ভয়ানক হইয়া আছে। তথায় প্রবেশ ক... সাহস হয় না। আমাদিগের চাষ বাস ...

হইল। যে়প বিস্তীর্ণ ও গভীর
হইয়াছে, সহসা তাহার বন্ধন কইবার
শা নাই। সুতরাং সর্বত্র বন্যা হইলে
না হউক পদে পদে বিপদগ্রস্ত হইতে
।

— ❋ —

১৮৫৯ অব্দের ১০ আইনের
সংশোধন বিল।

রিবাস টমসন সাহেব ১৮৫৯ অব্দের
আইনঘটিত মকদ্দমাসকল কালেক্টর
র হস্ত হইতে দেওয়ানী বিচারপতি
র হস্তে দিবার যে বিল অর্পণ করিয়া
, তাহার পাণ্ডুলেখ্য কলিকাতা
জেটে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি
র্থই বলিয়াছেন ১০ আইনসংক্রান্ত
দমাসকলে আইনের যেপ্রকার সূক্ষ্ম
উঠে তাহা অশিক্ষিত শাসনকার্য্যের
চারিদ্বারা সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত
ত পারে না। যেসকল উকীল কালে
ও ডেপুটি কালেক্টরের নিকটে এই
ল সূক্ষ্ম প্রশ্নের তর্ক করেন, তাঁহারাই
নেন, তুলার উপরে খড়্গাঘাত করি
ন্যায় অধিকাংশ স্থলে তাঁহাদিগের
ঘাত বৃথা হইয়া পড়ে। বিচারপতি
র কিছুই বুঝিতে পারেন না; যে সে
ার একটা মীমাংসা করেন এবং
কের অনর্থক ব্যয় ও আপীল আদা
তর অনর্থক পরিশ্রম হয়। কালেক্টর ও
ডেপুটী কালেক্টরদিগকে এই মকদ্দমার
এতপরিশ্রম করিতে হয় যে
রা আপন আপন বিভাগের অবস্থা
ল জানিতে পারেন না। এক রসুম
রে যে সুবিধা ছিল, নূতন স্ট্যাম্প
ইনে তাহা দূর করিয়াছে। অতএব
শাসনকার্য্যের কর্মচারীদিগের বৃথা শ্রম
করিয়া শিক্ষিত বিচারপতিদিগের
স্তে করসংক্রান্ত মকদ্দমার ভার দেওয়া
অতিশয় আবশ্যক তাহা সকলেই
কার করিবেন।

কিন্তু টমসন সাহেবের বিলে কতক গুলি যুক্তিবিরুদ্ধ প্রস্তাব আছে। বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্নরের অধীনস্থ যে সকল স্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, প্রস্তাবিত আইন কেবল তৎপ্রতি বর্ত্তিতেছে। আমরা ইহার কোন কারণ দেখিতে পাইতেছি না। পঞ্জাব প্রদেশে গবর্ণমেণ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন নাই; এখানকার করসম্বন্ধীয় মকদ্দমা কি কালেক্টরগণ করিবেন? কর সংক্রান্ত যাবতীয় মকদ্দমা দেওয়ানী আদালতের হস্তে দেওয়া উচিত; চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হউক আর না হউক, তাহাতে কি ক্ষতি আছে? উৎকলের প্রজা ও জমীদারদিগকে কি জন্য বঙ্গদেশের ঐ শ্রেণির লোকদিগের ন্যায় সুবিধা দেওয়া না হইবে? এক জন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ২৪ পরগণার করসম্বন্ধীয় কোন বিচার করিবেন না; ইহা তিনি জানিবেনও না; কিন্তু উৎকলে বদলী হইলে তাঁহাকে এই বিচার করিতে হইবে। এতদ্দ্বারা কি সাধারণ অনিষ্ট হইবে না? কোন কোন স্থলে কর আদায়ের নালীশ ছোট আদালতে হইয়া থাকে; এটী বন্ধ করা যুক্তিসিদ্ধ কাজ হইয়াছে। ১৮৫৯ অব্দের ৮ আইনের বিধি অনুসারে কর সংক্রান্ত মকদ্দমার বিচারের প্রতি ও কাহার আপত্তি নাই। করবৃদ্ধির নালীশের সময় বৈশাখ অবধি জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষপর্য্যন্ত করিবার ধারাটীও যুক্তিসিদ্ধ। জমীদারের দপ্তরে নাম খারিজ করিতে গেলে তিনি অসম্মত হইলে আদালত তাহা করিতে বাধিত করিবেন, এটীও উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু গমস্তার বিরুদ্ধে হিসাবের নালীশের সময় কম তাদের এক বৎসরপর্য্যন্ত করা যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই; অন্ততঃ তিন বৎসর করা উচিত হইতেছে। টমসন সাহেব প্রস্তাব করিয়াছেন, পত্তনী দরপত্তনীপ্রভৃতির

বাকী খাজনার নালীশ হইলে প্রত্যর্থী
বিচারের পূর্ব্বে জেলে দেওয়া হইবে ন
কিন্তু পত্তনী স্বত্ব ও গাঁতির পক্ষে ই
হয় নাই। আমরা এই প্রভেদের কে
কারণ দেখিতে পাইলাম না। যেমন
অনায়াসে হস্তান্তর করা যাইতে পারে, তা
করের জন্য অগ্রে তাহা বিক্রীত হই
পরে প্রত্যর্থীর অন্য সম্পত্তি বিক্রী
হইয়াও যদি টাকা আদায় না হয়, তবে
তাঁহাকে জেলে দেওয়া হইবে এটী ন
নিয়ম করা উচিত। কোন নিয়ম
জমার কোন অংশী আপনার অংশে
বাকী করের নিমিত্ত সমুদায় জমা বি
করিতে পারিবেন না। প্রথমতঃ প্র
র্থীর অন্য অন্য সম্পত্তি বিক্রয় করি
হইবে, পরে সমুদায় জমা বিক্রীত হই
পারিবে। এটী উত্তম হইয়াছে। কিন্তু
বিষয়ে আমরা একটী বিশেষ অন
বিধি দেখিতেছি। ১৮৬২ অব্দের
আইনে স্থির করা হয়, জমীদার কর
লইলে প্রজা কালেক্টরের নিকটে
দিয়া রাজস্ব লইতে পারিবে। টম
সাহেব এই রসিদ দানের ভার কে
প্রধান সদর আমীনের ( ইহাঁরা
এক্ষণে অধস্তন জজ বলিয়া বিখ্যা
উপরে দিতেছেন; কোন প্রজা, এক প
সাতক্ষীরাতে জমীদারকে এক ট
বাকীর কর দেয়। জমীদার তাহাকে
বাকীর নিমিত্ত কর লইলেন না। এ
সময় ২৪ পরগণার মধ্যে কেবল অ
পুরে অধস্তন জজ আছেন। সাতক্ষী
আলিপুর হইতে দুই দিনের প
কর না দিলে জমীদার এ বাকীর ন
ছোটো মুন্সেফের নিকটে নালীশ করি
পারেন; কিন্তু জমীদার স্বেচ্ছাপূ
কর না লইলে এ ব্যক্তিকে পাঁচ
দিনের বাসায় খরচ দিয়া দশ
নৌকা ভাড়া দিয়া আলিপুরে এ
টাকা দিতে আসিতে হইবে।

—২০০—

…াব করিতেছি, এই বিষয়ের ভার …লেক্টর ও উপবিভাগের ডেপুটী কালে…র হস্তে রাখা কর্ত্তব্য। স্থানীয় মুন্সেফ…গের হস্তে দেওয়াও উচিত নহে। …কগণের নিকটে অধিক টাকা জমা …ল প্রহরী রাখিবার প্রয়োজন হইবে। …য়ের আবশ্যক কি? কালেক্টরদিগের …র ট্রেজুরির ভার আছে; রসিদ দি… লইবার ভার তাঁহাদিগের হস্তে রাখি… কোন আপত্তি নাই। দেওয়ানী …ালত এই রসিদ গ্রাহ্য করিবেন, …ব্যবস্থা করিলে সকল দিক রক্ষা …বে। যখন কোন স্বত্ব লইয়া বিচার …তেছে না, তখন কালেক্টরের হস্তে …কমা রাখাতে কোন ক্ষতি …। ব্যক্তি বিশেষের ও সাধারণের … রক্ষার কারণ ইহা অবশ্য …বা হইতেছে। প্রত্যেক মুন্সেফের …ালতে পৃথক পৃথক ট্রেজুরি করা যাই… পারে না। কেবল অল্প জন্য রসিদ …া হইলে দরিদ্রের কষ্টের সীমা থা…ব না। অন্য অন্য ধারাগুলির প্রতি …র হয় অল্পই আপত্তি হইবে। কিন্তু …ানী আদালতের আমলাদিগের বিষ… বিধিগুলি ভাল করিয়া বিবেচনা … উচিত। একণে যে সকল ব্যক্তি …ীন আছেন, ইহাঁদিগের পক্ষেরা …জন দুঃখ ও উৎপীড়ন… …ে ইহাঁরা সকল … করিতে পা… ; নিয়ম স্থির করিবার সময় যা… আমীনদিগের সহিত ব্যবহার …ন, তাঁহারা ইহাঁদিগের চরিত্রের … বলিতে পারিবেন। আমীনদিগকে …ন জামিন দিতে হইবে। জজআদালতের …া হইলেই আমিন ভাল হয় অন্ততঃ এই … যাঁহারা … না …বেন ও … শ্রেণির … সাধ্য না রাখিবেন, তাঁহাদিগকে …মিন করা হইবে না। ইহাঁদিগকে পর্য্যাপ্ত বেতন প্রদান কর; ইহাঁরা যে স্থানে যাইবেন মাইল ধরিয়া পাথেয় পাইবেন; একণে বারবরদারি বলিয়া যে টাকা লওয়া হয়, তাহা গবর্ণমেণ্টের থাকিবে। মধ্যে মধ্যে দুই এক জন উপযুক্ত লোককে ২০।২৫ টাকা পর্য্যন্তের বাকী খাজনা আদায়ের মকদ্দমা করিবার ভার দিলেও ক্ষতি হইবে না। যাহা হউক বর্ত্তমান শোণিতশোষক জলৌকাদিগকে দূরীভূত করা অবশ্যকর্ত্তব্য হইতেছে।

আমরা এ স্থলে আর একটী প্রস্তাব করিতেছি। করবৃদ্ধিঘটিত যত মকদ্দমা হইতেছে, তন্মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, অনেক স্থলে বাস্তুর উপরে কর হইতেছে ১৮৫৯ অব্দের ৩ ধারাতে যে সুবিধা দেওয়া হইয়াছে, তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। সাধারণ মত ধরিয়া গবর্ণমেণ্টের কাজ করা যদি কর্ত্তব্য বোধ হয়, তবে বাস্তুর প্রতি মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই জানেন, এদেশের লোকেরা পুত্রশোক অপেক্ষা বাস্তুহীন হওয়া অধিক কোষ্টকর বিষয় জ্ঞান করেন ১৮৫৯ অব্দে ১০ আইনের ৩১ ধারাতে কতক সুবিধা আছে, কিন্তু তাহা এত অনিশ্চিত যে আদালতসমূহ প্রায় তাহার উপরে নির্ভর করেন না। আমরা এ স্থলে প্রস্তাব করিতেছি, যে স্থানে উদ্যান, পুষ্করিণী, বাটী হইবে তাহার যদি তিন বৎসর পর্য্যন্ত এক হারে কর আদায় হয়, তবে জমীদার আর করবৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। এই বিধি না থাকাতে যেসকল অনিষ্ট হইতেছে, আমরা তাহার কতকগুলি শোচনীয় উদাহরণ দর্শন করিয়াছি। সাধারণ সম্পত্তির মূল্য যত বৃদ্ধি হয়, ততই দেশের মঙ্গল। এ স্থলে জমীদারদিগের অনুরোধ রক্ষা করিবার কোন প্রয়োজন রাখে না। মহাশয় জমীদারগণও প্রায় বাস্তুর উপরে আক্রমণ করেন না। তথাপি অত্যাচারকারী…গের সংখ্যা যখন অল্প নহে তখন এ… প্রতি দৃষ্টিপাত করা অবশ্যকর্ত্তব্য …তেছে।

—:০:—

এডুকেশন গেজেট পত্রিকা ও তাহার… শাখগণ।

বাবু প্যারীচরণ সরকার ইহাকে … ত্যাগ করিয়াছেন। ইহার ত বৈধব্য… উপস্থিত। বিদ্যাসাগরের কল্যাণে … কালি বিধবাবিবাহের দ্বার রুদ্ধ নাই। … কে নাকি এই বিধবার পাণিগ্রহণে… হইয়াছেন। ইনি রাজপণ্ডিত; গৌড়… লোক আছে। আমরা শুনিলাম যাঁ…গের বিধবাবিবাহে অস্বীকার দেখ… তাঁহাদিগেরও কেহ কেহ লোকে পা… বরদলে মিশিয়াছেন। সচরাচর … যায়, পরিণয়সম্পর্কে যে স্থলে অর্থ … থাকে, কন্যা ও বরের গুণ দোষ বি… যুক্ত হয় না। অতএব ইহার কি … আছে, প্যারী বাবু কেন ইহাকে … ত্যাগ করিলেন পরিণামেই বা কি … নিষ্ট হইবে, বরেরা যে, যে সকল বি… করিবেন এবং পত্রিকা গ্রাহক… সমস্ত… ও সমস্ত … প্রকাশ … বেন, তাহা নম্রবিত নহে। আমরাও … এ সময়ে কোন হিত কথা বলি, ত… গ্রাহ্য হইবে, তাহারও সম্ভাবনা না… তথাপি, আমাদিগের কর্ত্তব্য, কা… কালে ও অনতে পতনোন্মুখ দেখিলে … ধান করিতে হয়। এই পত্রিকার … গ্রহণ করিলে "ঘর জামাই" … থাকিতে হইবে। "ঘর জামাই" কা… বলে বরেরা কি তাহা জানেন? … কি দুর্দশা হয়, তাহা কি তাঁহারা বুঝে… আমরা চক্ষে অঙ্গুলী দিয়া ত এই বুঝা… দিলাম, ইহাতেও যদি তাঁহারা না বুঝে… আমরা নিরুপায়।

যাহা হউক, শ্যামনগরের হত্যা…

য়াতে অনেককে আমরা চিনিলাম। লা দেশের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর প্রেসাহে চিনা হইল, প্যারী বাবুকে চিনা ল আর যাঁহারা এডুকেশন গেজেট ত্রিকার পাণিগ্রহণার্থী হইয়া পত্র ব্র ধান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও চিনা ল। অর্থিগণ! তোমারা কি কেবল গর্ব্বস্ব? মুখেই যত তোমাদিগের সদগু পরিচয় দান! মুখেই তোমাদিগের দশ নুরাগ! মুখেই তোমাদিগের স্বাধী প্রিয়তা! কার্য্যকালে সমুদায় গত বে গেল। তোমাদিগের গর্ব্ব কেবল ৷ ফাঁকসার হইল! অর্থই এত প্রিয় ল ন মর্য্যাদা সমুদায়ই কি অর্থ? বাবু! তুমি যদি এইন র নিকটে মনস্বিতা, তেজস্বিতা ও স্বার্থত্যাগ শিখিতে, তোমার এ নির্বু তাপ্রকাশ হইত না। শ্যামনগরের ৷ গুণপক্ষে তোমার যেরূপ সংস্কার ছিল, তুমি সেইরূপ লিখিয়া ন, প্রেসাহেব তদর্থ তোমার উপরে পপ্রকাশ করিলেন. তুমি যে তীত লে না, তুমি যে অনায়াসে অর্থের ত পরিত্যাগ করিলে, এটী তোমার র্ব্বু দ্ধতার পরিচয়মাত্র! আমরা যদি তাম, বরংই ৩০০ টাকা পরিত্যাগ রিতাম না। প্রেসাহেবের চিঠি বাহির তে না হইতে গোপনে ক্ষমা প্রার্থনা রিয়া কাজ সারিয়া লইতাম; ঘুণা র কেহ জানিতে পারিতেন না। রী বাবু! তুমি এত বড় কে আজিও চতুরতা শিখিলে না. া লোকে জানিতে পারিলেই বা তি কি? একটী কথা বলিলে যদি কা গুলি রহিয়া যায়, বরাতে হানি? টাকাতেই মান সম্ভ্রম! বিদ্যাসাগর একটী কথা রক্ষা হয় নাই, বলিয়া নি কর্ম্মপরিত্যাগ করায় যেমন ঠকিয়াছেন, তুমিও তেমনি ঠকিলে; বুঝিতে পারিলে না।

স্খলিতং ন হিরণ্যরেতসং চয়মাস্ক্রামতি ভূস্মনাং জনঃ।
অভিভূতিভয়াদসূনতঃ সুখমুজ্ঝন্তি ন ধাম মানিনঃ।

কেহ জলন্ত অগ্নিতে পদক্ষেপ করে না, ভস্মরাশিকে অনায়াসে পদদ্বারা মর্দ্দন করে। এই হেতু মানী ব্যক্তিরা অনায়াসে প্রাণত্যাগ করেন, তথাপি তেজ ত্যাগ করেন না।

এ সকল গোঁয়ারের কথা; চতুরের কথা নয়।

### নূতন পুস্তক।

১। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকাপরীক্ষার পুস্তকের অর্থ। কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের অন্যতর শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার সঙ্কলন করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা প্রবেশিকাপরীক্ষার্থীদগের সবিশেষ উপকারলাভের সম্ভাবনা আছে। ইহাতে শব্দের ব্যুৎপত্তি ও প্রকৃত অর্থ কঠিন পদ ও বাক্যের ব্যাখ্যা, ইতিহাস ভূগোলপ্রভৃতি সংক্রান্ত নানা প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে।

২। কুসুমকুমারী নাটক। শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকালী ঘোষ সেক্সপিয়রের সিম্বেলিনের গল্প অবলম্বন করিয়া এখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। লেখা মন্দ হয় নাই।

৩। উত্তরপাড়ার যুবকদিগের সভার চতুর্থ সাংবৎসরিক রিপোর্ট। যুবকেরা যেপ্রকার বিষয়সকলের আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে, সভার উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছে। আমাদিগের আর একটী আনন্দের বিষয় এই, এ সভাটী জলবিম্বের ন্যায় উত্থিত হইয়া অবিলম্বে লীন হয় নাই। এটীও সভার উন্নতিসূচক।

৪। ছন্দোমালা, প্রথম ভাগ। কলিকাতার নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের পণ্ডিত শ্রীযু মধুসূদন বাচস্পতি ইহার প্রণয়ন য়াছেন। ইহাতে উদাহরণ সহিত ৭১ ছন্দের লক্ষণ সন্নিবেশিত হইয়া ছন্দোমঞ্জরী হইতে কয়েকটী সং ছন্দেরও লক্ষণ অনুবাদ করিয়া দে হইয়াছে। ছন্দোজিজ্ঞাসু ব্যক্তিদি পক্ষে এখানি উপকারী হইয়াছে। বা ভাষায় যেসমস্ত সংস্কৃত ছন্দ চ নহে সেগুলি ইহাতে সন্নিবেশিত করিলে ভাল হইত। শ্রীপ্রভৃতি কটী ছন্দের সংস্কৃতেও বিরল প্র দেখিতে পাওয়া যায়।

৫। নীতিপাঠ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। নীতিবিষয়ক বিষয় লইয়া এ পদ্যে রচিত হইয়াছে। বহুবাজার ব লা বিদ্যালয়ের অন্যতর পণ্ডিত শ্রী বাবু জয়নাথ দাস ইহার রচনাকর্ত্তা।

৬। নীতি সন্দর্ভ। এখানিও নীতি ষয় লইয়া দুই ভাগে পদ্যে রচিত য়াছে। ইহারও রচয়িতা বাবু জয় দাস।

---

## বিবিধসংবাদ।

১৭ ই আষাঢ় সোমবার।

আমরা চাপমান সাহেবের একটী অ[illegible] অবগত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। হাইকোর্টের বাবু প্রসন্নদাস মল্লি[illegible] [illegible] তথায় অনেকগুলি নীল [illegible] [illegible] [illegible] অধিকার দিয়াছেন; অথচ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলিয়াছেন, প্রসন্নদাস মল্লিকের [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহার বিস্ত[illegible] [illegible] যদিও কর আদায় হয় নাই, [illegible] [illegible] তাঁহার ক্ষতি [illegible] [illegible] কিন্তু প্রসন্নদাস মল্লিকের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লাভ নাই।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করি[illegible]

উইলিয়ম মুরের স্ত্রী লেডি মুর উত্তরপশ্চি লে বালিকাবিদ্যালয়স্থাপনে বিশেষ যত্নবতী ছেন। এলাহাবাদের বাবু নীলকমল মিত্র য়ে তাঁহার যথোচিত সাহায্য করিতেছেন। বল ইউরোপীয় স্ত্রীলোক এ দেশে লাকদিগের উন্নতির নিমিত্ত চেষ্টা পাইলে তাঁহাদিগের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হই তেছে। ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হ্যাকেট সাহেবের বিষয়ে অনেক কাজ করিতেছেন। লুইস সাহেবের স্ত্রী বিস্তর অন্তঃ বিদ্যা ও সভ্যতার আলোক বিকীর্ণ তেছেন।

এতদ্দেশীয় সর্দ্দারগণের অনেককে আদালতে যাইতে হয় না। এক্ষণে সর্ব্বিক নিয়ম অতিশয় আক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি , আইনের সম্মুখে সকলকে সমান ক। আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই, এ দেশে কি বিষয়ে আইনের সম্মুখে সকলেই সমান?

উক্ত পত্র কাবুল হইতে সংবাদ পাইয়াছেন সম্রাট নিয়াবআলি খাঁকে কাবুলের বলিয়া স্বীকার করিয়া এক দূত প্রেরণ রাছেন। পারস্যের ন্যায় তিনি রুশীয়া ও সন্ধি করেন সম্রাটের এই ইচ্ছা। নিয়া লি সম্মত হইয়াছেন। এক্ষণে পারস্য হিরাটে থাকিবে, সাহ আলকুদ্দিন কবি স্বরূপ নিয়ার আলিকে হিরাটের নিকট কয়েকখানি গ্রাম প্রদান করিয়াছেন। এই মাত্র বোধ হয়।

কাবুল হইতে নিশ্চয় সংবাদ আসিয়াছে য়েরা এপর্য্যন্ত বোখারা লইতে পারেন

জাবের আমলাদিগের বেতনবৃদ্ধি হই। কমিসনরের সেরেস্তাদারেরা ১৫০ অবধি টাকা এবং ডেপুটি কমিসনরের সেরেস্তা রা ১২০ অবধি ১২৫ টাকা পাইবেন। আমলাদিগের বেতনবৃদ্ধি অল্পকালে হইতে পারিবে।

ইউলিয়ম মুরের অনুরোধে ভারত রেলওয়ে কোম্পানি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের য়ের স্ত্রীলোকদিগের পঞ্চেটর ভাড়া কমাই। পূর্ব্বে এক গুণ ভাড়া করিতে হইলে দের ভাড়া লাগিত, এক্ষণে আট জনের দিতে হইবে। আর একটী কাজ করা। যে গাড়ীতে এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা ন, সে গাড়ীতে ইউরোপীয়দিগকে যাইতে উচিত নহে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রধানতম বিচারালয়ে ১৬ জন অপ্রাপ্ত ইউরোপীয়ের মধ্যে ১৫ জন রেলওয়ে কর্ম্মচারী। নিম্নশ্রেণীর ইউরোপীয়েরা পশু অপেক্ষা বড় শ্রেষ্ঠ নহে।

বেঞ্জামিন শেলডন নামক লক্ষ্ণৌস্থিত এক জন ইউরোপীয় সৈনিক আর এক সৈনিককে বধ করাতে তাহার ফাঁসীর আজ্ঞা হইয়াছে। লেপ্টনাণ্ট আলকক কর্ত্তব্য কর্ম্মের সময়ে সুরা পানে উন্মত্ত হওয়াতে সামরিক বিচারালয় তাহাকে ভর্ৎসনা করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। কলিকাতার প্রধানতম বিচারালয়ে এরূপ বিচার দর্শন দুর্লভ।

গত শনিবার মাধবচন্দ্র দত্তকে পুনর্ব্বার রাজ দ্রোহের অপরাধী বলিয়া পুলিসে আনয়ন করা হয়। কিন্তু সবডিবিজনের আটর্নী সাহেবের ... পুনরায় এক মাস মেয়াদ চাহিবাতে প্রত্যর্থীকে জামীনে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট রবার্টস সাহেবের তারিখ আছে।

হিন্দুপেট্রিয়ট শ্রবণ করিয়াছেন, ত্রাসন সাহেব বরপদে এক জন এতদ্দেশীয় ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা সর জন লরেন্সের ইচ্ছা ছিল কিন্তু লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর গ্রে সাহেব তাহা করিলেন না। গ্রে সাহেব এক নূতন খেলা খেলিতে আসিয়াছেন।

আমরা উক্ত পত্রে দেখিলাম হাবড়ার লোকেরা একটী অনাথ চিকিৎসালয় করিবার মনস্থ করিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকটে অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। সাহায্যদান উচিত।

ক্রমশঃ উৎকলের জলপ্লাবনের শোচনীয় বৃত্তান্ত আসিতেছে। চারি দিন ডাক বন্ধ ছিল। মাঠের মধ্যে নৌকা গমনাগমন করিতেছে। গোলাসকল ভাসিয়া যাওয়াতে অনেকে অন্নের কষ্ট পাইতেছেন। বিস্তর গরু মরিয়াছে। ... প্রতি দৈবী আপদে এরূপ হয় বলিয়া উৎকলের শ্রীবৃদ্ধি নাই।

১৮ ই আষাঢ় মঙ্গলবার।

কটকের কালেক্টর লেপ্টনণ্ট গবর্ণরকে সমাচার দেন, কটক উপবিভাগে জলপ্লাবন হইয়া শস্যের অতিরিক্ত ক্ষতি করিয়াছে। কিন্তু জল শীঘ্র সরিয়া গিয়াছে। সম্বলপুর হইতে চাউল আসিতেছে। চাউলের মূল্য সমবিধ। যোগিপুর উপবিভাগে অতিশয় অন্নকষ্ট হইয়াছে। সমুদ্র তীরস্থ লোকদিগের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্লেশ দেখা যাইতেছে। তত্রত্য ক্ষেত্রসমূহ জলপ্লাবিত রহিয়াছে। কালেক্টর কতক চাউল প্রেরণ করিয়াছেন। আবশ্যক আরও প্রেরণ করিবেন। কেন্দ্রাপাড়ায় অনেক বাটী ভগ্ন ও গরু মৃত হইয়াছে। কিয়দংশ রক্ষা পাইয়াছে। এখানে প্রেরিত হইয়াছে। কোন স্থানে আউস ধান্য কালে নষ্ট হইয়াছে। জগৎসিংহপুরের ভাল। তথায় শস্যের অধিকাংশ হইয়াছে উন সম্ভব আছে। অনেক স্থানে পুনর্ব্বার বপন করা হইতেছে. কটকের কমিসনর বৈতরণী ও ব্রাহ্মণীর নদী মধ্যস্থিত ... প্লাবিত হইয়াছে। বিস্তর পল্লীগ্রাম এক নষ্ট হইয়াছে। কতকগুলি লোক প্রাণ করিয়াছে। গরুর ত কথাই নাই। লোকের অধিকতর বিপদ হন নাই (?) স্থানে স্থানে হইতেছে।

গত কল্য শিলার সাহেবের মকদ্দমা হয়। আডবোকেট জেনরল অনেক ক রিয়া বলেন, প্রত্যর্থীরা যেপর্য্যন্ত স্বীকার রাছেন, তাহাতেই তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে দণ্ড যাইতে পারে। অদ্য এ বিষয়ে পু তর্ক হইবার কথা আছে।

ফিল্ডীগেজেট বলেন, দিল্লীর ভূতপূর্ব্ব মইযুদ্দিন খাঁকে বিনা বিচারে মুক্ত ক আজ্ঞা হইয়াছে। ব্রিটিশকারীদিগের ... চটিবেন। কিন্তু গবর্ণমেন্টের যে আর বৈর সংপ্রিয়তা থাকা উচিত নহে, তাহা বর্ত্তীয় গবর্ণমেন্ট সাধারণের সহিত স্বীকার রাছেন।

গত বৃষ্টিতে বিস্তর ক্ষতি ও দু আশঙ্কা হওয়াতে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর গ্রে আসামে গমন করিবার ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া যথোচিত উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

অযোধ্যার রাজার বাটী হইতে ৮৫০০০ টাকার গবর্ণমেন্টের কাগজ চুরি হে। রাজার দেওয়ানের তিন জন ভৃ সন্দেহ ক্রমে হাজতে দেওয়া হইয়াছে।

করাচীতে পয়ঃপ্রণালী করা হইতেছে কাতার পয়ঃপ্রণালীর মত যেন না হয়। রবরণ এক বার জল পুরিয়াছিলেন। কিন্তু রাস্তা বসিয়া যাওয়াতে সেগুলি আবার তেছেন।

পুরীতে কটকের ডাক যায় নাই। এখনে রায় ডাক চলিতেছে।

২৯ এ আষাঢ় বুধবার।

সংবাদপত্রসমূহ পঞ্জাবের লেপ্ট গবর্ণর সর ডোনালড মাকলিয়ডের প্রতি অন্যায় করিয়াছেন। তিনি নিজের নিয়

টাকা কর্জ্জ করেন নাই ; তিনি এক জনের
জ পঞ্জাব ব্যাঙ্কের নিকটে দুই লক্ষ টাকার
ন হন ; ঐ টাকা তাঁহার স্কন্ধে পড়িয়াছে।
ডোনাল্ড মাকলিয়ড পদত্যাগ করিবেন
যে অনরব হয়, তাহাও অমূলক।

প্রতি প্রধানতম বিচারালয় সিদ্ধান্ত করি
, যখন কোন মাজিষ্ট্রেট কোন অপরাধীকে
পৃথক দোষের নিমিত্ত এক মাসের
ক কাল কারাবাসের আজ্ঞা দেন,
সমুদায় মেয়াদ একত্র করিয়া সেস
জের নিকটে আপীল করা যাইতে পারে
এক অপরাধের পৃথক পৃথক অংশের
পৃথক পৃথক দণ্ড হইলে যদি সমুদায়
আপীলের যোগ্য হয় ত আপীল হইতে
বে। এক মাস মেয়াদ ও ৫০ টাকা জরিমা
আপীল নাই। এবিধিটী উঠাইয়া দেওয়া
। ইহার সাহায্যে অনেক মাজিষ্ট্রেট অবি
করিতেছেন।

৭ পদাতি সিপাহীদলের কাপ্তেন এক, এচ,
ত নৌকার বাইচ খেলিবার সভার অনুষ্ঠান
; এনিমিত্ত চাঁদা হয়। কিন্তু বাইচের সময়
পূর্ব্বে সংবাদ দেওয়া হইল, কাপ্তেন ওলড
জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করাতে বাইচ
বন্ধ রহিল। এক্ষণে পুলিস তাহা বিশ্বাস
রিয়া কাপ্তেনকে ধৃত করিবার চেষ্টায়
ন। কাপ্তেন আপনার রেজিমেন্টের কর্ণে
প্রতিনিধি হইয়া কোন বিলে স্বাক্ষর করিয়া
ন হিসাবে কয়েক সহস্র টাকা লইয়াছেন।
ও এই প্রকার হইয়াছে। বাইচ খেলি
সভাও দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রদত্ত
কাপ্তেনের সহিত জলমগ্ন হইয়াছে। যিশু
র ন্যায় কাপ্তেন ওলড দৈববলে পুনর্ব্বার
গর্ভস্থিত কবর হইতে উঠিয়া এক রেল
ষ্টেসনে দর্শন দিয়াছিলেন। অনেকে
ক ভুত স্থির করিয়াছিলেন ; কিন্তু বঙ্গদে
পুলিস যিশুখৃষ্টের পুনরবতারের কথায় অবি
করিয়া ভুত ধরিবার চেষ্টায় ফিরিতেছেন।
পতি মাকফাশন ও কসাইটোলার জুরির
ন ও দয়া প্রদর্শনের আর একটী বিশেষ
া হইতেছে।

দেশের কৃষিকার্য্যের উন্নতির নিমিত্ত
াতার কৃষিসমাজ প্রতিবৎসর একটী
র মেডাল পুরস্কার দিবেন। কি ভারতবর্ষ
ন দেশ যেখানকার লোক এই উন্নতি করি
রিবেন তিনি এই মেডাল পাইবেন। প্রতি
এক একটী মেডাল দেওয়া হইবে। মেডাল

খানি সর জন গ্রান্টের নামে গ্রান্ট মেডাল বলিয়া বিখ্যাত হইবে। কৃষকদিগের উৎসাহ দিবার নিমিত্ত সমাজ যদি কয়েক খানি রৌপ্যের মেডাল ও উৎকৃষ্ট কৃষির জন্য মধ্যে মধ্যে পুরস্কার দেন তবে প্রকৃত কাজ হইবে। সোণার মেডাল দিবার সময় অদ্যাপি আইসে নাই।

কলিকাতার অর্জ্জিনেরা আর্ম্মাণীঘাটে সেতু করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহারা নৌকার উপরে সেতু করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিবেন। ইহার উপর দিয়া রেইল যাইবে রামচন্দ্রের সেতুর সময়ে কাঠ বিরালে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিল। অর্জ্জিনগণ বুদ্ধিমত্তে সেই প্রকার করিতেছেন।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস বলেন নূতন চিত্রশালিকা বাটীটী সুরকীর দোষে ইহার মধ্যে ফাটিয়া উঠিয়াছে। কণ্ট্রাক্টরের কাজের মাত্রা যাই এই। ইউরোপীয় কণ্ট্রাক্টর ও ইঞ্জিনিয়র। কে কাহার দোষ বলিবেন?

আমরা গবর্ণমেণ্টকে এই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাটীটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে বলিতেছি। এই বাটীটী যে কি প্রণালীতে হইবে, আর কোথা দিয়া বায়ু যাইবে তাহা আমাদিগের অল্প বুদ্ধিতে স্থির হয় নাই। কিন্তু উত্তর পূর্ব্ব কোণে যেন কাট ধরিয়াছে বোধ হইতেছে। আর যেরূপ শীঘ্র কাজ হইতেছে, তাহাতে আমাদিগের প্রপৌত্রগণ অনায়াসে আপনাদিগের মৃত্যুর দুই চারি বৎসর পূর্ব্বে বাটীটীর সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে পারিবে।

কটকের কমিসনর গত কল্য টেলিগ্রাম করিয়াছেন, পুরীতে জলপ্লাবনে কি বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, তাহার সংবাদ আইসে নাই। নদীর বাঁধ ও রাস্তা ডুবিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণী ও বৈতরণীনদীর মধ্যস্থিত সমুদায় গ্রাম জলপূরিপূর্ণ। ব্রাহ্মণীর বাঁধ স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। কেন্দ্রাপাড়া হইতে ফলস পাইণ্টপর্য্যন্ত সমুদায় গ্রাম এক কালে জলমগ্ন হইয়াছিল। যাজপুরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্লাবন হয়। পূর্ব্বে পূর্ব্বে আতঙ্কিক প্লাবনে যত জল উঠিয়াছিল, এবার তদপেক্ষা ১৮ ইঞ্চ জল বৃদ্ধি হইয়াছে। পল্লীগ্রাম, গো, মহিষ, শস্য ও মানুষ নষ্ট হইয়াছে। আশ্রয় দেওয়া আবশ্যক। কার্কউড সাহেব ও আর এক জন ডেপুটি কালেক্টরকে আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের গোলা হইতে চাউল লইয়া বিতরণ করেন। যাঁহাদিগের ক্ষমতা আছে, তাঁহাদিগকে মূল্য দিতে হইবে। ট্রাঙ্ক রাস্তার অনেক স্থান

ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্লাবনে বিস্তর
করিয়াছে। ১লা অবধি বৃষ্টি বন্ধ হইয়াছে
উস নষ্ট হইয়াছে, আমন রোপণ করা যাই
না। এক মাস যদি বৃষ্টি না হয়, তবে
সকল। বালেশ্বরের কালেক্টর রিপোর্ট করি
আউস প্রায় নষ্ট হইয়াছে। আমনও
বলিলে হয়। কৃষকেরা উচ্চ ভূমিতে পুন
বীজ ছড়াইতেছে। নিকর ভূমি অদ্যাপি
বৃক। অল্পই লোক জলমগ্ন হইয়া প্রাণ
করিয়াছেন। অনেক লোক ওলাউঠায়
ত্যাগ করিয়াছেন ; যাত্রীদিগের মধ্যেই
কাংশ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। বড় ধড়
নিকটস্থ পল্লীগ্রামসকল আর নাই। সহস্র
গোমহিষ নষ্ট হইয়াছে। বালেশ্বরের উ
মধ্যাংশের লোকেরা ভগ্নসাহস হন নাই।
জন ডেপুটী কালেক্টরকে অনুসন্ধানার্থ
করা হইয়াছে। রাভিন্সি সাহেব বলেন,
মেণ্টের সাহায্য দিবার প্রয়োজন নাই,
বীজ কম পড়ে তবে আমি টেলিগ্রাম ক
গ্রে সাহেব যথাসাধ্য চেষ্টা পাইতেছেন।
রেবেনিউ বোর্ড ও চালাকী প্রদর্শন করিতে
কম্প স্থানীয় কর্ম্মচারীদিগের উপরে
জীবন নির্ভর করিতেছে। বোর্ডের এ
সভ্যকে এই বেলা মফস্বলে প্রেরণ করিতে
ভাল হয় না?

পবলিকওয়ার্ক বিভাগের দেওয়ানী এ
উটব ইঞ্জিনিয়রগণ বেতনবৃদ্ধির আবেদন
তেছেন। গাছের পাড়া ও তলার কুড়া
হইলে চলিবে কেন? এইত চাই।

মহারাজ সিন্ধিয়ার রাজ্যে যেসকল
অত্যাচার করিতেছে, তাহাদিগকে নিজ
হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার নিমিত্ত
আজ্ঞা দিয়াছেন। ইহাদিগকে ধৃত করিয়া
দিন। তাড়াইয়া দেওয়া কথার কথামাত্র

মহীসুরের মৃত রাজার অশ্বসকল নী
বিক্রয় করিয়া ২৯০০০ টাকা আদায় হই
নীলামে অবশ্যই অর্দ্ধেক মূল্য ও উঠে
এই হতভাগ্য বৃদ্ধ রাজকুমার ঘোড়
অসংখ্য টাকা অপব্যয় করিয়াছিলেন।

সম্প্রতি লক্ষ্ণৌয়ে বেঞ্জামিন শেলড মা
সৈনিকের মৃত্যুদণ্ড হইয়াছে তাহার ফাঁসী
কোন ভারতবর্ষীয় জল্লাদ করিতে চাহে
কতকগুলি সৈনিক অর্থলোভে এ কার্য্য ক
আবেদন করিয়াছিল, শেষে এক জন লোক
ভাগ্যে এই লাভ হয়। কালক্রাফটই ধরা
য়াছে। অনুসন্ধান করিলে ভারতবর্ষস্থি

ীয়দিগের মধ্যে বিস্তর ক্র.ফট বাহির যায়। ইঁহারা আবার আপনাদিগকে ইং জাতির প্রতিনিধি বলিয়া আমাদিগের ধর্ম্ম র দোষ দেন!!!

২০ এ আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

জ্ঞাবের যে এতদ্দেশীয় অতিরিক্ত সহকারী নের উৎকোচের অপরাধে ফৌজদারিতে ত হন, তাঁহার চারি বৎসর মেয়াদ ও ৮০০০ জরিমানা হইয়াছে। কোন ব্যক্তি এই দণ্ডের নিমিত্ত আক্ষেপ করিবেন না। পঞ্জাবে এই দরের আর যেসকল মহামতি ন তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হইবে ?

রাজপুতনার অন্তর্গত মাড়োয়ারে শিবনাথ এক ব্যক্তি ধৃত হইয়াছে। এই ব্যক্তি বৎসরের মধ্যে ১০১টী বালিকা বিক্রয় াছে। রাজপুতনা ও অযোধ্যায় অদ্যাপি ারিত করিবার নিমিত্ত বালিকাদিগকে করা হয়। কলিকাতার ভিতরে এ কাজ য়ের চক্ষের উপরে হইতেছে।

কিয়াকোড়ে প্রায় ২৫০০০ পর্ব্বতীয় লোক াহী হইয়াছে। কেবল পুলিসের দ্বারা বিদ্রো শান্তি না হওয়াতে সৈন্যগণ প্রেরিত হই । এই বিদ্রোহের কারণ কি, তাহার অনু করিয়া কষ্ট দূর করিতে চাহিলে বন্যগণ আপনি অস্ত্রত্যাগ করিবে। বিশেষ অত্য া হইলে ইহারা অস্ত্র ধারণ করে নাই।

আইন আকবরি মুদ্রিত করিবার ভার সা কালেজের প্রধান শিক্ষক ব্লকমান সাহে হস্তে দেওয়া হইয়াছে। আসিয়াটিক সোসা নিমিত্ত ৩০০০ টাকা ব্যয় করিবেন।

২১ এ আষাঢ় শুক্রবার।

র্বিয়াতেও জলপ্লাবন হইয়াছে, বিস্তর শস্য ও নীল নষ্ট হইয়াছে। ঢাকার কমিসনরের ট অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই। বাগে ও অনেক ক্ষতি হইয়াছে শুনা যাইতেছে। সকল ইংরাজ এতদ্দেশীয় রাজাদিগের ইংলণ্ডে আবেদনপ্রভৃতি করিয়াছেন, কার ইংরাজী সংবাদপত্র সমূহ তাঁহাদি এই দোষ দিয়াছেন যে অর্থলোভে তাঁহারা চেষ্টা করিয়াথাকেন। সর্ব্বাপেক্ষা ফ্রেণ্ড ড়িয়া এই দোষারোপ করেন। ডিকেন্সন স ও মেজর ইবান্স বেল এই পত্রের বিষম হইতে রক্ষা পান নাই। কিন্তু আমরা আহ্লা হইলাম, ফ্রেণ্ডের বর্ত্তমান সম্পাদক মেজর বেলের ভদ্রতা স্বীকার করিয়াছেন কেবল এদেশের মঙ্গলার্থ তিনি চেষ্টা পাইয়াথাকেন। ফ্রেণ্ডের ভাবপরিবর্ত্তের আর একটী লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ইনি এত দিনের পর বলিয়াছেন নাগপুর গ্রহণ করিয়া লার্ড ডেলহৌসি অতিশয় অন্যায় করিয়াছিলেন। উক্ত নিষ্ঠুর গবর্ণর জেনরল ভোঁষলা বংশীয় স্ত্রীলোকদিগকে যে অপমান করেন তাহাও স্বীকার করা হইয়াছে। এটী সুলক্ষণ। কিন্তু বাবু পণ্ডিত প্রত্যাগমন করিলেই এ ভাব আর থাকিবে না।

টঙ্কের ভূতপূর্ব নবাব ইংলণ্ডে গমন করিয়া রাজ্ঞীর নিকট আপীল করিবার অনুমতি চাহিয়াছেন। কিন্তু আমরা শ্রবণ করিলাম, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে বলিয়াছেন তিনি আবেদন প্রেরণ করিতে পারেন। কিন্তু ইংলণ্ডে যাইবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে না। আজিম জা ইংলণ্ডে গিয়া যে সকল ঋণ করেন, তাহা পরিশেষে সাধারণ ধনাগার হইতে দিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট এই আশঙ্কায় নবাব মহম্মদ আলিকে কাশীত্যাগ করিতে বারণ করিয়াছেন।

অষ্ট্রেলিয়া হইতে এক জন ইংরাজ মান্দ্রাজে আগমন করে, সে নিষ্কর্ম্মা থাকাতে অনাথালয়ে প্রবেশ করে। কিন্তু তথায় গোলযোগ করাতে তাহাকে বহিষ্কৃত করা হয়। কোনপ্রকারে দিন পাত না হওয়াতে এ ব্যক্তি এক দিবস রেইলওয়ে ষ্টেসনের স্ত্রীলোকদিগের গৃহে প্রবেশ করিয়া একটী লণ্ঠন ভগ্ন করিল। আর একটী ভগ্ন করিবার চেষ্টা পাইতেছে, এমত সময় পেয়াদারা তাহাকে ধৃত করিল। পুলিষে লইয়া গেলে এ ব্যক্তি বলিল "আমি অন্নহীন। এখানে কোন ব্যক্তিই আমাকে জিজ্ঞাসাটীও করে না। কোন অনিষ্ট করিয়া সাধারণের পরিচিত হইয়া কোন প্রকার কর্ম্ম পাওয়া আমার উদ্দেশ্য।" মাজিষ্ট্রেট তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত তিন মাস মেয়াদ দিয়া বলিলেন, "অতিশয় আক্ষেপের বিষয়, আইনঅনুসারে আমি তোমাকে বেত্রাঘাতের দণ্ড দিতে পারিলাম না।" এ ব্যক্তি কাজের লোক বটে।

২২ এ আষাঢ় শনিবার।

বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্ক গত ছয় মাসের নিমিত্ত অংশীদিগকে শতকরা ৯ টাকা লাভ প্রদান করিয়াছেন।

ইংলিসম্যান ও ডেলিনিউস বর্দ্ধমানের রাজার সাধারণ হিতকর কার্য্যের প্রশংসা করিয়া তাঁহার সম্মানের জন্য তোপ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। রাজা মাহাতাপচাঁদ নিজে এই নিমিত্ত আবেদন করিয়াছেন। পিয়নিয়র বিরূপ ভাবে রাজার আবেদনের সহায়তা করিয়া য়াছেন "এসকল সাহায্য করিলে সংবাদ সম্পাদকগণ পুরস্কার পাইতে পারেন। রাজার সাহায্য করিতেছি। কিন্তু এ কোন পুরস্কার পাই নাই।" বর্দ্ধমানের রাজা কার্য্যের পুরস্কার স্বদেশীয়দিগের নিকটে হইয়াছেন। তাঁহার দ্বারা আমাদিগের শাসনকর্ত্তারা ইনকম টেক্সের ন্যায় চি বন্দোবস্ত লঙ্ঘনের অনুমোদন প্রাপ্ত চাহেন। রাজা কয়েকটী কামানের শব্দে স্ব দিগের স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন কি না জানা যাইবে।

সিন্ধু নদীর সুড়ঙ্গের ইঞ্জিনিয়র গবর্ণ লিখিয়াছেন যে, ১লা জুন তিনি সুড়ঙ্গের দিক হইতে অপর দিকে গমন করিতে হইয়াছেন। আর আটমাস কাজ করিলে কাজের শেষ হয়। এই সুড়ঙ্গ ইংরাজ ইঞ্জি দিগের একটী কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ থাকি কলিকাতার নিকটে এমন সুড়ঙ্গ হইতে কি না? তাহা হইলে সেতুর প্রয়োজন না।

মহিমাধবসেন নামক যে ব্যক্তি বলিয়া ৩০০ বস্তা পলি বস্তা চিয়াই ও রি ব্যাঙ্ক হইতে কয়েক সহস্র টাকা ঠকাইয়া তাহাকে সেসিয়নে সমর্পণ করা হইয়াছে ব্যক্তির আগাও এই কার্য্যে লিপ্ত ছিল ইঁহাকে পুলিষ ধৃত করিতে সমর্থ হন নাই।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের বিক্রীত হইতেছে।

| | |
|---|---|
| ৪ টাকার সিক্কা | ৯৩॥০।৯ |
| ৪ " কোম্পানির | ৯৫॥৶০ ৯ |
| ৫ পবলিকওয়ার্ক | ১০৫৮০।১ |
| ৫ " লোণ | ১০৯॥—১ |
| ৫॥০ " লোণ | ১১৪৸০— |

—:০:—

# ইউরোপীয় সমাচার।

২০ এ জুন। গত রাত্রিতে হাউস লার্ড লার্ড এলেনবরা বলিলেন, আ নিয়া হইতে যে সৈন্যদল প্রত্যাগমন করি তাহাদিগকে প্রকাশ্যরূপে সৈন্যকদম্বান করিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। লার্ড মা ব্রি ও কেম্ব্রিজের ডিউক বলিলেন 'এ সম্মান আর কখন কোন সেনাদলকে হয় নাই এবং ইহাতে অনেক অসুবিধাও অতএব তাঁহারা এই প্রস্তাবের অনু করিতে অস্বীকার করিলেন।

গত রাত্রিতে সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট হাউস অব কমন্সে এক বিল অর্পণ করিয়া প্রস্তাব করিলেন, বোম্বাই ব্যাঙ্কসম্বন্ধে যে কমিশন বসিয়াছেন তাঁহারা শপথ সহকারে সাক্ষীর জোবানবন্দী লইতে পারেন এ ক্ষমতা দেওয়া উচিত।

ডাকের মাসুল বৃদ্ধি নিবন্ধন কতকগুলি লোক সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তিনি ট্রেজুরি ও পোষ্ট আফিসের কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়া উত্তর দিবেন বলিয়াছেন।

লণ্ডন ২৪ এ জুন। গত রাত্রিতে লার্ড এলকো কমন্স হাউসে প্রস্তাব করিয়াছেন, এক দল ..তন সাহায্যকারী সৈন্য সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত ..ক কমিশন নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। সেনাপতি ..ল ও সরজন প্যাকিংটন এ প্রস্তাব অনাবশ্যক ..শ করিয়া প্রতিবন্ধকতা করিলেন। ইঁহারা ..লেন, ইতিমধ্যে যে সকল উপায় অবলম্বন ..ঃ হইয়াছে, তাহাতে এই সাহায্যকারী সৈন্য ..খ্যা ৩১১,০০০ হইয়াছে। ইহার নিমিত্ত কমি..নের প্রয়োজন নাই। পরিশেষে এই প্রস্তাব ..রত্যাগ করা হইল।

পোপ এক বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন, ..ট্রিয়াতে ধর্ম্মগণকে যে উৎকণ্ঠসাধন করা ..য়াছে, তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট নহেন, কিন্তু ধর্ম্ম..স্কারকারীদিগের প্রতি দোষারোপ করিয়া ..ন।

২৬ এ জুন। মাঞ্চেষ্টর টৌনের বাটিতে সম্প্রতি ..রেলি সাহেব এক বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন ..ন যখন মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন, তৎকালে ..দশীয় লোকসকল ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র বিষ..ী রাজনীতির প্রতি অবিশ্বাস করিতেন। .. রাত্রিতে কমন্স হাউসে একদল লোককে অতি .. তর্ক হয় এবং বক্তৃগণ পরস্পরকে গালি ..য়াছেন।

..হাসভায় সভ্য মনোনীত করিবার সময়ে যে ..কোচ দেওয়া হয়, তন্নিবারণার্থ যে বিল হই.. ..হ তাহার এক সংশোধন প্রস্তাব হয়। প্র..কারী বলেন এসকল দোষের বিচার ভার ..ভার হস্তে রাখা কর্ত্তব্য। এতদ্বিষয়ক তীব্র .. হইয়া পরিশেষে প্রস্তাবটী পরাস্ত হই..ছেন।

এডিনবরার ডিউক ইংলণ্ডে উপনীত হই..ন।

গত কল্য ওয়াসিংটন হইতে যে টেলিগ্রাম ..সিয়াছে, তদ্দ্বারা জানা যাইতেছে, সভাপ..তির অসম্মতি অগ্রাহ্য করিয়া মহাসভা উত্তর ও দক্ষিণ কারোলিনা, লুসিয়ানা ও জর্জ্জিয়া প্রদেশগুলিকে ইউনাইটেড ষ্টেটসের চক্রবাড় মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন।

২৭ এ জুন। গতকল্য ইউরো-ভারতীয় টেলিগ্রাফের বন্দোবস্তের দোষ প্রসঙ্গ করিয়া কমন্স হাউসে তর্ক হইয়া গিয়াছে। সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট বলিয়াছেন, এক্ষণে তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট এবং (ইউরোভারতীয় টেলিগ্রাফের জন্য) লাইসেন্স সাহেব যে তার পাতিতেছেন, তাহাতে বিশেষ উপকার হইবে।

জুলাই ও আগষ্টমাসে ভারতবর্ষে পদাতিক ও অশ্বারোহী সাহায্যকারী সৈন্যদিগকে প্রেরণ করা হইবে।

গত সায়ংকালের গেজেটে এক আজ্ঞা প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা স্থির হইয়াছে, আবিসিনিয়ার যুদ্ধ জয় ও এডিনবরার ডিউকের প্রাণরক্ষাহেতু এক দিন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া হইবে।

গত কল্য সর রবার্ট নেপিয়র মালটাতে উপনীত হইয়াছেন।

২৭ এ জুন। আবিসিনিয়াস্থিত বন্দীগণ কল্য ইংলণ্ডে উপনীত হইয়াছেন।

আয়রলণ্ডে পুরোহিত নিয়োগ স্থগিত রাখিবার বিষয়ে গ্লাডষ্টোন সাহেব যে বিল অর্পণ করিয়াছেন, তাহা লইয়া গত কল্য অতিশয় তর্ক হইয়া গিয়াছে।

২৯ এ জুন। মোর্ণিং পোষ্ট বলিয়াছেন, আরল অব মেয় সর জন লরেন্সের পর ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল হইবেন না। একদল লোককে পাল মাল গেজেট বলেন, সর ষ্টাফোর্ডনর্থ কোট এ পদটী নিজের নিমিত্ত রাখিয়াছেন।

৪ ঠা জুন মিসরের পাশা কনষ্টান্টিনোপলে গমন করেন, পর দিবস সুলতান প্রকাশ্য দরবারে তাঁহাকে গ্রহণ করেন। পাশা তৎপরদিবস ক্রমান্বয়ে গমন করিয়াছেন। ওমার পাশা সুলতানের শরীর রক্ষক সেনাদলের প্রধান অধ্যক্ষ হইয়াছেন।

রুমেনিয়ার গবর্ণমেণ্ট ডানুব নদীতে অষ্ট্রিয়ার যে জাহাজের প্রতি অপমান করেন, তন্নিমিত্ত অষ্ট্রিয়া ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

রুশীয় সম্রাট এক আজ্ঞাদ্বারা সাইবিরিয়াস্থিত নির্ব্বাসিত পোলান্ডীয়দিগের কতকগুলিকে ক্ষমা করিয়াছেন।

৩০ এ জুন। তিন দিন তর্কের পর গ্লাডষ্টোন সাহেবের আয়রলণ্ডে নূতন পুরোহিত নিয়োগ স্থগিত করিবার বিল হাউস অব লার্ডসের ..অগ্রাহ্য হইয়াছে। ৯৭ জন বিলের সহায়.. করেন, ১৯২জন তাহার প্রতিবন্ধকতা ক..ছেন।

১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহের সময়ে বোম্বা.. যে সকল ব্যক্তি বিদ্রোহ নিবারণ করেন.. ষ্টাফোর্ডনার্থ কোর্ট তাঁহাদিগের সকলকে .. টিনি মেডাল দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। পু.. প্রহরীদিগকেও এই পুরস্কার দেওয়া হইবে।

পোপ এক আজ্ঞা দিয়া ১৮৬৯ অব্দের ডি..ম্বর মাসে ইকিউমিনিয়াল কৌন্সিলের অধি..বেশনের আজ্ঞা দিয়াছেন।

—:০:—

আমাদিগের কাশীস্থ সংবাদ দাত.. লিখিয়াছেন :

২৬ জুন শুক্রবার বেনারস এসোসিয়ে.. সভার মাসিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তথা.. এখানকার প্রায় সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষক.. ও অন্যান্য অনেক ভদ্র লোক আগমন করি..লেন। আমাদের সুযোগ্য সভাপতি শ্রীযু.. বাবু গিরীশচন্দ্র দত্ত উৎকট পীড়ায় পীড়ি.. থাকাতে রেক্তারেণ্ড হিউলেট সাহেব সভ্যদিগে.. অনুরোধে তাঁহার আসনগ্রহণ করেন। তদন.. সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যা.. সভার প্রকৃত উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিলে শ্রীযু.. বাবু লক্ষ্মীশঙ্কর "এতদ্দেশীয়দিগের পক্ষে.. ব্যায়ামচর্চ্চার সদুপায় কি," এই বিষয়ে ইংর.. জীতে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। রচনাটী প্রব.. আমাদের স্পষ্ট উপলব্ধি হইল, যে ক্রিকে.. খেলাই তাঁহার মতে এতদ্দেশীয়দিগের পক্ষে.. ব্যায়ামশিক্ষার একমাত্র উৎকৃষ্ট উপায়। অ.. তর, এই বিষয়ের মীমাংসার্থ তর্ক বিতর্ক আর.. হয়। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র সান্যাল বি, এ, .. লেন, প্রভাত ও সন্ধ্যা কালে অনূন এক ক্রো.. ভ্রমণই প্রায় সকলের স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত .. প্ত। অতঃপর অন্য একজন সভ্য প্রস্তাব ক.. ন, যে এতদ্বাসীদিগের ব্যায়ামশিক্ষার নিমি.. এখানে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত.. কিন্তু তাহা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য বলিয়া সকলে.. অনুমোদনীয় হইল না। তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু .. নাথ চট্টোপাধ্যায় বলিলেন, জলক্রীড়া ও সন্ত.. দ্বারা অতি সহজে ব্যায়ামচর্চ্চার ফল লা.. হইতে পারে। বাবু চন্দ্রশেখর সান্যাল লেখকে.. মতের এই বলিয়া প্রতিবাদ করেন যে, বাঙ্গালী .. হিন্দুস্থানীদিগের পক্ষে ক্রিকেট উপযোগী নহে.. কারণ ক্রিকেট খেলা সকল স্থানে এবং সক.. ঋতুতে হইতে পারে না। বর্ষাঋতু ইহার এ..

অন্তরায়। উপসংহারকালে শ্রীযুক্ত বাবু
...শ্বর সান্যাল এই মীমাংসা করেন, যে সর্ব্ব
...র ব্যায়াম সকল ব্যক্তির প্রিয় নহে, কেহ
...রক, কেহ শরনিক্ষেপক কেহ ভ্রমণ
... কেহ বা মল্লক্রীড়াসক্ত, এবম্প্রকার
...র শরীর এবং মনের ভাব অনুসারে হইয়া
... অতএব যে ব্যক্তি যে ব্যায়াম ভাল
..., তাঁহার সেই ব্যায়ামচর্চা শ্রেয়স্কর। কিন্ত
...দেশীয়দিগের পক্ষে সকল সময়েই ...
... ও অমণপ্রকৃতিভিন্ন ব্যায়ামচর্চার আর
...য় দৃষ্ট হয় না। সাধারণের ইহাও স্মরণ
...উচিত, যে ব্যায়াম আরম্ভ করিলে যেমন
... সবল ও পীড়াশূন্য হইতে থাকে, তেমনি
...ম পরিত্যাগ করিলে দেহ দুর্ব্বল ও বাত
...র রোগগ্রস্ত হইতে হয়।

...লওয়ের কর্ম্মচারীদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মে অম
...াগ করা একটী অতিদূষণীয় স্বভাব হইয়া
...উঠিয়াছে। সেদিন ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে
...ানির ভৃত্যদিগের অনবধানতাদোষে
...গর ষ্টেসনে ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিল।
...তাহাতেও তাহাদের চৈতন্যোদয় হইল
...হইবেই বা কেন? রেলওয়ে কোম্পানির
... ভারতবর্ষীয়দিগের অভিযোগ প্রায়ই
...ক কাল্পনিক বলিয়া প্রতিকূল বায়ুতে তুষের
...বিপরীত দিকে উড়িয়া যায়। সংপ্রতি
...ন) আমার কতিপয় বিশ্বস্ত বন্ধু
...পলক্ষে কলিকাতা ও পাটনায় গমন করি
...লন। তাঁহাদের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিলাম,
... ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির মূল
...) লাইনে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে আলো
... হয় না। কেবল বারাণসী শাখা রেলওয়ে
... মোগল সরাই হইতে কাশীর ষ্টেসন
... (৭ মাইল পথ) আলো দিতে দেখিতে
...া যায়। ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানি
... শ্রেণীর আরোহীদিগকে সমস্ত পথ অন্ধ
... আসিয়া সাত মাইলের জন্য আলোর
...দিয়া কেন ব্যয়বৃদ্ধি করেন, আমরা ইহার
... কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

...লা জুন অবধি এখানে চৌকীদারী টেক্স
...ইয়া চুক্তি টেক্সের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।
... চুক্তি টাক্স আদায়ের ভার মিউনীসিপা
... অধীনে থাকিবে।

...ে রাত্রে এখানকার খোজ্জা বাজারে
... অষ্টাদশবর্ষীয় যুবার সর্পাঘাতে মৃত্যু
...ছে।

... এক পক্ষ কাল বৃষ্টি না হওয়াতে এখা
যে ভয়ানক গ্রীষ্ম বোধ হইতেছে, এবং ভয়ঙ্কর
জ্বর পুনরায় ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।
এ সময়ে শীঘ্র বৃষ্টি না হইলে শস্যের পক্ষে
ঘোরতর অনিষ্ট হইবে।

---

আমাদিগের গোয়ালিয়রস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;—

১। মহাশয়, সংপ্রতি মুরার ছাউনিতে পুনরায় চোরের এরূপ দৌরাত্ম্য হইয়াছে যে, অত্রত্য জনগণ একেবারে অস্থির হইয়াছেন! রাত্রিতে কেহ নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রা যাইতে পারেন না। পূর্ব্বেই লিখিয়াছিলাম, এখানকার চোরেরা আমাদের দেশের ডাকাইতদিগের ন্যায় ভয়ানক। ইহারা প্রায় সশস্ত্র হইয়া চুরি করে। এক রাত্রে ৩। ৪ স্থানে চুরি হয়। মধ্যে দুই জন চোর ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তাহারা কেবল এক মাসের নিমিত্ত কারাবদ্ধ হইয়াছে!!! এক দিন আমাদের এক প্রিয় বন্ধুর গৃহ হইতে কিছু টাকা ও কতকগুলি প্রয়োজনীয় কাগজসম্বলিত একটী বাক্স চুরি করাতে তৎপর দিন পুলিসের লোকদিগকে বলা হইল যে, যদি আমার বাক্স ও কাগজ না পাওয়া যায়, তবে আমরা মাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করিব। এই কথায় তাহারা কহিল যে, আপনাদের এরূপ করিতে হইবে না, আমরা আপনার বাক্সপ্রভৃতি অনুসন্ধান করিয়া দিব। তৎপরদিন কেবল নগদ ১০ টাকাব্যতীত কাগজসম্বলিত বাক্স পাওয়া গেল। বাক্স মুরার নদীর ভিতর ছিল। বোধ হয়, এখানকার চোরেরা নোটের মর্য্যাদা জানে না; সুতরাং নোটপর্য্যন্ত পাওয়া গেল। মহাশয়! এই কয়েক দিনের মধ্যে যেসকল চুরি হইয়াছে প্রায় অধিকাংশই পুলিসের সম্মুখে ও চতুঃপার্শ্বে হইয়াছে। শুনিলাম পুলিসের লোকেরা এইসকল বৃত্তান্ত প্রথমে মাজিষ্ট্রেটের গোচর হইতে দেয় নাই। এই দুই দিন হইল মাজিষ্ট্রেটের গোচর হওয়াতে কিছু উপকার হইতেছে। তথাপি লোকের ভয় যাইতেছে না। গত রজনী তিমিরাচ্ছন্ন ও মেঘমালাসমন্বিত হওয়াতে চোরেরা আবার উপদ্রব করিয়াছিল।

মহাশয়! এখানকার সকল লোকেই কহিতেছে এবং আমাদেরও অনুমান হইতেছে যে, এখানকার পুলিসই সকল অনিষ্টের মূল। পুলিসই চোরের যোগান। এ বিষয়ে মহারাজের রাজধানীকে কালিদাসবর্ণিত দিলীপ রাজার রাজ্য বলিলেও হয়। শুনিলাম এখানে প্রায় চুরি ও দস্যুর ভয় নাই। নগরে লোকসংখ্যা কম নহে
অথচ কোন প্রকার অত্যাচারের কথা শুনা...
না, যেমন পুলিস সুশৃঙ্খলাসম্পন্ন অধি...
রাও সেই রূপ নির্ব্বিরোধী।

আমাদের বিচক্ষণ গবর্ণমেণ্ট নানা...
সদুপায় ও উত্তম বন্দোবস্ত করিয়াও ...
মধ্যে শান্তিরক্ষা করিতে পারিতেছেন...
আশ্চর্য্য!!! এই সামান্য একটী ছাউনির ...
রক্ষা করিতে পারেন না?

২। এই স্থানের অনতিদূরে শনৈশ্চর...
একটী গিরি আছে। সেই গিরির উপরি...
একটী মন্দির আছে। ঐ মন্দিরের ভিতর শ...
বের বিকট মূর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। গত ...
বস্যার দিন ঐ স্থানে এক মেলা হইয়া...
অনেক লোকের সমাগম হওয়াতে যত ...
হয়। যাত্রীরা ঐ গিরিনিঃসৃত একটী ...
স্নানাদি করিয়া ষোড়শোপচারে শনির ...
দেন। অত্রত্য লোকের এই বিশ্বাস যে শ...
দর্শন ও ইহার পূজা করিলে শনির দৃষ্টি ...
না। অস্মদ্দেশের লোকেরা অবশ্যম্ভাবিতা...
আকস্মিক ঘটনাকে গ্রহবৈগুণ্য মনে করে ...
শনিকে তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করাতে অনেক...
হইতে এই শনৈশ্চরতীর্থে যাত্রীর সমাগম...

মহাশয়! সমগ্র ভারতবর্ষের লোকস...
বিবেচনা করিতে গেলে বোধ হইবে যে, অ...
ও কুসংস্কারের রাজ্য অদ্যাপি সমানরূ...
দেশে রাজত্ব করিতেছে, আমাদের দেশীয় ...
রা যতদিন না বিদ্যার প্রকৃত মাহাত্ম্য ...
স্ব স্ব অধিকার মধ্যে ইহার জ্যোতি ...
রার্থ যত্নবান হইবেন ততদিন এদেশের সর্ব্ব...
ভাবে কল্যাণ নাই।

৩। মিরট হইতে এখানে কয়েকটী ...
আসিয়াছে। গত ২১ এ জুন ...
হস্তীগুলিকে স্নান করাইতে লইয়া গিয়া...
তন্মধ্যে একটীর পৃষ্ঠে মাহুত ছিল না; এ...
কুলী ছিল। সেই হস্তীটী একটী হস্তিনী দেখি...
হার প্রতি ধাবমান হওয়াতে কুলী পড়িয়া ...
পড়িবামাত্র হস্তী দন্তদ্বারা তাহার উ...
এরূপ ভয়ানকরূপে বিদ্ধ করিল যে, সে ...
বাহিত হইয়া গেল। অনেক লোক আসিয়া ...
কে ছাড়াইয়া দিল। সে ব্যক্তি এরূপ ...
হইয়াছে যে তাহার বাঁচিবার সম্ভাবনা ন...

৪। অত্রস্থ বাঙ্গালা সমাজের একটী অ...
স্বরূপ এক্জিনিয়ার আফিসের একাউ...
শ্রীযুক্ত মাখনলাল বসু মিরটে বদলি হইয়া...
ইঁহার অভাবে অত্রস্থ বাঙ্গালীদিগের কা...
ন্তীর বিশেষ দুরবস্থা হইবে; কালীবাড়ীর ...
কাংশ ব্যয় ইঁহার দ্বারা প্রদত্ত হইত। ইঁহা...
ইনি অনেক সাধারণ কার্য্যে অর্থসাহায...
বিশেষ উপকার সাধন করিতেন। এখা...
এত বড় এক্জিনিয়ার আফিসের পরিশ্রম...

...কর্ম এক্টাকী করিতেন। এক্ষণে তাঁহার
...পেক্ষাও অধিক বেতনের এক জন ফিরি
...ডিস্টাক্ট হইয়া আসিয়াছেন এবং তিনি
... এক জন বাঙ্গালী আসিষ্টাণ্ট চাহিয়াছেন
...ড়নে এক জন বাঙ্গালী অনায়াসে সুশৃঙ্খলা
... কার্য্য করিতেছিলেন তাহার ত্রিগুণ
... সেই কার্য্য অন্যের দ্বারা হয় কি না
... । তথাপি ফিরিঙ্গি সাহেবদিগের মর্য্যাদা
..., আশ্চর্য্য !!!

... ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজগৃহনির্ম্মাণার্থ
...পশ্চিমের স্থানে স্থানে চাঁদা সংগ্রহ হই
... । অত্রত্য বাঙ্গালী ভ্রাতারা এবং কয়েকটী
...লী উৎসাহের সহিত চাঁদা প্রদান করিয়া
... বোধ হয় অচিরকাল মধ্যে ভারতবর্ষীয়
...র নামের সার্থকশোধন হইবে। এই সমাজেই
...তবর্ষস্থ সকল জাতির সাধারণ উপাসনা
...হইবে। বিবাদ বিসম্বাদ স্বার্থপরতা দূর্ব্ব
... আতিভেদ চলিয়া গিয়া এখানে সকলে
...ক ধর্ম্ম, এবং সকলেই এক জাতি হইবে
...র এমন দিন শীঘ্র আনয়ন করুন।

...দিও এখানে রীতিমত বর্ষার সমাগম হয়
... কিন্তু গ্রীষ্ম আর নাই বলিলেও হয়। প্রায়
...ই জলীয় বায়ু প্রবাহিত, এবং মধ্যে মধ্যে
... হইতেছে।

—:০:—

এলাহাবাদ হইতে এক ব্যক্তি
...খিয়াছেন।

...এখানে গ্রীষ্মের আরম্ভাবধি একালপর্য্যন্ত
...র প্রখর উত্তাপে ও আঁধির ধূলায় এবং
...ল উষ্ণ বায়ুকে আমরা অত্যন্ত ব্যাকুল
...ছিলাম, আবার তাহাতে বসন্ত রোগের
...ভাবে সদা সশঙ্কিত ছিলাম। গত ১৫ ই
... সোমবার সন্ধ্যার পর এরূপ বৃষ্টি হইয়াছে
...কান কোন রাস্তার উপর প্রায় এক ফুট
...মাণে জল দাঁড়াইয়াছিল। অতএব ইহাতে
...ক্ষণ বোধ হইতেছে, আমরা এবৎসর বুঝি
...র হস্ত হইতে রক্ষা পাইলাম।

...অত্রত্য সদর বোর্ডের প্রধান মেম্বর সি, বি,
...হৌল সাহেব সি, এস, আই, যকৃৎ রোগে
...ক্ত পীড়িত হইয়া দেশে গমনাভিপ্রায়ে
...লিকাতা নগরে গিয়াছেন। এই মহোদয়
...ন্ত পরোপকারী ও এ দেশের এক জন
...র্থ হিতৈষী। এজন্য ইহাঁর পীড়ায় সমুদায়
...কেই দুঃখিত হইয়াছেন।

এখানে সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বনাথ বসু
মহাশয় হোমিওপেথি মতে চিকিৎসা করিয়া
অনেককে আরোগ্য করিতেছেন।

অত্রত্য লেপ্টেনন্ট গবর্ণর সর উইলিয়ম
মিয়র সাহেব গত পরশ্ব নাইনিতাল গমন
করিয়াছেন।

—:০:—

শ্রীহট্টের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। শ্রীহট্ট, ঢাকাপ্রদেশের অন্তর্গত।
ইহা অতি বিস্তীর্ণ স্থান। ইহার উত্তর পূর্ব্ব এবং
দক্ষিণ পূর্ব্ব দিক খাসিয়া ও যাবো পর্ব্বতসমূহে
পরিবেষ্টিত। দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিক ত্রিপুরা
ও ময়মনসিংহ জেলা দ্বারা সীমাবদ্ধ। লোক
সংখ্যা আনুমানিক ন্যূনাধিক ৭০০০০০ সাত
লক্ষ হইবে, তন্মধ্যে হিন্দুর ভাগ অধিক। মুসল
মানের ভাগ কিঞ্চিৎ অল্প।

শ্রীহট্টে সুরমা, কুশিয়ারা, মহাসিংহপ্রভৃতি
কয়েকটী নদী আছে। তন্মধ্যে সুরমা ও কুশি
য়ারাই প্রধান। সুরমা নদী, মণিপুরস্থ পাহাড়
হইতে নির্গত হইয়া মেঘনাতে প্রবিষ্ট হইয়াছে।
ইহার তীরে এ জেলার প্রধান নগর শ্রীহট্ট এবং
ছাতক, সুনামগঞ্জ, আজমীর ও সাহাগঞ্জ এই
চারি প্রসিদ্ধ বাজার আছে।

শ্রীহট্ট একটি পার্ব্বত্য প্রদেশ। সুতরাং
শীত ও বর্ষা ঋতু ইহাতে অধিক প্রবল ও অধিক
কাল স্থায়ী। শীত কার্ত্তিক অবধি ফাল্গুন
পর্য্যন্ত এবং বর্ষা জ্যৈষ্ঠ অবধি আশ্বিনপর্য্যন্ত
থাকে। ইহার জল বায়ু অতি উত্তম ও স্বাস্থ্য-
কর।

শ্রীহট্টের ভূমি অতি উর্ব্বরা। ইহার প্রায়
সমুদায় স্থানেই বহুল পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন
হয়। অত্রত্য পর্ব্বতসমূহে কাপাস, দারুচিনি
কমলা লেবু, রেসম ও পাথরে কয়লা অপর্য্যাপ্ত
রূপে জন্মে। স্থানে স্থানে চায় বাগিচাও আছে।
কিন্তু চুনের জন্য ইহা সমধিক প্রসিদ্ধ। বঙ্গদে
শের অধিকাংশ চুন শ্রীহট্ট হইতে গিয়া থাকে।
এ দেশের প্রধান নগর শ্রীহট্ট সুরমা নদীর
দক্ষিণ তটে স্থিত। ইহার পূর্ব্ব সীমা শিবগঞ্জ,
পশ্চিম সীমা আখালিয়া গ্রাম, উত্তর সীমা
আম্বরখানার বাজার ও দক্ষিণ সীমা সুরমা নদী
অত্রত্য গৃহসমূহ অতি সামান্যরূপ, যথাপি অধি
কতর কদর্য্য। পথগুলি বর্ষাকালে এরূপ কর্দ্দমময়
হইয়া উঠে, যে চলিতে কোন কোন স্থলে
আজুপর্য্যন্ত পঙ্কে নিমগ্ন হয়। এখানে জজী
কালেক্টরি, মাজিষ্ট্রেটী, জাইণ্টমাজিষ্ট্রেটী,
ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী, সদরআমিনী, মুনসেফি,
পোষ্ট আপীস ও ইঞ্জিনিয়ার আপীস এই কয়েক
টী আপীস আছে।

আমাদিগের কোরহাটীস্থ সংবাদ...
দাতা লিখিয়াছেন।

১। কতিপয় দিবস হইল, ত‍াওয়ার নাম...
স্থানের পার্শ্ববর্ত্তী নদীতে একদা নিশীথ সম...
দুই খানা নৌকাতে দস্যুতা হইয়া গিয়াছে...
সেরেজাবাজনিবাসী কতিপয় সোরাবিক্রে...
( শুষ্ক মৎস্য ব্যবসায়ী ) তাওয়ারের ঘাটে...
খালের নিকট নৌকা রাখে। দিব...
কার্য্য করিয়া রাত্রিতে সেই স্থানেই শয়ান থাকে...
নিশীথকালে কয়েক জন দুরাত্মা দস্যু আসি...
তাহাদের নৌকায় প্রবেশপূর্ব্বক নৌকা খুলি...
দিল। নৌকা স্রোতোবেগে কিয়দ্দূর গম...
করিলে দুর্দ্দান্ত দস্যুগুলির চরিতার্থতা সাধ...
প্রবৃত্তি হইল। সোরা বিক্রেতাদিগের সঙ্গে নগ...
৭০ টাকা ও চারি টাকার পয়সা মাত্র ছি...

২। গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার অত...
জানজ্যোতির্বিকাশিনী সভার চতুর্থ সাম্বৎসরি...
অধিবেশন অতি সমারোহে হইয়া গিয়াছে...
সভায় দেশীয় ও বিদেশীয় প্রায় দুই শত বি...
মহোদয়ের সমাগম হইয়াছিল।

—:০:—

## প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পা...

মহাশয় সমীপেষু।

শ্রীযুক্ত লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর আসামে আ...
করিলে আসামবাসীদিগের কষ্ট ও প্রার্থনী...
বিষয় তাঁহার গোচর করিবার অভিপ্রায়ে...
খানি আবেদন পত্র প্রস্তুত করিবার নি...
অত্রত্য কতিপয় দেশীয় ভদ্র লোকে গত...
আষাঢ় একটি সভা করিয়াছিলেন। সভায়...
সকল বিষয়ের আলোচনা হয়, তাহার সং...
বিবরণ নিম্নে প্রকটিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গানাথ বড়ুয়া সভাপ...
আসন গ্রহণপূর্ব্বক সভার উদ্দেশ, বর্ণনা ক...
এ দেশের রাজপুরুষদিগের দ্বারা যে...
অত্যাচার হইয়া থাকে এবং বিশে...
তাঁহারা যে বলপূর্ব্বক স্কুল ধরিয়া থা...
তৎপ্রসঙ্গ করিয়া একটি সুললিত স্ব...
বক্তৃতা করিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু বলরাম ফুকন...
কথা কহিয়া বলিলেন যে আসামের স্কু...
স্কুলে দেশীয় ভাষা প্রচলিত না হইলে...
পক্ষে মঙ্গল নাই। তৎপরে আসিষ্টাণ্ট ক...
স্ট্রেল কমিসনর শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাগোবিন্দ...
বলিলেন, ব্রহ্মপুত্র নদ বর্ষাকালে অতিশয়...

নক হইয়া উঠে এবং গোহাটীর নিকটে কতক
গুলি প্রস্তর জলে মগ্ন আছে; তন্নিবন্ধন প্রতি
বৎসর প্রায় ২০।২৫ জন লোকের মৃত্যু হইয়া
থাকে। অতএব গোহাটিস্থ লোকদিগের পারা
পার নিমত্ত একখানি বাষ্পীয় নৌকা রাখা
কয় লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরকে এই অনুরোধ করা
কর্ত্তব্য। এদেশের ভূমিতে প্রজাদিগের কোন
স্বত্ব নাই, এই বিষয়ে গোহাটীর হাইস্কুলের
শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমোহন গোস্বামী একটি
বক্তৃতা করিয়া এই প্রতিপন্ন করিলেন যে,
প্রজার ভূস্বত্ব না থাকাতে দেশের কোন প্রকার
উন্নতি হইতেছে না এবং গবর্ণমেণ্ট যখন যাহার
জমি গ্রহণ করেন তখন তাহার অনেক ক্ষতি
হইয়া থাকে। এদেশের রাজকর বৃদ্ধি হওয়াতে
প্রজাদিগের যে অতিশয় ক্লেশ হইতেছে, ইহাও
গোস্বামী মহাশয় উল্লেখ করিলেন।

অনন্তর গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, হাই
স্কুলে এক জন আইনের অধ্যাপক নিয়োগের
জন্য লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর সাহেবকে অনুরোধ করা
কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে কলিতায় চিঠি ১২ দিবসে আ
সে পৌঁছিত, একণে ইনস্পেক্টর পোষ্ট মাষ্টার
শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশ
য়ের দ্বারা ডাক গতায়তের এরূপ সুপ্রণালী
হইয়াছে যে আমরা ৫ দিবসে কলিকাতার চিঠি
পাইয়াথাকি। ইনস্পেক্টর বাবু বলিলেন, গবর্ণ
মেণ্ট যদি বর্ষাকালের জন্য কিঞ্চিৎ টাকা ব্যয়
করেন, তাহা হইলে সংবৎসর এই প্রকারে ডাক
চলিতে পারে। তাঁহার মতে পবলিকওয়ার্ক
ডিপার্টমেণ্টের দ্বারা এই কার্য্য কখন সুসম্পা
দিত হইবে না। অতঃপর তিনি ঐ ডিপার্ট
মেণ্টের কর্ম্মচারীদিগের বিশৃঙ্খলা ও অপব্যয়
বিষয়ে এক বক্তৃতা করিলেন। পরিশেষে
ষ্টীমারে কোম্পানির এজেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু
গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, গোহা
টীতে আমদানি রপ্তানির যোগ্য একটি
ঘাট না থাকায় বণিকদিগের অনেক অসুবিধা
হইতেছে। উপরে যেসকল বিষয়ের উল্লেখ করা
হইল, সেগুলি সঙ্গত সন্দেহ নাই। তদ্ভিন্ন আর
কতকগুলি বিষয় আছে, তাহাও বিবেচনা করা
সভার উচিত ছিল। এদেশে মিউনিসিপাল
কমিটির অত্যাচার এবং দেশীয় লোকদিগকে
উচ্চ কর্ম্ম না দেওয়াতে যে অবিচার হইতেছে
তাহা লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরকে বিদিত করা কর্ত্তব্য।

গোহাটী
১৬ এ জুন ১৮৬৮ } জনৈক আসাম দেশীয়

—— ——

সম্পাদক মহাশয়! এখানেও আবার গাড়ির মাশুল হইতেছে। শুনিতেছি গাড়ি গুলি তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করিয়া শ্রেণি বিশেষের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বাৎসরিক মাশুল নির্দ্ধারিত করা হইবে, এবং একা ও বয়েল গাড়ির মাশুল গবর্ণমেণ্ট স্বতন্ত্র লইবেন ইহাতে দরিদ্র দিগেরই কষ্ট বড় লোকের বড় কথা। যদি ব্যক্তিরাই জুড়ি ও গাড়ি চাপিয়া থাকেন, তাঁহাদের আর ইহাতে কি বিশেষ ক্ষতি হইবেক, কিন্তু যাহাদের জন্য আর তাঁহারা যে দুই চারি পয়সা দিয়া একা চাপিয়া বেড়াইতেন, ক্রমে তাহাই লয় হইতে লাগিল। আরোহীদিগের গলা না কাটি লে দরিদ্র একাওয়ালারা আর কোথা হইতে গবর্ণমেণ্টের পেট ভরাইতে পারিবে কিয়দ্দিন হইল এখানে বাণিজ্য দ্রব্যাদির মাশুল লওয়া হইতেছে। সম্প্রতি গাড়ির মাশুল লইবার প্রস্তাব চলিয়াছে কিন্তু গাড়ি চলিবার রাস্তা গুলির সুবিধা করিবার বিষয়ে তত মনোযোগ দেখিতে পাই না এখানকার গলি রাস্তা গুলির দুরবস্থার বিষয় প্রেরাগদূত পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল সবিশেষ মহাশয় অবগত আছেন।

এলাহাবাদ
২৪ এ জুন ১৮৬৯।

—:০:—

## মূল্যপ্রাপ্তি।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকানারায়ণ ঘোষ | জবলপুর |
| ১২৭৫ শ্রাবণ হইতে ৭৬ আষাঢ় | ১৩ |
| ঐ ঐ জগমোহন সিংহ | মেদিনীপুর |
| ১২৭৫ আষাঢ় হইতে ভাদ্র | ৩৸০ |
| ঐ ঐ দীননাথ নন্দী | কাছাড় |
| ১২৭৫ আষাঢ় হইতে ৭৬ জ্যৈষ্ঠ | ১৩ |
| ঐ ঐ ব্রজনাথ রায় | জব্বলপুর |
| ১৮৬৮ জুন হইতে নবেম্বর | ৭ |
| ঐ ডবলিউ, বি, ওল্‌ড হ্যাম | কটক |
| ১৮৬৮ জুন হইতে ৬৯ মে | ১৩ |
| ঐ ঐ ক্ষেত্রমোহন সিংহ | দিনাজপুর |
| ১৮৬৮ মে হইতে ৬৯ এপ্রেল | ১৩ |
| ঐ ঐ নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | মেদিনীপুর |
| ১৮৬৮ জুন হইতে ৬৯ মে | ১৩ |
| ঐ ঐ বিশেশ্বর পাঁড়ে | কায়রা |
| ১৮৬৮ জুলাই হইতে ৬৯ জুন | ১৩ |
| ঐ ঐ রাধাবল্লভ সিংহ দেব | কুচিয়াকোল |
| ১২৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র | ১৩ |
| ঐ ঐ আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় | হিন্দহষ্টেল |
| ১৮৬৮ জুলাই হইতে ডিসেম্বর | ৬৸০ |

## সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটি
## বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৸০ টাকা। মফস্বলে ডাক সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ...সিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম... গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বয়াতি চিঠি, ... অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার ... যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই ... দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, ... যেন এক অথবা আধ আনার অধিক ... ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্র... মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি ... শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে ... হইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত ... আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে ... লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত ... গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার ... একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ ... যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং প... হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ... ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ ...বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ ... যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ই... করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ... আনা তাহার পর ৴১০ আনা দিতে হইবে... যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করি...বেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

---

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূ... মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষি... চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যা...ভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ

১০ ম ভাগ। ৩৬ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

২০৬

ক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
ম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা।

সন ১২৭৫ । ৩১ এ আষাঢ় । ১৮৬৮ । ১৩ ই জুলাই

মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বা
ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৮

## বিজ্ঞাপন।

দাসকোম্পানির বড়বাজার প্রেস।
৪৫ নং মদনবড়ালের লেন,
ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।

সম্প্রতি উক্ত দাসকোম্পানি একটী মুদ্রাযন্ত্র
সংস্থাপন করিয়াছেন। পুস্তক, সংবাদপত্র,
রসীদ, চিঠী, চেক, টেবিলপ্রভৃতি সকলপ্র
কার্য্য, বাজারের নির্দ্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা অ
মূল্যে, অল্প সময়মধ্যে ও সুচারুরূপে নিষ্পন্ন
তে প্রস্তুত আছেন। অপর উক্ত কোম্পানি
সাধনের ভারগ্রহণ করিবেন। শ্রীরাম
র প্রসিদ্ধ রামচন্দ্র কর্ম্মকারের বাঙ্গালা নানা
নূতন অক্ষর ও বিলাতি নানাবিধ ইংরাজী
অক্ষর এবং যন্ত্রালয়ের আবশ্যক সমস্ত
ম সংগ্রহ করিয়াছেন। এক্ষণে সাধারণের
হ ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন।

কলিকাতা
ই আষাঢ়
২৭৫

শ্রীঅম্বিকাচরণ দাস।
যন্ত্রাধ্যক্ষ।

—:০:—

## সহস্রমুদ্রা পারিতোষিক।

তদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাই-
, যে গত ২ রা চৈত্র আমার ভবনের সম্মু
ক গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বিদ্যালয়গৃহের
ার উপর বেলুড় গ্রামবাসী জগান বক্তিদর্বীর
স্ত নফরসুন্দরনামক জনৈক পথিকের যে
হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে, আজি অবধি
াসের মধ্যে যে ব্যক্তি তাহার হননকারীর
স্থান করিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকে
মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবে।
াসের পর এক বৎসরকালমধ্যে অনুসন্ধান
সংবাদদাতাকে ৫০০ পাঁচ শত মুদ্রা
করা হইবে। অতিশয় আক্ষেপের বিষয়
উল্লিখিত দিবস অবধি গবর্ণমেণ্ট পক্ষ
হইতে এবং স্বপক্ষ হইতে নানাবিধ অনুসন্ধান
করা হইতেছে; কিন্তু কোনক্রমে কৃতকার্য্য
হইতে পারা যাইতেছে না।

পাকোড় রাজধানী
১৮৬৮ সাল
১২ ই জুন

শ্রীগোপীলাল পাঁড়ে।

—:০:—

### অভিধান।

| | |
|---|---|
| শব্দাম্বুধি | ২॥০ |
| শব্দার্থপ্রকাশিকা | ৩ |
| শব্দসিন্ধু | ১ |
| শব্দার্থমুক্তাবলী | ৭ |
| শব্দার্থরত্নমালা | ৫ |
| শব্দার্থপ্রচারিকা | ৩ |
| প্রকৃতিবাদ | ৫ |

### সংস্কৃত পুস্তক

| | |
|---|---|
| রঘুবংশ সটীক | ৮ |
| উত্তর নৈষধচরিত | ০॥০ |
| ভট্টিকাব্য | ৪০ |
| অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব | ৩৫ |
| দশরূপক | ১৸৵ |

কলিকাতা
কর্ণওয়ালিস
ষ্ট্রিট ১৭৭ নং

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
পুস্তকবিক্রেতা।

—:০:—

গ্রাহকগণের প্রয়োজনহেতু নিম্নলিখিত
সংস্কৃত পুস্তকত্রয়ের কিয়দংশ প্রকাশিত হইল।
গ্রাহকগণ পূর্ব্ব অবধারিত নিরূপিত সম্পূর্ণ
মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশে
প্রেরণের স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবেক।

মল্লিনাথের টীকা সহিত।

| | |
|---|---|
| শিশুপাল বধ ( মাঘকৃত ) মূল্য | ৮ |
| রঘুবংশ ( কালিদাসকৃত ) " | ৫৷০ |
| কিরাতার্জ্জুনীয় ( ভারবিকৃত ) | ৪॥০ |

বিদ্যার্থিগণের ক্রয়সুবিধার্থ নিম্নলি
কতকগুলিন সংস্কৃত পুস্তক দেবনাগর
সটীক মুদ্রণারম্ভ হইবেক। প্রকাশের পূর্ব্বে
স্বাক্ষর হইলে পৌণা বার পৃষ্ঠা অপর প্রতি
পৃষ্ঠা তিন পয়সার হিসাবে খণ্ডে বা সম্পূর্ণ
প্রকাশিত হইবেক উক্ত নিয়মে মূল্য
করিলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশে প্রে
স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবেক।

ঋতুসংহার। মেঘদূত। শকুন্তলা। নলো
মালবিকাগ্নিমিত্র। বিক্রমোর্ব্বশী। মুদ্রারা
রত্নাবলী। মালতীমাধব। সাংখ্যতত্ত্বক
বা সাংখ্যকারিকা। মহাবীরচরিত। উত্তর
চরিত। মুগ্ধবোধ। দশকুমারচরিতের উত্ত
পাণিনি। বসন্ততিলকভাণ। অমরকোষ।
ভাষ্য, আনন্দগিরি, শ্রীধরস্বামী ও মধু
সরস্বতীর টীকাসহিত শ্রীমদ্ভাগবত। মহাভা
বিষ্ণুপুরাণ। কাদম্বরী। ভট্টিকাব্য। নাগা
কাব্যপ্রকাশ। চড়ক। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

কলিকাতা সংবাদ জ্ঞান
রত্নাকর যন্ত্র হিমতলা
ষ্ট্রীট ৩২ সংখ্যক ভবন।

শ্রীভুবনচন্দ্র ব

—:০:—

## বিক্রয়ার্থ।

গার্ডেন রীচ ২৪ নং বাটী সমেত ১
জোড়া বাগান।

বিক্রয়ের নিয়ম।

গার্ডেন রীচ ২৪ নং বাটী।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহার
করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন
লিখিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডার্স আরবো
থনট এবং কো

—:০:—

—২৮০—

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান। সর রাজা রাধা-
[কা]ন্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সোনা
[লি] রূপে বাঁধান মূল্য ২৫০ টাকা।

শ্রী আনন্দচন্দ্রবেদান্ত বাগীশ।

—:•:—

রাণীগঞ্জ পটরি কোং
লিমিটেড।

[ছা]দ দেওয়া করিবার সুচিক্কণ টাইল।
[এ]ই কোম্পানির মিসনরোস্থিত ৪ নং আফিসে
[টাই]লের নমুনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং যদি
[কাহা]র প্রয়োজন হয়, ঐ আফিসে অনুমতিপত্র
[পাঠ]াইয়া দিবেন।

—:•:—

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাই-
[তে]ছে যে, যখন কোন দ্রব্যাদি বা পুলিন্দা রেল
[ও]য়ে দ্বারায় প্রেরণ করা হয় তখন যে ব্যক্তির
[নি]কট দ্রব্যাদি বা পুলিন্দা পাঠান হইতেছে
[তাঁহ]ার উচিত যে তিনি যে ষ্টেসন হইতে
[দ্রব্য]াদি বা পুলিন্দা পাঠাইতেছেন, সেই ষ্টেস
[নে]র প্রদত্ত দ্রব্য বা পুলিন্দার রসিদ যে ষ্টেসনে
[দ্রব্য] বা পুলিন্দা পাঠান হইয়াছে সেই ষ্টেসনে
[প্রদ]ান। নচেৎ তাঁহাকে প্রেরিত দ্রব্যাদি বা
[পুলি]ন্দা দেওয়া হইবে না।

যাঁহার নামে দ্রব্যাদি পাঠান হয়, তিনি স্বয়ং
[উপ]স্থিত হইয়া দ্রব্যাদি লইতে না পারিয়া যদি
[অন্য] কোন ব্যক্তিকে উহা লইতে পাঠান, তবে
[যাঁহ]ার নামে দ্রব্যাদি পাঠান হইয়াছে তাঁহার
[উচি]ত যে তিনি প্রেরিত ব্যক্তিকে দ্রব্যাদি দেওয়া
[হয়] এই প্রার্থনা রসিদের পৃষ্ঠে লিখিয়া দিয়া
[স্বাক্ষ]র করিয়া দেন। নচেৎ দ্রব্যাদি বা পুলিন্দা
[দেও]য়া হইবে না।

| | |
|---|---|
| [হা]ওড়া রেলওয়ে ষ্টেসন<br>[ফ]েয়ারলী প্লেস<br>[কলি]কাতা ২৩ এ জুন<br>১৮৬৮ | ট্রাফিক সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট<br>এজেন্সি রোড। |

[স]ংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও পটোল
[ডাঙ্গা]য় ইয়াং বেঙ্গল কোম্পানির দোকানে সং
[স্কৃ]ত ও সংপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি
[বিক্র]য় হইতেছে:—

| | |
|---|---|
| [গ্রন্থ] | মূল্য |
| [মুগ্ধবোধ] | ১ টাকা |
| [শব্দ]াভিধান | ১ „ |
| [মু]গ্ধবোধ ব্যাকরণ | ।০ |
| নীতিসার (১ ম ভাগ) | ৶ |
| নীতিসার (২ য় ভাগ) | ৶ |
| প্রচারিত। | |
| মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ | ৸ |

শ্রী দ্বারকানাথ শর্ম্মা।

—:•:—

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহিত প্রতিনিধি
সভা ও কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভা
গের যোগ করিবার প্রস্তাব উক্ত দিবসে উল্লি
খিত স্থানে অপরাহ্ণ ৫ ঘণ্টার সময়ে বিচারিত
হইবে। প্রতিনিধি সভা ও প্রচারবিভাগের সভ্য
মহাশয়েরা তৎকালে উপস্থিত হইয়া তদ্বিষয়
নিষ্পত্তি করিবেন।

শ্রী কেশবচন্দ্র সেন।

—:•:—

## বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলমাদি নানা
বিধ দ্রব্য পাওয়া যায়। মফস্বলে ঘড়ী অঙ্গুরি
প্রভৃতি দ্রব্যাদি পাঠাইয়া থাকি এবং পুস্তকাদিতে এক
আনার হিসাবে কমিসন দি। যদি কেহ অধিক
টাকার দ্রব্যাদি লয়েন তাহা হইলে ৴১০ আনার
হিসাবে কমিসন পাইবেন।

| | টাকা |
|---|---|
| গোলড স্মিথ পৈট্রিকেল ওয়ার্ক | ৩৸ |
| আরোবিয়ান নাইট | ৩৸ |
| স্পেকটেটার | ৩৸ |
| বেলেয়ার্স লেকচার | ৩৸ |
| জোনেকস ওয়ার্ক | ৩৸ |
| ইং বাঙ্গালী ভগবৎ গীতা | ২ |
| ইং কাদম্বরী | ২ |
| ইং হিষ্টরী অফ প্রশেসন গ্রেট ব্রিটন | ২॥ |
| ইং শকুন্তলা | ১ |
| ইং হিতোপদেশ | ১ |
| পুরুষ পরীক্ষা | ১ |
| লয়লামজনু | ১ |
| প্রিয়দর্শন | |
| তুরকীর ইতিহাস | ১ |
| রীতিমূল | ৸০ |
| কায়স্থ দীপিকা | ১ |
| সঙ্গীতানন্দ লহরী | ।০ |
| চৈতন্য চরিত্র | ১॥ |
| বিদ্বন্মুখমণ্ডন | ।৵ |
| বালো বিবাহী ভঞ্জন | ১ |
| দ্বারকাকেলী কৌমুদী | ১॥ |
| রাম উপাখ্যান | |
| রামচরিত্র | |
| সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পদ্য | |
| অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত পদ্য | |
| শিক্ষাপ্রণালী | |
| গোলকের উপযোগীতা | |
| জানকী নাটক | |
| বীরবাক্যাবলী | |
| বিধবা বঙ্গাঙ্গনা | |
| কীচকবধ কাব্য | |
| চরীত মঞ্জরী | |
| কবিকঙ্কণ চণ্ডী | |
| কাশীখণ্ড | |
| প্রভাসখণ্ড | |
| কলীকৌতুক নাটক | |
| কবিকলাপ | |
| রামাভিষেক নাটক | |
| চন্দ্রবিলাষ নাটক | |

| | |
|---|---|
| কলিকাতা জোড়া-<br>সাঁকো ৬৪ নং | শ্রী প্রতাপচন্দ্র…<br>নগদ মূল্যে বি… |

—:•:—

বঙ্গকামিনী নাটক (মূল্য এক টাকা) স…
যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, চীনেবাজারে শ্রীযুক্ত…
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের ৬৮ নম্বর দো…
এবং সংস্কৃত যন্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত…
ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের নিকটে প্র…
ক্রেতৃগণকে ২৫ পঁচিশ টাকার হিসাবে…
সন দেওয়া যায়।

…রাম চন্দ্র মুখোপাধ্যায়…

—:•:—

স্কেলের ব্যবহার ও জরিপী নকসা …
করিবার নিয়মসম্বলিত বস্তু পরিমাপক …
ও জরিপ কলিকাতা সুকিয়া ষ্ট্রীট মহেশ…
বাগানে ১৮ ১৮ নং বাটীতে এবং স…
পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য…
সন শুদ্ধ ১ এক টাকা

শ্রী প্রসন্নকুমার দাবিয়া…

—

ইংরাজী ১৮৬৯ সালের প্রবেশিকা পরী…
সাহিত্যের অর্থপুস্তক রেবরেণ্ড আর, র…
কর্তৃক প্রস্তুত হইয়া থেকার স্পিঙ্ক কোং …
কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটীদ্বারা বি…
হইতেছে মূল্য ১০ এক টাকা চারি আ…

—:•:—

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতে…
জেলা ২৪ পরগণার চৌকীদারী গোমস্তার…

...রকাধিরি পর এক মাসের জন্য খালী ...য় উক্ত পদে এক জন একটীং নিযুক্ত করা ...থাক। অতএব অনাকার আবেদনমত লেখা ...যে, যে কেহ উমেদার থাক ১২৭৫ ...র জামীন দাখিল করিয়া উক্ত কর্ম্মের ...হও এবং দারগার মাসিক বেতন ৩৬ ...ও খত টাকা তহবীল হইবেক তাহার ...ন কিংবা টাকার ফিঃ পাইবে।

...ই জলাই } ই. কে বাটন
২৫ পরগনার কালেক্ট
...৮৬৮ } মাজিষ্ট্রেট

——:০:——

## নদিয়ার নদী।

...ন ১৮৬৮ সালের জুন মাসের ২২ এ হইতে ...পর্য্যন্ত নদীয়ার নদীর জলের সাপ্তাহিক ...পাট।

| স্থানের নাম | ফুট | ইঞ্চ |
|---|---|---|
| মাথা ভাঙ্গা নদী | | |
| মহানার উপর পদ্মানদীতে | ১৬ | ৯ |
| মহানায় | ৫ | ৯ |
| তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া | | |
| ৪৪ মাইল | ৫ | ৬ |
| হাট বোয়ালিয়া হইতে আমুদিয়া ৪ | | ৯ |
| আমুদিয়া হইতে কৃষ্ণগঞ্জ | | |
| ৩৮ মাইল | ৪ | ৯ |
| কৃষ্ণগঞ্জ হইতে হুগলি নদীপর্য্যন্ত | | |
| ৩৪ মাইল | ৫ | • |
| ভাগীরথী। | | |
| মহানার উপর পদ্মনদীতে | ২১ | ৬ |
| মহানা | ১৩ | ৩ |
| তথা হইতে জিয়াগঞ্জ | ৭ | ৯ |
| জিয়াগঞ্জ হইতে কাটোয়া | | |
| ৫০ মাইল | ৮ | ৩ |
| কাটোয়া হইতে নদীয়া | | |
| ৫৬ মাইল | ৮ | ৯ |
| জলঙ্গী নদী | | |
| মহানা | | |
| তথা হইতে করিমপুর | | |
| ১৯ মাইল | ২ | ৩ |
| করিমপুর হইতে টিয়াকাটা | | |
| ৩৭ মাইল | ৩ | • |
| টিয়াকাটা হইতে নদীয়া | | |
| ৬০ মাইল | ৩ | ৪ |

...নদীর মহানা গত ২৬ এ জুন তারিখে ...লিয়াছে।

জলঙ্গির মহানার উত্তরে সিয়ালিয়ার মহানা গত ২৩ এ জুন তারিখে খুলিয়াছে।

সন ১৮৬৮ জুলাই মাসের ৫ তারিখে বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

| | ফুট | ইঞ্চি |
|---|---|---|
| | ১১ | ৯ |

বহরমপুর ৩রা জুলাই ১৮৬৮ } শ্রীযুক্ত টি. কে উইক্লিফ, ইকজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র বহরমপুর ডিবিসন।

## সোমপ্রকাশ।

৩১ এ আষাঢ় সোমবার।

ডাকসম্বন্ধে অনেক বিশৃঙ্খলা আছে। একমাত্র ডাক কর্ম্মচারীদিগের দোষই যে তাহার কারণ তাহা নহে। যাঁহারা পত্রাদি প্রেরণ করেন, তাঁহাদিগের অনভিজ্ঞতা ও অবিমৃষ্যকারিতাও উহার অন্যতর কারণ। বোম্বাইয়ের পোষ্ট মাষ্টার জেনরল পত্রপ্রেরণের রীতি পদ্ধতির শিক্ষাদানার্থ যে একটী আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন, আমরা তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে অনেকে পত্র প্রেরণের ভদ্র রীতি শিক্ষা করিতে পারিবেন। এই স্থলে আমরাও পত্রপ্রেরকদিগকে দুটি বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিতেছি। অনেকে পত্রে যথোচিত মূল্যের ষ্টাম্প টিকিট দেন না, তাহাতে কেবল যে তাঁহাদিগের প্রদত্ত টিকিটের মূল্য অনর্থক যায় এরূপ নয়, যাঁহারা ভদ্রতা বা অন্যবিধ কারণে সেই পত্র গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। দ্বিতীয় এক এক জন এরূপ পত্র আটিয়া দেন, তাহা যে আর এক জনকে খুলিতে হইবে, তৎকালে তাঁহাদিগের সে কথা মনে থাকে না।

পোষ্ট আফিস কর্ম্মচারিগণ
সমীপে নিবেদন
এই যে।

১। চিঠির উপরে দেশীয় ভাষায় অনাব...শ্যক অনেক মোকাম থাকাতে পোষ্ট আ...সের বিলক্ষণ কার্য্যের ক্ষতি হয়।

২। অসম্বদ্ধ কথার প্রয়োগ থাকাতে এক এক লাইনে ব্যক্তির নাম, ধাম, উপা... বা ব্যবসায় না লেখা থাকাতে এক এক চিঠির মোকাম নিশ্চয় করিতে অনেক বি... ও অনর্থক কষ্ট হয় এবং মোকাম অনে... বোধগম্য না হওয়াতে কাজে কাজে ডে... লেটার আফিসে এমত অনেক চিঠি পা...ইয়া দেওয়া হয়, যাহাদের উপরিভা... ইংরেজি ধরণে নাম, ধাম, লিখিত থাকি... অনায়াসে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নিকটে পৌঁছি... পারে।

৩। অতএব তাঁহারা শ্রম স্বীকার পু... দেশীয় লোকদিগকে উল্লিখিত অসুবি... কারণ জ্ঞাত করিবেন ও তাঁহারা আপনি... পদ্ধতির উপর হস্তার্পণ না করিয়া তাঁহাদে... চিঠি নিক্ষিপ্ত স্থানে নিঃসংশয় পৌঁছে ... য়াই যে আমাদের অভিপ্রায় তাহা অনব... করিয়া দিবেন।

৪। আমি এই বিষয়ে ডাইরেক্টর ... পব্লিক ইনষ্ট্রাকসনকে লিখিয়াছিলাম। ... বোম্বে প্রেসিডেন্সির ভারনাকিউলর বি...লয়সমূহে প্রচার করিবার মানসে অনু... পূর্ব্বক এক মেমরেণ্ডম (নং ৩৭৭৪ তা... ২১ এ মার্চ্চ ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ অনুবাদ ই... সঙ্গে আছে) লিখিয়াছেন। তাহা ... করিলেই নব্য সম্প্রদায়ীরা দেশীয় ভা... লিপির উপরে যথানিয়মে নাম, ধাম, লি... শিখিবেন। ৫। যাহা হউক, আমাদের ... পর্য্যন্ত করিয়াই ক্ষান্ত হওয়া উচিত বিবে... করি না, আমি আন্তরিক বাঞ্ছা করি... সন্তোষের সহ এ প্রান্তের মেমরেণ্ডমের ... গত সহজ সহজ নিয়মগুলি আধুনিক ... দেশীয় পত্রলেখক সর্ব্বসাধারণকে বি... করা হয় এবং এই লক্ষ্য রাখিয়া প্রত্যে... পোষ্ট মাষ্টার ও প্রত্যেক ডেপুটী ... মাষ্টার আপনার সুযোগ ও অবকাশ বু... ঐসকল নিয়ম প্রচার করিতে সাধ্যানু... চেষ্টা করুন। আর এই স্থলে আমি প্রত্যে... কালেক্টর ও ডেপুটি কমিসনরকে পূর্ণ ... প্রান্তের মর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই ...

—১৯২—

...ক্ষণা প্রকাশে বাধিত করিতে অনুরোধ ...ছি।

...। বিধি না হইয়া বোম্বে ডেড লেটর ...সে যে সকল দেশীয় ভাষায় নাম ধাম, ...ও চিঠি দাখিল হয় তাহার সংখ্যা শত ...ড় অল্প নহে। কিন্তু আমি নিশ্চয় বোধ ...তেছি যে, অভিলষিত রীতির অনুষ্ঠান ...লেই এই অনিষ্টের অনেক নিবারণ হইতে ...বেক।

এফ, আর, হগ (স্বাক্ষরিত)।

আফিসিয়েটিং পোষ্ট মাষ্টার জেনরল।

...বাই পোষ্ট মাষ্টার জেনেরেলের ক্যাম্প ...প ৩ এপ্রেল সন ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ।

মেমরেণ্ডম নং ৩৭৩৪

...না আফিস. ডাইরেক্টর অব পবলিক ...ক্সন, তারিখ ২১ এ মার্চ্চ সন ১৮৬. ...দ। ইংরেজী রীতি অনুসারে চলিত ...য় ক.যা. চিঠির উপরে নাম, ধাম, ...গবর্ণমেণ্ট ও গবর্ণমেণ্ট সাহায্যসাপেক্ষ ...নাকি লার স্কুলের ৩য় ডেড ৩২ টা। ...অন্তর্গত বলিয়া অতঃপর বিবেচনা করা ...ব।

...হাতে নিম্নলিখিত নিয়মানুযায়ী চলিতে ...ব।

১। নাম, ধাম, ইত্যাদি পৃথক পৃথক ...নে লিখিতে হইবে।

...। যে ব্যক্তিকে পত্র প্রেরণ করা হইবে ...তাহার নাম ও উপাধি থাকিলে উপাধি ...লাইনে লিখিতে হইবে। যথা

...রাও সাহেব রামচন্দ্র নারায়ণ পাটকি

...। সর্ব্বশেষের লাইনে কেবল জেলার, ...যে শহরে চিঠি বিলি করিতে হইবে ...নে পোষ্ট আফিস থাকিলে সেই শহ... ...নাম লিখিতে হইবে; যথা

জেলা সাতারা।

অথবা বেলগাম।

...। ...ন লাইনের পূর্ব্ব লাইনে শহরের ...হলা বিলি করিতে হইবে, তাহার নাম ...তে হইবে যথা অপলওয়ার পেট; ...অথবা তালুকের নাম দিতে হইবে, যথা ...য়েলি তালুক।

৫। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী লাইনে রাস্তার নাম ও বাটীর নং থাকিবে, যথা ৫ মোহাব-চাল অথবা গ্রামের নাম থাকিবেক, যথা পিম্পলগাঁও।

৬। মোকামের দ্বিতীয় লাইনে, যে আফিসে কর্ম্ম করা হয়, তাহা অথবা উদ্দেশ্য ব্যক্তির ব্যবসায় লিখিত থাকিবে, যথা সেরেস্তা দার দোকানওয়ালা ভাট ইত্যাদি।

৭। সকল অনাবশ্যক কথা, যথা "তাহাকে এই লেফাফা দিব।" ইত্যাদি লিখিতে নিষিদ্ধ।

৮। পোষ্টেজ ষ্টাম্প চিঠি মুড়িয়া দক্ষিণ হস্তের দিকে উপর কোণে আটকাইতে হইবে, যে শহরে পোষ্ট আফিস আছে, তাহার নাম অথবা জেলার নাম সেই দিকে নিম্ন ভাগের কোণে লিখিতে হইবে। প্রেরণ কর্ত্তার কেবল নামটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে চিঠির বামদিকে নিম্ন ভাগের কোণে লেখা যাইতে পারে; কিন্তু "হইতে" এই কথা ব্যবহৃত না হয়।

এ, গ্রাণ্ট (স্বাক্ষরিত)।

ডাইরেক্টর অব পবলিক

ইনষ্ট্রক্সন।

—:•:—

ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী

ও সর জন লরেন্স।

আজি কালি সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোটের রাজনীতির ভাব "বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সিবিল সর্বিসের দ্বার উদ্ঘাটন করিবার বহুতর আড়ম্বরের পর শেষে স্থির হইল, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কয়েকটী পদ উপযুক্ত দেখিয়া ভারতবর্ষীয়দিগকে দিবেন। "এক মণ তৈলও হইবে না, রাধাও নাচিবে না।" ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীপরিবর্ত্তের বিষয়েও এই প্রকার হইতেছে। কত আড়ম্বর হইল; কতই জনরব উঠিল; ভারতবর্ষীয়েরা ভাবিলেন, শাসনপ্রণালী পরিবর্ত্ত হইলে কতই সুখভোগ করিবেন, শেষে কেবল সোম শর্ম্মার ছাতুর হাঁড়ি ভাঙ্গা সার হ... গবর্ণর জেনরল উন্নতির পথে ক... নিক্ষেপ করিয়াছেন। ভারতবর্ষী... সভ্যতার উচ্চতম সোপানে আরো... করেন, সর জন লরেন্সের এ ইচ্ছা... তাঁহার সংস্কার এই, এদেশীয়েরা ...তর সভ্যতাসম্পন্ন হইলে ভারতবর্ষ ...জদিগের হস্তপরিভ্রষ্ট হইয়া যাই... সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোর্টের এরূপ ব... আছে এখানকার গবর্ণর জেনরল... বেন। অতএব তিনি গবর্ণর জেনর... ক্ষমতাবৃদ্ধি ও ক্ষমতারক্ষার প্রস্ত... যে অনুমোদন করিবেন, তাহা আশ্চ... বিষয় নহে। সর জন লরেন্সের কুসং... ও প্রদেশবিশেষের প্রতি বিদ্বেষ ... সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোটের স্বার্থপ... নিবন্ধন ভারতবর্ষের শাসনপ্রণ... উৎকর্ষসাধন আর কিছু দিনের নি... স্থগিত রহিল।

সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট এ দে... শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্তসম্বন্ধে গ... জেনরলের নিকটে দশটী প্রশ্ন ক... পাঠান। বঙ্গদেশের শাসনপ্রণালী বো... ও মান্দ্রাজের ন্যায় হইবে কি ব... প্রণালী অপরিবর্ত্তিত থাকিবে? ... ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সাক্ষাৎস... এ দেশ শাসন করিবেন? কিংবা ... যেপ্রকার ছিল বঙ্গদেশের লেফ... গবর্ণর ডেপুটী গবর্ণরের উপাধি ... গবর্ণর জেনরলের কৌন্সিলের এক... সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন? ... দেশের বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভা থা... কি না? বঙ্গদেশের লেপ্টনণ্ট গব... সহিত গবর্ণর জেনরলের যে ... বোম্বাই ও মান্দ্রাজের সহিত সে... হইবে কি না? সপ্তম প্রশ্নে জি... করা হয়, গবর্ণর জেনরল রাজধানী ... করিলে তাঁহার মন্ত্রিগণ তাঁহার ... যাইবেন কি না? এবং তিনি যেম...

জন মন্ত্রীকে আহ্বান করিয়া শাসন
সম্পাদন করিবেন কি না? নিয়ম-
ভুক্ত প্রদেশের নিমিত্ত গবর্ণর জেন
নিজে আইন করিতে পারিবেন,
নিয়ম হওয়া উচিত কি অনুচিত?
কাতা হইতে রাজধানী স্থানান্তর
ষ্টেটসেক্রেটারির অভিমত নহে;
পি এ বিষয়ে সর জন লরেন্সের মত
াসা করা হইয়াছে। দশম প্রশ্নে
াসা করা হইয়াছে, বঙ্গদেশের গব-
ন্টের সেক্রেটারিদিগের কার্য্যপ্রণা-
পরিবর্ত্ত করা পরামর্শসিদ্ধ কি না?
নিউবোর্ড থাকিবে কি উঠিয়া
ব, এ বিষয়েও মতজিজ্ঞাসা করা
াছে।

এই বিষয় উপলক্ষে সর জন লরে-
সহিত তাঁহার মন্ত্রিবর্গের বহু অংশে
ভেদ হইয়াছে। সর উইলিয়ম মুর
আর সকলেই বঙ্গদেশে এক জন
র হন এই প্রস্তাব করিয়াছেন।
সাহেবেরও এই মত; কিন্তু সর জন
ন্স বলেন, ইহা করিলে গবর্ণর জেন
র গৌরবের হানি হইবে। এখনই
যাইতেছে, অধীনস্থ গবর্ণরেরা
ন বিষয়ে গবর্ণর জেনরলের অধীনতা
র করিতে সম্মত হন না। বঙ্গদেশকে
ীনতা প্রদান করিলে এই অনিষ্টের
াবৃদ্ধি হইবে। আমরা ত এ যুক্তির
ণীয়তাবোধে সমর্থ হইতেছি
বোম্বাই ও মান্দ্রাজের গবর্ণরেরা স্বাধী-
ব্যবহার করিলে যদি তাঁহার মান
না হয়, বাঙ্গলা দেশের গবর্ণর ঐ
ব্যবহার করিলে তাঁহার মান হানি
কেন? তবে কি বাঙ্গলা দেশের
নন্ট গবর্ণর তাঁহার ধামাধরা
থাকেন, এই তাঁহার অভিপ্রেত?
গবর্ণর জেনরল বাঙ্গলা দেশের
নন্ট গবর্ণরকে মনোনীত করিতেছেন,
রাং তাঁহাকে গবর্ণর জেনরলের

অনুগত হইয়া থাকিতে হইতেছে। অতঃ-
পর তাঁহার যদি গবর্ণর উপাধি হয়,
তিনি ইংলণ্ড হইতে নিয়োজিত হইয়া
আসিবেন, তখন আর তাঁহার উপরে
এখনকার ন্যায় প্রভুত্ব চলিবে না,
তাঁহার এই শঙ্কা জন্মিয়াছে; কিন্তু উহাতে
যদি কাজ ভাল হয়, তাহাই কি কর্ত্তব্য
নহে? এক তুচ্ছ অভিমানের বশীভূত
হইয়া একটী প্রদেশের অনিষ্টসাধন করা
কি উদারাশয় ব্যক্তির বিধেয়? কয়টী
প্রেসিডেন্সীতে স্বতন্ত্র গবর্ণর হইলে যদি
সুন্দররূপে কার্য্যনির্ব্বাহ হয়, আর গব-
র্ণর জেনরলের প্রয়োজন, রহিত হইয়া
ব্যয়সংক্ষেপ ও এ দেশের ইষ্টসাধন হয়,
সেটী কি অভীষ্ট নহে? এখন যেরূপ
টেলিগ্রাফ ও রেলওয়েপ্রভৃতির বন্দো-
বস্ত হইতেছে, তাহাতে গবর্ণর জেনরল
ব্যতিরেকে চলিতে পারে, তাহাও বিল
ক্ষণ বোধ হইতেছে। পূর্ব্বে এরূপ বন্দো
বস্ত ছিল না; সুতরাং গবর্ণর জেনরলের
প্রয়োজন ছিল। সর জন লরেন্স কাজ কর্ম্ম
হইবার নিমিত্ত আসামকে এক জন প্রধান
কমিসনরের হস্তে দিতে বলিয়াছেন।
বেহার ও কাশী লইয়া এক জন নূতন
লেপ্টনন্ট গবর্ণর হউন; বঙ্গদেশের লেপ্ট
নন্ট গবর্ণরের বেতন বোম্বাই ও মান্দ্রা-
জের শাসনকর্ত্তাদিগের ন্যায় হউক,
(কারণ "বঙ্গদেশের লেপ্টনন্ট গবর্ণরকে
সর্ব্বদা ভোজপ্রভৃতি দিতে হয়!!!)
সাধারণ ব্যয় বৃদ্ধি হউক, সেই ব্যয় সঙ্ক
লনার্থ নূতন কর হউক, তথাপি এক জন
গবর্ণর বঙ্গদেশে না আইসেন!! তাহা হই
লেই গবর্ণর জেনরলের ক্ষমতা ও গৌর
বের হ্রাস হইবে! মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের
শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্ত করা তাঁহার অভি
প্রেত নহে। তত্রত্য শাসনকর্ত্তৃগণ সাক্ষাৎ
সম্বন্ধে যেন ষ্টেটসেক্রেটারিকে পত্র
লিখিতে না পারেন। ষ্টেট সেক্রেটারি
ইংলণ্ড হইতে কোন স্থানের লেপ্টনন্ট

গবর্ণর প্রেরণ না করেন, এই স
তাঁহার অভিমত।

সর জন লরেন্স সিমলাব
প্রস্তাবে আহ্লাদসহকারে স্বমত প্র
করিয়াছেন। কলিকাতা রাজধানী থ
সিমলাতে গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত হ
তিনি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন,
পর্ব্বতবাসোপলক্ষে পথে ২৮ দিন
হয়। তখন শাসনকার্য্য বন্ধ থাকে
নাই; কিন্তু তিনি বলেন, " ঐ
আমি প্রতিবৎসর দরবার কি
উহার অর্থ সরকারী অর্থ ক্ষয় কি
ভিন্ন আর কি কোন অর্থ হয়? রা
কি কেবল দরবারের গুণে বশী
হইয়া আছেন? তাঁহাদিগের উ
অত্যাচার হইলে গবর্ণর জেনরল দ
করেন, বলিয়া কি তাঁহারা তুষ্ট থ
বেন? মেজর জেনরল ডুরাণ্ড সি
বাসের প্রতিবাদ করিয়াছেন। সর
লরেন্স বলেন, "সকলেই স্বীকার
য়াছেন, সিমলা মধ্যস্থ স্থান সে
বলিয়া উত্তম শাসন হইতে পারে
এ "সকলেই" কে? গবর্ণর জে
ও তাঁহার সেক্রেটারিগণ ভিন্ন আর
ব্যক্তিকেই ত সিমলাবাসের অনুমো
করিতে দেখা যায় না।

বঙ্গদেশে এক জন স্বাধীন শা
কর্ত্তা নিযুক্ত করা উচিত। এ প্র
শাসন করা কুসংস্কারবিশিষ্ট সি
য়ানদিগের কার্য্য নহে। শাসনক
কৌন্সিলের প্রয়োজন নাই; তবে উ
এক জন এতদ্দেশীয় সেক্রে
আবশ্যক। স্থানীয় ব্যবস্থাপক
মাত্রেই উঠিয়া যাউক; এগুলির
লোকের আন্তরিক অশ্রদ্ধা হইয়
প্রত্যেক প্রদেশের রাজস্ব পৃথক
যে দেশে যেমন আয় হইবে, সে
তেমনি ব্যয় হইবে। যত দিন
জেনরলের পদ আছে, তত দিন

লের উপরে তত্ত্বাবধান করুন
সৈন্যাদির নিমিত্ত অংশক্রমে সকল
শ হইতে শতকরা কতক টাকা
ত থাকুন। পবলিকওয়ার্ক ও অন্য
কার্য্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে
ক। কি গবর্ণর কি লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর
কে ইংলণ্ড হইতে প্রেরণ করা
ত। সিমলাবাস উঠিয়া যাউক। গব
ঞ্জেনরল যখন স্বাস্থ্যরক্ষার্থ পর্ব্বতে
বেন তখন শাসনভার অন্যহস্তে
য়া হইবে।

—:০:—

বর্দ্ধমানের মহারাজ ও তাঁহার সম্মা-
নার্থ তোপ ধ্বনি।

উক্ত মহারাজ সম্মানতোপধ্বনির
ন্য একান্ত লালায়িত হইয়াছেন।
হারে লালায়িত দেখিয়া আমাদিগের
করণে যুগপৎ কৌতুক বিস্ময় ক্ষোভ
ভৃতি অনেকগুলি ভাবের উদয় হইল
তুক এই, ইহকেই বলে "যেচে
।" বিস্ময় এই, ভগবানের কেমন
ড়ম্বনা, যাঁহার অন্য কোন কষ্ট নাই,
ন অন্ততঃ মানসিক কল্পনাবলে একটা
টের হেতু উপস্থিত করিয়া কষ্ট পাই-
। ক্ষোভ এই, তিনি যে দেশে বাস
ন, তাঁহার চাটুকারদলভিন্ন সেখান
র কোন ব্যক্তিই এবিনয়ে প্রায় তাঁহার
ক্ষা করিতে উৎসুক নহেন। তিনি
প্রকার পদস্থ, তিনি যদি বাঙ্গলা
শের হিতৈষী হইতেন, অনেক শ্রেয়ঃ
ন করিতে পারিতেন সন্দেহ নাই।
হা হইলে লোকে যে আজি আপনা
তে উদ্যোগী হইয়া রাজদ্বারে তাঁহার
মানবর্দ্ধন করিবার চেষ্টা পাই-
ন। আমাদিগের গুণজ্ঞ গবর্ণমেণ্টও
হার গুণে মুগ্ধ ও স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া
হার মানবর্দ্ধন করিতেন।
তিনি লেখাইয়া দিন দেখি, এমন কি
য় করিয়াছেন যে, লোকে তাঁহা মান

বৃদ্ধির নিমিত্ত সমুৎসুক হইবেন? তিনি আপনাকেই আপনি বড় দেখেন। দেশের হিতার্থ কাহার সহিত মিশিয়া কাজ করা অগৌরবকর জ্ঞান করেন। তাঁহার ওখানে এ দেশীয়দিগের সম্মানের যে এক অদ্ভুত পদ্ধতি আছে, তাহাতে কোন তেজস্বী পুরুষ তাঁহার নিকট গমনে উৎসুকমনা নহেন। তিনি কাহার নন, তাঁহারও কেহ নহেন। যিনি যেমন ব্যবহার করিবেন, অপরে তাঁহার সহিত তেমনি ব্যবহার করিবেন এটী প্রসিদ্ধ বাক্য। যাঁহারা চাটুকার, তাঁহারা এ কারণ বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা লোকের নিকটে এই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পান, এ দেশের লোকেরা তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ঈর্ষা করেন। কিন্তু আমরা ত এই বুঝিতেছি, যদি অতুল ঐশ্বর্য্য ঈর্ষার কারণ হইত, ঐশ্বর্য্যবান আর ত অনেক লোক আছেন, তাঁহাদিগের প্রতি দেশের লোকের ঈর্ষা না জন্মিল কেন? আজি কালি লোকের মনের ভাব পরিবর্ত্ত হইয়াছে। এখন আর ধনের প্রতি পক্ষপাত নাই, গুণের প্রতি পক্ষপাত জন্মিয়াছে। হিন্দু পেট্রিয়টের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক মৃত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ চিহ্ন করিবার নিমিত্ত লোকে এত যত্নবান কেন? সর জন গ্রাণ্ট বিদেশীয় লোক; এ দেশের লোকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার প্রতিকৃতি করিলেন, আর বর্দ্ধমানের মহারাজ দেশের লোক হইয়া বালজনোচিত সামান্য সম্মানলোভে লুব্ধ হইয়াছেন, কিন্তু দেশের লোকে তাঁহার সপক্ষতা করিতেছেন না, তাহার কারণ কি? মহারাজ কি সেটী বুঝিতে পারিতেছেন না?

আমাদিগের এক পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন, মহারাজ ভারতবর্ষীয় সভার সহিত যোগ দেন নাই বলিয়া হিন্দু

পেট্রিয়টসম্পাদক তাঁহার প্রতি কুপি
হইয়াছেন, তাহাতেই তিনি (পেট্রি
সম্পাদক) শত্রুতাচরণ করিতেছে
ভাল আমরা পত্রপ্রেরককে জিজ্ঞা
করিতেছি, ভারতবর্ষীয় সভার সহি
যোগ দেওয়া গৌরবের না অগৌরবে
বিষয়? ঐ সভা দেশের ইষ্ট না অনি
কার্য্যে অভিনিবিষ্ট আছেন? ভা
বর্ষীয় সভায় যোগ দিলে লোকে কহি
মহারাজ দেশের মঙ্গলচেষ্টায় এক
তৎপর; এটী মহারাজের নিন্দার
সুখ্যাতির বিষয়? হিন্দু পেট্রিয়ট এ
মিত্র যদি কোপ করিয়া থাকেন, তাঁ
ক্রোধ সঙ্গত কি অসঙ্গত? মহার
ভারতবর্ষীয় সভার সভ্যদিগের সহি
এক গৃহে উপবিষ্ট হইয়া দেশের কল
চিন্তা করিতে কি লজ্জা বোধ করে
ইউরোপখণ্ডের লার্ডেরা কি করি
ছেন? তাঁহারা কি সাধারণ হিত
কার্য্যে সাধারণ লোকের সহিত মিলি
হইয়া অসংখ্য সাধুবাদের আস্পদ হ
ছেন না? অতএব সিদ্ধান্ত হইতে
যদি গুণের পুরস্কার বলিয়া তাঁ
সম্মানবৃদ্ধির নিমিত্ত তোপধ্বনি ব
করা হয়, কোন ভদ্র লোকে তাহ
অনুমোদন করিবেন না।

তবে আমাদিগের এক পত্রপ্রে
লিখিয়াছেন, তিনি বাঙ্গলা দেশের
সকলের অপেক্ষা অধিক কর দেন,
ঐশ্বর্য্যের অধিপতি এবং উচ্চ কুলে
গ্রহণ করিয়াছেন। এ কারণে যদি তাঁ
সম্মানার্থ তোপধ্বনির অনুজ্ঞা হেওয়
তাহাতে আমাদিগের আপত্তি
কিন্তু আমাদিগের এই আশঙ্কা হইতে
অনেক বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান, অ
সুবর্ণবণিক ও অনেক জমীদার
তোপ করিয়া ক্ষেপিয়া উঠিবেন।
গবর্ণমেণ্টকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ি
হইবে। একাধারে যদি তিন গুণের

করেন, তাহাও দুষ্প্রাপ্য হইবে না
বয়ে মহারাজের অনুকূল ও প্রতিকূল
নি প্রেরিত পত্র আমাদিগের হস্তে
ত হইয়াছে। আমরা ঐ দুইখানি
ন্তরে গ্রহণ করিলাম। গবর্ণমেণ্ট
য়র বলাবল বিবেচনা করিয়া জানিতে
বেন, এতৎসম্বন্ধে লোকের কিরূপ
বাদয় হইয়াছে।

-:•:-

স্বাধীন লয়েদের সং
সংকল্প।

যেখানে প্রজার সহস্র গুণ ও সহস্র
তা থাকুক, প্রধান পুরুষেরা অনুগ্রহ
করিলে তাহা প্রকাশ করিবার পথ
দনুরূপ উন্নতিলাভের সম্ভাবনা না
ক, ফলতঃ যেখানকার প্রজারা প্রধান
বদিগের ইচ্ছার একান্ত পরতন্ত্র,
ানে রাজপুরুষেরা প্রজার যে কিছু
চেষ্টা করেন, তাহাই প্রজাকে মহা
ও পরম ভাগ্য বলিয়া বিবেচনা
তে হয় সন্দেহ নাই। সম্প্রতি আমা
ার গবর্ণর জেনরল বাঙ্গলা, বোম্বাই,
রাজ, পঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চল
ত মনোনীত করিয়া গবর্ণমেণ্টের
অধ্যয়ন ও সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশা
ারলাভার্থ নয় জনকে ইংলণ্ডে প্রেরণ
বার যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহাতে
বাদিগের হৃদয় কৃতজ্ঞতারসে যে
দ্র হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। এদে
র কোন্ ব্যক্তি এ অনুগ্রহকে বহু
য়া না মানিবেন? কিন্তু এদেশীয়দি
ক সিবিল সর্ব্বিসের পদদানবিষয়ে
র্ণমেণ্ট যে ব্যবহার করিতেছেন, তাহা
খিয়া আমাদিগের চিত্ত বিস্ময়বিমূঢ়
য়াছে। তাঁহাদিগের মনে মনে আছে,
দেশীয়দিগকে সিবিল সর্ব্বিস হইতে
ক্ত করা অন্যায় হইতেছে; কিন্তু অতি
ন, শঙ্কা ও অবিশ্বাসপ্রভৃতি নানা
রণে এক কালে এদেশীয়দিগের সম্বন্ধে
সিবিলসর্ব্বিসদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদিগের কৃপণের মত আরম্ভ করা হইয়াছে। যেমন যে ন্যায্য ব্যয় পড়ে, শেষে সে সমস্ত দিতে হয়, কিন্তু কৃপণ একবারে দিতে পারে না। আমাদিগের প্রধান পুরুষদিগকে শেষে এ দেশে সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া সম্পূর্ণরূপে সিবিল সর্ব্বিসদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিতে হইবে; কিন্তু এক কালে পারিতেছেন না, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়।

---

নূতন পুস্তক।

১। বালিহিতকরী সভার পঞ্চম বার্ষিক রিপোর্ট। সভার উদ্দেশ্য এই কয়টী; দরিদ্রদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া, দরিদ্র রোগীদিগকে ঔষধবিতরণ করা, দরিদ্র বিধবা ও মাতৃপিতৃহীন লোকদিগকে সাহায্য ও স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে উৎসাহদান এবং উত্তর পাড়া ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানের লোকের সামাজিক আচার ব্যবহার, ধর্ম্মনীতি ও বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতিসাধন। সভা ১৮৬৭ অব্দের ১ লা এপ্রেল অবধি ১৮৬৮ অব্দের ৩১ মার্চ্চ পর্য্যন্ত দরিদ্র বালকদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ ৬১৵, দরিদ্র বিধবাপ্রভৃতির সাহায্যার্থ ৭৫৷৷৹ এবং বালিকাদিগের ছাত্রবৃত্তিতে ৩৩১ টাকা দান করিয়াছেন। এই রূপ সভা যদি স্থানে স্থানে হয়, দেশের অনেক মঙ্গল হইতে পারে। হিতকরী সভা উপসংহারকালে বাবু বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীরামপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট রাইলাণ্ড সাহেবের নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। এ প্রকার বিষয়ে যাঁহারা সাহায্য ও উৎসাহদান করেন তাঁহারা সহস্র গুণে প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

২। পুলিসগাইড বাবু কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী পুলিস কেটেকিজম ও চার্জ্জেস নামক
ইংরাজী পুস্তক হইতে উদ্ধৃত ও অনু
দিত করিয়া এখানি সঙ্কলন করিয়াছে

৩। সুরাসঙ্কীর্ত্তন। কালি
নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ ম
ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। সুরার নি
করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য।

———:০:———

আমরা জাহানাবাদ হইতে নিম্ন
লিখিত পত্রখানি প্রাপ্ত হইয়াছি।

হুগলি জেলার অন্তঃপাতী জাহান
মহকুমায় ২৪এ জ্যৈষ্ঠ হইতে আরম্ভ হ
অনবরত ১৫ দিন। অতিশয় বৃষ্টি হওয়
শীলাবতী নদী ও দারকেশ্বর নদীর জল
অতিক্রম করিয়া বাঁধ ভাঙ্গিয়া শত
গ্রাম জলমগ্ন হইয়া প্রায় দশ হাজার
ভগ্ন হইয়াছে। অনেকের দ্রব্যাদি স্রো
ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। ব সংখ্যক
ও মনুষ্যের প্রাণনাশ হইয়াছে। জলপ
গৃহ ভগ্ন হওয়াতে অনেকে তৎকালে
পরি অবস্থিতি করিয়া অতিকষ্টে প্রাণ
করিয়াছে। বন্যার সময় ৪ দিবস শীল
নদীর উভয় পার্শ্বস্থ লোক নিরন্তর
কার শব্দ করিয়া দিবা রজনী অতিবা
করিয়াছে। অনেকে অনাহারে প্রাণ
করিয়াছে, ঘাটালের গঞ্জের মহাজন
যথেষ্ট দ্রব্যাদি স্রোতে নীত হইয়াছে য
অধিকাংশ লোক নৌকারোহণ করিয়া
রক্ষা করিয়াছে; কিন্তু অন্যান্য গ্র
লোকেরা নৌকার অসদ্ভাবপ্রযুক্ত বৃক্ষে
আরোহণ করিয়া দিনযাপন করিয়
ঘাটালের ডাক্তর, চৌকীদারী টাক্স আ
দারোগা পুলিসের ইন্স্পেক্টর ও সব ই
ক্টরের বাসার সম্মুখে সেতু ভগ্ন হইয়া
গৃহ জলমগ্ন হইয়া পতিত হয়। ই
নিরুপায় হইয়া সকলে উচ্চৈঃস্বরে আ
করিতে আরম্ভ করেন; অকস্মাৎ এক
নৌকা ইহাঁদের নিকট উপস্থিত হয়,
সেই ইহাঁরা আরোহণ করিয়া অতি
স্ব স্ব পরিবার লইয়া স্থানান্তরে
প্রাণরক্ষা করেন। সে কা উপস্থিত না
ইহাঁরা নিশ্চিত মৃত্যু মুখে পতিত হ

টালের বাবু গোপালচন্দ্র শঠ স্বীয় বায়ে
নৌকা করিয়া অতি কষ্টে প্রায় এক শত
লোককে জলমজ্জন হইতে উদ্ধার করিয়াছেন
... তৎ কালে কিছু কিছু আহারের ব্যয়ও
...য়াছেন, এখানে প্রায় অষ্টাহ ডাক বন্ধ
...হিল। ক্রমশঃ নদীর স্রোত হ্রাস হইলে
..., জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও জাহানাবা
...র ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র
...শয় কেবল ঘাটালের অতি সন্নিহিত
...টির নগর, কৃষ্ণনগর, মিশ্চিতপুর, আড়-
...ডাঙ্গা ... কুটীটি গ্রামে নিজে যাই
...ষ্ট প্রজাদের ভগ্ন কুটীর অবলোকন
...য়াছেন। উক্ত ঘাটাল মারকেট ১০ টী
...মে কমবেশ আড়াই হাজার গৃহ বন্যার
...ল ভগ্ন হইয়াছে। ডেপুটী বাবু নিজে
...সকল ভগ্ন কুটীর দেখিয়াছেন, ...
...দিগকে উপস্থিত বর্ষায় গৃহ পুন
...র্মাণ করিতে অক্ষম দেখিলেন, কেবল তাহা
...দিগকে ডাকাইয়া দুই চারি টাকা করিয়া
...দান করিয়াছেন। ইহাতে প্রায় সহস্রা
...ক টাকা গবর্ণমেণ্টের তহবিল হইতে ব্যয়
...য়াছে। আমরা আশা করিয়াছিলাম
...রূপ ঘাটাল মারকেটে ডেপুটী বাবু ...
...লকে সাহায্য করিয়াছেন, ...
...ন্যান্য গ্রামেও যাইয়া যাহাদের ...
...র ভগ্ন হইয়াছে, তাহা দিগকেও ঐরূপ
...হায্য করিবেন। তাহা না হওয়াতে সেই
...ই গ্রামের নিরুপায় লোকেরা অত্যন্ত
...খিত হইয়াছে। তাহাদের আর কোন
...পায় নাই। শুনিলাম জাহানাবাদের ডেপুটী
... সকল গ্রামে দরিদ্র প্রজার সাহা-
...র্থে অতিশয়ে বর্দ্ধমানের কমিসনর সাহেবে
...কে বিশেষ করিয়া লিখিবেন। কমিসনর
... সাহায্য ব্যতীত নিরুপায় লোকের
... দুর্দশা ... করিলে ...
...কের পক্ষে বিশেষ ... হয়, ...
...লে আর ইহাদিগকে নিরাশ্রয় হইয়া বৃক্ষ
... অবস্থিতি করিতে হয় না। গবর্ণমেণ্ট এ
... বিষয়ের অনুসন্ধান জন্য জাহানা
...দের ডেপুটী বাবুকে অন্ততঃ দুই সপ্তাহ
...অবকাশ দেওয়া উচিত। ২।১ দিবসের
...মধ্যে ... চলন ... ব্যাপিয়া অনুসন্ধান
... কঠিন। আর ঘাটালে যেরূপ সাহায্য
... হইয়াছে, তাহাতে দরিদ্র লোকের
... উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। অব
... ২ টাকা উর্দ্ধ সংখ্যা ৪ টাকা দা
...। ইহাতে কি গৃহ প্রস্তুত হইতে পারে?
... কিছু প্রদান করিলে ইহারা অক্লেশে

গৃহ নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হয়, কারণ এমন সময়ে গৃহ প্রস্তুত করিবার উপযোগী দ্রব্যাদি অতিশয় দুর্ম্মূল্য হইয়াছে।

ঘাটালের বিদ্যালয়গৃহটী নদীর বেগে সম্পূর্ণরূপ ভগ্ন হইয়াছে। ইহাতে সকলে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। এমন সময়ে যে চাঁদা দ্বারা বিদ্যালয়গৃহ প্রস্তুত হয়, তাহার আশা নাই, সকলেই স্ব স্ব গৃহ নির্ম্মাণার্থ বিশেষরূপ ব্যস্ত। যদি গবর্ণমেণ্ট আনুকূল্য করেন তাহা হইলে বিশেষ উপকার হয়। মুন্সেফের কাছারির মধ্যে জল প্রবিষ্ট হওয়াতে কাগজ পত্র নৌকায় রাখা হইয়াছিল; কাছারী বাটী বাসযোগ্য নহে।

—:০:—

# বিবিধসংবাদ।

২৪ এ আষাঢ় সোমবার।

সম্প্রতি কারাব ষ্ট্রৈনমাইটের একটী চতুর ... [illegible] ... একজন মুসলমান ... [illegible] ... এই দুরাত্মা ... [illegible] ... [illegible] অবশেষে ... [illegible] ... হইয়াছিল ... [illegible] ... উচিত ছিল।

এক ... [illegible] ... টাকা ... [illegible] ... এই সকল ... [illegible] ... কাটিয়া যাইবে ... [illegible] ... করিলে কি ভাল হইত না!

[illegible] ... উইরোপীয় ও এতদ্দেশীয় ... [illegible] ... অনাবৃষ্টি হওয়াতে কষ্ট ... হইয়াছে।

কাপ্তেন ... আলাহাবাদে ... হইয়াছেন। কলিকাতার ডেপুটী কমিসনর ... আলাহাবাদে যাইবা... দুই জন ইউরোপীয় ... কলিকা... [illegible] ... করিয়াছেন।

... সংস্থাপনার্থ গবর্ণর জেনরল ... টাকা দিয়াছেন ... সমর্থন করিতেছে। এক জন বলেন, ... তাহাতে বাঙ্গালী ... ও ... আছে। উঁহারা তাহা ... করিতে পারেন ... কারণ কি ? ... কথা।

অদ্য প্রধানতম বিচারালয়ের ফৌজদারি ...
সন আরম্ভ হইয়াছে। বিচারপতি মাক্‌নি। ...
ইউরোপীয় অপরাধীর সংখ্যা অপেক্ষা ...
অধিক।

বোম্বাইয়ের প্রধানতম বিচারালয়ের নিষ্পত্তি
সকল প্রকাশিত করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট ...
মুদ্রাযন্ত্র করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। এটী ...
হওয়া কর্ত্তব্য। বেতনভোগী কর্ম্মচারিগণ ...
এইসকল রিপোর্ট প্রকাশ করেন, তাহা হই...
অল্পমূল্যে সকলে এগুলি প্রাপ্ত হইতে পার...
এবং গবর্ণমেণ্টেরও লাভ থাকে। এক...
রপোর্টরদের যে অসঙ্গত মূল্য লওয়া ...
তাহাতে অল্প লোকেই এগুলি পাঠ করি...
পারেন।

সম্প্রতি ... সাহেব পোলিটিকাল ... কো...
নের কর্তৃত্ব পুনর্গ্রহণ করিবার নিমিত্ত যেরূপ ...
...ছেন তাহাতে যেরূপ কাণ্ড প্রকাশিত ...
তাহাতে একখানি ইংরাজী সংবাদপত্র বলি...
জন আমরা ও উপবিভাগে সমূহে যে প্র...
গাঁয়ার ও অসভ্য লোকেরা সভাস্থলে ...
...বে ভারতবর্ষের ... তাহা ...
... তিনি বলেন, এখানে ...
... শাসন প্রণালী হইতে পারিবে না। ...
তাহারা ... তাঁহাদিগের এই ...
...হইলে দেশের অতিশয় অমঙ্গল হইবে ...
... অমঙ্গল হয়।

আমরা হিন্দুপেট্রিয়টে পাঠ করিয়া আ...
... হইলাম, বাবু ... মল্লিক ... ভারতবর্ষ...
...ভাবে একটী স্তম্ভ নাটী ... করিবার নিমি...
... টাকা প্রদান করিয়াছেন। ...
... ভারতবর্ষীয় ... একটী ...
... হওয়া ... আবশ্যক। ...
... আমার ... বা ...
... সংস্কার করিতেছেন। তিনি কি এই ...
... ৫০,০০০ টাকা ... হইবে
না?

নবাব গোলাম ... খাঁ ... কাবুল ...
...তে ছিলেন। এই ... তাঁহাকে ...
... হয়। ... সাহেব ...
... লইয়া তাঁহাকে ... টাকা দেওয়া ...
...তেছে; ... করাতে ... প্রকৃত ...
... হয়, এটী পঞ্জাবী শাসনকর্ত্তাগণ জানেন
কি?

ডেলিনিউস কোন দলের মুখপত্র না ...
হতে সকল বিষয়ে পক্ষপাতশূন্য হইয়া ...
...তে সমর্থ হন। আমরা ... কৃতজ্ঞ ...
প্রকাশ করিতেছি, ... মুসলমান ...
...দের টাকায় খৃষ্টীয় ... কর্ত্তাদিগের ...
প্রদান ও খৃষ্টীয় ... নীতি হইয়াছে, ... প্রা...
করিয়া বলিয়াছেন, এসকল কাণ্ড ...
ডাকাইতিমাত্র। আমরা বলিতেছি, এ ...
করিয়া গবর্ণমেণ্ট এক ... বোম্বাইয়ের ...
...দিগের অনুকরণ করিতেছেন।

২৫ এ আষাঢ় মঙ্গলবার।

কুচবিহারের কমিসনরের যত্নে তথায় একটী ...াকের প্রদর্শন হইতেছে। প্রত্যেক প্রদর্শককে ...ত্তঃ অর্দ্ধমন তমাক প্রেরণ করিতে হইবে। ...নে; পুরস্কার দেওয়া হইতেছে। প্রদর্শন ক্রমে ...তুকর; ব্যাপার হইয়া না উঠে।

সম্প্রতি রামপুরে এক কৃষি ও শিল্পপ্রদর্শন ...য়া গিয়াছে। রামপুরের নবাব প্রজাদিগকে ...কৃষ্ট প্রণালী অনুসারে কৃষিকার্য্য করাইবার ...দেশে এ প্রদর্শনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিন ...স মেলা ছিল; নবাবের কর্ম্মচারিগণ উত্তম ...দোবস্ত করাতে কোনপ্রকার গোলযোগ ... নাই।

...ইণ্ডিয়ান পব্লিক অপিনিয়ন বলেন, দিল্লী ...ি অমৃতসরপর্য্যন্ত দ্রুতগতি রেলওয়ে ...তেছে। কিন্তু রেলওয়ে হইলেই ডাকগাড়ীর ...কারীদিগের অন্ন মারা যাইবে। অতএব যত ...রেলওয়ে না হয় ততদিন যথাসাধ্য লাভ ...বার জন্য ডাক গাড়ীর অধিকারীর ...গণ অত্যন্ত অধিক ভাড়া লইতেছেন। উত্তর ...ঞ্চলে ব্যবসায়সম্বন্ধে সর্ব্বদাই প্রায় ...দ্র হইয়া থাকে।

...অত দিনের পর ভারতবর্ষীয় সভার একটী ...ক বাটী হইল। ৪০,০০০ টাকা দিয়া রাণীর ...গলিতে একটী বাটী ক্রয় করা হইতেছে। ...বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাজা সত্যশরণ ঘোষাল, ...রমানাথ ঠাকুর ও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ...ষ্টি হইবেন। এই বাটীতে একরূপ পুস্তক... হইবে। ভারতবর্ষীয় সভার বাটীর যেখানে ...ক্ত যেন বৃহৎ হয়।

...লর্ড নেপিয়র মান্দ্রাজের বিশ্ববিদ্যালয়ে ...নক ২৫৪ টাকা দিয়াছে একটী ছাত্রবৃত্তি ...রা দিয়াছেন। মান্দ্রাজনগর ও ঐ বিভাগের ...যে ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রধান হই ...তাহার ইহা প্রাপ্য হইবে। জাতি ও বর্ণভেদ ... । ছাত্রবৃত্তি তিন বৎসরের নিমিত্ত দেওয়া ...ব।

...উত্তর মালাকটের অন্তর্গত চিয়ার তালুকে ...শ্য পরারক্ষিত হইয়া শস্য এক কালে নষ্ট ...য়াছে। কৃষকগণ শস্য কাটিবার উদ্যোগ ...রিতেছিল, এমন সময়ে এই দুর্ঘটনা হইয়াছে। ...দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট এবৎসর এখানকার কৃষক...গের নিকট এবৎসর কর লইবেন না।

...দিল্লী হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, ...ণ্টেট মিশনরিরা গবর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ ...রেন না, অতএব গবর্ণমেণ্ট ব্যাপ্টিষ্ট মিশন

রিজোবেডন দেন বলিয়া যে লেখা হইয়াছিল, সেটী আমাদিগের ভ্রমপ্রযুক্ত হইয়াছিল।

২৬ এ আষাঢ় বুধবার।

রাজা থিয়োডোরের পুত্রকে ইংলণ্ডে লইয়া যাইবার প্রকৃত কারণ প্রকাশিত হইয়াছে। এটী ইংলণ্ডের গৌরব প্রদর্শনার্থ হয় নাই। সর রবার্ট নেপিয়র বলেন, আবিসিনিয়াতে থাকিলে শিশু রাজকুমারের জীবনসংশয় হইত। শিশুটি বুদ্ধি মান্ বোধ হইতেছে। প্রথমতঃ রাজকুমারকে বোম্বাইয়ের ডাক্তর উইলসনের অধীনে বিদ্যা শিক্ষার্থ প্রেরণ করিবার কল্পনা হয়। কিন্তু ইংলণ্ডেশ্বরী পদচ্যুত রাজকুমারদিগের প্রতি সচরাচর যে দয়াপ্রদর্শন করেন, তিনি তৎপ্রেরিত হইয়া যুবক থিয়োডোরকে ইংলণ্ডে লইয়া যাইবার আজ্ঞা দিয়াছেন। থিওডোরের স্ত্রীকেও পুত্রের সহিত আনিবার কল্পনা হয়। কিন্তু উক্ত রাজ্ঞী পীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সর রবার্ট নেপিয়রের যত দূর সাধ্য তত দূর এই স্ত্রীলোকের সেবা ও চিকিৎসা করাইয়াছিলেন। কি সৈনিকগণ কি সেনাপতি কেহই তাঁহাকে কোনপ্রকার অসম্মান করেন নাই। স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অত্যাচার করা ব্রিটিশ সৈনিকের স্বভাব নহে। ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহনিবন্ধন যে এত ক্রোধ হয় তাহাতেও সৈনিকেরা বিদ্রোহীদিগের স্ত্রীগণকে কিছু বলে নাই, কেবল সৈনিকাধম নীল কয়েক জনকে বধ করিতে চাহিয়াছিলেন।

এতদ্দেশীয় সমাজ সর জন গ্রাণ্টের চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তির নিমিত্ত ৫০০৮৮/১০ টাকা চাঁদা দেন। ইহার মধ্যে ২০৯৭॥০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। অবশিষ্ট টাকা ভারতবর্ষীয় সভাগৃহের ফণ্ডে জমা হইয়াছে। কোন ব্যক্তি ইহাতে দুঃখিত হইবেন না।

কাপ্তেন আইবস অমনি অমনি পার পাইলেন। লেপ্টেনণ্ট যে কান্ত হইয়াছেন। লেপ্টেনণ্ট যে একজন অতিশয় ভদ্র আফিসর। স্ত্রী ত্যাগ করিবার বন্দোবস্ত হওয়াতে তিনি আইবসের প্রতি বৈরনির্যাতন করিলেন না। কিন্তু কথা হইতেছে, কাপ্তেন আইবসকে আর শিক্ষকতা কার্য্যে রাখা উচিত কিনা?

২৭ এ আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

লাহোরের লোকেরা সর জন লরেন্সকে অনুরোধ করিয়াছেন, তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে যেন রণজিত সিংহের রাজধানীতে এক দরবার করেন। এপ্রকার অনুরোধ সর জন লরেন্সকে দ্বিতীয় বার করিতে হয় না। কিন্তু

কয়েক বৎসরাবধি যেসকল দরবার হইল, ... রাজনীতি সম্বন্ধে কি ফল ফলিল তাহা স... ধারণকে জানাইলে ভাল হয়।

আমষ্টর ফিলিপ ওয়েস সাহেব সংবাদ... লিখিয়াছেন ১৭ই জুলাই শুক্রবার বড় অ... ভয়ানক ঝড় হইবে। কলিকাতায় বড় হইবে... ভাল পরীক্ষাই হউক, ১৭ ই ত আর দূর... নয়।

মধ্য ভারতবর্ষে সোনারীয়নামক এক ... জুয়াচোর আছে। ইহারা সর্দারের কাজ ক... ওজনে কম দিয়া জুয়াচুরি করিয়া অপোপা... করা ইহাদিগের ব্যবসায়। আমরা আহ্লা... হইলাম, বাঁদার পোলিটিকাল এজেণ্ট ইহাদি... দমনচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

২৮ এ আষাঢ় শুক্রবার।

রবার্ট এড্মণ্ডস নামক এক ব্যক্তির ... অতিশয় সুরাপায়িনী ছিল। সে সর্ব্বদা ... গৃহত্যাগ করিয়া স্থানান্তর থাকিত। একদা ... প্রকার অন্যত্র যাওয়াতে এড্মণ্ডস তাহ... প্রত্যাগত হইবার নিমিত্ত অনেক অনুরোধ ক... স্ত্রীলোক তাহাতে অসম্মত হওয়াতে এড্ম... তাহাকে প্রহার করিল। স্ত্রীলোকটী ত... সুরাপানে উন্মত্ত ছিল; প্রহারের পর সে ... দৌড়িয়া স্থানে স্থানে গমন করে। পরে ... প্রত্যাগমন করিলে তাহার মৃত্যু হয়। এ... নকে এই নিমিত্ত প্রধানতম বিচারালয়ে ... করা হয়। বুধবার মকদ্দমা উঠিতে ... কৌন্সিল মেরিডেন সাহেব বলিলেন, হ... প্রমাণ নাই, গুরুতর আঘাতের প্রমাণ আ... এড্মণ্ডস নিজে এই দোষ স্বীকার করিলে ... ব্যারিষ্টর লো সাহেব স্ত্রীলোকটির দুশ্চরিত্র... উল্লেখ করিয়া লঘুদণ্ডের অনুরোধ করিলে... বিচারপতি মার্কবি এ ব্যক্তির কঠিন পরিশ্র... সহিত পাঁচ বৎসরের মিয়াদ দিয়াছেন। শ... বকুতের সচরাচর কেতু প্রদর্শন করিলে কি ... না? আমরা প্রধানতম বিচারালয়ের ... প্রণালীর বিশেষ এই সিদ্ধান্ত করিব ... রাজ্যে ইংলণ্ডে এবং ভারতবর্ষে ভারতব... মকদ্দমা হইলে সুবিচার, কিন্তু ইংরা... ভারতবর্ষীয় অথবা অন্য কোন বিদেশীয়ে ... ইউরোপীয়ে ও ভারতবর্ষীয়ে মকদ্দমা ... অবিচার।

বোম্বাইয়ের ব্যবস্থাপক সভায় এতদ্দে... যেসকল মুন্সী গৃহ নিয়োজিত করা হইয়া... তাহার মধ্যে এক জনও পারসী নিয়োজিত...

াই। তাহাতে লোকে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। অসন্তোষের কারণ আছে।

প্রধান বিচারপতি প্রিবিকৌন্সলের আপীল বিভাগের অনুবাদকের পদ জে, এম, মেভিএটা নামক এক জন ফিরিঙ্গিকে প্রদান করিয়াছেন। ন এপর্যন্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের পর টবিভাগীয় আফিসের এক জন কেরাণী লেন। প্রধান পুরুষেরা কি সুপ্রাবং ফিরিঙ্গ জালের অবলকৌতুহল পরিত্যাগ করিতে রেন না?

২৯ এ আষাঢ় শনিবার।

বাঙ্গলা দেশের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর গ্রে সাহেব সপরিবারে কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছেন।

ত্রিহুতের নিকটস্থ নদীসকলের জলবৃদ্ধি হয়েছে। তাহাতে অনেক শস্য নষ্ট হইয়াছে। াকে জলপ্লাবননিবন্ধন অনিষ্টশঙ্কা করিতে ন। লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের এ সময়ে রাজধানী াগ করা পরামর্শসিদ্ধ হয় নাই।

ডাক্তর নর্ম্মান মাকলিয়ড স্বদেশে প্রতিগমন য়া স্কটলাণ্ডের জেনরল আসেম্বিতে ভারত সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি ন, ভারতবর্ষীয়দিগকে এক দিনে খৃষ্টীয়ান যাইবে না। ভারতবর্ষের ধর্ম্ম সর্ব্বপ্রাচীন সংস্কৃত ভাষা সকল ভাষার মূল। সকল তির পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয়েরা সভ্য হইয়া নানা ার আলোচনা করিয়াছেন। খৃষ্টীয় মিসনরি প্রথমতঃ হিন্দুধর্ম্মসংক্রান্ত কুসংস্কারসকল করুন, পশ্চাৎ অন্য উৎকর্ষ আপনা আপনি ব। ডাক্তর মাকলিয়ড আরও বলিয়াছেন, সাসীদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার না করিলে কাজ হইবে না। কিন্তু সব জন লরেন্স খানকার পাদরিরা ভাবেন, যাবতীয় বিদ্যা বাইবেল পাঠ করাইয়া বিদ্যাশিক্ষার ভার রিদিগের হস্তে দিলেই কাজ হইবে। ইহাঁ র কিছু আবেশ অধিক।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ন্ধে এক দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছেন। আমরা তেছি, আমাদিগের দুইখানি ইংরাজী ক পত্র ঐ মতে মত দিয়া বলিতেছেন, লা র্ড ম্যালিস ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। তে দেশের প্রধান লোকেরা স্বার্থনিবন্ধন ভক্ত হন এবং কৃষকেরা সুখে থাকে সে দেশ মন্দ তাহার সন্দেহ কি? চিরস্থায়ী দোবস্তে জমির কর আর বৃদ্ধি হয় না সত্য। দেশের সম্পত্তির মূলবৃদ্ধি হইয়া বাণিজ্যের সুবিধা হয়, তাহা কোন ব্যক্তি অস্বীকার বেন।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে:—

| | | |
|---|---|---|
| ৪ | টাকার সিকা | ৯৭॥০ । ৯৪৮ |
| ৪ | কোং | ৯৩॥০ । ৯৪৮ |
| ৫ | পবলিকওয়ার্ক | ১০৫॥০ । ১০৫৮ |
| ৫ | " কোং | ১০৯॥ । ১০৯৮/ |
| ৫॥০ | " কোং | ১১১৮/০ । ১১৫ |

—:০:—

## ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২ রা জুলাই। সর ষ্টাফোর্ডনার্থ কোট রেবরেণ্ড এচ, ডগলাসকে বোম্বাইয়ের বিশপ করিতে চাহিয়াছেন। বোধ হয়, তিনি উক্ত পদ গ্রহণ করিবেন।

সর রবার্ট নেপিয়র এইমাত্র লণ্ডনে উপনীত হইয়াছেন। যখন তিনি পারিস হইয়া আগমন করেন, তখন তত্রত্য ইংরাজেরা তাঁহাকে এক অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন। এতদুত্তরে সর রবার্ট নেপিয়র বলিয়াছেন, প্রত্যেক সৈনিক প্রশংসনীয় সাহস অধ্যবসায় ও আত্মসুখত্যাগ করাতে গত যুদ্ধে জয় হইয়াছে। উপসংহার কালে তিনি বলিলেন, বন্দীদিগকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত যত না হউক, ইংলণ্ডকে অপমান করিলে তিনি যে যেখানে সেখানে আত্মসম্মান রক্ষা করিতে পারেন তৎপ্রদর্শনার্থ আবিসিনিয়াতে সৈন্যপ্রেরণ করা হইয়াছিল।

৩রা জুলাই। পার্লিয়ামেণ্টের উভয় হাউসের সভাগণ একবাক্য হইয়া আগ্রহাতিশয় সহকারে আবিসিনিয়ার যুদ্ধে জয়ের কারণ সর রবার্ট নেপিয়রকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। সেনাপতি মেজার ওয়েলার, রিথ, ষ্টাবলি, মালকম ও রসেলের নাম বিশেষরূপে উল্লিখিত হয়। আরল মালমস বরি, আরল রসেল ও ডিউক অব কেম্ব্রিজ লার্ড হাউসে, এবং ডিস রেলি ও মাডষ্টোন সাহেব কমান হাউসে বক্তৃতা করিয়া যুদ্ধার্থী সৈন্যদিগের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

যখন এইসকল বক্তৃতা হয় তখন সর রবার্ট নেপিয়র কমান হাউসে উপস্থিত ছিলেন। সেনাপতি উহাঁ ও সর বার্টিতে রাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। এমত জনশ্রুতি সর রবার্ট নেপিয়রকে পিয়র করিয়া তাঁহার পদোচিত সম্মান রক্ষার উপযোগী বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইবে।

১লা জুলাই এক পত্র লিখিয়া সর ষ্টাফোর্ড নার্থ কোট আবিসিনিয়ার যুদ্ধের জয় নিবন্ধন সর রবার্ট নেপিয়রকে রাজ্ঞীর কৃত ধন্যবাদ দিয়াছেন।

যেসকল লোক মহাসভায় প্রতিনিধি নীত করিবার স্বত্ব পাইবেন, তাঁহাদিগে রেজিষ্টারি করিবার বিল শীঘ্র বিধিবদ্ধ ব নিমিত্ত প্রস্তাব হইয়াছে।

৬ ই জুলাই। ওয়েলসের রাজকুমারীর কন্যা হইয়াছে। কন্যা ও মাতা উভয়ে আছেন।

সর রবার্ট নেপিয়রের একখানি পত্র শিত হইয়াছে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের ও ফল বর্ণনার সময়ে তিনি বলিয়াছেন, সিনিয়ার রাজাদিগের স্বত্বের উপরে হস্তা করিয়া ইংলণ্ড স্বকার্য্যসাধন করিয়া এক্ষণ অবধি আবিসিনিয়ার সৌভাগ্য হইল।

সম্রাট নেপোলিয়ন বিস্তর ফরাসী সৈ বিদায় দিয়াছেন।

পোপ সম্প্রতি যে বক্তৃতা করিয় বারণ বনবিউষ্ট তাহার প্রতিবাদ করিয়া

অষ্টীয় সেনাদলের ৩৬০০০ সৈন্যকে ইয়া দেওয়া হইয়াছে।

মিলানের ডিউককে সার্ব্বিয়ার রাজা ব ঘোষণা করা হইয়াছে।

৫ ই জুলাইয়ের এক টেলিগ্রাম নিউ হইতে আসিয়াছে। ইহাতে প্রকাশ করে, পতি জনসন যাবতীয় ভূতপূর্ব্ব বিদ্রো ক্ষমা করিয়াছেন।

---

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

### লেপ্টনণ্টগবর্ণরের আদেশানুযায়ী

### নিয়োগ।

১ লা জুলাই। এ, ইয়াডলি সাহেব ভা পুরের এক জন মিউনিসিপাল কমিসনর হইবে

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা চট্টগ্রামে মিউনিসিপ কমিসনর হইবেন।

এক, ডবলিউ, আর, কাউলি ও এ, কিসন সাহেব।

কাউলি সাহেব আরও উক্ত মিউনিসিপ লিটির সহকারী সভাপতি হইবেন।

টি, ডি, বাইটন সাহেব ময়মনসিংহের বি শিক্ষাসভার সভ্য হইবেন।

বাবু অধিকাচরণ মিত্র দিনাজপুরের অন্ত গঙ্গারামপুরের মুন্সেফ হইবেন।

বাবু যদুনাথ রায় দিনাজপুরের অন্ত ঠাকুরগ্রামের মুন্সেফ হইবেন।

…করের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালে…র ঈশ্বরীপ্রসাদ রায় প্রথম শ্রেণীর অধীন …ষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

…বলিউ, মাকফনন সাহেব কটকের প্রতি-…সিবিল ও সোসিয়ন জজ হইবেন।

…রা জুলাই। নিম্নলিখিত ডেপুটি মাজি-…ও ডেপুটি কালেক্টরদিগকে পশ্চাল্লিখিত …নিযুক্ত করা গেল।

| | |
|---|---|
| …বীনচন্দ্র সেন বি, এ, | যশোহরে। |
| …যোগেশচন্দ্র মিত্র বি, এ, | মালদহে। |
| …দেবেন্দ্র নাথ বসু | বালেশ্বরে। |
| …হরিচৈতন্য ঘোষ | চট্টগ্রামে। |

…বরেণ্ড জে. এচ, উইলকিন্সন দেবরুগড়ের …শিক্ষাসভার সভ্য হইবেন।

…রা জুলাই। যত দিন আর এস, মাক্‌ল্‌স, …বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত …এচ. এ, কক্রেল সাহেব রেবেনিউ বোর্ডের …নিধি জুনিয়র সেক্রেটারি হইবেন।

…ত দিন এচ. এ, কক্রেল সাহেব সরকারী …লপলক্ষে স্থানান্তর থাকিবেন তত দিন এ …জলন সাহেব ত্রিহুতের প্রতিনিধি মাজি… ও কালেক্টর হইবেন।

…, এস, বারবর সাহেব ত্রিহুতের প্রতিনি…ইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হই…

…দিন ডবলিউ, এস, ওয়েলস সাহেব …লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন …জে, আলেকজাণ্ডার সাহেব রাজসাহীর …নিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

…ত দিন ডবলিউ, বি, জি, টেলার সাহেব …লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন তত দিন …, …সাহেব পাবনার প্রতিনিধি মাজি… ও কালেক্টর হইবেন।

…ত দিন লেফটেনণ্ট কর্ণেল ই, টি, ডালটন …কার্য্যোপলক্ষে কিদ্দেরোতে অনুপস্থিত …ত… ন ছোটনাগপুরের বিচার …লেফটেনণ্ট কর্ণেল জে, এস, … ভিন্ন কমিসনরের ক্ষমতা …বেন।

…পুরের … অতিরিক্ত জজ তথায় সেসিয়ন …র ক্ষমতা পাইবেন।

…ই জুলাই। … জুন অবধি জি, এল, …বিস সাহেব … জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট …ডেপুটি কালেক্টর হইয়াছেন।

…ত দিন এস, আর, টটেনহাম সাহেব বিদায় … অনুপস্থিত থাকেন, তত দিন হারিস সাহেব হাবড়ার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন ও ১৮৬২ অব্দের ৬ আইনের মকদ্দমার আপীল শ্রবণ করিতে পারিবেন।

২৫ এ জুন অবধি সি. এ. কেলি সাহেব মুরসিদাবাদে দ্বিতীয় শ্রেণির জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইয়াছেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসাক মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

—:০:—

আমাদিগের গোয়ালিয়রস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। গত ২২ এ জুন এখানে চৌর্য্যের দৌরাত্ম্যের কথা যাহা লিখিয়াছি, অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে তাহার নিবৃত্তি হয় নাই। এখনও চুরির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা দেখিতেছি, পুলিসের লোকেরা এই চৌর্য্যের প্রাদুর্ভাবসূত্রে অনেক দোষীকে নির্দ্দোষ ও নির্দ্দোষীকে দোষী করিয়া বিলক্ষণরূপে স্বার্থ সাধন করিতেছে. কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ের জন্য আদালতে মকদ্দমা করিতে ইচ্ছা করিলে সামর্থ্যের অভাবে ও আমলাগণের চক্রান্তে পড়িয়া সে মোকদ্দমা হয় তো বিচারপতির গোচর করিতে পারে না। মহাশয়, এই একটী ক্যাণ্টনমেণ্টমধ্যে শান্তিভঙ্গের ব্যাপার দেখিয়া বাস্তবিক অবাক হইয়াছি। এ দিকে চৌকীদারী ট্যাক্সের মহাধুম, পদে পদে গৃহস্থগণকে টাক্স আদায়ীরা বিরক্ত করিতেছে, ও দিকে ত গৃহস্থের দ্রব্যাদি রক্ষা হওয়ার এই শ্রী, ও দিকে বাজার চৌধুরী বাজার সার্জ্জেণ্ট বাজার ইজারদার ইহারা সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া লোকের আহার্য্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি স্বচ্ছন্দরূপে প্রাপ্তিবিষয়ে বঞ্চিত করিতেছে। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে আগ্রা অপেক্ষা এখানে দ্বিগুণ ও ত্রিগুণ মূল্যে দ্রব্যাদি বিক্রয় হয়। বাজার চৌধুরী ও বাজার সার্জ্জেণ্ট সামান্য বেতনে যেরূপ বড় মানুষী ধরনে থাকে তাহা দেখিয়া অবাক হইতে হয়। মহাশয়! আপনি যদি কিছু কালের জন্য এস্থানে আসিতে পারেন তাহাহইলে বিশেষ রূপে জানিয়া গবর্ণমেণ্টের চক্ষু খুলিয়া দিয়া এখানকার অনেক উপকার করিতে পারেন। সকল নন্‌রেগুলেশন্ প্রভিন্সে (নিয়ম বহির্ভূত প্রদেশে) কি এইরূপ গোল মাল। আমার মতে যখন এদেশ অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে অসভ্যাবস্থায় রহিয়াছে এবং দস্যু বৃত্তিই অত্রত্য ইতর লোকের জীবনোপায়, তখন এখানে বহুদর্শী বিচক্ষণ স্বার্থহীন রাজনীতিজ্ঞ বিচারপতি ও কর্ম্মচারিগণ নি…জিত করা উচিত। কিছু দিন হইল, হিন্দু পে…ট্রিয়ট কোন কাগজ হইতে ক্যাণ্টনমেণ্ট মাজি…ষ্ট্রেটের মেথনসিরি হইতে ঠাকুরসেবা পর্য্যন্ত ক… বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছিলেন যে… শীঘ্র ক্যাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেটগণের পরিব…র্ত্তে সিবিল মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইবে ততই ভা…

এখানকার বর্ত্তমান ক্যাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রে… অতি ভদ্র, মিষ্টভাষী, সদাসদ্‌বদন ও অমায়ি… আমরা তাঁহার ভদ্রতায় বিশেষ সুখী হইয়া… দোষীর নিকটে যে মহত্ত্ব বহুমূল্যতত্ত্ব… হইলে বিচারপতির ন্যায়ানুযায়ী কার্য্য করা… না, শুনিতে পাই সে বিষয়ে ইঁহার তাদৃশ … নাই। এমন কি স্বার্থপর পক্ষপাতী পুরাতন … চারীরা ইঁহাকে যে বিষয়ে যেরূপ বুঝায় … তেই তুষ্ট থাকেন। প্রার্থনা যে তিনি কর্ম্মচারিগণের কুহকে না পড়িয়া পণ্ডিতের ন্যায় … ভাবে দৃষ্ট করা বিচক্ষণতা সহকার কার্য্য করে… তাহা হইলে এখানকার অনেক দৌরা… কমিয়া যায়।

সে দিন মহারাজের পুলিসের সুখ্যাতি ক… যাহা লিখিয়াছি বিশেষ অনুসন্ধান… তাহার যথার্থতা বিষয়ে নিশ্চিত হইয়া সুখী… লাম। ইঁহার রাজধানীমধ্যে লোকসংখ্যা… নহে কিন্তু চৌর্য্যের নামমাত্র নাই বলিলেও… ইঁহার রাজধানী মধ্যে যত লোক আছে তা…কে কি কর্ম্ম করে, কাহার কত পরিবার, তা…দের কিরূপ ভাবে সংসার চলে ইত্যাদির বি… সন্ধান লওয়া হয়। যদি কোন পরিবারের …য়ের অপেক্ষা ব্যয়ের আধিক্য দেখা যায় তবে… সেই বিশেষ লোকদ্বারা কিরূপে সেই … নির্ব্বাহ হইতেছে ইহার সন্ধান লওয়া হয় … সংগৃহীত প্রমাণদ্বারা যদি গৃহস্বামীর অন্যা… পার্জ্জনের প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাহইলে … চিত দণ্ডের দ্বারা তাহার প্রতিবিধান করা …

পুলিসের গোচর না করিয়া বাহির হ… কোন অপরিচিত ব্যক্তি রাজধানীমধ্যে এক… রাত্রিও অবস্থান করিতে পারে না। ইহাতে … অনেক সময়ে ভদ্রলোকের কিছু কষ্ট হয়। … বোধ হয় এরূপ কঠিন নিয়ম থাকাতে চৌ… দুষ্কর্ম্মের প্রভাব হইতে পারে না। ইহা … প্রতিগ্রামের এক এক মোড়লের … সেই সেই গ্রামের শান্তিরক্ষার ভার … থাকাতে প্রায় সকল গ্রামগুলিই শান্তিনিকে… উপযুক্ত বিবেচক রাজনীতিজ্ঞ মন্ত্রী… কর্ম্ম … দক্ষতাবে দেওয়ানিবিভাগের … তাদৃশ বিশৃঙ্খলা নাই, নতুবা যেরূপ শুনিতে…

আরো অন্যান্য অনেক বিষয়ে সঙ্কপে আছে, দিগে যে সকল কর্ম্মচারী আছে, তা- রা রক্ষক এই ছাউনির ন্যায় ভক্ষক নহে, কা- ই কোন গোল নাই।

২। মহাশয়, সব আসিষ্টান্ট সার্জ্জনের জন্য মপ্রকাশে কএকবার লেখা হইয়াছিল, দিল- জেটেও একবার লেখাতে সম্পাদক মহাশয় গ্রহ করিয়া গবর্ণমেন্টকে আমাদের প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, সুচিকিৎসক ভাবে এখানে আমাদের আত্মীয়েরা আর বার লইয়া থাকিতে পারে না। সংপ্রতি মাদের একটী বন্ধুর স্ত্রী প্রসবের পর সূতিকা গে আক্রান্ত হন। বন্ধুটী অল্পবয়স্ক, তাঁহার স্ত্রী প্রথম প্রসূতা, তাহাতে এমন কেহ বহুদর্শী য়ীয় তাঁহার নিকটে নাই যে এ অবস্থায় কি থাকিতে হয় বলিয়া দেয়। উত্তম বন্দোবস্ত ভাবে অজ্ঞাতসারে পীড়া বৃদ্ধি হইলে অগত্যা মাণে হিন্দুস্থানী নেটিব ডাক্তারকে আ বাধ্য হইলাম, সে রোগের কিছুই উপশম তে পারিল না, বরং বৃদ্ধি হইল। অবশেষে জন ইংরাজ ডাক্তারকে আনা হইল, কিন্তু পীড়া দুরারোগ্য হইয়া উঠিয়াছে, ডাক্তার কি করিবেন, ৭।৮ দিনের শিশুকে য় ফেলিয়া জননী চলিয়া গিয়াছেন। আ আদ্যোপান্ত দেখিলাম কেবল উত্তম রূপে ৎসা না হওয়াই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। মহা- আমরা যৎসামান্য কর্ম্মের প্রত্যাশায় এই শে আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া আসিয়াছি ব গবর্ণমেন্ট কি আমাদিগের এইসকল কষ্ট রিবেন না? একজন সব আসিষ্টান্ট সার্জ্জ- কি গবর্ণমেন্টের আয়ের কিছু লঘুতা হইবে? নে পাবলিক ওয়ার্ক ও কমিসরিএট টমেন্ট ন্যায্যতিরিক্ত যে অসঙ্গত অর্থ ব্যয় তেছে তাহাতে অনেকগুলি সব আসিষ্টান্ট ক হইতে পারেন!!!

৩। এখানে শবদাহের নিমিত্ত যে শ্মশান নির্দ্দিষ্ট আছে, তথায় যাহারা শব লইয়া তাহাদিগকেও প্রায় শব হইতে হয়। এক জল-বারিহীন প্রান্তরমধ্যে যেখানে একটী মানব দৃষ্টিগোচর হয় না সেই স্থানে বাড়ী কাষ্ঠাদি সকল বহন করিয়া লইয়া যাইতে তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া গেলেও সহজে একটু পাইবার যো নাই।

এখানকার অধিবাসীরা অনেক বিষয়ে মিথ্যা ... বলিতে কাতর নহেন। অল্প অর্থে যে ... স্থানে একটী কূপ ও একটী গৃহ নির্ম্মাণ

করা যায় সে বিষয়ে কাহারও উদ্যোগ ও যত্ন নাই।

—:•:—

আমাদিগের গাজিপুরস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন।

এখানে একটী বৃহৎ আফিমের কুঠী আছে। ইহাকে সদর কুঠী কহে। চারি দিক হইতে আফি মের আমদানি হইয়া এই স্থানে সংগ্রহ হয়। এপ্রেল মাসে এই আফিমের পরিমাণ আরম্ভ হয় এবং জুন মাসের শেষে সমাপ্ত হয়। এই সময়ে গাজিপুরে লোকারণ্য হয়। এই সময়ে প্রায় প্রত্যহই ১৪,০০০ আফিমের উৎপাদকের সমাগম হয়। এই সময়ে চারি দিক হইতে বাঙ্গালি বাবুরা টিকা লিখিতে এই স্থানে আগমন করেন। এ বার আফিম কিছু কম হইয়াছে, তথাপি প্রায় ৩০,০০০ মণ ওজন হইয়াছে এবং অযোধ্যা হইতে এখনও আফিমের চালান আসিতেছে। এই আফিম হইতে গবর্ণমেন্টের ৪ কোটি টাকারও অধিক লাভ হয়।

১৮০৪ অব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব এই স্থানে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। এই স্থানে ইঁহার একটী অতি বৃহৎ মসলিয়ম (গোর) আছে। ইহা সহরের পশ্চিম কোণস্থিত এবং চারিদিক উত্তম উত্তম উদ্যানের দ্বারা বেষ্টিত। এই স্থানটি অতি রমণীয়।

এই সময়ে এ স্থানে অত্যন্ত সর্পের ভয় হইয়া থাকে। গত সপ্তাহে তিন জন লোকের সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে।

এ বার এখানে এখনপর্য্যন্তও বৃষ্টি হয় নাই। এরূপ অবস্থা যদি আর কিছু দিন থাকে তাহা হইলে মনুষ্য এবং শস্যের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্ট হইবে সন্দেহ নাই।

—:•:—

আমাদিগের শ্রীহট্টের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। অত্রত্য অস্থায়ী ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু বিজয়মাধব মুখোপাধ্যায় এবং অতিরিক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী দেলওয়ার আলী খাঁ এ বার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। শেষোক্ত ব্যক্তি পূর্ব্বে এখান কার "কাজী" ছিলেন।

২। সাধারণতঃ বর্ষাকালে এখানকার পথগুলি কর্দ্দমময় হইয়া থাকে। এ বর্ষে মিরাখার বৃষ্টি হওয়াতে আরো কদর্য্য হইয়াছে। এমন কি, ... য়াছে। আমাদিগের পথের সংস্কারকর্ত্তা ... কি নাই?

৩। রথের সময় এখানে মন্দ আমোদ হ... দুরন্ত বৃষ্টি এ বার রথযাত্রা ও দর্শকদিগকে ... হইতে বঞ্চিত করিয়াছে।

৪। গত সোমবার রাত্রি প্রায় বারটার ... এখানে বিলক্ষণ ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

—•—

আমাদিগের মোরঙ্গস্থ সংবাদ ... লিখিয়াছেন।

১। মহাশয়! আবার সন ১২৭২ বাং সাল আর্দ্ধদর্শন দিয়া আমাদিগের সৌ... বশতঃ প্রতিগমন করিল। এতদ্দেশের প্র... জের দুরবস্থার কথা কি কহিব। গত সন ... সালের প্রবল বন্যার করাল গ্রাসোচ্ছিষ্ট ... গণ বহু কায় ক্লেশে দয়ালু গবর্ণমেন্টের ... কটাক্ষ এবং তৎকালীন ইজারদার শ্রীযুক্ত ... জয়নারায়ণ গিরি ও তাঁহার নায়েব শ্রীযুক্ত ... সুবচরাম প্রধান মহাশয়দ্বয়ের সাহায্যে ... ঞ্চিৎ প্রাণধারণ ও দুর্ভিক্ষরূপ প্রবল ... কর হইতে আত্মরক্ষা করিয়া বাসোপযুক্ত ... নির্ম্মাণ করিয়াছিল। কিন্তু পুনরায় গত ক... মাসের অভূতপূর্ব্ব ঝটিকায় উহা নির্ম্মূল হ... বিবিধোপায়াবলম্বনদ্বারা অধিকাংশ ব্যক্তি... দেয়াল সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়াছিল, ... তৃণাচ্ছাদন করাই হয় নাই। এমত সময় ব... ব্যাপিনী মহাপ্রলয়রূপধারিণী উপস্থিত ... আপন জলধাররূপ তীক্ষ্ণাস্ত্রদ্বারা তা... মের গৃহের দেয়ালের সহিত ও রোপণ... ধান্য বৃক্ষের সহিত এক বারে আস্ফালনে ... করিয়া দিয়া গিয়াছে। এখানকার প্রজার ... একমাত্র জীবনোপায়, তাহারই যখন ... ব্যাঘাত জন্মিল, তখন তাহারা আর কিসে ... ধারণ করিবে? গত ১২৭২ সালের বন্যার ... শ্রীযুক্ত বাবু জয়নারায়ণ গিরি ইজারদার ম... এখানকার একমাত্র অধিকারী এবং শ্রী... বাবু সুবচরাম প্রধান মহাশয় এখানকার ... মাত্র নায়েব থাকাতে তাঁহারা আপন অ... গোলার ধান্য বিতরণ করিয়া প্রজাগণের ... রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু অধুনা জমীদার ... দরেরা বন্দোবস্ত লওয়াতে ছয় জন অধি... ও ৪ জন নায়েব হইয়াছেন। যদিও শ্রীযুক্ত ... মহাশয়ের কিয়দংশ অধিকার আছে, এবং ... শ্রীযুক্ত প্রধান মহাশয়ের পুত্রদ্বয় দুই অং... নায়েবী পদে অধিষ্ঠিত আছেন বটে কিন্তু ... মহাশয় এক আনা মাত্র অধিকারী এবং ...

রবর ৵১০ আড়াই আনার নায়েব, তা-
তাঁহারা সমুদায় প্রজার সাহায্য করণে
প সমর্থ হইবেন? তথাপি তাঁহারা গত-
প্রায় সমুদায় নিকটস্থ এবং কতকদূরবর্ত্তী
গণকে ধান্যরোপণজন্য বীজ ও অন্নানুব-
বায় নির্ব্বাহজন্য টাকা কর্জ্জ ও দান দিয়া
ণ উপকার করিতেছেন, যদ্যপি বাকী ৵১০
র জমিদার মহাশয়েরা অন্ত না হউক তাহার
শ করিতেন, তাহা হইলে অনেক উপকার
। ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর শ্রীযুক্ত হর্শেল সাহেব
দয় দয়ালুস্বভাব হইয়াও আমাদিগের
বশতঃ জমীদারগণকে এই দোরোর বন্দো
দিবার সময় "সাজার মা গঙ্গা পায় না"
জনপ্রবাদটী স্মরণ করেন নাই, তাহা হইলে
দিগকে এমত দুরবস্থায় কদাচ পতিত
ত হইত না। উক্ত জনপ্রবাদের যাথার্থ্য
ক্ত বিবরণে বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইয়াছে।
ও ২১ টী কারণের নির্দ্দেশে প্রবৃত্ত হইলাম
। এই শ্রীযুক্ত গিরি ইজারদার মহাশ
সময়ে প্রতিবৎসরেই যেখানে আবশ্যক
চনা হইত সেইখানেই বর্ষার প্রারম্ভের
াহি বাঁদসকলের উত্তমরূপ সংস্কার
। অন্য দুই বৎসর তাহারও অনেক ত্রুটী হই
। নায়েবেরা পরস্পর "আমি এই গ্রামে
ব তিনি উক্ত গ্রামে করুন" বলিয়া এক জন
রম্ভ করিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তিকে তদনুবর্ত্তী
ত না দেখিলে "আমি একা কেন ঠকিব"
চনা করিয়া অবশেষে তিনিও ক্ষান্ত হন।
ত এক গ্রামে সকলেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া
যোগ করিয়া ফেলেন। অতএব এক
র উপর সকলে...চর না দিলে সুচারুরূপে
নির্ব্বাহ হওয়া সুকঠিন। বঙ্গদেশীয়েরা
একতাগুণসম্পন্ন, তাহা কে না জানেন।
ও ইহাদের (নায়েবদের) মধ্যে কোন সম্ব-
ক নায়েব একের প্রতি ভার সমর্পণের কি
লইবার অভিলাষ প্রকাশ করেন, অন্যান্য
য়ব মহাশয়েরা প্রথম কর্ত্তার কিছু লাভ আছে
চনা করিয়া এতদুভয়ের কিছুতেই সম্মত
না। সুতরাং "বাঁড়ে বাঁড়ে যুদ্ধ হয় ক্ষুদ্র
ীর প্রাণ যায়" নায়েবে নায়েবে কি জমী-
র জমীদারে পরস্পর গোলযোগ হইয়া প্রজার
র্থ ঘটে। বিশেষতঃ উপস্থিত বর্ষায় ইজারা
াবধি পুরাতন এবং জমীদারকৃত নূতন
দসমুদায় ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, ভূমি সুচারুরূপে
পিত না হইবার ইহাও অন্যতর প্রধান কারণ
বার "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা" বলা বাহুল্য

এক দলভুক্ত হইয়া অবণ করে। শ্রীযুক্ত গিরি ইজারদার মহাশয়ের এই বয়াবন্দোবস্তে বাৎসরিক অন্যূন ১০০ টাকা ব্যয় হইত, কিন্তু একণে তাহা কে করেন! যিনি শিকারী আনিবেন তাঁহাকেই তাহার সম্পূর্ণ বেতন দিতে হইবেক বলিয়া কেহ তাহাতে অগ্রসর হন না। শুনিলাম তজ্জন্য কোন সদ্বিবেচক নায়েব অপর নায়েবগণকে একমত হইয়া ৪ চারি জন শিকারী আনয়নমানসে পত্র লিখিয়াছেন। দেখা যাউক, তাঁহারা কি উত্তর দেন। ফলতঃ এসকল বিষয়ে সদুপায়শক্তি গবর্ণমেণ্ট কোন নিয়মস্থাপন না করিলে আর প্রজাগণের কোন উপায় নাই। অলমতি বিস্তরেণ।

—:০:—

## প্রেরিত

### মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

বর্দ্ধমানের রাজাকে তোপদ্বারা সম্মান করা উচিত কি না, তাহা লইয়া তর্ক হইতেছে। কলিকাতার দুইখানি দৈনিক পত্র এ বিষয়ে রাজার আবেদনের অনুমোদন করিয়াছেন। আমরা বোধ করিতেছি, যখন ভূমির করবৃদ্ধি করিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূলে আঘাত করা গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য হইয়াছে, এখন গবর্ণমেণ্ট রাজার সম্মতি লইয়া বাহ্য আড়ম্বর করিবার নিমিত্ত এইসম্মান প্রদান করিতে পারেন। বর্দ্ধমানের রাজা বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান ধনী না হউন, সর্ব্বপ্রধান জমীদার বটেন। সত্য বটে তাঁহা অপেক্ষা কলিকাতার শীল ও মল্লিকদিগের অধিক সম্পত্তি ও অধিক আয় আছে। রাজার জমীদারি পত্তনী বিলি আছে। প্রজার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোন সংস্রব নাই; অতএব তাঁহার আয় স্থিরতর রহিয়াছে। পক্ষান্তরে কলিকাতার ধনীদিগের সম্পত্তি ও আয় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তথাপি ইহাঁরা আধুনিক, বর্দ্ধমানের রাজা প্রাচীনবংশীয়; অতএব তাঁহার সম্মান অধিক তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তিনি যতই ধনী হউন না, জমীদারের অধিক আর কিছুই নহেন। তাঁহার কোন পূর্ব্ব পুরুষ স্বাধীন রাজার ক্ষমতা চালন করেন নাই; তাঁহাদিগের কেহই কখন শাসনকর্ত্তা ছিলেন না। বীরসিংহ রায় সুন্দরকে বধ করিবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন বটে,

কিন্তু তাহা রাজা বলিয়া নহে; সে সময়ে স
জমীদার ঐ প্রকার হত্যা করিতে পারিতে
মুসলমান সম্রাটেরা ইহাতে বড় উচ্চ
করিতেন না। ইদানীন্তন কালে শীলক
গুদামবস্ত ও শ্যামচাঁদ বন্দোবস্ত করি
বলিয়া যদি তাঁহাদিগকে মাজিষ্ট্রেট বলা
তবেই বর্দ্ধমানের পূর্ব্বতন রাজাদিগকে
শাসনকর্ত্তা বলিতে পারি। একণে প্রশ্ন হইতে
কোন জমীদারকে এ সম্মান দেওয়া উচিত
না? আমরা দুঃখসহকারে বলিতেছি শ
কারী রাজা ও রাজবংশীয়ব্যতীত এ স
আর কাহাকে দেওয়া উচিত নহে। এক
এই সীমা অতিক্রম করিলে গবর্ণমেণ্ট কো
দণ্ডায়মান হইবেন? আর এক জন শ
কর্ত্তা আসিয়া আর এক জন জমীদারকে
সম্মান দিবেন; অতএব ক্রমশঃ দেও
আদালতে না যাইবার স্বত্বের ন্যায় প্রায়
কাংশ প্রধান শ্রেণির জমীদারের সম্মানে
হইবে। এসকল সম্মান যাহাকে তা
দেওয়া উচিত নহে; তাহা করিলে ইংল
প্রথম জেমসের প্রদত্ত নাইট এবং সেণ্ট আ
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির ন্যায় লোকে ই
ছিছি করিবেন। যাহা ইংলণ্ডের পিয়রগণ
না, মহারাজ মহাতাপ চাঁদ কিসে পাই
তাহা আমাদিগের জানিতে বাকি আছে।
বর্দ্ধমানের রাজা বিজয়গ্রামের র
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারেন। মহারাজ
পতিত জমীদার মাত্র, কিন্তু তাঁহার পূর
যেরা শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তথাপি তর্ক
স্বীকার করিলাম, যেন বিশেষ স্থল বলিয়া
জন জমীদারকে এই সম্মান দেওয়া
একণে প্রশ্ন হইতেছে মাহাতাপচাঁদ সেই
স্থলীয় হইতেছেন কি না? যিনি ডিউ
ওয়েলিংটনের ন্যায় দেশের বিশেষ উ
করেন, তিনিই এই সম্মান পাইতে প
মাহাতাপচাঁদ কি করিয়াছেন? বর্দ্ধমান,
প্রভৃতিতে যেসকল অতিথিশালা প্রভৃতি
তাহা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষকৃত। তিনি ক
সামান্য চিকিৎসালয় ও একটী মধ্যম শ্রেণির
লয়ব্যতীত আর কি করিয়াছেন? কোন
সেতু, কোন প্লাবিত গ্রামের নূতন গৃহ,
প্রধান চিকিৎসালয়ের মূলধন, কোন বিশ
লয়ের ছাত্রবৃত্তি, ও ব্যবস্থাপক সভায় কো
কারী আইন তাঁহার নাম ধারণ করে
স্বদেশীয়দিগের কোন কার্য্যেই সাহায্য
না। তিনি বলিয়া থেকান, "আমি আর
সভাতে প্রবেশ করি নাই বলিয়া আমার

—২২২—

প্রকাশ করা হয়। ঐ কেন প্রবেশ করা হয়
? এ কথার অর্থ এই হইতেছে, যে ভারত
য় সভায় এক দল গাদা আছেন; ইঁহারা
ল বাহ্য আড়ম্বর ও খোকামী করিতে
। রাজা সেই সকলে হস্তার্পণ করিতে চাহেন
কিন্তু যদি কার্য্যের পরিচয় হয়, তাহ
ল ভারতবর্ষীয় সভাদ্বারা যে উপকার হই
ছ, তাহাতে তাঁহারা যথার্থই সর্ব্বসাধারণের
ম্পাদ হইয়াছেন। এসকল লোকের সাহায্য
রা ও স্বদেশীয়দিগের হিতকর কার্য্য হইতে
থাকা কি সমান নহে? রাজা যদি দোকান
ও আধুনিক জমীদারদিগের সহিত মিশ্রিত
া অপমান জ্ঞান করেন, তাহা হইলে তিনি
শীয়দিগের বর্ত্তমান সভ্যতাস্রোতের সম্মুখে
য়মান হইয়াছেন। এ সকল গৌরব আর
উচিত নহে এবং বঙ্গদেশে তাহা নাই।
শে কেবল বংশ ও ধনের মর্য্যাদা নাই;
া ও ক্ষমতার মর্য্যাদা সকল সম্মানের
ক্ষা উচ্চ আসন পাইয়াছে। এখন
তাপচাঁদের ন্যায় প্রাচীন ধনীকে লোকে
করেন না, অপেক্ষাকৃত দরিদ্র রমানাথ
নের নামে লোকের অশ্রুপাত হয়। দিগম্বর
এক জন আধুনিক লোক। রাজার প্রতি
দেশীয় লোকদিগের ভক্তি নাই। এটী
নিবন্ধন নহে; সর্ব্বসাধারণ ঈর্ষ্যাপরবশ
ত পারেন না। রাজা ভারতবর্ষীয় হইয়া
তির প্রতি ঘৃণাপ্রকাশ করেন। তিনি
রোপীয় রুচি ইউরোপীয় ব্যবহার ও ইউরো
দিগের সহবাস ভাল বাসেন। কেবল ইহাই
ষয় নহে; কিন্তু স্বদেশীয়দিগকে তুচ্ছ
া বিদেশীয়দিগের আরাধনাই দোষের
চ্ছে। স্বদেশীয় কোন ব্যক্তি কোন সাধারণ
কারী কার্য্যের নিমিত্ত চাঁদা চাহিলে
ও তত দেন না; কিন্তু সেদিবস কয়েক সহস্র
ব্যয় করিয়া কয়েকটী ইউরোপীয় কবর
ার করিয়াছেন। তিনি স্বদেশীয়দিগকে
া না। ভারতবর্ষীয়গণও তাঁহাকে তুচ্ছ জ্ঞান
। কেহই তাঁহার অর্থের প্রার্থী নহেন;
নিত যে ক্ষমতা আছে, তাহা তিনি সাধা
তার্থ বিনিয়োজিত করেন, ইহা সকলে
করিয়াছিলেন। তিনি এ আশা সম্পূর্ণ
ত পারেন নাই। তিনি নামে ভারতবর্ষীয়
তঃ তিনি রাধাকান্ত দেব প্রভৃতির ন্যায়
প্রজাপালন হইবার কোন কাজ করিয়া
অতএব তাঁহাকে সম্মান করা আর
মান করা সমান হইতেছে। তাঁ-
হার সম্মানের প্রতিবন্ধকতার প্রকৃত কারণই
এই। তিনি জমীদারমাত্র, এটী সেই প্রতিবন্ধ
কতার একটী হেতুমাত্র হইয়াছে। আমাদিগের
মত এই হইতেছে মহাতাপচাঁদকে তোপের
সম্মান দেওয়া কোন মতে কর্ত্তব্য নহে। যখন
শম্ভুনাথ পণ্ডিত প্রথমতঃ প্রধানতম বিচারা
লয়ের আসনে উপবেশন করেন, তখন দেশের
এক সীমা অবধি অপর সীমাপর্য্যন্ত আনন্দধ্বনি
হয়। মহাতাপচাঁদের সম্মানে দন্তবর্দ্ধন হই-
তেছে!!

শ্রীবিঃ—

---

ইংলিসম্যান ও ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস উভয় সমাচারপত্র পাঠে জানা গেল যে, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর সম্ভ্রমসূচক চিহ্নস্বরূপ তোপধ্বনি সেলামি পাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টে প্রার্থনা করিয়াছেন। আমাদের স্মরণ ছিল না যে, মহারাজ বাহাদুর ঐ রূপ সেলামি পাইতেন না; কিন্তু তাঁহার বংশের এবং বঙ্গ রাজ্যমধ্যে তাঁহার তুল্য ধনী ও তিনি যে পরিমাণে রাজস্ব রাজকোষে বর্ষে বর্ষে দিয়া থাকেন, তদ্রূপ দ্বিতীয় ব্যক্তি না থাকাতে ঐরূপ সেলামি তাঁহাকে না দেওয়াতে বঙ্গ রাজ্যের প্রতি রাজপুরুষদের অশ্রদ্ধাপ্রকাশ হইতেছে। বাঙ্গলা দেশের তুল্য রাজভক্ত প্রজা ও ঐ দেশের তুল্য রাজকর আয়ের আকর ভারতবর্ষের মধ্যে আর নাই। স্বাধীন ভূস্বামী এদেশে না পাওয়ার কারণ এই যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রাজ্যারম্ভেই সমস্ত দেশ নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে আনিয়া নিজ নিযুক্ত কর্ম্মচারিদ্বারা রাজকার্য্য চালাইতেছেন। কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাই দেশে অনেক পুরাতন রাজা এপর্য্যন্ত স্বাধীনাবস্থায় আছেন। ফলতঃ তদ্দ্বারা বঙ্গদেশের ও অপর রাজ্য খণ্ডের পুরাতন অথচ ধনী রাজগণের সম্মান পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, তাহার প্রভেদ হওয়া অনুচিত। বর্দ্ধমানের রাজবংশ অতি পুরাতন ও ব্রিটিশ রাজ্যের পূর্ব্বে তদ্বংশের স্বাধীনতা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক রাজা যাঁহারা এ পর্য্যন্ত সেলামি পাইয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের সঙ্গে কোন অংশেই বিভিন্ন ছিল না। দুর্ভাগ্যমাত্র এই যে, বঙ্গদেশের রাজগণের সম্পত্তি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিয়াছে, কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলপ্রভৃতি স্থানের রাজগণ তদ্রূপ অবস্থায় এপর্য্যন্ত পতিত হন নাই, তাহাও কেবল দৈবাধীনে রহিয়াছে। কিন্তু তজ্জন্য উভয় রাজগণের সম্মানবিষয়ে প্রভেদ করা
বিচারসিদ্ধ হইতে পারে না। বর্দ্ধমানের
জের তুল্য রাজকর ব্রিটিশ অধিকারের
একক কেহ দেন না। প্রায় ৪০ চল্লিশ লক্ষ
কর প্রতিবৎসর তিনি দিয়া থাকেন
সকল রাজা একণে সেলামি পাইয়া থা
তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার তুল্য
নহেন। বিশেষতঃ ধনে মানে ও বিদ্য
রাজ্যের মধ্যে বর্দ্ধমানের মহারাজ সর্ব্বশ্রে
ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গরাজ্য ইংলণ্ডের
স্বরূপ। ইহাতে বঙ্গ রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্য
পশ্চিমাঞ্চলের বহুসংখ্যক সেলামি প
যোগ্য রাজার সদৃশ সম্মানভাজন না কর
মেণ্টের নিতান্ত অবিচার ও তদ্দ্বারা ব
প্রতি গবর্ণমেণ্টের অশ্রদ্ধাপ্রকাশ হইতে
একণে বর্দ্ধমানের সিংহাসনে যিনি আ
আছেন, তাঁহার গুণ নানা অংশে
আছে। ১৮৬২ সালে ইনকমটেক্স যে সময়
চলিত হয়, তৎকালে বর্দ্ধমানের মহা
সর্ব্বাগ্রে টাক্স দিতে সম্মতিপ্রকাশ করেন
তাঁহার আয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক থাকায়
শিরে টাক্সের ভার অধিক পড়িয়াছিল। অ
তাঁহার সম্মতি কেবল মৌখিক ছিল না;
যত্নঃ ঐরূপ সম্মতি দেওয়ার জন্য বঙ্গ
প্রায় তাবৎ জমিদার তাঁহার প্রতি অ
হইয়াছিলেন এবং ব্রিটীস ইণ্ডীয়া এসোসি
অর্থাৎ যে সভার সাহায্যে হিন্দুপেট্রিয়ট
সমাদপত্র প্রচলিত আছে তাঁহারা সক
মহারাজকে অবহেলা করিয়াছিলেন। হিন্দু
য়ট উক্ত বিষয়ে যে গোলযোগের অভি
সম্প্রতি দিয়াছেন, তদ্দ্বারাও বোধ হয় যে,
মহারাজের সম্বন্ধে পূর্ব্বদ্বেষ এপর্য্যন্ত বিস্মৃ
নাই। যাহা হউক, বর্দ্ধমানাধিপতির দান
ধন প্রত্যেক বিষয়ের প্রতি বিবেচনা ক
তোপের সেলামি পাওয়ার যোগ্য পাত্র
অপেক্ষা এদেশে আর নাই; অতএব গবর্ণ
সমীপে আমাদের বিনয়পুরঃসর নিবেদন
যে, মহারাজের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া বঙ্গরা
প্রধান ব্যক্তির সম্মান বর্দ্ধিত করুন। শ্রী

---

## বঙ্গীয়দিগের দৈহিক অবনতি।

বঙ্গদেশ ক্রমশঃ বিদ্যালোকে আলোকম
তেছে, এবং সভ্যতা সুখসচ্ছন্দতা সমৃদ্ধিপ্র
সৌভাগ্যচন্দ্র দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া
বাসীদিগকে সমুজ্জ্বল করিতেছে বটে;
শোক, রোগ, দৌর্ব্বল্য, অকালবার্দ্ধক্য
অকালমৃত্যু প্রভৃতি রাহুস্বরূপ হইয়া
সৌভাগ্য চন্দ্রকে গ্রাস করিতেছে, ইহা স

নদের বিষয় নহে। ইহা দেখিয়া এদেশীয়েরা শিচন্ত ও নিদ্রিত আছেন, অতিশয় দুঃখ ও র বিষয়। কত দিনে তাঁহাদের নিদ্রাভঙ্গ ? দেশ যে উচ্ছিন্ন যায়। আর কেন তাঁহারা রত হউন এবং দেশরক্ষার সদুপায় করুন। রক্ষণোপযোগী নিয়মগুলি প্রতিপালন ও যাহাতে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বলোকমধ্যে প্রচ ও প্রতিপালিত হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন- হউন। দেশানিষ্টকর ভ্রমপ্রমাদাত্মক দেশা কল সংশোধন করুন। অনেকসংখ্য বর্ত্ত- রীতি নীতি সামাজিক ও সাংসারিক আমাদের দৈহিক বলবীর্য্য হ্রাসের মূল ।

প্রথমতঃ বাল্যবিবাহ। অনেক মহাত্মা এই কে বঙ্গবাসীদিগের বলবীর্য্যহ্রাস ও অকাল অন্যতর কারণ বলিয়া উল্লেখ করেন। কালে পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে অশেষ নিষ্ট হয়। অল্প বয়সে স্ত্রীসংসর্গ ও সন্তান দন করিলে শারীরিক নিয়ম ভঙ্গ হয়। এই স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই শরীর ক্রমে ক্রমে বলবীর্য্যহীন এবং পরিণামে রুগ্ন হইয়া অপরিপক্ক বীজে বৃক্ষ উৎপাদিত হইলে সেই বৃক্ষ অল্পকালস্থায়ী হয়, অপরিণত সন্তান উৎপন্ন হইলে সেইরূপ সেই সন্তান হয়। সুতরাং অল্পদিবসমধ্যে মানব সম্বরণ করিয়া অল্পবয়স্ক পিতা ক অপার শোকসাগরে নিমগ্ন করে। বিবাহটি যেমন দোষের, যৌবনাতিরিক্ত ধ্যাধিক বয়সে উদ্বাহ হওয়ার তেমনি র। আমাদের দেশ অতিশয় গ্রীষ্ম ও উষ্ণ । এখানকার লোক স্বভাবতই কাম ক্রোধ ড় রিপুগণের বশীভূত। অতএব অধিক ধিক বয়সে পরিণয় হইলে লোকসকল কুক্রিয়ান্বিত ও কুস্বভাবাপন্ন হইতে পারে তন্নিবন্ধন নানাপ্রকার শরীরনাশক সংক্রা ভৃতি রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে। মাতার দোষ গুণের ফলাফল সন্তানে অতএব তাঁহাদের স্নেহাস্পদ সন্তানেরা জননীর কুক্রিয়ার শাস্তিস্বরূপ রোগ অধি রিয়া কেহ অবিলম্বেই মৃত্যুমুখে পতিত থবা বিকলাঙ্গ, হীনবীর্য্য ও অকর্ম্মণ্য জীবিত থাকেন। অতএব পাত্র পরিণত অর্থাৎ পূর্ণযৌবনবয়স্ক ও পাত্রী দ্বাদশ ত্রয়োদশবর্ষীয়া হইলে যদি বিবাহ হয়, হইলে দেশের কতক মঙ্গল সম্ভাবনা।

তীয়তঃ আমাদের মূল বিবাহপ্রথাটিই বহু য মূল। এখানকার লোক ব্রাহ্মণ শূদ্রাদি নানা বর্ণে বিভক্ত। ইহারা আবার কুলীন শ্রোত্রিয়প্রভৃতি কএক শ্রেণীতে বিভক্ত। মৃত মহাত্মা বল্লাল সেন কুলীনের প্রথা প্রচলিত করেন। তিনি অতি সদভিপ্রায়েই এই প্রথাটি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। এক সময়ে এই প্রণালীটি মহোপকারিণী হইয়া ছিল বোধ হইতেছে; কিন্তু এক্ষণে তেমনি দূষণীয় ও ঘৃণাই হইয়াছে। বর কন্যার বয়স মনের গতি শারীরিক ও অন্যান্য অবস্থা বিশেষ বিবেচনা করিয়া বিবাহ দেওয়া পিতা মাতার কর্ত্তব্য; কিন্তু আধুনিক কুলীন সম্প্রদায় তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র লক্ষ্য করেন না। ইহাঁরা সমান ঘরে আপন আপন সন্তানসন্ততির বিবাহ দিতে পারিলেই আপনাদিগের জীবন সার্থক জ্ঞান করেন। অন্যান্য বর্ণের কুলীন অপেক্ষা রাঢ়ীয় কুলীনব্রাহ্মণদিগের বিবাহপ্রথাটি দেশের বিশেষ অপকারক। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ দৈন্যনিবন্ধন, কেহ বা অর্থলোভে একটী অল্পবয়স্ক গর্ভকায় শিশুর সহিত দীর্ঘাকারা হয় ত অধিকবয়স্কা কন্যা ত্রয়ের বিবাহ দিতেছেন। কেহবা অল্পবয়স্কা এক দুই তিন বা ততোধিক কন্যার, এক জন অধিক বয়স্ক বহু বিবাহিত মুমূর্ষু ব্যক্তির সহিত পরিণয়ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেছেন। অন্যান্য বর্ণের শ্রোত্রিয় ও বংশজভাবাপন্ন ব্রাহ্মণ শ্রোত্রিয় ও বংশজ দিগের বিবাহপ্রণালী অধিকতর অনিষ্টকর। ইহাদের মধ্যে বহু মূল্যে কন্যাবিক্রয়প্রথা প্রচলিত থাকাতে কেহ কেহ এই ব্যবসায়টিকে প্রকৃত ব্যবসায়স্বরূপ অবলম্বন করিয়া থাকেন। অন্যান্য পণ্যজীবীরা আপন আপন পণ্যদ্রব্য গুলিকে অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিলে যেরূপ চরিতার্থতালাভ করেন, ইহাঁরাও আপন আপন কন্যাদিগকে অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিলে সেইরূপ কৃতার্থ হন। অধিক অর্থ পাইলে কন্যাগুলিকে অপাত্রে অর্পণ করিতে অসম্মত হন না। অনেক বংশজ ও শ্রোত্রিয়ের কন্যার পাণিগ্রহণ প্রায় শৈশবাবস্থায় হইয়া থাকে। পুরুষদিগের প্রায় প্রৌঢ়াবস্থায় ও বৃদ্ধাবস্থায় দারপরিগ্রহ হয়।

শ্রীরাঃ

—:০:—

মহাশয়! গত ৩রা আষাঢ় দিনাজপুরের শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ রায়বাহাদুর আপন পিতার শ্রাদ্ধ মহাসমারোহে সম্পন্ন করিয়াছেন। কলিকাতা, নবদ্বীপ, বর্দ্ধমান, মুরশিদাবাদ, বাকলা, বিক্রমপুরপ্রভৃতি নানা দূরদেশস্থ ও স্ব পণ্ডিতগণের নিমন্ত্রণ হয়। সভাস্থ পণ্ডিত সম্ভাবরণরূপে এক এক শাল ও এক এ বস্ত্র উত্তরীয় সহিত প্রদত্ত হইয়াছিল। বি পণ্ডিতগণের প্রত্যেককে খাদ্যদ্রব্য প্রায় ৫০ মূল্যের ও স্বদেশীয় পণ্ডিতগণের প্রত্যে ২০ টাকা মূল্যের দ্রব্য প্রদত্ত হইয়াছে। বি পণ্ডিতগণের বিদায় সর্ব্বশুদ্ধ ৩০০ টাকা ও শস্থ পণ্ডিতগণের বিদায় সর্ব্বশুদ্ধ ৪০ টা উপস্থিত পণ্ডিতের বিদায় ১৫ টাকা, ১ জোড়। ছাত্রবিদায় ১০ টাকা বস্ত্র ১ জো অনাহূত প্রত্রপারিমাত্রের বিদায় ৩ ১ বনাত। ভট্ট ও দৈবজ্ঞের বিদায় ৫ ট ৭ সাত বস্ত্র ও তৈজসপাত্র প্রদত্ত হয়। দুঃখী কাঙ্গালিগণের প্রত্যেককে এক ১ টাকা ও ফকিরদের প্রত্যেককে ১ উ বদনা ও ১ টাকা প্রদান করা হইয়াছে। শ্রাদ্ধে যেসকল রবাহূতপ্রভৃতি গমন কর ছিল, তাহাদের বাসের নিমিত্ত গৃহ নি হইয়াছিল এবং সকল লোককেই প্রায় দশ সের আহারদ্রব্য দেওয়া হইয়াছিল। কর্ম্মদি ব্রাহ্মণভোজনের ন্যায় কাঙ্গালি দীন অভ্যাগত বহু লোক উপস্থিত ছিল, সক তুল্যরূপে মিষ্টান্ন ভোজন করান হইয়াছি এই সকল আগন্তুক ব্যক্তির বিদায়ের দীনাজপুর নগরস্থ সমুদায় লোককে ক্রমে এক শ্রেণি করিয়া মিষ্টান্ন জলপান করা তেছে। চেরিটেবল সোসাইটিতে দীন দুঃ দিগের নিমিত্ত কতকটাকা প্রদত্ত হইবে শুনা হইয়াছে। (১)

—

ত্রিহুতে একটী কালেক্টরী আদালত আ আদালতটী বড় সামান্য নয়। অনেক লোক উহাতে প্রতিপালিত হইয়াছেন পদানুরূপ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সংস্থানও করিয়া কিন্তু কেমন ঈশ্বরের বিড়ম্বনা, চিরকাল ক বও এক ভাবে যাইতে দেখা গেল না। কর্ম্মের এমনি গুণ, কখনই অবগুণ্ঠনে থাকি পারে না। কেহ যে কখন চিরকাল পাপা করিয়া নিষ্কৃতি পাইবে, অসম্ভব। আজি বা দুদিন পরেই হউক অবশ্যই তাহাকে উ

(১) আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া এই পত্র প্রচারিত করিলাম; কিন্তু যেসকল ব্যয়ে দলের উৎসাহবর্দ্ধন হয়, তাদৃশ বিষয়ে উ দান করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে।

...লভোগ করিতে হইবে। যে রাজ্যে, যে সং...রে, অথবা যে গৃহে এক বার পাপরূপ ধুম...দুর উদয় হয়, তাহার শ্রেয়ঃ কখনই নাই। ...ত্যুত উহা অচিরে ক্ষয়দশায় উপনীত হয়। ...কু দিন হইল, এক জন আমীন কোন বাঁটোয়া...র জারিপ করিয়া আসিয়া কালেক্টরের নিকটে ...োর হুণ্ডী (আমীনের প্রাপ্য জমা টাকা) ...ইবার আবেদন করেন, কালেক্টর সাহেব সেরে...দার ও আমলাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঐ ...দেনপত্রে আমীনের যথার্থ প্রাপ্য ৪১ টাকা ...তে সম্মতি প্রদান করেন। যৎকালে উক্ত ...দালতের সেরেস্তাদার ঐ অনুমতিপত্রপৃষ্ঠে ...ল কালীতে ডিপজিট পুস্তকে উক্ত টাকা খ... লিখিতে যান, তখন আমীন উপস্থিত আছে ...না জিজ্ঞাসা করিয়া অনুসন্ধান না পাও...তেই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক ...দিবস ঐ টাকা দিতে অসম্মত হইয়া, ...পজিট পুস্তক আপনার নিকট রাখেন। ধর্ম্মের ...মন সূক্ষ্মগতি, ইচ্ছা না থাকিলেও দোষী ...ক্ত যেন আপনা হইতেই স দোষ ব্যক্ত ক...তে প্রবৃত্ত হয়। তিন দিবসপরে যে ব্যক্তি ...লায় অনর্থের মূল, যাহার জন্যে আদালতে ...ল আগুন লাগিয়াছে, সেই ব্যক্তি সহসা কি ... ভাবিয়া, সেরেস্তাদারের নিকটে আসিয়া ...াষ ব্যক্ত করে। এ ব্যক্তি অত্রত্য আদাল...র সহকারী একাউণ্টেণ্ট। ইহার নিকট ...ধনিউ সংক্রান্ত কাগজ পত্র থাকে। সেরে...দার জানিয়া শুনিয়াও কোন কথা কাহাকে ...ন নাই; বরং গোপনে রাখিয়াছিলেন। ...এখানকার সুযোগ্য ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ...পাল বাবু কোন সূত্রে ঐ গোলযোগের ...য় কর্ণগোচর করিয়া কালেক্টরকে অবগত ...ন। তাহাতে কালেক্টর সাহেবের বিষম ...দেহ উপস্থিত হওয়াতে তিনি অনুসন্ধান ...িয়া দেখেন, যে ঐ আমীনের ৪১ টাকার ...ে ৫৪১ টাকা জাল করা হইয়াছে। ইহা দে...ী কালেক্টর সাহেব তৎক্ষণাৎ উক্ত ব্যক্তি... হাজতে দেন এবং উহার কাগজ পত্র ...াহুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষার্থে সেরেস্তাদারের উপর ...ার্পণ করেন। কএক বৎসরের কাগজপত্র ...খিয়া ইহার মধ্যে ২২০০ বাইশ শত টাকারও ...ক জাল বাহির হইয়াছে। এখনও কত ...ছ, বলা যায় না। ঐ সকল টাকা এক...র লওয়া হয় নাই। সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ...য়ে বাহির করিয়া লইয়া আত্মসাৎ করা হই...ছ। এই জালকাণ্ডে অনেকগুলি ধৃত হইয়া...ছিলেন। কিন্তু মাজিষ্ট্রেটের বিচারে উক্ত ব্যক্তি ও অপর এক জন সেসনে সমর্পিত হইয়াছে।

শুনিলাম ঐ দোষী ব্যক্তি সমুখে নিজ দোষ স্বীকার করিয়াছে এবং কহিতেছে আদালতের অনেকে ঐ জালকাণ্ডে লিপ্ত আছে। যাহা হউক কালেক্টর সাহেবের এবিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান লওয়া কর্ত্তব্য।

২। সমাচার-পত্রে দেখিতে পাই, বাঙ্গালা দেশে ভয়ানক বৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য এখানে অদ্যাবধি কিছুমাত্র বৃষ্টিপাত হয় নাই। যেমন রৌদ্রের প্রখরতা তেমনি গ্রীষ্ম। এরূপ গ্রীষ্মাতিরেক কখন দেখা যায় নাই। যদি আর দুই চারি দিবস এরূপ থাকে তবে এস্থানের অবস্থা অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিবে। ইহার মধ্যেই গ্রীষ্মাতিরেকনিবন্ধন ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তাহাতে যদি শীঘ্র বৃষ্টিপাত না হয় তবে আর নিস্তার নাই।

২৭ এ জুন ১৮৬৮ } ত্রহুত

—:০:—

## মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আলিগড়
১২৭৫ শ্রাবণ হইতে ৭৬ আষাঢ় ১৩
" " হরচন্দ্র মজুমদার কুঠি বেলিয়া
১৮৬৮ জুলাই হইতে ডিসেম্বর ৭
" " রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় জনাই
১৮৬৮ জুলাই হইতে ৬৯ জুন ১৩
" " কার্ত্তিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ভু বিডহর
১২৭৫ বৈশাখ হইতে ৩৮০
" " পার্ব্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায় আলাহাদ
১২৭৫ জ্যৈষ্ঠ হইতে ৭৬ বৈশাখ ১৩
" " কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায় রঙ্গপুর
১২৭৫ আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ ৭
" " দ্বারকানাথ মিত্র কলিকাতা
১২৭৫ বৈশাখ হইতে আশ্বিন ৫॥
" " হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বরাহনগর
১২৭৫ আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ ৫॥
" " জয়গোপাল চক্রবর্ত্তী মগরারহাট
১২৭৫ শ্রাবণ হইতে আশ্বিন ৩৮০
" " কৈলাসচন্দ্র ঘোষ কলিকাতা
১২৭৫ আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ ৫॥
" " অভয়াচরণ বসু কলিকতা ক্লুকেডষ্ট্রিট
১২৭৫ আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ ৫॥
" " বক্রেশ্বর সিংহ তাল্লাড়া
১২৭৫ আষাঢ় হইতে ৭৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩
" " হেমচন্দ্র ঘোষ চাঁদপুর
১৮৬৮ জুলাই হইতে ডিসেম্বর ৭
" " গোপালচন্দ্র মল্লিক চীৎ...
১২৭৫ আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ

—:০:—

## সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাই... স্থলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা ... ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। মফস্বলে ডাক... সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ... সিক ৩৮০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম ... গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাত্তি চিঠি, ... অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার ... যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই ... দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, ... যেন এক অথবা আধ আনার অধিক ... ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্র... মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি ... শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে ...ইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত ... আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে ... লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত ... গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহ... একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ ব... যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং ... হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ... দরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রের... বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ ... যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে... করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি... আনা তাহার পর ৴১০ আনা দিতে হ... যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা... বেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে...

---

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ ... মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ... চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বি... ভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃ... প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ

১০ম ভাগ। —২২৫— ৩৭ সংখ্যা।

“ প্রথক্ষনা প্রক্রনিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং

নক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
গ্রম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা। | সন ১২৭৫ । ৬ ই শ্রাবণ । ১৮৬৮ । ২০ এ | মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষি
ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৮০

## বিজ্ঞাপন।

### সহস্রমুদ্রা পারিতোষিক।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাই-
ক, যে গত ২ রা চৈত্র আমার ভবনের সম্মু
ুক্ত গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বিদ্যালয়গৃহের
ভার উপর বেহুক্ত গ্রামবাসী অনুমান ষষ্ঠিবর্ষীয়
াপ্ত নরসুন্দরনামক জনৈক পথিকের যে
নক হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে, আজি অবধি
মাসের মধ্যে যে ব্যক্তি তাহার হননকারীর
ন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকে
র মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবে।
মাসের পর এক বৎসরকালমধ্যে অনুসন্ধান
ল সংবাদদাতাকে ৫০০ পাঁচ শত মুদ্রা
ন করা হইবে। অতিশয় আক্ষেপের বিষয়
উল্লিখিত দিবস অবধি গবর্ণমেণ্ট পক্ষ
এবং স্বপক্ষ হইতে নানাবিধ অনুসন্ধান
হইতেছে, কিন্তু কোনক্রমে কৃতকার্য্য
পারা যাইতেছে না।

কোড় রাজধানী
৭৮ সাল
ই জুন } শ্রীগোপীলাল পাঁড়ে।

—:০:—

গ্রাহকগণের প্রয়োজনহেতু নিম্নলিখিত
ৃত পুস্তকত্রয়ের কিয়দংশ প্রকাশিত হইল।
গণ পূর্ব্ব ভাবাতীত নিম্ননির্দ্দিষ্ট সম্পূর্ণ
প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশে
ের স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবেক।

ল্লিনাথের টীকা সহিত।

| | |
|---|---|
| শুপাল বধ ( মাঘকৃত ) মূল্য | ৮ |
| ুবংশ ( কালিদাসকৃত ) ” | ৫॥০ |
| রাতার্জ্জুনীয় ( ভারবিকৃত ) | ৩॥০ |

দ্যার্থিগণের ক্রয়সুবিধার্থ নিম্নলিখিত
গুলিন সংস্কৃত পুস্তক দেবনাগরাক্ষরে
মুদ্রণারম্ভ হইবেক। প্রকাশের পূর্ব্বে গ্রাহক
ভুক্ত হইলে গীতা বার পৃষ্ঠা অপর প্রতি আট
পৃষ্ঠা তিন পয়সার হিসাবে খণ্ডে বা সম্পূর্ণ যেমত
প্রকাশিত হইবেক উক্ত নিয়মে মূল্য প্রদান
করিলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশে প্রেরণের
স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবেক।

ঋতুসংহার। মেঘদূত। শকুন্তলা। নলোদয়।
মালবিকাগ্নিমিত্র। বিক্রমোর্ব্বশী। মুদ্রারাক্ষস।
রত্নাবলী। মালতীমাধব। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী
বা সাংখ্যকারিকা। মহাবীরচরিত। উত্তররাম-
চরিত। মুগ্ধবোধ। দশকুমারচরিতের উত্তরার্দ্ধ।
পাণিনি। বসন্ততিলকভাণ। অমরকোষ। শাঙ্কর
ভাষ্য, আনন্দগিরি, শ্রীধরস্বামী ও মধুসূদন
সরস্বতীর টীকাসহিত শ্রীমদ্ভাগবত। মহাভারত।
বিষ্ণুপুরাণ। কাদম্বরী। ভট্টিকাব্য। নাগানন্দ
কাব্যপ্রকাশ। চম্পক। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

কলিকাতা সংবাদ জ্ঞান
রত্নাকর যন্ত্র নিমতলা
ষ্ট্রীট ৩২ সংখ্যক ভবন। } শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক

—:০:—

## বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী তদামসহ ১৯ নং
জোড়া বাগান।

বিক্রয়ের নিমিত্ত।

গারডেনরীচ ২৪ নং বাটী।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয়
করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষ
রিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস্ আরবো
থনট এবং কোং

—:০:—

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোল
ডাঙ্গা বাড়্ যো জানার কোম্পানির দোকানে ৭২
প্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি
বিক্রয় হইতেছে:—

প্রণীত
গ্রীসইতিহাস
রোমইতিহাস
ভূষণসার ব্যাকরণ
নীতিসার ( ১ ম ভাগ )
নীতিসার ( ২ য় ভাগ )
প্রচারিত।
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা

—:০:—

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহিত প্রা
সভা ও কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রচার
গের যোগ করিবার প্রস্তাব উক্ত দিবসে
খিত স্থানে অপরাহ্ন ৩ ঘণ্টার সময়ে বি
হইবে, প্রতিনিধি সভা ও প্রচারবিভাগের
মহাশয়েরা তৎকালে উপস্থিত হইয়া অ
নিষ্পত্তি করিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র

—:০:—

## বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ

### প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলম বি
বিধ দ্রব্য পাওয়া যায়, মফস্বলে চিঠী অ
ইত্যাদি পাঠাইয়া থাকি এবং পুস্তকাদিতে
আনার হিসাবে কমিসন দি, যদি কেহ প
টাকার ঊর্দ্ধ লয়েন তাহা হইলে /১০ প
হিসাবে কমিসন পাইবেন।

গোল্ড স্মিথ পৈট্রিকেল ওয়ার্ক
আরেবিয়ান নাইট
স্পেকটেটার
বেলেয়ার্স লেকচার
জোসেফস ওয়ার্ক

| | |
|---|---|
| ং রাজী ভগবৎ গীতা | ২ |
| ং কাদম্বরী | ২ |
| হিষ্টরী অফ গ্রেশেটইন গ্রেট ব্রিটন | ২॥ |
| শকুন্তলা | ১ |
| হিতোপদেশ | ১ |
| বর পরীক্ষা | ১ |
| লোমজুন | ১ |
| য়দর্শন | ১ |
| কীয় ইতিহাস | ১ |
| মূল | ৮০ |
| য় দীপিকা | ১ |
| তানন্দ লহরী | ।০ |
| শর চরিত্র | ১॥ |
| নন্দ মুখমুগুল | ।৶ |
| লিকাতার মানচিত্র ( ইংরাজ বাঙ্গালা ) | ২ |
| রকাকেলী কৌমদী | ১॥ |
| উপাখ্যান | ॥০ |
| ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত ( দ্বিতীয় বার মুদ্রিত ) | |
| চিত্র সহিত মূল্য | ।৸০ |
| কাণ্ড রামায়ণ পদ্য | ১ |
| অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত পদ্য | ২॥ |
| ক্ষাপ্রণালী | ১ |
| লের উপযোগীতা | ৮০ |
| নকী নাটক | ১ |
| রবাক বলী | ।০ |
| বা বঙ্গাঙ্গনা | ॥০ |
| চকবণ কাব্য | ॥০ |
| ত মঞ্জরী | ১।০ |
| বিকঙ্কণ চণ্ডী | |
| নীথ | ৮০ |
| তাপখণ্ড | ১ |
| কৌতুক নাটক | ১ |
| বিকলাপ | ১ |
| অভিষেক নাটক | ১ |
| বিলাপ নাটক | ১ |

কাতা জোড়া- } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়
কা ৬৪ নং } নগদ মূল্যে বিক্রেতা

—:০:—

যামিনী নাটক ( মূল্য এক টাকা ) সংস্কৃত পুস্তকালয়ে, চীনেবাজারে শ্রীযুক্ত বাবু নাথ মুখোপাধ্যায়ের ৬৮ নম্বর দোকানে সংস্কৃত যন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু মোহন মুখোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য। পাদকে ২৫ পঁচিশ টাকার হিসাবে কমি ওয়া যায়।

শ্রীহারানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়স্য।

রেলের ব্যবহার ও জরিপী নক্সা প্রস্তুত করিবার নিয়মসম্বলিত বস্তু পরিমাপক বিদ্যা ও জরিপ "কলিকাতা সুকিয়া ষ্ট্রীট মহেশদাসের বাগানে ১৮।১৮ নং বাটিতে এবং সংস্কৃত পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মুল্য কমি সন শুদ্ধ ১ এক টাকা।

শ্রীপ্রসন্নকুমার লাহিড়ী।

——

ইংরাজী ১৮৬৯ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষার সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত রেবরেণ্ড আর, রবিন্সন কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়া থেকার স্পিঙ্ক কোং এবং কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটীদ্বারা বিক্রীত হইতেছে। মুল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা

—:০:—

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান। সর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সোনা দিয়া নূতন বাঁধান মূল্য ২৫০ টাকা।

শ্রীআনন্দচন্দ্রবেদান্ত বাগীশ।

—:০:—

কাব্য প্রকাশিকা।

এই মাস হইতে প্রকাশিত হইল। ইহাতে সমুদায় কাব্য নাটকাদির দেবনাগর অক্ষরে মুল ও টীকা এবং বাঙ্গলা অক্ষরে বাঙ্গলা অনুবাদ থাকিবে। নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি প্রতি খণ্ডে ।৶০ ছয় আনা এবং প্রত্যেক খণ্ডের ॥০ আট আনা মুল্য নির্দ্ধারিত হইল। যাঁহারা গ্রহণ করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা মাপুকুর লেন ১৫ নং বি, পি, এম্‌, যন্ত্রে অথবা কালেজ ষ্ট্রীট ১১ নং লাইব্রেরিতে আমার নিকট পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। বিদেশীয় গ্রাহকগণকে স্বতন্ত্র ডাক মাশুল দিতে হইবে।

৩ রা শ্রাবণ } শ্রীবরদাপ্রসাদ মজুমদার।
১২৭৫।

—:০:—

## ইষ্টারণ বেঙ্গাল রেলওয়ে।

রিভার টারমিনস্, অর্থাৎ শিয়াল-দহ হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত রেলওয়ের চলাচল আরম্ভ।

কাটখোলার নিকটবর্ত্তী বাগবাজারে ইষ্টারণ বেঙ্গাল রেলওয়ে কোম্পানির রিভার টারমিনস্ নামক রেলওয়ে, আগত ৩ রা আগষ্ট সোম বার অবধি দ্রব্যাদি দেওন ও লওন জন্য, খোলা যাইবেক।

ইষ্টারণ বেঙ্গাল রেলওয়ে } ফ্রাঙ্কলি
শিয়ালদহ টারমিনস } ট্রেফিক
৯ ই জুলাই ১৮৬৮। } এজেন্ট

—:০:—

প্রবাদমালা।

বঙ্গদেশীয় বিবিধ জানপদ ব্যবহার মুলক পুস্তক যাহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটীর গবর্ণমেন্ট পেলেসের ভবনে প্রার্থনা করিলে পাইতে পারিবেন। মুল্য ।৴০ আনা মাত্র।

——

## নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের জুলাই মাসের ১ লা হইতে ৭ ই পর্য্যন্ত নদীয়ার নদী হাএর সর্ব্বকম্‌তি জলের মাপ।

| স্থানের নাম | ফুট |
|---|---|
| মাথা ভাঙ্গা নদী | |
| মহানার উপর পদ্মানদীতে | ১৬ |
| নিজ মহানায় | ৪ |
| তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া ৪৪ মাইল | ৩ |
| হাট বোয়ালিয়া হইতে আনিকদিয়া | ৪ |
| আনিকদিয়া হইতে কৃষ্ণগঞ্জ ৩৮ মাইল | ৪ |
| কৃষ্ণগঞ্জ হইতে হুগলি নদীপর্য্যন্ত ৩৪ মাইল | ৪ |
| ভাগীরথী। | |
| মহানার উপর | ২১ |
| মহানার নীচে | ১৯ |
| তথা হইতে জিয়াগঞ্জ | ১০ |
| জিয়াগঞ্জ হইতে কাটোয়া ৬০ মাইল | ১৩ |
| কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইল | ১৩ |
| জলঙ্গী নদী | |
| মহানা | |
| তথা হইতে করিমপুর ১৯ মাইল | ২ |
| করিমপুর হইতে টিয়াকাটা ৩৫ মাইল | ৩ |
| টিয়াকাটা হইতে নদীয়া ৬০ মাইল | ৩ |

সন ১৮৬৮ জুলাই মাসের ১১ তারিখে পুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

| ফুট | ই |
|---|---|
| ১৩ | ৬ |

বহরমপুর } শ্রীযুক্ত টি জেল উইকুন সি
১১ জুলাই } এক্জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র
১৮৬৮ } বহরমপুর ডিবিজন।

## সোমপ্রকাশ।

৬ই শ্রাবণ সোমবার।

### ভারতবর্ষের জেলসমূহ।

ভারতবর্ষের কারাগারে ধর্ম্মনীতি
তু উন্নতি হইবার যো নাই। উহার
রক্ষাপ্রণালীও অতি জঘন্য। এ
ত্ত কেবল মিস কার্পেন্টর নন, যাব
মদাশয় ব্যক্তি আক্ষেপ করিয়া
ন; কিন্তু জেলের মধ্যে আর যে
কাণ্ড হয় তাহা অনেকে অবগত
। অতএব অদ্য আমরা ঐসকল
র এক মানচিত্র পাঠকগণের নয়ন
উপনীত করিয়া দিলাম।

পাঠকগণ! এক বার আমাদিগের
ত ফৌজদারি আদালতে আগমন
। ঐ যে গবাক্ষহীন কুঠরিটী দর্শন
তেছেন, উহাতে হাজতের কয়েদিরা
। মলিন বসন, অচ্ছিন্ন শ্মশ্রু ও
আকার দেখিয়া কি হাজতি কয়েদি
ক চিনিতে পারিতেছেন না? হাজতে
মাত্র পুলিস প্রহরীরা প্রহার
ম্ভ করে। তবে তাহাদিগের গুণ
তাহাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ পূজা
ই তাহারা প্রসন্ন হয়। জেলের প্রহ
যে ব্যবহার করে, তাহাও পাঠক-
এক বার শ্রবণ করুন। *** "যেন
বাড়ীতে আসা হইয়াছে" এটী
ব সম্ভাষণ হয়। পরে প্রহার।
তি কয়েদিরা যে গৃহে থাকে, তাহা
শালা অপেক্ষা অপকৃষ্ট। তথায়
আছে সূর্য্যের আলোক, না আছে পব-
প্রবেশ। প্রথম দিন হাজতি কয়ে
আহার দেওয়া হয় না। প্রাতঃকাল
ল "** বাহির হ" বলিয়া চীৎকার
হতভাগ্যেরা প্রাতঃকৃত্য করে;
র সময়ে আদালতে যাইতে হইবে।
কের ভাগ্যে সামান্য ডাইল ভাতও
পূর্ণ করিয়া হয় না। ফৌজদারি
লতে যাইবার সময়ে পথে গরুর
ন্যায় ইহাদিগকে প্রহার করা হয়।
বিচারপতি যাহার কারাবাসের আজ্ঞা
দেন, হাজতের কষ্ট তাহার কোথায়
লাগে। মেয়াদের প্রথম দিবস অনবরত
প্রহার করা হয়। পেয়াদারা প্রহার
করে। যেসকল কয়েদি অনেক দিন
থাকিয়া কিছু প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে
তাহারাও প্রহারে পরাঙ্মুখ হয় না।
বোধ হয়, তাহাদিগকে প্রথমে প্রহার
সহ্য করিতে হইয়াছিল, উহারা তাহার
পরিশোধ লয়। "একটু জলপান করিব"
এ কথার উত্তর পদাঘাত। "বাহিরে
যাইব" ইহার উত্তরও ঐ। পৃথিবীতে
যতপ্রকার কটু বাক্য আছে, তদ্দ্বারা গালি
দেওয়া হয়। এটী ত সামান্য কথা। প্রথম
রাত্রিতে আহার হয় না। পর দিবস
খাটিবার পূর্ব্বে হতভাগা কয়েদিকে
আহার করিতে ডাকা হয়। সামান্য
শিশুকে যে পরিমাণে আহার দেওয়া
হয়, সেই পরিমাণে হতভাগ্য ব্যক্তিকে
অন্ন দেওয়া হইয়া থাকে। দুই এক গ্রাস
আহার করিয়াছে, এমত সময়ে এক জন
নীচজাতীয় কয়েদি অথবা পেয়াদা পৃষ্ঠে
পদাঘাত করিয়া বলিল "উঠ না ***
যেন জামাই আদরে আহার করিতে
ছেন।" কয়েদী উচ্চজাতীয় হইলে
আহার বন্ধ হইল; যদি নীচজাতীয়
হয়, এই স্পর্শে আহারীয় নষ্ট হয় না।
এ স্থলে প্রহরীরা অন্নে থু থু দিয়া থাকে।
আহার হইল না। উঠিবামাত্র সর্ব্বা-
পেক্ষা বৃহৎ ঝুড়ি ও দশ সের মাটি
উঠে এমত কোদালি দিয়া খাটাইতে
আরম্ভ করা হইল। কয়েদি সে চাসা
কি না, মাটি কাটা অভ্যাস আছে কি
না, তাহার কোন বিবেচনা করা হয়
না। গবর্ণমেন্টের নিয়ম আছে যে যে
ব্যবসায় জানে, জেলে তাহাকে সেই ব্যব
সায় করান হইবে; কিন্তু প্রথম কয়েক
দিবস এ নিয়ম কোন জেলেই প্রতিপা-
লিত হয় না। কয়েদী আপনি মাটি
তেছে, আপনি মস্তকে ঝুড়ি তুলিতে
প্রতি ঝুড়িতে ৫০ সের মৃত্তিকার
হইলে নিস্তার থাকে না, অনিবার
হইতে থাকে, হতভাগ্য ব্যক্তি বিশ্রা
আশয়ে যদি এক নিমেষমাত্র
হইয়া দাঁড়াইল, অমনি নিকটস্থ পে
তাহাকে প্রহার করিল। এইরূপে
দিন অতিবাহিত হইল, সায়ংকাল
স্থিত। হতভাগা কয়েদী সমস্ত
আত্যন্তিক পরিশ্রম করিয়া ক্ষুধার্ত্ত
এ সময়ে ভাবে "প্রাতঃকালে
হউক, এ বেলা উদর পূর্ণ করিয়া আ
করিতে পারিব।" কিন্তু সে জানে
ভারতবর্ষের জেলসকল দ্বিতীয় যমা
সায়ংকালেও প্রাতঃকালের ন্যায় অ
রের ব্যাঘাত করা হয়। এই প্র
কোন দিন অর্দ্ধভোজন, কোন দি
স্পর্শমাত্র, তাহার উপর ভয়ানক খ
প্রহার ও গালিবর্ষণ হইতে থা
আর সহ্য করিতে না পারিয়া হত
ব্যক্তিকে শেষে বন্দোবস্ত করিতে
আমাদিগের এদেশীয় পাঠকগণ "
বন্দোবস্তের" অর্থ অনায়াসে বুঝি
পারিবেন। যাঁহার কোন আত্মী
মেয়াদ হইয়াছে, তিনিই জানেন ম
মার ব্যতিভিন্ন জেলের অঙ্গে স্বতন্ত্র
করিতে হয়। এই জেলবন্দোবস্ত
কঠিন কাজ: প্রধান অপ্রধান
নানা দেবতার পূজা আবশ্যক
সর্ব্বাগ্রে জেলদারোগার পূজা। এত
শীয় দারগারা অল্পে সন্তুষ্ট হন;
যেখানে ইউরোপীয় দারোগা, সেই স্থ
সর্ব্বনাশ। তাঁহার কেবল গন্ধপুষ্পে
না, ষোড়শোপচারে পূজা চাই।
ভাল বাড়ী, গাড়ী, ঘোড়া,
চাকর, খানসামা প্রভৃতি আছে,
অল্প টাকায় চলে না। নামে তিনি
প্রস্তুত দ্রব্যসকলের কমিসন পান

সরান্তে ঐ টাকা বাহির হয় ; অথচ
হার নিত্য ব্যয় আছে। অনেকে কমি-
নের দোহাই দিয়া মহা আড়ম্বরে
কেন। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ ও গবর্ণমেণ্ট
দেন, কমিসনের টাকায় দারোগার
য়ানা চলিতেছে। কিন্তু কিসে যে
খানা চলে তিনি জানেন, আর
রাদিরা জানে। দারোগার পূজার
য়েব দারোগার পূজা আবশ্যক।
হার পর জেলের নেটিব ডাক্তরের
। ডাক্তরকে পূজা না দিলে পীড়া
লেও খাটিবার হাত হইতে পরিত্রাণ
ই। নেটিব ডাক্তরের পর জমাদার ও
দার। তাহাদিগের পর মাস্ত্রিগণ,
ত্রগণের পর পেয়াদা। প্রধান ও অঙ্গ
তার ত পূজা গেল। তাহার পর
কগুলি উপদেবতার পূজা দিতে হয়।
কল কয়েদি বহুকাল থাকে, তাহা
ার একপ্রকার আধিপত্য হয়। অনেক
লের পুরাতন কয়েদিদিগের এক
ার ইজারা আছে। এক জন নূতন
দি আসিলে নীলাম ডাক হয়। যে
তন কয়েদি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক
। দেয়, তাহার অধীনে নূতন কয়ে
ক রাখা হয়। পুরাতন কয়েদি যে
। জেলরকে দেয়, হতভাগ্য নবাগত
কে প্রহার করিয়া তাহার সেড়া
য় করা হয়। অনেকে জেলে থাকি
যে ধনসঞ্চয় করিয়া আইসে, তাহার
উপায় এই। এই নিমিত্ত জেলরপ্র-
প্রধান দেবতার পূজার পর পুরাতন
দিগণের পূজার প্রয়োজন হয়।
কে কিছু না দিলে ভাল করিয়া
র হয় না। যে ব্যক্তি কামরার
। সে কয়েদিকে কিছু না দিলে
ও নিদ্রা যাওয়া ভার। এই প্রকার
দিতে পারিলে কতক রক্ষা ; নচেৎ
। দিবসের আরব্ধ কষ্ট বরাবর
। আইসে। পীড়া হইলে "ভান
তেছে" বলা হয়।

যাহারা উত্তমরূপে পূজা করিতে পারে, তাহাদিগের অবস্থা অন্য প্রকার। তাহাদিগকে খাটিতে হয় না ; তাহারা কেবল সর্দ্দারি করিয়া বেড়ায়। তাহাদিগকে জেলের নিয়মিত আহার করিতে হয় না। তাহাদিগের নিমিত্ত উত্তম মৎস্য মাংস, ঘৃতপ্রভৃতি আইসে। জেলে তমাক খাইতে নিষেধের নিয়ম তাহাদিগের পক্ষে নহে। অহিফেনসেবীর অহিফেন, গেঁজেলের গাঁজা, গুলিখোরের গুলি ও মাতালের সুরা অর্থ ব্যয় করিতে পারিলে দুর্লভ হয় না। প্রত্যেক জেলের নিকটে কয়েক ঘর বেশ্যা থাকে। কিসে ইহাদিগের উপার্জ্জন হয়, পাঠকগণ কি জানিতে চাহেন? আমরা আর তাহা বলিতে চাহি না।

গবর্ণমেণ্ট জেলের যেসকল নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, তাহা অতি ভয়ানক। অতিশয় লজ্জার বিষয় এই যে, জেলে পয়সা ব্যয় করিতে না পারিলে কাহারও উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিবার যো নাই। চারি হাতা ভাত ও এক হাতা ডাইলই সকলের বরাদ্দ। মৎস্য প্রায় ভাগ্যে জুটে না। ডাক্তর মোএট আবার জাঙ্গিয়ার সৃষ্টি করাতে অনেককে পয়সা খরচ করিয়া গোপনে জাতীয় বস্ত্র পরিধান করিতে হয়। এক গৃহে গো মহিষের ন্যায় চোর, ডাকাইত ও হত্যাকারীর সহিত সামান্য অপরাধে কারারুদ্ধ ব্যক্তিকেও থাকিতে হয়। গৃহের আয়তন অনুসারে লোক রাখিবার প্রণালী কোথাও নাই। জেলের চিকিৎসাপ্রণালী সকল স্থানে সুন্দর নয়। অনেক স্থলে সিবিল সার্জ্জন স্বচক্ষে কিছুই দেখেন না ; কোন ব্যক্তির পীড়া যথার্থ কি না, তাহা নেটিব ডাক্তরকে দেখিতে বলেন। এ ব্যক্তি যথার্থ রোগকে ভান ও ভানকে যথার্থ রোগ বলিলে তাহাই গ্রাহ্য হয়। শরীরে বল আছে কি না? তাহা বিবে-

চনা করা হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তিকে
করিয়া পাথর ভাঙ্গিতে দেওয়া
যাহারা সবলকায় তাহাদিগের
ইহা বড় কষ্টের হয় না ; কিন্তু দুর্ব
দিগের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। নিয়মিত
করিতে না পারিলে সে দিন আ
দেওয়া হয় না। "এইপর্য্যন্ত কাজ কা
হইবে" এটী জেলের নিয়ম ; কিন্তু
যে কত দূর নিষ্ঠুরতা তাহা কর্ত্তৃ
বিবেচনা করেন না। শরীর কি স
দিন সমান বহিয়া থাকে? চা-ক
পূর্ব্বে এই নিয়মে কাজ দিতেন ; দ
কারোলিনার ভূতপূর্ব্ব দাসদিগকে
প্রকারে খাটান হইত। আমরা স্পষ্ট
ধানে বলিতেছি, বর্ত্তমান খাটনির প্র
অতি ভয়ঙ্কর। জেলর কমিসন পা
যত খাটাইবেন, তত পয়সা। লাইসে
টাক্স আসেসরেরা যেমন কমিস
লোভে যাঁহার উঁহার উপর করনি
রণ করেন, জেলরগণ সেইপ্রকার বে
বিবেচনা না করিয়া খাটাইয়া ল
দক্ষিণ কারোলিনার তুলকরেরা প
দিয়া ক্রীতদাসদিগকে ক্রয় করিতে
যদিও এইরূপ অত্যাচার হইত, তথা
তাঁহারা নিতান্ত নির্ম্মম হইয়া কাফ্রি
গকে বধ করিতে পারিতেন না। দা
মৃত্যু হইলে তাঁহাদিগের ক্ষতি হই
জেলরদিগের সে স্বার্থ নাই ; এক ক
মরিলে আবার দশ জন আসিবে। পূ
কালে মুসলমান ও হিন্দু রাজগণ যে
রাজস্ব ইজারা দিতেন, গবর্ণমে
কার্য্যতঃ সেইপ্রকার কয়েদিদিগ
ইজারা দিয়া থাকেন। উদর পূর্ণ কা
আহার দেওয়া হয় না, ইহা কি সাম
আক্ষেপের বিষয়? এক জাঙ্গিয়া
কুরতি পরাইয়া এক মাস রাখা হ
তাহা যেমন দুর্গন্ধ, সেইপ্রকার ব
কর। সামান্য ধুতি দিলে কি ক্ষে
হয়? তাহা প্রত্যহ ধৌত রাখা যাই

রে, কয়েদিদিগের স্বচ্ছন্দতা হয় এবং ধও অল্প পড়ে।

উপরে যেরূপ বর্ণিত হইল, তাহাতে লের কার্য্যপ্রণালীর সংশোধন ও কর্ষসাধন কি একান্ত আবশ্যক হই- ছে না? বর্ত্তমান প্রণালীর দোষেই কোচস্রোত প্রবাহিত রহিয়াছে। যে স্থলে বৈরনির্য্যাতনার্থ বিনিয়ো- ত হয়, সেই খানে তাহার ফল হয় না লে দণ্ডদান প্রায় বৈরনির্য্যাতনার্থই য়া থাকে। বর্ত্তমান প্রণালীতে হত- া কয়েদিদি.গর আপনার ও পৃথিবীর রে ঘৃণা হয় মাত্র। চরিত্রদোষ শোধন দূরে থাকুক, নূতনপ্রকার ত্র দোষ ঘটিয়া উঠে। অতএব কর্ত্তব্য , জেলের অধ্যক্ষগণকে পর্য্যাপ্ত বেতন া কমিসন উঠাইয়া দেওয়া উচিত। মিসন থাকাতে অনেক পাপকার্য্যে সাহ দেওয়া হইতেছে। ধার্ম্মিক লোক কাহাকেও জেলের অধ্যক্ষতাপদে য়াজিত করা উচিত নয়। যাহাতে দিগের চরিত্রদোষ সংশোধন হয়, লের কার্য্য প্রণালী এরূপ করা উচিত। া পূর্ণ করিয়া আহার না পাইলে কোন কেরই ধর্ম্মে মতি থাকে না; এটী স্মরণ থাকে।

—:•:—

ইংরাজীশিক্ষার অনিষ্টকারিতা।

পাঠকগণ উপরের লিখিত কয়েকটি র পাঠ করিয়া আপাততঃ চমৎকৃত বেন সন্দেহ নাই। ইংরাজী শিক্ষা াদিগের দেশের যাবতীয় ইষ্টের আমরা যে মানুষের মত হইয়াছি, রা যে তেজস্বিতা, মনস্বিতা সত্য ও কার্য্যদক্ষতাপ্রভৃতি সদ্‌গুণ ন করিয়াছি এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য য় সমর্থ হইয়াছি, সে সমুদায়ই ইং প্রসাদলব্ধ। যে ইংরাজী হইতে শের এত ইষ্ট হইয়াছে, আমরা তাহাকে অনিষ্টকারিণী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি এবাক্য কাহার বিস্ময় উৎপা দন না করিবে? কিন্তু ইহার একটী গূঢ় তাৎপর্য্য আছে, এরূপ বলিবার একটী বিশেষ কারণ আছে এবং আমাদিগের বাক্যের অধিকারিভেদ আছে।

ইংরাজীশিক্ষা দুটী দলের পক্ষে অনিষ্টকারিণী হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম, যেসকল ইংরাজ মনে করেন, ভারতবর্ষ তাঁহাদিগের ভোগার্থ সৃষ্ট হইয়াছে; তাঁহারা ভারতে আসিয়া প্রভুসম্মান ভোগী হইবেন, আর ভারতবাসীরা তাঁহা দিগের ভৃত্যের ন্যায় অনুগত হইয়া থাকি বেন; তাঁহারা সহস্র অন্যায় ও অত্যাচার করুন, ভারতবাসীরা দ্বিরুক্তি না করিয়া ভৃত্যের ন্যায় তাহা সহ্য করিবেন; পদই বল, অর্থই বল, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া যাহা দিবেন, ভারতবাসীরা সন্তুষ্টচিত্তে মহাভাগ্য জ্ঞান করিয়া তাহা ভোগ করি বেন; পদ কাণা হউক, কুব্জ হউক, ইহাঁরা তাহাতে অসন্তোষ বা অন্য কোন প্রকার উচ্চ বাচ্য করিতে পারিবেন না; ইংরাজী শিক্ষা সেই গর্ব্বিত ইংরাজদিগের মনোবা ঞ্ছাপূর্ণ হইবার বিষয়ে,ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে যাহাঁরা ইংরাজী শিখিতেছেন, তাঁহাদি- গেরই মন অন্যপ্রকার হইয়া উঠিতেছে। তাঁহারা ইংরাজদিগের দোষ গুণ দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছেন; ইংরাজেরা কি পদার্থ তাহা বুঝিতে পারিতেছেন; তাঁহারা দেবতার ন্যায় আমাদিগের আরাধ্য কি না তাহা বুঝিতেছেন; অণু- মাত্র দোষ দর্শন করিলেই স্পষ্টাক্ষরে তাহা ব্যক্ত করিতে সাহসী হইতেছেন; সর্ব্বতোভাবে সমকক্ষের ন্যায় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; তুল্যসম্মান ও তুল্যপদ লইয়া বিবাদ করিতেছেন এবং বিদ্যাবুদ্ধিতে অনেককে অতিক্রম করি- য়াছেন। তাঁহারা এতদূর অতিক্রম করি য়াছেন, যে রাজপুরুষদিগকে শঙ্কিত হইতে হইয়াছে এবং তাঁহাদিগের বিদ্যা গতিরোধ করিবার নিমিত্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। থিত অভিমানমত্ত অনুদারচিত্ত দিগের কি এ সকল সহ্য হয়? ঐ পুরুষেরা নব্য সম্প্রদায়ের উপরে বিরক্ত হইয়াছেন যে, নব্যসম্প্রদায় এক কালে উৎসন্ন হয়, যে স্থানে সম্প্রদায় বাস করে, সেটী যদি দহ যায়, তাঁহারা অন্তরের সহিত আহ্ন। এখন পাঠকগণ বিবেচনা দেখুন, ইংরাজী শিক্ষা কি এই অনি কারণ হয় নাই? উক্ত মহাত্মারা ইহাতে অনিষ্ট জ্ঞান করিতেছেন গবর্ণমেণ্ট হইতেই এই অনর্থ আপ হইয়াছে, এই ভাবিয়া কি তাঁহারা সময়ে গবর্ণমেণ্টের প্রতি দৃষ্টিবিষ করিতেছেন না? সে দিন এক জন রাশয়। সমাচারপত্রসম্পাদক মনে মনে রাখিতে না পারিয়া স্পষ্টাক্ষ কহিয়াছেন, বঙ্গদেশ ও বোম্বাইয়ের সম্প্রদায় না থাকিলেই ভাল হয়। কি সামান্য আক্রোশ ও ক্ষোভের এদেশীয়দিগের ইংরাজী শিক্ষা ঐ মহাপুরুষদিগের এই মনোদুঃ মূল নয়?

দ্বিতীয়, ইংরাজী শিক্ষা অলব্ধ রথ কৃতবিদ্যের পক্ষে বিষম অ কারিণী হইয়াছে। রাজনীতি ও স উভয় সম্বন্ধেই তাঁহারা অসুখিত হ ছেন। তাঁহারা যেরূপ যোগ্যতা করিয়াছেন, সেরূপ পদ লাভ তেছে না। যেরূপ শিক্ষা হইয় সেরূপ কার্য্য দেখিতে পাইতেছেন যাঁহাদিগের নিকটে এই শিক্ষা হইল পক্ষপাত করা বড় দোষ, তাঁহারাই পক্ষপাত করিতেছেন, জাতিভাই ব সকল কাজেই টানিতেছেন এবং স্ব তীয় ও স্বদেশীয়ের অনুরোধে ন্যায়, 

আইনের বিরুদ্ধ ব্যবহারেও পরাঙ্মু-
হইতেছেন না। কৃতবিদ্যদিগের আর
টী বিশেষ অসন্তোষের কারণ এই,
রা দেখিতে পান, ইংরাজেরা ধর্ম্ম-
ত ধর্ম্মনীতি করিয়া গর্ব্ব করিয়া
ন; কিন্তু অনেক কাজেই সেই ধর্ম্ম
তে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়। অনেক
া সেই ধর্ম্মনীতি মৌখিক বাক্য ও
ই পর্য্যবসিত হয়। কোন ইংরাজ
া গর্হিত কর্ম্ম করিলে প্রথম প্রথম
লইয়া মহা ধুম ধাম পড়ে। তর্কের
ত পার্লিয়ামেণ্ট সভা উচ্ছলিত
উঠে, শেষে সমুদায় নির্ব্বাণ হইয়া
যে গর্হিত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইল,
আজিও হইল, কালিও হইল, তাহার
প্রতিবিধান হইল না। হেষ্টিংসের
র লইয়া কত দীর্ঘ প্রস্থ গ্রন্থ হইয়া
; কত ধুম ধাম হইল, পরিণামেই
ক হইল। লার্ড ডেলহাউসি নাগপুর
ত রাজ্যে রাজনীতির নামে কি
চার না করিলেন? ভারতবর্ষে বিদ্রো
প্রজ্বলিত করিয়া দিলেন, তাঁহার
হইল? গবর্ণর আয়ারেরই বা কি
? তাঁহাকে অভিনন্দন দিবার
া কত উদ্যোগ দেখা গেল।
ক নূতন কর্ম্ম দিবার চেষ্টারও
াই! এ সকল দেখিয়া এদেশীয়
দিগের মনে কিরূপ ভাবের উদয়
ছে? তাঁহাদিগের হৃদয় কি রোষা
দগ্ধ হইতেছে না? ইংরাজী শিক্ষা
হ অনিষ্টের কারণ নয়? ইহাঁরা
ইংরাজী না শিখিতেন, রাজপুরু-
অনুগ্রহ করিয়া যাহা দিতেন,
ই কি ইহাঁরা ভাগ্য করিয়া মানি
না? রাজপুরুষেরা ন্যায় করুন,
অন্যায় করুন, ইহাঁরা কি তাহার
ন্ধান করিতেন?

সমাজসম্বন্ধেও কৃতবিদ্যদিগের
সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। উপধর্ম্ম-

দূষিত হিন্দুসমাজের নানা দোষ ইহাঁদিগের নয়নপথে উপনীত হইতেছে। ইহাঁরা সেগুলির নিকটে মস্তক নত করিতে পারিতেছেন না। সমাজসম্বন্ধে কর্ত্তব্যের ব্যাঘাতভয়ে সমাজ পরিত্যাগ করিতেও পারিতেছেন না। এরূপ অবস্থা কি ক্লেশকর নয়? ইংরাজী শিক্ষা কি এই অসুখের কারণ নয়? ইহাঁরা যদি ইংরাজী না শিখিতেন, সেই বাল্যবিবাহ, সেই বহুবিবাহ, সেই কৌলীন্য কি ইহাঁদিগের প্রীতি উৎপাদন করিত না? অশিক্ষিত ব্যক্তিরা ঐসকলে যেরূপ অকৃত্রিম আনন্দ লাভ করিতেছেন, ইহাঁরাও কি সেইরূপ করিতেন না? এক ইংরাজী শিখিয়া ইহাঁদিগের তাঁতিকুল বৈষ্ণবকুল উভয় কুলই গেল। রাজপুরুষেরাও ইহাঁদিগের মনোরথ পূর্ণ করিলেন না, সমাজে থাকিয়াও সুখী হইলেন না।

---

রেবিনিউবোর্ড ও মদের দোকান।

বিদ্যাপক্ষপাতীরা মনে করেন, আমাদিগের বিদ্যানুরাগী গবর্ণমেণ্ট প্রজার বিদ্যাশিক্ষার্থ এত বিদ্যালয় করিয়া দিবেন যে প্রত্যেক প্রজা আপন আপন গৃহদ্বারের সমক্ষে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত দর্শন করিয়া আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিবেন। সুরাপায়ীরাও সেইরূপ ভাবিতেছিলেন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের গৃহের পার্শ্বে পার্শ্বে এক একটী মদের দোকান করিয়া দিবেন, তাঁহারা শয়নস্থ থাকিয়াও সুরাক্রয় করিতে পারিবেন। কিন্তু আজি কালি তাঁহাদিগের প্রতি শনির কিছু বোপদৃষ্টি পড়িয়াছে; রেবিনিউবোর্ড যেথা সেথা দোকান করিতে দিতেছেন না। তাঁহারা আবার সুরাবিক্রেতার চরিত্রের অনুসন্ধান করিবার নিয়ম করিতেছেন। এটীও একটী অশুভ সমাচার। রাত্রি

দুই প্রহর হউক, আর তৃতীয় প্রহর
প্রয়োজন হইলেই এখন যেমন স
মদ পাওয়া যায়, মদ্যবিক্রয়ীর চ
লইয়া ধরাধরি হইলে পাওয়া কিছু
হইবে। তবে একবারে হতাশ্বাস হ
কথা নাই। বৃহস্পতির কিঞ্চিৎ অ
দৃষ্টিও আছে। দোকানের স্থান ও
বিক্রয়ী মনোনীত করিবার ভার ডি
সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের উপরে নিহিত
য়াছে। তিনি যে স্বয়ং সর্ব্বদা ঐসক
অনুসন্ধান করিয়া মাথা ধরাইবেন,
শঙ্কা নাই। অধীনস্থ কর্ম্মচারীর উ
ভার পড়িলেই অর্দ্ধোদয়যোগ।
মেণ্ট যে তাঁহাদিগের প্রতি এক
নিতান্ত নিদারুণ ও নিকৃপ
বেন, সুরাপায়ীরা সে শঙ্কাও ক
বেন না। গবর্ণমেণ্টের মাসুলের
আছে। গ্রাহক বৃদ্ধি হইলেই তাঁহ
গের লাভ। যদি কোন সুপরিণ্টে
দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ রেবিনিউ বোর্ডের
প্রমাণ করিয়া দোকানের সংখ্যা ক
ইয়া দেন, রাজস্বক্ষতি হইবে, অ
তিনি তিরস্কৃত হইবেন, রেবিনিউ
ডের আজ্ঞা শিথিল হইয়া পড়ি
স্বার্থসম্বন্ধ থাকিলে রাজপুরুষদি
পুরাণ আজ্ঞার পরিবর্ত্ত হইয়া ন
আজ্ঞা হইতে বিস্তর ক্ষণ লাগে
রেবিনিউ বোর্ডের এ আজ্ঞা পরি
হইয়া যাইবে; আর এক জন নূতন
রিণ্টেণ্ডেণ্ট আসিয়া দোকানের স
বাড়াইয়া তুলিবেন। মাদকসেবনে প্র
ধন প্রাণ ও চরিত্র উৎসন্ন ও
বিত হইতেছে, ইহা দেখিয়াও যে গ
মেণ্ট আয়ের ক্ষতির ভয়ে মাদকসে
নিষেধ করিতে পারিতেছেন না,
গবর্ণমেণ্ট আয়ের অল্পতা দেখিয়া
মৌনাবলম্বী হইয়া থাকিবেন সুরাপা
স্বপ্নেও যেন সে শঙ্কা করেন না।

মদ্যপায়িগণ! তোমরা জয়োৎ

হইও না। গবর্ণমেণ্ট যা করুন, তোমাদিগের আর ভয় নাই। সমাচারপত্রে লিখিত হইয়াছে আমেরিকায় এক প্রকার মদের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে. তোমরা কোন খনিজ্ঞ ব্যক্তিকে নিয়োজিত কর, ভারতবর্ষেও ঐরূপ খনি বাহির হইবার অসম্ভাবনা নাই। তাহা যদি হয়, তাহা হইলেই পোহাবার।

—:০:—

বিবাহিতা বিধবা ও তাহার উত্তরাধিকার।

সম্প্রতি প্রধানতম বিচারালয়ে পুনর্ব্বিচারার্থ নিম্নলিখিত মকদ্দমাটী উপনীত হইয়াছে। এক ব্যক্তি পত্নী এক পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া লোকান্তর গমন করিলে পর ঐ স্ত্রী পুনর্ব্বার বিবাহ করে। বিবাহের পর পুত্রের কাল হয়। এক্ষণে ঐ স্ত্রী মৃত পুত্রের উত্তরাধিকারিণী বলিয়া বিষয়ের অধিকার প্রার্থনা করিতেছে। বিচারপতি কেম্প ও ই, জাকসন সাহেব বিচারাসনে আসীন হইয়াছিলেন; উভয়ের মতভেদ হইয়াছে। কেম্প সাহেব বলেন, ঐ স্ত্রী মৃত পুত্রের উত্তরাধিকারিণী বলিয়া বিষয়ের অধিকার পাইবেন; জাকসন সাহেব বলেন, পাইবেন না। আমাদিগের বিবেচনায় জাকসন সাহেবের কৃত সিদ্ধান্তই ন্যায় এবং আইনকর্ত্তা ও হিন্দু শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায়ের অনুমোদিত ও সঙ্গত হইতেছে। কেম্প সাহেব ১৮৫৬ অব্দের ১৫ আইনের ২ ধারার যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে কোনক্রমে এরূপ বোধ হয় না যে উল্লিখিত মৃত পুত্রের ধনে পুনর্ব্বিবাহকারিণী মাতা অধিকারিণী হইবে। ঐ ধারায় আছে, মৃত স্বামীর যদি স্ত্রীর প্রতি পুনরায় বিবাহ করিবার স্পষ্ট অনুমতি না থাকে, আর যদি সে বিবাহ করে, তাহার পূর্ব্ব স্বামীর ধনে স্বত্ব ও অধিকার থাকিবে না। যদি এরূপ হইল; সেই স্বামির ধন পুত্র পাইয়াছিল, পুত্রের মৃত্যুর পর বিবাহকারিণী মাতা পাইবে, ইহা আইন কর্ত্তার অভিপ্রায়ানুগত হইতেছে না। জাক্সন সাহেব যথার্থ কথাই কহিয়াছেন, উক্ত মাতা উক্ত মৃত পুত্রের ধনে অধিকারিণী হইলে তাহার উপরে তাহার নূতন পতির প্রভুত্ব হইবে, তাহা হইলে এক পরিবারমধ্যে অপরের প্রবেশাধিকাররূপ উপদ্রব ঘটিবে। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা পিণ্ডদানানুসারে ধনাধিকারের নিয়ম করিয়াছেন, ধনীর ধন পিণ্ডানধিকারী ব্যক্তির হস্তগত হইলে পিণ্ডদানের ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ হিন্দুশাস্ত্রানুসারে উত্তরাধিকারলব্ধধনে স্ত্রীলোকের নিরূঢ় স্বত্ব জন্মে না। প্রস্তাবিত স্থলে মাতার অধিকার হইয়া ঐ ধন পরহস্তগত হইলে ভাবী অধিকারীর অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। তবে যে ব্যক্তি বিধবার পাণিগ্রহণার্থী হইবে, তাহার পক্ষে লাভ। ভোজন ও দক্ষিণা উভয় লাভ হইলে কে না পরিতৃপ্ত হয়?

——:০:——

প্রাপ্ত।

বঙ্গীয়দিগের দৈহিক অবনতি।

(গত প্রকাশিতের পর।)

প্রস্তাববাহুল্যভয়ে পূর্ব্ব পত্রিকায় প্রথাগুলি বর্ণন করিয়াই লেখনী নিরস্ত করিয়াছিলাম। অদ্য বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা প্রণালীর বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

অধুনাতন বিদ্যালয়সকলের শিক্ষা প্রণালী ও কার্য্য নিষ্পাদক সময়প্রভৃতিই যে ছাত্রগণের শরীরনাশক তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। মহোদয় পাঠকগণ যদি স্থিরচিত্তে এক বার বিবেচনা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, এক্ষণে যে প্রণালীতে বিদ্যাধ্যাপনাকার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, তাহাতে বিদ্যার্থিগণের শরীর ভগ্ন ও রুগ্ন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কি ইংরা
বাঙ্গলা উভয়বিধ বিদ্যালয়েই কেবল ম
পরিশ্রমের রীতি নীতি প্রচলিত (
পাওয়া যায়। কি আক্ষেপের বিষয়,
বিদ্যালয়েই ব্যায়ামপ্রভৃতি শারীরিক
শ্রমের প্রথা প্রচলিত নাই। বিদ্য
অধ্যাপক ও তত্ত্বাবধারকগণ এতা
প্রণালীর প্রচারজন্য কিছু মাত্র যত্ন
করেন না। যেরূপ পুষ্টিকর আহ
জীবনরক্ষা হয় না, সেই রূপ শারীরিক
শ্রমপ্রভৃতি দৈহিক নিয়মপালনভিন্ন
রক্ষার উপায়ান্তর নাই। অতএব কেব
ছাত্রগণের বুদ্ধিপ্রভৃতি মানসিক
চালনা করাইয়া ক্ষান্ত ও নিশ্চিন্ত থাকা
নহে। তাহারা যাহাতে উভয়বিধ পরি
প্রবৃত্ত হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান
সুবিবেচক সুশিক্ষকের কর্ম্ম। অনেক
সুচিকিৎসক পণ্ডিত মহোদয়
আপন শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান
পুস্তকে ও চিকিৎসা সংক্রান্ত গ্রন্থে লি
গিয়াছেন যে শরীরের সহিত মনের
নিকট সম্বন্ধ আছে, সুতরাং
দের একের বৈলক্ষণ্য ঘটিলে অন্যের
ক্ষণ্য ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আর
কালের শাস্ত্রকারেরাও কহিয়া গিয়াছে
কোন কার্য্যেই বাড়াবাড়ি ভাল নহে।
এবং একেবারে শারীরিক পরিশ্রম পরা
হইয়া অবিরত অপরিমিত মানসিক পরি
করিলে শরীর ক্রমশই দুর্ব্বল ও ক্ষীণ
থাকে। সুতরাং সেই সঙ্গে বুদ্ধিপ্রভৃতি
সিক বৃত্তিও স্মরণশক্তিহীন ও নি
হইয়া পড়ে। অতএব শরীর ও মনের
রূপে চালনা করা বিধেয় ও যুক্তি
এক্ষণে কোন কোন বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ
গণের যে শরীরচালনাকার্য্যে মনোযো
হইতেছেন বড় মঙ্গলের বিষয়।

বিদ্যালয়ের কার্য্যসাধক সময়টিও কা
অনিষ্টকর নহে; বেলা দশ ঘটিকায় ক
আরম্ভ করিয়া বেলা চারি ঘটিকার
কাল বিশ্রাম প্রথাটি সকল বিদ্যালয়েই
লিত আছে। ঈদৃশ সময়ের বশবর্ত্তী
বিদ্যালয়ের কার্য্য সমাধা করাতে শুক্র

ত বালকগণের বিশেষ ক্লেশ হয় ও পরি
ম তাহাদিগকে রুগ্ন এবং ভগ্নশরীর
খিতে পাওয়া যায়। এ দেশ অতি য় উষ্ণ
গ্রীষ্মপ্রধান বেলা যত অধিক হইতে
ক, রবি তত প্রচণ্ড মুর্ত্তি ধারণ করিয়া
ফুলিঙ্গসদৃশ কিরণ বিস্তার করিয়া
গণকে দগ্ধ করিতে থাকে। দুই প্রহরের
গৃহের বাহির হয় ও পথে পাদক্ষেপ
কাহার সাধ্য? এই সময়ে আবাল বৃদ্ধ
সকলেই স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্য
হইয়া অনাতপ স্থানে আরাম করিতে
করেন, কেহ কেহ বা প্রকৃত প্রস্তাবে
নিদ্রাসুখসম্ভোগ করিয়া থাকেন; বোধ
যেন তাঁহারা ভীষণ তপনতাপভয়ে
হইয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছেন। মনুষ্য
অন্যান্য পশু পক্ষীতেও স্বাভাবিক সংস্কা
বশবর্ত্তী হইয়া নিজ নিজ আহারা [illegible]
হইয়া ছায়ায় বিশ্রাম করিয়া থাকে।
এব একপ সময়ে শিশুগণকে কার্য্যে
করা কি যুক্তিসিদ্ধ ও ন্যায়ানুগত
হয়? আহারান্তে কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম
নিতান্ত আবশ্যক। ইহা অনেক প্রা
ও চিকিৎসকগণ কহিয়া গিয়াছেন
কি দুঃখের বিষয় বালকগণকে ইহা
তো কার্য্য করিতে হয়। বিদ্যালয়ের
পিত সময়মধ্যে তথায় উপস্থিত হইতে
পারিলে পাছে শিক্ষক মহাশয় শাস্তি
করেন এই ভয়ে ছাত্রগণ আহারের
পর ক্ষণেই কেহ কেহ বা অনশ-
সূর্য্যতাপে দগ্ধ হইয়া দ্রুতবেগে বিদ্যা
উপস্থিত হয়। পল্লীগ্রামস্থ গবর্ণমেন্ট
সাহায্যকৃত অধিকাংশ ইংরাজী ও বঙ্গবিদ্যা
গ্রামের প্রান্তে ও মাঠের মধ্যে স্থাপিত
ছায়ার নামমাত্র নাই। চারি দিক
করিতেছে। ভীষণ রৌদ্রের সময় মাঠে
কার্য্য করাতে যে বিশেষ ক্লেশ হয়,
করি তাহা অনেকেই স্বীকার করেন।
মেজে আর্দ্র, আলো ও বায়ু গমনা
জন্য গবাক্ষ সদৃশ বাতায়ন থাকাতে
গার কারাগারস্বরূপ বোধ হয়। সুতরাং
স্থানে ও সময়ে এবং গৃহে বহু বালক
হইয়া পাঠ করাতে ছাত্রগণের অতি
শয় ক্লেশ হইতে পারে। পথের ক্লেশ বিদ্যাল
য়ের ক্লেশ সূর্য্যতাপপ্রভৃতি নানা বিধ
ক্লেশে কষ্ট হওয়াতে বালকগণ ঘর্ম্মাক্ত কলে
বর, ক্লান্ত, তৃষ্ণার্ত্ত ও বিচলিতচিত্ত
হইতে থাকে। সুতরাং তাহারা পাঠে বিশেষ
রূপে মনোনিবেশ করিতে পারে না। অধি
কাংশ শিক্ষকই তাহাদিগকে ভয়াদি দর্শা
ইয়া বলপূর্ব্বক পাঠে নিযুক্ত করেন। অনেক
শরীরবিদ্যাবিৎ (ফিজিয়লজিষ্ট) পণ্ডি
তেরা কহিয়া গিয়াছেন যে, অস্থির ও আকুল
চিত্ত হইলে খাদ্য দ্রব্য সুচারুরূপে পরিপাক
হয় না। সুতরাং ছাত্রগণের ভক্ষিত সামগ্রী
অজীর্ণাবস্থায় পাকস্থলীতে থাকিয়া যায়
বিদ্যালয়ের অবকাশের পর বালকগণ যখন
বাটীতে আইসে, তখন তাহাদের মলিন ও
শুষ্ক বদন দেখিয়া কাহার না দুঃখ হয়। যে
প্রণালীতে বালকগণকে পাঠদান করা
হইয়া থাকে, তাহাও নানাবিধ অনিষ্টের
উৎপাদক। বালকদের বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি
অতি কোমল ও অল্প। তাহাদিগকে অধিক
পরিমাণে পাঠ দেওয়া কোন ক্রমেই বিধেয়
নহে। যেরূপ ক্ষুদ্র আধারে অধিক দ্রব্য ধারণ
করাইবার চেষ্টা করিলে সেই আধার ভগ্ন
হয়, সেইরূপ সুকুমারমতি স্বল্পস্মরণশক্তি
বিশিষ্ট শিশুগণকে অপরিমিত পাঠ প্রদান
করিলে তাহাদের মন ও শরীর ভগ্ন হইয়া
যায়। প্রায় অনেক শিক্ষক বলপূর্ব্বক ছাত্র
গণকে সাধ্যাতীত কর্ম্ম করাইবার চেষ্টা
পাইয়া থাকেন, সুতরাং তাহারা আহার
নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অহোরাত্র পাঠা
ভ্যাসে রত হয়। পাঠের জন্য ছাত্রগণকে
তাড়না ও প্রহার করা নিতান্ত অনুচিত।
কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই, অনেক শিক্ষকই
তাহা করিয়া থাকেন। একাদিক্রমে পাঠে
নিযুক্ত না রাখিয়া মধ্যে মধ্যে অবকাশ
দেওয়া অতিশয় আবশ্যক। কিন্তু প্রায় কোন
বিদ্যালয়েই এই প্রথা প্রচলিত নাই। আধু
নিক বিশ্ববিদ্যালয়টাই যত অনর্থের মূল হই
য়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশার্থী ছাত্রগণকে
দেখিলেই পাঠকগণের সকল আপত্তির
নিষ্পত্তি হইতে পারে। এইরূপ নানা
অত্যাচারে বালকগণ অগ্নিমান্দ্য ও বাত
প্রভৃতি নানাবিধ রোগে আক্রান্ত
থাকে। কেহ কেহ বা পাঠদ্দশাতেই
কবলে নিপতিত হন, কেহ কেহ বা সং
রিক কার্য্যের বাহির হইয়া জীবন্মৃত
থাকেন। যাঁহাদের নিজের দৈহিক
এরূপ হইল, তাঁহাদের সন্তানগণ যে
বলবীর্য্যশালী ও দীর্ঘা হইবে, তাহ
রণে কেন বিচার করিয়া দেখুন না।
সকল অনিষ্টের আশঙ্কায় বোধ করি, পু
পণ্ডিতগণ ও নিয়মকারকেরা এ
সময়ে ও নিয়মে বিদ্যাধ্যাপনা কার্য্য
করিতেন না। পূর্ব্ব কালে চতুষ্পাঠীর অ
কগণ ও পাঠশালার গুরু মহাশয়েরা
ও অপরাহ্ণে ছাত্রগণকে শিক্ষাদান করি
এখনও চতুষ্পাঠী এবং গুরু মহাশয়ের
শালা উক্ত রূপ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া
তেছে।

—:০:—

## বিবিধসংবাদ।

৩১ এ আষাঢ় সোমবার।

আমাদিগের গ্রাহকগণ সোমপ্রকাশের
প্রমাদ দর্শন করিলে যে অনুগ্রহ ও তৎসং
রে যত্নবান হন, এটী আমাদিগের পরম স
দের বিষয়। তন্নিমিত্ত আমরা তাঁহাদিগের নি
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকি। আজি এ
গ্রাহক আমাদিগের নিম্নলিখিত ভ্রমটীর উ
করিয়া দেওয়াতে কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া
১০ আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে আমরা "ভারত
প্রতি আর এক অবিচার" শিরোনামে
প্রস্তাব লিখিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছি
আবিসিনিয়াতে যেসকল সৈন্য গমন
তাহাদিগের ভাতা ভারতবর্ষীয় ধনাগার
দেওয়া হইবে, কিন্তু এক্ষণে নিশ্চয় স
আসিয়াছে, ইংলণ্ড এই টাকা প্রদান করি
আমাদিগের ভ্রম নিতান্ত অনবধানতানি
হয় নাই। রিউটারের টেলিগ্রামই আমাদি
ভ্রমের কারণ। উহাতে জানা যায় স্যর ষ্টা
নর্থকোট ছয় মাসের ভাতা দিতে সম্মত
য়াছেন। ভারতবর্ষীয় সেক্রেটারি এ কথা
য়াছিলেন বলিয়া সন্দেহ হয়। এ কথা প্রথ
ইংলণ্ডের যুদ্ধসংক্রান্ত মন্ত্রীর মুখ হইতে ব
হওয়া উচিত ছিল। যাহা হউক, আহ্লা
বিষয় এই, ইংলণ্ড আমাদিগের প্রতি
অবিচারটী করিলেন না।

দিল্লীগেজেট বলেন, সম্প্রতি অবলপ
নিকটস্থ গড়গ্রামে কতগুলি লোক বনভো
করিতেছিলেন, এমত সময়ে তত্রত্য স
কমিসনর টর্নি সাহেব (ইনি এক জন সিভি
য়ান) ও আর এক জন ইউরোপীয় ঐ
শকটারোহণে গমন করেন। একখানি

বের শকটের সম্মুখে পতিত হওয়াতে তিনি ক্রোধসংবরণ করিতে না পারিয়া ভোজনকারীদিগের মধ্য দিয়া বগি লইয়া যান এবং তাঁহাদিগের খাদ্য দ্রব্য নষ্ট করেন। সাহেব এই কার্য্য করাতে কয়েক জন জ্বলন্ত মসাল তাঁহার শকটের উপরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ডেপুটি কমিসনরের নিকটে তাঁহার নামে নালীশ হইয়াছে। দিল্লীগেজেট বলেন, ভারতবর্ষীয়েরা হাকিমের নামে নালীশ করিতে সাহসী হন, এটী সুখের বিষয়; কিন্তু এবার উনি সাহেবকে ভৎসনা মাত্র করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। এরূপ হাকিমের তিরস্কারে কিছু হয় না। এদেশীয়েরা হাকিমের নামে নালীশ করেন না কেন দিল্লীগেজেট কি শুনিবেন? হাকিমে হাকিমে যে "গা শোঁকা শুঁকি" করেন।

ইংলণ্ডের অন্তর্গত পাডিঙটন গ্রামের জে, কে, স্মিথ নামক এক জন ব্যারিষ্টর একপ্রকার বাষ্পীয় শকটের সৃষ্টি করিয়াছেন।

১১ ই জুলাই রাত্রিতে গোয়ালপাড়ায় ভূমিকম্প হইয়াছে; বাটীসকল দোলায়মান হওয়াতে গাঢ় নিদ্রিত ব্যক্তিদিগেরও নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছিল। পর দিবস বেলা দশ ঘটিকার সময়ে পুনর্ব্বার কম্প হয়। ব্রহ্মপুত্রের জল বৃদ্ধি হওয়াতে এখানকার বিস্তর শস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

কাশীর কাণ্টোনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেটের আদালত হইতে জরিমানার পুস্তক ও নগদ ৫০ টাকা অপহৃত হইয়াছে। সচরাচর এরূপ হইয়া থাকে, আত্মীয়কে দণ্ড দিবার চেষ্টা হয়, কিন্তু এ ব্যক্তি মুক্ত হইয়াছেন। কাণ্টোনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেটদিগের আদালত হইতে খাতা ও টাকা চুরি করিবার অনেক লোক আছে।

কতগুলি ইংরাজ স্ত্রীলোক এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা ও খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করাইবার নিমিত্ত এক সভা করিয়াছেন। ইহাঁরা এ দেশে স্ত্রীলোক মিসনরি প্রেরণ করিবেন; ইহাঁদিগের যে মূলধন হইয়াছে তাহা হইতে প্রতিবৎসর ৪০,০০০ টাকা আয় হইবে।

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর মফস্বলে গমন করাতে বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভা বন্ধ থাকিল। এটী আর যেন না খুলে।

সম্প্রতি মিস কার্পেণ্টর ইষ্টইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন সভায় এক বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় জেলে কোনপ্রকার উৎকর্ষ হইবার যো নাই। জেলের শাস্তিরক্ষাপ্রণালী অতি জঘন্য। তথায় ধর্ম্মনীতির উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি তন্নিমিত্ত প্রস্তাব করিয়াছেন, চরিত্রসংশোধন জন্য এমত কারাগার (রিফর্ম্মেটার) করা কর্ত্তব্য। আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের এ কথা ভাল লাগে না। দৈনিক বাহিরের শান্তিরক্ষার কথা হইলে একপদেই লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার আজ্ঞা হইত।

প্রধানতম বিচারালয়ের দুই জন নূতন উকীল ভত্রত্য ডিগ্রীনবীশ হইয়াছেন। এটী প্রধান বিচারপতির সুখ্যাতির বিষয়, কিন্তু উচ্চতর বেতনের যাবতীয় পদ ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গিদিগকে দেওয়া হইয়াছে।

র্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন, মিউনিসিপাল লাইসেন্স করের উপরে আবার সরকারী লাইসেন্স কর হওয়াতে লোকের অতিশয় কষ্ট হইতেছে। একথা পূর্ব্বেই উঠিয়াছিল; কিন্তু ব্যবস্থাপক সভা ইহার প্রতি মনোযোগ করেন নাই। আমাদিগের করস্থাপনপ্রণালীর দোষেই কর অধিকতর কষ্টকর হইয়াছে।

আমাদিগকে এক জন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কাপ্তেন হল্ডের যখন প্রধানতম বিচারালয়ে বিচার হইবে, তখন তাঁহার মুক্তি নিশ্চয়। তিনি মুক্ত হইলে তাঁহাকে কোন্ পদে নিযুক্ত করা হইবে? তিনি হয় কোন স্থানের কাণ্টোনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট নতুবা কোন বিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইবেন। কাপ্তেন আইবস্ পরদারগামী হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ইনস্পেক্টরের পদ দেওয়া হইতেছে।

ভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে যাঁহারা দ্রব্য প্রেরণ করেন, কোম্পানি তাঁহাদিগের নিকটে যে মাশুল লন, তাহাতে সকলে অসন্তুষ্ট। ১ লা আগষ্ট অবধি মাশুল আরো বৃদ্ধি হইবে। এতদ্দেশীয় বণিকেরা এ নিমিত্ত এজেন্সি বোর্ডে আবেদন করিয়াছিলেন; তাহাতে কোন ফল না হওয়াতে তাঁহারা লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের নিকটে আবেদন করিয়াছেন। কিন্তু লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর এই আবেদনের প্রত্যুত্তর দান করা উচিত বিবেচনা করেন নাই। শ্যামনগরের হত্যাকাণ্ডের পর গ্রে সাহেবের নিকটে রেলওয়েঘটিত অত্যাচারের প্রতীকার প্রার্থনা করা বৃথা। আবেদনকারিগণ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করুন।

হিন্দুপেট্রিয়ট অবগত হইয়াছেন, আডবোকেট জেনরলের প্রস্তাবানুসারে প্রধানতম বিচারালয়ের নিষ্পত্তিসকল মুদ্রিত করিবার এক নূতন প্রণালী হইতেছে। এ নিমিত্ত এক সভা হইবে। কাউই সাহেব অধ্যক্ষ এবং ডাম্পিয়র ও ষ্টোক্ সাহেব এবং বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সভ্য হইবেন। ইহাঁরা যে রিপোর্ট প্রকাশ করিবেন, ব্যারিষ্টর গুডিব তাহার সম্পাদক ও বাবু মনোমোহন ঘোষ সহকারী সম্পাদক হইবেন। ব্যারিষ্টর উডমান ও ইবান্স আদিম বিভাগের এবং বোর্ক, মেকেঞ্জি, মনোমোহন ঘোষ ও রাজেন্দ্রনাথ মিত্র আপীলবিভাগের রিপোর্ট করিবেন। গবর্ণমেণ্ট এ কার্য্যের নিমিত্ত বার্ষিক ৫০,০০০ টাকা দিবেন। রিপোর্টগুলির বার্ষিক মূল্য ৪৫ টাকা হইবে। মূল্য অধিক হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট যখন এত টাকা দিতেছেন, তখন সহজেই ব্যয় কুলান হইবে। আইনের রিপোর্টের মূল্য যত অল্প হয়, ততই তাহার কাটতি হইয়া থাকে। বার্ষিক ২০ টাকা করিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে।

নিম্নলিখিত সর্দ্দার ও জায়গীরদারদিগের উত্তরাধিকারের সময়ে নজরা না দিতে হইবে না। যে সকল সর্দ্দার ও জায়গীরদারের সহিত সন্ধি হইয়াছে; অথবা যাঁহারা দত্তকগ্রহণের সনন্দ পাইয়াছেন। যে সকল সর্দ্দার ও জায়গীরদার বার্ষিক কর দিয়া থাকেন। ইহাঁদিগের

আর না থাকুক। যে সকল জায়গার...
অথবা কয়েক পুরুষের নিমিত্ত দেওয়া হই...

৩২ এ আষাঢ় মঙ্গলবার।

লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর দুই দিবস হু...
ছিলেন। তিনি কাছারি ও আদালত...
বিদ্যালয়সকল দর্শন করিয়াছেন। চুঁচুড়া...
স্কুল দেখিয়া গ্রে সাহেব বিশেষ আহ্লাদি...
হুগলীকালেজ ও মিসনরি বিদ্যালয় থা...
এই বিদ্যালয়টী স্বাধীন অবস্থায় উ...
চলিতেছে দেখিয়া তিনি বিস্ময় প্রকাশ ক...
গ্রে সাহেব জিজ্ঞাসা করেন, বাবু দুর্গাচর...
ইহার সাহায্য করেন কি না? তিনি অ...
পারিলেন, এই বণিক্ এক জন প্রধান...
কারী। তিনি আরও অবগত হইলেন,...
মিসনরি বিদ্যালয়ে সন্তানদিগকে প্রেরণ ক...
অনিচ্ছু। চুঁচুড়ার হিন্দুস্কুল এক জন...
লোকের যত্নে এত উন্নতি লাভ করিয়া...
ব্যক্তির নাম যদুনাথ দাস।

এডওয়ার্ড কাসিনামক যে সার্জেণ্ট...
হিতে তাহার স্ত্রীকে বধ করে, সামরিক বি...
লয় তাহার এক বৎসর মিয়াদের আজ্ঞা...
কাসির স্ত্রী অতিশয় দুশ্চরিত্র ছিল, সে স্ব...
অত্যন্ত কষ্ট দিত এই নিমিত্ত সার্জেণ্ট এক...
ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাহাকে...
করিয়াছিল। এইসকল বিষয় বিবেচনা ক...
প্রধান সেনাপতি এই হতভাগ্য ব্যক্তিকে...
করিয়াছেন। নিম্ন শ্রেণির ইউরোপীয় স...
কেরা কেমন ভয়ানক তাহা এইসকল...
বশে প্রকাশ করিবে। ইহাদিগের অপেক্ষা...
দিগের নিম্ন শ্রেণির স্ত্রীলোকেরা শতগুণে...

লক্ষ্ণৌ টাইমস টাইমস অব ইণ্ডিয়ার...
শিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতিকার...
টীর প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, "অযো...
তালুকদারেরা বঙ্গদেশের জমীদারদিগের...
স্থায় পতিত হন নাই, এটী তাঁহাদিগের অ...
সৌভাগ্যের বিষয় এবং তন্নিমিত্ত গবর্ণমে...
ধন্যবাদ প্রদান করুন।" কিন্তু মহারাজ মান...
বলেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না থাকাতে ত...
দারেরা যথোচিতরূপে ভূমির উন্নতি করে...
কারণ উন্নতি হইলেই রাজস্ববৃদ্ধি করা হ...
যাহা হউক, তালুকদারগণ যে এত সুখী...
তাঁহারা নিজে জানেন না। লক্ষ্ণৌ টাইমস...
য়াসে জানিলেন, এটী বড় আশ্চর্য্যের বিষয়...

লক্ষ্ণৌয়ে অতিশয় গ্রীষ্ম হইয়াছে। অ...
সরদিগরমি হইতেছে; পশু ও গৃহপালিত...
সকল আতপতাপে প্রাণত্যাগ করিতে...
এপর্য্যন্ত বৃষ্টি হয় নাই। শীঘ্র জল না...
অনেকে লক্ষ্ণৌ হইতে পলায়ন করিবেন।

কতকগুলি লোক সম্প্রতি হাউস অব ক...
এক আবেদন করিয়া বলেন, যাগদাল...
ও বিওড়াবকে বধ করা অতিশয় অন্যায়...
য়াছে। ষ্টুয়ার্ট মিল এই আবেদন প্রদান ক...
আবেদন পাঠ করিবার সময়ে প্রতিনিধিগণ...
বার উচ্চস্বরে হাস্য করিয়া উঠেন। ই...
আর কিছু না হউক, ইংলণ্ডীয় ইংরাজদি...

া কোন ক্রমে বিদেশীয় জাতিসমূহের
কোন প্রকার অত্যাচার করিতে
নহেন।

লিকাতার পুলিষেও প্রহার ও শারীরিক
দিবার প্রথা আছে। সার্জ্জেন্ট হাল নামক
ব্যক্তি পি, এম, ওয়ামসলিনামক এক জন
কে থানায় আনয়ন করিয়া তাহাকে
প্রহার করে যে তাহাতে তাহার হস্ত ভগ্ন
সে কিছু দিন চিকিৎসালয়ে থাকিতে
হয়। প্রহারকারীকে সেসিয়নে সমর্পণ করা
ছে। যাঁহারা লালবাজার দিয়া গমনাগমন
তাঁহারা দেখিতে পান, রাজধানীর ইউরো
পুলিষ প্রহরীরা কি প্রকার সচ্ছন্দতা সহ
লোফারদিগের সহিত সুরাপানে কর-
। মারামারী ও মাতা কাটাকাটী হইতেছে।
দুষ্ট বিড়াল যেমন ইন্দুর দেখিয়াও চক্ষু
করিয়া থাকে, প্রহরী সেই প্রকার অন্য
মুখ ফিরাইয়া চুরট টানিতে থাকে। এই
লোফার প্রহরীদিগের গুণেই হত্যাকারী ও
রা এত নির্ব্বিঘ্নে স্বকার্য্য সাধন করিতেছে।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস বলেন, সম্প্রতি কতক
অস্ত্রধারী গারো আমলি গ্রামে পতিত
কয়েক জন বণিকের সম্পত্তি লুঠ করিয়া
পলায়ন করিয়াছে।

১লা শ্রাবণ বুধবার।

আবার ছিয়াত্তর সাল আসিতেছে; দুর্ভিক্ষ
র বিলক্ষণ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।
র কোন অংশ প্লাবিত হইয়াছে, আবার
অংশে বৃষ্টি নাই। বঙ্গদেশের অনেক স্থানের
নাবস্থা। কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনি
শস্যক্ষেত্র অনাবৃষ্টিনিবন্ধন শুষ্ক হই
। জামালপুর অবধি বক্সারপর্য্যন্ত বৃষ্টি হয়
। কাশী অবধি মৃজাপুরপর্য্যন্ত যৎকিঞ্চিৎ
াছে। কানপুর, এটাওয়া, সেখাবাদ, আলা
াদ ও ফতেপুরে অনাবৃষ্টিনিবন্ধন শস্য
হইতেছে না। দিল্লী হইতে সিমলা পর্য্য
ও এই অবস্থা।

ফ্রান্সিস রাইটনামক এক জন ইউরোপীয়
নাকে পুলিষ ইনস্পেক্টর বলিয়া পরিচয়
কয়েক জন প্রেমার বাজাকে ধৃত করিয়া
/ টাকা উৎকোচ লইয়া মুক্ত করে। এ
কে সেসিয়নে সমর্পণ করা হইয়াছে।
হব ক্রীড়া করিয়াছিলেন বোধ হইতেছে।

মেজর লিজ কমন্স হাউসে প্রবেশ করিবার
পায় আছেন। মেজর লিজ সংবাদে ভারত-
ত্যাগ করিয়াছেন কেন, তাহার অনুসন্ধান
লে বোধ হয় ভাল হয়। তৎসম্বন্ধে অনেক
জনরব উঠিয়াছে।

২রা শ্রাবণ বৃহস্পতিবার।

রঙ্গপুরে বিদ্যাশিক্ষার তাদৃশ অনুশীলন নাই
যুক্ত উকীল পাওয়া ভার। এই হেতু প্রধান
িচারালয় আজ্ঞা দিয়াছেন, ১৮৬৫ অব্দের
আইন অনুসারে উকীলদিগের পূর্ব্বপরীক্ষার
নিয়ম আছে, তাহা উক্ত জেলার ওকালতির

বিকানিয়ারের সীমায় সর্ব্বদা দস্যুবৃত্তি হওয়াতে দস্যুদিগকে দমনে রাখিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট এক জন ব্রিটিশ সৈনিক আফিসরকে নিযুক্ত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

চট্টগ্রামে চার চাস উঠিয়া গেল দেখা যাইতেছে। তিন বৎসর হইল এখানে এই চাস আরম্ভ হয়। ইহার মধ্যে ৯ খান ক্ষেত্র দগ্ধ করা হইয়াছে; অনেক স্থলে চার চারাও উৎপাটিত করিয়া ফেলা হইয়াছে। চা-করেরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন সন্দেহ নাই; কিন্তু এ ক্ষতির নিমিত্ত তাঁহারা আপনারাই দায়ী। চাস আরম্ভ হইবামাত্র মজুরদিগের উপরে অত্যন্ত অত্যাচার করা হয়; অনেক স্থলে পুলিষের সাহায্যে কৃষকদিগের ভূমি কাড়িয়া লইয়া তাহাতে চা বপন করা হয়। কাহাকেও প্রায় বেতন দেওয়া হইত না। দুর্ভাগ্যনিবন্ধন অনেক ইউরোপীয় কর্ম্মচারী ও চা-কর হওয়াতে নালীশ করিলেও তাহার প্রতিকার হইত না। এরূপ স্থলে যে ঐসকল ঘটনা হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

সেনিস পর্ব্বতের উপরের রেলওয়ে সমাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে ইটালি হইতে ফ্রান্সের মধ্যে আল্পস পার হইয়া যাওয়া যায়।

ইংলিসমান বলেন বক্লাদ্বারে অদ্যাপিও ক্রীতদাসের ব্যবসায় চলিতেছে। গবর্ণমেণ্ট ইহা জানিতে পারিয়া বিজনর রাণীকে ৭০০ ক্রীতদাস ও দাসীকে মুক্ত করিতে বাধিত করিয়াছেন।

যেসকল পাদরি সৈনিক শিবিরে নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাদিগকে বাটী প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ৪০২০ ও ২৭০০ টাকা দেওয়া হইবে। প্রতিমাসে প্রথম শ্রেণির চাপলেনদিগের বেতন হইতে ১২০ এবং দ্বিতীয় শ্রেণির চাপলেনদিগের নিকট ৭৫ টাকা কর্ত্তন করিয়া টাকা আদায় করা হইবে। গৃহ প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে কাহার মৃত্যু হইলে কি হইবে?

ক্রফোর্ডনামক যে ব্যক্তির আলাহাবাদের অপর এক জন ইউরোপীয়ের স্ত্রীর সহিত ব্যভিচারদোষে এক বৎসর মেয়াদ হয়, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। এব্যক্তি কয়েদ থাকিলে ইহার স্ত্রীর ভরণ পোষণ চলে না বলিয়া এই অনুগ্রহ করা হইয়াছে। স্ত্রীর কষ্ট হয় বলিয়া কয়েদিদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া যদি যুক্তিসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে আদালত ও জেল উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

কাপ্তেন আইবস মধ্য ভারতবর্ষে এক জন ইনস্পেক্টর হওয়াতে ক্রেণ্ডঅব ইণ্ডিয়া বলেন, পদ্মনারগামিতার মকদ্দমার পূর্ব্বে এই নিয়োগের প্রস্তাব হয়; কিন্তু আইবস সাহেবকে ইনস্পেক্টর করিতে দেওয়া হইবে না; তাঁহাকে রেজিমেণ্টে প্রত্যাগমন করিতে হইবে। তাহ হওয়াই উচিত।

আমরা উক্ত পত্রে দর্শন করিলাম মান্দ্রাজের ষ্টাফ কোরের কাপ্তেন কার সাহেব লঙ সাহেবের ন্যায় দক্ষিণ ভারতবর্ষীয় প্রায় ২০০০ প্রবাদ বাক্য সংগ্রহ করিয়াছেন। কাপ্তেন কার কতকগুলি সংস্কৃত প্রবাদবাক্যও সংগ্রহ করিয়াছেন।

যাবতীয় পদ এতদ্দেশীয়দিগকে প্রদান কর
কেহ তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছে
"আমাদিগের এতদ্দেশীয় সহযোগী
অবগতির নিমিত্ত আমরা বলিতেছি, এতদ্
য়েরা উক্ত পদ প্রাপ্ত হন, এ বিষয়ে আমাদি
আপত্তি নাই। তাঁহারা উন্নত পদ লাভের
হইলে অবশ্য পাইবেন। কিন্তু ইংলণ্ডের
গুলি অল্প লোক যাবতীয় পদ এতদ্দেশীয়দি
প্রদান করিবার যে কথা বলেন, তাহার
বাদ করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। এক
যথার্থ উপযুক্ত ভারতবর্ষীয় কলিকাতায়
তম বিচারালয়ের আসনে আছেন, দে
আমরা আহ্লাদিত হই, মান্দ্রাজ ও বোম্
এ প্রকার কেহ নাই বলিয়া আমাদিগের
হইতেছে। সর দিনকররাও গবর্ণর জেনে
মন্ত্রিসভার এক জন বেতনভোগী সভ
এটী আমাদিগের কামনা। বঙ্গদেশের লেপ
গবর্ণরের যদি মন্ত্রিসভা হয়, তাহা হইলে
জন এতদ্দেশীয়কে তন্মধ্যে গ্রহণ করা আ
গের মত। কিন্তু অনুপযুক্ত ভারতবর্ষীয়ের
মহীসুরের ও অচিহ্নিত কার্য্যের সকল পদ
তাহা হইলে শাসনকার্য্যের বিশেষ ব
হইবে।" আমাদিগেরও ঐ কথা। মধ্যে
উপযুক্ত ইউরোপীয় কর্ম্মচারী থাকেন,
কাহারও অনভিমত নহে। উপযুক্ত এ
কর্ম্মচারীকে পরিত্যাগ করিয়াও অনুপযুক্ত
রোপীয়কে কর্ম্ম দেওয়া হয় বলিয়াই লোক
তুষ্ট।

৩রা শ্রাবণ শুক্রবার।

ডেলিনিউস প্রকাশ করিয়াছেন, দারি
অর্পণ করাতে সিকিমের রাজাকে প্রতি
যে বৃত্তি দেওয়া হয়, গবর্ণমেণ্ট তাহা বৃদ্ধি
বেন। এটী ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন অ
হইতেছে না কি?

উক্ত পত্র বলেন, আলাহাবাদ হইতে
পুর পর্য্যন্তের রেইলওয়ে যেসকল এতদ্
রাজ্য হইয়া গিয়াছে তত্রত্য রাজগণ রেই
পুলিষের ব্যয় দিতে অসম্মত হইয়াছেন।
রেইলওয়ের উপরে তাঁহাদিগের ক্ষমতা
তখন এ ব্যয় গ্রহণ করা অনুচিত।

সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট নি
করিয়াছেন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের
মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের জজ হইবার
আসিবে, তাঁহারা যদি সেই সময়ে থাক
কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, তাহা হইলে ঐ
করিবেন; কিন্তু জজের বেতন পাইবেন।

এপ্রেল মাসে মধ্যভারতবর্ষে ১১,৮৮
টাকা আয় হইয়াছে। ইহার মধ্যে ভূমি
৮,৩৯,২৭৬ টাকা, লবণ হইতে ১,৪৪
টাকা। আবগারী হইতে ৬৩,৩৬১ টা
ষ্টাম্প হইতে ৬২,৪৫০ টাকা আদায় হই
ঐ মাসে ৪,৯৫,৩৫১ টাকা ব্যয় হইয়াছে

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়নে এক
রোপীয় স্বামীর স্ত্রীভক্তির কথা লিখিত
য়াছে। স্ত্রীলোকটী স্বাধীন ধর্ম্মনীতি

তে একটী উপপত্তি করিয়াছিল। উপপত্তি
ল প্রায় একটীতে হয় না। আর একটী
ত প্রথম উপপত্তি ক্রোধান্বিত হইয়া
ক শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এক দিবস
বন্দুক পরিপূর্ণ করিয়া উপপত্নীর নিকটে
করে। পরে এক দল তাহার পদে ও এক
আপনার তলপেটে মারিয়া তাহাকে আহত
এবং আপনি হত হয়। আহত স্ত্রীলোককে
সালয়ে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। তাহার
সকল দোষ মার্জনা করিয়া নিরন্তর তাহার
করিতেছেন। অসভ্য ভারতবর্ষীয় স্বামী
অবশ্যই এমত স্ত্রীকে ত্যাগ করিতেন;
এ ব্যক্তি যথার্থ খৃষ্টীয়ান; এক কালে চপেট
করিলে অপর গাল বাড়াইয়া দেন।

ক্ষ পত্র বলেন, নূতন বিদায়ের নিয়ম হও-
পঞ্জাবের সিবিলিয়ানদিগকে অন্য কোন
শ বদলী করা হইবে না। এটী বড়
সমাচার। পঞ্জাবীদিগের গুণ পঞ্জাবেই
এটী সকলেরই ইচ্ছা।

এক জন ইউরোপীয় সুরাপান করিয়া
ন হওয়াতে দুর্গের প্রবেষ্ট সার্জেন্ট
ক কুলিবাজারের থানায় দিয়া আসে।
লর জেবে ১০ টী টাকা ছিল। সার্জেন্ট
কা ষ্টিবেন্স নামক এক জন ইনস্পেক্টর ও
ইনস্পেক্টর ওয়াইজের পুত্রের হস্তে দিয়া
ন। এ দুই ব্যক্তি ঐ টাকা আত্মসাৎ
ত ইহাদিগকে সেসিয়নে অর্পণ করা হই
লোক্যালদল হইতে পুলিস কর্মচারী যত
নোনীত করা হইবে, তত দিন এ অবস্থা
না। কিন্তু গবর্ণমেন্ট ভাবেন ইউরোপীয়
ই ধর্ম্মের চালা বাঁধিলেন।

৪ঠা শ্রাবণ শনিবার।

তকল্য পোর্টক্যানিঙ কোম্পানির অংশী
র অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। স্কইনহো
সভাপতির আসনগ্রহণ করেন। সিলার
সবান্ধবে উপস্থিত হইয়া আপনার বাঁধা
ড়িয়াছিলেন; কিন্তু অংশিগণ বর্তমান
দিগের উপরেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস প্রকাশ
ছেন। মকদ্দমা চালানও তাঁহাদিগের
ত হইয়াছে। সিলার সাহেব আদালতে
ত এত ভয় পাইতেছেন কেন?

রিষ্টর জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রেবরেণ্ড
হন বন্দ্যোপাধ্যায় খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার ও
দশীয় খৃষ্টীয়ানদিগের স্বত্বরক্ষার নিমিত্ত
ত্তা করিয়াছেন। খৃষ্টীয়ান ব্যতীত আর
এই সভার সভ্য হইতে পারিবেন না।
। এ সভার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিলাম
না। কিন্তু এতদ্দেশীয় খৃষ্টীয়ানগণ দেশের
একাংশ বলিয়া যদি মাতৃভূমির মঙ্গলসাধন
উদ্দেশ্য স্থির করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সুখের
বিষয়।

আমরা ইণ্ডিয়ান একজামিনারনামক এক
খানি নূতন সাপ্তাহিক পত্র পাইয়াছি। পত্রখানি
যেপ্রকারে আরম্ভ হইয়াছে, ঐ ভাব বরাবর
থাকিলে উন্নতিলাভ করিবে সন্দেহ নাই। এক
খানি নিরপেক্ষ ইংরাজী কাগজ থাকা অতিশয়
আবশ্যক।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেন্টের কাগজ
বিক্রীত হইতেছে:—

| | | |
|---|---|---|
| ৪ | টাকার সিকা | ৯৪॥০ । ৯৪৸ |
| ৪ | কোং | ৯৪॥৶ । ৯৪৸ |
| ৫ | পবলিকওয়ার্ক | ১০৫॥০ । ১০৫॥৶ |
| ৫ | ঐ কোং | ১০৯॥ । ১০৯॥৶ |
| ৫॥০ | ঐ কোং | ১১৪৸০ । ১১৫ |

—০:০—

## ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৪ ঠা জুলাই। গত রাত্রিতে আর্টওয়ে
সাহেব কমন্স হাউসে প্রস্তাব করিয়াছেন, এক্ষণে
মহাসভার হস্তে যেপ্রকার কাজের ভিড় দেখা
যাইতেছে, তাহাতে ভারতবর্ষীয় শাসনপ্রণা
লীর উৎকর্ষসাধনবিষয়ক আইনের পাণ্ডুলে
খ্যের বিষয়ের বিবেচনা করা যাইতে পারে
না। আপাততঃ উহা স্থগিত রাখিয়া ষ্টেট
সেক্রেটারির কৌন্সিলসংক্রান্ত পাণ্ডুলেখ্য উপ
স্থিত করা কর্তব্য।

সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোর্ট প্রত্যুত্তরে বলিলেন
এসকল পদ অনিশ্চিতরূপ হইলে লোক পাওয়া
ভার হইবে। তিনি বলিলেন, কৌন্সিলের সভ্য
দিগের অবস্থানঘটিত আইনের পাণ্ডুলেখ্যের
চতুর্থীমাত্র ধারা আছে। তাহার একটা গ্রাহ্য
হইয়াছে। তৃতীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠের প্রতি
প্রায় কোন আপত্তি করা হয় নাই। চতুর্থ
ধারাটী নিয়োগসংক্রান্ত হইতেছে, এটী অন্য
পাণ্ডুলেখ্যের অন্তর্গত করিবার প্রস্তাব
হইয়াছে। অবশিষ্ট ধারাটী কেবল বেতন
সংক্রান্ত। তিনি তন্নিমিত্ত প্রস্তাব করি-
লেন এই অবস্থায় কমিটি দ্বারা পাণ্ডুলেখ্যের
বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত। যখন সভ্যনিয়োগ ও
নূতন ধারা বসাইবার কথা হইবে, তখন
রিপোর্টের সময়ে ইহা করিলে চলিবে। ঐ পাণ্ডু
লেখ্য পঠিত না হইয়া সভা ভঙ্গ হইয়াছে।

গবর্ণমেন্ট সীমাসংক্রান্ত আইনের পাণ্ডু-
লেখ্যসম্বন্ধে যে ব্যবহার করিয়াছেন, তদুপলক্ষে
গত রাত্রিতে লার্ডদিগের হাউসে অতিশয় উৎ
সাহপূর্ণ তর্ক হইয়া গিয়াছে। বোম্বাই ব্যাঙ্ক
ঘটিত আইনের পাণ্ডুলেখ্য বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

৭ ই জুলাই। ক্যান্স হইতে আমেরিকা পর্য্যন্ত
তার পাতিবার নিমিত্ত ফরাশী গবর্ণমেন্ট বারন
আরলেঞ্জর ও জুলিয়স রিউটার সাহেবকে
সম্পূর্ণ ভার ও ক্ষমতা দিয়াছেন।

সর আলেক জণ্ড'র গ্রান্ট এডিনবরা
বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হইয়াছেন।

গত কল্য লার্ডদিগের হাউসে সীমাস
আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। নবস্কোশিয়া
তর্ক হয়। এবিষয়ে অসন্তোষপ্রকাশ করা চা
কিন্তু অনুসন্ধানের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হই
প্রতিনিধি মনোনীত করিবার সময়ে উ
দিলে তাহার বিচার ও দণ্ড এক বিশেষ
লতে হইবে বলিয়া যে ধারাটী হয়, তাহা
কল্য কমন্স হাউসে অগ্রাহ্য হইয়াছে।

১০ ই জুলাই। রাজ্ঞী মহাসভাকে
রোধ করিয়াছেন, সর রবার্ট নেপিয়র ও
বংশীয় সকলকে বাৎসরিক ২০,০০০ টাক
দেওয়া কর্তব্য।

আয় ব্যয়ের হিসাব উপলক্ষে ফরাশী
সভায় যে তর্ক হইয়াছে, তাহাতে মসুর রু
মুন্টিয়ার বলিয়াছেন ফরাশী গবর্ণমেন্ট
রক্ষায় অভিলাষী। ফরাশী সৈন্যগণ সেই
প্রতিভূস্বরূপ রহিয়াছে।

স্পেক্টেটর পত্র বলেন, সর ষ্টাফোর্ড নর্থ
ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল হইয়া কাজ ক
পারিবেন না। গত কল্য ওয়াশিংটন হ
সংবাদ আসিয়াছে; ইহাতে জানা যাইতে
নীচতন্ত্রপ্রিয় দল হোরেশিয় সাইমরকে
পতি ও সেনাপতি ব্লেয়ারকে সহকারী
পতি করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। উভ
এই পদের প্রার্থী হইতে সম্মত হইয়াছে

৮ জুলাই। গত রাত্রিতে কমন্স হ
ফকোর্ড সাহেব ভারতবর্ষের ড
মাসুল বৃদ্ধির প্রসঙ্গ করিয়া কহি
সৈন্যদিগের পক্ষে কম মাসুল
অন্যায় হইয়াছে। এতদুত্তরে ষ্টেট
সাহেব বলিলেন, ডাকের কার্য্য ও কর্মচা
গের ব্যয়বৃদ্ধি হওয়াতে মাসুল বৃদ্ধির প্রয়ো
হইয়াছে। তিনি বলিলেন, মাসুলবৃদ্ধি প
করিয়া ভালই হইয়াছে। এতদ্দ্বারা চারি
টাকা অধিক আদায় হইতেছে। সৈন্যদি
পত্র কম মাসুলে লইয়া যাইবার প্রথারও
সমর্থন করিলেন। সীমাবিষয়ক বিল এবং
লণ্ড ও আয়ারলণ্ডের রিফরম বিল লার্ডদি
হাউসে বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোর্ট নেপিয়রকে
তোক দিয়াছেন।

গত কল্যকার এক টেলিগ্রাম ওয়াশি
হইতে আসিয়াছে। ইহা দ্বারা জানা যাইতে
নীচতন্ত্রপ্রিয় দল আপনাদিগের নিয়মি
রাজনীতি স্থির করিয়াছেন। সকলকে কর
হইবে; গবর্ণমেন্টের কাগজের সুদ ও
নগদ দিতে হইবে, তবে যেখানে অন্য
বন্দোবস্ত আছে, সেখানে তদনুসারে
হইতে পারিবে। যেসকল লোক ইউনা
ষ্টেটে পুরুষানুক্রমে বাস করিয়া তথায় জ
ছেন ও যাঁহারা বিদেশ হইতে আসিয়া
করিয়া দেশবাসী বলিয়া পরিগণিত হই
তাঁহাদিগের স্বত্বের কোন প্রভেদ থাকিবে

# গর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

## লেপ্টনণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী

### নিয়োগ।

৮ ই জুলাই। জে বরুওয়েল সাহেব পুরীর
াশিক্ষাসভার সভ্য ও সেক্রেটারি হইবেন।
জি. কেস সাহেব পুর্নিয়াতে এক জন ডেপুটি
জষ্টেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইয়া দ্বিতীয়
ার অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।
ই জুন অবধি ২৩ এ জুনপর্য্যন্ত লেপ্টনণ্ট
এচ. গার্ণেট সিংহভূমের ডেপুটি কমিসন
কার্য্যের ভার পাইয়াছিলেন।
যত দিন ডাক্তর ডবলিউ. এচ, কেস বিশেষ
ারী কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে থাকিবেন,
দিন লেপ্টনণ্ট ই জি, সিলিঙষ্টোন সিংহভূ
প্রতিনিধি ডেপুটি কমিসনর ও অধস্থ জজ
বেন।
০ ই জুলাই। বাবু উদয়চাদ দত্ত পুরীর চি-
া কর্ম্মচারী হইবেন।
বাবু অন্নদাচরণ কাস্তগিরি মালদহের চি-
া কর্ম্মচারী হইবেম।
ত দিন এ, জে, এলিয়ট সাহেব বিদায়
অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন জে, এফ
ন সাহেব দিনাজপুরের প্রতিনিধি সিবিল
সিয়ন জজ হইবেন।
১০ ই জুলাই। ছাপরার সব রেজিষ্টার বাবু
চরণ বসু কিছু দিনের নিমিত্ত মতিহারিতে
বেন।
বাবু উমাচরন বসুর অনুপস্থানকালে ডেপুটি
ষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ই. এফ ফিশার
ব ছাপরার প্রতিনিধি সব রেজিষ্টার হই
তীয় শ্রেণির সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন কা
নাথ আচার্য্য দুই বৎসরের জন্য মেডিকাল
জের দ্বিতীয় সার্জ্জনের হাউস সার্জ্জন
ন।
১ ই জুলাই। বীরভূম জেলা হইতে সাঁও
পরগণার দক্ষিণাংশপর্য্যন্ত রেইলওয়ের যে
টি আছে, তন্মধ্যে ১৮৫৪ অব্দের ১৮ আইন
ারে বিচার করিবার ভার রাজমহলের
রী কমিসনরকে দেওয়া গেল।
৩ ই জুলাই। যত দিন জে, এ, ক্রফোড
বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত
ার, বি, কক্রেল সাহেব কলিকাতার
নিধি কষ্টম কালেক্টর হইবেন।
ার: বি, কক্রেল সাহেবের অনুপস্থান
আর, এচ, পসি সাহেব হুগলির প্রতি
মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।
ার, এফ, রাম্পিনি সাহেব বাখরগঞ্জের
নিধি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর
ন।
সায়া ও জয়ন্তিয়া পর্ব্বতের অন্তর্গত জকু
সহকারী কমিসনর ১৮৬৮ অব্দের ৯ আইন
রে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

কাপ্তেন এফ, এচ, হুড চট্টগ্রামের এক জন মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা দারজিলিঙের মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

এফ, জে, ডিকেন্স সাহেব।

এচ, ডবলিউ, ডিবেন্স সি, ই,।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা শ্রীহট্টের দাতব্য চিকিৎসালয় চালাইবার সভার সভ্য হইবেন।

এফ. ডবলিউ, বি, পিটসন সাহেব।
জে, সি, বিসি " ।
এচ, এল, জোন্স " ।
মৌলবী আবু মহম্মদ আবদুল কাদের।
আহাম্মদ বক্স মজমদার ।
বাবু বিজয়মাধব মুখোপাধ্যায় ।
স্বরূপচন্দ্র দাস ।

এস. জে, কিলবি সাহেব ময়মনসিংহের সহকারী পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

ডাক্তর এচ, জনষ্টোন মেডিকাল কালেজের চিকিৎসালয়ের প্রতিনিধি হাউস সার্জ্জন হইবেন।

১৪ ই জুলাই। দারজিলিঙের অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর ডবলিউ, সি. মলার সাহেব ১৮৬৮ অব্দের ৯ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

নিম্নলিখিত সহকারী পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট বদলি হইবেন।

জে, এচ, জনষ্টোন সাহেব মেদনীপুর হইতে ২৪ পরগণাতে।

ডবলিউ, কাবেল সাহেব পূর্ণীয়া হইতে মেদনীপুরে।

এচ, জে, উইলকিন্স সাহেব হুগলী হইতে ভাগলপুরে।

রেবরেণ্ড এ, ডবলিউ, আর, ফুইনলান হাবড়ার প্রতিনিধি চাপলেন হইবেন।

এচ, এ, সি. বাউটন সাহেব শিবসাগরের প্রতিনিধি সহকারী পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

শিব সাগরের সহকারী পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট এ, সি, বুষ্ট সাহেব নওগাঁতে বদলী হইয়া তত্রত্য প্রতিনিধি পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

আমাদিগের কালনাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

এখানকার অনেক লোক কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর করিয়া জীবনযাপন করে। যাহাদিগের এরূপ জীবিকা, তাহারা প্রাণপণে আপন আপন মাঠাল জমিগুলির উন্নতিপক্ষে যত্ন করিয়া থাকে। যে রাজকর্ম্মচারীর অনবধানতাদোষে সেইসকল জমির হানি হয়, রাজপুরুষগণের উচিত যে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার করেন। এরূপ লিখিবার তাৎপর্য্য এই যে, কালনা হইতে পাণ্ডুয়াপর্য্যন্ত যে রাস্তাটী গিয়াছে, তাহার

যথাযোগ্য স্থানে সাঁকো (সেতু) না থ
অনেক মাঠাল জমির অনিষ্ট হইতেছে। এ
কার উত্তর সীমায় যেসকল মাঠাল জমি অ
জলের বিশেষ আবশ্যক হইলে তন্নিকটস্থ
বাঁদী নামক পুষ্করিণী হইতে জল লইয়া অ
মত কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ হইত। এক্ষণে
পুষ্করিণীর পশ্চিম দিক দিয়া রাস্তা প্রস্তুত হ
এবং তথায় সাঁকো না থাকায় কৃষক
বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। সত্য বটে যে এ রা
অনেক দিন নির্ম্মিত হইয়াছে, তা
এত দিন ঐ জমিসকলের কোন অনিষ্ট হয়
এখনই কেন হয় কেহ একথা জিজ্ঞাসিলে এ
বলিতে পারি যে পূর্ব্বে এ রাস্তাটী কেবল মৃ
দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল জল আনিবার আ
হইলে এক স্থানে কাটিয়া জল লইয়া
সমাধা করিত। পরে আবার ঐ স্থানটী
রূপ বাঁধাইয়া দিত। এক্ষণে সে রাস্তাটী
করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। আর কাহার
ইহাতে হস্তক্ষেপ করে; সুতরাং এখানে (
বাদীর পশ্চিমে) একটী সাঁকো করিয়া দে
নিতান্ত আবশ্যক। আমরা বর্দ্ধমানের শ্রী
কমিসনর সাহেব মহোদয়কে অনুরোধ করি
অনুগ্রহ করিয়া বর্দ্ধমানের একজিকিউটীব
নিয়ার সাহেবকে এজন্য অনুমতি করেন। ই
ব্যয় অতি সামান্য, কিন্তু অনেক প্রজার বি
উপকার হইবে।

এখানকার অতি নিকট সর্ব্বমঙ্গলার
স্থানে একটা আশ্চর্য্য ঝড় হইয়া গিয়া
একদা বেলা ৩ টার সময় সহসা পূর্ব্বদিক হ
বাতাসটী আগমন করে। যে যে স্থান
গিয়াছে, তথায় যেন প্রকৃত একটী রাস্তা প্র
হইয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে গ্রা
উত্তর সীমায় প্রবল ঝড় বহিয়াছিল কিন্তু দ
দিগের বৃক্ষশাখাও আন্দোলিত হয় নাই। ব
বেগের কথা অধিক কি কহিব, তথায়
বারইয়ারি পূজা হইয়াছিল, বায়ুর প্রবলে
প্রতিমার মস্তক উড়াইয়া প্রায় ৫০ হস্ত
ফেলিয়া দেয়। পাণ্ডাগণ ভয়ে অস্থির। প্রতি
ছিলেন কালী, হইলেন ছিন্নমস্তা, তাহাতে প
গণ ভীত হইতেই পারেন। আশ্চর্য্য ঝড় বটে

অত্রত্য নূতন মুন্সেফ বাবু যাদবচন্দ্র চক্রব
মহাশয়ের বিচারপ্রণালী দেখিয়া সকল
সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ইনি যেমন বহুদর্শী তে
কার্য্যকুশল। এরূপ বিচারপতিদ্বারা গ্রা
শ্রীবৃদ্ধি হয় ও প্রজারা যথার্থ বিচারে ব
হয় না। আমরা প্রার্থনা করি ইনি স্থায়ি
এখানেই অবস্থান করুন।

আবার এখানে লাইসেন্স টাক্সের হাঙ্গাম

কতদিনে এউপদ্রব নিবারণ হইবে তাহা
যায় না।

-:০:-

আমাদিগের কোরহাটিস্থ সংবাদ-
তা লিখিয়াছেন।

। আমরা বিক্রমপুরপুলিষের দুঃসহ অত্যা
ও নানাবিধয়িনী দুর্নীতি প্রদর্শন করিয়া
নিয়ত চীৎকার ও অশ্রুবিসর্জন করিয়া
তেছি ; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ উক্ত পুলিষ
ও প্রকৃতিস্থ হইতেছে না। কর্ম্মচারী মহা
ন কার্য্যতৎপর হইবেন কি, দুরন্ত হাত
রোগই ইহাদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে
াছে। ইঁহারা উক্ত মহারোগের প্রতীকার
রে প্রজাদিগের মঙ্গল ও দেশের শ্রীবৃদ্ধি
নর চেষ্টা পান না, প্রত্যুত সময়ে
তাহাদিগের প্রতি নিরর্থক দৌরাত্ম্য করিয়া
দিগকে যার পর নাই ব্যথিত ও পরিতাপ
করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট কি এই জন্য
পুলিষের সৃষ্টি করিয়াছেন ? এই রূপেই
শের শান্তি স্থাপিত ও সংরক্ষিত এবং
তসমূহ সংশোধিত হইবে ? ইহাই কি
র প্রকৃষ্ট উপায় ? যদি তাহাই হয়, তবে
দের নূতন পুলিষের সাধ মিটিয়াছে। আর
া যেন নিরর্থক ক্রন্দন করিয়া অশ্রুজলে
ান না হই।

প্রায় দুই মাস অতীত হইতে চলিল, ঢাকা
নিবাসের (লিউনেটিক এসাইলাম)
ডাক্তর বাবু রামপ্রসাদ সেন মহাশয় কর্ম্ম
াগ করিয়াছেন। অনেকে বলেন, তিনি
ঞ পরিত্যাগ করিয়া বড় লাভবান হইতে
ন নাই এবং অনর্থক তিনি উহা ত্যাগ
ছেন। আমরা যত দূর জানি, তাহাতে
ত পারি, যাঁহারা ওরূপ বলেন, তাঁহাদের
ন্তু ভ্রম। তিনি উন্মত্তদিগের যথোচিত
সা সম্পাদন করিয়া বাহিরের রোগীদি
আবশ্যকমত চিকিৎসা করিতেন। এই
এত দিন চলিয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি
ের চিকিৎসা করা নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু রাম
বাবু এরূপ আদেশে পরিতুষ্ট হইবার
নন। তিনি বন্ধু বান্ধবদিগের চিকিৎসার
বীয় পদ পরিত্যাগ করিলেন। ইহাতে
পূর্ব্বাপেক্ষা লাভও কম হয় না, অথচ
নেস্তারূপ শৃঙ্খলোন্মুক্ত হইলেন। পদ
রামপ্রসাদ বাবুর পক্ষে অমঙ্গলকর ও
নক হয় নাই।

৩। আমরা অতিশয় সন্তোষসহকারে প্রকাশ করিতেছি, বিক্রমপুরের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ইনস্পেক্টর বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয় ফরিদপুরের এসেসর ডেপুটি কালেক্টরী পদে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করিয়াছেন। গত বর্ষে কর্ত্তব্য কর্ম্মে অসাধারণ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়াই বৈকুণ্ঠ বাবু এসেসরি পদে স্থায়ী হইলেন। বিক্রমপুরের ডেপুটী তত্ত্বাবধায়কের পদে সুযোগ্য বাবু অমৃতলাল গুপ্ত মহাশয়ই নিযুক্ত রহিলেন। অমৃত বাবু এক জন কর্ত্তব্যপরায়ণ লোক তাহায় সন্দেহ নাই। ইনি পরিদর্শন কার্য্যে বিলক্ষণ নিপুণ ; এই বিভাগে ইঁহার স্থায়িত্বে অনেকে প্রীত হইয়াছেন। আমরা ভরসা করি, অমৃত বাবুর দ্বারা বিক্রমপুরস্থ বিদ্যালয়গুলি অল্পকালমধ্যেই সমধিক উন্নত হইবে।

-:০:-

আমাদিগের মজঃফরপুরের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

মজঃফরপুরে এপর্য্যন্ত কিছুমাত্র বৃষ্টি হয় নাই ; উত্তরোত্তর এস্থান অতিশয় ভয়ানক হইয়া উঠিতেছে। আজি কালি যেরূপ গ্রীষ্ম ও রৌদ্রের প্রচণ্ড উত্তাপ, তাহা বর্ণনা করা যায় না। এরূপ গ্রীষ্ম কেহ কখন দেখে নাই। প্রায় ১১ বৎসর গত হইল, এক বার এই রূপ গ্রীষ্ম ও অনাবৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে তৎকালে দ্রব্যাদি যাহার পর নাই, মহার্ঘ্য হওয়াতে প্রায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এবারেরও ঠিক সেই রূপ অবস্থা দেখিয়া পুনরায় দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হইতেছে। নভোমণ্ডলে অদ্যাপি কিছুমাত্র মেঘও দৃষ্ট হয় না ; সুতরাং শীঘ্র যে বারিবর্ষণ হইবে, তাহার আশা নাই। বসন্তকালে যেরূপ পাশ্চাত্য বায়ু হয়, একণে অবিকল সেইরূপ বায়ু বহিতেছে। ওলাউঠা ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত রোগেরও অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

এবারে এখানকার সেসিয়নে ১০ টি মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। জাল কাগের মকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। উক্ত দিগম্বর সাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৫ পাঁচ বৎসর মেয়াদ ও ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। তাম্বিদেরও ৩ তিন বৎসর মেয়াদ হইয়াছে ; অপর ব্যক্তি অব্যাহতি পাইয়াছে। আরও দুইটী সেসিয়নের মকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু একটীতে বিচারপতির কিছু অন্যায় লক্ষিত হইল।

এখানকার নূতন সব রেজিষ্টার সৈয়দ
কুলি খাঁ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

—:০:—

# প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পা
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয় ! গবর্ণমেণ্ট পল্লীগ্রামে চৌকী
টাক্সের নিয়ম প্রচলিত করাতে প্রথমে অনে
আশা করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা দেশের
মঙ্গল সাধিত হইবে ; কিন্তু একণে উহার
দৃষ্টি করিয়া সে আশা দূরে থাকুক, প্রত্যুত
ঘটনাই দেখা যাইতেছে। যে যে গ্রামে
টাক্স প্রচলিত আছে, সেই সেই স্থানে
দির নিবৃত্তি না হইয়া বরং প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট
ইহার বিশেষ কারণ এই, পূর্ব্বে চৌকীদ
তাহাদের সীমার মধ্যে প্রতিগৃহস্থের
মাসিক কিছু কিছু ( পরিমাণে অধিক
বেতন পাইত এবং সেই অনুরোধেই
রাত্রিতে তাহারা গৃহস্থের বাটীর তত্ত্ব লইত
একণে উক্ত টাক্সসংগৃহীত টাকাদ্বারা
মেণ্ট হইতে উহারা বেতন পাইয়া থাকে ; সু
তাহারা আর গৃহস্থের অনুরোধ রাখে না, পু
ন্যায় পাহারাও দেয় না। এরূপ অবস্থায়
স্কারী লোকেরা বিলক্ষণ প্রশ্রয় পাইতে
অপর আমরা শুনিয়াছিলাম যে, চৌকীদারি
হইতে চৌকীদারের বেতনের ব্যয় নির্ব্বাহ
যে টাকা উদ্বৃত্ত হইবে, সেই টাকা ও গবর্ণ
সাহায্যদ্বারা গ্রামের রাস্তা ঘাটপ্রভৃতির উ
সাধন করা হইবে ; কিন্তু তাহার কিছুই
যায় না, কেবল করভারবহনই লোকের
হইয়াছে। মহাশয় ! দৃষ্টান্তস্থলে হুগলি
অন্তঃপাতি গুপ্তিপাড়াকে গ্রহণ করা
গুপ্তিপাড়া একটী জনসমাকীর্ণ ও বিস্তীর্ণ
ঐ গ্রামে মাসিক ৮০ টাকা চৌকিদারি
সংগ্রহ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ৪৯ টাকা
গ্রামের চৌকিদারের বেতনে আর উক্ত
আদায়কারীর বেতনপ্রভৃতিতে ২৩ টাকা
হয়। উদ্বৃত্ত ৮ টাকা গবর্ণমেণ্টের নিকট
থাকে। আট বর্ষ গত হইল গুপ্তিপাড়া
চৌকিদারি কর স্থাপিত হইয়াছে ; কিন্তু
পের বিষয় এই, এপর্য্যন্ত রাস্তা ঘাটপ্র
কোন উন্নতিলক্ষণ লক্ষিত হইল না। গ্রা
পথগুলি পূর্ব্বমত জল ও কর্দ্দমে পরিপূরিত
কেবল একটী মাত্র পথের কিয়দংশ স
হইয়াছে ; কিন্তু তাহাতে গবর্ণমেণ্টের যে

হইয়াছে, তাহার অর্দ্ধেক টাকাতে ঐ পথ
ত হইতে পারে। আরও দুঃখের বিষয়
উক্ত টাক্স আদায়কারীদিগের দৌরাত্ম্য
নায় ব্যবহারে গ্রামস্থ সকলেই বিরক্ত হইয়া
।

গুপ্তিপাড়ানিবাসী
এক জন প্রজা।

—:•:—

পাদক মহাশয়! আপনার সোমপ্রকাশ পত্র
অবগত হইলাম, আমাদের দয়াশীল
রা গবর্ণমেণ্ট না কি শ্রীল শ্রীযুক্ত লেপ্টেনণ্ট
র মহোদয়কে বর্ত্তমান বাঙ্গাল পুলিস
াধন করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।
আমাদের সদ সাধারণের মঙ্গলজনক
ন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা ভীত হই-
ছ যে, কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা পাছে এই সংশোধন
নীটী, কেবল যাঁহারা উচ্চ উচ্চ আসনে
ষ্ট হইয়া ও লম্বা চৌড়া রিপোর্ট লিখিয়াই
াপন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ সেক্রে
বিভাগীয় কমিসনর, জজ মুন্দ ম্যাজিষ্ট্রেট
দের নিকট হইতে মত লইয়াই মীমাংসা
া ফেলেন। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি
হইলে এই সংশোধনপ্রণালী কখনই
দায় হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, অত্যুচ্চ
হইতে অধিক নিম্নের কোন ক্ষুদ্র পদার্থের
দৃষ্টিপাত করিলে তাহা কখনই সুস্পষ্ট
ও পরিচিত হয় না। গবর্ণমেণ্টের যত প্রকার
ধ্যক্ষ আছেন, তন্মধ্যে পুলিসের ন্যায় নিম্ন
ার নাই। এইসকল কর্ম্মচারীর দ্বারাই
নের শান্তিরক্ষা হইয়া থাকে। ইহাদের
াও প্রশস্ত দেখা যায়। অথচ ইহাদের ইন
র জেনেরল অবধি সকলের তুল্য ক্ষমতা।
র কথা কেহই গ্রাহ্য করেন না। যদিচ
ল পুলিস এখনও একেবারে দোষশূন্য
াই, তথাপি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করা
ত পারে, যে এক্ষণে এই শ্রেণীতে অনেক
পক্ষ, উপযুক্ত, ভদ্র লোক প্রবেশক রিয়াছেন
ধ্যক্ষ ইহাদের কথা শুনিলে, বোধ করি,
অপকার হয় না, বরং অনেকাংশে উপ
হইবার সম্ভাবনা। কোন ভূমির উর্ব্বরতা
জানিবার প্রয়োজন হইলে, ঐ ভূমির
কর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেই ভূমির যথার্থ
া সহজে ও উত্তমরূপে অবগত হওয়া
ত পারে। এক জন ভূবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত
কখনই সেইরূপ সহজে ও নিঃসংশয়িত
অবগত হইবার সম্ভাবনা নাই। এরূপ
এই বাঙ্গাল পুলিস সংশোধনপক্ষে, বিভা

গীয় ইনস্পেক্টর পদ অবধি ক্রমশঃ উপরি পদস্থ শান্তিরক্ষকদিগের নিকট হইতে মতগ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে যথার্থ দোষ গুণের মীমাংসা সহজেই সম্পাদিত হইবে। আমি যে কেবল ইহাদিগের মত লইয়াই গবর্ণমেণ্টকে কর্ম্ম করিতে অনুরোধ করিতেছি তাহা নহে, বর্ত্তমান পুলিস শান্তিরক্ষা সংক্রান্ত কোনকোন বিষয়ে কাঠিন্য ও প্রতিবন্ধ অনুভব করিয়াছেন। আর ঐসকল বাধা রহিত করিয়া তাঁহাদিগকে স্বাধীনতা দিলেই বা কতদূর দোষ গুণ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে এই সমস্ত বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া কর্ম্ম করিলে আর কোন দোষ হইতে পারিবে না। যাহা হউক, অদ্য এই পর্য্যন্ত বলিয়াই নিরস্ত হইলাম। আপনার ও আপনার পাঠকবর্গের মত জানিতে পারিলে, এ বিষয়ে লেখনী ধারণে সাহসী হইব। অলমতি বিস্তরেণ।

ফিরোজপুর
১৮৬৮ ৯ জুলাই
কস্যচিৎ
শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ।

—

মহাশয়! গত ২৭ জ্যৈষ্ঠের সোমপ্রকাশের বিবিধসংবাদমধ্যে এক স্থানে দেখিলাম, আপনি লিখিয়াছেন যে "কলিকাতার উপনগরের লোকদিগকে বারুইপুরের মুন্সেফের নিকটে মকদ্দমা করিতে আসিতে হয়, অথচ আলীপুরে দুই জন মুন্সেফ আছেন"। আমি এই বিষয় পাঠ করিবামাত্র বিস্ময়াপন্ন হইলাম এবং মনে মনে ভাবিলাম, গবর্ণমেণ্টের এ কি প্রকার বন্দোবস্ত? কোথায় বারুইপুর আর কোথায় উপনগর? আলীপুরের মুন্সেফের সহিত উপনগরবাসিদিগের কি কোন বিবাদ আছে যে তজ্জন্য তাহাদিগকে আলীপুর ডিঙ্গাইয়া বারুইপুরে যাইতে আদেশ হইয়াছে? গবর্ণমেণ্টের যে কর্ম্মচারী বারুইপুরস্থ মুন্সেফের উল্লিখিতরূপ অধিকার স্থির করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার কি সামান্য বুদ্ধিও নাই? এইরূপ নানা চিন্তা করিবার পর, এক দিবস কলিকাতার উপনগরের পূর্ব্বাংশের কয়েক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহারা দেওয়ানি মকদ্দমা করিবার সময় কোন আদালতে গমন করিয়া থাকেন? তাঁহারা বলিলেন, বারুইপুরের মুন্সেফী আদালতে। সোমপ্রকাশের সংবাদটী যে অযথার্থ নহে, তাহার তৎক্ষণাৎ প্রমাণ পাইয়া আমি অতঃপর কোন আদেশানুসারে উল্লিখিত জঘন্য বন্দোবস্ত রহিয়াছে, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম, কিন্তু অবশেষে জানিতে পারিলাম ঐ জঘন্য বন্দোবস্তের কোন আদেশ নাই। গবর্ণ

মেণ্টের "বাউণ্ডেরি কমিসনর" ইং ১৮
সালের ২২ এ অক্টোবরের "নোটিফিকেশ
দ্বারা (১৮৬৩ সালের ১১ ই নবেম্বরের
কাতা গেজেটের ৩০৭০ পৃষ্ঠা দেখ) নদী
বিভাগের অন্তঃপাতী নদীয়া, যশোহ
২৪ পরগণা এই তিন জেলার মুন্সেফদি
অধিকারসীমা যেরূপ নির্ণীত করিয়া
ছেন, তদ্দ্বারা কলিকাতার উপনগরকে ব
পুরস্থ মুন্সেফের অধীন করা হয় নাই।
নোটিফিকেশনে লিখিত আছে যে, "আ
স্থ মুন্সেফের অধিকার আলীপুর উপবিভাগ
আলীপুর ও অন্যান্য উপবিভাগের সীমা
১৮৬৩ সালের ২ রা মের কলিকাতা গেজে
প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিয়া দেখি
প্রমাণ হইবে, কলিকাতার উপনগর আলী
ভিন্ন অন্য কোন উপবিভাগের অন্তর্গত ন
এতদ্দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে, উক্ত উপ
আলীপুরের মুন্সেফের অধিকারের মধ্যে আ
কিন্তু কি জন্য বারুইপুরের মুন্সেফ ঐ উপনগ
মকদ্দমা সকল গ্রহণ ও বিচার করেন, বুঝি
পারি না। কি গোলযোগ!!! এক প্র
বিজ্ঞাপন (নোটিফিকেশন) অন্য প্রকার ক

সম্প্রতি অবগত হইলাম, বারাসতের মু
মহাশয় দমদমার মকদ্দমাসকল গ্রহণ কর
অসম্মত হইয়াছেন এবং তথাকার লো
গকে বারুইপুরস্থ মুন্সেফের নিকট যাইতে
য়াছেন। এতদ্বিরুদ্ধে দমদমার অনেক ভদ্র
মহামতি লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের সম
এক দীর্ঘ আবেদন করিয়াছেন। দুরস্থিত
পুরে মকদ্দমা করিতে যাইতে হইলে দমদমা
দিগকে কি কি অসুবিধা ও ক্লেশ সহ্য ক
হয়, তাহা তাঁহারা ঐ আবেদনে সুন্দররূপে
করিয়াছেন। উক্ত ১৮৬৩ সালের ২২ এ অ
বরের "নোটিফিকেশন" (বিজ্ঞাপন)
দমদমাকে বারাসতের মুন্সেফের অধি
রাখিতে গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিয়াছেন।
তত্রত্য মুন্সেফ তাহা স্মরণ না করিয়া কি
দমদমার লোকদিগকে বারুইপুরস্থ বিচার
যাইতে বলিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা
না। ভরসা করি গবর্ণমেণ্ট আবেদনকারী
বিষয়ে সুবিচার করিবেন।

সম্পাদক মহাশয়! গবর্ণমেণ্টের "বাউ
কমিসনর" উক্ত "নোটিফিকেশন"
নদীয়া বিভাগান্তর্গত মুন্সেফদিগের অ
সীমা যেরূপ নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন,
অতি উত্তম হইয়াছে। কিন্তু কি আ
স্থানীয় কর্ম্মচারিগণের অনবধানতা প্রযুক্ত

া কার্য্য না হওয়াতে প্রজাগণ বৃথা কষ্ট করিতেছে ও অল্প লক গবর্ণমেণ্টের উপর র অসন্তোষ জন্মিতেছে। উপসংহার বক্তব্য যে, জেলা ২৪ পরগণার জজ সাহেব যেন এক " সারকিউলার " দ্বারা বস্ত নোটিফিকেসনের মর্ম্মানুসারে তাঁহার স্থ মুন্সেফদিগকে তাঁহাদিগের স্ব স্ব অধি সীমা ভালরূপে বুঝাইয়া দেন এবং সর- জেনেরেল আফিসস্থিত " বাউণ্ডেরি নর " মহোদয়ের নিকট হইতে প্রত্যেক কির নকসা আনাইয়া তাহা অধীনস্থ সী আদালতসমূহে রাখিতে আদেশ ; নতুবা, মকদ্দমা করিবার সময় মুন্সেফী ার সীমার গোলযোগনিবন্ধন সর্ব্বসাধা তাঁহার উপরেই সাতিশয় অসন্তোষপ্রকাশ বন. সন্দেহ নাই

লকাতার উপনগর } নি চ ঘু।
া শ্রাবণ ১২৭৫

আমরা হিন্দুপেট্রিয়টে নদীয়ার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ব্যবহারের বিষয় পাঠ করিয়া য়াপন্ন হইলাম। এক দিবস কৃষ্ণনগর কালে কতগুলি ছাত্র ময়দানে ক্রীড়া করিতেছি । ক্রীড়া বন্ধ হইয়াছে এমত সময়ে তত্রত্য ধানীয় জেলদারোগা ডরণসফোর্ডের স্ত্রী দিগকে পুনর্ব্বার ক্রীড়া করিতে বলেন। ঃ তাহাতে অসম্মত হন এবং এক দশক " আমরা ফিরিঙ্গিদিগের কথা শুনি বলিয়াছিলেন। সাহেব এ কথা বিবির শুনিয়া কেনেডিনামক আর এক জনকে া ছাত্রদিগকে প্রহার করেন। বারিষ্টর মনো ন ঘোষের ভ্রাতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মার য়াছিলেন। এ বিষয়ে নালীশ হওয়াতে ষ্ট্রেট বেল সাহেব ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটকে বদন লইতে নিষেধ করেন। ডরণসফোড ক বেল সাহেবের নিকটে গিয়া বন্দোবস্ত য়া আইলেন। বাবু মনোমোহন ঘোষ ও ষ্টর প্রিগরি অর্থীর পক্ষে উপস্থিত হওয়াতে পুটি মাজিষ্ট্রেট বলিলেন, " আমি বিপাকে ড়য়াছি। যখন আমার প্রধান নালীশ লইতে ধ করিয়াছেন, তখন আমি কি করি।" ক পীড়াপীড়ির পর বেল সাহেব নালীশ । প্রত্যর্থিগণ কতক অংশে আপনাদিগের ব স্বীকার করেন। বিচারের সময়ে মাজি- ট অনেক কথা লিখিতে অসম্মত হইয়াছি- ন। তিনি সময়ে সময়ে বারিষ্টরদিগকে বিশেষতঃ মনোমোহনকে অপমানও করিয়াছিলেন। প্রত্যর্থির সাক্ষিগণ মিথ্যা কথা কহিয়াছিল, জেরা করাতে সকলেই পূর্ব্বাপর বিপরীতকথা বলে ; তথাপি মাজিষ্ট্রেট তাহাদিগের জবানবন্দী লিখিতে সম্মত হন নাই। পরিশেষে বারিষ্টরদিগের পীড়াপীড়িতে স্বীকার করেন, এই সাক্ষিগণের কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। অপরাধীদিগের দোষ সপ্রমাণ হওয়াতে ডরণসফোর্ডের ১০০ টাকা ও কেনেডির ২০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। এ মকদ্দমায় আর একটী চমৎকার এই যে, কৃষ্ণনগরের এক জন উকীল অথবা মোক্তার প্রত্যর্থীদিগের পক্ষসমর্থনে উৎসুক হন নাই। ডরণস ফোর্ড অতঃপর অর্থী ও বাবু মনোমোহন ঘোষের নিকটে ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়াছিলেন। মকদ্দমায় যাহা হউক, বেল সাহেবের ব্যবহারদর্শন করিয়া আমাদিগের বোধ হইতেছে, তিনি মাজিষ্ট্রেটের পদের যোগ্য লোক নহেন। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের জানা উচিত ছিল, বিচারসম্বন্ধে তিনি পৃথিবীর কাহারও আজ্ঞানুসারে কাজ করিতে বাধিত ছিলেন না। এই দুই ব্যক্তির চরিত্রের অনুসন্ধান করিয়া উচিত দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রীবিঃ—

১। পূর্ব্বে আপনাকে জানাইয়াছিলাম যে, হিন্দুহষ্টেলের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল, ও শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ এম এ, বি এল, প্রভৃতি কয়েক জন বোডারের যত্নে হিন্দু হষ্টেলে " হষ্টেল ডিবেটিংক্লাব" নামে একটী ইংরেজী সভা স্থাপিত হইয়াছে। অত্রত্য সুবিখ্যাত বক্তা শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় সভাপতিপদে বৃত হইয়াছেন। প্রথম প্রথম সভার আড়ম্বর দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম যে, ইহা স্থায়ী হইয়া হষ্টেলস্থ ছাত্রগণের বহুলপরিমাণে উপকারসাধন করিবে। কিন্তু সভার কয়েক অধিবেশনপরেই আমাদের সে আশা দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় মনে উদিত হইয়া মনেই বিলীন হইয়া গেল। সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট দ্বারকানাথ বাবুর অবস্থান কালেই প্রায় এক মাস বয়ঃক্রমের সময় ঐ সভাটীর মৃত্যু হয়। দ্বারকানাথ বাবু রাসবিহারী বাবু প্রভৃতি একণে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। একণে আমরা বর্ত্তমান সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ও বোডারদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা সচেষ্ট হইয়া সভাটীকে পুনরুজ্জীবিত করুন। হষ্টেল যেরূপ স্থান তাহাতে একটী সভার পন করিয়া রচনা ও ব তাদি শক্তির উৎকর্ষসাধন করা ছাত্রগ পক্ষে অতিশয় আবশ্যক। কিন্তু পূর্ব্বের ন যেন অব্যবস্থিততা প্রকাশ না পায়। আমরা সুযোগে আর একটী প্রস্তাব করিতেছি। এ বিশেষ সভা করিয়া তাহাতে দেশীয় ভা আলোচনা করা আবশ্যক। বিজাতীয় ভাষ পেক্ষা দেশীয় ভাষায় রচনা ও বক্তৃতাদি স গুণে মহোপকারক হইবে। একণে অনে ইংরেজীপ্রিয় হইয়া দেশীয় ভাষার প্রতি শ্রদ্ধ হইয়াছেন ; সুতরাং আমাদের এই প্র বটী যে আশুফলোপধায়ী হইবে, এরূপ হইতেছে না। যাহা হউক আমরা সুপরি ণ্ডেন্ট মহাশয়ের প্রতি নির্ভর করিয়া রহি ভরসা করি তিনি ইহা কার্য্যে পরিণত করিবে

২। অনেক দিন অবধি শুনিতেছি শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচরণ সরকার মহোদয়ের বাহুল্যে হষ্টেলে একটী পুস্তকালয় স্থা হইবে। ছাত্রগণের পাঠোপযোগী বি পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকা তাহাতে থাকি এই প্রস্তাবটী যে মহোপকারক তাহা লেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন ; কিন্তু দুঃ হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে, ইহা এ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হয় নাই। উক্ত জেরীর ব্যয় নির্ব্বাহার্থ চাঁদা করা হইয়াছি অনেকে চাঁদার বহিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন কিন্তু কয়েক জনব্যতীত সকলেই স্ব স্ব মুদ্রা প্রদান করেন নাই। আমরা নির্ব্বন্ধাতি সহকারে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র অঙ্গীকৃত টাকাগুলি প করুন। প্যারী বাবু ও গোপালবাবুও উদ না হইয়া সমীহিত কার্য্যসাধনে তৎপর হ এরূপ বিষয়ে কাল বিলম্ব করা বিধেয় নয় রাজ রাবণকথিত রাজনীতিটী তাঁহাদি স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

৩। পূর্ব্বাপেক্ষা হষ্টেলে থাকিবার ব্য হইয়াছে। দুগ্ধ জল খাওয়া ধোপাপ্রভৃতি ব্যতীত প্রথম শ্রেণীতে ১২ টাকা দ্বি শ্রেণীতে ১১ টাকা ও তৃতীয় শ্রেণীর ১০ হইয়াছে। পূর্ব্বে প্রাবেশিক ফী দিতে হইত কিন্তু একণে ১০ টাকা করিয়া প্রাবেশিক হইবে। ছাত্রবৃত্তিবিহীন মধ্যবিধ ছাত্র পক্ষে ইহা অত্যন্ত কষ্টকর বলিতে হইবে। লের ব্যয়বাহুল্যই এরূপ হইবার কারণ ব নির্দ্দেশিত হয়। একণে বাটী ভাড ১৬০ টাকা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহার আমাদিগের বক্তব্য এই, গবর্ণমেণ্টের

ত হষ্টেল স্থাপন করা উচিত। তাহা হইলে অধিক পরিমাণে ব্যয় হইবে না। ফলে বশ ছাত্রগণের হষ্টেলে থাকাই সুকর হইয়া ছে। প্রাবেশিক ফী একবারে উঠাইয়া া কর্তব্য। যদি বিশেষ কারণ বশতঃ ত হয় অন্ততঃ ৫ টাকা করা উচিত।

হষ্টেল } শ্রীরঃ—

—•—

৪এ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার অবধি ৩রা আষাঢ় য় দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইয়া মাঠ ও পুষ্করিণীপ্রভৃতি সকলই প্লাবিত হই-ল; কিন্তু ৪ঠা আষাঢ় বজ্রপাতস্বরূপ দের আব সবালীর দুই ক্রোশ উত্তরে কেলে া কালন্দী নদীর দক্ষিণ বাঁদের স্থানে হানা পড়িয়া এরূপ প্রবল জলরাশি হিত হইয়াছে যে, তদ্বারা অমরশী, মজর-জু কাঁমুঠা, জলামুঠা, কিশাটালপুর, প্রতা র, পাটাসপুর, প্রভৃতি ১০।১৫ পরগণা ন্ত জলে ডুবিয়া রহিয়াছে। এরূপ প্লাবন া কখন দেখি নাই। এমন কি অশীতিবর্ষ প্রাচীনেরাও কহিতেছেন যে, এরূপ বৃষ্টি ্যা আমরাও কখন দেখি নাই। কেবল যে ষাইর অত্যাচার তাহা নহে। এখানে-নী প্রবাহিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বলের দুর্বর্তিনী সুবর্ণরেখা পশ্চিম দিগ এবং কংসাবতী উত্তরদিগ হইতে প্রবল আসিয়া সগর্বে সহোদরার সহিত মিলিত ছেন। অধিকাংশ গৃহ জলসাৎ হইয়াছে, ষ্ট অকর্মণ্য হইয়াছে অধিকন্ত এই কয়েক ণার মধ্যে এমত কাহার বাসস্থান নাই যে র উঠানে কি ভিত্তিতে জল না লাগিয়াছে। গাদি যে কত মরিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। মনুষ্যও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অনশনে ক কষ্ট পাইতেছে। লোকের নৌকাভিন্ন নও অগ্রসর হইবার যো নাই, তাহাতে রের এমন উপদ্রব হইয়াছে যে, লোকে জলে পা দিতে পারে না। চাউল ত ক্রমে ল্য হইতেছে, তামাক ও তৈলের সের ॥৶ এবং লবণের সের।০ আনার বিক্রীত হই , তাহাও সকল স্থানে পাওয়া যায় না। তরকারি কিছুই নাই, সকলই নষ্ট গিয়াছে। রা যে ধান্য বপন করিয়াছিল তাহা ত রে বিনষ্ট হইয়াছে। বর্তমান বৎসরে পুন ব আবাদ হয় তাহারও সুযোগ দেখি-না। যে হেতুক হানাসকল তদবস্থ রহিয়াছে। ইঞ্জিনিয়রেরা বাঁধিবার কোন উপায় করিতেছেন না। এ প্রদেশ অত্যন্ত নিম্ন ও জলাভূমি, তজ্জন্য প্রায় প্রত্যেক পরগণার চতুর্দিগে সীমাবন্দীস্বরূপ এক একটী বাঁধ আছে। অন্য স্থানের জল আসিলে বাঁদের দ্বারা যেমন উপকার তাহার ভিতরের জল বহির্গত হইতে না পারিলে তেমনই অনিষ্ট ঘটে। জলনির্গমনের যেসকল স্থান আছে তাহাতে লোণা জল উঠিতে না পারে এজন্য গবর্ণমেন্ট হইতে চৈত্রমাসে বাঁদ দেওয়া হয়, কিন্তু বর্ষাকালে তাহা ওভরশীয়রেরা সহজে কাটাইয়া দেন না, এজন্য প্রায় প্রতিবৎসর শস্যের অনেক ক্ষতি হয়। ইঞ্জিনিয়রেরা যদি সর্বদা মফস্বলের কার্য্য দেখেন, তাহা হইলে আর এরূপ দুর্ঘটনা ঘটে না। এ অঞ্চলে অধিকাংশ ক্ষুদ্র ২ জমীদার ও তালুকদার; সুতরাং সময়ে উচিত প্রতিবিধান হয় না। মহাশয়! এ দেশের যে, কি দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহা চক্ষে না দেখিলে বলিবার যো নাই। শুনিলাম কাঁথি ও তমোলুক বিভাগের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদ্বয় বন্যাপীড়িতদিগের যথোচিত সাহায্য করিতেছেন; কিন্তু এপর্য্যন্ত আমাদের এ দিগে আইলেন না। মহাশয়! ঝড়, দুর্ভিক্ষ ও বন্যা এইসকলদ্বারা দেশ ত একেবারে শ্রীহীন হইল, এখন প্রজাগণের মরণভিন্ন গতি নাই। এই দুঃসময়ে প্রজা রক্ষা করা রাজার প্রধান ধর্ম।

মেদিনীপুরের অন্তঃপাতী
বাল্যগোবিন্দপুর } শ্রীঃ—

—:•:—

## মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু বৃন্দাবনচন্দ্র মণ্ডল — বালেশ্বর
১৮৬৮ জুলাই হইতে ৬৯ জুন — ১০
„ „ নবীনচন্দ্র নাগ — মেদিনীপুর
১২৭৫ আষাঢ় হইতে ৭৬ জ্যৈষ্ঠ — ১০
„ „ কেশবচন্দ্র পালচৌধুরী — রাণাঘাট
১২৭৫ আষাঢ় হইতে ৭৬ জ্যৈষ্ঠ — ১০
যদুপতি চট্টোপাধ্যায় — চকদীঘী
১২৭৫ শ্রাবণ হইতে ৭৬ আষাঢ় — ১০
মহেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী — রাজপুর
৫॥০
যদুলাল মল্লিক — পাথুরেঘাটা
১২৭৫ জ্যৈষ্ঠ হইতে ৭৬ বৈশাখ — ১০
হরিশ্চন্দ্র — কাশী
১২৭৫ শ্রাবণ হইতে — ১৮
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় — বংশবাটী
১২৭৫ আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ — ৫॥০
„ „ নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১২৭৫ জ্যৈষ্ঠ হইতে কার্ত্তিক
„ „ গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় চাঁপ
১২৭৫ জ্যৈষ্ঠ হইতে ৭৬ বৈশাখ

—:•:—

## সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে ... স্থলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা, মফস্বলে ডাক সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ... সিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাত্তি চিঠি, ... অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার ... যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই ... দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, ... যেন এক অথবা আধ আনার অধিক ... ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্র... মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি ... শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে ... ইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত ... আসিবে, এক মাসপূর্বে তাঁহাদিগকে ... লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত ... গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহ... একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ ব... যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং ... হইবে।

... মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ... ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রের... বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহ... যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ... করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপং... আনা তাহার পর ৴১০ আনা দিতে হ... যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা... বেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ ... মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ... চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ... ভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাত... প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ

১০ ম ভাগ। ৩৮ সংখ্যা

“ প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং

ক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
ম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা।

সন ১২৭৫ । ১৩ ই শ্রাবণ । ১৮৬৮ । ২৭ এ জুলাই

মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষি
ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৮০

## বিজ্ঞাপন।

যন্ত্রস্থিত।

সত্বরে প্রচারিত হইবে।

| | |
|---|---|
| বিধবাবিবাহ নাটক | ১ |
| রাজা হরিশ্চন্দ্র চরিত্র। | ।০ |
| সাহিত্যদর্পণ ৩ য় পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত | ১ |
| শ্রীহর্ষনৈষধ চরিত্র ১ ম সর্গ নারায়ণী টীকা সহিত | ॥০ |

ক মাসের মধ্যে যাঁহারা গ্রাহক হইবেন অগ্রিম মূল্য দিবেন কেবল তাঁহাদিগকেই সাহিত্য দর্পণ ও নৈষধ এই দুই গ্রন্থের প্রকাশিত নিয়মিতরূপে দেওয়া যাইবে। এক মাসের পর স্বতন্ত্র খণ্ড বিক্রয় করা যাইবে না। একবারে সম্পূর্ণ গ্রন্থ বিক্রয় হইবে।

বিক্রেয় পুস্তক।

| | |
|---|---|
| হেমচন্দ্র কোষ | ১৬ |
| অমর. মেদিনী, ত্রিকাণ্ড শেষ, হারাবলী একত্র বাঁধান | ৩০ |
| মৃচ্ছকটিক নাটক | ১০ |
| শকুন্তলা | ১০ |

কলিকাতা
ঠনঠনে ১৭৭ নং } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

———:০:———

সহস্রমুদ্রা পারিতোষিক।

তদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাই-, যে গত ২ রা চৈত্র আমার ভবনের সম্মুখস্থ গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বিদ্যালয়গৃহের বারান্দার উপর বেপুড় গ্রামবাসী অনুমান ষষ্টিবর্ষীয় বৃদ্ধ নরসুন্দরনামক জনৈক পথিকের যে ভয়ানক হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে, আজি অবধি ছয় মাসের মধ্যে যে ব্যক্তি তাহার হননকারীর অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবে। ছয় মাসের পর এক বৎসরকালমধ্যে অনুসন্ধান করিলে সংবাদদাতাকে ৫০০ পাঁচ শত মুদ্রা প্রদান করা হইবে। অতিশয় আক্ষেপের বিষয় এই, উল্লিখিত দিবস অবধি গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে এবং স্বপক্ষ হইতে নানাবিধ অনুসন্ধান করা হইতেছে; কিন্তু কোনক্রমে কৃতকার্য্য হইতে পারা যাইতেছে না।

পাকোড় রাজধানী
১৮৬৮ সাল
১২ ই জুন } শ্রীগোপীলাল পাড়ে।

গ্রাহকগণের প্রয়োজনহেতু নিম্নলিখিত সংস্কৃত পুস্তকত্রয়ের কিয়দংশ প্রকাশিত হইল। গ্রাহকগণ পূর্ব্ব অবধারিত নিম্ননির্দ্দিষ্ট সম্পূর্ণ মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশে প্রেরণের স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবেক।

মল্লিনাথের টীকা সহিত।

| | | |
|---|---|---|
| শিশুপাল বধ ( মাঘকৃত ) মূল্য | | ৮ |
| রঘুবংশ ( কালিদাসকৃত ) | ঐ | ৫॥০ |
| কিরাতার্জ্জুনীয় ( ভারবিকৃত ) | | ৫॥০ |

বিদ্যার্থিগণের ক্রয়সুবিধার্থ নিম্নলিখিত কতকগুলিন সংস্কৃত পুস্তক দেবনাগরাক্ষরে সটীক মুদ্রণারম্ভ হইবেক। প্রকাশের পূর্ব্বে গ্রাহক ভুক্ত হইলে গীতা বার পৃষ্ঠা অপর প্রতি আট পৃষ্ঠা তিন পয়সার হিসাবে খণ্ডে বা সম্পূর্ণ যেমত প্রকাশিত হইবেক উক্ত নিয়মে মূল্য প্রদান করিলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশে প্রেরণের স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবেক।

ঋতুসংহার। মেঘদূত। শকুন্তলা। নলোদয়। মালবিকাগ্নিমিত্র। বিক্রমোর্ব্বশী। মুদ্রারাক্ষস। রত্নাবলী। মালতীমাধব। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী বা সাংখ্যকারিকা। মহাবীরচরিত। উত্তররামচরিত। মুগ্ধবোধ। দশকুমারচরিতের উত্তরার্দ্ধ। পাণিনি। বসন্ততিলকভাণ। অমরকোষ। শাঙ্কর ভাষ্য, আনন্দগিরি, শ্রীধরস্বামী ও মধুসূদন সরস্বতীর টীকাসহিত শ্রীমদ্ভাগবত। মহাভারত। বিষ্ণুপুরাণ। কাদম্বরী। ভট্টিকাব্য। নাগা... কাব্যপ্রকাশ। চণ্ডক। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

কলিকাতা সংবাদ জ্ঞান
রত্নাকর যন্ত্র নিমতলা
ষ্ট্রীট ৩২ সংখ্যক ভবন। } শ্রীভুবনচন্দ্র ...

—:০:—

বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ ... কোন্না বাগান।

বিক্রয়ের নিমিত্ত।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ... করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন... রিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস্ আরবে...
থনট এবং কো...

—:০:—

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও প... ডাঙ্গা বাজারে আদায় কোম্পানির দোকা... প্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্ত... বিক্রয় হইতেছে:—

| | |
|---|---|
| প্রণীত | মূ... |
| গ্রীসইতিহাস | ১... |
| রোমইতিহাস | |
| ভূষণসার ব্যাকরণ | |
| নীতিসার ( ১ ম ভাগ ) | |
| নীতিসার ( ২ য় ভাগ ) | |
| প্রচারিত। | |
| মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ | |

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্ম...

—:০:—

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ

প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলমাদি...

বা পাওয়া যায়। মফস্বলে যড়ী অনুরি
দি পাঠাইয়া থাকি এবং পুস্তকাদিতে এক
হিসাবে কমিসন দি। যদি কেহ অধিক
দ্রব্যাদি লয়েন তাহা হইলে ✓১০ আনার
র কমিসন পাইবেন।

| | টাকা |
|---|---|
| লেড স্মিথ টৈপট্রিকেল ওয়ার্ক | ৩৸ |
| রেবিয়ান নাইট | ৩৸ |
| পাকটেটার | ৩৸ |
| লেয়ার্স লেকচার | ৩৸ |
| কাসেলস ওয়ার্ক | ৩৸ |
| ং রাজী ভগবৎ গীতা | ২ |
| ং কাদম্বরী | ২ |
| ং হিষ্টরী অফ প্রেশেষইন গ্রেট ব্রিটেন | ২৷৷ |
| শকুন্তলা | ১ |
| বং হিতোপদেশ | ১ |
| পুরুষ পরীক্ষা | ১ |
| নয়লামঞ্জুন | ১ |
| প্রিয়দর্শন | ১ |
| তুরকীর ইতিহাস | ১ |
| নীতিমূল | ৸৹ |
| কায়স্থ দীপিকা | ১ |
| লচীতানন্দ লহরী | ।৹ |
| চৈতন্য চরিত্ত | ১৷৷ |
| বিদগ্ধ মুখমুণ্ডল | ।৶ |
| কলিকাতার মানচিত্র ( উত্তম বাধান ) | ২ |
| জারকাকেলী কৌমদী | ১৷৷ |
| রাম উপাখ্যান | ৷৷৹ |
| ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত ( দ্বিতীয় বার মুদ্রিত ) | |
| মানচিত্র সহিত মূল্য | ।৶৹ |
| সপ্ত কাণ্ড রামায়ণ পদ্য | ১ |
| অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত পদ্য | ২৷৷ |
| শিক্ষাপ্রণালী | ২ |
| গোলকের উপযোগীতা | ৸৹ |
| জানকী নাটক | ১ |
| বীরবাক্য্য বলী | ।৹ |
| বিধবা বঙ্গাঙ্গনা | ৷৷৹ |
| কীচকবধ কাব্য | ৷৷৹ |
| চরীত্ত মঞ্জরী | ১।৹ |
| কবিকঙ্কণ চণ্ডী | ৸ |
| কাশীখণ্ড | ৸ |
| প্রভাসখণ্ড | ১। |
| কলীকৌতুক নাটক | ১ |
| কবিকলাপ | ১ |
| রামাভিষেক নাটক | ১ |
| চন্দ্রবিলাষ নাটক | ১ |

লিকাতা জোড়া- } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়
কো ৬৪ নং } নগদ মুল্যে বিক্রেতা

বঙ্গকামিনী নাটক ( মূল্য এক টাকা ) সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, চীনেবাজারে শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের ৬৮ নম্বর দোকানে এবং সংস্কৃত যন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের নিকটে প্রাপ্য। ক্রেতৃগণকে ২৫ পঁচিশ টাকার হিসাবে কমিসন দেওয়া যায়।

শ্রীহারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়স্য

—:•:—

স্কেলের ব্যবহার ও জরিপী নক্সা প্রস্তুত করিবার নিয়মসম্বলিত বস্তু পরিমাপক বিদ্যা ও জরিপ "কলিকাতা সুকিয়া ষ্ট্রীট মহেশদাসের বাগানে ১৮।১৮ নং বাটিতে এবং সংস্কৃত পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মুল্য কমিসন শুদ্ধ ১ এক টাকা।

শ্রীপ্রসন্নকুমার দানিয়াড়ী।

———

বিক্রয়ার্থ।

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান। সর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সোণা দিয়া নুতন বাঁধান মুল্য ২৫০ টাকা।

শ্রীআনন্দচন্দ্রবেদান্ত বাগীশ।

—:•:—

কাব্য প্রকাশিকা।

এই মাস হইতে প্রকাশিত হইল। ইহাতে সমুদায় কাব্য নাটকাদির দেবনাগর অক্ষরে মুল ও টীকা এবং বাঙ্গলা অক্ষরে বাঙ্গলা অনুবাদ থাকিবে। নিয়মিত গ্রাহকগণেরপ্রতি প্রতি খণ্ডে ।৶০ ছয় আনা এবং প্রত্যেক খণ্ডের ৷৷০ আট আনা মুল্য নির্দ্ধারিত হইল। যাহারা গ্রহণ করিতে অভিলাষ করেন, কামাপুকুর লেন ১৫ নং বি, পি, এমস যন্ত্রে অথবা কালেজ ষ্ট্রীট ১১ নং লাইব্রেরিতে আমার নিকট পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। বিদেশীয় গ্রাহকগণকে স্বতন্ত্র ডাক মাশুল দিতে হইবে।

৩ রা শ্রাবণ } শ্রীবরদাপ্রসাদ মজুমদার।
১২৭৫।

—:০:—

## ইষ্টারণ বেঙ্গাল রেলওয়ে।

রিভার টারমিনস্, অর্থাৎ সিয়াল-
দহ হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত
রেলওয়ের চলাচল
আরম্ভ।

হাটখোলার নিকটবর্ত্তী বাগবাজারে ইষ্টারণ বেঙ্গাল রেলওয়ে কোম্পানির রিভার টারমিনস্ নামক রেলওয়ে, আগামী ৩ রা আগষ্ট বার অবধি দ্রব্যাদি দেওন ও লওন জন্য, খো... যাইবেক।

ইষ্টারণ বেঙ্গাল রেলওয়ে } ফাঙ্কলি...
সিয়ালদহ টারমিনস } প্রেষ্টেজ,
৯ ই জুলাই ১৮৬৮। } এজেণ্ট

-:০:-

প্রবাদমালা।

বঙ্গদেশীয় বিবিধ জনপদ ব্যবহার মুলক... পুস্তক যাহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কলিক... স্কুলবুক সোসাইটীর গবর্ণমেণ্ট পেলেসের... ভবনে প্রার্থনা করিলে পাইতে পারিবে... মুল্য ।✓০ আনা মাত্র।

—:•:—

## নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের জুলাই মাসের ৮ ই... হইতে ১৪ ই পর্য্যন্ত জলের
সপ্তাহিক রিপোর্ট।

| নদীর নাম | ফুট |
|---|---|
| মাথা ভাঙ্গা নদী | |
| মহানার উপর পদ্মানদীতে | ২০ |
| নিজ মহানায় | ৮ |
| তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া | |
| ৪৪ মাইল | ৬ |
| হাট বোয়ালিয়া হইতে আপ্রুকদিয়া | |
| আপ্রুকদিয়া হইতে কৃষ্ণগঞ্জ | |
| ৫০ মাইল | ৬ |
| কৃষ্ণগঞ্জ হইতে হুগলি নদীপর্য্যন্ত | |
| ৩৪ মাইল | ৯ |
| ভাগীরথী। | |
| মহানার উপর পদ্মানদীতে | ২১ |
| মহানায় | ১৪ |
| তথা হইতে জিয়াগঞ্জ | ৭ |
| জিয়াগঞ্জ হইতে কাটোয়া | |
| ৬০ মাইল | ৯ |
| কাটোয়া হইতে নদীয়া | |
| ৭৬ মাইল | ১৫ |
| নদী জলঙ্গী | |
| মহানা | |
| তথা হইতে করিমপুর | |
| ১৯ মাইল | ২ |
| করিমপুর হইতে টিয়াকাটা | |
| ৩৫ মাইল | ৩ |
| টিয়াকাটা হইতে নদীয়া | |
| ৬০ মাইল | ৩ |

সিয়াল মারির মহানা খুলিয়াছে।

সন ১৮৬৮ জুলাই মাসের ১৮ তারিখে... পুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

ফুট
১৩

বহরমপুর } শ্রীযুক্ত টি. হেল উইকস...
১৮ জুলাই } একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র
১৮৬৮ } বহরমপুর ডিবিজন।

ক তত্ত্বাবধান নাই। গবর্ণমেন্ট মধ্য-
না হইলে ভারতবর্ষে শীঘ্র রেলওয়ে
না, অতএব লার্ড ডেলহাউসির প্রাতি
আক্ষেপের বিষয় হয় নাই; কিন্তু
পর কোন শাখা রেলওয়ে অথবা
খননকারী কোম্পানির প্রতি এ
ত প্রদর্শন করা বিধেয় নহে; টেলি
কোম্পানির ত কথাই নাই। মূল-
ামীরা আপন আপন ধন বিনিযো-
করুন; গবর্ণমেন্ট প্রকারান্তরে
উৎসাহ দিতে পারেন দিন, তাহাতে
ত্তি নাই; কিন্তু " তোমাদিগের
হইলে আমরা অংশীদিগকে অন্ততঃ
করা ৫ টাকা দিব" এ প্রকার
জ্ঞা করা গবর্ণমেন্টের আর আব-
হইতেছে না। যাঁহারা যে কাজ
বেন, তাহার লাভালাভফলভোগী
াদিগেরই হওয়া উচিত। উঁহাদি
লাভের নিমিত্ত অন্যকে বিব্রত
বিধেয় হয় না

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট বঙ্গদেশবাসী
বঙ্গদেশীয় সিবিলিয়ানগণ।

যদি কোন জীর্ণ নৌকা জলমগ্ন হয়,
হইলে লোকে বিস্ময়প্রকাশ করেন.
কিন্তু নূতন ও দৃঢ়নির্ম্মিত নৌকা
গর্ভমধ্যে প্রবেশ করিলে লোকে
ল যে বিস্ময়াপন্ন হন এরূপ নয়,
কে তিরস্কার করিতে ত্রুটি করেন
বস্তুতঃ কর্ণধারের দোষব্যতিরেকে
কার দুর্ঘটনা প্রায় ঘটে না। যদি
ন নির্বোধ লোক কোনপ্রকার ভ্রমে
ত হইয়া কাহার অনিষ্টসাধন করে,
কে তাহাকে নির্বোধ বিবেচনা
া তাহার অপরাধ গ্রাহ্য করেন না;
যে ব্যক্তির বিলক্ষণ বুদ্ধি আছে,
মন্দ বুঝিবার ক্ষমতা আছে, সে
জানিয়া শুনিয়া কোন অন্যায় কাজ
, সমাজ তাহার উপরে যার পর নাই

বিরক্ত হন। মেইন সাহেবের শেষোক্ত
ব্যক্তির দশা ঘটিয়াছে। জুলিয়স সর উই
লিয়ম বুকস্টোনকে যে কথা বলি-
য়াছিলেন, মেইন সাহেবের বিষয়ে
সর্ব্বসাধারণে সেই কথা বলিতেছেন,
এমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এপ্রকার গর্হিত কার্য্যে
নিয়োজিত করিবার দৃষ্টান্ত অল্পই দৃষ্ট
হইয়া থাকে। পরমেশ্বর মনুষ্যকে স্বাধীন
ইচ্ছা দিয়াছেন সত্য; কিন্তু বুদ্ধিকে মন্দ
পথগামিনী করিবার কাহারও অধিকার
নাই। দুঃখের বিষয় এই, মেইন সাহেব
এই নিয়মে উপেক্ষা করেন। তাঁহার
আগমনাবধি গবর্ণমেন্টকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে
চিন্তাশীল প্রজাগণের সহিত বিবাদ
করিয়া অন্যায়পক্ষের সমর্থন করিতে
হইতেছে। অন্য অন্য সময়ে গবর্ণমেন্ট
কোন বিষয়ে ভ্রমে পতিত হইলে সরল
হৃদয়ে তাহা স্বীকার করিতেন; কিন্তু মেইন
সাহেবের অসৎপক্ষের সমর্থনবলে গবর্ণ
মেন্ট সেই সদ্গুণে জলাঞ্জলি দিয়াছেন।
কোন কালে গবর্ণমেন্টের সহিত প্রজাদি
গের এরূপ বিচ্ছেদ হয় নাই। ভারতবর্ষীয়
কর্ম্মচারিগণ বরাবর এই বলিয়া গর্ব্ব
করিয়াছেন যে ইংলণ্ডের ন্যায় এখানে
তাঁহাদিগের দল বিশেষের মুখাপেক্ষা
করিয়া কার্য্য করিবার প্রয়োজন হয় না।
দলবিশেষের মুখাপেক্ষার আবশ্য-
কতা না থাকাতেই বেণ্টিঙ্ক, মাল-
কম, মেনরি লরেন্সপ্রভৃতির সদৃশ
মহানুভব ব্যক্তিরা আমাদিগের দৃষ্টিপথে
অবতীর্ণ হন; কিন্তু এক্ষণে উহার সম্পূর্ণ
বৈপরীত্য লক্ষিত হইতেছে। মেইন সাহেব
উহাতে বাতাস দিতেছেন। উহার কি
ফল ফলিতেছে? গবর্ণমেন্ট বারম্বার
অপদস্থ হইতেছেন এইমাত্র। ডিসরেলি
সাহেব ইংলণ্ডে আর ভারতবর্ষীয় গবর্ণ-
মেন্ট ভারতবর্ষে সাধারণ মত পদদ্বারা
দলন করিতেছেন, এই কারণে উভয়েরই
উভয় স্থলে তুল্য সম্মানলাভ হইতেছে

বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরল খৃ
ধর্ম্মের পরম শত্রু মুসলমানদিগের
বঙ্গদেশ ও বঙ্গদেশীয় সিবিলিয়ানদি
ঘৃণা করেন। তিনি ক্রমশঃ এ প্রদে
সিবিলিয়ানদিগকে যাবতীয় প্রধান
হইতে বহিষ্কৃত করিতেছেন। বঙ্গদে
নামে তিনি জ্বলিয়া উঠেন। কাজের
তাঁহার স্কন্ধে; কিন্তু এই অসৎ প্রণা
সমর্থনভার মেইন সাহেবের স্কন্ধে প
হইয়াছে। ভারতবর্ষের শাসনপ্র
লইয়া যেসকল তর্ক হয়, তাহাতে
বার্টল ফ্রিয়ার বঙ্গদেশের সুখ্যাতি ক
বলিয়াছেন, এ দেশের লোকেরা
বিষয়ে পৃথিবীর সর্ব্ব প্রধান জাতির
তিনি মেকলের বর্ণিত বাঙ্গালী চ
অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া এই অভি
ব্যক্ত করিয়াছেন, বাঙ্গালীদিগের
কতক কম বটে; কিন্তু ঐ দোষের
সংশোধন হইয়া আসিতেছে। এপ্র
সভ্য প্রদেশ শাসন এক জন সামান্য
লিয়ানের দ্বারা আর সম্পন্ন হওয়া সম্ভ
নহে। অতএব তিনি বলিয়াছেন, "
অকপটভাবে কহিতেছি, ইউরো
কোন বৃহৎ জাতিকে শাসন কা
যে বুদ্ধি ও পরিশ্রম আবশ্যক হয়,
দেশ শাসনে সেইপ্রকার বুদ্ধি, অ
সায় ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হইতে
সাধারণেরও এই মত। সর জন ল
ও তাঁহার দলের লোকেরা এ প্রশং
বাদ শ্রবণে সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা
অসন্তুষ্ট হইয়াই মৌনাবলম্বী
আছেন, পাঠকগণ এরূপ বিবেচনা
বেন না। তাঁহারা বাঙ্গালী ও বঙ্গদে
সিবিলিয়ানদিগের উন্নতিবিষয়ে
বাধকতাচরণে বিলক্ষণ তৎপ
প্রদর্শন করিতেছেন। মেইন স
এঅংশে সকলকে অতিক্রম করিয়া
তিনি সর বার্টল ফ্রিয়ারের উক্ত বা
প্রসঙ্গে বলেন;—

" বঙ্গদেশ ধনী ও সভ্য স্থান।
নের নিমিত্ত ব্যবস্থাপ্রণয়ন করিতে
ব্যবস্থাপক সভার সভ্যের পদ
দা বাঙ্গালী ও বঙ্গদেশীয় সিবিলি
গকে দিতে হইবে। কিন্তু এই দুই
র এ রূপ ইউরোপীয় ভাব ও সং
হইয়া উঠিয়াছে যে, তাঁহারা কোন
র হইবেন না। লোকের অবস্থা ও
গত ভাব বুঝিয়া কাজ করাই ভারত
াসনের প্রধান মূল-নিয়ম। বাঙ্গালী
দেশীয় সিবিলিয়ানেরা ভারতবর্ষের
অন্য স্থানের প্রতিনিধি নহেন এবং
্য লোকদিগের অভিপ্রায়জ্ঞান ও
কাশে পটু নহেন। তাঁহাদিগের
যেটি ভাল, সেটি সমুদায় ভারত
পক্ষে কোন ক্রমেই শ্রেয়স্কর
না। আমি ভূয়োদর্শনবলে বলি
, ব্যবস্থাপক সভায় অধিকসংখ্য কৃত
বাঙ্গালী গ্রহণের অপেক্ষা বিপদের
আর নাই। তাঁহারা সর্ব্বদাই নূতন
পরিবর্ত্ত ও উৎকর্ষের প্রস্তাব করি-
। যদি ঐ প্রস্তাবগুলি অকপট হয়,
মধ্যে এরূপ অনেক প্রস্তাব
বে, যে বেন্টহাম স্বয়ং সেগুলিকে
ালিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন।"
কয়েক পংক্তিতে মেইন সাহেবের
র ভাব সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হই
। বাঙ্গালীদিগের প্রতি তাঁহার যে
ও ঈর্ষা আছে, তাহা অব্যক্ত রহি-
না। বঙ্গদেশ ধনী; বাঙ্গালী ও
নকার সিবিলিয়ানেরা ইউরোপীয়
তার বিশিষ্ট; অতএব ইহাঁরা ভারত
অন্য স্থান শাসনের পরামর্শ দিতে
ন না। ইহার অর্থ কি? কিসে শীক
হরাষ্ট্রীয়দিগের সুবিধা হয় ইহাঁরা
জানেন না, এই কি ইহার অর্থ
মেইন সাহেব ও সরজন লরেন্স
াতিতে শীক? তাঁহাদিগের কি ইউ-
রোপীয় সভ্যতা ও সংস্কার নাই?
তাঁহারা ভারতবর্ষের অবস্থা যেরূপ বুঝি
বেন, বাঙ্গালীরা কি সেরূপ বুঝিবেন না?
বাঙ্গালীরা যদি পঞ্জাবের সীমার পাঠান
দিগের ন্যায় নিকলসনপ্রভৃতিকে দেব
তার ন্যায় পূজা করিতেন, তাহা হইলে
বোধ হয় তাঁহারা ভারতবর্ষের অবস্থা
বুঝিতে পারিতেন। তাঁহারা ভারতব-
র্ষীয়; কিন্তু ভারতবর্ষীয় হইয়া সভ্য ও
বিদ্বান হইলেই আর তাঁহাদিগের ভার
তবর্ষের অবস্থা বুঝিবার ক্ষমতা থাকে
না। বাঙ্গালীরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর
বিপদের কারণ!! নিয়মবহির্ভূত কর্ম্ম-
চারিগণের পক্ষে সন্দেহ নাই; কারণ
বঙ্গদেশেই তাঁহাদিগের ভুর ভার ভাঙ্গিয়া
যায়। যাঁহারা পঞ্জাবে ও মধ্য ভারতবর্ষে
ইন্দ্রত্ব করিয়াছেন, এখানে তাঁহারা সং
সামান্য সম্মানলাভেও অধিকারী হই-
তেছেন না; অতএব তাঁহারা যে বিদ্বেষ
প্রকাশ করিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয়
নহে। কিন্তু পৃথিবী বলেন, ইতিহাস
স্বীকার করেন এবং ইংলণ্ডীয় সর্ব্বসা
ধারণের মত এই যে এ দেশের লোক সভ্য
ও কৃতবিদ্য হইলেই ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ
উভয়েরই মঙ্গল। নিয়মবহির্ভূত প্রদে
শের অবতারদিগের এপ্রকার মত নয়,
তাঁহাদিগের মতে এদেশীয়দিগের বিদ্যা
শিক্ষা হইলেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হারাইতে
হইবে। এই নিমিত্ত তাঁহারা অল্পবুদ্ধি
পঞ্জাবীদিগের দেশীয় ভাষায় বিশ্ববিদ্যা
লয় করিবার মত লওয়াইয়াছেন।
গবর্ণমেন্টের সকল কাজ ইংরাজীতে
হইবে; তাঁহারা দেশীয় ভাষা অবলম্বন
করিবেন না; কিন্তু প্রজা দেশীয় ভাষা
ভিন্ন আর কিছু জানিবেন না! এটা
সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? হস্ত
পদ বন্ধন করিয়া রাখা হইতেছে, আর
বলা হইতেছে অগ্রসর হও; উপযুক্ত
হইলে তোমাদিগকে সর্ব্বপ্রধান
সকল দেওয়া হইবে। এ বড় কৌতুক
বাক্য। বাঙ্গালীরা এ কথায় ভুলেন
সুতরাং তাঁহারা অত্যন্ত বিপদের ক
সন্দেহ কি? মেইন সাহেব ভারতব
সভাকেও আঘাত করিয়াছেন।
সকল বিষয়েই হস্তক্ষেপ করেন
অনেক সময়ে গবর্ণমেন্টকে আ
স্বীকার করিতে বলেন, তাহা উক্ত
মন্ত্রিদিগের একান্ত কষ্টকর হইয়া
তাঁহাদিগের মনের ভাব এই, তাঁ
পঞ্জাব শাসন করিয়াছেন; দোস্ত ম
খাঁর সহিত সন্ধি করিয়াছেন; ভ
বর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অ
সংখ্যক ইউরোপীয় সৈন্যের অধি
হইয়া দিল্লী আক্রমণ করিয়া
তাঁহাদিগের আবার ভ্রম হইতে পা
যদিও হয় তবে সে ভ্রম ধরিবার
কি বাঙ্গালী ও বঙ্গদেশীয় সি
য়ানগণ?

—:•:—

বিধবা পুত্রবধূকে প্রতিপালন করা শ
রের অবশ্য কর্ত্তব্য কি না?

অধিক দিন অতীত হয় নাই,
তম বিচারালয়ে এই একটী মকদ্দম
য়াছিল, শ্বশুরকে পুত্রবধূর প্রতিপ
করিতে হইবে কি না? বিচার
কেম্প ও লক বলিয়াছিলেন,
অনুসারে তাঁহার এটি করা কর্ত্তব্য;
প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি
কাসন সিদ্ধান্ত করেন, ধর্ম্মনীতিম
এই কর্ত্তব্যতা যতই বলবতী হউক,
এতৎকার্য্যে শ্বশুরকে বাধিত ক
পারেন না। জজদিগের তুল্যাংশে
ভেদ হয়; কিন্তু প্রধান বিচারপ
দিগে মত দিবেন, তাহাই গ্রাহ্য
নিয়ম থাকাতে প্রত্যর্থী শ্বশুর
পুত্রবধূর প্রতিপালনের ভার
মুক্ত হন। কিন্তু এদেশীয়েরা এ সি

ষ্ট হন নাই। তাঁহাদিগের এ অসন্তো-
ষের বিলক্ষণ কারণ আছে।

সর বার্ণেস পিকক এক জন প্রধান
শ্রেণির ব্যবহারাজীব সত্য; কিন্তু
আমরা মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাই, তিনি
হিন্দু আইন ও হিন্দু ব্যবহারের বিষয়ে
প্রায় নিরপেক্ষ হইয়া সিদ্ধান্ত করিতে
পারেন না। তিনি সকল বিষয় ইংরাজী
পক্ষে দর্শন করেন। ইংলণ্ডের আইন
তাঁহার মতে পৃথিবীর আদর্শস্বরূপ,
সুযোগ পাইলে তিনি প্রায় ঐ আইন
এ দেশে প্রচলিত করিবার চেষ্টার ত্রুটি
করেন না। ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষের মকদ্দমা
তাহার একটি প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। প্রধান
বিচারপতি মান্যবরের এক যুক্তিবিরুদ্ধ
ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়া এদেশের কৃষক
দিগকে সামান্য মজুর শ্রেণিতে পরিণত
করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিছু দিন
হইল, তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, যদি
কোন কৃষক জমীদারকে স্বেচ্ছা কর
রূপ টাকা না দিয়া শস্যের এক অংশ
প্রদান করে, সে কোন ক্রমে ১৮৫৯
অব্দের ১০ আইনের ৩ ও ৪ ধারার অভি
প্রেত ফলভোগী হইতে পারে না।
তিনি বলেন, শস্যের মূল্য সকল সময়ে
সমান থাকে না। ১২৫৬ সালে চারি
মণ ধান্যের অর্দ্ধাংশ দুই টাকায় বিক্রীত
হইয়াছে; এক্ষণে তাহার মূল্য চারি টাকা।
ইহাতে প্রকাশ হইতেছে, হার পরিবর্ত
হইয়াছে অতএব প্রজাকে পরগণার
হারে কর দিতে হইবে। প্রধান বিচা
রপতি তর্ককালে বিষম ভ্রমে পতিত হই
য়াছেন। তৎকালে তাঁহার এই বিবে-
চনা করা উচিত ছিল, দ্রব্যের মূল্য
পরিবর্তের অনুসারে টাকার ও
মূল্য পরিবর্ত হইয়া থাকে। ১২৫৬
অব্দের দুই টাকা ও ১২৭৫ অব্দের চারি
টাকার মূল্য সমান। তখন দুই টাকায় যে
দ্রব্য পাওয়া যাইত, এখন সেই দ্রব্য
ক্রয় করিতে চারি টাকা লাগে। মূল্যের অর্থ কি? তাহার কি অপরিবর্ত্তনীয় পরিমাণ নির্দ্ধারিত আছে? আইনে একমাত্র হারের কথা উল্লিখিত আছে। এই হার প্রদর্শন করিতে পারিলে কর বৃদ্ধি হইবে না, যখন দ্রব্যের মূল্যানুসারে টাকার মূল্য নিরূপিত হইতেছে, তখন টাকার অপেক্ষা উৎপন্ন দ্রব্যের অংশ দ্বারা হার স্থির করাই শ্রেয়ঃকল্প হই-তেছে। সর বার্ণেস পিকক স্থির করিয়াছেন জমীদারদিগকে স্বেচ্ছা-নুরূপ করবৃদ্ধি করিতে না দিলে সম্পত্তির মূল্যবৃদ্ধি হয় না। এবিষয়ে ইংলণ্ডের জমীদারদিগের ব্যবহারই তাঁহার আদর্শ, তিনি করবৃদ্ধির পথ পাইলেই প্রায় তাহা করিয়া থাকেন। ফলতঃ তিনি সুবিধা পাইলে হিন্দুশাস্ত্রে ও হিন্দুদি গের ব্যবহারে উপেক্ষা করিতে ত্রুটি করেন না। ইংলণ্ডের উত্তরাধিকার ও দায়ভাগ তাঁহার মতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। ভার তবর্ষীয়দিগকে যেন প্রকারে তদধীনস্থ করা তাঁহার অভিমত। মেইন সাহেব ব্যবস্থাপক সভায় বসিয়া ব্যবহারাজীবের কাজ করিতে আর সর বার্ণেস পিকক বিচারাসনে বসিয়া ব্যবস্থাপকের কাজ করিতে বড় ভাল বাসেন। এই উভয় ব্যক্তির এক বিষয়ে বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে; উভয়েই আপনার নির্দ্ধারিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের সীমাতিক্রমে অতিশয় যত্নবান্। এই কারণ মেইন সাহেবের সরল ভাব এবং প্রধান বিচারপতির অপক্ষ পাতিতার উপরে লোকের তাদৃশ ভক্তি নাই।

শ্বশুরকে বিধবা পুত্রবধূর ভরণ পোষণ করিতে হইবে কি না? ইহা লইয়া পুনর্ব্বার তর্ক আরম্ভ হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণে প্রধান বিচারপতির বাক্যে উপেক্ষা করিতেছেন। নিম্নতর বিচারপতিগণও এ সিদ্ধান্তকে অপসি-
দ্ধান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আ
শ্রবণ করিলাম, সম্প্রতি ২৪ পরগ
উপযুক্ত সদর আমীন বাবু শ্যাম
মুখোপাধ্যায় এই প্রকার একটী মকদ্দ
নিষ্পত্তি করিয়াছেন। তিনি প্রধান বি
রপতির সিদ্ধান্তের অনুসরণ না ক
হিন্দুব্যবহারানুসারে স্থির করিয়াছেন,
রকে পুত্রবধূর প্রতিপালন করিতে হই
এই মীমাংসাই যে সৎ মীমা
সেবিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ না
আমাদিগের দেশে যেপ্রকার বিবা
প্রথা আছে, তাহাতে যুক্তিও পুত্রব
পক্ষাপাতিনী হইতেছে। পুত্রের বি
কালে পিতাই সম্পূর্ণ প্রভুত্ব করে
পুত্রের অর্জ্জনক্ষমতা হউক, আ
হউক, সম্পত্তি থাকুক, না থাকুক ত
তাড়ি বিবাহ দিয়া বসেন। তাহার
সেই পুত্রের মৃত্যু হইলে পুত্রবধূ নি
নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। তখন শ্বশুর
সেই নিরাশ্রয় পুত্রবধূকে প্রতিপা
না করেন, কে করিবে?

বাল্যবিবাহ এদেশের সমা
অঙ্গস্বরূপ হইয়াছে। এটী অনিষ্
তাহা আমরা অস্বীকার করিতেছি

বিচারপতিগণ ব্যবস্থাপক ন
যেপ্রথা প্রচলিত আছে, তদনুসা
তাঁহাদিগকে কাজ করিতে হইবে।
বিবাহ হয়, তখন স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই
পর বিবেচনা করিবার ক্ষমতা জন্মে
মাতাপিতা সন্তানদিগের মঙ্গল অ
আপনাদিগের আমোদেরই অধিক
ষণ করিয়া থাকেন। বিবাহের সময়ে
রাই সর্ব্বে সর্ব্বা হন। কন্যার পিতা জ
তার ক্ষমতার প্রতি দৃষ্টিপাত না ক
বৈবাহিকের সম্পত্তির বিষয় বিবে
করিয়াই সম্বন্ধ স্থির করেন। বরের পি
ভরণ পোষণ করিবেন, অলঙ্কারাদি দি
ইহা স্থির হইলেই বিবাহ হইয়া যে
তিনি খত লিখিয়া না দিন; কিন্তু পর

ক যে অঙ্গীকার করেন তাহা আইন
চুক্তিস্বরূপ হইতেছে। এক ব্যক্তি
এক জনকে টাকা ধার দিলেন ;
র ব্যক্তি যদি সেই খতে জামীন হন,
রালয় তাঁহাকে দাযী করেন কি না ?
হের পূর্ব্বে যে লগ্ন পত্র হয়, তাহাতে
লখিত থাকে ? কন্যাকর্ত্তা ও বর
এই নিয়ম করেন, অমুক দিবসে
ক সময়ে আমরা পরস্পরের কন্যা
কে পরিণয়সূত্রে বদ্ধ করিব। এই
ম ভঙ্গ হইলে যদি কাহার জাতি ও
মের হানি হয়, বর কন্যা অথবা তাঁহা
ার পিতাকে আদালতে দায়ী হন ? এক
স্থলে কি স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে
যে, এক ব্যক্তির কন্যাকে আপনার
ত্রর সহিত বিবাহ দি।। শ্বশুরকে এই
মে বদ্ধ হইতে হয় যে যদি পুত্র
র ভরণ পোষণ আবশ্যক হয়, তাহা
রতে হইবে। যেখানে বিবাহের সময়ে
কন্যা একটী বাক্য ব্যয় করিতেও সমর্থ
পিতা যাহা করেন, তাহাই হয়, সেখানে
তা কি জন্য দায়ী না হইবেন ?
খানে স্বেচ্ছাধীন কাজ হইতেছে না,
খানে যিনি কাজ করাইবেন তাঁহাকে
দী হইতে হইবে এটী কি আইনের মূল
য়ম নহে ? এক ব্যক্তি বলপূর্ব্বক কাহার
কটে খত লইলে সে খত কি গ্রাহ্য
, না সে ব্যক্তি দায়ী হয় ? যিনি
খাইয়া লন, তাঁহাকে দায়ী হইতে হয়।
বার্ণেস পিকক যে ধর্ম্মনীতিসংক্রান্ত
া বলিয়াছেন, এস্থলে তদ্বিষয়েরও
বেচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইতেছে না।
ামাদিগের সামাজিক ব্যবহারকে ধর্ম্ম
ন্ধ হইতে স্বতন্ত্র করা অতিশয় কঠিন।
কান ব্যবহারাজীবের সূক্ষ্ম তর্কে তাহা
া না। যেসকল লোক স্বভাবতঃ অক্ষম,
মাজ যাঁহাদিগকে আপন আপন ইচ্ছা
ত কাজ করিতে দেন না ; আইনে যাঁহা
দগের সম্পত্তিঘটিত স্বত্বের সীমা

করিয়া দিয়াছে ; যাঁহারা শাস্ত্র ও দেশাচারের সম্পূর্ণ পরাধীন তাঁহাদিগের প্রতি যাহা ধর্ম্মনীতিসংক্রান্ত কর্ত্তব্য কর্ম, তাহা আইনসঙ্গতও হইতেছে। যে কথা না বলিলে আমি কোন কাজ করিতাম না সে কথা বলিয়া আমাকে যদি কোন ব্যক্তি কোন কাজ করান, তাহা হইলে তাহার ফলভোগী ও তন্নিমিত্ত দায়ী কোন ব্যক্তি হইবেন ?

—:•:—

### নূতন পুলিষ ও নূতন চোর।

পূর্ব্বে "চোর ও সাধু" এরূপ প্রবাদ বাক্য ছিল। গৃহস্থ জাগরিত হইলে চোর পলায়ন করিত। এখন আর সেকাল নাই। এখন নূতন পুলিষের প্রভাবে "বাঘে ও গরু" এক ঘাটে জল খায়। চোর ও গৃহস্থ দুই সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। বরং গৃহস্থের অপেক্ষা চোরের অধিক সাহস দেখা যাইতেছে। গত মঙ্গলবার আমাদিগের মুদ্রাযন্ত্রের অদূরবর্ত্তী রাজপুরগ্রামে কালীচরণ বারিক নামে এক ব্যক্তির গৃহে কয়েক জন চোর প্রবিষ্ট হয়। চোরেরা গৃহ হইতে সিন্দুক বাহির করিতেছে, এমন সময়ে গৃহস্থ জানিতে পারিল। চোরেরা তৎক্ষণাৎ তাহার সম্মুখীন হইয়া কহিল, "যদি তুমি গোল কর, তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিব।" চোরদিগের হস্তে তীক্ষ্ণ ছুরিকা ছিল। গৃহস্থ প্রাণ ভয়ে নীরব হইয়া রহিল। চোরেরা স্বচ্ছন্দে অভীষ্টসিদ্ধি করিয়া প্রস্থান করিল। এখনকার চোরের কেবল সাহস নয়, আর একটী গুণ বাড়িয়াছে। পূর্ব্বে উহারা গৃহস্থকে "নিদিলি" (নিদ্রাজনক) ঔষধ দিত, এখন উহারা পুলিষ প্রহরীকে ঐ ঔষধ দিতেছে। চোরেরা যখন চৌর্য্য সম্পাদন করে, পুলিষ প্রহরীরা অচেতন হইয়া ঘোর নিদ্রা যায়।

-:•:-

### কলিকাতার পুলিষের ১৮৬৭ অব্দের রিপোর্ট।

ঐ বর্ষে কলিকাতা ও উপনগ
তিনটী হত্যা হয়। ইহার মধ্যে ইহুদি
সুমায়ের হত্যা সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু প
যের অযোগ্যতানিবন্ধন একটীর সাম
দণ্ডভিন্ন আর কিছুই হয় নাই। হত
বিষয়ে কয়েক বৎসরাবধি কলিকা
পুলিষ কিছুই করিতে পারিতেছেন
এনিমিত্ত লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর আ
করিয়া বলিয়াছেন, এ বিষয়ে কমিশন
মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। [ত্রে সা
স্বীকার করিয়াছেন, পর্য্যাপ্তসং
এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিত পুলিষ কর্ম্মচ
অভাবই ইহার কারণ। এক দল
রীকে কেবল অপরাধী অন্বেষণার্থ
উচিত। এ সকল লোককে প্রায়
বেশে ভ্রমণ করিতে হয়। ইউরো
কনষ্টেবলেরা তাহা করিতে পারেন
হিন্দুস্থানী প্রহরীরাও পারেন না।
বর্ষে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা চুরি ও অ
দুর্ঘটনা অল্প হইয়াছে। অল্প লো
সম্পত্তি অপহৃত হয়, কিন্তু ইহার
কাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। সামান
রাধ ও দাঙ্গাপ্রভৃতি বিষয়ে পুলিষ
ক্ষণ যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন ;
হত্যা ও যেসকল পাপকর্ম্ম অতিশয়
সম্পাদিত হয় এবং যাহার আ
য়ার নিমিত্ত অধ্যবসায়, চতুরতা ও
বুদ্ধিতা প্রদর্শনের প্রয়োজন হয়,
তাহার কিছুই করিতে পারেন
ইহার কারণ কি ? হগ সাহেব
স্বীকার করিয়াছেন, কয়েক জন
রেকে ইউরোপীয় কনষ্টেবলেরা
অকর্ম্মণ্য ও দুশ্চরিত্র। লোফার দল
ইহারা মনোনীত হয়। সুরাপান ইহ
স্বভাবসিদ্ধ। হগ সাহেব তন্নিমিত্ত
গের সংখ্যা কমাইয়া বেতনবৃদ্ধি
প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু আম

াশঙ্ক হইতেছে, ইহাতেও ফল হইবে না। নিম্ন শ্রেণির ইউরোপীয়েরা নিম্ন শ্রেণির ভারতবর্ষীয় অপেক্ষা যে অনেক নিকৃষ্ট আমরা তাহার প্রমাণ পাইতেছি। যেখানে ভূরি উৎকোচ সম্পর্ক, সেখানে এই শ্রেণির ইউরোপীয়েরা লোভসম্বরণ করিতে পারে না। অতএব ৪০ জন নিম্ন শ্রেণির ইউরোপীয় কনষ্টেবল না করিয়া কয়েক জন মধ্যম শ্রেণির ইউরোপীয় ইনস্পেক্টর রাখিলে অনেক উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা। হগ সাহেব পুলিস প্রহরীদিগের বাসস্থানের উন্নতিসাধনের যে প্রস্তাব করিয়াছেন, আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি। এক্ষণে যেসকল থানা আছে, তাহা দ্বিতীয় কারাগার বলিলে হয়। প্রহরীদিগের বেতনবৃদ্ধির প্রস্তাবও একান্ত অনুমোদনীয়।

হগসাহেবের রিপোর্ট প্রীতিকর নহে। তিনি নিজে সন্তোষপ্রকাশ করেন নাই, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সন্তুষ্ট নহেন, সর্ব্বসাধারণের ত কথাই নাই। তাঁহার রিপোর্টের একাংশ অতি কৌতুকাবহ হইয়াছে। তিনি বলেন, রাত্রিতে এক কালে সুরাবিক্রয় নিবারণ পুলিসের সাধ্যায়ত্ত নহে। লণ্ডনে এই প্রকার আছে; প্যারিসেও রাত্রিতে গোপনে সুরা বিক্রীত হয়। লণ্ডন ও প্যারিসে রাত্রিতে সুরা বিক্রয় হয় বটে; কিন্তু সেখানকার অপরাধী প্রায় পুলিসের হাত এড়াইতে পারে না। কিন্তু কলিকাতায় তাহার বিপরীত। তিনি এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়াছেন, রাত্রিতে সুরা বিক্রয়ের নিষেধের কারণ এই যে, দুশ্চরিত্র লোকেরা একত্রিত হইয়া দৌরাত্ম্য করিতে না পারে। কলিকাতায় শুঁড়ির দোকানে প্রায় গোলযোগ হয় না। সুরা স্থানান্তরে নীত হইয়া পীত হয়, তাহা তিনি জানেন কি না? যে কাজ শুঁড়ির দোকানে হয় না, তাহা বেশ্যালয়ে ও মাতালের আড্ডায় হইয়া থাকে। সোমপ্রকাশে সর্ব্বাগ্রে এই অনিষ্টের উল্লেখ করা হয়। হগ সাহেব তাহা স্বীকার করিয়া বলেন, এই সংবাদপত্রে শুঁড়ির দোকানের কোন গোলযোগের কথা লিখিত হয় নাই। সত্য; রাত্রিতে সুরা বিক্রয় হওয়াতে উহা হত্যার ও অন্যান্য পাপক্রিয়ার নিদান হয়, এই কথা বলাই আমাদিগের অভিপ্রেত ছিল, শুঁড়ির দোকানে গোলযোগ হয় একথা বলা আমাদিগের অভিমত নহে।

—:০:—

নূতন পুস্তক।

১। লক্ষণমালা। এখানি সংস্কৃত অলঙ্কার গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কাব্যপ্রকাশ, কাব্যাদর্শ, সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি অলঙ্কার গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া ইহার সঙ্কলন করিয়াছেন। আমরা এখানি পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। এখানি মূল গ্রন্থ নয়, সংগ্রহ গ্রন্থ যথার্থ বটে, কিন্তু সংগ্রহকার বুদ্ধিপূর্ব্বক সুপ্রণালীতে ইহার সংগ্রহ করিয়া বিলক্ষণ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। অলঙ্কারের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। যাঁহারা অল্প সময়ে অলঙ্কার শাস্ত্রের স্থূল স্থূল বিষয়গুলি জানিবার অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এখানি মহোপকারক হইবে।

২। হিতশিক্ষা দুই ভাগ। কলিকাতা নর্ম্মালবিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। বালক ও বালিকাদিগের মনোরঞ্জন হইয়া বিবিধ বিষয়ের শিক্ষা হয়, এই উদ্দেশে এখানি প্রণীত হইয়াছে। আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।

৩। বর্ণশিক্ষা দুই ভাগ। এ দুইখানিও উক্ত বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়প্রণীত। বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয় সত্ত্বে নূতনবিধ বর্ণশিক্ষার গ্রন্থপ্রণয়নের প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না।

৪। বঙ্গকামিনী নাটক। এখানি শ্রীযুক্ত বাবু হারানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। বাল্যবিবাহের দোষ কীর্ত্তন করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। বালিকাদিগের অমতে বিবাহ দিলে পরে যে অনিষ্ট ঘটে, তাহা এই গ্রন্থে বিস্তারিত রূপে বর্ণন করা হইয়াছে।

৫। সুশীলানন্দ। ইহাতে একটী গল্প করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু অতুলচন্দ্র রায় ইহার রচনা করিয়াছেন।

৬। বর্ণবোধিনী। এখানিও বালিকাদিগের বর্ণশিক্ষার্থ বিরচিত হইয়াছে।

—:০:—

## বিবিধসংবাদ।

৬ ই শ্রাবণ সোমবার।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন দিন দিন লোকের কষ্টবৃদ্ধি হইতেছে। পিয়র্সন বলেন, যদি শীঘ্র বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে সাধারণের কষ্টনিবারণের উপায় অবলম্বন করিবার নিমিত্ত সর উইলিয়ম মিয়র মফস্বলে গমন করিবেন। ইতিমধ্যে তিনি প্রত্যেক জেলায় শস্যের অবস্থা জানিবার নিমিত্ত টেলিগ্রাফে প্রত্যহ সংবাদ লইতেছেন। পুনর্ব্বার দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা সর্ব্বত্র হইয়াছে।

গত শুক্রবার আর্ম্মানি ঘাটের নিকটে একখানি নৌকা জলমগ্ন হয়। এক জন হতভাগ্য আরোহী নিকটে একখানি নৌকা দেখিয়া তাহার মাঝিকে তাহাকে তুলিয়া লইতে বলে, কিন্তু এ ব্যক্তি সাহায্য না করিয়া যাইতে লাগিল। জলমগ্ন ব্যক্তি তথাপি নৌকার নিকট গেল, কিন্তু এক জন দাঁড়ি তাহাকে দাঁড় দিয়া ঠেলিয়া দিল। আবকারী বিভাগের রাউস সাহেব তখন গঙ্গা পার হইতেছিলেন। তিনি এই নিষ্ঠুরতা দর্শন করিয়া উক্ত ব্যক্তিকে নিজের নৌকায় লইলেন। নির্দ্দয় মাঝি ও তাহার দাঁড়িকে ফৌজদারিতে সমর্পণ করাতে তাহাদিগের এক সপ্তাহ করিয়া মিয়াদ হইয়াছে।

মধ্য ভারতবর্ষের অন্তর্গত সাগরে এক জন ইউরোপীয় সৈনিক জোন্সনামক এক জন ভারতবর্ষীয়কে এক সঙ্গিনদ্বারা গুরুতর আঘাত করাতে সামরিক বিচারালয় তাহার যাবজ্জীবন কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন। মা... জের ষ্টাফকোরের কাপ্তেন জোসেফ কামেল প্যারেডের সময়ে সুরাপানে উন্মত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে সেনাদল হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে। প্রধান সেনাপতি সামরিক বিচারালয়ের আজ্ঞা গ্রাহ্য করিবার সময়ে বলিয়াছে...

...ার দোষের ক্ষমা করিলে সৈনিক সুশৃঙ্খ... ব্যাঘাত জন্মিবে। আলগা দেওয়াতেই ত... অনর্থ বাড়িতেছে।

... লিবরপুল হইতে এ বৎসর বিস্তর লবণ ...াতে অনেক মহাজন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। ...কে ইংলণ্ড হইতে জাহাজ আসিবার পূর্ব্বে ...। ১২৫ টাকা শত করা মণ ক্রয় করিয়াছি... কিন্তু একণে ৮২।৮০ টাকা মূল্য দাঁড়া...ছে।

...কাতার পুলিষ এত অকর্ম্মণ্য কেন, সর্ব্বসা... তাহার প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিয়াছেন, ...া আহ্লাদিত হইলাম, ডেলি নিউস বলি...ন, "ইউরোপীয় প্রহরীরা সুরাপায়ী নাবিক...র দাঙ্গা নিবারণ করিতে পারে বটে, কিন্তু ...নে গোপনে অনুসন্ধান করিয়া অপরাধী ...ক ধৃত করিতে হয়, সেখানে ইহারা কিছুই ...ত পারে না। কোন পল্লীগ্রামে গমন ...মাত্র অপরাধীরা ইউরোপীয় প্রহরীকে ...তে পারে। কিন্তু এতদ্দেশীয় প্রহরীর ...ণ বুঝিয়া উঠা অতিশয় কঠিন। অতএব ... প্রস্তাব করিয়াছেন, অপরাধীদিগকে ধৃত ...র নিমিত্ত এক দল পৃথক এতদ্দেশীয় ... রাখা অতিশয় কর্ত্তব্য হইতেছে। সকলে...ই মত।

উক্ত পত্র বলেন, সিকিমের রাজা ভারত ... গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন ...ত তাঁহার বৃত্তি বৃদ্ধি করিবার অনুরোধ ...সেই অনুরোধানুসারে ষ্টেট সেক্রেটারি ... টাকা হইতে রাজার বৃত্তি ৯০০০ টাকা ...াছেন।

...লাওটন নামক একখানি উর্দ্দু সংবাদপত্র ..., মাড়োয়ার ও সুরুলিতে অদ্যাপিও এই ...আছে, যে স্থলে পীড়াশান্তি হইবার সম্ভা...াই, তথায় পীড়িত ব্যক্তিদিগকে জীবি...ায় সমাহিত করা হয়। কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ...দিগের ভাগ্যে এ প্রকার মৃত্যু রাজপুত...নেক স্থানে ঘটে।

... রেলওয়ের নিম্ন শ্রেণীর ইউরোপীয়েরা ...ঃ ভয়ানক হইয়া উঠিতেছে। সে দিবস ...ার প্রধানতম বিচারালয়ে এক জন এই ... দুরাত্মা একটী স্ত্রীলোকের মৃত্যুর কারণ ...তে দণ্ড পাইয়াছে। আমরা বোম্বাই ...ট পাঠ করিয়া অবগত হইলাম, থল... নিকটে বোম্বাই রেলওয়ের এক জন ইউ...য় কর্ম্মচারী একটী এতদ্দেশীয় খৃষ্টীয়ান ...কে বলাৎকার করিয়াছে। স্ত্রীলোকটী চীৎকার করিয়া উঠে। পার্শ্বের এক শকটে এক জন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি চীৎকার শ্রবণ করেন; কিন্তু শকট দ্রুত যাওয়াতে আপনার শকট হইতে অন্য শকটে যাইতে পারেন নাই। ষ্টেসনে আসিবামাত্র দুরাত্মা গোলে মিশ্রিত হইল। দুর্ভাগ্যনিবন্ধন ব্রাহ্মণ ও স্ত্রীলোকটী তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। রেলওয়ে কর্ম্মচারীদিগের নিমিত্ত পৃথক শকট করিলে কি ভাল হয় না?

৭ শ্রাবণ মঙ্গলবার।

গত শনিবার টাঁকশালের ঘাটে বেরেনিকা প্রেশিয়া নামে একটী খৃষ্টীয়ান যুবতীর মৃত দেহ দৃষ্ট হইয়াছে। এই স্ত্রীলোকটী ডি, আব্রনামক এক ব্যক্তির বাটীর পরিচারিকা ছিল। সে এক জন পুরুষের সহিত পলায়ন করিয়া আসিয়াছিল। স্ত্রীলোকটী হত হইয়াছে এবং পুলিষ হত্যাকারীকে ধৃত করিবার চেষ্টায় আছেন। চেষ্টার কসুর নাই।

ডেলিনিউস বলেন, কলিকাতায় কাবুলীর বণিকগণ জনরব তুলিয়াছেন, মধ্য আসিয়ার যাবতীয় মুসলমান কিছু দিনের নিমিত্ত পরস্পরের সহিত বিবাদ বন্ধ রাখিয়া একবাক্য হইয়া রুশীয়দিগকে তুর্কিস্থান হইতে বহিষ্কৃত করিবার চেষ্টা দেখিবে। কাজে যেরূপ হউক, কথাটী আপাততঃ মুসলমানদিগের শুনিতে মিষ্ট লাগিবে।

উক্ত পত্র অবগত হইয়াছেন, এবৎসরের শেষে মান্দ্রাজের জে, বি, নর্টন সাহেব মেইন সাহেবের পরিবর্ত্তে গবর্ণর জেনরলের কৌন্সিলের আইনসংক্রান্ত সভ্য হইবেন।

উক্ত পত্রের এক জন পত্রপ্রেরক বলেন, অফিসিয়াল আসাইনির হস্তে অনেক দেউলিয়ার সম্পত্তি আছে। কোন মহাজন এই সম্পত্তি লইতে অগ্রসর হইতেছেন না। অতএব তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন, এসকল সম্পত্তি দেউলিয়াদিগের উত্তরাধিকারীদিগকে দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রস্তাবটী যুক্তিসিদ্ধ।

ষ্টেটসেক্রেটারি ভারতবর্ষের যাবতীয় সাহায্যকৃত বিদ্যালয় ও শিক্ষকের সংখ্যা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। শিক্ষকের সংখ্যা কেন? ইহাদিগের বেতন বৃদ্ধির ফুল কি ফুটিয়াছে?

লাহোর ক্রনিকেল শ্রবণ করিয়াছেন, ৫ গণিত ফিউজিলিয়র দলের লেপ্টেনণ্ট নিকল ফিরোজপুরের সহকারী কমিসনর ওয়েকফিলড সাহেবের নামে লাইবেলের নালীশ করিয়াছেন। এক দিন ওয়েকফিলড সাহেব বলিয়াছিলেন, লেপ্টেনণ্ট ফিরোজপুরের কেরিদারগাকে প্রহার করি...লেন। ওয়েকফিলড সাহেব ক্ষমা প্রার্থনা ক... কিন্তু লেপ্টেনণ্ট তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। ... লেপ্টেনণ্টের নামে প্রহারের নালীশ ...য়াছেন। যেখানে দুশ্চরিত্র লোকের ... অধিক, সেইখানেই প্রায় লাইবেলের নালী... যথার্থ দোষী এমন অনেক লোকে এই উ... আত্মদোষ গোপনের চেষ্টা করেন।

কাদাপা ও কামালপুরের মধ্যস্থিত মা... রেলইওয়ের একটী বৃহৎ সেতু বৃষ্টিনি... ভগ্ন হইয়াছে।

আটর্ণীদিগের গত পরীক্ষায় চারি জন ... হইয়াছেন। ইহাদিগের দুইজন ইউরোপী... জন এতদ্দেশীয়। ছয় জন পরীক্ষা দিতে য...

৮ ই শ্রাবণ বুধবার।

শ্যামনগরের হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধ... যে কমিটি নিযুক্ত হন, তাঁহারা আপনাদি... রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন। এখানি স... গোচরার্থ প্রকাশ করা না হয় কেন? ... পেট্রিয়টের বিরুদ্ধে নালীশের শেষ না হে... কি গ্রে সাহেব এখানি বর্দ্ধোজকদিগের ... সমর্পণ করিবেন না? প্রাণনাথ চট্টোপা... কে? কোন ব্যক্তির আজ্ঞানুসারে তিনি ...টিতে উপস্থিত ছিলেন? এটী যেন সর্ব্বস... ধারণকে বলা হয়।

কোন কোন স্থলে প্রধান সদর আমী... মুন্সেফী আপীলী মকদ্দমার পুনর্ব্বিচারের ... প্রেরণ করিবার সময়ে মুন্সেফকে সরে জ... অনুসন্ধান করিবার আজ্ঞা দিয়া থাকেন। ... নতম বিচারালয় বলিয়াছেন, এটী আইন ... এবং মুন্সেফদিগের সম্ভ্রমের হানিকর। স্ব... অনুসন্ধান করিতে গেলে সরকারী কার্য্যের ... হয়। ভবিষ্যতে এরূপ করিতে নিষেধ ক...য়াছে।

এ বার বর্ষা অতিশয় প্রবল। এ বৎসর ... জুলাই পর্য্যন্ত কলিকাতায় ৪৪.১৯ ইঞ্চ... হইয়াছে। পূর্ব্ব ১৪ বৎসরে এ সময়ে গড়ে ... ৫১ ইঞ্চ জল হয়।

সম্প্রতি সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট ভারত... গবর্ণমেণ্টকে মহীশূরবংশীয়দিগের পেন... নিয়মের পরিবর্ত্ত করিবার অনুরোধ করিয়া... টিপু সুলতানের যেসকল পৌত্র ও দৌ... একণে বৃত্তি পান, তাঁহারা তাহাই পাই... কিন্তু তাঁহাদিগের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী... বৃত্তি কমাইয়া দেওয়া হইবে। কেহই ... টাকার অধিক পাইবেন না। পৌত্রী... মৃত্যুর পর, তাঁহাদিগের সন্তানগণকে ... দেওয়া হইবে না।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের স্থানে স্থানে বৃষ্টি হইতে ম্ভ হইয়াছে।

লেপ্টনান্ট ওল্ড্ অনেক বেলা খেলি- । ব্যাঙ্কের লোকে জাল বিলের টাকার না করাতে ওল্ড্ নিজের নৌকা করিয়া তঃ বালি পর্য্যন্ত গমন করেন; তৎপরে কপুরের দিগে আসা হয়। পথে কিঞ্চিৎ হওয়াতে লেপ্টনান্ট মাজিকে কয়েকখানি খণ্ড গঙ্গায় ক্ষেপণ করিতে বলিলেন। র হস্তে ক্ষত থাকাতে সে তাহা পারিল লেপ্টনান্ট নিজে দুইখানি ফেলিলেন, তৃতীয়খানি "হঠাৎ" নৌকার তলায় তে তাহা ভাঙ্গিয়া জল উঠিতে লাগিল। তীরে উঠিবার কথা কহিল; কিন্তু ওলড তে সম্মত হইলেন না; বরং "আমার জ্বর ছে" বলিয়া নৌকা মধ্যে শয়ন করিলেন। ক্র জল উঠিয়া নৌকা ডুবিয়া গেল। লেপ্ট সন্তরণ দিবার নিমিত্ত পূর্ব্বে দুইমিও ট্ লইয়া ছিলেন। উভয়ে সন্তরণ দিতে লেন। মাজি তীরে উঠিয়া এক বাঁশ ইয়া দিয়া প্রভুকে তাহা ধরিয়া উঠিতে ন; কিন্তু তিনি অসম্মত হইয়া তাহাকে সনা করিয়া একখানি ডিঙ্গি আনিতে বলি । মাজি আসিয়া দেখে লেপ্টনান্ট অস্ত হইয়াছেন। ওলড শেষে আলাহাবাদে দিয়া কলিকাতায় আনীত হন।

বিধা পাইলে কেহই ছাড়েন না। নূতন া নিয়ম হওয়াতে এক চিহ্নিত কর্ম্মচারি লইয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট অনেককে হলতা বিদায় দিতে অসম্মত হইয়া- ।

৯ ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার

াদো পর্য্যন্ত, জয়ন্তিয়া ও ছোটনাগপুরের মহলে লাইসেন্স টাক্স গৃহীত হইবে না

• এ জুন পর্য্যন্ত ১০,০৩,৬৫,০৫০ টাকার প্রচলিত থাকে। ইহার প্রতিভূস্বরূপ ৯০,৮৮১ টাকার অমুদ্রিত রৌপ্য, ১,০৯ ১৮ টাকার টাকার অমুদ্রিত স্বর্ণ ও ৩,২৫, ৫৬ টাকার গবর্ণমেণ্টের কাগজ ছিল।

ইংলিসম্যান অবগত হইয়াছেন, বেগম হী নেপালে আছে, তাহাদিগের ওলাউঠা অন্য রোগ হওয়াতে বেগম হজরত নিজ ব্যয়ে একটী বৃহৎ বাসস্থান করিয়া ন। বেগম ভারতবর্ষে প্রত্যাগমনের অনু াইয়াছেন। বোধ হয়, গবর্ণমেণ্ট ইহাতে হইবেন।

নাগপুরের ভূতপূর্ব্ব রাজার দত্তক পুত্র ১৮ ৫৭ অব্দ অবধি বোম্বাইয়ের নিকটস্থ চুচর দ্বীপে বাস করিতেছেন। তিনি কাশীতে বাস করিবার অনুমতির প্রার্থনা করিয়াছেন। দত্তকত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার বিলক্ষণ লাভ হইয়াছে।

থিওডোরের তিনখানি স্বর্ণের মুকুট ও স্বর্ণ খচিত এক পরিচ্ছদ ইংলণ্ডেশ্বরীকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করা হইয়াছে। তাঁহার পুত্রটী ইহার মধ্যে পিতার ধাতু প্রকাশ করিতেছেন। অধিক লোকে পুত্তলিকার ন্যায় দেখিতে আইলে শিশুটী বিরক্তিপ্রকাশ করেন এবং রাজপুত্র বলিয়া একটু গর্ব্ব প্রকাশ করিবার ত্রুটি করেন না।

রাজপুতনার দক্ষিণাংশস্থিত সিরহিতে বৈত নার ঠাকুর অতিশয় দৌরাত্ম্য আরম্ভ করাতে তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য ৫০০০ টাকা পুর স্কার ঘোষণা করা হইয়াছে; আর কয়েকজন ঠাকুরও বিদ্রোহী হইয়াছেন। রাজপুতনায় সর্ব্বদা এইপ্রকার গোলযোগ হইয়া থাকে।

১০ ই শ্রাবণ শুক্রবার।

পঞ্জাবের পর্ব্বতীয় প্রদেশের অন্তর্গত মণ্ডি বালক রাজা এক জন ইংরাজি শিক্ষকের নিকটে সুশিক্ষিত হইয়া গবর্ণর জেনেরলের নিকটে পরীক্ষা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

নাগপুর ও জব্বলপুরের মধ্যস্থিত রাস্তার অবস্থা অতিশয় মন্দ হওয়াতে হাউয়ার্ড প্রকাশ বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, বর্ষার মধ্যে আর ডাকের গাড়ী চালাইতে পারিবেন না। এই রাস্তাটি না সর রিচার্ড টেম্পলের একটী কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ ছিল।

টঙ্কের নবাব আপনার এক জীবনবৃত্তান্তের সহিত লাওয়ার ঠাকুরের মৃত্যুর বিবরণ সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। নবাব বাহাই বক্স আর সিংহাসন পাওয়া ভার। তিনি কেবল কয়েক জন ধূর্ত্ত ইউরোপীয়ের উদর পূর্ণ করিয়া ঋণগ্রস্ত হইতেছেন।

আলবার্ট লাইফ ইন্সুরান্স কোম্পানির নিকটে মৃত ঈশানচন্দ্র বসুর পরিবার রীতিমত চিকিৎসক ও পুলিসের সার্টিফিকেট দিয়া ১০ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া আহ্লাদসহকারে নিজের সেকেলে সুর ধরিয়াছেন। তিনি বলেন, মহীশূরের মৃত রাজার খাতা অনুসন্ধান করাতে মেজর ইবান্স বেলের নামে ১০,০০০ টাকা খরচ লেখা গিয়াছে। ফ্রেণ্ডের অভিপ্রায় এই, মেজর ইবান্স বেলপ্রভৃতি অর্থের নিমিত্ত এতদ্দেশীয় রাজাদিগের সপক্ষতা করেন। ফ্রেণ্ড বৃথা করিয়াছেন। বড় বড় ঘরের মুহুরীরা লোকের নামে খরচ লিখেন; মুরশিদা নবাবের খাতায় বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের টারির নামে এক বার ব্যয় লেখা গিয়া তন্নিমিত্ত কি সেক্রেটারী দায়ী? প্রধ বিচারালয়ের অনেক মোক্তারের খাতায় বিচারপতির সরকারের নামে খরচ লেখা কোন বিবেচক ব্যক্তি এসকল ধূর্ত্ততা বুঝি পারেন?

১১ ই শ্রাবণ শনিবার।

ডেলিনিউস বলেন, বণিকসমাজ কাত্তার উত্তর বিভাগে ড্রেণ করিবার প্রা করিয়া যে আবেদন করেন, তাহা লে গবর্ণর হগ সাহেবের নিকটে রিপোর্টের প্রেরণ করেন। হগ সাহেব স্বমত রক্ষা হেন সন্দেহ নাই। গ্রে সাহেব তদনু আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ভারতবর্ষী র্ণমেণ্টও যে কিছু করিবেন, তাহা বোধ হ ডেলিনিউস বলিয়াছেন, "আমরা কাণ্ড দেখিতেছি, তাহাতে বিলক্ষণ বো তচ্ছে আমাদিগের গবর্ণমেণ্টসমূহের প্রধা চারীদিগের এ বোধ নাই যে, তাঁহারা ইহা নষ্টের দায়ী। ইংলণ্ডীয় লোককে বর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বিষয় অবগত করান কর্ম্ম হইতেছে।" গ্রে সাহেবের যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে তিনি ইউরে ও এতদ্দেশীয় উভয় সম্প্রদায়েরই বিরাগ হইবেন বিলক্ষণ বোধ হইতেছে।

উক্ত পত্র বলেন, হিন্দু রাজাদিগের পুত্র কেবল রাজা উপাধি পাইবেন, এ গবর্ণমেণ্ট কয়েকটী নিয়ম করিয়াছেন। কর্ত্তব্য। এক্ষণে রাজা ও কুমারের ছড় হইতেছে।

বোম্বাই গেজেটের এক জন পত্রপ্রের চারলস জাকসনকে কয়েকটী বিষয়ের অনু করিতে বলিয়াছেন। তিনি যাবতীয় রাকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের অবা গ্রহণ করুন; তাহা হইলে জানিতে পারি অনেকে দেউলিয়া হইয়াছে; কিন্তু উত্তম আছেন; গাড়ী ঘোড়া প্রভৃতিরও অভাব এটী জানা কথা। ইউরোপীয় দেউলিয়া এ প্রাধান্য প্রদর্শন করেন।

---

## ইউরোপীয় সমাচার।

২৫ এ জুন। অদ্যকার মনিটিউর পত্র শান্তিভঙ্গের কোন সম্ভাবনা নাই। প্রিন্স য়ন বুকারেষ্ট নগরে উপনীত হইয়াছেন; কনষ্টান্টিনোপলে যাইতেছেন।

কোম্পানি ইটালীয় গবর্ণমেণ্টের ত্মাকের ইজারা লইয়াছেন। ১৮৬৯

ন্দর যে অকুলান হইবে. এই করে তাহা
র্ণ হইবে।
এজের খালখনকারী কোম্পানির ইংলণ্ড-
ডিরেক্টর লেও সাহেব টাইমসের এক প্রস্তা
ত্যুত্তরস্বরূপ এক পত্র লিখিয়া খালের
ও ভাবী অবস্থার বিষয় বর্ণন করিয়াছেন।
দা কতকগুলি লোক লার্ড ষ্টানলির সহিত
করিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন. সুএজের
ন্ধে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের সন্ধি হওয়া
।
লগ্রেড হইতে সংবাদ আসিয়াছে. সার্বি-
যেসকল প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছেন.
া সকলেই ৮ত রাজকুমার মাইকেলের
ল্ ত্র মিলানের পক্ষ।
ই জুলাই। গত কল্য ক্রিষ্টাল বাগীতে
বাট নেপিয়রকে এক ভোজ দেওয়া হয়।
আপনার আফিসরদিগের সহিত তথায়
করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট
ন্ত বিলের দ্বিতীয় ধারাটী কমিটিতে বিবে
হইতেছে। লার্ড উইলিয়ম হে প্রস্তাব করি
লেন, ষ্টেটসেক্রেটারির কৌন্সিলের পুর্ব্বতন
সভ্যের কার্য্যকাল একরূপ করা উচিত,
সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট আপত্তি করাতে
প্রস্তাব পরিত্যাগ করিয়াছেন। পুর্ব্বতন
ন আর পাঁচ বৎসর বার্ষিক ১৫০০০ টাক
নে কর্ম্ম করিতে পান, এই প্রস্তাবের বিবেচ
সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট সম্মত হইয়াছেন।
য়ে সাহেব প্রস্তাব করেন, ১৫০০০ টাকার
র্কে ১২০০০ বেতন করা উচিত। ৭০
র মতে ও ২৬ জনের অমতে এই সংশোধন
ব গ্রাহ্য হইয়াছে।
বারই ১৮ ই জুলাই। লার্ড উইলিয়ম হে
স অব কমন্সে বলিলেন, বর্ত্তমান টেলিগ্রাফ
যেসকল দেশ হইয়া গমন করিয়াছে, সেই
দেশের সহিত রাজনীতিসংক্রান্ত কোন
াদ ঘটিলে টেলিগ্রাফে সংবাদ পাইবার
াত হইবে। অতএব লোহিত সমুদ্র হইয়া
স্বতন্ত্র টেলিগ্রাফ করা তাঁহার অভিমত।
র ষ্টাফোর্ড নর্থকোট প্রত্যুত্তরে বলিলেন,
রূপ টেলিগ্রাফ ভারতবর্ষপর্য্যন্ত গিয়াছে।
টী তুরস্ক হইতে ভারতবর্ষপর্য্যন্ত; সাইমেন্স
পান প্রুশিয়া, রুশীয়া ও পারস্য হইয়া
য়ুটী করিতেছেন। সাইমেন্স কোম্পানির
গ্রাফের অতি অল্লাংশ অসম্পূর্ণ রহিয়াছে।
অনুমান করেন, আগামী গ্রীষ্মকালের
এই টেলিগ্রাফ সম্পূর্ণ হইবে। সর ষ্টাফোর্ড
কোট বলিলেন, এই টেলিগ্রাফই পর্য্যাপ্ত
ব। এই টেলিগ্রাফ ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের
র্ণ কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিবে। জিবরালটর হইয়া
হিত সমুদ্র দিয়া টেলিগ্রাফ করিবার প্রস্তাব
র মতে আবশ্যক। উপসংহারকালে
ষ্টাফোর্ড নর্থকোট বলিলেন, গবর্ণমেন্ট আর
যুক্ত হইবেন না; অতএব লোহিত সমুদ্রে
টেলিগ্রাফ হয়, তাঁহারা তাহার কোন সাহায্য
য়া ভারতবর্ষের রাজস্ব অপব্যয় করি-
না।
লণ্ডন ১৯ ই জুলাই। ইষ্টইণ্ডিয়া ইউনাই

টেড সার্বিস ক্লব সর রবার্ট নেপিয়রকে এক ভোজ দিয়াছেন। সর বার্টল ফ্রিয়ার ভোজের অধ্যক্ষতা করিয়া সর রবার্ট নেপিয়রের প্রশংসা করিয়া এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সর রবার্ট নেপিয়র প্রত্যুত্তরদানসময়ে বলিয়াছেন, আবি-সিনিয়ার যুদ্ধে বিলক্ষণ প্রকাশ করিয়াছে ভারতবর্ষীয় ও রাজকীয় সেনাদল বরাবর একত্রিত থাকিবে। তিনি বলিলেন, তাঁহাকে লার্ড উপাধি দিবার প্রস্তাব হইয়াছে; কিন্তু তাহা গ্রহণ করিবেন কি না তিনি এ বিষয়ে অনেক চিন্তা করিয়া স্থির করিয়াছেন, এক জন ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারীর স্বরূপ তিনি ইহা লইবেন।

রাজা থিওডোরের পুত্র প্লিমৌথে পঁহুছিয়াছেন।

১৭ ই জুলাই। সর রবার্ট নেপিয়র লার্ড উপাধি পাইয়াছেন।

রাজা থিওডোরের পুত্রকে রাজ্ঞীর নিকটে পরিচিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

২০ এ জুলাই। প্রতিনিধি মনোনীত করিবার সময়ে উৎকোচ দেওয়া হয়, তাহার নিবারণ করিবার বিল হাউস অব কমন্সের কমিটি গ্রাহ্য করিয়াছেন।

সেনাদলের পুনর্ব্বন্দোবস্ত বিষয় লইয়া লার্ডদিগের হউসে তর্ক হইয়া গিয়াছে। কেম্ব্রিজের ডিউক সর হেনরি ষ্টর্কের প্রশংসা করিয়া এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে নির্বিঘ্নে আপন কার্য্য সম্পাদন করিতে দিবেন।

লার্ড ষ্টানলি বলিলেন, অন্য দেশে বাসনিবন্ধন তত্রত্য বাসী বলিয়া পরিগণিত হইবার প্রস্তাবের বিষয়ে লিওনার্ড সাহেব বন্দোবস্ত করিতে সম্মত হইয়াছেন

গবর্ণমেন্ট যেসকল রেলওয়ের প্রতিভূ তাহার ইংলণ্ডীয় অছিরা অংশ ক্রয় করিতে পারেন, এবিষয়ে আয়ার্টন সাহেব আপনার অঙ্গীকৃত বিল অর্পণ করিয়াছেন।

মঙ্গলবার সর রবার্ট নেপিয়র রাজ্ঞীর সহিত ভোজন করিবেন।

শুক্রবার রাজকীয় ইঞ্জিনিয়রগণ তাঁহাকে কাথামে ভোজ দিবেন।

শীঘ্র মহাসভায় নুতন সভ্য মনোনীত করা হইবে, এই আশায় অনেকে প্রার্থী লোকের আনুগত্য করিতেছেন।

আবল বালমস্ বরি বলিয়াছেন, মারুটোলান ইংরাজী জাহাজ দ্বারা অবরোধ করা আইন বিরুদ্ধ; অতএব তাহা রহিত করিবার আজ্ঞা হইয়াছে। সেনাপতি আরবথনটের মৃত্যু হইয়াছে।

২১ এ জুলাই। গতকল্য প্রিন্স অব ওয়েলস সর রবার্ট নেপিয়রের স্মরণার্থ এক ভোজ দিয়াছেন।

পার্লিয়ামেন্টের উভয় বাটী সর রবার্ট নেপিয়রকে ধন্যবাদ করাতে তিনি এক পত্রদ্বারা তাঁহাদিগের নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন।

কর্কের একজন বন্দুকবিক্রেতার দোকান হইয়াছে

কুইন্স টৌন হইতে যেসকল লোক আমে

রিকায় আগমন করিতেছেন, তাঁহাদিগের
কার তল্লাসী লওয়া হইতেছে।
গত রাত্রিতে কমন্স হাউসে আডা
সাহেব গরষ্ট সাহেবের প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে
লেন, সিংহলের লোকদিগের যে কষ্ট হইয়া
তদ্বিষয়ে তিনি তত্রত্য শাসনকর্ত্তার রি
টের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

—:০:—

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

### লেপ্টনন্টগবর্ণরের
### আদেশানুসারী
### নিয়োগ।

৩রা জুলাই। লেপ্টনান্ট যে, জনে
কিফোর্ডের দেওয়ানী কর্ম্মচারীর বিশেষ
কারী হইবেন।
৯ই জুলাই। ১৫ ই জুন অবধি সব
ষ্টান্ট সার্জন আসরফ আলি কিছুদিনের নি
কলিকাতা মেডিকাল কালেজের বাং
শ্রেণির ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক হইয়াছেন।
১৪ ই জুলাই। যত দিন এম, বি, রচে
সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন,
দিন ডবলিউ. এল. এস. ফর্ব্বস সাহেব হুগ
প্রতিনিধি পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।
১৫ ই জুলাই। মুঙ্গেরের ডেপুটী মাজি
ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী ওয়াজিউল্লা
শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন
কলিকাতার প্রতিনিধি কষ্টম কালেক্টর
সি, কক্রেল সাহেব নিজ পদগুণে ল্যা
প্রিসিপ্ত মাষ্টর ও হইবেন।
১৬ ই জুলাই। যতদিন জে. আর, ম
সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকি
ততদিন এচ. হাবিক সাহেব পুর্ণিয়ার
নিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজ হইবেন।
জে, এফ ব্রৌণ সাহেব মুর্শিদাবাদের
নিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।
১৭ ই জুলাইয়ের গেজেটে তাঁহাকে দি
পুরের প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজ
নিযুক্ত করিবার যে বিজ্ঞাপন হয় তাহ
হয়া রহিত করা গেল।
যতদিন জে. এফ, ব্রৌণ সাহেব উ
না হন, ততদিন মুরশিদাবাদের প্রতিনিধি
মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি, এ,
সাহেব তত্রত্য প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও
ক্টর হইবেন।
যতদিন এ, জে, এলিয়ট সাহেব বিদায়
অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন ডবলিউ
সাহেব দিনাজপুরের প্রতিনিধি সিবিল ও
য়ন জজ হইবেন।
কর্ণেল সাহেবের অনুপস্থানকালে ড
এম, সাউটার সাহেব ষ্টাম্প ও ষ্টেসনরির
নিধি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।
পি. ডি. ডিকেন্স সাহেব রেজিষ্টার
লের কার্য্যের প্রেসিডেন্সিবিভাগের
ষ্টারের কাজ করিবেন।
জে, সি, ডজসন সাহেব যশোহরের
নিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

এচ, ডবলিউ. আলেকজণ্ডার সাহেব যশো
প্রতিনিধি অতিরিক্ত জজ হইবেন।
স. সি. ট্রিপেন্স সাহাবাদের প্রতিনিধি মাজি
ও কালেক্টর হইবেন।
বলিউ, এচ, বার্ণার সাহেব সাহাবাদের
নিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর
বেন।
৪ পরগণার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি
ক্টর কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ কিছু দিনের নিমিত্ত
লদহে বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।
জ, মনরো সাহেব রেবেনিউ বোর্ডের প্রতি
জুনিয়র সেক্রেটারি হইবেন।
ই জুলাইয়ের গাজেটে এচ, এ, কক্রেল
বকে এই পদে নিযুক্ত করিবার যে বিজ্ঞা
প, তাহা এতদ্বারা রহিত হইল।
জ, ওয়েষ্টলাণ্ড সাহেব যশোহরের প্রতি
মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।
জ, এ, হপকিন্স সাহেব নদীয়ার প্রতিনিধি
ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।
হকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে, আর
ট সাহেব রাণীগঞ্জ উপবিভাগের ভার
বাঁকুড়াতে মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে
ক্ষমতা পাইবেন।
ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেকটর বাবু
নাথ দে কালনা উপবিভাগের ভার
প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ও
লে সমর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার
র ক্ষমতা পাইবেন।
, ই, স্বুইন সাহেব রঙ্গপুরের প্রতিনিধি
ল ও সেসিয়ন জজ হইবেন।
জ, ওকিনলে সাহেব মালদহের প্রতিনিধি
ষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।
. সি, কুইন সাহেব যশোহরের প্রতিনিধি
ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।
ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ই,
ডফ্ সাহেব শ্রীরামপুর উপবিভাগের ভার
মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।
জ, সি, প্রাইস সাহেব বাখরগঞ্জের প্রতি
মাজিষ্ট্রেট ও কালেকটর হইবেন।
চ, ক্লার্ক সাহেব ময়মনসিংহের প্রতিনিধি
মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।
৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি
ক্টর বাবু শিবপ্রসাদ সান্যাল কিছুদিনের
বারাসত উপবিভাগের ভার পাইবেন।
ই জুলাই, যতদিন ডবলিউ. এ, এ,
সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকি
ততদিন লেপ্টনাণ্ট ই, এল. ডি. লাটোর
প উপবিভাগের ভার পাইবেন।
পরগণার প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট
পুটি কালেক্টর ই, জে, বার্টন সাহেব ১৮২৯
১০ ও ১৮৬২ অব্দের ৬ আইনের মক
আপীল শ্রবণ করিতে পারিবেন।
ই জুলাই। নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা দেবা
বিদ্যাশিক্ষাসভার সভ্য হইবেন।
গড়ের সহকারী কমিসনর পদস্থগণ।
সিবিল সার্জ্জন ঐ।
, ওসন সাহেব।
হকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি,

টইনবি সাহেব তমলুক উপবিভাগের ভার পাইয়া মাজিষ্ট্রেটের ও প্রধানতম বিচারালয় ও সেসিয়নে সমর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিবার ক্ষমতা পাইবেন।

২৬ এ জুলাইয়ের মধ্যে রঙ্গপুরের সিবিল ও সেসিয়ন জজের পরামর্শকারী যদি উপনীত না হন, তাহা হইলে তিনি নিজ কার্য্যভার তত্রত্য অপর জজের হস্তে দিবেন।

আর, এচ, পসি সাহেব বালেশ্বরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন। ১৫ ই জুলাইয়ের গেজেটে তাঁহাকে হুগলির প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টররূপে নিযুক্ত করিবার যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তাহা এতদ্বারা রহিত হইল।

যত দিন আর, বি, কক্রেল সাহেব সরকারী কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর থাকিবেন, ততদিন ই, জে, বার্টন সাহেব হুগলির প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

এচ, এল, বীডন সাহেব ২৪ পরগণার প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ই, এম, রিলি সাহেব কুষ্টীয়া উপবিভাগের ভার পাইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন। তিনি আর ও তত্রত্য প্রধান কষ্টম কর্ম্মচারী হইবেন।

যতদিন লেপ্টনাণ্ট এ, আর, উইলকিন্সন বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন পি, জি, স্কট সাহেব সাহবেদের প্রতিনিধি পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডাণ্ট হইবেন।

দেবগড়ের সিবিল আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও সব আসিষ্টাণ্ট কমিসনর ডাক্তর আর, সি, চন্দ্র সাঁওতাল পরগণার প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

২০ এ জুলাই। নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন:—

প্রথম শ্রেণিতে। (ইহাতে ১৪ টী প্রতিনিধির পদ শূন্য আছে)

এচ, হাঙ্কি সাহেব।
ই. ই. স্বুইন ঐ।
এচ, জে, রেনলড্স ঐ।
এচ, বেল ঐ।
ডবলিউ, এস. ওয়েলস ঐ।
জে, বি, ওয়ার্স্পাগ ঐ।
এ. স্মিথ ঐ।
সি, টি. মেটকাফ ঐ।
টি. জে, সি. প্লাউ ঐ।
ডবলিউ, এচ, ডিয়ইলি ঐ।
সি. বি, গারেট ঐ।
জে, এস. পার্ক ঐ।
পি, এ, হপ্কি ঐ।
এন, এস, আলেকজণ্ডার ঐ।
জে, মনরো ঐ।

দ্বিতীয় শ্রেণিতে (ইহাতে ১৩ টী প্রতিনিধির পদ কিছু দিনের জন্য শূন্য আছে।

ডবলিউ, ওয়েব সাহেব।
এচ, সি, সদরলাণ্ড ঐ।
ই, এস, হুইটফিল্ড ঐ।
টি, এফ, বিগনলড ঐ।
ডবলিউ, আর, লার্ম্মাথ ঐ।
আর, ডি, হাইম, এম, এ।
এচ, সি, বি, সি. বেবান ঐ।
জে, সি, গেড্ডিস ঐ।
ই. জি, মেক্সিয়র ঐ
জি, গ্রেহাম ঐ।
ডবলিউ, ইয়াড ও এম এ।
ডবলিউ, কেম্বল ঐ।
জে. এস, আরমষ্টঙ্গ ঐ।

নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ দ্বিতীয় (
প্রতিনিধি জ ইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি
ক্টর হইবেন। (এই সকল পদ কিছু দি
নিমিত্ত শূন্য আছে)।

এচ. ক্লার্ক সাহেব।
জে, এ, হপকিন্স ঐ।
সি, সি, কুইন ঐ।
ডবলিউ, এচ, বার্ণার ঐ।
এচ, এস, বীডন ও বি, এ।
ডবলিউ, এফ, মিয়াস ঐ।
জে, আর, হালেট ঐ।
জি, জে. এস, হজকিন্সন ঐ।
জে, জি, চারলস ঐ।
জে, এফ, ষ্টিবন্স ঐ।
এ, মাসন ঐ।

২১ এ জুলাই। কিঙ্কোড়ের দেওয়ানী
চারীর বিশেষ সহকারী লেপ্টনাণ্ট ক
কটকের করদমহলের সহকারী সুপারিণ্টে
হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

যত দিন বাবু কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী বি
লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন বাবু
চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিপুরার অন্তর্গত
দীবীর প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

লোহারডগার সাটি ফকেট টাক্সের আ
বাবু গোপালচন্দ্র মিত্র, ১৮৬৩ অব্দের ৯
অনুসারে তথায় ডেপুটী কালেক্টরের ক
পাইবেন।

পালামাউএর সহকারী পুলিষ সুপ
ণ্ডাণ্ট জে, এস, লাম্মিস সাহেব যশোহরের
র্গত খুলনাতে বদলী হইবেন।

এচ, টমসন সাহেব চট্টগ্রামের সহকারী
কালেক্টর ও বন্দররক্ষক হইবেন, কিন্তু
ততঃ প্রতিনিধি কষ্টম কালেক্টর ও বন্দর
থাকিবেন।

জে, ডবলিউ, ওয়াডেন চট্টগ্রামের
নিধি সহকারী কষ্টম কালেক্টর ও বন্দর
হইবেন।

নিম্নলিখিত প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রে
ডেপুটী কালেক্টরদিগকে নিয়তর শাসন ক
ষষ্ঠ শ্রেণীতে সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত করা গেল
বাবু অমৃতলাল পাল বি, এ, ভাগলপু
" যোগেশচন্দ্র মিত্র এম, এ, মাল
নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে কিছু দি
নিমিত্ত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কা
রূপে নিযুক্ত করা গেল:--

বাবু অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ। যত দিন বাবু রজ- বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ সরকারী কার্য্যোপ ক স্থানান্তর থাকিবেন, তত দিন আর, সি, মলটন সাহেব, বাবু সীতাকান্ত ঘোষের পরি র্ত্ত। বাবু অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাবু হর নী মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে।

উল্লিখিত কর্ম্মচারিগণ পশ্চাল্লিখিত স্থানে কয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর অধীন মাজিষ্ট্রেটের তা পাইবেন:--

বাবু অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ মেদিনীপুরে।
আর, সি, হামিলটন সাহেব ঢাকা বিভাগে।
বাবু অতুলচন্দ্র চট্টপাধ্যায় চট্টগ্রাম বিভাগে।

১০ ই জুনের গেজেটে বাবু অবিনাশচন্দ্র বি, এ পাটনা বিভাগের এক জন প্রতি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর য়া নিযুক্ত করিবার যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় া রহিত হইল।

---

আমাদিগের আম্বুলিয়াস্থ সংবাদ- তা লিখিয়াছেন।

১। কএক সপ্তাহ অতীত হইল, "আম্ব হিতৈষিণী সভার অধিবেশন হইয়া াছে। সভ্যগণ এবং গ্রামস্থ কতিপয় সহৃদয় মহোদয় উপস্থিত থাকিয়া সভার কার্য্য ম্ন করিয়াছেন। হিতৈষিণী সভার পূর্ব্ব য়োজিত এজেন্ট মহাশয়দিগের নাম ইতি র্ব্ব কএকবার সোমপ্রকাশে প্রকাশ করা হইয়া , এক্ষণে এই অধিবেশনে যে কএক জন ক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম নিম্নে সন্নি শিত হইল।

বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা
" বিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় } বহরমপুর
" ভগবচ্চন্দ্র রায়। } বহরমপুর
" যজ্ঞেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণনগর কালেজ।

২। শান্তিপুরের ইংরাজী বিদ্যালয়ের কতক অহিতকর সংবাদ শ্রবণ করিয়া যার পর ঃখিত হইলাম। শুনিলাম উক্ত বিদ্যালয়ের ন ও দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয়েরা সম্পাদক শয়ের সহিত কলহ করিয়া তথায় আর টী স্বতন্ত্র স্কুল করিয়াছেন। বিদ্যালয় এত দিনের পর চরমকাল উপস্থিত। শান্তি সেরূপ প্রকাণ্ড গ্রাম, ইহাতে অনুমান ২০। ২৫ ার ঘর লোকের বসতি; এখানে একটী গবর্ণ টী স্কুল হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। গবর্ণমেন্ট উক্ত য়ে আমাদিগকে নিরাশ করিয়াছেন, তথাপি ায্য কৃত বিদ্যালয়টীর দ্বারাও অনেক উপ হইতেছিল। প্রতি বৎসর প্রবেশিকা পরী র ছাত্রদিগকে একপ্রকার উত্তীর্ণ হইতে দেখা গিয়াছে। শিক্ষক মহাশয়দিগের কার্য্য দক্ষতা গুণে বিদ্যালয়ের যশোরাশি ক্রমশ দিগন্ত ব্যাপী হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু কি বিপদ!!! অকস্মাৎ কোথা হইতে ভয়ানক কলহ বাত্যা উপস্থিত হইয়া আমাদিগের আশাতরু এক কালে উৎপাটিত করিয়া ফেলিল। এই বিবাদের মূল কি? কেনইবা শিক্ষক মহাশয়েরা সম্পাদক মহাশয়ের সহিত কলহ করিয়া স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং কেনইবা সম্পাদক মহাশয় শিক্ষক মহাশয়দিগকে এরূপ অবমাননা করেন? আমাদিগের মতে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে ইহার অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষসভা ইহাতে দৃষ্টিপাত করুন, এ বিষয়ে যদ্যপি সম্পাদকের দোষ লক্ষিত হয়, তাহা হইলে আর এক জন সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র ব্যক্তিকে উক্ত পদে বরণ করা বিধেয়। আর যদি শিক্ষক মহাশয়দিগের ইহাতে অপরাধ থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে স্কুল হইতে বিদায় দিয়া অন্য অন্য শিক্ষক নিযুক্ত করুন। নতুবা একের পাপে অপরের দণ্ড হওয়া কোন মতেই যুক্তি সিদ্ধ নহে। শান্তিপুরে এই রূপ ২টী বিদ্যালয় হইলে উভয় যে উভয়েরই অনিষ্টের মূল হইয়া উঠিবে তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

৩। আমাদিগের রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু মহিমচন্দ্র পাল বনগ্রাম মহকুমার ভার পাওয়াতে তাঁহার পদে কৃষ্ণনগরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু দ্বারকানাথ দে বাহাদুর আসিয়াছেন। ইনি বহুদিবসাবধি উক্ত কার্য্য করিয়া এক্ষণে বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়াছেন। ইতিমধ্যে এখানে এক জন প্রসিদ্ধ মোক্তারকে কোন অপরাধের নিমিত্ত হাজত দেওয়াতে উক্ত মহকুমার যাবতীয় মোক্তার তাঁহার ভয়ে শশঙ্কিত হইয়াছেন।

৪। শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে, রাণাঘাটের ইংরাজী বিদ্যালয়ের পঙ্কোদ্ধার হইবার প্রস্তাব হইয়াছে। কএক জন অযোগ্য শিক্ষককে স্কুল হইতে বিদায় দিয়া তাঁহাদিগের পদে অন্য সুশিক্ষিত শিক্ষক নিযুক্ত করা হইতেছে।

৫। সম্প্রতি পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্ট হইতে এদেশের অনেক গুলি হিতকর কার্য্য সম্পন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে। কতকগুলি খাল কাটাইবার প্রস্তাব মঞ্জুর হইয়া আসিয়াছে। নদীয়া জেলার মধ্যে রাণাঘাট সব ডিবিজনের অধীন বয়রা হইতে মালিদা ও কলাইঘাটা পর্য্যন্ত যে খালটী আছে, তাহার পঙ্কোদ্ধার করাও একান্ত আবশ্যক। এই স্থানে পূর্ব্বে ত্রিপথগামিনী অলকনন্দা প্রবল ছিলেন। এই বদ্ধনদীটির উপর কতকগুলি প্রসিদ্ধ ভদ্র আছে, তথায় এরূপ জলকষ্ট হয়, যে কালে তাহাদিগের জীবন ধারণ করা দু হইয়া উঠে।

৬। কৃষ্ণনগরের সেসন জজ শ্রীযুক্ত মা নল সাহেব বিদায় লওয়াতে তাঁহার পদে লুইস সাহেব আসিয়াছেন। ইনি ভদ্র ও সং রক।

৭। নদীয়া জেলার অন্তর্গত কোতো থানার অধীন কএক খানি গঙ্গা তীরস্থ গ্রামে (প্রেসিডেন্সি ডিবিজনের কমি শ্রীযুক্ত চাপমান সাহেবের প্রস্তাব মত) মেন্ট হইতে বাঁধের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে

৮। আম্বুলিয়ার ৩ মাইল পশ্চিম ম পোতা গ্রামে কতিপয় কৃতবিদ্য যুবক মি হইয়া একটী গবর্ণমেন্ট সাহায্যকৃত ইং বিদ্যালয় স্থাপনে যত্নবান হইয়াছেন। শুনি তাঁহারা সাহায্য প্রার্থনা করাতে উহার নি হবিবপুরের ইংরাজী স্কুলের সম্পাদক প্রতি হইয়া উঠিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! মালিপো অপেক্ষা হবিবপুর কি প্রসিদ্ধ স্থান? মালিপো গবর্ণমেন্টের সাহায্য দেওয়া একান্ত ক ইহার নিকট অনুমান ১০। ১২ খানি ভদ্র আছে। হবিবপুরে সাহায্য হইয়াছে বলিয়া মালিপোতায় হইবে না?

৯। গত ১৫ ই জুলাই বুধবারে আমাদি লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর শ্রীযুক্ত গ্রে সাহেব কৃষ্ণ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

১০। কএক দিবস হইল আমাদিগের রা টের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারক দে বাহাদুর এ প্রদেশের ইনস্পেক্টিং মাষ্টার বাবু দীনবন্ধু মিত্র এবং গুরুটে নিম সমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর বাবু নবগো বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আম্বুলিয়া বঙ্গবিদ্য উপস্থিত হইয়া বালকদিগকে পরীক্ষা ক আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

১১। এদেশে চাউল পূর্ব্বাপেক্ষা সুল হইয়াছে। শরৎ শস্যের লক্ষণ মন্দ নহে।

—:•:—

আমরা এলাহাবাদ হইতে নিম্ন লিখিত সংবাদগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি।

অতিশয় দুঃখের বিষয় এই যে, এখানে জুন সোমবার রাত্রে যে বৃষ্টি হইয়াছিল,

...কালপর্য্যন্ত আর বৃষ্টি হইল না। পুনরায় ...র অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে এবং মড়কও ...কার হইয়াছে। ক্রমশঃ কৃষিকার্য্যের-সময় ... হইতেছে দেখিয়া কৃষকগণ হতাশ হইয়া ...তেছে। মহাজনগণও অনাবৃষ্টি দেখিয়া ... আশঙ্কায় আপনাদিগের গোলার দ্বার ...প রুদ্ধ করিতেছেন, সুতরাং ক্রমশঃ ...কল দুর্ম্মূল্য হইতেছে।

...ও একটী সামান্য দুঃখের বিষয় নয়. ...ই কষ্টের সময় আবার গত পরশ্ব হই ...র সময় এখানকার একাউণ্টেণ্ট জেন ...ফিসের নিকটবর্ত্তী একটা স্থানে অগ্নিকাণ্ড ... গিয়াছে।

...বৎসর এখানে অন্যান্য পীড়া অপেক্ষা ...পীড়া অধিক হইতেছে।

...খানকার মিউনিসিপাল কমিটি ইংরাজ ...য় ময়লা ফেলিবার অসুবিধানিবারণার্থ ... নিয়ম করিয়াছেন যে, কতগুলি করিয়া ...খের ফারম সকলের নিকট পাঠাইয়া দিতে ... যখন ময়লা ফেলা গাড়ীবান কোন অন্যায় ...ব, তখন সেই ফারমেতে দরখাস্ত করিয়া ...যোগে মিউনিসিপাল কমিটিতে পাঠাইলে ...রা ইহার বিশেষ তদারক করিবেন। মহা- ... ইংরাজ টোলায় ত এই প্রকার বন্দোবস্ত ...ছে, এখন বাঙ্গালি ও হিন্দুস্থানী টোলায় ... বলা যায় না।

——:o:——

আমাদিগের ছাপরাস্থ সংবাদদাতা ...য়াছেন।

... বৃষ্টির অভাবে শস্যনাশ হইবার উপক্রম ...ছে। চতুর্দ্দিকে ত্রাহি ত্রাহি শব্দ হইতেছে. ...দেবঃ শস্যনাশকঃ" এ বাক্যটী আর অন্যথা ...। তাপমান যন্ত্রে ১১৫ হইতে ১২০ ... পারদ উঠিতেছে; ওলাউঠাপ্রভৃতির ...কেরও ত্রুটি নাই। এখানে দুর্ভিক্ষ হইবার ... সম্ভাবনা। গবর্ণমেণ্ট এই সময়ে সাবধান ... এবার বেহার বুঝি উড়িষ্যা হয়!!!

... এখানকার মুসলমানেরা সকলে মিলিয়া ... মধ্যে নোমাজ পড়িয়া ঈশ্বরকে তুষ্ট ..., বৃষ্টি করাইবে, ইহা প্রচার করিয়া ক্রমশঃ ...। ৫ দিবস এই রৌদ্রে মাঠের মধ্যে মুখ ...য়া নোমাজ পড়িতেছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত ...বন্দুও বর্ষণ হইল না। ইহাতে মুসলমান ...র মুখ দেখাইতে পারে না। খোদা যদি ...ও ফোঁটা দুই চারি বৃষ্টি করেন, মোল্লাদের ...াকে।

৩। আমরা আপনাকে লিখিয়া লিখিয়া শ্রান্ত হইলাম, আপনি একবার এখানকার "মিউনিসিপালসংক্রান্ত অরাজকতার সংশোধনের চেষ্টা করিলেন না; কিন্তু জগদীশ্বর আছেন, এখানকার দয়াবান জজ বালকোর সাহেব কিছু কিছু শুনিয়া, হাইকোর্টে এবং গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়াছেন, অনুসন্ধান হইলে অনেকেরি ভুর ভাঙ্গিয়া যাইবে।

——o——

আমাদিগের গোয়ালিয়রস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে কিঞ্চিৎ পরিমাণে বৃষ্টি হওয়াতে মনে করিয়াছিলাম যে, এখানকার গ্রীষ্মের কথা যেরূপ শুনিয়াছিলাম, এবার বুঝি সেরূপ হইল না। কিন্তু সংপ্রতি আমার সে সংস্কারও দূর হইয়াছে। অদ্য প্রায় আষাঢ় মাসের শেষ হইল, অথচ এক বিন্দু জল নাই। "লু" প্রভার পুনর্ব্বায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। গুমটের দর্পে লোকেরা ত্রস্ত হইয়াছে এবং ক্ষেত্রের শস্যসকল শুষ্কপ্রায় হইতেছে। মহাশয়! অত্রস্থ লোকেরা কহে যে এখানে এরূপ অকাল (অনাবৃষ্টি) কখনই হয় নাই। বঙ্গদেশে জল ধরে না এখানে এ দিকে জলের নাম নাই। ঈশ্বরের গূঢ় অভিপ্রায় বুঝে কাহার সাধ্য। এখানে একে দ্রব্যাদি অত্যন্ত মহার্ঘ্য, তাহাতে আবার এই অনাবৃষ্টিনিবন্ধন ব্যবসায়ীরা আরও মহার্ঘ করিতেছে।

২। গত ১৪ এ আষাঢ় সোমবার সন্ধ্যা ৮ ঘটিকার সময় আমাদের ইংরাজী সভার প্রথম সাম্বৎসরিক সভা অতি সমারোহপূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

৩। গত ২২ এ আষাঢ় শনিবার সন্ধ্যার সময় একটী শোচনীয় ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। মেজর কুক সাহেব ও লেপ্টনাণ্ট হিয়ং সাহেব একখানি নৌকা করিয়া মুরার নদীতে বিচরণ করিতেছিলেন। এমন সময় ঝটিকা উপস্থিত হওয়াতে নৌকা জলমগ্ন হইল এবং দুই জন জলমগ্ন হইলেন। কুক সাহেব অনেক কষ্টে উদ্ধার হইয়াছেন; কিন্তু হিয়ং সাহেব আর উঠিতে পারিলেন না। অনেক অনুসন্ধানে রাত্রি প্রায় এক ঘটিকার সময় তাঁহার মৃত দেহ পাওয়া যায়। ২৩এ রবিবারে উপাসনা ও সম্মানের সহিত তাঁহার সমাধি হইয়া গিয়াছে। মহাশয়! ইংরাজদের যেরূপ বস্ত্র পরিচ্ছদ তাহাতে সন্তরণ জানিলেও হস্ত পদ চালনা করিবার যো নাই। শুনিলাম হিয়ং সাহেব সন্তরণ জানিতেন, মুরার ... তাদৃশ ভয়ানক নহে, কেবল পো... দরুনই উঠিতে পারেন নাই।

৪। মহাশয়! অদ্যাপি চোরের প্রা... কমে নাই। মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি সকলে... অত্যাচারের কথা শুনিয়াছেন ও নান... উপায় করিতেছেন; কিন্তু কই কিছুই ...তেছে না। ইহার কারণ কি? অনেক সাহে... বাঙ্গলাতেও চুরি হইতেছে, ইহাঁরা চতু... চৌকীদার নিযুক্ত করিতেছেন, তথাপি ...পদ হইতে পারিতেছেন না। একে ... মহার্ঘ্য, তাহাতে অনাবৃষ্টিনিবন্ধন ... মহার্ঘ্য হইতেছে, পুলিসের এই শ্রী; কাজে... "মগের মুলুক" হইয়াছে। "যাহার ... তাহার রাজ্য।"

দুটি আশ্চর্য্য চোরের কথা শুনুন। এ... ব্যাঘ্রচর্ম্মে আবৃত হইয়া এক সাহেবে... একটী চোর প্রবেশ করিবার উদ্যোগ ক... ছিল। রক্ষকেরা ব্যাঘ্রের ভয়ে পলায়ন ক... অবশেষে কএক জন মিলিত হইয়া লাঠি... তাড়াতাড়ী করাতে চোর ব্যাঘ্রের ন্যায় ... চতুষ্পদে ভর দিবার ভুলে দৌড়িতে লা... অবশেষে নিতান্ত বিপত্তিক দেখিয়া দণ্ড... হইয়া বেগে দৌড়িয়া বনমধ্যে প্রবেশ ক...

আর একটি চোর বড় চমৎকার। এ... কোন কৃষক মস্তকোপরি ঘাসের বোঝা ... করিয়া গরুটী এক গাছি দীর্ঘ রসিদারা ... বন্ধন করত যাইতেছিল। গরুটীর গলায় ... ঘণ্টা বাঁধা ছিল। চোর গরুর গলা হইতে ... কাটিয়া আপনি লইল এবং গরুটীর গলা... কাটিয়া তাহার সঙ্গীর কাছে দিল, সঙ্গ... লইয়া প্রস্থান করিল। চোর গরুর ন্যায় ... বাজাইতে বাজাইতে কৃষকের সঙ্গে সঙ্গে চ... কৃষকের মস্তকে বোঝা, সে কোন দিকে ... ক্ষেপ করিতে পারে না। এই রূপ ... যাইতে যখন গরু অদৃশ্য হইল, তখন চো... ককে কহিল আমি তোর দাড় ধরিয়া তো... কত দূর যাইব। এই বলিয়া সে দৌড়িয়া ...য়ন করিল। কৃষক এই ব্যাপার দেখিয়া ... র্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অবাক হইয়া রহিল। ... ধরিবার কোন উপায় করিতে পারিল না।

৫। শুনিলাম দিনকররাও তাঁহার ব... আসিয়াছেন। লস্কর সহরে তাঁহার বাটী, এ... তাঁহার জাইগির ও অন্যান্য বিষয় আছে। ... তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ বেনারস কালেজে ... ইনি কত দিন এখানে থাকিবেন, বলিতে ... না।

...তিরেক এবং অত্যন্তর রৌদ্রের উত্তাপ বৃদ্ধি ...হে, যদি দুই চারি দিবসের মধ্যে বৃষ্টি না হয় ...নিশ্চয়ই এবার আর রক্ষা নাই।

...পাঁচ দিন হইল, মজঃফরপুরের ২৩ ক্রোশ ...বহেড়া গ্রামে একটী অদ্ভুতপূর্ব্ব অদ্ভুত ...সংঘটন হইয়াছে। ঐ দিবস বেলা আন্দু- ...ক তিন টার সময়ে সহসা নভোমণ্ডল ...বরণে আচ্ছন্ন হইয়া চারি দিগ অন্ধকারময় ...উঠে এবং ঘোরতর ঝড় ও তাহার সঙ্গে ...বারিবর্ষণের ন্যায় ভস্ম ও অঙ্গার বর্ষণ ...ত থাকে। এইরূপ প্রায় এক ঘণ্টা কাল ...ছিল। পরিশেষে বৃষ্টি হইল, সর্ব্বস্থান ভস্ম ও ...রে ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে ভস্ম ...ঙ্গার স্তূপাকার পতিত রহিয়াছে। এরূপ ...ত ব্যাপার কেহ কখন দেখেন নাই ও শুনেন ...। কেবলমাত্র বহেড়াগ্রামে হয় নাই, উহার ...ধ্যে অপর তিনখানি গ্রামেও ঐরূপ ভস্ম ...ঙ্গার বৃষ্টি হইয়াছিল। কি কারণে এবম্ভূত ...ত বর্ষণ হইয়াছে, অদ্যাবধি তাহার কোন ...তা হয় না। শুনিলাম বহেড়া গ্রামের ...ধ্যে একটী ইন্দেরা আছে, উহার জলে ...ত্তর গন্ধকের গন্ধ আণ পাওয়া যায়।

...এখানকার কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট এইচ. এ, ...ল মহোদয় কিছু কালের জন্যে রেবিনিউ ...ডর জুনিয়র সেক্রেটারীর প্রতিনিধি হইয়া ...াদিগকে অনাথ করিয়া যাইতেছেন। ...য়া কক্রেলের ন্যায় ভদ্র, সদাশয় বিচক্ষণ ...ম্রপ্রকৃতি এবং দয়ালু রাজপুরুষদিগের ...অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি ...দিন এখানে রহিয়াছেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত ...রা এক মুহূর্ত্তের জন্যও অসুখী হই নাই। ...শে প্রার্থনা করি, ইনি যেন আমাদিগকে এক ...ভুলিয়া না যান। কক্রেল সাহেবের অ... ...তিকালপর্য্যন্ত এখানকার সুযোগ্য জাইন্ট ...ষ্ট্রেট এ, সি, ম্যাঙ্গল্‌স সাহেব কালেক্টর ...াজিষ্ট্রেট হইবেন। আমরা ম্যাঙ্গলস সাহে... ...যেরূপ উত্তম ও সদাশয় লোক বলিয়া ...নি, তাহাতে ইঁহার কার্য্যে কেহই অসন্তুষ্ট ...বেন না। জাইন্ট মাজিষ্ট্রেটের প্রতিনিধি- ...া, মধুবনী সব ডিবিজনের বিখ্যাত বিচার ...ক ডি, এম, বার্কার সাহেব এখানে আসিতে ...। ভরসা করি, ইনি আসিবার সময়ে মধু... ...তে আপনার পূর্ব্ব স্বভাব রাখিয়া আসি- ...।

...ত্রিহুত।
...১৬ই জুলাই
...১৮৬৮। } শ্রী...

মহাশয়! আপনার ১৩ ই জুলাইয়ের সংবাদ পত্রের বিবিধ সংবাদ পাঠ করিয়া জানিলাম, আগষ্টসফিলিপ সাহেব সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন ১৭ই জুলাই শুক্রবার বঙ্গ অখাতে ভয়ানক ঝড় হইবে এদেশে যদিও তত দূর হয় নাই বটে কিন্তু তিলকাঞ্চনগোছ হইয়া গিয়াছে। গত ১৭ ই জুলাই শুক্রবার অতি প্রত্যূষে আকাশ মণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইয়া বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হয়, কিয়ৎক্ষণ বৃষ্টি হইয়া থামিয়া যায় কিন্তু আকাশ মণ্ডল ঘোরতর ঘনঘটায় আবৃত হইয়া রহিল। দিবা ১। ২ টার সময় ঘনঘটার গভীর গর্জ্জন সমুত্থিত হইয়া বৃষ্টিপাত সহকারে দক্ষিণদিক হইতে প্রবল বাত্যা উত্থিত হইয়া একবারে চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। তদ্দর্শনে সকলে ভাবিতে লাগিল আবার কি বিপদ হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছায় ততদূর না হইয়া কিয়ৎ ক্ষণ ঝড় ও বৃষ্টি হইয়া থামিয়া গেল।

মাতলের পূর্ব্বদিকে কুলুলচোর পরগণায় অলকুরাই গ্রামে এক ধনাঢ্য তেলির বাটীতে হত্যাসহ একটী ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে মাতলষ্টেসনের সবইন্‌স্পেক্টর মুন্সী একাবৎ আলী এবং ইনস্পেক্টর বাবু অমৃত লাল মুখোপাধ্যায় অনেক পরিশ্রমে ৫০০ । ৬০০ টাকার অপহৃত দ্রব্যসহ ১৩। ১৪ জন ডাকাইত ধরিয়াছেন। শুনিলাম মেদিনীপুরের অন্যতর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট বিচারার্থে মোকদ্দমা নীত হইয়াছে।

১৯ এ জুলাই
মোং মাতুল } কস্যচিৎ পাঠকস্য।

## মূল্যপ্রাপ্তি।

| | | |
|---|---|---|
| শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন বসু | সীতাপুর | |
| ১২৭৫ শ্রাবণ হইতে আশ্বিন | | ৩৮০ |
| ঐ ঐ দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় | বীরভূম | |
| ১২৭৫ শ্রাবণ হইতে আশ্বিন | | ৩৮০ |
| ঐ ঐ তারিণীশঙ্কর মজুমদার | দার্জ্জিলিং | |
| ১২৭৫ শ্রাবণ হইতে ৭৬ আষাঢ় | | ১৩ |
| ঐ " গোকুল চাঁদ দুগড় | বালুচর | |
| ১২৭৫ আষাঢ় হইতে ৭৬ জ্যৈষ্ঠ | | ১৩ |
| " " মদনমোহন ভট্ট | তুলাবাজার | |
| ১২৭৫ শ্রাবণ হইতে ৭৬ আষাঢ় | | ১০ |
| " ঐ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর | জোড়াসাঁকো | |
| ১২৭৫ আষাঢ় হইতে ৭৬ জ্যৈষ্ঠ | | ১০ |
| " ঐ রামগতি ন্যায়রত্ন | হরমপু... | |
| ১২৭৫ শ্রাবণ হইতে ৭৬ আষাঢ় | | ... |
| " উইলিয়ম রবসন | বৈঠকখা... | |
| ১৮৬৮ মে হইতে ৬৯ এপ্রেল | | |

—:•:—

## সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে ... স্থলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা ... ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা। মফস্বলে ডাকম... সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈ... সিক ৩৮০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম ... গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাত্তি চিঠি, ... অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন... যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উ... দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁ... যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূ... ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রক... মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি ক... শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে প... ইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত ... আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে ... লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত ... গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহা... একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ... যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং প... হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ... ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ... বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ ... যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ... করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি... আনা তাহার পর ৵১০ আনা দিতে হই... যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা ... বেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে...

☞ এই পত্র, কলিকাতার দক্ষিণ ... মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ... চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বি... ভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃ... প্রকাশিত হয়।

## প্রেরিত

ান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

অধুনা অস্মদ্দেশীয় জনসমাজে স্ত্রীগণের
নুশীলনেচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে
রা কয়েক জন এই কলিকাতার উত্তর
গের মধ্যস্থানে একটী বালিকাবিদ্যালয়
নের ইচ্ছা করিয়াছি। এই বিদ্যালয় স্থাপ-
গত রবিবারে শ্যামবাজারস্থ বিদ্যালয়ে
সভা হয়। ঐ সভায় কি প্রণালীতে
বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইবে ও কি প্রকারে
ব্যয়োপযোগী ধন সঞ্চিত হইবে, তাহা
হইয়াছে। ঐ দিবস যেসকল বিষয় ধার্য্য
তাহা এই:—

। অধুনা সকলেই বিদ্যাবিষয়ে অত্যন্ত
ন হইয়া বাটীতে স্ত্রীশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া
মাদিগের স্ত্রী কন্যা ও ভগিনীগণকে শিক্ষা
করিতেছেন, কিন্তু ইহাতে সর্ব্বসাধারণের
সুবিধা না হওয়াতে পঞ্চমাবধি নবম
বালিকাদিগের শিক্ষাপ্রদানার্থ এই বিদ্যা
স্থাপিত হইবে। কিন্তু যখন বালিকারা বয়-
আধিক্যহেতু বিদ্যালয়গমনে অসমর্থ
, তখন বিদ্যালয় হইতে শিক্ষক নিযুক্ত
উঁহাদিগের বাটীতে বিনা বেতনে শিক্ষা
করিবে।

। ইহাতে সাহিত্য, অঙ্ক, সূচীকার্য্য,
ত্রপ্রভৃতি অন্যান্য শিক্ষোপযোগী বিষয়ে
দেওয়া যাইবে।

। উহার ব্যয়ের উপযোগী ধন সঞ্চয়ের
সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ
ৎ দান প্রার্থনা করা হইবে।

খন আমাদিগের দেশে সভ্যতার উন্নতি
ছে ও সর্ব্বসাধারণের বিদ্যাবিষয়ে অত্যন্ত
গ জন্মিয়াছে; অতএব আমরা ভরসা
তেছি যে, দেশহিতৈষী মহোদয়গণ এতৎপ্র-
বিষয়ে আমাদিগকে সাহায্যপ্রদান করিতে
করিবেন না।

লিকাতা
রা শ্রাবণ
২৭৫

একান্ত বশম্বদ
শ্রীদে না বি

। এ বৎসর এখানে কৃষিকার্য্য এক বারেই
না। প্রথমতঃ অতিবৃষ্টিনিবন্ধন উৎপন্ন
বীজসকল নষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে অনা-
তঃ বীজ অঙ্কুরিতই হইল না। প্রজাগ-
ণের হাহাকার ধ্বনি আর শ্রবণ করা যায় না। এপ্রদেশে ধান্যই একমাত্র জীবনোপায়; উহার অভাব হইলে কেহই তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিবে না। একে ত এই সর্ব্বনাশ, তাহাতে আবার জমীদারগণ খাজনার জন্য উৎপীড়ন করিতে ত্রুটি করিতেছেন না। তাঁহাদেরই বা অপরাধ কি? কালেক্টর সাহেব তাঁহাদিগকে অব্যাহতি না দিলে তাঁহারা প্রজাগণকে কিরূপে অব্যাহতি দেন? নিজ কোষ হইতে বা ঋণদ্বারা কত নির্ব্বাহ হইবে। শুনিলাম, জমীদার মহোদয়গণ কালেক্টর সাহেবের নিকট গত জুন মাসের নিয়মিত রাজস্ব সেপ্টেম্বর মাসে দিবার প্রার্থনায় আবেদন করিয়াছিলেন, তাহা উক্ত সাহেব মহাশয় গ্রাহ্য করেন নাই; সুতরাং প্রজার নিকট আদায় না করিয়া জমীদারেরা আর কোথা হইতে দিবেন। "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়" এই দৃষ্টান্তস্থল।

২। কাঁথি অঞ্চলে বন্যা হইয়া প্রজাপুঞ্জের সর্ব্বস্বান্ত হইবার সংবাদে গবর্ণমেণ্ট বীজধান্য বিতরণদ্বারা তাহাদিগের সাহায্যদানে সম্মত হইয়াছেন। উক্ত ধান্য ক্রয় করিবার জন্য শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র ঘোষ ডেপুটী কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট মহাশয় এ স্থলে শুভাগমন করিয়াছিলেন। এখানকার অন্যতর জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু জয়নারায়ণ গিরিজ এক হাজার মণ এবং ভূতপূর্ব্ব নায়েব শ্রীযুক্ত বাবু সুরতরাম প্রধান মহাশয় দুই শত মণ ধান্য বিনা মূল্যে দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন। এখানকার প্রজাগণের যে কিছু সাহায্য ইঁহারাই করিতেছেন। গত ১২৭২ সালের বন্যার পর এখানকার ও পার্শ্বস্থ অন্যান্য পরগণার বিপন্ন ব্যক্তিগণকে উভয়েই প্রায় ২০০০০ মণ ধান্য বিতরণ করিয়াছিলেন; বার শত মণ বিতরণ করা তাঁহাদের পক্ষে বিচিত্র কি? ধনশালী মাত্রেরই গিরি ও প্রধান মহাশয়দিগের অনুকরণ করা কর্ত্তব্য।

দোরো
সন ১২৭৫
২৬এ আষাঢ়

### অনাবৃষ্টি।

অতিবৃষ্টি যেমন দেশের একটী প্রধান দুরবস্থার কারণ, অনাবৃষ্টিও তদ্রূপ যাবতীয় বিপদের আস্পদ। যে দেশে অথবা যে রাজ্যে অতিবৃষ্টি কিম্বা অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইয়াছে, তথাকার অবস্থা যে কিপ্রকার শোচনীয় হইয়া উঠে, বলা যায় না। এ দিকে যেমন দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশ উপর্য্যুপরি দৈবদুর্ব্বিপাকনিবন্ধন বিপদপরম্প-
রায় পরিণত হইয়া পুনরায় আবার অ
রূপ অভিনব মহাসঙ্কটে পতিত হই
এ দিকে জলাভাবে ত্রিহুতের অবস্থাও
ঠিক সেইরূপ হইয়া আসিতেছে। এবা
তের দশা কি হইবে বলিয়া উঠা যায় না
কিছুমাত্র নাই। সেই কারণে কৃষিকার্য্যের
সমূলে উন্মূলিত হইতে চলিল। অনবরত
মার্ত্তণ্ডের অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ঘোরতর
তাপে কর্ষিত ক্ষেত্রসকল দাবানল দগ্ধ অর
ন্যায় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।
মেড়ুয়া ও জনার এক বারে জ্বলিয়া গি
পুনরায় আর যে হইবে এরূপ সম্ভাবনা
শ্যামা মেড়ুয়া ও জনার, এখানকার ইতর
দিগের জীবন ধারণের প্রধান উপায়; সু
তদভাবে দুঃখী লোকদিগের দশা কি
ভাবিয়া স্থির করা যায় না। যেসকল ক্ষেত
বীজ রোপণ করা হইয়াছিল জলাভা
সকল একবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে
পরিমিত চারাগুলি নিদাঘদীধিতির প্রখর
প্রভাবে অনলে তৃণবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে।
আর নিস্তার নাই। আজি শ্রাবণ মাস, এ
বারিবর্ষণের নামমাত্র নাই। কোথায় এ
মাঠ, ঘাট, পুষ্করিণীপ্রভৃতি জলে প
হইবে, না ধরাতল তৃষ্ণাতুর মুমূর্ষু জনের
হাঁ করিয়া রহিয়াছে। মধ্যে এক দিবস
বিন্দুমাত্র অশ্রুবিন্দুর ন্যায় বারিবিন্দু
তিত হওয়াতে, পূর্ব্বাপেক্ষা আরো এ
অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে। এমন গ্রীষ্ম ক
হয় নাই। সহস্ররশ্মির প্রখর অংশু
প্রভাবে দিবাভাগ এরূপ উত্তপ্ত ও ভয়প্র
যে গৃহের বাহির হয় কাহার সাধ্য। মনে
যায়, রাত্রি উপস্থিত হইলে একটু বাঁচা যা
কিন্তু সেও কেবল আশামাত্র। বস্তুতঃ
আর বাঁচে না, এবার গেলেম। গ্রীষ্মাতি
নিবন্ধন রাত্রে নিদ্রা হইবার যো নাই; সু
রাত্রে নিদ্রা না গেলে ক দিন জীবনরক্ষা
এক দিন আমরা নিশীথসময়ে পায়ে
বেড়াইতে বেড়াইতে মজঃফরপুরের নানা
ভ্রমণ করিয়া দেখিলাম, নগরবাসী যা
শ্রমজীবী দুঃখী লোকেরা সদর রাস্তার
কেহবা খাটিয়ার উপর কেহবা অবস্থানুরূ
খানি সামান্য পত্রাসনে, কেহবা ধরাসনে
করিয়া অতিকষ্টে রাত্রি যাপন করিতেছে।
দিগকে দেখিয়া আমাদের হৃদয়ে বিষ
দুঃখের উদয় হইল। ভাবিলাম, ঈশ্বর এব
করেন। ফলতঃ এবার এখানে যেরূপ অনু

# সোমপ্রকাশ

১০ ম ভাগ। ৩৯ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

—২৫৭—

ক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
ম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা।

সন ১২৭৫। ২০এ শ্রাবণ। ১৮৬৮। ৩ রা আগষ্ট

মফস্বলে মাশুলসমেত বার্ষিক
ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৮০

## বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible]াহাবাদ হইতে আমাদিগের নিকটে এই [illegible]র এক পত্র লিখিয়াছেন যে, তাঁহার অনু- [illegible]ভ্রাতা তাঁহাকে পত্রদ্বারা জানাইয়াছেন, [illegible]প্রকাশ যন্ত্রালয়ে সংবাদ প্রেরণ করিলে [illegible] জানিতে পারিবেন। মহেশ বাবু যেপ্রকার [illegible]ত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সহিত তাঁহার [illegible]ষ্ঠ ভ্রাতার এরূপ ব্যবহার করা আর [illegible]য় না। অবিলম্বে তিনি আপনার অবস্থা [illegible]ত্তান্ত বিস্তারিতরূপে লিখিয়া আপনার [illegible]র উৎকণ্ঠা দূর ও বাটীতে প্রত্যাগমন [illegible], এই আমাদিগের অনুরোধ।

সোমপ্রকাশ সম্পাদক।

## ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

ও দিল্লী রেলওয়ে।

মিরট দিয়া গতায়াত।

[illegible]র্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, [illegible] যাবতীয় বাণিজ্য দ্রব্য ও আরোহিগণের [illegible]হইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের সমস্ত প্রধান ষ্টেশনে গতায়াত হইবে।

[illegible]ণ্ডিয়া রেলওয়ে
[illegible]ফাক্টরী স্কোয়ার কলি-
[illegible] ২৭এ জুলাই।
সিনিয়র কনষ্টিকেশন এজেন্সি বোর্ড

—:০:—

যন্ত্রস্থিত।

সত্বরে প্রচারিত হইবে।

| | |
|---|---|
| [illegible]বাবিবাহ নাটক | ১ |
| [illegible]জা হরিশ্চন্দ্র চরিত। | ।০ |
| [illegible]হিতোপদেশ ৩ য় পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত | ১ |
| [illegible]নৈষধ চরিত ১ ম সর্গ নারায়ণী টীকা [illegible]হিত | ॥০ |

এক মাসের মধ্যে যাঁহারা গ্রাহক হইবেন ও অগ্রিম মূল্য দিবেন কেবল তাঁহাদিগকেই সাহিত্য দর্পণ ও নৈষধ এই দুই গ্রন্থের প্রকাশিত খণ্ড নিয়মিতরূপে দেওয়া যাইবে। এক মাসের পর আর স্বতন্ত্র খণ্ড বিক্রয় করা যাইবে না। এক বারে সম্পূর্ণ গ্রন্থ বিক্রয় হইবে।

বিক্রেয় পুস্তক।

| | |
|---|---|
| হেমচন্দ্র কোষ | ১৬ |
| অমর, মেদিনী, ত্রিকাণ্ড শেষ, হারাবলী একত্র বাঁধান | ৩০ |
| মৃচ্ছকটিক নাটক | [illegible] |
| মিতাক্ষরা | [illegible] |

কলিকাতা ঠনঠনে ১৭৭ নং } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়।

-:০:-

গ্রাহকগণের প্রয়োজনহেতু নিম্নলিখিত সংস্কৃত পুস্তকত্রয়ের কিয়দংশ প্রকাশিত হইল। গ্রাহকগণ পূর্ব্ব তদ্ব্যতীত নিম্ননির্দ্দিষ্ট সম্পূর্ণ মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশে প্রেরণের স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবে।

মল্লিনাথের টীকা সহিত।

| | | |
|---|---|---|
| শিশুপাল বধ (মাঘকৃত) | মূল্য | ৮ |
| রঘুবংশ (কালিদাসকৃত) | ঐ | ৫॥০ |
| কিরাতার্জ্জুনীয় (ভারবিকৃত) | | ৩৸০ |

বিদ্যার্থিগণের ক্রয়সুবিধার্থ নিম্নলিখিত কতকগুলিন সংস্কৃত পুস্তক দেবনাগরাক্ষরে সটীক মুদ্রণারম্ভ হইবে। প্রকাশের পূর্ব্বে গ্রাহক ভুক্ত হইলে গীতা বার পৃষ্ঠা অপর প্রতি আট পৃষ্ঠা তিন পয়সার হিসাবে খণ্ড বা সম্পূর্ণ যেমত প্রকাশিত হইবে উক্ত নিয়মে মূল্য প্রদান করিলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশে প্রেরণের স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবে।

ঋতুসংহার। মেঘদূত। শকুন্তলা। নলোদয়। মালবিকাগ্নিমিত্র। বিক্রমোর্ব্বশী। মুদ্রারাক্ষস রত্নাবলী। মালতীমাধব। সাংখ্যতত্ত্বকৌ[illegible] বা সাংখ্যকারিকা। মহাবীরচরিত। উত্তর[illegible] চরিত। মুগ্ধবোধ। দশকুমারচরিতের [illegible] পাণিনি। বসন্ততিলকভাণ। অমরকোষ। শ[illegible] ভাষ্য, আনন্দগিরি, শ্রীধরস্বামী ও মধু[illegible] সরস্বতীর টীকাসহিত শ্রীমদ্ভাগবত। মহাভা[illegible] বিষ্ণুপুরাণ। কাদম্বরী। ভট্টিকাব্য। মাঘা[illegible] কাব্যপ্রকাশ। চম্পূ। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

কলিকাতা সংবাদ জ্ঞান রত্নাকর যন্ত্র নিমতলা ষ্ট্রীট ৩২ সংখ্যক ভবন। } শ্রীভুবনচন্দ্র বস[illegible]

—:০:—

## বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ ১[illegible] জোড়া বাগান।

বিক্রয়ের নিমিত্ত।

গারডেনরীচ ২৪ নং বাটী

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা [illegible] করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন [illegible]ক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডার্স আরবো-
থনট এবং কোং

—:০:—

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটে[illegible] ডাঙ্গা বাড় যে আনার কোম্পানির দোকানে[illegible] প্রণীত ও সংশোধিত নিম্নলিখিত পুস্তক[illegible] বিক্রয় হইতেছে।—

| | |
|---|---|
| প্রণীত | মূল্য |
| গ্রীসইতিহাস | ১ টা[illegible] |
| রোমইতিহাস | ১ |
| ঋজুসার ব্যাকরণ | |
| নীতিসার (১ ম ভাগ) | |
| নীতিসার (২ য় ভাগ) | |

প্রচারিত।

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা

## বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

রাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলমাদি নানা
ব্য পাওয়া যায়। মফস্বলে ঘড়ী অঙ্গুরি
দি পাঠাইয়া থাকি এবং পুস্তকাদিতে এক
র হিসাবে কমিসন দি। যদি কেহ অধিক
র দ্রব্যাদি লয়েন তাহা হইলে ৵১০ আনার
বে কমিসন পাইবেন।

| | টাকা |
|---|---|
| ড স্মিথ পইটিকেল ওয়ার্ক | ৫৸ |
| রেবিয়ান নাইট | ৩৸ |
| পাক টেটার | ৩৸ |
| লেয়ার্স লেকচার | ৩৸ |
| ালেকস ওয়ার্ক | ৩৸ |
| রাজী ভগবৎ গীতা | ২ |
| কাদম্বরী | ২ |
| হিষ্টরী অফ প্রেশে ইন গ্রেট ব্রিটেন | ২৷ |
| শকুন্তলা | ১ |
| হিতপোদেশ | ১ |
| য় পরীক্ষা | ১ |
| লামঞ্জুন | ১ |
| য়দর্শন | ১ |
| কীর ইতিহাস | ১ |
| তমূল | ৸৹ |
| ন্ত্র দীপিকা | ১ |
| তানন্দ লহরী | ।৹ |
| দ চরিত | ১৷ |
| ক মুখমণ্ডল | ।৵ |
| কাতার মানচিত্র ( উত্তম বাঁধান ) | ২ |
| কাকেলী কৌমুদী | ১৷ |
| উপাখ্যান | ॥৹ |
| রতবর্ষের পুরাবৃত্ত ( দ্বিতীয় বার মুদ্রিত ) | |
| চিত্র সহিত মূল্য | ।৵৹ |
| কাণ্ড রামায়ণ পদ্য | ১ |
| াদশ পর্ব্ব মহাভারত পদ্য | ২৷ |
| াপ্রণালী | ২ |
| লকের উপযোগিতা | ৸৹ |
| নকী নাটক | ১ |
| বাক্যাবলী | ।৹ |
| বা দ্বাঙ্গনা | ॥৹ |
| চকরণ কাব্য | ॥৹ |
| ত মঞ্জরী | ১।৹ |
| কঙ্কণ চণ্ডী | ৸ |
| দীপ্ত | ৸ |
| ালখণ্ড | ১। |
| কৌতুক নাটক | ১ |
| কলাপ | ১ |

রামাভিষেক নাটক
চন্দ্রবিলাস নাটক ১

কলিকাতা জোড়াসাঁকো ৬৪ নং } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়
নগদ মূল্যে বিক্রেতা

বঙ্গকামিনী নাটক ( মূল্য এক টাকা ) সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, চীনেবাজারে শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের ৬৮ নম্বর দোকানে এবং সংস্কৃত যন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের নিকটে প্রাপ্য। ক্রেতৃগণকে ২৫ পঁচিশ টাকার হিসাবে কমিসন দেওয়া যায়।

শ্রীহারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়স্য

---

### বিক্রয়ার্থ।

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান। সর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সোনা দিয়া প্তবন বাঁধান মূল্য ২৫০ টাকা।

শ্রীআনন্দচন্দ্রবেদান্ত বাগীশ।

—:•:—

### কাব্য প্রকাশিকা।

এই মাস হইতে প্রকাশিত হইল। ইহাতে সমুদায় কাব্য নাটকাদির দেবনাগর অক্ষরে মূল ও টীকা এবং বাঙ্গলা অক্ষরে বাঙ্গলা অনুবাদ থাকিবে। নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি প্রতি খণ্ডে ৵৹ ছয় আনা এবং প্রত্যেক খণ্ডের ॥৹ আট আনা মূল্য নিদ্ধারিত হইল। যাঁহারা গ্রহণ করিতে অভিলাষ করেন, কামাপুকুর লেন ১৫ নং বি, পি, এম, যন্ত্রে অথবা কালেজ ষ্ট্রীট ১১ নং ল.ইব্রেরিতে আমার নিকট পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। বিদেশীয় গ্রাহকগণকে স্বতন্ত্র ডাক মাশুল দিতে হইবে।

৩ রা শ্রাবণ ১২৭৫। } শ্রীবরদাপ্রসাদ মজুমদার।

—:০:—

## ইষ্টারণ বেঙ্গাল রেলওয়ে।

### রিভার টারমিনস্, অর্থাৎ সিয়ালদহ হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত রেলওয়ের চলাচল আরম্ভ।

কাটখোলার নিকটবর্ত্তী বাগবাজারে ইষ্টারণ বেঙ্গাল রেলওয়ে কোম্পানির রিভার টারমিনস্ নামক রেলওয়ে, আগামী ৩রা আগষ্ট সোম বার অবধি দ্রব্যাদি দেওন ও লওন জন্য, খো যাইবেক।

ইষ্টারণ বেঙ্গাল রেলওয়ে সিয়ালদহ টারমিনস ৯ ই জুলাই ১৮৬৮। } কাফিলর ম্যোনেজর, এজেন্ট।

-:০:-

### প্রবাদমালা।

বঙ্গদেশীয় বিবিধ জনপদ ব্যবহারমূলক। পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কলিকা স্কুলবুক সোসাইটীর গবর্ণমেণ্ট পেলেসের ৯ ভবনে প্রার্থনা করিলে পাইতে পারিবেন মূল্য ।৵৹ আনা মাত্র।

—:•:—

হরিশ্চন্দ্র চরিত মূল্য ।

হরিশ্চন্দ্র চরিত শ্রীযুক্ত জগমোহন তর্কালঙ্কারকর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে এই গ্রন্থখানিতে পৌরাণিক অলৌকিক ব নাই, পরন্তু শুদ্ধ বালক বালিকাদিগের সত্য নিষ্ঠা শিখাইবার নিমিত্ত রাজা হরিশ্চন্দ্রে উপাখ্যান যতদূর আবশ্যক, তাহাই আছে।

কলিকাতা ঠনঠনে ১৭৭ নং } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ

—:•:—

## নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের জুলাই মাসের ১৫ ই হইতে ২১ এ পর্য্যন্ত নদী সমূহের গভীরতা ও জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

| নদীর নাম | ফুট | ই |
|---|---|---|
| মাথা ভাঙ্গা নদী | | |
| মহানার উপর পদ্মানদীতে | ২০ | ৯ |
| নিজ মহানায় | ৮ | [illegible] |
| তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া ৪৪ মাইল | ৭ | [illegible] |
| হাট বোয়ালিয়া হইতে আলুকদিয়া | ৬ | ৩ |
| আলুকদিয়া হইতে কৃষ্ণগঞ্জ ৩৮ মাইল | ৬ | ৯ |
| কৃষ্ণগঞ্জ হইতে হুগলি নদীপর্য্যন্ত ৩৪ মাইল | ৮ | ৯ |
| ভাগীরথী। | | |
| মহানার উপর পদ্মানদীতে | ২২ | ৯ |
| মহানায় | ১৪ | ৩ |
| তথা হইতে জিয়াগঞ্জ | ৭ | [illegible] |
| জিয়াগঞ্জ হইতে কাটোয়া ৬০ মাইল | ১০ | ৯ |

কাটোয়া হইতে নদীয়া

৪৬ মাইল ১৩ ৯

নদী জলঙ্গী

মহানা ৩

তথা হইতে করিমপুর

১৯ মাইল ৪ ০

করিমপুর হইতে টিয়াকাটা

৩৫ মাইল ৫ ৬

টিয়াকাটা হইতে নদীয়া

৬০ মাইল ৭ ০

মহানা গত ৪ ঠা জুলাই খুলিয়াছে ;

সন ১৮৬৮ জুলাই মাসের ২৪ এ তারিখে বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

ফুট ইঞ্চি

১৪ ৫৪

রমপুর } শ্রীযুক্ত টি বেল টেইকুল সি, ই
জুলাই } একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র
৬৮ } বহরমপুর ডিবিজন।

—:০:—

## বিজ্ঞাপন।

পূর্ববাঙ্গালা রেলওয়ে।

কাটখোলার নিকট বাগ্‌বাজারে গঙ্গার র যে রেলওয়ের আড্ডা খুলিবার কথা . অনুপ্রয়োজনীয় কারণবশতঃ ১০ ই আগষ্ট র তাহা হইল না।

বালদহ } স্‌ক্লিন প্রেইল
া আগষ্ট ১৮৬৮ } এজেন্ট

## সোমপ্রকাশ।

২০ এ শ্রাবণ সোমবার।

ভারতবর্ষের ভাবী অনিষ্ট।

ইউরোপখণ্ডের সভ্যতার সহিত কার কতকগুলি কুসংস্কারও যে লেশে বদ্ধমূল হইবে, তাহার বিলক্ষণ া দেখা যাইতেছে। ইংলণ্ড এ দেশে নার প্রভুশক্তি বিস্তার করিয়া তবর্ষীয়দিগের রাজনীতিসংক্রান্ত লোপ করিতেছেন বলিয়া ইহাঁদি- অপকট কৃতজ্ঞতাভাজন হইতে তেছেন না বটে ; কিন্তু অন্য অন্য য যে অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব্ব উন্নতি- ন করিতেছেন, তন্নিমিত্ত অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতার ভাজন হইবেন সন্দেহ ইংলণ্ডের গৌরবও সহস্রাংশুর সমপ্রভ হইয়া চিরশোভমান হইবে। রোমকদিগের পর অন্য কোন জেতৃজাতি পরাজিতদিগের মানসিক উন্নতিসাধন বিষয়ে ইংলণ্ডের সদৃশ যত্নপ্রকাশ করেন নাই। যে বুদ্ধিমত্তা তেজস্বিতা ও সভ্যতার প্রভাবে ইংরাজদিগের পর ভারতবর্ষীয়েরা অন্য কোন বিদেশীয় জাতিকে এ দেশে সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে দিবেন না, ইংলণ্ড তাহা আমাদিগকে প্রদান করিতেছেন। তিনি আমাদিগকে ফলভোগী হইতে দিলেন না সত্য ; কিন্তু যে বীজ বপন করিলেন, তাহা কালক্রমে বৃহৎ বৃক্ষ হইয়া অমৃত ফল উৎপাদন করিবে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, এক দল ইংরাজ স্বদেশের এই ভাবী গৌরবের বিঘ্ন জন্মাইতেছেন। যেসকল কুসংস্কার ইউরোপে পরিত্যক্ত হইতেছে, যাহা লইয়া ইউরোপে হুলস্থূল পড়িয়াছে এই দল তাহা এ দেশে বদ্ধমূল করিবার চেষ্টায় আছেন। আমরা জানিতাম, ইংলণ্ডীয় সেনাদলের পুরাতন অস্ত্রই কেবল এখানকার সৈন্যদিগের নিমিত্ত প্রেরিত হয় ; কিন্তু ইংলণ্ডের পরিত্যক্ত কুসংস্কারও যে এখানে চালিত হয়, তাহা জানিতাম না।

যে যে কারণে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট সাধারণে প্রজার অপ্রিয় হইয়াছেন, ইংলণ্ডেশ্বরীর কৃত স্পষ্টাক্ষর অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম প্রচলিত করিবার চেষ্টা তন্মধ্যে প্রধান। এক্ষণে এখানকার কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে যথার্থ রাজনীতিজ্ঞ লোক অতি অল্প আছেন। প্রধানের অনুকরণ করা প্রায় সকলের স্বভাব দাঁড়াইয়াছে। প্রধানের দৃষ্টান্ত অনুসারে প্রায় যাবতীয় ইউরোপীয় কর্ম্মচারী শনিবারকেও বিশ্রামবার করিয়া তুলিয়াছেন। ধর্ম্মানুরাগ নিন্দনীয় নয় ; কিন্তু যদি শাসন ও রাজকার্য্য উহাঁতে অনুস্যূত করা হয়, তাহা হইলে অ হইয়া উঠে। হিন্দুদিগের যাবতীয় ধর্ম্মসম্বন্ধ বলিয়া অনেক উৎকৃষ্ট বি একান্ত হতাদর হইয়াছে। ইউ শাসনকর্ত্তৃগণ ধর্ম্মের সহিত সংস্রব করিতেছেন। আয়ারলণ্ডে স্বতন্ত্র প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মসম্প্রদায় না থাকে ইংল অধিকাংশ লোকের মত। গ্লাডষ্টো সাহেবের চেষ্টায় লার্ডেরা গ্লাড সাহেবের পুরোহিত নিয়োগ করিবার বিল এ বৎসর অগ্রাহ্য কর বটে, কিন্তু নূতন মহাসভা হইলে লণ্ডে আর সরকারী বেতনভোগী জনও পুরোহিত থাকেন এরূপ হয় না। ইংলণ্ডের পুরো নিয়োগ প্রথা রহিত করিবার এটী সূত্র হইতেছে। ইউরোপ মহাখণ্ডের প্রকার মত, কিছু দিন হইল তাহা নগরে প্রকাশিত হইয়াছে। তথায় রোপের প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যাল ছাত্রেরা এক সভা করিয়া প্রকাশ্য বলিয়াছেন, খৃষ্টধর্ম্ম বর্ত্তমান সভ্য অনুরূপ নহে এবং ধর্ম্মের সহিত গ মেণ্টের কোনপ্রকার সংস্রব রা বিধেয় হয় না। সম্রাট নেপলিয়ন চেষ্টা করিয়াও খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি লো শ্রদ্ধা জন্মাইতে পারেন নাই। ফর বিপ্লবের সময়ে যে মত প্রকাশিত এক্ষণে তাহা সর্ব্বত্র পরিগৃহীত তেছে। বহু অর্থ ব্যয় ও বহু আড় করিয়া পদ্ধতিবদ্ধ কতকগুলি শব্দ উচ্চা করিলেই যে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিপ্রক হইল, ইউরোপ ও আমেরিকা উ খণ্ডেরই কৃতবিদ্যমণ্ডলী এ কথা স্বীক করিতে সম্মত নহেন। ইটালিতে পোপে প্রতি লোকের ভক্তি অন্তর্হিত হইয়াছে অষ্ট্রিয়ার সম্রাট প্রজাদিগের ম উপেক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া বিদ লয়ে কাথলিক ধর্ম্ম অবশ্য শিক্ষা ক

—২৬০—

বে, এ নিয়ম পরিত্যাগ করিয়াছেন।
ালয়ে ধর্ম শিক্ষা না করিলে নয়
মত ইউরোপে আর আদৃত হইতেছে
। ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করা আর না
া ব্যক্তিবিশেষের স্বায়ত্ত; কেহ
ার ধর্ম্মাধর্ম্মফলভোগী হন না।
র্ণমেণ্ট যদি সামাজিক বিষয়ের উপরে
ভুত্ব করেন, তাহাতে যেমন অনিষ্ট
, ধর্ম্মবিষয়ে প্রভুত্ব করিলেও সেই
া হইয়া থাকে।

আমেরিকায় কখনই গবর্ণমেণ্টের
ত ধর্ম্মের সংস্রব নাই। এ বিষয়ে
কারা সকলের অগ্রসর হইয়াছেন।
দিন কোম্পানির রাজত্ব ছিল, তত
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ধর্ম্মসংস্রব
গ তত বলবান ছিল না; কিন্তু ক্রমে
সাংঘাতিক হইয়া উঠিতেছে।
ল রাজকার্য্যে নয়, আমাদিগের
ক্ষাপ্রণালীমধ্যেও ক্রমে ক্রমে খৃষ্ট
ার [illegible] দেওয়া [illegible]তেছে।
[illegible]ণ্ট বিদ্যালয়ের [illegible] উহার
[illegible] কারণ বলিয়া পরিগণিত হইতে
[illegible]। ডাক্তর ডফ দেখিলেন, মিসনরি
[illegible]দের ছাত্রগণ প্রেসিডেন্সি কালেজ
[illegible] ছাত্রগণের সমকক্ষ হইতে কখন
[illegible] পারিবেন না; যত দিন
নরি [illegible] গবর্ণমেণ্টের
[illegible] হইতেছে, তত
গবর্ণমেণ্টের [illegible]
[illegible] কথা বলিলে তাহা অগ্রাহ্য হইবে।
[illegible] তিনি মিসনরি বিদ্যালয়কে উন্নত
[illegible] গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের সমকক্ষ
[illegible] আমার বিবেচনা করিয়া
[illegible]
[illegible] সমকক্ষ [illegible]
[illegible] পুস্তক [illegible]
[illegible] বিশ্ববিদ্যালয়সভাও
[illegible] বিবেচিত হইলেন।
[illegible] পুস্তক [illegible] এই

কারণেই মিসনরি বিদ্যালয় হইতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছাত্র বহির্গত হইতেছেন; তদ্দ্বারা মিসনরিরা গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয় উঠাইবার প্রস্তাব করিবার সুবিধাও পাইয়াছেন। সম্প্রতি একটী ঘটনা হইয়াছে, তাহাতে আমাদিগের শিক্ষাপ্রণালীর সম্পূর্ণ বিপদ আশঙ্কিত হইতেছে। আবারক্রম্বির মনোবিজ্ঞান খৃষ্টধর্ম্মকে মূল করিয়া লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সভ্য কালে মনোবিজ্ঞান তর্ক ও প্রকৃতির নিয়মানুসারে স্থিরীকৃত হইবে। ডাক্তর আবারক্রম্বি তর্কের স্থলে বাইবলের কতকগুলি অলৌকিক বাক্য প্রমাণ দিয়া স্ববাক্য সমর্থন করিয়াছেন। এই পুস্তকখানি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রহিত করিবার প্রস্তাব হয়। বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমতঃ আবারক্রম্বি রহিত করিবার কথা কহিয়াছিলেন; কিন্তু অপর মিসনরিগণ চীৎকার করিয়া উঠাতে, তিনি নিরস্ত হইলেন এবং কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া সেই মতে মত দিলেন। কি শাসনপ্রণালী কি শিক্ষাপ্রণালী বাবতীয় বিষয় এই রূপে ধর্ম্মসম্বন্ধ হওয়াতে আমাদিগের ইষ্ট না হইয়া অনিষ্টেরই আশঙ্কা জন্মিতেছে। আমাদিগের খৃষ্টধর্ম্মানুরক্ত রাজপুরুষ ও মিসনরিগণ মনে করিতেছেন, যে কোন উপায়ে হউক, খৃষ্টধর্ম্মের বহুল প্রচার করিতে পারিলেই ভারতবর্ষের মঙ্গল করা হইবে; কিন্তু এক্ষণকার সময়োন্নতি প্রতিকূলগামিনী, এখন লোকের মনের যেপ্রকার ভাব দেখা যাইতেছে, তাহাতে ঐ চেষ্টা অনর্থকারিণী হইবে সন্দেহ নাই।

—:০:—

শিক্ষকসমাজ।

ভাগলপুরে শিক্ষকসমাজ নামে একটী সভা হইয়াছে। এতদ্দেশীয় শিক্ষ

কগণ এক্ষণে যে সমস্ত কষ্টভোগ
তেছেন, তাঁহাদিগের বেতন ও পদ
নিশ্চিত নিয়ম না থাকাতে যে অনি
তেছে, তাহার প্রতিকার করাই
জের উদ্দেশ্য। এই সমাজ যাব
শিক্ষকের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া ব
শের ডিরেক্টর ডবলিউ, এস, আটকি
সাহেবের নিকটে এক আবেদন
করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, শিক্ষ
গের উন্নতিলাভের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম
অনেক শিক্ষক এরূপ আছেন, যাঁ
বহু কাল কর্ম্ম করিতেছেন, কিন্তু
পদও উন্নতিলাভ করিতে পারেন
অথচ বিদ্যালয়ের কর্ত্তারা বরাবর উ
দিগের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। অ
বিভাগে নিকৃষ্ট ক্ষমতাশালী লো
সময়ে সময়ে যেপ্রকার বর্দ্ধিত
লাভ করিতেছেন, তদ্দর্শন করিয়া
কের কার্য্য নিতান্ত কষ্টকর বলিয়া
য়মান হয় সন্দেহ নাই।

এক্ষণে শিক্ষাবিভাগের পদ
হইলে প্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদি
দেওয়া হয়, অথচ অনেক শিক্ষক
কের প্রশংসাপত্র পাইয়া কাজ ক
ছেন। গর্ডন ইয়ং সাহেব ১৮৫৭
স্থির করিয়াছিলেন, কোন পদ শূন্য
যে ব্যক্তি নিম্নতর পদস্থ থাকিয়া সু
রূপে কার্য্য করিয়া প্রতিপত্তিলাভ
য়াছেন এবং যাঁহার প্রশংসাপত্র অ
তাঁহাকেই উক্ত পদ দেওয়া হই
এস্থলে নূতন প্রার্থীর গুণ কিছু অ
হইলেও তাহা ধর্ত্তব্য হইবে না;
এক্ষণে কার্য্যতঃ এ নিয়ম রহিত হইয়া
সমাজ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছা
গের অনুরোধে পূর্ব্বতন উপযুক্ত শি
দিগকে উচ্চপদ প্রদান না করা অন্যা
এ অভিযোগের কারণ আছে। বি
দ্যালয়ের ছাত্রগণকে উৎসাহ দে
কর্ত্তব্য তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু পূ

যুক্ত শিক্ষকদিগকে নিরাশ করিয়া
সাহ দেওয়া বিধেয় নয়। বিশ্ববিদ্যা-
য়ের উপাধি না থাকিলে যে লোকে
যুক্ত হন না, এ কথা অকিঞ্চিৎকর।
ন্সের পলিটেকনিক বিদ্যালয়ে বিশ্ব
ালয়ের প্রশংসাপত্র ব্যতিরেকে
বেশ করিবার যো ছিল না; কিন্তু
ন নেপলিয়ন কন্সল ছিলেন, তৎকালে
যুবক তাঁহার নিকট আসিয়া বলি-
ন "আমার পিতা আমাকে গৃহে
ক্ষা দিয়াছেন; কালেজে অধ্যয়ন করি
মাদিগের এমত সঙ্গতি নাই; কিন্তু
াদলে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা করি-
ছ; আমি উপযুক্ত কি না তাহা
শয় স্বয়ং পরীক্ষা করুন।" নেপলি
দেখিবামাত্র লোক চিনিতে পারি-
। তিনি নিজে বালকটীর পরীক্ষা
লেন; তিনি নিজে অসামান্য অঙ্ক-
বিৎ ছিলেন, তাঁহাকেও ঐ যুবকের
ংসা করিতে হইল। ঐ যুবক পলি
নিক বিদ্যালয়ের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া
য় প্রবেশ করিলেন, শেষে স্পেনের
কালে এক জন গণনীয় সেনাপতি হইয়া
ক্ষণ যশোলাভ করিয়াছিলেন। বিশ্ব
লয়ে গৃহ অপেক্ষা সাধারণে উৎকৃষ্ট
া হয় যথার্থ; কিন্তু তাহা বলিয়া
ধিহীন ব্যক্তিমাত্রেই অনুপযুক্ত
দ্ধান্ত হইতে পারে না। শিক্ষা
গে যেসকল লোক আছেন, তাঁহা
র অধিকাংশ উপাধিধারী নহেন।
রা আপনাদিগের জীবনকাল শিক্ষ-
কার্য্যে অতিবাহিত করিয়াছেন।
কতাকার্য্যে অনেকের বিলক্ষণ
া জন্মিয়াছে। কেবল বিদ্যা থাকি-
উত্তম শিক্ষক হওয়া যায় না। আমে
ও ইউরোপ উভয় খণ্ডেই শিক্ষক-
র বিশেষ শিক্ষা আবশ্যক হয়।
শিক্ষা পূর্ব্বতন শিক্ষকদিগের
। এসকল ব্যক্তি কার্য্যার্থী

থাকিতে নূতন ও শূন্য পদ অন্য লোককে প্রদান করা আর পদস্থ ব্যক্তিকে শিক্ষাবিভাগ ত্যাগ করিতে বলা সমান কথা। পরীক্ষোত্তীর্ণ সিবিলিয়ানগণকে যদি প্রত্যেক নূতন পদ দেওয়া হইত, যদি তিন বৎসরের এক জন কম্পিটিশনওয়ালা বিংশতি বৎসরের এক জন কালেক্টরের মস্তক লঙ্ঘন করিয়া জজ হইতেন, তাহা হইলে কি হইত? কার্য্যতঃ শিক্ষাবিভাগে তাহাই ঘটিতেছে।

শিক্ষকসমাজ একটী ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। নিয়মিতরূপে সমুদায় কাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে দেওয়া হয়, এ কথাটী যথার্থ নহে। তাহা হইলে ত একটা প্রণালী প্রবর্ত্তিত দৃষ্ট হইত। বস্তুতঃ শিক্ষকদিগের কোন প্রণালীই নাই। ইয়ঙ্ সাহেবের এক পুস্তক ছিল, তন্মধ্যে যাবতীয় শিক্ষকের নাম লিখিত থাকিত। যাঁহার যে সুখ্যাতি অখ্যাতি হইত, ডিরেক্টর তাহা ঐ পুস্তকে লিখিয়া রাখিতেন। কোন পদ শূন্য হইলে তিনি প্রশংসাপত্র ও কার্য্যকালের সুখ্যাতি বিবেচনা করিয়া লোক নিযুক্ত করিতেন। দূর ও অস্বাস্থ্যকর স্থানের কর্ম্মচারিগণ উত্তম স্থানে বদলী হইতেন। ইয়ঙ্ সাহেব কাহারও অনুরোধ শুনিতেন না। এই নিমিত্ত সকলেই জানিতেন যে, সময় হইলেই ডিরেক্টর সুবিচার করিবেন; কিন্তু এক্ষণে সকলই বিকৃত হইয়াছে। অনুরোধবল ব্যতিরেকে আটকিন্সন সাহেবের নিকটে প্রায় কিছু হয় না। কর্ম্মার্থীর সহস্র গুণ থাকিলেও ডিরেক্টর তাহা দেখেন না। তিনি প্রায় অনুরোধবশবর্ত্তী হইয়া কাজ করিয়া থাকেন। কোন স্থানে এক জন বি, এ, ২০ টাকা বেতনে শিক্ষকের পদে আছেন, কোন স্থানে বা এক জন নির্গুণ লোক অধ্যাপক হইয়াছেন। আটকিন্সন সাহেব

কিছুই দেখেন না। তাঁহার বি
পূর্ব্বতন শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের
ধিধারী ছাত্র বলিয়া বিচার নাই; য
সহায়বল তাঁহারই উন্নতি। অ
সমাজ বৃথা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র
বিষয় লইয়া ক্ষোভ করিয়াছেন।
দলেরই সমান কষ্ট হইতেছে। স
পব্লিক ওয়ার্ক বিভাগের ন্যায় ছয়
অন্তর শিক্ষকদিগের এক রিপোর্
তালিকা প্রস্তুত করিবার যে প্র
করিয়াছেন, তাহা উত্তম। কিন্তু
করিতে পরিশ্রম ও মনোযোগ লাগি
আটকিন্সন সাহেব কি তাহা ক
পারিবেন? সমাজ যে কষ্টের
বলিয়াছেন, তাহা যথার্থ, কিন্তু আম
গের আশঙ্কা হইতেছে, আটকিন্সন
থাকিতে কোন প্রকার উন্নতিই হ
না। ২৫০০ টাকার বেতনের পদ অ
চিত কার্য্যে আর নাই; অতএব অ
দিগের বর্ত্তমান ডিরেক্টরের পেক্ষ
সময়পর্য্যন্ত শিক্ষাবিভাগ যে
আছেন, সেইখানেই রহিলেন। সমা
আবেদনের প্রত্যুত্তরস্বরূপ আটকি
সাহেব নিম্নলিখিত কথা লিখিয়াছেন
"নিম্নতর শিক্ষাকার্য্যের কর্ম্মচ
গণের উন্নতির বিষয়ে সমাজ য
বলিয়াছেন, তাহা নথির সা
থাকিল।"
যাঁহার অধিক বুদ্ধি, তিনি ই
তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবেন; আমা
গের সামান্য বুদ্ধি, ইহার কিছুই
করিতে পারিলাম না। গবর্ণমেণ্ট শি
বিভাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন
প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। বঙ্গদেশে অ
ইংরাজী বিদ্যাশিক্ষার উন্নতিসাধন
বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত ন
আটকিন্সন সাহেব সেই উদ্দেশ্যস
করিয়া শিক্ষাবিভাগকে উৎসন্ন দি
ছেন। যদি উহাই উদ্দেশ্য হইল, ত

৫০০ টাকায় যে কাজ করিতেছেন, [illegible] সাহেব ৩০০ টাকায় তাহার [illegible] করিতে পারেন, তবে এত টাকা [illegible] কেন? এই ব্যয়ে ত আর এক [illegible] হইতে পারে।

---

### মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা।

[illegible] পরম্পরা শুনিয়া বিস্মিত [illegible] মুদ্রাযন্ত্রের যে স্বাধীনতা ইংরাজ [illegible] চিরস্মরণীয়, মহত্ব ও গৌরবের [illegible] যে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া লার্ড [illegible] চিরস্মরণীয় ও ভারতবর্ষীয় [illegible] অকপট কৃতজ্ঞতার ভাজন হই[illegible] যে স্বাধীনতার প্রভাবে এতদ্দেশীয় [illegible] দেশের প্রধান ক্ষমতা [illegible] যাহার গুণে প্রধান [illegible] প্রজাদিগের এবং [illegible] অভিপ্রায় প্রধান রাজপুরুষ[illegible] গোচর করিয়া এত মঙ্গল [illegible] যাহার বলে এদে[illegible] দিন [illegible] আরোহণ করিতেছেন, যে [illegible] বিচারপ্রণা[illegible] উদ্ঘাটন করিতেছে, যে [illegible] ভীরু বাঙ্গালীদিগকে [illegible] আত্মস্বত্বের শিক্ষা [illegible] যে স্বাধীনতার মহিমায় রাজ[illegible] প্রতিদিন [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] কথা [illegible] পাইতেছেন ও যাহা শুনিয়া [illegible] যথাসময়ে স্বদোষ ও ভ্রম [illegible] সমর্থ হইতেছেন এবং যে [illegible] দিগের এ দেশে প্রভু[illegible] প্রধান উপায়স্বরূপ [illegible] সংবাদপত্রের [illegible] হইতেছে। রাজ[illegible] কেহ কেহ করিতেছেন, [illegible]দেশীয় [illegible]

ও ধৃষ্টতা আর সহ্য হয় না।" এই সমাচারটী যখন আমাদিগের শ্রুতিগোচর হইল, যুগপৎ নানা ভাব উদিত হইয়া চিত্তকে আবর্ত্তশীল সাগরের ন্যায় অস্থির করিয়া তুলিল; কিন্তু হৃদয় ইহাতে বিশ্বাস করিল না। আমাদিগের বর্ত্তমান রাজপুরুষেরা এত নিকৃষ্ট হইবেন, আমরা ভ্রমেও এরূপ বিবেচনা করি না কিরূপেই বা ইহা সাধ্যায়ত্ত হইবে? ইংলণ্ড স্বাধীনতাপ্রিয়, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা তথাকার মহত্ত্ব। ভারতবর্ষের যাবতী বিষয় ক্রমে ইংলণ্ডের তুল্য হয়, তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট ও তত্রত্য লোকের এই ইচ্ছা। যখন এরূপ হইতেছে, তখন তাঁহারা স্বাধীনতাভোগী থাকিয়া ভারতবর্ষকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিবেন, ইহা ত আমাদিগের বুদ্ধিতে লয় না। ইংলণ্ডে অদ্যাপি কি এই ইচ্ছা হইয়াছে, যে ভারতবর্ষের নবাবেরা সকলের মুখ বন্ধ করিয়া যে যথেচ্ছাচারসুখ ভোগ করিয়া গিয়াছেন, তিনিও সেই সুখের আস্বাদগ্রহণ করিবেন? যে গুণের মুখ না হয়, তাহা অতিশয় অপকারক হইয়া উঠে, ইহা কি আমাদিগের প্রধান পুরুষেরা অবগত নহেন? তাঁহারা আমাদিগের চোখ ফুটাইয়া দিয়াছেন; কিন্তু কিছু দেখিতে দিবেন না। ন্যায়ান্যায় বুঝিবার ও বলিবার ক্ষমতা দিয়া দিয়াছেন; অথচ কিছু বলিতে দিবেন না। এ কেমন কথা? আমরা অন্যায় দেখিলেই বলিব; আমাদিগের স্বত্ব ও অধিকারহরণচেষ্টা দেখিলেই চীৎকার করিব; যত ক্ষণ তাহার প্রতিবিধান না হইবে, বিবাদ করিব; কিন্তু কখন রাজবিপ্লাবনচেষ্টা বা অস্ত্রধারণ করিব না। যদি কাহার সে দুশ্চেষ্টা হয়, তাহার ভ্রমভঞ্জন করিয়া দিয়া নিবারণচেষ্টা পাইব, এই আমরা জানি।

### দেশীয় না বিদেশীয় উপাধি মিষ্ট?

ডেলিনিউসের এক জন ইং[illegible] পত্রপ্রেরক একটী উত্তম প্রশ্ন উথ[illegible] করিয়াছেন। কোন কোন ভারত[illegible] ইংরাজদিগের ন্যায় "মিষ্টার [illegible] "এস্কোয়ার" উপাধিলাভার্থী [illegible]ছেন। পত্রপ্রেরক বলেন, "এস্কোয়া[illegible] উপাধি গ্রহণ করিবার ক্ষমতা ভার[illegible]বাসীদিগের নাই। উক্ত পত্রসম্পা[illegible] পত্রপ্রেরকের কৃত প্রতিবাদের অনু[illegible]দন করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় হইয়া [illegible]তবর্ষীয় উপাধি ত্যাগ করা আমাদি[illegible] বিবেচনায় নিতান্ত বিড়ম্বনার বি[illegible] "বাবু" উপাধি অপেক্ষা কি "মিষ্ট[illegible] এবং "এস্কোয়ার" উপাধি অ[illegible] মিষ্ট? এ উপাধি কি সম্মানসূচক ন[illegible] তবে বিদেশীয় উপাধির প্রতি [illegible] কেন? বোম্বাইয়ের পার্সী মা[illegible] "মিষ্টার" হইয়াছেন। তত্রত্য অ[illegible] মহারাষ্ট্রীয়ও এই উপাধি গ্রহণে [illegible] করিয়াছেন। মান্দ্রাজেও ইহা সঞ্চা[illegible] হইয়াছে। বঙ্গদেশে ভারতবর্ষীয় "মি[illegible]রের" সংখ্যা অল্প; উত্তর পশ্চি[illegible]ঞ্চলে প্রায় দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু [illegible]শীয়েরা বিদেশীয় উপাধিতে লাল[illegible]বান্ হইয়াছেন, শুনিলে মন অসু[illegible] হয়। আমাদিগের স্বদেশের প্রতি [illegible] আজও অনুরাগ হয় নাই, এতদ্দ্বারা [illegible] সপ্রমাণ হইতেছে। এতদ্দেশীয় খৃষ্টা[illegible]নেরাই "মিষ্টার ও এস্কোয়ার" উপাধি[illegible] অধিক ভক্ত। তাঁহারা যেমন ধর্ম্ম পরি[illegible] করিয়াছেন, সেইরূপ সকল বিষয়ে[illegible] পরিবর্ত্তের ইচ্ছা ও ভান করিয়া থাকে[illegible] তাহাতে লোকে তাঁহাদিগকে উপহা[illegible] করেন এইমাত্র। ধর্ম্ম পরিবর্ত্ত হইবামা[illegible] অনেকেরই পরিচ্ছদ আহার ব্যবহার [illegible]লেরই পরিবর্ত্ত হয়। অনেকে খৃষ্টীয় হইয়া সোজা বাঙ্গালা কথা ভুলিয়া যা[illegible]

এক জন এদেশীয় খৃষ্টীয়ান ইংলণ্ড
হইতে প্রত্যাগমন করিয়া স্বদেশীয়
খাবাই বিস্মৃত হইয়াছিলেন। স্বদেশের
জল বায়ু আর তাঁহার সহ্য হইত না;
তিনি মধ্যে মধ্যে বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে
যাইবার কথা কহিতেন। ইহাঁরা হিন্দু
ও মুসলমানদিগকে "বাঙ্গালী" বলিয়া
ঘৃণা করেন, যেন আপনারা আর কোথা
হইতে আসিয়াছেন !! দেশীয় বস্ত্র পরি
ধান করিলে আমাদিগকে যেপ্রকার
দেখায়, ইউরোপীয় বস্ত্রে তাহার বিপ
রীত বোধ হয়। ইহাতে ইউরোপীয়েরা
ঘৃণা ও ভারতবর্ষীয়েরা হাস্য করেন।
ত্তপ্রভৃতির অপেক্ষা ইংরাজী উপাধি
গ্রহণ অধিকতর উপহাসকর। ইহাতে
যার্থ সম্মানবৃদ্ধি হয় না, কেবল স্বদে
শীয় ও বিদেশীয়দিগের নিকটে তুচ্ছ
হইতে হয়। "জন মুখোপাধ্যায়"
"মাইকেল বসু" প্রভৃতি নামগুলি
শ্রুতিমধুর !!! এগুলি কর্ণে যেমন
বর্ষণ করে, মিষ্টার রামচন্দ্র মুখো
পাধ্যায় এস্কোয়ার বলিলে তেমনি মধু
লিয়া দিবে সন্দেহ নাই।

-:o:-

### রাজকর্ম্মচারীদিগের গুণানুসারে পদোন্নতির ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

মধ্যে মধ্যে গেজেটে এই বিজ্ঞাপন
দেখিতে পাওয়া যায়, অমুক মাজিষ্ট্রেট
ক কালেক্টর অমুক জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট
অমুক ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট, উচ্চ পদ লাভ
লেন; কিন্তু কে কি গুণে ঐ পদ
ভ করিলেন, তাহার উল্লেখ থাকে না,
সন ও রাইলাণ্ডপ্রভৃতির যেমন উন্ন-
লাভ হইতেছে, মনরো ও ওকিনলেপ্র-
রও তেমনি হইতেছে। "মুড়
রির এক দর।" এ রাজা যুধিষ্ঠিরের
সূয় যজ্ঞের দান নয়, বাবু দেবনারা-
য়ণের রামপাধ্যায় পড়ানও নয়
লেই সমান দান পাইবেন। গুণা-
নুসারে উন্নতিলাভের ব্যবস্থা করিলে
কি ভাল হয় না? এ নিয়ম হইলে আমা
দিগের প্রধান পুরুষদিগের কেবল যে
গুণজ্ঞতাগুণের পরিচয় হয় এরূপ নয়, যে
সকল কর্ম্মচারী অপদার্থ অকর্ম্মণ্য ও অস
চ্চরিত্র, তাহারাও শুধরিয়া যাইতে পারে,
এবং প্রজারাও সদ্বিচারলাভে আপ-
নাদিগকে চরিতার্থ বরিয়া মানে। তবে
যদি গ্রে সাহেব এরূপ সঙ্কল্প করিয়া
থাকেন, যে কর্ম্মচারী আপনার অসাধু
ব্যবহার, অন্যায় ও অত্যাচারদ্বারা ভার
তবর্ষীয়দিগকে অসন্তুষ্ট করিয়া তুলিবেন,
গ্রে সাহেব তাঁহাকেই উচ্চ পদ প্রদান
করিবেন, সে স্বতন্ত্র কথা। সিবিলসর্ব্বিস
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই লোক
ভদ্র ও কাজের লোক হন না। কর্ম্মকা-
লের সুখ্যাতি ধরিয়া যদি গ্রে সাহেব
উচ্চ পদ দিবার নিয়ম করেন, তাহা হই
লেই স্বল্পকালমধ্যে দেখিতে পাইবেন
যাঁহারা এক্ষণে কণ্টকস্বরূপ হইয়া প্রজা
গণকে জ্বালাতন করিতেছেন, তাঁহারাও
মানুষের মত হইয়া উঠিয়াছেন।

-:o:-

### নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

১। কাব্যপ্রকাশিকা। শ্রীযুক্ত বরদা-
প্রসাদ মজুমদার ক্রমান্বয়ে সংস্কৃত
কাব্যগুলি প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প
করিয়া এক খণ্ড মুদ্রিত ও প্রচারিত
করিয়াছেন। এ খণ্ডে শকুন্তলা ও কুমার
সম্ভব টীকা ও বাঙ্গলা অনুবাদসহিত
সন্নিবেশিত হইয়াছে।

২। উত্তরপাড়া মাসিক পত্রিকা।
বঙ্গভাষার উন্নতিসাধন করা পত্রিকা
প্রচারকদিগের উদ্দেশ্য। উত্তরোত্তর
উৎকৃষ্ট বিষয় সকলের আন্দোলনে
প্রবৃত্ত হইলে এ উদ্দেশ্য ক্রমে সিদ্ধ
হইতে পারিবে।

৩। কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটীর
পঞ্চবিংশ (১৮৬৬। ৬৭ অব্দের)
রিপোর্ট। এই সোসাইটী ১৮১৭
জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। রি
দৃষ্ট হইল, ক্রমশঃ কার্য্যের উন্নতি
তেছে। বিজ্ঞাপনীপ্রচারকেরা এক
দুঃখপ্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন
সকল পুস্তক অনুবাদিত হইয়াছে,
বড় বিক্রয় হইতেছে না। চকমকির
প্রভৃতি সামান্যপ্রকার পুস্তকের
বাদ চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া যদি উ
লোকদ্বারা উৎকৃষ্ট পুস্তকের অ
সম্পাদন করা হয়, অধিকপরি
বিক্রয় হইতে পারে।

৪। "বেনারস আসোসিয়েসন"
১৮৬৭ অব্দের কার্য্যবিবরণ। এই স
যে প্রকার চলিতেছে, তাহাতে ই
দ্বারা অনেক কাজ হইবার সম্ভাব
সভ্যগণ সামাজিক উন্নতিসাধনবি
মনোনিবেশ করিবার সঙ্কল্প কর
ছেন। কাশীতে এই কার্য্য হইলেই
জিত হয়।

—:*:—

### প্রাপ্ত।

### বঙ্গীয়দিগের দৈহিক অবনতি।

এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট ও বৈদেশিক বণিকগ
কার্য্যালয়সকল যেরূপ নিয়ম ও সময়ের
ভূত হইয়া চলিতেছে, তাহাতে কর্ম্মচারিগ
শরীর ভগ্ন ও রুগ্ন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভা
আছে। বিচারালয় ও সরকারী ধনাগার
রাজকীয় কার্য্যালয় ও বণিকগণের কার্য্যাল
কার্য্যনির্ব্বাহক সময় এক রূপ নয়। কো
দশঘটিকার পূর্ব্বে কার্য্য আরম্ভ হয়, কো
অধিক বেলা যাইলে কার্য্যারম্ভ হয়। পূ
প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে যে, এ দেশ অ
শয় উষ্ণ ও গ্রীষ্মপ্রধান। অতএব এ
সময়ে এ দেশে বিষয়কার্য্য সমাধা
কিরূপে যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে।

যখন সামান্য পশুপক্ষিগণ উগ্র প্র
রৌদ্রের সময় স্ব স্ব আবাসস্থলে বিশ্র
হইয়া অনাতপ স্থানে বিশ্রাম ক

মনুষ্যের কি প্রকারে এপ্রকার অস
অতি শ্রমসাধ্য বিষয়কর্ম্মসাধন সঙ্গত
ত পারে? ইহাতে কি তাঁহাদের ক্লে
হয় না। তবে কি করেন, উদরের জন্য
ট করিতে হয়। ইংরাজদিগের দেশ
শয় শীতপ্রধান এদেশ অতিশয় গ্রীষ্ম
প্রধান। তথাকার লোকের আহারা
নিয়ম ও রীতি নীতির, সহিত অত্রত্য
কের সৌসাদৃশ্য নাই। তাঁহারা প্রতি
চারি বার, এখানকার লোক দুই বার
র করেন। তথায় শীতাধিক্যহেতু প্রাতে
পরাহ্নে কার্য্য করা উচিত হয়। তথায়
র ও সূর্য্যের উত্তাপাতিশয় এক মুহূর্ত্ত
থাকিবার যো নাই। বোধ করি, এই
তথাকার যাবতীয় বিষয় কার্য্যসাধন
হ্ন দশটা, চারিটা সময় নির্দ্ধারিত
হু। অতএব শীতল প্রদেশের কার্য্য
ক নিয়ম ও সময় উষ্ণ প্রদেশে নিয়োজিত
যুক্তিসিদ্ধ ও ন্যায়ানুগত হইতে পারে

রাজা ও বণিকগণ পক্ষপাত জাতি
গ ও জাত্যভিমানাদি নানা কারণবশতঃ
শীয়দিগকে প্রায় স্বল্প বেতন, সামান্য
্য ও পদ প্রদান করিয়া থাকেন; কিন্তু
ময় পর্য্যন্ত শ্রম করাইতে বিলক্ষণ
। এখানকার লোক অধিক পরিশ্রমী,
িক্ষিত ও কার্য্যদক্ষ হইলেও তাঁহারা
অধিক বেতন ও উচ্চ পদের পাত্র
পারেন না। কর্ম্মকারকদিগের অনে
প্রবাসী। তাঁহাদিগকে ঐ স্বল্প বেতনে
রিক ও প্রবাসের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে
তাঁহাদিগের অধিকাংশ সুশিক্ষিত ও
ভাবাপন্ন নহেন বলিয়া অনেকে অনেক
। প্রবৃত্তির আসক্ত হন। তাঁহাদিগের
সেবাতেও অল্প বেতনের কি
ব্যয় হইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহাদি
সামান্য কুৎসিত স্থানে ও গৃহে বাস,
অপকৃষ্ট পাকজনক দ্রব্য আহার ও
... পরিধান করিয়া কাল
করিতে হয়। আবার কার্য্যালয়ের
নির্দ্দিষ্ট সময়মধ্যে উপস্থিত হইতে না
ে এতুরা কুপিত হইয়া থাকে

বেতন কর্ত্তন, পদাঘাত, মুষ্ট্যাঘাত ভ্রূভঙ্গী প্রদর্শন প্রভৃতি করেন, এই ভয়ে জীবন ধারণোপযোগী যৎসামান্য আহার করিয়া পদব্রজে দ্রুতবেগে দুরন্ত সূর্য্যতাপে দগ্ধ হইতে হইতে গলদ্ঘর্ম্মকলেবরে কর্ম্ম স্থানে উপস্থিত হন। তথায় উপস্থিতির অনতি বিলম্বে নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অবিশ্রান্ত বেলা চারি ঘটিকা বা সন্ধ্যা অথবা কতক রাত্রিপর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া থাকেন। এ দিগে পথক্লেশ এবং রৌদ্র ও গ্রীষ্ম, ও দিগে প্রভুর কোপবাক্য, অপর দিগে অতিরিক্ত পরিশ্রম, এ সকলে শরীর কত দিন সুস্থাবস্থায় থাকিতে পারে? বিল সরকার, বাজার সরকার প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণের দুরবস্থা মনে করিলেও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। অপরাহ্নে প্রচণ্ড রৌদ্রের সময় গলি গলি, বাড়ী বাড়ী দ্বারে দ্বারে, ভিক্ষুকের ন্যায় তাহাদিগকে ভ্রমণ করিতে হয়। এক্ষণে কাহার প্রতিই বা দোষারোপ করা যায়? আমাদের দেশস্থ লোকই যত অনর্থের মূল। ইহাঁরা সামান্য নির্লজ্জ নহেন। ইহাঁদের জাত্যভিমান অত্যন্ত প্রবল। কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি স্বাধীন বৃত্তি, ইহাঁদের নিকট আদরণীয় হয় না। ঐগুলি আদরণীয় হইলে ইহাঁরা স্বেচ্ছামত সময় ও কার্য্যবিভাগ করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন, তাহা হইলে স্বাস্থ্যব্যাঘাত হইবার অণুমাত্র সম্ভাবনা থাকে না।

আমরা এইরূপ দোষার্পণ করাতে অনেকে অনেক প্রকার আপত্তিও উত্থাপন করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা যদি পক্ষপাত শূন্য হইয়া স্থিরচিত্তে এক বার ভাবিয়া দেখেন, তাহা হইলে সহজেই সকল আপত্তির খণ্ডন হইয়া যাইবে। অগ্রে শরীররক্ষা করা সকলেরই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; পশ্চাৎ বিষয় কর্ম্ম। যদি শরীরই অপটু হইল, তাহা হইলে বিষয়কার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ হইবে। এইসকল অনিষ্টের আশঙ্কায় পূর্ব্ব কালের রাজা, মহাজন, দেশীয় বণিকগণ, এতাদৃশ সময়ের বশবর্ত্তী না হইয়া নিজ নিজ বিষয় কার্য্য প্রাতে ও অপরাহ্নে সম্পাদন করিতেন তাঁহারা কি এতই অবিবেচক ও অদূরদর্শী

ছিলেন? তাঁহাদের বিষয় কার্য্য কি
কার্য্য নহে। তাঁহাদের কার্য্য কি সু
ভাবে সম্পন্ন হইত না? ঐ রাজেরা এ
অধিকার করিয়া অনেক দিবসাবধি ত
ও বৈকালে স্ব স্ব কার্য্য নিষ্পাদন ক
ছিলেন। দেশীয় জমিদার, মহাজন
প্রভৃতি প্রাতঃকালে ও অপরাহ্নে
আপন কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। ইহ
কি এত নির্ব্বোধ ও হিতাহিতজ্ঞান
ইহাঁদের কর্ম্মচারিগণের সহিত
প্রভৃতি কর্ম্মকারকগণের শারীরিক বলব
তুলনা করিলে বহু বৈলক্ষণ্য বোধ হ
অতএব দেশ কাল পাত্র বিবেচনা
কার্য্যনির্ব্বাহক নিয়ম ও সময় নির্দ্ধারণ
রাজপুরুষগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

—:•:—

## বিবিধসংবাদ।

১৩ ই শ্রাবণ সোমবার।

এক ব্যক্তি সংবাদপত্রে লিখিতেছেন,
শনে শূকরের কোন অনিষ্ট হয় না। শূ
সর্পকে আহার করিয়া থাকে। আমেরিকা
শূকরেরা রাটল সর্প ভক্ষণ করে, ইহার
আছে। সর্পের বিষে তাহাদিগের কি
কি না, ইহার পরীক্ষা আবশ্যক।

সম্প্রতি প্রধান সদর বিচারালয়ের প্রধান
পতি নূতন উকীলদিগকে খাস আপীলের
নবধান করিয়াছেন। যেসকল খাস অ
ভাং ভাল উকীলেরা গ্রহণ করেন না, মো
রেরা তাহা নূতন উকীলদিগের দ্বারা রুজু
করিয়া লন। কিন্তু আপীলের প্রায় ভাল
থাকে না। প্রধান বিচারপতি বলেন,
তাঁহাদিগের অপেক্ষা বহুদর্শী ও উপযু
হারা উকীলেরা মকদ্দমা লইতে অসম্মত হন
তাহাদিগের তাহা গ্রহণ করা অনুচিত।

১০ আইনের মকদ্দমা দেওয়ানী আদ
লইয়া যাইবার প্রস্তাব হওয়াতে মফ
মোক্তারেরা অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া
অনেকে এই বলিয়া আবেদন করিতে
যদি দেওয়ানী আদালত বিচার করেন,
হইলে তাঁহারা যেন তথায় গিয়া প্রশ্নোত্তর
বার অনুমতি পান, তাঁহারা বলেন
অব্দের ১০ আইন অনুসারে তাঁহারা রে
একেন্টের পরীক্ষা দিয়াছেন। প্রাপ্ত এ
পত্রের বলে তাঁহারা কথিত মকদ্দমায়
তরকার্য্যে অনুমত হইয়াছেন। আইন

প্রদত্ত স্বত্ব লোপ করিতে পারে না। অত
ভবিষ্যৎ রেবেনিউ এজেন্টদিগের পক্ষে না
, যাঁহারা আপাততঃ এইসকল মকদ্দমা
ইতেছেন তাঁহাদিগের স্বত্ব না যায়।
স্বত্ব লোপ করা অসঙ্গত সন্দেহ নাই.
অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, প্রতীয়মান
, কিন্তু মোক্তারেরা সুন্দররূপে মকদ্দমা
ইতে পারেন না। তাঁহারা সঙ্কেতে মিথ্যার
দিয়া প্রকৃত বিষয়টীকে বিকৃত করিয়া
ন।

...নিকদিগের আবেদনানুসারে বঙ্গদেশীয়
মেন্ট রেবেনিউ বোর্ডের সম্মতি লইয়া
ন্য সামান্য দ্রব্যের শুল্ক কমাইয়াছেন।

...বী পর্থলিক ওপিনিয়ন সর জন লরেন্সের
বলসর্বিসসংক্রান্ত ছাত্রবৃত্তি বিষয়ে বলি
তন গবর্ণমেন্টের ব্যয়ে যেসকল ভারতবর্ষীয়
...লি, ান ও চিকিৎসক প্রভৃতি হইবার নিমিত্ত
দেশে গমন করিবেন, তাঁহাদিগকে এই প্রতিজ্ঞা
করা কর্তব্য যে যাঁহারা কৃতকার্য হইবেন.
হারা ক্রমশ এই টাকা প্রত্যর্পণ করিবেন।
...ম বলেন যদি এইপ্রকার সতর্ক না হওয়া
, তাহা হইলে শ্বেতবর্ণ পরীক্ষার্থীদিগের
পেক্ষা কৃষ্ণবর্ণদিগের প্রতি অধিকতর অনুগ্রহ
...শন করা হয়, এই কথা বলিয়া ইংলণ্ডে
...কার উঠিবে। এই প্রকার চীৎকার হওয়াই
...ত। কারণ আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট যেপ্রকার
...নিক ও অমূলক দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া তাড়.
...ড় একটা কাজ করিয়া বসেন, তাহা এত
...রা নিবারিত হইবে। আমরা আরও প্রস্তাব
...তেছি, যে এক ব্যক্তিবিশেষ যাবতীয় পরী-
...র্থীর সচ্চরিত্রতার নিমিত্ত ১০০০০ টাকার
...মিন লওয়া কর্তব্য। যাঁহারা সিবিল সার্বি-
...র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহাদিগকেই
...বল এই জামিন দিতে হইবে। পরীক্ষার্থীকে
...রও স্বাস্থ্য ও সচ্চরিত্রতার প্রমাণপত্র দিতে
...ইবে।" এদেশের যে ব্যক্তি সিবিল সার্বিস
...রীক্ষা দিবার কথা মুখে আনিবেন, তাঁহার
...০০০০ টাকা দণ্ড হইবে. এককালে এই
...কার আইন করিবার প্রস্তাব করিলে ভাল
...ইত না।

...গবর্ণমেণ্ট সাধারণ মতে উপেক্ষা না করিয়া
...ক্টেপ্রুর আর্চডেকন শিক্ষাবিভাগ হইতে বহি
...ত করিয়াছেন।

...এতদিনের পর দিল্লীর পুরাতন নৌকার
...ল উঠিয়া যাইতেছে। এই সেতু রক্ষা করিতে
...য় টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহাতে একটী প্রথম
...ণির লৌহসেতু হইত।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের স্থানে স্থানে বৃষ্টি
...ইতে আরম্ভ হইয়াছে।

কলিকাতার ছোট আদালতের জিজ্ঞাস্য
ক্রমে প্রধানতম বিচারালয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,
কোন মকদ্দমায় যদি তমাদিদোষ ঘটিয়া থাকে,
তাহা হইলে বিচারপতি নিজে সেই আপত্তি
উত্থাপন করিতে পারিবেন। পূর্ব্বে অনেকের
সংস্কার ছিল, প্রত্যর্থী নিজে না করিলে তমাদির
আপত্তি গ্রাহ্য হইত না। এসিদ্ধান্তটী যুক্তিসিদ্ধ।

গত শুক্রবার বিচারপতি ফিয়ারের বাটীতে
সমাজিক বিজ্ঞানসভার ত্রৈমাসিক অধিবেশন
হইয়া গিয়াছে।

রোজ ব্রোণের হত্যার অনুসন্ধান অদ্যাপি
হইতেছে। মাধব চন্দ্র দত্তকে পুনর্ব্বার শনিবার
পুলিষে আসিতে হয়। গবর্ণমেণ্টের আটর্ণী
আর এক মাস সময় লইয়াছেন।

১৪ ই শ্রাবণ মঙ্গলবার।

রেলওয়ে বিভাগের কার্য্য অনেক বৃদ্ধি হও
য়াতে গবর্ণমেন্ট এক জন অতিরিক্ত ডেপুটি কন
সলটিং ইঞ্জিনিয়রকে নিযুক্ত করিবার আজ্ঞা
দিয়াছেন।

গ্রোট সাহেব আসিয়াটিক সোসাইটির সভা
পতির পরত্যাগ করাতে সোসাইটি তাঁহাকে এক
অভিনন্দনপত্র প্রদান করিয়াছেন।

ডেলিনিউস বলেন, অক্ষির জাহাজ ৪০০
কাহার লইয়া অনেসলি আখাত হইতে কলিকা
তায় আসিয়াছে। জাহাজের লোকেরা কাহার
দিগের প্রতি অতিশয় অত্যাচার করিয়াছে।
আফিসরেরা তাহাদিগকে প্রহার করিতেন.
তাহাদিগের রন্ধনের পাত্রসকলের চতুর্থাংশ
কাড়িয়া লওয়া হয়। তাহাদিগকে শৃগাল কুক
রের ন্যায় সংকীর্ণ স্থানে রাখা হইত। এইসকল
দুর্ব্যবহারে এত কষ্ট হয় যে কলিকাতার নিকটে
আসিলে প্রত্যহ ২।৩ জন করিয়া প্রাণত্যাগ
করে। আর কিছু দিন জাহাজে থাকিলে সকল
কেই প্রাণত্যাগ করিতে হইত। সর্ব্বশুদ্ধ ২৭
জনের মৃত্যু হইয়াছে। নাবিকদিগের পদাঘাত,
আফিসরদিগের মুষ্টিপ্রহার, অনাহার ও সংকীর্ণ
স্থানে বাস ইহাতে যে মৃত্যু হইবে, তাহা আশ্চ
র্য্যের বিষয় নহে। তাহা হউক, যেমন হইয়া
থাকে, গবর্ণমেন্ট অনুসন্ধানের আজ্ঞা দিয়াছেন।
কয়েক জন ভারতবর্ষীয় কাহার প্রাণত্যাগ
করিয়াছে, তাহার আবার অনুসন্ধান কি?

আগামী অক্টোবর অবধি কলিকাতার ছোট
আদালতে ষ্টাম্প চলিবে। পূজা নিকট হওয়াতে
মকদ্দমার সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। জজেরা
বলিয়াছেন, এ সময়ে নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তিত
করিলে বিশেষ গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা।

রবিবার রাত্রিতে এক দুরাত্মা ঠনঠনিয়ার
এক বেশ্যার বাটীতে অবস্থিতি করে। এই ব্যক্তি
স্ত্রীলোকটীর গলা কাটিয়া বধ করিয়া তাহা...
অলঙ্কার লইয়া পলায়ন করিয়াছে। পুলি...
অনুসন্ধান করিতেছেন। অনন্ত কাল অনুসন্ধা...
করিবেন।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে আজি...
খাঁ কাবুলে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। কাবু...
আলি খাঁ গিজনির নিকটে আসিয়াছেন। উ...
স্থানে আজিম খাঁর অল্পই সৈন্য আছে। সিয়...
আলি খাঁ কান্দাহারে আগমন করিয়াছে...
আবদুল রহমন খাঁ সাহায্য করিতে পারি...
ছেন না। এরূপ জনশ্রুতি, তিনি শীঘ্র রুশী...
সেনাপতির নিকটে গমন করিবেন। কাবুলে...
লোকদিগের উপরে অত্যাচারের বাধ না...

মফস্বলাইট বলেন, পেশোয়ারস্থিত এক ...
ইউরোপীয় সৈনিক তাঁহার নিকটে এক ...
লিখিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন, এক জন আ...
সর তাঁহার স্ত্রীকে ব্যভিচারিণী করিবার চেষ্টা...
আছেন। ঐ স্ত্রীলোককে পত্রদ্বারা আপ...
বাটীতে আহ্বান করিতেছেন। মফস্বলাইট ও...
মিত্র এই আফিসরকে এই বলিয়া ভয়প্রদ...
করিয়াছেন যে, যদি তিনি এই দুশ্চেষ্টা ত্য...
না করেন তাহা হইলে তাঁহার নাম শুদ্ধ ...
গুলি প্রকাশিত হইবে। আজি কালি সৈনি...
শিবির বড় গুলজার।

সর উইলিয়ম মিয়র সম্প্রতি এক মি...
লিখিয়া দেখাইয়াছেন উত্তর পশ্চিমাঞ্চ...
অচিহ্নিত বিচারকার্য্যে ৯৭ জন ভারতবর্ষী...
২ জন ইউরোপীয় নিযুক্ত আছেন। র...
বিভাগে ২৩৬ জন ভারতবর্ষীয় ৬২৪ ...
ইউরোপীয় রহিয়াছেন। বিচারবিভাগে প...
দিয়া প্রবেশ করিতে হয়, অতএব আ...
কার্য্যে যে শ্রেণির ইউরোপীয়েরা আছেন...
পরীক্ষা দেওয়া তাঁহাদিগের পক্ষে বড় সহজ...
রাজস্ববিভাগের ২৩৬ জন ভারতবর্ষী...
মধ্যে কত জন তহসিলদার ও কত জন ...
কালেক্টর? এই প্রভেদ করিয়া বেতনের ...
করিলে ইউরোপীয়দিগের সংখ্যা অধিক হ...
সর উইলিয়ম মিয়র পঞ্জাবী দলে মিশ্রিত ...
লেন, বড় আক্ষেপের বিষয়।

১৫ ই শ্রাবণ বুধবার।

প্রীচার্ড পীড়িতাবস্থা হত্যাপরাধ ...
মুক্তিলাভের যেমন উপায় হইয়াছে, ...
অবাধ্যতা তেমনি বেত্রদণ্ড হইতে ...
লাভের অপদেশ হইয়াছে। অনেক ইউ...
এই ছল পাইয়া ভৃত্যদিগকে বেতন দে...
তাহারা তাহা চাহিতে আসিলে অ...

প্রবেশ ও গালি দিবার অপরাধ দিয়া নালীশ করা হয়। মাজিষ্ট্রেটেরাও দণ্ড দিতে চাহেন না। কিন্তু গত কল্য কলিকাতার মাজিষ্ট্রেট রবার্টস সাহেব এক আশ্চর্য্য বিচার করিয়াছেন, তাহা সকলকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। হারবার্ট নামক এক ইউরোপীয় তাঁহার আয়া ও তাহার স্বামীর নামে চৌর্য্যাপরাধের নালীশ করেন। চুরি প্রমাণ হইল না, কিন্তু যে ঘরে অপহৃত মাল ছিল, আয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল প্রমাণ হওয়াতে রবার্টস সাহেব চুরির অপরাধে মুক্ত করিয়া অনধিকারপ্রবেশের অপরাধে আয়ার দশ টাকা জরিমানা করিয়াছেন!! ভৃত্যেরা ত প্রভুর সকল গৃহেই প্রবেশ করিয়া থাকে। আয়ার কি সে ঘরে প্রবেশের নিষেধ ছিল?

গত কল্য কলিকাতার পুলিসে আর এক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। এক জন নাবিক তাহার কাপ্তেনের নামে নালীশ করে। এরূপ স্থলে সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে, তাহার সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দিল না। মাজিষ্ট্রেট তাহারই দণ্ড দিলেন। নাবিক ইহাতে নিঃশব্দে কাপ্তেনের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে এক ভয়ানক ঘুষি মারিল। মাজিষ্ট্রেট এনিমিত্ত তাহার ছয় মাস কারাবাসের দণ্ড দিয়া বলিলেন, তিনি যত দিন উত্তর বিভাগের মাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তত দিন এপ্রকার কাণ্ড আদালতে হয় নাই। দক্ষিণ বিভাগের পুলিস কর্ম্মচারিগণ আপন আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মে মনোযোগী নহেন। এ বিষয়ে এতদ্দেশীয় বিজাতীয় কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদিগের অপেক্ষা প্রধান। এ ঘুসাতে উক্ত বিভাগের প্রশংসাভিন্ন কি আর কোন বিষয়ের প্রমাণ হইল না?

ডেলিনিউসের দারজিলিঙস্থিত সংবাদদাতা আক্ষেপ করিয়াছেন, তথায় একটী গির্জ্জা করিবার নিমিত্ত যে চাঁদা হইয়াছে, তাহাতে উক্ত বাটি প্রস্তুত হইবে না। ভাবনা কি? গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিতে বল।

উক্ত পত্রপ্রেরক বলেন, এপর্য্যন্ত দারজিলিঙে ৬৯ ইঞ্চ বৃষ্টি হইয়াছে।

কটক ও সম্বলপুরে হুণী বাধিক হইতেছে।

বোম্বাইয়ের লাইসেন্স টাক্স কালেক্টর বোরা ভাইয়ের প্রস্তাবানুসারে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট নিষ্কাশ করিয়াছেন, কর ধার্য্য করিয়া তালিকা দিবার ১০ দিবসের মধ্যে যিনি সম্বৎসরের কর এক কালে দিবেন, তাঁহার শোকার্দ্ধের বাঁটা বাদ দেওয়া হইবে। এক সময়ের পরে হইলে ইহা দেওয়া হইবে না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই নিয়ম সাধারণের গোচরার্থে প্রচার করিয়াছেন। বোরা ভাইয়ের দৃষ্টান্ত দেখিয়া কলিকাতার হুইলার সাহেব এবং এ প্রদেশের আসেসরেরা জ্ঞান শিক্ষা করিতে পারেন।

খোকন্দের খোদাইয়ার খাঁ ইয়ারখন্দের কুশ বেগির বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জা করিবেন। খোকন্দ রুশীয়ার অধীনস্থ; অতএব শীঘ্র রুশীয় সৈন্যগণ তিবতে প্রবেশ করিবে।

এবার ৮৫০০০ হাজারেরও অধিক যাত্রী মক্কায় গমন করিয়াছিলেন। কনষ্টাণ্টিনোপোলস্থিত বৃটিশ দূত সুলতানকে ভারতবর্ষীয় যাত্রীদিগের কষ্ট বিষয়ে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করেন তদনুসারে কয়েক জন চিকিৎসক মক্কায় প্রেরিত হইয়াছেন। মক্কার রাস্তাসকল পরিষ্কৃত হইয়াছে। নগরের ভিতরে ময়লা রাখিবার যো নাই। আবশ্যক বিষয়ের বিশেষরূপ বন্দোবস্ত ও পানীয় জলে স্বতন্ত্র পুষ্করিণী প্রভৃতি করাতে এবার পীড়ার তাদৃশ প্রাদুর্ভাব হয় নাই। তুরস্ক গবর্ণমেণ্টের ন্যায় আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট যদি পুরীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে ভাল হয়। পুরীতে যে কত কাণ্ড হয়, কত লোক পীড়ায় প্রাণত্যাগ করেন, কাহার সাধ্য তাহা স্থির করেন।

১৬ ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে হঠাৎ অতিরিক্ত বৃষ্টি হওয়াতে নদীর জল অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে। এক দিবসের মধ্যে মির্জ্জাপুরের নিকটে ৯ ফুট জল বাড়িয়াছে।

আসামের সীমাস্থিত সিঙ্কু, মিস্মি, কুকি প্রভৃতি বন্যগণ সর্ব্বদা দৌরাত্ম্য করাতে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সিঙ্কুদিগের গ্রাম দগ্ধ ও তাহাদিগকে জব্দ করিবার নিমিত্ত এক দল সৈন্য প্রেরণ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। পঞ্জাবের সীমায় এসকল কাণ্ড শত শত বার হইয়াছে। তথাপি বন্যেরা সুযোগ পাইলেই অত্যাচার করে। বন্যেরা দণ্ড স্মরণ করিবার লোক নহে। সদ্ভাবে তাহাদিগকে সৎপথে আনিবার চেষ্টা থাকিলে অধিক কাজ হইতে পারে।

আরবের ওহাবিদিগের প্রাদুর্ভাব হইতেছে। মস্কাটস্থিত বৃটিশ রেসিডেণ্ট এ বিষয় বোম্বাই গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়া বলিয়াছেন, ওহাবিরা পরস্পরের মস্তকচ্ছেদন করিলে মস্কাটপ্রভৃতি রাজ্যের সুবিধা হয়। এটী করাসী রাজবিপ্লবক সেণ্ট জষ্ট প্রভৃতির মুখ হইতে বহির্গত হইলে ভাল শুনাইত। কর্ণেল বুড আইরিসদিগের উপরে অতিশয় চটা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি বলিয়া যান, তাঁহার কবরের সময়ে যেন কতক গুলি আইরিসকে সুরাপানের নিমিত্ত ৫০ টাকা দেওয়া হয়। তাঁহার বন্ধুগণ এই ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করাতে বুড বলিয়াছিলেন "আমি উহাদিগকে ভাল বাসি বলিয়া টাকা দিতেছি না। সুরাপান করিলে উহারা পরস্পরের মস্তক ভগ্ন করিবে। এই বীজ যত কমে" কর্ণেল পেলিও বুডের ধাতু পাইয়াছেন!

সিমলার যে বাটীতে গবর্ণর জেনরল বাস করেন, তাহা বিক্রীত হইতেছে। সর জন লরেন্সের পর আর কোন শাসনকর্ত্তা বৎসরের অধিকাংশ আনন্দে যাপন করিতে পাইবেন না, এটী কি তাহার লক্ষণ?

পুনার অধিবাসীরা সর সাইমর ফিট্জরাল্ডের নিকটে এই আবেদন করিয়াছেন যে সকল ব্যক্তি লিখন পঠন জানেন এবং যাঁহাদিগের বাৎসরিক টাকা আয় আছে, তাঁহারা যেন মিউনিসিপাল কমিসনর মনোনীত করিবার ক্ষমতা পান। বর্ত্তমান কমিসনরদিগের উপরে সকলে বিরক্ত। দেশের সকল স্থানেই মিউনিসিপালিটির উপরে লোকে সর্ব্বদা বিরক্তিপ্রকাশ করিতেছেন। অতএব এ বিষয়ে কোন সদুপায় অবলম্বন করা অতিশয় কর্ত্তব্য।

১৮৬৯ অব্দে সুয়েজের খাল দিয়া জাহাজ চলিবে। এই খালের আরম্ভ অবধি ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ইহার নানাপ্রকার প্রতিবন্ধকতা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এক্ষণে ইংলণ্ডের সংবাদপত্রসকল ক্রমশ স্বীকার করিতেছেন, ফরাশী ইঞ্জিনিয়রেরা কৃতকার্য্য হইবেন।

এক জন ইউরোপীয় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া মুসলমানদিগের নিকটে কোরাণ পাঠ করিতেছেন। তিনি সম্প্রতি ভাগলপুরে গমন করিয়াছেন। এ ব্যক্তি আপনাকে রুষজাতীয় বলিয়া পরিচয় দেন। পুলিশ ইহাঁর উপর চক্ষু রাখিয়াছেন। এব্যক্তি ত রুশীয়ার চর নহেন? রুশীয় চরগণ যে পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আসিয়াছে, তাহার অনেক লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

আগামী অক্টোবর মাসে মিস কার্পেণ্টর ভারতবর্ষে আসিবেন। তিনি বোম্বাইয়ে এক নর্ম্মাল বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন। এই কারণ এক জন শিক্ষয়িত্রীকে ইংলণ্ড হইতে আনয়ন করিবেন। এই নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের ব্যয় মিস কার্পেণ্টর নিজ হইতে এবং চাঁদা করিয়া দিবেন। মিস কার্পেণ্টর দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে জানেন, তাঁহার বিদ্যালয়ে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সম্পর্ক থাকিবে না।

আলাহাবাদস্থিত ১০৭ গণিত ইউরোপীয় সেনাদলের লেপ্টেনাণ্ট লিন ও তাঁহার স্ত্রী উক্ত রেজিমেণ্টের কর্ণেল পেটনের নামে ১০,০০০ টাকা দাবি দিয়া নালীশ করিয়াছেন। লেপ্টেনাণ্ট

ন, কর্ণেল পেটন বলিয়াছেন, যে বিবি মিন মনামক এক জন কমিসরিএট কর্ম্মচারীর টে ৫০০ টাকা উৎকোচ লইয়াছেন। হরি র ১০০০ টাকার দাবিতে কর্ণেলের নামে শ করিয়াছেন। ইতিমধ্যে লেপ্টেনাণ্টের ত্রর অনুসন্ধানার্থ সৈনিক কমিসন বসি । এই কমিসন রিপোর্ট না দিলে আদালা র অধঃস্থ জজ বিচার আরম্ভ করিবেন না। বিএট ও পবলিকওয়ার্ক বিভাগসম্বন্ধে হওয়ায়।

য়েক মাস পূর্ব্বে জন মানকাইট বোম্বাইয়ের জন প্রধান বণিক বলিয়া ল হন। ৫০০ টাকা বাটী ভাড়া দিতেন। গাড়ী, কুকুর ও ভৃত্যের সংখ্যা ছিল না। প্রতি হে এই মানকাইট সাহেব সুরাপানে লেন, হইয়া রাস্তায় পতিত থাকাতে তাঁহার টাকা জরিমানা হয়। এ টাকা দিবার ক্ষমতা কাতে সাহেবকে অষ্টাহের নিমিত্ত কারা থাকিতে হইয়াছে। ইউরোপীয়েরা এদেশে য়া নবাব হন। অল্প লোকে আপন অবস্থা কাজ করিতে পারেন। অনেককে শেষে ক কষ্ট পাইতে হয়।

ভারতবর্ষীয় ও রেলওয়েকোম্পানি উভয় গবর্ণমে- ন্ত্র কালিগঞ্জ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলও সীমা বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ঢাকা ও যশোহরসংশ্লিষ্ট যা হউক। বেলা র গমনাগমনের সুবিধাহেতু দারজি- রেলওয়ে করিবার আরও কোন লাভ ত পাই না।

কাসুরে বেঙ্কের আইন ও ১৮৬৮ অব্দের আইন প্রচলিত হইয়াছে।

বশ্যাদিগকে পৃথক স্থানে রাখিয়া উপদংশ রোগাক্রান্তদিগকে এক চিকিৎসালয়ে রাখিবার । মিউনিসিপালিটিসমূহকে দেওয়া হই । এ নিমিত্ত ব্যবস্থাপক সভায় এক বিল করা হইয়াছে। চিকিৎসালয়ের ব্যয় নিসিপালিটি ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে দিতে । বেশ্যাদিগের নিকটে রেজিষ্টরির যে ফী হইবে, তাহাতে ব্যয় কুলান হয় এমত বস্ত করা উচিত।

ক্তর কোল কাশ্মীর ও লাদাকের বাণিজ্যের রিপোর্ট দিয়াছেন, এই রিপোর্ট প্রীতিকর । ডাক্তর কোলির যেন স্মরণ থাকে, বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে তাঁহাকে প্রেরণ করিবার উদ্দেশ্য বিফল হইবে। রণবীর সিংহ যেপ্রকার লোক হউন, তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া সকল কাজ করা কর্ত্তব্য।

যে মাসের শেষে গবর্ণমেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন ধনাগারে ১১,৪৯,৭৩,১০৪ টাকা জমা ছিল জমা টাকা প্রতিবৎসর কমিতেছে। এবার আবিসিনিয়ার যুদ্ধের ও ভয় আছে।

ডেলিনিউস বলেন, নলহাটির শাখা রেলওয়ে ক্রয় করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ষ্টেটসেক্রেটরির অনুমতি চাহিয়াছিলেন; কিন্তু সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট ইহাতে অসম্মত হন, সর জন লরেন্স পুনর্ব্বার অনুরোধ করিয়াছেন। এসকল কাজ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির, গবর্ণমেণ্টের নহে, এটী আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের বোধ হয় না কেন?

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া রুসীয়দিগের এক ব্যবহার দর্শনে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। বুখার খন্দ গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু রুসীয় গবর্ণমেণ্ট এমত অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন, যেন উক্ত নগর প্রত্যর্পণ করিবেন। ফ্রেণ্ড এটীকে রুসীয় চাতুরী বলেন। এ বিষয়ে রুসীয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুকরণ করিতেছেন. লার্ড ডেলহৌসি বলিতেন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষ বাসীদিগের নিকটে সুশাসনের অঙ্গীকার করিয়াছেন। এই কারণ প্রদর্শন করিয়া তিনি অযোধ্যা গ্রহণ করেন; কিন্তু লোকে দেখিলেন, রাজনীতি সংক্রান্ত স্বত্ব লোপ হইলে কোন সন্ধুক্ততাই প্রীতিদায়িনী হয় না। রুসীয়েরাও মধ্য আসিয়ায় এই মঙ্গল সাধন করিতেছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া এতদ্দেশীয় সৈন্যদলের কিয়দংশকে নূতন রাইফল দিবার অনুরোধ করিয়াছেন। সময়ের কি আশ্চর্য্য গতি এবং সত্যের কি মাহাত্ম্য! গবর্ণমেণ্টের এই চাটুকার একণে সেনাদল একত্র করিবার প্রণালীর প্রতি দোষারোপ পরিত্যাগ করিয়া এতদ্দেশীয় সৈন্যদলের প্রতি অবিশ্বাসের প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই ভাব এখন থাকিলে হয়

উক্ত পত্র সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোটের শিক্ষা প্রণালী বিস্তারিত করিবার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলেন, " ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে অগত্যা উচ্চতর ইংরাজী শিক্ষার নিমিত্ত বিস্তর টাকা ব্যয় করিতে হইবে; কিন্তু একণে গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি ইংরাজী শিক্ষাবৃদ্ধির বিরোধিনী হইয়াছে." সত্য কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সর জন লরেন্স বাঙ্গালীদিগের উপরে বাদ সাধিয়া ইংরাজী শিক্ষাই বন্ধ করিবার চেষ্টায় আছেন। ভারতবর্ষ তাঁহার সর্ব্বময়প্র মুক্তি করিবেন।

১৭ ই শ্রাবণ শুক্রবার।

দিল্লিতে এত বৃষ্টি হইয়াছে যে কয়েকখা বাটী ও কয়েকজন মনুষ্যের জীবন নষ্ট হইয়া বহু দিবসের পর বৃষ্টি হইলে প্রায়ই অধিক মাণে হয় এবং তাহা হইতে বহুতর অ ঘটে।

গত কল্য অবধি প্রধানতম বিচারাল আদিম বিভাগের বাটীতে প্রধান বিচারপ বিচারপতি মাকবি, মাকফার্সন, লুই জ্যা ও দ্বারকানাথ মিত্র পাঁচ জন বিচারপতি এ আপীল শ্রবণ করিতেছেন। সিবিলিয়া এতদ্দেশীয় বিচারপতিগণ এবিভাগে আগমন করেন না। কিন্তু বিচারপতি লুইজ্যা সন ও দ্বারকানাথ মিত্রের সদৃশ জজেরা আদি বিভাগে আসিলে ইহার অলঙ্কার স্বরূপ হই পারেন।

২৪ পরগনার দক্ষিণাংশের লোকদি অতিশয় অন্নকষ্ট হইয়াছে। প্রায় ৩০০ দ কৃষক রাজধানী বিভাগের কমিসনরের নি আসিয়া বলিয়াছে, এমন কষ্টের সময়ে তাহা পুরের জমীদার মাতৃশ্রাদ্ধের নিমিত্ত চাঁদা চা তেছিলেন। জমীদারদিগের এইসকল ব্যবহা নিমিত্তই আমরা কৃষকদিগের সহিত চিরস্থা বন্দোবস্ত করিতে বলিয়া আসিতেছি।

আমেরিকায় কলে গোদোহন হইতেছে সারি সারি গরু রাখিয়া প্রত্যেকের বাঁটে র রের নল দেওয়া হয়। যাবতীয় নল একটী পাত্র হইতে বহির্গত হওয়াতে দুগ্ধ তাহা গিয়া পড়ে। হস্ত অথবা বাষ্পদ্বারা দূর হই কল চলে এবং যেপ্রকার দুগ্ধ বাছুরে টানি থাকে, সেইপ্রকার নলে আকর্ষণ করে। দ্বারা দোহনের অর্দ্ধেক সময় মধ্যে এই ক দোহন হয়। ইহার আর এক সুবিধা এই গা স্বচ্ছন্দ বোধ হইয়া থাকে।

ঠনঠনিয়াতে সম্প্রতি মুক্তানামে যে বে হত হয়, তাহার হত্যাকারীরা ধৃত হইয়াছে দুই ব্যক্তি হত্যার রাত্রিতে ঐ বেশ্যার শয়ন করিয়াছিল। বেশ্যার ভগিনীকন্যা চারি জন প্রতিবেশী এ ব্যক্তিদিগকে চি য়াছে।

১৮ ই শ্রাবণ শনিবার।

ডেলিনিউস বলেন, কিছু দিন হইল, ভা রতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষা করিয়া দেখি নিমিত্ত বঙ্গদেশ ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে মা ১০৯৫ টাকা ব্যয়ে ৪৬ টী ডাকঘর স্থাপন ক

লন। ব্যয় অপেক্ষা আয় অধিক হওয়াতে
চিরস্থায়ী হইয়াছে। ডাকঘর যেখানে
সেই খানেই প্রায় লাভ হইবে।
৪ পরগণার যে জমীদার এই কষ্টের সময়ে
দেগের নিকটে মাতৃশ্রাদ্ধ বলিয়া ভিক্ষা
ছেন। তদুপলক্ষে ডেলিনিউস বলিয়া-
"জমীদারগণ কবে কৃষকদিগের প্রতি
াদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বুঝিবেন, অথবা
মেন্ট তাহা করিতে বাধিত করিবেন?
ার মীমাংসা শীঘ্র করা উচিত। কেলিয়া
উচিত নহে। ঐ ডেলিনিউস চিরস্থায়ী
বস্ত ভঙ্গ করিবার প্রস্তাবটী করিয়া কল-
বটিকা প্রয়োগ করিলেন না কেন?
াশীর এক জন মিস্ত্রী মৃত্তিকার ভিতর
নি তাম্রফলক পাইয়াছে। ইহাতে
ত ও সংস্কৃত ভাষায় কিছু লেখা আছে।
লেখার মর্ম্ম কি, তাহা এপর্য্যন্ত কেহ স্থির
নাই। এখানি তত্রত্য চিত্রশালিকায়
। কাশীর নিকটে একটী স্থান আছে,
সর্ব্বদা অলঙ্কার ও অস্ত্রপ্রভৃতি লাগলে
থাকে। অনেকে অনুমান করেন, এস্থানে
লপূর্ব্বে একটী নগর ছিল। এস্থান খনন
া দেখা কর্ত্তব্য।
নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেন্টের কাগজ
ত হইতেছে:—

| | |
|---|---|
| টাকার সিকা | ৯৫৸৶০। ৯৬ |
| ঐ কোং | ৯৭৶। ৯৫৷০ |
| পবলিকওয়ার্ক | ০৫।৶০। ১০৫৷৷০ |
| ঐ কোং | ১০৯৸০। ১১০ |
| ঐ কোং | ১১৪৸৶০। ১১৫ |

## ইউরোপীয় সমাচা

গুন ২২ এ জুলাই। গত কল্য গিলডহাল
ত সর রবার্ট নেপিয়রকে লণ্ডন নগরের
াসীর স্বত্ব ও ২০০ গিনি মূল্যের এক তর
প্রদান করা হইয়াছে।
কার সময়ে তাঁহার সম্মানার্থ লার্ড মেয়র
াটীতে ভোজ হইয়াছে।
। রবার্ট নেপিয়রকে প্রশংসা করিয়া যে
বক্তৃতা করা হয়, তদুত্তরে তিনি বলিয়া
াহাকে অনেক লোক সাহায্য করেন,
তঃ ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল এবং
ই ও মান্দ্রাজের গবর্ণরের নিকটে তিনি
ত আছেন। যুদ্ধে যেসকল ভারতবর্ষীয় ও
পীয় ... ... ... ... তিনি তাহাদিগের
র প্রশংসা করিয়া ... ।

গত রাত্রিতে সর রবার্ট আনষ্ট্রথার সর ষ্টাফোর্ড নার্থকোটকে জিজ্ঞাসা করেন, বিলাতের পূর্ব্বতন নিয়মানুসারে যেসকল সিবিলিয়ান বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে আছেন, তাঁহাদিগকে নূতন নিয়মানুসারে স্বত্ব না দিলে কষ্ট হইবে। এবিষয়ে কোন বন্দোবস্ত হইয়াছে কি না? সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট বলিলেন, এমন স্থলে ব্যক্তিবিশেষের অবশ্য কষ্ট হইবে, ইহা নিবারণ করা অসাধ্য। তিনি বলিলেন, এই কষ্টের একটী মাত্র প্রতিকার আছে। যাঁহারা প্রতিনিধিস্বরূপ কার্য্য করিতেছিলেন, তাঁহারা ভারতবর্ষে প্রতিগমন করিলে ভরণ পোষণের টাকা ভিন্ন আপন আপন পদের বেতনের শতকরা ৭৫ টাকা পাইবেন। এই টাকা ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে দেওয়া হইবে। তিনি আরও বলিলেন, আগামী সপ্তাহের মধ্যে তিনি এতৎসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় অবগত হইয়া মহাসভাকে তাহা জানাইবেন।

কমন্স হাউস টেলিগ্রাফসংক্রান্ত বিল বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

২৪ এ জুলাই। গত রাত্রিতে কমন্স হাউসে স্মিথ সাহেবের প্রশ্নের প্রত্যুত্তরস্বরূপ সর ষ্টাফোর্ডনার্থকোট বলিয়াছেন, তিনি আগামী সোমবার ভারতবর্ষের আয় ব্যয়ের হিসাব মহাসভায় প্রদান করিবেন। তিনি আরও বলিলেন হিসাবের সময় পরিবর্ত্ত করিবার মানস করা হয় নাই।

ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীর উৎকর্ষসাধন বিষয়ক যে দুই আইনের পাণ্ডুলেখ্য হয়, তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

## গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন।

### লেপ্টনন্টগবর্ণরের আদেশানুসারী

### নিয়োগ।

২১ এ জুলাই। মুঙ্গেরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী ওয়াজি উল্লা পুর্ণিয়াতে বদলী হইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

২৩ এ জুলাই। ডি, এম, বারবর সাহেব মজঃফরপুরের মিউনিসিপালিটির সহকারী সভাপতি হইবেন।

ডি, এম, বারবর সাহেব ত্রিহুতের ফেরিফণ্ড কমিটির সেক্রেটারি হইবেন।

যত দিন জে, আর, ম্যপ্লিট সাহেব ...
লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন ...
আলেকজাণ্ডার সাহেব পুর্ণিয়ার প্রতি...
সিবিল ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

এচ, হাঙ্কি সাহেব মুর্শিদাবাদের প্রতি...
সিবিল ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

২২ এ জুলাইয়ের গেজেটে হাঙ্কি সা...
পুর্ণিয়ার প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ন ...
পদে নিয়োগের যে বিজ্ঞাপন হয়, তাহা ...
আরা রহিত হইল।

২৩ এ জুলাই। শিয়ালদহের ডেপুটি ...
ষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর কুমার হর...
বাহাদুর। ১৮৫৪ অব্দের ১৮ আইন অনু...
দক্ষিণ পূর্ব্ব রেইলওয়ের সমুদায় অংশে ...
পাইবেন।

এচ, বি, বিম্‌স সাহেব রাজমহলের ...
আসিষ্টান্ট কমিসনর হইয়া সাঁওতাল পর...
দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ...
পাইবেন।

২৭ এ জুলাই। নিম্নলিখিত নূতন নি...
যুক্ত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালে...
পশ্চাল্লিখিত স্থানে থাকিবেন।

বাবু যাদবচন্দ্র গোস্বামী বি, এ, ম...
সিংহে। মৌলবী সিরাজুল ইসলাম ...
শ্রীহট্টে। এ, মিলার সাহেব বাখরগঞ্জে ...
পার্ব্বতীচরণ রায় ঢাকাতে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা আপন আপন ...
ভার গ্রহণদিবসাবধি প্রথমশ্রেণির প্রতি...
মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন...

| | |
|---|---|
| জে, এফ, ব্রৌন সাহেব | মুরশিদা... |
| জি, এস, টি হারিস | হাবড়... |
| এফ, জে, আলেকজাণ্ডের | রাজসাহী... |
| পি, এ, হমফ্রে ঐ | পাবন... |

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা যে দিবস পশ্চাল্লি...
কর্ম্মচারীদিগের হস্ত হইতে কার্য্যভার ...
হইবেন, সেই দিন অবধি প্রথম শ্রেণির ...
নিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের ক্ষমতা পাই...

ডবলিউ ওয়েল সাহেব এচ, এ, কক্রেল সাহে...
বের পরিবর্ত্তে।

ই, এচ, হুইনফিলড সাহেব আর, ...
কক্রেল সাহেবের পরিবর্ত্তে।

ডবলিউ, আর, লার্সিংস সাহেব ই, ই...
সাহেবের পরিবর্ত্তে।

আর, ডি, হাইম সাহেব এম, এ, ...
মনরো সাহেবের পরিবর্ত্তে।

এচ, সি, বি, সি, রেবাস সাহেব ডব...
বি, জি, টেলর সাহেবের পরিবর্ত্তে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা দ্বিতীয় শ্রেণির ...
নিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

ওকিনলে সাহেব মালদহে।
ওয়েষ্টলাণ্ড সাহেব যশোহরে।
সি, মাঙ্গল স সাহেব ত্রিহুতে।
সি. প্রাইস ঐ বাখরগঞ্জে।
সি ষ্টিবেন্স ঐ সাহাবাদে।
এ, এচ, পাস ঐ বালেশ্বরে।
জে, বাটন ঐ হুগলীতে।
ব দিবস ডবলিউ. এচ. বার্নার সাহেব শিয়া
ত্যাগ করিয়া শাহাবাদের প্রথম শ্রেণির
ট মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইবেন, সেই
অবধি ডবলিউ. বি. ওলড্‌হাম সাহেব
য় শ্রেণীর প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও
ট কালেক্টর হইবেন।
১৭ এ জুলাই। বালেশ্বরের প্রতিনিধি মাজি
ও কালেক্টর আর, এচ, পাস সাহেব নিজ
দের করদ মহলের স্থপরিন্টেণ্ডেণ্টের সহ
হইবেন।
ডবলিউ, ডেবি সাহেব কুমিল্লার এক জন
নিসিপাল কমিসনর হইবেন।
নিম্ন লিখিত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি
ক্টরেরা ১৮৬৮ অব্দের ৯ আইন অনুসারে
তে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।
াবু দিননাথ আঢ্য।
প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৮ এ জুলাই। জি, কে, ওয়েষ্টর সাহেব
নের মিউনিসিপালিটীর সহকারী সভা
ও ডবলিউ সেপাড সাহেব অন্যতর সভ্য
ন।

—:০:—

আমাদিগের বীরভূমের সংবাদদাতা
য়াছেন:—
। সে দিন নেয়াটী আবান স্কুলের পারি
কবিতরণ কার্য্য অতি সমারোহে সম্পন্ন
গিয়াছে। অনূন ৩০ টাকা মূল্যের পুস্তক
ত হইয়াছে। এই উপলক্ষে স্কুলগৃহে
ভার অধিবেশন হইয়াছিল। তাহার সভা-
আসনে এখানকার মহারাজ আসীন
ছিলেন।
। গত ২১ এ জুলাই অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার
লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর কাটোয়ায় উপনীত
ছিলেন। ২০ এ এখানে তাঁহার আগমন
এরূপ গেজেটে হইয়াছিল। কি কারণে
পৌঁছিতে পারেন নাই, বিশেষ জানা
ই। এখানকার মহারাজ সপুত্রক হইয়া
সাক্ষাৎকারলাভের আশায় উপস্থিত
। দেখিলাম, তাঁহার সঙ্গে অতি সমাদরের
সাক্ষাৎ হইয়া গেল। অনূন ১ ঘটিকা
তাঁহার সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বার্ত্তা হয়।
কার সময় গবর্ণর মহোদয় আপন ষ্টিমার
কাটোয়ায় অবতরণ করিবেন, এরূপ
গিয়াছিল; কিন্তু অবতরণ করা আর
ঘটিয়া উঠে নাই। আমাদের মহারাজের সঙ্গে বিস্তর লোক, হস্তী, ঘোড়া গিয়াছিল। তাহাতে কাটোয়ায় হুল স্থূল পড়িয়াছিল। পর দিন প্রাতেই ষ্টিমার ছাড়িয়াছিল।

৩। রাইপুরে একটী রাত্রি ও একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। রাইপুর, বীরভূমের অন্যান্য স্থান হইতে সভ্যতম জনপদ। এখানে অনেকগুলি কৃতবিদ্য লোক আছেন। ঈদৃশ স্থানে এই দুই বিদ্যালয়ের যে এ পর্য্যন্ত অভাব ছিল, ইহাই আক্ষেপের বিষয়।

৪। শুনিলাম, বীরভূমের সকল স্থানে সুচারু রূপে বৃষ্টিপাত হয় নাই। সকলেই সশঙ্কিত হইয়াছেন।

৫। এখানকার অতি নিকটে বহরান নামে এক গ্রাম আছে। শুনিলাম, সেখানে এক ব্যক্তি জালকার্য্যে অতিশয় নিপুণ ছিল। এই কার্য্যটী তাহার জীবনোপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; কিন্তু এত দিনে এ বিষয়টী প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। কাটোয়ার সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট তাহাকে যন্ত্রসহ গ্রেপ্তার করিয়াছেন। সে ব্যক্তি এখন বিচারাধীনে আছে।

৬। বেরমপুরের ডাকাইতির বিষয় সোমপ্রকাশে পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। স্থানীয় পুলিসে তাহার কোন অনুসন্ধান করিতে পারে নাই। শুনিলাম, কান্দির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট সেই দস্যুদলের কয়েক ব্যক্তিকে ধরিয়াছেন।

—০—

আমাদিগের নজঃফরপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

গত ৬ ই শ্রাবণ রাত্রি ৮ টার সময়ে মজঃফরপুর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিএসন ও বিজ্ঞান সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে অনেক দেশীয় বিদেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক সমুপস্থিত ছিলেন। বিশেষতঃ এখানকার জজ মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজপুরুষেরা সমাগত হন। সভার আড়ম্বরের ত কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই; কিন্তু কার্য্য কিছুই দেখিতেছি না; কেবল জাঁক জমকই সার হইতেছে। আমরা পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম, এ সভাদ্বারা দেশের বিশেষ উন্নতিলাভ হইতে পারিবে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই এপর্য্যন্ত এমন কোন কার্য্য দৃষ্ট হইল না, যাহার নিমিত্ত সভাকে ধন্যবাদ দেওয়া যাইতে পারে।

২। সাতিশয় বিষাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি, ত্রিহুতের স্থানে স্থানে অদ্যাপি দাস ক্রয়
প্রথা প্রচলিত আছে। ঐ সকল দাসকে
কহে। নফরেরা প্রভুর সকল কার্য্যেই
থাকে। তদ্ভিন্ন উহারা স্বতন্ত্র বেতন পা
কেবল সামান্যরূপ অন্ন ও বস্ত্র পাইয়া
তাহাতেই ঐ হতভাগেরা যাবজ্জীবন কা
বাক্যে স্বামীর আজ্ঞা বহন করিয়া
পালিত পশুর ন্যায় ইহাদের সন্তান স
উপরও স্বামীর স্বত্ব জন্মিয়া থাকে। কি
ঐ স্বত্ব নাশ হয় না। স্বামী মনে করিলে
দিগকে বিক্রয় করিতে সমর্থ হন। ৭০
টাকায় অথবা তদপেক্ষা ন্যূন মূল্যেও
দম্পতী বিক্রীত হইয়া থাকে। প্রকাশ্য
বড় ক্রয় বিক্রয় হয় না; কিন্তু গোপনে
অনেক স্থলে হইয়া থাকে। এক দিন
জমীদারের সহিত ঘটনাক্রমে আমা
সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার
একটী দীর্ঘকায় চীরধারী চাকর
জিজ্ঞাসা করাতে জানিলাম, সে নফর। ঐ
দাবের পিতা ঐ নফরের মাতাপিতাকে
ক্রয় করেন। তদবধি ঐ দুর্ভাগাদম্পতী
বারে দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছে
উহাদের যে কয়েকটী সন্তান জন্মিয়াছে,
রাও ঐ প্রভুর দাসরূপে পরিগণিত হই
ন্যায়পরায়ণ ইংরাজরাজ্যের ভিতর
ন্যায়বিরুদ্ধ ঘৃণিত প্রথা প্রচলিত আছে,
অপেক্ষা লজ্জা, বিস্ময় ও আক্ষেপের
আর কি হইতে পারে। এক্ষণে গবর্ণ
নিকটে সবিনয়ে প্রার্থনা যাহাতে এ
লোমহর্ষণ কুৎসিত প্রথা অচিরে তিরো
হয়, অধিবাসীর বিশেষ অনুসন্ধান লইতে
হউন।

কয়েক দিন হইল এখানে উত্তম বৃষ্টি
তেছে। আপাততঃ আর দুর্ভিক্ষের আ
দেখিতেছি না। কৃষকেরা সানন্দে ধান
রোপণ করিতেছে।

কালেক্টরী আদালতে পুনরায় আর
নূতনপ্রকার জাল ধৃত হইয়াছে, আমরা
ক্টর সাহেবকে অনুরোধ করি, আদালতের
তন কাগজ পত্র তালাস করিয়া পরীক্ষা ক
তাহা হইলে আরো কত বাহির হইবে।

—:০:—

আমাদিগের কালনাস্থ সংবাদদা
লিখিয়াছেন।

১৩ জুলাই লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর
নায় আসিবেন এই নিশ্চয় হয়। সেদিন

টার পর এখানকার সদর রাস্তায় লোকারণ্য, জলপথে চৌকিদার কনষ্টেবল ও অন্যান্য রাজ কর্ম্মচারগণের গমনাগমন, মহারাজ মহাতাপ চন্দ্র বাহাদুরের সিকাই ও কর্ম্মচারিগণের গঙ্গা তীরে অবস্থান এবং অন্যান্য দর্শকগণের বিশেষ কোলাহল ও শোভা হইয়াছিল। ষ্টীমার গুর খ মের প্রতি সকলেরই লক্ষ্য। শেষে জানা গেল, গুপ্তিপাড়ার নিকট বগারাখালে ষ্টীমার চড়ায় লাগিয়া গিয়াছে। অনেক উপায়ের পর ১৫ জুলাই বেলা ৩ টার পর ষ্টীমার পুনরায় চলিতে আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত ছোট লাট বাহাদুর যখন কালনার নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার সম্মানের জন্য সকল রাজকর্ম্মচারী গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু ষ্টীমার চড়ায় লাগিয়া দুই দিন বিলম্ব হওয়াতে তিনি এখানে উঠিতে পারিলেন না। সুতরাং যিনি যে আশা করিয়া ছিলেন, সকলই ব্যর্থ হইয়া গেল।

আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে, অত্রত্য এসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট জে, আর কেলেট মহোদয় এখান হইতে রাণীগঞ্জে বদলি হইলেন। ইনি যেপর্য্যন্ত এখানে আসিয়াছিলেন, সেপর্য্যন্ত এ সবডিবিজনে কোন গুরুতর অত্যাচার হইতে দেখা যায় নাই। পুলিশ বিশেষ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছিল, প্রজাগণ যথার্থ বিচারে বঞ্চিত ছিল না। কালনার উন্নতি সাধনজন্য ইনি উদ্যোগী ছিলেন। ইনি বাত্যা পীড়িত লোকের সাহায্যনিমিত্ত বিশেষ পরিশ্রমসহকারে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া নিরাশ্রয় ব্যক্তিগণের উপায় করিয়া দিয়াছেন। যাহাতে এখানে একটী উত্তম স্কুল হয়, বিধিমতে সে চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু লোকের তাদৃশ যত্ন না থাকাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইনি এখানকার রাস্তাদির কাট্‌ টুপ্রথা রহিত করিয়া রাস্তাপ্রভৃতির ব্যয়ের বিষয়ে অনেক সুবিধা করিয়াছেন। ইহারই উৎসাহে ও যত্নে অত্রত্য সাহিত্যবিষয়ক সমাজটী স্থাপিত হইয়াছে। ইনি যেমন কার্য্যকুশল, তেমনি সুশিক্ষিত। ইহাঁর প্রকৃতি এত নম্র যে অভিমান ইহার শরীরে আছে এমন বোধ হয় না। যিনি ইহাঁর সহিত আলাপ করিয়াছেন, তিনিই স্বীকার করিয়া থাকেন, যে সিবিলিয়ান বিচারপতির মধ্যে এমন নিরভিমান ও সুশীল লোক অল্প দেখা যায়। আমরা এরূপ আশা করিতে পারি না যে, ইনি চিরকালই এই স্থানে থাকুন; কিন্তু এমন সদাশয় বিচারপতি স্থানান্তরিত হওয়াতে এখানকার লোকের বিশেষ ক্ষতি হইল, একথা মুক্তকণ্ঠে কহা যাইতে পারে। ইনি বাঙ্গালা ভাষায় পরীক্ষা দিয়া সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন সুতরাং এ ভাষায় ইহাঁর অনেক অধিকার জন্মিয়াছে। বিচারকালে আমরা শুনিয়াছি, ইনি উত্তম বাঙ্গালা কহিয়া থাকেন। অল্প দিন হইল উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা করিতেছেন, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাবশতঃ তাহাতে অনেক অধিকার জন্মিয়াছে। যাহা হউক ইহাঁর সহিত যাঁহার পরিচয় হইয়াছে তিনিই এই লেখার যাথার্থ্য অনুভব ও স্বীকার করিবেন। এক্ষণে আমরা প্রার্থনা করিতেছি যে এমন সদাশয় ও ন্যায়বান বিচারপতিকে আমরা যত উন্নত পদে আরোহণ করিতে দেখিব ততই আহ্লাদিত হইব। পরে শুনিলাম ইনি মাজিষ্ট্রেট হইয়া যাইতেছেন। আহ্লাদের বিষয়। বাবু দ্বারকানাথ দে মহাশয় এখানকার বিচারপতি হইয়াছেন।

১২ ই শ্রাবণ রাত্রি ৮ টার সময়ে এখানে বিদ্যুৎ আলোকের ন্যায় একটা আলোক হইয়াছিল। আলোক টা সহসা উত্থিত হইয়া ৫ সেকেণ্ড মধ্যেই অন্তর্হিত হয়। আলোকটী কোন দিক হইতে উত্থিত হয় তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। অনেকেই ইহা দর্শন করিয়াছেন। বোধ হয়, উল্‌কাপাতনিবন্ধন এই আলোক হইয়া থাকিবে।

এখানকার অধিকাংশ লোকে একত্র হইয়া শ্রীযুক্ত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের নিকট এই ভাবে আবেদন করিয়াছেন যে, সব আসিষ্টাণ্ট সারজন বাবু নবীনচন্দ্র মিত্র মহাশয় এই স্থানে থাকেন। তাঁহার বেতনের জন্য সকলেই চাঁদা দিতে সম্পূর্ণ সম্মত আছেন। সেই চাঁদা আদায়ের গোলযোগ না হয়, তজ্জন্য উহা চৌকিদারি টেক্সের সহিত আদায় হয়, ইহাও সকলে প্রার্থনা করিয়াছেন। আবেদনকারীরা পূর্ণমনোরথ হইলে এখানকার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলসম্ভাবনা।

বর্দ্ধমানাধিপতির প্রেরিত নূতন ডাক্তার বাবু মহেন্দ্রলাল গুপ্ত মহাশয়ের সহিত আলাপ করিয়া আমরা সবিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। ইনি স্বাবলম্বনবিষয়ে বিলক্ষণ পারদর্শী। দাতব্য চিকিৎসালয়ে এরূপ সদাশয় লোক থাকিলেই যথার্থ কাজ হইয়া থাকে। ক্রমে ইহাঁর বিষয় বিশেষ করিয়া লিখিতে ইচ্ছা রহিল।

---

আমাদিগের গাজিপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

যেমন অতিবৃষ্টিতে বাঙ্গালা দেশে জলপ্লাবন লাগিয়াছে, সেইরূপ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে অনাবৃষ্টিনিবন্ধন হাহাকার উঠিয়াছিল। কিন্তু ২০ এ জুলাই রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় মুষলধারে এক পসলা বৃষ্টি হওয়াতে প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। আজ কালি প্রায় প্রতিদিনই এখানে অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছে। যে সকল শস্যের চারা শুষ্ক হইয়া মৃতবৎ হইয়াছিল, তাহা পুনরায় জীবিত হইয়া উঠিতেছে। খাদ্য সামগ্রী এখানে এখনও দুষ্প্রাপ্য ও মহার্ঘ হয় নাই; বরং অনেক স্থানে সুলভ আছে। সামান্য চাউল ॥১ । ॥২ সের দরে বিক্রীত হইতেছে। অন্যান্য দ্রব্যও ঐ রূপ।

গাজিপুরের অন্তঃপাতী কুণ্ডপুর (গাজিপুরের ৮ ক্রোশ অন্তর) গ্রাম হইতে, এখানকার মাজিষ্ট্রেট আফিসে সংবাদ আসিয়াছে, তথায় ১৬ জুলাই মৃত্তিকাবর্ষণ হইয়াছিল।

গাজিপুরের দেড় ক্রোশ পশ্চিমে সরাইয়া নামে একটী ক্ষুদ্র পল্লী আছে। তাহাতে অনুমান দুই শত লোক বাস করে। প্রায় এক পক্ষ কাল হইল তথায় ওলাউঠার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। দুই চারি জন করিয়া প্রায় প্রত্যহই কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। এপর্য্যন্ত মৃত্যু সংখ্যা ত্রিশের কিছু অধিক হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এক জন নেটিভ ডাক্তরকে চিকিৎসার্থে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার তথায় গমন অবধি মৃত্যুসংখ্যা দিন দিন অল্প হইতেছে। শুনিলাম, ২।৩ দিন হইল গাজিপুর সহরেও বিলক্ষণ ওলাউঠা আরম্ভ হইয়াছে। বোধ হয়, এপর্য্যন্তও বিশেষ উপায় অবলম্বিত হয় নাই। হইবেই বা কি প্রকারে? এখানকার অহিফেনবিভাগীয় ইউরোপীয়দিগের চিকিৎসার নিমিত্ত এক জন সিবিল সার্জন আছেন। তাঁহাকে প্রতিবারে ১৬ মুদ্রা দর্শনী দিয়া চিকিৎসা করান সাধারণের পক্ষে কতদূর সম্ভাবিত, তাহা অনায়াসে বোধগম্য হইতেছে। এতদ্ভিন্ন এখানে একটী গবর্ণমেণ্টের দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। তাহার কার্য্য এক জন সব আসিষ্টাণ্ট সার্জন দ্বারা নির্ব্বাহিত না হইয়া এক জন নেটিব ডাক্তর ও এক জন কম্পৌণ্ডর দ্বারা হইতেছে। গাজিপুর একটী সিবিল ষ্টেসন। ইহাতে অনেক ইউরোপীয় ও বাঙ্গালী ভদ্র লোক সপরিবারে বাস করিতেছেন। কিন্তু অতিশয় আক্ষেপের বিষয় এখানে এক জন সুচিকিৎসক নাই। গবর্ণমেণ্ট এক জন সব আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন নিযুক্ত করিয়া গাজিপুরের একটী প্রধান অভাব পূরণ করুন।

এখানকার খেয়াঘাটের বন্দোবস্তটী সাধারণের অত্যন্ত কষ্টদায়ক হইয়াছে। যাত্রিগণের এক বার পরপারে যাইতে হইলে দুই পয়সা দিতে হয়। সময়ে সময়ে ঘাটওয়ালেরা তিন চা

…া করিয়াও লইয়া থাকে। রাজপুরুষদিগের …ানকার ঘাটওয়ালদের ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি … উচিত এবং যাহাতে তাহারা দীন দুঃখী …দের নিকট হইতে সকল সময়ে এক পয়সার …ক না লইতে পারে এরূপ নিয়ম করিয়া …ল ভাল হয়।

—:•:—

আমাদিগের মেদনীপুরস্থ সংবাদ-…তা লিখিয়াছেন,—।

…গত ১৫ দিন ব্যাপী অতিবৃষ্টি নিবন্ধন এ …দেশের অনেক ক্ষতি হইয়াছিল; কিন্তু পুনরায় …র তিন-সপ্তাহকাল বৃষ্টি না হওয়াতে ধান্যের …া একেবারে রহিত হইয়াছে। হয় ত আবার …ক দিন অতিবৃষ্টি হইয়া নষ্টাবশিষ্ট যাহা কিছু …ছে তাহা গ্রাস করিবে।

…২। একমাসপূর্ব্বে এখানে চাউলের মণ … ছিল, এক্ষণে ২ টাকা মণ হইয়াছে। ক্রমে …বৃদ্ধি হইতেছে। এতন্নিবন্ধন অন্যান্য …ও দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে।

…৩। অতিবৃষ্টিনিবন্ধন লোকের ত যার পর … কষ্ট হইয়াছে, তাহাতে আবার ১৭ই …াই ঝড় ও প্লাবনের কথা শুনিয়া সকলে …শঙ্কিত হইয়া ছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের অনু-… তাহা আর ঘটে নাই। তবুও সংবাদদা…ক আমরা ধন্যবাদ দিই যে তিনি পূর্ব্বে …ান করিয়া দিয়াছিলেন।

…। ইতঃপূর্ব্বে কদাচিৎ কোন কোন মোকদ্দমায় …কাটের উকিল ও বারিষ্টরেরা এখানে …ত হইতেন। কিন্তু এক্ষণে সচরাচর তাঁহারা …ত হইতেছেন। ঘাটালের সুপরভাই…বাবু মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নামে তমো… ডিবিজনের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র …নে ধান্যবিক্রয়ের এক নালিস উত্থাপন …, অত্রত্য জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক তা…ন অর্পিত হয়। গত কল্য জজ সাহেবের …ারে মাধব বাবু নির্দ্দোষে মুক্ত হইয়াছেন। … বাবুর উকিল ও বারিষ্টর আনিতে অনেক …হইয়াছে।

…। সময়বিশেষে অনেকের স্বভাব পরিবর্ত্ত… কিন্তু আমাদের এখানকার দুলালী কাছা… স্বভাব এপর্য্যন্ত সুধরাইল না। দুই প্রহরের …তাহার কার্য্য আরম্ভ হয় না এবং ৬ টা …ার কমে ভাঙ্গে না। ইহাতে সাধারণের …ানাস্থি কষ্ট হয়। কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ …া উচিত।

…। বিনয় ও নম্রতাতে যত কাজ হয়, বল …

ও তেজঃপ্রকাশদ্বারা তাহার শতাংশের একাংশ হওয়াও সুকঠিন। সেদিন অত্রত্য একটী তেজী য়ান বাবু আপন বেহারাদিগকে প্রহার করাতে তাহারাও তাঁহাকে উত্তমমধ্যমরূপে শি… দিয়াছে।

৭। শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, অত্রত্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সহিত অন্যান্য শিক্ষক ও পণ্ডিতদিগের যে মনোমালিন্য জন্মিয়াছিল, তাহা কয়েকজন ভদ্রলোক মিলিয়া ভঞ্জন করিয়া দিয়াছেন। শিক্ষকদিগের পরস্পর অনৈক্য ঘটিলে কেবল তাঁহাদিগের স্বভাব যে কলুষিত হয়, এরূপ নহে, বিদ্যালয়েরও উচ্ছেদদশা ঘটে।

৮। এখানকার জেলে পুনর্ব্বার অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে। জেল ইনস্পেক্টরের একটী আশ্চর্য্য নিয়ম এই যে, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী না হইলে জেলর হইতে পারিবে না। আমরা ক্রমাগত ৩।৪ টী ফিরিঙ্গী জেলরকে ত একরূপই দেখিলাম মধ্যে মেও জনাম এক জন ভদ্র খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী আসিয়াছিলেন, তিনি জেলের ব্যাপার দেখিয়া কর্ম্মত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। জেল এক পক্ষে জমীদারী ও অন্য পক্ষে যমালয়স্বরূপ। ধর্ম্মে প্রভেদ না করিয়া যত দিন উপযুক্ত লোক না নিযুক্ত হইতেছেন, তত দিন আর কারাবাসীদিগের পরিত্রাণ নাই।

———

আমাদিগের তমোলুকস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। জনশ্রুতি এই যে, এখানকার গুরুপাঠশালা সমূহের ডিপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দগোপাল সেন বি, এ, স্বীয় কার্য্যভার পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পদে যাহাতে এক জন সুবিবেচক, এতদ্দেশীয়গণের পরিচিত ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি নিযুক্ত হন, তজ্জন্য আমরা শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে বিশেষরূপে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিতেছি। তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে না যে প্রস্তাবিতপ্রকার এক জন কর্ম্মচারিদ্বারা উক্ত পদোচিত কার্য্য যেরূপ সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে, কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিদ্বারা তদ্রূপ হইবার সম্ভাবনা অল্প।

৩। পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, দীর্ঘকাল ব্যাপী বর্ষাতে ও প্লাবনে এ প্রদেশে বীজ ধান্য অনেক বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। যদিচ কৃষকেরা বিপুল আয়াসসহকারে কিছু কিছু বীজ উৎপন্ন করিতেছে; কিন্তু তাহাও যে বর্দ্ধিত হইয়া কৃষি

কার্য্য সাধনোপযোগী হইয়া উঠে ইহা… সম্ভাবনা নাই। এক এক বার এরূপ মুষল… বৃষ্টি হইয়া থাকে যে, বীজসকল তাহাতে… হইয়া যায়। কৃষকেরা আবার সেই রূপ … কেয়ারির নিমিত্ত অত্যন্ত পরিশ্রম … যাহা হউক, এত শ্রম করিয়াও যদি তাহা … কার্য্যকর হয় তবেই মঙ্গল, নচেৎ সন্তান প… যেরূপ স্থানে স্থানে অনাবৃষ্টিপ্রভৃতির … দেখিতে পাই, তাহাতে আগামী বর্ষের … ভাবিতে গেলে হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠে … এই একমাত্র ভরসা হৃদয়ে জাগরূক রা… যে, যে মহাত্মার দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞত… গত দুর্ভিক্ষে উড়িষ্যা জনশূন্যপ্রায় হইয়… সেই মহাত্মা ভারতের পুণ্যবলে আর বঙ্গ… নাই।

——:•:-

## প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পা…

মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! বৈদ্যবাটী গ্রামে একটী ভ… জুয়াচুরি হইয়া গিয়াছে। একখানি পা… আই নৌকা রাইগঞ্জ হইতে আসিতেছি… এক দিন প্রদোষকালে নৌকাখানি বৈ…টীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। রজনী… গমন করিলে পাছে কোন বিপদ ঘটে, এই … জায় নাবিক তথায় সে দিবস নঙ্গর ক… রহিল। পর দিবস প্রাতঃকালে নাবিক ক… ভাভিমুখে যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতে… এমত সময়ে এক জন জুয়াচোর তাহার … উপস্থিত হইয়া কহিল, “মাঝি! আমার … শত বস্তা পাটের প্রয়োজন আছে, কিন্তু … করিয়া লইবার অবকাশ নাই, বিশে… তোমাকে গমনোদ্যোগী দেখিতেছি, আ… আন্দাজ করিয়া একটা দর করা যাউক। না… তাহার বাক্যে সম্মত হইলে, এক শত … পাটের মূল্য পাঁচ শত টাকা ধার্য্য হইল। … তর ঐ ধূর্ত্ত ক্রেতা এক শত বস্তা পাট উঠা… লইয়া নাবিককে উত্তমরূপ মুখ বন্ধ একটি … মুদ্রা (তবল পয়সা) পরিপূর্ণ থলিয়া প্র… করিল। নাবিক স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, ঐ ব… তাহার সহিত ঈদৃশ ব্যবহার করিতে… সুতরাং তোড়াটী খুলিয়া না দেখিয়া অন… হৃষ্টচিত্তে নৌকায় প্রত্যাগমন করিল।

প্রবঞ্চক নাবিকের অজ্ঞতায় তুষ্ট … অধিকতর উপার্জ্জনলালসায় কিয়ৎক্ষণ… তৎসন্নিধানে প্রতিগমন করিয়া কহিল, নাবি…

ার নৌকায় যত পাট আছে, আমি সকল
করিতে বাঞ্ছা করি। নাবিক তাহার বাক্যে
মত হইলে ঐ পামর কহিল, " যদ্যপি আর
ক পাট দিবে না, তবে আমার মুদ্রা ফিরা-
দিয়া তোমার পাট ফিরাইয়া লও।" তখনও
তভাগ্য নাবিক তাহার কাপট্যচক্র ভেদ
ত পারিল না। কিপ্রকারেই বা পারিবে?
ত অশিক্ষিত তাহাতে আবার তাহার
বিশ্বাস ছিল যে, গঙ্গা যাঁহাকে হিন্দু
লম্বীরা মোক্ষদাত্রী বলিয়া বিবেচনা করেন,
র তীরে কেহ কখন প্রতারণা করে না।
হউক, নাবিক তাহার তোড়া ফিরিয়া দিয়া
ফিরিয়া চাহিলে ঐ নরাধম তোড় খুলিয়া
, " মাঝি এ কি? আমার টাকা কোথায়?
পয়সার তোড়া। এই শব্দ নাবিকের কর্ণ-
প্রবিষ্ট হইবামাত্র, তাহার হৃদয়ে যুগপৎ
ভূতপূর্ব্ব ভয় ও বিস্ময়ের আবির্ভাব
। এত ক্ষণের পর ঐ দুর্ভাগ্য ব্যক্তি
তে পারিল যে, সে এক জন শঠের হস্তে
ত হইয়াছে। কিন্তু কি করে, একে বিদেশ
আবার উপায়হীন অনেক চিন্তা করিয়া
শেষে শ্রীরামপুরের মাজিষ্ট্রেটসমীপে আবে
করাই স্থিরীকৃত হইল। কিন্তু তাহাদিগের
, মুষিকের বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবার
বিফল হইল। কাহার এমন সাহস নাই যে
ষ্ট্রেটের নিকট গমন করে। এক্ষণে এক
য়ালু ভদ্র লোকের সাহায্যে আবেদন করা
ছে। শুনিলাম, ঐ জুয়াচোর বহুকালাবধি
কার অসৎ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া
ন্দে কালাতিপাত করিয়া আসিতেছে।
বাটীতে পুলিষসত্ত্বেও যে ঐ পাপাত্মা স্বীয়
ব্যবসায়ের দৈনন্দিন উন্নতিসাধনে কৃত
হইতেছে, ইহাও অল্প বিস্ময়াবহ নহে।
হউক, আমরা ভরসা করি, শ্রীরামপুরের
ষ্ট্রেট সাহেব মনোনিবেশ বিশেষ অনুসন্ধান
। দুষ্টের দমন করিবেন। ডব্লিউ. এচ.
লও সাহেবের ন্যায় এক জন সুচতুর,
ল, কার্য্যদক্ষ ও পক্ষপাতশূন্য মাজিষ্ট্রেটের
এই মকদ্দমার বিচারভার ন্যস্ত হয়, ইহাই
দের একান্ত অভিপ্রেত। ইনি সম্প্রতি
কার্য্যে প্রতিনিধি কালেক্টর হইয়া যেরূ
সাহস্যতা, দক্ষতা, চতুরতা ও পক্ষ-
শূন্যতার সহিত সাইক্লোন টেক্সের কার্য্য
ত্তেছেন, তাহাতে ... ইহাঁর প্রতি
সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ... সংসদের ন্যায়
উৎকোচপ্রোত অধিক প্রবল বেগে প্রবা
হইতেছে না। ভরসা করি, স্বায়ত্তরূপে ঐ

পদে অভিষিক্ত হইলে ইহাঁর অধিকতর কার্য্যকা
রিতা লক্ষিত হইবে।

কলিকাতা }
১২ শ্রাবণ } একান্তবশম্বদ
১২৭৫ } অনেক বাগবাজার বাসিনঃ।

—•—

ঘাটালসন্নিহিত প্রায় ২০ খানি গ্রামে জল
প্লাবনে যেসকল দরিদ্র প্রজার গৃহ ভগ্ন হইয়াছে,
তাহাদিগকে জাহানাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট
বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র মহাশয় ২।৪ টাকা করিয়া
গবর্ণমেণ্ট তহবীল হইতে সাহায্য করিয়াছেন।
পরে অনুসন্ধানদ্বারা জানা গেল, উক্ত
ডেপুটী বাবু স্থানীয় ভদ্র লোকের সহিত পরামর্শ
করিয়া অবস্থানুসারে কতকগুলি দরিদ্র প্রজাকে
ঊর্দ্ধ সংখ্যা ১০।১৫ দশ পনর টাকাও প্রদান
করিয়াছেন। যেসকল লোককে ১৫ পনর
টাকা করিয়া গৃহ প্রস্তুত করিতে দিয়াছেন
তাহারা পাইবার যোগ্য পাত্র সন্দেহ নাই।
ইহাতে অনেকেই পরম আহ্লাদিত হইয়াছেন।
ইহার পর ডেপুটী বাবু প্রায় ১০ দশ দিবস
আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অনবরত ভ্রমণ
পূর্ব্বক জাহানাবাদ মহকুমার যে যে গ্রামে জলপ্লা
বনে যে যে প্রজার বিশেষ ক্ষতি ও গৃহ ভগ্ন হই
য়াছে, তাহাদের দুরবস্থা অবলোকন করিয়া
দুঃখিত হইয়া তাহাদের সাহায্যের নিমিত্ত
অনুরোধ করিয়াছেন। তবে কেন এইসকল
দরিদ্র প্রজা অদ্যাপি কিছু কিছু পায় নাই?
ঘাটালের প্রজারা যেরূপ সাহায্য পাইয়াছে,
সেইরূপ অন্যান্য গ্রামের প্রজারাও গবর্ণমেণ্ট
হইতে পাইতে পারে। ইহারাও ত গবর্ণমেণ্টের
প্রজা। গবর্ণমেণ্ট প্রজাবৎসল হইয়া এরূপ পক্ষ
পাত কেন করেন? ঘাটালের মডেলস্কুল
গৃহটী সেইরূপ ভগ্নাবস্থায় রহিয়াছে। ইহা
প্রস্তুত হইবার কোন উদ্যোগ দেখিতেছি না।
শুনিলাম, মুন্সেফী কাছারীবাটী পাকা হইবার
কল্পনা হইতেছে। ৬০০ ছয় শত টাকায় কিরূপ
পাকা হইবে। ইতি

একান্ত বশম্বদস্য।

## মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু মথুরামোহন পাল বালিডাঙ্গা
১২৭৫ শ্রাবণ হইতে ৭৬ আষাঢ় ১৩
" " শ্যামাচরণ বিশ্বাস গোবিন্দপুর ৫॥০
" " কালীচন্দ্র বসু নড়াইল
১২৭৫ শ্রাবণ হইতে পৌষ ৭
" " শশিভূষণ চৌধুরী পাণ্ডুগ্রাম
১২৭৫ শ্রাবণ হইতে ৭৬ আষাঢ় ১৩

যশোহর পবলিক লাইব্রেরির সেক্রেট
১২৭৫ শ্রাবণ হইতে ৭৬ আষাঢ়

—:•:—

## সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী

## বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে ম
স্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা ...
ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। মফস্বলে ডাকমাশু
সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমা
সিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূ
গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাত্তি চিঠি, মা
অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্য
যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপা
দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহা
যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যে
ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশে
মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করি
শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠা
ইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হই
আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চি
লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হই
গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার
একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ ক
যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠা
হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ড
ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ ক
রেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ ক
যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা
করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ...
আনা তাহার পর ১০ আনা দিতে হইবে
যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করি
রেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূ
মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষি
চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যা
ভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকা
প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ

১০ ম ভাগ ৪০ সংখ্যা।

" মবকসনা মক্রনিষ্বিনায পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুনিমহতী ন্যঃ্রীয়তাং।"

—২৭৩—

সিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
গ্রম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা।

সন ১২৭৫ । ২১ এ শ্রাবণ । ১৮৬৮ । ১০ ই আগস্ট

মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক
ষাণ্মাসিক ৭. ও ত্রৈমাসিক ৩৫০ ।

## বিজ্ঞাপন।

### পুরাণ প্রকাশ।

বিষ্ণুপুরাণ।

অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড পৃষ্ঠা। অগ্রিম মূল্য ।॥০

যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি মুক্তাপুর ামহ ষ্ট্রীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্য প্রকাশ ন্ত্র অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে যুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নামে যত গুর ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম পাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠাইবার ্রম নাই ইতি।

—:০:—

শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লাহাবাদ হইতে আমাদিগের নিকটে এই বের এক পত্র লিখিয়াছেন যে, তাঁহার অনু- ষ্ট ভ্রাতা তাঁহাকে পত্রদ্বারা জানাইয়াছেন, ামপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে সংবাদ প্রেরণ করিলে নি জানিতে পারিবেন। মহেশ বাবু যেপ্রকার, ত্তর হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সহিত তাঁহার ্দিষ্ট ভ্রাতার এরূপ ব্যবহার করা আর েয় হয় না। অবিলম্বে তিনি আপনার অবস্থা দিবৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে লিখিয়া আপনার তার উৎকণ্ঠা দূর ও বাটীতে প্রত্যাগমন রেন, এই আমাদিগের অনুরোধ।

সোমপ্রকাশ সম্পাদক।

—:০:—

### ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

ও দিল্লী রেলওয়ে।

মিরট দিয়া গতায়াত।

সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, ূপে যাবতীয় বাণিজ্য দ্রব্য ও আরোহিগণের মিরট হইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের সমস্ত প্রধান প্রধান ষ্টেশনে গতায়াত হইবে।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে জেনরাউলী স্কোয়ার কলিকাতা ২৭এ জুলাই। } সিসিলষ্টিফেন্সন এজেন্সি বোর্ড

—:০:—

যন্ত্রস্থিত।

সত্বরে প্রচারিত হইবে।

| | |
|---|---|
| বিধবাবিবাহ নাটক | ১ |
| রাজা হরিশ্চন্দ্র চরিত। | ।০ |
| সাহিত্যদর্পণ ৩ য় পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত | ১ |
| পূর্ব্বনৈষধ চরিত ১ ম সর্গ নারায়ণী টীকা সহিত | ॥০ |

এক মাসের মধ্যে যাঁহারা গ্রাহক হইবেন ও অগ্রিম মূল্য দিবেন কেবল তাঁহাদিগকেই সাহিত্য দর্পণ ও নৈষধ এই দুই গ্রন্থের প্রকাশিত খণ্ড নিয়মিতরূপে দেওয়া যাইবে। এক মাসের পর আর স্বতন্ত্র খণ্ড বিক্রয় করা যাইবে না। এক বারে সম্পূর্ণ গ্রন্থ বিক্রয় হইবে।

বিক্রেয় পুস্তক।

| | |
|---|---|
| হেমচন্দ্র কোষ | ১৬ |
| অমর, মেদিনী, ত্রিকাণ্ড শেষ, হারাবলী একত্র বাঁধান | ৩০ |
| মৃচ্ছকটিক নাটক | ১০ |
| মিতাক্ষরা | ১০ |

কলিকাতা ঠনঠনে ১৭৭ নং } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যো- পাধ্যায়।

—:০:—

### বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ ১৯ নং জোড়া বাগান।

বিক্রয়ের নিমিত্ত।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস্ আরবো
থনট এবং কো

—:০:—

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পট ডাঙ্গা বাবু যো ব্রাদার কোম্পানির দোকানে প্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তক বিক্রয় হইতেছে:—

| প্রণীত | মূল্য |
|---|---|
| গ্রীসইতিহাস | ১। |
| রোমইতিহাস | ১ |
| ভুবনসার ব্যাকরণ | |
| নীতিসার ( ১ ম ভাগ ) | |
| নীতিসার ( ২ য় ভাগ ) | |
| প্রচারিত। | |
| মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ | |

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা

—:০:—

### বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলমাদি বিধ দ্রব্য পাওয়া যায়। মফস্বলে ডাকে ইত্যাদি পাঠাইয়া থাকি এবং পুস্তকাদিতে আনার হিসাবে কমিসন দি। যদি কেহ টাকার দ্রব্যাদি লয়েন তাহা হইলে ৵১০ হিসাবে কমিসন পাইবেন।

গোলড স্মিথ পইটিকেল ওয়ার্ক
আরেবিয়ান নাইট
স্পেক টেটার
বেলেয়ার্স লেকচার
জোসেফস ওয়ার্ক
ইংরাজী ভগবৎ গীতা
ইং কাদম্বরী

দিগের মত এই যেসকল পাঠশালায়
রা সাহায্য দিবেন সেখানে বাইবল
ত হইবে। ইনস্পেক্টর বাবু ভূদেব
পাধ্যায় ইহাতে সম্মতি দেওয়াতে
ক্টর সম্মত হন ; কিন্তু তিনি স্পষ্ট
বলেন, যেসকল বালকের কর্তৃপক্ষ
পত্তি করিবেন, তাহাদিগকে বাইবল
করিতে বলা হইবে না। এই কথা
পার্ট মধ্যে থাকাতে গত মে মাসে
তবর্ষীয় সভা বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টকে
বিষয়ে এক পত্র লিখেন। সভা বলেন,
মহাশয়েরা গবর্ণমেন্টের বেতন
গী ; অতএব তাঁহারা গবর্ণমেন্টের
ত সাক্ষাৎসম্বন্ধে সম্বন্ধ। এরূপ স্থলে
নরিদিগের কথায় বাইবল প্রচলিত
য়া ডিরেক্টর গবর্ণমেন্টের বারম্বার
শিত ধর্ম্মসংক্রান্ত নিরপেক্ষ রাজ
তর বিরুদ্ধ কাজ করিয়াছেন। তাঁহারা
ন, পল্লীগ্রামস্থ লোকদিগের সম্মতি
করা হয় নাই। যে শ্রেণির শিশুর
পাঠশালায় আইসে, তাহাদিগের
পক্ষ প্রায় মূর্খ ; তাহাদিগের সম্মতি
র নহে। তাহারা আপনাদিগের
ও স্বত্ব এবং মিসনরিদিগের অভি-
ভালরূপে বুঝিতে পারিলে কখন
ম্মতি দিবে না। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট
প উদারভাবাপন্ন, প্রজাদিগের
ও ভীরুতারূপ উপায় গ্রহণ
য়া তাঁহাদিগের ধর্ম্মের প্রতি হস্ত-
ণ করা অথবা অন্যকে করিতে
য়া তাহার অনুরূপ নহে। ধর্ম্মের
র হস্তক্ষেপণ করিলে যেসকল
ষ্ট হয়, তাহার উল্লেখ করিয়া সভা
াছেন, আজি যশোহরের মিসনরিগণ
ক, মানচিত্র ও টাকা দিয়া বাইবল
করাইলেন ; কল্য অন্য ধর্ম্মাক্রান্ত
কগণ তদপেক্ষা অধিক দান স্বীকার
য়া আপনাদিগের ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ
ইবেন। বিদ্যালয়ে তবে একপ্রকার
নীলামের ডাক হইতে চলিল। টাকা দিলেই গবর্ণমেন্ট যে সে সম্প্রদায়কে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে দিবেন। সভার পত্রের একাংশের প্রতি সর্ব্বসাধারণ ও গবর্ণমেন্টের বিশেষরূপে দৃষ্টিক্ষেপ কর্ত্তব্য। সভা বলেন, "মিসনরিবিদ্যালয়সমূহে যে আনুকূল্য প্রদান করা হয় তাহা ধর্ম্ম সম্বন্ধে দেওয়া হয় না। তথাপি হিন্দু ও মুসলমানেরা যে রাজস্বের অধিকাংশ প্রদান করেন, তাঁহাদিগের সন্তানগণকে খৃষ্টীয়ান করিবার জন্য সেই রাজস্ব ব্যয় করা উচিত কি না, এ বিষয়ে লোকে সন্দেহ করেন।"

মিসনরিদিগকে গুরুপাঠশালায় বাইবল পাঠনার অনুমতি দেওয়া যে অতিশয় অন্যায় হইয়াছে, তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই ; কিন্তু আমরা আহ্লাদিত হইলাম, প্রক্রান্ত স্থলে ডিরেক্টর ও গবর্ণমেন্টের তাদৃশ দোষ নাই। দুই জন ভারতবর্ষীয় এই অনিষ্টের কারণ। জুনিয়র সেক্রেটারি হারিসন বলেন, ডেপুটী ইনস্পেক্টর শিশিরকুমার ঘোষ প্রস্তাব করাতে ইনস্পেক্টর ভূদেব মুখোপাধ্যায় ইহার অনুমোদন করেন। ডিরেক্টর তাহাতেই সম্মতি দেন। লেপ্টনান্ট গবর্ণর গুরুপাঠশালাগুলিকে গবর্ণমেন্টের বলিয়া অস্বীকার করিয়াছেন। গবর্ণমেন্টের পরিদর্শকগণ তত্ত্বাবধান করেন এইমাত্র। হারিসন সাহেব পত্রের উপসংহারকালে বলিয়াছেন, ডেপুটী ইনস্পেক্টর যে প্রস্তাব করেন, তদনুসারে এপর্য্যন্ত কোন কার্য্যেরই আরম্ভ হয় নাই।

প্রস্তাবপর্য্যন্ত হইয়াই যে শেষ হইয়াছে এটী আহ্লাদের বিষয়। ডিরেক্টর নিজে ইহার সূত্রপাত করেন নাই, গবর্ণমেন্টও এ বিষয়ে কোন উৎসাহ দেন নাই, এটী অধিকতর আহ্লাদের কথা। ইনস্পেক্টর ও ডেপুটী ইনস্পেক্টরের উপরেই দোষভার পতিত হইতেছে।

এই কর্ম্মচারিদ্বয় খৃষ্টীয় ধর্ম্মের
অতিভক্তিবশতঃ এ কাজ করিয়া
এরূপ বোধ হয় না, তাহা হইলে তাঁ
এত দিন খৃষ্টীয়ান হইতেন। মিসন
গের অনুরোধে যদি হইয়া থাকে,
হইলে কোন কারণের বশীভূত
স্বদেশীয়দিগের অনিষ্টসাধন করি
দোষস্পর্শে, তাহা তাঁহাদিগের হইয়া
"বাইবল পাঠ করিলে ক্ষতি
সকলেই কিছু খৃষ্টীয়ান হইতেছে না ;
চাসার মধ্যে এক জন খৃষ্টীয়ান
কিন্তু প্রতিমাসে মিসনরিগণ কত
দিলেম ; আর বাইবল পড়িলেই
য়ান হইবে এমত কথা নাই।" তাঁ
যদি ইহা ভাবিয়া কাজ করিয়া থা
তাহা হইলে মিসনরিদিগকে প্রত
করা হইয়াছে। বাইবলে অন্য
অপেক্ষা অধিক ধর্ম্মনীতি আছে
সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া যদি
কাজ করিয়া থাকেন, সেটীও বৈ
নাই। কেবল অল্পপাঠী কৃষীবল
কদিগকে এই ধর্ম্মনীতির শিক্ষা
স্বদেশীয় অন্য সকলকে বঞ্চিত
কি উচিত ? অন্যত্র বাইবল পাঠ ক
বার প্রস্তাব করাও অন্ততঃ তাঁহাদি
কর্ত্তব্য ছিল। আমরা এইরূপে যে
গেলাম, সেই দিকেই হতাশ্বাস হইল
কোন দিগেই উক্ত ডেপুটী ইনস্পে
ও ইনস্পেক্টরের পক্ষসমর্থনে সমর্থ
লাম না। তাঁহারা স্বদেশীয়দিগের
সাধনে উদ্যত হইয়া লোকের অপ্রি
লেন এবং গবর্ণমেন্টকে ভ্রমে পা
করিলেন এইমাত্র। গুরুপাঠশালা
মেন্টের নহে, এ উত্তরটী বড় কৌতু
হইয়াছে। যদি গবর্ণমেন্টের না
ডিরেক্টরের সম্মতি লইবার কি প্র
জন ছিল ? পাঠশালাগুলি যদি গ্রা
লোকদিগের হইল, ডিরেক্টর তং
এ উত্তর দিলেন না কেন, "এ

| | |
|---|---|
| ই হিষ্টরী অফ প্রশেষ ইন গ্রেট ব্রিটন | ২॥ |
| : শকুন্তলা | ১ |
| হিতোপদেশ | ১ |
| বন পরীক্ষা | ১ |
| । বামকুন | ১ |
| য়দর্শন | ১ |
| রকীর ইতিহাস | ১ |
| ম্বুল | ৸৹ |
| য়ুস্ত দীপিকা | ১ |
| ীতানন্দ লহরী | ।৹ |
| বধ চরিত | ১॥ |
| ক্ষ মুখমণ্ডল | ।৶ |
| লকাতার মানচিত্র ( উত্তম বাঁধান ) | ২ |
| রকাকেলী কৌমুদী | ১॥ |
| ম উপাখ্যান | ॥৹ |
| রতবর্ষের পুরাবৃত্ত ( দ্বিতীয় বার মুদ্রিত ) | |
| নচিত্র সহিত মুল্য | ।৶৹ |
| য় কাণ্ড রামায়ণ পদ্য | ১ |
| ষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত পদ্য | ২॥ |
| ক্ষাপ্রণালী | ২ |
| লকের উপযোগিতা | ৸৹ |
| নকী নাটক | ১ |
| রবাক্যাবলী | ।৹ |
| বা হলাকনা | ॥৹ |
| চকবধ কাব্য | ॥৹ |
| বত মঞ্জরী | ১।৹ |
| বকঙ্কণ চণ্ডী | ৸ |
| ীথণ্ড | ৸ |
| াসখণ্ড | ১। |
| ীকৌতুক নাটক | ১ |
| বকলাপ | ১ |
| াক্বিবেক নাটক | ১ |
| বিলাস নাটক | ১ |

াতা জোড়া- } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়
: ৬৪ নং } নগদ মুল্যে বিক্রেতা

—:০:—

মিনী নাটক ( মুল্য এক টাকা ) সংস্কৃত স্তকালয়ে, চীনেবাজারে শ্রীযুক্ত বাবু নাথ মুখোপাধ্যায়ের ৬৮ নম্বর দোকানে সংস্কৃত যন্ত্রে অথবা শ্রীযুক্ত বাবু নাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকটে প্রাপ্য। নকে ২৫ প্র. ১৮ টাকার হিসাবে কমি ওয়া যায়।

শ্রীহারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়স্য

বিক্রয়ার্থ।

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান। সর রাজা রাধা কান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সোনা দিয়া নুতন বাঁধান মুল্য ২৫০ টাকা।

শ্রীআনন্দচন্দ্রবেদান্ত বাগীশ।

—:০:—

কাব্য প্রকাশিকা।

এই মাস হইতে প্রকাশিত হইল। ইহাতে সমুদায় কাব্য নাটকাদির দেবনাগর অক্ষরে মুল ও টীকা এবং বাঙ্গলা অক্ষরে বাঙ্গলা অনুবাদ থাকিবে। নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি প্রতি খণ্ডে ।৶০ ছয় আনা এবং প্রত্যেক খণ্ডের ॥০ আট আনা মুল্য নির্দ্ধারিত হইল। যাঁহারা গ্রহণ করিতে অভিলাষ করেন, কাঁসাপুকুর লেন ১৫ নং বি. পি. এম. যন্ত্রে অথবা কালেজ ষ্ট্রীট ১১ নং লাইব্রেরীতে আমার নিকট পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। বিদেশীয় গ্রাহকগণকে স্বতন্ত্র ডাক মাশুল দিতে হইবে।

৩ রা শ্রাবণ } শ্রীবরদাপ্রসাদ মজুমদার।
১২৭৫।

—:০:—

## ইষ্টারণ বেঙ্গাল রেলওয়ে।

রিভার টারমিনস্, অর্থাৎ শিয়াল-

দহ হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত

রেলওয়ের চলাচল

আরম্ভ।

হাটখোলার নিকটস্থ বাগবাজারে ইষ্টারণ বেঙ্গাল রেলওয়ে কোম্পানির রিভার টারমিনস্ নামক রেলওয়ে, আগামী ৩রা আগষ্ট সোমবার অবধি দ্রব্যাদি দেওন ও লওন জন্য খোলা যাইবেক।

ইষ্টারণ বেঙ্গাল রেলওয়ে } ফ্রাঙ্কলিন
শিয়ালদহ টারমিনস } প্রেষ্টেজ,
৯ ই জুলাই ১৮৬৮। } এজেন্ট।

—:০:—

পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ে।

হাটখোলার নিকট বাগবাজারে গঙ্গার ধারে যে রেলওয়ের আড্ডা খুলিবার কথা ছিল, অনুল্লঙ্ঘনীয় কারণবশতঃ ১০ ই আগষ্ট পর্য্যন্ত তাহা হইল না।

শিয়ালদহ } ফ্রাঙ্কলিন প্রেষ্টেজ
১ লা আগষ্ট ১৮৬৮ } এজেন্ট

—:০:—

প্রবাদমালা।

বঙ্গদেশীয় বিবিধ জনপদ ব্যবহারমূলক। এ পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটীর গবর্ণমেণ্ট পেলেসের ৯ নং ভবনে প্রার্থনা করিলে পাইতে পারিবেন মুল্য ।৴০ আনা মাত্র।

—:০:—

হরিশ্চন্দ্র চরিত মুল্য ।০

হরিশ্চন্দ্র চরিত শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারকর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিতে পৌরাণিক অলৌকিক বর্ণনা নাই, পরন্তু শুদ্ধ বালক বালিকাদিগের সত্যনিষ্ঠা শিখাইবার নিমিত্ত রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান যতদূর আবশ্যক, তাহাই আছে।

কলিকাতা } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ঠনঠনে ১৭৭ নং }

—:০:—

অনওয়ার্ড ষ্টার অব ক্যোটিয়া ওয়ার উইং এবং বৃটিস প্রিন্স জাহাজে সম্প্রতি আমদানি হইয়াছে।

বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কোং এতদ্দারা সর্ব্ব সাধারণকে জানাইতেছেন যে উপরি উক্ত জাহাজসকলে তাঁহাদিগের লণ্ডনস্থ এজেন্টগণ হইতে যে সকল দ্রব্যাদি আমদানি হইবে তাঁহারা তাহার ইনবয়েস প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উক্ত কোম্পানির প্রধান ঔষধালয়, আমহর্ষ্ট ষ্ট্রীট ২৩ নং ভবন মুজাপুর মেডিকেল হলে এবং মছুয়াবাজার ষ্ট্রীট ৩৯ নং ভবন শাখা ঔষধালয়ে টাটকা, বিশুদ্ধ এবং উৎকৃষ্ট ঔষধ সকল পরিমিত মুল্যে খুচরা বা এক কালীন অধিক পরিমাণে বিক্রয়ার্থ নিয়ত প্রস্তুত আছে।

# সোমপ্রকাশ।

২৭এ শ্রাবণ সোমবার।

## যশোহরের গুরুপাঠশালা, মিসনরিগণ ও বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট।

পাঠকবর্গের স্মরণ আছে, যশোহরের গুরুপাঠশালাগুলি মিসনরিদিগের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে বলিয়া কিছু দিন হইল এক গোল উঠে। শিক্ষাবিভাগের গত রিপোর্টে ডিরেক্টর আটকিন্সন লিখিয়াছিলেন মিসনরিরা মান-চিত্র, গ্লোব ও গুরু মহাশয়দিগকে কিছু কিছু পুরস্কার দিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।

লোকেরা যে বিবেচনা করিবেন. তাহাই হইবে।"

পরিশেষে মিসনরিদিগকে কিছু লাও আবশ্যক হইতেছে। লোকে তাঁহাদিগকে যেপ্রকার ভক্তি করেন, তাঁহারা তাহা অনবগত নহেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তির মুল কি তাঁহারা তাহা জানেন না। তাঁহাদিগের উৎসাহ অধ্যবসায় তপ্রতিজ্ঞতা ও লোকহিতৈষিতা সেই কারণ। তাঁহাদিগের অবলম্বিত ধর্ম্ম কারণ নহে। তাঁহাদিগের উপরে ভক্তি আছে, অথচ তাঁহাদিগের ধর্ম্মে বিশ্বাস নাই, এইপ্রকার লোকের সংখ্যাই অধিক। তাঁহারা নিজে বিদ্যালয় করিয়া বাইবল পাঠ করান তাহাতে আপত্তি নাই, তাঁহাদিগের বিদ্যালয়ে যাওয়া স্বাধীন ইচ্ছার উপরে নির্ভর করিতেছে। কিন্তু আক্রান্ত করিয়া বাইবল পাঠ করান অতিশয় নিন্দনীয়। উহা তাঁহাদিগের সদৃশ লোকের কোনক্রমে কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বে মুসলমানেরা যেমন গোপনে খাদ্য দ্রব্যে গোরক্ত মিশ্রিত করিয়া হিন্দুদিগকে আপনাদিগের ধর্ম্মে আনয়ন করিতেন, ধর্ম্মবিদ্যালয়ে আবরক্ষির অধ্যাপনা ও অর্থলোভ প্রদর্শন করিয়া গুরুপাঠশালায় বাইবল পাঠনা সেইরূপ হইতেছে। ভারতবর্ষীয়েরা এই চক্র ভেদ করিতে অতিশয় পটু। মিসনরিরা এদেশকে সাধারণ্যে খৃষ্টীয়ান করিবার আশা ত্যাগ করুন। বিদ্যালয়ে না হউক, কত লোক গোপনেই বাইবল পাঠ করিয়া থাকেন; তন্মধ্যে কত জন খৃষ্টীয়ান হইতেছেন? বিদ্যালয়ে পাঠ করিলেই খৃষ্টীয়ান হইবে, তাহার প্রমাণ কি? যদি কেহ পরশাস্ত্রবশীভূত হইয়া খৃষ্টীয়ান হয়, তাহাতে ফলসিদ্ধি কি? সেনাপতি হিয়ার্সে ১৮৫৭ অব্দে বারাকপুরস্থিত সিপাহীদিগকে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা মিসনরিগণ বিস্মৃত হন কেন? বৃদ্ধ সেনাপতি বলেন, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম জাতির উপরে নয়, স্বাধীন ইচ্ছা, পাঠ ও সৎসংস্কারের উপরে নির্ভর করিতেছে। এইপ্রকার খৃষ্টীয়ান কি চাসা গ্রামের গুরুপাঠশালা হইতে বহির্গত হইতে পারে? এ দেশের কুসংস্কার দূর করাই মিসনরিদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া স্থির করা উচিত। গবর্ণমেন্টের বিদ্যালয়সকলে বাইবল শিক্ষা না হইয়াও এই উদ্দেশ্যসাধন হইতেছে।

সোমপ্রকাশ. সর জন লরেন্স
ও পত্রপ্রেরক।

সোমপ্রকাশের সম্পাদকতা যে নীতিতে নীত হইতেছে, তাহা সহজে সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। সোমপ্রকাশ হঠাৎ যাঁহার নয়নপথে উপনীত হয়, তিনি মনে করেন, সোমপ্রকাশ লোকের নিন্দা লিখিতেই ভাল বাসেন, কেহ বা এরূপ ভাবেন, লোকের স্তব করাই সোমপ্রকাশের কর্ম্ম। কিন্তু কাহার নিন্দা বা সুখ্যাতি করা সোমপ্রকাশের অভিপ্রেত নয়, দোষ দেখিলেই বলিব, গুণ দেখিলেই তাহার বর্ণন করিব, এই আমাদিগের অবলম্বিত নীতি। আমরা যখন যাঁহার দোষোল্লেখ করি, শত্রুজ্ঞান করিয়া করি না; যখন যাঁহার গুণবর্ণন করি, মিত্রজ্ঞান করিয়া করি না। যাঁহার দোষ বলা হয়, তিনিই আমাদিগকে শত্রু, আর যাঁহার গুণ বলা হয়, তিনি আমাদিগকে মিত্র জ্ঞান করেন। যাঁহারা অপক্ষপাতিতাকে কার্য্যসাধনী যুক্তিরূপে আশ্রয় করিয়া স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করেন, তাঁহাদিগের বিষয়ে লোকের প্রায়ই এইরূপ সংস্কার জন্মিয়া থাকে। অতএব যদি কেহ কদাচিৎ দুই একখানি সোমপ্রকাশ পাঠ করিয়া বিপরীত সংস্কারাবিষ্ট হন, তাহা আমাদিগের বিস্ময় ও ক্ষোভের বিষয় হয় না। কিন্তু যাঁহারা নিত্য সোমপ্রকাশ পাঠ করেন, তাঁহাদিগের বিপরীত সংস্কার জন্মিলে অত্যন্ত ক্ষোভের হয়। বহু দিনের সোমপ্রকাশগ্রাহক নদীয়ার এক জন মিসনরি উল্লিখিতপ্রকার বিপরীত সংস্কারাপন্ন হইয়া আমাদিগকে যে এক পত্র লিখিয়াছেন, তাহাই আজি আমাদিগের এইরূপ আত্মপরিচয়দানের হেতু হইয়াছে। উল্লিখিত মিসনরি বান্ধব আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, পূর্ব্বে আমরা সর জন লরেন্সের সাধুতা ও ন্যায়পরতার প্রশংসা করিতাম; কিন্তু এক্ষণে তাঁহার নিন্দা করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছি। আমরা দুঃখিত হইলাম, পত্রপ্রেরক অতিশয় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এখন আর তখন বলিয়া নয়, সর জন লরেন্সের যে অংশে দোষ আছে, তদুল্লেখের অবসর উপস্থিত হইলে আমরা যেমন তাহার উল্লেখ করি, গুণবর্ণনাসময়েও তাহাতে বিরত হই না। সর জন লরেন্স অতিশয় সদাশয় ও ন্যায়পরায়ণ তাহার কোন সন্দেহ নাই। যেটী তিনি অন্যায় বলিয়া জানেন, পৃথিবী অনুরোধ করিলেও তিনি তাহা করেন না; কিন্তু তাঁহার একটী বিষম অনিষ্টকর ভ্রম আছে। তিনি কয়েক বিষয়ে অন্যায়কে ন্যায় বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন; কোনক্রমে তাহা পরিত্যাগ করিতেছেন না। নিয়মবহির্ভূত প্রণালীর উপরে দেশশুদ্ধ লোকে বিরক্ত; কিন্তু সর জন লরেন্স উহাকে ভারতবর্ষের পক্ষে মহোপকারক জ্ঞান করেন। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সাধারণ মতের উপরে নির্ভর করিতেছে। ইহার অর্থ এই, ব্রিটিশ জাতির যে অসামান্য সাধুতা ও ন্যায়পরতা আছে, তাহাই তাঁহাদিগের এ দেশে স্থায়িত্বের কারণ। লার্ড বেণ্টিঙ্ক প্রভৃতি চিরস্মরণীয় গবর্ণর জেনরলেরা এই উদার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সর জ

ন্সের সংস্কার এই, যত গর্ব্ব ও বল
াশ করিবে, ততই এ দেশে রাজত্ব
ভূত হইবে। টমসন সাহেব এ দেশের
তর শ্রেণীর পরম শত্রু ছিলেন,
জন লরেন্স সেই সংস্কারের বশবর্ত্তী।
তবর্ষ ও ইংলণ্ডের প্রায় সমুদায়
কে বলিতেছেন, এ দেশে বিদ্যাশিক্ষা
অধিক পরিমাণে প্রচলিত হইবে,
ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বদ্ধমূল ও দেশের
ল হইবে; কিন্তু সর জন লরেন্স লাড
ানবরার ন্যায় বিপরীত সংস্কারগ্রস্ত
াছেন। তাঁহার সংস্কার এই, ইংরাজী
কার সমধিক প্রাদুর্ভাব হইলেই এ দেশ
টিশ জাতির হস্তপরিভ্রষ্ট হইবে।
াগণ স্বাধীনহৃদয় ও সাহসী হইয়া
ল কথা গবর্ণমেণ্টকে বলিলে এবং
র্ণমেণ্টের দোষ দেখিবামাত্র তাহার
তবাদ করিলেই দেশের প্রকৃত মঙ্গল
। ইংলণ্ডে গবর্ণমেণ্টের নিয়মিত এক
প্রতিবন্ধকতাকারী আছেন; কিন্তু
জন লরেন্স ভারতবর্ষে ঐ প্রকা
তবন্ধকতাকে অবাধ্যতা ও বিদ্রোহের
লক্ষণ জ্ঞান করেন। ইউরোপীয়
দেশীয় বলিয়া সর্ব্ব বিষয়ে প্রভেদ
সর জন লরেন্সের রাজনীতি।
হার ও মুল নিয়মের বিষয়ে এই
। কার্য্যেও সর জনলরেন্স কতকগুলি
ায় করিয়াছেন ও করিতেছেন। উহার
বঙ্গদেশের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন
প্রধান। দ্বিতীয়, গবর্ণর জেনরল
দেশে আগমন করিয়া অবধি
শীয় সিবিলিয়ানদিগকে প্রায় সকল
র পদ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন
য়, তিনি সৈনিক ব্যয় বিস্তর বৃদ্ধি
াছেন। চতুর্থ, তিনি খৃষ্টীয় মিরজা
ষ্টীয় পুরোহিতদিগের নিমিত্ত ব্যয়
করিতেছেন। পঞ্চম, তিনি এত-
ীয়দিগের সিবিলসর্ব্বিসে প্রবেশের
কণ্টক নিক্ষেপ করিয়াছেন। ষষ্ঠ,

উৎকলের দুর্ভিক্ষ দর্শন করিয়াও তিনি বঙ্গদেশকে এক জন গবর্ণরের হস্তে দিবার প্রস্তাবের প্রতিবন্ধকতা করিয়াছেন। সপ্তম, তিনি বৎসরের অধিকাংশ কাল পর্ব্বতবাস করাতে শাসনকার্য্যের বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিতেছে। অষ্টম, তিনি প্রথম প্রথম যেপ্রকার কর্ম্মচারিদিগের কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, আর সেরূপ নাই। অধিক আঁটা আঁটির পর শৈথিল্য হইলে যে বিষম বিশৃঙ্খলা হয়, তাহা ঘটিয়াছে। নবম, তিনি লাড কর্ণওয়ালিসের অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া ভূমির কর বৃদ্ধিবিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। কৃষকদিগের উন্নতি সাধন করা তাঁহার অভিপ্রেত বটে; কিন্তু যে কার্য্যে ব্রিটিশনামে কলঙ্ক হইবে, তাহা করিয়া কৃষকদিগের উন্নতি সাধনচেষ্টা বিধেয় নয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভঙ্গ করিলেই যে কৃষকদিগের সুবিধা হইবে, তাহারও প্রমাণ নাই। ঐ বন্দোবস্ত অব্যাহত রাখিয়া যদি কৃষকদিগের সহিত কোন প্রকার স্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে পারেন, তাহাই কৃষকদিগের ইষ্ট ফলোপধায়ী হইতে পারে। তাঁহার আর একটী বিশেষ দোষ এই, এদেশীয় সংবাদপত্রসকল তাঁহার রাজনীতির দোষ দিলে তিনি ভারতবর্ষেশ্বরীর প্রতি বিদ্রোহাচরণ বিবেচনা করেন। ডিস্‌রেলি সাহেবের কার্য্যপ্রণালীর নিন্দা করিলে কি ইংলণ্ডেশ্বরীকে নিন্দা করা হয়? না বরণ্‌স্‌ উইক রাজবংশ প্রজাদিগের রাজনীতি ও ধর্ম্মসংক্রান্ত স্বত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছেন বলিয়া আয়রলণ্ডের ধর্ম্মসম্প্রদায়কে উঠাইয়া দিতে বলিলে রাজবংশ লোপের চেষ্টা হয়? কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আমরা গবর্ণর জেনরলের ষ্টেটসেক্রেটারির অথবা সিবিল সর্ব্বিস কমিসনরদিগের কোন কার্য্যের প্রতি দোষারোপ করি-

লেই গবর্ণরজেনরল আমাদিগকে বিদ্রো
বোধ করেন। ব্যক্তিবিশেষের রাজনী
সহিত যে রাজবংশের কোন সংস্রব ন
সেটী সর জন লরেন্সের বুঝা উচি
তিনি অসাধুভাবে কোন কাজ করেন
তাহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার ক
কিন্তু যখন কার্য্যে অনিষ্ট হইতে চলি
তখন কেবল সৎ উদ্দেশ্য লইয়া আ
কি করিব? সর জন লরেন্সের প্র
দোষারোপ করিবার প্রকৃত তাৎপ
এই। আমরা অতিশয় দুঃখিতচি
তাঁহার রাজনীতির প্রতিবাদ কা
থাকি।

আমাদিগের মিসনরি বন্ধু ে
সাহেবের বিষয়ে যে কথা কহিয়া
তাহার সংক্ষিপ্ত উত্তর এই, তাঁ
বিষয়ে যত অধিক বাক্য ব্যয় কর
হয়, ততই ভাল। ধনুকে গুণযোগ হ
তাহা নত হয়, কিন্তু পরে গুণে
হইলে উহা অপরের বক্ষঃস্থল বিদ
করে। মেইন সাহেব বঙ্গদেশের অ
সাধনবিষয়ে সেইগুণযুক্ত শরত্যা
করিয়াছেন।

আমাদিগের মিসনরি বন্ধু বে
আমরা বাঙ্গালিদিগকে ভারতব
সর্ব্বপ্রাধান্য প্রদানের চেষ্টা পাইয়া থ
এটী তাঁহার ভ্রম। আমরা সাধার
ভারতবর্ষের নিমিত্ত শাসন সম্ব
উচ্চতর ক্ষমতাপ্রার্থী হইয়াছি। ভার
ীয় হইলেই যে উচ্চতর ক্ষমতার
অধিকারী হইবে, এ কথা বলা আম
গের অভিপ্রেত নহে। উপযুক্ত ব্যক্তি
তাঁহার গুণানুসারে ক্ষমতা দে
হউক, এই আমাদিগের বক্তব্য।
প্রেরক বলেন, বাঙ্গালীরা প্রাধান্য
করিলে আমাদিগের জাবা ও সুম
বাসীদিগের অবস্থা ঘটিবে। উচ্চ
শ্রেণি নিম্ন শ্রেণিকে পদে দলন করিবে

উত্তর দানস্থলে আমাদিগের
া এই, ভারতবর্ষ আবা নহে, যে
ণ আবার অত্যাচার হয়, ওলন্দাজ
র ন্যায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে
ারণ ঘটনা হইবার সম্ভাবনা নাই।
দেশীয়দিগকে দেশবহিষ্কৃত করা
দিগের অভিপ্রেত নহে। উভয়ে
সম্ভোগী হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে কাল
করেন, ইহাই আমাদিগের মনের
।

আমাদিগের পত্রপ্রেরক বাঙ্গালী
র যে কতগুলি নিন্দা করিয়াছেন,
বিষয়ে উপেক্ষা করাই তাহার
ত উত্তর। আজি কালি পরস্পরের
করা বঙ্গভূমির একটী প্রধান অভি
বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদিগের পত্রপ্রেরক যে আর
া কথা লিখিয়াছেন, তাহা নিতান্ত
হকর। যে দেশে ঈশ্বর যেপ্রকার
মেণ্ট করিয়াছেন, তাহার প্রতি
করা আর ঈশ্বরকে অভক্তি করা
। এ কথা উনবিংশ শতাব্দীতে
জন পাদরির মুখেও ভাল শুনায়
রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি, এটী
ণ কুশীয়াভিন্ন আর কোন সভ্য
ঙ্গীকৃত হয় না। গবর্ণমেণ্ট প্রজা
র প্রতিনিধি; প্রজার অভিপ্রায়ানু
গবর্ণমেণ্টকে কাজ করিতে হইবে;
কার মত এই। আমাদিগের মিন
নুরূপ মতে কাজ করিলে কভুইস্কো,
শিংটন, গারিবলডি প্রভৃতিকে মহা
বলিতে হয় এবং সেই মেকেলে
া লিখন কে করে খণ্ডন"
টী শিরোধার্য্য করিয়া ইতিহাস
সিনাগকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ
ত হয়। মিনাবি বাস্তব নিশ্চয়
েন, শাসনকর্ত্তৃপক্ষের ভ্রম প্রদ-
করিলে তাহাকে দূষ্য বলে না।
াদিগের বর্ত্তমান রাজপুরুষদিগের

অনেকে বাঙ্গালীদিগকে যেপ্রকার ভাবেন, তাঁহারা যদি বাস্তবিক সেইরূপ হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা বাহিরে গবর্ণমেণ্টের সকল কার্য্যের সুখ্যাতি করিয়া গোপনে তরবারি শাণিত করিতেন। আমরা এপ্রকার হই এই কি পত্রপ্রেরকের ইচ্ছা? সত্য কথা কহিলে কি ইংরাজেরা এক্ষণে রাগ করিতে শিখিতেছেন? যথার্থ কথা কহিলে যদি তাঁহারা রাগ করেন, আমাদিগকে মূর্খ করিয়া রাখা যে ভাল ছিল। তাহা হইলে তাঁহারা সুখী হইতেন, আমরাও সুখী থাকিতাম।

---

রামদুলাল দে (১)।

লালা বাবু ও দুলাল সরকার প্রভৃতি কয়েকটী নাম এ দেশের আবালবৃদ্ধ বনিতার পরিচিত; কথাপ্রসঙ্গে প্রায়ই উনা হ্নত হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, রামদুলাল এ দেশের এক জন প্রধান ও বিখ্যাত লোক হইয়াছিলেন। অনেকে ইহাঁর নাম শুনিয়াছেন সত্য; কিন্তু অনেকে ইহাঁর জীবনবৃত্তান্ত অবগত নহেন। বড় লোকের জীবনচরিত পাঠে কেবল যে মহোপকার লাভ হয়, এরূপ নয়, লোকের স্বভাবতঃ কৌতূহল জন্মিয়া থাকে। বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষের কৃপায় আমাদিগের সেই কৌতূহল বিনোদনের একটী উপায় হইয়াছে। গিরিশ বাবু মার্চ্চ মাসে (১৮৬৮) রামদুলালের জীবনবৃত্তান্ত লইয়া হুগলী কালেজ হলে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহা সম্প্রতি পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও পরিশোধিত হইয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। আমরা দুলাল সরকারের জীবন চরিত অবগত হইয়া যেমন প্রীত হইলাম, গিরিশ বাবুর লিপিনৈপুণ্য দর্শনেও তেমনি প্রীতিলাভ করিলাম।

(১) ইনি দুলাল সরকার বলিয়াই প্রসিদ্ধ।

উত্ত। উভয়ের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছে
রামদুলালের অনেকগুলি অসা
গুণ ও অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। 
যাঁহার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁ
কপর্দ্দক মূল্যেরও সম্পত্তি ছিল
কিন্তু রামদুলাল মৃত্যুকালে কোটি ট
সম্পত্তি রাখিয়া যান। তিনি ঐ ধন 
অপহরণ অথবা অন্যবিধ কুক্রিয়া ক
উপার্জ্জন করেন নাই; আপনার অস
পরিশ্রম, বুদ্ধি ও সাধুতাগুণপ্রভ
অর্জ্জন করিয়াছিলেন। পাঠকগণ
তেই তাঁহার ক্ষমতা অনুমান করিয়া
বেন।

রামদুলালের পিতার নাম ব
সরকার। দমদমার নিকটে রেক
নামে একখানি গ্রাম আছে, ঐ
তিনি বাস করিতেন। গুরুমহাশয়
তাঁহার জীবনোপায় ছিল। গুরুম
গিরিতে যত লোকের সঙ্গতি ও সুখস্ব
হয়, তাহা আমাদিগের পাঠকগণের
দিত নাই। বলরাম সে সম্প্রদায়ের
কারী ছিলেন। তাঁহার বাসার্থ এক 
ছিল। তিনি ছাত্রদিগের নিকট
কিঞ্চিৎ যাহা পাইতেন, তাহাতে ক
নির্বাহ করিতেন। ঐ সময়ে ম
র্গীগদিগের অতিশয় উপদ্রব (
হাঙ্গাম) ছিল। ১৭৫১।৫২ অব্দে
উহারা বঙ্গদেশে আগমন করে, তৎ
রামদুলালের পিতা প্রাণভয়ে গ্রাম
ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন।
তাঁহার পত্নী গর্ভবতী ছিলেন। প
কালে পথিমধ্যে রামদুলালের
হইল। তাঁহার মাতাপিতা দী
জীবিত ছিলেন না; তিনি স্বল্প
মধ্যে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িলেন। ক
তায় তাঁহার মাতামহাশ্রয়। তিনি
খানে গিয়া তাঁহার মাতামহের আ
হইলেন। তাঁহার মাতামহের না
সুন্দর বিশ্বাস। তিনিও অতিশয়

লন। তিনি মুষ্টিভিক্ষা করিয়া এবং
র স্ত্রী ধান ভানিয়া জীবন ধারণ
তেন। কিছু দিনপরে মদনে হন
র বাটীতে তাঁহার মাতামহীর পাচিকা
হইল। মদনমোহন দত্তের তখন
ভাগ্যের সময়। তিনি পরমিটের
য়ান ছিলেন। শত শত লোক তাঁহার
আহার ও অবস্থান করিতেন; যার
রিত ছিল। রামদুলাল তাঁহার
ন্দী সঙ্গে গিয়া ঐ স্থানে থাকিতে
ম্ভ করিলেন। তাঁহার নৈসর্গিক বিনয়
দি গুণ ছিল; তিনি ক্রমে মদন
র প্রিয় হইয়া উঠিলেন। মদনদত্তের
দিগের সঙ্গে তিনি লেখা পড়া করিতে
ম্ভ করিলেন। তিনি স্বল্পকালমধ্যে
লা উত্তমরূপে শিখিলেন, অঙ্কে বিল
পটু হইলেন এবং ইংরাজী কহিতে
লেন। রামদুলালের অন্তঃকরণ কৃত-
রসে পরিপূরিত ছিল। কিরূপে
তাঁহার মাতামহের কষ্ট দূর করি-
তাঁহার এই চেষ্টা হইল। তখন
র ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম। তিনি তাঁহার
য়ের নিকটে একটী বিলসরকারী
র প্রার্থী হইলেন; তাঁহার কর্ম হইল।
যেমন শ্রমসহিষ্ণু ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি
নি সত্যনিষ্ঠ ও বিশ্বাসপাত্র ছিলেন।
পর যেরূপে তাঁহার উপরে সৌভাগ্য
র অনুকূল দৃষ্টি পতিত হইল, অতঃপর
গণ তাহা শ্রবণ করুন।
তাঁহাকে সর্ব্বদাই দ্রব্যসামগ্রীর পরী
ডায়মণ্ড হারবরে যাইতে হইত। যে
জাহাজ জলমগ্ন হইয়া টালার
মে বিক্রয় হইত, তিনি তাহার অবস্থা
ল্যাদিবিষয়ের অনুমান করিতেন।
এক বৃহৎ বোম্বাই জাহাজ জল-
য়। রামদুলাল তাহার অবস্থাদি
ণ যত্নপূর্ব্বক জানিয়া আসিয়াছিলেন,
অব্যবহিত পরেই এক দিন তাঁহার
কয়িতা টালার নীলাম হইতে
তাঁহাকে কত কগুলি দ্রব্য কিনিয়া আনিতে
বলেন। যেসকল দ্রব্য ক্রয় করিতে বলা
হয়, তিনি নীলামে উপস্থিত হইবার
অব্যবহিত পূর্ব্বে বিক্রয় হইয়া যায়।
রামদুলাল উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,
নীলামকারী একখানি জলমগ্ন জাহা-
জের বিক্রয়ার্থ ডাকিতেছেন। তিনি মনে
করিলেন, তিনি ইতিপূর্ব্বে যে জাহাজ
দেখিয়া আসিয়াছেন, এ সেই খানি
হইবে। তাঁহার নিকটে ১৪০০০ টাকা ছিল।
তিনি উহা ক্রয় করিলেন। অব্যবহিত
পরেই এক জন ইংরাজ ঐ জাহাজ ক্রয়
করিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন তিনি
শুনিলেন, উহা বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।
তাহার পর তিনি রামদুলালকে অন্বেষণ
করিয়া প্রায় লক্ষ টাকা লাভ দিয়া উহা
ক্রয় করিলেন। যে টাকায় ঐ লাভ হইল
তাহা রামদুলালের নিজের নয়, ঐ লাভ
তাঁহার প্রভুই পাইবেন, এই স্থির করিয়া
ঐ টাকা তাঁহার নিকটে নিয়া উপস্থিত
করিলেন। মদন দত্তও মহানুভব ছিলেন
তিনি রামদুলালের সরল ও বিশ্বস্ত ভাব
দর্শনে বিস্মিত। ও মোহিত হইয়া ঐ
টাকা তাঁহাকেই দিলেন।

—:•:—

### শোণপুরের মেলা।

এই মেলাটী অতি প্রসিদ্ধ। ইহাতে
দর্শনযোগ্য অনেক পদার্থ আইসে। ইহা
অক্টোবর মাসে হইয়া থাকে। সময় সন্নি
হিত হইয়াছে বলিয়া ছাপরার প্রসিদ্ধ
উকীল বাবু কেশবলাল ঘোষ ইহার
একটী বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়া আমা-
দিগের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। মেলা
বসিবার স্থানের এক মানচিত্রও প্রেরিত
হইয়াছে। তাঁহার উদ্দেশ্য এই, তাঁহার
বান্ধবগণের অনেকে ঐ মেলাদর্শনের
ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। মেলাস্থলে
উপনীত হইয়া হতাশাস হইতে হইবে,
যদি কেহ এরূপ মনে করেন, এই নিমিত্ত
তিনি অগ্রে উহার সবিস্তর বি
লিখিয়া সাধারণের গোচর করিতেছে
তিনি এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করি
ছেন, যদি তাঁহার কোন আত্মীয়
বান্ধব ঐ মেলা দেখিতে যান এ
অগ্রে তাঁহাকে জানান, যাহাতে
প্রকার কষ্ট না হয়, তিনি এপ্র
বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারেন। অ
দিগের সুবিধা না হওয়াতে মানচি
প্রকাশ করিতে পারিলাম না, বিব
ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করি
১ নং। ঘোড়ার হাট। ময়দান অ
দুই মাইল। এই ময়দানে নানাপ্র
পক্ষিরেণী, হরিয়ারী, দক্ষিণী, পা
কাবুলী প্রভৃতি উত্তম উত্তম অশ্ব শ্রেণী
রূপে অতি সুচারু শৃঙ্খলায় বদ্ধ থা
প্রায়ই সকলের পৃষ্ঠদেশ আস্তরণ
মণ্ডিত দৃষ্ট হয়। ক্রয়কারীরা গমন করিতে
উত্তোলন করিয়া সওদাগরের। অশ্বের
হর মূর্ত্তি দর্শন করায়; এই স্থানে
করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। কোন অ
কাল ত হার নির্ণয় করা দুরূহ হয়।
২ নং। এটীও ঘোড়ার হাট। ইহা
বড় বড় অশ্ব থাকে। এ ময়দানটীও
মানুষের স্থান হইবে না।
৩ নং। টাটুর বাজার। এ চড়াটি
মাইলের ন্যূন নহে। এই ময়দানটী টা
পরিপূর্ণ থাকে; কিন্তু টাটুবিক্রেতারা
আপন টাটু শীঘ্র শীঘ্র বিক্রয় করিবার
সায় অতি দ্রুতবেগে দিগ্বিদিক শূন্য
দৌড়াইয়া লইয়া বেড়ায়। সুতরাং এ স্থ
মনুষ্যের গমনাগমনের পক্ষে অতি ক
হয়। যেরূপ সন্ধ্যার সময় কলিকাতার গ
মাটের রাস্তায় এবং চৌরঙ্গিতে সাহে
ফেটীং ও জুড়ির আশঙ্কায় এবং দিবসে
রাস্তায় ছেকড়া গাড়ির ভয়ে মনুষ্যকে
নিমিষে চকিত ও সাবধান হইয়া পদনি
করিতে হয়, এখানে সেইরূপ তীক্ষ্ণ
না রাখিলে অক্ষত শরীরে ফিরিয়া
ভার হয়।

৪ নং। এ ময়দানটী গবর্ণমেণ্টের
স্থানের সুজাতীয় অশ্বশাবকসমূহে পরি
। ঐসকল অশ্ব নিলামে বিক্রীত হয়।
ন কখন অতি উচ্চ মূল্যের অশ্বসকল
ত স্বল্প মূল্যে পাওয়া যায়। গবর্ণমেণ্টের
র্মণ্য অশ্বসকল এখানে বিক্রীত হয়
; কিন্তু সেগুলি গাড়ী, ঘুড়িপ্রভৃতি
নে অতি প্রশংসনীয়, ইহাদিগের কার্য্য
ল এবং চমৎকার সুশিক্ষা দেখিয়া
ক হইতে হয়। ইংরাজ কর্ম্মচারিগণের
ক্ষায় অশ্বগুলি এমনি সুশিক্ষিত থাকে
বগলের শব্দে সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে
। দানা খাইবার পূর্ব্বে; দানা খাওয়া
হইবার পূর্ব্বে, জলপানের পূর্ব্বে, গাত্র
নের আরম্ভের পূর্ব্বে গাত্রমার্জ্জন শেষ
র পূর্ব্বে, বিগলধ্বনিদ্বারা সঙ্কেত করা
মনি অশ্বগণ সুশিক্ষিত মনুষ্যাপেক্ষাও
লা ও মন্থর গতিতে সমস্ত কার্য্য
হ করে, ঢং ঢং কালে সহস্র
অশ্বের এককালীন আহারজন্য
হওয়া আহার সমাধি, জলপান, গাত্র
জন্য প্রস্তুত হওয়া এবং শয়ন উপবেশন
তি নানাবিধ কার্য্য কলাপ নিমিষের
নির্ব্বাহ করিতে দেখিলে বিস্ময় কূপে
হইতে হয়। ইংরাজদিগের কি চমৎ
শিক্ষকৌশল! পশুগণকেও মনুষ্যবৎ
তুলিয়াছে। সমর ক্ষেত্রস্থ অশ্ব বলদ,
উষ্ট্র প্রভৃতি সামরিক জন্তুগণের বল
, যুদ্ধশিক্ষা এবং গতি ও কার্য্য
দেখিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। ইহারা
গর গোলাগুলির আক্রমণ হইতে পরি
ইবার জন্য রণভূমিতে এরূপ বসিয়া
পড়ে এবং কার্য্যকালে এমনি
উত্থিত ধাবিত ও চতুর্দ্দিকে চালিত
তাহা দৃষ্টিগোচর না করিলে বর্ণন
লোকের হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন।

নং। এ ময়দানটী টাঙ্গন এবং টাটু
য় পরিপূর্ণ। ভুটান, নেপাল, রঙ্গপুর,
পুর, সিকিম, দারজিলিংপ্রভৃতি
স্থানের উত্তম উত্তম সুদৃশ্য ও সুদৃঢ়
আমদানি অশ্বসকল এ স্থলে ক্রয়

বিক্রয় হইয়া থাকে। এই দুই স্থানও দুই মাইলের ন্যূন হইবে না।

৬নং। হস্তীর বাজার। এ বাজারটী গণ্ডকী নদীর ধারে একটী আম্রের বাগানে হইয়া থাকে। বহুসংখ্যক হস্তীর আমদানি হয়। এমন কি কখন কখন দুই সহস্রপর্য্যন্ত হস্তী একত্রিত হয়। মদমত্ত হস্তিসমূহের নিনাদে সে স্থান কম্পিত হইতে থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তিশাবকসমূহের ক্রীড়াদর্শনে অত্যন্ত আমোদ হয়।

৭নং। এই স্থানে কলিকাতা, পাটনা, কাশী, দানাপুর এবং অন্যান্য বহুদূর ও নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের নানা প্রকার উত্তম উত্তম দ্রব্য সামগ্রীর দোকান বসে। এতদ্দ্বারা ময়দানটী অতি চমৎকার শোভা ধারণ করে।

৮নং। গরুর বাজার। এ বাজারটী এক ধারে অতি প্রশস্ত চড়ার উপর হইয়া থাকে এত গরু একত্রিত হয় যে গণনা করা দুঃসাধ্য। মহাভারতের বিরাটরাজের গোষ্ঠের বর্ণন এ স্থলে মনে পড়িয়া যায়। গরুসকল এরূপ পরস্পর স্পর্শী হইয়া দাঁড়ায় যে, মাঠটী শ্বেত বর্ণ হইয়া যায় এবং যৎকালে তাহারা পরস্পর গাত্রচালন করে, তখন অবিকল জলহিল্লোলস্বরূপ বোধ হয়। শোণপুরবাসীরা প্রকৃত ডাকাইত। ইতিপূর্ব্বে দিবা দুই প্রহরে নির্ব্বিবাদে ডাকাইতি করিয়া জিনিস পত্র পশু পক্ষী কাড়িয়া লইত। এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের সুশাসনে সেরূপ গোল নাই; তথাপি বদমাইসি ছাড়ে না; সুযোগ পাইলেই একটী শূকরের ছানা ধরিয়া দ্রুতবেগে সেই গোমণ্ডলমধ্যে এমনি নিক্ষেপ করে যে, শূকরের ছানা গরুর মধ্যে পড়িয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করে; গরুসকল তাহাতে ভীত এবং ত্রস্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন আরম্ভ করে, এই অবসরে বদমাইসেরা গরুসকল ধরিয়া নানা স্থানে গোপন করিয়া ফেলে।

৯নং। এই ময়দানে এতদ্দেশীয় এবং বিদেশীয় রাজাগণ অতি সমারোহে তাম্বু সামিয়ানাপ্রভৃতি খাটাইয়া বস্ত্রগৃহে বাস করিয়া থাকেন। ইঁহাদের এক এক জনের আবাসজন্য প্রায় ২০।২৫ বিঘা ভূমি

আবদ্ধ হয়। সমুদায় রাজোচিত আ
সকলের সঙ্গেই থাকে। ইহাদের দ্বারা
মেলার অধিকাংশ শোভা নিষ্পাদিত হ
থাকে।

১০ নং। এই ক্ষুদ্র স্থানটীতে পাদরি স
বেরা আপন আপন দল বল লইয়া অব
করেন। এখানে প্রায় ১৫ দিবসপ
পৃথক পৃথক দলবদ্ধ হইয়া পৃথক পৃ
স্থানে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়ান। এ
[illegible] হইয়া থাকে।
রূপ অনতা প্রায় অন্যত্র হয় না; সুতর
তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রচারের বিশেষ সুবি
বলিতে হইবে। যাহা হউক ইংরাজদের
নিষ্ঠা ধর্ম্মচর্চ্চা ধর্ম্মচিন্তা ধর্ম্মানুরাগ দে
হিতৈষিতা ও শুভচিন্তাশীলতাপ্রভৃতি
প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহ
আত্মীয়, বন্ধু পরিবার স্বদেশ সুখসৌভা
সমুদায় সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল জগ
শ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনার্থ এই মহাভী
সমুদ্র পার হইয়া এত দূর আগমন করি
কেবল নিঃস্বার্থ পরহিতে বিব্রত থাকেন, কি
আমাদিগকে কি আর অধিক শিক্ষার দি
আমরা এ দেশের মনুষ্য হইয়া এ দেশে
মনুষ্যবর্গের ধর্ম্মোন্নতির একবারও চি
করি না। আমাদিগের দেশের অজ্ঞান তি
রনাশক উন্নত ব্রাহ্মসম্প্রদায়িক ভ্রাতৃব
কি করিতেছেন? তাঁহাদের কি এমন
স্থানে আসিয়া ধর্ম্মপ্রচার করা কর্ত্তব্য নয়
বোধ হইতেছে অতুল ঐশ্বর্য্যবান ধনিগণ ভিন্ন
এতদ্দেশীয় সামান্য ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্ম্মে
উপদেশ শ্রবণের যোগ্য নহেন? আমি
কেশবচন্দ্র সেনকে অনুরোধ করি, তিনি
গামী মেলায় শোণপুরে শুভাগমন করি
কিঞ্চিৎ ধর্ম্মচর্চ্চাদ্বারা এতদ্দেশীয় ধর্ম্মান্ধ
গণের অজ্ঞান তিমির নাশ করেন।

১১ নং। এ স্থানটী দীর্ঘে ৩ মাইল হইবে
সমস্ত স্থান আম্রবৃক্ষে আচ্ছাদিত, দেখিতে
অতিশয় রমণীয়, এই স্থানটীতে প্রায় ২০০
হাজার ইংরাজ সপরিবারে নানা দিগ্দে
হইতে আসিয়া শৃঙ্খলপূর্ব্বক বস্ত্রগৃহসক
নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। তাঁহারা এম
সুন্দর প্রণালীপূর্ব্বক আপন আপন বাসস্থা

প্রস্তুত করেন যে, সাহেবের বাসা অমা রাসেই জানা যাইতে পারে, সকল সাহেবেরা আপন আপন আবাসের চিহ্ন অথবা নামা ঙ্কিত করিয়া রাখেন এবং এক একজন ইংরা জ একপ সমৃদ্ধিসহকারে অ স্থান করেন যে বাগানটী অমরপুরী বলিয়া বোধ হয়। প্রায় সমুদায় বস্ত্রগৃহই সুসজ্জিত ও আলোক মালায় সুশোভিত থাকে। গান, বাদ্য, নৃত্য, আমোদ, প্রমোদ, যেন তথায় মূর্ত্তিমান হইয়া [illegible] বিরাজ করিতে থাকে, রাজধা নের মধ্যে কলিকাতা অপেক্ষাও প্রশস্ত একটী সদর রাস্তা ওপার হইতে ওপারপর্য্যন্ত খোলা থাকে। পথটী মেলার পূর্ব্বে বিলক্ষণ পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন করা হয়। সেই পথে ইংরাজদের গাড়ি, ঘোড়া, জুড়ি, ফিটান প্রভৃতি প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত কলিকাতার গড়ের মাঠের ন্যায় চলিতে থাকে। বলিতে কি এত ইংরা জের সমতা এ দেশের কোন মেলায় হয় না। বাঙ্গালা, আগরা, পঞ্জাব, অবধি নাগপুর প্রভৃতি প্রেসিডেন্সি অধিকাংশ হাকিমেরা আগমন করিয়া থাকেন। বেহার প্রদেশের জেলাসকলের হাকিমেরা এক কালে কাঁটিয়া বাহির হন, জেলাতে দুই এক জন সামান্য হাকিম কেবল রক্ষণাবেক্ষণার্থ থাকেন। এক্ষণে রেলওয়ে চতুর্দ্দিকে হওয়াতে এব দীর্ঘকাল আফিসসকল বন্ধ থাকাতে কলিকাতা আগরা লাহোর লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি রাজধানীর বড় বড় সিভিলিয়ান বারিষ্টার, ইত্যাদিও আগমন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং ক্রমে বোম্বাই মান্দ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশ হইতেও দেশ বিদেশীয় ভোগবিলাসিগণের আগমন হইবার সম্ভাবনা।

১২ নং। ঘোড়দৌড়ের ময়দান। প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক বা দুই হাজার টাকা বাজী রাখিয়া তিন বার করিয়া ঘোড় দৌড় হয়। প্রায় ১৫।২০ দিন এরূপ ক্রীড়া তে যায় সুতরাং ন্যূনাধিক ৪০।৪৫ কাত সর্ব্ব শুদ্ধ ঘোড়দৌড় হয়। ঘোড়দৌড়ের সময় সিপাহি গোলন্দাজ সোওয়ারেরা এবং পুলিষ প্রহরিগণ স্থানে স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়া শান্তিরক্ষা করে। এক এক বার বাজি হইলেই দানাপুর মিলিটরি ক্যাম্প হইতে সমাগত গোরা বাদ্যকরেরা সুমধুর ইংরাজী বাদ্য আরম্ভ করে, আবার বাদ্য বন্ধ হইলেই ঘোড়দৌড় আরম্ভ হয়। যেদিবস ঘোড়দৌড় হয় তাহার পরদিবস ঘোড়দৌড়ের কণ্ড হইতে [illegible]রোহে ইংরাজদের খানা হয় [illegible] নাচ ঘরে বিবিদের নৃত্য হয়। ঘোড়দৌড়ের র,বাটী ও মাটুল হইবে। এই চক্রাকার ঘোড়দৌড়ের প্রশস্ত মাঠ হরিতবর্ণ তৃণে আচ্ছাদিত। সাহেবেরা সন্ধ্যার সময় এই ঘোড়দৌড়ের রাস্তায় শকটারোহণে বায়ুসেবন করেন এবং অনেকে ৩ টার পর তৃণাচ্ছাদিত মাঠে বেটমবল ক্রীড়া করিয়া স্বাস্থ্যবৃদ্ধি করেন।

১৩ নং। এটি নাচঘর। ইংরেজ সাহেব বিবি, রাত্রি ৯ টা অবধি ১২ টা পর্য্যন্ত নৃত্য গীতাদি আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকেন। গোরাবাদ্যকরেরা বাদ্য করিয়া থাকে। এখানে ইংরাজীতির এদেশীয়ের গমনের অধিকার নাই।

—।•।—

## বিবিধসংবাদ।

২০এ শ্রাবণ সোমবার।

গত বৎসর দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থ ইংলণ্ডে ১০,৬৯,২১,৮৮০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল ইংলণ্ড যেমন ধনী দানও তেমনি সমুদ্র ভারতবর্ষে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপাদিতে যে ব্যয় হয়, তাহার সমষ্টি করিলে ভাল হয়। পরিণামে তদ্দ্বারা একটী মহৎ কার্য্য সাধন সম্ভাবনা আছে।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, একা ন্নভুক্ত পরিবারের সকলের আয় একত্রীভূত করিয়া লাইসেন্স ট্যাক্স নির্দ্ধারিত করা হইবে।

সর ষ্টাফোর্ডনর্থ সম্প্রতি লিখিয়াছেন, এত দ্দেশীয় সৈনিকগণ পুলিষে প্রবেশ করিলে সৈনিক পেন্সন পাইবে না। সৈন্যগণ যত আপনাদিগের কাজ ত্যাগ করিয়া অন্য কাজে না যায়, ততই ভাল।

আগামী নবেম্বর মাসে গবর্ণর জেনরল লাহোরে একটী দরবার করিবেন। উহা শালগ্রাম সেবার ন্যায় নিত্য হইয়া পড়িল। উহার আর চমৎকারিত্ব নাই।

গ্রে সাহেব একটী উত্তম কাজ করিতেছেন। তিনি মফঃস্বলে গিয়া স্বচক্ষে সকল দর্শন ক[...]
ছেন। সম্প্রতি তিনি কৃষ্ণনগরে জমীদারদি[...]
আহ্বান করিয়া বিদ্যাশিক্ষা, নীলের চা[...]
১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন ঘটিত মকদ্দমার [...]
জিজ্ঞাসা করেন। কালেক্টরদিগের হস্ত [...]
১০ আইনের মকদ্দমা দেওয়ানী আদা[...]
লইয়া যাওয়া উচিত কি না, তাহা তিনি[...]
লকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমরা আহ্ল[...]
হইলাম, জমীদারেরা একবাক্য হইয়া গব[...]
ণ্টের প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়াছেন।

গত শনিবার পোর্ট কানিঙ কোম্প[...]
এক অধিবেশন হয়। এই সময়ে সভাপতি [...]
গো সাহেব বলেন, শিলার সাহেবের [...]
বিষয় কর্ম্ম কাহারও অভিপ্রেত নহে। [...]
বর্ত্তমান কোম্পানির টাকায় ভূমি ক্রয় করিয়া [...]
তর মূল্যে কোম্পানিকেই বিক্রয় করেন, [...]
তনি যে মন্দ কাজ করিতেছেন এরূপ বিবে[...]
করেন নাই; কিন্তু আইন অনুসারে তাঁ[...]
দোষী বলিতে হইবে। শিলার সাহেব [...]
লইয়া ইংলণ্ড হইতে যখন প্রত্যাগমন ক[...]
তখন তাঁহার সহিত এ বিষয়ের মীমাংসা [...]
কঠিন হইয়াছিল। শিলার সাহেব যদি [...]
পূরণ করেন, তাহা হইলে এখন অমা[...]
মীমাংসা হইতে পারে। আর বাড়াবাড়ি[...]
করিয়া শিলার সাহেবের বন্ধুভাবে মী[...]
করাই উচিত।

কাশিপুরে " পরস্পরের সাহায্যকা[...]
এই নাম দিয়া এক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়[...]
সভ্যগণ পরস্পরের সাহায্য করিবার সঙ্কল্প [...]
য়াছেন। এপ্রকার সভা প্রার্থনীয় সন্দেহ [...]
কিন্তু সভ্যগণ দেখিবেন শেষে যেন সভার [...]
দলাদলিতে পর্য্যবসিত না হয়।

এবার মা[...]উত্তরপশ্চিমের রাস্তার নিমিত্ত [...]
টাকা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণর [...]
রল বলিয়াছেন, প্রধান রাস্তাগুলি সম্পূর্ণ [...]
পর যথা ভারতবর্ষের আয় অনুসারে এ[...]
ব্যয় করা হইবে। আয় অনুসারে ব্যয়ের [...]
বস্ত হইলে কেবল যে অমিতব্যয়িতা [...]
নিবারণ হয় এরূপ নয়, আক্ষেপ ক[...]
কারণ থাকে না।

উক্ত পত্র বলেন, প্রতাপগড়ের [...]
কমিসনর আর, এস, কিড ইংলণ্ডে [...]
করাতে তত্রত্য লোকেরা এই সদাশয় কর্ম্ম[...]
সম্মানার্থ সভা করিয়া এক অভিনন্দ[...]
প্রদান করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয়দিগকে বি[...]
বন্ধুভাবে সকলে সমাদর করিতেন, তাহার [...]
করিয়া কিড সাহেবের হিতৈষিতার বর্ণ[...]
হইয়াছে। কিড সাহেব সাধারণের উপক[...]
রাস্তা, বাজার ও কতকগুলি উদ্যান কা[...]
ছেন। মদের কারখানাটি নগরের মধ্যে থ[...]

াকের কষ্ট হইত, তিনি তাহা দূরে স্থাপন
রিয়াছেন। তাঁহার যত্নে এক জন সিবিল সর্জ্জন
াসিয়াছেন। অনেক জমীদারী নষ্টপ্রায় হও-
তে কিন্তু সাহেব সেগুলিকে ওয়ার্ড আদাল-
র হস্তে দিয়া রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার কৃত
মির বন্দোবস্ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকারক
য়াছে। এই অভিনন্দনের যখন উত্তর
ওয়া হয়, তখন অনেক লোকে অশ্রুপাত
রিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয়েরা ইউরোপীয়দি-
র সদ গুণ দর্শন করিলে যেমন কৃতজ্ঞতা
ন আস্র হন, দোষ দেখিলে তেমনি বিরক্ত
।

শনিবার অবধি প্রধানতম বিচারালয়ের
দিম বিভাগে ষ্টাম্প চলিয়াছে। সামান্য
গজে লিখিয়া তদুপরি ষ্টাম্প বসাইয়া দেওয়া
ব। দুই জন ষ্টাম্পবিক্রেতা নিযুক্ত হইয়া-
। ইহাঁদিগকে কমিসন দেওয়া হইবে। নিয়
 বেতন দেওয়া উচিত ছিল।

গত জুলাই মাসে ১৫,২৭৩ জন লোক
তবর্ষীয় চিত্রশালিকা দর্শন করিতে গমন
ন। ইহাদিগের মধ্যে ১৩,৫৭১ জন ভারত
ও ৬২৯৫ ইউরোপীয় পুরুষ এবং ১৩৪৩
এতদ্দেশীয় ও ৩৯ জন ইউরোপীয় স্ত্রীলোক
লন। গড়ে প্রত্যহ ৫৮৭ জন দর্শক গিয়া-
লন। আমরা আহ্লাদিত হইলাম, চিত্রশা-
র রক্ষকগণ রবিবারে দর্শকদিগকে প্রবেশ
বার অনুমতি দিয়াছেন।

ডলিনিউস বলেন, সম্প্রতি কতগুলি অস্ত্র-
গাবো আমোলিতে আসিয়া লুঠ করিয়া
শ পলায়ন করিয়াছে। ত্রিপুরার রাজা
গকে দণ্ড দিবার নিমিত্ত কয়েক জন
হীকে প্রেরণ করিয়াছেন।

ক্ত পত্র আরো বলেন, ষ্টেট সেক্রেটারি
 দিয়াছেন, অযোধ্যায় এক কালে টাকা
যে সে ভূমি বিক্রয় (সেলা) হইবে না। যে
বাটী, কারখানা, উদ্যান ও ক্ষেত্র হই-
 তাহার মূল্য দিলে নিষ্কর দেওয়া হইবে।
ামরা হিন্দুপেট্রিয়ট দর্শন করিয়া অতি-
াহ্লাদিত হইলাম, সিবিল সর্বিস কমিসনর
ারতবর্ষীয়দিগের প্রতি একটী সুবিচার করি
। সংস্কৃত ও আরবির নম্বর ৩৭৫ হও
সাধারণের যে অসন্তোষ জন্মে, কমিসনর-
ন্নিবারণার্থ পুনর্ব্বার ঐ ঐ ভাষার নম্বর
করিয়াছেন, কমিসনরগণ আরও নিয়ম
ছেন, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে নূতন
লয়ান ২৪ বৎসর বয়স না হইলে ইংলণ্ড
করিতে পারিবেন না। ভারতবর্ষীয় পরী

ক্ষার্থীদিগকে কিছু অধিক দিন ইংলণ্ডে রাখা তাঁহাদিগের অভিপ্রেত। আহ্লাদের বিষয় এই, পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিদিগকে ষ্টেট সেক্রেটারি প্রথম বৎসর ১০০০ ও দ্বিতীয় বৎসরে ২০০০ টাকা পুরস্কার দিবেন।

২১ এ শ্রাবণ মঙ্গলবার।

গত কল্য বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্কের অংশীদিগের সাম্বৎসরিক সভা হয়। এই সভায় স্থির হইয়াছে, বর্ত্তমান সেক্রেটারি ও ধনাধ্যক্ষ ডিকসন সাহেব পদত্যাগ করিলে তাঁহাকে মাসিক ১০০০ টাকা পেন্সন দেওয়া হইবে। বোম্বাইয়ে যে শাখা স্থাপিত হয়, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট তাহা উঠাইয়া দেওয়াতে অসন্তোষ প্রকাশ করা হইল। কারণ তদ্দ্বারা বোম্বাই ব্যাঙ্কের কার্য্যের প্রতি হস্তার্পণ করা হয় নাই।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস রাত্রিতে সুরাবিক্রয়ের বিষয়ে আমাদিগের মত অবলম্বন করিয়াছেন। যখন সুরাপায়ী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, তখন তাহারা অবশ্য সুরাপান করিবে। রাত্রিতে প্রকাশ্যরূপে বিক্রয় করিবার যো নাই, কিন্তু শুঁড়িরা এ লাভের লোভ ত্যাগ করিতে পারে না। তাহারা ও মাতালেরা আইন লঙ্ঘন করে; পুলিশ প্রহরীরা উৎকোচ লয়। শুঁড়িরা পশ্চাতের দ্বার বন্ধ করাতে বেশ্যালয়ে সুরা বিক্রীত হয়। সুরাপানে ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হয়; সুরা ও বেশ্যা এক স্থানে উভয়ের যোগ হইলে কি হয় তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। তন্নিমিত্ত ডেলিনিউস বলেন, যখন সুরাপান বন্ধ করিবার যো নাই তখন অনিষ্ট যত নিবারিত থাকে, ততই মঙ্গল। অতএব মাসুল বৃদ্ধি করিয়া রাত্রিতে মদ বিক্রয় করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

ইংলিশমান বলেন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে (?) অযোধ্যার রাজা আর "ওয়াজিদ আলিশাহ" বলিয়া স্বাক্ষর করিবেন না। তিনি শাহ উপাধি পরিত্যাগ করিতেছেন। এ উপাধিতে তাঁহার কি ক্ষতি ছিল আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন ভারতবর্ষীয়দিগের ন্যায় ফিরিঙ্গিরাও গিলক্রিষ্ট ছাত্রবৃত্তি পাইতে পারিবেন। এই বার ত ডিক্রজের বংশীয়দিগকে "নেটিব" নাম লইতে হইল। লাভের বেলা দোষ নাই!

সম্প্রতি রাজধানী বিভাগের কমিসনরের বাটীতে ২৪ পরগণার দক্ষিণাংশের কতকগুলি জমীদার, মিসনরি ও প্রজার এক সভা হয়।

মিসনরিরা বলেন, লোকের এত কষ্ট হইয়া
সাহায্য না দিলে আর চলে না। জমীদা
উহার আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন
নাই; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা চাপমান সাহেব বা
করিয়াছেন। তিনি কৃষকদিগকে বলিয়
যতই কষ্ট হউক না কেন, কর অবশ্য
হইবে। কমিসনর কি এই মধুমাখা বাক
ইবার নিমিত্ত তাহাদিগকে এত দূর আনি
লেন?

দিল্লীরাজবংশীয়েরা উত্তর পশ্চিম
বাস করিবার যে আবেদন করেন, তাঁ
ষ্টাফোড নর্থ কোট এই বলিয়া অগ্রাহ্য ক
ছেন যে, রাজনীতিসম্বন্ধে যাহাঁরা নজরব
থাকেন, তাহাঁদিগের বাসস্থান মনোনীত
বার সামর্থ্য নাই। এপ্রকার প্রার্থনা অ
করা অপরামর্শসিদ্ধ হয় নাই। উত্তর প
স্থলে থাকিলে রাজকুমারগণের কুলোকের
জালে বদ্ধ অথবা চক্রান্তে পতিত হইয়া বি
হইবার সমধিক সম্ভাবনা।

সিভিয়ান বলেন, কাপ্তেন মিক্লিনের অ
ভাণ্ডলপুরের সবিশেষ উন্নতি হইতেছে। ক
কয়েকটী জলসেচক খাল খনন করিবার নি
টাকা কর্জ্জ করিতেছেন। দাউদপুত্র প্র
দৌরাত্ম্যকারীরা নিরস্ত হইয়াছে। যুবক
এই দৃষ্টান্ত স্মরণ রাখেন এই আমাদি
প্রার্থনা। ভোঁসলা বংশীয় শেষ রাজার অ
ব্যবহার কালে ব্রিটিশ রেশিডেণ্ট নাগপু
অভূতপূর্ব্ব উন্নতিসাধন করেন, কিন্তু রা
নিজে শাসনভার লইবামাত্র সকলই নষ্ট 
য়াছিলেন। মহীসুর ও ভাণ্ডলপুরে তাহা 
আর কোন ভারতবর্ষীয় এতদ্দেশীয় শাসনক
দীর অনুমোদন করিতে সাহসী হইবেন না।

আবিসিনিয়ার যুদ্ধে জয় হওয়াতে রা
সর রবার্ট নেপিয়র ও সৈন্যদিগকে যে ধন্য
দিয়াছেন তাহা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে
আমরা দুঃখিত হইলাম, স্থানাভাব প্রযুক্ত 
প্রকাশ করিতে পারিলাম না। ভারতব
সৈন্যদিগকে বিশেষতঃ এতদ্দেশীয় সৈন্যদিগ
রাজ্ঞী বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। সর স্টাফো
নর্থকোট বলেন, ভারতবর্ষীয় (এতদ্দেশীয়
সৈন্যদিগকে ধন্যবাদ দিবার ভার আম
হস্তে পতিত হওয়াতে আমি অতিশয় আ
দিত হইতেছি। সর্ব্বসাধারণে ইহাতে রাজ্ঞী
নিকটে অবশ্যই কৃতজ্ঞ হইবেন। এই প্রকার
কথায় যতকাজ হয় কেবল বল প্রকাশে তা
হইতে পারে না।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, মান্দ্রাজ গ
মেণ্ট আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের ন্যায় বুক

করিয়াছেন। নিযুমবহিষ্কৃত প্রদেশে বোধ
রূপ হইবে না।

২২ এ শ্রাবণ বুধবার।

ণ্ডিয়ান একজামিনর অনুমান করেন,
রলণ্ডের বেতনভোগী প্রোটেষ্টান্ট ধর্ম
ায় উঠিয়া যাইবার পরেই ভারতবর্ষের
ন ভোগী পাদরিরা অন্তর্হিত হইবেন।
দিগের সহিত খৃষ্টীয়ানদিগের এ চেষ্টা
কর্ত্তব্য। আমাদিগকেই বলা হয় যে আমরা
বিষয়ে গবর্ণমেন্টের মুখাপেক্ষা করি।

াগামী জানুয়ারি মাসে আর্কডিকন প্রাট
পদ ত্যাগ করিবেন। আর্কডিকন প্রাট
উক্ত পদ ও কটনের পর কলিকাতার
হন ইহা সকলেরই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু
তীয় গবর্ণমেন্ট সে আশা পরিপূর্ণ করেন
বঙ্গদেশের পাদরিরা আর্কডিকনের
র্থ এক সভা করিতেছেন।

বুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে আজিম
অধীনে কাবুল ও গজনি আছে। জেলে
ন বিদ্রোহ হইয়াছে। আবদুল রহমন খাঁ
তুর্ক স্থানে বিরত এবং তাঁহার সহিত
আলি খাঁর গোপনে সন্ধি হইয়াছে।
আলি খাঁ গিজনি আক্রমণ করিতেছেন,
নগরবাসিগণ তাঁহার শুভাকাঙ্ক্ষী।

নার রাজার অত্যাচার ক্রমশঃ অসহ্য হই
। গুজরাটমিত্র বলেন, তিনি কয়েক জন
াদকে বিনা দোষে কারারুদ্ধ করিয়া
আদায় করিয়াছেন। রেসিডেন্টের অনু
ও রক্ষা করেন নাই। এক ব্যক্তির গৃহ
হয়। কেবল গুইকুমার তাঁহার ৫০,০০০
আদায় করিয়াছেন। প্রজাগণ ক্ষুভিত
হইতেছেন এবং কেহ কেহ দরিদ্রতা ও
চার সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা
রতেছেন। গুইকুমার বাস্তবিক এইরূপ অথবা
ট মিত্র অত্যুক্তি করিতেছেন, ইহার অনু
করিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের প্রতিবিধান
চিত।

াম্বাইয়ের নূতন ব্যাঙ্ক শতকরা পাঁচ
লাভ প্রদান করিতেছেন।

২৩ এ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার

প্রতি পেইন কোম্পানি হায়দরাবাদের
মর এক জন কর্ম্মচারীর নামে প্রধানতম
ালয়ে নালিশ করেন, উক্ত ব্যক্তি বলেন,
ফিরিঙ্গি, ৩৫ বৎসরকাল নিজামের রাজ্যে
ন, তিনি ব্রিটিশ প্রজা নহেন। কিন্তু বিচা
এই আপত্তি গ্রাহ্য না করিয়া ডিক্রী
ন। লার্ড ষ্টানলি পারলামেণ্ট কয়েক জন
বর্ষীয়ের বিষয়ে বলিয়াছেন, দুই পুরুষের
বিদেশে বাস করিলে সে ব্যক্তিকে আর
প্রজা বলিয়া গণ্য করা হইবে না।

প্টেনান্ট মাকডানেলনামক যে আফিসর
তে সৈনিকদিগের অলপেটের ক্যানেল

পরীক্ষা করিতে অসম্মত হন, সামরিক বিচারালয়
তাঁহাকে ভৎসনা করিয়াছেন। প্রধান সেনাপতি
বলেন লেপ্টনান্ট প্রধানের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া
সৈনিকের একটি প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্মের অন্যথা
চরণ করিয়াছেন। প্রত্যেক যোদ্ধাকে প্রধানের
আজ্ঞা অবশ্য শ্রবণ করিতে হইবে, আপত্তি
থাকে আজ্ঞাপালন করিয়া করিবেন। কাপ্তেন
ক্লৌণ যে আজ্ঞা দিয়াছিলেন সেটীও অন্যায় হয়
নাই। পীড়ার সময়ে আফিসরগণের ইহা করা
আবশ্যক।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেন্ট টমাস জোন্স সাহেবকে
তত্রত্য ছোট আদালতের নূতন বন্দোবস্ত
করিবার অনুরোধ করিয়া বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের
অনুমতি চাহিয়াছেন। তিনি তত্রত্য আড়কাটী
দিগের বিষয়েও উৎকর্ষসাধন করিবেন। এখান
কার আড়কাটীদিগের প্রতি কবে দৃষ্টিপাত করা
হইবে। ইহাদিগের দোষে সিভিল সার্ব্বিস নষ্ট হইয়া
থাকে।

ষ্টেটসেক্রেটারি আজ্ঞা দিয়াছেন বেতন অল্প
বলিয়া হউক আর পুরস্কার বলিয়া হউক যখন
কোন অচিহ্নিত কর্ম্মচারী অতিরিক্ত টাকা পাই
বেন, বিদায় লইলে বেতনের সহিত তাহারও
কর্ত্তন হইবে। গবর্ণর জেনরল পুরস্কারের স্ব
স্বরূপ অতিরিক্ত টাকা কর্ত্তন না হয়, এই প্রস্তাব
করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রস্তাবই যুক্তিসিদ্ধ বোধ
হইতেছে।

মধ্য ভারতবর্ষের তুলার কমিসনর রিবেট কা-
র্ণাক সাহেব রিপোর্ট করিয়াছেন গত বর্ষে বেরার
হইতে ২,০৪,০০০ বস্তা এবং মধ্যভারতবর্ষ
হইতে ১৬০০০ বস্তা তুলা রপ্তানী হয়। এবার
পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা ৩৮০০০ ও ১৮০০০ বস্তা
কম হইতেছে। কার্ণাক সাহেব ইহার কোন কারণ
প্রদর্শন করেন না। এবার প্রথমে অতিবৃষ্টি তৎ
পরে অনাবৃষ্টি হওয়াতে তুলার চাসের ক্ষতি
হইবার যে সম্ভাবনা হইয়াছিল, সৌভাগ্যক্রমে
শ্রাবণ মাসের প্রারম্ভে বৃষ্টি হওয়াতে সে শঙ্কা
দূর হইয়াছে।

২৪ এ শ্রাবণ শুক্রবার।

আগষ্টস ষ্টুয়ার্টনামক যে আটর্ণীকে এক
বিনামী বিক্রয় কবলা প্রস্তুত করিবার অপরাধে
প্রধান বিচারপতি বিচারালয় হইতে বহিষ্কৃত
করেন, তিনি প্রিবি কৌন্সিলে আপীল করিয়া
পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রিবিকৌন্সিল বলেন,
বিনামী দলীল করা অন্যায়, কিন্তু যখন তদ্দ্বারা
অন্যের অনিষ্টের চেষ্টা পাওয়া না হয় তখন
ইহা দণ্ডনীয় নহে। এতদ্দ্বারা বিনামীকে এক
প্রকার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে।

মধ্য ভারতবর্ষের কমিসনর তত্রত্য আদালত
সমূহে নানাপ্রকার ভাষা ব্যবহৃত হওয়াতে গোল
যোগ হয় বলিয়া আক্ষেপ করাতে ভারতবর্ষীয়
গবর্ণমেণ্ট উর্দ্দু উঠাইয়া দিয়া মাহরাষ্ট্রীয় ভাষা
প্রচলিত করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন

বাস্তুটিয়া পুনর্ব্বার সীমা অতিক্রম করিয়া
দৌরাত্ম্য করাতে কোহাট হইতে এক দল
তাহাদিগকে দমন করিতে গমন করিয়
আগামী সূর্য্যগ্রহণদর্শনার্থ ক্রমশঃ ইউ
পের সকল দেশের জ্যোতির্ব্বিৎ আগমন
তেছেন। তিন জন জার্ম্মেণীয় জ্যোতি
সম্প্রতি আগমন করিয়াছেন।

২৫ এ শ্রাবণ শনিবার।

ইউরোপীয় লোফারদিগের অত্যাচার
হইয়া উঠিয়াছে। মফস্বলে ইহাদিগের
গুরুতর অনিষ্ট সাধিত হয়। ইহারা সহজে
না পাইলে বলপূর্ব্বক তাহা লইয়া থাকে
শের দানশীলতা প্রসিদ্ধ, তথাপি ইহাঁরা
পারিয়া উঠেন না। অনাথ আলয়প্রভৃতি
হইল, তাহাতে কিছুই হইল না। অনেক
ইউরোপীয় স্ত্রীলোকেরা আপনাদিগের ব
লোফারদিগের দ্বারা নিপীড়িত হওয়াতে
ণ্টের চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে। সম্প্রতি
সাহেব ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক
অর্পণ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের ন্যায় এ
একটী আলয় হইবে, অলস লোফার
তথায় খাটিয়া উদর পূর্ণ করিতে হইবে।
ওয়ে কোম্পানি ও জাহাজী কাপ্তেনেরাই
কাংশ লোফার ছাড়িয়া দেন। ইহাঁরা
লোক আনিবেন, তাঁহাদিগকে ইংলণ্ডে
যাইবার ভার ইহাঁদিগের উপরে পড়ি
এক বৎসরের অধিককাল হইলে গবর্ণমেন্ট
বারের সাহায্য করিবেন। প্রত্যেক লো
এক মাসের খোরাকী দিয়া ইংলণ্ডে পা
দেওয়া হইবে। এইসকল ব্যক্তি দোষ
মফস্বল আদালতে ইহাদিগের দণ্ড হ
দণ্ড এই, শ্রমার্থ যে আলয় হইবে উহা
তথায় পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। মেইন সা
এচেষ্টাটী অতিশয় প্রশংসনীয়। লোফার
বিষয়ে কোনপ্রকার সদ্বিবেচনা না ক
কেবল যে তাহারাই কষ্ট পাইবে এরূপ
অন্যের মহাকষ্টের হেতু হইবে।

ব্রহ্মদেশের রাজা আপনার সৈন্যদিগকে
শিখাইবার নিমিত্ত ফ্রান্স, জার্ম্মেণী ও
হইতে কয়েকজন আফিসর আনাইতেছেন

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, সর চারলস
সন মেইন সাহেবের পদে নিযুক্ত হইতে প
এই কথা বলিয়া ফ্রেণ্ড বলেন, " আমরা
করি সর চারলস জাক্সন আপনার কর্ত্তব্য
জলাঞ্জলি দিয়া সিমলাবাস করিবেন
আমাদিগের মিসনরি পত্রপ্রেরক দেখুন,
লরেন্সের চাটুবাদীও প্রকারান্তরে তাঁহা
কীর্ত্তন করিয়াছেন।

## ইউরোপীয় সমাচার

৯ এ জুলাই। সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট ...সরানদিগের নূতন বিদায়ের নিয়মাবলি ...করিয়া প্রচারিত করিয়াছেন। সর রবার্ট ...র লার্ড হাউসে আসন গ্রহণ করিয়াছেন। ...রল মালমসবরি গত রাত্রিতে লার্ড ... লার্ড হাউটনের এক প্রশ্নের উত্তরে বলি..., আবিসিনিয়ার বন্দীদিগের বিষয়ে কি ...এবং তাহা গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতে ... গবর্ণমেন্টের টেলিগ্রাফ বিল ও মহাসভায় ...র্য্য মনোনীত করিবার সময়ে উৎকোচ ...নের বিল লার্ডহৌসে গ্রাহ্য হইয়াছে।

...জন কামেরণ ইংলণ্ডে উপনীত হইয়া ...কিন্তু তিনি অতিশয় পীড়িত। কার্য্য ...ভা বন্ধ হইয়াছে।

...র্ণীয়ার রাজকুমার মাইকেলকে বধ করি...পরাধে বেল গ্রেডে ১৪ জনের প্রাণদণ্ড ...ইয়াছে।

...উইসর্কে ৬০০ লোক সবরি সরুমিতে ...ত্যাগ করিয়াছেন। ইংলণ্ডেও এপ্রকারে ...কের মৃত্যু হইয়াছে।

...লণ্ডের গমের ফসল অতি উত্তম ...ছে।

...৯ এ জুলাইয়ের এক টেলিগ্রাম গত কল্য ...শিঙটন হইতে আসিয়াছে। ইহাতে জানা ...তেছে সেপ্টেম্বর মাসপর্য্যন্ত মহাসভা বন্ধ ...বে।

...আমেরিকার সহিত চীনের এক সন্ধিপত্র ...রিত হইতেছে। এতদ্দারা চীনের যাবতীয় ... নদী ও স্থান আমেরিকার বাণিজ্যার্থ ...া হইয়াছে।

...শুক্রবার সর রবার্ট নেপিয়র সৈনিকদিগের ...র আলয়ে এক সভার অধ্যক্ষতা করিয়া ... শনিবার তিনি উইম্বলডনে বলন্টিয়রদিগে ...ার বিতরণ করিয়াছেন এবং সন্ধ্যার স...রাজকীয় গোলন্দাজ অফিসরগণ তাঁহাকে ... দিয়াছিলেন।

...নিবারে উইম্বলডনে যে বলন্টিয়র প্রদর্শন ...াহা উত্তম হয় নাই।

...প্রতি যে টেলিগ্রাম আসিয়াছে তাহাতে ... যাইতেছে বলগেরিয়াতে বিদ্রোহ চলি...। তুরস্ক সৈন্যেরা সীমায় গিয়াছে এবং ...কগুলি ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইয়াছে। লার্ড ক্র্যা...ের মৃত্যু হইয়াছে।

...ওয়াশিঙটন হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে ...য় বন্দোবস্ত হইবার আইনে যেসকল ...েকে ইউনাইটেড ষ্টেটের চক্রবাড়ের অন্ত ...করা হয় নাই মহাসভা তত্রত্য লোকের ...সভাপতি মনোনীত করিবার নিমিত্ত মত ... দিবেন না।

...০ এ জুলাই মল্টা ও আলেকজাণ্ড্রি...মধ্যস্থিত সমুদ্রের টেলিগ্রাফ ছিন্ন হই...।

১ লা আগষ্ট। অনরেবল অর্থর কিনার্ডের প্রশ্নের উত্তরদানকালে গত রাত্রিতে সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট কমন্স হাউসে বলিয়াছেন সীমাস্থিত সৈনদিগকে মেডাল প্রদানের প্রস্তাবের তিনি নিজে সূত্রপাত করিতে পারেন না। এটী সর জন লরেন্সের দ্বারা হওয়া উচিত।

আবর করণের মারকুইস ডিউকের পদ পাইয়াছেন, আরও কয়েক জনকে লার্ড করা যাইবে।

জেটিলাণ্ড ডানবস সাহেব ভারতবর্ষীয় রেল ওয়ের সাম্বৎসরিক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে ৫,০০০,০০০,০০০ টাকা ব্যয় হইবে।

বোম্বাইয়ে জলপূর্ণ ডক করিবার যে প্রস্তাব হয় তাহা সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট ও তাঁহার কৌন্সিল গ্রাহ্য করিয়াছেন।

লণ্ডন ৩১ এ জুলাই। গত কল্য মহাসভার কার্য্য বন্ধ হইয়াছে। ইংলণ্ডেশ্বরী সভ্যদিগকে সম্বোধন করিবার সময়ে বলিয়াছেন, বিদেশীয় গবর্ণমেন্টের সহিত তাঁহার বন্ধুভাব আছে, ইউরোপে এক্ষণে যুদ্ধ ঘটিবার কোন আশঙ্কা নাই এবং যাহাতে শান্তির ব্যাঘাত না হয় ইংলণ্ডের সেই রাজনীতি হইবে।

আবিসিনিয়ার যুদ্ধে জয় ও জয়ের অব্যবহিত পরেই সেনাদল উক্ত দেশ ত্যাগ করাতে আহ্লাদ প্রকাশ করা হইয়াছে। মানববর্গের উপকার ও সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্মসাধনার্থ এই যুদ্ধ হয়, তাহা আবিসিনিয়া ত্যাগ করাতে প্রকাশ পাইতেছে।

ফেনিয়ানদিগের দৌরাত্ম্যের উল্লেখ করিয়া রাজ্ঞী বলিয়াছেন, উক্ত দল আয়র্লণ্ডে গোলযোগ ও বিদ্রোহ ঘটাইবার চেষ্টা করাতে গবর্ণমেন্ট যেসকল কঠিন উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, উহারা তাহা হইতে বিরত হওয়াতে তাহা অনাবশ্যক হইয়াছে। হেবিয়স কর্পস আইন রহিত হওয়াতে কোন ব্যক্তি এক্ষণে আর হাজতে নাই, কোন ফেনিয়ান বিচারার্থ রুদ্ধ নহে। গত অধিবেশনকালে যেসকল কার্য্য হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া রাজ্ঞী উপসংহারকালে বলিলেন, মহাসভাকে শীঘ্র ভঙ্গ করা হইবে। রাজ্ঞী এই সম্ভাবনা করেন, যে সকল সভ্য মনোনীত হইবেন, তাঁহারা দেশের নির্দ্ধারিত আইন ও শাসনপ্রণালী অনুসারে তাঁহার প্রজাদিগের প্রাপ্ত ধর্ম্ম ও রাজনীতি সংক্রান্ত স্বত্ব রক্ষায় যত্নবান হইবেন।

টেলিগ্রাফে সংবাদ আসিয়াছে, বলগেরিয়ার বিদ্রোহীরা পরাজিত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে।

---

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

### বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

২৫ এ জুলাই। ফরিদপুরের পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট কাপ্তেন এস, এ, টি, জজ উন্নতি ... করিয়া তৃতীয় শ্রেণিভুক্ত হইবেন।

২৭ এ জুলাই। ৩ রা জুলাইয়ের গেজে... এ, আর, টমসন ও জে, ডি, ওয়ার্ড সাহেব... প্রথম শ্রেণির মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বলিয়া ... নিয়োগ করা হয়, তাহা ২৩ এ মে অবধি ...য়াছে।

২৮ এ জুলাই। বেহারের অশ্বারোহী রাই...দলের নিম্নলিখিত নিয়োগ গ্রাহ্য করা গেল...

এডওয়ার্ড, ডনবার, অরকাহার্ট সাহেব... পলটনের কর্ণেট হইবেন।

জার্ড, উইলিয়ম, লিণ্ডইসিন সাহেব ত্রিত... পলটনের কর্ণেট হইবেন।

বালেশ্বরের সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডে... এব, জি, টমাস সাহেব শিবসাগরে বদলী ...বেন।

বর্দ্ধমানের সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডে... এচ, এন, হ্যারিস সাহেব গয়াতে বদলী হই... হ্যারিস সাহেব যত দিন বর্দ্ধমানের প্রতি... পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট কার্য্যভার অন্য ... না দিতে পারেন, তত দিন গয়াতে যাই... না।

এচ, এ, সি, রাউটন বালেশ্বরের সহকা... পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

১৫ ই জুলাইয়ের গেজেটে রাউটন সাহে... শিবসাগরে বদলী করিবার যে বিজ্ঞাপন ... তাহা এতদ্দারা রহিত হইল।

৩০ এ জুলাই। যত দিন ই, টি, ট্রে... সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ... দিন পি, এচ, কাবেল সাহেব রেবেনিউ বো... এক জন প্রতিনিধি সভ্য হইবেন।

যত দিন সি, এফ, মণ্টেসর সাহেব বি... লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন এচ... কক্রেল সাহেব বর্দ্ধমান বিভাগের প্রতি... কমিসনর হইবেন।

যে দিবস ডাক্তর হেস কার্য্যভার দি... সেই দিন অবধি লেপ্টনাণ্ট নিসিওহন ... ভূমের প্রতিনিধি ডেপুটি কমিসনর ও অধঃস্থ... হইবেন। তিনি আরও বামনঘাটিতে মাজি... ও কালেক্টরের ক্ষমতা পাইয়া উক্ত অধ... অধঃস্থ জজ হইবেন; কিন্তু কটকের কমিসনর ... সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের আজ্ঞাধীন থাকিবেন।

এচ, ডবলিউ, আলেকজণ্ডার সাহেব ... ণীর প্রথম শ্রেণির মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ... শাহাবাদের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন...

৩১ এ জুলাই। যত দিন জে, সি ড... সাহেব সরকারী কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর... বেন, তত দিন জি, এস, পার্ক সাহেব ... রের প্রতিনিধি অতিরিক্ত জজ হইবেন।

২২ এর গেজেটে এচ, ডবলিউ, আ...জণ্ডার সাহেবের উক্ত পদে নিয়োগের যে ...পন হয়, তাহা ইহা দ্বারা রহিত হইল।

টি, মর্গান সাহেব ফরিদপুরের প্রতি... মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া উন্নতি... করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত হইবেন।

ডবলিউ, এচ, বার্বার সাহেব বাকর... প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কা... হইবেন।

ক্রএর গেজেটে বার্থার সাহেবকে সাহাবা
প্রতিনিধি জাইন্ট মাজিষ্টেট ও ডেপুটি
ক্টর বলিয়া যে নিয়োগ করা হয়, তাহা
য়া রহিত হইল।

যত দিন এচ, এল, জোন্স সাহেব বিদায়
অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন জে, ডি
সাহেব শ্রীহট্টের প্রতিনিধি পুলিষ সুপরি
ন্ট হইবেন।

যোধ্যার রাজার নিকটস্থিত গবর্ণর জেনর
প্রতিনিধি এজেন্ট কাপ্তেন এচ, পি, পিকক
র বাটীর মধ্যের মকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার
ও ২৪ পরগণার মাজিষ্টেটের ক্ষমতা পাই

রাজোড়ের দেওয়ানী কর্ম্মচারীর বিশেষ সহ
লেপ্টনান্ট জে, জনষ্টোন যত দিন তথায়
বেন, তত দিন অধস্থ জজের ক্ষমতা চালন
বেন।

ত দিন মেজর টি, লাম্ব বিদায় লইয়া অনুপ
থাকিবেন, তত দিন মেজর এ, কে,
র ছুরন্দের প্রতিনিধি ডেপুটি কমিসনর হই
মেজর লাম্ব কার্য্যের অর্পণ করিলে যত
জর কোম্বার উপস্থিত না হন, তত দিন
নান্ট টি, বি, মিচেল ছুরন্দের প্রতিনিধি
কমিসনর থাকিবেন।

যত দিন কাপ্তেন এ, ই, কম্বেল বিদায়
অনুপস্থিত থাকেন, তত দিন টি, স্মিথ
গোয়ালপাড়ার প্রতিনিধি ডেপুটী কমি
হইয়া ১৮৬২ অব্দের ১৫ আইনের ১ ধারা
ক্ষমতা পাইবেন।

ত দিন টী, স্মিথ সাহেব স্থানান্তর থাকেন,
ন কাপ্তেন ডবলিউ, এচ, জে, লাম্ব কুচ
বের প্রতিনিধি ডেপুটী কমিসনর হইবেন।

৬ ঠা আগষ্ট। যত দিন এম, ওয়াকোপ
বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত
, মে সাহেব বৰ্দ্ধমান, হুগলী ও ২৪ পরগ
প্রতিনিধি অতিরিক্ত জজ হইয়া হাবড়াতে
ন জজের ক্ষমতা পাইবেন

হকারী পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডাণ্ট এচ, মনরো
৩ রা মে অবধি ২৩ এ মে পর্য্যন্ত শাহাবা
প্রতিনিধি পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডাণ্ট ছিলেন।

ডেপুটী মাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু
নমোহন মজুমদার কিছু দিনের নিমিত্ত
ত উপবিভাগের ভার পাইয়া ২৪ পরগণার
ষ্টেটের ক্ষমতা পাইবেন।

৬ রা আগষ্ট। নিম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা
ার চিকিৎসালয়ের সভার সভ্য হইবেন।

াক্তর কার্ণ্ড।
বরেণ্ড টি, স্কেলটন।
কাপ্তেন বারাট।
াক্তর এফ, এ, ফেরিস।

নম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা হাবড়ার বিদ্যা
সভার সভ্য হইবেন:—

ন নরিসন সাহেব।
াক্তর বর্গেস।
বরেণ্ড এ, ডবলিউ, কুইনলান।
বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষ।
কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য।

যতদিন লেপ্টনান্ট আর, ঈজে, উইহর্ল বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন এচ, এল, হারিস সাহেব বৰ্দ্ধমানের প্রতিনিধি পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডাণ্ট হইবেন।

নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা বাঁকীপুরের চিকিৎসালয় চালাইবার সভার সভ্য হইবেন।

জে, লাম্বার্ট সাহেব।
বাবু দুর্গাগতি বন্দ্যোপাধ্যায়।
বাবু বৈজনাথ প্রসাদ।
মির শামসুল হুদা।

গয়ার ডেপুটি মাজিষ্টেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী আলিহোসেন কিছু দিনের নিমিত্ত নওয়াদা উপবিভাগের ভার পাইবেন

নিম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা জিলহেটের ফেরি ফণ্ড কমিটির সভ্য হইবেন:—

উপবিভাগীয় কর্ম্মচারী নিজপদগুণে।
জি, লিচ্‌ইমিন সাহেব।
এম, গেল।

তৃতীয় শ্রেণির সব আসিষ্টান্ট সার্জ্জন নকুড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বরিসালের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন। তৃতীয় শ্রেণির সব আসিষ্টান্ট সার্জ্জন উদিত উল্লা চট্টগ্রামের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

সহকারী পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডাণ্ট সি, পি, ক্রাউচ সাহেব ১৪ ই মে অবধি ৩০ এ জুন পর্য্যন্ত কটকের প্রতিনিধি পুলিষ সুপরইন্টেণ্ডান্ট ছিলেন।

৪ ঠা আগষ্ট। কাছাড়ের সহকারী কমিসনর এ, জি, আর, মাকউইলিয়ম সাহেব ১৮৬৮ অব্দের ৯ আইনঅনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

আসামের থাকবস্তির নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ আপন আপন বিভাগে ১৮৩৩ অব্দের ৯ আইনঅনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

কামরূপের প্রথম বিভাগের সহকারী রেবেনিউ সরবেয়র লেপ্টনান্ট এ, ডি, বটার। লক্ষীপুরের দ্বিতীয় বিভাগের সহকারী রেবেনিউ সরবেয়র লেপ্টনান্ট ডবলিউ, বারণ। শিবসাগরের পতিত ভূমি অর্পণের নিমিত্ত পরীক্ষার্থ সহকারী রেবেনিউ সরবেয়র এচ, বি, টালবট সাহেব

নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ ১৮৪৮ অব্দের ১০ আইনঅনুসারে আপন আপন বিভাগে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

জি, এচ, বুথ সাহেব দ্বিতীয় বিভাগ লক্ষীপুরের সিবিল আসিষ্টান্ট সরবেয়র।

লক্ষীপুরের সিবিল আসিষ্টান্ট সরবেয়র ডবলিউ, সিক্সয়র সাহেব। প্রথম বিভাগ কামরূপের সিবিল আসিষ্টান্ট সরবেয়র সি, ব্রাউনফিলড সাহেব।

—:•:—

## আমাদিগের আমুলিয়াস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১ মহাশয়! কৃষ্ণনগরে ক্রমশঃ বারবিলাসিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। সুরার প্রভাব মন্দ নহে। প্রায় গলি গলি মদের দোকান স্থানে স্থানে

গুলির আড্ডা দেখা যাইতেছে। বলিতে
ইহার এক বৎসর পূর্ব্বে এখানে মাদক সেব
অতি অল্পই প্রাদুর্ভাব ছিল। শুনিয়াছি
মদের উপর গবর্ণমেন্ট বিশেষ কর নির্দ্ধারিত
য়াছেন এবং রজনীতে মদ্যবিক্রেতারা আ
আপন দোকান বন্ধ করিয়া আপন আ
স্থানে প্রস্থান করিবেন। কিন্তু কৈ এখানে
ত কিছুই দেখি না।

" উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে "। পাঠ
পবলিকওয়ার্কের একটী আচরণের কথা শু
নদীয়া জেলার মধ্যে কোতয়ালি ও নাক
পাড়া থানার অন্তর্গত কএকখানি পল্লী
সময় সময়ে জলকষ্টনিবন্ধন প্রজাদি
শোকাবহ আর্ত্তনাদ শ্রবণে গবর্ণমেন্ট প্র
গ্রামে কূপ খনন করিবার আদেশ দিয়াছিলে
এক বৎসর অতীত হইল এই কার্য্য এখান
পবলিক ওয়ার্ক হইতে সম্পাদিত হইয়া
শুনিলাম উক্ত গ্রামসমূহের মারীভয় নি
নিমিত্ত এই নূতন উপায় আবিষ্কৃত
কূপের বদ্ধ জলে স্নান আহার করিয়া ম
কিরূপ সুস্থ থাকে বোধ হয় আপনাদি
অনেকের, অবিদিত নাই। বিশেষতঃ আমাদি
দেশের প্রথানুসারে হিন্দু ও যবনজাতী
এক কূপে জল গ্রহণ করে না। গ্রীষ্মক
অতি অল্প পরিমাণে জল থাকে। ২। ১ ম
কার্য্য শেষ হইতে না হইতে তাহা নিঃশে
হয়। ইহাতে সাধারণের উপকার হওয়া
বিত্ত নহে। প্রজারা সরোবর খনন ও পঙ্কো
করিবার নিমিত্ত আবেদন করাতে গবর্ণ
কূপখননের আদেশ দিয়াছিলেন, যদি ত
খাল কাটার প্রস্তাব করিতেন তাহা হ
ইঁহারা যে কি করিতেন বলিতে পারি না।
হউক পবলিকওয়ার্ক ডিপার্টমেন্টের কর্ম
মহাশয়েরা এই সকল জানিয়াও যে এরূপ
অপব্যয় করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা আশ
বিষয় কি? যৎকালে এই সকল কূপ খনন
হইয়াছিল, তৎকালে প্রজারা ইহার নিগূঢ়
জানিতে পারেন নাই। তাঁহাদের এই বো
য়াছিল যে, এ সমুদয় ব্যয় গবর্ণমেন্ট হইতে
তেছে। তাহারা ইহার নিমিত্ত পরিণামে
হইবেন না। এক্ষণে বর্ষার প্রবল জলে কূপ
পড়িয়া যাওয়াতে গবর্ণমেন্টের আদেশ হই
যে, ইহা প্রস্তুত করিতে যে ব্যয় হইয়াছিল,
স্থানীয় প্রজাদিগের নিকট আদায় হইবে
প্রজারা দিতে অসম্মত হয় তাহা হইলে
রেরা উহা আদায় করিয়া দিবেন। ইহা
কি? পূর্ব্বে কি ইহার কোন প্রস্তাব হইয়

দারেরা কি জানিতেন যে, গবর্ণমেণ্ট হইতে খননের পরে তাঁহাদিগের ক্ষতিপূরণ তে হইবে? প্রজারাই বা কেন উহার ব্যয় ? গবর্ণমেণ্টের এ প্রস্তাব করাই অসঙ্গত চে। দেশের হিতসাধনের নিমিত্ত পবলিক র্কের সৃষ্টি। যদি বৃষ্টি কি দৈব বশতঃ কোন র পুল ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে সাঁকোর বর্ত্তী গ্রামের লোকেরা উহার ব্যয় দেয়। শ জলকষ্টনিবন্ধন প্রজাদিগের হিতার্থ হইয়াছিল, তবে প্রজারা ইহার নিমিত্ত দায়ী ন? আবার প্রত্যেক কূপের প্রতি যে পরি ব্যয় ধরিয়া বিল প্রেরিত হইয়াছে, বোধ তাহার অর্দ্ধেক টাকায় জমীদারেরা উহার কা শতগুণ উৎকৃষ্ট কূপ কাটাইতে পারি । আমাদিগের পবলিকওয়ার্কের কর্ম্মচারী রেরা ঘর ছান মটকা মারেন না। সুতরাং কার্য্যে ভস্মে ঘৃতাহুতি প্রায় হয়। যেরূপ খনন করা হইয়াছিল, যদি তাহা ভাল বাঁধান হইত তাহা হইলে কখনই এরূপ য় হইত না

ংপ্রতি এ আড়ুলিয়া গ্রামে জ্বরের অত্যন্ত র্ভাব হইয়াছে। অনেকে জ্বরাক্রান্ত হইয়া গ্রস্ত আছেন। রাণাঘাটের সুযোগ্য ডাক্তর যদুনাথ মুখোপাধ্যায় এবং এখানকার ডাক্তর বাবু কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় রিক যত্নসহকারে চিকিৎসা করিতেছেন। দি কেহই কালগ্রাসে পতিত হন নাই।

ত ১২ শ্রাবণ রবিবার রজনী ৮৷৷০ টার কৃষ্ণনগরে একটী ভয়ানক উল্কাপাত য়াছে। আমরা তৎকালে কয়েক জন সহিত একত্র বসিয়া আকাশ মণ্ডলে র পরম রমণীয় শোভা অবলোকন তেছিলাম। হঠাৎ এই অত্যুজ্জ্বল আলোক দিগের সমক্ষে প্রকাশ হওয়াতে উহার সিদ্ধান্ত করিতে পারিলাম না। পর শুনা গেল ইহা বহুদূর পর্য্যন্ত হইয়াছে। পাত একটী মহৎ অমঙ্গলের চিহ্ন। বঙ্গ আর অভদ্র নাই। বাকির মধ্যে রক্তবৃষ্টি।

আমাদিগের গোয়ালিয়রস্থ সংবাদ- লিখিয়াছেনঃ—

১। যে বর্ষার অনাগমনজন্য এ অঞ্চলের স্থানে হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছিল, শ্রাবণ মাসের প্রথমেই সেই বর্ষার আবির্ভাব হইয়াছে ৩রা শ্রাবণ এখানে বর্ষা আরম্ভ হইয়া প্রত্যহই প্রায় বৃষ্টি পতিত হইতেছে। অনাবৃষ্টিনিবন্ধন লোকের যেসকল কষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল, এখন তাহা আর নাই। শুষ্ক প্রায় শস্যাদি পুন জ্জীবিত হইয়াছে এবং দ্রব্যাদির মূল্যও পূর্ব্ববৎ হইতেছে।

এই বর্ষার সময়ে "পবলিক ওয়ার্কের" বিশেষ মাহাত্ম্য প্রকাশ হইতেছে। এখানে যত গুলি নুতন বারিক ও পুরাতন বারিক আছে, তাহার ছাদগুলি এরূপ পরিপাটী ও মজবুৎ যে, বৃষ্টির জল প্রায় বাহিরে পড়ে না; ঘরেই পুষ্করিণী হইতেছে; সৈন্যগণ আর বারিকের ভিতর থাকিতে পারে না। সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার সাহেব অত্রস্থ এঞ্জিনিয়ারের এই সকল কার্য দেখিয়া গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়াছেন।

আগ্রা হইতে ডাকপ্রভৃতি আসিতে বড় কষ্ট হইতেছে। রাস্তার মধ্যবর্ত্তী চম্বল নদী স্ফীত হই য়াছে। স্রোতের প্রভাবে শকটপ্রভৃতি পার করাইতে বড় কষ্ট হইতেছে। চম্বলের তীরবর্ত্তী রাস্তার অনেকখানি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মহাশয়! এই রাস্তা নির্ম্মাণ করিতে এত খরচ হইয়াছে যে, যদি টাকা বিছাইয়া রাস্তা করা হইত, তবু উদ্বৃত্ত থাকিত। তথাপি রাস্তার শ্রী দেখুন। পবলিক ওয়ার্কের এইসকল ব্যাপার দেখিয়াও গবর্ণমেণ্ট যে কোন সদুপায় করিতে ছেন না কেন, ইহা বলা যায় না।

২। রাজমন্ত্রী রাজা দিনকর রাও বাহাদুর এখানে তিন দিনমাত্র ছিলেন। গত ১৩ই জুলাই দিনকর রাওয়ের পরিচিত অত্রস্থ এক ব্যক্তির (আমাদের বন্ধুর) সহিত আমরা দিনকর রাওয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। যে ব্যক্তি নাম জগদ্বিখ্যাত, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে লোকের সহজেই কৌতূহল বৃত্তি উত্তেজিত হয়

মহাশয়! যেরূপ শুনিয়াছিলাম, সাক্ষাৎ করিয়া দিনকর রাওকে তদপেক্ষা সদ্‌গুণসম্পন্ন বোধ হইল। বড় লোকের মধ্যে এরূপ নম্র, মিষ্টালাপী ও নিরহঙ্কার মনুষ্য অতি বিরল। লোকটী দেখিতে খর্ব্বাকার, বয়স অনুমান পঞ্চাশ বৎসর হইবে, বর্ণ ঈষৎ শ্যামল, পরিধেয় সামান্য পরিষ্কার, মস্তকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের ন্যায় বৃহৎ পাগড়ী আছে। হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি ইঁহার বিশেষ নিষ্ঠা আছে, ইঁনি বাটীর নিকটবর্ত্তী হনুমান দেবের মূর্ত্তিকে ধ্যান ধারণা ও উপাসনা করিয়া এক ঘণ্টা পরে উঠিলেন! আকৃতি দে লোকের সহজেই ভক্তি হয়।

আমাদের বোধ হইল, রেওয়ায় গ্রহণ বিষয়ে কিছু পরামর্শ করিবার জন্য জের নিকট আসিয়াছিলেন।

৩। অদ্যাপি চোরের প্রাদুর্ভাব কমে কএক দিন হইল, এক জন গাড়োয়া গোয়ালের দেওয়াল কাটিয়া ৩ টী গরু চুরি লইয়া গিয়াছে। আর দুইটী ছিল, গরু না যাওয়াতে লইয়া যাইতে পারে নাই ভাগ্য গাড়োয়ানের গরুগুলিই উপজীবি উপায় ছিল!! অদ্যাপি গরুর কোন পাওয়া যায় নাই।

এক দিন পুলিষের ঠিক পশ্চাদ্ভাগে দের এক বন্ধুর বাটীর উপরে অতি অল্প রা এক জন চোর উঠিয়াছিল। বাটীর লোক জা পারাতে চোর লম্ফ দিয়া পলায়ন করিল। যের লোকদিগকে তৎক্ষণাৎ এ বিষয় ব তাহারা কহিয়া উঠিল, " ও চোর নহে। কি কুকুর হইবে। এই অল্প রাত্রে চুরি হ সম্ভাবনা নাই।"

৫। কএক দিন হইল, কমিসরিএট ডি মেণ্টের মধ্য বিভাগের ডেপুটী কমিসারি রেল কর্ণেল মাকবীন সাহেব অত্রত্য কমিস আফিস পরিদর্শনার্থ আসিয়াছিলেন। মহা কোন বিষয়ের পরিদর্শন করিতে হইলে, ত অভ্যন্তর প্রদেশ সম্যক্ রূপে পরিদর্শন কর হয়; কিন্তু কই এ পরিদর্শন ত সেরূপ দে লাম না।

৬। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ গৃহ নির্ম্মা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, আসিষ্টাণ্ট কমিস জেনারেলপ্রভৃতি সাহেবেরা বিশেষ সন্তো সহিত চাঁদা পুস্তকে স্বাক্ষর করিয়াছেন। ব্রা ধর্ম্মের প্রতি জেনারেল সাহেবের বড় ভা যখন তখন দেখা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের জিজ্ঞাসা করেন।

৭। মহাশয়! "ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয় দেশীয় সংবাদপত্রসমূহ হইতে কোন অংশ অনুবাদ করিয়া প্রায় প্রকাশ করে কিন্তু যে সকল বিষয় প্রকাশ করিলে বি উপকার হইবার সম্ভাবনা, তাহা প্রায় করেন না।" হিন্দু পেট্রিয়ট যদি স্বীয় ক নর বৃদ্ধি করিয়া সোমপ্রকাশপ্রভৃতি কা হইতে উপকারী বিষয়সকল অনুবাদ কর প্রকাশ করেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়।

আমাদিগের কোরহাটীস্থ সংবাদ-
তা লিখিয়াছেনঃ—

১। সম্প্রতি বিক্রমপুরের বিদ্যালয়গুলি
াস্থ হীনাবস্থ হইয়া উঠিয়াছে। শিক্ষকগণ
) যথোচিত মনোযোগসহকারে ছাত্রদিগকে
া প্রদান করিতেছেন না। কোন কোন
র্কল বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা পণ্ডিত উপস্থিত
াকাতে প্রায়ই স্কুলে যাইয়া কিছু কাল
লিয়া পুনরায় বাটীতে চলিয়া আইসে। প্রায়
তমিয়ুক্তই আমরা শিক্ষকদিগের অমনোযোগ
অনুপস্থিতিনিবন্ধন ছাত্রগণের শিক্ষার
বর বিষয় শুনিয়া আসিতেছি। কোন
ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকের চরিত্রগত এমন
য় দোষের কথা শুনা যায় যে, তাহা লিখিতে
নীও লজ্জা বোধ করে। এরূপ দোষাশ্রিত
কগণ শিক্ষাবিভাগের কলঙ্কস্বরূপ। ইঁহারা
গণের শিক্ষাবিষয়ে যত মনোযোগ করেন,
াঁদের মনোযোগ কি ফলেই বা আইসে?
কবর্গ তাহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতে
েন। শুনা যায়, এইসকল শিক্ষক আবার
ই নিকটবর্ত্তী হাট বাজারস্থ বেশ্যালয়ে রাত্রি
ন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে
কাংশ বিদ্যালয়ে শিক্ষক বাবুদের অমনো
গ ছাত্রগণের যথোচিত শিক্ষা হইতেছে
এইসকল শিক্ষক কি যথোচিত পারি-
ক (বেতন) পান না? রীতিমত বেতন
পূর্ব্বক কর্ত্তব্য সম্পাদন না করা যে দোষ
া কি বুঝেন না? বলিতে কি, ২।৪ টী
ীত বিক্রমপুরের প্রায় সকল বিদ্যালয়েই
কগণকে শিক্ষা বিষয়ে অমনোযোগী দেখা
। আমরা সাক্ষেপে জিজ্ঞাসা করি, শিক্ষা
াগে ইনস্পেক্টর ডেপুটী ইনস্পেক্টর কি জন্য
ছেন? কোন্ বিদ্যালয়ে কিরূপ শিক্ষা হয়,
ার তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত কি তাঁহারা নন?
মপুরস্থ স্কুলগুলির আধুনিক অবস্থার প্রতি
করিলে বোধ হয় না যে, এখানে তত্ত্বাবধানের
কেহ নিযুক্ত আছেন। উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের
াচিত শাসন না থাকিলে তদধীন কর্ম্মচা-
ণ যে কার্য্যে শৈথিল্য করিবে আশ্চর্য্য কি?
রা অনুরোধ করি, বিক্রমপুর বিভাগের
ুটী ইনস্পেক্টর মহাশয় সাভিনিবেশ দৃষ্টি-
কারে তত্রত্য বিদ্যালয়সমূহের অবস্থার অনু-
সন্ধান করুন। অন্যথা শিক্ষাসম্বন্ধে এখানে
গবর্ণমেন্টের অর্থব্যয় শুদ্ধ বিড়ম্বনায় হইবে।

২। কতিপয় দিবস গত হইল, মুন্সিগঞ্জ
সবডিবিজনের অধীন কোন এক গ্রামে এক ধূর্ত্ত
পুলিষ কর্ম্মচারীর বেশধারণপূর্ব্বক তিন জন
অনুচরসহ ফৌজদারীসংক্রান্ত মকদ্দমার তদন্ত
করিয়া বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছিল।
সম্প্রতি উক্ত সব ডিবিজনের ইনস্পেক্টর ঐ
ধূর্ত্তকে ধৃত করিয়া মাজিষ্ট্রেটীতে সমর্পণ করি
য়াছেন। জানা গেল ঐ ব্যক্তি না কি পশ্চিম
দেশীয়। ইহাকে সমধিক দণ্ড প্রদান করা কর্ত্তৃপ
ক্ষের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

৩। ইতিমধ্যে বহর মুন্সেফী আদালতের
এক জন উকীল জাল অপবাধে সেসনে সমর্পিত
হইয়াছিলেন, কিন্তু জুরীর বিচারে অপরাধ
সপ্রমাণ না হওয়াতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।
জুরিগণের বিচারে অধুনা অপরাধীদিগকে
প্রায়ই দণ্ডভোগ করিতে হয় না।

৪। গত ৫ ই শ্রাবণ রবিবার মুন্সিগঞ্জ
ইংরাজী বিদ্যালয়স্থ সভার বার্ষিক অধিবেশন
মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তত্রত্য
ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, বহরের মুন্সেফপ্রভৃতি কয়েক
জন প্রধান প্রধান লোক সভায় উপস্থিত
ছিলেন। সভার কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়া
গিয়াছে। শুনিলাম, ব্যক্তিবিশেষকে না কি
সাগ্রহ অনুরোধদ্বারা সভায় উপস্থিত করান
হইয়াছিল।

৫। ১৭ ই জুলাই অত্যন্ত ঝড় হইবে বলিয়া
যে জনরব উঠিয়াছিল, তাহাতে এতদঞ্চলীয়
লোক বড়ই শঙ্কিত হইয়াছিল। ঝড় না হও
য়াতে এক্ষণে তাহারা স্থির হইয়াছে।

—:০:—

(১) অবশ্য স্বীকার্য্য যে, সকল শিক্ষক
প্রকৃতির নন, যাঁহারা প্রকৃত দোষী, তাঁহা-
আমাদের কথার একমাত্র লক্ষ্য।

## প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

"ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন
ও মেমোরিয়াল ফণ্ড।"

মহাশয়! ইহা কি আমাদিগের পক্ষে দুঃখের
বিষয় নহে, যে যখন যে কোন মহৎ কার্য্যের অনু
ষ্ঠান হয় এবং যখন কোন মহাত্মার নাম চিরস্ম-
রণীয় করিবার সঙ্কল্প হয়, তখন সেই সকল
কার্য্য প্রায় কলিকাতা রাজধানীতেই অনুষ্ঠিত
হয়। আমরা এমত কথা বলি না যে, ঐ স্থানে
অনুষ্ঠিত হওয়াতে ব্যয় নিষ্ফল হয়; কিন্তু বিবে
চনা করা আবশ্যক যে, যে স্থানে যে বস্তুর
সম্পূর্ণ অভাব থাকাতে লোকের সর্ব্বদা অ
হইয়া থাকে, যদি সেই স্থানে সেই অভাবের
অংশও দূরীভূত করা হয়, তাহাও সামান্য
কার্য্য নহে। কলিকাতায় অনেক দা
চিকিৎসালয় আছে, অনেক সাধারণ পুস্তক
আছে; সুতরাং তথায় তাহাদের আরো
করা অতিরিক্তমাত্র। কলিকাতার দক্ষিণ
৫০ পঞ্চাশ মাইল অন্তর। ইহার মধ্যে এ
দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইলে ক
না বিশেষ উপকার হয়? আপনি কি অব
নহেন যে, এই প্রদেশের অধিবাসিগণ পীড়া
হইলে কতিপয় ব্যক্তিভিন্ন অনেকেই
রীতিমত চিকিৎসা বিনা অকালে কালক
নিপতিত হয়। দেখুন দেখি ইহার অপেক্ষা
বিদারক বিষয় আর কি আছে। এইস
কারণে আমাদিগের এই বক্তব্য যে, ব্রিটিশ
য়ান এসোসিয়েসনের হস্তে এই ক্ষণে যেম
মেমোরিয়াল ফণ্ড আছে, তাহার টাকায় ঐ
এক চিকিৎসালয় স্থাপন করুন। তাহা হ
সাধারণের কেবল যে প্রকৃত উপকার
এমত নহে, স্বর্গীয় মহাত্মাদিগের নামও চি
রণীয় হইবে।

বড়ু।
৩ ই শ্রাবণ
১২৯৫।
শ্রীঃ—

—:০:—

অবগত হইয়াছি মহাত্মা গবর্ণর জেন
লের কীর্ত্তিস্তম্ভে প্রস্তরযোজনা আরম্ভ
য়াছে। যদি ইংরাজী শিক্ষা এ দেশ হইতে উ
যায়, বোধ করি কেহ দুঃখিত হইবেন না।
ত কিছুতেই হইবে না। ইংরাজী ভাষায় শি
প্রাপ্ত আধুনিক যুবকদলের বুদ্ধির সহিত তাঁহা
ধৃষ্টতাও বৃদ্ধি পাইতেছে, একি অল্প দু
বিষয়।

মহাশয়! আমরা একটু ইংরাজী
তাহাতে ভুলিতে পারিব না, অথচ অপ
প্রসাদে ইংরাজ রাজ্যও থাকিবে। ই
নিশ্চয় জানিলাম যে, আমাদের মত হতভা
দের আর অন্নচিন্তা থাকিবে না। আমরা
কয়েক পেশার চাকরী "মনপে লাইজ" ক
লইব। আহা কি সুখ! বয়ঃপ্রাপ্ত (
সুপ্রাচীন) ইংরাজীজ্ঞদিগের দক্ষিণা
করা ও বালকদলের ইংরাজী শিক্ষা বন্ধ
সেই "লরেন্স" পেড়ে কাপড় উঠিবে
নাই! এটি কি আপনার পত্রিকার স্থান পা

২। দলাদলিতে কি না হয়! শু
লোকমুখে শুনা যায়, কাটোয়ার অনতিদূর

...ী নামক গ্রামে মহাপুরুষধামের এক "বার
...রি" পূজার আয়োজন হইতেছে। গ্রামে
...ভব আছে। বঙ্কিপু বিপক্ষ দল ঐরূপ এক
... করিয়াছে বলিয়া, অপর পক্ষীয়, "গজ
... বিদ,বিদ গজের" শ্রেণীভুক্ত কতক
... বাঙ্ক প্রায় ৩০০০ তিন সহস্র টাকা
...টিকেট" করিয়া চাঁদা আদায় করিতেছেন।
...গ্রামে তলায় উত্থাপনি জনমাত্র
...ক্তি তথায় উপস্থিত না হন, তিনিই হউন
...অপনই হউন তাঁহাকে ক্লেশভোগ করিতে
... উদরান্নের জন্য ব্যস্ত দীন দরিদ্রদিগের
...৩১২৫ টাকা পরিমাণে চাঁদা হইয়াছে।
...ে সঙ্গতি নাই, না দিলে সর্ব্বনাশ। প্রজা-
...ভয়ে (?) কেহ নালিশ করিতে পারে না।
...ল কৃষিজীবিদলের একণে এক মুহূর্ত্ত সুখ
... বোধ হয়। এরূপ সময় ও নালিশ করিবার
...বিধান ভয়ে কেহ অগ্রসর হইতেছে না।
...য় ! বিনতি করিতেছি, আপনি এবিষয়ে
...মনোযোগ করিয়া উপায় করিয়া দিন।
...র বিচারপতি কি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ
...তে পারেন ?

...কাত্তা
...প্রবাসাশ্রম
... ৩ রা আগষ্ট } কস্যচিৎ দুঃখমোচনাকাঙ্ক্ষিণঃ

—:০:—

...দ্য আমাদের এখানে একটি বিলক্ষণ ভূমি
...হইয়া গিয়াছে। দিবা ১১।৪৫ মিনিট
... পূর্ব্ব উত্তরদিগ হইতে বগী অথবা অন্য
...প্রকার অশ্বযানের গতিশব্দবৎ একপ্রকার
...হইতে আরম্ভ হইয়া প্রায় ১৫ সেকেণ্ড
...ভূমি দোদুল্যমান হয়। আমরা ভূকম্পের
...ম বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছি।
... জিলার বহি নামক সবডিবিজনের নিকট
...া নামক স্থানে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে।
...প্রস্রবণের অনতিদূরে বৃহৎ পর্ব্বতশ্রেণি
...। প্রস্রবণটির জল এত উষ্ণ যে তণ্ডুল
...প করিলে অন্ন প্রস্তুত হয়। বোধ হয়
...নিকটস্থ কোন পর্ব্বত হইতে অদ্যকার
...ের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। যে দিগ
... শব্দ আসিয়াছিল, সেই দিগেই ঐ প্রস্র
...বণ। যাহা হউক এই ভূমিকম্প কত দূর ব্যাপিয়া
...ছে, আর ঐ প্রস্রবণের নিকটস্থ পল্লীতে
... হইয়াছে কি না একণে উহার অনুস-
...প্রবৃত্ত হইলাম।

...জুলাই
...া হাজারিবাগ } শ্রীচুনিলাল মুখোপাধ্যায়

জেলা মুরশিদাবাদের অন্তঃপাতী থানা দেও গ্রাম সুবাইয়ের অধীনে লালগোলা নামে একটী অনতিবিস্তীর্ণ গ্রাম আছে। প্রতিবৎসর বর্ষা কালে তথায় জল বায়ু এতদূর কদর্য্য হয় যে, সেই সময়ে স্থানপরিবর্ত্তনব্যতিরেকে সুস্থ থাকিবার উপায়ান্তর নাই। একমাত্র বাঁশই উহার মূল কারণ। গ্রামের মধ্যে মধ্যে এক একটী বিস্তীর্ণ বাঁশের বাগান। উক্ত বাঁশের নীচে এক এক গভীর গর্ত্ত। বর্ষাকালে সমুদায় দেশ জলে প্লাবিত হইলে উক্ত গর্ত্তসকলও জলপূর্ণ হয় এবং বাশের রাশি রাশি পত্র উহাতে পতিত হইয়া পচিতে থাকে। দুই এক দিন পরেই উক্ত গলিত পত্র হইতে এক প্রকার কদর্য্য বাষ্প উত্থিত হইয়া সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয় এবং দেশব্যাপী মহামারী উপস্থিত করে। ইহাতে গ্রামের যে প্রকার দুর্দ্দশা উপস্থিত হইতেছে তাহাতে বোধ হয় যে অল্প দিনেই গ্রাম উচ্ছিন্ন হইবে।

ইহা কি সামান্য আক্ষেপের বিষয় যে, প্রতিবৎসর ঐরূপ দুর্গন্ধ বাষ্পজনিত মহামারীতে অনেক লোক অকালে কালের করাল কবলে পতিত হইতেছে তথাপি লোকে যত্নপূর্ব্বক ঐ বাঁশেরই আবাদ করিয়া থাকে। অন্য আবাদ করিলে লাভও হয় স্বাস্থ্যরক্ষারও ব্যাঘাত জন্মে না, কিন্তু লোকের কেমন সংস্কার দোষ সে দিকে কেহই যান না। গ্রামের প্রধান ব্যক্তিদিগের কর্ত্তব্য, তাঁহারা একবাক্য হইয়া ইহার একটী সদুপায় করেন। কস্যচিৎ

উল্লিখিত গ্রামবাসিনঃ

---

## মূল্যপ্রাপ্তি।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত | তমোলুক |
| ১৮৬৮ আগষ্ট হইতে ৬৯ জুলাই | ১৩ |
| ঐ " মহেশচন্দ্র পাল চৌধুরী | কুমারটুলী |
| ১২৭৫ শ্রাবণ হইতে ৭৬ আষাঢ় | ১০ |
| ঐ " রাখালচন্দ্র রায় | কাঁথি |
| ১২৭৫ শ্রাবণ হইতে ৭৬ আষাঢ় | ১৩ |
| ঐ " উমাচরণ সেন | রঙ্গপুর |
| ১৮৬৮ আগষ্ট হইতে ৬৯ জুলাই | ১৩ |
| ঐ " অমৃতচন্দ্র গুহ | বানরীপাড়া |
| ১৮৬৮ আগষ্ট হইতে অক্টোবর | ৩৸০ |
| " ঐ ভোলানাথ পাল সিমুলিয়া | ১০ |
| " " শিবচন্দ্র সংহ | সিলং |
| ১৮৬৮ আগষ্ট হইতে ৬৯ জুলাই | ১৩ |
| ঐ ঐ শ্যামধন মুখোপাধ্যায় ভবানীপুর | ১০ |
| শ্রীযুক্ত জে, ওয়েলণ্ড সাহেব | সিমুলিয়া |
| ১৮৬৮ আগষ্ট হইতে জুলাই | ১০ |
| শ্রীযুক্ত ই, এফ, হারিসন সাহেব | |
| ১২৭৫ শ্রাবণ হইতে ৭৬ আষাঢ় | |

—:০:—

## সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে... স্থলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা... ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা। মফস্বলে ডাক... সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমা... সিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম... গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি, ... অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার ... যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই ... দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, ... যেন এক অথবা আধ আনার অধিক ... ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্র... মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি ... শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে ... হইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত ... আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে ... লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত ... গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহ... একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ ব... যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং ... হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ... ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ ... বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ ... যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ... করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ... আনা তাহার পর ⁄১০ আনা দিতে হই... যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা ... বেন; তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

---

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ ... মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ... চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বি... ভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃ... প্রকাশিত হয়।

বিক্রয়ার্থ।

...ন্দকল্পদ্রুম অভিধান। নর রাজা রাধা-...দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সোণা ...সুতন বাঁধান মূল্য ২৫০ টাকা।

শ্রীআনন্দচন্দ্রবেদান্ত বাগীশ।

—:০:—

...শ্চন্দ্র চরিত মূল্য ।০

...শ্চন্দ্র চরিত শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কা-...কর্তৃক সঙ্কলিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। ...পুস্তকখানিতে পৌরাণিক অলৌকিক বর্ণন ...পরম শুদ্ধ বালক বালিকাদিগের সত্য-... শিখাইবার নিমিত্ত রাজা হরিশ্চন্দ্রের ...নের যতদূর আবশ্যক, তাহাই আছে।

...কাতা ...নে ১৭৭ নং } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

—:০:—

...নওয়াড ষ্টার অব স্কোটিয়া ওয়ার উইক ...বৃটিস প্রিন্স জাহাজে সম্প্রতি আমদানি ...ছে।

...বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কোং এতদ্বারা সর্ব ...সাধারণকে জানাইতেছেন যে উপরি উক্ত ...জাহাজ সকলে তাঁহাদিগের লণ্ডনস্থ এজেন্টগণ ... যে সকল দ্রব্যাদি আমদানি হইবে তাঁহার ...ইনভয়েস প্রাপ্ত হইয়াছেন।

...ক্ত কোম্পানির প্রধান ঔষধালয়, আমহ... ১৩ নং ভবন মুজাপুর মেডিকেল কলেজ... ...ভাণ্ডারের ষ্ট্রিট ৩৯ নং ভবন শাখা ঔষ... ...টাঙ্কা, বিশুদ্ধ এবং উৎকৃষ্ট ঔষধ সকল ...ত মূল্যে খুচরা বা এক কালীন অধিক ...লে বিক্রয়ার্থ নিয়ত প্রস্তুত আছে।

—:০:—

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

...ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলম নানা ...দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে ...ক আনার হিসাবে কমিসন দি। অধিক ... পুস্তক লইলে /১০ আনার হিসাবে ...ন। কোন বঙ্গবালা কর্তৃক দশপদী কবিতা ...মূল্য ৵১০ আনা, ডাকে পাঠাইতে হইলে ...আনা। বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভায় শ্রীযুক্ত ...শ্চন্দ্র মিত্রের নিকট টাকা মুলত মধ্যে ...ই পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

...পুরী উপাখ্যান অথবা সেক্সপিয়রকৃত নাট... ...মর্চেণ্ট অব ভেনিসের ২৷৷

...অজায়রত ১ ম অবধি ১২ খণ্ড বাং ৮

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস সম্পূর্ণ ৮

শ্রীমদ্ভাগবতসায়ন দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ ৫

চক্রপাণিচিকিৎসা গ্রন্থ সিমুরীয়া পল্লী নিবাসী বাবু কাশীনাথ মল্লিকের প্রযত্নে উত্তম পণ্ডিতদ্বারা হস্তের লিখিত ২৩

নিত্যধর্ম্ম-মুরঞ্জিকা পত্রিকা বার্ষিক ৩

কৌতুক বিলাস যাহাতে গোপালভাঁড়ের কৌতুকগুলি সম্পূর্ণ আছে ১

চন্দ্রহংস ; জৈমিনি ভারত হইতে উদ্ধৃত ১

ব্রহ্মতত্ত্ব চূড়ামনী অর্থাৎ ব্রহ্মনির্ণয় ১৷৷

নীলাঞ্জন কাব্য ৷৷

পুরঞ্জন কাব্য ৷৷

মণিকুণ্ডলা কাব্য ১

অভিমন্যু বধ নাটক ৷৵

দ্বাদশ শিশুর বিবরণ ৷৷

রত্নোত্তমা গদ্য কাব্য

কৌরববিয়োগ নাটক ২

সিভিল গাইড মার্শমেন সাহেব কৃত ২০

পদ্মগন্ধা উপাখ্যান ৷৷

সন্দেশাবলী শরৎচন্দ্র দাসকৃত ৩৷৷

পিশাচোদ্ধার ১

নীতিপ্রভা ৷

এটলাস বাং ৮ খানি ম্যাপ গণেশচন্দ্র শর্ম্মা কৃত ৩

ভূতত্ত্বদর্শন পৃথিবীর মানচিত্র ৫

ভারতবর্ষের ম্যাপ দেবনাগর অক্ষরে ৭

নীতিশিক্ষা ৷৷

অনবর সোহেলী গদ্যপদ্য পারসীক কাব্য ১৷৷

কুমার সম্ভব সংস্কৃত হইতে পদ্য অনুবাদ ১

ভারতবর্ষের ইতিহাস কেদারনাথ দত্তকৃত ১

ঐ গোবিন্দচন্দ্র সেন কৃত ২.

বনস্পতিসারসংগ্রহ ১

প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয় ১

ঐ মার্শমেন সাহেবকৃত দুই খণ্ড ২

নাট্য পরিশিষ্ট নাটক ১

চরিত্রমঞ্জরী ১

শব্দকল্পদ্রুম পরিশিষ্ট ১৫

কলিকাতা জোড়া-সাঁকো ৬৪ নং } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায় নগদ বিক্রেতা।

—:০:—

## নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের আগষ্ট মাসের ১ লা হইতে ৭ ই পর্য্যন্ত নদীয়ার নদী হায়ের সর্ব্বকম্ম ভ জলেব সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

| স্থানের নাম | সর্ব্বকমতি জল | মন্তব্য কথা |
|---|---|---|
| | ফুট ইঞ্চ | |
| নদী মাথা ভাঙ্গা | | |
| মহানার উপর পদ্মানদীতে | ৩১ ৪ | |
| মহানায় | ১৮ | |
| তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া ৪৪ মাইল | ১৮ | |
| হাট বোয়ালিয়া হইতে আলুকদিয়া | ১৬ | |
| আলুকদিয়া হইতে কৃষ্ণগঞ্জ ৩৮ মাইল | ১৬ | |
| কৃষ্ণগঞ্জ হইতে হুগলি নদী পর্যন্ত ৩৪ মাইল | ২০ | |
| ভাগীরথী নদী। | | |
| মহানার উপর পদ্মানদীতে | ২৫ | |
| মহানায় | ১৮ | |
| তথা হইতে জিয়াগঞ্জ | ১০ | |
| জিয়াগঞ্জ হইতে কাটোয়া ৬০ মাইল | ১৭ | |
| কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৩ মাইল | ২১ | |
| জলঙ্গী নদী | | |
| মহানা | ৯ | |
| তথা হইতে করিমপুর ১৯ মাইল | ১০ | |
| করিমপুর হইতে টিয়াকাটা ৩৫ মাইল | ১১ | |
| টিয়াকাটা হইতে নদীয়া ৬০ মাইল | ১২ | |

সন ১৮৬৮ আগষ্ট মাসের ১০ ই ত... বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

ফুট
২২

বহরমপুর ১০ ই আগষ্ট ১৮৬৮। } শ্রীযুক্ত টি, কেল উইকম একজিকিউটিব ইঞ্জিনি... বহরমপুর ডিবিজন।

—:০:—

বিজ্ঞাপন।

সম্প্রতি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্ট নিয়... দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দিবার এবং রাস্তা ... করিবার অভিপ্রায়ে কর করিবার এবং ভূ... কারীদিগের স্কন্ধে সেই করভার নিক্ষেপ ... বার প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। এই কর য... সহজে ও ন্যায়ানুসারে ধার্য্য এবং পরিমিত ... আদায় হয়, তদ্বিষয়ে মত দিবার নিমিত্ত ... গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষীয় সভাকে অনুরোধ ... য়াছেন। গত ১৬ ই মে বঙ্গদেশীয় গব... যে পত্র লিখেন, তাহাতে বলা হইয়া... "স্পষ্ট বোধ হইতেছে, ভূমির উৎপন্নের ... কর ধার্য্য করাই ন্যায়সিদ্ধ হইতেছে। ... লাখেরাজদার, পত্তনীদার, ইজারদার, ...

বর্ত্তী লোক এবং বাস্তবিক যেসকল কৃষকের
র উপরে স্থায়ী স্বার্থ আছে, অর্থাৎ যাঁহারা
বন্দী প্রজা নহেন এবং যাঁহারা উঠবন্দী
ার ন্যায় বাজার দরে কর দেন না, তাঁহারা
র উপস্বত্বের যে অংশ পান, তদুপরি ও তদংশ
াপে করধার্য্য ও আদায় করাই ন্যায় ও
রসিদ্ধ বোধ হইতেছে। * উঠবন্দী প্রজা
ীত ভূমির সহিত আর যেসকল লোকের
ন সম্বন্ধ ও স্বার্থ আছে, এই প্রস্তাব
াদিগের সকলকেই স্পর্শ করিতেছে তন্নি
ভারতবর্ষীয় সভার কমিটী গবর্ণমেণ্টের
পত্রের উত্তরদানের পূর্ব্বে সর্ব্বসাধারণের
জানিবার অভিলাষী হইয়াছেন, তদনুসারে
ারা বিজ্ঞাপন দিয়া অনুরোধ করিতেছেন,
৭৮ অব্দের আগামী সেপ্টেম্বর মাসের ২ রা
অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময়ে লার্কিন
নর ১ নং ভারতবর্ষীয় সভাগৃহে একটী
াশ্য সভা হইবে। সর্ব্বসাধারণে ঐ সময়ে
ানে গিয়া আপনাদিগের মত প্রকাশ করি-
।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঠাকুর
ভারতবর্ষীয় সভার অবৈ-
তনিক সম্পাদক।

—০—

হোমিওপেথিক চিকিৎসা, প্রথম সংখ্যা,
আমরাক. মূল্য চারি
আনামাত্র।
কলিকাতার [illegible]
নিয়ার সংস্কৃতযন্ত্রে [illegible]
বাজারে বোরণী [illegible]
ক কারমেনীতে পাওয়া [illegible]

# সোমপ্রকাশ।

২ রা ভাদ্র সোমবার।

—:০:—

আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া [illegible]
ত্র করিতেছি, ২ রা সেপ্টেম্বর [illegible]
টিকার সময়ে ভারতবর্ষীয়সভাগৃহে
মেণ্টের প্রস্তাবিত শিক্ষা ও রথ্যা-
নাস্ত করের বিষয়ে সাধারণের মত
ার্থ এক প্রকাশ্য সভা হইবে। জমী-
তালুকদার, ইজারদার, পত্তনদার
দখলী ও মৌরসী স্বত্ববান্ প্রভৃতি
ীয় ব্যক্তির তথায় উপস্থিত হওয়া
কর্ত্তব্য। প্রস্তাবিত কর প্রসারিত হইয়া
উঠবন্দী প্রজাদিগের অন্য সকলকেই
গ্রহণ করিবে।

—:০:—

ডেপুটি বাবু।

মফস্বলের প্রতি মহকুমায় এক
অথবা কয়েক জন করিয়া ডেপুটি
মাজিষ্ট্রেট আছেন। সিবিলিয়ান মাজি-
ষ্ট্রেটেরা সকল কাজ করিবার অবসর
পান না বলিয়া বিচারপতি সুলভ করিবার
নিমিত্ত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের সৃষ্টি হয়।
এ দেশের কৃতবিদ্য ও সম্ভ্রান্তবংশীয়-
দিগকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া সক-
লের উৎসাহবর্দ্ধন করাও গবর্ণমেণ্টের
আর এক উদ্দেশ্য ছিল। তন্নিমিত্ত অনেক
দেব, রায়, ঘোষালপ্রভৃতি ডেপুটি মাজি
ষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। প্রথম কয়েক জন
উপযুক্ত লোক নিয়োজিত হইয়াছিলেন,
এখনও অনেক উপযুক্ত লোক এ পদে
আছেন। কিন্তু কয়েক জন অপদার্থ লোক এ
পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে এ পদ সাধা-
রণের নিকটে হাস্যাস্পদ হইয়া উঠিয়াছে।
ডেপুটী বাবু বলিলে যেন একটী অব
তার আমাদিগের সম্মুখে বসিয়া আছেন,
[illegible] বোধ হয়। এ শ্রেণির এরূপ দুর্দ্দ
শার [illegible]টী কারণ আছে। প্রথমতঃ
[illegible] সাহেবের প্রসাদে বিস্তর খান
[illegible] ও দপ্তরির পুত্র, আমলা, কেরাণী
ও [illegible] এক কালে ডেপুটি হইয়া উঠেন।
[illegible]দিগকে পরের মাথা কাটিয়া
[illegible]খিতে হয়। অন্য অন্য
[illegible]রীক্ষা দিয়া স্বযোগ্যতা
[illegible] কর্ম্মচারী নিয়োগ
[illegible] স্থানে অগ্রে নিয়োগ
[illegible] বিধি। এ পদ ও এ
কার্য্যে [illegible] মানানা? তৃতীয়তঃ
ডেপুটি [illegible] স্কন্ধে বহুতর
কার্য্যভার [illegible] যাঁহার যে কিছু
বুদ্ধি থাকে, তাহা লোপ পাইয়া যায়।
সিবিলিয়ানেরা বিস্তর গ্রন্থ
করিয়া কঠিন পরীক্ষা দিয়া কর্ম্ম
আমাদিগের অচিহ্নিত বিদ্যারণ
গেরও বিস্তর শিখিতে ও
পরীক্ষা দিতে হয়। উকীলদিগের
এই নিয়ম। চিকিৎসাপ্রভৃতি অ
বিভাগ দর্শন কর, সেখানেও পূর্ব্বে
হইয়া থাকে, কেবল ডেপুটি মাজি
টেরা বিনা পরীক্ষায় "গাঙ
হইয়া থাকেন।

আমরা উপরে কহিয়াছি,
মাজিষ্ট্রেটদিগের মধ্যে অনেক উ
লোক আছেন; কিন্তু তাঁহারা উ
ডেপুটি বাবুদিগের সঙ্গে পড়িয়া
যাইতেছেন। ঐ গুণান্বিত মহ
দিগের একটি মানচিত্র পাঠক
অগ্রে উপনীত হইতেছে, পাঠকগ
বার নেত্র উন্মীলন করিয়া দর্শন ক
ঐ দেখ, চোস্ত পেণ্টুলন, রঙ্গিন
কান, তদুপরি জোব্বা, মাথায়
পাগড়ী (কেহ কেহ এতদ্দেশীয়
নদিগের ন্যায় বিবর টুপি পরি
শ্যামল চসমা ব্যবহার করিয়া থাকে
এবং চাপ্ দাড়ি গোঁপ কেমন
পাইতেছে! কেবল এইমাত্র শোভ
দেখ, আমলা ও মোক্তারদিগকে ভ
র্শন করিবার নিমিত্ত কেমন কপোত
নিকট হইতে নয়নহিল্লোল ঋণ
লওয়া হইয়াছে। সামুদ্রিক শাস্ত্রক
বলেন, যেখানে আকৃতি, সেই
গুণ। আমরাও তেমনি বলিতেছি,
পরিচ্ছদশোভা, কাজের শোভাও তে
উহাঁরা ধমকাইয়া প্রায় অনেক
সারিয়া লন। উহাঁদিগের অনেকে
বর্ষণ করিয়া সাক্ষী অর্থী ও প্রত্য
শরীর শীতল করিয়া দেন। যদি
দেখা যায় "আদালতের প্রতি অব
এই শিরেই অধিক জরিমানা অ
দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠকগণ

ঐ মহামতিদিগের কার্যদক্ষতার
চয় পাইলেন এরূপ বিবেচনা করি
না। উহাঁদিগের অনেকে মকদ্দমার
হা বুঝিতে না পারিয়া অর্থী ও
র্থী উভয়কেই সেসিয়নে সমর্পণ
ত উদ্যত হন। ও দিকে পার্শ্বে
লারেরা "থেরোথেরি" আরম্ভ
ন। ডেপুটী বাবু মধ্যে মধ্যে গোল
ইতে বলেন, সন্দেহ নাই। তাঁহার
দক আরদালি ও পাথাওয়ালার
হ তিতি আলম্বন করিয়া ঈষদু-
য়নে অভ্যাসগুণে মধ্যে মধ্যে
! চুপ!" করিতে থাকে; কিন্তু
ণ করে? ডেপুটী বাবু নিজেই
এক সহস্র। তিনি স্বয়ংই আসর
করিয়া রাখেন। এই সকল মহাম-
নিকটে ১০ আইনের মকদ্দমা উপ-
হইলেই মোল্লার বাড়ীর কাণ্ড
হত হয়। অর্থী প্রত্যর্থীরা জীবন্ত
ই হইতে থাকে। কোন স্থলে অর্থী
কা বাকী করের নিমিত্ত আবেদন
াছেন, দয়ালু হাকিম তাঁহাকে
র অংশের ডিক্রি দিতেছেন! কোন
অর্থীকে বলা হইতেছে, তোমার
ড় বেআদবী" হইয়াছে, তাহার পর
সহস্র প্রমাণ দিয়াও জয়লাভ করিতে
তেছেন না। জেলার জজের
ট যেসকল মকদ্দমার আপীল হয়,
লির বিচার কতক সাবধান হইয়া
হয়; কিন্তু কালেক্টর পর্য্যন্ত যাহার
, উক্ত "ঘটিরাম" ডেপুটি বাবুরা
লি ত সিরাজদ্দৌলার রাজত্ব পান,
চ্ছা সেই আজ্ঞা দেন। আইন অ-
র যথার্থ বিচার হইবে ইহা ভাবিয়া
ব্যক্তি উক্ত গুণধরদিগের
ট যান না; যাহাঁর চতুরতা অধিক,
ই জয়লাভ করেন। ফৌজদারি
মাত্র যেগুলির সেসিয়নে যাইবার

অথবা যাহার আপীল জজের নিকটে
হইবার সম্ভাবনা থাকে, সেই গুলির
বেলা যে কিছু চিন্তা; কিন্তু যাহাতে
সেচিন্তা নাই, তাহাতে প্রায়
এক মাস মেয়াদ ও ৫০ টাকার
অধিক দণ্ড দেওয়া হয় না। কারণ
তাহার আপীল নাই। অনেক স্থলে
মোক্তারেরা কোন সাক্ষীর বিশেষ কথা
অথবা বিশেষ আপত্তি লিপিবদ্ধ করিতে
বলিলেও অনেকে তাহা করেন না। যিনি
উকীল লইয়া যান, উক্ত মহামতিরা তাঁহার
উপরে জ্বলিয়া উঠেন। "আমি তবে
মকদ্দমা বুঝি না; আমাকে ভয় প্রদর্শন
করিবার নিমিত্ত উকীল আনয়ন করা
হইয়াছে; দেখি কি প্রকারে এ মকদ্দমায়
জয়লাভ করা হয়।" এই ভাবিয়া ঐ
ব্যক্তিকে হারাইবার যার পর নাই চেষ্টা
করা হয়। উকীলের সম্মুখে প্রায় আজ্ঞা
দেওয়া হয় না। বাসায় গিয়া অনেক বিবে
চনা ও পরামর্শ করিয়া যদি কোন ছিদ্র
না পান, তাহা হইলেই তাহারা জয় লাভ করেন। আ
মাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ এতদ্দেশীয় উপযুক্ত
মুন্সেফ সদরআমীনপ্রভৃতি বিচারপতিগণ
উকীলের সহিত তর্ক করিয়া সকল বিষয়ের
মীমাংসা করেন; কিন্তু উক্ত অভিমানী
ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটেরা তর্ককে "আদা
লতকে অবজ্ঞা" জ্ঞান করেন। এক্ষণে
আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি
যাহারা ওকালতির পরীক্ষা দেন নাই, এমন
লোককে যেন আর ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটী
পদ প্রদান করা না হয়, এত দিন যাহা হই
বার হইয়াছে, এখন উপযুক্ত লোক
সুলভ হইয়াছেন। ফৌজদারি বিচার
সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন; ইহাতে লোকের
স্বাধীনতার উপরে সাক্ষাৎসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ
করা হয়। যেসকল লোকে আইনের
কিছুই জানেন না, তাঁহাদিগকে বিচার
পতিপদে নিয়োজিত করা আর অবি-
চার করিতে বলা তুল্য কথা।

## চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

বঙ্গদেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত
চিরস্থায়ী বিবাদের কারণ হইয়া
য়াছে। এই বন্দোবস্ত ভ্রমমূলক,
ভ্রম কেবল কয়েক জন সমাচা
সম্পাদকের নয়, ভারতবর্ষের ব
প্রধান রাজপুরুষদিগের অনেকের
য়াছে। আপদ একটী প্রধান উপদে
সর চারলস উড, লার্ড কানিঙ ও ব
বেয়ার্ড স্মিথ দুর্ভিক্ষ আপদ হ
যে উপদেশ প্রাপ্ত হন এবং যদি
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে চিরস্থায়ী বন্দো
করিবার আদেশ হয়, টমাসনের প্র
সম্প্রদায় সেটীকে নির্ব্বুদ্ধিতা বলিয়া
করিতেছেন। এ সম্প্রদায়ের সংস্কার
আকর্ষণ করিলেই যাহার রস বহির্গ
চিরকালের মত সেই ভূমির একবি
স্থাপন করিয়া আকর্ষণের পথ বন্ধ ক
দেওয়া নিতান্ত অবিবিচারকারীর ক
ইহাতে যে কি উপাদেয় ফল ল
সম্ভাবনা আছে, তাঁহারা তদ্বোধে
নহেন। জমীদারেরা যেরূপ কৃষকদি
নিকটে লন, সেইরূপ মধ্যে মধ্যে ত
জমীদারদিগের নিকট হইতে
বাড়াইয়া লইবেন, বর্ত্তমান রাজপুরু
গের এই উদ্দেশ্য। ফলতঃ ইহাঁদিগের
সরকারী আয়ের একটী পথ এক
বন্ধ করা অকর্ত্তব্য। কিন্তু যদি অনু
করিয়া দেখা যায়, এ যুক্তি সা
বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। বোধ
এক ব্যক্তি একটী বৃক্ষ অর্জ্জন ক
যাহাতে বৃক্ষটী সতেজ হইয়া উঠে,
তাহার এই চেষ্টা রহিল; তাহার
মনে আশা এই, বৃক্ষটি বলবান ও ফ
হইলে তাহার শাখা পল্লবে
বৃক্ষের কাষ্ঠ এবং ফল
দ্বারা অন্য অন্য উপকরণ সংগ্রহ হই
আর এক ব্যক্তি ঐরূপ একটী বৃক্ষ

ল ; ইতি মধ্যে তাহার কাণ্ডের
ত্রম হইল, সে সমুদায় শাখাপল্লব
ন করিয়া বৃক্ষটীকে নিস্তেজ করিয়া
লল । ঐ উভয় ব্যক্তির মধ্যে কোন্
অধিক বুদ্ধিমান্ ? ভূমির চিরস্থায়ী
াবস্ত করিয়া লাভ করিবার ইচ্ছাটি
কে সতেজ রাখিয়া তাহার শাখাপল্লব
লধারা সংসার নির্ব্বাহ করিবার
র তুল্য । পক্ষান্তরে মধ্যে মধ্যে
র রাজস্ববৃদ্ধি করা এক কালের
ায় শাখাচ্ছেদন করিয়া বৃক্ষকে
জ করিবার তুল্য হয় । ফলতঃ ভূমির
ায়ী বন্দোবস্ত করিলে সম্পত্তির
বৃদ্ধি হইয়া ক্রমে যে আয় হয়, সাম
রাজস্ববৃদ্ধিতে তাহা কখন হয় না ।
াইয়ে কৃষকদিগের ৩০ বৎসর মেয়াদী
ত ৩০ গুণ পণে বিক্রীত হইতেছে ।
; কিন্তু কি কারণে যে এরূপ হই-
, কেহ সেই প্রকৃত কারণের উল্লেখ
ন নাই । কোন স্থলে মেলা অথবা
র হইলে তৎকালে মাঠের সমাপ্তিত
কাঠা ভূমির … … দিনের
ত্ত দশ বার টাকা … কিন্তু …
ঐ ভূমির বিঘা … …
বোম্বাইয়ে তুলার বাণিজ্য এরূপ
মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে । আমেরিকার
প্রচুর পরিমাণে ম্যাঞ্চেষ্টরে রপ্তানী
ন এই … কদাপি থাকিবে না ।
র উৎপন্ন অধিক ও তাহার অধিক
না হইলে কখন ভূমির মূল্য বৃদ্ধি
া । এক বিঘা তুলার চাস করিতে
১২ টাকা ব্যয় পড়ে । কিন্তু কৃষক
াদে প্রায় ৬০ টাকা পায়, আরও
ক পাইবার আশা আছে ; সেই
ক তাহারা অত্যন্ত অধিক মূল্য দিয়া
াইয়ে জোত ক্রয় করিতেছে । তুলার
াইয়ের চাষাদিগের বিলক্ষণ লাভ
ছে । যত দিন লাভ তত দিন মূল্য ;
র পরে ঐসকল ভূমি দুই বৎসরের

করের ৭পণেও বিক্রীত হইবে না । আমরা শুনিয়াছি, তুলার ভূমির যেরূপ মূল্য ধান্য ও অন্য অন্য শস্যের ভূমির সেপ্রকার মূল্য নহে । পক্ষান্তরে বঙ্গদেশে ধান্যাদি শস্য দশ সহস্রের মধ্যে ৯৯৯৯ বিঘাতে উৎপাদিত হয় । ভারতবর্ষের কোন স্থানেই এইসকল ভূমির ৩০ গুণ মূল্য নাই । কলিকাতার নিকটস্থ অতি উর্ব্বর ভূমির বিঘাও বার্ষিক করের ২০ গুণের অধিক মূল্যে বিক্রীত হয় না ।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির একটী প্রধান উপায় । উহার গুণে ভূমির বহুগুণ মূল্যবৃদ্ধি হয় । সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন, প্রতি বৎসর যে ভূমির কর বৃদ্ধি হয়, লোকে তদপেক্ষা অধিক মূল্য দিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তভুক্ত ভূমি ক্রয় করিয়া থাকেন । বর্দ্ধিত কর দিলে কি উৎপন্ন অধিক হয় ? জমীদার সর্ব্বদা শোষণ করিলে কি প্রজার ধনবৃদ্ধি হইতে পারে ? যেসকল স্থানের জমীদারিতে মিয়াদি বন্দোবস্ত আছে, তত্রত্য জমীদারগণ রাজস্ববৃদ্ধির ভয়ে নূতন বন্দোবস্তের কয়েক বৎসর পূর্ব্ব অবধি অনেক ভূমি অকৃষ্ট ফেলিয়া রাখেন । ভূমি পতিত থাকিলে কি কৃষি, বাণিজ্য, রাজস্ব, প্রজার জীবিকা ও দেশের ধন হানি হয় না ? চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিবন্ধন সম্পত্তির মূল্য এবং তাহার সহিত বাণিজ্য ও ষ্টাম্পপ্রভৃতির মূল্য যে অধিক হইয়াছে, একথা বলা বাহুল্য । দেশের বাণিজ্যের বৃদ্ধি ও দ্রব্য সামগ্রী মহার্ঘ হইয়াছে … কৃষিজাত দ্রব্য এখন পড়িতে পায় না ; তথাপি কৃষকদিগের যেরূপ সচ্ছল হওয়া উচিত, তাহারা সেরূপ হইতে পারিতেছে না । তাহার কারণ কি ? তাহার কারণ জমীদার ও মহাজন । জমীদার সর্ব্বদাই শোষণ করিয়া কর লন বলিয়া কৃষকগণের অসচ্ছলতা দূর হয় না ; সুতরাং তাহাদিগকে মহাজনের আশ্রয়

গ্রহণ করিতে হয় । পুরুষানুক্র
এই দুর্দ্দশা হইয়া আসিয়াছে ।
বন্দোবস্ত অবধি উহার কতক …
য়াছে । ১৮১২ অব্দের ৫ আইন
যখন মৌরসী পাট্টা দিবার বি
সেই অবধি কৃষকদিগের মঙ্গল
আরম্ভ হইয়াছে । সর্ব্বদা করবৃদ্ধি
কি চাসে তেমন মন লাগে ? না
তাহাতে মঙ্গল হয় ? জোতের স্থি
থাকিলে কৃষক অর্থ ও শ্রম
করিতে উৎসাহী হয় না ; একথা
স্বীকার করিবেন ? তাহা ব্যয় না করি
তাহার দুর্দ্দশা ঘুচিবার সম্ভাবনা
অতএব কৃষকের উপর করবৃদ্ধি ন
এটী কাহার অভিপ্রেত না হইবে ?
যদি জমীদারের মধ্যে মধ্যে ক
হয়, তিনি কি প্রজার নিকটে কর
করিতে বিমুখ হইবেন ? জমীদার কৃ
করবৃদ্ধি করিতে পারিবেন না,
জমীদারের রাজস্ববৃদ্ধি হইবে, এটী
সঙ্গত হইতে পারে না । …
অব্দের ১০ আইনের সৃষ্টিকর্ত্তার
যুক্ত করিয়া যে অতীষ্ট সিদ্ধ করিবার
পাতিত করিয়াছেন, তাহা কৃষ্ণ …
যাইবে ।

ভারতবর্ষ কৃষিজীবী দেশ । যাহাতে
কৃষিকার্য্যের উন্নতি হয়, সর্ব্বপ্রযত্নে
র্ণমেন্টের সেই রাজনীতি অবলম্বন
কর্ত্তব্য । আমরা পুনরায় বলিতেছি,
কার্য্যের উপর ভূমির রাজস্ব ও
ভাের শুল্ক নির্ভর করিতেছে ।
কৃষকগণ সম্পত্তিশূন্য হইলে এ অভীষ্ট
হওয়া দুর্ঘট হইবে । কৃষকদিগের এ
যে অবস্থা, অত্যন্ত সচ্ছল হইলেও
এক বৎসরের অধিক খাদ্য সংগ্রহ
না । যদি স্থিরতর কর থাকে,
হইলে দশ বৎসরের মধ্যে যাহার
গোলা তাহার দুই গোলা ধান্য

অবস্থায় দুর্ভিক্ষ অথবা অন্য
তাহারা অনায়াসে আত্ম
চ সমর্থ হয়। যাহার শয়ন
াই সে বৈঠকখানা বড়িতে
কৃষকদিগের দিনের অন্ন
। কঠিন, তখন উৎকৃষ্ট কৃষি
নূতনবিধ শস্য উৎপাদন করি
কিরূপে কল্যোপধায়ী হইবে?
ৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধিনিবন্ধন
য়, সেই লাভই লাভ। ক্ষেত্রে
য়া শোষণ করিয়া কর লইলে
কি না তাহা মুসলমান সম্রাটেরা
খিয়াছেন। আসিয়া মাইনরে
াটেরা সে পরীক্ষা করিতেছেন।
কা শক্তি বৃদ্ধি হইবামাত্র কর
তে উক্ত দেশ উৎসন্ন হইতেছে।
বন্ধে কৃষিকার্য্যের উপরে কর
কৃষক জমীদার ও গবর্ণমেন্ট সক
ক্ষতি হয়। প্রজার উৎপাদিত শস্য
ণিজ্যের যে শ্রীবৃদ্ধি এবং সম্প
ল্যবৃদ্ধিনিবন্ধন সরকারী আয়ের
হয় তাহাই প্রকৃত লাভ। ফলতঃ
ন দেশের গবর্ণমেন্টের কৃষিকা
সাহ দেওয়াই কর্ত্তব্য। কৃষক-
সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না
এই উদ্দেশ্য সাধিত হইবার
নাই। কৃষকদিগের কর একবিধ
গেলে কার্য্যতঃ জমীদারের সহিত
বন্দোবস্ত হইয়া উঠিবে। মধ্যে
মির কর বৃদ্ধি করিলে আশু লাভ
পারে বটে; কিন্তু পরিশেষে
দ রন্ত্র ও গবর্ণমেন্টকে ক্ষতিগ্রস্ত
ইবে সন্দেহ নাই। এই নিমিত্ত
জমীদারদিগকে মধ্যে রাখিয়া
গের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত
নিমিত্ত গবর্ণমেন্টকে মধ্যে মধ্যে
ত করিয়া থাকি।

—:*:—

রামদুলাল সরকার।

টাকা যেরূপে রামদুলাল সরকা

রের হস্তগত হয়, পাঠকগণ তদ্বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছেন। ঐ লক্ষমুদ্রাই তাঁহার ভাবী অতুল সম্পত্তির মূল ভিত্তি হয়। বাণিজ্যকার্য্যে তাঁহার সাতিশয় দক্ষতা জন্মিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার বাজার সম্ভ্রম হইয়া উঠিল। তিনি কখন কাহার সহিত অসাধু ব্যবহার করিতেন না। সকলেই তাঁহাকে স্নেহ ও বিশ্বাস করিত, সকলেই তাঁহার প্রতি কার্য্যভার সমর্পণ করিত? ভারদাতা যাহাতে লাভবান্ হন, এরূপে তিনি তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিতেন। ঐ বাণিজ্যসম্বন্ধে আমেরিকার বণিক্‌দিগের সহিতই তাঁহার অধিক সংস্রব হয়। ১৭৮৩ অব্দে আমেরিকা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়। তাহার পর তত্রত্য অধিকসংখ্য লোকে বাঙ্গলাদেশে বাণিজ্য করিতে আইসেন। রামদুলাল সরকারের এমন প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল যে সকলেই তাঁহাকে অন্বেষণ করিতেন। তিনিও তাঁহাদিগের কার্য্যসম্পাদনবিষয়ে অণুমাত্র বৈমুখ্যপ্রদর্শন করিতেন না। তৎকালের পামর কোম্পানিপ্রভৃতি প্রধান প্রধান বণিকগণও তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। রামদুলাল স্বয়ং একটী হাউস করিয়াছিলেন। অদ্যাপি তাঁহার দৌহিত্র বাবু শ্যামচাঁদ, অনুপচাঁদ ও অতুলচাঁদ মিত্র ঐ হাউসের কার্য্যসম্পাদন করিতেছেন। তাঁহার ৪ খান জাহাজ ছিল, ঐ জাহাজে তাঁহার দ্রব্য সামগ্রী ইংলণ্ড চীন মাল্টা প্রভৃতি স্থানে নীত হইত। এই রূপে রামদুলালের শত শত আয়দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। তিনি ধূলিমুষ্টি গ্রহণ করিতে লাগিলেন, স্বর্ণমুষ্টি হইতে লাগিল।

রামদুলালের অন্যান্য গুণ যেমন অসাধারণ, ভদ্রতা ও কৃতজ্ঞতাও তেমনি অলোকসামান্য ছিল। একদা তিনি অনেক মরীচ ক্রয় করেন, আর এক জন ইংরাজও কতক ক্রয় করিয়াছিলেন। ঐ

ইংরাজের অর্থের প্রয়োজন হওয়
তিনি মরীচ বন্ধক রাখিয়া কিছু
কর্জ্জ চান। রামদুলাল বন্ধক রাখি
সম্মত না হইয়া এক কালে ক্রয় ক
চাহিলেন। ইংরাজ বিবেচনা ক
উত্তর দিবেন কহিলেন। শেষে
বিক্রয় করিতে সম্মত হইলেন। এ
মরীচের প্রায় চারিগুণ মূল্য বৃদ্ধি
রামদুলাল আপনার ও ঐ ইংরা
মরীচের ক্রেতা স্থির করিয়া যে চা
লাভ হইল, তাহা আপনি না ল
ইংরাজকে তাঁহার মরীচের সম্পূর্ণ
প্রদান করিলেন। বাজারে যে উহার
ভত হইয়াছে, উক্ত ইংরাজ তাহা
ছুই জানিতেন না। রামদুলাল অনা
তাঁহার সহিত যে মূল্য নির্দ্ধারিত
ছিল, তাহা দিয়া আপনি সমুদায়
লইতে পারিতেন; কিন্তু তিনি
করিলেন না। তাঁহার তুল্য কৃতজ্ঞ
অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। উ
অশরণ অবস্থায় যিনি তাঁহার
প্রকার উপকার করিয়াছিলেন, বি
সৌভাগ্যসম্পন্ন হইয়া তাঁহার আশ
প্রত্যুপকার করেন। এই উপকার
তিনি অনেককে পেন্সন দেন।
মোহন দত্ত তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছি
বলিয়া তিনি কৃতাঞ্জলিপুট না
তাঁহার আবাসে কখন প্রবেশ
নাই। ঐ কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ ছি
বলিয়াই তিন লক্ষ টাকা ব্যয় ক
কালীপ্রসাদ দত্তের সমদ্বয় করেন।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া
যাঁহারা অধিকতর ক্লেশ স্বীকার ক
অর্থ উপার্জ্জন করেন, তাঁহারা প্রায়
কুণ্ঠ হন, কিন্তু রামদুলাল মুক্ত
ছিলেন। তাঁহাকে কেহ কোন দায়
হইলে তিনি তাহার উদ্ধার করিতে
তাঁহার নিত্যব্যয় ১৫০০০ টাকা

তদ্ভিন্ন প্রতিবেশিদিগের অনেককে বৃত্তি দিতেন। মান্দ্রাজে এক বার দুর্ভিক্ষ হইলে তিনি নগদ লক্ষ টাকা এবং কুড়পাড়ি লক্ষ টাকার চাউল দেন। তিনি হিন্দু কালেজের প্রতিষ্ঠাকালে ৩০০০০ টাকা দিয়াছিলেন। ৪। ৫ শত টাকা তাঁহার সচরাচর দান ছিল। তিনি এত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছিলেন; কিন্তু কখন গর্ব্বোদ্ধত হন নাই। তিনি অতিশয় বিনয় নম্র ছিলেন; তাঁহার অশন বসন সামান্য রূপ ছিল, বরাবর পরিশ্রম অভ্যাস ছিল। তিনি ৭৩ বৎসর বয়ঃক্রম কালে (১৮২৫ অব্দের ১ লা এপ্রেল) পক্ষাঘাতরোগে প্রাণত্যাগ করেন।

—:০:—

কৃষকদিগের বিদ্যাশিক্ষা ও শিক্ষার্থ কর।

নিম্নশ্রেণির বিদ্যাশিক্ষা হয়, এ বিষয়ে কৃতবিদ্য ও সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই একমত হইয়া মত প্রদান করিবেন; অতএব গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ের যে চেষ্টা পাইতেছেন, তদ্বিষয়ে সাহায্যদানে কেহই বিমুখ হইবেন না; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ঐ বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যে উপায় অবলম্বন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সহিত প্রায় কাহারই ঐকমত্য দৃষ্ট হইতেছে না। প্রথমতঃ প্রজারা যেসকল বিষয় স্বেচ্ছাকর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছে, বলপূর্ব্বক তাহাতে নিয়োজিত করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নয়। দ্বিতীয়তঃ যদি বলপূর্ব্বক বিদ্যাশিক্ষা করান আবশ্যক হয়, তাহা হইলেও বঙ্গদেশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র কর করা বিধেয় হয় না। সর্ব্বপ্রকার ব্যয় করিয়া তথাপি বঙ্গদেশের প্রায় ছয় কোটি টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। এক কোটি টাকা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের লবণ ও অহিফেনের অঙ্কে বাদ দিলেও পাঁচ কোটির বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। এত উদ্বৃত্ত টাকা ব্যয় হয়াছে; এ টাকা অন্য অন্য প্রদেশে থাকে না, অতএব তথায় স্বতন্ত্র শিক্ষাকর হয় হউক; কিন্তু আমাদিগের স্কন্ধে কি নিমিত্ত শিক্ষাকরভার নিহিত হইবে? ইহার এই এক উত্তর আছে, ভারতবর্ষ একটী অখণ্ড সাম্রাজ্য; ইহার মধ্যস্থলে এক সর্ব্বস্ব প্রভুশক্তি বিদ্যমান আছে। অতএব যখন স্বতন্ত্র প্রদেশীয় রাজস্বপ্রণালী স্থাপিত হয় নাই, তখন সাম্রাজ্যের একাংশের উদ্বৃত্ত টাকা অপরাংশে ব্যয় করা অবৈধ হইতেছে না। মূল নিয়ম যেরূপ হউক, এ তর্ক আপাততঃ যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কারণ ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ একত্রীভূত হইয়া বন্ধুভাবে পরস্পরের শুভ চিন্তা করে এটী প্রার্থনীয়। কিন্তু কার্য্যে একভাব হওয়া কঠিন। একবিধ ভাষা ব্যতিরেকে প্রকৃত জাতীয় একতা হয় না। জাতীয় ভাষা সমান হইলেও সকল সময়ে একতা হওয়া কঠিন হয়। আয়রলণ্ড কিছুতেই ইংলণ্ডের সহিত একভাবাপন্ন হইল না। এখানে প্রদেশ বিশেষে অবস্থাভেদ এবং অবস্থাভেদে শাসনপ্রণালীর ভেদ রহিয়াছে। তবে যে রাজস্বসম্বন্ধে একতা দৃষ্ট হয়, সেটী কেবল অনিষ্টের মূল। যত আয় হইতেছে, কিছুতেই কুলাইতেছে না। এতদ্দ্বারাই অনিষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে। অতএব একটী উৎকৃষ্ট প্রণালী স্থাপন করা উচিত। সেই উৎকৃষ্ট প্রণালী নাই বলিয়া বঙ্গদেশে শিক্ষা কর করা বিশুদ্ধ রাজনীতির অনুমোদিত হইতেছে না।

গবর্ণমেণ্ট দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন; যথেচ্ছাচারী গবর্ণমেণ্টকে রাজস্বসম্বন্ধে নিবারণ করা বৃথা; এপর্য্যন্ত কোন আপত্তি শ্রবণ করা হয় নাই। তদুপরি যখন বিদ্যাদানের শক্ত রহিয়াছে, তখন ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট কখন বিদ্যাশিক্ষার্থ স্থানীয় কর স্থাপন করিবার বিষ[য়ে]
অমত করিবেন না। যদি এই শিক্ষ[া কর]
করা যায়, তথাপি গবর্ণর জেনরল জ[মী]
দারির তহসিল ধরিয়া শতকরা যে ...
স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, ত[াহা]
যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে না। প্রতিবৎ[সর]
সমান আয় হয় না; মৃত্যু, পলায়[ন,]
অসঙ্গতি, দুর্ভিক্ষপ্রভৃতি কারণবশ[তঃ]
সকল বৎসর জমীদারের সমান আয়ে[র ...]
যায় না। এ বিবেচনা না করিয়াও য[দি]
কর করা হয়, ইনকমটাক্সের কষ্ট ও অ[সন্]
তোষকর অনুসন্ধানের সহিত যথেচ্ছা[]
চার ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকের দো[ষ]
স্পর্শ করিবে। জমীদারদিগের আর ...
দোষ থাকুক, তাঁহারা ব্রিটিশ গব[র্ণ]
মেণ্টের স্থায়িত্বের নিরন্তর প্রার্থী। এ[ই]
প্রকারে কর লইলে চিরস্থায়ী বন্দোব[স্ত]
নামমাত্রসার হইবে। ভারতবর্ষীয়ের[া]
করের বিষয়ে স্থানাতিরেক বুঝিতে
পারেন না; যাহা দিতে হইবে তাহ[া]
এক কালে লওয়া হউক এ কথাই সকলে
বলেন। ইনকম টাক্সের দৃষ্টান্ত দেখ। এই
করস্থাপনসময়ে অনেক লোকে এক কালে
প্রয়োজনমত টাকা দিয়া কর হইতে মুক্ত
হইবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বত[ন]
রাজগণ এই প্রকারে আবশ্যকমত
টাকা লইতেন; তাঁহারা অনেক লইতে[ন]
বটে, কিন্তু এক্ষণে নিরন্তর কর আদা[য়]
হওয়াতে যত অসন্তোষ হইতেছে, তাঁহা[দি]
গের সময়ে তত ছিল না। অর্থের প্রয়ো[জন]
হইলে বাদসাহ জমীদারদিগকে ডাকি[য়া]
টাকা চাহিতেন; তাঁহারা চাঁদা করি[য়া]
তাহা দিতেন। ঐ পর্য্যন্ত শেষ হইত।
বর্ত্তমান বার্ত্তাশাস্ত্রে যাহা বলুক না
কেন, এইপ্রকার করই —
দের লোকের বুদ্ধি গম্য। বি[শেষ]
অবস্থায় বিশেষ কর প্রদান
আমাদিগের পক্ষে অতিশয়
কর। অতএব তহশীলের উপা[য়]

পন করিলে জমীদারগণকে গবর্ণ-মেণ্টের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী করা হইবে। ইচ্ছাপূর্ব্বক এক দল ক্ষমতাশালী প্রভু ভক্ত লোককে বিপক্ষ করা বিশুদ্ধ রাজ নীতির অনুমোদিত নহে।

জমীদারের নিকটে শিক্ষাকর গ্রহণ করিলে যাহাদিগের ইষ্টের নিমিত্ত এত চেষ্টা হইতেছে, তাহাদিগেরও অনিষ্ট করা হইবে। জমীদারেরা এমন পাত্র নন যে নিজ তহবিল হইতে এক কপর্দ্দক দেন। যে কোন উপায়ে হউক, প্রজার স্কন্ধেই অবাধ্য আরোপণ করিবেন। ইনকম টাক্সই নিদর্শন। উহাতে প্রদর্শন করিয়াছে, জমীদার নিজের লাভ কিছু-তেই ছাড়েন না। অদ্যাপিও মেদনীপুর, বর্দ্ধমান ও মুরশিদাবাদের কোন কোন জমীদারিতে ইনকম টাক্সের নাম করিয়া জমীদারেরা টাকা লইতেছেন। জমীদারী ডাক জমীদারদিগের উপার্জ্জনের একটা প্রশস্ত পথ হইয়াছে। জমীদারেরা ঐ নামে প্রজার নিকট হইতে কিছু কিছু করিয়া লইতেছেন। যতই কর স্থাপিত করা না কেন, জমীদারকে কিছুতেই স্পর্শ করিতে পারিবে না। যেসকল জমীদার ... স্থাপন করিয়া বাহবা লইতেছেন, তাঁহারা কোথা হইতে এই ব্যয় চালান? ভার কৃষকের স্কন্ধে, প্রশংসা জমীদারের। ফলতঃ বর্ত্তমান অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট কিছুতেই জমীদারকে ধরিয়া ফেলিতে পারিবেন না। গবর্ণমেণ্ট ভাবিতেছেন কৃষকেরা শিক্ষিত হইলে আপন আপন স্বত্ব বুঝিবে এবং জমীদারের অত্যাচার থাকিবে না। এটী শুনিতে যেমন, কাজে তেমন নয়। জমীদারের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; তালুকদিগের কথা দূরে থাকুক, যেসকল জমীদার ধনী ও কৃতবিদ্য, তাহাদিগকেও ... দিগের অত্যাচারের নিকট অবনত করিতে হইত। অন্য কথা দূরে থাকুক, বঙ্গদেশের কৃতবিদ্যদিগের যাঁহারা দুর্ভাগ্যক্রমে কোন জমীদারের এলাকায় জমী জমা রাখেন, তাঁহারাও সরদনার ভয়ে মস্তক উত্তোলন করিতে সাহস হন না। কৃষকদিগের এরূপ অবস্থাও নয় যে তাহারা আপন আপন সন্তানকে লেখা পড়া শিখাইতে পারে। এ দিগে জমীদারের পাইক বসিয়া খাজনার তাগাদা করিতেছে, ও দিগে ঘরে অন্ন নাই, পুত্রকে ধান কাটিতে পাঠাইলে দুই আনা উপার্জ্জন হয়। এমন অবস্থায় কোন কৃষক স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পুত্রদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিবে? হামডেনের ন্যায় লোক সর্ব্বদা জন্মগ্রহণ করেন না এবং গবর্ণমেণ্ট এমন শিক্ষাও দিতেছেন না যে কৃষকেরা আপনাদিগের স্বত্ব বুঝিয়া জমীদারের অত্যাচার নিবারণে সমর্থ হইবে। এ স্থলে কি কর্ত্তব্য? জমীদারের তহশিলের উপরে কর ধার্য্য কর, আর প্রজার রাজস্বের উপরে কর লও, শেষ ভার কৃষকের স্কন্ধে পতিত হইবে সন্দেহ নাই। ভার পড়িলেই বিদ্যাশিক্ষা তাহাদিগের কণ্টকস্বরূপ জ্ঞান হইবে। এইমাত্র নয়, জমীদারের অত্যাচারের আর একটী পথ পরিষ্কৃত হইবে। তখন কৃষকেরা এই ভাবিবে, ইহার অপেক্ষা আমাদিগের মূর্খ থাকা ভাল ছিল। আমরা ত শিক্ষার্থ কর গ্রহণের এই অনিষ্ট দেখিতেছি, রাজপুরুষেরা অন্ধ হইয়া যদি এ অনিষ্ট দেখিতে না পান, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কৃষকদিগের নিকটে করগ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। যখন পরম্পরাসম্বন্ধে তাহারা অব্যাহতি পাইতেছে না, তখন মধ্য হইতে জমীদারদিগকে অসন্তুষ্ট করা কেন? তাহাদিগের উপকারার্থ এই আরম্ভ হইতেছে, সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাহাদিগের নিকটে কর গ্রহণই ন্যায্য হয়। জমীদারকে মধ্যস্থলে রাখিয়া এই সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য। তাহা করিলে লার্ড কর্ণওয়ালিসের কৃত অঙ্গীকার প্রতিপালিত হইবে। প্রজাদিগের স্বত্ব স্থিরতর হইলে তাহারা আনন্দসহকারে এক টাকার স্থানে আঠার আনা দিতে কাতর হইবে না। যথেষ্ট টাকা উঠিবে, বিদ্যাশিক্ষা হইবে; কাহারও অসন্তোষের কারণ থাকিবে না। প্রতি বৎসর কর বৃদ্ধির ভয় না থাকিলে কৃষক মনোযোগ দিয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধন করিয়া শীঘ্র আপন আপন মূলধন সংগ্রহ করিতে পারিবে। এক্ষণে এক পরগণার মধ্যে যেমন কেবল একমাত্র জমীদার ধনী আছেন, তখন আর সেরূপ থাকিবে না; অর্থ চারিয়া পড়িবে। জমীদারের এখনকার মত আড়ম্বর থাকিবে না বটে; কিন্তু পতিত ভূমি কর্ষণ আরম্ভ করিয়া তাঁহারা নিজের জমীদারির উন্নতি সাধনরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে শিক্ষা করিবেন। তখন জমীদার ও প্রজা উভয়ের সৌহার্দ্দ ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই।

—।০।—

### প্রাপ্ত।

শোণপুরের মেলা।

(গত প্রকাশিতের পর।)

১৪ নং। এটী অতি মনোহর ময়দান, বৃক্ষাদিতে আচ্ছাদিত। ইহার মধ্যে নানাদিক দেশীয় উত্তম মধ্যম ও অধম ত্রিবিধ লোক অবস্থিতি করেন। বড় বড় ধনীরা তাম্বু সামীয়ানা খাটান মধ্যবর্ত্তী লোকেরা অন্য প্রকারে অবস্থান করেন এবং নিকৃষ্টেরা বৃক্ষতলায় অবস্থান করে। স্থানটী অতি বিশাল আম্রবৃক্ষে পরিপূর্ণ, অতিশয় মনোহর, পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন। পাটনা হইতে বড় বড় নবাব, রাজা ও ধনাঢ্য ব্যক্তিরা আসিয়া ভারি ধূম ধাম করেন। প্রত্যেক বড় লোকের আবাসে প্রতি নিয়তই মহা জাঁক জমক হইতে থাকে। বড় বড় লোকের পৃথক্ পৃথক্ বাসস্থানে লোট, নহবৎ, শাহানা, বারবাম, সেপাই, শান্ত্রী প্রভৃতি সুসজ্জিত থাকে। রজনীতে বহুগুচ্ছের

খ হাতার ভিতর মহা সরগরম মজলিস
ঝাড় লাণ্ঠন, দেয়ালগিরিপ্রভৃতিতে বাতী
ঝকমক ঝকমক করিতে থাকে। বাইরা
র তান, মান লয়সংযোগে দর্শকগণের
রেণ করে। বড় বড় মজলিসে বড়
সাহেব পর্য্যন্ত গিয়া আমোদপ্রমোদ
া থাকেন; কিন্তু ঘোঁড় দৌড়ের নাচ
এ দেশীয়েরা যাইতে পান না!!
৫। মিনা বাজার। এ বাজারটী হরিহর
মেলার ভূষণস্বরূপ। হরিহর নাথের
রের নিকট/প্রান্ত প্রায় দুই মাইল
ই বাজারটী দোসারি বসিয়া যায়।
এ সময়ে যে প্রকার বস্ত্র বিক্রয় হইয়া
। বস্তুতঃ দুসারি এরূপ পরি
র বাজার হয়, যে রজনীতে দেখিলে
দার বোধ হয়। কাঁসি পিতলের,
, কাচের, সোণার, রূপার, নানা প্রকার
নাক দ্রব্যের দোকান বসে। বস্ত্র বনাত,
দোশালা, কিংখাপ, জরি, জরদোজীপ্র
কোন বস্তুরই অভাব থাকে না। এমন
ক একটী দোকানে ২০০০০। ৩০০০০
, কোন কোন দোকানে ৫০০০০ হাজার
র সামান সামান্য জিনিস সাজান
। দিবা রাত্রি লোকের এরূপ জনতা
, সাধারণকেও কঠিন হইয়া উঠে। ঠেলা
করিয়া যাইতে হয়। বড় বড় সাহেব
এবং বাবু লোকেরা হস্তী পৃষ্ঠে আরো-
করিয়া দিবা রজনী মিনা বাজারের
। সন্দর্শন করিয়া তৃপ্ত হন। ক্রয় বিক্র
কথা কি বলিব।
৬। এই স্থলে শ্রেণীবদ্ধরূপে ঘোড়ার
াবের দোকান সাজান থাকে। ইংরাজী
হানী, লাহরী, দক্ষিণী, নানা দেশের
জিনাপোষ সাজ, লাগাম, চাবুক, কোড়া
করিয়া সমস্ত দ্রব্য পাওয়া যায়।
৭। এখানে হস্তীর নানারূপ পরিচ্ছদ
স্বরণ ও গিলটি করা কাঁচের, কাঠের,
র ও অন্যান্য বস্তুর নানাপ্রকার হাওদা
য় হইয়া থাকে।
৮। এই স্থানে মুদিরা সারি সারি
নত খাদ্য দ্রব্যের দোকান খুলিয়া বসে
, ডাউল, লবণ, আটা, ঘৃত, ছাতু, বুট-

যব গম, কাষ্ঠ ও তরিতরকারিপ্রভৃতি যাব তীয় বস্তু বিক্রয় হইয়া থাকে।

১৯। এ স্থলে এক ধারে মিষ্টান্নবিক্রেতা হালুইকারের শত শত দোকান এবং পাটনা কাশীপ্রভৃতি স্থানের হিন্দুস্থানী শিখ ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি মিঠাইকরেরা নানাবিধ মিষ্টান্নদ্বারা দোকানসকল পরিপূরিত করিয়া রাখে। রাজনীতে ঝাড় লাণ্ঠন দেওয়ালগিরিদ্বারা এমনি দোকানসকল সুসজ্জীভূত করিয়া দেয়, যে, আলোক ও মিষ্টান্ন দেখিয়াই অনেক লোকের উদর পূর্ণ হইয়া যায়। উহার এক দিকে শ্রেণীবদ্ধরূপে মালাকারদের দোকান বসে। নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পদ্বারা ঐ স্থানটী অতি শয় আমোদিত হয়। ভক্তি না থাকিলেও লোকে ঐ গন্ধ প্রাপ্তির আশয়ে হরিহরনাথের মন্দিরপর্য্যন্ত গমনাগমন করিয়া থাকেন।

২০। এই ময়দানটীর মধ্য দিয়া একটী পথ গিয়াছে। সেই পথের কতক দূর পর্য্যন্ত নানাপ্রকার আচার, সন্দেশ, মিঠাই, পুরী, কচুরি, তরকারিপ্রভৃতি হিন্দুদিগের ভোজ্য বস্তুর দোকান সকল সুসজ্জীভূত থাকে। এক এক দোকানে ১০০ এক শত কিম্বা তদধিক প্রকারের আচার পাওয়া যায়। এ প্রদেশে আলু, সিম বেগুন, ওল, পটোল আম্র, লেবু, শাক, পুঁইখাঁড়া, কলা মুলাপ্রভৃতি এমন বস্তু নাই যাহার আচার হয় না।

২১। এই পথের কতক দূর যেমন হিন্দুদের খাদ্য দ্রব্যের দোকান সুসজ্জীভূত থাকে, সেইরূপ মুসলমান পাচকদেরও দোকানসকল খোলা থাকে। এইসকল দোকানে মুসলমান পাচকেরা রুটী বিস্কীট পোলাও কালিয়াপ্রভৃতি নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। দিনমানে না হউক, রজনীতে এইসকল দোকান উইলসন সাহেবের হোটেলের প্রতিনিধিস্বরূপ হয়।

২২। এটী গোরাবাজার। দানাপুর হইতে আগত সৈনিক ও বাদ্যকরদিগের আবাস এবং মল্লক্রীড়া স্থল।

২৩। এটী সোয়ারদের থাকিবার কাঁড়ি। এস্থলে গবর্ণমেণ্টের ইরেগুলার ক্যাভেলরির সওয়ারেরা আড্ডা করে। ইহারা ঘোড়

দৌড়ের মাঠের শোভাসম্পাদন করে,
শান্তিরক্ষার্থ নেপালের নিকটস্থ সিগ
মকছা নি হইতে ২০০ জোয়ান প্রতি ব
মেলায় আসিয়া থাকে। ইহারা এক এক
আপনাদের রণপাণ্ডিত্য ও যুদ্ধকৌশল
ও অশ্বশিক্ষা প্রদর্শন করে। ইহারা
কৌশলে দ্রুতগামী অশ্বকে বসায়
এবং খোঁটা ভূমিতে পুতিয়া বল্লম
দ্রুতগামী অশ্বের পৃষ্ঠ হইতে তুলিয়
এবং ছোট ছোট লেবু রুমালে বাঁ
ভূমিতে ফেলিয়া দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠ
ঠিক দুই ভাগে কাটিয়া ফেলে, সে
দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

২৪। সাহেবদিগের গমনাগমনজন
একটী প্রকাণ্ড পথ প্রস্তুত করা হয়, ত
দুই পার্শ্বে ইংরাজ সওদাগরদের
প্রকার দোকান সুসজ্জীভূত থাকে। খ
পরা ও বিলাসের যাবতীয় বস্তু এই
দোকানে পাওয়া যায়। দেশবিদেশীয় ই
দোকানদারেরা আগমন করিয়া থাকেন

নং ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। এ
গঙ্গা দক্ষিণে প্রবাহিতা, গণ্ডকী পূর্ব্ব
প্রবহমানা, আর সরযু এবং শোণভদ্র স
সহিত মিলিতম স্থিরের নিম্নে মহা
বলিয়া এস্থানের অতিশয় মাহাত্ম্য হইয়া
এখানে লক্ষ লক্ষ হিন্দু অবগাহন ক
আপনাকে পবিত্র জ্ঞান করেন।

---

### বঙ্গীয়দিগের দৈহিক অনুন্নতি।

অদ্য মাদকসেবনের দোষবর্ণনে এ
হওয়া গেল। অতি পূর্ব্ব কালে এ দেশে
সেবনপ্রথা অপ্রচলিত ছিল। তখন
শাস্ত্রকারেরা এবং ধর্ম্মব্যবস্থাপক ও
দেশকেরা ইহার ভূরি ভূরি নিন্দা ও নি
করিতেন। ইহা সেবন করিলে ধর্ম্মে প
হইতে হইবে বলিয়া ভয়প্রদর্শন করিতে
সুতরাং এই ভয়ে অনেকেই ইহাতে বি
হইতেন। তখন কেহ কোনপ্রকার
দ্রব্য ব্যবহার করিলে জনসমাজে নি
ঘৃণিত ও অনাদৃত হইতেন। এক
অস্পৃশ্যবোধে তাঁহাকে কেহ

চন না। এই জন্য তখন মাদক দ্রব্য
সংখ্যা অল্পমাত্র ছিল। এখন তেমনি
াত হইয়াছে; মাদকসেবীর সংখ্যাই
। যে দিন ই রাজেরা এ দেশের রাজা
ছেন ও ইংরাজী বিদ্যার আলোচনা
আরম্ভ হইয়াছে, সেই দিন অবধি
শে বিলাতী ধরণের সভ্যতাও চলিতে
ম্ভ হইয়াছে। যে পরিমাণে ই রাজী
র আলোচনা বৃদ্ধি হইতেছে, সেই পরি
সুরাদি মাদক দ্রব্য ব্যবহারও বাড়ি
। এখন প্রায় প্রতিপল্লীগ্রামেই
ুকালয়, তাড়িখানা, গাঁজা গুলির
ড়া ও আফিমপ্রভৃতি মাদক দ্রব্যের
ান দেখিতে পাওয়া যায়। সহরের ত
ই নাই। তথায় প্রতি গলিতে ও প্রতি
ার্শ্বে পূর্ব্বোক্ত আড্ডা ও দোকান
বিরাজমান রহিয়াছে। কি ইতর, কি
কি ধনী, কি নির্ধন, কি মূর্খ, কি বিদ্বান্
অনেকেই ইহার সেবক হইয়াছেন।
র ও লজ্জার কথা কি কহিব, এ দেশের
ক অবলারাও এই পথের পথিক হইয়া
। অন্যান্য মাদক দ্রব্যের অপেক্ষা সুরাই
ক প্রচলিত। অনেক ভদ্র নামধারী মহা-
এই পথের প্রদর্শক ও আদর্শস্বরূপ
ছেন। মাদক দ্রব্যের এমনি গুণ যে,
পরিমাণে সেবন করিলে চিত্তসন্তোষ
না। ইহার পরিমাণ দিন দিন বাড়িয়া
, ইহার স্পৃহা ও আশা ক্রমশই বৃদ্ধি
তে থাকে। ইহার এমনি মোহিনী শক্তি
এক বার ইহার রসাস্বাদন করিলে প্রায়
জীবন ভুলিতে পারা যায় না। ইহা এক
র মায়াজাল; ইহাতে এক বার পতিত
প্ত হইলে উদ্ধার হওয়া কঠিন। অনেক
ম পণ্ডিত ও সুবিজ্ঞ সুচিকিৎসক স্বর-
গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন, মাদক দ্রব্য
ন বুদ্ধি ভ্রষ্ট ও কলুষিত হয়; হিতাহিত
চনা থাকে না; নানাপ্রকার দুষ্কর্ম্মে
ত্তি জন্মে; স্মরণশক্তিপ্রভৃতি মানসিক
সকল নিস্তেজ হইতে থাকে; নানা
র উৎকট পীড়া জন্মিবার বিলক্ষণ সম্ভা
আছে। ...র দিন দিন শীর্ণ ও অক-

র্ম্মণ্য হইতে থাকে; পরমায়ুর হ্রাস হয়; কোনপ্রকার পীড়া জন্মিলে সত্বর আরোগ্য লাভ করা দুরূহ হয়; বরং অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হইবারই সমধিক সম্ভাবনা। কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক কহিয়াছেন, সুরাদি মাদক দ্রব্য সেবন করা ও স্বহস্তে স্বীয় কবর খনন করা উভয়ই তুল্য। কোন শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, অগ্নিপ্রবেশ, জলমজ্জন, বিষপান ও উদ্বন্ধনদ্বারা প্রাণত্যাগ করা যেরূপ পাপ ও দোষের হেতু, মদ্যাদিসেবনও সেইরূপ পাপ ও দোষাবহ। উভয়ই ধর্ম্ম ও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। কেহ কেহ কহেন, মাদকসেবনে মনের স্ফূর্ত্তি ও আনন্দবৃদ্ধি এবং কল্পনা ও বক্তৃতাশক্তির প্রবলতা হয়; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে সে আমোদাদি অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অল্পকাল মাত্রস্থায়ী আমোদাদির জন্য ঈশ্বরদত্ত অমূল্য ধন যে জ্ঞান তাহাকে বিষতুল্য মাদক দ্বারা বিনষ্ট করা কি বিজ্ঞোচিত কার্য্য? অনেকেই জানেন, মাদক সেবন করিয়া মানুষ পশুবৎ ব্যবহারে রত হয়। কখন কখন রোগ বিশেষে অল্প পরিমাণে মাদকসেবনে উপকার হয় সত্য; তাহা বলিয়া মাদক সেবন প্রশংসনীয় ও কর্ত্তব্য বলিয়া আদরণীয় হইতে পারে না। রোগবিশেষে সর্প বধেও উপকার দর্শে, তাহা বলিয়া কি সর্পবিষ সেবনীয় হইবে? কি পরিতাপের বিষয়! এ দেশে অনেকেই এই গরলতুল্য মাদকসেবনে রত হইয়াছেন। এখন বঙ্গদেশে সুরানদী প্রবল বেগে প্রবাহিত। ইহার স্রোতে কত শত লোকের ঘর-বাটী ভাসিয়া যাইতেছে ও কত ধনীলোক নির্ধন ও নানাপ্রকার বিপদগ্রস্ত হইতেছেন!!!

—:০:—

## বিবিধসংবাদ।

২৭ শ্রাবণ সোমবার।

ডবটন কালেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র এন, এ, মেগুস সাহেব লণ্ডনের বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাসভার নিকট ডি, সি, এল উপাধি পাইয়াছেন; মেগুস সাহেব এক জন বারিষ্টর। ইনি আফিসে ফিরিঙ্গি এবং কসাইটোলায় নীলামকারী মেগুস সাহেবের পুত্র। তাঁহার এক ভ্রাতা সিবিলিয়ান হইয়াছেন।

সম্প্রতি মান্দ্রাজের প্রধানতম বিচারালয়ে ধর্ম্মপরিবর্ত্তের সহিত সম্পত্তির প্রত্যর্পণবিষয়ের এক মকদ্দমার বিচার হইয়াছে। এক ব্যক্তি হিন্দু ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়া এক জন মুসলমান স্ত্রীলোককে বিবাহ করেন। পরে তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনর্ব্বার হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিয়া হিন্দুপত্নী গ্রহণ করাতে পূর্ব্ব স্ত্রীর বিচারকর্ত্তা তাহাকে দণ্ড দেন। কিন্তু প্রধানতম

বিচারালয় বলিয়াছেন, হিন্দু ধর্ম্মে যখন ব...
বাহের নিষেধ নাই এবং যখন ঐ ব্যক্তি
ধর্ম্ম পুনরায় গ্রহণ করিয়া এক স্ত্রী থা...
আন্তর গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার
হইতে পারে না। মেইন সাহেবের খৃষ্টীয়...
দের বিবাহবিষয়ক আইন দুমুখ তলবাই ...

মালবে অহিফেনের চাস এত লাভকর...
য়াছে যে, অনেক লোকে অন্য চাস ত্যাগ ...
য়াছে।

সম্প্রতি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট রেইল...
হিসাবে ১০,০০০ টাকা ব্যয় করিবার অ...
দেওয়াতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বলিয়া...
তাঁহাদিগের মত না লইয়া এই ব্যয় করা অ...
হইয়াছে। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বলেন, তাঁহার ...
করিবার ক্ষমতা আছে বিবাদ এখনও ...
তেছে। এই প্রদেশীয় স্বতন্ত্র রাজস্বপ্র...
করিবার আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিতে...

কাশীর কালেজের কর্ত্তৃপক্ষ আজ্ঞা দি...
ভদ্রতা শিক্ষকদিগের সন্তানগণ বিনা বে...
তথায় পাঠ করিতে পারিবেন। যথালাভ...

অযোধ্যার করসংক্রান্ত বিল বিধিবদ্ধ ...
য়াছে। এটীতে দখলী স্বত্ব স্বীকার ...
হয় নাই। করবৃদ্ধির যসকল ব্য...
রাখা হইয়াছে, তাহাতে কোন ব্যক্তিরই ...
বাস্তব স্থায়িত্বের উপরে বিশ্বাস নাই। ...
লরেন্স কৃষকদিগের বন্ধু; কিন্তু তিনি ...
সেই কৃষকদিগেরই শত্রু হইয়া দাড়াইলেন...

দেওয়ানী আদালত সমূহের ন্যায় বে...
আফিসসকল পূজার সময়ে বন্ধ করা উচি...
না, এইনিমিত্ত রেজিষ্টার জেনরল সা...
রেজিষ্টার ও সবরেজিষ্টারের মত চাহিয়া...
রেজিষ্টরির সময় অল্প, অতএব আমরা ...
কল আফিস ১০।১২ দিনের অধিক বন্ধ ...
অনুচিত বিবেচনা করি।

দমদমার পুলিসের সহিত গাড়োয়ান...
বিবাদ চলিতেছে। গাড়োয়ানেরা একব...
প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, পুলিস কর্ম্মচারীদি...
কখন গাড়িতে লইবে না। বোধ হয় কিছু ...
আছে।

আমরা ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট ও রা...
বিভাগের কমিসনরকে জানাইতেছি গে...
ও মুগময় রক্ষক নামক দুই ব্যক্তি পাঁচ ...
অধিক কাল হইল দমদমার জেলে হা...
আছে। একটি হত্যা হওয়াতে এই দুই ব্য...
সন্দেহ করা হয়, কিন্তু পুলিস এপর্য্যন্ত ...
বিশেষ প্রমাণ বাহির করিতে পারেন ...
এত কাল হাজতে রাখা অতিশয় অন্যা...

হিন্দুপেট্রিয়ট বলেন সম্প্রতি রাজধানী...
দের কমিসনরের বাটীতে ২৪ পরগণার ...
দার কৃষক ও মিশনারিদিগের যে সভ...
তাহাতে কৃষকেরা জমীদারদিগের অত্যা...
কোন কথাই বলে নাই, তাহারা এবং...
দায় হইতে মুক্ত হইবার প্রার্থনা করে। ...
পূর্ব্বে জমীদারগণ মুক্ত না হইলে তাহাদি...
প্রার্থনা পরিপূর্ণ করা হইতে পারে না ...
সাহেব এই আশা দেন নাই।

উক্ত পত্রে বর্দ্ধমানের প্রতিনিধি ক...
সি, এচ, কাবেল সাহেবের এক পত্র প্রক...

ক। এই পত্র দ্বারা কাবেল সাহেব গবর্ণ-
ক জানাইয়াছেন বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত
কর বৃদ্ধি করা বিধেয় নহে। কাশী প্রভৃতি
জমীদারেরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এই কর দিতে
বটে, কিন্তু তথায় জমীদারদিগের অতি
; সামান্য জমীদারী আছে মাত্র। বিদ্যা
দ্বারা তাঁহাদিগেরই উপকার হইয়াছে।
জমায় না লইয়া হস্ত বুদের উপরে কর
তাঁহার মতে অতিশয় অন্যায়। তিনি
ছেন সকল স্থানে লোকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক
লয় স্থাপন করিতেছেন। এগুলির উৎ
দিলেই যথেষ্ট হইবে, সাধারণ মতই
ভূমির উপর কর স্থাপন করিলে প্রশি
নায় বিদ্যা শিক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য এমত
না করিলে চলিবে না। ব্রিটিশ নামে
হইবে; জমীদারেরা অসন্তুষ্ট হইবেন,
দিগের কষ্ট বাড়িবে, অথচ বিদ্যা
হইবে না। সর জন লরেন্স এ চেষ্টা
করুন।

২৮ এ শ্রাবণ মঙ্গলবার।

ত বৎসর ৬৯ খানি জাহাজ কলিকাতায়
বার সময়ে ডুবিতে লাগে, গবর্ণমেণ্ট এবিষ
অনুসন্ধান করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। কলি
বন্দর থাকিতে এ ঘটনা ভুনি বার।

ত্তকল্য একশেছগৃহে নিম্নলিখিত টাকার
ফেন বিক্রীত হইয়াছে:—

| | প্রতিসিন্দুক | সিন্দুক | মোট টাকা |
|---|---|---|---|
| ...কারের | ২,৩০০ | ১৪০৮৬১৫ | ৩২,৪০,২৫০ |
| ...শীর | ১৭০০ | ১৩৮১৬/৫ | ২৩৪৯৩০০ |

সি সাহেব যে অনুমান করেন, তদপেক্ষা
অহিফেন বিক্রীত হইতেছে। ইহাতে
বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট
লের হন, অগ্রে ব্যয় করিয়া বসিয়া থাকি

প্রতি প্রধানতম বিচারলয়ের আদিমবিভা
য আপীলের বিচার প্রধান বিচারপতি,
পতি মাকফাসন, মার্কবি, ফুই, জাকসন ও
নাথ মিত্রের নিকটে হইতেছিল, তাহাতে
গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা হইয়াছে। ১৮
দের ২৪০ ধারা লইয়া এই প্রশ্ন উত্থিত
যদি এক জন ডিক্রীদার কোন সম্পত্তি
ক করেন, আর অধিকারী সেই সম্পত্তি
ক বিক্রয় করেন, বিক্রয় এক কালে সকল
নের পক্ষে অথবা কেবল ক্রোককারী
দারের পক্ষে অসিদ্ধ হইবে? বিচারপতি
মাংসা করিয়াছেন; ইহাতে কেবল ক্রোক
কারীর স্বত্বহানি হইবে না। অতঃপর অন্য কেহ ক্রোক করিলে ক্রেতা সে টাকা দিয়া সম্পত্তি রক্ষা করিতে বাধিত হবেন। ইহাতে ধূর্ত্ততার প্রশ্রয় দেওয়া হইল। দুই লক্ষ টাকার সম্পত্তি রক্ষার্থ এক জন আপনার এক আত্মীয়ের ১০,০০০ টাকার এক ডিক্রী জারি করাইয়া সম্পত্তি ক্রোক দিয়া বিনামীতে বিক্রয় করিবেন। ক্রোককারীর টাকা দিলেই অন্য কোন মহাজন আর ঐ সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হইবেন না।

পিল্লীগেজেট বলেন, বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবানুসারে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, একান্নভুক্ত পরিবারের সকলের আয়সমষ্টি করিয়া তদুপরি লাইসেন্স কর লওয়া হইবে। চুপাপুঁটি না এড়ায়।

সম্প্রতি আগরায় এক জন দুশ্চরিত্র ধন স্ত্রীলোক হত হওয়াতে এক ব্যক্তি এই বলিয়া পুলিষের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, আমি হত্যা করি নাই; কিন্তু আমাকে অবশ্যই সন্দেহ করা হইবে বলিয়া অগ্রে ধরা দিলাম। এ লোকটী কাজের বটে।

জবলপুরের নিকটস্থ ব্রজরাজ গড়ের এক স্থানে উত্তম লৌহের খনি বাহির হইয়াছে।

গত কল্য প্রধানতম বিচারালয়ের সপ্তম ফৌজদারি সেসিয়ন আরম্ভ হইয়াছে। বিচারপতি নর্ম্মাণ। লেপ্টনাণ্ট এল ড আত্মদোষ স্বীকার করেন; কিন্তু তাঁহার বারিষ্টর ব্রাণ্সন সাহেব তাঁহার জাতি, পদ ও চরিত্রপ্রভৃতির উল্লেখ করিয় বিচারালয়ের নিকটে ক্ষমাপ্রার্থনা করাতে বিচারপতি তাঁহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত দুই বৎসর মেয়াদ দিয়াছেন। হিসাব করিলে যথেষ্ট হইয়াছে।

ডেলিনিউস বলেন সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে একটী দুর্ঘটনা হইয়া ৬ জন হত হইয়াছেন, দুই জনের জীবনসংশয়। নারায়ণ গঞ্জের নিকটে পর্ব্বত উড়াইয়া দিবার সময়ে এই শোচনীয় ঘটনা হইয়াছে। হত ও আহত দিগের সকলেই ভারতবর্ষীয়। যম ভারতবর্ষীয় দিগকে লইবার নিমিত্ত নানা দ্বার খুলিয়াছেন।

কলিকাতা ও উপনগরে হত্যার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ঠনঠনিয়ার বুড়া বেশ্যার হত্যাকারিগণ ধৃত হইল না। ডেলিনিউসে দৃষ্ট হইল, চিৎপুরের এক ব্যক্তি এক বৃদ্ধ বেশ্যার অলঙ্কারের লোভে তাহাকে মাতৃসম্বোধন করিত। কিন্তু বেশ্যাটী শীঘ্র প্রাণ ত্যাগ না করাতে সে গত শুক্রবার রাত্রিতে তাহাকে বধ করিবার চেষ্টা পায়। বেশ্যা
ঘোষ করাতে এই দুরাত্মা পলায়ন ক
কিন্তু পুলিষ শীঘ্র তাহাকে ধৃত করি
বেশ্যাটির গলায় কিয়দংশ কাটিয়াছে মাত্র

২৯ এ শ্রাবণ বুধবার।

১৩ ই আগষ্ট লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর মু
উপনীত হইবেন। তৎপরে পাটনা, জুরুই
মান হইয়া ২৯ এ অথবা ৩০ এ কলিকা
প্রত্যাগমন করিবেন।

জানুয়ারি অবধি ৭ ই আগষ্টপর্য্যন্ত ৫
ইঞ্চ বৃষ্টি হইয়াছে। গত ১৪ বৎসরে এই
মধ্যে গড়ে ৩৯.৯৯ ইঞ্চ জল হইয়াি
কল্য রাত্রি অবধি নিরন্তর বৃষ্টি পড়িতেছে
কাতার অধিকাংশ রাস্তায় দেড়হস্ত জল
ইয়াছিল। মফস্বলে পুনরায় বন্যা হইবার
লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

আগামী সেপ্টম্বর মাসে সর হেনরি
পীড়ানিবন্ধন তিন মাসের বিদায় লইয়া ই
যাইবেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি কর্ণেল নর্ম্মাণ তাঁহার প্রতিনিধি
বেন। সর জন লরেন্স নিজে ১ লা জানুয়া
এ দেশ ত্যাগ করিবেন।

সর রবার্ট নেপিয়র "লার্ড নেপিয়র অব
দালা" উপাধি পাইয়াছেন। এরূপ জন
তিনি সর উইলিয়ম মানসফিলডের পদে
সেনাপতি হইবেন। কেহ কেহ তাঁহাকে
জেনরলের পদ দিতেছেন। প্রধান সে
হউন, তাহাতে আমরা নিরানন্দ নহি;
কোন ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারী যেন গবর্ণর
না হন।

সোমবার রাত্রিতে কাপ্তেন হেনরি
জেলে মৃত্যু হইয়াছে। পাঠকবর্গের
থাকিবে, আলবার্ট হেপার নামক এক ব্য
বধ করিবার চেষ্টা পাওয়াতে এ ব্যক্তির
মেয়াদ হইয়াছিল। এ ব্যক্তি এক জন
মনুষ্য ছিল। যেমন আকৃতি, প্রকৃতিও
করণারের অনুসন্ধানে উদরাময়
মৃত্যুর কারণ স্থির হইয়াছে। এই অনু
একটী অতিশয় সুখকর বিষয় প্রকাশি
য়াছে। প্রেসিডেন্সি জেলের ৯৯০ জন
শীয় ও ১৩৮ জন ইউরোপীয় কয়েদির মধ্যে
তিন মাসের মধ্যে এই এক জনের মৃত্যু

ইণ্ডিয়া টাইমস বলেন, সিন্ধুর রা
হায়দরাবাদে একটী বাতুলালয়ের জন
কৌয়াসজি জাহাঙ্গির ৫০,০০০ টাকা
করিয়াছেন।

এক জন বেশ্যার একটী কন্যা হওয়াতে
রীতিমত রেজিষ্টরকে সংবাদ দেয় নাই।
লক্ষ পা ত্রাওয়ালা তাহাকে পুলিসের ভয়
ন করিয়া ৪ টাকা উৎকোচ লওয়াতে
রপতি নর্ম্মান তাহার দুই বৎসর মেয়াদ
ছেন। টাকার পরিমাণে আর দুই বৎসর
হইলে ভাল হইত।

ার ও দস্যুপ্রভৃতি ধরিবার নিমিত্ত কলিকা
পুলিসে এক দল প্রহরী নিযুক্ত হইয়াছে।
আনন্দের বিষয়। কিন্তু ঐ দলের মধ্যে
ক এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারী রাখা আবশ্যক।
দলের শীর্ষস্থানে যেন কেষ্টনানপ্রকৃতির
কে নিযুক্ত করা না হয়।

মান্দ্রাজের ডাক্তর শর্ট সর্পদষ্ট ব্যক্তিদিগের
তালিকা করিয়া বলিয়াছেন, ১৮৬৬ অব্দে
জ প্রেসিডেন্সিতে ১৮৯০ জন লোক
াতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, ইহার মধ্যে
মান্দ্রাজেই ৫৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে।
ন শর্ট বলেন, অন্য অন্য রোগের ন্যায় সর্প
বিস্তর লোকে প্রাণত্যাগ করেন, কেবল
সংগ্রহ করা হয় না বলিয়াই সর্ব্বসাধারণে
মনোযোগী হন না। সিন্ধুতে প্রতিবৎসর
২০০০ লোকের ইহাতে মৃত্যু হয়। ওলা
ন্যায় এ রোগের প্রকৃত ঔষধ আবিষ্কৃত
ছে না, এটী অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

রাজকুমার আলফ্রেড নিশ্চয় এ দেশ দর্শন
তেছেন। কয়েক বৎসরাবধি ইউরোপীয়
দিগের সংখ্যাবৃদ্ধি হইতেছে। রাজবংশের
এ দেশ দর্শন করেন, এটি প্রার্থনীয়।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, ২৪ পরগনার
সুপরিন্টেণ্ডেন্ট বাবু নারায়ণদীন তেওয়া
প্রথম শ্রেণির ইনস্পেক্টরের পদে নিয়ো
করিয়াছেন। ইহঁার তুল্য পুলিষ কার্য্য
ব্যক্তি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। এপ্রকার
কের উন্নতি হইলে সকলেই আনন্দিত হন।

প্রধান বিচারপতির সহিত বিচারপতি জাক
অন্য অন্য জজের পূজার ছুটি লইয়া পুন
মতভেদ হইয়াছে। সর বার্নেস পিকক দুই
পরিবর্ত্তে এক মাস বন্ধ দিতেছেন। অন্য
বিচারপতি ইহাতে আপত্তি করিতেছেন।
ত অল্প হয় সেই ভাল।

ায় প্রতিবারের কলিকাতা গেজেটে
ত পাওয়া যায়, পূর্ব্ব সপ্তাহে কাহাকে
স্থানে নিযুক্ত করা হইয়াছিল বর্ত্তমান
আবার সেই নিয়োগ রহিত করা হইল।
য়ের বন্দ্যোপাধ্যায় সংকোপাধ্যার বিচারের

মত না কি? এক বার ডিক্রী, আবার প্রত্যর্থীর
অনুরোধে ডিস্মিস হইতেছে!

গত বৎসর সমুদায় ভারতবর্ষের নয় কোটি
টাকার নোটের মধ্যে এক খানিও জাল হয়
নাই। আহ্লাদের কথা।

৩০ এ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার।

নূতন ষ্টাম্প আইনে সুবিধা অথবা অসু-
বিধা হইয়াছে এবিষয়ে গবর্ণর জেনরল স্থানীয়
গবর্ণমেণ্ট, বিভাগীয় কমিসনর এবং যাবতীয়
এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় বিচারপতির
মত জিজ্ঞাসা করেন। আমরা অবগত হইলাম
কয়েক জন নিয়মবহির্ভূত কর্ম্মচারিভিন্ন আর
প্রায় সকলেই ইহাকে দরিদ্রপীড়নকারী আইন
বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এক জন প্রধান
সদর আমীন বলেন, এ আইন হওয়াতে মকদ্দমা
প্রিয় ধনবান ধূর্ত্তদিগের মকদ্দমা বন্ধ হয় নাই,
তাহারা আরো সুবিধা পাইয়াছে। দরিদ্রেরাই
ষ্টাম্পের মূল্য সংগ্রহ করিতে না পারিয়া
ন্যায় হইতে বঞ্চিত হইতেছে সুবিধার
মধ্যে মকদ্দমার সংখ্যা কমাতে বিচারপতিদি
গের অনেক অবসর হইয়াছে।

স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয় লইয়া মান্দ্রাজের শিক্ষা
বিভাগের ডিরেক্টরের সহিত গবর্ণরের মতভেদ
হইয়াছে। ডিরেক্টর বলেন, অন্য জাতিকে ভদ্র
বংশীয় স্ত্রীলোকের সহিত অধ্যয়ন করিতে দিলে
ছাত্রী পাওয়া যাইবে না। কিন্তু গবর্ণর জাতি
ভেদ করিতে অসম্মত হইয়াছেন। সময় ও
সমাজের অবস্থা বুঝিয়া কাজ করাই কর্ত্তব্য।

সর রিচার্ড টেম্পল একটী উত্তম কাজ করি
তেছেন। প্রতি জেলায় এক একটী সেবিঙ
ব্যাঙ্ক হইতেছে। এইসকল ব্যাঙ্কের অধি
স্বরূপ কয়েক জন ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয়
ভদ্র লোককে নিযুক্ত করা হইবে। যাঁহারা জমা
দিবেন, তাঁহাদিগকে শতকরা ৫ টাকা সুদ
দেওয়া হইবে। এক বৎসর ১০০০ এবং সর্ব্ব
শুদ্ধ ২৫০০ টাকার অধিক কাহাকেও জমা
দিতে দেওয়া হইবে না। এই টাকা মধ্যে মধ্যে
কৃষকদিগকে অল্প সুদে ধার দেওয়া হইবে।
ক্রমশঃ যাবতীয় উপবিভাগে এইপ্রকার সেবিঙ
ব্যাঙ্ক হইবে। যেখানে ব্যাঙ্কের শাখা আছে
সেখানে তাহাকেই সেবিঙব্যাঙ্ক করা হইবে।
আমরা এই বন্দোবস্তে অতিশয় মঙ্গল দেখি
তেছি। মহাজনদিগের সর্ব্বগ্রাস বন্ধ হইলে
কৃষকদিগের যথার্থ উন্নতি হইবে।

কিকোড় হইতে সংবাদ আসিয়াছে, তত্রত্য
অধিকাংশ বিদ্রোহী শাসিত হইয়াছে। বিদ্রো-
হীরা দেওয়ানকে বধ করিয়া বনে পলায়ন

করিয়াছে। পুলিষ ও মান্দ্রাজী সিপাহীরা
যাবতীয় পল্লী গ্রামে গিয়া দুষ্টেষ্টিত ব্যক্তি
গকে দমন করিতেছে। যেসকল সর্দ্দার
পলায়ন করিয়াছেন, তাঁহারা অধীনতা স্বী
সম্মত হইয়াছেন।

যে দুই ব্যক্তি ঠনঠনিয়ার মুক্তা
হত্যাকারী বলিয়া ধৃত হয়, করণার তাঁহাদি
ছাড়িয়া দিয়াছেন। সম্প্রতি উভয়ের যে
প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহার যে রক্ষা হইল
আমাদিগের আহ্লাদের বিষয়।

অষ্ট্রেলিয়া হইতে বিস্তর লোফার আ
গিয়াছে। তত্রত্য ইংরাজ অধিবাসীরা
গকে বহিষ্কৃত করিবার চেষ্টায় আছেন।
দেখিতেছি, লোফারদিগকে বলপূর্ব্বক
দাসদিগের ন্যায় খাটাইয়া আহার
হইবে।

৩১ এ শ্রাবণ শুক্রবার।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম,
আটর্ণী বাবু গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের
হইয়াছে। ইনি এক জন উপযুক্ত লোক ছি
ইহঁার নিত্য অনেক সৎ ব্যয় ছিল।
অন্নদান করিতেন।

গিজনি জাকুব আলি খাঁর হস্তগত হই
নগরের লোকেরা তাঁহাকে দ্বার
দিয়াছে। বোখারার রাজা বণিকদিগের
৫০,০০০ মোহর কর্জ্জ করিয়া পুনর্ব্বার
দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইয়া
রুশীয়েরা বোখারার নিকটে আসিয়া
যুদ্ধের পর অবধি রাজার দেখা নাই।

গণ্ডকী নদী প্লাবিত হইয়া বেতিয়া
অবধি লালগঞ্জপর্য্যন্ত জলমগ্ন হইয়াছে।

পিয়নিয়র বলেন, নবেম্বরের প্রারম্ভে
রার প্রধানতম বিচারালয় আলাহাবাদে
আসিবে। সকল বন্দোবস্ত না হইলে
বিচারপতি আসিবেন না। তিনি ও আর
বিচারপতি আরও ৩।৪ মাস থাকিবেন।

গেজেটে পান্থবিদিগের পাথেয়ের
প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহারা নিজের
হইতে ৭॥ ক্রোশ দূরে গেলে সামান্য
প্রতি মাইলে বার আনা এবং রেলওয়েতে
মাইলে তিন আনা পাথেয় পাইবেন। চা
দিগকে শ্রেণিবদ্ধ করিয়া সিবিলিয়ান
ন্যায় বেতন দেওয়া কর্ত্তব্য। যাবতীয়
উপবিভাগে এক একটী গির্জ্জা হউক। ইংর
আমাদিগের পূর্ব্বতন রাজাদিগকে এই
নিন্দা করেন তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগকে
টাকা দিতেন। আমাদিগের বর্ত্তমান

বদেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন ও দান
স নিন্দার পথ বন্ধ করিয়া দিলেন।
শনাল পেপার বলেন, বাবু প্রসন্নকুমার
ক্রমশঃ আরোগ্যলাভ করিতেছেন।
মূলাজোড়ে একটী সংস্কৃত বিদ্যালয় করি
নিমিত্ত ৫০,০০০ টাকা দিয়াছেন।
কায় বাটী হইবে। মূলাজোড় তালুকের
য় হইতে বিদ্যালয়ের ব্যয় চলিবে।

৩২ এ শ্রাবণ শনিবার।

নগিহাটাতে ভারতবর্ষীয় সভার ক্রয়করা
ছ; মূল্য ৪০,০০০ টাকা। বাটীর নীচের
র হরিশ পুস্তকালয় এবং উপরে ভারতব
ভা হইবে; বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামনাথ
ও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং রাজা সত্য
ঘোষাল বাটীর অছি হইতেছেন। যদি
ভারতবর্ষীয় সভা উঠিয়া যায়, আর ঐ
উদ্দেশে কোন সভা প্রতিষ্ঠিত হয়,
ভাকে এই বাটী দেওয়া হইবে। কিন্তু
ৎসরের মধ্যে এ সভা না হইলে অছিরা
ভাড়া দিয়া সেই টাকা সাধারণের হিত
কার্য্যে ব্যয় করিবেন। হরিশ পুস্তকালয়
র থাকিবে। ভারতবর্ষীয় সভা চিরস্থায়ী
হাই সকলের প্রার্থনীয়।

ই আগষ্ট বোম্বাই ব্যাঙ্ক কমিসনের সম্মুখে
দ রায়চাঁদের জবানবন্দি হইয়াছে।
লালের জবানবন্দিতে বোম্বাই ব্যাঙ্কের
জন ডিরেক্টরের অনেক গুণ প্রকাশিত
ছে। প্রেমচাঁদ প্রায় যাবতীয় ব্যাঙ্ক ও
ষ্টক কোম্পানির সৃষ্টিকর্ত্তা ছিলেন স্বীকার
ছেন। তিনি প্রথমতঃ সামান্য খতে লক্ষ
টাকা ধার দিবার প্রথা প্রচারিত করেন।
ইর শেয়ার অংশ ক্রয় বিক্রয় করিতেন।
াঁদের নামে টাকা দিয়া সেই টাকা আপ
নিয়ে লইতেন। সর চারলস জাক্‌সন প্রেম
আপাততঃ বোম্বাই ত্যাগ করিতে নিষেধ
ছেন। এবার যদি দুশ্চরিত্র ধূর্ত্তদিগের দণ্ড
, তাহা হইলে কমিসন বসাইবার উদ্দেশ্য
হইবে। শেয়ার, স্কট ও ট্রেসি সাহেব
য়?

—:০:—

## ইউরোপীয় সমাচার।

ণ্ডন ৭ই আগষ্ট। গতকল্য আলডরশটে
দিগের রণকৌশল দর্শন করিবার সময়ে
বাট নেপিয়র উপস্থিত ছিলেন।
রাজ্ঞী সুইটজরলণ্ডে থাকিতেছেন। তিনি
সে উপনীত হইয়াছেন। ফরাশী রাজধা
অবস্থানকালে রাজ্ঞী ইউজিনি তাঁহার
সাক্ষাৎ করিয়াছেন।
রণ বন বিউষ্ট সম্প্রতি এক বক্তৃতা
বলিয়াছেন, ইউরোপ মহাখণ্ডের ভাব
সূচক।
ালটা ও আলেকজণ্ড্রিয়ার মধ্যস্থিত সমুদ্র
স্থ টেলিগ্রাফ সংস্কৃত হইয়া পুনর্ব্বার
দ গমনাগমন করিতেছে।

আগরাব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ গণ "এ" চিহ্নিত অংশের শতকরা ৮ টাকা লাভ প্রদান করিয়াছেন।

৮ ই আগষ্ট। সর জন লরেন্সের পর আরল মেয় ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল হইবেন, এই জনরব ক্রমশঃ দৃঢ়ীভূত হইতেছে।

মাডষ্টোন সাহেব লাঙ্কেশয়ারের দক্ষিণ বিভাগের প্রতিনিধি মনোনীতকারীদিগের নিকটে এক বক্তৃতা করিয়াছেন। রাডিকাল দলের মতানুসারে কাজ করিবেন তিনি এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

—:০:—

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

### বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

৩ রা আগষ্ট। ডবলিউ, কর্ণেল সাহেব রঙ্গপুরের প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

যত দিন এ. জে, এলিয়ট সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ই. ই. লুইস সাহেব দিনাজপুরের প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

২২ এ জুলাইয়ের গেজেটে কর্ণেল সাহেবের দিনাজপুরে ও লুইস সাহেবের রঙ্গপুরে নিয়োগের যে বিজ্ঞাপন হয় তাহা এতদ্দ্বারা রহিত হইল।

যত দিন লেপ্টেনণ্ট কর্ণেল এ. এচ. পাটর্সন বিশেষ সরকারী কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর থাকিবেন, তত দিন অপরাধী ধৃত করিবার বিভাগের ডেপুটি ইনস্পেক্টর জে. এচ. রেলি সাহেব আপনার কার্য্য ভিন্ন চতুর্থ চক্রবাক্তের পুলিষের প্রতিনিধি ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনরল হইবেন।

যত দিন লেপ্টেনণ্ট এল, লুইস বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন জি. জে, বি. টি ডালটন সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি সহকারী কমিসনর হইবেন।

৫ ই আগষ্ট। ই. এচ. রডক সাহেব চব্বিশ পরগণার মিউনিসিপালিটির সহকারী সভাপতি হইবেন।

নিম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা মালদহের দাতব্য চিকিৎসালয় চালাইবার সভার সভ্য হইবেন।
বাবু রাজকৃষ্ণ সেন।
" যোগেশচন্দ্র মিত্র বি. এ।

২৪ পরগণার প্রতিনিধি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর এফ, ডবলিউ, জে, রিক্স সাহেব ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন ও ১৮৬২ অব্দের (বঙ্গবাং) ৬ আইনের অনুসারী মকদ্দমার আপীল শ্রবণ করিবার ক্ষমতা পাইবেন।

যত দিন জি, লেসি সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ডবলিউ. আর. ব্রণ সাহেব পুরীর প্রতিনিধি পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

টি, এচ, উইকস্ সাহেব বহরমপুরের বিদ্যা শিক্ষা সভার অন্যতর সভ্য হইবেন।

জে, সি, উইলিয়মসন সাহেব
সম্প্রতি বর্দ্ধমানের প্রতিনিধি ডেপুটি
ও ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত করা হয়।
৯ ই জুলাই হুগলীতে যাইবেন।
ময়মনসিংহের অন্তর্গত নসিরাবাদের
রিক্ত মুন্সেফ বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র বি,
মাদারগঞ্জের অতিরিক্ত মুন্সেফ হইবেন।
৭ ই আগষ্ট কালনার ডেপুটি মাজিষ্ট্রে
ডেপুটি কালেক্টর বাবু দ্বারকানাথ দে বর্দ্ধ
মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।
১০ ই আগষ্ট। মুন্সি বনয়ারিলাল চা
মিউনিসিপাল কমিটির অন্যতর সভ্য হইবে
যত দিন এস, ডবলিউ, ফালান সাহেব
লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন প
কালেজের অধ্যাপক এ, ইউহাক্স, সাহেব
এ, নিজের কার্য্য ভিন্ন উত্তর পশ্চিম বিভ
প্রতিনিধি স্কুল ইনস্পেক্টর হইবেন।

—:০:—

আমাদিগের মেদিনীপুরস্থ সং
দাতা লিখিয়াছেন।

পুনরায় অদ্য কয়েক দিবস অল্প অ
হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বত্র সুচা
বৃষ্টি না হওয়াতে কৃষিকার্য্যের সুবিধা
হেছে না।

২। একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র মাধব
নামে ফৌজদারিতে আবার তহবিলঘাটি
নালিস উত্থাপিত হইয়াছে। দেখা যাউক এ
কি হয়। শুনিতে পাই ইহাতে যদি কিছু ন
আরও এক নম্বর রুজু হইবে।

৩। আমলাদিগের বেতনবৃদ্ধি লইয়া এ
চলথুল পড়িয়া গিয়াছে। অত্রত্য জ
মুনসেফের আমলাদিগের ৩০ টাকার স্থলে
৪০ টাকার স্থলে ৪৫ এবং ১০ টাকা
আমলাদিগের ২০ টাকা হইয়াছে। আবা
বৎসরান্তর ২ টাকা করিয়া বাড়িতে থা
যদি গবর্ণমেণ্টের সকল কার্য্যালয়ে এ
বেতনের নিয়ম হয়, তবে বর্ত্তমান সময়ে
এক প্রকার চলিতে পারে।

৪। আমি সাতিশয় দুঃখিত হইয়া
করিতেছি যে, অত্রত্য ইংরাজী বিদ্যা
প্রধান শিক্ষক বিখ্যাত বাবু রাজনারায়
প্রায় ২ বৎসরের অধিক কাল পীড়িত; এ
ছুটীতে আছেন; কিন্তু শুনিলাম ডিরেক্ট
শিপার সাহেব তাঁহাকে কটক হাই স্কুলের
শিক্ষকতাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। মহ
রাজনারায়ণ বাবুর তুল্য বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্
সৎশীল লোক আমরা অল্প দেখিতে
তিনি যদিও ১৫০ টাকা বেতনে মেদি
স্কুলের প্রধান শিক্ষক, তথাপি ইহা

গৌরবের পদ ছিল। কয়েক বার তাঁহার
বৃদ্ধির সহিত স্থানান্তরে উন্নতিও হইয়া
, কিন্তু তিনি এখানকার জল বায়ুর উৎ-
তা জন্য সে উন্নতিতে উপেক্ষা করিয়াছেন।
র্ব এখানে এক এক জন ইংরাজ হেড মাষ্টার
কিতেন এবং তাঁহারা ৩০০ টাকা বেতন পাই
ন। শিংক্লিয়ার সাহেবের পর রাজনারায়ণ
সেই পদে নিযুক্ত হন। কটকের হাই স্কুলের
ীয় শিক্ষকতা ইহাঁর পক্ষে যে অপমানকর
হার আর সন্দেহ নাই। উনি যেরূপ বিদ্বান
ার পক্ষে তথাকার প্রধান শিক্ষকতাই উপ
পদ। তাঁহার এরূপ নিয়োগে আমরা তাঁহারে
র অদৃষ্ট ভিন্ন আর কি বলিতে পারি। বালে
র হেড মাষ্টার বাবু গঙ্গাধর আচার্য্য (যিনি
নে আর্কিসএটিং ছিলেন, তিনিই) মেদিনী
ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইলেন।
। এখানকার হাই স্কুলের কথা, কথামাত্র
, কয়েক হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ
অনরেবল হন হাউস সাহেবকে মনে রাখিয়া
রা ক্ষান্ত হইয়াছি।
৬। মেদিনীপুরের ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষ সুপরিন্টে
ট আডাম সাহেব কিছু দিনের জন্য অবসর
করাতে কাঁথি বিভাগের আসিষ্টাণ্ট
ষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট জনষ্টন সাহেব তাঁহার
র্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। পুলিষ কর্ম্মচারিগণ!
বার সাবধান।

—:•:—

আমাদিগের শ্রীহট্টের সংবাদদাতা
লিখিয়াছেন;—

গত পরশ্ব অত্রত্য সেখঘাট ও নওয়াসড়ক
ন ইংরাজী বিদ্যালয়দ্বয়ের একটী নূতন বন্দো
হইয়া গিয়াছে। স্কুলের ব্যয়সংক্ষেপকরণ
বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য। এতদ্বারা দুই স্কুল
করা হইয়াছে, কিন্তু সমুদায় শ্রেণি এক
ন নীত হয় নাই। প্রথম, দ্বিতীয়, ষষ্ঠ ও
ম শ্রেণি সেখঘাট স্কুলে এবং তৃতীয়,
, পঞ্চম ও সপ্তম শ্রেণী নওয়া সড়ক স্কুলে
। এতদুপলক্ষে তিন জন অতি পরিশ্রমী
দুর্ভাগ্য শিক্ষক পদচ্যুত হইয়াছেন।
২। অত্রত্য নবাগত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট
ম ঈশান বি, এ, উকিল তে এক জন উত্তম
ারক হইবেন, বোধ হয়। তিনি পরীক্ষায়
ীর্ণ হইয়া প্রথমেই এই স্থানে আগমন করি
ছেন; সুতরাং এক্ষণপর্য্যন্ত তাঁহার সকল
বিষয় সম্যক্‌রূপ অভিজ্ঞতা জন্মে নাই। তাঁহাকে
মধ্যে কর্ম্মচারিগণের নিকট কোন কোন

বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে হয়; কিন্তু সকলের
নিকটেই যে তিনি সৎ পরামর্শ পাইবেন, বোধ
হয় না। অতএব আমরা তাঁহাকে সাবধান করি
তেছি, তিনি যেন তাঁহারা যাহা বলেন, তাহাই
গ্রহণ না করেন।

৩। কিছু দিন হইল, পূর্ব্বতন কালেক্টরীর
রিকাডবুকের কোন অংশ জাল করা অপরাধে
দুই জন নকল নবিস ও এক জন মুহুরের কর্ম্ম-
চ্যুত হইয়াছেন।

৪। গত পূর্ব্ব শনিবার একটী উল্কাপাত
হইতে দেখা গিয়াছে।

৫। এখানে ঝুলানের বিলক্ষণ ধূম ধাম
আরম্ভ হইয়াছে। চতুর্দ্দিক গান বাদ্যের ধ্বনিতে
প্রতিধ্বনিত হইতেছে এবং প্রতি রাত্রিতেই
দেবালয় ও বৈঠকখানা সকল দীপমালায়
আলোকিত হইতেছে।

৬। অত্রত্য সাধারণ পুস্তকালয়টীর কার্য্য-
ভার এখানকার নবাবতালার বঙ্গবিদ্যালয়ের
পণ্ডিত মহাশয়ের হস্তে পতিত হইলে আমরা
ভাবিয়াছিলাম, বুঝি ইহার দুর্দ্দশা অন্তর্হিত
হইয়া সৌভাগ্যসূর্য্য পুনরুদিত হইল; কিন্তু
দুঃখচিত্তে প্রকাশ করিতেছি, আমাদিগের সে
আশা ফলবতী হয় নাই। তিনি প্রথম কয়েক
দিবসমাত্র উৎসাহপ্রদর্শন করিয়াছিলেন; সম্প্রতি
নিরুৎসাহ হইয়াছেন। না হইবাই বা কি করি-
বেন, পুস্তকালয়ে ভাল পত্র বা ভাল পুস্তক
নাই; সুতরাং কেবল তাঁহার উৎসাহে কি
হইতে পারে? যাঁহারা দেশের সম্ভ্রান্ত লোক
যাঁহাদিগের হস্তে লাইব্রেরির জীবন মরণের
ভার ন্যস্ত রহিয়াছে, তাঁহারাই সঙ্কীর্ণহস্ত।
সকল বিষয়েই যদি তাঁহাদিগকে এইরূপ ব্যয়
কুণ্ঠ দেখিতাম, আমরা তাদৃশ দুঃখ হইতাম
না। যাত্রা গান কি বাইয়ের নাচের সময়ে ত
অনেকেই মুক্ত মুষ্টি খুলিয়া দেন; কিন্তু ইহার
নামে এক পয়সাও হাতে উঠে না। ইহা লাই
ব্রেরিরই দুর্ভাগ্য। আমাদিগের অধিকতর দুঃখের
বিষয় এই, শ্রীযুক্ত আবদুল কাদের সাহেবের
ন্যায় এক জন শ্রেষ্ঠ জমীদার ও প্রধান ধনী
সেক্রেটারি থাকিতেও ইহাকে অকালে কাল-
গ্রাসে পতিত হইতে হইল।

—:•:—

আমাদিগের কোরহাটীস্থ সংবাদ
দাতা লিখিয়াছেন।

পত্রবাহকের অজ্ঞতানিবন্ধন কাঁচাড়িয়া
পোষ্ট আপিসের পত্রাদি বিলি করার পক্ষে যে
অত্যন্ত অসুবিধা হইয়াছে, তদ্বিষয় আমরা

পুনঃ পুনঃ সংবাদপত্রে লিখিয়া আসিতে
কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কর্তৃপক্ষ তৎপ্রতি কিছু
মনোযোগ করিতেছেন না। কারণ কি, বলি
পারি না। নিকটবর্ত্তী জনগণের পত্রাদি প্র
ও প্রদানবিষয়ে বিশেষ সুবিধা হইবে বলি
গবর্ণমেণ্ট গ্রামে গ্রামে পোষ্ট আপীস সং
নের নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু আপ
ত্রুটিবশতঃ যদি লোকে সে সুবিধা
করিতে অক্ষম হইল, তবে সম্মুখে ডাকঘর
নের ফল কি? এই আপিস হইতে মাসে
যে আয় হয়, তদ্দারাই উল্লিখিত অভাবের
করা যাইতে পারে। অতএব কর্তৃপক্ষের স
আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই, উ
সত্বর পত্রবাহকের সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়া
যথাসময়ে পত্রাদিপ্রাপ্তিবিষয়ে সুবিধা
করুন।
২। নবাবগঞ্জ ষ্টেসনের অধীন এক গ্র
এক ব্যক্তি সমাজসংক্রান্ত বিবাদে আর
ব্যক্তিকে এরূপ প্রহার করে যে, ঐ ব্য
মাথার হাড় ভাঙ্গিয়া যায়। এই প্রহারে
দিন পরে সে জন্মের মত সমাজ পরিত্যাগ ক
মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে। শুনিলাম, প্র
পুলিষ কর্তৃক ধৃত হইয়া মাজিষ্ট্রেটীতে প্রে
হইয়াছে।
৩। অবগত হইলাম, বিক্রমপুরের এক
বিচারক যথাসময়ে বিচারাগারে উপস্থিত
কার্য্যাদি করেন না। কোন দিন ১। ২
সময় কাছারিতে আসিয়া ২। ১ টী মক
নিষ্পত্তি করিয়া চলিয়া যান; কোন কোন
এক কালেই কাছারীতে পদার্পণ করেন
এই বিচারক মহাশয়ের আর আর দোষের
যেরূপ শুনিতে পাই, যদি তাহা সত্য হয়,
হইলে বড়ই খেদের বিষয়। যাহা হউক,
সাবধান হওয়া উচিত।
৪। ইতিপূর্ব্বে যে অনবরত কয়েক দি
হইয়াছিল, তাহাতে জলের অত্যন্ত বৃদ্ধি
এতদঞ্চলের শস্যের অতিশয় ক্ষতি করিয়া

————

আমরা ২৪ পরগণার অন্তঃপা
মগরা হইতে নিম্নলিখিত সংবাদ
প্রাপ্ত হইয়াছি।

১। এত দিনের পর মগরার সৌভাগ্যো
হইবার সম্ভাবনা। ডায়মণ্ডহারবরের
মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু
চন্দ্র কর মহাশয় মফস্বল ভ্রমণকালে এস্থানে
য়াছিলেন। এখানে ইংরাজী বিদ্যা
দেখিয়া উক্ত মহোদয় বহু যত্ন ও পরিশ্রমসহ

…ত ৪০০ টাকা চাঁদায় সংগ্রহ করিয়া মগরা …টির সন্নিহিত এক স্থানে স্কুল ঘরটি প্রস্তুত …তে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। এ বৎসর বর্ষা …ক্ত ঘরটী যে সম্পূর্ণ হয় এ ত সম্ভাবনা দেখা …তেছে না। যদি ছাত্রের অভাবে বিদ্যালয়ের …ন বিশৃঙ্খলা না ঘটে, তাহা হইলে এপ্রদেশে …বাবুর যে একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত …ল, তাহার আর সন্দেহ নাই।

২। এ অঞ্চলে বসন্ত রোগে বহুসংখ্য …র মৃত্যু হইতেছে।

৩। ১৫ দিবস এনাগত বৃষ্টি হইয়া অকস্মাৎ … জলে প্লাবিত হওয়াতে গত বৎসর অপেক্ষা …বৎসর সর্পের ভয় অধিক হইয়াছে। এ সময়ে … দেশহিতৈষী প্রজাপালক গবর্ণমেণ্ট দক্ষিণ …শের প্রত্যেক পুলিষ ষ্টেসনে কিছু কিছু সর্প- …শের উত্তম ঔষধ পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে …ষ্ট উপকার দর্শিতে পারে।

৪। এ প্রদেশে কৃষকেরা ধান্যের যেসকল … বপন করিয়াছিল, তৎসমুদায় জ্যৈষ্ঠ মাসের …বৃষ্টিতে এক কালে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। …তি যেসকল নূতন বীজ রোপণ হইতেছে, …ুক ও কাঁকড়াতে কাটিয়া তাহার বিলক্ষণ …ষ্ট করিতেছে। এ বৎসর কৃষকের কিছুতেই …না নাই।

৫। দক্ষিণ বারাসাত হাট ও নূতন হাট লইয়া …া বিবাদ হইতেছে। যদি পুলিষ ডিষ্ট্রীক্ট …জেষ্টেট সাহেব কিয়দ্দিবসের জন্য এক …জন কনষ্টেবল ও কয়েক জন কনষ্টেবলকে …দস্থানে নিযুক্ত করিয়া রাখেন, তাহা হইলে … পক্ষের কোন পক্ষই কাহার প্রতি … প্রকার অত্যাচার করিতে পারে না।

৬। গত ৫ ই আগষ্ট বৈকালে বৃষ্টির সময় …র বেড়িয়া গ্রামের এক ব্যক্তি বাদায় জাল …তছিল, দৈবাৎ বজ্রাঘাত হইয়া তাহার …কটী গরুর প্রাণ নষ্ট হইয়াছে।

## প্রেরিত

…ন্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

…হাশয়! গত ২১এ শ্রাবণ মঙ্গলবার বেলা …ন ৪ টার সময় শ্রীরামপুরের সন্নিকটস্থ … গ্রামে একটী শোচনীয় ঘটনা হইয়া …ছে। যেখানে জগন্নাথ দেবের রথ … তাহার নিকটে বসু মহাশয়দিগের বাটীতে …ী মহাশয়দের পরিবার সকলে …। বৃষ্টি হওয়াতে অন্তঃপুরের যেখানে পরিবার সকলে ছিলেন, তাহার কতকটা বারাণ্ডা ভাঙ্গিয়া পড়াতে ৫ জন লোক চাপা পড়িয়াছিলেন। ঐ বারাণ্ডা পড়িবার শব্দ সম্মুখ বাটীর লোকদিগের কর্ণগোচর হইলে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া গিয়া দেখেন, যে সকলেই চাপা পড়িয়াছে। পরে ঐ পতিত "বারাণ্ডা" খুঁড়িয়া ঐ ৫ জনকে বাহির করা হইল। দুই জনের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে। তিন জন জীবিত আছেন; কিন্তু আর কিয়ৎ কাল বাহির করিতে বিলম্ব হইলে তাঁহারাও বাঁচিতেন না; অত্যন্ত আহত হইয়াছেন।

শ্রীরামপুর
২৩ শ্রাবণ
১২৭৫। } শ্রীকুঞ্জবিহারী রায়।

—০—

মহাশয়! প্রায় সাত আট বৎসর গত হইল, শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রযত্নে এই গোস্বামী দুর্গাপুর গ্রামে একটী গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত ইংরাজী বঙ্গবিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। তদবধি ইহার কার্য্যপ্রণালী অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। গত বৎসর একটী ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাত্রবৃত্তি সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে। এবারেও স্কুলের হেড মাষ্টার পরিশ্রমসহকারে নিজ কর্ত্তব্যসাধন করিতেছেন; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, রাধিকা বাবু ভিন্ন আর কাহাকেও এই দেশহিতকর কার্য্যে কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ করিতে দেখা যায় না। ইহার কারণ কি, আমাদিগের অল্প বুদ্ধিতে আইসে না। তাঁহারা বড় লোক, তাঁহাদের বড় বুদ্ধি।

মহাশয়! এই খানে উপরি উক্ত মহাশয়ের প্রযত্নাতিশয়ে একটী বালিকাবিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছে। প্রতিদিন ২৭। ২৮ টী করিয়া বালিকা পড়িতে আসিয়া থাকে। শিক্ষকটী অতি সচ্চরিত্র; কিন্তু অল্পবয়স্ক। যাহা হউক, তাহার দ্বারা কার্য্য উত্তম রূপে চলিতেছে। গ্রামবাসী কতকগুলি ভণ্ড তপস্বী বিদ্যালয়টীর উন্নতির পক্ষে নানা প্রকার ব্যাঘাত জন্মাইতে ত্রুটি করেন না। তাঁহাদিগের কি আশ্চর্য্য বিবেচনা!!

মহাশয়! এখানকার রাস্তাজির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে গ্রামবাসীদিগকে শত শত বার ধিক্কার প্রদান করিতে হয়। পথটী বর্ষার কয়েক মাস সর্ব্বদাই পঙ্কিল থাকে। ইহাতে পথিকদিগের যে কত কষ্ট হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইহাঁদিগের যাত্রাশ্রবণে ও বারইয়ারিতে যে রাশি রাশি ধন বৃথা ব্যয়িত হইতেছে, তাহার কিয়দংশ এই শুভকর কার্য্যে (রাস্তাজির পুনঃ সংস্করণে) ব্যয় করিলে অনায়াসে হইতে পারে।

মহাশয়! পরিশেষে আর একটী বিষ… নাকে ও আপনার পাঠকবর্গকে না জান… থাকিতে পারিলাম না। এই খানে কতক… নীচ শ্রেণির লোক অর্থাৎ গয়লা, … পাটুনী, বারুই ও জেলেপ্রভৃতি মি… রাত্রিতে গৌরভজন করিয়া থাকে। ই… রাত্রিতে অাপরিত্ত থাকিয়া গৌর গৌর ব… উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে থাকে। ইহাতে … বেশীদিগের যে কত কষ্ট হয় তাহা বলিতে … যায় না। মহাশয়! বুঝিতে পারিতেছেন, নি… সময় বিঘ্ন হইলে কত কষ্ট বোধ হয়। ইহা… গৌরভজনের সময় কতকগুলি স্ত্রীলোকও … স্থিত থাকে। কৃষ্ণ যেমন বৃন্দাবনে গোপীদি… সহিত লীলা করিয়াছিলেন, এই সাধু… তদ্রূপ ঐসকল স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া বস্ত্র… প্রভৃতি করিয়া ধর্ম্মোপাসনা করিয়া থা… কি ভয়ানক ব্যাপার! ধর্ম্ম! তোমার কি … দিনে এই দশা ঘটিল!!!

গোস্বামী
দুর্গাপুর
৮ ই আগষ্ট
১৮৬৮। } আপনার অনুগৃহীত …
শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ…

—:০:—

সম্পাদক মহাশয়! মনুষ্যদিগের প্রাণনা… বিকারমধ্যে সর্পদংশনবিকার যেরূপ ভয়… ও আশুপ্রাণঘাতী, বুঝি এমন আর দৃষ্ট হয় না… প্রথমাবধি সুচিকিৎসা না হইলে বীর্য্যবান ঔ… সও নিষ্ফল হইয়া যায়। আমি ও আমার ক… জন বন্ধু সর্পাঘাতের চিকিৎসক। আমা… পরীক্ষায় যেসকল ঔষধ উত্তীর্ণ হইয়াছে এ… যে অবস্থায় যেরূপ ঔষধ ব্যবহার করিতে … তাহা সর্ব্বসাধারণের বিদিতার্থ ক্রমশঃ প্রক… করিব এরূপ বাসনা করিয়াছি। তন্মধ্যে অদ্য… লিখিত কয়েকটী ঔষধের বিষয় আপনকার … ব্যাপিনী পত্রিকার উপান্তভাগে প্রকাশ ক… চিরবাধিত করিবেন, পাঠকবর্গ পরীক্ষা করি… দেখিলেই চরিতার্থ হইব।

প্রথমাবস্থায় চিকিৎসার অচিন্ত্য প্রভা…

দষ্টস্থানের চারি পাঁচ অঙ্গুলি ঊর্দ্ধভাগে … রজ্জু বন্ধনপূর্ব্বক তীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা ক্ষত স্থানে… মাংস খণ্ডকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া কতকটা র… নির্গত করিতে পারিলে রক্তের সঙ্গেই বিষ বা… হইয়া যায়, আর ৪। ৫ টী কদলী ফল অথ… কদলী বৃক্ষের ডাঁটা এক দণ্ড কাল চর্ব্বণ করি…

...শ সর্পবিষে কোন বিকার জন্মায় না বিষ ...হইয়া যায়।

...মুখ ও নাসা হইতে কফ বা কর্ণ হইতে মলা ...করিয়া বাম হস্তের অনামিকা অঙ্গুলিদ্বারা ...নে লেপন করিলে বিষের বিষত্ব থাকে না। ...দংশনের পর দুই এক দণ্ডমধ্যেই ব্যব-...।

...দংশনস্থানে মনুষ্যের মূত্র একঘণ্টাকাল ...করিলে কিম্বা ক্ষত স্থানে স্বয়ং প্রস্রাব ...দিলে অথবা এক বস্ত্রখণ্ড নরমূত্রে ভিজা...জলপটীর মত বন্ধন করিয়া রাখিলে সর্পবিষ ...হইয়া যায়।

...চৈতন্য হইলে

...সাতটি ফটকিরি জলে ঘসিয়া পান করা ...সর্পবিষ থাকে না। শীঘ্র চৈতন্য হইয়া ...গ্য হয়।

...চারি তোলা আতপ তণ্ডুল এক পোয়া ...মর্দ্দন করিয়া সেই জল দুগ্ধবর্ণ হইলে তাহা ...অর্দ্ধপোয়া জল লইয়া তণ্ডুলীয়শাক ...কুমরীয়া, বা চামলাই, কিম্বা খুদে নটীয়া ...র মূল ২ তোলা ঐ অর্দ্ধ পোয়া জলের ...পিষিয়া পান করাইলে সর্পদংশন জন্য ...ল বিকার জন্মে তাহা শীঘ্র নষ্ট হইয়া ...এক ঘণ্টামধ্যে আরোগ্য না হইলে পুন ...ঐরূপ প্রস্তুত করিয়া দিতে হয়। তাহা ...অবশ্যই আরোগ্য লাভ হয় সন্দেহ নাই।

...জেলা মুরসিদাবাদ
...জীমগঞ্জ।
...৩এ শ্রাবণ
...২৭৫।
শ্রীরামমোহন কবিরাজ

...শয়! আমি কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকটে নিম্... গল্পটী শ্রবণ করিলাম. এটী কতক পুরা...হইয়াছে বটে; কিন্তু ইহার কৌতুকাংশ কিছু ...পুরাতন হয় নাই। বঙ্গদেশের এক জেলার ...সদর আমীন ভট্টাচার্য্য শ্রেণির অন্তর্গত ...অনেক ভট্টাচার্য্যের ন্যায়. প্রকৃত রসিক ...। জজ সাহেবের নিকটে একটী মকদ্দমায় ...সদর আমীনকে সাক্ষী মান্য হয়। তাঁহাকে ...নে না আহ্বান করিয়া কয়েকটী লিখিত ...জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। কিন্তু জজ সাহেব ...যথা সম্মানের সহিত মকদ্দমায় অবস্থা ...করিয়া প্রশ্ন প্রেরণ না করাতে প্রধান ...আমীন নিম্নলিখিত প্রশ্নের সম্মালিখিত ...প্রেরণ করেন:—

...প্রথম প্রশ্ন। তুমি কি জান?

...উত্তর। আমি ব্যাকরণ, ন্যায়, ...জানি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন। তুমি কি দেখিয়াছ?

দ্বিতীয় উত্তর। আমি উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, কাশ্মীর, পঞ্জাবপ্রভৃতি দেশ ও নানা প্রকার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বস্তু দেখিয়াছি

তৃতীয় প্রশ্ন। তুমি কি শুনিয়াছ?

তৃতীয় উত্তর। আমি নানাবিধ গল্প শুনিয়াছি। আর শুনিয়াছি মৌলবী সাহেব (এক জন উচ্চতর কর্ম্মচারী) আপনার শ্যালকের হস্তে উৎকোচ লইয়া থাকেন!! এই উত্তর অ ইলে জজ সাহেব আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। পরে আপনার পূর্ব্ব ভ্রম জানিতে পারিয়া প্রধান সদর আমীনকে রীতিমত তালিকা প্রেরণ করিয়া পূর্ব্বকার উত্তর গুলি ফিরাইয়া লইতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু সেগুলি "নথির সামিল" হওয়াতে ভট্টাচার্য্য সদরআলা তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে জজ ভালমানুষ বলিয়া আর কিছু উচ্চবাচ্য করিলেন না কিন্তু এমত কর্ম্মচারির পেন্সন লওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া জজ তাঁহার বার্দ্ধক্যপ্রভৃতি কথার উল্লেখ করিয়া প্রধানতম বিচারালয়কে বলেন, "প্রধান সদর আমীনের লেখা এত মন্দ যে তাহা পাঠ করা যায় না।" ভট্টাচার্য্য অন্য অন্য প্রশ্নের উত্তর দিয়া বলিলেন "যদি লেখা অপরিষ্কৃত বলিয়া পদত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে অনেকের "জজিয়তি" ছাড়িতে হয়। আমাদিগের জজ সাহেবের ত অগ্র হয় না।" প্রধান সদর আমীনের রহস্যের স্বভাবে জজ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না এবং কোন মতে তাঁহার ক্ষতি করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। ভট্টাচার্য্য এক্ষণে পেন্সন লইয়াছেন, এবং এই জজ এক্ষণে এক জন উপযুক্ত সিবিলিয়ান বিচারপতি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন

শ্রীবিঃ—

---

## মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু কুলদানন্দ মুখোপাধ্যায় গোঃ
১৮৬৮ আগষ্ট হইতে ৬৯ জুলাই ১৩

" " শ্যামাচরণ রায় চৌধুরী বেহুবল্লভপুর
১২৭৫ ভাদ্র হইতে মাঘ ৭

হিতৈষিণী সভা জনার্দ্দন পুর
১৮৬৮ আগষ্ট হইতে ৬৯ জুলাই ১৩

" শিবচন্দ্র পাল গোয়াড়ি
১৮৬৮ আগষ্ট হইতে ৬৯ জানুয়ারি

" " ক্ষেত্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভ
১২৭৫ ভাদ্র হইতে ৭৬ শ্রাবণ ১৩

—১০১—

## সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী ...

### বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে ...স্থলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা ...ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফস্বলে ডাকম... সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ট... সিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম ...গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাত্তি চিঠি, ...অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অ... যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই ...দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, ... যেন এক অথবা আধ আনার অধিক ...ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্র... মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি ... শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে ...ইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত ...আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে ...লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত ...গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহ... একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ ব... যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং ...হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ...যরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রের...বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ... যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ...করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি... আনা তাহার পর ৴১০ আনা দিতে হ... যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা...বেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইব...

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ... মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ...চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ...ভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাত... প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ

১০ম ভাগ। ৪২ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

—৮০৫—

...ক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ ...গ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা। } সন ১২৭৫। ৯ই ভাদ্র। ১৮৬৮। ২৪এ আগষ্ট { মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষি... ষাণ্মাসিক ৭. ও ত্রৈমাসিক ৩৮০

## বিজ্ঞাপন।

### বন্দ্যোপাধ্যায় কোং।

...এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাই-...ছে যে, সম্প্রতি অনওয়ার্ড, ষ্টার অব কোলিম্বা, ...রউইক এবং ব্রিটিশপ্রিন্স জাহাজে ঔষধ ...ল আমদানী হইয়াছে। ঐসকল জাহাজে ...ক কোং দিগের লণ্ডনস্থ এজেন্টগণ হইতে ...কল ঔষধ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি আমদানী ...াছে এবং যেসকল দ্রব্যাদি আমদানী হইবে ...র ইন ভয়েস প্রাপ্ত হইয়াছেন।

...উক্ত কোম্পানির প্রধান ঔষধালয় আমহর্ষ্ট ... ২৩নং ভবন মৃজাপুর মেডিকেল হলে এবং ...বাজার ষ্ট্রীট ৩৯ নং ভবন শাখা ঔষধালয়ে ...া, বিশুদ্ধ, এবং উৎকৃষ্ট ঔষধসকল পরি-... মূল্যে খুচরা বা এক কালীন অধিক পরি-...া বিক্রয়ার্থ নিয়ত প্রস্তুত আছে।

...কলিকাতা ...৮ই আগষ্ট ...৮৬৮।

—:o:—

### ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

...র্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, ...া হইতে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন ...নে তাম্র ও দস্তা লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে ...য ভাড়ার নিয়ম আছে, আগামী ১ লা ...বর অবধি তাহা রহিত হইয়া সকল ষ্টেসনে ...ন ভাড়া প্রচলিত হইবে।

| | |
|---|---|
| তাম্র | ৩য় শ্রেণী |
| দস্তা | ২য় ঐ |

...ণ্ডিয়া রেলওয়ে ...াউনী স্কোয়ার কলি...া ১৭ই আগষ্ট। } সিনিকটিকেশন এজেন্সি বোর্ড ২০৯৭

—:o:—

### উৎকৃষ্টরূপে সংগৃহীত দেও-য়ানী কার্য্যবিধান।

উক্ত গ্রন্থে ওকালতী পরিক্ষার্থীদের পাঠ ও সধারণের উপকারার্থে ১৭৯৩ সাল হইতে ১৮৬৮ সাল পর্য্যন্তের প্রকাশিত বাঙ্গালী দেওয়ানী সমুদায় আইন সাকুলর অর্ডর, কনষ্ট্রকসন, এবং নজীর, (ব্যাখ্যাসহ) ও নিদর্শনতত্ত্ব, মর্টগেজ কণ্ট্রাক্টের সার ও হিন্দু মহম্মদীয় ও ইংরাজ দিগের ব্যবস্থা ও ইংলণ্ডের সংক্ষিপ্ত শাসন প্রণালী সংগৃহীত হইয়া কর্ত্তৃপক্ষগণকর্ত্তৃক সংশোধনানন্তর বঙ্গভাষায় মুদ্রিত হইতেছে। মূল্য ডাক মাশুলব্যতীত ১০ টাকা। কিন্তু যাঁহারা শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র ভৌমিকের নামে কলিকাতা জোড়াসাঁকো ব্রাহ্ম সমাজে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট (মনি অডর কি এক আনা মূল্যের ডাক টিকেট দ্বারা অথবা অন্য গতিকে) ৮ টাকা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা ঐ পুস্তক ক্রমে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। পুস্তকের প্রথম ভাগ ২০এ ভাদ্র, ২য় ভাগ ৩০এ আশ্বিন ও শেষ ভাগ ২৫এ কার্ত্তিক প্রচারিত হইবে। ডাকে গ্রহণ করিলে আট আনা মাশুল দিতে হইবে। ওকালতী পরীক্ষার্থিগণ সম্প্রতি অন্যান্য আইন শিক্ষা করুন। এই দেওয়ানী আইন ক্রমে প্রাপ্ত হইয়া অনায়াসে শিক্ষা করিতে পারিবেন।

———

### পুনঃপ্রাপ্ত নোট।

নিম্নলিখিত অপহৃত অর্দ্ধ ও পূর্ণ নোটগুলি পাওয়া গিয়াছে। নোটের অধিকারিগণকে জানান যাইতেছে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিবেন।

| | সংখ্যা | মূল্য | পূর্ণ অথবা অর্দ্ধ |
|---|---|---|---|
| এ ৫৮ | ৮৬৬৫৮ | ১০০ | অর্দ্ধ নোট |
| এ ৫৫ | ৮৯৪৪৪ | ৫০ | ঐ |
| এ ৫২ | ৬৪৬৯০ | ২০ | ঐ |
| এ ২৬ | ১০২৯৬ | ২০ | ঐ |
| এ ৩২ | ৪৬৪৫২ | ২০ | ঐ |
| এ ৪৪ | ৮৯৯৩৭ | ২০ | ঐ |
| এ ৪৫ | ৩৫০৭৪ | ২০ | ঐ |
| এ ৪৩ | ৯৯৬৬২ | ১০ | ঐ |
| বি ১২ | ০১৭৫৫ | ২০ | ঐ } ভিবি... পেট... |
| বি ২২ | ০১৭৫৪ | ২০ | ঐ } নোট... |
| এ ৪৯ | ০৭৭৭৩ | ১০ | ঐ |
| এ ৪৯ | ০৫৪৬১ | ১০ | ঐ |
| এ ৪১ | ৬০৪৬৬ | ১০ | পূর্ণ |
| এ ৪৯ | ৪৮৭২৯ | ১০ | অর্দ্ধ নোট |
| এ ৫০ | ১৬৮৫৫ | ১০ | ঐ |
| এ ৪৯ | ৮২৮২১ | ১০ | ঐ |
| এ ৪২ | ০৮২৬৯ | ১০ | ঐ |
| এ ১৯ | ৬৪৪০১ | ১০ | ঐ |
| এ ১৯ | ৪৮৮৩২ | ১০ | ঐ |
| এ ১৮ | ৩৭৮৯৬ | ১০ | ঐ |
| এ ১৮ | ৩৯৮৫৭ | ১০ | ঐ |
| এ ৩১ | ৯২১০৩ | ১০ | ঐ |
| এ ৩১ | ৯২১০১ | ১০ | ঐ |
| এ ৩১ | ৯২১০২ | ১০ | ঐ |
| এ ৩১ | ৫৪১১৫ | ১০ | ঐ |

কলিকাতা পোষ্ট আফিস ১৩ই আগষ্ট ১৮৬৮। } ডবলিউ, এইচ. ম্যাগ...

পোষ্ট মাষ্টার।

### হেমন্তকুমারী।

[হেম]ন্তকুমারীনামক এক খানি নাটক জনৈক [...] সংগ্রহ করিয়া নড়াইলের জমীদার শ্রীযুক্ত [গো]বিন্দচন্দ্র রায় মহাশয়কে উপহার প্রদান [কর]েন, তাহা মুদ্রিত হইতেছে, স্বাক্ষর-[কারীর] জন্য ।০ আনা, বিনা স্বাক্ষর কারীর জন্য [...] মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে. স্বাক্ষরকারী [...]ভুক্ত হইতে যাঁহারা বাসনা করেন, তাঁহারা [স্বা]ক্ষরকারীর নিকট পত্র লিখিবেন।

[কল]িকাতা [...] স্কুল। } শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত।

—:•:—

### লক্ষণমালা।

[কা]ব্যপ্রকাশ, সাহিত্যদর্পণ, কাব্যাদর্শ, [...]িকা, এবং দশরূপপ্রভৃতি সংস্কৃত অল[ঙ্কার গ্র]ন্থ হইতে প্রয়োজনীয় অংশ সমুদায় গ্রহণ [করিয়া] " লক্ষণ মালা " নামে এক খানি সংস্কৃত [...]র গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। গ্রহ-[...]ান কলিকাতা পটোলডাঙ্গাস্থ বাড়ুয্যা-[...] কোং নিকট এবং ঢাকা নন্দকুমার গুহ ও [...]ল. আদাদের পুস্তকালয়ে তত্ত্ব করিলে [পাই]তে পারিবেন। মূল্য ৮০ আনা মাত্র।

[...]৫ ই আগষ্ট। } প্রকাশক
[১২]৮৪। } শ্রী গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

—:•:—

## পুরাণ প্রকাশ।

### বিষ্ণুপুরাণ।

[...]অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড [...]পৃষ্ঠা। অগ্রিম মূল্য ১॥০।

[যাঁহা]রা গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি মুজাপুর [...]ষ্ট্রীট ৩২।১ নং ভবনে কার্য্য প্রকাশ [...] অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে [...] জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নামে যত [...]র ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম [পাঠা]ইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাইবার [সম্ভাবনা] নাই ইতি।

—:০:—

### বিক্রয়ার্থ।

[...]ারডেন রীচ ২৪ নং বাটী ও তাম্বসহ
১১ নং জোড়া বাগান।

[...]উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় [...] অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষ[রকারী]দিগের নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস্ আরবো-
থনট এবং কোং

—:•:—

চিনেঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোল ডাঙ্গা বাড়ুয্যে ভ্রাদার কোম্পানির দোকানে মৎ প্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে।—

| প্রণীত | মূল্য |
| --- | --- |
| গ্রীসইতিহাস | ১ টাকা |
| রোমইতিহাস | ১ " |
| ভূগোলসার ব্যাকরণ | ।০ |
| নীতিসার ( ১ ম ভাগ ) | ৶ |
| নীতিসার ( ২ য় ভাগ ) | ৶ |
| প্রচারিত। | |
| মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ | ৸ |

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

—:•:—

### বঙ্গকামিনী নাটক ( মূল্য এক টাকা )

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, চীনেবাজারে শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের ৬৮ নম্বর দোকানে এবং সংস্কৃত যন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের নিকটে প্রাপ্য। ক্রেতৃগণকে ২৫ পঁচিশ টাকার হিসাবে কমিসন দেওয়া যায়।

শ্রীহারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়স্য

—:•:—

### বিক্রয়ার্থ।

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান। সর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সোণা দিয়া গুতন বাঁধান মূল্য ২৫০ টাকা।

শ্রীআনন্দচন্দ্রবেদান্ত বাগীশ।

—:•:—

### হরিশ্চন্দ্র চরিত মূল্য ।০

হরিশ্চন্দ্র চরিত শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারকর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিতে পৌরাণিক অলৌকিক বর্ণন নাই, পরন্তু শুদ্ধ বালক বালিকাদিগের সত্যনিষ্ঠা শিখাইবার নিমিত্ত রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান যতদূর আবশ্যক, তাহাই আছে।

কলিকাতা
চিনেঠনে ১৭৭ নং } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

—:০:—

### বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলম নানা বিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে /০ এক আনার হিসাবে কমিসন দি। অধিক টাকার পুস্তক লইলে /১০ আনার হিসাবে পাইবেন। কোন বঙ্গবালা কর্ত্তৃক দশপদী রচিত মূল্য ৶১০ আনা। ডাকে পাঠাইতে ৶১০ আনা। বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভায় বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্রের নিকট ঢাকা সুল[...] এবং এই পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

অপূর্ব্ব উপাখ্যান অর্থাৎ সেক্সপিয়রকৃ[...]কের মর্ম্মানুবাদ

শ্রীমদ্ভাগবত ১ ম অবধি ১২ স্ক[ন্ধ] পদ্য

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস সম্পূর্ণ

শ্রীমদ্রামায়ণ ছই খণ্ডে সম্পূর্ণ

চক্রপাণিচিকিৎসা গ্রন্থ সিন্দুরীয়া[পটী] নিবাসী বাবু কাশীনাথ মল্লিকের প্রযত্নে পণ্ডিতদ্বারা হস্তের লিখিত

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা বার্ষিক

কৌতুক বিলাস যাহাতে গোপালভ[াঁড়ের] কৌতুকগুলি সম্পূর্ণ আছে

চন্দ্রহংস, জৈমিনি ভারত উদ্ধৃত

ব্রহ্মতত্ত্ব চূড়ামণি অর্থাৎ ব্রহ্ম নির্ণয়

নীলাঞ্জন কাব্য

পুরঞ্জন কাব্য

মাণিক্কুন্তলা কাব্য

অভিমন্যুবধ নাটক

স্বর্ণ শিল্পের বিবরণ

রত্নোত্তমা পদ্য কাব্য

পৌরববিয়োগ নাটক

নিখিল গাইড মার্শমন সাহেব কৃত

পদ্মগন্ধা উপাখ্যান

সন্দেশাবলী স্বরূপচন্দ্র দাসকৃত

পিশাচোদ্ধার

নীতিপ্রভা

এটলাস বাং ৮ খানি ম্যাপ গণেশচন্দ্র কৃত

ভূতত্ত্বদর্শন পৃথিবীর মানচিত্র

ভারতবর্ষের ম্যাপ দেবনাগর অক্ষরে

নীতিশিক্ষা

অনবরত শোভিনী গদ্যপদ্য প[...] কাব্য

কুমারসম্ভব সংস্কৃত হইতে পদ্য অনু[বাদ]

ভারতবর্ষের ইতিহাস কেদারনাথ দত্তকৃ[ত]

ঐ গোবিন্দচন্দ্র সেন কৃত

মনতত্ত্বসারসংগ্রহ

প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়

ঐ মার্সমেন সাহেবকৃত দুই খণ্ড

নাট্য পরিশিষ্ট নাটক

| | |
|---|---|
| চরিতমঞ্জরী | ১। |
| শব্দকল্পদ্রুম পরিশিষ্ট | ২৫ |

লিকাতা জোড়া- } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়
কো ৬৪ নং } নগদ বিক্রেতা।

## ভারতবর্ষীয় সভা।

সম্প্রতি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্ট নিম্নশ্রেণিকে ীয় ভাষায় শিক্ষা দিবার এবং রাস্তা প্রস্তুত বার অভিপ্রায়ে কর করিবার এবং ভূম্যধি- ীদিগের স্কন্ধে সেই করভার নিক্ষেপ করি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। এই কর যাহাতে জ ও ন্যায়ানুসারে ধার্য্য এবং পরিমিতরূপে ায় হয়, তদ্বিষয়ে মত দিবার নিমিত্ত উক্ত মেন্ট ভারতবর্ষীয় সভাকে অনুরোধ করি- ন। গত ১৩ ই মে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্ট পত্র লিখেন, তাহাতে বলা হইয়াছে:-- পষ্ট বোধ হইতেছে, ভূমির উৎপন্নের উপরে ার্য্য করাই ন্যায়সিদ্ধ হইতেছে। জমীদার, রাজদার, পত্তনীদার, ইজারাদার ও নানাবিধ র্ত্তী লোক এবং বাস্তবিক যেসকল কৃষকের উপরে স্থায়ী স্বার্থ আছে, অর্থাৎ যাঁহারা ন্দী প্রজা নহেন এবং যাঁহারা উটবন্দী র ন্যায় বাজার দরে কর দেন না, তাঁহারা উৎপন্নের যে অংশ পান, তদুপরি ও তৎপ ণে করধার্য্য ও আদায় করাই ন্যায় ও সিদ্ধ বোধ হইতেছে।" উটবন্দী প্রজা ত ভূমির সহিত আর যেসকল লোকের ন সম্বন্ধ ও স্বত্ব আছে, এই প্রস্তাব দিগের সকলকেই স্পর্শ করিতেছে। তন্নি ভারতবর্ষীয় সভার কমিটী গবর্ণমেন্টের পত্রের উত্তরদানের পূর্ব্বে সর্ব্বসাধারণের ানিবার অভিলাষী হইয়াছেন, তদনুসারে া বিজ্ঞাপন দিয়া অনুরোধ করিতেছেন, - অদ্যের আগামী সেপ্টেম্বর মাসের ২ রা অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময়ে মার্কিন র ১ নং ভারতবর্ষীয় সভাগৃহে একটী া সভা হইবে। সর্ব্বসাধারণে ঐ সময়ে নে গিয়া আপনাদিগের মত প্রকাশ করি-

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঠাকুর
ভারতবর্ষীয় সভার অবৈ-
তনিক সম্পাদক।

—০—

ামিওপেথিক চিকিৎসা, প্রথম সংখ্যা,
আমরক্ত, মূল্য চারি
আনামাত্র।
লিকাতার চোরবাগানে স্কুলবুক প্রেসে

ঠনঠনিয়ার সংস্কৃতযন্ত্রের পুস্তকালয়ে এবং লালবাজারে বেরিনী কোম্পানির হোমিও পেথিক কারখানাতে পাওয়া যায়।

## পুনঃপ্রাপ্ত নোট।

যে ব্যক্তি ১৮৬৮ সালের ৮ই আগষ্ট পত্র মধ্যে পাটনার ডাকযোগে নিম্নলিখিত নোট সকল পাঠাইয়াছেন। তিনি নিয়মাক্ত কারীর নিকট স বিশেষ লিখিয়া পাঠাইবেন।

| | | |
|---|---|---|
| এ ৫৮ | ৮৯০০৭ নং | ১০০ টাকার |
| এ ৫৮ | ৮৩৮২৯ নং | ১০০ ঐ |

ডবলিউ, এইচ, ম্যাগোয়ান।
কলিকাতার পোষ্টমাষ্টার।

## গদ্য সংগ্রহ।

অল্পপাঠী ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী কোন সংস্কৃত গদ্য গ্রন্থ না থাকায়, সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের আদেশানুসারে উক্ত কালেজের অন্যতর অধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণ হইতে কতকগুলি নীতিগর্ভ গল্প সঙ্কলন করিয়া "গদ্যসংগ্রহ" নামক এক খানি পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। পটোলডাঙ্গা ৮৬ নং আমাদিগের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। মূল্য ১ এক টাকা মাত্র।

বাক্ ব্যাকার্ণ এবং কোং

—:০:—

## নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের আগষ্ট মাসের ৮ ই হইতে ১৪ ই পর্য্যন্ত নদীয়ার নদী হায়ের সর্ব্বকম্ত জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

| স্থানের নাম | সর্ব্বকমতি জল ফুট | ইঞ্চ |
|---|---|---|
| নদী মাথাভাঙ্গা | | |
| মহানার উপর পদ্মানদীতে | ৩৮ | ৯ |
| মহানায় | ২১ | ৬ |
| তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া ৪৪ মাইল | ২২ | ৬ |
| হাট বোয়ালিয়া হইতে আলুকদিয়া | ১৯ | ৬ |
| আলুকদিয়া হইতে কৃষ্ণগ ৩৮ মাইল | ১৯ | ৬ |
| কৃষ্ণগঞ্জ হইতে হুগলি নদী পর্য্যন্ত ১৪ মাইল | ১৯ | ৯ |

ভাগীরথী নদী।

| | |
|---|---|
| মহানার উপর পদ্মানদীতে | ২৫ |
| মহানায় | ১৮ |
| তথা হইতে জিয়াগঞ্জ | ১০ |
| জিয়াগঞ্জ হইতে কাটোয়া ৬০ মাইল মধ্যে | ২৩ |
| কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইল মধ্যে | ২৪ |

জলঙ্গী নদী

| | |
|---|---|
| মহানায় | ৯ |
| তথা হইতে করিমপুর ১৯ মাইল | ১১ |
| করিমপুর হইতে টিয়াকাটা ৩৫ মাইল | ১১ |
| টিয়াকাটা হইতে নদীয়া ৬০ মাইল | ১৩ |

সন ১৮৬৮ আগষ্ট মাসের ১৭ ই ত বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

ফুট
১৩

বহরমপুর ১৭ ই আগষ্ট ১৮৬৮। } শ্রীযুক্ত টি. জেম উইকম একজিকিউটিব ইঞ্জিনি বহরমপুর ডিবিজন।

## সোমপ্রকাশ।

৯ ই ভাদ্র সোমবার।

এবার বঙ্গদেশে অতিবৃষ্টির বড় জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে ১৫ দিন ব্যা বৃষ্টি হওয়াতে যে অনিষ্ট হইয়া লোকে তাহা হইতে মস্তক উত্তো করিতে না করিতে শ্রাবণ মাসে আ দশ দিন ব্যাপিয়া অতিবৃষ্টি হইয়া এটী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অনিষ্ট হইয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাস বর্ষার আরম্ভকাল, অতএব তখন সুবৃষ্টিযে শস্য জন্মিবার বিলক্ষণ আশা ছি কিন্তু শ্রাবণ মাসের বৃষ্টিতে সে আ উন্মূলিত করিয়াছে। বহুল পরিম শস্যের অনিষ্ট সাধিত হইয় লোকেরও দুরবস্থার পতিত হইয়া যা নাই কষ্ট হইয়াছে। আমাদিগের পত্র কেরা আর্ত্তনাদ করিয়া চতুর্দ্দিক হ পত্র লিখিতেছেন, এবার সোমপ্রক সমুদায় পত্রের স্থান সমাবেশ হইল

নিপুর, জনাই, জাহানাবাদ প্রভৃতি
ন অনেক ঘরবাড়ী পড়িয়া গিয়াছে,
পাতাদিকারণে অনেক লোকের মৃত্যুও
য়াছে। আগামী বারে ঐ পত্রগুলি
ঠকগণের নয়নপথে অবতারিত
বে।

---:•:---

সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষা।

সিবিল সর্ব্বিস কমিসনরগণ ভারত
র চীৎকারশ্রবণে নিতান্ত বধির
নাই। ইংলণ্ডে গিয়া পরীক্ষা দেও
ই ত কঠিন, তাহাতে আবার কমিস
গণ আরবি ও সংস্কৃতের যে নম্বর
াইয়াছিলেন, তাহাতে প্রকারান্তরে
রতবর্ষীয় পরীক্ষার্থীদিগকে বঞ্চিত
া হইয়াছিল; কিন্তু আমরা আহ্লা
ত হইয়া পাঠকগণের গোচর করি
ছি, তাঁহারা আপনাদিগের ভ্রম কতক
শে সংশোধন করিয়াছেন। ১৮
অব্দে যে পরীক্ষা হইবে, তাহার
মাবলি প্রকাশিত হইয়াছে। রাজ্ঞীর
ল শ্রেণির প্রজাই এই পরীক্ষা দিতে
রিবেন। উক্ত ১৮৬৯ অব্দের ১ লা
ব্রুয়ারি অথবা তৎপূর্ব্বে প্রত্যেক পরী
র্থীকে সিবিল সর্ব্বিস কমিসনরদিগের
কটে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি লিখিয়া
াইতে হইবে:—

প্রথম, ১৮৬৯ অব্দের ১ লা ফেব্রু
র পরীক্ষার্থীর বয়ঃক্রম ১৭ বৎসরের
নয়, ২১ বৎসরেরও অধিক হয় নাই।
তীয়, এই বলিয়া এক জন চিকিৎস
এক লিপি প্রেরণ করিতে হইবে
পরীক্ষার্থীর কোন বিশেষ পীড়া
এবং শরীরের অবস্থাও এরূপ নয়
তিনি সিবিল সর্ব্বিসের অযোগ্য
তে পারেন। তৃতীয়, পরীক্ষার্থীর সচ্চ
ত্রতার প্রমাণপত্র। যখন কোন পরী
র্থীর বয়ঃক্রম, স্বাস্থ্য অথবা সচ্চরিত্র
তার বিষয়ে সন্দেহ জন্মিবে, তখন কমিস
নরগণ আপনারা তাহার অনুসন্ধান
করিতে পারিবেন। চতুর্থ, নিম্নলিখিত
বিষয়ের কোন্ কোন্ শাখায় পরীক্ষার্থী
পরীক্ষা দিবেন।

| বিষয় | নম্বর |
|---|---|
| ইংরাজী রচনা • • • | ৫০০ |
| ইংলণ্ডের ইতিহাস; (ইংলণ্ডের আইন ও শাসনপ্রণালী ইহার অন্তর্গত থাকিবে) • • • • • • | ৫০০ |
| ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য • | ৫০০ |
| গ্রীসের ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাস • • • • • • • | ৭৫০ |
| রোমের ঐ • ঐ • • | ৭৫০ |
| ফ্রান্সের ঐ • ঐ • • | ৩৭৫ |
| জার্ম্মেণির ঐ • ঐ • • | ৩৭৫ |
| ইটালির ঐ • ঐ • • | ৩৭৫ |
| অঙ্ক (বিশুদ্ধ ও বিমিশ্র) | ১২৫০ |
| (১) রসায়ন; (২) ইলেক্ট্রিসিটি ও মাগনেটিজম; (৩) ভূতত্ত্ব ও ধাতুতত্ত্ব; (৪) পশ্বাদির ইতিহাস এবং (৫) উদ্ভিদ বিদ্যা • • | ১০০০ (ক) |
| ন্যায় ও ধর্ম্মনীতিতত্ত্ব • | ৫০০ |
| সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য • | ৫০০ |
| আরবি ভাষা ও সাহিত্য • • | ৫০০ |

পরীক্ষার্থিগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের যেটী ইচ্ছা পরীক্ষা দিতে পারিবেন। কিন্তু পরীক্ষিতব্য বিষয়ে পরীক্ষার্থীর বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকা আবশ্যক। আমাদিগের আশঙ্কা হইতেছে, এটী কথার কথামাত্র হইবে। ২১ বৎসরের মধ্যে এসকল বিষয়ে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি হওয়া অধিকাংশের সম্ভাবিত নহে।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবামাত্র কে কোন্ প্রেসিডেন্সিতে যাইবেন, তাহা
কমিসনরদিগকে জানাইতে হইবে।
পরীক্ষার পরে পরীক্ষার্থীকে আ
বৎসর ইংলণ্ডে থাকিতে হইবে
কালের মধ্যে সময়ে সময়ে নিম্নলি
বিষয়ে পরীক্ষা গৃহীত হইবে:—

বিষয়

১। সংস্কৃত
যিনি যে প্রেসিডেন্সিতে যাইবেন, ত
চলিত ভাষা • • • • •
২। ভারতবর্ষের ইতিহাস
ভূগোল • • • • • •
৩। আইন • • • ১
৪। বার্ত্তাশাস্ত্র • • •

সাময়িক পরীক্ষা তিন বার গৃ
হইবে। ইহাতে উত্তীর্ণ হইলে সি
সর্ব্বিস কমিসনরগণ পুনর্ব্বার পর
র্থীর স্বাস্থ্য ও সচ্চরিত্রতার অনুস
করিয়া শেষে প্রশংসাপত্র দিবে
তখন নূতন সিবিলিয়ান ভারত
আসিতে পারিবেন। ২৪ বৎসরের প
বয়ঃক্রম হইলে কেহ সিবিল সা
প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবেন না।
সাময়িক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, প্র
পরীক্ষার্থী ষ্টেটসেক্রেটারির নি
১০০০ টাকা ও দ্বিতীয় বৎসরে
টাকা পাইবেন। শেষ পরীক্ষায়
হইলে ৩৫ টাকার এক ষ্টাম্পে চু
জামীনদার লইয়া ১০,০০০ টাকার
চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া ভারত
যাইবার অঙ্গীকার করিতে হইবে।
পরীক্ষায় যিনি অকৃতকার্য্য হই
তিনি আর পরীক্ষা দিতে পারি
না।

সিবিল সর্ব্বিস কমিসনরগণ সং
ও আরবির নম্বর বৃদ্ধি করিয়া
উত্তম কাজ করিয়াছেন। কিন্তু ভা
র্ষের ইতিহাস, ভূগোল ও ভাষা অ
গ্রীক ও লাটিনের প্রাধান্য প্রদান

(ক) শেষোক্ত শাখার দুটী প্রশাখা মাত্র জানিলে যথেষ্ট হইবে। পরীক্ষার্থী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ইহা মনোনীত করিতে সমর্থ হইবেন।

চিত। গ্রীক ও লাটিন জানিলে
াজীতে উত্তম ব্যুৎপত্তি হয় সত্য;
উহার সহিত ভারতবর্ষের আইন
বিচারপ্রণালীর কি সংস্রব আছে,
া আমরা বুঝিতে পারিলাম না।
কর, এক জন গ্রীক, লাটিন, ফরাশী
টালীয় ভাষা উত্তম জানেন; কিন্তু
ন উর্দ্দূ ও বাঙ্গলা জানেন না, তিনি
দেশে আসিয়া কি করিবেন? অত
ভারতবর্ষের চলিত ভাষার নম্বর
ক করা উচিত ছিল। অঙ্কের ১২৫০
ইয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভূগো
নম্বর বৃদ্ধি করিলে ভাল হইত।
নের ১২৫০ নম্বর করা অতি উত্তম
াছে। পরীক্ষার পর ইংলণ্ডে দুই
র থাকিবার যে নিয়ম করা হইয়াছে,
ীও উত্তম হইয়াছে। ভারতবর্ষে
ক্ষাগ্রহণের নিয়ম না করিলে এদে
প্রতি যথার্থ সুবিচার করা হইবে
তাহা আমরা বারম্বার বলিয়াছি ও
তেছি; কিন্তু যত দিন এ নিয়ম না
তেছে, তত দিন ইংলণ্ডে যাইতে
ব। ইংলণ্ডে গমন করিয়া কয়েক মাস
অবস্থান করিলে বিশেষ ফলো
হইবার সম্ভাবনা নাই। পরী-
যোগ্য বয়স আর এক বৎসর বৃদ্ধি
লে ভাল হয়। ২১ বৎসরের পূর্ব্বে
নে বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, উপাধি
য়া যায় না। এই উপাধি লইতে
সিবিল সর্ব্বিসের বয়ঃক্রম অতীত
অতএব বর্ত্তমান নিয়ম থাকিলে
নকার বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য
ণ সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশ করিতে
ন না। বি, এ, পরীক্ষার বয়স ২০
করিয়া সিবিল সর্ব্বিসের পরী
বয়ঃক্রম ২২ বৎসর করাই কর্ত্তব্য।
ভারতবর্ষীয় সিবিলিয়ান হইলেই
ামরা আনন্দিত হইলাম, এ কথা
কেহ মনে করেন না। উপযুক্ত ভার

তবর্ষীয়েরা এই পদ পান, ইহাই আমাদি
গের অভিপ্রেত।

—:০:—

কোর্ট ইনস্পেক্টর।

প্রতি নিম্নতর ফৌজদারি আদালতে কোর্ট ইনস্পেক্টর বলিয়া এক এক জন পুলিস কর্ম্মচারী আছেন। ইহাঁরা যাবতীয় ফৌজদারি মকদ্দমা চালাইবেন, এই অভিপ্রায়ে ইহাঁদিগের প্রথম সৃষ্টি হয়; কিন্তু কার্য্যতঃ ইহাঁরা সেই সেকেলে নাজিরের পদে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। হাজতের কয়েদিদিগের হিসাব, ও ফৌজদারির প্রত্যর্থীদিগের হাজির করা ইহাঁদিগের কাজ হইয়াছে, রাজ্জী ও প্রত্যর্থির পক্ষের সাক্ষীর বিষয়ে দৃষ্টি রাখাও ইহাদিগের একটী কর্ম্ম। তদ্ভিন্ন কোন ব্যক্তির জামীন লইতে হইলে কোর্ট ইনস্পেক্টরেরা সে কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। ঐ দলের মধ্যে যাঁহারা অসৎ ঐ ব্যাপারটী তাহাঁদিগের উপার্জ্জনের একটী প্রশস্ত পথ। উহাঁদিগের অসাধুতানিবন্ধন অনেক অনিষ্টও ঘটিয়া থাকে। বোধ কর, ১লা মকদ্দমার দিন স্থির হইয়াছে; কিন্তু অসৎ ইনস্পেক্টরের গুণে ২১ হইয়া উঠিল। জামীনে টাকা, সাক্ষীর হাজিরিতে টাকা, জবান বন্দিতে টাকা। নাজিরগণ সেকেলে দলস্থ ছিলেন; তাঁহাদিগের চক্ষুলজ্জা ছিল, অল্পে সন্তুষ্ট হইতেন এবং ভয় ছিল। এক্ষণকার যাঁহারা অর্দ্ধশিক্ষিত অসৎ কোর্ট ইনস্পেক্টর তাঁহারা ভয়ঙ্কর লোক। তাঁহারা কিঞ্চিৎ ইংরাজী জানেন, তন্নিবন্ধন কতক সাহস আছে, কেহ কিছু বলিলে "হুরমতের দাবি" দিতে যান ও দণ্ডবিধি প্রদর্শন করেন। ইহাঁদিগের অল্পে পেট ভরে না। চক্ষুলজ্জা কাহাকে বলে তাহা ইহাঁরা জানেন না। স্বকর্ত্তব্য সাধনের পক্ষে হইলে এটী অবশ্যই প্রশংসনীয়; কিন্তু

ইহাঁদের এই লজ্জাহীনতা কেবল
সার বেলা।

যখন অনিষ্টের নিমিত্ত হইতেছে,
এই সকল কর্ম্মচারীর পদ উঠাইয়া দে
কর্ত্তব্য। প্রতি আদালতে এক এক
পুলিস কর্ম্মচারী থাকুন; কিন্তু উঁ
দিগের কার্য্যের সীমা করিয়া দে
উচিত। জামীনেই অধিক টাকা উপা
হয়। প্রায় আদালতের মোক্তা
জামীন হন; যাঁহার টাকা আছে,
টাকা জমা দেন। এ স্থলে মাজি
নিজে অনায়াসে জামীন লইতে পা
অন্য কোন ব্যক্তি জামীন হইলে
বিশ্বস্ত কর্ম্মচারিদ্বারা তাঁহার
সম্পত্তি জানা যাইতে পারে। মক
চালাইবার ভার কোন পুলিস কর্ম্মচা
হস্তে দেওয়া উচিত নহে। প্রতি আ
লতে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এক জন উ
নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। ইহাতে অ
হইবে। তাহাতে ফৌজদারী মকদ্দ
যথার্থ বিচার হইবার সম্ভাবনা আ
কোন পুলিস কর্ম্মচারীকে কোন স্থা
আদালতে দুই বৎসরের অধিক র
উচিত নহে। আদালতে অধিক
থাকিলে যেসকল গুণ পুলিস কর্ম্মচা
আবশ্যক তাহা থাকে না। এইরূ
আদালতের কার্য্য সম্পাদন করিয়া
কোর্ট ইনস্পেক্টরের পদ রহিত করা
তাহাতে ইষ্ট বিনা অনিষ্টের অ
সম্ভাবনা নাই।

—:০:—

[illegible]

[illegible]।

অষ্ট্রিয়ার সম্রাট ও মহাসভা শি
প্রণালীর সহিত বিশেষ ধর্ম্মশি
সংস্রব ত্যাগ করাতে ইংলিসমান
গবর্ণমেণ্টের সহিত যে ধর্ম্মের
সংস্রব থাকিবে না, অষ্ট্রিয়া
প্রথম সূত্রপাত করিয়াছেন। ইং
মান আরও ভঙ্গীক্রমে এরূপ অভি

করেন, ক্রমশঃ খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতি
...র যে অবিশ্বাস হইতেছে তাহাতে
কালমধ্যে খৃষ্টীয় গিরজাসকল
...ঃ আলিঙ্গন করিবে। ইহাতে ডেলি
...র এক জন পত্রপ্রেরক বিরুদ্ধ
বলিয়াছেন, নাস্তিকেরা আপনা
...র মত সাধারণগ্রাহ্য বোধ করিয়া
...; কিন্তু এক্ষণে পৃথিবীর মধ্যে যত
...ব্য লোকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মে বিশ্বাস
..., এত লোকে কোন কালে বিশ্বাস
নাই।” বিশ্বাস ও অবিশ্বাস
... হউক, অষ্ট্রিয়াতে যেরূপ হই-
... এবং গ্লাডষ্টোন সাহেব আয়র
...র নাগে যেরূপ করিতে উদ্যত হই-
...ন, তাহাতে অনায়াসে নির্দ্দেশ করা
...তে পারে, গবর্ণমেণ্টের ধর্ম্মসম্প্রদা-
সহিত সংস্রব রাখিবার কাল
...ত হইয়াছে। ফরাশী বিপ্লবপতিত
...চার না হইলে বলটেয়রের বাণ
...দিন খৃষ্টীয় ধর্ম্মকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া
...ত। সেপাহী বিদ্রোহ এখানকার
...রাদীদিগের নিরুৎসাহ খৃষ্টীয়
...গে প্রজ্বলিত করিয়াছে; কিন্তু
...এ দীর্ঘকাল প্রজ্বলিত থাকিবে,
... বোধ হয় না। খৃষ্টধর্ম্মের প্রথম
...র্ভাবকালে খৃষ্টীয়েরা অনেক
করিয়াছেন। ধর্ম্মের উপরে লোকের
...ভক্তি কমিতেছে ... ...
...বিষ্ণু হইতেছেন আমাদিগের দেশী
...ত মিসনরি বন্ধুঃ ... তাহার
... অসহিষ্ণুতা হইতেই ধর্ম্মের
...ন হইল স্থির সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।
...ধর্ম্মের সহকারিতাব্যতিরেকে রাজ
...ত ও সমাজসংস্কার উন্নতি সাধিত
...বে না, একথা ইতিহাসসিদ্ধ সঙ্গত
... নহে। রোমকেরা যে অদৃষ্ট ও অশ্রু
... সম্ভূলাভ করিয়াছিলেন; খৃষ্টধর্ম্ম
...হার কারণ নহে। জুপিটরের প্রতি
...র কালেই রোমকদিগের ঐ মহত্ত্ব
লাভ হয়। কোন্ সময়ে রোমকদিগের পূর্ব্বদিগের সাম্রাজ্য তুরস্কদিগের হস্তে পতিত হয়? নূতন বাইবেল অনেক পরে হইয়াছে বলিয়া ইহাতে বড় অধিক অদ্ভুত কাণ্ড লিখিত হয় নাই বটে; কিন্তু যিশুখৃষ্ট ইহাদিগকে ভজাইবার নিমিত্ত পুরাতন টেষ্টমেণ্ট গ্রহণ এবং তাঁহার ভক্ত শিষ্যগণ তাঁহার অদ্ভুত কার্য্যের কীর্ত্তন করিয়া খৃষ্টধর্ম্মনাশের যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, সেই বীজ এক্ষণে বৃহৎ বৃক্ষ হইয়া কোলেঞ্জো প্রভৃতিকে প্রসব করিতেছে। যতই মার্জ্জিত হউক না কেন, উপধর্ম্মকে সত্যের নিকটে মস্তক অবনত করিতে হইবে সন্দেহ নাই।

—:•:—

## কন্ট্রাক্ট আইন।

কন্ট্রাক্ট আইনটী অমৃতবিলক্ষণ পদার্থ হইয়া উঠিল, মহাকবি ভারতচন্দ্র বলেন, “দেবাসুরে সদা দ্বন্দ্ব অমৃত লাগিয়া” অমৃতের নিমিত্ত দেবাসুরেই কেবল বিরোধ হইয়াছিল; কিন্তু আমরা দেখিতেছি, এই এক কন্ট্রাক্ট আইন লইয়া দেবতায় দেবতায় অসুরে অসুরে এবং দেবতায় অসুরে সর্ব্বদা বিরোধ হইতেছে। নীলকরেরা ইহাকে এমনি মোহন মন্ত্রপূত করিয়া দিয়াছেন যে, আমাদিগের প্রধান রাজপুরুষেরা বিমোহিত হইয়া ইহাকে ছাড়িয়াও ছাড়িতে পারিতেছেন না। বহু দিন অবধি মেইন সাহেব ইহাকে বিধিবদ্ধ করিয়া কৃষকদিগকে নীলকরের ক্রীতদাস করিয়া দিবার যে চেষ্টা পাইতেছেন, তাহা সামান্য বিস্ময়ের বিষয় নহে। যাহা হউক, আমাদিগের আহ্লাদের বিষয় এই, আমাদিগের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরল সর জন লরেন্স, ষ্টেটসেক্রেটারি ও নীল কমিসনরগণ ইহার বিরোধী হইয়াছেন। আমরা সর জন লরেন্সের যে ন্যায়পরতার এত প্রশংসা করিয়া থাকি, কন্ট্রাক্ট আইনের বিপক্ষতা তাহার অন্যতর ফল। তাঁ... ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমধিক প্রবল। তিনি ন... পরতাবারা উহাকে সকল সময়ে নি... য়ন্ত্রিত করিয়া রাখিতে পারেন না। ... নিমিত্ত আমরা সময়ে সময়ে তাঁহার ... প্রবৃত্তির নিকটে ন্যায়পরতাকে পর... দেখিতে পাই। এ বিষয়ে আমাদি... পুনরায় হস্তক্ষেপের ইচ্ছা রহিল।

—:•:—

## নূতন পুস্তক।

১। গদ্যসংগ্রহ। এখানি সংস্কৃ... কলিকাতা সংস্কৃত পাঠশালার অল... রশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ... রত্ন মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণ হই... সংগ্রহ করিয়াছেন। এক্ষণে প্রায় ... তীয় বিদ্যালয়ে সংস্কৃতচর্চ্চা আ... হইয়াছে। সংস্কৃতে পদ্যগ্রন্থই অ... গদ্য গ্রন্থ বিরল বলিয়া অনেকে আ... করিয়া থাকেন। এ সময়ে ন্যায়রত্ন সঙ্কলিত গদ্যগ্রন্থ যে সমধিক সম... হইবে তাহার সংশয় নাই।

২। বিষ্ণুপুরাণ, প্রথমখণ্ড। এ... নিও সংস্কৃত। ইহাতে বাঙ্গলা অনু... ও শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা আছে। শ্রী... বরদাপ্রসাদ বসাকের যত্নে মুদ্রি... প্রচারিত হইতেছে। এখানি লো... পক্ষে মহোপকারক হইবে।

৩। হরিশ্চন্দ্রচরিত। এ... সূর্য্যবংশীয় রাজা হরিশ্চন্দ্রের ... লইয়া শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কাল... ইহার সঙ্কলন করিয়াছেন। রাজা ... শ্চন্দ্র সত্যনিষ্ঠা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা ও ... নুরাগের আদর্শস্বরূপ। তাঁহার ... পাঠ করিলে বালকদিগের সবিশেষ ... কারলাভের সম্ভাবনা আছে।

৪। অবোধবন্ধু। এই নামে যে ম... পত্র প্রচারিত হয়, তাহার কত... একত্র বদ্ধ হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে।

৫। বঙ্গবালা। ইহার প্রথম পৃষ্ঠে [লি]খিত আছে, "কোন বঙ্গবালাকর্ত্তৃক [র]চিত।" ইহাতে কতকগুলি বাঙ্গলা [ক]বিতা রচিত হইয়াছে। এ দেশের স্ত্রী [লো]কেরা যে এরূপ কবিতা লিখিতে [শি]খিতেছেন, ইহাতে আমরা অতিশয় [আ]হ্লাদিত হইলাম।

৬। শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীরাম মুখোপা[ধ্যা]য়ের কৃত সাক্ষ্যের আইন। ১৮৫৫ [অ]ব্দের ২ আইন, ১৮৫৯ অব্দের ৮ আইন [এ]ং প্রধান২ বিচারালয়ের নিষ্পত্তি [অব]লম্বন করিয়া শ্রীরামবাবু এই পুস্তক[খা]নি সংগ্রহ করিয়াছেন। গ্রন্থকার যে [সক]ল অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, [তাহ]ার সমুদায় আইনসঙ্গত; তাঁহার [নিয়]মগুলি যথাযোগ্য হইয়াছে। খাতা [প্রভৃ]তিদিগ লইয়া মফস্বলের আদালতে [বি]শেষ গোলযোগ হয়; যে সে ব্যক্তি [খা]তা, জমাওয়াশীল বাকীর কাগজ [প্র]ভৃতি প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য করান। [শ্রীরা]ম বাবুর পুস্তক পাঠ করিলে অনেক [মো]ক্তারের এ বিষয়ে শিক্ষা হইবে। [আম]রা বোধ করি, এই পুস্তকখানি [মো]ক্তারি পরীক্ষার নিমিত্ত স্থির করিলে [বি]শেষ উপকার হইতে পারে। মোক্তার[দিগে]রই এই পুস্তকখানি পাঠ করা কর্ত্তব্য।

—:০:—

## প্রাপ্ত।

শোণপুরের মেলা।

(গত প্রকাশিতের পর।)

২৬। এটী হরিহর নাথের মন্দির। এই [মন্দি]রে হরিহরনাথনামক প্রকাণ্ড প্রস্তরের [শিব]লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইনিই শোণপু[রের] মেলার কারণ। প্রবাদ আছে ত্রেতা যুগে [অযো]ধ্যার মহারাজ রামচন্দ্র জানকীলাভার্থ [যাইবার কা]লে অযোধ্যা হইতে জনকপুরে [যান,] সেই সময়ে পথিমধ্যে নানা স্থানে [শিবপূ]জা করেন, এটী সেই সময়ের শিবলিঙ্গ। [কার্ত্তি]কী পূর্ণিমাতে ইহাঁর মহাসমারোহে [পূজা] হয়, সেই সূত্রে মেলা হয়। শিবলিঙ্গটী [হরিহ]রনাথনামে প্রসিদ্ধ। এই জন্যই এই মেলাকে "হরিহরছত্র" বলিয়া থাকে; কিন্তু ইংরাজ মহলে ইহা শোণপুরের মেলা বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহার কারণ এই, যে গ্রামে এ মেলাটী হয় তাহার নাম শোণপুর। যাহা হউক, এই মেলা উপলক্ষে ভূরি ভূরি অর্থ ও দ্রব্য সামগ্রী হরিহরনাথের শ্রীচরণে সমর্পিত হয়। এই মেলা ছাপরা অথবা সারণ জেলায় হইয়া থাকে। সারণ জেলার পূর্ব্ব দিগের শেষ সীমায় এই শোণপুর; সুতরাং মেলার পূর্ব্বসীমা ত্রিহুত, দক্ষিণ সীমা পাটনা এবং আরা, পশ্চিম সীমা সারণ জেলা হও য়াতে সকল জেলা হইতেই আফিসরগণ ও পুলিষ প্রহরী মেলার শান্তিরক্ষার্থ নিযুক্ত হন; কিন্তু মেলাটী সারণ জেলাতে হওয়াতে সারণ জেলার পুলিষ ও মাজিষ্ট্রেটই ইহার শান্তি ও সৌন্দর্য্যের অধিনায়ক হন। "রিজর্ভ কোর্স" ও "মিউনিসিপাল কোর্স" হইতেও ২০০। ২৫০ কনষ্টেবল তথায় গিয়া দণ্ডায়মান থাকে।

২৭। এস্থলে তাম্বু ও সামীয়ানা বিক্রয় হয়। এস্থলের শোভা দেখিলে বোধ হয়, যেন লক্ষ্ণৌ কি আগরায় সর জন লরেন্স মহোদয়ের ডাইনবরেল এবং তালুকদারি দরবার হইতেছে।

২৮। এ স্থলে কশাইদের দোকান। এখানে অনবরত জবাই হয়, রক্তের স্রোত বহিতে থাকে।

২৯। গঙ্গা ও গণ্ডকীর গর্ভ। এ স্থানটী নৌকাময় দেখিতে পাওয়া যায়। স্থল ভাগে যেরূপ মনুষ্য, গো, অশ্ব, পশুপক্ষ্য প্রভৃতির নিমিত্ত পাদবিক্ষেপের স্থান থাকে না, জলেও সেইরূপ নৌকার হুড়াহুড়িতে স্নান করিবার স্থান পাওয়া কঠিন হয়। রজনীতে যেরূপ ময়দানে তাম্বু ও সামিয়ানাপ্রভৃতিতে বাবুরা আলো জ্বালিয়া নৃত্য গীতাদি আমোদ করিয়া থাকেন, নৌকাবাসীরাও সেইরূপ আমোদে মত্ত থাকেন।

৩০। এই পথটী এদেশীয়দিগের গমনাগমন জন্য প্রস্তুত হয়। এটী বড় রাস্তা বলিয়া পরিচিত হয়। এ পথের দুই ধারে হিন্দুস্থানী বাঙ্গালী পশ্চিমে ইহুদিপ্রভৃতি নানা জাতীয় দেশ বিদেশীয় বণিক্‌গণ নানা দেশদেশীয় সুখসেব্য দ্রব্য সামগ্রী [লইয়া উপস্থিত হ]ন।

৩১। চিড়িয়াখানা কিম্বা পক্ষীর বা[জার।] এটীও অতিশয় মনোহর স্থান। [এখানে] নানাবিধ পক্ষী ক্রয় বিক্রয় হইয়া [থাকে।] এক এক স্থানে এক এক প্রকার পক্ষী [বিক্রয়] হয়। পক্ষিগণের সুমধুর শব্দে মন [মোহিত] হইতে থাকে।

৩২। এটী কালীদেবীর মন্দির। [এটী] পাটনার সুবিখ্যাত দেওয়ান রামসুন্দর[...] মহোদয়ের কীর্ত্তি। দেওয়ানজী মহোদয় [...]দিগের মধ্যে একটী রত্ন ছিলেন। [...] লোককে অন্ন ও বস্ত্র দান করিয়াছিলেন [এবং] বহুসংখ্য লোককে চাকরি করিয়া দি[য়াছি]লেন।

৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩[৮। ৩৯।] ৪০। ৪১। ৪২ এগুলি দেশীয় মদের [দোকান।] অনর্থের বীজ ও সর্ব্বনাশের মূল। গবর্ণ[মেন্ট] প্রজাপুঞ্জের মাতা পিতাস্থানীয় হইয়া [এই] মহৎ অনিষ্ট করিয়া এই সামান্য অর্থস[ঞ্চয়] করিতেছেন! এক দিগে চৌর্য্যের ও দ[স্যুবৃত্তির] প্রবৃত্তির নিবারণজন্য পুলিষ স্থাপন [করি]য়াছেন, অন্য দিগে চোরের ও বদমা[য়েস]গের আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিবার জন্য [...] খুলিয়াছেন!!

—:০:—

বঙ্গীয়দিগের দৈহিক অবনতি।

(গত প্রকাশিতের পর)

পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে শিশ[...] পানী, রাজকীয় ও ইংরাজাদি ভিন্নদ[েশীয়] বণিকগণের কার্য্যালয়ের কার্য্যপ্রথা, [...] সেবন এবং নারীগণের গৃহকার্য্যের বিষয় লি[খিত] হইয়াছে। অদ্য জলের বিষয় বর্ণনা [করা যা]ইতেছে।

অনেকেই জলকে বিমিশ্র, বিশুদ্ধ, [...] বর্ণহীন স্বচ্ছতরল পদার্থ বলিয়া [...] বাস্তবিক ইহা বিমিশ্র নহে, প্রাচীন [...]বিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষাদ্বারা সিদ্ধান্ত [করি]য়াছেন, যে ইহা হাইড্রোজেন ও অক্সি[জেন] নামক দুই পদার্থের সংযোগে উৎ[পন্ন।] স্বভাবতঃ ইহা নির্ম্মল নহে। ইহাতে অর[গ্যা]নিক এবং ইন্‌অরগ্যানিক দ্বিবিধ প[দার্থ]

— ৩৭২ —

সমুদ্রাদির জলে ক্লোরাইড অফ
দিয়ম অর্থাৎ লবণের অংশ থাকাতে
স্বাদ হয়। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার
ও ভিন্ন ভিন্ন বস্তু দেখা যায়। কারণ তাহাতেও
মক এসিড গ্যাস কারবনেটেড হাইড্রো
জনেটেড গ্যাস ইত্যাদি নানা বস্তু পাওয়া
বৃষ্টির জল স্বভাবতঃ নির্ম্মল বটে, কিন্তু
য় নিপতিত হইলে নানাবিধ দ্রব্যের
যোগে এবং বহুবিধ কারণে অল্পক্ষণের
নির্ম্মলতা বিনষ্ট হয়।
ও স্বচ্ছ জল পাওয়া
চিকিৎসকেরা কহেন, নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ
ব্যবহারের উপযুক্ত ও শরীরের পক্ষে
উপকারী। কিন্তু কয় জন লোক
জল ব্যবহার করেন?
প্রয়োজন। জলদ্বারা
জল পান করা যায়
শুশ্রূষাদি জলদ্বারা নিষ্পা
আমাদের জীবনধারণের
বোধ করি, এই জন্য দেশের
আর
জলের ভাগ
করিয়া
শুক করিয়া দিবে
পূর্ব্ব কালের
গিয়াছেন। জল
বিশেষ উপকারী
অনেক দূষিত
অনিষ্ট ঘটে
বলিয়া
ও পানের জন্য জল
কোন কারণে জল দূষিত হইলে
সেই সকল
বিশেষ অপকারী
এ দেশে যাহারা
নানাপ্রকার রোগাক্রান্ত হইলে
কেহ কেহ বা অকালে মৃত্যুমুখে
হয়। অনেকে চিররুগ্ন বল
ও অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে
এমন অনেক দুর্ঘটনা দেখা গিয়াছে
কোন কোন দেশের জল বিকৃত ও দূষিত
সেই সেই দেশে নানা প্রকার
পীড়ার প্রাদুর্ভাব হয় এবং বহু
লোক কালগ্রাসে পতিত হইয়া
প্রায় জনশূন্য করিয়া যায়।
হইতে
ও চিররুগ্ন ও জীবন্মৃত.
ছিলেন। আমাদের নানাবিধ উপায়ে

ও বহুবিধ যত্নে জল পরিষ্কৃত হওয়াতে দেশ গুলির এক প্রকার রক্ষা হইয়াছিল। কোন কারণে জল দূষিত হইলে পাছে দেশের অধিবাসিদিগের শরীরের পক্ষে অপকার ঘটে, এই ভয়ে পূর্ব্বকালে ধর্ম্মব্যবস্থাপকেরা ধর্ম্মভয় দেখাইয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, যিনি কোন প্রকারে জল বিকৃত করিবেন, তাঁহার পাপ হইবে এবং পাপের শাস্তিস্বরূপ নানা প্রকার শারীরিক ও মানসিক রোগ ও ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু এক্ষণকার লোকদিগের ধর্ম্মভয় শিথিল হওয়াতে জলের উৎকর্ষ রক্ষাবিষয়ে অনাদর হইয়াছে; তজ্জন্য দেশে নানাপ্রকার দুর্ঘটনা ঘটিতেছে এবং বহুবিধ পীড়ারও প্রাদুর্ভাব হইতেছে। এ দেশ অতিশয় নিম্ন; সুতরাং এখানে নদ, নদী, বিল খাল, খানা, ডোবা পুষ্করিণীপ্রভৃতি জলাশয়ই অসংখ্য পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল ডোবা ও অন্যান্য নিম্ন স্থান জল প্রতিবৎসর বর্ষার জলে প্লাবিত হওয়াতে সাগর ও সরোবরাকার ধারণ করে।

প্রথম পুষ্করিণী। পূর্ব্বপুরুষেরা ধর্ম্ম বুদ্ধিতে হউক বা লোকের জলকষ্ট নিবারণ জন্য হউক, অথবা অন্য কোন কারণ বশতই হউক, নিজ নিজ দেশের নানা স্থানে ছোট বড় নানাপ্রকার পুষ্করিণী খনন করিয়া গিয়াছেন। প্রায় অধিকাংশ পল্লী গ্রামের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পথপার্শ্বে, প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের খিড়কি ও সদরে এবং গ্রামের মধ্য স্থলে ও প্রান্ত ভাগ প্রভৃতি স্থানে বহুবিধ অসংখ্য ও অনাবশ্যক জলাশয় দেখিতে পাওয়া যায়। দেশের উপকারার্থ এইসকল খাত হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু এক্ষণে তেমনি অপকারকারী হইয়াছে। এক সময়ে ইহারা জীবনরক্ষক ছিল; এক্ষণে জীবননাশক হইয়াছে; অধিকাংশ জলাশয়ে বার মাস জল থাকে না অনেকগুলিতে অল্প পরিমাণে জল থাকে। বর্ষাকালের জলে ইহারা পরিপূরিত হইয়া প্রকৃত জলাশয়ের আকার প্রাপ্ত হয়। অনেক অনেক পুষ্করিণী পানাপ্রভৃতিদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছে। কোন কোন পুষ্করিণী এরূপ আচ্ছাদিত হইয়াছে যে, তাহাদিগকে জলাশয় বলিয়া কোন প্রকারেই উপলব্ধি হয় না। প্রায় অধিকাংশ জলাশয়ের তীরে নানাপ্রকার বৃক্ষাদি হওয়াতে এক প্রকার জঙ্গলময় হইয়া গিয়াছে; বোধ করি ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুগণ অনায়াসেই লুকাইয়া থাকিতে পারে। ঐ বৃক্ষাদির গলিত পত্রাদি জলে নিপতিত হইয়া জলকে বিকৃত করে। বহুবিধ জীব জন্তু জলে পচিয়া

জল দূষিত হয়। নির্ব্বুদ্ধি কৃষকেরা অ
বশতঃ আপনাদের কৃষিজাত পাট ও
প্রভৃতি জলে পচাইয়া উহাকে বি
করিয়া তুলে। এইসকল কারণে কেবল
বিনষ্ট হয় এমন নহে, দেশের লোকে
অনভিজ্ঞতাবশতঃ বা আলস্যহেতু
দূষিত করিয়া থাকেন। মল মূত্রাদি ও
রাবশিষ্ট বা পরিত্যজ্য দ্রব্যসকল
ক্ষিপ্ত হয়। জলপাত্র ও ভোজনপাত্র প্র
প্রায় যাবতীয় গৃহসজ্জা ও সামগ্রী
ধৌত ও মার্জ্জিত হইয়া থাকে। তাহ
কলঙ্কে দেশও কলঙ্কিত হইয়া যায়।

দ্বিতীয় নদী। প্রায় প্রতি পল্লীগ্রা
প্রতি নগরে এক একটি নদী দৃষ্ট হয়।
গুলি কিছু পুরাতন; সুতরাং অধিক
নদনদীও পুরাতন অর্থাৎ অপ্রশস্ত
য়াছে। অনেক নদী মজিয়া গিয়াছে
কোন কোন নদী অংশতঃ মজি। আদিতে
অধিকন্তু স্রোতস্বতীর স্রোত বন্ধ
গিয়াছে। তাহাদের জল গমনাগমনের
একেবারে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কোন
নদী এরূপ মজিয়া গিয়াছে যে, লোকে
স্থানে বাঁধ বাঁধিয়া পুষ্করিণীর ন্যায়
অংশ করিয়া লইয়াছেন। এক্ষণে তা
গকে নদী বলিয়া কোন প্রকারেই বো
না। যে সকল পুষ্করিণীর শ্রেণি হইয়
অনেক নদীতে বার মাস জল থাকে
গর্ভে ও অভ্যন্তরে
গুল্মাদি উদ্ভিজ্জ দ্রব্য জন্মিবাতে
ময় হইয়াছে। কোন কোন নদীর ধারে
বৃক্ষাদি থাকাতে জঙ্গল হইয়া গিয়
চিকিৎসকেরা কহেন, স্রোতের জল শ
পক্ষে বিশেষ উপকারী; কিন্তু
স্রোতের জল পাওয়া সুকঠিন। যে
স্রোতস্বতীতে বার মাস জল থাকে
জোয়ার ভাঁটা হয় তাহাদের জল
কারণে অপরিষ্কৃত ও দূষিত হইয়া
মলমূত্রাদি এবং মনুষ্যের মৃত দেহ ও
বিধ মৃত পশু পক্ষী ইহাদের জলে নি
হয়। যেগুলি বর্ষার জলে নদী বলিয়া
চিত হইয়া থাকে, তাহাদের জলের
নাই। নানাবিধ পশু পক্ষী ও তা
তটস্থ বৃক্ষাদির পত্রাদি ও স্বভাবজাত
গুল্মপ্রভৃতি উদ্ভিজ্জ দ্রব্য পচিয়া
এরূপ দুর্গন্ধময় করে যে, তাহা
করিতে ঘৃণা বোধ হয়। এই ত
জলের অবস্থা, এ অবস্থায় দেশস্থ লো
শরীরের অবস্থা যে কিরূপ হইবে
অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হয়।

শ্রীরা
সাং জনাই

# বিবিধসংবাদ।

২রা ভাদ্র সোমবার।

হারা কোন উত্তম কাজ করেন, প্রধান
রা অবসর উপস্থিত হইলেই যদি সন্তোষ
র করিয়া তাঁহাদিগের সম্মানবর্দ্ধন করেন
রে তাঁহাদিগের উৎসাহ অধিকতর বৰ্দ্ধিত
আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, বাঙ্গালা
র লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর যখন মুরসিদাবাদে গমন
, সর্ব্বাগ্রে আজীমগঞ্জের রায় মেঘরাজ
রি বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি-
ন। এই রায় বাহাদুর ভুটানের যুদ্ধকালে
মেণ্টের অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন।
ীমগঞ্জে শ্রী।রু হরকচাঁদ গুলেচাপ্রভৃতি
কগুলি ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আছেন,
রা ঐপ্রকার রাজদ্বারে বিশেষ সম্মানভা-
ইলে তাঁহাদিগের দ্বারা অনেক সৎকার্য্য
ন হইতে পারে।

ক্ষ্ণৌ টাইমসে বলেন শিবমঙ্গল সিংহ ভূত
৮ সংখ্যক সিপাহী দলের এক জন সৈনিক
ন। বিদ্রোহকালেও ইনি গবর্ণমেণ্টের পক্ষ
যুদ্ধ করেন। বিদ্রোহ শান্তির পর শিব
সিংহ পুলিসে প্রবেশ করিয়া ভূতপূর্ব্ব
ক বিদ্রোহীকে ধৃত করাতে অযোধ্যার
কমিসনর সম্প্রতি তাঁহাকে ১০০ টাকা
ন এক তলবার প্রদান করিয়াছেন। আক্ষে
বিষয় এই, এটী কমিসনর নিজ হইতে দিতে
।

ক্ত পত্রের এক জন পত্রপ্রেরক বলেন,
পাত্তের অন্তর্গত মহুগড়ের রাইট নামক
জন ইঞ্জিনিয়র সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া
র বন্ধু গর্ডন কে গুলি করিয়া বধ করি
গর্ডন ও রাইট এক বাটীতে থাকিত।
কিছু টাকা কর্জ্জ করিয়া শেষে তাহা
না হয়, উভয়ের মনোভঙ্গ হইয়া
 ... করে। এক দিবস গর্ডন
কা ... রাইটের বাটীতে আসিয়া
খানি কাগজ লইয়া লিখিতে আরম্ভ করাতে
রাইট তাহাকে বলে, হয় তুমি এস্থান
কর, নচেৎ এক খত লিখিয়া দাও।
ইহার কিছু না করাতে রাইট তাহাকে
করিয়াছে। ... রাইটের
হইল। তখন সে নিজ কেরাণীদ্বারা
র সংবাদ প্রেরণ করিয়া নিশ্চিত
... ইউরোপীয়েরা কেমন ভয়া
তাহার এই এক দৃষ্টান্ত।

... রাইট নামক এক জন ইউ
... আপনাকে এক জন পুলিস
... বলিয়া পরিচয় দিয়া দুই জন এদেশ
... দোকানদারকে ধৃত করিয়া ৩ টাকা
কাড় লইয়া ছাড়িয়া দেয়। বিচারপতি
এ ব্যক্তির কঠিন পরিশ্রমের সহিত চয়
মেয়াদ দিয়াছেন। বৈদ্যনাথ গোয়ালা
এক জন পাহারাওয়ালা রাইটের সাহায্য
জ তাহার পনর মাস মেয়াদ হইয়াছে।
ণীয় ও এতদ্দেশীয় বলিয়া আইন ভেদ
নাই, উহা দেখিয়া কোন ব্যক্তি এ কথা
ত সাহসী হইবেন?

হাজরার পর্ব্বতবাসীদিগকে দণ্ড দিবার নিমিত্ত এক দল সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে। পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, কোহাটের সীমাস্থিত একটী পল্লীগ্রাম কিছু দিন হইল লুণ্ঠিত হওয়াতে তথায়ও এক দল সৈন্য প্রেরিত হইবে। এই সকল সীমাস্থিত যুদ্ধ অমঙ্গলের কারণ। অম্বালায় যুদ্ধ হওয়াতে দেশের অনেক অমঙ্গল হইয়াছে।

৩ রা ভাদ্র মঙ্গলবার।

রাজা থিওডোরের পুত্র আলামেয় ইংলণ্ড দর্শন করিয়া এত আহ্লাদিত হইয়াছেন যে, তিনি উক্ত দেশ ত্যাগ করিতে চাহেন না। রাজকুমার ইংলণ্ডীয় খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম শিক্ষা পাইবেন।

আগামী মার্চ্চমাসে ভরতপুরের রাজা প্রাপ্তব্যবহার হইয়া স্বীয় রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিবেন।

বিচারপতি নর্ম্মান সম্প্রতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যদি কুলাচার না থাকে তাহা হইলে সন্তানহীন বিধবা স্ত্রীলোক দেবসেবার ভার পাইবেন না।

সম্প্রতি প্রধানতম বিচারালয় মীমাংসা করিয়াছেন, জজ যদি জুরির নিকটে মকদ্দমার প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করিতে না পারেন এবং তন্নিমিত্ত জুরি যদি সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে মত দেন, তাহা হইলেও প্রধানতম বিচারালয় জুরির মত রহিত করিয়া পুনর্ব্বিচারের আজ্ঞা দিতে সমর্থ নহেন। এটী পূর্ব্বকার এক মীমাংসার বিরুদ্ধ হইতেছে। যেখানে বাস্তবিক অবিচার হয়, সেখানে প্রধানতম বিচারালয়ের পুনর্ব্বিচারের আজ্ঞা দিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে

১৮৬৭।৬৮ অব্দে বঙ্গদেশে ১,৮৭,৮৫০ খানি দলীল রেজিষ্টরি করা হইয়াছে। ৩৩৯,০৮১ টাকা ফী আদায় ও ২৫০১৮১ টাকা বিভাগীয় ব্যয় এবং ৮৯,৬০০ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা শতকরা ৩ টাকা অধিক আয় হইয়াছে। রেজিষ্টারি করিতে লোকের কত সময় গিয়াছে, তাহার একটী তালিকা দিলে ভাল হইত।

২৪ পরগণার দক্ষিণ অঞ্চলের উপরে ঈশ্বরের কোপদৃষ্টি পড়িয়াছে। গত বারের ১৫ দিবসের বৃষ্টির পরও যাহারা পুনর্ব্বার ধান্য রোপণ করিয়াছিল, এই বৃষ্টিতে তাহা পুনর্ব্বার জলমগ্ন হওয়াতে তাহাদিগের দ্বিতীয় বারের পরিশ্রম বিফল হইয়াছে। এই বেলা এইসকল দরিদ্র লোকের সাহায্য করিবার উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য হইতেছে।

ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীর উৎকর্ষসংক্রান্ত দুইখানি বিল্‌ই পরিত্যক্ত হইয়াছে। মহাত্মা আগামী দুই বৎসর ইংলণ্ডের অভ্যন্তরীণ বিষয় লইয়াই ব্যস্ত থাকিবেন। মহাসভার অবসর না হইলে ভারতবর্ষের মঙ্গল হইবে না এটী আক্ষেপের কথা। এ নিয়মের পরিবর্ত্ত হইবার কি কোন উপায় নাই?

বোখারার রাজার মৃত্যুসংবাদ অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। রুসীয়েরা বোখারার নিকটে আসিয়াছে। বোখারাতে একটী দুর্গ

ও বাণিজ্যসংক্রান্ত কতকগুলি স্বত্ব প
তাহারা সন্ধি করিবে বলিয়াছে। তাহা
উহার ভয় নাই।

দিল্লীগেজেট শ্রবণ করিয়াছেন, গবর্ণ
এই বন্দোবস্ত করিবার মানস করিয়াছেন,
পর কোন হিন্দুস্থানী রেজিমেণ্ট দিল্লীর উ
যাইবে না; আর কোন পঞ্জাবী রেজি
দিল্লীর দক্ষিণে আসিবে না। উক্ত পত্র গ
বলিয়াছেন এটী নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ।

উক্ত পত্র বলেন, মধ্য ভারতবর্ষের
কমিসনর আজ্ঞা দিয়াছেন, সহকারী পুলিস
রিণ্টেণ্ডেণ্টের নীচের কোন কর্ম্মচারীর
যখন কোন মাজিষ্ট্রেট কোন অভিপ্রায়
করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত, স্থগিত অথবা
দারতে অর্পিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করি
তখন ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহার সহিত
মত হউন আর না হউন, উক্ত কর্ম্মচা
স্থগিত রাখিবেন।

কিছু দিন হইল, আগরার প্রধানতম বি
লয় সিদ্ধান্ত করেন, লক্ষ্ণৌএর আউটরই কর
বিরুদ্ধ। গবর্ণর জেনরল তন্নিমিত্ত ব্যব
সভা দ্বারা সদ্য এক আইন করাইয়া এই
আইনসিদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। এ ব্যা
অতিশয় কৌতুককর।

৪ ঠা ভাদ্র বুধবার।

এবার ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের ন্যায়
হইয়াছে। ছায়াতে তাপমান যন্ত্রে ৯০
এবং রৌদ্রে ১২০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত পারা
তেছে। অনেক লোকে সহর গরমেতে
ত্যাগ করিয়াছেন। তৃণ ও বৃক্ষপত্র
তছে। লোকে গবাক্ষ না খুলিয়া থাকিতে
না। সকলকে অতি লঘু বস্ত্র পরিধান
হইতেছে। অনেক সেকেলে ভারতবর্ষীয় ই
ঘস, ঘস ও পাখার নিমিত্ত চিৎকার করিতে
বরফ না হইলে পানাহার চলে না। ইংল
বিচারপতিগণ সেকেলে ব্যবহারের অ
গোঁড়া। কিন্তু এমনি ভয়ানক গ্রীষ্ম যে
পতি ওয়াইল্ড নিজে পরচুলা খুলিয়া বা
দিগকে আপন আপন পরচুলা খুলাইয়া
লণ্ডনের দোকান সকল ক্ষুদ্র, এবং হিম
স্থান বলিয়া প্রায় কোন ঘরের বারাণ্ডা
উমেদারান এবার অতিশয় কষ্ট হইতেছে।
দেখিতেছি, ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে অ
করিয়া ইহার বাণিজ্যের সহিত উষ্ণতার
কারী হইলেন। দুই বৎসরাবধি ইংলণ্ডে
তিশয় হইয়াছে।

গতকল্য বেলা ৯ ঘটিকার সময়ে সূর্য্য
হয়। অর্দ্ধেকেরও অধিক গ্রাস হইয়াছিল।
থাকাতে অনেকে ভাল করিয়া দেখিতে
নাই।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম,
হোমিওপেথীর চিকিৎসক ডাক্তর টি,

—৮৩৪—

া নিবকন ফ্রান্সে যাইবার সময়ে এডেনে তভোগ করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ টাইমস বলেন ৩৫ গবিত এতদ্দে রেজিমেন্টের বাদকের জোসেফ আন্টিয়কের ব্যভিচারিণী হওয়াতে বাদকের উপপতির ম নালীস করিয়া তাহাকে জেলে দেয়। নতম বিচারালয়ে এই দণ্ড হইবার অনতি বাদকের প্রধান বিচারপতির নিকটে গিয়া ল, মহাশয় আমার স্ত্রীর ত এই দশা হইল। র একটী সন্তান আছে, ইহাকে লালনপালন ার লোক চাই। অতএব আমি পাদ্রীর করিতে পারি কি না? যদি তাহা না হয় কা স্ত্রী রাখিতে আমার ক্ষমতা আছে কি প্রধান বিচারপতি বলিলেন তাহা নাই। তে বাদকের অতি দুঃখে বাটীতে প্রত্যাগমন ল। মেইন সাহেবের বিল বিধিবদ্ধ হইলে কদের দলের লোকেরা কুলটা স্ত্রীর হস্ত ত রক্ষা পাইবেন।

১২ ই আগষ্ট কর্ণেল রথনী হাজারার বন্য কে আক্রমন করিয়া পরাজিত ও আগড় তাকা হইতে দূরীভূত করিয়াছেন। বন্যদি ৩০ জন হত হইয়াছে। কর্ণেল রথনী ও জন সিপাহী সামান্য আঘাত পাইয়াছেন। য়াতে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে।

কুইন সলাণ্ডের ইক্ষ ও তুলকরেরা টীন ের দ্বীপবাসীদিগকে ধৃত করিয়া লইয়া দাস করিতেছে। এইসকলক্ষেত্রে বন্যদি প্রথমতঃ এক বৎসরের নিমিত্ত আনয়ন কয়। কিন্তু একবার আনিতে পারিলে আর হয় না। আবাদকরেরা এইসকল হতভাগ কে ধৃত করিবার নিমিত্ত জাহাজ প্রেরণ । কুইনসলাণ্ডে পূর্ব্বে ভারতবর্ষী কুলি ের প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ত সম্মত হন নাই। কুইন সলাণ্ডের গবর্ণ ইহার নিবারণচেষ্টা পাইতেছেন। কাছাড় গের অভাব সকল স্থানেই সমান। কৃষকদিগকে কার্য্যতঃ ক্রীতদাস করিবার কণ্ট্রাক্ট আইনের নিমিত্ত কতই চেষ্টা ছে।

দেশের ন্যায় বোম্বাইয়েও অতিবৃষ্টি হ। বোম্বাই ও বরদার রেলওয়ের দুটী য়া হইয়াছে এবং বোম্বাই রেলওয়ের ণ, নর্ম্মদা ও তাপ্তীর স্থানে এক কালে হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে রাস্তার হানি হয় নাই। এক স্থানে প্রায় চারি ফুট াড়াইয়াছিল।

কলিকাতার কতকগুলি বাটী বৃষ্টিতে ভগ্ন হইয়া কয়েকজন মনুষ্য হত হইয়াছে।

ওয়ালটর, জোনসন মেয়ারনামক এক জন ধূর্ত্ত আমেরিকান লণ্ডনের ডাকঘরের কর্ম্মচারী বলিয়া পরিচয় দিয়া বলে সে ইংলণ্ডীয় পোষ্ট মাষ্টর জেনরলের আজ্ঞানুসারে একখানি চিত্রের প্রস্তুত করিতেছে। অনেক বণিক বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত ইহাকে টাকা দেন। এ ব্যক্তিকে বোম্বাইয়ের পোলিসের অর্পণ করা হইয়াছে। মেয়ার কলিকাতা ও মান্দ্রাজেও জুয়াচুরি করিয়াছে। মেইন সাহেবের কৃত লোফার বিল ঠিক সময়েই হইয়াছে।

সর হেনরি ডুরাণ্ড ছয়মাসের বিদায় পাইয়াছেন।

ভাগলপুরের সর্ব্বপ্রধান জমীদার রাজা লীলানন্দ সিংহ ভাগলপুর স্কুলের নিমিত্ত ১০ টাকা প্রদান করাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন

১লা জানুয়ারি অবধি ১৪ ই আগষ্টপর্য্যন্ত ৬৭ ৮৭ ইঞ্চ বৃষ্টি পড়িয়াছে। প্রায় সম্বৎসরের বৃষ্টি দুই মাসের মধ্যে হইল।

বোম্বাইয়ের বারিষ্টর হাউয়ার্ড সাহেব রেলওয়ের দুর্ঘটনায় হত হওয়াতে রেলওয়ে কোম্পানি তাঁহার স্ত্রীকে ৯৭,৫০০ টাকা প্রদান করিতে বাধিত হইয়াছেন।

৫ ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার।

ইংলিসমান বলেন, ভুটানের গবর্ণমেণ্ট অসম্মান প্রদর্শন করাতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে যে টাকা দিতেন তাহা আর দিবেন না। এই টাকা ভোটেরা "কর" বলিয়া লইত ইহা লইয়া তাহাদিগের গৃহ বিবাদ হইতেছে।

টেলিগ্রাম আসিয়াছে যে, সিয়ারআলি খাঁর সৈন্যগণ কাবুলে প্রবেশ করিয়াছে।

মান্দ্রাজের প্রধান জেলে আলিপুরের ন্যায় একটী মুদ্রাযন্ত্র হইতেছে। এইপ্রকার একটী ছাপাখানা হইবে। আলিপুরের জেলে গবর্ণমেণ্ট চট প্রস্তুত করিতেছেন। এই সঙ্গে গবর্ণমেণ্ট কি একটী বস্ত্রের কল করিয়া সকলকে দৃষ্টান্তপ্রদর্শন করিতে পারেন না?

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদের জবানবন্দী আপাততঃ শেষ হইল। সর চার্লস জাক্সন এ ব্যক্তির পুনরায় জবানবন্দী লইবেন। এই জবানবন্দীতে প্রকাশ পাইয়াছে ১৮৬৪ ও ১৮৬৫ অব্দে প্রেমচাঁদই বোম্বাইয়ের টাকার বাজারের হর্ত্তা কর্ত্তা হইয়াছিলেন। তিনি নানাপ্রকার ব্যাঙ্ক ও কোম্পানি করিয়া তাহার অংশসকল বিক্রয় করেন।

তিনি ৫০০ টাকার অংশ ১৫০০০ টাকায় করিতেন। ক্রেতার টাকা না থাকিলে "বিশ্বাসী" পাত্র বলিয়া বোম্বাই ব্যাঙ্ক কর্জ্জ দেওয়াইতেন। প্রেমচাঁদের প বোম্বাই ব্যাঙ্ক কেবল খত লেখাইয়া লইয় দার দিতে আরম্ভ করেন। ব্যাঙ্কের সেক্রে বেলেয়ার তাঁহার সহচর ছিলেন। দুই জনে কাজ করেন। প্রেমচাঁদ অনুরোধ করিতে বেলেয়ার যাহাকে তাহাকে টাকা কর্জ্জ দি যাহা হউক, এক্ষণে কথা হইতেছে দুষ্ট বোম্বাই ব্যাঙ্কের সহিত অনেক লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহাদিগে হইবে কি না?

যশোহরের অমৃত বাজারপত্রিকার তত্রত্য ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট রাইট সাহে নালীশ করিয়াছেন, সেই মকদ্দমাটীর ভার, হয় কোন বারিষ্টর বিচারপতি নচে জেকোটের ন্যায় কোন সিবিলিয়ানের দেওয়া কর্ত্তব্য। এই মকদ্দমা উপলক্ষে হরের ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট ও রাইট মাজি অতিশয় গর্হিত ব্যবহার করিয়াছিলেন। বেলের মকদ্দমায় কবে কোন ব্যক্তিকে হইতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে? এক জন প্র সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন, মাজিষ্ট্রেট ই স্থগিত করিয়াছেন। এসকল মকদ্দমার পূর্ব্বে স্থগিত অথবা পদচ্যুত করা অন সিবিল সর্ব্বিসের প্রণালীকে ধন্যবাদ! যি সকল কাজ করিয়াছেন, কোন এতদে যদি তাঁহারা অর্দ্ধেক গুণ ধারণ করিতেন, হইলে তাঁহাকে এত দিন পাতাল দে হইত।

ডেলিনিউস শ্রবণ করিয়াছেন, স্কটলণ্ডের দায়ভুক্ত জুনিয়র ও সিনিয়র চাপে ের বেতন সর্ব্বত্র একবিধ করা হইবে

উক্ত পত্র শ্রবণ করিয়াছেন, ভারত গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশের প্রধান ইঞ্জিনিয়রকে য়াছেন, আম্ঘাণ অথবা যে ঘাটে তিনি বুঝেন, সেতু প্রস্তুত করিতে পারেন। ও গোরাই পারের নিমিত্ত দুইখানি জাহাজ রাখিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এটী অতিশয় আবশ্যক। প্রতিবৎসর পদ্মায় যে লোক মারা যায় বলা যায় না।

বোখারার রাজার সহিত রুশীয়দিগের যে নিয়মে সন্ধি হইয়াছে, তাহা বোম্বাইয়ে প্রকাশিত হইয়াছে। রাজা প্রতিবৎসর লক্ষ স্বর্ণ টিল্লা করস্বরূপ দিবেন। চারিজ

...এবং কারমাণতে একটী রুশীয় শিবির ...। সুমারকন্দের উ র ...ের দিকে ... রুশীয় দুর্গ হইবে। সুমারকন্দ হইতে ...রাপর্য্যন্ত রাজা নিজ ব্যয়ে একটী রাস্তা ... দিবেন। যেসকল বোখারীয় রুশীয় সেনা ... হস্তে বন্দীর ন্যায় আছে, তাহাদিগের ...কের মুক্তির নিমিত্ত ১০০০ স্বর্ণ টিল্লা ... হইতেছে। ওরেনবর্গ হইতে যে সকল ... আসিবেন তাঁহাদিগের কোন ক্ষতি না ...তাহা রাজাকে দেখিতে হইবে। রাজা যত ...এই নিয়মানুসারে কাজ করিবেন, তত দিন ...কে বোখারায় শাসন করিতে দেওয়া হইবে। ...ইহতে সম্মত হওয়াতে রুশীয় সেনাপতি ...ন সৈন্যদিগকে লইয়া তাসখন্দ ও জিজাকে ... করিয়াছেন। সুমারকন্দ গোয়ালিয়রের ... এক দল রুশীয় সৈন্যদ্বারা রক্ষিত হইবে।

...রোচের মুন্সেফ মাহুরাম মতিরাম সরকারী ...তহরূপ করিয়া তৎ পরে তাহা মিলাইয়া ...দিবার চেষ্টা পাওয়াতে তাঁহার এক বৎসর ...দ ও ১০০০ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

...প্রধানতম বিচারালয়ের অদিম বিভাগ ...ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। মফস্বলে ... মাস ছুটী হইতেছে। প্রধানতম বিচারালয়ের ...রপ ভাগ এত বিরাম পান কেন ...মরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

...পবলিক ওপিনিয়ন বলেন সম্প্রতি পঞ্জাবের ...ার ৮৫ ব্যক্তি গবর্নর জেনেরলের নিকটে ...বেদন করিবার নিমিত্ত সিমলায় গমন করে। ...জন লরেন্স বাহির হইয়াছেন, এমত সময় ...কারা দৌড়িয়া আসিল। কিন্তু প্রহরীরা তাহা...কে দেখিয়া হত্যাকারী স্থির করিয়া প্রহার ...রা ভূমিসাৎ করিল। পরে তাহাদিগের হস্তে ...বেদন পত্র দৃষ্ট হইল। এ ব্যক্তিদিগকে কি ...জিষ্ট্রেটের হস্তে দেওয়া বিধেয় হ...? কলি...তার এক ব্যক্তি এ প্রকার করিয়া এক মাস ...রণ বাটীতে বাস করিয়াছিল।

... কয়েক দিনাবধি গঙ্গায় অতিশয় বান ...কিতেছে। তিন দিবস হইল দুইখানি পান্সী ...ট জলমগ্ন হইয়াছে। জাহাজের কোন ...নিষ্ট হয় নাই।

...আমরা ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া দর্শন করিয়া আহ্লা...দিত হইলাম, আর্কডিকন প্রাট বন্ধুগণের অনু...রোধে আর কিছু দিন ভারতবর্ষে থাকিবার ...নিমিত্ত আবেদন করিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় ও ভার...তবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট এবিষয়ে ষ্টেট সেক্রেটারিকে ...অনুরোধ করিয়াছেন।

উক্ত পত্র বলেন, কণ্ট্রাক্ট আইন না হইলে কৃষকদিগের মঙ্গল হইবে না। যাহার অনিষ্ট করা হইতেছে তাহাকেই আবার কৃতজ্ঞ হইতে বলা এটী কেবল ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া ও মেইন সাহেবের বুদ্ধিতেই আইসে।

উক্ত পত্র বঙ্গদেশের জমীদারদিগকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়াছেন তাঁহারা এই বেলা গবর্ণর জেনরলের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া স্বেচ্ছা পূর্ব্বক শিক্ষাকর প্রদান করুন, নচেৎ আরও মন্দ হইবে। এমন ফ্রেণ্ড যাহাদিগের সহায় তাহাদিগের ভাল হইবার সম্ভাবনা কি।

৬ ই ভাদ্র শুক্রবার।

গেজেটে পাটনা ও মেদনীপুরের বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা প্রকাশিত হইয়াছে। সাধারণতঃ পাটনাবিভাগে দশ আনা শস্য হইবে। কিন্তু মেদনীপুরের অধিকাংশ স্থানে জলপ্লাবন হওয়াতে বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। গড়বেতায় কেবল তত বৃষ্টি হয় নাই। মেদনীপুরের কালেক্টর জমীদারদিগের ঔদাসীন্যের নিমিত্ত বিশেষ আক্ষেপ করিয়াছেন। বাঁধ রক্ষার নিমিত্ত অনেক জমীদার রাজস্ব হইতে অব্যাহতি পান। কিন্তু কেহই স্বকর্ত্তব্য সাধন করেন না।

রেঙ্গুণ টাইমস বলেন, ব্রিটিশ ব্রহ্মের বিদ্যাশিক্ষার ডিরেক্টর হডারণ সাহেব লিখিয়াছেন, সম্প্রতি আকাবের গবর্ণমেন্ট বিদ্যালয়সমুদায় আসবাব ও পুস্তকের সহিত ভস্মীভূত হইয়াছে। কোন দুশ্চেষ্টিত লোক একার্য্য করিয়াছে। কিন্তু এব্যক্তি ধৃত হয় নাই।

মান্দ্রাজ টাইমস বলেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট মহীসুরের সৈন্য সংখ্যা কমাইবার আজ্ঞা দিয়াছেন। গবর্ণমেন্টের কণ্টিঞ্জেন্ট ভিন্ন এতদ্দেশীয় রাজাসমূহে সৈন্য রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই।

গত শুক্রবার নড়াইলের জমীদার বাবু হরনাথ রায় ৭৫ বৎসর বয়সে কাশীপুরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। হরনাথ রায় সেকেলে জমীদারের এক জন আদর্শ ছিলেন। ইহাঁর দ্বারা অনেক সৎ কর্ম্ম হইয়াছিল।

ডেলিনিউস শ্রবণ করিয়াছেন, উপনগরের মিউনিসিপালিটির সহকারী সভাপতির পদে আর এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। উক্ত পত্র ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতির হিসাব দর্শন করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। আমরাও এই কথা বলি। হালডেন সাহেবের বিষয়ে অনেক জনরব প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা মফস্বলের মিউনিসিপালিটির সুবিধা ও সুনামের নিমিত্ত এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিতেছি।

উপনগরের পুলিষ এত সতর্ক যে গত... বাহির মৃজাপুরগ্রামে সম্প্রতি ৬ টী সি দ হইয়াছে... কিন্তু এক বারও পুলিষ অনুসন্ধান করিতে আ... সেন নাই। এখানটীতে কৃষ্ণপক্ষে প্রায় পাহারা...ওয়ালাকে দেখা যায় না। এখানকার যেমন... রাস্তা সেই প্রকার পুলিষ। গত ঝড়ের সময়... সর্ব্বত্র সাহায্য দেওয়া হয়, কিন্তু এখানে... এক ব্যক্তি এক পয়সা পান নাই। এই সঙ্গে যদি... করসংগ্রহ প্রস্তাবটী বিস্মৃত হন তবেই কত... সন্তোষ।

৭ ই ভাদ্র শনিবার।

সর্ব্বদেশ আইনসংক্রান্ত রিপোর্ট প্র...শের যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহার প্রথমখ... প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রাহকগণকে বার্ষিক ... ও ডাকমাসুল সমু য় ৪৯ টাকা দিতে হইবে... এত টাকা দেওয়া অল্প লোকের সাধ্যা... হইবে।

প্রেসিডেন্সিকালেজের ছাত্রদিগের এ... ১২ টাকা বেতন দিতে হইতেছে, ১৫ টাকা ... বার অভিপ্রায়ে ছাত্রদিগের রক্ষকগণের আ... এক তালিকা করা হইতেছে। যদি অধিক... ছাত্র ধনিসন্তান হয়, তাহা হইলে বেতন ... হইবে। তাল যত দূর ইচ্ছা টানা যায় না।

মফস্বলের যাবতীয় কালেজে দুই ... করিয়া ইউনীয় আইনের অধ্যাপক হইবে... আপাততঃ এক জনকে নিযুক্ত করা হইতে... তিনটী আইন শ্রেণি হইবে। তিন বৎসর উপ... শ্রবণ না করিলে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইবে... এক্ষণে যেমন ৯॥ ঘটিকা অবধি ১০॥ ঘ... পর্য্যন্ত উপদেশ শ্রবণ করিবার ... আছে, তাহা থাকিতে কিছুই হইবে ... উপদেশশ্রবণের সময় অধিক হউক ... তিন মাস অন্তর পরীক্ষা হইতে থাকুক। ... এত ব্যয় বৃথা হইবে। এক্ষণে দেখিতে প... যায় ছাত্রেরা আগে কিছু করেন না, ... তাড়াতাড়ি করিয়া যা কিছু করেন এই মা...

ডেলিনিউস অবগত হইয়াছেন, ভারত... সভা রাজস্বসম্বন্ধে পরামর্শ দিবার নিমিত্ত ... স্থাপনের প্রস্তাব করেন, ষ্টেটসেক্রেটারি ... অগ্রাহ্য করিয়াছেন। অন্য অন্য সভার ... ত্যাগ করিয়া ব্যবস্থাপক সভাকে প্রতি... সভা করিবার চেষ্টা পাওয়াই কর্ত্তব্য।

উক্ত পত্র বলেন, বোম্বায়ের জলসেচন ... নিমিত্ত ভূমি লইবার জন্য এক জন ডেপুটি ... হুর নিযুক্ত হইয়াছেন। এটী শুভ লক্ষণ।

ন্যুলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ
ত হইতেছে:—

| | |
|---|---|
| টাকার সিক্কা | ৯৪৮৶.৯৫ |
| " কোং | ৯৫॥। ৯৫॥৶ |
| পবলিকওয়ার্ক | ১০৬। ১০৬৶ |
| " কোং | ১০৯৮০। ১১০ |
| " কোং | ১১৫। ১১৫।০ |

—:০:—

## ইউরোপীয় সমাচার।

৩ ই আগষ্ট। সর জন লরেন্সের পর আরল
ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল হইবেন.
সপত্রসমূহ এই জনরব লইয়া আন্দোলন
তেছেন। প্রায় সকলেই বলিয়াছেন, তিনি
দের উপযুক্ত নহেন। ষ্টাণ্ডার্ড পত্র বলেন,
র নিয়োগের প্রতি আপত্তির বিশেষ কারণ
যে তিনি কনসারবেটিব দলভুক্ত। এক স-
পত্র বলেন, শেষ জনরব এই যে আরল
ভারতবর্ষে যাইবেন না। উক্ত পত্র আরও
. আরলমেয়র নিজে এপদের নিমিত্ত আবে
রেন নাই, তিনি উহা গ্রহণ করেন. এ
র তাঁহাকে অনুরোধ করা হইয়াছিল। সাধা
ত সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোটের অনুকূলে
।

৫ ই আগষ্ট। সম্রাট নেপলিয়ন পারিসে
মারোহে বিস্তর সৈন্যের যুদ্ধ কৌশল দর্শন
ছেন। লার্ড নেপিয়র ঐ সময়ে উপস্থিত
ন। লার্ড নেপিয়র অতঃপর সালন্সের
র দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন।
য়ারলণ্ডের অন্তর্গত টিপারেরিতে একটী
ক ও ভূম্যাধিকারীর অত্যাচার হইয়াছে। এক
বিলিফ ও কনষ্টেবলকে বধ এবং জমীদার
র চারি জনকে আহত করা হইয়াছে।
ত কল্যের গেজেটে আবিসিনিয়ার সেনা
কতকগুলি আফিসরকে যে পুরস্কার দেওয়া
তাহার ঘোষণা হইয়াছে।
১৭ ই আগষ্ট। লণ্ডনস্থিত আমেরিকান
দূত রেবার্ডি জনসন সাহেব লণ্ডনে উপ
হইয়াছেন।
ফরাসী গবর্ণমেণ্ট যে ঋণ চাহিয়াছিলেন.
র টাকা আদায় হইয়াছে।
য়ারলণ্ডের অন্তর্গত ... লের এক জন
র বাটী আক্রান্ত হয়। ... আক্রমণ
রাদূরীকৃত হইয়াছিল।
নিউইয়র্ক হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে.
বৃষ্টি হওয়াতে জর্জিয়া, ফ্লোরিডা ও
সিপির তুলা নষ্ট হইয়াছে।
৯ এ আগষ্ট। অদ্যকার প্রাতঃকালের টাই
এক প্রস্তাবে আবিসিনিয়ার সেনাদলের
নদিগকে পুরস্কার দিবার প্রণালীর প্রতি
রোপ করা হইয়াছে। সেনাপতি ষ্টেবেল
র যে বলের নাম কেন উল্লিখিত হয় নাই
তাহার কোন কারণ বুঝিতে পারেন না.
ময়ার ওয়েদার কেজন্য ব্রেবেট কর্ণেল
পুন কলাপ্ত কেবল মেজর হইয়াছেন.
টাইমসের বোধগম্য নহে। সর ষ্টাফোর্ড

নর্থ কোট ভারতবর্ষীয় ষ্টার গ্রহণ করিতেছেন
বলিয়া ঐ প্রস্তাবে বিস্ময় প্রকাশ করা হই
য়াছে। টাইমস বলেন, এক্ষণে প্রকাশিত হই
য়াছে, ভারতবর্ষে কোন সাধারণ হিতকর কার্য্য
না করিলে এই চিহ্ন পাওয়া যায় না।

প্রোটেষ্টাণ্টেরা আপনাদিগের পক্ষসমর্থনার্থ
লিডনহালে যে সভা করিতে চহিয়াছিলেন, বৃষ্টি
হওয়াতে সে উদ্দেশ্য বিফল হইয়াছে।

মহাসভার সভ্য মনোনীত করিবার সময়ে
উৎকোচগ্রহণের মকদ্দমা বিচার করিবার
নিমিত্ত সালিসিটর জেনরল সার্জ্জেণ্ট কার্জ্জেন
এবং আপীল ক্লিয়ার্ক সাহেব কিউ, সি, নূতন
জজ নিযুক্ত হইয়াছেন।

—:০:—

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

### বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী

### নিয়োগ।

১৪ ই আগষ্ট—ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের
পুলিসের প্রতিনিধি সহকারী ইনস্পেক্টর জেনরল
লেপ্টনণ্ট এচ. এম, রামসে উক্ত রেলওয়ের
বঙ্গদেশস্থ সমাস্থিত অংশের মধ্যে মাজিষ্ট্রেটের
ক্ষমতা পাইবেন। কিন্তু রেলওয়ে কোম্পানির
ভৃত্যদিগের রেজিষ্টরিভিন্ন লেপ্টনণ্ট রামসে
মাজিষ্ট্রেটের অন্য কোন ক্ষমতা চালন করিতে
পারিবেন না।

২৮ এ জুলাই অবধি ই, ডি, গডফ্রি সাহেব
শ্রীরামপুর ও উত্তর পাড়ার মিউনিসিপাল কমি
সনর হইয়াছেন।

সি, এচ, কাবেল সাহেব পরীক্ষক সমাজের
সভাপতি হইবেন।

নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা পরীক্ষকসমাজের
সভ্য হইবেন:—

জে, মনবো সাহেব।

ডবলিউ, এম, ক্রুটার।

১৫ ই আগষ্ট। ১৪ ই জুন অবধি বাবু মহেশ
চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের
এক জন প্রতিনিধি সহকারী অধ্যাপক হইয়া-
ছেন।

২৪ এ জুলাই অবধি বাবু মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপা
ধ্যায় শিক্ষাবিভাগের চতুর্থশ্রেণিস্থ হইয়াছেন।

যত দিন এফ, আউটরাম সাহেব বিদায় লইয়া
অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন জে. এচ. জন
ষ্টোন সাহেব মেদিনীপুরের প্রতিনিধি পুলিস
সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

—:০:—

### মগরাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

গত ৭ই আগষ্ট ডায়মণ্ডহারবরের কাছারির
মালখানার এক সিন্দুক ভগ্ন করিয়া কতকগুলি
টাকা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। পুলিস নানা
বিধরূপ সন্ধান করিতেছেন কিছুই করিতে পারি
তেছেন না।

অদ্য চারি দিবস ক্রমাগত ঝড় ও বৃষ্টি হও
য়াতে এপ্রদেশের মাঠ ও ক্ষেত্রসকল এক
জলে প্লাবিত হইয়া নষ্টাবশিষ্ট ধান্যের
সকল জলমগ্ন হইয়াছে, এ বৎসর শস্যের পক্ষে
অনিষ্ট হইতেছে। প্রাচীন লোকের মুখে
ত্তরের মন্বন্তরের কথা শুনিয়াছিলাম, দুঃখ
দিগের ভাগ্যক্রমে তাহাই আগামী ব
ঘটে।

এপ্রদেশে একে ত রাস্তা ঘাট ভাল
যাহা আছে তাহা বর্ষাকালে এরূপ কর্দ
যে বাটীর বাহির হয় কাহার সাধ্য। বিশে
বর্ষায় জলে অনেকাংশ ভগ্ন হইয়া যাও
সাধারণের যৎপরোনাস্তি কষ্ট ও ডাক
গমনের অতিশয় ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। এ
কর্তৃপক্ষের বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখা উচিত

ইতিপূর্ব্বে থানা সুলতানপুরের এ
এক ডাকাইতি হয়, পুলিসকার্য্যদক্ষ ই
ন্স্পেক্টর চাঁদ চৌধুরী মহাশয় নানাবিধ
জ্ঞান ও পরিশ্রম করিয়া জেলা মেদিনীপুর
মাল সমেত দস্যুদিগকে ধৃত করিয়া ডা
হারবারের বিচারালয়ে পাঠাইয়াছেন।

—:০:—

### আমাদিগের কালনাস্থ সংবাদদ
### লিখিয়াছেন।

এখানে জন্মাষ্টমীর দিন অবধি এরূপ
হইতেছে যে, তাহাতে জলপ্লাবন হইয়া গি
অনবরত পশ্চিম দিগ হইতে হুঃ হুঃ শব্দে
আসিতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বৃষ্টি। বৃষ্টি
বেগেরই সীমা কি। কালনার নিকটস্থ
সকল গ্রামই জলে পরিপূর্ণ। অনেক গ্রাম
বারে লোকশূন্য। নিরাশ্রয় ব্যক্তিরা গো
ও অন্যান্য সামগ্রী সমস্ত লইয়া এখানে
আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। অনেকের দুঃ
পরিসীমা নাই। মাঠে প্রায় ৩। ৪ হাত
বা ততোধিক জল দাঁড়াইয়াছে। ধান্যের
ক্ষতি হইয়াছে। অধিক কি এ অঞ্চলে
হইবে এরূপ বোধ হয় না। আরো দুঃখের
এই যে, আউস ধান্য প্রায় পাকিয়া উঠিয়া
ভয়ানক জলপ্লাবনে সমস্ত নষ্ট হইয়া
সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। ধান্যের ত এই,
লোকের বাসগৃহেরও ভয়ানক অনিষ্ট
যাইতেছে। জীর্ণ গৃহ ত প্রায় মৃত্তিকাসাৎ
য়াছে, অনেক উত্তম উত্তম অট্টালিকারও
শার শেষ দেখা যাইতেছে। এখনও বৃষ্টি
তেছে। এদিগে গঙ্গা, নদী পুষ্করিণী
পরিপূর্ণ!! এখন যাহা হইতেছে তাহাই
যাহা হউক, এবার যে কি দুর্দ্দশা উ
হইবে, ভাবিয়া স্থির করিতে পারা যা
আউস ধান্য নষ্ট হওয়াতে ইহার মধ্যেই চা

হইতেছে। একণে জমিদারদিগের যে প্রজাদিগের সাহায্য করিয়া তাহাদি স্থায়ী করেন

—:—

আমাদিগের মজঃফরপুরের সংবাদ-
লিখিয়াছেন।

ত ১৯ এ জুলাই বুধবার এখানে একটী ন যুবার ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। ঐ ব্যক্তি রজঃপুত রমণীর প্রণয়পাশে বদ্ধ হয়। এক ায়িতে ঐ যুবতীকে প্রলোভন দেখাইয়া পিত্রালয় হইতে স্থানান্তরে লইয়া যায় একটী বিজনস্থানে ঐ প্রণয়বিমোহিতা স্ত্রীর সংহার করিয়া উহার বস্ত্রালঙ্কার সমুদায় াৎ করে।

ক নবপ্রসূতা নারী প্রসবের কতিপয় দিবস এক দিন তাহার প্রতিবাসীদিগের ত গিয়া কহিল, বোধ হইতেছে আমি আর ব না, অতএব এ জন্মের নিমিত্ত তোমাদি নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি। উহার বাসিগণ প্রথমে তদ্বাক্যে বিশ্বাস না করিয়া উহার সহিত নানাপ্রকার কৌতুক তে লাগিল। অনন্তর ঐ রমণী যেমন স্বীয় ে আসিয়া প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট হইল অমনি র প্রাণবায়ু অসার দেহাগার পরিত্যাগ য়া নিত্য বায়ুর সহিত সংমিলিত হইল। কেই বলে ইচ্ছামৃত্যু।

শুনিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করি , এবারেও গণ্ডকী নদীর বাঁধ পুনরায় হইয়াছে। গত বৎসর ঐ বাঁধ ভাঙ্গিয়া কত উৎসন্ন গিয়াছে ভুলা যায় না। এ বারেও আবার তাহাই ঘটিল, তবে আর ভরসা বিপদের উপর বিপৎপাত অসহ্য। যাহা যাইবার তাহাদেরই যাইবে, অন্যের । বাঁধের ওভরসিয়র কি করেন? টাকা কম ব্যয় হয় না।

জঃফরপুর হইতে হাজিপুরপর্য্যন্ত একখানি কের গাড়ি হইলে এখানকার লোকের শেষ উপকার দর্শে। আমরা ভারতবর্ষস্থ কোম কোম্পানিরে অনুরোধ করি, এখানে এক নি ডাকের গাড়ি খুলুন, যথেষ্ট লাভ হইতে রিবে।

পুনরায় এখানে গ্রীষ্মাতিশয় ও প্রচণ্ড রৌদ্র প্রভুত হইতেছে; কএক দিন বৃষ্টি না হওয়াই ার প্রকৃত কারণ। ফলতঃ এ বার এখানে তির ভাগ অল্প; কিন্তু এখনও যেরূপ সমাচার পাওয়া যাইতেছে তাহাতে রবিশস্যের বড় হানি হইবে না। ধান্যের পক্ষে কিছু গোলযোগ।

৪।৫ দিনের মধ্যে এখানকার নদীসকল জলে পরিপূর্ণ হইয়াছে। উহাতে তীরস্থিত শস্যাদির অপকার হইবার সম্ভাবনা।

———:০:———

আমাদিগের এলাহাবাদস্থ সংবাদ-
দাতা লিখিয়াছেন

১। গত ৩ই বৃহস্পতিবার এলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভা হইয়া গিয়াছে

২। মহাশয়কে পূর্ব্বে জ্ঞাত করিয়াছিলাম, এখানকার সদর বোর্ডের প্রধান মেম্বর সি, বি, থরনহিল সাহেব পীড়িত হইয়া কেপে গমন করিয়াছেন। সম্প্রতি আমরা তাঁহার মৃত্যুর কথা শুনিয়া যাহার পর নাই দুঃখিত হইলাম। মনুষ্যের গুণেতেই সকলে বাধ্য হন, তাহার সন্দেহ নাই। কি আশ্চর্য্যের বিষয়, যে ব্যক্তি উক্ত মহাত্মার মৃত্যুর সংবাদ শ্রবণ করিতে ছেন, তিনিই দুঃখিত হইতেছেন। উক্ত গুণাল ঙ্কৃত মহোদয় এতৎপ্রদেশের সদর বোর্ডের প্রধান মেম্বর ও একজন যথার্থ দেশহিতৈষী ছিলেন বলিয়া এখানকার বাঙ্গালি ও হিন্দুস্থানীরা তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিস্থাপন অথবা অন্য কোন প্রকার কার্য্যে তাঁহার স্মরণার্থের চিহ্নস্বরূপ করিবার মানস করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মিত্র ও শ্রীযুক্ত লালা গয়াপ্রসাদ ১০০০ এক হাজার করিয়া টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং যাহাতে এ কার্য্য সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য তাঁহারা চাঁদাসংগ্রহে অতিশয় যত্নবান আছেন।

৩। আনন্দের বিষয় বলিতে হইবে যে, এ প্র দেশে কএক দিবসাবধি ক্রমাগত বৃষ্টি হইতেছে।

এখানে বৃষ্টি হওয়াতে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব তত নাই এবং চক্ষুর পীড়া ও ওলাউঠা রোগের অনেক হ্রাস হইয়াছে

৪। এখানকার বর্ত্তমান পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ক্লার্ক সাহেব ও কোতয়াল নারায়ণ সিং এখানে আগমন করিয়া অবধি পুলিসের বন্দোবস্তের বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। পুলিষ প্রহরীরাও এখন স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

৫। অনকবেনেণ্টেড সারভিস ব্যাঙ্কের এজেণ্ট দুই জন হিন্দুস্থানীর প্রতি কুকুর লেলাইয়া দিয়া আপনারা স্ত্রী পুরুষ দুই জনে তামাসা দেখেন। কুকুর যাইয়া ঐ দুই ব্যক্তিকে দন্তের দ্বারা আঘাত করে। আমাদিগের দয়ালু মাজি ষ্ট্রেট সাহেবের নিকট এই মকদ্দমাটী উপস্থি হইলে তিনি এজেণ্টের ১০ দশ টাকা জরিমা করিয়া ৫ পাঁচ টাকা ঐ দুই ব্যক্তিকে দে এবং বাকি পাঁচ টাকা গবর্ণমেণ্টের খাত জমা দেন।

-:০:-

আমাদিগের মজীলপুরস্থ সংবা
দাতা লিখিয়াছেন।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত জয়ন থানার এলাকার মধ্যে অত্যন্ত চুরি হইতে আ হইয়াছে; রাত্রি বাদ যায় না। প্রতিরাে দুই এক বাটীতে সিঁধ হইতেছে; তস্করেরা দিয়া চুরি করিতেছে। কাহার বা গোলা হই ধান্য লইয়া যাইতেছে, থানার চতুঃপা চুরির বড় বাড়াবাড়ি, কেবল চুরিও নয়, কোন বাটীতে অর্দ্ধ ডাকাইতির ন্যায় হইতে অনেকে পুলিষ দমুর্জ্জিরদিগের হেঙ্গামায় ও নতে যাইবার ভয়ে ক্ষতি অস্বীকার করিতে মজীলপুর জয়নগর ও তৎসন্নিহিত গ্রামসমূ চুরির অধিক প্রাদুর্ভাব। একদিগে চুরি এই শ্রীবৃদ্ধি, এ দিকে চৌকীদারী ট কেমন কড়া কড়ি, প্রজাদিগের কি খেয়ার দিয়া ডুবে পার হওয়া হইতেছে না? এ পুলিষের অমনোযোগিতা, তাহাতে আবার পু অনেক মহাপুরুষের হস্তপাতা রোগ অ সুতরাং প্রজালোকের নিরাপদে থাকিবার বনা নাই। অধিকাংশ স্থলে যথার্থ গোপনে থাকে। যাহা হউক পুলিষ সম্ দৌরাত্ম্যনিবারণে যত্নবান হউন।

এ প্রদেশে অত্যন্ত বর্ষা হওয়াতে ধা গাছ সকল জলে ডুবিয়া পচিয়া যাইতেছে, অতি অসুবিধা। কৃষকেরা হা হতোস্মি তেছে।

—:০:—

আমাদিগের কাশীস্থ সংবাদ
লিখিয়াছেন:—

১। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, জজ শ্রীযুক্ত জে, এইচ, বি, আইরণ সাইড নয় এখান হইতে আগরায় বদলি হই ইনি এখানে আসিয়া যেপর্য্যন্ত মাজি কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, সেপর্য্যন্ত এখানে গুরুতর অত্যাচার হইতে শুনা যায় নাই সদ্বিচারবিস্তরণ ও দেশের উন্নতিসাধন প্রজার মনোরঞ্জক হইয়াছিলেন। ইনিই হোমিওপেথিক চিকিৎসালয়ের অ এমন সুবিচারক ও দেশহিতৈষী ব্যক্তি

ভ হওয়াতে এখানকার লোকের বিলক্ষণ বটে ; কিন্তু এমন ব্যক্তিকে আমরা যতই সোপানে আরোহণ করিতে দেখিব, ততই দিগের আহ্লাদ বৃদ্ধি হইতে থাকিবে সন্দেহ

। গত ৭ ই আগষ্ট শুক্রবার এখানে দিরার পুকের ৯ নিকট একটী সর্বর্বর্ণীয় ক সর্পদংশনে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে। । গত ৩০ এ জুলাই অবধি ৮ । ৯ দিবস এখানে ৩ । ৪ টী হত্যাকাণ্ড হইয়া ছে। এতদ্ভিন্ন আর আর কয়েক স্থানে দাঙ্গা ১০ । ১২ জন আহত হইয়াছে।

ালিসপুরের হত্যাকাণ্ডটী দেখিয়া আমাদি- এবং সমুদায় দশবাসীর হৃৎকম্প হইয়াছে ক কাল রাত্রি ৮ ঘটিকার পর প্রায় পথ দিয়া াগমন করিতে শঙ্কিত হন না, এরূপ অতি বিরল। হত্যাকাণ্ডটী প্রায় রাত্রি টিকার সময় সম্পাদিত হয় ; কিন্তু পুলিস শয় পরিশ্রম ও সতর্কতার সহিত কার্য্যনি- করিয়া থাকেন যে, সমুদায় রাত্রি এবং পর দিবা ২ দণ্ড পর্য্যন্ত যেখানকার মৃত দেহ খানেই পতিত ছিল।

—:•:—

গোস্বামী দুর্গাপুর হইতে এক ব্যক্তি খিয়াছেন।

নরূপায় কৃষকদিগের আর কিছুতেই ভয় তেছি না । অতিবৃষ্টিনিবন্ধন এ বার ন ইহাদিগের সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত। প্রায় মাঠই ধান্যশূন্য দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ক্ষেত্রে ধান্য আছে, তাহাও কোন কার্য্য হে। কৃষককগণ দুঃখসন্তপ্তহৃদয়ে রাস্তায় হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছে। এ বৎসর কারে পরিবারদিগকে প্রতিপালন করিবে কি বলিয়াই বা মহাজনদিগকে বুঝাইবে কেবল তাহাদিগের একমাত্র চিন্তার হইয়াছে, এইপ্রকার আর্ত্তনাদসংযুক্ত রাক্তিভিন্ন আর কিছুই তাহাদিগের হইতে শ্রুতিগোচর হয় না।

ামরা বহুকালাবধি এই আশা করিয়া তেছি যে, এখানে একটী পোষ্ট আপীস পিত হয় সম্প্রতি এক দেশহিতৈষী য়ের যত্ন তেশয় আমাদিগের সেই আশা টী হইয়াছে। তিন মাস হইল, এখানে শাখা পোষ্ট আপীস সংস্থাপিত হয়। কার্য্যপ্রণালীও এক্ষণে উত্তমরূপ চলি- অত্রত্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক পোষ্টমাষ্টারের কার্য্য করিতেছেন। এখানে পোষ্ট আপীস না থাকাতে যে আমাদিগের কিপর্য্যন্ত কষ্ট হইত তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। এক্ষণে এটী স্থায়ী হইলেই পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। আমাদিগের প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে আমরা যে কিপর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। এই মহাত্মা হইতে আমাদের গ্রামখানির ভবিষ্যৎ উন্নতি হইবে আমরা এ রূপ আশা করিয়া ছিলাম ; কিন্তু দুর্দ্দান্ত ওলাউঠা আমাদিগকে সে আশা হইতে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ করিয়াছে। মহাশয় ! আমরা যে কেবল শ্রীকৃষ্ণ বাবুর মৃত্যুতেই শোক সন্তপ্ত হইয়াছি এমত নহে, এবার কার ওলাউঠা আমাদিগের অনেক আত্মীয়কে বিনষ্ট করিয়াছে ;

মহাশয় ! এখানে একটী হোমিওপেথি ঔষধালয় আছে। পূর্ব্বে অনেকেই এই ঔষধ সেবন করিতেন। কিন্তু এক্ষণে আর সেরূপ দেখা যায় না। ইহা কারণ কেবল উপযুক্ত চিকিৎসকের অভাবভিন্ন আর কিছুই নহে। এখানে অনেক গুলি হাতুড়িয়া আছে ; ইহারা যদি চিকিৎসা শাস্ত্রের এক খানিও পুস্তক পড়িত, কিংবা লেখা পড়াও যদি জানিত তাহা হইলে আমরা কিছু বলিতাম না। মহাশয় ! এই সমস্ত মূর্খ চিকিৎসা করিয়া থাকে। ইহাদিগের নিকট হইতে রোগী আরোগ্যলাভ করিবে কি, চিকিৎসক আসিবার কথা শুনিলেও প্রাণ বায়ু উড়িয়া যায় (১)। অত এব আমাদিগের দয়ালু গবর্ণমেণ্টের নিকট নিবেদন যে তিনি এখানে এক জন উপযুক্ত ডাক্তার প্রেরণ করিয়া প্রজাপুঞ্জকে মৃত্যুর করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করুন।

—:•:—

## প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয় ! কলিকাতা মিউনিসিপাল কমিসনর দিগের কার্য্যদর্শনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হই যে নগরের রাজপথাদি সুশৃঙ্খলে রা নিমিত্ত যেসকল কর সংগৃহীত হইয়া তাহার সমুদায় ইউরোপীয় পল্লীস সংস্কারার্থে পর্য্যবসিত করাই তাঁহা প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁহাদিগের এই পে পাতিতার বিষয় আধুনিক এক ঘট আমাদিগের সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে

জানবাজারষ্ট্রীটনামক প্রধান রাজ নেউগীপুকুর ওয়েষ্টলেননামক এক আছে। প্রায় এক বৎসর গত হইল, ইহার পার্শ্বস্থ ইষ্টক নির্ম্মিত সীমার কিয়দংশ ও টস্থ এক সাঁকো ভগ্ন হওয়াতে যাতায় অত্যন্ত অসুবিধা হয়। সাঁকো ভগ্ন হও রাত্রিতে হস্তপদাদি ভঙ্গের সবিশেষ আ পূর্ব্বে আমাদিগের সংস্কার ছিল যে, রাজ ভগ্ন হইলে তাহা অবিলম্বে সংস্কৃত হয় ; যখন এত দিনেও পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে ক দিগের কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ হইল না, আমাদিগের সেই ভ্রম দূর হইল। বহুদিব রাজপথ সংস্কারার্থে নিযুক্ত কর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা কহিল, " সা মনোযোগ না করিলে আমরা কি করিব ; শুনিয়া পল্লীস্থ ভদ্র লোকেরা সেক্রেটারী রের নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরণ ক কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বঙ্গজদিগের প্রতি দ্বারই উদ্ঘাটিত নাই। তিনিও প্রধান কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ না করিয়া গলির কেবল কিঞ্চিৎ খোয়া প্রেরণ করিয়া কা লেন। কমিসনরদিগের অমনোযোগিতার কারণই দেখিতে পাওয়া যায় না। এই দুই পার্শ্বে অনেকগুলি ভদ্র লোক বাস ক নগরসংস্কারার্থ করের অধিকাংশই অস্মা দিগের নিকট হইতে গ্রহণ করা হয়। তাঁহাদিগের সুবিধার উপর কিঞ্চিৎ মনে করা গবর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

কলিকাতা ৬ ই ভাদ্র } নিতান্ত বশম্বদ শ্রীকেদারনাথ দেব

(১) মূর্খ চিকিৎসকদিগের নিন্দা না করিয়া আমাদিগের আপনাদিগকে ধিক্কার দেওয়াই উচিত। আমরা যদি তাহাদিগের দ্বারা চিকিৎসা না করাই, তাহাদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা কি ? কাপুরুষের মত কেবল বৃথা আক্ষেপ ও গবর্ণমেণ্টকে উত্তেজিত না করিয়া গ্রামের ভাল চিকিৎসক ও ভাল রাস্তা ঘাটাদির নিমিত্ত আমাদিগেরই যত্নবান হওয়া উচিত। স ।

———

### কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

সম্পাদক মহাশয় ! আমি কৃতজ্ঞতা করিতেছি যে, রাজনিয়ম ও ব্যবস্থাস প্রথম খণ্ড ( দেওয়ানী কার্য্যবিধান ) মুদ্রা জেলা ময়মনসিংহের অধীন আটিয়ার জ মান্যবর শ্রীযুক্ত হাফেজ আলী খাঁ সাহেব

ও নাগরপুরের প্রসিদ্ধ ধনী শ্রীযুক্ত
যদুনাথ চৌধুরী মহাশয় ২০০ টাকা
কলিকাতার হাইকোর্টের নজীর অনুবাদক
বাবু অভয়াদান বসু মহাশয় ১৮৬৭
জুলাই হইতে ১৮৮৮ সালের জুন মাস
প্রকাশিত হাইকোর্টের বাঙ্গালা সাপ্তা-
রিপোর্ট বহি বিনা মূল্যে আমাকে প্রদান
ছেন। এক্ষণে অটিয়ার মান্যতম জমীদার
ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভার মেম্বর
র) শ্রীযুক্ত খাঁজে আবদুলগণি সাহেব
সানুনয় প্রার্থনা এই, তিনি উক্ত গ্রন্থের
ও তৃতীয় খণ্ড (রেবেনিউ ও ফৌজদারি
আইনাদি) মুদ্রাঙ্কনার্থ ১৫০ টাকা
করিলে ঐ খণ্ডদ্বয় মুদ্রিত ও প্রচারিত
পর নাই সাধারণের উপকার সম্পাদিত
পারে। এবংবিধ মহৎ কার্য্য সম্পাদন
সাহায্য করা দেশীয় ব্যবস্থাপক ও প্রসিদ্ধ
কৃতবিদ্য জমীদারদিগের নিয়ত কর্ত্তব্য
বলিয়াই খাজে সাহেবের সমীপে এই
করিলাম, যদি তিনি এতদ্বিষয়ে কৃপা
করেন, তাহা হইলে কলিকাতা জোড়া
ব্রাহ্মসমাজে আমার নিকট পত্র লিখি-
আমি প্রাপ্ত হইতে পারিব।

একান্ত বাধ্য

শ্রীরামচন্দ্র ভৌমিক।

---

পানে একটী গবর্ণমেণ্ট ইংরাজী স্কুল
। প্রায় ২৫। ২৬ বৎসর হইল, ইহা প্রতি
হইয়াছে। এক্ষণে ৫ জন ইংরাজী শিক্ষক
মৌলবী ও ১ জন মুন্সীদ্বারা ইহার অধ্যাপনা
নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। একটী স্থানীয় কমিটী
। ঐ কমিটী ইহার তত্ত্বাবধান করিয়া
ন। দেশীয় ও বিদেশীয় সকল সম্প্রদায়ের
ক জন করিয়া সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, বিশেষতঃ
কার প্রধান প্রধান রাজপুরুষের ঐ কমিটীর
মধ্যে পরিগণিত। স্কুলের জন্য একটী
াগার আছে। পুস্তকাগারটি অতি সুন্দর
শস্ত। উহাতে ইংরাজী, উর্দ্দু ও পারসী
ত নানাপ্রকার পুস্তক এবং খগোল ভূগোল
নপ্রভৃতি বিদ্যাসম্বন্ধীয় নানাবিধ যন্ত্র ও
দেশের উর্দ্দু ও ইংরাজী মানচিত্র আছে।
বিদ্যালয়টীর কোনপ্রকার অসঙ্গতি দৃষ্ট
না। তথাপি আমরা বরাবর দেখিয়া
আসিতেছি স্কুলটীর অবস্থা প্রায় সমতা-
হইয়াছে। কখন এই হতভাগ্য বিদ্যালয়

টীকে আশানুরূপ উন্নতির সোপানে আরো-
হণ করিতে দেখা গেল না

বিধাতা যাহার উপর রুষ্ট, হাজার করিলেও কস্মিনকালে তাহার ভাল হয় না। যেমন জন্ম চক্রে পাপগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে যতই কেন শান্তি স্বস্ত্যয়ন করা যাউক না, যতই কেন শুভাকাঙ্ক্ষা করা যাউক না, কিছুতেই কিছু হয় না, তদ্রূপ মজঃফরপুরের গবর্ণমেণ্ট স্কুলটী কেমন কুলগ্নে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে এপর্য্যন্ত ইহার কিছুতেই গ্রহশান্তি হইতেছে না। কোন পাপগ্রহ যে রুষ্ট হইয়া ইহার উন্নতির পথে দণ্ডায়মান রহিয়াছে বলা যায় না। মজঃফরপুরের স্কুল কিছু নূতন প্রতিষ্ঠিত স্কুল নহে; কিন্তু কেমন বিধাতার বিড়ম্বনা, কোন কালে স্কুলটী ভালরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিল না। আমরা এ বিদ্যালয়টীর অনাস্থা দোষকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সহৃদয় পাঠকবর্গ এমন বিবেচনা করিবেন না। পাঠকগণ ইউনিভরসিটির আদ্যোপান্ত ক্যালেণ্ডর একবার দেখুন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন, এই গবর্ণমেণ্ট স্কুলটির কিরূপ উন্নতি হইয়াছে! যদি ক্যালেণ্ডর সংগ্রহ করিতে না পারেন তবে আমরা বলিতেছি ইউনিভরসিটির সৃষ্টি হওয়া অবধি এ পর্য্যন্ত ৮টী মাত্র বালক প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহাও আবার ভালরূপে নয়। আক্ষেপের কথা আর কি বলিব, গত বৎসর এখান হইতে ৯ জন বালক প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে যান, তন্মধ্যে ৪ জন বাঙ্গালী, ২ জন মুসলমান ও ৩ জন হিন্দুস্থানী বালক ছিলেন; কিন্তু এক জন মাত্র বাঙ্গালী অতি কায় ক্লেশে তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

বর্ত্তমান প্রথম শিক্ষককে আমরা যেরূপ কৃতবিদ্য ও বহুদর্শী বলিয়া জানি, তাহাতে তাঁহার প্রথম আগমনে আমাদের এরূপ আশা জন্মিয়াছিল, যে এ বিদ্যালয়টি ক্রমশঃ ভাল হইতে পারিবে; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এপর্য্যন্ত আমাদের সে আশা ফলোন্মুখ হইতেছে না। আমরা এ বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদিগের উপর বৃথা কেন দোষভার অর্পণ করিব? সকলই আমাদের অদৃষ্টের দোষ। আমাদিগের সন্তানেরা কৃতবিদ্য হইবে এ সৌভাগ্য গর্ব্ব বুঝি ঈশ্বর আমাদিগকে করিতে দিলেন না। স্কুলে ভালরূপ বিদ্যাদান হয় না, ইহার অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে। আমরা নিশ্চয় জানি, বাঙ্গলা ও বেহারের কোন গবর্ণমেণ্ট স্কুলের অবস্থা এরূপ অপকৃষ্ট নহে। যাহা হউক, ত্রিহুতের মধ্যে ইহা প্রধান স্কুল।

ইহার এরূপ অবস্থা থাকা অতিশয় প
তাপের কারণ। এক্ষণে শিক্ষাসংক্রান্ত ক
পক্ষের সস্নেহ দৃষ্টি নিপতিত হয়, ই
প্রার্থনীয়।

শ্রীঃ—

—ঃ০ঃ—

মহাশয়! গত ১৬ই শ্রাবণের অমৃতবা
পত্রিকায় কলিকাতার সংবাদদাতা মহাশয়
হষ্টেলসম্বন্ধে যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ কর
ছেন, তাহা সর্ব্বাংশে বিশুদ্ধ হয় নাই। আ
সংবাদদাতাকে বিশেষরূপে জানাইবার নি
প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলাম।

সংবাদদাতা হষ্টেলের চার্জ্জ বৃদ্ধির বিষয় উ
করিয়া বলিয়াছেন যে, "হিন্দু হষ্টেলকে শী
কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে।" এটী অ
বাক্য। প্রায় ৮ বৎসর হইল হষ্টেল স্থাপিত
য়াছে; ক্রমেই ইহার উন্নতি হইতেছ
পূর্ব্বে যেখানে ২৭ জনমাত্র বোর্ডার ছিল
এক্ষণে সেইখানে ৪৫ জন হইয়াছেন।
ডাকিয়া আনিয়া বোর্ডার করা হইত;
এক্ষণে অনেকে যত্নবান হইয়া প্রবেশি
দিয়া স্বয়ংই প্রবিষ্ট হইতেছেন। হষ্টেলের
বৃদ্ধি হওয়াতে মধ্যবিধ ছাত্রগণের কিছু
হইয়াছে বটে; কিন্তু চার্জ্জ বৃদ্ধি অসাময়িক
নাই। সংবাদদাতা বাটীভাড়াঘটিত একটী
কারণের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু অ
তাঁহাকে আরো গুটী কত বলিতেছি। প্রথ
নীচের ঘরে ওয়ার্ড থাকাতে তাহার ভাড়া
মাসিক ৪০ টাকা পাওয়া যাইত; এ
উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ
বাড়াবাদিগের পড়িবার জন্য লণ্ঠনের ব্য
প্রচলিত ছিল; কিন্তু তাহাতে
অসুবিধা হয় বলিয়া রিডিং ল্যাম্প
সেজের ব্যবহার হইয়াছে; ইহাতে পূর্ব্বাপ
জ্বালাইবার তৈলের ব্যয় প্রায় দ্বিগুণ বৃ
য়াছে। তৃতীয়তঃ বাসকারীর সংখ্যা বৃ
য়াতে চাকরের সংখ্যাও বৃদ্ধি হইয়াছে।
বহন পূর্ব্বাপেক্ষা বেশি টাকা ব্যয় হইতে
চার্জ্জ বৃদ্ধি না করিলে এ সমস্ত ব্যয়ভার
বহন করিবে? সংবাদদাতা সমুদায় ব্যয়
মেণ্টের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিতে চান; কিন্তু
মেণ্টের সহিত এরূপ কোন নিয়ম বিধি
নাই যে তাঁহাকে ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে
ছাত্রদিগের থাকার অসুবিধা ও
দোষ জন্মে বলিয়া শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচর
কার মহোদয়ের প্রস্তাবানুসারে হষ্টেল
হয়। প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে

হইয়াছিল বটে ; কিন্তু উত্তর কালে হিন্দু
ের অবস্থা উন্নত হইলে চার্জ্জ বৃদ্ধি করিয়া
হইতেই ব্যয় নির্ব্বাহ করা হইবে এইরূপ
হইয়া থাকে। এক্ষণে সেই অবস্থা উপ
হইয়াছে ; সুতরাং গবর্ণমেন্ট অধিক টাকা
কেন ? গত এপ্রেল ও মে মাসে আয়ের
ও প্রায় ৩০।৩৫ টাকা করিয়া ব্যয় হইয়া
এ মাসের ব্যয়ের যেরূপ অবস্থা দেখা যাই
, তাহাতেও বোধ হয় অনটন হইবে।
ও টাকা গবর্ণমেন্টই দিয়াথাকেন, ইহার
তাহাকে অতিরিক্ত ব্যয় ভার বহন করিতে
াধ করা কি দৃঢ়তার কার্য্য নহে ? মাসিক
টাকা করিয়া চার্জ্জ বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা
হিন্দুহষ্টেল উঠিয়া যাইবে, ইহা নিতান্ত
ত কথা। আমরা সম্বাদদাতাকে জিজ্ঞাসা
পূর্ব্বে যে মেডিকেল কালেজে ছাত্রবৃত্তি
ও ছাত্র পাওয়া দুর্ঘট হইত, এক্ষণে সেই-
ছাত্রদিগকে বেতন দিয়া পড়িবার নিয়ম
ত হওয়াতে, তাহা কি উঠিয়া যাইতেছে ?
ত্বরে যেদিন বাঙ্গালিরা প্রথম মৃতদেহ
চ্ছেদ করেন, সেদিন ইংরেজেরা কত আন
সব করিয়াছিলেন, দুর্গ হইতে আনন্দসূচক
ধ্বনি হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে সকলে
কাটিয়া কাত ক্ষয় করিতেছেন, ইহাতে কি
পাওয়া যাইতেছে না? না মেডিকেল
জের অবনতি হইতেছে ?
ম্বাদদাতা মহাশয় দরিদ্র বালকগণের অব
ার বিষয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে
ক্ষা করাই উচিত। পূর্ব্বে যে পরিমাণে
ছিল, তাহাতেও নিতান্ত দরিদ্র বালকগণ
তে পারিত না। সম্বাদদাতার লিখন
দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তিনি
হষ্টেলের বিষয় কিছুই জানেন না। শুদ্ধ
বের উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন।
ম্বাদদাতা বাজারের অবস্থা যাহা লিখি-
ন, তাহাও বিশুদ্ধ হয় নাই। পূর্ব্বাপেক্ষা
লে চাউল, ডাউল, কাষ্ঠ ইত্যাদিতে
ক টাকা ব্যয় হইতেছে।

হিন্দুহষ্টেল
রা ভাদ্র } শ্রীঃ—

—:*:—

গঙ্গাটিকুরী গ্রাম।

মহাশয় ! উল্লিখিত গ্রাম কাটোয়ার অতি
বর্ত্তী। গ্রামটি দিন দিন শ্রীবৃদ্ধির সোপানে
রূঢ় হইতেছে দেখিয়া বড় আহ্লাদ জন্মি
; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যে গ্রামমধ্যবর্ত্তী
মার্গ "ফেরী ফণ্ডের" হস্তে ন্যস্ত থাকাতে
অত্রত্য জনগণ ও শকটবাহিপ্রভৃতি অপরাপর
সকলেই সবিশেষ ক্লেশ পাইতেছেন। বৎসরাধিক
কাল অতীত হইল, উক্ত পথের সংস্কারকার্য্য
আরম্ভ হইয়াছে ; কিন্তু গ্রামের মধ্যে এখনও
জানু পর্য্যন্ত কর্দ্দমে নিমগ্ন হইয়া যায়, এরূপ
স্থানই অধিক। "কান্দর" নামে একটি ক্ষুদ্র
নদী গ্রামের পার্শ্ব দিয়া বহিয়া থাকে। এখানকার
"ওবরসিয়ার" বাবু একটি পুল নির্ম্মাণদ্বারা
"কান্দরের" বেগ কথঞ্চিৎ অবরোধ করিয়া-
ছেন। ভয় হইতেছে, পাছে জলোচ্ছ্বাসে আমা
দের শস্যক্ষেত্রসমূহ প্লাবিত হইয়া আমাদের
দক্ষিণ হস্তের বন্দোবস্ত বন্ধ করে। বর্ষে বর্ষে
"কান্দরের" বেগ দেখিয়া আসিতেছি, নির্ম্মিত
পুলেরও দার্ঢ্য পরীক্ষা করা গেল ; এক্ষণে
স্রোতস্বতী স্বয়ং আমাদের ভাবনা দূর করি
বেন।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে গ্রামে একটি বঙ্গবিদ্যা
লয় স্থাপিত হইয়াছে এবং সে মাস অবধি,
গবর্ণমেন্ট তাহাতে মাসিক ১৩ তের টাকা সাহা
য্যদান করিতেছেন। দুঃখের বিষয় এই "উৎ
সাহ" ভিন্ন বিদ্যালয়ের অধিক কিছু "পুঁজি"
নাই। ভরসা করি, গ্রামস্বামী বনগুয়ারী আমাদের
মহারাজ এবং নিকটস্থ ভদ্রমণ্ডলী বিদ্যালয়টির
চিরস্থায়িত্বের দিগে দৃষ্টিপাত করিয়া জগদীশ্ব
রের প্রসাদলাভ করিবেন। মহাশয় ! গরিবের
কি বিদ্যোলাভ হইবে না ? অবশ্য হইবে ! দেখুন
"দশের লাঠি একের বোঝা"। ইতি।

হাটখোলা } একান্তানুগৃহীত
তাং ১৩ই আগষ্ট } গ্রামবাসী
শ্রীশ্রীনারায়ণ ঘোষাল

—:*:—

মূল্য প্রাপ্তি।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যকুমার রায় | মিরচিতলা |
| ১২৯৫ ভাদ্র হইতে ৭৬ শ্রাবণ | ১৩ |
| " " কানাইলাল বসু | রাগুনা |
| ১২৯৫ ভাদ্র হইতে ৭৬ শ্রাবণ | ১৩ |
| " নন্তিরাম | গৌহাটী |
| ১২৯৫ শ্রাবণ হইতে ৭৬ আষাঢ় | ১৩ |
| " " রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় | দামুড়হুদা |
| ১৮৮৮ আগষ্ট হইতে ৮৯ জুলাই | ১৩ |
| " " গণেশচন্দ্র সিংহ | সুরুল |
| ১২৯৫ ভাদ্র হইতে কার্ত্তিক | ৩৮ |
| " " অন্নদাপ্রসাদ রায়চৌধুরী | বড়িশা |
| ১৮৮৮ আগষ্ট হইতে অক্টোবর | ৩৮ |
| " " কেদারনাথ রায় | শ্রীপুর |
| ১২৯৫ ভাদ্র হইতে কার্ত্তিক | ৩৮ |

শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ দত্ত কলিকাতা
" " কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুর

## সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী
## বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে
স্থলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা
ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা ; মফস্বলে ডাকম
সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈ
সিক ৩৮০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম
গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাত্তি চিঠি,
অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অ
যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই
দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, ত
যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূ
ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্র
মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি
শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে
ইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত
আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে
লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত
গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহ
একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ ব
যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং
হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের
ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রের
বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে
করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি
আনা তাহার পর ৵১০ আনা দিতে হ
যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা
বেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ
মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের
চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ
ভূষণের বাটিতে প্রতি সোমবার প্রাত
প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ

১০ ম ভাগ — ৪৩ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।

—৩২১—

ক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
ম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা। } সন ১২৭৫। ১৬ ই ভাদ্র। ১৮৬৮। ৩১ এ আগষ্ট { মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বা...
ষাণ্মাসিক ৭. ও ত্রৈমাসিক ৩৮...

## বিজ্ঞাপন।

### বন্দ্যোপাধ্যায় কোং।

তদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাই- যে, সম্প্রতি অনওয়াড, ষ্টার অব স্কোসিয়া উইক এবং ব্রিটিশপ্রিন্স জাহাজে ঔষধ আমদানী হইয়াছে। ঐসকল জাহাজে কোং দিগের লণ্ডনস্থ এজেন্টগণ হইতে কল ঔষধ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি আমদানী ছে এবং যেসকল দ্রব্যাদি আমদানী হইবে র ইন্ ভয়েস প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ক্ত কোম্পানির প্রধান ঔষধালয় আমহরষ্ট ২৩নং ভবন মৃজাপুর মেডিকেল হলে এবং াজার ষ্ট্রীট ৩৯ নং ভবন শাখা ঔষধালয়ে া, বিশুদ্ধ, এবং উৎকৃষ্ট ঔষধসকল পরি- মূল্যে খুজরা বা এক কালীন অধিক পরি- বিক্রয়ার্থ নিয়ত প্রস্তুত আছে।

কলিকাতা
৮ই আগষ্ট
৮৬৮। }

—:০:—

## ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

র্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, া হইতে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন ন তাম্র ও দস্তা লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে র ভাড়ার নিয়ম আছে, আগামী ১ লা ের অবধি তাহা রহিত হইয়া সকল ষ্টেসনে ন ভাড়া প্রচলিত হইবে।

| | |
|---|---|
| তাম্র | ৩ য় শ্রেণী |
| দস্তা | ২ য় ঐ |

ণ্ডিয়া রেলওয়ে
হাউসী স্কোয়ার কলি
১৭ ই আগষ্ট। } সিলিকৃষ্টিফেক্সন এজেন্সি বোর্ড ২০০৯৭

—:।:—

## উৎকৃষ্টরূপে সংগৃহীত দেও- য়ানী কার্য্যবিধান।

উক্ত গ্রন্থে ওকালতী পরিক্ষার্থীদের পাঠ ও সধারণের উপকারার্থে ১৭৯৩ সাল হইতে ১৮ ৬৮ সাল পর্য্যন্তের প্রকাশিত বাঙ্গালী দেওয়ানী সমুদায় আইন সাকুলর অর্ডর. কনষ্ট্রকসন, এবং নজীর, (ব্যাখ্যাসহ) ও নিদর্শনতত্ত্ব. মটগেজ কন্ট্রাক্টের সার ও হিন্দু মহম্মদীয় ও ইংরাজ দিগের ব্যবস্থা ও ইংলণ্ডের সংক্ষিপ্ত শাসন প্রণালী সংগৃহীত হইয়া কর্ত্তৃপক্ষগণকর্ত্তৃক সংশোধনানন্তর বঙ্গভাষায় মুদ্রিত হইতেছে। মূল্য ডাক মাশুলব্যতীত ১০ টাকা। কিন্তু যাঁহারা শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র ভৌমিকের নামে কলিকাতা জোড়াসাঁকো ব্রাহ্ম সমাজে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট (মনি অডর কি এক আনা মূল্যের ডাক টিকেট দ্বারা অথবা অন্য গতিকে) ৮ টাকা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা ঐ পুস্তক ক্রমে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। পুস্তকের প্রথম ভাগ ২০এ ভাদ্র, ২ য় ভাগ ৩০এ আশ্বিন ও শেষ ভাগ ২৫এ কার্ত্তিক প্রচারিত হইবে। ডাকে গ্রহণ করিলে আট আনা মাশুল দিতে হইবে। ওকালতী পরীক্ষার্থিগণ সম্প্রতি অন্যান্য আইন শিক্ষা করুন। এই দেওয়ানী আইন ক্রমে প্রাপ্ত হইয়া অনায়াসে শিক্ষা করিতে পারিবেন।

———

## পুনঃপ্রাপ্ত নোট।

নিম্নলিখিত অপহৃত অর্দ্ধ ও পূর্ণ নোটগুলি পাওয়া গিয়াছে। নোটের অধিকারিগণকে জানান যাইতেছে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিবেন।

| | সংখ্যা | মূল্য | পূর্ণ অথবা অর্দ্ধ | |
|---|---|---|---|---|
| এ ৫৪ | ৮৬৬৫৮ | ১০০ | অর্দ্ধ নোট | |
| এ ৫৫ | ৮৯৪৪৪ | ৫০ | ঐ | |
| এ ৫২ | ৬৪৬৯০ | ২০ | ঐ | |
| এ ২৬ | ১০২৯৬ | ২০ | ঐ | |
| এ ৩২ | ৪৬৪৫২ | ২০ | ঐ | |
| এ ৪৪ | ৮৯৯৩৭ | ২০ | ঐ | |
| এ ৪৫ | ৩৫০৭৩ | ১০ | ঐ | |
| এ ৪৩ | ৯৯২৬৭ | ২০ | ঐ | |
| বি ১১ | ০১৭৫৫ | ২০ | ঐ | ডি… পেট… |
| বি ২২ | ০১৭৫৪ | ১০ | ঐ | নোট… |
| এ ৪৯ | ০৭৭৭৩ | ১০ | ঐ | |
| এ ৪৯ | ০৩৪৬১ | ১০ | ঐ | |
| এ ৪১ | ৬০৪৬৬ | ১০ | পূর্ণ | |
| এ ৪৯ | ৪৮৭২৯ | ১০ | অর্দ্ধ নোট | |
| এ ৫০ | ১৬৮৫৫ | ১০ | ঐ | |
| এ ৪৯ | ৮২৮৩১ | ১০ | ঐ | |
| এ ৪২ | ০৮২৬৯ | ১০ | ঐ | |
| এ ১৯ | ৩৭৪০১ | ১০ | ঐ | |
| এ ১৯ | ৪৮৮৪২ | ১০ | ঐ | |
| এ ১৮ | ৩৭৮৯৬ | ১০ | ঐ | |
| এ ১৮ | ৩৯৮৫৭ | ১০ | ঐ | |
| এ ৩১ | ৯২১০৩ | ১০ | ঐ | |
| এ ৩১ | ৯২১০১ | ১০ | ঐ | |
| এ ৩১ | ৯২১০২ | ১০ | ঐ | |
| এ ৩১ | ৪৪১১৭ | ১০ | ঐ | |
| এ ৫৮ | ৮১০০৭ | ১০০ | | |
| এ ৫৮ | ৮৪৮৬৯ | ১০০ | | |

কলিকাতা
পোষ্ট আফিস
১৩ ই আগষ্ট
১৮৬৮। } ডবলিউ, এইচ, মা...
পোষ্ট মাষ্টার।

## ইন্দুপ্রভা নাটক।

ষ্ট্যান হোপ যন্ত্রালয়ে এবং চীনাবাজার, লতলা ও যোড়াসাঁকোর পুস্তকালয়ে ওয়া যায়। মূল্য ১ এক টাকা।

শ্রী গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা বাগবাজার।

—:০:—

১৮৬৯ অব্দের ইংরাজী এন্ট্রান্স কোর্সের টবুক, প্রথম ভাগ পোইট্রী, টেকিং আকা মর ভূতপূর্ব হেড মাষ্টার এইচ, দত্ত বি, এ, ক প্রণীত, ৫৮। ৫ সিমলা বন্দ্যোপাধ্যায় যন্ত্রে সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য। মূল্য কা।

—:০:—

## হেমন্তকুমারী।

হেমন্তকুমারীনামক এক খানি নাটক অনেক সংগ্রহ করিয়া নড়াইলের জমীদার শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয়কে উপহার প্রদান ছেন, তাহা মুদ্রিত হইতেছে, স্বাক্ষর জন্য ।৹ আনা, বিনা স্বাক্ষর কারীর জন্য আনা মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে, স্বাক্ষরকারী যুক্ত হইতে যাঁহারা বাসনা করেন, তাঁহারা স্বাক্ষরকারীর নিকট পত্র লিখিবেন।

লিকাতা } শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত
র্ম্মাল স্কুল।

—:০:—

সার,প্রকাশ, সাহিত্যদর্পণ, কাব্যাদর্শ, চন্দ্রিকা, এবং দশরূপকপ্রভৃতি সংস্কৃত অলং গ্রন্থ হইতে প্রয়োজনীয় অংশ সমুদায় গ্রহণ "লক্ষণ মালা" নামে এক খানি সংস্কৃত র গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। গ্রহ ন কলিকাতা পটোলডাঙ্গাস্থ বাচস্পতি- কোং নিকট এবং ঢাকা নন্দকুমার গুহ ও ন, ব্রাদার্শের পুস্তকালয়ে তত্ত্ব করিলে ত পারিবেন। মূল্য ৸৹ আনা মাত্র।

৹ ই আগষ্ট। } প্রকাশক
৮৬৮। } শ্রী গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

—:০:—

## পুরাণ প্রকাশ।

### বিষ্ণুপুরাণ।

অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড ঠা। অগ্রিম মূল্য ) ॥৹ ।

নি রাহলাভিলাষী হইবেন তিনি মৃজাপুর ষ্ট্রীট ৩৪।১ নং ভবনে পুরাণ-প্রকাশ অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত জগমোহন তর্কালঙ্কারের নামে যত খণ্ডের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম না পাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠাইবার নিয়ম নাই ইতি

## বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ
১৯ নং জোড়া বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস্ আরবো-
থনট এবং কোং

—:০:—

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গা বাড়ুয্যে ব্রাদার কোম্পানির দোকানে মৎ প্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে।—

| প্রণীত | মূল্য |
|---|---|
| গ্রীসইতিহাস | ১ টাকা |
| রোমইতিহাস | ১ " |
| ভূষণসার ব্যাকরণ | ।৹ |
| নীতিসার ( ১ ম ভাগ ) | ৶ |
| নীতিসার ( ২ য় ভাগ ) | ৶ |
| প্রচারিত। | |
| মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ | ৸ |

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

—:০:—

## বিক্রয়ার্থ।

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান। সর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সোণা দিয়া নূতন বাঁধান, মূল্য ২৫০ টাকা।

শ্রীআনন্দচন্দ্রবেদান্ত বাগীশ।

—:০:—

## বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ
### প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলম নানা বিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে /৹ এক আনার হিসাবে কমিসন দি। অধিক টাকার পুস্তক লইলে /১৹ আনার হিসাবে পাইবেন।

| | |
|---|---|
| অপূর্ব্ব উপাখ্যান অর্থাৎ সেক্সপিয়রকৃত নাটকের মর্ম্মানুবাদ | ২॥ |
| শ্রীমদ্ভাগবত ১ ম অবধি ১২ স্কন্ধ বাংগলা | ৮ |
| শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস সম্পূর্ণ | ৮ |
| শ্রীমদ্রামরসায়ন দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ | |

চক্রপাণিচিকিৎসা গ্রন্থ শিমুলীয়া নিবাসী বাবু কাশীনাথ মল্লিকের প্রযত্নে পণ্ডিতদ্বারা হস্তের লিখিত

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা বার্ষিক

কৌতুক বিলাস যাহাতে গোপাল ভাঁড়ের কৌতুকগুলি সম্পূর্ণ আছে

চন্দ্রহংস ; জৈমিনি ভারত উদ্ধৃত

ব্রহ্মতত্ত্ব চূড়ামণি অর্থাৎ ব্রহ্মনির্ণয়

নীলাঞ্জন কাব্য

পুরঞ্জন কাব্য

মণিকুণ্ডলা কাব্য

অভিমন্যু বধ নাটক

দ্বাদশ শিশুর বিবরণ

রত্নোত্তমা গদ্য কাব্য

কৌরববিয়োগ নাটক

সিভিল গাইড মার্শমেন সাহেব কৃত

পদ্মগন্ধা উপাখ্যান

সন্দেশাবলী স্বরূপচন্দ্র দাসকৃত

পিশাচোদ্ধার

নীতিপ্রভা

এটলাস বাং ৮ খানি ম্যাপ গণেশচন্দ্র রকৃত

ভূদর্শন পৃথিবীর মানচিত্র

ভারতবর্ষের ম্যাপ দেবনাগর অক্ষরে

নীতিশিক্ষা

অনবর শোহেলী গদ্যপদ্য পা কাব্য

কুমার সম্ভব সংস্কৃত হইতে পদ্য অনুবা

ভারতবর্ষের ইতিহাস কেদারনাথ দত্তকৃ

ঐ গোবিন্দচন্দ্র সেন কৃত

মনতত্ত্বসারসংগ্রহ

প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়

ঐ মার্শমেন সাহেবকৃত দুই খণ্ড

নাট্য পরিশিষ্ট নাটক

চারুতমঞ্জরী

শব্দকল্পদ্রুম পরিশিষ্ট

কলিকাতা জোড়া- } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র
সাঁকো ৬৪ নং } নগদ বিক্রে

## ভারতবর্ষীয় সভা।

সম্প্রতি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্ট নিয়মে দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দিবার এবং রাস্তা ও করিবার অভিপ্রায়ে কর করিবার এবং ভূম কারীদিগের স্কন্ধে সেই করভার নিক্ষেপ

...শ্ন উত্থাপন করিয়াছেন । এই কর যাহাতে
ও ন্যায়ানুসারে ধার্য্য এবং পরিমিতরূপে
য় হয়, তদ্বিষয়ে মত দিবার নিমিত্ত উক্ত
মন্ট ভারতবর্ষীয় সভাকে অনুরোধ করি
। গত ১৩ ই মে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট
পত্র লিখেন, তাহাতে বলা হইয়াছে:—
পষ্ট বোধ হইতেছে, ভূমির উৎপন্নের উপরে
র্য্য করাই ন্যায়সিদ্ধ হইতেছে । জমীদার,
তালুকদার, পত্তনীদার, ইজারদার ও নানাবিধ
ত্বী লোক এবং বাস্তবিক যেসকল কৃষকের
উপরে স্থায়ী স্বার্থ আছে, অর্থাৎ যাঁহারা
ন্দী প্রজা নহেন এবং যাঁহারা উঠবন্দী
র ন্যায় বাজার দরে কর দেন না, তাঁহারা
উৎপন্নের যে অংশ পান, তদুপরি ও তৎ
াগে কর ধার্য্য ও আদায় করাই ন্যায় ও
সিদ্ধ বোধ হইতেছে । " উঠবন্দী প্রজা
ত ভূমির সহিত আর যেসকল লোকের
ন সম্বন্ধ ও স্বত্ব আছে, এই প্রস্তাব
দিগের সকলকেই স্পর্শ করিতেছে তন্নি
ভারতবর্ষীয় সভার কমিটী গবর্ণমেণ্টের
পত্রের উত্তরদানের পূর্ব্বে সর্ব্বসাধারণের
জানিবার অভিলাষী হইয়াছেন, তদনুসারে
য়া বিজ্ঞাপন দিয়া অনুরোধ করিতেছেন,
৮ অব্দের আগামী সেপ্টেম্বর মাসের ২ রা
অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময়ে লার্কিন্স
র ১ নং ভারতবর্ষীয় সভাগৃহে একটী
রণসভা হইবে । সর্ব্বসাধারণে ঐ সময়ে
নে গিয়া আপনাদিগের মত প্রকাশ করি-

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঠাকুর
ভারতবর্ষীয় সভার অবৈ
তনিক সম্পাদক ।

—০—

হোমিওপেথিক চিকিৎসা, প্রথম সংখ্যা,
আনরক্ত, মূল্য চারি
আনামাত্র ।

কলিকাতার চোরবাগানে স্কুলবুক প্রেসে
য়ার সংস্কৃতযন্ত্রের পুস্তকালয়ে এবং
জারে বেরিণী কোম্পানির হোমিও
ফারমেসীতে পাওয়া যায় ।

—॥০॥—

## পুনঃপ্রাপ্ত নোট ।

য ব্যক্তি ১৮৬৮ সালের ৮ ই আগষ্ট পত্র
পাটনার ডাকযোগে নিম্নলিখিত নোট
সকল পাঠাইয়াছেন । তিনি নিম্নস্বাক্ষর কারীর নিকট সবিশেষ লিখিয়া পাঠাইবেন ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| এ ৪৮ | ৮৯০০৭ নং | ১০ | টাকার |
| ঐ ৪৮ | ৮৪৮৬৯ নং | ১০০ | ঐ |

ডব্লিউ, এইচ, ম্যাগোয়ান ।
কলিকাতার পোষ্টমাষ্টার ।

——

## গদ্য সংগ্রহ ।

অল্পপাঠী ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী কোন সংস্কৃত গদ্য গ্রন্থ না থাকায়, সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের আদেশানুসারে উক্ত কালেজের অন্যতর অধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণ হইতে কতকগুলি নীতিগর্ভ গল্প সঙ্কলন করিয়া " গদ্যসংগ্রহ " নামক এক খানি পুস্তক প্রচার করিয়াছেন । পটোলডাঙ্গা ৮৬ নং আমাদিগের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায় । মূল্য ১ এক টাকা মাত্র ।

বাচ্যাত্রাদর্শ এবং কোং

—॥০॥—

# নদিয়ার নদী ।

সন ১৮৬৮ সালের আগষ্ট মাসের ১৫ ই হইতে ২১ এ পর্য্যন্ত নদীয়ার নদী ত্রয়ের সর্ব্বকমতি জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট ।

| স্থানের নাম | সর্ব্বকমতি জল ফুট | ইঞ্চ |
|---|---|---|
| মহানার উপর পদ্মানদীতে | ৪৩ | ৯ |
| মহানায় | ২৭ | ৬ |
| তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া ৪৪ মাইল | ১৯ | ৬ |
| হাট বোয়ালিয়া হইতে আম্রুকদিয়া | ২৩ | ৯ |
| আম্রুকদিয়া হইতে কুষ্ণগঞ্জ ৩৮ মাইল | ১৩ | • |
| কুষ্ণগঞ্জ হইতে হুগলি নদী পর্য্যন্ত ৩৪ মাইল | ২৭ | ৯ |
| **ভাগীরথী নদী ।** | | |
| মহানার উপর | ২৫ | ৩ |
| মহানার নীচে | ১৮ | ৯ |
| তথা হইতে জিয়াগঞ্জ | ৯ | ৬ |
| জিয়াগঞ্জ হইতে কাটোয়া ৬০ মাইল মধ্যে | ২২ | ৯ |
| কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইল মধ্যে | ২৫ | |
| **জলঙ্গী নদী** | | |
| মহানায় | ২৯ | |
| তথা হইতে করিমপুর ১৯ মাইল | ২১ | |
| করিমপুর হইতে টিয়াকাটা ৩৮ মাইল | ১৩ | |
| টিয়াকাটা হইতে নদীয়া ৬০ মাইল | ১২ | |

সন ১৮৬৮ আগষ্ট মাসের ২৪ এ. তা
বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ ।

ফুট
২১

বহরমপুর ২৪ এ আগষ্ট ১৮৬৮ । } শ্রীযুক্ত টি বেল উইকস
একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়
বহরমপুর ডিবিজন ।

——

## ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ।

বাকিপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে
খানি করেন্সি নোট পাওয়া গিয়াছে । প্রত্যে
মূল্য ১০ টাকা ।

যদি কেহ উহার কোন প্রকার সমাচার
পারেন, তিনি নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তির
জানাইবেন ।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কাষ্টম একেন্সি বোর্ড কলিকাতা ২৯ এ আগষ্ট ১৮৬৮ । } সি সল পিকে
একেন্সি বোর্ড

# সোমপ্রকাশ ।

১৬ ই ভাদ্র সোমবার ।

এবার সোমপ্রকাশের অধিক
স্থান অতিবৃষ্টিঘটিত অনিষ্টের সমা
পরিপূরিত হইল । প্রধানপুরুষেরা
লির প্রতি এক বার দৃষ্টিপাত করি
গত দুর্ভিক্ষের সময়ে তাঁহারা
স্থানীয় কর্ম্মচারীদিগের উপর
করিয়া প্রজাক্ষয় করিয়াছিলেন
আপনারাও তিরস্কৃত ও অপমা
হইয়াছিলেন, এ বার যেন সেরূপ না
অগ্রে সাবধান হওয়া উচিত । কো
কি ক্ষতি হইল, প্রজাগণের কি দুর
ঘটিল, তাহার প্রতিবিধানের উপা
কি ? কর্ত্তৃপক্ষ পরিশ্রম স্বীকার
স্বয়ং অনুসন্ধান ও প্রতিবিধানের উ
অবলম্বন করুন ।

বিষবিক্রয়বিষয়ে এত শঙ্কাশঙ্কি কেন? মানুষ ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ, আলস্য দূষিত ও রাগদ্বেষাদিকলুষিত। সেই মানুষের যেখানে প্রাদুর্ভাব, সেখানে যে যে বস্তুর সামান্যমাত্র সংসর্গে মহৎ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, সেই সেই বস্তুর ব্যবহারবিষয়ে অতি সাবধান হওয়া আবশ্যক; কিন্তু আমরা চমৎকার দেখিতে পাই, যাবতীয় মারাত্মক পদার্থের ব্যবহারকালে যথোচিত সাবধান হওয়া হয় না। রেলওয়ে একটী বিষবৎ মারাত্মক পদার্থ; কিন্তু অনেক সময়ে এতৎসংক্রান্ত কার্য্যকালে বিলক্ষণ অনবধানতা দৃষ্ট হয়। গত সোমবারে দৃষ্ট হইল, দুই জন ইউরোপীয় এক ঘোড়ার গাড়িতে পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ের শিয়ালদহের ষ্টেসনের গেটে প্রবেশ করিতেছেন, এমত সময়ে দক্ষিণ হইতে সহসা মিউনিসিপাল রেলগাড়ি আসিয়া সেই গাড়ির উপরে পড়িল। ঘোড়ার গাড়িখানি চূর্ণ হইল, রেলের গাড়ি রেলের বাহিরে পড়িল। অশ্বশকটারোহী দুই ব্যক্তির এক ব্যক্তিকে অতিশয় আঘাত লাগিল; আহ্লাদের বিষয় এই, উঁহার প্রাণরক্ষা হইয়াছে। যখন চতুর্দ্দিকে রেলগাড়ি আরম্ভ হইল, তখন অগ্রে প্রাণিহত্যা নিবারণের উপায় করিয়া তাহার কার্য্য আরম্ভ করা কি উচিত নয়? যে যে পথ পার হইয়া মিউনিসিপাল রেলের গাড়ি যাইতেছে, সেই সেই স্থানে গাড়ির গমনকালে মানুষ ও অশ্বাদির শকট চলিতে না পারে এ ব্যবস্থা করা কি উচিত নহে? যদি বল পথিকেরা আপনারা সাবধান হইবেন, এটী কাজের কথা নয়। আমরা উপরেই কহিয়াছি, মানুষের মন ভ্রমপ্রমাদাদিতে পূর্ণ। আমরা পূর্ব্বে যে দুর্ঘটনাটীর প্রসঙ্গ করিলাম, তাহা অশ্বশকটস্থ ইউরোপীয়দ্বয়ের ভ্রমনিবন্ধনই ঘটিয়াছিল। তখন বেলা ঠিক ৫ টা। তখন পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ের গাড়ি ছাড়িবার একটী সময়। যে ইউরোপীয় আহত হন, তাঁহার চাপকে যাইবার প্রয়োজন ছিল। বিলম্ব হইলে গাড়ি চলিয়া যাইবে এই ভাবিয়া তিনি আপনার কোচমানকে গাড়ি চালাইতে কহেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, মিউনিসিপাল রেলগাড়ি আসিতে আসিতে তাঁহার গাড়ি গেট পার হইবে; কিন্তু বিপরীত ঘটনা হইয়া গেল। এইরূপ ভ্রমপ্রমাদাদিনিবন্ধন অনর্থ ঘটিবারই অধিক সম্ভাবনা। অতএব আমরা পুনরায় বলিতেছি ইহার নিবারণের আশু সদুপায় করা উচিত।

—:o:—

## কণ্ট্রাক্ট আইন।

এই আইনটী মেইন সাহেবেরই অধিক ভাল লাগিয়াছে। তিনি যখন প্রথম এ দেশে আসেন, তৎকালে বলিয়াছিলেন, চুক্তিভঙ্গ হইলে বলপূর্ব্বক তদনুসারে কাজ করাইয়া লওয়া ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থার মূল নিয়মের বিরুদ্ধ; কিন্তু জানি না কি কারণে কিছু দিনপরে তাঁহার মতের পরিবর্ত্ত হইয়া গেল। তিনি এক্ষণে সকলের সম্মুখে স্পষ্টাক্ষরে এ কথা বলিতে পারিতেছেন না যে এ আইনটী ইংলণ্ডের ব্যবস্থার মূল নিয়মানুগত; কিন্তু বলিতেছেন ইংলণ্ডের আইনের মূলগত দোষ আছে; এ বিষয়ে ফ্রান্সপ্রভৃতি ইংলণ্ড অপেক্ষা প্রধান এবং ইংলণ্ডকে শীঘ্র ব্যবস্থাবিষয়ে ভারতবর্ষকে আদর্শ জ্ঞান করিতে হইবে। তিনি দুঃখিত হইয়া নীলকরদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহারা প্রথমে কণ্ট্রাক্ট আইনের নিমিত্ত এত গোলযোগ যদি না করিতেন, তাহা হইলে অনায়াসে বিধিবদ্ধ হইয়া যাইত; কেহই ইহার বাধা দিতে পারিতেন না। এমন সৎ মন্ত্রী অগ্রে এ দেশে আইসেন নাই
এটী নীলকরদিগের দুর্ভাগ্যের বিষ
সন্দেহ নাই।

মেইন সাহেব আপনার প্রস্তাবি
এতৎসংক্রান্ত ধারাগুলির সমর্থনার্থ
তর্ক অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা নিতা
অসঙ্গত। তিনি বলেন, এ দেশে মহে
সবে জার করিয়া পুরুষানুক্রমে দেও
য়ানী ডিক্রী জীবিত করিয়া রাখা হয়
ডিক্রী বিক্রীত হইয়াও থাকে
যাঁহারা ডিক্রী করেন অথবা ক্রয় করেন
তাঁহারা বরাবর কৃষকদিগের উপে
তাহা খড়্গস্বরূপ উত্তোলিত করিয়
রাখেন। ইহাতে তাহাদিগকে সর্ব্বদ
শঙ্কিত ও ডিক্রীদারের পদানত হইয়
থাকিতে হয়। কিন্তু চুক্তি অনুসা
কাজ করাইয়া লইলে এই দোষ ঘটিবা
সম্ভাবনা থাকিবে না। এটী মেইন সাহে
বের প্রধান তর্ক। ইহার উত্তরস্থলে
আমাদিগের বক্তব্য এই, বোম্বাইয়ে
কোন কোন অংশভিন্ন অন্য স্থানে পুর
ষানুক্রমে ডিক্রী জীবিত রাখা সচরাচ
দৃষ্টিগোচর হয় না। ১৮৫৯ অব্দের ১
আইন হওয়াতে বঙ্গদেশে ত উহা
বহু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। কণ্ট্রাক্ট আই
করিয়া এক শ্রেণির মহৎ অনিষ্টসাধন
না করিয়া ডিক্রী জারির নিয়ম পরিব
র্ত্তন কি শ্রেয়ঃকল্প নয়? পুরুষানুক্রমে
লোকে ডিক্রীজারির যে সুবিধা পায়
আইনের দোষ কি তাহার কারণ নয়

আইন কমিসনরগণ ও সর জন লরেন্স
স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন, নীলকরগণ যে
প্রকার অত্যাচার করেন, তাহাতে আদা
লত যদি চুক্তি অনুসারে কাজ করান,
তাহা হইলে অত্যন্ত অনিষ্ট ঘটিবে
মেইন সাহেব বলেন, রেজিষ্টরি ন
করিয়া যে কণ্ট্রাক্ট করা হইবে, তাহ
অসিদ্ধ হইবে এবং যে চুক্তিপত্রে কা
ও অন্যান্য নিয়মের স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ

কিবে, তদনুসারে কার্য্য করিতে
হইবে না। সর জন লরেন্স ইহার
ত্তর দিয়াছেন। তিনি বলেন, যখন
াঁধাবাঁধি করিবার চেষ্টা হই
, তখন প্রকারান্তরে মেইন সাহেবের
ই স্বীকার করা হইতেছে, আদালত
চের চুক্তি অনুসারে কাহাকে কাজ
তে বাধিত করিবেন না। যদি
হয়, তাহা হইলে এনত আইনের
াকতা কি? এতদ্দ্বারা কেবল নীল
ভৃতিকে কষ্ট দেওয়া হইবেমাত্র।
রা বলিবেন, "চুক্তি অনুসারে যে
করান উচিত, তাহা গবর্ণমেণ্ট ও
াপকগণ স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু
তাহা হইতেছে না, অতএব আইন
র্ত্ত কর।" উল্লিখিতপ্রকার কণ্ট্রাক্ট
হইলে নীলকরেরাই উৎপাতে
বেন, সর জন লরেন্স এই যে কথাটী
াছেন, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হই-
, তিনি স্বদেশীয়দিগের গুণ ভাল
ন না। পক্ষান্তরে মেইন সাহেব
ীয়দিগকে ভালরূপ চিনিয়াছেন।
রেরা ভাবিতেছেন, সহস্র বন্ধন
ক না কেন, একবার চুক্তি অনুসারে
করাইবার বিধি হইলে হয়, তাহার
াদালতের জজেরা আছেন।
মেইন সাহেব এই আর এক তর্ক
াছেন, এ দেশে প্রায় সকল লোকেই
মীতে সম্পত্তি অর্জ্জন করেন, অত.
ডক্রী হইলে তাহা জারি করিয়া
আদায় করা সাধ্যায়ত্ত নয়। কেন
বিনামী স্থলে কাহার না কাহার
সম্পত্তি থাকে। বিনামদারের নামে
ডক্রী হয় না? সেই ডিক্রী ত
ী সম্পত্তিকে স্পর্শ করিতে পারে?
ক্টসম্বন্ধে যে শ্রেণির অধিকতর
হইবার সম্ভাবনা আছে, সে
র একে ত সম্পত্তি অল্প; তাহারা
প্রায় বিনামী করে না; করিলেও
তাহাদিগের বিনামী প্রমাণ হওয়া কঠিন
নয়। যাহা হউক, আমাদিগের এই একটী
আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে, কৃষক ও আবাদ
কর, এ উভয়ের মধ্যে কাহার অসাধুতা
অধিক, মেইন সাহেব এক বার সে বিবে
চনা করেন নাই। ইউরোপীয় আবাদকর
গণ কি ধাতুর লোক, তাহা এখন আর
অনেকের অবিদিত নাই। আবাদকরগণ
বিশেষতঃ নীলকরগণ বলব্যতিরেকে কার্য্য
করাইতে জানেন না, এ কথা অনেকেই
জানেন। ইহাঁরা ইউরোপখণ্ড হইতে
মূল ধন আনয়ন করেন, এ বাক্য অকি-
ঞ্চিৎকর। এইখানে কর্জ্জ করিয়া সেই
টাকায় লাভ করাই প্রায় সকলের চেষ্টা।
টাকার সুদ, কর্ম্মচারীদিগের চুরি, আপ
নাদিগের বাবুগিরি এ সমুদায় সদুপায়ে
উপার্জ্জন করিয়া সম্পন্ন করা ভার;
সুতরাং বলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়;
কণ্ট্রাক্ট আইন বলপূর্ব্বক কার্য্য করাই-
বার উৎকৃষ্ট উপায়। নীলের দাদন এক
বার লইলে যে তাহার পরিশোধ হয় না,
মেইন সাহেব কি ইহার অস্বীকারে সাহসী
হইবেন? খাটিয়া দিলেই কি কৃষকেরা
পরিত্রাণ পাইবে? পুরুষানুক্রমে নীল
করিয়াও যখন দুই টাকা শোধ যায়
নাই, তখন এক জন খাটিয়া দিলেই যে
নীলকরেরা তৃপ্ত হইবেন, তাহার প্রমাণ
কি? এক্ষণে পলায়ন করিলে নিস্তার
আছে; খাতার লিখিত দাদনের টাকা
এক কালে দিলে রক্ষা আছে, কিন্তু মেইন
সাহেবের প্রস্তাব বিধিবদ্ধ হইলে ধর্ম্ম
জ্ঞানশূন্য নীলকরের হস্তে কৃষকের কিছু
তেই পরিত্রাণ নাই। নীলকরেরা আপ
নারা যে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে চান,
তাহা বৈধ হইয়া উঠিবে। ব্রিটিশ গব-
র্ণমেণ্টের স্বহস্তে কৃষক প্রজাগণকে কয়েক
জন উদাসীনের ক্রীতদাস করিয়া দেওয়া
হইবে মাত্র। "আদালত যদি আবাদক
রের প্রার্থনা যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা
না করেন, তাহা হইলে কখনই চুক্তি
সারে কাজ করিতে বলিবেন না।"
কথার কথামাত্র হইবে সন্দেহ ন
কোন আদালত ইউরোপীয় নীলক
বিরুদ্ধ আচরণ করিতে সাহসী হইবে
এপর্য্যন্ত কত জন নীলকর জালখ
দাখিল করিয়াও দণ্ড পাইয়াছেন?
রণ্যে দেওয়ানী আদালত বিলম্ব ক
মকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন এবং সুবি
করেন না, এ কথা নীলকরদিগের ম
মেইন সাহেবও বারম্বার বলিতেছে
দেওয়ানী আদালতসকল যেন মন্দ, অ
তর্কমুখে স্বীকার করিলাম; কিন্তু
আদালত অর্থীর পক্ষে মন্দ, সে যে
র্থীর পক্ষে মন্দ হইবে না, এ বি
কথা! যে বিচারপতি সামান্য
পুরণের বিচার করিতে পারেন না,
কি কোন চুক্তি অনুসারে কাজ
উচিত এবং কোন চুক্তি অনুসারে
করা অনুচিত বুঝিয়া সুবিচার ক
সমর্থ হইবেন? সামান্য বিষয়ে যাঁ
বুদ্ধি খেলে না, তিনি কি সূক্ষ্ম
কঠিন আইনের তর্ক বুঝিতে পারি
"নীলকরের পক্ষে যে আদালত
দেন, তাহাই ভাল, আর যে আদ
তাঁহাদিগের অত্যাচার নিবারণ ক
তাহা মন্দ" মেইন সাহেবের তর্কে
এই তাৎপর্য্য? মেইন সাহেব ব
কণ্ট্রাক্ট আইন না হইলে ইউরো
সমাজকে অপমান করা হয়। এ
এ তর্কের নিকটে আমরা হারিলাম
দেশীয় সমাজ মাত্র জানাম না; য
ইউরোপীয় সমাজের সম্মুখে স
গমন করিলে তাহাতে ইউরোপীয় স
যদি অপমান বোধ করেন তখন 
সাহেব কি করিবেন? যাহা হউক,
সাহেবের সহিত তর্ক করা বৃথা;
নীতিজ্ঞকে সকল বিষয় প্রসারিত
দর্শন করিতে হয়। আমরা এ

...ী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। বোধ
...এক ব্যক্তি চুক্তি অনুসারে এক বিঘা
...তে নীল বপন করিল; তাহাকে
...কর: নীলকরের অভিপ্রেত হইল;
...র এক বিতস্তি পরিমাণে চারা
...ছে এমত সময়ে নীলকরের ভৃত্যেরা
... গরুবাছুর খাওয়াইল; হয় পুনর্ব্বার
... ক্রয় করা কৃষকের অসাধ্য হইল,
...বা নীলবপনের সময় অতীত হইয়া
...। নীলকর আদালতে চুক্তির অনু-
... কার্য্য করাইবার নালীশ করিলেন,
... নীলকরের দৌরাত্ম্য সপ্রমাণ
...তে পারিল না, সুতরাং তাহাকে
...বৎসরের নিমিত্ত ক্রীতদাস হইতে
...। মেইন সাহেবের মতানুসারে
...ক্ট আইন যদি বিধিবদ্ধ হইত, এই
...র কাণ্ড হইত সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে
...মেন্ট নীলকরদিগের সহায়তা করি
... না, তাহাতেই প্রতি নীলকুঠিতে
...ার ছিল এবং কৃষকদিগকে বল
...ক খাটাইয়া লওয়া হইত। যদি
...ন বলপূর্ব্বক সেই খাটাইয়া লইবার
... করা হইত, তাহা হইলে
...র যে কি দুর্দ্দশা ঘটিত তাহা
... শেষ করা যায় না। ... প্রজারা
... সভ্য ও স্বাধীনতাসম্পন্ন হইত
...; স্পেনদেশীয়েরা আমেরিকায় ...
... করিয়াছিল, এখন তাহা ভারতবর্ষে
...শোভা পায় না। যাহা হউক, সর
...রেন্স সুবুদ্ধির কার্য করিয়াছেন।
... জন ছিন্নপক্ষ আবাদকরের মনো
... করিতে গিয়া যদি তিনি মেইন
...বের মতে অনুমোদন করিতেন
...দেশীয়দিগের নিকট চিরনিন্দনীয়
...ন সন্দেহ নাই।
...দেশীয় একটটি আইনের মূল
...এই, যেসকল ক্ষতি টাকাদ্বারা
...হয়, তাহাতে বিশেষ কাজ করিতে

বলা হইবে না। এক ব্যক্তি অপরের ভূমি লইয়া প্রত্যর্পণ করিতেছেন না। এই ভূমির অবস্থা যদি এরূপ হয় যে, ঐ প্রকার ভূমি অন্যত্র পাওয়া না যায়, তাহা হইলে আদালত অর্থীকে তাহার মূল্য না দিয়া ঐ ভূমিই দেওয়াইবেন। এক ব্যক্তি অপরের কিঞ্চিৎ অলঙ্কার লইলেন। ঐপ্রকার অলঙ্কার যখন তখন বাজারে পাওয়া যাইতে পারে। অতএব এ স্থলে ক্ষতিপূরণস্বরূপ টাকাই দেওয়ান হইবে। এই নিয়মানুসারে যদি বিবেচনা করা যায় চুক্তিভঙ্গে খাটাইয়া লওয়া ন্যায়ানুগত হইতে পারে না। আমি যেরূপ বস্তু লইব, তদনুরূপ বস্তু প্রত্যর্পণ করিব, ইহাই ন্যায্য। আমি টাকা দাদন লইলাম এবং প্রতিজ্ঞা করিলাম, সেই টাকার অনুরূপ নীল দিব। নীলকর নীল লইয়া বিক্রয় করিবেন, তাহাতে তাঁহার টাকা লাভ হইবে। এস্থলে টাকাভিন্ন অন্য কোনপ্রকার ক্ষতি পূরণ প্রদান করিলে আইনের মূল নিয়মের অনুমোদিত হয় না। দিলাম এক, লইব আর এক, ইহা কখন ন্যায়সিদ্ধ হইতে পারে না। ফলতঃ কৃষি ও বাণিজ্য সম্বন্ধে এক প্রকার চুক্তি করিয়া অন্য প্রকার (খাটাইয়া) লওয়া অতিশয় অন্যায় হইতেছে। ইংলণ্ডে যদি এই আইন করা হয়, জমীদার ও কৃষকগণ কি বলেন?

কণ্ট্রাক্ট আইন লইয়া বিস্তর তর্ক হইয়া গিয়াছে। আর ইহার পুনঃ পুনঃ আন্দোলন করিয়া লোককে বিরক্ত করা কেন? এ দেশে ইহার আবশ্যকতা নাই। নীলকরভিন্ন অন্য কোন ইউরোপীয় আবাদকর ইহার নিমিত্ত আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করেন নাই। এতদ্দেশীয় দিগের পরস্পরের ক্রয় বিক্রয়াদি ব্যবহার বিনা চুক্তিপত্রে সম্পন্ন হইয়া থাকে। যেসকল ভারতবর্ষীয় ইক্ষু, ধান্য

প্রভৃতি উৎপাদন করেন, তাঁহারা ...
দিগকে তন্নিমিত্ত যত টাকা দেন, ...
তাহার কোন লেখাপড়া থাকে ...
মুখে মুখেই কার্য্যনির্ব্বাহ হয়। অ...
সচরাচর দেখিতে পাই, এক ব্যক্তি...
য়াসে দশ সহস্র টাকার অলঙ্কার ...
জন অল্প দিনের পরিচিত লো...
নিকটে বিনা রসিদে বন্ধক দিয়া ...
লেন; মধ্যে মধ্যে যে টাকা দেন, ...
রও রসিদ লওয়া হয় না; কিন্তু ...
ব্যক্তিকে ঠকিতে হয় না। বোম্বা...
সাহুকারেরা পরস্পরের খাতায় ...
বিশ্বাস করেন যে, খাতায় যাহা ...
থাকে তাহাই প্রমাণ হয়। ইহ...
রসিদ লন না। আমাদিগের ছো...
কখন রসিদ লয় না ও রসিদ দেয় ...
অথচ ছোট আদালতে কত জন ...
বেতনের নিমিত্ত নালীশ করিয়া থা...
যে ডিক্রীর জন্য তিনি এত আ...
করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান ক...
জানিতে পারিবেন, কোন ...
বর্ষীয় ডিক্রী জারি করিয়া সকল ...
পান না। সমাজের অনুরোধে সকল...
প্রায় বাদ দিয়া টাকা লইতে হয়। ...
গণ জমীদারের গোলা হইতে ...
লেখাপড়ায় ধান্য লয়; কিন্তু যথা ...
তাহা প্রত্যর্পণ করে। এ দেশে ...
পত্রের উৎপাত নাই; মেইন সাহে...
রোগ আনিবার কেন চেষ্টা পাই...
ছেন? এ রোগ এ দেশে এক...
প্রবিষ্ট হইলে সকলকে ব্যতিব্যস্ত ক...
তুলিবে।

মফস্বলে সেবিং ব্যাঙ্ক।

সর রিচার্ড টেম্পল এদেশের ...
বিশেষ উপকার করিলেন। পূর্ব্বে ...
কালেক্টরিতে এক একটী সেবিং ...
ছিল, কিন্তু কয়েক বৎসর হইল গবর্ণ...
সেগুলি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। বাস্...

কল সেবিং ব্যাঙ্কের কাজ যে প্রণা
ত সম্পাদিত হইত, তাহাতে ব্যক্তি
দের বিশেষ উপকার অথবা গবর্ণমে
লাভ হইবার অন্যতর কিছু হইত না।
লক্টরের হস্তে এইসকল ব্যাঙ্কের
ক্ষতাভার সমর্পিত ছিল; কিন্তু
কাতার কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতিব্যতি
ক কোন ব্যক্তি আপনার জমা
ফিরিয়া পাইতেন না। এ বন্দো
গবর্ণমেণ্টের ব্যয় হইত এবং টাকা
র করিবার অসুবিধা হওয়াতে
কও বড় জমা দিতেন না। কালে
র উপরে উহার অধ্যক্ষতা ভার ছিল,
রা নানা কার্য্যে ব্যস্ত; সুতরাং
চিত যত্নসহকারে উহার তত্ত্বাব
করিতে পারিতেন না। এইসকল
ণে ঐগুলি উঠিয়া যায়। উঠিয়া যাও
ত কাহার বিশেষ ক্ষতি হয় নাই বটে
যাহাতে প্রজাগণ বিশেষতঃ দরিদ্র
ন মিতব্যয়ী হইয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ
করিতে পারেন, প্রত্যেক গবর্ণমে
সে চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য। রাজ
ভিন্ন অন্য কোন স্থানে টাকা জমা
বার উপায় নাই। অতএব সর
ড টেম্পল মফস্বলের যাবতীয় মহ
র এক একটী সেবিংব্যাঙ্ক করিবার
ব করিয়া অতি উত্তম কাজ করি
ন। প্রত্যেক স্থানের কয়েক জন
স্থ ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় ভদ্র
ক ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ হইবেন। তাঁহারা
টাকা অল্প সুদে কৃষকদিগকে
দিবেন। এইপ্রকারে টাকা খাটাইয়া
ভ হইবে, যাঁহাদিগের টাকা
রা তাহা অংশক্রমে লইবেন।
আমরা কায়মনোবাক্যে এই প্রস্তা-
অনুমোদন করিতেছি; কিন্তু এক
আমরা রাজস্বসংক্রান্ত মন্ত্রীকে
ান হইয়া কাজ করিতে অনুরোধ
তছি, তিনি যে সকল লোকের

হস্তে অধ্যক্ষতাভার সমর্পণ করিবার বাসনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের হস্তে সম্পূর্ণ ভার হয়, এটী আমাদিগের অনুমোদিত নহে। ইংলণ্ডের অনেক সেবিং ব্যাঙ্ক কতকগুলি দুষ্টাশয়ের দোষে উৎসন্ন হওয়াতে বিস্তর দরিদ্র লোক সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। বোম্বাই ব্যাঙ্কের কমিসনের সম্মুখে যে সমস্ত নিগূঢ় বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে বিলক্ষণ আশঙ্কা জন্মিয়াছে। অধ্যক্ষগণ কোনপ্রকার লোভে পড়িয়া ব্যাঙ্কের টাকা নিজের কার্য্যে বিনিয়োজিত করিতে না পারেন, সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। কালেক্টরদিগের অনুমতিব্যতিরেকে যেন এক পয়সা কাহাকে কর্জ্জ দেওয়া না হয়। আমাদিগের আর একটী বক্তব্য এই, প্রস্তাবিত সেবিঙ ব্যাঙ্কগুলিকে যেন কলিকাতার প্রধান সেবিঙ ব্যাঙ্কের শাখাস্বরূপ করা হয়। যাঁহারা টাকা জমা দিবেন, তাঁহারা যখন মনে করিবেন, তখনই টাকা বাহির করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন, এ সুবিধা করা আবশ্যক। সকল ব্যাঙ্কেরই মূলধন একপ্রকার হওয়া উচিত। তাহা না হইলে যে স্থানে জমা অল্প, অথচ কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত অনেকে কর্জ্জ লইবে, সেখানে অসুবিধা ঘটিবে। সর রিচার্ড টেম্পলের প্রস্তাবানুসারে যদি রীতিমত কাজ হয়, আমাদিগের কৃষকগণের অবস্থার পরিবর্ত্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। যেসকল মহাজন এখন অসঙ্গত সুদ লইয়া কৃষকদিগকে উৎসন্ন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে হয় অন্তর্হিত হইতে হইবে, নতুবা সঙ্গত সুদ লইতে হইবে। যদি এইপ্রকার বন্দোবস্ত করা হয়, সর রিচার্ড টেম্পলের প্রস্তাবিত সেবিংব্যাঙ্কগুলি ফলোপধায়ী হইবে সন্দেহ নাই। তিনি সেবিংব্যাঙ্ক করিয়া কৃষকদিগের সবিশেষ উপকার

করিতে চলিলেন। যদি তাঁহাদিগের
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া অ
শিক্ষাপ্রণালী স্থাপন করিতে পা
তাহা হইলে তিনি অবিনশ্বর যশো
করিয়া অকপট কৃতজ্ঞতাভাজন
বেন সন্দেহ নাই।

---

বেশ্যাবৃত্তি নিবারণ।

এদেশের ব্যবস্থাপক গণের
বিষয়ে ভ্রমপ্রমাদ দৃষ্ট হয় বটে;
অনেক বিষয়ে তাঁহারা ইংলণ্ডের অ
হইতেছেন। এ দেশের আইনসংগ্র
সাক্ষ্যের আইন যে ইংলণ্ডের অ
উৎকৃষ্ট সে বিষয়ে সংশয় নাই। উপ
রোগ নিবারণের আইন ভারতব
প্রথমে হইয়াছে, তৎপরে ইংলণ্ডে
হয়। কিন্তু আমরা একটী আশ্চর্য্য
তেছি, ভারতবর্ষ অপেক্ষা ইংলণ্ডে
অধিক হইতেছে। ইংলণ্ডে প্রথমতঃ
কটী বন্দরে এই আইন প্রচলিত
এইসকল স্থানে বিস্তর উপকার
য়াছে। মাল্টাদ্বীপে উপদংশ রোগ
নাই বলিলে হয়। মহাসভা ক্র
এই আইন ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র প্রচলিত
বার মানস করিয়াছেন। ঐ পীড়া
কেমন ভয়ঙ্কর তাহা চিকিৎসক
জানেন। যে ব্যক্তি ইহাতে আক্রান্ত
কেবল তিনি নহেন, তাঁহার তিন
পুরুষপর্য্যন্ত ইহার ফলভোগী
অনেক পীড়া এরূপ আছে ত
লোকের মৃত্যু হয়; কিন্তু এপর্য্যন্ত ত
নিদান নির্ণীত হয় নাই। স
ইউরোপের কতকগুলি চিকিৎসক সি
করিয়াছেন, পিতা মাতা পি
দের উপদংশ রোগ এ সকল পী
মৃত্যুর কারণ। ইহাতে শরীর
নিস্তেজ হয়, এমন কিছুতেই হয় না।
বর্ষে এ বিষয়ে অধিকতর সতর্কতা
শ্যক। এখানে অনেকের ধাতুর

আমরা শুনিয়াছি এটী ও উপদংশ ...র ন্যায় বেশ্যাসংযোগ ব্যতিরেকে ...। এই পীড়ায় শরীর অতিশয় দুর্ব্বল ও ...তেজ হইয়া যায়। অতএব গবর্ণমেণ্টের ...য় যাহাতে আইনটী সর্ব্বত্র প্রচ... হইয়া উপদংশনিবারণের সবিশেষ ...া হয়, তাহা করেন। মিউনিসিপা... সমূহ এ বিষয়ের ব্যয় ভারবহনে ...াত হইবেন বোধ হয় না। ইহাকে ...বলা নয়, ব্যয় বাঁচান বলাই উচিত।

...রোগ উপদংশ ও ধাতুর পীড়া ...ত উৎপাদিত না হয়; এতন্নিবন্ধন ...কে কি ব্যয় না করেন? উপদংশ ...াক্রান্ত স্ত্রীলোকদিগকে চিকিৎসা ... বলপূর্ব্বক আনয়ন করাতে ইংলণ্ডের ...ক বেশ্যা আপনাদিগের লজ্জাকর ...ায় ত্যাগ করিতেছে। আমাদিগের ... রক্ষিতারক্ষিত বিচার না করিয়া যাব... বেশ্যার পরীক্ষার নিয়ম করা উচিত।

—:*:—

## বিবিধসংবাদ।

### ৯ই ভাদ্র সোমবার।

...র্ণ সেক্রেটরি বলেন, অযোধ্যার কৃষক দলের ... যে আইন হইয়াছে, তাহাতে তালুকদা... বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন, ... বলেন, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের সনন্দের ...ত কাজ করিয়াছেন। অপরাপর হইয়া অন্যের উপকারার্থ কাজ করা তালুক... জমীদারদিগের স্বভাবসিদ্ধ নহে ... ...শে ১০ আইন জারি করা হইয়াছে, সেইপ্রকার ...দারদিগের মুখাপেক্ষা না করিয়া কৃষক ...দখলী স্বত্ব স্বীকার করা উচিত ছিল। ...দ সহায় থাকিলে কোন গবর্ণমেণ্টের ...থাকে না। সম্রাট নেপোলিয়নকে দমন কর।

...না, ভাগীরথী, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র প্লাবিত ...। অনেক স্থানে এক হাত জল দাঁড়াইয়াছে ...গমনাগমন করিতে পারিতেছেন না ... এক বেলা সতর্ক হইতে বলিতেছি। ...ল দরবার ও আড়ম্বর না করিয়া, রো... অভিরুচি অনুসারে বঙ্গদেশের অনিষ্টের ...ান করুন।

পঞ্জাবের সীমার নিকটে যে ক্ষুদ্র যুদ্ধটী হইতেছে, তাহাতে কাশ্মীরের রাজা গোপনে বাতাস দিতেছেন, এ কথা দুই এক মহামতি বলিয়াছিলেন। কিন্তু এ দিগে শুনা যাইতেছে যে লড়াইয়ের সংবাদ পাইবামাত্র রাজা রণবীর সিংহ বন্যদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত চারি রেজিমেণ্ট সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

সর আলেকজণ্ডার গ্রাণ্ট নিম্নলিখিত এডিনবরাস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতাগ্রহণ করিতেছেন। তিনি আপাততঃ বোম্বাইয়ের বিদ্যাশিক্ষার ডিরেক্টর ও ব্যবস্থাপক সভার সভ্য আছেন বটে, কিন্তু অক্টোবর মাসে এ দেশ ত্যাগ করিবেন। সর আলেকজণ্ডার গ্রাণ্ট গমন করিলে শিক্ষাবিভাগে আর প্রকৃত উপযুক্ত লোক রহিলেন না।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, আফজল খাঁ কিলাত অধিকার করিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া আজিম খাঁ নিজে আফজলের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করেন। এই যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইয়াছেন এবং সিয়ারআলি খাঁ পুনর্ব্বার কাবুলের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। আবদুর রহমন খাঁ নির্ব্বাসিত দিগে যাইতেছেন। কিলাত তাঁহাকে প্রদান করিয়া সন্ধি করা হইয়াছে। এ বার যেন সিয়ারআলীকে যথোচিত উৎসাহ দেওয়া হয়।

বোখারার রাজার সহিত রুশীয় দলের শেষ সন্ধি হইয়াছে। বোখারা রুশীয়েরা করদ রাজ্য হইল। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র আরও যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু রাজা তাঁহাকে রুশীয়দিগের হস্তে অর্পণ করিয়া দ্বিতীয় পুত্রকে উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। রুশীয় সম্রাটের ভ্রাতা কাস্পিয়ান হ্রদে ভ্রমণ করিতেছেন। তথায় এক জাহাজের উপরে তাঁহার সহিত পারস্যের রাজার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

মহীসুরের কমিশনর সর্দ্দার গবর্ণর জেনরলের নিকটে এই ভাবে আবেদন করিয়াছিলেন, যখন ইংলণ্ডেশ্বরী মহীসুর প্রত্যর্পণ করিয়াছেন, তখন বর্ত্তমান অপ্রাপ্তব্যবহার রাজাকে আশু ঐ সিংহাসনে অভিষিক্ত করা কর্ত্তব্য। কিন্তু গবর্ণর জেনরল বলিয়াছেন, যত দিন রাজা প্রাপ্তব্যবহার না হইবেন এবং তাঁহাকে শাসনকার্য্যের যোগ্য দেখা না যাইবে, তত দিন এপ্রকার অভিষেক হইবে না। রাজপুত্রের লেখা পড়ার প্রতি কিরূপ মনোযোগ দেওয়া হইতেছে?

### ১০ই ভাদ্র মঙ্গলবার।

মধ্য ভারতবর্ষে ও রাজপুতনায় প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছে। ইন্দোরে এত বৃষ্টি হইয়াছে ... রাস্তাসকল প্লাবিত এবং একটী বৃহৎ ... ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল। কলিকাতায় এত ... পতিত হইয়াছে যে, ইটের মূল্য হাজার ক... টাকা দাঁড়াইয়াছে।

হাজরাতে যুদ্ধ হওয়াতে সেপর্য্যন্ত টেলি... করিবার প্রয়োজন হেতু দিল্লী হইতে তার ... করিবার আজ্ঞা হয়। কিন্তু তার লইয়া যা... গাড়ী ছিল না। ডেপুটী কমিশনর স্মিত্ ... সাহেব এই অবস্থায় বলপূর্ব্বক কতকগুলি ... গাড়ীতে তার লইয়া গিয়াছেন। অনেক ... নীকে তাড়া দিয়া পলায়ন গমন করিতে ...য়াছে!! সেনাপতি এ সন ১৮৫৭ অব্দে ... দ্রব্যের অভাবে দিল্লী আক্রমণার্থ অগ্রসর ... পারিতেছিলেন না। পঞ্জাবী শাসন... তাঁহাকে দেশবাসীদিগের যাহা কিছু থাকে, ... লুঠ করিতে করিতে যাইতে বলিয়াছিলেন।

আর এক জন ইউরোপীয় জুয়াচোর ... পড়িয়াছে। মার্শলনামক এক জন ধূর্ত্ত ... পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া এক জন নীলকুঠির ... চাহিয়াছিল। স্মিথ নামক ভুপালের এক ... দোকানদার নীলকুঠির অধ্যক্ষ হইবেন ... আবেদন করেন। মার্শল তাঁহাকে নিয়োগ ... দেয়। ইতিমধ্যে সে বলিয়া পাঠাইল নীল... কতক অংশ বিক্রীত হইবে। স্মিথ এই ... পড়িয়া ক্রমশঃ ৩০০০ টাকা প্রদান ক... মূর্ত্ত অনেক দিন নানা কৌশলে স্মিথকে ... হইয়া ভুপালে রাখিয়া ছল মার্শল তাঁহাকে ... টাকা পাথেয় দিবে বলিয়া তথায় রাখে ... পাথেয় অথবা নীলকুঠির অংশের কবল... আনাতে স্মিথ ব্যস্ত হইয়া দিল্লীতে গমন ...লেন। মার্শল তখন আগরায় পলায়ন করি... স্মিথ তখন জানিতে পারিলেন, নীলকুঠির ... সকলই মিথ্যা। জুয়াচোর মার্শল ধৃত হও... পঞ্জাবের প্রধান বিচারালয় তাঁহার কঠিন ... শ্রমের সহিত আড়াই বৎসর মেয়াদ দিয়া... এ দেশের ইউরোপীয়েরা সতর্ক হউন।

আমরা হিন্দুপেট্রিয়টে দেখিলাম ... বাবুর স্ত্রী রাণী কাত্যায়নীর ৯০ বৎসর ... মুরশিদাবাদে মৃত্যু হইয়াছে।

### ১১ই ভাদ্র মঙ্গলবার।

বাবু গোপীনাথ সেন বলেন, বর্ত্তমান ... ১ লা জানুয়ারি অবধি ২১ এ আগষ্ট প... কলিকাতায় ৭৩·৮৪ ইঞ্চ বৃষ্টি পতিত ...য়াছে। সম্বৎসরে গড়ে ৬৯ ইঞ্চবৃষ্টি ...

। পূর্ব্ব ১৪ বৎসরে এই সময়ের মধ্যে ৪৫·৮৩ ইঞ্চ বৃষ্টি হইয়াছে।

অদ্যকার কলিকাতা গেজেটে যশোহরের ... কালেক্টর কে, মনরো সাহেবের লিখিত ... পোকার বিষয়ে এক রিপোর্ট প্রকাশিত ... ছে। এই কীট পল্লবমধ্যে থাকে। স্পর্শ ... ল মৃতবৎ হইয়া ভূমিতে পতিত হয়। ... সাহেব বলেন, সদর উপবিভাগের প্রায় ... বা ছয় আনা অংশের আউস ধান্য এই ... ায় নষ্ট করিয়াছে। নড়াইলে পোঁকো ও ... বলিয়া একপ্রকার কীট লাগিয়াছে। ... ালিকার অধ্যক্ষ বলেন, শস্যের শীষ ... । লইয়া বিচালি দগ্ধ করিলে এই কীট ... ইতে পারে। বর্ষাধিক্য হইলেই এইসকল ... র প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে।

...ৎহলের লোকেরা উক্ত দ্বীপের ভূতপূর্ব্ব ... কর্ত্তা সর হেনরি ওয়ার্ডের এক প্রস্তর ... প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছেন। ইহাতে ... কর্ত্তাদিগের সদাশয়ের পরিচয় হয়।

আগামী অক্টোবর মাসে সর সাইমর ফিট... ড মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারদিগের সম্ভ্রান্ত ... এক দরবার করিবেন বলিয়া উদ্যোগ ... ত্তেছেন।

১২ ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার।

...কলে বিস্তর পুরাতন বাটী ও দুর্গ আছে। ... এ পর্যন্ত কেহ ইতিহাস লেখেন নাই। ... রাজেন্দ্রলাল মিত্র লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরকে ... ইয়াছেন, পূজা বন্ধের সময়ে তিনি ... যাইবার অভিলাষী হইয়াছেন। তদর্থ ... মাসিক ১২০০ মাত্র টাকা প্রার্থনা করিয়া ... দুই জন চিত্রকর তাঁহার সঙ্গে থাকিবেন। ...দিগের নিমিত্ত আর ১৫০ টাকা ব্যয় ...বে। লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর এই প্রস্তাবের ... অনুমোদন করিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমে... অনুরোধ করাতে গবর্ণর জেনরল আহ্লাদ ...রে এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন।

...গ্রহণের দিবস দিনাজপুরের নিকটে একটি ... জলস্তম্ভ উঠিয়াছিল। যেসকল স্থান হইতে ...ল আসিয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে, ...লে সর্ব্বগ্রাস কোথায়ও হয় নাই।

... নিজামের রাজ্যে লোফারদিগের সংখ্যা ... হওয়াতে তত্রত্য গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে ...ক বহিষ্কৃত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ... মধ্য ভারতবর্ষের কমিসনর জর্জ্জ কাবেল ... মহাসভায় প্রবেশ করিবার চেষ্টায় ...ন। কাবেল সাহেবের চেষ্টা সফল হইলে ...ভবর্ষের বিশেষ উপকার হইবে।

কাসুদাস নারায়ণদাসনামক বোম্বাইয়ের এক জন বণিক দেউলিয়া হইতে গিয়া অপনার সম্পত্তি গোপন করাতে তাঁহার দুই বৎসর মেয়াদ হইয়াছে। এ দণ্ড শোচনীয় নয়।

পবলিক ওপিনিয়ন হাজরা হইতে সংবাদ পাইয়াছেন:— " এরূপ জনশ্রুতি, পুনর্ব্বার তথায় যুদ্ধ হইয়াছে। সেনাপতি ওয়ালড আহত হইয়াছেন। ১৯ পদাতিক পদাতিকের বিস্তর লোক নষ্ট হইয়াছে।"

এক সিবিলিয়ান নূতন বিদায়ের নিয়মানুসারে আবেদন করিয়াছেন যে, গবর্ণমেন্ট নূতন নিয়ম করিতে বাধিত হইতেছেন।

পারস্যের রাজা ইংলণ্ডের নিকটে কয়েকখানি বাষ্পীয় যুদ্ধজাহাজ চাহিয়াছেন। ইংরাজ আফিসরেরা এইসকল জাহাজের অধ্যক্ষতা করিবেন। পারস্যের উপকূলের বাণিজ্য রক্ষা করা রাজার অভিপ্রেত। জাহাজের অধ্যক্ষদিগকে তাঁহার আজ্ঞাধীন থাকিতে হইবে বর্ষে বর্ষে কিস্তিবন্দিতে জাহাজের মূল্য দেওয়া হইবে। শেষে যেন এটী মস্কাটের ইমামের প্রতি বলপ্রকাশার্থ না হয়।

বোম্বাই ব্যাঙ্কের কতগুলি অংশী সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোটকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, উক্ত ব্যাঙ্কের যে ক্ষতি হইয়াছে, গবর্ণমেন্ট তাহার কিয়দংশের ভারবহন করেন, আমরা আহ্লাদিত হইলাম, ষ্টেট সেক্রেটারি এই অসঙ্গত প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

পাঁচ দিনের বিচারের পর জুরিরা মণিমাধব সেনকে নির্দ্দোষ করিয়াছেন।

আগামী শনিবার লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন। বিবি গ্রে প্রত্যাগত হইয়াছেন।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, সোয়াতের আখুন্দ ওহাবিদিগকে বহিষ্কৃত করিবার চেষ্টায় আছেন সীমাস্থিত বন্যেরা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতেছে।

উক্ত পত্রে দৃষ্ট হইল, গত সপ্তাহে মুলমিন হইতে বাহাদুর কাষ্ঠ লইয়া সুলতাননামক এক খানি জাহাজ মাতলা নদীতে প্রবেশ করে। জাহাজের তলায় এক বৃহৎ ছিদ্র হওয়াতে জল উঠিতে লাগিল। একখানি বাষ্পীয় জাহাজ ঐ সময়ে যাইতেছিল। তাহার কাপ্তেন মধ্যোদ্যত জাহাজকে টানিয়া লইয়া যাইতে চাহিলেন। কিন্তু সুলতানের কাপ্তেন ভাড়া অধিক বিবেচনা করিয়া অসম্মত হইলেন। এক জন গোলন্দাজ ও ছয় জনমাত্র লস্কার রক্ষা পাইয়াছে। ব... নিজে কোথায়, ইহার অনুসন্ধান করা উ...

১৩ই ভাদ্র শুক্রবার।

১ লা নবেম্বর অবধি ১০ আইনের ম... সকল দেওয়ানী আদালতে যাইবে। মোক্ত... তথায় এই মকদ্দমা চালাইবার যে ... প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা অগ্রাহ্য হইয়...

গত গ্রহণ উপলক্ষে অযোধ্যার বিস্তর ... কাণপুরে গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছি... দিল্লীগেজেটের এক জন পত্র প্রেরক ... থানেশ্বরে প্রায় ৩,৫০,০০০ যাত্রী সমাগ... য়াছিলেন।

সেনাদলের আর এক লজ্জাকর কার্য্য ... শিত হইয়াছে। দিল্লীগেজেট বলেন ... নের এক জন সৈনিক চিকিৎসক সৈন্যদ... স্ত্রীলোকদিগের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করাতে ... অনুসন্ধানার্থ এক কমিশন বসিয়াছেন।

সর উইলিয়ম মুর একটী অতিশয় ... নীয় কার্য্য করিয়াছেন। তিনি ঘোষণা ... ছেন হিন্দি ও উর্দ্দু ভাষায় ইতিহাস, ... চরিত, ভ্রমণ, বিজ্ঞান, শিল্প ও দর্শ... সম্বন্ধে যিনি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিতে... পেন, তাহাকে ১০০০ টাকা পুরস্কার ... হইবে। ধর্ম্মসংক্রান্ত অথবা ধর্ম্মনীতির ... কোন গ্রন্থ গৃহীত হইবে না। সংগ্রহ গদ্য ... পদ্যে লিখিত হইবে, ভাষা উত্তম চাই।

১৪ই ভাদ্র শনিবার।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, কাশি... মিসন কালেজের অন্যতর অধ্যাপক উই... হুপর সাহেব একটী ছাত্রকে অতিশয় ... না করিয়াছেন। ছাত্রটীর অপরাধ এই ... যে ঘরে পড়াইতেছিলেন, ছাত্রটী ... ভিতর দিয়া যাইতেছিলেন। অন্যান্য ছা... অধ্যাপকও সেই স্থান দিয়া অগ্রে গিয়াছি... শিক্ষকের কোপকল অবমানিত ছাত্রটীর ... দিয়া জ্বলিয়া গেল। মিশনরির অধীরত্ব ... শয় নিন্দার নিমিত্ত হয়।

—:•:—

## ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২০ এ আগষ্ট। ব্রেজিল হইতে ... যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে জানা... ছে, দলবদ্ধ গবর্ণমেন্টের সৈন্যগণ ... আক্রমণ করিয়াছে। পারওয়ার ... তাহাদিগের প্রতিবন্ধকতা করিয়া... জুরা সভাপতির পদের প্রার্থী আছে...

বসুর রচকোটের এক বৎসর মেয়াদ ও
০০ ফ্রাঙ্ক জরিমানা হইয়াছে।
দাঁষরলাও বাটীতে অগ্নি লাগিয়া অতিশয়
করিয়াছে।

১ এ আগষ্ট। গত কল্য চেষ্টার ও বোলি
রইলওয়েতে একখানি মেইল ট্রেণের সহিত
ত্তেল বোঝাই এক শকট শ্রেণির ধাক্কা
য়াছে। ২৩ আরোহী দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ
াছেন।

ত কল্য নিউইয়র্ক হইতে যে টেলিগ্রাম
য়াছে তাহাতে জানা যাইতেছে, মুধিয়ান
নীতে গোলযোগ হইতেছে। কেন্টকী
শ নীচতন্ত্র প্রবলের প্রতিনিধির জন্য
হইয়াছে। এই দলের সংখ্যা ৮৫০০।

১ এ আগষ্ট। অদ্যকার প্রাতঃকালের
দপত্রসমূহ বলেন, রাজ্ঞী বিক্টোরিয়াকে
রিবার উদ্দেশে এক দল ফেনিয়ান সুইট
াণ্ডে গমন করিয়াছে।
ওয়েল্‌সের রাজকুমার রাইফল ব্রিগেডের
ন হইয়াছেন।
চলসিয়াতে হাঁসপাতালের অধ্যক্ষ স
কজাগুর উডফোড বলিয়াছেন, সেনা
রগেল ও কর্ণেল মেয়ারওয়েদার ভারত
ষ্টারনাইট হইবেন।
লাড ফারণহাম ও তাঁহার স্ত্রী চেষ্টার ও
লহেড রেলওয়ের দুর্ঘটনায় হত হইয়াছেন।

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

### বঙ্গদেশীয় লেপ্টনন্টগবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

ই আগষ্ট। নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা চট্টগ্রা
ালিখাঁর মসজিদের কার্য্য সম্পাদন নিমিত্ত
বরূপ নিযুক্ত হইবেন।
মৌলবী হামিদুল্লা খাঁ।
র্জি মবারক আলী।
বসিরুল্লা।
চয়ার আলি খাঁ।

১ ই আগষ্ট। সবডেপুটি আফিকেন এজে
এস. চেণবুল সাহেব কাশীর প্রধান সহ
আফিকেন এজেন্টের কার্য্যালয়ের ভার
বেন।

৯ এ আগষ্ট। এচ. আর, বেলি সাহেব
নি সম্প্রতি রাজসাহী বিভাগে ডেপুটি মাজি
ও ডেপুটি কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়া
ছেন, তিনি) রাজশাহীতে থাকিবেন।
বেলিসাহেব ১০ ই আগষ্ট উক্ত স্থানে উপনীত
হইয়াছেন।

২১ এ আগষ্ট। যত দিন জে আর হালেট
সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত
দিন আর, এচ. বেলিসাহেব কিছুদিনের নিমি
ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইয়া
রাণীগঞ্জ উপবিভাগের ভার পাইবেন। তিনি
প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইয়া
প্রধানতম বিচারালয়ে ও সেসিয়নে অর্পণ
করিবার মকদ্দমায় প্রথম বিচার করিতে পারি
বেন।

সার্জন জে, মাকডোনাল্‌ড্ কটকের সিবিল
সার্জন হইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা গয়ার বিদ্যাশিক্ষা
সভার সভ্য হইবেন।
টি. এস. পিপ সাহেব।
বাবু অনন্তরাম ঘোষ বি. এল.।

বাবু ইন্দ্রনারায়ণ প্রধান তমোলুকের
দাতব্য চিকিৎসালয় চালাইবার সভার অন্যতর
সভ্য হইবেন।

২২ এ আগষ্ট। বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র (যিনি
একণে বিদায় লইয়া আছেন) ২৪ পরগণার
ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইয়া
প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাই
বেন

বৰ্দ্ধমানের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি
কালেক্টর বাবু গোপালচন্দ্র সেন কিছু দিনের
নিমিত্ত ২৪ পরগণায় বদলী হইয়া মাজিষ্ট্রেটের
ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু কালীপ্রসন্ন সরকার বি. এ, যশোহরে
প্রতিনিধি ডেপুটি কালেক্টর হইয়া প্রথমশ্রেণীর
অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

২৪ এ আগষ্ট। দেবগড়ের সহকারী কমিস
নর জি, সি, স্মিথ সাহেব মুঙ্গেরের প্রথম
শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।
তিনি সাঁওতাল পরগণা ও ভাগলপুরের ডেপুটি
কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন। তিনি আরও
মাজিষ্ট্রেটের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া
এক কালে নালীশ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

যত দিন মেজর এ, টেলর বিশেষ কার্য্যোপ
লক্ষে বিজোড়ে থাকিবেন, তত দিন জে, পাচ
সাহেব কামরূপের প্রতিনিধি পুলিষ সুপরিণ্টে
ন্ডেণ্ট হইবেন।

পাচ সাহেব যতদিন কামরূপে উপনীত
না হন, ততদিন জি, এচ, ক্লেক সাহেব প্রতি
নিধি পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট থাকিবে
এ. বেয়ার সাহেব বিশেষ সরকারী কা
পলক্ষে বিজোড়ে যাইতেছেন বলিয়া ডি,
লিউ. রিচ সাহেব যে দিবস তাঁহার কার্য্য
লইবেন, সেই দিবস অবধি সিংহভূমের
নিধি পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন

যত দিন বাবু ব্রজকিশোর সেন বিদায় ল
অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন বাবু মাধব
চক্রবর্ত্তী বাখরগঞ্জের অন্তর্গত মাদারিপু
প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন। পূজার বন্ধের
এই নিয়োগটি আরম্ভ হইবে।

২৫ এ আগষ্ট। সাঁওতালপরগণার অ
দুমকার, সহকারী কমিসনর ডবলিউ, এস
সাহেব নিম্নতর শাসনকার্য্যের তৃতীয় শ্রেণি
হইবেন।

বাবু অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি
গ্রামের প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডে
কালেক্টর হইয়া ১১ই আগষ্ট তথায় উপ
হইয়াছেন।

বাগের হাটের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডে
কালেক্টর বাবু প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি,
সদর মহকুমা যশোহরে বদলী হইবেন।

যশোহরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডে
কালেক্টর পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বাগের
উপবিভাগের ভার পাইবেন।

ডেপুটিমাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর
হীরালাল মুখোপাধ্যায় বসিরহাট উপবিভা
ভার পাইয়া ২৪ পরগণার প্রথম শ্রেণির
মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন; তিনি
সেসিয়নে অর্পণ করিবার মকদ্দমার
বিচার করিতে পারিবেন।

মৌলবী ইয়াদত আলি বাকুড়ার
জজ হইবেন।

বাবু রামতারক রায় বরিসালের ছোট
লতের জজ ও বাখরগঞ্জের অধঃস্থ জজ হই
এস. ডাকষ্ট সাহেব সাহাবাদের অধঃস্থ
হইয়া আরাতে ছোট আদালতের জজের
পাইবেন।

---

আমাদিগের শ্রীহট্টের সংবাদদ
লিখিয়াছেন।

অত্রত্য দেশঘাট মিসন স্কুলে বি
সাহিনীনাম্নী একটী সভা আছে। প্রতি শ
ইহার অধিবেশন হইয়া থাকে। দুঃখের
এই, যদবধি রেবারেণ্ড ডবলিউ প্রাইজ ম
উক্ত স্কুলের সম্পাদকতা এবং শ্রীযুক্ত
জয়গোবিন্দ সোম এম. এ. প্রধান শিক্ষ
ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, সেই অবধি ইহা
অত্যন্ত দুরবস্থায় পতিত হইয়াছে। এক
নিয়মিতরূপে সভার অধিবেশন হইতেছে
অথবা হইলেও অতি অল্প লোকই উ
হইতেছেন। কোন বিষয়ের তর্ক উ

… তাহার আর বড় বিশেষ মীমাংসা হয় না ;
…ং সভ্যগণ ভগ্নোৎসাহ হইয়া যাইতেছেন।
…ন সাহেব ও জয় বাবুর বিদ্যালয়পরিত্যা-
…লকে যে কেবল সভারই সৌভাগ্য অন্তর্হিত
…ছে এমত নহে, স্কুলের আরো অনেক
…র বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়াছে।
…ত সপ্তাহে আমাদিগের কমিশনর শ্রীযুক্ত
…ন সাহেব এখানে আগত হইয়াছিলেন
…; জজ আদালতের উকিলেরা তাঁহার নিকট
…টি একটী গবর্ণমেণ্ট স্কুল স্থাপনের প্রার্থনা
…ছিলেন। তিনি তাহাতে সম্মত হইয়া
…দিগকে বলিয়া গিয়াছেন, আপনারা গবর্ণ
…স্কুল স্থাপনসম্বন্ধে আর কখন কোন কথা
…ত হইলে কালেক্টর সাহেবকে জানাইবেন,
… হইলেই আমি জানিতে পারিব। ফলতঃ
…টি একটি গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়
…দিই তাঁহার ( কমিশনর সাহেবের ) ইচ্ছা
… তিনি ইতঃপূর্ব্বে তত্রত্য অফিসিয়েটিং
…ক্টর মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কেবল সাহেবকে
…সা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, শ্রীহট্টে গবর্ণ
…স্কুল স্থাপনোপযোগী গৃহ আছে কি না।
…সয়ে এতদর্থ ত কিছুই স্থিরীকৃত হয়
… আমাদিগের বিবেচনায় পূর্ব্বের গবর্ণমেণ্ট
…গৃহ এতদর্থে প্রদান করা উচিত। যখন সেই
… কেবল গবর্ণমেণ্ট স্কুলের জন্যই নির্ম্মিত
…ছিল, তখন তাহাতে কাছারি রাখা কোনক্রমেই
…চিত নহে। আর যদি কাছারির স্থান পরি
…করা নিতান্ত অসাধ্য হয়, তাহা হইলে
… নূতন গৃহ প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হউক।
…ত অত্রত্য ভদ্র লোকেরা আপনাদিগের
…গণকে মিসনরি স্কুলে দিতে ভাল বাসেন
…হ তে আবার মিসন বিদ্যালয় অত্যন্ত
…গ্য পতিত হইয়াছে, সুতরাং গবর্ণমেণ্ট
…লয়স্থাপনে কোন কারণে বিলম্ব করা
… নহে।
…য়েক দিন হইল অত্রত্য ব্রাহ্ম সমাজের
…সিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।
…ছু দিন হইল, এক ব্যক্তি কোন কারণে
…ত হইয়া দাত্রাঘাতে স্বীয় স্ত্রীকে বধ
…ছিল। অত্রত্য জজবাহাদুর বিচারে তাহার
… স্থির করিয়া হাইকোর্টে লিখিয়াছেন।
…পর্য্যন্ত কোন উত্তর আইসে নাই।
… ভাদ্র )
…৫ সাল )

—:•:—

আমাদিগের গোয়ালিয়রস্থ সংবাদ-
… লিখিয়াছেন।
… মহাশয়! এখানকার কালের ( ঋতুর )
অবস্থা আর লিখিতে ইচ্ছা হয় না। লিখিবার সময় ইহা যেরূপ থাকে, সোমপ্রকাশে প্রকাশ হইবার সময় প্রায় তাহার বিপরীত হইয়া থাকে। গত বারে লিখিয়াছিলাম, এখানে বর্ষার সমাগম হইয়াছে। তখন শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহ। উক্ত মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ অবধি অদ্য ভাদ্র মাসের প্রথম সপ্তাহের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত এখানে এক বিন্দুমাত্র জল নাই বলিলেও হয়। কখন শরৎ কালের ন্যায় নাতিশীত নাতি উষ্ণ বায়ু অনুভূত হইতেছে, কখন প্রবল গ্রীষ্মের ন্যায় অগ্নিবৎ বায়ু অনুভূত হইতেছে। এবার বোধ হয়, এ অঞ্চলে মম্বন্তর হইবে। এখানে বর্ষাকাল পড়ে নাই বলিলেও হয়।

২। ঋতু পরিবর্ত্তনেই হউক বা বর্ষা না হওয়াতেই হউক, এখানে সংপ্রতি জ্বররোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কিন্তু যেরূপ শুনিতে পাই অন্যান্য বৎসরে এমত সময়ে এখানে যেরূপ ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, সৌভাগ্যক্রমে এবার তাহার কোন চিহ্ন দর্শন বা শ্রবণ করা যায় না।

৩। গত ২১ এ শ্রাবণ, তানসানের সমাধির নিকটবর্ত্তী মহম্মদ গৌস খাঁর যে সমাধি মন্দিরের কথা পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম, উক্ত স্থানে "চাকিয়ার মেলা" নামে একটী বৃহৎ মেলা হইয়া গিয়াছে। মন্দিরের একটী উচ্চ চূড়া লক্ষ্য করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্র সুদীর্ঘ সূত্র বদ্ধ করিয়া উহাতে নিক্ষেপ করাই এই মেলার উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি চূড়ার উপর নিক্ষেপ করিতে পারে, সে ব্যক্তি নাকি রাজকর্ত্তৃক পুরস্কৃত হয়; কিন্তু এবার কেহ ইহাতে কৃতকার্য্য হয় নাই। এই মেলাক্ষেত্রে মহারাজের পোষ্য পুত্র উপপত্নীপুত্র ও জামাতা বিবিধ সজ্জায় সজ্জীকৃত ও বৃহৎ বৃহৎ হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আসিয়াছিলেন; সঙ্গে অনেক সভাসদ ও অশ্বারোহী পদাতিক লোক ছিল এবং অপর সাধারণ প্রায় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল।
অশ্বের ও লোকের ভিড়ে অনেক লোক আহত হইয়াছে। স্থানে স্থানে লাঠিখেলা মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি ব্যায়াম ক্রীড়া হইয়াছিল এবং মধ্যে মধ্যে বেশ্যা ও অপরাপর স্ত্রীলোকের ভিড়ের মধ্যে এমন এমন কুৎসিত ঘৃণাকর ও লজ্জাজনক কৌতুক হইয়াছিল যে, তাহা দেখিয়া বোধ হয় শয়তান বা দৈত্যেরাও কুণ্ঠিত হয়; অথচ নির্লজ্জিকাচিত্তে স্ত্রী পুরুষে উহাতে আমোদ করিতেছে। এ অঞ্চলে অসভ্যতার ও
মূর্খতার কত দূর প্রভাব রহিয়াছে, তাহ…
মেলা দেখিয়া অনেক অংশে অনুভূত হ…
এই মেলার উদ্দেশ্য কি, তাহা জানিতে …
নাই।

৪। মহারাজ প্রমেহ, উদরাময়প্রভৃতি …
আক্রান্ত হইয়া ইংরাজ ডাক্তারদ্বারা চিকি…
হইবার জন্য কতক দিন হইল, পলিটিকেল …
ণ্টের বাটীতে আসিয়া অবস্থিতি করিতে…
যখন সন্ধ্যার সময়ে বায়ু সেবনার্থ বা…
হন তখন তাঁহাকে দেখা যায়। শুনি…
তাঁহার রোগের অনেক উপশম হইয়া…
ডাক্তার সাহেব বিশেষ যত্নের সহিত চিকি…
করিতেছেন এবং পলিটিকেল এজেণ্ট এ…
কয়ণে সৎকার করিতেছেন।

৫। চোরের দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ কএ…
হইল, মুরার ছাউনীস্থ অধিবাসীরা একত্র …
ক্যাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট যে আ…
করিয়াছিলেন, তাহাতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব …
যের উপর কঠিন কঠিন নিয়ম করাতে …
চুরির কথা শুনা যায় না। এক এক …
তার এক এক কনষ্টেবলের উপর অর্পিত…
য়াছে। সেই গলির শান্তিরক্ষার জন্য সেই…
ব্যক্তি দায়ী হইবে। শুনিতে পাই দুই …
চোর ধরা পড়িতেছে।

৬। এক দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক…
গাড়োয়ান ছাউনি হইতে গ্রামান্তরে যা…
ছিল। এক জন চোর প্রথমতঃ বন্ধুভাবে …
গাড়ীতে উঠিয়া, যখন জন শূন্য …
পৌঁছিল, তখন গাড়োয়ানকে ঐ গা…
চক্রে দৃঢ় রূপে বন্ধন করিয়া তাহার …
হইতে টাকা পয়সা যা ছিল, তাহা এবং গা…
খুলিয়া লইয়া গেল। গাড়োয়ান সমস্ত …
সেই মাঠের মধ্যে ঐ ভাবে ছিল। সৌ…
ক্রমে তাহার প্রাণ বধ করে নাই এই লাভ …

৭। সম্প্রতি এখানে দুটী বলাৎকাররূপ…
নক দুষ্কর্ম্ম হইয়া গিয়াছে। প্রথমটী পুলি…
এক জন কনষ্টেবল একটী দশম বর্ষীয় বালি…
বলাৎকার করাতে বালিকার মাতা ও অ…
আত্মীয় পুলিবে এই বিষয় জানাইল; কিন্তু …
লাম তাহার কিছুই হইল না। দ্বিতীয়…
ভয়ানক। এক জন সব্ ওভরসিয়ার …
বারইয়ের ( পানবিক্রেতার ) অবিব…
বালিকা কন্যাকে তাহার ( সবওভরসিয়া…
দুই তিন জন সঙ্গীর দ্বারা বাটীতে ধরিয়া …
গিয়া তাহার উপর চারি পাঁচ জনে এরূপ …
চার করিয়াছে যে, তাহার জীবনসংশ…

বলিলেও হয়। কন্যার পিতা মাতা ও
া আত্মীয়েরা উক্ত ওভরসিয়ারের নামে
ষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ করিয়াছে। এখন
ক্ত হাজতে আছে। শুনিতে পাই, আমলা
ব্যক্তির হাতধরা এবং ইহার টাকা খরচ
রও ক্ষমতা আছে। মাজিষ্ট্রেট যেরূপ
ও আপনাকে পূর্ব্বে লিখিয়াছি। এখনও
মাটীর অবস্থা। শেষে কি হয় বলিতে পারি

। ব্রিগেডিয়ার জেনরেল ও ক্যাণ্টনমেণ্ট
্ট্রেট দুই জনে দুই দিন এখানকার সকলের
কিরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, তাহা
বার জন্য প্রত্যেকের অন্দর মহলে প্রবেশ
া পরিদর্শনপূর্ব্বক বিরক্ত হইয়াছিলেন।
, প্রায় অনেক বাড়ীতেই দুর্গন্ধময় আব-
ও পয়ঃপ্রণালী আছে। আমাদের নবীন
ক ও অন্যান্য বাঙ্গালা ও এতদ্দেশীয় মহো
গকে আহ্বানপূর্ব্বক পরামর্শ করিয়া
" মিউনিসিপাল কমিটি " স্থাপন করিয়া
। এস্থান যেরূপ অস্বাস্থ্যকর তাহাতে এই
একটি মিউনিসিপাল কমিটি নিতান্ত আব
, তাহার সন্দেহ নাই। যেরূপ নিয়ম করা
ছে, তাহাতে বোধ হয়, এই কাউনী পরি
ও পরিচ্ছন্ন করিয়া অনেক অংশে এস্থানকে
াপূন্য করিতে পারিবেন। মহারাজ রাজ
র মধ্যে যদি এরূপ করেন, তাহা হইলে
হয়।

। অদ্য গ্রহণোপলক্ষে মহারাজ " তুলা "
াছেন, অর্থাৎ প্রায় দশ সহস্র মুদ্রার সহিত
হইয়াছেন। উক্ত অর্থ ব্রাহ্মণদিগকে বিত
রা হইয়াছে।

আমাদিগের কোরহাটীস্থ সংবাদদাতা
খিয়াছেনঃ—

১। ডাকঘরে আজি কালি বিক্রমপু-
গণ বিলক্ষণ সুবিধাভোগ করিতেছেন।
টৈজসার, কাঁচাদিয়া, সোণারঙ্গ, শ্রীন-
রাজাবাড়ী, মুনশীগঞ্জপ্রভৃতি স্থানে
আফিস সংস্থাপিত হওয়াতে অত্রত্য
কর পত্র পত্রিকাদি প্রাপ্তি ও প্রেরণসম্বন্ধে
ষ্ট সুবিধা হইয়াছে। পূর্ব্বে রঙ্গপুর, আসাম,
ভৃতি দূরবর্ত্তী স্থান হইতে পত্রাদি
তে প্রায় দেড় মাস দুই মাসের কম লাগিত
কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। সংপ্রতি
কল স্থানবাসী ব্যক্তিরা পত্র পাঠাইলে ১০।
ন পরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত
হয়। ইহাতে বিক্রমপুরীয়েরা যে কেমন সুখ
ভোগ করিতেছেন, তাহা বলিবার নয়। কিন্তু
দুঃখ এই যে, কোন কোন ডাকঘরের পত্রাদি
বিতরণবিষয়ে কিছু কিছু বিশৃঙ্খলা ও নির্দ্ধা-
রিত মাসুল অপেক্ষা কিছু কিছু অধিক পয়সা
গ্রহণের রীতি দৃষ্ট হয়। তথাপি পূর্ব্বাপেক্ষা
অনেক ভাল বলিতে হইবে। পূর্ব্বে পাঁচ ছয়
পয়সার স্থানে একখানা পত্র হস্তগত হইত না।
এখন চারি পয়সার বড় অধিক দিতে হয় না।

২। কয়েক দিবস হইল, শ্রীনগরের হাটে এক কৈবর্ত্ত মৎস্য কাটিতেছিল, এমন সময়ে কতকগুলি লোকের জনতা হইয়া তাহার উপরে পড়াতে, সে মৎস্য খণ্ড অস্ত্রের উপর পতিত হয়, তাহার গ্রীবাদেশের কতক অংশ এমন ভাবে কাটিয়া গিয়াছে যে, তাহার জীবনসংশয় হইয়া উঠিয়াছে

৩। বিক্রমপুরে মালদহনামে এক গ্রাম আছে। তাহাতে এমন ভয়ানক জঙ্গল যে, তত্রত্য অধিবাসীরা প্রায় বার মাসই ঐ জঙ্গলস্থ ব্যাঘ্র, শূকরপ্রভৃতি হিংস্র জন্তুসকলের উপদ্রবে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত থাকে। স্থানীয় শান্তিরক্ষক মহাশয়ের এতৎ প্রতি একটু দৃষ্টি করা উচিত।

৪। ৩। ৪ দিন হইল, চক্‌ কোরহাটীবাসী এক চণ্ডাল ও ৯। ১০ বৎসর বয়স্কা একটী বালিকা সর্পদংশনে হত হইয়াছে। এবার এ অঞ্চলে সর্পদংশনের কিছু প্রাচুর্য্য দেখা যাইতেছে শুনিলাম এক সপ্তাহেই শ্রীনগর ষ্টেসনে ২০ টি সর্প দষ্ট শব আনীত হইয়াছিল!

৫। মহাশয়! গত বৈশাখ মাসে আমরা বিক্রমপুরের পুলিষকৃত একটী অত্যাচারের বৃত্তান্ত সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়াছিলাম; সংপ্রতি ইনস্পেক্টর জেনরলের আদেশানুসারে গত পরশ্বঃ এক জন পুলিষ ইনস্পেক্টর, তাহার অনুসন্ধানের জন্য এখানে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি অনুসন্ধান করিয়া আমাদের লিখিত বিষয়ের যাথার্থ্য এক প্রকার অবগত হইয়া গিয়াছেন। বোধ করি উক্ত অত্যাচারে সংসৃষ্ট মহামতিগণ এ যাত্রা এড়াইতে পারিবেন না।

৬। গত শুক্রবার বানীখানামক স্থানে একটী বালক জলে ডুবিয়া মরিয়াছে।

১৩ ই ভাদ্র }
১২৭৫। }

—:০:—

আমরা শান্তিপুর হইতে এই সং
গুলি প্রাপ্ত হইয়াছিঃ—

সম্পাদক মহাশয়, গত ১০ ই অগষ্ট
বার রাত্রি হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া ক্রম
১৭ ই আগষ্ট রাত্রিপর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত
হওয়াতে শান্তিপুর গ্রামে ৩০০০ ঘ
পড়িয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট যাহা আছে,
প্রায় আংশিক ভগ্ন এবং কোন কোনটা ক
গিয়াছে। দালানসকল পতিত হওয়াতে
জন লোকের জীবন নাশ হইয়াছে এবং
ক্ষতি হইয়াছে তাহার অনুমান করা ক
অধিকাংশ লোক পথে পথে হাহাকার ক
বেড়াইতেছে। প্রকাশ্য পথসকলে মনুষ্য
জলের স্রোত যাইতেছে। বৃদ্ধগণ বলিতে
তাঁহারা এপ্রকার বৃষ্টি দেখেন নাই।
লোক জলে হাঁটিয়া যাইতেছিল, সর্পে দ
করাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। অধিকাংশ
অন্নাভাবে ক্লেশ পাইতেছে। বাজারে চা
মূল্য দ্বিগুণ হইয়াছে। অধিকন্তু চোরের
শয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সকলেরই ভয়
তাহাদিগকে আর ক্লেশ পাইতে হয় না
দের মধ্যে গুলিখোরের সংখ্যা অধিক।
সতর্ক হইলে অনেক উপকার হইবার সম্ভা

২। ১৮ ই আগষ্ট যে সূর্য্য গ্রহণ হয়,
মধ্যে তাহা দেখা গিয়াছিল, কিন্তু মহা
গঙ্গাতীরে আপনাদের তপ জপ নির্ব্বিঘ্নে
করিয়াছেন।

৩। গঙ্গাতে অধিক পরিমাণে জলবৃ
দ্ধিতে অতিশয় ক্ষতি হইতেছে। বি
আশুধান্য জলপ্লাবনে নষ্ট হইয়া গিয়াছে
কেরা হাহাকার শব্দে রোদন করিতেছে,
দের এক বৎসরের পরিশ্রম এক জলপ্লাবনে
করিয়া দিল।

৪। গত ১৪ ই আগষ্ট আমাদের স্কু
স্পেক্টর উড্রো মহোদয়, শান্তিপুর স্কুলের
দের কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য
করিয়াছিলেন। স্কুলের কাগজ পত্র
সন্তোষলাভ করিতে পারেন নাই। কাগ
অনেক গোল দেখিয়া, তিনি আপন সঙ্গে
লইয়া গিয়াছেন। শুনা যাইতেছে,
পত্রের গোল দেখিয়া সেক্রেটারি মহোদ
পদত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

৫। রাণাঘাট ও শান্তিপুর সব ডিবি
ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামশঙ্কর সেন মহা
আগমনে সাধারণ লোকে তাঁহার ব্যবহারে
চরিত্রে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি অতি উ
ত্তির লোক ধার্ম্মিক এবং ভদ্র। কার্য্যে স
তাঁহার অতিশয় সুখ্যাতি। আমরা প্রার্থনা

যেন তিনি স্থায়ী হইয়া এই প্রকার সাধারণের মনোরঞ্জন করেন।

৫ ই ভাদ্র
১২৭৫।

—:•:—

আমাদিগের গড়বেতার সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। গত ২২ এ জুন পুলিষ ষ্টেশন বিষ্ণুপুরের অন্তর্গত আমচুড়া গ্রামে যে স্ত্রীলোকটী হত হয় তাহার স্বামী ও শ্বশুরকে হত্যাকারী বলিয়া সেসনে সর্পণ করা হইয়াছে।

২। ইতিপূর্ব্বে সোমপ্রকাশে বাকুড়ায় যে হিন্দু বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন হইবার কথা লিখিত হইয়াছিল, তাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহাতে ন্যূনকল্পে ২০ টী বালিকা রীতিমত অধ্যয়ন করিতেছে।

৩। গত ১৯ এ জুলাই বাকুড়ার পুলিশষ্টেশনের নিকটস্থ মুসলমানজাতীয় একটী বৃদ্ধ স্ত্রীলোক সরোবর হইতে জল আনিবার সময় হঠাৎ পথিমধ্যে পতিত হইয়া শমনসদনের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছে।

৪। দুঃখের বিষয় পুলিসষ্টেসন বিষ্ণুপুরের প্রসংশিত ইনিস্পেক্টর মৌলবি আবদুল আলির হুগলি জেলায় পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বিষ্ণুপুরে শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়নামক জনৈক ইনস্পেক্টর মেদিনীপুর জেলা হইতে আসিয়াছেন।

৫। সংপ্রতি বিষ্ণুপুরের অবস্থা কিছু ভাল বোধ হইতেছে। গড়বেতার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রঙ্গলাল ঘোষ মহোদয় বিষ্ণুপুরের বিদ্যালয় প্রভৃতির প্রতি শুভদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। সহরবিষ্ণুপুরের মধ্যে অনেক স্থান জঙ্গলাকীর্ণ ও পুষ্করিণী সকল ময়লা দ্রব্যে পরিপূরিত থাকাতে সাধারণের অনিষ্ট হইতেছে। এখানকার প্রজাগণ প্রায় সকলেই নিতান্ত দরিদ্র। ইহাদের দ্বারা জঙ্গলাদি পরিষ্কৃত হওয়া কঠিন। এরূপ স্থানে এসকল কার্য্যে আপাততঃ গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

৬। গড়বেতার ভূতপূর্ব্ব ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র কর মহোদয়ের দ্বারা এখানকার প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তি মন্দিরাদি সংস্করণ বিষয়ে যে চাঁদা সংগ্রহ হইয়াছিল, এক্ষণে বর্ত্তমান ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল ঘোষ মহাশয়ের যত্নে তদ্দ্বারা সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর মন্দির সংস্কৃত হইতেছে। রঙ্গলাল বাবু যে প্রকার শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম সহকারে ঐ কার্য্যটী নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাহাতে তিনি সাধারণের অশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

৭। গড়বেতার দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্য্য সংপ্রতি এখানকার কেবলসিংহের নেটিব ডাক্তারদ্বারা সম্পন্ন হইতেছে। দুঃখের বিষয় দাতব্য চিকিৎসালয় গৃহটীর ইহার মধ্যেই ছাদ ফাটিয়া জল পড়িতেছে। সংস্কার না হইলে ত্বরায় বাটীটী পতিত হইবার সম্ভাবনা। গৃহনির্ম্মাণের ভার প্রাপ্ত অধ্যক্ষের অনবধানতাদোষে এইরূপ ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই।

৮। গত ১৪ ই জুলাই গড়বেতাপুলিষষ্টেসনের অন্তর্গত বনদবাটী গ্রামনিবাসী আনন্দ মাইতিনামক এক জন ধনাঢ্য ব্যক্তির বাটীতে একটী ভারি ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাইতের সংখ্যা অনুমান ৫০।৬০ জন হইবে। প্রায় ৫০০ টাকার দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলার পুলিষকর্ম্মচারিগণ এমনি ক্ষমতাবান্ যে এতবড় ডাকাইতীকে পুলিষের (সি) ফারম রূপ হজমিগুলি দিয়া এক বারে জীর্ণ করিয়া ফেলিলেন, আর তাহার কিছুই হইল না!!

—:•:—

আমাদিগের মেদিনীপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

২। এবৎসর বর্ষাধিক্যপ্রযুক্ত সহরের রাস্তাগুলি এপ্রকার কদর্য্য হইয়াছে যে বৃষ্টি হইলে যাওয়া আসা দুষ্কর হইয়া উঠে। শুনিলাম মিউনিসিপল ফণ্ডে অধিক টাকা নাই বলিয়া রাস্তাগুলির সংস্করণ হইতেছে না। কিন্তু ইংরাজটোলা, খামাপোক্তা ও কর্ণেলগোলার রাস্তাগুলি এ নিয়মের বহির্ভূত। মিউনিসিপালিটির দশা কি সর্ব্বত্রই সমান?

৩। মাধব বাবু তহবিল ঘাটির মকদ্দমা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। না হইবেই বা কেন? সত্যেরই জয়! মিছামিছি এক জনকে ফাঁদে ফেলা বড় সহজ নহে। ইহার পর আরও এক নম্বর রুজু করিবার কথা ছিল; কি হয় বলা যায় না।

৪। এখানকার বঙ্গবিদ্যালয়ের বেতনবৃদ্ধির বিষয় ত ইতিপূর্ব্বে মহাশয়কে জানাইয়াছি অল্পদিন হইল অত্রত্য ইংরাজী বিদ্যালয়েরও বেতনবৃদ্ধি হইয়াছে। দুই টাকার পরিবর্ত্তে ২॥০ টাকা ও ১॥০ টাকার পরিবর্ত্তে দুই টাকা এবং এক টাকার পরিবর্ত্তে ১॥০ টাকা হইয়াছে। যখন এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তখন পুস্তকাদি লইয়া বিনা বেতনে ছাত্রেরা পড়িতে পাইত। ক্রমে লোকের রুচির সহিত ।০ ।৹ ৷৷০ ১ টাকা বেতন হইয়াছিল। কিছুদিন পরে যখন এণ্ট্রান্সের ২ টী ক্লাশ খোলা হইল, তখন ১ম শ্রেণীতে ২ টাকা ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১॥ এবং নিম্ন শ্রেণীসকলেতে এক টাকা মাত্র হয়। তাহাতেই অনেকে উচ্চশ্রেণীর বেতনদানে অসমর্থ হইয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়াছিল। বর্ত্তমানে সর্ব্বোচ্চশ্রেণীতে ২ দুই টাকা আট আনা তাহার পরের শ্রেণীতে ২ টাকা এবং অন্যান্য নিম্নশ্রেণীতে ১॥০ হইয়াছে। ফলে টাকা অধিক জমিয়া বিদ্যালয়ের উন্নতি হয়, তাহাতে আমরা অসন্তুষ্ট নহি এবং স্থানবিশেষে তাহা করিতেও হয় কিন্তু মেদনীপুর কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানের ন্যায় উন্নতিশীল নহে এখানকার অধিবাসিগণ তাদৃশ সঙ্গতিমান্ ও বিদ্যানুরাগী নহে যে অধিক বেতন হইলেও তাহারা বিরক্ত হইবে না। সরকারি কার্য্যোপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের যেসকল ব্যক্তি এখানে আছেন, বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রই তাঁহাদিগের সন্তান। তাহাদেরই শিক্ষার দ্বার উদ্ঘাটিত থাকিয়া নিম্ন ও মধ্যবিধ শ্রেণীর সন্তানদের দ্বাররুদ্ধ হইতেছে। বিশেষতঃ অল্পবেতনভোগী কর্ম্মচারিগণের ত আরও বিপদ। এখন অন্যান্য দ্রব্যের সহিত ক্রমে শিক্ষারও দর বৃদ্ধি হইতে চলিল! স্থানীয় লোকেরা এ বিষয়ের প্রতিবাদ করিয়া কমিটিতে এক আবেদন প্রদান করিয়াছেন।

৫। ইহার মধ্যেই পুলিসের হেড কেরাণী ডিস্মিস ও সহরের সবইন্স্পেক্টর সস্পেণ্ড হইয়াছেন! আমরা পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে আরও বিশেষ অনুসন্ধানের অনুরোধ করি। পুলিষে অনেক ঘোড়া দেওয়া লোক আছে। কেন্তু নির্দ্দোষ অপেক্ষা অপরাধীর দণ্ড হইলে আমরা অধিকতর সুখী হইব।

—:•:—

আমাদিগের মজঃফরপুরের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

এখানে বেলা ৯॥০ টার সময়ে সূর্য্যগ্রহণ আরম্ভ হয়। আকাশমণ্ডল পরিষ্কৃত না থাকাতে প্রথমে ভালরূপ দৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু পরিশেষে কিঞ্চিন্ন্যূন অর্দ্ধাংশ স্পষ্ট সূর্য্যদেব গগনমার্গে স্পষ্ট লক্ষিত হন। পূর্ব্বে এখানকার এক জন সুযোগ্য জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতকে গ্রহণের কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহিয়াছিলেন, ৩ রা তারিখে গ্রহণে সূর্য্যের কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ গ্রাস হইবে এবং উহার বিশেষ প্রমাণও দেখাইয়াছিলেন। অদ্য আমরা তাঁহাকের সফলতা দর্শন করিলাম। গ্রহণকালে গণ্ডক নদীতে স্নান করিবার নিমিত্ত কতকগুলি লোক একটা নৌকায় খেয়া ঘাটে পার হইতেছিল, সেই সময়ে

কার পুলিষের মহাপুরুষেরা সবান্ধবে ঐ র উঠিয়া বলপূর্ব্বক মাজিকে পার করিতে বহুলোকের ভারে নৌকাখানি মগ্নপ্রায় তে মাজি প্রথমে পার করিতে অনিচ্ছা করে, কিন্তু কি করে, পুলিষের প্রতাপে হইয়া অগত্যা পারে যাইতে সম্মত হয়। মধ্যে নৌকাখানি কিনারায় আসিয়া জল ইয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় এই এক রও প্রাণহানি হয় নাই।

তে ১ লা ভাদ্র অবধি এখানে সুচারু বৃষ্টি ত আরম্ভ হইয়াছে। একণে বর্ষাকাল া বোধ হয়।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদসহকারে প্রকাশ তুতি এখানকার আদালতসমূহের উর্দ্ধ ণের কর্ম্মচারিগণের পদানুরূপ বেতন হইয়াছে। কিন্তু শঙ্কা হইতেছে যে উদ্দেশে মেন্ট বেতনবৃদ্ধি করিলেন, তাহা সফল হয় া? এক জন মাসিক ১০ টাকা বেতনে যখন হাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন, তখন টাকা বেতনে একণে যে তিনি বিশ হাজার া উপার্জ্জন না করিবেন কেমন করিয়াই বা হয়। পূর্ব্বে আট আনায় মন উঠিত একণে এক টাকার কমে আর কখনই রা ঘাড় পাতিবেন না। শিক্ষিত ব্যক্তিদি আমলার পদে নিয়োজিত না করিলে এ দূর হইবে না। মজঃফরপুরে সুচিকিৎস অভাবনিবন্ধন মধ্যে মধ্যে ঘোর বিপদে তে হয়। আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ এখানকার সব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনকে স্থানা র বদলী করুন এবং এখানে এক জন যাগ্য সব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন প্রেরণ করিয়া আমাদিগের শঙ্কা দূর করুন।

—:০:—

## প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

গত আষাঢ় মাসের জলপ্লাবনে জাহানাবাদ সুমার অন্তঃপাতী শত শত গ্রামের প্রজাগ যেরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা মহাশয় বিশেষরূপ বিদিত আছেন। প্রজাগণের সেই ন প্রকার দুরবস্থা দেখিয়া স্থানীয় ডেপুটী মাজি ট বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র মহাশয় কতকগুলি মের অত্যন্ত দরিদ্র প্রজার ভগ্ন গৃহ পুনর্নির্ম্মা র্থ যথা কথঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছেন। অপরা র গ্রামেও নানাবিধ উদ্যম করিয়া তাহাদের দুঃখ বিমোচনের উপায় ভাবিতেছেন। ইতি মধ্যে ২৬ এ শ্রাবণ হইতে অনবরত ১০ দিবস মুসলধারায় বৃষ্টি হইয়া শিলাবতী দ্বারকেশ্বর, কংসাবতী ও দামোদরের জল প্রচণ্ড বেগে প্রবহমান হইয়া পুনর্ব্বার এখানকার প্রজাবর্গের যেরূপ দুরবস্থা ঘটাইয়াছে, তাহা ব্যক্ত করা দুষ্কর। একে ত গত আষাঢ় মাসের জলপ্লাবনে যেসমস্ত গৃহ ভগ্ন হইয়াছে, অনেকেই অদ্যাপি তাহা পুনর্নির্ম্মাণ করিতে পারে নাই তাহাতে আবার হতভাগ্য প্রজারা পরিশ্রম সহকারে আউস ও হৈমন্তিক ধান্য রোপণ করিয়া জীবিকা সংস্থানের এবং আপাততঃ আউস ধান্য ছেদন করিয়া সংসারনির্ব্বাহ ও কতক ধান্য বিক্রয় করিয়া জমীদারের খাজনা দিবার যে আশা করিয়াছিল, শ্রাবণের ভয়ানক বর্ষায় তাহাদের যে সকল আশা উচ্ছিন্ন করিয়াছে আর এক্ষণে বীজধান্য নাই যে পুনর্ব্বার জমীতে রোপণ করে, অসময়ে রোপণ করিলেও আর ধান্য হইবার সম্ভাবনা নাই। ইক্ষু ও হরিদ্রারও যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। গত বন্যায় যেসকল গৃহ কথঞ্চিৎ দণ্ডায়মান ছিল, তাহাও শ্রাবণের বর্ষায় সম্পূর্ণরূপ ভগ্ন হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয়! যাহারা কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়া দিনপাত করিয়া থাকেন, এ বৎসর তাহাদের কি গতি হইবে! কি উপায়েই বা তাহারা জমীদারের খাজনা আদায় দিবে, এবারের বন্যা গত বন্যা অপেক্ষা ন্যূন নহে। সমভাবেই বলিতে হইবে, তবে বিশেষ এই, পূর্ব্বে জলপ্লাবনে যেরূপ বহুসংখ্য গরু ও মনুষ্যের বিনাশের কথা শুনা গিয়াছিল, এ বার সেরূপ শুনিতে পাওয়া যায় নাই। ঘাটাল ও চন্দ্রকোণা থানার পুলিষ ইনস্পেক্টর বাবু শীতলপ্রসাদ মিত্র মহাশয় এবার বন্যার সময় প্রজাগণের অনেক কষ্ট নিবারণ করিয়াছেন। শীতল বাবুর কৌশলেই অনেকে জলমজ্জনরূপ বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন। ভূয়োভূয়ঃ এরূপ বিপদ উপস্থিত হইলে প্রজাগণ কিরূপে বাঁচে? গবর্ণমেণ্ট উত্তমরূপ বন্দোবস্ত করিয়া নদীসকলের সেতু নির্ম্মাণ করুন। শিলাবতী নদীর পরিসর অতি অল্প, এই কারণেই জল সেতু অতিক্রম করিয়া বাঁধ ভগ্ন হইয়া দেশ ভাসিয়া যায়। ঘাটালের দক্ষিণ নিম্নস্থলা হইতে শিলাবতী নদীর শাখা নির্ম্মাণ করিয়া রূপনারায়ণের সহিত যোগ করিয়া দিন, তাহা হইলে জল অক্লেশে নির্গত হইবে। ইহা করিলে প্রজাগণ এরূপ কষ্টে পড়িবে না। গবর্ণমেণ্ট কার্য্যদক্ষ ওভরসিয়র নিযুক্ত করুন। এমত বিপদের সময় ঘাটালে চৌকীদারী টাক্স আদায়ের আদেশ হইয়াছে। প্রজারা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া এক প্রকার সমুদ্রের মধ্যে বাস করিতেছে। চৌকীদারেরা ইহাদের কি করিবে? এমত সময়ে গবর্ণমেণ্ট দরিদ্র প্রজার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া আপা ততঃ কিছু দিনের জন্য ইহাদের টাক্স মাপ করুন। ঘাটাল হইতে যে রাজপথটী চন্দ্রকোণা পর্য্যন্ত গিয়াছে, ঐ পথে টোলগেটে পয়সা আদায় হয়। পথটী যেরূপ কদর্য্য ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, তাহার কথা কি বলিব। প্রত্যহ দশ পনরটী করিয়া গরুর পা ভাঙ্গিয়া যায় অনেক মনুষ্যকেও পতিত হইতে হয় এবং পায়েও আঘাত লাগে। রাস্তার ত অবস্থা এই কিন্তু টোলগেটে পয়সা আদায়ের বিলক্ষণ কড়াকড়ি। গবর্ণমেণ্ট অগ্রে পথটীকে ইষ্টকনির্ম্মিত করুন পশ্চাৎ পয়সা আদায় করিলে তা দেখাইবে।

৫ ই ভাদ্র }
১২৭৫। } একান্তানুগত। শ্রীশঃ।

—:০:—

মহাশয়! গত ১৮ ই আগষ্ট মঙ্গলবার বেলা অনুমান ৬॥০ সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় দা হুদার নিকটস্থ কাপাশডাঙ্গা গ্রামে এক শোচনীয় ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। কাপাস ঙ্গার পশ্চিমদিগে ফকিরাখালিনামক একটী খাল আছে। তথায় চতুর্দ্দশবর্ষবয়স্ক এক কায়স্থবালক মৎস্য ধরিতে গমন করিয়াছিল অকস্মাৎ মৃগী রোগাক্রান্ত হইয়া জলমগ্ন য়াছে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে।

কাপাসডাঙ্গা. }
২১ এ আগষ্ট } শ্রী প্রাঃ বিঃ।

—:০:—

কিয়দ্দিবস হইল সোমপ্রকাশের প্রেরিত স্তম্ভে আমাদিগের বাসগ্রাম জিলা হাব অন্তর্গত গড় ভবানীপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী বাসীদিগের ডাকঘরের অভাবনিবন্ধন ক বিষয় প্রকাশিত হইয়াছিল। বোধ হয়, ঠেই পোষ্টমাষ্টার জেনরল সাহেব মহোদয় ড়ার পোষ্টমাষ্টার বাবুকে উক্ত গ্রামটী ডা স্থাপনের উপযুক্ত স্থান কি না তাহার অনু করিয়া তাহার রিপোর্ট করিতে আদেশ করে পোষ্টমাষ্টার বাবু এমনি কার্য্যদক্ষ যে আপনকার্য্যালয়ে বসিয়াই রিপোর্ট লি দিয়া তদীয় প্রভুভক্তির পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন ছেন। তিনি বলেন যে ঐ গ্রামে একটীমাত্র লোকের বাস আছে এবং ভদ্র অধিবাসীর

দিক নাই। মহাশয়! ইনি জ্যোতিষে কি,
মানা ব্যুৎপত্তিই লাভ করিয়াছেন! যে
ন দ্বাদশ ক্রোশ দূরে থাকিয়াও এখানকার
য়া সবিশেষ জানিতে পারিলেন। পোষ্ট
ার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যদি এই গ্রামে
ইহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে অনেক ভদ্র
কের বাসই নাই তবে ও তাঁহার মতে এখান
ইংরাজি বিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য
অন্যায় হইয়াছে। এ জিলার বিদ্যালয়সমূ
ডিপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মাধবচন্দ্র
র মহাশয়ের নেত্রদ্বয়ের কি ভিন্ন প্রকার
ন শক্তি? না গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি করাই
র জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য?
একণে পোষ্টমাষ্টার জেনারল সাহেব মহো
র নিকট আমাদিগের প্রার্থনা এই, যদি আমা
ার চীৎকারে তাঁহার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চারই
া থাকে, তবে এখন একটী লোকের প্রতি এ
য়ের ভার দিন যে, তিনি স্বচক্ষে এই গ্রামটী
খয়া রিপোর্ট করিবেন। অথবা শিক্ষাবিভাগ
তে ডিপুটী ইনস্পেক্টর মহাশয়ের প্রদর্শ
পোর্ট আনাইয়া দেখিলেই আমাদিগের
কার যাথার্থ্য সপ্রমাণ হইবে। পোষ্টমাষ্টর জে
যদি ইহার অন্যতর উপায় অবলম্বন করিতে
নিচ্ছ হন, আপাততঃ কয়েক দিনের নিমিত্ত একটী
ষ্ট্র স্থাপন করিয়া দেখুন, যদি গবর্ণমেণ্টের
তি হয়, উঠাইয়া দিবেন।

৬ ই ভাদ্র ১২৭৫ সাল } গড় ভবানীপুর নিবাসিনঃ—

———

১। গত রজনীতে আমি নিদ্রিত অবস্থায়
ছি, অকস্মাৎ রাত্রি প্রায় তিন ঘটিকার সময়
রবর্ত্তী মহিলাগণের ক্রন্দনধ্বনি ও পুরুষের
ালাহল আমাকে জাগরিত করিল। তখন
ার আর কয়েক জনের সহিত ছাদে আরো
পূর্ব্বক কোলাহলপূর্ণ বাটীর প্রতি দৃষ্টি
রিতে লাগিলাম। একটী স্ত্রীলোককে অপে
াকৃত উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে শুনিয়া, সেই
টীর এক জনকে জিজ্ঞাসা করাতে অবগত
ইলাম যে, চারিজন তস্কর তাহাদিগের বাটী
বেশপূর্ব্বক একটী কুঠরির দ্বার খুলিয়া
মধ্যে যাইবার চেষ্টা করে। সেই ঘরে যাহারা
ল, তাহারা দ্বারোদ্ঘাটনের শব্দে জাগরিত
ইয়া এবং আলো জ্বালিয়া বাহিরে আসিল।
স্করেরা পলাইয়া বাটীর পশ্চাদ্ভাগে গেল এবং
া হইতে ঢিল ছুড়িতে আরম্ভ করিল। একটী
ঢিল এক জন বিধবা রমণীর মুখে লাগিল সে
তজ্জন্য ব্যথিত হইয়া ক্রন্দন করিতেছিল।

২। ২৮ শ্রাবণাবধি কয়দিন এদিকে ভারি
বৃষ্টি হয়। কিন্তু ৩২ শ্রাবণ রাত্রির ঘোরতর
বর্ষায় কৃষ্ণনগর জলে প্রায় প্লাবিত হইয়াছিল।
ইংরাজ টোলার গুলিকতক রাস্তাভিন্ন প্রায়
সমুদায় রাস্তা জলে নিমগ্ন হইয়াছিল। কত শত
ঘর পতিত হইয়াছে, আউস এবং আমন ধান্যও
নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মাজিষ্ট্রেট বেল সাহেব জল
বাহির করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছি-
লেন কতক কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। কল্য রৌদ্র
প্রকাশিত হইয়াছে। বাবু দ্বারকানাথ সরকার
প্রভৃতি কয়েক জন ওভারসীয়ার এবং মাজি
ষ্ট্রেট বেল সাহেব বৃষ্টিতে ভিজিয়াও জল বাহির
করিতে বিমুখ হন নাই। তাঁহাদিগকে আমরা
ধন্যবাদ দিতেছি। এরূপ বৃষ্টি কখন দেখা যায়
নাই। জল শুকাইয়া যাইলে একটী মড়ক
হইবার সম্ভাবনা।

হাট গোয়াড়ী ৫ ই ভাদ্র } শ্রীপ্র:—

—:•:—

মহাশয়! অনেক রোগের অনেক ঔষধ
আছে, কিন্তু সর্পদংশনের ও ওলাউঠা রোগের
ভাল ঔষধ দৃষ্ট হয় না সময়ে সময়ে কতপ্রকার
নূতন নূতন ঔষধ উঠিতেছে, কত যাইতেছে
তাহার পরিসীমা নাই। ভাল ভাল ইংরাজী
চিকিৎসকগণও এমত ঔষধ নাই যে উক্ত রোগে
এক এক বার ব্যবস্থা না করিয়াছেন; কিন্তু এপ
র্য্যন্ত কোন ঔষধ প্রকৃতরূপে স্থির করিতে পারে
ন নাই। সম্পাদক মহাশয়! বড় সন্তোষের বিষয়
বলিতে হইবে যে আপনকার গত ১৭ ই আগ
ষ্টের সোমপ্রকাশে এক জন কবিরাজ বহু যত্ন ও
পরিশ্রম সহকারে সর্ব্বসাধারণের হিতার্থ কতক
গুলি সর্পদংশনের নূতন ঔষধ প্রেরিত পত্রে
প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা দেখিয়া আমরা
যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম; কিন্তু ঔষধগুলি
সর্পদংশনের যথার্থ ঔষধ কি না পরীক্ষা বিনা
বলিতে পারিলাম না। কবিরাজ মহাশয় লিখি
য়াছেন "মুখ ও নাসা হইতে কফ বা ফেণ হইতে
মলা বাহির করিয়া বাম হস্তের অনামিকা
অঙ্গুলি দ্বারা ক্ষতস্থানে লেপন করিলে বিষের
বিষত্ব থাকে না। এস্থলে বামহস্তের অনামিকা
অঙ্গুলির উল্লেখ করিবার তাৎপর্য্য কি? কবি-
রাজ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকি
তে পারিলাম না। যদি বামহস্তের অনামিকা
অঙ্গুলি না দিয়া দক্ষিণ হস্তের অনামিকা অথবা
অন্য অঙ্গুলি দ্বারা ক্ষত স্থানে ঔষধ লেপন
হয়, তাহা হইলে কি বিষের বিষত্ব নষ্ট হইবে

যে সকল গ্রামে বসন্ত রোগে গরু মরিতে
সে সকল গ্রামের প্রজাগণকে অন্য গ্রামে ব
রোগগ্রস্ত গরু লইয়া যাইবার নিষেধ সর
হইতে হইয়াছে। এটি যুক্তিসিদ্ধ কাজ
য়াছে।

মগরা ২০ এ আগষ্ট } গ্রাহক

—:•:—

পাঠকগণ! আপনারা নানা স্থানের অতি
ও অনাবৃষ্টির সংবাদ সোমপ্রকাশে পাঠ ক
থাকেন, অদ্য আমাদের দেশটির দুরবস্থার বৃ
পাঠ করুন। এ গ্রামটির নাম জনাই। এটি
প্রধান পল্লীগ্রাম। বোধ করি আপনারা
কেহ ইহার নাম শুনিয়া থাকিবেন। এ
অনূ্যন পাঁচ ছয় শত ঘর লোকের বাস।
দের সংখ্যা অধিক; তাঁহাদের মধ্যে অধি
শই কুলীন; কায়স্থ প্রায় নাই। তেলি
প্রভৃতি নবশাক বিস্তর আছে। অনেক
বড় মানুষ আছেন। তাহার মধ্যে তি
প্রধান বড় মানুষ। ইহাঁরা জমিদার। এখান
অধিকাংশ লোক চাকর। কৃষকের স
অতি অল্প। অবশিষ্ট প্রায় যাবতীয় লোক
জীবী। গ্রামটির একণে উন্নত অবস্থা ব
হইবে। একটি ইংরেজী ও একটী বঙ্গবিদ
এবং একটি পুস্তকালয় আছে। সম্প্রতি
একটি পোষ্ট আফিস হইয়াছে। একজ
এসিষ্টেণ্ট সারজন আসিয়াছেন। একটি
আছে। গোলদার মুদিখানা, ময়রা, হা
প্রভৃতির দোকান অনেক আছে। অনে
প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পথ আছে।
দুটিমাত্র ইষ্টকনির্ম্মিত; এই গ্রামটি
সময়ে সামান্য সহরের ন্যায় বোধ হয়;
বর্ষাকালে এটিকে নরক বলিলে বো
অত্যুক্তি হয় না। এই বর্ষায় দেশটির
দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, তাহার বিষয় কিছু
হউন। গত ২৫এ চৈত্র শুক্রবার অবধি
দিক্রমে পনর দিবস বৃষ্টি হওয়াতে দেশ
প্রকার জলপ্লাবিত হইয়াছিল। লোকের
সীমা ছিল না। তাঁহাদের যৎপরোনাস্তি
ও দুরবস্থা হইয়াছিল। পরিশেষে কিছু
ধরণ করাতে তাঁহারা আপন আপন
সংশোধনের উপায় চেষ্টা করিতেছি
কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ২৫ শ্রাবণ মঙ্গলবা
অবিশ্রান্তে মুষলধারে অষ্টাহ বারিবর্ষণ হ
পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতররূপে দেশটি

য়াছে। লোকের গতিবিধি বন্ধ হইয়াছিল।
কি গৃহ হইতে গৃহান্তরে এবং এক বাটী
হইতে অন্য বাটী যাওয়া অসাধ্য প্রায় হয়।
অধিকাংশ গৃহস্থের বাটীর ভিতর জল জমিয়া
ছিল। কোন পথে তিনহাত কোথাও চারি হাত
কোথায় বা ততোধিক জল সঞ্চিত হয়। জলা
ভূমি সাগরাকার হইয়াছে, অধিক কি যে দিগে
দৃষ্টিপাত করা যায়, কেবল জলই দেখিতে
পাওয়া যায়। জলযান ভিন্ন গমনাগমনের
উপায় নাই। লোকের কষ্টের ও ক্লেশের অবধি
নাই। অনেকের গৃহ ও প্রাচীরাদি পতিত হইয়া
গিয়াছে। গৃহাভাবে অনেককে অন্যের বাটীতে
আশ্রয় লইতে হইয়াছে। তাহাদের কষ্ট দেখিয়া
বিষাদসাগরে নিমগ্ন হয়। একটি বিশেষ
শোচনীয় ঘটনা হইয়াছে। এক ঘর বৈষ্ণবের
বাটীতে তিনজন বিদেশীয় লোক আসিয়া
আশ্রয় লয়। তাহারা এক দিবস রজনীতে চাপা
চাপা পড়ে। প্রতিবাসীরা অনেক পরিশ্রম
স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছে।
একজনের পদ ভগ্ন হয়, তাহার জীবন সংশয়,
একজনের বক্ষঃস্থলে আঘাত লাগে। একজনের
শরীরে আঘাত লাগিয়াছে। তাহারা সকলেই
এক্ষণও বাঁচিয়া আছে, পরে কি হয় বলা যায় না।
যাহা হউক, সম্পাদক মহাশয়! এবৎসরের গতিক
কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। কিছু দিবস পূর্ব্বে
এখানে একটি উল্কাপাত হইয়া গিয়াছে। এবং
বিশেষ দুর্ব্বৎসর, কৃষিকার্য্যের সম্পূর্ণ ব্যাঘাত
কৃষকদিগের আশা ভরসা একে বারে ভাসিয়া
গিয়াছে। দেশে ইতিমধ্যেই হাহাকার রব উঠি
য়াছে। সম্পাদক মহাশয়! ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট
এপিডেমিক এবং সেনিটারি কমিসনর মহো
দয়েরা এখন কি করিতেছেন? তাঁহাদিগকে
একবার বাহির হইয়া এক বার চারি দিকে চাহিয়া
দেখিতে বলুন না; সহজেই এখন এপিডেমি
কের কারণ স্থির করিতে পারিবেন। এখন দূরে
বাহির হওয়ার পরিশ্রম ও ব্যয় স্বল্প হইতে পারে
গাড়ি ঘোড়ার আবশ্যকতা নাই। ঘরের দ্বারে
নৌকায় চাপুন, এখনি সমুদয় বঙ্গদেশ জলে
জলে ভ্রমণ করিতে পারিবেন।

তাং ১৯ আগষ্ট
সন১৮৬৮ সালে
জনাই } একান্ত অনুগত
শ্রী:।

---

মহাশয়! আর রক্ষা নাই! গত ২৫এ জ্যৈষ্ঠ
হইতে ৫ই শ্রাবণ্যবধি অতি বৃষ্টিতে বিল
খাল মাঠ সকল সমান ও তৎপরে কেলেঘাই
নদীর জল এবেবারে দেশকে প্লাবিত
করিয়া রাখিয়াছিল। যদিও হিজলির এক্জি-
কিউটিভ ইঞ্জিনিয়র উক্ত নদীর হানাসকল
কতক পরিমাণে বন্ধ করিয়াছিলেন, তথাপি
তাহা নামমাত্র হইয়াছিল এবং মাঠের জলও
তদবস্থায় ছিল। পুনরায় এ শ্রাবণের
অতিবৃষ্টিতে কেলেঘাইর জল প্লাবিত হইয়া সেই
সকল অর্দ্ধবদ্ধ হানাযোগে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্ব
বৎ দেশকে প্লাবিত করিয়াছে। নৌকাভিন্ন
বাটী হইতে এক পদও অগ্রসর হইবার যো নাই
গত বানেই অনেক গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছিল।
যেগুলি জল লাগিয়াও পড়ে নাই এবং যেগুলির
দেওয়াল বসিয়া গিয়াছিল, তাহা এবারে ভূমি-
সাৎ হইয়াছে। লোকে বহু আয়াসসঞ্চিত গৃহ
সামগ্রী ও পরিবারবর্গ লইয়া কোথায় গিয়া যে
আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহার উপায় নাই। উক্ত
নীচ প্রায় সকল ভূমিখণ্ডই জলে নিমগ্ন হইয়া রহি
য়াছে। প্রতিবেশীর বাটীতে যাইতে হইলে সন্তরণ
অথবা ডোঙ্গা ভিন্ন গতি নাই। অনেকের ঘরে
ত অন্ন নাই। যদিও কেহ কেহ অনেক কষ্টে
কিছু কিছু ধান্য রক্ষা করিয়া বাঁচিবার উপায়
করিয়াছে, তাহারা আবার তরি তরকারি
এবং লবণ না পাইয়া শুদ্ধ ভাত খাইয়া দিন
যাপন করিতেছে। তৈল তামাকের ত কথাই
নাই। পল্লীগ্রামবাসীদিগের বিশেষতঃ কৃষক-
গণের গরুই একমাত্র জীবনোপায় বলিলে
অত্যুক্তি হয় না। তাহার অধিকাংশই গত
বারে হত হইয়াছে, অবশিষ্ট যাহা আছে, তাহাও
এবারে আহারাভাবে মরিতে বসিয়াছে।
এক গাছী তৃণ বা এক আটি খড় পাওয়া
দুষ্কর হইয়াছে। আবার ভীষণদংষ্ট্র নক্রসকল
গো ও মনুষ্যশোণিতের আস্বাদ পাইয়া আপন
আপন নৃশংসবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য
স্থানে স্থানে জলোপরি বিচরণ করিয়া বেড়াই
তেছে। ধান্যক্ষেত্রে কোথাও ৫ কোথাও বা ৭
সাত হস্ত জল আপন আপন হিল্লোল ও বেগ
বিস্তার করিতেছে। যাহা হউক একণে এদে
শের লোকরক্ষার উপায় কি? ধান্য ত গিয়াছে।
এখন প্রাণ লইয়া টানা টানি। এদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
জমীদারী ও তালুকদারিতে বিভক্ত; তন্নিবন্ধন
এদেশের কোন উন্নতিই নাই। আবার ঝড় ও
দুর্ভিক্ষে এবং পুনঃ পুনঃ প্লাবনে জমীদারেরাও
নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন। প্রজাদিগের সাহায্য
করা দূরে থাকুক, এবারে তাঁহাদিগকেও বা
আউড়ার ভাত খাইতে হয়। কয়েকটী পরগনা
জলে যেরূপ ডুবিয়া আছে, ইঞ্জিনিয়রেরা দূরে
থাকুন, স্বয়ং দেবতা আসিলেও তাহার আর
কোন প্রতীকার হইবে না। সেই বাঁধ ...
হইলে আর জল শুকাইবে না। জল নিঃ...
পরিষ্কৃত ও প্রয়োজনোপযোগী পথ না ...
তেই এত অনিষ্ট ঘটিতেছে। অনাথবন্ধু ...
বান্ রাটে সাহেব কাঁথিডিবিজনে না থা...
হিজলী অঞ্চলের লোকের ধন প্রাণ ...
কঠিন হইয়া উঠিত, তিনি আপন সা...
জন্য অতিরিক্ত দুই জন ডেপুটি কালেক্টর ...
ইয়াছেন। চাউল ও ধান্য এবং টাকা সা...
উপযুক্ত পাত্রে দিয়া প্লাবনাক্রান্তদের প্রা...
করিতেছেন। ধান্যের রপ্তানি বন্ধ করিয়া ...
ছেন। এবং কোন স্থানে চাউল কি ধ...
ইতরবিশেষ দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহার ...
ধান করেন। শুনিলাম তাঁহার সহিত ...
ও কমিসনরের এ বিষয়ের লেখা ...
চলিতেছে। হিজলির জন্য তিনি আহার ...
ত্যাগ করিয়াছেন। যদিও তিনি বিবিধ উ...
এপর্য্যন্ত এ প্রদেশের রক্ষা করিয়া আসিতে...
কিন্তু বোধ হয় এবারে হতাশ হইয়া পড়ি...
প্রকৃতির পুনঃ পুনঃ বিড়ম্বনা হইলে ত...
কাহারও হাত নাই। যাহা হউক আমরা উ...
অমরশী বজরপুর জলামুঠা ও ভুঞা...
অবস্থা এক বার দেখিতে অনুরোধ করিতে...
তিনি দেখিতে পাইবেন কাঁপি অপেক্ষা...
অঞ্চলে। অবস্থা এত মন্দ যে, দেখিলে চক্ষু...
জল পড়িতে থাকে। একণে এই প্রশ্ন হই...
যে, এপ্রদেশের প্রজারক্ষার উপায় ...
খাজানা দেওয়া দূরে থাকুক, প্রজারা এ...
বাঁচিলে জমীদারদিগের সৌভাগ্য ব...
হইবে। আর ভাবী দুর্ভিক্ষ নিবারণের...
উপায় কি? জলামুঠাভিন্ন অমরশী...
চিরবন্দোবস্তী পরগণায় গবর্ণমেণ্ট ত কড়া...
ই ভুবেন না, ও দিগে জমীদার ও প্রজা ...
হীন হইয়া পড়িতেছে। এ বিষয়ে ...
হার্শেল সাহেবের ন্যায় বর্ত্তমান জেলার ...
টরের তাদৃশ মনোযোগ দেখিতেছি না। ...

বীডন সাহেব ত অনাবৃষ্টিনিবন্ধন দু...
অমনোযোগ দিয়া চিরকলঙ্ক ক্রয় করিয়া...
ছেন। আমাদের বর্ত্তমান কনিষ্ঠ শাস...
গ্রে সাহেব কি অতিবৃষ্টিহেতু ভাবী দুর্ভি...
নিবারণোপায়াবলম্বনে নিশ্চেষ্ট থাকিবেন? ...
অনেক কষ্টে কথঞ্চিৎ আবাদ করিয়া...
তাহা ত গেল, আর কষ্ট সহ্য করিতে ...
তেছে না। ক্রমে হতাশ ও অবসন্ন হইতে...
এই বেলা ইহার উপায় না করিলে শেষে ...
ঘটিবে।

বালাগোবিন্দপুর
৫ ঠা ভাদ্র } অনুগত
শ্রীউ:—

---

বেহাগ রাগে কোন সুর বাদী।

বিনয়পূর্ব্বক নিবেদনমেতৎ। সম্প্রতি টালডাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাখালদাস র ও জোড়াসাঁকো হালসীবাগান রামবা- ন নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকৃষ্ণ মুখো ধ্যায় মহাশয়দিগের মধ্যে বেহাগ উপরা- কোন সুর বাদী, অর্থাৎ প্রধান সুর এই বে, বিবাদ উপস্থিত হয়। তাহাতে মিত্র গান্ধার ও মুখোপাধ্যায় বাবু নিষাদকে ন সুর বলিয়া তর্ক বিতর্ক করেন; কিন্তু র মীমাংসা না হওয়াতে তাঁহারা উক্ত- সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমো গোস্বামী, শ্রীযুক্ত বাবু শৌরীন্দ্রমোহন র ও সঙ্গীতবিদ্যাব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত খোয়া সাদ দীক্ষিৎ মহাশয়দিগকে শালিসী ক্ত করিতে আমাকে অনুরোধ করেন। ন উক্ত মহোদয়গণসমীপে প্রস্তাবের ংসার্থ নিবেদন করাতে তাঁহারা বহুবিধ ীন সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্র হইতে নানা শ উদ্ধৃত করিয়া মীমাংসাপত্র স্বাক্ষরিত াছেন। তাহাতে বেহাগ উপরাগের অর্থাৎ প্রধান সুর গান্ধার সিদ্ধান্ত । সঙ্গীতপ্রিয় সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থ উক্ত মীমাংসাপত্র মহাশয়ের নিকট ন করিতেছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা নকার দেশবিখ্যাত পত্রিকাতে প্রচার ল চিরবাধিত হইব।

াকাতা ১৬ ই ভাদ্র ৭৫। } নিতান্তানুগত। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাং বাগবাজার।

———:•:———

বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং
র্ম্মার্থযুক্তং বচনং প্রমাণং।
স্য প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং
স্তস্য কুর্য্যাদ্বচনং প্রমাণং। ৯

ইতি মহাভারতং।

প্রশ্ন। বেহাগ রাগে কোন সুর বাদী?

উত্তর। পক্ষপাতশূন্য হইয়া লিখিতে গান্ধার সুরকেই বেহাগ উপরাগের বাদী সুর বলিতে হইবে। কারণ তশাস্ত্রে লিখিত আছে বাদী, সংবাদী দী, বিবাদী চেতি।

দ্বিবদনাদ্বাদী স রাগপ্রতিপাদকঃ।
স্যা সহ সংবাদাৎ সংবাদী মন্ত্রিতুল্যকঃ।
তস্যানুবদনাদনুবাদী চ ভৃত্যবৎ।
তথা বিবাদাৎ তেনৈব বিবাদী বৈরিবদ্ভবেৎ। ৯

অস্যার্থঃ। যে সুর অন্যান্য সুর অপেক্ষা কোন রাগে প্রধান অর্থাৎ স্বামিবৎ আবশ্যক তাহার নাম বাদী। রাগে মন্ত্রিবৎ যে সুর ব্যবহার হয়, তাহার নাম সম্বাদী। সম্বাদী পরে অবশিষ্ট যে সুর সচরাচর ব্যবহার হয় তাহার নাম অনুবাদী, রাগভ্রষ্টকর সুরের নাম বিবাদী। এসিয়াটিক রিসার্চস তৃতীয় বালমে সর উইলিয়ম জোন্স সাহেব হিন্দু সঙ্গীতবিষয়ক প্রস্তাব যাহা সোমেশ্বর প্রণীত রাগবিবোধ এবং অন্যান্য গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতেও বাদী বিবাদীর বিষয় উপরি লিখিত সংস্কৃত শ্লোকার্থের পোষকতা দেখিতে পাওয়া যায়। সঙ্গীত রত্নাকর নামক গ্রন্থে লেখা আছে।

রাগাদৌ স্থাপিতো যস্তু স গ্রহস্বর উচ্যতে
ন্যাসস্বরস্তু বিজ্ঞেয়ো যস্তু রাগসমাপকঃ।
বহুলত্বং প্রয়োগেষু স অংশস্বর উচ্যতে।

অস্যার্থঃ। কোন রাগারম্ভে যে সুর ব্যবহার হয় তাহার নাম গ্রহ। রাগের বিশ্রামক যে সুর তাহার নাম ন্যাস, আর যে সুর কোন রাগের মধ্যে বহুল প্রয়োগ হয় তাহার নাম অংশ। এসিয়াটিক রিসার্চস নবম বালমে জে, ডি, প্যাটরসন সাহেব হিন্দুসঙ্গীতবিষয়ক যে প্রস্তাব লিখিয়াছেন তাহাতে গ্রহ ইত্যাদি সম্বন্ধীয় উপরি লিখিত সংস্কৃত শ্লোকার্থের বিশেষ সমতা দেখা যায়। (১) প্যাটরসন্ সাহেবের প্রস্তাবে বাদী এবং অংশ এই উভয় শব্দই একার্থবোধক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, রত্নাবলীর মতে রাগের মধ্যে যে সুর স্বামী অর্থাৎ প্রধান বলিয়া গণ্য তাহাকেই বাদী বলে এবং রত্নাকরকর্ত্তার মতে যে সুর রাগমধ্যে বহু প্রয়োগ হয় অর্থাৎ যে সুর সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয় তাহার নাম অংশ; সুতরাং যে সুরের প্রাধান্য আছে, সেই সুরই বহু প্রয়োগ অর্থাৎ সর্ব্বদা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। বহু প্রয়োগ না হইলে কোন সুর প্রধান বলিয়া গণ্য হয় না; প্রাধান্য থাকিতে গেলেই সুরের বহুপ্রয়োগ হইয়া থাকে। রাগিণী কেদারী এবং মালকোশ রাগ দুইয়েতেই মধ্যম সুরের প্রাধান্যপ্রযুক্ত রাগ রাগিণীতে মধ্যম সুরের বহুপ্র হইয়া থাকে; মধ্যমের বহু প্রয়োগ হইলে কেদারী অথবা মালকোশ ইত্য রূপ সংস্থাপন করা কঠিন এই কারণ মধ্যমকে রাগিণী কেদারী ও মালকোশ ইত্যাদির বাদী অথবা জান (১) ব বিজ্ঞেরা ব্যবহার করেন। তাহা হইলে রসন সাহেবের প্রস্তাবে বাদী এবং এই উভয় শব্দই এক বলিয়া প্রতিপন্ন আমরাও অসাধারণ করি না।

এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাব আমাদের কর্ত্তব্য, বেহাগ উপরাগে কোন সুর প্র অর্থাৎ বেহাগ কোন সুরের বহুল প্রয়ো হয়। বেহাগ উপরাগ আলাপ করিতে গান্ধারের মত ব্যবহার নিষাদের তত হার নাই। যদি কেহ বলেন, গান্ধার অপে নিষাদের ব্যবহার অধিক, তাহার সদুত্তর প্রথমতঃ নিষাদের স্বতঃসিদ্ধত্ব বেহা বড় অধিক দেখা যায় না, যখন নিষাদ প্রয়োজন হয় তখনই ষড়্জযোগে ব্যবহার হইয়া থাকে। যে সুরের স্বা আছে অর্থাৎ বাদী সুর সে অন্য স্ব সাহায্যে কি প্রকাশ পায়? কখনই নহে সর্ব্বদাই স্বতঃসিদ্ধ।

দ্বিতীয়তঃ সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতাধ্যাপক কর ৺লছমীপ্রসাদ [ওস্তাদজীর] নি আমাদের বেহাগ উপরাগের ক্রি যেরূপ শিক্ষা এবং তজ্জ্যেষ্ঠ মহামহোপা সঙ্গীতবিৎ শ্রীযুক্ত সারদাসহায় ওস্তা মহাশয়কে ও অপরাপর সঙ্গীতবিদ্যাবি রদ মহাশয়দিগকে বেহাগ বাজাইতে প্রকার দেখা যায় তাহাতে স্পষ্ট লক্ষি হয়, বেহাগের প্রথম আরম্ভ ষড়্জযো নিষাদ অথবা শুদ্ধ নিষাদ হইতে হই থাকে। নিষাদ হইতে বেহাগের আরম্ভ পূর্ব্বলিখিত সঙ্গীতগ্রন্থমতে নিষাদকে গ্রহ

(১) বদ্য সর্ব্বত্র বাহুল্যং বাদ্যংশোপ ইহোচ্যতে। ইতি সঙ্গীতনারায়ণে।

(১) অনল্পত্বং প্রধানত্বাৎ অংশোজ স্বরঃ স্বরঃ। ইতি সোমেশ্বরঃ।

কর্ত্তব্য, যেহেতু রত্নাকরকর্ত্তা বলেন।
াদৌ স্থাপিতোযস্তু স গ্রহস্বর উচ্যতে॥"
স্যার্থঃ রাগের আদিতে যে স্বরের ব্যব-
হয় তাহার নাম গ্রহস্বর, গ্রহস্বর এবং
স্বর এই উভয় একার্থপ্রতিপাদক নহে,
স্বর এবং অ শস্বর এক বলিয়া শাস্ত্রকা
প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তবে নিষাদের
দ কোথায়? যদি কেহ নিষাদের গ্রহত্ব
কারে বাদিরূপেই গন্য করেন, তবে
প্তাক্ত যুক্তিদ্বারা বেহাগের গ্রহস্বর
টী তাহা প্রতিপন্ন করুন।

ীয়তঃ সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতগ্রন্থকার ভরত
অন্যান্য সঙ্গীতকর্ত্তারা রাগের লক্ষণ
লে করিয়াছেন, যে ধ্বনিবিশেষ দ্বারা
কর চিত্তরঞ্জন হয় তাহাকেই রাগ কহে।
ঃ কার্য্যেতেও দেখা যাইতেছে, রাগা
মিষ্টতা হওয়াই মূল উদ্দেশ্য। সামান্যতঃ
অথবা সেতার যন্ত্রে কোন উত্তম বাদক
একবার নিখাদ টিকারি অপর বার
ার টীকারিযোগে বেহাগ বাদিত হইলে
রা সকলেই বুঝিবেন, গান্ধার বাদী
প্রাধান্যহেতু গন্ধারের টিকারিই মিষ্ট
বে, নিষাদের টিকারি আমরা বোধ
গান্ধার অপেক্ষা কখনই সুশ্রাব্য হইবে
বে গান্ধারব্যতীত নিষাদের বাদিত্ব
প স্বীকার করিব? যদি নিষাদের
দ্রূপ ক্ষমতা থাকিত, তবে গান্ধারের
র্ত্তে নিষাদের প্রাধান্য এবং তদযোগে
গ সুশ্রাব্য হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। যখন
ী কেদারীর স্বারা অথবা ছেড় বাজান
তখন জান অথবা বাদী মধ্যম স্বরবশতঃ
ব্যের নিমিত্ত টিকারিও মধ্যম করিয়া
ব্যবহার আছে; কিন্তু কেদারীপ্রভৃ
গান্ধার কিম্বা ধৈবত স্বর যদ্যপি
রি করিয়া বাঁধা যায় তাহা হইলে শ্রুতি
র বোধ হইবে সন্দেহ নাই। টিকারি
করিলেও কেদারিতে মধ্যমের ন্যায়
সুমিষ্ট হইবে না। যে হেতু কেদারী
াীর মধ্যম স্বরই বাদী, বেহাগসম্বন্ধেও
ারের যোগ সেই রূপ জ্ঞান করিতে
।

— ৩৬৮ —

চতুর্থতঃ ভরত বলেন।

"বাদিস্বরসংযোগে আস্থায়ী প্রতিপদ্যতে।
যস্য প্রয়োগবাহুল্যং স বাদী চাভিধীয়তে।"

অস্যার্থঃ। বাদিস্বরযোগে আস্থায়ীটী প্রতিপন্ন করা কর্ত্তব্য এবং যে স্বর বহুল ব্যবহার হয় তাহারই নাম বাদী। উপরি লিখিত শ্লোকে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, বাদী স্বর সর্ব্বত্র ব্যবহার্য্য। বিশেষতঃ আস্থায়ীতে অতি প্রয়োজনীয়। যদ্যপি নিষাদ একেবারেই পরিত্যাগপূর্ব্বক ষড়জ হইতে উত্থাপনপূর্ব্বক গান্ধার মধ্যম এবং পঞ্চম যোগে বেহাগের আস্থায়ী সম্পন্ন করা যায় তাহা হইলে কি বেহাগের রূপ সাধারণের বোধগম্য হইবে না? বোধ করি অবশ্যই হইবে, কিন্তু যদি ষড়্জযোগে নিষাদ অথবা কেবল নিষাদ হইতে উত্থাপন করিয়া গান্ধার একেবারে পরিত্যাগে মধ্যম এবং পঞ্চম যোগে ঐ রাগের আস্থায়ী বাজান যায়, তবে সেই আস্থায়ী কি বিজ্ঞেরা বেহাগের আস্থায়ী বলিয়া বুঝিতে পারিবেন? কখনই নয়। ইহাতেই সঙ্গীতনিপুণ মহাশয়েরা বিবেচনা করুন, বেহাগে গান্ধারের বাদিত্ব কি নিষাদের বাদিত্ব। নিষাদপরিত্যাগে বেহাগের আস্থায়ী এবং রূপসংস্থাপন অনায়াসসাধ্য; কিন্তু গান্ধার পরিত্যাগ করিলে তাহা কোন ক্রমেই নিষ্পন্ন হইতে পারে না। আস্থায়ীটী রাগের মুখবন্ধরূপ (১) যদি প্রথমেই শুনিবামাত্র নিষাদ ব্যতীত প্রকৃত রাগটী বোধ হইয়া যায়, তবে আর বাকী কি? সুতরাং গান্ধারকেই বেহাগের বাদী স্বর বলা অবশ্যই কর্ত্তব্য। যদি কেহ এ বিষয়ে সন্দেহ করেন, তবে উপরিউক্ত প্রমাণাদি খণ্ডাইয়া নিষাদের বাদিত্ব সপ্রমাণ করুন।

| | |
|---|---|
| পাথুরিয়াঘাটা<br>২৬ এ শ্রাবণ<br>১২৭৫ সাল | স্বাক্ষরকারী।<br>শ্রীক্ষেত্রমোহন গোস্বামী<br>শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর<br>শ্রীজ্বালাপ্রসাদ দীক্ষিৎ |

সকল।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—:•:—

## মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর শান্যাল কুলবাড়িয়া
১২৭৫ ভাদ্র হইতে কার্ত্তিক ৩৸০

(১) যস্মোপবেশ্যতে রাগঃ আস্থা
চ্যতে হি সঃ। সঙ্গীতদর্পণে।

" " উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাখ
১২৭৫ ভাদ্র হইতে মাঘ
" " বাণীকান্ত মজুমদার ওলম
১২৭৫ শ্রাবণ হইতে ৭৬ আষাঢ়
" " জ্ঞানানন্দ মিত্র মু
১৮৬৮ আগষ্ট হইতে ৬৯ জানুয়ারি
" " তারাধন কবিরাজ কলিকাতা
" " রামগোপাল ঘোষ গোবিন্দপুর

—:•:—

## সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে
স্থলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা
ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা; মফস্বলে ডাক
সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈ
সিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম
গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি,
অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অ
যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই
দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, ত
যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূ
ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকা
মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টার
শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে
ইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত
আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে
লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত
গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহ
একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ ব
যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং
হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের
ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রের
বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে
করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি
আনা তাহার পর ⁄১০ আনা দিতে হ
যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা
বেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ
মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের
চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ
ভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতে
প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ

—৩৩৭—

১০ম ভাগ। ৪৪ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

ক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
ম যাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা। } সন ১২৭৫। ২৩ এ ভাদ্র। ১৮৬৮। ৭ ই সেপ্টেম্বর { মফস্বলে মাসুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক
যাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৮০ ট


## বিজ্ঞাপন।

### পুনঃ প্রাপ্ত নোট।

নিম্নলিখিত অপহৃত অর্দ্ধ ও পূর্ণ নোটগুলি ওয়া গিয়াছে। নোটের অধিকারিগণকে নান যাইতেছে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট বেদন করিবেন।

| সংখ্যা | মূল্য | পূর্ণ অথবা অর্দ্ধ | |
|---|---|---|---|
| ৮২৯২৮ | ১০০ | অর্দ্ধ নোট | |
| ৮৯৫৪৪ | ৫০ | ঐ | |
| ৩৫২৯০ | ২০ | ঐ | |
| ১০০৯৬ | ২০ | ঐ | |
| ৪৬৪৫১ | ২০ | ঐ | |
| ৮৯৯০৭ | ২০ | ঐ | |
| ৩১০৭৪ | ২০ | ঐ | |
| ৯৯৬৬২ | ২০ | ঐ | |
| ০১৭৫৫ | ২০ | ঐ | ভিজিগাপেটাম নোট স |
| ০১৭৫৪ | ২০ | ঐ | |
| ০৭৭৭৩ | ১০ | ঐ | |
| ০৩৪৬১ | ১০ | ঐ | |
| ৬০৪৬৬ | ১০ | পূর্ণ | |
| ৪৮৭২৯ | ১০ | অর্দ্ধ নোট | |
| ১৬৮৫৫ | ১০ | ঐ | |
| ৮১৮২১ | ১০ | ঐ | |
| ০৮২৬৯ | ১০ | ঐ | |
| ৩৫৪০১ | ১০ | ঐ | |
| ৪৮৮৪২ | ১০ | ঐ | |
| ৩৭৮৯৬ | ১০ | ঐ | |
| ৩৯৮৫৭ | ১০ | ঐ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ঐ ৩১ | ৯২১০৩ | ১০ | ঐ |
| ঐ ৩১ | ৯২১০১ | ১০ | ঐ |
| ঐ ৩১ | ৯২১০২ | ১০ | ঐ |
| ঐ ৩১ | ৫৪১১৫ | ১০ | ঐ |
| ঐ ৫৮ | ৮৯০০৭ | ১০০ | |
| ঐ ৫৮ | ৮৪৮৬৯ | ১০০ | |

কলিকাতা পোষ্ট আফিস ১৩ ই আগষ্ট ১৮৬৮। } ডবলিউ, এইচ. ম্যাগোয়ান
পোষ্ট মাষ্টার।

---

## বন্দ্যোপাধ্যায় কোং।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, সম্প্রতি অনণ্ডয়ার্ড, ষ্টার অব ক্লোসিয়া ওয়ারউইক এবং বিটিশপ্রিন্স জাহাজে ঔষধ সকল আমদানী হইয়াছে। ঐসকল জাহাজে উক্ত কোং দিগের লণ্ডনস্থ এজেণ্টগণ হইতে যেসকল ঔষধ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি আমদানী হইয়াছে এবং যেসকল দ্রব্যাদি আমদানী হইবে তাহার ইন ভয়েস প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উক্ত কোম্পানির প্রধান ঔষধালয় আমহর্ষ্ট ষ্ট্রীট ২৩নং ভবন মুজাপুর মেডিকেল হলে এবং সভাবাজার ষ্ট্রীট ৩৯ নং ভবন শাখা ঔষধালয়ে টাটকা, বিশুদ্ধ, এবং উৎকৃষ্ট ঔষধসকল পরিমিত মূল্যে খুচরা বা এককালীন অধিক পরিমাণে বিক্রয়ার্থ নিয়ত প্রস্তুত আছে।

কলিকাতা ১৮ই আগষ্ট ১৮৬৮। }

—:০:—

## ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, হাবড়া হইতে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন ষ্টেশনে তাম্র ও দস্তা লইয়া যাইবার নিমিত্ত বিশেষ ভাড়ার নিয়ম আছে, আগামী ১ অক্টোবর অবধি তাহা রহিত হইয়া সকল ষ্টে পূর্ব্বমত ভাড়া প্রচলিত হইবে।

| | |
|---|---|
| তাম্র | ৩ য় শ্রেণী |
| দস্তা | ২ য় ঐ |

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে ডেলহাউসী স্কোয়ার কলিকাতা ১৭ ই আগষ্ট। } সিঃ লিডিফে এজেন্সি বো ২০০২৭

—:০:—

## ইন্দুপ্রভা নাটক।

ষ্টান হোপ যন্ত্রালয়ে এবং চীনাবা পটোলডাঙ্গা ও জোড়াসাঁকোর পুস্তকা পাওয়া যায়। মূল্য ১ এক টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপা
কলিকাতা বাগ বাজা

—:০:—

১৮৬৯ অব্দের ইংরাজী এন্ট্রান্স কো নোটবুক, প্রথম ভাগ পোইট্রী, টেনিং অ ডেমির ভূতপূর্ব্ব হেড মাষ্টার এইচ. দত্ত বি কর্তৃক প্রণীত, ৫৮। ৫ পিরিশবিদ্যারত্ন এবং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য। ১ টাকা।

---

## হেমন্তকুমারী।

হেমন্তকুমারীনামক এক খানি নাটক ক ব্যক্তি সংগ্রহ করিয়া নড়াইলের জমীদার শ্রী বাবু গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয়কে উপহার কবিয়াছেন, তাহা মুদ্রিত হইতেছে, স্বা কারীর জন্য ৷০ আনা, বিনা স্বাক্ষর কারীর ৷৵ আনা মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে, স্বাক্ষর শ্রেণীভুক্ত হইতে যাঁহারা বাসনা করেন

স্বাক্ষরকারীর নিকট পত্র লিখিবেন।
কলিকাতা সংস্কৃত কালেজ। } শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত।

—:০:—

কাব্যপ্রকাশ, সাহিত্যদর্পণ, কাব্যাদর্শ, ...চন্দ্রিকা, এবং দশরূপকপ্রভৃতি সংস্কৃত অল...র গ্রন্থ হইতে প্রয়োজনীয় অংশ সমুদায় গ্রহণ ...য়া "লক্ষণ মালা" নামে এক খানি সংস্কৃত ...ঙ্কার গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। গ্রাহ...গণ কলিকাতা পটোলডাঙ্গায় বাড়ুর্য্যা-...র্শ কোং নিকট এবং ঢাকা নন্দকুমার গুহ ও ... সি, রায়দের পুস্তকালয়ে তত্ত্ব করিলে ...ইতে পারিবেন। মূল্য ৫০ আনা মাত্র।

১৫ ই আগষ্ট। } প্রকাশক
১৮৬৮। } শ্রীগোবিন্দচন্দ্রচক্রবর্ত্তী

——:০:——

## বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলম নানা ...দ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে ... এক আনার হিসাবে কমিসন দি, অধিক ...কায় পুস্তক লইলে ৵১০ আনার হিসাবে ...ইবেন।

অপূর্ব্ব উপাখ্যান অর্থাৎ সেক্সপিয়রকৃত নাট...র মর্ম্মানুবাদ ৷৷
শ্রীমদ্ভাগবত ১ ম অবধি ১২ স্কন্ধ বা... ৮
শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস সম্পূর্ণ ৮
শ্রীমদ্রামরসায়ন দুই খণ্ড সম্পূর্ণ ৫
চক্রপাণিচিকিৎসা গ্রন্থ ...ন্দেভাষীয় পটী...সী বাবু কাশীনাথ মল্লিকের ...ত্তম ...ত্তরারা হস্তের লিখিত ২৮
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা বান্ধিক ৩
কৌতুক বিলাস যাহাতে ... ...কগুলি সম্পূর্ণ আছে ১
...প্রহসন ... ভারত হইতে ...ত ১
...তত্ত্ব চূড়ামণি অর্থাৎ রক্ষ নির্ণয় ১৷৷
...লাপন কাব্য ৷৷
...স্থান কাব্য ৷৷
...জ্ঞমালা কাব্য ১
... নাটক ৷৷৵
... ৷৷
...গদ্য কাব্য ১
কৌরবাদ্যোগ নাটক ২
সিভিল গাইড মার্সমেন সাহেব কৃত ২০
পদ্মগন্ধা উপাখ্যান ৷৷
সন্দেশাবলী শরৎচন্দ্র দাসকৃত ৩৷৷
পিশাচোদ্ধার ১
গীতপ্রভা ৷
এটলাস বাং ৮ খানি ম্যাপ গণেশচন্দ্র শর্ম্মাকৃত ৩
ভূতত্ত্বদর্শন পৃথিবীর মানচিত্র ৫
ভারতবর্ষের ম্যাপ দেবনাগর অক্ষরে ৭
নীতিশিক্ষা ৷৷
অনবর শোহেলী গদ্যপদ্য পারসীক কাব্য ১৷৷
কুমার সম্ভব সংস্কৃত হইতে পদ্য অনুবাদ ১
ভারতবর্ষের ইতিহাস কেদারনাথ দত্তকৃত ১
ঐ গোবিন্দচন্দ্র সেন কৃত ২
মনস্তত্ত্বসারসংগ্রহ ১
প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয় ১
ঐ মার্সমেন সাহেবকৃত দুই খণ্ড ২
নাট্য পরিশিষ্ট নাটক ১
চরিত্রমঞ্জরী ১
শব্দকল্পদ্রুম পরিশিষ্ট ২৫

কলিকাতা জোড়াসাঁকো ৬৮ নং } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায় নগর বিক্রেতা।

—:০:—

## পুরাণ প্রকাশ।

### বিষ্ণুপুরাণ।

অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা। অগ্রিম মূল্য ১৷০।

যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি মুজাপুর আমহর্ষ্টষ্ট্রীট ৩৮।১ নং ভবনে কাব্য প্রকাশ যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নামে যত খণ্ডের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম না পাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠাইবার নিয়ম নাই ইতি।

—:০:—

### বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী ওবাগান ১৯ নং জোড়া বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডার্স, আরবো-থনট এবং কোং

—:০:—

### বিক্রয়ার্থ।

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান। সর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সোণা দিয়া নূতন বাঁধান মূল্য ২৫০ টাকা।

শ্রীআনন্দচন্দ্রবেদান্ত বাগীশ।

—০—

হোমিওপেথিক চিকিৎসা, প্রথম সংখ্যা, আমরক্ত, মূল্য চারি আনামাত্র।

কলিকাতার চোরবাগানে স্কুলবুক প্রেসে, নৈহাটিয়ার সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে এবং লালবাজারে বেরিণী কোম্পানির হোমিওপেথিক ফারমেশীতে পাওয়া যায়।

—:০:—

### পুনঃ প্রাপ্ত নোট।

যে ব্যক্তি ১৮৬৮ সালের ৮ ই আগষ্ট পত্র মধ্যে পাটনার ডাকযোগে নিম্নলিখিত নোট সকল পাঠাইয়াছেন, তিনি নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট সংবাদ লিখিয়া পাঠাইবেন।

| | | |
|---|---|---|
| এ ৭৮ | ৮৯০০৭ নং | ১০০ টাকার |
| ঐ ৭৮ | ১৪৮৬৯ নং | ১০০ ঐ |

ডবলিউ, এইচ, ম্যাগোয়ান।
কলিকাতার পোষ্টমাষ্টার।

——

### গদ্য সংগ্রহ।

অল্পবয়স্ক ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী কোন সংস্কৃত গদ্য গ্রন্থ না থাকায়, সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের আদেশানুসারে উক্ত কালেজের অন্যতর অধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণ হইতে কতকগুলি নীতিগর্ভ গল্প সঙ্কলন করিয়া "গদ্যসংগ্রহ" নামক এক খানি পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। পটোলডাঙ্গা ৮৬ নং আমাদিগের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। মূল্য ১ এক টাকা মাত্র।

বাড়ুয্যাদর্শ এবং কোং

—:০:—

### সাবিত্রীচরিত্র কাব্য।

শ্রীভোলানাথ চক্রবর্ত্তি প্রণীত।

মূল্য ১ এক টাকা।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

—:০:—

# ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

—:•:——:•:—

## বিজ্ঞাপন।

১৮৬৮ সালের ১ লা অক্টোবর তারিখে এবং তদবধি ২০ হনড্রেডওয়েট মোট ওজনের এক টন হারে অথবা প্রত্যেক গাড়ির ওজন পরি[...]সারে তুলা আমদানী করা হইবে।

নিম্নলিখিত টেবেলে শ্রেণী বিভাগ অনুসারে হাওড়ায় আনিবার ভাড়া দর্শান যাইতেছে।

| | যে ষ্টেশন হইতে আমদানী হইবে | | ক (যে তুলার ১০ পাউণ্ড কসিয়া এক কিউবিক ফুট পরিমিত হইয়াছে অথবা যাহার ৫০০ পাউণ্ড পরিমিত এক গাইট কসিয়া ১৫ কিউবিক ফিটের অনধিক হইয়াছে।) | | | খ (যে তুলার ২৪ পাউণ্ড কসিয়া এক কিউবিক ফুট পরিমিত হইয়াছে, অথবা যাহার ৫০০ পাউণ্ড পরিমিত এক গাইট কসিয়া সাড়ে বার কিউবিক ফিটের অনধিক হইয়াছে।) | | | গ (যে তুলা ৩০ পাউণ্ড কসিয়া এক কিউবিক ফুট পরিমিত হইয়াছে, অথবা যাহার ৫০০ পাউণ্ড পরিমিত এক গাইট কসিয়া ১০ কিউবিক ফিটের অনধিক হইয়াছে।) | | | ঘ (যে তুলা ৬৮ পাউণ্ড কসিয়া এক কিউবিক ফুট পরিমিত হইয়াছে, অথবা যাহার ৫০০ পাউণ্ড পরিমিত এক গাইট কসিয়া ৮ কিউবিক ফিটের অনধিক হইয়াছে।) | | | ঙ (যে তুলা কসিয়া ... পাউণ্ড এক কিউবিক ফুট পরিমিত হইয়াছে, অথবা যাহার ৫০০ পাউণ্ড পরিমিত এক গাইট কসিয়া ১৫ কিউবিক ফিটের অনধিক হইয়াছে। ওজন ১৩৫০০ পাউণ্ডের অনধিক হইলে গাড়ি প্রতি ভাড়া।) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | টা. | আ. | পা. | টা. | আ. | পা. | টা. | আ. | পা. | টা. | আ. | পা. | টা. | আ. | পা. |
| ৮ | দিল্লী ও গাজিয়াবাদ | প্রত্যেক টনে | ৬০ | ০ | ০ | ৫৭ | ০ | ০ | ৫৪ | ০ | ০ | ৪৮ | ০ | ০ | ৩৬০ | ০ | ০ |
| | | প্রত্যেক গাইটে | ৮ | ৶ | ০ | ৭ | ৸৵ | ০ | ৭ | ১৶ | ০ | ৬ | ॥৵ | ০ | | | |
| ৭ | খুর্জা | প্রত্যেক টনে | ৩৭ | ॥৶ | ৯ | ৫৪ | ৸৶ | ৯ | ৫১ | ৸৶ | ৯ | ৪৬ | ৶ | ০ | ৩৩৬ | ৵ | |
| | | প্রত্যেক গাইটে | ৭ | ৸৶ | ৯ | ৭ | ॥০ | ৯ | ৭ | ৶ | ৯ | ৬ | ।৵ | ০ | | | |
| ০ | আলিগড় | প্রত্যেক টনে | ৫৬ | ৵ | ৯ | ৪৬ | ।৵ | ৯ | ৫০ | ॥০ | ০ | ৪৪ | ৸৶ | ০ | ৩৩৬ | ।৶ | |
| | | প্রত্যেক গাইটে | ৭ | ।৶ | ৯ | ৭ | ১৵ | ৯ | ৬ | ৸৶ | ৯ | ৬ | ৶ | ৯ | | | |
| ১ | হাত্রাস | প্রত্যেক টনে | ৫৪ | ৸৶ | ৯ | ৫৩ | ৶ | ৯ | ৪৯ | ।৶ | ০ | ৪৪ | ০ | ০ | ৩২৯ | ॥৶ | |
| | | প্রত্যেক গাইটে | ৭ | ॥ | ৯ | ৭ | ৶ | ৯ | ৬ | ৸ | ০ | ৬ | ০ | ০ | | | |
| ৫ | আগরা | প্রত্যেক টনে | ৫৪ | ০ | ৯ | ৫১ | ১৵ | ৯ | ৪৮ | ॥৶ | ৯ | ৪৩ | ৶ | ০ | ৩২৩ | ৸৶ | |
| | | প্রত্যেক গাইটে | ৭ | ।৶ | ৯ | ৭ | ০ | ৯ | ৬ | ॥৶ | ৯ | ৫ | ৸৶ | ০ | | | |
| ১ | ফিরোজাবাদ | প্রত্যেক টনে | ৫২ | ॥৵ | ৯ | ৪৯ | ৸৶ | ৯ | ৪৭ | ১৵ | ৯ | ৪৩ | ৵ | ৯ | ৩১৭ | ।৵ | |
| | | প্রত্যেক গাইটে | ৭ | ৶ | ৯ | ৬ | ৸৵ | ৯ | ৬ | ॥ | ৯ | ৫ | ৸ | ৯ | | | |
| ৯ | শেকোহাবাদ | প্রত্যেক টনে | ৫১ | ৸৶ | ৯ | ৪৯ | ।০ | ৯ | ৪৬ | ॥৶ | ০ | ৪১ | ॥ | ০ | ৩১১ | ০ | |
| | | প্রত্যেক গাইটে | ৭ | ৵ | ৯ | ৬ | ৸০ | ৯ | ৬ | ।৶ | ০ | ৫ | ॥৶ | ০ | | | |
| ৫ | ইটোয়া | প্রত্যেক টনে | ৪৯ | ৸৵ | ০ | ৪৭ | ১৵ | ৯ | ৪৪ | ৸৵ | ০ | ৩৯ | ৸৶ | ০ | ২৯৮ | ৸৵ | |
| | | প্রত্যেক গাইটে | ৬ | ৸৵ | ০ | ৬ | ॥০ | ৯ | ৬ | ৶ | ০ | ৫ | ।৶ | ০ | | | |
| ৮ | কানপুর | প্রত্যেক টনে | ৪৪ | ॥৶ | ৯ | ৪২ | ।৶ | ০ | ৪০ | ০ | ৯ | ৩৬ | ॥৶ | ৯ | ২৮৭ | ॥৶ | |
| | | প্রত্যেক গাইটে | ৬ | ৶ | ৯ | ৫ | ৸৵ | ৯ | ৫ | ॥ | ৯ | ৪ | ৸৶ | ৯ | | | |
| ৯ | আলাহাবাদ | প্রত্যেক টনে | ৩৭ | ॥৵ | ৯ | ৩৫ | ॥৶ | ৯ | ৩৩ | ৸৵ | ০ | ৩০ | ৵ | ০ | ২২৫ | ৶ | |
| | | প্রত্যেক গাইটে | ৫ | ৶ | ৯ | ৪ | ৸৶ | ৯ | ৪ | ॥৶ | ০ | ৪ | ৶ | ০ | | | |
| ৩ | মির্জাপুর | প্রত্যেক টনে | ৩৪ | ৶ | ১ | ৩২ | ॥০ | ০ | ৩০ | ৸ | ০ | ২৭ | ।৶ | ৯ | ২০১ | ০ | |
| | | প্রত্যেক গাইটে | ৪ | ॥৶ | ৯ | ৪ | ৸৶ | ০ | ৪ | ৶ | ০ | ৩ | ৸ | ৯ | | | |
| ০ | বারাণসী | প্রত্যেক টনে | ৩২ | ।০ | ০ | ৩০ | ॥৶ | ০ | ২৯ | ০ | ০ | ২৫ | ৸৵ | ০ | ১৯৩ | | |
| | | প্রত্যেক গাইটে | ৪ | ৵ | ০ | ৪ | ৶ | ০ | ৪ | ০ | ০ | ৩ | ॥৵ | ০ | | | |
| ৬ | জমানিয়া | প্রত্যেক টনে | ৩০ | ৶ | ০ | ২৮ | ॥৶ | ০ | ২৭ | ৶ | ৯ | ২৪ | ৶ | ৯ | [illegible] | [illegible] | |
| | | প্রত্যেক গাইটে | ৪ | ৶ | ০ | ৩ | ৸৶ | ৯ | ৩ | ৸ | ৯ | ৩ | ১৵ | ০ | | | |
| ৬ | পাটনা | প্রত্যেক টনে | ২৩ | ॥৶ | ৯ | ২২ | ।৶ | ৯ | ২১ | ১৵ | ০ | ১৮ | ৸৶ | ৯ | [illegible] | [illegible] | |
| | | প্রত্যেক গাইটে | ৩ | ৪০ | ৯ | ৩ | ০ | ০ | ২ | ৸৶ | ০ | ২ | ॥৶ | ৯ | | | |

১। প্রত্যেক টনের ভাড়ার পরিবর্ত্তে প্রত্যেক গাইটের ভাড়া লওয়া যাইতে পারে, যদি প্রত্যেক গাইটের মোট ওজন ৩২০ পাউণ্ডের অনধিক[...]

২। খোলা তুলার ভাড়া চতুর্থ শ্রেণির প্রবেশ ভাড়ার সমান ধরা হইবে, কিন্তু এক খানি গাড়ির নিয়তম ভাড়া প্রত্যেক গাইটে • ধরা যা[...]

৩। তুলার প্রত্যেক টনে ।৶ আনা অথবা গাইট করা এক আনা হিসাবে হাওড়ায় টার্মিন্যাল রেট দিতে হইবে।

বোর্ড অব এজেন্সি
২৮ এ আগষ্ট ১৮৬৮।

সিসিল ষ্টিফেন্সন
বোর্ড অব এজেন্সি।

[illegible] শিক্ষক ব্যতিরেকে সঙ্গীত শিক্ষা।"

অর্থাৎ।

ইউরোপীয় স্বরলিপি সম্বলিত সেতার, [illegible]লা, এস রাজ, বংশী, হার্ম্মোনিয়ম ও গান [illegible] শিখিবার সহজ উপায়, মূল্য ৩ তিন [টা]কা। লালদীঘীর পূর্ব্ব পার্শ্বস্থ দে কোম্পানির [illegible] নিয়ম সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রীত [হই]তেছে।

[illegible] কাতা। [illegible] সেপ্টেম্বর [illegible] ৬৮। } শ্রীমহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পটোলডাঙ্গা পোর্টেটোলা লেন।

—:০:—

[illegible] ই ভাদ্র ও ১৬ ই তারিখের সোমপ্রকাশের [illegible] লিখিত দেওয়ানী কার্য্যবিধান [illegible] প্রথম ভাগ প্রচারিত হইয়াছে, দ্বিতীয় [ভা]গ ৩০এ আশ্বিন ও শেষ ভাগ [illegible] কার্ত্তিক [প্রচা]রিত হইবে। সমুদায় পুস্তকের মূল্য [illegible] মাশুল ব্যতীত ১০ টাকা। প্রথম ভাগের [illegible] ডাকমাশুলসহ ৪।০ অপর দুই ভাগের মূল্য [illegible] টাকা; কিন্তু যাঁহারা ডাকমাশুলসহ ৮।।০ [illegible] অগ্রিম মূল্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় [illegible] [illegible] হইবেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ পুস্তক ক্রমে প্রাপ্ত [হই]বেন।

কলিকাতা [illegible] [illegible] বাবু রামচন্দ্র [illegible] নিকট অগ্রিম [illegible] পাঠাইলেই হইবে।

—:০:—

[illegible] কলিকাতার মানিক মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থ [প্র]স্তুত আছে। (উত্তম বাঁধাই) মূল্য ২ টাকা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত
কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুল

—:০:—

## নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের আগষ্ট মাসের [illegible] এ হইতে ২১ এ পর্য্যন্ত নদীয়ার নদী সকলের [প]রাক্রম ও জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

| স্থানের নাম | সর্ব্বকনিষ্ঠ জল ফুট | ইঞ্চ |
| --- | --- | --- |
| **নদী মাথাভাঙ্গা।** | | |
| [illegible] উপর পদ্মানদীতে | ৪৩ | ৯ |
| [illegible] | ২৭ | ৬ |
| [illegible] হইতে হাট বোয়ালিয়া [illegible] | ১৯ | ৬ |
| হাট [illegible] হইতে আমুকাদিয়া | ২৩ | ৯ |
| আমুকাদিয়া হইতে কৃষ্ণগঞ্জ ৩৮ মাইল | ২৩ | ৫ |
| কৃষ্ণগঞ্জ হইতে হুগলি নদী পর্য্যন্ত ৩৪ মাইল | ২৭ | ৯ |
| **ভাগীরথী নদী।** | | |
| মহানার উপর | ২৫ | ৩ |
| মহানায় | ১৮ | ৯ |
| তথা হইতে জিয়াগঞ্জ | ১০ | |
| জিয়াগঞ্জ হইতে কাটোয়া ৬০ মাইল মধ্যে | ১৭ | ৯ |
| কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইল মধ্যে | | ৬ |
| **জলঙ্গী নদী।** | | |
| মহানায় | | ৬ |
| তথা হইতে করিমপুর ১৯ মাইল | | |
| করিমপুর হইতে টিয়াকাটা ৩৭ মাইল | ১২ | ১ |
| টিয়াকাটা হইতে নদীয়া ৬০ মাইল | ২১ | ১ |

সন ১৮৬৮ সেপ্টেম্বর মাসের ৩ রা তারিখে বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

| | ফুট | ইঞ্চি |
| --- | --- | --- |
| | ১০ | ৮ |

বহরমপুর ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৬৮। শ্রীযুক্ত টি. কেম উইকন সি. ই এক্সিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র বহরমপুর ডিবিজন

## সোমপ্রকাশ।

২৩ এ ভাদ্র সোমবার।

আমাদিগের নদীয়াস্থিত মিসনরি বান্ধব আমাদিগকে যে দ্বিতীয়পত্র লিখিয়াছেন, আমরা তাহার অনুবাদ করিয়া স্থানান্তরে প্রকাশ করিলাম। এ বিষয়ে আমাদিগের যে কিছু বক্তব্য উপস্থিত হইতেছে, আগামী বারে তাহা ব্যক্ত করিবার ইচ্ছা রহিল।

—:০:—

বহুজ্ঞ ব্যক্তির বাক্যে উপেক্ষা করিলে কেবল যে আপনার অনাশ্রবতা দোষ ঘটনা হয় এরূপ নয়, ইষ্টানিষ্টেরও বহু ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও দিগম্বর মিত্র অনুমান করেন, এদেশে রেলওয়ে হওয়াতে পূর্ব্বের ন্যায় সুন্দররূপে জলনির্গম হয় না; সুতরাং গ্রামগুলি ক্রমে আর্দ্র হই[য়া] উঠিতেছে, উহাই বঙ্গদেশের মারীভয়ে[র] প্রধান কারণ। রাজপুরুষেরা বাঙ্গালি[র] কথা বলিয়া হউক, রেলওয়ের ব্যয় বৃদ্ধি[র] শঙ্কাতেই হউক, অথবা অন্য কোন কার[ণ] বশতঃ হউক, এ বাক্যে আস্থা করিতেছে[ন] না; কিন্তু এ বাক্য যে উপেক্ষণীয় নয়, আম[রা] মধ্যে মধ্যে তাহার প্রমাণ প্রত্যক্ষ করি[য়া] তেছি। সম্প্রতি শ্রাবণ মাসের শে[ষে] যে বর্ষা হইয়া গিয়াছে, তাহা উহার এক[টি] দৃষ্টান্ত আমাদিগের দৃষ্টিপথে উপনী[ত] করিয়াছে। শিয়ালদহের ষ্টেসন হইতে সোণাপুর দিয়া মাতলার দিগে [illegible] রেলের পথ গিয়াছে, তাহার দুই ধারে ধান্য জন্মিয়া থাকে। শ্রাবণ মাসে[র] অতিবৃষ্টিতে উভয়দিগেরই ধান্য জলম[গ্ন] হইয়া যায়; কিন্তু দৃষ্ট হইল, রাস্তা[র] উত্তরধারের জল শীঘ্র নির্গত হইয়া যা[ই]য়া পড়িল, তাহাতে ধান্যের অ[ল্প] মাত্র অনিষ্ট হইল; কিন্তু দক্ষিণ ধারে[র] জল নিঃসৃত হইতে বহুবিলম্ব হইল, ধান[্য] পচিয়া গেল। যখন এরূপ হইল, তখ[ন] জল বসিয়া ক্রমে গ্রামকে যে আ[র্দ্র] ও অস্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিবে, তা[হা] বিচিত্র নহে। এক্ষণে আমাদিগের বক্ত[ব্য] এই রেলের রাস্তার মধ্যে মধ্যে যে সে[তু] আছে, তাহার পরিমাণ, সংখ্যা ও অ[ব]সরাদি বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হউক।

—

বিদ্যাশিক্ষার কর।

শিক্ষাসংক্রান্ত করটি করা বিধেয় কি ন[া] ইহার বিবেচনার্থ ভারতবর্ষীয় সভাগৃহে যে সভা হইবার কথা ছিল, গত ২ [illegible] সেপ্টেম্বর বুধবার তাহা হইয়া গিয়াছে[।] অধিকাংশ জমীদারই সভাস্থলে উপ[স্থি]ত হইয়াছিলেন। বাবু রমানাথ ঠাকু[র] সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি হয়[।]
প্রথম প্রস্তাব, সভা বলেন, এক্ষ[ণে]

য়দানের যে প্রণালী আছে, তাঁহাই
পেক্ষা উৎকৃষ্ট। বলপূর্ব্বক কর
হ করিয়া শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত
নায়ানুগত নহে। দ্বিতীয়, শিক্ষা
ম্ভার নিমিত্ত কর করিলে চিরস্থায়ী
বন্তবিষয়ে গবর্ণমেন্টের যে অঙ্গী
আছে, তাহার ভঙ্গ হইবে। তৃতীয়,
দেশের জমীদার ও কৃতবিদ্যগণ মাত্রা
র অন্য অন্য অংশের জমীদার ও কৃত
অপেক্ষা বিদ্যাশিক্ষার উৎসাহদানে
নর, এটী প্রামাণিক বাক্য
। চতুর্থ, রাস্তাপ্রভৃতির উন্নতিসাধন
সভ্য গবর্ণমেন্টমাত্রের কর্ত্তব্য, এ
মত্ত স্বতন্ত্র কর করা বিধেয় নয়।
দুঃখের বিষয় আমরা উপরে সভার
যে কয়টী প্রস্তাবের উল্লেখ করিলাম,
রা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, আমা
গের গবর্ণর জেনরল ও লেপ্টেনন্ট
রি গ্রে সাহেব যে সৎ উদ্দে
র বশম্বদ হইয়া সভার নিকটে শিক্ষা
ক্রান্ত করের প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন,
তৎসম্পাদনে যথোচিত উপায়
লম্বন করেন নাই, কেবল আপনার
র্থপরতার পরিচয় প্রদান ও অনৌদার্য্য
কাশ করিয়াছেন। কৃষকেরা জমীদার
গের সন্তানতুল্য। অন্যের বলিবার
র্ব্ব স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদিগের
ক্ষার সদুপায় করা জমীদারদিগেরই
র্ত্তব্য। ক্ষোভের বিষয় এই, তাঁহারা
ম ও অনৌদার্য নিবন্ধন সেই কর্ত্তব্যের
ন্যথাচরণ করিলেন। তাঁহাদিগের ভ্রম
ই, তাঁহারা ভাবিতেছেন, কৃষকেরা
তবিদ্য হইলে তাঁহাদিগের স্বার্থের
ঘাত জন্মিবে; কিন্তু তাঁহারা শুচি
ন যদি চিন্তা করিয়া দেখেন, দেখিতে
ইবেন, সন্তান মূর্খ হইলে পিতার যে
ষ্ট হয়, প্রজা মূর্খ হইলে জমীদার ও
জা উভয়েরই সেই কষ্ট। তবে তাঁহারা
লিবেন, গবর্ণমেন্টের যে সাহায্যদান

প্রণালী আছে, তাহাতেই কৃষকদিগের শিক্ষা হইবে; কিন্তু দেখা যাইতেছে, তাহাতে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না; হইবার সম্ভাবনাও নাই। কৃষকদিগের কথা দূরে থাকুক, এ প্রণালীতে অনেক ভদ্রবংশীয় দরিদ্র সন্তানেরও শিক্ষা হইতেছে না। সুতরাং কৃষকদিগের নিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র শিক্ষাপ্রণালীর প্রয়োজন হইতেছে। সেই প্রণালীর সদুপায় করা জমীদার ও গবর্ণমেন্ট উভয়েরই তুল্য কর্ত্তব্য।

আমাদিগের গবর্ণর জেনরল যে বলেন "বিদ্যাদান করিবার বিষয়ে গবর্ণমেন্ট কোন অঙ্গীকার করেন নাই এবং তাহা করিতেও বাধিত নহেন" কোন ব্যক্তি এ অনুদার বাক্যেরও অনুমোদন করিবেন না। যাবতীয় রাজ্যের স্থায়িতা ও উন্নতি প্রজার বিদ্যাশিক্ষার অনুরোধিনী। অতএব গবর্ণমেন্টের কৃষকদিগের বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে সবিশেষ আনুকূল্য করা যে অবশ্যকর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে এক কথা আছে গবর্ণমেন্ট বলিতে পারেন, কৃষকদিগের বিদ্যাশিক্ষার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ টাকা তাঁহারা কোথায় পাইবেন? বঙ্গদেশে যেমন টাকা উদ্বৃত্ত হয়, তেমন স্থানীয় স্বতন্ত্র আয়ব্যয়প্রণালী না থাকাতে ঐ উদ্বৃত্ত টাকা অন্যত্র ব্যয় হইয়া যায়। অতএব যত দিন স্বতন্ত্র আয়ব্যয়প্রণালী ও যাবতীয় ×দেশীয় ব্যয় সংক্ষেপ হইয়া সচ্ছল না হইতেছে, তাবৎ কৃষকদিগের বিদ্যাশিক্ষার ব্যয়সংগ্রহের একটী উপায় করা কর্ত্তব্য। আমরা পূর্ব্বে কহিয়াছি, শিক্ষাকর করিয়া জমীদারদিগের নিকট হইতে তাহা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা পাইলে সে ভার কৃষকদিগের স্কন্ধেই নিক্ষিপ্ত হইবে, লাভের মধ্যে ইহা জমীদারদিগের একটী উপার্জ্জনের ও অত্যাচারের পথ হইয়া উঠিবে। এতদ্ভিন্ন এই একটী কথা আছে, যাবৎ কৃষকদি-

গের অন্নসংস্থান হইয়া সচ্ছল না হইবে
তাবৎ যে কোনপ্রকার শিক্ষাপ্রণালী
প্রবর্ত্তিত কর, কৃষকদিগের শিক্ষালাভে
সুবিধা হইবে না; তাহারা কোন
মেই নিয়মিতরূপে বিদ্যালয়ে উপস্থি
হইয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে শক্ত হই
না। অতএব জমীদারকে মধ্যে রাখি
কৃষকদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দো
বস্ত করা হউক এবং তাহাদিগে
নিকট হইতে করগ্রহণের এরূপ ব্যব
করা হউক যে, তাহারা জমীদারদিগে
প্রাপ্য সঙ্গতমত খাজনা জমীদারদিগ
এবং আপনাদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ গ
র্ণমেন্টকে কিছু কিছু দেয়।

—:•:—

সীমার উপদ্রব ও গবর্ণমেন্টের
রাজনীতি।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, "স্থা
(পঞ্জাবের) কর্ত্তৃপক্ষ সীমার নি
২০,০০০ সৈন্য প্রেরণ করিবার প্র
করিয়াছেন। আমরা অবগত হইল
প্রধান সেনাপতি ও কৌন্সলের সৈ
সভ্য সর হেনরি ডুরাণ্ড ইহাতে স
হইয়াছেন। সীতানার যুদ্ধে যত
প্রেরিত হয়, তাহার চতুর্গুণ
প্রেরিত হইতেছে।" পঞ্জাবের
পশ্চিম সীমার নিকটে যেসকল প
জাতি আছে, তাহারা সর্ব্বদা দৌ
করে। সম্প্রতি হাজরার পাঠা
ব্রিটিশ সীমায় প্রবেশ করিয়া
থানা আক্রমণ করিয়াছিল। ইহাদি
সহিত যুদ্ধ চলিতেছে। গবর্ণমেন্ট
সংবাদই প্রকাশ করেন না। মধ্যে
পঞ্জাবের সংবাদপত্রসমূহে পর
বিরোধী সংবাদ প্রকাশিত হয়।
অল্প অবধি সীমার নিকটে এইরূ
গোলযোগ চলিতেছে। বিস্তর
সর্ব্বদা এই স্থানে থাকে। নিকল
ভৃতি সেনানায়কেরা এইসকল সৈ

নায়কতা করিয়াছেন। পাঠানেরা
যেমন দৌরাত্ম্য করে, পঞ্জাবের
গণ অমনি তাহাদিগের গ্রাম দগ্ধ ও
র লোককে বধ করে; তথাপি শান্তি
চেছ না। বিংশতিবৎসরপর্য্যন্ত
ত্ম্য, বৈরনির্য্যাতন ও বলপ্রকাশ
া আসিতেছে; এত দিনেও যখন
নদিগের চৈতন্যোদয় হইল না, তখন
দিগের গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত রাজ
র পরিবর্ত্ত হওয়া আবশ্যক। বিং
বৎসর অল্প সময় নহে, এত দিনে
নেও যখন দৌরাত্ম্য কমিতেছে না,
উপায়ান্তর গ্রহণ করা অবশ্য
।

সে উপায় কি? তাহা নির্ণয় করিবার
পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের অধীনে যে এক-
বতন্ত্র সৈন্য রাখা হইয়াছে, তাহা
ত উপকার অথবা অপকার হইতেছে,
দের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যে
য় সর হেন্‌রি লরেন্স এই পৃথক
দলের সৃষ্টি করেন, তাহা আর
মধ্য কালের ইউরোপীয় ব্যারণ
পরস্পর যে সম্বন্ধ ছিল, রাজপুতনার
ও অযোধ্যার তালুকদারদিগের
য় যে সম্বন্ধ হইয়াছে, পঞ্জাব
মেণ্টের সহিত বন্যদিগের সেই সম্বন্ধ
হইয়াছে। যুদ্ধে পরাজয় করিয়া
দগ্ধ করা দণ্ড বটে; কিন্তু পাঠা
বহুকাল অবধি এই দণ্ড দেখিয়া
তেছে, সুতরাং ইহা তাহাদিগের
সামান্য বোধ হয়। এইমাত্র দেশ
উল্লিখিত সৈন্যগণের সহিত
দের একপ্রকার প্রতিযোগিতা
উঠিয়াছে। বন্যেরা অবসর পাই
দিগকে নির্য্যাতন করে, সুতরাং সৈন্যেরা
ও দেয়, বন্যেরা তাহা বৈরসাধন
করে। যখন কোন প্রভাবশালী
নষ্ট বিদ্রোহকারী শত্রুকে দণ্ড দেন,
বিচারালয়ের দণ্ডের ন্যায় মনে
ভয়ের সঞ্চার করিয়া দেয়; কিন্তু পঞ্জাবের স্থানীয় সৈন্যগণ যে দণ্ড দেয়, তাহাতে তাহা হয় না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বন্যদিগের অপেক্ষা কেবল বলে নয়, ভদ্রতা ও ধর্ম্মনীতিসম্বন্ধেও যে সহস্র গুণে প্রধান, বন্যদিগের যত দিন এ সংস্কার না জন্মিতেছে, তত দিন যত দণ্ড দাওনা কেন, কিছুতেই তাহাদিগের দৌরাত্ম্য দূর হইবে না। পঞ্জাবের স্থানীয় সৈন্যগণ হইতে এ সংস্কারের উদয় হইবার সম্ভাব না নাই। আর এক কথা এই, পঞ্জাবের কর্ত্তৃপক্ষের এই সংস্কার আছে, মধ্যে মধ্যে সহস্র সহস্র সৈন্য একত্রিত করিয়া বল-প্রদর্শন করিলে বন্যগণ ভীত হইবে। সে সময়ে তাহারা ভীত হইতে পারে সন্দেহ নাই; কিন্তু সে ভয় স্থায়ী হয় না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কত বল তাহা তাহারা জানে, পর্ব্বত ভিন্ন অন্যত্র তাহারা কখনই সম্মুখ যুদ্ধ করিতে সাহসী হয় না। তাহারা এটী যেমন জানে ইহাও তেমনি জানে, গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদা ২০,০০০ সৈন্য একত্রিত করিয়া রাখিতে পারেন না এবং যত দিন তাহাদিগের পর্ব্বত থাকিবে, তত দিন তাহারা নিরাপদে থাকিবে। কেহ কেহ বলেন, উহাদিগের দেশ আত্মসাৎ করা। বর্ত্তমান অবস্থায় এটী করা অতিশয় অবিবেচনার কাজ হইবে। রুশীয়েরা ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। এ সময়ে আফগানদিগের সহিত সুহৃদ্ভাবই কর্ত্তব্য। তাহারা যদি জানিতে পারে যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের স্বাধীনতাহরণে উদ্যত হইয়াছেন, তাহারা তৎক্ষণাৎ রুশীয়ার অনুগত হইবার চেষ্টা পাইবে। তাহারা যে রুশীয়ার অধীনতা স্বীকার করিবে, তাহার বিশেষ কারণ এই, আফগান ও পাঠানেরা স্বভাবতঃ লুঠ ভাল বাসে। ভারতবর্ষকে তাহারা বরাবর লুণ্ঠিত করিয়াছে। ভারতবর্ষ নিকটে আছে। লাহোর, দিল্লী
প্রভৃতি স্থানকে আফগানেরা স্বর্ণপু
জ্ঞান করে। অতএব রুশীয়া
নার ক্ষমতা স্থাপিত করিয়া এই
লোভ প্রদর্শন করিলেই আফগা
পাঠানেরা মোহিত হইবে। ইংল
ন্যায় রুশীয়াও পরাজিত জাতির
হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন।
শের সিপাহীরা পাঠান ও তাতার
দিগকে ভয় করে। এক্ষণেই ভারত
সৈন্যগণ সেই সেকেলে বন্দুক
পাঠানদিগের অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট
লের নিকটে যাইতে সাহসী হয়
যখন রুশীয়ার সেনাপতিগণ ঐ সৈ
গকে রীতিমত শিক্ষা দিয়া সর্ব্বো
অস্ত্রসহ রণক্ষেত্রে আনয়ন করি
তখন কি আফগান ও পাঠানেরা সম
উৎসাহসহকারে ব্রিটিশ গবর্ণমে
বিপক্ষতাচরণ করিবে না?

তবে কি কর্ত্তব্য? আমীর সিয়ার
সিংহাসনস্থ হইয়াছেন। তাঁহাকে
দ্বারা সাহায্য করিয়া পাঠানদিগকে
অধান করিয়া দিবার চেষ্টা পা
কর্ত্তব্য। সিয়ার আলি সপক্ষ থাকি
রুশীয়েরা কখন হিরাটের এ দিকে আ
সাহসী হইবে না। এই সীমাস্থিত
দৌরাত্ম্যও ক্রমে লোপ হইবে। সিয়ার
স্বয়ংই সে বিষয়ে যত্নবান হইবেন।

---

### শ্যামনগরের দুর্ঘটনাসংক্রান্ত
### কমিটির রিপোর্ট।

গত বুধবারের কলিকাতা গেজে
শ্যামনগরের দুর্ঘটনাসংক্রান্ত ক
রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। আ
যে শঙ্কা করিয়াছিলাম, তাহাই
য়াছে। কমিটি যথোচিত অনুসন্ধা
সাক্ষীদিগের রীতিমত জবানবন্দী
করেন নাই। রেলওয়ে কর্ম্মচারীদি
অনেকের নিকট হইতে লিখিত প্র
উত্তর গ্রহণ করা হইয়াছে। এতদে

াক্ষীদিগের কেহ কেহ কুষ্টিয়াতে মৃত
হ লইয়া যাইবার কথা বলিয়াছিলেন ;
ন্তু কমিটি তাঁহাদিগের কথায় বিশ্বাস
রেন নাই। এ সম্বন্ধে কাহাকেও একটী
শ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। যিনি যাহা
লিয়াছেন, তাহা শুনা ও লেখা হই-
ছে, এই মাত্র। গবর্ণমেণ্টের পুলিস
র্ম্মচারীরা ষ্টেসনে প্রবেশ করিতে পান
াই বলিয়াছেন ; কিন্তু রেলওয়ে পুলি
নর অধ্যক্ষ সে বাক্য অস্বীকার করাতে
মিটি তাঁহার কথাই প্রমাণ করিয়াছেন।
উরোপীয় সাক্ষীদিগের কাহার প্রতি
কটীও জেরা করা হয় নাই ; অথচ
াঁহাদিগের বাক্যের পূর্ব্বাপর বিলক্ষণ
বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে। এই দুর্ঘটনা উপ
ক্ষে কি কারণে এদেশীয় সমাজমধ্যে
মুল আন্দোলন হয়, কমিটি তাহার
ীমাংসা করিতে পারেন নাই। তাঁহারা
স্ময়সহকারে কহিয়াছেন, কতকগুলি
ৃতবিদ্য ভারতবর্ষীয় কি জন্য মিথ্যা
াক্য দিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে
ারিলাম না। তাঁহাদিগের প্রদত্ত সাক্ষ্য
কসে মিথ্যা হইল, তাহার কারণ নির্দ্দি
ষ্ট হয় নাই। কুষ্টিয়া হইতে শ্যামনগর
র্য্যন্ত ২৪ খানি শকট আইসে ; কমিটি
রলওয়ে কর্ম্মচারিদিগের এক প্রেরিত
ালিকার উপরে নির্ভর করিয়া তাহাতে
৭২ জনমাত্র আরোহী ছিল স্থির করি
াছেন। কিন্তু প্রত্যেক ষ্টেসন মাষ্টারকে
াহ্বান করিয়া জবানবন্দী গ্রহণ করা
য কর্ত্তব্য ছিল, তাহা করা হয় নাই।
স্তাবিত রিপোর্টের যে এইপ্রকার পরি-
াম হইবে, আমরা প্রারম্ভেই তাহা
নুমান করিয়াছিলাম। অতএব ইহাতে
ামাদিগের বিস্ময় জন্মিতেছে না।

—:o:—

৬ বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর।

বঙ্গদেশ আর একটী উপযুক্ত লোক
হারা হইলেন। গত ১৫ ই ভাদ্র রবিবার
বেলা ১০ টার সময়ে প্রসিদ্ধ বাবু প্রসন্ন
কুমার ঠাকুর সংসারলীলা সম্বরণ করিয়া
ছেন। তাঁহার ৬৩ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়া
ছিল। তিনি যেমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিলেন,
তেমনি গুণও অর্জ্জন করিয়াছিলেন।
তিনি যে কেবল এদেশীয়দিগের নিকটে
লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন এরূপ নয়, রাজদ্বা
রেও বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছি
লেন। রাজপুরুষেরা তাঁহার গুণের
সম্মানার্থ তাঁহাকে সম্মানচিহ্নদ্বারা অল
ঙ্কৃত করেন। তাঁহাকে বঙ্গদেশীয় ও ভার
তবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদ
প্রদান করা হইয়াছিল।

সংস্কৃতের প্রতি তাঁহার সবিশেষ
অনুরাগ ছিল। তিনি মূলাজোড়ে একটী
সংস্কৃত পাঠশালা করিবার নিমিত্ত যে
দেড় লক্ষ টাকা দিয়া গিয়াছেন, তদ্দ্বা-
রাই তাহার সবিশেষ পরিচয় হইতেছে ;
আইনেও তাঁহার বিলক্ষণ পারদর্শিতা
ছিল। তিনি স্বয়ং ওকালতী করিয়া
অনেক অর্থ উপার্জ্জন করেন, অন্য অন্য
লোককেও আইনসংক্রান্ত বিষয়ের উপ
দেশ দান করিতেন। এবিষয়েও তাঁহার
সবিশেষ অনুরাগ ছিল। ইহার উৎসাহ
বর্দ্ধনার্থ তিনি প্রেসিডেন্সি কালেজে
আইন শিক্ষার্থ তিন লক্ষ টাকা দিয়া
গিয়াছেন। তাঁহার আইন ও ব্যবস্থা
সম্বন্ধে সমধিক অনুরাগ থাকিবার অপর
প্রমাণ এই, তিনি সংস্কৃত দায়ভাগাদি
সম্মত ব্যবস্থা সঙ্কলন ও দায়ভাগাদি
কয়েকখানি গ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রচারণ
করিয়া গিয়াছেন। তিনি অন্য অন্য ব্যক্তি
কৃত গ্রন্থপ্রচারণবিষয়েও উৎসাহদানে
বিমুখ ছিলেন না।

তিনি আশ্রিতপ্রতিপালক ছিলেন,
মৃত্যু কালে তিনি আপনার কর্ম্মচারীদি
গকে আপন আপন দশ বৎসরের প্রাপ্য
বেতন এক কালে পুরস্কার দিয়া গিয়া
ছেন, তদ্দ্বারাই তাঁহার আশ্রিত বাৎ
সপ্রমাণ হইতেছে।

তাঁহার আকৃতি খর্ব্ব ছিল। ত
তিটী দেখিলে এরূপ বোধ হইত,
যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। ত
তাদৃশ বুদ্ধিমান্ হইয়াও ছিদ্রদো
বিনির্ম্মুক্ত ছিলেন না। প্রথম
দৌর্ব্বল্য এই, তিনি আচার ব্যবহা
কার্য্যদ্বারা হিন্দু ও ইংরাজ উভয়
রই মনোরঞ্জনের চেষ্টা পাইতে
দ্বিতীয়, তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধি
হইয়াও একদা ব্যবস্থাপক সভার
জন সহকারী কর্ম্মচারীর পদ গ্রহণ
য়াছিলেন। তৃতীয়, তিনি যে উপা
মস্তকে চরণাঘাত করিয়াছিলেন,
সময়ে তাহার নিকটে মস্তক নত ক
যশোলাভের চেষ্টা করিতেন।

—:o:—

ইষ্টইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন।

লণ্ডনস্থ ইষ্টইণ্ডিয়ান আসোসি
নের ক্রমশঃ যে উন্নতি হইতেছে, এ
রিপোর্টদ্বারা তাহা স্পষ্ট সপ্রমাণ
তেছে। এবারকার রিপোর্টে দৃষ্ট
এক্ষণে সর্ব্বশুদ্ধ ৫১৪ জন সভ্য
ছেন। তন্মধ্যে ৩১০ জন ভারত
এবং ২০৪ জন ইউরোপীয়। ভারত
সভ্যের মধ্যে বোম্বাইয়ের সভ্য সং
তৎপরে বঙ্গদেশ, তৎপরে মান্দ্রা
দাক্ষিণাত্য। ভারতবর্ষীয় সভ্যের
পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে, ততই তাহ
উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবে।

এই রিপোর্টে মধ্যে কয়েকটী
প্রবন্ধ প্রকটিত হইয়াছে। [illegible]
বার উদ্দেশ্য [illegible]
বিবাহের [illegible]
[illegible]
সংক্ষেপ [illegible] এই, যখন কোন হিন্দু
বিদ্যাবতী ইউরোপীয় যুবতীর প্রণয়
বদ্ধ হইবেন, তখন তাঁহার প্রথম

...রিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। তিনি এই যুক্তি ...ন করিয়াছেন। ভারতবর্ষে বাল্যবি...র রীতি থাকাতে স্বাধীন ইচ্ছা চলে ...শে পত্নীর সহিত প্রণয় হয় ...প্রকার শৃঙ্খলে পুরুষকে বদ্ধ রাখা ...ত। তিনি আক্ষেপ করিয়া বলি-...ন, ইংলণ্ডে তাঁহার মনোমত এক ...ীর সহিত পরিচয় হইয়াছে ; কিন্তু ... স্ত্রী কণ্টক স্বরূপ হওয়াতে ...ন্তী রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে ...িতেছেন না। স্ত্রীলোকও যদি মনো... স্বামিলাভ নিমিত্ত এই বিবাহ ... পরিবর্ত্ত প্রার্থনা করেন, তাহা ...ল সমাজের কি অবস্থা ঘটিবে? ...দীয় স্ত্রীগণের উন্নতিসাধন করিবার ... কি অধিক প্রশংসনীয় নহে? যে ... "মনোমত" স্ত্রীর লোভে প্রথম ...ীকে ত্যাগ করিতে পারেন, ... কি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্ত্রী পাইলে ...র পত্নীকে ত্যাগ করিতে পারেন ... উমেশ বাবু নিশ্চয় জানিবেন তাঁহা...ার অভিপ্রায়ের বিষয় অবগত ... কোন সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় রমণী ...র পাণিগ্রহণে সম্মত হইবেন না। ...তীয় পত্রে দাদাভাই নারোজি ...তবর্ষের অংশে আবিসিনিয়ার যুদ্ধের ...ারের কিয়দংশ নিক্ষেপের প্রতি ...করিয়াছেন। তিনি যে যে যুক্তি প্রদ...ন তাহার স্থূল তাৎপর্য্য এই, ...ভারতবর্ষ ব্যয় দিলেন কানাডা ... না দেন কেন? যখন ইংলণ্ড ...জন সৈনিক দিলে তাহার ব্যয় লন, ...রাও না লইব কেন? যদি এত সৈন্য ...দেশে প্রেরণ করিলে ক্ষতি না হয়, তাহা ...ন তাহাদিগকে রাখা হইতেছে কেন? ...তিনি এক কথায় স্বদেশীয়দিগের ...ত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন ; ...র্থ বাঁচাইতে পারিলেও যদি বাঁচান ...ন, তদপেক্ষা অপরাধ আর কি

আছে?" লো সাহেব এতদুপলক্ষে বলেন, অল্প টাকা বলিয়া মহাসভা কিছু বলিলেন না। অধিক হইলে তাঁহারা লইতেন না। লো সাহেবের বাক্যের কি এই অর্থ নয় যে, ভারতবর্ষের হইয়া প্রতিবাদ করেন, এমন লোক মহাসভায় নাই বলিয়াই এইরূপ হইতেছে?

তৃতীয়, কাঠিওয়ারের রাজগণ সর বার্টল ফ্রিয়ারকে এক অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন। এই বিষয় লইয়া সকলে সর বার্টল ফ্রিয়ারকে ধন্যবাদ দিলে তিনি প্রত্যুত্তরদানের সময়ে যে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহাতে তাঁহার প্রকারান্তরে স্বীকার করা হইয়াছে, প্রজার প্রতিনিধি হইয়া শাসন করিলে ঈশ্বরের অনুগ্রহ হয়, এই শাসনপ্রণালীই ভারতবর্ষের পক্ষে প্রকৃত প্রণালী।

চতুর্থ পত্রে সর আর্থর কটন গোদাবরী খনন করিবার বিষয় লইয়া বক্তৃতা করেন। সর আর্থর কটন মান্দ্রাজে যে কাজ করিয়াছেন, তাহার প্রশংসা করিতে হইবে সন্দেহ নাই ; কিন্তু কথা এই হইতেছে, গোদাবরীতে যে সুবিধা হইয়াছে সর্ব্বত্র যে তাহাই হইবে তাহার প্রমাণ কি? ইঞ্জিনিয়রগণের এ বিষয়ে মতভেদ হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের শিক্ষাপ্রণালীর প্রস্তাবটী অতি উত্তম হইয়াছে। ভারতবর্ষের পর্ব্বতসমূহের উপযোগিতার বিষয়ে যাহা বলা হইয়াছে, অনেকাংশে তাহা স্বপ্নবৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। ভারতবর্ষে ইউরোপীয় উপনিবেশ করিবার চেষ্টা পাওয়া বৃথা।

—:০:—

### প্রাপ্ত।

### বঙ্গীয়দিগের দৈহিক প্রকৃতি।

### জলপ্রণালী।

পূর্ব্বপ্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে, এদেশ অতিশয় নিম্ন। সামান্য বর্ষার জলে জলা, বিল, খাল পুষ্করিণীপ্রভৃতি জলাশয়... পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। আবার বর্ষারাজ... মধ্যে কিছু বিশেষ অনুকূল হন। কোন ... বৎসর এত বারি বর্ষণ করেন, যে তাহ... দেশ ভাসিয়া যায়। অন্যান্য সুসভ্য ... জল নিঃসরণের যেরূপ পথাদি আছে, ... ভাগ্য বঙ্গদেশের প্রায় কোন প্রদে... সেরূপ নাই। পগার ও নদনদীগুলিই ...শের প্রধান জলপ্রণালী। দুর্ভাগ্যব... সেগুলিতেও গোলযোগ ঘটিয়াছে। ... প্রত্যেক গ্রামের বাহিরে ও ভিতরে প্র... অপ্রকাশ্য নানাবিধ পথ আছে। প্রায় ... পথের উভয়পার্শ্বে ছোট বড় নানাক... নর্দ্দামা (পগার) দেখিতে পাওয়া য... এতদ্ভিন্ন উদ্যানাদির চারি ধারে উক্তপ্র... পগার থাকে। এইগুলিই এখানকার প্র... অভ্যন্তরস্থ জলপ্রণালী। পূর্ব্বকালের লো... প্রায় প্রতিবৎসর ঐ পয়ঃপ্রণালী... সংস্কার (মেরামত) করিতেন। এ... ভাগের ও সাধারণের মা হওয়াতে ... সংস্কার হয় না ; সুতরাং অশেষবিধ আ... লতা গুল্মাদি জন্মিয়া থাকে। এই ... এগুলি একপ্রকার অরণ্যবৎ হইয়া ...য়াছে। বর্ষার অধিকাংশ জল ইহাদের ম... থাকিয়া যায়। এই জলে উক্ত উদ্ভিজ্জ... পত্রাদি এবং অশেষবিধ মৃত জীব জন্তু প... একরূপ দুর্গন্ধ হয় ও এমন ভ...কার ধারণ করে যে, নিকট দিয়া যাইতে... ও ঘৃণার উদয় হয়। বিজ্ঞ চিকিৎস... কহিয়া থাকেন, যে পুরাতন নর্দ্দামা হ... হাইড্রো সালফরেটেডপ্রভৃতি নানাপ্র... গ্যাস উত্থিত হয়। সেই বাষ্প মনুষ্যশ... পক্ষে বিশেষ অহিতকারী। মনুষ্য কি, স... পশুপক্ষিদিগের শরীরে যদি কোনপ্র... তাহাদের স্বল্প অংশ প্রবিষ্ট হয়, তাহ...লেও তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের মৃত্যু ... অতএব এদেশীয়দিগের স্বাস্থ্যব্যা... হইবে বিচিত্র কি?

দ্বিতীয়। নদ নদী ও খালগুলিই এ... প্রধান জলপ্রণালী। পূর্ব্বে গ্রামের ... যাবতীয় জল নানাবিধ আবর্জ্জনাসহ ... মধ্যে পতিত হইত. পরিশেষে তা...

াতপ্রভাবে নানাস্থানে যাইত, এক্ষণে
ষম ব্যতিক্রম ঘটিয়া উঠিয়াছে। কেদার
তি, দামোদর অজয়, মাতাভাঙ্গা, সরস্বতী
বং কাণানদী ও মগরা এবং বালি প্রভৃতির
শগুলি নানাকারণে অপ্রবল হইয়াছে।
ষিকার্য্যের সুবিধাজন্য কৃষকেরা এবং জমী
রেরা স্থানে স্থানে বাঁধ বন্ধন করিয়া কত
গুলি স্রোতাদি বন্ধন করিয়াছেন। কতক
লি স্বভাবতঃ মজিয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট
তকগুলির স্রোত রেলওয়েপ্রভৃতির সেতু-
রা অবরুদ্ধ হইয়াছে। জলপ্রণালীগুলির
শৃঙ্খলতা ঘটাতে পল্লীগ্রামগুলি বর্ষাকালে
লময় স্বরূপ হইয়া উঠে। প্রায় যাবতীয়
স্থের বাটীর ভিতর কোথাও এক কোথাও
ততোধিক হস্তপরিমিত কর্দ্দম হইয়া
ক। স্থানে স্থানে রাশি রাশি জলও দেখা
। পথ ঘাটগুলির কথা কি বলিব, বোধ
য, তাহাদের অবস্থালিখনে লেখনী
চাস্তই হক্ষম। এ দেশে ইষ্টকানির্ম্মিত
অপেক্ষা মৃত্তিকানির্ম্মিত পথই অধিক।
প্রকাশ্য কি অপ্রকাশ্য উভয়বিধ পথের
নে স্থানে নৌকাদি জলযানসকল অনা
স গতিবিধি করিয়া থাকে। কোথাও বা
নাদি জীবজন্তুগণ সন্তরণদ্বারা পারাপার
নানাকারণে বাটীর এবং পথের কর্দ্দম
জল পচিয়া একপ বিকৃত ও পূতিগন্ধি
যে তাহা স্পর্শ করিতে এবং তাহাতে
পদ দিতে মনোমধ্যে বিষম শঙ্কা এবং
উদয় হয়। তবে এদেশীয়দিগের সহি
গুণ কিছু অধিক, সেই গুণে এবং অভ্যা
স এরূপ স্থানে বাস ও এরূপ পথ দিয়া
য়াত করিয়া থাকেন। যিনি বর্ষাকালে
গ্রামের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন,
ই আমার লেখায় বিশ্বাস করিবেন।
শ স্বভাবতঃ আর্দ্র, তাহাতে প্রতিবৎসর
জমিয়া থাকাতে আরো অধিক আর্দ্র
উঠিতেছে। অনেক সুবিজ্ঞ চিকিৎসক
, আর্দ্র স্থান হইতে এবং পাদপ ও
জ দ্রব্য পচিয়া মেলিরিয়া নামক এক
র গ্যাস উত্থিত হয়। এই মেলিরিয়ার
বে আরবাসিনী, দাঁয়ারহাটা, বারাসত,

নুদ্দেকে, হুগলিপ্রভৃতি দেশগুলি একেবারে ছারখার হইয়া গিয়াছে। তাহাদের দুরবস্থার কথা মনে পড়িলেও মন ব্যথিত হইয়া যায়। আজি কালি প্রায় প্রতি দেশেই বৎসর বৎসর মারীভয় উপস্থিত হইতেছে। প্রতি বৎসর যে দেশের কত শত লোক নিধন প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহার সংখ্যা করা নিতান্ত কঠিন। আর যাঁহারা জীবিত আছেন, তাঁহাদের কথাই নাই। এরূপ ভগ্নশরীরে জীবিত থাকা আর না থাকা উভয় তুল্য, সে কেবল বিড়ম্বনামাত্র। দেশের এই দুর্ঘটনা নিবারণের অনেক দিবসাবধি অনেকপ্রকার উপায় হইতেছে। স্থানে স্থানে এপিডেমিক ও সেনিটারি কমিসন নিযুক্ত হইতেছেন। তাঁহারাও সময়ে সময়ে জঙ্গল পরিষ্কারের ও কদলীবৃক্ষকর্ত্তনের পরোয়ানা বাহির করিতেছেন; অথচ অভিপ্রেত কার্য্যের কিছু হইতেছে না। ভয় এই পাছে গবর্ণমেন্টের লবণের গোলায় আগুন লাগার ন্যায়ই বা হয় দেশের লোক সকল মরিয়া যাউক, পশ্চাৎ একটা সদুপায় হইবে। ভাল পূর্ব্বেও ত এ দেশে জঙ্গল ছিল এবং কলাগাছও ছিল, তখন একপ পীড়ার ও মৃত্যুর প্রাদুর্ভাব ছিল কি? যদি তাহা না থাকে, তবে জল পথ ভিন্ন আর কি কারণ হইতে পারে? প্রাচীন ব্যক্তিরাও কহিয়া থাকেন যে জলনির্গমন পথ না থাকাতেই দেশের একপ দুর্দ্দশা হইতেছে। অতএব গবর্ণমেন্ট ও দেশস্থ রাজা জমিদার, বণিক এবং অন্যান্য ধনবান ব্যক্তিরা যদি জলপ্রণালীগুলির প্রতি দৃষ্টি করেন, তাহা হইলে দেশ সুখের স্থান হয়, কৃষি বাণিজ্যপ্রভৃতি কার্য্যগুলিরও সুবিধা হয়; বৎসর বৎসর অনেকসংখ্য জীবনও রক্ষা হইতে পারে। অতএব গবর্ণমেন্ট জলপ্রণালীগুলি পরিষ্কার করিয়া দিন। এগুলি যেমন ব্যয়সাধ্য তেমনি স্বার্থজনক। বৎসর বৎসর অনেক অর্থলাভ হইতে পারিবে। দেশের লোকের নিকট কোন কথা বলা অরণ্যে রোদন করার ন্যায় নিষ্ফল। ইহাঁদের যদি দেশের উন্নতিসাধনের ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে দেশের দুর্দ্দশা এরূপ থাকিবে কেন? এক ব্যক্তি মদিরাপানে

উন্মত্ত হইয়া নর্দ্দামায় পতিত হইল
কুকুর আসিয়া মৃত দেহ বিবেচনা
তাহাকে দংশন করিতে লাগিল।
দংশনের জ্বালায় অস্থির হইল, নি
কোন উপায় করিতে পারিল না।
মধ্যে মধ্যে কালীকে স্মরণ করিতে
এবং কুকুরটাকে গালি দিতে লাগিল
দের দেশের লোকের প্রায় অবিকল
অবস্থা ঘটিয়াছে! জলপ্রণালীর অভাবে
ছার খার হইয়া যাইতেছে। ইহাঁরা
ঘরের মেজেতে পড়িয়া পড়িয়া কেবল
মেন্টকে গালি দিয়া থাকেন। অধিক
করেন ত কষ্টে সৃষ্টে রক্ষাকালী পূজা
থাকেন। ইহাঁদের হস্ত, পদ, বুদ্ধি এব
আছে, অথচ কোন উপায় করিতে পা
ছেন না। গবর্ণমেন্ট ইহাঁদের উঠান, প
জলপ্রণালীগুলি পরিষ্কার করিয়া দিন
ইহাঁরা নিশ্চেষ্ট জড় পদার্থের ন্যায়
থাকুন; ইহাই ইহাঁদিগের গৌরবের

—:০:—

## বিবিধসংবাদ।

১৯ শে ভাদ্র সোমবার।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের এক ব্যক্তি গবর্ণ
নামে নালিশ করিয়া জেলার জজের
৫০০০ টাকা ক্ষতিপূরণের ডিক্রী পাইয়াছি
আপীল করা উচিত ছিল। কিন্তু ক
জনরেল উক্ত দুই মাস এ বিষয়ে এমনি
ও উদাসীন ছিলেন যে, আপীলের
অতীত হইয়াছে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের
নাট গবর্ণর এ টাকা কমিসনরকে দিতে
ছেন। এপ্রকার দুই একটী উদাহরণ
আবশ্যক।

ভাগলপুরের নিকট চন্দননদী প্র
হওয়া অনেক অনিষ্ট করিয়াছে। অনেক
ও কয়েক ব্যক্তির জীবন নষ্ট করিয়াছে।
পুরেরও অনেক অনিষ্ট হইয়াছে। একটী
সেতু ভগ্ন হইয়া গিয়াছে।

কলিকাতার পুলিশ সম্প্রতি কয়েক দ
ক্রীড়াকারীকে ধৃত করিয়া উত্তম কাজ ক
ছেন। ইহাদিগের সকলের জরিমানা ও
টাকাপ্রভৃতি বাজেআপ্ত হইয়াছে।

...ভাদ্র সোলাপুরে সূর্য্যের প্রায় সর্ব্বগ্রাস
...ল। ঐ স্থানে অনেকগুলি তারা দেখিতে
...য় সু। গ্রহণ্যকালে ভয় পাইয়া পুষ্করিই
...পক্ষে বিজয়পুরে সম্পূর্ণ অন্ধকার
...। এমন কি ক্রেহ কাহার মুখ দেখিতে
... এককল স্থানে গ্রহণের সময়ে মেঘের
...ছিল না।

...কাম্বেল সাহেব স্কটলণ্ডের অন্তর্গত
...প্রতিনিধি হইয়াছেন। কাম্বেল সাহেব
...র ধর্ম্মসম্প্রদায় উঠাইয়া দিবার
...সপক্ষতা করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয়
...এক্ষণে কি বলেন? পতীয় গিরজা
...সংখ্যা কি আরো বৃদ্ধি করিতে

...বৎসর মান্দ্রাজের রেজিষ্টারি বিভাগ
...২,৮৪,৩৮১ টাকা আদায় ও ২২২৪১০
...য় কয়। সর্ব্বত্র রেজিষ্টারিতে লাভ হই-
...প্রা কলকাত্তে রেজিষ্টারির ফী কমান
...কি না, তাহা এক্ষণে বিবেচনা করা
...।

...বাজাতির সহিত যুদ্ধে সেনাপতি ওয়াট
...হত হইয়াছেন বলিয়া যে জনরব হয়,
...অমূলক। বরং তিনি পলায়ন করিয়াছেন।
...জেনরল ডিউক আগামী শীতকালে ...
...আসিবেন, নিশ্চয় হইয়াছে। গবর্ণর জেন
...নিমিত্ত শেষ দরবারটী স্থগিত রাখিলেন।
...আসিলে যদি তাঁহার ইচ্ছা হয় ত দরবার

...মরা আহ্লাদিত হইলাম, ছোট নাগপুরের
...দের সহিত প্রজার যে বিবাদ হইতেছে,
...মীমাংসা করা হইবে। শেষ মীমাংসা
...বন্দোবস্ত বিনা হইবে না।

...বি সুইনহো নামে এক জন ইউরোপীয়
...ক এক জন মালিকে চোর বলিয়া পুলিসে
...বিচারের সময়ে প্রকাশ পাইল, মালী
...বিবি সুইনহোর ভৃত্য ছিল। তিনি তাহাকে
...কার ডেলে ১৫ দিন আলোক দিত
...সে বলে তাহা হইতে পারে না। উনি
...তাহাকে পদচ্যুত করিয়া বিবি আপন মেথ
...দিন অনুসন্ধান করিতে বলেন। মেথর
...কাহার ... হইতে একখণ্ড
...করে। পরন্তু সে মালিকে অন্ধ
...রাখিয়া এখানে তথায় গোপনে রাখিয়া
...দেয়। ম্যাজিষ্ট্রেট ব্রাউন প্রজা
...মুক্ত করিয়া দিলেন, এরূপ চক্রান্ত
...চোর বলা অন্যায়। ... কেবল

রাগক্রমেই হইয়াছে। এরূপ মিথ্যাপবাদকারীদি
গের দণ্ড না হইলে এ রোগের শান্তি হইবে না।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস প্রকাশ করিয়াছেন,
মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের অনুকরণ করিয়া বঙ্গদেশীয়
গবর্ণমেণ্ট অন্যস্থ জজদিগকে ফৌজদারি বিচারের
ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহারা
ইউরোপীয় ও আমেরিকানদিগের বিচার করিতে
পারিবেন না। অন্য অন্য বিষয়ে সেসিয়ন জজের
অধীন হইয়া তাঁহারা বিচার করিবেন। ইউ
রোপীয় ও আমেরিকানদিগের অপরাধের কি
বিশেষ বৈলক্ষণ্য আছে? যার তার কাছে কি সে
বিচার হইবার যো নাই?

সম্প্রতি মুঙ্গেরে অত্যন্ত ভূমিকম্প হইয়া
ছিল। কম্পের সময়ে কামানের গোলার ন্যায়
শব্দ হয়। কোন ক্ষতির সংবাদ আইসে নাই।

পিয়নিয়র বলেন, ডাকমাশুলের ন্যায় গবর্ণ
মেণ্ট একবিধ মূল্যে সর্ব্বত্র টেলিগ্রাম প্রেরণের
নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। আপাততঃ দশটী
কথায় মাত্র একবিধ মূল্য লওয়া হইবে।

এখানে চতুর্দ্দিগে জল। কিন্তু উক্ত পত্র
আক্ষেপ করিয়াছেন, আলাহাবাদ বিভাগে জল
বৃষ্টিনিবন্ধন শস্যসকল নষ্টপ্রায় হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌটাইমস বলেন, গত বর্ষে অযোধ্যায়
১১২৭ জন সর্পদংশনে ও ১৫৯ জন ব্যাঘ্রগ্রাসে
প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সর্পদষ্টদিগের মধ্যে
স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক। অনেক শিশু ব্যাঘ্র
দ্বারা হত হইয়াছে। গন্দাবিভাগে নেকড়িয়ার
সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু লক্ষ্ণৌ, উনাও
হরদুই, ফয়জাবাদ ও সুলতানপুরেও দৌরাত্ম্য
বড় কম নাই।

পবলিকওপিনিয়ন বলেন ৬ ই আগষ্ট পঞ্জা
বের প্রায় সকল স্থানে ভূমিকম্প হইয়াছিল।

উক্ত পত্র প্রকাশ করিয়াছেন অতঃপর লেপ্ট
নাণ্ট গবর্ণর বৎসরের মধ্যে তিন মাসের অধিক
পর্ব্বতে বাস করিতে পারিবেন না। নানাসাহে
বের ন্যায় এ জনরবে আর বিশ্বাস হয় না।

তালতলায় ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হওয়াতে
কলিকাতার পুলিস কমিসনর ডেপুটী কমিসনর
ও স্বাস্থ্যরক্ষক তথায় গিয়া একটী চিকিৎ
সালয় স্থাপন করিয়াছেন। দরিদ্র লোকেরা
তথায় বিনা ব্যয়ে ঔষধ পাইবে।

গিরিশচন্দ্র মিত্র ও কেদারনাথ মিত্র নামক
যে দুই ব্যক্তি হ্যারিসন সাহেবের নামে ১০০০
টাকার এক হুণ্ডি জাল করে, আলাহাবাদের
সেসিয়নে তাহাদিগের প্রথমের সাত ও দ্বিতী
য়ের পাঁচ বৎসর মেয়াদ হইয়াছে। কেদারনাথ

দে নামক যে ব্যক্তি হুণ্ডি ভাঙ্গাইতে যায়, ...
বিরুদ্ধ প্রমাণ না থাকাতে সে মুক্ত হইয়াছে...

লক্ষ্ণৌ ও শাহারেনপুরেতে গত ...
লক্ষে ২৭০০০ আরোহী কানপুরে গমন...
করিয়াছিলেন।

১৭ ই ভাদ্র মঙ্গলবার।

লক্ষ্ণৌ টাইমস প্রকাশ করিয়াছেন, এডি...
রার ডিউক তথায় ১৪ ই নবেম্বরের মধ্যে ...
করিবেন। কিন্তু রাজকুমার এক দিবসের অ...
লক্ষ্ণৌয়ে থাকিবেন না।

উৎকলদীপিকা কটকের আইন্ট মাজি...
কার্কউড সাহেবের বিরুদ্ধে দুটী প্রস্তাব লি...
ছেন। প্রথম, কার্কউড সাহেব বিনাত্রটী কো...
গাছ কাটিতেছেন। দ্বিতীয় তিনি সরকারী...
মায় কাহারও জল আসিতে দিতেছেন না...
লকে বলা হইতেছে, আপন আপন বাটীতে...
কাটিয়া ময়লা রাখেন। আমরা কার্কউড স...
বকে এক জন উপযুক্ত কর্ম্মচারী বলিয়া জা...
তাঁহার নামে এপ্রকার অভিযোগপত্র ...
নিমিত্ত হয়।

ডেলিনিউস অবগত হইয়াছেন, ট...
রেঙ্কিন সাহেব মান্দ্রাজের যাবতীয় আদাল...
কার্য্যপ্রণালীর বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত ...
হইয়াছেন।

উক্ত পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, ১৮৬...
অবধি ১৮৬৮ অব্দের মার্চ্চ মাস পর্যন্ত ...
দের কতগুলি উত্তরাধিকারহীন সম্পত্তি...
মেণ্টে বাজেআপ্ত হইয়াছে এবং তাহা ...
কত টাকা উঠিয়াছে, গবর্ণর জেনরল ...
গবর্ণমেণ্টসমূহকে তাহার এক এক তা...
দিতে বলিয়াছেন।

টেলিগ্রাম আসিয়াছে, আরল মেয় ...
বর্ষের গবর্ণর জেনরলের পদ পাইবেন। ...

১৮ ই ভাদ্র বুধবার।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, ...
ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে সর জন লরেন্স ...
আইন সংশোধন করিবেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মক...
দ্দমার কমান হইবে, কিন্তু অধিক টাকার ...
মার টাকা সমান থাকিবে। ১৮৬২ অব্দে...
আইন অনুসারে যে পরিমাণ স্থিরীকৃত ...
ছিল, তাহাই বজায় রাখা কর্ত্তব্য।

অযোধ্যার দুই জন তালুকদার দাঙ্গা ও ...
তবর্ত্তি করাতে তাঁহাদিগকে সেসিয়নে ...
হইতেছে।

দিল্লীতে কয়েক জন মোল্লা সরকারী ...
বক্তৃতা করিয়া ভ্রমণ করাতে মফস্বলাইট ...

রীদিগকে সতর্ক হইতে বলিয়াছেন। এ
কাল্পনিক ভয় আর কত দিন থাকিবে?
লিকাতার পরিশ্রমালয়ের অধ্যক্ষ বিজ্ঞা
য়াছেন, উক্ত বাটীতে যেসকল লোক
তাহারা অল্প মূল্যে বিশুদ্ধ পাঁউরুটী বিক্রয়
ত প্রস্তুত আছে। অনেক ইউরোপীয়
ক উপকার জ্ঞান করিবেন।

সম্প্রতি সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট গবর্ণর
লকে লিখিয়াছেন, সিবিলিয়ানদিগের
ল পরীক্ষা এদেশে হইয়া থাকে তাহা
অপেক্ষা অধিক কঠিন হওয়া কর্ত্তব্য।
ল লোক পরীক্ষা দিতে অসমর্থ হইবেন,
দিগের নাম ষ্টেট সেক্রেটারির নিকটে
তে হইবে। তাঁহাকে না জানাইয়া কোন
কে উচ্চতর পদ দেওয়া হইবে না। দেশীয়
পরীক্ষা নামমাত্র হইয়া থাকে। সকল
উন্নতি ও উৎকর্ষ হইতেছে, কিন্তু
ভাষার সেই সেকেলে পরীক্ষক, সেই
ল পুস্তক এবং সেই সেকেলে প্রণালী
ছে। অনেক নূতন সিবিলিয়ানের বাঙ্গালা
কথা শুনিলে লোকের হাসি আইসে।
কাকর জমীদারদিগের উপরে করিলে
দিগেরই কষ্ট হইবে, এ বিষয়ে ডেলিনিউস
ছেন, জমীদারেরা যত উন্নতির প্রতি
না করেন, তাহা হইলে তাঁহার
এখন এ প্রণালী এক্ষণে অসহ্য হইয়াছে।
একবারে হইয়া কৃষকদিগের সহিত
য়ী বন্দোবস্তের নিমিত্ত যুদ্ধ করিলে জমী
দের কোন চেষ্টাই সফল হইবে না। ডেলি
জমীদারি প্রণালীর বিষয়ে যে কমিসন
যোগ প্রস্তাব করিয়াছেন, আমরা তাহার
অনুমোদন করিতেছি। কণ্টবেলীদিগে
ফাড় থাইতে হইবে।

যেসকল পুলিস প্রহরী স্বকর্ত্তব্যসাধনে
দক্ষতা প্রদর্শন করেন, বিলাতের গবর্ণ
তাহাদিগকে প্রথমতঃ কাঁশার মেডাল,
রৌপ্যের মেডাল প্রদান করিয়া থাকেন।
প্রণালী আমাদিগের এখানে প্রচারিত করা
য় কর্ত্তব্য।

লকাতার গেজেটে আর চারি জন এতদ্দে-
হকারী কমিসনরের নিয়োগ দেখা গেল।
পুস্তকারী বিভাগের অতিরিক্ত সহকারী
সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছেন। আমরা
করি নারায়ণদিন তেওয়ারির ন্যায় দুই
জন লোককে গ্রহণ করা হইবে।

জন ওয়াটসন রটারনামক এক জন ইউ
রোপীয় তাহার নিকা স্ত্রীর কন্যার প্রতি অতিশয়
নিষ্ঠুর ব্যবহার করাতে বালিকাটির মাতামহ
তাহাকে আপনার অধীনে আনিবার নিমিত্ত
প্রধানতম বিচারালয়ে আবেদন করেন। বিচার
পতি মার্কবি এই আবেদন গ্রাহ্য করিয়া বলিয়া
ছেন, এপ্রকার নালীশ করিয়া প্রমাণ দিলেই
তিনি তাহা গ্রাহ্য করিবেন। দুর্ভিক্ষনিবন্ধন
রটারের ন্যায় ইরোপীয়ের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি
হইতেছে।

বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র ২৪ পরগণার মাজি-
ষ্টেটকে এক পত্র লিখিয়া বলিয়াছেন, শিক্ষা
কর করা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু এই কর চৌকিদারি
টাক্স বৃদ্ধি করিয়া আদায় করা উচিত। পঞ্চায়ত
গণ তত্ত্বাবধায়ক হন ইহা তাঁহার ইচ্ছা। কাল
ক্রমে মিউনিসিপাল বিদ্যালয় অবশ্যই হইবে।
কিন্তু জাতিসাধারণ শিক্ষাপ্রণালী মিউনিসিপা
লিটির হস্তে রাখা অনুচিত।

ব্রাহ্মগণ আপনাদিগের বিবাহসিদ্ধি নিমিত্ত ব্যব
স্থাপকসভায় আবেদন করিয়াছেন। তাঁহারা অল্প
সংখ্যক বলিয়া আপত্তি করা উচিত নহে। যদি
পাঁচ জনও এক ধর্ম্মে থাকেন, তথাপি ঐ পাঁচ
জনের সন্তানদিগকে আইনের সম্মুখে বিজাতক
হইতে দেওয়া অনুচিত। অতএব আমরা কায়ম
নোবাক্যে আবেদনকারীদিগের প্রার্থনায় অনুমো
দন করিতেছি।

আগামী সোমবার প্রধানতম বিচারালয়ের
অষ্টম সেসিয়ন আরম্ভ হইবে। আদিম বিভা
গে যেপ্রকার কার্য্যের ভার তাহাতে আপীল
বিভাগ হইতে এক জন বিচারপতিকে সেসিয়
নের বিচার করিতে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য।

পারস্য গবর্ণমেন্ট ইংলণ্ডের নিকটে যে
কয়েকখানি যুদ্ধজাহাজ চাহিয়াছেন, গবর্ণর
জেনেরল তাহা প্রদান করা হয় বলিয়া অনুরোধ
করিয়াছেন। পারস্যকে মস্কাটের ন্যায় বন্ধু করা
কর্ত্তব্য।

২০ এ ভাদ্র বৃহস্পতিবার।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া একটী নূতন মূর্ত্তি ধরিয়া
ছেন। যে কোন এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারী দণ্ড পাই
তেছেন তাহা ধরিয়াই তিনি সমুদায় এতদ্দেশীয়
দিগকে গালী দিতেছেন। দুই জন কেরাণী
সম্প্রতি দণ্ড পাওয়াতে ফ্রেণ্ড বিদ্রূপ করিয়া
বলিয়াছেন, যাঁহারা সামাজিক বিজ্ঞানসভায়
ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারীদিগের এত সুখ্যাতি করি
য়াছেন, তাঁহারা এক্ষণে কি বলিবেন? আমরা
দেগের সুখ্যাতি কে কবে করিয়াছেন? এতদ্দে
শীয় বিচারপতিগণকে লইয়াই কথা হইয়াছে।

লোকারদিগের দৃষ্টান্ত ধরিয়া কি ইউে
কাপ্তেনদিগের চরিত্র স্থির করা কর্ত্তব্য?

উক্ত পত্র বলেন, "দেশীয় ভাষার
করের বিরুদ্ধে যত তর্ক হইয়াছে, তন্মধ্যে
প্রকাশ যে একটী আপত্তি করিয়াছেন,
কেবল গুরুতর। তিনি বলেন, জমীদার
উপরে কর স্থাপিত করিলে যে কৃষক
উপকারের চেষ্টা পাইতেছ তাহাদিগেরই
কার করা হইবে। এমন নীচ উদ্দেশ্য
যে আপত্তি হয় তাহা গবর্ণমেন্ট শ্রবণ
কি না দেখা যাইবে"। ফ্রেণ্ড আমা
যথার্থ উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই।
বিশেষ করস্থাপনের প্রতিবাদী নহি,
বলি জমীদারদিগকে ছাড়িয়া দিয়া কৃষক
উপরে কর স্থাপিত কর। ইহার পত্তপ
ন্যায় তাহাদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দে
হউক।

বৃষ্টিনিবন্ধন শান্তিপুরে প্রায় ৩০০
পড়িয়া গিয়াছে। লোকের কষ্টের সীমা
কিন্তু এখানে এত জল, পাটনার লোকে
প্রার্থনা করিতেছেন।

আমরা পিয়নিয়র দর্শনে আহ্লাদিত হ
উইন সাহেব আরোগ্যলাভ করিতেছেন।
রাজ সিন্ধিয়া আরোগ হইয়াছেন,
দুর্ব্বল আছেন মাত্র। দেওয়ান ও রোমে
উপরে কার্য্যভার দিয়া রাজা কিছুদিনের
পাকুড় বায়ুসেবনার্থ গমন করিবেন।

কবিরামনামক যে কামসরিএট ক
কর্ণেল পাটনের নামে লাইবেলের নালীশ
য়াছেন, তাঁহার উকীল সন্দেহ করাতে আ
বাদের অধম জজ উলাষ্টন সাহেব মক
জজের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। এ
সন্দেহ করা অতিশয় কষ্টকর, কিন্তু
রোপীয় ও ভারতবর্ষীয়ের সহিত যখ
ন্দ্ব হয়, তখন ইউরোপীয়গণ এত জ
করেন যে সন্দেহ না করিয়া থাকিতে পার
না। এটী সাধারণ মত।

গত জুলাই মাসে কলিকাতার টাঁক
১৫,৬৫,২২৭ টাকা, মান্দ্রাজে, ৩৬.৯১
ও বোম্বাইয়ের টাঁকশালে ৩২,৯৮,৯৮
মুদ্রিত হইয়াছে।

গত কল্য এক্‌চেঞ্জ মার্টে নিয়
টাকার আফিম বিক্রীত হইয়াছে—

সিন্ধুক প্রতিসিন্ধুক মো
বেহারের ২০০০— ১১০২৫৫— ৬০,৮৬
কাশীর ১৭০০— ১০৭৪১৫— ২৩,৩৬

কপূরতলার রাজার সম্পত্তিবিভাগে

হইয়াছে, তাহার আপীল করিবার নিমিত্ত
ষ্টেট সেক্রেটারির নিকটে আর ছয় মাস
চাহিয়াছেন। রাজা এক লক্ষ টাকা জামীন
রাখিয়াছেন; আর এক লক্ষ টাকা বিক্রম
ক দেওয়া হইয়াছে। কপূরতলার রাজার
বড় সুব্যবহার হইতেছে না।

মাণিকনামক মধ্য ভারতবর্ষের বিখ্যাত
ারিমন সহচরের সহিত হত হইয়াছে।
টৈনিকগণ এই কাজ করাতে গবর্ণ
তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

বর্ণর জেনরল আজ্ঞা দিয়াছেন, কোন ইউ
য় গুরুতর অপরাধে ফৌজদারি দণ্ড
ল তাহাকে কোন পদ দেওয়া উচিত কি
তাহা গবর্ণর জেনরলকে না জানাইয়া স্থির
হইবে না। সম্প্রতি এক জন ইউরোপীয়
াইয়া সরকারী কাজ পাওয়াতে গবর্ণর
ল সে বিষয়ের রিপোর্ট চাহিয়াছেন।

য়াগদূত বলেন, "বিলাতে একটী বড়
কাবহ ঘটনা হইয়া গিয়াছে। মাডাম
ল নাম্নী এক জন ইহুদী স্ত্রীলোক, বণ্ড
একটি দোকান খুলিয়া, বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদি
যৌবন ও সৌন্দর্য্য পুনরুজ্জীপন এবং বিবা
বন্দোবস্ত করিত। তাহার বিলক্ষণ পসার ও
হইতেছিল। সম্প্রতি বরডেল নাম্নী এক
নী বিবী বয়স ৫০ বৎসর, তাহার দোকানে
ী হইতে যান। সে তাঁহাকে তাহার প্রকরণ
সুন্দরী করিয়া এক জন সুন্দর পুরুষের স
তাঁহার বিবাহের বন্দোবস্ত করে। লাড রনি
তাঁহার নায়ক হইয়াছেন বলিয়া, চাতুরী
তাঁহার মত অপর এক ব্যক্তিকে বেরাডে
নিকট উপস্থিত করে। বিবাহের
র স্থির হইলে বিবীর নিকট হইতে বিবা
নায়ক ৩০০০০ টাকা চাহেন. বিবীও তাহা
ন করেন। পরে উক্ত ইহুদী স্ত্রীলোক বিবা
সময় এক চাসাকে তাঁহার পাণিগ্রহণার্থ
স্থিত করাতে তখন তাঁহার চৈতন্য হয়।
মালবোরা ষ্ট্রিটে, ম ষ্টার কক সাহেবের
ট গিয়া আবদ্যোন্ত অবগত করেন। নক্ক
ব উক্ত প্রবঞ্চক ইহুদী স্ত্রীলোককে ফৌজ
আদালতে সমর্পণ করিয়াছেন। লাড রণি
উপস্থিত হইয়া বলিয়াছেন যে, তাহার
ও বরডেল বিবীর উক্ত ইহুদী স্ত্রীলোকের
ানে এক দিন সাক্ষাৎ হইয়াছিল বটে, কিন্তু
এ সকল বৃত্তান্ত জানিতেন না।"

বিজ্ঞাপনী বলেন, বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা
টী মহৎ কার্য্য করিতেছেন। সভায় মহৎ
মহৎ গ্রন্থসকল সংগ্রহ করা হইতেছে। এপর্য্যন্ত
কাব্য নাটক ব্যাকরণ অভিধান পুরাণাদিতে
প্রায় ২০০ খণ্ড পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে
সভার এই মহৎ কার্য্যের জন্য আমরা সর্ব্বান্তঃ
করণে ধন্যবাদ দিতেছি। ময়মনসিংহস্থ সভা
কি করেন?"

২০ এ ভাদ্র শুক্রবার।

ব্রহ্মদেশের রাজকুমার মেঙ্গুন মেওমা ধৃত
হইয়াছেন। এ ব্যক্তি বিদ্রোহী হইয়া এপর্য্যন্ত
রাজাকে অত্যন্ত বিরক্ত করিতেছিলেন। কর্ণেল
ফি চি ইহাকে কলিকাতায় প্রেরণ করিতেছেন।

পঞ্জাবের দুই জন তহসিলদার উৎকোচ
গ্রহণ অপরাধে ফৌজদারিতে অর্পিত হইয়াছেন।
পঞ্জাবের কর্ম্মচারীদিগের এক বার পঙ্কোদ্ধার
করা উচিত।

গবর্ণমেণ্ট কাজরাতে একটী সৈনিক আড্ডা
করিতেছেন। এটী ভবিষ্যৎ গোলযোগের হেতু
হইবে। অন্য অন্য পাঠান জাতি স্থির করিবে
ক্রমশঃ তাহাদিগকে জয় করা গবর্ণমেণ্টের
উদ্দেশ্য।

জর্জ্জ সিমণ্ড নামক কলিকাতার জষ্টিসদিগের
এক জন করসংগ্রাহক বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর
নিকটে টাক্সের বিলের খরচস্বরূপ আট আনা
মিথ্যা করিয়া গ্রহণ করে। পরে প্রকাশ পায়
কোন প্রকার খরচ হয় নাই এবং সংগ্রাহক এই
আট আনা আত্মসাৎ করিয়াছে। মাজিষ্ট্রেট রব
টস সাহেব এই জুয়াচোরের তিন মাস মেয়াদ
দিয়াছেন। জষ্টিসদিগের করসংগ্রহের প্রণা
লীর প্রতি মাজিষ্ট্রেট দোষারোপ করিয়াছেন।
এ প্রকার মিথ্যা করিয়া লওয়া কেবল কলি
কাতায় নহে, অন্যান্য স্থানের করসংগ্রাহক
গণও এপ্রকার জুয়াচুরি করে। অল্প পয়সার
নিমিত্ত লোকে নালীশ করেন না।

২১এ ভাদ্র শনিবার।

লক্ষ্ণৌটাইমস বলেন, গোয়ালিয়রে কতক
গুলি বারিক ও চিকিৎসালয় প্রভৃতি প্রস্তুত করি
বার আজ্ঞা হইয়াছে।

আমরা ডেলিনিউস দেখিয়া আহ্লাদিত
হইলাম, গবর্ণমেণ্ট তাজমহলের ভিতরের দেয়া
লের প্রস্তরের পুষ্পময় চিত্রগুলির সংস্কারার্থ
৯৯০০ টাকা ব্যয় করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন
এই বাটীর রক্ষার্থ গবর্ণমেণ্ট বিশেষ যত্নবান্
হইয়াছেন। এত দিন ইহা না করা-সর্ব্বথা কর্ম্ম
বিরুদ্ধ কাজ হইয়াছিল।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের ক
বিক্রীত হইতেছেঃ—

| | | |
|---|---|---|
| ৪ | টাকার সিক্কা | ৯৪৮৵।৯ |
| ৪ | কোং | ৯৫।৵।৯ |
| ৫ | পবলিকওয়ার্ক | ১০৬॥০।১ |
| ৫ | " কোং | ১০৯৮০।১০৯ |
| ৫॥০ | ঐ কোং | ১১৪।১১৫ |

—:০:—

## ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৭ এ আগষ্ট। সর রাউণ্ডেল প
বলিয়াছেন আয়ারলণ্ডের ধর্ম্মসম্প্রদায়
হইয়া দেওয়া তাঁহার মতবিরুদ্ধ।

লণ্ডন ২৯এ আগষ্ট। আরল মেয় ব
মৌথের প্রতিনিধি। তিনি সম্প্রতি তত্রত্য
িগের নিকটে বক্তৃতা করিবার সময়ে ব
ছেন, তিনি ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরলে
গ্রহণ করিয়াছেন।

ইংলণ্ডীয় সংবাদপত্রসমূহ এ উপ
অদ্যাপি তর্ক করিতেছেন। পালমাল গে
এই নিয়োগের প্রতি বিশেষ দোষারোপ ক
ছেন; পক্ষান্তরে মোরপত্র একটী দীর্ঘ প্র
ইহার সমর্থন করিয়াছেন।

এমন জনশ্রুতি রাজা থিওডোরের
যাহাতে ভারতবর্ষের সিবিল সর্ব্বিসে এ
করিতে পারেন, সেইপ্রকার তাঁহাকে
দেওয়া হইবে।

মিসরের পাশা ভারতবর্ষীয় ষ্টীমের
প্রাপ্ত কমাণ্ডার উপাধি পাইয়াছেন।

রোজল হইতে শেষ যে সংবাদ আসি
তাহাতে জানা যাইতেছে, পারাগুইয়েরা
ত্যাগ করাতে ব্রেজলীয়েরা তাহা অ
করিয়াছেন।

—:০:—

আমাদিগের কালনাস্থ সংবাদদ
লিখিয়াছেনঃ—

দেশের উন্নতিসাধন ও প্রজার মঙ্গল
করা রাজপ্রতিনিধিদিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য
হইলেও অনেকে তাহা সম্যক প্রতিপালন
না। ফলিতে তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ পাই
সেরূপ স্বার্থসাধনতৎপর ও বিলাসী বি
তির অধীনে থাকা কেবল যন্ত্রণামাত্র।
দের বিষয় যে, এখানকার নূতন ডেপুটী
েট এবং কালেক্টর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ
দুর সেরূপ আমোদপ্রিয় বিচারপতি ন
আমরা প্রথমেই ইহার একটী মহৎ কার্য্য
ষ্ঠান দেখিয়া তাহা অবগত হইয়াছি। গত
প্লাবনে এখানকার নিকটবর্ত্তী সর্ব্বমঙ্গল
রপুর প্রভৃতি অনেক গ্রাম প্লাবিত হওয়াতে
পুলিষ ইনেস্পেক্টর ও সব ইনেস্পেক্টর
দ্বয়কে নৌকাযোগে কতকগুলি চাউল

ল স্থানে যাইতে আদেশ দেন এবং
দিগকে তণ্ডুলবিতরণ ও নিঃশ্ব। ব্যক্তি
নৌকা করিয়া আনয়ন করিয়া আশ্রয়
আজ্ঞা করেন। যদিও এসাহায্য অধিক
ত হয় নাই, তথাচ বিচারপতির এ কাজটী
ই প্রশংসার কার্য্য। এদেশের কি ক্ষুদ্র কি
কল বিষয়েই বিচারপতির বিশেষ দৃষ্টি
ল প্রজাগণের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হয় সন্দেহ
যাহা হউক আমরা দ্বারকানাথ বাবুর
সুখ্যাতি শুনিয়াছিলাম একণে তাহা
ক করিতেছি। এই অল্প সময়ের মধ্যে
া যাহা দেখিলাম, তাহাতে বিলক্ষণ অনু
ইয়াছে, ইঁহার শাসনপ্রণালী বিশুদ্ধ।
লও বিলক্ষণ প্রবল। ইঁহার তীক্ষদৃষ্টিতে
দের নিস্তার নাই, কিন্তু ভদ্রলোকের
বিষয় নাই।

ত্রক্য ডেপুটী কলেক্টর বহুর দ্বারা লাট
টাক্সের (শুনিলাম ইঁহার নাম আবার লাট
ট টেক্স) পুনর্ব্বন্দোবস্ত হইতেছে। কালনা
র বাহ্য শোভা দেখিয়া অনেকে মোহিত
টে, কিন্তু বাস্তবিক গজে। সেরূপ অবস্থা
নাই। পূর্ব্বে এখানে যেরূপ ধনী লোকের
র ছিল, সেরূপ আর দেখা যায় না। উত্তম
ন না থাকাতে ব্যবসায়ও বিলক্ষণ খর্ব্ব
ছে, এখন সামান্য দোকানদারের সংখ্যাই
ক। অতএব আমরা প্রার্থনা করি ডেপুটী
ক্টর বাবু যেন বিশেষ রূপে লোকের অবস্থা
দর্শিয়া টেক্স ধার্য্য করেন। ব্যক্তিবিশে
কথায় নির্ভর করা ইঁহার ন্যায় বিজ্ঞ ও
শী বিচারপতির উচিত নহে।

খানকার অনেক লোকে মিলিত হইয়া
রেলওয়ে কোম্পানির নিকট এই বলিয়া
দন করিতেছেন যে, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের
ত লইয়া পাণ্ডুয়া হইতে কালনা পর্য্যন্ত
শাখারেলওয়ে প্রস্তুত করুন। আমরা
না করি যদি আবেদনকারীরা পূর্ণমনোরথ
ত পারেন, কালনাগঞ্জের পুনরভ্যুদয় হই
সম্পূর্ণ সম্ভাবনা এবং শাখারেলওয়ে
পানিকেও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না।
দেশের এত লোক পাণ্ডুয়ায় গমন করে যে
াদিগের দ্বারাই বিশেষ লাভ হইতে পারে।
ক্ত কালনায় ষ্টেশন হইলে অনেক মহাজন
র কারবার করিতে পারেন, অন্যান্য দেশের
াহীর সংখ্যাও অধিক হইতে পারে। যখন
রেলওয়ে প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হই
তখন কালনাগঞ্জপর্য্যন্ত এ রাস্তা নির্ম্মাণ
করা যে অলাভকর ইহা কেহ প্রমাণ করিতে পারিবেন না।

বাবু প্রাণনাথ চক্রবর্ত্তীর যত্নে এখানে একটী ইংরাজি স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। মিশনরি স্কুলে বালক প্রেরণ করিতে যাঁহাদের শঙ্কা আছে তাঁহারা এই স্কুলে বিশেষ যত্ন করুন। নতুবা স্কুলটী স্থায়ী হইবে না। কারণ অনেকগুলি বিঘ্ন দেখা যাইতেছে। কেবল প্রাণনাথ বাবুর যত্নে ইহার স্থায়িত্বের বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না।

—:•:—

আমাদিগের মগরাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

২৬এ আগষ্ট সন্ধ্যার সময় দক্ষিন দিকে বৃহৎ একটী কাল মেঘ উঠিয়া অকস্মাৎ একটী প্রচণ্ড ঝটিকা দক্ষিণদিক হইতে প্রবলবেগে মগরার পশ্চিম এক রসি ব্যাপিয়া উত্তরাভিমুখে গমন করে। ইহাতে বিশেষ কাহারো অনিষ্ট ঘটে নাই, কিন্তু সকলেই বিস্ময়াম্বিত হইয়াছিলেন আমরা কেবল শব্দমাত্র শুনিতে পাইয়াছিলাম।

২। গত ৭ ই আগষ্ট ডায়মণ্ডহারবরের কাছা রির মালখানার একটী সিন্দুক হইতে টাকা চুরি গিয়াছিল। ডিষ্ট্রিক্ট ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু দেবনারায়ন বন্দোপাধ্যায় মহাশয় অনু সন্ধান করিয়া একজন কনেষ্টবলকে টাকার থলি ও একখানি নোট সমেত ধৃত করিয়া চালান দিয়াছেন।

৩। এদেশে কৃষকেরা যেসকল আউসধান্য কর্ত্তন করিতেছে, তাহার অধিকাংশ চিটা (চাউল বিহীন ধান্য) দৃষ্ট হইতেছে।

৪। পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে বসন্ত রোগে অল্প সংখ্য গরুর জীবন নাশ হইতেছে, শুনিলাম গবর্ণমেণ্টের প্রেরিত এক জন ডাক্তর আসিয়া গোচিকিৎসা করিতেছেন।

৫। মকফল রাজার হাটের হাজত গারদ হইতে দুই বৎসর মেয়াদি এক গরু চুরির আসামি পলায়ন করিয়াছে। পুলিষ অনুসন্ধান করিতে ছেন।

২৮ এ আগষ্ট }
১৮৬৮। }

—:০:—

আমাদিগের মজঃফরপুরস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন।

যে রাস্তাটী মজঃফরপুর হইতে হাজীপুর পর্য্যন্ত
গিয়াছে, প্রতি দিন তাহার উপর দিয়া
লোকের গমনাগমন হইয়া থাকে। এইটী প
হইতে ত্রিহুতে আসিবার এক মাত্র প্রধান র
পথ। সুতরাং এই পথে কলিকাতা ও উ
পশ্চিমপ্রভৃতি স্থানের ব্যবসায়ী লোকেরা
দেশীয় ও বিদেশীয় যাবৎলোকেই স
যাতায়াত করে। কিন্তু এ রাস্তাটীর অবস্থা
ভাল নহে। পূর্ব্বে এই রাস্তায় দস্যু তস্কর
বিলক্ষণ উপদ্রব ছিল। সম্প্রতি পুলিষের সু
স্থানে স্থানে ফাঁড়ি হওয়াতে আপাততঃ
বিষয় দেখিতেছি না বটে। কিন্তু রাস্তাটী
বলিয়া লোকের গমনাগমনের পক্ষে বি
কষ্টদায়ক হয়। বিশেষতঃ বর্ষাকালে
রাস্তায় কিরূপ কষ্ট তাহা বোধ হয় কা
অবিদিত নাই। ত্রিহুত একটী প্রসিদ্ধ জে
এ জেলায় রাজপথ কাচা থাকা অত্যন্ত
বিষয়। আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করি
রাস্তাটি পাকা করিয়া প্রজালোকের ক
করুন।

২। পাটনা হইতে ত্রিহুতে আসিতে
গঙ্গা ও গণ্ডকী নদী পার হইতে হয়। প
নিমিত্ত কএকখানি খেয়া নৌকা আছে। নে
গুলি এরূপ জঘন্য যে, তাহার উপর
উঠিতে কাহারও সাহস হয় না। আবার
মাঝিদিগের এরূপ দৌরাত্ম্য যে, তাহা ব
নহে। তাহারা সুযোগ পাইলে সময়ে
আরোহীদিগের নিকট হইতে গবর্ণমেণ্ট নি
পারানী অপেক্ষা দ্বিগুণ কখন বা চতুর্গুণ
থাকে। মধ্যে মধ্যে অনেককে পার হইবার
বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। আজি কালি গঙ্গা ও
নদী যেরূপ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে,
দেখিলে সাহসেও শোণিত শুষ্কপ্রায়
যায়। সুতরাং তাদৃশ জঘন্য নৌকায় পার
কতদূর অপমানাতিশয়ের কাজ বলা যা
আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকট বিনয় পূর্ব্বক
করিতেছি, অন্ততঃ বর্ষাকালের নিমিত্ত
খান ষ্টীমার পাটনার ঘাটে পারাপারের
রাখিয়া সাধারণের কষ্ট দূর করুন।

সম্প্রতি ৪ জন কসাই এক জন ব্রা
সম্মুখে গোবধ করাতে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত দু
জাইণ্টম্যাজিষ্ট্রেটের গোচর করেন।
ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ মাংসবিক্রয়কারিদিগের দণ্ড ক
ছেন। আমরা মহোদয় সাহেবের
দের কথা সর্ব্বদা শুনিতে পাই। বস্তুতঃ ইঁ
জন ন্যায়পরায়ণ বিচারপতি।

৪। মানিকগরে রামবল্লভ মাহেন্ত না

বখ্যাত জমীদার আছেন। ইঁনি অতিশয়
ও সরলস্বভাব। সম্প্রতি কোন ভদ্রলোক
নিকটে ৪০০০ হাজার টাকা ঋণ করিয়া
অবস্থা মন্দ হওয়াতে উহা পরিশোধ
অপারগ হইলে উক্ত জমীদার ঐ চারি
টাকা দুরবস্থাপন্ন ভদ্রলোককে দান
স্বীয় বদান্যতাগুণের পরিচয় প্রদান করি
ন।

৫। শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে এখানকার কি
বংশীয় কি নীচবংশীয় সকল স্ত্রীলোকই
র অধিকাংশ সময় দোলায় দুলিয়া অতি
করে। দোলায় দুলিতে ইঁহাদের বড়
দে। কৃষ্ণের লীলাকে ধন্য!!

আমরা শুনিয়া সাতিশয় সন্তোষের সহিত
করিতেছি, এখানকার গবর্ণমেণ্ট স্কুলের
মাষ্টরের বেতন ২০০ শত টাকা হইয়াছে:
না করি এবার স্কুলটার অবস্থা ভাল হইতে
। পেটে ক্ষুধা থাকিলে কার্য্য করিতে কাহা
ভাল লাগে না, ভরসা করি একণে যেন
ক্ষুধা না হয়!!!

৬। যেরূপ সমাচার পাওয়া যাইতেছে,
তে স্পষ্টই বলা যাইতে পারে। এবারে
জেলার অবস্থা বড় ভাল নয়। ও দিকে
নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া বহু সংখ্যক গ্রাম
রে উৎসন্ন গিয়াছে। এ দিকে ত্রিস্রোতা
বং তাবং নদীতে ভয়ানক বন্যা আসিয়া
নিহিত শস্যক্ষেত্র সকল প্লাবিত করি
। প্রচুর বৃষ্টিপাত না হওয়াতে সম্যক শস্য
ও এপর্য্যন্ত সম্ভাবনা দেখিতেছি না।
বেগবতীনদীর স্রোত উচ্ছ্বলিত হইয়া
বাঁধ ভাঙ্গিবার উপক্রম হইয়াছে। যখন
জল কমিতেছে না, তখন ভাল লক্ষণ
হইতেছে না।

—ঃ০ঃ—

## প্রেরিত

### মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়! গত ১লা জুলাই এখানকার স্কুল
পারিতোষিকপ্রদান উপলক্ষে এক সভার
বেশন হয়। সে সভায় অনেকগুলি ভদ্র
উপস্থিত হইয়াছিলেন। এখানকার মহারাজ
কুমার উপস্থিত ছিলেন। স্কুলের অন্যতর
শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল দত্ত মহাশয় প্রথ
আয়ব্যয়ঘটিত সমুদয়বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করি
তৎপরে সকল শিক্ষকেই এক এক
বক্তৃতা পাঠ করেন। অনন্তর অনুমান ৬০ টাকা
মূল্যের পুস্তক বিতরিত হয়। এই সমস্ত টাকা
রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হয়।

প্রধান শিক্ষক যে বক্তৃতা পাঠ করিয়াছি
লেন, তাহা মহাশয়ের নিকট পাঠাইলাম। (১)

স্বহস্ত রোপিত বৃক্ষকে ফলোন্মুখ দেখিলে
যে অপরিমেয় প্রীতিরসের সঞ্চার হয়, সেই
আনন্দ উপভোগের অবসর আজি আমাদের
মহারাজের উপস্থিত হইয়াছে। কত স্থানে কত
ঝড়, কত প্রলয় হইয়া যাইতেছে, এমন কি,
অনেক স্থানে মূলও উৎপাটিত হইতেছে। কিন্তু
আমাদের এই বিদ্যালয়টী মহারাজের যথোচিত
করুণাবারিবর্ষণে বদ্ধমূল হইয়া বরং সতেজেই
বাড়িতেছে। এ বিদ্যালয়টির তিনিই কেবল এক
মাত্র নিদান। এই বিদ্যালয়টী স্থাপিত করিয়া
এ প্রদেশের যে কতদূর উপকার করিতেছেন,
তাহার উল্লেখ বাহুল্যমাত্র। এই যে ছাত্রগণ
আমাদের সম্মুখে আসীন রহিয়াছে, তাহাদের
শিক্ষার উপযুক্ত সুযোগ কি ঘটিয়া উঠিবার
সম্ভাবনা থাকিত? তাঁহাদের হৃদয়মন্দির বিমল
বিভায় কি উজ্জ্বলপ্রভ হইতে পারিত?

বিদ্যাশিক্ষায় যে সুধাময় ফল প্রসব করে,
কতদূর যে পরিবর্ত্ত সংঘটিত করে, উদাহরণ
স্থলে আমাদের বর্ত্তমান রাজপুরুষদিগকে গ্রহণ
করিলে তাহা অনায়াসে বোধগম্য হইবে।
যখন রোমপতি বীর জুলিয়স সিজর খৃঃ অব্দের ৫৫
বৎসর পূর্ব্বে আপন জয়পতাকা উড্ডীনকরণমানসে
ইংলণ্ডে অবতরণ করেন, তখন তিনি যে তদ্দেশ
বাসীদের অবস্থা অবলোকন করিয়াছিলেন,
তাহা আমাদের দেশীয় পর্ব্বতবাসী সাঁওতাল
জাতির অবস্থা হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে।
তাঁহারা বিবস্ত্রবেশে পর্ব্বতগুহায় অবস্থান করি
তেন, মৃগয়ালব্ধ দ্রব্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ
করিতেন, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রঞ্জিত করিয়া বীভৎস
মূর্ত্তি ধারণ করিতেন, তাঁহারা কি উপায়ে
এই ১৯০০ শত বৎসর মধ্যে পৃথিবীতলে এক
মাত্র সভ্যতম জাতি হইয়া উঠিলেন, তাহার
অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে এই জানা যায়
যে যত্নসহকৃত বিদ্যাশিক্ষাই তাহার মূল। আমা
দের দেশ এখন যে হীনাবস্থ রহিয়াছে, তাহার
কারণ, বিদ্যাশিক্ষার প্রতি তাদৃশ আস্থা নাই।
এখন আমাদের দেশে যাহাতে শিক্ষার বহুল
বিস্তার হয়, তাহারই উপায় দেখা শ্রেয়স্কর
হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই উপায়টী ভাগ্যবান
ব্যক্তিদের হস্তে নিহিত রহিয়াছে।

প্রিয় ছাত্রগণ! তোমরা যে সমস্ত বৎস
পরিশ্রম করিয়াছিলে, তাহার জন্য আজি পুর
স্কার পাইতে চলিলে। তোমাদের মধ্যে যাহা
পরীক্ষায় পারদর্শিতাপ্রদর্শনে সমর্থ হইয়াছে
তাহাদিগকেই পুস্তক বিতরিত হইবে। অপরে
আমরা পুরস্কৃত হইলাম না বলিয়া নিরুৎস
হওয়া বিধেয় নহে। পরিশ্রম কর, আগা
বৎসরে তোমাদের আশালতা ফলবতী হইবে
অথবা বিবেচনা করিতে গেলে এ পুরস্কার অ
অকিঞ্চিৎকর। উত্তর উত্তর শিক্ষিত হও বি
বিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত হও, রাজনীতি
আবৃত হও, এই তোমাদের উপযুক্ত পুরস্কার
আরো দেখ আমাদের দেশের অবস্থা যে এ
মন্দ হইয়া রহিয়াছে. কুসংস্কারস্রোত যে অনব
প্রবাহিত হইতেছে, তাহার প্রতিবিধানে
উপায়স্বরূপ তোমরা একমাত্র লক্ষ্য স্থল যখ
তোমাদের প্রগাঢ় প্রযত্নে অজ্ঞান তিমির তিরো
হিত হইয়া বিদ্যালোকে দেশ উজ্জ্বল হইবে
তখনই তোমরা আপনাদিগকে যথার্থ পুরস্কৃ
জ্ঞান করিবে।

বনয়ারী আবাদ
স্কুল। শ্রীঃ—
জেলাবীরভূম।

—ঃ০ঃ—

নদীয়ার মিঃ মরির দ্বিতীয় পত্র।

আপনি আমার পত্রের যে উল্লেখ করিয়া
ছেন, তন্নিমিত্ত আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান ক
রিতেছি। কিন্তু আমি দুঃখিত হইলাম, আপ
অদ্যাপি ধর্ম্মের প্রতি অবিশ্বাস ও ঔদা
করিতেছেন। * * * * জর্ম্মনী কি এ
নির্ব্বোধ যে, গবর্ণমেণ্টকে প্রজার প্রতিনিধি অ
করেন? সেখানে এসংস্কারের যে লোক আছেন
তাহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু এই সক
লোকের চরিত্রের অনুসন্ধান করুন। ইহাঁ
কে? যত অলস এবং মানসিক ও শারীরি
দোষসম্পন্ন লোক এই দলস্থ, ইহাঁরা ধনীদিগে
শিরশ্ছেদন করিয়া তাঁহাদিগের সম্পত্তি লইব
অভিলাষী হইয়া দেশের সর্ব্বসাধারণের হিত
নয় আপনাদিগের স্বার্থ সম্ভূত স্বার্থ দেশশা
করিবার বাসনা করেন। আমেরিকা ও ইউরো
রাজনীতি বিবেচনা পূর্ব্বক দর্শন করুন, তা
করিলে জানিতে পারিবেন আপনার ম
যেখানে যত গ্রাহ্য হয়, সেই খানেই সেই প
মানে শান্তিভঙ্গ, দস্যুতা, হত্যা ও বিপ্লব ঘটে
আপনি ফরাসী বিপ্লবের উল্লেখ করিয়াছেন
কিন্তু হায়! উক্ত দুর্ঘটনা অপেক্ষা আর এক
যে ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিয়া ইষ্ট সত্য ও প বি

(১) দীর্ঘ বলিয়া আমরা উহার সমুদায় প্রকাশ করিতে পারিলাম না। স।

নষ্ট করিবে তাহা সত্য। ইহার কারণ কি? ব যে সত্য নিজে প্রকাশ করিয়াছেন এবং বলে যেসকল নীতি আছে, তৎপ্রতি অবি এই দুর্ঘটনার কারণ হইবে। সত্য ধর্ম্মনাশ ত যে বসিয়াছে বর্ত্তমান কালের চাঞ্চল্য ও ধ্যতা, যদ্দ্বারা ঈশ্বরের বাক্যকে অগ্রাহ্য করা চ্ছে, তাহাই এই অনিষ্টের কারণ হইবে। নার স্বদেশীয়দিগকে ঈশুখৃষ্টকে আশ্রয় তে শিক্ষা দিন এবং তন্নিমিত্ত উত্তেজনা ন, অনেক অনিষ্ট এতদ্দ্বারা নিবারিত বে।

আপনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের অকর্ম্মণ্য তা ও অযোগ্যতার কথা বলিয়াছেন। ইহা । বিচারালয় ও পুলিসের এই দুশ্চরিত্রতার রণ কি? পাপের আনুগত্যই ইহার প্রকৃত রণ। অতএব বঙ্গদেশ অকপট হৃদয়ে ঈশুখৃ প্রতি ভক্তি করুন, তাহা হইলে এই সকল নষ্ট দূরগত হইবে।

আপনি বলেন, সর্পাঘাতে অনেক লোকের ্য হইতেছে। ইতিহাস পাঠ করিলে আপনি নিতে পারিবেন, পনর শত বৎসর পূর্ব্বে জর্ম্ম র বনসকল সর্প ও হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ ল। এক্ষণে জর্ম্মণীতে গমন করিলে আপনি কটী বিষাক্ত সর্পও দেখিতে পাইবেন না। ধ্য মধ্যে অত্যন্ত শীতের সময়ে একটী দুটী ক[illegible]ম জর্ম্মণীতে আসিয়া পড়ে। কিন্তু ক্ষণাৎ পুলিস প্রহরী ও শীকারীরা একত্রিত য়া কয়েক ঘটিকার মধ্যে এই পশুকে বধ রেন। আপনি আরও দেখিবেন, জর্ম্মণীর তি অঙ্গলী ভূমি কর্ষিত হইতেছে। কোন নে জঙ্গল নাই, কোথায়ও হিংস্র পশুও প থাকিতে পায় না। এসকল কি হইতে হই ছে? গবর্ণমেণ্টের সুবিচার লোকের সাধুতা পরিশ্রম। এই সুবিচার সাধুতা ও পরিশ্রমের ত্তার কারণ কি? ঈশ্বরের অমূল্য পবিত্র বাণী খৃষ্টিয়ধর্ম্ম) এই কারণ। পূর্ব্বে জর্ম্মণীয়েরা ন্য অসভ্য ও মূর্খ ছিলেন। কিন্তু বাইবেলে তাঁহাদিগকে সভ্য করিয়াছেন। ইহা দ্বারাই তাঁহারা পৃথিবীর মধ্যে একটী সর্ব্বপ্রধান যশস্বী তি হইয়াছেন। আপনারাও এইপ্রকার রুন। ইহার নিমিত্তই- আপনার স্বদেশীয়দিগের উপকার নিমিত্তই- আমি এত শ্রম পরিশ্রম রিতেছি। ইতি।

—:*:—

মহাশয়। আপনার জগদ্বিখ্যাত পত্রিকাতে কয়েক বার গুপ্তিপাড়ার দুরবস্থার বিষয় প্রেরিত স্তম্ভে পাঠ করিয়া বোধ করি অনেকেই দুঃখিত হইয়া থাকিবেন। সম্প্রতি একটী উন্নতির বিষয় আপনার পাঠকগণের গোচর করিতেছি। গুপ্তিপাড়া যে বহুজনসমাকীর্ণ ইহা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু এপর্য্যন্ত তথায় পোষ্ট আপিস ছিল না। দিগড়া গুপ্তিপাড়া হইতে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত। তথায় সকলকে পত্র দিয়া আসিতে হইত এবং সেই পোষ্ট আপিস হইতে এক জন হরকরা আসিয়া গুপ্তিপাড়ায় চিঠি বিলি করিত, তাহাতে প্রত্যেক পত্রে /০ এক আনা করিয়া পয়সা লাগিত। ইহাতে সাধারণের যে কত কষ্ট হইত তাহা বলা বাহুল্য। বিবেচনা করুন, কলিকাতা হইতে কোন ব্যক্তি বাটীতে প্রতিসপ্তাহে দুইখানি করিয়া পত্র লিখিলেন, তাঁহার ডাক মাসুল ছাড়া হরকরাকে মাসে ॥০ আনা দিতে হইল, এরূপ অবস্থায় নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতিরেকে বাটীতে কেহ পত্র লিখিতেন না। মহাশয় গুপ্তিপাড়াবাসীদিগের এ কষ্ট দূর হইয়াছে। প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে গুপ্তিপাড়ায় একটী পোষ্ট আপিস হইয়াছে। উহার জন্মতিথি ১৫ ই আগষ্ট। আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করিতেছি যে শ্রীযুক্ত বাবু রাধাগোবিন্দ মল্লিকপ্রভৃতি উক্ত গ্রামবাসী ভদ্র মহাশয়েরা আমাদিগের এই মহোপকারক বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। গুপ্তিপাড়ায় এক্ষণে অনেক কৃতবিদ্য লোক আছেন, ইঁহারা যত্ন করিলে ইহার অনেকাংশে মঙ্গল হইতে পারে। মহাশয়! এ স্থলে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য হইতেছে। গুপ্তিপাড়ার স্কুলের অবস্থা হীনাবস্থ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অতএব শ্রীযুক্ত বাবু রাখালদাস সেন ও বেণীমাধব মজুমদারপ্রভৃতি স্কুলের মেম্বর মহাশয়দিগকে এবং উহার সেক্রেটরি শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রমোহন রায় মহাশয়কে আমরা অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা যেমন পোষ্ট আপিসের বিষয়ে চেষ্টা করিয়াছেন, সেইরূপ স্কুলের প্রতি বিশেষ কৃপাদৃষ্টি করিয়া গ্রামস্থ সকলের ভাবী সুখের সোপান করুন।

২৫ এ আগষ্ট } গুপ্তিপাড়ানিবাসিনঃ।
১৮৬৮ }

—:০:—

সম্পাদক মহাশয়। এখানে ২০ এ আগষ্ট বৃহস্পতিবার একটী বঙ্গীয় ভদ্র বংশজ কুলকামিনীর হঠাৎ জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ হইয়াছে। ইঁহার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশবর্ষ হইয়াছিল।

২৪ এ আগষ্ট সোমবার আর একটী এতদ্দেশীয় ইতরবংশীয় রমণীর উক্ত প্রকারে প্রাণত্যা হইয়াছে। ইহার বয়স প্রায় ১২। ১৩ বৎস হইবে। স্ত্রীলোকটী কূপ হইতে জল উঠাই ছিল এমন সময় অসাবধানতাবশতঃ পতি হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

এখানে বৃষ্টি না হওয়াতে দিন দিন লোকে (বিশেষতঃ কৃষকদিগের) অতিশয় অলক হইতেছে। যদ্যপি দুই এক সপ্তাহের মধ্যে আ বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে ধান্য ও রবিখন্দে পক্ষে বিশেষ হানি হইবে।

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ১৬ ই এখানে আসি এখানকার সকল আপিস, পাটনাকালে নর্ম্মাল স্কুলপ্রভৃতি দেখিয়াছেন। এখানে গ নবেম্বর মাসে পাটনাস্থ ভদ্রলোকদিগের আ স্কুলে বালকদিগের একটী ও বালিকাদিগে একটী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। উ বিদ্যালয় দুটীতে উক্ত মহামান্য মহোদয় আসি পাঠ শ্রবণ ও বালিকাদিগের শিল্পকার্য্যপ্রভৃ দর্শন করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

পাটনা } একান্তানুগত
২৫ আগষ্ট }
১৮৬৮ } শ্রীঅঃ—

—:*:—

মহাশয়! সম্প্রতি ভবানীপুরে চুরির আ শয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। চোরের দৌরা আমাদিগের অবস্থান করাই দুষ্কর হইয়া উ য়াছে। প্রতি রাত্রতেই ২। ৩টী করিয়া হইতেছে। কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইবার নিমিত্ত কটী চুরির বিষয় নিম্নে লিখিত হইল:—

গত ১৬ ই আগষ্ট নোয়াপাড়া রোডে চুরি হয়। প্রথমটী রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যা বাটীতে হইয়া অনেকগুলি বহুমূল্য অল ও টাকাদি অপহৃত হইয়াছে। দ্বিতীয়টী দ রাম সেনের বাটীতে; ইহাতে চোরেরা অ বাক্সতে প্রায় সহস্র টাকা অপহরণ ক লইয়া গিয়াছে। তাহার পর রাত্রিতে (১ তারিখে) চারিটী চুরি হয়। তন্মধ্যে উক্ত পাড়া রোডেই তিনটী। প্রথমটী অক্ষয় বাটীতে হইয়া প্রায় ৫০ টাকা মূল্যের অ রাদি অপহৃত হইয়াছে। দ্বিতীয়টী চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে হইবার উপক্রম য়াছিল। ইহাতে চোরেরা কৃতকার্য্য হইতে নাই। বাড়ীর লোক জাগরিত হওয়াতে ত পলায়ন করিয়াছিল। তৃতীয়টী বাটীতে। ইহাতে টাকা, বাসনপ্রভৃতিতে গুলি জিনিস চুরি গিয়াছে। চতুর্থটী বাগানের কাঁসারিপাড়া রোডে উজ্জ্বলী

তে হয়। ইহার পর উল্লিখিত স্থলে আরও
হয়। ১৮ ই আগষ্ট ভেলিপাড়া রোডে
শয়ার বাটীতে। ইহাতেও অলঙ্কারাদিতে
০০ টাকা অপহৃত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন
নীপুরে ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে প্রতি
তেই উক্তপ্রকার চুরি হইতেছে। উপরি
চুরির প্রায় সমস্ত বিষয়ই পুলিসের অতি
র হইয়াছিল। কেবল দাতারাম ঘোষ পুলি
জানায় নাই। কিন্তু পুলিস চোরের কিছুই
ন্ধান করিতে পারেন নাই। মহাশয়!
নীপুর কলিকাতার অতি নিকটবর্ত্তী স্থান।
ত এইরূপ অরাজক কাণ্ড হওয়া নিতান্ত
র্য্য ও ক্ষোভের বিষয় বলিতে হইবে।
১০। ১৫ বৎসর পূর্ব্বে ভবানীপুরে এরূপ
নাম গন্ধও ছিল না।

ক ভাদ্র } কেষাঞ্চিৎ ভবানীপুর
৭৫ } বাসিনাং

-:০:-

বিদ্যার্থি যুবকগণের নীতিশিক্ষার
আবশ্যকতা ও উপায়।

ধুনা অস্মদ্দেশের বিদ্যালয়সমূহে নীতি
ক সাহিত্যাদি শাস্ত্রের ভূরি আলোচনা
ছে। যেমন অনেক ছাত্র নীতিবিষয়ক
র্ষ লাভ করিতেছেন, তেমনি অনেকে নীতি
কাজ করিয়া আপনাদিগকে হীনপ্রকৃতি
া তুলিতেছেন। এ দিগে ছাত্রগণ যেমন
লয়ের নিয়মিতকাল শান্তভাবে অতিবা-
করেন, ওদিগে তেমনি বিদ্যালয় হইতে
ব হইয়াই নানাবিধ কুকর্ম্মে লিপ্ত হইতে থা
। এই কারণেই সুরাপান বেশ্যাসক্তি চৌর্য্য
তি ঘৃণিত পাপস্রোত নব্যদলের অনেককে
করিতেছে। বালকদিগের পিতামাতা
তৎসদৃশ অভিভাবকগণ যদি তাহাদিগের
সংশোধনার্থ সচেষ্ট হন, তাহা হইলে
প জঘন্য কার্য্য সংঘটিত হইতে পারে না।
দিগের মন স্বভাবতই তরল থাকে, এত
কন তাহারা প্রলোভনকারী বস্তু সম্মুখে
তে পাইলেই তদাসক্ত হইয়া বিচলিত
পড়ে। অতএব অভিভাবকদিগের উচিত
বালকগণকে বিলাসজনক প্রলোভক বস্তু
ত সর্ব্বদা দূরবর্ত্তী রাখেন। এক্ষণে অভি
কগণ বালকদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করি
নিশ্চিন্ত থাকেন। কিন্তু তাহারা চরিত্র
তিবিষয়িণী উন্নতি সাধন করে কি না তদ্বিষয়
ও একবার পরীক্ষা করেন না। এরূপও
যায় যে, পিতামাতা সন্তানের দুশ্চরিত্রতার
বিষয় অবগত হইলেও অনুচিত অপত্যস্নেহে
পরবশ হইয়া তাহাদিগের চরিত্র সংশোধনার্থ
যত্নবান হন না, ইহাতে সন্তানগণ প্রশ্রয় প্রাপ্ত
হইয়া অপেক্ষাকৃত গর্হিত কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত
হইতে থাকে।

অল্পবয়স্ক সুকুমারমতি বালকদিগকে যে পথে
লইয়া যাওয়া যায়, তাহারা সেই পথেই যাইয়া
থাকে। এই সময়ে চরিত্রগত দোষ সংশোধন
করিয়া সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাদিগকে
সৎপথে লইয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য।

শ্রীরঃ—
হিন্দুহষ্টেল।

—:০:—

" বঙ্গভক্তি ভাজন।
শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিচরণ সরকার
মহাশয় সমীপেষু।

১। ওগো! সরকার মহাশয়!
যথার্থ নির্দ্দেশ করি, শঙ্কাভয় পরিহরি,
গবর্ণর সাহেবের পড়িলে কোপেতে।
সাধুবর অকাতর তোমায় নিন্দিতে!!
২। তাহে বোধ করি অপমান,
প্রচুর লাভের পথে, কাঁটা দিলে নিজ হাতে
তেজস্বিতা মনোমাঝে করিলে ধারণ।
অর্থলিপ্সা হৃদি হইতে করি বিসর্জ্জন।
৩। আমরা তোমার ছোট ভাই।
আমাদের ক্ষুদ্র মনে, বোধ মান অপমানে,
সুপ্রকৃত তেজস্বিতা শিখাও এরূপে,
ভক্তি উপহার দিব ছোট ভাই সবে।
৪। ধন্য ওহে বঙ্গের ভূষণ!
তোমার চরণ ধূলি, লাও করি কৃতাঞ্জলি,
চিরভক্তিমান তব থাকিব চরণে,
করিব তোমার ধ্যান হৃদিনিকেতনে।

৮ই ভাদ্র } ভবদীয়
১২৭৫ }
মেদিনীপুর } ভক্তিমান ভ্রাতৃগণ

—:০:—

মূল্য প্রাপ্তি।

| | | |
|---|---|---|
| শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র দাস | | শ্রীহট্ট |
| ১২৭৫ শ্রাবণ হইতে ৭৬ আষাঢ় | | ১০ |
| ঐ | ঐ প্রসন্নকুমার দাস | দিল্লী |
| ১৮৬৮ জুলাই হইতে ৬৯ জুন | | ১০ |
| ঐ | ঐ ভজগোবিন্দ চাকী | বেলিয়া গ্রাম |
| ১৮৬৮ আগষ্ট হইতে ৬৯ জুলাই | | ১০ |
| ঐ | ঐ রসিকলাল রায় | নলহাটী |
| ১২৭৫ আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণ | | ৩৮ |
| ঐ | ঐ কার্ত্তিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী | ভুবিডহর |
| ১২৭৫ শ্রাবণ হইতে ৭৬ ভাদ্র | | ১০ |
| ঐ | ঐ আনন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী | চট্ট |
| ১৮৬৮ সেপ্টেম্বর হইতে নবেম্বর | | |

## সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী
## বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে
স্থলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা
ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। মফস্বলে ডাক
সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈ
সিক ৩৮০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম
গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি,
অর্ডার, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অ
যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই
দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন,
যেন এক অথবা আধ আনার অধিক
ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্র
মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি
শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে
ইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত
আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে
লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত
গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহা
একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ ব
যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং
হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের
ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রের
বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহ
যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে
করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি
আনা তাহার পর ৵১০ আনা দিতে হ
যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা
বেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হই

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ
মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের
চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ
ভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রা
প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ

১০ ম ভাগ | ৪৫ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

...ক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ ...ম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা। } সন ১২৭৫। ৩০ এ ভাদ্র। ১৮৬৮। ১৪ ই সেপ্টেম্বর { মফস্বলে মাসুলসমেত অগ্রিম বা... ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৸...

## বিজ্ঞাপন।

কি রা
কুমী
ঁা
গ্র
স্থা।

...প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা মূল্য (নগদ) ॥০ ...এই পুস্তক প্রথম অবধি দ্বিতীয় সর্গপর্য্যন্ত ...সংখ্যা নাগরাক্ষরে রামা জের টীকা ও ...লা অনুবাদের সহিত কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে ...হইয়া বিতরিত হইতেছে। ইহাতে মাহে- ...তীর্থ ও নাগোজী ভট্টের টীকাও স্থলবিশেষে ...করা হইতেছে ও ইহা প্রতিমাসে ১০ ...অর্থাৎ ৮০ পৃষ্ঠা করিয়া মুদ্রিত ও প্রচা... হইবে। মূল্য ॥০ আনা। যাঁহারা গ্রাহক ...ভুক্ত হইতে চাহেন, তাঁহারা আমার নামে ...প্রকাশ যন্ত্রে পত্র লিখিবেন।

...াবণ ...২৭৫ ...জ্জসমাজ } শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

—:০:—

...লিকাতা নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট ৩২ সংখ্যক ...সংবাদ জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রে সাহিত্যদর্পণ ...হইতেছে। গ্রহণার্থিগণ পত্রাদি লিখিয়া ...শ্রেণীভুক্ত হইলে ১ এক টাকা মূল্যে ...প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক।

—:০:—

কুমুদ্বতী নাটক।
অভিনয়োপযোগী।

...লিকাতা চুকিয়া ষ্ট্রীট ১৫ নং ভবনে ...কৃষ্ণগোপাল ভক্তের নিকট ও সংস্কৃত ...পুস্তকালয়ে প্রাপ্য। মূল্য বার আনা।

—:০:—

## পুনঃ প্রাপ্ত নোট।

নিম্নলিখিত অপহৃত অর্দ্ধ ও পূর্ণ নোটগুলি পাওয়া গিয়াছে। নোটের অধিকারিগণকে জানান যাইতেছে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিবেন।

| | সংখ্যা | মূল্য | পূর্ণ অথবা অর্দ্ধ |
|---|---|---|---|
| এ ৫৮ | ৮৬৬৩৮ | ১০০ | অর্দ্ধ নোট |
| এ ৫৫ | ৮৯৪৪৪ | ৫০ | ঐ |
| এ ৫২ | ৬৪৬৯০ | ২০ | ঐ |
| এ ৩৬ | ১০২৯৬ | ২০ | ঐ |
| এ ৩২ | ৪৬৪৫২ | ২০ | ঐ |
| এ ৪৪ | ৮৯৯৩৭ | ২০ | ঐ |
| এ ৪৫ | ৩৫০৭৪ | ২০ | ঐ |
| এ ৪৩ | ৯৯৬৩২ | ২০ | ঐ |
| বি ২২ | ০১৭৫৫ | ২০ | ঐ } ডিক্লিপা-পেটাম |
| বি ২২ | ০১৭৫৪ | ২০ | ঐ } নোট্‌স। |
| এ ৪৯ | ০৭৭৭৩ | ১০ | ঐ |
| এ ৪৯ | ০৩৪৩১ | ১০ | ঐ |
| এ ৪১ | ৬০৪৬৬ | ১০ | পূর্ণ |
| এ ৪৯ | ৪৮৭২৯ | ১০ | অর্দ্ধ নোট |
| এ ৫০ | ১৬৮৫৫ | ১০ | ঐ |
| এ ৪৯ | ৮২৮২১ | ১০ | ঐ |
| এ ৪২ | ০৮২৬৯ | ১০ | ঐ |
| এ ১৯ | ৩৫৪০১ | ১০ | ঐ |
| এ ১৯ | ৪৮৮৪২ | ১০ | ঐ |
| এ ১৮ | ৩৭৮৯৬ | ১০ | ঐ |
| এ ১৮ | ৩৯৮৫৭ | ১০ | ঐ |
| এ ৩১ | ৯২১০৩ | ১০ | ঐ |
| এ ৩১ | ৯২১০১ | ১০ | ঐ |
| এ ৩১ | ৯২১০২ | ১০ | ঐ |
| এ ৩১ | ৫৪১১৫ | ১০ | ঐ |
| এ ৫৮ | ৮৯০০৭ | ১০০ | |
| এ ৫৮ | ৮৪৮৬৯ | ১০০ | |

কলিকাতা পোষ্ট আফিস ১৩ ই আগষ্ট ১৮৬৮। } ডবলিউ, এইচ, মা...
পোষ্ট মাষ্টার

—:০:—

ইন্দুপ্রভা নাটক।

ষ্টার্‌ হোপ যন্ত্রালয়ে এবং চীনাব... পটোলডাঙ্গা ও জোড়াসাঁকোর পুস্তক... পাওয়া যায়। মূল্য ১ এক টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপ...
কলিকাতা বাগ্‌বা...

—:০:—

১৮৬৯ অব্দের ইংরাজী এণ্ট্রান্স কো... নোটবুক, প্রথম ভাগ পোইট্রী, ট্রেনিং ... ডেমির ভূতপূর্ব্ব হেড মাষ্টার এইচ, দত্ত ... কর্ত্তৃক প্রণীত, ৫৮। ৫ গিরিশবিদ্যারত্ন... এবং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য। ... ১ টাকা।

——:০:——

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলম... বিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকা... /০ এক আনার হিসাবে কমিসন দি। ... টাকার পুস্তক লইলে /১০ আনার হি... পাইবেন।

অপূর্ব্ব উপাখ্যান অর্থাৎ সেক্সপিয়রকৃত নাট
মর্ম্মানুবাদ ২৷৷
শ্রীমদ্ভাগবত ১ ম অবধি ১২ স্কন্ধ বাং
৮
শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস সম্পূর্ণ ৮
শ্রীমদ্রামরসায়ন দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ ৫
চক্রপাণিচিকিৎসা গ্রন্থ সিন্দুরীয়া পটী
সী বাবু কাশীনাথ মল্লিকের প্রযত্নে উত্তম
ত্তদ্বারা হস্তের লিখিত ২৩
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা বার্ষিক ৩
কৌতুক বিলাস বাঙ্গালাতে গোপালভাঁড়ের
তুকগুলি সম্পূর্ণ আছে ১
চন্দ্রহংস ; জৈমিনি ভারত হইতে
ত ১
ব্রহ্মতত্ত্ব চূড়ামণি অর্থাৎ ব্রহ্মনির্ণয় ১৷৷
লীলাঞ্জন কাব্য ৷৷
বুরঞ্জান কাব্য ৷৷
শিকুন্তলা কাব্য ১
অভিমন্যু বধ নাটক ৷৷৶
াদশ শিশুর বিবরণ ৷৷
মনোরমা গদ্য কাব্য ১
কীরববিয়োগ নাটক ২
নিভিল গাইড মার্শমেন সাহেব কৃত ২০
আগন্তা উপাখ্যান ৷৷
ন্দেশাবলী স্বরূপচন্দ্র দাসকৃত ৩৷৷
শাচোদ্ধার
ত্তিপ্রভা
টলাস বাং ৮ খানি ম্যাপ গণেশচন্দ্র
কৃত ৩
তস্বদর্শন পৃথিবীর মানচিত্র ৫
ারতবর্ষের ম্যাপ দেবনাগর অক্ষরে ৭
ত্তিশিক্ষা
নবর মোহিনী গদ্যপদ্য পারসীক
১৷৷
নার সম্ভব সংস্কৃত হইতে পদ্য অনুবাদ ১
ারতবর্ষের ইতিহাস কেদারনাথ দত্তকৃত ১
গোবিন্দচন্দ্র সেন কৃত ২
তত্ত্বসারসংগ্রহ ১
াচীন ইতিহাস সমুচ্চয় ১
মার্সমেন সাহেবকৃত দুই খণ্ড ২
ট্য পরিশিষ্ট নাটক ১
রত্নমঞ্জরী ১৷
দকল্পদ্রুম পরিশিষ্ট ২৫
কাতা জোড়া- শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়
া ৬৪ নং নগর বিক্রেতা।

## ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

কারাগোলা ঘাটে রেলওয়ের সর্ব্বত্র রপ্তানির নিমিত্ত মাল লওয়া যাইবে।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, যখন কারাগোলা ঘাটে পারাপারের ষ্টিমার থাকিবে তখন ঐ ষ্টিমারে রেলওয়ের সর্ব্বত্র রপ্তানির নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যাদি লইতে ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোং প্রস্তুত আছেন।

রেলওয়ে দ্রব্যাদি পাঠাইবার ভাড়া অনুসারে ভাড়া লওয়া হইবে। কেবল ষ্টিমার হইতে সাহেবগঞ্জ ষ্টেসনে লইয়া যাইবার নিমিত্ত বোঝাই খরচা ও ভাড়া প্রতি মণে এক আনার হিসাবে অধিক লওয়া যাইবে। যে ষ্টেসনে দ্রব্যাদি রপ্তানি হইবে সেই ষ্টেসনে সমুদায় দিলেও চলিবে।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে হাউস এজেন্সি বোর্ড কলিকাতা ৭ ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৮। } সিসিল ষ্টিফেন্সন এজেন্সি বোর্ড।

—:০:—

## পুরাণ প্রকাশ।

### বিষ্ণুপুরাণ।

অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা। অগ্রিম মূল্য ) ৷৷০।

যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি মৃজাপুর আমহর্ষ্টষ্ট্রীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্য প্রকাশ যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নামে যত খণ্ডের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম না পাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠাইবার নিয়ম নাই ইতি।

### বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ ১৯ নং জোড়া বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস্ আর্বথো-
থনট এবং কোং

———

### বিক্রয়ার্থ।

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান। সর রাজা রাধা-

কান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে
দিয়া নূতন বাঁধান, মূল্য ২৫০ টাকা।
শ্রীআনন্দচন্দ্রবেদান্ত বাগী

—০—

হোমিওপেথিক চিকিৎসা, প্রথম সং
আমরক্ত, মূল্য চারি আনামাত্র।

কলিকাতার চোরবাগানে স্কুলবুক
ঠনঠনিয়ার সংস্কৃতযন্ত্রের পুস্তকালয়ে
লালবাজারে বেরিনী কোম্পানির হো
পেথিক ফারমেসীতে পাওয়া যায়।

—:০:—

### পুনঃ প্রাপ্ত নোট।

যে ব্যক্তি ১৮৬৮ সালের ৮ ই আগ
মধ্যে পাটনার ডাকযোগে নিম্নলিখিত
সকল পাঠাইয়াছেন, তিনি নিম্ন
কারীর নিকট সবিশেষ লিখিয়া পাঠাইবে

এ ৫৮ ৮৯০০৭ নং ১০০ টাক
এ ৫৮ ৮৪৮৬৯ নং ১০০ ঐ

ডবলিউ, এইচ, ম্যাগোয়ান
কলিকাতার পোষ্টমাষ্টার

—:০:—

সাবিত্রীচরিত
কাব্য।
শ্রীভোলানাথ চক্রবর্ত্তি প্রণীত।
মূল্য ১ এক টাক
সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়

———

৯ ই ভাদ্র ও ১৬ ই তারিখের সোমপ্রক
বিজ্ঞাপনের লিখিত দেওয়ানী কার্য্যবি
গ্রন্থের প্রথম ভাগ প্রচারিত হইয়াছে, দ্বি
ভাগ ৩০ এ আশ্বিন ও শেষ ভাগ ২০ এ কা
প্রচারিত হইবে। সমুদায় পুস্তকের
ডাকমাসুল ব্যতীত ১০ টাকা। প্রথম ভা
মূল্য ডাকমাসুলসহ ৪।০ অপর দুই ভাগের
৬।০ টাকা; কিন্তু যাঁহারা ডাকমাসুলসহ
টাকা অগ্রিম মূল্য নিম্নলিখিত ঠিকানায়
পাঠাইবেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ পুস্তক ক্রমে
হইবেন।

কলিকাতা জোড়াসাঁকো ব্রাহ্মস
শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র ভৌমিকের নিকট অ
মূল্য পাঠাইলেই হইবে।

—:০:—

# ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

—:০:——:০:—

## বিজ্ঞাপন।

১৮৬৮ সালের ১ লা অক্টোবর তারিখে এবং তদবধি ২০ হন্দর ওয়েট মোট ওজনের এক টন হারে অথবা প্রত্যেক গাড়ির ওজন প[illegible] অনুসারে তুলা আমদানী করা হইবে।

নিম্নলিখিত টেবেলে শ্রেণী বিভাগ অনুসারে হাওড়ায় আনিবার ভাড়া দর্শান যাইতেছে।

| যে ষ্টেশন হইতে আমদানী হইবে | | ক (টা.) | (আ.) | (পা.) | খ (টা.) | (আ.) | (পা.) | গ (টা.) | (আ.) | (পা.) | ঘ (টা.) | (আ.) | (পা.) | ঙ (টা.) | (আ.) | (পা.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | যে তুলার ২০ পাউণ্ড করিয়া এক কিউবিক ফুট পরিমিত হইয়াছে অথবা যাহার ৩০০ পাউণ্ড পরিমিত এক গাইট করিয়া ১৫ কিউবিক ফিটের অনধিক হইয়াছে। | | | যে তুলার ২৪ পাউণ্ড করিয়া এক কিউবিক ফুট পরিমিত হইয়াছে, অথবা যাহার ৩০০ পাউণ্ড পরিমিত এক গাইট করিয়া সাড়ে বার কিউবিক ফিটের অনধিক হইয়াছে। | | | যে তুলা ৩০ পাউণ্ড করিয়া এক কিউবিক ফুট পরিমিত হইয়াছে অথবা যাহার ৩০০ পাউণ্ড পরিমিত এক গাইট করিয়া ১০ কিউবিক ফিটের অনধিক হইয়াছে। | | | যে তুলা ৩৮ পাউণ্ড করিয়া এক কিউবিক ফুট পরিমিত হইয়াছে, অথবা যাহার ৩০০ পাউণ্ড পরিমিত এক গাইট করিয়া ৮ কিউবিক ফিটের অনধিক হইয়াছে। | | | যে তুলা ৯ করিয়া [illegible] পাউণ্ড এক কিউবিক ফুট পরিমিত হইয়াছে, অথবা যাহার ৩০০ পাউণ্ড পরিমিত এক গাইট করিয়া ১৫ কিউবিক ফিটের অনধিক হইয়াছে। ওজন ১৩৫০০ পাউণ্ড অনধিক হইলে গাড়ি প্রতি ভাড়া। | | |
| দিল্লী ও গাজিয়াবাদ। | প্রত্যেক টনে | ৬০ | ০ | ০ | ৫৭ | ০ | ০ | ৪৪ | ০ | ০ | ৩৮ | ০ | ০ | ৩৬০ | ০ | ০ |
| | প্রত্যেক গাইটে | ৮ | ।৶ | ০ | ৭ | ৸৶ | ০ | ৭ | ।৶ | ০ | ৬ | ॥৶ | ০ | | | |
| খুর্জা | প্রত্যেক টনে | ৫৭ | ॥৶ | ৯ | ৫৪ | ৸৶ | ৯ | ৫১ | ৸৶ | ৯ | ৪৬ | ৶ | ৯ | ৩৪৬ | ৴ | ০ |
| | প্রত্যেক গাইটে | ৭ | ৸৶ | ৯ | ৭ | ॥০ | ৯ | ৭ | ৶ | ৯ | ৬ | ।৴ | ৯ | | | |
| আলিগড় | প্রত্যেক টনে | ৫৬ | ৴ | ৯ | ৫৩ | ।৴ | ৯ | ৫০ | ॥০ | ৯ | ৪৪ | ৵৶ | ৯ | ৩৩৬ | ।৶ | ০ |
| | প্রত্যেক গাইটে | ৭ | ।৶ | ৯ | ৭ | ।৴ | ৯ | ৬ | ৸৶ | ৯ | ৬ | ৶ | ৯ | | | |
| হাত্রাস | প্রত্যেক টনে | ৫৪ | ৸৶ | ৯ | ৫১ | ০ | ৯ | ৪৯ | ।৶ | ৯ | ৪৩ | ০ | ০ | ৩২৯ | ॥৶ | ০ |
| | প্রত্যেক গাইটে | ৭ | ॥ | ৯ | ৭ | ৶ | ৯ | ৬ | ৸ | ৯ | ৬ | ০ | ০ | | | |
| আগরা | প্রত্যেক টনে | ৫৪ | ০ | ৯ | ৫১ | ।৴ | ৯ | ৪৮ | ॥৶ | ৯ | ৪১ | ৶ | ০ | ৩২৩ | ৸৶ | ০ |
| | প্রত্যেক গাইটে | ৭ | ।৶ | ৯ | ৭ | ০ | ৯ | ৬ | ॥৶ | ৯ | ৫ | ৵৶ | ০ | | | |
| ফিরোজাবাদ | প্রত্যেক টনে | ৫২ | ॥৴ | ৯ | ৪৯ | ৸৶ | ৯ | ৪৭ | ।৴ | ৯ | ৪২ | ৴ | ৯ | ৩১৫ | ।৴ | ৯ |
| | প্রত্যেক গাইটে | ৭ | ৶ | ৯ | ৬ | ৸৴ | ৯ | ৬ | ॥ | ৯ | ৫ | ৸ | ৯ | | | |
| শেকোয়াবাদ | প্রত্যেক টনে | ৫১ | ৸৶ | ৯ | ৪৯ | ।০ | ৯ | ৪৬ | ॥৶ | ০ | ৪১ | ॥ | ৯ | ৩১১ | ০ | ০ |
| | প্রত্যেক গাইটে | ৭ | ৴ | ৯ | ৬ | ৸০ | ৯ | ৬ | ।৶ | ০ | ৫ | ॥৶ | ০ | | | |
| ইটোয়া | প্রত্যেক টনে | ৪৯ | ৸৴ | ০ | ৪৭ | ।৴ | ৯ | ৪৪ | ৸৴ | ০ | ৩৯ | ৵৶ | ০ | ২৯৮ | ৸৴ | ৯ |
| | প্রত্যেক গাইটে | ৬ | ৸৴ | ০ | ৬ | ॥০ | ৯ | ৬ | ৶ | ০ | ৫ | ।৶ | ০ | | | |
| কানপুর | প্রত্যেক টনে | ৪৪ | ॥৶ | ৯ | ৪২ | ।৶ | ৯ | ৪০ | ৶ | ৯ | ৩৫ | ॥৶ | ৯ | ২৬৭ | ।৶ | ৯ |
| | প্রত্যেক গাইটে | ৬ | ৶ | ৯ | ৫ | ৸৴ | ৯ | ৫ | ॥ | ৯ | ৪ | ৸৶ | ৯ | | | |
| আলাহাবাদ | প্রত্যেক টনে | ৩৭ | ॥৴ | ৯ | ৩৫ | ॥৶ | ০ | ৩৩ | ৸৴ | ০ | ৩০ | ৴ | ০ | ২২৫ | ৶ | ৯ |
| | প্রত্যেক গাইটে | ৫ | ৶ | ৯ | ৪ | ৸৶ | ৯ | ৪ | ॥৶ | ৯ | ৪ | ৶ | ০ | | | |
| মির্জাপুর | প্রত্যেক টনে | ৩৪ | ৶ | ০ | ৩২ | ॥০ | ০ | ৩০ | ৸ | ০ | ২৭ | ।৶ | ০ | ২০৫ | ১ | ০ |
| | প্রত্যেক গাইটে | ৪ | ॥৶ | ০ | ৪ | ।৶ | ০ | ৪ | ৶ | ০ | ৩ | ৸ | ০ | | | |
| বারাণসী | প্রত্যেক টনে | ৩২ | ।০ | ৯ | ৩০ | ।৶ | ০ | ২৯ | ০ | ০ | ২৭ | ৸৴ | ০ | ১৯৩ | ১ | ০ |
| | প্রত্যেক গাইটে | ৪ | ।৶ | ০ | ৪ | ৶ | ০ | ৪ | ০ | ০ | ৩ | ॥৴ | ০ | | | |
| জমানিয়া | প্রত্যেক টনে | ৩০ | ৶ | ০ | ২৮ | ॥৶ | ০ | ২৭ | ৶ | ৯ | ২২ | ৶ | ০ | ১৮৩ | ৶ | ৭ |
| | প্রত্যেক গাইটে | ৪ | ৶ | ০ | ৩ | ৸৶ | ৯ | ৩ | ৸ | ৯ | ৩ | ।৴ | ০ | | | |
| পাটনা | প্রত্যেক টনে | ২৩ | ॥৶ | ৯ | ২২ | ।৶ | ৯ | ২১ | ।৴ | ০ | ১৮ | ৸৶ | ৯ | ১৪১ | ৸ | ০ |
| | প্রত্যেক গাইটে | ৩ | ।০ | ৯ | ৩ | ১ | ০ | ২ | ৵৶ | ০ | ২ | ॥৶ | ৯ | | | |

প্রত্যেক টনের ভাড়ার পরিবর্ত্তে প্রত্যেক গাইটের ভাড়া লওয়া যাইতে পারে, যদি প্রত্যেক গাইটের মোট ওজন ৩০০ পাউণ্ডের অনধিক হয় [illegible] প্রত্যেক গাইটে [illegible] লওয়া যাইবে।

খোলা তুলার ভাড়া চতুর্থ শ্রেণির দ্রব্যের ভাড়ার সমান ধরা হইবে; কিন্তু এক খানি গাড়ির নিয়মিত ভাড়া প্রত্যেক [illegible]

তুলার প্রত্যেক টনে ।৶ আনা অথবা গাইট করা এক আনা হিসাবে হাওড়ার টারমিনাল রেট দিতে হইবে।

বোর্ড অব এজেন্সি }
২৮ এ আগষ্ট ১৮৬৮। }

সিসিল ষ্টিফেন্সন
বোর্ড অব এজেন্সি।

শিক্ষক ব্যতিরেকে সঙ্গীত শিক্ষা। ॥
অর্থাৎ।
ইউরোপীয় স্বরলিপি সম্বলিত সেতার,
, এসরাজ, বংশী, হার্ম্মোনিয়ম ও গান
শিখিবার সহজ উপায়। মূল্য ৩ তিন
। লালদীঘীর পূর্ব্ব[illegible]স্থ লে কোম্পানির
নিয়াস্থ সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রীত
ছে।
টাকা } শ্রীহরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সেক্রেটরির } পটোলডাঙ্গা পোষ্টোফিস লা
। } লেন।

—:০:—

লিকাতার মানচিত্র মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থ
আছে। (উত্তম বাধাই) মূল্য ২ টাকা।
শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত
কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুল

—:০:—

ত্ত্ববিদ্যা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড
চিত সংশোধন ও আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন
ক দ্বিতীয় বার মুদ্রিত হইয়া কলিকাত
সংবাদের ও সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে
য়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য ১॥ টাকা।
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

# সোমপ্রকাশ।

৩০ এ ভাদ্র সোমবার।

আমাদিগের এক জন পত্রপ্রেরক
বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন, অনেক
রপতির এরূপ স্বভাব আছে, মক
নিষ্পত্তির অব্যবহিত পরে আপনা
গর রায় প্রকাশ করেন না। তাহাতে
ী ও প্রত্যর্থীর অতিশয় কষ্ট হয়।
দিগের ক্ষতিও হইয়া থাকে।
মরা পত্রপ্রেরকের এই বাক্যের সম্পূর্ণ
র্থন করিতেছি। ৬। ৭ মাস পরে রায়
শ করিয়াছেন, এমন বিচারপতিও
মাদিগের নয়নগোচর হইয়াছেন।
য় প্রকাশ করিতে অসঙ্গত বিলম্ব
লে বিচারপতিদিগের মকদ্দমার
ম্বা বিস্মৃত হইবারও সম্পূর্ণ সম্ভা
। পত্রপ্রেরক এই যে কথা কহিয়া
ন, এটাও যথার্থ। এ বিষয়ে প্রধানতম আদালতের সবিশেষ দৃষ্টিপাত আবশ্যক। জটিল মকদ্দমাগুলির সহসা রায় প্রকাশ করিতে গেলে ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, একথা আমরা স্বীকার করি; কিন্তু তাহা বলিয়া মাস, পক্ষ, সপ্তাহ ও বৎসর অতীত করা কোনক্রমেই সঙ্গত হইতে পারে না। কোন দিনে উকীলদিগের তর্ক বিতর্ক হয়, তাহার পর কত দিন অন্তর রায় প্রকাশ হয়, প্রধানতম বিচারালয় যদি তাহার অনুসন্ধান করিবার একটী নিয়ম করেন, তাহা হইলে আর রায়প্রকাশে অসঙ্গত বিলম্ব হইতে পারে না।

—:০:—

## গ্লানির মকদ্দমার বিচার।

এক্ষণে ফৌজদারি আইনের সংশোধন আরম্ভ হইয়াছে। অতএব এই সুযোগে আমরা দণ্ডবিধির একটী ধারার পরিবর্ত্ত করিবার অনুরোধ করিতেছি। ১৮৬০ অব্দের ৪৫ আইনের ৫০১,৫০২ ও ৫০৩ ধারানুসারে অভিযোগ হইলে তাহার শেষ বিচার এক জন মাজিষ্ট্রেট অথবা মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা হইবার বিধি আছে; কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, এটী আমাদিগের আইনের একটী প্রধান দোষ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। গ্লানির মকদ্দমা করিতে গেলে বিশেষ আইনজ্ঞতা আবশ্যক। ইউরোপ ও আমেরিকার অতিশয় উপযুক্ত বিচারপতিগণও এই সকল মকদ্দমা করিতে গিয়া অনেক সময়ে অবিচার করিয়া বসেন। এমত স্থলে আমাদিগের অল্পশিক্ষিত মাজিষ্ট্রেট, সহকারী ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট, বা ডেপুটীমাজিষ্ট্রেটের নিকটে যে ইহার সুন্দর বিচার হইবে, ইহা কোনক্রমেই সম্ভাবিত নহে। আমাদিগের দেশে ক্রমশঃ সর্ব্বত্র জুরিদ্বারা বিচার হইতেছে। আমরা প্রস্তাব করিতেছি গ্লানির মকদ্দমার বিচার জুরির দ্বারা করাই কর্ত্তব্য। এক জন ইংরা
ব্যবহারাজীব বলেন, " বিচারপতি
যদি বিনা জুরিতে গ্লানির মকদ্দমা করি
পারিতেন, তাহা হইলে দুই দিবে
মধ্যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা লো
পাইত। তাঁহারা যতই বিশুদ্ধান্তঃক
হউন না কেন, তথাপি গবর্ণমেণ্টের ক
চারী; গবর্ণমেণ্টের দিগে টান হই
বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। এক্ষণে ভু
দর্শনে সপ্রমাণ করিয়াছে, গবর্ণমেণ্ট
গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ অনেক স
সংবাদপত্রের সম্পাদকের উপরে বি
হন।" যখন ইংলণ্ডে প্রবল সাধা
মতের সম্মুখে এবং অপক্ষপাতী বিচ
পতিদিগের নিকটে অবিচারের সম্ভাব
তখন ভারতবর্ষে যে মাজিষ্ট্রেটগণ সু
চার করিবেন, তাহা সম্ভাবিত নহে।
স্থলের বিচারপতিগণ সদরের বিচা
দিগের ন্যায় স্থিরচিত্ত ও নিঃস্বার্থ নহে
সংবাদপত্রের নামে নালীশ হইলে সে
দিগের অনেকে দণ্ড দিবার নিমিত্ত
হন, যাঁহারা অমৃতবাজার পত্রিকার
নালীশের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া
তাঁহারা এই কথার যাথার্থ্য বুঝি
পারিবেন। আমরা তন্নিমিত্ত পুনরায়
তেছি, দণ্ডবিধির ৫০১,৫০২ ও
ধারার মকদ্দমাসকলের বিচার সে
জজ ও জুরির হস্তে দেওয়া কর্ত্ত
ক্রমশঃ সর্ব্বত্র সংবাদপত্র স্থাপিত
তেছে। সম্পাদকগণ সাহসসহকারে
বিষয়েরই আলোচনা করিতেছেন। যা
বাস্তবিক অপরাধী, তাঁহাদিগের
হউক, তাহাতে কাহারও আপত্তি
কিন্তু হাতুড়িয়া বিচারপতিদিগের
যেন মৃত্যু না হয়। অতএব এই
ফৌজদারি কার্য্যবিধির সহিত দ
বিধির পূর্ব্বোক্ত ধারাগুলির সংশো
করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

—:০:—

## প্রতিজ্ঞাত প্রত্যুত্তর দান।

আমরা গতবারের প্রতিজ্ঞানুসারে
আমাদিগের নদীয়াস্থিত মিসনরি
বের দ্বিতীয়পত্রের প্রত্যুত্তরদানে
ত হইলাম। আমরা যেসর জন
দের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ কোন বি
বাক্য প্রয়োগ করি নাই, তাহা মিস
বান্ধবের দ্বিতীয়পত্রের ভাবে স্পষ্ট
তীয়মান হইতেছে। যাহা হউক, আমরা
কে অনুরোধ করিতেছি, কোন গব.
জেনরল অথবা ব্যক্তিবিশেষের রাজ
তর প্রতি দোষারোপ করিলে রাজা
রাজ্ঞীর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ অথবা
কতাচরণ করা হয় না, এটী যেন
ন যাবতীয় ইউরোপীয়কে বুঝাইয়া
। একণে অনেক ইউরোপীয়ের
টী রোগ দাঁড়াইয়াছে, কোন বিষয়
ভিমত হইলেই ভারতবর্ষীয়দিগকে
শেষতঃ সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগকে
।, অকৃতজ্ঞ ও রাজদ্রোহী বলিয়া
ন দিয়া থাকেন;

আমরা দুঃখিত হইলাম, মিসনরি
র সহিত এখনও দুটী বিষয়ে আমাদি
মতভেদ হইতেছে। প্রথম, তিনি
ন, "গবর্ণমেণ্ট প্রজার প্রতিনিধির
ংস্কার যেখানে আছে, সেই খানেই
, দস্যুতা, বিপ্লবপ্রভৃতি নানা
যোগ ঘটিয়া থাকে। তিনি আমা
র ভ্রমসংশোধনার্থ আমেরিকা ও
রোপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে
রোধ করিয়াছেন। ইউরোপে যে,
ংস্কার বলবান, আমরা তাহা পশ্চাৎ
াণ করিতেছি। আমেরিকায় কেবল
সংস্কারের প্রাবল্য নয়, তথায় তদ.
রী কাজও হইতেছে। প্রজারাই
মরিকার শাসনকর্তৃগণকে মনোনীত
ন, এ কথা কোন ব্যক্তি অস্বীকার
বেন? অন্য কোন দেশে প্রজার
ক্ষমতা আছে? অন্য কোন দেশে
শাসনকর্তৃগণকে এরূপ সাধারণমতানু.
বর্তী হইয়া কাজ করিতে হয় না। কিন্তু
আমেরিকায় কি নিরন্তর দস্যুবৃত্তি, হত্যা
ও বিপ্লব ঘটিতেছে? ইংলণ্ডে রাজার
মৃত্যুর পর লোকে নূতন রাজাকে মনো
নীত করেন না বটে, কিন্তু যদি অনুধা
বন করিয়া দেখা যায় প্রতীয়মান হইবে
সেখানেও রাজার রাজ্যলাভ প্রজার
ইচ্ছাকৃত হইয়াছে। বরণসউইক রাজ
বংশ উত্তরাধিকারক্রমে না জয়প্রভাবে
ইংলণ্ডে লব্ধাধিকার হইয়াছেন? তাঁহা
দিগের প্রথম পুরুষ কি সর্ব্বসাধারণের
মতানুসারে আগমন করেন নাই? সম্রাট
নেপলিয়ন সর্ব্বদাই বলিয়া ও লিখিয়া
থাকেন, "আমি তৃতীয় নেপলিয়ন ঈশ্ব
রের কৃপায় ও লোকের ইচ্ছায় শাসন
করিতেছি ইত্যাদি।" ফ্রান্সে একনায়ক-
তন্ত্র প্রচলিত সত্য; কিন্তু তৃতীয় নেপ
লিয়নের ন্যায় লোকে যে মূল নিয়ম স্বীকার
করেন, তাহা কোনক্রমেই উপহাস বা
উপেক্ষাযোগ্য নহে। মিসনরি বান্ধব যে
প্রাচীন জর্ম্মণীয়দিগকে অসভ্য বলিয়া
নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই অসভ্যগণ
হইতেই কি ইউরোপ খণ্ডের বর্ত্তমান স্বাধী
নতা শাসনপ্রণালীর মূল পত্তন হয় নাই?
কোন ইতিহাসবেত্তা এ জন্য এই অসভ্য
দিগের নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না
করেন? যে দিন আর্কবিশপ লডের শিরশ্ছে
দন হয়, সেই দিনই "রাজা ঈশ্বরের প্রতি
নিধি" এই মতটী ইংলণ্ডে লোপ প্রাপ্ত
হইয়াছে। ১৬৮৮ অব্দের বিপ্লব-
দ্বারা "রাজা প্রজার প্রতিনিধি" এই
মতটী বলবৎ হয়। দুর্ভাগ্যনিবন্ধন
একণে জর্ম্মণীতে ইহার তাদৃশ প্রাবল্য
নাই। প্রুশিয়াতে কাউণ্ট বিসমার্কের
প্রভাবে প্রতিনিধিসভাই সর্ব্বে সর্ব্বা
হইয়াছেন। জর্ম্মণী ইউরোপখণ্ডের মস্তক
—বুদ্ধি ও চিন্তার স্থান; ফ্রান্স হস্ত—কার্য্য
করিবার উপায়; ইংলণ্ড পদ—দাঁড়াই
বার স্থান। ইংলণ্ডে যে মত বদ্ধ
হইয়াছে, তাহা যে দীর্ঘকাল ফ্রান্সে
জর্ম্মণীতে অলব্ধপদ থাকিবে, ত
কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। গব
ণ্টের অনুসন্ধেয় বিষয় কি? প্রজার ম
ত? আমার কষ্ট আমি নিজে যেমন জা
বুঝি অন্য কেহ তেমন জানেন ও বুঝে
ন। যে গবর্ণমেণ্ট সাধারণ মত অগ্র
করেন, তাঁহাদিগের পদে পদে ভ্রম
এটী কি কোন ব্যক্তি অস্বীকার করি
পারেন? তৃতীয় নেপলিয়নের ম
লোক সর্ব্বদা জন্মগ্রহণ করেন
তাদৃশ অলোক সামান্য গুণসম্পন্ন ব্য
কেও স্বীকার করিতে হইয়াছে,
অথবা কয়েক ব্যক্তির বুদ্ধিদ্বারা যাহা উ
বিত হয়, তাহা সচরাচর লক্ষ লক্ষ লোক
মঙ্গলকর হয় না। প্রজার মত, প্রজার অ
ও প্রজার অভাব বুঝিয়া ও জানিয়া
করাই প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য
এটী যখন স্থিরতর হইল, তখন গবর্ণ
ণ্টকে প্রজার প্রতিনিধিভিন্ন আর
বলা সঙ্গত হইতে পারে? আ
দুঃখিত হইলাম, আমাদিগের মিস
বান্ধব এই সংস্কারের লোকদি
ফরাশী জাকবিন ও সোসিয়ালিষ্টদি
দলে গণ্য করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট প্র
প্রতিনিধি হইলেই যে সম্পত্তির প্র
রহিত করিতে হয়, এটি প্রামাণিক
নহে। সমুদায় সম্পত্তি সকলকে স
অংশে ভোগ করিতে দিলে সমাজ
দিনও চলে না। প্রতিনিধিগবর্ণমে
অধীনে এরূপ হওয়াও সম্ভাবিত ন
আমরা স্বীকার করি, প্রাচীন কা
জর্ম্মণীর ভূপতিরা রোমের অধি
প্রদেশসকল জয় করিয়া যাবতীয়
ও সম্পত্তি তুল্যাংশে বিভক্ত করিয়া
ছেন; কিন্তু সেটী প্রতিনিধি প্রণা
দোষ নহে; তদানীন্তন ব্যক্তিবিশে
স্বত্ববিষয়ক সংস্কারের দোষই সে প্র

। যে ক্ষণে অসভ্যেরা রোমের ভিন্ন
স্থানে স্থায়ী হইয়া বসতি করিতে
ম্ভ করিল, সেই ক্ষণেই পুনর্ব্বার
তির প্রভেদ আরম্ভ হইল।

শারলমনের পরপর্য্যন্তও রাজা
নীত করিবার প্রথা ছিল। তাহা
তই বর্ত্তমান প্রতিনিধিপ্রণালীর উৎ
হইয়াছে। প্রজার প্রতিনিধি হইয়া
ন করাই সভ্যসদের কার্য্য; এ
দ্বারা কোনপ্রকার কষ্টস্থাপন করা
কর হয় না; যখন গবর্ণমেন্টের
কে প্রজার আপনার স্বার্থ বলিয়া
হয়, তখন সেই গবর্ণমেন্টের রক্ষার্থ
রা কোন ক্লেশকে ক্লেশ জ্ঞান করেন

মিসনরি বান্ধব জানিবেন, আমরা
ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি ঘৃণা কিম্বা
চরণ করি না। খৃষ্টধর্ম্ম কেন, কোন
র বিদ্বেষ করা আমাদিগের অভ্যস্ত
। আমরা খৃষ্টীয়ান নহি এবং স্বদে
রা খৃষ্টীয়ান হইলেই যে তাঁহাদি
উন্নতির পরা কাষ্ঠা হইবে, এ সং-
নাই বলিয়াই যে, আমরা নাস্তিক হই
, এটিও অবিবেচকের বাক্য। গবর্ণর
নরলের অবলম্বিত রাজনীতির প্রতি
রোপ করিলে তাহাকে বিদ্রোহের
তা বলা যেমন অন্যায়, খৃষ্টীয় ধর্ম্মের
ন্ধ বাদকে নাস্তিকতা বলাও তেমনি
য়। মিসনরি বান্ধব প্রভাকের অপ
প সাহসী হন নাই। ইউরোপে
নে সাধারণ মত যেপ্রকার আকার
প করিয়াছে, তাহাতে যে শীঘ্র খৃষ্ট
র অস্তিত্ব লোপ হইবে, তাহার
িক সম্ভাবনা এবং আমাদিগের বন্ধু
ক স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু
নি আমাদিগকে বলিতেছেন "যে
নিষ্ট [illegible] হইতে চলিল তোমরা
[illegible] তাহা হইতে
[illegible] এতদ্দ্বারা আমাদিগের

মিশনরি বান্ধবের ধর্ম্মানুরাগের সবিশেষ পরিচয় হইতেছে, তন্নিমিত্ত আমরা তাঁহার প্রশংসাও করিতেছি; কিন্তু খৃষ্ট ধর্ম্মই যে যাবতীয় জাতির উন্নতির কারণ, তৎস্বীকারে আমরা সম্মত নহি। সমুদ্রের হ্রাস বৃদ্ধির ন্যায় সকল জাতির উন্নতি ও হ্রাসের সময় আছে। প্রাচীন কালের গ্রীক ও রোমকেরা জুপিটরকে পূজা করিয়া কি না করিয়াছিলেন? ইউরোপে এক্ষণে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের উন্নতি নয়নগোচর হইতেছে বটে; কিন্তু ধর্ম্মবিশ্বাস যে সেই উন্নতির একমাত্র কারণ, তাহার প্রমাণ কি? তবে কেন পূর্ব্বদিগস্থ রোমক রাজ্য তুরস্কদিগের হস্তগত হইয়াছিল? স্পেন কি খৃষ্টীয়ান দেশ নহে? মেক্সিকোতে কি অধিকাংশ লোক খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই? মিশনরি বন্ধু যে ইতিহাসকে প্রমাণ মানিয়াছেন, সেই ইতিহাসই বলিয়া দিতেছে, খৃষ্টধর্ম্ম হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মানব মণ্ডলীর অনেক অপকার হইয়াছে। পঞ্চম চারলসের সদৃশ মহৎ লোকদিগের এক গোঁড়ামীতে তাঁহাদিগের অতি মহৎ উদ্দেশ্যও বিষময় ফল প্রসব করিয়াছে। খৃষ্টীয়ান না হইলে ভারতবর্ষ পুনর্ব্বার মস্তক উত্তোলন করিতে পারিবেন না, এ বাক্য শ্রদ্ধেয় নহে।

—৩০৪—

## মৃত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও তাঁহার কৃত উইল।

আমরা মৃত বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের কৃত উইলের মর্ম্ম অবগত হইয়া দুটী বিষয়ে অধিকতর প্রীতিলাভ করিয়াছি। প্রথম, তিনি নিজ জমীদারীর প্রজাদিগের বিষয়ে যে প্রকার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কেহ যে কখন তাহাদিগের উপরে কোনপ্রকার পীড়ন করিবেন, সে সম্ভাবনা নাই। জমীদারী ইজারা ও পত্তনপ্রভৃতি

দেওয়া দূরে থাকুক ২০ বৎসরের অ
কাল কাহাকে পাট্টা দিবার নিষেধ ক
হইয়াছে। সেলামীপ্রভৃতি কোন ব
করিয়া কেহ প্রজার নিকট হইতে নিয়
তিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবে
না। এরূপ ব্যবস্থা করিবার হেতুব
স্থলে লিখিত হইয়াছে, জমীদারে
সচরাচর ঐসকল বাব করিয়া প্র
পীড়ন করিয়া থাকেন, অতএব তাঁ
জমীদারীমধ্যে ঐরূপ না হয়। এ
দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, তাঁ
আশ্রিতবাৎসল্যের ন্যায় প্রজা প্র
পালকতা গুণ বিলক্ষণ ছিল।

দ্বিতীয়, তিনি নিজ বিষয়ের যে
উত্তরাধিকারক্রম নিরূপণও ব্যবস্থা কি
গিয়াছেন, তাহাতে তিনি যেন চিরজী
রহিলেন এইরূপ বোধ হইতে
তাঁহার বিষয় কখন গোত্রা
গত হইবার সম্ভাবনা নাই। তি
নিজদুহিতা ও দৌহিত্রদিগকে অধিক
না করিয়া নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র বাবু য
তীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে অধিকারী ক
গিয়াছেন। যতীন্দ্রবাবুর পুত্র পৌত্র
জ্যেষ্ঠানুসারে অধিকারী হইবেন। য
ন্দ্রবাবুর পুত্রপৌত্রাদির অভ
তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রপৌ
জ্যেষ্ঠক্রমে অধিকারী হইবেন। ই
গের অভাবে প্রসন্নবাবুর পিতামহ
সন্ততিরা ঐরূপ জ্যেষ্ঠানুসারে অধি
হইবেন। আমরা যে উত্তরাধিকা
গের কথা কহিলাম, তাঁহাদিগের য
উপভোগ বা বিষয়ের যথেচ্ছ বি
গের ক্ষমতা থাকিবে না। তাঁহারা
উইলের লিখিত নিয়মানুসারী উ
ভোগী হইবেন এই মাত্র। যিনি
অধিকারী হইবেন, তিনি তখন প্রসন্ন
ব্যবহৃত বৈঠকখানায় উপবেশ
করিবেন।

আমরা উইলের এব্যবস্থায় যে

প উপস্থিত হইলে তিনি নিমন্ত্রণপত্র ও র প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত রাজদত্ত বিই এখানকার পণ্ডিতদিগের প্রধান সম্মান । যিনি যাবজ্জীবন রাজবাটীর পাঠকার্য্য হন, তিনি অধ্যাপনা কার্য্য করিতে া পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। কোন স্থানে নিমন্ত্রণ হইলে অপেক্ষাকৃত অন্ন পাইয়া থাকেন। আজিও যে এখানে দেশ অপেক্ষা সংস্কৃত শাস্ত্রের সমধিক ীলন হইয়া থাকে, রাজা ও ধন প্রধান াদিগের উৎসাহদানই ইহার মূল।

হারাজ রুদ্রসিংহের সময়েই বর্ত্তমান রাজ এবং অন্যান্য বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ও রম উদ্যানসকল প্রস্তুত হয়। ইঁহার ৪।৬ সহস্র ৩।৪ শত হস্তী ৩। ৪ শত অশ্ব ও অসংখ্য াসী ছিল। ইনি ১৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া রোহণ করেন। ইঁহার সময়ে ষোড়শ লক্ষ বাৎসরিক আয় ছিল। মহারাজ রুদ্রসিংহ দানশীল ছিলেন, যে, ১৭ বৎসরের মধ্যে াটি ৭২ লক্ষ টাকা রাজস্ব এবং শিক্ষিত লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াও সন্তোষলাভ নাই। পুনরায় ১১ লক্ষ টাকা ঋণ করেন। অনেক স্থাবর সম্পত্তিও অনেককে দান া যান।

হারাজ রুদ্রসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার তনয় মহারাজ মহেশ্বর সিংহ রাজা হন। পিতৃ ঋণে বিলক্ষণ জড়ীভূত হইয়া ছিলেন। ণ সমুদায় পরিশোধ করিয়া উঠিতে সমর্থ ই। ইনি পিতার ন্যায় ধার্ম্মিক ছিলেন। দেবার্চ্চনা এবং ধ্যান ধারণায় তাঁহার সময় ব্যয় হইত। ইনি ১০ বৎসর রাজত্ব ১৮৬১ অব্দের আশ্বিন মাসে দুটী শিশু রাখিয়া পরলোক গমন করেন। বর্ত্তমান প্রাপ্তব্যবহার রাজকুমার মহারাজ লক্ষ্মীনারা ংহ উঁহার জ্যেষ্ঠ তনয়। আজি কালি রাজ ার বয়ঃক্রম প্রায় ১০ বৎসর। ইনি বয়ঃপ্রাপ্ত উত্তর কালে পৈতৃক রাজত্ব প্রাপ্ত হইবেন। হারাজ মহেশ্বর সিংহের পরলোকপ্রাপ্তির রাজকুমার অপ্রাপ্তব্যবহার থাকাতে এবং ংসারের অধিকতর ঋণ হওয়াতে, আমা ন হিতৈষী প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট াজার রাজ্যসম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডের করিয়াছেন। করলঙ্ সাহেব ঐ বিষয়ের রল ম্যানেজার। ইনি ন্যায়পরায়ণ, দয়ালু ও কার্য্যদক্ষ এবং যে কার্য্যের ভার গ্রহণ াছেন, তদ্বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী। ইনি এত দূর উদারচরিত্র কোন ব্যক্তি বিধিমতে ইঁহার অপকার চেষ্টা করিলেও তাঁহার প্রতি রুষ্ট হন না; বরং যথাসাধ্য তাঁহার উপকারের চেষ্টা পান। কেহ কেহ উগ্রপ্রকৃতি বলিয়া মধ্যে মধ্যে করলং সাহেবের আংশিক চরিত্রগত দোষো দ্ঘোষণ করিয়া থাকেন; কিন্তু আমরা তাহার প্রতিবাদে বলি, বৃদ্ধ হইলে মানুষের স্বভাব কখনই অবিকৃত থাকে না। ইঁহার কিঞ্চিৎ রাগের বৃদ্ধি হইয়াছে সত্য বটে; কিন্তু তাঁহার গুণরাশির সহিত তুলনা করিলে সে দোষ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। করলং সাহেব আপনার অধীন লোকদিগকে সন্তানবৎ দেখিয়া থাকেন।

যৎকালে বিষয়বিভব কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন হয়, তৎকালে রাজসংসারের ন্যূনাধিক এক কোটি টাকা দেনা ছিল। করলং সাহেব উত্তমর্ণদিগের সহিত ৭৭ লক্ষ টাকায় চুক্তি করিয়া ৮ বৎসরের মধ্যে ঐ সমুদায় ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন। কোর্ট অব ওয়ার্ডের ব্যবস্থা হইবার পূর্ব্বে দ্বারভাঙ্গার রাজাদিগের কোন বিষয়ে সুশৃঙ্খলা ছিল না। সুতরাং যেরূপ বিভব তদ্রূপ আয় হইত না। অনেক অপরিমিত ব্যয়ও হইত এবং রাজসংসারে এমন কতকগুলি অসৎ লোক ছিল, তাহারা নিয়তই কেবল আপন আপন উদর পরিপূরণের এবং রাজসংসারকে উৎসন্ন দিবার চেষ্টায় থাকিত অর্থ আত্মসাৎ করাই উহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন হওয়াতে আর রাজসংসারের কপর্দ্দকমাত্র ঋণ নাই। পূর্ব্বাপেক্ষা আয়ের সম্যক বৃদ্ধি হইয়াছে এবং বর্ষে বর্ষে ব্যয় বাদে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উদ্বৃত্ত হইতেছে। আজি কালি গবর্ণমেণ্টকে ভূমির রাজস্ব দিয়া সমুদায়ে বাৎসরিক আয় ন্যূনাধিক প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা হইয়াছে এবং কোম্পানির কাগজ ১৮।১৯৫৭৭ লক্ষ টাকায় ক্রয় করা হইয়াছে।

এ দিকে আয়ের যেমন বৃদ্ধি হইয়াছে, ব্যয়ও নিতান্ত কম হইতেছে না। একণে বাৎসরিক ব্যয় প্রায় ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকারও অধিক হইতেছে। আজি প্রস্তাব বাহুল্যভয়ে আমরা আর অধিক দূর অগ্রসর হইলাম না। একণে করলং সাহেবকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া অদ্যকার প্রস্তাব শেষ করিলাম।

—০—

## বিবিধসংবাদ।

২৩ এ ভাদ্র সোমবার।

এবার আমেরিকায় পূর্ব্বের ন্যায় তুলা জন্মিয়াছে। আমেরিকার তুলা ভারতবর্ষের তুলা অপেক্ষা উত্তম এবং অধিক পরিমাণে উৎ দিত হয়; কিন্তু মধ্য ও পশ্চিম ভারতব প্রকার চেষ্টা হইতেছে যদি উহার ব্যক্তির হয়, তাহা হইলে আমাদিগের কোন থাকিবে না। ক্রমে ভারতবর্ষের তুলা লাভ করিবে সন্দেহ নাই।

কলিকাতা ও উপনগরের মিউনিসিপ একত্র করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

রেলওয়ে ও তৎপরিপোষক রাস্তা দ্বারা জলপথ বন্ধ হইয়াছে, এ কথা গব অপ্রমাণ করেন। কিন্তু সম্প্রতি বারাসতের জেট কয়েকটী রাস্তার মধ্য খনন করিয়া বাহির করিয়াছেন। হালিসহরে কেরিণও অনেক স্থান খনন করিতে হইয়াছে। অন্য অন্য স্থান হইতেও সংবাদ পাইতেছি শীঘ্র বাহির না হওয়াতে বিস্তর বাটী গিয়াছে। জলপথ বন্ধের একটী বিশেষ এই, গত কয়েক বৎসরে সর্ব্বত্র যেমন হইতেছে, এমন আর কখন হয় নাই।

গত শনিবার উপনগরের মিউনিসিপালিটি কারী সভাপতির পদে এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত বার অভিপ্রায়ে এক সভা করা হয়। আপ জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট এচ, এল, বীডন সাহে কারী সভাপতি হইয়াছেন। হালডেন সা হিসাব দর্শনার্থ একটী সব কমিটি নিযুক্ত ছেন। কেবল হিসাব দেখিয়া কমিটি যেন না হন; কর প্রদায়ীদিগের কয়েকজনের বন্দি গ্রহণ করা উচিত।

পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, আগড়ের বি দৌরাত্ম্যকারী সর্দ্দার আতামহম্মদ খাঁ হইয়া লাহোরে আনীত হইতেছেন। এই ব মন্ত্রণা হইতেই সম্প্রতি হাজরাতে এত যোগ হইয়াছে।

পুনর্ব্বার জনরব উঠিয়াছে, নিজামের মন্ত্রী সালারজঙ্গের মনোমালিন্য জন্মিয়া সালারজঙ্গ যেপ্রকার আবশ্যক তাহাতে মনোভঙ্গ না হওয়াই আশ্চর্য্য। নিরস্ত্র করিবার আইন করাতে বিস্তর তাঁহার শত্রু হইয়াছেন।

ডেলিনিউস শ্রবণ করিয়াছেন, পঞ্জাবের গত মালিরব কোটার নবাব লাহোরের কাবার বিদ্যালয়ের নিমিত্ত কয়েক বৎসর বার্ষিক এক লক্ষ করিয়া টাকা দিবেন। রিক ৩৫০০০ টাকা সুদ হয় এত টাকা জুবে তিনি ক্ষান্ত হইবেন। নবাব নিজে ইং শাইবেন এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরণ করিবেন।

ন, মাতলার উন্নতি হইয়া লাভ হইবে
হ নাই। শাববোর্গ ও সুয়েজ খাল
ত্তির দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া পরিকর
ক.1 বিধেয় হয়।

—:০:—

নূতন পুস্তক।

১। মহাকবি কালিদাসকৃত কুমার
ব, মল্লিনাথকৃত টীকা সহিত,
ীয় সর্গের কিয়দ্দূরপর্য্যন্ত। শ্রীযুক্ত
হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের নূতন
কৃত যন্ত্রে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মুখো
ায় মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন।
রকের উদ্দেশ্য এই, ক্রমে ক্রমে
শ করিবেন। মল্লিনাথ যে যে
সমাসাদিতে উপেক্ষা করিয়াছেন,
মোহন ছাত্রদিগের সুবিধার্থ সেগুলি
করিয়া দিয়াছেন। পুস্তকখানি
রূপে পরিশোধিত হইতেছে।

২। বিবিধ পুস্তকপ্রকাশিকা, রঘু
। শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত
প্রকাশক। বহুদিনপূর্ব্বে যে রঘু
আরম্ভ হয়, এই সংখ্যায় (৮ সং
তাহা সম্পূর্ণ করা হইয়াছে
ক হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ইহার
লা অনুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদ
যায়ী ও বাঙ্গালার বিশুদ্ধ রীতির
ত হইয়াছে।

। এ খানিও বিবিধ পুস্তক প্রকা
র অন্যতর খণ্ড, কিরাতার্জ্জুনীয়।
হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ইহারও অনু
রিয়াছেন।

। শব্দমঞ্জরী। সংস্কৃত টাকা
জর বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের
ক শ্রীযুক্ত সোমনাথ মুখোপাধ্যায়
প্রণেতা। যাঁহারা প্রথমে সংস্কৃত
করিবে, তাঁহাদিগের সংস্কৃত
ী ইহাতে কতকগুলি সংস্কৃত
লিত হইয়াছে। সংস্কৃত রূপে

শার্থীদিগের পক্ষে এখানি বিশেষ উপকারী হইবে।

৫। ভ্রান্তিরহস্য এখানি। নাটক। লক্ষহীরার যে একটী প্রসিদ্ধ উপন্যাস আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া এখানি লিখিত হইয়াছে।

৬। নীতিরত্নাকর। শ্রীশ্রীনাথ গুপ্ত ইহার রচয়িতা। একটী গল্প অবলম্বন করিয়া ইহাতে কতকগুলি নীতির উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

৭। রাজনিয়ম ও ব্যবস্থাসংহিতা। শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র ভৌমিক ইহার সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহার যে কয় ফরমা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, তাহাতে ব্রিটিশ শাসনপ্রণালীর স্বরূপাদি বর্ণিত দৃষ্ট হইল। দেওয়ানীসংক্রান্ত প্রচারিত আবশ্যক আইনসকল ইহাতে সংগৃহীত হইতেছে। এখানি ইংরাজীর অনভিজ্ঞ উকীলপ্রভৃতি ও বিষয়ী লোকদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী হইবে।

৮। মনোরঞ্জক রত্ন। এখানি সাময়িক পত্রিকা। ইহাতে গুজরাটী ইংরাজী হিন্দুস্থানী ও উর্দ্দু ভাষায় লিখিত কয়েকটী প্রস্তাব সন্নিবেশিত দৃষ্ট হইল।

৯। ভারতবর্ষীয় সভার কার্য্য বিবরণ।

———

প্রাপ্ত।

দ্বারভাঙ্গার রাজবংশ।

আজি কালি বাঙ্গালা ও বিহারে যত প্রধান ভূম্যধিকারী আছেন, দ্বারভাঙ্গার রাজাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মহেশঠাকুর এই রাজবংশের আদিপুরুষ। তিনি সদ্বংশসম্ভূত ব্রাহ্মণের সন্তান। প্রবাদ আছে, যৎকালে তিনি স্বীয় অনুজ মহেশচন্দ্রের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন, সেই সময়ে তদীয় গুরু দিল্লীশ্বর সম্রাট আকবরের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া, আপনার অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করাতে সম্রাট সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া এক তাম্রফলকে সনন্দপত্র লিখিয়া তাঁহাকে জেলা ত্রিহুতের অন্তর্গত তাবৎ পরগণা এবং উহার দক্ষিণাস্বরূপ অঙ্গুরীয়

মুক্তামালা প্রভৃতি পারিতোষিক প্রদান ক
মহেশচন্দ্রের বিষয়ের প্রতি কিছুমাত্র অ
ছিল না; সুতরাং তিনি স্বীয় প্রিয়
হীনাবস্থাদর্শনে কৃপালু হইয়া মহেশঠাকুর
লব্ধ বিত্ত সমুদায় দান করেন।
মহেশঠাকুর সমুদায়ের অধিকারী হন।

মহেশঠাকুরের পর ক্রমান্বয়ে দ্বাদশ পুরুষ
হইলে মহারাজ ছত্রসিংহ রাজা হন। এপর্য্যন্ত
শপুরুষ মধুবনী গ্রামে (দ্বারভাঙ্গার ১০
নৈঋতকোণে) অবস্থান করেন। যদিও ঐ
পুরুষের কীর্ত্তিকলাপবিষয়ে তেমন বিশেষ
শুনিতে পাওয়া যায় না, তথাপি
বলা যাইতে পারে, ইঁহারা যেমন বংশে
গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদনুরূপ কর্ত্তব্য
সম্পাদনে এক মুহূর্ত্তের জন্য ও অন
ছিলেন না। সর্ব্বক্ষণ ধর্ম্মচিন্তা শাস্ত্রালা
প্রভৃতি সাধুজনোচিত কার্য্যে রত থাকি
এবং আপনাদিগের বিষয়বিভবের স
শ্রীবৃদ্ধি করিয়া যান।

মহারাজ ছত্রসিংহ রাজা হইয়া কোন ক
বশতঃ মধুবনী পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্বারভাঙ্গা
আসিয়া বাস করেন। অদ্যাপি মধুবনীতে
বংশীয়েরা অবস্থান করিতেছেন। মহারাজ
সংহ ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া পর লোক
ন। তিনি মৃত্যুকালে পঞ্চনবতি লক্ষ
নগদ ভিন্ন বিস্তর স্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া যা
তাহার পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজ রুদ্রসি
অতুল পৈতৃক বিভবের উত্তরাধিকারী হন।
রাজ রুদ্রসিংহ অতিশয় দাতা, ধর্ম্মপরা
সত্যনিষ্ঠ ও দীনপ্রতিপালক ছিলেন।
অবারিত দ্বার ছিল। ইনি নানা স্থানে দেব
প্রতিষ্ঠা, হলখুনা স্থানে বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় খ
পথে পথিক জনের নিমিত্ত পান্থশালা সংস্থা
প্রভৃতি বহুবিধ সৎক্রিয়ার কার্য্য করেন।
মিথিলার পণ্ডিতগণের এক জন প্রধান উৎ
দাতা ছিলেন এবং পণ্ডিতদিগের বিদ্যাবুদ্ধি
উৎকর্ষানুসারে অনেক লোককে বিস্তর স্থা
সম্পত্তি দান করিয়াযান। অদ্যাপি রাজ
সারে কোনপ্রকার ক্রিয়াকলাপ উপস্থিত হই
মিথিলার তাবৎ পণ্ডিতের সমাগম হইয়া থা
ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, ধর্ম্মশাস্ত্র, ন্যায়প্রভৃ
শাস্ত্রাধ্যায়ী ছাত্রদিগের পরীক্ষা গৃহীত
রাজসভায় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ প্রাচীন পণ্ডি
আছেন, তাঁহারাই পরীক্ষক। যে ছাত্র পরীক্ষ
উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হন, তাঁহাকে প্রশংসা
স্বরূপ এক উষ্ণীষ প্রদত্ত হয়। ঐ দিবসে
তাঁহার নাম সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে। কোন

পাশ উপস্থিত হইলে তিনি নিমন্ত্রণপত্র ও
ায় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত রাজবত
শীঘ্রই এখানকার পণ্ডিতদিগের প্রধান সম্মান
। যিনি যাহুজলার রাজবাটীর পরীক্ষায়
ত্তকার্য্য হন, তিনি অধ্যাপনা কার্য্য করিতে
বা পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না।
র কোন স্থানে নিমন্ত্রণ হইলে অপেক্ষাকৃত
ায় অগ্র পাইয়া থাকেন। আজিও যে এখানে
ালাদেশ অপেক্ষা সংস্কৃত শাস্ত্রের সমধিক
শীলন হইয়া থাকে, রাজা ও ৫৭ ন প্রধান
ীদারদিগের উৎসাহদানই ইহার মূল।

মহারাজ রুদ্রসিংহের সময়েই বর্ত্তমান রাজ
ী এবং অন্যান্য বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ও রম
উদ্যানসকল প্রস্তুত হয়। ইঁহার ৪।৫ সহস্র
ন্য ৩।৪ শত হস্তী ৩ ৪ শত অশ্ব ও অসংখ্য
দাসী ছিল। ইনি ১৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া
ারোহণ করেন। ইঁহার সময়ে যোড়শ লক্ষ
া বাৎসরিক আয় ছিল। মহারাজ রুদ্রসিংহ
প দানশীল ছিলেন, যে, ১৭ বৎসরের মধ্যে
কোটি ৭২ লক্ষ টাকা রাজস্ব এবং পিতৃসঞ্চিত
লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াও সন্তোষলাভ
ন নাই। পুনরায় ৭৭ লক্ষ টাকা ঋণ করেন।
অনেক স্থাবর সম্পত্তি অনেককে দান
য়া যান।

মহারাজ রুদ্রসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার
ষ্ঠ তনয় মহারাজ মহেশ্বর সিংহ রাজা হন।
পিতৃ ঋণে বিলক্ষণ জড়ীভূত হইয়া ছিলেন।
ঋণ সমুদায় পরিশোধ করিয়া উঠিতে সমর্থ
নাই। ইনি পিতার ন্যায় ধার্ম্মিক ছিলেন।
দা দেবার্চনা এবং ধ্যান ধারণায় তাঁহার
ধিক সময় ব্যয় হইত। ইনি ১০ বৎসর রাজত্ব
য়া ১৮৬১ অব্দের আশ্বিন মাসে দুটী শিশু
ার রাখিয়া পরলোক গমন করেন। বর্ত্তমান
প্রাপ্তব্যবহার রাজকুমার মহারাজ লক্ষ্মীনারা-
সিংহ উঁহার জ্যেষ্ঠ তনয়। আজি কালি রাজ
রের বয়ঃক্রম প্রায় ১০ বৎসর। ইনি বয়ঃপ্রাপ্ত
ল উত্তর কালে পৈতৃক রাজত্ব প্রাপ্ত হইবেন।
মহারাজ মহেশ্বর সিংহের পরলোকপ্রাপ্তির
রাজকুমার অপ্রাপ্তব্যবহার থাকাতে এবং
সংসারের অধিকতর ঋণ হওয়াতে, আমা
দের পরমহিতৈষী প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট
ভাঙ্গার রাজসম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডের
ীন করিয়াছেন। ফরলঙ সাহেব ঐ বিষয়ের
নেরল ম্যানেজার। ইনি ন্যায়পরায়ণ, দয়ালু
শয় ও কার্য্যদক্ষ এবং যে কার্য্যের ভার গ্রহণ
রয়াছেন, তদ্বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী। ইনি

এত দূর উদারচরিত্র কোন ব্যক্তি বিদ্বিষতে ইহার অপকার চেষ্টা করিলেও তাহার প্রতি রুষ্ট হন না; বরং যথাসাধ্য তাহার উপকারের চেষ্টা পান। কেহ কেহ উগ্রপ্রকৃতি বলিয়া মহো দয় ফরলং সাহেবের আংশিক চরিত্রগত দোষো দেঘাষণ করিয়া থাকেন; কিন্তু আমরা তাহার প্রতিবাদে বলি, বৃদ্ধ হইলে মানুষের স্বভাব কথ নই অবিকৃত থাকে না। ইহার কিঞ্চিৎ রাগের বৃদ্ধি হইয়াছে সত্য বটে; কিন্তু তাবৎ গুণরাশির সহিত তুলনা করিলে সে দোষ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতী য়মান হইবে। ফরলং সাহেব আপনার অধীন লোকদিগকে সন্তানবৎ দেখিয়া থাকেন।

যৎকালে বিদয়বিভব কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের অধীন হয়, তৎকালে রাজসংসারের ন্যূনাধিক এক কোটি টাকা দেনা ছিল। ফরলং সাহেব উত্তমর্ণদি গের সহিত ৭৭ লক্ষ টাকায় চুক্তি করিয়া ৮ বৎস রের মধ্যে ঐ সমুদায় ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন কোর্ট অব ওয়ার্ডের ব্যবস্থা হইবার পূর্ব্বে দ্বারভা ঙ্গার রাজাদিগের কোন বিষয়ে সুশৃঙ্খলা ছিল না সুতরাং যেরূপ বিভব তদ্রূপ আয় হইত না। অনেক অপরিমিত ব্যয়ও হইত এবং রাজসং সারে এমন কতকগুলি অসৎ লোক ছিল, তাহার নিয়তই কেবল আপন আপন উদর পরিপূরণের এবং রাজসংসারকে উৎসন্ন দিবার চেষ্টায় থাকিত অর্থ আত্মসাৎ করাই উহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন হওয়াতে আর রাজ সংসারের কপর্দ্দকমাত্র ঋণ নাই। পূর্ব্বাপেক্ষা আয়ের সম্যক বৃদ্ধি হইয়াছে এবং বর্ষে বর্ষে ব্যয় বাদে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উদ্বৃত্ত হইতেছে। আজি কালি গবর্ণমেণ্টকে স্থির রাজস্ব দিয়া সমুদায়ে বাৎসরিক আয় ন্যূনাধিক প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা হইয়াছে এবং কোম্পানির কাগজ ১৮৭৯৫৭৭ লক্ষ টাকায় ক্রয় করা হইয়াছে।

এ দিকে আয়ের যেমন বৃদ্ধি হইয়াছে, ব্যয়ও নিতান্ত কম হইতেছে না। এক্ষণে বাৎসরিক ব্যয় প্রায় ১৬ ল ৪০ হাজার টাকারও অধিক হইতেছে। আজি প্রস্তাব বাহুল্যভয়ে আমরা আর অধিক দূর অগ্রসর হইলাম না; এক্ষণে ফরলং সাহেবকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া অদ্যকার প্রস্তাব শেষ করিলাম।

—•—

# বিবিধসংবাদ।

২৩ এ ভাদ্র সোমবার।

এবার আমেরিকায় পূর্ব্বের ন্যায় তুলা জন্মিয়াছে। আমেরিকার তুলা ভারতবর্ষের তুলা
অপেক্ষা উত্তম এবং অধিক পরিমাণে উৎ
দিত হয়; কিন্তু মধ্য ও পশ্চিম ভারতবর্ষে
প্রকার চেষ্টা হইতেছে যদি উহার ব্যক্তিক্র
হয়, তাহা হইলে আমাদিগের কোন
থাকিবে না। ক্রমে ভারতবর্ষের তুলা উ
লাভ করিবে সন্দেহ নাই।

কলিকাতা ও উপনগরের মিউনিসিপা
একত্র করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

রেলওয়ে ও তৎপরিশোধক রাস্তা
দ্বারা জলপথ বদ্ধ হইয়াছে, এ কথা গবর্ণ
অপ্রমাণ করেন। কিন্তু সম্প্রতি বারাসতের
রেট কয়েকটী রাস্তার মধ্য খনন করিয়া
বাহির করিয়াছেন। হালিসহরে কেরিফণ্ড র
অনেক স্থান খনন করিতে হইয়াছে। অ
অন্য অন্য স্থান হইতেও সংবাদ পাইতেছি,
শীঘ্র বাহির না হওয়াতে বিস্তর বাটী প
গিয়াছে। জলপথ বদ্ধের একটী বিশেষ
এই, গত কয়েক বৎসরে সর্ব্বত্র যেমন
হইতেছে, এমন আর কখন হয় নাই।

গত শনিবার উপনগরের মিউনিসিপালিটি
কারী সভাপতির পদে এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত
বার অভিপ্রায়ে এক সভা করা হয়। আপা
জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট এচ, এল, ডীন সাহেব
কারী সভাপতি হইয়াছেন। হালডেন সা
হিসাব দর্শনার্থ একটী সব কমিটি নিযুক্ত
ছেন। কেবল হিসাব দেখিয়া কমিটি যেন
না হন; কর প্রদায়ীদিগের কয়েকজনের
বন্দি গ্রহণ করা উচিত।

পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, আগড়ের বি
দৌরাত্ম্যকারী সর্দ্দার আতামহম্মদ খাঁ
হইয়া লাহোরে আনীত হইতেছেন। এই ব
মন্ত্রণা হইতেই সম্প্রতি হাজরাতে এত
যোগ হইয়াছে।

পুনর্ব্বার জনরব উঠিয়াছে, নিজামের ম
মন্ত্রী সালারজঙ্গের মনোমালিন্য জন্মিয়া
সালারজঙ্গ যেপ্রকার আধিপত্য ক
তাহাতে মনোভঙ্গ না হওয়াই আশ্চর্য্য।
নিরস্ত্র করিবার আইন করাতে বিস্তর
তাঁহার শত্রু হইয়াছেন।

ডেলিনিউস শ্রবণ করিয়াছেন, পঞ্জাবের
গত মালিরব কোটার নবাব লাহোরের
আরব বিদ্যালয়ের নিমিত্ত কয়েক বৎসর
বার্ষিক এক লক্ষ করিয়া টাকা দিবেন।
রিক ৩৫০০০ টাকা সুদ হয় এক টাকা
তবে তিনি ক্ষান্ত হইবেন। নবাব নিজে
যাইবেন এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে
বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরণ করিবেন।

ম তলার উন্নতি হইয়া লাভ হইবে
নাই। শাবরোর্গ ও মুয়েজ খাল
র দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া পরিকর
১ বিধেয় হয়।

—:০:—

নূতন পুস্তক।

। মহাকবি কালিদাসকৃত কুমার
মল্লিনাথকৃত টীকা সহিত,
সর্গের কিয়দ্দূরপর্য্যন্ত। শ্রীযুক্ত
রিমোহন মুখোপাধ্যায়ের নূতন
ত যন্ত্রে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মুখো
য় মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন।
কের উদ্দেশ্য এই, ক্রমে ক্রমে
শ করিবেন। মল্লিনাথ যে যে
সমাসাদিতে উপেক্ষা করিয়াছেন,
মাহন ছাত্রদিগের সুবিধার্থ সেগুলি
করিয়া দিয়াছেন। পুস্তকখানি
রূপে পরিশোধিত হইতেছে।

। বিবিধ পুস্তকপ্রকাশিকা, রঘু
শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত
প্রকাশক। বহুদিনপূর্ব্বে যে রঘু
আরম্ভ হয়, এই সংখ্যায় (৮ সং
তাহা সম্পূর্ণ করা হইয়াছে
হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ইহার
অনুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদ
ষী ও বাঙ্গালার বিশুদ্ধ রীতির
হইয়াছে।

এ খানিও বিবিধ পুস্তক প্রকা
অনান্তর খণ্ড, কিরাতার্জ্জুনীয়।
হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ইহারও অনু
য়াছেন।

পদমঞ্জরী। সংস্কৃত টীকা
র বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের
শ্রীযুক্ত সোমনাথ মুখোপাধ্যায়
ণেতা। যাহারা প্রথমে সংস্কৃত
রিবে, তাহাদিগের সংস্কৃত
ইহাতে কতকগুলি সংস্কৃত
ত হইয়াছে। সংস্কৃত শব্দ

শার্থীদিগের পক্ষে এখানি বিশেষ উপকারী হইবে।

৫। ভ্রান্তিরহস্য এখানি। নাটক। সেক্ষপীয়রের যে একটী প্রসিদ্ধ উপন্যাস আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া এখানি লিখিত হইয়াছে।

৬। নীতিরত্নাকর। শ্রীশ্রীনাথ গুপ্ত ইহার রচয়িতা। একটী গল্প অবলম্বন করিয়া ইহাতে কতকগুলি নীতির উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

৭। রাজনিয়ম ও ব্যবস্থাসংহিতা। শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র কৌশিক ইহার সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহার যে কয় ফরমা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, তাহাতে ব্রিটিশ শাসনপ্রণালীর স্বরূপাদি বর্ণিত দৃষ্ট হইল। দেওয়ানীসংক্রান্ত প্রচারিত আবশ্যক আইনসকল ইহাতে সংগৃহীত হইতেছে। এখানি ইংরাজীর অনভিজ্ঞ উকীলপ্রভৃতি ও বিষয়ী লোকদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী হইবে।

৮। মনোরঞ্জক রত্ন। এখানি মাসিক পত্রিকা। ইহাতে গুজরাটী ইংরাজী হিন্দুস্থানী ও উর্দ্দু ভাষায় লিখিত কয়েকটী প্রস্তাব সন্নিবেশিত দৃষ্ট হইল।

৯। ভারতবর্ষীয় সভার কার্য্য বিবরণ।

---

প্রাপ্ত।

দ্বারভাঙ্গার রাজবংশ।

আজ কাল বাঙ্গালা ও বিহারে যত প্রধান ভূম্যধিকারী আছেন, দ্বারভাঙ্গার রাজাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মহেশঠাকুর এই রাজবংশের আদিপুরুষ; তিনি সদ্বংশসম্ভূত ব্রাহ্মণের সন্তান। প্রবাদ আছে, বংকালে তিনি স্বীয় অধ্যাপক মহেশচন্দ্রের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন, সেই সময়ে তদীয় গুরু দিল্লীশ্বর সম্রাট আকবরের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া, আপনার অসাধারণ বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করাতে সম্রাট সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া এক তাম্রফলকে সনন্দপত্র লিখিয়া তাঁহাকে জেলা ত্রিহুতের অন্তর্গত হাবিলাগংপ্রা এবং উহার দক্ষিণাস্বরূপ অঙ্গুরীয় মুক্তামালাপ্রভৃতি পারিতোষিক প্রদান করেন। মহেশচন্দ্রের বিষয়ের প্রতি কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না; সুতরাং তিনি স্বীয় প্রিয় ছাত্রের দীনাবস্থাদর্শনে কৃপালু হইয়া মহেশঠাকুরকে ঐ সব বিত্তব সমুদায় দান করেন। তদবধি মহেশঠাকুর সমুদায়ের অধিকারী হন।

মহেশঠাকুরের পর ক্রমান্বয়ে দ্বাদশ পুরুষ গত হইলে মহারাজ ছত্রসিংহ রাজা হন। এপর্য্যন্ত দ্বাদশপুরুষ মধুব^ী গ্রামে (দ্বারভাঙ্গার ১০ ক্রোশ নৈঋতকোণে) অবস্থান করেন। যদিও ঐ দ্বাদশ পুরুষের কীর্ত্তিকলাপবিষয়ে তেমন বিশেষ কিছু শুনিতে পাওয়া যায় না, তথাপি স্পষ্টই বলা যাইতে পারে, ইহারা যেমন বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদনুরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে এক মুহূর্ত্তের জন্য ও অনবহিত ছিলেন না; সর্ব্বক্ষণ ধর্ম্মচিন্তা শাস্ত্রালাপনপ্রভৃতি সাধুজনোচিত কার্য্যে রত থাকিতেন এবং আপনাদিগের বিষয়বিভবের সম্যক্ শ্রীবৃদ্ধি করিয়া যান।

মহারাজ ছত্রসিংহ রাজা হইয়া কোন কারণবশতঃ মধুবনী পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্বারভাঙ্গায় আসিয়া বাস করেন। অদ্যাপি মধুবনীতে এই বংশীয়েরা অবস্থান করিতেছেন। মহারাজ ছত্রসিংহ ত্রিংশ বৎসর রাজত্ব করিয়া পর লোক প্রাপ্ত হন। তিনি মৃত্যুকালে পঞ্চনবতি লক্ষ টাকা নগদ ও তদ্ভিন্ন বিস্তর স্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া যান। তাঁহার পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজ রুদ্রসিংহ অতুল পৈতৃক বিভবের উত্তরাধিকারী হন। মহারাজ রুদ্রসিংহ অতিশয় দাতা, ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ ও দীনপ্রতিপালক ছিলেন। ইহার অবারিত দ্বার ছিল। ইনি নানা স্থানে দেবালয় প্রতিষ্ঠা, জলশূন্য স্থানে বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় খনন, রূপথ পথিক জনের নিমিত্ত পান্থশালা সংস্থাপনপ্রভৃতি বহুবিধ সৎকার্য্য করেন। ইনি মিথিলার পণ্ডিতগণের এক জন প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন এবং পণ্ডিতদিগের বিদ্যা বুদ্ধির উৎকর্ষানুসারে অনেক লোককে বিস্তর স্থাবর সম্পত্তি দান করিয়াযান। অদ্যাপি রাজসংসারে কোনপ্রকার ক্রিয়াকলাপ উপস্থিত হইলে মিথিলার তাবৎ পণ্ডিতের সমাগম হইয়া থাকে। ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, ধর্ম্মশাস্ত্র, ন্যায়প্রভৃতি শাস্ত্রাধ্যায়ী ছাত্রদিগের পরীক্ষা গৃহীত হয়। রাজসভায় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ প্রাচীন পণ্ডিত আছেন, তাঁহারাই পরীক্ষক। যে ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হন, তাঁহাকে প্রশংসাপত্রস্বরূপ এক উষ্ণীষ প্রদত্ত হয়। ঐ দিবসে সাঁথায় তাঁহার নাম সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে। কোন ক্রিয়

বাটী প্রস্তুত করিবার দ্রব্যাদি আনয়ন ন রাণী চুক্তিভঙ্গ করেন. এই নিমিত্ত দুই ফরাশী যুদ্ধ জাহাজ তাঁহার রাজধানীকে [illegible] করিয়াছে। রাণী ফরাশী সম্রাটের [illegible] ক্ষতিপূরণ লইবার নিমিত্ত পারিসে গমন [illegible]ছেন। চুর্দলেরা নির্জ্জিতা বশতঃ ভয় [illegible] প্রবলের সংসর্গে আইসে, শেষে [illegible]কে পড়ে। বর্ণিত ব্যাপারটী বোধ হয় [illegible]ক্যের অন্যতর উদাহরণ হইবে।

[illegible] সীমার যুদ্ধ ক্রমশঃ ভয়ানক হইয়া উঠি[illegible]। [illegible] আধুন্দ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের [illegible] জিহাদ (ধর্ম্মার্থ যুদ্ধ) ঘোষণা করিয়া [illegible]ছে. তিনি দুই লক্ষ সৈন্যের অস্ত্র ও খাদ্য [illegible] যোগাইবেন। বন্য জাতিসমূহ অস্ত্রধারণ [illegible]রছেন। সেনাপতি ওয়াইল্‌ড সসৈন্যে [illegible] এ পারে আছেন, বন্যেরা অপর পারে [illegible] সন্নিবেশ করিয়াছে।

[illegible] দেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রার্থনানুসারে সম্প্রতি [illegible] সেক্রেটারিকে এই অনুরোধ [illegible]ছেন, যদি কোন অচিহ্নিত কর্ম্মচারী বিশেষ [illegible] সহিত ২০ বৎসরের অধিক কাল কাজ [illegible] প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে তাঁহার [illegible] ও বিধবা সন্তানদিগকে কিঞ্চিৎ [illegible] হইতে গবর্ণমে[illegible] [illegible] হইয়াছে তদর্থ [illegible] করিতে হইবে সন্দেহ নাই. কিন্তু কর্ম্ম[illegible] সমান ভাবে [illegible] না হইলে তাহা [illegible] আকাঙ্ক্ষনীয় হয় না। সাহায্যকৃত [illegible] বৃত্তিদান বিষয়ে [illegible] কোন সভ্যগায় করা উচিত। [illegible] পর্য্যন্ত থাকিবেন, কিন্তু অনেকে [illegible] [illegible]ছেন না।

[illegible] আগষ্ট আমেদাবাদে ১৮ ইঞ্চ বৃষ্টি হই[illegible]। [illegible] আর দুই দিবসে ২৪ ইঞ্চ জল [illegible]। [illegible] প্লাবন হইয়া প্রায় ১০,০০০ [illegible] ও ২৫ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট করিয়াছে [illegible] এমত জলপ্লাবন হয় নাই. [illegible]য় কর্ম্মচারিগণ লোকের সাহায্যের বন্দো[illegible] করিতেছেন। গুজরাটী বণিকগণ ইহার [illegible] অনেক টাকা দিয়াছেন।

[illegible] মাস জানুয়ারি অবধি ২১ এ আগষ্ট পর্য্যন্ত [illegible] ৭৭ ইঞ্চ জল হইয়াছে। ওদিকে [illegible] অনাবৃষ্টি নিবন্ধন শস্য নষ্ট হইবার [illegible] হইয়াছে।

[illegible] গোলযোগ সংক্রামক রোগের [illegible] সমুদায় সীমাব্যাপী হইয়া উঠিতেছে। সিন্ধিয়ান বলেন, মধুন কোট ও কসমারির মধ্যে পর্ব্বতীয়েরা বন্দুক হস্তে ভ্রমণ করিতেছে. সিন্ধুর বাষ্পীয় জাহাজসকল আক্রান্ত হইবে এই আশঙ্কা করা হইতেছে। ইহারা কষ্ট শত্রু হইয়া উঠিল।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট মাতলা বন্দর ও রেল ওয়ে ত্যাগ করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। এতৎসংক্রান্ত কাগজ পত্র গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। গবর্ণর জেনরল সাধারণ মত জানি বার নিমিত্ত আর ১২ মাস অপেক্ষা করিবার মানস করিয়াছেন। গত বৎসর কানিঙে ৯খানি মাত্র জাহাজ আইসে। গঙ্গা অপেক্ষা মাতলাতে অধিকসংখ্যক জাহাজ নষ্ট হইতেছে। এগুল শোচনীয় বটে, কিন্তু আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের য.প তৃতীয় নেপলিয়নের অর্দ্ধেক তেজস্বিতা থাকিত তাহা হইলে কানিঙবন্দর ভিন্নাকৃতি প্রদর্শন করিত। শারবোর্গকে দৃষ্টান্ত স্থানে রাখিয়া কর্ত্তব্য কাজ কর।

ইংলিসমান বলেন, সম্প্রতি ষ্টেটসেক্রেটারির কৌন্সিলে রাজধানী স্থানান্তর করিবার প্রস্তা বের বিষয়ে তর্ক বিতর্ক হইয়া কলিকাতাই রাজধানী হইবে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে। নগরের উৎকর্ষ[illegible] প্রতিবৎসর রাজ কোষ হইতে আটলক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। এটী কথা অতিশয় কর্ত্তব্য। বঙ্গদেশের যে আয় তাহার কিয়দংশও রাজধানীর উৎকর্ষ[illegible] ব্যয় করিলে কলিকাতা নগরী পরম সুখের স্থান হইতে পারে। নগরবাসিরা আর মিউনিসিপাল কর দিয়া উঠিতে পারেন না।

২৬ এ ভাদ্র বৃহস্পতি বার।

আর একটী স্ত্রীলোক কলিকাতায় হত হই য়াছে। বামনবস্তির নিকটে একটী এতদ্দেশীয় খৃষ্টীয়ান যুবতী এক জন হিন্দুর উপপত্নীস্বরূপ ছিল। পূর্ব্বে এক জন খৃষ্টীয়ান তাহার উপপতি হয়, এব্যক্তি তাহার সহিত এক বাটীতে থাকিত। সম্প্রতি গৃহ হইতে শোণিত বাহির হইতেছে দেখিয়া পুলিষ তালা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিয়া দেখেন, তাহার গলদেশ ছেদন করিয়া তাহাকে এক সিন্দুকের মধ্যে রাখা হইয়াছে। শরীর স্ফীত হওয়াতে সিন্দুকের ডালা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকটীর খৃষ্টীয়ান উপপতি ধৃত হইয়াছে। এবারও যদি পুলিষ হত্যাকারীকে ধৃত করিতে না পারেন তাহা হইলে কলিকাতার পুলিষ প্রণালীর সংশোধন বিষয়ে আর তিল বিলম্ব করা উচিত নয়।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম সুখময় ও গোপাল রক্ষক নামে যে দুই ব্যক্তিকে পাঁচমা[illegible] অধিক কাল দমদমার জেলে হাজতে রাখা [illegible] ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে মুক্ত [illegible]য়াছেন. সৈনিক মাজিষ্ট্রেটেরা যখন কলিকা[illegible] এত নিকটে এ প্রকার আইনবিরুদ্ধ কাজ [illegible] তখন নিয়মবহির্ভূত প্রদেশে যে কি কাণ্ড [illegible] তাহা সকলে অনুমান করুন। ইংলণ্ডে [illegible] বিচারালয়ের ভার ব্যারিষ্টরদিগের হস্তে [illegible] হইতেছে। এখানে কি সৈনিকের হস্তে [illegible]ষ্টেটি ভার দেওয়া আর উচিত হইতেছে[illegible]

গত বৎসরের বন্যাপীড়িতদিগের সাহায[illegible] সংগৃহীত টাকার মধ্যে ১,৫৩,৪৫২)৫ [illegible] ব্যয় হয় এবং ২৭,৩০৮৮/১৫ টাকা [illegible] আছে। এই টাকার কিরূপ ব্যয় করা উ[illegible] তাহার বিবেচনার্থ গত কল্য এক সভা [illegible] সভ্যগণ উহার দ্বারা এতদ্দেশীয় দাতব্য [illegible] বাটীসকল সংস্কার করিবার প্রস্তাব ক[illegible] আমাদিগের বিবেচনায় এ টাকা একণে [illegible] রাখা উচিত। ২৪ পরগণার দক্ষিণাংশের [illegible] দিগের সাহায্যদান অতিশয় আবশ্যক [illegible]তেছে।

২৭ এ ভাদ্র শুক্রবার।

বর্ত্তমান বর্ষের জানুয়ারিঅবধি জুন[illegible] মধ্য ভারতবর্ষে ১,৯৮০টী বন্য জন্তু ব[illegible] হয়াছে. এ নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট ২৮,২১৩ [illegible] প্রদান করিয়াছেন।

প্রধানতম বিচারালয়ে তিন জন রিপো[illegible] নিযুক্ত হইবেন। ইহাদিগের প্রত্যেকের [illegible] টাকা বেতন হইবে। রিপোর্টের এত [illegible] হইল, তথাপি নজির বাহুল্যের অনন্ত [illegible] রহিল, এটী অতিশয় অন্যায়। মফস্বলে উ[illegible] ও মোক্তারেরা ক্রয় করিতে না পারিলে [illegible]রের তত ফল হইবে না।

রাজপুতনার অনেক স্থানে অনাবৃ[illegible] য়াতে সকলে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করিতে[illegible] কোথায় অনাবৃষ্টি কোথায় অতিবৃষ্টি। উ[illegible] শঙ্কার কারণ।

ডেলি নিউষের এক জন পত্রপ্রেরক উ[illegible] [illegible]র মিউনিসিপালিটির ভূতপূর্ব্ব সহকারী [illegible] পতির হিসাব অনুসন্ধানকারী কমিটিতে [illegible] কয়েকটী বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে ব[illegible] ছেন-- ডালটন সাহেব কণ্ট্রাক্টরদিগের [illegible] নিকটে দস্তুরি লইতেন কি না? রাস্ত[illegible] রের সময়ে যথেষ্ট পোয়া পড়িত কি না [illegible]র কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে উপঢৌকন [illegible]

না? পদ শূন্য হইলে তাহা বিক্রয় হইত কি ? পত্রপ্রেরক বলেন, বর্ত্তমান নিয়ুক্তর কর্ম্মচা গণ হালডেনের দোষের অংশী; অতএব তাঁরা যথার্থ বিষয় গোপন করিবেন। ইহাদি কে কর্ম্মে স্থগিত না করিলে যথার্থ বিষয় হির হইবে না। আমাদিগেরও এই মত। উপ বের মিউনিসিপালিটীর নিয়ুক্তর কর্ম্মচারি- গণের যে গুণ তাহা করদাতারাই জ্ঞাত নেন।

২৮ এ ভাদ্র শনিবার।

২৫ এ আগষ্ট পর্য্যন্ত পঞ্জাবে বৃষ্টি হয় ই।

চট্টগ্রামের পার্ব্বত্যপ্রদেশের অধ্যক্ষ কাপ্তেন উইন কুকিদিগকে টাকা দিয়া দোবাস্থা ত করিবার যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন, লেপ্ট গবর্ণর তাহার অনুমোদন করিয়াছেন। দিগের বিবেচনায় এ বন্দোবস্তটী ইষ্টফলো য়ী হইবে না।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ ীত হইতেছে—

| | |
|---|---|
| টাকার সিক্কা | ৯৪৸৶—৯৫ |
| „ কোং | ৯৫৶—৯৫।০ |
| „ পবলিকওয়ার্ক | ১০৬০—১০৬॥০ |
| „ কোং | ১০৯০—১০৯।৶ |
| „ কোং | ১১৫— |

## ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২ রা সেপ্টেম্বর। টোরি মন্ত্রিবর্গ যে ক্ষ করিয়াছেন, তদুপলক্ষে সংবাদপত্রে বিতর্ক হইতেছে। সেনাপতি পিল এবং ইট সাহেব টাইমস পত্রে এক এক পত্র য়া মন্ত্রিবর্গের পক্ষসমর্থন করিয়াছেন। রা আসিয়াতে যে যে দেশ জয় করিতেছে, পত্রে তদ্বিষয়ের পুনরান্দোলন হই- ।

বাণী রাজস্বসংক্রান্ত মন্ত্রী পস্থুরগান এক বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন, শান্তি সম্পূর্ণ আশা আছে।

হারা ১৩ ও ১০ বৎসর কাজ করিয়াছে র যাবতীয় সৈন্যকে রুশীয় গবর্ণমেণ্ট দিয়াছেন।

ড হাউয়াড ডি ওয়াল্ডেনের মৃত্যু হই- ।

দেশক সর্ব্বাঙ্গকে মুক্ত করিয়া জামীন না হইয়াছে।

র্বলাণ্ড দেশের লোকেরা অধিমায়কত্ব াস করিয়াছেন।

ইউরোপ হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, টী অভিসন্দিকে সাধারণতন্ত্রপ্রিয় লোক মনোনীত করিয়াছেন। তথায় র সংখ্যা অধিক।

৪ ঠা সেপ্টেম্বর। গত কল্য শেফিল্ড নগরে কর্ম্মকারদিগের ভোজ হইয়াছে। নূতন আমেরিকান দূত উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সম্মানার্থ যে সুরাপান হয়, তিনি তাহার প্রত্যুত্তরে বলিলেন, তিনি শান্তির বরযাত্রী হইয়া ইংলণ্ডে আসিয়াছেন। আমেরিকার লোকেরা ইংরাজদিগকে বন্ধু জ্ঞান করেন, একণে বন্ধুতার উভয় জাতির হইয়াছে। তিনি আরও বলিলেন উভয় জাতির একণে আর কোন প্রকার মনোমালিন্য নাই। তাঁহারা একণে একজাতীয় বলিয়া পরস্পরকে জ্ঞান করিতেছেন।

৫ ই সেপ্টেম্বর। চেষ্টার ও হোলিহেড রেলওয়েতে যে দুর্ঘটনা হইয়াছে, তাহাতে করনারের জুরি মালগাড়ীর এক খালাসীকে মনুষ্যনাশের অপরাধে অপরাধী বলিয়াছেন।

আমেরিকার নূতন দূত রেবার্ডি জনসন সাহেব শেফিল্ডে আর এক বক্তৃতা করিয়া কহিয়াছেন, ইংলণ্ড ও আমেরিকার সম্ভাব থাকে, আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে যথাসাধ্য সে চেষ্টা পাইতে অনুমতি করিয়াছেন। সংবাদপত্র সম্পাদকেরা অনুমান করিতেছেন, একণে মনের মালিন্যের যে কারণ আছে, জনসন সাহেবের বক্তৃতা দ্বারা তাহা অন্তরিত হইবে।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া মেইল কোম্পানির সোদামটনের কুটিসকল অগ্নি লাগিয়া দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

এডিনবরার ডিউকের জীবনরক্ষানিবন্ধন কলিকাতা, মান্দ্রাজ, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, অযোধ্যা ও ঢাকা হইতে রাজ্ঞীকে যে অভিনন্দন প্রদান করা হইয়াছে, রাজ্ঞী তাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৯ ই সেপ্টেম্বর। বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের পরস্পরের দোষে পরস্পরের হস্তে অপরাধীদিগকে অর্পণ করিবার যে আইন আছে, তদ্বিষয়ের বিবেচনার্থ যে কমিটি নিযুক্ত হন, তাঁহারা আইনকে আরও প্রশস্ত করিবার অনুরোধ করিয়াছেন।

৮ ই সেপ্টেম্বরের এক টেলিগ্রাম নিউইয়র্ক হইতে আসিয়াছে। ইহাতে জানা যাইতেছে, সেনাপতি গ্রাণ্ট দক্ষিণ বিভাগের দেওয়ানী কর্ত্তৃপক্ষের সাহায্যার্থ সৈন্যদিগকে অনুমতি দিয়াছেন।

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্টগবর্ণরের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

২৬ এ আগষ্ট। পালামাউএর সহকারী পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট টি, জি, চারলস্ কিছু দিনের নিমিত্ত ২৪ পরগণায় বদলী হইবেন।

২৭ এ আগষ্ট। যত দিন কাপ্তেন ডব গর্ডন বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, দিন এচ, এন, হারিস সাহেব হাবড়ার এ বিধি পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

২৮ এ আগষ্ট। বাবু শ্যামাচরণ সা ১৮৬৮ অব্দের ৯ আইন অনুসারে কৃষিদ আসেসর হইয়া তথায় উক্ত আইন অনু কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

গত ১০ ই জুনের গেজেটে বাবু বৈকুণ্ঠ সেনের উক্ত স্থানে আসেসর নিয়ো যে বিজ্ঞাপন হয় তাহা এতদ্বারা রহিত হই

বাবু দিননাথ বড়ুয়া তেজপুরের মুন্সেফ বেন।

বাবু রাধাকান্ত বড়ুয়া (যিনি একণে বি লইয়াছেন,) বড়পেটার মুন্সেফ হইবেন।

বাবু রাধাকান্ত বড়ুয়ার অনুপস্থানপ বাবু দ্বারকানাথ ঘোষ বড়পেটার প্রতিনি মুন্সেফ হইবেন।

২৯ এ আগষ্ট। নিম্নলিখিত ভদ্র লোকে পুলিসের গুপ্তকারী বিভাগের অতিরিক্ত সহ কারী পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

বাবু নবকৃষ্ণ ঘোষ প্রথম চক্রবাড়ে ১৮ অব্দের ১ লা মে অবধি।

মুন্সি বকাউল্লা চতুর্থ চক্রবাড়ে ১৮৬৭ অব্দের ১ লা মে অবধি।

বাবু বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় পঞ্চম চক্রবা ১৮৬৭ অব্দের ১ লা মে অবধি।

মৌলবী এলাহি বকস তৃতীয় চক্রবা ১৮৬৮ অব্দের ১ লা সেপ্টেম্বর অবধি।

বাবু রামচরণ বসু সম্প্রতি চট্টগ্রাম বি গের অন্যতর প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রে ও ডেপুটি কালেক্টর হইয়াছেন। তাঁহাকে নওয়াখালিতে স্থির করা গেল এবং তি তথায় ৬ ই জুলাই উপনীত হইয়াছেন।

বি, এস, রবাটসন সাহেব গত ২৯এ জু অবধি ১৫ই জুলাই পর্য্যন্ত হাজারিবাগে প্রতিনিধি পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ই, এ রডক সাহেব ১৮৬৭ অব্দের ২১ এ অক্টোবর অবধি ২৯ এ নবেম্বরপর্য্যন্ত চম্পারণে ১৮৬ অব্দের ২১ আইনানুসারে লাইসেন্স টাক আসেসরের ক্ষমতা চালন করিয়াছেন।

৩১ এ আগষ্ট। ডবলিউ, এফ, মিয়াস সাহেব বাখরগঞ্জের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজি ষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

ত্রিপুরার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালে ক্টর মৌলবী গোলামহোসেন ঢাকাবিভাগে বদলী হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

১৫ ই আগষ্ট। এন, ম্যারসন সাহেব বঙ্গদে- শীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১৮৬৩ অব্দের ৫ আইন অনুসারে হাবড়ার ঠিকাগাড়ী ও পাল্কির রেজি ষ্টার হইবেন।

২১ এ আগষ্ট। ডবলিউ, এচ, ওকলি সাহেব সহকারী বনরক্ষক হইয়া সিকিমে অবস্থান করিবেন।

২৮ আগষ্ট । বাবু আনন্দময় মৈত্র শান্তি
র মিউনিসিপালিটির সহকারী সভাপতি
বেন ।

১ লা সেপ্টেম্বর । এচ, এস, বীডন সাহেব
কাতার উপনগরের মিউনিসিপালিটির প্রতি
সহকারী সভাপতি হইবেন ।

৩ রা সেপ্টেম্বর । সি, সি, কুইন সাহেব যশো
র একজন মিউনিসিপাল কমিসনর এবং মিউ
সিপালিটির সহকারী সভাপতি হইবেন ।

ডবলিউ, কে, ক্লিমোটসন সাহেব শিলচরের
বকিণ্টার হইয়া উপবিভাগ কাছাড়ের সদর
ষ্টেয়ায় অবস্থিতি করিবেন ।

মুঙ্গেরের মিউনিসিপালিটির সভাপতি বঙ্গ
ীয় ব্যবস্থাপক সভার ১৮৬৬ অব্দের ৫
মে অনুসারে ঠিকা গাড়ী ও পাল্কির রেজি
হইবেন । ১৮৬৭ অব্দের ১ লা জুলাই
দি এই নিয়োগ হইয়াছে ।

সেপ্টেম্বর । ২৪ পরগণার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট
ডেপুটি কালেক্টর বাবু গোপালচন্দ্র সেন পুন-
বর্দ্ধমানে বদলি হইয়া তথায় মাজিষ্ট্রেটের
তা পাইবেন ।

৫ ই সেপ্টেম্বর । টি, এ, ডনো সাহেব জামা
র উপবিভাগের ভার পাইয়া ময়মনসিংহে
ষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন ।

নিম্নলিখিত সবডেপুটি অবিকেন এক্জেক্টি
বদলী করা গেল—

জে, কসারাট সাহেব মতিহারী হইতে পাট
তে ।

এস, সুপার সাহেব ছাপরা হইতে মতি
তে ।

জে, ফেলড সাহেব পাটনা হইতে ছাপরাতে ।

সংভূমের ভ কংসা কর্ম্মচারী ডাক্তর এস
মাসুক নিজ কার্য ও কিছু দিনের জন্য
তা প্রতিনিধি ডেপুটি কমিসনরের কার্য
বেন ।

৯ ই সেপ্টেম্বর । বাবু ভুবনমোহন রাহা
নি সম্প্রতি এক জন প্রতিনিধি ডেপুটি
জিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইয়াছেন )
হাটে অবস্থিতি করিবেন । ২৬ এ আগষ্ট
উক্ত স্থানে আসিয়াছেন ।

এম, ডবলিউ, আর, কাউলি সাহেব চট্টগ্রা
স্থানীয় বেল্যাশিক্ষা সভার সম্পাদক হই
।

বাবু রামশঙ্কর সেন রাণাঘাটের এক জন
নিসপাল কমিসনর ও তত্রত্য মিউনিসিপা
র সহকারী সভাপতি হইবেন ।

যতদিন কাপ্তেন পি, সি, ডালমেকর বিদায়
অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন ডবলিউ,
টমান সাহেব বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের
স্থিত ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে অংশের পুলি
প্রতিনিধি সহকারী ইনস্পেক্টর জেনরল
বেন ।

১৮৬৮ অব্দের ১ লা জুন অবধি নিম্নলিখিত
ব্যক্তিরা তৃতীয় শ্রেণি হইতে দ্বিতীয় শ্রেণির
কারী কমিসনরের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন—

এ, সি, কাবেল সাহেব ।

পি, টি, কার্ণেগ ।

লেপ্টেনাণ্ট টি, বি, থিবেল ।

এম, ও, বাইড সাহেব ।

কাপ্তেন এল ষ্ট খনওয়েট ।

লেপ্টেনাণ্ট জে, বটলার ।

যতদিন সি, ই, লাস সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন মেদিনীপুরের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর টি, এচ, এচ, শট সাহেব আপনার কার্য ও তত্রত্য সিবিল ও সেসিয়ন জজের চলিত কার্য সকল করিবেন ।

৮ ই সেপ্টেম্বর । মুঙ্গেরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জে, এ, ক্রেবন সাহেব ১৮৫৪ অব্দের ১৮ আইনের ৩৩ ধারানুসারে জামালপুরে রেইলওয়ে ঘটিত মকদ্দমা গ্রহণ করিতে পারিবেন ।

২৪ পরগণার সহকারী পুলিশ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট এচ, বি, এচ, রবার্টস সাহেব পূর্ণিয়াতে বদলী হইবেন ।

—:*:—

## আমাদিগের কোরঙ্গাটীস্থ সংবাদ-দাতা লিখিয়াছেন ।

১ । হিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই প্রথমে নিজ পরিবারের তৎপরে সাধ্যানুসারে স্বকীয় গ্রামের উন্নতিবিধানে যত্ন করা কর্তব্য । ইহার পর পর স্বীয় দেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধনও কর্তব্য বটে ; কিন্তু স্বীয় পরিবার ও স্বীয় গ্রামবাসী ভ্রাতৃবর্গের কোন উন্নতি সাধন না করিয়া দূরবর্ত্তী অপর স্থানের উপকার ও মঙ্গলসাধনে তৎপর থাকিলে জন্মভূমির নিকট অকৃতজ্ঞ হইতে হয় । অদ্য আমরা এতৎসম্বন্ধে একটী উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি । অত্রত্য দত্ত পরিবারসম্ভূত বাবু শশিভূষণ দত্ত ও বাবু দ্বারকানাথ দত্ত মহাশয় তত্ত শিক্ষিত হইয়া অনেক দিন যাবৎ বিদেশে থাকিয়া বিলক্ষণ অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন । শশি বাবু নিম্ন আসামের ডিপুটী ইনস্পেক্টরের এবং দ্বারিক বাবু উত্তর পূর্ব্ব বিভাগের ইনস্পেক্টরী আফিসের হেড ক্লার্কের পদে নিযুক্ত আছেন । লোকপরম্পরায় শুনা যায়, তাঁহারা আসাম অঞ্চলে বিদ্যালয়স্থাপন প্রভৃতি বিবিধ হিতকর কার্য্যে যে প্রকারেই হউক উৎসাহিতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন ; কিন্তু কি আশ্চর্য্য এ পর্য্যন্ত আমরা ইহাদিগকে নিজ গ্রামের হিতোদ্দেশে একটী পয়সাও ব্যয় করিতে দেখিলাম না ।

২ । এবার ঢাকাতে ৮ ব্যক্তি মোক্তারি পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন ।

৩ । শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, কস বাগ্রাম নিবাসী কতকগুলি অর্ব্বাচীন কুসংস্কারাবিষ্ট লোক তত্রত্য বালিকা লতীর উচ্ছেদ পক্ষে চেষ্টা করিতেছে । ঐ গ্রামস্থ স্কুলের পণ্ডিত বাবু নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে বলি, তিনি এ বিষয় কর্তৃপ[ক্ষকে]
জ্ঞাপন করুন ।

৪ । প্রায় মাসেক কাল যাবৎ নবাবগঞ্জ[...]
নের অন্তর্গত স্থানসমূহে চৌর্য্যের অত্যন্ত[...]
ভাব দৃষ্ট হইতেছে । প্রায় প্রতি দিনই দুই[...]
চুরি হইয়া থাকে । এপর্য্যন্ত আমরা অনেক[...]
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুরির সংবাদ অবগত হইয়াছি, কি[ন্তু]
বাহুল্যবিবেচনায় এ স্থলে তৎসমু[...]
উল্লেখে বিরত রহিলাম । কেবল একটী [...]
বিষয় লিখিলাম । ৩ দিন পারাগা নামক [...]
এক ব্যক্তির বাটীতে রাত্রিযোগে কয়েক [...]
প্রবেশপূর্ব্বক একটী স্ত্রীলোকের উপর স[...]
অত্যাচার করিয়া নগদ ও জিনিষে প্রায় [...]
শত টাকা অপহরণ করিয়া লইয়াছে । শুনি[...]
পুলিশ অনুসন্ধানে যাইয়া মালসহ [...]
ব্যক্তিকে ধৃত করিয়াছেন ।

—:*:—

## আমাদিগের গাজিপুরস্থ সংবাদ[দাতা] লিখিয়াছেন ।

২১ এ আগষ্ট শুক্রবার বেলা দুইপ্রহরের[...]
গাজিপুরের নিকটবর্ত্তী পিধাপুর নামক [...]
মুক্তিকা খনন হইয়া গিয়াছে । ঐ মৃত্তিকা দ[...]
এখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছা[...]
আনীত হইয়াছিল । অবগত হইলাম, মৃ[...]
পুলিশ তদন্ত করে না । প্রায় এক মাস [...]
আমরা কুতবপুরের ঐরূপ অদ্ভুত ঘ[...]
বিষয় সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়াছিলাম ।

আমরা এখান হইতেও কাশীমবাজ[ারের]
রাণী স্বর্ণময়ীর দয়াশীলতা আহ্বান করিতে[...]
তিনি সম্প্রতি এখানকার ভিক্টোরিয়া [...]
এক বারে ৩০০ টাকা দান করিয়াছেন । [...]
মহী রাণী স্বর্ণময়ী এক বারে চারিশত টাক[া]
দেন, যদি কিছু মাসিক চাঁদা দিতেন, [...]
হইলে সে বিদ্যালয়টীর অপেক্ষাকৃত উপকার হ[...]
কাশীস্থ বিদ্যোৎসাহী রাজা দেবনারায়ণ [...]
এক্ষণে উপায় উক্ত বিদ্যালয়টীতে মাসিক [...]
টাকা চাঁদা দিতেছেন । অস্মদ্দেশীয় ঐ[...]
শালী ব্যক্তিগণ এরূপ শুভকর কার্য্যে [...]
দেবনারায়ণ সিংহ এবং রাণী স্বর্ণময়ীর অনু[...]
কেন না করেন ?

এখানকার অধিবাসিগণের স্কন্ধে চু[...]
মিউনিসিপাল কর ভার নিক্ষেপ করিবার অনু[...]
হইতেছে । গত কল্য উক্ত করদ্বয় প্রবর্ত্তিত [...]
বার অভিপ্রায়ে এক সভা হইয়াছিল । [...]
সভ্যগণ নানা কারণবশতঃ কিছু স্থির ক[রিতে]
পারেন নাই । শুনিতেছি, আগামী সো[মবার]

এক সভা হইবে। তাহাতে যেরূপ পদ্ধতি
স্থিত হয়, পরে জানাইব।

াজিপুরের ৭ ক্রোশ দক্ষিণ জমনিয়া গ্রামে
ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির একটী
ড়া আছে। তথায় রেলওয়ের যাত্রিগণের
াগমনের নিমিত্ত কতকগুলি একা ও
গাড়ি প্রস্তুত থাকে। তথাপি তাঁহাদের
য়াতে অধিক কষ্ট ও ব্যয় হয়। গবর্ণমেণ্ট
অসুবিধা দূর করিবার নিমিত্ত এখান হইতে
য়াপর্য্যন্ত ট্রাম্‌ওয়ে ইঞ্জিন চালাইবার
প্রায় করিয়াছেন। তদনুসারে রাস্তা এবং
ন্য উপকরণ প্রস্তুত হইতেছে। বোধ হয়,
এক বৎসরের মধ্যে গাড়ি চলিবে। তাহা
যাত্রিগণ একা আরোহণরূপ দুঃসহ যন্ত্রণা
পরিত্রাণ পাইবেন।

নাবৃষ্টি নিবন্ধন এ প্রদেশের শস্যের
র ক্ষতি হইয়াছে। দ্রব্যাদি ক্রমশঃ এখানে
্ হইয়া উঠিতেছে। এক মাস পূর্ব্বে যে
॥১ সের দরে বিক্রীত হইয়াছিল, তাহা
ন।০ সের করিয়া লইতে হইতেছে। যদ্যপি
কছু দিন দ্রব্যাদি এই অবস্থায় থাকে, তাহা
যে সাধারণের অত্যন্ত কষ্ট হইবে,
ত সংশয় নাই।

ই আষ্ট

৮৬৮

—:•:—

আমাদিগের কাশীস্থ সংবাদদাতা-
য়াছেন।

ুত্য কালেক্টর আফিসের একজন কর্ম্মচারী
 খানি জাল "ভাউচার" প্রস্তুত করিয়া
াহেবের আমানত টাকা হইতে ১৪০০০
বাহির করিয়া লয়। সেশনে বিচার হইয়া
র ১২ বৎসর কারাবাস ও ৬ সহস্র টাকা
নার আজ্ঞা হইয়াছে।

াজঘাট ষ্টেশনে অমৃতলাল ঘোষ নামক
৭ বৎসরবয়স্ক একটি বালক কয়েক জন
 নিকট "তোমরা ভিড়ের ভিতরে গিয়া
 আনিতে পারিবে না, আমি বড় বাবুর
 আমাকে টাকা দাও তোমাদিগকে টিকিট
া দিতেছি।" এই বলিয়া টাকা
পলায়ন করে। পশ্চাৎ ২৮ এ আগষ্ট শুক্র
শালতোলার কোন বারাঙ্গনালয়ে পুলিস
ধৃত হইয়া ফৌজদারিতে নীত হয়। ২ রা
ধ্য বুধবারে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচারে
৪ মাস মিয়াদ হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলাম যে, খলিসপুরের হত্যাকারীরা ধৃত হইয়াছে। হত্যাকারীদিগের মধ্যে এক জন এতদ্দেশীয় মুসলমান আর দুই জন নাবিক আছে। পুলিস যে দুই ব্যক্তিকে পূর্ব্বে হত্যাকারী বলিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছিলেন তাহারা নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। মকদ্দমা সেশনে অর্পিত হইয়াছে।

৪ ঠা সেপ্টেম্বর ১৮৬৮ } বারাণসী।

—:•:—

আমাদিগের মজঃফরপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

কয়েক দিবস হইল, এখানে কিছুমাত্র বৃষ্টিপাত হয় নাই। অত্যন্ত গ্রীষ্ম বোধ হইতেছে। ফলতঃ এবার এখানে বৃষ্টির ভাগ অল্প। সকল জলই বাঙ্গালাদেশে বর্ষিত হইল!!!

২। সাতিশয় সন্তোষের সহিত প্রকাশ করিতেছি, মজঃফরপুরের বিজ্ঞানসভার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। সভাটীর প্রতি এতদঞ্চলের প্রায় অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সানুরাগ দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। সভার উদ্দেশ্য অতি মহৎ; তন্নিমিত্ত আমরা সভার সেক্রেটারি মহানুভব ইমদাদালী খাঁ বাহাদুরকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করি।

৩। গত ৩রা আগষ্টের পত্রিকায় জেলা ত্রিহুতের দাসক্রয়প্রথা প্রচলিত থাকার বিষয়ে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, উহা সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হইয়া লিখিত হয় নাই। এক্ষণে অনুসন্ধান দ্বারা সে সংবাদের সত্যতার বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে।

৪। অল্পদিন হইল, এখানে একটী লিথো গ্রাফি প্রেস্ আসিয়াছে। ঈশ্বরেচ্ছায় উহার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হউক।

—:•:—

## প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

(গ্রাম্য পাঠশালা ও পণ্ডিতগণ)।

মহাশয়! আজ কাল গ্রাম্য পাঠশালাসমূহের দুর্দ্দশার এক শেষ হইয়া উঠিয়াছে। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট যেরূপ সাহায্যপ্রদান করিতেছেন, তাহা করা না করা উভয়ই তুল্য। পণ্ডিত মহাশয়েরা মাসিক ৫ টাকা করিয়া বেতন পান

এবং কাহার কাহার ঐ উপজীবিকা হইতে
ী পরিবার প্রতিপালন করিতে হয়। সু
এই স্বল্প বেতনদ্বারা হতভাগ্য পণ্ডিত
সংসার নির্ব্বাহ করা কিরূপ দুষ্কর পাঠ
একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। স্কুলের
দিগের বেতন বৎসর শেষ "ধানে চালে" প
হওয়াও দুষ্কর। শুনিলাম অনেক গ্রামে প
পণ্ডিতদিগের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না।
গের মধ্যে অনেকে ভদ্রবংশে জন্মগ্রহণ
ছেন, সুতরাং অন্য কোন নীচ ব্যবসায় অ
করিতে পারেন না, ইহাতেই এক প্রকার
করিলে নয় বলিয়া) প্রত্যহ বিদ্যালয়ে য
আসা করিয়া থাকেন। শিক্ষক মহাশয়
মধ্যে অনেকেই স্কুলে গমন করিয়া ঘরে চা
নাই, তেল বাড়ন্ত, ময়রার টাকা, র
বেতন ইত্যাদি ভাবিয়াই অধিক সময় অ
হিত করেন। বালকদিগের নিকট এক এক
পাঠ গ্রহণ করিয়া সত্বর তাহাদিগকে
দেন। এরূপ করিলে কি প্রকারে বিদ্যা
কার্য্য চলিতে পারে? গবর্ণমেণ্ট সকল বি
মেণ্টের কর্ম্মচারীদিগের উৎসাহার্থ বেত
করিয়াছেন, কিন্তু এই গোবেচারাদিগের
এত নির্দ্দয় কেন? এই বিষয় আন্দোলন ক
কতবার কত সংবাদপত্রের সম্পাদক ম
চীৎকার করিলেন, কতবার উক্ত হত
পণ্ডিতবর্গের আক্ষেপধ্বনি শ্রবণকুহরে
হইল, কখন শুনিলাম ইহাদিগের বেত
হইবে, কখন শুনিলাম হইবে না। মধ্যে
য়াছিলাম এই বিষয় লইয়া অনেক বাদা
হইতেছে, বাদানুবাদই সার। যত না হয়
মঙ্গলের বিষয়। শিক্ষাবিভাগে এতটাকা
ব্যয় কেন? আমরা এক্ষণে গবর্ণমেণ্টকে
রোধ করিতেছি যে, যাহাতে বিদ্যালয়
থাকে তদ্বিষয়ে যত্নবান হউন। উপযুক্ত দ
না পাইলে কেহই সন্তুষ্ট হন না, তাহা এ
বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

--:•:--

কৃষ্ণনগর কালেজ ও তাহার নিয়ম।

কৃষ্ণনগর কালেজের কার্য্য যেরূপে
দিত হইতেছে, তাহার অন্য অন্য কলে
সহিত তুলনা করিতে হইলে অনেকাংশে প্র
বোধ হয়। যদিও উক্ত কলেজের 
পাল সাহেব মহাশয়েরা এই নিয়ম বিদ্যা
উপকারার্থে করিয়া আসিতেছেন এবং ত
কলেজের কার্য্য সুন্দররূপ সম্পন্ন হয় বটে,
বালকদিগের ইহা প্রতিপালন করা সময়ে

স্ত কষ্টকর হইয়া উঠে। অন্য অন্য কলেজ
কা এখানে ছাত্রদিগের বেতন আদায়ের
টি অপেক্ষাকৃত শক্ত। মাসের প্রথম দিব
বালকদিগের নিকট বেতন লওয়া হয়,
কেহ কোন গতিকে দিতে না পারেন,
হইলে প্রত্যেক দিবস দুই আনা করিয়া
নার সহিত বেতন দিতে হইবে। এই
কি ছাত্রদিগের পক্ষে উচিত? না ইহা
নহে। আদায় করা কলেজের ন্যায়সঙ্গত?
না করিয়া দেখিলে দূরস্থ বিদেশীয় ছাত্র
র সংখ্যাই অধিক। তাঁহাদিগের স্ব স্ব
য় হইতে মাস মাস আবশ্যক খরচ আসিয়া
। তাঁহারা মাসান্তে প্রাপ্য টাকার আগমন
কা করিতে থাকেন, যদি কোন গতিকে
না আসে তাহা হইলে নাটের খাজনার
কলেজের বেতন ধার করিয়া দিতে হয়।
তাহাও অনেকের ঘটিয়া উঠে না
ং অগত্যা নিয়মানুসারে ৵দুই আনা
দিয়া থাকেন। অনেক কলেজে মাসের
পর্য্যন্ত বেতন আদায়ের নিয়ম আছে
ন তত দূর না হউক অন্ততঃ ১০ ই পর্য্যন্ত
লও বালকেরা সুস্থির হইয়া স্ব স্ব বেতন
পারে এবং তাহাতে অধিক কষ্ট করিতে
। গবর্ণমেণ্টের ইহাতে বিশেষ ক্ষতি
না; তবে ইহা করিবার আপত্তি কি?
। কএক দিবস এরূপ প্রবলবেগে বৃষ্টি হই-
, যে তাহাতে কার্ত্তিকের ঝড়ের অপেক্ষা
য়ের সংখ্যা অধিক হইয়াছে। আমুলি
মধ্যে কয়েকটী বৃহৎ বাটী অবনিসাৎ হইয়া
ক্ষতি হইয়াছে। আহ্লাদের বিষয় এই,
র প্রাণত্যাগ হয় নাই।

শ্রীঃ—

---

াধ করি, আপনার পাঠকবর্গের অনেকেই
ক্টর এটকিন্সন সাহেবের ১৮৬৬। ৬৭
র রিপোর্টের উপলক্ষে শ্রীযুক্ত গ্রে সাহেব
মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া
বেন। উহা ভূতপূর্ব্ব ইনস্পেক্টর ও বর্ত্ত-
ন্দ্রিয়র সেক্রেটারি হারিসন সাহেবের উক্ত
হারিসন সাহেবের শিক্ষাসংক্রান্ত অনেক
জানা আছে। অতএব তিনি ডিরেক্টরের
প্রণালীর যে দোষ গুণপ্রকাশে সমর্থ হই
তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু
ক বিষয়ে তাঁহার ভ্রমও দৃষ্ট হইল। আমি
য়ে কিঞ্চিৎ লিখিয়া আপনার নিকট প্রেরণ
তছি।

· হারিসন সাহেব প্রত্যেক স্থানেরই ব্যয়
বৃদ্ধির বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু
তাহার কারণ কি তাহার তাল অনুসন্ধান করেন
নাই। প্রথমতঃ কালেজের অধ্যাপকদিগের
বেতন বৃদ্ধি হওয়াতে যে প্রত্যেক ছাত্রের শিক্ষার
ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে, অথচ অধ্যাপনার কোন
সুপ্রণালী হয় নাই, তাহা অনেকেরই বিলক্ষণ
জানা আছে বটে; কিন্তু কেহই তাহা ধর্ত্তব্য
করেন না। শিক্ষকদিগের যে বেতনবৃদ্ধি হয়,
তাহাতে আমাদিগের কোন আপত্তি নাই।
কিন্তু "গাধা পিটিয়া ঘোড়া করা" আমাদি
গের অনুমোদনীয় নয়। যে স্কুলে শিক্ষক ৩০০।
৪০০ টাকায় বিলক্ষণ তুষ্ট ছিলেন। এক্ষণে
তাঁহাদিগকে চতুর্গুণ বেতন দেওয়া হইতেছে।
এ বিষয়ে গ্রে সাহেব যে দুঃখপ্রকাশ করিয়া
ছেন, তাহাতে আমাদিগের হাস্য আইসে।
অধিক "মূল্যে সরলা মাল কিনিলে পরে পস্তা
ইতে হয়।"

হারিসন সাহেব লিখিয়াছেন যে, প্রথম
শ্রেণীস্থ স্কুল ও তাহার ছাত্রসংখ্যার বৃদ্ধি হই
য়াছে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ স্কুল ও তাহার
বালকসংখ্যার হ্রাস হইতেছে। ইহা দেখিয়া
তিনি ভাবিয়াছেন যে, কেবল বাঙ্গলা শিক্ষোপ
যোগী স্কুলের প্রতি মনোযোগ না করিয়া এবং
উৎকৃষ্ট ইংরাজী শিক্ষোপযোগী স্কুলের প্রতি
অনাদর করিয়া মধ্যবিধ শিক্ষা দেওয়ার
জন্য দ্বিতীয় শ্রেণী স্কুলের উৎসাহ দেওয়া হই
তেছে। এটি নিতান্ত ভ্রম। পল্লীগ্রামস্থ দরিদ্র
বালকদিগের পক্ষে এই প্রকার স্কুল অতিশয়
হিতকর। প্রথমতঃ তাহাদিগকে নগরে বড় যাই
এবং পিতা মাতার চক্ষুর অগোচরে থাকিতে
হয় না। দ্বিতীয়তঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর স্কুলে অধ্য
য়ন করিলে মাইনর স্কলারসিপ পাইবার ভরসা
থাকে। এইসকল বিবেচনা করিলে হারিসন
সাহেব বিলক্ষণ বুঝিবেন যে দ্বিতীয় শ্রেণীর
স্কুলের উৎসাহ দিলে দেশের মঙ্গল।

বালিকাবিদ্যালয় উপলক্ষে শ্রীযুক্ত গ্রে
সাহেব লিখিয়াছেন যে, যদিচ ব্যয়বৃদ্ধি হই
য়াছে, তথাপি এ বিষয়ে কোনপ্রকার উৎসাহ
দেওয়া কর্ত্তব্য। বালিকাবিদ্যালয় যত অধিক
হয় ততই ভাল; কিন্তু যে যে স্থলে বালক
বিদ্যালয় নাই অথবা উৎকৃষ্টরূপে পুরুষের
শিক্ষা হয় না, তথায় বালিকাদিগের নিমিত্ত ব্যয়
করা বিফল। আমি আসামে যেপ্রকার বালিকা
বিদ্যালয় দেখিতেছি, তাহার অবস্থা মনে করিলে
বোধ হয় যে, অন্য স্থানে যাহাই হউক, এস্থলে

বালিকা বিদ্যালয়ের নিমিত্ত ব্যয় না করি
বালকদিগের উন্নতিসাধন করাই কর্ত্তব্য।

আমাদিগের কর্ত্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য যে, দেশ
দরিদ্রসন্তানেরা কোন প্রকারে শিক্ষা প্র
হয়। কিন্তু কেহই বিবেচনা করেন না যে,
তাহাদিগের সাধ্যাধীন কি না। লেখা প
শিক্ষা করিবার অবসর সবিশেষ আবশ্য
কিন্তু ধন না থাকিলে অবসর কি প্রকারে হই
পারে। যাহারা কোন প্রকারে কার্য্যক্ষম হই
গৃহকর্ম্ম করিতে বাধিত হয়, তাহারা যে লে
পড়া শিখিবার সময় পাইবে, তাহা কোন প্র
রেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। ইংরাজেরা বিবে
করেন না যে, তাঁহাদিগের দেশে যে উন্নতি
৫ শত বৎসরে সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা এদে
এক বারে কিরূপে হইবে। রাজার চেষ্টাতে
যদি দেশের উন্নতি হইত, তাহা হইলে এত
পৃথিবী স্বর্গতুল্য হইত। কোন কোন অদূর
সাহেব বিবেচনা করেন যে, নিম্ন শ্রেণীর লো
শিক্ষা পাইলেই দেশের উন্নতি হইবে।
আমরা এ পর্য্যন্ত কোন দেশের এরূপ কথা
নাই যে, ঐ উপায়ে উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে

৫। গ্রে সাহেব লিখিয়াছেন, ব্যয়সং
করিবার তিনটি উপায় আছে। (১) ধ
গকে এই প্রকার উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য
তাঁহারা প্রধান প্রধান কর্ম্ম পাইবেন, অ
তাঁহাদিগের শিক্ষার ব্যয় তাঁহারাই নি
করুন। (২) তাহার নিম্নশ্রেণীস্থ লোক
কেও ঐ প্রকার পরামর্শ দেওয়া কর্ত্তব্য। (
কেবল দরিদ্রদিগকে রাজকোষ হইতে ব্যয়
শিক্ষা দেওয়া উচিত। এটি শুনিতে
বটে; কিন্তু কার্য্যে পরিণত করা সহজ
অনেকেই বিবেচনা করেন যে, মিত্র ঘোষ
পাধ্যায় নামধারীমাত্রেই বুঝি ধনী। ই
"ভদ্র ও কুলোদ্ভব বটেন; কিন্তু অনেকে
পর নাই নির্দ্ধন। কেবল জাত্যনুরোধে ই
নীচ ব্যবসায় করেন না। নচেৎ অন্যান্য
এই অবস্থায় মনুষ্যেরা ইতর কর্ম্ম করিয়া থা
এদেশে যদি প্রকৃত ধনীর সংখ্যা করা
অতি অল্পমাত্র প্রকৃত ধনী নয়নগোচর হন।

গোহাটী
৩০ এ আগষ্ট
১৮৬৮। } শ্রীঃ

—:•:—

মহাশয়! জেলা আদালতের অধীনস্থ
রপতিগণের অনেকেরই একটী মহৎ রোগ
হয়। মকদ্দমার দোষ গুণের প্রমাণাদি প্র

পক্ষের উকীলগণের তর্ক বিতর্ক শেষ হইয়া
ল সেই দিবস বা তাহার পর দিবসও বিচার
র অভিপ্রায় ব্যক্ত হয় না। কখন কখন দশ
দিন কখন বা অধিক বিলম্ব হইয়া যায়।
নবন্ধন অর্থী ও প্রত্যর্থীকে কতদূর কষ্ট সহ্য
তে হয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।
কোন মকদ্দমায় এমনও ঘটিয়া থাকে যে,
মা শ্রবণকালে বিচারকের তর্কের ভাব
তে অর্থীর উকীল মনে করিলেন যে অর্থীর
হইবে; কিন্তু এক সপ্তাহ পরে হউক, বা
সপ্তাহ পরে হউক, রায় প্রকাশ হইলে
লেন যে, তাঁহার (উকীলের) আশালতা
তী হয় নাই। তাঁহার অধিকতর ক্ষোভের
এই যে, রায়ের বিরুদ্ধে একটীও তর্ক করি
সময় পাইলেন না। নীরব থাকিতে না
য়া যদি কোন কথা কহিয়া ফেলেন তৎ-
২ আপীল করিবার উপদেশ প্রাপ্ত হন।
স্বীকার করি, ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের
ধারানুসারে বিচারপতিগণ মকদ্দমার প্রমা
গ্রহণ করিয়া "অবিলম্বে কিংবা অন্য
দিন" আপনাদের অভিপ্রায় প্রকাশ
ত পারেন। কিন্তু "অন্য কোন দিন"
ল পক্ষান্ত বা মাসান্ত ভিন্ন কি আর কিছু
না? এক বা দুই দিনের অবসর কি
প্ত নয়? যেসকল মকদ্দমা সহজে বোধ
না হয়, তাহারই মীমাংসাতে ঐরূপ বিল
আবশ্যকতা হয়। সামান্য মকদ্দমাগুলিব
কন "অবিলম্বে" নিষ্পত্তি না হয়, তাহা
র অভ্যায়ন বুঝিতে আসিল না। মকদ্দমা
নন্তর স্বকীয় অভিপ্রায় লিপিবদ্ধ না
ল বিচারপতির পক্ষেও অনেক অসুবিধা
র সম্ভাবনা। উভয়পক্ষীয় উকীলগণের
শ্রবণকালে অভিযোগসংক্রান্ত আনুল
তাঁহার মনোমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। সুতরাং
অর্থীর দোষ কি প্রত্যর্থীর দোষ বিলক্ষণ
বিবেচনা করিতে পারেন। দুই চারি দিন
নিষ্পত্তিপত্র লিখিতে হইলে প্রথমতঃ
মার অবস্থা স্মরণ করিবার চেষ্টাজন্য
লইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ এইরূপে স্মরণ
তে পারিলেও বাদী বা প্রতিবাদীর পক্ষের
ল কোন কারণ তাঁহার স্মৃতিপথের দূরবর্ত্তী
তে পারে। অতএব এ অবস্থায় যে বিচার
তাহা কত দূর ন্যায়সঙ্গত পাঠকগণ
য়াসে বুঝিয়া লইবেন। ব্যবস্থাপক মহাশ
৮ আইনে মকদ্দমা নিষ্পত্তির দিন নির্দ্দিষ্ট
বার নিয়ম করিয়া অর্থী প্রত্যর্থী উভয়ের
র অনেক শান্তি হইবার উপায় করিয়া

দিয়াছেন; কিন্তু বিচারপতি মহাশয়দিগের
প্রসাদে উত্তরোত্তর ঐ ক্লেশের বৃদ্ধি হইতেছে।

২৩ এ ভাদ্র } কস্যচিৎ
১২৭৫ } অমঙ্গলকারিণঃ।

—:০:—

মহাশয়! কৌলীন্যপ্রথা প্রচলিত থাকাতে দিন দিন যে, কত অমঙ্গল হইতেছে, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। ইতিমধ্যে আমাদিগের এখানে একটী বিংশতিবর্ষীয় যুবতীর সহিত এক জন সপ্ততিবর্ষীয় পাত্রের উদ্বাহবন্ধন সংঘটিত হইয়াছে। পাত্রীটি অতিশয় রূপলাবণ্যবতী; কিন্তু তাঁহার পিতামহসমবয়স্ক ভর্ত্তার সৌন্দর্য্য এবং গুণের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। সমস্ত গাত্র লজ্জ এবং শ্বেতবর্ণ লোম পরিব্যাপ্ত। মুখখানি দেখিলে হরিভক্তি উড়িয়া যায়। আমরা শুনিলাম, যেসমস্ত স্ত্রীলোক আপনাদিগের শিশু সন্তানদিগকে ক্রোড়ে লইয়া বিবাহ দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের ক্রোড়স্থিত সে শিশুগণ বরপাত্রকে দেখিবামাত্র উচ্চৈঃস্বরে "মা মা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল। বরপাত্রকে বরযাত্রীর জন্য অধিক কষ্ট পাইতে হয় নাই। দৌহিত্র, পৌত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র এবং ঘটকদ্বারা সে কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। হায় কি পরিতাপ !!! এই অবলার কি দুরদৃষ্ট! অথবা তাহার অদৃষ্টেরই বা দোষ কি? কেবল একমাত্র কৌলীন্যপ্রথা যে এই সমস্ত অনিষ্টের আকর তাহা কে না মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন?

এবার এখানে বর্ষার অতিশয় প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। আউস ধান্য একবারে বিনষ্ট হইয়াছে। আমন ধান্যও যে হইবে সে আশাও নাই। আবার বুঝি দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তাহা হইলে এ বার দরিদ্র প্রজাদিগের নিশ্চয় মৃত্যু।

গোস্বামী দুর্গা পুর } আপনার বশম্বদ
২ রা সেপ্টেম্বর }
১৮৬৮ } শ্রীঃ—

—:০:—

## মূল্য প্রাপ্তি।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত বাবু ভবানীচরণ মুখোপাধ্যায় ডিহিরি | |
| ১৮৬৮ সেপ্টেম্বর হইতে নবেম্বর | ৩৮০ |
| ঐ " গুরুদাস দত্ত গণকর | |
| ১৮৬৮ সেপ্টেম্বর হইতে ৩১ আগষ্ট | ১৩ |
| ঐ " গৌরীবল্লভ শর্ম্মা দিব্রুগড় | |
| ১৮৬৮ সেপ্টেম্বর হইতে ২৯ ফেব্রুয়ারি | ৭ |
| ঐ চন্দ্রকুমার রায় নক্সাইল | |

১২৭৫ ভাদ্র হইতে ৭৬ আষাঢ়
শ্রীযুক্ত মুনিমদ্দিউদ্দী রঙ্গপুর (২ কাপি) ...

—:০:—

## সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে
স্থলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা
ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফস্বলে ডাকম
সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈ
সিক ৩৮০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম
গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি,
অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন
যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই
দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁ
যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূ
ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকা
মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি ক
শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে প
ইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত
আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে
লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত
গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহা
একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ
যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং প
হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের
ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ
বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে
করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি
আনা তাহার পর ✓১০ আনা দিতে হই
যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা
বেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ
মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের
চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বি
ভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃ
প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ

১০ ম ভাগ। ৪৬ সংখ্যা।

“ প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।”

ক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
ম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা। } সন ১২৭৫। ৬ই আশ্বিন। ১৮৬৮। ২১এ সেপ্টেম্বর { মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বা
ষাণ্মাসিক ৭. ও ত্রৈমাসিক ৩৸০

## বিজ্ঞাপন।

কুমা কি রা সা ম্ভ বা।

প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা মূল্য (নগদ) ॥০
এই পুস্তক প্রথম অবধি দ্বিতীয় সর্গপর্য্যন্ত
। সংখ্যা নাগরাক্ষরে রামাশ্রমের টীকা ও
লা অনুবাদের সহিত কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে
ত হইয়া বিতরিত হইতেছে। ইহাতে মহে-
তীর্থ ও নাগোজী ভট্টের টীকাও স্থলবিশেষে
ত করা হইতেছে ও ইহা প্রতিমাসে ১০
। অর্থাৎ ৮০ পৃষ্ঠা করিয়া মুদ্রিত ও প্রচা
হইবে। মূল্য ॥০ আনা। যাঁহারা গ্রাহক
ীভুক্ত হইতে চাহেন, তাঁহারা আমার নামে
 প্রকাশ যন্ত্রে পত্র লিখিবেন।

শ্রাবণ
১২৭৫
ব্রাহ্মসমাজ } শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

—:০:—

কলিকাতা নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট ৬২ সংখ্যক
য় সংবাদ জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রে সাহিত্যদর্পণ
ত হইতেছে। গ্রহণার্থিগণ পত্রাদি লিখিয়া
ক শ্রেণীভুক্ত হইলে ১ এক টাকা মূল্যে
ক প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক।

—:০:—

### বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ
১৯ নং জোড়া বাগান।
উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয়
তে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষ
ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

মিলেওয়ারস্ আরবো-
থনট এবং কোং

## পুনঃ প্রাপ্ত নোট।

নিম্নলিখিত অপহৃত অর্দ্ধ ও পূর্ণ নোট গুলি পাওয়া গিয়াছে। নোটের অধিকারিগণকে জানান যাইতেছে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিবেন।

| | সংখ্যা | মূল্য | পূর্ণ অথবা অর্দ্ধ |
|---|---|---|---|
| এ ৪৮ | ৮৬৬৫৮ | ১০০ | অর্দ্ধ নোট |
| এ ৫৫ | ৮৯৪৪৪ | ৫০ | ঐ |
| এ ৫২ | ৬৪৫৯০ | ২০ | ঐ |
| এ ২৩ | ১০২৯৬ | ২০ | ঐ |
| এ ৩২ | ৪৬৪৫২ | ২০ | ঐ |
| এ ৪৪ | ৮৯৯৩৭ | ২০ | ঐ |
| এ ৪৫ | ৩৫০৭৪ | ২০ | ঐ |
| এ ৪৩ | ৯৯৬৬২ | ২০ | ঐ |
| বি ২২ | ০১৭৫৫ | ২০ | ঐ } ডিজিগা-পেটাম নোট্‌স। |
| বি ২২ | ০১৭৫৪ | ১০ | ঐ |
| এ ৪৯ | ০৭৭৭৩ | ১০ | ঐ |
| এ ৪৯ | ০১৪৬১ | ১০ | ঐ |
| এ ৪১ | ৬০৪৬৬ | ১০ | পূর্ণ |
| এ ৪৯ | ৪৮৭২৯ | ১০ | অর্দ্ধ নোট |
| এ ৫০ | ১৬৮৫৫ | ১০ | ঐ |
| এ ৪৯ | ৮২৮২১ | ১০ | ঐ |
| এ ৪২ | ০৮২৬৯ | ১০ | ঐ |
| এ ১৯ | ৩৫৪০১ | ১০ | ঐ |
| এ ১৯ | ৪৮৮৪২ | ১০ | ঐ |
| এ ১৮ | ৩৭৮৯৬ | ১০ | ঐ |
| এ ১৮ | ৩৯৮৫৭ | ১০ | ঐ |
| এ ৩১ | ৯২১০৩ | ১০ | ঐ |
| এ ৩১ | ৯২১০১ | ১০ | ঐ |
| এ ৩১ | ৯২১০২ | ১০ | ঐ |
| এ ৩১ | ৫৪১১৫ | ১০ | ঐ |
| এ ৫৮ | ৮৯০০৭ | ১০০ | |
| এ ৫৮ | ৮৪৮৬৯ | ১০০ | |

কলিকাতা
পোষ্ট আফিস
১৩ ই আগষ্ট
১৮৬৮। } ডবলিউ, এইচ, ম্যাগে

পোষ্ট মাষ্টার।

—:০:—

## ইন্দুপ্রভা নাটক।

ষ্টান্‌হোপ যন্ত্রালয়ে এবং চীনাবা
পটোলডাঙ্গা ও জোড়াসাঁকোর পুস্তক
পাওয়া যায়। মূল্য ১ এক টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপ
কলিকাতা বাগ্‌বাজ

—:০:—

১৮৬৯ অব্দের ইংরাজী এন্ট্রান্স কো
নোটবুক, প্রথম ভাগ পোইট্রী, টেনিং
ডেমির ভূতপূর্ব্ব হেড মাষ্টার এইচ. দত্ত বি
কর্ত্তৃক প্রণীত, ৫৮। ৫ গিরিশবিদ্যারত্ন
এবং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।
১ টাকা।

——:০:——

## বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলম
বিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তক
/০ এক আনার হিসাবে কমিসন দি। অ
টাকার পুস্তক লইলে ৵১০ আনার বি
পাইবেন।

ূর্ণ উপাখ্যান অর্থাৎ সেক্সপিয়রকৃত নাট
ানুবাদ ২॥
দ্ভাগবত ১ ম অবধি ১২ স্কন্ধ বাং
৮
ীহরিভক্তিবিলাস সম্পূর্ণ ৮
াধ্যাত্মরামায়ণ দুই খণ্ড সম্পূর্ণ ৫
পাতিচিকিৎসা গ্রন্থ সিন্দুরীয়া পটী
বাবু কাশীনাথ মল্লিকের প্রযত্নে উত্তম
দ্বারা কাঙ্কর লিখিত ২৬
দাম্পত্যসুরঞ্জিকা পত্রিকা বার্ষিক ৩
চৈতন্য বিলাস যাহাতে গোপালভাঁড়ের
গল্প সম্পূর্ণ আছে ১
রহস্য , টেকমিনি ভারত হইতে
১
ত্তত্ত্ব চূড়ামণি অর্থাৎ ব্রহ্মনির্ণয় ১॥
লাঙ্গন কাব্য ৮
জ্ঞান কাব্য ৮
কুন্তলা কাব্য ১
ভিমন্যু বধ নাটক ৷৶
দশ শিশুর বিবরণ ৮
আত্মা গদ্য কাব্য ১
ীরবিয়োগ নাটক ২
ভিল গাইড মার্শমেন সাহেব কৃত ১০
মুগন্ধা উপাখ্যান ৮
দুলালী স্বরূপচন্দ্র দাসকৃত ১৮
নাচোদ্ধার ১
তপ্রভা ॥
লাস বাং ৮ খানি ম্যাপ গণেশচন্দ্র
কৃত ৩
বস্ত্ররপান পৃথিবীর মানচিত্র ৫
বতবর্ষের ম্যাপ বাঙ্গালা অক্ষরে ৭
ত্তি শিক্ষা ৬
বির গোষ্ঠীনী সমালোচনা পাঠনীক
১॥
ার সম্ভব সংস্কৃত হইতে পদ্য অনুবাদ ১
রতবর্ষের ইতিহাস কেদারনাথ দত্তকৃত ১
গোবিন্দচন্দ্র সেন কৃত ২
তত্ত্বসারসংগ্রহ ১
াচীন ইতিহাস সমুচ্চয় ১
মার্শমেন সাহেবকৃত দুই খণ্ড ২
ন্ত্রী পরিশিষ্ট নাটক ১
প্রেতমঞ্জরী ১।
ব্দকল্পদ্রুম পরিশিষ্ট ২৫

কাতা যোড়া-
কো ৬৪ নং } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়
নগদ বিক্রেতা।

## ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

কারাগোলা ঘাটে রেলওয়ের সর্বত্র
রপ্তানির নিমিত্ত মাল লওয়া
যাইবে।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, যখন কারাগোলা ঘাটে পারাপারের ষ্টিমার থাকিবে তখন ঐ ষ্টিমারে রেলওয়ের সর্ব্বত্র রপ্তানির নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যাদি লইতে ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোং প্রস্তুত আছেন।

রেলওয়ে দ্রব্যাদি পাঠাইবার ভাড়া অনুসারে ভাড়া লওয়া হইবে। কেবল ষ্টিমার হইতে সাহেবগঞ্জ ষ্টেসনে লইয়া যাইবার নিমিত্ত বোঝাই খরচা ও ভাড়া প্রতি মণে এক আনার হিসাবে অধিক লওয়া যাইবে। যে ষ্টেসনে দ্রব্যাদি রপ্তানি হইবে সেই ষ্টেসনে সমুদায় দিলেও চলিবে।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে
চাটন এজেন্সি বোর্ড
কালকাতা ৭ ই
সেপ্টেম্বর ১৮৬৮। } সিসিল ষ্টিফেন্সন
এজেন্সি বোর্ড।

—:০:—

## পুরাণ প্রকাশ।

বিষ্ণুপুরাণ।

অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা। অগ্রিম মূল্য ) ॥০ ।

যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি মুজাপুর আমহর্ষ্টষ্ট্রীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্য প্রকাশ যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নামে যত খণ্ডের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম না পাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠাইবার নিয়ম নাই ইতি।

—:০:—

বিজ্ঞাপন।

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান। সর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সোণা দিয়া নূতন বাঁধান মূল্য ২৫০ টাকা।

শ্রীআনন্দচন্দ্রবেদান্ত বাগীশ।

———

হোমিওপেথিক চিকিৎসা, প্রথম সংখ্যা,
আবরক, মূল্য চারি
আনামাত্র।

কলিকাতার চোরবাগানে স্কুলবুক প্রেসে ঠনঠনিয়ার সংস্কৃতযন্ত্রের পুস্তকালয়ে এব লালবাজারে বেরিনী কোম্পানির হোমি পেথিক কারমেশীতে পাওয়া যায়।

—:০:—

## পুনঃ প্রাপ্ত নোট।

যে ব্যক্তি ১৮৬৮ সালের ৮ ই আগষ্ট পা মধ্যে পাটনায় ডাকযোগে নিম্নলিখিত নো সকল পাঠাইয়াছেন, তিনি নিম্নস্বাক্ষ কারীর নিকট সবিশেষ লিখিয়া পাঠাইবেন।

| | | |
|---|---|---|
| এ ৫৮ | ৮৯০০৭ নং | ১০০ টাকার |
| এ ৫৮ | ৮৪৮৫৯ নং | ১০০ ঐ |

ডবলিউ, এইচ, ম্যাগোয়ান।
কলিকাতার পোষ্টমাষ্টার।

—:০:—

“ শিক্ষক ব্যতিরেকে সঙ্গীত শিক্ষা
অর্থাৎ।

ইউরোপীয় স্বরলিপি সম্বলিত সেতা বেহালা, এস্রাজ, বংশী, হার্মোনিয়ম ও পা প্রভৃতি শিখিবার সহজ উপায়; মূল্য ৩ তি টাকা। লালদীঘীর পূর্ব পার্শ্বস্থ দে কোম্পানি ও ঠনঠনিয়াস্থ সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রী হইতেছে।

কলিকাতা
৩ রা সেপ্টেম্বর
১৮৬৮। } শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যা
পটোলডাঙ্গা পোষ্টেটে
লেন।

—:০:—

বঙ্গদেশের অন্তঃপাতী ফোর্ট উইলিয় দুর্গের অধীন হাইকোর্ট অব জুডিকেচরে টেষ্টমেন্টারি ও ইনটেসটেট বহুরিশ ডিক হইতে কালকাতানিবাসী জমীদার মৃত অনা বল প্রসন্নকুমার ঠাকুর সি, এস, আই, মহাশয়ে লাষ্ট উইল ও টেষ্টমেন্টের ও দুই কাডিসিনে প্রবেট, উক্ত মৃত ব্যক্তির লাষ্ট উইল ও টে মেন্টের লিখিত তিন জন একজিকিউটর কা কাতা নিবাসী শ্রীউপেন্দ্রমোহন ঠাকুর ও শ্রী তীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও শ্রীদুর্গাপ্রসাদ মুখোপ ধ্যায়কে অদ্য দেওয়া হইল। অতএব যাঁহা উক্ত মৃত ব্যক্তির প্রতি কোনপ্রকার দা রাখেন, তাঁহারা উক্ত একজিকিউটারদিগে নিকট তাহা সত্বর জানাইবেন এবং যাঁহা তাঁহার নিকট ঋণী থাকেন, তাঁহারা উক্ত একজি কিউটারদিগের নিকট অবিলম্বে আপন আপ ঋণ পরিশোধ করিবেন।

কলিকাতা
৭ ই সেপ্টেম্বর
১৮৬৮। } হ্যাচ এবং হাইল
একটারস।

—:০:—

# ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

—:•:——:•:—

## বিজ্ঞাপন।

১৮৬৮ সালের ১ লা অক্টোবর তারিখে এবং তদবধি ২০ হনড্রেড ওএট মোট ওজনের এক টন হারে অথবা প্রত্যেক গাড়ির ওজন পরি[illegible] অনুসারে তুলা আমদানী করা হইবে।

নিম্নলিখিত টেবেলে শ্রেণী বিভাগ অনুসারে হাওড়ায় আনিবার ভাড়া দর্শান যাইতেছে।

| | যে ষ্টেশন হইতে আমদানী হইবে | | ১ | | | ২ | | | ৩ | | | ৪ | | | ৫ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | [illegible] | | | [illegible] | | | [illegible] | | | [illegible] | | | যে তুলা ক[illegible] করিয়া [illegible] পাউণ্ডে এক কিউবিক ফুট পরিমিত হইয়াছে, অর্থাৎ যাহার ৩০০ পাউণ্ডে পরিমিত এক গাইট কসিয়া ১৫ কিউবিক ফিটের অনধিক [illegible] থাকে। ওজন ১৩,৫০০ পাউণ্ড অনধিক হইলে গাড়ি প্রতি ভাড়া। | | |
| | | | টা. | আ. | পা. | টা. | আ. | পা. | টা. | আ. | পা. | টা. | আ. | পা. | টা. | আ. | পা. |
| ১৮ | দিল্লী ও গাজিয়াবাদ। | প্রত্যেক টনে | ৬০ | • | • | ৫৭ | • | • | ৫৪ | • | • | ৪৮ | • | • | ৩৬০ | • | • |
| ০৬ | | প্রত্যেক গাইটে | ৮ | ৶ | • | ৭ | ৸৴ | • | ৭ | ।৵ | • | ৬ | ॥৴ | • | | | |
| ৬৭ | খুরজা | প্রত্যেক টনে | ৫৭ | ॥৶ | ৯ | ৫৪ | ৸৴ | ৯ | ৫১ | ৸৶ | ৯ | ৪৬ | ৶ | ৯ | ৩৪৬ | ৴ | • |
| | | প্রত্যেক গাইটে | ৭ | ৸৵ | ৯ | ৭ | ॥• | ৯ | ৭ | ৵ | ৯ | ৬ | ।৴ | ৯ | | | |
| ৪০ | আলিগড় | প্রত্যেক টনে | ৫৬ | ৴ | ৯ | ৫৩ | ।৴ | ৯ | ৫০ | ॥• | ৯ | ৪৪ | ৸৵ | ৯ | ৩৩৬ | ।৵ | • |
| | | প্রত্যেক গাইটে | ৭ | ।৶ | ৯ | ৭ | ।৴ | ৯ | ৬ | ৸৵ | ৯ | ৬ | ৵ | ৯ | | | |
| ২১ | হাত্রাস | প্রত্যেক টনে | ৫৪ | ৸৶ | ৯ | ৫২ | ৶ | ৯ | ৪৯ | ৶ | ৯ | ৪৪ | • | ৯ | ৩২৯ | ॥৵ | • |
| | | প্রত্যেক গাইটে | ৭ | ॥ | ৯ | ৭ | ৵ | ৯ | ৬ | ৸ | ৯ | ৬ | • | ৯ | | | |
| ০৫ | আগরা | প্রত্যেক টনে | ৫৪ | • | ৯ | ৫১ | ।৴ | ৯ | ৪৮ | ॥৵ | ৯ | ৪৩ | ৶ | ৯ | ৩২৩ | ৸৵ | • |
| | | প্রত্যেক গাইটে | ৭ | ।৵ | ৯ | ৭ | • | ৯ | ৬ | ॥৵ | ৯ | ৫ | ৸৶ | ৯ | | | |
| ৮১ | ফিরোজাবাদ | প্রত্যেক টনে | ৫২ | ॥৴ | ৯ | ৪৯ | ৸৶ | ৯ | ৪৭ | [illegible] | ৯ | ৪২ | ৴ | ৯ | ৩১৫ | ।৴ | ৯ |
| | | প্রত্যেক গাইটে | ৭ | ৶ | ৯ | ৬ | ৸৴ | ৯ | ৬ | [illegible] | ৯ | ৫ | ৸ | ৯ | | | |
| ৬৯ | শেকোয়াবাদ | প্রত্যেক টনে | ৫১ | ৸৵ | ৯ | ৪৯ | ।• | ৯ | ৪৬ | ॥৶ | ৯ | ৪১ | ॥ | ৯ | ৩১১ | • | • |
| | | প্রত্যেক গাইটে | ৭ | ৴ | ৯ | ৬ | ৸• | ৯ | ৬ | ।৵ | ৯ | ৫ | ॥৶ | ৯ | | | |
| ৩৫ | ইটোয়া | প্রত্যেক টনে | ৪৯ | ৸৴ | ৯ | ৪৭ | ।৴ | ৯ | ৪৪ | ৸৴ | ৯ | ৩৯ | ৸৵ | ৯ | ২৯৮ | ৸৴ | ৯ |
| | | প্রত্যেক গাইটে | ৬ | ৸৴ | ৯ | ৬ | ॥• | ৯ | ৬ | ৵ | ৯ | ৫ | ।৶ | ৯ | | | |
| ৪৮ | কানপুর | প্রত্যেক টনে | ৪৪ | ॥৵ | ৯ | ৪২ | ।৵ | ৯ | ৪০ | ৶ | ৯ | ৩৫ | ॥৶ | ৯ | ২৬৭ | ॥৶ | ৯ |
| | | প্রত্যেক গাইটে | ৬ | ৵ | ৯ | ৫ | ৸৴ | ৯ | ৫ | ॥ | ৯ | ৪ | ৸৵ | ৯ | | | |
| ২৯ | আলাহাবাদ | প্রত্যেক টনে | ৩৭ | ॥৴ | ৯ | ৩৫ | ॥৶ | ৯ | ৩৩ | ৸৴ | ৯ | ৩০ | ৴ | ৯ | ২২৫ | ৵ | ৯ |
| | | প্রত্যেক গাইটে | ৫ | ৵ | ৯ | ৪ | ৸৵ | ৯ | ৪ | ॥৵ | ৯ | ৪ | ৵ | ৯ | | | |
| ৭৩ | মৃজাপুর | প্রত্যেক টনে | ৩৪ | ৶ | ৯ | ৩২ | ॥• | ৯ | ৩০ | ৸ | ৯ | ২৭ | ।৵ | ৯ | ২০৫ | ১ | ৯ |
| | | প্রত্যেক গাইটে | ৪ | ॥৶ | ৯ | ৪ | ।৶ | ৯ | ৪ | ৶ | ৯ | ৩ | ৸ | ৯ | | | |
| ৪০ | বারাণসী | প্রত্যেক টনে | ৩২ | ।• | ৯ | ৩০ | ॥৵ | ৯ | ২৯ | • | ৯ | ২৫ | ৸৴ | ৯ | ১৯২ | • | ৯ |
| | | প্রত্যেক গাইটে | ৪ | ।৶ | ৯ | ৪ | ৶ | ৯ | ৪ | • | ৯ | ৩ | ॥৴ | ৯ | | | |
| ০৬ | জমানিয়া | প্রত্যেক টনে | ৩০ | ৶ | ৯ | ২৮ | ॥৶ | ৯ | ২৭ | ৶ | ৯ | ২৪ | ৶ | ৯ | ১৮১ | ৵ | ৯ |
| | | প্রত্যেক গাইটে | ৪ | ৵ | ৯ | ৩ | ৸৶ | ৯ | ৩ | ৸ | ৯ | ৩ | ।৴ | ৯ | | | |
| ৯৬ | পাটনা | প্রত্যেক টনে | ২৩ | ॥৵ | ৯ | ২২ | ।৶ | ৯ | ২১ | ।৴ | ৯ | ১৮ | ৸৶ | ৯ | ১৪১ | ৸ | ৯ |
| | | প্রত্যেক গাইটে | ৩ | ।• | ৯ | ৩ | ১ | ৯ | ২ | ৸৶ | ৯ | ২ | ॥৵ | ৯ | | | |

১। প্রত্যেক টনের ভাড়ার পরিবর্ত্তে প্রত্যেক গাইটের ভাড়া লওয়া যাইতে পারে, যদি প্রত্যেক গাইটের মোট ওজন ৩২০ পাউণ্ডের অনধিক [illegible]

২। খোলা তুলার ভাড়া চতুর্থ শ্রেণির দ্রব্যের ভাড়ার সমান ধরা হইবে। কিন্তু এক খানি গাড়ির নিয়ুতম ভাড়া প্রত্যেক মাইলে ০ দশ পাই[illegible]

৩। তুলার প্রত্যেক টনে ।৶ আনা অথবা গাইট করা এক আনা হিসাবে হাওড়ার টার্মিনাল রেট দিতে হইবে।

বোর্ড অব এজেন্সি
২৮ এ আগষ্ট ১৮৬৮।

সিসিল ষ্টিফেনসন
বোর্ড অব এজেন্সি।

সাবিত্রীচরিত
কাব্য।
শ্রীভোলানাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত।
মূল্য ১ এক টাকা।
সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

কলিকাতার মানচিত্র মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থ
... আছে। (উত্তম বাধান) মূল্য ২ টাকা।
শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত।
কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুল।

## সোমপ্রকাশ।

৬ ই আশ্বিন সোমবার।

দুর্গোৎসব উপলক্ষে আগামী বার ...ধি দুই সপ্তাহ সোমপ্রকাশ বন্ধ ...কবে। ইহার জন্ম অবধি এই রীতি ...ন্থিত হইয়া আসিয়াছে।

———

কলিকাতা গেজেটে হুগলী কৃষ্ণনগর ...গৌহাটির মিউনিসিপালিটির সম্বৎ ...রিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ...সনরগণ এক কালে সর্ব্বশুদ্ধ ৭১০ টাকা ...ার টাক্স লইতে আরম্ভ করিয়াছেন। ...স্থাপন ও অত্যাচার যদি না থাকিত ...া হইলে আমরা রিপোর্টপাঠে সন্তুষ্ট ...তাম। হুগলির রিপোর্টটি কথনে ... করিতে ভয় হয়; সভাপতি আক্ষেপ ...য়াছেন, কমিসনরগণ মলমূত্রপ্রভৃতির ...ন্ত সামান্য জরিমানা মাত্র করেন!! ...র পুলিষ ও কর্ম্মচারীদিগের বেতনেই ...অধিকাংশ টাকা নিঃশেষিত হইতেছে। ...ন কোন স্থানে (ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারির ...টে) রাস্তা ও রেলওয়েপ্রভৃতি হই...ছে। কৃষ্ণনগরের মিউনিসিপালিটির ...পোর্ট সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিকর। কমিসনর ...কায্য বিভাগ করিয়া লইয়াছেন। ...রিণীর জল শুষ্ক ও মলাপূর্ণ হও...তে কমিসনরগণ খড়েনদী হইতে একটী ...খাল কাটিয়া সেই পুষ্করিণীর সহিত ...যোগ করিয়া দিয়াছেন। এতদ্দ্বারা ...স্থ্যের উন্নতি হইতেছে। সভাপতি ... সাহেব গৌরব করিয়া কহিয়াছেন, "যখন সভ্য ও বিদ্বান কমিসনরগণ আছেন তখন আরও শ্রীবৃদ্ধি হইবে।" কৃতবিদ্যদিগের হস্তে ভারার্পণ করিলে যদি শ্রীবৃদ্ধি না হয়, কাহার হস্তে হইবে? দুঃখের বিষয় এই সকল স্থানে কৃতবিদ্যের অন্বেষণ করা হয় না। হুগলিঅপেক্ষা গৌহাটির কমিসনরগণ অধিক কাজ করিয়াছেন। সভাপতি মে এক, শেরার বলেন পুষ্করিণীসকলের পঙ্কোদ্ধার ও পানা পরিষ্কার করাতে স্বাস্থ্যের পক্ষে অনেক মঙ্গল হইয়াছে। আমরা অন্য অন্য স্থানের মিউনিসিপালিটির রিপোর্ট দেখিবার নিমিত্ত কৌতূহলগ্রস্ত হইয়া রহিলাম। উৎকোচগ্রাহী কর্ম্মচারী, অসঙ্গত কর, ভগ্ন ও অপরিষ্কৃত রাস্তা এবং চৌকিদারহীন পাটী এইসকলেই কলিকাতার উপনগরের মিউনিসিপালিটির গুণ প্রকাশ করিতেছে। দেশের মধ্যে এই মিউনিসিপালিটির সমকক্ষ নাই!!

———

### জমীদার ও কৃষক।

আয়ারলণ্ড ও বঙ্গদেশের জমীদার ও কৃষকদিগের পরস্পর বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। এখানকার জমীদারেরা যেমন স্থানান্তরে থাকিয়া নায়েব ও গমস্তাদিগের উপরে সমুদায় ভার অর্পণ করেন, আয়ারলণ্ডের জমীদারেরাও সেই প্রকার করিয়া থাকেন। এখানকার জমীদারেরা যেমন কোন ভূমিতে প্রজার কোন প্রকার স্বত্বস্বীকার ও স্বত্বদানে অনিচ্ছু, ইহাঁরা যেমন যত ইচ্ছা করবৃদ্ধি করিবার চেষ্টা পান, প্রজারা তাহাতে সম্মত না হইলে তাহাদিগকে উঠাইয়া দেন, আয়ারলণ্ডের জমীদারেরাও সেইরূপ করিয়া থাকেন। জমীদার কখন উঠাইয়া দেন, এই ভয় থাকাতে যেমন এখানকার কৃষকেরা ব্যয় করিয়া ভূমির কোনপ্রকার স্থির উন্নতি সাধন করে না আয়ারলণ্ডেও সেইপ্রকার কৃষকেরা ভূমির উন্নতিসাধনে পরাঙমুখ। এখ... আইনে যেমন জমীদারের যথেচ্ছা... রের প্রতিরোধ না করিয়া প্রত্যুত স... ক্ষতা করে, আয়ারলণ্ডেও সেইর... করিয়া থাকে। এখানকার ন্যায় আয়... লণ্ডের জমীদারেরাও প্রজার বিদ্যাশি... সভ্যতা ও উন্নতিলাভের প্রতিদ্বন্দ্বী... তবে প্রভেদ এই, আয়ারলণ্ডে বলপূর্ব... চুণের গুদামে বদ্ধ করিবার যো নাই এ... মিথ্যা মকদ্দমা করিয়া অন্ন লাভের স... বনা নাই। অপর, তথাকার কৃষকেরা ... কতর সাহসী, তাহারা মধ্যে মধ্যে অব... হইয়া অত্যাচারকারীর উপরে অ... চার করিয়া থাকে, এখানকার কৃষকে... তত দূর করিতে পারে না। উভয় দেশে... কৃষকেরই দারিদ্র্য সমান, উহারা ... আনে দিন খায়; অতঃপর উ... দেশের কৃষকেরই অবস্থার উন্নতিসা... একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা যে কারণে এই বিষ... প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছি, তাহা ... আয়ারলণ্ডের টিপারেরি বিভাগে উ... লিয়ম স্কলিনামক এক জন জমীদ... আছেন। এক জন পত্রপ্রেরক তাঁহ... চরিত্র বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন, "... কটুভাষী, একগুঁয়ে, ধূর্ত্ত ও দৃঢ়প্রতি... কেবল স্বার্থসাধন করাই তাঁহার জ... দারী কার্য্যের প্রধান উদ্দেশ্য।" ... দেশে স্কলির সমানধর্ম্মা অনেক জম... দার আছেন সন্দেহ নাই। তাঁহারা য... ধরেন তাহা ছাড়েন না; যাহাকে ... করা অভিপ্রেত হয়, লক্ষ টাকা ব... হইলেও তাহাতে নিরস্ত হন না। আ... তাঁহাদিগের বিলক্ষণ দক্ষতা ও প্রজ... প্রতি অত্যাচারকার্য্যে সবিশেষ পটু... আছে। অতএব স্কলির সহিত য... এ দেশের এক জন রায়, চৌধুরী অথ... মুখোপাধ্যায়ের তুলনা করা যায়, অ... সঙ্গত হয় না। স্কলি সম্প্রতি একটী নূ...

মীদারি ক্রয় করিয়াছেন। পূর্ব্বতন
মীদার অতিশয় ভদ্র ও দয়ালুস্বভাব
ছিলেন, কৃষকগণ কখন তাঁহার এক
য়সা খাজনা বাকী রাখিত না। তিনি
খন জমীদারি বিক্রয় করেন, কৃষকেরা
াহাকে নিষেধ করিয়াছিল; কিন্তু
বস্থা মন্দ হওয়াতে তিনি সেই অনু
াধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। স্কলি
মীদার হইয়াই কৃষকদিগকে বলিলেন,
তোমরা নূতন কবুলতি দাও এবং এই-
ীকার কর যে বৎসর বৎসর নূতন
াট্টা লইবে। কেহ কোন ভূমির কোন
কার উন্নতিসাধন করিলে যদি আমি সেই
মি হইতে তাঁহাকে বহিষ্কৃত করি, তিনি
তিপূরণ পাইবেন না এবং ২১ দিন
র্ব্বে সংবাদ দিলে ভূমি ত্যাগ করিয়া
ইতে হইবে।' অনেক কৃষকের পুরুষা
ক্রমে ঐ স্থানে বাস ছিল, তাহারা জমী
নের মাথায় এই প্রস্তাবে অসম্মত হইল।
লি দুই জন পেয়াদা ও কয়েক জন
লিস প্রহরীকে সঙ্গে লইয়া ক্রমে ক্রমে
লাকে উঠিয়া যাইবার সংবাদ দিতে
লেন গ্রামে প্রবেশ করিবামাত্র লোকে
াকে গালি দিতে লাগিল। যে বাটীতে
লেন, সেই বাটী শূন্য দেখিলেন।
রূপে ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহারা
ন ওয়ারনামক এক কৃষকের বাটীর
টস্থ হইয়াছেন, অমনি কয়েকটী বন্দুক
। দুই ব্যক্তি হত হইল; স্কলি নিজে
তর আঘাত পাইলেন; হত্যাকারীরা
ান করিল।

এই ঘটনা লইয়া ইংলণ্ডে তুমুল
ন্দালন হইতেছে। কয়পারের ভুরি
ব্যক্তিদিগের মৃত্যুর কারণের অনুস-
নের সময়ে জমীদারের নিষ্ঠুর ব্যব-
র উল্লেখ করিয়া ঘৃণাপ্রকাশ করি
ন। সংবাদপত্রের সম্পাদকগণও
প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিতেছেন
কৃষকেরা যে কাজ করিয়াছে, তাহাও

অতিশয় গর্হিত হইয়াছে; কিন্তু কথা এই হইতেছে, কেন তাহারা এপ্রকার করিল? আয়ারলণ্ডে কি জন্য সচরাচর এপ্রকার ঘটনা ঘটিয়া থাকে? বঙ্গদেশের কৃষকেরা যে এত ভীরু ও শান্তস্বভাব তাহারাও নীলকরদিগের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া নীলকুঠি দাহ ও কুঠির লোকদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। প্রধান ব্যক্তি যদি বিবেচনাপূর্ব্বক কাজ না করেন, কৃষকের ধৈর্য্যসীমা অতিক্রান্ত হয়। ইংলণ্ডের বুদ্ধিমান ও বিবেচক লোকেরা আয়ারলণ্ডের কৃষকদিগকে সমধিক স্বত্বপ্রদান করা হয়, এই প্রস্তাব করিতেছেন। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের সদৃশ মহাশয় লোকেরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকেই জমীদারের অত্যাচারনিবারণের এক মাত্র ঔষধ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যে ভূমিতে ৭। ৮ পুরুষ বাস করিতেছে, তথা হইতে উঠিয়া যাওয়া যে কি কষ্টকর, তাহা ভুক্তভোগিভিন্ন অন্যে বলিতে পারেন না। বোধ কর, এক ব্যক্তি আপনার অর্থ ব্যয় করিয়া একটী পাকা বাটী করিলেন। জমীদার যদি স্বেচ্ছানুসারে তাহার করবৃদ্ধি করিতে অথবা প্রার্থিত কর না দিলে প্রজাকে উঠাইয়া দিতে পারেন, তাহার অপেক্ষা শোচনীয় বিষয় আর কি হইতে পারে? আক্ষেপের বিষয় এই, আয়ারলণ্ডে ও ভারতবর্ষে উভয় স্থানেই আইনে জমীদারকে এই ক্ষমতা দিয়াছে। আইনের ন্যায় বিচারপতিরাও সময়ে সময়ে জমীদারদিগের অত্যাচারের সুবিধা করিয়া দিয়া থাকেন। বঙ্গদেশের বর্ত্তমান প্রধান বিচারপতি দাখিলা তলবিদ করিবার যে কঠিন নিয়ম করিয়াছেন, তাহাতে ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইনের ৩ ও ৪ ধারার বৈফল্য সম্পাদিত হইয়াছে। এইসকল অনিষ্টের নিবারণ একান্ত আবশ্যক। আমরা অহরহঃ স্বচক্ষে এই অনিষ্ট দর্শন করিতেছি।

মফস্বলের ত কথাই নাই, কলি
উপনগরের এক জন জমীদার কর
প্রজাকে এক কালে উৎসন্ন দিতে
কৃষকদিগের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত
বর্ষ ও আয়ারলণ্ড উভয় স্থানের
মেণ্ট অতিশয় ব্যস্ত হইয়াছেন। বি
খাইয়া তাহারা বিদ্যাশিক্ষা ক
এক বার বিবেচনা করা উচিত।
জমীদারদিগের ব্যয়বৃদ্ধির ক্ষমতা
চিত কর; চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত
তাহাদিগের জীবিকার স্বচ্ছল
দাও, তাহার পর তাহাদিগের
শিক্ষার চেষ্টা করিও। বাটীর
অতিথিশালা থাকিলেও বিবস্ত্র
অন্নছত্রে আসিতে পারে না। যাহার
পক্ষাঘাত, সে কিরূপে সেখানে য
বোধ কর, এক জন কৃষক সংবৎসর র
করিয়া শস্য উৎপাদন করিল;
শস্য জন্মিল। কৃষক হর্ষোৎফুল্ল
ভাবিতে লাগিল, এ বৎসর সুখে
বাহিত করিবে; এমত সময়ে
দারের নায়েব কর বৃদ্ধির ডিক্রী
করিয়া সকল বিক্রয় করিয়া লইত
ইহার পর কষ্ট আর কি আছে? প
মের ফল ভোগ করিতে না পারা
সামান্য ক্ষোভ ও দুঃখের বিষয়!
কালি আদালতের সাহায্যে যে প্র
কর বৃদ্ধি ও লোককে বাস্তুহীন কর
তেছে, তাহাতে দুঃখিত না হইতে
এমত লোক নাই। ভদ্র জমীদারের
কিছু অনুগ্রহ করেন; কিন্তু তাঁহাদি
সংখ্যা অতি অল্প।

যাঁহারা কৃষকদিগের সহিত চির
বন্দোবস্ত করিবার বিরুদ্ধ মত প্র
করেন, তাঁহারা বলেন, তাহা হইলে
সম্পত্তির মূল্য হ্রাস তার হইবে।
ক্রয় করিতে উন্মুখ হইবে না। কর
করিতে পাওয়া যায় বলিয়াই জমীদা
আদর ও মূল্য হইয়া থাকে। ইহার

স্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই, যেসকল
বার উপস্বত্ব ও লাভের বিশেষ ন্যূনাতি
ক না হয়, কিরূপে তাহার ক্রয় বিক্রয়
তেছে ? জমীদারেরা আপনারাই
কার করেন, জমীদারির ক্রয় বিক্রয়
ণায়স্বরূপ। যেমন লোকে গবর্ণমে
ণ্ট কাগজ ক্রয় করেন, তাঁহারাও সেই
ায় জমীদারি কিনিয়া থাকেন। যখন
ক্ষা নির্দ্ধারিত করাই উদ্দেশ্য হইল,
ন কৃষকদিগের সহিত চিরস্থায়ী
বস্ত হইয়াছে যে সে উদ্দেশ্যের
াত থাকিবে, তাহার কারণ কি ?
ণমেণ্টের কাগজের সুদ ত বৃদ্ধি হয়
ংখ্যক লোকে ইহা ক্রয় করেন
। জমীদারির আয় স্থির হইলেও
এই প্রকার লোকে ক্রয় করিবেন
বষয়ে সন্দেহ নাই। বরং এক্ষণে অনেকে
দ্ধমার ভয়ে জমীদারি ক্রয় করেন না;
স্থির আয় ও সুন্দর বন্দোবস্ত থাকিলে
ভয় থাকিবে না। অতএব এক্ষণে
হারা কোম্পানির কাগজ ক্রয় করিয়া টাকা
রাখিতেছেন, তাঁহারা কি জমীদারি কিনি
বিমুখ হইবেন ?

এই প্রস্তাবের লিখন শেষ হইলে
১ সেপ্টেম্বরের ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া
দিগের হস্তে পতিত হইল। আমরা
দনান্তর যে বিষয়ী সংবাদের
ক্রম করিয়া দিবার চেষ্টা পাইতে
ম, ফ্রেণ্ডও সেই বিষয়ে প্রস্তাব করি
ছেন। তিনিও কহিতেছেন, কৃষকদি
সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা
ত। তৎকৃত প্রস্তাবের কিয়দংশ এই
উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

"...রাজস্বের ও খাস প্রভৃতি হওয়াত
ন স্থান উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে,
ত কৃষকদিগের সহিত যদি চিরস্থায়ী
বস্ত করা হয়, তাহা হইলে এই প্রশ্ন
মের কি প্রকার বন্দোবস্ত করা

উচিত ?) ভিন্ন রূপ ধারণ করিবে। দ্রব্যের ও ধাতুর মূল্যবৃদ্ধি অনুসারে কর বৃদ্ধির ক্ষমতামাত্র গবর্ণমেণ্টকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই যৎসামান্য ক্ষমতা ত্যাগে বিলক্ষণ লাভবান্ হইবেন। লোকে সৌভাগ্যশালী হইবেন এবং সমাজের উন্নতি হইবে; অথচ কোন বিষয়ে হস্তার্পণের প্রয়োজন রাখিবে না। লোকে সন্তুষ্ট থাকিবেন, বুদ্ধি বৃদ্ধি হইবে, মূলধন জমিবে এবং বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়া পরম্পরা সম্বন্ধে করবৃদ্ধি হইবে। কেবল এই সকল উপকারমাত্র নহে; এতদপেক্ষা একটি গুরুতর উপকার এই হইবে যে, আমরা (ইংরাজেরা) লক্ষ লক্ষ বিদেশীয় লোকের শাসনকর্ত্তা হইয়া সেই লক্ষ লক্ষ লোকের মন এরূপে হরণ করিব যে আমাদিগের বিপদ্ কালে তাঁহারা যথাসাধ্য সাহায্য করিবে। কারণ আর কোন গবর্ণমেণ্ট কৃষকদিগের এই স্বত্ব স্বীকার করিবেন না। ১৮৫৭ অব্দে অযোধ্যার ও সিপাহীরা সপারিষদ আমাদিগকে দূরীভূত করিবার চেষ্টা পান, কিন্তু লোকে তাহাদিগের সাহায্য না করাতে সেই চেষ্টা সফল হয় নাই। অতএব আমরা এই স্পষ্ট উপদেশ পাইয়াছি, অযোধ্যার ন্যায় আমরা স্বত্বের উপরে হস্তক্ষেপ করিব না; পক্ষান্তরে অনিয়মও আমাদিগের অনুমোদনীয় হইবে না। আমাদিগের সভ্য ও সহজ শাসন প্রণালীর যদি পুনর্ব্বার কেহ উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা পান, সে চেষ্টা বিফল হইবে। কৃষকশ্রেণি সাধারণের বিদ্রোহী না হইলে আমাদিগের প্রভুত্ব লোপ হইবে না। অতএব এই কৃষকগণ ভূমির যে বন্দোবস্তপ্রার্থী হইয়াছে, তাহা প্রদান কর; তাহারা তাহা পাইলে অবশ্যই আপনাদিগের সৌভাগ্য ইংরাজ

রাজত্বের অস্তিত্বের উপর নির্ভর
রেছে জানিবে। এটী কখন ঘটে ন
পরীক্ষা করিলে জানিতে পারিবে.
ভবিষ্যতে কৃষকদিগের চিরন্তন স
গণও আমাদিগের বিপক্ষ হন, তথ
তাহারা আমাদিগের পার্শ্বে দণ্ডায়
হইয়া সাহায্য করিবে। যাঁহারা মো
বন্দোবস্তের অনুমোদন করেন, তাঁ
দের কথা শুনিয়া বৃহৎ জমীদারদি
বহিষ্কৃত করা উচিত নয়। আবার
দেশের জমীদারগণ যাহা বলেন, ত
সারে অপামর সাধারণকে পদদ্বারা
করাও আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে। যেখ
কৃষকদের ভূমির উপর স্বত্ব অ
সেখানে সুবিধামত ও সর্ব্বদিগ
পায় এমত করিয়া চিরস্থায়ী বন্দো
কর। নিশ্চয় জানিবে প্রতি মে
বন্দোবস্তের শেষে আমরা যেমন স
বিষয়ের সূক্ষ্মানুসন্ধান করি যদি ত
হইতে বিরত হই সমাজ আপনা আ
উন্নত হইবে।" ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডি
প্রস্তাবের শেষাংশটী ভবিষ্যদ্বাণীর ন
গবর্ণমেণ্টের ও সর্ব্বসাধারণের জ্ঞান
উচিত। তিনি উপসংহারে বলিয়া
"এক আদর্শে সকল স্থানের সমা
স্তুত করা কাহারও সাধ্য নহে। ট
নের মতাবলম্বীরা যে প্রণালী প্রব
করিবার অভিলাষী, তাহা ত হইে
পারে না। ইষ্টই হউক, আর অনি
হউক, ঘটনাটি এই হইতেছে যে,
দেশ ও অযোধ্যায় বৃহৎ বৃহৎ জমী
আছেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের উ
এই যে জমীদারেরা যাহাতে স্বক
সাধন করেন এবং তাঁহাদিগের অ
যাহাতে সাধারণ উপকারের নিমিত্ত
সেই চেষ্টা পান। ভারতবর্ষের অন্য অ
অংশে কৃষক ভূম্যধিকারীরা আছে। ত
স্থানের গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে শি

ভুমির অবস্থা ভাল করিয়া শতকরা টাকা করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করুন। তে ধনাগারের কখন ক্ষতি হইবে। সুক্ষ্মদর্শী লোকেরা ইতিমধ্যে কদিগের দুই এক জনকে স্থানে স্থানে তশয় উপযুক্ত দর্শন করিতেছেন। পূর্ব্বাবস্থার পরিবর্ত্তচিহ্ন সন্দেহ। এই পরিবর্ত্তপুষ্প কালে উৎকৃষ্ট প্রদান করিবে। এতদ্দ্বারা আপামর সাধারণ বুদ্ধিমান, সৌভাগ্যশালী, ভুভক্ত এবং বোধ হইতেছে ধর্ম্ম হইবেন। যদি কৃষকদিগের হত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না কর, তাহা লে যে পরিবর্ত্ত হইবে, তাহা সেই কলে মূর্ত্তি ধারণ করিবে। স্তম্ভের (নিম্ন শ্রেণী) স্ফীত (বিপ্লবপর- ) হইয়া চূড়াকে (উচ্চ শ্রেণিকে) তল শায়ী করিবে।”

—:০:—

বু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সোমপ্রকাশ।

আমরা জমীদারদিগের উপরে শিক্ষা করিবার প্রস্তাবের প্রতিকূলে যে স- আপত্তি করি, তাহার অন্যতর কারণ জমীদারেরা এরূপ লোক নন যে, তাঁহারা ন নূতন কর সহজে নিজ তহবিল তে প্রদান করেন, তাঁহারা যে কোন ায়ে হউক, তাহা প্রজার নিকট হইতে গ্রহ করিবেন। আমরা জমীদারী কের বিষয়টী উদাহরণস্বরূপে প্রদর্শন য়া স্বপক্ষসমর্থন করিয়াছিলাম। ই সেপ্টেম্বরের লেগু অব ইণ্ডিয়ায় হইল, বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় র প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন, রা (সম্পাদক) যে কথা কহিয়া াম, তাহা অমূলক। তিনি বলেন, ন নিজে এবং বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী দীঘা ও ভাস্তাড়াপ্রভৃতির জমীদারে ইনকম টাক্স ও জমীদারী ডাক য়া এক পয়সা লন নাই। ইহার উত্তর ন আমাদিগের বক্তব্য এই, আমরা াক্তঃ বর্দ্ধমান ও অন্যান্য স্থানের জমীদারের কথা বলিতে পারিতেছি না বটে কিন্তু যাঁহার অধিকারে আমাদিগের নিজের বহুসংখ্যক জমি আছে, তাঁহাকে প্রতি টাকায় আধ পয়সা করিয়া জমীদারী ডাকের ব্যয় দিতে হয়। আমাদিগের পার্শ্ববর্ত্তী জমীদারেরাও ঐরূপ লইয়া থাকেন। জমীদার প্রজার নিকট হইতে প্রতি টাকায় আধ পয়সা করিয়া লইলেন, কিন্তু তাঁহাকে ঐ আধ পয়সার অনেক কম দিতে হয়। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য, জমীদারী ডাক জমীদারের উপার্জ্জনের একটী পথ হইয়াছে কি না? যে জমীদার ঔদার্য্য গুণসম্পন্ন ও প্রজার প্রতি দয়াবান্ হইবেন, তিনি না লইতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা তাদৃশ গুণসম্পন্ন নন, তাঁহাদিগের লইবার বাধা কি? যখন পথ মুক্ত রহিয়াছে, তখন লইবার সময়ে কে আসিয়া হস্তধারণ করিবে?

আমরা আর একটী উদাহরণ দিতেছি, ইহাতেও পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন প্রজার নিকট হইতে অর্থদোহনপটু জমীদারের সদৃশ দ্বিতীয় নাই। এক জন জমীদার একদা একটী স্কুল করিলেন। তখন সাহায্যদানের এই নিয়ম ছিল, বিদ্যালয়স্থাপয়িতারা যত টাকা দিতেন, গবর্ণমেন্ট সেই পরিমাণে সাহায্য করিতেন; ছাত্র দত্ত বেতন তন্মধ্যে পরিগণিত হইত না। উক্ত জমীদার বিদ্যালয়ে নিজ দেয় অর্থের সংগ্রহার্থ নিজ জমীদারীতে গেলেন এবং প্রজাদিগকে এই কথা বলিলেন, তাঁহার পুত্রের অধ্যয়নার্থ তিনি একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। অতএব তাহার ব্যয় সমাধানার্থ তিনি পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত প্রজাদিগের নিকট হইতে কিছু কিছু প্রার্থনা করেন, পাঁচ বৎসরের পর তাঁহার পুত্র কলিকাতায় যাইবেন, তখন আর দিতে হইবে না। প্রজারা তাঁহার প্রার্থনার্থ একটী বৈঠক করিয়া একবাক্য হইয়া তাঁহার প্রা পরিপূরণ করিল; কিন্তু জমীদার পাঁ সরপরে স্বকৃত প্রতিজ্ঞাস্বরূপ অব্যা দান দূরে থাকুক, প্রজারা বয় ব ভিক্ষাস্বরূপ যাহা দিয়াছিলেন, তা জমাভুক্ত করিয়া লইলেন। এটী অ দিগের সাক্ষাৎ বিদিত বিষয়। আ কেবল নয় আমাদিগের নিজ ও পার্শ্ব গ্রামের অনেকেও এ বিষয় জানেন। হয়, এক জন স্কুল ইনস্পেক্টর ও ডে ইনস্পেক্টরেরও ইহা অবিদিত নহে

—:০:—

ভারতবর্ষের আয় ব্যয়।

ভারতবর্ষের আয় ব্যয়ের বি এ দেশ অপেক্ষা ইংলণ্ডে অধিকতর স্ফুটরূপে প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইংল একখানি পত্রে ভারতবর্ষের ১৮ অব্দের নিম্ন লিখিত আয় ব্যয়ের বি দেওয়া হইয়াছে;

আয়।

| | |
|---|---|
| ভূমির ও অধীন রাজদত্ত কর | ২৩,৪১,৭৭, |
| শুল্ক | ২,৫৪,৫২ |
| লবণ | ৬,০২,৪৩ |
| অহিফেন | ৮,৮১,৪২ |
| ষ্টাম্প | ২,৩৯,৩৯ |
| ডাকঘর | ৬৫,২৩ |
| টেলিগ্রাফ | ২৯,৮৯, |
| লাইসেন্স কর | ১৪,৮০, |
| মোট | ৪৮,৬৬,৩২, |

ব্যয়।

| | |
|---|---|
| সেনাদল | ১৬,৩৯,০১, |
| ঋণ ও সুদ | ৬,৯২,৮৭ |
| পবলিকওয়ার্ক | ৩,৭৯,৭৮, |
| বিশেষ ঐ (বার্ষিক) | ২,৭৬,১২ |
| রণতরির জন্য | ৮৮,২৫, |
| বিদ্যাশিক্ষা | ৭৮,৬২ |
| খৃষ্টীয় গির্জ্জা ও পাদরির নিমিত্ত | ১৫,৫৫ |

| | |
|---|---|
| …লয় | ২,৩৮,৩২,০০০ |
| …নকার্য্য | ১,২৫,০৪,৪১০ |
| …র | ২,৪৮,৮৯,০০০ |
| …পেন্সন রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয় | |
| …ত্তি | ২,৪২,০২,৮৩০ |
| …মোট | ৪০,২৪,২০,১৫০ |

…বাকী আট কোটি টাকা ইংলণ্ডের
…ধিয়া গণনা করিতে হইবে। বিচার
…গে ৭২,৭১,১১০ টাকা, পুলিসে ২৬,
…০০ টাকা, রণতরিতে ২৫,২২,০০০
… এবং শিক্ষাবিভাগে ৭,৩৪,০০০
… আয় দেখা যাইতেছে; অতএব
… হইতেছে প্রায় ৯ কোটি টাকার
…ব স্পষ্টরূপ দেওয়া হয় নাই। এই
…ব দেখিয়া আমাদিগের দুটি ভ্রমের
…শোধন হইল। আমরা জানিতাম,
…য় সম্প্রদায়ের নিমিত্ত রাজকোষ
…ত ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়; কিন্তু
…ণ দেখা যাইতেছে, ১৫,৫৫,০০০
…মাত্র ব্যয় হইয়া থাকে। আমরা
…দলের ব্যয় ১২ কোটি জানিতাম;
… এক্ষণে ১৬ কোটি (অর্থাৎ বিদ্রো
…সময়ে যে ব্যয় পড়িত) ব্যয় হই
…। আমরা আরও জানিতাম, রণ
…উঠিয়া যাওয়াতে ইংলণ্ডীয় গবর্ণ
… আমাদিগকে এ ভার হইতে মুক্ত
…য়াছেন; কিন্তু উল্লিখিত হিসাবে
…তে পাইলাম, আমাদিগকে প্রায়
…কোটি টাকা দিতে হইতেছে। কি
…ণ আমাদিগের স্কন্ধে এ ব্যয়ভার
…পণ করা হইয়াছে? কয়েকখানি
…ক চীন ও আরব সমুদ্রে থাকিয়া
…ণ্ডের বাণিজ্যরক্ষা করিতেছে এবং
…ক্কার ক্রীতদাসব্যবসায় নিবার-
… কয়েকখানি আছে। ইহার অন্যতর
… তাহাদ্বারাই আমাদিগের
…ন উপকার হইতেছে না; তথাপি
…দিগকে ৮৮ লক্ষ টাকা দিতে হই
… কেন? আমরা বিস্ময়াবিষ্ট হই

লাম, গবর্ণমেণ্ট এখানে যে হিসাব প্রদান করেন, তন্মধ্যে এসকল ব্যয়ের স্পষ্ট হিসাব দেন না। ইহারাই বা কারণ কি? এক সৈনিক ব্যয়ে প্রায় অর্দ্ধেক রাজস্বের ক্ষয় হইতেছে। ১৬ কোটি টাকাতে বেতন ও জাহাজভাড়াতে যায়; তদ্ভিন্ন বারিকের ব্যয় আছে। এ অংশে মিতব্যয়িতা না হইলে আমাদিগের নিস্তার নাই। চির কালই আমাদিগের স্কন্ধে নূতন নূতন করভার নিক্ষেপের চেষ্টা হইবে। রাজস্বসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট কবে ন্যায়ানুগত ব্যবহার করিতে শিখিবেন? ফ্রান্স ও প্রশিয়া অপেক্ষাও ভারতবর্ষের সৈনিক ব্যয় অধিক; অথচ সৈন্যসংখ্যাগত বহু বৈলক্ষণ্য আছে। রাজস্ব বিষয়ে ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের কিরূপ সম্বন্ধ হওয়া উচিত, তাহা স্থির করা যে একান্ত আবশ্যক, তাহা এই অস্পষ্ট হিসাবদ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে। ভারতবর্ষের পৃথক্ সেনাদল, পৃথক্ রণতরি করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। ষ্টেট সেক্রেটারির স্বেচ্ছা পূর্ব্বক ব্যয় করিতে না পারেন, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভার হস্তে যত দিন না আয়ব্যয়দর্শনের ভার আসিতেছে, তত দিন সহস্রবিধ কর দিলেও আমাদিগের মঙ্গল নাই। অশুভ ক্ষণে ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের সেনাদলের একতা হইয়াছিল।

—:০:—

অন্তঃপুরশিক্ষাপ্রণালী।

এ দেশে যেসমস্ত বিষয়ের উন্নতি এক্ষণে নয়নগোচর হইতেছে, মিসনরিরা তাহার অধিকাংশের সূত্রপাত করিয়াছেন। বঙ্গদেশের অন্তঃপুরের স্ত্রীগণ আজি কালি যে শিক্ষানুরাগী হইয়াছেন, মিসনরিদিগের যত্নই তাহার প্রথম কারণ। আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই, কয়েক জন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী রমণী এ

দেশের অন্তঃপুরস্থিত স্ত্রীলোকদি…
শিক্ষার নিমিত্ত কয়েক বৎসরকাল বি…
ক্ষণ পরিশ্রম করিতেছেন। তাহার…
ফল ফলিল, বোধ হয় পাঠকগণ ত…
ত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত এক…
কৌতূহলাক্রান্ত হইবেন সন্দেহ না…
মৃত বিবি মলেন্স প্রথমতঃ আমাদিগে…
বর্ত্তমান অন্তঃপুরশিক্ষাপ্রণালীর উ…
বন করেন। তাঁহার পর বিবি মরে ন…
এক গুণবতী মিসনরিপত্নী এই প্রণাল…
অনুসরণে প্রবৃত্ত হন। বিবি মরে …
গুলি ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় খৃষ্টা…
শিক্ষয়িত্রীকে স্থানে স্থানে প্রেরণ করে…
তাঁহারা লিখন পঠন ও সূ…
কাজের শিক্ষা দিতেন। বিবি মরে …
লের তত্ত্বাবধান করিতেন। ঐ গুণব…
রমণী ইংলণ্ডে গমন করিলে পর তাঁ…
বিদ্যালয়সকল মিস ব্রিটনের হস্তে পতি…
হয়। ইনি আমেরিকাবাসিনী। ত…
আরবোর সাহায্যে তিনি অন্তঃপু…
শিক্ষাকার্য্যের ভারগ্রহণ করেন। তাঁ…
অধীনে ১৭ জন ইউরোপীয় এবং …
জন এতদ্দেশীয় শিক্ষয়িত্রী আছেন। তাঁ…
প্রযত্নে স্থানে স্থানে বালিকাবিদ্যা…
স্থাপিত হইয়াছে। মিস ব্রিটন এ দেশে…
স্ত্রীলোকদিগের স্বভাব ও অভাব প্র…
রূপে অবগত হইয়াছেন। অনেক ইউ…
পীয়, অন্য কি বিচারপতি ফিয়ারপ…
আমাদিগকে এই বলিয়া ভর্ৎসনা ক…
যে, এ দেশের পুরুষেরা এত কৃত…
হইয়াও স্ত্রীলোকদিগকে সর্ব্বসাধারণে…
সম্মুখে বাহির হইতে দেন না; …
মিস ব্রিটনই আমাদিগের এরূপ ব্য…
রের কিঞ্চিৎ মর্ম্ম অবগত হইয়াছে…
তিনি বলেন, সহসা ওরূপ হওয়া সাধ্য…
নয়। তাঁহার মত এই, এক্ষণে যেস…
বালিকা জন্মগ্রহণ করিতেছে, তাহা…
গকে ক্রমশঃ শিক্ষা দিয়া প্রাচীন কা…
হিন্দুসমাজের ন্যায় স্বাধীনতা প্র…

...তে হইবে। যাঁহারা পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর ... দীর্ঘকাল অন্তঃপুরে রুদ্ধ হইয়া ...ন, তাঁহাদিগকে সহসা স্বাধীনতা ...ন করিলে অনিষ্ট ফল উৎপন্ন হইবে। ...বয়ে তাঁহার সহিত মিস কার্পেন্ট ...মত ভেদ হয়; কিন্তু যাঁহারা এ ...ীয় বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মনের ভাব ...ন, তাঁহারা মিস ব্রিটনের বাক্যকেই ...ার্শিক বলিয়া আদর করিবেন সন্দেহ ...। মিস ব্রিটন এইপ্রকার সংস্কারের ...র্ত্তী হওয়াতে তাঁহার প্রবর্ত্তিত ...াপ্রণালীও তদনুরূপ হইয়াছে। ...রা শিক্ষা করিবার অভিলাষী হন, ...াদিগের বাটীতে এক এক জন এত ...ীয় খৃষ্টীয়ান শিক্ষয়িত্রী প্রেরিত ...া থাকেন। আপাততঃ সামান্য ...হৃতা পুস্তক, অঙ্ক, ও বিদ্যাসাগরের ...দেশীয় ইতিহাস পাঠ করান হয়। ...ীগণ সূচির কাজও শিক্ষা করেন। ...তসপ্তাহে এক জন ইউরোপীয় শিক্ষ...ী ছাত্রীদিগের উন্নতির পরীক্ষা ...ন। মিস ব্রিটন নিজে মধ্যে মধ্যে ...া সকল বিষয় স্বচক্ষে দর্শন করিয়া ...কন। ছাত্রীরা প্রায় ২ টাকার অধিক ...ন দেন না। যেখানে ইংরাজী শিক্ষা ... তথায় ৪ টাকাই উর্দ্ধসংখ্য বেতন। ...বাদিগের নিকটে এক পয়সাও লওয়া ...না, বরং অনেকে মিস ব্রিটনের ...কটে সাহায্য পান। তিনি বিধবাদি...ক নিজের বাটীতে আনিয়া সংগীত ...অন্য অন্য বিষয় শিক্ষা দিবার চেষ্টা ...ইয়াছিলেন, তাহাতে কৃতকার্য্য ...তে পারেন নাই। এই প্রকারে প্রায় ...০ শত এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোক ও বালিকা ...স ব্রিটনের যত্নে শিক্ষালাভ করিতে ...ন। গবর্ণমেণ্ট প্রতিছাত্রীতে এক ...কা সাহায্য দান করেন। আমেরিকার ...সনরিরা মাসিক ১২০০ টাকা দিয়া ...কেন; কিন্তু যে ব্যয় হয়, তাহাতে শিক্ষয়িত্রী ও মিস ব্রিটনকে নিজে অতি সামান্য অবস্থায় অবস্থান করিয়া কাল হরণ করিতে হয়। যিনি লর্ড সাহেবকে নিজের বাটীতে দর্শন করিয়াছেন, তিনি মিস ব্রিটনের বাটীতে গমন করিলে দেখিবেন, মিসনরিদিগের ন্যায় তাঁহাদিগের স্ত্রীগণও অতি সামান্য আহার ও পরিচ্ছদ পাইয়া জগতের হিতসাধন করিতেছেন।

মিস ব্রিটনের বিদ্যালয়সকলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছাত্রী আছেন। ডাক্তর রবসনের স্ত্রী প্রায় ১৫০ স্ত্রীলোক ও বালিকাকে শিক্ষা দিতেছেন; কিন্তু বিবি রবসনের শিক্ষয়িত্রীগণ ইউরোপীয় বলিয়া অনেকে উক্ত বেতনের ভয়ে তাঁহাদিগকে লইয়া যাইতে পারেন না। ডাক্তর রবসন নিজে অনেক সাহায্য করেন। ডাক্তর রবসন এক জন মিসনরি, ইহা বলিলেই তাঁহার পর্য্যাপ্ত পরিচয় হয়। তিনি এ দেশকে এত ভাল বাসেন যে, তাঁহাকে এক জন বাঙ্গালী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহা হউক, আমরা বিবি রবসনকে পরামর্শ দিতেছি, তিনি কতগুলি এতদ্দেশীয় শিক্ষয়িত্রী রাখুন, অন্যথা সম্যকরূপে কৃতার্থতালাভ করিতে পারিবেন না।

তৃতীয় মিসন মৃজাপুরের মিস নিকলসনের অধীনস্থ। এই মিসনে বিস্তর এতদ্দেশীয় শিক্ষয়িত্রী আছেন। উহাঁদিগের সুশিক্ষা ও সচ্চরিত্রতানিবন্ধন অনেক উপকার হইতেছে। বিবি লুইস নিজের ব্যয়ে প্রায় ১৫০ ছাত্রীকে শিক্ষা দিতেছেন।

এই প্রকারে বিনা আড়ম্বরে কতগুলি খৃষ্টীয়ান স্ত্রীলোক আমাদিগের অন্তঃপুরের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিতেছেন। আপাততঃ এতৎসম্বন্ধে আমাদিগের কিঞ্চিৎ বক্তব্য উপস্থিত হইল। বিবি রবসন ভিন্ন আর সকল শিক্ষয়িত্রীই খৃষ্ট ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ করা শিক্ষার একটী প্র... অঙ্গ বলিয়া জ্ঞান করেন এবং ... ব্রিটনপ্রভৃতি নিজেই বলেন, খৃষ্টী... করাই তাঁহাদিগের প্রধান উদ্দে... তাঁহাদের স্বধর্ম্মের প্রতি যে এত ভ... তন্নিমিত্ত তাঁহারা প্রশংসনীয় হইবে... সন্দেহ নাই; কিন্তু এতন্নিবন্ধন তাঁহা...গের শিক্ষাদান কার্য্যটী সম্পূর্ণ ক... পথায়ী হইতেছে না। তাঁহারা ধর্ম্মবে... আদম ও ইবপ্রভৃতির উপাখ্যানের... শিক্ষা দেন, বাটীর পুরুষেরা ত... সামান্য গল্প এই কথা বলিয়া ... তাহাতে স্ত্রীলোকদিগের অশ্রদ্ধা জ...ইয়া দিয়া থাকেন। পরস্পরের সংস্... ও অভ্যাসের বিষয় বিবেচনা করি... এরূপ হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় ন... খৃষ্টীয় শিক্ষয়িত্রী হিন্দুধর্ম্মকে মি... ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মকে সত্য বলিয়া তদনু... সংস্কার জন্মাইয়া দিবার যেমন ... করিতেছেন, হিন্দু স্বামীও তে... আপন স্ত্রীকে তাহার বিপরীত বুঝা...দেন। যখন এদেশীয়েরা স্ব স্ব পু...গের বাইবল শিক্ষাদানে সম্মত ন... তখন যে স্ত্রীলোকেরা তাহা পাঠ ক...বেন তাহা কাহার অভিপ্রেত হ... পারে? আমরা এ স্থলে মিস ব্রিট...ভৃতিকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে... যদি এক জন স্ত্রীলোক খৃষ্টীয়ান ... মেইন সাহেবের আইন অনুসারে ... জজের নিকটে আবেদন করিয়া স্বা... সমন দিয়া বলেন, "হয় ছয় ম... মধ্যে আপনি আমার সহবাস ক... আসুন, নচেৎ আমি বিবাহভঙ্গের ন... করিয়া পত্যন্তর গ্রহণ করিব।" ... সমাজের কি ভাব হইবে? যে দি...রূপ একটী দৃষ্টান্ত ঘটিবে, সেই দিন... অন্তঃপুর মিসনের শেষ হইবে না... এব বিবি রবসন বাইবল পাঠ করা... না করা স্বেচ্ছাধীন এই যে প্রণালী...

করিয়াছেন, তাহাই সকলের অব করা কর্ত্তব্য। অবস্থা বুঝিয়া সকল করাই উচিত। কেবল অন্তঃপুর লী বলিয়া কেন ? ডাক্তার মাকলিয়ড রামর্শ দিয়াছেন, তাহা মিসনরি বগণের অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে য়। শিক্ষা দান এবং কুসংস্কার দুর নেত্র রোগের শান্তি হইলে লোকে টী স্বর্ণ আর কোন্ টী পিল্ টি করা লে তাহা আপনারা বাছিয়া লইবেন। নরিরা যদি এ দেশের কুসংস্কার দুর তে পারেন, কি উপকার করা না ?

--:*:--

## নূতন পুস্তক।

১। মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত রামায়ণ, কাণ্ড, প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গ। এখানি নুজকৃত টীকা ও হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য বাঙ্গলা অনুবাদের সহিত মুদ্রিত ও রিত হইয়াছে। যাঁহারা ইহার মুদ্রা আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের শ্য এই, খণ্ড খণ্ডক্রমে ইহার প্রচার বেন। আমরা এখানি পাঠ করিয়া শয় তৃপ্তিলাভ করিলাম। ইহার অক্ষর কাগজ ও মুদ্রাকার্য্য তি সকলই সুন্দর হইয়াছে।

। কাশীর কুইন্স কালেজের অধ্যক্ষ ক্ত আর গ্রিফিথ সাহেব রামায়ণকে য় করিয়া অযোধ্যাবর্ণন অবধি সীতা ও রামের বিলাপপর্য্যন্ত ইংরাজী প্রণয়ন করিয়াছেন। পদ্যগুলি দগুণবিশিষ্ট ও অতি মনোহর হই । ইহাতে মহাকবি কালিদাসকৃত দুন্দের অনুবাদ এবং মহাভারতের পাঠ ... ও আরো দুই একটী প্রকাশিত হইয়াছে। সমুদায় ই সুন্দর হইয়াছে।

৩। কবিতাকুসুমাঞ্জলি। শ্রীযুক্ত কিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় কাপ্সনা ও প্রভৃতিপ্রভৃতি কতকগুলি বিষয় লইয়া বাঙ্গলা পদ্যে এই গ্রন্থখানির প্রণয়ন করিয়াছেন। কৃষ্ণকিশোরকে প্রথম শ্রেণির কবি সম্প্রদায়ের অন্তর্নিবিষ্ট করা ন্যায়ানুগত হয় না বটে; কিন্তু তৎকৃত কবিতাগুলি যে বালকদিগের পদ্যশিক্ষো পযোগী হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

৪। সাবিত্রীচরিত। মহাভারতের অন্তর্গত সাবিত্রীচরিত অবলম্বন করিয়া এখানি পদ্যে প্রণীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী ইহার রচয়িতা। এখানিও উত্তম হইয়াছে।

৫। তত্ত্ববিদ্যা। শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথঠাকুর প্রণীত। ইহাতে জ্ঞানকাণ্ড ভোগকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ডের বিষয় বিস্তারিত করিয়া লিখিত হইয়াছে। এখানি দ্বিতীয়বার সংস্কৃত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। এতৎপাঠে তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিশেষ উপকার দর্শিবে।

৬। দুঃখদর্পণ। শ্রীযুক্ত অভয়কুমার সেনগুপ্ত ইহার রচনা করিয়াছেন। ইহাতে পাপাত্মার খেদ বর্ণিত হইয়াছে বর্ণনাটী মধুর হইয়াছে।

৭। নিদানপরিশিষ্ট। এখানি সংস্কৃত। শ্রীযুক্ত হারাধন বিদ্যারত্ন কবিরাজ নানা গ্রন্থ হইতে ইহার সঙ্কলন করিয়াছেন। বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত চিকিৎসাব্যবসায়ীদিগের পক্ষে ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শিবে।

৮। বসন্ত রোগের নিদান ও চিকিৎসা। উক্ত হারাধন কবিরাজ ইহারও সংগ্রহ করিয়াছেন। এখানি বাঙ্গালা ভাষায় প্রণীত হইয়াছে। বৈদ্যশাস্ত্রে গো ও মনুষ্য উভয়েরই বসন্তের বীজে টীকা দিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সংগ্রহকার, মনুষ্যবীজে টীকা দেওয়া শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া বিবেচনা করেন। মনুষ্য বীজে টীকা দিবার যে দোষ সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার তিনি এই কারণ নির্দ্দেশ করেন, টীকাদায়েরা সুস্থ বিবেচনা করিয়া প্রায় গ্রহণ করিতে পারে না, তাহাতেই অনিষ্ট হয়।

৯। ইউরোপের বিবরণ। শ্রীযুক্ত ... শ্রীনারায়ণ মল্লিক ইহার সঙ্কলন করিয়াছেন।

—:*:—

## বিবিধসংবাদ।

৩০ এ ভাদ্র সোমবার।

ষ্টেটসেক্রেটারির নিকটে আপীল করিবার নিমিত্ত কর্ণ রতলার রাজা দুই জন প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছেন। ১৮৫৭ অব্দের দিন ... করিলে কর্প রতলার রাজার প্রতি অধিক উদার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

ষ্টেটসেক্রেটারি হাবড়াকে আপাততঃ এক স্বতন্ত্র জেলা করিতে অসম্মত হইয়াছেন। হাইকোর্ট নর্থকোট এ বিষয়ে পুনর্ব্বার বিবে... চাহিয়াছেন। হাবড়া ও শিবপুরপ্রভৃতির দিন ... যরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে এক পৃথক জেলা, নচেৎ হুগলি হইতে হাবড়াতে কাচারিগুলি আনয়ন করা আবশ্যক হইতেছে।

এরূপ জনশ্রুতি, ষ্টেটসেক্রেটারি গবর্ণর জেনেরল ও লেপ্টেনন্ট গবর্ণরদিগের মফস্বলভ্রমণের ব্যয়ের সীমা করিয়া দিয়াছেন। গবর্ণর জেনেরল নিমিত্ত ২৮০০০ ও লেপ্টেনন্ট গবর্ণরেরা ১২,০০০ টাকা প্রতিবৎসর পাইবেন। সিমলা গমন মফস্বল ভ্রমণ বলিয়া পরিগণিত হইবে কি না ?

এরূপ জনশ্রুতি, আগামী জানুয়ারি অবধি পাঁচ টাকার নোট প্রচলিত হইবে। ইহার সঙ্গে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত করা কর্ত্তব্য। আর যাহাতে বিভাগীয় ধনাগারে নোট ভাঙ্গান যায়, এরূপ বন্দোবস্ত করা অত্যন্ত আবশ্যক।

কালিতবন্দর ত্যাগ করা না হয় এই প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত কয়েক জন লোকে গত ... বার লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। এক প্রায় করিয়া পরিত্যাগ করা কেবল সেই বিবেচ্য হয় না।

হাজারার যুদ্ধের কারণ প্রকাশিত হইয়াছে। বন্যগণ ... না দিয়া গোপনে বাণিজ্য করিত। পঞ্জাবগবর্ণমেণ্ট তাহার নিষেধ করাতে আ... ... সর্দ্দার আতামহম্মদ খাঁ, তাহাদিগকে উ... ... করিয়াছিলেন। আতামহম্মদ লাহোরে জেলে আছেন, কিন্তু বন্যগণ এক্ষণ পর্য্যন্ত শান্ত হয় নাই।

মান্দ্রাজে পুনর্ব্বার নীলের চাস বৃদ্ধি হই তেছে। কাডাপা, নেলোর, বেলারি ও মান্দ্রাজ ভাগে বিস্তর ভূমিতে নীল হইতেছে। দক্ষিণ রকাটে এই চাস করিতেছে। নীলের নামে গারিদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়। আমাদিগের না এই মান্দ্রাজে যেন নীল নাটকের অভিনয় হয়।

এরূপ জনশ্রুতি সরবিচার্ড টেম্পল নিজের চ্চ উদ্যত প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত দৃঢ় তজ্ঞ হইয়াছেন। এপ্রকার প্রতিজ্ঞা প্রবণ তাঁদের বিষয় সন্দেহ নাই।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রেবেনিউ বোর্ড আজ্ঞা য়াছেন, গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যখন কোন ক্রী হইবে, তখন অবিলম্বে যেন মকদ্দমায় র প্রস্তুত দেওয়া হয়। বিলম্ব হওয়াতে নেক স্থলে গবর্ণমেণ্টকে সুদের হিসাবে নেক টাকা দিতে হইয়াছে।

বর্ত্তমান বর্ষে ৪৮,০০০ সিন্দুক অহিফেন ক্রীত হইবে। বণিকদিগের অনুরোধে স্থানীয় বকারের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট ৬০০০ সিন্দুক থক করিয়া রাখিয়াছেন।

ডেলি নিউজ শ্রবণ করিয়াছেন, কেবল জরা জাতিকে দমন করিবার নিমিত্ত সৈন্য রিত হইবে। ভারতীয় বন্যদিগকে আক্রমণ রিবার যে কল্পনা হয়, তাহা পরিত্যাগ করা তেছে। সেনাদল বিস্তৃত হইবে না।

উক্ত পত্র ষ্টাম্প আইনের সংশোধনের স্তাব উপলক্ষে বলিয়াছেন, বাকী খাজনার লাশের হুকুম কমান আবশ্যক। অংক জারি করিবার ইচ্ছা থাকিলে জমীদার য়েকটী নালিশ করিয়া উহার মধ্যে তাহার নাশ করিতে পারেন। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের ই একটী দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে, উঁহারা মনে রজাদের উপকার করিতে চাহেন। কিন্তু হার যেসকল উপায় অবলম্বন করিতেছেন, হাতে প্রজাদিগের প্রতি পরম শত্রুতা কাশ পাইতেছে। বিনা অঙ্কের কর জমীদার দের উপরে হইলে কৃষকদের আরও র হইবে।

নিজীমেজেট বলেন আযোধ্যায় দুর্ভিক্ষ হুমি র হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে প্রতীকার পায় অবলম্বন করিবেন। খাল বিল ও পুষ্করিণী নন করিয়া দরিদ্রদিগকে কর্ম্ম দেওয়া হইবে। যোধ্যা ও রোহিলখণ্ডের রেইলওয়েব কার্য্য দ্রুত পাদিত হয় এ নিমিত্ত প্রধান কমিসনর রেইল য়েকোম্পানিকে উত্তেজনা করিতেছেন। কেবল অযোধ্যায় কেন, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ভৃতি নানা স্থানেও দুর্ভিক্ষের লক্ষণ আশঙ্কা করিয়াছে।

মটিন সাহেব নামক বোম্বইয়ের এক জন দুর্ভ র্গ সিবিলিয়ান পুরাতন বোম্বাই ব্যাঙ্কে ,০০০ টাকা জমা রাখিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হই ছেন। সমস্ত জীবনের উপার্জন নষ্ট হওয়াতে কোর্ট অব্ ডাইরেক্টার রাজকোষ হইতে এই টাকা বার আজ্ঞা করিয়াছেন। যেসকল ব্যক্তি ভার বর্ষের কার্য্যে জীবনযাপন করিয়াছেন, তাঁহা দের সাহায্য দানে কেহই অনাস্থা প্রকাশ কার

বেন না। কিন্তু যে সকল খর্ব্ব প্রকার ব্যক্তিবিশে ষের ও গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি করিল, তাহাদি গের দণ্ড হইবে কিনা?

ভূতার কমিসনর রিবেট কার্ণাক সাহেব ভারতবর্ষে আমেরিকার তামাক চাসের চেষ্টায় আছেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন স্থানে এই বীজ বপন করা হয়। তাদৃশ ফল হয় নাই বটে, কিন্তু কার্ণাক সাহেব অনুমান করেন, ক্রমশঃ আমেরিকার তামাক এদেশে হইতে পারিবে। রীতিমত চাস হইলে কেন না হইবে আমরা তাহার কোন কারণ দেখিতেছি না। বঙ্গ দেশে পরীক্ষা করা উচিত।

৩১ এ ভাদ্র মঙ্গলবার।

রাজপুতনার কোন কোন সর্দ্দার কতকগুলি দস্যুকে আশ্রয় দেওয়াতে ষ্টেট সেক্রেটারি এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে মনোযোগী হইতে বলিয়াছেন। রাজপুতনার এজেণ্টকে সতর্ক হইতে বলা হইয়াছে।

১ লা সেপ্টেম্বর অবধি দলীল ও আদালত ব্যবহার্য্য ষ্টাম্প পৃথক হইয়াছে। দলীলের ষ্টাম্প গুলি অতি জঘন্য।

পিয়নিয়র বলেন, কাজরাজাতিকে দমন করি বার নিমিত্ত ৩,৫০০ মাত্র সৈন্য প্রেরিত হই-তেছে। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া যে ২০,০০০ সৈন্যের কথা লিখিয়াছেন, তাহা অমূলক। ১০০০ সৈন্য কাছাড়ে থাকিবে।

ডাক্তার ভাউদাজি কুষ্ঠের যে চিকিৎসা করি তেছেন, ইউরোপে তন্নিমিত্ত সকলে আশ্চর্য্য বোধ করিতেছেন। টাইমস অব ইণ্ডিয়া শীঘ্র ডাক্তারের চিকিৎসা প্রণালী সাধারণ গোচর করিবেন। এপর্য্যন্ত এই চিকিৎসক যত কুষ্ঠ রোগীকে দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। ৬ ৭ মাসের পূর্ব্বে আরোগ্যলাভ হয় না। উৎকট রোগ হইলে এক বৎসর লাগে। ডাক্তার ভাউদাজি যথার্থই "মানব মণ্ডলীর উপকারক" এই উপাধি পাইতে পারেন।

পবলিক ওপিনিয়ন কাবুল হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, আফজল খাঁ পুনর্ব্বার আজিম খাঁকে পরাজিত করিয়াছেন। এপর্য্যন্ত আজিমের সৈন্যগণ গিজনির দুর্গ অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু এই যুদ্ধের পর তাহারা তাহা ত্যাগ করি য়াছে। আজিম খাঁ কোরমে পলায়ন করিয়া ছেন। ইসমাইল খাঁ ঐ প্রকার সমস্তদিন থাকে পরাজিত করিয়া কাবুলের দুর্গ বালাহিসার কাড়িয়া লইয়াছেন। সিয়র আলি খাঁ পুন র্ব্বার গিজনিতে গমন করিয়াছেন। সমস্তদিনকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া তাঁহার নিকটে প্রেরণ করা হইবে। বৃদ্ধ নাসরুল্লা খাঁ আ য্যাপি আজিম খাঁর হইয়া জেলেলাবাদ অধিকার করিয়া আছেন। এই স্থান লইবার নিমিত্ত সৈন্য প্রেরিত হইবে। আব দুল রহমন খাঁ আজিম খাঁকে কোনপ্রকার সাহায্য করেন নাই। আজিম খাঁর রাজত্বের শেষ হইল একবার সিয়র আলির আবদুলরহমনের সহিত যুদ্ধারম্ভ হইবে।

উক্তপত্র বলেন, সৈদ আহাম্মদ কুদ্দীনামক একজন ধর্ত্ত আরব লাহোরে আসিয়া কতক গুলি বস্ত্র প্রদর্শন করিতেছেন। এই জুয়াচোর

এ গুলিকে মহম্মদের বস্ত্র বলাতে বিস্তর লোক পয়সা দিয়া তাহা দর্শন করিতে যাইতেছেন।

আমেদাবাদের কালেক্টর এলিয়ট্‌স সাহেব প্লাবনের এক রিপোর্ট করিয়াছেন। রাস্তার উপরে প্রায় ৮ হাত জল দাড়াইয়াছিল। এ ষ্ট সাহেব এই কষ্টের সময় যথোচিত সাহায্য করিয়াছেন। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট গৃহহীন লোক দিগের সাহায্যার্থ ৩০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

১ আশ্বিন বুধ বার।

নবীন ও কৈলাসনামক যে দুইব্যক্তির মাসমাহিনী বেশ্যা বধের অপরাধ দেওয়া হয় তাহাদিগকে সেসনসে সমর্পণ করা হইয়াছে। হত স্ত্রীলোকের গৃহে অপরাধীদিগের এক জনের জুতা ও আর এক জনের পাজামা বাহির হইয়াছে। সেসিয়নে অর্পণ কালে নবীন মাজিষ্ট্রেটকে বলিল, আমার যে কিছু সম্পত্তি আছে তাহা যেন আমার পুত্র ও পিতাকে দেওয়া হয়। হত স্ত্রীলোকটিকে কৈলাস ব্যভিচারিণী করিয়াছে, সে একণে নবীনের ভাগিনীকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। মনোমোহিনী তাহাতে গুরুতর আপত্তি করে। পুলিষ এবার যেপ্রকার চতুরতা প্রকাশ করিয়াছেন, শীঘ্র এমত দেখা যায় নাই সেকেলে সুপরিন্টেণ্ডেণ্টগণ যতদিন বেদায় না পাইতেছেন ততদিন কলিকাতার পুলিষের যথার্থ উন্নতি হইবে না।

২ রা আশ্বিন বৃহস্পতিবার।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের প্রধানতম বিচারালয় এই নিয়ম করিয়াছেন, তাঁহাদিগের অধীনে যত আদালত আছে, তাহার মুহুরিদিগের প্রতিদিন জমা টাকার হিসাব পাঠাইতে হইবে। ঐ সঙ্গে ট্রেজারির হিসাব থাকিবে। অতঃপর প্রধানতম বিচারালয় এই সকল হিসাব পরীক্ষা করিবেন। সর্ব্বত্র এই নিয়ম করা উচিত।

কাশ্মীরের রাজা জন নগরে আগামী পৌষ মাসে একটী মেলা করিবার বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। কষ্য ও কাশ্মীরের এই প্রকার মেলা হয়। রাজা ব্রিটিশ ভারতবর্ষ ও তুর্কিস্থানের বণিকদিগকে পুরস্কারদিবেন বলিয়া আহ্বান করিয়াছেন। রাজা যেমন এইসকল উন্নততর কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তেমনি নিজ প্রজাদিগের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিবেন।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, গবর্ণমেণ্ট বর্দ্ধমান, ভাগলপুর, কটক, ছোটনাগপুর, রঙ্গপুর, সাহেবগঞ্জ, ত্রিহুত, রাজসাহী, মালদহ পাবনার স্থানীয় কর্ম্মচারীদিগকে এই কথা বলিয়াছেন, এইসকল স্থানের লোকেরা অস্ত্র রাখিবেন ও তাহার কার্য্য করিতে পারিবেন, কর্ম্মচারীরা এইমাত্র দেখিবেন তাহারা যেন অত্যাচার না করেন। ফলতঃ এসকল স্থানে নিরস্ত্র আইন উঠিয়া যাইতেছে। কুচবিহার, ঢাকা, চট্টগ্রাম, মুরসিদাবাদ, গয়া, পাটনা, রঙ্গপুর, দক্ষিণ দিনাজপুরে অনুমতিপত্রব্যতিরেকে কেহ অস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবেন না। আমাদিগের মতে এ আইনটী অনাবশ্যক। অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া কোন গবর্ণমেণ্ট বিদ্রোহ নিবারণ করিতে সমর্থ হন নাই। প্রজাকে নিস্তেজ ও

...া তাহার শাসন কর্ত্তা হইলে গৌরব নাই। ...বুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, এত দিনের ...আবদুল রহমন খাঁ আজিম খাঁর সাহায্যার্থ ...প্রেরণ করিয়াছেন। বামিয়েনে তাঁহার ...র সৈন্য আসিয়াছে। শিয়াবআলি ...সর্ব্বত্র সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন। শিয়ার ...ন খাঁ যদি আবদুল রহমনকে শীঘ্র দমন ...তে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার ...বলাত দুরূহ হইবে।

৩ রা আশ্বিন শুক্রবার।

...বর্ণর জেনরল আজ্ঞা দিয়াছেন, কলিকাতা ...াই ও মান্দ্রাজ হইতে যত কুলি ভিন্ন ভিন্ন ...নগরে প্রেরিত হইবে তাহাদিগের মধ্যে শত ...অন্ততঃ ৪০ জন স্ত্রীলোক থাকিবে।

...কুমার রাজকুমার রায় তাঁহার জ্ঞাতি ...তা বৈদ্যনাথের (পৌত্র) জয়গোবিন্দ ...র নামে এই বলিয়া কলিকাতার পুলিষে ...লীশ করেন যে ঝুলনের দিবস জয়গোবিন্দ ...র বাটীতে নিমন্ত্রিত হন। কিন্তু সুরাপানে ...ত হইয়া তাঁহাকে গালী দিয়া বলিয়াছিলেন, ...রী সম্পত্তি হইতে দেবসেবা হয়, তাহার ...বর তিনি রীতিমত ব্যয় না করিয়া সামান্য ...অতি জঘন্য খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছেন। ...কুমার রায় এই নিমিত্ত সম্মানের হানি বলিয়া ...লীশ করিয়া রাজন সাহেবকে বারিষ্টর নিযুক্ত ...ন। মাজিষ্ট্রেট নালীশ অগ্রাহ্য করিয়া ...াছেন এ সকল বিষয়ের গৃহে মীমাংসা ...উচিত। এ নিমিত্ত আদালতের সাহায্য ...অতিশয় হানিকর হয়। মাজিষ্ট্রেট যথার্থ ...ই করিয়াছেন। অন্যান্য বিচারপতিরও ...কার বিবাদে অনুৎসাহ দেওয়াই কর্ত্তব্য।

...ফস্বলের আর এক বাহাদুর আপনার গুণ ...মা প্রকাশ করিয়াছেন। নেটিব ওপিনিয়ন ...ন, বোম্বাই ও বরদা রেলওয়ে বরার ষ্টেসনে ...জন ভিক্ষুক দশ টাকা মূল্যের টিকেট ...করাতে তাহাকে ফৌজদারিতে দেওয়া ...টানার মাজিষ্ট্রেট টৈলর সাহেব বিচার ...ন। ষ্টেসনমাষ্টার নিজে সাক্ষী হন। কিন্তু ...বিচারপতি বলিলেন যখন গুদামের চাবি ...ন মাষ্টরের নিকট ছিল, তখন তিনি অব... এ চুরির সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার ...রিপক্ষেরা বলিলেন, তিনি সঙ্কটিত ...ন হইল এই চাবি সে সে স্থলে লইতে ...ত। তথাপি এই বুদ্ধিমন্ত ষ্টেসন মাষ্টরের ...মাস কারাবাসের আজ্ঞা দিলেন। আপীল ...মাত্র সেসিয়ন জজ মুক্তির আজ্ঞা দিয়া..., কিন্তু তথাপি তাঁহাকে ১৫ দিন জেলে ...তে হয়। এই কর্ম্মচারীর নামে অকারণ ...রোধের নালীশ করা কর্ত্তব্য। এই গুণপুরুষ ...দি হস্ত হইতে কবে বিচারের ভার লওয়া ...ব?

৫ ই আশ্বিন শনিবার।

...লিক ওপিনিয়ন বলেন, "মিথ্যাকথা প্রতা... ...জুয়াচুরি ও চাতুরির শেষ করিয়া পঞ্জাব ...এডের ডেপুটী এজেণ্ট কর্ণেল বি, এনক... ...র একণে পঞ্জাবের জুয়াচোরদিগের দলে ...মিশ্রিত হইয়া ভদ্র লোক সাজিয়া বেড়াইতেছেন। এপ্রকার লোককে বিনা দণ্ডে ভারত বর্ষ ত্যাগ করিতে দিয়া গবর্ণমেণ্ট ভাল কাজ করেন নাই।

ইউরোপীয়েরা দণ্ড পাইলেও যে সম্পূর্ণ কাল জেলে থাকে না, তাহার আর এক দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। জানাসক পঞ্জাবের যে রেলওয়ে কর্ম্মচারীর ১৮ মাস মেয়াদ হয়, পঞ্জাবগবর্ণমেণ্ট ছয় মাস পূর্ব্বে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইতি পূর্ব্বে এব্যক্তি অনুমতিপত্র লইয়া জেলের বাহিরে ছিল। যাবৎ এই পক্ষপাত ব্যবহার পরিত্যক্ত না হইবে, তাবৎ ইউরোপীয় দিগের অত্যাচারের ন্যূনতা হইবার সম্ভাবনা নাই।

---

## ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১১ ই সেপ্টেম্বর। লণ্ডনের ঠিকাগাড়ো য়ানেরা যে ধর্ম্মঘট করিয়াছিল, তাহা ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার ভাড়া লইয়া গাড়ী চালাইতেছে।

পিটরসবর্গ হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, বোখারার আমীরের মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন।

মাগদালার লার্ড নেপিয়র এডিনবরাতে আছেন।

১২ ই সেপ্টেম্বর। রাজ্ঞী সুইটজারলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া একণে উইণ্ডসর দুর্গে আছেন।

রেবরেণ্ড ডগলাস বোম্বাইয়ের বিশপের পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

রেবরেণ্ড ডিউ মীল রাইপনের ডিন হইয়াছেন বলিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন হইয়াছে। রিচার্ড ব্যাগালে সাহেব কিউ, সি, ও এম, পি, সালাসিটর জেনরল হইয়াছেন।

ফোরেন্স হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে ইটালীয় গবর্ণমেণ্ট ফরাসী গবর্ণমেণ্টকে রোম হইতে আপনাদিগের সৈন্য লইয়া যাইবার অনুরোধ করেন, কিন্তু ফরাসী গবর্ণমেণ্ট তাহা করিতে অসম্মত হইয়াছেন।

সেনাপতি গারিবালডি এক পত্র লিখিয়া বলিয়াছেন, শারীরিক দৌর্ব্বল্যই কেবল তাঁহার মহাসভার সভ্যের পদত্যাগের একমাত্র কারণ।

আমেরিকার মৃত রেবর্ডি জনসন সাহেব আপনার গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ক্ষমতা পাইয়াছেন আলাবামা ঘটিত বিবাদে তিনি নিজে যাহা বিবেচনা করেন তদনুসারে বিবাদের মীমাংসা করিতে পারিবেন।

---

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

### বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

৭ ই সেপ্টেম্বর। নিম্নলিখিত সহকারী কমিসনরগণ আসামে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন:—

লেপ্টেনাণ্ট এম, ও, বইড কামরূপে।

কাপ্তেন এম, বথর্ণেট শিবসাগরের গৰ্ত্ত গোলাঘাট উপবিভাগে।

আসামের কমিসনরের বিজ্ঞ সহকারী নাণ্ট জে, বটলার।

৯ ই সেপ্টেম্বর। বাবু বলরাম মল্লিক পু... মানের অন্তর্গত পথনার মুন্সেফ হইবেন।

১১ ই সেপ্টেম্বর। এচ, এ, সি, রাউটন ... কিছুদিনের জন্য কামরূপের প্রতিনিধি ... সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন। ২৬ এ আ... গেজেটে যে, পাচ সাহেবকে কামরূপে ... করিবার যে বিজ্ঞাপন হয়, তাহা এতদ্বারা ... হইল।

১৪ ই সেপ্টেম্বর। যতদিন বাবু প্রসন্ন... বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত... বাখরগঞ্জের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি ... ক্টর মৌলবী দিলদার হোসেন আহম্মদ ... পিরুজপুর উপবিভাগের ভার পাইবেন।

কামরূপের অবস্থ জজ বাবু কুলদানন্দ ... পাধ্যায় প্রথম শ্রেণীর অধীন মাজিষ্ট্রে... ক্ষমতা পাইবেন।

কামরূপের সহকারী কমিসনর লেপ্‌... এম, ও, বইড ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন অ... মকদ্দমা করিতে পারিবেন।

নিম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা কৃষ্ণনগরের ... মিনিসিপাল কমিসনর হইবেন:—

জে, এ, হগকিন্স সাহেব।

রেবে জি, এ, সারল।

ডাক্তর আর, মাকলিয়ড।

বাবু রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বাবু মৃত্যুঞ্জয় রায়।

হগকিন্স সাহেব আরও কৃষ্ণনগরের ... মিসিপালিটির সহকারী সভাপতি হইবেন।

২৬ এ আগষ্টের গেজেটে ১১ ই আ... যে আজ্ঞা প্রকাশিত হয়, তাহা পরিবর্ত্ত ক... বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে, যে দিবস ... এ, এচ, টরণবুল সাহেব ডাক্তর ক্রি... নিকটে ভার পাইয়াছেন সেই দিবস অবধি ... কার্য্যের অধিনে এজেণ্টের প্রতিনিধি ... নিজ সহকারী হইয়াছেন।

যতদিন বাবু কালীপ্রসন্ন সরকার সর... কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর থাকিবেন, ততদি... কামিনীকুমুদ মুখোপাধ্যায় পুর্ণিয়া ও কৃষ্ণ... প্রতিনিধি বিশেষ সব রেজিষ্ট্রার হইবেন।

দিনাজপুরের অবস্থ জজ এম, রাইট ... তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নত হইয়াছেন।

বাবু ভূপতি রায় রঙ্গপুরের অবস্থ জজ হই... কিন্তু অন্য কোন আজ্ঞা না হওয়া পর্য্যন্ত ... তের প্রতিনিধি অবস্থ জজ থাকিবেন।

বাবু মহেশচন্দ্র সেন চতুর্থ শ্রেণির অধস্থ জজ
া শ্রীহট্টে থাকিবেন।

বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু চতুর্থ শ্রেণির অধস্থ
হইয়া ঢাকার অতিরিক্ত অধস্থ জজ হই
।

বাবু কুলদানন্দ মুখোপাধ্যায় চতুর্থ শ্রেণির
স্থ জজ হইয়া কার্য্যরূপে থাকিবেন।

নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ ফৌজদারি আইনের
ধারানুসারে সেসিয়নে ও প্রধানতম বিচারা
অর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার
তে পারিবেন:—

নদীয়ার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর
বি লটমার জনসন সাহেব।

যশোহরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর
এচ, বাউএল সাহেব।

বীরভূমের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর
লিট, বি, পাউয়ার সাহেব।

নিম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা বরিসালের স্থানীয়
ধ্যাশিক্ষা সভার সভ্য হইবেন:—

ই, ব্রৌন সাহেব।

মৌলবী দিলদার হোসেন আহম্মদ বি, এ।

সব আসিষ্টান্ট সার্জ্জন নকুড়চন্দ্র বন্দ্যোপা
য়।

১৫ ই সেপ্টেম্বর। যতদিন ডবলিউ, কেম্বল
ব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত
এ, লিবেন সাহেব শ্রীহট্টের প্রতিনিধি
জিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন। ই, জে, কোব
সাহেব যে দিবস লিবেন সাহেবের
হটে শ্রীহট্টের সিবল ও সেসিয়ন জজের
ভার গ্রহণ করিবেন, সেই দিবসাবধি
বেন সাহেব পূর্ব্বোক্ত পদে নিযুক্ত হইবেন।
তদিন বাবু ভগবানচন্দ্র বসু বিদায় লইয়া
স্থিত থাকিবেন, ততদিন ত্রিপুরার ডেপুটী
জিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গোলকচন্দ্র
নাসিরনগর উপবিভাগের ভার পাইবেন।
সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এ, লেম্বার
হেব (যিনি কিছুকাল বিশেষ কার্য্যে আছেন)
মামাউয়ে থাকিবেন। ২২ এ জুলাইয়ের
জটে পালামাউয়ের টি, জি, চারলস সাহেব
নিয়োগের যে বিজ্ঞাপন হয়, তাহা এত
রা রহিত হইল। চারলস সাহেব ২৪ পরগ
অবস্থান করিবেন।

আর, পচ সাহেব পুর্ণিয়ার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্
জিষ্ট্রেট ও ডেপুটীকালেক্টর হইবেন।

—০—

আমাদিগের এলাহাবাদস্থ সংবাদ
তা লিখিয়াছেন:—

গত ১৫ ই আগষ্ট এখানকার সভাগৃহে মৃত
ন হিল সাহেবের স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপনের
পায় অবলম্বনের জন্য এক সভা হয়। অত্রস্থ
অন্যত্রস্থ বহুসংখ্য ইউরোপীয় ও দেশীয় লো
র সমাগম হইয়াছিল। এখানকার কমিসনর
, এইচ, কোর্ট সাহেব সভাপতির আসন
রিগ্রহ করেন। তাঁহার বাইতে দেশীয় লো
কেরা প্রায় ৭০, ৮০ হাজার টাকা স্বাক্ষর
করিয়াছেন।

ধরণহিল সাহেবের পদে জন ইংলিস সাহেব,
ইংলিস সাহেবের পদে এইচ, এস, রিড সাহেব
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ঈশ্বর ইংলিস সাহেবের
ক্রমশঃ পদবৃদ্ধি করুন, আমরা যেন তাঁহার দ্বারা
উপকৃতই হই।

হোমিওপেথিক ডাক্তর বেরিনী সাহেবের
মৃত্যুতে, তাঁহার পরিবারের সাহায্যার্থ এখান
কার হোমিওপেথিক ডাক্তর শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়
নাথ বসু চাঁদাসংগ্রহ করিতেছেন।

এখানে অনাবৃষ্টিবশতঃ দিন দিন দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য
হইতেছে, ইতিপূর্ব্বে যে গমের মণ ২.০ ছিল,
তাহার ৩ টাকা এবং যে চাউলের মণ ৩ টাকা
ছিল, তাহার মূল্য প্রায় ৪ টাকা হইয়াছে।
এইরূপ সমস্ত দ্রব্যই ক্রমশঃ মহার্ঘ হইতেছে।
ভারতভূমির যে কি দশা ঘটিবে বলিতে
পারি না।

অদ্য পাঁচ দিবস গত হইল এখানে আতর
সুইয়াবস্তির নিকটে একটি পুষ্করিণীতে এক
ব্যক্তি জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

গত কল্য অত্রত্য রেলওয়ের এক বাবুর
এখানকার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচারে এক বৎ
সর পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের অনুমতি
হইয়াছে। বাবুজী এখানকার রেলওয়ে বুকিং
আফিসের একজন কর্ম্মচারী ছিলেন।

এলাহাবাদ ৮ ই সেপ্টম্বর ১৮৬৮।

———

আমাদিগের মগরাস্থ সংবাদদাতা
লিখিয়াছেন:—

মহাশয়! আশার কি অনির্ব্বচনীয় শক্তি!
আশা না থাকিলে কেহই জীবনধারণ করিতে
পারিত না। দেখুন এদেশের কৃষকগণ নানারূপ
প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও আশা পরিত্যাগ করিতে
পারিতেছে না। এখনও কোন কোন স্থানে আশা
প্রযুক্ত কৃষকেরা ধানের বীজ বপন করিতেছে,
অন্য বৎসর এমন সময় কেহই বীজবপন করে না।

অন্য বৎসর শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে
এখানে যেরূপ ভয়ানক জ্বর ও বিকার হইয়া
অসংখ্য লোক অকালে কালগ্রাসে নিপতিত
হইয়া থাকে, এবৎসর সেরূপ হয় নাই।
অনেকে অধিক বৃষ্টিপাতকেই উহার কারণ অনু
মান করেন। শুনিতেছি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট
শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র কর মহাশয় পুনরায় মগরায়
আসিয়া কাছারি করিবেন।

৪ ঠা ৫ ই ও ৬ ই সেপ্টেম্বর মগরার এলেকার
মধ্যে দুটী পুরুষ ও একটী স্ত্রীলোক সর্পদং
প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

মগরা ১০ সেপ্টেম্বর সন ১৮৬

———

ধুবড়ীস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন

১। কয়েক দিন এখানে অতিশয় বৃষ্টি
আরম্ভ হইয়াছে। দিবারাত্রি বিরতি
ঘরের বাহির হওয়া কঠিন। ইহাতে শস্যে
কণ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

সম্প্রতি এখানে মোটাচাউল পড়ে দুই
মূল্যে বিক্রীত হইতেছিল, বৃষ্টির আধি
২॥০ টাকা ২৸০ টাকা হইয়াছে।

এখানে একটী মহকুমা সংস্থাপিত হই
কিন্তু আজিও কাছারিঘর প্রভৃতির স্থা
পিত না হওয়াতে নিয়মিত কার্য্যা
তেছে না।

এই মহকুমার অতিরিক্ত আসিষ্টান্ট ক
শ্রীযুক্ত বাবু গুণাভিরাম বড়ুয়া রায়
ও শ্রীযুক্ত বাবু রাধামোহন গোস্বামী
স্ব স্ব ঐকান্তিক পরিশ্রমের সহিত সদ্বিচা
রণ ও ন্যায়পরতাদি দ্বারা প্রজাপুঞ্জের
রঞ্জন করিতেছেন। সম্প্রতি ঐ মহাত্ম
যত্নে ধুবড়ীর জঙ্গলাদি পরিষ্কার হ
এবং তাঁহাদের অধ্যবসায়ে গত ১৮৬৭
৯ই সেপ্টেম্বরে এখানে একটী বঙ্গবি
স্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যালয়টীর উ
বৃদ্ধির পক্ষে উহাঁদের একান্ত যত্ন আছে
আজি কালি আমাদিগের গোয়ালপাড়া
আমলাগণের বেতনবৃদ্ধি লইয়া ধুমধা
য়াছে। সম্প্রতি কালেক্টারির ও দে
কয়েক জন মাহুরর এবং সদর আমিনী
কির নাজির ভিন্ন আর সকলেরই যুতন
বেতনবৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য
বেচারারা কি অপরাধ করিল?

——:০:——

আমাদিগের গোয়ালিয়রস্থ সং
দাতা লিখিয়াছেন।

১। অদ্য ভাদ্রমাসের শেষ সপ্তাহ,
এক বিন্দু বৃষ্টি হয় নাই, শীঘ্র
হইবে তাহারও সম্ভাবনা দেখিতেছি
এবার এখানে বর্ষাকাল পড়িল না। আ
প্রথম সপ্তাহে কয়েক বিন্দু বৃষ্টি হইয়া
রের বর্ষাকালের নিয়ম রক্ষা হইয়াছে।
প্রখর কিরণ কলিকাতার প্রচণ্ড গ্রীষ্মকে
করিতেছে। ক্ষেত্রের তৃণ পত্র শ

ত সকলি শুষ্ক হইল ; ঘোটক, উষ্ট্র, গরু
ত আর ঘাস পায় না। গবর্ণমেণ্টের
বলদপ্রভৃতিকে স্থানান্তরে পাঠাইতে
তি হইয়াছে ; পুরাতন ঘাস অত্যন্ত অধিক
বিক্রয় হইতেছে ; গম ছোলা চাউল
ত ত সহজেই মহার্ঘ ; তাহাতে এই অনা
নিবন্ধন প্রায় দুর্ভিক্ষের মূল্যে বিক্রয় হইতে
র হইয়াছে। ঝাঁসি হইতে সংবাদ আসি-
সেখানে অনাবৃষ্টিনিবন্ধন মন্বন্তর হই-
সম্ভাবনা হইয়াছে। মহাশয়! নিকটস্থ কোন
গ্রামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডাকাইতি ও লুঠ হইবার
শুনা যাইতেছে। অনেক লোক মুরার
নিতে উপস্থিত হইতেছে, এ বার বোধ হয়
তবর্ষে সর্ব্বত্রব্যাপী ভয়ানক মন্বন্তর হইল।
ও বৃষ্টি হইলে অনেক রক্ষা হয় ; কিন্তু কৈ
শে মেঘের চিহ্নমাত্রও লক্ষিত হইতেছে
সৌভাগ্যক্রমে ওলাউঠাপ্রভৃতির পরাক্রম
শ হয় নাই। মুসলমান ও হিন্দুরা নানা
দেবানুষ্ঠান করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। যদি
দেশের কএক উষ্ণ জল এখানে হইত, তবু
ক উপকার হইত। দিল্লী গেজেটের ও এ
লের অন্যান্য সংবাদপত্রের নানা
র সংবাদ দাতৃগণের পত্রে চতুর্দ্দিকের
বৃষ্টির কথা শুনিয়া মনোমধ্যে নানা
কা হইতেছে।

। মহারাজ সিন্ধিয়া পীড়া হইতে অনে
শ মুক্ত হইয়াছেন, এখন ফুলবাগে অব-
করিতেছেন। এখানকার যে নেটিভ ডাক্তা
জকে ঔষধ পথ্য প্রদান করিতেছেন
কহিলেন, গোলন্দাজ সৈন্যের ডাক্তার
বেথ সাহেব বিশেষ যত্নের সহিত চি
। করাতে মহারাজের পীড়ার শীঘ্র শান্তি
ছে। মহারাজ ডাক্তার সাহেবকে দুই সহস্র
পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন। ৮ ম পূজার
হউক, বা মধ্যেই হউক, বায়ুপরিবর্ত্তনার্থ
হইতে যাত্রা করিবেন, তাঁহার অনুপ-
কালে পলিটিকেল এজেণ্ট কর্ণেল সাও-
য়াছেন ও প্রধান মন্ত্রী রাজকার্য্য নির্ব্বাহ
বেন। গবর্ণর জেনরেল সাহেব সর্ব্বদা মহা
র স্বাস্থ্যের সংবাদ লইতেছেন। শুনিলাম,
াজের প্রধান পীড়া বহুমূত্র মহারাজের
জে অনেক হাকিম ও বৈদ্য আছেন ;
ইংরাজের প্রতি ইহাঁর যেরূপ বিশ্বাস
আপনার পরিবারে প্রতিও তাদৃশ

। অত্রত্য পুরাতন রাজধানীতে অনেক
পুরাতন ও ভগ্নাবশিষ্ট অট্টালিকা থাকাতে এই
সময়ে সর্পের দৌরাত্ম্য হয়, কয়েক দিনের
মধ্যে অনেকগুলি লোক সর্পাঘাতে মৃত্যুগ্রাসে
পতিত হইয়াছে। সম্প্রতি মুরার ছাউনিতে দুই
জনকে সর্পে দংশন করিয়াছিল, আমরা জানিতে
পারিয়া সংবাদপত্রের লিখিত ব্যবস্থানুসারে
উক্ত দুইব্যক্তিকে ডিমপ্রমাণ ফট কিরি এক গ্লাস
জলে মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইতে বলি।
সৌভাগ্যক্রমে দুটী রোগীরই ভেদ বমি
হইয়া আরোগ্য লাভ হইয়াছে, একটী রোগী
অচেতনপ্রায় হইয়াছিল।

৪। যে বলাৎকারের মকদ্দমাটী মাজিষ্ট্রেট
আপিসে লম্বমান ছিল, দোষী ব্যক্তি তাহাতে
সংক্ষিপ্ত বিচারে মুক্তিলাভ করিয়াছে। এই
মকদ্দমা সংক্রান্ত সকল বৃত্তান্ত নানা কারণে
লিখিতে নিরস্ত হইলাম।

৫। এত দিন পরে বোধ হয়, মুরার ছাউ-
নীতে একটী উত্তম বিদ্যালয় হইল। গত ২১ এ
ভাদ্র এতরসিয়ার শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গনাথ চৌধুরীর
বিশেষ যত্নে একটী সভা হইয়াছিল। সভায় রিসে
ডিন্সার জেনারেল, পলিটিকেল এজেণ্ট, কাপ্তেন
মেণ্ট মাজিষ্ট্রেট, পাদরী রবিনসন সাহেব ও
অত্রত্য প্রায় সমস্ত ধনী মহাজন ও বণিক ও
৩।৪ শত লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন ; এখানে
যে একটী ক্ষুদ্র বিদ্যালয় আছে, পাদরী সাহেব
প্রথমে তাহার একটী রিপোর্ট পাঠ করি
লেন। তৎপরে গঙ্গবাবু উর্দ্দু ভাষাতে বিদ্যার
মাহাত্ম্য ও বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যবিষয়ে একটী
সুদীর্ঘ বক্তৃতা পাঠ করিলেন। বাবু নবীনচন্দ্র
চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও উর্দ্দু ভাষাতে ভারতবর্ষের
পূর্ব্বতন গৌরবের বিষয় কিঞ্চিৎ বলিয়া অত্রত্য
বালকদিগকে উত্তেজিত করিলেন। তৎপরে
জেনারেল সাহেব উর্দ্দু ভাষাতে বিদ্যাদানের ও
বিদ্যালয়স্থাপনের কিঞ্চিৎ ফল বর্ণন করিলেন।
অবশেষে ইংরাজীতে জেনেরল সাহেব কহি
লন যে, বাঙ্গালিরাই ভারতবর্ষের প্রধান গৌরব
স্বরূপ, বিদ্যাবিষয়ে, ধর্ম্মবিষয়ে, রাজনীতি
বিষয়ে বাঙ্গালিরাই শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইতেছেন ;
এই দূরদেশে সামান্য জীবনোপায়ার্থ অল্পসংখ্যক
বাঙ্গালী আসিয়াও সভাস্থাপন করিয়া নানা
বিষয়ের আলোচনা ও সাধারণের উন্নতির
জন্য অবকাশ সময় অতিবাহিত করিতেছেন।
বাঙ্গালিরাই বিশেষ যত্নশীল, এইরূপে বাঙ্গালী
দিগকে নানা সুখ্যাতি করিয়া উপবেশন করিলে
পলিটিকেল এজেণ্ট সাহেব কিঞ্চিৎ বলিলেন।
অবশেষে চাঁদা সংগ্রহ হইল, অনুমান সহস্র মুদ্রা
এক কালীন চাঁদা হইল। জেনারেলপ্র
সাহেবেরাও চাঁদায় স্বাক্ষর করিয়াছেন।
ব্যতীত মাসিক প্রায় ১২৫ টাকা চাঁদা
য়াছে। গবর্ণমেণ্ট নিয়ম মত সাহায্য করি
একটী বড় স্কুল হয়।

৬। এখানে একজন সব্ আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জ
হার সম্ভাবনা হইয়াছে। কয়েক দিন হইল ন
বাবুর উদ্যোগে প্রায় ১০০ লোকের স্ব
করিয়া গবর্ণর জেনরেলের এজেণ্ট কর্ণেল স
বের নিকট এক আবেদন করা হইয়াছে।
ডিন্সার জেনারেল সাহেব বিশেষরূপে উ
সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন। শুনিয়াছি,
সাহেব যাহাতে দরখাস্ত মঞ্জুর হয় এ বি
বিশেষ মনোযোগ করিবেন।

৭। নবীন বাবু তিন মাসের অবকাশ ল
কলিকাতায় যাইতেছেন। তিনি এই স্থানে
মাস আসিয়াছেন। ইহার মধ্যে এখানকার
সকল উন্নতির সূত্রপাত করিয়াছেন, ও
অনুপস্থিতিতে উহার অনেক ক্ষতি হই
ইহার গমনে সকলেই দুঃখিত হইয়াছে
বোধ হয় ইনি এখান হইতে বদলি হইবার
করিবেন। জল বায়ু মন্দ বলিয়া বোধ হয় এ
আর আসিবেন না। তাহা হইলে এখান
বড় অনিষ্ট হইবে। আমাদের সকলের
যে তিনি এখানে আরও কিছু দিন থাকেন।

—:•:—

আমাদিগের ছাপরাস্থ সংবাদদা
লিখিয়াছেন।

১। গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় ও কার্য্য দ
অতিশয় বিস্ময় ও কৌতুহলাক্রান্ত হইতে
এ দিগে এক বিষয়ে এক প্রকার বন্দোবস্ত
হইতেছে, ও দিগে আবার তাহারই ভঙ্গ
হইতেছে। আমলাদের পদোন্নতি, বেতন
এবং স্থানান্তরকরণ, এই তিনটী উপায়
কোচস্রোত রুদ্ধ করিবার জন্য প্রচারিত
কিন্তু জেলাতে যে কি চমৎকার কাণ্ড হইতে
তাহা এক বার দেখিলে অবাক হইতে
পূর্ব্বে এখানকার এক জন মুসলমান জমী
এ জেলার জজ আদালতের সেরেস্তাদারের
নিযুক্ত ছিলেন। লক সাহেব জেলার অ
দর্শনার্থ আসিয়া এরূপ ক্ষমতাপন্ন জমীদা
জেলার জজের সেরেস্তাদারের পদে প্রতি
রাখা অবৈধ বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে গ
পাঠান ; কিন্তু তিনি কি গয়া কাশী যাই
লোক, তৎক্ষণাৎ পদ ত্যাগ করিলেন। এ

র,পরে তাঁহারি এক জন আত্মীয় ইহার
াবাম জমীদার নিযুক্ত হইয়াছেন। বিবে
করুন, এরূপ বন্দোবস্তে কি ইষ্ট লাভ
া?

২। প্রচণ্ড গ্রীষ্মকালেই সকল আফিসের
সঙ্গে স্কুল প্রভৃতিরও প্রাতঃকালে কার্য্য
আবার আফিসগুলির নিয়মের পরিবর্ত-
সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যকালেরও পরিবর্ত্ত হইয়া
। কিন্তু এখানকার স্কুলের সকল কাণ্ডই
ত ! গ্রীষ্ম গেল, বর্ষা গেল, শরৎকালও
। কিন্তু এপর্য্যন্ত প্রাতঃকালেই স্কুলের
হইতেছে। ইহাতে যে বালকদিগের সর্ব্ব
হইতেছে, তাহা কেহই দেখে না।

৩। এ দেশ ত অনাবৃষ্টিতে গেল, আর বৃষ্টি
বার আশা নাই এবং হইলেও কিছুই হইবার
, ধান্যের শেষ হইল, কেবল মক্কায় কত
রবে। আমি স্পষ্ট দেখিতেছি, ভয়ানক
র্ভিক করাল মুখব্যাদান করিয়া বিহার ও
ন্যান্য অনেক প্রদেশকে একেবারে গ্রাস
রিতে ধাবমান হইয়াছে। বেহারের অবস্থা
ন উড়িষ্যার ন্যায় না হয়। অ মাদের গবর্ণ
ট এই বেলা সাবধান হউন। বিভনী হাঙ্গামা
ন আবার না হয়। গত বার ভারতবর্ষীয় গবর্ণ
ট বেঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের স্কন্ধে দোষারোপ
রিয়া পরিত্রাণ পাইয়াছেন। এবার আর
রূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্বে এখানে
তপ চাউল ১ এক টাকায় ⁄॥৫ সের করিয়া
ক্রয় হইত, একণে ১ এক টাকায় ⁄।৬ সের
ওয়া ভার এবং উসনা চাউল ১ এক টাকায়
সের বিক্রয় হইত, একণে টাকায় ⁄।৮ সের
ওয়া কঠিন হইতেছে। গম টাকায় ⁄৭ সের
ক্রয় হইত, একণে টাকায় ⁄।৯ সের পাওয়া
য় না। এই রূপ সকল দ্রব্যই অগ্নিমূল্য হইয়া
ঠিয়াছে। আবার নিত্য নিত্য বাজারের যেরূপ
তিক তাহাতে দুর্ভিক্ষ সম্মুখাগত বোধ হই
ছে। অতএব গবর্ণমেণ্টের আর নিশ্চিন্ত থাকা
চিত নহে। রাজার প্রজাপালনই প্রধান ধর্ম্ম।
র্ব্ব বন্দোবস্ত না করিয়া পরে চাঁদার দ্বারা
জাপালনের চেষ্টা করা বিফল।

—:০:—

## প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! আমরা দুঃখিত হইয়া লিখিতেছি,
র রসাপাগ্‌লা রাস্তা হইতে কালীঘাটরাস্তা
নামে যে একটী শাখা রাস্তা বহির্গত হইয়াছে,
তাহাতে অনেক গাড়ী ও অনেক লোক গমনা-
গমন করে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই;
কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই রাস্তার এরূপ অবস্থা
হইয়াছে যে, শকটাদির যাতায়াত করা কঠিন।
সে পথ দিয়া যেসকল শকটাদি গমনাগমন
করে, তাহার আরোহীদিগের গাত্রবেদনা হয়,
অধিক কি সেই অর্দ্ধক্রোশ পথ আসিতে শকটা
দিরও এক ঘণ্টার চতুর্থাংশ অপেক্ষা অধিক
সময় অতিবাহিত হইয়া যায়। কর্তৃপক্ষ কর
সংগ্রহ করিতে ত্রুটি করেন না; বিলে না হয়
সমনে, তাতে না হয় নিলামে, বিক্রয় করিয়া
কর আদায় করেন; কিন্তু তাঁহারা কিনিমিত্ত
রথ্যাসংস্কারে অবহেলা করেন, তাহা বুঝা
ভার।

ভবদীয় অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী
শ্রীঅঃ—
কালীঘাট

—:০:—

মহাশয়! যে ষ্টাম্প কাগজে দলিল রেজিষ্টরি
হইত, তাহার পরিবর্ত্ত হইয়া একপ্রকার নূতন
ষ্টাম্প হইয়াছে। মহাশয়! ষ্টাম্পের পরিবর্ত্ত
হওয়াতে এখানকার অনেকের ক্ষতি হইয়াছে।
যাঁহারা নূতন নিয়মের বিষয় জানিতে না পারিয়া
পূর্ব্বের ষ্টাম্প খরিদ করিয়া দলিল লিখিয়া ২।৪
দিবসের মধ্যে রেজিষ্টরি করিবার মানস করি
য়াছিলেন, তাঁহাদের সেসকল দলিল অগ্রাহ্য হই
য়াছে। ইহাতে অনেক লোকের অনেক টাকা
নষ্ট হইল, অতএব কর্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য যেসকল
পুরাতন ষ্টাম্প লোকে ক্রয় করিয়াছে, তাহা
৪। ৫ দিনের মধ্যে ফিরাইয়া লইবেন, এইরূপ
একটী ঘোষণা করেন এবং নিয়মিত সময়ের
মধ্যে ফিরাইয়া লইয়া টাকা দেন।

গত ১১ ই সেপ্টেম্বর শ্রীরামপুরের " রেজি
ষ্টরি আদালতে এ ইহা প্রকাশ হইয়াছে। পূর্ব্বে
কেহই জানিতে পারেন নাই। যদি ৩। ৪ সপ্তাহ
পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইত, তাহা হইলে কেহই
এমন কর্ম্ম করিতেন না।

২৮ এ ভাদ্র } শ্রীঃ—
১২৭৫ সাল } শ্রীরামপুর।

——:০:——

মহাশয়! গত ৬ ই ভাদ্রের এডুকেশন
গেজেট পাঠে অবগত হইলাম, উক্ত পত্রের
সম্পাদক মহাশয় স্বীয় সম্পাদকীয় কার্য্যভার
পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহাতে আমাদিগের
অন্তঃকরণে এক কালে হর্ষ বিষাদ ও বিস্ময়ের
উদয় হইয়াছে। হর্ষের কারণ এই, তিনি
কার্য্যভার অবলম্বন করিয়াছিলেন, পক্ষ
শূন্য হইয়া তাহা সম্পাদন করাই তাঁহার
কর্ম্ম; বাস্তবিক তিনি তাহাই করিয়াছি
যখন তাহাতে কর্তৃপক্ষের অসন্তোষ জন্মিয়
তখন তাহা পরিত্যাগ করাতে তাঁহার স
তেজস্বিতা ও সত্যপরতা প্রকাশ হইয়াছে

যে মহাত্মার যত্নে এডুকেশন গেজে
পূর্ব্ব আকার ও পূর্ব্ব ভাব (এক প্রকার প
ভার বলিলেই হয়) পরিবর্ত্তিত হইয়া
অশেষবিধ উন্নতি সাধিত ও পাঠকবর্গের
লতা ফলবতী হইয়া আসিতেছিল,
তাঁহার পদত্যাগ যে অত্যন্ত দুঃখের
তাহার সন্দেহ নাই।

সম্পাদক মহাশয়! অর্থের ক অ
মোহিনী শক্তি! কিন্তু প্যারী বাবু যে অ
চিত্তে তাহার আকর্ষণ অতিক্রম করিলেন,
অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় (!!!) যাহা
উক্ত মহোদয় যে এক জন উন্নতাত্মা তাহ
উপলক্ষে বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইল।

অবশেষে, শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচরণ স
মহোদয়ের নিকট আমাদিগের প্রার্থনা
কর্তৃপক্ষের যে পত্রখানি তাঁহার সম্পাদক
পরিত্যাগের কারণ, সেইখানি এবং
তাহার যে উত্তর দিয়াছেন, তাহার অ
সাধারণের গোচরার্থ অনুগ্রহপ্রকাশ
সোমপ্রকাশে প্রকাশ করেন। তাঁহা
তাঁহার কর্ম্মপরিত্যাগসম্বন্ধে ইংঅনভিজ্ঞের
নানাপ্রকার জনরব তুলিয়াছে, তাহা অ
হইবে এবং যাঁহারা তাঁহার কর্ম্মত্যাগের
হেতু জানিতে অভিলাষী হইয়াছেন, তাঁহ
আশা সফল হইবে।

১৭ ই ভাদ্র } কস্যচিৎ এডুকেশ
১২৭৫ সাল } গেজেট পাঠকস্য

—:০:—

সম্পাদক মহাশয়! গত শনিবার ক
তাব্দ মহামান্য হাইকোর্টের সাত জন বি
তির ঐকমত্যে হিন্দুশাস্ত্রসংক্রান্ত একটী
মার চমৎকার বিচার হইয়া গিয়াছে। ে
সী, ভবানীপুরনিবাসী কাশীনাথ
কনিষ্ঠা পুত্রবধূ। সন ১২৬০ সালে কাশী
কনিষ্ঠ পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ এবং
সালের ১০ ই আশ্বিনে তাঁহার স্বামীর প
প্রাপ্তি হয়। তরুণাবস্থাতেই বৈধব্যদশা
হইয়া ক্রেত্রমণি তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর
চারি বৎসর আপন পিতৃগৃহে বাস করিয়া

কন্তু তাঁহার হীনাবস্থাহেতু তিনি শ্বশুরের নিকট হইতে গ্রাসাচ্ছাদনাদি পাইবার প্রার্থনায় নালিশ করেন। জেলায় মকদ্দমাটীর ডিক্রী হইল, কাশীনাথ তদ্বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে আপীল করিলেন। ১৮৬৭ অব্দের ২২। ২৩ মার্চ্চ পাঁচ জন বিচারক একত্র হইয়া ঐ মকদ্দমা করেন, তৎসম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ হয়। ১৮৬৮ অব্দের ৩১ এ মার্চ্চ রায় প্রকাশ করিবার সময়ে ঐ পাঁচ জন বিচারপতির মধ্যে অনরেবল ট্রেবর সাহেব বিচারাসন হইতে পূর্ব্বেই অপসৃত হইয়াছিলেন। সুতরাং অবশিষ্ট চারি জন বিচারক আপন আপন মত প্রকাশ করেন। অনরেবল সর বার্ণেস পিকক ও জে পি নর্ম্যান একমতাবলম্বী হইয়া ক্ষেত্রমণির বিরুদ্ধে এইরূপ নিষ্পত্তি করিলেন যে, যদিও শ্বশুর পুত্রবধূকে প্রতিপালন করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য, তথাপি তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার অবিভক্ত অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের মৃত্যু হইলে তিনি হিন্দুশাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থানুসারে বিধবা পুত্রবধূকে গ্রাসাচ্ছাদন দিতে বাধ্য নন। পক্ষান্তরে অনরেবল জি, লক ও এফ, বি, কম্প উঁহাদিগের মতে মত না দিয়া ক্ষেত্রমণির অনুকূলে এইরূপ নিষ্পত্তি করিলেন, যে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে পুত্রবধূ আপন শ্বশুরের নিকট হইতে গ্রাসাচ্ছাদন পাইবার অধিকারিণী বটে। কিন্তু পীড়নাদি কোন বিশিষ্ট কারণ না থাকিলে পুত্রবধূকে শ্বশুরালয়ে বাস করিতে হইবে। এইরূপ চারি জন বিচারপতির তুল্যাংশে মতের অনৈক্য হওয়াতে ক্ষেত্রমণি হাইকোর্টের চার্টারের ১৫ ধারার বিধানানুসারে হাইকোর্টের সকল বিচারকের সমীপে পুনর্ব্বার আপীল করিলেন। শ্রীযুক্ত অনরেবল এইচ, ভি, বেলী, জি, পি, নর্ম্যান, এল, এস জাকসন, জে, বি, ফিয়র, এফ, এ, গ্লোবর, এ, জি, মাকফার্সন ও সি, পি, হবহৌস এই সাত জন বিচারপতি ২৯ এ আগষ্ট বাঙ্গলা ১৪ ই ভাদ্র বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়া অপীলান্টের উকীলের বাদানুবাদ শ্রবণ করিয়া সকলে একবাক্যে প্রধান বিচারপতির মতে মত দিলেন এবং স্ব স্ব লিখিত রায় পরে দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার প্রকাশ করিলেন। কিন্তু ঐ সাত জন বিচারপতিদিগের স্ব স্ব লিখিত রায় প্রকাশ হয় নাই। সম্পাদক মহাশয়! সাত জন বিচারপতির কৃত এই বিচার ও হিন্দুশাস্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যাটী যে কতদূর শাস্ত্রসম্মত হইয়াছে, তাহা মহাশয় ও মহাশয়ের সদৃশ সুবিজ্ঞ ব্যক্তিরাই বলিতে পারেন। কিন্তু বিচারটী যে দেশাচার লোকাচার ও কুলাচারবিরুদ্ধ হইয়াছে এ কথা কেন বলিব। সংস্কারকার্য্য-লিপ্ত শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এপর্য্যন্ত পুত্রবধূকে অবশ্য পোষ্য বলিয়া জ্ঞান করিতেন। কিন্তু এত কালের পর মহামান্য হাইকোর্টের বিচারপতিগণের এই অভিনব শাস্ত্রব্যাখ্যাদ্বারা তাঁহাদিগের বহু কালের ভ্রান্তি একণে দূরীকৃত হইল। একণকার ধর্ম্মাবতারেরা এইরূপ কহেন যে, শ্বশুর, বৈধব্যদশাপন্না পুত্রবধূকে প্রতিপালন করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য। কিন্তু ঐ পুত্রবধূকে গ্রাসাচ্ছাদন দিতে অস্বীকার করিলে পুত্রবধূ রাজার নিকট নালীশ করিয়া আপন শ্বশুরের নিকট হইতে যে তাহা পাইতে পারেন এরূপ কোন বিধি বঙ্গদেশপ্রচলিত হিন্দুশাস্ত্রমধ্যে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং বৃদ্ধ পিতা, মাতা, অনধিকারিণী পত্নী, পুত্রবধূ ও কন্যাপ্রভৃতিগণের কলত্র পুত্র কন্যাদির জীবিকা পাইবার যে ব্যবস্থা শাস্ত্রে পাওয়া যায়, তাহা এরূপ মকদ্দমাতে খাটিতে পারে না। এ বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিতে হইলে পত্রবাহুল্য হয়, আমার এইমাত্র বক্তব্য যে অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ এই গুরুতর বিষয়সম্বন্ধে স্ব স্ব অভিপ্রায় প্রকাশ করেন।

১৮৬৮ } কস্যচিৎ জিজ্ঞাসোঃ।
৯ ই সেপ্টেম্বর }

---

## মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ রায় রামপুরহাট
১২৭৫ আশ্বিন হইতে ফাল্গুন ৭
ঐ „ দীননাথ ভট্টাচার্য্য ঢাকা
১৮৬৮ সেপ্টেম্বর হইতে ৬৯ আগষ্ট ১০
ঐ „ শ্রীহরি দাস শান্তিপুর
১২৭৫ আশ্বিন হইতে ৭৬ ভাদ্র ১০
ঐ „ ক্ষেত্রনাথ চৌধুরী ভাণ্ডারহাটী
১২৭৫ আশ্বিন হইতে ফাল্গুন ৭
ঐ „ মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জেলা বেতিয়া পাথুরিয়াঘাটা
১২৭৫ আশ্বিন হইতে ৭৬ ভাদ্র ১০
ঐ „ প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণনগর
১২৭৫ আশ্বিন হইতে ফাল্গুন ৭
ঐ „ দ্বারকানাথ ঘোষ গোবিন্দগঞ্জ
১২৭৫ আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ন ৩৸
ঐ „ বনমালী গঙ্গোপাধ্যায় সিমুলিয়া ৫৷৷
ঐ „ মহেন্দ্রনাথ সরকার সাঁকারিটোলা ৫৷৷
ঐ „ মহিমচন্দ্র বসু ওয়েলিংটনষ্ট্রীট ১০
ঐ „ হারানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আলীপুর ৫৷৷
ঐ „ রামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় শাসন ৫৷৷
শ্রীযুক্ত আর, গ্রিফিথ সাহেব বারাণসী
১৮৬৮ সেপ্টেম্বর হইতে ৬৯ আগষ্ট ১

—:•:—

## সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা। মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি, মনিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের ডাকঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ৴১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

---

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ

১০ ম ভাগ। ৪৭ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

ক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
ম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা,
} সন ১২৭৫। ২৭ আশ্বিন। ১৮৬৮। ১২ ই অক্টোবর {
মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষি
ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৸০

## বিজ্ঞাপন।

কি রা ... ব্যা ... শ্রী ... যা ... ষ ... ম্॥

প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা মূল্য ( নগদ ) ॥০
এই পুস্তক প্রথম অবধি দ্বিতীয় সর্গপর্য্যন্ত
ম সংখ্যা নাগরাক্ষরে রামানুজের টীকা ও
লা অনুবাদের সহিত কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে
ত হইয়া বিতরিত হইতেছে। ইহাতে মাহে-
তীর্থ ও নাগোজী ভট্টের টীকাও স্থলবিশেষে
ত করা হইতেছে ও ইহা প্রতিমাসে ১০
্যা অর্থাৎ ৮০ পৃষ্ঠা করিয়া মুদ্রিত ও প্রচা
হইবে। মূল্য ॥০ আনা। যাঁহারা গ্রাহক
ভুক্ত হইতে চাহেন, তাঁহারা আমার নামে
্য প্রকাশ যন্ত্রে পত্র লিখিবেন।

শ্রাবণ
১২৭৫
ব্রাহ্মসমাজ } শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

—:০:—

## বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ
১৯ নং জোড়া বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয়
তে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষ
ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস্ আরবো-
থনট এবং কোং

—:০:—

## বিক্রয়ার্থ।

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান। সর রাজা রাধা-
ন্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সোণা
া নূতন বাঁধান, মূল্য ২৫০ টাকা।

শ্রীআনন্দচন্দ্রবেদান্তবাগীশ।

## পুনঃ প্রাপ্ত নোট।

নিম্নলিখিত অপহৃত অর্দ্ধ ও পূর্ণ নোটগুলি পাওয়া গিয়াছে। নোটের অধিকারিগণকে জানান যাইতেছে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিবেন।

| | সংখ্যা | মূল্য | পূর্ণ অথবা অর্দ্ধ |
|---|---|---|---|
| ঐ ৫৮ | ৮৬৬০৮ | ১০০ | অর্দ্ধ নোট |
| ঐ ৫৫ | ৮৯৪৪৪ | ৫০ | ঐ |
| ঐ ৫২ | ৬৪৬৯০ | ২০ | ঐ |
| ঐ ২৩ | ১০২৯৬ | ২০ | ঐ |
| ঐ ৩২ | ৪৬৪৫২ | ২০ | ঐ |
| ঐ ৪৪ | ৮৯৯৩৭ | ২০ | ঐ |
| ঐ ৪৫ | ৩৫০৭৪ | ২০ | ঐ |
| ঐ ৪৩ | ৯৯৬৬২ | ২০ | ঐ |
| বি ১২ | ০১৭৫৫ | ২০ | ঐ } ভিজিগাপেটাম নোটস। |
| বি ২২ | ০১৭৫৪ | ২০ | ঐ |
| ঐ ৪৯ | ০৭৭৭৩ | ১০ | ঐ |
| ঐ ৪৯ | ০৩৪৩১ | ১০ | ঐ |
| ঐ ৪১ | ৬০৪৬৬ | ১০ | পূর্ণ |
| ঐ ৪৯ | ৪৮৭২৯ | ১০ | অর্দ্ধ নোট |
| ঐ ৫০ | ১৬৮৫৫ | ১০ | ঐ |
| ঐ ৪৯ | ৮২৮২১ | ১০ | ঐ |
| ঐ ৪২ | ০৮২৬৯ | ১০ | ঐ |
| ঐ ১৯ | ৬৫৪০১ | ১০ | ঐ |
| ঐ ১৯ | ৪৮৮৪২ | ১০ | ঐ |
| ঐ ১৮ | ৩৭৮৯৬ | ১০ | ঐ |
| ঐ ১৮ | ৩৯৮৫৭ | ১০ | ঐ |
| ঐ ৩১ | ৯২১০৩ | ১০ | ঐ |
| ঐ ৩১ | ৯২১০১ | ১০ | ঐ |
| ঐ ৩১ | ৯২১০২ | ১০ | ঐ |
| ঐ ৩১ | ৫৪১১৫ | ১০ | ঐ |
| ঐ ৫৮ | ৮৯০০৭ | ১০০ | |
| ঐ ৫৮ | ৮৪৮৬৯ | ১০০ | |

কলিকাতা
পোষ্ট আফিস
১৩ ই আগষ্ট
১৮৬৮। } ডবলিউ, এইচ, ম্যাগে

পোষ্ট মাষ্টার।

——:০:——

## বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলম
বিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তক
/০ এক আনার হিসাবে কমিশন দি। অ
টাকার পুস্তক লইলে /১০ আনার
পাইবেন।

অপূর্ব্ব উপাখ্যান অর্থাৎ সেক্সপিয়রকৃত
কের মর্ম্মানুবাদ

শ্রীমদ্ভাগবত ১ম অবধি ১২
গদ্য

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস সম্পূর্ণ

শ্রীমদ্রামায়ণ দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ

চক্রপাণিচিকিৎসা গ্রন্থ নিবাসী বাবু কাশীনাথ মল্লিকের পণ্ডিতদ্বারা

নিত্যধর্ম্ম ... পত্রিকা বার্ষিক

কৌতুক বিলাস যাহাতে গোপালভাঁ
কৌতুকগুলি সম্পূর্ণ আছে

চন্দ্রহংস ও জৈমিনি ভারত
উদ্ধৃত

ব্রহ্মতত্ত্ব চূড়ামণি অর্থাৎ ব্রহ্মনির্ণয়

নীলাঞ্জন কাব্য

| | |
|---|---|
| ...পুরান কাব্য | ৸ |
| ...দেওলা কাব্য | ১ |
| ...মন্ত্র... নাটক | ।৶ |
| ...শিক্ষা বিধান | ৸ |
| ...কাব্য | ১ |
| ...বিয়োগ নাটক | ২ |
| ...গাইড মার্শমেন সাহেব কৃত | ২॰ |
| ...উপাখ্যান | ৸ |
| ...পদাবলী অক্ষয়চন্দ্র দাসকৃত | ৩৸ |
| ...উদ্ধার | ১ |
| ...প্রভৃতি) | ॥ |
| ...বাদ ১ খানি ম্যাপ গণেশচন্দ্র ...কৃত | ৬ |
| ...পৃথিবীর মানচিত্র | ৫ |
| ...মাপ দেবনাগর অক্ষরে | ৭ |
| ...শিক্ষা | ৸ |
| ...নবন মোহিনী ... পারসীক | ১॥ |
| ...সম্ভব সংস্কৃত হইতে পদ্য অনুবাদ | ১ |
| ...ইতিহাস কেদারনাথ দত্তকৃত | ১ |
| ...গোবিন্দচন্দ্র সেন কৃত | ২ |
| ...সংগ্রহ | ১ |
| ...ইতিহাস সমুচ্চয় | ১ |
| ...মার্শ মেন সাহেবকৃত চই খণ্ড | ১ |
| ...পরিশিষ্ট নাটক | ১ |
| ...মঞ্জরী | ১৷ |
| ...পরিশিষ্ট | ২৫ |

...কাতা চোড়া- ...৩৪ নং } শ্রী...চন্দ্র রায় নগদ বিক্রেতা।

—:•:—

সাবিত্রীচরিত্র
কাব্য।

...ভোলানাথ চক্রবর্ত্তি প্রণীত।

মূল্য ১ এক টাকা।

...উক্ত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

—:•:—

...লিকাতার মানচিত্র মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থ ...আছে। (উত্তম বাধাই) মূল্য ২ টাকা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত।
কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুল।

—:•:—

## ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

...কারাগোলা ঘাটে রেলওয়ের সর্বত্র রপ্তানির নিমিত্ত মাল লওয়া যাইবে।

...দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাই-...যে, যখন কারাগোলা ঘাটে পারাপারের ষ্টিমার থাকিবে তখন ঐ ষ্টিমারে রেলওয়ের সর্বত্র রপ্তানির নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যাদি লইতে ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোং প্রস্তুত আছেন।

রেলওয়ে দ্রব্যাদি পাঠাইবার ভাড়া অনুসারে ভাড়া লওয়া হইবে। কেবল ষ্টিমার হইতে সাহেবগঞ্জ ষ্টেসনে লইয়া যাইবার নিমিত্ত বোঝাই খরচা ও ভাড়া প্রতি মণে এক আনার হিসাবে অধিক লওয়া যাইবে। যে ষ্টেসনে দ্রব্যাদি রপ্তানি হইবে সেই ষ্টেসনে মসুল এ দিলেও চলিবে।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কাউন্স এজেন্সি বোর্ড কালকাতা ৭ ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৮। } সিসিল ষ্টিফেন্সন এজেন্ট বোর্ড।

—:•:—

## পুরাণ প্রকাশ।

### বিষ্ণুপুরাণ।

অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা। (অগ্রিম মূল্য) ৷৹।

যিনি গ্রাহকাভিলাষী হইবেন তিনি মৃজাপুর আমহর্ষ্টষ্ট্রীট ১৪।১ নং ভবনে কাব্য প্রকাশ যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নামে স্বস্ব পত্রের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম না পাইলে বিশেষ বিষ্ণুপুরাণ পাঠাইবার নিয়ম নাই ইতি।

—:•:—

## পুনঃ প্রাপ্ত নোট।

যে ব্যক্তি ১৮৬৮ সালের ৮ ই আগষ্ট পত্র মধ্যে পাটনার ডাকযোগে নিম্নলিখিত নোট সকল পাঠাইয়াছেন, তিনি নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট সবিশেষ লিখিয়া পাঠাইবেন।

| | | |
|---|---|---|
| এ ৫৮ | ৮৯০০৭ নং | ১০০ টাকার |
| এ ৫৮ | ৮৪৮৬৯ নং | ১০০ ঐ |

ডবলিউ, এইচ, ম্যাগোয়ান।
কলিকাতার পোষ্টমাষ্টার।

—:•:—

"শিক্ষক ব্যতিরেকে সঙ্গীত শিক্ষা।

"শিক্ষক ব্যতিরেকে সঙ্গীত শিক্ষা" বলিয়া যে বিজ্ঞাপনটী ইতিপূর্ব্বে সোমপ্রকাশে প্রকাশ হয়, তাহার স্বাক্ষর স্থলে "শ্রীমহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়" এই নামটী অনবধানতাবশতঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে অনেকে মহেন্দ্রনাথকে গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া স্থির করিয়াছেন; বাস্তবিক মহেন্দ্রনাথ গ্রন্থকর্ত্তা নহেন।

—:•:—

মহামহোপাধ্যায় বরদাচার্য্যকৃত বসন্ততি... ভাগ নেপালস্থ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ডমরুবল্লভ... কর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়া দেবনাগরাক্ষরে মু... হইয়াছে। মূল্য ॥॰ আট আনা। কলিক... সংবাদ জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্র নিমতলা ঘাট ... ১২ সংখ্যক ভবন।

শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক

—:•:—

## নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৮... হইতে ১৩ ই পর্য্যন্ত নদীয়ার নদী হাতে... সর্ব্বাপেক্ষা কম জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

| স্থানের নাম | সর্ব্বকমতি ফুট ই... |
|---|---|
| নদীয়া মাথাভাঙ্গা | |
| মহানার উপর পদ্মানদীতে | ৩৪ |
| নীজ মহানায় | ১৬ |
| তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া | |
| ৪৪ মাইল | ১৬ |
| হাট বোয়ালিয়া হইতে | |
| আমুকাদয়া | ৮ |
| আমুকাদয়া হইতে কৃষ্ণগঞ্জ | |
| ৩৮ মাইল | ১৪ |
| কৃষ্ণগঞ্জ হইতে হুগলি নদী | |
| ৫৪ মাইল | ১৮ |
| ভাগীরথী নদী। | ১৮ |
| মহানার উপর | ১৬ |
| নীজ মহানায় | ১৮ |
| তথা হইতে জিয়াগঞ্জ | ১০ |
| জিয়াগঞ্জ হইতে কাটোয়া | |
| ৬০ মাইল | ১৫ |
| কাটোয়া হইতে নদীয়া | |
| ৪৬ মাইল | ১৯ |
| জলঙ্গী নদী। | |
| নীজ মহানায় | ৫ |
| তথা হইতে করিমপুর | |
| ১৯ মাইল | ৬ |
| করিমপুর হইতে টিয়াকাটা | |
| ৩৫ মাইল | ১১ |
| টিয়াকাটা হইতে নদীয়া | |

৬০ মাইল ১০ ১০

সন ১৮৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৭ ই
রিখের গজ ঘাটের জলের মাপ।

ফুট ইঞ্চি
গজঘাটের উপর ১৮ ৬

রমপুর
ই সেপ্টেম্বর
৬৮।

} শ্রীযুক্ত সি ই. উইক
একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র
বহরমপুর ডিবিজন।

# সোমপ্রকাশ।

২৭ এ আশ্বিন সোমবার।

## স্থানীয় কর।

অনেক পল্লীগ্রামে ভাল রাস্তা, ভাল
ষ্করিণী ও বিদ্যালয়প্রভৃতি নাই।
ত্তৎ স্থানে এগুলি করা আবশ্যক।
য় বিনা এতন্নির্ব্বাহ সম্ভাবিত নয়।
ন অর্থ কোথা হইতে আইসে। যে যে
নে সেইগুলির আবশ্যকতা, সেই
সেই স্থানে কর করিয়া তৎসংগ্রহ করা
র্ত্তব্য। আজি কালি অধিকাংশ ইংরা
জর এই মত হইয়াছে। অনেকে এই
পায়টীকেই মুখ্য ও একান্ত অবলম্বনীয়
ান করিতেছেন। কিন্তু আমাদিগের
বেচনায় এ উপায়ের অবলম্বন কোন
মেই শ্রেয়স্কর বলিয়া প্রতীয়মান হই-
ছে না। এটী যে কেবল অত্যাচারের
ন হইবে এরূপ নয়, এ কার্য্যটী স্বরূপ-
ই অত্যাচার। যাহার যে বিষয়ের মর্ম্ম-
হ ও ইচ্ছা নাই, তাহাকে যদি বল-
র্ব্বক সেই কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করা যায়,
টী অত্যাচার সন্দেহ নাই। কোন
মীদার নিজ প্রজাগণের উপকারের
দ্দেশে একটী রাস্তা বা বিদ্যালয় করি-
র নিমিত্ত যদি সেই সেই প্রজার নিকট
তে বলপূর্ব্বক অর্থগ্রহণ করেন, অত্যা-
র বলিয়া চতুর্দ্দিক হইতে চীৎকার
খত হইবে সন্দেহ নাই। জমীদারে
কাজ করিলে আমরা অত্যাচার
লয়া নির্দ্দেশ করি, গবর্ণমেণ্ট করিলে
টী যে অত্যাচার হইবে না, তাহা
ন হইতে পারে না।

উল্লিখিত বিষয়গুলির নিমিত্ত যে সকল স্থান হইতে কর লইবার কল্পনা করা হইতেছে, তত্রত্য অধিকাংশ লোক উহার মর্ম্মজ্ঞ নহেন; সুতরাং তাঁহারা যে ইচ্ছাপূর্ব্বক তত্তদ্বিষয়ে এক কপর্দ্দকও দান করিবেন তাহা সম্ভাবিত নহে। আমরা উহার অন্যতর কোন কোন কার্য্যে চাঁদা করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, এসকল বিষয়ে দান করিতে আজিও অধিকাংশ লোকের ইচ্ছা জন্মে নাই। তাহা জন্মিলে তাহারা চাঁদায় অর্থদানে কোনক্রমে বিমুখ হইত না। তাহারা অনিচ্ছু যখন এটী স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, তখন তাহাদিগের নিকট হইতে যে কিছু গ্রহণ করা যাউক, সেটী যে অত্যাচার হইবে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। আমাদিগের মতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সদৃশ গবর্ণমেণ্টের রোগীর নিষ্ক্রশ্বেরন্যায় বলপূর্ব্বক উপকার প্রজার গল প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া বিধেয় হয় না। পূর্ব্বকার যে সকল রাজা বলপূর্ব্বক প্রজাদিগের দ্বারা ঐ সকল কার্য্য সম্পাদিত করিয়াছেন, তাঁহারা অত্যাচারকারী বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকেন।

এ স্থলে আর একটী বিষয়ের বিবেচনা করা আবশ্যক হইতেছে। পল্লীগ্রামে ভাল রাস্তাপ্রভৃতি না হইলে চলিতেছে না, এ কথা পল্লীগ্রামবাসী অধিকাংশ লোকে কহিতেছে, কি যাঁহারা স্থানীয় করস্থাপনের প্রস্তাব করিতেছেন, তাঁহারা কহিতেছেন? নূতনবিধ করস্থাপনের প্রস্তাবকারীদিগের দৃষ্টিতে যত কষ্ট লক্ষিত হইতেছে, যাঁহারা পল্লীগ্রামে বাস করিতেছেন, তাঁহারা তত কষ্ট অনুভব করিতেছেন না। একের অনুমিত কষ্ট শান্তির নিমিত্ত অপরকে বাস্তবিক কষ্টে নিপাতিত করিয়া উদ্বেজিত ও অসুখিত

করা বিবেচক গবর্ণমেণ্টের ক
হয় না।

তবে কি পল্লীগ্রামের যে অ
আছে, তাহাই থাকিবে? আমাদি
গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে উদাসীন থা
কিরূপে চিত্তসন্তোষ বিধান কর
এ এক কথা আছে। ইহার উত্তরে ব
এই, গবর্ণমেণ্ট রথ্যানির্ম্মাণ ও বিদ
প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাবিষয়ে যে সা
দানপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন,
কিঞ্চিৎ বাহুল্যরূপে ও সচ্ছলে প্রব
করিতে আরম্ভ করিয়া গ্রামের প্র
ব্যক্তিদিগকে তত্তদ্বিষয়ে উৎসাহ দ
আরম্ভ করুন, উদ্দেশ্যসিদ্ধি হই
যাবৎ প্রজারা স্বয়ং উৎকৃষ্ট রাস
বিদ্যালয়প্রভৃতির মর্ম্মজ্ঞ না হইবে
তাবৎ গবর্ণমেণ্ট যত্নবান হইয়াও
চিত্তরূপে অভীষ্টসাধনে সমর্থ হইবে
না। কলিকাতায় নানাবিধ টাক
স্বাস্থ্যরক্ষার নানা উপায় অবলম্বন
হইয়াছে; কিন্তু যে যে স্থানের প্রব
পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকা যে কি
কারের ও সুখের বিষয় তাহা বুঝি
না পারে, সেই সেই গলির মধ্যে প্র
করিতে হইলে প্রাণবিয়োগ ও পূতি
ঘ্রাণশক্তি বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যায়।
গ্রামেও যে ঐরূপ হইবে না, ত
প্রমাণ কি?

—ঃ০ঃ—

কৃষকের সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত।

যদি কৃষকদিগকে জমীদারের অ
চারমুক্ত, শিক্ষিত ও সৌভাগ্যশ
দেখিবার ইচ্ছা থাকে, ভূমিতে ত
দিগকে স্থায়ী স্বত্ব প্রদান করিয়া এ
পাকা বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য। জমী
রের অত্যাচারনিবারণের যত উ
করা হউক, এখন প্রজা ও জমীদারে
সম্বন্ধ আছে, তাহাতে জমীদার অ
চার করিব মনে করিলে প্রজা ে

ই পরিত্রাণ পাইতে পারে না।
বন্দোবস্তই ঐ অত্যাচারের দ্বার
করিবার একমাত্র উপায়। প্রজাকে
শিখাইবার নিমিত্ত সবিশেষ
আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু যত চেষ্টা
হউ ক; যাবৎ তাহাদিগকে অন্নবস্ত্রে
করা না হইবে, তাহারা কোন
শিক্ষাকার্য্যে মনোযোগী হইবে
সেই সচ্ছল করিবার উপায় তাহা-
র সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত
তাহা দিগের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে
াদিগের শিক্ষার উপযোগী সমুদায়
রণের যদি সংযোজন করিয়া দেওয়া
তথাপি তাহাদিগের শিক্ষাকার্য্যে
াগী হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহারা
যায় বস্ত্রের নিমিত্ত সতত ব্যাকুল।
বস্থায় তাহারা যে ক্ষেত্রের কার্য্যে
ক্ষা করিয়া বিদ্যালয়ে গমন করিবে,
হা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে।
ার্জ্জন ও জীবিকার অর্জ্জন এ উভ
মধ্যে জীবিকার্জ্জনের প্রাধান্য কে না
ার করিবেন?
এ অবস্থায় কৃষকদিগের শিক্ষার্থ
োগর করিলে তাহা বিড়ম্বনাস্বরূপ
। কৃষকদিগের কোন উপকার
ব না, লাভের মধ্যে করসংগ্রহের
ধান পড়িয়া যাইবে; তাহাতে যে
ন পক্ষের কষ্ট, এক পক্ষের পীড়ন
বে এই মাত্র। পীড়ন করিয়া যে অর্থ
হীত হইবে, তাহা কয়েক জন
পুটী ইনস্পেক্টর ও অর্দ্ধশিক্ষিত গুরু
শয়ের উদরসাৎ হইবে সন্দেহ নাই।
ও যদি প্রজাদিগের সহিত চিরস্থায়ী
দাবস্ত করিয়া তাহাদিগকে সচ্ছল
রয়া তুলা যায়, এ অনিষ্টের আশঙ্কা
কে না। তখন তাহারা স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত
য়া বিদ্যালয়ে গমন করিবে, ক্রমে
হাদিগের বিদ্যানুরাগ বর্দ্ধিত হইবে,
ন আর নূতন বিধ কর গ্রহণ প্রণালী

করিবার প্রয়োজন হইবে না; তখন বর্ত্ত-মান সাহায্যদানপ্রণালীই তাহাদিগের ইষ্টফলোৎপাদয়িনী হইবে। আমরা কেবল অনুমানের উপরে নির্ভর করিয়া এই বাক্য কহিতেছি না।

বর্ত্তমান সাহায্যদানপ্রণালী হইতেই ইহার প্রমাণ হইতেছে। দিন দিন লোকে যত বিদ্যার মর্ম্মজ্ঞ হইতেছেন, ততই অধিক ব্যয়দান স্বীকার করিয়াও আপন আপন সন্তানদিগকে বিদ্যালয়ে প্রবে-শিত করিতেছেন। ১৮৫৪ অব্দে লোকে যেখানে চারি আনা দিয়া সন্তানকে পড়াইতে কাতর হইতেন, এখন সেখানে অম্লানবদনে এক টাকা দিতেছেন। যদি এরূপ হইল, কৃষকদিগের সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া অগ্রে তাহাদিগকে সচ্ছল করিয়া তুলাই কর্ত্তব্য।

পাঁচ ছয় বৎসর কাল ক্রমিক এই সোমপ্রকাশে এই বন্দোবস্তের প্রস্তাব হইয়া আসিতেছে; কিন্তু আমরা আজি কালি দেখিতেছি, অনেকেরই ইহার আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। আয়ার লণ্ডের প্রসঙ্গে ইংলণ্ডেও ইহার আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। যখন অধিকাংশ লোকে ইহার পক্ষপাতী হইলেন, তখন এটী যে অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। ইহার প্রতি যে কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, তদ্দ্বারাও প্রমাণ হইতেছে, এটী অগ্রাহ্য বিষয় নয়।

সম্প্রতি ইহার প্রতি দুটী আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। প্রথম, এখন বাঙ্গালা দেশের জমীদারদিগের সহিত গবর্ণমেণ্টের যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে, তাহাতে জমীদারেরা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে গবর্ণমেণ্টকে খাজনা দিয়া থাকেন, লাভ ও ক্ষতির ভাগী তাঁহারাই হন। যদি প্রজার সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, আর কোন স্থান ভগ্ন হইয়া নদীর

উদরসাৎগত অথবা বালুকারাশি প
হইয়া উর্ব্বরশক্তিহীন ও কৃষিকা
অযোগ্য হয়, তাহা হইলে উহার খা
কিরূপে সংগৃহীত হইবে? দ্বিতীয়,
যে স্থানে বাঁধ, খাল ও পুলপ্রভৃতি
আবশ্যক হইবে, তাহারই বা কি উ
হইবে?
এ আপত্তির উত্তর এই, আমরা
কদিগের সহিত স্থায়ী বন্দোবস্তে
প্রসঙ্গ করিতেছি, জমীদারদিগকে প
ত্যাগ করিয়া তাহা করি নাই। তাঁ
মধ্য স্থলে থাকিবেন। তাঁহাদিগকে
ত্যাগ করিয়া প্রজার সহিত স্থায়ী ব
বস্ত হইবার উপায় নাই। তাহা হ
অন্যায় অত্যাচার ও গবর্ণমেণ্টের স্ব
প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করা হইবে। জমী
বিক্রয়াদিদ্বারা বহুহস্তান্তর হইয়া
এখন তাহা ফিরিয়া লইতে গেলে
মেণ্টকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেও হইবে।
এব জমীদারেরা যদি মধ্য স্থলে রহি
এখন খাল পুলপ্রভৃতি যে নিয়মে
তেছে, তখনও সেই নিয়মে চ
জমীদারেরাই তাহা করিবেন। যে
বাঁধপ্রভৃতি করা আবশ্যক, অগ্রেই
তাহা জানিতে পারা যায়; প্রজার
বন্দোবস্তকালে অনুমানে তাহার
ব্যয় ধরিয়া লইলে চলিতে পারি
আর যেগুলি আগন্তুক হইবে, 
ব্যয় সমাধানার্থ প্রজার নিকট 
কিছু কিছু চাঁদা লইলে চলিবে। যে
নদীগর্ভগত অথবা বালুকারাশি
পরিপূরিত হইবে, সে ক্ষতি গব
কেই সহ্য করিতে হইবে। যেমন
স্থানে গবর্ণমেণ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হ
তেমন অন্য স্থানে চর পড়িয়া গ
ণ্টের লাভ হইবে। ফলতঃ ক্ষতি 
পুষিয়া যাইবে; বরং কোন কোন
লাভই অধিক হইবে। পরগণার
পরিমাণ ও গবর্ণমেণ্ট দেয় করের

ন আছে। যে জমীদারীর যত ভুমি নষ্ট বে, তারানুসারে কর স্থির করিয়া হা হইতে অব্যাহতি দেওয়া কঠিন কর্ম বে না। প্রজার ইষ্টসাধনার্থ এই ম্পমাত্র কষ্ট স্বীকার কর্ত্তব্য।

———

ভারতবর্ষের ভাবী গবর্ণর জেনরল।

আমাদিগের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরল জন লরেন্স পদত্যাগ করিলে লার্ড র তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন স্থির য়াছে। ওদিকে ইংলণ্ডের ও এখানকার নেক ইংরাজী সমাচারপত্রসম্পাদক নিয়োগে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে- ন। এই গুরুতর প্রতিবাদ দর্শন রিয়া আমাদিগের কি প্রকার সিদ্ধান্ত া ন্যায়ানুগত হয়? আমরা কি এক অযোগ্য শাসনকর্ত্তার অধীনস্থ হইয়া পদ সাগরে নিমগ্ন হইতে অথবা এক ন উপযুক্ত শাসনকর্ত্তার শাসনসুখ নুভব করিতে চলিলাম? যদি লার্ড নিঙের দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া সিদ্ধান্ত া যায়, লার্ড মেয় ভারতবর্ষের যোগ্য সনকর্ত্তা বলিয়া প্রতীয়মান হইবেন দেহ নাই। এখানকার একখানি ইং জী পত্রে এই কথা বলিয়া লার্ড মেয়ের তি অসন্তোষ প্রকাশ করা হইয়াছে তিনি পরিশ্রমী লোক বটেন; কিন্তু হার নূতন রাজনীতি উদ্ভাবন করি- ক্ষমতা নাই; তাঁহাকে ষ্টেটসেক্রে রির আজ্ঞাবহ থাকিয়া কাজ করিতে বে, তিনি স্বাধীনবৃত্তি হইয়া কোন জ করিতে পারিবেন না।

এক্ষণে ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের প্রকার সম্বন্ধ ও টেলিগ্রাফ প্রভৃ দ্বারা নৈকট্য হইয়াছে, তাহাতে র ভারতবর্ষের নিমিত্ত স্বাধীনবৃত্তি র্ণর জেনরলের প্রয়োজন নাই। ইং স্বয়ংই দিন দিন আমাদিগের শুভা শুভ চিন্তাশীল হইতেছেন। ষ্টেটসেক্রে টারি এখন তন্ন তন্ন করিয়া ভারতবর্ষের সকল বিষয় দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এ অবস্থায় স্বাধীনবৃত্তি গবর্ণর জেনর- লের অণুমাত্র আবশ্যকতা দেখা যাই তেছে না। জগদীশ্বর করুন, লার্ড ডেল হাউসির ন্যায় স্বাধীনবৃত্তি গবর্ণর জেন রল যেন ভারতবর্ষে আর কখন না আই সেন। তিনি ভারতবর্ষের যে হিত করিয়া গিয়াছেন, ভারতবর্ষ আজিও তাহার ধাক্কা সামলাইতে পারেন নাই।

লার্ড মেয় ভারতবর্ষীয় ও ভারতব- র্ষস্থ ইউরোপীয় উভয়ের ভেদ না করিয়া তুল্যরূপে উভয়ের শাসন ও পালনকার্য্য সম্পন্ন করিবেন, এই আশঙ্কা করিয়া ইং রাজী সমাচারপত্রসম্পাদকেরা কি তাঁহাকে অযোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করি তেছেন? লার্ড ডেলহাউসি যেরূপ করিয়া ছিলেন, যিনি সেইরূপ ভারতবর্ষের অনিষ্ট করিয়া ইংলণ্ড ও ইংরাজ রাজ পুরুষদিগের ইষ্টসাধন করিতে পারেন, তিনিই কি যোগ্য ব্যক্তি?

ইংলণ্ডের সহিত দিন দিন ভারতব- র্ষের যেপ্রকার সম্বন্ধ হইতেছে, তদ্বি ষয় বিবেচনা করিলে ভারতবর্ষে আর স্বতন্ত্র গবর্ণর জেনরল নিয়োগ আবশ্যক বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। বোম্বাই ও মান্দ্রাজে এক এক জন গবর্ণর আছেন। বাঙ্গালাদেশ ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে লেপ্ট নান্ট গবর্ণর উপাধি রহিত হইয়া এক এক জন গবর্ণর নিয়োজিত হউন। ঐ উভয় দেশের সীমার পরিবর্ত্ত ও বৃদ্ধি করিয়া অযোধ্যাপ্রভৃতিকে উহার অন্ত গত করা হউক। নূতন গবর্ণরদিগকে কতকগুলি বিষয়ে স্বাধীনতা প্রদান করা হউক। তাঁহারা এক কালে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ষ্টেটসেক্রেটারির নিকটে গুরুতর বিষয়সকলের রিপোর্ট করিবেন। ষ্টেট সেক্রেটারির কৌন্সিল সভা আছে, সভ্য দিগের এক এক জনের উপরে এক বিষয় দর্শনের ও গুরুতর বিষয়ের ব করিয়া মীমাংসা করিবার নিয়ম থ সত্বর ও সুন্দররূপে কার্য্যসম্পাদন সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষে স্বতন্ত্র গবর্ণর জে নিয়োগপ্রথা রহিত হইলে কেবল ব্যয়সংক্ষেপরূপ লাভ হইবে এরূপ সময় সংক্ষেপরূপ আর একটী মহ হইবে। এখন ষ্টেটসেক্রেটারির নি কোন বিষয় প্রেরণ করিতে হইলে গ জেনরলের হস্ত দিয়া পাঠাইতে তাহাতে অনেক সময়াতিপাত থাকে।

বহুদূরবর্ত্তী ইংলণ্ড হইতে ভ বর্ষের শাসনকার্য্য সম্পন্ন হওয়া বিত নয়, যদি কেহ এরূপ আ করেন, তদুত্তরে বক্তব্য এই, যদি বিলিণ্ড হইতে এই কার্য্য সম্পন্ন ইংলণ্ডের সহিত আজি কালি ভা র্ষের যেরূপ নৈকট্য সম্বন্ধ হই তাহাতে ইংলণ্ড হইতে শাসন নির্ব্বাহ না হইবার বিষয় কি? ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের বহুদূ ছিল। এক্ষণকার ন্যায় টেলিগ্রা জাহাজপ্রভৃতির গমনাগমনের সু ছিল না। তখন ইংলণ্ড হইতে অনু আনাইয়া কোন কার্য্য করিতে হ সে কার্য্য ধ্বংস হইয়া যাইত, সুত এক জন স্বতন্ত্র গবর্ণর জেনরল নি ও তাঁহাকে সমধিক স্বাধীনতাপ্রদ আবশ্যকতা হইয়াছিল। এখন সে দায়ের পরিবর্ত্ত হইয়া গিয়াছে, আর কেন? এখন পূর্ব্ববৎ স্বা প্রদানের ফল কেবল অনিষ্ট। গবর্ণর জেনরলের যদি ষ্টেটসেক্রেট অধীনতা না থাকিত, তাহা কৃষকদিগকে নীলকরের ক্রীত করণের মহৌষধস্বরূপ কণ্ট্রাক্ট

বাধবদ্ধ হইয়া যাইত। স্বাধীনরাজ্য র জেনরলেরাই ভারতবর্ষের অর্থ ...র কারণ। তাঁহারা অকারণে অথবা ন্য কারণে নানা স্থানে সমরানল লিত করিয়া ভারতবর্ষকে ঋণজালে ত করিয়াছেন। কাবুলের যুদ্ধ উহার তর উদাহরণ।

---

চৌকীদারী টাক্স ও গ্রাম্য চৌকীদার।

আমরা প্রস্তাবান্তরে স্থানীয় করের বাদ করিলাম। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর শীয় প্রজাদিগের একান্ত বিদ্বিষ্ট। করসংগ্রাহক কর্ম্মচারীদিগের স কেবল যে অত্যাচারের নিদান হয় নয়, তদ্দানে অনেকের সামর্থ্যও চৌকিদারী টাক্সকেই আজি আমা র বাক্যের প্রমাণ স্থলে গ্রহণ করি। যাঁহারা চৌকিদারী টাক্সের পাত্র নির্ণয় করিয়াছেন, তাঁহাদি- ভ্রমপ্রযুক্ত অনেক অযোগ্য পাত্রও অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। কত র গৃহের কপাট ও গো মেষপ্রভৃতি য় করিয়া টাক্স আদায় করিতে হয় তাহার সূক্ষ্ম অনুসন্ধান হয়, তাহা নই প্রমাণ হইবে, কত লোক দিতে র্থ।

এ টাক্সে আমরা প্রজার অণুমাত্র দেখিতে পাই না। যে কিছু অর্থ হীত হয়, প্রায়ই তাহা সংগ্রাহক কর্ম্ম ও প্রহরীদিগের বেতনে পর্য্যাপ্ত যাহা কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা রাজ গত হয়; তাহার পুনরাবৃত্তি হয় যে যে স্থানে চৌকিদারী টাক্স হই, আর যেখানে হয় নাই, উভয়ের রাম্য কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত য়। উভয় স্থলেই রাস্তা ঘাটপ্রভৃ অবস্থা তুল্য। রক্ষাকার্য্যও তুল্য সম্পাদিত হইতেছে। বরং স্থানে স্থানে, দেখিতে পাওয়া যায়, যেখানে চৌকিদারী টাক্স নাই, এরূপ গ্রামে চৌর্য্যের প্রাদুর্ভাব অপেক্ষাকৃত অল্প।

যখন প্রমাণ হইল, চৌকিদারী টাক্স প্রভৃতি অপরোক্ষ করের প্রতি প্রজার নিতান্ত বিদ্বেষ, তাহাতে অনেকের অসামর্থ্য এবং যেখানে চৌকিদারী টাক্স আছে, আর যেখানে নাই, উভয় গ্রামের অবস্থা সমান, তখন চৌকিদারী টাক্স উঠাইয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। উহা প্রজার হৃদয়শূলের ন্যায় হইয়া অনর্থক তাহাদিগকে উদ্বেজিত ও অসুখিত করিতেছে। যদি পুলিষ কর্ম্মচারীরা রাত্রিতে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া চৌকিদারদিগকে সতর্ক করেন, চৌর্য্যাদি হইলে তাহা গোপন না করিয়া তাহা লইয়া ধুম ধাম করা ও চৌকিদারের দণ্ড করা হয়, এবং এরূপ একটী নিয়ম করা হয়, যিনি নিয়মিতরূপে মাসে মাসে চৌকিদারের বেতন না দিবেন, তাঁহাকে ঐ বেতনের ত্রিগুণ বা চতুর্গুণ দণ্ড দিতে হইবে, তাহা হইলে গ্রাম্য চৌকীদার দ্বারাই সুন্দররূপে গ্রাম শাসন হইতে পারে। আমরা দেখিতে পাই, যেখানে অধিকতর কড়াকড় আছে, সে গ্রামের রক্ষাকার্য্য সুন্দররূপে সম্পাদিত হইতেছে। এখন সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রাম্য লোকদিগের একটী অদ্ভুত পূর্ব্ব গুণ আবির্ভূত হইয়াছে। উহার দ্বারাও রক্ষাকার্য্যের সবিশেষ আনুকূল্য হইতেছে। পূর্ব্বে গ্রামের মধ্যে চৌর্য্যাদি হইলে গ্রামের লোকে পুলিষের উপদ্রব ভয়ে তাহা গোপন করিতেন এখন আর প্রায় সেরূপ করেন না, এখন গ্রামের অধিকাংশ লোকে সাহসী হইয়াছেন এবং এসকল বিষয় যত প্রকাশ হয় ততই মঙ্গলের বিষয় ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন। ফলতঃ যাবৎ গ্রামস্থ লোকদিগের এই সকল গুণের বৃদ্ধি হইয়া গ্রামের র... ভার তাঁহাদিগের হস্তে ন্যস্ত না হইতে... তাবৎ সম্পূর্ণরূপে অভীষ্ট সিদ্ধ হই... সম্ভাবনা নাই। কলিকাতাই ইহার প্র... সেখানে পুলিষের বন্দোবস্তের ত্রু... নাই, প্রহরী অসংখ্য, ইনস্পেক্টর ও... স্পেক্টর জেনেরল প্রভৃতি অবস্থা... বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু হত্যাদি... তর দুষ্ক্রিয়ার অনুষ্ঠানকালে উহা... হইতেছে না, পরেও উহার অনুস... হইতেছে না। অতএব স্থির হইতে... চৌকীদারী টাক্স করিয়া প্রহরীর স... অধিক করিতে পারিলেই গ্রা... সুন্দররূপ রক্ষা হয় না। তবে চৌকি... টাক্স লইয়া প্রজাদিগকে জ্বালা... করিবার আবশ্যকতা কি?

---

এদেশীয়দিগের ইংলণ্ডগমনে কি উপকার হইতেছে?

বাবু উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ব... ষ্টর হইয়া কয়েক দিন হইল ইং... হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন ক... ছেন। আরো কয়েক জন ইংলণ্ড... এদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আ... পূর্ব্বে আশা করিয়াছিলাম, এদেশী... ইংলণ্ডে পদ পাতিত করিলে এদে... বিশিষ্ট উপকার দর্শিবে। কিন্তু ক... ইহার বৈপরীত্য লক্ষিত হইতেছে... "যিনি লঙ্কায় যাইতেছেন, তিনিই র... হইতেছেন।" যাঁহারা ইংলণ্ড হ... প্রত্যাগত হইতেছেন, তাঁহাদিগের... এ দেশের কোন বিষয় ভাল লাগিতে... না। অন্য কথা কি, ইহাঁদিগের ... কাংশ পূর্ব্বপরিণীত পত্নী পরিত্যা... উন্মুখ হইতেছেন। যাঁহাদিগের এ দে... কোন বিষয়ই ভাল লাগিল না, তাঁ... গের হইতে দেশের উপকারপ্রত... মরীচিকায় জললাভপ্রত্যাশার

কস সন্দেহ নাই। তাঁহারা বিলাত
ত কেবল আত্মসুখাভিলাষী হইবার
বটি শিখিয়া আসিতেছেন। বোম্বা
র বিশাতপ্রত্যাগত পারশীর স্ত্রী
ত্যাগের মকদ্দমার বিচারকর্তা বলিয়া
ন, পারশীর স্ত্রী পরিত্যাগ যদি
ও গমনের ফল হয়, তাহা হইলে
শীয়েরা যেন তথায় গমন না করেন।
রা আরো কিছু অধিক বলিতেছি,
শ যদি তাঁহাদিগের ভাল না লাগে
হারা যেন আর ইংলণ্ডে না যান।

—:০:—

প্রাপ্ত।

বঙ্গীয়দিগের দৈহিক অনুন্নতি।

বায়ু।

( গতপ্রকাশিতের পর )

য়ু অতি লঘু এবং তরল পদার্থ। মৎস্য
প জলমধ্যে নিমগ্ন থাকে, আমরাও
রূপ বায়ুসাগরে নিমগ্ন আছি। নিশ্বাস
াস প্রভৃতি জীবন রক্ষণোপযোগী কার্য্য
বায়ুদ্বারা সম্পাদিত হয়। ফলতঃ বায়ুই
ধারণের এক মাত্র উপায়। বায়ুর বিশু
অল্পেই বিনষ্ট হইতে পারে। ইহা যদি
কোন বিভ গ্যাসের সহিত মিশ্রিত হয়
া ইহার স্বাভাবিক অংশের কিছু
ত ঘটে, তাহা হইলে ইহার নির্ম্মলত্ব
বিনষ্ট হইয়া যায়। নির্ম্মল বায়ু শরীরের
যেরূপ উপকারী, দূষিত বায়ু সেই রূপ
কারী। এক্ষণে নানা কারণে এ দেশের বায়ু
হইয়া আসিতেছে। অন্যান্য দূষিত
মধ্যে মেলিরিয়াটি অধুনা এখানে
ন হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবে
নাম ও কতক দোষোল্লেখ করা হই-
ন। অদ্য তাহার সংক্ষেপ বিবরণে প্রবৃত্ত
গেল। ইহা শরীরের পক্ষে মহানিষ্ট
ইহার গুণ মনুষ্য মাত্রেরই অবগত
কর্ত্তব্য। মেলিরিয়াটি যে কি পদার্থ,
র নিরূপণজন্য অনেক রসায়নবিদ্যা
ম পণ্ডিত মেলিরিয়া প্রধান প্রদেশস্থ
ায়ুকে রাসায়নিক পদার্থ ও অনুবীক্ষণ

যন্ত্রদ্বারা পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়াছিলেন;
কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই।
বাস্তবিক ইহা আমাদের কোন ইন্দ্রিয়ের
গোচর নহে। ইহার উৎপত্তি বিষয়ে নানা
প্রকার মত দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকেই
বলেন ইহা স্বভাবতঃ ভূগর্ভ হইতে নিঃসৃত
হয়। পরে বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়
উষ্ণতাতে ইহা উৎপন্ন হয়। শীত কটিবন্ধে
ইহা জন্মে না। অন্যান্য স্থানাপেক্ষা কেন্দ্র
নিকটবর্ত্তী স্থানে ইহার প্রবল প্রাদুর্ভাব
এবং অনিষ্টকারিতাগুণ প্রধান রূপে লক্ষিত
হয়। কেহ কেহ কহেন, আর্দ্রতা ইহার উৎ
পত্তির একটি কারণ। আর্দ্র ও জলপ্লাবিত
প্রদেশগুলির মধ্যে মেলিরিয়ার আধিক্য
দেখিতে পাওয়া যায় কোন কোন সুবিজ্ঞ
চিকিৎসক বলিয়াছেন যে, কেবলমাত্র
আর্দ্রতা ও উষ্ণতাতে ইহা জন্মে না মৃত্তিকা
জল, তেজ এবং বায়ু এই চারিটি ভূতই
ইহার উৎপত্তির হেতু। পরন্তু পচা পাশব ও
উদ্ভিজ্জ দ্রব্য হইতেও ইহা উৎপন্ন হয়। যে
দেশ অধিক উষ্ণ ও আর্দ্র তথায় অসংখ্য
পরিমাণে উদ্ভিজ্জ দ্রব্য জন্মিয়া থাকে এবং
সেই দ্রব্যগুলি য পরিমাণে পচিতে থাকে,
মেলিরিয়াও সেই পরিমাণে জন্মে অনেক
পণ্ডিত বলেন, এমন অনেক দেশ আছে যে
তথায় পাশব ও উদ্ভিজ্জ দ্রব্য পচিতেছে না
অথচ মেলিরিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই
স্থানের মৃত্তিকার কেমন শোষণশক্তি ও গুণ
যে ইহা জলপ্লাবিত হইলে অমনি সমুদয় জল
শোষণ করিয়া লয়। পরে সূর্য্যকিরণ খরতর
হই। ঐ সকল স্থান যত শুষ্ক হইতে থাকে
ততই মেলিরিয়া উত্থিত হয়। ইহা গরল
তুল্য পদার্থ। মানবদেহের পক্ষে বিশেষ অপ
কারী। নগরস্থ কলুষিত বায়ু যদিও অস্বাস্থ্য
কর ও রোগমূলক কিন্তু তাহা মেলিরিয়া নহে.
মেলিরিয়াতে একজ্বর পালাজ্বর প্রভৃতি জ্বর উৎ
পন্ন হয়। আর্দ্র ও জলপ্লাবিত স্থানবাসীরা
সর্ব্বদাই মেলিরিয়াঘটিত জ্বর ভোগ করিয়া
থাকেন। ভূগর্ভনিঃসৃত উক্ত সংহারক বায়ু
অবস্থাভেদে মানব দেহোপরি নানা ক্ষমতা
প্রকাশ করিয়া থাকে। যেখানে ইহা প্রচুর
পরিমাণে উৎপন্ন হয়, তথায় ইহার অহিত

কারিতা গুণ আশু লক্ষিত হয়। কোন
অর্ণবপোতের নাবিকেরা কোন প
ভূমিতে অবতরণ করিয়া এক রজনী
যাপিত করিয়া পোতে প্রত্যাগমনের প
জ্বরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। যথায় ইহা
পরিমাণে উৎপন্ন হয়, তথায় ইহার অশু
বিলম্বে ফলিয়া থাকে। উক্ত বায়ু সে
সপ্তাহ, পক্ষ, অথবা মাসান্তে, অনে
জ্বরাক্রান্ত হইয়া থাকেন। ঐ সময়ের
পীড়াটি শরীরের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়,
কোনপ্রকার উত্তেজক কারণ পাইলেই
বর্দ্ধিত হয়। সর্ব্ব সময়ে মেলিরিয়ার
প্রাদুর্ভাব থাকে না। যে সময় স্থান
জলমগ্ন থাকে, তখন ইহার তেজের
খর্ব্বতা দেখা যায়। পরে যখন ঐ স্থান
শুষ্ক হইতে থাকে, তখন ইহা সংহা
ধারণ করিয়া চারি দিগে বিস্তৃত হয়
মহাত্মা বিসপ হিবার আপন লিখিত
প্রদেশের ভ্রমণবৃত্তান্তে তৎ তৎ প
মেলিরিয়ার প্রাদুর্ভাবের বিবরণ লি
সময়ে লিখিয়াছেন যে, "আমি [মাষ্টার
ডারসনকে জিজ্ঞাসা করিলাম মেল
উৎপন্ন সময়ে বানরেরা অরণ্য পরিত্যা
কি না? তিনি উত্তর করিলেন বানর কি
মাত্রেই স্বাভাবিক সংস্কারের বশবর্ত্তী
এপ্রেল মাসের প্রারম্ভে উক্ত স্থান
পরিত্যাগ করে। ব্যাঘ্রেরা পর্ব্বতে
পলায়ন করে। কালসার ও বন্য বরাহ
কর্ষিত ক্ষেত্রে গমন করিয়া উপদ্রব
ডাকবাহক ও সৈনিক পুরুষদিগ
অরণ্য দিয়া গমনাগমন করিতে হয়। ঐ
সকলে একবাক্য হইয়া বলেন, ঐ সম
প্রাণিশূন্য ভয়ানক স্থানে একটী প
রবও শুনিতে পাওয়া যায় না। বর্ষা
সর্ব্বদা বারিবর্ষণ হয় ও আকাশ মে
থাকে। তখন বাষ্পোদগম বন্ধ থাকে
ঐ অরণ্য দিয়া কথঞ্চিৎ রূপ নির্ব্বিঘ্নে
যাত করা যাইতে পারে। গ্রীষ্মকালে ও
অব্যবহিত পরে অর্থাৎ মে এবং জ
মাসের শেষে ও সেপ্টেম্বরের প্রারম্ভে
অতিশয় ভয়ানকার ধারণ করে; পশ
প্রাণিসকল অক্টোবর মাসে পুনরা

র। ঐ মাসের শেষে কাঠুরিয়া ও
পালকেরা সাবধান হইয়া তথায়
ন করে নবেম্বরের অর্দ্ধেকের পর মার্চ্চ
পর্য্যন্ত সেনাগণ তাহার ভিতর দিয়া
নাগমন করে। স্থানের উচ্চতা ও উচ্চ
ভেদে মেলিরিয়াঘটিত জ্বরের ভিন্ন ভিন্ন
কার দৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন ইহার কএকটি
শেষ গুণ আছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত
ল।

১ ম। ইহা জলোপরি দিয়া এক স্থান
তে অন্য স্থানে গমন করিতে পারে না।
র ন্যয় জল ইহাকে আকর্ষণ করিয়া লয়।

২ য়। ক্ষুধার্ত্ত ও দুর্ব্বল ব্যক্তিরা ইহা
া সহজেই আক্রান্ত হন।

৩। যে দেশে ইহার বিশেষ প্রাদুর্ভাব,
কার লোক অপেক্ষা ভিন্নস্থান বাসী-
কে সহসা ভীষণরূপে আক্রমণ করে।
লিরিয়া প্রধান প্রদেশবাসীরা সর্ব্বদাই ঐ
সেবন করিয়া থাকেন বলিয়া উহা তাঁহা
এক প্রকার সহ্য হইয়া গিয়াছে। অভ্যা
কেমন মহিমা যে, মেলেরিয়াটি তাঁহা
বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে না।

৪ র্থ। মেলিরিয়াপ্রধান প্রদেশসকল
ন অপেক্ষা রজনীতে ভীষণ আকার ধারণ
। ঐ সকল প্রদেশের অনাবৃত স্থানে যদি
যাপিত হয়, তাহা হইলে জ্বর হইবার
সম্ভাবনা। ইহার কারণ হয় ত পূর্ব্ব
মেলিরিয়া সকল রজনীতে ঘনীভূত
ঙ্কুচিত হইয়া থাকে; কিম্বা রাত্রিতে উহা
পরিমাণে উৎপন্ন হয়; অথবা লোকের
র গুণেই হউক, এই কারণ গুলির মধ্যে
না কোন কারণে জ্বর হইয়া থাকে।
ঐণব যানের ২৯৬ জন নাবিক কোন
মেলিরিয়াপ্রধান প্রদেশে গমন করি-
ন। তন্মধ্যে ২৮০ জন দিবসেই তাহাকে
াগমন করে। অবশিষ্ট ১৬ জন তথায়
অতিবাহিত করে বলিয়া জ্বরাক্রান্ত
তাহাদের মধ্যে ১৩ জন মৃত্যু গ্রাসে
ত হয়। কিন্তু যাহারা দিবসে প্রত্যাগ
রে তাহাদের এক জনও পীড়িত হয়
।

৫ ম। ইহা নিম্নস্থানপ্রিয়। বায়ু

অপেক্ষা গুরুতা প্রযুক্ত হউক বা পৃথিবীর
আকর্ষণ শক্তির গুণেই হউক, অথবা পৃথি
বীর নিকটবর্ত্তী বায়ুসকল বাষ্পপরিপূরিত
হয় বলিয়া, তাহার সহিত মিশ্রিত হয়। যে
কোন কারণে হউক ইহা নিম্ন স্থানে থাকে।
অনেক মেলেরিয়াপ্রবল প্রদেশস্থ সৈন্য
দিগের বাসস্থানের তালিকায় দেখিতে
পাওয়া যায় যে, যেসকল সৈন্য দুই বা তিন
তালা গৃহে বাস করে তাহাদের অপেক্ষা
এক তালা গৃহবাসীরা অধিক পীড়িত হয়।

৬ ষ্ঠ। ইহা বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া
নিকটবর্ত্তী স্বাস্থ্যকর স্থানসকলে গমন
করিয়া তাহাদিগকে পীড়াজনক করিয়া
তুলে। বাদার সন্নিহিত নগরগুলির প্রতি
দৃষ্টি করিলে সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে
যে, যখন বাদার দিক হইতে বায়ু আইসে
তখন নগরবাসীরা পীড়িত হন। যখন
অন্যান্য দিক হইতে বায়ু বহিতে থাকে
তখন নগরগুলি স্বাস্থ্যকর থাকে।

৭ ম। সুবিস্তৃত শাখা প্রশাখাবিশিষ্ট
বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসকল ইহাকে আকর্ষণ করিয়া
লয় এবং উহা সেই বৃক্ষসমূহে আবদ্ধ থাকে
যদি কেহ সেই পাদপসমূহের তল দিয়া
গমনাগমন করে, কিম্বা তাহাদের তলে
নিদ্রা যায় তাহা হইলে মেলিরিয়া তাহাকে
আক্রমণ করিয়া থাকে। যাহারা মেলেরিয়ার
উক্ত গুণ বিষয়ে অনভিজ্ঞ তাহারা সেই সেই
গাছের তল দিয়া গমনাগমন করে; সুতরাং
পীড়িত হয়; গাছগুলি এক পক্ষে যেমন অপ
কারক পক্ষান্তরে তেমনি উপকারক। ইহা
শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষ গুলিকে অতিক্রম করিয়া স্থানা
ন্তরে যাইতে পারে না।

মেলিরিয়াটি কেবলমাত্র জ্বরোৎপাদক
নহে, ইহা সাধারণের স্বাস্থ্যনাশক। ডাক্তর
ওয়াটসন সাহেব বলিয়াছেন, যেখানে মেলি
রিয়া অধিক পরিমাণে জন্মে এবং যথায় ইহা
বহুকাল ব্যাপিয়া থাকে। তথাকার লোকেরা
মলিন ও পাংশুবর্ণ হয়। তাহাদের শরীর
ভগ্ন ও রুগ্ন হইয়া যায়। অধিকন্তু তাহারা
খর্ব্বকায় হইয়া পড়ে এবং তাহাদিগের
অল্পবয়স্ক তনয় তনয়াদিগের আকার প্রকার
দেখিলে বোধ হয় যেন তাহাদের বয়সের

আশঙ্কা হইয়াছে। যে পরিমাণে তা
শারীরিক বল বীর্য্যের হ্রাস হয় সেই
মাণে মানসিক বৃত্তিগুলিও নিস্তেজ
আইসে। পাঠকবর্গ একবার এখা
লোকদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। তাঁ
পূর্ব্বোক্তপ্রকার দুর্দশাগ্রস্ত হইতেছে
না, দেখিতে পাইবেন। এখানে দিন
যেরূপ মেলিরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইতে
অত্র লোকের যেরূপ দৈহিক অবস্থা
আসিতেছে; বোধ হয় যেন দেশটি
লয়প্রাপ্ত হইবে। কৃষিকার্য্য ও জলপ্র
অর্থাৎ জল নির্গমনের উপায় হইলে
রিয়া উৎপত্তির নিবারণ হইতে প
বাণিজ্যের ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ক
এখানে কৃষিকার্য্য এক প্রকার হইয়া থ
কিন্তু জল প্রণালীগত বিলক্ষণ দোষ আ
জল প্রণালীর বর্ণনা সময়ে বলিয়াছি
অদ্য বলিতেছি যে, উহার প্রতি দয়াবান
বৎসল গবর্ণমেন্ট ও দেশের লোক মনো
হউন, অবশ্যই শুভ ফল ফলিবে।

—:•:—

## বিবিধ সংবাদ।

৬ ই আশ্বিন সোমবার।

কাশ্মীরে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হইয়া
এদিগে বৃষ্টি আর থামে না উত্তর পশ্চিমা
এবার সুবৃষ্টিযোগে সকলই সম্পন্ন হইতেছে।

সম্প্রতি আলাহাবাদ প্রদেশে বাত্যা
বহুর বাটী নষ্ট করিয়াছে। গবর্ণমেন্টের
বাদার দুই জন লোক হত হইয়াছে। এই ব
অতি অল্প স্থানে হই তাছে। ইহা ক্ষুদ্র নদীর
তের ন্যায় যে দিগে বহিয়া গিয়াছে সেই দি
বৃক্ষ ও বাটী ভূমিসাৎ হইয়াছে।

ভূজবল সিংহনামক এক জন রাজপুত
থানাদারগণার নিকটস্থ বাদল সিংহ নামক
জন দস্যুকে বধ করিবার কার্য্যে নিযু
দতে গবর্ণরের ঘোষণা করিয়াছেন যে ব
ভূজবলকে পুরস্কৃত করিবেন, তিনি ৫০০
নগদ ও কিছু ভূমি নিজের জীবনপ
এককালে পাইবেন; তাঁহার মৃত্যুর পর ত
উত্তরাধিকারীকে নিষ্কর ফলের তৃতীয়
মাত্র দিতে হইবে। রাজপুতনার ঠাকুরদি
শাসন করা অতিশয় কর্ত্তব্য। মধ্য কালে
ব্যারা ইউরোপে যেরূপ করিতেন, নবাব আ
অযোধ্যার তালুকদারদিগের দ্বারা যে কার্য্য
তাহা এক্ষণে রাজপুতনায় হইতেছে।

৭ ই আশ্বিন মঙ্গলবার।

বোম্বাইয়ের টেলিগ্রাফ বিভাগের আর
জন কর্ম্মচারীর দণ্ড হইয়াছে। নরেন্দ্র বাস

…নম পট্টীগিজ এক জাল চেক গ্রাম ক.র্ত্ত
…দিগের নিকট হইতে ৩১০০ টাকা লও
… তাহার তিন বৎসর মেয়াদ হইয়াছে। এক
…স্তো নামক এক জন ইংরাজ কেরাণী এই
…রন সময়ে পুর্ব্বাপর এরূপ বিপরীত জবান
…দিয়া ছল যে বিচারপতি অতিশয় অসন্তোষ
… করেন।
…আজিম খাঁর সকল সৈন্য তাঁহাকে পরি
… করাতে তিনি পলায়ন করিতে বাধিত
…ছেন। জেলালাবাদ সিয়ার আলির হস্তগ
…ছে, আবদুল রহমন খাঁ রুসীয় সেনাপ
…নিকটে দূত প্রেরণ করিয়াছেন।
…য ইউরোপীয় আপনাকে পুলিসের ডাক
… এক জন ইনস্পেক্টর বলিয়া পরিচয় দিয়া
…ককে ঠক ইয়া টাকা লয়, তাহার কঠিন
…মের সহিত আট মাস মেয়াদ হইয়াছে।

৮ ই আশ্বিন বুধবার।

…সোমবার রাত্রিতে বেচুয়ানামক এক জন
…ই কয়েক ব্যক্তিকে এক ছুরিকা দ্বারা
…ত করিয়া ধৃত হইয়াছে। এক ব্যক্তির
… হইয়াছে। সকলেই উদ্বন্ধনে প্রাণ কারি
…। মালাইরা আফিনের নেশায় মধ্যে মধ্যে
…রূপ লোকদিগকে বধ করে। জাবাতে এর
…দৃষ্টান্ত সর্ব্বদা হয়। তথায় এমত লোককে
…ন ব্যক্তি বধ করিতে পারেন।

৯ ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার।

…ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, বাবু প্রসন্নকুমার
…র পুত্র বাবু জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুর পিতার
…ত পাইবার নিমিত্ত প্রধান তম বিচারালয়ে
…ন করিয়াছেন।
…চ্চ পত্র আক্ষেপ করেন বর্ত্তমান পঞ্জাবী
…মে উঁসবুকে আর পুর্ব্বকার ন্যায় শীক
… নাই। এক্ষণে কেবল নিম্নশ্রেণির শীক ও
…নের মধ্যেই অধিক। ফ্রেণ্ড ও বলেন বেতন
…ওয়াতে উচ্চতর শ্রেণির লোকেরা প্রবেশ
…ন না। ইহা একটী কারণ বটে, কিন্তু যতদিন
…দেশীয় ভদ্র লোকদিগকে কমিসন দেওয়ান
…, ততদিন সিপাহী সেনাদলের অবস্থ
…ঃ মন্দ হইবে।
…ত জুলাই মাসে গবর্ণমেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন
…রে ১১০০,৯২,৩৮০ টাকা জমা ছিল।
…ৎসরে এসময়ে ১২,৩৩,৪১,৩১৫,৩ ১৮৬৬
…র জুলাইয়ের শেষে ১৩,০১,৮৫৮০৯ টাকা
…। জমা টাকা কমিবার কারণ কি?

১০ ই আশ্বিন শুক্রবার।

…আগষ্ট মাসের শেষে সমুদায় ভারতবর্ষে ১০
…৫০,৮১০ টাকার নোট প্রচারিত ছিল।
…প্রতিভূস্বরূপ নগদ ৬,২৮,৭৬ ৬৩১ টাকা
…ম্রিত রৌপ্য ৫৬,৬১,৭১৮ টাকা, ১৪,৭৫,
… টাকার অমুদ্রিত স্বর্ণ এবং ৩,২৫,৩৪,৯৫৬
…র গবর্ণমেণ্টের কাগজ ছিল।

১১ ই আশ্বিন শনিবার।

…ত কলের গেজেটে সহকারী মাজিষ্ট্রেট
…পর পরীক্ষার নুতন নিয়মাবলী প্রকাশিত
…ছে। আমরা আহ্লাদিত হইলাম পুর্ব্বা
…া সুন্দরতর পরীক্ষা হবে। কিন্তু পরীক্ষক
…র্ব্বা করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা আপনারা দেশীয়

ভাষা জানেন না, তাঁহাদিগকে পরীক্ষক করিলে কার্য উদ্দেশ্য সফল হইবে না।

১৩ ই আশ্বিন সোমবার।

এক জন আগরা হইতে লিখিয়াছেন, বন্দোরা সন্ধিপ্রার্থী হইয়াছে। কিন্তু তাহাদিগের দূতগণ বলিতেছেন যে সকল সর্দ্দারকে রুদ্ধ করা হইয়াছে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া না দিলে সন্ধি স্থাপন হইবে না। প্রায় ১২০০০ সৈন্য সমবেত হইয়াছে। সোয়াতের আখুন্দ অদ্যাপিও বন্ধুতার প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার তাড়নায় হিন্দুস্থানী বিদ্রোহীরা পলায়ন করিতেছে। এই হতভাগ্যদিগকে সাধারণ্যে ক্ষমা করা উচিত; যথেষ্ট দণ্ড হইয়াছে।

রাজকুমার বেঙ্গল মেওয়া কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন।

ডাক্তর রস্তমজি বাইরামজি একটী সিপাহী রেজিমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন হইয়াছেন। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন অবধি তিনি আপন স্ত্রীকে ত্যাগ করাতে পারসী বিবাহের আইন অনুসারে সম্প্রতি তাঁহার স্ত্রী তাঁহার সহবাসের নিমিত্ত নালিশ করেন। ডাক্তর এই আপত্তি করেন, প্রথমতঃ তিনি প্রধানতম বিচারালয়ের আদিম বিভাগের অধীনস্থ নহেন এবং দ্বিতীয়তঃ তাঁহার স্ত্রী এমন মূর্খ যে তাঁহার সহবাস তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হয়। প্রথম আপত্তিতে মকদ্দমা অগ্রাহ্য হইয়াছে। বিচারপতি তাঁহার দ্বিতীয় আপত্তি উপলক্ষে বলিয়াছেন, যদি বিবাহিতা স্ত্রী ত্যাগ ইংলণ্ডে যাইবার ফল হয় তবে তথায় গমন না করাই কর্ত্তব্য।

১৪ ই আশ্বিন মঙ্গলবার।

২১ এ সেপ্টেম্বর সিমলাতে এক শিল্পপ্রদর্শন হইয়াছে। কতকগুলি লোকের চিত্রকর চিত্রপট ও ফটোগ্রাফ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহারা সকলেই ইউরোপীয়। বিশপ কটনের বিদ্যালয়ে প্রদর্শন হয়। সর রিচার্ড টেম্পল এই উপলক্ষে এক বক্তৃতা করেন এবং গবর্ণর জেনরল নিজে প্রদর্শন খুলিয়াছিলেন।

বেরারে বৃষ্টি হওয়াতে শস্যের পক্ষে কতক সুবিধা হইয়াছে। পঞ্জাবেও কতক বৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু হিসার বিভাগটী অনাবৃষ্টিতে উৎসন্ন হইল। বিস্তর লোকে গৃহ ত্যাগ করিয়া গুজরাটের দিকে পলায়ন করিতেছে। ময়দানে তৃণ নাই; এক ঘড়া জল দুই আনায় বিক্রীত হইতেছে।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সিয়ার আলি খাঁ ও তাঁহার সর্দ্দারগণ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিবার মানস করিয়াছেন। আমীর এক দিবস দরবারে বলিয়াছেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কাহাকেও বিপদের সময়ে সাহায্য করেন না। তাঁহারা বলবান বটেন কিন্তু অতিশয় স্বার্থপর সিয়ার আলি যে একথা বলিবেন, তাহা পুর্ব্বেই জানা আছে।

১৫ ই আশ্বিন বুধবার।

রেসিডেন্ট অবগত হইয়াছেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, ক্রমশঃ উর্দ্দুর পরিবর্ত্তে যাবতীয় আদালতে প্রদেশীয় ভাষা প্রচলিত করা হইবে। এটী বুদ্ধির কার্য।

উক্ত পত্র শ্রবণ করিয়াছেন, ষ্টেটসেক্রে…
আজ্ঞানুসারে প্রতি প্রেসিডেন্সিতে এরূপ…
এক তালিকা থাকিবে যে, গবর্ণমেণ্টের কর্ম…
গণের কোথায় কত ভূমি আছে তাহাতে ত…
হিসাব থাকিবে। চিহ্নিত কর্ম্মচারিগণ…
রূপে আপন আপন প্রেসিডেন্সিতে ভূমি…
তে পারিবেন না।

১৬ ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার।

গবর্ণর জেনরলের অনুমোদনানুসারে …
ক্রেটারি বঙ্গদেশ, বোম্বাই ও মান্দ্রাজে স্ত্রী…
বিদ্যালয় স্থাপন করিবার কারণ পাঁচ বৎ…
নিমিত্ত ১২০০০ করিয়া টাকা ব্যয় ক…
আজ্ঞা দিয়াছেন।

১৭ ই আশ্বিন শুক্রবার।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়াতে টোনসেণ্ড সাহেব…
য়াছেন, সর জন লরেন্সকে লার্ড উপাধি …
হইবে।

১৮ ই আশ্বিন শনিবার।

সীতানা হইতে বিস্তর ওহাবি ব্রিটিশ…
পলায়ন করিয়া আসিতেছে। সোয়াতের ও…
ও অম্বের নবাব তাহাদিগকে বিরত করিতে…
উহারা ছিন্ন ভিন্ন হইলে সীমায় শান্তি …
মান হইবে সন্দেহ নাই।

২০ এ আশ্বিন সোমবার।

আমির সিয়ার আলী খাঁ তাঁহ…
দূতকে বলিয়াছেন, তিনি ব্রিটিশ গবর্ণ…
সহিত বন্ধুত্ব করিতে অনিচ্ছু নহেন। শুন…
তেছে, গবর্ণর জেনরল নাকি আহ্লাদপ…
এই প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়াছেন।

আজমিরে অনাবৃষ্টিনিবন্ধন তৃণপর্য্যন্ত…
হইয়াছে। মাড়ওয়ার হইতে বিস্তর লোক…
ভরে পলায়ন করিতেছে।

২১ এ আশ্বিন মঙ্গলবার।

লাহোর ক্রনিকেলে লিখিত হইয়াছে,…
জন কুলি এক জন ইউরোপীয়ের নিকটে…
পাইত। ঐ বেতন আদায় করিতে যাও…
ইউরোপীয় তাহাকে গুলি করে। সৌভাগ…
গুলি লাগে নাই। পুলিশ ঐ ব্যক্তিকে…
করিতে গিয়া দুর্নীকৃত হন। পরশেষে …
কষ্টে এই ব্যক্তি ধৃত হইয়াছে। মুলতানে…
সারী কমিসনর ৪০০০ টাকা জামিনিতে…
ব্যক্তিকে মুক্ত করিয়াছেন।

২২ এ আশ্বিন বুধবার।

এরূপ জনশ্রুতি, হাইদ্রাবাদের নি…
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের যে টাকা ধারি…
তাহা শোধ দিয়া বেরার প্রত্যর্পণ করিবা…
বোধ করিয়াছেন।

২৩ আশ্বিন বৃহস্পতিবার।

ভারতবর্ষীয় সেনাগণ উত্তর পশ্চিম…
পার হইয়া বন্য দলকে আক্রমণ করিয়া পর…
করিয়াছে। বন্যগণ এক্ষণে সন্ধিপ্রার্থন…
তেছে।

২৪ এ আশ্বিন শুক্রবার।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া অনুমান করেন, …
বর্ষে কলিকাতার পয়ঃপ্রণালী সম্পূর্ণ হই…
৩০ এ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কলিকাতায় প…

ষ্টি পড়িয়াছে। গত চৌদ্দ বৎসরে ৬১০৫১
বল হইয়াছিল।

২৫ এ আশ্বিন শনিবার

রাজাদেবনারায়ণ সিংহ, কপুরতলার
ও চোলপুরের রাজগণ এবং উত্তর পশ্চি
লর অনেক ভদ্র লোক একত্র হইয়া টাকা
করিয়া তত্রত্য প্রধানতম বিচারালয়ের
র্ব্ব বিচারপতি এডওয়াড্‌স সাহেবকে
র্থ চিহ্ন স্বরূপ ৮০০০ টাকার প্রদান করি
ন। মগদ টাকার অপেক্ষা বিচারপতির
র্থ সাধারনের হিতকর কোন কাজ করিলে
হইত।

—:০:—

# ইউরোপীয় সমাচার।

াওন ১৬ ই সেপ্টেম্বর। ২৪ এ নবেম্বর
র মহাসভা স্থগিত থাকিবে।
বিসিনিয়ার সেনাদলের অন্তর্গত বেলুচি
মেন্টের মেজর নেবিল কম্পানিয়ন অব দ
উপাধি পাইয়াছেন।
শক ও ইকুয়েডরের ভূমিকম্পের প্রকৃত
দ টেলিগ্রাফে আসিয়াছে।
প্রশীয়ার রাজা সম্প্রতি এক বক্তৃতা করিয়া
াছেন, ইউরোপীয় শান্তিভঙ্গের কোন
ঙ্কা নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন, শান্তি
যে হইবে তাহার আর এক লক্ষণ এই
র সৈন্য ও নাবিকগণ সুসজ্জ রহিয়াছে।
ত হইলে তাহারা যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ
না। প্রতিনিধি মনোনীত করিবার ক্ষমত
করিবার নিমিত্ত যেসকল ব্যক্তির মকদ্দমে
ছেন, তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে ঐ ক্ষমতা
অসম্মত হইয়াছেন। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে
লী করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।
ার প্রাতঃকালের টাইমসের এক প্রস্তাবে
লিওকে ভারতবর্ষের ভাবী রাজধানী
ার প্রস্তাব করা হইয়াছে।
ই সেপ্টেম্বর। মাগদালার লার্ড নেপিয়রকে
বাসীদিগের স্বত্ব ও স্বাধীনতা দেওয়া
ছে। ইহা গ্রহণ করিবার সময়ে তিনি বলি
ন এটী তাঁহার নিজের ও সহযোগী যোদ্ধা
সম্মান চিহ্ন স্বরূপ গ্রহণ করিলেন।
হাবে তিনি সৈন্যদিগকে প্রশংসা করিয়া
লন, ধর্ম্মাবারণ হওয়াতে তাঁহারা এত
াগ্যশালী হইয়া থাকেন।
ত কার্য্য যুদ্ধে অমহ্য হওয়াতে পারিসের
ল আশঙ্কাকুল চিত্ত হইয়া চলেন; কিন্তু
ী গবর্ণমেণ্টের সপক্ষ সংবাদপত্রে লেখ
ছে, প্রশীয়ার রাজার বক্তৃতা শান্তিসূচক।
নেপোলিয়ন এক্ষণে বায়ারিটজে আছেন।
৮ ই সেপ্টেম্বর। জন ইয়ং কানাডার
র জেনরল হইয়াছেন। অক্সফোর্ড প্রাতঃ
ইমসের এক প্রস্তাবে পুনর্ব্বার আক্ষেপ
হইয়াছে আবিসিনিয়ায় যোদ্ধাগকে
পুরস্কার দেওয়া হয় নাই। কাপ্তেন

হাবার্ড, ফ্রেসেট, ওহর এবং মেজর ষ্টানফিল
ডের নাম করা হইয়াছে।

ইটালীয় গবর্ণমেণ্ট ফরাসী গবর্ণমেণ্টকে
রোম হইতে সৈন্য প্রত্যানয়ন করিবার অনুরোধ
করিয়াছেন বলিয়া যে জনরব হয়, তাহা কর্তৃ
পক্ষ অলীক বলিয়াছেন।

তুর্কিস্থানে সাহায্যকারী রুশীয় সৈন্য প্রেরিত
হইবে। সেনাপতি কফমান সেণ্ট পিটর্স্‌বর্গে
নগরের কর্ম্ম আপাততঃ ত্যাগ করিয়াছেন।

ওরিএণ্টল ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষগণ শত করা
১২ টাকা লাভ দিয়াছেন। নাশনাল ব্যাঙ্কের
অধ্যক্ষগণ শতকরা ৬ টাকা ও এক টাকা
পুরস্কার দিয়াছেন।

১৯ এ সেপ্টেম্বর। কর্ণেল উইলসন প্যাটেন
আর্ল মেয়ের পরিবর্তে আয়ারলণ্ডের প্রধান
সেক্রেটারি হইয়াছেন।

গত কল্য সম্রাট নেপলিয়নের সহিত স্পেনের
রাজ্ঞী ইসাবেলার সাক্ষাৎ হইয়াছে।

২১ এ সেপ্টেম্বর। স্পেনের বর্তমান রাজবং
শের বিপক্ষ হইয়া কাডিজের সৈন্যগণ ও
বন্দরস্থিত নাবিকগণ বিদ্রোহী হইয়াছে।
দুর্গের সৈন্যগণও বিদ্রোহী হইয়াছে। মণ্টো
নের ডিউক বিদ্রোহীদিগের অধ্যক্ষতা করিতে
ছেন। সেনাপতি নির্ব্বাসিত হইয়া
ছিলেন, তাঁহারা প্রত্যাগমন করিয়াছেন। মাদ্
রিডে শান্তি আছে। ফ্রান্সের অন্তর্গত নিবাস
বিভাগে গবর্ণমেণ্টের পক্ষের প্রতিনিধি মনো
নীত হইয়াছেন। বার বিভাগেও গবর্ণমেণ্টের
পক্ষের লোক মনোনীত হইয়াছে।

আয়ারলণ্ডের ধর্ম্মসম্প্রদায়সংক্রান্ত কমি
সনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। কমিসনর
কাশেল, কিলালো, কিলমোর ও মিথের বিশ
পের পদ উঠাইয়া অন্য অন্য বিশপের এলাকার
অন্তর্বর্তী করিতে বলিয়াছেন। ডবলিনের আর্চ
বিশপের পদ ও আটটী ব্যতীত আর সকল
ডীনের পদ উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে।
যেখানে প্রোটেষ্টাণ্টদিগের সংখ্যা ৪০ জনের
কম সেখানে ধর্ম্মযাজক রাখিবার আবশ্যকতা
নাই, এই প্রস্তাব করা হইয়াছে। সেণ্টপিটর্স
বর্গ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, আগামী অক্টো
বর মাসে রুশীয়ার সহিত বোখারার যুদ্ধ আরম্ভ
হইবে।

২২ এ সেপ্টেম্বর। স্পেন হইতে শেষে যে
টেলিগ্রাম আসিয়াছে তদ্দারা জানা যাইতেছে
বিদ্রোহীরা সেবিলড ও আণ্ডালুসিয়ার সমুদয়
অংশ অধিকার করিয়াছে। সেনাপতি প্রিম
মাডরিড আক্রমণার্থ অগ্রসর হইতেছেন। মন্ত্রি
গণ পদত্যাগ করিয়াছেন। সিনোর কঞ্চা কৌন্সি
লের সভাপতি ও প্রধান সেনাপতি হইয়াছেন।

প্রশিয়ার রাজা সম্প্রতি আর এক শান্তি
সূচক বক্তৃতা করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বকার
বক্তৃতার বিপরীতার্থ কেন করা হইয়াছে তাহা
তিনি বুঝিতে পারেন না। ফ্রান্সে আসিলিতে
গবর্ণমেণ্টের পক্ষের লোক প্রতিনিধি মনোনীত
হইয়াছে।

২১ এ সেপ্টেম্বরের এক টেলিগ্রাম নিউইয়র্ক
হইতে আসিয়াছে। ইহাতে জানা যাইতেছে, ঐ

দিবস মহাসভা বসিয়া অক্টোবর পর্য্যন্ত
হইয়াছে।

২৩ এ সেপ্টেম্বর। স্পেন হইতে শেষ যে
গ্রাম আসিয়াছে তাহাতে জানা যাইতে
বিদ্রোহ ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে। ভূত
ফ্রান্সে পলায়ন করিয়াছেন। আপাততঃ
করিবার নিমিত্ত প্রতিনিধিস্বরূপ কয়েক
নিযুক্ত হইয়াছেন। সেনাপতি এসপার্টো
পতি হইয়াছেন। রাজ্ঞী ইসেবেলা সান
ষ্টিনে আছেন।

এরূপ জনশ্রুতি ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ৮০
সৈন্যকে আপন আপন গৃহে যাইবার অ
দিবার মানস করিয়াছেন।

কাপ্তেন হ্বেক পদত্যাগ করাতে গত
গেজেটে দেখা গেল, সর রবার্ট মণ্টগমারি
বর্ষীয় কৌন্সিলের সভ্য হইয়াছেন। সার্জন
স্‌ডেন ও সর আবিসিনিয়ার যুদ্ধে
বলিয়া তাঁহাদিগকে উক্ত পদ দেওয়া হইয়া
গত কল্যের এক টেলিগ্রাম নিউইয়র্ক
আসিয়াছে। ইহাতে জানা যাইতেছে, জ
প্রদেশে ভয়ানক দাঙ্গা হইয়া ৩৫ জন কা
হইয়াছে।

এবার মিসরে ৪ লক্ষ বস্তা তুলা হই
স্থির হইয়াছে।

২৪ এ সেপ্টেম্বর। লিডসের লোকে
অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছেন তাহার
উত্তরদানের সময়ে রেবার্ডি জনসন সাহেব
য়াছেন, আমেরিকা ও ইংলণ্ড উভয়ের স্বা
ভেদ নাই।

স্পেন হইতে শেষ যে টেলিগ্রাম আসি
তাহাতে বিদ্রোহের পরস্পর বিরোধী স
প্রা গিয়াছে। কিন্তু বিদ্রোহীরা স্পষ্ট জয়
করিতেছে। তাহারা বোরবণ রাজবংশকে
চ্যুত করিয়া জাতিসাধারণ প্রতিনিধি
স্থাপন করিবার কথা কহিয়াছে। রাজ্ঞী
বেলা সানসেবাষ্টিনে আছেন।

২৫ এ সেপ্টেম্বর। চারলস মিলস
বারনেট হইয়াছেন।

স্পেন হইতে শেষ যে টেলিগ্রাম আসি
তাহাতে জানা যাইতেছে, বিদ্রোহীরা যুদ্ধ
গুলি অধিকৃত করিয়াছে। তাহারা
আণ্ডালুসিয়া, এষ্টিমাডুরা, করুনা গালি
ও সান্টাণ্ডার প্রদেশ অধিকার করিয়া
তাহাদিগের প্রধান দল সেবিলে আছে।
দিগকে দমন করিবার নিমিত্ত সৈন্য
ছে।

২৮ এ সেপ্টেম্বর। স্পেন হইতে শেষ যে
গ্রাম আসিয়াছে তাহাতে জানা যাইতেছে
বার নিকটে সেনাপতি নবালিকসের ও সা
সহিত শীঘ্র যুদ্ধ হইবে। সেনাপতি নবালি
সেনাদলের অগ্রভাগ লইয়া সরাগেথ
মিলিত হইয়াছেন। সেনাপতি প্রিম তিন
ফ্রাইগেট লইয়া কার্থেজিনা আক্রমণ ক
ছেন। তত্রত্য শাসনকর্তা আত্মসমর্পণ ক
অসম্মত হইয়াছেন। যুদ্ধ শীঘ্রই হইবে।
লিত এবং পুরাতন ও নূতন কাষ্টিলের
কাংশ লোকে বিদ্রোহী হইয়াছে। রুশীয়

প্রুশিয়ার রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিয়াছেন।

৩১ এ অক্টোবর মাগদালার লাড নেপিয়র প্লেমাউথে প্রত্যাগমন করিবেন। মাডাম র‍্যাচেলের দোষ সপ্রমাণ হওয়াতে তাহার পাঁচ বৎসর মেয়াদের আজ্ঞা হইয়াছে।

২৯ এ সেপ্টেম্বর। স্পেন হইতে শেষ যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে প্রকাশ হইয়াছে, কার্থেজিনা ও গ্রানেডা নগরের লোকেরা বিদ্রোহী হইয়াছে। রাজকীয় সৈন্যগণ উক্ত স্থান ত্যাগ করিয়াছে। বিদ্রোহী দল এক ঘোষণাদ্বারা আপনাদিগের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে। তাহারা সকলকে প্রতিনিধি মনোনীত করিবার ক্ষমতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, ধর্ম্মের ও বাণিজ্যের স্বাধীনতা দিবার অভিলাষী হইয়াছে। বর্ত্তমান রাজবংশকে দূর করিয়া দেওয়া তাঁহাদিগের অভিপ্রেত।

—•—

# গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

## বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী

### নিয়োগ।

১৬ ই সেপ্টেম্বর—যত দিন ডবলিউ, ওয়েবেল সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন তত দিন ই, এল, মোমান সাহেব বগুড়াতে দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

আর, সি, হামিলটন সাহেব (যিনি সম্প্রতি ঢাকাবিভাগে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইয়াছেন) ২৯ এ আগষ্ট বাখরগঞ্জে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত মুন্সেফগণ প্রথম শ্রেণিস্থ হইয়াছেন;—

বাবু জয়গোপাল সেন, শাহাবাদের অন্তর্গত বক্সায়।

„ বৈকুণ্ঠচরণ দাস ঢাকাতে।

„ গুরুপ্রসাদ সেন, রঙ্গপুরে।

মৌলবী নুরুলহোসেন চট্টগ্রামের অন্তর্গত সাতকানিয়াতে।

বাবু উমাচরণ কাস্তগিরি ত্রিপুরার অন্তর্গত আমীর গ্রামে।

মৌলবী হসমতুল্লা ত্রিপুরার অন্তর্গত বেগমগঞ্জে।

বাবু বৈকুণ্ঠচরণ দাস ঢাকার মুন্সেফ হইবেন।

বাবু গুরুপ্রসাদ সেন, মালদহের মুন্সেফ হইবেন, কিন্তু যত দিন আর এক জন কর্ম্মচারী রঙ্গপুরের প্রতিনিধি মুন্সেফের কার্য্যের ভার না লন তত দিন তিনি তথায় থাকিবেন।

নিম্নলিখিত মুন্সেফেরা দ্বিতীয় শ্রেণিস্থ হইয়াছেন।

মৌলবী গজনফর আলী হাজারী বাগের অন্তর্গত খড়্গদহে।

„ ফরিদবক্স পাটনার অন্তর্গত বেহারে।

„ তমিজুদ্দিন ভাগলপুরের অন্তর্গত তেগড়াতে।

বাবু চন্দ্রপ্রসন্ন দত্ত বর্দ্ধমানের অন্তর্গত বাস নাড়াতে।

„ কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় চট্টগ্রামের অন্তর্গত দিয়াতে।

„ হরপ্রসাদ সেন, রঙ্গপুরের অন্তর্গত আলিপুরে।

„ ভগবানচন্দ্র সেন, ময়মনসিংহের অন্তর্গত নিকলিতে।

„ হরিশ্চন্দ্র মিত্র বর্দ্ধমানের মুন্সেফ হইবেন।

„ মহেশচন্দ্র রায় কাউখালিতে তৃতীয় শ্রেণির মুন্সেফ হইবেন।

„ পার্ব্বতীকুমার রায় হাজারিবাগে তৃতীয় শ্রেণির মুন্সেফ হইবেন।

বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র, বি, এল, রাজসাহীর অন্তর্গত বেল মাড়িয়ার মুন্সেফ হইবেন।

যত দিন বাবু যাদবচন্দ্র ঘোষ বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর রামকুমার বসু তমোলুক উপবিভাগের ভার পাইয়া মেদিনীপুরে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

যত দিন লেপ্টেনণ্ট কর্ণেল ই, এ, রাউলাট বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন এফ, গ্রাণ্ট সাহেব পশ্চিম দুয়ারের প্রতিনিধি ডেপুটি কমিসনর হইবেন।

১৮ ই সেপ্টেম্বর—জে, জি, এন পোগস সাহেব ইংলণ্ডীয় বিক্টোরিয়ার ১৪ ও ১৫ অব্দের ৪০ আইন ও ভারতবর্ষের ১৮১২ অব্দের ৫ আইন অনুসারে ঢাকায় বিবাহের রেজিষ্টার হইবেন।

ডবলিউ, এচ, ওকলি সাহেব দারজিলিঙের এক জন মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা বালেশ্বরের বিদ্যাশিক্ষা সভার সভ্য হইবেন।

রেবেরেণ্ড ই, সি, বি, হালাম,

বাবু দেবেন্দ্রনাথ বসু।

জে, ওয়েষ্টলাণ্ড সাহেব যশোহরের বিদ্যাশিক্ষা সভার সম্পাদক হইবেন।

যত দিন বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন বসিরহাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু হীরালাল মুখোপাধ্যায় বারুইপুর উপবিভাগের ভার পাইবেন।

বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর আর, টি, সিবেষ্টার সাহেব তথায় মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

১৯ এ সেপ্টেম্বর। মৌলবী ইরাদত আলী বীরভূমের অধস্থ জজ হইবেন। ২৬ এ আগষ্টের গেজেটে তাঁহার বাঁকুড়ার নিয়োগের যে বিজ্ঞাপন হয় তাহা এতদ্দ্বারা রহিত হইল।

২৬ এ আগষ্টের গেজেটে বাবু রামতারক বসুকে বাখরগঞ্জের অধস্থ জজের পদে নিযুক্ত করিবার যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তাহা রহিত হইল।

বাবু নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বরিশালের ছোট আদালতের জজ ও বাখরগঞ্জের অধস্থ জজ হইবেন।

যশোহরের প্রতিনিধি অতিরিক্ত জজ জি, এস, পার্ক সাহেব আপনার কার্য্যাতিরিক্ত কিছু দিনের জন্য তত্রস্থ প্রতিনিধি সিবিল ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

যত দিন ডাক্তর এস, এল, শারকোর বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ", এর জে, ফকস ২৪ পরগণার প্রতিনিধি সিবিল আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন হইবেন।

গোয়ালপাড়ার অন্তর্গত ধুবড়িতে সম্প্রতি যে দাতব্য চিকিৎসালয় হইয়াছে, তাহা চালাইবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগের এক সভা হইবে।

গোয়ালপাড়ার ডেপুটী কমিসনর।

সিবিল সার্জ্জন।

বাবু প্রতাপচন্দ্রবড়ুয়া রায় বাহাদুর।

ধুবড়ির মুন্সেফ।

বাবু কার্ত্তিকনারায়ণ চৌধুরী।

„ কাশীনারায়ণ সিংহ বড়ুয়া।

„ পদ্মলোচন গোস্বামী।

„ গোলোকনাথ গোস্বামী।

ধুবড়ির অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর উক্ত সভার সম্পাদক হইবেন।

২১ এ সেপ্টেম্বর। যত দিন ডবলিউ, এচ, ডি, আইলি সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ডবলিউ, ই, ওয়ার্ড সাহেব এম, এ, ভাগলপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী গোলাম হোসেন (যাঁহাকে ঢাকা বিভাগে বদলী করা হয়) ময়মনসিংহে অবস্থিত করিবেন।

যত দিন এ, হাটে, সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন মেদিনীপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এফ, জে, সি, কাম্বেল সাহেব কাঁথি উপবিভাগের ভার পাইয়া মেদিনীপুরে মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

২২ এ সেপ্টেম্বর। এচ, ক্লার্ক সাহেব ময়মনসিংহের বিদ্যাশিক্ষা সভার সম্পাদক হইবেন।

যত দিন এচ, সি, বি, সি, বেবান সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন জে, বকওয়েল সাহেব পুরীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এবং পদানুসারে কটকের কর্দ্দমহালের সহকারী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন। তিনি দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

তৃতীয় শ্রেণির সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন নবীনচন্দ্র গুপ্ত পালামাউ সদর মহকুমায় দেওয়ানী চিকিৎসার ভার পাইবেন।

যত দিন এফ, টি, প্রাটস সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন জে, মার্ষ্টাস সাহেব ঢাকার প্রতিনিধি পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

২৮ এ সেপ্টেম্বর। এল, প্রেবল সাহেব ২৪ পরগণার প্রতিনিধি সহকারী পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

১৯ এ সেপ্টেম্বর। কটকের করদমহলের
রিন্টেণ্ডণ্ট আপাততঃ যে ক্ষমতা প্রাপ্ত
ছেন, তদ্ভিন্ন উক্ত মহলসমুহে মাজিষ্ট্রেটের
তা পাইবেন।

---

আমাদিগের এলাহাবাদস্থ সংবাদ
া লিখিয়াছেনঃ—

কালয়। গত ২৬এ আগষ্ট এলাহাবাদ গব
স্কুলের ছাত্রগণকে পারিতোষিক বিত
রা হইয়াছে। ২৬২ জনের মধ্যে ৬০
ছাত্র পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছে।
ত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি,
ত ১২ ই সেপ্টেম্বর শনিবার রাত্রিতে গগন
মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রবিবার অবধি এখানে
ইতে আরম্ভ হইয়াছে। সোমবার প্রাতঃ
অবধি রাত্রি প্রায় ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত
বৃষ্টি হইয়াছে যে বড় বড় পুষ্করিণী, নালা
প্রভৃতি সমুদয় ভাসিয়া গিয়াছে। জলের
যে সকল শস্য শুষ্কপ্রায় হইয়াছিল, তাহা
ার হানিসম্ভাবনা নাই এবং রবিশস্যে
আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি সমুদায় দ্রব্য
দুই তিন সের শস্তা হইয়াছে।
ষ্টি হওয়াতে দেশের সম্পূর্ণ উপকার হই
সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাদ্বারা এখানে যে
অনিষ্ট ঘটিয়াছে তাহা দেখিয়া বড় দুঃখিত
। গত সোমবার বেলা প্রায় দুই প্রহরের
ষ্টির সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার নিকট হইতে হঠাৎ
প্রবল বাত্যা উত্থিত হইয়া অনেক বড়
ক্ষ ও গৃহাদি একে বারে ভূতলশায়ী
নিয়াছে। এখানকার গবর্ণমেণ্ট ছাপা
াটীটি পড়িয়া যাওয়াতে দুই ব্যক্তি চাপা
তাহার মধ্যে এক ব্যক্তি একেবারে জীবন
াছে দ্বিতীয় ব্যক্তি মৃত প্রায় হইয়া
তালে আছে।
সোমবারের বৃষ্টিতে এখানকার আতর
দসজিদ নিকটে একটি পুষ্করিণীর নিকট
দহ পড়িয়াছে। ইহা ন্যুনাধিক অর্দ্ধ
দীর্ঘ ২০।২৫ হস্ত পরিমাণে প্রশস্ত এবং
স্ত গভীর। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে,
কোন জলনিকাশী রাস্তা ছিল না। উক্ত
পার তোলা আবাদি জমী ছিল।
বৃষ্টির জলের স্রোতে কি প্রকারে এত
নাস্তরিত করিল বলিতে পারি না।

---

আমাদিগের শ্রীহট্টস্থ সংবাদদাতা
াছেন।
দিন হইল, অত্রত্য ভদ্র লোকেরা এখানে
একটী গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় হইবার প্রার্থনায়
আমাদিগের প্রতিনিধি কালেক্টর মাজিষ্ট্রেট
শ্রীযুক্ত কেবল সাহেবের নিকট আবেদন করিয়া
ছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার (কেবল সাহেবের)
নিকট কর্তৃপক্ষ "শ্রীহট্টের পূর্ব্বের গবর্ণমেণ্ট স্কুল
উঠিয়া যাইবার কারণ কি? শ্রীহট্টবাসীরা তথায়
গবর্ণমেণ্ট স্কুল সংস্থাপনের উদ্যোগে আছেন
কি না? এবং তথায় স্কুল স্থাপনের উপযোগী
ভাল গৃহ আছে কি না? এই তিন বিষয় জানিয়া
রিপোর্ট করিবার আদেশ করিয়াছেন। এই
কারণে সে দিন কেবল সাহেব এক সভা করিয়া
ছিলেন। সভায় স্থির হইয়াছে, আপাততঃ স্থানীয়
চাঁদা দ্বারা একটী গৃহ নির্ম্মিত হইবে। তজ্জন্য
এপর্য্যন্ত ৭০০ অপেক্ষা অধিক টাকা স্বাক্ষরিত
হইয়াছে।

কএক দিন অজস্র বৃষ্টি হওয়াতে অকস্মাৎ
জল বৃদ্ধি হইয়া গিয়াছে।

—:০:—

আমাদিগের গাজিপুরস্থ সংবাদ
দাতা লিখিয়াছেন।

প্রায় দেড় মাস কাল বৃষ্টি না হওয়াতে
এখানে ভয়ানক গ্রীষ্ম বোধ হইতেছে, তন্নিবন্ধন
পুনরায় ওলাউঠার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।
গত সপ্তাহে ৩০ জন লোক উক্ত রোগাক্রান্ত
হয়, তন্মধ্যে ১৪ জন ঈশ্বরের কৃপায় আরোগ্য
লাভ করে অবশিষ্ট হতভাগোরা অচিকিৎসায়
প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এখনও শীর নগরে
(যে অংশে ইউরোপীয়দিগের বাস) প্রতি
দিন দুই তিনটীর প্রতি ওলাউঠার প্রকোপ
দৃষ্ট হইতেছে। দেখিতেছি, এ পর্য্যন্ত নিবারণের
কোন উপায় অবলম্বিত হয় নাই, হইবেই বা কি
প্রকারে? পাঁচ ছয় বৎসর পুর্ব্বে এখানে এক
দল ইউরোপীয় সৈন্য ছিল। তখন এখানকার
গবর্ণমেণ্টের দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্য্য ও
সৈন্যদিগের চিকিৎসা এক জন বিচক্ষণ সব
আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জনদ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। কিন্তু
বিশেষ কারণবশতঃ সৈন্যগণের আড্ডা
এখান হইতে স্থানান্তরিত হয় এবং তৎসঙ্গে
সঙ্গেই সব আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জনের পদ উঠিয়া
গিয়া তৎস্থানে এক জন নেটিব ডাক্তর নিযুক্ত
হন। এক্ষণে ইনিই সব আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জনের
বেশ ধারণ করিয়াছেন, প্রতিবারে সব আসিষ্টাণ্ট
সার্জ্জনের ন্যায় দর্শনী না পাইলে তিনি প্রায়
কাহার বাটীতে পদার্পণ করেন না। সুতরাং
তাঁহার দ্বারা সকলপ্রকার লোকের চিকিৎসা
হওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। পরন্তু গত জুলাই
মাসে গাজিপুরের নিকটবর্ত্তী সয়াই নামক
যখন ভয়ানক ওলাউঠা আরম্ভ হয়, তখন
(নেটিব ডাক্তর) তথায় চিকিৎসার্থ ে
হন এবং এখানে ইঁহার কর্ম্ম এক জন ক
ধার করেন। তদ্দ্বারা যে ঘোরতর অনিষ্ট
টন হইয়াছিল, তাহা আমরা স্বচক্ষে প্র
করিয়াছি। যাহা হউক, এক্ষণে আমাদের
গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা যে সব আসি
সর্জ্জনের পদ পুনঃ স্থাপিত করিয়া গাজি
একটী প্রধান অভাব পূরণ করেন।
১৫ ই সেপ্টেম্বর
১৮৬৮

—:০:—

আমাদিগের কালনাস্থ সংবাদদ
লিখিয়াছেন।

এখানকার যেসকল সংবাদ সোমপ্র
লেখা হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে অধি
স্থানেই অনাত্তর রাজপুরুষদিগের দৃষ্টি
পতিত হয় এবং তাহার বিশেষ অনুস
কারতেও দেখা যায়। কিছু দিন হইল পা
হইতে কালনা পর্য্যন্ত যে রাস্তাটী হইয়াছে,
যুক্ত স্থানে অর্থাৎ কালনার উত্তর দিকে জ
রার মাঠে একটী সাঁকো করা নিতান্ত
শ্যক প্রতিপন্ন করিয়া সোমপ্রকাশে যে
হয়, কৈ এপর্য্যন্ত ত তাহার কোন প্রতী
হইল না। বর্দ্ধমানের একজিকিউটিব ইঞ্জি
সাহেব কেন ইহাতে মনোযোগী হইতে
না, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। শান
পুষ্করিণীর পশ্চিম দিকে, সাঁকো না থ
অনাবৃষ্টির বৎসরে জলসেচনে যেরূপ
তাহা পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে, আবার অতি
তেও এই সকল মাঠের সম্পূর্ণ ক্ষতি
থাকে। জলে মাঠ সকল পরিপূর্ণ হইলে
নির্গমনের সুবিধা না থাকায় শস্যসকল প
উঠে। এই বর্ত্তমান বৎসরে অতিবৃষ্টিনি
জীবধারার সর্ব্বমঙ্গলাপ্রভৃতি গ্রাম ও মাঠ
প্লাবিত হইয়া যায়, জল নির্গমের উপায়
থাকায় ঐ সকল স্থানের বিশেষ ক্ষতি হইয়া
যদি শানবাধের পশ্চিমে একটী সাঁকো থা
তাহা হইলে ঐ মাঠসকলের এ ক্ষতি হইত
ঐ স্থানের লোকসকল অনেক চেষ্টা করিয়াছি
কিন্তু গবর্ণমেণ্টের রাস্তা কে কাটিয়া জল ব
করিতে পারে? যাহা হউক, গত কর্ম্মের
অনুতাপ করিবার প্রয়োজন নাই। এখন অ
অবগত হইলাম যে পবলিকওয়ার্কের সু
ভাইজার শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল মুখোপাধ

দের উপর এ রাস্তা মেরামত করিবার হইয়াছে। অমৃত বাবু যেরূপ ভদ্র, কার্য্য ও পরিশ্রমী তাহা অনেকেই অবগত ছেন। ইনি নিজ সাধুতায় ও অধ্যবসায় ক্রমে এত দূর উন্নত হইয়াছেন, আমরা া করি ইনি এই সাঁকোর বিষয়ে বিশেষ যোগী হইবেন। ইহার জন্য সমূহ লোকের ই হ চেছ।

প্রায় এক বৎসরেরও অধিক হইবে এখানে া ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। সমাজটীর দের বিষয়ে সন্দিহান হইয়া এ পর্য্যন্ত রা ইহাতে বাকব্যয় করি নাই। একণে স্থায়িত্বের পক্ষে অনেক ভরসা হইয়াছে। বাটীর পূর্ব্বতন সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট বাবু শশি লাহিড়ির যত্নে সমাজটী স্থাপিত হয়। বর্দ্ধ ধিপতি মহারাজ মহাতাবচন্দ্র বাহাদুর সমস্ত ব্যয় দিতে স্বীকার করিয়াছেন, এখনও তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। অনেক চেষ্টা ও যত্ন করিয়া সমাজটী করিয়াছেন। সভ্যগণ চাঁদা সং করিয়া একটী গৃহ করিবার উদ্যোগে ছেন। যদিও সভ্য ও সুশি ক্ষিত ব্যক্তি রই ইহাতে যত্ন করা কর্ত্তব্য, অনেকের নাই। কেহ বলেন, সমাজের অবস্থা অগ্রে হউক, কেহ বলেন ইহাতে ভাল লোক ভাবিয়া দেখিলে এ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়ে অভিমান থাকিলে ই হইবে না। উক্তপদস্থ ব্যক্তিরা আর অর্থশালী ব্যক্তিরা কি, ঈশ্বর প্রতি দৃঢ়তা আছে, তিনিই ভাল ক। কিন্তু কেমন যে কতক গুলি লোক আছেন দের সকল বিষয়েই কৌশল চলিতেছে। হউক, একণে বর্ত্তমান সভ্য মহাশয়দিগকে রোধ করি, তাঁহারা আন্তরিক যত্ন করিয়া সমা রক্ষা করুন। সং দৃষ্টান্ত দেখিলেও লোকের প্রবৃত্তি পরিমার্জ্জিত হইতে পারে।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ক্ত বাবু দ্বারকানাথ দে বাহাদুর এখানে একটী লকা ও একটী বালকবিদ্যালয় স্থাপিত করি বিশেষ যত্ন করিতেছেন। সঙ্কল্প উত্তম দেশহিতৈষী বিচারপতিদিগের ইহা কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই, কিন্তু এখানকার গঞ্জপ্রভৃতি র লোকের চাঁদার উপর নির্ভর না করা আমরা বিশেষ অবগত আছি যে স্থানীয় দার উপর নির্ভর করা বিড়ম্বনামাত্র। যে স্থলে সাধারণ চাঁদার উপর নির্ভর, সেই স্থানের বিদ্যালয়েরই অশেষ দুর্দ্দশা। বিশেষতঃ এখান কার চাঁদার উপর আমাদের কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই। এখানকার দাতব্য চিকিৎসালয়টির জন্য পূর্ব্বতন মাজিষ্ট্রেট হগ সাহেব যে চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়াই আমাদের বিশেষ বিশ্বাস জন্মিয়াছে। সেই সাধা রণ চাঁদার উপর নির্ভর হইলে কোন কালে চিকিৎ সালয়টীর শেষ দশা উপস্থিত হইত। কেবল বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ বাহাদুর সম্পূর্ণ ভার লইয়াই ইহার শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। অধিকার বাহ্য শোভা যাহা থাকুক; কিন্তু ঐশ্বর্য্যশালী লোক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কালনার নিকটবর্ত্তী যেসকল গ্রামে দুই এক জন ঐশ্বর্য্যশালী লোক আছেন, তাঁহাদের দ্বারা সম্পূর্ণ সাহায্য পাইবার প্রত্যাশা করা যায় না। বাস্তবিকও এসকল বিষয়ে তাঁহাদের তাদৃশ যত্ন নাই। আমরা ডেপুটী বাবুকে এই অনুরোধ করি, তিনি নিম্নলিখিত উপায়টী অবলম্বন করিলেই বিদ্যালয়টী হইবার কোন বাধা থাকে না। সেই উপায় বর্দ্ধমানাধিপতির সাহায্য। মহারাজ সাহায্য করিলেই এখানে বিদ্যালয় হইতে পারে এবং স্থায়িত্বের পক্ষে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। স্থানীয় লোকের নিকট হইতে এককালীন কিছু কিছু অর্থ লইলে কেহই তাহাতে কাতর হইবে না, অথচ অধিক টাকা সংগ্রহ হইয়া স্কুল গৃহের বিশেষ আনুকূল্য হইবে। আমরা ভরসা করি দ্বারকানাথ বাবু উল্লিখিত উপায় অবলম্বন করিয়া এ স্থানের মহোপকার করিবেন। তিনি যত্ন ও চেষ্টা করিলে বর্দ্ধমানাধিপতি ইহাতে মনোযোগ করিতে পারেন। বিশেষ বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিছু বলিলে উহা সিদ্ধ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এ বিষয়ে আরও বক্তব্য আছে। তাহা ক্রমে লিখিতে ইচ্ছা রহিল।

—:•:—

## প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

১। ৮ ই আশ্বিন দিবসের রাত্রিতে এই জাঙ্গিপাড় গ্রামে, এক বারে চারিটী সিঁদ চুরি হইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে তিনটীতে তস্করেরা বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে নাই, কিন্তু অপর টীতে গৃহস্থের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। ইহাতে, একটী বিধবা কন্যার পরিহিত প্রায় ১০০ এক-শত টাকার অলঙ্কার অপহৃত হইয়াছে। চুরির সংবাদ পাইলে, কৃষ্ণগঞ্জ থানার, দার দুইজন কনষ্টেবলের সহিত আসিয়া তদ মাত্র করিয়া গিয়াছেন। অনুসন্ধান তত্রত্য চৌকীদারেরা, কয়েক ব্যক্তির উ সন্দেহ স্থাপন করে। এই পর্য্যন্ত করিয়াই প্র স্থান করিয়াছেন। পরে কিরূপ হয়, বলি পারি না।

২। ১২৭৩ সালে, অনাবৃষ্টির জন্য, দে সর্ব্বনাশ হইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষে তাহার রীত ঈতি উপস্থিত হইয়াছে। শরৎকাল প্রায় হইল তথাপি মুষলধারে অবিশ্রামে বর্ষণ নিবৃত্ত হইল না। এই ভূয়োবর্ষায় প্রদেশের খাল বিল প্রভৃতি সমুদায় জল একবারে পরিপূর্ণ হওয়াতে, অনেক ভূমি সহিত জলমগ্ন হইয়াছে এবং তীরস্থ পল্লীনিবাসীরা উহাদের জল দূষিত হওয়াতে, চতুর্দ্দিকে মারী বিকীর্ণ করিবে, তাহারও বনা হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশ, কিজন্য যে পুনঃ বিপৎ সঙ্কুল হইতেছে, তাহার কারণ সন্ধান করা আবশ্যক।

৩। গত ১ লা অক্টোবর হইতে, কয়ে অধিবাসীর যত্নে ও অধ্যবসায়গুণে, এই জ পাড় গ্রামে, একটী ইংরেজী বঙ্গ বিদ্যালয় স্থা হইয়াছে। উক্ত ব্যক্তিগণ এই বিদ্যালয় দিন আপনারা চালাইয়া পরে গবর্ণমে সাহায্য প্রার্থী হইবেন। এ স্থলে ইহা উল্লেখ আবশ্যক যে, এখানে একটী অর্দ্ধ আদর্শ লয়ও আছে। জাঙ্গিপাড় এরূপ বৃহৎগ্রা যে, ইহাতে এক বারে সচ্ছন্দে দুইটী বিদ চলিতে পারে। সুতরাং উহাদের অন্যতরে হানিই এই উদ্যোগের অবশ্যম্ভাবী ফল, সন্দেহ নাই।

৪। গত ২৭ এ ভাদ্র প্রাতঃকালে, " পাড়ের সন্নিকট "ডুমি" নামক গ্রামের রজ্জু বদ্ধ এক মৃতদেহ বৃক্ষে লম্বমান দৃষ্ট ছিল। তাহার পরিধান একখানি জীর্ণ চি মাত্র ছিল। পরে সংবাদ পাইলে পু অনুসন্ধানে এই স্থির হইল যে মৃতব্যক্তি সাংসারিক সামান্য বিবাদে অদ্য২ ঐ রূপে হত্যা সম্পাদন করিয়াছে।

৫। এই বর্ষায় পল্লীগ্রামের যেরূপ দু হয়, তাহা পল্লীগ্রামবাসিভিন্ন আর কা অনুভব হইবার সম্ভাবনা নাই। নগরে অ বারিবর্ষণ হইলেও সচ্ছন্দে সর্ব্বত্র গতিবি যায় এবং জলনির্গমের পথ সুপ্রশস্ত হও জল তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইয়া, নিষ্কি

করিতে পারে। কিন্তু পল্লীগ্রামের ভাব, সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহাতে একবার বর্ষণ ই একবারে সমুদায় কর্দ্দমময় হওয়াতে গমন দুঃসাধ্য হইয়া উঠে এবং বারিনিঃ পথ না থাকাতে তৃণলতাদিপূর্ণ আবাস ান্তবর্ত্তী ক্ষুদ্র গর্ত্তে, অথবা তদভাবে, গৃহ নেই জল সঞ্চিত হয়। বর্ষাকালে পুনঃপুনঃ হওয়াতে উক্ত জলাশয়সকলের জল, দূষিত হইতে পারে না। কিন্তু বর্ষাবিগমে ৎ শেষে ও হেমন্তে) উহার অন্তর্গত তৃণ দি পচিয়া চতুর্দ্দিকে মেলেরিয়া বিকীর্ণ করি াকে। সুতরাং ঐ সময়েই পল্লীগ্রামে রো প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়। এই অনিষ্ট প্রত্যেক র যত্নেই নিবারিত হইতে পারে। স্ব স্ব স্থর জল, যাহাতে সচ্ছন্দে নিঃসৃত হয়, া তাহার উপায় করিলেই এই অনিষ্ট নিবা হইতে পারে। উক্ত ভূমিতে বাসগৃহ নির্ম্মাণ লেও জল বায়ু প্রভৃতির সুবিধা হয় এবং া স্ব স্ব গৃহসংলগ্ন বন্য ভাগ পরিষ্কৃত ও া বদ্ধ করিয়া রাখিলে গতায়াতের ক্লেশ হয় না।

৬। বেঙ্গল রেলওয়ে সর্ব্ব প্রথমে সদ্ব্যবহার া লোকের সুখ্যাতির ভাজন হইয়াছিল; সদ্যোজাত দধির ন্যায় যতই পুরাতন হই , ততই উহা বিরস হইয়া আরোহীদিগকে প্রদান করিতেছে। গত পূজার পূর্ব্বে া কয়েক বন্ধুতে মিলিয়া উক্ত রেলওয়ে া গমন করিতেছিলাম। ২য় শ্রেণীর টিকিট ও আমাদিগকে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান পূর্ব্বক শ্রেণীর শকটে আরোহণ করিতে হইল জে যেরূপে দ্রব্য ঘনসন্নিবেশে বোঝাই তাহাতেও আমাদিগকে সেই রূপে শিত হইতে হইয়াছিল। সে দিন. এইরূপ ার মধ্যে ভয়ানক কষ্টে পড়িয়া আমাদি অন্যতমের সন্দিগর্ম্মি উপস্থিত হওয়াতে মৃতপ্রায় হইয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন। স্থানাভাব বশতঃ তাহাতে অকৃতকার্য, আমাদিগের স্কন্ধধারণ পূর্ব্বক তথায়ই মান থাকিতে বাধ্য হইলেন। মহাশয়! বস আমাদিগের যেরূপ ক্লেশভোগ হইয়া তাহা লেখনীদ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ ত পারা যায় না। আমাদের বিলক্ষণ য় জন্মিয়াছে যে, বন্দোবস্ত একটু ভাল লেই, আরোহীদিগের ক্লেশ নিবারণ হইতে । অধিকসংখ্যক শকট যোজনা, অথবা রিক্ত শকট শ্রেণি চালনা করিলেই ত এই কষ্ট নিবারণ হইতে পারিত। কিন্তু বর্ত্তমান এজেন্ট সাহেব এদেশীয়দিগের সুবিধার জন্য তাদৃশ যত্নশীল নন বলিয়াই এইরূপ অত্যাচার ও অন্যায় ব্যবহার অব্যাহত ভাবে ক্রমাগত চলিয়া আসিতেছে। তিনি এদেশীয়দিগের বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা, স্বচ্ছন্দ, জীবন প্রভৃতিকে সামান্য জ্ঞান করেন। তাঁহার এইসকল গুণে রেলওয়ের কোন কর্ম্মচারীকেই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত দেখা যায় না।

জেলা নদীয়া।<br>২২ এ আশ্বিন<br>১২৭৫। } ভবদীয় বশম্বদ<br>লেখক।

—:০:—

সম্পাদক মহাশয়! ২৩ এ ভাদ্রের প্রভাকর পাঠে অবগতি হইল যে, বেহাগ উপরাগের বিতর্কের এ পর্য্যন্ত উপসংহার হয় নাই। কিন্তু আমরা সকলেই জ্ঞাত আছি যে, এই তর্কের মীমাংসা করণার্থে শ্রীযুক্ত বাবু রাখালদাস মিত্র ও শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ইহাঁরা উভয়েই পাথুরিয়াঘাটানিবাসী সঙ্গীতোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় প্রভৃতিকে ইহার মীমাংসক নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহারাও উপযুক্ত সময়ে একখানি মীমাংসাপত্র স্বাক্ষর করিয়া তাঁহাদের নিকট প্রেরণ করেন। আমরা সেই সিদ্ধান্তপত্র বিশেষ করিয়া পুনঃপুনঃ আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে অতি সুন্দররূপে মীমাংসকগণ শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ প্রয়োগ ও যুক্তিযুক্ত বাক্যদ্বারা অংশ, গ্রাস, ন্যাস, বাদী, অনুবাদী, সম্বাদী, বিবাদীর বিশেষ মীমাংসা করিয়া পাঞ্চার স্বরই ঐ উপরাগের জান বা বাদী স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

এই ভারত ভূমে এমন কেহই নাই যে সত্যের অন্যথাচরণ করিতে সক্ষম। যদি কেহ ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্যে বাকস্ফূর্ত্তি করেন, গুণিগণে তাহা উন্মত্তের প্রলাপ বাক্যবৎ বোধ করিবেন সন্দেহ নাই। পত্রপ্রেরক মহাশয় সঙ্গীত শাস্ত্রে নিরেট পণ্ডিত অনুমান করি, যে হেতু তিনি বাদী স্বর ও গ্রহ স্বর এক স্বর বলিয়া প্রতিপাদন করেন। আবার মীমাংসাপত্র বেহাগকে উপরাগমধ্যে পরিগণিত করাতে তাহাতেও একটু পত্রপ্রেরক কটাক্ষ করিয়াছেন। ফলতঃ সে কটাক্ষ কটাক্ষ মাত্র। শাস্ত্রসিদ্ধ যেসকল রাগ নহে, প্রায় তৎসমুদায়কেই উপরাগমধ্যে পরিগণিত করা যায়। সঙ্গীতপ্রিয় মহাশয় স্বয়ং লিখিয়াছেন, মূলে যাহার অস্তিত্ব না থাকে, তাহাই উপনিষদে কথিত হয়। প্রেরিত পত্রখানিতে যতগুলি শব্দার্থ তিনি ব্যবহার কর ছেন, তন্মধ্যে উপ শব্দার্থটী স্বরূপ লেখা য়াছে। যখন কোন প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থাদি বেহাগের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় তখন বেহাগকে উপরাগ নয় ত কি বলি সঙ্গীতপ্রিয় লিখিয়াছেন, প্রাণকৃষ্ণ বাবু অ গুণির সহবাসে সেতার বাজাইতে শিক্ষা ক সে কথা অলীক নহে। শাস্ত্রাদি ত তাঁহার বোধ নাই তখন সহবাসে ক্রিয়াশিক্ষা বি দোষ বোধ হয় না। পত্রপ্রেরকের লে ভঙ্গীতে বোধ হয় হনুমন্তমতে যেন বে লিখিত আছে। হনুমন্ত মতের গ্রন্থ প্রাণ বাবুর কথা দূরে থাক, শারদাসহায় নিজে য়াছেন কি না সন্দেহ। তবে যদি শারদাসহা মতই উক্ত মত হয়, তবে হানি নাই। ন হনুমন্ত মতের সেই বচনটী (যাহাতে বেহাগ বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে) প্রচার করিলে বাধিত হইব। সঙ্গীতপ্রিয় বলেন, হিন্দু হনুমন্ত মতই প্রচলিত। কিন্তু তা প্রমাণ আমরা এ পর্য্যন্ত ত কোথায় পাই এবং হনুমন্ত মতের গ্রন্থও বড় একটা দে পাওয়া যায় না। তবে শারদাসহায়ের অথবা প্রাণকৃষ্ণ বাবুর মতই যদি উক্ত বলিয়া আপাততঃ গণ্য হয়, হউক ক্ষতি ন এ বার অবধি উক্ত মতদ্বয়কে উক্ত মত বলি আমরা ব্যবহার করিব। ক্ষেত্রমোহন গো ক্রিয়ায় কতকগুলি লক্ষ্মীপ্রসাদের শিক্ষা করিয়াছিলেন, সে কথা যথার্থ ব কিন্তু স্বরূপ বলুন দেখি, শারদাসহায়প্রভৃ উহাঁরা সংস্কৃত মতানুযায়িক সঙ্গীত এ পর্য্যন্ত কাহাকেও শিক্ষা দিয়াছেন কি এসকলের শাস্ত্রবিষয়ে অনধিকারচর্চ্চার জন কি? দেখিলাম, ইমনও সংস্কৃত ম র্গত রাগমধ্যে গণ্য হইয়াছে। ইমন যে সং শাস্ত্রোক্ত রাগ নহে, তাহা সংস্কৃত গ্রন্থ অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন। শব্দই যে সংস্কৃত শব্দ নহে, তাহাতে ত মহাশয়ের চৈতন্য নাই। তবে যদি অধুনা হিন্দিদোঁহাযুক্ত হনুমন্ত মতে থাকে বলা না। বেলোয়াল এই শব্দ কি কোন সংস্কৃতে আছে? না সংস্কৃত গ্রন্থকা উহাকে বেলাবলী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে মূলে থাকিলে বোধ করি বেলোয়াল এই নিক শব্দটী প্রয়োগ করিতেন না, অবশ্যই বলী বলিয়া লিখিতেন। অতএব যে পাঠক এইরূপ আধুনিক হনুমন্ত মতের প্রমাণ স্বানুপূর্ব্বিক পত্রখানি লেখা হইয়াছে। সং

র নাম গন্ধও নাই। আমাদের গোস্বামীজির
ৃত ভাষায় লিখিত প্রাচীন হনুমন্ত মতে
াদি দেখা আছে, তিনি নাকি আধুনিক
মত দেখেন নাই এবং দেখিতে ইচ্ছা
ন নাই। সুতরাং সঙ্গীতপ্রিয় মহাশয়কে
ার পত্রে যথোচিত উত্তর দিতে গোস্বামীজি
ম। আশ্চর্য্যের বিষয়! পত্রপ্রেরক মহাশয়ের
কৃষ্ণ বাবুর জন্য এত অনর্থক রাগ কেন?
া কি প্রাণকৃষ্ণ বাবুর নিকট অধুনাতন হনু
মত শিক্ষা করিয়াছেন? প্রাণকৃষ্ণ বাবু কি
ার গুরু অথবা তিনি স্বয়ংই প্রাণকৃষ্ণ বাবু?
তিনি স্বয়ংই প্রাণকৃষ্ণ বাবু হয়েন, তবে রাগ
র এবং বেহাগকে রাগ বলিবার বিশেষ কারণ
ছ। যেহেতু পঞ্চাশটি টাকা বাজিতে ক্ষতি
। তাঁহার পক্ষে বিশেষ ক্ষতিই বলিতে হইবে
গাত্রজ্বালা হওয়াও তাঁহার পক্ষে বিচিত্র
। তা রাখাল বাবুর নিকট চাহিলেও বোধ
, তিনি উক্ত টাকা খয়রাৎ দিতে পারিতেন।
তে যদি অপমান বোধ করেন, তবে উপ
প্রাপ্ত হইয়া নিরপরাধ মহামনা গোস্বামী
ক কটূক্তিপ্রদানে বিরত হউন।

৩ রা আশ্বিন } তত্ত্বান্বেষণ
২৭৫। } কস্যচিৎ কস্য।

---

ম্পাদক মহাশয়! আপনি কি নিরীহ কৃষক
র অবস্থা দেখিয়াছেন? আমি স্বয়ং তাহা
র অসীম কায়ক্লেশ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।
র পল্লীগ্রামনিবাসী। তাহারা প্রথমে জীবন
রে দক্ষকলেবর হইয়া ভূমিকর্ষণ করে।
ঘোর বর্ষাসময়ে অনাবৃত মস্তকে ধান্য
হস্তে লইয়া কর্দ্দমময় ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া
ণ করিতে থাকে, মস্তকে অনবরত ধারা
ত। আবার রোপণকালে একরূপ কুচের
দাঁড়াইতে হয় যে অত্যল্প কালমধ্যেই
ও মন নিরুৎসাহ এবং একান্ত ক্লান্ত হইয়া
।
হাশয়! যাহারা এইরূপ এবং অন্যবিধ বহু
র কষ্ট স্বীকার করিয়া প্রথমে ভূমিকর্ষণ
র শস্যরোপণ করে, যাহারা ধান্যের চারা
তদবধি নানা উৎপাত হইতে রক্ষা করিয়া
ময় শস্যদ্বারা মনুষ্যের অসীম কল্যাণ
করে, তাহাদের পুরস্কারস্বরূপ ভূমিতে
র দখলী স্বত্ব আছে। সে স্বত্বও ভূস্বামী-
কুটিল হস্ত হইতে নির্বিঘ্নে রক্ষা করা
র কষ্টসাধ্য। যদিও কোনরূপে রক্ষিত হয়
করবৃদ্ধির অধীন হওয়াতে তাঁহার

উচ্চতর লাভ, কদাচিৎ প্রজাদিগের ভাগ্যে ঘটে! কোথায় কৃষিজীবী সামান্য প্রজা, কোথায় বিপুল বিত্তশালী ভূস্বামী; অর্থ ও সামর্থ্য বিবিধ উপায়দ্বারা প্রজাদিগকে হীনবল করিয়া তাহারদিগের শ্রমের ফল অনায়াসে কাড়িয়া লন, ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয়?

অতএব আমরা ন্যায়পর গবর্ণমেণ্টকে সাধু নয় অনুরোধ করিতেছি, প্রজাকে ভূমির একটি স্থায়ী স্বত্ব প্রদান করুন, সে স্বত্ব যেন ভূস্বামীদিগের কুটিল কৌশলের অধীন না হয়। মহামতি লর্ড কর্ণওয়ালিস জমীদারদিগকে যে স্বত্ব দান করিয়া গিয়াছেন, সে স্বত্ব প্রকৃত পক্ষে কৃষকদিগেরই প্রাপ্য, তাহারা ঐ স্বত্বের অধিকারী হইলে ভূমির যে অপেক্ষাকৃত উন্নতি ও গৌরব বৃদ্ধি হইত, তৎপক্ষে বোধ হয় মতদ্বৈধ না হইতে পারে। উপসংহারকালে পুনর্ব্বার অনুরোধ করি, গবর্ণমেণ্ট অচিরাৎ এতদ্বিষয়ে সুবিধান করিয়া প্রজাদিগকে রক্ষা করুন; বারান্তরে এ সম্বন্ধে আরো কিছু লেখার ইচ্ছা রহিল।

১২৭৫ } শ্রীকৈলাসনাথ বসু।
১৮ ই আশ্বিন }

—:০:—

সম্পাদক মহাশয়! বঙ্গদেশে কৌলীন্যপ্রথা প্রচলিত থাকাতে যে কতপ্রকার অশুভ ফল উৎপন্ন হইতেছে, তাহা আধুনিক বিজ্ঞ সভ্যগণ বিশেষ রূপে জানিতে পারিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের যত্নে কৌলীন্যাভিমানের অনেক হ্রাসও হইয়াছে। কিন্তু কুলীনসন্তানদিগের কুলকলঙ্ক অদ্যাপি তিরোহিত হয় নাই। কৌলীন্যপ্রথা এখনও অনেক অশুভকর ফল প্রসব করিতেছে। যেসকল স্থানে বিদ্যার নির্ম্মল জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয় নাই, সেই সকল স্থানের কুলীন মহাত্মারা কুলাভিমানের দাস হইয়া বিবিধ অহিতাচরণে প্রবৃত্ত হইতেছেন দেখিয়া, আমার বাকুড়াস্থ কতিপয় কুলীন বন্ধু "কুলীন কুলসর্ব্বস্ব" নাটকের অভিনয় করিতে বাসনা করেন এবং তাঁহাদিগের যত্নে ও এই জেলার মাজিষ্ট্রেট শ্রীল শ্রীযুক্ত জে. পি, গ্রান্ট সাহেবের সাহায্যে ও গবর্ণমেণ্ট স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বনাথ সিংহ ও গবর্ণমেণ্ট প্লিডার শ্রীযুক্ত বাবু হরিহর মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের আনুকূল্যে তাঁহারা গত ৭ ই সেপ্টেম্বর উক্ত অভিনয় শেষ করিয়াছেন। মহাশয়! নাটকখানি যেমন উৎকৃষ্ট, ইহাঁদিগের অভিনয়ও তদ্রূপ হইয়াছে। অভিনয়সভায় এদেশীয়

প্রধান প্রধান কুলীনসন্তান ও কতিপয়
পুরুষ আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সভাভঙ্গে
সকলেই একবাক্যে অভিনয়কদিগের সু
করিয়া বর্দ্ধি কুলকার্য্যের যথেষ্ট নিন্
করিয়াছেন।

সুরাপাননিবারণোদ্দেশে উক্ত
নায়ক মহাশয়েরা পূর্ব্বোল্লিখিত মহোদয়
উৎসাহে ১৩ ই সেপ্টেম্বর " সুরাপে ফি
নামক নাটকের [অভিনয়] [করিয়াও] সু
ভাজন হইয়াছেন। ইহাতেও অনেক
দেশীয় ভদ্রসন্তান ও কতিপয় রাজপুরুষ
স্থিত হইয়া ছিলেন।

১৭ ই সেপ্টেম্বর } বাকু
১৮৬৮ } কোন

—:০:—

সুবর্ণরেখার দ্বিতীয় বন্যা।

ঈশ্বরের যে কি অভিপ্রায়, তাহা
জানেন। কিন্তু যেরূপ উপর্যুপরি দৈব
আগত হইতেছে তাহা দেখিয়া বোধ হ
এ দেশের ভাগ্যে দারুণ দুঃখানল দীর্
প্রজ্বলিত থাকিবে। ঝড়, দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাব
যেসকল দুর্ঘটনা দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে
গিয়াছে, সেসকলের কথা দূরে থাকুক,
মাস গত না হইতে হইতেই চারিটী উ
সংঘটিত হইল। কার্ত্তিক মাসে ঝড়,
বৈশাখে অনাবৃষ্টি, আষাঢ় মাসে ভীষণ জল
এবং বর্ত্তমান মাসে পুনরায় এক ভয়া
উপস্থিত হইয়া মনুষ্যগণকে দুঃখ, ক্লেশ ও
পতিত আক্রান্ত করিয়াছে। আগষ্টের
বিবরণ ২৩ এ আগষ্টের সোমপ্রকাশে প্র
হইয়াছে, এক্ষণে শেষোক্ত বন্যার বিষয় লি
প্রবৃত্ত হইতেছি, যদি পাঠকবর্গ ও প্র
হিতৈষী রাজপুরুষগণ মনোযোগপূর্ব্বক এ
দুঃখবিমোচনে মনোযোগী হয়েন।

গত ভাদ্র মাসের দ্বিতীয় পক্ষে অবধি
প্রতিদিনই বারিবর্ষণ হইতে লাগ
দুই দিবসের ( ২৮ এ, ২৯ এ ) বৃষ্টি
অত্যন্ত ঘোরতর। ১ লা আশ্বিন বুধবার
কাল লাহিড়াত অন্যান্য গ্রামা
উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিকেই বিস্তীর্ণ
প্রবেশ করিল। এ সময়ে আবার ঘোরতর
চতুর্দ্দিক বনাবৃত্তিতে বেষ্টিত হইয়াছে, ম
মণ্ডলে বিদ্যুদগ্নি ঘন ঘন নৃত্য করিতে
জলধরজাল ঘোরতর গম্ভীর নির্ঘোষে মে
মণ্ডল কম্পমান করিয়া মুষলধারে বারি

ছে। আহা! এ সময়ে গৃহহীন ভগ্ন কুটীর
দিগের কি কষ্ট!!! একে তাহাদের বাসস্থান
অপ্রশস্ত, তাহাতে আবার গোবৎসাদির
একত্রে অবস্থান, সেই আর্দ্র দুর্গন্ধ দূষিত
তে আবার বর্ষাজলে আপ্লুত হইতে
!! চতুর্দ্দিকে ভীষণ জলরাশি পথ ঘাট
জলময়। বন্যাপীড়িত আশ্রয়হীন
দিগের অসহ্য ক্লেশ স্মরণ করিলে পাষাণও
হয়।

প্লাবিত বন্যা প্রথমতঃ দুই তিন দিবস
পাইয়াছিল; তাহার পর কিঞ্চিৎ হ্রাস
যায়। তৎপরে পুনরায় অত্যন্ত বৃদ্ধি
প্রায় সপ্তাহকাল স্থিতি করে। বন্যার সময়
প্রদেশ হইতে নূতন জল প্রবাহ সুবর্ণ রেখা
পতিত হইলেই ঐ রূপ পুনর্ব্বৃদ্ধি সংঘ
য়। এরূপ বৃদ্ধিকে এদেশে "জাউনী"
কহে।

র্ব্বিত বন্যায় দুর্ভিক্ষপ্লাবনপ্রপীড়িত শ্রীহীন
প্রস্ত জনপদগুলি পুনর্ব্বার ঘোরতররূপে
হইয়াছে। এবারের বন্যা আকারে
অগ্রজার তুল্য না হউক, অনিষ্টকারিতায়
বলিতে পারা যায় না। ইহা অন্যের যদি
করিয়াছে, দরিদ্রের ধন আত্মসাৎ করি-
বুভুক্ষিতের প্রস্তুতারে অন্য নিক্ষেপ
াছে, বিস্তারিত বিকট কালোদরে বিষম
কের আর সমর্পণ করিয়াছে। গত ভয়ানক
গৃহহীন ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াও প্রজারা
ারক্লেশে যে ধান্য জন্মাইয়াছিল, প্রপ্লাবিত
সে সকলি বিনষ্ট করিয়াছে। সুপক্ব ও
ক আউস ধান্য, ইক্ষু, কলায়প্রভৃতি নানা
শস্যের যার পর নাই অনিষ্ট ঘটিয়াছে।
ত বন্যার পর রাজপুরুষেরা প্রজার ক্লেশ
রণ ও কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য অনেক
াগ করিয়াছিলেন। কিন্তু দৈবপ্রতিকূলতায়
বৃথা হইল। ইতিমধ্যেই এ দেশের ধান্য
লের দর দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছে। ক্রমশ
অধিকতর বৃদ্ধিরই সম্ভাবনা। প্রজাদিগের
কাংশই নিঃস্ব। প্রায় সকলেই হতাশ হই-
। অন্নহীন লোকের সংখ্যাও অল্প হইবে
তাহাদিগকে নিরন্ন দেখিয়া মহাজনেরাও
শূন্য করিয়াছে। এ দেশে ধান্যসমুদায়
...পালককে যে কাজ হইতেছিল তাহাও
হইয়াছে। এখন নিরন্ন লোকদিগের
দিক শূন্য দেখিতেছি। দয়ালু রাজপুরুষগণ
এ দেশের প্রতি শুভ দৃষ্টি নিপাতিত করুন
ইহা উৎসন্ন হইয়া যাইবে। এক্ষণে অন্ততঃ

এক মাসকাল বন্যাপীড়িত গ্রামসকলে তণ্ডুল বিতরণ করা আবশ্যক। যদি সকল প্রজাকে বিতরণ করা না হয়, তাহা হইলে যাহাদের চাস ও বাস উভয়ই গিয়াছে তাহাদিগকে বিতরণ আর যাহাদের একপ্রকার ক্ষতি হইয়াছে তাহাদিগকে প্রচলিত দরের অর্দ্ধেক দরে চাউল বিক্রয় করা কর্ত্তব্য। গৃহহীন প্রজাদিগের গৃহ নির্ম্মাণার্থ সুবিবেচনাপূর্ব্বক অর্থসাহায্য করা উচিত। ঈদৃশ ভয়ঙ্কর বিপদের পুনঃসংঘটন না হয় তজ্জন্য সুকৌশলসহকারে দৃঢ়তর ও উচ্চতর বাঁধ নির্ম্মাণ করা নিতান্ত আবশ্যক। শেষোক্ত কার্য্য ত রাজপুরুষেরা করিবেনই, অন্যান্য কার্য্যগুলি ধনাঢ্যবর্গ রাজপুরুষগণ উভয়েরই মিলিত হইয়া সম্পন্ন করা উচিত। গত কার্ত্তিকের বাত্যাপীড়িত লোকদিগের আনুকূল্যার্থ আমাদের লেপ্টনণ্ট গবর্ণ বাহাদুর অর্থপ্রদান করিয়াছিলেন এবং বণিকসম্প্রদায় ও অন্যান্য ধনাঢ্য লোকেরাও বিস্তর টাকা দিয়াছিলেন। এখন তাঁহারা এক বার এ দেশের প্রতি এই শ্রীহীন দরিদ্র ঘোরতর বিপদগ্রস্ত দেশের প্রতি সেই কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করুন। অন্যথা দীন হীন লোকের আর কোন মতেই পরিত্রাণ নাই। এখন এ দেশ দানশীল দয়ালু মহাত্মাদিগের মহিমাপ্রকাশের উপযুক্ত স্থান হইয়াছে।

উপসংহারকালে আমরা কাঁথির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট অনাথ বন্ধু রাহে সাহেব ও বালেশ্বরের আফিসিয়েটিং কালেক্টর উদ্যমশীল পণী সাহেবকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা আপন আপন এলাকার বন্যাপীড়িত গ্রামগুলি পুনরায় দর্শন করুন। আষাঢ়ের বন্যার পর যেরূপ দেখিয়াছিলেন, এখন অনেক স্থানে তদপেক্ষা সমধিক নৈরাশ্য ও দুর্দ্দশা দেখিতে পাইবেন। এক্ষণে গৃহহীন ও নিরন্ন লোকদিগের রক্ষার্থ আশু কোন উপায় অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই।

মেহেড়দা
১২৭৫
১৩ আশ্বিন
} শ্রীকৈলাশচন্দ্র রায়

---

## মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় চন্দ্রকোণা
১২৭৫ আশ্বিন হইতে ফাল্গুন ৭
" " উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লক্ষ্মীসরাই ৭
" " ধর্ম্মদাস হালদার কলিকাতা ১৫
" " চন্দ্রকুমার মিত্র রঙ্গপুর ৭
" " দুঃখিরাম বড়জাত্তার বড়ুয়া ...

" " রাজকৃষ্ণদাস নব...
১৮৬৮ সেপ্টেম্বর হইতে ৬৯ আগষ্ট
শ্রীযুক্ত হারিসন সাহেব বারুইপুর

—:•:—

## সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে
স্থলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা
ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। মফস্বলে ডাকম
সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈ
সিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম
গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বয়ারিং চিঠি,
অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অ
যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই
দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন,
যেন এক অথবা আধ আনার অধিক
ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্র
মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি
শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে
ইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত
আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে
লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত
গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহা
একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ ব
যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং
হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের
ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রের
বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে
করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি
আনা তাহার পর /১০ আনা দিতে হ
যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা
বেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে

---

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ
মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের
চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ
ভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাত
প্রকাশিত হয়।

সাবিত্রীচরিত

কাব্য।

শ্রীদ্বারকানাথ চক্রবর্তী প্রণীত

মূল্য ১ এক টাকা।

[illegible] ও অন্যান্য পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

—০:—

বিজ্ঞাপন।

[illegible] অভিধান। সর সাথে রাধা-[illegible]

[illegible] বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে মোট[illegible]

[illegible] বাঁধান মূল্য ১৫০ টাকা।

শ্রীআনন্দচন্দ্রবেদান্তবাগীশ।

—০:—

## পুরাণ প্রকাশ।

### বিষ্ণুপুরাণ।

[illegible]নুবাদ ও টীকা সমেত অষ্টোক খণ্ড [illegible] অগ্রিম মূল্য ১॥০।

[illegible] গ্রাহকাভিলাষী হইবেন তাঁহারা মুজাপুর [illegible] স্ট্রীট ২৪।১ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ [illegible] অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে [illegible] অমোহন তর্কালঙ্কারের নামে যত [illegible] ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন, অগ্রিম [illegible] পাঠাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠাইবার [illegible] নাই ইতি।

## [illegible]

[illegible]

[illegible]

নূতন পুস্তক।

আশ মাসের নক্সা।

বাবুদের দুর্গোৎসব।

(চলিত ভাষা।)

কলিকাতা পটোলডাঙ্গায় চৈতন্য ইন ষ্টিটিউসন বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য্যের নিকটে অথবা শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানির ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে প্রাপ্য। মূল্য ⁄১০ আনা মাত্র।

—০:—

## নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৬ সালের ১৫ ই অক্টোবর মাস হইতে ২১ এ অক্টোবর পর্যন্ত নদীয়ার নদী কায়ের সর্বনিম্নস্থ জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

| স্থানের নাম | সর্বনিম্নস্থ জল ফুট | ইঞ্চি |
|---|---|---|
| মথাবাড় উপর পদ্মানদীতে | ১০ | ৯ |
| মহানায় | ৬ | ০ |
| তথা হইতে জাফপুর ১৩॥ মাইল মধ্যে | ৩ | ৯ |
| জাফপুর হইতে বহরমপুর ২১ মাইলের মধ্যে | ৬ | ০ |
| বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে | ৬ | ০ |
| কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪২ মাইল মধ্যে | ৬ | ০ |

সন ১৮৬৬ সালের ২৬ শ তারিখের বহরমপুর মধ্যপথস্থ জলের মাপ।

| | ফুট | ইঞ্চি |
|---|---|---|
| মধ্যপথস্থ জলের | ৪ | ৬ |

বহরমপুর ২৬ এ অক্টোবর ১৮৬৬ { শ্রীনকুর সি, ই, ইঞ্জিক একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র বহরমপুর ডিবিজন।

## সোমপ্রকাশ।

১৮ই কার্ত্তিক সোমবার।

ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের প্রতি কোন গ্রহ বিগুণ হইয়াছে, আমরা বলিতে পারি না, উপর্য্যুপরি বিপৎপাত হইতেছে, ইহার শান্তি নাই। এ বর্ষে শস্যের বিলক্ষণ ব্যাঘাত হইল। জ্যৈষ্ঠের ও শ্রাবণ মাসের প্রবল বন্যায় ক্ষতি সহ্য করিয়াও কৃষকেরা পুনরায় যে ধান্য রোপণ করিয়াছিল, কার্ত্তিক মাসে বৃষ্টি[illegible] হওয়াতে তাহার অনিষ্ট হইল। আর [illegible] হয়, এরূপ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে [illegible] আমরা এখনও সকল স্থানের সমা[illegible] পাই নাই। কি পরিমাণে ধান্যের [illegible] হইবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে [illegible]তেছি না। এই সময়ে নিম্নলিখিত [illegible] বিষয়ে রাজপুরুষদিগের সাবধান [illegible] উচিত। প্রথম, কোন্ প্রদেশে কি [illegible] মাণে ধান্য জন্মিল, সূক্ষ্মরূপে তা[illegible] অনুসন্ধান করা। দ্বিতীয়, সহসা বি[illegible] চাউল রপ্তানী হইতে দেওয়া না হয়।

শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি[illegible] কৃষ্ণ গোস্বামী ও নীলকমল দেব ইহঁ[illegible] স্বনাম স্বাক্ষর করিয়া আমাদিগের নি[illegible] একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন; ত[illegible] স্থানান্তরে প্রচারিত হইল। আ[illegible] সোমপ্রকাশের ব্রাহ্ম গ্রাহকদিগ[illegible] বিশেষরূপে অনুরোধ করিতেছি, তাঁ[illegible] যেন অভিনিবেশসহকারে পত্রখানি প[illegible] করেন। পত্রপ্রেরকেরা শ্রীযুক্ত বাবু কে[illegible] বচন্দ্র সেনের ও তাঁহার অনুচর ব্রাহ্ম[illegible] দের ব্যবহার দর্শন করিয়া বিস্মিত [illegible] দুঃখিত হইয়াছেন, কিন্তু তদ্দ্বারা [illegible] করিয়া অধুনা আমাদিগের হৃদয়ে অ[illegible] মাত্র নূতন বিস্ময় অথবা দুঃখের [illegible] হইল না। কেশব বাবু যে দিন [illegible] সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছেন, সেই দি[illegible] তাঁহা হইতে আমাদিগের দেশের ম[illegible] হইবে বলিয়া যে কিছু আশা জন্মিয়া[illegible] তাহা আমরা পরিত্যাগ করিয়া[illegible] আমরা সেই সময়েই স্ফুটাক্ষরে কহি[illegible] ছিলাম, কেশব বাবু চৈতন্য ও বু[illegible] দির ন্যায় অবতার মধ্যে পরিগণিত [illegible] বার বাসনায় ব্যগ্র হইয়াছেন। তৎকা[illegible] অনেকেই আমাদিগকে ব্রাহ্মদ্বেষী বি[illegible] চনা করিয়া কুপিত হইয়াছিলেন; কি[illegible] এক্ষণে কলদ্বারা তাহার পরিচয় হই[illegible]

কশবের অনুচর ভ্রাক্ষেরা তাঁহাকে পরি
াণকর্ত্তা বলিয়া স্থির করিয়াছেন।
াহারা তাঁহার চরণে পতিত হইয়া
ণিপাত ও চরণরেণু লেহন করিতেছে/
তনিও এই কুসংস্কার ও দুর্ব্যবহারের
পনয়ন চেষ্টা পাইতেছেন না; শুনি
াম, বরং উহাতে অনুমোদন করি-
তছেন। এখন কেবল দুই চারিটী উং-
ট পীড়া আরোগ্য করা কার্য্যটী অব
ষ্ট আছে, ত হা হইলেই তিনি পূর্ণ
বতার হন। এখন আমাদিগের জিজ্ঞাস্য
ই, তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে কোন্
বতার বলিয়া গণনা করিবেন? তিনি
তন্যের হরিসঙ্কীর্ত্তন লইয়াছেন এবং
ষ্টের ত্রাণকর্ত্তৃত্ব লইলেন, নৃসিংহাবতা
র ন্যায় তাঁহাতে উভয় গুণই দৃষ্ট হই
ছে! উনবিংশ শতাব্দী বলিয়া কি
র তাঁহাকে এই অদ্ভুত অবতার
রয়া ভূমণ্ডলে প্রেরণ করিয়াছেন?

—•—

ইউরোপীয়দিগের পরিচয়।

যাঁহারা কতকগুলি অসৎ ও অপ
বাঙ্গালিকে আদর্শ করিয়া সাবতীয়
ালির উপরে আপনাদিগের ঈর্ষা
চরিতার্থ করেন, তাঁহাদিগকে কিছু
আমাদিগের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য
, যখন ইহাঁরা দুর্ব্বল ও সাহসহীন
াছেন তখন যত দিন এই অবস্থায়
করেন, তত দিন গালিভাজন
বন। দুর্ব্বলকে যিনি যা বলেন, তাই
ভা পায়। দুর্ব্বলকে অনায়াসে মিথ্যা
কুতর্ক, প্রবঞ্চ প্রভৃতি যা ইচ্ছা
যায়, তাহার এমন সাধ্য নাই যে
বাদ করে, প্রতিবাদ করিলেই বা
তাহা কর্ণগোচর করে? অতএব ঐ
ব্যক্তি আমাদিগকে যে গালি দেন,
তে আমরা দুঃখিত নহি। আমাদি
দুঃখের বিষয় এই, যেসকল লোকের
আমাদিগের ধন প্রাণ ও জাতি

মানরক্ষার ভার সমর্পিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের অনেকের উল্লিখিত বিপরীত সংস্কার আছে। "বাঙ্গালি" এই শব্দটী শ্রবণকুহরে প্রবিষ্ট হইলেই তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ বিচলিত হয়। এতদ্ভিন্ন বন্ধন অনেক সময়ে অনেক অনর্থ ঘটিয়া থাকে। বিশেষতঃ যে স্থলে ইউরোপীয় ও বাঙ্গালি লইয়া কার্য্যসম্বন্ধ উপস্থিত হয়, সে স্থলে অধিকতর অনিষ্টঘটনা হয়। বিচারপতিরা মনে করেন, মানুষ ইউরোপে জন্মগ্রহণ করিলেই সকল সদ্গুণের আকর, দয়ার আধার, সত্যের আশ্রয় ও ধর্ম্মের আলয় হয় এবং বঙ্গদেশে জন্মিলে সকল দোষ আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলে। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করেন; সুতরাং আইন ও ন্যায় সকলই উপহত হইয়া যায়। তাঁহাদিগের ভ্রমভঞ্জনার্থ ডিউক অব ওয়েলিঙটনের পত্রের কিয়দংশ ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। যখন আরাকান জয় করা হয়, তৎকালে তথায় ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপন করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। ইহাতে ওয়েলিঙটন বলিয়াছিলেন;—"ইউরোপীয় বিশেষতঃ ব্রিটিশ চরিত্র কার্য্যকালে কত নিকৃষ্ট ভাব প্রকাশ করে, তাহা বোধ হয়, মহাশয় (বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি) অবগত নহেন। যেসকল ব্রিটিশ প্রজা (ইহারা কোম্পানির ভৃত্য নহে) নীল বপন ও প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহাদিগের চরিত্র ও কার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। তথাপি ইহারা উপনিবেশী নহে। কোম্পানির অনুমতিব্যতিরেকে এইসকল লোক ভারতবর্ষে আসিতে পারিত না; কোম্পানি মনে করিলে ইহাদিগকে দূরীভূত করিতে পারিতেন, তথাপি ইহারা লুঠ ও অত্যাচারের এক শেষ করিয়াছে, এ সকল লোককে কিছু

আফ্রিকার মরুভূমি অথবা আ
ও অষ্ট্রেলিয়ার ন্যায় লোকহীন
প্রেরণ করা হইবে না। ইহাদি
যেখানে প্রেরণ করিবার কথা হইে
তথায় বিস্তর লোকের বাস আছে
তাহারা অসভ্য ও নহে। আমিও
জাতির অন্তর্গত এই গর্ব্বে ইহারা
পাপ ও অত্যাচার করিবে। তা
গের কামাদি রিপু যত আছে, ত
সকলই চরিতার্থ হইবে, অথচ আ
ইহাদিগের কিছুই করিতে পারিবে
ইহাদিগের দোষে লোকের বি
জাতির উপরে অশ্রদ্ধা জন্মিবে; ইহা
লেই আমরা উপনিবেশ হইতে ব
হইব এটা নিশ্চয় জানিবেন। আ
যতই সভ্য হই না কেন, আইন ও প্র
গবর্ণমেণ্টদ্বারা শাসিত না হইলে আ
সর্ব্বপ্রকার কুকর্ম্ম করিয়া থাকি। আ
দিগের মত নিয়মভঙ্গকারী জাতি ই
রোপের মধ্যে আর নাই।"

—১০১—

ভ্রিলাইন।

কলিকাতার গঙ্গার দিকে ক্রম
চড়া পড়িতেছে জাহাজ আসি
সুবিধা নাই; মাতলাও সহজে ব
হইতেছে না, অথচ ভাল একটী ব
না হইলে চলিতেছে না। কোম্পানা
হইলে এ অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে
এই বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট মাতল
রেলপথের একাংশ হইতে ড্রুপি
পর্য্যন্ত একটী রেলের রাস্তা করিবা
প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়াছেন। সত্বর কা
আরম্ভ হইবে এরূপ বোধ হইতেছে
তাহার উপক্রম দেখা যাইতেছে।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর মাতলাকে
বন্দর করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ
অনুরোধ করিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষী
গবর্ণমেণ্ট ক্যানিঙপোর্ট কোম্পানির যত্
দেখিয়া ও সহসা একটী আরব্ধ বিষ

ত্যাগ করা অবিধেয় বিবেচনা
রা আপাততঃ তাঁহার অনুরোধ রক্ষা
ন নাই। যদি অনুধাবন করিয়া দেখা
প্রতীয়মান হইবে, কুম্পি লাইন
ল লেপ্‌টনন্ট গবর্ণরের অনুরুদ্ধ
ই প্রকারান্তরে সম্পাদিত হইয়া
বে। কুম্পি বন্দর হইলে আর মাত
আকাঙ্খাদি যাইবে না। তাহা হইলে
মাতলার কোন প্রকারে উন্নতি
বনা থাকিবে না। কেবল কাঠে আর
লে কত লাভ হইবে। কাজে কাজেই
পরিত্যক্ত হইবে। ইষ্টসাধনজ্ঞানবাক্তি
কোন বিষয়েই কাহারো দীর্ঘ কাল
৷ ও অবাবসায় থাকে না।
কুম্পি লাইনের বিষয়ে আমাদিগের
য় এই, এটী যেন লোকালয় দূরে
য়া কেবল মাঠ দিয়া করা না হয়।
াটী গ্রামের নিকট দিয়া গেলে
ল যে মাহুবে লাভ হইবে এরূপ
দ্রব্য সামগ্রীতেও লাভ হইবার
বনা আছে।

আমাদিগের এক জন পত্রপ্রেরক
ী হইতে লিখিয়াছেন, তথায় দেওয়া
সময়ে জুয়া খেলার অতিশয় ধুম
উহাতে অনেকের সর্ব্বনাশ হইয়া
। কিন্তু রাজপুরুষেরা উহার
রণচেষ্টা করেন না। পত্রপ্রেরক
ন, কোন কোন রাজপুরুষের
ভ্রম আছে যে, উহার সহিত ধর্ম্মের
আছে, তন্নিমিত্ত তাঁহারা উহাতে
ক্ষেপ করেন না। যদি একথাটী বাস্ত
হয়, বড় দুঃখ ও আশ্চর্য্যের বিষয়।
য়া সর্ব্বশাস্ত্র হইতে হইবে, হিন্দু
র কুত্রাপি এরূপ বিধি নাই। যে
াপক প্রথকার ব্যবস্থা দেন, তিনি
লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতে পারেন না।
কারেরা কহিয়াছেন, রাজা স্বরাজ্য
ত দ্যূত। অপ্রাণিদ্বারা ক্রিয়মান

পাশক্রীড়াদি) ও সমাহ্বয় (প্রাণিদ্বারা
ক্রিয়মাণ পশ্বাদিযুদ্ধ) দূর করিয়া দিবেন,
উহাতে রাজার সর্ব্বনাশ হয় (১) তবে দ্যূত
প্রতিপদ্‌ তিথিতে ক্রীড়া করিবার
বিধি আছে সত্য (২) কিন্তু পণ রাখিয়া অব
শ্য ক্রীড়া করিতে হইবে, কুত্রাপি এরূপ
বিধি নাই। ঐ দিবসে আমোদের নিমিত্ত
ক্রীড়া করিতে হয়, এইমাত্র শাস্ত্রে
আছে; এইনিমিত্ত দ্যূতপ্রতিপদের একটী
নাম কৌমুদী হইয়াছে। (৩) মাদকাদি
সেবন যেমন অনর্থকর দ্যূত তদপেক্ষা
নিকৃষ্ট নহে। ইহা বহুদোষের আকর
ও চৌর্য্যের আশ্রয়। (৪) অতএব গবর্ণমে

(১) দ্যূতং সমাহ্বয়ঞ্চৈব রাজা রাষ্ট্রান্নিবারয়েৎ।
রাজ্যান্তকরণাবেতৌ দ্বৌ দোষৌ পৃথিবীক্ষিতাং।
প্রকাশমেতত্তাস্কর্য্যং যদ্দেবনসমাহ্বয়ৌ।
তয়োর্নিত্যং প্রতীঘাতে নৃপতির্যত্নবান্ ভবেৎ।
অপ্রাণিভির্যৎক্রিয়তে তল্লোকে দ্যূতমুচ্যতে।
প্রাণিভিঃ ক্রিয়তে যস্তু স বিজ্ঞেয়ঃ সমাহ্বয়ঃ।
দ্যূতমেতৎ পুরা কল্পে দৃষ্টং বৈরকরং মহৎ।
তস্মাদ্দ্যূতং ন সেবেত হাস্যার্থমপি বুদ্ধিমান্।
মনু।
(২) শঙ্করশ্চ পুরা দ্যূতং সসর্জ্জ সুমনোহরং।
কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তু প্রথমেঽহনি ভূপতে।
জিতশ্চ শঙ্করস্তত্র জয়ং লেভে চ পার্ব্বতী।
অতোঽর্থাচ্ছঙ্করো দুঃখী গৌরী নিত্যং সুখোষিত
তস্মাদ্দ্যূতং প্রকর্ত্তব্যং প্রভাতে তত্র মানবৈঃ
তস্মিন্ দ্যূতে জয়ো যস্য তস্য সংবৎসরং শুভঃ
পরাজয়ো বিরুদ্ধশ্চ লব্ধনাশকরো ভবেৎ।
ব্রহ্মপুরাণ।
বাসো যাদৃশ ভাবেন তিষ্ঠত্যস্যাং যুধিষ্ঠির।
হর্ষদৈন্যাদিনা তেন তস্য বর্ষং প্রয়াতি হি।
ভবিষ্যোত্তর।
(৩) দ্যূতঞ্চ কার্ত্তিকে তস্যা শুক্লা যা প্রতিপত্তিথিঃ
বিশেষাদ্ধিতা যস্মাৎ তত্র কৌমুদী সা স্মৃতা বুধৈঃ।
কুমুদেন মহী যেন্ময়ঃ মুদা হর্ষে চ বৈ দ্বিজ।
ধাতুজ্ঞৈঃ সকলবৈদ্যৈঃ সাচ বৈ কৌমুদী স্মৃতা।
পাদ্মোত্তর খণ্ড।
(৪) কিন্তু দ্যূতেন রাজেন্দ্র বহুদোষেণ মানদ।
দেবনে বহবো দোষাস্তস্মাৎ তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ।
এক ভক্ষে যদি বা দুষ্টঃ পাণ্ডবোহি যুধিষ্ঠিরঃ।
ব্রাজ্যাৎ সুমহৎ স্ফীতং ভ্রাতৃৃন্ ত্রিদশোপমান্
দ্যূতবৃত্তিকিরিতবান সর্ব্বং তস্মাৎ দ্যূতং নরো চরে।
ইতি মহাভারতে বিরাটপর্ব্ব।

ন্টের ইহার নিবারণে সর্ব্বতোভাবে
বান হওয়া উচিত। কোন ক্রমে এ
শৈথিল্য প্রদর্শন বিধেয় হয় না।
জুয়া খেলা মূল হইতে যে একটী
উৎপন্ন হইয়াছিল, আমরা তদ্
এডুকেশনগেজেট হইতে উদ্ধৃত ক
দিলাম।
"গত শনিবার পুলিসের
কমিসনরের নিকট একটী আশ্চর্য্য
খেলা ও জুয়াচুরির রিপোর্ট আসিয়
উহার পূর্ব্ব বৃহস্পতিবার মহানন্দ
নামে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের করেন্সী ডিপা
ন্টের এক জন কর্ম্মচারী অকস্মাৎ অ
হইতে বাহির হইয়া গিয়া সন্ধ্যার বি
পূর্ব্বে আফিসে প্রত্যাগমন করে।
কল নোট বদলাইয়া লোকে ঐ আ
হইতে টাকা লয়, সেই সমস্ত নোট
ইয়া রাখা মহানন্দের কর্ম্ম। সপ্তাহ
মহানন্দের নিকট এক ব্যক্তি আ
তাঁহাকে বলে, "কত হাজার ট
নোট তোমার হাতে প্রত্যহ পড়ে,
তোমার এমন দুর্দ্দশা! তুমি উহার
দংশ লইয়া জুয়া খেলিলে অল্প
মধ্যে এমন ধনাঢ্য হইতে পার যে
টাকা বেতনের প্রত্যাশায় থাকিতে
না।" মহানন্দ বলেন "আমি
খেলিতে জানি না।" আগন্তুক ক
তাঁহাকে আশ্বাসবাক্যে কহিল, "
কালমধ্যেই আমি তোমাকে উত্তম
খেলা শিখাইতে পারি, কিছু
সংগ্রহ করিলেই হয়।" মহানন্দ
প্রলোভনে পতিত হইয়া স্ত্রীর
বন্ধক দিয়া ঐ কপট বন্ধুর সহিত
বার জুয়া খেলিলে পর ঐ কপ
তাঁহাকে নিশ্চয় করিয়া বলিল "
অত্যল্পকালমধ্যেই উত্তমরূপ খে
শিখিয়াছ।" ইহার পর তিনি ম
ন্দকে এক জন ধনাঢ্য বাবুর
খেলিতে লইয়া যান। মহানন্দ

…ট ১৯ টাকা জেতেন। তাহার পর
…ঢ্য বাবু মহানন্দকে বলেন, "আমি
…মার সহিত আর খেলিব না, তুমি
…াকা খেলোয়াড় দেখিতে পাই।"
…নন্দ অতি হর্ষযুক্ত হইয়া বাটী গমন
…ন। তাহার পর দিবস ঐ কপট বন্ধু
…হার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন,
…ই ধনাঢ্য বাবু বালকের নিকট পরা
…ত হইয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া রহি
…ছেন এবং তোমার সহিত অনেক টাকা
…য়া খেলিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।
… মানুষ হইবার এই সময়। ১৫০০
…া ২০০০ হাজার টাকা ব্যাঙ্ক হইতে
…য়া বংশালের ঘাটে নৌকার উপর ঐ
…র সহিত কয়েক ঘন্টা খেলিলে পরই
…ব নিশ্চয় জয়ী হইয়া, ব্যাঙ্কের টাকা
…র্ব্বার বাক্সে রাখিয়া বাকি আত্মসাৎ
…তে পার।" মহানন্দ ইহাতে সম্মত
…লে উল্লিখিত বৃহস্পতিবার বংশালের
…ট ঐ কপট বন্ধু ও বাবু এবং তাঁহার
…া কয়েক জন এক নৌকায় থাকে এবং
…নন্দ ব্যাঙ্ক হইতে যেসকল নোট
…াইতে পারিয়াছিলেন, তাহা হইতে
… টাকার ৩০ কেতা নোট লইয়া
…কায় উপস্থিত হইয়া জুয়া খেলেন।
…থমে মহানন্দ ৫০ টাকা জেতেন,
…হার পর ১০০ টাকা হারেন। শেষে
…ট বাবু কহেন "আমি ৫০ বা ১০০
…কার দানে সম্মত নাই। আমার নিকট
…০০ টাকা আছে, আমি এক বারে সব
…ব।" মহানন্দ সম্মত হইলে খেলা
…ল এবং তাঁহারই হার হইল। তখন
… ১৫০০ টাকা দিয়া বাকি ৫০০ টাকার
…য়ী হইলেন। অনন্তর উক্ত বাবুর কপট
…মস্তা মহানন্দকে একটী আফিস
…তে ৫০০০ টাকা কর্জ্জ দেওয়াইবেন
…লয়া লইয়া যান। মহানন্দ এইরূপে
…মর্সরিয়েট গুদামের নিকট আনীত
…য়া ক্ষণেক কাল গাড়িতে অপেক্ষা

করেন এবং তাহার পর ঐ কপট গোমস্তা তাঁহাকে বলে যে আফিস বন্ধ হইয়াছে; সুতরাং একণে টাকা পাওয়া যাইবে না। মহানন্দ আস্তে আস্তে ৬ টার সময় ব্যাঙ্কে ফিরিয়া আইলেন। আফিসের কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে ঐ ৩০ কেতা নোটের কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত বলেন। তখন পুলিসের ইনস্পেক্টর মোরিয়ার্টি মহানন্দের সঙ্গে বাটীতে গিয়া নানা কৌশলদ্বারা ঐ কপট বাবুকে তাঁহার বাটী হইতে গ্রেপ্তার করেন এবং তৎপরে ঐ জুয়া খেলোয়াড়কেও গ্রেপ্তার করেন ও তথা হইতে ৬ মাইল দূরে গিয়া ঐ নোটগুলি বাহির করেন। যে ব্যক্তি মহানন্দকে ৫০০০ টাকা কর্জ্জ দেওয়াইতে চাহিয়াছিল, তাহার বাটীতে গিয়া একখানি ৫০ টাকার নোট পাওয়া যায়, তাহাতে আর এক খানা নোটের (০) বসাইয়া ৫০০ টাকা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল।"

—:০:—

বিদ্যালয়ে সাহায্যগ্রহণের নূতন নিয়ম।

আমাদিগের শিক্ষাকার্য্যের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত ডবলিউ এস, আটাকন্সন সাহেব দারজিলিঙ হইতে ৪ ঠা সেপ্টেম্বর ইন স্পেক্টরকে যে একপত্র লিখেন এবং তাহার সহিত যে একখানি ফরম পাঠাইয়া দেন, তাহা দর্শন করিয়া আমাদিগের অন্তঃকরণে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল। চিঠিতে লিখিত আছে, ১৮৬১ অব্দের আগষ্ট মাসে সাহায্যদানের যে পরিবর্ত্তিত নিয়ম করা হইয়াছে, তদনুসারে যাঁহারা সাহায্যগ্রহণ করিয়াছেন, অথবা অতঃপর করিবেন, তাঁহাদিগকে একপ্রকার নির্দ্দেশিত ফরমের নিয়মানুসারে আবেদন করিতে ও তাহাতে এক টাকা মূল্যের ষ্টাম্প লাগাইয়া

দিতে হইবে। ফরমে লিখিত আ…
যাঁহারা আবেদন করিবেন, তাঁহাদিগ…
লিখিয়া দিতে হইবে যে, 'আমরা প্রত্যে…
স্কুলের যথাবিধি কার্য্যসম্পাদন…
অর্থের যথাবিধ বিনিয়োগবিষয়ে দা…
হইতে সম্মত আছি;" এত কঠিন নি…
করিবার কারণ কি? বোধ হয় কোন ল…
বাপ্রতীতা প্রতারণা করিয়াছেন।…
স্পেক্টর তাঁহার নামে অভিযো…
করিয়া কিছু করিতে পারেন না…
কিন্তু উল্লিখিত ষ্টাম্পযুক্ত আবে…
পত্রে স্বাক্ষর করাইয়া লইলে আর…
প্রতারণা করিতে পারিবেন না।" আ…
লতে অনায়াসে অভিযোগ চলিতে…
এতদ্ভিন্ন আর একটী লাভ এই, এ উপ…
কিঞ্চিৎ অর্থাগমও হইবে। লোকের…
বিদ্যালয় করিবার ইচ্ছা প্রবৃদ্ধ হইতে…
তত অধিক মূল্যের ষ্টাম্প দিবার নি…
করিলে ক্রমে আয়বৃদ্ধি হইতে থাকি…
ডিরেক্টর অন্য অন্য বিষয়কর্…
ন্যায় এটীকেও একটী চুক্তিকার্য্য করি…
তুলিতেছেন। কিন্তু এটী সেরূপ বি…
কি না, এক বার বিবেচনা করিয়া দে…
আবশ্যক। বিষয়কর্ম্মমাত্রেই পরস্প…
স্বার্থসম্বন্ধ থাকে, যাঁহারা বিদ্যা…
প্রতিষ্ঠা করিয়া সাহায্যপ্রার্থনা করে…
তাঁহাদিগের কোন স্বার্থসম্বন্ধ অ…
কি না? তাঁহারা কি কেবল পরোপক…
উদ্দেশ করিয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হন…
যদি পরোপকারই বিদ্যালয়প্রতি…
উদ্দেশ্য হইল, যে ব্যক্তি তৎকার্য্যে প্র…
হইবেন এবং নিজের অর্থ ও সময়…
করিয়া তাহার উন্নতিসাধনচেষ্টা ক…
বেন, তাঁহার নিকট হইতে উল্লি…
প্রকার চুক্তিপত্র লিখাইয়া ল…
কি তদুপযুক্ত ব্যবহার হইতেছে…
যদি অনুধাবন করিয়া দেখা…
প্রতীয়মান হইবে, যাঁহারা বি…
লয় প্রতিষ্ঠা করিয়া অর্থদান ক…

হারা দানাংশে সাহায্যদাতা গবর্ণ-
ন্টের সমকক্ষ। গবর্ণমেণ্ট যদি তাঁহা
কে অবিশ্বাস করিয়া চুক্তিপত্র লিখা
লন, তাঁহারাও অনায়াসে বলিবেন,
র্ণমেণ্টেরও ইনস্পেক্টরদ্বারা এইপ্র
একখানি চুক্তিপত্র লিখাইয়া দেওয়া
ত, মাস গেলে স্কুলের বিল আইলে
স্পেক্টর তৎক্ষণাৎ তাহাতে স্বা-
করিবেন, স্কুল কমিটির দোষ দেখা
তিনি গবর্ণমেণ্টের সাহায্যদান বন্ধ
তে পারিবেন না এবং কোন প্রকার
পত্তি করিয়া কালবিলম্ব করিবেন না।
টি যদি আপনার প্রতিজ্ঞানুরূপ
ানুষ্ঠাননিয়মের অন্যথাচরণ করিয়া
কন, ইনস্পেক্টর তাঁহার নামে নালীশ
বেন; কিন্তু সে আপত্তিতে শিক্ষক
র বেতন বন্ধ থাকিতে পারে না।
ন কোন স্থলে এরূপ ঘটিয়া থাকে,
টির সহিত ইনস্পেক্টরের গোলযোগ
। শিক্ষকদিগকে অকারণ বেতন
ত ও ক্লেশ সহ্য করিতে হয়।

অনেকে অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া
াবিত ফরমে স্বাক্ষর করিতে সাহসী
বেন না, অনেকে অপমান জ্ঞান করিয়া
ষ্ট হইবেন এবং যাঁহাদিগের ধর্ম্ম
অধিক তাঁহারা ধর্ম্মলোপভয়ে
র করিবেন না। ফরমে লিখিয়া দিতে
র "আমি বিদ্যালয়ের যথাবিধি
সম্পাদনবিষয়ে দ হইলাম
প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে
রা সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের অধ্য
ভার গ্রহণ করেন, তাঁহারা কার্য্যা
ব্যাপৃত থাকেন, প্রধান শিক্ষকের
র তত্ত্বাবধান আর করিতে অনেক
ির ভার সমর্পিত হয়, অধ্যক্ষের
ল কার্য্য করিবার অবসর হয় না।
ক অধ্যক্ষ বিদেশে থাকেন। এমন
না করিয়া দেখ, বিদ্যালয়ের যথো
তত্ত্বাবধানাদি হইল কিনা, তিনি কি

রূপে তাহার নির্ণয় করিবেন? যে অধ্যক্ষ সমস্ত দিন স্বয়ং বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকিয়া তত্ত্বাবধান না করেন, তিনি ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া কখনই লিখিয়া দিতে পারেন না যে আমি বিদ্যালয়ের যথাবিধি কার্য্যসম্পাদনের দায়ী হইব।"

ডিরেক্টর সাহেব প্রস্তাবিত ফরম তাহার পাঠ ও তাহাতে ষ্টাম্প বসাইবার রীতি কি ইংলণ্ড হইতে গ্রহণ করিয়াছেন? অথবা স্ববুদ্ধিদ্বারা কল্পনা করিয়াছেন? যাহা কারণ হউক, আমাদিগের স্মরণ হইতেছে, একবার নিয়ম হইয়াছিল, যে গ্রামের পশুতে কোন ক্ষেত্রে উপদ্রব করিবে, সেই গ্রামের যাবতীয় লোকের দণ্ড হইবে। প্রস্তাবিত ফরম ও ষ্টাম্প দিবার নিয়মটী ইহারই সহোদর। এক জন অবিশ্বস্তের কাজ করিল, ইনস্পেক্টর বা ডেপুটী ইনস্পেক্টর আলস্যদোষে অথবা অন্য কোন কারণে তাহার দণ্ডদানে সমর্থ হইলেন না, শেষে রাজ্যশুদ্ধ লোকের দণ্ডদান করিয়া বসিলেন। যে দুই চারি জন অবিশ্বস্তের কাজ করিয়াছেন, তাঁহারাও স্ব ইচ্ছায় করেন নাই; যিনি অধ্যক্ষতাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, হয়ত তিনি চাঁদা আদায় করিতে পারেন নাই, অবশেষে তাঁহার স্কন্ধে যাবতীয় বায়ভার পতিত হইয়াছে। তাঁহার এমন সঙ্গতি নাই যে তিনি নিজে সমুদায় দিয়া উঠেন। পক্ষান্তরে তাঁহার ধর্ম্মনীতি ও কর্ত্তব্যজ্ঞান এত প্রবল ও বিশুদ্ধ নহে যে তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ বিষয় ইনস্পেক্টরের কর্ণগোচর করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করেন। পাঁচ জনের অনুরোধে পড়িয়া শেষে প্রবঞ্চক হইয়া দাঁড়ান।

--------

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

১। খৃষ্টধর্ম্মের সহিত অন্য অন্য ধর্ম্মের বিরোধ। এখানি ইংরাজী ভাষায় লিখিত। শ্রীযুক্ত রেবরেণ্ড জে, মরে

মিচেল এম, এস, ডি, এখানি লি
ছেন। ইহার উদ্দেশ্য এই, অনেকে
ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব দর্শন করিয়া মনে
তেছেন, জগতে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রবল
খৃষ্টধর্ম্মের উচ্ছেদসাধন করিবে।
মিচেল সাহেব বলেন, এটী সে
ভ্রমাত্মক জ্ঞান। খৃষ্টধর্ম্ম যে ভার
ব্যাপী হইবে, এটী তাহার পূর্ব্ব ল
এধর্ম্মের স্বাধিকার বিস্তার হইবার
এইরূপ লক্ষণই হইয়া থাকে।
ইতিহাস অবলম্বন করিয়া প্রমাণ ক
ছেন, রোম ও গ্রীসেও এইপ্রকার
ক্ষণ ঘটিয়াছিল। ঐ ঐ রাজ্যেও স
লোকে উপধর্ম্মবিমোহিত ছিল
বিদ্বান ব্যক্তিরা তদানীন্তন দর্শন শ
ভক্ত ও অনুরক্ত হইয়া খৃষ্টধর্ম্মের
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু কৃত
হইতে পারেন নাই। শেষে খৃষ্ট
দেশের ধর্ম্ম হইয়া উঠে। আমাদি
নব যুবক ব্রাহ্ম সম্প্রদায় ( বাবু
সেনের দল ) যেপ্রকার ব্যবহার কা
ছেন, তাহাতে মিচেল সাহেবের অ
বড় অযৌক্তিক হইতেছে না। কিন্তু
দিগের মতে মিচেল সাহেবের একটী
হইয়াছে। তিনি ধর্ম্মসম্বন্ধে রো
গ্রীসের সহিত ভারতবর্ষের যে সা
য়াছেন, তাহা সুসঙ্গত হয় নাই।
ও গ্রীসে তৎকালে যে দর্শন
ছিল, তাহার মূল ঈশ্বরানুস্যূত ন
সুতরাং আধুনিক বলিয়া লো
তাহাতে তাদৃশ আস্থা ছিল না, ক
কাজেই তাহা উপেক্ষিত হইয়া
উন্মূলিত হয় এবং খৃষ্ট ধর্ম্ম তৎ
অধিকার করিয়া লয়। কিন্তু ভারত
যে এক বেদ প্রচলিত আছে, তা
সংবাদ এই, ঈশ্বর মহস্যরূপ ধ
করিয়া বেদ কহিয়াছিলেন। লো
উহাতে দৃঢ়তর বিশ্বাস আছে, অত
উহার উন্মূলন সহজ নহে। আ

দেখিতে পাই, বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ উভয় বিধ ব্যক্তিরই এক এক প্রকারে উহাতে সবিশেষ শ্রদ্ধা আছে। এস্থলে এ বিবেচনা করাও আবশ্যক, খৃষ্টধর্ম্ম অপেক্ষা বেদোদিত ধর্ম্মের এক অংশে প্রাধান্য আছে। খৃষ্ট ধর্ম্ম এক জন মনুষ্যকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং তাঁহার আশ্রয় ব্যতিরেকে মুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই, এই কথা বলেন। কিন্তু বেদ তাহা বলেন না, বেদের প্রধান প্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইলে অন্যকে মধ্য বর্ত্তী করিতে হয় না। অপর, যে জাতি খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করে, সেই জাতিই যে উন্নতিশালী হয়, তাহাও সপ্রমাণ নহে। মিচেল সাহেব রোম ও গ্রীসের যে উদা হরণ দিয়াছেন, তদ্দ্বারা বৈপরীত্যই প্রমাণ হইতেছে। যৎকালে রোম ও গ্রীসে খৃষ্ট ধর্ম্মের নাম গন্ধ ছিল না, সেই সময়েই উহা অসামান্য উন্নতি সম্পন্ন হয়। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মের অধিকারের পর আর সে রোম ও সে গ্রীস নাই।

২। সমাসদর্পণ। কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা পাঠশালার অন্যতর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আদ্যানাথ ভট্টাচার্য্য সিদ্ধান্ত কৌমুদী ও মুগ্ধবোধপ্রভৃতি ব্যাকরণ অবলম্বন করিয়া এখানির সঙ্কলন করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় যতগুলি ব্যাকরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সমাসপ্রকরণ অতিশয় সংক্ষিপ্ত, এই প্রকরণটি বিস্তারিত করিয়া লেখাই সমাসদর্পণকারের উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।

৩। কবিতাকদম্ব। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা কাব্যকে দৃশ্য ও শ্রব্যভেদে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। শ্রব্য কাব্য আবার গদ্য ও পদ্য এই উভয় ভাগে বিভক্ত। আজি কালি বাঙ্গালা ভাষায় এই ত্রিবিধ কাব্যেরই প্রাচুর্য্য লক্ষিত হইতেছে। সোমপ্রকাশের একটি বিজ্ঞাপন দেখিলে কত যে নাটকের সৃষ্টি হইয়াছে জানিতে পারিয়া পাঠকগণ চমৎকৃত হইবেন। যাহা হউক এই তিনের মধ্যে পদ্যময় কাব্য গুলি অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। এবারেও একখানি উত্তম কাব্য আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। এখানি শ্রীযুক্ত বাবু মদনমোহন মিত্রপ্রণীত, নাম কবিতা কদম্ব। আমরা ইহার উৎকর্ষপরীক্ষার্থ পাঠকগণের অগ্রে কয়েকটী কবিতা উপস্থিত করিয়া দিলাম।

* কুম্ভকর্ণ যুদ্ধযাত্রাকালে ক্রোধে হত-
চেতনপ্রায় হইয়া এইরূপ বাক্য
বলিয়াছিল।

চটকের পাশে যথা বজ্র নিক্ষেপণ,
কিম্বা রেণুপাশে যথা অগ্নিস্ফুলিঙ্গপাত,
সেই রূপ যুদ্ধে মোরে পাঠালে রাবণ,
কি পৌরুষ? ক্ষুদ্রজীবী করিলে নিপাত।

লঙ্কেশের শত্রু আছে, কলঙ্ক আমার,
তাহাও দু এক নহে অসংখ্য গণনে,
তাহাকে জলধি লঙ্ঘি রোধিয়াছে দ্বার,
তাও যে বানর নর, সহিব কেমনে।

কি আশ্চর্য, এত বীর নিশাচর সংহার,
কেহ কি নারিল নর বানর বধিতে,
ধিক ধিক লঙ্কা তোরে ধিক শতবার,
নিশাচরী কি ছিলি রে তুই দৈবশক্তিতে।

এই আমি চলিলাম সমর মাঝারে,
ধরিয়া আয়স দণ্ড অগ্নিশিখোপম,
শঙ্কায় সঘনে কাঁপে অবলোকি যারে,
জীবন সংহারার্থ সাক্ষাৎ যম।

কেবা জানে এ প্রচণ্ডবীর্য্য এ সংসারে,
পারি উৎপাটিতে গিরি শুষিতে সাগর,
জকুটিকুটিলানন দেখিলে আমারে,
বজ্রধর বজ্র ফেলে পলায় সত্বর।

তাড়িত সমান তেজে যথা ঝঞ্ঝা বাত,
কিম্বা যথা মত্তহস্তী মদিরাবিহ্বল,
প্রবেশি কদলীবন করে বিনিপাত,
সেইরূপ যুদ্ধে পশি প্রকাশিব বল।

যদি সুগ্রীবের মুণ্ড ছিঁড়িতে না দিব,
সে নরাধম দ্বয়ে নাহি উপাড়িব টানে,
অঙ্গদ আর হনুমানে বাঁধিয়া আনিব,
ছুবাইব সিন্ধুগর্ভে যত বানরে।

আরগুলি দূরে দূরে করি তাড়াইব,
যদি কোন অংশে নারি রামে ধরিবারে,
কিন্তু তার মুষ্টিঘাতে উদ্যত হইব,
অকালে প্রলয়কাল হবে একেবারে।

পর্ব্বতেশ হিমালয়ে উৎপাটিব রাগে,
ফেলিব সাগরে করি হুহুঙ্কার ধ্বনি,
উথলিবে জলনিধি গভীর নির্ঘোষে,
থর থর থর থর কাঁপিবে ধরণী।

জলধি অধীর হয়ে উগারিবে জল,
মুহূর্ত্তেকে ধরাপৃষ্ঠ হইবে প্লাবিত,
যেরূপ করিবে দিতেছিল রসাতল
সমরে মহিষাসুর প্রভৃতি-মোহিত।

আতঙ্কে ত্রিলোক লোক হবে মুহ্যাকুল
টলিবে কৈলাসেধাম শঙ্কর আসন,
গর্জ্জিবে উদয় কাল নড়িবে ত্রিশূল,
যে দেখায় বীর্য্য তার সফল জীবন।

—শ্মশান ভূমি দর্শন করিয়া—

কেরে তুমি ভয়ঙ্কর ভীষণ মূরতি।
অঙ্গে শব ভস্মলেপ নরহাড়মালী,
নীরবে দিতেছ শিক্ষা সংসারে বিরতি,
কোথা নাহি কভু বকু ঘৃণি দুঃখ জ্বালি।

পরিহিত প্রেতবাস নৃকপালধারী,
প্রেতকুণ্ড রক্তপুষ্করে অভিষেক,
তব সহচর মৃত্যু সর্ব্বগর্ব্বহারী,
প্রচারিছ প্রেতাসনে বসিয়া বিবেক।
শুনিয়াছি ভূতনাথ যোগী তত্ত্বজ্ঞানী,
বহুকাল বাসে নাকি তব সহবাস,
কি বাসে তোমার নাম? অহো জানি
কভু কভু দরশন করি অভিলাষ।

শিখরে তুষাররাশি হয়ে বিগলিত,
অবশেষে করে যথা সাগরে বসতি,
সেরূপ জীবন হতে হইলে স্খলিত,
আমাদের তব সঙ্গ বিনা নাই গতি।

রাজা, প্রজা, চোর, সাধু কাল সকলে
লক্ষ লক্ষ লইয়াছে আশ্রয় তোমার,
শুনি না একটী রব দেখি না কাহারে,
বৈরীদের পরস্পর বৈর নাহি আর।

বালকে অঙ্গুলি করে দেখাইছ জীবে,
তাবুক ভাবিতে কর তত্ত্বজ্ঞানদান,
মদগর্ব্বিতেরে শিখাইছ নীতি,
উদাসীন বরণীয় তুমি হে শ্মশান।

৪। কলিকা 'র ছোট আদালতের ৭। ৬৮ অব্দের রিপোর্ট। গতবর্ষে ২৪ টী মকদ্দমা অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসর কা ৬১৯০ টী মকদ্দমা কম রুজু ছিল। প্রত্যহ ১১১.৯৫ টী মকদ্দমার দন করা হইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসরের ১৯৯৬ টী মকদ্দমা লইয়া ৩১৮৮০ মা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত নির্দ্ধারিত উহার মধ্যে ১৩,০০০ টীতে অর্থীর হইয়াছে, উহার মধ্যে ৬৩১৮ টী এক া হয়। ১৫৬৫ টী অগ্রাহ্য ৩৬৯৮ সাউট, ৯৫৫২ রফা ও অর্থীর অনুপ- হেতু ৩০১৮ টী খারিজ করা হয়। বৎ শেষে ১,০৩৯ টী বাকী ছিল। এই লর মধ্যে ৩৯ টী ১০০০ টাকার উপ মকদ্দমায় ৪০০ অবধি ১০০ টাকা য়া দিয়া রুজু করা হইয়াছিল। মক র মুল্য ১৬,৪৫,৭০৪।১০ ছিল। মধ্যে ৩,০৪,৩৫১৬/১৫ আদালতে য়া হয় এবং অর্থিগণ ৩,০২,৩২০ স্বহস্তে পাইয়া রাজিনামা দিয়া ন। পূর্ব্ব বৎসরে ১৯,১১,৩৮৪৫ র মকদ্দমা হইয়াছিল। ১৮৬৭। ৬৮ র মকদ্দমার ফী স্বরূপ ২,১৬,৫৯৫ ১ টাকা পাওয়া হয়। কর্ম্মচারিদিগের ন, বাটীভাড়া, আমলাদিগের প্রভৃতিতে ১,৫৬,২০৭।৫ টাকা ব্যয় য়া ৬০,৩১৮॥/ টাকা লাভ হইয়াছে। ৎসর মকদ্দমা কমিবার কারণ এই, র পূর্ব্বে বিস্তর জুয়াচোর দালাল মোক্তার মিথ্যা মকদ্দমা করিত। ইহা কে দূরীভূত করাতে অল্প টাকায় চুরিপূর্ণ মকদ্দমা কমিয়াছে; কিন্তু ক টাকার মকদ্দমা বরং বৃদ্ধি হই । লেপ্টেনন্ট গবর্ণর মহোদয় প্রকাশ য়াছেন এবং সংখ্যা লইয়া যত দূর । তাহাতে আমাদিগেরও অসম্মো বারণ নাই; কিন্তু ছোট আদালতের অপক্ষপাতিতা ও সুবিচারের উপরে লোকের দিন দিন বিশ্বাস বৃদ্ধি হইতেছে এ কথাতে আমরা সম্মত হইতে পারিলাম না। ইউরোপীয়গণের এ সংস্কার থাকিতে পারে। কারণ বিচারপতিগণ মকদ্দমার কাল ও সংখ্যা অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাদিগের মকদ্দমা অগ্রে করেন এবং এ স্থলে অধিক মনো যোগও দেওয়া হয়; কিন্তু এতদ্দেশীয় মকদ্দমা কালীঘাটের পাঁটাকাটার ন্যায় হইয়া থাকে। প্রত্যর্থীর সহিত অর্থী রফার কথা কহিতেছেন এমত সময়ে অর্থির উকীল মকদ্দমা তুলিয়া এক তরফা ডিক্রী করিলেন; প্রত্যর্থী এই জুয়াচুরির সহস্র প্রতিবাদ করিলেও তাহা গ্রাহ্য হয় না। এতদ্দেশীয়মাত্রেই জানেন ও বলিয়াথাকেন, ছোট আদালতের মকদ্দমা পাস্তি ফেলার ন্যায়, যথার্থ বিচার নাই। তবে বাঘের ভয়ে লোকে অন্যত্র যান না; কিন্তু গবর্ণমেন্ট এক মুন্সেফে কাছারি করিয়া যদি লোককে স্বেচ্ছানুসারে ছোট আদালতে অথবা মুন্সেফের নিকটে যাইতে বলেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, কোন এতদ্দেশীয় ছোট আদালতে যাইবেন না। যত দিনপর্য্যন্ত প্রধান তম বিচারালয়ের এক জন বিচারপতি ছোট আদালতের মকদ্দমার আপীল শ্রবণ করিতে নিযুক্ত না হইতেছেন, তত দিন কাগজে সুখ্যাতি হইতে পারে; কিন্তু লোকের ভক্তি কিছুতেই হইবে না।

৫। ভারতবর্ষীয় সভার ষোড়শ বার্ষিক রিপোর্ট। সভা আপনাদিগের বিখ্যাত সদাশয়তা ও স্বদেশহিতৈষিতা হেতু যেপ্রকার কার্য্য করেন এ বারের রিপোর্টেও তাহা প্রকাশ করিতেছে।

২ রা সেপ্টেম্বর জমীদারগণ ভারতবর্ষীয় সভায় শিক্ষা ও রাস্তার ক বিরুদ্ধে যে সভা করেন, তাহার স রিপোর্ট। এই সভার বিষয়ে আ পূর্ব্বে বলিয়াছি, নূতন কিছু বলি নাই। আমরা জমীদারদিগের স যে একমত হইতে পারি না, তাহা প বলিয়াছি। বর্ত্তমান আনুকূল্য দানপ্র কৃষক শ্রেণিকে স্পর্শ করিতেছে ন করিবে না। তাহাদিগের নিমিত্ত পৃ বিদ্যালয় আবশ্যক। জমীদারদি উপর করস্থাপন ও কৃষকপীড়ন সম কৃষকদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দো করিয়া শিক্ষাকর তাহাদিগের নি লওয়াই পরামর্শ। কিন্তু জমীদারগণ বলুন, তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি যত f লয় করিয়াছেন, তাহার প্রায় সমুদায় কৃষকদিগের নিকট লওয়া হইতেছে। লয় স্থাপনের পূর্ব্ব বৎসরের জমা সিল বাকী কাগজের সহিত বর্ত্ত হিসাবের কাগজের তুলনা ক আমাদিগের কথার যাথার্থ্য সপ্র হইবে। জমীদারদিগের দ্বারা কৃষ গের শিক্ষা হইবে এ আশা ত এক বর্ষের মধ্যে সফল হইবার সম্ভ নাই। ভারত বর্ষীয় সভা জমীদারদি স্বার্থপর প্রস্তাবের অনুমোদন ক আমরা দুঃখিত হইয়াছি। এই এক f আমরা সভার প্রতি দোষারোপ ক বাধিত হইলাম। সভায় জমীদ সংখ্যা অধিক বলিয়াই ইহা হইয় কবে স্বাধীন দলের লোক স সভা হইতে আরম্ভ করিবেন? আ গের উকীলগণের ইহা করা অ আবশ্যক। অতিশয় আক্ষেপের ইহাঁরা ইউরোপের ব্যবহারাজীবি ন্যায় রাজনীতির উপরে হস্ত করেন না।

—:০:—

প্রাপ্ত ।

বঙ্গীয়দিগের দৈহিক অবনতি ।

( গতপ্রকাশিতের পর )

বাসগৃহ ।

অনেক বিজ্ঞ পণ্ডিত আপন আপন শারী স্বাস্থ্যবিধানবিষয়ক পুস্তকে লিখিয়া ছেন যে, বাসগৃহের তল উচ্চ ও পরি হইবে। তাহা আর্দ্র হইলে গৃহ বায়ু আর্দ্র হইতে পারে এবং সেই সেবন করিলে নানাপ্রকার পীড়া হইবার না । বায়ু ও আলোক প্রবেশ জন্য বাতা থাকিবে। যেসকল দূষিত বায়ু প্রশ্বাস শরীর হইতে বহির্গত হয়, তাহা পুন সেবন করিলে শরীরের পক্ষে মহানিষ্ট পারে। কিন্তু বায়ু গমনাগমনের পথ লে উক্ত দূষিত বায়ু গৃহ হইতে বাহির য়, সুতরাং দেহের কোন অনিষ্ট পারে না। নয়ন ও মনের তৃপ্তিজন্য বিধ মনোহর বস্তুদ্বারা গৃহগুলি সুস ত রাখা কর্ত্তব্য। গৃহ ও তাহার নিকট স্থানসকল পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখা তাভাবে বিধেয়। দূষিত জলাশয়াদির টি বাসগৃহ নির্ম্মাণ করা অনুচিত। উদ্ভি- জাৎসম্পন্ন গৃহে বাস করিলে স্বাস্থ্য র সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু এদেশের জন লোক এ প্রকার ঘরে বাস করেন ? ধনাঢ্য ব্যক্তিরা সুরম্য হর্ম্ম্যে বাস া থাকেন। অবশিষ্ট লোকেরা যেরূপ ও গৃহে বাস করেন, বিবেচনা হয়, ম্য সুসভ্য দেশের হীন অবস্থাপন্ন করাও সেরূপ স্থানে ও গৃহে বাস করে অধিকাংশ বাসগৃহ একতালা কোঠা ও মেঝটি কিছু নিম্ন ও আর্দ্র বলিয়া গৃহ প্রায় আর্দ্র হইয়া থাকে। বায়ু ও াক প্রবেশার্থ বাতায়নাদি প্রায় থাকে যদি বা কোন গৃহে থাকে, তাহাও নানাবিধ বস্তুদ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখা কোন কালেই উদ্ঘাটিত হয় না। গৃহ ক কারাগার বা অন্ধ কূপ বলিলে বোধ যুক্তি হয় না ! অনেকে গৃহের সুসজ্জা রিচ্ছন্নতা বিষয়ে একান্ত উদাসীন। তাঁহা দিগের গৃহের কোণগুলি প্রায় পানের পিক ও গয়ার দিবারা চিত্র বিচিত্র করা হয়। জালা পেঁটরা ও বাক্স হাঁড়ি কলসী প্রভৃ তিতে গৃহগুলি সুসজ্জীকৃত হইয়া থাকে। এই রূপে গৃহগুলি এমত অপরিষ্কার করিয়া রাখা হয় যে, তাহাতে প্রবেশ করিতেও ঘৃণা বোধ হয়। অঙ্গন ও বাটীর নিকটবর্ত্তী স্থানসকল গৃহ অপেক্ষা অধিক জঘন্য ও কদর্য্য। এ বিষয়ে ধনী, নির্ধন ইতর, ভদ্র, প্রায় সমান। এস্থানগুলির একপ দুর বস্থা দেখিয়া বোধ হয় যে, তাহার বিষয় বর্ণন করিতেও লজ্জা ও ঘৃণা বোধ হয়। অধি কাংশ বাটীর উঠানে নানাপ্রকার আবর্জ্জনা রাশিপ্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। অত্রত্য লোকদিগের গরুর প্রতি কেমন প্রগাঢ় ভক্তি বলা যায় না। প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীর ভিতর বা তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে গোশালা দৃষ্ট হয়। প্রায় অনেকেই গরু বাছুর ও ছাগ সহ এক গৃহেই বাস করিয়া থাকেন। বাটীগুলি প্রায় জঙ্গলে আবৃত থাকে। কোন কোন বাটী এরূপ ভাবে আবৃত আছে যে প্রায় সহসা দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। বাটীর চারি ধারের যে কোন পার্শ্বে হউক প্রায় একটী করিয়া পুষ্করিণী থাকে। ইহাকে খিড়কি বলে। যাঁহারা বড় মানুষ ও যাহা দের বড় পরিবার তাহাদের খিড়কিরও বড় দুর্দ্দশা। ইহার বর্ণনায় উপেক্ষা করাই ভাল। নানাপ্রকার জঞ্জাল ও অপরিষ্কৃত বস্তু ঐ পুষ্করিণী ও তাহার চতুষ্পার্শ্বে নিক্ষিপ্ত দৃষ্ট হয়। পুষ্করিণীর জলের কথা অধিক কি বলিব তাহাকে বিষ বলিলেও হয়। এই ত আমাদের দেশের বাসগৃহের ও স্থানের অবস্থা, ইহাতে যে এদেশীয়দিগের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইবে, বিচিত্র কি ?

## বিবিধসংবাদ ।

১১ ই কার্ত্তিক সোমবার ।

প্রেসিডেন্সি জেলের তত্ত্বাবধায়ক ডাক্তর লিজের সতর্কতার আর এক দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। জোনসামক এক জন যুবক সৈনিক কারারুদ্ধ হয়। কারাপ্রবেশের সময়ে সে সবল কায় ও সুস্থ ছিল। কিছু দিনের পরেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। শরীরচ্ছেদন করিয়া গেল তাহার প্লীহা ও বক্ষঃপ্রভৃতি অ পীড়িত হইয়াছিল। এক বার তাহার পীড়া কিন্তু অল্প দিনের পর তাহাকে পুনর্ব্বার কষান হয়। অতএব পুনর্ব্বার পীড়া হইল প্রকারে এই হতভাগ্যের মৃত্যু হইয়াছে। লক চিকিৎসক, পীড়াশান্তি হইয়াছে কি এবং আরোগ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি পরিশ্রম করিতে ক না ? তাহা তাঁহার জানা উচিত ছিল। কলিকাতার মধ্যে এই সকল হইতেছে, তখন মফস্বলে কি হয় বলাযায় না।

লিয়নার্ড, কাবেল ও রোস সাহেব গীর সভার সেতুনির্ম্মাণের বিষয়ে স্বরূপ নিযুক্ত হইবেন। কমিসনের কাল হইয়াছে, একণে কাজ চাই।

সর জন লরেন্স আপনার শাসনকাল কি কাজ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে এক লিখিতেছেন। সেক্রেটারিগণ সকল সংগ্রহ করিবার আজ্ঞা পাইয়াছেন। সর লরেন্স ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলে মিনেটটি শিত হইবে।

এবার সীমান্তস্থিত যুদ্ধসম্বন্ধে সৈনি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। প্রকৃত যুদ্ধ হয় নাই। এক দিবস সৈন্যগণ একটী পর্ব্বতোপত্যকাতে সমস্ত রাত্রি গোলা করিয়াছিল ! ! কেবল বারুদ ও গোলা নাশ হইয়াছে। যখন সৈন্য ও আফিস তাঁবু ও জলবিরহে কষ্ট পাইয়াছেন, তখন প্রধান কর্ম্মচারিগণ টাকার মধ্যে বিলাস যাপন করিয়াছেন। কমিসনর মেজর পপ্‌নের সৈনিকদের এই বিরক্তি সৈন্যগণ বলিতেছে, বন্য লোককে বিনষ্ট করা নয় শিক্ষা করাইতেছে। এসকল লজ্জাকর ব্যাপার জানিলেও হয় না লর্ড মেয়ো ভারতবর্ষীয়গণের পূর্ব্ব স্থাপিত করিতে চাহেন বলিয়া বোধ হয় দেশের এত গোলযোগ করা হইয়াছে। ক, এবারের সীমার যুদ্ধে অপকৃষ্ট ভিন্ন কোন কাজ হয় নাই। বন্যগণ অত্যাচার ব্রিটিশ জনতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে ততে তাহা অমূলক হইবে না।

কলিকাতার পূর্ত্তবিভাগ পরিষ্কার চিকিৎসা বার্ষিক ব্যয় ৭৫,০০০ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়া মান্দ্রাজে ইহার চতুর্থাংশও হইবে না। এ যে সে বিষয়ে অসংখ্য কেরাণী, কিরি দারোয়ান, পেয়াদাপ্রভৃতি না রাখিলে কোন হয় না।

...বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের স্মরণার্থ শুক্র- ... ভারতবর্ষীয় গৃহে এক সভা হইবে।

...ন্দ্রা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া ...শ করিতেছি, ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের জাম- ...যুক্ত লোকোমেটিব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কারক ...বের যত্নে তথায় একটি বিদ্যালয় স্থাপিত ...ছে। রেইলওয়ে কোম্পানি এক্ষণে মাসিক ...টাকা আনুকূল্য প্রদান করেন। রেলওয়ের ...রোপীয় ও এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারিগণও চাঁদা ...ছেন; ইহার মধ্যে ৮০ জন ছাত্র হইয়াছে ...ক সাহেব এতদ্দেশীয়দিগের বিদ্যাশি- ...বশেষ উৎসাহ দিয়া থাকেন।

...টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, মধ্য ভারতবর্ষ ...ত যেসকল লোক দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন দক্ষিণা- ...ন গমন করিয়াছে তাহারা রেইলওয়ে ...র এক ওয়ার্ক বিভাগে কর্ম্ম পাইতেছে। ...কগুলি বোম্বাই ও আমদাবাদে গমন করি- ...ছে, খান্দেশ ও নাসিক হইতে অনেক লোক ...সিয়াছে।

...লেক্টোটাইমস বলেন, সম্প্রতি এক জন ...রোপীয় ভদ্র লোক ভ্রমণ করিতে করিতে ...মসজিদে একখানি পারস্য খোদিত দর্শন ...লেন। ইহাদ্বারা রাজকুমার কিশোর সাহ ...র প্রজাদিগকে ও বলিয়াছেন, তিনি শীঘ্র ...রিয়দিগের সাহায্যে ইংরাজদিগের হস্ত হইতে ...ভারতবর্ষ কাড়িয়া লইবেন। পর দিবস সম্পাদক ...য় গিয়া দেখিলেন খোদিতখানি তথায় ...নাই। এপ্রকার ঘোষণা মধ্যে মধ্যে হইয়া ...ক, কিন্তু সুখের বিষয় এই এ সকলে ...ই চঞ্চল হইবেন না।

...লাহোর ক্রনিকেল বলেন, এপর্য্যন্ত সাধীন ...গণ গবর্ণমেণ্টের অনুমতিব্যতীত দেওয়ান ...কে পদচ্যুত করিতে পারিতেন না। কিন্তু ...তি গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, রাজগ- ...সন্তোষমত কায করিলে তাঁহারা মন্ত্রীর ... ছাড়াইতে পারিবেন। আমদাবাদের ...ম রাজ্য এই স্বত্ব সর্ব্বাগ্রে চালন করি- ...।

...নিক ও পানিয়র বলেন লাহোরের দেশীয় ...র বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিবার জন্য ... পরীক্ষার্থী পঞ্জাব, দিল্লী, অযোধ্যা, বঙ্গ- ... ও কাবুল হইতে আগমন করিয়াছেন। ...শিক্ষা পরীক্ষার নিমিত্ত ইংরাজী জানা ...শ্যক হইবে না। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ...একণে জানা যাইবে।

...হাম্মদ রাজ্জাকনামক এক জন ফেরারী নোট ...বিভাগে কর্ম্ম করিত। এ ব্যক্তি সম্প্রতি প্রেমারা খেলিতে শিখিয়া এক দিবস ১৯ টাকা লাভ করিয়াছিল। নৌকার উপরে এক জন "বড় ম মুন্সের" সহিত ক্রীড়া হয়। গত বৃহস্পতিবার এ ব্যক্তির হস্তে ১৫০০ টাকার নোট দেওয়া হয়। দুই এক ঘটিকা ক্রীড়া করিয়া টাকা লাভ করিয়া গবর্ণমেণ্টের টাকা পুনর্ব্বার প্রত্যর্পণ করিবার আশায় এই ব্যক্তি গত বৃহস্পতিবার ঐ নোট লইয়া ক্রীড়া করিতে গমন করে, কিন্তু সমুদায় টাকা হারিয়া আইসে। এ ব্যক্তিকে পুলিসে দেওয়া হইয়াছে। ক্রীড়াকারী "বাবু ও তাঁহার সহচরগণ ধৃত হইয়াছেন। এই দুরাত্মারা শিবপুর ও বালিতে থাকে। শিবপুরে বিস্তর দ্যূতক্রীড়াকারী আছে। বস্তুতঃ এই ক্রীড়া ক্রমশঃ বাড়িতেছে। পুলিষ জানিয়াও কিছু বলেন না। মফস্বলেও দ্যূত ক্রীড়ার ন্যূন নাই, অতএব প্রকাশ্য রূপে ইহা হইতেছে।

১২ ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার।

বোম্বাই গেজেট কাবুল হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, সিয়ার আলি খাঁ ও আবদুল রহমন খাঁ উভয়েই যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছেন। আজিম খাঁ আবদুল রহমনের নিকটে সাহায্য না পাইয়া তাঁহার শ্বশুর বদকসানের রাজার নিকটে সাহায্য প্রার্থী হইয়াছেন। কিন্তু এস্থলে তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। কয়েকজন রুশীয় অাফিসর বদকসান জরিপ করিতেছেন।

গত শুক্রবার লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণর মেডিকাল কালেজের চিকিৎসালয় দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য এই চিকিৎসালয়ের আয়তন বৃদ্ধি করা হইবে। এই নিমিত্ত দক্ষিণাংশে ভূমি ক্রয় করা হইবে। গলির রাস্তাপর্য্যন্ত সমুদায় ভূমি লওয়া উচিত। পশ্চিম দিগে কতকগুলি নিম্নশ্রেণির মুসলমানের বাস আছে। ইহাদিগের বাসস্থানের সম্মুখে একটী ভয়ানক নর্দ্দামা রহিয়াছে। মুসলমানদিগের বাসস্থানের দুর্গন্ধ এই নর্দ্দামার অপেক্ষা ন্যূন নহে। চিকিৎসাল...র নিকট হইতে এই বালাই দূর করা অতিশয় আবশ্যক।

চট্টগ্রামের পূর্ব্বসীমা উত্তমরূপে নির্দ্ধারিত না থাকাতে তত্রত্য কমিসনরের অনুরোধে কয়েকজন কর্ম্মচারী জরিপ করিতে প্রেরিত হইয়াছেন।

আসিয়াটিক সোসাইটির গত অধিবেশন দিবসে এচ ব্লকমান সাহেব টিপু সুলতানের পৌত্র রাজকুমার আলি ... একখানি কাব্য প্রদান করিয়াছেন। টিপুর জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ সফর উল্লা তাঁহার পিতা ছিলেন। আলি... মুদ্দিন গত সেপ্টেম্বর মাসে প্রাণত্যাগ করিয়া... ছেন। তিনি অতিশয় পণ্ডিত ছিলেন। কাব্য... খানি উপমায় পরিপূর্ণ।

মস্কাটে পুনর্ব্বার বিদ্রোহ হইয়াছে। শা... সক টৈদ সলিম পরাজিত হইয়া এক দুর্গমধ্যে ... আছেন। তাঁহার পরিবারবর্গ আহাজে পলায়ন করিয়াছেন। বিদ্রোহিগণ কোনপ্রকার অত্যা... চার করিতেছে না, সলিমকে দূরীভূত করা তাহা... দিগের একমাত্র উদ্দেশ্য। জানজিবরের সুল... তান আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে মস্ক... টের ইমামকে যে কর দিতেন তাহা বন্ধ করিয়া... ছেন। এই সংবাদ পাইয়া রেসিডেণ্ট কর্ণেল পেলি অবিলম্বে করাচি হইতে পারস্য অখাতে গমন করিয়াছেন।

ডেলিনিউস অবগত হইয়াছেন প্রয়োজন ... রূপ ষ্টাম্প না থাকাতে কলিকাতার ছোট আ... লতে ষ্টাম্প প্রচলিত হওয়া আরও কিছু দি... স্থগিত রহিল।

উক্ত পত্র অবগত হইয়াছেন, অচিহ্নিত বি... রপতিগণ কর্ম্মহীন হইলে তাঁহাদিগকে ভর... পোষণের ব্যয় দিবার যে আজ্ঞা হয়, তা... এক্ষণে ডেপুটি কালেক্টরদিগের পক্ষেও প্রচলি... করা হইল। তাঁহারা ১০০ টাকা হইতে ... টাকা পাইবেন। এটি একটী বিশেষ স্বত্ব সন্দে... নাই।

১৩ ই কার্ত্তিক বুধবার।

কিছু দিন হইল, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমে... জিজ্ঞাসা করেন, গির্জাপ্রভৃতির নিমিত্ত বাহি... বিশেষ ইউরোপ হইতে যেসকল দ্রব্য আনা... বেন, তাহার উপরে শুল্ক গ্রহণ করা হইবে ... না? গবর্ণর জেনরল এতদুত্তরে বলিয়াছে... শুল্ক গ্রহণ করা হইবে। যদি কোন বিশে... স্থলে শুল্ক না লওয়া উচিত হয়, তথায় ... পুনে তাহা দিয়া সেই টাকা গবর্ণমেণ্টের নিক... লওয়া হইবে।

আসাম যে ক্রমশঃ অযোধ্যাপ্রভৃতির ন্যা... এক জন প্রধান কমিসনরের অধীনস্থ হইবে ... তাহার পূর্ব্ব লক্ষণ দেখা যাইতেছে। গবর্ণমে... সম্প্রতি আজ্ঞা দিয়াছেন, তত্রত্য সুপরিণ্টে... ণ্ডেণ্ট ইঞ্জিনিয়র কমিসনরের পবলিক ওয়া... সেক্রেটারির ন্যায় তাঁহার আজ্ঞানুসারে কা... করিবেন।

প্রধানতম বিচারালয় সম্প্রতি নির্দ্ধারি... করিয়াছেন, দেওয়ানী অথবা ফৌজদা...

দেশের কোন কয়েদির সাক্ষ্যের প্রয়োজন হইলে
ধমতঃ আদালতে আবেদন করিতে হইবে। ঐ
াবেদন জেলার জজের দ্বারা জেলে প্রেরিত
ইবে। যদি অন্য জেলায় কয়েদী থাকে, তাহা
লে প্রধানতম বিচারালয় সংবাদ প্রেরণ
রিবেন। যে আদালতে সাক্ষ্য দিবার প্রয়োজন
বে, তাহার ৫০ ক্রোশ দূরে যদি কোন কয়েদী
কে, কমিসনর্‌রা তাহার জবানবন্দি গ্রহণ
া হইবে। জেল হইতে কয়েদিরে আনিতে
ব্যয় হইবে, যে সাক্ষী মানিবে তাহাকে দিতে
ইবে। বিশেষ কারণ প্রদর্শন না করিলে কোন
ক্তি কোন কয়েদিকে আদালতে আনয়ন
রিতে পারিবেন না। জেলার জজ ও প্রধান-
ম বিচারালয়ের অনুমতি লইবার বিধিটিতে
বল কালহরণ করা হইবে। যে আদালতে
চার হইবে, তত্রত্য বিচারপতিকে সাক্ষাৎ
াবে এই ক্ষমতা দেওয়া উচিত।

সরকারী কার্য্যের নিবিড়েশ বৃদ্ধি হওয়াতে
াধাইয়ে অন্য কয়েকজন একজি কউটিভ
কমিষনর নিযুক্ত করা হইবে।

পিয়নিয়র বলেন, ফতেপুরের মজিষ্টর
জন্ট ৬০০০ টাকা তহবিল তছরূপ করিয়া
া পড়াতে প্রথমতঃ পরিবারবর্গকে স্থানান্তরে
রণ করিয়া এক পিস্তলদ্বারা আত্মহত্যা
রিয়াছেন।

দিল্লীগেজেট বলেন, সিরা'র আলি খাঁ অত্যা
র করিয়া অনেক টাকা গ্রহণ করাতে লোকে
াার উপরে বিরক্ত হইয়াছেন। তিনি চত্ব
ের মধ্যে পুনর্বার সিংহাসনচ্যুত হইবেন।
ুরের সহিত মৈত্রী না হয় এটি দিল্লী গেজে
ইচ্ছা।

মহারাজ সিন্ধিয়া ও জয়পুরের রাজার
ান্ত দর্শন করিয়া রেওয়ার রাজাও শস্যের
ক উঠাইয়া দিয়াছেন। আমাদিগের গবর্ণ
ট কি করিবেন?

পূর্ব্বকার সিপাহীদিগের যে অভদ্রতা ছিল,
কার এতদ্দেশীয় সৈন্যদিগের তাহা আর
। শীক, পাঠান ও নীচজাতীয় সিপাহী
মেণ্টের আদরণীয় হইয়াছে। বাবাক
শীক সৈন্যদিগের কয়েক জন দুই তিন
ডাকাইতি করিয়া ধৃত হয়। সম্প্রতি ২৬
ত পঞ্জাব পদাতিকদলের কয়েক জন সৈনিক
লার হইতে মেদিনিপুরে ধন লইয়া যাইতে
, এমত সময়ে পথিমধ্যে দুই জন সৈনিক
টাকা লইয়া পলায়ন করে। ইহারা ধৃত
াছে

আমরা দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি,
হুগলী, ২৪ পরগণা, বর্দ্ধমানপ্রভৃতি স্থানে অতি
শয় জ্বর হইতেছে। এত বর্ষার পর জ্বর হওয়া
আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বীরভূম এক স্বাস্থ্যকর
স্থান ছিল, তথায়ও বিস্তর লোকে প্রাণত্যাগ
করিতেছেন।

মস্কাটের সলিম রাজ্যচ্যুত হইয়া আব্বাস
বন্দরে পলায়ন করিয়াছেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট
তাঁহার সাহায্য করিবেন আশা ছিল, কিন্তু
গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেন না।
সৈদ তুরকী মস্কাটে যাইবার নিমিত্ত ব্যস্ত
হইয়াছেন।

১৪ ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার।

সবলিক ওপিনিয়ন বলেন, লাহোরের বিস্তর
মুসলমান প্রত্যহ নগরের বাহিরে গিয়া ঈশ্বরের
নিকটে জলের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছেন।
শস্যের মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি হওয়াতে দরিদ্র
লোকের অতিশয় কষ্ট হইয়াছে। এ বার উত্তর
পশ্চিমাঞ্চলের অতিশয় শোচনীয় অবস্থা।

৩০ এ সেপ্টেম্বর সমুদায় ভারতবর্ষে
১০,৪১১৯,০৩০ টাকার নোট প্রচলিত ছিল।
সুরাটের সাধারণ উদ্যান ও পশ্বালয়ের নিমিত্ত
গবর্ণমেণ্ট ২০,০০০ টাকা দিয়াছেন। চাঁদা
দ্বারা ৫০০০ টাকা উঠিয়াছে এবং মিউনিস
পালিটি ৫০০০ টাকা দিয়াছেন, আরও চাঁদা
সংগৃহীত হইবে। লাহোরে এপ্রকার উদ্যানও
পশ্বালয় হইয়াছে। কলিকাতায় হওয়া হইবার
অনেক বিলম্ব আছে।

মহীশূরের প্রধান কমিসনর ম্যাক এখি বি
গমকে লিখিয়াছেন, উক্ত পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পা
দক রাজার সপক্ষতা করিয়াছিলেন বলিয়া
তাঁহাকে প্রায় ১৫,০০০ টাকা দেওয়া হয়।
ইহাতে অবোধ্য আকবর বলেন, যতদিন
ইংরাজী সম্পাদকগণ এতদ্দেশীয় রাজাদিগের
নিকটে কিছু না পান, ততদিন তাঁহাদিগের
বিরুদ্ধে লিখেন। একথা বড় মিথ্যা নয়।

বঙ্গদেশের রাজা নিজের ব্যয়ে একটী শিক্ষা
ও ১০০০ বালক পাঠ করিতে পারে এমত এক
বিদ্যালয় স্থাপিত করিবার অঙ্গীকার করিয়া
ছেন। রাজা নিজের ৯ জন পুত্রকে মিসনরি
মার্কেসের নিকটে অধ্যয়নার্থ প্রেরণ করিয়াছেন

টেলিগ্রাফম্বারা ইংলণ্ডের সহিত ভারত
র্ষের সন্নিকট প্রণালী হয়, এই প্রস্তাব
হইতেছে।

প্রধান সেনাপতি এতদ্দেশীয় প্রত্যেক
রেজিমেণ্টের অধ্যক্ষকে ঐ ঐ রেজিমেণ্টের
ইতিবৃত্ত লিখিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। কখন

প্রথমতঃ রেজিমেণ্টটী সংগৃহীত হয়, এক্ষণ
সৈন্য বৃদ্ধি করা বা কমান হইয়াছে; যে
কোন যুদ্ধে রেজিমেণ্ট ছিল এবং কোন
আফিসর ও সৈনিক শৌর্য্য প্রকাশ করি
য়াছেন বা হত হইয়াছেন তাঁহাদিগের
লিখিতে হইবে। কর্ণেল জন সিপাহিদি
যে ইতিহাস লিখিতেছিলেন, তাহার
হইল?

আলাহাবাদের প্রধানতম বিচারালয়
প্রস্তুত হইয়াছে। ২রা নবেম্বর বিচারপতি
কার্য্য আরম্ভ করিবেন। আমাদিগের বিচারাল
১৯৬৮ অব্দে প্রস্তুত হইলেও হইতে পারে
বিশ্ববিদ্যালয়ের বাটির আরও কিছু বিল
হইবে।

টেলিগ্রাফ অবগত হইয়াছেন বঙ্গদেশে
গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমে
যাবতীয় জেলাজজের আরদালিদিগের বেত
বৃদ্ধি করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। এ আজ্ঞা
বাহির হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিতান্ত অপ
য়ের কারণ হইয়াছে। আরদালিরা কিছুই ক
না; জজের খানসামার কাজ করে। আদাল
কাজের মধ্যে যে পক্ষের জয় হয়, ইহারা তাহা
নিকটে বকসিস লয়। ইহাদিগের উপার্জ্জ
অধিক অথচ কিছুই পরিশ্রম নাই।

রামপুরের নবাব শস্যের শুল্ক উঠাই
দিয়াছেন।

১৫ ই কার্ত্তিক শুক্রবার।

টমাস জোন্স সাহেব মান্দ্রাজের ছোট আ
লতের কার্য্যপ্রণালীর যে পরিবর্ত্তের প্রস্ত
করিয়াছেন, তাহা তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট গ্র
করিয়াছেন জোন্স সাহেব আরও কিছু দি
থাকাতে বিশেষ কমিসনরের পদে থাকি
তত্রত্য আফিসসমূহের বন্দোবস্ত করিবেন
বঙ্গদেশের এক জন কর্ম্মচারী এই কাজ করাতে
মান্দ্রাজের সংবাদপত্র সকল বিরক্ত হইয়াছেন

বোম্বাইয়ের মিউনিসিপাটি কর্জ্জ করিতে
আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা ৬ টাকা সুদে আ
লক্ষ টাকা কর্জ্জ লইবেন মানস করিয়াছেন
মিউনিসপালিটির কয়েকজন কর্ম্মচারী নগ
বাসীদিগের টাকা আত্মসাৎ করাতে তাঁহাদিগে
দণ্ড হইয়াছে। এটী আমাদিগের এ দিগে হইবা
যো নাই।

মেজর দিল্ড মহাসভায় প্রবেশ করিবা
চেষ্টায় আছেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন
আফিসিয়ালকে যেপ্রকার নলদ্বারা কূপ করি

বাহির করা হইয়াছিল, রাজপুতনাপ্রভৃতি ... ন সেই সকল দল অবরুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। ... ঃ এই প্রকার দল থাকিলে লোকের অত্য ... পানীয় জলের কষ্ট হয় না। ইহা দ্বারা প্রতি ... ৬ সের ধান উঠিতে পারে।

... হিন্দুপেট্রিয়ট্‌ বলেন "স্কুল সমূহের ইন ... ক্টর ক্লার্ক সাহেব স্কুলের শিক্ষকদিগের ... সম্বন্ধে এক বিপরীত নিয়ম করিয়াছেন। ... অল্প বেতনে বি. এ, এম. এ, পাস বলিয়া ... ন শিক্ষকদিগের উন্নতি অনাবশ্যক বোধ ... ন। তিনি বলেন, ৫০ টাকা বেতনে জেলা ... য় হেড মাষ্টার পাওয়া যায়। আমরা বলি ... টাকা বেতনের এক জন শিক্ষিত লোক হই ... স্কুল পরিদর্শনকার্য্য সুন্দররূপে চলিতে ... তবে গবর্ণমেণ্ট ক্লার্ক সাহেবকে অনর্থক ... বেতন দিতেছেন কেন?"

... এক জন বিশ্বস্ত লোক এক জন উচ্চ ... লোকের আচারসম্বন্ধীয় চমৎকার বৃত্তি ... র কথা আমাদিগের নিকটে বর্ণন করিলেন। ... এক দিন ভাক্তারদিগের মস্তকে পদা ... করিয়া বহুমিনগণের সমাজের প্রধান ... কর্ত্তা কি সুখের বিষয়? আর যাঁহারা উচ্চ ... তাকে লইয়া গোপনে একত্র আহারকরেন ... বা কতদূর উন্নত হইতেছেন। লাভের ... এই যে, পিতা মাতা হইতে অতিশয় ... র নিকটপর্য্যন্ত ভূষিত হন।"

... কা প্রকাশ করেন, কাত্তিক মাসের ... শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। এই জেলার মাজিষ্ট্রেট ... অঞ্চলে এলাউঠা রোগের আরম্ভ হয় কি ... বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্য তিনি ... পুলিসের প্রতি আদেশ করিয়াছেন। এই ... আমাদের বিবেচনায় পুলিসের সাহায্য ... সার্জ্জনের প্রতি অর্পণ করা উচিত ...

১৬ই কার্ত্তিক শনিবার।

... হিন্দুপেট্রিয়ট বলেন, "আমরা অত্যন্ত ... দুঃখসহকারে প্রকাশ করিতেছি, গত কল্য ... রে কলিকাতার ঠনঠনিয়ানিবাসী বাবু ... চাঁদ দত্তের পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। ... বাবু অতি দয়ালু ও হিন্দুসমাজের ... উপকারী লোক ছিলেন। তিনি অনেক ... দুঃখী ও বালককে অর্থদান করিয়া ... তাদের আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিয়া গিয়াছেন ... আবও ... কীর্ত্তি ... বহু দূর ... ন অতীত

পঞ্জাবের জমীদার ও কৃষকের বিল বিধিবদ্ধ হইয়াছে। সাত ঘটিকাপর্য্যন্ত ইহা লইয়া তর্ক হইয়াছিল।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মচারী যখন কোন আদালতে দণ্ড পাইবেন, তখন বিচারপতি নিজের আজ্ঞার এক নকল লইয়া ঐ কর্ম্মচারী যেখানে কর্ম্ম করেন, তথাকার কর্ত্তার নিকটে প্রেরণ করিবেন। কর্ত্তা যাহা ভাল বিবেচনা করেন, তদনুসারে কার্য্য করিবেন।

দেউলিয়া আইন সংশোধন করা যে একান্ত আবশ্যক, তাহা যুক্ত ও মুলগ নবীন ব্যবসায়ীদিগের সাক্ষদ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে। তিন মাস হইল কলিকাতার উইলসন ও কম্বিশনারনামক দুই ব্যক্তি এক নিলামবাটী করে। তাহারা ইহার মধ্যে দেউলিয়া হইবার আবেদন করিয়াছে। কেহ কেহ গচ্ছিত দ্রব্য না পাইয়া নীলামকারীদিগের নামে নালিশ করিয়াছেন। এসকল লোকের গুরুতর দণ্ড না হইলে দেউলিয়া হইয়া কিছু লাভ করিব এই আশায় অনেক জুয়াচোর ব্যবসায় আরম্ভ করিবে।

সম্প্রতি প্রধানতম আদালত মীমাংসা করিয়াছেন, কোন স্ত্রীলোকের নামে ডিক্রী জারি হইলে পর্দানশীন বলিয়া তাঁহার অব্যাহতিলাভ হইবে না, তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হইবে। এ নিয়মটী এক অংশে উৎকৃষ্ট হইয়াছে, এতদ্দ্বারা অনেকের প্রতারণার পথ বন্ধ হইবে। কিন্তু অপর অংশে নিয়মটী অনিষ্টকর হইয়াছে। যেসকল স্ত্রীলোক বাস্তবিক দারিদ্রনিবন্ধন ঋণপরিশোধে অসমর্থ হইবেন, তাঁহাদিগকে কারারুদ্ধ করিলে চরিত্রভ্রংশ হইয়া সর্ব্বনাশ ঘটিবার সম্ভাবনা।

অমৃতবাজার পত্রিকা বলেন, "আমেরিকায় একটি নুতন নগর নির্ম্মিত হইলে উহা যত শীঘ্র জনাকীর্ণ হয় এরূপ আর কুত্রাপি দেখা যায় না। ১৮৬০ অব্দে লুইবেলীর বাসিন্দা সংখ্যা ৮০ হাজার মাত্র ছিল। ১৮৬৭ অব্দে তথাকার বাসিন্দার সংখ্যা ১৯৫০০০ নির্ণীত হয়। ... বৎসরের মধ্যে ৬৫০০০ হাজার বৃদ্ধি।

মেধাশক্তির উন্নতিসাধন করিলে যে কত দূর উহা উন্নত করা যাইতে পারে। ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তদ্বারা এই বাক্য সমর্থিত হইয়াছে। ... কেপেলের নিকট এক ব্যক্তি তাঁহার মেধাশক্তির পরীক্ষা দিতে উপস্থিত হন। তাঁহাকে একখানি সংবাদপত্র পাঠ করিয়া তাহার সমুদায় কথাগুলি পুনরুক্তি করিতে বলা হয়। তিনি অবলীলাক্রমে ঐরূপ করিলেন। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার একটি ... ভুল হইল না। কেপেল ইহাতে আশ্চর্য্য প্রকাশ করায় ঐ ব্যক্তি বলিলেন, "এ ত অল্প ... ঐ পত্রিকাখানির শেষের শেষপংক্তির কথা হইতে আরম্ভ করিয়া গোড়ার প্রথম ... পর্য্যন্ত আমি পুনরুক্তি করিতে পারি।" ... তিনি অতিশয় সহজ ভাবে ও কিছু ভ্রম না করিয়া তাহার কথানুযায়ী ... করিলেন।

... ডিন বরার উইলিয়াম লাইরক্সনামক ... জন গাড়োয়ানের অসাধারণতর মেধা ... তিনি ডেলি ষ্ট্যাণ্ডার্ড নামক সংবাদপত্র এক বার পাঠ করিয়া তাহার সমুদায় বিজ্ঞাপন সংবাদাবলী ইত্যাদি বলিতে পারিতেন। ... মেধাশক্তি যে এইরূপ অসাধারণ পরিমাণে উৎকর্ষিত হইতে পারে তাহার বিস্তর দৃষ্টান্ত আছে। কেহ বলেন, পদ্য ও গদ্য প্রভৃতি মুখস্থ করিলে, মেধা শক্তির বিস্তর উৎকর্ষ হইতে পারে।

নিম্নলিখিত মুল্যে গবর্ণমেণ্টের ... বিক্রীত হইতেছে।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৪ | টাকার | সিক্কা | ৯৪॥০ | ৯... |
| ৪ | " | কোং | ৯৪॥ | ৯... |
| ৫ | " | পবলিকওয়ার্ক | ১০৪॥০ | ১০... |
| ৫ | " | কোং | ১০৮॥০ | ১০... |
| ৫ | " | কোং | ১১৩॥০ | ১১... |

# ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২০ এ অক্টোবর। স্পেন হইতে ... প্রাপ্ত আসিয়াছে, আপাততঃ শাসন করি... নিমিত্ত যে গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁ... এক আজ্ঞাদ্বারা মনষ্টারি ও ধর্ম্মালয়সকল... করিয়া যেসমুদায়ের ভূমিসকল বাজেয়াপ্ত... য়াছেন। ১৮৩৭ অব্দ অবধি যেসকল ধর্ম্ম... হইয়াছে সেইসকলের প্রতি কেবল এই আ... খাটিতেছে।

মন্সুর অলজাগা ও রনডেবের অনেক ... বলিয়াছেন, এক জন রাজা মনোনীত ... উচিত। রাজতন্ত্রপ্রিয়গণ সাধারণ তন্ত্র চাহি... ন। কিন্তু তাঁহারা বলেন, যদি দেশের স... রাজতন্ত্র শাসনপ্রণালী চাহেন ত তা... তাহাতে সম্মত হইবেন।

নিউ ইয়র্ক হইতে ১৯এ তারিখের যে টেলি... আসিয়াছে, তদ্দ্বারা জানা গেল, ইণ্ডিয়া... রাজ্যে ... সাধারণতন্ত্রপ্রিয়গণ হইয়াছে...

ই সবেষরপর্য্যন্ত আমেরিকার মহাসভা কিবে।

২১ এ অক্টোবর। স্পেন হইতে টেলিগ্রাম াছে, মাতৃরিত্তস্থিত কান্তিসাধারণ সভা আপনি ভঙ্গ হইয়াছে। আপাততঃ কারী গবর্নমেণ্ট নিশ্চয় জানিয়াছেন, রাজ ও ধর্ম্মসংক্রান্ত স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে স্থাপিত হইবে, ইহার পূর্ব্ব লক্ষণ দেখা ছে। তাঁহারা আশা করেন, বিদেশীয় মণ্টসমূহ তাঁহাদিগকে স্বীকার করিবেন। মেরিকা হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, স্বপ্রিয় দল বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের রাজ অপরিবর্ত্তিত থাকিবে।

২ এ অক্টোবর। এমত জনশ্রুতি, স্পেনের ইসেবেলা ব্রাইটনে বাস করিবেন।

নিউইয়র্ক হইতে ২১ এ তারিখের টেলি প্রকাশ করে, নীচস্বপ্রিয় দল নিরুৎ- হইয়াছেন এবং সেনাপতি গ্রাণ্ট যে সভা হইবেন তাহার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়াছে। সানফ্রান্সিস্কোতে অতিশয় ভূমিকম্প হই কিন্তু কোন জীব নষ্ট হয় নাই

২৩ এ অক্টোবর। গত কল্য লিবরপুলে জনসন্ সাহেব ও লার্ড ষ্টানলিকে ভোজ দেওয়া হইয়াছে। উভয়ে বক্তৃতা বলিয়াছেন, আমেরিকা ও ইংলণ্ডের রের অনেক কারণ গিয়াছে। আলাবামা প্রশ্নেরও মীমাংসা হইবে, তাহার সম্পূর্ণ না হইয়াছে। লার্ড ষ্টানলী বক্তৃতা- ন আরও বলিয়াছেন, বিদেশীয় গবর্নমেণ্ট যেসকল সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা তার কলঙ্কস্বরূপ। সব জন বরগাইন বাসীর ন্যায় স্বত্ব ও স্বাধীনতা পাই ন।

কর্ণেল টেলর লাক্টার ডচির চান্সেলর ছেন।

---:০:---

# গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনন্টগবর্ণরের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

০ এ অক্টোবর—৩০ এ আগষ্ট অবধি লিখিত পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্টগণ উন্নত ন:—

প্রথম শ্রেণিতে।

লেপ্টেনন্ট কর্ণেল সি, রিয়া।

দ্বিতীয় শ্রেণিতে।

আর, ডবলিউ, কিড্ সাহেব।

তৃতীয় শ্রেণিতে।

এফ, টি, গ্রাটস্ সাহেব।

চতুর্থ শ্রেণিতে।

এ, এচ, আইল্‌স সাহেব।

ডবলিউ, ডি, গ্রাণ্ট সাহেব গত ৩০ এ আগষ্ট অবধি পঞ্চম শ্রেণির পুলিস সুপারিন্টে- ণ্ডেণ্ট হইবেন।

২১ এ অক্টোবর—জে, কলেট সাহেব আরার এক জন মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

বাবু সরূপচন্দ্র মিত্র যশোহরের এক জন মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

জি, কে, মিয়ার্স সাহেব রঙ্গপুরের প্রতিনিধি পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

২২ এ অক্টোবর—বাবু রাধাগোবিন্দ রায় দিনাজপুরের সাধারণ বিদ্যাশিক্ষাসভার সভ্য হইবেন।

সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বেণীমাধব ঠাকুর পশ্চিম দুয়ারের অন্তর্গত ময়নাগড়ি মহকুমার দেওয়ানী চিকিৎসার ভার পাইবেন।

সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন কালীকুমার দাস ত্রিহুতের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাই- বেন।

২৩ এ অক্টোবর মৌলবী ইয়াকত আলি গয়ায় অবধ জজ হইবেন।

২৭ এ অক্টোবর—জি, কে, বি, ডালটন সাহেব মুঙ্গেরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া আপাততঃ দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন

সি, জি, বেকার সাহেব বি, সি, (যিনি একণে বিদায় লইয়া আছেন) পঞ্চম চক্রবা- ড়ের পুলিসের ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনরল হইবেন।

মেজর ডবলিউ, আর, গডন প্রথম চক্রবা- ড়ের পুলিসের ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনরল হইবেন।

লেপ্টেনন্ট কর্ণেল সি, রিয়া চাকারিবাগের পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

মেজর ডবলিউ, টি, কেপান রাজসাহীর পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন। কিন্তু আপা- ততঃ পঞ্চম চক্রবাড়ের প্রতিনিধি ডেপুটী ইন স্পেক্টর জেনরল থাকিবেন।

মেজর এ, ফুল্লিস (যিনি একণে বিদায় লইয়া আছেন) মানভূমের পুলিস সুপারিন্টে- ণ্ডেণ্ট হইবেন।

কাপ্তেন এচ, পি, ডবলিউ, উইক কাব ... রের পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

কাপ্তেন জে, সি, সি, ডক বি, সি (যি... একণে বিদায় লইয়া আছেন) পাটনার পুলি... সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

লেপ্টেনন্ট ডবলিউ, ই, চেম্বার ভাগলপুরে... পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

এম, এম, রেলি সাহেব (যিনি একণে বিদা... লইয়া আছেন) রঙ্গপুরের পুলিস সুপারি... ণ্ডেণ্ট হইবেন।

ডবলিউ, ডি, গ্রাণ্ট সাহেব শাহাবাদে... পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

জে মাষ্টার সাহেব কামরূপের প্রতিনি... পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

জে, পাচ সাহেব ত্রিহুতের পুলিস সুপা... ন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

নিম্নলিখিত সহকারী পুলিস সুপারিন্টেণ্ডে... গণ বদলী হইবেন।

এচ, এন, হারিস সাহেব গয়া হইতে রাজ... সাহীতে।

জে, বি মাচ সাহেব যশোহর হইতে গয়াতে...

সহকারী পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জে, ... কারকোহাসন সাহেব হাজারিবাগ হই... যশোহরে।

—:০:—

আমাদিগের আমুলিয়াস্থ সংবা... দাতা লিখিয়াছেন।

আমুলিয়া যে অতি প্রাচীন কালের ... তাহা অনেকেই অবগত আছেন। গ্রামটী ... যেরূপ প্রশস্ত সেরূপ নহে। তাহার কারণ ... নিয়ে চূর্ণী নদীতে প্রতিবৎসর অনেক ... ভাঙ্গিয়া যায়। বর্তমান বর্ষে নদীর সাধি... প্রবল বেগে অনেক নিরীহ প্রজার বসত ... নদীগর্ভে পতিত হইয়াছে। এক স্থানে ঐ ... ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে প্রায় ১০। ১২ হস্ত ম... নিয়ে একটী প্রকাণ্ড কোটার ভিত্তি বাহি... য়াছে। যে স্থলে উহা দৃষ্ট হয়, তাহার উ... অন্ততঃ ১০০ বৎসর পর্য্যন্ত অপর লো... বাস ছিল। তাহারা উহার কিছুমাত্র জানি... পারে নাই। ইটগুলি পূর্ব্বকালের ছোট ... ইটের ন্যায়। সম্প্রতি এতদ্ গ্রামস্থ ভদ্র মহো... গণের আদেশমত অত্রস্থ "হিতৈষিণী ... হইতে এই ভিত্তি খুঁড়িবার কল্পনা হইতেছে...

২। ইতিপূর্ব্বে এই আমুলিয়া গ্রা... ৭ মাইল পশ্চিম মাজিদপোতা ইংরাজী ... সাহায্যদানের বিষয়ে লেখা হইয়াছিল

...দিন পরে গ্রামস্থ ব্যক্তিগণের অভীষ্টসাধন হই[illegible]। গবর্ণমেণ্ট কতক মাস হইতে সাহায্যপ্রদান করিতেছেন। বিদ্যালয়টী স্থায়ী হউক ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

---

কুষ্টিয়াস্থ এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন

সম্প্রতি কুষ্টিয়া সব ডিবিজনের পুলিস কর্ম্ম[illegible] অস্থির থাকাতে কোন [illegible] টা কোন ব্যক্তির ঘরে ৭ টা সিঁদ হইয়াছে। [illegible] মহাশয়ের বাটীতে ৩ টা সিঁদ হইয়াছে। তন্মধ্যে [illegible] বাসায় সিঁদ দিয়া নগদ ৪০ টাকা ও বস্ত্র [illegible] ৩০ ৩৫ টাকা একুনে ৭০।৭৫ টাকা লইয়া গিয়াছে। ৩।৪ দিন হইল থানায় এজাহার দেওয়া হইয়াছে। এ কাল পর্য্যন্ত দারগা আসিয়া তদারক করেন নাই।

সম্প্রতি আমলার নিকটে [illegible] গ্রামে ১ কৃষকের স্ত্রী এক কালে [illegible] পুত্র ৪ টী সন্তান প্রসব করে। এক ফুলে ২ টা কন্যা ১ পুত্র আর ১ ফুলে ১ কন্যা। তন্মধ্যে ১ টী কন্যার সেই দিন মৃত্যু হয়। এক দিবসে ৪ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। ৩ জন জীবিত আছে। দেখিতে নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে।

---

## প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! ইতিমধ্যে আমাদিগের এপ্রদেশে একটী অতিশয় শোচনীয় ঘটনা হইয়া গিয়াছে। গোস্বামী দুর্গাপুরের নিকটবর্ত্তী চাঁপাগাছি নামক গ্রামে ঐ ঘটনাটি সংঘটিত হয়। কয়েক দিবস গত হইল, এক জন গৃহস্থের একটি [illegible] বর্ষীয় শিশু সন্তান হারায়। ইতস্ততঃ পূর্ব্বক সমস্ত রাত্রি নিজ সন্তানের অনুসন্ধান করে কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে না পারায় অগত্যা গৃহে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হয়। পর দিবস এক বৃহৎ গর্ত্তের অভ্যন্তরে উক্ত শিশুর ছিন্ন মস্তক ও মৃত দেহ দৃষ্ট হইল। তৎক্ষণাৎ পুলিসে সংবাদ দেওয়া হয়। পুলিস সব ইনস্পেক্টর [illegible] একপ্রকার অনুসন্ধান করেন [illegible] নিকটবর্ত্তী গৃহস্থের বাটীতে [illegible] কারণজিজ্ঞাস্য হওয়াতে [illegible] একটী বিধবা যুবতী স্ত্রী [illegible] কহিল, আমিই উহাকে কাটিয়াছি। সবইনস্পেক্টর জিজ্ঞাসা করিলেন কি জন্য তুমি উহাকে কাটিলে? সে প্রত্যুত্তর করিল "কোন কারণ নাই, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি আমি উহাকে যখনই দেখিতাম তখনই উহাকে কাটিয়া ফেলিতে ইচ্ছা হইত। গত সন্ধ্যাকালে যেমন আমাদিগের বাটীতে আসিয়াছিল, অমনি উহাকে কাটিয়া ফেলিয়াছি। উহার গায়ের অলঙ্কারাদি আমার নিকটে আছে।" এই বলিয়া সমস্ত আনয়ন করিয়া সব ইনস্পেক্টরের সমীপে রাখিল। পুলিস তদনন্তর তাহাকে কৃষ্ণনগরে বিচারার্থ প্রেরণ করেন। দায়রার বিচারে ফাঁসি হইবার আজ্ঞা হইয়াছে।

এখানে চৌকীদারেরা প্রায়ই রাত্রিতে দেখা দেয় না। মাসের মধ্যে এক বার দেখা হইলেই বড় ভাল। পুলিস ইনস্পেক্টর কি করেন? তাঁহারা এখন এ বিষয়ে যত্ন করিবেন কেন?

এ বার এখানে কতিপয়বিষয় প্রায়ই [illegible] এত অপরিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা লেখা যায় না। প্রায় সমস্ত পথই দুর্গন্ধময় মলে পরিপূর্ণ। অনেক ভদ্র মহাশয় এ বিষয়ে উদাসীনতা প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহাদিগের বাটীতে যাওয়াও দুষ্কর। অতএব আমরা সকলকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা এ বিষয়ে যত্নবান হউন।

গোস্বামী দুর্গাপুর
২৭ এ অক্টোবর
১৮৬৮

আপনার বশম্বদ
শ্রীঃ—

---

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ও পেনকলম।

কয়েক দিন হইল ম্যারিনেল ডিপার্টমেণ্ট এবং একাউণ্টেণ্ট জেনারাল আফিসে কতক গুলি রাইটার আবশ্যক হওয়াতে শতাধিক দুই শত আবেদনকারী আবেদন করেন। আবেদনকারীদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা, এল. এ ও বি এ পরীক্ষোত্তীর্ণ কেহ কেহ ছিলেন। কিন্তু পরীক্ষোত্তীর্ণ বলিয়া কেহই পান নাই। সকলেই পরীক্ষিত হইয়াছিলেন। প্রশ্নগুলির দুই একটা নমুনা দেখিয়া পাঠকগণ বুঝিয়া লইবেন। ১৮৬৫ সালের কি কি প্রধান প্রধান ঘটনা তাহার সংক্ষিপ্ত রচনা এবং লাটিন গ্রীক ও জর্ম্মন শব্দ কতকগুলির ডিকটেশন মাত্র ছিল। প্রশ্নের অর্থ জ্ঞানমাত্র কতগুলি আবেদনকারী স্ব স্ব গৃহ হইতে চিরকতক বাহির হয়েন নাই। অপর কতকগুলি অপারগমানে প্রশ্নোত্তর করিয়া লজ্জিত হইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রশ্নের এই ফল। চিরকালটা পরীক্ষা দিয়া আবার পরীক্ষা না দিলে কর্ম্মের আশা নিশ্চিত। প্রাবে[illegible]শিক কি এত দিয়াও কী বিশ্ববিদ্যালয়কে কার্যপ্রাপ্ত হইতে হইয়াছে? এবার অর্থাৎ ১৮৬৮ সালে নূতন আইন হইয়াছে, ঐ আইন অনুযায়ী দায়গ্রস্ত পরীক্ষার্থিগণকে স্ব স্ব গৃহ হইতে পেনকলম লইয়া যাইতে হইবে। যাহা হউক আহ্লাদের বিষয় বলিতে হইবে যে হেতু কাগজ কালী ও দোয়াত লইয়া যাইতে হইবে না।

২৮ এ অক্টোবর
১৮৬৮
শাঁখারিটোলা

একান্ত বশম্বদ
কোন গবর্ণমেণ্ট স্কুলের
ভূতপূর্ব্ব প্রতি[illegible] শিক্ষক

---

সম্পাদক মহাশয়! ভদ্র লোক কাহাকে বলে? উত্তম বেশ ভূষা, সুগন্ধি দ্রব্য অঙ্গে লেপন, গাড়ী ঘোড়ায় আরোহণপ্রভৃতি করিলেই কি ভদ্র হয়? ভদ্র লোক ত ব্যবহারেই জানা যায়। যিনি ন্যায়পথে চলিয়া ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করেন, তিনিই ভদ্র। সম্প্রতি এক জন ভদ্র লোকের আচার ব্যবহারের কথা আপনাকে শ্রবণ করাই। ৯ ই কার্ত্তিক জগদ্ধাত্রী পূজোপলক্ষে আমাদিগের এই মহানগরীর মধ্যে * * * * কোন সম্ভ্রান্ত * * * * মহাশয়ের বাটীতে বিদ্যাসুন্দর গীতাভিনয় হয়। সাধারণতঃ যেপ্রকার গীতাভিনয়ের কথা শ্রবণ করিয়াছেন এবং যেসকল গীতাভিনয় স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন এ সেপ্রকার নহে। এই অভিনয়ে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় আছে। কি প্রকার স্ত্রীলোক তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন; সকলেই বেশ্যা। আমরা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া দর্শনেচ্ছায় গমন করিয়াছিলাম, গিয়া দেখি বাটী প্রায় বেশ্যা ও মাতালে পরিপূর্ণ। একে ও বিদ্যাসুন্দর, সকলই আদিরস ঘটিত; তাহাতে আবার বেশ্যাগণ অভিনেত্রী, অভিনয়কার্য্য যত সতারূপে সম্পন্ন হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। তাঁহাদিগের আচরণ দেখিলে অবাক হইতে হয়। বিশেষতঃ মাতালদিগের অশ্লীল বাক্যোচ্চারণ, নব্য বাবুদিগের উত্তেজনা স্থলে পদে পদে সভ্যতাবিনাশ, চকু বাবুর (চকু বাবু একটী সং) কুৎসিত ব্যবহার ও বেশ্যাগণের সহিত একত্রে নৃত্য, সুন্দরের ধরা পড়িবার কালে বেশ্যার সহিত কুৎসিত ব্যবহার, উপহাসস্থলে রাণীর বীরসিংহের প্রতি নিন্দনীয় আচরণপ্রভৃতি এতদূর গর্হিত হইয়াছে যে, সেসকল আচরণ দেখিয়া কোন ভদ্র লোক না সঙ্কুচিত হইয়াছেন? মহাশয়! ভদ্রলোকের সন্তান কি প্রকারে যে ঐ প্রকার ব্যবহার করিলেন তাহা বুঝিতে পারি না। বিশেষতঃ গৃহস্থের বাটীতে গৃহস্থ কুলাঙ্গনাদিগের সম্মুখে! অনেক কুলনারীনিমন্ত্রিত হইয়া দর্শনস্থলে আসিয়াছি[illegible]

ঐপ্রকার নিন্দনীয় আচরণ ও অধীন লি কতদূর সঙ্গত ও সভ্যতাপ্রকাশক ক তাহা বলিতে পারি না। বাবুজী মহা উক্ত ব্যাপার নিজ বাটীতে সম্পন্ন করা কোনপ্রকার লজ্জা বোধ করিলেন না, অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। তাঁহার যদি যাত্রা এমই ইচ্ছা ছিল, এক দল পেশাদারের দিয়া কাজ রহিলেন না কেন? তাহা সকল বিকরক্ষা পাইত এবং তিনি এত ন্দনীয় হইতেন না। অবশেষে শ্রবণ করি এক জন বৃদ্ধ, সম্ভ্রান্ত সতীতবিদ্যাবিশা ক সম্প্রদায়ের প্রধান। বৃদ্ধ বয়সে এই কি প্রকারে করিতেছেন, তাহা বুঝা ভার উক, বাবুজী সভ্যতার উচ্চ সোপানে হণ করিয়া বিলক্ষণ সভ্যতা ও ভদ্রতার য় প্রদান করিলেন। ধন্য বঙ্গবাসিগণ! া দিন দিন বিলক্ষণ সভ্য হইতেছ!!

লিকাতা } কস্যচিৎ দর্শকস্য।
মতলাষ্ট্রীট

—:•:—

আমরা দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত ও দুঃখিত ম যে, কতিপয় ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত বাবু কেশব সন মহাশয়কে ঈশ্বরপ্রেরিত মুক্তিদাতা করিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইয়া তাঁহার পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করেন এবং কেহ তাঁহার চরণধূলি লেহন করেন দের বিশ্বাস যে একণে এই ভারতবর্ষে চরণাশ্রয়ব্যতীত কাহার মুক্ত হইবে না, এক জন ঈশ্বরাবতার। ঐসকল ব্রাহ্মের কেহ কেহ তাঁহাদের পত্রে কেশব বাবুকে প্রভু " " পাপীর গতি " প্রভৃতি শব্দে ধন করিয়া থাকেন। কখন কখন তাঁহারা বাবুকে লইয়া কোন বিশেষ সঙ্গীত করিতে রাজপথে পরিভ্রমণ করেন রূপ সমাজেও তাঁহারা এরূপ সংকুচিত য়া ফেলিয়াছেন যে তাঁহার আন্দোলন করা সুকঠিন হইয়াছে। কেশব বাবুকে বর্ত্তী করিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা আপনার এক অঙ্গস্বরূপ করা হইয়াছে। য়া এক দিবস এক জন ব্রাহ্মকে এই রূপ র্থনা করিতে শ্রবণ করিলাম, " হে দয়াল- ! আমি অত্যন্ত পাপী, ঈশ্বর আমার বাক্য করিবেন না, অতএব আপনি আমার তাঁহার নিকট প্রার্থনা করুন। " পত্রেতেও কেহ এই ভাবে তাঁহাকে লিখিয়া থাকেন " আপনার দয়াল পিতাকে এই কথা বলিবেন। "

কেশব বাবুকে এইরূপ অযথা অধিকার প্রদান করা তাঁহাকে পরিত্রাতা বলা, তাঁহার নিকট পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করা, তাঁহার চরণ লেহন করা, তাঁহার নামে বিশেষ সঙ্গীত রচনা করিয়া পথে পথে অথবা সমাজে প্রচার করা ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কার্য্য। যেসকল ব্রাহ্ম এইরূপ আচরণ করেন, আমরা তাঁহাদিগকে সত্যের ও ভ্রাতৃভাবের অনুরোধে সাদুনয় বাক্যে কহিতেছি যে তাঁহারা তদ্রূপ আচরণ করিয়া আপনাদের ও কেশব বাবুর মঙ্গলের পথে কণ্টকারোপ না করেন। যাঁহার নিকট আমরা উপকার লাভ করিতেছি, তাঁহাকে যথোচিত শ্রদ্ধা ভক্তি করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। কিন্তু তাঁহাকে " পরিত্রাতা " " ঈশ্বরাবতার " বলা অথবা নীচভাবে তাঁহার চরণলেহন করা ঈশ্বর এবং সত্যের অবমাননা বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হইতেছে।

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কেবল একমাত্র অদ্বিতীয় পবিত্র পরমেশ্বরকে মুক্তিদাতা বলিয়া স্বীকার করেন। মনুষ্যের উপাসনা করা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অননুমোদিত কার্য্য। যে ব্যক্তি অনন্যগতি হইয়া ভক্তির সহিত সেই সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, পবিত্র করুণাময় পাপীর গতি ও আশ্রয় পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইবেন এবং তাঁহার নিকট ক্রন্দন ও প্রার্থনা করিবেন, তিনি তাঁহাকে মুক্তিদান করিবেন। প্রত্যেক মনুষ্যের হৃদয়ে তিনি তাঁহাকে লাভ করিবার ইচ্ছা নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন। কোন মনুষ্য বা পুস্তককে তিনি ঈশ্বর ও মুক্তিদাতার জন্য নিয়োগ করেন নাই।

উপসংহারকালে কেশব বাবুর নিকট আমাদের নিবেদন যে উক্ত ব্রাহ্মগণ তাঁহার সম্বন্ধে যেরূপ আচরণ করিতেছেন, তাহা যদি তাঁহার গর্হিত বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে ঐ স্রোত বন্ধ করিবার কোন উপায় অবলম্বন করিবেন। নতুবা সাধারণের এইরূপ বিশ্বাস জন্মিবে যে, তিনি উক্ত কার্য্যে অনুমোদন করেন।

শান্তিপুর } শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী
১৭৯০ শক } শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী
৩ কার্ত্তিক } শ্রীনীলকমল দেব

—:•:—

মহাশয়! আপনার ১৯ এ অক্টোবরের সোমপ্রকাশে ফুলগানিবাসী এক ব্যক্তির প্রেরিত পত্রের শেষ ভাগ পাঠ করিয়া যার পর নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। পত্রপ্রেরক মহাশয় কাশা সড়ীয়া ও তাহার নিকটবর্ত্তী ১০। ১২ খানি এ একটীও বিদ্যালয় না থাকাতে তথাকার লোকের ও উকীল, মোক্তার, তালুকদার জোতদার মহাশয়গণের সন্তানগণের বিদ্য কার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট হইতে একটী বিদ্যা প্রাপ্ত হইবার আশা করিতেছেন। এ তাঁ কেমন আশা বলিতে পারি না। যে গ্রাম এক লোকে পরিপূর্ণ ও যাহার অধিকাংশ জমী জোতদার, মোক্তার ও উকীল, তথাকার বা গণের বিদ্যাশিক্ষার ভাবনা কি? লেখায় বোধ হইতেছে তাহারা নির্দ্ধন নহেন, তবে তাঁহারা সকলে একত্রিত হইয়া, যত্ন ও পরি সহকারে চাঁদা দিয়া একটী বিদ্যালয় স্থা করেন না? গবর্ণমেণ্টের নিকটে সাহায্যপ্রা আবশ্যকতা কি? যে স্থলে প্রজাগণ মনে ক বিদ্যালয় হইতে পারে, সে স্থলে বিদ্য সংস্থাপন করা গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য নহে।

এক জন পত্রপ্রেরক লিখিয়া মোরার অঞ্চলে অতিবৃষ্টি হওয়াতে বাইশ ধান্যসকল এক প্রকার কীটে বিনষ্ট গেছে। যদি কৃষকগণ ঝাঁপা চূণ ধান্য গা উপর ছড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে অনা কীটসকল নষ্ট হইয়া অনেক ধান্য রক্ষা হ পারে। এ প্রদেশের কৃষকগণ এরূপ ক স্থানে স্থানে অনেক ধান্য রক্ষা করিয়াছে, যখন ধান্যকর্ত্তন করা হইবে, তখন ধা গোড়াসমেত না কাটিয়া কেবল শীষ ক লইয়া অবশিষ্ট অংশ পোড়াইয়া কীটসকল এক কালে বিনষ্ট হইবে, পর কীটের উৎপাতের আর আশঙ্কা থাকিব [illegible]

[illegible] গোবিন্দপুরের নিকট, মধ্য [illegible] এক জন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সমস্ত মধ্যে [illegible] [illegible]

সম্প্রতি [illegible] এক ব [illegible] বাটীতে ডাকাইত হয়। [illegible] বাটী [illegible] বসুপূর্ব্বক লইয়া, যত [illegible] কোথায় লইয়া তাহার কিছু অনুসন্ধান পাওয়া যায় পরে বারুইপুরের সব ইনস্পেক্টর। শ্রীযুক্ত চাঁদ চট্টোপাধ্যায় ডিষ্ট্রিক্ট ইনস্পেক্টর বাবু দেবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ম বহু যত্ন ও পরিশ্রমসহকারে অনুসন্ধা ডোঙ্গীক হস্তগত করিয়া ঐ জন আস মুক্ত করিয়া চালান দিয়াছেন বিচার এ হয় নাই। সম্পাদক মহাশয়! অনেক দি তির কথা শুনা আছে, কিন্তু [illegible]

মস্ত ডাকাইতির কথা এই প্রথম শুনিলাম।
বর্ত্তমান সপ্তাহের মধ্যে একটী বালক সর্পদং
ম মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে।

২২এ অক্টোবর
১৮৬৮ সাল
শ্রীঃ

—:০:—

ক দিনের পর কাশীধামে প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম
নবী শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন প্রকাশ্য
আগমন করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে আরও
এক বার তিনি এখানে আসিয়াছিলেন বটে
থানন্দিত ধর্ম্মপ্রচারের কোন সম্ভাবনা
দশমী টৈবাদেশের সহিত প্রস্থান করেন।
গণ কাশীবাসীদিগের হিন্দু ধর্ম্মে ভক্তি
ক করিয়া স্থির করিয়া ছিলেন যে, কাশীতে
ধর্ম্ম অঙ্কুরিত হইবার অনেক বিলম্ব আছে।
বোধে তাঁহারা এত দিন ক্ষান্ত হইয়াছি
। গত দশহরার কিছু দিন পরে কয়েক জন
এখানে উপস্থিত হন এবং এখানকার
মওপাথী চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বাবু লোকনাথ
তাঁহাদের অভ্যর্থনা করেন। উপস্থিত
গণ লোকনাথ মৈত্র প্রভৃতি কয়েক
কাহারা প্রোৎসাহিত হইয়া আমাদের ধর্ম্মা
কে এখানে আনয়ন করিবার অভিপ্রায়ে
আগমন করেন। ২৮এ আশ্বিন মঙ্গলবার
বাবু শিষ্যদল লইয়া এখানে উপস্থিত
এবং দুই দিবস অবস্থিতি করিয়া শুক্রবার
আটটার সময় এখানকার নর্ম্মাল বিদ্যালয়
পৌত্তলিক ও বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মের বিষয়ে
ভাষাতে একটী বক্তৃতা করেন। অনেক ইউ
ীয় ও এতদ্দেশীয় ভদ্র লোক বক্তৃতা
তে তথায় গমন করিয়াছিলেন; বক্তৃতাটী
উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ ইংরাজীতে হইয়াছিল
হয়, অনেক ইউরোপীয় তাহা স্বীকার করি
। উপসংহারকালে কেশব বাবু বলিলেন
ধর্ম্মে যেমন কতকগুলি ভ্রম ও দোষ আছে,
সেইরূপ উহাতে সত্য ও পবিত্র ভাব
তে পাই। অতএব হিন্দুধর্ম্মের অপকৃষ্ট
বাদ দিয়া উৎকৃষ্ট অংশ গ্রহণ করিলে
ও পবিত্র ধর্ম্ম (বোধ হয়, ব্রাহ্মধর্ম্ম)
হইবে। যে দিবস ভারতভূমির সর্ব্বত্র
ধর্ম্ম বিস্তারিত হইবে, সেই দিবস
উন্নতিসোপানে পদার্পণ করিবে।
পর রাত্রে দশ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।
(২ কার্ত্তিক) প্রাতঃকালে লোকনাথ
মহাশয়ের বাটীতে কেশব বাবু সশিষ্যে
উপাসনা করিয়া অপরাহ্ণ তিনটার
সময় এখান হইতে স্থানান্তর গমন করিয়াছেন।

দেওয়ালী উপলক্ষে এখানে একপ্রকার অনিষ্টকর আমোদ হইয়া থাকে। এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে কি ধনী, কি নির্ধন, কি বালক, কি বৃদ্ধ শ্যামাপূজার পূর্ব্বদিন রাত্রি হইতে ক্রমাগত তিন রাত্রি জুয়া খেলিয়া কেহ বা সর্ব্বস্বান্ত হন, কেহ বা প্রচুর অর্থলাভ করেন। দেশের এই মহৎ অনর্থ নিবারণ করিবার উদ্দেশে এখানকার মাজিষ্ট্রেট সাহেব গত বৎসর ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন যে, কোন ব্যক্তি দেওয়ালীতে জুয়া খেলিতে পাইবে না। অথচ গুপ্ত খেলার দ্বারা যে কত লোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল, তাহা আমরা বিশেষ অবগত আছি। গত বৎসর ত জুয়া খেলিতে পাইবে না বলিয়া কিছু কিছু বাধা হইয়াছিল, এবার তাহার কিছুই শুনিতে পাইলাম না। জুয়াখেলা যে এদেশীয়দিগের সর্ব্বনাশের এক প্রধান কারণ, বোধ হয় সকল রাজপুরুষ তাহা অবগত নহেন। যদি তাঁহারা এই ভাবিয়া ক্ষান্ত হইয়া থাকেন যে, জুয়া খেলা নিবারণ করিতে গেলে ধর্ম্মের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম হইয়াছে। রাজপুরুষগণ নিশ্চয় জানিবেন, জুয়া খেলার সহিত ধর্ম্মের কোন সংস্রব নাই। দ্যূত প্রতিপদে ক্রীড়া করিবে শাস্ত্রে এই মাত্র আছে, কিন্তু সর্ব্বস্বান্ত করিয়া জুয়াখেলা খেলিবে, এরূপ বিধি নাই। রাজা যুধিষ্ঠির নির্ব্বুদ্ধিতা করিয়া পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার অত্যন্ত দুরবস্থা হইয়াছিল। অতএব জুয়াখেলা যাহাতে এদেশ হইতে একবারে অপনীত হয়, সদয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে আমাদের তাহা একান্ত প্রার্থনীয়।

১৯এ অক্টোবর
১৮৬৮।
বারাণসী
শ্রীযদুনাথ ভট্টাচার্য্য

—:০:—

## মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলাল শীল ডিপ্তাং. ৭
ঐ লাইব্রেরি রাচি কোটচাঁদপুর
১২৭৫ কার্ত্তিক হইতে ৭৬ আশ্বিন ১৩
ঐ ঐ গোপীবিনোদ দাস দিনাজপুর
১২৭৪ আশ্বিন হইতে ৭৬ ভাদ্র ১৩
ঐ ঐ জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় ভবানীপুর ৫॥
ঐ ঐ চন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ভবানীপুর ৫॥
ঐ ঐ উমাচরণ রায় কানপুর
১৮৬৮ নবেম্বর হইতে ৬৯ অক্টোবর ১৩।
ঐ ঐ রামদাস সেন হাপরা
১৮৬৮ নবেম্বর হইতে ৬৯ এপ্রেল ৭

ঐ ঐ যোগেন্দ্রনাথরায় হরিপুর
—:০:—

## সোমপ্রকাশসংক্রান্ত

### বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে
স্থলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা
ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা; মফস্বলে ডাক
সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈ
সিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম
গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাত্তি চিঠি,
অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার মধ্যে
যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই
দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন,
যেন এক অথবা আধ আনার অধিক
ও কমীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকা
মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি
শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে
হইয়া দেন।

মূল্য দিবার সময় অতীত
আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে
লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত
গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহা
একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ
যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং
হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের
ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ
বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে
করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি
আনা তাহার পর /১০ আনা দিতে হই
যদি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা
বেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

---

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ
মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের
চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বি
ভূষণের বাটীতে প্রতিসোমবার প্রকাশ
হয়।

# সোমপ্রকাশ

১০ম ভাগ। ৪৮ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

[ব]াসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
[অ]গ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা। } সন ১২৯৫। ৩রা কার্ত্তিক। ১৮৮৮। ১৯এ অক্টোবর { মফঃস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষি[ক]
ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৫০



## বিজ্ঞাপন।

[কি] রা [মী] [য়]...

প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা মূল্য ( নগদ ) ॥০

এই পুস্তক প্রথম অবধি দ্বিতীয় সর্গপর্য্যন্ত [প্রথ]ম সংখ্যা নাগরাক্ষরে রামানুজের টীকা ও [বা]ঙ্গালা অনুবাদের সহিত কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে [মু]দ্রিত হইয়া বিতরিত হইতেছে। ইহাতে মাহে- [শ্বর] তীর্থ ও নাগোজী ভট্টের টীকাও স্থলবিশেষে [উদ্ধৃ]ত করা হইতেছে ও ইহা প্রতিমাসে ১০ [সংখ্য]া অর্থাৎ ৮০ পৃষ্ঠা করিয়া মুদ্রিত ও প্রচা[রিত] হইবে। মূল্য ॥০ আনা। যাঁহারা গ্রাহক [শ্রেণী]ভুক্ত হইতে চাহেন, তাঁহারা আমার নামে [কাব্য] প্রকাশ যন্ত্রে পত্র লিখিবেন।

[শ্র]াবণ
১২৯৫
[ব্র]াহ্মসমাজ } শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

—:০:—

### বিক্রয়ার্থ।

[...]গার্ডেন রীচ ১৪ নং বাটী গুদামসহ
১৯ নং জোড়া বাগান।

[...]উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় [করি]তে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষ[রকারী] ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডার্স্ আর্ব্বথ-
নট এবং কোং

—:০:—

### বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ
প্রস্তুত।

[ই]ংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলম নানা[বি]ধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে ৴০ এক আনার হিসাবে কমিসন দি। অধিক টাকার পুস্তক লইলে ৴১০ আনার হিসাবে পাইবেন।

| | |
|---|---|
| অপূর্ব্ব উপাখ্যান অর্থাৎ সেক্সপিয়রকৃত নাটকের মর্ম্মানুবাদ | ২॥ |
| শ্রীমদ্ভাগবত ১ম অবধি ১২ স্কন্ধ বাংগদ্য | ৮ |
| শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস সম্পূর্ণ | ৮ |
| শ্রীমদ্রামরসায়ন দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ | ৫ |
| চক্রপাণিচিকিৎসা গ্রন্থ সিন্দুরীয়াপটী নিবাসী বাবু কাশীনাথ মল্লিকের ব্যয়ে উত্তম পণ্ডিতদ্বারা হস্তের লিখিত | ২৩ |
| নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা বার্ষিক | ৩ |
| কৌতুক বিলাস যাহাতে গোপালভাঁড়ের কৌতুকগুলি সম্পূর্ণ আছে | ১ |
| চন্দ্রহংস ; জৈমিনি ভারত হইতে উদ্ধৃত | ১ |
| ব্রহ্মতত্ত্ব চূড়ামণি অর্থাৎ ব্রহ্মনির্ণয় | ১॥ |
| নীলাঞ্জন কাব্য | ৸ |
| পুরঞ্জন কাব্য | ৸ |
| মণিকুণ্ডলা কাব্য | ১ |
| অভিমন্যুবধ নাটক | ৷৶ |
| ম্যাদণ শিশুর বিবরণ | ৷ |
| রত্নোত্তমা গদ্য কাব্য | ১ |
| কৌরববিয়োগ নাটক | ২ |
| সিভিল গাইড মার্শমেন সাহেব কৃত | ২০ |
| পদ্মগন্ধা উপাখ্যান | ৸ |
| সন্দেশাবলী স্বরূপচন্দ্র দাসকৃত | ৩৸ |
| শিশুচোন্দার | ১ |
| নীতিপ্রকা | ॥ |
| এটলাস বাং ৮ খানি ম্যাপ গণেশচন্দ্র কর্ম্মারকৃত | ৩ |
| ভূতত্ত্বদর্শন পৃথিবীর মানচিত্র | ৫ |
| ভারতবর্ষের ম্যাপ দেবনাগর অক্ষরে | |
| নীতিশিক্ষা | |
| অনবয় গোষ্ঠীমী গদ্যপদ্য পা[...] কাব্য | |
| কুমার সম্ভব সংস্কৃত হইতে পদ্য অনুবা[দ] | |
| ভারতবর্ষের ইতিহাস কেদারনাথ দত্তকৃ[ত] | |
| ঐ গোবিন্দচন্দ্র সেন কৃত | |
| মনস্তত্ত্বসারসংগ্রহ | |
| প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয় | |
| ঐ মার্শমেন সাহেবকৃত দুই খণ্ড | |
| মাইত্য অভিশিষ্ট নাটক | |
| চরিত্রমঞ্জরী | |
| শব্দকল্পদ্রুম পরিশিষ্ট | |

কলিকাতা জোড়া-
সাঁকো ৬৪ নং } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র [...]
নগদ বিক্রে[তা]

—:০:—

### সাবিত্রীচরিত
কাব্য।

শ্রীভোলানাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

মূল্য ১ এক টাকা

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

—:০:—

### বিক্রয়ার্থ।

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান ; সর রাজা রা[ধা]কান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সো[নালী] দিয়া চুড়ন বাঁধান মূল্য ২৫০ টাকা।

শ্রীআনন্দচন্দ্রবেদান্তবাগীশ

—:০:—

মহামহোপাধ্যায় বরদাচার্য্য কৃত বরদরাজীয়[...] ভান নেপালস্থ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ পন্থ[...] কর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়া দেবনাগরাক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য ॥০ আট আনা। কলিকাত[া]

জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্র নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট ...শাক ভবন।

শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক।

—:০:—

## পুরাণ প্রকাশ।

### বিষ্ণুপুরাণ।

অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড ...তা (অগ্রিম মূল্য) ৷০।
...নি গ্রাহকাভিলাষী হইবেন তিনি মুক্তাপুর ...ষ্ট্রীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে ... জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নামে যত ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম ...াইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠাইবার ...নাই ইতি।

—০—

হিন্দী পুস্তকের বিজ্ঞাপন।

...াম, রঘুপ্রভৃতি কবির বিরচিত শ্লোক ...ই আদিতে মানবের ২৬২ প্রকার লক্ষণ ...নলজি লালের রচিত মাধব সুলোচনার ...র সহিত মাধববিলাসনামক পুস্তক দেব ...াক্ষরে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল, মূল্য ৷০ আনা ডাক মাসুল ৵০ আনা, কলিকাতা ...দি জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্র নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট ...শাক ভবন।

শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক।

—:০:—

## নদিয়ার নদী।

...ন ১৮৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৫ ই হইতে ৭ ই অক্টোবর পর্য্যন্ত নদীয়ার নদী কয়ের সর্ব্বকম ত জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

| স্থানের নাম | সর্ব্বকম ত জল ফুট | ইঞ্চি |
|---|---|---|
| নদীয়া মাথাভাঙ্গা | | |
| মহানার উপর পদ্মানদীতে | ৭ | ৯ |
| নিজ মহানায় | ৮ | ৬ |
| তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া | | |
| ৪৪ মাইল | ৭ | ৩ |
| হাট বোয়ালিয়া হইতে | | |
| আন্দুলিয়া | ১৩ | ০ |
| আন্দুলিয়া হইতে কৃষ্ণগঞ্জ | | |
| ৩৮ মাইল | ১৭ | ৯ |
| কৃষ্ণগঞ্জ হইতে হবলি নদী | | |
| ৩৪ মাইল | ১৮ | ৯ |
| ভাগীরথী নদী। | | |
| মহানার উপর | ২৬ | ৬ |
| উহার নীচে নিজ মহানায় | ১৮ | ৩ |
| তথা হইতে জিয়াগঞ্জ | ৭ | ৬ |
| জিয়াগঞ্জ হইতে কাটোয়া | | |
| ৬০ মাইল | ১৮ | ৯ |
| কাটোয়া হইতে নদীয়া | | |
| ৪৬ মাইল | ৮ | ৯ |
| জলঙ্গী নদী। | | |
| নিজ মহানায় | ৪ | ৯ |
| তথা হইতে করিমপুর | | |
| ১৯ মাইল | ৪ | ৪ |
| করিমপুর হইতে টিয়াকাটা | | |
| ৩৪ মাইল | ৭ | ৪ |
| টিয়াকাটা হইতে নদীয়া | | |
| ৬০ মাইল | ৮ | ৮ |

সন ১৮৬৮ সালের ১০ ই অক্টোবর তারিখের বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

| | ফুট | ইঞ্চি |
|---|---|---|
| গঙ্গাঘাটের উপর | ১৫ | ৯ |

বহরমপুর ১০ ই অক্টোবর ১৮৬৮। } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইক এক্‌জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র বহরমপুর ডিবিজন।

## সোমপ্রকাশ।

৩রা কার্ত্তিক সোমবার।

আমাদিগের পরিচিত এক বিশ্বস্ত ব্যক্তি কহিলেন, মজঃফরপুরে লোকে দাস রাখেন কি না, ইহার অনুসন্ধান হইতেছে। তাঁহার মুখে যেপ্রকার শুনা গেল, তাহাতে যে সুফল অনুসন্ধান হয়, এরূপ বোধ হয় না। " যে সরিষার দ্বারা ভূত ছাড়ান হইবে, তাহার ভিতরেই ভূত রহিয়াছে।" যাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়া দিবেন, তাঁহাদিগের অনেকে ঐ দোষে অলিপ্ত নহেন। আমাদিগের পরিচিত ব্যক্তি বলিলেন, গবর্ণমেন্ট যদি নিম্ন লিখিত বিষয়গুলির অনুসন্ধান করেন, কৃতার্থতালাভে সমর্থ হইতে পারেন।

১। " নফর " এই শব্দ দ্বারা নির্দে...শিত হয়, মজঃফরপুরে এমন লো... আছে কি না।

২। নফর শব্দের অর্থ কি?

৩। যাহারা নফর শব্দ দ্বারা নির্দে...শিত হইয়া থাকে, তাহাদিগের অবস্থা কিরূপ? তাহাদগের কাজই বা কি...

৪। যে সকল লোকে মজঃফরপুরে... সচরাচর সাক্ষ্য দেয়, তাহার মধ্যে নফ... বলিয়া পরিচয় দিয়া সাক্ষ্য দিয়াছে, এ... লোক আছে কি না?

আমাদিগের বিবেচনায় এই উপা... অবলম্বন করিয়া অনুসন্ধান করা মন্দ ...তেছে না।

—:০:—

গবর্ণমেন্ট ক্রমে ক্রমে সমুদায় ডিপা...র্টমেন্টের ব্যয় সংক্ষেপ, অপব্যয় নিবা...রণ ও সুপ্রণালী স্থাপন করিয়া সুশৃঙ্খলরূপে কার্য্য সম্পন্ন করিবার সদুপায় বিধান করি...তেছেন; কিন্তু পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্ট...মেন্ট ও রেলওয়ের কিছুই করিতে পারি...তেছেন না। আমাদিগের এক জন প...্রেরক " পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্ট ও বহরমপুর কালেজ " এই শীর্ষক... ক্বিত একখানি প্রেরিতপত্র প্রেরণ ক...রিয়াছেন, প্রধানপুরুষেরা তাহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেই জানি... পারিবেন, ঐ ডিপার্টমেন্টের কা... কিরূপে সম্পন্ন হইতেছে।

এ ডিপার্টমেন্ট এরূপ জঘন্য অ...স্থায় রহিয়াছে, কারণ কি? এ বিভা... কি ভদ্রলোক প্রবেশ করেন না? ই...ঞ্জিনিয়ার দলে প্রবিষ্ট হইলে কি লোকে... ধর্ম্মজ্ঞান ও সচ্চরিত্রতাদি বিলুপ্ত হই... যায়? যাঁহারা পবলিক ওয়ার্ক ডিপা...র্টমেন্টে প্রবেশ করেন, তাঁহারা রাত... রাতি ভাগ্যবন্ত হন, গবর্ণমেন্ট কি এ... জানেন? এই বাক্যটী প্রায় একপ্রক...

লব্ধ হইয়া উঠিয়াছে যে, পবলিক
র্কের কর্ম্মচারীরা পুনরায় আসিবার
না রাখিয়া কার্য্য সম্পন্ন করেন
সুতরাং কাজ শক্ত হয় না ; দুদিন
তে না যাইতে মেরামত করাইবার
মিত্ত তাঁহাদিগকে পুনরাহ্বান করিতে
।

এই দৌরাত্ম্যের নিবারণার্থ আমা
দের বিবেচনায় নিম্নলিখিত উপায়ের
লম্বন বিধেয় হয়। যখন যে নির্ম্মা
র কার্য্য উপস্থিত হইবে, ইঞ্জিনিয়া-
রা তাহার নক্সা ও ব্যয়ের অনুমান
রিয়া এক একটী হিসাব দিবেন এবং
তিমত কার্য্য হইতেছে কি না, মধ্যে
তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন এবং
র্য্য শেষ হইলে তাহা দেখিয়া লইবেন।
ও ব্যয়ের ভার অনিঞ্জিনিয়র সচ্চরিত্র
র্ম্মিক লোকের হস্তে দিতে হইবে।
ব্যক্তির হস্তে এষ্টিমেট ও ব্যয়ভার
র কার্য্য সমর্পিত হইলে পবলিক
ক ডিপার্টমেণ্টের চৌর্য্য নিবারণ
যে সুন্দররূপে কার্য্য সম্পন্ন হইবে,
নক্রমেই তাহার সম্ভাবনা নাই।
যে লোকের হস্তে ব্যয়ভার সম
র কথা কহিতেছি, তাহার নিয়োগ
ল বিশেষরূপে সাবধান হইতে
ব। এরূপ ধার্ম্মিক লোক নিয়োগ
শাক যে সম্মুখাগত অর্থরাশিতে
দিগের মতিভ্রম জন্মাইতে না
র। আমরা শুনিয়াছি, অনেক সাধু
ব্যক্তিও পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্ট
প্রবেশ করিয়া হতচরিত্র হইয়া-
। আমরা যখন উল্লিখিত উপায়
ম্বন করিবার পরামর্শ দিতেছি,
গবর্ণমেণ্ট জিজ্ঞাসা করিতে
ন, ইঞ্জিনিয়রদলে কি এক জনও
লোক নাই ? এ প্রশ্নে আমাদিগের
এই, ঐ দলে কেহই ভাল লোক
এ কথা বলা আমাদিগের অভি

প্রেত নহে। অল্প হউক, অধিক হউক,
ভাল লোক থাকিতে পারেন ; কিন্তু
যখন তাঁহাদিগের দ্বারা চৌর্য্যের নিবা
রণ হইতেছে না, তখন আমাদিগের
নির্দ্দেশিত উপায় অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য
হয়।

---

মফস্বলে ন্যায্য ব্যবহার দুর্লভ।

নগরে সমুদায় বিষয়ই দুর্লভ ও
মহার্ঘ এবং মফস্বলে সুলভ ও অল্প-
মূল্য। নগরে বিদ্যা বাস কর, কত ব্যয়
পড়িবে, জ্ঞানার্জ্জনের চেষ্টা পাও, কত
ব্যয় পড়িবে, পীড়া হইলে চিকিৎসা
করাও, কত ব্যয় পড়িবে ; কিন্তু মফস্বলে
এ সমুদায়ই স্বল্প ব্যয়ে সম্পন্ন হয়। মফ
স্বলে কেবল এক ন্যায্য ব্যবহার দুর্লভ।
ত্রিহুত হইতে এক ব্যক্তি আসিয়াছেন,
তিনি কহিলেন, মফস্বলের অবস্থা অতি
শোচনীয়, তথায় বিচারপতি পর্য্যন্ত
ন্যায় ও আইনসিদ্ধ ব্যবহারে অনুরাগী
নহেন। তাঁহারা যেরূপ ব্যবহার করেন,
তাহা দেখিলে কোন রূপেই এরূপ বোধ
হয় না যে তাঁহাদিগের উপরে কেহ
আছেন। তথায় সদ্বিচার ও ন্যায্য ব্যব
হার নিতান্ত দুর্লভ। এরূপ হইবার কয়ে
কটী কারণ আছে। প্রথম, উপরের
লোকেরা তাঁহাদিগের কার্য্যের তত্ত্বাব
ধান করেন না ; তাঁহারা অন্যায় করিলে
নীচের লোকেরা আপনাদিগের অনিষ্ট
শঙ্কায় কিছু বলিতে পারেন না ; সুতরাং
তাঁহারা স্বৈরাচারপরায়ণ হইয়া উঠেন।
মফস্বলে অনেক বিধিবিরুদ্ধ কার্য্য অনুষ্ঠিত
হয়। ত্রিহুত হইতে আগত ব্যক্তি বলি-
লেন, তথাকার অধিকাংশ হাকিম নীল
করদিগের সবিশেষ সংসর্গ করিয়া
থাকেন ; সুতরাং তত্রত্য প্রজাদিগের
সহিত নীলকরের কোন বিবাদ উপস্থিত
হইলে প্রজার জয়লাভ দুর্ঘট হয়।
এরূপ হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে। একে

ইউরোপীয় বিচারপতির ইউরো
নীলকরের প্রতি স্বদেশীয় বলিয়া
বতঃ স্নেহ জন্মিয়া থাকে, তা
আবার ঘনিষ্ঠতানিবন্ধন সুহৃদ্ভাব
কাজে কাজেই বিচারকালে বিচার
ইচ্ছা না থাকিলেও চিত্ত নীলকর
পাতী হইয়া উঠে। এরূপ স্থলে
রের সম্ভাবনা কি ? মফস্বলের
ব্যক্তিরা আপনা আপনি অত
হইতে বিনিবৃত্ত হইবেন, সে সম্ভা
নাই। সচরাচর তাঁহাদিগের এই স
আছে, দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগকে দমনে র
উচিত; কোনরূপে তাহাদিগকে বা
দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। দুর্ব্বলেরা আপ
গের ন্যায্য প্রাপ্য গণ্ডা বুঝিয়া ল
চেষ্টা পাইলেই তাহাদিগের বৃদ্ধি
প্রবলেরা এইরূপ মনে করেন।

আমরা মফস্বলের বিচারপতিদি
রোগের বিষয় জানাইলাম, এক্ষণে
র্ণমেণ্ট ইহার প্রতীকারচেষ্টা করুন।

---

দুর্ভিক্ষশঙ্কা।

এবার অনেক স্থানেই দুর্ভি
আশঙ্কা জন্মিয়াছে ; দুর্ভিক্ষের যে
প্রধান হেতু অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি
বর্ষে তাহা ঘটিয়াছে বঙ্গদেশে অ
ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনাবৃষ্টি। ব
শের অধিকাংশ নিম্ন ভূমির শস্য
বৃষ্টিতে নষ্ট হইয়াছে। গত বর্ষে
সকল স্থানের লোকে ভালরূপ শস্য
নাই। তাহাতে ঐ সকল স্থানের লো
সবিশেষ কষ্ট হইয়াছে। ২৪ পরগ
দক্ষিণাংশের কতক স্থানের লো
কষ্ট অধিকতর বৃদ্ধি হইয়াছে। পক্ষা
উচ্চ ভূমিতে উত্তম শস্য জন্মিয়া
যদি আর একটু বৃষ্টি হয়, সম্পূর্ণ
লাভের সম্ভাবনা।

তমোলুক, ঘাটাল ও কাঁথিপ্র
স্থানেও সুবিধা নাই। গতবারে

র দ্বিতীয় বন্যা।” এই শিরস্কযুক্ত প্রেরিত পত্র সোমপ্রকাশে প্রকাশিত তদ্দ্বারা উহা সপ্রমাণ হইতেছে। র অঞ্চল হইতে এবার যে একখানি পত্র আসিয়াছে, তদ্দ্বারা তথায় ক্ষ শস্যের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হই ঃ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যেপ্রকার বৃষ্টির শুনা যাইতেছে, তথায় এখনি দুর্ভিক্ষ ত হইয়াছে বলিলে বলা যায়। ক স্থলে দুর্ভিক্ষমূল্যে শস্য বিক্রীত ছে।

এখন উপায় কি? বিপদাপন্ন স্থানের য্য দান একান্ত আবশ্যক; কিন্তু কি র সাহায্য দান করা কর্ত্তব্য? ৪ সালের ১৬ ই কার্ত্তিকের ঝড়ে দিগের গৃহাদি ভগ্ন হয়, তাহাদিগে হায্য দান করা হইয়াছিল, তাহা য়া আমাদিগের সংস্কার জন্মিয়াছে, কার সাহায্যদান করা আর না করা টাকাগুলি বৃথা নষ্ট হয়; যাহার আনিও বাসগৃহ ছিল না, সে ৪।৫ সাহায্য পায়। তাহাতে র কি উপকার দর্শে? পক্ষান্তরে গুলি গৃহ ২৫ টাকার ন্যূনে হয় না। ব উল্লিখিত সাহায্যদানপ্রথা ম্বিত না হয় এই আমাদিগের ইচ্ছা। ন স্থানে দুর্ভিক্ষসম্ভাবনা হইয়াছে, য় এই সময়ে প্রয়োজনানুসারে বাঁধ ও রাস্তাঘাট আরম্ভ করিয়া ন হউক এবং যে স্থানে তাদৃশ জন্মিয়াছে তথা হইতে যে স্থানে নাই, সেই স্থানে শস্যের আমদানী হউক; গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং এই ভার করুন। যে মূল্যে শস্য ক্রয় করা এবং শস্য লইয়া যাইবার যে ব্যয় বে তাহার পয়সা করিয়া লাভ না সম্প্রতি দুর্ভিক্ষ অথবা দুর্ভিক্ষ ত প্রদেশে বিক্রয় করিতে হইবে। প্যায় অবলম্বিত হইলে তত্রত্য লোকেরা দুর্ভিক্ষের তাদৃশ প্রকোপ জানিতে পারিবেন না, গবর্ণমেণ্টেরও সাহায্য করিয়া যথার্থ উপকার করা হইবে।

—:০:—

“১৮৬৮ অব্দের এদেশীয়দিগের বিবাহের আইন।”

ব্রাহ্মেরা আপনাদিগের বিবাহের একটী স্বতন্ত্র পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। ঐ পদ্ধতির অনুসৃত বিবাহ যদি রাজার অনুমোদিত না হয়, তাহা হইলে উহা অবৈধ বলিয়া পরিগণিত হইতে এবং তদ্বিবাহজাত সন্তানেরা ধনাধিকারবঞ্চিত হইতে পারে। এই আশঙ্কা করিয়া ব্রাহ্মেরা ঐ বিবাহের বৈধতাসম্পাদনার্থ আবেদন করেন। আমরা এতৎসংক্রান্ত একটী আইনের পাণ্ডুলেখ্য ১ লা সেপ্টেম্বর ব্যবস্থাপকসভায় প্রবেশিত দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলাম। উহার শিরস্থানে লেখা আছে, “খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী নয়, এরূপ কতকগুলি ভারতবর্ষীয়ের বিবাহের বৈধতাসম্পাদনার্থ আইনের পাণ্ডুলেখ্য”। পরে আছে, “যাহারা খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী না এবং হিন্দু, মুসলমান বৌদ্ধ, পারসী, ইহুদীদিগের প্রণীত পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করিবার আপত্তি করে।” এরূপ লেখার উদ্দেশ্য কি? খৃষ্ট ধর্ম্মের বেলা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী নন, এই কথাটী স্পষ্টাক্ষরে লেখা হইল। কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মাদির সম্বন্ধে লেখা হইল, তত্তৎ পদ্ধতিক্রমে বিবাহ করিতে আপত্তি করে। বোধ কর এক ব্যক্তি আর সমুদায় কার্য্য হিন্দু প্রথানুসারে অনুষ্ঠান করিতেছে, কেবল বিবাহের সময়ে ঐ প্রথা পরিত্যাগ করিয়া অন্য প্রথা অবলম্বন করিল, তাহার বিবাহ এই আইনের অনুসারে বৈধ হইবে কি না? যদি হয়, এটী সমাজের উপকারক না হইয়া অপকারক হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। যদি কোন হিন্দু দুই টাকা রেজিষ্টরী ফী এবং তিন জন সাক্ষী রাখিয়া বেশ্যার পাণিগ্রহণ করে এবং বেশ্যাকে লইয়া আপনার পৈতৃক ভূমিতে অবস্থিতি করে, সেটী সম উপকারের না অপকারের হইবে?

ব্রাহ্মেরা যখন বিবাহের স্বতন্ত্র তির সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন সেই তির অনুসারে যিনি বিবাহ করি তাঁহার বিবাহ সিদ্ধ হইবে, এ আইন করিলে কি সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল না? তাহা করিলে হিন্দুধর্ম্মাদির ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বতন্ত্রতা স্বীকার ক উহার গৌরব বৃদ্ধি করা হইত স নাই। আমরা যে অনিষ্টের আশঙ্কা তেছি, তাহাও থাকিত না। ব্রা স্বরূপনিরূপণ করা কঠিন বিবে করিয়া পাণ্ডুলেখ্যকর্ত্তা উক্ত পাণ্ডুলেখ্য করিয়াছেন, কেহ কেহ রূপ বলেন; কিন্তু আমাদিগের বিবে এটী অতি অকিঞ্চিৎকর বাক্য। দিগের অবলম্বিত নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি সারে যে বিবাহ হইবে, তাহাই বিবাহ। যদি এ লক্ষণ না হয়, হি মুসলমান প্রভৃতি বিবাহেরও লক্ষণ করিতে হয়। হিন্দুধর্ম্মানু বিবাহ করিয়া তাহার অপহ্নব করা সহজ না হয় ব্রাহ্মবিবাহের অ করাই বা কিরূপে সহজ হইবে?

পাণ্ডুলেখ্যে বরের ১৮ বৎসর এব ন্যার ১৪ বৎসর বিবাহের যে বয়স নির্দ্দি করা হইয়াছে, এটী অতি উত্তম হইয়া কন্যার ১৮ বৎসর বয়স পূর্ণ হই পূর্ব্বে সে যদি বিবাহার্থিনী হয়, পি মাতার অনুমতি গ্রহণের এবং বহুবি কারির দণ্ডের যে বিধি করা হইয়া সেটী ও উত্তম কল্প। এই পাণ্ডুলে একটী অসম্পূর্ণতা দোষও লক্ষিত হই স্ত্রী অথবা স্বামী পরিত্যাগের এ

ইহাতে প্রবেশিত করিয়া দেওয়া
বিধ্য ।

---

কলিকতা রাজধানীর যোগ্য
স্থান কি না?

যখন কলিকাতায় মিউনিসিপালিটীর
ধূম ছিল না, ড্রেণ ও পয়ঃপ্রণালীর
গন্ধও ছিল না, তখনকার গবর্ণর
নেরলেরা কলিকাতাকে অস্বাস্থ্যকর
য়া নির্দ্দেশ করেন নাই, তাঁহারা
লা অথবা দারজিলিঙকে কলিকাতার
ধানী করিবার কখন স্বপ্নও দেখেন
; কিন্তু কি আশ্চর্য্য, শত বৎসরের
কলিকাতা হঠাৎ এমনি অস্বাস্থ্যকর
াসের অযোগ্য হইয়া উঠিল, যে
নকার প্রধান পুরুষেরা নিরেবকাল
এখানে থাকিতে সাহসী হন না!
বা এরূপ হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয়
। পূর্ব্বকার প্রধান রাজপুরুষেরা
বিগ্রহাদি বিষয়ে সতত লিপ্ত ছিলেন
ন নূতন নূতন রাজনীতি ও কার্য্যপ্র
ীর উদ্ভাবনের আবশ্যকতা ছিল;
রাং তাঁহারা পরের অর্থে আপনাদি
ভোগবাসনা চরিতার্থ করিয়া
াতিপাত করিয়া যান, এরূপ অব
পাইতেন না; কাজে কাজেই কলি
া অস্বাস্থ্যকর, এখানে বাস করিলে
বতকাল সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিবে,
কার আতঙ্ক তাঁহাদিগের
র স্থান প্রাপ্ত হইত না। এখন
গবর্ণর জেনরলদিগের সে
াত নাই; সন্ধি বিগ্রহাদির তাদৃশ
নাই; এখন আর কোন বিষয়ে
দুরবগাহ চিন্তায় মগ্ন হইয়া ক্লেশ
তে হয় না; এখন কোন জটিল বিষয়
স্থিত হইলে ষ্টেটসেক্রেটারিই
ার মীমাংসা করিয়া দিয়া থাকেন;
জ কাজেই এক্ষণকার গবর্ণর জেনর
া ভোগাভিলাষী হইয়া উঠিয়াছেন।

যে পুত্র পিতার অতুল সম্পত্তির অধি
কারী হইয়া অর্জ্জনক্লেশ হইতে মুক্ত
হয়, তাহাকে ভোগের উপাসক্তিতেই
বিলক্ষণ পটু দেখিতে পাওয়া যায়।
অতএব এক্ষণকার গবর্ণর জেনরলেরা
বিলাসী হইয়া যে শৈলবাসের অন্বেষণে
তৎপর হইবেন, সেটা বিস্ময়ের বিষয়
নহে।

উপরে যেরূপ প্রদর্শিত হইল,
তাহাতে এই স্থির হইতেছে, ইদানীন্তন
গবর্ণর জেনেরলদিগের ভোগপ্রিয়তা ও
অলীক শঙ্কা স্থানান্তরে রাজধানী করি-
বার প্রস্তাবের প্রধান কারণ। অন্যের
অথবা অন্য সুবিধা অসুবিধা পরিগণিত
হইতেছে না। এক্ষণে আমরা যে অনেককে
শৈলবিহারী দেখিতে পাই, সেটী প্রধা
নের অনুকরণমাত্র। শত বৎসরে কলি
কাতা যে শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে, গবর্ণর
জেনরল ইহাকে পরিত্যাগ করিলে ইহা
যে ক্রমে সেই শ্রীভ্রষ্ট হইবে, এ অনি-
ষ্টের বিষয় কেহ চিন্তা করিতেছেন না।
পর্ব্বতবাস করিয়া শাসন কার্য্যের যে কি
সুবিধা হইবে, তাহাও আমরা হৃদয়ঙ্গম
করিতে পারিতেছি না।

কলিকাতা অস্বাস্থ্যকর, ইহা সপ্র-
মাণ করিবার নিমিত্ত লাড কানিঙ, উই
লসন ও রিচিসাহেব প্রভৃতি কয়েক
প্রধান ব্যক্তির মৃত্যুকে উদাহরণস্থলে
প্রদর্শিত হইয়া থাকে। আমাদিগের
বিবেচনায় এ আপত্তি যুক্তিসহ নহে। এক
শত বৎসরের মধ্যে কত প্রধান লোক
কলিকাতায় আসিয়াছেন এবং সুস্থ শরীরে
স্বদেশে প্রতিগমন করিয়াছেন। কলি-
কাতা যদি যমের প্রধান দ্বার হইত,
আমরা কাহাকেই স্বদেশে প্রতিনিবৃত্ত
দেখিতে পাইতাম না। পক্ষান্তরে যাঁহারা
কলিকাতাতেই রাজধানী থাকুক, এই
মতের সমর্থন করিতেছেন, তাঁহারা উইল
সন প্রভৃতির মৃত্যুর বিশেষ কারণ প্রদ
র্শন করিয়াছেন।

কলিকাতা পরিত্যক্ত হইলে রাজ
কোথায় হয়, ইহা লইয়াও বি
মতভেদ হইতেছে। কেহ কহিতে
সিমলায় রাজধানী হউক, কেহ
তেছেন দারজিলিঙে, কেহ বোম্বা
যখন এ বিষয়ে মতের ঐক্য হইতে
না, একটী স্থান সর্ব্ববাদিসম্মত
তেছে না, তখন রাজধানী যে
আছে, সেই স্থানেই থাকুক, এই
স্থই সঙ্গত হয়।

এপ্রকার দ্বন্দ্বস্থলে আমরা
বারে যে সদুপায়ের নির্দ্দেশ করি
লাম, তদবলম্বনই শ্রেয়ঃকল্প। গ
জেনরলের স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্য লইয়াই এ
কথা। কিন্তু যদি ভারতবর্ষের
প্রেসিডেন্সিতে এক এক জন গ
রাখিয়া গবর্ণর জেনরলের পদটী
ইয়া দেওয়া হয়, সমুদায় আপত্তি
হইয়া যায়। যিনি বাঙ্গালা প্রেসিডে
গবর্ণর হইবেন, তাঁহার যদি কলি
সহ্য না হয়, তিনি উত্তর পশ্চিমা
বাস করিবেন। ইংলণ্ডই আমাদি
রাজধানী হউক। এখন সকল বি
সুবিধা হইয়াছে, এখন ইংলণ্ড হ
ভারতবর্ষ শাসন দুরূহ হইবে না। ই
ভারতবর্ষের রাজধানী হইলে ভারত
য়েরা অধিকতর উৎসাহসমন্বিত
বেন। এদেশীয়দিগের ব্রিটিশ রাজ্যের
ক্রমে মমতাভিমান জন্মিবে। ইং
স্বাধীন শাসনপ্রণালী, এখানে
নাই। এখানে ব্যবস্থাপক সভাপ্রভৃতি
স্বাধীন লোকদিগের প্রবেশানুমতি
করিয়া স্বাধীন শাসনপ্রণালীর বীজ
করা হইয়াছে। ইংলণ্ড রাজধানী
সন্নিবেশ নৈকট্য সম্বন্ধ হইলে সেই
অঙ্কুরিত ও বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত
ভারতবর্ষীয়দিগকে সত্বর তাহার
দেয় ফলভোগী করিবে সন্দেহ নাই

—:•:—

### মাতলা রেলওয়ে।

আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন না করিয়া বিঘ্ন
পরিত্যাগ করা ইংরাজ জাতির
বিরুদ্ধ নহে। এ স্বভাবের যে ব্যতি
ঘটিয়াছে, বঙ্গদেশের বর্ত্তমান
নর্ণ্ট মাতলা রেলওয়ের পরিত্যাগে
হইয়া তাহার পরিচয় দিয়াছেন।
লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে, আর
এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিলে উহার
হইতে পারে, এ সম্ভাবনা থাকিতে
ত্যাগ করিয়া আমা কাপুরুষের
সন্দেহ নাই। অন্তরের সহিত যদি
পাওয়া হয় বিলক্ষণ লাভ হইতে
। শিয়ালদহ হইতে সোনাপুর
আরোহীর শাটে বেশ লাভ
। মধ্যে মধ্যে দ্রব্যাদিদ্বারাও
হয়। মাতলা হইতে আজি কালি
অতিশয় আমদানী হইতেছে।
বন কোম্পানিকে গবর্ণমেণ্ট যদি
সাহিত না করিতেন, তাহা হইলে
অধিকতর আমদানী হইত। এখ
গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য আপনাদিগের
ভাব পরিত্যাগ করিয়া উহাদি
উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। মাতলায়
প্রস্তুত হইবার কয়েকটী কলও
হইতে চলিয়াছে। ঐগুলি হইলে
একটী আয়ের উৎকৃষ্ট উপায়
। আর যদি গবর্ণমেণ্ট
হইয়া মাতলায় জাহাজাদি আনি
উপায় করিয়া দেন, ক্ষতি হইবার
প্রকার সম্ভাবনা থাকিবে না।

পর, মাতলায় আর অর্থব্যয় করা
জাহাজাদি গমনাগমনের ব্যবস্থা
যদি গবর্ণমেণ্টের একান্ত অন,ভ
সোনাপুর হইতে কুল্পিপর্য্যন্ত
টী খুলুন। তাহা খুলিলে কেবল
জাহাজ গমনাগমনে লাভ হইবে এরূপ
ঐ লাইনে অধিকসংখ্য লোকের
গমনাগমন এবং কাষ্ঠ ও আতব তণ্ডু
লের ব্যবসায় দ্বারাও অধিকতর লাভ
হইবার সম্ভাবনা। দক্ষিণ অঞ্চলে তণ্ডু
লের একটী বিলক্ষণ ব্যবসায় আছে,
অনেক টাকার ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে।

—:•:—

### সিয়ার আলি খাঁ ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট।

সিয়ার আলি পুনরায় পিতৃদত্ত সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। দুরাত্মা আজিম খাঁ দুরীভূত হইয়া আবদুল রহমনের শরণাগত হইয়াছেন আজিম যে সমস্ত অত্যাচার করিয়াছিলেন, সিয়ার আলি তাহার প্রতীকারচেষ্টায় আছেন। তিনি বলপূর্ব্বক যেসকল লোকের অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, সিয়ারআলি তাহাদিগের কোন উপায় করিয়া দিবেন, এইরূপ আশ্বাসপ্রদান করিতেছেন। যেসকল সরদার সিয়ার আলির বিপক্ষ হইয়াছিলেন, তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন। এইরূপ তিনি আপনার ঔদার্য্যাদি গুণের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। বোধ হয় এইসকল বিশেষ গুণ দেখিয়াই তাঁহার পিতা দোস্ত মহম্মদ তাঁহাকে সিংহাসনের অধিকারী করিয়া যান। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট তাঁহার ঐ সকল গুণ গ্রহণে সমর্থ হন নাই। আমরা প্রথমাবধি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে তাঁহার সহিত মৈত্রী বিধানের অনুরোধ করিয়া আসিতেছি; কিন্তু কি বুঝিয়া বলিতে পারি না, গবর্ণমেণ্ট তখন তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু এক্ষণে রুশিয়াকে অগ্রসর দেখিয়া অনেকেই ঐ অনুরোধ করিতেছেন। আহ্লাদের বিষয় এই, আমাদিগের গবর্ণমেণ্টেরও ভাবপরিবর্ত্ত হইয়াছে। সিয়ার আলি ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উভয়েই পরস্পর মৈত্রীবন্ধনে উৎসুক হইয়াছেন।

রুশিয়েরা মধ্য আসিয়ায় যেপ্র
জাল বিস্তার করিয়াছে, তাহাতে
রূপে এরূপ বোধ হয় না যে, উহার
স্থানেই জয়লাভ করিয়া রণকণ্ডু বি
দন ও রাজ্যবর্দ্ধনলালসাকে চরি
করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইবে। স্বর্ণপ্রসূ
বর্ষ জয়লোভ পরিত্যাগ করা সহজ
মহাবীর আলেকজাণ্ডারের ভারতবর্ষ এ
লোভনীয় হইয়াছিল। ইংর
রাও ভারতবর্ষে অধিকারলা
গৌরবের বিষয় বলিয়া বিবেচনা ক
থাকেন। ইংলণ্ডেশ্বরীর মুকুটশোভ
এত উজ্জ্বল হইয়াছে, ভারতবর্ষে অ
পত্যলাভ তাহার অন্যতর কারণ। এ
লোভনীয় বিষয়ের লোভ পরিত্যাগ
রুশীয়ের সাধ্যায়ত্ত নহে উহারা বহু
অবধি ভারতবর্ষের প্রতি স
দৃষ্টিপাত করিতেছে।

যাঁহাদিগের মুসলমান ধর্ম্মের
আত্যন্তিক বিদ্বেষ আছে, তাঁহারা
তেছেন, রুশিয়েরা যদি মধ্য আসিয়
কার্য্যে প্রভু হয়, মুসলমান ধর্ম্ম উন্মূ
হইবে। তাঁহাদিগের মতে এটী এ
পরম লাভ সন্দেহ নাই; অতএব রুশি
জয়কার্য্য তাঁহাদিগের অনভিপ্রেত
তাঁহারা যে ক্ষণে এই চিন্তা করিতে
সেই ক্ষণেই ভারতবর্ষের বিষয়ে ভ
তেছেন, রুশিয়েরা খৃষ্টধর্ম্মাব
ইংরাজেরও খৃষ্টপরায়ণ, অতএব
য়ের বিবাদ ঘটিবার সম্ভাবনা অ
আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট যেন ঐ
পতিত না হন। উভয়ের সীমা পর
স্পর্শী হইলে স্বভাবতই বিবাদের
কারণ ঘটিয়া উঠে। এই নিমিত্ত স
শাস্ত্রকারেরা বিষয়ান্তর রাজাকে
বলিয়া গণনা করিয়াছেন। বিশেষত
রাজা জিগীষু হন, তাঁহার বিবাদ ঘট
কারণের অসদ্ভাব হয় না। ধর্ম্মের এ
বিষয় ঘটিত বিরোধের নিবারণে সম

র্ষ্বের সে সামর্থ্য থাকিলে কুরুপা
আমেরিক ইংরাজে এবং আমে-
ও আমেরিকে যুদ্ধ হইত না। ঐ
গুলি সামান্যও নহে।
খন কোন বেগবান নদ স্রোতো
হইয়া আসিতে থাকে, পর্ব্বত
বা তৎসদৃশ কোন বস্তু তাহার সম্মুখে
ত করিতে না পারিলে তাহার গতি
হয় না। রুশিয়েরা বেগবান নদের
, উহাদিগের ভারতবর্ষাভিমুখে গতি
করিবার প্রধান উপায় নিরাপত্তালি।
উহাদিগের গতিরোধবিষয়ে শৈলরূপ
ন করিবেন। অতএব আমাদিগের
মেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য যে সর্ব্বতো
ব তাঁহার সপক্ষতা করেন।

---

নূতন পুস্তক।

১। প্রদ্যুম্নবিজয়। এখানি সংস্কৃত
ক। শ্রীযুক্ত রামতারণ শিরোমণি
র রচনা করিয়াছেন। সংস্কৃত
কে গদ্য পদ্য ও প্রাকৃত যেপ্রকার
ই থাকে, ইহাতে তাহা আছে।
জি কালি সংস্কৃত ও প্রাকৃতের চর্চা
প বিরল হইয়াছে, এ প্রকার নাটক
বা প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই।
র প্রার্থনানুসারে শ্রীকৃষ্ণ প্রদ্যুম্নকে
নাভ দৈত্যের জয়ার্থ প্রেরণ করেন।
য় ঐ দৈত্যের কন্যা প্রভাবতীর
ত প্রদ্যুম্নের পরিণয় হয়, ইহাই
নাটকের বর্ণনীয় ইতিবৃত্তের সারাংশ।
টকখানি সাত অঙ্কে প্রণীত হইয়াছে।
রোমণি প্রথম অথবা দ্বিতীয় শ্রেণী
ব নহেন; কিন্তু তাঁহার কবিতাগুলি
য ও প্রাকৃতের অপেক্ষা সমধিক হৃদয়
হী হইয়াছে। প্রাকৃতগুলি গদ্য অপে
ও অধিকতর নীরস হইয়াছে। এরূপ
বার কারণ এই, প্রাকৃতের বহু প্রকার
দ আছে। প্রাচীনকালের নাটক
রিয়তারা ভদ্র লোক ও ইতর লোকের
পরস্পর কথোপকথনকালে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রাকৃতের প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু শিরোমণি তাহা করিতে পারেন নাই, গৌড়ীয় রীতি অবলম্বন করিয়া গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে। শিরোমণি গৌড়ীয় কবিদিগের ন্যায় অনল্প আড়ম্বরপ্রিয়। পাঠকগণ তাহাতে এরূপ অনুমান করিবেন না যে, তাঁহার সমুদয় কবিতাই আড়ম্বরপূর্ণ। কতকগুলি কবিতা বিলক্ষণ প্রসাদগুণবিশিষ্ট, প্রাঞ্জল, সুতরাং সমধিক মনোহর হইয়াছে। ফলতঃ অনেকগুলি কবিতার রচনা প্রচীন কবিদিগের ন্যায় হইয়াছে।

২। অরণ্যযাত্রা। এখানি বাঙ্গালা। কলিকাতা সংস্কৃত পাঠশালার অন্যতর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিনাথ ন্যায়রত্ন বালকবালিকাদিগের উপকারার্থ রামচন্দ্রের অরণ্যযাত্রা অবলম্বন করিয়া এখানি লিখিয়াছেন। আদি কবি বাল্মীকি এই অংশে রামচন্দ্র, ভরত ও লক্ষ্মণ প্রভৃতির যেপ্রকার চরিত্রবর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে এতৎপাঠে বালক বালিকাদিগের মহোপকারলাভ সম্ভাবনা, অনুবাদক লিখিয়াছেন, "কৈকেয়ীর স্বার্থপরতা, দশরথের সত্যপালন, রামের বাক্যনিষ্ঠা, পিতৃভক্তি, ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য, লক্ষ্মণের সরলতা, বীরভাব ও গুণানুরাগ কৌশল্যার পুত্রবাৎসল্য, সীতার পতিপরায়ণতা ও মহানুভাবতা এবং ভরতের মহীয়ান্ ঔদার্য্য, গুণানুরাগ ও ধর্ম্মপরতা, এগুলি ভগবান্ বাল্মীকি এই অংশে অতি সুন্দররূপে বর্ণন করিয়াছেন।" অনুবাদ অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

৩। কাব্যমঞ্জরী। এখানি শ্রীযুক্ত বলদেবপালিতপ্রণীত। ইহাতে নানাবিধ পদ্যে কবিতার জয়, কাননবন, প্রভাত, মধ্যাহ্ন, প্রদোষ ও রজনীপ্রভৃতি কবি বর্ণনীয় কয়েকটী বিষয়ের বর্ণনা
করা হইয়াছে। এগুলি পাঠ করিয়া
কারের যে বিলক্ষণ কবিত্ব শক্তি আ
তাহার পরিচয় পাওয়া গেল।
৪। কুমুদ্বতী নাটক বনোয়ারিল
রায় ইহার প্রণয়নকর্ত্তা। অবন্তীপু
রাজা কিশোরকেতন এই গ্রন্থের না
ও বিমর্দ্দনাথের কন্যা কুমু
নায়িকা। কিশোরকেতন এক নি
স্বপ্নে দেখেন যেন এক তাপসকুম
তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহার প
গ্রহণের অনুরোধ করিতেছেন। পশ
কিশোরকেতন দুর্ব্বাসা মুনির প্রাম
মুসারে তপোবনে গমন করেন।
খানে সত্যব্রত মুনির আশ্রমে কুমুদ
সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। উভ
প্রণয়সঞ্চার হইয়া পশ্চাৎ বিবাহ
বিমর্দ্দনাথ স্বীয় কন্যার বিদ্যাশি
নিমিত্ত সত্যব্রতের আশ্রমে রা
আসিয়াছিলেন। নাটকখানি অ
নয়যোগ্য হইয়াছে। লেখাটী সু
হইয়াছে।
৫। ইন্দুমতী। এখানিও বা
নাটক। গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থকারের প্রশ
করা যায়, ইহাতে এমন কিছু দে
পাওয়া গেল না। গ্রন্থকার নানা গ্রন্থে
কিছু লইয়া রচনা করিয়াছেন।
অংশেও বিশেষ চমৎকারিতা
৬। সর্ব্বনাশ সুন্দর গতিঃ। এখ
নাটক। জমীদারের অত্যাচার
করা ইহার উদ্দেশ্য। জগদীশ
জমীদার বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়
নার ভ্রাতুষ্পুত্রের হত্যার চেষ্টা,
ধর্ম্মে তাঁহার রক্ষা করেন এবং
প্রভাবে ঐকা প্রকাশ হইয়া পড়ে; ম
উৎকোচ গ্রহণ করিয়া গোপনের
পাইয়াছিলেন; কিন্তু ধর্ম্মের এমনি
মাজিষ্ট্রেট সন্নিকটে গিয়া উকা
কৌশল জানিতে পারিয়া সকলকে

রেন; লেখকের বিচারে উহা নিষের
ও হয়। ইহারও কি গল্প রচনা কি
না বিষয় কোন অংশে গ্রন্থকার চমৎ
দি চাপ্রদর্শন করিতে পারেন নাই।

৭। মনোরমা। এখানি একখানি
গল্পের বহি। কন্যাসন্তানকে লেখাপড়া
ান আবশ্যক, ইহা প্রতিপন্ন করিবার
নিন একটী বিদ্যাবতী রমণী ও মূর্খ
ী ব্যবহার গল্পচ্ছলে লিখিত হই
ছে। এগ্রন্থেও কিছু বিশেষ চাতুর্য্য
লক্ষিত হইল না।

৮। বর্ষাবিহারকেতু বিরহিণীবি
প। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র লাহিড়ী মহো
ার প্রণয়ন করিয়াছেন। সংস্কৃত ছন্দ
লম্বন করিয়া এখানি লিখিত হই
ছে। এই ছন্দ পাঠকগণের হৃদয়গ্রাহী
বে কি না, তাহার পরীক্ষার্থ আমরা
একটী কবিতা এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া
াম।

অরুণচরণনীরজ কাননমা কুসুমী। (১)
জনমনভঙ্গী নিন্দি নেত্রে কুরঙ্গী॥
ন্তসরসিজধারা উন্মাদে বিকাশে
রণ মুহুল হংস খেত বীনা বিকোশে
অধর বিম্ব বাল সোর প্রকাশে।
(২) বদন পদ্ম চীত বাসে বিকাশে॥
টিল চিকুর বেনী নাগিনী যার নাশে
রূপ বিমল কান্তি আবরাণ প্রকাশে॥
মধুমাদের প্রীমদে উচ্চিতদে।
ুস্বর, মুক্ত আনন্দেষু প্রমাদে॥
জন রাজত চিনে প্রেম নীর প্রচারে
নিরস মধুর ভাষা ...
দিবানব ... (১)
বর্ষাগ্নি সঘন প্রত ...॥
... দেখ শান্ত গগন নন্দেনে।
আশারত বাদি ... বেদে॥
... প্রতিভিত উন দূরেস্মান্দে।
ত সমন শর মদেখ নাশে॥

... কদম্বে রাজত। (২) শোভ.
(১) এই লেটী ... শরদ্বটিকা ছন্দের
... অন্য ... ছন্দের অধিক কবিতা
... করা হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে ছন্দের
... কিছু লেখা হইল না।

তাড়িত জলদ দল বিঘোর নাদে।
সাকত সমস্ত বিরহী বাদে॥
সাধ কাঁপত অধর ঘোর ঘনে।
ঘন চাতক বোলত ঘোর মনে॥
ঘন আচ্ছাত আতায় মেঘ দলে।
দিনে নিচিগ ঘন্টক পূর জলে॥
নাচয় শিখি সকল পুচ্ছ বিসারি। (১)
রস মদ পাগর মীর নেজারে॥
কেবল্ ভুজঙ্গ দৈব উপেখি। (২)
রোমরত খেলত মধুপ ঢোখু।
বনকুল চৌনাশ বাস (৩) বিনাশে।
মধুপ উন্মাদ মধুপ বিলাসে॥
নব তৃণ শোভিত শ্যামল বরণে।
অঙ্কুর আরত মন্থর গমনে॥
কেতক শোভক, জীবন নাশক,
মন্মথ শায়ক পুঞ্জে।
ফুল্ল বকুলায়, লোচন রোচন
ষটপদ খেলে রঙ্গে॥
আধ বিকসিত, মালতী পুষ্পিত,
সৌরভ বাহত বাতে॥
কুজিত ভীরব, বাধ সুধা স্বর,
নাচত কুঞ্জত গাতে॥
শোভিত সরোবর, পদ্মমনোহর,
ডাকিছে বকবকে।
বাল ভেকাকুল, শ্যামল সুন্দর,
রাজত রম্য পুলিনে;
সরস চকিত, শাবি মনোহর,
ক্রীড়ত কুঞ্জক তীরে।
হংস কোকিল, দৈবল কেকাই,
চক্র চকোর মুনিদে॥
স্বপন পবন খেলত রঙ্গে।
নিশিচর কাক বেলত রঙ্গে॥
যেন মশকীর ব্রততী পাশে।
ভেক মদন বল প্রাণ উদাসে॥
কোন তরী ফুল নলক আভাসে।
উজ্জ্বল খেত তন নয়ন বিলাসে॥
ধান্য খেত যত অবনত গাতে
খেলত দোলত বায় আঘাতে॥
মৃগকুল খেলত গহন বেড়াওরে।
শরত শশধর দল হৈত উড়ত যাওয়ে॥
শূকর খেলত পঙ্ক মাঝারে।
মহিষ মুখ অবগাহত সরসি মাঝারে॥

(১) বিস্তার করিয়া। (২) উপেক্ষা করিয়া
(৩) গন্ধ।
(১) বকশ্রেণী (২) ঝিল্লী ভেকাই, (৩) সরোবরে

৯। হিতসাধিনী। এখানি মা...
পত্রিকা। প্রথম খণ্ড ও প্রথম সং...
পত্রিকার উদ্দেশ্য, ঈশ্বরস্তোত্র, বি...
বর্ষা ও শারদের দ্বন্দ্ব এই কয়টী বি...
সন্নিবেশিত দৃষ্ট হইল। ইহাতে ...
এবং মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর ...
বিষয় কয়টী লিখিত হইয়াছে। এ...
পত্রিকা স্থায়ী হইবে, আমাদিগে...
এরূপ বোধ হয় না।

—:•:—

## প্রাপ্ত।

সর রিচার্ড টেম্পলের যত্নে কৃষকদিগে...
উন্নতিজন্য প্রতি মহকুমার সেভিংস...
স্থাপিত হইতে চলিল। আমরা এক ...
মফস্বলের অবস্থা ব্যাঙ্কস্থাপনকর্ত্তাদিগে...
হৃদয়ঙ্গম করিয়া দি। প্রার্থনা এই কর্ত্ত...
যেন মফস্বলের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখি...
ব্যাঙ্কের নিয়মাবলী স্থাপন ও সুশৃঙ্খ...
পূর্ব্বক কার্য্যনির্ব্বাহ করেন।

কৃষকেরা মহকুমার ১০ মাইল, ...
বিশেষে ততোধিক দূরেও বসতি ক...
প্রায়শঃ শতকরা মাসিক তিনটাকা ...
আনা সুদে মহাজনের নিকট টাকা ক...
লয়। কোন কোন স্থলে ক্রমশঃ ...
টাকা লইয়া চৈত্র মাসে শতকরা ৩১। ...
একত্রিশ টাকা হিসাবে সুদ দেয়। তদ...
সময়ে সময়ে নিতান্ত দায় পড়িলে ...
টাকায় মাসিক তিন পাই সুদও দিয়া থাকে...
চৈত্র হইতে আষাঢ় মাসপর্য্যন্ত যখন কৃ...
দের ঘরের ধান্য নিঃশেষ হইয়া নিতা...
আহারের কষ্ট হয়, সেই সময় মহাজনে...
নিকটে যে ধান্য ঋণ করিয়া লয়, মহা...
নেরা ইহাকে দাদন বলে, শ্রাবণ ...
ভাদ্রে আশু ধান্যে পরিশোধ করিলে দি...
বৃদ্ধি ও অগ্রহায়ণ মাসে আমন ধান্যে প...
শোধ করিতে হইলে অর্দ্ধবৃদ্ধি দিতে হয়।

যেসকল মহাজন মফস্বলে বসা...
করে ও কৃষকদিগকে টাকা কর্জ্জ দিয়া থাকে...
তাহাদের মূল ধন হাজার টাকার অধিক প্র...
দেখা যায় না। শতকরা ৭১ জন অধিক ...
দৃষ্ট হয়। এই সকল লোকের টাকা আদা...
প্রদানের প্রণালী এই—কৃষকদিগের মধ্যে...
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে টাকা আদান প্রদান করা ...
শয় কষ্টকর যাহারা এরূপ বিবেচনা করে...

* ... ও ... 
ভেড়া বলে।

.রূপে দর্প রক্ষা করিতে ভাল বাসে,
ারা পল্লিগ্রাম মহাজনের নিকট টাকা
ৃত রাখিয়া প্রায়শ শতকরা বার্ষিক ১৮
। ও কোন কোন স্থলে ১২ টাকা ও মূল
ষ অধিক টাকা রাখিলে সুদ কমে ৯ টাকা
পাইয়া থাকে। যাহারা মহাজনের নিকটে
। গচ্ছিত রাখিতে অল্প লাভ বিবেচনা
, অথচ অল্প টাকা খাটাইয়া নানাবিধ
পদে নিজ ব্যয় পোষাইয়া লইতে চায়;
রাই কৃষকদিগের নিকটে উক্ত নিয়মে
লইয়া টাকা ও ধান্য কর্জ্জ দিয়া থাকে।
া কৃষকভিন্ন অন্যান্য লোককেও সোনা
বন্ধক রাখিয়া আবশ্যকমতে প্রতি
র মাসিক আধ আনা অথবা তিনপাই
টাকা কর্জ্জ দেয়। মফস্বলের একপ
ায় ৪৷. টাকা সুদে গচ্ছিত টাকা রাখিয়া
কা সুদে কৃষকদিগকে টাকা কর্জ্জ দিলে
কর কার্য্য সুবিধামত চলিবে কি না ও
্যতে উন্নতি হইবে কি না, তাহা ব্যাঙ্ক
কর্ত্তাদিগের পূর্ব্বেই বিবেচনা করা
চ।

কৃষকদিগের সম্পত্তির মধ্যে কেবল কয়ে
লদগরু; মূল্যবান বস্তু আর কিছুই
না। সেই গরু উত্তম হইলে তাহার
১৫ ও অধম হইলে ৫ টাকা হইতে
। প্রত্যেক কৃষকের প্রতি লাঙ্গলে
থবা তিনটী করিয়া বলদ থাকে
না জন্মিলে তাহাই বিক্রয় করিয়া মহা
র ঋণ পরিশোধ করিতে হয়।

কৃষকদিগের এখনও একপ সংস্কার বদ্ধ
হইয়াছে যে ইংরেজেরা ফাঁকি দিয়া
কর যথাসর্ব্বস্ব লইয়া দেশে চলিয়া যাই
কাগজ (নোট) দিয়া টাকা লওয়া তাহার
দেখায়। এরূপ অবস্থায় ব্যাঙ্কের নিয়ম
বহুচিন্তার্প লওয়া আবশ্যক এবং ব্যাঙ্কে
্যক্ষগণের একপ ভদ্রতা আবশ্যক যে
প্রণালী দেখিয়া কৃষকেরা গবর্ণমেণ্টের
প্রায় ও আপনাদের ভবিষ্যদুন্নতি এবং
উপকার সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে
।

--:০:--

## বঙ্গীয়দিগের দৈহিক অনুন্নতি।

### ( গতপ্রকাশিতের পর )

পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রিকাসকলে পরিশ্রম ও শিক্ষা প্রণালী, রাজকীয় এবং ইংরেজাদি ভিন্ন জাতীয় বণিকদিগের কার্য্যালয়ের কার্য্যপ্রণালী ও মাদকসেবনপ্রভৃতি বিষয় লিখিত হইয়াছে। অদ্য দেশীয় নারীগণের দুরবস্থা বিষয় বর্ণনা করা যাইতেছে।

বিদ্যা অমূল্য ধনে বিদ্যার অজ্ঞান তিমির বিনষ্ট হয়; হিতাহিত বিবেচনা হয়; বিদ্যা লোকদিগকে নম্র বিনীত সরল ও সৎ স্বভাবাপন্ন করে। বিদ্যার রসাস্বাদনে কোমল রসনাও অধিক কোমলস্বভাব প্রাপ্ত হই। সুধাসম বাক্য বারি বর্ষণ করিয়া শোকসন্তপ্ত লোকদিগের তাপিতান্তঃকরণ শীতল করে। বিদ্যায় সুখসচ্ছন্দতা ও সমৃদ্ধিবৃদ্ধি হইতে পারে। বিদ্যারূপ কল্পবৃক্ষে নানা বর্ণ সুখ ও শুভকর ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়! এমন অমূল্য বিদ্যাধনে এদেশীয় প্রায় যাবতীয় অঙ্গনা নিতান্ত বঞ্চিত। এদেশীয়েরা আপন আপন পুত্রদিগকে বিদ্যাভূষণে ভূষিত করিবার জন্য, সাতিশয় যত্ন ও চেষ্টা করিয়া থাকেন, কিন্তু কন্যাগণের বিদ্যোপার্জ্জননিমিত্ত কিছুমাত্র যত্ন ও কোন প্রকার উপায় অবলম্বন করেন না। চেষ্টা অন্তরে থাকুক, তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করা আবশ্যক কি না বোধ করি অনেকেই তাহা স্বপ্নেও এক বার ভাবেন না। অঙ্গনাগণ অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকিয়া যাবজ্জীবন দাসীর ন্যায় গৃহকার্য্যসকল নির্ব্বাহ করেন বোধ করি ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রেত পুরুষেরা বিদ্যাবান হইলে যেরূপ দেশের ও সংসারের উপকার হইতে পারে, স্ত্রীগণ বিদ্যাবতী হইলে সেইরূপ অথবা তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে দেশের ও সংসারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হওয়া অসম্ভব নহে। স্ত্রী পুরুষ উভয়ে সুন্দর শিক্ষিত হইলে সংসার কি অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় সুখাস্পদই হয়। কোন সুখেরই অভাব থাকে না। গৃহকার্য্য গুলি কেমন সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে। শিশুগণও কেমন সুন্দররূপে প্রতি

পালিত ও সৎ স্বভাবাপন্ন হইতে প
অবলাগণ চির কাল মূর্খ থাকিবে, ইহ
জগদীশ্বরের অভিপ্রেত হইত, তাহা
তিনি নারীগণকে পুরুষদিগের ন্যায় বু
স্মরণশক্তিপ্রভৃতি মানসিক বৃত্তিগুলি
করিতেন না। অধুনা অনেকেই স্ত্রী
প্রচলিত করিবার জন্য বিশেষ যত্ন
স্বীকার করিতেছেন এবং অনেক দেশহি
ভদ্রসন্তান স্থানে স্থানে বালিকাবিদ
স্থাপিত করিয়া বালিকাদিগকে শিক্ষা
করিতেছেন। এগুলি দেশের শুভ
সন্দেহ নাই। সাংসারিক অধিকাংশ
ও সুখ দুঃখ স্ত্রীগণের প্রতি নির্ভর
তবে স্ত্রীগণকে অজ্ঞানাবৃত রাখা কি প্র
যুক্তিযুক্ত ও ন্যায় সঙ্গত বলিতে পারা
ভ্রাতৃবিরোধ, গৃহবিচ্ছেদ, প্রতিবা
অন্যান্য আত্মীয় স্বজনগণের সহিত
বিসম্বাদাদি প্রায় যাবতীয় সাংসারিক
লত, স্ত্রীগণের মূর্খতানিবন্ধনই ঘটি
স্ত্রীজাতি দ্বেষ, হিংসাও পরনিন্দাপ্র
গুণের কিছু অধিক বশীভূতা। অন
অবলাগণ শিশুপালনাদি কার্য্যে
অজ্ঞ ইহারা পশু পক্ষীর ন্যায় স্বাভ
সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া উক্ত কার্য্য
সমাধা করিয়াথাকেন। কিন্তু কি আশ
আমরা তাহাদেরই হস্তে এরূপ গুরুতর
ভার দিয়া সম্পূর্ণরূপ নিশ্চিন্ত থা
সুখ কি কখন সুশিক্ষক হইতে পারে?
কি কখন পথপ্রদর্শক হইতে পারে?
গণকে প্রতিপালনার্থে হিতাহিতজ্ঞা
মূর্খ স্ত্রীগণের হস্তে অর্পণ করা ডা
হাতে পো সমর্পণের ন্যায় হয়। অ
অবলাগণ শিশুসন্তানগণকে সর্ব্বদা ভূত
ভয়প্রদর্শন প্রহার ও তাড়না ক
থাকেন। বালক বালিকাগণ এই স্থান
তেই ভয় শিক্ষা করে ও ভীরুস্বভাব
অনেক মূর্খ মাতার দোষে অনেক বাল
চৌর্য্যের অভ্যাস হয়। বালকগণ অসৎ
প্রবৃত্ত হইলে অনেক মূর্খ মাতা স্নেহ বা
মমতাবশতঃ তাহাদিগকে নিষেধ করেন
ক্রমে ক্রমে তাহাদের সেই গর্হিত
গুলি এমনি অভ্যাস হই, যায় যে, অ
বয়সেও তাহারা তাহা ভুলিতে পারে

ন মাতার যত্নে ও স্নেহে প্রতিপালিত পিতার অপেক্ষা মাতার কিছু বিশেষ ও অনুগত হয় এবং মাতার নিকট থাকিতে ভাল বাসে। শাস্ত্রকারেরা সঙ্গদোষে স্বভাব নষ্ট হয়। যাহার সহবাস তাহার সেইরূপ স্বভাব হয়; বালকেরা মাতাদিগের সমস্ত দোষ কার করিয়া বসে। এই রূপে অজ্ঞ বালক বালিকাদিগের বিশুদ্ধ কোমল বিনষ্ট ও দূষিত করিয়া ক্ষান্ত হন নহে, নানাবিধ কারণে তাঁহাদের ভঙ্গও করিয়া থাকেন। এদেশীয় স্ত্রীগণ অপেক্ষা কিছু বর্দ্ধভীর। তাঁহারা, উপদেবতা ও ভূতপ্রেতাদিতে ভক্তি বাস করিয়া থাকেন। এতন্নিবন্ধন বহু অনিষ্ট ঘটিয়াথাকে। সন্তানের পীড়া অনেক মূর্খ মাতা উপদেবের আবি-জ্ঞান করিয়া রোজা আনাইয়া ঝাড়াই ব্যবস্থা করেন, তাহাতে অনেক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনেক মূর্খ সন্তানের যথারীতি আহারের করিতে পারেন না। তাহাতে বালক উদরাময় ও অজীর্ণতাদি বিধ রোগাক্রান্ত হন। কেহ কেহ বা গ্র হইয়া থাকেন ও সাংসারিক কার্য্যের হন। কেহ কেহ বা অচিরেই মৃত্যু নিপতিত হইয়া মূর্খ মাতাদিগকে স্বগ প্রসবিনী হংসীর প্রতিপালক ভুরাশা ষ্কের ন্যায় হতাশ ও শোকার্ত্ত করিয়া

---

## বিবিধ সংবাদ।

১৭ এ আশ্বিন সোমবার।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কলিকাতাবাসীদি একটী বিশেষ উপকার করিয়াছেন। তাঁহি কালের প্রতিবাদ করিয়া এতদ্দে বকাণে গ্রহণ করিবার মানস করিয়াছি হারা স্থানীয় ফণ্ড হইতে অপব্যয় লোক প্রধানতঃ গবর্ণমেণ্টের নিকট চাকরী এবং প্রধান জেনেরল বলিয়া উনি এ সাহায্য দিতে সম্মত নহেন। এ সম্পূর্ণ হইয়াছে, তাহাতে কি উপকার হইল, ইহা যত দিন না জানা যাইবে, তত দিন আর যোগ করা কর্ত্তব্য নহে। অন্যান্য দিগের পক্ষে এটি এক শিক্ষা।

আজমীরের রামাৎ মহান্তদিগের যে আবদন আছে তাহার কতক মহান্ত খৃষ্টীয়ান হইয়া মঠ ও তৎসংক্রান্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা পান। এ নিমিত্ত মকদ্দমা হওয়াতে যুক্ত প্রদেশের কমিসনর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নিমিত্ত যে সম্পত্তি থাকে, তাহা ব্যক্তি বিশেষের নহে। অতএব খৃষ্টীয়ান মহান্তকে মঠ ত্যাগ করিতে হইয়াছে। উত্তম হইয়াছে।

সর বার্ণস পিকক্ ন্যায় ব্যবহারাজীব প্রদেশে অতি অল্পই আসিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি এখানে প্রধান বিচারপতির অনেক সিদ্ধান্ত যুক্তি ও চিরাগত ব্যবহারের বিরুদ্ধ হইতেছে। তিনি সম্প্রতি নিষ্পত্তি করিয়াছেন কোন হিন্দু স্ত্রী বলিয়া বঞ্চিত হইবে না এ অনুসারে যে ব্যক্তি আনুমানিক অনীত সম্পত্তি নিলামে ক্রয় করিয়াছেন, তাহা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে না। পুত্রবধূকে ভরণপোষণ না করিবার বিষয়ে সিদ্ধান্তও এইরূপ। বাস্তবিক ক্রমশঃ আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছেন কি?

কমিসরিএটের এক জন কেরাণী ৭০০০ টাকা জাল করিয়া ধৃত হইয়াছেন। পূজার সময়ে ভাল মন্দ চড়িবার একটী মহল্লায়।

... রত্নে ... ইত্যাদি লইয়া যাইবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট একখানি স্বতন্ত্র জাহাজ ক্রয় করিয়াছেন। আপাততঃ ব্রহ্মদেশে গমনশীল জাহাজে খাদ্য ও বস্ত্রপ্রভৃতি যাইবার ... সামান্য লোকদিগের কষ্ট হওয়াতে এই উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে।

... শাখা রেলওয়ে কোম্পানি একটি শাখা রেলওয়ে চালাইবার ... অভিলাষী হইয়াছেন। তাঁহারা ... দুইটি ষ্টেসন ... জোড়া বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। উঠিয়া যাওয়া অপেক্ষা এ প্রস্তাবের মন্দ নয়।

ফকফলাইট বলেন, দিল্লীর লোকদিগের ... কাবুলে যাইবার নিমিত্ত ... রায় সৈন্যসংগ্রহ করা হইয়াছে। কাবুল ও ... লোকের মন চঞ্চল হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট আপনাদিগের কর্ম্মচারীদিগকে সংবাদপত্রে লিখিতে নিষেধ করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু কাহারও কল লোকেরই এই নিষেধ ছিল। কাহারো ... ও পাইওনিয়র বলেন, গবর্ণমেণ্ট একণে ... দিয়াছেন, লেখাতে বাধা নাই। কিন্তু প্রকাশ্য সম্পাদকতা করিতে পারিবেন ... একটু খোঁচ রাখিয়া দিয়াছেন।

উক্ত পত্র বলেন, এক দল পাঠান ... বর্ষে ভ্রমণ করিতে ছিল, গবর্ণমেণ্ট তাহা ... ভ্রমণ নিষেধ করিয়াছেন। ইহাদিগের ... স্ত্রী, পুরুষ ও বালক ১৭০ জন। ইহা ... বন্দুক বিক্রয় করিয়া সেই টাকায় ইহা ... পাথেয় দেওয়া হয়। ফুলতানপুরে উপনীত ... পাঠানেরা আপনাদিগের বন্দুক চাহে। ... না পাইয়া তাহারা লগুড় হস্তে পুলিসকে ... মণ করিয়া কয়েক জনকে আহত করে। ... কষ্টে ইহারা পরাস্ত ও বদ্ধ হইয়াছিল ... অনন্তর দিগকে খাইবার প্রভৃতি স্থা... যাইতে হইবে। অস্ত্র না থাকিলে ইহারা ... ক্রমে স্বদেশে যাইতে পারিবে না। অত... দিগের বন্দুক কাড়িয়া লওয়া নিতান্ত অ... সিদ্ধ হইয়াছে।

ডেলি নিউস শ্রবণ করিয়াছেন, ... মিরকাসিম এক জন সুবেদার বিদ্রোহের ... লক্ষ্ণৌর বীরত্ব প্রকাশ করাতে গব... তাহাকে ১৮০ টাকা আয়ের এক জায়গীর ... ছেন।

বোম্বে গেজেট কাবুল হইতে সংবাদ ... য়াছেন, আবদুল রহমন খাঁ যদি আমীর ... অর্পণ না করেন, তাহা হইলে সহর আলি ... তাঁহাকে আক্রমণ করিতে যাইবেন। ... আলি সিংহাসনে পুনর্ব্বার আরোহণ ... কয়েকটী যথার্থ রাজনীতিজ্ঞের কার্য্য করি... ছেন। আফিজ লীর পুত্রবালকে তাঁহার ... প্রেরণ করা হইয়াছে। যেসকল সর্দ্দার ... তাঁহার প্রতি শত্রুতাচরণ করেন, ... প্রাপ্ত হইয়াছেন। আজম খাঁ, বলখ্ যদিও ... দিগের নিকটে যে সকল টাকা লন আমী... দিতে চাহিয়াছেন। সিয়াক আলির বিশেষ ... না থাকলে ... তাঁহাকে ... করিতেছেন ... আবুদ ... আক্রমণ করিবেন।

১৮ ই আশ্বিন মঙ্গলবার।

কয়েক জন খুচরা লোক আপন আপন ... ফৌজদারি বিচার করিবার নিয়ম চাহিয়া... লেন, কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ... অসম্মত হইয়াছেন।

সম্প্রতি লক্ষ্ণৌবিভাগের কমিসনর ...

য়রদিগের বস্ত্র ও অস্ত্রের নিমিত্ত স্বাধীন হইতে ব্যয় করিবার অনুমতি চাহিয়া চ- আমরা আহ্লাদিত হইলাম, অযোধ্যার কমিসনর্স বলিয়াছেন, এ সকল চাঁদা হওয়া কর্ত্তব্য। ইংলণ্ডের ন্যায় এদেশে ই বলটিয়র হইবে না। এখানকার দেশীয় র বীরগণ কেবল সরকারী বারুদ ও নষ্ট করিতে আছেন।

াগরার আম্রবৃক্ষসমূহ ইহার মধ্যে মুকুলে র্ণ হইয়াছে।

ক্ষৌ টাইমস অবগত হইয়াছেন, তত্রত্য ন অধিবাসীকে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট ার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

ক পত্র বলেন, কাশ্মীরের রাজার সহিত, র তন্তুবায়গণের বিবাদ হওয়াতে কয়েক তদ্দেশীয় তাঁতী আপন আপন রাজ্যে র কারখানা করিতেছেন। অনেকের সং আছে কাশ্মীরের জলবায়ুর গুণে তথায় উত্তম শাল হয়, কিন্তু আমাদিগের বোধ উত্তম পশম ও উপযুক্ত তন্তুবায় হইলে রের প্রাধান্য লুপ্ত হইতে পারে।

লোর কোর্টসের এক জন পত্রপ্রেরক ম- এক জন সহকারী কমিসনরের অত্যাচা ক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। সহকারী কমিসনর জন লেপ্টেনেণ্ট। ইনি মধ্যে মধ্যে মৃগয় ত আসিয়া কৃষকদিগকে বলপূর্ব্বক আপ ীকারী করিয়া লন, পর্য্যায়ক্রমে গ্রামে যাইয় দিগকে কাজ করিতে হয়। লেপ্টেনান্ট একদ দে একটী ব্যাঘ্র আসাতে নিজে এক পলায়ন করিলেন। ব্যাঘ্র তিন জন হতভাগ্য নি কৃষককে ছিন্ন ভিন্ন করিল এবং কি ক লোকের নিকট হইতে আপনার খানা সংগ্রহ করে। এই দুরাত্মা কে? তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক।

২৯ এ আশ্বিন বুধবার।

বোম্বাই গেজেটের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক জে. মাক্লিন সাহেব লণ্ডন হইতে উক্ত পত্রে য়াছেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভঙ্গ করিলে ক এতদ্দেশীয় রাজ্যগ্রহণ অপেক্ষাও গবর্ণ র উপরে অধিক অসন্তুষ্ট হইবেন। মাক সাহেব বলেন কৃষকদিগের সহিত চিরস্থায়ী বস্ত করাই তাঁহার অভিমত। বোম্বাই গণ সর্ব্বদা আক্ষেপ করেন, বঙ্গদেশে সাম্রা বায়ার্থ যথেষ্ট টাকা পাওয়া যায় না কিন্ত লিন সাহেব বলিয়াছেন, বঙ্গদেশের টাকায় ইপ্রভৃতি স্থান রক্ষা হইতেছে। বোম্বাই

য়ের ভূমির কর অধিক বলিয়া তত্রত্য লোকে মনে করেন অধিক দেন। কিন্তু যদি প্রদেশীয় রাজস্বপ্রণালী হয়, বোম্বাই জানিতে পারেন বঙ্গদেশ অথবা বোম্বাই ইহার কে অধিক টাকা প্রদান করে।

গত মাসে ভারতবর্ষীয় চিত্রশালিকায় ১৬, ৬৫৭ জন গমন করিয়াছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে ১৪,৭২০ জন এতদ্দেশীয় পুরুষ ও ১২০০ জন স্ত্রীলোক। ৪২৩ জন ইউরোপীয় পুরুষ ও ১৬৮ জন স্ত্রীলোক ছিলেন। প্রত্যহ গড়ে ৬৩০ জন গমন করিয়াছিলেন। শুক্রবার ছাত্র ভিন্ন আর কেহ এখানে যাইতে পারেন না। রবি বার যাইবার নিষেধ নাই।

১ লা জানুয়ারি অবধি ৭ ই অক্টোবর পর্য্যন্ত কলিকাতায় ৯১.৪৯ ইঞ্চ বৃষ্টি হইয়াছে। গত ১৪ বৎসরে এই সময়ের মধ্যে গড়ে ৬৩.৬৪ জল হইয়াছিল।

সম্প্রতি নৈহাটির ষ্টেসনের নিকটে কয়েক জন দস্যু রাত্রিকালে রেলওয়ের যাত্রিদিগকে প্রহার করিয়া লুঠ করিয়াছে। ঐ স্থানে একটী থানা আছে, কিন্তু আমরা যেপ্রকার শুনিতে পাই, তাহাতে সব ইনস্পেক্টর ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি কোন কাজের নহে।

৩০ এ আশ্বিন বৃহস্পতিবার।

সকল থানায় বদমাইশদিগের এক এক তালিকা আছে। কিছু দিন হইল এলাহাবাদের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্যালয়ের এক তা- লিকাতে বাবুলালনামক এক ব্যক্তির নাম থাকে। পুলিসকর্ম্মচারিগণ এই ব্যক্তির নাম যথায় তথায় প্রকাশ করাতে বাবুলাল নালিশ করেন আপীলে ক্রমশঃ মকদ্দমা প্রধানতম বিচারালয়ে যায়। বিচারপতিগণ বলিয়াছেন, সমাজের শিক্ষার্থ সকল দেশে বদমাইশের তালিকা রাখা হয়। কিন্তু এগুলি অতি গোপনে রাখা কর্ত্তব্য। অনেক সময়ে শত্রুতানিবন্ধন অনেকের নাম এই খাতায় উঠে। এতদনুসারে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পুলিস ইনস্পেক্টর জেন- রল যাবতীয় কর্ম্মচারীকে আজ্ঞা দিয়াছেন, বদ মাইশের তালিকা কোন মতে যেন প্রকাশিত না হয়। আমরা আহ্লাদিত হইলাম কর্ণেল পিট এই প্রকার বঙ্গদেশে এক সরকুলর দিয়াছেন।

বিভাগীয় ট্রেজুরিরক্ষার্থ প্রহরীদিগের নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছে। দিনের বেলা প্রহরীরা শূন্য বন্দুক লইয়া চৌকি দিবে, কিন্তু রাত্রিতে সকলের বন্দুক বারুদ পূর্ণ থাকিবে। ট্রেজুরির নিকটে সকল প্রহরীকে থাকিতে হইবে।

পুলিসের হস্তে খানাগার অর্পণ অবধি রিক্তাকার্য্যে অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে।

কয়েক জন ইউরোপীয় লোকার মাঝ মাঝিগিরি করিতেছে। সম্প্রতি কয়েক জাহাজ হইতে তটে লোক আনিবার সময়ে প্রদর্শন করিয়া প্রত্যেক আরোহীর নিকট টাকা করিয়া ভাড়া লইয়াছে। খানসে এই এক নূতন লীলা।

সম্প্রতি বিচারপতি লক এক ডিক্রী মকদ্দমা উপলক্ষে আজ্ঞা দিয়াছেন, দেউ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে যদি কোন ব্যক্তির ত্তি নীলামে বিক্রীত হয়, তথাপি অফিসি আসাইনি ঐ টাকা উঠাইয়া লইতে পা এক ব্যক্তি দেউলিয়া হন। দিনাজপুরে সম্পত্তি থাকাতে অফিসিয়াল আসাইনি জজকে উক্ত সম্পত্তি দিতে বলেন। ইতি এক জন ডিক্রীদার তাহা নীলাম করিয়াছি তৎপরে ৩০ দিন গত হইয়াছিল। ডিক্রীদার আপন টাকা পাইলেন না। এ বি ত্তের সহিত বোম্বাইয়ের প্রধানতম বিচারা সিদ্ধান্তের ঐক্য নাই। আমাদিগের মতে অনিষ্টের মূল হইবে।

১ লা কার্ত্তিক শুক্রবার।

কে, ও অবজর্ভিয়া বলেন, ত্রিহুত চম্ ও আজমগড় প্রদেশে দুর্ভিক্ষ হইবার বি সম্ভাবনা। এবারে উক্ত প্রদেশে অল্প পরি বৃষ্টি হইয়াছে। যদি বন্যা অঙ্কুর শেষে বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে শীত কালে শস্যের বি হানি হইবে। এ দিকে হুগলি জেলায় আধিক্য হেতু হৈমন্তিক চাস নষ্ট হইয়া গিয় অনেকের লোকের তৃতীয় বার বপন হইতেছে। ওলাউঠা রোগ ভীষণাকারে দিয়াছে।

কলিকাতায় এক জন রাজপুত দ্বারবান নামে এক মেথরাণীকে ভয়ানক রূপে হত করিয়াছে। উক্ত দ্বারবান ঐ মেথ প্রতি আসক্ত হয় কিন্তু ঐ স্ত্রীলোক ইচ্ছার বশবর্ত্তী না হওয়াতে সে তাহাকে তর রূপে আহত করে, তৎপরে আ করিবার চেষ্টা পায়, কিন্তু কৃতকার্য্য পারে নাই।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের দুর্ভিক্ষের অ অনেক দূর হইয়াছে। সম্প্রতি বৃষ্টি হ শস্যের অনেক সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু শস্যের মূল্য কমে নাই।

বন্দীদিগের মোচনার্থ কনষ্টান্টিনো

প্রেরিত ধর্ম্মাধ্যক্ষকে আবিসিনিয়ার রাজ তথায় থাকিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

২ রা কার্ত্তিক শনিবার।

...ড মেগুকে আনিবার নিমিত্ত অন্য কলি... হইতে ফিরোজনামক বাষ্পীয় পোত ...জ গমন করিয়াছে।

...ঙ্গো ইউরোপীয়ান করসপণ্ডেণ্ট বলেন, ...য় ফরাসি মিসনরি উত্তর আফ্রিকায় এক ...ক্ষ্য করিয়াছেন। কলজিরিয়া ও সেনি... ...র মধ্যস্থিত ভূমিতে কতিপয় খৃষ্টিয়ানের ... আছে, ইহাদিগকে পূর্ব্বে কেহ জানিতেন ...মুসলমানেরা ইহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষদিগকে ...কা অন্য কালে তাড়াইয়াছিল, তদবধি ... এইখানে আছে।

...ক্ষিণ আমেরিকায় সম্প্রতি ভয়ানক ভূমি... হইয়া গিয়াছে। বিস্তর প্রাণিহত্যা হই... এই কম্পটী অনেক স্থান ব্যাপিয়া হইয়...

—:০:—

## ইউরোপীয় সমাচার।

...ন ৫ ই অক্টোবর। স্পেন হইতে টেলিগ্রাম ...য়াছে সেনাপতি সেরানো মহাসমা... মাড্রিডে প্রবেশ করিয়াছেন। সেনা... ...প্রিম বার্সিলোনাতে প্রবেশ করিয়া মাতি... ...আদরে পরিগৃহীত হইয়াছেন। রাজ্ঞী ইসে... তাঁহার রাজত্বনাশের প্রতিবাদ করিয়া... পোপ আপন রাজ্যে রাজ্ঞীকে আশ্রয় ...সম্মত হইয়াছেন।

...নাপতি ককমান তুর্কিস্থান হইতে পিটর্স... আসিয়াছেন।

...কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, ...নের যে বিপক্ষেরা ষড়যন্ত্র করে, তাহারা ...ড়িয়াছে।

...লটা ও আলেকজাণ্ড্রিয়ার সমুদ্রগর্ভে টেলি... ...সুন্দররূপে পাতা হইয়াছে।

...ই অক্টোবর। প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিতে এক... ...ী ত্রৈমাসিক বিদ্যালয় করিবার কারণ ...বৎসরের নিমিত্ত ১০,০০০ টাকা করিয়া ... আজ্ঞা হইয়াছে।

...রলস মিলস সাহেবের পদে সর ...সাধারণিক ...তে ভারতবর্ষীয় কৌন্সিলের সভ্য হইয়া ...মার্টিন ফ্রেরিণ্ড সাহেব বলেন।

...র্কের তিন পিটরবর্গের বিশপ হইয়াছেন।

...ই অক্টোবর। ...ত জেনরল সেনাপতি ... এডিমবরার ডিউককে স্পেনের রাজা ...র প্রস্তাব করিয়াছেন।

১০ ই অক্টোবর। গতকল্য গ্লাডষ্টোন সাহেব তাঁহার মনোনীতকারীদিগের অগ্রে বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন, করপ্রদান না করিলে কেহ প্রতিনিধি মনোনীত করিবার মত দিতে পারিবেন না, এ নিয়ম রহিত করা উচিত। গবর্ণমেণ্ট যে অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করিতেছেন তাহা কমায় এবং সবিশেষ মিতব্যয়িতা আব... ...কে। তিনি আপামর সাধারণের শিক্ষাবিষয়ের সপক্ষতা করিলেন। আয়র্লণ্ডের ধর্ম্মসম্প্র... ...য় উপলক্ষে তিনি বলিলেন, তাঁহার মত অপ... রিবর্ত্তিত আছে। আয়র্লণ্ডের ধর্ম্মসম্প্রদায় অপক্ষপাতের অনুরূপ রহিয়াছে এবং উহা রহিত করা অতি কর্ত্তব্য। একধর্ম্মাক্রান্ত লোক দিগের টাকায় অন্য ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া তাঁহার মতে অতিশয় অন্যায়।

গত রাত্রির গেজেটে বাম্বা ও কড়াইয়ের যুদ্ধের টাকা পুনরায় বিভাগ করিবার আজ্ঞা প্রকাশিত হইয়াছে।

পালমাল গেজেটে ভূতপূর্ব্ব এক জন গবর্ণর জেনরলের সেক্রেটারির পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বলেন, বোম্বাইকে ভারতবর্ষের রাজধানী করা অতিশয় আব... ...কে।

—:০:—

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

### বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী

### নিয়োগ।

৮ ই অক্টোবর। আর, এচ, কেলি সাহেব চম্পারণে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

বর্দ্ধমানের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গোপালচন্দ্র সেন কিছু দিনের জন্য মানভূমে বদলী হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ ১৮২২ অব্দের ... ১৮২৫ অব্দের ৯ আইন অনুসারে হুগলী, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুরে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

এফ, জোন্স সাহেব সি, এস;

বাবু তারকনাথ ঘোষ;

" গোবিন্দচন্দ্র বসু।

৯ ই অক্টোবর। এফ, এচ, মাকলিন সাহেব হাবড়ার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেট ও ... কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

এচ, এল, হারিসন সাহেব রেবিনিউ বো... প্রতিনিধি জুনিয়র সেক্রেটারি হইবেন।

তাঁহার অনুপস্থানকালে এ, মে... সাহেব বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি ...য়র সেক্রেটারি হইবেন।

১০ ই অক্টোবর। জে, ডি, ওয়ার্ড ... প্রথম শ্রেণির মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হই... কিন্তু আপাততঃ চট্টগ্রামের প্রতিনিধি অধি... ...জ থাকিবেন।

জে, এফ, ব্রৌণ শ্রীহট্টে দ্বিতীয় শ্রেণির ...ষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন; কিন্তু আপা... মুরশিদাবাদে প্রতিনিধি প্রথম শ্রেণির মাজি... ও কালেক্টর থাকিবেন।

যে দিবস জে, সি, ডজসন সাহেব ভা... ত্যাগ করিয়াছেন, সেই দিবসাবধি পূ... নিয়োগসময় হইবে।

কলিকাতার কালেক্টর জে, মে... সাহেব ১৮৪৮ অব্দের ৯ আইন অনুসারে ...কাতা, ২৪ পরগণা ও হুগলিতে কালে... ক্ষমতা পাইবেন।

যত দিন এচ, ডবলিউ, বাম্বার সাহেব ... লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন তত দিন ... জেনিঙ্গস সাহেব বগুড়ায় প্রতিনিধি ... সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

এ, ইয়াণ্ডল সাহেব কিছু দিনের ... বাঁকুড়াতে দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতিনিধি মাজি... ও কালেক্টর হইবেন।

যত দিন এ জে, আর, বেণব্রিজ ... বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত... জি, কে, ওয়েষ্টর সাহেব বর্দ্ধমানের ... শ্রেণির মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

১ লা অক্টোবর অবধি নিম্নতর শাসনক... নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ পঞ্চম হইতে ... শ্রেণিভুক্ত হইয়াছেন।

বাবু রাখালদাস মুখোপাধ্যায় ডবলিউ... স্মিথ সাহেবের পরিবর্ত্তে। (যিনি উচ্চ প... ...য়াছেন)

আর, টি, সিভেষ্টর সাহেব, বাবু রামন... মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে। (যিনি পদত্যাগ ...য়াছেন)

জে, আর, বি, রস সাহেবের মৃত্যু হই... নিম্নতর শাসনকার্য্যের পশ্চাৎলিখিত কর্ম্ম... ...গণ ২রা অক্টোবর অবধি উচ্চ পদ পাইয়া...

দ্বিতীয় শ্রেণিতে।

টি, টুইডি সাহেব।

তৃতীয় শ্রেণিতে।

বাবু হেমচন্দ্র রায়।

চতুর্থ শ্রেণীতে।
বাবু লক্ষ্মীকান্ত রায়।
৩১ এ অক্টোবর। গত দিন মেজর জে, এফ.
বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন তত
লেপ্টেনেণ্ট এম. ও. বইড কামরুপের প্রতি
ডেপুটী কমিশনর হইবেন।
২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী
ীযুক্ত বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র থাকবস্ত বিভাগে
হইয়া হুগলী, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদি
র ১৮২২ অব্দের ৭ আইন ও ১৮২৫
র ৯ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা
বেন।

—:•:——:•:—

আমাদিগের আমুলিয়াস্থ সংবাদ
া লিখিয়াছেন।

। গত ১৭ ই আশ্বিন ইংরাজী ২৯ সেপ্টে
ঙ্গল বার দিবা ৩ ঘটিকার সময় আমুলি
হিতৈষিণী সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে
র সমুদয় ভদ্র লোক, এবং সভার সভ্যগণ
ত থাকিয়া মহাসমারোহে সভার কার্য্য
ন করিয়াছিলেন। রাণাঘাটের বর্ত্তমান
গা মাধুয্যকমিশ্যপন্ন সুবিজ্ঞ হিতৈষী
টী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রামশঙ্কর সেন
য় উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহারি আগ্রহ
ঃ উক্ত দিবস সভার অধিবেশন হয়, প্রথ
সম্পাদক শরৎ বাবু গত বর্ষের এবং বর্ত্তমা
র সভার সমুদয় আয়ব্যয় বৃত্তান্ত পাঠ
ন তৎপরে রামশঙ্কর বাবুর প্রস্তাবক্রমে,
ষিণী সভা হইতে সমাজের নিমিত্ত যে
খ আটচালা গৃহ প্রস্তুত হইতেছে উহার
অংশ সমাপ্ত করিবার ব্যয় এবং সমাজ
বিদ্যালয়ের আবশ্যক দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুত
বার ব্যয় সর্ব্ব সমেত ১০৫ টাকার একটী
ব হইল। উহার মধ্যে গ্রামস্থ মহোদয়গণের
ত হইতে ৫০ টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে
শিষ্ট কয়েক টাকা সংগ্রহ করিবার অভি
য় রামশঙ্কর বাবু স্থানীয় জমীদার মহাশয়
ক পত্র লিখিয়াছেন। পরিশেষে দিবা
র সময় সভাপতি বাবু ক্ষেত্রগোপাল রায়
শয় একটী সুললিত বক্তৃতা করেন, বক্তৃ
অতিশয় মধুর হইয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতা
হইয়া অনেকক্ষণেই সভাভঙ্গ হয়।
উপসংহারকালে আমরা রাণাঘাটের ডিপুটী
ষ্ট্রেট অশেষ গুণান্বিত রামশঙ্কর বাবুকে
বাদ প্রদান না করিয়া নিরস্ত হইতে পারি
না। তাঁহার এই হিতৈষিণী সভার প্রতি

যেরূপ যত্ন দেখিতেছি, তাহাতে ইহা যে শীঘ্র উন্নতির সোপানে আরোহিত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। ইনি এই সভার এক জন প্রধান সভ্য হইয়াছেন। আমুলিয়ার মধ্যস্থিত রাজবর্ত্মগুলির প্রতিও ইঁহার বিশেষ যত্ন আছে এবং শুনিলাম ত্বরায় উহার প্রতিবিধান করিবেন। রামশঙ্কর বাবুর ইতিপূর্ব্বে সংবাদ পত্রে সুখ্যাতি শ্রবণ করিয়া আসিয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে তাঁহার কর্ম্ম স্বচক্ষে অবলোকন করিতেছি। ইনি যে প্রকৃতির লোক, তাহাতে কোন ব্যক্তি ইঁহার কার্য্য দেখিয়া ধন্যবাদ প্রদান না করিবেন?

২। এখানকার ডাকঘরটী সুন্দররূপ চলিতেছে। গবর্ণমেণ্ট যে এতদিনের পরে ইহার প্রতি নেত্রপাত করিয়াছেন সেও সুখের বিষয়। পূর্ব্বে ইহার আবশ্যক দ্রব্যাদি সমুদয় প্রস্তুত হইয়াছিল এবং কএক সপ্তাহ অতীত হইল আপিসের ব্যবহারোপযোগী মোহর প্রভৃতি আসিয়াছে এক্ষণে গৃহ প্রস্তুত করিবার বিলম্ব একটু সত্বর হউক আমাদিগের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

কিছু দিন হইল এখানকার এক জন নীচ জাতীয় পীড়িত ব্যক্তি রাণাঘাটের সবডিবিজন নের সন্নিকটস্থ শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণমোহন দত্ত মহাশয়ের বাগানের মধ্যে গমনপূর্ব্বক গলদেশে রজ্জুবন্ধন করিয়া বৃক্ষোপরি মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছে এই ব্যক্তি ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিত। ইহার এই দুর্গতি হইবার কারণ কি বুঝিতে পারিলাম না। পুলিষ নিয়মমত অনুসন্ধান করিয়াছিলেন কিন্তু পরিশেষে আত্মহত্যারই প্রমাণ পান।

৪। অতিশয় আহ্লাদের বিষয় এই যে সংপ্রতি রাণাঘাটনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্যপ্রভৃতি কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির যত্নে তথায় একটী উপাসনা সমাজ সংস্থাপনের সংকল্প হইতেছে। উহাদের গতি উত্তম বটে, কিন্তু সাধন হওয়াই সুকঠিন। শুনিলাম তথাকার কি ধনাঢ্য কি দরিদ্র সকল সম্প্রদায়ের লোকই ইহার সম্পূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছেন। উক্ত সভা হইতে দেশের যে মঙ্গল হইবে ইহাতেই তাঁহাদিগের দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ত রাগ করিতেই পারেন, কারণ সকলেই চক্ষু মুদ্রিত করিতে শিখিলে তাঁহাদিগের অন্ন মারা যায়।

৫। শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে কএক দিন হইল গোয়াড়ির জজ আদালতের নিকটস্থ বাগী সর্ব্বমঙ্গলার প্রকরিণীতে উক্ত নগরস্থ জনৈক পতি

বিহীনা রমণী ঘোর তিমিরাবৃত রজনী
স্বীয় হস্তপদ পরিধেয় বসনদ্বারা বন্ধন করি
জীবনে জীবন সমর্পণ করিয়াছে; প্রভা
পুলিশ কর্ত্তৃক শব তোলা হয়।

৬। এবার এদিগে বন্য বরাহের উপদ্রব
বিক। এমন গ্রাম নাই যেখানে ১০।৫ টী বি
না করে। ইহারা দিবাকালে দলবদ্ধ হ
জনাকীর্ণ স্থলে এবং প্রান্তরে গমন ক
গ্রামস্থ ব্যক্তির অনেক ক্ষতি করিয়া থা
ইহাদিগের অবয়ব ভয়ানক। দন্ত দুটী দেখি
কুন্তাস্ত্রের অঙ্কুশ বলিয়া বোধ হয়। আ
গ্রাম মধ্যে কএকটীর আগমন হইয়াছিল, তন্ম
২ টী কএক ব্যক্তিকর্ত্তৃক হত হইয়াছে
কএকটী গতিক মন্দ দেখিয়া অন্য স্থানে
করিয়াছে; প্রথম বরাহটি মরিবার পূর্ব্বে এ
অবলার প্রাণহত্যা করিয়া বরাহ অবতা
নামে নাম রাখিয়া গিয়াছে।

———

আমাদিগের মগরাস্থ সংবাদদা
লিখিয়াছেন।

মহাশয়! আমরা গত ৮ ই সেপ্টে
বঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রথম চক্রে শ্রী
বাবু নন্দকৃষ্ণ ঘোষ, তৃতীয় চক্রে শ্রী
মৌলবী এনায়েৎ হোসেন, চতুর্থ চক্রে শ্রী
মুন্সী বরাউদ্দীন ও পঞ্চম চক্রে শ্রীযুক্ত বাবু
নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরা ডিষ্ট্রি
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পুলিশের অতিরিক্ত আসি
ষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছেন দর্শন করিয়া
সীমা নাই আহ্লাদিত হইলাম। কিন্তু শ্রী
আমিদ খাঁ (যিনি জেলা ২৪ পরগণার ডি
ক্টর ইনেস্পেক্টর ছিলেন) কি কারণে ডি
টর পুলিশ হইতে বাহির হইলেন,
জানিতে পারিলাম না। ইঁহার মত পুলিশ
দক্ষ এ জেলায় আর কেহই নাই। উ
বাঙ্গালার উচ্চপদ দিলে অনেকের
ক্ষোভ যায়।

১। মুন্সীদিগের সময় উহিদের খাল দিয়া
জল ডাকাত হইতে ইচ্ছা দেখাইতে দে
জনসমাগম হওয়াতে দুই ব্যক্তি জলে ড
কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, তাঁহার নি
নাই। অদ্যাপিও আট জনের প্রাণরক্ষা হয়

২। এ প্রদেশে বাহকের উৎপাতবশ
পথে এক কালে নষ্ট হইয়াছে প্রজাগণ
নাই কষ্টসহকারে ত করিতে
এমন কি কোন কোন দুই এ
অনাহারে থাকিতে হয়, এই

মেন্টের নিকটে সাহায্যের আকাঙ্ক্ষায় চাতক ন্যায় ছিল, অদ্যই ক্রমে আসেলার মহাশ ১লা অক্টোবর মগরায় আগমন হইয়াছে। য়ের বিষয় কি করেন বলা যায় না, প্রজার বিবেচনা করিয়া টাক্স ধার্য্য করিলে ভাল যেন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা না হয়।

৩। বর্ষা শেষ না হইতে হইতে প্রজাগণের কারার্থে স্থানে স্থানে সরকারি রাস্তা সকলের মেন্ট হইতে সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে, ইহাতে লে বৃদ্ধ অনেকেই মজুরি খাটিতেছে বটে; কষ্ট যাইতেছে না। কিছু সাহায্য দিলে হয়, অধিক কষ্টে পড়িলে নানা উপায়েও কষ্ট শীঘ্র যায় না।

৪। ইতিমধ্যে থানা দেবীপুরের এলেকা সদেবড়িয়া গ্রামে দুটী স্ত্রীলোক পরস্পর বাদ করে, সেই সূত্রে একটীর প্রাণ নষ্ট হয়, কারী পুলিশের দ্বারা ধৃত হইয়া প্রেরিত ছে।

৫। ডায়মণ্ড হারবরের সন্নিহিত হাঁড়ায় মেন্ট একটী নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে করিয়াছেন। বোধ হয়, এটী সমুদ্রপথ জন্য হইতেছে।

। এখানকার খাল ও মাঠসকল এ বৎসর এরূপ পরিপূর্ণ যে সূর্য্যের প্রখরতা হইলে ক হইতে কুজ্ঝটিকার ন্যায় বাষ্প উঠিতে যায়।

। ৬ই অক্টোবরের মধ্যে এখানে একটী কার ও একটী স্ত্রীলোকের সর্পদংশনে নষ্ট হইয়াছে।

পারা।
ই অক্টোবর }
৮৪৮।

---

আমাদিগের মেদিনীপুরস্থ সংবাদ
া লিখিয়াছেন;—

। এখানকার সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু হারাণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় দুই মাসের র লইয়া বাটী যাইতেছেন। তাঁহার এক দীর্ঘ র বিচ্ছেদ এ দেশের পক্ষে অত্যন্ত দুঃখের ছে। তিনি যেরূপ ন্যায় ও অপক্ষপাত ভাবে কার্য্য নির্ব্বাহে দৃঢ় ব্রতী ছিলেন, তজ্জন্য সাধারণের ভক্তি ও ধন্যবাদের পাত্র হইয়া সন্দেহ নাই। প্রার্থনা করি, তাঁহার অবসর শেষে যেন তিনি পুনরায় এখানে আসিয়া এই মঙ্গলসাধন করিতে থাকি

বেন। শ্রীযুক্ত বাবু রামকুমার বসু মহাশয় এই অবসরকালের নিমিত্ত তদীয় স্থলে আগমন করিয়াছেন। তাঁহার নিকট আমাদের এই প্রার্থনা যে, তিনি যেন যাদব বাবুর ন্যায় দেশের হিত সাধনে কায়মনে যত্নবান হন।

২। আমাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে এখানকার অন্যতর জমীদার কলিকাতানিবাসী বাবু মন্মথনাথ দে মহাশয় এখানকার ইংরাজি বিদ্যালয় নির্ম্মাণের নিমিত্ত শত মুদ্রা দান করিয়াছেন এবং কিছু কিছু মাসিক সাহায্য করিবেন, এরূপ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিয়াছেন। মন্মথ বাবুর এই দানকার্য্যটী প্রশংসার সন্দেহ নাই; তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া প্রার্থনা করি, যেন তিনি স্বীয় অধিকারস্থ দুঃস্থ প্রজাবর্গের মানসিক ও সাংসারিক উভয়বিধ উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিয়া অতুল যশোভাজন হইতে থাকেন।

৩। দেভোগনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রনারায়ণ প্রধান এখানকার বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের মেম্বর পদে মনোনীত হইয়াছেন। তাঁহার দ্বারা বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়ের বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা।

৪। এখানকার দাতব্য চিকিৎসালয়ের নেটিব ডাক্তর শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার গুপ্ত প্রায় পাঁচ বৎসরের পরে তিন মাসের বিদায় লইয়া বাটী গমন করিয়াছেন। এখানকার পবলিকওয়ার্ক ডিপার্টমেন্টের ডাক্তার বাবু অম্বিকাচরণ রক্ষিতের উপর উক্ত কার্য্যালয়ের ভার অর্পিত হইয়াছে।

৫। মহাশয়! এখানকার মিউনিসিপাল রাস্তা সকলের কোন কোন স্থান নদীজলদ্বারা ভগ্ন হইয়া সাধারণের গতিবিধির অসুবিধা ঘটিয়াছে এবং গলিরাস্তার কোন কোন স্থলে ময়লা পতিত থাকিতে দেখা যাইতেছে। ইহা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, মিউনিসিপাল কমিটির পক্ষ কর্ত্তব্যসাধনে বিশেষ মনোযোগ নাই। কমিটির এ সকল বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

৬। জনশ্রুতি এইরূপ যে, মফস্বলের কোন গ্রামে জলপূর্ণ ক্ষেত্রে একটী বোয়াল মৎস্য একটী অষ্টাদশবর্ষীয় যুবককে অর্দ্ধগ্রাস করিয়াছিল। উভয়কেই মৃত ভাসিতে দেখিয়া তত্রত্য লোকে এই অদ্ভুতপূর্ব্ব পদার্থটী কাঁথির মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। সত্য হইলে অতি আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে সন্দেহ নাই। মৎস্যটী নাকি নয় হস্ত দীর্ঘ।

৭। এখানকার কোর্ট ইন্সপেক্টর বাবু চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গড়বেতায় ও তথাকার ইং এখানে পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন এবং এখ প্রতিষ্ঠাবান পুলিশ ইন্স্পেক্টর বাবু ভগ বর্ত্তী মেদিনীপুরে বদলি হইতেছেন। শুনি ইহাঁর স্থলে বাবু অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় তেছেন। ইনিও আমাদের পূর্ব্বপরিচিত অমনস্কি, উৎসাহপূর্ণ, কার্য্যদক্ষ জনষ্টন সাহেব এখানকার ডিষ্ট্রীক্ট সুপ হইয়া কেবল পুলিসের লোক এখানে ওখানে ঘুরাইয়াই মারিতেছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

৯ই অক্টোবর }
১৮৮৮।

—:০:—

আমাদিগের বীরভূমস্থ সং
দাতা লিখিয়াছেন।

মহাশয়! কাঙ্কড়া গ্রামের পশ্চিম টিকুরী, বনয়ারীগঞ্জ দিয়া কাটোয়া পর্য্যন্ত রাস্তা গিয়াছে। এটি নূতন প্রস্তুত হইয়া "রোড" আয় হইতে ইহার ব্যয় নির্ব্বাহিত পাকা রাস্তা কেবল পথিকদের গমনাগ সুগমহেতু; কিন্তু এই রাস্তাটী পথিকগণের ঘনার হেতু মাত্র হইয়াছে। এই রাস্তার কোন স্থান এমন কর্দ্দমময় হইয়া দাঁড়াই যে গরু বাছুরের ত কথাই নাই, বলবান দৈবাৎ প্রোথিত হইয়া গেলে উত্তোলিত জন্ম কষ্টসাধ্য হয় না। পথিকগণ ত্যাগ করিয়া আলি পথে গমনকে কর জ্ঞান করেন। দেখুন, এমন অবস্থায় রাস্তা নির্ম্মাণের উদ্দেশ্য কি বিফল হইল আমরা কাটোয়ার ডিঃ মাজিষ্ট্রেট বাবুকে বিলক্ষণ জানি। এ শ্রেণীর মধ্যে এক জন কার্য্যক্ষম কর্ম্মচারী। তিনি যে এ য়ের অনুসন্ধান করেন না, ইহা অল্প ক্ষো বিষয় নহে।

২। মহাশয়! এখন স্কুলের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিগ্রামেই শাখা পোষ্ট আফিস স্থাপিত দেখা যাইতেছে। কোন গ্রামে বা স্থানীয় স্কু শি কগণ এই নূতন ডাকঘরের কার্য্য করি ছেন, কোন স্থানে আবার স্বতন্ত্র লোক নি হইতেছেন। ফলে এ সংস্থাপন কিছু সুবিধাবিধায়ক হইতেছে না। কিন্তু কোন স্থানের লোকেরা এই ডাকঘরগুলি কর করিবার জন্য যে অসৎ উপায় অবলম্বন কা ছেন, ইহা অল্প দুঃখের বিষয় নহে; সে

াম, কোন এক শাখা পোষ্ট আফিস
রাইপুরের কতিপয় ব্যক্তির নামে কতক
" ব্যারিং " পত্র আইসে। শিরোনামায়
ারী " " প্রাইভেট " প্রভৃতি কথাগুলি
থাকে। যাঁহাদের নামে চিঠি, তাঁহারা
ণ করিয়া দেখেন অভ্যন্তরে কিছুই লেখা
এখন " ব্যারিং " পত্র আইলে সহসা
হণে সম্মত হইতেছেন না। অদ্য এই
জ্ঞিত করিলাম। এই কুরীতিস্রোত রুদ্ধ
ত্রে সেই শাখা পোষ্ট আপিসের নাম
করিতে ক্ষান্ত হইব না।

। দেখিলাম, রাইপুরের রাত্রিবিদ্যালয়টী
উত্তমরূপে চলিতেছে। ৩৭ জন ছাত্রের
জিরা পুস্তকে দেখা গেল। ছাত্রগুলিকে
মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতে
যার পর নাই আহ্লাদিত হইলাম, বস্তুতঃ
স্কুল স্থানে স্থানে স্থাপিত হওয়া এখন
প্রয়োজনীয় হইয়া দাড়াইয়াছে। নিম্ন
লোকমধ্যে জ্ঞানতৃষ্ণা সবিশেষ বলবতী
যাইতেছে।

। ধূমকেতুর ন্যায় বাঁকুড়া স্কুলের
াডিংহাউস " নির্ম্মাণের কথা মধ্যে মধ্যে
থাকে। পূর্ব্বে এই গৃহখানি কাঁচা হইবে
হইয়াছিল। এখন শুনিলাম, কর্তৃপক্ষ
পাকা করিয়া তুলিবার জন্য প্রয়াস
ইয়াছেন ও বায়স্বরূপ আর সংগৃহীত
ছে। মূল কথা এ শুভ কার্য্য সম্পাদনে
দীর্ঘসূত্রী হওয়া ভাল দেখায় না।

। সে দিন রাইপুরে এক শোচনীয় ব্যাপার
টিত হইয়া গিয়াছে। কনৈক ব্রাহ্মণ আগামী
পূজার জন্য কাষ্ঠসংগ্রহমানসে এক বৃক্ষ
নে, কয়েক জন মজুরকে নিযুক্ত করেন
সেই বৃক্ষটী হইতে কিছু দূরে উপবেশন
। তাঁহার পুত্র সঙ্গে ছিল। বৃক্ষটী তাহার
র্ষ। কিন্তু বিধির লিখন কে খণ্ডন করে?
পতনোন্মুখ হইলে সকলেই তথা হইতে
ন করে; কিন্তু হতভাগ্য ব্রাহ্মণের পলায়ন
ায়ত্ত হইয়া উঠিল না। বৃক্ষটী ঘাড়ে
য়া গেল; তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণবায়ু
ণ করিল।

। বনয়ারী আবাদ রাজ সংসারের অন্যতর
ধান শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল সরকার মহাশ-
বাটীতে পূজার সময় " নলদময়ন্তী "
কর অভিনয় হয়। অভিনয়কার্য্য অতি
ররূপে নির্ব্বাহিত হয়। অভিনেতৃগণ যেরূপে
আপন আপন কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করেন, তাহাতে তাঁহাদের ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়।

২৫এ আশ্বিন
১২৭৫।

—:•:—

## প্রেরিত

### মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

থানা নাকাশীপাড়ার অন্তর্গত সুলতানপুর, আড়পাড়া, নারায়ণপুরপ্রভৃতি কয়েকখানি গ্রামের নিকট দিয়া বহুদূর ব্যাপী একটী বৃহৎ বিল আছে। কাটাখাল নামে উহার একটি প্রসিদ্ধ খাল নিশ্চিন্তপুরের কুটীর পূর্ব্ব দিয়া ভাগীরথী নদীর সহিত সংযুক্ত থাকাতে বৎসর বৎসর তথায় বন্যা আসিত; কিন্তু ভাগীরথী দূরস্থ থাকাতে বন্যা তাদৃশ প্রবল বেগে আসিতে পারিত না। ইহাতে বিলের স্থানে স্থানে পূর্ব্বে বিস্তর শস্য উৎপন্ন হইত। এক্ষণে গঙ্গা নদী অতিশয় নিকটস্থ হওয়াতে বন্যা প্রবলরূপে আসিতেছে। তিন চারি বৎসর কাল সমুদয় শস্য জলমজ্জনহেতু নষ্ট হও য়াতে ক্রমান্বয়ে ১৬।১৭ খানি গ্রামের প্রজা সকল একে বারে নিঃস্ব হইয়া গিয়াছে। এমন কি এ প্রদেশে তিন্নাবধি দুর্ভিক্ষ মধ্যে মধ্যে অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে। এ বৎসর আমাদিগের ক্লেশনিবারণজন্য প্রজাবৎসল ভীশ্রীমতী মহারাণীর অনুগ্রহে তথায় একটি মৃত্তিকার বাঁধ দেওয়া হয়। উহাতে এ প্রদেশের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা বটে, কিন্তু অদৃষ্টের সুখ বৈকুণ্ঠেও নাই, সে কথা মিথ্যা নহে। যে হেতু ঐ খালের উভয় পার্শ্বের সমতল ভূমির স্থানবিশেষে বাঁধ ভগ্ন হইয়া অনেক হৈমন্তিক ধান্য জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। যে স্থানে বাঁধটি ভগ্ন হয়, উচ্চতাপ্রযুক্ত ঐ স্থান দিয়া আর জল বহির্গত হইবার উপায় নাই। বর্ষার জলে বিল পরিপূর্ণ এবং নিম্ন ভূমি সকল জলমগ্ন রহিয়াছে। ইহাতে স্বাস্থ্যের ও কৃষিকার্য্যের বিস্তর ক্ষতি ও তীরস্থিত তৃণ ও গুল্মাদি প্রভৃতি পচিয়া দুর্গন্ধময় বাষ্পে বায়ু ক্রমে দূষিত হইতেছে। লোকসকল পীড়িত হইতেছে। দুঃখের বিষয় এই যে এ প্রদেশে অদ্যাপি তাদৃশ চিকিৎসালয় স্থাপিত হয় নাই, এ দিকে আশ্বিন মাস উপস্থিত। নিম্নভূমিমাত্রেই জলমগ্ন রহিল, রবিশস্য বপনের উপায় নাই। এক্ষণে ঐ খালের মধ্যে কোন নিম্ন স্থানে বাঁধ কাটিয়া জল বহির্গত করিয়া না দিলে কোনরূপে শস্য হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে এ প্রদেশের
প্রকার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, মহিমার্ণব শ্রী
গবর্ণর বাহাদুর দীন হীন প্রজাগণের
কৃপাকটাক্ষ করিয়া ঐ বাঁধটি কাটিয়া সত্ব
জল বহির্গত ও পশ্চাৎ তথায় একটী কপা
পুল প্রস্তুত করাইয়া এ প্রদেশের মঙ্গল
করুন। যদ্যপি বিলের জল বহির্গত না
বদ্ধ থাকে, তাহা হইলে অন্যূন ২০
হাজার বিঘা উর্ব্বরা ভূমি পতিত রহিবে
প্রজাগণ একেবারে উচ্ছন্নদশা প্রাপ্ত
তাহার আর সন্দেহ নাই।

২৬ ভাদ্র } শ্রীহারাধন মুখোপাধ্যায়
সাং আড়পাড়া।

———

জেলা ফরিদপুরের অন্তঃপাতী থানা ফু
অধীনস্থ গ্রামসমূহ জঙ্গলে পরিপূর্ণ এবং ত
তত্রত্য লোকদিগের অনেক পরিমাণে
হইতেছিল দেখিয়া কিয়দ্দিন হইল, তথ
পুলিশ কর্তৃপক্ষ উহার প্রতিবিধানার্থ মনো
হন। তদনুসারে তথাকার পুলিশ হইতে
পেয়াদা একখানি পরয়ানা লইয়া কাপাস
নামক গ্রামে উপস্থিত হওয়াতে তথ
লোকেরা উক্ত পেয়াদার নিকট স্ব স্ব
জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া দিবেন এরূপ অঙ্গী
করিয়াছেলেন, কিন্তু জঙ্গল পরিষ্কারে
অর্থব্যয় হইবে দেখিয়া উহা কিয়ৎ পরি
পরিষ্কার করিয়া ক্ষান্ত রহিয়াছেন। মহা
সম্পূর্ণ জঙ্গল পরিষ্কৃত হইলে সর্ব্বসাধা
মঙ্গল হইত, কিয়দংশ পরিষ্কারে
কিছুই হয় নাই। তথাকার লোকেরা
জন্য যে জঙ্গল সম্ভূত নানাপ্রকার
সহ্য করিতে এবং অকালে পীড়াদিতে
অর্থ ব্যয় করিতে সম্মত, তথাপি স্বাস্থ্য
এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে সম্মত ন
অতএব, পুলিশ হইতে পুনর্ব্বার এ বিষয়ের
সন্ধান হইলে ভাল হয়।

গবর্ণমেণ্ট প্রায় সকল স্থানেই দুই
বিদ্যালয় স্থাপনপূর্ব্বক তথাকার লোকা
সোপান করিয়া দিতেছেন, কিন্তু ঐ
অন্তর্গত প্রায় অধিকাংশ স্থানেই স্কুল
লয় নাই। যদিও কোন কোন স্থানে দুই
সামান্য বিদ্যালয় আছে, তাহাতে কিছু
শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষ অনুসন্ধান ক
জানিতে পারিবেন। পূর্ব্বোল্লিখিত কাপাস
গ্রাম ও তাহার নিকটবর্ত্তী প্রায় ১০।১২
গ্রামে একটীমাত্র বিদ্যালয় নাই। এ
স্থানে যেসকল ভদ্র লোক আছে তাঁহা

...্য অধিকাংশই প্রজাপুঞ্জ ছোট অত্যাচারে ... কাল লোকের এবং তালুকদার ও জোতদার ... লিয়া পরিগণিত। এইরূপ ব্যক্তির এবং ... াকার সর্বসাধারণের সন্তান সন্ততির শোভা ... মিত্ত যদি গবর্ণমেণ্ট হইতে স্থায়ি একটী বিদ্যা... প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট ... ান্যান্য প্রদেশের ন্যায় এপ্রকার লোক... দের নিকটেও কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন ... হ নাই।

৭ ই অক্টোবর
১৮৮৮। } জুম্মা নিবাসী।

—ঃ০ঃ—

লোয়ার আসামে অধিকতর বৃষ্টি হওয়াতে ... অনেক নষ্ট হইয়াছে। যে কিছু ছিল, ... এক প্রকার কীটে বিনষ্ট করিতেছে। ... ুতরাং দুর্ভিক্ষলক্ষণ এ দেশে লক্ষিত হইতেছে।

শ্রীঃ—

—ঃ০ঃ——ঃ০ঃ—

পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্ট ও
বহরমপুর কালেজ বাটী।

পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্টের লোকেরা ... রূপ ন্যায়পরতা ও দক্ষতার সহিত কার্য ... য়া থাকেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ... রমপুর কালেজ বাটী নির্মাণে তাঁহাদের ঐ ... র পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। ১৮৫২ ... ল কালিভে সাহেবের সময় ঐ বাটী নির্মাণের ... াগ হয়। গ্রাণ্ট সাহেবের সময় প্লান প্রস্তুত ... েতেই পর্য্যবসিত হয়। বীডন সাহেবের ... আমলেই অর্থাৎ ১৮৬৩ সালের ২৯ এ ... াই উহার ভিত্তিপ্রস্তর নিখাত হইয়াছিল ... বে অজগরের গতির ন্যায় উহার কার্য ... অল্পে চলিতে থাকে। গত বৎসর ৭৭ ... ের আগষ্ট মাসে ঐ বাটী সম্পন্ন হইতে ... সকলেরই বোধ হইয়াছিল। কিন্তু মধ্যে ... ষ্টমাসে বাটীর আগা গোড়া ফাটিয়া যায়। ... ন হলে, ইহা দেখিয়া পুনর্ব্বার একজিকিউ... ই ইঞ্জিনিয়ার ... সাহেব তদ্বিষয় প্রস্তাব ... পরে ইনি উহা ... অনেক ... ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আসিয়া বাটী ... ... যদি ... বাহ্যিক ... ... মাত্র বাটী থাকে ; তিনি প্লান করিয়া ... সাহেব এবং তিনি দাঁড়াইয়াছেন ... সাহেব ... ... আর ... ... হইয়া গেল বাটী ... ... তাহাই

হইতে হইতে বর্ষাকাল আসিয়া উপস্থিত। ছাদের জল ঘরের বাহিরে কিছুই পড়ে না, সমুদায়ই ঘরে পড়িতে লাগিল। সেই সময়ে আবার লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সাহেব এখানে আসিবেন জন রব উঠিল। কর্ম্মচারীরা বড় বিব্রত হইলেন। ছাদের উপর টেল সিক্ত প্রভৃতি তাহারা বন্ধ করিয়া দিলেন। গবর্ণর সাহেব তাহাতেই ভুলিয়া গেলেন। কর্ম্মচারীরাও “ বামন গেল ঘর ত লাঙ্গল তুলে ধর ” হইলেন। ছয় মাসে যে কর্ম্ম না হইতে পারিত গবর্ণর সাহেব আসিবেন বলিয়া প্রায় ২০ দিনের মধ্যে সেই কাজ হইয়াছিল। তিনি সংকালে আইসেন, তৎকালে ঐ বাটীর গ্যালেরির আসনগুলি নির্ম্মাণ করা ছাড়া আর কোন কার্য্য বাকী ছিল না। কিন্তু প্রায় ৩ মাস হইতে চলিল, তিনি এখান হইতে গিয়াছেন। ইতিমধ্যে আর কিছুমাত্র কার্য্য হয় নাই। খিখিমান সাহেবের দোষেই হউক, অথবা প্রানকর্ত্তা প্রাণ্ডছিল সাহেবের দোষেই হউক, গত বৎসর বাটী ফাটিয়া গিয়াছিল সত্য বটে। কিন্তু আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, খিখিমান সাহেব বিশেষ কার্য্যদক্ষ লোক ছিলেন। তিনি এই বাটীর কার্য্যদর্শনার্থ প্রতিদিন অন্যূন দুই বার করিয়া আগমন করিতেন। কিন্তু তাঁহার পদে যে উইকস সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি শাদা কি কাল কি রাঙ্গা লোক, তাহা বোধ হয় তাঁহার আফিসের লোক ছাড়া অন্য কেহই দেখিতে পায় না। তিনি এই স্থানে আসিয়া অবধি কয় দিন কালেজ বাটী দর্শনার্থ গমন করিয়াছেন, ইহা তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। ফল কথা, আমরা লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সাহেবকে অনুরোধ করি যে, তিনি এক বার উক্ত সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান যে তাঁহার গমনের পর বহরমপুর কালেজবাটীর কত দূর কার্য্য হইয়াছে এবং ঐ বাটী কালেজ আফিসরদিগের হস্তে অর্পণ করিবার আর কত বিলম্ব আছে? ইহা হইলেই তিনি সমুদায় জানিতে পারিবেন। আমাদিগকে আর অধিক লিখিয়া কষ্ট পাইবার প্রয়োজন নাই। এই বাটীর বিষয়ে আমাদের আরও কিছু বক্তব্য রহিল।

শ্রীঃ—

মূল্য প্রাপ্তি।

| | | |
|---|---|---|
| শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় | | পুরী |
| ১২৯৫ কার্ত্তিক হইতে ৭৬ আশ্বিন | | ১৩ |
| ঐ ঐ রাধামোহন গোস্বামী | | খড়্গপুর বড়ী |
| ১২৯৫ কার্ত্তিক হইতে ৭৬ আশ্বিন | | ১৩ |
| ঐ ঐ অমৃতনারায়ণ আচার্য্য মুক্তাগাছা | | |
| ঐ ঐ নীলমণি ঘোষাল কলিকাতা | | |

—ঃ০ঃ—

## সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে ... স্থলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা ... ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। মফস্বলে ডাক... সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ... সিক ৩৮০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম ... গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাত্তি চিঠি, ... অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার ... যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই ... দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, ... যেন এক অথবা আধ আনার অধিক ... ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্র... মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি ... শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে ... হইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত ... আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে ... লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত ... গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহা... একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ ব... যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং ... হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের ... পত্রে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ ... বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ ... যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ... করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ... আনা তাহার পর ১০ আনা দিতে হই... যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা ... তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ ... মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের ... চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বি... ভূষণের বাটীতে প্রতিসোমবার প্রাতঃ... প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ

১০ম ভাগ। ৪৯ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

...ক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ ...ম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা। } সন ১২৭৫। ১১ই কার্ত্তিক। ১৮৬৮। ২৬এ অক্টোবর { মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বা... ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৮০

## বিজ্ঞাপন।

কি রা তা র্জ্জু নী য়ং। (জুনী ... ম্‌ ক ণ/)

...প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা মূল্য (নগদ) ॥০ এই পুস্তক প্রথম অবধি দ্বিতীয় সর্গপর্য্যন্ত ...র সংখ্যা নাগরাক্ষরে রামাচন্দ্রের টীকা ও ...লা অনুবাদের সহিত কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে ...ত হইয়া বিতরিত হইতেছে। ইহাতে মাহে-...চৌর্ষ ও নাগোজী ভট্টের টীকাও স্থলবিশেষে ...ত করা হইতেছে ও ইহা প্রতিমাসে ১০ ...অর্থাৎ ৮০ পৃষ্ঠা করিয়া মুদ্রিত ও প্রচা...হইবে। মূল্য ॥০ আনা। যাঁহারা গ্রাহক ...ভুক্ত হইতে চাহেন, তাঁহারা আমার নামে ...প্রকাশ যন্ত্রে পত্র লিখিবেন।

...শ্রাবণ ...২৭৫ ...ব্রাহ্মসমাজ } শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

—:০:—

## বিক্রয়ার্থ।

...সারকুলার রোড ২৪ নং বাটী ও জমিসহ ১৯ নং জোড়া বাগান।

...উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় ...ত অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষর ...ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস্‌ আরবো-
থনট এবং কোং

—:০:—

## বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

...ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলম নানা বিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে ৵০ এক আনার হিসাবে কমিসন দি। অধিক টাকার পুস্তক লইলে ৴১০ আনার হিসাবে পাইবেন।

| | |
|---|---|
| বিদ্যাসুন্দর নাটক | ১ |
| কৃষ্ণকুমারী নাটক | ১ |
| পদ্মাবতী নাটক | ৸৵০ |
| শর্ম্মিষ্ঠা নাটক | ১ |
| নবীনতপস্বিনী নাটক | ১ |
| চন্দ্রবিলাস নাটক | ১ |
| রামাভিষেক নাটক | ১ |
| নলভঞ্জন নাটক | ॥০ |
| জানকী নাটক | ১ |
| প্রেমাধিনী নাটক | ॥৵০ |
| ইন্দুপ্রভা নাটক | ১ |
| নলদময়ন্তী নাটক | ১ |
| আশ্চর্য্যরহস্য নাটক | ১ |
| কীচক বধ নাটক | ৸০ |
| স্বর্ণশৃঙ্খল নাটক | ॥৵০ |
| বেশ্যাসক্তি নিবর্ত্তক নাটক | ১ |
| কলিকৌতুক নাটক | ৷৵০ |
| লীলাবতী নাটক | ১॥০ |
| কুসুমকুমারী নাটক | ১ |
| কৌরববিয়োগ নাটক | ২ |
| শিববিবাহ নাটক | ৷৵০ |
| সধবা সমাধি নাটক | ১ |
| সপত্নী নাটক | ১ |
| পুনর্ব্বিবাহ নাটক | ॥০ |
| রমণী নাটক | ৴০ |
| প্রেমকরা বিষম দায় নাটক | ৷০ |
| শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান নাটক | ॥০ |
| নবনাটক বহুবিবাহ নিষেধ | ১ |
| কাদম্বরী নাটক | ১ |
| মুক্তাবলী নাটক | ১৷০ |
| নবরমণী নাটক | |
| মহানাটক | |
| প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক | |
| প্রাণেশ্বর নাটক | |
| বঙ্গব্যবহার নাটক | |
| বাল্যবিবাহ নাটক | |
| বাল্যোদ্বাহ নাটক | |
| বিধবা পরিণয়োৎসব নাটক | |
| বিধবামনোরঞ্জন নাটক | |
| উর্ব্বশী নাটক | |
| একেই আবার বড়লোক নাটক | |
| কিছু কিছু বুঝি নাটক | |
| বিক্রম নাটক | |

কলিকাতা জোড়া- } শ্রীপ্রতাপচ...
সাঁকো ৬৪ নং } নন্দ বি...

—:০:—

## সাবিত্রীচরিত্র কাব্য।

শ্রীভোলানাথ চক্রবর্ত্তিপ্রণীত।

মূল্য ১ এক টা...

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যা...

—:০:—

## বিক্রয়ার্থ।

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান। সর রাজা ...কান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে ...দিয়া নূতন বাঁধান, মূল্য ২৫০ টাকা।

শ্রীআনন্দচন্দ্রবেদান্তবাগীশ...

—:০:—

## পুরাণ প্রকাশ।

### বিষ্ণুপুরাণ।

অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যে... ৮০ পৃষ্ঠা (অগ্রিম মূল্য) ॥০

নি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি মৃজাপুর
রষ্ট্রীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ
অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে
ক জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নামে যত
ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম
াইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠাইবার
নাই ইতি।

—০—

হিন্দী পুস্তকের বিজ্ঞাপন।

ম, রঘুপ্রভৃতি কবির বিরচিত দোহা
ই আদিতে মানবের ২৬২ প্রকার লক্ষণ
মন্নুজি লালের রচিত মাধব সুলোচনার
া সহিত মাধববিলাসনামক পুস্তক দেব
াক্ষরে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। মূল্য ৮০
আনা, ডাক মাসুল ৵০ আনা। কলিকাতা
ন জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্র নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট
াংখ্যক ভবন।

শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক।

—:০:—

## বন্দ্যোপাধ্যায় কোং।

দ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাই
যে, সম্প্রতি অনওয়াডষ্টার অব ক্যোসিয়া
উইক এবং ব্রিটিশ ক্রিশ জাহাজে ঔষধ
আমদানী হইয়াছে। ঐসকল জাহাজে
কোং দিগের লণ্ডনস্থ এজেন্টগণ হইতে
ঔষধ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি আমদানী
ছে এবং সেসকল দ্রব্যাদি আমদানী
তাহার ইনভয়েস প্রাপ্ত হইয়াছেন।
ক্ত কোম্পানির প্রধান ঔষধালয় আমহষ্ট
২৬ নং ভবনে মৃজাপুর মেডিকেল হলে
মতাবাজার ষ্ট্রীট ৩৯ নং ভবন শাখা ঔষ
া টাটকা, বিশুদ্ধ, এবং উৎকৃষ্ট ঔষধ সকল
ত মূল্যে খুচরা বা এক কালীন অধিক
েণে বিক্রয়ার্থ নিয়ত প্রস্তুত আছে।
কাতা }
ই আগষ্ট }
০

---

নূতন পুস্তক।
আস মানের নক্সা।
বাবুদের দুর্গোৎসব।
( চলতি ভাষা। )
িকাতা পটোলডাঙ্গায় ট্রেনীং ইন ষ্টিটি
ি লয়ের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামস-
ষ্টাচার্য্যের নিকটে অথবা শ্রীযুক্ত বরদা-
মদারের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য। মূল্য
মাত্র।

—:০:—

## নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের ৮ ই অক্টোবর মাস
হইতে ১৪ ই অক্টোবর পর্য্যন্ত নদীয়ার
নদী কয়ের সর্ব্বকমতি জলের
সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

| স্থানের নাম | সর্ব্বকমতি জল ফুট | ইঞ্চি |
|---|---|---|
| নদীয়া মাথাভাঙ্গা | | |
| মহানার উপর পদ্মানদীতে | ১২ | ০ |
| মহানায় | ৮ | ০ |
| তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া | | |
| ৪৪ মাইল | ৬ | ০ |
| হাট বোয়ালিয়া হইতে | | |
| আমুকদিয়া | ১৩ | ৯ |
| আমুকদিয়া হইতে কৃষ্ণগঞ্জ | | |
| ৩৮ মাইল | ১৭ | ৯ |
| কৃষ্ণগঞ্জ হইতে হুগলি নদী | | |
| ৩৪ মাইল | ১৮ | ৯ |
| ভাগীরথী নদী। | | |
| মহানার বার | ২৩ | ৯ |
| মহানার নীচে | ১৫ | ৯ |
| তথা হইতে জঙ্গিপুর | ৫ | ৯ |
| জঙ্গিপুর হইতে কাটোয়া | | |
| ৬০ মাইল | ১১ | ৬ |
| কাটোয়া হইতে নদীয়া | | |
| ৪৬ মাইল | ১৪ | ৬ |
| জলঙ্গী নদী। | | |
| মহানা | | ১০ |
| তথা হইতে করিমপুর | | |
| ১৯ মাইল | ১ | ৯ |
| করিমপুর হইতে টিয়াকাটা | | |
| ১৫ মাইল | ৪ | ৯ |
| টিয়াকাটা হইতে নদীয়া | | |
| ৫০ মাইল | ৪ | ৩ |

সন ১৮৬৮ সালের ১৯ এ তারিখের
বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

| | ফুট | ইঞ্চি |
|---|---|---|
| গঙ্গাঘাটের উপর | ৮ | ৬ |

বহরমপুর
১৯ এ অক্টোবর
১৮৬৮।
} শ্রীযুক্ত সি. ই, উইন
একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র
বহরমপুর ডিবিজন।

## সোমপ্রকাশ।

১১ই কার্ত্তিক সোমবার।

### উপনগর ও তাহার অবস্থা।

কলিকাতার উপনগরবাসিদিগের
সুখ ও সচ্ছন্দতার সম্পাদনার্থ
মিউনিসিপালিটীর সৃষ্টি হইয়াছে,
তাঁহাদিগের নিকটে কর প্রদানার্থ
নগরবাসিদিগের সৃষ্টি হইয়াছে,
তাহার নির্ণয় করিতে পারিতে
এক মাত্র কর দান বিষয় ব্যতি
পুলিস প্রভৃতি অনেক বিষয়
তাহার সত্তা দেখিয়া গবর্ণমেন্ট
অনায়াসে অনুমান করা যায়; কিন্তু
কর দান সম্বন্ধ পরিত্যক্ত হইলে উ
রের মিউনিসিপালিটির এমন
থাকে না যে তদ্দ্বারা ইহার সত্তা অ
হয়। রাস্তা প্রস্তুত করা ও
সংস্কার করা, নর্দ্দমা ও পুষ্করিণী প্রভৃ
পরিষ্করণ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা, এ
ক্ষুদ্রকার্য্য। মহামহিম মিউনিসিপালি
এ সকল বিষয় লক্ষ্য হয় না! কন্
দারেরা যে পরিমাণে টাকা লন, ত
রিমাণে কাজ করিলেন কি না? যথে
খোয়া দিলেন, কি পুরাতন রাস্তা
করিয়া কেবল স্থানে স্থানে কত
খোয়া দিয়া কাজ শেষ করিলেন?
ব্যক্তি তাহা দেখিয়া লন? প্রতিব
রাস্তার কন্ট্রাক্ট লইবার বিজ্ঞা
দেওয়া হয়, কিন্তু কমিসরিএট ও প
কওয়াক কন্ট্রাক্টের ন্যায় চিরকালের
ক্টদারের হস্তেই কন্ট্রাক্টের ভার
হয়। ইহাঁরা বহুকালের পাকা লো
ইহাঁদিগের কৃত কার্য্য যে মন্দ
এ কথা বলিতে ত আমাদিগের
হয় না! রাত্রিতে ও বর্ষাকালে লো
পদ ও শকটের চক্র রাস্তার মধ্য
গর্ত্তে পতিত হইয়া যে ক্ষয় হয়,
তে কন্ট্রাক্টদারের দোষই বা কি
পথ চলে ও যে শকট চালায়, তাহ
দোষ। দেখিয়া পথ চলিলে গর্ত্তের
পড়িতে হয় না।

কলিকাতা ও উপনগর এ উভ

ধ্যে শঙ্করীতলার রোড নামে একটী
শস্ত রাস্তা আছে। আমরা এক বার
হার অবস্থাবর্ণনা করিয়াছি। ইহার
ংস্কার করিবার ভার কলিকাতার মিউ
নিসিপালিটির হস্তে দেওয়া হইয়াছে।
র্য্য মজুর খাটিতেছে; কিন্তু এ
কাল দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা এক দিনের
র্মিত রাস্তাটীর উত্তম অবস্থা দর্শন
রিতে পারিলাম না। রাস্তার পূর্ব্ব
গে মিউনিসিপাল রেলওয়ে। ইহাতে
স্তার জলনির্গমের পথ এক দিকে
হইয়াছে। গলির মুখ অপেক্ষা
লওয়ের এত উচ্চতা যে অতিকষ্টে
কটাদির গমনাগমন সম্পন্ন হয়। এই
র নয়, মিউনিসিপাল রেলওয়ের এক
র্শ্ব ছাড়িয়া কলিকাতার দিগে
রের বেড়া দেওয়া হইতেছে। এত-
রা কত লোকের যে বাটীর ও গলির
হিরে আসিবার পথ রুদ্ধ হইতেছে,
তা বলা যায় না। মধ্যে মধ্যে দ্বার
ছে সত্য; কিন্তু সেটী লোকের সুবিধা
রয়া রাখা হইতেছে না। ইহাতে
ধ হইতেছে, অনেক ভাড়াটিয়া ভূমির
া পলায়ন করিবে এবং তন্নিবন্ধন
সেই ভূমির মূল্যও কমিয়া যাইবে।
নগরের আর একটী কষ্ট এই, দিনের
া থানাধারভিন্ন অন্যত্র চৌকীদারকে
খিবার যো নাই। অন্ধকার ও বর্ষার
ীতেও পাহারাওয়ালা বড় দর্শন
না। গড়পার গ্রামে এক দিবস যিনি
করেন, তাঁহারই এই সংস্কার জন্মে।
র্শ সম্রাজ্যের মধ্যে এই অংশ
আজিম খাঁর অধীনস্থ বলিয়া
হয়। যেমন রাস্তা, সেইপ্রকার
রক্ষার কার্য্য। স্বাস্থ্যরক্ষার বন্দো
র ত কথাই নাই।
মিউনিসিপালিটি স্বকর্ত্তব্যসাধন
তেছেন না বলিয়া আমরা আক্ষেপ
াম বটে; কিন্তু যত দিন এ প্রকার
মিউনিসিপাল বন্দোবস্ত থাকিবে, তত দিন রাস্তাপ্রভৃতির উৎকর্ষসাধন ও স্বাস্থ্যরক্ষার সদুপায় বিধান হইবার সম্ভাবনা অল্প। আপনাদিগের কাজ আপনারা না করিলে ভাল হয় না। আমরা যে স্থানে বাস করি, তথাকার রাস্তাপ্রভৃতি উৎকৃষ্ট হইলে আমরা ভিন্ন কে তাহার ফলভোগী হইবে? অতএব ঐ গুলির উৎকর্ষসাধনবিষয়ে আমাদিগেরই সবিশেষ যত্নবান হওয়া আবশ্যক; কিন্তু আমরা স্বয়ং যত্নবান্ না হইয়া অপরের হস্তে সেই ভার সমর্পণ করিয়াছি। এপ্রকার কার্য্যের ফল যে আশানুরূপ হইবে না, তাহার এক প্রকার সিদ্ধান্ত হইয়া আছে। যে পিতা ভৃতিভুক্ ভৃত্যের হস্তে পুত্রের স্বাস্থ্যরক্ষাদির ভারসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তাঁহার মনোবাঞ্ছা প্রায় পূর্ণ হয় না। অতএব আমাদিগের কর্ত্তব্য, আমরা ঐসকল বিষয়ের উ[illegible] স্বয়ং যত্নবান হই এবং গবর্ণমেণ্টেরও কর্ত্তব্য, ক্রমে পঞ্চায়েতের বন্দোবস্ত করিয়া আমাদিগকে ঐ বিষয়ে শিক্ষিত করিয়া তুলেন। অন্যথা গবর্ণমেণ্টের যত্ন সফল হইবে না; আমরাও কাজের লোক হইব না।

--:*:--

তরলমতি যুবকগণ।

নব যুবকদিগের চতুরতা, দক্ষতা, অধ্যবসায় ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা দর্শন করিলে মানবমাত্রেরই আহ্লাদ জন্মে। ডিসরেলি সাহেব গর্ব্ব করিয়াছিলেন, যুবকদিগের দ্বারা যে দেশ রক্ষা পায় ও যে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয় তাহার গৌরব রাখিবার স্থান হয় না। তাঁহার সেগর্ব্ব অশোভমান নয়। কিন্তু যখন চতুরতা কেবল বৃথা আড়ম্বরে পরিণত হয়, অধ্যবসায় আপনার বাহ্য সম্মানলাভচেষ্টায় পর্য্যবসিত হয় এবং অমূলক ও অসম্ভাবিত প্রস্তাব লইয়া দেশের কল্যাণসাধন দাঁড়ায়,
তখন অতিশয় আক্ষেপের বিষয়
উঠে। যুবকদিগের মন অতিশয়
তাঁহাদিগের অনুমানশক্তি অত্যন্ত
অতএব মধ্যে মধ্যে তাঁহারা যে
প্রস্তাব করিবেন, তাহা বিস্ময়াবহ
কিন্তু সেই প্রস্তাবগুলি যদি দে
কল্যাণবিরোধী হয়, তাহা হইলে
দিগের মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টা পা
কর্ত্তব্য। আমাদিগের যুবকসম্প্র
মধ্যে এপ্রকার একদল লোক দেখি
পাওয়া যাইতেছে যে, তাঁহারা অতি
আড়ম্বরপ্রিয়। কাজ যত হউক না হ
ধুম ধাম হইলেই তাঁহারা আপ
নকে চরিতার্থ জ্ঞান করেন। রা
বিরোধী হউক, সমাজের বিরো
হউক, আর দেশের উন্নতির প্রতিব
হউক, কিছু নূতন হইলেই তাঁহারা
করিলেন, দেশের উন্নতি, সমাজসং
ও কুরীতিসংশোধন হইল। তাঁ
যদি একটী পুস্তকালয় অথবা তর্ক
কের সভাস্থাপন করেন, যাবৎ সে
নষ্ট গবর্ণর অথবা বিচারপতি কি
প্রতিপোষক অথবা দর্শক না হই
তাবৎ তাহা সার্থক ও পরিশ্রম স
বোধ করেন না। যদি কেহ একটী সা
প্রবন্ধ পাঠ করিবার অভিলাষী
তৎশ্রবণার্থ অন্ততঃ দশ জন ইউরোপ
ভদ্রলোককে আহ্বান করা হয়; কি
ইউরোপীয় ভদ্র লোকেরা উপস্থিত হ
কি শ্রবণ করেন? কোন নূতন বিষয়
তাহা নহে প্রগাঢ় চিন্তা ও অবিশ্র
পরিশ্রম করিয়া তাঁহারা বিজ্ঞান, সাহি
অথবা ইতিহাসসংক্রান্ত কোন প্রশ্ন
মীমাংসা করিতেছেন, ইউরোপীয়ে
সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া কি তা
দেখিতে পান? তাহা নহে। "আমি
কত দূর শিক্ষা করিয়াছি," তাহা প্রদ
করা হয় এই মাত্র। ইউরোপীয়েরা স্বা
বিক ভদ্রতানিবন্ধন প্রকাশ্যরূপে

ন না ; কিন্তু তাঁহারা মনে মনে
প করেন। যাঁহারা এ দেশের প্রকৃত
তাঁহারা দুঃখিত হন ; কিন্তু অনেক
অনেক ইউরোপীয় এইসকল অব-
ত বালককে বর্ত্তমান বঙ্গীয়দিগের
তনিধি জ্ঞান করিয়া থাকেন। এইটীই
ষ্টের হইতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তির
ন আপন অন্তর্গত ভাব ব্যক্ত করি
অধিকার ও স্বাধীনতা আছে, কিন্তু
সেই ভাব দেশের যাবতীয় লোকের
ভাব বলিয়া বিবেচিত হয়, তখন
র প্রতিবাদ একান্ত আবশ্যক
উঠে।

আমরা যেদলের প্রসঙ্গ করিতেছি
রা এক কালে যাবতীয় বিষয়ের
রষ্ট দর্শনেচ্ছু হইয়াছেন। দেশের
প্রথা উঠিয়া যাউক, বর্ত্তমান
র শ্রেণিবিভাগ রহিত হউক,
মত যুবকেরা আপন আপন পরি
পত্নী পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন
করুন, ইঁহাদিগের এই অভিলাষ।
স্বৈরাচার দর্শন করিয়া আমরা
শয় বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছি।
য়ের রাজনীতসংক্রান্ত বিষয়ের
মধ্যে হস্তক্ষেপ করিতে উন্মুখ হন।
আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত
ম, ইঁহাদিগের কেহ কেহ সৈনিক
দলে প্রবেশ করিতে উন্মুখ হই-
ন। সৈনিকের কাজ অতিশয় মহৎ
কাজ সন্দেহ নাই ; কিন্তু যে ব্যক্তি
পরিত্যাগ করিয়া কেবল অর্থ ও
গৌরবলোভে আশায় বিদেশীয়
র হইয়া তরবারিধারণ করেন,
র তাহা সম্মানের না হইয়া অগৌ
নিমিত্ত হয়। এই নব্য দল স্থির
ছেন, যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট
দিগের প্রার্থনা পরিপূরণ না
, কোন বিদেশীয় রাজার সেনা
প্রবেশ করিয়া রণশিক্ষা ও স্বপৌ

রুষপ্রকাশ করিবেন। কতকগুলি উচ্চশো
শিত অপরিণামদর্শী যুবক এইপ্রকার
আড়ম্বর করিতেছেন। ইহাঁদিগের
সংস্কার এই, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি
পাইলেই বিদ্যার ও কর্ম্ম সম্পাদনের
শেষ হইল, তৎপরে তাঁহারা না পারেন
এমত কাজ নাই। আমরা রাজপুরুষেতর
ইউরোপীয় ভদ্র লোক ও রাজকর্ম্মচারী
দিগকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা
যেন এই সকল লোককে দেশের অথবা
কৃতবিদ্যমণ্ডলীর প্রতিনিধি বলিয়া জ্ঞান
না করেন। ইহাঁরা এক বিজাতীয় দল।
দেশে ইহাঁদিগের কোন ক্ষমতা নাই
এবং ইহাঁদিগের সহচরভিন্ন ইহাঁদিগের
কথা আর কেহ শ্রবণ করেন না। এ
স্থলে গবর্ণমেন্টের প্রতিও আমাদিগের
বক্তব্য এই, তাঁহারা বিহিত বিবেচনা
করিয়া নব যুবকদিগের সেনাদলে প্রবেশ
করিবার বাসনা চরিতার্থ করিয়া আপ-
নাদিগের কর্ত্তব্যসম্পাদন করেন।

### লার্ড নেপিয়র, শারীরিক দণ্ড ও বালক অপরাধিগণ।

মান্দ্রাজের শাসনকর্ত্তা লার্ড নেপি
য়র যথার্থ তত্ত্বজ্ঞের ন্যায় এ দেশের
সমাজ ও শাসনপ্রণালীর প্রতি দৃষ্টি
রাখিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। তিনি
পক্ষপাতশূন্য হইয়া এদেশীয়দিগের
হিতচিন্তা করেন। অপক্ষপাতী বলিয়া
তিনি সকল সময়ে স্বদেশীয়দিগের প্রণয়
ভাজন হইতে পারেন না। যে যে কারণে
তিনি ভারতবর্ষস্থিত ইউরোপীয়দিগের
অপ্রিয় হইয়াছেন, উদারভাবে সকল
বিষয়ে স্বাভিপ্রায় প্রকটন করা তাহার
অন্যতর কারণ। যে দল বিবেচনা করেন,
ভারতবর্ষীয়দিগের উপরে যত ক্ষমতা
প্রকাশ করিবে, যত তাঁহাদিগের প্রাপ্য
লাভের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবে, ততই
ব্রিটিশ রাজ্য বদ্ধমূল হইবে, লার্ড নেপিয়র

সে দলস্থ নহেন। তাঁহার সংস্কার
প্রজার মনোরঞ্জন করিয়া শাসন ক
গণনা, "তোমরা আমাদিগের অ
আমরা যাহা মনে করি করিতে পা
এটী সর্ব্বদা ভারতবর্ষীয়দিগের
পথে উদিত করিয়া শাসন করা এ
অনেকের মত ; কিন্তু লার্ড নেপিয়
কার্য্য দেখিয়া বোধ হয়, পরাজিতদি
তাঁহাদিগের হীনাবস্থা বিস্মৃত কর
শাসন করাই তাঁহার মতে শাসন
প্রকৃত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই নিমিত্ত
যেসকল প্রস্তাব করেন, তন্মধ্যে
মহেচ্ছতার পরিচয় পাওয়া যায়।
সর্ব্বদা সকল বিষয়ে কৃতকার্য্য
পারিতেছেন না বটে ; কিন্তু তাঁহার
ভারতবর্ষীয়দিগের ভক্তির উত্তরে
বৃদ্ধি হইতেছে।

কিছু দিন হইল, লার্ড নেপি
একটী উৎকৃষ্ট প্রস্তাব করিয়াছিলে
তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টকে ব
অল্পবয়স্ক অপরাধীদিগের
সংশোধনার্থ কারাগার স্থাপন
কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট
নূতন বারিকের নিমিত্ত ৫০ লক্ষ
ব্যয় করা অন্যায় জ্ঞান করেন না ;
এ বিষয়ে অর্থের অসঙ্গতির আ
করিয়া প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া
লার্ড নেপিয়র তন্নিমিত্ত সাক্ষাৎস
ষ্টেট সেক্রেটারির নিকটে পত্র লি
এক্ষণে অল্পবয়স্ক অপরাধীদি
প্রায় বেত্রাঘাত করিয়া ছাড়িয়া দে
হয়। লার্ড নেপিয়র বলেন, এখান
সমাজের যে অবস্থা এবং লো
গের আত্মসম্মানের যেপ্রকার সং
আছে, তাহাতে যে ব্যক্তিকে এক
শারীরিক দণ্ড দেওয়া হয়, চির কা
নিমিত্ত তাঁহার সম্মান বিনষ্ট হইয়া
বালকগণের পক্ষে চির কালের নি
না হউক, বহুকালপর্য্যন্ত এই

াকে। পর তাঁকোড নর্থকোট ইহার
ত্তর দিয়া বলিয়াছেন, চির কালের নিমিত্ত
লক্ষ থাকে কি না, ইহার অনুসন্ধান
রা আবশ্যক।

শারীরিক দণ্ডের বিষয়ে এদেশীয়
দের যে মত, তাহা সমাচারপত্রে
রেবার প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃ
র বিষয় এই ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষ এখান
র কয়েক জন কুসংকারাবিষ্ট ইউ
াপীয়ের মতকে সমস্ত ভারতবর্ষীয়ের
ত অপেক্ষা গুরুতর ও অধিকতর আদর
ীয় জ্ঞান করেন। দশ বেত অপেক্ষা
তন বৎসর মেয়াদ খাটিতে অথবা
র্বিষ জরিমানা দিতে প্রস্তুত, এরূপ
াকের সংখ্যাই এ দেশে অধিক। এক
র শারীরিক দণ্ড হইলে সে ব্যক্তিকে
রকাল নতমস্তক থাকিতে হয়, এ কথা
সে ভারতবর্ষীয় বলিবেন। আইন
রেরা অগত্যা দণ্ডদানব্যবস্থা করেন।
ারাধীর চরিত্রদোষসংশোধনই দণ্ডের
দেশ, বৈরনির্য্যাতন ও চিরকালের
মিত্ত হেয় ও অপমানিত করিয়া
া আইনের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু শারী
দণ্ডে উহাই আইনের উদ্দেশ্য ইহা
তপন্ন করিয়া দিতেছে। আমাদিগের
র্ণমেণ্ট ইহা স্বীকার করেন না।
হারা এ বিষয়ে আমাদিগের আস্থ
নের সংস্কার এত অগ্রাহ্য করেন
ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষ আমাদিগের মনো
ভাবও জানিতে পারেন নাই, গবর্ণ
সতর্ক করিয়াছেন, প্রধানতম বিচা
র ব্যবস্থার নিয়ম করিয়াছেন, তথাপি
জিষ্ট্রেটেরা যে বিবেচনাপূর্ব্বক শারী
দণ্ড দেন না তাহা কোন ব্যক্তি
কার করিতে সাহসী হইবেন? এদে
ইউরোপীয়েরা ১৮৩৪ অব্দের ৬
নের বন্ধন হইতে কার্য্যত মুক্ত।
তে এই দণ্ড নাই; সেনাদলে এ দণ্ড
া গিয়াছে। কিন্তু এই অসভ্যকালো

চিত আইন আমাদিগের ব্যবস্থাপুস্তককে কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। এতদপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? লার্ড নেপিয়র এ বিষয়ের প্রতিবাদ করিয়া আমাদিগের যথার্থ হৃদয়গত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্ত হইলে এই উদ্দেশ্য সাধিত হইবার বিল ক্ষণ সম্ভাবনা আছে। অতএব আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি, কিছুতেই যেন তিনি ইহা হইতে বিরত না হন।

—:০:—

### সীমান্থিত বন্যজাতি দমন।

রোমরাজ্যের শেষাবস্থায় সম্রাটগণ বন্যজাতিদিগকে দমন করিতে অসমর্থ হন এবং অর্থদ্বারা তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া নিরস্ত করিয়া রাখেন। ইহাতে তাহারা কিছু দিন নিবৃত্ত হইত বটে, কিন্তু অর্থলোভ পুনর্ব্বার বলবান হইত, এবং পুনর্ব্বার অত্যাচার করিত। পরে শেষে এই বন্যগণই রাজ্য নষ্ট করে। ব্রিটিশসিংহ কোন যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করেন নাই। এরূপ প্রতাপশালী হইয়াও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে রোমক সম্রাটের ন্যায় অর্থদ্বারা সীমান্থিত বন্যদিগকে বশীভূত করিয়া রাখিতে হইতেছে, বন্যগণ পালা জ্বরের ন্যায় মধ্যে মধ্যে সীমায় আসিয়া দেখা দিতেছে, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের দমনার্থ সৈন্য প্রেরণ করিতেছেন। বন্যগণ সম্মুখ সংগ্রামে পরাজিত হইতেছে, কিন্তু তাহারা সন্ধিপ্রার্থী না করিবামাত্র গবর্ণমেণ্ট নিরস্ত হইতেছেন। ইহাতে কি ফল হইতেছে? পীড়াপীড়ি দেখিবামাত্র পর্ব্বতীয়েরা ক্ষমা প্রার্থনা করে; কিন্তু যেইমাত্র ব্রিটিশ সৈন্যগণ পশ্চাদ্গমন করে, সেই ক্ষণেই অসভ্য শত্রুগণ পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ অত্যাচার করিবার চেষ্টা পায়। ধনক্ষয়, সৈন্যক্ষয় ও সময়ে সময়ে গবর্ণমেণ্টের সম্মানক্ষয়ও হইয়া থাকে। এ অবস্থা কত দিন থাকিবে?

বন্যেরা ইটালীর শস্যশালী
এভৃতি যেপ্রকার সতৃষ্ণনয়নে দৃ
করিত, সীমান্থিত বন্যেরাও সেই
ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিত
আগন্তুক আক্রমণকারীর সঙ্গে
চির কাল ভারতবর্ষ লুঠ করিয়াছে
কাল আমাদিগের বণিকগণ মধ্য
য়াতে বাণিজ্য করিবার পথ মুক্ত ক
নিমিত্ত বন্যদিগকে কর দিয়াছেন।
গবর্ণমেণ্টের অধীনে তাহা হয় না
লণ্ডের হাইলণ্ডারেরা যেরূপ লুঠ
করিয়া কৃষকবৃত্তি অবলম্বন করি
অলস ইসকজায়ী ও সোয়াড়ীও
সেরূপ করিতে অনিচ্ছ। পরস্বলুণ্ঠন
দিগের কুলক্রমাগত ব্যবসায়।
গবর্ণমেণ্ট তাহা বন্ধ করিয়াছেন।
গোঁড়া মুসলমানদিগের ধর্ম্ম
ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী। এই
কারণে শত্রুতা ঘটিয়াছে। যে যে
ধর্ম্মের নাম করিয়া শত শত বন্যের
তবর্ষের আক্রমণে প্রবৃত্তিবিধান ক
পারেন। অনেকের পক্ষে ধর্ম্ম অ
অর্থলোভ আক্রমণপ্রবৃত্তির প্রধান
য়। ইহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ভারতবর্ষীয়
মেণ্টের সহিত সৌহৃদ্য করিবে, তাহা
হয় না।

বন্যজাতিদিগকে নিঃশেষিত
হউক, আমরা এমন নিষ্ঠুর প্র
করিতেছি না; কিন্তু তাহারা যাহ
আর অত্যাচার করিতে না পারে
করা নিতান্ত আবশ্যক। সিন্ধুর
পারে আর সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করা আম
দের অভিমত নহে; সীতানা, সো
প্রভৃতি স্থান শাসন করিতে গিয়া
তবর্ষকে আর বিব্রত ও বিপন্ন
বিধেয় নহে। তবে কি উপায়ে
দিগকে দমনে রাখা হইবে, এক্ষণে
প্রশ্ন এই। আমরা পূর্ব্বে করিয়াছিল
এখনও করিতেছি, একটী সড়

। আমীর সিয়ার আলি খাঁ ব্রিটিশ
মন্টের সহিত সৌহৃদ্যবন্ধনে সাতি
সমুৎসুক হইয়াছেন, উঁহার অভি
পূর্ণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পারস্যের
স্ক দোস্ত মহম্মদ খাঁ যে সাহায্য
ছেন, রুশিয়ার বিরুদ্ধে সেই সাহায্য
সিয়ার আলির সহিত আর এক
বন্ধ করা কর্ত্তব্য। সিপাহিদিগকে
প্রকার দমন করা হয়, সেইপ্রকার
ীরের ও ভারতবর্ষের সৈন্যগণ এক
করিয়া প্রত্যেক বন্য জাতিকে আক্র
করুক। সোয়াতের আখুন্দের সমূল
লোকদিগকে বন্দীভূত করিয়া
তবর্ষে আনয়ন করা হউক। হিন্দু
ীদিগকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করিয়া
তবর্ষে প্রত্যাগমন করিবার আজ্ঞা
য়া হউক। ইহাদিগের হইতে অল্প
ষ্ট হইতেছে না। প্রত্যেক জাতিকে
জিত করিয়া আমীরের অধীনস্থ কর
ক। এইপ্রকারে যাবতীয় বন
তিকে নায়কহীন করিয়া আমীরে
র সমর্পণ করিলে আর উ
করে না। এইরূপ করিলে বনের
ম লুণ্ঠনপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া কৃষি
য়ে মনোনিবেশ করিবে। দুই বৎসর
র ১০,০০০ সৈন্য প্রেরণ অপেক্ষা এক
ে ৫০,০০০ সৈন্যদ্বারা কার্য্য সম্পন্ন
। অতিশয় আবশ্যক।

গঙ্গাযাত্রা ও ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার।

" পান ও ভোজন কর এবং আনন্দে
লোতিপাত কর " এই বাক্যের সার্থকতা
পাদনার্থ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার
ক্তারী শিক্ষা করেন নাই। যখন উঁহার
উদ্দেশ্য তৎকালে এক দিন কথাপ্রসঙ্গে
তিনি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছি-
লেন, "ডাক্তারী শিখিলে যদি আমা হইতে
দেশের কিছু উপকার হয়, এই নিমিত্ত
আমি শিখিতেছি।" তাঁহার এক্ষণকার
কার্য্যদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে,
তিনি সেই পূর্ব্বমনোরথটী বিস্মৃত হন নাই।
চিকিৎসাকার্য্যে যে হিতৈষিতার পরিচয়
পাওয়া যাইতেছে এরূপ নহে তিনি জর্ণাল
অব মেডিসিন নামে যে পত্র প্রচার
করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তদ্দ্বারাও
তাঁহার সবিশেষ পরিচয় হইতেছে।
তাঁহার পত্রখানি কেবল চিকিৎসাসংক্রান্ত
বিষয় লইয়া পরিপূরিত করা হয় না।
তিনি মধ্যে মধ্যে এ দেশের আচার ব্যব-
হারাদি বিষয় লইয়া তাহার দোষ গুণ
বর্ণন করিয়া থাকেন। হিন্দুরা যা কিছু
করিয়াছেন, সে সমুদায়ই মন্দ, যে দলের
এই প্রকার সংস্কার, তিনি তৎপ্রবিষ্ট
নহেন। সমাজ সংস্কার দর্শনোৎসুক
হিতৈষী ব্যক্তিরা সচরাচর যেরূপ হইয়া
থাকেন, মহেন্দ্র বাবু সেইরূপ লোক।
মেডিসিন জর্ণালের অষ্টম সংখ্যায় তিনি
গঙ্গাযাত্রা প্রসঙ্গে হিন্দু শাস্ত্রোক্ত বচন
উদ্ধৃত করিয়া উহার যে গুণ দোষ
বিচার করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাহা সপ্র
মাণ হইতেছে। লোকে বৃদ্ধ পিতা
মাতাকে গঙ্গার হত্যা করিতে লইয়া
যায়, তিনি একথা বলেন না। তিনি
বলেন, অনেক স্থলে গঙ্গাযাত্রায় বিশেষ
উপকার দর্শে, তিনি স্বয়ং তাহা পরীক্ষা
করিয়া দেখিয়াছেন। ইহার যে দোষ
আছে, তিনি তদুল্লেখেও বিরত হন নাই।
তিনি স্বদেশীয়দিগকে উহার সংশোধন
বিষয়ে যত্নবান হইতে অনুরোধ করিয়া
ছেন। আমাদিগের সমাজের এক্ষণে যে-
রূপ অবস্থা তাহাতে এই প্রণালী অবল
ম্বনই আবশ্যক। যে বিষয়ের আংশিক
দোষ আছে তাহা একবারে পরিত্যাগ
না করিয়া তৎসংশোধনচেষ্টা পাওয়াই
কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই আমাদিগের সমা
জের যথার্থ মঙ্গল হইবে।

মহারাজ সিন্ধিয়া।

রাজার যুদ্ধাদি আপদ্ উপস্থি
হইলে প্রজা অনুরক্ত কি না তাহা
যেমন পরিচয় হয়, প্রজার বিপদ্ হইলে
রাজা প্রজার প্রতি স্নেহবান্ কি না তা
রও তেমনি পরিচয় হইয়া থাকে। বি
সকালই গুণের নিকষস্বরূপ। যে রা
প্রজাকে বিপদাপন্ন দেখিয়া তাহার উদ্ধ
চেষ্টা না পান, তিনি রাজাসনের যো
নহেন। আমরা প্রজার বিপদ্কালে
রাজাকে উদাসীন দেখিলে যেরূপ
খিত হই, রাজাকে প্রজার বিপদুদ্ধা
চেষ্টা পাইতে দেখিলে সেইরূপ আনন্দি
হইয়া থাকি। মহারাজ সিন্ধিয়া স্বরা
দুর্ভিক্ষপ্রাদুর্ভাব দর্শন করিয়া প্রজার স
যে উপায় অবলম্বন করিতেছেন, তাহা
কেবল আমাদিগের আনন্দের নিমি
হইয়াছে এরূপ নহে, তাহা অনেকে
শিক্ষার আদর্শ স্বরূপ হইবে। পাঠক
গোচরার্থ আমরা তাঁহার পত্রের
অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

" এ বৎসর অনাবৃষ্টিনিবন্ধন শস্য
নাই এবং দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া
এরূপ সংবাদ পাওয়া গেল, অনেক
গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে
প্রজাদিগের পলায়ন রাজ্যের পক্ষে অতি
বিপজ্জনক বলিতে হইবে, লোকে বাস
ত্যাগ করাতে পল্লীগ্রামসকল শূন্য
ছে। অন্নাভাবে লোকে চৌর্য্যাদি দু
সহজেই প্রবৃত্ত হইতেছে রাজ্যে
স্বরূপ দস্যুদল বৃদ্ধি হইতেছে। অ
মহারাজ সিন্ধিয়া এই বিপত্তির সময়ে
দিগের সাহায্যের নিমিত্ত এমন অন
উপায় ও সতর্কতা অবলম্বন করিবেন
করিয়াছেন, যাহা হইতে তাহারা এই
যথেষ্ট উপকার লাভ করিতে পার

তদনুসারে সাধারণের বিশেষতঃ
দার, পাটেদার, জমীদার, চৌধুরী প্র
অবগতির নিমিত্ত বিজ্ঞাপন করা যাই
যে, বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের সময়ে প্রজা
মঙ্গলের নিমিত্ত এবং তাহাদিগের

কোন রূপ পীড়াপীড়ি না হয়, এতন্নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য রাজস্বের প্রথম কিস্তি রেহাই দেওয়া গেল।

আরও বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, এই অক্রেশতার সময়ে আদালতের অর্থী প্রত্যর্থীর সকাশে সমনাদির খরচা বাবে অধিক গ্রহণ করা যাইবে না। নিতান্ত আবশ্যক ভিন্ন অনাবশ্যক ব্যয় কাহারও যেন না হয়।

যাহাতে প্রজারা স্ব স্ব গ্রামে অক্লেশে [illegible] পাইয়া কুশলে এবং নিরুপদ্রবে থাকিতে পারে, এতন্নিমিত্ত গ্রামের জমিদার প্রভৃতি প্রধান লোকেরা বিশেষ যত্ন পাইবেন। এতদর্থ যাহা ব্যয় হইবে তাহা তাঁহারা রাজকীয় ধনাগার হইতে প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহারা নিঃস্ব প্রজাদিগকে জীবিকাপ্রদানে কার্পণ্য করিবেন না। যদি তাঁহাদের নিকট অর্থ না থাকে তাঁহারা স্ব স্ব মহাজনের নিকট ঋণ করিয়া এ কার্য্য সমাধা করিবেন। যত দিন গবর্ণমেণ্ট সরকারি কার্য্য বিস্তার করিয়া, অথবা অন্য প্রকারে দরিদ্র প্রজাদিগের জীবনোপায়ের কোন বিশেষ উপায় না করিতেছেন, তত দিন উপরি উক্ত পন্থা অবলম্বনীয়।

যাহাতে প্রজারা আহারাভাবে দেশ হইতে অন্যত্র পলায়ন না করে এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা থাকে। তন্নিমিত্ত রাজ্যের সীমায় এ সময়ে সতর্করূপে রক্ষণীয়। এতন্নিমিত্ত যাহা অতিরিক্ত ব্যয় হইবে তাহা রাজকোষ হইতে প্রদান করা যাইবে।

এই ঘোষণার অনুসারে কতদূর কার্য্য হয়, তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং সতর্কতা রাখিবেন। মহারাজের বংশপরম্পরায় যেরূপ প্রজারঞ্জনবৃত্তি ও বদান্যতার আদর আছে মহারাজ এ সময়ে তাহা প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিবেন না। মহারাজ এ বিষয়ে রাজ্যের প্রধান ও সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারী এবং ভূস্বামীদিগের উপর বিশ্বাস পূর্ব্বক অধিক নির্ভর করিতেছেন। অতএব তাঁহারা বিপৎপ্রতিকারে তাঁহারা সকলেই অন্তরের সহিত চেষ্টা করিবেন।

— —

নূতন পুস্তক [illegible]।

১। পার্থিব বিয়োগ, অর্থাৎ অজিন ন্যূ[illegible] কাব্য। শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস মুখোপাধ্যায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থকার বিজ্ঞাপন স্থলে লিখিয়াছেন " অমিত্রাক্ষর ছন্দ এখনও অনেকের অপ্রীতিকর আছে, তাহাতে আবার গ্রন্থকার কবিত্বশক্তি হীন। " "অমিত্রাক্ষর ছন্দ অনেকের অপ্রীতিকর " এ বাক্যটী যেমন স্বরূপবাচক হইয়াছে, " গ্রন্থকার কবিত্বশক্তিহীন " এ বাক্যটী সেরূপ হয় নাই। আমরা এই গ্রন্থের বহু স্থলে গ্রন্থকারের কবিত্বশক্তির পরিচয় পাইয়া প্রীতিলাভ করিলাম। পাঠকগণের প্রীত্যর্থ কয়েকটী কবিতা এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

" [illegible] বৈভবে, [illegible] মুনি জন যত
[illegible] পাওবা [illegible], [illegible]
বাঁধিয়া কুটীর, [illegible] বিপদেতে,
বিজনে [illegible] কাল [illegible]
[illegible] মাধব তথা, [illegible]
[illegible] বাধন করে [illegible]
[illegible] বন, [illegible]
[illegible] আবেগে [illegible] কাঁদিয়া [illegible]
[illegible] উন্নত [illegible]
কভু উপাধিষ্ট, [illegible]
[illegible] পরে, [illegible]

২। বিষ্ণুপুরাণ, দ্বিতীয় খণ্ড। ইহাতেও প্রথম খণ্ডের ন্যায় উৎকৃষ্ট বাঙ্গলা অনুবাদ ও শ্রীধর স্বামিকৃত টীকা আছে।

৩। বোধবিকাশিনী। এখানি অর্দ্ধ মাসিক পত্রিকা। ইহাতে ঈশ্বরস্তব, ভূমিকা, স্ত্রীশিক্ষা, বিজ্ঞান সটিক [illegible] ও জড় পদার্থের স্বরূপ এই কয়টি বিষয় সন্নিবেশিত দৃষ্ট হইল।

৪। উত্তরপাড়া মাসিক পত্রিকা [illegible]। ক্রমশঃ ইহার উৎকর্ষ লক্ষিত হইতেছে।

—:০:—

প্রাপ্ত।

বন্দীদিগের দৈনিক

অনুষ্ঠান।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রিকায় [illegible] ও [illegible] প্রণালী গবর্ণমেণ্ট ও ইংরেজাদি [illegible] কারাগার বন্দিগণের কার্য্যালয়ের ব্যবস্থা, মালকন্সেখন, জল ও জলপ্রণালী, বায়ু, [illegible] গণের সুখ স্বাস্থ্য বিষয় লিখিত হইয়াছে। [illegible] [illegible] দের প্রথার বর্ণন করা যাইতেছে।

এখানে পৃথক স্থানে ও পৃথক গৃহে [illegible] হইবার ও এক স্থানে একাদিক্রমে কয়েক দিবস আবদ্ধ থাকিবার এবং অন্যান্য ক[illegible] পায় নিয়ম প্রতিপালনের প্রথা প্রচলি[illegible] আছে। কোন্ সময়ে এই প্রথা প্রচলি[illegible] হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা বলিতে পার[illegible] যায় না; কিন্তু প্রথাটি যে পুরাতন তা[illegible] বিলক্ষণ অনুমান হইতেছে। যেন না [illegible] পুরুষানুক্রমে উক্ত প্রথানুসারে কার্য্য [illegible] আসিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথাটি বহু অংশে উৎকৃষ্ট। প্রসবসময়ে ও প্রসবান[illegible] প্রসূতিদিগের শরীর হইতে সর্ব্বদা শোণি[illegible] [illegible] হইতে থাকে বলিয়া তাহাদি[illegible] গকে ভিন্ন স্থানে ও ভিন্ন গৃহে বাস করাইতে হয়। শৌচাচারের নানা কারণে উহাদিগে[illegible] শরীরের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রসকল বিশৃঙ্খল ভাব[illegible] পন্ন ও শ্রান্ত হইয়া থাকে। সুতরাং তাহা[illegible] গকে কিছু দিবস এক স্থানে আবদ্ধ [illegible] কর্ত্তব্য। এ সময়ে শরীরচালনা করিলে অ[illegible] [illegible] শোণিতপাতের সম্ভাবনা থাকে[illegible] প্রসবিত্রীদিগের শরীর ও পাকস্থলী[illegible] বেদনাযুক্ত, অবশ ও দুর্ব্বল হয়। এই [illegible] তাহাদিগকে উষ্ণ ঔষধ (আদা, হলুদ, [illegible] ও বলকর আহার দিবার প্রথা আছে, কি[illegible] অস্মদ্দেশীয় আধুনিক লোকেরা অজ্ঞতা, [illegible] আলস্যবশতঃ কিম্বা [illegible] প্রথাকে [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] কুটীর অপেক্ষাও নিকৃষ্টরূপে নির্ম্মাণ করি[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই, [illegible] [illegible] [illegible] প্রায় চারি পাঁচ [illegible] [illegible] [illegible] উচ্চ হইয়া থাকে। [illegible] কীর আঁতুড়ঘর [illegible]

নারিকেল বা তাল পত্র দ্বারা … ও সেবা সেগুলিকে এ প্রকারে … করা হয় যে, বায়ু গমনাগমন ও … প্রবেশ করিতে পারে না। এদেশী …ধাত্রীবিদ্যায় যে কিরূপ পারদর্শী তাহা …প্রসূতি ও নবপ্রসূত বালক বালিকা-…লালন পালনের রীতি নীতি দেখিলেই …অনুভব করিতে পারে। এই স্থানেই …নিজ নিজ চিকিৎসালয়ের পরি…কার্য করিয়া থাকেন। নব প্রসূতিরা … কয়েদী আসামী কারাগার, শয্যা … অশন বসনাদি বিষয়ে কয়েদিদিগের …অপেক্ষা বরং উহাদিগের কিছু অধিক … দেখা যায়। কয়েদিদিগের দোষের …বিচারানুসারে মেয়াদের ন্যূনাধিক্য … থাকে। কিন্তু ইহাদের মেয়াদের কাল …ভাবে নির্দ্ধারিত করা আছে। সে এক …চিরন্তনী ব্যবস্থা, অধিকাংশ প্রসবি… প্রায় এক মাস কাল কয়েদির অবস্থায় …হয়। ইহাদিগের আহারের ব্যবস্থা … চমৎকার। এক বেলা এক মুষ্টি অন্ন …, উপবাসের ন্যায়(?) …, আর এক বেলা …যোগে কাটাইতে হয়। শয্যা একপ… যে, তাহার কথা লিখিতেও ঘৃণা হয়। …চটা, ছেঁড়া মাদুর বা চট। একটা ছেঁড়া … [illegible]

… নবীন(?) … [illegible] … দুই … থাকিতে … এক বা দুটি … [illegible] … প্রসবের অতি অল্প … প্রসব গৃহের … [illegible] … উক্ত আর্দ্র কাঠের … ইহাতে প্রসূতি … এবং [illegible]

বালক বালিকাদিগের গলমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে পীড়িত করিয়া তুলে। প্রসূতিদিগের দুরবস্থার কথা অধিক কি বলিব, তাহাদিগকে অশুচি জ্ঞানে কেহ স্পর্শ পর্য্যন্ত করে না। একটী নীচজাতীয় স্ত্রীলোক উহাদিগের সেবা শুশ্রূষা করিয়া থাকে। প্রসূতিদিগের যে দুর্দ্দশা, শিশুদিগেরও সেই দুর্দ্দশা দেখা যায়। সম্প্রতি নূতন একটি মত প্রচলিত হইয়াছে। ইহাকে হরির লুট বলে। ইহার নিয়ম অতি বিস্ময়কর। প্রসবান্তে প্রসূতিদিগকে ও সদ্যঃ প্রসূত বালক বালিকাদিগকে স্নান করিতে হয়। বিশেষ কোন নিয়ম নাই, যথেচ্ছাচারী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অনেক ধাত্রীবিদ্যাবিৎ পণ্ডিত বলিয়াছেন, যে গৃহে নির্ম্মল বায়ু গমনাগমন ও আলোক প্রবেশ করিতে থাকে ও যাহার মেজে শুষ্ক এমত গৃহই প্রসূতি ও বালক বালিকাদিগের বাসের উপযুক্ত। তাহাদিগের শয়নার্থে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুকোমল শয্যা দেওয়া বিধেয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিধান করান আবশ্যক, প্রসবান্তে কএক দিবস স্থির ভাবে এক স্থানে আবদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য। লঘু ও পুষ্টিজনক আহার দেওয়া উচিত। লঘু পশম(?) বস্ত্রাদিদ্বারা শিশুদিগের গাত্র সর্ব্বদা আবৃত রাখা আবশ্যক। তাহাদিগকে ছাগ এবং গব্য দুগ্ধ পান করান কর্ত্তব্য। তাঁহারা বলেন যদি এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা হইলে প্রসূতি ও শিশুগণের শরীরের বিশেষতঃ জীবনের পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। কোন বিজ্ঞ পণ্ডিত স্বরচিত শারীরিক স্বাস্থ্যবিধানবিষয়ক পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন যে, এক সময়ে লণ্ডন নগরস্থ সূতিকাগারের দোষ থাকাতে প্রতি বৎসর তথায় যত বালক ভূমিষ্ঠ হইত, তাহার অধিকাংশই যমসদনের অতিথি হইত; আর যাহারা জীবিত থাকিত, তাহারা প্রায় চিররুগ্ন হইয়া থাকিত। প্রসূতিদিগেরও উক্তরূপ দুর্দ্দশা ঘটিত। অতএব এদেশীয় প্রসূতি ও শিশুগণের যে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবে, বিচিত্র কি? এখানকার সূতিকাগৃহের প্রথানুসারে অধিকাংশ শিশু ও প্রসূতি অসময়েই জীবনবিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। অনেকেই চিররুগ্ন হইয়া পড়েন। কিন্তু অত্রত্য সূতিকাগৃহের প্রথার যে পরিবর্ত্ত হয় এরূপ সম্ভাবনা দেখি না। এখানকার অধিকাংশ লোকেই অশিক্ষিত; সুতরাং তাহারা সকল বিষয়েই অনভিজ্ঞ। অতি অল্প সংখ্যক যে সুশিক্ষিত লোক আছেন, তাঁহারাও অশিক্ষিতদিগের দলে পড়িয়া সারা যাইতেছেন। দেশের কু প্রথাস্রোত শিক্ষাবাঁধ ভিন্ন রুদ্ধ হইতে পারে না। সেই শিক্ষাভার গবর্ণমেণ্ট ও দেশীয় ধনাঢ্যদিগের প্রতি নির্ভর করে। বর্ত্তমান প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম এক প্রকার নির্ব্বাহ করিতেছেন। দেশীয় ভাগ্যবান ব্যক্তিরা … উদাসীন হইয়া আছেন। তাঁহারা অলীক ও অনর্থক আমোদাদিতে ও নিজ নিজ ইন্দ্রিয় সেবাতে প্রতিবৎসর যে রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন যদি তাহার অল্প অংশ মাত্র বিদ্যাশিক্ষার্থ ও দেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন জন্য প্রদান করেন, তাহা হইলে এদেশ অন্যান্য সুসভ্য দেশের সহিত সকল বিষয়ে সমকক্ষ হইতে পারে।

## বিবিধসংবাদ।

৪ ঠা কার্ত্তিক সোমবার।

আমরা দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, দারভাঙ্গার রাজার সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক … সাহেব ইংলণ্ডে যাইবার সময়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। … সাহেব নীলকরদিগের মধ্যে … ছিলেন। নীল কারবারের পর তিনি নীল … পরিত্যাগ করিয়া ইনকাম ট্যাক্স কমিসনর হন। অনন্তর তিনি দারভাঙ্গায় গমন করেন। তাঁহার যত্নে ভূতপূর্ব্ব রাজার … গিয়া প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা জমিয়াছে। … সাহেব কৃষকদিগের যথার্থ মিত্র ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় বেহারের নীলকরদিগের সহিত কৃষকদিগের পুনর্ব্বার সৌহার্দ্য হইয়াছে। এ প্রকার সদ্গুণান্বিত লোক অতি অল্পই দেখা যায়। … দারভাঙ্গার রাজার অনেক সুবিধা করিয়া দিয়াছেন বটে, কিন্তু এখনও অনেক অপব্যয় আছে, তাহার নিবারণ হইলে আরো অধিক টাকা সঞ্চয় হইতে পারে।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়ন অবগত হইয়াছেন, গবর্ণর জেনরল ও প্রধান সেনাপতি শীঘ্র পেশোয়ারে গমন করিবেন। তথায় …

...আলি খাঁ গবর্ণর জেনরলের সহিত ...ৎ করিতে আসিবেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণ... ...র পূর্ব্ব প্রণালীতে যে পরিবর্ত্ত হইয়াছে, ...আমাদিগের অমন্ত্র আহ্লাদের বিষয়।

...রাজ সিন্ধিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদিগকে ...ন করিতেছেন। ...পুরের রাজা ...ফুটাইয়া দিয়াছেন। ...য় রাজগণ ...অসময়ে বিলম্ব ... করিতেছেন। ...প্রামাণিক লোকমুখে শুনিলাম, জাবর ...ল জয়পুরপ্রভৃতি স্থানে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি ...হয় নাই।

...দিলী অঞ্চলে অনা... এত প্রাদুর্ভাব ...ছে যে (মকদমাইট বলেন) যমুনার মধ্য ...জাজের গাড়ী যাইতেছে।

...র আলেকজণ্ডার গ্রাণ্ট পদত্যাগ করাতে ...ইয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাসভা কৃতজ্ঞতা ...রে তাঁহার মহৎ কার্য্য স্বীকার করিয়াছেন। ...ইয়ের কৃত সভামণ্ডলী তাঁহাকে এক অভি... ...পত্র প্রদান করিয়াছেন। ইহার প্রত্যুত্তরে ...সর আলেকজণ্ডার গ্রাণ্ট আক্ষেপ করিয়া ...ছেন, গবর্ণমেণ্ট একদিকে সরকারী রাজ... ...শত করা ৪৫।৫০ টাকা সেনাদলের ...য় ব্যয় করেন, অন্যদিকে শিক্ষাকার্য্যের ...য় এক টাকামাত্র দিতেছেন। এটী অমু... ...ৎ সমঞ্জস নহে।

...ত অনুসারে কলিকাতার উকিলদিগের ...সভা পদ সভাপতির প্রস্তাবানুসারে পুন... ...দাতার দরখাস্তে ১০ টাকা নির্দ্ধারিত ...। ...সাহেব আয়কর বিষয়ে যেরূপ ...ন বাবু সংক্ষেপের বিষয়ে সেরূপ নহেন।

...কলিকাতার এক যুবতী স্ত্রী ...। ...তাহার নিকটে পত্র লিখিয়া তাঁহার সহিত ...প্রার্থিনী হইয়াছেন। ওয়েলসীয় সম্প্রদা... ...এক পুরোহিত এক পত্রদ্বারা জানাইয়াছেন ...সী সকলের। এখন স্ত্রীলোকদিগের আধি... ...র কাল, এই নিমিত্ত পুরুষের প্রস্তাব না ...য়া স্ত্রীলোকেরা নিজে বিবাহের প্রস্তাব ...তেছেন

...ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মফস্বলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ...র গোপনীয় রিপোর্টের অনুসন্ধান করাতে ...দেশীয় সংবাদপত্রসমূহ অসন্তোষ প্রকাশ ...য়াছেন। মেজর ইবান্‌স বেলের নামে ১০... ...খরচ লিখিত আছে। কিন্তু মেজর বেল ...কল পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহা ...র কারবার নিমিত্ত এই টাকা লইয়াছিলেন, ...ন পরিশ্রমের পুরস্কারস্বরূপ লন নাই। ...কদিগের চরিত্র কলঙ্কিত করিবার চেষ্টা

পাওয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অতিশয় লজ্জাকর।

গবর্ণমেণ্ট অবগত হইয়াছেন, বেরারের আদালতের কোন কোন কর্ম্মচারী নজর লইয়া থাকেন। হায়দরাবাদের রেসিডেণ্ট ও অদ্যো পারিপ্রধান কমিসনর এই অন্যায় ব্যবহারের নিবারণার্থ এক এক সরকুলার করিয়াছেন। দেশীয় কর্ম্মচারিগণ ও বিষয় বহিষ্কৃত প্রণালী থাকিতে এইসকল ব্যবহার যাইবে না।

বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পরিবর্ত্তে বলরামপুরের রাজা দিগ্বিজয় সিংহ ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছেন।

কলিকাতার মিউনিসিপাল রেলওয়ের রাস্তার দিকে তারের বেড়া দেওয়া হইতেছে। যেখানে অল্পে লোকের প্রাণবিয়োগসম্ভাবনা সেখানে সাবধান হওয়া অতিশয় আবশ্যক।

অমৃত বাজার পত্রিকা বলেন, "সম্প্রতি নড়াইল বাবুদিগের একটী বৃহৎ ইষ্টক নির্ম্মিত চাঁদনি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এই চাঁদনীর নীচে নাচ গান ভোজন ইত্যাদি দেওয়া হইত। যে সময় চাঁদনীটী ভাঙ্গিয়া পড়ে, তখন তাহার তলে ৬ জন ব্রাহ্মণ আহার করিতেছিল। ইহাদিগের ২ জন সৌভাগ্যক্রমে চাঁদনী ভূতলশায়ী হইতে না হইতে পলায়ন করে। অপর তিন জনের মধ্যে এক জন অন্ধ আর এক জন অত্যন্ত আহত হইয়াছে। আর এক জন ইট চাপা পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এই সময় নড়াইলে প্রায় হাজার আমলা উপস্থিত! সৌভাগ্যক্রমে তাহাদের কেহ প্রাণে নষ্ট হন নাই। এক জন আমলা এই ঘটনাটি চক্ষুর প্রত্যক্ষ করেন। তিনি বলেন, যখন চাঁদনীটী ভাঙ্গিয়া পড়ে, তখন কয়েকটী কামানে আগুন দিলে যেরূপ শব্দ হয় সেইরূপ খড় খড় করিয়া একটী ভয়ানক শব্দ হইল এবং তার পর ধূলিরাশি উড়িয়া এক বারে অন্ধকারময় করিয়া ফেলিল এবং বৃদ্ধের ডাবং কোটাগুলি কাঁপিয়া উঠিল। যেখানে চাঁদনীটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, সেখান হইতে এখন পর্য্যন্ত পচা গন্ধ বহির্গত হইতেছে। এই জন্য অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন, হয় ত আরো মানুষ চাপা পড়িয়া মরিয়াছে। বাবুদের আর কয়েকটি পুরাণ কোটা আছে। আমরা অনুরোধ করি, সেগুলি তাঁহারা সত্বর ভাঙ্গিয়া ফেলেন"

প্রয়াগদূত বলেন, "সম্প্রতি এখানে একটী বড় শোচনীয় ঘটনা হইয়া গিয়াছে। এক জন কৃষক এক গাড়ী গম লইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে আইসে। সমস্ত দিনে ৩০ টাকার গম বিক্রয় করিয়া বাকী গাড়িতে বোঝাই করিয়া

তাহার উপর মস্তক দিয়া রাত্রিতে নিদ্রা ...ছিল। ইতিমধ্যে এক জন দস্যু ... তাহার প্রাণসংহার করিয়া পলায়ন ...। যেমন সে এই কাণ্ড করিয়া পলায়ন ... অমনি সেই গাড়ী হইতে বিক্রেতা আ... খানি গাড়ীতে পতিত হওয়ায় গাড়োয়ান ... কার করিয়া উঠে। পুলিস ইহার কিছুই ...ধান করেন নাই। আমরা তাহার পর... প্রাতঃকালে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া ...লাম, হত ব্যক্তির গলার অল্প অংশমাত্র ...সংলগ্ন আছে।

"রাত্রিকালে লক্ষ্ণৌ মেলা দেখিয়া ... বালক গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিল, পথি... এক জন দস্যু তাহার নাসিকাচ্ছেদন ... অলঙ্কারাদি কাড়িয়া লইয়াছে।"

৪ ঠা কার্ত্তিক মঙ্গলবার।

অনেকের সংস্কার আছে, যাহারা ...লাইসেন্স লইলে আর দণ্ড্য হয় না। কিন্তু ... অনারেবল মাজিষ্ট্রেট আলকক সাহেব ... কোম্পানির এই অপরাধে ১৫০ টাকা অ... করিয়াছেন। কিন্তু কুক কোম্পানির বাকি... সেপ্তাদা জরিমানার টাকা আদায় করিতে... সে প্রস্তুত হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছে। বি... লাসকল ইউরোপীয়দিগকে যে প্রশ্র... ইহা তাহার ফলমাত্র।

ই য়ুয়ান ডোনিল্ডসন অবগত হই... গত সপ্তাহের এক রাত্রিতে ভাগলপুরে ... বাষ্পীয় শকটে যাত্রা করিয়া ... আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন। পুনশ্চ ... হলে আর অনুসন্ধানের প্রয়োজন কি।

পঞ্জাবের সীমা হইতে সংবাদ আসি... মহেলা পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। আফগানী... এই সময়ের অপেক্ষা ভারতবর্ষীয় সেন... অনেক লোক হত ও আহত হইয়াছে। ... সেনাপতি ও ওয়াইল্ড সেখানে যুদ্ধ করিতে... তাহা বীরজনক নহে।

পঞ্জাবের বাবুলোক কলেজে যাইবার... মহারাজ সিন্ধিয়া প্রতিষ্ঠিত ... সাহায্য তিন লক্ষ টাকা দিয়াছেন। ... দ্বারের নিকটে দুটী বৃহৎ পুষ্করিণী হইতেছে... দীন লোকেরা তথায় পরিশ্রম করিয়া আ... ঢোলকারের রাজ্যে অতন্ত দুষ্টি হইয়াছে...

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাধ্য... প্রধান কেরানী বাবু গণপতরাও ইংরা... কৃত "আমাদিগের ...বাসের ..." নামক পুস্তক মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অ... করিবার অনুমতি পাইয়াছেন। ...

বাদ হইবে। মধ্য ও পশ্চিম ভারতবর্ষের
ক সর্দার এই অনুবাদের নিমিত্ত সাহায্য
শ করিয়াছেন। বঙ্গভাষায় উহার অনুবাদ
উচিত হইতেছে।

সম্প্রতি যখন একখানি কাশ্মীয় শকট জেটি
নদের সেতু পার হইতেছিল, তখন এক
বেইলওয়ে ইঞ্জিন। বিপদের সাঙ্কেতিক
প্রদর্শন করিয়া শকটের গতি বন্ধ করে।
চালক, প্রহরী ও আরোহিগণ ভাবিলেন
র কোনস্থান বা ভগ্ন হইয়াছে, কিন্তু অনতি
ইঞ্জিনিয়র একটী ইউরোপীয় স্ত্রী লোকের
শকটে উঠিয়া তাহা চালাইতে বলেন।
হইতে ষ্টেসনপর্য্যন্ত পথের মধ্যে যাইতে না
লইয়া তিনি এইরূপ কৌশলদ্বারা শকট স্থগিত
াছিলেন। এ ব্যক্তিকে কোম্পানির কার্য্য
অবিলম্বে দূর করা কর্ত্তব্য।

৬ ই কার্ত্তিক বুধবার।

লিসমান প্রবণ করিয়াছেন, গঙ্গার সেতুর
গবর্ণমেণ্ট আর এক কমিসন নিযুক্ত করি
এ বিষয়ের তর্কের শেষ কবে হইবে? কেহ
নী ঘাটে কেহ কাটখোলায় কেহ কাশী
সেতু করিবার কথা বলিতেছেন। ভারত
গবর্ণমেণ্ট চাঁদপালের নিকটে সেতু করিবার
প্রকাশ করেন। কয়েক ব্যক্তি আর্মেনী ঘাটে
নৌকার সেতু করিবার বিজ্ঞাপন দিয়া
। কাটখোলার ঘাটে সেতু করাই পরামর্শ
এ ভার এক স্বতন্ত্র কোম্পানির হস্তে
া কর্ত্তব্য।

পাতিয়ালা, ঝিন্দ ও নাভার রাজগণ সিম
গবর্ণর জেনরলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া
কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী জোয়ালাপ্রসাদ
ওয়ান কৃপারাম অবিলম্বে সাক্ষাৎ করিবেন
নবের সব জন লোক অবিলম্বে
দ্বে খুলিবেন।

কুর্গের এক জন ইউরোপীয় শিক্ষক
গকে চা পান করাইবাতে গ্রামস্থ লোকের
বিরুদ্ধে নালীশ করিয়াছেন। সুপারিণ্টেণ্ট
ও পঞ্চায়তেরা এ বিষয়ের অনুসন্ধান কর
ন।

রনাট মণ্টগমারি মার্টিন সাহেবের মৃত্যু হই
। ইনি পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় রাজকার্য্যে
ছিলেন। মার্টিন সাহেব ভারতবর্ষের
কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছেন।
কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন
ভারতবর্ষের অনেক প্রধান কর্ম্মচারীর অব
রাজনী তর প্রকৃত বর্ণনা করিতে অনেকে
শত্রু হইয়াছিলেন। তাঁহার শেষ পুস্তকে
পঞ্জাবী মহামান্যদের কার্য্য
অতিশয় প্রশংসা করেন। সব জন লোকে
মণ্টগমারি মার্টিন সাহেবের
উপযুক্ত বর্ণনা হইতে বঞ্চিত নাই।

রীজ বিটিশবর্গের এক ব্যক্তির প্রকাশ
হইয়া জেলের মধ্যে ফাঁসী হইয়াছে।
নিয়ম হইয়াছে। মান্দ্রাজের শাসন
নিয়ম এখানেও করিবার
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করি
।

৬ ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বোম্বাই গবর্ণমেণ্টকে
মস্কটে একটী ধনাগার স্থাপন করিবার আজ্ঞা
দিয়াছেন। পারস্য উপসাগরের ও আফ্রিকার রণ
ও রসমূহের সম্মুখে বায় ভারতবর্ষের স্কন্ধে
ক্ষেপণের এই পূর্ব্ব লক্ষণ।

মান্দ্রাজের অন্তর্গত মাদুরা জেলার শার্প
সাহেবনামক এক জন সিবিলিয়ান ছয়মাস মাত্র
জজের কার্য্য করেন। তিনি স্থানান্তরিত হইলে
তত্রত্য এক জন উকীল তাঁহাকে এক অভিনন্দন
প্রদান করেন। উহাতে শার্প সাহেবের পূর্ব্বা
ধিকারীর প্রতি কটাক্ষ বিলক্ষণ ছিল। মান্দ্রাজ
গবর্ণমেণ্ট সংবাদপত্রে এই বিষয় অবগত হইয়া
শার্প সাহেবের নিকটে কৈফিয়ত চান। শার্প
সাহেব বলেন, তিনি অভিনন্দন লইতে চান
নাই। তাহা ত্যাগ করিয়া জেলাকোর্ট অপস
রণের, এমত সময়ে পূর্ব্বোক্ত উকীল তাঁহাকে
অভিনন্দন পত্র দিয়া যান। কিন্তু তিনি তাহা
পাঠও করেন নাই। যাহা হউক এই অভিনন্দন
দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই গৌরব প্রকাশ করি
তেছে।

সর্কিউ. জো সাহেবনামক বোম্বাইয়ের
এক জন যুবক সিবিলিয়ান উক্ত প্রেসিডেন্সির
ভূগোল ও যাবতীয় স্থানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
লিখিবার ভার পাইয়াছেন। হন্টার সাহেব
ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বঙ্গদেশের এই
প্রকার ভূগোল ও ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত
হইবেন।

সর উইলিয়ম মিওর উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের
ইউরোপীয় অধ্যক্ষদিগের এদেশীয় ভাষায়
পরীক্ষা দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। যাঁহাদিগের
এদেশে কার্য্য করিবার বাসনা থাকে, তাদৃশ
শিক্ষকমাত্রেরই এদেশের ভাষা জানা আব
শ্যক।

গুজরাটমিত্র বলেন, সম্প্রতি পুনাতে যে
দরবার হয়, তাহাতে অনেক সর্দার বাঘের ভয়ে
যাইতে পারে নাই। পোলিটিকাল এজেণ্ট মেক
ব. ল তাঁহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিয়া লইয়া
গিয়াছিলেন। পথে কেহ পাছে পলায়ন করেন
এই নিমিত্ত মেকব. ল তাঁহাদিগের জন্য প্রহরী
নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমরা যে দরবারে আ
পত্তি করি কেন, পাঠকগণ দেখুন।

কাশ্মীরের রাজার ঘোষণানুসারে যে মেলা
হয়, কলিকাতা, বোম্বাই উত্তর পশ্চিম
অঞ্চল, কাবুল, বদকসান, যোকন্দপ্রভৃতি স্থান
হইতে বিস্তর বণিক আসিয়াছিলেন। রাজা ২২টি
পুরস্কার দিয়াছিলেন। টোপী, শালবস্ত্র ও
শাল বিক্রয়ার্থ বহুদূর হইতে বিস্তর অর্থ আসিয়া
ছিল। কিন্তু ইয়ারকান্দের সৌদাগরে বিস্তর অপে
ক্ষা করিয়াও পশমের মূল্য অধিক হইয়াছে
বণিকগণ যথা চা ও রেসমের শুল্ক কমাইতে
আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা তাহা
অগ্রাহ্য করিয়াছেন। রাজা যদি বিবেচনাপূর্ব্বক
কার্য্য করিতে পারেন তাহা হইলে কাশ্মীরের
বাণিজ্যের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

রাজকুমার ফিরোজশাহ সৈন্যাদি বন্য
সহ হইতে কাবুলে গমন করিয়াছিলেন।

আমীর সিয়ার আলি খাঁ তাঁহাকে
উক্ত স্থান ত্যাগ করিতে বলেন। ফিরোজ
অর্থের অসঙ্গতির ছল করাতে আমীর
কিছু টাকা ও কতকগুলি অশ্ব দিয়া বিদায়
ছেন। কয়েক দিবস ফিরোজশাহ
ছিলেন, কাহারও সহিত আলাপ করিবার
মতি পান নাই। সিয়ার আলি মিত্রের
করিতেছেন। ...আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট
অভিমুখবর্ত্তী ...তাঁহাকে শত্রু করি
তুলেন।

কোয়াণ্টর আখুন্দ সিয়ার আলির সহিত
হইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণের প্রস্তাব
ছিলেন। আমীর তাঁহার পত্রের কোন
দেন নাই। এক্ষণে তাহার ভারতবর্ষীয় গবর্ণ
প্রতি সুহৃদ্ভাব প্রকাশিত হইতেছে।

কলিকাতার প্রেস সম্প্রতি এক দল
যুক্ত করিয়াছেন। ইহারা উত্তর পশ্চি
অবধি কলিকাতাপর্য্যন্ত গমন করিত।
গের সর্দার ছিৎপুরে ধরা পড়িয়াছে।
গের নিকটে অনেক অলঙ্কার পাওয়া গিয়া
ডাকাইতি কমিসনর উঠিয়া যাওয়া অবধি
সকল লোক পুনর্ব্বার প্রশ্রয় পাইয়াছে।

ডেলি নিউসের লক্ষ্ণৌস্থিত সংবাদদাতা
পুলিসের দুরবস্থা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন
রোপীয় ইন্স্পেক্টরেরা আপনাদিগের
কর্ম বুঝেন না। এদেশীয় প্রজাগণ
দিগের অনুকরণ করে। আলস্য ও অত
ইহাদিগের স্বভাব সহ। সে দিবস ...
দেখিয়াছি এক জন চৌকিদার প্রকাশ্য
মাতাল হইয়া আপনার পদ ও কর্ত্তার
দিতেছে। হিন্দুস্থানিদিগের পুলিসের দশা
সমান। কনষ্টেবলেরা অত্যাচার করে।
ইহারা চোর ডাকাইত ধরিবার কেহ নহেন।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, এবার ১৮..
প্রবেশিকা ও ৫৫০ জন এল এ পরীক্ষা
ছেন। এত ছাত্র এক স্থানে সমবেত হন
বাসী কলিকাতায় না থাকাতে জেনরল আ
কুচ ও প্রেসিডেন্সি কালেজে পরীক্ষা হই
এবার দেখা শুনার বড়ই সুবিধা হইবে।

গত শনিবারের ভারতবর্ষীয় গেজেটে
শিত হইয়াছে, টেলিকম ও সিবিলিয়ান
নায় গবর্ণমেণ্টের চাপলেনগণও এতদ্দে
ভাষায় পরীক্ষা দিলে পুরস্কার পাইবেন।
জেনরল আরো আজ্ঞা দিয়াছেন, চাপলেন
বদলী হইলে তাঁহাদিগের পরিবারের
দেওয়া হইবে। গবর্ণমেণ্টের চাপলেনগণ
পক্ষে এদেশীয় ভাষা শিক্ষা কিসে প্রয়ো
জনীয় তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।
বাদের পক্ষেয় প্রধানও অতিশয় অন
গ্লাডষ্টোন সাহেব যাহা আয়রলণ্ডের নি
করিতেছেন তাহা ভারতবর্ষের নিমিত্ত কর
মহাসভায় কি এমত এক জনও লোক নাই

বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে ভারতব
গবর্ণমেণ্ট উক্ত প্রেসিডেন্সির সবরেজিষ্ট্রারদি
বেতন স্থির রেজিষ্ট্রির ফীস কমিসনর লই
আজ্ঞা দিয়াছেন। ফী দিবার ব্যবস্থা না করি
পর্য্যন্ত বেতন দিবার ব্যবস্থা করাই বিধেয়।

সম্প্রতি ক্লোসডোলা জেলের এক জন কয়েদীর মৃত্যুর অনুসন্ধান করিবার সময়ে করণারের জুরি বলিয়াছেন, জেলের রাঁধন শালাদের বাক দিয়া পর্য্যাপ্ত পরিমাণে গৃহমধ্যে বায়ু প্রবেশ করে না এবং তাহার বন্দোবস্ত ভাল নহে। সকল দেশীয় জেলে এক জন ডাক্তার সুবাবস্থা করিয়াছেন। যিনি রাগ করুন, যথার্থ কথা বলা কর্ত্তব্য। আমাদিগের বিশ্বাস এই আছে, ডাক্তার নিকট থাকিলে এই জেলের প্রকৃত উন্নতি কখনই হইবে না।

অযোধ্যায় কত জন স্ত্রীলোক পেন্সন ভোগ করেন তাহার নির্ণয় করিবার জন্য এক জন কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করা হইয়াছেন।

ডেলি নিউস বলেন, পাঞ্জাবের রাজা মান সিংহ ওঁজিয়াভোলিকে ধৃত করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া গবর্ণর জেনরল তাঁহাকে পেনসন দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। এ ব্যক্তি নিজে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। ওঁজিয়াভোলি যব দেশের যোগ্য কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু যে ব্যক্তি মিত্রদ্রোহী, এক প্রধান গবর্ণমেন্টের তাহাকে পুরস্কার দেওয়া আত্মগৌরবোচিত কর্ম্ম হয় নাই।

উক্ত পত্র বলেন বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের জোবনিমিত্ত বার্ষিক যে ৭০০০ টাকা দেওয়া হয় গবর্ণর জেনরল অদ্যাপি তাহা লক্ষ টাকা লইতে চাহিয়াছিলেন। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এই আপত্তি করেন, এই টাকা এত অল্প যে তাঁহার গোপনীয় সেক্রেটারির ব্যয় ইহা হইতে দেওয়া হয়, অতএব ইহার উপরে করস্থাপন অন্যায়। গবর্ণর জেনরল অতিরিক্ত করভাগ করিয়াছেন। যেসকল ব্যক্তি ১০০ টাকার উপর সপরিবারে নির্ভর করেন, তাঁহাদিগের নিকটে করগ্রহণ কষ্টকর নহে।

৭ ই কার্ত্তিক শুক্রবার।

৯০,০০০ টাকা ব্যয়ে নব এ মাংকলায় দুখ দুইখানি আলোক জাহাজ হইতেছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়াতে হিন্দু নাম স্বাক্ষরকারী এক ব্যক্তি নূতন বিবাহের বিলের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া বলিয়াছেন, বিবাহভঙ্গের সুবিধার নিমিত্ত কয়েকটী ধারা করা উচিত। পত্রপ্রেরক বলেন ব্যভিচার, রাজদণ্ডিহীনতা, গুরুতর অপাচরণ ও পরস্পরের সম্মতিকে বিবাহভঙ্গের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশিত করা কর্ত্তব্য। যিনি যাঁহাকে ইচ্ছা বিবাহ করুন। রক্ষিত বেশ্যা বিবাহিতা স্ত্রী হউক। যে ব্যক্তি কোন আত্মীয়ের বিধবা স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করিতেছেন, আইনে তাহা সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করুক। স্বামী স্ত্রীপ্রতারিত হইলে স্ত্রী বিধবা বিলাপ না করিয়া পত্যন্তর গ্রহণ করুন। কিছু কাল সহবাসের পর স্বামী অন্য পত্নী ও পতি অন্য স্ত্রী গ্রহণ করুন, উভয়ে সম্মত হইলে এ কাজ হইতে থাকুক। সমাজের কি সুখের অবস্থা হইবে! গোরা পাজি ও মেছুয়াবাজারের অধিকারী দেবীগণও অতঃপর গৃহস্থ হইতে চলিলেন, ইহা কি অল্প আনন্দের বিষয়।

গবর্ণর জেনরল জয়পুরের রাজার দুর্ভিক্ষনিবন্ধন ঘোষণা ভারতবর্ষীয় গেজেটে প্রকাশ করিয়া এই অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন, অন্য অন্য রাজারাও যেন এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন। আমরা বলি সর্ব্ব জন নরেশ আপনার বিষয়ও না ভুলেন।

ষ্টেটসেক্রেটারী সম্প্রতি চাপলেনদিগের বেতনবৃদ্ধির আজ্ঞা দিয়াছেন। স্কটলণ্ডের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের যেসকল চাপলেন ৭০০ টাকা পাইতেন, তাঁহারা ৮০০ টাকা পাইবেন। চাপলেনেরা শিক্ষা ও বিচারবিভাগের কর্ম্মচারীদিগের ন্যায় পেন্সন পান গবর্ণর জেনরল এই অনুরোধ করিয়াছেন। যেহেতু মন্ত্রিবর্গ একণে গ্লাডষ্টোন সাহেবের ভাবনায় গোঁড়া খৃষ্টিয়ান হইয়াছেন, অতএব আমাদিগের পাদরি গবর্ণর জেনরল যে প্রস্তাব করেন, ইংলণ্ডে তাহা যে গ্রাহ্য হইবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু ভারতবর্ষের সর্ব্বসাধারণ এবং বিস্তর ইউরোপীয় গবর্ণমেন্টের ধর্ম্মসংক্রান্ত রাজনীতির প্রতিবাদ করিতেছেন। আয়র্লণ্ডের প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের উচ্ছেদের পর এখানকার ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যয় লইয়া হড়াহড়ি আরম্ভ হইবে সন্দেহ নাই।

৮ ই কার্ত্তিক শনিবার।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সংবাদপত্রসমূহ বলেন, আগরা ও মিরাটের কালেক্টরেরা বাজারের নিরিখ করিয়া দিয়াছেন। একখানি সংবাদপত্র বলেন আগরার কালেক্টর কয়েক জন বণিককে বেত মারিয়া আজ্ঞা দিয়াছেন, প্রতি টাকায় ১২ সেরের ন্যূন আটা বিক্রয় করিলে দণ্ড হইবে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জাবে সকল লই শোভা পায়। আপৎকালে সকলানিয়ম রক্ষা করা চলে না সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া মূল্য বাঁধিতে হয়, আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না। যাহা হউক, মূল্য বাঁধা কাজটী উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হাকিমের অনুরূপ হইয়াছে।

বাঙ্গালোর হেরাল্ড বলেন, নিজাম আজ্ঞা দিয়াছেন, তাঁহার রাজ্যে পারসী ও মান্দ্রাজী কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইবে না। মান্দ্রাজীদিগকে তিনি ভয়াতোর বলেন। সাধারণ নিজাম সময়ে উৎকোচগ্রাহী মৌলবীদিগের মধ্যে দেশের ভার দেওয়াতে তাহার ১০০০ জরিমানা দিতে হইয়াছে। উকীলগণ নিজাম ক্রুদ্ধ হয়; পারসী ও মান্দ্রাজীগণ গেলেও সমীরণও হইবেন না। তাহার দ্বারা হইবে।

হিন্দু হিতৈষিণী বলেন, গবর্ণমেন্টের থাকে, রাজকীয় কর্ম্মচারীরা এক বৎসরে এক করিয়া ছুটী পাইবে। সম্প্রতি গবর্ণমেন্ট করিয়াছেন রাজকীয় কার্য্যকারকেরা যে বছরের ছুটী পাইয়া থাকেন, তাহা ভাগ (বৎসরের মধ্যে ২ বার) করিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন। কিন্তু অতঃপর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা তৃতীয় ভাগ বলিয়া গ্রহণ করিতে পাইবেন না। কিন্তু সেই অবশিষ্ট ছুটী পুনর্ব্বার যখন অন্য বৎসরের ছুটী পাইবেন, তখন তাহার একত্র করিয়া ১ ভাগে ভোগ করিতে পাইবেন।

—:০:— —:০:—

## ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৫ ই অক্টোবর। স্পেন হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সেনাপতি সেরানো মহাসমারোহে মাদ্রিদে প্রবেশ করিয়াছেন। সেনাপতি প্রিম বার্সিলোনাতে প্রবেশ করিয়া অভিনন্দনে পরিগৃহীত হইয়াছেন। রাজ্ঞী ইসাবেলা রাজত্বনাশের প্রতিবাদ করিয়াছেন। পোপ আপন রাজ্যে রাজ্ঞীকে আশ্রয় দিতে সম্মত হইয়াছেন।

সেনাপতি কমমান তুর্কিস্থান হইতে পিটর্সবর্গে আসিয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সুলতানের বিপক্ষেরা যে ষড়যন্ত্র করে, তাহা ধরা পড়িয়াছে।

মাল্টা ও আলেকজাণ্ড্রিয়ার সমুদ্রমধ্যে টেলিগ্রাফ সুন্দররূপে পাতা হইয়াছে।

৭ ই অক্টোবর। প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিতে এক একটী ক্রীমিন্যাল বিদ্যালয় করিবার জন্য ষ্টেট সেক্রেটারি মধ্যে ১৫০০০ টাকা করিয়া দিবার আজ্ঞা হইয়াছে।

চার্লস মিল্‌স সাহেবের পদে সর এইচ রিকেট্‌স ভারতবর্ষীয় কৌন্সিলের মেম্বর হইয়াছেন। মার্টিন ফেরিয়ার সাহেব মরেন।

লণ্ডন ১৬ ই অক্টোবর। গ্লাডষ্টোন সাহেব ওয়ারিংটনে এক বক্তৃতা করিয়া আয়র্লণ্ডের রাজ্য সংক্রান্ত রাজনীতির সমর্থন এবং কনসারবেটিব দলের অমিতব্যয়িতার দোষারোপ করিয়াছেন। তিনি এই গবর্ণমেন্টের দোষ দিয়াছেন, আপনাদিগের দলের প্রতিনিধি মনোনীত করিবার

রা সরকারী টাকা ব্যয় করিতেছেন।
রলণ্ডের ধর্ম্ম সম্প্রদায় রহিত করিবার
র তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইয়াছে।

মেরিকার প্রাতঃকালের টাইমস বলেন,
বের সীমায় যুদ্ধের বিবরণ বিকৃত
া দেওয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট
০ মাত্র সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

১৫ ই অক্টোবর। অদ্যকার প্রাতঃকালের
হেরালডে এক প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে,
রা ইঙ্গিত করা হইয়াছে আফগানস্থ
আমীর সিয়ার আলি খাঁর সহিত পুনর্ব্বার
া করিবার প্রস্তাব হইতেছে।

মরিয়াল ডিপ্লমেটিক পত্র বলেন ৩০,০০০
ী সৈন্য যুদ্ধে যাইবার আদেশ পাইয়াছে।

ই অক্টোবর। স্থির হইয়াছে বরোর (নগর
র) প্রতিনিধিগণকে ১৬ ই ও ১৭ ই মধ্যে
মনোনীত করা হইবে। ১৮ ই অবধি ২০ এ
র কাউন্টির (জেলার) প্রতিনিধিগণ
নীত হইবেন।

১৭ ই অক্টোবর। স্পেন হইতে টেলিগ্রাম
য়াছে, সকলে অনুমান করিতেছেন, পটুগা
রাজাকে সিংহাসন দিবার প্রস্তাব
।

উইয়র্ক হইতে শেষ যে সংবাদ আসিয়াছে
তে জানা গেল, ইণ্ডিয়ানপ্রদেশের প্রতি
মনোনীতকারীদিগের সংখ্যা করাতে
ল পাইয়াছে ...ইক্রিয়দলের
নীচতন্ত্র অপেক্ষা ১০ ... অধিক
ছে। নীচতন্ত্রপ্রধান ঐ ... জন আপনা
র কতকগুলি বলিয়া দাওয়া করিতেছেন
জনপ্রতি সাইমরের পরিবা... চেঁকে সভা
করিবার চেষ্টা হইবে।

---

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

### বঙ্গদেশীয় লেপ্টনন্টগবর্ণরের

### আদেশানুসারী

### নিয়োগ।

১৩ ই অক্টোবর—ডবলিউ, ডবলিউ, কিম্বা
র সাহেব পালিকার লবণের গোলাসমূহের
ধ্যক্ষ হইবেন।

১৪ ই অক্টোবর। টি, এম, মাচেল সাহেব
...দানের জন্য কলিকাতার প্রতিনিধি
য় ডেপুটি ইন্সপেক্টর হইবেন।

...দিন বর্দ্ধমানের অস্থায়ী গোয়ালন্দের
প্রতিনিধি মুন্সেফ বাবু প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
দ্বিতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ হইবেন।

যত দিন সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন মনোহর
মুখোপাধ্যায় বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকি-
বেন, তত দিন দানাপুরস্থিত ১১ সংখ্যক এতদ্দে
শীয় রেজিমেণ্টের নেটিব ডাক্তার শেখ সাহাদত
হোসেন দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

যত দিন ডবলিউ, রাইট সাহেব বিদায়
লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন বাবু
গঙ্গানারায়ণ সরকার কটকের ছোট আদালতের
প্রতিনিধি জজ ও অধস্থ জজ হইবেন। তিনি
আরও কটকে মুন্সেফের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু গঙ্গানারায়ণ সরকারের অনুপস্থানকা-
লে বাবু রাজরাজেশ্বর ভট্টাচার্য্য মুরসিদাবাদের
প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

১৫ ই অক্টোবর—লেপ্টনন্ট জি, এম, এস,
কারমার কিছু দিনের জন্য লেপ্টনন্ট গবর্ণরের
এক জন এডিকং হইবেন।

রেজিষ্টার জেনরল এচ, বেবরিজ সাহেব
নিজের কার্য্যের উপর রাজধানী বিভাগের
রেজিষ্টারের কার্য্যের ভার পাইবেন।

পি, জি, ডিকেন্স সাহেব বঙ্গদেশীয় গবর্ণ
মেণ্টের প্রতিনিধি অণ্ডর সেক্রেটারি হইবেন।

মৌলবী আদাম আহম্মদ বাঁকুড়ায় এক জন
ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়া
প্রথম শ্রেণীর অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা
পাইবেন।

এডওয়ার্ড রেবরেণ্ড এডওয়ার্ড লেসনষ্ট
নবাবের রেজিষ্টার হইবেন।

যত দিন ডাক্তার এ, কে, শেরিডান বিদায়
লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন সব
আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন কাশীকিঙ্কর মিত্র মুঙ্গেরের
চিকিৎসার ভার পাইবেন।

১৬ ই অক্টোবর—নিম্নলিখিত অতিরিক্ত
ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরগণ নিয়
তম শাসনকার্য্যের ষষ্ঠ শ্রেণীতে স্থায়িরূপে
নিযুক্ত হইবেনঃ—

শ্রীযুক্ত মৌলবী আমজাদ উদ্দিন আহম্মদ
| ... মালিকে

এচ বি, বিম স সাহেব ষষ্ঠ শ্রেণীর ডেপুটী
মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

এ, সি, ব্রেট সাহেব মুঙ্গেরের এক জন
মিউনিসিপাল কমিসনর ও ফৌজদারী কমিটির
সভ্য হইবেন।

... দাতব্য চিকিৎসালয় চালাইবার
নিমিত্ত নিম্নলিখিত কয় লোকেরা সভ্য হইবেন

এচ, বি, বিম্‌স্ সাহেব।
জে, এফ, মাক্সওয়েল সাহেব।
বাবু সদাশিবলাল।

আর, সি, ষ্টারণডেল সাহেব কলিক...
উপনগরের মিউনিসিপালিটির সহকারী ...
পাত হইবেন।

১৭ ই অক্টোবর—যে দিবস এচ, ...
সাহেব ভারার্পণ করিয়াছেন, সেই দিব...
ই, বেং সাহেব মুরসিদাবাদের প্রতিনিধি ...
ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

যত দিন জি, জি, মরিস সাহেব স...
কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর থাকিবেন, তত...
এচ, বালকোর সাহেব যশোহরের প্রতি...
অতিরিক্ত জজ হইবেন।

জে, এফ, ব্রৌণ সাহেব বাখরগঞ্জের প্রতি...
অতিরিক্ত জজ হইবেন।

বাবু গঙ্গানারায়ণ সোম বরিসালের ...
আদালতের জজ ও বাখরগঞ্জের অধঃস্থ ...
হইবেন।

১৯ এ অক্টোবর—জে, এফ ব্রাডবরি ...
মুরসিদাবাদের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কা...
হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর অধীন মাজিষ্ট্রেটের ...
পাইবেন।

ই, এ, ব্রাডবরি সাহেব রাজসাহীর স...
মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া দ্বিতীয় ...
অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

যত দিন ডবলিউ, এচ, ডিয়ইন ...
বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত...
ডবলিউ, এস, ওয়েলস সাহেব আগল...
প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

২০ এ অক্টোবর—চিরাপুঞ্জির ও ন...
প্রাফিকাল সর্বের কাপ্তেন জি, অষ্টেন ...
ও জয়ন্তিয়া পর্ব্বতে মাজিষ্ট্রেটের ...
পাইবেন।

আর, এচ, পিস সাহেব চট্টগ্রামে প্রতি...
দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কা...
হইবেন।

যত দিন বাবু উদয়চাঁদ দত্ত বিদায় ...
অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ডাক্তার ড...
ডি, ত্রিপুরী পুরীর প্রতিনিধি সিভিল ...
ষ্টাণ্ট সার্জ্জন হইবেন।

মেজর রিবলির মৃত্যু হওয়াতে দ্বিতীয় ...
দের দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেপুটী ইনস্পেক্টর ...
ই, বি, বেকার সাহেব প্রথম শ্রেণীতে ...
হইবেন।

ডবলিউ, আর, গডন সাহেব দ্বিতীয় ...
ডেপুটী ইনস্পেক্টর জেনরল হইবেন।

৩০ এ আগষ্ট অবধি পূর্ব্বোক্ত নিয়োগাদেশের ...া হইবে।

চট্টগ্রামের অন্তর্গত সাতকানার মুন্সেফ ...লবী মুকল হোসেন বীরভূম মর অন্তর্গত রাম... হাটে বদলী হইবেন।

জি. ই. পোটার সাহেব রঙ্গপুরের সহকারী ...ষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন, কিন্তু আপাততঃ ... দিনের জন্য তত্রত্য প্রতিনিধি জাইন্ট ...জিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

—:০:—

আমাদিগের গাজিপুরস্থ সংবাদ...তা লিখিয়াছেন।

প্রায় দেড় মাস কাল বৃষ্টি না হওয়াতে ...নে ভয়ানক গ্রীষ্ম বোধ হইতেছে, তন্নিবন্ধন ...রায় ওলাউঠার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে. ... সপ্তাহে ৩০ জন লোক উক্তরোগাক্রান্ত ... তন্মধ্যে ১৪ জন ঈশ্বরের কৃপায় আরোগ্য ...ভ করে। অবশিষ্ট ১৬ জনেরা অচিকিৎ... প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এখনও পীর নগরে ...র অংশে ইউরোপীয়দিগের বাস) প্রতিদিন ... তিনটীর প্রতি ওলাউঠার প্রকোপ দৃষ্ট হই...ছে। দেখিতেছি এপর্য্যন্ত নিবারণের কোন ...য় অবলম্বিত হয় নাই, হইবেই বা কিরূ...? প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে এখানে এক জন ...রোপীয় ডাক্তার ছিলেন। তখন এখানকার গব... ...টীর দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্য্য ও দৈনন্দিন চিকিৎসা এক জন বিচক্ষণ সব আসি... সার্জ্জন দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। কোন ... সাধারণতঃ দৈনন্দিনের আড্ডা ...ন হইতে স্থানান্তরিত হয় এবং তৎ সঙ্গে ...ই সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের পর উঠিয়া ... তৎস্থলে এক জন নেটিব ডাক্তার নিযুক্ত ... এক্ষণে ইনিই সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের ...ধারণ করিয়া বসিয়াছেন। প্রতিবারের সব ...ষ্টাণ্ট সার্জ্জনের ন্যায় দর্শনী না পাইলে ... প্রায় কাহার বাটীতে পদার্পণ করেন না; ...তরাং তাঁহার দ্বারা সকল প্রকার লোকের ...ৎসা হওয়া কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

গত জুলাই মাসের গাজিপুরের ...বর্ত্তী সরাই নামক গ্রামে যখন ভয়ানক ... উঠা আরম্ভ হয়, তখন ইনি (নেটিব ...র) তথায় চিকিৎসার্থ প্রেরিত হন এবং ...নে ইহার কর্ম্ম এক জন কম্পৌণ্ডর করেন. ...রা যে গোরতর অনিষ্ট সংঘটন হইয়াছিল ... আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যাহা হউক, এক্ষণে আমাদের সদয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা যে সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের পদ পুনঃ স্থাপিত করিয়া গাজিপুরের একটী প্রধান অভাব পূরণ করেন।

১৫ ই সেপ্টেম্বর }
১৮৭৮

—:০:—

আমাদিগের কোরহাটীস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। কয়েক মাস গত হইল, ইদল পুরের অন্তর্গত গোযাইর হাটে একটী পোষ্ট আফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাতে কেবল এক জন ডিপুটী পোষ্ট মাষ্টার নিয়োজিত আছেন, কিন্তু পত্রবাহক নিযুক্ত করা হয় নাই। থানার এলাকাভুক্ত চৌকিদারদিগের দ্বারা পত্রাদি বিলি করা হয়। পত্রবন্টনার্থ চৌকীদারেরা স্বতন্ত্র বেতন পায় না। অতএব তাহারা নির্দ্ধারিত মাশুল অপেক্ষা যে অতিরিক্ত পয়সা লইবে আশ্চর্য্য কি? শুনিতে পাই তাহারা নাকি প্রতিপত্রে অতিরিক্ত দুই তিন পয়সা না পাইলে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে পত্র দিতে চাহে না, ফিরাইয়া লইয়া যায়। ইহা কি অত্যাচার নয়? আমরা অবগত হইয়াছি, ডিপুটী পোষ্ট মাষ্টারের বেতন দিয়া এই আফিসে ৬।৭ টাকা মাসিক উদ্বৃত্ত থাকে এতদ্দ্বারা কি এক জন পত্রাদিক নিযুক্ত করা যায় না? যদিও এক জনদ্বারা বণ্টন করাইলে কিছু বিলম্বে পত্রাদি লোকের হস্তগত হইবার সম্ভাবনা, তথাপি অতিরিক্ত পয়সা দিতে যত কষ্ট হয়, তাহাতে তত বোধ হইবে না। অতএব ইনস্পেক্টার পোষ্টমাষ্টরের সমীপে আমাদের সানুনয় প্রার্থনা, অবিলম্বে পত্রবাহক নিযুক্ত করিয়া লোকের অসুবিধা দূর করুন।

২। বিক্রমপুরের প্রায় নৌকাপথ ঘোর জঙ্গলাবৃত, সুতরাং লোকের গমনাগমনের পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধা হয় বলিয়া ইতিপূর্ব্বে স্থানীয় শান্তিরক্ষকগণ, আবিরপাড়া, বাকের ঘাটা, ছুটকতীয়া ও মোরাদাবাদপ্রভৃতি খাল গুলির জঙ্গলপরিষ্কারার্থ কর্ত্তৃপক্ষের সমীপে রিপোর্ট করেন, তদনুসারে উল্লিখিত খালগুলির উভয় স্থানের অধিকারীদিগের নিকটে পরোয়ানা হইয়া রাস্তা পরিষ্কৃত হইয়াছে। শুনিলাম চাবারদি, বলাইল ও চৌরমদন এই তিন খালের বিষয়েও উক্তরূপ রিপোর্ট করা হইয়াছে। এই সকল নৌপথ পরিষ্কৃত হইলে লোকের যে কত উপকার ও সুবিধা সাধন করিবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। শান্তিরক্ষকগণের ইহাই ... কার্য্য।

৩। "লাইসেন্স (পাশ) ব্যতীত ... বন্দুকাদি আগ্নেয় অস্ত্রের ব্যবহার করিলে ... শাস্তিপ্রাপ্ত হইবে,, এই বলিয়া গব... হইতে সাধারণের জ্ঞাপনার্থ এক আদেশ ...রিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা বিনা ... অনেককেই বন্দুকাদি ব্যবহার করিয়া আ... জীবের হত্যা সম্পাদন করিতে দেখিয়াছি...

৪। ১৯ ই ভাদ্রের ঢাকাপ্রকাশে ...লাম এক জন পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন যে, "... কেহ যোগ্য পাত্রের প্রশংসা শ্রবণ করিলে ...কারণে নিরতিশয় বেদনা প্রাপ্ত হইয়া থাকে..." আমরা পত্রপ্রেরককে বলি এমন ... বিত নয়াবধ যে, যে যোগ্য লোকের কৃত ... কার্য্যের যথোচিত প্রশংসা শুনিয়া কাতর ... কিন্তু পত্রপ্রেরক মহাশয় ইহাও যেন মনে রা... যে, ব্যক্তিবিশেষের কেবল প্রশংসা কী... করিলেই হয় না, তাহার ত্রুটি থাকিলে, ... প্রতি দৃষ্টি করাও উচিত। মানুষের স্বভাব ... এই যে, যে যাহাদ্বারা কোনবিষয়ে উপকৃত ... সে তাহার গুণের বিষয়ই বলিয়া থাকে, ... বিপরীত দিকে বড় একটা দৃষ্টি করে না।

৫। প্রায় দুই মাস যাবৎ এ অঞ্চলে ... জ্বর বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। ... কমিসনারদিগের মুখে অবগত হওয়া ... গিয়া ২ সপ্তাহ কালের মধ্যেই ৬।৭ জন ... জেলাকে মেজিষ্ট্রেটীতে প্রেরণ করিয়াছেন। ... হয়, কাঠের দুর্ম্মূল্যতাই ইহার কারণ।

—:০:—

## প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পা...
মহাশয় সমীপেষু।

গত ২ রা কার্ত্তিক শুক্রবার অপরাহ্নে ... দাস মুক্ত মদনমোহন দত্ত বাবুর উদ্যানের বৈঠ... খানায় এতদ্দেশের দুরবস্থার সমালোচনা ... তৎপ্রতীকারের উপায়বধান নিমিত্ত মজিল... হিতৈষিণী সভার একটী বিশেষ অধিবেশন ... তাহাতে দেশস্থ অনেক ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ... আহ্বানে সভাস্থল আত্মীয় উজ্জ্বল বেশ ধা... করিয়াছিল। সভার সভাপতি ... শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দত্ত দেশের বর্ত্তমান অ... বিষয়ে একটি সুদীর্ঘ মনোহর বক্তৃতা করে... তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকটিত হইতেছে—

ইতিপূর্ব্বে মজিলপুরে সংস্কৃত শাস্ত্রের ... রূপ অনুশীলন ছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তা... সম্পূর্ণ লোপাপত্তির সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে ... ইহা নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় বলিতে হই...

। অঞ্চলের পণ্ডিতদিগের অবশ্যই ইহার কারণ। একটী উৎকৃষ্ট সংস্কৃত চতুষ্পাঠী করা আবশ্যক। ইংরাজী শিক্ষার নিমিত্ত সকলেরই অনুরাগ দেখা যায়, কিন্তু ত সুফল ফলাও হইতে পারে এরূপ হইতেছে না। মঙ্গলপুর হইতে ইংরাজী লের উঠিয়া যায়, নিকটে জয়নগর ও তে দুইটি গবর্ণমেণ্ট সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় তথায় আমাদের অনেক সুবিধা হই-। এই দুইটি বিদ্যালয়ের মিলন হইয়া ত একটী প্রধান বিদ্যালয় হয় তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক। সামান্য সামান্য লয়ে সামান্যরূপ শিক্ষাদ্বারা এক্ষণকার প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে না। দুইটি লয় একত্রিত হইলে ছাত্রসংখ্যাবৃদ্ধি, দি প্রচলন শিক্ষার নিয়ম উৎকৃষ্টতর এ প্রদেশের যে মহৎ উপকারসাধন হইতে তাহা বিবেচক ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে ন। বাঙ্গালা শিক্ষার এক্ষণে অনেক উন্নতি ছে এবং মঙ্গলপুর বঙ্গবিদ্যালয় হইতে [illegible] মেডিকাল কলেজ ও [illegible] বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইয়া [illegible] কিন্তু যত দূর আশা [illegible] দূর ফল [illegible] হইতেছে [illegible] অন্য ইহার [illegible] বিদ্যালয়োত্তীর্ণ [illegible] হইয়া দেশের অনেক উপ [illegible] ইংরাজীতে [illegible] শিখিতে পারিতেছেন না, ইহ [illegible] বলিতে হইবে। পূর্ব্বাপেক্ষা [illegible] প্রাদুর্ভাব হইয়াছে এবং [illegible] ইহ [illegible] হইতেছে। এ [illegible] গবর্ণমেণ্ট ইহাতে [illegible] বিষয়। [illegible] লোকেরা যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন এবং [illegible] করেন, অনেক উপ [illegible] দেশের অনেক দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া [illegible] থাকে। আমরা [illegible] তাঁহাদের মধ্যে [illegible] উপর সমুদায় [illegible] পারিতেছে, অতএব তাঁহারা [illegible] একটী না একটী [illegible] পারেন এরূপ উপায় কর [illegible]

হইয়া নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রস্তাব ধার্য্য হইল।

১। প্রতিমাসে মঙ্গলপুরহিতৈষিণী সভার এক একটী অধিবেশন হইবে।

২। একটী সংস্কৃত চতুষ্পাঠী স্থাপনার জন্য আপাততঃ দেশের কোন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে অনুরোধ ও সাহায্যদানের চেষ্টা করা যাইবে।

৩। মঙ্গলপুর বঙ্গবিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণ ও তাহার উন্নতির নিমিত্ত দেশস্থ জমীদারগণের নিকট আনুকূল্যপ্রার্থনা ও সাধারণের নিকট সাহায্যসংগ্রহের চেষ্টা দেখা যাইবে।

৪। জয়নগর ও বহড়ুর বিদ্যালয়দ্বয়ের সম্মিলন জন্য উক্ত উভয় বিদ্যালয়ের সম্পাদকদিগকে অনুরোধ করা যাইবে।

আমাদিগের দেশস্থ লোকদিগের সাধারণ হিতকর বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা যত্নের শৈথিল্য হইয়াছে, এই জন্য উন্নতির সকল উপায় থাকিয়াও কোনটী বিশেষ ফলোপধায়ী হইতেছে না। ঈশ্বরপ্রসাদে এই সভাটি যদি চিরস্থায়ী হয় এবং দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ ইহার উদ্দেশ্য সকল সাধনার্থে সবিশেষ উৎসাহ ও যত্ন প্রকাশ করেন, তাহা হইলে অচিরাৎ এ দেশের দুরবস্থা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

মঙ্গলপুর
১৭। কার্ত্তিক } ই, উ

—:o:—

মহাশয়! অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি [illegible] কারণ ইহাতে সংশয় নাই, কিন্তু [illegible] মুখী বালাম চাউল উৎপন্ন হইত, এক্ষণে [illegible] ন (কোষ্টা) পাটের চাষ হওয়াতে [illegible] চাউলের আমদানী কমিয়াছে, এটিও নিতান্ত উপেক্ষণীয় কথা নয়

গঙ্গাটিকুরী, বনয়ারী গঞ্জ ও কাটোয়ার [illegible] কর্ত্তাধীন) রাস্তার শোচনীয় অবস্থা [illegible] পূর্ব্বে আমরা সোমপ্রকাশে প্রচারিত করিয়াছিলাম এবং দেখিলাম আপনার বীরভূমস্থ সংবাদদাতাও উক্ত বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। আমার পরামর্শ এই, যে জন্য আমাদের বারংবার না করাই সঙ্গত, আমাদের চীৎকার করা অরণ্যে রোদনমাত্র। কিন্তু অবসরে, গঙ্গাটিকুরীর কান্দরের উপর পুল নির্ম্মাণ হওয়াতে যে যে উপদ্রব ঘটিয়াছে, তাহার উল্লেখ না করা সঙ্গত বোধ হয় না। ১ম পূর্ব্বে উক্ত নদীর জল যেরূপ প্রণালীদ্বারা বাহিত হইয়া গঙ্গাতে পতিত হইত এক্ষণে (অর্থাৎ পুল নির্ম্মাণের পর) তাহার একটী উক্ত পুলদ্বারা বহিবার যে

যাতে কান্দরের অন্যতর পার্শ্বস্থ সমস্ত ক্ষেত্রই জলময় হইয়া থাকে। এস্থলে য[illegible] এরূপ আপত্তি করিবেন যে অতি পূর্ব্বে [illegible] মাত্র প্রণালীদ্বারা সমুদয় জলই নি[illegible] হইত, তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে [illegible] কান্দরের স্বাভাবিক খাল, বিতীরবিহীন হস্তি[illegible] অবক্র, অগভীর এবং স্বল্পায়তন, সু[illegible] অন্যতর খালের এক চতুর্থাংশ জলধা[illegible] অক্ষম। ২য় যখন অধিক জলোচ্ছ্বা[illegible] তখনই পুলের ভিতর দিয়া স্রোতঃ বহিয়া [illegible] এবং তখন ভয়ানক বেগ হইয়া যে অনি[illegible] বলা হয়, একটী দৃষ্টান্ত দিলেই তাহার [illegible] উপলব্ধি হইবে। পূজার পূর্ব্বে কয়েক জন [illegible] ও একটী স্ত্রীলোক এক দিবস ডোঙ্গায় প[illegible] তেছিল। ডোঙ্গা যখন পুলের টান জলে [illegible] স্থিত হইল, নাবিক আর তাহাকে রা[illegible] পারিল না। পুলের স্তম্ভে ধাক্কা লাগিয়া [illegible] ডুবিয়া গেল। নদীতীরে বাসহেতু স[illegible] সন্তরণক্ষম বলিয়া পুরুষ কয়েকটির কষ্টে [illegible] রক্ষা হইল, কিন্তু কাথিড্রাল কালেজের [illegible] শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অল[illegible] মন বন্ধুর সাহায্যে অবলা স্ত্রীলোকটীকে [illegible] না করিলে নিশ্চয়ই তাহাকে সেই (অতু[illegible] জন্য গভীর) জলময় [illegible] শমন[illegible] যাত্রা করিতে হইত। ৩য় অনাবৃষ্টি হ[illegible] পুলের উভয় পার্শ্বের মৃত্তিকা ধুইয়া যায় [illegible] অতএব স্থলে গর্ত্ত হইয়া পুলের ও কথাই [illegible] রাস্তারও কর্ম্মনাশে নষ্ট হয়। তখন, যে [illegible] সেই ডোঙ্গা, দেশীয় আগে প্রাণসংশয়। [illegible] কি পুল ভাঙ্গিয়া ফেলাই আমাদের উদ্দে[illegible] তাহা নয়। পুলের ফুকরের সংখ্যা বৃদ্ধি ক[illegible] উভয় দিক রক্ষা হইবে সন্দেহ নাই।

গঙ্গাটিকুরীর বঙ্গবিদ্যালয়, সাহ[illegible] বিপদকে বিপদ দেখে না। অসহায়ে জ[illegible] করিল, নিরবলম্বে দৌড়িয়া গিয়া গবর্ণ[illegible] হস্তধারণ করিয়াছে, তিলার্দ্ধের জন্যও [illegible] লের ভয় করে নাই। বিদ্যালয় এক্ষণে [illegible] জন্য চেষ্টিত আছে। সকলের কাছেই সু[illegible] তত্ত্ব পাতিতেছে, দেখিয়া কি কাহারও [illegible] উচ্ছ্বাস হইয়া এ হস্তে বিদ্যাদান ও হইবে [illegible] বনয়ারী বাবাদের মহারাজ [illegible] করিয়াছেন, এদিকে দৃষ্টিপাত করবেন না[illegible] করুন। উৎসাহী নিজ যুবক ইন্দ্রবাবু ইহার [illegible] প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, বিদ্যালয় যদি [illegible] অক্ষম হয়, স্বীয় অর্থচিন্তা ত্যাগ করিয়াও [illegible] আমরা ইহার তত্ত্বাবধান করিবেন। এ[illegible] যদি কেহ বিদ্যালয়ে সাহায্যদান করেন, [illegible]

সে সাহায্য দেওয়া এবং অল্পবয়স্ক দকের ভবিষ্যৎ রক্ষা করা হইবে।

আপনার বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখি " বনয়ারী আবাদে * * * শ্রীযুক্ত বাবু াল সরকারের বাটীতে পুজার সময় ০ নল ী" নাটকের অভিনয় হয় ইত্যাদি" া কলিকাতায় থাকি, নাটকাভিনয়ও াছি। পুজার সময় বনয়ারী আবাদে ছিলাম। ঐক সরকার বাবুজীর বাটীতে য় ত কিছুই দেখিলাম না। "নলদময়ন্তীর" " যাত্রা গান ও হইয়াছিল, বটে। তাহাও ণ সুশ্রাব্য বোধ না হওয়াতে আমাদিগকে ত্বরে রজনী যাপন করিতে হইয়াছিল। দদাতা মহাশয়কে এক খানি " শুদ্ধি পত্র " ত অনুনয় করিয়া বাধিত করিবেন।

এ অক্টো র } শ্রী শ্রীনারায়ণ ঘোষাল।
১৮৮৮ } নিবাস গঙ্গাটিকুরী।

হাশয়! পূর্ব্বে সোমপ্রকাশে হিন্দুহষ্টেলের শিক ফী বিষয়ক প্রতিবাদে আমরা বলিয়া ন যে বিশেষ কারণ বশতঃ প্রাবেশিক ফী তে হইলে অন্ততঃ ৫ টাকা করা উচিত। ণ আহ্লাদের সহিত আপনাকে জানাই , আমাদের সেই প্রস্তাবটী ফলোপধায়ী ছে। অল্পদিন হইল শ্রীযুক্ত প্যারীচরণ র মহাশয় ও ডাইরেক্টর মহোদয় প্রাবে ফী ৫ টাকা কমাইয়া দিয়াছেন।

ন্তরে দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে, লের প্রস্তাবিত লাইব্রেরি এ পর্য্যন্তও পিত হয় নাই। প্যারী বাবু ও সুপরিন্টে গোপাল বাবু কি জন্য এতদ্বিষয়ে উদা া প্রকাশ করিতেছেন বলিতে পারি না। প হিতকর বিষয়ে তাঁহাদিগের এরূপ লপ্রদ হওয়া উচিত নয়। প্রথম প্রথম ব্রেরীর জন্য কতই আড়ম্বর করা হইয়াছিল। শেষে পর্ব্বতের মূষিক প্রসবের ন্যায় সক নিষ্ফল হইল।

আমরা আগ্রহসহকারে প্যারী বাবু ও গো াবুকে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা হিত সাধনে তৎপর হউন। তাঁহারা সচেষ্ট ইলে আমরা আর কাহার মুখ চাহিয়া ব?

আমাদিগের পূর্ব্ব প্রস্তাবিত সভা দুইটীর ও যেন সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় মনো ন।

ষ্টেলের চার্জ্জ বৃদ্ধি ঘটিত বিষয় লইয়া আমরা অমৃতবাজার পত্রিকায় কলিকাতার সংবাদদাতার বিরুদ্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, গত ২০ এ আশ্বিনের অমৃতবাজার পত্রিকায় সংবাদ দাতা মহাশয় তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার লিখিত কথাগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া দেখিলাম, সংবাদদাতা আমাদের প্রধান প্রতিবাদটী হৃদয়ঙ্গম না করিয়া কতকগুলি নিরর্থক কথা লইয়া আড়ম্বর করিয়াছেন। সংবাদদাতা একস্থলে বলিয়াছেন, কেবল বাবুগিরির জন্য রিডিংল্যাম্প প্রভৃতির ব্যবহার প্রচলিত করা হইয়াছে। সংবাদদাতার এইরূপ লিখন ভঙ্গীতে প্রকারান্তরে প্যারীবাবুকে দোষী করা হইতেছে। আমরা সংবাদদাতাকে জিজ্ঞাসা করি প্যারীবাবুর ন্যায় এক জন সুধী বর হিতৈষী মহাশয় কি বিদ্যার্থি বালকদিগকে সৌখীনতা শিক্ষা করাইতে ভাল বাসেন? পাঠ করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বে যেরূপ আলো দিবার নিয়ম ছিল তাহাতে পড়ার অসুবিধা, বিশেষতঃ হষ্টেলের স্থানসকল অপরিষ্কৃত থাকে বলিয়া প্যারীবাবু তাহা রহিত করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং বোর্ডারগণ অবস্থানুসারে রিডিংল্যাম্প, ও সেজ ক্রয় করিয়াছেন। ইহাতেই কি বাবুগিরি করা হইল? অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া এক জন মান্যবর সদাশয় ব্যক্তির স্কন্ধে দোষ ভার নিক্ষেপ করিয়া চাপল্য প্রকাশ করা কি সংবাদদাতার উচিত কাজ হইয়াছে? না ইহাতে তাঁহার কোন স্বার্থ আছে? এরূপ করিলে কি নিন্দুকতাদোষে দূষিত হইতে হয় না? আমরা পূর্ব্বে যে কয়েকটী যুক্তি প্রদর্শন করিয়া আমা পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলাম, সংবাদদাতা তৎসম্বন্ধে একটী কথাও বলেন নাই, ইহাতেই স্পষ্ট বোধ হইতেছে চার্জ্জবৃদ্ধি অসামঞ্জিক হয় নাই। অন্যথা তিনি ছাড়িয়া কথা কহিতেন না। সংবাদদাতা বোর্ডারদিগের বিষয় যাহা লিখিয়াছেন তাহাও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। হষ্টেলে বোর্ডারের সংখ্যা চিরকাল সমান থাকে না। অনেকে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ছাড়িয়া যান, পক্ষান্তরে অনেকে পরীক্ষা সময়ে আসিয়া থাকেন। সংবাদদাতা এখন এক বার হষ্টেলে আগমন করুন, দেখিতে পাইবেন আরও ৪।৫ জন প্রাবেশিক ফী দিয়া বোর্ডার হইয়াছেন। আমরা সংবাদদাতাকে চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইয়া দিতেছি, যে ৬ জন বোর্ডার হষ্টেল ছাড়িয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ৫ জনই অন্যবিধ অসুবিধা নিরাকরণার্থ গিয়াছেন, চার্জ্জবৃদ্ধির জন্য নহে।

সংবাদদাতা হষ্টেলে থাকিবার সুবি প্রাবেশিক ফী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন আমাদিগের প্রতিবাদের উদ্দেশ্য নহে। সু অনধিকার চর্চ্চার আবশ্যকতা নাই ব নিরস্ত হইলাম।

সংবাদদাতা মহাশয় আমাদের প্রতিব মর্ম্মগ্রহণ না করিয়া যেরূপ চাপল্য প্রকাশ য়াছেন, তাহাতে আমরা প্রকৃত দুঃখিত য়াছি।

গত পরশ্ব পুরুলিয়ার ডেপুটী ন শ্রীযুক্ত বাবু রাখালদাস হালদার ( ইংলণ্ড ফ্রান্স মিশর প্রভৃতি দেশ সকল করিয়া আসিয়াছেন ) মহাশয় হষ্টেলে আ ছিলেন। তিনি গত দুই দিবস রাত্রিকালে ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বোর্ডারগণকে সু করিয়া গিয়াছেন। রাখালদাস বাবু এক উদারচেতা লোক। তাঁহার সহবাসে সক সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

হিন্দুহষ্টেল } শ্রীঃ—
৬ ই [illegible] }
১২৯৫ সাল }

—:*:—

মহাশয়! গুপ্তিপাড়া গ্রামে যে ইংর বদ্যালয়টী আছে, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের স নাই। কেবল ছাত্রবেতন ও গ্রামস্থ কতি ব্যক্তির সাহায্যে প্রায় চার বৎসর হইল তেছে। সম্প্রতি বর্ত্তমান বর্ষে উহার ব অপেক্ষা অনেক হীন হওয়াতে স্থায়িত্বের প্রতি অনেকের সংশয় জন্মিয় কুলটী থাকাতে উক্ত গ্রামের যে কত উপ তাহা বলা বাহুল্য। যাহা হউক ঐ বিদ্যাল বর্ত্তমান অবস্থা মহারাজ বর্দ্ধমানাধিপতি র [illegible] গোচর করা হইলে তাঁহার কি [illegible] এক্ষণে ইহা গুপ্তিপাড়া গ্রামটী মহারাজের অধিকার নহে। অতএব তিনি যে উহার প্রতি কৃপা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পরিচিত গুণের পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। নাম যথার্থ হিতকর তাহা কেহই অস্বীকার বেন না। আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার তেছি, মহারাজই আমাদিগের মৃতপ্রায় বিদ্যা লয়টিকে পুনঃ পল্লবিত করিলেন। বলি কি, যদি স্বদেশীয় ধনাঢ্য মহোদয়গণ সক এই প্রকার সৎকার্য্যে উৎসাহিত হন, হইলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হয় আমাদিগের বিদ্যালয় রক্ষিত হইবে পারে সন্দেহ নাই ইতি

গুপ্তিপাড়া স্কুল } শ্রীনরেন্দ্রমোহন
৪ কার্ত্তিক ১২৯৫

মেন সাহেবকৃত নূতন বিবাহপদ্ধতি লইয়া ... কালি দেশীয় ইংরাজী কাগজে গণ্ডগোল ... উঠিয়াছে। বড় বড় সম্পাদক মহাশয়েরা আপন আপন বড় বড় বুদ্ধি অনুসারে ... ইহাকে [illegible] করিবার ... করিতেছেন।

... এই দেশের এখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে ... এইরূপ একটী বিবাহপদ্ধতি আইন ... হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যাঁহারা হিন্দু ... মুসলমানপদ্ধতি এবং [illegible] নিয়মা- ... বিবাহ করিতে চান না, তাঁহাদি ... [illegible] প্রকাশিতেছেন ... ঐ পদ্ধতি করিতেছেন। ঐরূপ ... বিবাহপদ্ধতি না হইলে দেশের ... সম্ভাবনা, সুতরাং দেশের উন্নতির ... একটী বিবাহপদ্ধতি আইন ... সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। ... বিষয় এই যে, সম্পাদক মহাশয়েরা ... বিপরীতে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতে ...

এই নূতন বিবাহপদ্ধতি আইনবদ্ধ হইলে ... তাঁহাদিগকেও ঐ মতে পুনর্বিবাহ না ... [illegible] সন্তান [illegible] বিবাহ করিতে ... বাধা করিতেছেন না, তবে তাঁহারা ... [illegible] করিতে উদ্যত হইয়াছেন কেন? ... কারণ কিছুই বুঝা যায় না। এই উপলক্ষে ... ছিল। ইহাকে বিনাশ করা অপেক্ষা যাহাতে ... সংশোধিত হইয়া আইনবদ্ধ হয়, তাহার ... সকলেই করুন।

এই নূতনবিধ বিবাহপদ্ধতির [illegible] ... যদি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তাহা হইলে ... সাধারণের সুবিধা হইতে পারে।

১ ম। কন্যার চতুর্দ্দশবর্ষের [illegible] ... বাহ হইবে না, এরূপ না হইয়া [illegible] ... ভাল হয়।

২ য়। বিবাহসভায় রেজিষ্টারের উপস্থিত ... না।

(ক) বিবাহের সমুদায় [illegible] ... স্বজন সঙ্গে [illegible] ... রেজিষ্টারের [illegible] উপস্থিত হইতে পারিবেন [illegible] ... বর্ত্তিত হইবে এটী [illegible] ... হয় না।

রেজিষ্টরকে বিবাহসভায় [illegible] অধিক ব্যয় আবশ্যক, কিন্তু [illegible] অবস্থা সমান নহে, সুতরাং দরিদ্র লোকদিগের পক্ষে বিবাহ হওয়া দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে।

(খ) যদি এক স্থানে এক সময়ে ৩।৪ টী বিবাহ হয় তাহা হইলে রেজিষ্টরমহাশয় সকল স্থানে এক সময়ে কি প্রকারে উপস্থিত হইতে পারিবেন।

এক সময়ে অনেকগুলি বিবাহ হওয়াও কিছু অসম্ভব নহে।

৩ য়। রেজিষ্টরের সম্মুখে এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে "ঈশ্বরের সমক্ষে আইন অনুসারে আমি তোমাকে স্ত্রী ( স্বামী ) রূপে গ্রহণ করিলাম।

"ঈশ্বরের সমক্ষে" বলিবার আবশ্যকতা নাই। কারণ যখন রেজিষ্টরকে বিবাহসভায় আনয়ন করিবার আবশ্যকতা বোধ হইতেছে না, তখন অগ্রে ঈশ্বরের সমক্ষে বিবাহ হইয়া যাইবে, পরে বিবাহ রেজিষ্টরী করিবার সময় আবার ঈশ্বরের সমক্ষে বলিবার প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না।

৪। বিবাহ রেজিষ্টরী করিবার সময় যে সকলকে রেজিষ্টরী আফিসে যাইতে হইবে এটী ন্যায়সঙ্গত বোধ হয় না। দলিল দস্তাবেজ রেজিষ্টরীর সময় যেমন রেজিষ্টরকে বাটীতেও আনা হয় এবং আফিসেও যাওয়া হয়, সেই রূপ হইলে লোকের সুবিধা হইতে পারে।

৫। বহুবিবাহ যেরূপ স্পষ্টাক্ষরে নিষেধ করা হইয়াছে, বিধবাবিবাহ এবং ভিন্ন জাতিতে বিবাহ সেইরূপ স্পষ্টাক্ষরে আদেশ [illegible] হইলে আইনের গোলযোগ কাটিয়া যায়। [illegible] পরিষ্কার হয় ততই সাধারণের সুবিধা।

সকলের ইচ্ছায় এই নূতনবিধ পদ্ধতিটি [illegible] হইয়া আইনবদ্ধ হইলে দেশের একটী [illegible] সাধিত হয়।

[illegible]
১লা কার্ত্তিক } সোমপ্রকাশ পাঠক।
১২৭৫ সাল

---

## মূল্যপ্রাপ্তি।

| | | |
|---|---|---|
| শ্রীযুক্ত রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ সিংহ | মুঙ্গের | |
| ১২৭৫ কার্ত্তিক হইতে ১৫ আশ্বিন | | ১০ |
| শ্রীযুক্ত বাবু গোকুলকৃষ্ণচন্দ্র | বর্দ্ধমান | ১০ |
| শ্রীযুক্ত আর, সাউয়ার্স | কৃষ্ণনগর | |
| ১২৭৫ কার্ত্তিক হইতে ৭৬ আশ্বিন | | ১০ |

---

## সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা; মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি, মণিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ৴১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

---

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতিসোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ

ভাগ। — ৫০ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ | ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা।

সন ১২৭৫। ১৮ই কার্তিক। ১৮৬৮। ২রা নবেম্বর

মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক | ষাণ্মাসিক ৭, ৬ ত্রৈমাসিক ৩৸০


## বিজ্ঞাপন।

কি রা

...তেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা মূল্য ( নগদ ) ॥০ ...ই পুস্তক প্রথম অবধি দ্বিতীয় সর্গপর্য্যন্ত ...সংখ্যা নাগরাক্ষরে রামাশ্রমের টীকা ও ...লা অনুবাদের সহিত কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে ...হইয়া বিতরিত হইতেছে। ইহাতে মাঝে ...ীর্থ ও নাগোজী ভট্টের টীকা ও স্থলবিশেষে ...করা হইতেছে ও ইহা প্রতিমাসে ১০ ...অর্থাৎ ৮০ পৃষ্ঠা করিয়া মুদ্রিত ও প্রচা...হইবে। মূল্য ॥০ আনা। যাঁহারা গ্রাহক ...ভুক্ত হইতে চাহেন, তাঁহারা আমার নামে ...াতা ব্রাহ্ম সমাজেপত্র লিখিবেন। বিদেশীয় ...দিগকে /০ এক আনা ডাকমাশুল দিতে ...।

...বেণ ...৭৫ ...সমাজ — শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

—:০:—

...াত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থিগণের পাঠোপযোগী ...রমূলক মানসাঙ্ক মুদ্রিত হইতেছে। হাবড়া ...র স্কুলসমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত ...ক মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের নিকট ...পত্রসহ ঐ পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রেরণ ...তে তিনি এই উত্তর দেন, " এরূপ একখানি ...র বিলক্ষণ অসদ্ভাব ছিল, আপনি তাহা ...রিয়াছেন। প্রত্যেক বাঙ্গালা স্কুলে ছাত্র...র শ্রেণির ত কথাই নাই, অন্যান্য উচ্চ ...গুলিতেও ঐ গ্রন্থ শিক্ষিত হয়, ইহা ...ার আন্তরিক ইচ্ছা। হুগলি নর্ম্মাল স্কুলের ...্যবর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজমোহন মল্লিক মহাশয়কে আপনার মানসাঙ্ক আমি দেখিতে দি, তিনি লিখিয়াছেন যে কালীপ্রসন্ন বাবুর মানসাঙ্কের অধিকাংশ দেখিয়াছি এবং মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি যে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। ফলতঃ বাঙ্গালা স্কুলসমূহের পক্ষে গ্রন্থখানি বড় কাজের হইয়াছে এবং অঙ্ক বিষয়ের একটী অভাব পূরণ করিয়াছে।"

শ্রীকালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়।

—:০:—

## বিক্রয়ার্থ।

গাড়দেন রীচ ২৪ নং বাটী কুলাইসহ ১৯ নং জোড়া বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিরেশ্চন্দ্র আঢ্য
পলক এণ্ড কোং

—:০:—

## বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলম নানা বিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে /০ এক আনার হিসাবে কমিসন দি, অধিক টাকার পুস্তক লইলে /১০ আনার হিসাবে পাইবেন।

| | |
|---|---|
| বিদ্যাসুন্দর নাটক | ১ |
| কৃষ্ণকুমারী নাটক | ১ |
| পদ্মাবতী নাটক | ৸৴০ |
| শর্ম্মিষ্ঠা নাটক | ১ |
| নবীনতপস্বিনী নাটক | ১ |
| চন্দ্রবিলাস নাটক | ১ |
| রামাভিষেক নাটক | ১ |
| চন্দ্রকুন্তল নাটক | ॥০ |
| জানকী নাটক | ১ |

প্রেমাধিনী নাটক
ইন্দুপ্রভা নাটক
নলদময়ন্তী নাটক
আদিরহস্য নাটক
কীচক বধ নাটক
স্বর্ণশৃঙ্খল নাটক
বেশ্যাসক্তি নিবর্ত্তক নাটক
কলিকৌতুক নাটক
লীলাবতী নাটক
কুসুমকুমারী নাটক
কৌরববিয়োগ নাটক
শিববিবাহ নাটক
সত্ত্ব সমাধি নাটক
সপত্নী নাটক
পুনর্বিবাহ নাটক
রমণী নাটক
প্রেমকরা বিষম দায় নাটক
শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান নাটক
নবনাটক বহুবিবাহ নিষেধ
কামিনী নাটক
মুক্তাবলী নাটক
নবরমণী নাটক
মহানাটক
প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক
প্রাণেশ্বর নাটক
বজ্রব্যবহার নাটক
বাল্যবিবাহ নাটক
বাল্যোদ্বাহ নাটক
বিধবা পরিণয়োৎসব নাটক
বিধবাবিলাসখণ্ডন নাটক
উর্ম্মিলা নাটক
একেই আবার বড়লোক নাটক
কিছু কিছু বুঝি নাটক
বিক্রম নাটক

কলিকাতা জোড়া সাঁকো ৬৬ নং — শ্রীপ্রকাশচন্দ্র... নগদ "বড়...

# সোমপ্রকাশ

...শ ভাগ। ১ সংখ্যা।

“ প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং

...ক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
...ম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা। } সন ১২৭৫। ২রা অগ্রহায়ণ ১৮৬৮। ১৬ ই নবেম্বর { মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষি...
ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৷০ ...

## বিজ্ঞাপন।

...সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, সংস্কৃত ...বিকাগ্নিমিত্র নাটক গ্রন্থ প্রাকৃত ভাষায় ...সম্বলিত বঙ্গাক্ষরে কলিকাতা প্রাকৃতযন্ত্রে ...ত আরম্ভ করিয়াছি, বোধ হয় মূল্য ১৷০ ...রিত হইবে। অতএব ইহাতে আর কেহ ...র্পণ করিবেন না।

...ৃবিদ্যা বাটী
...৫ কার্ত্তিক
...১২৭৫ } শ্রী...ানন মুখোপাধ্যায়

—:০:—

## বাল্মীকি রামায়ণ।

...প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা মূল্য (নগদ) ॥০ ...এই পুস্তক প্রথম অবধি দ্বিতীয় সর্গপর্য্যন্ত ...য় সংখ্যা নাগরাক্ষরে রামানুজের টীকা ও ...লা অনুবাদের সহিত কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে ...ত হইয়া বিতরিত হইতেছে। ইহাতে মাঝে ...তীর্থ ও নাগোজী ভট্টের টীকাও স্থলবিশেষে ...ত করা হইতেছে ও ইহা প্রতিমাসে ১০ ... অর্থাৎ ৮০ পৃষ্ঠা করিয়া মুদ্রিত ও প্রচা... হইবে। মূল্য ॥০ আনা। যাঁহারা গ্রাহক ...ভুক্ত হইতে চাহেন, তাঁহারা আমার নামে ...কাতা ব্রাহ্ম সমাজে পত্র লিখিবেন। বিদে... গ্রাহকদিগকে /০ এক আনা ডাকমাশুল ... হইবে।

...াবণ
...২৭৫
...ব্রাহ্মসমাজ } শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

—:০:—

...ত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থিগণের পাঠোপযোগী ...রমূলক মানসাঙ্ক মুদ্রিত হইতেছে, হাবড়া ...র স্কুলসমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত ...ত মাধবচন্দ্র তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট এক পত্রসহ ঐ পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রেরণ করাতে তিনি এই উত্তর দেন, “ এরূপ একখানি গ্রন্থের বিলক্ষণ অসদ্ভাব ছিল, আপনি তাহা দূর করিয়াছেন। প্রত্যেক বাঙ্গালা স্কুলে ছাত্র বৃত্তির শ্রেণির ত কথাই নাই, অন্যান্য উচ্চ শ্রেণিগুলিতেও ঐ গ্রন্থ শিক্ষিত হয়, ইহা আমার আন্তরিক ইচ্ছা। হুগলি নর্ম্যাল স্কুলের যোগ্যবর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজমোহন মল্লিক মহাশয়কে আপনার মানসাঙ্ক আমি দেখিতে দি, তিনি লিখিয়াছেন যে কালীপ্রসন্ন বাবুর মানসাঙ্কের অধিকাংশ দেখিয়াছি এবং মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি যে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে; ফলতঃ বাঙ্গালা স্কুলসমূহের পক্ষে গ্রন্থখানি বড় কাজের হইয়াছে এবং অঙ্ক বিদ্যার একটী অভাব পূরণ করিয়াছে।”

শ্রীকালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়।

—:০—

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গার বাড়ুর্য্যে ব্রাদার্স কোম্পানির দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে:—

| প্রণীত | মূল্য | |
|---|---|---|
| গ্রীসইতিহাস | ১ | টাকা |
| রোমইতিহাস | ১ | ঐ |
| ভূষণসার ব্যাকরণ | ।০ | আনা |
| নীতিসার (১ম ভাগ) | ৵০ | ঐ |
| নীতিসার (২য় ভাগ) | ৵০ | ঐ |
| প্রচারিত। | | |
| মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ | ॥০ | ঐ |

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

—:০:—

## পুরাণ প্রকাশ।

### বিষ্ণুপুরাণ।

অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা (অগ্রিম মূল্য) ॥০।

যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি মুদ্রা... আমহর্ষ্ট ষ্ট্রীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্যপ্র... যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যা... শ্রীযুক্ত জগমোহন তর্কালঙ্কারের নামে ... খণ্ডের টাকা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অ... না পাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠান নিয়ম নাই ইতি।

—:০:—

## বিক্রয়ার্থ।

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান। সর রাজা ... কান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে ... দিয়া উত্তম বাঁধান, মূল্য ১৫০ টাকা।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ...

—:০:—

## বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী ...

১৬ নং ঝোড়া বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ... করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা, ... ...রিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডার্স, আরবো...
থনট এবং কোং...

—:০:০:—

## বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ

### প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলম এ... বিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদি... /০ এক আনার হিসাবে কমিশন দি, অধি... টাকার পুস্তক লইলে /১০ আনার হিসা... পাইবেন।

বিদ্যাসুন্দর নাটক
কৃষ্ণকুমারী নাটক
পদ্মাবতী নাটক

| | |
|---|---|
| শর্মিষ্ঠা নাটক | ১ |
| ...বীরতপস্বিনী নাটক | ১ |
| ...বিলাস নাটক | ১ |
| ...মাণিক নাটক | ১ |
| ...রঞ্জন নাটক | ৷৷০ |
| ...নকী নাটক | ১ |
| ...মামিনী নাটক | ৷৷৵০ |
| ...প্রভা নাটক | ১ |
| ...দময়ন্তী নাটক | ১ |
| ...স্বরদা নাটক | ১ |
| ...চক বধ নাটক | ৷৷০ |
| ...শৃঙ্খল নাটক | ৷৷৵০ |
| ...সক্তি নিবর্ত্তক নাটক | ১ |
| ...লিকৌতুক নাটক | ৷৷৵০ |
| ...লাবতী নাটক | ১৷৷০ |
| ...কুমারী নাটক | ১ |
| ...রবয়েস নাটক | ১ |
| ...বিবাহ নাটক | ৷৵০ |
| ...সমাধি নাটক | ১ |
| ...তী নাটক | ১ |
| ...বিবাহ নাটক | ৷৷০ |
| ...লী নাটক | ৷০ |
| ...কলা বিষমদায় নাটক | ৷৷০ |
| ...বংশ রাজার উপাখ্যান নাটক | ৷৷০ |
| ...নাটক বহুবিবাহ নিষেধ | ১ |
| ...বী নাটক | ১ |
| ...লী নাটক | ৷৷০ |
| ...মনী নাটক | ৷০ |
| ...নাটক | ৷৷০ |
| ...চন্দ্রোদয় নাটক | ১ |
| ...শ্বর নাটক | [illegible] |
| ...বতার নাটক | ৷৷৵০ |
| ...বিবাহ নাটক | ৷০ |
| ...লাম্বার নাটক | ৷৵০ |
| ...বা পরিণয়োৎসব নাটক | ১ |
| ...সম্মেলন নাটক | ৷৷০ |
| ...শী নাটক | ১ |
| ...ই আবার বড় ... নাটক | ৷৷০ |
| ... কিছু বুঝি নাটক | ৷৷৵০ |
| ...ম নাটক | ৷৷০ |

...কাতা জোড়া- ... ৬৪ নং } শ্রীচণ্ডীচরণচন্দ্র রায় ... বাক্স...।

---

...সিংহের বিলাপ ... মুদ্রিত হইয়া ... প্রতি ... এবং বিনা স্বাক্ষর কার্ডের প্রতি ৮০ বার আনা যদি ইহার মধ্যে কেহ স্বাক্ষর করিতে চাহেন, সোমপ্রকাশ সম্পাদকের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া পাঠাইবেন।

১২৭৫ } ৩১ কার্ত্তিক } শ্রীপি

**ঢোল।**

... সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাই তেছে ... নিম্ন লিখিত অবয়ব বিশিষ্ট আমার ... শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ... হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছে। যেখান ... আবদ্ধ করিয়া বিনা ক্লেশে রাখিয়া আমাকে সংবাদ দিতে পারিবেন, আমি তাঁহাকে ২৫ টাকা পুরস্কার দিতে সম্মত আছি। আর ... আহারাদির ক্লেশ না দিয়া আমার নিকট ... দিতে পারেন, তাহাহইলে সমুদায় ... ও পুরস্কার ৫০ টাকা পাইবেন।

অবয়বাদি যথা।

নাম গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পিতার নাম ...চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সাকিন চাঙ্কি ডাঙ্গা জেলা যশোহর, হাল সাকিন কটক স্কুল, জেলা ...গঞ্জ, বয়স ১৮। ১৯ বৎসর, উত্তম শ্যাম-বর্ণ, কৃশ শরীর, মুখে দাড়ি গোঁপের রেখা হই য়াছে, কিঞ্চিৎ উচ্চ দন্ত, মাথায় খাট চুল, ... নীচে ... কিঞ্চিৎ ও এক চক্ষের ভ্রূকুটে এক ... হস্তের বা হাতে এক অস্ত্রাঘাতের এবং ... স্থায় টীকার দাগ আছে। পিছের চুল ... গ্রীবার উপর লম্বা হইয়া নামিয়াছে। ইংরেজী ও বাঙ্গলা জানে, লোকের সহিত কথা কহিতে ভীরুতা প্রকাশ পায় না।

ষ্টেসন জামালপুর জেলা ময়মনসিংহ ৯ ই নবেম্বর ১৮৬৮। } শ্রী...লোকচন্দ্র রায় সব ইনস্পেক্টর।

---

## নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের ১ লা নবেম্বর মাস হইতে ৭ ই নবেম্বর পর্য্যন্ত ভাগীরথী নদীর সর্ব্বকমতি জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

| স্থানের নাম | সর্ব্বকমতি জল ফুট | ইঞ্চ |
|---|---|---|
| মহানার উপর পদ্মানদীতে | ২০ | ৭ |
| মহানায় | ৫ | ৮ |
| তথা হইতে জঙ্গিপুর ১৩৪ মাইল মধ্যে | ২ | ৬ |
| জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৬ মাইলের মধ্যে | ২ | |
| বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে | ২ | |
| কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইল মধ্যে | ৩ | |

সন ১৮৬৮ সালের ১০ ই নবেম্বরে ব... গঞ্জঘাটের জলের মাপ।

ফুট

গঞ্জঘাটের উপর ২

বহরমপুর ১০ ই নবেম্বর ১৮৬৮। } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল... একজিকিউটিব ইঞ্জি... বহরমপুর ডিবিজন।

---

সংস্কৃত মেঘদূত।

মল্লিনাথকৃত সঞ্জীবনীনামক উৎকৃষ্ট ... এবং উইলসন সাহেবেরকৃত ইংরাজী প... বাদ এবং নোট (টীকা) সমেত মুদ্রিত ... য়াছে। মূল্য ১৷৷ টাকা কলিকাতা সকল ... রিতে পাওয়া যায়।

# সোমপ্রকাশ।

২রা অগ্রহায়ণ সোমবার।

ইউরোপীয় সৈনিক বারিক ও সিপাহী কুটীর।

যে যে কারণে সর জন লরেন্স ... ঠাসাতে অসমর্থ হইলেন, অকারণ সৈ... ব য় বৃদ্ধি করা তাহার প্রধান। সৈ... দিগের নিকটে তাঁহার প্রশংসালা... অধিকতর ইচ্ছানিবন্ধন সরকারী রা... হইতে ১১ কোটি টাকা ব্যয় করা হই... পূর্ব্বতন বারিকগুলি অস্বাস্থ্যকর না... দোষের মধ্যে এই লার্ড ডেলহাউসি... চারলস নেপিয়রের প্রতিবাদ অগ্রা... করিয়া স্থানে স্থানে উপরের ঘরও... বড় অধিক উচ্চ করান নাই। স্থা... যে দোষ দেওয়া হয়, সেটী প্রকৃত ... নয়। প্রকৃত কথা এই, প্রত্যেক শি... রকে এক একটী দুর্গ স্বরূপ করা হই... সর জন লরেন্সের আশঙ্কা এই, প... সকল লোকে বিদ্রোহী হইয়া ইউরো... য়দিগের শিরশ্ছেদন করেন। এই নি... এতদ্দেশীয় সৈন্যদিগকে নিকৃষ্ট ...

কৃষ্ট বস্ত্র ও নিকৃষ্ট শিক্ষা দেওয়া
তেছে। ইংলণ্ডীয় কর্তৃপক্ষ তাঁহার
কে ভুয়োদর্শনসমুত্থিত বোধ করিয়া
বাক্য তুল্য জ্ঞান করেন ; কিন্তু
মরা স্পষ্টাক্ষরে এই অনুদার ব্যবহা
র প্রতিবাদ করিতেছি। কোন শাসন
র্তা প্রকাশ্যরূপে লোককে এত অবি-
স করিয়া শাসন করেন নাই। সর জন
রন্স হইতে জাতিবৈর আরও বৃদ্ধি
ল। যাবতীয় ভারতবর্ষীয় কি শুদ্ধ
দ্রোহী? এক লক্ষ সিপাহী বিদ্রোহী
; কিন্তু তাহাদিগের দমনার্থ সহস্র
স্র ভারতবর্ষীয় অস্ত্রধারণ করিয়া-
লেন। কাহাদিগের সাহায্যে পঞ্জাব
না পায়? কাহারা দিল্লী জয় করিয়া
য়? ইহাতেও এত অবিশ্বাস প্রকাশ
কৃত রাজনীতিজ্ঞোচিত কার্য্য নহে।
য়েক বৎসরপরে ইংরাজেরা দেখিতে
ইবেন, সর জন লরেন্সের এ রাজনীতি
ফল বিধায়িনী নয়। কত অর্থ অনর্থ
য়ত হইল। এক্ষণকার সৈনিক ব্যয়
দ্রোহের সময়ের ব্যয়ের প্রায় তুল্য
য়াছে। লেগু সাহেব অধিকতর চেষ্টা
রিয়া যাহা কমাইয়াছিলেন, তাহার
গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। এই কারণে
াকেকে এত করভার বহন করিতে
তেছে। এত টাকা ত গেল; কিন্তু
ল সৈন্যের প্রতি কি সমান বিবে
করা হইতেছে? এতদ্দেশীয় সৈন্য
ার আর্দ্র ও ক্ষুদ্র কুটীর কি ঘুচিয়াছে?
রোপীয় সৈন্যগণ যে শ্রেণি হইতে
ানীত হয়, তাহারা জন্মাবচ্ছিন্নে ভার
র্ষের বারিকের ন্যায় বাটীতে থাকে
; কিন্তু যে শ্রেণি হইতে সিপাহীরা
ইসে, তাহারা গবর্ণমেণ্টের পর্ণকুটীর
পেক্ষা উত্তম গৃহে বাস করে। লোকে
এরূপ মনে করেন, যে গবর্ণমেণ্ট মনে
রেন সহস্র সহস্র দেশীয় সৈনিক পান

বলিয়া তাহাদিগের বাসস্থান ও স্বাস্থ্যের বিষয়ে তত মনোযোগ দেন না। সেটী কি অমূলক বলিয়া বিবেচিত হইবে? ফলতঃ এইরূপ বোধ হয়, যেন এক জন সিপাহীর জীবন অপেক্ষা গবর্ণমেণ্ট একটী বন্দুকের উপর অধিক মায়া করিয়া থাকেন। এত টাকা যখন ব্যয় করা হইল, তখন সকল সৈন্যের উত্তম বাসস্থান করা হইল না কেন? ইংলণ্ডে সৈন্য পাওয়া কঠিন হইয়াছে। এ দেশে পরিশ্রমের মূল্য এত বৃদ্ধি হইতেছে যে, গবর্ণমেণ্ট যদি এতদ্দেশীয় সৈন্যদিগের প্রতি অধিক বিশ্বাস ও স্নেহপ্রদর্শন না করেন, তাহা হইলে দশ বৎসর পরে আর সৈন্য পাওয়া ভার হইবে।

—:০:—

ভারতবর্ষের সাক্ষ্যের আইন।

ভারতবর্ষের আইনসংক্রান্ত কমিসনরগণ রাজ্ঞীর নিকটে এ দেশের সাক্ষ্য বিষয়ক আইনের যে পাণ্ডুলেখ্য প্রদান করিয়াছেন, তাহা ও কমিসনরদিগের মত গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। কমিসনরদিগের এ বিষয়ে যে সমস্ত অভিব্যক্ত হইয়াছে, তদ্বিষয় বিবেচনা করিলে তাঁহাদিগের পাণ্ডুলেখ্যের প্রশংসা করা যায় না। ডাক্তর ফিশগুটন প্রিবি কৌন্সিলের এক আজ্ঞা প্রচার করিবার সময়ে আক্ষেপ করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের নিম্নতর আদালতসমূহে অনেক অপ্রাসঙ্গিক সাক্ষ্য ও দলীল প্রমাণরূপে গৃহীত হয়। কিন্তু প্রস্তাবিত পাণ্ডুলেখ্য আইন কমিসনরগণদ্বারা এবিষয়ের অংশমাত্র উৎকর্ষ সাধিত হুইল। ডাক্তর ফিশগুটনের মতানুসারে তাঁহারা কেবল নথি লঘু করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, এই মাত্র। এপর্য্যন্ত যেসকল সাক্ষ্য ও দলীল প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইত তাঁহারা তাহার অধিকাংশ পরিত্যাগ করিয়াছেন

বটে ; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে প্রমাণগ্র
বিশেষ নিয়ম করা হয় নাই।
উল্লিখিত পাণ্ডুলেখ্যের
ধারাতে আছে, আদালত শব্দে
য়ানী ও ফৌজদারি উভয়বিধ বিচার
অর্থাৎ আইন অথবা অর্থী প্রত্য
সম্মতিক্রমে যাঁহাদিগের সাক্ষ্য
করিবার অধিকার আছে, তাঁহাদি
বুঝাইবে। ফৌজদারি আইনের ১৪৪
নুসারে এক্ষণে পুলিস কর্মচারীদিগে
বিশেষ ঘটনার অনুসন্ধানার্থ স
গ্রহণ করিবার ক্ষমতা আছে, তাঁহা
আদালত শব্দে অভিহিত হইবেন
না, বিশেষ করিয়া লেখা উচিত ছি
ফৌজদারি আইন অনুসারে পুলি
রিপোর্ট সাক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত
না, এটীও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দে
উচিত ছিল ভবিষ্যতে গোলযোগ
বার সম্ভাবনা।
যখন যে বিষয় লইয়া মকদ্দমা
স্থিত হয়, যদ্দ্বারা তাহার প্রমাণ হই
সম্ভাবনা থাকে, সে সমুদায় প্র
সাক্ষ্য হইতে লইবে, কিন্তু বিচারপতি
সাক্ষ্য লইলেই তাহা প্রমাণ বলিয়া
করিবেন না। এক ব্যক্তি তৃতীয় ব্যক্তি
যে বিষয় বলিতে শুনিয়াছেন, অ
লিখিতে দেখিয়াছেন, তাহা গ্র
হইবে না ; কিন্তু যে স্থলে এটীই
বিচার্য্য হইবে, অর্থাৎ যখন ঐ
কথা উপস্থিত হইবে, সে সময়ে এই
প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে। এই
ধারা উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ১৮৫৫ অ
দুই আইনে এ বিষয়ে বিশেষ বিধি
এই দুটী ধারা হইয়াছে অনেক অপ
ও অপ্রাসঙ্গিক সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হইবে
কমিসনরগণ বলেন, যাহার কা
নামে লেখা লিখিত থাকিলেই যে
গ্রাহ্য হইবে তাহা নহে। এটী
হয় নাই। অনেক স্থলে এতদ্দেশীয়

রেলওয়ে ও খালপ্রভৃতি সামান্যতঃ
শের শ্রীবৃদ্ধিসাধনের প্রধান উপায়।
স্কৃত নীতিশাস্ত্রজ্ঞেরা নদীহীন
শকে বাসের অযোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ
য়া গিয়াছেন। খাল নদীর প্রতিনিধি।
মরা যে খালটীর প্রসঙ্গ করিতেছি,
হইলে কেবল যে বাণিজ্যের সুবিধা
। দেশের উন্নতি সাধিত হইবে তাহা
. কৃষিকার্য্যেরও বিলক্ষণ উপকার
র্শিবে। সুন্দররূপ জলনির্গমের পথ
ক্ষেত্রে জল দানের উপায় না থাকাতে
তিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি উভয়েতেই শস্যের
নষ্ট ঘটিয়া থাকে। খাল হইলে উভ
ই সদুপায় হইবে।

দক্ষিণাঞ্চলের প্রতি সময়ে সময়ে
ও বরুণ উভয়েরই কোপদৃষ্টি নিপতিত
তন্নিবন্ধন তত্রত্য লোকদিগকে যার
নাই কষ্ট ভোগ করিতে হয়। কষ্ট
গ ব্যতিরেকে সৌভাগ্যের উদয় হয়
দক্ষিণাঞ্চলের লোকেরা এত দিন যে
ভোগ করিয়াছিলেন, তাহার ফল
প এককালে দ্বিগুণ সৌভাগ্য লাভ
লেন। এক দিকে কুল্পি যাইবার
ওয়ে অপর দিকে খাল হইল।

এসময়ে ঐ দুটী মহোপকারক
কার্য্য আরম্ভ করাতে রাজপুরুষেরা
দের যোগ্য পাত্র হইয়াছেন। অতি
নবন্ধন দক্ষিণাঞ্চলের লোকেরা
শয় কষ্ট পাইতেছেন। এসময়ে
দিগের কষ্টনিবারণের উপায়
একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।
ওয়ে ও খাল এ দুটীই সেই সদুপায়
তে। ক্লেশাপন্ন ব্যক্তিদিগকে
অর্থদান আমাদিগের অভিমত
তাহাতে লোকের ক্লেশনিবৃত্তি
। খাটাইয়া দিলে তাহাদিগের
দিনের একটী আয় নির্দ্দিষ্ট থাকে,
ঙ্গে চির কালের মহোপকারক
ষ্ঠানও সাধিত হইয়া যায়। তবে

একটু বিশেষ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, মজুরের সময়ের নির্দ্দিষ্ট মজুরী দিবার নিয়ম না করিয়া যাহাতে লোকের সংসার নির্ব্বাহিত হয়, এইরূপ বিবেচনা করিয়া মজুরী দেওয়া উচিত।

আমরা অনেক বার যে বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়াছি, এই প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ করা অবৈধ হইতেছে না। বারাসতে ও নদীয়া জিলায় যে কয়েকটী নদীর স্রোত বদ্ধ হইয়া যাওয়াতে জলনির্গমের পথ বদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সেগুলি কাটিয়া তাহার স্রোত প্রবল করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ঐ স্থানগুলি কেবল যে স্বাস্থ্যকর হইবে এরূপ নয়, তদ্দ্বারা বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যাদিরও সবিশেষ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা।

### বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার অনুচরগণ।

এবারও বাবু কেশবচন্দ্র সেনের অনুচরগণের ব্যবহারবিষয়ক প্রেরিত পত্র দ্বারা সোমপ্রকাশের অনেক স্থান পরিপূরিত হইয়াছে। অনুচরেরা কেশব বাবুর আশ্রয়ব্যতিরেকে মুক্তিলাভের উপায় নাই ভাবিয়া তাঁহাকে পূজা করিতে (পুষ্পচন্দনাদিদ্বারা নয়) আরম্ভ করিয়াছেন, দেখিয়া পত্রপ্রেরকেরা বিস্ময়প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু পৃথিবীতে যেগুলি ধর্ম্ম বলিয়া প্রচলিত, অবলম্বিত ও আদৃত হইতেছে, কুসংস্কারশূন্যচিত্ত হইয়া তাহার স্বরূপ নিরূপণ করিয়া দেখিলে বিস্ময় জন্মিবার অণুমাত্র কারণ থাকে না। প্রকৃত ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত হইয়াছে। যেগুলি বাস্তবিক ধর্ম্ম নয় সেই গুলিই ধর্ম্ম বলিয়া অনুষ্ঠিত হইতেছে। প্রকৃত ধর্ম্ম যদি জগতে প্রচলিত হইত, সকল লোকেই একধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিগণিত হইতেন, কখন ধর্ম্মভেদ হইত না। মনুষ্যের ভ্রমপ্রমা

দাদিনিবন্ধন জগতে প্রকৃত ধর্ম্মের
দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। কি খৃষ্ট কি
মান, কি হিন্দু, কি নবরচিত ব্রা
ইহার অবয়বরচনার বিষয় যদি
লোচনা করিয়া দেখ, দেখিতে পা
কতকগুলি প্রণালী ও পদ্ধতিবদ্ধ
ষ্ঠানই ধর্ম্ম বলিয়া আদৃত হইয়া
খৃষ্টিয়ানেরা বলেন, বাইবল প্রমাণক
হিন্দুরা বলেন বেদপ্রমাণক এবং
মানেরা বলেন কোরাণপ্রমাণক।
বাইবলে জলসংস্কার দি মুসলমান
ত্বকচ্ছেদাদি এবং হিন্দুধর্ম্মে উ
নাদি কতকগুলি ক্রিয়ানুষ্ঠানের
আছে। সকলের সারসংগ্রহ ক
যে আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্ম বির
হইয়াছে, তাহাতেও অমস্তক অন্ন
নাদি এবং উপাসনাকালে একত্র
বেত হইয়া নয়নমুদ্রণাদি কতক
ক্রিয়ানুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

মানুষের যেমন ধর্ম্মপ্রবৃত্তি আছে,
মনি প্রবল ক্রিয়ানুষ্ঠানপ্রবৃত্তিও দৃষ্ট
তেছে। ক্রিয়ানুষ্ঠানপ্রবৃত্তির প্রা
নিবন্ধন এক ঈশ্বরের উপাসনা য
তীয় ধর্ম্মের প্রতিপাদ্য হইলেও
মেঘদ্বারা দিবাকরের ন্যায় উহাদ্ব
সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। অভ্যাসবশ
ক্রিয়ানুষ্ঠানগুলির প্রতি লোকের এ
দৃঢ়ভক্তি জন্মিয়া গিয়াছে যে, উহার
মাত্র অন্যথাচরণ হইলেই লোকে
করে, অধর্ম্মস্পর্শ হইল এবং ক্রিয়াগু
অনুষ্ঠান হইলেই মনে করে, ধর্ম্ম র
ও পুণ্য উপার্জ্জিত হইল। কাজে কা
প্রকৃত ধর্ম্ম যে ঈশ্বরোপাসনা তা
বলক্ষয় হইয়া যায়; সে দিকে লোক
তাদৃশ দৃষ্টি থাকে না। পদ্ধতিবদ্ধ ক্রি
ষ্ঠান ধর্ম্ম বলিয়া আদৃত হওয়াতে ধ
যে কতদূর অপকর্ষ হয়, তাহা রোম
কাথলিক ধর্ম্মদ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে
প্রটেষ্টান্টদিগের যে খৃষ্টধর্ম্ম, উহাদি

রও সেই খৃষ্টধর্ম; কিন্তু উহাঁদিগের দ্বারা অনাদি অসংখ্য ক্রিয়ানুষ্ঠান দৃষ্ট হয়। প্রটেষ্টান্টেরা ঐগুলির অনুষ্ঠান করেন বলিয়া কাথলিকেরা উহাঁদিগকে অধার্ম্মিক বোধ করেন।

বোধ হয়, এখন পাঠকগণ বুঝিতে পারিলেন, কোন পদার্থ জগতে ধর্ম্ম বলিয়া আদৃত হইয়াছে। এক ঈশ্বরের উপাসনা সমুদায় ধর্ম্মের প্রতিপাদ্য হইলেও ক কারণে যে মতভেদ হইয়াছে, তাহাও বোধ হয় পাঠকগণ বুঝিতে পারিলেন। ক্রিয়ানুষ্ঠান ও ক্রিয়ানুষ্ঠান বিধায়ক গ্রন্থ এ সমুদায়ই মনুষ্যকল্পিত। মনুষ্যকৃত বলিয়াই ধর্ম্মবিষয়ে এত ভেদ হইয়া উঠিয়াছে। একের কৃত অনুষ্ঠানপদ্ধতিকে অপরে শ্রদ্ধা করে না। সুতরাং সকলে একপথাবলম্বী হইতেছে না। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম যে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা, তাহাতে মতদ্বৈধ নাই।

এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, কেশব বাবুর কতকগুলি অনুচর যে তাঁহার পূজা করিবেন, আর কতকগুলি যে তাহাতে বিপ্রতিপত্তি করিবেন তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় কি না? ক্রিয়ানুষ্ঠান পদ্ধতি হইতেই মনুষ্যের পূজা ও উপধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। ক্রিয়ানুষ্ঠানপদ্ধতিতে মনুষ্যের মনকে এমন দুর্ব্বল করিয়া তুলে যে, কিঞ্চিদধিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির পূজা দূষিত বলিয়া বোধ হয় না। অন্য অন্য অনুষ্ঠানের সহিত এ অনুষ্ঠানটীও আদৃত হইয়া উঠে।

সমাজবদ্ধ হইয়া ঈশ্বরোপাসনা করিতে গেলেই অনুষ্ঠানের ও অনুষ্ঠান হইতে মনুষ্যপূজা ও উপধর্ম্মের সৃষ্টি হইবে, যদি এরূপ হইল, তবে কিরূপে জগতে ঈশ্বরোপাসনা প্রবর্ত্তিত হইবে এবং ঈশ্বরোপাসনা প্রবর্ত্তিত না হইলে কিরূপে বা নাস্তিকতাপ্রাদুর্ভাব নিবারণ হইবে, এক্ষণে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। ইহার উত্তর এই, ধর্ম্মনীতির ন্যায় বাল্যাবধি ধর্ম্মের আলোচনা না হইলে তাহা হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় না। বদ্ধমূল না হইলেও তাহাকে দৃঢ়তর না হ। অবেন। দৃঢ়তর আছ না কম সেই কার্য্য কালে ধর্ম্মবন্ধন শ্লথ হইয়া যায়। অতএব কর্ত্তব্য, বাল্যকালে যখন বালকেরা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, সেই সময় অবধি বিদ্যা প্রবৃত্তনাদি পরিত্যাগ উপদেশের ন্যায় ঈশ্বর বিষয়ক উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। ঈশ্বর আমাদিগের সৃষ্টি ও পালন কর্ত্তা। পাপ কর্ম্ম করিলে তিনি পর কালে তাহার দণ্ড বিধান করিবেন, এইরূপ উপদেশ সাধারণে প্রদান করিলে ক্রমে ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় ভক্তি জন্মিতে থাকিবে এবং পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠানে ভয় ও অশ্রদ্ধা জন্মিয়া উঠিবে। এপ্রকার সাধারণ উপদেশে হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী কাহারই বৈমত্য ও আপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। এরূপ কোন ধর্ম্মাবলম্বী নাই যে তিনি ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্ত্তা ও পাপের দণ্ডদাতা না বলেন। তবে এক কথা আছে, কেহ কেহ আপত্তি করিবেন, বালকেরা ঈশ্বরের বিষয় বুঝিবে কেন? এবং কোন একখানি ধর্ম্মপুস্তক অবলম্বিত না হইলেই বা কিপ্রকারে তাহাতে তাহাদিগের সংস্কার জন্মিবে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই, ঈশ্বরের বিষয় বুঝা বালক ও বৃদ্ধ সকলেরই সমান যাঁহার সৃষ্ট একটী পদার্থ সুন্দররূপে বুঝা যায় না, মানুষ যে তাঁহার স্বরূপ নিরূপণ ও তাঁহার বিষয় বুঝিবার চেষ্টা পান সেটী তাঁহার অহঙ্কারের কর্ম্ম। আমরা যে তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে পারিনা তাহাতেই তাঁহার মহত্ত্ব প্রকাশ পাইতেছে। আমরা যদি তাঁহাকে জানিতে পারিতাম তাহা হইলে সময় বিশেষে তাঁহার প্রতি অভক্তি জন্মিত। তাঁহার প্রতি ভক্তি করা এবং পাপকার্য্যে ঘৃণা কর, বাল্যাবধি আমাদিগের অভ্যাস করিতে হইবে। যখন অবসর পাইব তখনই তাঁহার উপাসনা করিব, তাহাতে দেশ কাল বিবেচনা ও একত্র সমবেত হইবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার মহিমা ও সৃষ্টিকৌশলজ্ঞানার্থ কোন গ্রন্থ অবলম্বনের আবশ্যকতা নাই। জগতের প্রত্যেক পদার্থই সেই গ্রন্থ। তাহা দেখিয়াই নিরন্ত কাল তাঁহার প্রতি, ভক্তি শিক্ষা করিব।

### পোষ্ট আফিস ও তাহার অন্যায় নিয়ম।

অনেক ডাকহরকরা যথাসময়ে পত্র দেয় না, অনেকে পত্র ফেলিয়া দেয়, অনেকের নিকট হইতে কৌশলে অতিরিক্ত পয়সা লয় যথাসময়ে পত্র না পাওয়াতে অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন। লোকে ও সমাচারপত্রসম্পাদকেরা পোষ্ট আফিসের প্রতি উল্লিখিতপ্রকার দোষারোপ করিয়া সচরাচর যে আক্ষেপ করিয়া থাকেন, আমরা আজ সে আক্ষেপ করিতেছি না। আমাদিগের আক্ষেপ এই বিনা মাসুলে অথবা অপর্য্যাপ্ত মাসুলে যেসকল পত্র প্রেরিত হয়, পোষ্ট আফিস তাহার মাসুলগ্রহণের যে নিয়ম করিয়াছেন সেটী অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। এ নিয়ম দ্বারা পরের অপরাধে পরের দণ্ড করা হইতেছে। এক ব্যক্তি মাসুল না দিয়া চিঠি পাঠাইল, অন্য ব্যক্তির দণ্ড হইল আমরা দ্বিগুণ মাসুল লইবার কোন যুক্তিই দেখিতে পাইতেছি না। হয় সমাচারপত্রের ন্যায় অগ্রে টিকিট দেওয়া না হইলে চিঠি ডাকঘরে লওয়া হইবে না এই নিয়ম হউক অথবা যদি চিঠি লওয়া হয় দ্বিগুণ মাসুল লওয়া হইবে না। যে বিনা মাসুলে পত্রগ্রহণ করে, তাহার কিছুমাত্র অপরাধ নাই। যাহারা মাসুল না দিয়া পত্র প্রেরণ করে, তাহাদিগেরও ইচ্ছাজনিত একর্ম্মটী হয় না। অনেক স্থানে টিকিট পাওয়া যায় না, চিটি না পাঠাইলে কার্য্যক্ষতি হয়। অগত্যা তাহা বিনা মাসুলে পত্র পাঠাইয়া থাকে। এরূপ স্থলে কি পত্রগ্রহীতার দ্বিগুণ মাসুল গ্রহণরূপ দণ্ডবিধান বিধেয় হয়? যাহারা পর্য্যাপ্তরূপ মাসুল না দিয়া পত্রপ্রেরণ করে, সেটীও তাহাদিগের অনিচ্ছাসম্ভূত হয়। তাহারা পত্রের ওজন বুঝিতে পারে না। পত্র ওজন করিয়া যে পত্রপ্রেরণ করেন এ সুবিধা সকলের নাই। ডাকঘরে এরূপ পত্র গ্রহণ করাই অনুচিত। দাক দোষে হউক, একের অপরাধে অপরের দণ্ড হওয়াটি ত একান্ত অন্যায়। তাহা পর আবার সেই দণ্ড দ্বিগুণরূপ গুরু হয়। অতএব এই নিয়মটীর সংশোধন করা অতিশয় উচিত।

## বিবিধসংবাদ।

২৫এ কার্ত্তিক সোমবার।

১৮৫৩ অব্দে প্রথমতঃ ২০ মাইল রেইল খোলা হয়, এক্ষণে ৩৯৪৩ মাইল হইয়াছে। এক্ষণে ১১ টী কোম্পানী আছেন। ইহাঁদিগের ৯০৭ খানি কল, ২৭০০ খান গাড়ী শকট ও ২৫ ৯১৯ খানি মালগাড়ী। গবর্ণমেণ্ট ৫,৬০৯ মাইল রেলওয়ে করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন, এখনও ১৬৬৬ মাইল আছে। এইসকল রেইলওয়ে করিবার গবর্ণমেণ্ট ৮৩ কোটি টাকা মূলধন দেন। ইহার মধ্যে ৭৬,৫৭,৯০,০০০ টাকা এবং ৭৫ কোটি ব্যয় করা হইয়াছে। ৮০,০৪,৯০,০০০ টাকা দিয়াছেন; আর ০,০০,০০০ টাকা ধার লিয়া সংগ্রহ করা। ৪৯৬৯০ অংশে এই টাকা বিভক্ত। ইংলণ্ডে ৪০,২২১ ও ভারতবর্ষে অংশী গৃহীত হইয়াছে। যত টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কল, শকটপ্রভৃতি নির্ম্মাণে ইংলণ্ডে ৩০ কোটি ও ভারতে ৪১ কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। ১৮৫০ অব্দে ১৮৬৭ অব্দ পর্য্যন্ত রেইলওয়েতে মোট ৫,৩০৯ খান শকট নির্ম্মিত হয়। কোম্পানিরা বলেন, সর্ব্বশুদ্ধ ৯৩,১১,৬০ টাকা না হইলে সমুদায় রেইলওয়ে প্রস্তুত হয় না।

ভিন্ন ভিন্ন রেইলওয়ে কাম্পানির নিম্ন মূল ধন সংগ্রহ হইয়াছে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| গ্রেট ইণ্ডিয়ান | ১৯,০০,০০,০০০ | ১৮,২৪,৮১,৬০০ | ১৭,৩১,৪৭,৮৪০ |
| মাদ্রাজ | ১০,০০,০০,০০০ | ৯,৫৫,০৪,৪১০ | ৮,৭৮,৫৯,৭২০ |
| সিন্ধু | ২,১৫,০০,০০০ | ২,০৯,৭৪,৯৬০ | ২,১১,১০,৭৫০ |
| সিন্ধুর জাহাজ সমূহের | ৩২,৪০,০০০ | ৫০,১৪,০৫০ | ৫৭,২০,৫২০ |
| পঞ্জাব | ২,৭৫,০০,০০০ | ২,০৫,০৮,৭৩০ | ২,৬২,৮৫৯১০ |
| দিল্লী | ৫ [illegible] | ৫ ৪৫ ১১ ৯৬ | ৫ ১১ ৯১ ৪৫ |
| বোম্বাই ও বরদা | ৭,৫০,০০,০০০ | ৭ ৬৬ ৯১,৬৫০ | ৭,২০,৬১,২৬০ |
| পূর্ব্ববাঙ্গালার | ২,৬৬,২০,০০০ | ২৭১ ৯৪,৯৮০ | ২,৩৩,৬২,৮৬০ |
| মাতলা | ৬০,০০,০০০ | ৪৪ ১৩,০০০ | ৬১,৫২,৪২০ |
| অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড | ৪,০০,০০,০০০ | ৭৭,২৫,৭৯০ | ৩৩,১৩১৯০ |
| গ্রেটসাউদারণ | ১,৩৫,০০,০০০ | ১,৩৩,০০,০০০ | ১ ৩৫ ৪০ ৭৭০ |
| মোট | ৮৩ ৫৮ ৭০,০০০ | ৮৬ ০০ ৬০ ১৬০ | ৭৫ ০০ ১৬ ৪৬০ |

সকল রেইলওয়ের অপেক্ষা ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের মূল ধন অধিক। ভিন্ন ভিন্ন রেলওয়ের যতদূর খোলা হইয়াছে তাহা — ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে ১,৩৫৬ ; ইহার ৮৭৭ মাদ্রাজ ৬৩৫ বোম্বাই ও বরদা ৩০৬, সিন্ধু ১১৯ পঞ্জাব ২৪৬ দিল্লী ৫০ পূর্ব্ববাঙ্গালা ১১৪ গ্রেট সাদরণ ১২৮ মাতলা ২৯ এবং অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেইলওয়ে ৪২ মাইলে শকট চলিতেছে।

রেলওয়ে হওয়া অবধি বিস্তর লোকের জীবিকানির্ব্বাহ হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের আফিসের ন্যায় রেলওয়ের কর্ম্মচারীর সংখ্যা। সমুদায় রেলওয়েতে ৩১০৯৯ জন কর্ম্মচারী আছেন; ইহাদিগের ৩৬০৪৮ জন এতদ্দেশীয় ও ৩০৫১ জন ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গি। কিন্তু উচ্চতর গুরুতর কার্য্য ভার ইউরোপীয়দিগের উপর আছে। শকটচালক ও রক্ষকমাত্রই ইউরোপীয় একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই, শকটচালকদিগের যে পরিমাণে হিমপ্রধান ইংলণ্ডে প্রাণবিয়োগ হয় এখানে সেরূপ হয় না। অতি অল্পকালে আমাদিগের রেলওয়েসমূহের উন্নতি হইতেছে।

গবর্ণমেণ্ট বর্দ্ধমানের রাজার সম্মানার্থ তোপের ব্যবস্থা করিবার বিষয়ে অসম্মতি প্রদর্শন করিয়াছেন। রাজা যদি স্বদেশের উপকারব্রতে দীক্ষিত হইয়া লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতেন তাহা হইলে তাঁহাকে এমত ক্ষোভ পাইতে হইত না।

গত ১৬ ই কার্ত্তিক শুক্রবার ভূপালের বেগম প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সেকন্দ্রা বেগম একজন প্রধান ক্ষমতাপন্ন স্ত্রীলোক ছিলেন, যে সাহসীতে এলিজেবেথ দ্বিতীয় কাথেরিণ লক্ষীবাই প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট হন তিনিও তাহাতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার অধীনে ভূপালের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হইয়াছিল। তাঁহার সিংহাসন একটী কন্যার প্রাপ্য হইতেছে।

গোরখপুরে অতিশয় অন্নকষ্ট হইয়াছে। তথা হইতে বিস্তর লোকে স্থানান্তরে পলায়ন করিতেছেন, তথাপি টাকায় চারি সের শস্য বিক্রীত হইতেছে। তৃণ মূলাভাব ও দুর্মূল্য হওয়াতে বহুতর পশু প্রাণত্যাগ করিতেছে। রাজার অর্থ সকল ভাণ্ডারেই প্রেরিত হইয়াছে। জল পাওয়া ভার হইয়াছে। অতিশয় দুঃখের বিষয় রাজা কোন সাহায্য করিতেছেন না।

মান্দ্রাজের রেবেনিউ বোর্ডের কনিষ্ঠ সভ্য ই, এস, ফর্বিস সাহেব ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছেন। ফর্বিস সাহেব এক জন উপযুক্ত মান্দ্রাজী সিবিলিয়ান।

মান্দ্রাজের উপকূলে প্রায়ই প্রবল বাত্যা হইতেছে, তন্নিবন্ধন মাঝিরা জাহাজ হইতে কূলে আরোহীর আনয়নার্থ প্রতিবারে ৪০ টাকা করিয়া ভাড়া চাহিতেছে।

এবার পালমপুরের মেলা দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত থাকিবে। সর রিচার্ড টেম্পল ঐ সময় উপস্থিত থাকিবেন।

পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, চম্বার রাজা অকারণ তাঁহার প্রথম স্ত্রীকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করাতে তাঁহার পিতা গবর্ণমেণ্টের নিকটে অভিযোগ করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান চচ্চ গেজেট বলেন, গবর্ণমেণ্টের অনুরোধানুসারে ষ্টেট সেক্রেটারি আর্কডিকন এ টিকে ১৮৭২ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে থা বলিয়াছেন।

ইংলণ্ডের যাবতীয় রেলওয়ে কো তমাক খাইবার নিমিত্ত পৃথক শকট ক আজ্ঞা পাইয়াছেন।

২৬ এ কার্ত্তিক মঙ্গলবার।

গত কল্য একস্চেঞ্জ গৃহে নিম্নি টাকার আফিঙ্গেন বিক্রীত হইয়াছে।

| | নিম্নক | প্রাতনিম্নক | |
|---|---|---|---|
| বেহারের | ২,৫০০ | ১৩৫০/৫ | ৩১,০ |
| কাশীর | ১,৭০০ | ১২৬০।১০ | ২৬,৬ |

৯০ নম্বর ইউরোপীয় রেজিমেণ্টের বাইর কাপ্তেন লস ১২০১ টাকা তহবিল সামরিক বিচারালয়ের আজ্ঞানুসারে উ সেনাদল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দুইবৎসর রুদ্ধ করা হইবে। তাঁহাকে আরও ১২০১ ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। মেয়াদ খাটি কাপ্তেন কানিংহামের ন্যায় না হয়।

লক্ষ্ণৌটাইমস অনুমান করেন, কান গঙ্গার উপরে যে রেইলওয়ে সেতু হইতে তাহা প্রস্তুত হইতে দুই বৎসর লাগিবে।

গত তিন বৎসরে মধ্যভারতবর্ষে ১৬ কেটে বাঘ, ২৬৩৭ টী হুমো বাঘ, ১৪ ভল্লুক, ৭৪২ টী নেকড়িয়া ও ১২৯৫ টী সংহার করা হইয়াছে। এই কালমধ্যে ১৭৫ মানুষ বন্য পশুদ্বারা ও ১০৭৪ জন স দংশনে হত হইয়াছেন। প্রায় সমান সমান।

দিল্লীগেজেট বলেন, উত্তর পশ্চিমা প্রদেশে বিস্তর জাল ষ্টাম্প প্রস্তুত হইতে কয়েক ব্যক্তি দিল্লীতে ধৃত হইয়াছে। কোর্ট আদালতের জজ বারিষ্টর কা সাহেব ইহাদিগের বিরুদ্ধে মকদ্দমা চাল ভার পাইয়াছেন।

উক্ত পত্র বলেন, দিল্লীব্যাঙ্ক সেন ডেনিস ও সর ডোনাল্ড মাকলিয়ডের যে নালীশ করেন, তাহার মধ্যে সর ডো ডের ১৫০০০ টাকার দাবি ত্যাগ কর য়াছে। দাবির অবশিষ্টাংশের বিষয়ে বর্ণাতি এপর্য্যন্ত কোন আজ্ঞা দেন নাই।

লেপ্টেনণ্ট চাটার্টননামক এক জন আ তাঁহার বালক ভৃত্যকে দুর্গ হইতে ১৯১ আনিতে বলেন। এই টাকা আনিলে লেপ অন্য অন্য ব্যয় করিয়া ভৃত্যকে বলিলেন টাকা কম হইতেছে। সে ব্যক্তি প্র আপনার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার পায়। কিন্তু উগ্রস্বভাব সৈনিকের ভা ক ।

তথাপি উহাকে পুলিসে দেওয়া হয়।
জিষ্ট্রেটের নিকটে হিসাব দেওয়াতে লেপ্ট
লেন, হিসাব ঠিক হইয়াছে। তদনুসারে
টাকাই পাওয়া থাকে না। তথাপি
ক বলিলেন, বালক দোষ স্বীকার করি
। রবার্টস্ সাহেব বলিলেন, এরূপ অবস্থায়
াধী প্রায় দোষ স্বীকার করে, কারণ তা
করিয়া দোষ স্বীকার করান হয়। বালক
হইয়াছে। পুলিষ ইনস্পেক্টর সাক্ষ্য দিয়াছেন
র সম্মুখে লেপ্টনন্ট বালকটীকে তিনবার
র করিয়াছিলেন। লেপ্টনন্ট একজন ইউ
ীয়, সুতরাং মাজিষ্ট্রেট এ দোষের কোন
জন করিলেন না। এই সকল ব্যক্তির
ই লোকের ক্রমশঃ ইংরাজ চরিত্রের
ন অভক্তি জন্মিতেছে।

আমেরিকায় এক ব্যক্তি এক চক্রের এক
করিয়াছেন চক্রের দুই পার্শ্বে আরোহী
র বসিবার স্থান। তাহার মধ্যদেশ আবৃত।
ও চালক শকটের মধ্যে থাকে। অথ
ও বৃষ্টিতে কষ্ট না পায় এমন শকট হইলে
ক উপকার হইবে।

কম্বলাইট জনরবে শ্রবণ করিয়াছেন, গব
আমীর সিয়র আলিকে টাকা ও অস্ত্র
সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন।

সিন্ধুওয়ারে অতিশয় অন্নকষ্ট হইয়াছে।
ক সিন্ধুর অন্তর্গত হায়দরাবাদ হইতে পল্য
যাইতেছেন। অনেকে বাসস্থান ত্যাগ
াছেন।

ডলিমিউস বলেন, মান্দ্রাজের উপকূলে
বাত্যা হওয়াতে পেনিনসুলার কোম্পা
মইল জাহাজ ভিড়িতে পারিতেছে না।
াহীদিগের কোন আশঙ্কা নাই, তবে আ
আসিতে বিলম্ব হইবে।

উক্ত পত্র জনরবে শ্রবণ করিয়াছেন অগ্র
অবধি রেবেনিউবোর্ড উঠিয়া গিয়া বঙ্গ
র গবর্ণমেণ্টের একটী বিভাগমাত্র হইবে।
নুসারে পবলিক ওয়ার্কের ন্যায় রাজস্ব
গের এক জন পৃথক সেক্রেটারি হইবেন।
বর মাসে ইডেন সাহেব আসিতেছেন তিনি
মন করিলে প্রধান সেক্রেটারী ও ডাম্পিয়র
রাজস্বসংক্রান্ত সেক্রেটারি হইবেন। অতি
সেক্রটারি বেলি সাহেবকে স্থানান্তর যাই
হইবে। রেবেনিউ বোর্ডের আসন্নকাল
ত হইয়াছে। এক্ষণে ইহা হইতে বহুৎ
ব্যাঘাতই হইতেছে। তবে কতকগুলি কেরা
অন্ন মারা যাইবে। বোধ করি গবর্ণমেণ্ট
ইহাদিগের প্রতি বিশেষ বিবেচনা করিবেন

হিন্দুহিতৈষিনী পত্র বলেন, কয়েক দিন
যাবৎ এখানে ওলাউঠার বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইয়া
উঠিয়াছে।

২৭ এ কার্ত্তিক বুধবার।

গত রবিবার এক জন জুয়াচোর কাটখোলায় এক জন মহাজনের নিকটে গিয়া বলে দেবেন্দ্রনাথ ঘোষনামক এক ব্যক্তি ৮০০০ টাকার কোম্পানির কাগজ বন্ধক রাখিয়া ৬০০০ টাকা কর্জ্জ লইবেন। অধিক সুদ দিবার লোভ দেখাইবাতে মহাজন নিজের এক জন সরকারের হস্তে ৬০০০ টাকা প্রেরণ করিলেন। দেবেন্দ্র বাবুর সহিত সাক্ষাৎ না হওয়াতে জুয়াচোর সরকারকে বলিল যদি তুমি জেমাওা খেল, দ্বিগুণ টাকা পাইতে পারিবে। হতভাগ্য সরকার তাহাতে সম্মত হওয়াতে এক রাত্রিতে ৫৯০০ টাকা হারিল। তাহাকে নেশা করাইয়া সেদিবস তথায় রাখা হয়। পর দিবসে পুনর্ব্বার লোভে পড়িয়া অবশিষ্ট ১০০ টাকা হারে। জুয়াচোরেরা এপর্য্যন্ত তাহাকে ছাড়ে নাই। ১০ টা বাজিবামাত্র তাহাদিগের এক ব্যক্তি নোটগুলি কারেন্সি আফিসে ভাঙ্গাইতে গেল; কিন্তু মহাজন ইতিপূর্ব্বে সংবাদ দেওয়াতে সে ধৃত হইল। সাতজন ধূর্ত্ত পুলিসে অর্পিত হইয়াছে, প্রধান দুরাত্মা অদ্যাপি লুকায়িত আছে। দ্যূতক্রীড়ার অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সূক্ষ্ম অনুসন্ধান ও গুরু দণ্ড বিধান আবশ্যক।

বুশায়ার ও সিরাজের মধ্যবর্ত্তী পারস্য টেলিগ্রাফ পুনর্ব্বার স্থির হইয়াছে। বনে আরবগণ এই কাজ করিতেছে।

১৮ ই নবেম্বর গবর্ণর জেনরল কলিকাতায় উপনীত হইবেন।

মিরাটনিয়র বলেন নিজাম সালারজঙ্গের ১০,০০০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন বলিয়া যে জনরব ইংলিসম্যানে প্রকাশিত হয়, তাহা অমূলক।

ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান নগরে মর্ম্মনদিগের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। লণ্ডনে প্রায় ১০০০ মর্ম্মন পরিবার আছে। মর্ম্মনেরা বহু বিবাহ করিয়া থাকে। যেসকল ইংরাজ মর্ম্মন হইতেছে, তাহারা প্রায় আমেরিকার অন্তর্গত ইউটানগরে বাস করিতেছে। এই নগরটী মর্ম্মনদিগের বৃন্দাবন। মর্ম্মনমতে ক্রমশঃ অনেকে বহুবিবাহ করিবেন। খৃষ্টিয় ধর্ম্মের এই আর এক উপসর্গ হইয়াছে।

এক্ষণে ৯৪ জন বঙ্গদেশীয় (ইহার
উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জাবকে ধরিতে হই
সিবিলিয়ান বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে আছে
বিদায়ের নূতন নিয়ম হওয়াতে অনেকে বি
লইতেছেন। এই আর একটি ব্যয়ের দ্বার উ
টিত হইল।

গবর্ণর জেনরল আজ্ঞা দিয়াছেন, ইংলণ
অষ্ট্রেলিয়ার সবরেণ মুদ্রা ১০। টাকা মূ
এদেশে প্রচলিত হইবে। অর্দ্ধসবরেণ
থাকিবে। গবর্ণমেণ্ট নিজে এই দরে লইবে
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়া
কোন সিবিলিয়ান বিদায় লইয়া যদি সর
কার্য্যানুরোধে প্রত্যাগমন করিতে বাধিত
তাহা হইলে বিদায়ের অবশিষ্ট ভাগ ছয় মা
মধ্যে আবেদন করিলে পাইবেন।

গবর্ণমেণ্ট আরও স্থির করিয়াছেন, বহু
কাজ করিয়া যাঁহারা পেন্সন লন, তাঁহারা
র্ব্বার সরকারী কার্য্য করিলে বেতন ও পে
উভয় পাইবেন। সম্প্রতি যাঁহারা পে
লইয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এ নিয়ম
বে না।

২৮ এ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার।

১লা অক্টোবর শ্যামের রাজার মৃত্যু
য়াছে। গত গ্রহণ দর্শন করিবার নিমিত্ত
জঙ্গলে যাইয়া পীড়িত হইয়াছিলেন। ৬৪
বয়ঃক্রম হইয়াছিল, ইহার মধ্যে তিনি ১৮
রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজা ইংরাজী,
প্রভৃতি অনেক ভাষা জানিতেন। বিজ্ঞ
প্রতি তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। তাঁহার
শ্যাম দেশের বাণিজ্যের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি
য়াছে। ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কোন দেশে
বাণিজ্য জাহাজ নাই। ইউরোপীয়দিগের
তাঁহার বিশেষ সমাদর ছিল এবং যাহাতে অ
থকে ইউরোপীয় তাঁহার রাজধানীতে বাস
ব্যবসায় করেন, তিনি সর্ব্বদা সে চেষ্টা করি
ব্রিটিশ দূত সর জন বৌরিঙ শ্যামের বিষয়ে
দুইখণ্ড পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ ক
রাজার সদাশয়তা ও মহত্ত্বের বিষয় জানা য
পারে।

বোম্বাইয়ের কাথিড্রাল প্রস্তুত করি
নিমিত্ত বিদ্যালয়ের যে টাকা গ্রহণ করা
তাহা প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে। এটী বুদ্ধির
ক্ষেত্রনাথ মিত্রনামক এক জন সব
ইন্সপেক্টর মাজিন এক বেশ্যার বাটীতে গিয়া
দ্বারবানকে প্রহার করাতে তাঁহার এক
মেয়াদ হইয়াছে। অধিকাংশ সব আসি

অধিকারী একচেটিয়া করিয়াছেন। ... পর বেলাতেরে সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া ... ত্তিপাত করা ইহাদিগের পক্ষে লজ্জাকর ... সম্যক রূপে আপনার কর্তব্য কর্ম বুঝি ... ইউরোপে মান্দ্রাজ চিকিৎসককে কোর্ট ... ও প্রবেশ করিতে দেন না, এখানে মান্দ্রা ... ডাক্তরের আশ্রবণ হইয়াছে।

... বাজ তোলকর পণ্যের শুল্ক রহিত করি ... ন।

... রজি নওরজি মিয়ানওয়ালী পঞ্জাব বাঙ্কে ... র ছিলেন। ইনি জুয়াচুরি ও জাল করাতে ... সাত বৎসর কারাবাসের আদেশ হই ... ।

... ঙ্গালের টাঁকশালের বার্ষিক ১৬৭১ ... ব্যয়সংক্ষেপ করা হইয়াছে।

... গামী শনিবার বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক ... অধিবেশন হইবে।

... মী বর্ষে পূর্ত্তকার্য্যের (পবলিক ওয়ার্কের) ... আট কোটি টাকা ব্যয় হইবার আজ্ঞা ... হ। গত বৎসরের অপেক্ষা এবার ৮৯ লক্ষ ... অধিক দেখা যাইতেছে। এই আট কোটি ... ২,২৪০০,০০০ টাকা সৈনিক বিভাগে ব্যয় ... ইবে। ১ কোটি পালপ্রকৃতির কৃষিকার্য্যে ... ৩২, ... অন্য অন্য বিষয়ে ব্যয়িত হইবে ... নী নূতন রেল হইবে। এবার বোম্বাই ... ক্ষ টাকা অধিক পাইবেন। তথাপি বোম্বা ... সংবাদপত্রসম্পাদকেরা আক্ষেপ করেন ... দেশের নিমিত্ত ভারতবর্ষের আর সকল স্থান ... না।

... ত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জাবে পশম জন্মিবার ... আশা নাই। এবারও সাধারণে দু ... সংকল্প লবণের অধিকার বাবৎ কেবল ... কাটে গেল।

২৯ এ কার্ত্তিক শুক্রবার।

... উপনগরের মিউনিসিপালিটির ... অধিবেশন [illegible] করিয়াছেন। ভুবন ... বাবু মিউনিসিপালিটির এক জন কমিশনর ... । কালেক্টর সাহেবের [illegible] ... ব্যবহার হইত [illegible] ... য়া দোষী ব্যক্তিদিগকে [illegible] বলেন ... কালেক্টর [illegible] ... করেন নাই [illegible] ... মিউনিসিপালিটির [illegible] ... কয়। [illegible] ... তিনি সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন, অতএব ... পদচ্যুত করা হউন। [illegible] আপীল

হউন। কমিশনরগণ সভাপতির হস্তে আপীল শ্রবণের ভার দিয়াছেন! এস্থলে সুবিচার হইবার যে সম্ভাবনা তাহা সহজে বুঝা যাইতেছে। এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করিয়া ডেলিনিউস বলিয়াছেন কিছু কাল আগে। এদেশের লোককে বুদ্ধিমান ও সচ্চরিত্র করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। এই চেষ্টা কতক সফলও হইয়াছে। এক্ষণে যেসকল লোকের সহিত আমাদিগের ব্যবহার করিতে হইতেছে, তাঁহারা ইংরাজদিগের মতে সৎ ও ভদ্র লোক। তাঁহাদিগের সম্বন্ধে এপ্রকার ব্যবহার করা অতিশয় অন্যায়। দুঃখের বিষয় এই সিবিলিয়ানদিগের অনেকের সংস্কার আছে ভারতবর্ষীয়েরা সেই সেকেলে আছেন। এই নিমিত্ত সচ্চরিত্র নব্যদলের সহিত তাঁহাদিগের সতত বিবাদ হইতেছে। স্বাধীন ব্যবহার না থাকিলে মানুষ থাকা ভার, কিন্তু স্বাধীন ব্যবহার অনেক কর্ম্মচারীর চক্ষুঃশূল। গবর্ণমেণ্ট কি মিউনিসিপালিটির কার্য্যপ্রণালীর অনুসন্ধানার্থ স্বাধীনবৃত্তি কমিশন নিযুক্ত করিতে সাহসী হইবেন?

ত্রিবাঙ্কুরের রাজা মরীচের শুল্ক কমাইয়াছেন। প্রতি শাঁড়মণি বস্তায় ৯ টাকা ছিল ৫ টাকা করিয়াছেন

ভূপালের বেগমের মৃত্যু হওয়াতে গবর্ণর জেনরল ভারতবর্ষীয় গেজেটে শোকসূচক ঘোষণা করিয়াছেন।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা বলেন, মাডষ্টোন সাহেব মন্ত্রী হইলে আর্গিলের ডিউক ভারতবর্ষীয় মন্ত্রী হইবেন। আমরা যদি লার্ড স্যালিস্বরিকে পাই, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিব। লার্ড আর্গিল ডেলহৌসির এক জন গোঁড়া, কিন্তু ডেলহৌসির দশমাংশ ক্ষমতাও ধারণ করেন না। তিনি পদস্থ হইলে পুনর্ব্বার পররাজ্য গ্রহণ ও অন্য অন্য অত্যাচার আরম্ভ হইবে।

৩০ এ কার্ত্তিক শনিবার।

বঙ্গদেশের পুলিসের ইনস্পেক্টর জেনরল কর্ণেল পেউ বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে গমন করাতে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, পুলিসের যথার্থ উন্নতি চাহিলে ঢাকার কমিসনর সিমসন সাহেব অথবা মানভূমের ... মাজিষ্ট্রেট মনরো অথবা ... সাহেবকে এই পদে নিযুক্ত করা উচিত। তাহা হইলেই মঙ্গল।

কয়েক দিবস কাল কলিকাতার নিম্ন শ্রেণি এই জনরব তুলিয়াছে, খিদিরপুরের সেতুর নিকটে নরহত্যা হইতেছে। এই নিমিত্ত সন্ধ্যার পর আর কেহ ঐ স্থান দিয়া যান না। এই ভয়ের কতক কারণ আছে। কয়েক জন ... শ্রেণির ইউরোপীয় গোরাম্বা আরম্ভ করিয়া ... ইহারা দ্রব্যাদি কাড়িয়া লইয়া সংঘ ... আঘাত করে। তাহাতেই এই ভয় ... য়াছে।

———

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

### বঙ্গদেশীয় লেপ্টনন্টগবর্ণরের আদেশানুসারী

### নিয়োগ

২২ এ অক্টোবর। তৃতীয় শ্রেণির সব ... ষ্টাণ্ট সার্জন জনরঞ্জন পাল সাঁওতাল ... দার গোবিন্দে ... ডেপুটী সুপারিন্টে ... হইবেন।

২৯ এ অক্টোবর। যত দিন বাবু ত্রি ... কৃষ্ণ বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন ... দিন বাবু হরিরাম দাস ছপ্রের অন্তর্গত ... সিওয়ান প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

৩ রা নবেম্বর। তৃতীয় শ্রেণির সব ... ষ্টাণ্ট সার্জন ভগবতীচরণ মুখোপাধ্যায় ... গঞ্জ উপবিভাগের চিকিৎসার ও তত্রত্য ... চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

যত দিন বাবু ভগবতীচরণ মুখোপা ... উপনীত না হন, তত দিন তৃতীয় শ্রেণি ... আসিষ্টাণ্ট সার্জন ... রায় সিবাল ... চিকিৎসার ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার ... বেন।

৪ ঠা নবেম্বর। আর, এফ, রাম্পিন ... বালেশ্বরের বিদ্যাশিক্ষা সভার সভ ... হইবেন।

৫ ই নবেম্বর। নিম্নলিখিত ভদ্রলো ... মুঙ্গেরের দাতব্য চিকিৎসালয়ের সভা ... হইবেন:—

মির সাহেব আলি।
বাবু সারদাপ্রসাদ ঘোষ।
ঐ তারাচন্দ্র বসু।

মুঙ্গেরের সহকারী কমিসনর উক্ত ... সম্পাদক হইবেন।

তৃতীয় শ্রেণির সব আসিষ্টাণ্ট সার্জন ... খর পালিত মুর্শিদাবাদের চিকিৎসার ... পাইবেন।

তৃতীয় শ্রেণির সব আসিষ্টাণ্ট সার্জন ... দাস দাস গুপ্ত পাবনার অন্তর্গত ... দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

৬ ই নবেম্বর। আর পিচ সাহেব পুলিস ... মিউনিসিপল কমিসনর হইবেন

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কিশোরগঞ্জের ... সহকারী পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট লেপ্টেনান্ট ...

...ান সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের ক্ষমতা পাইবেন।
...ত্তরপূর্ব বিভাগের বিদ্যালয়সমূহের ইন ...র জি, বেলেট সাহেব এম, এ, তৃতীয় ...ত্তে উন্নীত হইবেন।

...য় লিখিত ভদ্রলোকেরা ষ্টেট সেক্রেটারি ...ঙ্গদেশের শিক্ষাবিভাগের চতুর্থ শ্রেণিতে ...ত হওয়াতে পশ্চাল্লিখিত কালেজেতর ...েন।

...। ডবলিউ, গারেট সাহেব ঢাকা কালেজ।
..., লেথব্রিজ সাহেব কৃষ্ণনগর কালেজ।
..., এস, মাক্লেলণ্ড সাহেব রেবেনিউবোর্ডের ...নিধি সেক্রেটারি হইবেন।

...জ, মনরো সাহেব রেবেনিউ বোর্ডের প্রতি ... জুনিয়র সেক্রেটারি হইবেন।

..., জে, আর বেনব্রিজ সাহেব দিনাজপুরের ...নিধি সিবিল ও সেসন্‌স জজ হইবেন।

...চ, এস, হারিসন সাহেব বর্দ্ধমানে প্রথম ...ণির প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ...বেন।

...যত দিন জে, এস, আরমষ্ট্রঙ সাহেব মফ ...য় থাকিবেন তত দিন কটকের শিবিরে ...৬৪ অব্দের ২৫ আইনের ১৯ ধারানুযায়ী ...বর বিচার করিবার ভার কটকের প্রতিনিধি ...ষ্ট মাজিষ্ট্রেট টি, কাকউড সাহেবের হস্তে ...য়া গেল।

...যত দিন বাবু লক্ষ্মীনাথ বড়ুয়া বিদায় লইয়া ...নস্থিত থাকিবেন তত দিন মৌলবী আহম্মদ ...লী শিবসাগরের প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

...যত দিন বাবু রাজরাজেশ্বর ভট্টাচার্য্য সর ...রী কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে থাকিবেন, তত ... বাবু রামদয়াল ঘোষ ডায়মণ্ড হারবের ...তিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

... বাবু কানাইলাল মুখোপাধ্যায় বি, এল, ...গ্রামের অশ্বগঙ্গা সাংকেনার প্রতিনিধি মুন্সেফ ...বেন।

৯ ই নবেম্বর। ডবলিউ, এফ, ম্যিয়াস সাহেব ...ঙ্গালের বিদ্যাশিক্ষা সভার সম্পাদক ...বেন।

যশোহরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আজারল হক অধীনস্থ শাসন ...র্য্যের ষষ্ঠ শ্রেণিতে নিযুক্ত হইবেন।

নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা পুরীর বিদ্যাশিক্ষা ...ভার সভ্য হইবেন—

... চৌধুরী কাশীনাথ দাস।
... বাবু রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
... ডিমাণ্ড যাচক।
... নন্দকিশোর দাস।

১০ ই নবেম্বর। সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে, এ, হপকিন্স সাহেব চুয়াডাঙ্গা উপবিভাগের ভার পাইয়া মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতাচালন করিবেন। তিনি আরও দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতিনিধি জইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের পদস্থ থাকিবেন।

আমাদিগের এলাহাবাদস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। এখানে আজি কালি ধর্ম্মালোচনার প্রাদুর্ভাব দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম, এখানকার চকের রাস্তার ধারে প্রায় প্রত্যহ প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যার সময় একদিকে পাদরিরা বাইবেল ঘোষণা করেন, ওদিকে মুসলমানেরা কোরাণ অন্য দিকে হিন্দু পণ্ডিতেরা হিন্দুশাস্ত্র ঘোষণা করেন, সকল স্থানেই লোকের এত জনতা হয় যে এক এক দিন রাস্তায় যাতায়াত করা কঠিন হইয়া উঠে। এতদ্ভিন্ন এখানে দুইটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

২। এখানকার দুটি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ভারতবর্ষীয় শাখাসমাজটির উপর শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের বিশেষ যত্ন আছে দেখিতে পাওয়া যায়। কেশব বাবু আপন শিষ্যদলসমভিব্যাহারে সিমলা পাহাড় হইতে প্রত্যাগমন করিয়া এখানকার ভারতবর্ষীয় শাখা সমাজের সভ্যগণকে লইয়া এক দিবস প্রাতঃকাল ছয় ঘটিকা হইতে রাত্রি দশ ঘটিকাপর্য্যন্ত ব্রাহ্মোৎসব করেন এবং তাঁহাদিগকে নানাপ্রকার উপদেশ দেন। শিষ্যদলসহ ভগবানের কেশব বাবুর উপাসনাপ্রণালী অর্থাৎ প্রার্থনা, শাস্ত্র আলোচনা, সঙ্কীর্ত্তন ও খোল করতালের সঙ্গত প্রভৃতি উত্তম বটে; কিন্তু বাহ্যকালে উপাসনা ভঙ্গের সময় সকলে দণ্ডায়মান হইয়া কেশব বাবুকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করা ও তাঁহার চরণ ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া আমরা বড় দুঃখিত হইয়াছি। সম্পাদক মহাশয়! যদি আপনকার অনুরোধে কেশব বাবু আমাদিগকে ইহার মর্ম্ম বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে অত্যন্ত বাধিত হই।

৩। যেরূপ দুর্গোৎসব উপলক্ষে বাঙ্গালা দেশের লোকসকল আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকে, তদ্রূপ এদেশের লোকসকল রামলীলা উপলক্ষে নানাপ্রকার আমোদ করিয়া থাকে। পঞ্চমীর দিন হইতে আরম্ভ হইয়া বিজয়া দশমীর দিনপর্য্যন্ত রামলীলার আড়ম্বর হয়। দশমীর দিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে রণক্ষেত্রের এক দিকে আপন দলবলসমভিব্যাহারে শ্রীরামলক্ষ্মণ... অন্য দিকে সৈন্যসামন্তসমভিব্যাহারে রাবণ উপস্থিত হন। তৎপরে উভয় দলে ঘোরতর ...রণ হয়। রাম (ব্রাহ্মণ বালককে সাজে) জয়লাভ করিয়া সীতার উদ্ধারপূর্ব্বক মহা আড়ম্বরে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং কাগজনির্ম্মিত রাবণ রণে পরাভূত হইয়া রণস্থলে আপন সবান্ধব সহিত ভস্মসাৎ হইলেন। এই সকল দেখিয়া ত্রেতাযুগের ইতিহাস স্মরণপথারূঢ় হইয়া মনে করুণার উদয় হয়। মেলায় ... লোকের ও হাতি ঘোড়ার এত ভিড় হয় ... তাহার সংখ্যা করা অতি কঠিন।

৪। পূর্ব্বাবধি দেওয়ালির সময় (শ্যামাপূজার সময়) এদেশে দীপদান ও জুয়াখেলার ... ধুম হইয়া থাকে। এমন কি আমরা এখানে ... দশমী ও অমাবস্যা এই দুই দিবস রাস্তায় পথে এরূপ জুয়া খেলার ধুম দেখিয়াছি যে খেলার ...কড়ে ও লোকের কলরবে রাস্তা চলা ... হইত, কিন্তু এবৎসর সেরূপ দেখি না...

৫। কয়েক দিবস গত হইল এখানে এ... বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়াছিল। এক গ্রাম... দুই মাসের একটি সন্তানকে পরের দ্বার ... একটি বানরে উঠাইয়া লইয়া গিয়া এক খো... চালের উপর বালকটির সহিত খেলা করি... ছিল, এমন সময় ঐ বালকের মাতা দে... উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠাতে বানর ... হয়া যায়। তৎপরে অন্যান্য লোক আসিয়া ... কটিকে চাল হইতে নামাইয়া লয়। ... চটক সোহাগের বিষয় বলিতে হইবে যে ... বাচে যায় নাই।

৬। ...র পাণ্ডুবংশের (একসময় ... দলপতি) অবধমেণ্ট রেলওয়ে পুলি... ইন্‌স্পেক্টর তিন মাসের অবকাশ লওয়... ... সিং নামক এক ব্যক্তি উক্ত ... নিযুক্ত হইয়াছেন।

৭। কয়েকদিবসাবধি মহারাজ সি... বাহাদুর এখানে রাজা রাজেন্দ্রর শিবালয়ে ... স্থিত করিতেছেন। ঐ দেবালয়টি মহা... দেখুক।

৮। আমরা হইতে হাইকোর্টের এক... বিচারপতি এলাহাবাদে আসিয়াছেন ... অদ্য হইতে এখানে বিচারকার্য্য সম্পন্ন ... আরম্ভ হইয়াছে। আমরা হাইকোর্টের ... ও বিচারাসন প্রভৃতি দেখিয়া আ... হইলাম

আমাদিগের গোয়ালিয়রস্থ সংবাদ[illegible] লিখিয়াছেন।

১। আমরা গত মাসের শেষ সপ্তাহে এখানকার [illegible]ক্ষের কথা লিখিয়াছিলাম এবং তন্নিবন্ধন [illegible] আশঙ্কাও ব্যক্ত করিয়াছি। এক্ষণ [illegible] মাত্র এ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের লক্ষণ [illegible] পায়, তবে সৌভাগ্যক্রমে ঐ মাসের [illegible] সপ্তাহে এক পসলা বৃষ্টি হওয়াতে শস্য সম্পূর্ণ [illegible] পতিত না হইয়া এক [illegible] দেড় আনা রকমের ফসল উৎপন্ন হই-[illegible]। ইহাতেই এপর্য্যন্ত প্রকৃত দুর্ভিক্ষ [illegible] আবির্ভাব দেখা যায় নাই। যখন [illegible] দ্রব্য অসম্ভব মহার্ঘ হইতে আরম্ভ হয়, [illegible] মহারাজের অনেক [illegible] [illegible] উপস্থিত হইয়াছিল। মহারাজ এই সংবাদ [illegible] হইয়া [illegible] এক ঘোষণাপত্র প্রচার করেন এবং [illegible] নিরাশ্রয় লোকদের জন্য সাহায্যের [illegible] করেন এবং সামান্য লোকে যাহাতে অন্ন [illegible] উপার্জন করিতে পারে, এই জন্য স্থানে [illegible] পুষ্করিণী [illegible] খনন আরম্ভ হইবার আয়োজন হইতেছে। মহারাজের এই ঘোষণাপত্র [illegible] সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে এবং [illegible] গবর্ণমেণ্ট মহারাজকে ধন্যবাদ দিয়াছেন [illegible] এ সংবাদ অবগত হইয়া দেশীয় [illegible] ব্যবস্থা ও উদার [illegible] প্রশংসা [illegible] থাকি-[illegible]ন।

[illegible] এখানে শস্য বড় মহার্ঘ হইয়াছে। [illegible] মাসের মধ্যে তাহাও পাওয়া যায় না। [illegible] কর্ত্তী ও বলদ [illegible] অসম্ভব মহার্ঘ। [illegible] লোকদিগের [illegible] কষ্ট হইতেছে তাহা [illegible] এখানে [illegible] অবস্থা [illegible] অবগত [illegible] করেন।

[illegible] হইতেছে।

৩। মহারাজ, রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য আর একটী শুভ কার্য্যের কল্পনা করিতেছেন, অর্থাৎ খাল খনন করিবার জন্য ইঞ্জিনিয়ারের নিকট একটী নকসা ও আনুমানিক ব্যয়ের তালিকা চাহিয়াছেন। এই কার্য্যটি করিলে ভাবী দুর্ভি-ক্ষের আশঙ্কা যাইবে ও প্রজাদের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইবে তাহার সন্দেহ নাই; অদ্যাবধি মহারাজ একদিন সাধারণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। এখন তাঁহার এইসকল কার্য্য দেখিয়া সকলেই সুখী হইতেছেন। রাজধানীতে বিদ্যা চর্চ্চার সুবিধা করিলেই ভাল হয়।

৪। এখানে বাঙ্গালী বাবুদের যে কালীবাড়ী আছে, পূজার তিন দিন ঐ স্থানে ধুম ধামে বাবুরা আমোদ আহ্লাদ করিয়াছেন। এক দিন নর্ত্তকীদের নাচ ও অন্যত্র কোন বিখ্যাত গায়কের গান হইয়াছিল, তাহারদিগও মন্দ আমোদ জন্য হয় নাই।

৫। বিজয়া [illegible] দিন (যাহাকে এদেশে [illegible] বলে) মহারাজের রাজধানীতে মহাসমারোহে সৈন্যদিগের পরিদর্শন (রিবিউ) হইয়া গিয়াছে। মহারাজের সৈন্যদল ও মুরার ছাউনী হইতে ইংরাজদের অনেক সৈন্য একত্র হইয়া বিবিধ কৌশল ও ক্রীড়া করিয়াছিল। বিজয়া দশমীর দিন পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থানে মহাসমারোহ হইয়া থাকে।

৬। আসিষ্টাণ্ট এঞ্জিনিয়ার বাবু ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গত সেপ্টেম্বর হইতে ৪০০ টাকা বেতনে প্রথম শ্রেণীতে উন্নতি পাইয়াছেন। ইনি অতিশয় বাক্সা নির্ম্মাণবিষয়ে বিশেষ সুখ্যাতি পাইয়াছেন। ইংরাজ হইলে এই কর্ম্মের জন্য একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র হইয়া যাইতেন।

৭। বাবু নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর অনুপস্থিতিতে অত্রত্য সভাসকলের অনেক দুরবস্থা হইয়াছে। নবীন বাবু এখান হইতে বদলি হইয়া অন্যত্র যাইবেন, এরূপ জনরব শুনা যাইতেছে। ইহাতে অনেকে দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু নবীন বাবু শীঘ্র এখানে আসিবেন, এমন আভাসে চিঠি লিখিয়াছেন।

৮। আশ্বিন মাসের মধ্যে এখানে কএকটী ভয়ানক হত্যা হইয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঘটনাটি বড় ভয়ানক।

এক দিন প্রকাশ্য বাজারের মধ্যে দশাদিব [illegible] অনেক ভাল গাড়ী একত্রিত হইয়া বাজিখেলা [illegible] করিতেছিল। তন্মধ্যে এক জনের গলায় যে [illegible] কাটাতে সে মৃত হয়। ঐ হত্যার কিছু পরেই অর্থাৎ প্রাতঃকালে পুলি[illegible] অনেক লোক একত্র হয়। ব্যাণ্টমেণ্ট [illegible] ক্টেট ২।৪ জন গাড়োয়ানকে ধৃত [illegible] রাখিতে রাখেন। কিন্তু নানা অনুসন্ধানে [illegible] হত্যাকারীর সন্ধান না হওয়াতে গাড়োয়া[illegible] নকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ঘটনাটী প্র[illegible] স্থানে পুলিসের সম্মুখে অনেক লোকের [illegible] হয়, অথচ কিছুই হইয়া উঠিল না। [illegible] সহর ও ভয়ানক স্থানে যে বিচক্ষণ [illegible] পুলিস চাই, এবিষয় অনেকবার সোমপ্র[illegible] ও অন্যান্য কাগজে লেখা হইয়াছে। গব[illegible] এ বিষয়ে মনোযোগী হইলেই হয়। [illegible] ও ড কাইতের দৌরাত্ম্যের কথা শুনা [illegible] বোধ হয়, দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিই তাহার [illegible] কারণ।

৯। সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের জন্য [illegible] জেনরলের এজেণ্ট কর্ণেল মীড সাহেবের [illegible] যে দরখাস্ত করা হইয়াছিল, শুনিলাম [illegible] উত্তরে হাস্পাতালের ইনস্পেক্টর [illegible] সাহেব লিখিয়াছেন যে, শুদ্ধ ড্রাউন্[illegible] "লক হাস্পাতাল" আছে, দেশীয় [illegible] হাতে তাহার ভার দেওয়া যাইতে পারে[illegible] তবে ইংরাজ ডাক্তারের অধীনে যেমন [illegible] নেটিব ডাক্তার আছে, আর এক জন [illegible] নেটিব ডাক্তার দেওয়া যাইতে পারে। [illegible] শেষ কি হয় বলিতে পারি না। আমাদের [illegible] ডাক্তরের উপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা নাই।

১০। এখানে শীত অনুভূত হইতেছে। [illegible] পরিবর্ত্তন নিবন্ধন যেমন সংক্রামক জ্বর [illegible] তেছে, এখানে সেইরূপ হইতেছে।

---

# প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পা[illegible]

মহাশয় সমীপেষু।

অদ্য প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল, মু[illegible] একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে; [illegible] সমাজটী শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের [illegible] ক্রমশঃ উচ্চ সোপানে পদার্পণ করিতে[illegible] আমি অগ্রে মনে করিতাম, ভারতভূমি [illegible] দিনে একটী সুসন্তান প্রসব করিয়াছেন [illegible] দ্বারা মহাত্মা রামমোহন রায় মহাশয়ের [illegible] রিত ধর্ম্ম ভারতবর্ষ ব্যাপ্ত হইবে। ইঁহার [illegible] দেশশুদ্ধে অনেকের মন হইতে ঘৃণা [illegible] ভারতভূমি পশুবৎ ব্যবহার এককালে[illegible]

ধর্ম্মে। জ্ঞান প্রকাশিত হইবে ও হীনবল ভক্তির সন্তানগণ একতাসূত্রে বদ্ধ হইয়া ত বহুকালের অপহৃত স্বাধীনতারত্নকে র্পণ করিয়া সুখী করিবে। কিন্তু কি দুঃখের । যখন আমি তাঁহার শিষ্যগণমধ্যে নূতন রূপ করি, তখন তাঁহাদের অধিকাংশ সময় ড়ম্বরে ক্ষেপণ করেন দেখিতে পাই। খোল করতাল শঙ্খাদির বাদ্যে সমাজম পরিপূর্ণ হয়, যখন বৈষ্ণব তন্ত্রের দুই জন লোক লইয়া একতারাসহিত গীতা কীর্ত্তন, যখন তাঁহারা এতদ্দেশীয় ব্যক্তি মধ্যে দিয়া নগরকীর্ত্তন করিতে বহির্গত হন, আর আমার উক্ত আশা ক্ষণমাত্রও হৃদয়ে পায় না। কি আশ্চর্য্য! ঈশ্বরের নিকট প্রা করিবার জন্য এত বাহ্যাড়ম্বর ও শঙ্খাদির যে কি আবশ্যকতা হইয়াছে তাহা জানি না। হউক এখানকার প্রিয় ব্রাহ্ম ভ্রাতৃবর্গকে আশা করি যে পূর্ব্বে কলিকাতায় কেশবচন্দ্রের সমাজকে কি এই আড়ম্বর জন্য উপহাস হইত না? তবে কেন তাঁহারা সেই প্রথাকে এত আদর করিতেছেন? না তখনকার অন্ধ ছিল, এক্ষণে তাহা খুলিয়া গিয়াছে রা ভাল লাগিতেছে, কেনই বা শ্রীমান দেবে ঠাকুর মহাশয়ের সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন ঝুলি স্কন্ধে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া কাতায় একটী ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন?

কেশব বাবু শিষ্যদিগের আপনার চরণ ন করা, কেন অনুমোদন করেন? ঈশ্বরসেবকদিগের নিকট হইতে অযথ গ্রহণ করিয়া মনকে নিকৃষ্ট করেন? কেন দিগকে চরণতলে নিপতিত দেখিয়া মনে মায় প্রশান্ত থাকেন? ভাল বলুন, এগুলি কি পাপ পিতার অভিপ্রেত কার্য্য? দেন! আপনি জানেন যে, নিজে মনুষ্য; আপনি ঈশ্বরপ্রসাদে অনেক গুণ পাই ছন, তাহা কেবল তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় জন্য, কিন্তু প্রণাম লইবার জন্য নহে। পূর্ব্বে আপনার যে বিনয় দেখা গিয়াছে সকলকে দাস বলিয়া ছিলেন ও অনেকের ভূমিতে পড়িয়া দের চরণধূলি লইবারও বাসনা প্রকাশ করি ছিলেন। এখন সে বিষয় কোথায় গেল? নার শিষ্যগণ যতদিন আপনাকে অবতার জ্ঞান করিবে এবং চরণধূলি লেহন করিবে তদিন আমরা আপনার উক্ত বিনয়কে

নিজ গৌরববৃদ্ধির জন, স্বীকার করিব সন্দেহ নাই।

একান্ত বশম্বদ
জামালপুর } শ্রী ...

-:০:-

মহাশয়! গত বারের সোমপ্রকাশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তীপ্রভৃতি স্বাক্ষরিত যে পত্র প্রকাশিত হইয়াছে এবং তৎসম্বন্ধে সম্পাদকীয় স্তম্ভে যাহা কিছু লেখা হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া উত্তরস্থলে আমি কিছু লিখিতে বাধ্য হইলাম, অনুগ্রহ করিয়া সোমপ্রকাশের পাঠকগণের গোচর করিলে চিরবাধিত হইব।

কোন কোন ব্রাহ্ম প্রধানগণ শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রতি ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে "প্রভো" পরিত্রাতা, "ও পাপীর গতি" প্রভৃতি শব্দে সম্বোধন করিতেছেন এ কথা সত্য। তাঁহারা যে কেন এরূপ করেন, তদ্বিষয়ে ... যুক্তিপ্রদর্শন বা বিচার করিতে চাহি না। আমার একমাত্র জিজ্ঞাস্য, উক্ত মহাত্মা এরূপ ব্যবহার চাহেন কি না, ইহা তাঁহার অনুমোদনীয় কি না, তিনি ইহাতে সন্তুষ্ট কি বিরক্ত. আমি যত দূর জানি তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম যখন মুঙ্গেরে এ বিষয়ে মহা আন্দোলন হয় যখন মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজে ইহা লইয়া ব্রাহ্মদের মধ্যে মতভেদ হয়, সেই সময় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন সিমলা হইতে মুঙ্গের আগমন করিলেন। সকল বিষয় তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি ২০এ কার্ত্তিক রবিবারের প্রাতে মুঙ্গেরসমাজে উপাসনার পর মতভেদ বিষয়ে উপদেশ দিবার ছলে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। আমি স্বয়ং সমাজমন্দিরে উপস্থিত থাকিয়া যত দূর শুনিয়াছি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি তিনি এরূপ ব্যবহার চাহেন না; বরং ইহাতে তিনি বিরক্ত। বক্তৃতার মধ্যে দুই তিন স্থানে বলিয়াছেন "আমি তোমাদিগকে যেসকল উপদেশ দিয়া থাকি, তদনুযায়ী কার্য্য করিলেই আমার প্রতি যথেষ্ট ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইবে বাহ্যের সম্মান প্রকাশ করিয়া কেন আমার অনিষ্টসাধন কর? আমি এ সম্মান চাহি না, আমি ইহাতে লজ্জিত হই। আমি জগতে প্রভু হইতে আসি নাই, জগতের লোকদিগের চরণ সেবা করিতে আসিয়াছি, আমাকে তোমরা সেই কার্য্যে নিযুক্ত কর। তোমরা যদি আমাকে ভৃত্য বলিয়া গ্রহণ না কর, আমি স্থানান্তরে যাইব।

আমার এ চাকুরির অভাব নাই। যেখানে সেই খানেই এ চাকুরি জুটিবে।" এ কথাতে কি বোধ হয়? যদি গোস্বামী মহা সে দিন মুঙ্গের সমাজে উপস্থিত থাকি তাহা হইলে বোধ করি তিনি তাঁহার উপসংহারকালে ব্রহ্মানন্দ মহাশয়ের চাহিতেন না। অতঃপর আমার বিনীত প্রার্থনা এই যাহারা ব্রহ্মানন্দ মহাশয়কে অব বলে স্বীকার করিতেছেন তাঁহাদিগকে কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। কিন্তু যা লইয়া এসকল গোলযোগ তিনি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, বিনা কারণে তাঁহাকে কেহ কহিলে আমাদের সহ্য হয় না। আপনি এক লিখিয়াছেন যখন ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মসমা আরম্ভ হয়, তখনই জানিয়াছি কেশব বাবু তার হইবার বাসনায় ব্যগ্র হইয়াছেন। মের সুরটী কিছু মধুর, ইহাতে শীঘ্র চিত্ত করে, খেয়াল কি ধ্রুপদ তাহা ব্রাহ্মগ সকলে গাইতে কি বুঝিতে পারেন না। কী কি চাষা কি ভদ্রলোক স্ত্রীলোক সকলেই তে পারেন। এই জন্য সরল কীর্ত্তনের গীত প্রস্তুত হয় এবং সেই সুরের অনু রূপ ব্যবহার করা হয়। ইহার কোন স্থানে বাবুর অবতার হইবার ব্যগ্রতা প্রকাশ তেছে? এই উপলক্ষে আপনি উক্ত মহা "অদ্ভুত অবতার" প্রভৃতি বাক্যে বিদ্রূপ য়াছেন। বর্ত্তমান সংখ্যায় তাঁহার মত বিশেষ রূপে না জানিয়া যাহা মনে তাহাই লেখা আপনার ন্যায় ... ও ... সম্পাদকের কর্ত্তব্য ... নাই। আপনার ও আপনার পাঠকবর্গের মনে বাবুর প্রতি ... হইয়াছে, তাহা দূর এই আমরা প্রার্থনা করি।

২০এ কার্ত্তিক
১২৯০ সাল } শ্রী ...মোহন ভট্টা

মহাশয়! শুনিতে পাই, কলিকাতা অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে, এইরূপ আপত্তি ... সদর ... এবং প্রধান প্রধান ... থা ... স্থির করিয়াছেন। ভাল উ ... যেন অস্বাস্থ্যকর বলিয়া বাসো হইল না। কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ... সবর্ণমেন্ট কোন আপত্তিতে রাজধানী ত্যাগ করিয়া প্রায় ছয় মাস কাটাইয়া যান তাহা জানিতে পারা যায় ... বোধ হয় এ প্রদেশের অসহ্য গ্রীষ্ম

...নে কারণ। সত্য বটে ঐ ঋতু আমাদেগের ...য় দুঃখী লোকের পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশকর; ...ন্তু যাঁহারা হৃষ্টচিত্তে অট্টালিকার মধ্যে ..., ঘরের টাটির বায়ু সেবন করিতে থাকেন ...াদিগের পক্ষে ঐ ঋতু সুখকর হয় তাহার ...ন্দেহ নাই।

এই অঞ্চলের ভূতপূর্ব লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ...যুক্ত অনরেবল ডুরাণ্ড সাহেব যে পাঁচ বৎসর ...ল শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে ...হাকে ৬ মাস কালও রাজধানীমধ্যে থাকিতে ...খা যায় নাই; বৎসরের অধিকাংশের অনেক ...ল পর্বতে বাস করিতেন।

শুনা যাইতেছে, এ প্রদেশের বর্ত্তমান লেপ্ট... ...ণ্ট গবর্ণর শ্রীযুক্ত সার উইলিয়ম মীয়র সাহেব ...রাণ্ড সাহেবের ন্যায় ভোগাভিলাষী নহেন ...ক তাহার প্রমাণ ত কিছুই দেখিতে পাওয়া ... না; ইনিও কার্য্যভার গ্রহণের অনতি... ...বিলম্বেই নাইনীতালের পাহাড়ে যাত্রা ...য়াছেন।

সম্পাদক মহাশয়! যদি এপ্রদেশের শাসন ...দিগের বৎসরের তিন ভাগ কাল পর্ব্বতে ...াই নির্দ্দিষ্ট হইল, তবে কি নিমিত্ত অনর্থক ...৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এলাহাবাদে গব... ...ণ্ট হউস, এবং আর আর সরকারি গৃহ ...ত হইতেছে?

...গবর্ণমেণ্ট যৎকালে অন্য বংশের উপর দৃষ্টি ...ত করেন, চাপরাশি প্রভৃতি তাই মারা যায় ... এক ব্যক্তির ভোগাভিলাষহেতু রাজস্ব ...তে নষ্ট হয়, তাহা এক বার চক্ষু উন্মীলন ...য়া দেখেন না। প্রধানের অনুকরণ সর্বত্রই ... থাকে। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের দেখাদেখি ...না প্রধান কর্ম্মচারীরাও তৎপদানুবর্ত্তী ...ই থাকেন, তজ্জন্য সরকারী খরচায় ...ক প্রতিবৎসর যেরূপ অপব্যয় হয় তাহা ...লে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়।

এ বৎসর রোহিলখণ্ড, মিরাট আগরা ...ভৃতি স্থানে অনাবৃষ্টিহেতু এখন চাউলমূল্য ...বিক্রীত হইতেছে। লোকের মান পর্যন্ত নাই ...ইয়াছে। রবিশস্য যে উত্তমরূপ হবে ...র লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

আবার মড়াব উপায় পাইবার ... কোথায় ...মণ্ট চার্জ লাইতান দমন করা উচিত ...উপায় অবলম্বন করিবেন, না যাহাতে ...র আর কষ্টবৃদ্ধি হয় তাহার উদ্যোগ হই... ...! সংবাদ পাওয়া যাইতেছে সার উইলিয়ম ...সাহেব দৈশ্যাবহার পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় রাজ্যে কিপ্রকার শাসন হইতেছে তাহা দর্শন করিবার মানস করিয়াছেন। সেটী তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম বটে; কিন্তু যে আড়ম্বর করিয়া যাইতেছেন তাহাতে প্রজাদিগের এ সময়ে কষ্টের লাঘব না হইয়া বরং বৃদ্ধির সম্ভাবনা। শিবিরমধ্যে আনুমানিক ৫০।৫৫ টা হস্তী, ১০০।১৫০ অশ্ব ২০০।২৫০ বলদ, ৩০০।৪০০ উষ্ট্র, তাম্বু দৈন্য সামন্ত এবং তিন চারি হাজার লোক থাকে। জেলাবাদের প্রজারা এখন অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছে, তথায় আবার লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর লোকজন লইয়া প্রায় এক মাস কাল থাকিবেন। সম্পাদক মহাশয়! এইরূপ আড়ম্বর করিয়া বিপদাপন্ন স্থানে যাওয়া কি এক জন সুবিজ্ঞ শাসনকর্ত্তার সমুচিত কার্য্য হইতেছে?

উপসংহারকালে মীয়র সাহেবের নিকট এই প্রার্থনা যে, একবে রাজধানীতে উত্তর... রাজবাটী প্রস্তুত হইল, আর যেন পাহাড়ে থাকিয়া অনর্থক দরাগার খালি না করেন এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানগুলি যদি দেখিবার মানস থাকে, তাহা হইলে যেন অনেক ধুম ধাম করিয়া না যান।

কস্যচিৎ
মোরাদাবাদ বাসিনঃ

—•—

মুর্শিদাবাদের অন্তঃপাতী কিয়াগঞ্জ বালুচর, মহিমাপুরপ্রভৃতি স্থানে অতিশয় জ্বর হইয়া অনেকে কষ্ট পাইতেছে। জ্বরের এরূপ প্রাদুর্ভাব কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অধিকতর আক্ষেপের বিষয় এই যে, এরূপ স্থানে একটী উত্তম চিকিৎসালয় নাই। এখানে অনেক ধনবান লোক আছেন, তাঁহারা কেবল মন্দির মঠের এবং উত্তম আভরণসংগ্রহেই ব্যস্ত কিন্তু একটী ভাল ডাক্তরখানা করিবার কাহার চেষ্টাও নাই।

শ্রীগোঃ

——:•:——

মহাশয়! গত আষাঢ় ও শ্রাবণের বন্যার বিষয় ত আপনাকে জানাইয়াছি, কিন্তু ২০এ ভাদ্র তৃতীয় একটী বন্যা হইয়া দেশকে পুনর্ব্বার প্লাবিত করিয়াছে। গত দুই বারের নষ্টাবশিষ্ট যাহা ছিল, এ বারে আর তাহার কিছুই নাই। অদ্য পর্যন্তও মাঠে জল দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। প্রজাদিগের ধান্য ইক্ষু তুত কাপাস ইত্যাদি সমুদায়ই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তরি তরকারি কিছুই পাওয়া যায় না। কলিকাতা অঞ্চলের ন্যায় এ দেশে প্রত্যহ তরি তরকারি ও অন্যান্য দ্রব্যের বাজার বসে না। শনি রবি প্রভৃতি ...ই বারে ২।৩ ক্রোশ অন্তরে একটী এক... বসিয়া থাকে। লোককে তৈল লবণ ও অ... আবশ্যক দ্রব্যাদি ৭।৮ দিনের পরিমাণে ... রাখিতে হয়। এ দুরবস্থার সময়ে সে... সকল স্থানে এবং সকল বারে বসে না। ...কোন স্থানে বসে; তাহার দ্রব্যাদি ... দেখিতে কে কোন দিগে যে লইয়া যায়, ...ইয়া থাকে না। ধান্য ও পাওয়া দুষ্ক... ...য়াছে। অধিকতর আক্ষেপের বিষয় এ... দেশের এত দুরবস্থাতেও আমাদিগের রাজ... ...দগকে এ অঞ্চলের প্রজারক্ষার কোন ... অবলম্বন করিতে দেখিতেছি না। প্রথম ... পর আবাদ ও বন্যাপীড়িতদিগের সাহায্য... ধান্য ও চাউল আসিয়াছিল, তাহা ভিন্ন ... ও তৃতীয় বন্যাতে আর কিছুই আইসে ... তাহাও সব ডিবিজনের নিকটবর্ত্তী স্থানস... বিতরিত হইয়াছিল; দুরবর্ত্তী স্থানে হয় ... আমরা এরূপ সাহায্যের কোন অভিপ্রায় বু... পারি না। কাঁথি অঞ্চলে যদিও বন্যা ... ছিল, তথাপি সে দিগে আবাদ হইয়াছে। ... অমরশী, বরজপুর, ভুক্তামুঠা, সুজামু... জলামুঠাপ্রভৃতি যেসকল পরগণায় কেলে... জল প্রবেশ করিয়াছিল, তথায় একটী ... নাই। মাঠসমূহ শূন্যাকার হইয়া রহিয়া... অধিবাসীদগের অধিকাংশ গৃহ পতিত ... দুরবস্থার এক শেষ হইয়াছে। লোকে এক ... কাল কি খাইয়া যে বাঁচিয়া থাকিবে, ... কোন উপায় দেখিতেছি না। খাজনা, পরি... প্রতিপালন ও আগামী চাসের ব্যয় যে ... নির্ব্বাহ হইবে, লোকে তাহা ভাবিয়াই ক... হইয়াছে। কাঁথির ডেপুটী কালেক্টরের ... সকল পরগণার প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত ... উচিত।

উক্ত পরগণাসকলে আবাদ না ... হাতে আমরা অন্য অন্য স্থানের ধান্যের ... নির্ভর করিয়াছিলাম; কিন্তু পূজার পর ... প্রায় ১ মাসের অধিক কাল বৃষ্টি না হওয়... ধান্যের অত্যন্ত ব্যাঘাত হইতেছে। ইহার মা... চতুর্দ্দিগ হইতে হাহাকার রব উঠিয়াছে। ... ও চাউলের দর দিন দিন বাড়িতেছে। ... পুনরায় দুর্ভিক্ষাশঙ্কা করিতেছেন। গবর্ণমে... এই বেলা সাবধান হওয়া ও উপায়বিধান ... উচিত। আমাদের জেলার কালেক্টরের এ... গা ঘামিতেছে না।

পরিশেষে সাতিশয় দুঃখের সহিত প্র...

তেছি যে, আমাদের পরম বন্ধু মহাত্মা
টে সাহেব ডেপুটী কমিসনরের পদে প্র ত
হইয়া আসাম অঞ্চলে যাইতেছেন। তাঁহার
ত সকলেরই প্রার্থনীয়। কিন্তু তাঁহার ন্যায়
ধকাতর ন্যায়বান্ মৃদুস্বভাব মহামনা
বোধ হয় আমরা আর পাইব না।

লং গোবিন্দপুর
৫ ই কার্ত্তিক } শ্রীঃ—
২৭৫।

---

## কুলী লাইন।

ল গবর্ণমেণ্ট মাতলা রেলওয়ের একাংশ
ত কুলী লাইন হইবার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়া
। এ প্রদেশবাসিগণ এই সংবাদ শ্রবণ
: কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছে, তাহা
ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কেহ কেহ
তেছে, এত দিনের পর দক্ষিণ দেশের
গ্যের উদয় হইল। কেহ কেহ কহিতেছে,
শ্বর আমাদিগের প্রাণরক্ষার আর এক
উদ্ঘাটন করিয়া দিলেন, আরও কেহ
প্রকাশ করিতেছে যে, এতাবৎকালপর্য্যন্ত
া রেলওয়ে কোম্পানি যে ক্ষতি সহ্য করিয়া
সিয়াছেন, এই বারেই তাহার নিঃসন্দেহ
হইবে। ইতিপূর্ব্বে আমরা ২। ৩ বার
প্রস্তাব গ্রাহ্য হইবার সংবাদ শ্রবণ করিয়া
য় আনন্দিত হইয়াছিলাম, তাহার পর
কার্য্যানুষ্ঠান না হওয়াতে সে আনন্দ অন্তঃ
হইতে দূরীভূত হয়। কিন্তু গত ১৮ ই
কের সোমপ্রকাশে ঐ কার্য্য আরম্ভ হইবার
গ হইতেছে দেখিয়া পুনরায় আমাদিগের
করণে বহুল আনন্দের সঞ্চার হইল।
ন আমরা বিনীতভাবে গবর্ণমেণ্টকে এই
াধ করিতেছি যে, যাহাতে ষ্টেসনগুলি
াদের সন্নিকটে হয়, সে বিষয়ে যত্নবান
এবং অতি সত্বর উক্ত কার্য্য আরম্ভ করিয়া
।
এ বৎসর দেবতার অত্যাচার জেলা ২৪
ার দক্ষিণ প্রদেশের শস্যের লক্ষণ অনিষ্ট
ছে ঐ কার্য্য আরম্ভ হইলে দীন হীন প্রজা
রিশ্রম করিয়া দিনাতিপাত করিতে সক্ষম
এবং গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে বিশেষ
সাহায্য করিবার আবশ্যক হইবে না।

হু।
২ ঐ কার্ত্তিক } শ্রীঃ—
২৭৫।

—:০:—

পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ বিদ্যা, সভ্যতা ও সমৃদ্ধ
ভারতবর্ষের অন্য অন্য প্রদেশের উপরে

প্রাধান্য রাখিয়া আসিতেছেন যেখানে এক জন বাঙ্গালী আছেন, সেই স্থানেই উন্নতি, সেই স্থানেই সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্ত। কিন্তু আমরা দুঃখিত হইতেছি, বাঙ্গালীদিগের সকল কার্য্যের একটী সীমা আছে, সে সীমা কেহই অতিক্রম করিতে সমর্থ হইতেছেন না। আমাদিগের উন্নতির এক কয়েকটী সোপান [illegible] যাইতেছে। প্রথমতঃ এক ব্যক্তি বহু পরিশ্রম করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লইলেন। তৎপরে নিজ গ্রামে একটী বিদ্যালয়, তৎপরে একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত করিলেন। অনন্তর একটী সাহিত্য সভা হইল। সেখানে মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধপাঠ ও তর্ক বিতর্ক হয়। কেহ কেহ রাজনীতিসংক্রান্ত দুই একটী বিষয়ের তর্ক করেন। কিন্তু উন্নতির এই শেষ সীমা। কলিকাতা অবধি লাহোরপর্য্যন্ত যে স্থানে যত বাঙ্গালী আছেন, সকলেরই উন্নতির এই পরা কাষ্ঠা। বিদ্যালয় ত্যাগ করিবামাত্র অধ্যয়নের শেষ হইল। ওকালতি, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটি, কেরাণীগিরি অথবা অন্য কোন কাজ লইবামাত্র বিলাস আসিয়া জুটিল। বেলা আট টার পূর্ব্বে নিদ্রা ভঙ্গ হয় না। উত্তম আহার, উত্তম পরিচ্ছদ সটকায় তমাক খাওয়া ও খোস গল্প করা এই অভ্যাস দাঁড়ায়। ইউরোপে বিদ্যালয় ত্যাগের পর যেপ্রকার যাথার্থ শিক্ষা হয়, বাঙ্গালীদিগের তাহা নাই, বরং অনেকে যাহা বিদ্যালয়ে শিক্ষা করেন, সংসারিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া তাহা ক্রমশঃ জোলানাথকে উৎসর্গ করিয়া দিতে থাকেন। কোন বিষয়ে আমাদিগের প্রগাঢ় মনোযোগ হয় না, কোন বিষয় আমরা আপনারা অনুসন্ধান করিয়া স্থির করি না। আমাদিগের শিক্ষা পরের পরিশ্রমের উপরে নির্ভর করে। কোন উপযুক্ত গ্রন্থকার যাহা বলেন, কোন দেশমান্য ব্যক্তি যাহা করেন, তাহাই আমাদিগের গ্রাহ্য ও অনুমোদনীয় হয়। আমরা যে জনরবের উপরে এত বিশ্বাস করি, তাহার কারণই এই। যিনি যাহা বলিলেন, আমরা তাহা বিশ্বাস করিলাম, কথা কত দূর সত্য, তাহা স্বাভাবিক আলস্যনিবন্ধন আমরা অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিতে পারি না। এই নিমিত্ত স্বভাবতঃ সত্যপ্রিয় হইয়াও কার্য্যতঃ আমরা বিদেশীয়দিগের নিকটে মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হইতেছি। আমরা স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণবুদ্ধি। বাঙ্গালীদিগের অপেক্ষা আইন কোন জাতিই শিক্ষা করিতে পারেন না তথাপি এই আলস্য নিবন্ধন আমারদিগের বিচারপতিগণ ফৌজদারি অপেক্ষা দেওয়ানী মকদ্দমা ভাল করিতে পারেন। দেওয়ানী মকদ্দমা দলীলের উপরে

নির্ভর করে। অনায়াসে দলীলের সাক্ষ্য
যাথার্থ্য স্থির করা যায়। উভয় পক্ষের সাক্ষি
শপথপূর্ব্বক অপর দিগ রাখিবার
পায়। বাঙ্গালী বিচারপতি সত্যাসত্য
বু ঝতে পারেন না। সুতরাং অনেক
অবিচার করেন। এই স্বাভাবিক আলস্যনি
আমরা এপর্য্যন্ত একটী প্রকৃত সুতন
গ্রন্থকার দেখিতে পাইতেছি না। যেসকল গ্র
লিখিতে পরিশ্রম ও অবিচল বিবেচনাশক্তি চ
করিতে হয়, আমরা সেসকলের দ্বার ধারি
নাটক, গল্প, অনুবাদপ্রভৃতি আমাদিগের
প্রসূ হইতেছে। সকল কাজেই আমাদি
গাধত্ব প্রকাশ পাইতেছে। আমরা কোন
রণ হিতকর কার্য্য করিবার সময়ে যথার্থ
অপেক্ষা শত গুণ আড়ম্বর করি। আমরা
করিলাম, দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা হইল, দাতব্য
বিষয়ে বক্তৃগণ পাদরীদিগের ন্যায় দুই ঘ
কালস্থায়ী উপদেশ দিলেন। কিন্তু চ
বহিতে থাকলেই বেলাই কানা হাটী।
কারণ কি? আমরা কি স্বভাবতঃ কৃপণ জাতি
তাহা নয়। আমাদিগের আলস্য প্রবল ও
প্রগাঢ়তা নাই, ইহাই আমাদিগের যাব
অনর্থের মূল। আমরা এক ঘটিকাকালের
লইয়া এক জন দুঃখীর উপকার করিতে
না। ইউরোপে দানশীল লোকেরা স্বচক্ষে
ও পীড়িত লোকদিগকে দর্শন করেন।
কষ্ট দেখিলে পরের দুঃখ যত জানা যায়
প্রকৃতিতে তাহা হয় না। আমরা নিকটস্থ
বেশীর দোষ দর্শন করিতে পারি না। সুত
সম্বাদ দানের সময়ে ইউরোপীয়গণ আমাদি
অপেক্ষা অত বদান্যতা প্রকাশ করেন।
কৃতীয় নেপলিয়ন মহাত্মার জীবনবৃ
লেখিবার [illegible] এবং ও
কার্য্যসকল [illegible] আইসেন
কোন বাঙ্গালী [illegible] অতএব আ
যে দেশে [illegible] দেখিতে
আবশ্যক মনোযোগ ও অধ্যবসায়ের অ
নিবন্ধন আমরা একটী নির্দ্দিষ্ট সীমার
হইতে পারি না।

কিন্তু ভারতবর্ষের অন্য অন্য স্থানের লোকে
ক্রমশঃ আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা প্র
করিতেছেন। আমাদিগের প্রাচীন কালের
কার, রাজকুমার ও বীরগণ আপন আপন
সায়ে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ঐ ঐ ব্যবসা
লোকদিগের কার্য্যদর্শন ও তাঁহাদিগের বাস
ভ্রমণ করিতেন। কত দূর হইতে শিখিবা
শিষ্য আসিতেন। রাজকুমারগণ যে দে

...র সুখশান্তি [illegible] করিতেন, তথায় রাজ-
[illegible] ও যুদ্ধ [illegible] করিতে পারিতেন। কর্ণ
[illegible] কি কষ্টসহিষ্ণুতা
[illegible] পরিচয় [illegible] ছিল। এই দীর্ঘ এক কালে
[illegible] হয় নাই। উক্তরূপ শমাঞ্চল ও মহারাষ্ট্রে
[illegible] অদ্যাপি রহিয়াছে এবং এইসকল স্থানে
[illegible] জন যাঁহারা বর্ণিত হইয়াছেন তাঁহা-
[illegible] তুল্য লোক বঙ্গদেশে দেখিবার যো নাই
[illegible] নাম লোক বঙ্গদেশে
[illegible] সার্জনদিগের মধ্যে কি এক
[illegible] আছেন? আমাদিগের প্রাচীন কালের
[illegible] অনুসন্ধানবিষয়ে বোধ হয় প্রগাঢ়
[illegible] ডাউস ক্লিকে রাজেন্দ্রলাল মিত্র অপেক্ষা
[illegible] বলিতে হইবে। রামচন্দ্র শাস্ত্রী ও রাসে
[illegible] রাধানাথ শিকদার অথবা
[illegible] সহিত তুলনা করা যাইতে
[illegible] না। মনকর [illegible] তুল্য লোক
[illegible] বঙ্গদেশে এ পর্যন্ত দেখা যায় নাই।
[illegible] আমাদিগের এই স্পষ্ট সিদ্ধান্ত
[illegible] ও আড়ম্বর ভিন্ন আর
[illegible] অমিশ্রক ব্যক্তি
[illegible] বাঙ্গালী [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] দৃষ্টান্তের
আমরা [illegible]। আমরা
[illegible] জন্য চীৎকার করিতেছি।
[illegible] চেষ্টা করিয়া অনেক
[illegible] শিক্ষা ও অনুকরণ করিতে পারিব
[illegible]। আমরা [illegible] ও আড়ম্বরে [illegible]
[illegible] আমাদের [illegible]
[illegible] অপেক্ষা অধিক কাজ করি
[illegible]। আমরা সকল [illegible] মুখ্য
[illegible] উপর [illegible]
[illegible] আমরা স্পষ্ট বলিতে পারি,
[illegible] অধিক [illegible] উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে
[illegible] আর কোন
[illegible] নাই।

[illegible] নিকৃষ্ট। আমরা
[illegible] চেষ্টা করিলে আমরা সক
[illegible] হইতে পারি। প্রাচীন কালের
[illegible] হয় নাই এ প্রদেশের
[illegible]
[illegible] প্রকৃত মঙ্গল
[illegible] আমরা ইচ্ছা করিলে
[illegible] আমাদি

[illegible] আড়ম্বরপ্রিয়তা ত্যাগ করা উচিত।
[illegible] কাজ হয় না। কিন্তু আমা-
[illegible] বঙ্গীয়গণ ভাবেন সর্ব্বসাধারণের
[illegible] গলা ফাটিয়া যত চীৎকার করিতে
[illegible] যশঃ হইবে। দেশের মঙ্গল অপেক্ষা
আপনার নাম বাড়াইবার চেষ্টা এই রোগের
মূল। ইহার পরিবর্ত্তে দেশের উন্নতি প্রধান
উদ্দেশ্য জ্ঞান করা উচিত। যশঃ হইল
[illegible], [illegible] ইহাকে জীবনের উদ্দেশ্য
জ্ঞান করা উচিত নহে। আমরা সর্ব্বদা যশের
চেষ্টা করি। [illegible] যশঃ ও স্ত্রীলোকের স্বভাব
একপ্রকার। যে ব্যক্তি [illegible] কোন
স্ত্রীলোকের পশ্চাতে লাগেন, স্ত্রীলোক প্রায়
তাঁহাকে ত্যাগ করেন, যশেরও ঐ ভাব। ইহার
দৃষ্টান্ত বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ভূরি ভূরি আছে।
যাঁহাদের অনেকের নাম আছে। কিন্তু [illegible]
দেখিলে [illegible] এমত ব্যক্তি আমাদি-
গের "বড় লোকদিগের" মধ্যে কত জন
আছেন? আড়ম্বরপ্রিয়তার ত এই পুরস্কার।
আলস্যের ত কথাই নাই। অতএব যতদিন
আমরা ইউরোপীয়দিগের অধ্যবসায়, অক্লান্ত পরি-
শ্রম, প্রগাঢ় মনোযোগ, ও অধ্যবসায়পরতা শিক্ষা
না করি বিংশতি বর্ষমধ্যে আমাদিগকে [illegible]
বরণ অন্য অন্য স্থানের নিকটে মস্তক অবনত
করিতে হইবে। শারীরিক বলে আমরা নিকৃষ্ট,
এক বুদ্ধির প্রাধান্য রহিয়াছে, সেটার কি [illegible]
[illegible] তাহা আমরা বলিলাম। একণে
আমাদের কি অবস্থা ঘটিবে, আমরা [illegible]
[illegible] পদার্থ হইয়া থাকিব কি না তাহা
আমাদিগের আপনার উপর নির্ভর করিতেছে।
আমরা পুনর্ব্বার বলিতেছি বৃথা আড়ম্বর, যে সে
প্রকারে নাম লইবার চেষ্টা, ও আলস্য আমাদি-
গের প্রধান শত্রু।

—:•:—

## মূল্য প্রাপ্তি।

| | | |
|---|---|---|
| শ্রীযুক্ত বাবু সদানন্দ রায় | জামালপুর | |
| ১২৮৪ আশ্বিন হইতে ৬৯ মাঘ | | ৭ |
| ঐ ঐ [illegible] মুখোপাধ্যায় নীরভূম [illegible] | | |
| ঐ ঐ অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উলাবীর নগর | | |
| ১২৮৫ অগ্রহায়ণ হইতে ৮৬ কার্ত্তিক | | [illegible] |
| ঐ ঐ কৃষ্ণগোপাল ঘোষ পাইকপাড়া | | ১০ |
| এল, এইচ, এল, [illegible] সাহেব | | ১০ |
| কালীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় | বহরমপুর | |
| ১২৮৫ কার্ত্তিক হইতে ৮৬ আশ্বিন | | ১৩ |
| ঐ ঐ মধুসূদন ঘোষ | [illegible] | |
| ১২৮৪ অগ্রহায়ণ হইতে ৮৬ | কার্ত্তিক | ১৩ |
| ঐ ঐ মথুরালাল রায় | | |
| ১৮৭৮ নবেম্বর হইতে ৭৯ অক্টোবর | | |

—:•:—

## সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে [illegible] স্থলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। মফস্বলে ডাক[মাশুল] সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং [ত্রৈমা]সিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম [মূল্য] গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি, [মনি] অর্ডার, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার [মধ্যে] যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই [illegible] দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, [তাঁহা]রা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূ[ল্যের] ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকা[শের] মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি ক[রিয়া] শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে প[াঠা]ইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত [হইয়া] আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে [illegible] লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত [হইয়া] গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার [পর] একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ [করা] যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং প[াঠান] হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের [illegible] ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ [করি]বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ [করা] যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ই[চ্ছা] করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি [illegible] আনা তাহার পর ৵১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা ক[রি]বেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

---

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূ[র্ব্ব] মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষি[ণ] চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যা[ভূ]ষণের বাটীতে প্রতিসোমবার প্রাতঃকা[লে] প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ

১১ শ ভাগ | ২ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা, } সন ১২৭৫। ৯ ই অগ্রহায়ণ ১৮৬৮। ২৩এ নবেম্বর { মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বা… ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৸…

## বিজ্ঞাপন।

সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, সংস্কৃত মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক প্রস্থ প্রাকৃত ভাষার টীকাসম্বলিত বঙ্গাক্ষরে কলিকাতা প্রাকৃতযন্ত্রে মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিয়াছি, বোধ হয় মূল্য ১॥০ নির্দ্ধারিত হইবে। অতএব ইহাতে আর কেহ হস্তার্পণ করিবেন না।

পাথুরিয়া ঘাটা
২১ এ কার্ত্তিক
অব্দ ১২৭৫ } শ্রীপঞ্চানন মুখোপাধ্যায়

——:০:——

## বাল্মীকি রামায়ণ।

দ্বিতীয়খণ্ড।

এই পুস্তক তৃতীয় অবধি নবম সর্গপর্য্যন্ত দ্বিতীয় সংখ্যা নাগরাক্ষরে রামানুজের টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইতেছে। ইহাতে মহেশ্বর তীর্থ ও নাগোজী ভট্টের টীকাও স্থলবিশেষে উদ্ধৃত করা হইতেছে ও ইহা প্রতি সংখ্যায় ১০ ফরমা অর্থাৎ ৮০ পৃষ্ঠা করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে। মূল্য ॥০ আনা। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে চাহেন, তাঁহারা আমার নামে কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজে পত্র লিখিবেন। বিদেশীয় গ্রাহকদিগকে ৵০ এক আনা ডাকমাশুল দিতে হইবে।

আশ্বিন
১২৭৫
ব্রাহ্মসমাজ } শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

—:০:—

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থিগণের পাঠোপযোগী শুভঙ্করমূলক মানসাঙ্ক মুদ্রিত হইতেছে। হাবড়া জেলার স্কুলসমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের নিকট এক পত্রসহ ঐ পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রেরণ করাতে তিনি এই উত্তর দেন, " এরূপ একখানি গ্রন্থের বিলক্ষণ অসদ্ভাব ছিল, আপনি তাহা দূর করিয়াছেন। প্রত্যেক বাঙ্গালা স্কুলে ছাত্রবৃত্তির শ্রেণির ত কথাই নাই, অন্যান্য উচ্চ শ্রেণিগুলিতেও ঐ গ্রন্থ শিক্ষিত হয়, ইহা আমার আন্তরিক ইচ্ছা। হুগলি নর্ম্যাল স্কুলের যোগ্যতর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজমোহন মল্লিক মহাশয়কে আপনার মানসাঙ্ক আমি দেখিতে দি, তিনি লিখিয়াছেন যে কালীপ্রসন্ন বাবুর মানসাঙ্কের অধিকাংশ দেখিয়াছি এবং মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি যে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। ফলতঃ বাঙ্গালা স্কুলসমূহের পক্ষে গ্রন্থখানি বড় কাজের হইয়াছে এবং অঙ্ক বিষয়ের একটী অভাব পূরণ করিয়াছে।"

শ্রীকালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়।

—:০:—

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গার বাবু দুর্গা ব্রাদার কোম্পানির দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে।—

| প্রণীত | মূল্য | |
|---|---|---|
| গ্রীসইতিহাস | ১ | টাকা |
| রোমইতিহাস | ১ | ঐ |
| ভূগসার ব্যাকরণ | । | আনা |
| নীতিসার ( ১ ম ভাগ ) | ।৴ | ঐ |
| নীতিসার ( ২ য় ভাগ ) | ।৶ | ঐ |
| প্রচারিত। | | |
| মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ | ১ | ঐ |

শ্রী তারকানাথ শর্ম্মা

—:০:—

## পুরাণ প্রকাশ।

বিষ্ণুপুরাণ।

অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা। অগ্রিমমূল্য ।০।

যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি, … আমহর্ষ্টষ্ট্রীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব… যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বি… শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের না… খণ্ডের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। … না পাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পা… নিয়ম নাই ইতি।

—:০:—

বিক্রয়ার্থ

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান। সর রাজা… কান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে… দিয়া নূতন বাঁধান, মূল্য ২৫০ টাকা।

শ্রীআনন্দচন্দ্রবেদান্তবাগী…

---:০:---

## বিক্রয়ার্থ।

গাড়েনরীচ ২৪ নং বাটী গুদামস…

১৬ নংকোম্পা বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহা… করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নি… খিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডার্স আর…
গ্রান্ট এবং কো…

—:০:০:—

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ

প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কল… বিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তক… ৵০ এক আনা হিসাবে কমিসন দি। … টাকার পুস্তক লইলে ৵১০ আনার … পাইবেন।

বিদ্যাসুন্দর নাটক
কৃষ্ণকুমারী নাটক
পদ্মাবতী নাটক

| | |
|---|---|
| ...স্মিষ্ঠা নাটক | ১ |
| ...নীনতপস্বিনী নাটক | ১ |
| ...দ্ধবিলাস নাটক | ২ |
| ...নাভিষেক নাটক | ১ |
| ...ভঞ্জন নাটক | ॥ |
| ...নকী নাটক | ১ |
| ...মাগিনী নাটক | ॥৵ |
| ...চন্দ্রা নাটক | ১ |
| ...দ্দমসন্দী নাটক | ১ |
| ...শিরচন্দ্র নাটক | ১ |
| ...চক বধ নাটক | ৷৹ |
| ...শৃঙ্খল নাটক | ৷৵ |
| ...সাসক্তি নিবর্ত্তক নাটক | ১ |
| ...লিকৌতুক নাটক | ॥৵ |
| ...লাবতী নাটক | ১॥ |
| ...দ্রকুমারী নাটক | ১ |
| ...রবিয়োগ নাটক | ১ |
| ...বিবাহ নাটক | ৷৵ |
| ...ম সমাধি নাটক | ১ |
| ...ী নাটক | ১ |
| ...বিবাহ নাটক | ॥ |
| ...নী নাটক | [illegible] |
| ...মকল বিষমদায় নাটক | ॥ |
| ...ানের রাজার উপাখ্যান নাটক | ॥ |
| ...নাটক বহুবিবাহ নাটক | ১ |
| ...ন্তী নাটক | [illegible] |
| ...নলী নাটক | ॥ |
| ...রনণী নাটক | ॥ |
| ...নাটক | ৷ |
| ...বোধচন্দ্রোদয় নাটক | [illegible] |
| ...দেশ্বর নাটক | ১। |
| ...সংবাদ নাটক | ॥৵ |
| ...বিবাহ নাটক | ৷৹ |
| ...লোদ্ধার নাটক | ৷৵ |
| ...রা পরিণয়োৎসব নাটক | ১ |
| ...বামনোরঞ্জন নাটক | ॥ |
| ...নী নাটক | ১ |
| ...ই আবার বড়লোক নাটক | ৸ |
| ...কিছু বুঝি নাটক | ॥৵ |
| ...ন নাটক | ॥ |

...লিকাতা কোঁড়া... শ্রীনারায়ণচন্দ্র রায়
...৬১ নং ... বসাক বিক্রেতা।

...সোমপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রকা... ইহার ... ... বার্ষিক মূল্য ১০ এবং

বিনা স্বাক্ষর কারীর প্রতি ৮০ বার আনা যাঁহারা ইহার মধ্যে কেহ স্বাক্ষর করিতে চাহেন, সোম প্রকাশ যন্ত্রালয়ে নাম ও ঠিকানা লিখিয়া পাঠাইবেন।

১২৭৫ } শ্রীপ
২১ কার্ত্তিক }

সংস্কৃত মেঘদূত।

মল্লিনাথকৃত সঞ্জীবনীনামক উৎকৃষ্ট টীকা এবং উইলসন সাহেবেরকৃত ইংরাজী পদ্যানুবাদ এবং নোট (টীকা) সমেত মুদ্রিত হইয়াছে মূল্য ১॥ টাকা কলিকাতা সকল পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

## নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের ৯ ই নবেম্বর মাস হইতে ১৪ ই নবেম্বর পর্য্যন্ত ভাগীরথী নদীর সর্ব্বকম ও জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

| স্থানের নাম | সর্ব্বকমতি জল ফুট | ইঞ্চ |
|---|---|---|
| মহানার সহিত পদ্মানদীর যোগস্থান | ২০ | ৭ |
| মহানায় | ১০ | ৯ |
| তথা হইতে জঙ্গিপুর ১৫॥ মাইল মধ্যে | ৬ | ৯ |
| জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৬ মাইলের মধ্যে | ২ | ৬ |
| বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে | ২ | ৩ |
| কাটোয়া হইতে নদীয়া ২৬ মাইল মধ্যে | ৩ | ৯ |

সন ১৮৬৮ সালের নবেম্বরে ১৭ ই বহরমপুর গঙ্গাঘাটের জলের মাপ।

| | ফুট | ইঞ্চ |
|---|---|---|
| | ১ | ১০ |

বহরমপুর } শ্রীযুক্ত সি. ই. উইক
১৭ ই নবেম্বর } একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র
১৮৬৮। } বহরমপুর ডিবিজন।

সাধারণের সুবিধার জন্য এলাহাবাদ ও লাহোর পেপার করেন্সি আফিসে কলিকাতা চক্রবাড়ের নোট ভাঙ্গাইয়া টাকা দিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ যে আফিসে কলিকাতা চক্রবাড়ের নোট যে পরিমাণে থাকিবে সেই পরিমাণে টাকার নোট সেই আফিসে ভাঙ্গান যাইবে। সম্প্রতি যে এতৎকাল পাওয়া গিয়াছে তদনুসারে ও কলিকাতা আফিসের জমাখরচ দৃষ্টে প্রকাশ যে নিম্ন লিখিত আফিসে নিম্নলিখিত পরিমাণ টাকার কলিকাতা চক্রবাড়ের নোট আছে।

| | |
|---|---|
| এলাহাবাদ আফিসে | ১১,৯২,১৪... |
| লাহোর আফিসে | ১৪,৪৭,২৪... |

কলিকাতা আফিসে নিম্নলিখিত টাকার পরিমাণ নোট আছে।

| | |
|---|---|
| এলাহাবাদ চক্রবাড়ের নোট | ১০,২৪... |
| লাহোর চক্রবাড়ের নোট | ৮১,৫৫০... |

...পেপার করেন্সি একচেঞ্জ ... আফিস, সঞ্চিত ...
...ট্রেঞ্জ ... কমিসনর অব পে...
...লিকাতা ১৪ নবেম্বর ... পার করেন্সি ডি...
...৬৮ ... পার্টমেণ্ট ইন চা...
... ... এক্‌চেঞ্জ ডি...
... পার্টমেণ্ট

## সোমপ্রকাশ।

৯ ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

আমরা "বীরভূম" এই শীর্ষকাঙ্কিত পত্রখানির প্রতি রাজপুরুষদিগের দৃষ্টিক্ষেপের সবিশেষ অনুরোধ করিতেছি। উহাতে ঐ স্থানের দুটী অনিষ্ট বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। রাজপুরুষদিগের দৃষ্টিপাতে তাহার প্রতীকার সম্ভাবনা আছে।

এবারের ইউরোপীয় সমাচারে দৃষ্ট হইল, আমাদিগের ভাবী গবর্ণর জেনরল লাডমেয় ইংলণ্ড হইতে বিদায় লইয়া আসিবার সময়ে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি পত্রলেখার আড়ম্বর না করিয়া যাহাতে কাজ হয়, সেই বিষয়ে বিশেষরূপে অবহিত হইবেন। তাঁহার বিষয়ে ইংরাজী সমাচার পত্র সম্পাদকেরা যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, এতদ্দ্বারা তাহার বৈপরীত্যই সপ্রমাণ হইতেছে। বঙ্গদেশের নবযুবক সম্প্রদায়ের ন্যায় আমাদিগের রাজপুরুষেরাও আড়ম্বরপ্রিয় হইয়াছেন। তাঁহারা দীর্ঘাকার রিপোর্ট ও মিনিট লিখিয়াই চিত্ত নির্ব্বৃত্তি করেন। যাঁহারা কার্য্যের অন্তর দর্শন না করিয়া সেই রিপোর্ট পাঠ

করেন, তাঁহারা চমৎকৃত হন। তাঁহারা মনে করেন, কতই কাজ ও কতই দেশের উন্নতি হইতেছে; কিন্তু যাঁহারা কার্য্যের অন্তর দর্শন করেন, তাঁহারা হতাশ হন। লার্ড মেয় যদি এই বাহ্য আড়ম্বরে উপেক্ষমাণ হইয়া কার্য্যসম্পাদনে ব্যগ্রমনা হন, তাহা হইলে তিনি যে এক জন সারবান্ কার্য্যদক্ষ লোক, ইহাই সপ্রমাণ হইবে। এখন সন্ধি বিগ্রহের সময় নয়। এখন এইরূপ কাজের লোকই আমাদিগের প্রার্থনীয়। আমাদিগের দেশের কল্যাণকর কার্য্য এখনও অনেক অবশিষ্ট আছে। শূন্যগর্ভ রিপোর্ট লিখিবার ক্ষমতাদ্বারা তৎপরিপূরণ সম্ভাবিত নয়। কোন্ প্রদেশে কোন্ বিষয়ের অসঙ্গতি আছে, কোন্ বিষয়ে বিশৃঙ্খলা আছে, এ দেশের লোকে কোন্ বিষয়ের নিমিত্ত খিদ্যমান আছেন, ইঁহারা কোন্ প্রার্থনা পূরিত না হওয়াতে কষ্ট অনুভব করিতেছেন, এ গুলির সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া যিনি ঐ সকলের প্রতীকার করিতে পারিবেন, তিনিই এক্ষণকার যোগ্য গবর্ণর জেনরল। এখন লার্ড ক্লাইব, ওয়ারেন হেষ্টিংস, লার্ড ডেলহাউসিপ্রভৃতির সদৃশ লোকে আমাদিগের প্রয়োজন নাই। তবে আমাদিগের এক সন্দেহ আছে, পাছে তিনি স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে গিয়া ভারতবর্ষীয়দিগের বিরোধি স্বার্থের অনুষ্ঠান করিয়া ইউরোপীয়দিগের মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হন। সার্ব্বভৌম বিষয় ষ্টেটসেক্রেটারির গোচর করিয়া করিতে হইবে, এ নিয়ম থাকিলে যেমন কিঞ্চিৎ কার্য্যক্ষতি হয় বটে; কিন্তু সহসা অনর্থ সম্পাদিত হয় না।

—:০:—

গবর্ণমেণ্টের কণ্ট্রাক্ট প্রথা

আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, এক্সচেঞ্জগেজেট ও সংবাদপত্রে গবর্ণমেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কার্য্যের নিমিত্ত কণ্ট্রাক্টের বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়া থাকে। পবলিকওয়ার্ক ও কমিসরিএট বিভাগে অধিকতর বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। লোকে ভাবেন, যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অল্প দর দেন ও উত্তম রূপে কাজ করিবার প্রতিজ্ঞা করেন, তিনিই কণ্ট্রাক্ট প্রাপ্ত হন, কিন্তু ইহার তুল্য ভ্রম আর নাই। বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় সত্য; অনেকে আবেদন করেন তাহাও সত্য, কিন্তু প্রত্যেক বিভাগে কয়েক জন করিয়া কণ্ট্রাক্টদার আছেন, তাঁহারা ভিন্ন আর কেহ কণ্ট্রাক্ট পান না। কমিসরিএট বিভাগে আলু অথবা অন্য দ্রব্যের কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হইবে, যখন এই বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তাহার পূর্ব্বে পূর্ব্বতন কণ্ট্রাক্টদার সহস্র সহস্র টাকায় সেই সেই দ্রব্য ক্রয় করেন। তাহার অর্থ কি? তাঁহারা জানেন,—ফলতঃ তাহাই হয়,—বিজ্ঞাপন হউক, আর সহস্র লোকে আবেদন করুন, তাঁহাদিগের কণ্ট্রাক্ট কিছুতেই হাতছাড়া হইবে না। যাঁহারা গূঢ় বৃত্তান্ত জানেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যকতা নাই। গবর্ণমেণ্ট অল্প মূল্যে উত্তম দ্রব্য পাইবেন কি না, এই অভিপ্রায়ে বিজ্ঞাপন হয় না। বিভাগীয় মহামন্তিগণকে যিনি পূজা করিতে পারেন, তিনিই কণ্ট্রাক্ট পান। নিয়মিত কণ্ট্রাক্টদারেরা কোন্ দেবতার কিরূপ পূজা করিতে হয়, তাহা জানেন। তাঁহাদিগের কৃত কোন কাজই দূষিত চক্ষে দৃষ্ট হয় না। সর্ব্বসাধারণে সচরাচর দেখিতে পান, এক জন রাস্তার কণ্ট্রাক্ট লইয়া প্রতিবৎসর দেশের ঝামা ইট দেন এবং সম্পূর্ণ সংস্কার না করিয়া স্থানে স্থানে খনন করিয়া কেবল দুই চারি ঝুড়ি খোয়া ফেলিয়া দেন; কিন্তু ইঞ্জিনিয়রগণ প্রতি বৎসর কণ্ট্রাক্টদারের কার্য্যের প্রশংসা

করিয়া রিপোর্ট করিয়া থাকেন। গ
মেণ্ট তাহাতেই সন্তুষ্ট হন। সরক
উঠিয়া যায়; রাস্তা ঘাট জঘন্য হ
দ্রব্যাদির ত কথাই নাই। কেবল
দল চোরের উদর পূর্ণ হয় মাত্র।
দিবস কণ্ট্রাক্ট দিবার কয়েক ঘটিকাম
পূর্ব্বে এক বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছি
বাহিরের কণ্ট্রাক্টদারকে দিবার য
ইচ্ছা থাকিলে কি এ প্রকার হইত

এই অনিষ্ট নিবারণ করা উচি
কণ্ট্রাক্টের কাজ যে ভাল হয় না, য
সকলে স্বীকার করেন, অথচ কণ্
না দিয়া কোন কাজ করান হয়
এক্ষণকার কণ্ট্রাক্ট প্রণালীকে লু
অপর নাম বলিলে হয়। ইঞ্জিনিয়রদি
কেরাণী পর্য্যন্ত বড় মানুষ হইতে
কণ্ট্রাক্টদারকে প্রথমতঃ বিভাগের
নের পূজা করিতে হয়, তৎপরে খ
ঞ্জির, তৎপরে কেরাণীদিগের। এই
শতকরা প্রায় ৪০ টাকা উৎকোচ
উৎসৃষ্ট হয়। কণ্ট্রাক্টের নিজের
সর্ব্বাগ্রে চাই। ইহাতে কাজ ভাল
বার সম্ভাবনা কি? স্থানীয় প্রধান
যখন টাকা লইয়াছেন, তখন ঠ
কাজের নিন্দা করা সাধ্যায়ত্ত নয়।
মেণ্ট ভাবেন, ইউরোপীয় হইলেই
ও সচ্চরিত্র হন; কিন্তু কার্য্যে অ
ভদ্রতা ও সচ্চরিত্রতা লক্ষিত হ
বিশেষতঃ ইঞ্জিনিয়রদলের অধিক
উপরে লোকের অণুমাত্র বিশ্বাস
এইসকল ব্যক্তি স্বদেশীয়দিগের
সাধুতাকণ্টকে আবৃত হইয়া আ
সার্ব্বভৌম অকার্য্য করিতেছেন। এ
ইউরোপীয়ের দণ্ড নাই; সুতরাং
নির্ভয়ে স্বকার্য্যসাধন করিতেছেন
লিকওয়ার্ক ও কমিসরিএটের এই
কর্ম্মচারিগণের প্রায় শতকরা
যে চোর, তাহা বলা বাহুল্য
ইঁহারা প্রধানদিগের অনুগত.

মাত্র। চুরি না করিলেও চলে না। আমরা অনেক ওভরসিয়রের মুখে শ্রবণ করিয়াছি, যথার্থ হিসাব দিলে তাহা মঞ্জুর হয় না। অতএব হয় ২ টাকার স্থলে ৫ টাকা করিয়া চুরির অংশ লও, নচেৎ দূর হও, এই রীতি দাঁড়াইয়াছে; অনেক জন ভদ্র কর্মচারী ইহা করিতে না পারিয়া পদত্যাগ করিয়াছেন।

যাঁহারা কণ্ট্রাক্টরদিগের কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন তাঁহারা নিজেই [illegible] যখন মন্দ তখন যথার্থ কাজ হইবার সঙ্গে সম্পর্ক কি? চারি দিগে চুরি, চারি দিগে লুঠ। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট কাগজে "ভাল" দেখিলেই ভাল জ্ঞান করেন। প্রত্যেক বিভাগের কর্মচারীরা ফ্রিমেসনদিগের ন্যায় পরস্পরের দোষ গোপন করিয়া আত্মোদর পূরণ করিতেছেন। ইহার নিবারণের কি কোন উপায় নাই?

—:০:—

ক্রিয়ানুষ্ঠানের [illegible]।

আমরা গত বারে প্রতিপন্ন করিয়াছি, জলসংস্কার [illegible] উপবাসাদি কতগুলি ক্রিয়ানুষ্ঠান ধর্ম বলিয়া আদৃত ও সেবিত হইয়া থাকে; তাহাতেই জগতে এত মতভেদ হইয়াছে। ক্রিয়ানুষ্ঠানগুলি পরিত্যক্ত হইয়া একমাত্র ঈশ্বরের আরাধনা ধর্ম বলিয়া আদৃত হইলে এক বিনা দ্বিতীয় ধর্ম জগতে প্রবর্ত্তিত হইত না। আমরা সকলকেই এক ধর্মাবলম্বী দেখিতে পাইতাম। ক্রিয়ানুষ্ঠানে মতভেদ হওয়াতে কেবল যে [illegible] সহিত অন্য ধর্মাবলম্বীর অকপট সৌহার্দ্দ ও সমদুঃখসুখতা থাকিতেছে না, এইমাত্র নয়, আরো [illegible] অনর্থ ঘটিতেছে। ক্রিয়ানুষ্ঠানপ্রবর্ত্তিত হওয়াতে ধর্মনীতি [illegible] একান্ত [illegible] হইয়া পড়িয়াছে। জগতে [illegible]। তাঁহারা মনে করেন, স্ব স্ব ধর্মশাস্ত্রোক্ত কতগুলি ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে পারিলেই ধর্মরক্ষা করা হইল; তাহার পর মিথ্যা প্রবঞ্চনা পরদারগমনাদি যা কর কিছুতেই ক্ষতি নাই। তাঁহারা ধর্মনীতিকে ধর্মের অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করেন না। এই নিমিত্ত জগতে মিথ্যা প্রবঞ্চনাদির এত প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অবস্তুকে বস্তু জ্ঞান করিয়া তাহাতে দৃঢ় ভক্তিমান হইলে বস্তুতে এইরূপ অনাদর হইয়া থাকে। এই কারণেই যে ধর্মে অধিক-সংখ্য ক্রিয়ানুষ্ঠানের বিধি আছে, সেই স্থানেই মিথ্যা প্রবঞ্চনাদির সমধিক প্রাদুর্ভাব দৃষ্টিগোচর হয়। সেই সেই ধর্মাবলম্বীর নিকটে ধর্মনীতিঘটিত উপদেশগুলি একান্ত অনাদরোপহত হইয়া রহিয়াছে। যে উদার উপদেশ প্রদান করিয়া খৃষ্ট দেবত্বলাভ করিয়া গিয়াছেন, যে উপদেশগুণে খৃষ্টধর্মাবলম্বীরা আপনাদিগকে এত গৌরবান্বিত জ্ঞান করেন, হিন্দুধর্মে তৎসদৃশ অনেক মহার্ঘ উপদেশ আছে; কিন্তু হিন্দুদিগের ক্রিয়ানুষ্ঠানবাহুল্য এবং দীর্ঘকালীন পরাধীনতা ও মূর্খতার প্রাদুর্ভাবনিবন্ধন সেগুলি একান্ত অনাদৃত হইয়া আছে। আমরা পাঠকগণের দর্শনার্থ তাহার কয়েকটী এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"ন পাপে প্রতি পাপঃ স্যাৎ
সাধুরেব সদা ভবেৎ।
আত্মনৈব হতঃ পাপো
যঃ পাপং কর্তুমিচ্ছতি। ১।

অনিষ্টকারীর প্রতি অনিষ্টকারী হইবে না, নিয়ত কাল সাধুভাবাপন্ন থাকিবে। যে পাপাত্মা অন্যের অনিষ্ট করিবার ইচ্ছা করে, সে আপনিই হত হয়।

"তে সাধবঃ সুজন্মান
স্তৈরিয়ং ভূষিতা চ ভূঃ।
অপকারিষু ভূতেষু
যে ভবন্ত্যুপকারিণঃ। ২।

যেসকল ব্যক্তি অপকারকারী প্রাণির উপকার করে, তাহারাই সুজন্মা সাধু, তাঁহাদিগের কর্তৃক পৃথিবী ভূষিতা হইয়াছেন।

উপকারিষু যঃ সাধু
র্বদ তস্য কি কোগুণঃ।
অপকারিষু যঃ সাধুঃ
স সাধুঃ সদ্ভিরুচ্যতে।

যে ব্যক্তি উপকারকারী ব্যক্তির প্রতি সাধু ভাবাপন্ন হন, তাঁহার গুণ কি? যে ব্যক্তি অপকারকারী ব্যক্তিতে সাধু ভাবাপন্ন, পণ্ডিতেরা তাঁহাকে সাধু বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন।

দুঃখিতেভ্যোহি ভূতেভ্যো-
মৃত্যুরোগজরাদিভিঃ
ভূয়ঃ দোদ্দুঃখসপার
মর্হ্যোনাত্মমর্হতি।

প্রাণিসকল মৃত্যু রোগ ও জরাদি হেতুক স্বভাবতই দুঃখগ্রস্ত হইয়া আছে নিষ্ঠুর হইয়া তাহাদিগকে অন্য দুঃখ দেওয়া উচিত নয়।

অদ্রোহঃ সর্বভূতেষু
সন্তোষঃ সত্যমার্জ্জবং।
সর্ব্বেন্দ্রিয়জয়ঃ ক্ষান্তি-
স্তুল্যং স্বর্গসাধনং।

কোন প্রাণির অনিষ্টচেষ্টা না করা, সদা সন্তোষ, সত্য নিষ্ঠা, সরলতা, সমস্ত ইন্দ্রিয়জয়, ক্ষমা এগুলি স্বর্গসাধন।

ছিদ্রাম্যপি হি যে দোষান্
ন বদন্তি কদাচন।
কীর্ত্তয়ন্তি গুণাংশ্চৈব
তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ।

যেসকল ব্যক্তি শত্রুরও দোষ বলেন না, গুণই কেবল কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা স্বর্গগামী হন।

যে পরেষাং শ্রিয়ং দৃষ্ট্বা
ন তপন্তি বিমৎসরাঃ।

প্রহৃষ্টাস্তাভিনন্দন্তি
তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ।
যেসকল ব্যক্তি পরের সম্পত্তি দর্শনে
া তাপিত না হন, প্রত্যুত সম্পত্তি-
ও আনন্দিত হইয়া তাহাতে অভি
করেন, তাঁহারা স্বর্গগামী হন।
আক্রোশন্তং স্তুবন্তঞ্চ
তুল্যং পশ্যন্তি যে নরাঃ।
শান্তাত্মানো জিতাত্মান
স্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ।
যেসকল মনুষ্য স্তবকারী ও নিন্দা-
উভয়কেই তুল্যরূপে দর্শন করেন,
শান্তাত্মা ও জিতাত্মা মানবগণ
গামী হন।
পরৈঃ পরিগৃহীতং যৎ
তৃণমপ্যটবীগতং।
মনসাপি ন হিংসন্তি
তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ।
যেসকল ব্যক্তি পরপরিগৃহীত
স্থ তৃণেরও মনে মনে হিংসা
ন না, তাঁহারা স্বর্গগামী হন।
কর্ম্মণা মনসা বাচা
যোপতাপয়তে পরং।
সর্ব্বথা শুদ্ধভাবোযঃ
স যাতি ত্রিদিবং নরঃ।
যে ব্যক্তি কার্য বাক্য ও মনে অন্যকে
পিত না করেন এবং সর্ব্বতোভাবে
ভাবাপন্ন হন তিনি স্বর্গে গমন
ন।
ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরা ধর্ম্মবোধে
ষ্টফলক ক্রিয়ানুষ্ঠানে রত না হইয়া
উপরিলিখিত উপদেশগুলির অনু
কার্য্যের আচরণে যত্নবান ও দৃঢ়
জ্ঞ হইতেন, সংসার স্বর্গসম সুখময়
হইত সন্দেহ নাই। যে যে ধর্ম্মাবলম্বী
যে ঈশ্বর প্রতিমাপূজা দেখিতে
রেন না, সেই ঈশ্বর সেই সেই ধর্ম্মাব
র বিফল ক্রিয়ানুষ্ঠানে যে কিরূপে

অনুমোদন করেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না।

---

মফস্বলে ফৌজদারী আদালত
থাকিয়া লাভ কি?

মফস্বল ফৌজদারী আদালতের সচরাচর যেরূপ বিচার দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে আমরা অলাভ বিনা কিছুমাত্র লাভ দেখিতে পাই না। ঐসকল আদালতে প্রায় সদ্বিচার হয় না, অথচ ঐ আদালতগুলি থাকাতে গবর্ণমেণ্ট ও প্রজা উভয়েরই বিলক্ষণ ক্ষতি হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি এই, মাজিষ্ট্রেট, আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট, জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদিগের বেতন ও ইহাঁদিগের প্রত্যেকের আমলার বেতন ও অন্য ব্যয়ে গবর্ণমেণ্টের অল্প অর্থ ভস্মীভূত হইতেছে না। প্রজার অনিষ্ট এই, তাঁহারা অন্যকর্ত্তৃক পীড়িত হইলে ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া ন্যায়ার্থ আদালতে যান, কিন্তু সেখানে ন্যায় হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাদিগের কেবল অর্থ ও সময় নষ্ট ও যৎপরোনাস্তি কষ্ট হয়। একটী অতি সামান্য মারিপিটের মকদ্দমায় কেহ ন্যূনকল্পে ৫০ টাকা ব্যয় না করিয়া পার পান না। শেষে অপ্রতিভ হইয়া আসিয়া বিপক্ষের নিকটে লজ্জিত ও ধিক্কৃত হন।

ফৌজদারী মকদ্দমায় ন্যায্য বিচার হইবার অনেকগুলি প্রতিবন্ধক আছে। প্রথম, ফৌজদারী মকদ্দমার বিচার সাক্ষির উপরেই নির্ভর করে। কিন্তু যে সাক্ষীর বাক্যে বিশ্বাস করিয়া মীমাংসা করিলে ন্যায্য বিনা অন্যায্য হইবার সম্ভাবনা নাই, তাদৃশ সত্যবাদী ভদ্র সাক্ষী সহজে ফৌজদারী আদালতে যান না। মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া জীবিকা অর্জ্জন যাহাদিগের ব্যবসায়, ঐসকল আদালত সেই সকল সাক্ষীতেই পরিপূরিত। অর্থী বা

প্রত্যর্থী কিঞ্চিৎ ব্যয় করিলেই তাহা
গকে অনায়াসে আদালতে লইয়া যাই
পারেন। তাদৃশ সাক্ষিবাক্যে নি
করিলে যত ন্যায্য বিচার হয়, তদনু
কষ্টসাধ্য হইতেছে না। আমরা এ
উদাহরণ দিতেছি, এতদ্দ্বারা আমাদি
বাক্যের তাৎপর্য্য পাঠকদিগের হৃদয়
হইবে। দেবদত্ত, যজ্ঞদত্ত, ডিত্থ, ড
প্রভৃতি ৪।৫ জন মৈত্রেয়ের (১) বাটীম
প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে প্রহার করি
উহারা যখন প্রহার করে, তৎকা
সেখানে কেহই ছিল না। মৈত্রেয় প্র
বেদনায় চীৎকার করিয়া উঠিলে
অন্য অন্য লোক আর্ত্তনাদশ্রবণে তথ
গিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা স
মৈত্রেয়ের বাটীর মধ্যে যায়, ত
দেখিল, দেবদত্তপ্রভৃতি প্র
করিয়া নিবৃত্ত হইতেছে। পশ্চাৎ মৈ
আদালতে অভিযোগ করিল এবং
সকল ব্যক্তি দেবদত্তাদিকে তাহার বা
মধ্যে দেখিয়াছিল, তাহাদিগকে সা
মানিল। সাক্ষীরা আদালতে
যাথার্থ কথা বলিল। পক্ষা
প্রতিবাদী দেবদত্তাদি কতকগুলি সা
সাজাইয়া দিয়া এই প্রমাণ করিল
তাহারা মৈত্রেয়ের বাটীতে যায়
এবং তাহাকে প্রহার করে নাই। বিচ
পতি তাহাতেই বিশ্বাস করিয়া মৈ
য়ের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন। ইহা
কেবল যে অবিচাররূপ অনিষ্ট হ
এরূপ নয়, দেবদত্তাদির কুক্রি
প্রশ্রয়ও দেওয়া হইল।

দ্বিতীয়, কোন সাক্ষী সত্য ক
তেছে, আর কোন সাক্ষী মিথ্যা ব
তেছে, সকল বিচারপতি সে সূক্ষ্ম
বুঝিতে পারেন না, বুঝিতে পারি
পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বুঝিবার চে

(১) [illegible]
নয়।

না। অধিকাংশ বিচারপতিই আই
বিরুদ্ধ না হয় এইরূপে কাজ করিয়া
। যে সকল সাক্ষীর মিথ্যা সাক্ষ্য
রা ব্যবসায়, তাহারা অভ্রান্তরূপে
দেন, কোন অংশে স্খলন হয় না।
সাক্ষীদিগের যে অজ্ঞান নয়, কখন
লতে যায় না, ভ্রমপ্রমাদাদি
কল তাহাদিগের বাক্যের
ও ব্যতিক্রম ঘটে। যাঁহারা অনভি
ব অনুক্ষদর্শী বিচারপতি, তাঁহারা
ক্ত মিথ্যাবাদী সাক্ষীদিগের বাক্য
ও সত্যবাদী অশিক্ষিত সাক্ষীর
মিথ্যা জ্ঞান করিয়া থাকেন;
তাং যথার্থ বিচার হয় না।
তৃতীয়, আইনের ভয় বিচারপতিরা
দ্ধান্তের সমর্থ হইলেও আইনলঙ্ঘ
ভয়ে অনেক সময়ে ন্যায্য বিচার
তে পারেন না। বোধ কর, যাহার
ত পক্ষ, তাহার সাক্ষিগণের পর
র বাক্য আংশিক বিরোধ ঘটিল;
যাহার পক্ষ মিথ্যা, তাহার সাক্ষি
হার অনৈক্য হইল না বিচারপতি
বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু পাছে
আইনলঙ্ঘনদোষে তাঁহার উপ্রতিক
ত হন, এই শঙ্কায় যথার্থ বিচা
তে শক্ত হইলেন না।
চতুর্থ, পূর্ব্বে পুলিস মাজিষ্ট্রেটদি
অধীনে ছিল; দস্যু তস্করাদি ধরি
ও তাহার বিচার করিবার ভার
দিগের উপরেই ছিল; সুতরাং
রা এ বিষয়ে দায়ী ছিলেন। পুলিস
হওয়াতে এখন আর তাঁহারা দায়ী
। ইহাও বিচারকার্য্যে শৈথিল্য ও
তাবধানের জন্মিবার একটি কারণ
।
যে কারণে হউক, যখন সদ্বিচার
তে পারিতেছে, ফৌজদারী আদা
প্রজাদিগের বিড়ম্বনাস্বরূপ
আছে এবং গবর্ণমেণ্টের ব্যয় ও প্রজার

অর্থনাশ, সময়নাশ ও কষ্ট হইতেছে, অথচ উহার অনুরূপ ফললাভ হইতেছে না, তখন ফৌজদারী আদালতের লোপ করাই বিধেয় হইতেছে। আদালত লোপের কথা শুনিয়া অনেকে চমকিয়া উঠিবেন সন্দেহ নাই। অনেকে ভাবিবেন আমরা অরাজক কাণ্ড প্রস্তুত হইবার পরামর্শ দিতেছি। যাহার যে ইচ্ছা সে তাই করিবে, প্রবলেরা দুর্ব্বলকে পীড়ন করিবে, দস্যু তস্করেরা দিবাভাগেই অন্যের দ্রব্য অপহরণ করিবে, লম্পটেরা পরস্ত্রীর সতীত্ব নাশ করিবে, ইহার বিচার ও প্রতীকার হইবে না। পুলিসের উৎকর্ষসাধন করিয়া উহার উপরে প্রতীকারভার সমর্পণ করিলেই এ শঙ্কা দূর হইবে। এখন চৌর্য্যাদি ঘটনা হইলে পুলিস ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া অনুসন্ধান ও রিপোর্ট করেন, মাজিষ্ট্রেটের আদালতে তাহার বিচার হয়। পুলিসের হস্তে অনুসন্ধান ও বিচার উভয়ভার সমর্পিত হইলে কেবল যে কার্য্যলাঘব হইবে এরূপ নয়, একজন দায়ী হইলে কার্য্যও সুন্দররূপ সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা। তবে কয়েকটী বিশেষ নিয়ম ও বিধান করিতে হইবে। ফৌজদারী সংক্রান্ত যে কোন ঘটনা হউক, পুলিসকে ঘটনাস্থলে গিয়া তাহার অনুসন্ধানকালে প্রতিবেশী সচ্চরিত্র লোকদিগকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইবে এস্থলে এরূপ একটী আইন করিতে হইবে যে, পুলিসকর্ম্মচারী যথার্থবাদী ও সচ্চরিত্র জানিয়া যাঁহাকে আহ্বান করিবেন, তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইতে হইবে। যিনি সে বিষয়ে উপেক্ষা করিবেন, তাঁহাকে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। এরূপ হইলে প্রকৃত বৃত্তান্ত নিঃসন্দেহ প্রকাশ হইয়া পড়িবে। এইরূপ অনুসন্ধানের পর তিনি যে রিপোর্ট করিবেন, তদনুসারে কাজ

হইবে। যদি কেহ তাহাতে বি
পত্তি করেন, উপরিপদস্থ পুলিস
চারীর নিকটে তাহার আপীল হই
এপ্রকারে কাজ হইলে কেবল
মিথ্যা সাক্ষ্যের প্রাদুর্ভাব হ্রাস
ন্যায্য বিচার হইবে এরূপ নয়, গব
ণ্টের ব্যয়লাঘব ও অর্থী প্রত্যর্থী
বিলক্ষণ সুবিধা হইয়া উঠিবে।
পুলিস কর্ম্মচারীগুলির সচ্চরিত্র
আবশ্যক। পূর্ব্বে পুলিস কর্ম্মচা
নির্ভয়ে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া
কার্য্য ধ্বংস করিতেন, এখন আর সে
হইবার সম্ভাবনা নাই। এখন ক
অনেক পরিবর্ত্ত হইয়াছে। এখন পু
কর্ম্মচারীরা উৎকোচগ্রহণ ক
গ্রামের লোকেরা প্রায় মোনাব
হইয়া থাকেন না। এ উপায় অবল
হইলে কেবল যে পুলিসের সংশো
হইবে এরূপ নয়, এক্ষণে মাজিষ্ট্রে
মিথ্যাসাক্ষিবাক্যে নির্ভর করিয়া অ
বিচার করিয়া যে অযথা বিচার
তেছেন, তাহার নিবারণ, কার্য্যল
ও ব্যয়লাঘবপ্রভৃতি অনেকগুলি বি
লাভ হইবে।

—:০:—

বহরমপুর।

সমধিক প্রয়োজনীয় বোধে এ
খানি এই স্থানেই মুদ্রিত ও প্রচ
হইল।

"ঘাট অঘাট নয় অঘাট ঘাট
এই একটী প্রাচীন প্রবাদ
কয়েক বৎসর হুগলি, কৃষ্ণনগর,
প্রভৃতি বাঙ্গালার অত্যুৎকৃষ্ট স্থা
যখন সংক্রামক জ্বরে উৎসন্ন হইয়া যায়
চিরপ্রসিদ্ধ অস্বাস্থ্যকর মুরশীদা
পীড়ার প্রাদুর্ভাব কিছুই ছিল না
হইবে, সুতরাং ইহা দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত
বাক্য সর্ব্বদাই আমাদের মনে হ
এবৎসর এস্থান সেই প্রাচীন কালের
শি বাদ হইয়া উঠিয়াছে। গত
পূর্ব্ব অত্রত্য নিবাসী ও প্রবাসীদিগের

র লোক অতি অল্পই ছিল যাহাদের জ্বর
নাই। জ্বরাক্রান্তদিগের মধ্যে যাহাদের

ক চিকিৎসার অভাবে যে কত মারা
ড়িয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। বহরমপুরের
টনমেন্টটি উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া
সিদ্ধ আছে; কিন্তু ঐ সময়ে ইউরোপীয়
স পাতালে রোগী রাখিবার স্থান ছিল
। কয়েক জন সৈনিক মারাও পড়িয়াছিল
রোপীয় বিশেষতঃ সৈনিকদিগের পীড়া
লে গবর্ণমেন্টের যেরূপ যত্নাদি হইয়াথাকে
হা হইতে ক্রটি হয় নাই। এক জন স্বাস্থ্য
ক্ষার্থী হেলথ অফিসর আগমন করিলেন
াগেল তিনি এখানকার বিল খাল প্রভৃতি
পিয়া গেলেন, ঐ গুলি পূর্ণ করিয়া প্রকৃত
ঃপ্রণালী করিবারও নাকি প্রস্তাব হইল
প্রস্তাব অনেক দিন পূর্ব্বে হইয়াছিল। কিন্ত
ক সেটি কি দাঁড়াইল তাহার কিছুই আমরা
নিতে পারিলাম না। ঐ জ্বরের প্রাদুর্ভাব
তু কমিতে না কমিতেই আর এক রোগ
ঙ্কর রোগ ওলাউঠা দেখা দিয়াছে। ইহার
ভাবে খাগড়া বহরমপুর কাশিমবাজার গোরা
জার প্রভৃতি স্থানসকলে একেবারে হুল
ল পড়িয়া গিয়াছে। আমরা এখানকার প্র
সী নিবাসী নহি সুতরাং আমাদের পরিচিত
বাসীদিগের মধ্যেই যাহার পীড়া হইতেছে
মরা তাহারই সংবাদ পাই; নিবাসীদিগের
বাদ অধিক পাই না। যখন আমাদের প্রবা
দিগের মধ্যেই এত পীড়া ও এত প্রাণ
নি হইতেছে তখন নিবাসী দিগের ইহাদের
ধিকাংশই সামান্যাবস্থ যে কিরূপ কাণ্ড
ইতেছে তাহা বলিয়া উঠিতে পারি না।
ই পীড়ার উপস্থিতিতে বহরমপুর গৌরিপ
ল অদ্য ৪ ঠা অগ্রহায়ণ হইতে তিন সপ্তা
র জন্য বন্ধ হইয়াছে। বহরমপুর কালে-
র ছাত্র সকল (যাহাদের অধিকাংশই
দেশস্থ) অভিভাবকদিগের কর্তৃক
জ নিজ দেশে প্রেরিত হইয়াছে; কালেজে
ত্র নাই বলিলেই হয়। কেবল যাহারা আগা
বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার্থ প্রস্তুত হই-
ছে তাহারা এবং গবর্ণমেন্টের বেতন

ভুক্ত শিক্ষকেরাই পলাইতে পারেন নাই।
এখানকার বারিকে পাঁচ কোম্পানি ইউরো-

তেছে। দেশীয় সৈন্যেরা স্থানান্তরে প্রেরিত
হয় কি না তাহা এখন স্থির বলা যায় না।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ইউরোপীয়দিগের পীড়া হওয়াতে গবর্ণমেন্ট সাবধান হইয়াছেন, কিন্তু দেশীয়দিগের এই পীড়া তাঁহাদের কর্ণগোচর হইয়াছে কি না তাহা বলিতে পারা যায় না। অতএব আমাদের এই পত্র লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, এই বিষয় গবর্ণমেন্টের গোচর হয় এবং অতি সত্বর ইহার কোন প্রতীকার চেষ্টা করা হয়। আমাদের বিবেচনায় গঙ্গার জল এবারে বড় দূষিত হইয়াছে। অন্যান্য বৎসরে কার্ত্তিকে যেরূপ জল কমিয়া যাইত এবার ইহার মধ্যেই সেইরূপ কমিয়াছে, তাহাতেই আবার সর্ব্বনাশই শব প্রক্ষিপ্ত হইতেছে। অতএব আমাদের বিবেচনায় গঙ্গার মোহানা করিয়া জলস্রোত কিছু প্রবল করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে শবক্ষেপ এক বারে নিষিদ্ধ হয় এবং চেরিটেবেল ডিস্পেন্সারিস ক্রমে আর দুই জন নেটিব ডাক্তার কিছু দিনের জন্য নিযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়; তাঁহারা অসমর্থ লোকদিগের বাসাতে গিয়া ঔষধ প্রদান দিপূর্ব্বক চিকিৎসা করেন। আমাদের নিতান্ত প্রার্থনা এই যে গবর্ণমেন্ট সর্ব্বাগ্রে এই তিন উপায় অবলম্বন করিয়া পরে যাহা কিছু অন্য উপায় থাকে, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করেন।

—:○:—

### দেশীয় কৃষকদিগের অবস্থা।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ

এ দেশের কৃষকদিগের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে উপরিলিখিত শ্লোকটীর অর্থ অনুভব হয় না। অনুধাবন করিয়া দেখিলে সকলেই প্রতীয়মান হইবে, চারিপ্রকার ব্যবসায়ের মধ্যে কৃষিজীবিরাই অধিকতর দুর্দ্দশাপন্ন। এখানকার কৃষকদিগের যেরূপ দুরবস্থা, বোধ করি এরূপ আর কুত্রাপি নাই।

ইহারা প্রকৃত দীন হীন। অন্নবস্ত্রে
এরূপ কৃষক এ দেশে অল্পমাত্র দৃষ্ট

কৃষকেরই কুটীরসদৃশ এক বা দুইখানি
দুঃখের কথা কি বলিব সকলকার সকল
চালে খড়ও নাই। অনেক কৃষকই অর্দ্ধ
বা অনশনে দিনাতিপাত করিয়া থ
অনেকের এক ভিন্ন দ্বিতীয় পরিধা
নাই। অধিক কি, অনেকের ভোজনপাত্র
জলপাত্র পর্য্যন্তও নাই। শাস্ত্রকারেরা ক
যাহারা পরিশ্রমী, তাহারা কখন কষ্ট
না, কিন্তু কৃষকদিগের অবস্থা দর্শন ক
উক্ত বাক্যের যাথার্থ্য রক্ষা হয় না। কৃষ
অতিশয় শ্রমপরায়ণ ক্লেশসহনশীল
নিরীহ; কিন্তু উহাদেরই অধিকতর
দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকেই ইহ
পরিশ্রম দেখিয়া থাকিবেন। উহারা গ্রী
ষের প্রচণ্ড রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া এবং বর্ষা
মুষলধার বৃষ্টিতে ভিজিয়া প্রাতঃকাল
সন্ধ্যাপর্য্যন্ত ক্ষেত্রের কার্য্য করিয়া থ
তাহাদের কষ্ট দেখিলে বোধ করি পা
দ্রবীভূত হয়। যদি কেহ কৃষকদিগের
স্থার কারণ জিজ্ঞাসু হন, তাহার উত্তর
দৈব বিড়ম্বনা এবং জমীদার ও মহা
অত্যাচারই তাহার কারণ। ইহার প্রত্যে
বিবরণ নিম্নে বিশেষ করিয়া লিখিত হ

প্রথম। দৈববিড়ম্বনা। এখানকার
কার্য্য দৈবের উপরে সম্পূর্ণরূপে
করে। দৈব অনুকূল হন, তাহা হ
শস্য প্রাপ্তির কিছু আশা থাকে,
হইলে একবারে হতাশ হইতে হয়।
বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈব বাধাত
প্রায় প্রতিবৎসরই শস্যের হানি
থাকে। এতন্নিবন্ধন কৃষকেরাও
গ্রস্ত হয়। অন্যান্য সুসভ্য দেশে কৃ
র্য্যের যেরূপ সুশৃঙ্খলা আছে, এখানে
সেইরূপ সুশৃঙ্খলায় কৃষিকার্য্য নির্ব্বা
তাহা হইলে প্রতিবৎসর প্রচুর পরিমা
উৎপন্ন হইতে পারে। এ দেশের
রূপ উর্ব্বরতাশক্তি, তাহাতে যে
ব্যাঘাত হয়, বড় দুঃখ ও লজ্জার বিষয়

দ্বিতীয়। জমীদার। এখানকার জমীদা
রা যে কিরূপ দয়াশীল ও প্রজাবৎসল
তাহার বর্ণনার অণুমাত্র আবশ্যকতা নাই।
পাঠকগণ একবার এ দেশের কৃষকদিগের

ন। কৃষকদিগকে পীড়ন ও আমাদিগকে
দশাগ্রস্ত করিবার জন্যই বোধ করি জমী
দার জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহারা
প্রকার সর্বনাশের। কৃষকেরা পরিশ্রম
য়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করে, জমীদার
গের উদর পূর্ণ করিতেই প্রায় সমস্ত
শেষিত হয়। প্রথমতঃ বাৎসরিক কর
ছে। তৎপরে পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ পুত্র কন্যা
পরিণয়াদির উপলক্ষ কি বা অন্য কোন
করিয়া প্রায় প্রতিবৎসর নিরীহ কৃষক
গের নিকট হইতে কিছু কিছু লইয়া
েন। মধ্যে মধ্যে জমীদারীতে গমন করা
হ। কৃষকদিগের নিকট হইতে নজর
কিছু লওয়া হয়। জমীদারীর মধ্যে
বন্ধন বা অন্য কোন কার্য্য করিতে
কদিগের নিকট হইতে ব্যয়ের অতিরিক্ত
য় করিয়া লন। বাবুদের পারিষদ বর্গের
ন্য কোন আত্মীয় অথবা অনুগত ব্যক্তি
প্রকার দায় বা শুভকর্ম্ম উপস্থিত
ন কিছু কিছু দান করিয়া থাকেন, কিন্তু
াও জমীদারিতে বরাত দেন। গোমস্তা
দিগকে পীড়ন করিয়া আদায় করে।
কে এক্ষণে সর্বনাশের লইতেছেন।
প্রজারা যদি এক বৎসর খাজনা
অক্ষম হয়, তাহা হইলে অমনি সুদের
রিয়া বসেন। উক্ত সুদের প্রতি এক
নহে; জমীদারের ইচ্ছার উপর নির্ভর
কেহ বৎসরে টাকায় চারি আনা
মাত্র আনাপর্য্যন্ত লইয়া থাকেন।
যদি খাজনা দিতে বিলম্ব করে,
হইলে দুর্দশার অবধি থাকে না।
দিয়া ধরিয়া আনান হয়। অনাহারে
বন্দী রাখিয়া প্রহার করেন।
ও যদি আদায় না হয় পরে পেয়াদা
করিয়া দেন। পেয়াদারা উহাদিগের
হইতে কেহ চারি আনা কেহ বা

আট আনা করিয়া লইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন
বাকী খাজনা ও নিরিখপ্রভৃতির নালিশ
আছে। প্রায় দুই তিন বৎসর অন্তর জমীর
করবৃদ্ধি করা হয়। কৃষকেরা যদি দিতে
অসম্মত হয় অমনি নিরিখের নালিস রুজু
করিয়া বসেন। এই করবৃদ্ধির উপলক্ষে
জমীদার ও কৃষকে প্রায় দাঙ্গা হেঙ্গাম
হইয়া থাকে উভয় পক্ষের দুই একটা হত
আহত হইতেও দেখা যায়। এইরূপ বিবিধ
অত্যাচারে কৃষকেরা একেবারে সর্ব্বস্বান্ত
হইয়া পড়ে। অনেকে দেশ ছাড়িয়া অন্য
দেশে গিয়া বাস করে। এই ত জমীদারের
অত্যাচার, এতদ্ভিন্ন উহাঁদিগের আমলা
বর্গের অত্যাচার আছে। ইহারাও হিসাব
আনা, পার্ব্বণী প্রভৃতি বাব করিয়া বৎসরের
মধ্যে তিন চারি বার কৃষকদিগের নিকট
হইতে কিছু কিছু লইয়া থাকে কৃষকেরা
যদি দিতে অক্ষম বা অসম্মত হয়, তাহা
হইলে খাজনার টাকা হইতে কর্ত্তন করিয়া
লয়।

তৃতীয়। মহাজন। কৃষকদিগের কাহারই
প্রায় মূল ধন নাই। তাহারা প্রতিবৎসর
মহাজনদিগের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ
লইয়া খাজনা ও আবাদপ্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহ
করিয়া থাকে। পরে শস্য বিক্রয় করিয়া
মহাজনের ঋণ পরিশোধ করে। মহাজনদি
গের নিকট ধান্যও কর্জ্জ পাওয়া যায়
ইহাকে বাড়ী বলে। বাড়ীর নিয়ম এই,
কৃষকদিগের ঘরের ধান্য ফুরাইলে মহাজন
দিগের নিকট হইতে ধান্য লইয়া থাকে।
পরে নূতন ধান্য হইলে প্রত্যর্পণ করে
মহাজনেরা সুদস্বরূপে কেহ শলী প্রতি পাঁচ
কেহ বা আট পালি করিয়া ধান্য লন। কৃষ-
কেরা ধান্য দিতে অক্ষম হইলে বাজার দরে
ধান্যের মূল্য স্থির করিয়া যত টাকা ধার্য্য
হয়, সেই টাকার খত লিখিয়া লন। টাকা
কর্জ্জ লইবার বিবিধ রীতি আছে। খত
লিখিয়া লওয়া হয়, স্বর্ণ রৌপ্যাদি দ্রব্য বা
জমী বন্ধক রাখা হয় এবং কিস্তী ও চোটা
দেওয়া হয়। খতের এই, ইহার সুদের কিছু
মাত্র স্থিরতা নাই। মহাজনেরা ইচ্ছা
মত সুদ লইয়া থাকেন। সাধারণতঃ টাকার এক

এক বা দুই পয়সার হিসাবে লেখা
কিন্তু মৌখিক একটী বন্দোবস্ত থাকে
বন্দোবস্তের অনুসারে কেহ প্রতি
টাকায় তিন কেহ বা চারি পয়সাপর্য্য
লইয়া থাকেন।

চোটার নিয়মটী বড় সহজ নয়।
নের যত ইচ্ছা ততই সুদ লইয়া থা
কেহ মাসে টাকায় এক, কেহ দুই, কেহ
কেহ বা চারি আনা, কেহ বা আরও
সুদ গ্রহণ করেন।

কিস্তী। ইহার নিয়ম কিছু অধি
পীড়াকারী। ইহা একপ্রকার নীচের
পুরুষানুক্রমে প্রায় শোধ যায়
কোন ব্যক্তি যদি এক টাকা কিস্তী
তাহার নামে খাতায় এক টাকা খরচ লি
এক মাসের অগ্রিম সুদ দুই আনা
আনা এক পয়সা এবং তাগিদদারের
পয়সা মোট দশ পয়সা কর্ত্তন করিয়া
অবশিষ্ট সাড়ে তের আনা প্রদান কর
যিনি যত টাকা লন এইরূপ নিয়মে
করা হই। থাকে। সুদসমেত উক্ত
এক মাস কয়েক দিবসের মধ্যে পরি
করিতে হয়, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়মধ্যে
শোধ না করিলে কিস্তী খেলাপী সুদ
তাহার নামে কিস্তীখরচ লেখা হয়।
রৌপ্যাদি দ্রব্য ও ভূমিবন্ধকের নিয়ম
স্বর্ণদ্রব্যের মাসে টাকায় এক পয়সা, রৌপ্য
দেড় পয়সা, পিত্তল ও কাঁসার দুই পয়
করিয়া সুদ দিতে হয়। ভূমিবন্ধকে
খতের নিয়ম প্রায় এক প্রকার। কৃষ
এক্ষণে টাকা প্রায় কর্জ্জ লয় না। ক
তাহাদের নিজ জমীও নাই ও স্বর্ণ রৌপ্য
সামগ্রীও প্রায় নাই। কৃষকেরা যাহা
উপার্জ্জন করে, জমীদার ও মহাজনদি
পূজাতে সমুদয় শেষ হইয়া যায়। পূর্ব্বে
উল্লিখিত হইয়াছে যে, কৃষকেরা শস্যবি
করিয়া মহাজনের ঋণ পরিশোধ ক
কিন্তু দৈবদুর্ঘটনা বশতঃ যদি শস্য না জ
তাহা হইলে কৃষকদিগের দুরবস্থার প
সীমা থাকে না। মহাজনেরা উহাদিগ
ধরিয়া আনাইয়া জমিদারদিগের ন্যায় পী
ও প্রহার করেন। পেয়াদা নিযুক্ত কর

। অবশেষে বলদ গরু বেচিয়া ঋণ ও
বাস্ত করেন। সুবিধা এই, মহাজনেরা
শ বড় ভাল বাসেন না। বলে, কলে,
লে টাকা আদায় করেন। কেহ কেহ
কদিগের নিকট হইতে তাহার জোত
ক্রয় করিয়া জমীদার সংসার হইতে
ম নাম খারিজ করিয়া লইয়া ইহাকে
ছাড়া করেন। কৃষকেরা জমীদার ও
কটে নিকট ক্রীতদাসের ন্যায় থাকে।
সাধারণের কল্যাণবর্দ্ধক ও জীবন
তাহাদের পরিশ্রম প্রসূত কৃষিজাত
ক্ষণ ও ব্যবহার করিয়া আমরা জীবন
ও সুখ স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছি।
তাহাদের প্রতি একপ অত্যাচার ও
দিগকে ঈদৃশ দুর্দ্দশাগ্রস্ত করা কি মান
ত কর্ম্ম ?

আমি এক জন পল্লীগ্রামনিবাসী এবং
বসায় করি, তাহাতে আমাকে নানা
ও অনেক গৃহস্থের বাটিতে যাইতে
আমি কৃষক, জমীদার ও মহাজনদিগের
ও জমীদারের কাছারিতেও যাওয়া
। কৃষকদিগের পরিজনগণের দুর্দ্দশা
ষকদিগের প্রতি জমীদার ও তাঁহার
রিগণ এবং মহাজনেরা যেরূপ
চার করেন, তাহাও স্বচক্ষে দেখিয়া
এই হতভাগা নিরীহ কৃষকদিগের
কি চিরকালই একরূপ থাকিবে ?
কি তাহার উন্নতি হইবে না ? দয়াবান
মেন্ট কি ইহাদের প্রতি কৃপাবলোকন
ন না ? গবর্নমেন্ট উহাদিগকে বিদ্যা
জ্ঞাত করিবার জন্য বিশেষ উদযোগী
শীল হইয়াছেন। ইহা তাঁহাদের
কর্ম্ম বটে ; কিন্তু কৃষকদিগের যেরূপ
ন অবস্থা, তাহাতে যে উহারা আপন
দিগকে জ্ঞানার্জ্জন করাইতে শক্ত হয়,
মতেই একপ বিবেচনা হয় না। যাহারা
বস্ত্রের নিমিত্ত সদাই লালায়িত ও
। জমীদার ও মহাজনের অহরহ অত্যা
দগ্ধ হইতেছে, তাহারা সন্তানদিগকে
কারে শিক্ষাদান করিবে। অগ্রে তাহা
ক অন্ন বস্ত্রে সচ্ছল করুন ; জমীদার ও

মহাজনদিগের অত্যাচার হইতে মুক্ত করুন। লার্ড কর্ণওয়ালিস জমীদারদিগকে যে স্বত্ব দিয়া গিয়াছেন, সেই স্বত্ব কৃষকদিগকে প্রদান করিয়া তাহাদিগকে স্বাধীন করুন। এবং তাহারা যাহাতে অল্প সুদে মহাজনদিগের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ পায় এমত উপায় করুন, তাহা হইলে যদি গবর্নমেন্টের মনোরথ কথঞ্চিৎ সফল হয়। কৃষকদিগের শিক্ষা দিবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করিতেছেন তাহাতে কেবল কৃষকদিগের দুর্দ্দশা ও ক্লেশ বৃদ্ধি করা হইতেছে। কারণ জমীদার পত্তনদার, ইজেরদার ও লাখেরাজদার জোতদারা আপন ঘর হইতে কখন নির্দ্ধারিত কর দিবেন না ; কৃষকদিগকে পীড়ন করিয়া আদায় করিবেন। পরিশেষে বক্তব্য এই ইহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য নূতন কোন প্রকার উপায় করিবার আবশ্যকতা নাই। কৃষকদিগের মধ্যে যাহাদের অবস্থা কিছু ভাল, তাহারা আপন অবস্থানুসারে নিজ নিজ সন্তানদিগকে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় ও গবর্নমেন্টের সাহায্য কৃত বঙ্গ ও ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থ প্রেরণ করিয়া থাকে। উহাদিগের অবস্থার উন্নতি হইলে উহারা তাহা করিতে পারিবে সন্দেহ নাই।

| | |
|---|---|
| জনাই<br>৯ ই নবেম্বর<br>১৮৬৮ । | অবদীয় নিতান্ত<br>বশম্বদ। |

## বিবিধসংবাদ।

২ রা অগ্রহায়ণ সোমবার।

আমরা গত বারে টালির খালের এবং সজিয়া হইতে যে খাল হইবার কথা লিখিয়াছিলাম, সংবাদদাতার দোষে তাহাতে আংশিক ভ্রম হইয়াছে। ঐ খালখনন এখন হইতে আরম্ভ হইতেছে না। অন্ততঃ কাওরা পুকুর হইতে আরম্ভ হইবে।

আমরা অধিকাংশ স্থান হইতেই স্বাবন দুর্ভিক্ষসংবাদ পাইতেছি। ইহা পাছে মহামারীর ন্যায় হইয়া দাঁড়ায়, এই শঙ্কা আছে। স্থানে স্থানে গবর্নমেন্টের ধনাগার হইতে সাহায্য দেওয়া হইতেছে, কিন্তু তাহা পর্য্যাপ্ত নহে।

সম্প্রতি মান্দ্রাজের প্রধানতম বিচারালয়ের সেসিয়নে এক জন এতদ্দেশীয় উকীল এক

ব্যক্তির পক্ষসমর্থন করিতে আইসেন।
ইহেরা এই বলিয়া আপত্তি করেন উকী
আদিম বিভাগে উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা ক
পারেন না ; কিন্তু বিচারপতি সর আডাম বি
ষ্টোন এই আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়াছেন।
ষ্টরদিগকে সকলে টাকা দিয়া উঠিতে প
না। তাহাদিগের অপেক্ষা এতদ্দেশীয় উক
দের দ্বারা অধিক কাজ হইবারও সম্ভ
আছে। কলিকাতার প্রধানতম বিচারালয়ে
এই উদার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবে।

মান্দ্রাজের উপকূলে অদ্যাপি
বাত্যা হইতেছে। ফরাশী মেইল জাহাজ ব
রীদিগকে নামাইতে ও নূতন আরোহী ও
লইতে অসমর্থ হইয়া পাণ্ডিচরিতে গমন
য়াছে।

আবদুল্লানামক যে ব্যক্তি ১৮৫৭
দিল্লীতে কাপ্তেন ডগলাসকে বধ করিয়াছি
বলিয়া ধৃত হইয়াছেন, তাঁহাকে সেসিয়নে
করা হইয়াছে।

মফস্বলাইট অবগত করিয়াছেন, লা
অবধি পেশোয়ার পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে
তাহার ভূমিপরিমাণ কার্য্য শেষ হইয়া
লাহোর অবধি রাওল পিণ্ডিপর্য্যন্ত শীঘ্র রেল
আরম্ভ হইবে।

পঞ্জাবের দোকানদের হ্রাস হইতে
রামসিংহের একণে কয়েক শতমাত্র
আছে। ইহারা কদাচ দুশ্চরিত্রতানি
তাঁহার উপরে লোকের অতিশয় অশ্রদ্ধা
বারিষ্টরদিগের দ্বারা মকদ্দমা করান
বহুল বিষয় তাহার এক দৃষ্টান্ত পা
য়াছে। গত শনিবার টার্ণারনামক এক
ইউরোপীয় দেওয়ানী আদালতে এই ব
আবেদন করেন যে তিনি পূর্ব্বে গালি
লবণের গোলায় এক জন কর্ম্মচারী ছিলে
তাহাকে কোন অপরাধে ফৌজদারি সেসি
অর্পণ করা হয়। ইহাতে তিনি রক্ষা পা
নিমিত্ত এত টাকা বারিষ্টরদিগকে দিতে হইয়া
যে দেউলিয়া আইনের আশ্রয় না লইলে
আর নিষ্কৃতি পান না। তথাপি সব বা
একজন এতদ্দেশীয় বিচারালয়ের উকীল দ্ব
আদিম বিভাগে উপস্থিত হইতে দি
চান না।

পঞ্জাবের শস্য এক কালে নষ্ট হইল। পে
য়ার তত্র আর সম দায় স্থানের শস্য ব
পেয়াছে। অনাবৃষ্টি নিবন্ধন রবিশস্যের বী
বপন করা হইল না। মাড়োয়ার, সিকানিয়া
রাজপুতানা হইতে দিল্লী অঞ্চলে বিস্তর লো
আসিতেছে। শস্য অগ্নিমূল্য ৯ সের গমে ১২
বিক্রীত হইতেছে।

লেফ্টনান্ট আর, টি,বার্চনামক মিরা

ন আফিসর বিস্তর ঋণ করিয়া তৎ
অসমর্থ হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন
ীড়া, সুরাপান ও বেশ্যাসক্তি যুবক
দিগের সর্বনাশের হেতু হইয়াছে।

র্ণমেণ্ট পঞ্জাবে একণকার অপেক্ষা
সৈন্য রাখিবার মানস করিয়াছেন।
টী পরিত্যক্ত শিবির পুনর্ব্বার সৈন্যদ্বারা
রিত হইতেছে।

স মেরি কার্পেণ্টর বোম্বাইয়ে উপনীত
ছেন। তাঁহার সহিত একটী বালিকা আসি
ন। ইনি মিস কার্পেণ্টরের পালিত কন্যা।
াইয়ের অনেক সম্ভ্রান্তলোক মাঞ্জেনে
গিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। কয়েক
শিক্ষয়িত্রীও এই সঙ্গে আসিয়াছেন। স্ত্রী
ল বিদ্যালয়সমূহের স্টেট সেক্রেটারি মিস কা
রকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়াছেন। তিনি আপ
আমেদাবাদে গমন করিবেন। মিস কার্পে
যদি অবস্থা বুঝিয়া চলিতে পারেন তাঁহা
অনেক কাজ হইতে পারে।

৩রা অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার।

ইংলণ্ড হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, কমিস
সম্মুখে বোম্বাই ব্যাঙ্কের ডুবপুস; অধ্যক্ষ
য়াছেন, ব্যাঙ্কের সর্বশুদ্ধ ১৬৮ লক্ষ টাকা
হইয়াছে। কিন্তু কত জন ইহাতে বড়মানুষ
াছেন। কত নিঃস্ব হইয়া ইংলণ্ডে গিয়া
বী করিতেছেন। তাহা কমিসনের অনুস
করা কর্তব্য।

ফ্রেডারিক জনষ্টন নামক এক জন
চোর ইউরোপীয় সেবকেও টাকমসের নামে
চাঁদা পুস্তকে স্বাক্ষর করিয়া চাঁদা আদায়
তেছিল। সিমসন কোম্পানির অংশী
লাও সাহেব এ ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া
দে। নিয়াছেন এক জন মুসলমান এ ব্যক্তি
কারী ছিল ম্যাজিষ্ট্রেট রবার্টস সাহেব ইউ
ীয়ের ছয় মাস ও মুসলমানের দুই মাস কা
ের আদেশ দিয়াছেন। এবং ফেক্ষে তাকে
রাবে সেসিয়নে দেওয়া কর্তব্য ছিল।

পঞ্জাব ব্যাঙ্কের পোদ্দারের জুয়াচুরিতে
াকের সর্বনাশ হইল। সিভিয়ান বলেন এক
পারসী বণিক আক্রান্ত হইয়া বিষপানে
ত্মহত্যা করিয়াছেন। আর এক জন যন্ত্রণা
র কষ্ট বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া গল
ছেদন করিবার চেষ্টা পান। বাঙ্গালকদের
যে সকল জুয়াচুরি হয় তাহার শেষ ফল
এই প্রকার দাঁড়ায় অধিকতর আছে

সে… বিষয় এই কর্মচারী ওয়াডরেক্টর মনোনীত
কাজ… সময়ে সাবধান হওয়া হয় না।

কলিকাতার জজদিগের ইংল্‌ মহর ক্লার্ক
কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন।
… তাগের জেলের পরীক্ষার পূর্ব্বে উত্তর
বিভাগে জেলা হইবার আজ্ঞা হইয়াছে। অত
এব ক্লার্ক সাহেব আর তিন বৎসর কলিকাতায়
…। কিন্তু তিনি এত দিন মিউনিসি
পালিটির বেতন খাইয়া ইংলণ্ডে কি করিলেন,
তাহা … দীরা জানিতে চান।

বোম্বাইয়ের জজদিগেরা জেল করিবার মানস
করিয়াছেন। মান্দ্রাজের মিউনিসিপালিটি পয়ঃ
প্রণালী করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকটে
১২ ৮০,০০০ টাকা কর্জ চাহিয়াছেন। মান্দ্রা
জের … সকলেই সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান দেখা
যাইতেছে।

কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা
পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত ১৭০৪ জন ও এল, এ,
নিমিত্ত ৪২৪ জন পরীক্ষার্থী হইয়াছেন। এই
সকলের মধ্যে ১৭৬২ হিন্দু, ২০১ জন ব্রাহ্ম
১১৩ জন খৃষ্টিয়ান এবং ৮১৯ জন মুসলমান
৮৪ জন লাটিন, ১ জন গ্রিক, ৪১ জন আরাব,
৩৭২ জন সংস্কৃত, ১২ জন পারসী, ২৪২ জন
উর্দু, ৮ জন হিন্দি, ১৩ জন উড়িয়া ও ১০
৯৫ জন বঙ্গ ভাষায় পরীক্ষা দিবেন। ৩০৮ জন
প্রবেশিকা এবং ২১৫ জন এল এ. পরীক্ষার্থী
কলিকাতায় পরীক্ষা দিবেন। বোম্বাইয়ে ৬৫০
জন প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবেন।

সম্প্রতি পেশোয়ারে দুটী অগ্নিকাণ্ড হই
য়াছে। প্রথম অগ্নিতে দুটী স্ত্রীলোক ও সম্ভব
আশী হাজার টাকার দ্রব্য নষ্ট হইয়াছে
দ্বিতীয়টীতে ৮০ মন বারুদ জ্বলিয়া গিয়াছে.
একটী স্ত্রীলোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে এবং
প্রায় এক লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে।

৪ ঠা অগ্রহায়ণ বুধবার।

মান্দ্রাজে পুনর্ব্বার দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা
হইয়াছে। অনাবৃষ্টিনিবন্ধন সর্ব্বপ্রকার শস্যই নষ্ট
হইয়াছে। এবার যখন সর্ব্বত্র অন্নকষ্ট তখন
গবর্ণর জেনরল লবণের মা করিয়া অন্যায় করি
য়াছেন। এতদ্দেশীয় রাজগণ তাহা হইলে
এই বলিয়া ভয় করিতেছেন যে, এত কষ্টের
সময়ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কোন ভয় করেন না।

… লনিউস অবসৃত হইয়াছেন, ভারতবর্ষীয়
গবর্ণমেণ্ট লবণের মাসুল সর্ব্বত্র একবিধ করি
বার প্রস্তাব করিয়াছেন। এটী অতিশয় আব
শ্যক।

উক্ত পত্র শ্রবণ করিয়াছেন বিস্তর ক
কাতাবাসী এই বলিয়া আবেদন করিতেছে
যে, চৌরঙ্গিতে না হইয়া কলিকাতার মধ্যস্থ
ছোট আদালত স্থাপিত হয়। এই আ
গ্রাহ্য করা কর্তব্য। এতদ্দেশীয় অর্থি
র্থির সংখ্যাই অধিক। চৌরঙ্গিতে আ
থাকাতে বিশেষ অসুবিধা হয়।

ফিরোজসাহ একণে কাবুলে আ
আমীর সিয়ারআলি খাঁ তাঁহাকে বালা
দুর্গে বাসস্থান দিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় বিদে
নিজ ব্যয়ও আমীরের নিকটে পাইতে
সোয়াতের আখুন্দ যুদ্ধ সজ্জা করিতে
কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার বিরুদ্ধাচর
করিলে তিনি গোলযোগ করিবেন না।

বোম্বাইয়ের পারসীরা মেইন সাহেবের
বিবাহের বিলের প্রতিবাদ করিতেছেন।

শিয়ালকোটের এক জন স্বর্ণকার এ
জের নিকটে ৩০০ মহম্মদ শাহী মুদ্রা
রাখিয়া ১০০০ চলিত টাকা কর্জ করে।
সময়ে সে প্রত্যাগমন করাতে মহাজ আ
খুলিয়া খুলিয়া দেখিলেন, সকল টাকাই
ধূর্ত স্বর্ণকার ধৃত হইয়াছে। পুলিস তাহা
হইতে ১১৬০ টী মেকী টাকা বাহির
য়াছেন। কলিকাতায়ও অনেক মেকি
প্রস্তুত হয়।

আমীর সিয়ারআলি খাঁর … বুদ্ধ…
য়ারে আসিয়াছিল। আবদুল রহমন
অগ্রসর হওয়াতে তিনি গবর্ণর জেনে
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতে পারিলেন

৫ ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় সৌ
আইনের সংশোধনার্থ যে পাণ্ডুলেখ্য
পিত হয়, তাহা আপাততঃ স্থগিত রহিল।
লেখ্যখানি আইন কমিসনরদিগের ম
ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছে।

এ বার মধ্যভারতবর্ষে উত্তম তুলা জন্মি
অন্য অন্য বৎসর অপেক্ষা এবার এক মাস
অমরাবতীর বাজারে তুলা প্রেরিত হইয়
এখানকার তুলার আঁস আরও উত্তম না
আমেরিকার সহিত প্রতিযোগিতা সং
নাই।

নিউজিলাণ্ডে পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ হইয়
আদিমবাসীরা সম্প্রতি এক যুদ্ধে ইংরাজ
দলের অনেক ক্ষতি করিয়াছে। উপনি
ব্যয় হইয়া থাকে তাহাই হইতেছে।
হউক আর পরাজয় হউক, আদিম বাসি

...থবী ত্যাগ করিতে হইবে। ইউরোপীয় ...স্তা অন্য জাতির অবস্থান বড় সহিতে ...রে না।

বোম্বাইয়ের মিউনিসিপাল্টির খাতাঞ্চি যখ... রাও ১০,০০০ টাকা তহরূপ করায় কমি...া তাঁহার বিরুদ্ধে ফৌজদারিতে নালিশ ...য়াছেন; কিন্তু নালিশের পুর্ব্বে যখবন্ত ...ায়ন করিয়াছেন। বোম্বাইয়ের কমিসনরদিগের ...ংসা করা আবশ্যক। এখানে হালডেন ...বকে কিছু বলা কাহারও মত হয় নাই। ...তঃ ভৃত্যদিগের ক্ষতি কর এখানকার মিউ...নিসিপালিটির অভিমত নহে। কলিকাতার ...িসনরদিগের এক জন এতদ্দেশীয় খৃষ্টীয়ান ...মিসিয়ার কুলিগণনার ব্যতিক্রম করিয়া পদ... হন; কিন্তু কিছুদিন পরে আবার কর্ম্ম... ...য়াছেন।

আগামী সোমবার প্রধানতম বিচারালয়ের ... সেসিয়ন বসিতেছে। বোধ হয়, বিচারপতি ...ার আসনগ্রহণ করিবেন। এবার অনেক ...তর অপরাধের মকদ্দমা আছে।

...াঙ্গ কলেজের সেক্রেটেরি লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এক ...পাশাবা সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত ...পমাঙ্গ ও বড়হাটে দ্যূতক্রীড়া নিষেধক ...ন জারি করিয়াছেন।

...াঙ কর্ণেল সর জন লরেন্স কলিকাতায় আগ... ...করিয়াছেন।

...ার রিচার্ড টেম্পল বোম্বাইয়ে গমন করি... ...ছেন। তত্রত্য রাজস্বসংক্রান্ত বিষয় দর্শন ...াঁহার অভিপ্রেত।

...মিন কাপেণ্টর এদেশের জেল প্রণালীর ...ক দোষারোপ করাতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ...সমর্থনার্থ এক দীর্ঘ রিপোর্ট প্রস্তুত করি... ...ছেন। এই ত বোধ, আমাদিগের শাসন... ...লীর কেবল কাগজের উপরে নির্ভর। আট ... বাঁধিয়া রিপোর্টটী লিখিতে পারিলেই কাজ ... গেল। অভ্যন্তরদর্শনের আবশ্যকতা ...ক না।

...্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, ভারতবর্ষ ...ত অধিক পরিমাণে বিলাতী বস্ত্র ও চা ...ত মধ্য আসিয়াতে যাইতে না পারে এই ...দেশ্যে রুশীয় গবর্ণমেণ্ট শতকরা ২৫ টাকা ...ক করিয়াছেন। রুশিয়ার অধিকৃত আসিয়ায় ...জ কলনচেষ্টরের সময় আসিয়াছে।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, ...র মৌঃঙ প্রত্যেক জেলে স্ত্রীলোকদিগের ...বার স্বতন্ত্র স্থান করিতেছেন। দেওয়ানী ...দিদিগেরও থাকিবার স্থান স্বতন্ত্র হইবে।

এবার আসামে যথেষ্ট চা ও ধান্য জন্মিয়াছে। শিবসাগরে চা ভাল হয় নাই।

নাগপুর অবজারবর নিশ্চয় বলিয়াছেন, মধ্য ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের কোন আশঙ্কা নাই। সকলের প্রার্থনা ত তাহাই; কিন্তু আমাদিগের আশা যে পরিপূর্ণ হয় বোধ হয় না।

পঞ্জাবের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর অদ্যাপি সীমার নিকটে আছেন। সিয়ারআলি খাঁ পেসোয়ারে আসিবেন এখন ও সে সম্ভাবনা আছে। আবদুল রহমনের সহিত যুদ্ধ শেষ না হইলে ইহা হইতেছে না। আবদুল রহমন যে জয়ী হন বোধ হইতেছে না তিনি যে স্থান পরিত্যাগ করিয়া আসিতেছেন, তথাকার লোকেরা বিদ্রোহী হইতেছে, তাঁহার সৈন্যগণও বড় অনুরক্ত নহে।

৬ ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার।

সেকন্দ্রা বেগমের কন্যা সাজিহান বেগম ভূপালের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সর্দ্দার আবদুল রহমন খাঁ তুর্কিস্থানের বিদ্রোহশান্তি করিয়া বামিয়ান উপত্যকায় আসিয়াছেন। তথায় সিয়ারআলি খাঁর যেসকল সৈন্য ছিল তাহারা ভয়ে পলায়ন করিয়াছে। কতকগুলি সর্দ্দারের দলে জুটিয়াছে। ত্বরায় কাবুলে আসা তাঁহার অভিপ্রেত। সিয়ারআলি খাঁ আপন পুত্র আকুব আলি ও সর্দ্দার ইসমাইল খাঁকে বামিয়ানের দিগে প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু সৈন্যগণ বেতন না পাওয়াতে অসন্তুষ্ট হইয়াছে। এরূপ জনশ্রুতি কাবুলের অনেক সর্দ্দার গোপনে আবদুল রহমনের সাহায্য করিতেছেন। বোধ হয় সিয়ারআলি খাঁ কাবুলে অধিক কাল থাকিতে পারিলেন না।

৭ ই অগ্রহায়ণ শনিবার।

লাহোরের বিখ্যাত পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ শাস্ত্রী গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহ করিবার ভার পাইয়াছেন। গবর্ণর জেনরল এই কার্য্যের নিমিত্ত বার্ষিক ২৪,০০০ টাকা দিবার মানস করিয়াছেন। হুইটলি ষ্টোক্স সাহেবের যত্নে এই মহৎ কার্য্য হইতেছে।

আর এক জন এতদ্দেশীয় ব্যক্তির বোম্বাইয়ের প্রধানতম বিচারালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন।

সেপ্টেম্বর মাসে যে ছয় মাস শেষ হয়, তাহাতে মধ্যভারতবর্ষে ১৮ টী মেলা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে নর্ম্মদা বিভাগে ১৪ টী হয়। সর্ব্বাপেক্ষা চাঁদার মেলাতে অধিক অর্থাৎ ১৪০০০০ লোক সমবেত হইয়াছিলেন। এই স্থানে ... টাকার দ্রব্য বিক্রীত হয়। অন্য অন্য ... গড়ে ৫০০০ লোক হইয়াছিল।

নিম্নলিখিত মুল্যে গবর্ণমেণ্টের ... বিক্রীত হইতেছে।

| | | |
|---|---|---|
| ৪ টাকার সিক্কা | | ৯৪॥০। ৯... |
| ৪ „ | কোং | ৯৪॥৶। ৯... |
| ৫ „ | পবলিকওয়ার্ক | ১০৪৸। ১... |
| ৫ „ | কোং | ১০৯। ১০... |
| ৪॥ „ | কোং | ১১৩।০। ১১... |

# ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৫ ই নবেম্বর। প্রুশিয়ার রাজা ... মহাসভার কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন। রাজা ... দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থার বিষয় লইয়া ... করিয়াছেন। তিনি উৎকর্ষ সাধনের ... করিয়া বলিয়াছেন বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ সদ্ভাব আছে। তিনি ...নের বিপ্লবের বিষয়ে অনুমোদন করিয়াছেন।

গতকল্য ব্রাইট সাহেবকে এডিনবরা ন... স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছে।

যে যে প্রধান প্রধান বিষয়ে তিনি ... হইয়াছেন তাহার উল্লেখ করিবার সময়ে ... সাহেব বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের ভবিষ্য... ...তির বিষয়ে কোন বন্দোবস্ত করা হয় নাই। ...কেই ঐ দেশের প্রতি অমনোযোগী দেখা ... তিনি আরও বলিলেন, প্রুশীয়া ও অষ্ট্... ...দেশ যুদ্ধই ইউরোপীয় রাজগণের যেসকল ...বার প্রধান কারণ।

নিউইয়র্ক হইতে ৪ ঠা নবেম্বরের যে ...গ্রাম আসিয়াছে, তাহাতে জানা যাইতে... নীচতন্ত্রপ্রিয়দল নিউইয়র্ক ও নিউজ... প্রদেশে আপনাদিগের পক্ষের প্রতিনিধি ...নীত করাইয়াছেন।

৬ ই নবেম্বর। ৫ ই নবেম্বরের এক টেলি... নিউইয়র্ক হইতে আসিয়াছে। ইহাতে প্র... করে, ২৫ টী প্রদেশের লোকের সেনা... গ্রাণ্টের সভাপতি হইবার বিষয়ে ২০৬ টী ... ও সাইমর সাহেবের অনুকূলে নয় প্রদেশের ... মত হইয়াছে। নীচতন্ত্রপ্রিয় দলের ২৭ ... প্রতিনিধি মহাসভায় প্রবেশ করিয়াছেন। ... সাধারণতন্ত্রপ্রিয় দলের সংখ্যা অপর দল ...পেক্ষা তিন অংশের দুই অংশ অধিক ... ইহা কমিয়াছে।

৭ ই নবেম্বর। ভারতবর্ষের স্বার্থ... নিমিত্ত টাইমস অব ইণ্ডিয়া ইংলণ্ডের প্রতি... মনোনীতকারীদিগের নিকটে যে আ...

ছেন, তদ্বিষয়ে অনেকার টাইমস পত্রে
দীর্ঘ প্রস্তাব আছে। সম্প্রতি লার্ড সালি
ম্যাঞ্চেষ্টরে যে যে বক্তৃতা করিয়াছেন,
অনুকরণ করিয়া টাইমস ভারতবর্ষে
চাসের নিমিত্ত চেষ্টা পাইবার প্রস্তাব
ছেন। গত ... ইটফোড নর্থকোট
মরকে ... দিয়াছেন। ...
জ যোজ ... মধ্যে আক্রমণ করিতে
পরাজিত ও দূরীকৃত হইয়াছে।
ই নবেম্বর। সর ইটফোড নর্থকোট ভারত
খালকাটা কোম্পানির উৎকর্ষিত খাল
ক্রয় করিবার নিমিত্ত বন্দোবস্ত করিয়া

ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের এক অভিনন্দ
প্রত্যুত্তর দিবার সময়ে লার্ড মেয় বলিয়া
ভারতবর্ষের সর্বাংশে কৃষিকার্যের উন্নতির
ত খাল করা অত্যন্ত আবশ্যক। তিনি
য়াছেন, ইংলণ্ডে যে প্রণালী অবলম্বন কর
ভারতবর্ষেও তাহা সহজে করা যাইতে
বে। এক্ষণে ভারতবর্ষের শাসনকার্য,
ন্ত যে প্রকার বিস্তর পত্র লেখালেখি হইয়া
, তৎপ্রতি লার্ড মেয় দোষারোপ করিয়া
য়াছেন, পত্র লেখার পরিবর্ত্তে কাজ করা
য় অভিপ্রেত হইয়াছে। তিনি আরও বলি
ন, স্থানীয় কর্মচারীদিগের ক্ষমতাপ্রদানদ্বারা
দ্দেশ্য উপকার হয়, সেই উদ্দেশে শাসন কার্য
ন্যান্য প্রতি বিভাগে পৃথক প্রণালী করা
য়।
সেনাপতি প্রিম স্পেনীয় সেনাদলের মার্শাল
প্রধান অধ্যক্ষ হইয়াছেন। তিনি যাব
সৈনিককে সাধারণ সভাসমূহে যাইতে
ধ করিয়াছেন।
ভূতপূর্ব্ব রাজ্ঞী ইসাবেলা পারিসে উপনীত
য়াছেন।

---

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

### বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

১০ ই নবেম্বর। টি. জে. সি. প্লাউডেন
২৪ পরগণার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও
লেক্টর হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর অধীন মাজি
ট্টের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।
নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা বাঁচির দাতব্য চিকিৎ
লয় চালাইবার সভার সভ্য হইবেন।
লেপ্টেনণ্ট কাপ্তেন জে. এস. ডেবিস।

এচ. ষ্টেনফোর্ড সাহেব।
আর. ডবলিউ. নিও সাহেব।
বাবু গিরিশচন্দ্র মিত্র।
মুন্সি সদানন্দ সহায়।

জে, কেলি সাহেব কলিকাতার মেডিকাল কালেজের চিকিৎসালয়ের ধাত্রী বিভাগের হাউস সার্জন হইবেন।

১১ ই নবেম্বর। বেগসরাইর মুন্সেফ বাবু শীত লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আপাততঃ যে ক্ষমতা আছে, তদ্ভিন্ন ভাগলপুরের নিম্নলিখিত স্থানের রেলওয়ের কর্ড লাইনের মকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা পাইবেন।

(১) সুর্য্যগড়ের মুন্সেফের সীমার মধ্য স্থিত পরগণা চকাই, গিদ্ধোর, খড়্গপুর, ও সালিমাবাদ।

(২) মুঙ্গেরের মুন্সেফের সীমার মধ্যস্থিত পরগণা পর্বতপাড়া।

(৩) ভাগলপুরের মুন্সেফের সীমার মধ্যস্থিত পরগণা খড়্গপুর।

রুরবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ, ক্রেবেন সাহেব ১৮৬৪ অব্দের ৭ আইন অনুসারে মকদ্দমা করিবার ক্ষমতা পাইবেন।

যত দিন মৌলবী গোলাম মকদুম বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন বাবু সুর্য্যকান্ত চৌধুরী নওগাঁর প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

১২ ই নবেম্বর। ডবলিউ. বি. ওলডহাম সাহেব দার্জ্জিলিঙের প্রতিনিধি সহকারী কমিসনর হইয়া মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন। আর যত দিন ডবলিউ. বি, ডি, মটন সাহেব মফস্বলে থাকেন, তত দিন তিনি তত্রত্য ক্ষুদ্র আদালতের প্রতিনিধি জজ হইবেন।

জে. টুইডি সাহেব কৃষ্ণনগরের এক জন মিউনিসিপাল কমিসনর ও মিউনিসিপালিটির সহকারী সভাপতি হইবেন।

লেপ্টেনণ্ট এম. টি. সেল (যিনি রূপে ছোট নাগপুরের কবর মহলের থাকবস্তি কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তিনি) যত দিন ছোট নাগপুরে থাকিবেন তত দিন নিরপেক্ষভাবে তত্রত্য কমিসনরের সহকারী হইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা ত্রিপুরার বিদ্যাশিক্ষা সভার সভ্য হইবেন।

এ, ডবলিউ, কক্রেন সাহেব।
ডবলিউ, ডেবি সাহেব।
বাবু মোহিনীমোহন বর্দ্ধন।

কাছাড়ের সহকারী কমিসনর ও, জি, অ
মাকউইলিয়ম কুলিরক্ষকের ক্ষমতা পাইবে
কিন্তু তিনি তত্রত্য প্রতিনিধি কমিসনর
ডবলিউ, এডগার সাহেবের অধীনস্থ হ
এই ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

ডবলিউ, হেমাম সাহেব পাটনা, গয়া
সাহাবাদে ১৮৬৩ অব্দের ৯ আইন অনু
ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

১৪ ই নবেম্বর। যত দিন বাবু প্রসন্ন
সর্ব্বাধিকারী বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকি
তত দিন পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যা
সংস্কৃত কালেজের প্রতিনিধি অধ্য
করিবেন।

১৬ ই নবেম্বর। ডাক্তর জে, জে, ম
এম, বি, কাছাড়ের প্রতিনিধি সিবিল আসি
সার্জন হইবেন।

বাবু উমাশ. মহেন্দ্রলাল বসু বর্দ্ধমান
লের প্রতিনিধি বিশেষ সব রেজিষ্টার হইবে

১৭ ই নবেম্বর। নিম্নতর শাসনকার্য্যের
লিখিত কর্ম্মচারিগণ ষষ্ঠ হইতে পঞ্চম শ্রে
উন্নীত হইবেন।

মৌলবী মহম্মদ।
বাবু সীতাকান্ত মুখোপাধ্যায়।
" আনন্দচন্দ্র সেন।

গবর্ণর জেনরলের সম্মতিক্রমে লেপ্
গবর্ণর বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালকে বঙ্গে
ব্যবস্থাপক সভার অন্যতর সভ্যপদে নি
করিয়াছেন।

যত দিন লেপ্টেনণ্ট কর্ণেল জে, এস, 
বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ত
লেপ্টেনণ্ট কর্ণেল ই, এ, রাউলাট ছোট
রের প্রতিনিধি কমিসনর হইবেন।

লেপ্টেনণ্ট কর্ণেল রাউলাটের অনু
কালে ডবলিউ, ও, এ, বেকেট সাহেব
দুয়ারের প্রতিনিধি ডেপুটী কমিসনর হইবে

জে, ডবলিউ, এডগার সাহেব
শ্রেণির প্রতিনিধি ডেপুটী কমিসনর হইবে

—:o:—

## আমাদিগের আদুলিয়াস্থ স

দাতা লিখিয়াছেন।

১। গবর্ণমেণ্ট আজি কালি দেশের
সাধনার্থ পবলিকওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্ট
বৃদ্ধি করিতেছেন ; কিন্তু উহার কর্ম
স্থানে সমান হয় না। সম্প্রতি নদীয়া

এতৎসংক্রান্ত অনেক কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এখানে ৪। ৫ জন ইঞ্জিনিয়র আসিয়াছেন। গবর্ণমেন্টের হইতে মাস মাস যেরূপ ব্যয় হইতেছে, তাহার অনুরূপ কর্ম্ম কৈ? এরূপ জনশ্রুতি যে কএকটী খাল কাটান হইবে, কিন্তু তাহাও যে কবে আরম্ভ হইবে, তাঁহারাই বলিতে পারেন। আমাদিগের এতৎ সংক্রান্ত একটী বক্তব্য আছে, এই অবসরে তাহা গবর্ণমেন্টের গোচর করা কর্ত্তব্য।

সোমপ্রকাশপাঠকবর্গের অনেকেই অবগত আছেন যে, কলিকাতা হইতে আরম্ভ হইয়া একটী সুবিস্তীর্ণ রাজপথ বারাসত, হাবড়া, রাণাঘাট, উলা, কৃষ্ণনগর, দেবগ্রাম, কালিগঞ্জ, পাথুরিয়াপ্রভৃতি গ্রামসমূহের মধ্য দিয়া জেলা বহরমপুরের কাসিমবাজারপর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। ঐ রাজপথটিকে সচরাচর লোকে "কোম্পানির রাস্তা" কহিয়া থাকে। ঐ রাস্তাটী থাকায় এ দেশের যে কত উপকার হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। উহার স্থানে স্থানে সাঁকো এবং আবশ্যক মত বৃহৎ বৃহৎ পুলও আছে। খড়ে পার হইয়া বহরমপুরপর্য্যন্ত এই সীমার মধ্যে অনেকগুলি পুল প্রস্তুত হইয়াছে। কৃষ্ণনগর ও মায়াকোলের মধ্যবর্ত্তী এক স্থানে গবর্ণমেন্ট কএক বৎসর হইল, শাল বৃক্ষের একটী সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তদ্দ্বারা পথিকদিগের অনেক কষ্টনিবারণ হইয়াছে বটে, কিন্তু পুলটী সুবিধাজনক নহে। প্রতিবৎসর উহার সংস্কার করিতে হয়, তাহাতে বিলক্ষণ ব্যয় হইয়া থাকে। উহার নিমিত্ত এ প্রদেশ তালবৃক্ষ শূন্য হইল। যাহা হউক, আমাদিগের মতে এই পুলটী পাকা করা প্রজাহিতৈষী গবর্ণমেন্টের একান্ত কর্ত্তব্য। কএক দিবস হইল আমি কার্য্যোপলক্ষে ঐ সেতুর উপর দিয়া গমন করিয়াছিলাম। দেখিলাম, উহা স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়াছে। তাহার উপর দিয়া গাড়িপ্রভৃতি চলিতে পারে না। পথিকদিগকেও অতি সাবধানে গমনাগমন করিতে হয়। এটী পাকা হইলে আর এ উপদ্রব থাকে না।

২। সোমপ্রকাশে শান্তিপুর হইতে ফৌজদারী আদালত ও মুনসেফি আদালত রাণাঘাটে উঠিয়া যাইবার প্রসঙ্গ লইয়া যে দুইখানি পত্র প্রকাশ হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আমাদিগের আর কিছু বলা বাহুল্য। মহাশয় উহাতে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই সম্পূর্ণ অনুমোদনীয়। শান্তিপুর অপেক্ষা রাণাঘাট আজি কালি সংক্রান্তে সুবিধার স্থান হইয়াছে। এখানে আদালত দুটী স্থাপিত হওয়া বিধেয়। শান্তিপুরের পত্রপ্রেরক যে আপত্তি করিয়াছেন, তাহা কোন কার্য্যের নহে। শান্তিপুরে অধিক লোকের বাস বলিয়াই কি তথায় আদালত থাকিবে? তিনি লিখিয়াছেন যে যদি এখানকার বিচারালয়দ্বয় রাণাঘাটে উঠিয়া যায়, তাহা হইলে তথায় দস্যু তস্করের প্রাদুর্ভাব অধিক হইবে। ইহার সহিত আদালতের কি সংস্রব আছে? যখন মাজিষ্ট্রেটের কাছারীই উঠিয়া গেল, এ দুই আদালত থাকায় ফল কি? কেবল গবর্ণমেন্টের পুলিশ থাকিলেই তাঁহাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে। আর একটী বিষয় এ স্থলে ব্যক্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। রাণাঘাট সবডিবিজনের পূর্ব্ব দিগেই অধিক বিস্তৃত এবং অনেক ভদ্র ভদ্র গ্রাম আছে। তাঁহাদিগের কোন ব্যক্তিকে মকদ্দমা উপলক্ষে শান্তিপুরে উপস্থিত হইতে হইলে তীর্থযাত্রার ন্যায় পাথেয় লইতে হয়। কষ্টেরও পরিসীমা থাকে না। এ বিষয় গত বারের পত্রিকায় সুবর্ণপল্লীর এক মহাশয় বিস্তারিত করিয়া বলিয়াছেন। উপসংহারকালে আমরা পুনঃ পুনঃ গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করিতেছি, যাহাতে বিচারালয় দুটী রাণাঘাটে হয়, তাহা করেন।

৩। গত বারের পত্রিকায় বনগ্রাম মহকুমা হইতে যে ১১ জন ডাকাইত গেরেপ্তার হইয়া কৃষ্ণনগরে আসিয়াছে লেখা হইয়াছিল। কএক দিন হইল তাহার সেসনে বিচার হইয়া গিয়াছে। ১১ জনের মধ্যে ১ জনের ৪ চারি বৎসর কারাবাস অপর ১০ জন অব্যাহতি পাইয়াছে।

৪। সম্প্রতি আড়ংঘাটা ডাক ঘরে প্রতিদিন এত পত্র আসিতেছে যে, এক জন লোক দ্বারা উহার বণ্টন করিতে হইলে স্থানান্তরের লোকেরা নিয়মিত সময়ে পত্র পাইতে পারেন না। ইহা তাঁহাদিগের পক্ষে অনিষ্ট বলিতে হইবে। আমরা কএকবার এ বিষয় সোমপ্রকাশে ও অন্য অন্য পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি। এক্ষণে লিখিতেছি, গবর্ণমেন্ট যেরূপ দয়াপরবশ হইয়া উহার আবশ্যক দ্রব্যাদি অর্পণ করিয়াছেন, সেইরূপ উহার নিমিত্ত এক জন স্বতন্ত্র হরকরা নিযুক্ত করিয়া আফিসের অভাব দূর করুন।

৫। এ প্রদেশের শস্যের গতিক বড় মন্দ। চাউল ত ক্রমশই দুর্ম্মূল্য হইতেছে। হৈমন্তিক ধান্যের লক্ষণ ভাল নহে। গবর্ণমেন্ট রপ্তানী বন্ধ করুন, নতুবা দেশের কষ্টের সীমা থাকিবে না।



আমাদিগের মেদিনীপুরস্থ সং
দাতা লিখিয়াছেন।

মহাশয়! প্রায় দুই মাস হইল জল না হও
কৃষকেরা ধান্যের আশায় এক প্রকার নি
হইয়াছে এবং দিন দিন শস্যের মূল্যবৃদ্ধি
চতুর্দ্দিক হইতে দুর্ভিক্ষাশঙ্কা ও হাহাকার
উঠিয়াছে। বর্ষাতে নিম্নপ্রদেশসকল জ
গিয়াছিল, আবার অনাবৃষ্টিনিবন্ধন শস্য
স্থানগুলিও নষ্ট হইতে বসিয়াছে। সুতরাং
ত্তরের মন্বন্তর যে পুনরায় উপস্থিত হইবে
সমুদয় লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এই বেলা
ধান না হইলে শেষ অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে

২। গবর্ণমেন্ট ইংরাজী বিদ্যালয়ের স্কু
তৃতীয় শিক্ষক বাবু শ্যামাচরণ দাস চা
হইতে পরিবর্ত্তিত হইয়া পুনরায় এখা
দ্বিতীয় শিক্ষকপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি
বিদ্বান তেমনি সচ্চরিত্র ও নম্র এখন আম
স্কুলের প্রতি শ্রী ফিরিবে।

৩। এখানকার পুলিসে ডিপ্রেক্ত, ডি
টান সাক্ষ ও সব্ পেগু ইত্যাদি নানা
চলিতেছে। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন হ
সুখের বিষয়। শাকচোরের মাথা
না হয়।

৪। আমাদিগের সদর আমিন বাবুর
দোষটী ক্রমে শুধরাইতেছে; কিন্তু স
তাঁহার একটী কার্য্যদর্শনে আমরা অসন্তুষ্ট
য়াছি।

৫। এখানে ও মফস্বলে জ্বরের প্রা
দেখা যাইতেছে। রাজপুরুষদিগের এবিষয়ে
যোগ করা উচিত, নতুবা কেবল মিউনি
সিটির ঙ্কুল সাফ ও জরিমানায় কিছুই
না।

মেদিনীপুর
১লা অগ্রহায়ণ

—•—

আমাদিগের কোরহাটিস্থ সং
দাতা লিখিয়াছেন:—

ইতিমধ্যে বিক্রমপুরে দুটী বৃহৎ চুরি
গয়াছে। তাহার একটী শ্রীনগর ষ্টেসনের
কলাইল গ্রামনিবাসী এক জন ব্রা
বাটীতে হইয়াছে। এই চুরিতে নগদ, বনা
সোনা রূপার অলঙ্কারপ্রভৃতিতে প্রায় ১
হাজার টাকার দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে। অ
বাজনাড়ী থানার অন্তর্গত লোহজঙ্গ
কোন বস্ত্রব্যবসায়ী মহাজনের ঘরে হইয়

বাণিজ্যে প্রায় ৫। ৬ হাজার টাকা অপহৃত
াছে। উভয় চুরিবই স্থানীয় পুলিষ মনো
সহকারে অনুসন্ধান করিতেছেন ; কিন্তু
পর্য্যন্ত কিছু করিতে পারেন নাই।
যাক্ষ চৌর্য্যটী যে অনেকসংখ্য ব্যক্তি এক
হইয়া করিয়াছে, তাহা স্পষ্টই লক্ষিত
উক্ত মহাজনের দোকান গৃহের পশ্চাৎ
অনধিক স্থান ব্যাপিয়া কতক জঙ্গল
, তথায় লোকের বড় যাতায়াত নাই।
াত্রিতে চুরি হয়, তৎপর দিন প্রাতে দৃষ্ট
, ঐ জঙ্গলের মধ্যে এমন একটী প্রশস্ত
হইয়াছে যেন তাহা দিয়া অনেক লোক
াগমন করিয়াছে। এতদ্দ্বারাই অনুমান হয়,
চৌর্য্য অল্পসংখ্য লোককর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়
। বোধ হয় বিক্রমপুরের দলবদ্ধ দস্যুদিগের
ইহা হইয়া থাকিবে। যাহা হউক, পুলিষ
যোগপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিলে দুরাত্মারা
াইতে পারিবে না।

। গত ১১ ই চৈত্রের সোমপ্রকাশে মদারী
কুমার নিকটবর্ত্তী কুলপদ্মীনামক স্থানের
তার বিষয় যে প্রকাশিত হয়, অবগতি
বরিশালের এক জন পুলিষ ইনস্পেক্টর
আশ্বিন মাসে উক্ত দস্যুতাসংলিপ্ত দুরা
ধৃত হইয়া বিচারাধীনে নীত আছে।
স্যুতাসম্পর্কে জেলার কর্ত্তৃপক্ষদিগের যে
ায় হইয়াছিল, আমরা বিশ্বস্তরূপে অব
হইয়া তাহা এস্থলে প্রকাশ করিতেছি।
বরিশালের ডেপুটী সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট
অনুমান করেন যে, ইহা দস্যুতা নয়,
চরিত্র মহাজনের সহিত কোন ব্যক্তির
া থাকাতে সে লোকলুণ্ঠন পূর্ব্বক টাকা
াদি লইয়া গিয়াছে। অতএব ডাকাইত
লয়। লুঠ অভিযোগ যদি কোন দরখাস্ত
তাহা হইলে তদনুযায়ী অনুসন্ধান করা
পারে। এই অভিপ্রায়সহ তিনি ইনস্পে
জেনরল সাহেবের সমীপে এক রিপোর্ট
। ইনস্পেক্টর জেনরল মহোদয় এতৎ
কোন আদেশ না করায় তাঁহাতেই
এক প্রকার নিরস্ত থাকেন। কতিপয় দিন
জেলার কর্ত্তৃপক্ষের সমীপে এই বলিয়া
আইসে যে সোমপ্রকাশে জানা
মাদারীপুরের নিকটে বাস্তবিকই ডাকা
হইয়াছে। অতএব সবিশেষ মনোযোগ
নুসন্ধান কর। ডাকাইতগণকে ধৃত করা
বর অবধি.......। এ তদনুসারে বরিশা
সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আইবন খাঁ
এক জন ইনস্পেক্টরকে নিয়োজিত
করেন। ইনস্পেক্টর বাবুও সুন্দর কৌশলসহ
কারে দুরাত্মাদিগকে ধৃত করিয়াছেন।

৩। কোন বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনিলাম,
বাহন কোদালিয়ার নিকটস্থ পদ্মাতে ঘূর্ণ জলে
একখানা নৌকা ডুবিয়া ৩ তিন জন লোকের
মৃত্যু হইয়াছে। খেদের বিষয় সন্দেহ নাই।

আমাদিগের মগরাস্থ সংবাদদাতা
লিখিয়াছেনঃ—

৩০ এ অক্টোবর সন্ধ্যার সময় মগরার সন্নি
হিত এক ব্যক্তি শূলবেদনার যন্ত্রণায় একটী বৃক্ষে
উদ্বন্ধন দ্বারা মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে।

২। এখানকার রাস্তাসকলের সংস্কার ও
মজুরদিগকে খাটাইবার নিমিত্ত এক জন অতি
রিক্ত ইংরাজ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে
ক্টর আসিয়াছেন।

৩। কার্ত্তিক মাস শেষ হইল, এপর্য্যন্ত
বিন্দুমাত্র বৃষ্টি না হওয়াতে ডেঙ্গা জমীর ধান,
সকলের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতেছে।

৪। যদি ইতিমধ্যে আর কোন দৈব প্রতিব
ন্ধক না হয়, তাহা হইলে নষ্টাব শিষ্ট ধান্যের
মধ্যে দুই কি তিন আনা ফসল হইবে,
সকলে এইরূপ অনুমান করিতেছেন।

৫ ই নবেম্বর }
১৮৬৮ }

—:*:—

## প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

বীরভূম।

মহাশয়! দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে চারি দিকে
হুল স্থুল পড়িয়া যায় ? কিন্তু কি উপায় অবল
ম্বন করিলে, তাহা পুনঃ উপস্থিত হইতে না
পারে পূর্ব্ব হইতে তৎপ্রতি কাহাকেও যত্নবান
দেখা যায় না। এ বৎসর কোন স্থলে বা অতি
বৃষ্টিনিবন্ধন যার পর নাই লোকের ক্লেশ হই
য়াছে, আবার কোন স্থলে বা বৃষ্টি অল্প হই-
য়াছে। ফলে সমষ্টি ধরিতে গেলে এ বৎসর
ফসল সুচারুরূপে জন্মে নাই। প্রকৃত দুর্ভিক্ষ না
হউক, চাউলের দুষ্প্রাপ্যতানিবন্ধন সাধার-
ণের অন্নকষ্ট যে অনিবার্য্য হইবে, তাহা বেশ
স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। নিম্ন ভূমিতে জল
নির্গমনের পথ প্রস্তুত ও উচ্চ স্থানে কূপখনন
করিয়া দিলে, এই কষ্টবিধায়ক ব্যাপার যে
পুনঃ সংঘটিত হয় না, এ কথা সাহস করিয়া
বলা যাইতে পারে। অদ্য যে এই প্রস্তাবের
অবতারণা করিলাম তাহার উদ্দেশ্য
বীরভূম প্রদেশ দিয়া যে নদীগুলি
থাকে, তাহাদের মধ্যে ময়ূরাক্ষী অ
বেগবতী। যে যে স্থান দিয়া ইহা বহমান
বর্ষা কালে প্লাবন হইলে, তত্তৎ স্থানে
অনিষ্ট সাধন করে না। থানা ময়ূরেশ্বরের
গত খড়ন, ছাতড়া, উদানপুরপ্রভৃতি
ধার দিয়া বহু কাল হইতে একটী বাঁধ
কয়েক বৎসর অতীত হইল, তাহা ভ
গিয়াছে। সেই অবধি বর্ষা
উক্ত গ্রামবাসীদের ক্লেশের একশেষ
তেছে। বন্যা আইলে চারি দিকে জলভিন্ন
কিছুই দেখা যায় না। অধিবাসীরা কষ্টে
প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া থাকে বটে ; কিন্তু
দের গৃহগুলি এক বারে ধরাশায়ী হয়, য
ফসলের ক্ষতি হইয়া যায়। আর তাহারা
বৎসর বা অন্ন যো অন্ন করিয়া বেড়ায়।
রাত্রে অতর্কিতরূপে বন্যা আইলে য
হানি হয় না, তাহারই বা নিশ্চয় কি ?
তাহারা কি শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়াছে
তাহাদিগকে হস্তাবলম্বন করেন এম
কেহই নাই ? শুনিলাম, অধিবাসীরা
উপায় করিয়া দিবার জন্য স্থানীয় বিচা
মহাশয়দের সমীপে পুনঃ পুনঃ আবেদন
ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহা তাঁহাদে
ধানের যোগ্য বিষয় হইয়া উঠে নাই। উ
সেই আবেদনপ্রতি কিছুমাত্র মনো
করেন নাই। এখন এ বিষয়ের যথাযথ
কর হইয়া কিছু উপায় করিয়া দেওয়া হয়,
আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

২। বীরভূমের জল বায়ু স্বাস্থ্যকর ব
যে প্রসিদ্ধি আছে, আজি কালি তাহার
ন্তর দেখা যাইতেছে। অনেকগুলি
নানা পীড়ার আকর স্থল হইয়াছে বলিলে
করি, অত্যুক্তি হয় না। রাইপুর, সুরুল
গ্রামে যকৃৎ রোগের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব
যায়। পূর্ব্বে আমাদের এই সংস্কার ছি
যাঁহারা পানদোষে আপনাদের শরী
নবীর্য্য করিয়া তুলেন কেবল তাঁহারাই
পীড়ায় অভিভূত হন। কিন্তু এখন
দেখিতেছি যে অল্পবয়স্ক শিশুগণও এ
হইতে মুক্ত নহে। অধিকাংশ স্থলেই বাল
এই পীড়া হইতেছে। আবার দেখুন, কা
হইতে ..... অনেকগুলি গ্রাম অ
........ অব অতি ভীষণ ... পাবন করি
........ দেখিয়া বোধ হইতেছে, ... ইহা
....ক জ্বর। এমন একখানি গৃহ দে
.... যাইবে না যেখানে ২। ৪ জন পুরু

রোগের কঠোর যন্ত্রণা ভোগ না করি-
ক। অন্যস্থানের কথা বলিতে পারি না, বন-
আবাদে ১৫ দিন মধ্যে ন্যূনাধিক ১০০
লোকের মৃত্যু হইয়াছে। এই হারে যে
স্থানে প্রাণ ক্ষয় হইতেছে না, এ কথা কে
পারে? এমন অবস্থায়, ইহা এপিডেমিক
বটে কি না, দেখা আবশ্যক হইয়াছে।
পীড়ার প্রথমাবস্থায় লক্ষণ মাত্র দেখা
যায়। এই সময়ে প্রচুররূপে প্রতিবিধেয়
ন ইহার প্রকোপের লঘুতা সম্পাদন করা
বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে বেগ নিবারণ করা
কষ্টসাধ্য হয় না।

ঠা কার্ত্তিকের সোমপ্রকাশে কোন
পোষ্ট আফিসের প্রতিকূলে যাহা লিখিত
ছিল, তৎপ্রতিবাদে এক জন পাঠক যে
যে বাক্য ব্যয় করিয়াছেন, তাহা অনধিকার
বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ
দেখিবেন যে পত্রের কোন স্থলেই এমন
লেখা নাই, যে সেই শাখা পোষ্ট আফি
কর্ম্মচারীর দোষনিবন্ধন বিবদমান কুরীতি
ত (ব্যারিং পত্র লিখিয়া আয় বৃদ্ধি করন)
ন হইয়াছে। যাহার প্রতি সেই ডাকঘরের
ভার অর্পিত আছে, তিনি যে কিরূপ
লোক তাহা বিলক্ষণ জানি। তিনি
র পরমবন্ধু। তাঁহার সদৃশ ধার্ম্মিক অমায়িক
অল্প দেখা যায়। আমি স্পষ্টাক্ষরে
ছি এ বিষয়ে কর্ম্মচারীদের কিছুমাত্র
নাই। তবে আমিও প্রতিবাদকারী পাঠক
সতর্ক করিয়া দিতেছি তিনি যেন ভবি
কোন বিষয় ভাল করিয়া বুঝিয়া প্রতি
প্রবৃত্ত হয়েন।

মহারাণী আবাদ
লা বী ভুম } শ্রীঃ—
৭ এ কার্ত্তিক

———

১২ ই নবেম্বর বৃহস্পতিবার মৌলবী আব
শেক সাহেব মহাসমারোহে স্বকীয় কন্যার
হিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। লক্ষ্ণৌ ও
বাব্‌ নবাব এবং অন্যান্য বিস্তর সম্ভ্রান্ত
নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে
দের দল বাইয়ের নাচ ও অন্য অন্য অনেক
হয়। তাহাতে দর্শকগণের নিকট
বিলক্ষণ সুখ্যাতিভাজন হইয়াছে।
এক এই মহাত্মা সুখ্যাতির যোগ্য পাত্র।
মত ধার্ম্মিক দয়ালু ও পরহিতৈষী লোক
নয়নগোচর হইয়া থাকে। শুনিলাম
মৌলবী সাহেব ঐসকল কার্য্যসম্পাদ

নার্থ বিস্তর ব্যয় করিয়াছেন। ন্যূনাধিক বিশ
সহস্র টাকা হইবে।

গত ১৪ ই শনিবার, বহুবাজারের বাবু রাম-
দাঁদের লেনমিবাসী সুপ্রসিদ্ধ বাবু যাদবচন্দ্র
দত্ত কার্ত্তিক পূজার উপলক্ষে প্রায় সাত আট
সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া স্বযশঃসৌরভ বিকীর্ণ
করিয়াছেন এবং বিস্তর ইউরোপীয় ও দেশীয়
নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অদ্ভুত ব্যায়ামক্রিয়া
দর্শন করিয়া নেত্রের চরিতার্থতা সম্পা
দন করিয়াছেন। কৌতুকদর্শনার্থ সমাগত
বিস্তর অপরিচিত ব্যক্তিও নিমন্ত্রিতবৎ সমাদৃত
হইয়াছিলেন। বহুসংখ্যক অতিথিও পরম
পরিতোষ লাভ করিয়াছেন। বলিতে কি যাদব
বাবু এক জন উদারচেতা সৎ প্রকৃতির লোক ও
দীনবৎসল। যাহা হউক, উক্ত ধনাঢ্য মহাত্মারা
থাকিতেও কেন বঙ্গদেশ দুর্ভিক্ষানলদগ্ধ
হইতেছে। দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশের করুণ ক্রন্দন
ধ্বনি উক্ত দয়ালু মহাত্মাদের কর্ণকুহরে কি প্রবিষ্ট
হইতেছে না? ইঁহারা কি মনে করিলে দুর্ভি
ক্ষাগ্নি নির্ব্বাণ হইতে পারে না? অবশ্যই হইতে
পারে। অতএব আমার সানুনয় প্রার্থনা এই যে
তাঁহারা দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে কৃপাকটাক্ষ এক
বার নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে মহোপকার
সাধিত হইবে।

২ রা অগ্রহায়ণ } সাঁকারিটোলা
১২৭০ সাল } শ্রীঃ—

—০,—

মহাশয়! রেলওয়েবাবু নামটী কি ভয়ানক!
বাবুদের ব্যবহার দেখিলে ভয় শঙ্কিত
হইয়া লজ্জা কজ্জায় নম্রমুখ করিয়া, ঘৃণা
ঘৃণায় জড়ীভূত হইয়া ও মান মান লইয়া পলা
য়ন করে। আমি বাবুদের চরিত্র বিশেষরূপে
অবগত আছি। কারণ আমি * * * * *।
ইঁহারা এরূপ হইবেন না কেন? শিক্ষক যেরূপ
করেন, ছাত্রবর্গও তাহার অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়।

ইঁহাদিগের বিশেষতঃ টেলিগ্রাফের বাবুদের
দুর্দ্দশার সীমা নাই। পূর্ব্বে ইঁহাদিগের ষান্মা
সিক বেতনবৃদ্ধি হইত, পরে বার্ষিক হয় এবং
একণে দুইবৎসরেও কিছু হয় না, তথাপি বাবু
দের প্রাদুর্ভাব দেখে কে?

বাবুদের চরিত্রসংশোধনের যে দুটী উপায়
আছে, তাহা অবলম্বন করিলেও অনেক উপ
কার হইতে পারে। এই বিভাগে অধিকাংশ
নব্য সম্প্রদায়ের লোক। যৌবনকালে যে মনে
নানাপ্রকার কুপ্রবৃত্তির সঞ্চার হয়, তাহা সক
লেই স্বীকার করিয়া থাকেন। একে ত যুবা,

তাহাতে অবকাশ নাই যে বাটী গমন
পরিবারের সহিত আমোদ প্রমোদ ক
সুতরাং পরিবার নাই মনে করিয়া সর্ব্বদা
কুব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হন।

ইঁহাদিগের বৎসরে ২১ দিনমাত্র
কাশ পাইবার নিয়ম আছে। কেহ কে
তাহাও প্রাপ্ত হন না। অতএব আমরা
বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে সবিনয় অনুরোধ
ছি, যেন ইঁহাদিগের অবকাশ জন্য মা
দান করিয়া দেন।

২। অপর উপায়টীর রেলওয়ে কো
স্বয়ং ব্যবস্থা করিয়াও করিতে পারেন
সস্ত্রীক বাস করিলে যে চরিত্র সংশোধন
তদ্বিষয়ে বড় সংশয় নাই। কর্ত্তৃপক্ষ সপ
বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন ও প
দিগকে কর্ম্মস্থানে লইয়া যাইবার কালে প
প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের
এই যে ঐ পাস প্রথম আনয়নকালে
হইয়া থাকে, তাহার পর আর দেওয়া
সুতরাং অল্পবেতনহেতু কেহ পরিবার আ
নয়ন করেন না। বিশেষ ঐ পাসে ব
অথবা দেশে আসিবার যো নাই। ক
না হইলে কে বা তাঁহাদিগের চরিত্র সং
করে ও কেই বা পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ
উপসংহারকালে বক্তব্য এই যে উদার
অবলম্বন করিয়া উহাদিগের পাসের নি
মিত্ত বেতনবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিলে উভয়
বিষয় আনয়ন ও তদ্দ্বারা চরিত্রসং
হইতে পারে।

১২ ই নবেম্বর } জনৈক সোমপ্রকাশ
১৮৬৮ } পাঠকস্য।

—:০:—

মহাশয়, সম্প্রতি কলিকাতায় ব্যায়াম
বিলক্ষণ চর্চা হইতেছে। এই বিদ্যার যে
দূর উপকারিতা আছে তাহা একণে অনে
বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু অনেক
লোকে এই বিদ্যার অসৎ ব্যবহার করিতে
তাঁহারা ইহাকে একটী আমোদজনক করিয়া
ছেন। আমরা বিশেষ জানি, কলিক
কোন সম্ভ্রান্ত বাবুর আলয়ে কএক দিন
কালে এই ব্যায়ামশিক্ষার প্রদর্শন হয়।
জন তরলমতি অশিক্ষিত লোক ব
করিয়া বাবুদিগের মনোরঞ্জন করেন। যদি
মত রঙ্গভূমি প্রস্তুত করিয়া বহুসংখ্য দর্শ
সমক্ষে এই কার্য্য হইত, তাহা হইলে
কোন হানি হইত না। কিন্তু পুতুল নাচওয়া
মত অনাবৃত স্থানে বিদ্যাপ্রকাশ করাতে

…গৌরব হইতেছে। এইরূপ হইতে থাকিলে …সোমদ্বারা উপকার না হইয়া অপকার ঘটিবে …বং অনেকের চক্ষে ইহা বুল বুল লড়াই প্রভৃ…ৃর ন্যায় একটি তামাসার জিনিস বলিয়া …াধ হইবে। প্রকৃত ভদ্র লোকের আর ইহাতে …রুচি থাকিবে না।

উপসংহারকালে বাবুদিগকে কহিতেছি যে, …কোদিগের যদি ব্যায়ামবিদ্যায় উৎসাহ দিবার …চ্ছা হয়, তাহা হইলে তাঁহার অনেক পথ আছে, …নায়াসে তাহা অবলম্বন করিতে পারেন। কিন্তু …ই রূপে কতকগুলি নিষ্কর্মা বওয়াটে ছেলেকে …ৎসাহ দিয়া ব্যায়ামবিদ্যার অপকর্ষসাধন …া বিধেয় হয় না।

কলিকাতা
১৩ই অগ্রহায়ণ।
১২৭৫।
} ম।—

—

…পূর্ব্বে যখন আমাদের গ্রামে ডাকঘর ছিল …এস্থান হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তি সোনা… …গ্রামের ডাকঘর হইতে মহাশয়ের পত্রিকা …প্ত হইতাম, তখন উহা বৃহস্পতিবারে পাই…। কিন্তু এ স্থানে ডাকঘর হওয়াতে রবিবার …রা সোমবারের পূর্ব্বে উহা পাই না। অন্যান্য …যদিও পূর্ব্বে এ স্থানে যে সময়ে পৌঁছিত …নে তাহার দ্বিগুণ সময় অতিবাহিত হয়, …এ স্থান হইতে অন্যান্য স্থানে পৌঁছিতেও …প সময় লাগে। অধিকাংশ লোকই এ ডাক…র সাহায্য গ্রহণ না করিয়া সোনামুখী অথবা …ল অথবা কোতলপুরের ডাকঘরের দ্বারা …দি প্রেরণ ও গ্রহণ করেন। আমি যে ডাক…র কথা কহিলাম, ইহা এক্ষণে বিষ্ণুপুরের …বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যদ্যপি …পাধের ডাকঘরের সহিত যোগ হইয়া বর্দ্ধ…র ডাকঘরের শাখা হয়, তাহা হইলে উক্ত …বিধার দূরীকরণ হয় এবং তাহা হইলে গবর্ণ…রও অধিক লাভ হইতে পারে। কারণ …নে ও ইহার নিকটবর্ত্তী কৃষ্ণনগরনামক …অনেক বাণিজ্যোপজীবী লোক আছেন, …রা পত্রাদি শীঘ্র প্রাপ্ত হইলে অন্যান্য …র দ্রব্যাদির মূল্য অবগত হইবার জন্য …পত্র উহা যোগে প্রেরণ করিতে পারেন।

…গ্রামাঘের
…জলা বাঁকুড়া } নিতান্ত বশম্বদ শ্রীমধুরাম হাজরা

—

…শ্ববিদ্যালয়ের সাপ্তাহিক রেজিষ্টারের …শ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার মহাশয় কাচ…

…নিদ্রায় অভিভূত আছেন। এত গোলযোগেও নিদ্রাভঙ্গ হইতেছে না। এমন ঘুমন্ত বাবু কখন কেহ প্রায় দৃষ্টিগোচর করেন নাই। কোথায় কত শত শত প্রকাণ্ড কাণ্ড সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে কিছুরই খবর হয় না। কতকগুলি নিয়ম করাই সার, কার্য্যে কিছুই হইতেছে না। যে কোন স্কুলে হউক, প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিগণ অন্ততঃ নিয়মিত একবৎসরকাল পাঠ না করিলে স্কুলের কর্ত্তারা তাহাদিগকে পরীক্ষার্থ প্রেরণ করিতে পারিবেন না বলিয়া যে নিয়ম আছে, তাহা থাকা আর না থাকা উভয়ই তুল্য। ইহার কারণ কি? যেসকল পরীক্ষার্থী নির্ব্বাচনী পরীক্ষায় অনির্ব্বাচিত হইয়া থাকে, তাহারা প্রায় কেহই বাকি থাকে না। সকলেই কোন না কোন একটা স্কুলের ছাত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার দিন উপস্থিত হয়। কোন কোন স্কুলে কোনকালে প্রবেশিকা শ্রেণি ছিল কি না সন্দেহ। কিন্তু তথা হইতে ২০।২৫ টির ন্যূনে প্রায় আগমন করে না। যে যে স্কুল হইতে উক্ত কাণ্ড গুলির সম্পাদন হয় তত্তৎ স্কুলের বহুদর্শী কর্ত্তৃপক্ষের কেবল ছাত্র লওয়াই কার্য্য, তাঁহারা ছাত্রগণের যোগ্যতা অযোগ্যতা দেখিয়া প্রেরণ করেন না সুতরাং প্রতিবৎসর অনেকেই অনুত্তীর্ণ হইয়া থাকে। যখন এসব, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মবহির্ভূত কার্য্য হইতে চলিল, তখন রেজিষ্টারের গাঢ় নিদ্রা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? জাগ্রদবস্থা থাকিলে এপ্রকার ঘটনা হইত না। যাহা হউক রেজিষ্টার আমার কথার সত্যতা বিষয়ে অণুমাত্র দ্বিধা না করিয়া সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করুন, নিশ্চয় জানিতে পারিবেন।

১২৭৫
৫ ই অগ্রহায়ণ } একান্ত বশম্বদ শাঁকারিটোলা।

—:•:—

## মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু মদনগোপাল চক্রবর্ত্তী মগরা
১২৭৫ কার্ত্তিক হইতে পৌষ ৩৮০
„ „ দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কুন্তীগোপালপুর
১২৭৫ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৬ কার্ত্তিক ১৩
„ „ হরিনারায়ণ রায় বারুইপুর ৫৷৷০
„ „ মনোহর মুখোপাধ্যায়
১২৭৫ কার্ত্তিক হইতে চৈত্র ৫৷৷০
„ „ অমৃতচন্দ্র গুহ বানরীপাড়া
১৮৬৮ নবেম্বর হইতে ৬৯ জানুয়ারি ৩৮০
„ „ মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত বালী ৫৷৷
চাইবাসা রিডিংরুমের সেক্রেটারী
১২৭৫ কার্ত্তিক হইতে চৈত্র ৭

„ „ শ্যামাচরণ শ্রীমানী, শিমুলিয়া
„ „ কেশবচন্দ্র ঘোষ ছাপরা

—:•:—

## সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে … স্থলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা … যাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা; মফস্বলে ডাকমা… সমেত বার্ষিক ১৩, যাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমা…সিক ৩৮০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম … গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি, ম… অর্ডার, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্য… যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপ… দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহ… যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যে… ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশে… মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি কর… শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠা…ইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হই… আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চি… লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হই… গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার প… একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ কর… যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠা… হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেশনের ডা…ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করি…বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ কর… যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছ… করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি … আনা তাহার পর ৴১০ আনা দিতে হইবে … যদি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করি…বেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

---

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব… মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ… চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যা…ভূষণের বাটীতে প্রতিসোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ

১১ শ ভাগ। ৩ সংখ্যা

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

...মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা। | সন ১২৭৫। ১৬ই অগ্রহায়ণ। ১৮৬৮। ৩০এ নবেম্বর | মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বা... ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩॥...



## বিজ্ঞাপন।

### " হিন্দু মহিলা নাটক।"

( যোড়াসাঁকো অভিনয় সভা হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত। )

উক্ত নাটকে হিন্দু মহিলাগণের দুরবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। ঠনঠনে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট ...৬ নং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ এক টাকা।

শ্রীবিপিনমোহন সেন গুপ্ত।

—:—

কলিকাতার অন্তর্গত যোড়াসাঁকোর বাবা... ...নী ঘোষের ষ্ট্রীটের মধ্যে মৃত রামনাথ গুপ্তের ...কল আন্দাজ ... ১/১৸৶ বিঘা ভূমি বিক্রয়ার্থ ... চৌহদ্দি উত্তর সরকারী নর্দ্দামা, দক্ষিণ ... রাস্তা, পশ্চিম ... সিংহের ... ( বসত বাটী সংলগ্ন ) পূর্ব্ব রাম... ...চন্দ্র ...র পুষ্করিণী। ক্রেতৃগণ পটুলদার ...পুরের ১০৩ নং বাটীতে শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্ব...নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকটে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন।

কলিকাতা
সন ১২৭৫
১০ ই অগ্রহায়ণ

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ গুপ্ত
সাং কালিঘাট

—:—:—

সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, সংস্কৃত ...বিক্রমোর্ব্বশী নাটক প্রথ প্রাকৃত ভাষায় ...টীকাসম্বলিত বঙ্গাক্ষরে কলিকাতা প্রাকৃতযন্ত্রে মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিয়াছি, বোধ হয় মূল্য ১॥০ নির্দ্ধারিত হইবে। অতএব ইহাতে আর কেহ হস্তার্পণ করিবেন না।

পাথুরিয়া ঘাটা
২১ এ কার্ত্তিক
অব্দ ১২৭৫

শ্রী ...নন মুখোপাধ্যায়

নি...দিগের বিলাপ শীঘ্র মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে মূল্য মাশুল কাটীর প্রতি ।০ এবং বিনা মাশুল কাটীর প্রতি ৮০ বার আনা যদি ইতি মধ্যে কেহ স্বাক্ষর করিতে চাহেন, সোমপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে নাম ও ঠিকানা লিখিয়া পাঠাইবেন।

১২৭৫
২১ কার্ত্তিক

শ্রীপি

---

## বাল্মীকি রামায়ণ।

### দ্বিতীয়খণ্ড।

এই পুস্তক তৃতীয় অবধি নবম সর্গপর্য্যন্ত দ্বিতীয় সংখ্যা নাগরাক্ষরে রামানুজের টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইতেছে। ইহাতে মাধব তীর্থ ও নাগোজী ভট্টের টীকাও স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করা হইতেছে ও ইহা প্রতি সংখ্যায় ... অর্থাৎ ৮০ পৃষ্ঠা করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে। মূল্য ॥০ আনা। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে চাহেন, তাঁহারা আমার নামে কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজে পত্র লিখিবেন। বিদেশীয় গ্রাহকদিগকে /০ এক আনা ডাকমাশুল দিতে হইবে।

আশ্বিন
১২৭৫
ব্রাহ্মসমাজ

শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

—০:—

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থিগণের ... প্রশ্নোত্তরমূলক মানসাঙ্ক মুদ্রিত হইয়াছে। ... জেলার স্কুলসমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর ... পণ্ডিত মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত ... একপত্রের ঐ পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রেরণ করাতে তিনি এই উত্তর দেন, " একপ ... খানি

...গ্রন্থের বিলক্ষণ অসদ্ভাব ছিল, আপনি ...দূর করিয়াছেন। প্রত্যেক বাঙ্গালা স্কুলে ...বৃত্তির শ্রেণীর ত কথাই নাই, অন্যান্য শ্রেণীগুলিতেও ঐ গ্রন্থ শিক্ষিত ... আমার আন্তরিক ইচ্ছা। হুগলি নর্ম্মাল ...বাগানের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু ... মল্লিক মহাশয়কে আপনার মানসাঙ্ক ...দিতে দি, তিনি লিখিয়াছেন যে কালী... বাবুর মানসাঙ্কের অধিকাংশ দেখিয়াছি ...মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে গ্রন্থকারের ... সফল হইয়াছে। ফলতঃ বাঙ্গালা স্কুলের পক্ষে গ্রন্থখানি বড় কাজের হইয়াছে ...অঙ্ক শিক্ষার একটী অভাব দূর করিয়াছে...

শ্রীকালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়।

—:—

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ... টাকার বাজারে, আমার কোম্পানির ... মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তক বিক্রয় হইতেছে।

| প্রণীত | মূল্য |
| --- | --- |
| নীতিকথা | [illegible] |
| ...কথা | [illegible] |
| ... | [illegible] |
| নীতিসার ( ১ম ভাগ ) | ৶ |
| নীতিসার ( ২য় ভাগ ) | ৶ |
| প্রচারিত। | |
| মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ | [illegible] |

শ্রী...

—০:—

## পুরাণ প্রকাশ।

### বিষ্ণু পুরাণ

অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রকাশ... ৮০ পৃষ্ঠা। অগ্রিম মূল্য ১০...

যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি মুজাপুর মহ এষ্টিট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে যুক্ত জগমোহন তর্কালঙ্কারের নামে মত ও ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম পাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠাইবার নাই ইতি।

বিক্রয়ার্থ।

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান। সর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সোনা ও চামড়া বাঁধান, মূল্য ২৫০ টাকা।

শ্রী আনন্দচন্দ্রবেদান্তবাগীশ।

বিক্রয়ার্থ।

গার্ডেন রীচ ২৪ নং বাটী ও তৎসহ ১১ নং জোড়া বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট জানাইবেন

গিলেণ্ডার্স, আরবো-থনট এণ্ড কোং

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ

প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গালা পুস্তক ও কাগজ কলম নানা দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তক লইতে এক আনার হিসাবে কমিসন দি। অধিক পুস্তক লইলে ... আনার হিসাবে ...বেন।

...যুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়কৃত ... পর্ব মহাভারত ... খণ্ড ... উত্তম ... ১০

... ফারমা কোপিয়া অর্থাৎ ঔষধ কল্পা... ৩।০

...দেব জীবনচরিত উত্তম বাঁধা ১

...প্রভৃতি প্রাচীন কবিওয়ালাদের ... ১

...রিক স্বাস্থ্যবিধান ১

...প্রবাহ উৎকৃষ্ট কাব্য ১০

... পদাবলী ১৷৷

... তরঙ্গিণী ১

...নাথ ঘোষকৃত সঙ্গীতমনোরঞ্জন ২

...কাব্য কবিবর দ্বারকানাথ রায় ... ১

রসসারামৃত সংস্কৃত ও পদ্য ৷৷

গীতগোবিন্দ জয়দেব গোস্বামী প্রণীত মূল ও যদুনাথ ন্যায়পঞ্চাননকৃত গদ্য ১।০

কৌতুক তরঙ্গিণী ইংরাজি কেমেষ্টরি হইতে বিবিধ আশ্চর্য্যজনক বিদ্যা দর্শন হয় ১৵

প্রতিমূর্ত্তি সহিত ১২৭৬ সালের ফুল পঞ্জিকা ৷৷

ঐ হাফ পঞ্জিকা ।০

দুর্গামঙ্গল পদ্য ১

কমলতারিণী ৷৷

সটীক চণ্ডী মূল ও অনুবাদ সহিত ৫

চরিত্রমঞ্জরী ইহাতে মিউটীনির বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে ১০

ইংরাজি ১৮৬৯ সালের এক্ট্ ৫ কি ১৷৵

কুমারীকুমার পদ্য আদিরসপ্রধান কাব্য ১

স্বপ্নের মোহিনী শক্তি ।৵

গণেশচন্দ্র শর্ম্মার প্রণীত বাঙ্গলা এটলাস

উত্তম বিধবাবিবাহ নাটক ৩ বার মুদ্রিত ১

কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত ১

কামিনীকুমার রসরত্নাকরান্তর্গত নায়ক নায়িকাঘটিত সুরস কাব্য ৮০

মণিকুন্তলা কাব্য প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়প্রণীত দুর্গেশনন্দিনীর মত লেখা ১

ভুবনসিন্ধু লহরী ২৷৷০

ভূচিত্রাবলি ৩২খানি বাঙ্গালা ম্যাপ সহিত ৪৷৷০

সটীক চৈতন্যচরিতামৃতাগ্রন্থ ৭

কাদম্বিনী নাটক আইনসংযুক্ত ২ খণ্ড একত্রে ২

উষাহরণ পদ্য ১

হিতোপদেশ বিষ্ণুশর্ম্মা সংগৃহীত ১

কলিকাতা জোড়াসাঁকো ৬৪ নং } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায় নগদ বিক্রেতা।

## নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের নবেম্বর মাসের ১৫ হইতে ২১ এ নবেম্বর পর্য্যন্ত ভাগীরথী নদীর সর্ব্বকম জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

| স্থানের নাম | সর্ব্বকমতি জল ফুট | ইঞ্চি |
|---|---|---|
| মহানার সহিত পদ্মানদীর জোগেরস্থান | ২০ | ৭ |
| মহানার | ১০ | ৯ |
| তথা হইতে জঙ্গিপুর ১৩৷৷ মাইল মধ্যে | ২ | ৯ |
| জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৬ মাইলের মধ্যে | ২ | ৬ |
| বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে | ২ | |
| কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইল মধ্যে | ২ | |

সন ১৮৬৮ সালের ২৪ নবেম্বর ...পুর গঙ্গাঘাটের জলের মাপ।

| | ফুট |
|---|---|
| গঙ্কের উপর | ১ |

বহরমপুর ২৪ নবেম্বর ১৮৬৮ } শ্রীযুক্ত সি. ই. উইল... একজিকিউটিব ইঞ্জি... বহরমপুর ডিবিজন।

## সোমপ্রকাশ।

১৬ ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

### এতদ্দেশীয় সেনাদল।

এতদ্দেশীয় সৈন্যদিগের শি... অস্ত্রবিষয় লইয়া ইংলণ্ড ও ভার... উভয় স্থলেই তর্ক বিতর্ক হইতে... সৈনাদলসংক্রান্ত প্রধান সংবা... "আরমি ও নেবি গেজেট" আ... করিয়া বলিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় সৈ... গকে ইউরোপীয় সৈন্যদিগের অ... নিকৃষ্ট অস্ত্র প্রদান করা দুঃখের বি... যে স্থলে উভয়বিধ সৈন্য একত্র ... করিবে, তথায় এতদ্দেশীয় সৈন্যগণ ... ও শিক্ষার নিকৃষ্টতানিবন্ধন অধিক ... মাণে হত হইবে সন্দেহ নাই। উক্ত ... এ কথা স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু ... সর জন লরেন্সের মতকে বেদো... মতের ন্যায় অবিচার্য্য জ্ঞান করিয়া ... য়াছেন, মূল নিয়ম ধরিয়া যেরূপ ... অবস্থা বিবেচনা করিলে সিপাহীদি... স্নাইডর রাইফল দেওয়া উচিত হয়... ভারতবর্ষেও অনেকের এই মত। যাহা ... এতদ্দেশীয়দিগকে প্রকাশ্যরূপে ... শ্বাস করিয়া কার্য্য করা সর জন ... ন্সের অভিমত। কোন শাসনকর্ত্তা ... ভারতবর্ষীয়দিগকে এপ্রকার অপমান ক... নাই। বিদ্রোহের সময়ে তিনি অ... কাষ করিয়াছিলেন, অতএব তাঁ... অন্ততঃ জানা উচিত ছিল, যে সক... ধারণে সাহায্য না করিলে কেবল ...

রিক আইনে, এনফিলড রাইফলে ও কয়েক সহস্র ইউরোপীয় সৈন্যে ভারতবর্ষ রক্ষা করিতে সমর্থ হইত না। রাজার প্রতি প্রজাদিগের আন্তরিক ভক্তি থাকা একান্ত আবশ্যক; কিন্তু রাজা যদি প্রজাদিগের প্রতি অবিশ্বাস করেন, তাহা হইলে ভক্তির উদয় হয় না। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে শীকেরা স্পষ্টাক্ষরে আপনাদিগের অস্ত্রের নিকৃষ্টতাবিষয়ের অভিযোগ করিয়া উৎকৃষ্ট অস্ত্র প্রার্থনা করিয়াছিল; কিন্তু তাহাদিগের প্রার্থনা পরিপূর্ণ করা হয় নাই। এ অবস্থায় এসকল লোকে যে অকপট প্রভুভক্তিশালী হইবে, এ আশা করা বিড়ম্বনা সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগকে নিকৃষ্ট অস্ত্র দিবার কারণ কি? এই কারণ বোধ হয়, তাহারা বিদ্রোহী হইলে ইউরোপীয় সৈনিকেরা তাহাদিগকে অনায়াসে দমন করিতে পারিবে। যদি এই কারণ হয়, তাহা হইলে ত সিপাহীরা কণ্টকস্বরূপ হইল। অর্থব্যয় করিয়া এ কণ্টক রাখিবার প্রয়োজন কি? তাহাদিগকে রাখি… কি উদ্দেশ্যই বা সিদ্ধ হইতেছে?

বর্ত্তম… বন্দুক লইয়া তাহারা কোন ইউরোপীয় সৈন্যদলের সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারে না। সীতানাপ্রভৃতি স্থানের বনগণ ও আফগানদিগের তোড়াদার ও জিজ্ঞালেরও সিপাহীর ব্রোণবেস অপেক্ষা প্রাধান্য আছে। এসকল শক্রর সহিতও তাহারা তুল্য প্রতিযোগী হইয়া যুদ্ধ করিতে শক্ত হয় না। তবে কি তাহাদিগকে কেবল এতদ্দেশীয় রাজগণ ও স্বদেশীয়দিগের ভয়প্রদর্শনার্থ রাখা হইয়াছে? ভারতবর্ষীয়েরা এ ব্যবহার কি ভাবিবেন? বুদ্ধিমান ও স্বদেশহিতৈষী সৈনিক ও আফিসরগণ কি এই অবস্থায় আপনাদিগের ব্যবসায়ের প্রতি ধিক্কার দিবেন না? সৈন্যগণ বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে স্বদেশ রক্ষা করে বলিয়াই তাহাদিগের ব্যবসায়ের এত গৌরব কিন্তু আমাদিগের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি এমনি চমৎকার যে, সৈন্যগণ স্বদেশীয়দিগের রক্ষাকর্ত্তা না হইয়া ভয়ের কারণ ও ঘৃণার পাত্র হইতেছে। আত্মগৌরবজ্ঞান সৈনিকের একটী মহৎ গুণ। স্বদেশীয়দিগের অকপট অনুরাগ ও গৌরবলাভ তাহাদিগের পুরস্কার। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট কেবল যে ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগকে এই গুণ ও এই পুরস্কার হইতে বঞ্চিত করিতেছেন এরূপ নয়, আপনারাও স্নেহ ও ভক্তির অভাজন হইতেছেন।

রাজস্বসম্বন্ধেও এদেশীয় সৈন্যগণ গলগ্রহস্বরূপ হইতেছে। যাহাদিগের হইতে প্রকৃত কার্য হইল না, তাহাদিগের নিমিত্ত এত টাকা ব্যয় করা বিধেয় হয় না; সর জন লরেন্স "সৈনিকের বন্ধু" বলিয়া গর্ব্ব করেন; কিন্তু তাহা কি সকল সৈন্যের সম্বন্ধে হইতেছে? সিপাহীদিগের স্বাস্থ্য, বাসস্থানপ্রভৃতির নিমিত্ত তিনি কি করিয়াছেন? বর্ত্তমান প্রণালীর অধীনে যে শতকরা ৫০ জন সিপাহী পীড়ায় প্রাণত্যাগ করে না, ইহাই আশ্চর্য্য। যুদ্ধের ত কথাই নাই। "এক জন সিবিলিয়ান" ইংলিসমানে লিখিয়াছেন, হাজারার যুদ্ধে অন্য অন্য হবে তাঁর রেজিমেণ্টে যত লোক হত হয় ২০ ও ২৪ গণিত পঞ্জাবী দলে তত সৈনিক হত হইয়াছে। শীকগণ কি ইহার কারণ বুঝিতে পারিতেছেন না? তাহাদিগের অপেক্ষা বন্যদিগের বন্দুক ভাল। ভারতবর্ষে উত্তম বন্দুকও আছে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে তাহা দেন নাই, এটী বুঝিয়া তাঁহারা মনে মনে কি ভাবিতেছেন? এদেশীয় সেনাদলের ইউরোপীয় আফিসরগণ উচ্চস্বরে ভাই…

ভর রাইফলের জন্য চীৎকার ক…
ছেন।

আমাদিগের বর্ত্তমান গবর্ণ…
উল্লিখিত দূষিত রাজনীতিতে যে…
মহত্তর অনিষ্ট ফল উৎপন্ন হইবার…
বনা আছে, এ স্থলে তদুল্লেখ…
আবশ্যক হইতেছে। সিন্ধুকূলে ত…
র্ষের নিমিত্ত রুশীয়ারসহিত ইং…
যুদ্ধ ঘটনা হইবার সম্পূর্ণ অ…
আছে। ইহার উদ্যোগলক্ষণও…
হইতেছে। পেশোয়ার অবধি…
পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে দুর্গ হইতে…
পঞ্জাবে অধিকতর সৈন্য যাইতে…
আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের উপরে…
গানদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই। …
আলীই থাকুন, আর আবদুল র…
হউন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের স্ব…
মিত্রতায় কেহই আদরবান হইবেন…
আফগানদিগের রুষীয়ার পক্ষ অ…
করিবারই সমধিক সম্ভাবনা। ভার…
লুটও একটী সামান্য লোভনীয়…
নহে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যদি…
খিত ব্যবহারদ্বারা এ দেশীয়দি…
অন্তঃশত্রু করিয়া রাখেন, রুশী…
আক্রমণে প্রবৃত্ত হইলে কেবল …
ইউরোপীয় সৈন্য কি ঐ উভয় …
পরাজয়ে সমর্থ হইবে? রুশি…
তাতার ও বোখারীয়দিগকে ইউরে…
প্রণালী অনুসারে রণশিক্ষা দিতে…
ঐ প্রণালীতে শিক্ষিত হইলে তা…
গের জয় কষ্টসাধ্য হইবে সন্দেহ …
তাহারা আবার যখন আফগানি…
সহিত মিলিত হইয়া রুশীয়দিগের …
ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবে, তখন …
তবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের যে কি বিপৎ…
স্থিত হইবে, এই সময়ে তাহা এ…
বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

উপসংহারকালে আমাদিগের ব…
এই, গবর্ণমেণ্ট উল্লিখিত দূষিত …

ক পরিত্যাগ করুন ; যাহাতে এদে
সৈন্য ও প্রজাগণ অনুরক্ত হন
া করুন; সৈন্যদিগকে উচ্চতম শিক্ষা
ৎকৃষ্ট অস্ত্র প্রদান করুন। আমাদি
যুবকগণ সেনাদলে প্রবেশ করিবার
উৎসুক হইয়াছেন, তাঁহাদিগের
বাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিয়া প্রজাদিগকে
মক করা গবর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য।
ক্ত প্রজা কোন্ কাজের ? ইহারা
া কোন অনিষ্ট করিতে পারেন না,
প্রকার বিপদ্ কালেও উপকার
তে পারেন না। ইংরাজ জাতি
দেশ পরিত্যাগ করিলে ইহারা
তে আত্মরক্ষার্থ অন্যের শরণাপন্ন
ন, তাহা করা গবর্ণমেণ্টের একান্ত
।

---

হিন্দুজাতির স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের
প্রতি পরস্পরের ভাব
( প্রেরিত। )

র্ণিয়ার এক জন প্রধান পরস্থ
ক লোক একদা বঙ্গদেশের এক
কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,
মাদিগের দেশে বিবাহ আছে
?" তিনি ভারতবর্ষের বিষয়ে
অনভিজ্ঞ যে এ দেশের অতিপ্রা
লের রীতি যে বিবাহ তাহাও
অবগত নহেন। ঐরূপ অনভিজ্ঞ
রা মনে করেন, ভারতবর্ষীয়েরা
দিগকে আপনাদিগের সমকক্ষ জ্ঞান
রিয়া দাসীর ন্যায় বিবেচনা করেন
সেই দাসীর মত হীনাবস্থায় রাখি
! অজ্ঞতানিবন্ধন এপ্রকার ভ্রমাত্মক
ার হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে।
দিগের এইপ্রকার সংস্কার আছে
দ্ধৃত প্রাচীন শ্লোকগুলিদ্বারা
দিগের ভ্রমভঞ্জন হইবে সন্দেহ
া হিন্দু জাতীয় স্ত্রীপুরুষের পরস্প
প্রতি পরস্পরের যে কি উদার ভাব

ও ব্যবহার ছিল, এতদ্দ্বারা তাহা সুস্প ষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে।

ন ভুংক্তে ময্যভুক্তে যা
নাস্নাতে স্নাতি সুব্রতা।
তিষ্ঠত্যুত্তিষ্ঠমানেচ
শেতে চ শয়িতে ময়ি।

পতি ভার্য্যার নিধনশঙ্কা করিয়া কহিতেছেন, আমি ভোজন না করিলে তিনি ভোজন করেন না, স্নান না করিলে স্নান করেন না, আমি উত্থিত হইলে উত্থিত হন এবং আমি শয়ন করিলে শয়ন করেন।

হৃষ্টে ভবতি সা হৃষ্টা
দুঃখিতে ময়ি দুঃখিতা।
ক্লান্তে তু দীনবদনা
ক্রুদ্ধে চ প্রিয়বাদিনী॥

আমি হৃষ্ট হইলে হৃষ্ট হন, দুঃখিত হইলে দুঃখিত হন, আমি ক্লান্ত হইলে তাঁহার বদন ম্লান হয় এবং ক্রুদ্ধ হইলে প্রিয়বাক্যদ্বারা আমার সান্ত্বনা করেন।

পতিব্রতা পতিপ্রাণা
পত্যুঃ প্রিয়হিতে রতা।
যস্য চৈতাদৃশী ভার্য্যা
স ধন্যঃ পুরুষোভুবি।

পতিব্রতা পতিপ্রাণা পতির প্রিয় হিত কার্য্যে রতা, যাহার ভার্য্যা এপ্রকার সেই পুরুষই পৃথিবীতে ধন্য।

বৃক্ষমূলে হি দয়িতা
যত্র তিষ্ঠতি তদ্ গৃহং
প্রাসাদোঽপি তয়া হীনঃ
কান্তারাকৃতিরিষ্যতে।

যে বৃক্ষমূলে দয়িতা থাকে সেই গৃহ, আর প্রাসাদও যদি দয়িতাহীন হয়, তাহা কান্তারতুল্য হইয়া উঠে।

নাস্তি ভার্য্যাসমোবন্ধুঃ
নাস্তি ভার্য্যাসমঃ সুহৃৎ।
নাস্তি ভার্য্যাসমোরাজন
নরস্যার্ত্তস্য ভেষজং॥

ভার্য্যাতুল্য স্বজন নাই, ভার্য্যাতুল্য

মিত্র নাই, মহারাজ! পীড়িত ব্য
ভার্য্যাতুল্য ঔষধ নাই।

ন মাতা ন পিতা ভ্রাতা
যথা ভর্ত্তা নতুস্মৃতি।
তুষ্টে ভর্ত্তরি নারীণাং
তুষ্টাঃ স্যুঃ সর্ব্বদেবতাঃ।

এক ব্রাহ্মণের গৃহে একদা
অতিথি আসিয়া উপস্থিত হন। ব্
ণের গৃহে তাঁহার এবং তাঁহার স্ত্রী ও
এই তিনের উপযুক্ত শক্তু মাত্র সংগৃ
ছিল ; অন্য কিছু ছিল না। ব্রাহ্মণ খ
নার ভাগ অতিথিকে প্রদান করিলে
অতিথির তাহাতে উদর পূর্ণ হইল
ব্রাহ্মণ অতিশয় খিদ্যমান হইলে
তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণী বলিলেন,

কিং বিষন্নোঽসি ধর্ম্মজ্ঞ
বিদ্যমানেষু শক্তুষু।
তুষ্ট্যর্থমতিথেরস্য
মদ্ভাগোঽপি প্রদীয়তাং।

হে ধর্ম্মজ্ঞ! শক্তু গৃহে থাকি
আপনি বিষণ্ণ হইতেছেন কেন? ·
অতিথির প্রীত্যর্থ আমার ভাগও প্র
করুন।

ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন:—

অপি কীটপতঙ্গানাং
মৃগাদীনাঞ্চ শোভনে।
স্ত্রিয়োরক্ষ্যাশ্চ পোষ্যাশ্চ
তন্নৈবং বক্তুমর্হসি।

হে সুন্দরি! স্ত্রী কীটপতঙ্গ ও মৃ
দিরও স্ত্রী রক্ষণীয় ও পোষণীয়
অতএব তোমার এরূপ বলা যোগ্য
তেছে না।

ধর্ম্মকামার্থকার্য্যাণি
শুশ্রূষা কুলসন্ততিঃ।
দারেষধীনঃ স্বর্গশ্চ
পিতৄণামাত্মনস্তথা।

ধর্ম্ম অর্থ কাম শুশ্রূষা ও বংশ
এবং আপনার ও পিতৃলোকের স্ব
স্ত্রীর অধীন।

নানুকম্পতি যোনারীং
ন করোতীহ পোষণং ।
মহান্ ক্লেশমাপ্নোতি
নরকঞ্চ স গচ্ছতি ।
যে ব্যক্তি স্ত্রীর প্রতি দয়া না করে
ং তাহার ভরণ পোষণ না করে, সে
. ক্লেশ প্রাপ্ত হয় এবং নরকে গমন
।
ব্রাহ্মণী কহিলেনঃ—
সহধর্ম্মচরৗ ধাত্রা
সৃষ্টো ভার্য্যাপতী দ্বিজ ।
তস্মাদ্ধিতি ধর্ম্মে মাং
ন বাহ্যাং কর্ত্তুমর্হসি ।
বিধাতা ভার্য্যা ও পতিকে সহধর্ম্মচর
রা সৃজন করিয়াছেন । অতএব
াকে মহৎ ধর্ম্মের বহিভূর্ত করা আপ
উচিত হইতেছে না ।
পতির্নার্য্যাঃ পরোধর্ম্মঃ
পতিরেবহি দৈবতং ।
পতিরেব পরোবন্ধুঃ
পতিরেব পরা গতিঃ
পতি স্ত্রীর পরম ধর্ম্মস্বরূপ, পতি
তস্বরূপ, পতিই শ্রেষ্ঠ বন্ধু, পতিই
া গতি ।
র্ম্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ
শঃ স্বর্গতিমেবচ ।
পত্যৌ প্রসন্নে স্ত্রী সর্ব্ব
মেতৎ প্রাপ্নোত্যসংশয়ং ।
পতি প্রসন্ন থাকিলে স্ত্রী ধর্ম্ম অর্থ
ও স্বর্গ এ সমুদায় নিঃসংশয় প্রাপ্ত

র্ম্মণা মনসা বাচা
া স্ত্রী পতিসমুব্রতা ।
হৈব মহাভাগা
া দেবৈরপি পূজ্যতে ।
য স্ত্রী কর্ম্ম মন ও বাক্যে পতির
অনুরক্ত হন, ইহলোকে থাকিতেই
ারাও তাঁহার পূজা করেন ।
তদ্দ্বারা ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের

সতীত্বেরও সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । এদেশীয় রমণীগণ গৃহকর্ম্মে রত থাকেন বলিয়া অনেকে ভাবেন এ দেশের পুরুষেরা নারীদিগকে দাসীর কর্ত্তব্য কার্য্যেই নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছেন । অতএব তাঁহাদিগের অবস্থাও অতি হীন ; কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, প্রতীয়মান হইবে, এতদ্দ্বারাও ভারতবর্ষীয় স্ত্রী ও পুরুষের সমকক্ষ ভাবের সবিশেষ পরিচয় হইতেছে । পুরুষেরা অর্থোপার্জ্জনকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন এবং স্ত্রীগণ তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও গৃহকর্ম্মসম্পাদনের ভার গ্রহণ করেন । ভারতবর্ষীয় রমণীদিগকে যে রন্ধনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়, অর্থের অসঙ্গতি ও জাতিভেদ তাহার প্রধান কারণ । হিন্দুজাতি সজাতীয়ের সকলের হস্তে অন্নগ্রহণ দূরে থাকুক, স্বশ্রেণীর সকলের পাক করা দ্রব্যও ভক্ষণ করেন না ; সুতরাং স্ত্রীদিগের উপরে ঐ ভার সমর্পিত হইয়াছে ।

আমরা উপরে ভারতবর্ষীয় স্ত্রীপুরুষের যে সুখময় অবস্থার বর্ণন করিলাম, অধুনা সুরাপান ও লাম্পট্যাদি দোষের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে উহার বহু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে । যে যে পুরুষের অন্য মতি হইয়াছে, তাহাদিগের স্ত্রীদিগেরও তাহাদিগের উপরে উপরিলিখিত শ্লোকবর্ণিত ভক্তি ও প্রণয়াদি নাই ।

—:•:—

শস্যের অবস্থা ।

রেবেনিউ বোর্ড সম্প্রতি অক্টোবরের শেষপর্য্যন্তের শস্যের যে অবস্থাবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এই,—

আসাম । কামরূপে অতিবৃষ্টিতে ও কীটে শস্যের যত অনিষ্ট করিয়াছে মনে করা হইয়াছিল, তত হয় নাই । নওগাঁ, কসায়া ও জয়ন্তিয়া পর্ব্বতে

উত্তম শস্য জন্মিবার সম্ভাবনা । ...
মধ্যবিধ শস্য হইবে , লক্ষ্মীপুর ও...
সাগরের শস্যের অবস্থা উত্তম ।
ভাগলপুর । কালেক্টর অ...
করেন, আট আনা অবধি বার ...
পর্য্যন্ত শস্য জন্মিতে পারে । কমি...
বলেন, দক্ষিণাংশের অবস্থা অতি...
তথায় ঊর্দ্ধসংখ্য অর্দ্ধেক শস্য হ...
ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ৬ । ৭ আনার ...
অনুমান করেন না , অনাবৃষ্টিনি...
অর্দ্ধেক চারা নষ্ট হইয়াছে । আ...
রবিশস্য নষ্টপ্রায় হইয়াছে । যত...
ভাদ্র মাসের শস্য না হয়, তত ...
বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা । ইতি...
বৃষ্টি হইলে রবি শস্য বাঁচিতে পা...
অদ্যাপি কৃষকদিগের প্রকৃত কা...
নাই ; কিন্তু শ্রমজীবীদিগের বি...
ক্লেশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে । ...
ও জমীদারদিগকে বলা হইয়াছে, দু...
হইবামাত্র যেন তাঁহারা সংবাদ ...
কমিসনর বলিয়াছেন, শ্রমজীবীদি...
কর্ম্ম দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে ।
মুঙ্গের । আউস ধান্য ভাল হইয়...
আমন চারি আনার অধিক হইবে...
অনাবৃষ্টিনিবন্ধন রবিশস্য নষ্ট হইতে...
এখনও দুর্ভিক্ষ হয় নাই ; কিন্তু সা...
দান আবশ্যক হইবে ।
পূর্ণিয়া । আমন ভাল হইবে, ...
উচ্চ ভূমিতে হয় নাই । রবিশ...
অবস্থা উৎকৃষ্ট । শস্যের মূল্য মধ্যবি...
সাঁওতাল পরগণা । রাজম...
আমন ভাল হইল না । বৃষ্টি না হওয়...
রবিশস্য অল্পমাত্র জন্মিয়াছে লো...
গোলায় অধিক শস্য সঞ্চিত নাই ; ...
হইয়াছে । দেবগড় । আউস উত্তম ...
য়াছে, অর্দ্ধেক আমন হইবার সম্ভাব...
দুমকারও ঐ অবস্থা । গয়ায় ... 
আমন হইতে পারে । কমিসনর অনু...
করেন, যদি রবিশস্য ভাল হয়, ...

দক্ষিণাংশব্যতিরেকে আর সকল
বড় কষ্ট হইবে না। রবিশস্য ভাল
ইলে দুই মাসপরে কষ্ট দিতে
। দরিদ্রগণ কোথায় কর্ম্মের নিমিত্ত
ব, কমিসনর এই কথা জিজ্ঞাসা
ন। বোর্ড বলিয়াছেন, যদি রেলও
কর্ম্ম পাওয়া যায় তাহা হইলে
মেন্ট কিছুই করিবেন না, নচেৎ
কর্ম্মচারীরা বন্দোবস্ত করিবেন।
র্দ্ধমানবিভাগ। বাঁকুড়া। আউস
হয় নাই আমন ও ইক্ষুর অবস্থা
ণ ভাল; কিন্তু বৃষ্টি না হইলে চারি
নষ্ট হইবে। রবিশস্য হইতে
স্তু হইয়াছে; কিন্তু কি পরিমাণে
বে তাহার স্থিরতা নাই।
বীরভূম। আট আনা অবধি বার
পর্য্যন্ত শস্য হইতে পারে। দুর্ভিক্ষের
ঙ্কা নাই।
বর্দ্ধমান। আট আনা অবধি বার
শস্য জন্মিতে পারে। কৃষকেরা
র জল সেচিয়া দিতেছে।
হুগলী। দশ আনা শস্য হইতে
। লোকে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করেন

হাবড়া। উত্তম শস্য জন্মিবার
বনা। অনাবৃষ্টিনিবন্ধন কৃষকেরা
শস্য বপন করে নাই।
মেদিনীপুর। অনাবৃষ্টিনিবন্ধন শস্য
হইতেছে। [illegible] ও [illegible]
নায় মধ্যম রূপ উত্তম হইয়াছে।
মহল ও পশ্চিম বিভাগে দুর্ভিক্ষ
। তমোলুকের বড় মন্দ অবস্থা
মিতে বার আনা শস্য হইতে
। তিল ও ইক্ষুর অতিশয় দুরবস্থা।
নীপুরে যৎকিঞ্চিৎ রবিশস্য যাহা
অনাবৃষ্টি নিবন্ধন তাহাও বপন করা
াই।
ট্টগ্রাম। যেপ্রকার শস্য হইবে,
ন করা গিয়াছিল, অনাবৃষ্টি নিব

ন্ধন তাহা হইল না। সিকি শস্য নষ্ট হইয়াছে পর্ব্বত অঞ্চল ও উচ্চ স্থানে কিছুই হইল না। আর একটী বিঘ্ন এই, অনেকগুলি জাহাজ চাউল লইতে আসিতেছে।

ছোট নাগপুর। লোহারডগা। মধ্যবিধ শস্যলাভের সম্ভাবনা। পালামাউয়ে আমন ও রবি শস্য নষ্টপ্রায় হইয়াছে। গড়ে দুই আনা অবধি চারি আনা শস্য হইবে। শস্যের মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। গয়ার অনেক ব্যাপারী যাহা কিছু চাউল ছিল ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেছে। ডেপুটি কমিসনর চাউল রপ্তানী বন্ধ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন; কিন্তু কমিসনর ও বোর্ড তাহাতে সম্মত নহেন।

মানভূম। মধ্যবিধ শস্যলাভের সম্ভাবনা। শস্যের মূল্যবৃদ্ধি হয় নাই। সিংহভূমেরও ঐপ্রকার অবস্থা; কিন্তু স্থানে স্থানে টাকায় আট সের চাউল বিক্রীত হইতেছে। হাজারিবাগ ও খড়গদেবার অবস্থা ভাল; কিন্তু শস্যের মূল্য অতিশয় বৃদ্ধি হইতেছে।

কটকবিভাগ। বালেশ্বর। সুবর্ণরেখার উত্তরপর্য্যন্ত আমন ছয় আনা পরিমাণে হইতে পারে। তথা হইতে বস্তা নদীপর্য্যন্ত দুই আনা এবং সদর বিভাগের অন্যত্র দশ আনা হইবার সম্ভাবনা।

কটক। সদর বিভাগ ও জগৎসিংহপুরে উত্তম শস্য জন্মিবার সম্ভাবনা। যাজপুরে আট আনা ও কেন্দ্রাপাড়ায় নয় আনা হইবে। সরিসা ও তিলভিন্ন অন্য রবিশস্যের অবস্থা ভাল। কেন্দ্রাপাড়া ও যাজপুরে অধিক শস্য নাই; কিন্তু অন্যত্র ॥ সের অবধি ॥৭ সের চাউল বিক্রীত হইতেছে।

পুরী। শস্যের অবস্থা মন্দ। স্থানে স্থানে মূল্য দিয়াও পাওয়া যাইতেছে না।

চাউলের মূল্য প্রত্যহ বৃদ্ধি হইতে
গবর্ণমেন্টের গোলায় ৩,৯৭,৫৪৭
চাউল আছে। রেবেণিউ বোর্ড এ
য়দিগের দুঃখে কাতর হন না ব
ইহার মূল্যবৃদ্ধি করিবার আজ্ঞা
ছেন।

কাছাড়। ফরিদপুর ও ময়মনসি
উত্তম শস্য হইবার সম্ভাবনা। প
বিভাগে অধিকাংশ শস্য নষ্ট হইয়া
গড়ে তিন আনা পাওয়াও কঠিন
গঞ্জের অবস্থা অন্য অন্য বৎসরের
নহে।

রাজধানীবিভাগ। ২৪ পর
দক্ষিণাংশের শস্য এককালে নষ্ট
য়াতে দরিদ্রদিগকে কর্ম্ম দেওয়া হইবে
কমিসনরকে আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে
পক্ষে তিনি এক এক রিপোর্ট প্র
করেন। সাতক্ষীরায় শস্য কতক
হইয়াছে। বসিরহাট ও বারুইপুরে
আনা শস্য হইবে। বারাকপুরে
আনা মাত্র পাওয়া যাইবে। বারাস
ডায়মণ্ড হারবরে বিলে ধান্য জন্মিয়া
কিন্তু ডাঙ্গাভূমির শস্য নষ্ট হইয়াছে।
বিভাগের অবস্থা ভাল নহে। যশো
উত্তম শস্য জন্মিয়াছে। নদীয়াতে
ভাল হইয়াছে; কিন্তু রবিশস্য
না। রাজসাহীর অবস্থা ভাল। পা
বার আনা হইবে। মালদহের অ
ভাল নহে।

উপরে শস্যের অবস্থা যে প্র
বর্ণিত হইল, তাহাতে কোনরূপে
বোধ হইতেছে না যে, এ বার লো
স্বচ্ছন্দে চলিবে। এখন যদি রপ্তানী
করা না হয়, দুর্ভিক্ষক্লেশ সহ্য কর
হইবে সন্দেহ নাই। বিপদকালে শা
নিয়ম রক্ষা হয় না।

—:•:—

কলিকাতা মিউনিসিপালিটি।

" দশে মিলে করি কাজ;
জিনি নাহি লাজ।" আমাদিগের মি

লিটিসকল এই প্রবাদবাক্যের
সাধনের একশেষ করিয়াছেন।
দিগের-সংস্কার এই, দশ জনে এক
অতি গর্হিত কাজ করিলেও লজ্জা
। মিউনিসিপাল কমিসনরেরা রাজ
, বার্ত্তা ও রাজস্বসংক্রান্ত নূতন
নিয়মের সৃষ্টি করিতেছেন। বোম্বা-
মিউনিসিপালটি বাণিজ্যের উপরে
করিবার চেষ্টা পাইয়া ভারতবর্ষকে
রাম্বিত করিয়াছেন। মফস্বলের মিউনি
লিটিসমূহের সহিত ত কাহার
রা হয় না। সেখানে যেমন অত্যাচার
কোচ ও চুরির প্রাদুর্ভাব কাজেরও
নি বিশৃঙ্খলা। কিন্তু কলিকাতার
সরা কয়েক বিষয়ে পৃথিবীর আদর্শ
য়াছেন। ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয়
কসংখ্যা করিয়া জষ্টিস নিয়োজিত
যদি ন্যায্য হয়, তাহা হইলে ২০ জন
দশীয় আর এক জন ইউরোপীয়
নিয়মে নিয়োজিত করা কর্ত্তব্য। কিন্তু
নিয়োগ দূরে থাকুক, উভয়জাতীয়
সের সংখ্যাও সমান নহে। সভাপতি
পনার ইচ্ছানুসারে কাজ করেন।
কে আর কর দিয়া উঠিতে পারেন
। যে বাটীর দশ টাকা ভাড়া হয় না,
ার ভাড়া ২০ টাকা ধরা হয়। নাম
আপীল আছে; কিন্তু এক শত
কের মধ্যে দুই জনের কর কমে কি
সন্দেহ। এই অনিষ্টনিবারণার্থ বায়
ক্ষপরূপ উপায় অবলম্বন করিবার
নাই। প্রধান মহাপুরুষদিগের প্রিয়
ত্রা মিউনিসিপালিটিকে একচেটিয়া
য়াছেন। তাঁহাদিগকে ছাড়ান হইতে
রে না। কেহ পূর্ণ বেতন পাইতেছেন,
চ কিছুই করিতে হইতেছে না।
ার ব্রহ্মদৈত্যের চুল সোজা করা
ন হইয়াছে। লোকের ও দুঃখের সীমা
। কথায় কথায় নালীশ ও জরিমানা
তেছে। আইন অনুসারে জষ্টি

সদিগের মতে সভাপতির কাজ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু কার্য্যতঃ জষ্টিসেরা হগ সাহেবের আজ্ঞা রেজিষ্টরী করিতেছেন মাত্র। এই ত অবস্থা। জষ্টীসদিগের গত অধিবেশনদিবসে যে এক প্রস্তাব হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়কর। এক জন জষ্টীস প্রস্তাব করেন, প্রত্যেক মিউনিসিপালিটির নিজের এক একটী বাজার করা প্রথম কর্ত্তব্য কর্ম। এই মূল নিয়ম স্থির করিয়া উক্ত মহত্ত্বক্তি বলেন, ধর্ম্মতলার বাজারে সকল দ্রব্যই দুর্ম্মূল্য; বাজারটী ময়লায় পরিপূর্ণ ও বিশৃঙ্খল; অতএব আর একটী বাজার করা উচিত। প্রস্তাবিত বাজার ইউরোপীয়দিগের নিমিত্ত হইবে; কিন্তু এতদ্দেশীয়দিগকে টাকা দিতে হইবে। সভাপতি ও কয়েক জন ইউরোপীয় জষ্টীস আগ্রহসহকারে এই প্রস্তাবের সবিশেষ অনুমোদন করেন। সৌভাগ্যক্রমে এতদ্দেশীয় ও অবশিষ্ট জষ্টীসেরা লজ্জিত হইয়া এই পক্ষপাতপূর্ণ প্রস্তাবের প্রতি ঘোরতর আপত্তি করাতে ইহা আপাততঃ অগ্রাহ্য হইয়াছে। আমরা "আপাততঃ" শব্দটি প্রয়োগ করিলাম, তাহার কারণ এই সভাপতি যাহা মনে করেন, তাহাই হয়; ভবিষ্যতে এক সভায় গবর্ণমেণ্টের ধামাধরা জষ্টিসদিগকে আহ্বান করিয়া হগ সাহেব যে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেন, তাহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে।

কি লজ্জাকর ব্যবহার! ধর্ম্মতলার বাজার এক জন এতদ্দেশীয়ের বলিয়াই যত গোলযোগ। ইহার অবস্থাসংক্রান্ত যে কথা বলা হয়, তাহা অমূলক; যদি এক জন ইউরোপীয় কোনক্রমে ইহা হস্তগত করিতে পারেন, তাহা হইলে আর মিউনিসিপাল বাজারের প্রয়োজন হয় না। হগ সাহেব কিছু দিন ক্রমাগত মকদ্দমা করিয়া বাবু হীরালাল শীলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই

অভিপ্রায় ছিল যে, হীরালাল
বাজার ত্যাগ করেন, কিন্তু তাঁহার
চেষ্টা সফল হয় নাই। এক্ষণে
বাজার করিয়া পুরাতন বাজার ভা
দেওয়া হগ সাহেবের চেষ্টা হইয়া
ব্যক্তিবিশেষের প্রতি এপ্রকার ব্য
অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি আ
বস্তুতঃ হগ সাহেব ও কয়েক জন ই
পীয় জষ্টিসের ব্যবহার দেখিয়া আ
গের লজ্জা হইতেছে, ইহাঁরাই অ
ভারতবাসীয়দিগের আদর্শ হইতে চা

—।০।—

কর্ড লাইন।

মাতলা রেলওয়ের একাংশ
কুম্পিলাইননামে যে রেলওয়ে
সংকল্প হইয়াছে, এখনও তাহার
পরিমাণাদি কার্য্য শেষ হয় নাই।
রীরা পরিমাণাদি করিতেছেন, অ
এসময়ে তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ সা
করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। আমরা
দিগকে পুনরায় অনুরোধ করি
তাঁহারা যেন গ্রামের নিকট দিয়া
লইয়া যান। ইহাতে যদি কিঞ্চিৎ
বাহুল্য হয়, তাহা স্বীকার করা উ
পরিণামে লাভ হইবে। যদি বল
ষ্টেসন করা হউক গ্রামবাসীরা
স্থানে গিয়া আরোহণ করি
এ বাক্য যুক্তিসহ নহে। একটী উদা
প্রদর্শন করিলেই ইহার অসারতা
মাণ হইবে। সোণাপুরে এখন
ষ্টেসন আছে। মালঞ্চ, মাহিনগর,
হরপুর প্রভৃতি ৫। ৬ মাইল দূ
গ্রামের লোকেরা অন্য গতি নাই ব
এখন সোণাপুরে গিয়া রেলগা
আরোহণ করেন; কিন্তু যদি মা
গ্রামে একটী ষ্টেসন হয়, ঐ
লের যাবতীয় লোক ঐ ষ্টেসনে
হণ ও অবরোহণ করিবেন, উহাতে
রেলওয়ের লাভ হইবে না?
মাইল পথে আরোহী ও বাণিজ্য

যে উপার্জ্জন হয়, তাহা কি লাভকর নয়? পক্ষান্তরে মধ্যস্থলে ২। ৩ টী ষ্টেসন না করিয়া যদি সোণাপুর ও রামনগর এই দুরবর্ত্তী ষ্টেসন হয়, মালঞ্চ প্রভৃতি গ্রামের লোকেরা তখনও সোণাপুরে গাড়িতে উঠিবেন, তাহা হইলে কি ঐ ৫। ৬ মাইল পথের লাভ ক্ষতি হইল না? রামনগর ভিন্ন গ্রামের নিকটবর্ত্তী নহে। গ্রামের নিকট দিয়া রাস্তা না গেলে আমরা যে ক্ষতির গণনা করিলাম তাহা হইবে সন্দেহ নাই।

আমাদিগের এই প্রস্তাবটী লেখা সমাপ্ত হইলে আমরা শুনিলাম, কুল্পি লাইন একণে স্থগিত রহিল। আপাততঃ ফিড়িয়া হইতে খাল কাটা আরম্ভ হইবে। পাঠকগণ এই প্রস্তাব পাঠ করিয়া আমাদিগকে অব্যবস্থিত মনে করিতে পারেন; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে গবর্ণমেন্টের অব্যবস্থাই আমাদিগের অব্যবস্থিতত্বের কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

---

সংস্কৃত গ্রন্থের উদ্ধার।

লর্ড লরেন্সের অধিকারকালে আর একটী মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইল। তদ্দ্বারা কেবল যে তাঁহার নাম স্মরণীয় হইবে এরূপ নয়, ভারতবর্ষের বিনাশোন্মুখ সংস্কৃত গ্রন্থগুলিও কিছুকাল স্থায়ী হইল। আমরা যে নিমিত্ত ইহার উল্লেখ করিয়াছি, নিম্নোদ্ধৃত এডুকেশন গেজেটের প্রস্তাবটী পাঠ করিলেই পরিস্ফুটরূপে তাহা পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট প্রাচীন সংস্কৃত পুথিগুলির পুনঃ আবিষ্কার ও রক্ষাবিধান বিষয়ে যত্নবান হইয়াছেন। লাহোরের প্রসিদ্ধ ও প্রধান পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ গবর্ণর জেনরেলের সমীপে এই আবেদন করেন যে, এতদ্দেশীয় রাজাদিগের পুস্তকালয় এবং ইউরোপের কোন কোন স্থানে যেসকল সংস্কৃত গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, সেই সমুদায় সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত করা হয়। ঐ আবেদনপত্রের বিষয়ে মত জানিবার নিমিত্ত গবর্ণর জেনরেলের ব্যবস্থাপনবিভাগের সহকারী সেক্রেটারি হোয়াইট্লি ষ্টোক্স সাহেবের প্রতি অর্পণ করায় তিনি বলেন, এ কার্য্য কেবল ইউরোপেই সন্তোষজনকরূপে সাধিত হইতে পারিত, একণে এ চেষ্টা কাল সাপেক্ষ। যাহা হউক, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনানুসারে তিনি এ বিষয়ে মত দিয়াছেন এবং হোম সেক্রেটরি পত্রদ্বারা সমস্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন যে, দেশীয় রাজাদিগের পুস্তকালয়ে যত প্রকার অমুদ্রিত সংস্কৃত পুস্তক আছে, সেগুলি দেবনাগর অক্ষরে আটপেজি আকারে মুদ্রিত হইবে এবং বাঙ্গালার বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মান্দ্রাজের বর্ণেল সাহেব অথবা বোম্বাইয়ের ডাক্তর বুহ্লারের ন্যায় এক জন উপযুক্ত সম্পাদকের দ্বারা মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য সমাধা হইবে। প্রত্যেক পুস্তকের ৫০ কাপি করিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টে প্রদান করিতে হইবে। অবশিষ্ট অর্থাৎ ১৫ কাপি (দুই শতের অধিক মুদ্রিত করিবার আবশ্যক নাই) সাধারণ্যে বিক্রীত হইবে, অথবা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বা শাসনকর্ত্তারা উপযুক্ত বিবেচনা করিলে অন্য প্রকারেও ব্যবহার করিতে পারিবেন।

আরও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যে, কতকগুলি উপযুক্ত কৃতবিদ্য লোক পুস্তকসকল বাছিয়া এবং পরীক্ষা করিয়া আনিবার নিমিত্ত এবং নূতন পুস্তক অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত প্রতি বৎসর সমস্তাৎ প্রেরিত হইবেন। তাঁহারা যে যে স্থানে গমন করিবেন, তথায় তাঁহাদের ভ্রমণের উদ্দেশ্য লোককে বুঝাইয়া দিবেন। পুস্তকের অধিকারী মূল্য চাহিলে, তাঁহাকে ন্যায্য মূল্য দিয়া পুস্তক ক্রয় করিতে হইবে। ভ্রমণকারীরা তাঁহাদের স্ব স্ব স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট প্রদান করিবেন। ঐসকল রিপোর্ট হোম ডিপার্টমেণ্টে গবর্ণর জেনরেলের নিকট প্রেরিত হইবে। ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ড উভয় স্থানের সুশিক্ষিতেরা এই ভার প্রাপ্ত হইবেন। ইউরোপে নিযুক্ত ব্যক্তিরা ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারিদ্বারা এবং এ দেশে নিযুক্ত ব্যক্তিরা আপনাদে[র] স্থানীয় গবর্ণমেণ্টদ্বারা গবর্ণর জেনরেলকে পত্রাদি লিখিবেন।

পুস্তকাদি ক্রয় করিতে হইলে বা অন্যরূপে পাইতে হইলে যে স্থানে উহা প্রাপ্ত করা বা অন্যরূপে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে তত্তৎ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বা শাসনকর্ত্তারা তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিবেন। গবর্ণর জেনরল ইন্‌কৌন্সিল বিবেচনা করেন, ইউরোপীয়দিগের যেসকল পুস্তক অধিকতর অভিমত অর্থাৎ বেদ, বেদাঙ্গ এবং তাহাদের টীকা, টিপ্পনী, ব্যাকরণ, অভিধান, স্মৃতি ও দর্শন এইসকল গ্রন্থই অধিক প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইবে। নির্ব্বাচিত পুস্তকসমূহের মুদ্রাঙ্কণ একপ্রকার দেবনাগর অক্ষরে পরিপাটীরূপে সমাধা হইবে। গবর্ণমেণ্ট এতদর্থ বাৎসরিক ২৪০০০ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহা যেরূপ গুরুতর কার্য্য তাহাতে আমাদের বোধে আরও কিছু বেশি হইলে ভাল হয়।

---

চাঁদনীর চিকিৎসালয়।

আমরা উক্ত চিকিৎসালয়ের ১৮৬[৭] অব্দের রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়াছি বিস্তর ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় ভদ্র লোক ১৭৯[?] অব্দে এই চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। এতদ্দেশী দরিদ্র পীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ ইহা স্থাপিত হয়; কিন্তু ক্রমশ[ঃ] গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করাতে সকল শ্রেণির লোকে সাহায্য পাইতেছেন। ১৮৬৫ ও ১৮৬৬ অব্দে চিকিৎসালয়ের ব্যয়োপযোগী অর্থ না থাকাতে সর্ব্বসাধারণের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। তদনুসারে ৬৪.২ টাকা চাঁদা উঠে। সংবৎসরে ৫৬,১৯৩। ১৫ টাকা আয় হয় তন্মধ্যে ৪৮,৭২৯ ৵১৫ টাকা ব্যয় হইয়া ব্যাঙ্কে ৭৪৬৪ টাকা জমা হইয়াছে। চিকিৎসালয়ের ২,৯১,৯০০ টাকা গবর্ণমে[ণ্ট]

...'কাগজ ও...ছে। পর পটা, চিৎপু...পার্কষ্ট্রিটে এক একটী শাখা আছে। ...১৮৬৭ অব্দে চাঁদনির চিকিৎসা... ১৩২০ জন রোগী ছিল এবং বাহির...তে ১,৭০৭১৫ জন রোগী আসিয়া ...ৎসা করাইয়া যায়। যাহারা ঐ চিকিৎ...য় ছিল তাহাদিগের গড়ে ১১.৭৪ ...র মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ব্ববৎসরে ২৪০৬ ...র মৃত্যু হইয়াছিল। বাহিরের ...ীর মধ্যে ১,৭০,৩৭৬ জন আরো...লাভ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা চিকিৎ...লয় ও চিকিৎসকদিগের বিশেষ গুণ...কাশ পাইতেছে। ডাক্তর বেলির যশ ...ত্র বিস্তৃত হইয়াছে। কোন চিকিৎ... সর্ব্বসাধারণের এত প্রিয় হইতে ...রেন নাই। দরিদ্রদিগের এরূপ শ্রদ্ধা...র অতিঅল্প লোক দৃষ্ট হন। চাঁদ... চিকিৎসকগণ কাম্পাউণ্ডারদিগের ...রে নির্ভর না করিয়া আপনারা সকল ...জ করিয়া থাকেন। ইহাই ঐ চিকিৎ...লয়ের সুখ্যাতির প্রধান কারণ। ...য় চিকিৎসালয় সমুহের কার্য্যবিবরণও ...শেষ প্রীতিকর। চাঁদনির চিকিৎ...লয়দ্বারা দরিদ্রদিগের সবিশেষ উপ...র হইতেছে। অতএব ইহার উন্নতি ...ল্প সকলের যত্ন ও সাহায্য দান করা ...শ্য কর্ত্তব্য।

---

## বিবিধসংবাদ।

### ৯ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

গত শনিবার পিপল্‌স্‌ ব্যাঙ্ক বনাম টমাস...ের মকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবার সময়ে ছোট ...দালতের প্রধান জজ কেগন সাহেব আক্ষেপ ...রিয়াছেন যে, জজ হওয়া অবধি তিনি এই ...মার ন্যায় অন্য কোন মকদ্দমায় এত বিশৃ...ঙ্খলতা দর্শন করেন নাই। এক জন যুবক আট...র অজ্ঞতা নিবন্ধন নিয়মের সীমা অতিক্রম ...ত দোষের হয় না; কিন্তু এক জন আইনজ্ঞ ...পণ্ডিত ব্যরিষ্টর চীৎকার করিয়া এক জন ...জ্ঞ বিচারপতিকে নিরস্ত করিবার যে চেষ্টা ...ন, তাহা অতিশয় ঘৃণনীয়। ইংরাজ ব্যরিষ্টর ও আটর্নির ক্লার্কদিগের জানা উচিত ১০।১৫ জনের এক কালে চিৎকার করিবার অপেক্ষা মক্বলের উকীলদিগকে দেওয়া উচিত। এই মকদ্দমায় অর্থীর পক্ষে আটর্নি লড ক্লার্ক আতকিন ও প্রত্যর্থীর পক্ষে ব্যরিষ্টর জাকসন ছিলেন। মফস্বলের যেসকল আদালতে গোল হয়, এ মিষ্ট ভৎসনাটী তাহাদিগেরও হইয়াছে। তবে মফস্বলের উকীল ও সমস্ত আদালতকে সাধারণে ভৎসনা করা কেগান সাহেবের উচিত হয় নাই।

কলিকাতার আর্ম্মেনী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কাইকার সাহেব ছাত্রদিগকে আর্ম্মেনী ভাষায় কথোপকথন করিতে নিষেধ করেন। এক দিন ভোজন কালে কয়েকটী ছাত্র মাতৃভাষায় কথা কহাতে কাইকার তাহাদিগকে আতান্তিক প্রহার করিয়াছিলেন। পুলিসে নালিশ হওয়াতে ৩০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। শাসন বটে।

কলিকাতার ছোট আদালতে একদল ধূর্ত্ত দালাল আছে। ইহারা কেবল জুয়াচুরি করিয়া উপার্জ্জন করে। পূর্ব্বে ইহাদিগকে মোক্তার বলিয়া গণ্য করা হইত। কিছু দিন হইল কেগান সাহেব ইহাদিগকে দূরীভূত করিয়াছেন। তথাপি ইহারা আদালত পরিত্যাগ না করাতে লাইসেন্স টাক্স আদেশর ইহাদিগকে কর দিতে বলিয়াছেন। দালালেরা বিব্রত হইয়া জজের নিকটে এই সার্টিফিকেট চাহিয়াছে যে, তাহাদিগকে আদালত মোক্তার বলিয়া গণনা করেন না। কেগান সাহেব বলিয়াছেন আদালত ত্যাগ না করিলে তিনি এই সার্টিফিকেট দিবেন না। কলিকাতার কোর্ট আদালত বদমাইসের বাসা, দালালেরা তাহার প্রধান রক্ষক।

মধ্য ভারতবর্ষ ও রাজপুতনার অন্নকষ্ট দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। দরিদ্র লোকের দিনপাত করা ভার হইয়াছে। আহ্লাদের বিষয় এই গবর্ণর জেনরলের বর্ত্তমান এজেণ্ট কর্ণেল মিড রাজাদিগকে পূর্ত্তকার্য্য আরম্ভ করিয়া লোকদিগকে কর্ম্ম দিতে প্রবৃত্তি দিতেছেন। কোন কোন স্থলে অন্নদান করা হইবে। অন্য অন্য বৎসর এজেণ্ট শীতকালে ভ্রমণের সময়ে বিস্তর লোক লইয়া গমন করেন। কর্ণেল মিড এবার ছয় জন মাত্র লোক লইয়া ভ্রমণ করিতেছেন।

গত সোমবারে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর মেজর হাবেবেন্সনকে সঙ্গে লইয়া কানিঙ বন্দর দর্শন করিতে গিয়া কয়েকটী নূতন বন্দো করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের দ্রব্য বোঝাই চারি খানি জাহাজ কানিঙে আসিতেছে। পোর্ট কানিঙ কোম্পানির চাউলের কল দেখিয়া প্রেসাহেব সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ইহাতে বোধ ...হেতে গবর্ণমেণ্ট কানিঙ ত্যাগ করিতেছেন ...এ পর্য্যন্ত কয়েক জন জুয়াচোরে অর্থ অপ...করিয়া কেবল অনিষ্ট করিয়াছে। গবর্ণ...সৎ ও উপযুক্ত লোকের হস্তে ভার দিলে কত... বৎসরমধ্যে কানিঙের সবিশেষ উন্নতি হই...পারে।

কলিকাতার পুলিস কমিসনর সম্প্রতি ...রোপীয় ইনস্পেক্টর ও কনষ্টেবলদিগকে আ...দিয়াছেন, রবিবার তাঁহারা পুলিস আদালতে ...আসিয়া বাজার ও দোকানসকল দর্শন ক...যাহারা কম বাঁটখরা রাখেন তাহাদিগকে ধ...এই আজ্ঞায় কর্ম্মচারীরা অসন্তুষ্ট হইয়াছে...তাঁহারা বলেন রবিবার বিশ্রামবার। এ দি...গিরজায় না গিয়া বাজারে বাজারে ভ্রমণ ...তাহাদিগের পক্ষে কষ্টকর। অন্য দিনে বি...কার্য্য্যী হইবার সুবিধা নাই?

সম্প্রতি একটী মান্দ্রাজী স্ত্রীলোক তা...উপপতির সহিত বিবাদ করিয়া প্রায় ...টাক লডেনম পান করিয়া প্রাণত্যাগ করি...ছে। করণার যখন অনুসন্ধান করেন, তখন এ...আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। মার্থা ...সনামক এক জন ইংরাজ আফিসরের ...বোতল হইতে ঐ স্ত্রীলোক মান্দ্রাজী স্ত্রীলো...লাডনম পান করে। বিবি ওয়েন প্রত্যহ ...পোয়া লাডনম খাইয়াথাকেন। যে দিবস ...সম না পান সে দিন এক ভরি অহি...খান!!! বাগবাজারের "দল" একবার ...সিকরিয়া উঠিবেন।

### ১০ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার

সম্প্রতি লাহোর পেসোয়ার, দেরা ইস্মা...খাঁ ও জালালপুরে ভূমিকম্প হইয়া... জালালপুরে প্রায় অর্দ্ধমিনিট কম্প ছিল।

কৃষ্ণনগরে ওলাউঠা হওয়াতে গবর্ণ...এক জন অতিরিক্ত সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জ...তথায় যাইবার আজ্ঞা দিয়াছেন। সর্ব্বত্র ...হইতেছে।

লাইসেন্স গ্রহণ না করাতে ক...ব্যাঙ্কের নামে পুলিসে নালীশ হয়। প্রত্য...গের বিরুদ্ধে প্রমাণ দিতে বলাতে মিউনি...সকর্ম্মচারী বেথি সাহেব বলেন, তাঁহার ...প্রমাণ নাই, ইহাতে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট ...কক সাহেব এপ্রকার মিথ্যা নালীশ করিয়া ...করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে ভৎসনা ক...বিস্তর মকদ্দমা খারিজ করিয়াছেন। ...বেথি সাহেব পীড়ানিবন্ধন আদালত...

রেন। মিউনিসিপাল কর্ম্মচারীরা বড় প্রশংসা য়েছেন!

নিজামের রাজ্যের প্রধান মৌলবীর পদচ্যুতির বৃত্তান্ত বাঙ্গালোর হেরাল্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। এক রাণীর এক মকদ্দমায় রাণী মৌলবীকে এক লক্ষ টাকা উৎকোচ দেন। তাহার বিপক্ষ দুই লক্ষ টাকা দিয়া জয়লাভ করেন। রাণী মন্ত্রীর নিকটে আপীল করিলে অনুসন্ধান হইল। ইহাতে প্রকাশ পাইল একটী মোরব্বার জালার মধ্যে নোট ও মোহর রাখিয়া উপরে মোরব্বা দিয়া মৌলবীর নিকটে দুইলক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছিল। জালা খুলিয়া দেখা গেল, যেরূপ দেওয়া হইয়াছিল মোরব্বা ও নোট প্রভৃতি সেই ভাবে আছে। মৌলবী বলিলেন, মধ্যে টাকা ছিল তাহা তিনি জানিতেন না কেবল মোরব্বা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। লোর জজ বলিলেন, যখন তাঁহার নিষ্পত্তির আপীল নাই, তখন মোরব্বা গ্রহণও অন্যায়। মৌলবীর দুই বৎসর মেয়াদ হইয়াছে। আর এক জন মৌলবী পদচ্যুত হইয়াছেন। এই মকদ্দমায় যে দুই জন মুসলমান উকীল ছিলেন তাঁহাদিগকে হায়দরাবাদ হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে। উৎকোচগ্রাহীদিগের যথোচিত দণ্ড হয় না বলিয়াই উহাদিগের ঐ কুপ্রবৃত্তির নিবারণ হইতেছে না। "[illegible] জাতি শুচির্ন হি।"

পুনা অবসরের বোম্বাই রেলওয়ের পইণ্টমানদিগের একটী অদ্ভুত সাহসের অবাধ্যতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। কক্সট ষ্টেশনের এক জন পইণ্টমান বিনা অনুমতিতে এক দিবস অনুপস্থিত থাকাতে পদচ্যুত হয়। ১২ ই নবেম্বর বেলা ১০ ঘটিকার সময়ে যাবতীয় পইণ্টমান বলিল, পদচ্যুত ব্যক্তিকে পুনরায় কর্ম্ম না দিলে তাহারা আর কর্ম্ম করিবে না। তখন ১৪ খানি শকট পথে ছিল, তাহার মধ্যে ৭ খানি আরোহীর শকট। ষ্টেশন মাষ্টর ও তৎস্থানীয় বাণিজ্যাধ্যক্ষ তাহারা কি দোষ করিতেছে তাহাদিগকে বুঝাইলেন। তাহা বুঝাইবার জন্য রেলওয়ে আইন পাঠ করিলেন তথাপি তাহারা শান্ত হইল না। ক্রমে শকট আসিতে লাগিল। বিপদ উপস্থিত, তখন কি করেন ষ্টেশনমাষ্টর ও বাণিজ্যাধ্যক্ষপ্রভৃতি উচ্চতর কর্ম্মচারীরা পইণ্ট ধরিয়া আরোহীদিগের প্রাণরক্ষা করিলেন। অপরাধীদিগকে কয়েদখানের জেলখানে দেওয়া হইয়াছে ইহাদিগের গুরু দণ্ড বিধান করা কর্ত্তব্য।

বিবি মাকডুগাল ও হানিগান নীল গিরিতে হত হইয়াছেন। হত্যাকারীদিগকে ধৃত করিবার জন্য মাজিষ্ট্রেট ২০০ টাকা পুরস্কারের ঘোষণা করিয়াছেন। দুটী এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোক ও একটী শিশুর হত্যা ধরিবার নিমিত্ত ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা দিবার বিজ্ঞাপন হইয়াছে। মান্দ্রাজের পুলিস কমিসনরের দ্রব্য লইয়া এক জন চৌকিদার পলায়ন করাতে তাহাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত ১০০ (এক শত টাকা) দিবার বিজ্ঞাপন হইয়াছে। দুইজন ইউরোপীয় স্ত্রীলোকের জীবন ও কমিসনরের কিঞ্চিৎ দ্রব্য সমান। এই দ্রব্য তিন জন এতদ্দেশীয়ের জীবন অপেক্ষা অধিক মূল্যবান!!!

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়ন প্রকাশ করিয়াছেন, আজিম খাঁ রুশীয়দিগের অধীনে কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন। তিনি রুশীয়দিগের বেতনভোগী এক দল আফগান সৈন্যের অধ্যক্ষ হইয়া আমুনদীর দিগে প্রেরিত হইয়াছেন। সিয়ারআলির পুত্র আকুব খাঁ ও সেনাপতি ইস্মাইল খাঁ সসৈন্যে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহারা সৈন্যদিগকে চারি মাসের বেতন দিয়াছেন। সিয়ার আলির অর্থের অপ্রতুল হওয়াতে অত্যাচার করিয়া টাকা লইতেছেন।

কলিকাতার ছোটআদালতের মোক্তারেরা লাইসেন্স করদান হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন কিন্তু এ ব্যক্তিদিগকে ছোটআদালতে থাকিতে দেওয়া উচিত নহে।

চীনেরা একণে ইউরোপ ও আমেরিকার ডাকষ্টাম্প দ্বারা ঘরের দেওয়াল সজ্জিত করিতেছে। এই নিমিত্ত চীনস্থিত মিসনরিরা আমেরিকা ও ইউরোপের ব্যবহৃত ষ্টাম্প দাতব্য স্বরূপ জানাইয়া দেড় টাকায় ১০০০ ষ্টাম্প বিক্রয় করিতেছেন। যে সকল চীন শিশু মাতা পিতার কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়, তাহাদিগের রক্ষার্থ এই টাকা বিনিয়োজিত হইবে।

গতকল্য নীচজাতীয় এক জন ইউরোপীয় এক নাবিকের ২ টাকা কাড়িয়া লওয়াতে ছয় মাসের নিমিত্ত কারারুদ্ধ হইয়াছে। উত্তরোত্তর ইহাদিগের উপদ্রব বাড়িতেছে।

১১ ই অগ্রহায়ণ বুধবার।

উদয়পুরের রাজা শস্যের শুল্ক উঠাইয়া দিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ পূর্ত্তকার্য্য করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট কেবল কাগজে রিপোর্ট লিখিয়া সন্তুষ্ট হইবেন না কি?

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন ১৮৬৯ অব্দের ১লা জানুয়ারি অবধি যেসমস্ত পত্র মধ্যে টাকা ও নোট থাকিবে, তাহা অবশ্য রেজিষ্টরি করিতে হইবে। রেজিষ্টরি না করিলে আর চারি আনা দণ্ড হইবে।

মকবলাইট অনুমান করেন, আগামী মার্চ্চ মাসের মধ্যে দিল্লীর রেলওয়ে লুধিয়ানাপর্য্যন্ত খুলিবে।

আসামের সীমায় পুনর্ব্বার দৌরাত্ম্য আরম্ভ হইয়াছে। মণিপুরীয় ও খোরমাজাতির পরস্পর বিবাদ হওয়াতে তাহারা পরস্পরের গ্রামসমূহ লুঠ করিতেছে।

কয়েক জন আরব ও পারস্যবাসী এক কোম্প্যানি করিয়া চারিখানি বাষ্পীয় জাহাজ ক্রয় করিয়াছেন। তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে বসোরা ও বোগদাদপর্য্যন্ত এইসকল জাহাজ বাণিজ্যার্থ প্রেরণ করিবেন। আমাদিগের বণিকগণ অদ্যাপি একটী বস্ত্রের কলও করিতে সাহসী হইলেন না।

গুজরাটে এক জন নূতন কেশবচন্দ্র সেন দেখা দিয়াছেন। হরিকৃষ্ণ মহারাজ জী পূর্ব্বে এক পল্লীগ্রামের শিক্ষক ছিলেন। তিনি পুরাণ ন্যায় উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। কিছু দিন হইল তিনি আপনাকে ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়া ঘোষণা করিয়া স্ত্রী পুত্র ত্যাগ করিয়াছেন। হরিকৃষ্ণ প্রথমতঃ স্বামিনারায়ণনামক এক জন বৈষ্ণবের শিষ্য ছিলেন। তাঁহার গুরু তাঁহাকে এত ভাল বাসিতেন যে অন্য অন্য বৈষ্ণবকে তাঁহার মত গ্রহণ করিয়া চলিতে আজ্ঞা দেন। অনতিবিলম্বে হরিকৃষ্ণ গুরুর বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘোষণা করিয়া নিজের মত বিশুদ্ধ বলিতে লাগিলেন। বৈষ্ণব দল তাঁহার কিছুই করিতে পারিলেন না। তাঁহার এক্ষণে অনেক শিষ্য হইয়াছে। হরিকৃষ্ণ আপন ধর্ম্মঘোষণার্থ স্থানে স্থানে গমন করিবার বাসনা করিয়াছেন। একবার কলিকাতায় আসিবেন কি? তাহা হইলে "মহারাজ জী" ও দয়াল প্রভুর" একবার লড়াই দেখা যায়।

সম্প্রতি আরাকানের উপকূলে ঝড় হইয়া বিস্তর ক্ষতি করিয়াছে।

শান্তিপুর হইতে রাণাঘাটে আদালত উঠিয়া আসিল।

আমরা এদেশীয় লোকদিগকে এক বিষয়ে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিতেছি। কলিকাতা ছোটআদালতের এলাকা বৃদ্ধি করিবার বিষয় শীঘ্র বিবেচিত হইবে। মেইন সাহেব ২০০০ টাকা পর্য্যন্ত ক্ষমতাবৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ইউরোপীয় বণিকগণেরও এই মত। এলাকা বৃদ্ধি হউক, কিন্তু আপীল প্রথা হউক। এক্ষণে দেশীয় মকদ্দমাসকলের যেরূপে নিষ্পত্তি হয় তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। স

যেন্ট অবশ্যই কাগজে স্থান দেখিলে সন্তুষ্ট থাকেন।

অযোধ্যা আকবর আলোয়ারের রাজার কার্য্যের পরিত্যাগ করিয়াছেন। রাজা অসৎ মন্ত্রিগণদ্বারা বেষ্টিত হইয়াছেন। প্রথমে যে আশা করা গিয়াছিল ইনি তাহা পূর্ণ করিলেন না।

১২ ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার।

বোম্বাইয়ে একপ্রকার নূতন জুয়াচুরি উঠিয়াছে। কা সমকালিনামক এক পুস্তক বিক্রেতার বাটীতে মেনকা বাই নামে একটী স্ত্রীলোক আসিয়া বলিল, "তুমি একটী স্ত্রীলোককে সেবা করিবে?" সে সম্মত হওয়াতে মেনকা তাহাকে যমুনা বাই নামে এক স্ত্রীলোকের বাটীতে লইয়া গেল। সেই রাত্রিতে বিবাহ হইল। মেনকা ঘটকালিস্বরূপ ৫০ টাকা পাইল। পুস্তকবিক্রেতা সুন্দরী স্ত্রী পাইয়া আপন আত্মীয়দিগের নিকট হইতে ২৫০ টাকার অলঙ্কার চাহিয়া আনিয়া তাহাকে সজ্জিত করিয়া বাটীতে লইয়া গেল। কিন্তু কি অদৃষ্ট দোষ! তিন ঘটিকার পর নব বিবাহিতা যুবতী অলঙ্কারসমেত পলায়ন করিল। অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল যমুনা একটী বেশ্যা। ইহাদিগের নামে পুলিসে নালীশ হইয়াছে। যমুনা আর কিছু দিন বিলম্ব করিলে মেইন সাহেবের আইন অনুসারে অলঙ্কারগুলিকে স্ত্রীধন করিয়া লইতে পারিত।

মান্দ্রাজের অন্তর্গত আওয়ার ও গঞ্জামের কয়েক জন ভূতপূর্ব্ব বিদ্রোহী ঠাকুর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া আপন আপন জায়গীর বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়াছেন। ইহাদিগকে দমন করিবার উপায় হইতেছে।

যোধপুরের রাজা প্রজাদিগের কষ্ট নিবারণার্থ গুজরাট হইতে শস্য আনয়ন করাইতেছেন। কিন্তু এপর্য্যন্ত শস্যের শুল্ক রহিত করেন নাই। যোধপুর আলোয়ার ও ভরতপুরের ন্যায় অত্যাচারী রাজা ভারতবর্ষে আর নাই।

অযোধ্যায় দস্যুদল প্রবল হইয়াছে, তত্রত্য রাজাদিগের নিবাস কাইসর বাগ্ ক্রমশঃ ভগ্ন হইতেছে। রাত্রিতে ইহার মধ্যে শৃগাল ও দেশের বদমাইসে বাস করে। ইহা পরিষ্কার করা হয় না। গবর্ণমেণ্ট এই বাটীটি তালুকদারদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। ইহারা উহার প্রতি যদি মনোযোগ না করেন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের গ্রহণ করা কর্তব্য। অযোধ্যার তালুকদারদিগের সুখ সম্ভোগ দেখা যাইতেছে।

রামকৃষ্ণনামক এক ব্যক্তি এক জাল মেডাল ও কয়েকখানি জাল প্রশংসাপত্র করিয়া লাহোরে কর্ম লইবার চেষ্টা পাওয়াতে তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত ছয় মাস কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। মেডালখানি চারলস্ নেফ্‌ট কোম্পানি প্রস্তুত করিয়া দেন; উহাতে লিখিত থাকে রামকৃষ্ণ বিদ্রোহের সময়ে অনেক কাজ করাতে গবর্ণমেণ্ট তাহাকে এই মেডাল পুরস্কার দিয়াছেন। যে ব্যক্তি প্রশংসা পত্রগুলি মুদ্রিত করে তাহার ৫০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। চারলস্ নেফ্‌ট কোম্পানি গবর্ণমেণ্টের অনুমতি না লইয়া এই মেডাল করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের কি হইবে?

বালিকাবিক্রয় অদ্যাপি চলিতেছে। ব্রহ্ম গেজেট বলেন, মান্দ্রাজ হইতে ব্রহ্মদেশে শত শত বালিকা আনিয়া বিক্রয় করা হয়। সম্প্রতি এক জন মুসলমানের এই অপরাধে পাঁচ বৎসর মেয়াদ হইয়াছে।

অক্সফোর্ডের বিশপের কন্যা ও জামাতা কাথলিক ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। জামাতা এক জন প্রোটেষ্টাণ্ট পাদরী ছিলেন। যাবতীয় উপধর্ম্মের যে গতি খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সেই গতি হইতেছে। যখন খৃষ্ট সেই "দয়াল প্রভু" রহিলেন, তিনি মধ্যস্থ না হইলে ক্রোধান্ধ ও বৈর নির্য্যাতনপ্রিয় ঈশ্বর ত্রাণ করিবেন না। যখন অলৌকিক কাণ্ডে বিশ্বাস করা খৃষ্ট ধর্ম্মের মূল হইতেছে, তখন তাহাকে ধর্ম্মের মস্তক বলিয়া লোকের মন পরিতৃপ্ত হয় না। উপধর্ম্মে বাহ্য আড়ম্বর আবশ্যক। সম্প্রতি রিচুয়ালিষ্টেরা যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে অধিকাংশ ইংরাজ পুনর্ব্বার কাথলিক হইবেন। অবশিষ্টাংশ প্রকাশ্যরূপে খৃষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন।

মান্দ্রাজের শাসনকর্ত্তা লার্ড নেপিয়র জেল প্রণালীর উন্নতিসাধনার্থ সবিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। তিনি কেবল রিপোর্টে তুষ্ট নন, কাজ চান। আমাদিগের ডাক্তার লিডকে মান্দ্রাজের জেলসমূহের উন্নতিসাধনার্থ প্রেরণ করিলে কি ভাল হয় না?

চম্বার রাজার নিজ স্ত্রীর সহিত বিবাদের প্রকৃত কারণ প্রকাশিত হইয়াছে। রাণী দুশ্চরিত্রা হওয়াতে রাজা তাঁহাকে নিজ বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া পল্লীগ্রামস্থিত এক বাটীতে প্রেরণ করেন। তাঁহার অলঙ্কার গ্রহণ করা হয় নাই। রাণী পিতার নিকটে যৌতুক পান নাই, অতএব তাঁহার ভূমিসকল বাজেয়াপ্ত করিবার কথা মিথ্যা। রাজা গবর্ণমেণ্টকে বলিয়াছেন অনুসন্ধান করিলে রাণীরই দোষ প্রকাশিত হইবে। তিনি যথেষ্ট বৃত্তি দিতে সম্মত আছেন, কিন্তু ভ্রষ্টা স্ত্রীকে আর গ্রহণ করিবেন না। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট অনুরোধও করিতে পারেন না; রাজগণ বহু বিবাহ করেন ও শত শত বেশ্যা রাখেন, তাহার ফল এই যথার্থ বিবাহিতা স্ত্রী শেষে পর পুরুষকে গ্রহণ করেন।

১৮৫৭ অব্দে শোরাপুরের রাজা বিদ্রোহী হইয়া দণ্ডের ভয়ে আত্মহত্যা করেন। বিদ্রোহ শান্তির পর গবর্ণমেণ্ট হায়দরাবাদের নিজামকে শোরাপুর পুরস্কার দেন। সম্প্রতি এক জন ধূর্ত্ত আসিয়া আপনাকে শোরাপুরের রাজা বলিয়া পরিচয় দিয়া উক্ত রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে বলে। হায়দরাবাদের রেসিডেণ্ট অনুসন্ধান করিয়া ইহার ধূর্ত্ততা জানিতে পারিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যের এই প্রতাপশালীকে অবধি সতর্ক করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

১৩ ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার।

সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বলেন, "বাবু প্রিয়নাথ ঘোষ আসিষ্টাণ্ট সার্জন হইয়া ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি রেঙ্গুণে কর্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

ইংলিসম্যান এক টেলিগ্রাম পাইয়াছেন। এতদ্বারা জানা যাইতেছে, সর্দ্দার আবদুল রহমন খাঁ বামিয়ানের নিকটে এক ঘোরতর যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছেন। সিয়ার আলির সেনাপতিগণ তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছেন। আজিম খাঁর সহিত সিয়ার আলির যুদ্ধশেষপর্য্যন্ত আবদুলরহমন চুপ করিয়াছিলেন। আর কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিলে তিনি জয় লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার মাতাকে অপমান করাতে তিনি শীঘ্র কালেই যুদ্ধার্থ অগ্রসর হন। আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের কর্তব্য কর্ম্ম কি, তাহা বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই।

সিয়ারআলি খাঁ এক প্রকার পারস্যের অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন। হিরাটের নিকটস্থ পারস্য সেনাগণ উপদ্রবের শাসনকর্তার নিকটে রসদ লইতেছে। শাসনকর্তা সম্প্রতি অনিচ্ছা প্রকাশ করাতে আমীর তাঁহাকে বলিয়াছেন, পারসীক সেনাপতি যাহা চাহিবেন, তাহা দিতে হইবে। সম্ভবতঃ খাঁ পারস্যের অধীনতা স্বীকার করিয়া কর দিতেছেন।

কে ও অব ইণ্ডিয়া বলেন, ৫৩৭ জন ছাত্র বোম্বের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতেছেন। গত বৎসর অপেক্ষা ১০০ ছাত্র অধিক হইয়াছেন। ১১ জন এম. এ পরীক্ষা দেবেন। বি. এলের নিমিত্ত ৬ জন আবেদন করিয়াছেন।

উক্ত পত্র অনুমান করেন, '১১ ই জানুয়ারি লার্ড মেয়ো কলিকাতায় উপনীত হইবেন।

উক্ত পত্র শ্রবণ করিয়াছেন, মেইন সাহেব আর এক বৎসর ভারতবর্ষে থাকিবেন। কেন আর কষ্ট পাইবেন?

ইংলণ্ডে অধ্যয়ন করিতে যাইবার নিমিত্ত যে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাদ্বারা প্রাপ্য, সেই পরীক্ষা আগামী ৬ ই ৭ ই ৮ ই জানুয়ারি প্রেসিডেন্সি কালেজের দালানে হইবে। দুইখানি অঙ্ক ও পদার্থ বিদ্যা সম্বন্ধে, একখানি ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভূগোলসংক্রান্ত এবং নানাবিধ বিজ্ঞান ও তত্ত্বশাস্ত্রসম্বন্ধে হইবে। প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে বয়ঃক্রম ও সচ্চরিত্রতার প্রমাণপত্রভিন্ন চিকিৎসকের এই সার্টিফিকেট দিতে হইবে যে, তিনি ইউরোপের জল বায়ু সহ্য করিয়া অধ্যয়ন করিতে পারিবেন। পরীক্ষার এক দিনপূর্ব্বে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে ২০ টাকা ফী শিক্ষাকার্য্যের ডিরেক্টরের নিকটে প্রেরণ করিতে হইবে। আর কিছু দিন পরে পরীক্ষার দিন করিলে ভাল হইত। মফস্বলের অনেকে তাহা হইলে পরীক্ষার্থী হইতে পারিতেন।

প্রধানতম বিচারালয় যাবতীয় অধঃস্থ আদালত ও মুন্সেফদিগের নিকটে কয়েকখানি করিয়া আইন পুস্তক, সাক্ষ্যের আইন ও ১৮৬১ অব্দ অবধি নজির পুস্তক প্রেরণ করিবার আজ্ঞা করিয়াছেন। এটি অতিশয় কর্তব্য।

১৪ ই অগ্রহায়ণ শনিবার।

দিল্লী গেজেটে লিখিত হইয়াছে ১৩ই নবে
এক জন দলত্যাগী ইউরোপীয় গোলন্দাজ
আর এক জন ইউরোপীয় পেসোয়ার হইতে
দিকে গমন করে। তাহারা ভদ্র লোকের বেশে
ত্য ডাকবাঙ্গালায় গমন করিয়া সুরাপান-
ত্তি নীচকার্য্য করে। ইহকালে দুই জনে
ন করিতে গিয়া এক ব্যক্তি এক জন আফি
র ভারতবর্ষীয় ভৃত্যকে অকারণ বধ করি
ছ। পেসোয়ারের কামসনরের সম্মুখে এই
য় হয়। হত্যাকারীকে সে সময়ে দেওয়া হই
ছ। ইহাদের বিচার সামরিক বিচারালয়ে
ব। এই হত্যানিবন্ধন আটকের লোকেরা
শয় বিরক্ত হইয়াছেন। ইউরোপীয়দিগকে
লের আদালতের অধীনস্থ করিতে যত
হইবে, ততই পাপবৃদ্ধি হইবে দেশ ক্রমশঃ
রূপ ইউরোপীয়দ্বারা পরিপূরিত হইতেছে।
আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি,
টিনগন সাহেব বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায়
দেশ অর্পণ করিয়া আমলাদিগকে বদলী
র প্রস্তাব করিয়াছেন। কবসংক্রান্ত
না দেওয়ানী আদালতের হস্তে দিবার
র কি হইল?

দ্য রাত্রি ৮ টার সময় বরাহনগরনিবাসী
বংশীয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ চৌধুরীর সহিত
শিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধবা ভাগিনেয়ী
নী দেবীর ব্রাহ্মমতে বিবাহ হইবে।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ
ত হইতেছে।

| | | |
|---|---|---|
| টাকার সিক্কা | ৯৪ | ৯৪৶০ |
| ঐ কোং | ৯৮। | ৯৪॥০ |
| ঐ পব্লিকওয়ার্ক | ১০৪৸ | ১০৫ |
| ঐ কোং | ১০৮৸ | ১০৯ |
| ঐ কোং | ১১২৸০ | ১১৩ |

—:০:—

## বিজ্ঞাপন।


ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

কয়লার কন্ট্রাক্ট।

৮৬৯ অব্দের ১ লা জানুয়ারি অবধি তিন
ল এই কোম্পানির পায়ু (?) বৎসর কয়লার
জন। আগামী ডিসেম্বর মাসের ৭ই সোম-
ই প্রহরপর্য্যন্ত নিয়মাক্ষরকারী টেণ্ডার
গ্রহণ করিবেন।
বেদন করিলে টেণ্ডারের ফরম পাওয়া
প রিবে।

অব এজেন্সি
ওয়া রেলওয়ে
ষ্ট্রীট স্কোয়ার
কাতা ১৮৬৮
বেম্বর } সিসিল ষ্টিফেন্স

বোর্ড অব এজেন্সি


—:০:—

# ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১১ই নবেম্বর। অদ্য মহাসভাভঙ্গ হইবে। আরল মেয় ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে যাত্রা করিয়াছেন। কল্য অবধি বোম্বাই ব্যাঙ্ক কমিসন কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা শুক্রবারপর্য্যন্ত কার্য্য স্থগিত রাখিবেন। ঐ দিবস ডিরেক্টরদিগের হিসাব দেখা হইবে।

স্পেনের স্ত্রীলোকেরা প্রতিনিধি মনোনীত করিবার সময়ে মত দিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন। স্পেনের সাহায্যকারী সৈন্যগণকে কিউবাদ্বীপে প্রেরণ করা হইয়াছে।

১২ই নবেম্বর। নূতন মহাসভার সভ্য মনোনীত করিবার পরওয়ানা বাহির হইয়াছে ১০ ই ডিসেম্বরের মধ্যে কার্য্য শেষ হইবে।

সর রাউণ্ডেল পামার অকসফোর্ডের প্রতিনিধি হইবার চেষ্টা ত্যাগ করিয়াছেন।

সম্প্রতি প্রুশিয়ার রাজা যে বক্তৃতা করিয়াছেন, মণিটিউর পত্র তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। লাড মেয়ের ভোজের দিবস ডিসরেলি সাহেব যে বক্তৃতা করেন এবং লাড ষ্টানলি মধ্যস্থদ্বারা শান্তিরক্ষার যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহারও প্রশংসা করা হইয়াছে।

আলাবামাঘটিত বিবাদের নিষ্পত্তির নিমিত্ত ইংলণ্ড ও আমেরিকা অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। উভয় জাতির কয়েকজন কমিসনর ও এক জন বিদেশীয় রাজা মধ্যস্থ হইবেন।

১৩ ই নবেম্বর। আলাবামাঘটিত বিবাদের নিষ্পত্তির নিমিত্ত প্রুশিয়ার রাজা মধ্যস্থ হইয়াছেন।

সানজুয়ান জাহাজঘটিত বিবাদের নিষ্পত্তির জন্য সুইটজরলণ্ডের সভাপতি মধ্যস্থ হইয়াছেন।

এরূপ জনশ্রুতি সর উইলিয়ম মান্স্ফিল্ড উথনেরাণের পরিবর্ত্তে আয়রলণ্ডের প্রধান সেনাপতি হইবেন। বোধ হয়, বিশপ টেট কাণ্টারবরির আর্কবিশপ হইবেন। মাগদালার লাড নেপিয়র ভারতবর্ষে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি আপাততঃ ফ্লোরেন্সে আছেন। সেনাপতি ফোরের মৃত্যু হইয়াছে।

১৪ই নবেম্বর। কানাডার নূতন গবর্ণর জেনরল সর জন ইয়ঙ্গ বাথ চিহ্নের নাইট গ্রাণ্ড ক্রস হইয়াছেন।

গতকল্য অবধি বোম্বাই ব্যাঙ্ক কমিসনরের পুনর্ব্বার অধিবেশন হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ ডিরেক্টরদিগের জবানবন্দী লওয়া হয়। তাঁহারা বলিয়াছেন, অধ্যক্ষ কেবল নিজ প্রতিভাবে টাকা কর্জ্জ দিতেছেন, তাহা তাঁহারা জানিতেন না। এ বিষয়ে অধ্যক্ষ তাঁহাদিগের অনুমতি লইয়া কাজ করেন নাই।

সেনাপতি প্রিম এক সরকুলারদ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন, মাদ্রিদে সাহায্যকারী সৈন্য প্রেরণ করা তাঁহার অভিমত নহে। স্পেনের যাবতীয় দল এক ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন, রাজার দ্বারা শাসন করা অভিপ্রায় কর্তব্য হইয়াছে। গীতপ্রস্তুতকারী রসিনির মৃত্যু হইয়াছে।

১৩ই নবেম্বর। বিশপ টেট কাণ্টা আর্কবিশপ হইয়াছেন।

যেসকল ব্যক্তি লাড ষ্টানলিকে মনোনীত তিনি গতকল্য তাঁহাদিগের অগ্রে বক্তৃতা বলেন, ইউরোপীয় গবর্ণমেণ্টসমূহ যে যুদ্ধ করিতেছেন, তাহা উদ্বেগের কারণ বটে শান্তিরক্ষা হইবে এটী যদি নিশ্চিত হয় হইলে প্রুশিয়ার অধীনে সমুদায় জ একত্র হইলে ফ্রান্স কোন আপত্তি করিবে তিনি আরও বলিলেন, তুরস্ক রাজ্য হইয়াছে। ঐ অঞ্চলে গোলযোগ হইবার বনা। উপসংহারে তিনি বলিলেন, আয়ার ধর্ম্মসম্প্রদায়ের যে কুপ্রথা আছে তাহার ধন করা তাঁহার অভিপ্রেত। কৃষকগণ যে সাধন করিবে, তাহা হইতে তাহারা না হয় এ চেষ্টাও তিনি করিবেন।

প্রতিনিধি বাডেন ঘটিত মকদ্দমায় জন ফরাসী সংবাদপত্রের সম্পাদকের দ য়াছে।

গলইস সংবাদপত্রে মিথ্যা ষড়যন্ত্রের বাদ প্রচার হইয়াছিল বলিয়া সম্পাদকের হইয়াছে।

বিসুবিয়স পর্ব্বতে ভয়ানক অগ্নু হইতেছে।

১৪ এ নবেম্বর। এপর্য্যন্ত মহাসভায় প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছেন, তাঁহাদি অধিকাংশ লিবরল দলভুক্ত। ২৮৩ জন লি ও ১৫৬ জন কনসারবেটিব সভ্য হইয়াছে

২০ এ নবেম্বর। এপর্য্যন্ত যত প্রতি মনোনীত হইয়াছেন তাহাতে দেখা যাইতে ৩৩০ জন লিবরল ও ১৮০ জন কনসারবে সভ্য হইয়াছেন।

২১ এ নবেম্বর শনিবার আরল ও কাউ মেয় ব্রিণ্ডিসিতে জাহাজারোহণ করিয়াছে মাঞ্চেষ্টরে যেসকল ফেনিয়ানের মৃত্যুদণ্ড তাহাদিগের স্মরণার্থ গত কল্য হাইড প অনেক ফেনিয়ান সমবেত হইয়াছিল।

গ্লাডষ্টোন সাহেবকে পরাজয় করিয়া কর্ণিস জেনরল ইঙ লিস এডিনবরা বিশ্ববিদ যের চান্সেলর হইয়াছেন। রাইট অনরে জেমস মনক্রিফ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক হইয়াছেন।

গ্লাসগোর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টরের পদ নিমিত্ত লো সাহেব ও লাড ষ্টানলি প্রার্থী উভয়ের দিগে সমান মত হওয়াতে চান্সে ডিউক অব মণ্ট্রোজ নিজের আন্তরিক লাড ষ্টানলির পক্ষে দিয়া তাঁহাকে রেক্টর হইয়াছেন।

## াবণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

### দেশীয় লেপ্টনন্টগবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

ন ই নবেম্বর। মৌলবী গোলাম কালানী
মুন্সেফ হইবেন। মৌলবী গোলাম কালা
অনুপস্থানকালে বাবু ব্রজদত্ত আরার
াণ মুন্সেফ হইবেন।
লবী আবদুল মজিদ কালনার মুন্সেফ হই

৳ নবেম্বর। হাজারিবাগের অতিরিক্ত
ী কমিসনর সি. এ, এস. বেডফোর্ড
মানভূমে বদলী হইয়া মাজিষ্ট্রেট ও
কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।
ত ২৬ এ আগষ্টের গেজেটের আজ্ঞা
কারয়া আদেশ হইতেছে যে সার্জ্জন জে,
ডানালড কটকের প্রতিনিধি সিবিল সার্জ্জন
।

এ নবেম্বর। ২৪ পরগণার প্রতিনিধি সহ
পুলিশ সুপরিন্টেণ্ডাণ্ট এফ, ব্রেবস সাহেব
হ বদলী হইবেন।
. ৳, মাকনিল সাহেব হাবড়াতে দ্বিতীয়
ব জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর
ন।
ত দিন বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষ বিদায় লইয়া
স্থিত থাকিবেন, তত দিন মেহেরপুরের
ক বাবু গণেশচন্দ্র চৌধুরী কৃষ্ণনগরের
নিধি মুন্সেফ হইবেন।
নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা গৌহাটির বিদ্যা
সভার সভ্য হইবেন।
লেপ্টনাণ্ট এ ডি, বটার। বাবু কমচন্দ্র
।

০ এ নবেম্বর। বাবু অমূল্যচন্দ্র মল্লিক নাগ
র অন্তর্গত লোহারডগার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট
পুটী কালেক্টর হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন
ষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।
১ এ নবেম্বর। যত দিন বীরভূমের মাজি
মফস্বলে ভ্রমণ করিবেন, তত দিন ডেপুটি
ষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু উমাচরণ
্যাপাধ্যায় ১৮৫৪ অব্দের ১০ আইনের ১
নুসারে সাক্ষাৎসম্বন্ধে নালীশ গ্রহণ করিতে
্ হইবেন।
জি, এস. টি, হারিস সাহেব বীরভূমে প্রথম
ণির প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হই
।

ডবলিউ. ই, ওয়াড সাহেব বর্দ্ধমানের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

জি, কে, ওয়েবষ্টার সাহেব বর্দ্ধমানের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

যত দিন মৌলবী আবদুল খালিক বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন বাবু বজচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঢাকার অন্তর্গত পলাসের প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন

২৩ এ নবেম্বর। তৃতীয় শ্রেণির সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন প্রিয়নাথ বসু বিশেষ কার্য্যে নদীয়াতে প্রেরিত হইবেন।

টি, এফ, বিগনলড সাহেব ২৯ এ অক্টোবর স্বকার্য্যে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। ঐ দিবস অবধি তিনি বালেশ্বরের প্রথম শ্রেণির প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়াছেন।

এ, পি, মাকডনেল সাহেব হাজারিবাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া বরহি উপবিভাগের ভার পাইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন। তিনি আরও প্রধানতম বিচারালয় ও সেসিয়নে অর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর টি. ই, কক্সহেড সাহেব মেহেরপুর উপবিভাগের ভার পাইয়া মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন। তিনি আরও প্রধানতম বিচারালয় ও সেসিয়নে অর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে, এ, হপকিন্স সাহেব মাগুরা উপবিভাগের ভার পাইয়া মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এফ. এচ, মাকলষ্কিন সাহেব চুয়াডাঙ্গা উপবিভাগের ভার পাইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন। তিনি আরও প্রধানতম বিচারালয়ে ও সেসিয়নে অর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন।

নদীয়ার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, টুইডি সাহেব ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন ও ৮৬২ অব্দের ৬ আইনের মকদ্দমার আপীল গ্রহণ করিতে পারিবেন।

দারজিলিঙের ডেপুটী কমিসনর মেজর ডবলিউ, বি, ডি, মর্টন নিজের কার্য্যাতিরিক্ত অধস্তন বিচারপতির কার্য্য করিবেন।

গোয়ালপাড়ার প্রতিনিধি ডেপুটী কমিস
টি, স্মিথ সাহেব নিজের কার্য্যাতিরিক্ত প্রতিনি
অধস্তন জজের কার্য্য করিবেন।

পশ্চিম দুয়ারের প্রতিনিধি ডেপুটি কমিস
ডবলিউ, ও, বেকেট সাহেব নিজের কার্য্যা
প্রতিনিধি অধস্তন জজের কার্য্য করিবেন।

২৪ এ নবেম্বর। রাজসাহির ডেপুটী মা
ষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মুন্সি দরিরুদ্দিন
আ মেদিনীপুরে বদলী হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক
পাইবেন।

পালামাউয়ের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডে
কালেক্টর মৌলবী ফইজুল্লা রাজসাহীতে ব
হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

মেদনীপুরের প্রতিনিধি ডেপুটি মাজি
ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অন্নদাপ্রসাদ
নিয়ন্তর শাসন কার্য্যের ষষ্ঠ শ্রেণিতে নি
হইলেন।

যত দিন বাবু কালিদাস দত্ত বিশেষ ক
অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন বাবু কালী
দ্র কটকের প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রে
ডেপুটী কালেক্টর হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণির অ
মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

সহকারী আপথিকারী সি. হাট সাহেব ন
বস্থিত ৪ নং থাকবস্তের কর্ম্মচারীদিগের চি
সার ভার পাইবেন।

জি, কে, ওয়েবষ্টর সাহেব লোহারড
প্রথম শ্রেণির সহকারী কমিসনর হইয়া মা
ষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবে

## প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পা
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! প্রাচীন পল্লীগ্রামসমূহের ইতিবৃ
অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, প্রতীমান হয়
গ্রামটী যতই প্রাচীন দশায় উপস্থিত হ
থাকে, ক্রমে ক্রমে বিবিধ কারণে তাহার
বায়ু দূষিত হয় এবং সেই দোষ এক
অনিবার্য্য হইয়া ঘোরতর শোচনীয় অবস্
পাদন করে। এইরূপে এক বার যে গ্রাম
স্বাস্থ্য সুখ অন্তর্হিত হয়, তন্নিবাসীরা
পরিত্যাগ করিলে, আর কখনই তাহাতে
গমন করিতে সম্মত হয় না। তখন গ্রামটি
শূন্য বনময় হইয়া উঠে। এইরূপে বহুস
গ্রাম ছিন্ন ভিন্ন ও বিনষ্ট হইয়াছে।

আমাদের নিবাস ভূমি ইটাপুর একটী
পল্লিগ্রাম, সুতরাং কালপ্রভাবে যে ইহ
শ্রী বিনষ্ট হইবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়
কালে ইহা কি অভ্যন্তরীণ কি

কার শোভাতেই সুশোভিত ছিল। অদ্যা াচীন কালের উত্তম উত্তম দেবালয় বিস্তীর্ণ জলাশয়প্রভৃতি ইহার পুরাকা- শৌভাগ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। হায়! কালের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! যে রম্য হর্ম্ম্যসমূহের শিল্পনৈপুণ্যে দর্শক অন্তঃকরণ আকর্ষণ করিয়াছে, কাল বে তাহার ভগ্নাবস্থা উপস্থিত হওয়াতে বিষাদজনক মূর্ত্তি হইয়াছে। যেসকল ায় রমণীয় শোভাসম্পাদনের ও বহু প্রাণীর প্রাণরক্ষার একমাত্র প্রধান হইয়াছিল, সেসকল স্থান বহুজনসমাকীর্ণ পবিত্র ছিল। এক্ষণে তাহা জনশূন্য ায় হইয়া বন্য জন্তুদের আবাস েছে।

ত ১২৭৮ সালের মহামারিই (এ অঞ্চ ারিভয় প্রথমে এই গ্রাম হইতেই উদ্ভূত আমাদের জন্মভূমির উক্তরূপ শ্রীভ্রংশের র প্রধান কারণ। সেই ঘোরতর দুর্ঘট ময় ইহার প্রায় তৃতীয়াংশ লোক অকালে বলে কবলিত হয়। এই শোচনীয় অব আমাদিগের দয়ালু গবর্ণমেণ্টের ইহার প্রতি দৃষ্টি পতিত হয়, গ্রামস্থ অপকৃষ্ট পুষ্ক গুলির পঙ্কোদ্ধার ও গ্রামের অভ্যন্তরে র্গমনার্থ কয়টী পয়ঃপ্রণালী প্রস্তুত ার জন্য উদ্যোগ হয়, আর এরূপ প্রস্তাব ছিল, কতকগুলি রাস্তাও সংস্কৃত হইবে। ারে একজন ওভারশিয়ার এখানে া যে যে রাস্তা ও প্রণালীগুলি পরি হইবে, তাহার পরিমাণ করিয়া ন প্রস্থান করেন। প্রস্তাবিত সম্পাদনার্থ চাঁদা করিবার জন্য বনগ্রাম ার একজন কর্ম্মচারী এখানে আসিয়া লোকের নিকট হইতে অনেকগুলি টাকা করিয়া চলিয়া যান। এরূপে প্রায় দুই অতীত হইল। তৎপরে একটী পুষ্করিণী ত না হইতে হইতেই অত্যন্ত বৃষ্টি হও তাহার কার্য্য সেইপর্য্যন্ত শেষ হইল। য়ঃপ্রণালী খনন করিবার কথা ছিল, কিন্তু ে দুইটী কথঞ্চিৎরূপে খাত হইয়াই ায়ছে "অর্দ্ধসমাপ্তে" ইত্যাদি বাক্যের ত সম্পাদন করিয়াছে সকল প্রস্তাবের হইল। এক্ষণে আর কোন বিষয়ের নাম নাই। পুনরায় যে হইবে তাহারও কোন দেখিতে পাইতেছি না। এ বৎসরও ন খুব রোগের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব লক্ষিত ছে। অনেকে সপরিবারে পীড়িত হইয়া অতিকষ্টে কালযাপন করিতেছেন। সম্পাদক মহাশয়! আমরা বড় আশা করিয়াছিলাম, আমাদের দয়ালু গবর্ণমেণ্টের কৃপায় অতঃপর আমরা স্বাস্থ্যসুখে সুখী হইব। কিন্তু রাজকীয় কার্য্যকারকদিগের দোষেই বলুন, অথবা আমাদিগের দুরদৃষ্টবশতই বলুন, তাহাতে বঞ্চিত হইলাম, ইহা কি সামান্য আক্ষেপের বিষয়! সংপ্রতি শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র পাল মহোদয় এই মহকুমায় (বনগ্রামে) আগমন করাতে আমাদের চির সঞ্চিত আশা বলবতী হইয়াছে। ভরসা করি তিনি তাঁহার অসামান্য দয়াগুণের বশবর্ত্তী হইয়া তাহা সফল করিবেন। এক্ষণে তাঁহার নিকট সবিনয়ে প্রার্থনা এই যে, উক্ত সংগৃহীত অর্থদ্বারা হউক, অথবা আর কিছু চাঁদা সংগ্রহ করিয়াই হউক, অথবা যাহাতে পূর্ব্ব প্রস্তাবিত বিষয়গুলি সুসম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হইয়া এই দুর্দ্দশাপন্ন গ্রামবাসী ব্যক্তি বর্গের স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় করিয়া আপনার মহাত্মা এই নামের সার্থকতা সম্পাদন করুন।

অবশেষে ইহাও বক্তব্য যে, এই গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত দীননাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত মদন মোহন চট্টোপাধ্যায় মহোদয়দ্বয় প্রধান উদ্যোগী হইয়া কিছু চাঁদা সংগ্রহ করিয়া কতকগুলি রাস্তা সংস্কার করিতেছেন। এইরূপ দেশহিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াতে যে তাঁহাদিগের সদাশয়তা প্রকাশিত হইয়াছে এবং তজ্জন্য যে তাঁহারা অসংখ্য ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই।

ইছাপুর
১৯এ কার্ত্তিক } শ্রীতারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

—:০:—

মহাশয়! গোস্বামী দুর্গাপুরে প্রতিবৎসরই রাসযাত্রা উপলক্ষে একটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে, এ বারেও হইয়াছে। মেলাতে দূর দেশ হইতে অনেক বাণিজ্যব্যবসায়ী আসিয়া থাকে এবং বিলক্ষণ লাভ করিয়া প্রতিগমন করে। এই সময়ে এখানে কত লোক যে সমাগত হয় তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। প্রায় এক মাস কিম্বা ততোধিককাল এইরূপ থাকিয়া পরিশেষে মেলাটীর ভঙ্গ হয়।

মেলার দক্ষিণ দিকে আনন্দবাজারনামক একটী বাজার বসে। এখানে নানাপ্রকার কুৎসিত আমোদ প্রমোদ হইয়া থাকে। সন্ধ্যার পর অনেক ভদ্রসন্তানকেও এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁরা দিনেরবেলায় চুপ করিয়া থাকেন, রাত্রি সমাগত হইলেই পেচকের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া দেখা দেন। মনে করেন তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল না। কিন্তু কেবল মনকে চোক ঠার হইয়া দাঁড়ায়। বিবেচনা করেন না।

প্রতিবৎসরই জুয়া খেলার বিলক্ষ হইয়া থাকে পুলিশের সুখের দিন আর মেলার দিনে একবার বাহির হইলেই দোহাই হইয়া যায়। মহাশয়! আশ্চর্য্যে এই, যখন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা উপরিতন পুলিশকর্ম্মচারী আসেন তখন আর উহা দেখিতে পাওয়া যায় না।

এ বার মাজিষ্ট্রেট সাহেব মেলা প করিতে আসিয়াছিলেন। ইনি নীল সঙ্গে বড় আসেন না।

গোস্বামী দুর্গাপুর

—•—

সম্পাদক মহাশয়! কয়েক দিবস হইল, কার্য্যোপলক্ষে ওসমানপুরে আসিয়া চতুষ্পার্শের গ্রামগুলির দুরবস্থার কথা শু অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। কৃষ্ণপুর, ও অন্য কইল প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীর চ মহিষগাড়ীয়া ও কৃষ্ণপুর নামক বৃহৎ দুটী বিল আছে। ঐ দুই বিলের জল সাবে পচিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধে ব্যাপক জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয় তাহাতে পল্লী এককালে উৎসন্ন হইতেছে। ক এসমুদায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াও করিতে না। অধিকতর দুঃখের বিষয় এই, গ্রামের দার মহাশয়দিগের হইতে ইহার সদুপায় পারে, কিন্তু পরস্পর অনৈক্যহেতু তাহ হইতেছে না। বঙ্গদেশের সমুদায় বিলের বদ্ধ জল কোন কৌশলক্রমে বাহির ক অনেক উর্ব্বরা ভূমি বাহির হইয়া ভাবী আশঙ্কার নিবারণ হইতে পারে। অ আমার প্রার্থনা এই, আমাদিগের হিতৈষী মেণ্ট হিতৈষী ব্যক্তিদিগের সাহায্য ল এবিষয়ের সম্পাদনে যত্নবান হন।

১২৭৫ সাল
১লা অগ্রহায়ণ } শ্রীরজনীকান্ত মৈ

ওসমান

—:০:—

সবিনয় নিবেদন।

ইণ্ডিয়ান মিরার সম্পাদক আমাদের বি মিথ্যাপবাদ ঘোষণা করেন, তদ্বিষয়ে ২৫ কের সোমপ্রকাশে যে পত্র প্রকাশিত হইয়া তদুত্তরে উক্ত সম্পাদক পুনর্ব্বার লিখিয়া যে মিরারে তিনি আমাদের আপত্তির

দেন নাই ; তিনি ভক্তিবিদ্বেষীদিগের বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহার প্রস্তাবটী সাধারণ প্রস্তাব, কোন বিশেষ ঘটনা বা ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া লেখা হয় নাই। এই উত্তর শুনিয়া আমরা চমৎকৃত হইলাম। তাঁহার প্রস্তাবের উপসংহারকালে সম্পাদক যত দূর হইতে পারে স্পষ্টাক্ষরে বর্ত্তমান গোলযোগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, " এক্ষণ কার ভক্তির ব্যাপার লইয়া আমাদের কোন কোন বন্ধু আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। ".. এক্ষণে জিজ্ঞাস্য ঐ বন্ধু কে? ভক্তির ব্যাপারগুলি বা কি? পরন্তু " বিশ্বাসের অল্পতা, বিষয়বুদ্ধি ও ভীরুতানিবন্ধন এই বিদ্বেষভাব সঞ্চারিত হইয়াছে।" এই বিদ্বেষভাব কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে? অপিচ " তাঁহারা বিনয় নম্রতা ও আত্মসমর্পণের ভাবকে ঔদাসীন্য এবং ভক্তির ক্রিয়াসকলকে কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা বলিয়া প্রচার করিতেছেন। " ঐসমস্ত ভক্তির চিহ্ন কি? কোন কোন কার্য্যকে ঐ বিনয় নম্রতা ও ভক্তিচিহ্ন বলা হইতেছে, এবং কাহারা উহাকে অযথারূপে প্রচার করিতেছে? মিরার সম্পাদক আমাদের এই কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর দিবেন। এসমস্তও কি তিনি সাধারণ প্রস্তাব বলেন? তবে আমরা অক্ষম হইলাম। এই প্রস্তাবের লেখক কেশব বাবু তাহার সন্দেহ নাই। তিনি বলুন, আমাদের সহিত তাঁহার পক্ষি মাঝ্রলে তর্ক বিতর্ক আপত্তি ও প্রতিবাদের পর তৎসম্বন্ধে তিনি এই প্রস্তাব লিখিয়াছেন কি না? তিনি আমাদের কোন পত্রের উত্তর দিয়াছেন তাহা, আমরা কিছুই বলি নাই, আমরা কেবল বলিয়াছি যে, আমাদের আপত্তির উত্তর দেওয়া হইয়াছে। অতএব আমরা জিজ্ঞাসা করি, তিনি আমাদিগকে ও আমাদের মতাবলম্বীদিগকে লক্ষ্য করিয়া উপসংহারস্থলে আমাদের কৃত আপত্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন কি না?

কেশব বাবুর সম্বন্ধে তাঁহার শিষ্যগণ যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা সকলেই স্বীকার করিতেছেন। ইণ্ডিয়ান মিরারসম্পাদকও তাহা অস্বীকার করিতে সাহসী হন নাই। যাহা হউক আমরা কেশব বাবুকে তজ্জন্য অপরাধী করি নাই। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে তাঁহার মত কি আমরা জানি না, তিনি আমাদিগকে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই, সেই জন্য আমরা তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ এই কথাই বলিয়াছি। এলাহাবাদে তাঁহার সহিত আমাদের যে তর্ক বিতর্ক হয় তাহাতে তিনি এইরূপে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেন।

প্র। ব্রাহ্মদের বর্ত্তমান গোলযোগ ও আচরণে ব্রাহ্মসমাজের অনিষ্ট হইতেছে, আপনি নিবারণ করুন।

উ। অনিষ্ট হইতেছে কি না, তাহা আমি জানি। যাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের ইষ্ট হয়, আমি তাহাই করিব, সে বিষয়ে তোমাদের পরামর্শ শুনিব না।

প্র। আপনি ব্রাহ্মদের এই ব্যবহারগুলি নিবারণ করুন না কেন?

উ। আমি কোন বিষয় স্পষ্ট নিবারণ করি না, ইহাও করিব না।

প্র। এই কার্য্যগুলি পৌত্তলিকতা কি না?

উ। তোমরা এত কাল আমার সঙ্গে ছিলে, তথাপি এপ্রশ্ন করিতেছ। পৌত্তলিকতা কি তোমাদের জানা উচিত।

প্র। আপনি কি আপনাকে পরিত্রাতা মনে করেন?

উ। আমাকে কখন বলিতে শুনিয়াছ?

প্র। আপনার শিষ্যেরা আপনাকে " গ্রেট ম্যান " বলেন, তদ্বিষয়ে আপনার মত কি?

উ। আমি যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন এবিষয়ে উত্তর দিব না। ততদিন এবিষয় লইয়া গোলযোগ হইবে।

প্র। আপনাকে পরমেশ্বর বলিয়া পুষ্প দিয়া যদি কেহ আপনার পূজা করে, আপনি নিবারণ করিবেন না?

উ। আমার গায়ে বিষ্ঠা দিলে আমি যেমন নিবারণ করি না, পুষ্প দিলেও সেই রূপ করিব না।

শেষে তিনি এই কয়েকটী কথা বলিলেন ব্রাহ্মধর্ম্ম ভক্তি এবং জ্ঞানের মধ্যপথ। ভক্তির অপব্যবহার করিলে কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা এবং জ্ঞানের অপব্যবহার করিলে শুষ্কতা ও নাস্তিকতা হয়। ব্রাহ্ম উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবেন।

আমরা এ কথা কখনই বলি না যে, কেশব বাবু আপনাকে মুক্তিদাতা জ্ঞান করেন, কিন্তু বোধ হয় তাঁহার অন্তরে অন্তরে এরূপ বিশ্বাস আছে যে, তিনি এক জন " গ্রেট ম্যান " তাঁহার শিষ্যগণ ইহা মুক্তকণ্ঠে বলেন এবং তাঁহার কথার ভাব ভঙ্গীতে ইহা প্রকাশ পায়। ব্রাহ্মেরা তাঁহার সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহা তিনি অন্যায় মনে করেন কি না, সংশয়স্থল। যখন কোন ব্রাহ্ম তাঁহার পদতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া ক্রন্দন ও প্রার্থনা করেন, তিনি অচ[...] দণ্ডায়মান থাকিয়া ঐ ব্যক্তির মস্তকে [...] হস্ত স্থাপন করেন। ইহার অর্থ কি, আমরা [...] পারি না এবং ইহাতে অনুমোদনের [...] প্রকাশ পায়। আমরা তাঁহাকে ঐ প[...] ব্রাহ্মকে একটী প্রতিনমস্কার করিতে ( বা[...] দেখি নাই। কেশব বাবু যখন স্পষ্ট উত্ত[...] না এবং পক্ষান্তরে এইরূপ ব্যবহার করেন [...] সাধারণে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য [...] তিনি ঐসকল কার্য্যে অনুমোদন করেন। [...] রের এক জন পত্রপ্রেরক বলিয়াছেন, [...] বলা অন্যায়, যে হেতু কেশব বাবু মুঙ্গেরে [...] ছেন, "আমাকে ভৃত্যের ন্যায় দেখ, প্রভু [...] দেখিও না। " কেশব বাবু আপনাকে [...] বলিয়া ভৃত্য বলাতে তাঁহার বিনয় প্রকাশ[...] য়াছে সন্দেহ নাই ; কিন্তু আপনাকে কে[...] বলিয়া ঘোষণা করে না। যাহা হউক, [...] বাবুর এই কথা বলাতে কিছু এমন প্রমা[...] তেছে না যে, তিনি উক্ত কার্য্যসকলে অ[...] দন করেন না। ইহাদ্বারা এইমাত্র প্রমাণ [...] পারে যে, তিনি আপনাকে প্রভু বলেন [...] কিন্তু কেশব বাবু তাঁহার চরণাবলুণ্ঠিত [...] গণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন, [...] কথিত হইয়াছে ; তাহার মীমাংসা কি [...] তিনি আপনাকে ভৃত্য বলেন, আবা[...] শিষ্যদিগের মস্তকে দক্ষিণ হস্ত স্থাপন [...] ইহার মীমাংসা কি? আমাদের পত্র[...] ণ্য একবার " উক্তপত্রে " আমাদিগকে [...] প্রদান করুন, আমরা শ্রবণ করি।

শান্তিপুর
অগ্রহায়ণ ১৭৯০ } শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী[...]

—:o:—

ব্রাহ্মদলের বর্ত্তমান গোলযোগে অ[...] কেশব বাবুকে দোষী মনে করিয়া নানা[...] আন্দোলন করিতেছেন। আমি অনেক[...] কেশব বাবুর সংসর্গে ছিলাম, আমা[...] তাঁহাকে কখন অন্যায়পথে পদনিক্ষেপ ক[...] দর্শন করে নাই। বস্তুতঃ তাঁহার মত সাধু [...] চিত্ত লোক দুর্লভ। কতিপয় ব্রাহ্মের [...] চিত ব্যবহারজন্য তাঁহাকে দোষী করা [...] যুক্ত মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে। আমি এক[...] তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, মহা[...] আপনি ত দুর্ব্বলতাবশতঃ আপনাকে পরি[...] মনে করেন না? তাহাতে লজ্জিত ও দুঃ[...] হইয়া উত্তর করিলেন যে, পরের কথায় [...] আমাকে দায়ী করিতেছ কেন? আমি [...] কোন দিন এরূপ কথা বলিয়া থাকি,

মাকে তিরস্কার করে। ঈশ্বরভিন্ন মনুষ্যের রিত্রাতৃত্ব নাই। তিনি আরও বলিলেন যে, তকগুলি ব্রাহ্ম ভক্তির অপব্যবহার করিয়া ত্তলিক হইতেছেন এবং কতকগুলি ব্রাহ্ম ত্যের অপব্যবহার করিয়া নাস্তিক হইতেছেন। ত্যময়ী ভক্তিই মধ্যপথ এবং শান্তিলাভের পায়। পরে আমি বলিলাম যে, এই গোল াগে মহাশয়ের কোন দোষ দেখিতেছি না, বে যাঁহারা আপনাকে পরিত্রাতা বলেন তাঁহা াকে স্পষ্ট নিষেধ করা কর্ত্তব্য।

যাঁহারদিগের কার্য্যে কেশব বাবু বিনা া অযথা কলঙ্কিত হইতেছেন, তাঁহাদিগকে নক অনুনয় বিনয় করিলাম। কিছুতেই াদিগের উদাসভঙ্গ হইল না। অবশেষে সংবাদপত্রদ্বারা সাধারণের গোচর করিলাম; হারা কেশব বাবুর দোষঘোষণা করি নাই। ন উক্ত কার্য্যে নিষেধ করিতে তাঁহাকে রোধ করিয়াছি। কারণ অনেকে কেশব র মনের কথা না জানিয়া তাঁহাকেই দোষী বেন। উক্ত ব্রাহ্মদিগের প্রতি আমার বক্তব্য, াদিগের অনুচিত ব্যবহারে যেন কেশব কলঙ্কিত না হন। কেশব বাবুর প্রতি রা ভক্তি করিতেছেন না, কিন্তু কুঠার আঘাত করিতেছেন।

যাঁহারা কেশব বাবুকে কটাক্ষ করিতেছেন াদিগের পদধারণ করিয়া আমি এই নিবেদন তেছি, তাঁহারা কেশব বাবুর মনের ভাব ত না হইয়া যেন তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রে রোপ না করেন।

শ্রী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

—:০:—

ভবানীপুর গ্রামে ডাকঘর স্থাপনের র পোষ্টমাষ্টার মহাশয় যে আপত্তি করেন, নকার স্থানবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহার প্রতিবাদ ত গত ভাদ্র মাসে আমরা পোষ্টমাষ্টার প্রতি উক্ত পুনরনুসন্ধানের আদেশ ইনি বিলক্ষণ বিচক্ষণতাসহকারে উহার ান করিয়া এখানে ডাকঘর স্থাপনের ত অনুরোধ করিলেও পোষ্টমাষ্টার জেনা রেল মহোদয় এ বিষয়ে উদাসীন রহি- া। মহাশয় ইহাতে আমার বিশেষ পের বিষয় এই যে এতাদৃশ [illegible] আবার [illegible] অনেক অন ণ প্রদান হইল। আমার এমন আশঙ্কা তে না যে, এতদূর চিঠি পত্রাদি বিফল হইয়া যাইবে। তবে কথা এই যে, যাহা করা হইবে তাহা শীঘ্র করা হইলেই ভাল হয়।

এ বারে যে ভয়ানক বন্যা হইয়াছিল তাহাতে এ প্রদেশস্থ প্রায় সমস্ত ধান্যক্ষেত্রই উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহাও অনাবৃষ্টি নিবন্ধন শুষ্ক হইয়া গেল। বৃষ্টি না হওয়াতে কেবল ধান্যই গেল এরূপ নহে, কৃষকগণ রবিখন্দ ও লঙ্কাফসলের আশাও পরিত্যাগ করিয়াছে। এই সমস্ত দর্শন করিয়া কাহার হৃদয়ে এমন চিন্তার উদয় না হয়, যে দুর্ভিক্ষ পুনরায় ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অবিলম্বেই আগমন করিবে?

প্রায় এক সপ্তাহ গত হইল, এখানে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া গিয়াছে। থানা আমতার অন্তর্গত সাহজবেড়িয়ানামক গ্রামের প্রান্তরে একটী ৩।৪ মাসবয়স্কা কন্যা শয়ান থাকে। তত্রত্য চৌকিদার এই বালিকাটীকে জীবিত দেখিয়া উহাকে থানায় লইয়া গিয়া এক নীচ জাতীয় স্ত্রীর নিকটে রাখিয়া দিয়াছিল। থানার কর্ত্তা রাত্রিযোগে কন্যাকে আপন শয্যায় শয়ন করাইয়া নিদ্রিত ছিল, পর দিবস প্রাতে জাগরিত হইয়া দেখিল বালিকা শয্যায় নাই। এই ব্যাপার থানার হেডকনষ্টেবলের গোচর হওয়াতে তিনি স্বয়ং আসিয়া চৌকিদার এবং স্ত্রীকে দৃঢ় করিলে উহারা কহিল যে তাহারা কন্যার অদর্শনের কিছু বিসর্গও অবগত নহে। পরে উহাদিগকে থানায় লইয়া যাওয়াতে ইনস্পেক্টর মহাশয়ের নিকটে একরার করিল যে বালিকাটীর হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে ঐ রাত্রেই উহারা তাহার মৃতদেহ সংস্কার করিয়াছে। ইনস্পেক্টর মহাশয় উহাদের উভয়কেই হাওড়ার মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। বিচারের ফল পরে আপনকার পাঠকবর্গের গোচর করিব নিবেদন ইতি।

গড় ভবানীপুর
২৫এ কার্ত্তিক
১২৭৫ সাল

কস্যচিৎ
অধমকারিণঃ।

—:০:—

## মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় কান্দী
১২৭৫ কার্ত্তিক হইতে ৭৬ আশ্বিন ১০
" " বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কাঁথি
১৮৬৮ নবেম্বর হইতে ৬৯ জানুয়ারি ৩৮
" " অম্বিকাচরণ মজুমদার পীপলী
১৮৬৮ নবেম্বর হইতে ৬৯ অক্টোবর ১০
" " মহকৃষ্ণ চৌধুরী ফকীরখপুর
১২৭৫ আশ্বিন হইতে ৭৬ ভাদ্র
" " আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়
১২৭৫ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৬ বৈশাখ
" " যদুনাথ দে সিমুলিয়া
" " লক্ষ্মীনারায়ণচন্দ্র হাটখোলা
" " যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর পাথুরিয়াঘা
" " দেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় সিমুলি
দলঘরা ইংরাজী স্কুল

## সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটি

—:০:—

## বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে স্থলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা ষাণ্মাসিক ৫।।০ টাকা। মফস্বলে ডাক সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং সিক ৩।০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি, অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার পাঠাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, যেন এক আনা আধ আনার অধিক ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্র মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে ইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত আসিবে, এককমাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহা এক মাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি আনা তাহার পর /১০ আনা দিতে হই যদি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা বেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে

---

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেশনের চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বি ভূষণের বাটীতে প্রতিসোমবার প্রাতঃকা প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ

১১ শ ভাগ ৪ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

…ক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
…িম বাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা, } সন ১২৭৫। ২৩এ অগ্রহায়ণ। ১৮৬৮। ৭ ডিসেম্বর { মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বা…
বাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৮…


## বিজ্ঞাপন।

### " হিন্দু মহিলা নাটক "

( জোড়াসাঁকো অভিনয়
সভা হইতে পুর-
স্কার প্রাপ্ত।)

…উক্ত নাটকে হিন্দু মহিলাগণের দুরবস্থা …ক হইয়াছে। ঠনঠনে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট …৩ নং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। … ১ এক টাকা।

শ্রীবিপিনমোহন সেন গুপ্ত।

———

…কলিকাতার অন্তর্গত জোড়াসাঁকোর বারা… …ঘোষের ষ্ট্রীটের মধ্যে বৃন্দ রাধানাথ কুণ্ডের …আমার খরিদা ১/১৮৴ বিঘা ভূমি বিক্রয় …আছে। চৌহদ্দি উত্তর সরকারী নর্দামা, …গলির রাস্তা, পশ্চিম শান্তিরাম সিংহের …বাটী ( বসত বাটীর সংলগ্ন ) পূর্ব্ব রাম…ন রায়ের পুষ্করিণী। ক্রেতৃগণ গড়পার…পুরের ১০৪ নং বাটীতে শ্রীযুক্ত বাবু বিশ…বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকটে অনুসন্ধান করিলে …তে পারিবেন।

…লিকাতা
…ন ১২৭৫
…০ ই অগ্রহায়ণ } শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ গুপ্ত
সাং হালিসহর

———

## বাল্মীকি রামায়ণ।

### দ্বিতীয়খণ্ড।

…ই পুস্তক তৃতীয় অবধি নবম সর্গপর্য্যন্ত …ন সংখ্যা নাগরাক্ষরে রামানুজের টীকা ও …া অনুবাদের সহিত কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে …হইয়া বিতরিত হইতেছে। ইহাতে মাহে-শ্বর-তীর্থ ও নাগোজী ভট্টের টীকাও স্থলবিশেষে উদ্ধৃত করা হইতেছে ও ইহা প্রতি সংখ্যায় ১০ ফরমা অর্থাৎ ৮০ পৃষ্ঠা করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে। মূল্য ৷০ আনা। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে চাহেন, তাঁহারা আমার নামে কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজে পত্র লিখিবেন। বিদেশীয় গ্রাহকদিগকে ৴০ এক আনা ডাকমাশুল দিতে হইবে।

আশ্বিন
১২৭৫
ব্রাহ্মসমাজ } শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

-:০:-

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গার বাড়ুর্য্যে ভায়ার কোম্পানির দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছেঃ—

| প্রণীত | মূল্য | |
|---|---|---|
| গ্রীসইতিহাস | ১ | টাকা |
| রোমইতিহাস | ১ | ঐ |
| মুগ্ধবোধ-সার ব্যাকরণ | । | আনা |
| নীতিসার ( ১ ম ভাগ ) | ৴ | ঐ |
| নীতিসার ( ২ য় ভাগ ) | ৴ | ঐ |
| প্রচারিত। | | |
| মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ | ৸ | ঐ |

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা

—:০:—

## পুরাণ প্রকাশ।

### বিষ্ণুপুরাণ।

অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা ( অগ্রিমমূল্য ) ৷০।

যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি মুজাপুর আমহর্ষ্ট ষ্ট্রীট ৩৪।১০ নং ভবনে কাব… যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বি… শ্রীযুক্ত জগমোহন তর্কালঙ্কারের নাম… খণ্ডের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। … না পাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠা… নিয়ম নাই ইতি।

—:০:—

## বিক্রয়ার্থ।

…আরকের ষ্ট্রীট ২৪ নং বাটী তদাবসহ…
১৯ নং জোড়া বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা… করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন…ত্রিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস্ আরবো…
থনট এবং কো…

—:০:০:—

## বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ

### প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গালা পুস্তক কাগজ কলম … বিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকা… ৴০ এক আনার হিসাবে কমিসন দি। … টাকার পুস্তক লইলে ৴১০ আনার হি… পাইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়… গদ্য ১৮ পর্ব্ব মহাভারত ১৭ খণ্ড ৭ ভাগে … সংযত করা

লণ্ডন ফারমা কোপিয়া অর্থাৎ ঔষধ … বলি …

মহাপ্রভুর জীবনচরিত উত্তম রূপে …

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তপ্রভৃতি প্রাচীন কবিগণ … সঙ্গীতসং…

সংস্ক…

বিরক আত্মবিলাপ ১
প্রবাহ উৎকৃষ্ট কাব্য ১৲
সঙ্গীত দামিনী ১৷৷
তরঙ্গিনী ১
নাথ ঘোষকৃত সংগীতমনোরঞ্জন ২
নাথজ মু কাব্য কবিবর দ্বারকানাথ রায়
১
সংস্কৃত ও পদ্য ৷৷
গোবিন্দ জয়দেব গোস্বামী প্রণীত মূল
অনুবাদকৃত পদ্য ১৲
ইংরাজি কেমেষ্ট্রি হইতে
বিদ্যা দর্শন হয় ১৵
১২৭৬ সালের ফুল পঞ্জিকা ৷৷
ঐ হাফ পঞ্জিকা ।৹
পদ্য ১
৷৷
চণ্ডী মূল ও অনুবাদ সহিত ৷
হইতে মিউটীনির বিষয়
বর্ণিত হইয়াছে ১৲
১৮৬৯ সালের এক্ট ১৷৵
পদ্য আদিরসপ্রধান কাব্য ১
মোহিনী শক্তি ।৴
শর্ম্মকৃত হইলাম উত্তম
উত্তম কাগজে মুদ্রিত ৷
নাটক ১
কুমার রসরঙ্গ নাটক
স্বপন কাব্য ৷৹
কাব্য
প্রণীত মন্ত লেখা ১
লহরী ২৷৷৹
চিত্রাবলি ২খানি বাঙ্গালা ম্যাপ
২৷৷৹
চৈতন্যচরিতামৃতাখ্য ৭
নাটক আইনসংযুক্ত ২ খণ্ড
২
পদ্য ১
বিষ্ণুশর্ম্মা সংগৃহীত ১
শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়
নগদ বিক্রেতা।

---

# সোমপ্রকাশ।

২৩এ অগ্রহায়ণ সোমবার।

জমীদার ও প্রজা।

স্থায়ী বন্দোবস্তই প্রজার উন্নতি- একমাত্র উপায়। সদাশয় ও লী লোকমাত্রে এ বিষয়ে যত্নবান্ হন, বহুকালাবধি আমরা এই চেষ্টা পাইতেছি। সে দিন এক জন গণনীয় জমীদার আমাদিগের অগ্রে এই বিষয়ের প্রসঙ্গ তুলিয়া এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, আমরা যে প্রস্তাব করিতেছি, তাহা যদি সুসাধ্য হয়, তিনি উহার অনুমোদন ও সম্পাদনবিষয়ে একান্ত যত্নবান্ হইবেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে কহিলেন, "এমন পামর কে আছে, যদি কয়েক ব্যক্তিমাত্রের অপকার হইয়া লক্ষ লক্ষ লোকের উপকার হয়, তাহাতে সাহায্যদান না করে।" এই কথা বলিয়া তিনি এই আপত্তি করিলেন, আমরা প্রজার সহিত স্থায়ী বন্দোবস্তের যে প্রস্তাব করিতেছি, তাহাতে জমীদারের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা পাওয়া হইতেছে এইমাত্র বোধ হয়, এখন এক জন প্রজা এক শত বিঘা ভূমির জোত করিতেছে, তাহার সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত হইল, সে আবার সেই ভূমি অধিক করে ধরাইল, তাহাতে প্রথম ব্যক্তি জমীদারস্থানীয় হইল এইমাত্র; আমরা যে অত্যাচারনিবারণ ও কৃষকগণের উন্নতিসাধন চেষ্টা পাইতেছি, তাহা সফল হইল না। তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আমরা তাঁহার সংশয়চ্ছেদনবিধান চেষ্টা পাইলাম; কিন্তু কত দূর কৃতকার্য্য হইলাম, বলিতে পারি না। বোধ হয়, অনেকের হৃদয়কন্দর এই প্রকার সংশয়তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। এই হেতু আজি আমরা এই প্রস্তাবের অবতারণায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

প্রজার প্রতি অত্যাচারনিবারণ ও তাহার উন্নতিলাভ ইহাই আমাদিগের কৃত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তপ্রস্তাবের উদ্দেশ্য। যেরূপ বন্দোবস্ত করিলে সেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, তাহা করাই কর্ত্তব্য। এরূপে কর, ওরূপে করিও না, এ কথা বলা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। যদি শস্যোৎপাদনব্যয় এবং জমীদার গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য ধরিয়া ভূমির স্রের সহিত মিলাইয়া লাভগণনা যায় এবং সেই লাভ গণনানুসারে বিঘায় নির্দ্দিষ্ট হারে স্থায়িরূপ খা ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলেই সমুদায় আপত্তির খণ্ডন হইতে পা প্রতি বিঘায় স্থায়িরূপে নির্দ্দিষ্ট নার ব্যবস্থা থাকিলে যিনি যা ধরান, কিছুতেই তাহার হ্রাস বৃদ্ধি বার সম্ভাবনা নাই; আর আমরা অত্যাচারনিবারণ ও উন্নতির আ করিতেছি, তাহাও সুসিদ্ধ হইয়া উ আমাকে এতাবন্মাত্র কর দিতে হ ইহার অধিক দিতে হইবে না, বুঝিতে পারিলে কোন্ প্রজা স্বা ভূমির উন্নতিসাধনচেষ্টায় যত্ন না হইবে? যে যে জমীদারের স চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, গবর্ণ যেমন তাঁহাদিগের নিকটে মাথনপ্র গ্রহণ করেন না, প্রজার সহিত বন্দোবস্ত হইলে জমীদারেরাও লইতে পারিবেন না।

পূর্ব্ব কালে ভারতবর্ষে হিন্দু র রই আধিপত্য ছিল। হিন্দু রাজ সময়ে ভূমিতে রাজা ও প্রজা এ য়ের স্বত্বসম্বন্ধ বিবেচনা করিলে বোধ হয়, ভূমিতে রাজা ও প্রজা য়ের ভিন্ন অন্যের স্বত্ব ছিল না। যে স্বত্ব ছিল, সেটী স্থায়ী স্বত্ব; জ নামে এক স্বতন্ত্র শ্রেণী ছিল না। প্রজার নিকট হইতে ভূমির উৎ দ্বাদশ অষ্টম অথবা ষষ্ঠ ভাগ করিতেন, শাস্ত্রানুসারে ইহার গ্রহণ করিতে পারিতেন না। যদি হইল, জমীদারেরা এখন যেমন অ করলোভে এক প্রজার হস্ত হইতে ছাড়াইয়া দ্বিতীয় প্রজাকে দেন, সেরূপ হইত না, সেটী স্পষ্টই বুঝা

হ। এই নিয়মদ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান
হতেছে, ভূমিতে প্রজার স্থায়ী স্বত্ব
, প্রজা রাজাকে নিয়মিত কর দান
রা পিতৃপিতামহাদিক্রমে এক ভূমি
কাল ভোগ করিতে পারিত। মনুতে
াদির দ্বাদশ অষ্টম ও ষষ্ঠ ভাগ
নের যে ব্যবস্থা আছে, সেটী রাজার
কৃত নয়। টীকাকার কুল্লুকভট্ট
ার এই মীমাংসা করিয়াছেন, ভূমির
র্ষ ও অপকর্ষ এবং কর্ষণাদিক্লেশের
ব ও গৌরব বিবেচনা করিয়া ষষ্ঠ
াদিগ্রহণবিকল্প করা হইয়াছে।
আমরা যে বাক্যগুলি কহিলাম,
র প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

যথা ফলেন যুজ্যেত
রাজা কর্ত্তা চ কর্ম্মণাং।
তথাবেক্ষ্য নৃপো রাষ্ট্রে
কল্পয়েৎ সততং করান্।

যাহাতে রাজা অবেক্ষণাদি কার্য্যের
কৃষ্যাদিপ্রবৃত্ত ব্যক্তিরা কৃষ্যাদি
র্যের ফলভাগী হন, সেইরূপে রাজা
ষ্ট্রে সতত করকল্পনা করিবেন।

যথাল্পাল্পমদন্ত্যাদ্যং
বার্য্যোকোবৎসষট্পদাঃ।
তথাল্পাল্পো গ্রহীতব্যো
রাষ্ট্রাদ্রাজ্ঞাব্দিকঃ করঃ।

যেমন জলৌকা বৎস ও ভ্রমর অল্প
রক্ত ক্ষীর ও মধু পান করে,
সেইরূপ মূলচ্ছেদ না করিয়া
হইতে বার্ষিক কর গ্রহণ করিবেন।

পঞ্চাশদ্ভাগআদেয়ো
রাজ্ঞা পশুহিরণ্যয়োঃ।
ধান্যানামষ্টমোভাগঃ
ষষ্ঠো দ্বাদশএব বা।

রাজা মূল হইতে উৎপন্ন পশুহির
পঞ্চাশৎ ভাগ এবং ভূমির উৎকর্ষ
র্ষ ও কর্ষণাদিক্লেশের লাঘব
ব বিবেচনা করিয়া ধান্যের দ্বাদশ
অথবা ষষ্ঠ ভাগ গ্রহণ করিবেন।

রাজা রাজ্যরক্ষা ও কর সংগ্রহার্থ যে গ্রামপতি, বিংশতীশ, শতেশ, সহস্র পতিপ্রভৃতি রক্ষিতৃপুরুষ নিয়োজিত করিতেন, তাঁহারা ভৃত্য বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইতেন; জমীদারস্থানীয় স্বতন্ত্র শ্রেণীর লোক ছিলেন না। ইহারও প্রমাণ উদ্ধৃত হইতেছে।

যানি রাজপ্রদেয়ানি
প্রত্যহং গ্রামবাসিভিঃ।
অন্নপানেন্ধনাদীনি
গ্রামিকস্তান্যবাপ্নুয়াৎ।

গ্রামবাসীরা বার্ষিক করভিন্ন রাজাকে প্রতিদিন যে অন্ন পান কাষ্ঠাদি প্রদান করিত, গ্রামাধিপতি আপনার জীবিকার্থ তাহা গ্রহণ করিতেন। শতেশাদিরও বৃত্তির ঐরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা ছিল।

মনু এইরূপ গ্রামপতিপ্রভৃতির নিয়োগ ও তাঁহাদিগের বৃত্তিবিধানব্যবস্থা করিয়া শেষে লিখিয়াছেন।

রাজ্ঞোহি রক্ষাধিকৃতাঃ
পরস্বাদায়িনঃ শঠাঃ।
ভৃত্যাভবন্তি প্রায়েণ
তেভ্যোরক্ষেদিমাঃ প্রজাঃ।

যে হেতু যাহারা রাজার রক্ষাধিকৃত হয়, তাহারা প্রায়ই পরস্বগ্রহণশীল ও বঞ্চক হয়, অতএব তাহাদিগের হইতে রাজা নিত্য প্রজা রক্ষা করিবেন।

উপরে যেরূপ প্রদর্শিত হইল, তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রজার সহিত রাজার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা উচিত। কিন্তু বঙ্গদেশে আর এক্ষণে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। গবর্ণমেণ্ট অত্রত্য জমিদারদিগের সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ হইয়াছেন। এখন সে বন্ধন গবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদন সাধ্যায়ত্ত নয়। এখানে জমীদারকে মধ্যে রাখিয়া প্রজার সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে হইবে। তবে যে যে স্থানে জমীদারের সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত নাই, তত্তৎ স্থানে প্রজার

সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্থায়ী বন্দো
করাই কর্ত্তব্য। ব্রিটিশ গবর্ণমে
রাজার নিকটে যে রাজ্য গ্রহণ ক
ছেন, সেই রাজার সেই রাজ্যে যে
স্বত্ব ছিল, গবর্ণমেণ্টেরও সে
হওয়া বিধেয়। আমরা পূর্ব্বেই স
করিয়াছি, কিন্তু রাজার রাজ্যের
প্রজার ভূমিতে চির স্বত্ব ছিল।

—১০১—

দায়বিনিয়োগ (উইল)।

দুই বৎসরের অধিক কাল
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট একটী গু
বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের মতগ্রহণার্থী
য়াছিলেন। ১৮৬৫ অব্দের ১০ আ
হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধভিন্ন স
শ্রেণির লোকের উত্তরাধিকার ও
বিনিয়োগপত্রপ্রভৃতির ব্যবস্থা
হয়। ইংলণ্ডে সম্পত্তিবিভাগাদির
নিয়ম আছে, এই আইনে ভারতবর্ষ
ইংরাজদিগকে তাহার অনেকগুলি
মুক্ত করা হইয়াছে। এই আইনের (
রাধিকারের) যে অংশটীতে
বিনিয়োগাদি ব্যবস্থা আছে, সেই
গুলি ভারতবর্ষীয়দিগের বিষয়ে প্রচ
করা উচিত কি না, গবর্ণমেণ্ট
জানিবার অভিলাষী হন। তখন ১
অব্দের ১০ আইন নূতন প্রচলিত হ
ছিল; এই হেতু সর্ব্বসাধারণে গব
ণ্টের এ প্রশ্নের উত্তরদান করেন ন
লার্ড জানবোরণের মত জিজ্ঞ
করাতে তিনি তৎকালে উহা স্থ
রাখিতে বলেন। তৎপরে গবর্ণমেণ্ট
ভিন্ন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, কমিসনর, বি
পতি এবং কয়েক জন এদেশীয়
লোকের মত জিজ্ঞাসা করেন। উহ
প্রায় সকলেই বলিয়াছেন, ইংরাজদি
দায়বিনিয়োগবিষয়ে যেসকল নি
প্রতিপালন করিতে হয়, তাবতদ
দিগকেও তদধীনস্থ করা উচিত।

এখানে বহুকালাবধি মুসলমানদিগের
বিনিয়োগব্যবস্থা প্রচলিত আছে। কিন্তু
র অব্যবহিত পূর্ব্বে বাচনিক দায়বিনি
া করাই অনেকের অভ্যাস। রাজধানীর
টস্থ লোকেরাই কেবল লিখিত দায়
নয়োগ করিয়া থাকেন। হিন্দুদিগের
সংক্রান্ত বিশেষ ব্যবহার ও বিশেষ
ম নাই বটে কিন্তু দায়বিনিয়োগ
ের নিষেধও নাই। বরং দায়ভাগ
যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়া
, তাহাতে দায়বিনিয়োগ হিন্দু
কারদিগের অনুমোদিত ইহাই প্রতী
ন হয়। দায়ভাগকার বলেন, পিতা
র্জ্জিত ধন যাহাকে যাহা দিয়া যাই
, তাহা সিদ্ধ হইবে। দানের বিষয়ে
উঁহার ইচ্ছাকৃত বিনিয়োগ সিদ্ধ
ান, বিষয়ে না হইবে কেন? অন্য
র বিনিয়োগ করিবার নিষেধও
। সে ক্ষমতা না থাকিলে পিতার
র্জ্জিত ধনের যথেষ্ট বিনিয়োগে যে
তন্ত্রমুখী প্রভুতা আছে, তাহার
াত জন্মে। দায়বিনিয়োগবিষয়
া নানাপ্রকার মিথ্যা মকদ্দমা ও
পনাদিও ঘটিয়া থাকে। অতএব
৫ অব্দের ১০ আইনের দায়বিনিয়ো
ক্রান্ত নিয়মগুলি যাহাতে হিন্দু ও
মান সাধারণে প্রচলিত হয়, তাহা
কর্ত্তব্য। তবে কোন কোন বিষয়ে
াজদিগের প্রথার সহিত আমাদি
প্রথার বৈলক্ষণ্য হওয়া উচিত।
হ হইলে পূর্ব্বকার দায়বিনিয়োগ
া হইবে, এ নিয়মটী এদেশীয়দিগের
করা উচিত নহে; উভয় দেশের
হনিয়ম ভিন্নবিধ। অপর চির
ার নিমিত্ত কোন দান বা বন্দোবস্ত
ল ইংলণ্ডে তাহা অগ্রাহ্য হয়,
আমাদিগের সমাজের যেপ্রকার
া, তাহাতে চির কালের নিমিত্ত
বস্ত করিবার ক্ষমতা দেওয়া
উচিত। দায়বিনিয়োগবিষয়ের সাক্ষ্য
গ্রহণ প্রভৃতির যে নিয়ম করা হইয়াছে,
তাহা আমাদিগের সম্পূর্ণ অনুমোদনীয়
হইতেছে।

— · —

### আমাদিগের যুবকগণের ব্যায়ামচর্চ্চা।

আমরা বারম্বার বলিতেছি, বাহ্য আড়ম্বর আমাদিগের নব যুবকগণের একটী মহৎ রোগ হইয়াছে। এই কারণে আমরা এপর্য্যন্ত যাহাতে জগতের উপকার হয়, এরূপ কোন কার্য্যসম্পাদনে সমর্থ হইলাম না। আমাদিগের নিজের উপকার হয়, এরূপ কার্য্যও আমাদিগের দ্বারা অল্পই সাধিত হইতেছে। দর্শক ও প্রশংসাকারীর সমাগমব্যতিরেকে নব যুবকগণ কোন কার্য্যই উৎসাহসহকারে করিতে সমর্থ হন না। যে সাহস ও অধ্যবসায়গুণে পূর্ব্বকার ইউরোপীয়েরা আমেরিকার বন পরিষ্কৃত করিয়া বন্যদিগের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করেন, যে সাহস ও অধ্যবসায়গুণে জলমগ্ন জাহাজের একমাত্র জীবিত ইউরোপীয় নাবিক নির্জ্জন দ্বীপে শ্বাপদগণবেষ্টিত হইয়াও আত্মরক্ষা সম্পাদন করেন, সেই সাহস ও অধ্যবসায় আমাদিগের হয়, এটী আমরা কায়মোনবাক্যে প্রার্থনা করিয়া আসিতেছি। এই নিমিত্ত যখন আমাদিগের কতকগুলি যুবক প্রথম ব্যায়ামচর্চ্চার আরম্ভ করেন, তৎকালে আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছিলাম। শারীরিক বল মানসিক তেজস্বিতার প্রধান হেতু। ব্যায়ামের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতিরেকে শারীরিক বললাভ হয় না। অতএব আমাদিগের যুবকগণ প্রকৃত উপায়ই অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা দুঃখিত হইতেছি, পূর্ব্বাকলের আম্রের ন্যায় আঁটি বিঁধিবামাত্র কীট প্রবেশ করিয়াছে। যে আড়ম্বরপ্রিয়তা আমাদিগের পরম শত্রু, ব্যায়ামেও তাহা লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে।

যুবকগণ শারীরিক বলবৃদ্ধিচেষ্টায়
যত্নবান না হইয়া কৌশল শিক্ষায় এ
সবিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন,
কতর আক্ষেপের বিষয় এই, নৃত্য গী
ন্যায় বড়মানুষদিগের বাটীতে ব্যায়
" অভিনয় " ও হইতেছে। অ
" অভিনয় " শব্দটী প্রয়োগ করিল
কারণ ইহা এক প্রকার তামাসা দাঁ
তেছে। যাত্রা, পাঁচালি ও নাটকাভি
দলের ন্যায় ব্যায়ামেরও দল হইয়া
নৃত্যগীতকারী দল হইতে এ দেশে
কি অনিষ্টোৎপত্তি হইতেছে তাহা
রও অবিদিত নাই। এ দেশের গা
মাত্রেই প্রায় গেঁজেল ও মাতাল;
কীরা কতদূর সচ্চরিত্র তাহার পরি
দিবার প্রয়োজন নাই। ব্যায়াম
দলেও ঐসকল গুণের আবির্ভাব
য়াছে। গানবাদ্যশিক্ষা অন্য
দেশে শিক্ষার বলিয়া পরিগ
হয়; কিন্তু এ দেশে এটি অনি
কারণ হইয়া উঠে। যাহারা গান
শিখিতে যায়, তাহারা প্রায়ই মা
সেবী হয় বলিয়া পিতা মাতা সন্তা
গকে ঐ বিষয় শিখিতে দেন না। ব
শিক্ষাও যদি গান বাদ্যের ন্যায় ক
ষ্টের হেতু হইল; ইহার পর দুঃখের
আর কি আছে? অতএব আমরা
ভাবে যুবকদিগকে সতর্ক করিতে
উঁহারা সদনুষ্ঠান করিয়াছেন;
সাবধান হইবেন, কলিকাতার অন্য
দলের ন্যায় " বড় মানুষের " মন
করিবার নিমিত্ত ইহাকে যেন এ
তামাসার বিষয় করিয়া না তুলে
পূর্ব্ব কালে রোম ও গ্রীসে সর্ব্ব সাধা
ণের সম্মুখে ব্যায়ামচর্চ্চা হইত;
তাহার সহিত ব্যক্তিবিশেষের বাটী
ব্যায়ামচর্চ্চাপ্রদর্শনের তুলনা হ
পারে না। আমরা পুনরায় কহিতে
যুবকেরা যেন আপনাদিগের শিক্ষা

...অবিদ্যার ন্যায় কতকগুলি অলস, ...ামপ্রিয়, মাদকসেবী যুবা লোকের ...মোদের কারণ না করেন। আমরা ...াদিগকে আর একটী সৎপরামর্শ ...তেছি। কেবল কাঠবিড়ালের ন্যায় ...ন প্রোলম্ফন প্রভৃতি শিখিলেই ...ামশিক্ষা লাভ হয় না। অশ্বারোহণ ...বাবাহন, মৃগয়াপ্রভৃতি শিক্ষা করা ...ান্ত আবশ্যক। যুবকেরা সেনাদলে ...শনিমিত্ত একান্ত অভিলাষী হইয়া- ...। এই উচ্চাশা অতিশয় প্রশংস- ...। গবর্ণমেন্টও অচির কালের মধ্যে ...মনোরথ পূর্ণ করিবেন সন্দেহ নাই। ...ত রুশীয় অথবা করাসী কামানের ...থ তলবার হস্তে দণ্ডায়মান হইবার ...র্ব্ব পূর্ব্বোক্তপ্রকার সাহসিক কার্য্য ...ন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

—:০:—

গবর্ণমেন্ট এবং ওহাবি দল।

...ক্লন সাহেব আবিসিনিয়ার ভ্রমণ ...ন্তমধ্যে লিখিয়াছেন, উক্ত দেশের ...সামারা এক কর্ণে মাকড়ি দেয়। ...র কর্ণে একটীমাত্র মাকড়ি থাকে, ...ার বিষয়ে আবিসিনীয়দিগের সংস্কার ...রাত্রিকালে তাহারা ক্ষমাবাঘ হইয়া ...ক। এই নিমিত্ত সকলে খানসামাদি... অতিশয় ভয় করে। খানসামারাও ...াদিগের স্বার্থসাধনার্থ লোককে ...প্রদর্শন করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। ...ভারতবর্ষে এইপ্রকার একমাকড়িবি... কতকগুলি ক্ষমাবাঘ হইয়াছে। ...কে ইহাদিগকে ভয় করেন না; কিন্তু ...াদিগের গবর্ণমেন্ট ইহাদিগের ...ায় বিব্রত হইয়াছেন।

...সীতানার যুদ্ধের পর মৌলবী ...আমদ আলীপ্রভৃতি কয়েক জন ওহাবি ...পান। এই মকদ্দমায় প্রকাশ হয়, ...বাঙ্গালা, পাটনা ও পঞ্জাবের ভিন্ন ...ন ওহাবিরা নিয়মিতরূপে কর আহার করিয়া থাকে। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে উন্মূলন করিবার উদ্দেশে এই টাকা সংগৃহীত হয়। অনেক লোকে ধর্ম্মযোদ্ধা হইবার অভিপ্রায়ে সোয়াড়ের আখুন্দের নিকটে গমন করিয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে ওহাবি মৌলবীরা গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। ইহাদিগের ষড়যন্ত্রকারিতার প্রকৃতি কি এবং কিসেই বা ইহারা দমনে থাকে, তাহার অনুসন্ধান হইতেছে। গবর্ণমেন্ট স্থানীয় কর্ম্মচারিগণ ও পুলিষকে সতর্ক হইতে বলিয়াছেন। জনরব এইরূপ, কেবল ওহাবি মৌলবী নয়, স্থানে স্থানে দুই এক জন ব্রাহ্মণও বিদ্রোহঘোষণা করিতেছেন। গোপনে অনুসন্ধান হইতেছে; সকল বিষয় সংবাদ পত্রের গোচর হওয়া সম্ভাবিত নয়; কিন্তু আমরা এপর্য্যন্ত যত দূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে এইমাত্র বলিতে পারা যায়, গবর্ণমেন্ট কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইয়াছেন।

আমরা উদ্বেগের কোন কারণ দেখিতেছি না। ওহাবিরা গণনায় অতি অল্প মাত্র। তাহাদিগের অধ্যবসায়ও তদ্রূপ। কেবল কয়েক জন ধূর্ত্ত মুখে আড়ম্বর করিয়া কিছু কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া আমোদ করিতেছে এইমাত্র। হিন্দুদিগের কথাই নাই। মুসলমানেরা ইহাদিগকে ধর্ম্মার্থ যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিবার যে চেষ্টা পাইতেছেন, তাহা বিফল। তবে আলাহাবাদের পণ্ডিতের ন্যায় দুই এক জন ওহাবিদিগের অর্থ লইয়া ঘোষণা করিতে পারেন; কিন্তু তাহাতে হিন্দুর মনে বিকার জন্মিবার সম্ভাবনা [illegible]। ভদ্র মুসলমানমাত্রেই ওহাবি[illegible] ঘৃণা করেন। মুসলমানজাতির অধি[illegible]শের সহিত ওহাবিদিগের আচার [illegible]হার নাই। অতএব মুসলমানমাত্রের প্রতি সন্দেহ করা অন্যায়। ওহাবিদিগের কি ক্ষমতা আছে? যাহারা নেতৃস্বরূপ হইয়া আছে, এক জন সোয়াড়ের আখুন্দ আছেন। তাঁহার ক্ষমতা কি? এই ব্যক্তি পরের ধনে আপনি আমোদ... ছেন। যাহা হউক, যখন ওহাবি... প্রতি সন্দেহ জন্মিয়াছে, তখন ও... দের প্রতি দৃষ্টি রাখা মন্দ নয়; ... গবর্ণমেন্ট যেপ্রকার আড়ম্বর করি... ছেন, তাহাতে ওহাবিদিগকে অনু... প্রাধান্য দেওয়া হইতেছে। অধিক... ভারতবর্ষীয় তাহাদিগের কোন সং... জানেন না। গবর্ণমেন্ট বিবেচনা... কাজ না করিলে ইহারা আবিসিনি... ক্ষমাবাঘ হইয়া উঠিবে। প্রকাশ্য... ইহাদিগের প্রতি উপেক্ষা করাই ক...

—:০:—

মফস্বলের ফৌজদারী আদালতের ...লোপ করা কর্ত্তব্য।

আমরা মধ্যে মধ্যে মফস্বল ফৌজ... দারী আদালতে যে প্রকার অবি... দেখিতে পাই, তাহাতে ... রূপে এরূপ ইচ্ছা হয় না যে, মফ... ফৌজদারী আদালত আর দীর্ঘ... অবিলুপ্ত থাকে। উহা রাখিয়া গব... মেন্টের বহু অর্থব্যয়ে কেবল অধ... অধর্ম্ম ক্রয় করা হইতেছে। অ... দেখিতে পাইতেছি, দিন দিন লো... ফৌজদারী আদালতের প্রতি অশ্র... বৃদ্ধি হইতেছে। পুলিষ শান্তির ... প্রধান সাধন। পুলিষ না হইলে ... ক্রমে চলিবার সম্ভাবনা নাই। আমা... পুলিষও উৎকৃষ্টাবস্থ নহে ... সংশোধন একান্ত আবশ্যক হইয়া ... যাছে; কিন্তু এখন যেপ্রকার স্বতন্ত্র পু... ও স্বতন্ত্র ফৌজদারী আদালতের ব... আছে, এরূপ থাকিতে অনাতর কা... শ্রীবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। উভ... একত্রসম্পাদন কর্ত্তব্য। সে এ...

র, এখন এই প্রশ্নের উত্থাপন
মরা ইহার উত্তরস্থলে কহি-
পুলিস কমিসনর ও ডিষ্ট্রিক্ট
পরিন্টেণ্ডেন্টের স্থলে যোগ্য
ট ও যোগ্য ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট
ক নিয়োজিত করা এবং ভাল
দেখিয়া পুলিসের অন্য অন্য কর্ম্ম
করা হউক। উহাঁদিগের যে কোন
দেওয়া হউক, তাহাতে আমাদি
আপত্তি নাই; আমরা ভাল কাজ
সুবিচার চাই এবং আত্মরক্ষা
। এখন যেমন বড় ঘর দেখিয়া
মাঝে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট নিয়ো
করা হয়, তখন যেন সেরূপ না হয়।
হের সময়েই ঘর দেখা আবশ্যক
কাজের সময়ে তাহা দেখিবার
জন নাই। যিনি উপযুক্ত হইবেন,
কেই তত্তৎপদে নিয়োজিত করা
। পুলিসে উৎকৃষ্ট লোক নিয়োগ
উহার দোষসংশোধন ও উন্নতির
হইলে যে উপকার লাভ হইবে,
কয়েক দিন হইল, তাহার পর্য্যা
য়া করিয়াছি। পুলিস কর্ম্মচারীরা
হলে গিয়া অপরাধের অনু
করিলে সুক্ষ্ম বিচার হইবার
সম্ভাবনা। ভাল লোকে যদি
ভদ্র ও সচ্চরিত্র লোক লইয়া
ন ও অপরাধের বিচার করেন
আপীলের ব্যবস্থা ও যে অনু
কারীর দোষ প্রকাশ হইবে,
পদচ্যুতি, পদাবনতিপ্রভৃতি
নিয়ম হয়, তাহা হইলে সুক্ষ্ম
না হইবে কেন?
কারণে এ প্রস্তাবের অবতারণা
হইয়াছে, তাহা এই—কারীত অদি
) কতকগুলি দ্রব্য চুরী করিল।
তাহা বাজারে নীত হইল। পুলি
নামগুলি কহিত বটে, কিন্তু ধর্ম্মাধ
য়।

বের লোকে ধরিয়া চোরিত দ্রব্যসহ চোরকে অন্যতর মফস্বল আদালতে উপনীত করিল। যেসকল ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল, তাহাদিগের বাক্য দ্বারা অপরাধির দোষ সপ্রমাণ হইল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! বিচার কালে ছুটি সরস্বতী আসিয়া বিচারপতির স্কন্ধে অধিষ্ঠিত হইলেন। সমুদায় ওলট পালট হইয়াগেল! চোরের স্বহস্ত লিখিত এক খানি চিঠি ছিল। ছুটী টাকা পক্ষবান্ হইয়া উড়াইয়া লইয়া গেল। মকদ্দমা ডিসমিস হইল; চোর সহাস্যবদনে গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

যে আদালতে এই প্রকার বিচার হয়, সে আদালত রাখা কি উচিত?

—:০:—

বাবু হরচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু।

আমাদিগের দেশের গণনীয় লোকগুলি ক্রমে ক্রমে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। বঙ্গদেশ এক একটী করিয়া ভূষণহারা হইতেছেন। কলিকাতার ছোট আদালতের তৃতীয় জজ বাবু হরচন্দ্র ঘোষ বৃহস্পতিবার রাত্রি ১০ টার সময় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি প্রথমে মুন্সেফ হন। তৎপরে নানা কাজ করিয়া কলিকাতার দ্বিতীয় মাজিষ্ট্রেট ও তৎপরে ছোট আদালতের জজ হইয়াছিলেন। সকল বিবরেই লোক তাঁহার সুখ্যাতি শুনা যাইত। কি ইউরোপীয় কি এদেশীয় সকলেই তাঁহার সদ্বিচারে সন্তুষ্ট হইতেন। এপর্য্যন্ত তাঁহার চরিত্রদোষ আমাদিগের শ্রুতিগোচর হয় নাই। সকলের সহিত অমায়িক ব্যবহার, শিষ্টাচার, অতিথিসৎকারপ্রভৃতি তাঁহার কয়েকটী বিশেষ গুণ ছিল। তিনি এমনি লোকপ্রিয় ছিলেন, শম্ভুনাথ পণ্ডিতের মৃত্যুর পর তাঁহার উপরে অনেকের দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল। এপ্রকার লোকের মৃত্যু সাতিশয় শোচনীয় সন্দেহ নাই। তাঁহার স্মরণার্থ যত কল্য ছোট
লত বন্ধ হইয়াছিল।

———

ভারতবর্ষের জেল ও তত্রত্য অত্যাচার।

ভারতবর্ষে জেলের মধ্যে
সকল কাণ্ড হয়, তদ্বৃত্তান্ত
করিলে শরীর রোমাঞ্চিত
উঠে। এই লোমহর্ষণ ব্যাপার প্র
পায় না, তাহার কারণ কি?
স্থানীয় কর্ম্মচারীরা পরস্পরের
গোপন করিয়া রাখেন। এদে
সমাচারপত্রে উহা প্রকাশ হইলে
র্ণমেন্ট উহা গ্রাহ্য করেন না।
মেণ্ট ভাবেন " এতদ্দেশীয় স
দপত্রের কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে।
জেলর অতি উপযুক্ত লোক;
হইতে এরূপ কাজ হইতে পারে না
যাহা হউক, গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টে জে
যত প্রশংসা শ্রবণ করুন, কর্ম্মচারি
ও ইনস্পেক্টর জেনরল শুশু বৃত্তান্ত
শিত দেখিয়া যতই আরক্তনয়ন
অদ্যাপি জেলের মধ্যে ভয়ঙ্কর প
অত্যাচার হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে
এবং ইউরোপীয়েরা উহার অধিকাং
অনুষ্ঠান করেন, এই বলিয়া যে কিছু
পায়। নিজ্ঞনিউস একখানি ইং
সংবাদ পত্র। তিনি বলেন, কর
জেলে মেথর কয়েদী না থাকাতে অ
ডাক্তর মর্টন কয়েক জন মুসলমান
পাইখানা পরিষ্কার করিতে বলে
এক ব্যক্তি অসম্মত হওয়াতে
তাহার পৃষ্ঠে ২৫ বেত মারিয়া
সপ্তাহ এক নির্জ্জন ক্ষুদ্র গৃহে বদ্ধ ক
রাখেন। পুনর্ব্বার ঐ কাজ করি
বলাতে সে পুনর্ব্বার অস্বীকার করি
আবার ২৫ বেত ও এক সপ্তাহ নি
কারাবাস হইল। তৃতীয় বার আ
করা ও তৃতীয় বার অস্বীকার করা হ

য, এখন এই প্রশ্নের উত্থাপন
মরা ইহার উত্তরস্থলে কমি-
পুলিস কমিসনর ও ডিষ্ট্রিক্ট
পরিন্টেণ্ডেণ্টের স্থলে যোগ্য
ট ও যোগ্য ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট
ক নিয়োজিত করা এবং ভাল
দেখিয়া পুলিসের অন্য অন্য কর্ম
করা হউক। উহাঁদিগের যে কোন
দেওয়া হউক, তাহাতে আমাদি
আপত্তি নাই; আমরা ভাল কাজ
সুবিচার চাই এবং আত্মরক্ষা
। এখন যেমন বড় ঘর দেখিয়া
মাঝে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট নিয়ো
করা হয়, তখন যেন সেরূপ না হয়।
হের সময়েই ঘর দেখা আবশ্যক
কাজের সময়ে তাহা দেখিবার
জন নাই। যিনি উপযুক্ত হইবেন,
কেই তত্তৎপদে নিয়োজিত করা
। পুলিসে উৎকৃষ্ট লোক নিয়োগ
উহার দোষসংশোধন ও উভয়ের
হইলে যে উপকার লাভ হইবে,
কয়েক দিন হইল, তাহার পর্য্যা
না করিয়াছি। পুলিস কর্ম্মচারীরা
স্থলে গিয়া অপরাধের অনু
করিলে সুক্ষ্ম বিচার হইবার
সম্ভাবনা। ভাল লোকে যদি
র ভদ্র ও সচ্চরিত্র লোক লইয়া
কান ও অপরাধের বিচার করেন
আপীলের ব্যবস্থা ও যে অনু
কারীর দোষ প্রকাশ হইবে,
পদচ্যুতি, পদাবনতিপ্রভৃতি
নিয়ম হয়, তাহা হইলে সুক্ষ্ম
না হইবে কেন?
কারণে এ প্রস্তাবের অবতারণা
হইয়াছে, তাহা এই--- চারীত অমি
১) কতকগুলি দ্রব্য চুরী করিল
র্ষ তাহা বাজারে নীত হইল। পুলি
) নামগুলি কল্পিত বটে, কিন্তু ঘটনাটী
ময়

যের লোকে ধরিয়া চোরিত দ্রব্যসহ চোরকে অন্যতর মফস্বল আদালতে উপনীত করিল। যেসকল ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল, তাহাদিগের বাক্য দ্বারা অপরাধির দোষ সপ্রমাণ হইল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! বিচার কালে দুটী সরস্বতী আসিয়া বিচারপতির স্কন্ধে অধিষ্ঠিত হইলেন। সমুদায় ওলট পালট হইয়াগেল! চোরের স্বহস্ত লিখিত এক খানি চিঠি ছিল। দুটী টাকা পক্ষবান্ হইয়া উড়াইয়া লইয়া গেল। মকদ্দমা ডিস্মিস হইল; চোর সহাস্যবদনে গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

যে আদালতে এই প্রকার বিচার হয়, সে আদালত রাখা কি উচিত?

—:০:—

বাবু হরচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু।

আমাদিগের দেশের গণনীয় লোকগুলি ক্রমে ক্রমে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। বঙ্গদেশ এক একটী করিয়া ভূষণহারা হইতেছেন। কলিকাতার ছোট আদালতের তৃতীয় জজ বাবু হরচন্দ্র ঘোষ বৃহস্পতিবার রাত্রি ১০ টার সময় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি প্রথমে মুন্সেফ হন। তৎপরে নানা কাজ করিয়া কলিকাতায় দ্বিতীয় মাজিষ্ট্রেট ও তৎপরে ছোট আদালতের জজ হইয়াছিলেন। সকল বিষয়েই সতত তাঁহার সুখ্যাতি শুনা যাইত। কি ইউরোপীয় কি এদেশীয় সকলেই তাঁহার সদ্বিচারে সন্তুষ্ট হইতেন। এপর্য্যন্ত তাঁহার চরিত্রদোষ আমাদিগের শ্রুতিগোচর হয় নাই। সকলের সহিত অমায়িক ব্যবহার, শিষ্টাচার, অতিথিসৎকারপ্রভৃতি তাঁহার কয়েকটী বিশেষ গুণ ছিল। তিনি এমনি লোকপ্রিয় ছিলেন, শম্ভুনাথ পণ্ডিতের মৃত্যুর পর তাঁহার উপরে অনেকের দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল। এপ্রকার লোকের মৃত্যু সাতিশয় শোচনীয় সন্দেহ নাই।

তাঁহার স্মরণার্থ গত কল্য ছোট
লত বন্ধ হইয়াছিল।

—————

ভারতবর্ষের জেল ও তত্রত্য
অত্যাচার।

ভারতবর্ষে জেলের মধ্যে
সকল কাণ্ড হয়, তত্তাবৎ
করিলে শরীর রোমাঞ্চিত
উঠে। এই লোমহর্ষণ ব্যাপার প্র
পায় না, তাহার কারণ কি?
স্থানীয় কর্ম্মচারীরা পরস্পরের
গোপন করিয়া রাখেন। এদে
সমাচারপত্রে উহা প্রকাশ হইলে
র্ণমেণ্ট উহা গ্রাহ্য করেন না।
মেণ্ট ভাবেন "এতদ্দেশীয় স
দপত্রের কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে।
জেলের অতি উপযুক্ত লোক;
হইতে এরূপ কাজ হইতে পারে ন
যাহা হউক, গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টে জে
যত প্রশংসা শ্রবণ করুন, কর্ম্মচারি
ও ইনস্পেক্টর জেনরল শুদ্ধ বৃত্তান্ত
শিত দেখিয়া যতই আহ্লাদিত
অদ্যাপি জেলের মধ্যে ভয়ঙ্কর প
অত্যাচার হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে
এবং ইউরোপীয়েরা উহার অধিকাং
অনুষ্ঠান করেন, এই বলিয়া যে কিছু
পায়। ফিণ্ড্‌অফ্ ইণ্ডিয়া একখানি ইংরা
সংবাদ পত্র। তিনি বলেন, কর
জেলে মেথর কয়েদী না থাকাতে অ
ডাক্তর মর্টন কয়েক জন মুসলমা
পাইখানা পরিষ্কার করিতে বলে
এক ব্যক্তি অসম্মত হওয়াতে
তাহার পৃষ্ঠে ২৫ বেত মারিয়া
সপ্তাহ এক নির্জ্জন ক্ষুদ্র গৃহে বদ্ধ ক
রাখেন। পুনর্ব্বার ঐ কাজ করি
বলাতে সে পুনর্ব্বার অস্বীকার করি
আবার ২৫ বেত ও এক সপ্তাহ নি
কারাবাস হইল। তৃতীয় বার আ
করা ও তৃতীয় বার অস্বীকার করা হ

...বস্থার ২৫ বেতের, এবং হতভাগা
...রেদিকে বিষ্ঠার পাত্রে বহন করিবা
...াহার পাত্রে বিষ্ঠা দিবার অনুমতি
...ইল। বিষ্ঠা মাখাইয়া তৎপরে তাহার
...স্তকের উপরে কলসি কলসি জল ঢালা
...ইল।

এই ব্যক্তি বেতের যন্ত্রণা, কষ্ট ও
...ংকোচে শীর্ণ ও রোগাক্রান্ত হইয়া
...ৎ.য় হইয়া পড়িয়াছে। কি নিষ্ঠু-
...তা! কি নিষ্ঠুরতা! যাহার সামান্য
...ধশক্তি আছে সে ব্যক্তিও এমন
...জ করে না। ভারতবর্ষে ত জাত্যভি-
...ন প্রবল; যেখানে জাতিভেদ নাই,
...খানে পদেরও অভিমান আছে।
...ধ কর, এক জন ভদ্র ইংরাজ কোন
...পরাধে কয়েদ হইয়াছেন, জেলের
...াক্ষ তাঁহাকে মেথরের কাজ করিতে
...লেন, তিনি কি তাহা করিবেন?
...র্ণমেন্ট কি ইহাকে চরিত্র সংশোধন
...ন করেন? মেথরের কাজ মুসলমান
...লে তাহার জাতিনাশ হয়, এ কথা
আমাদিগের সভ্য গবর্ণমেন্টের বিবে
যোগ্য ও গ্রাহ্য হইবে না? সর জন
...জ এই জেলঅধ্যক্ষের কি দণ্ডবি
করেন আমরা তদ্দর্শনার্থী হইয়া
...ক্ষা করিয়া রহিলাম। তিনি নিশ্চয়
...নিবেন, এইপ্রকার গর্ব্বিত ও উদ্ধত
...চারী হইতেই অনেক সময়ে অনেক
...দ উপস্থিত হয়।

———

ক্রিয়ানুষ্ঠান।

আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রে প্রতিপন্ন
...াছিলাম, মনুষ্যপ্রণীত কতকগুলি
...বিশেষের অনুষ্ঠানই জগতে ধর্ম
...া আদৃত হইয়াছে। তাহাতেই
...ত এক ধর্মভেদ দৃষ্ট হইতেছে এবং
...জন ধর্মনীতিবন্ধন শ্লথ হইয়াছি
এবং প্রকৃত ধর্ম যে অদ্বিতীয়
ঈশ্বরের উপাসনা ও তাঁহার প্রতি ভক্তি
শ্রদ্ধা তাহার বহু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।
আমরা দেখিলাম, কোন কোন সমাচার
পত্রসম্পাদক আমাদিগের অভিপ্রায়
সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই।
তাঁহারা ধর্মনীতির বিষয় যে পরোপ
কারাদি ও ধর্মের বিষয় যে ঈশ্বরোপাসনা
এ উভয়ের অভেদ করিয়া উভয়কেই ধর্ম
সংক্রান্ত ক্রিয়ানুষ্ঠান বলিয়া নির্দেশ
করিয়াছেন। এ উভয়ের মহৎ অন্তর।
পরোপকার আমাদিগের কর্ত্তব্য; কিন্তু
অসঙ্গতি ও অন্য অন্য কারণে যদি আমরা
তৎ সম্পাদনে অশক্ত হই, আমরা পাপী
হইব না। পক্ষান্তরে যদি ঈশ্বরোপাসনা
না করি, পাপী হইব। ধর্মনীতিবিষয়ে
রও কতকগুলি এরূপ আছে, তাহার
অকরণে অথবা অন্যথাচরণে পাপী
হইতে হয়। আমরা যদি চৌর্য্যাদি
কার্য্যে রত হই, অথবা সত্য বাক্যের
অন্যথাচরণ করি, পাপী ও দণ্ডনীয়
হইব। এপ্রকার ক্রিয়ানুষ্ঠানের প্রতি-
বাদ করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে।
জলসংস্কার, মনুষ্যের আশ্রয়গ্রহণ
করিয়া মুক্তিলাভের চেষ্টা, মনুষ্যপূজা
ও স্রক্ চেলাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানই আমাদি
গের বিদ্বিষ্ট। ঐসকল অনুষ্ঠান অনি
ষ্টের মূল। উহা হইতেই উপধর্ম প্রাদু
র্ভূত হইয়াছে। উহা হইতেই জগতে ধর্ম
ভেদ হইয়া জাতিবৈরপ্রভৃতি প্রসূত হই
য়াছে। যাঁহারা কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দকে,
যাহারা খৃষ্টকে, আর যাহার রাম ও
কৃষ্ণকে মুক্তির সোপান ও ঈশ্বরাবতার
বলিয়া বিবেচনা করেন, উপধর্ম সম্বন্ধে
তাঁহাদিগের পরস্পরের যে কি প্রভেদ
আছে, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না।
যে ঈশ্বরের যাবতীয় কার্য্যে পরম
ঔদার্য্য লক্ষিত হইতেছে, ব্যক্তিবিশেষের
আশ্রয় গ্রহণব্যতিরেকে মুক্তিলাভ হইবে
না, তিনি যে এই বিধান করিবেন, এটী
নিতান্ত অনুদারের ক...
একত্র হইয়া উপাসনা না...
প্রীতিলাভ হয় না, যদি কা...
সংস্কার থাকে, তাহাও নি...
দার্য্যানুমিত সন্দেহ নাই।
যায় কাণ্ড বিশাল ও প্রশস্ত
শস্ত বিধান যে তাঁহার
হইবে, তাহা কোন ক্রমেই সম্ভ...
তাঁহার উপাসনার স্থান, ক...
কাল, পাত্র ইহার কোন নিয়...
তাঁহার অদ্ভুত সৃষ্টির বিষয় পর্য্য...
করিয়া যখন ভাবোদয় হইবে,
তাঁহার আরাধনা করিতে হইবে...
জনে একত্র হইয়া ঈশ্বরের উ...
করিলে অযোগ হয়। যাঁহার...
আনন্দ অনুভবনিমিত্ত একত্র উ...
করিতে চান করুন, তাহাতে ক...
নাই। কিন্তু যাঁহারা পাঁচ জনে...
হইয়া উপাসনা না করিলে উপাসন...
হয় না এই প্রকার বিবেচনা করেন...
যেসকল ব্যক্তি ঐপ্রকার উপা...
সম্মত না হন, তাহাদিগের দণ্ড বি...
উদ্যত হন, তাঁহাদিগের তুল্য ভ্রা...
নাই। দণ্ডভয়প্রদর্শনদ্বারা অস...
সত্য, সাধুকে সাধু এবং অধা...
ধার্ম্মিক করিবার চেষ্টার তুল্য...
আর নাই।

———

নূতন পুস্তক।

১। ... ...

কাশীর প্রাজ্ঞ সভা পণ্ডিত, ...
নিবাসী শ্রীযুক্ত ... শর্ম্মা
সঙ্কলন ... ইহাতে ...
ন্যায় ... ...
যাঁহারা অল্পকালে ...
বিষয় গুলি জানিবার বাসনা ... বং...
দিগের পক্ষে এখানি উপকার সন্তা...
২। ... চরিত্র ... ...
নি ও ঊক্ত মুখী ... শ্রী ... পা...

চরিত্রে আদ্যোপান্ত জীবন
বর্ণিত হইয়া থাকে, গ্রন্থ
গ্রন্থরচনা করেন নাই।
ন সংস্কৃত কবিদিগের রীতি
রিয়া ইহার প্রণয়ন করিয়া
কেতার প্রসিদ্ধ রাজা রাধা-
যে প্রকার সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক
এবং তাঁহার বিয়োগে হিন্দুধর্ম্মের
হইয়াছে, এই সকল নানা ছন্দে
হইয়াছে। গ্রন্থকার ইহাতে আপ
বিত্ব শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় দিয়া

৩। এইচ, টি কোলব্রুক সাহেব
দায়ভাগের ইংরাজী অনু-
হাই কোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত
শচন্দ্র তর্কালঙ্কার পরিশিষ্টের
ক এখানি মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়া
। আইন ব্যবসায়ী ইংরাজীজ্ঞ ব্যক্তি
র পক্ষে এখানি বিশেষ উপকারক
। এখানি অতিউৎকৃষ্ট কাগজে
অক্ষরে সুন্দররূপে মুদ্রিত হই-
।

৪। হিন্দুমহিলা নাটক। শ্রীবিপিন
ন সেনগুপ্তপ্রণীত। ইহা হিন্দু
গণের বর্ত্তমান হীনাবস্থাজ্ঞাপক
ক। ইহার গল্পটী এই। রূপুর
রূপারাম রায়নামক এক গৃহস্থের
মার ও বসন্তকুমার নামক দুইটী
সুমতি ও গোলাপী নাম্নী দুটী
কন্যা ছিল। প্রসন্নকুমার পুত্র
ায় দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেন
দেশীয় প্রথানুসারে অল্প বয়সেই
কুমারের বিবাহ হয়। নটবর বন্দ্যো
ায়নামক এক জন প্রতিবেশী
ব্রাহ্মণের মনোরমনাম্নী একটী
া কন্যার অশীতি বর্ষাধিক
ট বরপাত্রের সহিত বিবাহো-
সর ঘরে এবং বসন্তকুমারের

স্ত্রীর রজোদর্শন উপলক্ষে কাদার সময় স্ত্রীগণের নির্লজ্জ ব্যবহার; প্রসন্নকুমারের স্ত্রীদ্বয়ের পরস্পর সাপত্ন্য ব্যবহার ও কোন্দল; প্রসন্নকুমারের দ্বিতীয় স্ত্রী শশীমুখীর শ্বশ্রূ ও ননান্দৃদিগের সহিত দুর্ব্যবহার; বসন্তকুমারের স্ত্রীর অল্প বয়সে গর্ভধারণ ও ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সন্তানের মৃত্যু, গণক ও সন্ন্যাসিদ্বারা স্ত্রীদিগের অদৃষ্ট ও স্বামিসমাগমগণনা, হর নাপতিনীর নিকট শশিমুখী ও নিস্তারিণীর স্বামি বশীকরণ ঔষধগ্রহণ; স্বামিসুখে বঞ্চিত হইয়া কামিনীনাম্নী একটী প্রতিবেশী কুলীনকন্যার গৃহত্যাগ ও সোণাগাছিতে অবস্থান এবং তথায় তৎস্বামিসমাগম; প্রসন্নকুমারের প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত শিশু সন্তানের পীড়া উপলক্ষে স্ত্রীদিগের ওঝাদ্বারা ভান ঝাড়ান; হর নাপতিনীর সাহায্যে রূপারামের কনিষ্ঠা বিধবা কন্যা গোলাপীর গৃহত্যাগ; প্রসন্নকুমারের পুত্রের মৃত্যু ও তৎ স্ত্রীর গলদেশে ক্ষুরপ্রদান এবং এই উপলক্ষে প্রসন্নকুমারের সস্ত্রীক বরুণাবাদে মাজিষ্ট্রেটের কাছারী গমন-প্রভৃতি বর্ণনায় গ্রন্থ শেষ হইয়াছে।
খানি যে উদ্দেশে প্রণীত হইয়াছে,
সুসিদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে এ দে
স্ত্রীলোকদিগের অবস্থাসূচক ব
রাদি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

। সীতার বনবাস। শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালা পদ্যে ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। পদ্যগুলি মন্দ হয় নাই। ঢাকাসুলভযন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে।

৬। নীতি পুষ্পাঞ্জলি। এখানি শ্রীযুক্ত লোহারাম শিরোরত্ন প্রণীত, দ্বিতীয়বার সংস্কৃত। ইহাতে কতকগুলি নীতিবিষয় পদ্যে রচিত হইয়াছে। পদ্যগুলি কিরূপ হইয়াছে, তাহা পাঠকগণ স্বয়ংই পরীক্ষা

করুন। আমরা কয়েকটি কবিতা নি
উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

সৌভ্রাত্র।

একজাতি তরুবরে, একজাতি ফল ধ
রূপে গুণে নহে অন্য ভাব,
যদিজাত মণ যত, পরস্পর একমত
সহজে না হয় ভেদ ভাব,
এক গর্ভে জন্ম হয়, একভাবে সবে র
সেইরূপ সহোদরগণে,
এই হেতু নিরন্তর, একভাব পরস্পর,
হবে, সব এই ভাবে মনে ;
হলে তার বিপরীত সবে ভাবে বিপ
কুরীতি বলিয়া, লোকে ঘোষ
সহোদরে ভিন্ন ভাব, এটি বড় কুস্বভা
স্বভাব-বিরুদ্ধ বলি দোষে।
স্বজনে শত্রুতা যার, অপরে মিত্রতা
কখনই নহে সম্ভাবিত ;
এই কথা মনে করে, নাহি কাল-বাসে প
ঘৃণা করে অপরে নিশ্চিত।
সোদরের স্নেহ রসে, না যা'র অন্তর র
অয়োময় হৃদয় সে জন,
মনুষ্যত্ব নাহি তার, সেই পশু নরাকা
স্নেহশূন্য যথা পশুগণ।
ভাই ভগীগণ যত, যদি হয় একমত,
সবসুখ নিবাসে তথায় ;
তাহার বিরল ভাবে, এ ভারত দীন
আছে মাত্র নির্জীবের প্রায়,
যত সাতভূমি-সুত, হইলে সৌভ্রাত্রযু
দেশের উজ্জ্বল হয় মুখ,
সৌভাগ্য-শশিধর করে, ক্লেশান্ধকার
পরস্পরে পায় বহুসুখ।

---

বিবিধসংবাদ।

১৬ ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

অদ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা ও
পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে।

এরূপ জনশ্রুতি নাগপুরের রাজ
সের এক জন উচ্চতর কর্ম্মচারী তহবিল
করাতে তাঁহার চাকরের অনুসন্ধান করা
নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের দশাই এই।
কাগজে সুখ্যাতি হইলেই হইল।

লক্ষ্ণৌয়ে টাকায় ২ সের গম বিক্রী
হতেছে।

পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এক
আজ্ঞা দিয়াছেন। ফাঁসীর আজ্ঞা হইলে
রাধী যে কয়েক দিন জীবিত থাকে, সে
দিন তাহার খোরাকিস্বরূপ প্রত্যহ এক
দিবার নিয়ম আছে। শেষ কয়েক দিবস
করিয়া আহার করান ইহার উদ্দেশ্য।

কট মৃত্যু আনিলে লোকের সহজেই অরুচি
। জেলের নিরুপিত খাদ্য এ অবস্থায় ভাল
াগে না । ইহাতে ব্যয়ও অধিক পড়ে না ;
রাচর অপরাধীরা আট জন আনার খাদ্য
াহার করে । কিন্তু পবলিক ওপিনিয়ন বলেন,
াব গবর্ণমেন্ট আজ্ঞা দিয়াছেন এই অতি
ক ব্যয় করা হইবে না ।

নিয়মবহির্ভূত কর্ম্মচারীদিগের সুবিচার ও
রপরতার আর এক দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে
ঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে কড়িখাঁ
ক এক জন সীমান্থিত সর্দ্দার লেপ্টেনন্ট গ্রে
ক এক জন ডেপুটী কমিসনরকে খুন করিয়া
ইয়া গিয়াছিলেন । সেখানে তাঁহার প্রতি
থাচিত সম্মান প্রদর্শন করা হয় । লেপ্টেনন্ট
জ্ঞলাভ করিয়া কড়িখাঁকে বন্দ করেন ।
ার বলিতেছেন, লেপ্টেনন্ট গ্রে স্পষ্টাভিধানে
ীকার করিয়াছিলেন ; সর্দ্দার যদি তাঁহাকে
ড়িয়া দেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে
ন কাজ করিবেন না । প্রধান বিচারালয়ে
বিষয়ের যখন অনুসন্ধান হয়, লেপ্টেনান্ট গ্রে
াদের এক সাক্ষীর জবানবন্দি না হয় এই
ছলে তাহাকে আদালত হইতে মুক্ত করিয়া
া গিয়াছেন । এপর্য্যন্ত কোন চূড়ান্ত আজ্ঞা
নাই । যাহাহউক, সৈনিক বিচারপতির
; অতিশয় ঘৃণনীয় বোধ হইতেছে । তিনি
বয়াছিলেন, এতদ্দেশীয়দিগের সহিত যে
হয়, তাহা ভঙ্গ করিলে দোষ নাই ।

মহম্মদবক্সনামক কলিকাতার ডাকঘরের
জন পেয়াদা রেজিষ্টরি পত্র হইতে নোট
করাতে তাহার পাঁচ বৎসর মিয়াদ হই
; ডাকের পেয়াদারা অতিশয় ধূর্ত ; উহাদি
অনেকে দরিদ্র, মূর্খ ও স্ত্রীলোকদিগের
টে নিয়মিত মাসুল থাকিলেও প্রতিপত্রে
পয়সা করিয়া লয় ; রেজিষ্টরি পত্র হইলে
সিস যেন অগ্রে চাহা হইয়াছে ।

ময়মনসিংহ বলিয়া কুমাউনে যে ব্যক্তিকে
ক বৎসর জেলে রাখা হয়, তাহার আপীল
ত্তি আগরার প্রধানতম বিচারালয়ে
ত্তি হইয়াছে । এ ব্যক্তি যে ময়মনসিংহ নহে,
প্রকৃত ময়মনসিংহ দ্বীপান্তরিত হইয়া
তাগ করিয়াছে, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ হইয়া
। তথাপি কুমাউনের ডেপুটি কমিসনর
ল রামসে তাহাকে ছাড়েন নাই এবং
ল কুকসন তাহার দণ্ডবিধান করিয়াছি
। প্রথমতঃ এই মকদ্দমা সিবিলিয়ান কল
সাহেবের নিকটে হয় । তিনি এ ব্যক্তিকে
নিরপরাধ জানিতে পারিয়া মুক্ত করিবার
মানস করিয়াছিলেন ; কিন্তু শীঘ্র বদলী হও
য়াতে পারেন নাই । কর্ণেল রামসে আসিবা
মাত্র উহার পরিবর্ত হইয়া গেল । কয়েক জন
আমলার চক্রান্তে এই ব্যক্তি এত কষ্ট পাইল ।
প্রধানতম বিচারালয়ের আপীল নিষ্পত্তি করিবার
সময়ে সৈনিক বিচারপতিদিগের প্রতি বিশেষ
দোষারোপ করিয়াছেন । এইসকল লোক কেবল
সেনাদলে থাকিলেই ভাল হয় ।

গত শনিবার নূতন বিবাহের বিলের
আপত্তি খণ্ডন করিবার সময়ে মেইন সাহেব
বলিয়াছেন, আমাদিগের প্রজাগণকে আমরা
স্বাধীনতা দিতে চাহি ; কিন্তু তাহারা সেই উপ
কার বুঝিতে না পারিয়া কেবল কুতর্ক করিয়া
ধর্ম্ম ও দেশাচার ধরিয়া গোলযোগ করিতে
ছেন । "আমাদিগের প্রজাগণ" একথা গব
র্ণমেন্টের এক জন এই প্রথম বলিলেন । মেইন
সাহেব যে স্বাধীনতা দিতে চান, জগদীশ্বর
আমাদিগকে তাহা হইতে রক্ষা করুন ।

অনরেবল আসলি ইডেন সাহেব কলিকা
তায় উপনীত হইয়া স্বীয় কার্য্যভার গ্রহণ করি
য়াছেন । ডাম্পিয়ের সাহেব অতিরিক্ত সেক্রেটা
রি ও ই, য়াট বেলি সাহেব মকদ্দমের এক জন
জজ হইতেছেন । এরূপ জনশ্রুতি ইডেন
সাহেব শীঘ্র ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের এক জন
সেক্রেটারি হইবেন ।

আমরা শ্রবণ করিলাম ডাকঘরসমূহের এক
জন সহকারী ডিরেক্টর জেনরল হইবেন । এপ
দের কোন প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না ।

বঙ্গদেশের পবলিকওয়ার্কবিভাগের প্রধান
আকাউন্ট আফিসে ডোমন খাঁনামক এক
ব্যক্তি ৩০ বৎসর ছয়মাস জমাদারের কাজ
করাতে গবর্ণর জেনরল তাহাকে দয়া ভাবিয়া
মাসিক ৩ টাকা পেন্সন দিবার অনুরোধ করেন ।
সর জন লরেন্স আরও প্রস্তাব করিয়াছিলেন,
দশ টাকার নীচের যত ভৃত্য আছে ৩৫ বৎসর
কাজ করিয়া শারীরিক অসামর্থ্য নিবন্ধন পদ
ত্যাগ করিলে তাহাদিগকে মাসিক ৪ টাকা
পেন্সন দেওয়া কর্ত্তব্য । সর ষ্টাফোর্ড নার্থ কোট
উভয় প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন ।

মিত্রবিগ্রহ শ্রবণ করিয়াছেন, বারাকপুরের
কান্টোনমেন্ট মাজিষ্ট্রেট মেজর বরণ বারভাঙ্গার
রাজার সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক হইবেন । এটী
একপ্রকার শুভ সংবাদ । তাহা হইলে বারাক
পুরের সীমাস্থিত লোকেরা সুবিচার প্রাপ্ত হন ।
এ ব্যক্তি দেশীয় ভাষা জানেন না ; আইনেও
তদ্রূপ ।

কলিকাতার অন্তঃ
বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে এক
বধ করিয়া তাহার অ
য়াছে । করণার অনুস
যেমত হইয়া থাকে হ
নাই ।

ডেলিনিউস অবগত
চৌবাজার বিভাগের
ইউনান সাহেব অনু
বিভাগের অধ্যক্ষ
নিউস যথার্থ বলিয়াছে
মধ্যে যে কয়েকটী হত্যা
ধরা পড়িল না । ইনি ব
অনুসন্ধানের সময়ে ক
এমন অনুপযুক্ত লোক
বিভাগের প্রধান করা

ডব্লিউ. এ, মেকিন সা
ত প্রধানতম বিচারাল
ইনি নীলামকারী মে
ইহাঁর আর এক ভাত
কলিকাতায় সর্ব্বশুদ্ধ
হইলেন ।

অমৃতবাজার পত্রিকা
জ্বর হইতেছে । জ্বর যে
আমাদের পূর্ব্বে বিশ্বাস
আমাদের সে ভ্রমটী গিয়া
পড়িয়াছে । ইহার উপা
যায় না । গবর্ণমেন্ট কি
জন নেটিব ডাক্তার আ
ইয়া দিতে পারেন । কি
কুইনাইনও মানেনা, তা
৩ বৎসর হইল, যে জ্ব
এবার কার জ্বর, তাহা
গত ফাল্গুন চৈত্র মাসে
লার বিস্তর লোক মরিয়া
যাতে ও এক্ষণে জ্বর অ
জ্বরের এদেশসম্বন্ধে কি

ঢাকাপ্রকাশ বলেন,
জেলাতে যেসকল কাইয়
প্রাদি ক্রয় বিক্রয় করি
রক্ষণাবেক্ষণজন্য গবর্ণ
হইয়াছে ; তথাপি দস্যু
নিরিখাদী শীকারিবাদীর
লইয়া ১০ ই নবেম্বর স
ষ্টেশনের অন্তঃপাতী দাউ
দিকে কীর্ত্তিনাশা নদী দি

অকস্মাৎ প্রায় ২০ জন
ফাযোগে আসিয়া বাদীর
৪৬৭॥০ আনা মুল্যের
পূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া
ার সব ইনস্পেক্টর ও ইন
ট্টোপাধ্যায় তদন্তে নিযুক্ত
হওয়ার সম্ভাবনা নাই।”
ায়ণ মঙ্গলবার।
র বৃত্তান্ত প্রকাশিত হই
বৃক্ষ পড়িয়া গিয়াছে।
এককালে রাস্তার উপরে
এক ধান্যক্ষেত্রে আছে।
ও পান্সী বোট বিনষ্ট হই
ক্ত হইয়াছে যে, পথ চলা
দুর স্থির হইয়াছে তাহাতে
মৃত্যু হইয়াছে দেখা যাই
নেক ক্ষতি হইয়াছে। এই
ননামক এক জন ইংরাজ
র করিয়াও জাহাজ হইতে
কে তীরে আনয়ন করিয়া

ক যে ব্যক্তি করেন্সি আফি
টাকার নোট লইয়া পেমারা
ন, গত কল্য বিচারপতি
ম পরিশ্রমের সহিত দুই
ন। এ ব্যক্তির পূর্ব্বসঞ্চ র
লঘু দণ্ড হইয়াছে। এডো
চার তাঁহাকে প্রবৃত্তি দিয়া
নয় জেলে থাকিতে হইবে।
ডাকবের ১৮ মাস করিয়া

টের হস্তে বিস্তর কাজ
জন অতিরিক্ত জজ প্রেরণ
াছে।

আর এক জন “ভদ্র”
এক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া
নামক এক ব্যক্তি আপ
পরিচয় দিয়া রেঙ্গুণ হইতে
করিয়া সিঙ্গাপুরে পলায়ন
সে নাম পরিবর্ত্ত করিয়া
নসন্তান এবং রেঙ্গুণের এক
র বিস্তর সম্পত্তি আছে।
টাকা কর্জ্জ করিয়াছে।
ানিয়াছেন, এ ব্যক্তি অনুগ্রা
র করিয়াছেন সন্দেহ নাই।
ংখ্যা আরও বৃদ্ধি হইবে।

হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কমিসরিএট বিভাগের কর্ণেল ওয়ালটনের নাম জাল করিয়া ৭০০০ টাকা চুরি করাতে তাহার দুই বৎসর মিয়াদ হইয়াছে।

কলবিননামক জাহাজের এক জন চাকর এক জন কুলিকে প্রহার করাতে তাহার মৃত্যু হয়। জুরি সামান্য আঘাতের অপরাধে দোষী বলাতে বিচারপতি ফিয়ার এক বৎসর মাত্র মিয়াদ দিয়াছেন। তথাপি কসাই টোলার জুরির কতক উন্নতি হইয়াছে বলিতে হইবে। বিনা দণ্ডে অব্যাহতি দেন নাই।

বোম্বাইয়ের প্রধানতম বিচারালয়ের জজ সর জোসেফ আর্ণল্ড পদত্যাগ করিতেছেন। এমত জনশ্রুতি, সর বার্ণেস পিককও শীঘ্র পদত্যাগ করিবেন। তাহা হইলে সর ওয়ালটর মর্গাণ কলিকাতার ও বিচারপতি ফিয়ার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রধানতম বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি হইবেন।

বৃহস্পতিবার বেলা ৪ ঘটিকার সময়ে গবর্ণর জেনরলের বাটীতে দরবার হইবে।

পঞ্জাবের কষ্ট দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। হুঁশিয়ারপুর হিসারপ্রভৃতি স্থানে কেবল দুর্ভিক্ষ নহে পীড়াও হইয়াছে। গুরগাঁওতে দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের যে সাহায্য দেওয়া হইতেছিল অর্থাভাবে তাহা বন্ধ হইয়াছে। শস্য অগ্নিমুল্য।

৮৪ সংখ্যক ইউরোপীয় রেজিমেন্টের সার্জ্জন মেজর ক্লার্ক ডবলিনের চিত্রশালিকায় কানপুরের বিদ্রোহী জোলাপ্রসাদের অস্থিমাত্রাবশিষ্ট দেহ প্রদান করিয়াছেন। জোলাপ্রসাদ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। ১৮৫৭ অব্দে তিনি নানা সাহেবের অধীনে এক জন ব্রিগেডিয়ার হইয়াছিলেন। কানপুরের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত থাকাতে ১৮৬০ অব্দে তাঁহার ফাঁসী হইয়াছিল। এই মৃতদেহ ডাক্তর ক্লার্কের হস্তে কিপ্রকারে গেল? আমরা ভাবিয়াছিলাম, মৃত ব্যক্তির প্রতি অপমান কর কর্ণেল নীলের সঙ্গেই গিয়াছে।

মহারাজ হোলকার বণিক ও কমিসন এজেন্ট উপাধিতে বোম্বাইয়ের আদালতে এক ব্যক্তির নামে নালীশ করিয়া ১২০৭৮ টাকার ডিক্রী পাইয়াছেন। মহারাজ প্রকাশ্যরূপে বাণিজ্য করেন ও টাকা ধার দেন। তাঁহার মকদ্দমাসকল সর্ব্বদা আদালতে হয় জয়লাভ করিলে তিনি ডিক্রীজারি করিয়া টাকা আদায় করেন। কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে ডিক্রীজারি করিতে গেলেই রাজার স্বত্ব প্রদর্শন করা হয়। হোলকার বুদ্ধি

মান্ লোক। তাঁহার বর্ত্তমান মন্ত্রীও এক
উপযুক্ত লোক। কিন্তু যে কাজ করিতে
তাহা অতিশয় লজ্জাকর।

১৮ ই অগ্রহায়ণ বুধবার।

এ বৎসর অবধি কলিকাতার ঘোঁড়
প্রাতঃকালে না হইয়া বৈকালে হইবে।

অদ্যকার গেজেটে একটী উত্তম আজ্ঞা
শিত হইয়াছে। যেসকল স্থানে সিবিল স
আছেন, তত্তৎ স্থানের জেল তাঁহার অ
হইবে। মাজিষ্ট্রেটেরা আপন আপন
ভেদ দর্শকমাত্র হইতেছেন। মাজিষ্ট্রেটদি
হস্তে এত কাজ যে, জেলের অধ্যক্ষতা
মাত্র হইয়া উঠিয়াছে। মুরসিদাবাদ ও চ
সিবিল সার্জ্জনদিগের হস্তে গুরুতর কার্য
থাকাতে তাঁহারা জেলের ভার পাইতেছেন
আলিপুর, প্রেসিডেন্সি, হাজারিবাগ
দিয়ার জেলে পূর্ব্বাবধি সিবিল সার্জ্জন
সায়ক আছেন। এই অতিরিক্ত কার্যভার
য়াতে সিবিল সার্জ্জনদিগকে কয়েদির প
বর্দ্ধিত বেতন দেওয়া হইবে। অর্থাৎ ৫০০
দির অধিক হইলে ১৫০ টাকা, ৩০০
৫০০ পর্য্যন্ত ১০০ টাকা, ১৫০ অবধি
পর্য্যন্ত ৭৫ টাকা এবং ১৫০ কয়েদির কম
৫০ টাকা দেওয়া হইবে। কয়েদি ক
বাড়িলে, বেতনও কমিবে, বাড়িবে। সব
ষ্টান্ট সার্জ্জনেরা এদেশীয় বলিয়া জে
ভার পাইবেন না। এ দেশীয় ও ইউরো
বলিয়া কার্য্য দিবার রীতি কবে অন্ত
হইবে?

কলিকাতায় আমানেবিত ব্যাঙ্কে এ প
১০০০ টাকা মাত্র জমিয়াছে। লোকে গব
ণ্টের সেবিঙ্গ ব্যাঙ্কেই টাকা দিতে চান।
এব আনা ব্যাঙ্ক উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব
তেছে।

লর্ড সাহেব এবার মান্দ্রাজে ভ্রমণ করি
গিয়া একটী মহৎ আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছে
তাঞ্জোরের রাজার পুস্তকালয়ে বিস্তর সং
ও তামিল পুস্তক আছে। পুরাণ, ন্যায়,
শাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদঘটিত অনেক পুস্তক রহিয়া
লর্ড সাহেব এ সকলের এক তালিকা ক
ছেন। পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষেরা পুনঃমুদ্র
জন্য পুস্তকসকল দিতে প্রস্তুত আছে
মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে মনোযোগী
কর্ত্তব্য।

গত বৎসরের ন্যায় এবারও লালমপু
মেলায় নানা দেশ হইতে বিস্তর বণিক আ

। ইহার মুখ্যকর্ত্তা কর্ণেল করসিথের অনু
(পঞ্জাবী অভিধানে "আজা") অনু
কয়েক জন সর্দার ঐ সময়ে উপস্থিত
। কিন্তু যত লোক আসিয়াছেন, সে
দ্রব্যসকল ক্রীত বিক্রীত হইতেছে না।
রা দরবার, মেলাপ্রভৃতি আড়ম্বরের
অধিক পটু।
স্থিত ব্রিটিশ দূত সম্প্রতি আজ্ঞা দিয়া
যেসকল ভিন্নজাতীয় চীন ব্রিটিশ প্রজা
ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের আশ্রয় লইতে
তাঁহাদিগকে চীনের বস্ত্র ত্যাগ করিতে
বস্ত্রে জাতি প্রকাশ পায়। এটী এই
বার স্বীকৃত হইল। ও দিকে চীনের গবর্ণ
ক ঘোষণাদ্বারা প্রজাদিগকে খৃষ্টিয়ান
নিষেধ করিয়াছেন। ভিন্নজাতীয় ও
বলম্বীর পরস্পর সমাগম হইলে প্রায়ই
অসমঞ্জস ব্যবহার হইয়া থাকে।
ড মেয় ও মাগদালার লাড নেপিয়ার
এক জাহাজে ভারতবর্ষে আগমন করি
ন।
টের গোলযোগ শান্তি হইয়াছে। টৈদ
কে সকলে পরিত্যাগ করিয়াছে। টৈদ ও
তুরকীর অনুচরেরা নূতন ইমামের
তা স্বীকার করিয়াছেন। ইমাম টৈদ
ন উপযুক্ত লোক এবং লোকে তাঁহার
সুখী হইতেছেন। কর্ণেল পেলিত্ত মির্জ্জা
নবাব এই ব্যক্তির সহিত ব্রিটিশ
মন্টের বিবাদ হইতে হইতে গিয়াছে।

১৯এ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার।

প্রতি একাদ্যরে যে প্রবল ঝাত্যা হয়,
তে ইউরোপীয় বণিকদিগের ১,৭০,০০০
র সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। বিস্তর চাউল
য়া গিয়াছে। ৮৮২টী গো মহিষ মূল্য
টাকা, ৩২৭১ বিশ ধান্য মূল্য ১৭৯২৭
, ৯৯ খানি নৌকা মূল্য ১৭,৯২৭ টাকা
৮৪,৬০৫ টাকা মূল্যের বাটী ও অন্যান্য
দ্রব্য নষ্ট হইয়াছে। ঐ প্রদেশে কার্ষ্ঠের
হয় বলিয়া ক্ষতি আরও অধিক হইয়াছে।
ন সময়ে ঝড়ে প্রায় দুই শত জন প্রাণত্যাগ
ন। বাত্যা এত প্রবল হয় যে, কিছুতেই
জন রক্ষিত হয় নাই।
ার্ড মেয় কৃষিকার্য্যে অতিশয় অনুরক্ত।
নিজের চাস ও বিস্তর গরু ও লাঙ্গল
। ভারতবর্ষে আসিবার সময় তিনি ঐ
বিক্রয় করিয়াছেন। কৃষিকার্য্যানুরক্ত
কর্ত্তা হইতে ভারতবর্ষের সবিশেষ উপ
কারের আশা আছে।

এক্ষণে নিয়ম আছে, সিবিলিয়ানেরা ২৫ বৎসর কাজ করিলে বাৎসরিক ৬০০০ টাকা পেন্সন পান। বোম্বাইয়ের কতকগুলি সিবিলিয়ান নূতন পেন্সন ও বিদায়ের নিয়মে ও এই পেন্সনে সন্তুষ্ট না হইয়া ৮০০০ টাকা পেন্সন প্রার্থনা করিতেছেন। সমুদায় ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়া দিলে ভাল হয় না?

আমরা শ্রবণ করিলাম, ভারতবর্ষের নিমিত্ত পুনর্ব্বার পৃথক্ রণতরি দল হইবে। এই সঙ্গে পৃথক্ সেনাদলও করা কর্ত্তব্য।

নবীন ও টৈকনাসনামক যে দুই জন এক শ্রেণীর পুরুষ মনোমোহিনী নাম্নী একটী বেশ্যাকে কলিকাতাস্থিতে বধ করে, গত কল্য তাহাদিগের দোষ সপ্রমাণ হইয়াছে। ইহারা দুই জনেই তরুণবয়স্ক। নবীন বেশ্যাটীকে বাহির করিয়াছিল। পরে তাহার সহিত টৈকনাসের ভাগিনীর বিবাহের সম্বন্ধ হয়, মনোমোহিনী তাহাতে ঘোরতর আপত্তি করাতে দুই জনে তাহাকে এক দড়ি গলায় দিয়া বধ করিয়া এক সিন্দুকের মধ্যে রাখিয়া যায়। বেশ্যাটী যমুনা নাম্নী বেশ্যার বাটীতে থাকিত। হত্যাকারীরা ঘর রুদ্ধ করিয়া যাইবার সময়ে তাহাকে বলে, "মনোমোহিনী তাহার মাসীর বাটীতে গিয়াছে। যত ক্ষণ প্রত্যাগমন না করে তাহার গৃহটী দেখিবে।" দুই তিন দিবস গেল তথাপি মনোমোহিনী প্রত্যাগমন না করাতে যমুনা তাহার গৃহের দ্বারে গিয়া দেখিল, শোণিত ও জল বাহির হইতেছে। পুলিসে সংবাদ দেওয়াতে ইনস্পেক্টর রিড দ্বার ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, স্ত্রীলোকটীর মৃত দেহ একটী সিন্দুকের মধ্যে রাখা হয়, দেহটী স্ফীত হওয়াতে তাহার পশ্চাতের কবজা ভাঙ্গিয়া ডালা উঠিয়াছে। ঘরে দুই জোড়া জুতা ও একটী চাবি ছিল। ইহা ধরিয়া অনুসন্ধান হয়। পরে নবীনের বাক্সমধ্যে তিনখানি অলঙ্কার ও গৃহের চাবি বহিষ্কৃত হয়। বিচারপতি মার্কবি দয়ার কোন কারণ দর্শন না করিয়া ফাঁসীর আজ্ঞা দিয়াছেন। ইনস্পেক্টর রিডের চেষ্টায় এই দুরাত্মারা ধৃত হইল। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হগ্‌ইহার শিক্ষা করুন।

২০এ অগ্রহায়ণ শুক্রবার।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার লণ্ডনস্থিত সংবাদদাতা বলেন, গ্লাডষ্টোন সাহেব মন্ত্রী হইলে ব্রাইট সাহেব ভারতবর্ষীয় সেক্রেটারী হইবেন। ব্রাইট সাহেব সেক্রেটারী হইলে ভারতবর্ষের লোকের মঙ্গল হইবে। বস্তুতঃ গ্লাডষ্টোনদলি, সালিসবরি হালিফাক্স, ও ব্রাইট সাহেবভিন্ন ভারত

বর্ষের সেক্রেটারি হইবার উপযুক্ত লোক
তে প্রায় দেখা যায় না।

হিন্দু হিতৈষিণী বলেন, "দেখিতে
এখানে ওলাউঠার বিলক্ষণ বৃদ্ধি হই
য়াছে। অনেক লোক মরিতেছে। এখ
ওলাউঠার নির্দ্ধারিত সময় নাই।"

উক্ত পত্র বলেন, "শ্রীনগর ষ্টেসনে
কায় এক দল অনুকারী চোর ৬০৩৸/
সন্দেহের মালসহ ধৃত হইয়াছে। কয়ে
অনেক স্থলে চুরি করার কথা স্বীকার পা
ইহাদের দলে যশোহরের কতক লোক
ধৃত ব্যক্তিরা বিচারালয়ে প্রেরিত হইয়

২১এ অগ্রহায়ণ শনিবার।

সেনাপতি গ্রাণ্ট আমেরিকার
হইবেন দেখা যাইতেছে। অধিকাংশ
মত তাঁহার অনুকূলে হইয়াছে। বিনা
কেবল নিজগুণে উচ্চপদারূঢ় হইবার
প্রধান দৃষ্টান্ত। আমাদিগের ব্রজ্জাম
নায় সেনাপতি গ্রাণ্ট নিজ ক্ষমতা
নিমিত্ত কখন স্বদেশীয়দিগকে করাণী
সম্বোধন করেন নাই এবং তিনি
যোদ্ধা নাটঘোলায় তাহার পরিচয়

ডেলিনিউস বলেন, হুইটিন ও করষ্টা
ইংলণ্ডের ন্যায় হিসাবপ্রণালী করাতে
অর্থের কত লাভ হইয়াছে, তাহা
মীয় গবর্ণমেন্ট স্থানীয় গবর্ণমেন্টের
জানিবার নিমিত্ত লিখিয়াছেন। কে কি
দেখা যাউক, আমরা ত দেখিতেছি
লাভ হয় নাই।

হিন্দু নয়র বলেন, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে
নতম বিচারালয় উক্ত প্রদেশের ছোট
স ল উঠাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন।
লটর মার্গান বলেন, এইসকল
অধিক কাজ নাই। ছোট আদালতে
লোকের এত অবিশ্বাস যে শতকরা
টাকার স্থলে ৫০ টাকা দেওয়ান, তাহা
গ্রহণ করেন। বঙ্গদেশের ছোট আদা
থাকাতে কয়েক সহস্র মিথ্যাবাদী সা
রাজা ভোগ হইতেছে।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেন্টের
বিক্রীত হইতেছে।

| | | |
|---|---|---|
| ৪ টাকার সিকা | | ৯৪। |
| ৪ " | কোং | ৯৪। |
| ৫ " | পার্লিকওয়ার্ক | ১০৪৸ |
| ৫ " | কোং | ১০১৸। |
| ৫॥ " | কোং | ১১১৸০ |

## উরোপীয় সমাচার।

। ১৮ ই নবেম্বর। গতকল্যপর্য্যন্ত ২৪৯
নিধি মনোনীত হইয়াছেন, ইহঁাদিগের
১ জন লিবরল ও ৬৮ জন কনসার
এক জন কনসারবেটিব মাঞ্চেষ্টরের
ন হইয়াছেন। লণ্ডন, গ্লাসগো, বর
ও যাবতীয় নূতন প্রতিনিধির নগরে
লের সভ্য হইয়াছেন। সর রবার্ট পিল
নরি বুল ওয়ার টামওয়ার্থের প্রতি
নীত হইয়াছেন। লো সাহেব বিনা
ত লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি
ন। মাডষ্টোন গ্রিণউইচের প্রতিনিধি
ন। রিফরমলিগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের
অগণ যেসকল লোককে প্রতিনিধি
র চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই
হইয়াছেন। লিও কলনের বিশপ টেটের
নযুক্ত হইয়াছেন।

এ নবেম্বর। গত কল্য পর্য্যন্ত ২৪ জন
বটিব ও ১২৯ জন লিবরল সভ্য মনো
য়াছেন।

ল.সের রাজকুমার সস্ত্রীক প্যারিসে উপ
য়াছেন। অদ্য প্রত্যূষে মাজদালার
নশিয়র ক্রিণিসেতে জাহাজারোহণ
কন।

এ নবেম্বর। এপর্য্যন্ত ৩৫৪ জন লিবরল
জন কনসারবেটিব প্রতিনিধি মনো
য়াছেন।

ালার লার্ড নেপিয়র আলেকজান্ড্রি
শনীত হইয়াছেন।

াবামা ঘটিত কমিশন ওয়াশিংটনে
।

মিসরের পাশাকে ভারতবর্ষীয় ষ্টার
ান করা হইবে।

 নবেম্বর এপর্য্যন্ত ৩৮০ জন লিবরল
জন কনসারবেটিব প্রতিনিধি মনো
য়াছেন। লেও সাহেব উইকসের প্রতি
ার হইয়াছেন। লার্ড আবারসি ডিমনের
ধি হইবার চেষ্টায় কৃতকার্য্য হন নাই।
বিড়লফ ডেনবিগশিয়ারে পরাজিত
ন। অজ. কারেণ্ডিশ. আর্করাইট সাহেব
ারবিশিয়ারের প্রতিনিধি হইবেন।

রাত্রির গেজেটে আর্কবিশপ টেট ও
বারমেটের নিয়োগ প্রকাশিত হই

া পর্ব্বত হইতে একটী নবৎ অগ্নুৎপাত
।

৩০ এ নবেম্বর। বোম্বাই ব্যাঙ্ক কমিসনের
কার্য্য ৪ ঠা ডিসেম্বর শুক্রবারপর্য্যন্ত স্থগিত
হইয়াছে। মবাটিসন সাহেবের জবানবন্দী তিন
দিবস হয়। সেনাপতি ষ্টানলি সেনাপতি
স্পোকসনের পদে পশ্চিম বিভাগের সৈন্যাধ্যক্ষ
হইয়াছেন। প্রিন্স অব ওয়েল্ স সস্ত্রীক কোপেন
হেগেনে উপস্থিত হইয়াছেন। মাড্রিডের কতক
গুলি লোক সাধারণতন্ত্র স্থাপনের জন্য মত
প্রকাশ করিয়াছেন। পাঁচখানি ফরাসী সংবাদ
পত্র বাডেনের বিষয় প্রকাশ করাতে সম্পাদক
দিগের মেয়াদ ও জরিমানা হইয়াছে। একখানি
ফরাসী বাষ্পীয় জাহাজ সুএজের খালের মধ্য
দিয়া গমন করিয়াছে।

রাজকুমার চার্লস্ রুমেনিয়ার মহাসভা
খুলিবার সময়ে বলিয়াছেন, নিরপেক্ষতার অব
লম্বন করিয়া কার্য্য করা তাঁহার শাসনের প্রধান
কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়াছে। মন্ত্রিবর্গ পদত্যাগ করি
য়াছেন।

—:০:—

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

### বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী

### নিয়োগ।

২০ এ নবেম্বর। ডবলিউ, ফিডিয়ান সাহেব
কটকের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া
দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা
পাইবেন।

২৪ এ নবেম্বর। নিম্নলিখিত কর্ম্মচারীরা
নিজ নিজ পদগুণে আপন আপন জেলার
জেলের দর্শক হইবেন। যশোহর, হুগলী, মেদি
নীপুর, বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, পুর্ণীয়া, সাহা
বাদ, বর্দ্ধমান, দিনাজপুর, ত্রিহুত, সারণ,
গয়া, বাঁকুড়া, রাজসাহী নদীয়া, ত্রিপুরা,
ফরিদপুর, রঙ্গপুর, শ্রীহট্ট, কটক, মুঙ্গের, ভাগ
লপুর, চট্টগ্রাম, বীরভূম, চম্পারণ, নওয়া
খালি, বালেশ্বর, পাবনা, বগুড়া, হাবড়া,
ও পুরীর মাজিষ্ট্রেটগণ। লোহারডগা, হাজারি
বাগ, মানভূম, সিংহভূম, কামরূপ, গোয়াল
পাড়া, লক্ষীপুর, নওগাঁ ও দারজিলিঙের
ডেপুটি কমিসনরগণ। দেবগড়ের সহকারী কমি
সনর।

২৫ এ নবেম্বর। মুরসিদাবাদের মাজিষ্ট্রেট
ও কালেক্টর এচ হাকি সাহেব প্রথম শ্রেণির
প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

২৬ এ নবেম্বর। যত দিন ডবলিউ, ডবলিউ,
ডালি সাহেব সরকারী কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে
থাকিবেন, তত দিন এ, এম, মাকগ্রিগর স
কাছাড়ের প্রতিনিধি পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডে
হইবেন।

যত দিন বাবু ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি
লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন চ
সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে, জে, ক
সন সাহেব আপনার কার্য্যভিন্ন অ
প্রতিনিধি রেজিষ্ট্রারের কার্য্য করি
ময়মনসিংহের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডে
কালেক্টর বাবু চন্দ্রনারায়ণ সিংহ এম, এ
স্থানে বদলী হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা
হইবেন।

২৭ নবেম্বর। সি, এ, উইলকিন্স স
ভাগলপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কা
হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের
পাইবেন।

হাবড়ার দ্বিতীয় শ্রেণির সহকারী মাজি
ও ডেপুটিকালেক্টর জি, ই, মাকগিল স
মেদিনীপুরে প্রথম শ্রেণির প্রতিনিধি
মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

শিলঙের চিকিৎসাকর্ম্মচারী ও সব
ষ্টাণ্ট কমিসনর ডাক্তর জে, স্লেনউইড্ডি ব
ও জয়ন্তিয়া পর্ব্বতে দ্বিতীয় শ্রেণির
মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

যত দিন বাবু ঈশ্বরচন্দ্র চন্দ্র বিদায়
অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন বাবু
মোহন মজুমদার দিনাজপুরের অন্তর্গত
পদে প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

২৮ এ নবেম্বর। ই, ড্রমণ্ড সাহেব ক
রের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

এস, সি, বেলি সাহেব পাটনার মাজি
ও কালেক্টর হইবেন।

এ, বি, পামার সাহেব মুঙ্গেরের মাজি
ও কালেক্টর হইবেন।

যশোহরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কা
সি, এচ, বোল্টন সাহেব চম্পারণে বদলী
প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেট ও ডে
কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

ময়মনসিংহের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডে
কালেক্টর বাবু ব্রজনাথ সেন আতিয়া
ভাগের ভার পাইবেন।

ফরিদপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডে
কালেক্টর বাবু ভগবানচন্দ্র বসু ময়মন
বদলী হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন

কুষ্টিয়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও
কালেক্টর ই, এম, বেলি সাহেব ফরিদপুরে
হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন

দীয়ার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর
বলিউ, ব্রিবান সাহেব কুষ্টিয়া উপবিভা
ভার পাইয়া মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালে
ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন। তিনি আরও কুষ্টিয়ার
ন শুল্ক কর্ম্মচারী হইবেন।
জ, বাসেট সাহেব পদ ত্যাগ করাতে
জি, এন পোগস্ সাহেব ঢাকার মিউনি
মিটির সহকারী সভাপতি হইবেন।
বাবু মহেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলীর
চিকিৎসালয় সম্ব সভ্য হইবেন।
নি অমৃত লাল লোহাবডগার প্রতিনিধি
ক হইবেন।
ল. বি. রবার্টস সাহেব আসাম বিদ্যাশিক্ষা
র সম্পাদক হইবেন।
০ এ নবেম্বর। যত দিন জে, এ, হপকিন্স
ব উপস্থিত না হইতেছেন, তত দিন যশো
ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর
প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মাগুরা উপবিভা
ভার পাইবেন
মৌলবী ফরিদবক্স পূর্ণিয়ার অন্তর্গত আড়া
র মুন্সেফ হইবেন।
বাবু গোকুলচান্দ গয়ার অন্তর্গত জাহানা
র মুন্সেফ হইবেন।
ত দিন মৌলবী মোয়াজিম হোসেন বিদায়
অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন সেরাজ
মুন্সেফ বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপা
য় বি. এল, বোয়ালিয়ার প্রতিনিধি
ফ হইবেন।
ত দিন মৌলবী আবদুল জব্বার বিদায়
অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন মৌলবী
মুদ্দিন চট্টগ্রামের অন্তর্গত হাওলার প্রতি
মুন্সেফ হইবেন।
জ, আণ্ডার্সন সাহেব কিছুদিনের জন্য
নপুরের প্রতিনিধি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও
ট কালেক্টর হইবেন।
ত দিন ডবলিউ, ও. এ বেকেট সাহেব উপ
না হন, তত দিন এফ গ্রান্ট সাহেব পশ্চি
রে চতুর্থ শ্রেণীর প্রতিনিধি ডেপুটি কমি
থাকবেন।
লা ডিসেম্বর। ডাক্তর আর, মাকলিয়ড
হরের চিকিৎসা কর্ম্মচারী হইবেন। কিন্তু
ন সার্জ্জন এফ, জে, আরল প্রত্যাগমন না
তত দিন নদীয়ার প্রতিনিধি চিকিৎসা
রী থাকিবেন।
ত দিন ডি, লেসি সাহেব বিদায় লইয়া
স্থিত থাকিবেন, তত দিন ডবলিউ, আর

গ্রিপ সাহেব পুরীর প্রতিনিধি পুলিষ সুপরিন্টে
ণ্ডেন্ট হইবেন।

—:•:—

আমাদিগের শ্রীহট্টের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

এখানে এক দল জুয়ারী আছে। তাহারা সর্ব্বদা পুলিষের সমক্ষেই জুয়া খেলিয়া থাকে। কিন্তু কি জন্য যে পুলিষ তাহাদিগের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন না, আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। আমরা অত্রত্য মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও পুলিষকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা এই সর্ব্বনাশকর ক্রীড়ার সত্বর নিবারণ করিয়া মহৎ উপকার সাধন করুন।

কড়ারি, আগনা, সিংহচাপড়, পাগলা, নমভাগপ্রভৃতি পরগণায় ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় এস্থান এখন পর্য্যন্ত এক প্রকার ভাল আছে।

এখানে মিউনিসিপাল কমিটি স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে। কমিটি যদি কেবল প্রজাপীড়ন পূর্ব্বক কর গ্রহণ না করিয়া কাজ করেন তবেই ভাল।

অত্রত্য নবাগত জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট কেমল সাহেব এ দেশের বিষয় ভাল জানেন না। বিশেষতঃ বাঙ্গলা ভাষা ভালরূপে না জানাতে ফরিয়াদি, আসামী কিম্বা সাক্ষিগণের মনের ভাব সুন্দর রূপে বুঝিতে পারেন না। অতএব আমরা মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত পিটার্সন সাহেবকে অনুরোধ করিতেছি তিনি যেন আপাততঃ তাঁহার হস্তে বৃহৎ মোকদ্দমার ভার অর্পণ না করেন। কেমল সাহেবের আর একটী দোষ এই, তিনি সাক্ষিগণকে অনেক দিবস ক্লেশ দিয়া থাকেন।

গত অতিবৃষ্টিতেই অনেক ধান্য গাছ পচিয়া গিয়াছিল। আবার গতকার্ত্তিক মাসে বৃষ্টি না হওয়াতে নষ্টাবশিষ্ট যাহা ছিল, তাহারও অতিশয় ক্ষতি হইয়াছে। চাউলের দর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্বে যে চাউল ১।০ ১।৵ দরে বিক্রয় হয়, তাহা এক্ষণে ২।০ । ২।৵ হইয়াছে। ক্রমে আরো অধিক মূল্য হইবার সম্ভাবনা।

গত সপ্তাহে অত্রত্য জজ আফিসে একটী খুনের মকদ্দমার বিচার হইয়া গিয়াছে। হত্যাকারী চারি ব্যক্তির যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

আগামী কল্য অত্রত্য মাইনার স্কলারসিপ পরীক্ষা গৃহীত হইবে। এবার এই পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী সংখ্যা অনেক হইয়াছে। নয়াসড়ক স্কুল, রাসবিহারী স্কুল, ছাতক স্কুল এবং
স্কুলে ন্যূনাধিক ৪০ চল্লিশ জন হইবে
অত্রস্থ সেখঘাট স্কুল হইতে প্রবেশিকা
খাঁও সাত জন মনোনীত হইয়াছেন।

১৭৯০ শক
৮ই অগ্রহায়ণ

আমাদিগের মগরাস্থ সংবা
লিখিয়াছেন:—

১। ডায়মণ্ডহারবরের ডেপুটি মাজি
ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র
পর চতুর্থ শ্রেণীস্থ ছিলেন, তৃতীয়
উন্নীত হইয়াছেন। উপযুক্ত ব্যক্তির
হইলেই আনন্দের হয়।

২। বারুইপুরের সব ইনস্পেক্টর শ্রী
নিমাইচাঁদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সু
স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করাতে তাঁহার দ
শতনবৃদ্ধি হইয়াছে।

৩। ইতিমধ্যে মগরার মধ্যে দুই বা
জনে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে।

৪। গত ১০ ই নবেম্বর অবধি ১৫
ডেপুটি বাবু মগরার কাছারী করিবেন।
পণ্ডিতরা সর্ব্বদা মফস্বলে ভ্রমণ করিলে
মঙ্গল হয়।

১৬ ই নবেম্বর
১৮৬৮ সাল

—:o:—

আমরা মালিপোতা হইতে
খিত সংবাদগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি

মালিপোতার যুবকগণের যত্নে এখা
ইং বাং বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।
মাস অবধি তাহা ১৪ টাকা করিয়া
সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছে।

গত ১৬ ই নবেম্বর অবধি মালি
একটী শাখা ডাকঘর খুলিয়াছে। ড
কার্য্যের ভার অত্রত্য বিদ্যালয়ের এ
শিক্ষকের উপর অর্পিত হইয়াছে বিশ
ডাকঘরের কার্য্য সুচারুরূপে চলিতেছে

শীতের প্রারম্ভে এই স্থানে একটী
আসিয়া উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে। ম
সময় অবধি গ্রাম জঙ্গলময় হওয়াতে
বৎসরাবধি শীতকালে এইরূপ উৎপা
তেছে। সে দিন বেলগড়িয়ায় একটা
য়াছে।

কিয়দ্দিবস অতীত হইল, বেলগড়ি

পের যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।
পর হইতেই এ প্রদেশে দুর্দ্দান্ত ওলা বির্ভাব হইয়াছে। কয়েক ব্যক্তি এই ক্ত হইয়া মানবলীলা সংবরণ করি- ক এই দারুণ পীড়া, তাহাতে এখানে কের অভাব, ইহাতে কি বিষময় ফল কে ভাবিয়া দেখুন।

—:•:—

াদিগের কোরহাটীস্থ সংবাদ- লিখিয়াছেন:—

সম্প্রতি শ্রীনগর পোষ্ট আফিসের লিন্দা টঙ্গনসার, সোনারঙ্গ ও নারা- য়া ঢাকায় পৌছিবার নিয়ম হইয়াছে গর হইতে পুলিন্দা লইয়া যাইবার পক্ষ টঙ্গনসারে অতিরিক্ত দুই জন পদা ক্ত করিয়াছেন। আমরা বুঝিতে পারি এতদ্দারা শ্রীনগরের ডাক ঢাকায় কি সুবিধা হইল। প্রত্যুত সময়ে লবিলম্ব হইবারই সম্ভাবনা। আমাদি চনায় অতিরিক্ত দুই জন পদাতিকের করিয়া কর্তৃপক্ষ সঙ্গত কার্য্য করেন মরা জানি বণ্টনকারীর অজ্ঞতানিবন্ধন ডাক ঘরের পত্রাদি বিলি করিবার হইয়া থাকে। অতএব আমরা নির্ব্বন্ধ কর্তৃপক্ষের সমীপে অনুরোধ করি, নিয়ম রহিত করিয়া পূর্ব্ববৎ ডাক গম নিয়ম করা হউক এবং ঐ অতি কহারাধয়কে শ্রীনগরের পত্র বণ্টন নিযুক্ত করা হউক, তাহা হইলেই পত্রাদির শীঘ্রপ্রাপ্তিবিষয়ে বিলক্ষণ বে।

কের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বিমলাচরণ ন কোন কার্য্যে আমরা অভিনন্দ াত করিয়া থাকি। তিনি সম্প্রতি নী হইতে মীরকাদিম পর্য্যন্ত একটী র্ম্মাণের প্রস্তাব করিয়া চাঁদা সংগ্রহ ন। কতক টাকার আনুমানিক হিসাব হার অর্দ্ধেক প্রাপ্তিজন্য গবর্ণমেন্টে রিয়াছেন। স্থানীয় চাঁদায় প্রায় ১২। াকা সংগৃহীত হইয়াছে। ভরসা করি, বর্ণমেণ্ট বিমলা বাবুর বাসনাপূরণে বেন না। এই রাস্তাটী নির্ম্মিত হইলে নী অঞ্চলের লোকের যে কত উপকার াহা বলা যায় না। এই রাস্তায় বিমলা বাবুকে চির স্মরণীয় করিবে। দুঃখের বিষয় এই যে, ডেপুটী বাবু বিক্রমপুরের পশ্চিমাংশের প্রতি বড় একটা দৃষ্টিপাত করেন না।

৩। বিশ্বস্ত লোকমুখে শুনিলাম, এবার বারুণী মেলায় পুলিষ কনষ্টাবল হইতে অত্যন্ত অত্যাচার হইতেছে। ইহারা অনর্থক কোন একটা ছল করিয়া লোককে যন্ত্রণা দিয়া চারি আনা আট আনা করিয়া বলপূর্ব্বক লয়। পুলিষের উপরিতন কর্তৃপক্ষ কোথায়? তাঁহারা কি ইহা দেখেন না? শুনিলাম মুন্সিগঞ্জের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু নাকি নিয়ত মেলায় থাকিয়া তত্ত্বাবধান করিতেছেন। তিনি কি উল্লিখিত দৌরাত্ম্যের বিষয় শুনেন নাই। ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া তত্ত্বাবধান না করিলে কাজ হয় না। লগুড়ধারী কনষ্টাবল হইতে যাহাতে কোনরূপ অত্যাচার না হইতে পারে তৎপ্রতি বিমলা বাবুর সবিশেষ মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।

৪। ক্রমেই এ অঞ্চলে ধান চাউল দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে। পূর্ব্বে যে চাউল ৩০ সের টাকায় পাওয়া যাইত, এখন তাহা ২৩ সেরের অধিক পাওয়া যায় না। গত দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বেও এই সময়ে এই দরে ধান চাউল বিক্রীত হইত। এবারও যে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস হইতে মুক্ত হওয়া যায়, এমন সম্ভাবনা নাই।

৫। কাচাদিয়া পোষ্ট আফিসের কার্য্য সুন্দর রূপে চলিতেছে। ইহা তত্রত্য ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টারের শ্রমকুশলতা ও কার্য্যনিপুণতার ফল সন্দেহ নাই। কিন্তু কর্তৃপক্ষের এই পোষ্টমাষ্টারের প্রতি সুদৃষ্টি নাই। ইনি অতি অল্প বেতন পাইয়া থাকেন। তৎপ্রতি ইনস্পেক্টর পোষ্ট মাষ্টার মহাশয়ের দৃষ্টিক্ষেপ একান্ত কর্ত্তব্য।

———

তমোলুকস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। আমি আক্ষেপ সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, এখানকার ইংরাজী বাঙ্গলা বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের ব্যবহারোপযোগী মানচিত্র গোলকপ্রভৃতি কিছুই নাই। এই দুই বস্তুর অভাবে শিক্ষাকার্য্যের যে কিরূপ ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে, তাহা অনায়াসে বোধগম্য হইতে পারে। ভরসা করি কমিটীর অধ্যক্ষ মহাশয়গণ ও ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত মার্টিন মহোদয় এই অভাব দ্বয়ের অপনয়নে সবিশেষ মনোযোগী হইবেন।

(২) এখানকার নবাগত ডিঃ মেজি শ্রীযুক্ত বাবু রামকুমার বসু মহাশয় বিদ্যা কিৎসালয় ও মিউনিসিপালিটীর উন্নতির সবিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। গত ২২ এ তাঁহার বাঙ্গলাতে একটী সভার অধি হয়। তাহাতে সমুদায় মেম্বর ও অন্যান চারি জন সম্ভ্রান্ত লোকের সমাগম হইয়া বিদ্যালয়প্রভৃতির উন্নতিসাধন সভার উদ্দেশ্য। অল্পবেতনভোগী হতভাগ্য গণের উপর কি তাঁহাদের শুভদৃষ্টি নিপ হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে?

(৩) এ বৎসর এ প্রদেশে ধানের সুবিধা দেখা যাইতেছে না। প্রথমতঃ বৃষ্টিনিবন্ধন কৃষিকার্য্যের ব্যাঘাত ও বীজ বিনাশ এবং শেষাবস্থাতেও অনাবৃষ্টি অনিষ্ট। এখন পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থ যেন, পুনরায় হতাবশিষ্ট ব্যক্তিগণকে দমন নাটকের অভিনয় দেখিয়া সন্তুষ্ট না হয়।

(৪) আমরা বহু দিন অবধি বিভাগের এক্জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার সা কাছারি তমোলুকে উঠাইয়া আনিবার রোবে চীৎকার করিয়া আসিতেছি। কি কাছেই বা বলি আর কেই বা শুনে। রাজপুরুষগণ নিজেই যখন বিলাসি নিবন্ধন রাজধানী ত্যাগ করিয়া শৈলবাস সময়ক্ষেপণ করিতে নিতান্ত অভিলাষী, তাঁহারা অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের বিলা তার বিরুদ্ধে কি কোন কথা বলিতে পা আমরা চীৎকার করিতে করিতেই ত বাহাদুরের শাসনকালটী অতিবাহিত করি দেখা যাউক মেয় মহোদয়ের শাসন আমাদের মনোভীষ্ট সিদ্ধ হয় কি না ইতি

——:•:——

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্প

মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! গত সপ্তাহের সোমপ্রকাশে শীর্ষকাঙ্কিত পত্রখানি পাঠ করিয়াছি। রক বীরভূমির জল বায়ু এবং পীড়ার অব রূপ লিখিয়াছেন, তাহা অপ্রকৃত নহে। শের স্থানে স্থানে জ্বররোগ বিলক্ষণ প্র হইয়া উঠিয়াছে। উপযুক্ত চিকিৎসক না থা দিন দিন যে কত মনুষ্য মৃত্যুমুখে পতিত

, তাহার সংখ্যা কে করিবে। কিন্তু ইহার
গবর্ণমেণ্টের নিকট রোদন করা বৃথা।
দেশের যে যে অংশ ক্রমে ক্রমে উৎসন্ন
সন্ন হইয়া গেল, গবর্ণমেণ্ট তত্তৎস্থানের
উপকার করিতে পারিয়াছেন, দেখিলে
া গবর্ণমেণ্টের তদ্বিষয়িণী চেষ্টা পর্য্যালো
করিলে অবাক হইতে হয়। আমাদের
পুরুষেরা অন্ততঃ এইরূপ বুঝিয়া লইয়া
যে, সং—— স্থান সংখ্যা লোকের
নাশ হইলেও আপাততঃ দেশীয় রাজস্বের
া ক্ষতি হইবে না। সুতরাং তাঁহার উদ্ধার
ানের তত প্রয়োজন কি? যাঁহাদের
ও আমাদের কেবল অর্থ লইয়াই সম্বন্ধ,
া ঐরূপ যাঁহারা জ্ঞান করিয়া থাকেন,
দের নিকট আর কিছু উপকার প্রত্যাশা
বিড়ম্বনামাত্র।

ত্রপ্রেরক ময়ূরাক্ষী নদীর বাঁধের বিষয়ে
বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার আংশিক ভ্রম
অথবা হইতেও পারে, তিনি অনুরোধ
হইয়া ঐরূপ লিখিয়াছেন। ময়ূরাক্ষী
উভয় কূলে যতগুলি বাঁধ দৃষ্ট হয়,
বং তত্তৎস্থানীয় জমীদারগণ নিজ প্রজা
া মঙ্গলার্থ প্রস্তুত করিয়া বহুকালাবধি
দারাই তাহার রক্ষার উপায় ধান এবং
কোন বাঁধ ভগ্ন হইলে পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া
ন। ছাতিয়া ও খড়দহপ্রভৃতি গ্রামের
ও ঐরূপ জমীদারের কৃত এবং রক্ষিত।
০ বৎসর গত হইল, বন্যার জলে ঐ বাঁধটি
য়া যাওয়াতে জমীদার গত বর্ষে অল্প
প্রজাদিগের মনোরক্ষার্থ পুনরায় সামান্য
উহার নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন.
াক্ষী এ বার তাহাও গ্রাস করিয়া ফেলি-
। বাঁধটি যথোচিতরূপে প্রস্তুত করিয়া না
, প্রজাগণের যে সর্ব্বনাশ হইবে তাহার
নাই। কিন্তু উহার জন্য রাজপুরুষদিগকে
জনা করার ফল কি? জমীদার যখন ঐ
গ্রামের লাভ আত্মসাৎ করেন, তখন
লাকস্থিতির মূলাধার উক্ত বাঁধটি নিজ
প্রস্তুত করিয়া দিয়া আপনার প্রজাদি
রক্ষা করুন।

বীরভূম
৭ অগ্রহায়ণ
১২৭৫ সাল

মঙ্গলাকা
কস্যচিদ্ধিতৈষিণঃ

—:০:—

আর, সি, এচ, এ, ড্যাল সাহেবের
পত্র প্রাপ্তি ও বক্তৃতা।

ুন্ কুল্ আটস্ স্কুলের বর্ত্তমান প্রতিনিধি
অদ্য শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ সিংহ আমে-
রিকানিবাসী রেবরেণ্ড ড্যাল সাহেবপ্রেরিত
একখানি পত্র ২৬ এ নবেম্বর বৃহস্পতিবারে
প্রাপ্ত হইয়া প্রীতিপ্রফুল্লান্তঃকরণে তদর্থার্থ
ছাত্রগণের জ্ঞাপনার্থ দিনম্যার সেকেণ্ড মাষ্টার
শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীমোহন চক্রবর্ত্তীর হস্তে পত্রখানি
সমর্পণ করেন। কিন্তু তিনি সে দিন অপরাপর
নিবন্ধন উক্ত কার্য্যে স্বয়ং অসমর্থ হইয়া
উক্ত স্কুলের সিনিয়র থার্ড মাষ্টার শ্রীযুক্ত
বাবু ঐহিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের হস্তে অর্পণ
করিলেন। বিশেষজ্ঞ ও কার্য্যদক্ষ ঐহিক বাবুর
অনুমত্যনুসারে স্কুলের একটী প্রশস্ত গৃহে যাব
তীয় ছাত্র সমবেত হইলে উক্ত বাবু নিম্নলিখিত
প্রকারে বক্তৃতা করিলেন। " এখানে সকল
শিক্ষক মহাশয় ও যাবতীয় ছাত্রগণ উপস্থিত
আছেন। আমাদের স্কুলের বর্ত্তমান প্রতিনিধি
প্রধান বাবু দ্বারকানাথ সিংহ মহাশয় ড্যাল
সাহেবের নিকট হইতে অদ্য ( ২৬ এ নবেম্বর
বৃহস্পতিবার) যে পত্রখানি পাইয়াছেন, তাহার
মর্ম্ম জানাইবার নিমিত্ত তিনি নিতান্ত অভি
লাষী হইয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত
থাকাতে নিজে অসমর্থ হইয়াছেন। এজন্য
আমি সেই পত্রের মর্ম্ম তোমাদিগকে জানাই
তেছি।" এই বলিয়া পত্রোদ্ঘাটন করিয়া খাম
কাগজের উপরিস্থ ছবির ন্যায় এক খণ্ড কাগজ
ছাত্রগণকে দেখাইয়া কহিলেন, " দেখ এই যে
আমার হস্তে কাগজখণ্ড দেখিতেছ, উহা কি অনু
মান কর? যিনি বলিতে পারিবেন, তিনি ভিন্ন
অন্য কেহই যেন হস্তোত্তোলন না করেন। তাহা
তে সকলকেই নিরুত্তরপ্রায় দেখিয়া নিজেই
বলিলেন, যে মহাত্মার স্কুলে তোমরা পাঠ করি
তেছ, সেই মহাশয় রেভরেণ্ড ড্যাল সাহেবের
স্বদেশপ্রচলিত নোট। ইহা সেই দেশভিন্ন
অন্য কুত্রাপি প্রচলিত হইবে না। সেই মহাদেশ
আমেরিকা এই নামে খ্যাত এবং ঐ মহা
দেশ স্বাধীনতা দেবীর আবাসমন্দির কথিত
হইয়া থাকে। আমাদের দেশে ১০ টাকার
ন্যূনসংখ্যার নোট হয় নাই। শুনিতে পাই
আগামী জানুয়ারি মাস অবধি এখানে পাঁচ
টাকার নোট প্রচলিত হইবে। কিন্তু আমার
হস্তস্থ এই যে নোটখানি দেখিতেছ, ইহার মূল্য
পাঁচ আনা মাত্র। ইহা কেবল আমেরিকা
বাসীদিগের সুবিধার জন্য। ড্যাল সাহেব
অনুগ্রহপূর্ব্বক এই নোট কেবল তোমাদের দর্শনার্থ
প্রেরণ করিয়াছেন এবং পত্রে এই লিখিয়াছেন
যে " আমার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ পরিশ্রমী শিক্ষক
মহাশয়েরা স্ব স্ব ছাত্রগণসহ কুশলে আছে
ত? ঈশ্বরকৃপায় আমি শারীরিক সুস্থ
কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্যভোগী নহি।
একটী স্কুল বাটী ক্রয় করিবার নিমিত্ত
চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছি ও করিতেছি।
চাঁদা সংগ্রহ করিতে করিতে বোধ হয়
বর মাস অতিবাহিত হইবে। আমি
জানুয়ারি মাসে কলিকাতায় উপনীত
একটী বাটী ক্রয় করিব এবং ঐ বাটীতে ই
আটস্ স্কুল, ব্রাহ্ম স্কুল অর্থাৎ অবৈত
দরিদ্রবিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয় এ
স্কুল যখন সামঞ্জস্যে থাকিতে দেখিব,
আমাকে সম্পূর্ণ সুস্থ জানিবেন ইতি"। বি
করিয়া দেখ, আমাদের সাহেব কেমন পরহি
ও বিদেশানুরক্ত। এমন দিন কি উ
হইবে, যে দিন ড্যাল সাহেবের ন্যায়
দের হিতৈষিতাবৃত্তি বলবতী হইয়া
দূরে থাকুক স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধনার্থ
অনুরক্ত থাকিতে তোমাদিগকে আদেশ ক
যখন তোমরা হিতৈষিতা বৃত্তির আজ্ঞা
পালন করিবে এবং যখন হিতৈষিতাবৃত্তি
ষিক্ত হইয়া কি স্বদেশ কি বিদেশ সক
অনুরক্ত হইতে তোমাদিগকে কহিবে
তোমরাও স্বকর্ত্তব্য বোধ তৎসম্পাদন
বান্ হইবে, তখন তোমরা ড্যাল সাহেবে
স্মরণীয় হইবে। আর তোমাদের জন্য
মহাশয়েরা এত যে ক্লেশ ও পরিশ্রম ক
ছেন, সে সমুদায় সার্থক হইবে।

শাঁখারিটোলা
৩০ এ নবেম্বর
১৮৬৮।

একান্ত বশ

—:০:—

মহাশয়! যত দেশ সভ্যতারদিকে
তেছে, ততই সেই সঙ্গে সঙ্গে যে
রুচি পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তদ্বিষয়ে
সংশয় নাই, এখন যে চারি দিকে অভিন
চলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহ
কালের অনুরূপ কার্য্য হইতেছে। যে
যাত্রা প্রচলিত আছে, তাহা রুচিপরি
নিবন্ধন আর তাদৃশ আমোদপ্রদ হয়
তৃপ্তিকর হওয়া দূরে থাকুক, যেখানে
হয় তাহার সীমায় পদার্পণ করিতে
হয় না। এমন অবস্থায় যাঁহারা এই অ
প্রথা প্রচলিত করিতে উদ্যোগ ও প্রয়া
তাঁহাদিগকে যে প্রকারে হউক, উৎসা
অনুৎসাহ দেওয়া শ্রেয়স্কর নহে। য
কূটবুদ্ধি, মন্দস্বভাব, তাঁহারাই ভিন্ন অ
করিয়া জ্রকুটি দেখাইয়া থাকেন। তাঁহাদে
তাঁহাদের মহানুভবতা বা ঔদার্য্য প্রকাশ
না, ইহা বলা বাহুল্যমাত্র।

গত পূজার সময় ধনত্যারী আবাদ রাজসং
রের দেওয়ান রামলাল বাবুর বাটীতে যে
দময়ন্তী নাটকের অভিনয় হয়, তাহা সুপ্রণা
প্রকৃতরূপে অভিনীত হয় নাই, এইরূপ
মর্মপূর্ণ পত্র সেদিনকার সোমপ্রকাশে
ত হইয়াছে, দেখিলাম। পত্রপ্রেরক
লিখিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ করিবার
ার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আমার প্রতি যে
ত্তর কার্য্যভার (সংবাদদান) অর্পিত
ক, তাহার ক্ষতি হইতে পারে, এই বিবে
অগত্যা তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলাম। পত্র
ক বলেন, "উক্ত নাটকের ত কিছুই দেখি-
না। নলদময়ন্তীর পালা যাত্রা হইয়াছিল
"। কি আশ্চর্য্য! যাহারা রাত্রান্ধ কিম্বা
, তাহারা ভিন্ন ত সকলেই দেখিয়াছিলেন
একখানি নাটকের অভিনয় হইতেছে।
কি না, যাহারা নিতান্ত বোধশক্তিশূন্য
ন তাহাদেরই হৃদয়ে তাহা সন্দপ্রবেশ হয়
কিন্তু আপনার পত্রপ্রেরক ত এক জন
জানা শুনা লোক, তিনি যে যাত্রা ও
নয়ের তারতম্য করিতে পারেন নাই, ইহা
শোকের বিষয় নহে। এই নলদময়ন্তী নাটক
অবিকল মাহাত্মার মেঘনাদ বধ নাটকের
ত অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছিল।
গাঁয়ে অভিনীত হইবে বা গা সচরা
নাটকে যতগুলি গীত থাকে, তাহার
কা ইহাতে গানের ভাগ কিছু অধিক সন্নি
করিয়া দিয়া পল্লীগ্রামের অভিনয়োপ
ী করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে নট
নেপথ্যগৃহপ্রভৃতি সকলই ছিল। তবে
ন আপনার পত্রপ্রেরক এ অভিনয়কে
না "পালা যাত্রা" বলিয়া উল্লেখ করি-
বুঝিতে পারিতেছি না। বোধ করি,
দের এ অভিনয়ে সংস্রব আছে, তাঁহাদি
অপ্রতিভ করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য।
ংকারকালে আপনার পত্রপ্রেরককে অনু
করিতেছি যে, তিনিই একখানি "শুদ্ধি
দিন, নতুবা সকল বিষয় প্রকাশ
দিব।

রীআবাদ
বীরভূম } শ্রীগো:—
ই অগ্রহায়ণ
৫

—:০:—

ঙ্গদেশনিবাসী হিন্দু পুরুষেরা পর লোক
ইলে দায়ভাগের ব্যবস্থানুসারে অনেক
আংশিক সম্বন্ধী বর্ত্তমান থাকিতেও পুত্র-
ত্র কুটুম্বেরা তাঁহারদিগের ধনে অধিকারী হন
যদিও দায়ভাগে ধনস্বামীর উত্তরাধিকারী-
দিগকে ঐ অনধিকারী নিকটসম্বন্ধীদের ভরণ
পোষণের জন্য বাধিত করা হইয়াছে, তথাপি
মূল ধনীর দায়াদবর্গ, কচিৎ ঐ বিধান পালন
করিয়া থাকেন। সুতরাং ধনীর মৃত্যুর সঙ্গে
সঙ্গে তদীয় হতভাগ্য পরিবারগণকে অন্নাচ্ছা-
দনের নিমিত্ত যার পর নাই নিরুপায় হইতে হয়।
এমন কি, অনেক স্থলে তাঁহাদিগকে ভরণ
পোষণ ও অবস্থানাদির জন্য অন্যের গলগ্রহ
পর্য্যন্ত হইতে হইয়া থাকে। নিরুপায় ব্যক্তিদি
গের রাজদ্বারে প্রার্থনা করা এক মাত্র উপায়;
কিন্তু আমারদিগের প্রধানতম বিচারালয়
সম্প্রতি পুত্রবধূর ভরণ পোষণ শ্বশুরের
অবশ্য কর্ত্তব্য নয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করাতে মৃত
ধনীর হতভাগ্য অনধিকারী পরিবারের সমস্ত
আশা ভরসা একেবারে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।
মহাশয়! পুত্রবধূপ্রভৃতি স্ত্রীপরিবারেরা যদি
ধনস্বামীর নিকট বা তদীয় বিষয় হইতে ভরণ
পোষণ পাইতে বঞ্চিত হয়, তবে তাহারা কি
উপায়ে উদরান্ন সংস্থান করিবে? যাহারা
প্রকাশ্য স্থানে গেলে কৌলিক আচার ব্যবহার
ভঙ্গজন্য অপবাদগ্রস্ত হয়; যাহারা স্বভাবতঃ
লজ্জাপরতন্ত্রতানিবন্ধন গৃহ বহির্গতা হইতে
পারে না, যাহারা বাল্যাবধি অন্তঃপুরবাসিনী
কামিনীগণের এবং একমাত্র পতির মুখভিন্ন
দেখে নাই, সেই কুলকামিনীরা কি একণে
উদরান্নসংস্থানের জন্য পথে পথে দ্বারে দ্বারে
ভ্রমণ বা ভৃত্যবৃত্তি অবলম্বন করিবে? সম্পা
দক মহাশয়! বিবেচনা করুন, প্রধানতম বিচা
রালয়ের এ সিদ্ধান্ত হিন্দুদিগের কুলধর্ম্মের
মস্তক পদদ্বারা মর্দ্দন করিতেছে কি না?

কলিকাতা। } একান্তানুগত।
১৫ই অগ্রহায়ণ
১২৭৫। } শ্রীকৈলাসনাথ বসু।

—:০:—

## মূল্য প্রাপ্তি।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র রায় | উকীলাবাদ |
| ১২৭৫ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৬ কার্ত্তিক | ১৩ |
| " " কিনুসিংহ রায় | রঙ্গপুর |
| ১৮৬৮ ডিসেম্বর হইতে ৬৯ নবেম্বর | ১৩ |
| " " রসিকলাল রায় | নলহাটি |
| ১২৭৫ পৌষ হইতে ফাল্গুন | ৩৸০ |
| " " হরিমোহন রায় | মুকেশডাঁট |
| ১২৭৫ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৬ কার্ত্তিক | ১০ |
| আসামের রাজা | গৌহাটি |
| ১২৭৫ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৬ কার্ত্তিক | ১৩ |
| " " উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় | হুগা |
| ১৮৬৮ ডিসেম্বর হইতে ৬৯ নবেম্বর | |
| " " শশিমোহন পালচৌধুরী শীতল | |

—:০:—

## সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ... পাইলে
পরে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা
ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। মফস্বলে ডাকম
সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈ
সিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম
গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাত্তি চিঠি,
অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন
যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই
দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁ
যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূ
ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকা
মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি ক
শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পা
ইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হ
আসিবে, একমাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে
লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হ
গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার
একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ
যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পা
হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের
ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ ক
বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ ক
যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ই
করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি
আনা তাহার পর /১০ আনা দিতে হইবে
যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা ক
বেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পু
মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষি
চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ
ভূষণের বাটীতে প্রতিসোমবার প্রাতঃকা
প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ

১০ ম ভাগ। ৪ সংখ্যা।

“ প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। ”

মাসিক মূল্য ১ এক, অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা,

সন ১২৭৫। ৩০ অগ্রহায়ণ। ১৮৬৮। ১৪ ডিসেম্বর

মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষি
ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৮



## বিজ্ঞাপন।

### “ হিন্দু মহিলা নাটক ” ।

( জোড়াসাঁকো অভিনয়

সভা হইতে পুর-

স্কার প্রাপ্ত। )

উক্ত নাটকে হিন্দু মহিলাগণের দুরবস্থা [বর্ণ]িত হইয়াছে। ঠনঠনে করনওয়ালিস স্ট্রীটে [.]৭৬ নং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। [মূ]ল্য ১ এক টাকা।

শ্রীবিপিনমোহন সেন গুপ্ত।

---

### ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

বড় দিনের ছুটির সময়ের টিকিট।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা [যা]ইতেছে যে, সকল ষ্টেশন হইতে বর্ত্তমান [ডি]সেম্বর মাসের ২১ এ তারিখে বা তৎপরে সকল রিটরণ টিকিট বাহির হইবে [তদ্দ্বা]রা আগামী জানুয়ারি মাসের ৪ ঠা [তারিখে]র পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন সাধিত হইবে।

[বোর্]ড অব এজেন্সি
[ই]ষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে
[ডা]লহাউসী স্কোয়ার
[ক]লিকাতা ১৮৬৮
[..] ই ডিসেম্বর।

সিসিল ষ্টিফেন্সন
বোর্ড অব এজেন্স

—:০:—

[..] সিদ্ধান্তের বিলাপ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত [হই]য়াছে। পুস্তকের কলেবর ৮ পেজী ফরমার [..] ফরমা অর্থাৎ ২১২ পৃষ্ঠা। মূল্য ৬০ আনা [যাঁহাদি]গের আবশ্যক হয়, ঠনঠনিয়া সংস্কৃত যন্ত্রের [পুস্ত]কালয়ে অথবা পটোলডাঙ্গা বাজারে, অথবা [..] কোন পুস্তকালয়ে অনুসন্ধান করিলেই [পাই]বেন। ইতি

[..] ১২৭৫ সাল
২৫ অগ্রহায়ণ
সংস্কৃত কলেজ

শ্রীশিবনাথ ভট্টাচা[র্য্য]।

---

কলিকাতার অন্তর্গত জোড়াসাঁকোর বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটের মধ্যে মৃত রাধানাথ গুপ্তের দরুণ আমার খরিদা ১/১৮৵ বিঘা ভূমি বিক্রয়ার্থ আছে। চৌহদ্দি উত্তর সরকারী নর্দ্দামা, দক্ষিণ গলি রাস্তা, পশ্চিম শান্তিরাম সিংহের খরিদা বাটী ( বসত বাটীর সংলগ্ন ) পূর্ব্ব রামলোচন রায়ের পুষ্করিণী। ক্রেতৃগণ বাহুড়বাগান মুক্তারামবাবুর ১০৪ নং বাটীতে শ্রীযুক্ত বাবু বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকটে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন।

কলিকাতা
সন ১২৭৫
১০ ই অগ্রহায়ণ

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ গুপ্ত
সাং কালিসহর

—:০:——:০:—

### বাল্মীকি রামায়ণ।

দ্বিতীয়খণ্ড।

এই পুস্তক তৃতীয় অবধি নবম সর্গপর্য্যন্ত দ্বিতীয় সংখ্যা নাগরাক্ষরে রামানুজের টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইতেছে। ইহাতে মাহেশ্বর তীর্থ ও নাগোজী ভট্টের টীকাও স্থলবিশেষে উদ্ধৃত করা হইতেছে। ইহা প্রতি সংখ্যায় ১০ ফরমা অর্থাৎ ৮০ পৃষ্ঠা করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে। মূল্য ॥০ আনা। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে চাহেন, তাঁহারা আমার নামে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে পত্র লিখিবেন। বিদেশীয় গ্রাহকদিগকে /০ এক আনা ডাকমাশুল দিতে হইবে।

আশ্বিন
১২৭৫
ব্রাহ্মসমাজ

শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

—:০:—

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গার বাড়ুর্য্যে ব্রাদার কোম্পানির দোকানে

---

মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তক[সকল]
বিক্রয় হইতেছে—

| প্রণীত | মূল্য | |
| --- | --- | --- |
| গ্রীসইতিহাস | ১ | টা[কা] |
| রোমইতিহাস | ১ | ঐ |
| ভুবনসার ব্যাকরণ | । | আ[না] |
| নীতিসার ( ১ ম ভাগ ) | ৶ | ঐ |
| নীতিসার ( ২ য় ভাগ ) | ৶ | ঐ |
| প্রচারিত। | | |
| মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ | ৮ | ঐ |

শ্রীতারকানাথ শর্ম্মা[..]

—:০:—

### পুরাণ প্রকাশ।

বিষ্ণুপুরাণ।

অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক [..]
৮০ পৃষ্ঠা। অগ্রিমমূল্য ) ॥০।

যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি মুক্তা[রাম বাবুর] ষ্ট্রীটে ৫৪।১ নং ভবনে কাব্যপ্রকা[শ] যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যা[লয়ে] শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নামে [..] খণ্ডের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অ[গ্রিম মূল্য] না পাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠাইবার নিয়ম নাই ইতি।

—:০:—

### বিক্রয়ার্থ।

সার্কুলর রোড ২৪ নং বাটী গুদামসহ
১১ নং জোড়া বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা [..] করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বা[ক্ষ]রিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

[..]
থর্ণটন এবং কোং

## বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

রাজী ব াঙ্গালা পুস্তক কাগজ কলম নানা
ব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকে দশ
ক আনার হিসাবে কমিসন দি। অধিক
পুস্তক লইলে ‌৴১০ আনার হিসাবে
ন।

ুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়প্রণীত
৮ পর্ব্ব মহাভারত ১৭ খণ্ড ৩ ভাগে উত্তম
বাঁধা ৬০

ুন ফারমা কোপিয়া অর্থাৎ ঔষধ কল্প- ২৷৹

ংসদেব জীবনচরিত উত্তম বাঁধান ১

মহাপুরপ্রভৃত প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের
ংগ্রহ ১

রী রক্ষ শাস্ত্রবিধান ১

ংস্রপ্রবাহ উৎকৃষ্ট কাব্য ১০

াহৃৎ সম্বন্ধ দামিনী ১৷৹

মথ তরঙ্গিণী ১

ুনাথ ঘোষকৃত সংগীতমনোরঞ্জন ২

ুনাথমজ্ঞু কাব্য কবিবর দ্বারকানাথ রায়
ত ১

ানরসামৃত সংস্কৃত ও পদ্য ৷৹

ীতগোবিন্দ জয়দেব গোস্বামী প্রণীত মূল
নাথ ন্যায়পঞ্চাননকৃত পদ্য ১৷০

ৌতুক তরঙ্গিণী ইংরাজি কেতাব হইতে
আশ্চর্য্যজনক বিদ্যা দর্শন ৪য় ১৵

মূর্ত্তি সহিত ১২৭৬ সালের ফুল পঞ্জিকা ৷৹

ঐ ডাক পঞ্জিকা ।০

ানকল পদ্য ১

নলতারিণী ৷৹

ীক চণ্ডী মূল ও অনুবাদ সহিত ৫

বতমঞ্জরী ইংরাজি মিউটীনির বিষয়
ঘরণে বর্ণিত হইয়াছে ১০

রাজি ১৮৬৯ সালের এবং প্রেস কি ১৷৵

রীকুমার পদ্য আদিরসপ্রধান কাব্য ১

্রের মোহিনী শক্তি ১৴

েশচন্দ্র শর্ম্মকৃত বাঙ্গলা এটলাস উত্তম
ও উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত ৩

ধবাবিবাহ নাটক ১

ামিনীকুমার রসময়করাস্তর্গত নাটক
াঘটিত সুরস কাব্য ৸০

িকুণ্ডলা কাব্য প্যারীমোহন বন্দ্যোপা-
ণীত দুর্গেশনন্দিনীর মত লেখা ১

লাসঙ্ক লহরী ২৷৹

চক্রাবলী হইখানি বাঙ্গালা ম্যাপ ৪৷০

সচীক চৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থ ৭

কাদম্বিনী নাটক আইনসংযুক্ত ২ খণ্ড
একত্রে ২

উদাহরণ পদ্য ১

হিতোপদেশ বিষ্ণুশর্ম্মার সংগৃহীত ১

কলিকাতা জোড়াসাঁকো ৬৪ নং } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায় নগদ বিক্রেতা।


—:•:—

## নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের নবেম্বর মাসের ২২ হইতে ৩০ এ নবেম্বর পর্য্যন্ত ভাগীরথী নদীর সর্ব্বকমতি জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

| স্থানের নাম | সর্ব্বকমতি জল ফুট | ইঞ্চি |
|---|---|---|
| পদ্মানদীর সহিত ভাগীরথির মহানায় যোগের স্থান | ২০ | ০ |
| মহানায় | ১০ | ০ |
| তথা হইতে জঙ্গিপুর ১৩৷৹ মাইল মধ্যে | ২ | ০ |
| জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৬ মাইলের মধ্যে | ২ | ০ |
| বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে | ২ | ৩ |
| কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইল মধ্যে | ২ | ৯ |

সন ১৮৬৮ সালের ৩ ডিসেম্বর বহরমপুর সদরঘাটের জলের মাপ।

| | ফুট | ইঞ্চি |
|---|---|---|
| গজের উপর | ১ | ১ ২ |

বহরমপুর ৩ ডিসেম্বর ১৮৬৮। } শ্রীযুক্ত সি ই. উইল্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র বহরমপুর ডিবিজন।

---

## সোমপ্রকাশ।

৩০ এ অগ্রহায়ণ সোমবার।

আমরা গতবারে ব্যায়ামচর্চ্চাবিষয়ক যে প্রস্তাবটী লিখিয়াছিলাম, এক জন পত্রপ্রেরক তাহার প্রতিবাদ করিয়া আমাদিগের নিকটে একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা যথাস্থানে প্রকটিত হইল। আমরা পত্রখানি দেখিয়া তুষ্ট হইলাম। পত্রপ্রেরক বলেন, কয়েক জন জঘন্য বালক ব্যায়াম শিক্ষা করিয়া অভিনয় করিয়া বেড়াইতেছে; কিন্তু অধিকাংশের এ দুষ্প্রবৃত্তি নাই। অধিকাংশ লোকই যাহাতে যথার্থ উ… হয়, এইরূপে ব্যায়াম শিক্ষা ক… ছেন।

আমরা ব্যায়ামচর্চ্চাশীল কতক… ব্যক্তির ব্যবহারবৃত্তান্ত শ্রবণ ক… সাধারণে যে অনুযোগ করিয়াছি… তাহাতে আমাদিগের দোষ হই… সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা নবযুবক… বৃথা আড়ম্বরপূর্ণ যেসমস্ত কার্য্য… করিতেছি, তাহাতে ক্রমশঃ আ… গের হৃদয়ে এই সংস্কার বদ্ধমূল… তেছে যে, উঁহাদিগের হইতে আ… গের দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবার সম্ভ… নাই। যেসকল কার্য্যে শারীরিক… উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, … দিগের নব যুবকেরা তাহার কেহ ন… কল্পনাশক্তিমান্ অলস লোকের… সমস্ত কার্য্যে পটু হন, এ দেশের… যুবকেরা তত্তৎকার্য্যেই পটুতা প্র… করিতেছেন। আমাদিগের পূর্ব্ব… সেরা সাংসারিক বিষয়ের উ… সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া যে… শাস্ত্র লইয়া কালক্ষেপ করিয়া… ছেন, নব যুবকেরাও তাহা লই… কালাতিপাত করিতেছেন। ঐ বি… ইহাঁদিগের দিন দিন দল বৃদ্ধি হইতে… কিন্তু অন্য কোন শ্রেয়স্কর বিষয়ে… বৃদ্ধি নাই। বাণিজ্যার্থী হইয়া জা… করিয়া নানা দেশ ভ্রমণ করিতে… পাঠকগণ এরূপ কয় দল দেখা… পারেন? দলবদ্ধ হইয়া বস্ত্র ও ক… প্রভৃতির কল করিয়াছেন, বঙ্গ… এপ্রকার কতগুলি নব যুবক আ… পল্লীগ্রামে গিয়া কৃষিকার্য্যের উ… দিতেছেন এবং স্বয়ং কৃষিকার্য্যের… ষ্ঠান করিতেছেন, এরূপ দলবদ্ধ ক… নবযুবক আছেন? এটী আমা… দেশের জল বায়ুরই দোষ। আমরা

কাজের লোক হইতে পারিব না। যাহাতে গালগল্প আছে, আমোদ আছে, পরিশ্রম নাই, এইরূপ কার্য্য করিয়াই আমরা কাল কাটাইব. বোধ হয়, বিধি এই নিমিত্তই আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। গালগল্প ও আমোদ ভাল বাসি ও পরিশ্রম করিতে পারি না বলিয়াই "ইয়েরকারি" আমাদিগের অধিক ভাল লাগে এবং যে ব্যক্তি ধর্ম্মের নাম করিয়া আমোদ প্রমোদের উপায় করিয়া দিতে পারেন, তিনি ঈশ্বরানুগৃহীত অথবা অবতার বলিয়া আদৃত হইয়া থাকেন, তাঁহার মতই শীঘ্র প্রচলিত হয়। এই মূল হইতে এ দেশে কর্ত্তাভজা ও কিশোরীভজনপ্রভৃতি অসংখ্য দলের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা উপরে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের সহিত নব যুবকগণের যে সাদৃশ্য দিলাম, সেটী অনুচিত হইল। তাঁহাদিগের ক্লেশসহিষ্ণুতা ও বিষয়বিশেষে শ্রম ও অধ্যবসায়শীলতা ছিল এবং তাঁহাদিগের যাবতীয় কার্য্য নিয়মবদ্ধ ছিল। তাঁহারা অনেক বিষয়ে অনেক ক্ষমতাও দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা একটী অদ্ভুত সংস্কৃত ভাষা প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। ব্যাকরণের রচনাকৌশল দেখিলে কে না চমৎকৃত হন? নাটকাদির ভাষালালিত্য ও গল্পরচনার চাতুর্য্য দেখিলে কাহার হৃদয় বিস্ময়রসে আপ্লুত না হয়? দর্শনশাস্ত্রগুলিও তাঁহাদিগের অসামান্য বুদ্ধিমত্তা, ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। আমাদিগের নব যুবকেরা কি ইহার একটী বিষয়েও ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন? আড়ম্বর ও গালগল্পই ইহাঁদিগের মহত্ত্বচিহ্ন এবং যথেচ্ছাচারিতাই ইহাঁদিগের উন্নতির পরা কাষ্ঠা। পাঠকগণ বিরক্ত হইবেন না। আমাদিগের নব যুবকদলে কেহই উৎসাহাদি গুণসম্পন্ন নাই, এ কথা বলা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। আমরা যখন যে বিষয়ের পর্য্যালোচনা করি, অধিকাংশের দোষ গুণ ধরিয়া তাহাতে মতামত প্রকাশ করিয়া থাকি।

—:০:০:—

## মন্ত্রিপরিবর্ত্ত ও ভারতবর্ষ।

ডিসরেলি সাহেব ইংলণ্ডেশ্বরীর মন্ত্রি পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং গ্লাডষ্টোন সাহেব প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। ইংলণ্ডে দলাদলি বিলক্ষণ প্রবল, তাহার সহিত আমাদিগের কোনপ্রকার স্বার্থসম্বন্ধ নাই; কিন্তু প্রত্যেক মন্ত্রিদল পরিবর্ত্তের সহিত ভারতবর্ষীয় সেক্রেটারির পরি বর্ত্ত হওয়াতে কার্য্যতঃ আমাদিগকে সুখ দুঃখের ভাগী হইতে হয়। উইলিয়ম গ্লাডষ্টোন সাহেব মহাসভার এক জন অলঙ্কারস্বরূপ। রাজস্ববিষয়ে তিনি ইউরোপের মধ্যে না হউন, ইংলণ্ডে অদ্বিতীয় কিন্তু যে মহেচ্ছতা, প্রশস্তচিত্ততা, স্থির প্রতিজ্ঞতা ও গম্ভীরপ্রকৃতিতানিবন্ধন পিট, পামরষ্টন, ষ্টানলীপ্রভৃতি বিখ্যাত হইয়াছেন, গ্লাডষ্টোন সাহেব তন্নিমিত্ত খ্যাতিলাভ করিতে পারেন নাই। বিষয় বিশেষে তাঁহার পরম প্রাবীণ্য প্রদর্শন সামর্থ্য আছে বটে; কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীন দক্ষতা নাই। গ্লাডষ্টোন সাহেব কোপন স্বভাব; তিনি নিজ মতকে অখণ্ডনীয় জ্ঞান করেন; তাঁহার দলস্থ কোন ব্যক্তি তাঁহার অমতে কার্য্য করিতে পারেন না। তিনি সকলের অগ্রণী বটেন; কিন্তু কেহই তাঁহাকে আন্তরিক ভাল বাসেন না। তিনি আমেরিকার দক্ষিণ বিভাগে ক্রীতদাসপ্রণালীর রক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সংস্কার এই, যাহাদিগের গায়ের চর্ম্ম শুক্ল নয়, তজ্জাতীয় লোকেরা নিকৃষ্ট এবং তাহাদিগকে ক্রীতদাস করিয়া রাখা অবৈধ নয়। ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার স্নেহদৃষ্টি নাই। তিনি কখন ভারতবর্ষের
উপকার করেন নাই। ভারতব[illegible]
দাসের ন্যায় থাকিয়া ইংলণ্ডের
সাধন করুন, এই তাঁহার সং[illegible]
তিনিই প্রথমে এ দেশের রাজস্ব
ইংলণ্ডের নিজের কার্য্যে ব্যয় ক[illegible]
পথ প্রদর্শন করেন। তাঁহার পর[illegible]
মুসারে লার্ড পামরষ্টন চীনের [illegible]
ব্যয়, পারস্যের দূতের ব্যয়প্রভৃতি [illegible]
দিগের নিকট হইতে গ্রহণ ক[illegible]
গ্লাডষ্টোন সাহেব ইংলণ্ডের [illegible]
প্রশংসা লইবার নিমিত্ত ভারত[illegible]
নামে ইংলণ্ডস্থিত কয়েক সহস্র টা[illegible]
বেতন লিখিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত ক[illegible]
ভারতবর্ষের প্রতি উদার ব্যবহার [illegible]
এবং ভারতবর্ষের শাসনকার্য্যের [illegible]
প্রশস্ত ক্ষেত্রে দৃষ্টি পাত করা [illegible]
অভ্যাস নয়। যাঁহার স্বভাব ও [illegible]
এইরূপ, তিনি প্রধান মন্ত্রী হ[illegible]
ভারতবর্ষের বিষয় যখন তাঁহার [illegible]
পথে নীত হইবে, তখন ভারত[illegible]
কল্যাণ প্রাপ্তি হইবে, আমাদিগে[illegible]
এরূপ বোধ হয় না। তবে উ[illegible]
বর্ণিত বিক্রমাদিত্যের সিংহাস[illegible]
ব্যক্তির স্বভাবপরিবর্ত্তের ন্যায়
ষ্টোন সাহেবের যদি স্বভাবপ[illegible]
হয় বলা যায় না।

গ্লাডষ্টোন সাহেব প্রধান ম[illegible]
য়াছেন, শুনিয়া আমাদিগের চিত্তে
অসন্তোষ জন্মিয়াছে, ব্রাইট [illegible]
ভারতবর্ষীয় সেক্রেটারি হই[illegible]
শুনিয়া তেমনি আনন্দ জন্মিয়া[illegible]
সোমবার টেলিগ্রাম আইসে, অন[illegible]
সাহেব ভারতবর্ষীয় সেক্রেটারি [illegible]
ছেন। এই মহাত্মা সেক্রেটারি হইলে [illegible]
তবর্ষের শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্ত [illegible]
কিন্তু পর দিবস বিলাতের [illegible]
করিল, বাণিজ্যের ভার ব্রাইট সা[illegible]
হস্তে দিয়া গ্লাডষ্টোন সাহেব

ডব আর্গিলকে ভারতবর্ষীয় সেক্রেটারি করিয়াছেন। এসংবাদ আমাদিগকে অধিক তর বিষাদিত করিতেছে। লার্ড আর্গিল ভারতবর্ষের বিষয় বহুত জানেন বটে; কিন্তু ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার উদার দৃষ্টি নাই। তিনি লার্ড ডেলহাউসির অবলম্বিত রাজনীতির অনুমোদক; আত্মম্ভরিদলের এক জন প্রধান ছাত্র। তিনি যে প্রশস্ত নেত্রে সকল বিষয়ের বিবেচনা করিতে পারিবেন, এরূপ বোধ হয় না। এখানে আমরা সিবিল সর্ব্বিস, সেনাদল ও শাসন কার্য্যের দ্বার উদ্ঘাটনের নিমিত্ত চীৎকার করিতেছি। ব্রাইট সাহেব অথবা লার্ড ষ্টানলির সদৃশ মহানুভব লোক ষ্টেট সেক্রেটারি হইলে এই চেষ্টার অনুমোদন করিতেন; কিন্তু লার্ড আর্গিল এসকলের প্রতিবন্ধকতা করাই শ্রেয়স্কর রাজনীতি জ্ঞান করিবেন। আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, মন্ত্রিদল পরিবর্ত্ত হওয়াতে আয়ারলণ্ডের ভাল হউক, আমাদিগের অনিষ্ট হইবার সুলক্ষণ সম্ভাবনা। ফলতঃ যত দিন গ্লাডষ্টোন সাহেব প্রধান মন্ত্রী ও লার্ড আর্গিল ভারতবর্ষীয় সেক্রেটারি থাকিবেন, তত দিন আমাদিগের উন্নতি গতি বদ্ধ থাকিবে সন্দেহ নাই। ইংলণ্ডের দলাদলির সহিত আমাদিগের শাসনপ্রণালীর এপ্রকার সম্পর্ক থাকা শ্রেয়স্কর নহে। এই কুপ্রথা রহিত করিবার চেষ্টা পাওয়া উচিত কি না, আমরা সর্ব্বসাধারণের অগ্রে এই প্রশ্ন উপস্থিত করিলাম।

—•—

ষ্টাম্প আইনের নূতন পাণ্ডুলেখ্য।

ককেরল সাহেব ব্যবস্থাপক সভায় আইনের যে নূতন পাণ্ডুলেখ্য উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা আমরা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখিলাম, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের রাজস্বসংক্রান্ত রাজনীতির পরিবর্ত্ত হয় নাই। কোন প্রকারে রাজস্ব বৃদ্ধি করাই মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়াছে। এ দেশের পূর্ব্বতন ভূপতিগণ পুত্রের বিবাহ, কন্যার বিবাহ, কন্যার অন্নপ্রাশন বলিয়া টাকা লইতেন, আমাদিগের রাজপুরুষেরা আইন ও বিচারের নাম করিয়া সেই টাকা লইতেছেন। ককেরল সাহেব গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহার প্রস্তাবিত পাণ্ডুলেখ্যে ষ্টাম্পের মূল্য কমান হইয়াছে; কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, এ গর্ব্বের কারণ লক্ষিত হয় না। কেবল খত, কবলা, পাট্টা, কবুলতি, একরার ও বাণিজ্যসংক্রান্ত বিষয় লইয়াই প্রস্তাবিত পাণ্ডুলেখ্যটী হইয়াছে। ১৫০০০ টাকার নীচের খতের ষ্টাম্প কমান হইয়াছে সত্য; কিন্তু তাহার উপরের খতের ষ্টাম্প অসঙ্গত বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ককেরল সাহেব বলেন, অল্প মূল্যের খত ও কবলাই এ দেশে অধিক; কিন্তু যদি মূল্য ধরিয়া বিবেচনা করা যায় অধিক টাকার খত ও কবলা হইতেই ষ্টাম্পের মূল্য অধিক পরিমাণে সংগৃহীত হয়। কোন্ ব্যক্তি ২০০ খানি ৩০ টাকার কবলাকে এক লক্ষ টাকার কবালার সমান জ্ঞান করিবেন? যেখানে চারি টাকা ছিল, সেখানে তিন টাকা হইয়াছে। এ দিকে যেমন কিছু উপকার হইয়াছে, ও দিগে তেমন অপকার হইয়াছে। আট আনার নীচের কাগজে খত ও কবলা হইবে না। কবলার সম্বন্ধে লাভ; কিন্তু খতের সম্বন্ধে ক্ষতি। ককেরল সাহেব ভান করিয়াছেন যেন নিম্ন শ্রেণির উপকারার্থ গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব ত্যাগ করিতেছেন; কিন্তু তাঁহার জানা উচিত ছিল, বর্ষাকাল পড়িবামাত্র সহস্র সহস্র কৃষক ১০। ২০। ৩০ টাকা করিয়া ঋণ করে। যাহারা পূর্ব্বে দুই আনা ও চারি আনায় কাজ পাইত, তাহাদিগ[কে] আট আনা দিতে হইবে। আবার [এক] বৎসরের অধিক কালের পাট্টা ও ক[বু]লতি হইলে তাহাকে কবলার ন্যায় জ্ঞান করিয়া তদনুসারে ষ্টাম্প দিতে হইবে। এক বিঘা ব্রহ্মোত্তরের কর বার্ষি[ক] ২ টাকা। কৃষক পাঁচ বৎসরের মিয়া[দ] করিয়া পাট্টা লইল। এক্ষণে তাহার [কি] ব্যয় হইবে, তাহা এক বার বিবেচনা করিয়া দেখা হউক,

| | |
|---|---|
| পাট্টার ষ্টাম্প | ॥ |
| কবুলতির ঐ | ॥ |
| রেজিষ্টরি ফী | ॥০ |
| মোক্তার সনাক্ত করিবেন তাঁহার ফী | ১৲ |
| রেজিষ্টরের আমলাগণকে | ১৲ |
| পাথেয় (দুই দিবসের) | ১৲ |
| মোট | ৪॥০ |

পাঁচ বৎসরের কর দশ টাকামাত্র কিন্তু ৪॥০ টাকা আইনের কল্যাণে যাইতেছে।

উল্লিখিত পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তাবকারীর অবিবেচ্যকারিতার আর একটী পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এক্ষণে অল্প মূল্যের ষ্টাম্পে লিখিত দলীলের ২০ গুণ দণ্ড দিলে পর্য্যাপ্ত হয়; কিন্তু পাণ্ডুলেখ্যে ফৌজদারী দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা করা হইতেছে। ইচ্ছা করিয়া কেহ এ ক্ষতি সহ্য করেন না। ষ্টাম্পে লিখিবার কারণ কি? দলীল পাকা হইবে বলিয়া ত? কোন্ ব্যক্তি অর্থব্যয় করিয়া কাঁচা দলীল করিবেন? নিতান্ত অবস্থাবৈগুণ্য অথবা ভ্রান্তি না হইলে কেহ অল্প মূল্যের ষ্টাম্পে লেখাপড়া করেন না। ককেরল সাহেব এক প্রকার মাথার দিব্য দিয়া বিচারপতিদিগকে বলিতেছেন, এরূপ স্থলে দলীলপ্রদাতাদিগকে ফৌজদারীতে অর্পণ করিতে হইবে। এস্থানে এতৎসংক্রান্ত আর

-কটী বিষয়ের উল্লেখ করাও অসঙ্গত হইতেছে না। বর্ষ্টন সাহেব যে ভয়ঙ্কর আইন করিয়া দরিদ্রদিগকে আদালত হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন, সেই আই নের সংশোধন করিয়া নালীশের রসুম কমান কর্ত্তব্য। অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া ও প্রজাদিগকে নিস্তেজ করিয়া শান্তিরক্ষা করা এবং তাতাদিগকে বধ করিয়া বদ্রোহনিবারণ করা যেরূপ, রসুমবৃদ্ধি করিয়া মকদ্দমা কমানও সেইপ্রকার।

উপসংহারকালে সম্পত্তিঘটিত কর- ার রসুমবৃদ্ধির একটী মূলনিয়মঘটিত াপত্তি উপস্থিত হইতেছে। সম্পত্তির ল্য বাড়িতেছে। ১০০ টাকার ভূমি ০০ টাকায় বিক্রীত হইতেছে। ১ টাকার ানে ত ৪ টাকা লওয়া হইল। আবার সুদের হার বৃদ্ধি কেন? ইহাকে কি ক বিষয়ে দুইবার কর লওয়া বলে ?

—:•:—

১০ আইন ঘটিত মকদ্দমা ও বঙ্গ- দেশীয় গবর্ণমেণ্ট।

এ দেশের কালেক্টর ও ডেপুটী কালে বেরা ১০ আইনসংক্রান্ত মকদ্দমায় ান্ত অপটু। তাঁহাদিগের হইতে অতি অবিচার হয়, ইহাতে বিরক্ত হইয়া ারণে এই সকল মকদ্দমা দেওয়ানী ালতের শিক্ষিত বিচারপতিদিগের ত দিবার নিমিত্ত বহু দিন অবধি কার করিতেছেন। আট বৎসর রাজস্বসংক্রান্ত কর্ম্মচারীদিগকে ক্ষা করিয়া দেখা গেল ঐ সময়ের তাঁহারা লোকের পূর্ণ তে পারিলেন না। আমাদিগের শী জজ ও কমিসনরগণ, উকীল বস্থাপকগণ, জমীদার ও প্রজাগণ াই একবাক্যে দেওয়ানী আদালতে ংক্রান্ত মকদ্দমা লইয়া যাইবার অনু- ও প্রার্থনা করিতেছেন। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর স্বয়ং মফস্বলে গিয়া জমীদারদি গকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হন, এতৎ সম্বন্ধে সকলে যে কথা কহিতেছেন তাহার মূল আছে। এক জন বহুদর্শী উপযুক্ত ভূতপূর্ব্ব জজ এতৎসংক্রান্ত এক পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করেন। টমসন সাহেব নদীয়াতে ছিলেন। নদীয়া জেলাতেই অসংখ্য করঘটিত জটিল মকদ্দমা হয়। টমসন সাহেব নিজের ভূয়োদর্শন বলে জানিতে পারেন, কালেক্টর ও ডেপুটি কালেক্টর হইতে এ বিষয়ে সাধারণে সুবিচার হয় না। লাভের মধ্যে এই হয়, যে তাঁহারা শাসনকার্য্যে যথাবিধি মনোনিবেশ করিতে পারেন না। এ সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, পূর্ব্বোক্ত পাণ্ডুলেখ্য বিধিবদ্ধ করিবার আর আপত্তি নাই। অধিক কি, অনেকে অনুমান করিয়াছিলেন, ১ লা নবেম্বর অবধি দেওয়ানী আদালতে করসংক্রান্ত মকদ্দমা নিষ্পাদিত হইবে; কিন্তু হঠাৎ গ্রে সাহেবের মত পরিবর্ত্ত হইয়াছে। অনিষ্টতরুচ্ছেদনার্থ কুঠার উত্তোলিত হইয়াছিল, সহসা আঘাতকারীর হস্ত রুদ্ধ হইয়া গেল। ইহার কারণ কি? ইহার যুক্তিসিদ্ধ, ন্যায়সিদ্ধ ও রাজনীতিসঙ্গত কোন কারণই প্রত্যক্ষ হইতেছে না। আমরা শুনিতে পাইতেছি, অতি সামান্য কারণে উল্লিখিত বিধিটীর সম্পাদনে বিঘ্ন জন্মিয়াছে। কতগুলি সিবিলিয়ান এই আপত্তি করিয়াছেন, ১০ আইনঘটিত মকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে গেলে তাঁহারা বিচার কার্য্য শিক্ষা করিতে পারিবেন না। এ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর। এক জনের সর্ব্বনাশ হইয়া আর এক জনের শিক্ষা হউক, এটী নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ বাক্য।

ইহার অপেক্ষা অন্যায় আর কি হইতে পারে? বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণ যদি বিচারকার্য্য শিখিতে এতই ইচ্ছুক, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের নিকটে এই করুন যে, বিচারকার্য্যের জন্য দিগের এক দলকে পৃথক নিয়ে করা হয়। অদ্য সহকারী মাজি কল্য থাকবস্তির তত্ত্বাবধায়ক, অহিফেনের সহকারী, পরে কা ও বিচারপতি, আবার কিছুদিন রেবেনিউ বোর্ড বা বঙ্গদেশীয় গব ণ্টের জুনিয়র সেক্রেটারি, পুন মাজিষ্ট্রেট, আবার সেক্রেটারি, তব এককালে জেলার জজ, যাঁহাদি এই রূপে সর্ব্বকার্য্যে শিক্ষিত করি চেষ্টা করা হয়, তাঁহাদিগের অনে যে কোন কাজের হন না, গবর্ণ এটী জানিয়াও জানিতে পারেন তাঁহাদিগের অনেকে বিচার কার্য্য জানেন না; তাঁহাদিগের সুবিধা হ তাঁহারা অনায়াসে বিচারকার্য্য হই অপসৃত হইয়া শাসনকার্য্যে করিবেন; কিন্তু দেশের মঙ্গলার্থ তাঁ দিগের কৃত অনিষ্টনিবারণচেষ্টা করি গেলেই তাঁহারা চীৎকার করিবেন, সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে গবর্ণমেণ্টের এরূপ স্বার্থপর লোকে কথা শ্রবণ করা উচিত কি না? যাঁহা এক বার বিচারকার্য্য আর বার শাস কার্য্য এইরূপে নানা কার্য্য করিয়া বেড় তাঁহাদিগের হইতে বিচারকার্য্য ভা হইবার সম্ভাবনা আছে কি না, গব মেণ্ট স্বয়ং কেন তাহা একবার বিবে চনা করিয়া দেখুন না। তাঁহাদিগে হইতে কোন বিচারই ভাল হয় না উভয় পক্ষেই আপীল করেন। ছা মকদ্দমার ত অবধি নাই। জজের প্রধানতম বিচারালয় বিরক্ত হন সরকারী অর্থ নষ্ট হয়; বিচারপতি দি গের সময় বৃথা ব্যয়িত হয়; অর্থী প্র ত্যর্থীদিগের সময় ও অর্থ নাশের ত কথা নাই। মকদ্দমাপ্রিয় অসৎ লোকদিগের

কেবল এ অবস্থা প্রার্থনীয়, কারণ একবার এ আদালত আবার ও আদালত কয়েক বার এইরূপ করাইতে পারিলেই দুর্ব্বল শত্রু শাসিত হইয়া আইসে।

উপসংহারকালে আমরা গ্রে সাহেবকে স্পষ্টাক্ষরে কহিতেছি, ১০ আইনের মকদ্দমা যদি দেওয়ানী বিচারালয়ের হস্তে দেওয়া না হয়, জানিয়া শুনিয়া সাধারণের অনিষ্ট করা হইবে।

—:০:—

নূতন পুস্তক।

১। বিপদই সম্পদের মূল। শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায় এই নাটক খানির প্রণয়ন করিয়াছেন। লোকে যত বিপদগ্রস্ত হউন না কেন, পরিণামে তাহার সৌভাগ্যলাভের সম্ভাবনা থাকে, ইহা প্রতিপন্ন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। নীলগদর পতি এলগন্দেনপতিরে আক্রমণ করাতে বিদরের রাজপুত্র মনোহর তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করিয়া এলগন্দেলপতির সহিত নীলগদরপতিকর্ত্তৃক পরাজিত ও বন্দীভূত হন। নীলগদরপতি স্বহস্তে এলগন্দলপতির মস্তকচ্ছেদনপূর্ব্বক মনোহরকে বন্দী করিয়া উমারপুরে আপনার কারারুদ্ধ কনিষ্ঠ ভ্রাতার নিকট প্রেরণ করেন। পথে যাইতে যাইতে মনোহরের অর্ণবপোত জলমগ্ন হয়। মনোহর নদী তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে অজ্ঞানাবস্থায় তীরে সমুত্তীর্ণ হন। তথায় তাঁহার বান প্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বী পিতৃব্য তাহারে দেখিতে পাইয়া তাঁহার মূর্চ্ছাপনোদনপূর্ব্বক তাঁহারে আপনার আশ্রমে আনয়ন করেন; কিন্তু আপনার পরিচয় প্রদান করেন না। একদা মনোহরের পিতৃব্য তাঁহার নিমিত্ত ফলাহরণ করিতে গিয়া আর আশ্রমে প্রত্যাগত না হইয়া সেনাপতিবেশে নীলগদরপতিরে আক্রমণ করিতে গমন করেন। মনোহর পদব্রজে সমস্ত রাত্রি তাঁহার জীবনদাতার অন্বেষণ করিয়া পরিশেষে বন উত্তীর্ণ হইয়া চিনুরের রাজার রাজধানীতে সমুপস্থিত হন। তথায় যোগিন ও মোহিন নামক দুই ব্যক্তির সাহায্যে বিদুরের রাজার সহিত তাঁহার পরিচয় ও রাজবাটীতে অবস্থিত হয়। ঐ দুই ব্যক্তি বিদুরের রাজপুত্রের সহচর। উহারা ঘোরতর মাদকসেবী রাজপুত্র স্বয়ং অতিপানদুষ্ট ছিলেন বলিয়া উহাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং উহাদের অন্যতর মোহিনকে আপনার ভগিনী প্রদান করিবার মানসে স্বীয় পিতারে অনুরোধ করিয়া তাঁহার মত করেন। কিন্তু রাজমহিষী উহার স্বভাব অবগত হইয়া উহারে তনয়া প্রদান করিতে কোন মতেই সম্মত হন না। রাজা মহিষীর অনুরোধে উহাতে নিরস্ত হইয়া নবাগত মনোহরকে কন্যাপ্রদানে কৃতসংকল্প হন। রাজপুত্র উহা অবগত হইয়া আপনার সহচরদ্বয়কে উহা জ্ঞাপিত করাতে তাঁহারা মনোহরের হত্যা সম্পাদনে প্ররোচিত করে। মনোহর ঐ বিষয় অবগত হইয়া রজনীযোগে শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নীলগদররাজ্যে পলায়ন করেন এবং মোহিন দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ তাঁহার শয্যায় শয়ান থাকে। রাজপুত্র মনোহর বোধে মোহিনকে হত্যা করিয়া যোগিন দ্বারা অন্তঃপুরোদ্যানে প্রেরণ করেন চিনুরপতি ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া স্বীয় পুত্র ও যোগিনকে নির্ব্বাসিত করেন। পরিশেষে মনোহর নিলগদরপতিরে পরাজয় করিয়া স্বীয় পিতৃব্যের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় চিনুরে আগমনপূর্ব্বক পিতৃব্যের অনুমতিক্রমে রাজকন্যার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক পিতৃব্যের সহিত স্বীয় রাজধানীতে প্রতিগমন করেন। গ্রন্থ খানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখা গেল রচনা মন্দ হয় নাই

-:০:-

ভ্রম সংশোধন।

অগ্রহায়ণ মাস ৩০ এ মঙ্গ, ভ্রমক্রমে ১ লা [illegible]
হইয়া কয়েক স্থানে ৩০ এ অগ্রহায়ণ হইয়াছে [illegible]

---

বিবিধসংবাদ।

২৩ এ অগ্রহায়ণ সোমবার।

মন্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের জ্যোতির্বিদ [illegible] সাহেব আর একটী নূতন গ্রহ আবিষ্কৃত [illegible] ছেন। এটি অতিশয় ক্ষুদ্র বৃহৎ দূরবীক্ষণ [illegible] সূক্ষ্মরূপে লক্ষিত হয় না।

সিন্ধু নিউস করাচির জেলের অধ্যক্ষ [illegible] মটিনের বিচক্ষণতায় আর এক দৃষ্টান্ত [illegible] করিয়াছেন। ডাক্তর যে মুসলমান ক[illegible] প্রতি অত্যাচার করেন, তাহার বিষয় [illegible] পত্রে প্রকাশিত হওয়াতে ডেপুটী [illegible] সংবাদদাতা জ্ঞান করিয়া কর্ম্মে স্থগিত [illegible] ছেন। রবিবারেও কয়েদিদগকে [illegible] করান হয়। সিন্ধু নিউস গবর্ণমেণ্টকে [illegible] অত্যাচারের বিষয় অনুসন্ধান করিতে [illegible] ছেন।

উপনগরের মিউনিসিপালিটির গত [illegible] বেশনদিবসে মৌলবী আবদুল লতিফ [illegible] করেন, আরও কিছু দিন দরিদ্র লোক[illegible] চৌকিদারি কর হইতে মুক্ত করা উচিত [illegible] পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কাপ্তেন বার্চ [illegible] অনেক অংশের ক্ষতিপূরণ হইয়াছে। [illegible] আর দুরবস্থা নাই। অতএব মিউনিসিপ[illegible] আর ক্ষতি করা উচিত নহে। আমাদের [illegible] ক্ষমা নাই কমিশনরগণ চতুর্থ শ্রেণী [illegible] লিখিবার নিমিত্ত ২০ টাকা বেতনে চা[illegible] অতিরিক্ত কেরাণী নিযুক্ত করিবার মান[illegible] লম[illegible] ছেন।

উইলিয়ম লিন নামক ভারতবর্ষীয় [illegible] যের এক জন শকটচালক ভাগলপুর [illegible] শকট স্থগিত না রাখিয়া দ্রুতবেগে চালাই[illegible] এক মালগাড়ীতে ধাক্কা লাগে এবং কয়ে[illegible] আরোহী গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। [illegible] বোর্ড এবং তকে বিচারালয়ে অর্পণ ক[illegible] প্রধান বিচারালয়ে ইহার কঠিন পরি[illegible] সহিত এক বৎসর মেয়াদ হইয়াছে

লালচাঁদ দুগী ও নবীনচন্দ্র রক্ষিত [illegible] অপরাধে সেসিয়নে অর্পিত হয়। কিন্তু [illegible] অধ্যক্ষ ডাক্তর লিথ উভয়কেই উন্মত্ত [illegible] ইহাদিগের বিচার স্থগিত রহিল। সী[illegible] ঘোষনামক এক ব্যক্তি হত্যা করিবার [illegible] পায়। এ ব্যক্তিকেও বাতুল বলা হইয়াছে

সম্প্রতি কৃষ্ণবাগানে দিগম্বরীনাম্নী যে ...লোক হত হয়, তাহার হত্যাকারিগণ ধৃত ...য়াছে। হরপুরীনামক এক ব্যক্তি দিগম্বরীর ...বধূর উপপতি ছিল। সে রাত্রিতে দিগম্বরীর ...হ থাকিত। দিগম্বরীর প্রায় ৬০০০ টাকা ...ল। সে অলঙ্কারাদি বন্ধক রাখিয়া কর্জ ...ত। হরপুরী মধ্যে মধ্যে তাহার নিকটে ব্যব- ...য় করিবে বলিয়া কিছু কিছু টাকা লইত। ...ক দিন ২০০ টাকা চাহিবায় দিগম্বরী তাহাতে ...সম্মত হইয়া পূর্ব্বকার ঋণ পরিশোধ করিয়া ...কে তাহার বাটী হইতে যাইতে বলে। হর ...রী ইহাতে তাহাকে সর্ব্বদা বলিত "তুমি ...দিন জানিতে পারিবে।" হত্যার কয়েক ...স পূর্ব্বে হরপুরী টেঙ্গর তাঁতি, হরকালী রায় ...হর ভুঁয়া নামক তিন ব্যক্তিকে দিগম্বরীর ...ইতে আনয়ন করে। দিগম্বরী তাহাদিগকে ...সকে নিষেধ করে। হত্যার রাত্রিতে হরপুরী ...র দ্বার খুলিয়া দেওয়াতে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির ...ধ্যে প্রবেশ করে। এক্ষণে স্ত্রীলোককে ...ক্ষুর দ্বারা বধ করে। হর ভুঁয়া আপন ও ...য়দিগের দোষ স্বীকার করিয়াছে।

...আবদুল রহমন খাঁর পরাজয়ের নিশ্চিত ...দ আসিয়াছে। বামিয়ানের যুদ্ধে প্রায় ...০০০ সৈন্য একত্র হইয়াছিল।

গত অক্টোবর মাসে কলিকাতার টাঁক...ল ৬,৭২,৯১১ টাকা ও বোম্বাইয়ে ৯৯,৯২৯ ... মুদ্রিত হইয়াছে। মান্দ্রাজের টাকশালের ...ক কর্ম্মচারীকে ছাড়াইয়া দেওয়াতে অক্টো... কার্য্য বন্ধ ছিল।

...৪ ঠা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের ভিন্ন ...নাগারে নিম্নলিখিত টাকা জমা ছিলঃ—

| | | |
|---|---|---|
| ...ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের | | ৭৯,২৯,০২১ |
| ...ঙ্গদেশীয় | ঐ | ১,৪০,৭৯,০৮৯ |
| ...ট্টিশ ব্রহ্মের | ঐ | ৪২,৮৬,৯০২ |
| ...ত্তর পশ্চিমাঞ্চলের | ঐ | ১০৫১৪৪৪৯ |
| ...যোধ্যার | ঐ | ৩৪২৮৪৪৬ |
| ...ঞ্জাবের | ঐ | ৯৯২০৮৪০ |
| ...ম্বাইয়ের | ঐ | ১২৭৫৬০৮১ |
| ...ন্দ্রাজ ও বর্ম্মের | ঐ | ৬৯১৮৭৮০ |
| ...ন্দ্রাজের | ঐ | ১৩৫৭৯৯৪৮ |
| ...ট টাকা | | ৮,০৭,১৪,৬০৪ |

...ত বৎসর এ সময়ে ১০,০০,১৮,৬৭৮ টাকা ...অতি বৎসর জমা টাকা কমিয়াছে।

২৪ এ অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার।

...ন টাইমস অফগানের শাসন প্রণালী ...করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন, যে রাজা ইচ্ছা পূর্ব্বক আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের সহিত কৃত সন্ধি ভঙ্গ করিয়াছেন। তিনি গোপনে বারুদ ও প্রায় ২০,০০০ এনফিল্ড রাইফল লইয়া গিয়া সৈন্যদিগকে শিক্ষা দিতেছেন এবং প্রকাশ্য রূপে বলিতেছেন, তাহাদিগকে শীঘ্র ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। রাজা মিসনরিদিগের সাহায্য করেন এবং আপনার কয়েকটী পুত্রকে মিসনরি মার্কের অধীন রাখিয়াছেন। তথাপি রেঙ্গুনের সংবাদপত্র বলেন, সম্প্রতি এক জন ধার্ম্মিক পুঙ্গিদিগের (ব্রহ্মদেশীয় পুরোহিতদিগের) বিরুদ্ধ কথা বলাতে তাঁহাকে বধ করা হইয়াছে। বর্ত্তমান রাজা নির্ব্বোধ, তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি; কিন্তু স্বাধীন ব্রহ্ম অধিকৃত করা রেঙ্গুন টাইমসের অভিপ্রেত। অতএব আমরা পূর্ব্বোক্ত লোকগুলির কথায় বিশ্বাস করিতে পারিলাম না।

পুনার জেলের যে জমাদার তত্রত্য এক জন কয়েদিকে রাত্রিযোগে বাহির করিয়া লইয়া এক জন আত্মীয় প্রাণবধ করিবার চেষ্টা পায়, তাহার ও কয়েদির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের আজ্ঞা হইয়াছে। জেলের প্রহরী কয়েদিকে ছাড়িয়া দেওয়াতে তাহারও দুই বৎসর মিয়াদ হইয়াছে। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট জেলের ইনস্পেক্টরকে ভৎসনা করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় সংবাদ পত্রের কথা সত্য নহে, এরূপ প্রতি কথায় বলেন। "প্রধান কাও। ...কিছু পয়সা ব্যয় করিতে পারিলে জেলে বসিয়া সকল কাজ হয়। আমলারা উৎকোচ লন, কে না জানেন, কিন্তু কোন ব্যক্তি কোন আমলাকে দণ্ড দেওয়াতে পারেন?

বোম্বাই গেজেটের এক জন পত্র প্রেরক বলেন, ফরাশী মনিটিউরের ন্যায় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এক পত্র নিজ মুখপাত্র করিবেন। সিটনকার সাহেবকে সম্পাদক করিবার কথা হয়। কিন্তু তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল গুরুতর অভিবাহিত হওয়াতে তিনি অসম্মত হইয়াছেন সর রিচার্ড টেম্পল ও সর উইলিয়ম ম্যাক্‌নিলচ সম্পাদকতা করিবেন। সর রিচার্ড টেম্পলের কি এত অবসর আছে।

ডেলি নিউস শ্রবণ করিয়াছেন, কুষ্টিয়ার ছোট আদালতের জজ বাবু ...প্রসাদ ঘোষ বাবু ...চন্দ্র ঘোষের পদে নিযুক্ত হইবেন। বাবু দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ অতিশয় উপযুক্ত বিচারপতি।

কৃষ্ণগড়, কিরৌলি, জয়পুর, আলোয়ার উদয়পুর ও টঙ্কে দুর্ভিক্ষনিবন্ধন শস্যের ... বর্দ্ধিত হইয়াছে, আমরা দুঃখিত হইলাম, ...বাদের রাজা নিজে প্রজাদিগের সাহায্য ...চেষ্টা পাইতেছেন না। একখানি সংবা... বলেন, তিনি প্রায় সমস্ত দিন মাতাল ... থাকেন। এই যুবকের চরিত্র সংশোধনের ... কোন উপায় নাই?

২৫ এ অগ্রহায়ণ বুধবার।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, সর টাকো... কোটি ১০০ টাকা করিয়া বোম্বাই বিশ্ব... এর পাঁচটী পুরস্কার দিবার ইচ্ছা করিয়াছে...

আলাহাবাদের মাজিষ্ট্রেট সম্প্রতি এক ... আজ্ঞা দিয়াছেন। প্রয়াগদূত বলেন ... পূজা কি আমোদ কোন কারণেই এতদ্দে...গণ আলাহাবাদের মধ্যে কোন ভারতবর্ষী... বাজাইতে বা গান করিতে পারিবেন না। ... বাজাইতে হইলে পূর্ব্বে অনুমতি লইতে ... এক্ষণে রাস্তায় দূরে থাকুক সন্ধ্যার পর ... নিজের বৈটকখানায়ও ঢোলক বাজাই... ...বেন না। পিয়ানয়র মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যের ...মোদন করিয়া বলিয়াছেন, যেখানে ইউরো...পীয়গণের বাস সেইখানেই কেবল এতদ্দে...শীয় ভারতবর্ষীয় যন্ত্রপ্রভৃতি লইয়া গান ... করিতে পারিবেন না। ভারতবর্ষীয় ইং...রেজদিগের ন্যায় জাতিবৈর ও কুসংস্কারপরা... পায়পূরিত এটী তাহার অন্যতর দৃষ্টান্ত। ... জন ভারতবর্ষীয়ের প্রতিবাসী এক জন ই... হইলেই তাঁহাকে ঢোলক তানপুরাপ্র... ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হবে বা ঐ স্থান ত্যাগ করি...তে হইবে। যেমন মাজিষ্ট্রেট তেমনি সাহায্য... সংবাদপত্র। গবর্ণমেণ্টেরও কি এই মত?

কলিকাতার বাতুলালয়ে বাতুলের সংখ্যা অ...ধিক হওয়াতে আলীপুরে একটী অতিরিক্ত ... প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা হইয়াছে।

মুজাফ্ফরপুরের রবটস নামক এক জন ইং... সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে ষ্টেসনের সহকা... ষ্টেসনমাষ্টরকে অপমান করাতে তাঁহার ... টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। অনেক মহাত্মা ... এতদ্দেশীয় ষ্টেসনমাষ্টরদিগের সাহস ... বিবাদ করেন।

আমরা দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতে... রাণাঘাট উপবিভাগে উর্দ্ধসংখ্যা চারিআ... শস্য জন্মিয়াছে। পূর্ব্বে যেরূপ অনুমান ক... গিয়াছিল তাহা হয় নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর ... এসময়ে নদীয়া বিভাগ দিয়া রেলওয়েতে ... করিলে উভয় পার্শ্বে বহু দূর দৃষ্টি চালিত...

সংখ্যা সম্বিধা ও অন্য অন্য বৎসরাপুর্ব
দুই হইত, এবার সম্বিধা অতি সামান্য এই
। অন্য অন্য শস্যের ত কথাই নাই।

২৬এ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতি বার।

রদার গুইকুমার মকায় প্রেরণ করিবার
ক হীরকখচিত যে চন্দ্র তপ প্রস্তুত করি
লেন, তাহা প্রেরিত হইল না। রাজার
র্দ্ধি অসঙ্গতি হওয়াতে তাহা বিক্রীত
। ইহার মূল্য ২৫ লক্ষ টাকা; বাদি
ল আরও অধিক হইবে। কেহই অখণ্ড
তপ ক্রয় করিতে সমর্থ না হওয়াতে
খণ্ড খণ্ড করিয়া বিক্রয় করা হইবে।
সকল রাজা রাজসিংহাসনের অবমাননা
বার নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।
ত্রুদিগে অসকষ্ট হওয়াতে মধ্যভারত
ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের সেনা সংখ্যা
করিয়া স্থানান্তরিত করা হইতেছে।

সম্প্রতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পুলিষ
াহাবাদের নিকটে এক জন ঠককে ধৃত
য়াছেন। এ ব্যক্তি বৈরাগীর-বেশে প্রায়
জন লোককে বিষপান করাইয়া তাহাদি
সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছিল। ইহার বস্ত্র
ধুতুরার বীজ বাহির হওয়াতে ঠক
ল সে প্রত্যহ ঐ বীজ ভক্ষণ করে। সে
লের সম্মুখে ধুতুরা ভক্ষণ করিয়া অচে
হইয়া রহিল, কিন্তু পরিশেষে এ ব্যক্তি
ান দোষ স্বীকার করিয়াছে। এই ঠক
াহকালে ইউরোপীয়দিগকে হত্যা
বার কাণ্ডে লিপ্ত ছিল।

মান্দ্রাজের এক জন মাজিষ্ট্রেট প্রস্তাব
য়াছেন, যেসকল ব্যক্তি হত হই বন্দীহ-
ার হত্যাকারীদিগকে দণ্ড করিবার নিমিত্ত
দেহগুলি এক এক বাক্স মধ্যে বান্ধায়
হইবে। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব
করিয়াছেন। সেকালে ইউরোপে সংস্কার
, হত্যাকারী আসিবামাত্র হত ব্যক্তির
হইতে শোণিত বহির্গত হইত। মান্দ্রাজ
মেণ্টের সেই সংস্কার আছে না কি? ইউ
পীয়দিগের মৃতদেহ এপ্রকারে থাকুক, কিন্তু
ও মুসলমানের মৃতদেহের সৎকার করিতে
দলে ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপণ করা হইবে।
পঞ্জাবের সীমান্তিক কতকগুলি বন্য পুর-

কার লোকেরা আরম্ভ করিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে
যাহারা "বিনীতভাবে সন্ধি প্রার্থনা" করি-
য়াছিল তাহাদিগের মধ্যে একটি জাতি এবি
ষয়ে প্রাধান্য প্রদর্শন করিতেছে। ভারতবর্ষ
ত্যাগের পূর্ব্বে শান্তিস্থাপন করা সর জন লরে
ন্সের অভিপ্রেত ছিল। সুতরাং বন্যদিগকে
অনুগৃহীত করিয়া সান্ত্বনা করাইতে হইয়া
ছিল। তাহার ফল এইরূপই হইবে।

মহারাজ জঙ্গ বাহাদুর শীঘ্র কলিকাতায়
আসিবেন। সর জন লরেন্সের নিকটে বিদায়
লওয়া ও লার্ড মেয়োর সহিত আলাপ করা
জঙ্গ বাহাদুরের উদ্দেশ্য। সর জন লরেন্স যদি
জঙ্গ বাহাদুরকে নেপালের বাণিজ্যের একচেটিয়া
ত্যাগ করাইতে পারেন, তাহা হইলে বড় ভাল
হয়। রণজীৎ সিংহের সহিত জঙ্গ বাহাদুরের
অনেক সৌসাদৃশ্য আছে।

মহারাজ হোলকার গবর্ণমেণ্টের নিকট হতে
কতী খনি জমা করিয়া লইয়াছেন। রাজা বাণিজ্য
উত্তম বুঝেন। শাসনভার অন্যহস্তে দিয়া
কেবল ব্যবসায় করিলে কি ভাল হয় না?

সম্প্রতি প্রধান বিচারপতি নিষ্পত্তি করিয়া
ছেন, যখন সব রেজিষ্টার কোন রজীন্টেরি
করী করিতে অসম্মত হইবেন, তখন তাঁহার
আজ্ঞার বিরুদ্ধে রেজিষ্ট্রর জেনেরলসাহেবের
নিকটে আপীল না করিয়া এক কালে দেওয়ানী
আদালতে নালিশ চলিবে না। নিরোবেষ্ট
নাসিকাস্পর্শ। সর বার্ণেসপিককের ইদানীন্তন
এক এক নিষ্পত্তি দর্শন করিয়া আমরা বিস্ময়া
পন্ন হইতেছি।

গত শুক্রবার সর রিচার্ড টেম্পল কলিকা
তায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। প্রধান সেনাপ
তিও উপস্থিত হইয়াছেন। সর রিচার্ড টেম্প
লের স্মরণার্থ নাগপুরে এক দরবার হইয়াছিল।

২৭এ অগ্রহায়ণ শুক্রবার

বিদ্রোহ ও বিপ্লবের পূর্ব্বে ফ্রান্সে যেসকল
লক্ষণ হইয়া থাকে, তাহা লক্ষিত হইতেছে।
মারটনামক এক জন ফরাসী প্রতিনিধি ১৭৫১
অব্দের গোলযোগে হত হন। লোকে সম্রাটকে
এই হত্যার কারণ বলিয়া জানেন। সম্প্রতি
কতকগুলি লোক এক চাঁদা করিয়া বন্দিনের
একটী স্মরণার্থ স্তম্ভ করিবার মানস করিয়াছেন।
বাহ্যে ইহা স্মরণার্থ স্তম্ভ হইবে, কিন্তু ফলে
এতদ্বারা লোকের মনকে বিদ্রোহে উৎসাহিত
করা চক্রান্তকারীদিগের অভিপ্রেত। কয়েক
খানি সংবাদপত্রে। সম্পাদক লোককে উত্তে

জিত করিয়া দণ্ড পাইয়াছেন; তথাপি
যোগ যাইতেছে না। সম্রাট নিজ মুখপত্র
জানাইয়াছেন, বিপ্লবের চেষ্টা পাইলে তিনি
তন্ন তন্ন বিনাশ করিবেন। কিন্তু গোল
অনিবার্য্য হইয়াছে বোধ হইতেছে। সম্রা
কেবল ভয়ভয় প্রদর্শনদ্বারা বিদ্রোহের
চেষ্টা না পাইয়া যে কারণে ঐ রূপ ঘটিতে
তাহার অনুসন্ধান করিয়া তাহার উন্মূলন
পাওয়াই কর্ত্তব্য।

খৃষ্টের জন্মতিথি উপলক্ষে গবর্ণমে
বণিকদিগের আফিসসমূহ আগামী বৃহ
অবধি রবিবার পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে।

অদ্য তিন দিবস হইল, প্রধানতম বি
লয়ের আদিম বিভাগে একটী মকদ্দমা হইতে
অর্থীর নাম সর্ব্বমঙ্গলা দেবী। প্রত্যর্থী র
ঘোষাল। সর্ব্বমঙ্গলা রামচন্দ্র ঘোষালের
বধূ। অলঙ্কার কাড়িয়া লইয়া বাটী
কৃত করা হয় এই কারণ প্রদর্শন করিয়া ম
হইয়াছে। অর্থীর পক্ষে ব্যারিষ্টর পিফাড
ও উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রত্যর্থীর
ব্যারিষ্টর উড্রফ ও ম্যাক্সন হইয়াছেন।
কের মকদ্দমা বলিয়া মার্কে সাহেব ও বাবু
শচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিনা অর্থগ্রহণে ম
করিতেছেন। আদালতে প্রত্যহ বিস্তর
আসিতেছেন। সর্ব্বমঙ্গলা আমাদিগের
পক ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু
চন্দ্র ঘোষালেরও আত্মীয়। ঈশ্বরচন্দ্র
মকদ্দমা স্থলে ব্যারিষ্টরের পশ্চাতে
তাহার সাহায্য করাতে অনেকে আশ্চর্য্য
হইয়াছেন। কিন্তু আমরা আশ্চর্য্যের
কারণ দেখিতেছি না।

সাপ্তাহিক পত্র বলেন, "রিচার্ড
নামে এক জন যোদ্ধা ১১২ বৎসর বয়সে
লণ্ডনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।"

আমরা শুনিলাম, সম্প্রতি খাজিপুরে
আসার একটী পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহা
মস্তক দুই। সেটী জীবিত নাই।

২৮এ অগ্রহায়ণ শনিবার।

এই বৎসর যাঁহারা কর্ম্মক্ষম ইংলণ্ডে
ব্যক্তির সংখ্য লইয়াছেন, তাঁহাদিগের
অদ্ভুত অদ্ভুত বিষয়সকল প্রকাশিত হই
ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারি বেলের্স সাহেব গব
পুনাতে অশ্ব হইতে পতিত হইয়া
আঘাতে প্রাপ্ত হন। তিনি মৌখিক সা
দিয়া লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। কিন্তু সব

…জন তাঁহাকে স্বয়ং উপস্থিত হইতে বলিয়া …ন। এস, ডি, বার্চ সাহেব এক জন সিবিলি …র ও গবর্ণমেণ্টের ডিরেক্টর ছিলেন। ইনি …ধ স্বীকার করিয়াছেন, ব্যাঙ্কের টাকায় …শ ক্রয় করিয়া প্রায় চারি লক্ষ টাকা লাভ …ন!! এইসকল ব্যক্তি আবার ভারতবর্ষীয় …দের চরিত্রের আদর্শ হইতে চান। বস্তুতঃ …নকার ভারতবর্ষস্থিত ইংরাজগণের ধর্ম্ম…ত অনেক নিকৃষ্ট হইয়াছে।

…ডোল সিঙস গবর্ণমেণ্টের কন্ট্রাক্টের আর … উদাহরণ দিয়াছেন। ৮ ই ডিসেম্বর কালকা… মাষ্টর আটেণ্ডাণ্ট ২০০ জীর্ণ সৈনিককে …গেও লইয়া যাইবার নিমিত্ত জাহাজ ভাড়া …। ৯ই ডিসেম্বর বিজ্ঞাপনটি এক্‌চেঞ্জ …জটে প্রকাশিত হয়। ১১ ই ডিসেম্বরের … দুই প্রহরের পর কণ্ট্রাক্টের আর আবেদন … হইবে না। এই কথা বলা হয়, সম্পূর্ণ দুই …দের সময়ও দেওয়া হইল না। গবর্ণমেণ্ট … এই সকল বিজ্ঞাপনের অর্থ বোধে সমর্থ?

…টাকার বাজার ক্রমশঃ মন্দ হইতেছে। …র্ণমেণ্টের কাগজ অধিক পরিমাণে বিক্রীত …তেছে না। ব্যাঙ্ক গত সপ্তাহে সুদবৃদ্ধি করি…লেন। পরশ্ব আবার সুদ বাড়াইয়াছেন। …নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ …ত হইতেছে।

| | |
|---|---|
| …টাকার সিক্কা | ৯৪। ৯৪৶০। ৯৩ |
| „ কোং | ৯৪৶। ৯৪।০ |
| „ পঞ্চাশকওয়ার্ক | ১০৪৸। ১০৫ |
| „ কোং | ১০৭৸। ১০৮ |
| „ কোং | ১১১৸০। ১১২ |

—:০:—

## ইউরোপীয় সমাচার।

…ণ্ডন ১ লা ডিসেম্বর। কনসারবেটিবদল …যারসেট ও ইয়ার্কশায়ারের অন্তর্গত … বাইডিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

…শালার লার্ড মেপিয়র স্বচক্ষে স্থান দর্শন …করেছেন।

…পন হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, বালেন্ট… কতকগুলি লোক একনায়ক শাসনপ্রণালী … করিবার অভিপ্রায়ে সমবেত হয়, কিন্তু …শতন্ত্রপ্রিয় দল তাহাদিগকে দূরীভূত …য়াছে। গবর্ণমেণ্ট যাবতীয় প্রিফেক্টকে বলি…ন, যাহাতে গোলযোগ না হয়, তাঁহারা …চেষ্টা পান।]

২ রা ডিসেম্বর। আরল মেয়র ও লার্ড নেপি…য়র গত কল্য সুএজে কিরোজ জাহাজে আরো…হণ করিয়া ভারতবর্ষে যাত্রা করিয়াছেন।]

বিবি ডিসরেলিকে বাইকোণ্টেস বেকন্‌সফিল্ড উপাধি দেওয়া হইয়াছে।

৩ রা ডিসেম্বর। ডিসরেলি সাহেব ও অন্য অন্য মন্ত্রী এক সরকুলারদ্বারা সকলকে জানাইয়াছেন তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন, পদত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।

গ্লাডষ্টোন সাহেব প্রধান মন্ত্রী হইবেন সকলে এই অনুমান করিতেছেন।

এপর্য্যন্ত ৩৮৪ জন লিবরল ও ২৭২ জন কনসারবেটিব প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছেন।

লণ্ডন ৪ ঠা ডিসেম্বর। ডিসরেলি সাহেবের অনুরোধে রাজ্ঞী গ্লাডষ্টোন সাহেবকে আহ্বান করিয়া মন্ত্রিদল নিযুক্ত করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

গত কল্য বোম্বাই ব্যাঙ্ককমিসন পুনর্ব্বার বসিয়াছেন, সভাপতি সর চারলস জাকসন ১০ ই ডিসেম্বর বুহস্পতিবার কার্য্য শেষ করিবেন।

বোধ হয়, প্রধান বিচারপতি সর আলেকজণ্ডার কোবরণ লার্ড চান্সেলর হইবেন।

নূতন মন্ত্রিদল নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে গ্লাডষ্টোন সাহেব আরল গ্রানবিল, আরল ক্লারেণ্ডন, ও কার্ডওয়েল সাহেবের সহিত পরামর্শ করিতেছেন।

সম্প্রতি পারিসে যে গোলযোগ হয়, তাহাতে মণ্টমার্ট পিরজার ৬৭ জনকে ধৃত করা হইয়াছে।

৫ ই ডিসেম্বর। জনরব উঠিয়াছে, তুরস্কের গ্রীসের সহিত বিবাদারম্ভ হইয়াছে। এই জনরব সত্য কি না তাহার বিশেষ প্রমাণ আবশ্যক।

নিউইয়র্ক হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, লিওনার্ড সাহেব বলিয়াছেন, প্রেসিডেণ্ট রাজাকে মধ্যস্থ না করিয়া এক কমিসনদ্বারা আলাবামা ঘটিত বিষয়ের মীমাংসা করা উচিত।

৬ ই ডিসেম্বর। অদ্যকার প্রাতঃকালের অবজারবর বলেন, ডিউক অব আরগিল ভারতবর্ষীয় সেক্রেটারি হইবেন স্থির হইয়াছে। জন ব্রাইট সাহেব বোর্ড অব ট্রেডের অধ্যক্ষ হইবেন। আরল গ্রানবিল উপনিবেশের সেক্রেটারি, চিচেষ্টর ফর্টেস্কিউ সাহেব আয়ারলণ্ডের সেক্রেটারী, লার্ড ক্লারেণ্ডন বৈদেশিক বিভাগের সেক্রেটারি হইবেন। গত কল্যের টেলিগ্রাম অনুসারে অন্য অন্য নিয়োগ হইবে।

—:০:—

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

### বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী

### নিয়োগ।

২ রা ডিসেম্বর। ৩ ই নবেম্বর অবধি … ডবলিউ, গারেট সাহেবের অনুপস্থিতি … পর্য্যন্ত ডবলিউ, বি, সিবিঙষ্টোন … ঢাকা কালেজের এক জন প্রতিনিধি অ… হইবেন।

৩ রা ডিসেম্বর। বাবু কৈলাসচন্দ্র … ১৮৩৩ অব্দের ৯ আইন অনুসারে … বিভাগে ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাই…

রেবেরেণ্ড এ, ডবলিউ, ডিউক, দানা… চাপলেন হইবেন।

রেবরেণ্ড এফ, এম, এল, এফ, মাস্… ডি, ডি, দারজিলিঙের চাপলেন হইবেন।

রেবরেণ্ড ডবলিউ, বি, ডক্রিক ঢাকার … লেন হইবেন।

নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ রাজধানীর … টীকা দিবার যে চক্রবাক হইবে, তাহার … নিধি ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডাণ্ট হইবেন:—

প্রথম শ্রেণির সব আসিষ্টাণ্ট সার্জন … বচন্দ্র ঘোষ।

প্রথম শ্রেণির সব আসিষ্টাণ্ট সার্জন … নাথ ব্রহ্ম।

প্রথম শ্রেণির সব আসিষ্টাণ্ট সার্জন … ন্দ্র ঘোষ।

নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ কলিকাত… উপনগরের গোবিন্দে টীকা দিবার চক্রবা… প্রতিনিধি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন:—

দ্বিতীয় শ্রেণির সব আসিষ্টাণ্ট স… কালিদাস বসু।

দ্বিতীয় শ্রেণির সব আসিষ্টাণ্ট সার্জন … চন্দ্র দত্ত।

প্রথম শ্রেণির সব আসিষ্টাণ্ট সার্জন শ্রী… মুখোপাধ্যায় মুরশিদাবাদের অন্তর্গত বহ… রের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

৪ ঠা ডিসেম্বর। নিম্নলিখিত কয় লোক… গোয়ালপাড়ার দাতব্য চিকিৎসালয় চালাই… সভার সভ্য হইবেন। বাবু পূর্ণানন্দ বসু… জে, এ, ফইড সাহেব। বাবু পদ্মলোচন … রেবরেণ্ড ইভান্‌স বাবু রামকৃষ্ণ মহেশ্বর। … কুমার দত্ত ও সাধুরাম দাস।

কামরূপের সহকারী কমিশনর এ, … কাবেল সাহেব বরপেটা উপবিভাগের … পাইবেন।

ক্টনণ্ট জে. বর্টলার আসামের কমিসনর
জ সহকারী হইবেন।
ু দ্বারকানাথ মিত্র মাদারিগঞ্জের প্রতি
ুন্সেফ হইবেন।
ু অতুলচন্দ্র বসু পুরীর প্রতিনিধি মুন্সেফ
।
দ আবদুলহোসেন ত্রিহুতের অন্তর্গত
ারির প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।
চ, এস, বীডন সাহেব কলিকাতার উপ
একজন মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।
, এম, লুইস সাহেব যশোহরের প্রতি
অতিরিক্ত জজ হইবেন।
চ, সি, মেরিডেথ সাহেব পদত্যাগ করাতে
চ, এ ব্রাউন সাহেব প্রেসিডেন্সিকালেজের
নর অধ্যাপক হইবেন।
ফটেনণ্ট গবর্ণর অনরেবল আসনী ইডেনকে
জদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার একজন সভ্য
েছেন।
বলিউ, পি, ডেবিস সাহেব মেদনীপুরের
সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।
ক, আডাম্‌স্‌ সাহেব নওগাঁর পুলিষ
ন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।
বলিউ, জে, কিলবি সাহেব ত্রিহুতের
রী পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।
ুলিখিত ভদ্রলোকেরা ত্রিহুতের বিদ্যা
সভার সভ্য হইবেন।
জর, ডবলিউ, ই মাশল।
, লাম্বট সাহেব।
জ বিলাত আলি খাঁ।
ু দুর্গাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়।
ই ডিসেম্বর: যশোহরের প্রতিনিধি
মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু
প্রসন্ন সরকার পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের
ঙ্কতিকালপর্য্যন্ত বাগের হাট উপবি
র ভার পাইবেন।
ালিউ, ই, ওয়াড সাহেব বর্দ্ধমানের মিউ
ালিটির সহকারী সভাপতি হইবেন।
ই ডিসেম্বর। বাবু গোরদাস বসাখ খুলনা
ভাগের ভার পাইয়া যশোহরে মাজি
র ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।
ক্ষম চক্রবাড়ের সাবেয়র জে এচ ও
১৮২২ অব্দের ৭ আইন ও ১৮২৫ অব্দের
ন অনুসারে রঙ্গপুর ও কুচবিহারে কালে
ক্ষমতা পাইবেন।
ালফ্রেড, এ, ওয়াটেস সাহেব নদীয়ার
রী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া দ্বিতীয়
অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

যত দিন বাবু অভয়কুমার দত্ত বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন মৌলবী নসিরুদ্দিন ঢাকা, বহর ও নারায়ণগঞ্জের ছোট আদালতের প্রতিনিধি জজ হইবেন।

মৌলবী নসিরুদ্দিনের অনুপস্থিতিকালে বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু ঢাকার প্রতিনিধি প্রথম অধ্যক্ষ জজ হইবেন।

বাবু মহেন্দ্রনাথ বসুর অনুপস্থান কালে বাবু বৈকুণ্ঠচরণ দাস ঢাকার প্রতিনিধি অতিরিক্ত অধ্যক্ষ জজ হইবেন।

তৃতীয় চক্রবাড়ের অফিসের ডেপুটি কালেক্টর বাবু সাতকড়ি রায় রাজসাহী বিভাগে বদলী হইয়া ১৮২২ অব্দের ৭ আইন ও ১৮৩০ অব্দের ৯ আইন অনুসারে রাজসাহী ও রাজধানীবিভাগের কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু হীরালাল মুখোপাধ্যায় তৃতীয় চক্রবাড়ের অফিসের ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

ডবলিউ, এফ, মিয়াস সাহেব কিছু দিনের নিমিত্ত বাখরগঞ্জে দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

কামরূপের সহকারী পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট জি, এচ, ফ্রেঞ্চ সাহেব বগুড়াতে বদলী হইবেন।

ই, এম, যোসলী সাহেব পূর্ণীয়ার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া কৃষ্ণগঞ্জ উপবিভাগের ভার পাইয়া মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

—:০:—

আমাদিগের বীরভূমিস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

এ দিকে এ বার সুচারুরূপে ফসল জন্মে নাই। ডাঙ্গাভূমির কথা দূরে থাকুক, নিম্ন ভূমিতে প্রতি বৎসর যে হারে ধান্য জন্মিয়া থাকে, তাহার অর্দ্ধেকও পাওয়া দুষ্কর। এখন এখানে চাউল প্রতি টাকায় কাঁচি ॥৫ সের বিক্রীত হইতেছে, অন্যান্য আহারীয় দ্রব্যও অগ্নিমূল্য হইয়াছে চারিদিকে আশঙ্কা পড়িয়াছে যে ৭৬ সাল ত সমীপবর্ত্তী, এ মন্বন্তরেও বা দুর্ভিক্ষদানব জনকে অস্থিচর্ম্মাবশেষ করিয়া তুলে।

২। বিপদ বিপদেরই অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে জ্বরের প্রকোপ প্রশমিত না হইতে হইতেই বনয়ারী আবাদে বিসূচিকার লক্ষণ দেখা দিয়াছে। ৩।৪ দিন মধ্যে অন্যূন ৫।৬ জন গতাসু হইয়াছে ঈশ্বর বঙ্গদেশেরপ্রতি একটু অনুকূল দৃষ্টি দিন!!!

৩। সে দিন দুমকা বিভাগের বাঙ্গলা ও ...ইনার বৃত্তির পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছে, প্রশ্ন... মধ্যবিধ ছিল। কিন্তু কেমন একটা কথা ...লাম। এ পরীক্ষাতেও না কি সংক্রামক ... (প্রশ্নচুরি) ধরিয়াছে।

৪। শুনিলাম, কাটোয়া অঞ্চলে গোবী... টীকাদানপ্রথাপ্রচলনবিষয়ে প্রয়াসবান ...য়াছিলেন বলিয়া তথাকার ডিঃ মেজি... কালিকাদাস বাবু ও সব আসিষ্টান্ট সা... চন্দ্রবাবু গবর্ণমেণ্ট হইতে ধন্যবাদ প্রাপ্ত ...ছেন।

৫। রাইপুরের শাখা ডাকঘরটী স্থায়ী ...য়াছে। কিন্তু এপর্য্যন্ত সীলপ্রভৃতি ডাক... আসবাব আসিয়া পৌঁছে নাই। এই অভা... শীঘ্র পরিপূরিত হয় এই আমাদের ...পক্ষীয় মহাশয়ের নিকট একান্ত প্রার্থনা।

৬। সিউড়ি বঙ্গ বিদ্যালয়টী অতি উত্তম... চলিতেছে। প্রতি বৎসরেই ৫।৬ জন ছাত্র... পাইয়া থাকে। কৃতবিদ্য সম্পাদকের ... কার্য্যতার পাড়ালে স্কুল যে সুচারুরূপে চ... থাকে, তাহার এই একটী প্রমাণ।

৭। বনয়ারী আবাদ স্কুলে প্রবেশিকা ...কার নিমিত্ত? পুস্তকসকল অধ্যাপিত ... এই কল্পনা হইতেছে। স্কুলটীর প্রতি এখা... মহারাজের এরূপ কৃপাদৃষ্টি আছে, তা... যে এ কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইবে তাহার ... নাই।

———

আমাদিগের মগরাস্থ সংবাদদ... লিখিয়াছেন:—

৩০ এ নবেম্বরের সোমপ্রকাশে খা... ...নবাসী শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহা... প্রেরিত পত্রের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচ... মহাশয় যে কএকটী প্রশ্নের উত্তর প্রদান ...য়াছেন তাহা দেখিয়া আমরা যৎপরো... বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। আমরা কেশব ... সরলহৃদয় বলিয়া জানি, তাহাতে তিনি ... নিমিত্ত এরূপ চক্রাকে প্রশ্নগুলির উত্তর ...ছেন তাহার ভাব কিছু বুঝিতে পারিলাম ... তাহাতে তাঁহার বিদ্যা ও বুদ্ধির কৌশ... আর কিছুই আমাদের বোধগম্য হইতেছে ... এরূপ চক্রাকে উত্তরগুলি না দিয়া যদি ... সরলভাবে দিতেন তাহা হইলে বোধ হয় ...কের কেশব বাবুর উপরে বিপরীত ভাবের ... হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

ত ২ রা ডিসেম্বর বামনাগ্রামে একটী বালক
নিমগ্ন হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে।
ত্তম আউশ চাউল মগরার হাটে ৩॥॰ টাকা
মণ বিক্রয় হইতেছে।

—•—

আমাদিগের কোন্নগরস্থ সংবাদ-
লিখিয়াছেন:—

সোনারঙ্গ গ্রামের রাস্তাপরিষ্করণ, খাল
ও বিদ্যালয়ের উন্নতিসম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে মুন
ক্ষর ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু বিমলাচরণ
ার্য্য মহাশয়ের যত্নে উক্ত গ্রামস্থ কতিপয়
প্রধান ব্যক্তি একত্রিত হইয়া এক
করেন। তাহাতে মীরকাদিমের খাল সংস্ক
প্রস্তাব উপস্থিত হইয়া তৎসম্পর্কে তর্ক
হইলে পর তাহার আবশ্যকতা বিবেচিত
এবং তজ্জন্য কতিপয় ব্যক্তি চাঁদাপ্রদানে
কারপূর্ব্বক স্বাক্ষর করিয়াছেন। শুনিলাম
ধিক ৭০০ সাত শত স্বাক্ষর হইয়াছে।
পর রাস্তা পরিষ্কারের বিষয় উল্লেখ হইলে
সম্মতিক্রমে সোনারঙ্গের তিনটী রাস্তা অবশ্য
ত হওয়া উচিত বলিয়া স্থিরীকৃত হয়।
শেষে সোনারঙ্গনিবাসী কোন সভ্য ভদ্রতা
লয়টী কিপ্রকারে রক্ষিত ও উন্নত হইতে
তদ্বিষয়ক প্রস্তাব উপস্থিত করেন; কিন্তু
কপের বিষয় এই যে তৎপ্রতি কেহই
কটা মনোযোগ করিলেন না। কারণ কি ?
লয়দ্বারাই দেশের প্রকৃত উন্নতি সাধিত
অতএব তাহার রক্ষণ ও উন্নতিবিধানে
করা নিতান্ত অন্যায়।

বশ্বস্তমুখে অবগত হইলাম কোন চুরি মক
আসমী খৃতকরণ পক্ষে ভীরুতা প্রকাশ
ত, নারায়ণগঞ্জ ষ্টেশনের হেড কনষ্টাবল
ত হইয়াছেন। বর্ত্তমান পুলিশের সকল
আছে। দুশ্চরিত্রতা, অত্যাচারিতা,
গ্যতা, ভীরুতা যে গুণের অন্বেষণ করা
তাহাই এখানকার পুলিশে সুলভ।

াকাকালেজের এক জন ছাত্র বিক্রমপুরের
ন ও আধুনিক ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন,
পুর অতিবিস্তীর্ণ ও প্রসিদ্ধ স্থান। অতএব
ইতিহাস জানিতে সকলেরই ইচ্ছা হইতে
। ইতঃপূর্ব্বে কেহই ইহার প্রণয়নে প্রবৃত্ত
াই। বিবেচনা করিতে গেলে এটী বিক্রমপুর
বিগণের পক্ষে সাধারণ অভাব ছিল না।
তি সেই অভাবের পূরণ দেখিয়া অনেকেই
াদিত হইতে পারেন। এখন জগদীশ্বরের
সমীপে প্রার্থনা প্রণেতা ইতিহাস মুদ্রিত করিয়া
কোনমতে ক্ষতিগ্রস্ত না হন।

—:•:—

আমাদিগের কালনাস্থ সংবাদদাতা
লিখিয়াছেন।

এখানকার মিউনিসিপাল চৌকিদারির নূতন
বন্দোবস্ত হইয়াছে, অথচ সকলেই স্বীকার
করিতেছেন যে পূর্ব্বমত কাজ হইতেছে না।
পূর্ব্বে এই গ্রামের চুয়াড়গণই চৌকিদারের
কাজে নিযুক্ত ছিল, কিন্তু ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রিক্ট
সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট হেরিশ সাহেব কৌশলে ইহা-
দিগকে পদচ্যুত করিয়া কতকগুলি হিন্দুস্থানী
লোককে এইসকল পদে নিযুক্ত করিয়া যান।
কিন্তু ইহাদের দ্বারাও উত্তম কাজ হইতেছে না
জানিয়া বর্ত্তমান ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট উই-
ম্বরলি সাহেব আদেশ করিয়াছেন, যে কামার
কুমার গোয়ালাপ্রভৃতি ভাল জাতিসকল
এ কাজের প্রার্থনা করিলে পাইতে পারিবে।
বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাও যে বিশুদ্ধ
প্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা কোন
মতেই বোধ হয় না। কারণ চুয়াড় জাতির
দ্বারা এ কাজের যেমন সুবিধা হইবে, অন্যান্য
সুখবিলাসী লোকের দ্বারা সেরূপ হওয়া সম্ভা
বিত নহে। চৌর্য্যভয়নিবারণ করাই কাজটীর
প্রধান উদ্দেশ্য। ঘোরতর অন্ধকারাচ্ছন্ন নিশীথ
সময়ে প্রজাদিগের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করা, অতি
গোপনীয় স্থানসকল অনুসন্ধান করিয়া দেখা
সাহসপূর্ব্বক দস্যুগণের সম্মুখীন হওয়া চুয়াড়
জাতির দ্বারাই সম্ভাবিত। সুখবিলাসী ব্যক্তি
দ্বারা এ সকল আশাকরা বিড়ম্বনামাত্র। স্বয়ং
এ কাজসম্বন্ধে চুয়াড় জাতির অনেক বীরত্বের
বিষয় শুনা গিয়াছে। বিশেষতঃ ইহাদিগকে এ
কাজে নিযুক্ত রাখিলে ইহারা দেশের অন্যান্য
পাপকর্ম্মে লিপ্ত হইতে পারিবে না। পূর্ব্বে যে
এক এক মহল এক এক চৌকিদারের জেম্মা
থাকিত, সে প্রথা উঠাইয়া দিয়া প্রজাদিগের
আরও অসুবিধা করা হইয়াছে। তাহাতে এই
এক বিশেষ উপকার বোধ করা হইত, যে মহলে
চুরি হইত সেই মহলের চৌকিদার চোর ধৃত
করিবার পক্ষে যত্নবান হইত। অর্থাৎ যাহাতে
তাহার সীমামধ্যে কোন অত্যাচার না হয় সে
সর্ব্বদা সেইমত যত্ন করিত। এক্ষণে চুরি হইলে
চৌকিদারদিগকে কিছুই বলিবার বিষয় নাই।
তাহারা কেবল পোষাকের জন্য আছে মাত্র।
সাহেবদিগের অভিলাষ যে কলিকাতার প্রথা
সমস্ত পল্লীগ্রামে শীঘ্র প্রবর্ত্তিত করিয়া গ্রামের
শোভা বৃদ্ধি করেন; কিন্তু এরূপ স্থানে
সম্ভব কি না; দেখা উচিত। চৌর্য্যভয় নি
হইবে বলিয়াই চৌকিদারের প্রথা প্র
করা হইয়াছে। যদিও অন্যান্য আ
কাজও ইহাদের দ্বারা নির্ব্বাহিত হই
কিন্তু প্রধান উদ্দেশ্য প্রজাদিগের বি
রক্ষা করা হয়। যদি কাজটী শোভার
হইল, তবে সাহসী ও সবল লোকদিগকে
সকল পদে নিযুক্ত করা আবশ্যক। বি
স্থানীয় কোন বিষয়ের নূতন বন্দোবস্ত
তথাকার প্রজাদিগের মত লওয়া উ
আমরা শুনিয়াছি, সকলেই বলিয়া থাকে
পূর্ব্বে যে চৌকিদারের প্রথা ছিল
উত্তম ও প্রজাদিগের সুবিধাজনক
বর্ত্তমান পুলিস ইনিস্পেক্টর বাবু রামরেণু
এ জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু
দিগের যাহা মত তাহা কে অন্যথা করে
সম্প্রতি বর্দ্ধমানের সিবিল সারজন
সাহেব ও ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট উই
সাহেব এখানে আসিয়া আপন আপন
পরিদর্শন করিয়া তুষ্ট হইয়া গিয়া
সীকারেও বিলক্ষণ আমোদিত হইয়া গিয়া
দাতব্য চিকিৎসালয়টী দেখিয়া বিশেষ
হইবার কারণ এই যে, রাজা বাহাদুর
থাকিবার জন্য দশটী ঘর প্রস্তুত করিয়া
ছেন। ইহাতে বিশেষ উপকার হইতেছে
আমরা দেখিতেছি, প্রাণনাথ বাবুর
ক্রমেই উন্নত হইতেছে। কএকটী উপযুক্ত
কও নিযুক্ত হইয়াছেন। এক্ষণে গ্রামের
যত্নবান হইলেই বিশেষ কাজ হইবে।
এত দিনের পর এখানে একটী বা
বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।
বৃত্তান্ত ক্রমে লিখিব।

—

## প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্প

মহাশয় সমীপেষু।

ব্যায়াম চর্চ্চা।

মহাশয় ২০এ অগ্রহায়ণের সোমপ্রকা
কগণের ব্যায়ামচর্চ্চা এই শীর্ষক দি
একটী প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তৎপাঠে
আমাদিগের হর্ষ ও বিষাদ উভয় উ
হইল। উক্ত বিষয়টিতে যেসকল
উল্লেখ করিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন,
নিতান্ত অমূলক নহে এবং তৎসম্বন্ধে

শ প্রদান করিয়াছেন, তাহাও নবযুবক
পক্ষে একান্ত অনুসরণীয়। বিষাদের বিষয়
াপনার প্রস্তাব পাঠে এরূপ বোধ হয়
যেসমস্ত বালক ব্যায়ামচর্চ্চা করিতে
তাঁহাদিগের সকলেই মিলিত হইয়া বড়
দিগের বাটীতে অভিনয় করিয়া থাকেন।
যে আমাদিগেরই এইপ্রকার সংস্কার
ছে এরূপ নহে, বোধ করি সোমপ্রকাশ
মাত্রের এইরূপ হওয়া সম্ভাবিত। অতএব
দিগের এই প্রকার অমূলক ভ্রম দূরী
করিবার অভিপ্রায়ে নিম্নলিখিত বিষয়
লিখিতে বাধ্য হইলাম।

ৎকালে বালকগণকে ব্যায়ামশিক্ষা দিতে
করা হয়, তৎকালে কোন বিশেষ নিয়ম
য় নাই, সুতরাং যে কেহ শিখিতে আসিয়া
তাহাকেই উক্ত বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়।
দিন পরে প্রকাশ হইল তাহার মধ্যে কতক
এরূপ বালক আছে যে, তাহারা ব্যায়াম
ারা শারীরিক উৎকর্ষসাধনে তত মনো
কেবল উহাদ্বারা তাহারা নৃত্যাদিতে বিশেষ
ও পটু হইবে, ইহাই তাহাদিগের প্রধান
য়। অনন্তর যখন বর্ত্তমান অব্দের জানু-
মাস হইতে কলিকাতার স্থানে স্থানে উক্ত
ার বিদ্যালয় হইয়া বিশেষ বিশেষ নিয়ম
লাগিল সেই সময়ে ঐসকল বালক
ৃত হইল এবং তাহার কতকগুলি একত্র
একটি দলবদ্ধ করিয়া আপনারা নর্ত্তক
খ্যাত হইল এবং আমোদপ্রিয় ধনিলোক
বাটীতে অভিনয় করিতে আরম্ভ করিল।
ত তাহাদিগের প্রথমাবধি ঐ অভিপ্রায়
তাহাতে আবার বড় মানুষ মহাশয়দি-
প্রশংসা। ইহাতে তাহাদিগের আরো
হ হইয়া উঠিল। এইরূপ দেখিয়া ব্যায়াম
সভার সভাপতি ও সভ্য মহাশয়েরা সমু-
বিদ্যালয়ের বালকগণকে সাবধান করি
লেন এবং কয়েক জন বালকের প্রতি
দিগের সন্দেহ হওয়াতে তাহাদিগকে
লয় হইতে বহিষ্কৃত করিলেন এবং বিদ্যা
াতে এরূপ কঠিন নিয়ম প্রবর্ত্তিত করি
ন, যদি কোন বালক অভিনয়কার্য্যে
য় তাহাকে বিদ্যালয়ে আর লওয়া হই
এবং তাহার বিশেষ দণ্ডবিধান হইবে।
উক্ত আমাদের বক্তব্য এই যে তদবধি
লয়ের আর একটি বালক অভিনয় কার্য্যে
াই এবং যে অল্পসংখ্যামাত্র প্রথমা
ারকদলে প্রবিষ্ট হয় তাহারাই এখনও
কুকর্ম্মোৎসাহক মূর্খ ধনীদিগের আমোদজনক হইয়াছে।

আপনি নব যুবকগণকে আড়ম্বরপ্রিয় এবং তাঁহাদিগের কার্য্যসকলকে আড়ম্বরস্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াথাকেন। অতএব পাছে আপনি এই সাধারণ মঙ্গলকর কার্য্যকেও আড়ম্বর বোধে ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন তাহার নিবারণজন্য আমি অদ্য এই প্রস্তাবটী লিখিতে সাহস করিলাম, অনুগ্রহ করিয়া স্থানদানে বাধিত করিবেন।

শ্রী ঘঃ—

—:*:—

সম্পাদক মহাশয়। আমাদিগের এই হত ভাগ্য ফরিদপুরের ভয়ানক জলকষ্টের বিষয় লিখিতে লিখিতে লেখনী ক্ষয় হইতে লাগিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ইহার কোন উপায় হইল না।

গত আশ্বিন মাস হইতে এখানকার খাল স্বল্পতোয় হওয়াতে তাহার স্রোতোবিহীন বদ্ধ জল কেহই ব্যবহার করেন না। এখন সকলে অত্রত্য জলাসমূহের জলই ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রায় মাসাধিক কাল গত হইল, উহারও জল নিতান্ত কটু ও কষায় হইয়া পীড়োৎপাদক হইয়াছে। অনন্যোপায় হইয়া উক্ত জল ব্যবহার করাতে এখানে জ্বররোগের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অনুসন্ধান করিলে প্রতি বাসাতেই ২।৪ জন জ্বর রোগাক্রান্ত ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যাইবে। গবর্ণমেণ্ট মনোযোগী না হইলে আমরা ত ইহার কোন উপায় দেখিতে পাই না। হয় খালগুলির পঙ্কোদ্ধার করিয়া স্রোতস্বান করুন, অথবা জলকষ্টনিবারণের অন্য কোন উপায় করিয়া দিন।

এবৎসর অত্রত্য গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় হইতে ৫ জন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রেরিত হইয়াছেন। ঈশ্বর করুন সকলেই কৃতকার্য্য হউন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় অত্রত্য গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়টিকে নোয়াখালীর গবর্ণমেণ্ট স্কুলের ন্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করিবার জন্য কমিটীতে প্রস্তাব করিবেন। যথার্থ হইলে নিতান্ত দুঃখের বিষয়।

আগামী ১ লা জানুয়ারি হইতে আমাদিগের এখানকার বার্ষিক কৃষিপ্রদর্শনী মেলা আরম্ভ হইবে। আমরা অধ্যক্ষগণকে বিনয়ের সহিত নিবেদন করি, কৃষিপ্রদর্শনী মেলাতে কেবল কৃষকদিগের স্বোপার্জ্জিত দ্রব্যাদি প্রদর্শন করিয়া

সুশৃঙ্খলরূপে যাহাতে তাহারাই পুরস্কৃত
সর্ব্বতোভাবে তাহাতে দৃষ্টি রাখিবেন।
দিগের নাম দিয়া অর্থগৃধ্নু সাহেব ও বাবু
স্মীতোদর পূর্ণ করা নিতান্ত অসঙ্গত।
সাহেব ও বাবুদিগের উদর পূর্ণ করা হয়
হইলে ইহার কৃষিপ্রদর্শনী মেলা নাম না
সাহেব কি বাবুপ্রদর্শনী মেলা নাম দে
সঙ্গত হয়।

আজি কালি এখানে ব্রাহ্মদিগের নি
শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। কাহ
সমাজে আসিতে দেখা যায় না। কেবল
জন ব্রাহ্মদ্বারা সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহিত
থাকে।

শ্রীঃ—

———

হিন্দুধর্ম্মই এখানকার আদিম ধর্ম্ম, ত
খৃষ্ট ও ব্রাহ্ম প্রভৃতি কয়েকটি ধর্ম্ম প্রচলি
য়াছে। সম্প্রতি আর একটি নব ধর্ম্মের আ
হইয়াছে। ইহার নাম "গুরু সত্য হরি ব
এই মতটি দেশের পক্ষে মহানিষ্টকর হই
ইহার বিশেষ বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল।
গণ পাঠ করিয়া দেখুন, এটি দেশের ক
অনিষ্টসাধক তাহা সহজেই বুঝিতে পারি
এত দিন এটি গোপনভাবে ছিল, এক্ষণে
ইহা প্রচারিত হইয়াছে। প্রায় ৯০ বৎসর
এই মতটি প্রচলিত হইয়াছে। ইহার ই
অতি সুন্দর ও অদ্ভুত। সুখসাগরের স
হালিসহর গ্রামের দক্ষিণ এবং কাঁচড়াপ
উত্তর ঘোষপাড়া নামে একটী গ্রাম আ
উক্ত গ্রামনিবাসী রামশরণঘোষ উপ
খিত মতটির আবিষ্কার করেন। তিনি
উৎকট পীড়ায় পীড়িত হন। বহুদিবস
বহুবিধ চিকিৎসা ও নানাপ্রকার উপায় ক
কিছুতেই রোগশান্তি হইল না। পরি
যন্ত্রণা অসহ্য হইলে এক দিবস ভাগীরথী
জীবনবিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হন; এমত স
দৈববাণী হইল তোমার জলমগ্ন হইয়া প্রা
ত্যাগের প্রয়োজন নাই। তুমি অদ্যহঃ কা
বাক্যে এবং ভক্তিসহকারে "গুরু সত
বল" বলিয়া জপ করিও, তাহা হইলেই
হইতে মুক্ত হইবে। তিনি এই কথা শুনিয়
সন্তুষ্ট চিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া প
নিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক উক্ত দৈববাক্য জপ ক
অল্পদিবসমধ্যেই আরোগ্যলাভ করেন।
দেখিয়া অন্যান্য নিকটবর্ত্তী গ্রামনিবা
প্রতিবাসী কয় ব্যক্তিয়া প্রতিদিন তাঁহার

...গত হইতে লাগিলেন এবং কৃতাঞ্জলি পুটে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া অতিকাতরস্বরে তাঁহার আরোগ্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেন। ঘোষজ মহাশয়ের রোগ কিছুতেই ভগ্ন হয় না। উপর্য্যুপরি বএক দিবস এইরূপ করাতে দৈবাৎ এক দিবস তাঁহার রোগ ভঙ্গ হইল। চাহিয়া দেখেন, সম্মুখে কএক জন লোক দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন কেন বাপু! তোমরা এরূপে আমার সমীপে দণ্ডায়মান রহিয়াছ। তাঁহারা এইরূপ জিজ্ঞাসিত হওয়াতে আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করিলেন এবং গদ গদ স্বরে বলিতে লাগিলেন আমরা আপনকার আরোগ্যের কারণ জানিতে নিতান্তই অভিলাষী হইয়াছি। এক্ষণে যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক বলেন তাহা হইলে পরমোপকৃত হই। তিনি গর্ব্বিতস্বরে বলিলেন আমি "গুরু সত্য হরি বোল" বলিয়া রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছি. তোমরাও বল অবশ্যই আরোগ্যলাভ করিবে। তাঁহারা এই বাক্য শিরোধার্য্য ও অমোঘ বিবেচনা করিয়া তাহাই করিতে লাগিলেন। সময়গুণে বা বিশ্বাসবলে কাহার কাহার আরোগ্যও হইল। এইরূপে ক্রমশই এই মতটি চারি দিগে ব্যাপ্ত হইয়াছে। এখন প্রায় প্রান্তপ্রদেশে ও নগরে এই ধর্ম্মালোক প্রবেশ করিয়াছে। এদেশীয় অধিকাংশ অশিক্ষিত পুরুষ ও স্ত্রী এই ধর্ম্মভূষণে ভূষিত হইয়াছেন। এখন স্থানে স্থানে এক এক আড্ডা দেখিতে পাওয়া যায়।

১ম ঘোষ পাড়ার আড্ডা। উক্ত রামশরণ ঘোষের বংশপরম্পরা উক্ত ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। প্রতিবৎসর দোলযাত্রার সময় এখানে মহাসমারোহপূর্ব্বক একটি করিয়া মেলা হইয়া থাকে। এই সময়ে এই স্থানে এই ধর্ম্মাক্রান্ত নানাজাতীয় স্ত্রী ও পুরুষ নানা দিগ্দেশ হইতে আসিয়া একত্রমিলিত হন। হাতী ঘোড়া গাড়ি পালকীপ্রভৃতিতে মেলাস্থানটি পরিপূরিত হয় এবং বিবিধ মনোহর ও উপাদেয় দ্রব্য সামগ্রীর দোকান বসে। লোকের কোলাহলে গ্রাম পরিপূর্ণ হইয়া যায়। আমোদের পরিসীমা থাকে না। নানাজাতীয় স্ত্রীপুরুষ একত্র শয়ন ও একত্র ভোজন করে। ঘোষবংশীয়দিগের আয়ের সীমা নাই। বিবিধ উপাদেয় ও সুখাদ্য সামগ্রীতে গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া যায়। টাকা রাখিবার স্থান থাকে না। দুঃখের কথা কি বলিব! কতশত ব্রাহ্মণ ও শূদ্রগণ ঘোষবংশীয় ব্যক্তিগণকে অর্থপ্রদানপূর্ব্বক প্রণাম করেন ও তাঁহাদের পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে লেপন ও লেহন করেন। বিশপেরা রোমান ক্যাথলিকদিগকে যেরূপ সম্মান ও উপঢৌকনাদি প্রদান করিতেন, প্রদেশীয় আড্ডার কর্ত্তারা ঘোষবংশজদিগকে সেইরূপ প্রতিবৎসর সম্মানচিহ্ন স্বরূপ কিছু কিছু কর দিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় প্রদেশস্থ আড্ডা। ইহাদের আচার ব্যবহার কিছু অধিক বিস্ময়কর। ডোম. হাড়ী, বাগ্দী যে কোনজাতীয় হউক না কেন কেহ না কেহ ঐ আড্ডায় কর্ত্তা হইয়া বসে। ইহাকে গুরু বলে। লোকে পর কালের নিস্তারকর্ত্তা দীক্ষাগুরু অপেক্ষা ইহাকে অধিক ভক্তি করিয়া থাকে। ইহাদের আধিপত্যের সীমা নাই। ইহাদের গৃহে কোন সামগ্রীরই অভাব দেখা যায় না। ইহাদের সেবকেরা কোন প্রকার সুখাদ্য সামগ্রী পাইলে আপনারা ভক্ষণ না করিয়া এমন কি প্রাণসম পুত্র কন্যাদিগকে বঞ্চিত করিয়া কর্ত্তার নিকট উপঢৌকন দেয়। অধিক কি ধন, প্রাণ, যৌবন, মান এবং কুলশীল সকলই একেবারে প্রভুর হস্তে সমর্পণ করিয়া বসে। কত শত ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে উঁহাদিগকে প্রণাম করেন এবং উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ ও চরণরেণু সর্ব্বাঙ্গে লেপন ও লেহন করেন। কোনপ্রকার পীড়া হইলে গুরুপূজা মনন করা হয়। প্রতি শুক্রবার রজনীতে গুরুর বাটীতে একটি করিয়া অধিবেশন হয়। এই দিবস এই দলাক্রান্ত স্ত্রীপুরুষেরা একত্র মিলিত হন এবং আমোদ প্রমোদাদি করেন। যে স্থলে এত স্ত্রীপুরুষের সমাগম সেখানে যে কিরূপ ব্যবহার হয়, পাঠকগণ সহজেই বুঝিয়া লউন। যিনি এই দলভুক্ত হইতে অভিলাষী হন, তাঁহাকে এই দিবস গুরুর সমীপে আপনার অভিপ্রায় জানাইতে হয় এবং গুরুর গয়ার ভক্ষণ করিতে হয়। গয়ার ভক্ষণের কারণ এই, তাঁহার মনে বিকার আছে কি না গুরু তাহার পরীক্ষা করেন। যিনি উক্ত বরিতে অক্ষম হন, তাঁহাকে দলে লওয়া হয় না। আমাদের দেশের লোকের কি ভ্রম! কোন কালে কে আরোগ্যলাভ করিয়াছে দেখিয়া, সেই ভক্তিতে নীচ জাতীয়ের নিকটেও দাসের ন্যায় হইয়া থাকেন। তাঁহারা কর্ত্তার নিকট নিজ নিজ অভিলাষ ব্যক্ত করেন। কর্ত্তা গর্ব্বিত এবং সাহঙ্কার বাক্যে তাহার প্রত্যুত্তর দেন। এই দলের ব্যবহার এরূপ জঘন্য যে, তাহার বর্ণনা করিতেও লজ্জা হয়। ইহাদের মতে স্ত্রীভেদ এবং জাতিভেদ নাই। অস্মদ্দেশীয় অধিকাংশ বিধবা স্ত্রী ও লম্পট পুরুষ এই দলাক্রান্ত হন। এখানে সকলের সকলপ্রকার অভিলাষ সিদ্ধ হইতে পারে

এই দলবদ্ধ হইলে বিধিবদ্ধ বৈধব্যযন্ত্রণা
করিতে হয় না। গুরু কল্পতরুর ন্যায় সর্ব্ব
কাম সিদ্ধিকর্ত্তা। এখানে সকল ফলই সুপ্রা
জগন্নাথক্ষেত্রে অন্নবিচার নাই জানা ছি
এক্ষণে এদেশেও অন্নবিচার প্রায় রহিত হ
আসিবে। ব্রাহ্মণপ্রভৃতি নানা বর্ণের লে
উক্ত রজনীতে একত্র ভোজন করেন
গান বাদ্য করেন। নারীরা পুরুষের অঙ্কে
পুরুষেরা স্ত্রীর অঙ্কে শয়ন করে। স্ত্রী
পরস্পর পরস্পরের গাত্রে ঢলিয়া পড়েন।
তেই লজ্জা বোধ হয় না। এইরূপে প্রায়
রজনী অতিবাহিত করিয়া কল্পতরু গুরুকে
পাওপুষ্পক নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান ক
থাকে। পাপমতি দুষ্টপ্রকৃতি পুরুষ ও কাম
অল্পবয়স্ক বিধবা ও অধিকাংশ কুলীনকন্যা
সুখলাভার্থ এই ধর্ম্মাক্রান্ত হয়, ইহারা পৃথি
পাপে পরিপূর্ণ ও সমাজকে কলঙ্কিত করি
ধর্ম্মসাধন ইহাদের উদ্দেশ্য নহে, ইন্দ্রিয় চ
করাই প্রধান উদ্দেশ্য। সম্পাদক মহাশয়!
কে ভয়ানক অবস্থাতেই পতিত হইয়াছে
অবস্থার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির কারণ! সেই
বিষম গোলযোগ ঘটিয়াছে। লোকে f
লিত বিশুদ্ধ হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি বিলক্ষণ
হইয়া আসিতেছে। যাঁহারা শিক্ষিত হইত
তাঁহারা অন্য ধর্ম্মের আশ্রয় লইতেছেন।
যাঁহারা অশিক্ষিত তাঁহারা এই দলাক্রান্ত
ছেন। ধর্ম্মের গোলযোগ হওয়াতেই দেশে
প্রকার কুকর্ম্মের স্রোত প্রবল হইতেছে
ভয় না থাকিলে কুকর্ম্মে কদাচ ভয় হয় না

তারিখ ২৯ এ নবেম্বর<br>সন ১৮৬৮ সাল<br>জনাই। } ভবদীয়

—০—

কিছুদিন অতীত হইল মহাশয়ের
সোমপ্রকাশে যদুনাথ চক্রবর্ত্তী ও বি
গোস্বামিপ্রভৃতি স্বাক্ষরকারী মহাশ
পত্র পাঠ করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া
কিন্তু ১৬ই অগ্রহায়ণের সোমপ্রকাশে
বাবু কেশববাবুর পক্ষ হইয়া যে স্বীয়
স্থিতচিত্ততার বিশেষ পরিচয় প্রদান
ছেন, তদ্দর্শনে অধিকতর বিস্ময়াপন্ন
ইনি কি সেই বিজয় বাবু? বোধ করি
যেন। তাহা হইলে কি এক মুখ হইতে
কখন নির্গত হয়? কিন্তু আবার যখ
স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে " যাঁ
কার্য্যে কেশব বাবু বিনা দোষে জগতে
হইতেছেন, তাঁহাদিগকে অনেক অনুন

াম, কিছুতেই তাঁহাদিগের উদ্যম ভঙ্গ
না ; অবশেষে সংবাদপত্রদ্বারা সাধা
গোচর করিলাম ।" তখন ইনি সেই
বাবু না হইয়া যান না। বাবু এপ্রকার
ন কেন এবং তাহাতে ভীতই বা হই
রণ কি? ইহাতে কি তাঁহার গৌরবের
হইতেছে না? পূর্ব্বে সাবধান হইলে আর
কথাই সহ্য করিতে হইত না। তিনি
লিখিয়াছেন "আমরা কেশব বাবুর
ঘোষণা করি না।" দোষঘোষণা
কাহাকে বলে? অজ্ঞানকে জ্ঞানো
প্রদান না করা যদি অন্যায় হয়,
গামীকে সুপথ না দেখান যদি অধর্ম্ম
কেশব বাবুর কি অধর্ম্ম স্পর্শ হইতেছে
রণ বিজয় বাবু প্রভৃতি বলেন "কোন
তাঁহার পদানত হইলে তিনি তাঁহাকে
ণ করেন না"। নিবারণ করা কি কেশব
অবশ্য কর্ত্তব্য নহে? বিজয় বাবুকে এ
লিখিতে কে অনুরোধ করিয়াছিলেন?
তিনি মিররসম্পাদকের তাড়না আর
করিতে পারিলেন না, অথবা কেশববাবুর
রণ করিয়া ভীত হইলেন। এই জন্যই
বাসীদিগকে লোকে এত ঘৃণা করিয়া
তাঁহারা আপনারাই ঘৃণার ভাজন হই-
। আমার এই কয়েক পংক্তি দেখিয়া,
ইজী ক্রোধান্ধ হইয়া, করে করাল কর
হণপূর্ব্বক বদ্ধপরিকর হইয়া সমর সাগরে
ণ করিবেন, আমিও সামান্য তৃণ
দি লইয়া আত্মরক্ষার্থ ত্রুটী করিব না;
মি এস্থলে, যদুবাবুকে ধন্যবাদ না দিয়া
হইতে পারিলাম না। তিনি একবার যাহা
ছেন অদ্য তাহাই বলিয়া স্বপক্ষসমর্থন
ছেন। বোধ করি, তাহাদিগের গৃহভেদ
; সেই জন্যই গোসাইজী, অন্যান্যের
কেশববাবুর আশ্রয় লইয়াছেন। আমি
বাবুর ভক্ত নহি এবং তাঁহাকে দ্বেষও করি
ব অন্যায় দেখিলে সকলকেই বলিতে
ই মাত্র।

সংহারকালে, কেশবাবুর পদানত মহা
ার নিকটে, আমার জিজ্ঞাসা এই, যদি
হইলেই ঈশ্বরানুগৃহীত হয় ও তাঁহার
সারে তদীয় ভক্তগণ ঈশ্বরসমীপে
পারেন, তাহা হইলে জগদ্বিখ্যাত মহাত্মা
নিস ও শিষ্যেরা মনুষ্যগণকে স্বত
শ্বরের নিকট প্রেরণ করিতে পারিতেন।
দি সচ্চরিত্র হইলেই হয়, তাহা হইলে
সমস্ত সচ্চরিত্র ব্যক্তির উপাসনাই ধর্ম্ম হইত।
আমাদিগের চিরন্তন হিন্দুধর্ম্ম কি অপরাধ
করিয়াছে?

ইং টেলিগ্রাফ আফিস
দানাপুর ৪ ঠা নবেম্বর
১৮৬৮ } শ্রীঘোঃ

—:০:—

মহাশয়! গত ২৭ এ কার্ত্তিক এখানে একটী
ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। জিলা
হাওড়ার অন্তর্গত রাউতড়া গ্রামনিবাসী
বৈকুণ্ঠনাথ হাজরা সম্প্রতি কিঞ্চিৎ অর্থ উপা
র্জ্জন করিয়াছেন। ধন হইলেই লোকের উত্তম
বাসস্থানাদি নির্ম্মাণ করিবার অভিলাষ হয়।
এ ব্যক্তির সেই ইচ্ছা বলবতী হওয়াতে ইট
গড়াইবার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নগদ ৫০০ টাকা
বাটীতে পাঠায়। দস্যুরা ইহার সন্ধান পাইয়া
ঐ রাত্রেই সকলে আগমনপূর্ব্বক উহার সর্ব্বস্ব
লইয়া গিয়াছে। ইহারা টাকা ও অলঙ্কারে
হাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। পিতল ও
কাঁসারপাত্র গুলিতে হস্তক্ষেপ করে নাই। লুণ্ঠন
কালে দুরূর্ব্বৃত্তেরা এত বাটুল নিক্ষেপ করিয়াছিল
যে প্রতিবেশীদিগের কেহ বাটীর বাহির হইতে
পারেন নাই। ঐসব আমতার সব ইনস্পেক্টর
শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় আগ
মন করিয়া ডাকাইত ধরিবার জন্য অত্যন্ত
ধুম ধাম করিতেছেন। পাছে "বহ্বারম্ভে লঘু
ক্রিয়া" হইয়া পড়ে এই আমার শঙ্কা।

এক্ষণে এ দেশের প্রায় সকল মাঠই শুষ্ক
হওয়াতে রজনীযোগে দস্যুগণের গমনাগমনের
বিলক্ষণ সুবিধা হইয়াছে। অতএব পুলিসের
কর্তৃপক্ষ মহোদয়গণের নিকট আমার প্রার্থনা
এই যে, তাঁহারা আপন আপন অধীনস্থ কর্ম্মচারী
দিগকে গাঢ়নিদ্রায় আর অভিভূত থাকিতে
না দেন। পরে দৌড়াদৌড়ি করা অপেক্ষা
পূর্ব্বে সতর্ক হওয়া বিধেয় সন্দেহ নাই।

রাউতড়া
জিলা হাওড়া
১ অগ্রহায়ণ
১২৭৫ } কস্যচিৎ ভ্রমণকারিণঃ।

——:০:——

হিন্দুপেট্রিয়ট ও সাবিত্রীচরিত।

৯ ই নবেম্বরের পেট্রিয়টে সাবিত্রীচরিতের
সমালোচন দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইলাম।
সাবিত্রী পাঠ করিয়া আমাদের যেরূপ সংস্কার
জন্মিয়াছে এবং সোমপ্রকাশ ও এডুকেশন
গেজেটে যেরূপ মত প্রকাশিত হইয়াছে, পেট্রি
য়টে তাহার বিপরীত দর্শন করিলাম। বোধ
করি, বিজ্ঞ সম্পাদক নিজে ঐ প্রস্তাবটী লেখেন
নাই। অন্য কাহাকেও তাহার ভার দিয়া থাকি
বেন। যিনি হউন, লেখক বিষম ভ্রমে
হইয়াছেন।

পেট্রিয়ট আমাদের দেশের অতি
সম্বাদপত্র। তাঁহার মত ও বাক্য অ
আদরণীয়। পেটিয়টে সাবিত্রীচরিতের
লোচন দেখিয়া অনেকের ভ্রান্তি জ
পারে। আমরা সেই ভ্রম নিরাকরণার্থ
ধারণ করিলাম।

সমালোচনকারী লিখিয়াছেন, "
নিক ভাব যেরূপ থাকুক না কেন, ৩৪
এক জন রাজাকে ঘোটকের রাজা ও মনু
রাজা বলিয়া বর্ণন অতিনিকৃষ্ট হইয়া
আমরা সাবিত্রীর ৩৪ পৃষ্ঠা পাঠ করিলাম,
বর্ণন দেখিতে পাইলাম না। আদ্যন্ত পড়ি
কোন স্থানেই তাদৃশ লেখা দৃষ্ট হইল না
করি পেট্রিয়টে মুদ্রাঙ্কনের ভুল হইয়াছে
পৃষ্ঠা না হইয়া ৪ পৃষ্ঠা হইবে। ৪ পৃষ্ঠায়
লিখিত লেখাটী দেখিয়া সমালোচন
কের ভুল করিয়াছেন।

"অশ্বপতি নরপতি, আর, রাজরাণী
কিরূপে তোমায় ছাড়ি ধরেন পরাণী
৪ পৃষ্ঠায়

পাঁচ বৎসরের বালকেও ইহার অর্থ বু
পারে। কিন্তু বিজ্ঞ সমালোচনকারী
বুঝিতে পারেন নাই। তিনি অশ্বপতি
ঘোটকের রাজা বুঝিয়াছেন। ইহাতেই,
বাঙ্গালা ভাষায় যেরূপ ব্যুৎপত্তি ও পৌ
ইতিবৃত্তে যেরূপ জ্ঞান, তাহার পরিচয় প
যাইতেছে। বাঙ্গালা পুস্তকের উপর
লোকের সমালোচন কত দূর সঙ্গত ও ন
তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন।

সমালোচনকারী লিখিয়াছেন, "
পৃষ্ঠায় দুই পংক্তিতে সাবিত্রীর বর্ণন
দরিদ্র ।" ইহা তাঁহার ভুল। পাঠকগণ
দর্শন করুন।

"নববিকসিতা বালা দিব্যকান্তিময়
উজলি চৌদিক রূপে, চলে মৃদুগতি
রূপের ছটায়, যেন আকাশ নন্দিনী
চমকিলা ধরাতল চপলা কামিনী।
অতুল সৌন্দর্য্য মাঝে, কিন্তু দেখ আর
স্থিরদৃষ্টি, ধীরভাব অতি চমৎকার।
প্রশংসে যুবতীকুল চঞ্চল নয়ন,
চপল স্বভাবে আর, যত কবিগণ
কিন্তু এ নবীনা বালা লাজের সহিত
ধীরভাবে স্থিরনেত্রে করে বিমোহিত।
পবিত্রতা মাখা রূপ এ হেন ললন।
নাহিক জগতে আর করিতে তুলনা।"

র পবিত্রতা দেবী পৌরকোলাহল
হতে না পারি, আজি যায় বনস্থল। ”
৩ পৃষ্ঠা

া কি পর্য্যাপ্ত নহে? কতকগুলি কল
সাদৃশ্য দিয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বর্ণন না
কি নায়িকা বর্ণিত হয় না? গ্রন্থকার
করিয়া তাহা ত্যাগ করিয়াছেন। সাবি
াহ, সৌন্দর্য্যের চিত্র করা তাঁহার উদ্দেশ্য
মন-শ্রদ্ধা, পবিত্রতা, পাতিব্রত্য, ধর্ম্ম-
ভৃতি সদ্‌গুণ সকল বর্ণন করাই তাঁহার
অভিপ্রেত। তিনি তাহা সাবিত্রীচরিতের
নে সুন্দর চিত্রিত করিয়াছেন।

মালোচনকারী লিখিয়াছেন “ কবি ভাষা
বিগের অত্যন্ত অনুকরণকারী। মিষ্টর
কল দত্ত তাঁহাকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়া
” এ কথা অতি অগ্রাহ্য। আজি কালি
বিশুদ্ধ রীতিতে বাঙ্গালা পদ্য লিখিত
ছে, সাবিত্রীচরিতের স্থানে স্থানে সেই
অবলম্বিত হইয়াছে ; কিন্তু গ্রন্থকার কাহ
ভাষার অনুকরণ করেন নাই। মাইকেলের
বিত্রীচরিতের ভাষাতে অনেক অন্তর।
কলী ভাষা দুরূহ ও কর্কশ, সাবিত্রীচরি
ভাষা সরল ও মধুর।

সাবিত্রীচরিতকার, মুখে চন্দ্রের বা পদ্মের
শা, নেত্রে মৃগনয়নের উপমাপ্রভৃতি যে
কগুলি কবিদিগের সাধারণ সম্পত্তি আছে
ন অন্য কাহারও ভাব অপহরণ করেন
। সাবিত্রীচরিত নব নব ভাবে পরিপূর্ণ।
তে এত নূতন ভাব আছে যে, সমুদায়
ত করিলে আর এক খানি গ্রন্থ হয়। নিম্নে
ার কয়েকটী গৃহীত হইল :

“ ভুলো না যাইতে যথা শিরীষমঞ্জরী
আঁচ কোমলাঙ্গী, হয় চামর-কিঙ্করী,
স্ত্রাগত সুশীতল ধরিয়া চামর,
এ দেখনে বীজিতেছে মোরে নিরন্তর। ”
৬ পৃষ্ঠা

অনেকে শিরীষ কুসুমকে কোমল বস্তুর
শা দিয়া থাকেন, কিন্তু চামরস্বরূপ বর্ণন
নূতন। যিনি শিরীষমঞ্জরী দর্শন করিয়া-
ন, তিনি ইহাতে চমৎকৃত হইবেন।

“ না চলে চরণ হেরে নেত্র অনিমেষে,
ফণিনী হেরিলে যথা আলোক উজ্জ্বল,
না নড়ে পুলকে রহে মোহিত অচল। ”
এ ভাব আর কোথায় নাই। আলোক
খিলে মোহিত হইয়া ফণা ধরিয়া স্থির থাকে,
া সর্পের স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতি। যিনি কুস্ক-

কের এই স্বভাব জ্ঞাত আছেন, তিনি এতৎ
পাঠে পরিতৃপ্ত হইবেন।

“ সুপক্ক সুরস ফলভরে অবনত,
দেখ সখি! চারি দিকে তরু লতা কত,
পথিকের ক্ষুধা ক্লান্তি হরিবার তরে,
প্রকৃতির সদাব্রত যেন থরে থরে। ”
৭ পৃষ্ঠা

“ সম্মুখে হেরিলা বনে সুনীলবরণ
ধোম-ধূমশিখা উঠি, ঢাকিছে গগন ;
যেন জলস্তম্ভ, সাগর সমরে,
উঠি শূন্য পথে মিলে নীল জলধরে। ”
১৭ পৃষ্ঠা

“ দন্ত হীরকজ্যোতি শত শত তারা,
যেন দেবগণ স্বর্গে মেলি নেত্রতারা,
নিরখিছে জগতের সব আচরণ,
২১ পৃষ্ঠা

“ সুনীল আকাশে পূর্ণ শশী পরকাশে,
সুবর্ণ কলস যেন নীল জলে ভাসে। ”
২১ পৃষ্ঠা

“ ভাতিল চন্দনবিন্দু সাবিত্রী কপালে
উজলে ইন্দু যথা মৃগশিরাজালে। ”
৮৪ পৃষ্ঠা

“ বাঁধিলা কবরী সুকুনীল কেশপাশে ;
যেন মেঘ ঘনীভূত পশ্চিম আকাশে। ”
১০২ পৃষ্ঠা

“ মুনিপত্নী কোলে বধূ শোভা কি কব
স্বর্ণলতাকোলে যেন প্রবাল পল্লব। ”
১১৪ পৃষ্ঠা

“ যুবজন করে সদা বিনয় ভকতি,
সতীর প্রভায় পূর্ণ সাবিত্রীবদন
না পারে হেরিতে, যথা মধ্যাহ্ন তপন। ”
১১৮ পৃষ্ঠা

“———— শুভ্র গভীর নিনাদ,
বাড়িল এত যে নিশা নহে অনুমিত,
আরত পিঞ্জর দূরে করিলে চালিত,
সে পিঞ্জরবাসী শুক নারে কদাচন
বুঝিতে, কতেক দূরে করিল গমন। ”
১৪৩ পৃষ্ঠা

সমালোচনকারী কি এ কবিতাকে নূতন বোধ
করেন না? বন্য সুপক্ক ফল প্রকৃতির সদাব্রত
স্বরূপ, ধূমশিখা জলস্তম্ভের ন্যায়, নক্ষত্রপুঞ্জ
দেবগণের নেত্রতারাসদৃশ ইত্যাদি ভাবগুলি
আর কোন গ্রন্থে দৃষ্ট হইয়াছে?

সমালোচনকারী বলেন,—“ গ্রন্থকার ছন্দের
মনোহারিত্বসম্পাদনে অত্যন্ত অপারগ ও
ভাষার মধুরতা সাধনে তাঁহার অত্যন্ত অক্ষমতা

আছে। ” “ দুই একটী ভাল হইলেও সাধা
নতঃ ছন্দের গ্রন্থন বিফল হইয়াছে। ”

এ কথা নিতান্ত অগ্রাহ্য। সাবিত্রীচরিতে
ভাষা যেরূপ প্রাঞ্জল ও মধুর এবং ছন্দ যে
সুসম্বদ্ধ ও মনোহর, বাঙ্গালা পদ্য গ্রন্থে এ
ভাষা ও ছন্দ অতি অল্প দৃষ্টিগোচর হ
উপরে যে কবিতাগুলি প্রদর্শিত হইয়া
তাহাতেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন।
লোচনকারীর সমুদায় সাবিত্রী হইতে অ
এক পংক্তিও কর্কশ ভাষার ও কদর্য্য ছ
উদাহরণ দেখান উচিত।

তিনি লিখিয়াছেন,—“ এই গ্রন্থে ক
গুণের যথোপযুক্ত অংশ আছে, ইহা না বা
যেমন অন্যায় হয়, সেইরূপ গ্রন্থকারের ক
তাহার উচ্চাভিলাষের অনুরূপ হইয়াছে এ
বলিলে চাটুকারিতা হইবে। ”

এ কথা অবিশ্বাস্য। আমরা মনো
পূর্ব্বক আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছি। সাবিত্রীচরি
বিষয়টী যেমন উৎকৃষ্ট, গ্রন্থকারের ক্ষম
তাহার উপযোগী হইয়াছে। পতিব্র
পতিপ্রেম ও ধর্মভাবই সাবিত্রীচরিত কা
জীবনস্বরূপ। গ্রন্থকার তাহার উপদেশ
মনোহররূপে গ্রন্থের সর্ব্ব স্থানে প্রদান কা
ছেন। সাবিত্রীচরিত প্রসাদগুণে ও রী
নব নব ভাবে পরিপূর্ণ। প্রথম হইতেই
জমিয়া গিয়াছে। পাঠকালে উত্তরোত্তর
হার্দ্দিত্বর জন্মে এবং পাঠকের মনে অদ্ভু
আনন্দের সঞ্চার হয়। যিনি আদ্যোপান্ত
চরিত পাঠ করিবেন, তিনিই এ কথা স্বী
করিবেন।

এরূপ ক্ষমতা কি পর্য্যাপ্ত নহে?
অপেক্ষা আর কি অধিক ক্ষমতা প্রকাশ ক
হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি

সমালোচনকারী আরও লিখিয়াছেন
“ গ্রন্থকারের কল্পনাশক্তি কিম্বা নাটকী
অথবা তাহায় উত্তম অধিকার নাই। ”

সাবিত্রীচরিত পুরাতন গল্প বলি
ইহাতে গ্রন্থকারের কোন ক্ষমতা প্রকাশি
নাই এমত নহে। স্থানে স্থানে যে পা
ও অতিরিক্ত নূতন বর্ণন সন্নিবেশিত
আখ্যায়িকাকে সুসঙ্গত ও স্বভাবানুগত
য়াছেন, তাহাতেই তাঁহার কল্পনাশক্তি
কীয় গুণের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গিয়া

মহাভারতে বর্ণিত আছে—সাবিত্রী
কিরূপলাবণ্যশালিনী হইলেও কোন
তাঁহার পাণিগ্রহণ করিতে অগ্রসর হয়

স্বভাবসঙ্গত নহে। এ জন্য সাবিত্রীচরিত
তাহার পরিবর্ত্ত করিয়া এরূপ বর্ণন করি
ছেন যে সাবিত্রী আপন অনুরূপ বলিয়া
নীত না হওয়াতে অন্য কাহাকে পতিত্বে
করিতে চান নাই।

পূর্ব্ব উপাখ্যানে আছে—সাবিত্রী মনে
সত্যবানকে বরণ করিয়া, সভামধ্যে
র নিকট নিজমুখে আপন মনোগত ভাব
করেন, কিন্তু তাহা কন্যাজনোচিত
লজ্জাশীলতার বিরুদ্ধ; সুতরাং অস্বাভাবিক।
নিমিত্ত সাবিত্রীচরিতে তাহা পরিবর্ত্তিত
ছে। সাবিত্রী স্বীয় সখীর দ্বারা পিতার
আপন অভিপ্রায় জানাইয়াছেন, এরূপ
ত হইয়াছে।

হাভারতে বর্ণিত আছে—মদ্ররাজ দুহিতা
ত্রীকে তপোবনে লইয়া গিয়া সত্যবানকে
দান করিয়া আসেন; কিন্তু তাহা সাধার
হিন্দুপ্রথার বিরোধী এবং তাহাতে
ত বর্ণনের অবসর নাই। এ কারণ সাবি
রতলেখক তাহার অন্যথা করিয়াছেন.
বানকে মদ্রপুরে কন্যাকর্তার আলয়ে
ন করা হইয়াছে। উহাতে হিন্দুরীতি
ও পরিণয় উত্তমরূপে বর্ণিত হইয়াছে।
সাবিত্রী যেরূপ স্তুতিবাদ করিয়া যমের
তা ও বরলাভ করিয়াছিলেন, তাহা সম
ত ও স্বভাবসঙ্গত নহে। এ জন্য গ্রন্থকার
লে ঐ স্থল ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং পরে
নের স্বপ্নবর্ণনচ্ছলে সংক্ষেপে তাহার
করিয়াছেন। উহাতে পুনরুক্তদোষও
ত হইয়াছে।

প্রমসর্গস্থ উপাখ্যানাংশ অতি চমৎকার
র্ণিত হইয়াছে। অন্ধ রাজা দ্যুমৎসেন
কস্মাৎ সহসা চক্ষু লাভ করিলেন
পরে সত্যবানের স্বপ্ন বৃত্তান্ত ও পুত্রবধূ
ী যমের নিকট শ্বশুরের নেত্রলাভ বর
ছেন, শুনিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন।
নে পুনরায় শাল্বরাজ্য প্রাপ্তির বরের
বলিতে বলিতে দূত আসিয়া উপনীত
এবং একখানি পত্র প্রদান করিল। পত্র
জানা গেল প্রকৃতিবর্গ শাল্ব সিংহাসন
নিমিত্ত দ্যুমৎসেনকে আহ্বান করি

বিত্রীচরিতে অনেক নূতন বর্ণন সংযো
ইয়াছে প্রথম সর্গে বন ও তপোবনের
দ্বিতীয় সর্গে স্বপ্নে সত্যবানের নবমালা
তৃতীয় সর্গে সাবিত্রীর দূত চতুরার

পরিচয়, চতুর্থ সর্গে বিবাহার্থ পুত্রের বিদায়
ও পুরপ্রবেশ, পঞ্চম সর্গে সাবিত্রীর শ্বশুরালয়ে
গমন ও গৃহকার্য্য, ষষ্ঠ সর্গে বিলাপ, সপ্তম সর্গে
স্বপ্নকথন ইত্যাদি অনেক নূতন বর্ণন করা
হইয়াছে। ঐ বর্ণনগুলি অতি মনোহর।

গ্রন্থকার কেবল আখ্যায়িকার মূল অংশ অপরিবর্ত্তিত রাখিয়াছেন। তদ্ভিন্ন আদ্যোপান্ত পরিবর্ত্তিত করিয়া সাবিত্রীচরিতকে প্রকৃতির অনুগত ও সৌষ্ঠবান্বিত করিয়াছেন।

গ্রন্থকার সর্বস্থানে গ্রন্থগত ব্যক্তিদিগের ভাষা, অবস্থা ও স্বভাব রক্ষা করিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কোন স্থলে তাহার বৈপরীত্য হয় নাই। ইহার ভূরি উদাহরণ দিতে পারিতাম; কেবল প্রস্তাববাহুল্যভয়ে ক্ষান্ত হইলাম।

এই সকলদ্বারা কি গ্রন্থকারের কল্পনা শক্তির ও নাটকীয় গুণের বিশেষ পরিচয় প্রদর্শিত হয় নাই?

গ্রন্থকারের ভাষায় উত্তম অধিকার নাই। এ কথায় আমরা হাস্যসম্বরণ করিতে পারিলাম না। গ্রন্থকার বাঙ্গলা ভাল জানেন কি না পূর্ব্বোক্ত কবিতাগুলিতেই তাহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে।

আর যে কয়েকটী দোষ লিখিত হইয়াছে, তাহাতে বাক্যব্যয় করা নিষ্প্রয়োজন।

সমালোচনকারী অনেক দোষারোপ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি উদাহরণপ্রদর্শন করিয়া তাঁহার বাক্য সপ্রমাণ করেন নাই। তাঁহার নিকট প্রার্থনা, হয় তিনি উদাহরণ দেখাইয়া তাঁহার মত সমর্থন করেন, না হয় আপনার ভ্রম স্বীকার করেন।

অনেক সময় পেট্রিয়টে বাঙ্গলা পুস্তকের উপর অযথা উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পেট্রিয়ট সম্পাদকের কর্ত্তব্য একটু বিবেচনা করিয়া বাঙ্গালা পুস্তকের দোষ গুণ বিচার করেন।

২০ এ অগ্রহায়ণ। এক জন পাঠক।

—২০২—

## মূল্য প্রাপ্তি।

| | | |
|---|---|---|
| শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ ভট্টাচার্য্য আলাহাবাদ | | ৩৸ |
| ” ” উমেশচন্দ্র মণ্ডল | চুচুড়া | |
| ১২৭৫ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৬ কার্ত্তিক | | ১৩ |
| ” ” কেদারনাথ দত্ত | ত্রিহুট | |
| ১২৭৫ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৬ কার্ত্তিক | | ১৩ |
| ” ” ললিতমোহন রায় | চকদীঘী | |
| ১২৭৫ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৬ কার্ত্তিক | | ১৩ |
| ” ” তারিণীপ্রসাদ ঘোষ | গোরক্ষ | |
| ১৮৬৮ নবেম্বর হইতে ৬৯ অক্টোবর | | |
| শ্রীযুক্ত মুন্সি গোলাম হোসেন রঙ্গপুর | | |

—২০৩—

## সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে
স্থলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।
ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা
বাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফস্বলে ডাকমা
সমেত বার্ষিক ১৩, বাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমা
সিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম
গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি, ম
অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন
যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উ
দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁ
যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূ
ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকা
মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি ক
শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পা
ইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হ
আসিবে, একমাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে
লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হ
গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার
একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ ক
যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পা
হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের ড
ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ ক
বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ ক
যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্
করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি
আনা তাহার পর ৴১০ আনা দিতে হইবে
যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা কর
বেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

---

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূ
মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষি
চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যা
ভূষণের বাটীতে প্রতিসোমবার প্রাতঃকা
প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ

১১ শ ভাগ। ৬ সংখ্যা।

" প্রবক্তনাং প্রক্রানিছিনায় পার্থিবঃ সরস্বনা শ্রুনিমহনী ন হীয়নাং। "

লিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
গ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা।

সন ১২৭৫। ৮ ই পৌষ। ১৮৬৮। ২১এ ডিসেম্বর

মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বা
ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৮০



## বিজ্ঞাপন।

ইদানীন্তন কতগুলি অসৎ লোক ...লাল র বশবর্ত্তী হইয়া অন্যের ...পূর্ব্বক সংস্করণকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ...হারা ...শ্রম না করিয়া অন্যের বহু ...য়াস ...ত গ্রন্থের কোন অংশ ... লাইট ...য়া সেখানি নিজের " ... " দিয়া ...শ করেন এবং তাহাদের ...পীড়ন ...ত ...ত গ্রন্থের মূলবিশেষ ... করা। ...স্কৃত গ্রন্থসম্বন্ধে এই শোচনীয় ব্যাপার স্পষ্ট ...তেছে।

...সাধারণের এই একটী সংস্কার আছে ...স্কৃত গ্রন্থে ব্যক্তিবিশেষের স্বামিকতা নাই ...রাং যে সে মনে করিলে ছাপাইতে পারেন। ...যত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া ও যত পরিশ্রম ...চেষ্টা করিয়া কোন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের ...দ্ধার করা হউক না, যে মনে করিবে ...নি সেখানি ছাপিতে পারেন লোকের চক্ষে ...দিবার মত কিছু পরিবর্ত্ত করেন। ...বরসিটীতে সংস্কৃত প্রবেশ হইয়া অবধি ...উপদ্রবের বাহুল্য দেখ যাইতেছে। ...সংস্কৃত পুস্তকে বটতলার বাস্তাস ...য়ে চলিল।

...রম্ভ আমার প্রকাশিত বেণীসংহার নাট ...প্রতি এরূপ অত্যাচার না ঘটে, এই ...ত বিজ্ঞাপন দিতেছি যে শ্রীযুক্ত জগমো...তর্কালঙ্কারকৃত টীকা সহ বেণীসংহার ...খানি রেজিষ্টারি করান গেল। যদি কেহ ...লঙ্কারের অনুমতি না লইয়া তাঁহার কর্ত্তৃক ...ত বেণীসংহার নাটকের পাঠ বা টীকা ...আপনগ্রন্থে নিবেশিত করেন তাঁহা ...কাপিরাইট আইন অনুসারে তাঁহার নামে ...ন করা যাইবে।

...কাতা ঠনঠনে ...এ অগ্রহায়ণ } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশক

মুগ্ধবোধসার

অল্পায়াস ও অল্পসময়ের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশাধিকার জন্মে এই অভিপ্রায়ে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের অতি প্রয়োজনীয় অংশ, তাহার সংস্কৃত ব্যাখ্যা ও বাঙ্গালা ভাষায় তাহার তাৎপর্য্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত লোহারাম শিরোরত্নকর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া বাঙ্গালা অক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠার্থিগণের সুবিধার জন্য সূত্রসকল পদাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সূত্রানুসারে পদসাধনের রীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে। মূল্য ১ এক টাকা মাত্র। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

২৭ এ অগ্রহায়ণ ১২৭৫ } শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়

---

## মজাপুর মেডিকেল হল।

১। এতদ্দ্বারা আমাদিগের ঔষধক্রয়কারক, সুহৃদ, সহকারী, ও সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক ইণ্ডেণ্ট সম্বন্ধে অর্ণবপোত " ষ্টারঅব ক্রোসীয়া, ওয়ার উইক, ব্রিটিস প্রীন্স " দ্বারা দশ সহস্র টাকা মূল্যের ঔষধ পূর্ণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন সম্প্রতি আমরা বিলাত হইতে ইং সন ১৮৬৮ সালের শেষ ত্রৈমাসিক ইণ্ডেণ্ট সম্বন্ধে " ব্রিটিশ কলাগ, কিং আর্থর, ও ব্যাকস " নামক অর্ণবপোতত্রয়দ্বারা ৮৩ বাক্স ইউরোপীয় ঔষধ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সমস্ত ঔষধ ন্যূনাধিক সাত সহস্র টাকা মূল্যে ক্রয় করা হইয়াছে।

২। আগামী বর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিক ইণ্ডেণ্ট উপলক্ষে চিকিৎসোপযোগী অস্ত্র ও ঔষধ প্রস্তুতকরণের ও ঔষধবিক্রয়করণের নানাবিধ সামগ্রী ও সজ্জা ও বিবিধ তৈল আদি ইং সন ১৮৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বি... হইতে পৌঁছিবে।

৩। আমরা অধিক পরিমাণে ও উৎকৃষ্টরূপে ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকি।

৪। এই সমস্ত দ্রব্যাদির আসল বি... চালান ও অন্যান্য দলীল কেহ দেখিতে ই... হইলে, আমহর্ষ্ট ষ্ট্রীটে ৩৫ সংখ্যক প্রধান ...ধালয়ে শ্রীযুক্ত বাবু গোপীনাথ দের নিকট ... সভাবাজার ষ্ট্রীটে ৫৫ সংখ্যক ভবনে ... ঔষধালয়ের ম্যানেজর শ্রীযুক্ত বাবু নন্দ... পাল হালদারের নিকট দেখিতে পা... ইতি।

কলিকাতা ৭ ই ডিসেম্বর ইং সন ১৮৬৮ } বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ...

---

## ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

বড়দিনের ট্রেণ।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত ... যাইতেছে যে, আগামী বড় দিনে রবিব... ন্যায় আরোহি ...গর ট্রেণ চলিবে।

বোড অব এ... ...শ ইষ্টইণ্ডিয়া ...রেল ডেলহাউসী ...ার কলিকাতা ... ৫ই ডিসেম্বর } সিসিল ষ্টিফেন্সন ... বোর্ড অব এজে...

---

## পোর্ট কা... ও লাণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট

কিল্লাকে ...ন এণ্ড ডক কোম্পানি

" লিমিটেড। "

উক্ত কোম্পানির রাইস মিলনামক ... লের কল মাতলা পোর্টে সম্প্রতি প্রস্তুত ... য়াছে, তাহাতে ধান উত্তমরূপ পরিষ্কার হই... চাউল প্রস্তুত হইবে। ধান্য হইতে চাউ... প্রস্তুত করিবার নিম্নলিখিত মূল্য ধার্য্য হইল...

মনকরা মূল্য।

| | | |
|---|---|---|
| র্ণ চাউল | ৶ | |
| রকায় টেবিল চাউল | ॥• | ...তি মণ |
| ংকৃষ্ট পারষ্কার | | |
| বিল চাউল | ॥৶ | |

লিকাতা ) পার্লিন বোর্ড এণ্ড
১ ডিসেম্বর }
৮৬৮ ) কাম্পানি এজেন্ট।

—:•:—

এক উদাসীনের মহৌষধ।

হাতে অর্শ ও হাপানি কাশ চমৎকার আরোগ্য হইতেছে। কিন্তু একটি ঔষধ ...পওয়াতে পূর্ব্ব প্রকাশিত আর অ... য় এতাদৃশ উপকার হইতেছে না। এই পুনরায় বিজ্ঞাপন যত দিন না দেওয় ...ত দিন অর্শ ও হাপানী কাশের ঔষধ ...বার আর রোগের ঔষধ কেহ যেন না ...। অর্শ রোগের আশাতীত শুভ ফল ... অনেক অনেক আরোগ্য সমাচার ...মেদনীপুরের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু ...চন্দ্র নাগ মহাশয়ের পত্রখানি সর্ব্বসা-...র বিদিতার্থ প্রকাশ করা যাইতেছে। ...উক্ত রোগদ্বয়ের ঔষধ যাঁহার প্রয়ো-...বে দুই টাকা আট আনা পাঠাইলে ... পারিবেন।

শ্রী হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
সহর আমলা পুকুর
নকলপুর।
...নীপুর ৯ নবেম্বর ১৮৬৮

...াম ...রেষু।
...বিষ ...বেদন মিদং—

...াশু আপনাকে কৃতজ্ঞতা উপহার ...াছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক ক্ষমা কর ... অর্শরোগে আমি যেরূপ যাতনা ... ঐ যন্ত্রণা দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি ...তে আমি জীবনের প্রতি ...য়াছিলাম, ঈশ্বরকৃপায় মহাশ...য় আপনার প্রেরিত ঔষধসেবন ... দারুণ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হই ... যে আমার উপকার করিয়াছেন, ...ার জীবনে পরিশোধ করিতে ... কেবল প্রীতিপুষ্প উপহার দিতেছি ...।

...য় আপনার জন্মভূমি কোথায়? আপনি ...৫ দিন অবস্থিতি করিতেছেন? ...রেন? অনুগ্রহপূর্ব্বক লিখিবেন। ...নীর ঔষধ ঐ সন্ন্যাসী কোথায় ...াকে কিছু উপহারস্বরূপ দেওয়া যাইতে পারে কি না? আমার অর্শরোগ আরোগ্য দেখিয়া মেদিনীপুরের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে হুলুস্থুল পড়িয়াছে।

অনুগত বন্ধু
শ্রীনবীনচন্দ্র নাগ

—:•:—

## "হিন্দু মহিলা নাটক"।

( জোড়াসাঁকো অভিনয় সভা হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত। )

উক্ত নাটকে হিন্দু মহিলাগণের দুরবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। ঠনঠনে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ১৭৬ নং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ এক টাকা।

শ্রীবিপিনমোহন সেন গুপ্ত।

—:•:—

সিদ্ধান্তকৌমুদী ...বলাপ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকের কলেবর ৮ পেজী ফরমার ১৪ ফরমা অর্থাৎ ২১১ পৃষ্ঠা। মূল্য ৸• আনা যাঁহার আবশ্যক হয়, ঠনঠনিয়া সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে অথবা পটোলডাঙ্গা বাঙ্গুর্য্যো ব্রাদর এণ্ড কোং পুস্তকালয়ে অনুসন্ধান করিলেই পাইবেন ইতি।

১২৭৫ সাল }
২১এ অগ্রহায়ণ } শ্রীশশধর ভট্টাচার্য্য.
সংস্কৃত কলেজ }

—:•:—

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গার বাঙ্গুর্য্যো ব্রাদার কোম্পানির দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে—

| প্রণীত | মূল্য | |
|---|---|---|
| গ্রীসইতিহাস | ১ | টাকা |
| রোমইতিহাস | ১ | ঐ |
| কুগুলসার ব্যাকরণ | । | আনা |
| নীতিসার ( ১ ম ভাগ ) | ৶ | ঐ |
| নীতিসার ( ২ য় ভাগ ) | ৶ | ঐ |
| প্রচারিত। | | |
| মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ | ৸ | ঐ |

শ্রীতারানাথ শর্ম্মা

—:•:—

## বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গালা পুস্তক কাগজ কলম নানাবিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকা... /• এক আনার হিসাবে কমিসন দি...। অ... টাকার পুস্তক লইলে /১• আনার হি... পাইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়... গদ্য ১৮ পর্ব্ব মহাভারত ১৭ খণ্ড ৩ ভাগে ... সংযত করা

লণ্ডন ফারমা কোপিয়া অর্থাৎ ঔষধ ব... বলি

মহম্মদের জীবনচরিত উত্তম বাঁধান

হরুঠাকুরপ্রভৃতি প্রাচীন কবিওয়ালাদি... গীতসংগ্রহ

শারীরক স্বাস্থ্যবিধান

প্রণয়প্রবাহ উৎকৃষ্ট কাব্য

আত্মসন্মিদ দায়িনী

প্রথম তরঙ্গিণী

যদুনাথ ঘোষকৃত সংগীতমনোরঞ্জন ...

নয়নানন্দ মু কাব্য কবিবর দ্বারকানাথ... প্রণীত

রাসরসামৃত সংস্কৃত ও পদ্য

গীতগোবিন্দ জয়দেব গোস্বামি প্রণীত ও যদুনাথ ন্যায়পঞ্চাননকৃত গদ্য

কৌতুক তরঙ্গিণী ইংরাজি কেমেষ্টরি ... বিবিধ আশ্চর্য্যজনক বিদ্যা দর্শন হয়

প্রতিমূর্ত্তি সহিত ১২৭৬ সালের ফুল পঞ্জিক...

ঐ ... পঞ্জিকা

দুর্গামঙ্গল পদ্য

কমলতারিণী

সটীক চণ্ডী মূল ও অনুবাদ সহিত

চরিত্রমঞ্জরী ইংরাজ ... মিউটিনি...
বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে

ইংরাজি ১৮৬৯ সালের এটলাসের কী...

কুমারীকুমার পদ্য আদিরসপ্রধান কাব্য

স্বপ্নের মোহিনী শক্তি

গণেশচন্দ্র শর্ম্মকৃত বাঙ্গলা এটলাস ... কাগজে ও উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত

বিধবাবিবাহ নাটক

কামিনীকুমার রসরত্নাকরান্তর্গত ... নায়িকাঘটিত সুরস কাব্য

মণিকুন্তলা কাব্য প্যারীমোহন বন্দ্যো...ধ্যায়প্রণীত দুর্গেশনন্দিনীর মত লেখা

ঔষধসিন্ধু লহরী

ভুচিত্রাবলি ৩২খানি বাঙ্গালা ... সহিত

সটীক চৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থ

কাদম্বিনী নাটক আইনসংযুক্ত ২... একত্রে

উবাহরণ পদ্য ১
হিতোপদেশ (বন্ধু শর্ম্মার সংগৃহীত ১

| | |
|---|---|
| কলিকাতা জোড়া- | শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায় |
| ...কো ৩৪ নং | নগদ বিক্রেতা। |

——:——

## পুরাণ প্রকাশ।

### বিষ্ণুপুরাণ।

অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা (অগ্রিমমূল্য) ||০।
...নি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি মূজাপুর ...হরষ্ট্রীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ ... অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে ...ক জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নামে যত ...র ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম ...পাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠাইবার ... নাই ইতি।

——:০:——

### বিক্রয়ার্থ।

...পারডেন ষ্ট্রীট ২৪ নং বাটী গুদামসহ
১৯ নং জোড়া বাগান।

...উপরি উক্ত বাগান ও বাটী বাঁন্দা ক্রয় ...ত অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষ... ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

মিলেস্তারস আরথো-
থনট এবং কোং

——০——

...লিসহর নিবাসী শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ গুপ্ত ...কাতার অন্তর্গত জোড়াসাঁকো বারানসী ...র ষ্ট্রীটের মধ্যে মৃত রাধানাথ কুণ্ডের ...ভূমি তাঁহার খরিদা বলিয়া উহা বিক্রয়ার্থ ...পত্রে ক্রেতৃগণকে আহ্বান করিতেছেন ... এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করিতেছি যে, ...ভূমি তাঁহার খরিদা নহে এবং কেহ যেন ...ক্রয় না করেন।

| | |
|---|---|
| ...কাতা ...বাগান ...পৌষ | শ্রীচন্দ্রশেখর কুণ্ড |

——:০:——

...লিকাতার অন্তর্গত জোড়াসাঁকোর বারা...ঘোষের ষ্ট্রীটের মধ্যে মৃত রাধানাথ কুণ্ডের ...আমার খরিদা ১/১৸৶ বিঘা ভূমি বিক্র...আছে। চৌহদ্দি উত্তর সরকারী নর্দ্দামা, ...গলি রাস্তা, পশ্চিম শালগ্রাম সিংহের ...বাটী (বসত বাটীর সংলগ্ন) পূর্ব্ব রাম...মোহন রায়ের পুষ্করিণী। ক্রেতৃগণ মূর্জাপুরের ১০৩ নং বাটীতে শ্রীযুক্ত বাবু বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকটে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন।

| | |
|---|---|
| কালকাতা সন ১২৭৫ ১০ ই অগ্রহায়ণ | শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ গুপ্ত সাং হালিসহর |

——:০:——

### সতর্কার্থ বিজ্ঞাপন।

৩০ এ অগ্রহায়ণের সোমপ্রকাশে হালিসহর নিবাসী বাবু বৈকুণ্ঠনাথ গুপ্ত তাঁহার খরিদা জোড়াসাঁকো বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীটের মধ্যে মৃত রাধানাথ কুণ্ডের দরুন ১/১৸৶ বিঘা ভূমি বিক্রয়ার্থ বিজ্ঞাপন দিয়াছেন; কিন্তু তিনি ঐ ভূমি বিক্রয়ার্থ বিগত ১২৭৪ সালের ২১ এ মাঘ সোমবার তারিখে বাবু প্যারিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোকাবেলায় ষ্টাম্প কাগজে রীতিমত বায়নাপত্র লিখিয়া দিয়া গবর্ণমেণ্ট নোট ১১৪৯১ নং এক কেতা ১০০ টাকা ও নগদ ১ টাকা একুনে এক শত এক টাকা বায়না লইয়াছেন, একণে আমার উকীলের বাটীতে কবালা প্রভৃতি কাগজ পত্র তাঁহার স্বাক্ষরার্থ সমস্ত প্রস্তুত রহিয়াছে, কিন্তু এতাবৎ উক্ত গুপ্ত মহাশয় ঐ সকল কাগজ পত্র স্বাক্ষর না করিয়া বাবু প্যারিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা আমার নিকট সর্ব্বদা শারীরিক অসুস্থতাদি বিষয়ক ভান করিয়া কালব্যাজ করত আমার সহিত লিখিত-পঠিত ও বায়না কৃত বিষয়ের বিক্রয়ার্থ পুনর্ব্বার সাধারণে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন; সুতরাং আমি এই বিজ্ঞাপন দ্বারা সাধারণকে সতর্ক করিতেছি যে যেন কেহ উক্ত বিষয় ক্রয় না করেন। বাবু বৈকুণ্ঠনাথ গুপ্ত রীতিমত কবালা স্বাক্ষর করিয়া উক্ত বিষয় বিক্রয় না করিলে আমাকে অগত্যা তাঁহার নামে আদালতে নালীশ করিয়া বিক্রয় সাব্যস্ত করিয়া লইতে হইবে।

| | |
|---|---|
| কলিকাতা সন ১২৭৫ ১ লা পৌষ | শ্রীবলাইচাঁদ সিংহ |

——:০:——

### নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সাং ডিসেম্বর
মাসের ৭ তারিখে ভাগীরথী
নদীর সর্ব্বাপেক্ষা অল্প জলের
সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

| স্থানের নাম | সর্ব্বকমিত জল ফুট | ইঞ্চি |
|---|---|---|
| মহানার উপর পদ্মানদীতে | ১০, | ৭ |
| মহানায় | ১০ | |
| তথা হইতে জাঙ্গিপুর ১৩॥ মাইল মধ্যে | ১ | |
| জাঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৬ মাইলের মধ্যে | ২ | |
| বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে | ২ | |
| কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইল মধ্যে | ২ | |

সন ১৮৬৮ সালের ১০ ডিসেম্বর ...পুর গঙ্গাঘাটের জলের মাপ।

ফুট

গঙ্গের উপর

| | |
|---|---|
| বহরমপুর ১০ ডিসেম্বর ১৮৬৮। | শ্রীযুক্ত সি. ই. উইল... একজিকিউটিব ইঞ্জিনি... বহরমপুর ডিবিজন। |

## সোমপ্রকাশ।

৮ ই পৌষ সোমবার।

### সর জন লরেন্স ও তাঁহার ভারতবর্ষপরিত্যাগ।

সর জন লরেন্সের শাসনকাল ... হইয়া আসিল; তিনি ভারতবর্ষ ... ত্যাগ করিয়া চলিলেন। তিনি কি... স্বভাবের লোক, তিনি ভারতবর্ষ কি... শাসন করিলেন এবং ভারতবর্ষের কি উপকার করিলেন, এ সময়ে এত... গণনা করা একান্ত আবশ্যক হইতে...

সর জন লরেন্স অতিশয় ধার্ম্মি... ধার্ম্মিক ব্যক্তির সত্যবাদিতা স্বক... নিষ্ঠা ও সাধুতাপ্রভৃতি যেসকল ... থাকে, ইহাঁতে সে সমুদায় লক্ষিত ... তবে একটী দোষ এই, ধর্ম্মবিষয়ে ই... কিছু গোঁড়ামী আছে। গোঁড়া... থাকিলে অন্যের প্রতি অনুচিত অবি... প্রভৃতি যে যে দোষ থাকে ইহাঁ... তাহা অদৃষ্ট নয়। এ দেশীয়েরা খ... ধর্ম্মাবলম্বী নন বলিয়া ইনি এ দেশী... গকে সমুচিত বিশ্বাস করি... না। এতন্নিবন্ধন যাবতীয় কার্য্যে তাঁ...

পাতশূন্য ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হয়
। কেবল এতাবন্মাত্র নয়; এদেশীয়
ার উপরে বিশ্বাস ছিল না বলিয়া
হার অধিকারকালে অসঙ্গতরূপ
ক ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে। এ স্থলে ইহাও
য়, যে এদেশীয়েরা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী,
এব পাছে ইহাঁরা বিদ্রোহানুরাগী
উাঁহার এই আশঙ্কা ও এতন্নিবন্ধন
শ্বাস ছিল বটে; কিন্তু তিনি ইহাঁ
প্রতি অশ্রদ্ধা করিতেন না। তিনি
মধ্যে ইহাঁদের সংসর্গলাভের ও
জাতির বিদ্বেষোন্মূলনের চেষ্টা
ছেন। তিনি কলিকাতার বিশপের
আহূত ব্যক্তিদিগকে প্রভূতালাপন
রা সমাদর করিয়াছেন। ধর্ম্মবিষয়ে
র কিঞ্চিৎ আত্যন্তিকতা আছে বটে;
তিনি ধর্ম্মান্ধ ও অন্য ধর্ম্মবিদ্বেষী
। তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্ম
র উৎসাহবর্দ্ধন করিয়াছেন। সর
ল বীডন হিন্দুদিগের গঙ্গাযাত্রারীতি
ত করিবার চেষ্টা পান, তিনি
তে সম্মতিপ্রদান করেন নাই।

অত্যাচারনিবারণবিষয়ে সর জন
ন্সের সবিশেষ ইচ্ছা ও চেষ্টা ছিল।
ইচ্ছানিবন্ধন তিনি সমাচারপত্রের
বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সমাচার
কাহার কোনপ্রকার অত্যাচার
র প্রচার হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ
র প্রতীকারচেষ্টা করিতেন।
যে রেলওয়ের তৃতীয় শ্রেণীর
াহীদিগের সুবিধা করিয়া দিবার
ত সমধিক যত্নবান্ হন, ঐ ইচ্ছাই
র মূল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই,
র যেরূপ ইচ্ছা ছিল, কার্য্য সেরূপ
াই। বোধ হয়, উাঁহার দৃঢ়প্রতি
ও অধ্যবসায়গুণ তত প্রবল নয়।
দেশীয়েরা যাহাতে উন্নতিলাভে
েন, তিনি তাহার উপায়ান্বেষণে
ীন ছিলেন না। কৃষকদিগের বিদ্যা

শিক্ষার্থ উাঁহার যত্ন ও ভূমিতে তাহা দিগের স্বত্বসম্পাদনচেষ্টাদ্বারাই তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। কিন্তু উাঁহার বুদ্ধির সবিশেষ তীক্ষ্ণতা নাই বলিয়া তিনি প্রকৃত উপায়ের উদ্ভাবনে সমর্থ হন নাই; সুতরাং এ বিষয়েও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অন্য অন্য শ্রেণির উন্নতি লাভ হয়, এটীও উাঁহার মনোগত ছিল, কিন্তু সজাতীয়েরা ও স্বদেশীয়েরা পাছে বিরক্ত হন, এই শঙ্কায় এ মনোরথটীও সুসম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারেন নাই। তিনি এ দেশে সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষা গ্রহণপ্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টায় সাহসী না হইয়া ছাত্রবৃত্তিব্যবস্থাপন দ্বারা সেই অভীষ্ট আংশিক সম্পন্ন করিয়াছেন।

সর জন লরেন্স শাসনপ্রণালী সম্পর্কে কিছু নূতন করিতে পারেন নাই। ইউরোপীয়েরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিকারের ন্যায় ইহাঁর অধিকারেও মফস্বল আদালতের অগম্য হইয়া আছেন। পুলিসও কাঙ্ক্ষিত উৎকর্ষলাভ করিতে পারেন নাই। অন্য অন্য বিষয়েও বিশেষ উন্নতি দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবল বিচার কার্য্যসম্বন্ধে একটী উন্নতির কাজ হইয়াছে। মুন্সেফদিগের আদালতগুলি অতিশয় নিকৃষ্ট অবস্থায় ছিল। উহাঁদিগের বেতনবৃদ্ধি করিয়া উহার কিঞ্চিৎ উন্নতিসম্পাদন করা হইয়াছে।

সর জন লরেন্স অবিসম্বাদিতরূপে প্রজার অনুরাগভাজন হইতে পারেন নাই। উাঁহাকে অভিনন্দন দিবার বিষয়ে সম্প্রতি যে মতদ্বৈধ হইয়াছে, তদ্দ্বারাই তাহা প্রতীয়মান হইতেছে। উাঁহার বিষয়ে কতগুলি লোকের যেরূপ সংস্কার জন্মি য়াছে, নিম্নে যে পত্রখানি প্রচারিত হই- তেছে, তদ্দ্বারাই পাঠকগণ তাহা হৃদয় ঙ্গম করিতে পারিবেন।

“সরজন লরেন্স সামান্য পদস্থ ছিলেন,

ক্রমে উন্নতিলাভ করিয়াছেন; ক
কারণে কি উাঁহাকে পদত্যাগকালে
নন্দনপত্র দিবেক না”? আমাদি
“পরম বন্ধু” ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া
বলিয়া করুণস্বরে রোদন আরম্ভ ক
ছেন। তিনি বণিকসমাজ ও মিসনরিদি
এই মাথার দিব্য দিতেছেন, সর জন
সিমলায় থাকাতে বণিকদিগের যদি
ক্ষতি হইয়া থাকে, এ সময়ে তাহাও ি
হইয়া স্বদেশের গৌরবরক্ষার্থ এ বিষয়ে
হওয়া উচিত। ভারতবর্ষীয় সভা ও বঙ্গে
অন্য অন্য লোককে ফ্রেণ্ড গ্রাহ্য
না। উাঁহারা অভিনন্দন দিবেন না
তিনি স্থির করিয়াছেন। তবে এই কথা
য়াছেন, যদি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জা
লোকে বঙ্গদেশের ও সাধারণ
উপরে প্রভুত্ব করিতে পারিতেন তাহা
“জান লরেন সাহেবের” নিমিত্ত কৃত
প্রকাশ করিতেন।

ফ্রেণ্ড যে ভিক্ষা চাহিতেছেন,
অতি যৎসামান্য। স্মরণার্থ অট্টা
নয় স্তম্ভ নয়, প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তি নয়,
পট নয় এবং ফটগ্রাফও নয়, সা
কাগজে লিখিয়া সকলে বল যে সর
লরেন্স সাধারণের উপকার করিয়াছ
এই সামান্য ভিক্ষাদানে বণিকগণ অ
ইংরাজ দোকানদারেরা অসম্মত, মিসন
মস্তক নাড়িতেছেন না; ভারতবর্ষীয়
ও বঙ্গদেশের ত কথাই নাই। বঙ্গ
সিবিলিয়ানগণও অগ্রসর হইতেছেন
কারণ কি? ফ্রেণ্ড এর অনুরোধ কি
রোদনের ন্যায় বিফল হইবে?

সর জন লরেন্স যে উপায়ে ি
জাতার পরিবর্ত্তে পঞ্জাবের প্রধান কা
নর পদে অধিকৃত হন তাহা বি
জন নাই। হেনরি লরেন্স ঋষি
লোক ছিলেন; ধর্ম্ম উাঁহার একমাত্র
লম্বনীয় ছিল। জন লরেন্স জেলহৌসির
প্রমাণ করিয়া চলিতেন। পঞ্জাবের
বন্দোবস্ত—যাহার গুণে সর্দ্দার ও শী
বিদ্রোহকালে গবর্ণমেন্টের হইয়া অস্ত্র
করেন—হেনরি লরেন্সের দ্বারা হইয়া

র চতুর্দ্দিগে হাহাকার কেল্লার পর
া, নগরের পর নগর, প্রদেশের পর
শ বিদ্রোহীদিগের হস্তগত হইতেছিল,
প্রত্যহ এক এক জন পুরাতন ও উপ
সেনাপতি অথবা দেওয়ানী কর্ম্মচারীর
ের সংবাদ আসিতেছিল, তখন কয়েক
ব্রিটিশ সৈন্য দিল্লীর সম্মুখে শিবির
পন করে এবং শীকদিগের সাহায্যে
াহী রাজধানী অধিকার করিয়া লয়। সেই
সৈনিকগণ জেনরল লরেন্সের শিক্ষিত।
লসন এড্‌ওয়ার্ডেস্, হডসন প্রভৃতি
গণ হেনরি লরেন্সের ছাত্র। যখন প্রথম
দ্রোহ আরম্ভ হয়, তখন সর জন লরেন্স
ার গুরুত্ব বুঝিতে পারেন নাই। রবর্ট
গমরি মিয়ান মীরের বিদ্রোহশান্তি
ন, এতন্নিবারণের পর প্রধান কমিস
সংবাদ পান। পেশোয়ার অঞ্চলের
ন্তি সিডনি কটন ও নিকলসন হইতে হয়।
ার ঐ সময়ে কতগুলি উপযুক্ত কর্ম্মচারী
লন তাঁহারাই বিদ্রোহশান্তি করেন।
র সর জন লরেন্সের এইপর্য্যন্ত প্রশংসা
যাইতে পারে যে, তিনি তাঁহাদের পরা
অগ্রাহ্য করেন নাই। তিনি নিজের
র্য্যের মধ্যে বারম্বার সেনাপতি আনসনকে
কার্ণালে ও রসদে সম্পূর্ণ, গ্রামসকল
করিতে করিতে দিল্লী আক্রমণ করিতে
ত্রণা করেন। তাঁহার পরামর্শের
সরণ করিলে সপাটু অবধি দিল্লী
ন্ত সাধারণ্যে বিদ্রোহ হইত। সেনা
ের পঞ্জাবের সহিত সম্বন্ধ থাকিত
সৈন্যগণ হতবল হইয়া শত্রুদল ভেদ
য়া চতুর্থাংশ পরিমাণ পলায়ন করিয়া
ত, সর জন লরেন্স এ বিদ্রোহের গুরুত্ব
তে পারেন নাই তাহা ইহাতেই স্পষ্ট
হইতেছে। যেরূপে ও যে কারণে হউক,
াহের সময়ে যে যশ হয়, সেই বলে সর
লরেন্স লার্ড এলগিনের মৃত্যুর পর
র জেনেরল হন তখন অপালায় যুক্ত
তেছিল, ইংলণ্ডের লোকেরা ভাবিতে
ন মধ্য আসিয়ার লোকে অস্ত্রধারী
সিন্ধুর নিকটে আসিয়াছেন। ভারত
য়েরা এই সুযোগে অস্ত্র ধারণ করিতে

পারেন এমত বিপদের সময় পঞ্জাবের রক্ষকর্ত্তা ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি শাসন কার্য্যের উপযুক্ত নহেন। অনন্তর সর জন লরেন্সকে গবর্নর জেনরল পদে প্রতিষ্ঠিত করা হয় এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে তিনি কি করিয়াছেন? সাধারণের হিতকর কোন মহৎ কার্য্য তাঁহাদ্বারা হইয়াছে? তাঁহা হইতে রেলওয়ের তৃতীয় শ্রেণির আরোহী দিগের সুবিধা হইয়াছে একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু এটীকেও তিনি সম্পূর্ণতা পাওয়াইতে পারেন নাই, বিশেষতঃ তাঁহার আজ্ঞাসত্ত্বেও রেলওয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিভিন্ন অন্য শকটে আলোক দেওয়া হয় না। তিনি খৃষ্টীয় ধর্ম্মের যে সাহায্য করিয়াছেন, তিনি সৈনিক ব্যয় যে বৃদ্ধি করিয়াছেন তন্নিমিত্ত ভারতবর্ষীয়দিগের কৃতজ্ঞ হইবার কোন কারণ নাই। তাঁহার শাসনকালমধ্যে তিনি একটী সৎকার্য্য করিবার চেষ্টা পান; কিন্তু যথাসময়ে মন্ত্রী দিগের তাড়নায় তাহা হইতে বিরত হন। তিনি কৃষকদিগের যথার্থ বন্ধু; এবং যাহাতে তাহাদিগের উন্নতি হয় এটী তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা; কিন্তু তিনি যে চেষ্টা পাইয়াছেন তাহাতে কৃষকগণ মিথ্যা আশা পাইয়াছে মাত্র। ইহাতে বরং জমীদারদিগের সহিত তাহাদিগের মনোভঙ্গ ও তাহাদিগের কষ্ট বৃদ্ধিই হইয়াছে। সিবিলসার্ব্বিসের দ্বার বিস্তৃতরূপে উদ্ঘাটিত না করিবার কারণ সর জন লরেন্স। গবর্ণমেন্ট নিজ ব্যয়ে যে কয়েক জন এদেশীয়কে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতেছেন তন্নিমিত্ত আমরা সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোটের নিকটে ঋণী হইয়াছি। সর জন লরেন্সের রাজত্বপ্রণালী প্রশংসনীয় নয়। ব্যয়বৃদ্ধি করিয়া শেষে যে সে প্রকারে কর আদায় করা তাঁহার রাজনীতি। তাঁহার সময়ে যে কয়েকটী কর করা হইয়াছে, তাহার সমুদায় কষ্টকারী কর। মিউনিসপাল প্রণালী স্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু লোকে অত্যাচারপীড়িত হইয়া প্রত্যহ চীৎকার করিতেছে, তথাপি তিনি এতদ্দ্রূপ অত্যাচার নিবারণ করিতে সাহসী হইতেছেন না। বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে তাঁহা হইতে বিশেষ

ইষ্টলাভ হয় নাই তাঁহার অধীনস্থ
চারীরা তাঁহার চক্ষে ধূলি দি। ১৮৬৪
১১ ই জানুয়ারির মন্তব্য ব্যক্ত করিয়া
শিক্ষকের প্রস্তাবে কেবল কর
লোককে চটান হইয়াছে। রেলওয়ে,
খালপ্রভৃতি বিষয়ে তিনি কি করিয়
তাহা আমরা জানিতে পারি নাই
দিকে ১১ কোটি টাকা বারিকে ব্যয়
এব রুশীয়ার ভয়ে পেশোয়ার পর্য্যন্ত
ভূমির মধ্য দিয়া রেলওয়ে হইতেছে, এ
ভারতবর্ষের উদ্যানতুল্য পূর্ব্ববাঙ্গ
একটী উত্তম রাস্তাপর্য্যন্ত হইল না।
জলসেচনার্থ খাল কাটা যে কবে
তাহা ঈশ্বর জানেন। গবর্ণমেন্ট
পাঁচক্রোশ দূরবর্ত্তী একটী অর্দ্ধখ
নন। আছে; অল্প টাকায় ইহার
করিলে ২০ লক্ষ লোকের উপকার হয়,
জন লরেন্স এক জন ইঞ্জিনিয়র
করিয়াও ইহার এক বার পরিদর্শন
লেন না। আমাদিগের বিচারা
বিচারপ্রণালী সর জন লরেন্সের
ধার ধারেন না। বিশেষের মধ্যে এই,
ষ্টাম্প আইন করিয়া দরিদ্রদিগকে
আপন স্বত্বরক্ষায় অসমর্থ করিয়াছে
সর জন লরেন্স লার্ড ডেলহৌসির
পিতা ধারণ করেন, এ কথা অনেকে
কিন্তু আমরা তাহাতে উহার বিপরীত
হার দেখিতেছি। এ দিকে তিনি সর
ফিয়ারকে এক সামান্য টেলিগ্র
জন্য ভৎসনা করিলেন ওদিকে
নি ও আপন সেক্রেটারিগণ কত
সিমলাবাসে ব্যয় করিলেন তাহা এ
চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন
কোন গবর্নর জেনরলের সময়ে সেক্রেটা
এত প্রভুত্ব করেন নাই; অথচ সর জন
৪৫ বৎসর ভারতবর্ষে কাটাইলেন!!
শের ও বঙ্গদেশীয় সিবিলিয়ানদিগের
তাঁহার যে ভাব তাহা কাহার অ
নাই। ডাক্তার কেও পঞ্জাবী ও কম্
দিগের কৃতজ্ঞতার উপরে নির্ভর করি
কিন্তু কটলাণ্ডর দুর্ভিক্ষকালে যে ব্যক্তি
শাসকদিগের পক্ষ বাচিয়া তাহাদিগকে

হইতে অসমর্থ করে, তাহার ভাব
গণ বুঝিতে পারিয়া তাহারা যে প্রকার
হইয়াছিল, পঞ্জাবিগণ বিংশতিবর্ষ
সর জন লরেন্সের নিকটে সেইপ্রকার
হইবেন। বলপূর্ব্বক শাসন করা সর
রেন্সের রাজনীতি। ভারতবর্ষীদিগকে
শাসনকর্ত্তা এত অবিশ্বাস করেন নাই।
াধারণ বিপদকালে তিনি কোন কাজ
সমর্থ হন নাই, তাহার প্রমাণ ১৮
ব্দের দুর্ভিক্ষ। তাঁহার বিশেষ প্রশং
বিষয় এই তিনি সৎ ও সত্যবাদী, যে
তাঁহার যে সংস্কার আছে, তদ্বিরুদ্ধে
কাজ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার
র দোষশূন্য নয় বলিয়া তাঁহা হইতে
বিশেষে অনিষ্ট ঘটিয়াছে। তিনি
ন্য পদ হইতে উচ্চতম পদ পাইয়া
অধ্যবসায়দ্বারা লোকের কত দূর
হইতে পারে, তিনি তাহার দৃষ্টান্ত,
নিজের উন্নতিভিন্ন তাঁহার কার্য্যমধ্যে
কিছু দেখা যায় না। পঞ্জাবী কর্ম্মচারী
মেন্টের বেতনভোগী পাদরী ও ইউরো
সৈন্যগণব্যতীত আর কেহই তাঁহার
কৃতজ্ঞ হইবেন না। হেনরি লরেন্সের
গবর্ণর জেনরলের পদ ছিল। সপাহীর
তাঁহার প্রাণত্যাগ লার্ড এলগিনের
অন্যায় যুদ্ধঘটিত কাল্পনিক ভয়
তেই ... জন লরেন্স শাসনকর্ত্তা হইয়া-
ন ... সকল কারণে লোকে তাঁহাকে
ভিনন্দনদানে উৎসুক নহেন।

—:o:o:—

শারীতত্ত্ব ও তাহার ঔষধ।

এ বার অন্য অন্য বৎসর অপেক্ষা
ার আধিক্য হইয়াছে। ভারতবর্ষের
ক স্থান হইতে আমরা জ্বর, ওলা-
প্রভৃতির সংবাদ পাইতেছি। যে
স্থানে অতিশয় অনাবৃষ্টি হইয়াছে,
য় ইহার মধ্যে বসন্তের প্রাদুর্ভাব
ছে। যত দূর সাধ্য গবর্ণমেণ্ট
য্য দিতেছেন। ওলাউঠার সংবাদ
বামাত্র গবর্ণমেণ্টের চিকিৎসকগণ
লইয়া তথায় গমন করিতেছেন।
মাজিষ্ট্রেটেরা মৃত্যুর সাপ্তাহিক হিসাব
প্রদান করিতেছেন। বঙ্গদেশের যাব-
তীয় সিবিল ও সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন
এবং পুলিস কর্ম্মচারী হিসাব করিতেছেন।
পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে গবর্ণমেণ্টের যেপ্রকার
ঔদাসীন্য লক্ষিত হইত, এবার
তাহা নাই। তথাপি অসংখ্য লোকের
মৃত্যু হইতেছে। কয়েকটী বিভাগ ক্রমশঃ
লোকশূন্য হইতেছে। জন্ম অপেক্ষা
মৃত্যুর সংখ্যা অধিক হইলেই এই
অবস্থা ঘটিয়া থাকে। লোকসংখ্যা
করা আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের অভ্যাস
নয় আমাদিগের দেশীয় লোকেরাও
এ বিষয়ে সাহায্য করেন না, তাহা
হইলে প্রতিবৎসর কত লোক কমিতেছে
তাহা জানিতে পারা যাইত এবং ভার
তবর্ষের লোকসংখ্যা দিন দিন যে কমি
তেছে, তাহার নিশ্চয় হইত।

ইহার প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য;
কিন্তু সেই প্রতিবিধানের উপায় কি,
অগ্রে অনুসন্ধান করা উচিত। এ বিষয়ে
গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকা
বিধেয় নয় না। তাঁহারা মধ্যে মধ্যে
সাহায্যদান করিতে পারেন এইমাত্র;
কিন্তু এই সাহায্যে তাদৃশ ফল হয় না।
যে ব্যক্তির শরীর পারায় পরিপূরিত
হইয়া রহিয়াছে, মধ্যে মধ্যে পটি দিলে
তাহার কি উপকার হইবে? শরীরের
মধ্য হইতে পারা বাহির করিয়া মূল
শোধন না করিলে শরীর আরোগ্য
লাভ করিতে পারে না। আমাদিগের
বাসপ্রণালীই রোগের নিদান। সভ্যতা
মূলক কতকগুলি নূতনপ্রকার অভ্যাস
হইয়া উঠে। চিকিৎসকমাত্রেই বলিবেন
অসভ্য জাতীয় স্ত্রীলোকেরা প্রসবকালে
কোন যন্ত্রণা ভোগ করে না। ময়দানে
কাজ করিতেছে, এমন সময়ে প্রসব
বেদনা হইল, তাহারা স্বচ্ছন্দে প্রসব
করিল; কিন্তু যেখানে সমাজ সভ্য হই
য়াছেন, সেখানে প্রকৃতির উপর নি
করিলে চলে না। এই হেতু সভ্য জা
মধ্যেই অধিকতর প্রসবকষ্ট দৃষ্ট
অন্য অন্য পীড়ার বিষয়েও এই নি
যেসকল কারণে অসভ্য ব্যাধের নি
করিতে পারে না, তাহাতে সভ্য
বাসীকে নিঃসংশয় রুগ্ন হইতে হই
আমাদিগের বাসস্থানপ্রণালী পূ
এইপ্রকার ছিল; কিন্তু তখন
লোকের এত পীড়া হইত না কে
এ কথা অনেকে জিজ্ঞাসা করেন। এ
ত্তরে আমরা বলিতেছি, তদানী
লোকদিগের অভ্যাস, পরিশ্রম, চি
ভৃতির সহিত এখনকার লোকের
বিষয়ের বহু অন্তর হইয়াছে।
অল্প পরিশ্রমে আহার চলিত। এ
মধ্যে দুই তিন জন রীতিমত কাজ
তেন। এক জন চাকুরি করিলে
জন বসিয়া আহার করিতেন। এ
সে সকলের পরিবর্ত্ত হইয়াছে।
সকলকেই পরিশ্রম করিতে হইতে
সকলেরই অধিক চিন্তা হইয়াছে
বৎসর অতিক্রম হইতে না হইতে
কেশ পাকিয়া দেখা দেয়, পূর্ব্বে এ
ছিল না। এমত অবস্থায় যেসকল ক
পূর্ব্বে লোকের পীড়া হইত না, এ
সেগুলি পীড়ার কারণ হইয়া উঠিয়
এক্ষণে আর পূর্ব্বের ন্যায় বাস
রাখিলে চলিতে পারে না। ব
চতুর্দ্দিকে ঝোপ; খিড়কীর পুকুর
পূর্ণ; পশ্চিম দিগে বাঁশ; মলমূত্রত্যা
নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই, সেগুলি রীতি
পরিষ্কৃতও হয় না; বাটীর গৃহস
বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না; উঠা
যেখানে সেখানে ময়লা; গ্রামের
যদি কেহ আপনার ভূমিতে শূক
কারখানা করে, তথাপি আমরা তা
বাক্ নিষ্পত্তি করিতে পারি না। এই
কারণেই আমাদিগের দেশে এত প

ছে। যখন আমাদিগের অভ্যাস
প্রকার হইতেছে, তখন যে আমা
র সেই সেকালের স্বাস্থ্যরক্ষার
লী পরিবর্ত্ত করা আবশ্যক হইয়াছে,
আমরা এপর্য্যন্ত বুঝিতেছি না।
নে পীড়া হইতেছে সেইখানকার
করাই " গবর্ণমেণ্ট ঔষধ দিলেন
বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। গব-
ট মনে মনে বিরক্ত হন; কিন্তু কি
ন লোকলজ্জাভয়ে সাহায্য দেন।
জষ্ট্রেটেরা সর্ব্বদা বিভাগের পীড়ার
বিব্রত হন, চিকিৎসকদিগের
স ফেলিবার অবসর থাকে না। এটী
শায় শোচনীয় অবস্থা। এ অবস্থা
গবর্ণমেণ্ট সহস্র দান করিলেও
াদর হইবে না; প্রকৃত উপায় আমা
ার হস্তেই রহিয়াছে। আমরা যদি
নাদিগের বাসস্থানের প্রতি দৃষ্টি
কবি, এত অনিষ্ট হয় না। কৃত-
মাত্রেরই এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা
া। তবে গবর্ণমেণ্টকে একটী কাজ
তে হইবে। আমাদিগের মিউনিসি
লিটি নিকৃষ্ট অবস্থায় আছে। এটী
নের দোষ নহে, মিউনিসিপা
র সভ্য মনোনীত করিবার দোষেই
তেছে। মিউনিসিপালিটিসমূহে কেবল
ক জন করিয়া স্থানীয় "বড় লোক"
কন; কিন্তু কার্য্যদক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার
ত তাঁহাদিগের অল্প লোকের
র্ক থাকে। মিউনিসিপালিটির মধ্যে
বিদ্য ও স্বাধীন লোকদিগকে প্রবেশ
তে দেওয়া কর্ত্তব্য। এক কালে না
, অন্ততঃ অর্দ্ধাংশ সভ্যকে লোকে
নীত করনে, এই নিয়ম করা উচিত
নিসিপালিটির আয় ব্যয়ের সম্পূর্ণ
া তাঁহাদিগের হস্তে দেওয়া কর্ত্তব্য।
নিসিপাল টাকা হইতে অন্ততঃ
বৎসরপর্য্যন্ত পুলিসের ব্যয় লওয়া
ত নহে। পুলিসের বেতনে সকল
টাকা উড়িয়া যায়। স্বাস্থ্যরক্ষার উপ
যোগী কোন কাজ হয় না। এক্ষণে পুলি
সের বেতন বলিয়া যে টাকা লইয়া
লাভ জ্ঞান করা হইতেছে, ঔষধ ও
চিকিৎসকের বেতনে তাহা নিঃশেষিত
হইতেছে, লাভের মধ্যে লোকের কষ্ট ও
অনিষ্ট হইতেছে মাত্র। এইপ্রকার
সর্ব্বত্র মিউনিসিপালিটি করিয়া গ্রামের
জঙ্গলপরিষ্কার, পচা পুষ্করিণীর পঙ্কো
দ্ধার অথবা পরিপূরণ এবং বাসস্থা
নের প্রণালীপরিবর্ত্তনপ্রভৃতির নিয়ম
করিলে কয়েক বৎসরের মধ্যে দেশের
অবস্থার পরিবর্ত্ত হইতে পারিবে;
লোকেও স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে শিক্ষা
করিবেন।

---

ভারতবর্ষের নিষ্কর্ম্মা আফিসরগণ।

১৮৫৭ অব্দে বিদ্রোহঘটনা হও
য়াতে বিস্তর আফিসর নিষ্কর্ম্মা হইয়া
পড়িয়াছেন, তৎপরে কোম্পানির ইউ
রোপীয় সৈন্যগণ রাজকীয় সেনাদলের
সহিত একত্রিত হইলে আরও কতকগুলি
কর্ম্মহারা হন। ইহাঁদিগের অধিকাং-
শের সেনাদলের মধ্যে থাকিয়া সৈনি-
কের কাজ করা অভ্যাস ছিল; তাঁহারা
ত্রিগুণ বেতন পাইলেও কোনক্রমে
সৈনিক শিবির ত্যাগ করিতে চাহিতেন
না। কিন্তু ইংলণ্ডীয় সৈনিক কর্ত্তৃপক্ষ
কোম্পানির আফিসরদিগের উপরে
নির্দ্দয় ব্যবহার করাতে বিস্তর আফি
সরকে ত্রিশঙ্কুর অবস্থাপন্ন হইতে হয়।
সর চারলস উড কতক গুলিকে পদ
ত্যাগ করান; অবশিষ্টগুলির নিমিত্ত
ষ্টাফকোর প্রস্তুত হয়। যাঁহারা ষ্টাফ
কোরে প্রবিষ্ট হইলেন, তাঁহারা ব্যবসায়ে
সৈনিক; চিরকাল পারেড ও যুদ্ধভিন্ন
আর কিছুই জানেন না, কিন্তু ভাগ্যগুণে
দেওয়ানী কার্য্যে নিযুক্ত হইবার স্বত্ব
পাইলেন। ষ্টাফকোরে বেতন অধিক,
তদনুসারে অনেক সৈনিক পুলিস কা
কেহ কেহবা বিচারকার্য্যে নিযুক্ত হইলে
ঐসকল কার্য্যে উহাঁরা অভ্যস্ত নহে
সুতরাং পদে পদে উহাঁদিগের অ
গ্যতার পরিচয় হইতে লাগিল। প
ন্‌স, হার্ট, বাউইপ্রভৃতি কয়েক
ব্যতিরেকে কোন লেপ্টনাণ্ট ক
পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডাণ্ট হইয়া কি করি
পারিয়াছেন? ইহাঁরা ছাড়িয়া যান
কোন কাজ না দিলেও নয়। কিন্তু দেও
কার্য্যে ইহাঁদিগের অভ্যাস নাই সুত
উহা ভাল লাগে না। এতএব উহাঁ
যে অযোগ্যতা প্রদর্শন করি
তাহা বিচিত্র কি? অদ্যাপি অ
আফিসর কোন কাজ করিতেছেন
অথচ সম্পূর্ণ বেতন লইতেছেন।
মান্তর্গত প্রদেশসমূহে এক পু
যাহা হউক; সমুদায় বঙ্গদেশে তিন
মাত্র কাণ্টোনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট আছে
নিয়মবহিভূত প্রদেশেই ঐ মহা
দিগের প্রাদুর্ভাব। তত্রত্য লোে
ক্রমশঃ আপনাদের শাসন ও বি
প্রণালীর উপরে ঘৃণাপ্রকাশ কর
ছেন। পঞ্জাবে একটী প্রধান বিচার
ও তথায় শিক্ষিত বিচারপতিগ
শিক্ষিত ব্যবহারাজীব গমন কর
গোলযোগ বাঁধিয়াছে। এইসকল কা
গবর্ণমেণ্টকেও অগত্যা ক্রমশঃ সি
য়ানদিগকে নিয়মবহিভূত প্রদেশ
হের বিচারকর্ত্তা করিতে হইতেছে। ব
কালে নিষ্কর্ম্মাদিগেরদলবৃদ্ধি হইতে
য়াছে অনেক রাজকীয় আফিসরও বে
লোভে ষ্টাফকোরে প্রবেশ
য়াছেন। তাঁহাদিগকে ও পু
আফিসরদিগকে ধরিলে এক
দল নিষ্কর্ম্মা লোক দেখিতে প
যায়। ইহাঁদিগের কোন কাজ
ইহাঁরা আপন আপন অব
সন্তুষ্ট নহেন। গবর্ণমেণ্ট ইহাঁদি

নগ্রহ আর করিতেছেন। করপ্রদা দিরাও বিরক্ত হইয়া বলিতেছেন নিকর্ম্মা সৈনিকদিগকে সম্পূর্ণ বেতন দিয়া রাখিবার ফল কি?

আমরা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি এইসকল আফিসরকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুরস্কার দিয়া পদত্যাগ করিয়া পেন্সন লইবার প্রবৃত্তি দিন। পর্য্যাপ্ত পুর স্কার প্রাপ্ত হইলে অনেকে সম্মত হইবেন। ষ্টাফকোর রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই। কতকগুলি আফিসরকে দেওয়ানী কার্য্যের নিমিত্ত প্রস্তুত করা এই দল সৃষ্টির উদ্দেশ্য; কিন্তু এ উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতেছে না। পূর্ব্বে ষ্টাফকোর ছিল না; কিন্তু তখন জন মালকম, আলেক জণ্ডার বার্ণস, অর্থর কটন, এলড্রেড পটিঞ্জার হেনরি লরেন্সপ্রভৃতি কার্য্য দক্ষ উপযুক্ত লোক দৃষ্ট হইয়াছেন। ইসকল ব্যক্তির বিংশাংশ গুণবিশিষ্ট এক জন আফিসর কি এক্ষণে দৃষ্ট হন? কেবল কতকগুলি সরকারী টাকা নষ্ট হইতেছে এইমাত্র। সৈনিকগণ শিবি রের বাহিরে না আইসেন ইহাই প্রার্থ নীয়।

——:০:——

## বিবিধসংবাদ।

১লা পৌষ সোমবার।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, গবর্ণর জেনরলের মিলিটরি সেক্রেটারি জে, ডি, গডন সাহেব মহীশূরের কমিসনর পদে প্রাপ্ত হইয়াছেন উঁহারা ও বিনয় গডন সাহেবের স্বভাবসিদ্ধ গুণ।

এক্ষণ অনভিজ্ঞ গবর্ণমেণ্টের মুদ্রাযন্ত্র লয়ের তত্ত্বাবধানার্থ ৩০০০ টাকা বেতনে এক জন চিকিৎসা কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতেছেন; নিযুক্ত আছেন কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করিলে অল্পব্যয়ে এ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে।

রাজনীতির ন্যায় সামাজিক বিষয়েও ইংলণ্ড আমেরিকার অনুকরণ করিতেছেন। এই নিয়ম হইয়াছে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার নিমিত্ত স্ত্রীলোকেরা পরীক্ষা দিতে পারিবেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়েও এই প্রথা প্রচলিত হইয়াছে।

বাবু রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর এম. এ. বোম্বাই য়ের এলফিনষ্টোন কালেজের সংস্কৃত অধ্যা পক হইয়াছেন। পূর্ব্বে এক জন ইউরোপীয় এই কার্য্য করিতেন। ইউরোপীয়দিগকে এদেশে সংস্কৃতের অধ্যাপক করা একপ্রকার বিড় ম্বনা।

যাঁহারা আজি অবধি কলিকাতার ইডন বাগান দেখিতে যাইবেন। তাঁহাকে কর দিতে হইবে। ইউরোপীয় অধিবাসীরা উদ্যানটির রক্ষোপযোগী অর্থ প্রদান না করাতে পুলিশ কমিসনর করসংগ্রহের মানস করিয়াছেন।

২৪ পরগনার দ্বিতীয় অধস্তন জজ বাবু কৃষ্ণ লাল বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতার ছোটআদাল তের চতুর্থ জজ হইয়াছেন। ইহাতে সকলেই আহ্লাদিত হইবেন। এখন যদি ২৪ পরগনার উপযুক্ত সদর আমীন বাবু শ্যামধন মুখোপাধ্যায়কে কৃষ্ণবাবুর পদে নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে গুণের পুরস্কার হয়।

নৈহাটী ষ্টেসনের নিকটে একটী বৃহৎ শূক রের কারখানা আছে। এখানে বিস্তর শূকর থাকে এবং শূকরের তৈলপ্রভৃতি প্রস্তুত হয় ইহার দুর্গন্ধে গ্রামের লোকের অতিশয় কষ্ট হইয়াছে। কেবল কষ্ট নয়, পীড়াও হইতেছে। কয়েক বৎসর যাবৎ এই স্থানে ওলাউঠা বিরাজ করিতেছেন। এ বার বিস্তর লোকে প্রাণত্যাগ করিতেছেন। এই কারখানা অবিলম্বে বন্ধ করা কর্ত্তব্য।

মহারাজ রণবীর সিংহ হাজারার গত যুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের যে সাহায্য করেন, তন্নিমিত্ত সর জন লরেন্স স্বহস্তে এক পত্র লিখিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। সর জন লরেন্স বলিয়াছেন, যখন যত বার গবর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রার্থনা করেন, ততবার রাজা ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রতি অনুরক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন; মিত্র রাজ গণের উৎসাহবর্দ্ধন করিলে তাঁহাদিগের অনু রাগ দৃঢ় বদ্ধমূল হয়।

শনিবারের ভারতবর্ষীয় গেজেটে দৃষ্ট হইল সিংহল গবর্ণমেণ্টের অনুরোধানুসারে ভারতব র্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কলম্বোর কালেজকে কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্বতন্ত্র করিয়াছেন। সিং হলে কি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় হইবে?

রেওয়ার রাজা সর জন লরেন্সের সহি সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত কলিকাতায় আসি তেছেন।

নবেম্বর মাসের শেষে ১০,৪০,৮৬,২২ টাকার গবর্ণমেণ্টের নোট প্রচলিত ছিল। প্র তুফণ্ড ৬,৩৩,০০,০০৬ টাকা, ৩৩,৬ ,৭১ টাকার অমুদ্রিত রৌপ্য, ১,৪৭,৫০৫ টাক অমুদ্রিত স্বর্ণ, এবং ৩,৭২,৮০,০৬১ টাক গবর্ণমেণ্টের কাগজ ছিল।

পিয়নিয়র বলেন, সর উইলিয়ম মিয়ুরে অনুরোধে ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পা যাবতীয় ষ্টেসনে বেঞ্চ রাখিবার মানস ক রাছেন। আরোহীদিগের পক্ষে এটী সুখক হইবে সন্দেহ নাই।

আমরা ডেলিনিউস পাঠ করিয়া দুঃখি হইলাম বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্কের উপযুক্ত সেক্রেটা জেকসন সাহেব পীড়ানিবন্ধন অবিলম্বে ভার কর্ম্ম ত্যাগ করিতেছেন।

মফস্বল আফিস হইতে কষ্টারনামক ইংরাজ তহবিল তছরূপ করিয়া পলায়ন করে তাহার বিষয় উত্থাপন করিয়া ডেলিনিউ বলেন, এ অসাধুতা কোন জাতির এক চেটি নহে। মনক্রিফ সাহেব অবজ্ঞাপূর্ব্বক প্রস্তাব করিয়াছেন, তিনি সাধুতার বিষয়ে যাহা ব থাকেন তাহা স্মরণ করিয়া জাতিপক্ষপাত নিন্দা করা না হয় আমাদের এই অনুরোধ এ দেশের সংবাদপত্রসম্পাদকদিগকে এ অ রোধ করিবার প্রয়োজন নাই। ইংরাজী সংব পত্র বিশেষতঃ ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়াকে বি শেষ করিয়া অনুরোধ করা উচিত।

মফস্বলের এক জন জমীদার নীল ব করিতে আসিয়া ১০০০০ টাকা প্রাপ্ত হ ছিলেন ধূর্ত্তেরা তাঁহাকে ৮০০০ টা ঠকাইয়া লয়। ইহাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি আপনাকে পাতিয়ালার রাজার পুত্র বলি পরিচয় দিয়াছিল। পুলিস অনুসন্ধান করি ধূর্ত্তদিগকে ফৌজদারিতে অর্পণ করিয়াছেন।

২রা পৌষ মঙ্গলবার।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত টেলি গ্রাম পাইয়াছেন।

পেসোয়ার ১০ই ডিসেম্বর। কাবুল হইতে ৩রা ডিসেম্বরপর্য্যন্তের সংবাদ পাও গিয়াছে। এপর্য্যন্ত যুদ্ধ হয় নাই। সিয়ার আ খাঁ এক পরিখাবেষ্টিত শিবিরে থাকিয়া বি করিয়া শক্রসংহার করিবার চেষ্টায় আছেন

খাঁ ও আবদুল রহমন খাঁ আমীরের
ক্ষ করিয়া কাবুলে যাইবার চেষ্টা পাইতে
কিন্তু তাঁহাদিগের জয়ের কোন সম্ভাবনা
বিস্তর সৈন্য সিয়ারআলির দলে আসি
। বোম্বাইগেজেট পুনর্ব্বার বামিয়ানের
এক বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু
জেন্টের সংবাদেই অধিক বিশ্বাস হয়।
নারায়ণপুর বিভাগে চারি মাসের মধ্যে
০ গরু প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এত মড়কে
কি, ইহার অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত
ন কর্ম্মচারী প্রেরিত হইয়াছেন।
ত বৃহস্পতিবার থাপার টোলঘরের
ত একটী অজগর হত হইয়াছে। এটির
১৩ ফুট ৯ ইঞ্চি ও পরিধি ১৭ ইঞ্চি।
৮৬৭।৬৮ অব্দে মধ্যভারতবর্ষে ষ্টাম্প
৭,৮১,৯৬১ টাকা পাওয়া গিয়াছে।
ৎসর অপেক্ষা এ বার শতকরা ২০ টাকা
লাভ দেখা যাইতেছে
লীতে বসন্তের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।
হইতেও এই প্রকার সংবাদ আসিয়াছে

৩ রা পৌষ বুধবার।

ীর রাজা এক বৎসরের নিমিত্ত শস্যের
গিত করিয়াছেন, আগরা হইতে শস্য আ
নিমিত্ত বণিকদিগকে টাকা দেওয়া হইয়াছে,
র স্থানে স্থানে অনাথদিগের সাহায্যার্থ
ন্ত হইয়াছে। সবলকায়দিগকে কর্ম্ম
র নিমিত্ত সাধারণের হিতকর এরূপ কতক
কার্য্য আরম্ভ হইবে। যাহাদিগের শস্য
কালে নষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগকে কর দিতে
না। যাহাদিগের আংশিক ক্ষতি হইয়াছে
রা সেই মত কর দিবেন। রাজার কর্ম্ম
ান এক্ষণে সাধুতাপূর্ব্বক কাজ করেন

ধান কমিসনরের অনুরোধে নাগপুর
সাবাদ, বৈতুল ও সম্বলপুরে একটী
খানা হইতেছে। লোকের কষ্ট পাইয়া
আসিতে হয় বলিয়া ভাটিঞ্জাল হইল।
যা। মধ্যভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি। আর
া নাই।

ই ডিসেম্বর লাড মেয় বোম্বাইয়ে নামিবেন
স হওয়াতে তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে
করিবার নিমিত্ত যথারীতি আবেদন করি
ন। লাড মেয় তৎপরে মান্দ্রাজে গিয়া
নেপিয়রের সহিত ক্রিষ্টমাস তোজের
আমোদ অতিবাহিত করিবেন।

সম্প্রতি আদিম বিভাগে বিচারপতি নর্ম্যানের নিকটে একটী গুরুতর মকদ্দমা হইয়া গয়াছে। প্রায় তিন বৎসর হইল, দেবনারায়ণ ঘোষ নামক খড়দহের এক জন ধনী লোক দুই বিধবা স্ত্রী রাখিয়া বিনা উইলে প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁহার বড় স্ত্রীর ভ্রাতা রাইমোহন ঘোষ ও অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়নামক এক ব্যক্ত এক জাল উইল প্রস্তুত করিয়া আপনারা অছি হন এবং এই কথা প্রচার করিয়া দেন অছিগণের অসম্মতিতে কেহ কোন কাজ করিবেন না। যে স্ত্রী অছিদিগের কথা না শুনিবেন, তাঁহাকে মাসিক ১৫ টাকামাত্র ভরণ পোষণার্থ দেওয়া হইবে। দেবনারায়ণের ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন, তাঁহাদিগের নাম করা হয় নাই। বেণীমাধব গোস্বামী দেবনারায়ণের গুরু, তাঁহার পুত্রকে এই উইলদ্বারা বাগবাজারের একখানি বাটী দেওয়া হয়। এবং গোস্বামী নিজে উইলের সাক্ষী হন রাইমোহন ও অন্নদাপ্রসাদ ২৪ পরগনার জজ নিকটে ১৮৬০ অব্দের ২৭ আইন অনুসারে দেবনারায়ণের জ্যেষ্ঠ স্ত্রী বিধুমণি ও কনিষ্ঠা স্ত্রী ক্ষেত্রমণির নামে সার্টিফিকেট লয় তাহার পর অবধি তাহারা লুঠিতে আরম্ভ করে কয়েক সহস্র টাকা মূল্যের এক বাটী বিক্রয় করিয়া তাহারা ক্ষেত্রমণিকে রুদ্ধ করিয়া বল পূর্ব্বক কবালাতে স্বাক্ষর করাইয়া লয়। বিধুমণি ভ্রাতার সাহায্য করেন। তিন মাস পর্য্যন্ত ক্ষেত্রমণিকে রুদ্ধ রাখা হইয়াছিল। পরে তিনি মুক্ত হইয়া প্রধানতম বিচারালয়ে নালীশ করেন। এই নালীশ আরম্ভ হইয়াছে এমত সময়ে রাইমোহন ও অন্নদা প্রসাদ ক্ষেত্রমণির উকীল বাবু রমানাথ লাহার নিকটে গিয়া বলিল, উভয় পক্ষে রফা হইয়াছে, অতএব মকদ্দমা চালাইবার প্রয়োজন নাই। তাহারা আটর্নীর বাড় পর্য্যন্ত দিয়া ছিল; কিন্তু ধূর্ত্ততা প্রকাশ পাওয়াতে মকদ্দম চলিতে লাগিল। ইহাদিগের ধূর্ত্ততা সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। বিচারপতি নর্ম্যান সিদ্ধান্ত করিয়াছেন উইল জাল ও তদনুসারী দান অসিদ্ধ। যে বাটী বিক্রীত হয় তাহাও অসিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। রাইমোহন, অন্নদাপ্রসাদ ও বেণীমাধব গোস্বামীকে ফৌজদারিতে অর্পণ করিবার আজ্ঞা হইয়াছে। এপ্রকার ধূর্ত্তদিগের কঠিন দণ্ড হওয়া আবশ্যক।

ডেলি নিউস বলেন মুরসিদাবাদের নবাব ইংলণ্ড দর্শনার্থ গবর্ণমেণ্টের অনুমতি পাইয়া

ছেন। নবাব এই মাসের শেষে দুটী পুত্র স
ব্যাহারে বোম্বাই গিয়া জাহাজে আরোহণ
বেন। কর্ণেল লেয়াড তাঁহার সঙ্গে
করিবেন।

উক্ত পত্র বলেন নাগা ও কুকিদিগের স
গণকে শিক্ষিত করিবার নিমিত্ত কয়েকটী ব
বিদ্যালয় স্থাপনের আজ্ঞা হইয়াছে। এটী
কল্পনা। বিদ্যাশিক্ষা ব্যতিরেকে তাহাদি
শান্তস্বভাব করিবার দ্বিতীয় উপায় নাই।

অদ্যকার গেজেটে দৃষ্ট হইল, শ্রীরা
ও হুগলিতে গাড়ী পালকীর ভাড়ার
প্রচলিত হইবার আজ্ঞা হইয়াছে। ১ লা
রারি অবধি নিরিখ হইবে। মিউনিসি
রাস্তা সমূহের সুপরবাইজর গাড়ী প্রভ
রেজিষ্টার হইবেন।

বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার ১৮৬৮
৬ আইন (বিভাগীয় নগরের স্থানীয় কর
এর আইন) আগামী ১ লা এপ্রেল
প্রচলিত হইবে। মাজিষ্ট্রেটগণকে প
দগের নাম প্রেরণ করিতে বলা হইয়াছে

বালেশ্বরে আটটী নূতন রাস্তা করিবার
ভূমিক্রয় করিবার ঘোষণা হইয়াছে। এ
দুর্ভিক্ষের সময়ে হওয়াতে বোধ হইতেছে
লোকদিগকে কর্ম্ম দিয়া রক্ষা করা গবর্ণমে
অভিপ্রেত। আমরা আহ্লাদিত হইলাম
সাহেব নিজে সতর্ক আছেন, এবং কর্ম্ম
দিগকে যথোচিত রূপে সাবধান হইতে ব
ছেন।

৪ ঠা পৌষ বৃহস্পতিবার।

আগামী ১৮ ই জানুয়ারি, প্রেসি
কালেজে গিলক্রাইষ্ট ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষা হ
পাঁচবৎসরের নিমিত্ত বার্ষিক নিয়মে ১০০
করিয়া দুটী ছাত্র বৃত্তি দেওয়া হইবে।
পরীক্ষার্থিগণ পাথেয় স্বরূপ ষ্টেটসেক্রে
নিকটে ১০০০ টাকা পাইবেন। যাঁহারা
গিয়া ছাত্রবৃত্তি পাইবেন, তাঁহাদের
গমনার্থ ঐ প্রকার সহস্র টাকা দেওয়া
বিশুদ্ধ ইউরোপীয় ভিন্ন যাবতীয় ভারত
এই ছাত্রবৃত্তি পাইতে পারিবেন। অর্থাৎ
অথবা মাতার মধ্যে এক জন ভারত
হইলে হইবে।

ডিকসন সাহেব ভারতবর্ষ ত্যাগ ক
গবর্ণর জেনরল তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া এ
লিখিয়াছেন। ডিকসন সাহেব যে প্রকার
ভারতকারে ব্যাঙ্কের কার্য্য সম্পাদন

ছেন এবং তাঁহার পরামর্শে গবর্ণমেণ্টের যে উপকার হয়, তাহা স্বীকার করা হইয়াছে।

রাজকুমার গোলাম মহম্মদ মহীসুরের উপকারার্থ ১,৭৫,০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। তাহার উপস্বত্ব হইতে ১০০ মুসলমান, ৫০ জন খৃষ্টীয়ান ও ২০ জন ব্রাহ্মণকে সাহায্য করা হইবে। মহীসুরের কমিসনর এই টাকার অছি হইয়াছেন। এই দানশীলতা প্রশংসনীয়। কিন্তু এ প্রকার পক্ষ্যভেদের কোন প্রয়োজন ছিল না। রাজকুমার কি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণদিগের অপেক্ষা খৃষ্টানদিগকে অধিক স্নেহ করেন?

সম্প্রতি একখানি ব্রিটিশ জাহাজ জলমগ্ন হওয়াতে পণ্ডিচরির শাসনকর্ত্তা নাবিকদিগের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।। মেসেজারিস কোম্পানি বিনা ব্যয়ে ইহাদিগকে কলিকাতায় আনয়ন করেন, এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ব্যয় দিতে চাহাতে তাঁহারা তাহা লইতে অসম্মত হন। গবর্ণমেণ্ট তন্নিমিত্ত ফরাসী শাসনকর্ত্তা ও মেসেজারিস কোম্পানির নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন।

রামপুরের নবাব স্বীয় রাজ্যের মধ্যে মাদক দ্রব্য বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন। প্রজার হিতাকাংক্ষী রাজাদিগের এপ্রকার নিষেধ করা কর্ত্তব্য বটে কিন্তু সভ্য কালে এনিষেধ ফলোপধায়ী হয় না, প্রত্যুত বিরক্তিকারক হয়।

৫ ই পৌষ শুক্রবার।

বোম্বাই রেলওয়ের যে অংশ ভিলদিগের দেশের মধ্য দিয়া গিয়াছে, তথায় ভিলেরা সদা দৌরাত্ম্য করে। অনেকবার তাহারা গাড়ি রেইলভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল। রেসিডেণ্ট ইঞ্জিনিয়র বলেন সর্দ্দারদিগের অনুমতি পাইয়া তাহারা এই সকল উপদ্রব করে। অতএব তিনি আপনার আজ্ঞাবহ এক রেজিমেণ্ট সিপাহী চাহিয়াছেন। আমরা বিস্ময়াপন্ন হইলাম, বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়াছেন। যতই দৌরাত্ম্য হউক না কেন একজন উচ্চপোষিত রেলওয়ে কর্ম্মচারির হস্তে সৈন্যাধ্যক্ষতা দেওয়া অতিশয় অন্যায়।

মান্দালাইতে ব্রিটিশ পলিটিকাল এজেণ্টের অধীনে একটী আদালত ও জেল হইয়াছে। ব্রহ্মদেশে ইংলণ্ডেশ্বরীর কোন প্রজা অপরাধ করিলে তথায় তাহার বিচার হইবে।

ইংলণ্ডে ক্রয় বিক্রয়ের একটী নূতন প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। এক্সচেঞ্জ মার্টনামক এক সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইতেছে। অল্প মূল্যে তন্মধ্যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপন কারিরা তদ্দ্বারা এক দ্রব্যের বিনিময়ে অপর দ্রব্য ক্রয় করেন। কেহ বলেন আমার একটী কুকুর আছে তৎপরিবর্ত্তে আমি একটী আঙ্গুর চাই ইত্যাদি। এটী মন্দ নয়। কিন্তু আমাদিগের আশঙ্কা হইতেছে কসাইটোলার অনেক নীলামের ন্যায় দ্রব্য দেওয়াই সার হইবে।

স্পেক্টেটরে লিখিত হইয়াছে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট এদেশীয় সৈন্যদিগকে স্নাইডর দূরে থাকুক এনফিলড রাইফলও দিবেন না। কিন্তু এদেশে রাইফল যুক্ত কামান, কার্তুজ প্রভৃতি প্রস্তুত হইবে। জমীদারের কাছারিতে খত প্রজাকে আনয়ন করা হইয়াছে। "করদাও" বলিয়া জমীদারের গমস্তা চিৎকার করিতেছেন। যথার্থ পাওনা বটে, এবং প্রজা টাকা আনিয়াছে। তথাপি দিবে না। দাও দাও বারম্বার বলাতে প্রজা বলিল সহজে ত নহে। কাড়িয়া লইতে পার ত লও। গবর্ণমেণ্টের সহিত প্রজার এরূপ ব্যবহার যেন না হয়।

৬ ই পৌষ শনিবার।

টাকার বাজার ক্রমশঃ রূপান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের কাগজের মূল্য কমিতেছে এবং ব্যাঙ্ক সুদ ও বাটার পুনর্ব্বার বৃদ্ধি করিয়াছেন।

পালমাল গেজেটে রুশীয় রাজ্ঞী কৃত দ্বিতীয় ক্যাথরিণের এক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্র রাজ্ঞী স্বীয় পুত্র (অতঃপর সম্রাট্) পালকে লিখেন। তিনি বলেন প্রজাদিগকে বুদ্ধিমান ও তর্ক শক্তিমান করা উচিত নহে প্রজাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই হইতেছে তাহারা কেবল চুপ করিয়া থাকিবে। একটী যুদ্ধ অপেক্ষা এক জন উপযুক্ত লেখকের লেখনীতে অধিক ক্ষতি করে। যে লেখক রাজনীতিজ্ঞ হইবার চেষ্টা পাইবেন, তাঁহাকেই সাইবিরিয়াতে প্রেরণ করিবে। রুশীয় গবর্ণমেণ্ট এক পরামর্শ বিস্মৃত হন নাই। তত্রত্য সর্ব্বপ্রধান লেখক আলেকজণ্ডার হার্জেনকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। ভারতবর্ষের যদি কেহ রুশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরাগবান হইয়া থাকেন, অভিনিবেশ পূর্ব্বক তাঁহার এই পত্রখানি পাঠ করা কর্ত্তব্য।

বঙ্গদেশের কাথলিকবিশপ গবর্ণমেণ্ট বাটীর গোপন দ্বার দিয়া প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইয়াছেন। এটী একটী মহৎ সুলক্ষণ।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ সর উইলিয়মমিয়ার সাধারণের নিকটে চাঁদার প্রস্তাব করিয়াছেন। ... বেলা সর্ব্বসাধারণের বদ্ধপরিকর হওয়া ... এবার কোন দেশ স্বচ্ছন্দে থাকিবেন, ... হয় না।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের ... বিক্রীত হইতেছে।

| | | |
|---|---|---|
| ৪ টাকার সিকা | | ৯০৸০। |
| ৪ " | কোং | ৯০৸৶। |
| ৫ " | পব লকওয়ার্ক | ১০২॥০।১ |
| ৫ " | কোং | ১০৬। |
| ৫॥ " | কোং | ১১০৶।১১ |

## ইউরোপীয় সমাচার।

৭ ই ডিসেম্বর। তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট ... খাজাকে এক পত্রদ্বারা স্পষ্টাভিধানে ... ইয়াছেন, তিনি যদি ক্রীটের শান্তি ... সাহায্য না করিবার বিষয়ে অঙ্গীকার ও ... ভূমান না করেন, তাহা হইলে অবিলম্বে ... সহিত সুলতানের মিত্রতার ও ... সংযোগ রহিত হইবে। সাধারণতন্ত্র প্র... কান্ডিয়ে অনুধাবন করিয়া রাজ্যের ... দিয়াছিল। সৈন্যগণ তাহাদিগকে ছিন্ন ... করিয়াছে।

আবিসিনিয়ার যুদ্ধে যেসকল সৈন্য গিয়াছি... রাজ্ঞী তাহাদিগকে এক এক মেডাল দি... আজ্ঞা দিয়াছেন।

—:•:——:•:—

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

### বঙ্গদেশীয় লেপ্টনেণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

৩ রা ডিসেম্বর—জে, বারলো সাহেব ... তের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ... দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষ... পাইবেন।

৮ ই ডিসেম্বর-শাহাবাদের রেবেরেণ্ড ... কর গট্টাফ খৃষ্টীয়ানদিগের বিবাহের সা... ফিকেট দিতে পারিবেন।

৯ ই ডিসেম্বর। ৩ রা ডিসেম্বর অ... লেপ্টনেণ্ট ডবলিউ, হাচিন্সন পুরুলিয়ার ... রেজিষ্ট্রার হইয়াছেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা ১৮৫৮ অব্দের ... আইনের ২ ধারানুসারে কটকের বাজুলাল... দর্শক হইবেন।

ডবলিউ, রাইট সাহেব।

বাবু ব্রজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাবু কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় পশ্চিম ... মানের অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের মুন্সেফ হইবে...

বাবু কৃষ্ণচন্দ্র চৌধরী চট্টগ্রামের অন্তর্গত দিয়াঙের মুন্সেফ হইবেন।

১০ ই ডিসেম্বর—রেবেরেণ্ড জে, এস, াণ্ডিন এম, এ দমদমার প্রতিনিধি চাপলেন হইবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর আর, এচ, রেণ সাহেব বেতিয়া উপবিভাগের ভার পাইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন। তিনি আর ও প্রধানতম বিচারালয় ও সেসিয়নে অর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন।

বাবু কালীশঙ্কর রায় ফরিদপুর ও ভূষণার ছোট আদালতের জজ হইবেন।

মৌলবী আনোয়ার আলি ত্রিহুতের অধস্থ জজ হইবেন; কিন্তু যত দিন বাবু গিরিশচন্দ্র দাস সরকারী কার্যোপলক্ষে স্থানান্তর থাকেন, তত দিন পাটনার ছোট আদালতের প্রতিনিধি জজ হইবেন।

এল, ডবলিউ, হ্‌চিন্সন সাহেব পাটনার অধস্থ জজ হইবেন।

১২ ই ডিসেম্বর—জি এফ, ওয়াসলি সাহেব পাটনার কমিসনরের বিশেষ সহকারী হইবেন।

জে, ওকিন্লি সাহেব পাটনার প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

মেদিনীপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু রামকুমার বসু ২৪ পরগণায় বদলী হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতার ছোট আদালতের অন্যতর জজ হইবেন।

ই, আর, পটলওয়ার্থ সাহেব গয়ার বিদ্যা শিক্ষা সভার এক জন সভ্য হইবেন।

রেবেরেণ্ড জে, এ পেজ সাহেব খৃষ্টীয়ান দিগের বিবাহ ও বিবাহের সার্টিফিকেট দিতে পারিবেন।

১৪ ই ডিসেম্বর—লেপ্টেনণ্ট ডবলিউ, ই, চম্বার্স হাজারিবাগের পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

লেপ্টেনণ্ট কর্ণেল সি, রিয়া (যিনি এক্ষণে বিদায় লইয়া আছেন) ভাগলপুরের পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

যত দিন লেপ্টেনণ্ট কর্ণেল সি, রিয়া বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন তত দিন সি জেনিন্স সাহেব ভাগলপুরের পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

হাজারিবাগের সহকারী পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আর, এস, এচ, পিট সাহেব মানভূমে বদলী হইবেন।

যত দিন বাবু ভগবতীচরণ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত না হন তত দিন বগুড়ার সব আসিষ্টান্ট সার্জন বাবু হরনাথ রায় সেরাজগঞ্জ উপবিভাগের চিকিৎসা ও তত্রত্য দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন

যত দিন এচ, সি. কর্ণস সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ডাক্তর জি, এফ, হক বগুড়ার প্রতিনিধি দেওয়ানী চিকিৎসা কর্ম্মচারী হইবেন।

টি. এচ. এচ, পিট সাহেব মেদিনীপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

১৫ ই ডিসেম্বর—বাঁকুড়ার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর আর, এম, ওয়ালার সাহেব যশোহরে বদলী হইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

সি. ডি. সি উইক্টর সাহেব বাঁকুড়ার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

ডবলিউ. এচ. পেজ সাহেব ঢাকার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

মৌলবী মজিরুদ্দিন আহম্মদ শ্রীহট্টের অন্তর্গত রসুলগঞ্জের মুন্সেফ হইবেন।

বাবু কাশীনাথ দাস চট্টগ্রামের অন্তর্গত নন্দীপের মুন্সেফ হইবেন।

বাবু যাদবচন্দ্র দে হুগলীর অন্তর্গত উলুবেড়িয়ার মুন্সেফ হইবেন।

বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক হুগলীর অন্তর্গত শালিকার মুন্সেফ হইবেন।

১ লা জানুয়ারি অবধি পাটনার মাজিষ্ট্রেট মিঠাপুরের জেলদর্শক হইবেন।

—:০:—

আমাদিগের গোয়ালিয়রস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন:—

গোয়ালিয়ার অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের লক্ষণগুলি ক্রমে ক্রমে আবির্ভূত হইতেছে। ভিক্ষুকের সংখ্যা যে কত বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা বলা যায় না, অনেক গৃহস্থের পরিবারও দ্বারে দ্বারে মুষ্টি ভিক্ষা করিতেছে। কোন কোন স্ত্রীলোক চীরবাস পরিধান করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ২।৩টী সন্তান ক্রোড়ে করিয়া পথে পথে ভ্রমণ করিতেছে। তাহাদের শুষ্ক মুখ ও ম্লান কান্তি দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। এখানে পবলিকওয়ার্কে ইতর লোকেরা কাজ পায় বটে; কিন্তু ভদ্র লোকেরা ত আর কুলী মজুরের ন্যায় খাটিতে পারেন না। গোধূম ৮।৯ সের টাকায় বিক্রয় হইতেছে চাউলপ্রভৃতি শস্যও ঐ হিসাবে কমিতেছে। এখনও এক আদ পসলা বৃষ্টি হইলে কিছু উপকার হইত; কিন্তু তাহার ত আর সম্ভাবনা নাই। এখন দিন দিন শীতের প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হইতেছে। ঘাস না হওয়াতে গো মহিষাদি কষ্টের আর পরিসীমা নাই। এখানে ব্রিটি[sic] গবর্ণমেণ্টের যেসকল সামরিক অশ্ব, হস্তী বলদ আছে, তাহাদের ঘাস, ভুষপ্রভৃতি আয়োজনের জন্য গবর্ণমেণ্ট বড় ভাবিত হইয়াছেন। আগ্রা, এটোয়া, কানপুরপ্রভৃতি স্থা হইতে ঘাসপ্রভৃতি সংগৃহীত হইতেছে। আজি কালি একটী অশ্বের জন্য মাসে প্রায় একশ টাকা পড়িতেছে। মহারাজ স্বীয় রাজ্যের সক স্থানে ঘাসপ্রভৃতির বিক্রয় ও রপ্তানি বন্ধ ক য়াছেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আর ক্রয় করিতে পান না, মহারাজ আপনার অশ্বপ্রভৃতির জ সংগ্রহ করিতেছেন।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের জ মহারাজ কর আদায় স্থগিত করিয়া ও দ্রব্যাদি শুল্ক গ্রহণ রহিত করিয়া এক ঘোষণাপ প্রকাশ করেন; কিন্তু এখন শুনিতেছি, মহা জের কর্ম্মচারীদের অনেকে উক্ত ঘোষণা বিপরীত আচরণ করিয়া স্থানে স্থানে অত্যাচ করিতেছে। মহারাজের সকল বিষয়ে উচ বন্দোবস্ত ও উপযুক্ত কর্ম্মচারী না থাকা অনেক বিষয়ে ইহাঁর দুর্নাম হইতেছে।

২। পলিটিকেল এজেণ্ট কর্ণেল ডে সাহেব ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছে এবং কর্ণেল সাওয়ার সাহেবের নিকট হইতে স্বকীয় কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। সাওয় সাহেব প্রায় সকলের সহিত সদ্ভাব প্রকা করিতেন, তাঁহার গমনে সকলেই দুঃখিত হই য়াছেন। শুনিলাম, কর্ণেল ডেলি সাহেবে সহিত মহারাজের বড় সদ্ভাব নাই। কর্ণেল সা য়ার সাহেবের সহিত ইহাঁর সম্প্রীতি হইয়াছি মহারাজ লক্ষ্ণৌপ্রভৃতি অঞ্চলে যান নাই, কর্ণে ডেলি সাহেবের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করি লক্ষ্ণৌ হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। কে কেহ বলেন, সাওয়ার সাহেব তাঁহার অনুপ স্থিতে রাজকার্য্য চালাইতেছিলেন, এ তাঁহার গমনে এ বিষয়ে কিছু বিশৃঙ্খলা হইতে পারে, এ জন্য আসিয়াছেন, বন্দোবস্ত করি আবার যাইবেন।

৩। মধ্যভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরে এজেণ্ট কর্ণেল মীড সাহেব বাৎসরিক প

এখানে আসিয়াছেন। মহারাজ এক দিন
ছাউনীতে ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে
াছিলেন। সম্মান বিজ্ঞাপক ২১ তোপ
ারা মীড সাহেবকর্ত্তৃক মহারাজ আহূত
ছিলেন। শুনিলাম, ৪।৫ দিন হইল,
াহেব নিজের কোন বিশেষ কার্য্যোপ
মিরাটে গিয়াছেন, এখানে শীঘ্র প্রত্যাব
রিবেন। দুর্ভিক্ষের জন্য মীড সাহেবের
কোন কর্ম্মচারী ও অন্যান্য সহচর আসেন
কান্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট আমাদিগকে
াছেন যে তিনি প্রত্যাগমন করিলে তোমা
ভায়,এক দিন আনিব, যদি আসেন তবে
কিরূপ লোক আমরা জানিতে
।
। ব্রিগেডিয়ার জেনরেল চেম্বরলেন
সম্প্রতি মেজর জেনরল হইয়াছেন,
শীঘ্র স্থানান্তরিত হইবেন। ইঁহার গমনে
কার সকলেই দুঃখিত হইবেন। যে মহা
লক্ষিয়া নানা কারণে ইংরাজদের প্রতি
ছিলেন, এই চেম্বরলেন সাহেবের উদা
ও সামাজিকতাগুণে বশীভূত হইয়া এখন
এই ছাউনীতে আসিতেন। আমাদের ন্যায়
লোকও যাঁহার নিকট সমাদর পাইত।
। এই সময় সৈন্যদিগের ব্যায়ামচর্চ্চার
সময়। প্রত্যূষে যখন সৈনিক পুরুষের
ব্যায়ামক্ষেত্রে রণবাদ্যের সহিত
ব্যায়ামকার্য্য করে, তোপধ্বনি বন্দুকের
ও অশ্বের হেষারবে চতুর্দ্দিক আলোড়িত
খন কাহারও আর অমুন্দমনিদ্রায় অভি
ইতে ইচ্ছা হয় না। এই সময়ে ভ্রমণ ও
লনা কি সুখপ্রদ !!
া খালপ্রভৃতির গতিরোধ যে পীড়ার
প্রধান কারণ, তাহার প্রমাণ পাওয়া
। যুবার নদীর জল শুষ্ক না হয় এই জন্য
নে এক বাঁধ প্রস্তুত করা হইয়াছে
জলের গতি বদ্ধ হইয়াছে। এবার বর্ষা
য়াতে এখানে এরূপ অসাধ্য পীড়া হই
যে, বঙ্গদেশের এপিডেমিক প্রপীড়িত
কল ইহার সমকক্ষ হইয়াছে বলিলেও

৭৫ সাল }
এ অগ্রহায়ণ }

—:•:—

আমাদিগের শ্রীহট্টস্থ সংবাদদাতা
য়াছেন।

শ্রীহট্টের অবস্থা বড় মন্দ। আমাদিগের
মনে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হইতেছে। বর্ষার অতি
বৃষ্টিতেই অনেক ধান্য পচিয়া গিয়াছিল। যাহা
ছিল, কার্ত্তিকের অনাবৃষ্টিতে তাহাও অর্দ্ধ নষ্ট
হইয়াছে। এক্ষণে আবার একপ্রকার কীট
প্রবেশ করিয়া সমুদায় ধান্য নষ্ট ও কৃষকদিগকে
নিরাশ করিতেছে, চাউলের মূল্য ক্রমে বৃদ্ধি
পাইতেছে। এখনই ২৷৷০ আড়াই টাকার ন্যূনে
মধ্যমপ্রকার চাউলের মণ পাওয়া যায় না;
তৈলের সের ৷৷০ আট আনা হইয়াছে। এক্ষণে
ওলাউঠা আবার ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়াছে।
চাতক, লক্ষণশ্রী, আগনা, অস্তরী, সোনা
উতা, আতুয়াযান, সিংহ চাপড়, পাগলাপ্রভৃতি
এ জেলার প্রায় সমুদায় পরগণাতেই এ রোগের
অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এমন গ্রাম নাই
যেখানে ওলাউঠা নাই, এখানেও দেখা
দিয়াছে।

আমাদিগের প্রতিনিধি পুলিষ ডিষ্ট্রিক্ট
সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট উড সাহেব এ বার পরীক্ষায়
উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অনন্তর ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট
ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী দেলওয়ার আলি
খাঁ সকল বিষয়ে, বাবু বিষ্ণুমাধব মুখোপা
ধ্যায় আইনে এবং আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট বি জি
সাহেব আবার পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়াছেন।

৩। অত্রস্থ নবনিযুক্ত সদর থানার পুলিস
ইনস্পেক্টর ঈশান বাবু এখানে আগত হইয়া
ছেন। ইঁনি এক জন কার্য্যদক্ষ সৎস্বভাবের
লোক।

২১ এ অগ্রহায়ণ

১২৭৫ সাল

—:•:—

আমাদিগের আড়ুলিয়াস্থ সংবাদ
দাতা লিখিয়াছেনঃ—

আমাদিগের নদীয়া জিলার সুবিচারক কার্য্য
দক্ষ প্রজাহিতৈষী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এচ, বেল
সাহেব মফস্বল ভ্রমণোপলক্ষে রাণাঘাটের সব
ডিবিজনে কয়েক দিবস অবস্থিতি করিয়াছি
লেন। যে যে উদ্দেশ্যসাধনার্থ স্থানীয়
বিচারপতিগণ বৎসরের মধ্যে কয়েকমাস মফ
স্বল পর্য্যটনে প্রেরিত হন, বেল সাহেব এখানে
প্রায় তৎসমুদয়গুলি প্রতিপালন করিয়া গিয়া
ছেন। রাণাঘাট সব ডিবিজনের নিকটস্থ যে
কয়েকখানি প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে, ইনি তাহা
অবলোকন করিয়াছিলেন। রাণাঘাট, উলা এবং
শান্তিপুরের মিউনীসিপালিটী এবং দাতব্য
চিকিৎসালয়সকল স্বচক্ষে দর্শন করিয়া উহা
দিগের উন্নতির নিমিত্ত বহুতর হিতকর বি
মীমাংসা করিয়া গ্রামবাসীদিগের প্রশ
ভাজন হইয়াছেন। নদীয়ার
সারজন শ্রীযুক্ত ম্যাকলিয়ড সাহেব কএক
তাঁহার সহিত কালাতিপাত করেন।
শুনিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলাম যে,
ঘাটের গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত ইংরাজী
স্কুলের গৃহ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত বেল
অত্রত্য মিউনীসিপাল ফণ্ড হইতে ৩০০
নিজ হইতে ৫০ সর্ব্বসমেত ৩৫০ টাকা
করিয়াছেন। আড়ুলিয়া বঙ্গবিদ্যালয়ের প্র
তাঁহার বিলক্ষণ অনুরাগ দৃষ্ট হইল।
যাহাতে উন্নত হয় তদ্বিষয়ে তাঁহার
যত্ন আছে। কএক দিবস তিনি স্বয়ং
আসিয়া অত্রত্য অভিনব স্কুলগৃহ দর্শন
গিয়াছেন এবং ইহার সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান
রাণাঘাটের ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবুকে
করিয়া বলিয়াছেন। আমরা আর একটী
হিতকর বিষয়ের নিমিত্ত উক্ত মহোদয়ের
একান্ত বাধিত হইলাম। ইতিপূর্ব্বে রা
হইতে আড়ুলিয়ার মধ্যগামী দুরবস্থাপন্ন রা
স্তার বিষয় সোমপ্রকাশে প্রকাশ করা হইয়া
একদিনপরে উহার গতি হইবার উপায়
য়াছে। উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ রা
স্তার সৌকর্য্য ও উহাতে অধিকসংখ্য লো
গমনাগমন দেখিয়া উহার সংস্কার ও উহা
করিবার বিষয়ে রাণাঘাটনিবাসী শ্রীযুক্ত
শ্রীগোপাল পালচৌধুরি মহাশয়কে অনু
করেন। শুনিয়া সুখী হইলাম যে এপ্র
শ্রীগোপাল বাবুর অন্য মত হয় নাই।
পৈতৃক রাস্তাটী পাকা করিবার সমুদয়
প্রদানে স্বয়ং অক্ষম হইয়া গবর্ণমেণ্টের
সমর্পণ করিয়াছেন। এক্ষণে বোধ হয়
ইহার কার্য্যারম্ভ হইবে।

২। আজি কালি এ প্রদেশে আবার ভ
কালস্বরূপ ওলাউঠা প্রবিষ্ট হইয়াছে। ইতি
অনেকে ঐ নিদারুণ রোগে আক্রান্ত হইয়া
ন্তের করাল দন্তে পতিত হইয়াছেন।
দের প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট এইস্থানের নি
কিঞ্চিৎ ঔষধ প্রদান করুন। এই সময়
সারজনদিগের অধীনস্থ কয়েক জন সব,
ষ্টাণ্ট সারজনকে মফস্বলে পাঠাইলে ভাল

৩। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম
আড়ুলিয়ার নিকটস্থ হরিনপুর সাহায
ইংরাজি বিদ্যালয়টী যাহাতে উঠিয়া যায়,
ষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বেল সাহেব এরূপ অভিপ্রায়

ছেন। তিনি বলেন, হবিবপুর রাণাঘাট
ও শান্তিপুরের অধিক দূরস্থ নহে। অতএব
দুয় স্থানে বিদ্যালয় থাকিলেই উহার
ও লভে পারে, তবে ইহার নিমিত্ত স্বতন্ত্র
অনাবশ্যক।

সম্প্রতি এপ্রদেশে বনা বরাহ ও ব্যাঘ্রের
শুনিয়া কলিকাতা হইতে কয়েক জন
য় ইউরোপীয় ভদ্র লোক শিকারে আসি
ন। শুনিলাম, তাঁহাদিগের সহিত তুরঙ্গ
প্রভৃতি অনেক আছে। আড়ুলিয়ার
য় হবিবপুর ও বেলগড়ের মধ্যে তাঁহা
শিবির হইয়াছে। বাহ্যাড়ম্বর সার না
যদি কিছু কাজ করিতে পারেন, তবেই
র বিষয়।

। চাউল ত দিন দিন দুর্ম্মূল্য হইতেছে!
ন আপাততঃ ৮০ সিক্কার ওজনে ২।০,
, ২||০ টাকা করিয়া মন বিক্রয় হইতেছে।

। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম,
শীপাড়া থানার অন্তর্গত মুড়াগাছার গ্রামী
শ্রীযুক্ত বাবু জগচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়
শের উন্নতির নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট
পোর্ট পাঠাইয়াছিলেন, আমাদিগের বঙ্গ
র লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর শ্রীযুক্ত গ্রে সাহেব
বে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছেন। জগৎ
এক জন প্রকৃত দেশহিতৈষী, সকল স্থানের
দার মহাশয়দিগের তাঁহার অনুরূপ কার্য্য
উচিত।

—:০:—

## প্রেরিত।

ন্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

### ধান্যনাশক কীট।

মহাশয়! ক্রমে সমাচার পত্রে যে সমস্ত
দ অবগত হওয়া যাইতেছে, তাহাতে
টতঃ উপলব্ধি হইবে যে, এবার ভারতবর্ষের
ন স্থানেই সুচারুরূপে শস্য জন্মে নাই।
ও পশ্চিমাঞ্চলে অনাবৃষ্টি (অসময়ে কোন
ন স্থানে) বৃষ্টি ও ঝড়, সুবর্ণরেখার বা বাড়
প্লাবন, বঙ্গদেশের দক্ষিণভাগে অতিবৃষ্টি,
শাহীপ্রভৃতি স্থানে প্রথমতঃ অতিবৃষ্টি ও
ষ অত্যল্পবর্ষা আসাম প্রভৃতি পূর্ব্বাঞ্চলে
জন্মিবার অসুবিধা, এইসকল ঘটনা
াই বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইবে যে, ভারত
র এবর্ষে মঙ্গল নাই।

রাজসাহীর উত্তর পূর্ব্বাংশ ও বগুড়ার
দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে " বড় (১) ও বরেন্দ্র (২)
দেশ। ঐ মৃত্তিকা ও বর্ষার গুণে এস্থানে আমন
ধান্য ভিন্ন এমন অন্য কোন শস্য জন্মে না
যদ্দ্বারা এপ্রদেশের লোকের জীবিকার অর্দ্ধ
সাহায্যও হইতে পারে। কিন্তু দয়াময় জগৎ
পাতার কৃপায় কাহারই অভাব থাকে না।
সুতরাং কেবল এক আমন ধান্যের বলেই,
এপ্রদেশের লোকে মহাসুখস্বচ্ছন্দে কালাতি
পাত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের দানশক্তিও
বঙ্গদেশের মধ্যে অপ্রসিদ্ধ নহে। এপ্রদেশে
এমত প্রচুর ধান্য জন্মে যে, এখান হইতে কলি
কাতা, ফরাসডাঙ্গা, কালনাপ্রভৃতি স্থানে
অধিকাংশ তণ্ডুল রপ্তানি হইয়া থাকে। যখন
উৎকলের দুর্ভিক্ষে (প্রায় সকল স্থানেই) ২।৫
সের করিয়া চাউল বিক্রয় হইয়াছিল। তখনও
এখানে ৫।৬ পসরী দরে চাউল পাওয়া
গিয়াছে। গত বর্ষে অত্যন্ত বর্ষা ও ঝড় হও
য়াতে, ধান্য ভাল হয় নাই। তথাপি ২২।২৪
পসরী দরে ধান্য বিক্রয় হইয়াছিল। এবার
জ্যৈষ্ঠের শেষ অবধি ক্রমাগত ১৪।১৫ দিবসের
আত্যন্তিক বর্ষণে, চাসের অনেক বিঘ্ন ঘটে।
পরে অল্প বর্ষায় ধান্যের তাদৃক শ্রীবৃদ্ধি না
হইয়া শেষে একরূপ ফলিয়াছিল। তাহাতে
লোকের কোন কষ্টের সম্ভাবনা ছিলনা। কিন্তু
হায়! কি আক্ষেপের বিষয়!! কি কুক্ষণেই
নির্দ্দয় ও সর্ব্বআশাবিনাশক শীষকর্ত্তক কীট
আসিয়া কৃষকদের আশা ভরসা সকলই এক
বারে উচ্ছিন্ন করিল!!!

এই দুষ্ট কীট দেখিতে মাটিয়া বর্ণ, প্রায়
আড়াই অঙ্গুলী দীর্ঘ, (কিঞ্চিৎ অধিক) এক
যবোদর স্থূল, মস্তক কৃষ্ণবর্ণ ও দৃঢ় এবং সমস্ত
শরীর অত্যন্ত কোমল। ইহারা কেবল ধান্য
শীষের সন্ধিস্থল সকল কাটিয়া দেয়। প্রখর
রৌদ্র ও শিশির পতনের সময়, ইহারা বিচালীর
নীচে গিয়া কুণ্ডলাকারে বিশ্রাম করে। শীষ
কাটা ভিন্ন, ইহাদের ধান্য কিম্বা অন্যান্য দ্রব্যের
সহিত কোন সংস্রব নাই। কীটের প্রাণ অত্যন্ত
ক্ষণভঙ্গুর। কারণ অতি সংসামান্য আঘাতে
গতজীবন হয়।

প্রথমতঃ ধান্যের মধ্যে একরূপ দুগ্ধবৎ
পদার্থ জন্মে। তখন ঐ নির্দ্দয়েরা শীষ ক
প্রবৃত্ত হয়। (৩) এবং পরে যখন ধান্যের ম
তণ্ডুল পুষ্ট হইল, তখন অবধি এখন পর্য্য
কাটিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। সে প্রায়
মাস গত হইল। কৃষকদের ধান্যকর্ত্তন ও ম
মধ্যে চাস করিতে প্রায় ফাল্গুন মাস গত
তৎপরে তাহারা চাস ও বপনকার্য্যে আষা
প্রথম ভাগ অতিবাহিত করে। মাঘ ও ফা
নিম্নস্থানসকলে কর্ষণ ও বপন করিবার ক
এই যে, বর্ষার জল নিম্নস্থানেই অগ্রে সং
হয়। এ সময়ে কৃষিকার্য্যে অবহেলা করিলে
কদের কখনই মঙ্গল হয় না। সুতরাং
কৃষকদের সকলে মিলিত হইয়া, ধান্য কুড়া
নিযুক্ত থাকে, তবে আগামী বৎসরের
কার্য্য কিরূপে সম্পাদিত হইবে? অতএব
বাহুল্য করিয়াও বর্ত্তমান ধান্য আরক্ষণ
আগামী বর্ষের কৃষিকার্য্য সমাপন কর
উপায় নাই। ইহার চারিটী কারণ আছে।
মতঃ এপ্রদেশের লোকসংখ্যা গতবর্ষ অপে
কিছু অধিক হয় নাই যে, তদ্দ্বারাই অধিক
ক্রমে উক্ত ধান্য সকল হস্তগত হইবে। দ্বি
য়তঃ যাহারা অন্যান্য স্থান হইতে ধান্য ক
ধান্য লইবার প্রত্যাশায় আসিত, তাহারা
দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহাতে ক্ষান্ত হইয়া
তৃতীয়তঃ কৃষকদের শস্যবলই সকল বলের
চতুর্থতঃ কৃষিকার্য্যের গরুই প্রধান স
গরুর রক্ষার জন্য ধান্যবিহীন বিচালী
কাটিতে হইবে। তাহাতে অন্যান্য বৎ
ন্যায় সময় আবশ্যক। কারণ ধান্যের গাছ
ত ম্লান হয় নাই। অতএব উক্ত ধান্য
সকলের যখন কোন সদুপায় দেখা যা
তখন উহার অধিকাংশ না দেবায় ন
হইয়া নষ্ট হইবে। শস্যাদির ফল অতি
নয়নগোচর হইয়াছে। বাস্তবে সামান্য
৭।৮ পসরী দরে বিক্রয় হইয়াছে। এপ্র
অবস্থা শেষে যে কিরূপ ভীষণাকার
করিবে, তাহা প্রজা ও ব্রিটিস গব
এবং সহৃদয় পাঠকমাত্রই অ
করিতে পারেন।

সোমপ্রকাশে কীটদমনসম্বন্ধে যে দুটী
নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা প্রসিদ্ধ বলিয়
কয় না। যেহেতু ঐ নির্দ্দয় কীট বহুস্থান
সুতরাং তাহাদিগকে কিরূপে ওড়াচন
নিবারণ করা যাইতে পারে? যে সময় এ
তাহারা মনুষ্যের নয়নগোচর হয়, তাহা

(১) এস্থানে অত্যন্ত বর্ষা হয়। এই স্থানেরই
বিশেষ ভাব লিখা হইল।

(২) এস্থা ডাঙ্গা প্রদেশে ধান্যের গাছ
করিয়া রোপণ করা হয়। কীটসকল এখানেও
প্রত্যাবিকরূপে বহুতর অনিষ্ট সাধন করি
য়াছে।

(৩) এস্থানে আর কি কার্য্য হইবে

হিত পরেই উহারা বহুসংখ্যক ও বহুস্থানব্যাপী য়া উঠে। উহাদিগকে দেখিয়া বোধ হয় ন উহারা আকাশ হইতে প্রবল বারিধারার য় ভূপতিত হইয়াছে। বর্ষা অধিক হয় বলিয়া মিতে স্থানকয়ে ২।৩ হস্ত পরিমিত বিচালী ড়িয়া থাকে। ভূমিকর্ষণসময় তাহা দগ্ধ রিয়া ফেলাইবার রীতি এপ্রদেশে বহুকাল ধি প্রচলিত আছে; অতএব উহা ভবিষ্যতের ট নিবারণের উপায় বলিয়া গ্রহণ করা তে পারে না। অবশেষে পাঠকগণ! একবার দুর্দ্দশাপন্ন কৃষকের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। হারা কি ভাবাপন্ন হইয়াছে?

জননীরে, দৃঢবন্ধে বাঙ্কিয়াখি, যদি
সম্মুখে, বধয়ে পুত্রে, শত্রুর দুর্ম্মতি।
তাতে জননীর মন, যথা অক্ষমতা
হেতু হয়, বিষাদে আকুল। সেই মত,
কৃষীবল মাঠে হেরি, নির্দ্দয়, নাশক
কীট, শীষচ্যুত ভূপতিত ধান্য, করি
হাহাকার, কান্দিতেছে, হইয়া আকুল,
দিবানিশি, অন্য কর্ম্ম ত্যজি এক মনে।

জেলা রাজসাহী।
কয়চ মাড়িয়া।
১২৭৫। অগ্রহায়ণ।

বশম্বদ
শ্রী হরকুমার সরকার

—:•:—

## কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজের ভিক্ষা।

সবিনয় নিবেদনমিদং—

কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজগৃহ পুনঃসংস্কৃত হই ছে। উহা অনুন সাড়ে চারি শত টাকা ৫০) ভিন্ন সম্পন্ন হইবে না। প্রায় মাস ইহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু অর্থা প্রযুক্ত এ পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়া উঠিল না; সংশেষের নিমিত্ত প্রায় দুই শত টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে এবং তন্মধ্যে এক শত টাকা সংগৃহীত হইয়া সমাজসংস্করণে দত্ত ছে। আমরা ভারতবর্ষীয় কতিপয় প্রধান ব্রাহ্মসমাজ ও শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কতিপয় মহাত্মার নিকট ভিক্ষা স্থানবিশেষ হইতে উপকৃত হইয়াছি। আপনার সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট ভিক্ষা করিতেছি যে, এমন কি কপর্দ্দক প্রদান পূর্ব্বক আমাদের এই দুঃখের সময়ে তা করিয়া বাধিত করুন।

দানশীল মহাশয়েরা কৃষ্ণনগরস্থ প্রসিদ্ধ বাবু রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট লে প্রাপ্ত হইব।

একান্ত বশম্বদ
কতিপয় ব্রাহ্ম
কৃষ্ণনগর।

## শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার প্রতিবাদকারিগণ।

কেশব বাবুকে লইয়া সংবাদপত্রে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে। এত দিন আমরা নিস্তব্ধ ভাবে দর্শন করিলাম। ইহার তথ্য জানিবার নিমিত্ত আমাদিগের একান্ত ঔৎসুক্য ছিল এবং যতদূর জানিতে পারিলাম তাহা সাধারণের গোচর করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। বৃথা গোলযোগ করা নিন্দক ও কাপুরুষের কার্য্য। যাহাতে সত্য, পবিত্রতা ও শান্তির রাজ্য বিস্তারিত হয় তাহার উপায় চিন্তা করাই সাধুদিগের কর্ত্তব্য। প্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও তাঁহার সঙ্গী দুই এক জন কেশব বাবুর প্রতি শিষ্যগণের পৌত্তলিকপ্রায় ভক্তি দেখিয়া সংবাদপত্রের সহায়তাদ্বারা তাহার অপনোদনের চেষ্টা পান। তাঁহাদিগের অভিপ্রায় যে শুভ তাহা কে না স্বীকার করিবেন? অনেক অনেক ধর্ম্মপ্রচারক ঈশ্বরাবতার বলিয়া পূজিত হইয়াছেন। কেশব বাবু অসাধারণ ধর্ম্মনিষ্ঠাদ্বারা লোকদিগের মন যেরূপ আকর্ষণ করেন, তাহাতে তাঁহার প্রতিও সেই সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। যাহা হউক, বিজয় বাবুর শেষ পত্রদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, কেশব বাবু নিজে কোন দোষে দোষী নহেন, তাঁহার শিষ্যগণের অযথা ব্যবহারই অনুযোগের কারণ। একণে সংবাদপত্র ঘোষণাদ্বারা কি ফল লব্ধ হইয়াছে তাহা এক বার অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক। কেশব বাবু সাধারণের নিন্দা ও উপহাসের আস্পদ হইয়াছেন। যাঁহারা বোধবান অথবা কেশব বাবুর সহিত বিশেষরূপে পরিচিত তাঁহারা জনপ্রবাদদ্বারা চালিত হন না; কিন্তু বায়ুদর্শী, ধর্ম্মহৃদয়শূন্য, কৌতুকপ্রিয় ব্যক্তিগণ আমোদ প্রমোদের একটী প্রকাণ্ড বিষয় পাইয়াছেন। এমন কি অনেক সংবাদপত্রসম্পাদকও আপনাদিগের স্বাভাবিক ঔদার্য্য ও গাম্ভীর্য্য পরিত্যাগ করিয়া এই দলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন! মহাশয়! ইহাঁদিগের অল্প বিবেচনা হেতু যদি সাধারণের মনে ভ্রান্ত সংস্কার সঞ্চার হয় অথবা কোন নিষ্কলঙ্ক ব্যক্তির দুর্নামাদি হয় ইহাঁরা কি তন্নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট আপনাদিগকে দায়ী মনে করেন না? আমরা কেশব বাবুর দোষোদ্ঘোষণের পর তাঁহার সহিত বারম্বার সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করিয়া দেখিলাম, তিনি পূর্ব্বে যেরূপ সরল ছিলেন এখনও সেইরূপ আছেন এবং আপনাতে ঈশ্বরত্বের আরোপ করা দূরে থাকুক, তিনি আপনাকে দুর পাপী বলিয়া স্বীকার করেন এবং অ ও অন্যের জন্য ঈশ্বরভিন্ন অন্য কেহ মুি নাই, মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়া থাকেন। বাবুরা সংবাদপত্রের সাহায্যে যে সাধ দিগের মতে) দোষী ব্যক্তিদিগের উপর করিবার মানস করিয়াছিলেন, তাহা এক জন নির্দ্দোষী সাধু ব্যক্তির উপর হইয়াছে। ইহাদ্বারা তাঁহাদের সাধীন প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু প্রগাঢ় বিজ্ঞ কারে কার্য্য না করাতে তাঁহারা অনেক অনিষ্টের কারণ হইয়াছেন। বিজয় আমরা যেরূপ তত্ত্বপ্রকৃতি ও ধর্ম্মশা বলিয়া জানি, তাহাতে তাঁহার শেষ পত্র প্রকাশিত না হইলে আমাদিগের মন সন্দেহে আকুলিত থাকিত। তিনি যে এক উদ্দেশে অন্য এক বিপরীত করিয়া ফে ছেন, তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। সাধ বিবেচনা করিতে পারেন যে, এ সময়ে বাবু প্রকাশ্যে কেন আপনার নির্দ্দোষিতা মাণ করুন না? একথা বলিবার কাহার কার আছে? তিনি যখন দোষী নহেন, নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার জন্য ব নহেন। তিনি নিজের বৃথা নিন্দা যে শু ছেন না এমত নহে; কিন্তু তিনি সাংসা লোকের ন্যায় লোকের প্রশংসালোকে নিন্দাভয়ে যদি নীয়মান না হইয়া আ আপনি ঠিক থাকিয়া কার্য্যদ্বারা আপনার চয় দিতে থাকেন, ঈশ্বরের নিকট তিনি দায়ী হইবেন না। প্রতিবাদকারিগণ তাঁ সম্বন্ধে সাধারণের মনে যে কুসংস্কার জ তেছেন, তাহার নিবারণ করা তাঁহাদিগে বিশেষ কর্ত্তব্য।

এই স্থলে সাধারণ ব্রাহ্মগণের প্রতি অ দিগের নিবেদন যে, একণে জ্ঞান ও স্বা তার কাল। তাঁহারা কোন প্রকারে যেন দের অবমাননা করেন। ইহাদ্বারা এক দি পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার ও অন্য দি বুদ্ধি, অহঙ্কার ও অনুদারতা উৎ হইতে পারে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যেরূপ জ্ঞান ও স্বা তার ধর্ম্ম, ইহাতে সেইরূপ প্রীতি ও উদার থাকা আবশ্যক। মূল মত ও বিশ্বাসে ব্রা সাধারণের ঐক্য থাকিবে; কিন্তু রুচি ও অ বিবেচনায় সামান্য বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য দৃষ্ট হইতে পারে। ইহা স্বীকার করিয়া যাঁহারা অন্য আত্মাদিগকে সর্ব্ববিষ আপনাদিগের মতস্থ করিবার চেষ্টা পাইতে

ার জমে পড়িবেন এবং অসিদ্ধমনোরথ
বেন তাহার সন্দেহ নাই।

কাঙপয় শান্তিদর্শনেচ্ছু।

—:০:—

শান্তিপুর ও তাহার প্রধান
অভাব।

শান্তিপুরে অদ্যাপি প্রায় ৬০,০০০ লো
র বসতি আছে। ঢাকা ব্যতীত বঙ্গদেশের
ন মফস্বল নগরে এত লোকের বাস নাই।
সম্বন্ধে শান্তিপুর অবিখ্যাত নহে। পূর্ব্বে
র্ব এখানে সংস্কৃতের বিলক্ষণ চর্চ্চা ছিল।
নে নদীয়ার তুল্য পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু
ণে এ সমুদায়ের পরিবর্ত্ত হইয়াছে। শান্তি
বিদ্যানুশীলন অল্প। যাহা কিঞ্চিৎ হই
ক তাহা কিছুই নহে বলিলে হয়। বিদ্যা
াব্যতীত চরিত্রের নির্ম্মলতা হয় না।
ন্তিপুরে প্রচীন সভ্যতা আছে, কিন্তু যে
ীতিসংক্রান্ত দোষ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে ছিল
াপিও তাহা রহিয়াছে। বরং তদানীন্তন
অজ্ঞতার উপরে ইদানীন্তন কালের বাহ্য
তা, তন্মধ্যে সুরা প্রধান আসন প্রাপ্ত
াছে। এন্নিবন্ধন সমাজের অবস্থা আর ও
দাঁড়াইয়াছে। এই দুরবস্থা দুর করা কর্ত্তব্য।
স শান্তিপুরের প্রকৃত উন্নতি হয়, কিসে
র্য্য ধর্ম্মনীতি ঘটিত কলঙ্ক যায়, ইহা
ভাসা হইতেছে।

াণাঘাট উপবিভাগের সৌভাগ্য প্রভাবে
রামশঙ্কর সেন তথাকার ভার পাইয়াছেন,
শঙ্কর সেন এক জন প্রসিদ্ধ লোকযখন জে,
ড, বেথুন ও এফ, জে. মৌএট শিক্ষা বিভা
কর্ত্তা ছিলেন, সে সময়ে রামশঙ্কর সেন
লালেজের সর্ব্বপ্রধান ছাত্র বলিয়া খ্যাতি
করিয়াছেলেন। তাহার পর তিনি কয়েক
র বিশেষ সুখ্যাতির সহিত শিক্ষকতা
ন। ইহার পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে ডেপুটি
স্ট্রেটের পদ দেওয়া হইয়াছে এবং এক্ষণে
দেশে যত প্রধান শ্রেণির উপযুক্ত কর্ম্মচারী
ন, তিনি তাহার মধ্যে পরিগণিত।
ক্ত যাহা বলেন তৎপ্রতি বিশেষ মনো
দেওয়া কর্ত্তব্য। উপবিভাগের ভার পাইবা
তিনি তাহার অভাবগুলি জানিতে পারি
ন। তিনি সম্প্রতি প্রস্তাব করিয়াছেন,
ন্তিপুরে একটী জেলা স্কুল করা কর্ত্তব্য।
কৃষ্ণনগর কালেজ প্রথমতঃ স্থাপিত হয়,
অনেকে তাহা শান্তিপুরে করিতে বলিয়া
ন। কেবল সদর মহকুমা কৃষ্ণনগরে হও

য়াতে এই উদ্দেশ্য সাধিত হয় নাই। শান্তিপুরে আপাততঃ চারিটী বিদ্যালয় আছে; ইহার মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ ৪০০ মাত্র ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। গবর্ণমেণ্ট ইহার মধ্যে দুটীতে সাহায্য দিতেছেন। কিন্তু আমরা দুঃখিত হইলাম একটী বিদ্যালয়ও ভালরূপে চালিতেছে না। রাম শঙ্কর বাবু বলেন, গবর্ণমেন্টের বিদ্যালয় হইলে ছাত্রগণ তথায়ই গমন করিবে। ছাত্রদেয় যে বেতন হইবে তাহাতেই ব্যয়নির্ব্বাহ হইতে পারিবে। বস্তুতঃ লোকসংখ্যা ও ধনের বিষয় বিবেচনা করিলে এ অনুমান মিথ্যা হইতেছে না। ইনস্পেক্টর উড্রো সাহেব এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়াছেন। আমরা ভরসা করি ডিরেক্টর আটকিন্সন ও বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট এই সদনুষ্ঠানের কোন ব্যাঘাত করিবেন না। শান্তিপুর সদর মহকুমা নহে সত্য; কিন্তু যদি লোক সংখ্যা ও তাঁহাদিগের অভাব বিবেচনায় বিদ্যালয় স্থাপন করা কর্ত্তব্য হয় তাহা হইলে শান্তিপুরে একটী প্রথম শ্রেণির জেলাস্কুল করা কর্ত্তব্য হইতেছে। ইহা না থাকাতে আমাদিগের একটী প্রধান জনপদের শিশুগণ ও বয়স্কগণ দুশ্চরিত্র রহিয়াছেন। যদি অতিরিক্ত ব্যয় করা গবর্ণমেন্টের নিতান্ত অনভিপ্রেত হয় তাহা হইলে হুগলির ব্রাঞ্চ স্কুলকে শান্তিপুরে লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। হুগলি কালেজের পার্শ্বেই একটী শাখা বিদ্যালয় রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই।

শ্রীবিঃ

—:০:—

সবিনয় নিবেদন।

মহাশয়! হুগলির চতুস্পার্শস্থিত পল্লীগ্রামে এবৎসর জ্বরাদি রোগের বড় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। প্রত্যেক গৃহে প্রায় দুই একটী পীড়িত লোক পাওয়া যায়। দরিদ্র লোকেরা দুবার পর নাই কষ্ট পাইতেছে। একে দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য তাহাতে আবার ৭।৮ বৎসর রোগের সেবা, লোক আর ঔষধ ও চিকিৎসকের ব্যয় দিয়া উঠিতে পারে না। এখানে একটিও দাতব্য চিকিৎসালয় নাই। যদিও মহম্মদ মুসিনের অনুগ্রহ ও দেশহিতৈষিতাগুণে হুগলিতে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় অধিককাল অবধি ছিল এক্ষণে তাহা চুঁচুড়ায় উঠিয়া গিয়াছে। ডাক্তর সাহেবদের থাকিবার সুবিধা হয় বলিয়া বোধ হয় চিকিৎসালয়টী এরূপ স্থানান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু মহম্মদ মুসিনের যে অভিপ্রায় তাহা সিদ্ধ হইবার ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। হু
পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসকলের দরিদ্র লোকেরা
মূল্যে চিকিৎসিত হইবে এই তাহার অভি
কিন্তু সেসকল লোক দুই তিন ক্রোশ
গিয়া চিকিৎসা ও ঔষধ লাভ করিতে
না। চুঁচুড়ায় তাদৃশ লোক অল্প, সুতরাং
দের ন্যায় তথায় দাতব্য চিকিৎসালয়ের
জনও তাদৃশ নয়। এদিকে সংক্রামক
রোগে লোকে যন্ত্রণাগ্রস্ত হইতেছে; অ
প্রাণত্যাগও করিতেছে। অধিকাংশ লো
হীন, ঔষধ ক্রয় করিতে বা চিকিৎসকের
দিয়া উঠিতে পারে না। একটী দাতব্য
সালয় ছিল, তাহাও বহুদুরে নীত
এঅবস্থায় গবর্ণমেন্টের সহায়তা অতিশয়
শ্যক হইয়া উঠিতেছে। হুগলি, বালি, বে
সাহগঞ্জ, বাঁশবেড়িয়া, দেবানন্দপুর, মে
ত্রিবেণীপ্রভৃতি গ্রাম রোগের যন্ত্রণায়
হইয়াছে। আরও কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম
আমি তাহাদের নাম করিলাম না। এ
গ্রামের জন্য কি একটী দাতব্য চিকিৎ
অন্ততঃ পাঁচ ছয় মাসের জন্য করা গবর্ণ
উচিত বোধ হয় না? প্রজাদিগের বি
দরিদ্র অক্ষম প্রজাদিগের দুর্দ্দশা দে
নিশ্চিন্ত থাকা প্রজাবৎসল গবর্ণমেন্টের
নহে। তাঁহাদের ত্বরায় এবিষয়ের অনু
করিয়া উপায়বিধান করা উচিত। আ
প্রস্তাব, হুগলির নিকটে একটী চিকিৎ
এবং ত্রিবেণীর নিকট আর একটী চিকিৎ
স্থাপিত হয়। দুই জন নেটিব ডাক্তার ও
ঔষধ হইলেই কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে। গবর্ণ
কোষ শূন্য হইবে না, কিন্তু প্রজাদের পরম
সাধিত হইবে।

২৯ নবেম্বর
১৮৬৮ সাল } অনেক হুগলি নিব

———

কৃষকগণ! তোমরা কায়মনোবাক্যে প
করিয়া এবং মহাজনের নিকট ঋণজালে
হইয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন কর, কলকাতে
দল উদাসীন লোক তোমাদিগের সেই
মের ফল কাড়িয়া লয়, তোমরা তাহার
ভাগ (খোসা) মাত্র পাইয়া, সর্ব্বদায়
সন্তাপ অনুভব করিয়া থাক! তোমাদি
এই বর্ত্তমান নিদারুণ দুঃখরাশি দুর ক
জন্য অনেকেই সাধ্যপর্য্যন্ত চেষ্টা ক
ছেন; কিন্তু যাঁহার চেষ্টায় তোমরা বন্য

যানে আরোহণ করিতে সক্ষম হইতে সেই প্রধান রাজপুরুষ তোমাদিগের এই দুঃখ দূর করিতে অদ্যাপি চেষ্টাবান হন সুতরাং অন্যের চেষ্টায় কি হইতে পারে ? এত দিনে আমরা তোমাদিগকে এক শুভ দ দিতেছি, বোধ করি জগদীশ্বর এত দিন তোমাদিগের সমস্ত দুঃখ দূর করিবেন। বকগণ ! তোমাদিগের সুখসমৃদ্ধি, যাঁহার াত্র মহত্ত্বের অধীন, সেই প্রধান রাজপুরুষ নি সম্প্রতি ভারতরাজ্যের ঈশ্বর আসিতেছেন, ) স্বয়ং এক জন ক, তিনি কৃষকের বন্ধু হইবেন সন্দেহ নাই। ার্য্যে যে পরিমাণে পরিশ্রম ও যে পরিমাণে ায়, তোমাদিগের বন্ধু ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল তাহা সকলই ন। তিনি আপন কৃষি ব্যবসায় পরিত্যাগ া এবং অতল বারিরাশি লঙ্ঘন করিয়া ারদিগের দুঃখ দূর করিবার জন্য এই র ভারতবর্ষে আসিতেছেন। তোমরা কালের সঞ্চিত দুঃখ দূর করিয়া সেই ভারত ার নূতন প্রভু মহামান্ত লার্ড মেয় মহোদ আগমন প্রতীক্ষা কর, তিনি ভারতবর্ষে ূত হইয়া তোমাদিগের মনোদুঃখ দূর বেন।

কলিকাতা
২৭৫ সাল
৪ অগ্রহায়ণ

শ্রীকৈলাসনাথ বসু।

—:০:—

য়ঃপ্রণালীসকল অপরিষ্কার থাকিলে র যেসকল অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা হে তাহার কিছুরই অসদ্ভাব নাই। সত্য বর্ষাকালে অতিবৃষ্টি নবন্ধন সাধারণ্যে ক অনিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু পরিমাণ করিতে া পয়ঃপ্রণালীসকলের অপরিষ্কৃততা ন অল্প অনিষ্ট হয় নাই। যদ্যপি পয় ামস্ত পরিষ্কৃত থাকে, "পয়ঃপ্রণালীসকল মত সংস্কৃত হয়" এবং ও পানা পুষ্করিণীগুলির পঙ্কোদ্ধার ও পরিষ্কার করা তাহা হইলে ক্লেদজনিত দুর্গন্ধ ও দুর্গ- পন্ন মারীভয় সম্বন্ধে সামান্য উপকার না। এইসকল অনিষ্ট নিবারণজন্য ন একটি স্বাস্থ্যসম্বন্ধনী সভা প্রতিষ্ঠিত ছে। সভা প্রথমে গবর্ণমেণ্ট রাস্তার র পয়ঃপ্রণালীগুলি দোষ্যটি মৃত্তিকায় া যাইতেছে দেখিয়া সেইগুলি পরিষ্কার ার জন্য বারাকপুরের কাণ্টনমেণ্ট মাজি- র নিকট আবেদন করেন। মাজিষ্ট্রেট অনু মতি প্রদান করিলে কার্য্য আরম্ভ হয়, এমন সময়ে এক জন সম্ভ্রান্ত ক্ষমতাপন্ন গোস্বামী মহোদয় বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া কার্য্যের প্রতিবন্ধকতা করিতে লাগিলেন। পরে মাজি ষ্ট্রেট সাহেব স্বয়ং আসিয়া তাঁহার আপত্তি খণ্ডন করিয়া যান। মাজিষ্ট্রেট সাহেব গমন করিলেন, পুনর্ব্বার কার্য্যারম্ভ হইল, পুনর্ব্বার গোস্বামী মহাশয় বিঘ্ন জন্মাইতে লাগিলেন এবারে স্থির করিয়াছেন, মাজিষ্ট্রেট সাহেব উপস্থিত না থাকিলে তিনি কোনক্রমেই সভাকে পয়ঃপ্রণালীটির সংস্কার করিতে দিবেন না। শ্রীযুক্ত—জমীদার মহাশয়ও তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। ইহাতে তাঁহাদিগের যে কি অনিষ্ট হইতেছে অথবা ভবিষ্যতে হই- বার সম্ভাবনা আছে তাহা তাঁহারা ভিন্ন অপ- রের বুঝিবার ক্ষমতা নাই। এ দিকে গবর্ণমে ণ্টের "ওয়াটার পাইপ" (পলতা হইতে কলি কাতা পর্য্যন্ত) দ্বারা, যে প্রণালীর অনুসরণ করিয়া পূর্ব্বে গ্রামের কোন কোন অংশের জলসকল নির্গত করা হইত, তাহা বন্ধ হইয়াছে সুতরাং একটী নূতন প্রণালী করিয়া গঙ্গা বা খালের সঙ্গে সংযোগ করিয়া না দিলে গ্রামের সেইসকল অংশের জল বাহির হই বার আর উপায় নাই। এই নূতন প্রণালটী কর্ত্তন করিবার সময়ও কাহার কাহারও আপত্তি করিবার সম্ভাবনা আছে। ইহাতে তাঁহাদি- গের আপাততঃ কিঞ্চিৎ পরিমাণে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু পরিণামে তাঁহারা যে কতপরি মাণে তাহার পূরণস্বরূপ পুরস্কার পাইবেন, তাহা বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারিবে। আর পুরাতন প্রণালীগুলির সংস্কার সম্বন্ধে কাহারও অকারণ আপত্তি করা নিতান্ত অবি বেকতা ও লোকহিতোপেক্ষতার কার্য্য সন্দেহ নাই। যাহা হউক একণে যাহাতে এই শুভ কার্য্যটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে মাজি ষ্ট্রেট সাহেব একটু মনোযোগ করিয়া সভার আনুকূল্য করিলে দেশের মহোপকার করা হয়। তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়াই হউক অথবা পুলিষ প্রহরী নিয়োজিত করিয়াই হউক পয়ঃ প্রণালীগুলির সংস্কার না করাইলে গ্রামের বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

১০ ই ডিসেম্বর
কলিকাতা
১৮৬৮ সাল

একান্ত বশম্বদ।
শ্রী:—

———

## মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দেব বালেশ্বর
১২৭৫ পৌষ হইতে ৭৬ অগ্রহায়ণ ১৩
" " মহেশচন্দ্র বসু কলিকাতা
" " ভুবনমোহন বসু সীতাপুর
" " মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কাশীপুর
দক্ষিণ পূর্ব্ব বিভাগে স্কুল ইনস্পেক্টর

—০—

## সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে স্থলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফস্বলে ডাক সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৮০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি, অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার মধ্যে যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, যেন এক অথবা আধ আনার অধিক ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্র মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে ইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত আসিবে, একমাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহ একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাই।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রের বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপং আনা তাহার পর ১০ আনা দিতে হ যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা বেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ভূষণের বাটীতে প্রতিসোমবার প্রাতে প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ

১১ শ ভাগ। ৮ সংখ্যা।

প্রবসতো প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং

ক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
ম যাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা, } সন ১২৭৫। ২২ এ পৌষ। ১৮৬৯। ৪ঠা জানুয়ারি { মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম
যাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক

## বিজ্ঞাপন।

হরিনাভি ইং নং বিদ্যালয়ে ১৮৬৯ অব্দের
বেশিকা পরীক্ষার্থীদিগের পাঠনার্থ একটী
নী করা হইবে। যাঁহারা উহাতে প্রবিষ্ট
রা অধ্যয়নের বাসনা করেন, তাঁহারা ১৫ ই
নুয়ারির মধ্যে প্রধান শিক্ষকের নিকটে
য়মাদি অবগত হইবেন।

ডিসেম্বর } শ্রীতারকানাথ শর্ম্মা
৬৮ } হরিনাভি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ।

---

## মির্জাপুর মেডিকেল হল।

১। এতদ্দ্বারা আমাদিগের ঔষধক্রয়কারক,
দ, সংকারী, ও সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা
তেছে যে, দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক ইণ্ডেণ্ট
জ অর্ণবপোত "ষ্টারঅব ক্যোসীয়া, ওয়ার
ক, ব্রিটিস প্রীন্স" দ্বারা দশ সহস্র টাকা
র ঔষধ পূর্ণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।
ভিন্ন সম্প্রতি আমরা বিলাত হইতে
সন ১৮৬৮ সালের শেষ ত্রৈমাসিক ইণ্ডেণ্ট
জ "ব্রিটিশ কলাগ, কং আর বর, ও
কস" নামক অর্ণবপোতত্রয়দ্বারা ৮৩ বাক্স
রোপীয় ঔষধ প্রাপ্ত হইয়াছি; এই সমস্ত
ন্যূনাধিক সাত সহস্র টাকা মূল্যে ক্রয়
হইয়াছে।

২। আগামী বর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিক ইণ্ডেণ্ট
লক্ষে চিকিৎসোপযোগী অস্ত্র ও ঔষধ
স্তকরণের ও ঔষধ বকয়ণরণের নানাবিধ
গ্রী ও সজ্জা ও বিবিধ ভৈষজ্যাদি
সন ১৮৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিলাত
তে পৌঁছিবে।

৩। আমরা অধিক পরিমাণে ও খুচরা
রূপে ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকি।

৪। এই সমস্ত দ্রব্যাদির আসল বিলাতি
ান ও অন্যান্য দলীল কেহ দেখিতে ইচ্ছুক
হইলে, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে ৩৫ সংখ্যক প্রধান ঔষ
ধালয়ে শ্রীযুক্ত বাবু গোপীনাথ দের নিকট কিম্বা
মস্তাবাজার ষ্ট্রীটে ৫৫ সংখ্যক ভবনে ব্রাঞ্চ
ঔষধালয়ের ম্যানেজর শ্রীযুক্ত বাবু মদনগো-
পাল হালদারের নিকট দেখিতে পাইবেন
ইতি।

কলিকাতা
৫ ই ডিসেম্বর } বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কোং
ইং সন ১৮৬৮

—:০:০:—

## যৌবনোদ্যান।
### ও অন্যান্য কবিতাবলী।

শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল
বিরচিত। মূল্য ।৶০ ছয় আনা। ১৭৬ নং
কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত পুস্তকালয়ে পাওয়া
যায়।

শ্রীরাজকৃষ্ণমুখোপাধ্যায়।

—:০:—

ইদানীন্তন কতগুলি অসৎ লোক অর্থলাল
সার বশবর্ত্তী হইয়া অন্যের স্বত্বলোপপূর্ব্বক
গ্রন্থসংস্করণকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা
বিহিত শ্রম না করিয়া অন্যের বহু আয়াস
সম্ভূত গ্রন্থের কোন অংশ একটু ওলটপালট
করিয়া সেখানি নূতন "সংস্করণ" বলিয়া
প্রচার করেন এবং তাঁহাদের সৌভাগ্যবশতঃ
হয় ত এরূপ গ্রন্থের স্থলবিশেষে সমাদর হয়।
সংস্কৃত গ্রন্থসম্বন্ধে এই শোচনীয় ব্যাপার স্পষ্ট
হইতেছে।

সাধারণের এই একটী সংস্কার আছে
সংস্কৃত গ্রন্থে ব্যক্তিবিশেষের স্বামিকতা নাই
সুতরাং যে সে মনে করিলে ছাপিতে পারেন।
আর যত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া ও যত পরিশ্রম
ও চেষ্টা করিয়া কোন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের
নষ্টোদ্ধার করা হউক না, কেহ মনে করিলে
অমনি সেখানি ছাপিতে পারেন, কোন
ধান দিবার মত কিছু পরিবর্ত্ত
ইউনিবর্সিটিতে সংস্কৃত প্রবেশ হইয়া
এরূপ উপদ্রবের বাহুল্য দেখা য
ক্রমে সংস্কৃত পুস্তকে বটতলার
লাগিতে চলিল।

সম্প্রতি আমার প্রকাশিত বেণীসং
কের প্রতি এরূপ অত্যাচার না হ
নিমত্ত বিজ্ঞাপন দিতেছি যে শ্রীযুক্ত
বন তর্কালঙ্কারকৃত টীকা সহ বে
নাটক খানি রেজেষ্টারি করান গেল,
তর্কালঙ্কারের অনুমতি না লইয়া তাঁহা
সংস্কৃত বেণীসংহার নাটকের পাঠ
লইয়া আপনগ্রন্থে নিবেশিত করে
হইলে কাপিরাইট আইন অনুসারে তাঁ
নালিস করা যাইবে।

কলিকাতা ঠনঠনে } শ্রীকেদারনাথ
২৭ এ অগ্রহায়ণ } পাধ্যায় প্রক

—।০:—

মজিলপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু
চক্রবর্ত্তী "মহাশয়" (তাঁহার কি
আমাকে তাঁহার স্থাবর অস্থাবর যাবত
তির রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ করি
আমার অজ্ঞাতে ও অমতে উক্ত সম্প
কেহ ক্রয় বা বন্ধক গ্রহণ করিবেন না।

মজিলপুর
১০ ই পৌষ } শ্রীগোপালচন্দ্র চক্র
১২৭৫

—:০:—

৮ ই ও ৯ ই মাঘ, ইংরাজী ২০ এ
জানুয়ারি বুধ ও বৃহস্পতিবার হুগ
বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা হইবে
স্ত বিষয় সকলে পরীক্ষা গ্রহণ করা

শ্রুতিলিখন ও হস্তাক্ষর।
ভাষা ও ব্যাকরণ।
পাটী গণিত।

পুস্তকালয়ে ও কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যা
বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে মূল্য ।৶ মাত্র।
শ্রীকৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়।

——:০:——

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাই-, যে অদ্য দুই প্রহরের সময় রামশরণ ...নামক খানসামা চারলস নেকিউর ঘরের ...৪ নম্বরের গোল্ড হানটীং বিপীটার একটী, মূল্য ৭০০ শত টাকা ও গলার ...র চেইন ১ ছড়া ১০॥ ভরি মূল্য ৩০০ শত চুরি করিয়া পলায়ন করিয়াছে, যে ব্যক্তি ...ই বস্তু আমাকে বাহির করিয়া দিতে ...বেন তাহাকে ১০০ টাকা পারিতোষিক ...ন করিব।

বয়স ১৭। ১৮ বৎসর, বর্ণ কাল, বাবরি সম্মুখের দিকে ছাটা, অবয়ব দীর্ঘাকার. ...কা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ, সম্মুখের দুইটী দাঁত ...উচ্চ, দেখিতে সুশ্রী নয়, শরীর কৃশ. ...া অঞ্চলে বাড়ী।

ঢাকা জুমরাইল } শ্রীঅক্রূরচন্দ্র রায়
৩ ই পৌষ
১২৭৫। সাল

—:০:—

## নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসের
১৫ ই হইতে ২১এ পর্য্যন্ত ভাগীরথী
নদীর সর্ব্বকমতি জলের
সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

| স্থানের নাম | সর্ব্বকমতি জল ফুট | ইঞ্চি |
|---|---|---|
| মহানার উপর পদ্মানদীতে | ১৪ | ৭ |
| মহানায় | ৮ | ৯ |
| ঐ হইতে জঙ্গিপুর ১৩॥ মাইল মধ্যে | ১ | ৬ |
| জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৬ মাইলের মধ্যে | ২ | ৯ |
| বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে | ২ | ৯ |
| কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইল মধ্যে | ২ | ৬ |

সন ১৮৬৮ সালের ২৮ ডিসেম্বর বহরম...জঘাটের জলের মাপ।

| | ফুট | ইঞ্চি |
|---|---|---|
| ...গঙ্গের উপর | | ৯০ |

...পুর } শ্রীযুক্ত সি. ই. উইক
...ডিসেম্বর } একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র
...৮। } বহরমপুর ডিবিজন।

# সোমপ্রকাশ।

২২এ পৌষ সোমবার।

এবার হরিনাভি ইং সং বিদ্যালয়ের ৪ টী ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষাদানার্থ গমন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ৩ টী উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

——:০:——

শিক্ষাবিভাগ।

শিক্ষাবিভাগস্থ আগা গোড়া সমস্ত লোকেই এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন যে, এই বিভাগস্থ কর্ম্মচারীদিগের প্রতি বিচার নাই, সর্ব্বাধ্যক্ষ ডিরেক্টর সাহেবের মনোযোগ নাই এবং গবর্ণমেণ্টের বিলক্ষণ তাচ্ছীল্য আছে। তাঁহারা ঐরূপ আক্ষেপের কারণপ্রদর্শনার্থ কহেন যে, ৫ বৎসর হইল ইহঁাদিগের গ্রেড (অর্থাৎ পদানুসারে বার্ষিক নিয়মে বেতনবৃদ্ধি) হইবার প্রস্তাব হইয়াছে। ওরূপ বেতনবৃদ্ধির তাৎপর্য্য এই যে, এই বিভাগস্থ কর্ম্মচারীদিগের আয় অপেক্ষাকৃত অল্প; ইহঁাদের উপরি লাভ নাই; অথচ ইহঁাদিগকেই সমাজ মধ্যে সর্ব্বপ্রকার ভদ্রতা রক্ষা করিয়া চলিতে হয় এবং সময় ক্রমশই যেরূপ হইয়া উঠিতেছে তাহাতে অল্প আয়ে এবং বরাবর একবিধ আয়ে ভদ্র লোকে আর মান সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া সংসার চালাইতে পারেন না; সুতরাং অধিক আয়ের জন্য তাঁহাদিগকে বিব্রত হইয়া বেড়াইতে হয়; কাজে কাজেই অসন্তোষ ও কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি ঔদাসীন্য হয়। তাহা না হইয়া কর্ম্মচারীরা সন্তুষ্টচিত্তে কার্য্য নির্ব্বাহ করেন এবং ভাল ভাল লোকসকল এই বিভাগে স্থায়ী হইয়া থাকিতে পারেন, ইহাই গ্রেডসৃষ্টির উদ্দেশ্য। গ্রেড হইল; কিন্তু কাহাদের হইল? যাঁহারা পাঁচ শত টাকার অধিক বেতন পান, তাঁহাদের! পাঁচ শতের অধিক বেতনভোগীরা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত বেতন পাইয়া এ ডিপার্ট... স্থায়ী হইয়া থাকেন, ইহা কা... অপ্রার্থনীয় নহে; কিন্তু এটাও ত... চনা করা উচিত যে, যাঁহারা... (৫ শ বা তদধিক) পান, তাঁহা... প্রায়ই আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া... শাই কিছু না কিছু সঞ্চয় থাকে; তাঁ... আরও অধিক পাইলে ঐ সঞ্চয়... প্রাচুর্য্য হইবে। কিন্তু যাঁহারা ... বেতন পান, তাঁহাদের অন্নবস্ত্রস... ও পরিবারপ্রতিপালনেই ম... তাঁহারা কিছু অধিক পাইলে তাঁহা... ঐ কষ্টের কতক নিবারণ হইয়া ... রতা হইতে পারে। অতএব এ স্থলে... বিবেচ্য যে, কোন পক্ষের বেতন ... করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য? বর্দ্ধিত ... পাইলে যাহারা অধিক জমা ক... পারিবেন তাঁহাদের? না যাঁহার... বস্ত্রসংগ্রহের জন্য অস্থির ও লা... তাঁহাদের?

ও কথা ত্যাগ করিয়া আবার ... সাহেবদিগের গ্রেড হইবার পর, ... শ্রেণীস্থ দেশীয় শিক্ষকেরা আপ... দুঃখ জানাইয়া ঐরূপ কোন গ্রে... বার জন্য ডিরেক্টর সাহেবের ... আবেদন করেন এবং "আপ... বিষয়ে বিবেচনা করা যাইতেছে"... ভাবে উক্ত সাহেবের নিকট হইতে... প্রাপ্ত হন; কিন্তু আজি ৪ ... বৎসর হইল, অদ্যাপি সেই বিবে... কোন ফলই লক্ষিত হইল না। ... ট্রেজরি পোষ্ট আফিসপ্রভৃতি গব... আফিসস্থ কেরাণীদিগের পর্য্যন্ত ... হইয়া গেল, সম্প্রতি আদালতে... লাদিগেরও গ্রেড হইতে চলি... হতভাগা দেশীয় শিক্ষকেরা ... তাকাইয়া রহিলেন। ইহঁারা ... পাপে অসিয়া শিক্ষাবিভাগে ... করিয়াছেন, তাহা জগদীশ্বর

স্থ।

ভাগ ভারতবর্ষের ইতিহাস।

} শ্রীযুক্ত এচ. উড্রো
বাঙ্গালার মধ্যবিভাগের
স্কুলসমূহের ইনস্পেক্টর

মী ২১ এ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার
ন নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থীদিগের
আরম্ভ হইবে। পশ্চাল্লিখিত বিষয়ে
গৃহীত হইবে। সম্প্রতি ৪। ৫টী ৪
ত্তি খালি হইবার সম্ভাবনা আছে।

া। সাহিত্য ও ব্যাকরণ
দশমিক ভগ্নাংশ পর্য্যন্ত

লার ইতিহাস।

লের চারিভাগের স্থূল স্থূল বিষয়ের

ক পরীক্ষা আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা;

াতা
ডিসেম্বর } বাঙ্গালার মধ্যবিভাগের
স্কুলসমূহের ইনস্পেক্টর

—:•:—

সিন্তের বিলাপ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত
পুস্তকের কলেবর ৮ পেজী ফরমার
অর্থাৎ ২১২ পৃষ্ঠা। মূল্য ৸০ আনা
বশ্যক হয়, ঠনঠনিয়া সংস্কৃত যন্ত্রের
অথবা পটোলডাঙ্গা বাবুদের প্রাচীর
পুস্তকালয়ে অনুসন্ধান করিলেই
ইতি।

ল
হায়ণ
কলেজ } শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য,

—:০:—

য়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোল
কু র্য্য ব্রাদার কোম্পানির দোকানে
ও মৎপ্রচারক নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি
তেছে:—

| | | |
|---|---|---|
| প্রণীত | মূল্য | |
| ইতিহাস | ১ | টাকা |
| ইতিহাস | ১ | ঐ |
| সার ব্যাকরণ | । | আনা |
| সার (১ ম ভাগ) | ৶ | ঐ |
| সার (২ য় ভাগ) | ৶ | ঐ |
| প্রচারিত। | | |
| বাধ ব্যাকরণ | ৵ | ঐ |

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা

—:০:—

## বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গালা পুস্তক কাগজ কলম নানা বিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে ৴০ এক আনার হিসাবে কমিসন দি। অধিক টাকার পুস্তক লইলে ৴১০ আনার হিসাবে পাইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়প্রণীত গদ্য ১৮ পর্ব্ব মহাভারত ১৭ খণ্ড ৩ ভাগে উত্তম সংবদ্ধ করা ৬০

লণ্ডন ফারমা কোপিয়া অর্থাৎ ঔষধ কল্পাবলি ২৷০

মহম্মদের জীবনচরিত উত্তম বাঁধান ১

হরুঠাকুরপ্রভৃতি প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের গীতসংগ্রহ ১

শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান ১

প্রণয়প্রবাহ উৎকৃষ্ট কাব্য ১০

আশু সন্ধির দামিনী ১৷

প্রথম তরঙ্গিনী ১

যদুনাথ ঘোষকৃত সংগীতমনোরঞ্জন ২

নয়নাশ্রু কাব্য কবিবর দ্বারকানাথ রায় প্রণীত ১

রাসরসামৃত সংস্কৃত ও পদ্য ৷

গীতগোবিন্দ জয়দেব গোস্বামি প্রণীত মূল ও যদুনাথ ন্যায়পঞ্চাননকৃত পদ্য ১।০

কৌতুক তরঙ্গিনী ইংরাজি কেমেষ্ট্রি হইতে বিবিধ আশ্চর্য্যজনক বিদ্যা দর্শন হয় ১৶

প্রতিমূর্ত্তি সহিত ১২৭৬ সালের ফুল পঞ্জিকা ৷

ঐ হাফ পঞ্জিকা ।০

দুর্গামঙ্গল পদ্য ১

কমলতারিণী ৷

সটীক চণ্ডী মূল ও অনুবাদ সহিত ৫

চরিত্রমঞ্জরী ইহাতে মিউটীনির বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে ১।০

ইংরাজি ১৮৬৯ সালের এক্ট্যাক্টের কী ১৷৶

কুমারীকুমার পদ্য আদিরসপ্রধান কাব্য ১

স্বপ্নের মোহিনী শক্তি ।৴

গণেশচন্দ্র শর্ম্মকৃত বাঙ্গলা এটলাস উত্তম কাগজে ও উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত ৬

বিধবাবিবাহ নাটক ১

কামিনীকুমার রসরত্নাকরান্তর্গত নায়ক নায়িকাঘটিত সুরস কাব্য ৸০

মণিকুণ্ডলা কাব্য প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়প্রণীত দুর্গেশনন্দিনীর মত লেখা ১

ভুবনসিন্ধু লহরী ২৷০

ফুচিত্রাবলি ৩২খানি বাঙ্গালা
সহিত

সটীক চৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থ

কাদম্বিনী নাটক আইনসংযুক্ত ২
একত্রে

উষাহরণ পদ্য

হিতোপদেশ বিষ্ণু শর্ম্মার সংগৃহীত

কলিকাতা জোড়া-
সাঁকো ৬৪ নং } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র
নগদ বিক্রে

—::—

# পুরাণ প্রকাশ।

## বিষ্ণু পুরাণ।

অনুবাদও টীকা সমেত প্রত্যেক
৮০ পৃষ্ঠা (অগ্রিমমূল্য) ৷০।

যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি মুক্ত
আমহর্ষ্টষ্ট্রীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্যপ্র
যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্য
শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নামে
খণ্ডের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন।
না পাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠা
নিয়ম নাই ইতি।

—:•:—

## বিক্রয়ার্থ।

গারডেনরীচ ২৪ নং বাটী জলাসহ
১৯ নং জোড়া বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা
করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন
রিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস্ আরবো
থনট এবং কো

—০—

হালিসহর নিবাসী শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ
কলিকাতার অন্তর্গত জোড়াসাঁকো বার
ঘোষের ষ্ট্রীটের মধ্যে মৃত রাধানাথ কু
দরুণ ভূমি তাঁহার খরিদা বলিয়া উহা বিক্র
সংবাদপত্রে ক্রেতৃগণকে আহ্বান করিয়ে
আমি এতদ্দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করিতেছি
উক্ত ভূমি তাঁহার খরিদা নহে এবং কেহ
উহা ক্রয় না করেন।

কলিকাতা
চোরবাগান
৪ঠা পৌষ
১২৭৫ } শ্রীচন্দ্রশেখর মুস্

———

মৎপ্রণীত কবিতাকুসুমাঞ্জলি সং

বিভাগের কয়েক জন দেশীয় কর্ম্ম
া গ্রেডের অন্তর্ভূত হইয়াছেন
; কিন্তু ইহাতে অপরাপর কর্ম্মচা
অধিকতর বিমর্ষ হইয়াছেন। এই
দ তাঁহাদের স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণের
ত দর্শনজনিত ঈর্ষ্যাবশতঃ নহে;
ল হতাশতা বশতঃ। তাঁহারা ভাবি
ছেন যে, যখন উচ্চ উচ্চ কয়েক জন
চারীকে (যাঁহারা এ বিষয়ের জন্য
পক্ষীয়দিগের নিকট দু কথা বলিতে
রতেন, জোর করিতে পারিতেন,
গান্যযোগ্যতার বিচার করিতে পারি
, সমবেত হইয়া ইংলণ্ড পর্য্যন্ত
দন করিয়া একটা গোলযোগ
তে পারিতেন তাঁহাদিগকে) কিছু
দিয়া মুখবন্ধ করা হইল, তখন
াপরকে কিছু না দেওয়াই কর্ত্তৃপ.
প্রকৃত উদ্দেশ্য। মধ্যে এক বার
ক্টর সাহেবকৃত শিক্ষকদিগের
তর নিয়মাবলীর এক ফর্দ্দ কোন
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।
তে যেরূপ অল্প পরিমাণে বৃদ্ধির
লিখিত হয় তদ্দর্শনে সাধারণেরই
ভাব জন্মিয়াছিল; কিন্তু এখন
রা ভাবিতেছেন যে তাহাও যদি
তথাপি “নাই মামা অপেক্ষা কাণা
ভাল” ন্যায়ে ভাল ছিল; কিন্তু
সের অতীত হইল সে কথারও
কোন উচ্চবাচ্য নাই। ফলতঃ যখন
দিকে সকল বিভাগস্থ সকল কর্ম্ম
ই গ্রেড হইয়া গেল বা হইতে চলিল
কয়েক জন দুর্ভাগা দেশীয় শিক্ষ
াহাতে বঞ্চিত রহিলেন, তখন
া অবশ্যই এই অনুমান করিতে
ন যে, তাঁহাদিগের ডিপার্টমেন্টের
ক্ষ সাহেবের এ বিষয়ে মনোযোগ
অথবা তাঁহার কথা গবর্ণমেন্টে
হয় না; কিন্তু এই উভয় অনুমা
হাদের পক্ষে সমান ক্লেশকর।

উপরি উক্তরূপ অবিচারসংক্রান্ত হেতুবাদে তাঁহারা আরও কহেন যে, এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে সমস্ত কালেজেই সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইতেছে; কিন্তু সংস্কৃতের অধ্যাপকদিগের প্রতি গবর্ণমেন্টের সমুচিত আস্থা নাই। প্রেসিডেন্সি কালেজে প্রফেসর ও আসিষ্টাণ্ট প্রফেসরে সমুদায়ে ১০ জন ইংরাজ ও বাঙ্গালি আছেন। তাঁহারা বার্ষিক বর্দ্ধিত বেতনের নিয়মানুসারে সকলেই ৫ শতের অধিক কেহ কেহ ১২।১৩ শ টাকা পর্য্যন্ত বেতন পাইয়াথাকেন; কিন্তু ঐ কালেজে সংস্কৃতের প্রফেসর ও আসিষ্টাণ্ট প্রফেসর যে দুই জন আছেন তাঁহারা কত পান? এই কয় বৎসরের মধ্যে সেই ৩ শ ও ২ শ টাকাভিন্ন এক কপর্দ্দকও তাঁহাদের বৃদ্ধি হয় নাই। কেন? তাঁহারাও ত প্রফেসর। যখন অন্য যে কেহ (বাঙ্গালীপর্য্যন্ত) আসিষ্টাণ্ট প্রফেসর হইয়াও তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেই গ্রেডের অন্তর্ভূত হইতেছেন তখন তাঁহারা না হন কেন? ওখানকার সংস্কৃত প্রফেসর কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এ, কি এত অযোগ্য লোক যে তাহাকে গ্রেডের অন্তর্ভূত করিতে পারা যায় না? অথবা এস্থলে যোগ্যাযোগ্যতার বিচারের প্রয়োজন কি? যখন তাঁহাদিগকে প্রফেসরের পদ দেওয়া হইয়াছে, তখন তাঁহারা যে সেই সেই পদের সমুচিত যোগ্য ইহা অবশ্যই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। যদি তাঁহারা অযোগ্য হন, তবে তাঁহাদিগকে অমন পদ দেওয়া হইল কেন? বস্তুগত্যা পদের অনুসারে বেতনের নিয়ম হওয়াই ন্যায়সঙ্গত। অতএব যখন ইংরাজী প্রফেসরমাত্রেই ৫ শত ও বার্ষিক নিয়মে বর্দ্ধিত বেতন পাইতে লাগিলেন, তখন সংস্কৃত প্রফেসরেরা কি অপরাধ করিয়াছেন যে, তাঁহারা

ঐ নিয়মের অন্তর্ভূত হইতে ব
হইবেন? ইহাতে কি সংস্কৃতাধ্যা
দিগের প্রতি গবর্ণমেন্টের অনাস্থা
হয় না?

তাঁহারা আরও কহেন যে, প্রে
ডেন্সি কালেজের সংস্কৃতাধ্যাপ
গের প্রতি গবর্ণমেন্টের অবিচা
বিষয় উপরিভাগে যাহা যাহা উল্লি
হইল, মফস্বলস্থ কালেজসমূহের স
তাধ্যাপকেরা যে কেবল ঐমাত্র
চার অনুভব করেন এরূপ নহে, তঁ
দের আরো কিছু বেশী আছে। সমু
মফস্বল কালেজে এক এক জন
সংস্কৃত প্রফেসর আছেন, তাঁহাদি
“উঠান ঝাঁইট অবধি চণ্ডীপাঠ পর্য্য
অর্থাৎ ফাষ্ট ইয়ার ক্লাশ হইতে ে
ইহার ক্লাশ পর্য্যন্ত চারিটী ক্লাশে
অধ্যাপনা করিতে হয়, তদ্ভিন্ন ছ
দিগের লিখিত রাশি রাশি কা
সংশোধন করা আছে। তাঁহাে
পদের পূর্ব্বে “আসিষ্টাণ্ট”
একটী উপপদ দেওয়া হইয়াছে; ি
উহার অর্থ তাঁহারা বুঝিতে পারেন
যখন একটী বই প্রফেসরের পদ ন
তখন তাঁহারা কাহার আসিষ্টাণ্ট
যদি এমন ভাবা যায় যে তাঁহারা এখ
আসিষ্টাণ্ট প্রফেসরের পদে নিযু
হইয়াছেন; কিন্তু সময় হইলে তাঁহাে
উপর আর এক এক জন প্রফেসর নি
হইবেন, তাহা হইলে আবার এই প্র
উত্থিত হয় যে, সে সময় কবে হইবে
যখন সকল শ্রেণীতেই সংস্কৃতের অ
পনা হইতেছে, যখন প্রতিবর্ষেই কে
উচ্চতর হইয়া উঠিতেছে এ
সেই কোর্স তাঁহাদিগকেই পড়াই
দেওয়া হইতেছে, তখন আর কি হই
সে সময় হইবে, ইহা অন্ততঃ তাঁহ
গকে জানাইয়া দেওয়া উচি
জানিতে পারিলে, যদি ক্ষমত

অধীন হয়, তাঁহারা তদর্থ চেষ্টাও করিতে পারেন। যদি এমন কথা যায় যে ছাত্রসংখ্যার অত্যন্ত বৃদ্ধি না হইলে ঐ পদের সৃষ্টি হইবে না, তাহাও যুক্তির সহিত দাঁড়াইতে পারে না। উহা এইরূপে স্পষ্ট করিয়া দেখ, কর্ত্তৃপক্ষের মনে মনে একটী নির্দ্ধারিত ছাত্রসংখ্যা আছে, মফস্বল কালেজে যত দিন সে সংখ্যা পূর্ণ না হইতেছে, তত দিন কোর্স যত উচ্চ হউক, কার্য্য যত কঠিন হউক, পরিশ্রম যত ক্লেশকর হউক, আসিষ্টাণ্ট সংস্কৃত প্রফেসরদিগকে তাহা করিতেই হইবে। কিন্তু ঐ সংখ্যা পূর্ণ হইলে তাঁহাদের উপর আর এক জন প্রফেসর আসিয়া বসিবেন। ইহা কি যুক্তিসঙ্গত? ঐ সংখ্যা পূর্ণ হইলে তাঁহাদের এক জন আসিষ্টাণ্ট নিযুক্ত হইবেন ইহাই যুক্তিসঙ্গত। যুক্তি এবং সকল স্থানের সকল ডিপার্টমেণ্টের আচরিত ব্যবহার দিয়া দেখিলে কেহই দ্বিতীয়টী ভিন্ন প্রথমটীকে সঙ্গত বলিতে পারিবেন না। আর ছাত্রসংখ্যার ন্যূনাতিরেকে ছাত্রদিগের লিখিত কাগজসংশোধনের কিছু ন্যূনাতিরেক হয় এই মাত্র; নচেৎ পাঠনাবিষয়ে ন্যূনাতিরেক অধিক নাই। ০ টী ছাত্রকে পড়াইবার জন্য শিক্ষকে যেরূপ পরিশ্রম করিতে হইবে টী ছাত্রকে পড়াইতেও তদপেক্ষা অত্যন্ত কম শ্রম করিতে হইবে না। ক জন শিক্ষকের পক্ষে অবাধে চারি শ্রেণীতে সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপনা যে কিরূপ কঠিন কর্ম্ম তাহা যাঁহারা ককতা না করিয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয় ন হইবার নহে। কিন্তু মফস্বল লেজে যে কয়েক জন সংস্কৃতাধ্যাপক য়াছেন, ইহাঁদের প্রায় সকলকেই ড়া গাড়ীর ঘোড়া বলিলে বলা যায়। দিগকে যত টানাও ততই টানি

বেন কিছুতেই না বলিতে জানেন না। তাঁহারা যে এত খাটেন, মুখে রক্ত উঠায় শরীরপাত করেন তজ্জন্য বেতন পান কি? ১৫০ দেড়শত টাকা!! দেড় শত টাকা কিছু কম টাকা নয়; তবে কথা হইতেছে এই যে প্রেসিডেন্সি কালেজের দুই জন অধ্যাপকে যে কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, মফস্বলের ইহাঁদিগকে একাকী অবিকল সেই কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়, অথচ তথাকার এসিষ্টাণ্ট প্রফেসরেরও যে বেতন, ইহাঁরা তাহাও পান না। কেন? ইঙ্গরেজি প্রফেসরদিগের সময়ে প্রেসিডেন্সির প্রফেসর ও মফস্বলের প্রফেসর বলিয়া বেতনের তারতম্য হয় না, তবে সংস্কৃত প্রফেসরদিগের বেলায়ই হয় কেন? অতএব তাঁহারা অনুমান করেন যে, কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা যেরূপ মুখে বলেন যদি অন্তরে সেইরূপ সংস্কৃতের প্রতি আস্থা করিতেন এবং যদি ডিরেক্টর সাহেব এইসকল বিষয়ের কখনও অনুধাবন করিতেন, চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে কদাপি এরূপ বৈষম্য থাকিতে বা হইতে পারিত না।

সংস্কৃতে গবর্ণমেন্টের অনাস্থা বিষয়ক প্রমাণপ্রদর্শনার্থ তাঁহারা আরও বলেন যে, ইঙ্গরেজি কালেজে যিনি যিনি প্রফেসর বা আসিষ্টাণ্ট প্রফেসররূপে নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনিই গ্রেডের অন্তর্ভূত হইয়াছেন; কিন্তু সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীও অদ্যাপি গ্রেডের অন্তর্ভূত হইলেন না!! বিদ্যাসাগরের পর সংস্কৃত কালেজের যেকিছু শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে প্রসন্ন বাবু তাহার মূল। যে প্রসন্ন বাবুর বিদ্যা, যত্ন ও হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমেই সংস্কৃত কালেজের ছাত্রেরা এল, এ, বি, এ, ও এম, এ, পরীক্ষায় কৃত-

কার্য্য হইতেছে, সেই প্রসন্ন বাবু কালেজের প্রিন্সিপাল—পড়িয়া লেন। গ্রেড হইল না!! অপরাপর জের আসিষ্টাণ্ট প্রফেসরদিগেরও হইল! ইহা কি এডুকেশন ডিপার্ট লজ্জার বিষয় নহে? সংস্কৃত কা মহামহোপাধ্যায় যে কয়েক জন প্রফেসর আছেন তাঁহারা এরূপ অ লোক যে, তাঁহাদের অসদ্ভাবে সেই পদ পূরণ করা কঠিন হইবে; ইহাও কি আক্ষেপের বিষয় নহে তাদৃশ অসাধারণ অধ্যাপক মহা একটি গবর্ণমেন্ট প্রধান কালেজে রাও যাবজ্জীবন প্রায় একরূপ বে অতিবাহন করিলেন!!

পূর্ব্বোল্লিখিতরূপ অবিচারবি প্রমাণ প্রদর্শনার্থ তাঁহারা ইহাও থাকেন যে, এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট প্রাপ্তি বা পদোন্নতিবিষয়ে এখানে কোন বিচার নাই; যাঁহার অনুরো অধিক জোর, তাঁহারই থাকে। বিদ্যা বুদ্ধি দীর্ঘকালব প্রভৃত অনুরোধের নিকট হইতে পারে না। ইহার প্রমাণার্থ অ বাক্য ব্যয় করিতে হইবে না, এই মাত্র দৃষ্টান্ত দিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে সমধিক বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন বহু শিক্ষক বাবু বনমালী মিত্র ও নবীন দাস প্রভৃতি প্রার্থী থাকিতেও কেন স্কুলের থার্ড মাষ্টার বাবু চণ্ডী বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটক হাইস্কুলের মাষ্টারি পদ দেওয়া হইল এবং কার ইঙ্গরেজি শিক্ষাবিষ অভ্যুৎ বাঙ্গালী যে কয়েক জন আছেন, যি তাঁহাদের মধ্যেই এক জন গণনী যিনি অবাধে ২২।২৩ বৎসর কাল গ মেন্ট স্কুলে হেড মাষ্টারি তালাক করিয়া আসি

া, ধার্ম্মিকতা ও ভদ্রতার বঙ্গভূমির
ারস্বরূপ সেই প্রাচীন শিক্ষক
রাজনারায়ণ বসুকে উপরি বর্ণিত
হেড মাষ্টার চণ্ডীবাবুর অধীনে
মাষ্টার করিয়া দেওয়া হইয়াছে!!!

—:০:—

সিবিলসার্ব্বিস পরীক্ষা।

যাঁহারা এদেশীয়দিগকে জাতি-
মপরবশ দেখিয়া উপহাস করেন,
ারা ইহাঁদিগকে জাতিভেদবশবর্ত্তী
। উচ্চপদলাভের অযোগ্য বিবে-
করেন, তাঁহারা এক বার ইংলণ্ডস্থ
ন রাজপুরুষদিগের সিবিলসর্ব্বিস
ক্ষাবিষয়ক অভিমানটীর বিষয়
চনা করুন। বিবেচনা করিলেই
তে পারিবেন, অভিমান পরিত্যাগ
কেমন কঠিন কর্ম্ম। এ দেশে সিবিল
ন পরীক্ষাপ্রথা প্রবর্ত্তিত হয়,
এ দেশের যাবতীয় লোকের
থ বাঞ্ছিত। অত্রত্য সমাচারপত্র
দকেরা এ নিমিত্ত অষ্ট প্রহর চীৎ
করিতেছেন, ভারতবর্ষীয় সভাও
ও এ বিষয়ে উদাসীন নহেন। কিন্তু
বৃথা অভিমানে রাজপুরুষদিগকে
অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে যে,
রা উল্লিখিত বিষয়ের উপযোগিতা
বশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি-
ন না। সে অভিমান এই, ভারত-
যদি সিবিলসার্ব্বিস পরীক্ষাপ্রথা
র্ত্তিত করা হয়, অধিকসংখ্য ভারত
সিবিলিয়ানপদে অধিরূঢ় হইবেন,
াপীয়দিগকে তাঁহাদিগের অধীন
চলিতে হইবে। ইউরোপীয়েরা
দেশীয় ও জেতৃজাতীয়, আর ভার
য়েরা বিজিত; বিজিত জাতীয় হইয়া
জাতীয়ের উপরিপদস্থ হইবেন,
ানাধ্য জেতৃজাতীয়ের এটী সহ্য
। এ অভিমান যে অতি অকিঞ্চিৎ
হইয়া অভিমানশূন্য ব্যক্তিভিন্নের

বোধগম্য হইবার নহে। যিনি যে পদের যোগ্য হইবেন, তিনিই সেই পদ পাইবেন, তাঁহার জাতি ও বর্ণ বিবেচনার্হ নহে, ইহাই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত। আমরা অকস্মাৎ এ প্রস্তাবের প্রসঙ্গ করিলাম কেন, পাঠকগণ তাহা শ্রবণ করুন।

কলিকাতার ভারতবর্ষীয় সভা ভারতবর্ষে সিবিলসার্ব্বিস পরীক্ষার আবশ্যকতাপ্রতিপাদন করিয়া যে আবেদন করেন, ষ্টেটসেক্রেটারি তাহার যে উত্তর দিয়াছেন, তাহাই আজি আমাদিগের এ প্রারম্ভের কারণ। উত্তরপত্রের স্থূল তাৎপর্য্য এই, "সিবিলসার্ব্বিসের পদগুলি এরূপ লোকের হস্তে সমর্পণ করা আবশ্যক, যাঁহারদিগের দ্বারা রাজ্যের সুশাসন হইয়া প্রজাসাধারণের সমধিক উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা। যাঁহারা ইংলণ্ডে যাইয়া লেখা পড়া শিখেন এবং সেখানকার উৎকৃষ্ট রীতি নীতি এবং রাজকার্য্যপ্রণালী স্বচক্ষে দেখেন তাঁহাদিগের মধ্যেই ঐপ্রকার কার্য্যক্ষম লোক অধিক হইবার সম্ভাবনা। অতএব ইংলণ্ডভিন্ন অন্যত্র পরীক্ষাগ্রহণের নিয়ম করা বিধেয় নহে।"

"ইংলণ্ডভিন্ন অন্যত্র পরীক্ষাগ্রহণের নিয়ম করা বিধেয় নহে।" এই বাক্যের সমর্থনার্থ যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে যে, যাঁহারা ইংলণ্ডে যাইয়া লেখা পড়া শিখেন এবং তত্রত্য রীতি নীতি ও রাজকার্য্যপ্রণালী স্বচক্ষে দর্শন করেন, তাঁহারা সমধিক কার্য্যক্ষম এবং তাঁহাদিগের দ্বারা প্রজাসাধারণের সমধিক উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা। এই যুক্তি সারবতী ও অখণ্ডনীয় কিনা, অগ্রে বিবেচনা করা আবশ্যক। যাঁহারা সিবিলসার্ব্বিস পরীক্ষার্থী হইয়া ইংলণ্ডে গিয়া লেখা পড়া শিখিবেন, তাঁহাদিগের তথায় কিরূপ শিক্ষা হইবে? তাঁহারা

তথায় গিয়া কেবল সিবিল সার্ব্বিস
কার্থ নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থগুলির অধ্যয়ন
বেন এইমাত্র। যে অধ্যয়নবলে
যাত্ত ও কার্য্যক্ষমতা জন্মিবার সে
হয়, তাঁহাদিগের সে শিক্ষা এই খ
হইবে। তাহা যদি হইল তবে,
সিবিলসার্ব্বিসের নির্দ্দিষ্ট পুস্তক
পড়িবার নিমিত্ত সেখানে যা
প্রয়োজন কি? এখানে বসিয়া
আমরা সেগুলি শিখিতে পারি,
পুরুষদিগের তাহাতে কিছুমাত্র
নাই। ইংলণ্ডের রীতি নীতি ও
প্রণালী দর্শনের বিষয়ে বক্তব্য
সেগুলি এ দেশের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট
ষয়ে সন্দেহ নাই তদ্দর্শনে উৎকৃষ্ট
লাভের যে সম্ভাবনা তাহাও অ
নহে; কিন্তু যাঁহারা ঐগুলি দর্শন
রাছেন, তাঁহারা অভ্রান্ত ও অসা
ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া আইসেন
তাঁহাদিগের কথা দূরে থাকুক, যাঁ
আজন্মকাল ঐগুলি দর্শন করিয়া
তাঁহাদিগেরও পদে পদে প্রমাদ
হয়। পক্ষান্তরে যাঁহারা কখন ই
দর্শন করেন নাই, তাঁহাদিগের অনে
সবিশেষ কার্য্যদক্ষতা দৃষ্ট হইতেছে
এরূপ হইল, তাহা হইলে এই সি
করা সঙ্গত হয়, কার্য্যদক্ষতা হওয়া
পদার্থ; তাহাতে দেশভেদের অপেক্ষা
যাঁহাদিগের চিত্তে সেই ক্ষমতার
আছে তাঁহারা যেদেশে লেখা
শিক্ষা করুন, সেই দেশেই তাঁহাদি
সেই ক্ষমতা জন্মিবে। তাঁহাদিগের
ণ্ডের রীতিনীতিপ্রভৃতি দেখা হইত
না এমন নয়। তাঁহারা স্বচক্ষে
তেছেন না বটে, কিন্তু গ্রন্থে ও সম
পত্রাদিতে তাহা সর্ব্বদা দর্শন ক
ছেন। গ্রন্থাদিতে পাঠ করিয়া যদি
অন্য দেশের রীতিনীতিপ্রভৃতি জা
না পারিতাম, তাহা হইলে ই

র শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দত্ত ও শ্রীযুক্ত বাবু
ব। শ্রীনারায়ণ দত্ত এবং শ্রীযুক্ত বনমালী
বদ্যাসাগর, পার্ব্বতীচরণ বিদ্যাবাচস্পতি,
সীতানাথ বিদ্যারত্ন, রামগোপাল বিদ্যালঙ্কার
রেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, আশুতোষ ভট্টাচার্য্য
ভৃতি অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ভদ্র লোক
মুপস্থিত ছিলেন। গত মাসিক সভায় যে
স্তাবগুলি ধার্য্য হয়, প্রথমতঃ তাহার সমা
লোচনা হইল। দেশের হিতকর কার্য্যে অনেক
হাত্মার যে উৎসাহ ও যত্ন আছে, তাহা তাঁহা
দের একত্র সমাগমদ্বারাই বিলক্ষণ প্রতিপন্ন
হইতেছে। মজিলপুর বঙ্গবিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মা
ণ প্রধান জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু গোপালদাস
ত্ত মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা করা হয়, তাহাতে
তিনি সত্বর সে বিষয় সম্পন্ন করিবার আশ্বাস
য়াছেন। একটী সংস্কৃত চতুষ্পাঠীসংস্থাপন
মিত্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় স্থান দিতে সম্মত
ছেন এবং আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়
জন সুযোগ্য অধ্যাপকসংগ্রহের ভার গ্রহণ
রিয়াছেন। জয়নগর ও বহড়ু বিদ্যালয়দ্বয়ের
মলনজন্য উক্ত বিদ্যালয়দ্বয়ের অধ্যক্ষদি
কে অনুরোধ করা যায়। জয়নগর স্কুলের
পাদক এ প্রস্তাব শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত
য়াছেন এবং সাধারণের মঙ্গলার্থ যাহা
কর বোধ হইবে, তাহাতে তাঁহার অমত
বে না বলিয়াছেন। বহড়ু বিদ্যালয়ের
ধ্যক্ষ যেরূপ বিজ্ঞ ও উদারাশয়, তাহাতে
র নিকটেও আমরা এইরূপ সদুত্তরের
শা করি।

বারের নূতন প্রস্তাবের মধ্যে দুটি প্রধান
লাভ মাদকের দোকান তুলিয়া দিবার নিমিত্ত
মেন্টের নিকট প্রার্থনা করা। দেশীয় ভদ্র
দিগের স্বাক্ষর সহিত আবেদনপত্র মাজি
নিকট প্রেরিত হইবে স্থির হইল। যে
টী অমঙ্গলের কারণ বলিয়া দেশের অধি
লোক অনুযোগ করিবেন, গবর্ণমেণ্ট
সুবোধে যে তাহার প্রতিবিধান করিবেন
রূপ বোধ হয় না। মদ ও গুলির প্রাদু
এপ্রদেশের অশেষ অনিষ্ট হইতেছে।
দ্বিতীয়তঃ গঞ্জের মধ্যে মধ্যে পাকা রাস্তা
ণ করা। বর্ষাকালে গঞ্জের হাটে যেরূপ
হয়, তাহাতে নিকটস্থ গ্রামবাসী অসংখ্য
কের কষ্ট হইয়া থাকে। চৌকীদারী ট্যাক্সের
টাকা আছে। হরিদাস বাবু তাহা হইতে
র্য্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেটের
প্রার্থনা করিবেন।

আগামী পৌষ মাসে হিতৈষিণী সভার একটী
বিশেষ সভা হইবে। ইহাতে পূর্ব্ব প্রস্তাবিত
বিষয়সকলের মীমাংসা করিতে হইবে এবং
দেশের বর্ত্তমান শুভানুষ্ঠানসকলের কার্য্যবিব
রণ হইবে। দেশহিতোৎসাহী সকল মহাত্মা
এই সভায় সমবেত হন আমাদিগের একান্ত
প্রার্থনা।

মজিলপুর
১০ ই পৌষ } সম্পাদক।

—:০:—

মহাশয়! দণ্ডভয়েই এই জগতের প্রায়
অধিক লোক সৎ ও বিনীত হয়। এই জন্যেই
আমাদিগের পুরাতন ব্যবস্থাপক সমাজ, ব্যভি
চারিণী ও প্রতিকূলা কামিনীগণের নির্বাসন
রূপ দণ্ডবিধান করিয়া গিয়াছেন। পুরাণ
প্রসিদ্ধা জনকরাজদুহিতা ঐ দণ্ডভোগের
নিমিত্তই মহামুনি বাল্মীকির তপোবনে বিস
র্জ্জিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে
এ দেশে ব্যভিচারিণীর কোন দণ্ড নাই বলিয়া
আমাদিগের স্থির সিদ্ধান্ত আছে। পুরাতন
ব্যবস্থা দূরীভূত হইয়াছে কিন্তু আধুনিক রাজনিয়
মে কোন বিশেষ দণ্ডবিধান, ইহার অনন্তর
কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ দণ্ড
বিধি নামক গ্রন্থে ব্যভিচারিণীর প্রতিকূলে
কোন দণ্ডনিয়োগই করা হয় নাই। কেবল
সামাজিক এই জঘন্য নিয়ম দেখিতে পাওয়া
যায় যে পরিবারের মধ্যে কোন স্ত্রীলোক
ব্যভিচারদোষ প্রকাশ হইলে কর্তৃপক্ষ অতি
গোপনে সেই কুলকলঙ্কিনীকে ভর্ৎসনা বা
গুরুতর প্রহার করিয়া থাকেন, অথবা দুর্দ্দম
নীয় ক্রোধবেগ সম্বরণ করিতে অশক্ত হইয়া
কারনিবার প্রাণবিনাশ করিয়া নিকৃষ্ট
উপায়ে ঐ হত্যাকাণ্ড গোপন করিবার চেষ্টা
পাইয়া থাকেন। ইহার প্রথম দণ্ড—(ভর্ৎসনা
বা প্রহার) দ্বারা দুশ্চারিণীরা এই শিক্ষা করে
যে, ভাবসংসর্গজনিত সুখ বিধাতা অতি
গোপনে উপভোগ করিতে বলিয়াছেন। শেষ
দণ্ড—(প্রাণবধ) যদি প্রকাশ হয়—রাজদ্বারে
প্রমাণ হয়, হত্যাকারী যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর
প্রেরিত হন, কিম্বা পরিশ্রমের সহিত বহুকাল
কারাবদ্ধ থাকেন। ইহা দেখিয়া ব্যভিচারি-
ণীরা এই শিক্ষা করে যে ব্যভিচার দোষ নয়,
ব্যভিচারিণীর দণ্ডদাতারাই সম্পূর্ণ দোষী ব-
লিয়া গুরু দণ্ড ভোগ করেন।

সম্পাদক মহাশয়! সমাজের এই শোচ-
নীয় অবস্থাতে ব্যভিচার দোষ ক্রমশঃ সকল
স্থানে ও সকল পরিবারে প্রবিষ্ট হইয়া
শাখার কলঙ্ক করিয়া তুলিতেছে
পরিমাণে স্ত্রীশিক্ষার উপায় করাই হউক
কর্তৃপক্ষেরা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আপন প
স্বভাব পরীক্ষাই করুন, কিন্তু ব্যভি
গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা না হইলে এই
নাশক ব্যভিচার দোষ উপশম হওয়ার
নাই। মহাশয়! পরস্ত্রীহরণে পুরুষের
দণ্ড হইবে, আর পরপুরুষগমনে
নির্দোষ বলিয়া মুক্তিলাভ করিবে,
মের এই অন্যায় ভেদের কারণ আমরা
পারি না। উপসংহারকালে
সমাজকে অনুরোধ করিতেছি
ব্যভিচারিণীর গুরুতর দণ্ডদানের জন্য
উদ্ভাবন করুন। কিন্তু আমাদিগের এ
কেহ মনে না করেন যে, আমরা বিধবাবি
বিপক্ষ, আমরা শুদ্ধ ব্যভিচারিণীর
শোধনের নিমিত্ত প্রস্তাব করিতেছি;
চার স্রোত নিবারণের নিমিত্ত প্রস্তাব
তেছি। বিধবাবিবাহ সর্ব্বত্র প্রচলিত
আমরা জগদীশ্বরকে শত শত সহস্র
বার ধন্যবাদ প্রদান করিব। বারান্তরে
কিছু লিখিতে ইচ্ছুক রহিলাম।

কলিকাতা
১২৭৫ সাল
৯ ই পৌষ } বশম্বদ
শ্রীকৈলাসনাথ

—:০:—

মহাশয়! গত ১২৭৪ সালের চৈত্র মা
সংক্রান্তিতে মহা আড়ম্বরে কলিকাতার
রিত আশুতোষ দেব মহাশয়ের উদ্যা
চৈত্রমেলানামক একটি উৎসব হইয়া গিয়
এপর্য্যন্ত তাহার বৃত্তান্ত প্রকাশ হইতেছে
কারণ কি? উক্ত কার্য্য যদি কোন
ব্যক্তির ব্যয়ে সম্পন্ন হইত, তাহা হইলে
বৃত্তান্ত প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা ছিল না
যখন উহা সাধারণের ব্যয় হইতে হই
তখন তাঁহাদিগের দত্ত টাকা কিরূপে ব্য
হইল, তাহা জানিবার জন্য সাধারণে উৎ
হইয়া আছেন সন্দেহ নাই। তদ্বৃত্তান্ত প্রক
আর একটি বিশেষ উপকার এই উহা
সাধারণে জানিতে পারিবেন যাঁহারা যে
দান করিয়াছেন, তদ্দ্বারা দেশের মঙ্গল ও
কার সাধিত হইয়াছে। ইহা জানিতে পারি
তাঁহারা আরো উৎসাহান্বিত হওয়া পুনর্ব্বার
রূপ মঙ্গলকর কার্য্যের সাহায্যদানে
হইতে পারেন, কিন্তু উৎসববিবরণ প্রক
না করিলে বিপরীত ঘটনা হইবার সম্ভাব
আশ্চর্য্যের বিষয় এই, গত বারের বি
প্রকাশ না করিয়াই পুনর্ব্বার আগামী
মাসের মেলার জন্য চাঁদাবহি বাহির করাই

...ত বাহির করা হইয়াছে। এই কি নব ...গণের সারবত্তা ও বিজ্ঞতার একটি ...জ্জ্বল নহে?

...পৌষ } একান্ত বশম্বদ
...৫ } শ্রীরঃ—

——:০:——

...মহাশয়! শুনিলাম, সেদিন অত্রত্য রাজ ...পথে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া ...ছে। বাজারে এক জন মৎস্য বিক্রয় করি...ল। তাহার স্ত্রী তাহার পার্শ্বে প্রায় ৫।৬ ...পয়সা পূর্ণ একটী থলিয়া সম্মুখস্থ ...র উপরে রাখিয়া বসিয়াছিল। অল্প অন্ধ...হইয়াছে এমন সময়ে এক জন আসিয়া ...ঐ পয়সাপূর্ণ থলিয়াটী লইয়া প্রস্থান ...স্ত্রী লোকটি ধর ধর বলিয়া চীৎকার ...ও করতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান ...চোর একটি বেশ্যার বাটীমধ্যে প্রবেশ ...। স্ত্রীলোকটীও প্রবেশ করিবার উদ্যোগ ...ও সেই বারাঙ্গনা ও তাহার বাটীর ...বাসী ব্যক্তিরা তাহাকে বাটীমধ্যে প্রবেশ ...ও নিষেধ করিয়া বলিল, চোর অন্য দিকে ...ন করিয়াছে এস্থানে আইসে নাই। ...লোকটি কি করে, জোর করিয়া অপরের ...মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং ...ক ফিরিয়া আসিতে হইল। কি আশ্চর্য্য ...সময়ে শত শত লোকের সম্মুখে এবং ...র কর্ত্তের কাছে এই কাণ্ড হইয়া গেল। ...ল সাহেবেরা বাজারে ঘুরিয়া কি করেন? ...নিতান্ত ছোট লোক নহেন। পায়ের জুতা ...দৌড়িয়া পলাইবার সময় একখানি ...ড়িয়া গিয়াছে। অনুমান হয় অত্রত্য ...গুলির বা বেশ্যাদিগের মধ্যে কাহারই ...হইয়া থাকিবে। পুলিস একটু মনো... ...রিলেই ধরিতে পারেন এবং ঐ জুতা ...রা অনুসন্ধানের অনেক সুবিধা হইতে

...হতিপূর্ব্বেও ঐ রূপ আর একটী ঘটনা ...গিয়াছে। এক জন দোকানী সন্ধ্যা ...তে কাঙ্গাল বস্ত্র ধৌত করিয়া রাখি... ...এ স্থানটী বাঁশগাছ ও জঙ্গলে একপ ...দণ্ড বেলা থাকিতে অন্ধকার ...হয়। মধ্য দিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে ...তাহার সঙ্গে একটী ছোট ...এক জন আসিয়া ...পুস্তক লইয়া টানা

টানি আরম্ভ করিল। চীৎকার করাতে চতুর্দ্দিক হইতে লোক আসিয়া পড়াতে কাজেই তাহাকে পলাইতে হইল। সম্পাদক মহাশয়! ...পুরের মধ্যে যে একটী গুলীর আড্ডা আছে এগুলি তাহার দল। যেখানে গুলির প্রাদুর্ভাব সেই খানেই এই রূপ চৌর্য্যাদির বিষয় শুনিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক পুলিসের একটু সতর্ক হওয়া উচিত।

৩। সম্প্রতি এ স্থানে একটী শৃগাল ক্ষিপ্ত হইয়া প্রায় ১৫।১৬ জনকে দংশন করিয়াছে। শৃগাল ও কুকুর ক্ষিপ্ত হইয়া দংশন করিলে হাইড্রোফোবিয়া হইয়া প্রায়ই মৃত্যু হয়। বোধ হয় যে কয়েক জন শৃগালদষ্ট হইয়াছে তাহাদের মৃত্যু নিশ্চয়। শুনিলাম কয়েক জন পড়িয়া লগুড়াঘাতে শৃগালটীর জীবনসংহার করিয়াছে। কাজীপুর গ্রামটী এরূপ জঙ্গলপূর্ণ ও তথায় এত শৃগাল থাকে যে, সন্ধ্যার সময় দেখিলে বোধ হয় যে এটী শৃগালপ্রধান স্থান। মধ্যে মধ্যে দুই এক ঘর মাত্র মনুষ্যের বসতি আছে। এস্থানের শৃগালগুলি নিকটস্থ শ্মশান শবমাংস ভক্ষণ করিয়া এবং মনুষ্য সহবাসে এরূপ সাহসী ও মাংস লোলুপ হইয়াছে যে কুকুরকে ভয় করা দূরে থাকুক, মনুষ্য নিকটে দাঁড়াইয়া থাকিলেও কিছুমাত্র ভীত হয় না এবং চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎকাল শয়ান থাকিলে তাহার গাত্র হইতে মাংস ভক্ষণ করিতে সঙ্কুচিত হয় না। পূর্ব্বে এই শীতকালে অনেক সাহেবে আমাদের জঙ্গলে শৃগাল শীকার করিতে আসিতেন। তখন এত শৃগা... ...দৌরাত্ম্য ছিল না। এক্ষণে তাঁহারা আইসেন না, গ্রামও জঙ্গলপূর্ণ হইয়াছে। গত বর্ষে একটী নেকড়িয়া বাঘ আসিয়াছিল এবৎসরও একটী আসিয়া উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। বোধ হয় আগামী বর্ষ অবধি জোড়ে জোড়ে সঙ্গে আসিতে পারে। যাহা হউক, যে কোন প্রকারে এ স্থানের জঙ্গল কর্ত্তন করা আবশ্যক।

২৩ এ ডিসেম্বর } কস্যচিৎ পাঠকস্য
১৮৬৮ }

—:০:—

## মূল্য প্রাপ্তি।

| | | | |
|---|---|---|---|
| শ্রীযুক্ত বাবু কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায় রঙ্গপুর | | | |
| ১২৭৫ পৌষ হইতে ৭৬ চৈত্রান্ত | | | ৭ |
| ঐ | ঐ হরিচরণ গুহ | ময়মনসিংহ | ১০ |
| ঐ | ঐ টেকলালচন্দ্র দেব | বড়বাজার | ৫। |
| ঐ | ঐ দ্বারকানাথ মিত্র | কলিকাতা | ৫।।০ |
| ঐ | ঐ ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | কলিকাতা | ১০ |
| ঐ | ঐ বিপিনবিহারি ভাদুড়ী | কলিকাতা | |
| ঐ | ঐ গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | | |
| | পিণ্ডি | | |

—:০:—

## সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে ...স্থলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা ষাণ্মাসিক ৫।।০ টাকা। মফস্বলে ডাক... সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ...সিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে কাগজ গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি, ...অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার ... যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকট পাঠাইবেন, ...যেন এক অথবা অর্দ্ধ আনার অধিক ...র দামীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্র... মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি ... শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে ...হইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত ...আসিবে, একমাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে ...লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত ...গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহা... একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ... যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং ... হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের ...পরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ ...বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ ...যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ...করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি... আনা তাহার পর ৵১০ আনা দিতে হই... যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা ...বেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ ... মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের ... চাংড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বি...ভূষণের বাটীতে প্রতিসোমবার প্রাতঃ... প্রকাশিত হয়।

পাঠে কি ফল হইত ? আমাদিগকে প্রাচীন কালের বৃত্তান্তজ্ঞানে নিতান্ত অন্ধ হইয়া থাকিতে হইত।

উপরে যেরূপ প্রদর্শিত হইল, তদ্দ্বারা ষ্টেট সেক্রেটারির প্রদর্শিত যুক্তি ভয়দেহ বিকলাঙ্গ আপত্তিমাত্র বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে সন্দেহ নাই যে জিতজাতীয়েরা স্বভাবতই বিজিতদিগকে আপনাদিগের সমকক্ষ দেখিতে অনিচ্ছু, সুতরাং তাঁহারা অতি অকিঞ্চিৎকর রূপ আপত্তি করিয়া বিজিতদিগকে নিরস্ত করিয়া রাখিবার চেষ্টা পান। অতি প্রাচীনকালের কথা থাকুক, যে রোম সমুদায় রাজ্যের অপেক্ষা সমধিক সভ্যতাসম্পন্ন হইয়াছিলেন, বিজিতদিগের প্রতি যাঁহার অপেক্ষাকৃত উদার ব্যবহার দৃষ্ট হইত, সেই রোমই আপনার প্রাধান্যগর্ব্ববিস্মৃত হইয়া যাবতীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিতেন না। বিস্তর ধস্তাধস্তি করিয়া প্লিবিয়দিগকে কন্সল প্রভৃতি পদ লাভ করিতে হইয়াছিল। এম, লিবিয়স ড্রুসস ইটালিকানদিগকে রোমের নাগরিকস্বত্বপ্রদানে অধ্যবসায়বান হওয়াতে হত হন। অতএব ষ্টেটসেক্রেটারি আমাদিগের প্রার্থনা পূরণবিষয়ে যে বিমুখ হইবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অন্যের কথা কি, এই ইংলণ্ড সেদিন আমেরিকার স্বাধীনতাদানে সহজে সম্মত হন নাই। ...তর আমেরিকা কোন ক্রমে দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীনতা দান করিতে পারিলেন না। ইহার কারণ কেবল প্রাধান্যগর্ব্ব। আপনাদিগের প্রাধান্য ...ন্য অভিমান পরিত্যাগ করা সহজ ..., একথা আমরা স্বীকার করি ; কিন্তু রাজপুরুষদিগের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য ... সময়ে যে পরিবর্ত্ত আবশ্যক তাহা ...া উচিত। তাহার বিপরীত ব্যবহার কারী হইলে অনিষ্ট হয়। রোম নগর যে উৎসন্ন হয়, এটী তাহার অন্যতর প্রধান কারণ

উপসংহারকালে বক্তব্য এই, ...শীয়দিগকে সকল পদে ও সকল কার্য্যে অবিরোধিত রূপে প্রবেশাধিকারদানের কাল উপস্থিত হইয়াছে। এ সময়ে বাধা দেওয়া উচিত হয় না। তাহাতে উভয় পক্ষেরই অনিষ্ট। বিশেষতঃ আমাদিগের রাজপুরুষেরা আমাদিগকে উন্নত করিয়া তুলিবার চেষ্টা পাইতেছেন, কিন্তু যদি তাঁহারা বিষয়বিশেষে অনুদার ব্যবহার করেন; আমাদিগকে উচ্চ পদদানে কৃপণতা করেন, তাঁহাদিগের মনোরথ পূর্ণ হওয়া ভার হইবে। এদেশীয়দিগকে যত উন্নত পদ প্রদান করিবেন, ততই ইহাঁদিগের উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হইবে।

—:০:—

### নিম্নতর বিচারপতিনিয়োগ।

এক্ষণে যদি অল্পতা অচিহ্নিত বিচারপতিদিগের যোগ্যতাদি বিষয়ের অনুসন্ধান করা যায়, অধিকাংশ উপযুক্ত লোক দৃষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই। পূর্ব্বতন মুন্সেফদিগের অপেক্ষা এক্ষণকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ বহুগুণে উৎকৃষ্ট। এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিদিগকে যে এই পদ প্রদান করিবার নিয়ম করা হইয়াছে, এটী তাহারই ফল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এই অত্যুৎকৃষ্ট নিয়মমধ্যেও ইহার অপকর্ষক একটী দোষ প্রবিষ্ট হইয়াছে। যে যে বিষয় হইতে আমাদিগের ইষ্ট লাভ হয়, যথোচিত সতর্কতাসহকারে তাহার বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে না পারিলে তাহা হইতে সচরাচর অনিষ্ট হইয়া থাকে। প্রস্তাবিত স্থলে যে অপকার হইতেছে, তাহা এই:—

সম্প্রতি অনেকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইবার অব্যবহিত
মুন্সেফপদে প্রতিষ্ঠিত হ
ইহাঁদিগের বয়ঃক্রম অল্প ;
সও নাই। অন্য কথা কি পর
কারী, সমনপ্রভৃতির পরস্পর
প্রভেদ আছে, তাহাও ইহাঁরা অ
বিচারাসনে বসিয়া ইহাঁদিগকে
শিক্ষা করিতে হয় ; সুতরাং ইহ
দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত আম
একান্ত অধীন হইয়া থাকিতে হয়
লারা ইহাঁদিগের সুখ্যাতি করে
কিন্তু সে সুখ্যাতির একটী নিগূ
আছে। সে অর্থ এই যে বি
অতিশয় নির্ব্বোধ ও অযোগ্য; ধ
চারিগণ যাহা করেন, প্রায় তাহ
বিচারপতির এই অযোগ্যতা
কোন কোন স্থানে দেখিতে
যায় এক এক জন আমলা বিচা
বেতনের অপেক্ষা অধিক উ
করিয়া থাকেন। সকল কাজেই
প্রত্যর্থীগণকে উৎকোচ দিতে
মুন্সেফদিগের ক্ষমতাবৃদ্ধি হ
তাঁহারা অনেক জটিল মকদ্দমা ক
ছেন ; কিন্তু এ অবস্থায় সুবিচারে
দূর সম্ভাবনা তাহা সকলেই বু
পারেন। যেখানে আমলার প্রভু
থানে মঙ্গল নাই, এটী সর্ব্ববাদি
বাক্য

এই অনিষ্টনিবারণ অবশ্য ক
অতএব আমরা প্রস্তাব করি
কেবল অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া বি
পতি নিয়োগ করা যেন আর না
যাঁহারা অন্ততঃ তিন বৎসরপ
ওকালতি না করিবেন, তাঁহাদি
মুন্সেফি পদ প্রদান করা বিধেয়
পূর্ব্বে এই নিয়ম ছিল। তখন মুন্সে
৩০০ টাকার উপরের মকদ্দমা করি
পারিতেন না। ৩০০ অবধি ১০০০ টা
পর্য্যন্তের মকদ্দমা এক জন বড়দর্শী

নের নিকটে হইত। এখন মুন্সেফ
বেতন ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে;
য় তাহা কেন না হইবে, আমরা
ত পারিতেছি না। পূর্ব্বে
আদালত জেলার জজদিগের
পরামর্শ করিয়া মুন্সেফ নিযুক্ত
তেন; প্রধানতম বিচারালয়ের
া সে ক্ষমতা নাই; লেপ্টনণ্ট গব-
হস্তে নিয়োগভার গ্রহণ করিয়া
ইহাতে অধিকসংখ্য অনুপযুক্ত
নিয়োগেরই সমধিক সম্ভাবনা
ছে; কিন্তু যখন দেশের বিচার
কথা এবং সুবিচারের উপরে
শ গবর্ণমেণ্টের কীর্ত্তি ও অস্তিত্ব
করিতেছে, তখন গবর্ণমেণ্টের
ান হইয়া কাজ করা কর্ত্তব্য। গব-
ট যদি প্রধানতম বিচারালয় ও
র জজদিগের মত লন, তাহা
জানিতে পারিবেন, বিচারপতি
র পূর্ব্বে ওকালতি করা একান্ত
াক। ইংলণ্ডে এই নিয়ম থাকাতে
বিচারপতিগণ সবিশেষ খ্যাতি
করিয়াছেন।

—:০:—

এতদ্দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রকৃত
উন্নতির উপায় কি?

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যোধপুরের
কে এক বৎসরের সময় দিয়া বলি
ন, এই সময়মধ্যে যদি তিনি স্বীয়
উত্তমরূপে শাসিত না করেন, তাহা
তাঁহাকে টঙ্কের ভূতপূর্ব্ব নবাবের
তে পদার্পণ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত
হইবে। যোধপুরের রাজা যে
ন্ত অকর্ম্মণ্য ও অত্যাচারপরায়ণ
র সন্দেহ নাই। তাঁহার অনেকগুলি
আছেন, ইহাঁদিগকে প্রচুর অর্থ
নের নিমিত্ত রাজা ন্যায় ও সুবিচারে
জলি দিয়া অনেকের সম্পত্তি
হরণ করিয়াছেন। শাসনকার্য্য এক

জন মন্ত্রীর হস্তে রহিয়াছে; রাজা অধিকাংশ সময় নর্ত্তকী ও ভাঁড়দিগের সহবাসে অতিবাহিত করেন। এই দুর্ভিক্ষের সময়ে জয়পুরাধিপতিপ্রভৃতি অনেকে অনেক সৎকর্ম্ম করিতেছেন; কিন্তু যোধপুরের রাজা কিছুই করিতেছেন না বলিলেই হয়। এই কষ্টের সময়েও যোধপুরে কর আদায়ের ত্রুটি নাই। শাসনদোষে যে রাজস্বের হ্রাস হয়, যোধপুর ইহা স্পষ্টরূপে সপ্রমাণ করিতেছে। রাজা যদি যথার্থ উপযুক্ত ও দেশহিতৈষী হইতেন তাহা হইলে এইসকল অনিষ্ট কখনই হইত না। দুর্ভিক্ষনিবারণ মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নয় বটে; কিন্তু উপযুক্ত শাসনকর্ত্তা হইলে দুর্ভিক্ষসময়ে লোকের কষ্ট অনেকাংশে কমিতে পারে।

যোধপুরের রাজার এইপ্রকার অনেক দোষ দৃষ্ট হইতেছে বটে; কিন্তু এই একটী প্রশ্ন হইতেছে যে, এতদ্দেশীয় রাজগণ উপযুক্ত হইলেও প্রজাগণের যথার্থ মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা আছে কি না? আমরা অনেক বার বলিয়াছি, প্রজাদিগের বিদ্রোহের ভয়ই সুশাসনের প্রধান কারণ। সকল দেশের রাজারাই প্রজাদিগের জীবন ও সম্পত্তির উপরে অসীম ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে চাহেন; কিন্তু প্রজাদিগের আপত্তি ও পরিণামে বিদ্রোহের ভয়ে তাঁহাদের সে অভিলাষ সম্পূর্ণ হয় না। শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা প্রজাদিগের স্বাভাবিক ও আবশ্যক স্বত্ব। ঐ স্বত্বানুরূপ কার্য্যদ্বারা আমেরিকা, গ্রীস, ইটালী ও স্পেনের স্বাধীনতালাভ হইয়াছে। ইংলণ্ডেও এই স্বত্ব পরিচালিত হইয়াছিল। প্রথম চারলসের মস্তকচ্ছেদন ও দ্বিতীয় জেমসকে দূর করাই ইংলণ্ডের স্বাধীনতার প্রকৃত কারণ। কিন্তু এতদ্দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রজাগণের ঐ স্বত্ব নাই। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রাজাদিগের সিংহাস

নের স্থায়িত্বের প্রতিভূস্বরূপ রহিয়াছে
সুতরাং তাঁহাদের বিদ্রোহের ভয় ন
আবার ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট সর্ব্ব বি
হস্তক্ষেপণ করাতে তাঁহারা অ
দেশের অসীমক্ষমতাশালী শাসন
দিগের ন্যায় রাজকার্য্যে ও মনোযো
নহেন। এ দিগে প্রজাগণ যদিও বি
করিতে অসমর্থ; তথাপি রাজার
সমুচিত বশ্যভাব প্রদর্শন করেন
মধ্য ভারতবর্ষের এজেণ্ট কর্ণেল
গত রিপোর্টে লিখিয়াছেন, "রা
যেপ্রকার ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অ
ঠাকুর ও জমীদারগণ সেপ্রকার র
ক্ষমতাধীন নহেন।" জমীদারগণ
একটী ক্ষুদ্র রাজ্য; ইহাঁদের সকলেরই
গুলি করিয়া সৈন্য আছে; স
কেহই করপ্রদান করেন না। কে
আইন মানেন না, রাজারা যে উ
করিতে চাহেন, জমীদারগণ তাহার
বন্ধকতা করেন। এইপ্রকার শোচ
অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা যোধপুরেই অ
দৃষ্ট হয় এবং বোধ হয়, ইহাই রা
ঔদাসীন্যের প্রধান কারণ। এ
আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের বিবেচনা
কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা রাজাদিগকে যে স
করিতেছেন তাহা সর্ব্ব সাধারণের উ
না অনিষ্টের কারণ হইতেছে? স্বাধ
না থাকাতে রাজারা কর্ত্তব্যে উদা
রহিয়াছেন; ও দিকে প্রজাগণ শাস
পালীর উন্নতিবিষয়ে হতাশ্বাস
রাজার প্রতি যথোচিত সম্মানপ্রদ
হতাদর হইয়াছেন; সুতরাং রাজ্য
দস্যুবৃত্তি, অবিচার, মূর্খতা ও কুসংস্ক
বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইতেছে।

এই অনিষ্টনিবারণের উপায়
রাজাদিগকে কেবল সৎ পরামর্শ
ক্ষান্ত থাকিবার সময় অতীত হইয়া
হয় গবর্ণমেণ্ট এক কালে রাজাদি
স্বাধীনতা প্রদান করুন, নচেৎ

া কাজ করুন। এই উভয়ের মধ্যে অপেক্ষা শেষ অবলম্ব । কারণ এক কালে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ন করিলে রাজগণ পূর্ব্ব কালের কেবল যুদ্ধ বিগ্রহদ্বারা পরস্পর স্পরের রাজ্যহরণের চেষ্টা করি তাহাতে রাজ্যের অনিষ্ট হইবারই র্ণ সম্ভাবনা। অতএব তাহা না করিয়া াদিগের কার্য্যের উপরে বিশেষরূপে ক্ষেপ করাই গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। বা চিরকালের নিমিত্ত ঐরূপ বাব করিতে বলিতেছি না। গবর্ণমেণ্ট াতত: রাজাদিগকে বর্ত্তমান মূর্খ, দুশ্চরিত্র মন্ত্রী বিচারপতি ও কর াহকদিগের পরিবর্ত্তে কৃতবিদ্য চারী দিগকে নিযুক্ত করিবার অনু ন করুন, কলিকাতা, আগরা বোম্বাই মান্দ্রাজে বিস্তর কৃতবিদ্য প্রাপ্ত হওয়া বে। তাঁহারা মন্ত্রিত্বপ্রভৃতি কার্য্যে যুক্ত হইলে রাজ্যের সবিশেষ উন্নতি তের সম্ভাবনা। মধ্যে মধ্যে দুই এক ইউরোপীয় সিবিলিয়ানকেও কিছু নের নিমিত্ত প্রেরণ করা হউক। এত শীয় রাজগণ কেবল আড়ম্বরের জন্য সকল সৈন্য রাখিয়া থাকেন, তাহাদি ক ছাড়াইয়া দিয়া বিদ্যালয় স্থাপিত বা হউক। এইসকল কাজ হইলে জারা ক্রমশঃ কৃতবিদ্য ও স্ব স্ব কর্ত্তব্য রজ্ঞানে সমর্থ হইবেন ; প্রজাগণেরও ৎসাহবৃদ্ধি হইবে। যখন সুবিচার ও ন্তিরক্ষা কর্ত্তব্য বলিয়া সকলের বোধ ন্মিবে, তখন রেসিডেণ্টদিগকে সামান্য রামর্শদানব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে স্তার্পণ করিতে নিষেধ করা হইবে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রাজাদিগকে যে ত্রিশ ুর অবস্থায় রাখিয়াছেন, তাহাতে এই ণালীই অবলম্বন করা বিধেয় হইতেছে।

—:•:—

## নূতন পুস্তক।

নির্ব্বাসিতের বিলাপ। এখানি পদ্যময় গ্রন্থ। কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের অন্যতর ছাত্র শ্রীযুক্ত শিবনাথ ভট্টাচার্য্য ইহার রচনা করিয়াছেন। সোমপ্রকাশ পাঠকগণ গ্রন্থকারের কবিত্বশক্তির সহিত পরিচিত আছেন। সময়ে সময়ে সোমপ্রকাশে ঐ পদ্যগুলি প্রচারিত হইয়াছিল। অতএব উহার বিষয়ে আমাদিগের কিছু অধিক বলা আবশ্যক হইতেছে না। এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, পাঠকগণকে উহা পাঠ করিয়া বৃথা সময়ক্ষেপ হইল বলিয়া আক্ষেপ করিতে হইবে না।

২। কাব্যপ্রকাশিকা পঞ্চম খণ্ড। ইহাতেও সংস্কৃত শকুন্তলা ও কুমার সম্ভব চলিতেছে। ক্রমে ক্রমে ইহার ল ক্ষত হইতেছে।

৩। চৈত্রমেলার দ্বিতীয় সম্বৎসরিক (১৭৮৯ শকের) বিবরণ। ইহাতে উক্ত মেলার উদ্দেশ্য ও এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, মেলাস্থলে যেসকল বাঙ্গলা ও সংস্কৃত কবিতা পঠিত হয় এবং যে বক্তৃতা করা হয়, তাহাও উদ্ধৃত হইয়াছে। দেশীয় লোকেরা পরস্পর সদ্ভাবসম্পন্ন হন, এবং অন্যের মুখাপেক্ষী না হইয়া স্বদেশের কল্যাণকর কার্য্যসম্পাদনে সমর্থ হন, ইহাই ঐ মেলার প্রধান উদ্দেশ্য। মেলার অধ্যক্ষেরা এটাকে কৌতুককর ব্যাপার করিয়া না তুলিয়া যদর্থ ইহার সৃষ্টি হইয়াছে, যদি ইহাকে তৎসাধনোপযোগী করিয়া তুলিতে পারেন, তাহা হইলে একটী মহৎকার্য্য সম্পাদিত হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। আমাদিগের এক জন পত্রপ্রেরক গতবৎসরের এতৎসংক্রান্ত আয়ব্যয়বৃত্তান্ত দেখিতে না পাইয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহার কৌতুহলবিনোদনার্থ আর ও ব্যয়সমষ্টি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। সাহায্যলব্ধ ১৪৩৩, এবং ব্যয় ১৪৪২৶১০ টাকা

৪। চিত্তবিনোদ কাব্য। ব নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র বসু ত্রাক্ষর বাঙ্গলা পদ্যে ইহার প্রণয়ন ছেন। যথেচ্ছাচারী যুবকদিগের ব র্ণন করিয়া তাঁহাদিগকে তিরস্ক সদুপদেশদানই ইহার উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।

—:০:—

## বিবিধসংবাদ।

### ১৫ ই পৌষ সোমবার।

সিটনকার সাহেব পররাষ্ট্রবিভাগের টারি হইয়া একটী উত্তম কাজ করিতে ইতিপূর্ব্বে সেক্রেটারি আফিসের এক সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগের দর্শনার্থ যোগ্য পত্রসকল রাখা হইত। সিটনকা সাক্ষাৎসম্বন্ধে সম্পাদকদিগকে সংবাদ করিতেছেন। সেক্রেটারি কি এতদ্দেশী বাদপত্রের সম্পাদকদিগকে কোন বিবে সংবাদ প্রেরণ করা পরামর্শসিদ্ধ জ্ঞান না?

বিশ্ববিদ্যালয়ের সর জন লরেন্সকে প্রদান করিবার প্রস্তাব পরিত্যাগ করি

গত মঙ্গলবার লাডবিশপের বাটীতে মজলিস হইয়াছিল। গবর্নর জেনরল, গবর্ণর এবং বিস্তর ইউরোপীয় ও এ ভদ্র লোক তথায় উপস্থিত হইয়াছিলে

ডাক্তর ভাউদাজি বোম্বাইয়ের শ ছেন। টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া বলেন অপেক্ষা অধিক সম্ভ্রান্ত লোককে করা সম্ভাবিত নয়। যাহা সর সাইমর লড করিলেন, তাহা সর বার্টল ফ্রিয়া লোকেও করিতে সাহসী হন নাই। ক ঐপ্রকার নিয়োগ হইতে এখনও অ আছে ; সর বার্টেস পিকক থাকিতে না

লাড মেয়োর সহিত বোম্বাইয়ে ওয়েলসে মাগসালায় লাড নেপিয়া চিত সম্মান হয় নাই। সকলেই জেনরলের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন ক কিন্তু মিগডোলের জয়কারীকে অ স্মরণ করিয়াছিলেন। লাড নেপিয় শের সকল স্থানে সম্মান পাইয়াছেন

লোকেরা তাঁহাকে যথোচিতরূপ সমাদর
তে তাঁহাদিগের একপ্রকার অকৃতজ্ঞতা

ভারতবর্ষীয় টাইমস বলেন, থাকবস্তি
র নিমিত্ত প্রধান কমিসনরের আর এক
কারী নিযুক্ত করিবার আজ্ঞা হইয়াছে।
বেতন ৮০০ টাকা হইবে। সর রিচাড
ও নিয়ম বহির্ভূত প্রদেশসমূহের কর্ম্মচা
র নিমিত্ত ব্যস্ত হইলেন। পঞ্জাবের
আকাউণ্টাণ্ট জেনরল আর, টেলর
ক কলিকাতার মনিঅডর আফিসের
করা হইয়াছে।

ড মেয় বোম্বাই হইতে পুনায় গমন করি
। লাড মেয় বোম্বাইয়ের জিজি ভাই
য় ও বালিকাবিদ্যালয় দর্শন কর
।

বাই গেজেট কাবুল হইতে সংবাদ পাই
আবদুল রহমন খাঁ কাবুল আক্রমণার্থ
সৈন্য আনয়ন করাতে সিয়ার আলি
রাট ও ঘোরিয়ানস্থিত শাসনকর্ত্তারা
ন অধিকার করিয়াছেন। তুর্কিস্থানের
া আবদুল রহমনের উপরে বিরক্ত হও
হ্লাদসহকারে আমীরের প্রভুত্ব স্বীকার
ছে। আবদুল রহমনের অনেক সৈন্য
র দলে আসিয়াছে। সর্দ্দার বিপন্ন হইয়া
র্থনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু সিয়ার
ত হন নাই। হয় শীঘ্র যুদ্ধ করিয়া
চেৎ পলায়নভিন্ন আবদুল রহমনের
র নাই।

জিম খাঁর সময়ের কাবুলের শাসনকর্ত্তা
সমসুদ্দিন খাঁ সিন্ধুতে পলায়ন করিয়া
। ইহাকে সেখানে বাসস্থান দেওয়া
। কাবুলের পলায়িত সর্দ্দারদিগকে
নকটে রাখা উচিত নহে।

বাই ব্যাঙ্কের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারি ব্রেয়ার
র জবানবন্দি গৃহীত হইয়াছে। সর চার
নের প্রায় যাবতীয় প্রশ্নের উত্তরদান
তনি, হয় প্রেমচাঁদ রায়চাদের দোষ
চেৎ স্মরণ নাই বলেন। পরিশেষে সর
আরন বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “ তুমি
আয় ব্যয়ের বিষয়ে কোন সংবাদ রাখ
করিয়াছ ; সকল দোষই প্রেমচাঁদের
য়া আত্মসমর্থন করিতে চাহ ”। এক
পূর্ব্ব ডিরেক্টর বলিয়াছেন, ব্রেয়ার
ধ্যক্ষদিগের পরামর্শ না লইয়া ব্যক্তি
বিনা বন্ধকে টাকা কর্জ্জ দিতেন।

এক সময়ে প্রেমচাদ রায়চাদ ২৫০০০ টাকা মাত্র
কর্জ্জ দিতে বলেন ; কিন্তু ব্রেয়ার সাহেব পাঁচ
লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন। এই প্রকারে ব্যাঙ্কের
এত ক্ষতি হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস বলেন, সম্প্রতি কতগুলি
লোক সুন্দরবনে কাঠ কাটিতে যাওয়াতে পোর্ট
কানিঙ কোম্পানির এক জন ( ইউরোপীয় )
সহকারী তাহাদিগের লাইসেন্স দেখিতে চান।
দেখাইতে বিলম্ব হওয়াতে সহকারী এক জনকে
প্রহার করিলেন। ইহাতে কাঠুরিয়ারা রাগা-
ন্বিত হইয়া দলবদ্ধ হওয়াতে সহকারী আপনার
বন্দুকদ্বারা চারি জনকে আহত করিয়াছেন।
এপ্রকার ঘটনা বিরল নহে, অতএব
আমাদিগের নূতন কিছুই বলিবার প্রয়োজন
রাখে না। গবর্ণমেণ্ট সুন্দর বনটী পোর্ট কানিঙ
কোম্পানিকে দিয়া অতিশয় অন্যায় করিয়া
ছেন। কোম্পানি অপরিমিত কর লওয়াতে
লোকের সবিশেষ কষ্ট হইয়াছে।

হিন্দুপেট্রিয়ট আক্ষেপ করিয়াছেন যে, কয়েক
জন বাঙ্গালী ভারতবর্ষীয় ষ্টার পান তাঁহাদি
গের মধ্যে চারি জনের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু
এ বার এত ষ্টার বিতরিত হইল, তন্মধ্যে এক
জন বাঙ্গালির নামও নাই। পঞ্জাবী শাসনক
র্ত্তারা বাঙ্গালিদিগকে ভাল বাসেন বলিয়া ইহা
করেন নাই।

ঢাকাপ্রকাশ বলেন, “ পাঠকবর্গ অব
গত থাকিতে পারেন, ঢাকার ভূতপূর্ব্ব জেলর
রডিক সাহেব অন্য কোন শাস্তি প্রাপ্ত না হইয়া
বাঁকুড়ায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছিলেন। কিন্তু
রডিক যে কারণে হউক ঢাকার মায়া পরিত্যাগ
করিতে না পারিয়া জেল ইনস্পেক্টর সাহেবের
নিকটে এই বলিয়া আবেদন করেন যে, আমি
ঢাকার পূর্ব্ব কর্ম্ম না পাইলে আর কাজ করিতে
অভিলাষী ... ষ্টবট সাহেব তাঁহার কর্ম্ম
ত্যাগের প্রার্থনা ... ছেন। পরন্তু
জেলের নায়েব দা ... সিংহ
নামক দফাদার পূর্ব্ব গোল ...
বলিয়া তাহাদিগকে একবারে ...
গিয়াছেন। ” এতদ্বারা কি জেলের ...
পরিচয় হইতেছে না ?

“ ধামরাইনিবাসী তিন জন সুস্থশরীর একদা
গ্রামান্তর হইতে স্বালয়ে আসিতেছিল, হঠাৎ
একটী সামান্য ঘূর্ণা বায়ুতে এক ব্যক্তি তৎক্ষ
ণাৎ অপর দুই জন তৎপর দিবস প্রাণত্যাগ করি
য়াছে ! ”

হিন্দুহিতৈষিণী বলেন, “ পাঠকগণ !
ডাকাইতের অসাধারণ দয়ার কথা বড়
নাই। আমরা আজি একটি দস্যুর দয়ার
জ্ঞাপন করি। এক জন স্কুলের শিক্ষক
অবকাশকালে বিদায় গ্রহণ করিয়া বাড়ী
তেছিলেন, তাঁহার সঙ্গে একটি বৃদ্ধ লোক
এক দিন বহরের খালে সন্ধ্যার পর নৌকা
ইয়া নিদ্রিত ছিলেন। রাত্রি যখন দ্বিতীয়
তখন জাগ্রত হইয়া দেখেন তাঁহাদের
কীর্ত্তিনাশা ( পদ্মা ) নদীর মধ্যস্থলে
ডিঙ্গী নৌকার ৮ জন দস্যুর দ্বারা আ
হইয়াছে। বৃদ্ধ লোকটি দস্যুদিগের
অনেক অনুনয় করাতে দস্যুগণ তাহাদি
কোন পীড়া না দিয়া জিনিস পত্রে প্রায়
টাকা নৌকা হইতে গ্রহণ করে। এক জন
বৃদ্ধ লোকটিকে বলিল, মহাশয় !
ভাগ্যবানদিগের সর্ব্বনাশ করিয়াই প্রতিপ
হইতেছি। আপনি বৃদ্ধ, আমাদিগকে মনু
বেন না। বোধ করি আপনারা নালিশ ক
করুন, তাহাতে আমাদের ভয় নাই।
দের বাড়ী আরো এক দিবস দূরে রহি
অতএব পাথেয় বাবত আপনাদিগকে
আনা দিতেছি ইহাদ্বারা আবশ্যক
করিয়া বাড়ী যাইবেন, আর এই বনাত
গায় দিয়া শীত নিবারণ করিবেন, বলিয়
গণ্ডা পয়সা ও বনাত খানা বৃদ্ধের হস্তে
দস্যুগণ প্রস্থান করিয়াছে। দস্যুদিগের
দয়া কেবল অল্প সৌভাগ্যের চিহ্ন নয় ! !

১৬ ই পৌষ মঙ্গলবার।

মধ্যভারতবর্ষে খাদ্য দ্রব্য দুর্ম্মূল্য হও
তত্রত্য ১০০ টাকার নীচের কর্ম্মচারীদি
শতকরা ২৫ টাকা করিয়া বেতন বাড়
দিবার আজ্ঞা হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ১২ ই ডিসেম্বর
ন্তের কাবুলের সংবাদ পাইয়াছেন।
আলি খাঁ গিজনির দশক্রোশ দূরবর্ত্তী
ও ঘন ঘন গ্রামে শিবির স্থাপন করিয়া
তুষার পতিত হওয়াতে সৈন্যগণ অগ্রসর
রিতেছে না। সর্দ্দার আবদুলরহমন খাঁ
আজিম খাঁও নিকটবর্ত্তী গ্রামে আছেন,
দিগের অনেক সৈন্য দলত্যাগ করিয়া
এবার সিয়ারআলি যথার্থ বুদ্ধিমত্তা ও
প্রকাশ করিয়াছেন।

ওয়াকারনামক যে ব্যক্তি ব্রহ্মদেশের র
প্রতি অত্যাচার করিবার দোষারোপ ক
রেঙ্গুন টাইমসে পত্র লিখিয়াছিল, সে আ
কান নহে, আজিতে কর্ম্মণীয়। মাণ্ডাল

াক করাতে তাহাকে জেলে দেওয়া হইয়া
। ব্রহ্মদেশের রাজাকে একমাত্র প্রভু
া শপথ করাইবার যে কথা ওয়াকার
াছিল, তাহা সত্য নহে। ওয়াকার রাজার
চারে মাল্দলাই ত্যাগ করে নাই। সে
দশীয় এক ব্যক্তির নিকট কতকগুলি
লইয়া এক চেক দেয়। কিন্তু যে বণিকের
র চেক দিয়াছিল, তিনি টাকা দেন নাই।
াণের ভয়ে ওয়াকার রেঙ্গুণে পলায়ন
় আইসে। যেসকল ইউরোপীয় আসিয়
র রাজাদিগের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করে,
দিগের প্রতি অত্যাচারের কথা সহজে
করা উচিত নহে।

চের রাজার মন্ত্রী খাঁবাহাদুর সাহেব কি-
ে গমন করিতেছেন। কচসংক্রান্ত কোন
ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিবার
তিনি গমন করিবেন।

যেসকল পক্ষপ্রকৃতি পশু এবং পাবু ও
অনা দ্রব্য অদ্যাপি মাসোয়াতে কাছে
দায় তথায় নীলামে বিক্রয় করিবার
ত বোম্বাই হইতে এক জন আ দর গমন
রছেন। আবি সনীয়গণের কি এত অব
?

প্রতি বাজালোরে এক জন মুসলমা
াক ১২০ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করি
ন; পলাসির যুদ্ধের দশ বৎসর পূর্ব্বে
র জন্ম হয়। তিনি হয়দার আলি ও টিপুর
নের কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন। ওয়ারেন
গ্স অবধি সর জন লরেন্সপর্য্যন্ত সকল
া জেনরল তাঁহার জীবন কালে এদেশে
লেন। এক শত বর্ষ পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞান
। বিংশতি বর্ষ তিনি নিতান্ত শিশুবৎ
ছিলেন।

পায়োনিয়র বলেন দার্জিলিঙে কাসারোগের
ব প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

ঙ্কোটাইমস বলেন, ২৪ এ ডিসেম্বর কান
র ৩টা আড়াইর পর দুইখানি মালগাড়ীতে
পা ধাক্কা লাগিয়াছে। একখানি শকট
ড়বার অনতিবিলম্বে আর এক খানি
াতে এই দুর্ঘটনা হইয়াছে। কি ক্ষতি হই-
তাহা এপর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

আর, বি, চাপমান সাহেব ভারতবর্ষীয়
মেণ্টের রাজস্বসংক্রান্ত সেক্রেটারি হও
ক সকল সংবাদপত্র বিস্ময়প্রকাশ করি
ন। ইডেন সাহেবকে এই পদ দেওয়া
ত ছিল; কিন্তু বোধ হয় সর জন লরেন্স
নঘটিত বিবাদ বিস্মৃত হন নাই।

ডেলিনিউস্ অনবরত প্রকাশ করিয়াছেন, ষ্টেট
সেক্রেটারি ইংলণ্ডে দুই কোটি টাকা কর্জ্জ করি
বেন; বোধ হয়, এই টাকা অলসোসবার্গ খালের
নিমিত্ত কর্জ্জ করা হইতেছে। ডিউক অব
আর্গিল সম্প্রতি বলিয়াছেন, এপ্রকার কার্য্য
করিতে গেলে কর্জ্জ করা কর্ত্তব্য। এই কর্জ্জ
হইবে বলিয়া ষ্টেটসেক্রেটারি এবংসরে আর
ভারতবর্ষে হুণ্ডিপ্রেরণ করিবেন না।

উক্ত পত্র অবগত হইয়াছেন, লার্ড মেয়
মান্দ্রাজে না গিয়া রাজপুতনা ও উত্তর পশ্চি
মাঞ্চল হইয়া ১২ ই জানুয়ারি স্বীয় কার্য্য গ্রহণ
করিবেন। দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের অবস্থা
স্বচক্ষে দর্শন করা তাঁহার অভিপ্রেত। লার্ডমেয়ো
অতি উত্তম কাজ করিতেছেন, স্বচক্ষে দর্শন
করিলে দুর্ভিক্ষনিবারণের প্রকৃত উপায় অবলম্বন
করিতে পারিবেন।

সম্প্রতি এক জন বেশ্যা তাহার উপপতির
গৃহে অনধিকারপ্রবেশ ও কাতর নালীশ
করাতে মাজিষ্ট্রেট রবার্টস সাহেব তাহা
অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়াছেন, "উপপতি ও উপ
পত্নীঘটিত বিবাদে পুলিসের হস্তক্ষেপ করা
অন্যায়। আমি দেখিতেছি, যেখানে কোন
বেশ্যাসংক্রান্ত নালীশ হয়, পুলিস তথায় যেন
সন্তাপন করিয়াছেন। অন্য অন্য বিষয়ে যখন
পুলিসের সাহায্য যথার্থ প্রয়োজন হয়, তথায়
পুলিস এমত আগ্রহ প্রদর্শন করেন না।"
বেশ্যাদিগের কি শান্তিরক্ষার প্রয়োজন নাই?

১৭ ই পৌষ বুধবার।

পঞ্জাবের জেলসমূহের স্ত্রীলোকবিভাগের
নিমিত্ত এক এক জন স্ত্রী লোক তত্ত্বাবধা য়
নীকে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে এমন জনশ্রুতি যাইতেছে লার্ড
নাড়িনেপিয়র তিন মাসের মধ্যে ইংলণ্ডে
প্রতিগমন করিবেন।

কাউণ্টেস মেয় লেডি ফিটজারল্ডের সহিত
সর জামসেট জিজিভাইয়ের বাটীতে গমন
করিয়াছিলেন। কতকগুলি এতদ্দেশীয় ভদ্র
লোক তথায় তাঁহাকে সম্মাননা করেন। লেডি
মেয় অতঃপর জিজিভাই দাতব্য বিদ্যালয়ের
ছাত্রদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া
ছেন। বিদায় লইবার সময়ে তিনি কয়েকজন
এতদ্দেশীয় ভদ্রলোকের করমর্দ্দন করিয়া
ছেন। এ দেশের অনেক মধ্যম শ্রেণির বিবি
এমত কাজ করিলে সমাজচ্যুত হন।

ডাইস সবার মকদ্দমার প্রিবি কৌন্সিলে
আপীল হওয়াতে সিবিলিয়ান ফিটজ পেট্রিক

সাহেব গবর্ণমেণ্টের খাবরা
অস্থির করিতে গমন করিতেছেন

কিছু দিন হইল, ডাক্তর মোএ
য়াছেন; বাঙ্গালীর বালক কয়েদী
বার নিমিত্ত প্রেসিডেন্সি জেলের
বালকবিভাগ করা কর্ত্তব্য। এই
য়াতে লেপ্টেনন্ট গবর্ণর মহাশয়ের
জেলে বালকবিভাগ করিবার অ
ছেন।

পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, মুল
কোত্রিপর্য্যন্ত বাষ্পীয় জাহাজে বিন
বার নিমিত্ত তিন জন ইউরোপীয়
করিয়াছিল। পঞ্জাবের প্রধান আ
সের এক জনের তিন বৎসর এ
জনের কয় মাস করিয়া মেয়াদ দি

কাবুলীয় মহাজন দিগের সহিত
সের বিবাদ হওয়াতে সোমবার দুই
দাঙ্গা হইয়াছিল। ৫০ জন ধৃ
প্রত্যেকের ১০ টাকা করিয়া জ
য়াছে।

আসিয়াটিক সোসাইটির গত
দিবসে খুলনার এচ, জে, রেনি সা
বনসংক্রান্ত একটী প্রবন্ধ পঠিত
সুন্দরবন কর্ষিত ও লোকপূর্ণ ছি
দিগের সময়ে সমুদ্রের তীরে
মধ্যে তিনটী প্রধান নগর ও কতক
১৬৮০ অব্দে এক প্রবল বাত্যা
টি উচ্চ সমুদ্র তরঙ্গ আসিয়া
ও প্রায় দুই লক্ষ লোকের প্রাণ
অবশিষ্ট লোকেরা উপর অঞ্চ
করিয়া আইসেন। তৎপরে ১৭৩৭
র্ষার বাত্যা হওয়াতে অনেক অনি
ইহার উপরে মগ ও পর্টুগিজ বো
অত্যাচার হওয়াতে সুন্দরবন
হীন হইয়াছে। আবাদ করিতে
বাটী মন্দির ও মসজিদ বাহির হই

মহীসুরে বিদ্যাশিক্ষার ক্রমশ
ভাব হওয়াতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণ
য়ের সংখ্যাবৃদ্ধি করিবার আজ্ঞা
রাজার মুতন শিক্ষক কর্ণেল
হইয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব রাজার পা
ত্রদিগকে পেন্সন ও কতককে
দিয়া বিদায় দেওয়া হইয়াছে।

জন ব্রাইট সাহেবকে ভারতব
টারির পদ দিতে চাহা হইয়া
তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই।
এই অস্বীকারের কারণস্বরূপ

প্রণালীতে শাসিত হয় তিনি
াদন করেন না। এমত অবস্থায়
গ্রহণ করিলে সংস্কারের বিরুদ্ধ
য়। ব্রাইট সাহেব ভারতবর্ষের
দর্শন করিতে চাহেন তাহা এক
অসম্ভব ; অতএব তিনি সেক্রেটারি
া না হউক কতক উন্নতি নিশ্চয়ই

গের প্রধান সেনাপতির মাতা বিবি
ড ৭৯ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ

জন্মদিবসে পুলিষ কমিসনর হগ
৫৫ জন ইউরোপীয় পুলিষ কর্ম্মচা
াজ দিয়াছিলেন।

লাণ্ডে পুনর্ব্বার বিদ্রোহ হইয়াছে।
দরিদ্র অধ্যুত উপনিবেশ আক্রমণ
৩০ জন লোককে বধ করিয়াছে
রগণ আপনাদিগের ধ্বংস আপ
ছে, তাহাদিগের ভূমি কাড়িয়া
কি ত্যাগ করিলে ভাল হয় না ?
ডিসেম্বর সীতারামপুর হইতে গীড়া
কড লাইনে রেইলওয়ে শকট গমন
ছিল। সর রিচার্ড টেম্পল লিওনার্ড
প্রেষ্টেক সাহেব শকটে ছিলেন।
পর্য্যন্ত শকটখানি গমন করিয়া

৮ ই পৌষ বৃহস্পতিবার।

পাখা চালাইবার নিমিত্ত দেশী
একটী পাটেণ্ট লইয়াছেন। এর
দিবসাবধি হইতেছে।

দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের সাহায্যার্থ
দ্বারা ১,০০,৬০৬ জন লোককে
দেওয়া হইতেছে ; অর্থাৎ প্রত্যহ
জন লোকে সাহায্য পাইতেছে।
৩২,০০০ লোকে একটী পুষ্করিণী
ছে। এইসকল কার্য্যে প্রায় যাব
ার অন্ন চলিতেছে।

বশু ও মিরাটে গো মহিষ চুরির
হ্মাতে পুলিষের ডেপুটি ইনস্পেক্টর
ষ্টেনণ্ট কর্ণেল ডেবিস ছয় মাস
মধ্যে নিযুক্ত থাকিবার আজ্ঞা

মৃত যে বাটীতে আছেন, তাহার

সম্মুখ দিয়া লোকে চালালে সান্ত্রিগণ অতিশয় তাড়না করে। সরকুলার রাস্তায় অনেক গাড়ী চলে ; দুর্ভাগ্যক্রমে মৃতের বাটীর সম্মুখ দিয়া গমন করিলে গাড়োয়ানগণ গালী সহ্য করিয়া থাকে। সে দিবস এক দল লোকের সহিত গুরখাদিগের দাঙ্গা হইতে হইতে রহিয়া গিয়াছে। মৃতের বাটীর সম্মুখে নেপালীয় সান্ত্রীর পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষীয় মন্ত্রী অথবা পুলিষ প্রহরী রাখা কর্ত্তব্য। আর গুরখাগণ মদ্যপান করিয়া রাস্তায় বৃহৎ বৃহৎ ভোজালি লইয়া ভ্রমণ করে। অস্ত্র ধারণ করিয়া নগর ভ্রমণ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। মুরসিদাবাদের নবাবের শরীররক্ষকদিগকে তলবার ত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

হিন্দুহীতৈষিণী বলেন, অন্নান্ত বেচারামের দেউড়ীর রমাই চাঁদ বেহারা ১৩ ই ডিসেম্বর তাহার পুত্র অলঙ্কার সমেত চোরিত হইয়াছে বলিয়া এজাহার করে। কএক দিন হইল আমীরন্নেছা নাম্নী এক আয়ার সহিত বাবুর বাজারের রাস্তায় ঐ বালককে প্রাপ্ত হওয়াছে। আমীরন্নেছা কোন সাহেবের সন্তানের স্তন-ধাত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত হইবার জন্য প্রার্থনা করে। ঐ সাহেব স্তন্যপরীক্ষা করিয়া তাহার পুত্র দেখিতে চাহেন, আমীরন্নেছার পুত্র এখানে না থাকায়, রামাই চাঁদের স্ত্রীকে বলিয়া তাহার বালক লইয়া দেখাইতে চলিয়াছিল। আজকালকার অবলা সবলাদিগের মধ্যেও ধূর্ত্ততা বিরল নহে নাই।

উক্ত পত্র বলেন, “ গত ১৮ ই ডিসেম্বর রাত্রে মুনসুর গঞ্জ ষ্টেসনের অধীন গন্ধনগর হাট খোলার নিকট নদীতে বিক্রমপুরের ভরাকৈর নিবাসী নন্দকুমার কুণ্ডু প্রভৃতি গুড় ব্যবসায়ীগণ নৌকা লাগাইয়া নিদ্রিত ছিল, ৬ জন ডাকাইত নৌকার রসী কাটিয়া অনেক দূরে নিয়া নৌকা হইতে ১১৩৶ আনার মাল অপহরণ করিয়াছে।

উক্ত তারিখে সেই স্থলে বিক্রমপুর মাইজপাড়ার পূর্ণচন্দ্র সাহার নৌকা হইতে ডাকাইতগণ ঐভাবে জিনিস অপহরণ করিয়াছে। ভদ্রতা এই যে কাহাকেও প্রাণে আঘাত করে নাই। পুলিষ অনুসন্ধান করিতেছেন।

১৯ এ পৌষ শুক্রবার।

সিমলার কাথলিক অনাথালয়ে যেসকল শিশু ও শিক্ষকপ্রভৃতি আছেন, তাঁহাদিগকে

বিনা ব্যয়ে সাধারণ ভাণ্ডার হইতে ঔষধ দি
আজ্ঞা হওয়াতে আগরা ও মুসূরির অনাথ
মের অধ্যক্ষগণ ঐ প্রকার “ স্বত্ব ” চাহেন
র জেনরল এই “ যুক্তিসিদ্ধ ” আবেদন
করিয়াছেন। আমরা কালীঘাটের কাঙ্গা
গকে অনুরোধ করিতেছি, কালীঘাটের
সকল অনাথ লোক অন্ন পায় তাহাদিগের
সাধারণ ভাণ্ডার হইতে ঔষধ প্রার্থনা ক
নজির উত্তম রহিয়াছে।

আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব রাজস্বসংক্রান্ত
মাসি সাহেব মহাসভায় প্রবেশ করিবার চে
অকৃতার্থ হইয়াছেন। কাবেল সাহেবও প
নাই। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের অগুর সে
টারি ওয়াইলি সাহেব এবং অর্ল টিবিলি
ও ইষ্টউইক সাহেব কৃতকার্য্য হইয়াছেন।
টিবিলিয়ানের নিমিত্ত ভারতবর্ষের সব
আহ্লাদিত হইবেন।

বিখ্যাত ফরাসী ব্যারিষ্টর মসুর বেরি
মৃত্যু হইয়াছে। ইনি ১৭৯০ অব্দে জন্ম
করিয়াছিলেন। অতএব প্রথম নেপোলি
অষ্টাদশ লুই, দশম চারলস, লুই ফি
এবং তৃতীয় নেপলিয়নের রাজত্ব দর্শন
য়াছেন। বেরিয়র হুগনোদিগের প্রধান
কারী ছিলেন। ১৮১৫ অব্দে ইনি প্রসিদ্ধ ম
মার্শলের সমর্থন করিয়াছিলেন। তৃতীয়
পলিয়ন যখন লুই ফিলিপের সময়ে বিদ্রোহ ক
আসিয়া ধৃত হন, তখন বেরিয়রের দ্বারা
সমর্থন হয়। তথাপি বেরিয়র নেপলিয়ন র
বরাবর বিপক্ষতা করিয়াছেন ইউরো
সাবত্তীয় ব্যারিষ্টর অপেক্ষা ইহার বক্তৃতা
ছিল ; যেমত সুন্দর সেইপ্রকার মহা
ও মনোহর অঙ্গ ভঙ্গীছিল। বেরিয়ারের
ব্যারিষ্টর ছিলেন ; তাঁহার পুত্রও এক জন
ষ্টর। তিন পুরুষই বক্তৃতাশক্তি
বিখ্যাত।

মান্দ্রাজ রেলওয়ে কোম্পানি দেড়
দুই পয়সা ভাড়া করিয়া কয়খান
শকট করিতেছেন। এগুলি আমাদিগের
শ্রেণির শকটের ন্যায় আচ্ছাদিত, কিন্তু
মধ্যে আসন নাই।

কুর্গের ভূতপূর্ব্ব রাজার কন্যা গে
ভিক্টোরিয়া রাজেশ্বরীর পোষ্য কন্যা ও
পাত্রী ছিলেন। মান্দ্রাজের ৩৮ গণিত সি
রেজিমেণ্টের কর্ণেল কাম্বেলের সহিত

ী বিক্টোরিয়ার বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু এ াহে তাঁহার সুখ হয় নাই। তিনি একটী া প্রসব করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। সম্প্রতি লি কাবেল হঠাৎ অদৃশ্য হইয়াছেন। ইহার ষ্ট সম্পত্তি আছে এবং নিজে বুদ্ধিমান য়াও বিখ্যাত ছিলেন। কেহই ইহার অনু- ান করিতে পারিতেছেন না।

বেলেয়ার বন্দরের অধ্যক্ষ কতগুলি কলবর চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। আন্দামানে অনেই তরু আছে। তথায় বিস্তর আয় হয়। কিন্তু নাই আটিমাত্রসার। তথায় উত্তম কাফি ত পারে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মান্দ্রাজ জদেশের কৃষিসমাজকে বীজ প্রেরণ তে বলিয়াছেন। এডেন হইতে কতগুলি ও আন্দামানে প্রেরিত হইতেছে। জন লেককে সুমধ্যে রাখিয়া প্রত্যাগ ালে ফিরোজ তাহার এগুলিকে আন করিবে।

গোয়ালিয়রের এক জন ওঝা সর্পের বিষ রণের প্রকৃত ঔষধ প্রকাশ করিয়াছে। সেনা সাউয়াসের সম্মুখে এ ব্যক্তি একটী াকে ভাল করে। কয়েকটী কুকুর ও মুর ক এই ঔষধ দিয়া সর্পদ্বারা দংশন করাইয়া হইয়াছে, তাহাদিগের মৃত্যু হয় নাই। কল সর্প বিনা ঔষধে যখন অন্য জন্তুকে ন করিয়াছে তখন তাহাদিগের মৃত্যু হই । সেনাপতি সাউয়াস এবিষয় ডাক্তর কে লখিয়া পাঠাইয়াছেন। ইহার পরীক্ষা আবশ্যক।

আগামী বর্ষে মফস্বলের দেওয়ানী আদালত সর্বশুদ্ধ ৭৩ দিবস বন্ধ থাকিবে। সুতরাং ৩২ দিবস বন্ধ স্থির হইয়াছে।

াজকুমার আজিমজার ঋণপরিশোধার্থ ১৩ লক্ষ টাকা দেওয়া হইতেছে। ইহা শয় অন্যায়। পদচ্যুত রাজকুমারগণের উচিত, বারম্বার এপ্রকার নির্লজ্জ ভিক্ষার্জন ন নিমিত্ত টাকা দিতে হইলে সর্বসাধারণে দিগের উপরে ক্রমশঃ বিরক্তই হইবেন। াপীয় পদচ্যুত রাজবংশীয়গণ পুত্র রাজ্য এক পয়সা পান না, এটী আজিমজা তর যেন স্মরণ থাকে।

কলেজের গেজেটে প্রথম উপাধি ও প্রবে পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। সর্ব ৬৯১ জন এল, এ, এবং ৮৯৩ জন প্রবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। এল, এ, ায় প্রথম শ্রেণিতে ১২ জন, দ্বিতীয় তে ৮১ জন, তৃতীয় শ্রেণিতে ১০৪ জন এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে ১৪৩ জন, দ্বিতীয় শ্রেণিতে ৪৩৪ জন ও তৃতীয় শ্রেণিতে ৩১৩ জন কৃতকার্য্য হইয়াছেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা জেনরল আসেম্বলি তৎপরে হেয়ার ও তৎপরে হিন্দুস্কুল দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু পরীক্ষার্থীর সহিত কৃতার্থ ছাত্রের সংখ্যা করিলে প্রথম আসন হিন্দুস্কুল ও দ্বিতীয় আসন হেয়ার স্কুলের হইতেছে। আমরা দুঃখিত হইলাম, জেনেরল আসেম্বলি বিদ্যালয়ে অধিকসংখ্যক অকৃতার্থ ছাত্র দেখা যাইতেছে।

২০ এ পৌষ শনিবার।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, বণিক সম্প্রদায়ের উপযুক্ত ও জনহিতৈষী সেক্রেটারি উড সাহেব কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। উড সাহেব বড় সময়ে আসিয়াছেন। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের সময়ে তাঁহার ন্যায় লোকের দ্বারা বিশেষ উপকার হইবে। প্রতিনিধি সেক্রেটারি এ, বি, শেকলটন সাহেব গত ঝড়ের সময়ে যে প্রকার কার্য্য করেন, তাহাতে সর্ব্বসাধারণে তাঁহার নিকটে অবশ্যই কৃতজ্ঞ হইবেন।

গ্রে সাহেব দুর্ভিক্ষসম্বন্ধে প্রথম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বণিকসম্প্রদায় পত্র লিখেন যখন অনেক স্থানে বিশেষতঃ কাশীপ্রভৃতি স্থানে দুর্ভিক্ষ, তখন তাঁহারা সাধারণ চাঁদা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন। লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর এই পত্র গবর্ণর জেনরলের নিকটে প্রেরণ করিয়া বলিয়াছেন, বেহারপ্রভৃতি স্থানে বিশেষ কষ্ট হইয়াছে আরও হইবার সম্ভাবনা। বঙ্গদেশের কষ্ট না দেখিয়া চাঁদা করা অনুচিত। আপাততঃ সাধারণ কার্য্যদ্বারা কর্ম্ম দিলে যথেষ্ট হইবে। গ্রে সাহেব নিতান্ত স্বার্থপরতাপ্রকাশ করিয়াছেন, গত ঝড় ও দুর্ভিক্ষের সময়ে কি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে বঙ্গদেশে সাহায্য আইসে নাই? সর্ব্বসাধারণ এখন চাঁদা দিতে ইচ্ছুক। অনন্তর বাণিজ্যসংক্রান্ত কষ্ট বা অর্থকৃচ্ছ হইলে চাঁদা উঠা ভার হইবে। বেহারে লাগিবে বলিয়া এখন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সাহায্য প্রেরণ করিতে না দেওয়া অতিশয় অন্যায়।

সম্প্রতি পঞ্জাবের স্থানে স্থানে ভূমিকম্প হওয়াতে একটী বিশেষ উপকার হইয়াছে। পৃথিবীর উপরিভাগের কয়েক আঙ্গুলী নীচের সমুদায় মৃত্তিকা ভূমিকম্পদ্বারা জলসিক্ত হইয়াছে। ভূগর্ভস্থ জল যে কম্প দ্বারা উঠিয়াছে, তাহা বোধ হইতেছে। এই প্রকারে পরমেশ্বর অনিষ্টের সহিত ইষ্টসাধন করেন। মধ্য ভারতবর্ষের ফসলের অবস্থা যত ...

বোধ হইয়াছিল, তত নয় সং াছে। কিন্তু কলিকাতার দোকানদ মধ্যে চাউল অগ্নিমূল্য করিয়াছে সম্প্রদায় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ দ্রব্যের মূল্য ও শস্যের রপ্তানির এক তালিকা প্রকাশিত করেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন ৩০ লার্ড মেয় মান্দ্রাজে যাত্রা করিয়াছে পীড়িত স্থান তবে স্বচক্ষে দর্শন কর না।

আমরা পুনর্ব্বার গবর্ণমেণ্টকে অ দেখি নেপালীয় দূতের বাটীর কয়েক জন পুলিশ কর্ম্মচারীকে কল্য আমরা পুনর্ব্বার স্বচক্ষে দেখিল প্রহরিগণ রাস্তার লোককে তাড়া তেছে। গুরখাগণ গোঁয়ার, কলিকা যানেরা কম গোঁয়ার নহে। একটি হয় এটী প্রার্থনীয়।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্ বিক্রীত হইতেছে।

| | | |
|---|---|---|
| ৪ টাকার সিক্কা | | ৯৩॥০ |
| ৪ „ | কোং | ৯৪॥ |
| ৫ „ | পবলিক ওয়ার্ক | ১০৩, । |
| ৫ „ | কোং | ১০৮॥০ |
| ৫॥ „ | কোং | ১১২৸০ |

—০ঃ—

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্টগবর্ণরে

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

৮ই ডিসেম্বর। লেপ্টনাণ্ট ডেবিস জলপাইগুড়ির পুলিষ সুপর হইবেন।

নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা চন্দকা বিদ্যাশিক্ষাসভার সভ্য হইবেন,

বাবু অদ্বৈতনারায়ণ সিংহ।
„ মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
„ সারদা প্রসাদ ঘোষ।
„ দিননাথ রায়।
„ শ্রীমন্ত লাল দে।
„ বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী।
„ শ্রীনাথ দত্ত।
„ মীর সাহদাদ আলি।

সহকারী কমিসনর নিজ পদগুণে
ক্টারি হইবেন।
ডিসেম্বর। হুগলীতে সার্টিফিকেট
কারে আদায় হইতেছে, তাহার অনু
এচ. এল. হারিসন সাহেবকে নিযুক্ত
৮ই ডিসেম্বর তাঁহাকে যে বিদায়
য়াছিল, তাহা এতদ্দারা রহিত হইল।
ডিসেম্বর। রেবরেণ্ড উইলিয়ম,
উইলকিন্স কলিকাতার এক জন বিবা
ষ্টার হইবেন।
সাহাবাদের মাজিষ্ট্রেট মকদ্দমা দর্শন
তত দিন তত্রত্য প্রতিনিধি জাইন্ট
ও ডেপুটি কালেক্টর সি. সি, ষ্টিবেন্স
৫৯ অব্দের ১০ ও ১৮৬২ অব্দের ৬
নুসারে মকদ্দমার আপীল শ্রবণ
রিবেন।
ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে
চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় তথায় মাজি
মতা পাইবেন।
বলিউ, ডবলিউ, এলিস সাহেব যশো
জন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালে
দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের
ইবেন।
গুরুপ্রসাদ সেন মালদহের সাধারণ
সভার অনারের সভ্য হইবেন।
যামিনীকুমার মুখোপাধ্যায় বরিসালের
বিশেষ সবরেজিষ্টার হইবেন।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ বিদায়
পস্থিত থাকিবেন, তত দিন গবর্ণমে
উকীল বাবু জগদানন্দ মুখোপা
নিধি প্রধান উকীল হইবেন।
মুকুল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় গবর্ণমে
নিধি কনিষ্ঠ উকীল হইবেন।
এস, লব সাহেব বিদায় লইয়া
থাকিবেন, ততদিন এ, ডবলিউ
হেব এম. এ বঙ্গদেশীয় শিক্ষাকার্য্যের
দির প্রতিনিধিস্বরূপ থাকিবেন।
বস লব সাহেব বিদায় লইয়া গমন
ন, সেই দিবসাবধি পূর্ব্বোক্ত নিয়োগ
বে।
ডিসেম্বর। ফরিদপুরের ডেপুটি মাজি
পুটি কালেক্টর বাবু ভগবানচন্দ্র বসু
হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি
পচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি. এল,

ময়মনসিংহে বদলী হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

মুন্সি তারিক উল্লা কিছু দিনের নিমিত্ত কুচ বিহারে থাকবস্তের প্রতিনিধি কর্ম্মচারী হই বেন।

যত দিন বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় সর কারী কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে থাকিবেন, তত দিন বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য বি, এল, রাজ সাহীর অন্তর্গত সিরাজগঞ্জের প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

জে, ক্রফোর্ড সাহেব রাজসাহীর সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

যতদিন সি, এফ. মণ্টেসর সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন সি, টি, বকলাণ্ড সাহেব বর্দ্ধমানের প্রতিনিধি কমিসনর হইবেন।

২৯ এ ডিসেম্বর। কুমারখালির ডেপুটী মাজি ষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু নবীনকৃষ্ণ সর কার কিছু দিনের নিমিত্ত সদরমহকুমা পাবনার বদলী হইবেন।

পাবনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালে ক্টর বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিছুদিনের নিমিত্ত কুমারখালি উপবিভাগের ভার পাই বেন। তিনি সেসিয়নে অর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন।

ই, এম, রেলি সাহেব ফরিদপুরের বিশেষ সব রেজিষ্টার হইবেন।

বাবু রামগোপাল চাকি এল, এল, শিব সাগরের প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

যতদিন ডাক্তর টি, পি, রাইট বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন ততদিন ডাক্তর এম, বি, বেলি ভাগলপুরের প্রতিনিধি সিবিল সার্জ্জন হইবেন।

---

## ইউরোপীয় সমাচার।

২৩ এ ডিসেম্বর। পোপ এক বক্তৃতা দ্বারা স্পেনের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অবস্থার নিমিত্ত আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন।

যেসকল গ্রীক তুরস্ক হইতে দূরীভূত হই য়াছেন, তাঁহাদিগের স্বার্থরক্ষার্থ ইংলণ্ড ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়া অসম্মত হইয়াছেন।

গ্লাডষ্টোন সাহেব অনেক ব্যয়সংক্ষেপ করিবার এবং করপ্রদানসম্মতি অনুসারে প্রতিনিধি মনোনীতের ক্ষমতার পরিবর্ত্তে

স্বাধীন মতপ্রকাশক্ষমতা দিবার অঙ্গী
করিয়াছেন।

কিজন্য ভারতবর্ষীয় সেক্রেটারির পদ
করা হয় নাই, ব্রাইট সাহেব তাহার কারণ
য়াছেন তিনি ভারতবর্ষের শাসনপ্রণা
অনুমোদন করেন না। তাহার সংশোধন ক
তাঁহার সাধ্য নহে। অতএব তিনি
অবস্থায় শাসনভার লওয়া অন্যায়
করেন।

২৪ এ ডিসেম্বর। ইউরোপীয় গবর্ণ
সমূহ দূতসভাদ্বারা বিবাদভঞ্জনের যে প্র
করেন, তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট তাহাতে অসম্মত
য়াছেন

২৬ এ ডিসেম্বর। গ্রীস ও তুরস্কের
দূতসভাদ্বারা ভঞ্জন করিবার চেষ্টা অব
হইতেছে। দূরীকৃত গ্রীকদিগকে ক্রমেনিয়
গমন করিতে দেওয়া হইতেছে। গ্রীক মহা
চারিকোটি টাকা কর্জ্জ করিবার সম্পূর্ণ অ
দিয়াছেন।

বিজ্ঞাপনদ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে, ম
পূর্ব্বে ষ্টেটসেক্রেটারি ভারতবর্ষের উপরে
প্রেরণ করিতে ক্ষান্ত হইবেন না।

২৪ এ ডিসেম্বরের এক টেলিগ্রাম নিউ
হইতে আসিয়াছে। ইহাতে প্রকাশ করিবে
দক্ষিণ বিভাগের বিদ্রোহে যেসকল ব্যক্তি
ছিলেন তাঁহাদিগকে সভাপতি জনসন স
রূপে ক্ষমা করিয়া পূর্ব্বতন স্বত্ব প্রদান ক
ছেন।

১৬ ই ফেব্রুয়ারি মহাসভার অধি
হইবে। গিফাড সাহেব প্রধান বিচারপ
য়াছেন। জেম্‌স্ সাহেব তাঁহার পদে
হইবেন।

৩১ এ ডিসেম্বর। তুরস্ক গবর্ণমেন্টে
লণ্ড, ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়া স্পষ্টাভিধানে ব
ছেন, সন্ধিপ্রস্তাবে যে পাঁচটী বিষয়ের
বলা হইয়াছে, তাহা লইয়াই তর্ক হইবে।
তুষ্টিকর হওয়াতে সুলতান দূতসভা
বিবাদমীমাংসা করিতে সম্মত হইয়াছেন
বলিয়াছেন, অন্য কোন প্রশ্ন উত্থিত করি
তাঁহার দূত চলিয়া আসিবেন।

এই সভার উদ্দেশ্যে রুশীয় গবর্ণমেণ্ট
তানকে বলিয়াছেন, গ্রীকদিগকে তুরস্ক
বহিষ্কৃত করিবার আজ্ঞা আপাততঃ
করা কর্ত্তব্য। কিন্তু সুলতান বলেন, গ্রীস
প্রতিভূ প্রদান করেন তবে তিনি এ
প্রাহ্ন করিতে পারেন, নচেৎ কোন মতেই

# সোমপ্রকাশ

১১ শ ভাগ। ৭ সংখ্যা।

" প্রবক্তনা মন্ত্রনিশ্চিনায় পার্থিবঃ [illegible] শ্বনিমত্তমী ন বীয়তাং।"

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা। | সন ১২৭৫। ১৫ ই পৌষ। ১৮৬৮। ২৮এ ডিসেম্বর | মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক [illegible] ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৸০ টা[illegible]


## বিজ্ঞাপন।

ইদানীন্তন কতগুলি অসৎ লোক অর্থলোভের বশবর্ত্তী হইয়া অন্যের স্বত্বলোপপূর্ব্বক গ্রন্থসংস্করণকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা বিহিত শ্রম না করিয়া অন্যের কৃত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের কোন অংশ একটু ওলটপালট করিয়া সেখানি নিজের "সংস্করণ" বলিয়া প্রচার করেন এবং তাঁহাদের সৌভাগ্যবশতঃ [illegible] গ্রন্থের স্থলবিশেষে সমাদর হয় [illegible] সংস্কৃত গ্রন্থসম্বন্ধে এই শোচনীয় ব্যাপার [illegible] [illegible]তেছে।

সাধারণের এই একটী সংস্কার আছে সংস্কৃত গ্রন্থে ব্যক্তিবিশেষের স্বামিকত্ব নাই [illegible] যে সে মনে করিলে ছাপিতে পারেন। [illegible] যত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া ও যত পরিশ্রম [illegible] চেষ্টা করিয়া কোন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের উদ্ধার করা হউক না, কেহ মনে করিলে [illegible] সেখানি ছাপিতে পারেন, লোকের চক্ষে [illegible] দিবার মত কিছু পরিবর্ত্ত করেন। [illegible] ইউনিবর্সিটীতে সংস্কৃত প্রবেশ হইয়া অবধি [illegible] উপদ্রবের বাহুল্য দেখা যাইতেছে। [illegible] সংস্কৃত পুস্তকে বটতলার বাতাস [illegible] চলিল।

[illegible] আমার প্রকাশিত বেণীসংহার নাট[illegible]র প্রতি [illegible] অত্যাচার না ঘটে, এই [illegible] বিজ্ঞাপন দিতেছি যে শ্রীযুক্ত [illegible] টীকা সহ বেণীসংহার [illegible] খানি রেজিষ্টারি করান গেল, যদি কেহ [illegible]রের অনুমতি না লইয়া তাঁহার কর্তৃক [illegible] বেণীসংহার নাটকের পাঠ বা টীকা [illegible] আপনগ্রন্থে নিবেশিত করেন তাহা [illegible] কাপিরাইট আইন অনুসারে তাঁহার নামে [illegible] করা যাইবে।

[illegible] কলিকাতা [illegible] | শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশক
[illegible] অগ্রহায়ণ |

## ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

বড় দিনের ছুটির সময়ের টিকিট।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে, যেসকল ষ্টেশন হইতে বর্ত্তমান ডিসেম্বর মাসের ২১ এ তারিখে বা তৎপরে যে সকল রিটরণ টিকিট বাহির হইবে তদ্দ্বারা আগামী জানুয়ারি মাসের ৪ ঠা সোমবার পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন সাধিত হইবে।

বোর্ড অব এজেন্সি ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে চেলকাউন্সী স্কোয়ার কলিকাতা ১৮৬৮ ৫ ই ডিসেম্বর। } সিসিল ষ্টিফেন্সন বোর্ড অব এজেন্স

—:•:—

মজিলপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় (তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র) আমাকে তাঁহার স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ করিয়াছেন। আমার অজ্ঞাতে ও অমতে উক্ত সম্পত্তির কিছু কেহ ক্রয় বা বন্ধক গ্রহণ করিবেন না।

মজিলপুর ১০ ই পৌষ ১২৭৫ } শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

—:•:—

৮ ই ও ৯ ই মাঘ ইংরাজী ২০ এ ও ২১ এ জানুয়ারি বুধ ও বৃহস্পতি[illegible] [illegible] নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা হইবে। নিম্নলিখিত বিষয় সকলে পরীক্ষা গ্রহণ করা যাইবে।

শ্রুতলিখন ও হস্তাক্ষর।

ভাষা ও ব্যাকরণ।

পাটীগণিত।

ভূবৃত্তান্ত।

১ ম ভাগ ভারতবর্ষের ইতিহাস।

ডিসেম্বর ১৮৬৮ } শ্রীযুক্ত এচ, উড্রো বাঙ্গালার মধ্যবিভাগের স্কুলসমূহের ইনস্পেক্টর

আগামী ২১ এ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থীদিগের পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। পশ্চাল্লিখিত বিষয়ে পরীক্ষা গৃহীত হইবে। সম্প্রতি ৪।৫ টী টাকার বৃত্তি খালি হইবার সম্ভাবনা আছে।

বাঙ্গালা সাহিত্য ও ব্যাকরণ

অঙ্ক দশমিক ভগ্নাংশ পর্য্যন্ত

বাঙ্গালার ইতিহাস।

ভূগোলের চারিভাগের স্থূল স্থূল বিষয়ে পরিচয়।

বাচনিক পরীক্ষা আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা।

কলিকাতা ১৯ এ ডিসেম্বর ১৮৬৮ } বাঙ্গালার মধ্যবিভাগের স্কুলসমূহের ইনস্পেক্টর

—:•:—

## মুগ্ধবোধসার।

অল্পায়াস ও অল্পসময়ের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশাধিকার জন্মে এই অভিপ্রায়ে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের অতি প্রয়োজনীয় অংশ, তাহার সংস্কৃত ব্যাখ্যা ও বাঙ্গালা ভাষায় তাহার তাৎপর্য্য, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত [illegible] শিরোরত্নকর্তৃক সংগৃহীত হইয়া বাঙ্গালা অক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠার্থিগণের সুবিধার জন্য [illegible] দেওয়া হইয়াছে। [illegible] পদসাধনের রীতি [illegible] করা হইয়াছে। মূল্য ১ এক টাকা মাত্র। কলিকাতা [illegible] পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

[illegible] অগ্রহায়ণ ১২৭৫ } [illegible]

---

## [illegible]পুর [illegible] ফণ্ড।

১। এতদ্দ্বারা আমাদিগের [illegible] সুহৃদ, সহকারী, ও সর্ব্বসাধারণকে অ[illegible]

...হইয়াছে যে, দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক ইণ্ডেণ্ট ... অর্ণবপোত ... ষ্টীমার কোম্পানী, ওয়ার ... ... লক্ষ সহস্র টাকা ... পূর্ব্বে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ... সম্প্রতি আমরা বিলাত হইতে ... ১৮৬৮ সালের শেষ ত্রৈমাসিক ইণ্ডেণ্ট ... কলাগ, কিং আরথর, ও ... নামক অর্ণবপোতত্রয়দ্বারা ৮৩ বাক্স ... ঔষধ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সমস্ত ... সাত সহস্র টাকা মূল্যে ... হইয়াছে।

... আগামী বর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিক ইণ্ডেণ্ট ... চিকিৎসোপযোগী অস্ত্র ও ঔষধ ... করণের ও ঔষধবিক্রয়করণের ... ও সংখ্যা ও বিবিধ ... ১৮৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিলাত ... পৌঁছিবে।

... আমরা অধিক পরিমাণে ও খুচরা ... ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকি।

... এই সমস্ত দ্রব্যাদির আসল বিলাতি ... ও ... দেখিতে ইচ্ছুক ... আমাদিগের ... শ্রীযুক্ত বাবু ... ষ্টীটে ... মাসেমর ... নিকট ... পাইবেন।

কাত্তা ... বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কোং
... ডিসেম্বর
... ১৮৬৮

—:০:—

এক উদাসীনের মনোবেদ

... অর্শ ও ... কাশ ... আরোগ্য হইতেছে। কিন্তু একটী ঔষধ ... পূর্ব্বে প্রকাশিত ... আর ... উপকার হইতেছে না। এই ... দিন না ... অর্শ ও ... কাশের ঔষধ ... ঔষধ কেহ ... শুভ ফল ... আরোগ্য সমাচার ... শ্রীযুক্ত বাবু ... পত্রখানি ... প্রকাশ করা যাইতেছে। ... ঔষধ তাঁহার ...

... জন হইবে দুই টাকা আট আনা পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

শ্রী হেমচন্দ্রবন্দ্যোপাধ্যায়।
সহর আম্বালা পঞ্জাব

নকলপত্র।

মেদিনীপুর ... নবেম্বর ১৮৬৮

পরম বন্ধুবরেষু।

সবিনয় নিবেদন মিদং—

মহাশয়! আপনাকে কৃতজ্ঞতা উপহার দিতে বিলম্ব হইয়াছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন। বাতবলী অর্শরোগে আমি যেরূপ যাতনা পাইয়াছিলাম ও ঐ যন্ত্রণা দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি হইতেছিল, তাহাতে আমি জীবনের প্রতি ... নিরাশ হইয়াছিলাম, ঈশ্বরকৃপায় মহাশয়ের অনুগ্রহে আপনার ... ঔষধসেবন করিয়া আমি ঐ ... হইতে মুক্ত হইয়াছি। আপনি যে ... উপকার করিয়াছেন, তাহা আমি ইহ জন্মে পরিশোধ করিতে পারিব না; কেবল ... উপহার দিতেছি গ্রহণ করুন।

মহাশয়! আপনার ... কোথায়? আপনি ... কত দিন ... কারতেছেন? ... কার্য্য করেন? ... পূর্ব্বক লিখিবেন।

যে ... সন্ন্যাসী কোথায় আছেন? তাঁহাকে কিছু উপকারস্বরূপ দেওয়া যাইতে পারে কি না? আমার অর্শরোগ আরোগ্য দেখিয়া মেদিনীপুরের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে হুলস্থুল পড়িয়াছে।

অনুগত বন্ধু
শ্রীনবীনচন্দ্র নাগ

—:০:—

... বিলাপ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকের কলেবর ৮ পেজী ফরমার ১৪ ... পৃষ্ঠা। মূল্য ... আনা ... সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে অথবা পটোলডাঙ্গা বাড়ুয্যে ... অন্য কোন পুস্তকালয়ে অনুসন্ধান করিলেই পাইবেন ইতি।

১২৭৫ সাল
২৫এ অগ্রহায়ণ
সংস্কৃত কালেজ

শ্রী ... ভট্টাচার্য্য।

—:০:—

... সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গার বাড়ুয্যে ... কোম্পানির দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে:—

| প্রণীত | মূল্য | |
|---|---|---|
| গ্রীসইতিহাস | ১ | ... |
| রোমইতিহাস | ১ | ... |
| ... ব্যাকরণ | । | ... |
| নীতিসার (১ ম ভাগ) | ৴ | |
| নীতিসার (২ য় ভাগ) | ৴ | |
| প্রচারিত। | | |
| মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ | ৷ | ... |

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা ...

—:০:—

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ

প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গালা পুস্তক কাগজ কলম ... বিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকা... ৵০ এক আনার হিসাবে কমিসন দি... টাকার পুস্তক লইলে ৵১০ আনার হিসা... পাইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ক... ১৮ পর্ব্ব মহাভারত ১৭ খণ্ড ৩ ভাগে ... ...

লণ্ডন ফারমা কোম্পানি অর্থাৎ ঔষধ ক... বাল ...

মহম্মদের জীবনচরিত উত্তম রূপ ... ১

... প্রাচীন কবিওয়ালা ... গীতসংগ্রহ ... ১

... ১

... উৎকৃষ্ট কাব্য ... ১

... ১

প্রথম তরঙ্গিণী ... ১

... সঙ্গীতমনোরঞ্জন ... ২

... কাব্য ... দ্বারকানাথ ... প্রণীত ... ১

... সংস্কৃত ও পদ্য ... ॥

গীতগোবিন্দ জয়দেব গোস্বামি প্রণীত ... ও ... ১...

... ইংরাজি কেমেষ্ট্রি হইতে বিবিধ আশ্চর্য্যজনক ... দর্শন হয় ... ১৵

প্রতিমূর্ত্তি সহিত ১২৭৬ সালের ফুল পঞ্জিকা ॥

ঐ হাফ পঞ্জিকা ।

চণ্ডীমঙ্গল পদ্য ... ১

কমলতারিণী ... ॥

সটীক চণ্ডী মূল ও অনুবাদ সহিত ... ৫

চরিত্রমঞ্জরী ইহাতে নিউটনের বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে ... ১০

ইংরাজি ১৮৬৯ সালের একট্রাক্টের ডী ... ১॥

রীকুমার পদ্য আদিরসপ্রধান কাব্য ১
প্পুর যোগিনী শক্তি ৵
শশচন্দ্র সম্পাদিত বাঙ্গলা এটলাস উত্তম
র ও উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত ৩
ধবাবিবাহ নাটক ১
মিনীকুমার নমরত্নাকরান্তর্গত নায়ক
ঘটিত সুরস কাব্য ৸০
শিকুন্তলা কাব্য প্যারীমোহন বন্দ্যোপা-
নীত দুর্গেশনন্দিনীর মত লেখা ১
বধসিন্ধু লহরী ২৷৷০
চিত্রাবলি ৩২খানি বাঙ্গালা ম্যাপ
৪৷৷০
নীক চৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থ ৭
দর্মিনী নাটক আইনসংযুক্ত ২ খণ্ড
২
আকরণ পদ্য ১
তোপদেশ বিষ্ণুশর্ম্মার সংগৃহীত ১

কাতা যোড়া- } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়
কা ৬৪ নং } নগদ বিক্রেতা।

——:——

## পুরাণ প্রকাশ !

### বিষ্ণুপুরাণ।

অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড
৮০ পৃষ্ঠা। অগ্রিমমূল্য ১৷৷০।
দি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি মুজাপুর
ষ্ট্রীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ
অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে
ক জগমোহন তর্কালঙ্কারের নামে যত
ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম
ইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠাইবার
বাই ইতি।

—:০:—

### বিক্রয়ার্থ।

রোডেন ষ্ট্রীট ১৯ নং বাটী জমীসহ
১৯ নং জোড়া বাগান।
উপরি উক্ত বাগান ও বাটী খরিদ করিতে
ক অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষর
ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস আরবো-
থনট এবং কোং

—০—

লিসহর নিবাসী শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ গুপ্ত
কাত্তার অন্তর্গত জোড়াসাঁকো বারাণসী
র ষ্ট্রীটের মধ্যে মৃত রাধানাথ কুণ্ডের
দরুণ ভূমি তাঁহার খরিদা বলিয়া উহা বিক্রয়ার্থ
সংবাদপত্রে ক্রেতৃগণকে আহ্বান করিতেছেন
আমি একদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করিতেছি যে
উক্ত ভূমি তাঁহার খরিদা নহে এবং কেহ যেন
উহা ক্রয় না করেন।

কলিকাতা
চোরবাগান
৪ঠা পৌষ
১২৭৫
} শ্রীচন্দ্রশেখর কুণ্ডু

—:০:—

### সতর্কার্থ বিজ্ঞাপন।

৩০ এ অগ্রহায়ণের সোমপ্রকাশে হালিসহর নিবাসী বাবু বৈকুণ্ঠনাথ গুপ্ত তাঁহার খরিদা জোড়াসাঁকো বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটের মধ্যে মৃত রাধানাথ কুণ্ডের দরুণ ১৵১৸৵ বিঘা ভূমি বিক্রয়ার্থ বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। কিন্তু তিনি ঐ ভূমি বিক্রয়ার্থ বিগত ১২৭৪ সালের ২১ এ মাঘ সোমবার বাবু প্যারিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোকাবেলায় ষ্টাম্প কাগজে রীতিমত বায়নাপত্র লিখিয়া দিয়া গবর্নমেণ্ট নোট ১১৪৯১ নং এক কেতা ১০০ টাকা ও নগদ ১ টাকা একুনে এক শত এক টাকা বায়না লইয়াছেন, একণে আমার উকীলের বাটীতে কবালা প্রভৃতি কাগজ পত্র তাঁহার স্বাক্ষরার্থ সমস্ত প্রস্তুত রহিয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত উক্ত গুপ্ত মহাশয় ঐ সকল কাগজ পত্র স্বাক্ষর না করিয়া বাবু প্যারিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা আমার নিকট সর্ব্বদা শারীরিক অসুস্থতাদি বিষয়ক ভাণ করিয়া কালব্যাজ করত আমার সহিত লিখিত পঠিত ও বায়না কৃত বিষয়ের বিক্রয়ার্থ পুনর্ব্বার সাধারণে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। সুতরাং আমি এই বিজ্ঞাপন দ্বারা সাধারণকে সতর্ক করিতেছি যে যেন কেহ উক্ত বিষয় ক্রয় না করেন। বাবু বৈকুণ্ঠনাথ গুপ্ত রীতিমত কবালা স্বাক্ষর করিয়া উক্ত বিষয় বিক্রয় না করিলে আমারে অগত্যা তাঁহার নামে আদালতে নালীশ করিয়া বিক্রয় সাব্যস্ত করিয়া লইতে হইবে।

কলিকাতা
সন ১২৭৫
১ লা পৌষ
} শ্রীবলাইচাঁদ সিংহ

———

মৎপ্রণীত কবিতাকুসুমাঞ্জলি সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে মূল্য ৵০ মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়।

——:০:——

## নদিয়াঁর নদী।

সন ১৮৬৮ সালের ডিসেম্বর তারিখে
৮ হইতে ১৪ই পর্য্যন্ত ভাগীরথী
নদীর সর্ব্বকমতি জলের
সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

| স্থানের নাম | সর্ব্বকমতি |
|---|---|
| | ফুট |
| মহানার উপর পদ্মানদীতে | ১৪ |
| মহানায় | ৮ |
| তথা হইতে জলিপুর | |
| ১৩৷৷ মাইল মধ্যে | ১ |
| জলিপুর হইতে বহরমপুর | |
| ৪৬ মাইলের মধ্যে | ২ |
| বহরমপুর হইতে কাটোয়া | |
| ৫০ মাইলের মধ্যে | ২ |
| কাটোয়া হইতে নদীয়া | |
| ৪৬ মাইল মধ্যে | ২ |

সন ১৮৬৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর
পুর গঙ্গাঘাটের জলের মাপ।

গজের উপর ফুট

বহরমপুর
১৭ ডিসেম্বর
১৮৬৮।
} শ্রীযুক্ত সি ই, উইক
একজিকিউটিব ইঞ্জিনি
বহরমপুর ডিবিজন।

## সোমপ্রকাশ।

১৫ ই পৌষ সোমবার।

### স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যগ্রহণ।

এখানকার ব্যবস্থাপক সভার
শোধিত ফৌজদারি আইনের প
লেখা ইংলণ্ডস্থিত আইন কমিশন
গের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। অ
দিগের ফৌজদারি আইনের অ
অংশে সংশোধন যে একান্ত আব
তাহা সাধারণে স্বীকৃত হইয়াছে।
আমরা একটী মহৎ অনিষ্টের উ
প্রবৃত্ত হইলাম। অন্তঃপুরবাসী স্ত্রী
দিগকে সাক্ষী বলিয়া দেওয়ানী অ
লতে লইয়া যাওয়া হয় না; কিন্তু
দারি আদালতে ইহার বিপরীত ব
দৃষ্ট হয়। যে সে ব্যক্তিকে ঐ
লতে আনয়ন করা হয়। পু
১৩৫ ধারার অন্তর্গত যাবতীয় মক
স্ত্রীলোকদিগকে ১৪৪ ধারানুসারে

নয়ন করিতে পারেন। লার্ড কর্ণওয়া
স স্ত্রীলোক সাক্ষীদিগকে আদালতে
স্থিত হইবার যন্ত্রণা হইতে মুক্ত
রিয়া একটী প্রচলিত দেশাচারের
কটে মস্তক অবনত করিয়া গিয়াছেন।
লোকদিগকে আদালতে লইয়া গেলে
দেশীয়েরা মনে কষ্ট পাইবেন, এই
মস্তই পূর্ব্বোক্ত বিধি করা হয়। যখন
নরক্ষা উদ্দেশ্য হইল, তখন কি
কতে ফৌজদারি ও দেওয়ানী আদা
বলিয়া প্রভেদ করা হইতেছে? বরং
য়ানী আদালতে সম্মান আছে। এদে
য়রা ফৌজদারি আদালতকে ঘৃণা
ন; ইঁহারা তথায় দাঁড়ালে অপ-
হয় জ্ঞান করেন। কয়েক বৎসরাবধি
মাদিগের গবর্ণমেণ্ট ও ব্যবস্থাপকগণ
চিরন্তন সংস্কারের বিরুদ্ধ কাজ
য়া আসিতেছেন। বিচারপতিগ
ও তাঁহাদিগের বাতাস লাগিয়াছে।
দিন হইল, প্রধানতম বিচারালয়
স্থ করিয়াছেন, দেনার ডিক্রীতে
পুরবাসিনী স্ত্রীলোকদিগ
করা যাইবে। এদেশের স্ত্রীলোকেরা
কাল অন্তঃপুরমধ্যে বাস করিয়া আসি
ন। আজিও সামাজিকেরা ইহাঁ
র পরাধীনতানিগড় ভগ্ন করিয়া
নাই; অতএব ইঁহারা যে ইউরোপীয়
দিগের ন্যায় স্বচ্ছন্দে সর্ব্বত্র গমনা
দি কার্য্য সম্পাদন করিবেন তাহা
ব্ত নহে। এতন্নিবন্ধন স্থানে স্থানে
চার হইতেছে। আমাদিগের
ক ধাতুর লোক আছেন, তাহা
ই অবগত আছেন। এক জনকে
ন করিবার নিমিত্ত কোন পুলিষ
যদি তাঁহার স্ত্রীর নাম করিলে
কর্ম্মচারী ১০।১৫ টাকা পাইয়া
নে উক্ত স্ত্রীলোককে থানায়
ন করেন। আমরা এপ্রকার দুই

একটী দৃষ্টান্ত দর্শনও করিয়াছি; কেবল লাইবেল আইনের অনুরোধে ব্যক্তি বিশেষের নাম করিতে সমর্থ হইলামনা। যত দিন সমাজ স্ত্রীলোকদিগকে অধিকতর স্বাধীনতা প্রদান না করিতেছেন; যত দিন আমাদিগের ফৌজদারি আদালতের কার্য্যপ্রণালী সংশোধন না হইতেছে; যত দিন যথার্থ ভদ্র লোক পুলিষে প্রবেশ না করিতেছেন, ততদিন আদালত ও পুলিষে গমন হইতে স্ত্রীলোক সাক্ষীদিগকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত। যিনি স্ত্রীলোক সাক্ষী মানিবেন, তাঁহাকে কমিসনদ্বারা পরীক্ষা করাইবার ব্যয় দিতে বাধিত করা কর্ত্তব্য। প্রজাদিগের অবস্থা ও সমাজসংক্রান্ত ব্যবহার বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থাপ্রণয়ন করাই বিধেয়।

—:০:—

## বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক ও পরীক্ষার কাল।

বিশ্ববিদ্যালয় একণে এ দেশের একটী প্রধান লক্ষ্য স্থল হইয়াছে এবং তাঁহার হস্তে দেশসাধারণের ও ব্যক্তি বিশেষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য অনেক নির্ভর করিতেছে। দেশের শাসনকর্তাদিগের বিজ্ঞতা ও ন্যায়পরতার কিঞ্চিমাত্র ত্রুটী হইলে যেমন বহু লোকের অমঙ্গল হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণের বিবেচনা ও অবধানতার দোষেও তদনুরূপ অশুভ ফল উৎপন্ন হইতে পারে। এই নিমিত্ত সাধারণের ভাব, অভাব ও অবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া ইহঁাদিগের কার্য্য করা বিধেয়।

আমাদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকনির্ব্বাচনবিষয়ে অনেক অনবধানতা দৃষ্ট হয়। বিশ্ববিদ্যালয় যেপ্রকার সাধারণ ছাত্রগণের হিতার্থ, ইহার পরীক্ষকগণের তদুপযোগীকতকগুলি লক্ষণ বিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক। পরীক্ষকের যেমন যথোচিত বিদ্যা থাকা আবশ্যক,
তেমনি পক্ষপাতশূন্যতা একটী
বশ্যক গুণ বলিয়া বিবেচনা করা
যদি ছাত্রগণের যথার্থ গুণের বিচ
গুণানুসারে পুরস্কার দান না হয়,
হইলে পরীক্ষা ব্যাপারের প্রয়ো
কি? পরীক্ষাদ্বারা শিক্ষার উন্নতির
বনাই বা কি? একণে যে প্রণা
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা হইতেছে,
নির্দ্দোষ বলিয়া বোধ হয় না। বিশ
বিশেষের শিক্ষকদিগের উপরেই
পরীক্ষার ভার অর্পিত হইয়া থা
ইহাতে অনেক পক্ষপাত হয়।
মতঃ শিক্ষকগণ আপন আপন
গণের সহিত অপরাপর ছাত্রের প
করেন। যেখানে আত্মীয় ও পর
সেখানে সুবিচার করা যে কত দূর
কার্য্য, তাহা সকলেই বুঝিতে পা
ব্রুটসের ন্যায় দৃঢ়চিত্ত বিচারক কয়
হইতে পারেন? আত্মীয়ের প্রতি পক্ষ
বাসনা এত প্রবল যে, যাঁহারা ন্যায়
র্গের অণুমাত্র ভ্রংশকে পরম অধর্ম্ম
করেন, তাঁহারাও ভ্রমান্ধ হইয়া অ
করিয়া ফেলেন। যাঁহাদিগের তত
সংস্কার নাই, তাঁহাদিগের ত কথ
নাই।

দ্বিতীয়তঃ পরীক্ষকদিগকে বিদ
ভিন্ন শিক্ষকের কার্য্য করিতে হয়।
রগণসমক্ষে স্বীয় ছাত্রগণের যে উপ
গৌরববৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য তাঁহাদি
মন স্বতঃ ব্যগ্র হইবে সন্দেহ
তাঁহারা যেসকল বিষয়ের পরী
করিবেন, সেইসকল বিষয় বিশে
রূপে শিক্ষা না দিয়া নিরস্ত থাকি
পারেন না। অতএব স্পষ্ট না হউ
গোপনভাবে পরীক্ষিতব্য বিষয়
লের যে ইঙ্গিত করা হয়, তাহা
বাহুল্য। এরূপ হইলে পরীক্ষক শিক্ষ
দিগের ও অপর শিক্ষকদিগের ছাত্র

সাহায্যপ্রাপ্তিবিষয়ে অনেক ইতর
য় কেন না হইবে ?
তৃতীয়তঃ ছাত্রগণের উদার শিক্ষা
। অনেকে পরীক্ষক শিক্ষকদি-
আপনাদিগের সৌভাগ্যের বিধাতা
য়া তাঁহাদিগের শিক্ষাধীন হইবার
ত ধাবমান হন। তাঁহারা যে
যে টুকু শিক্ষা দেন, যে কয়েকটী
বলেন এবং যে ভাব প্রকাশ
ন যত্নপূর্ব্বক তাহাই স্মৃতিতে ধারণ
তে পারিলে ছাত্রগণ পুরুষার্থ বোধ
ন। যদি অনায়াসে কার্য্যসিদ্ধি হয়,
আর আয়াস স্বীকার করিতে চায় ?
বিদ্যালয়োত্তীর্ণ অনেক ছাত্রে যে
শানুরূপ ফল উপলব্ধ হয় না, এই
ার অনুদার ও অনায়াসসিদ্ধ শিক্ষাই
তার কারণ। আমরা অনেক বার
খয়াছি পরীক্ষকদিগের কতগুলি
য় প্রশ্নদ্বারা পরীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হয়;
ত্রগণ সেইগুলির উত্তর কণ্ঠস্থ করি-
জন্য যত্নবান্ হন; সকল বিষয়ে
ুৎপত্তি লাভ করিতে তত প্রয়াসবান
না।
আমরা পরীক্ষকনির্ব্বাচনবিষয়ে অন
নতাজনিত যে দোষগুলির উল্লেখ
রলাম, একটু যত্ন করিলেই তাহার
রাকরণ হইতে পারে। বিশ্ববিদ্যা
য়র অধ্যক্ষেরা শিক্ষকপরীক্ষকের
া রহিত করুন্। শিক্ষকমাত্রেই পরী
ক হইতে পারেন না, এরূপ বলা
মাদিগের তাৎপর্য্য নহে। যিনি যে
ষয়ের শিক্ষা দেন, তিনি সে বিষয়ের
ীক্ষক না হন ইহাই আমাদিগের
স্তাব। ইহাতে পরীক্ষকের অভাব
বে, এ আশঙ্কা করা বৃথা। প্রবেশিকা
ীক্ষার নিমিত্ত প্রেসিডেন্সী কালেজের
ধ্যাপকদিগকে মনোনীত করিলে
হার আপত্তির কারণ থাকে না।
ন্যান্য কলেজের যদি এমত অধ্যাপক

পাওয়া যায় যে তাঁহারা পরীক্ষিতব্য বিষয়ের শিক্ষাদান করেন না, তাঁহারাও পরীক্ষক হইতে পারেন। অন্যান্য পরীক্ষা বিষয়েও এইরূপ নিয়ম অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। পরীক্ষকের অভাবপূরণের আর এক উপায় আছে। আমাদিগের শিক্ষাবিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীরা কি এ বিষয়ের সহায়তা করিতে পারেন না? তাঁহাদিগের মধ্যে বিদ্যাপারদর্শীর অভাব নাই। মনে করিলে এ নিমিত্ত যে তাঁহারা সময় পাইতে পারেন না ইহাও বোধ হয় না। ডিরেক্টর ও ইন্স্পেক্টর মহাশয়েরা এ কার্য্যভার গ্রহণ করিলে বিদ্যাধ্যাপনের যথার্থ তত্ত্বাবধান হয় এবং কোন বিষয়ে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। যদি পরীক্ষকের সংখ্যা আরও অধিক আবশ্যক হয়; ডিগ্রীপরীক্ষার নিমিত্ত গবর্ণমেন্টের অন্যান্য বিভাগস্থ বিদ্যাবিশারদ কর্ম্মচারীদিগকেও আহ্বান করা যাইতে পারে। ডিগ্রীপরীক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক নহে অনেকে গৌরবের কার্য্য বলিয়াও ইহাতে সময় ও উৎসাহদান করিতে পারেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সময় যে এ দেশের অবস্থোচিত হয় নাই, ইহা আমরা অনেক বার বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি। শীতকালে পরীক্ষার নিয়ম হওয়াতে যাবতীয় বিদ্যালয়ের বার্ষিক বন্দোবস্ত এই সময়ে করিতে হয়, সুতরাং এই সময়ে ছাত্রগণকে অধিক অবকাশদান আবশ্যক হইয়া পড়ে। এ দেশে শীতকাল অধিক পরিশ্রম করিবার কাল, সে সময়ে এদেশীয়দিগের কিঞ্চিন্মাত্রও সময় নষ্ট হইলে অনেক কার্য্যক্ষতি হয়। বিশেষতঃ এ দেশীয়েরা স্বভাবতঃ শ্রমকাতর, তাহাদিগকে কোন প্রকারে পরিশ্রমী করিয়া তুলিতে পারিলে একটী মহৎ হিতসাধন

হয়। এরূপ স্থলে শীতকালে দীর্ঘাবক
দিলে তাহাদিগের অলস প্রকৃতি
আরও অধিকতর প্রশ্রয় দেওয়া হ
এই নিমিত্ত ছাত্রদিগের "শীতাবক
আমাদিগের অন্যায় বলিয়া বোধ
আমাদিগের মতে গ্রীষ্মের প্রার
পরীক্ষাকার্য্য শেষ হইয়া ছাত্রেরা গ্রী
বকাশ কিছু অধিক পাইলে তত
হয় না। এখন যেরূপ নিয়ম চলিতে
তাহাতে গ্রীষ্মকালে বিদ্যালয় বন্ধ
করিলে চলে না। শীতকালে অ
কাজের সময়ও বৃথা গত হইয়া য
পরীক্ষাকালের নিয়ম পরিবর্ত্তন
সামান্য কার্য্য বটে, কিন্তু ইহাতে
যথেষ্ট। এক এক ছাত্রের বৎসরে
এক মাস কাজের সময় বাড়িলে তা
সমষ্টি ধরিয়া বিবেচনা করিলে বি
স্মিত হইতে হয়। সাধারণের এ
ও লাভ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ
বিবেচনাযোগ্য।

—:০:—

বাবু কেশবচন্দ্র সেন, তাঁহার অনুচর
পত্রপ্রেরকগণ।

বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার
চরগণের ব্যবহারবিষয়ক বিস্তর
সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়
আরো অনেকগুলি দীর্ঘ পত্র আ
গের হস্তে রহিয়াছে। এক বিষয়
অধিকতর আন্দোলন করা আমাদি
ব্যবহারানুগত নহে। বিশেষতঃ
বাবু ও তাঁহার অনুচরগণ বা
ব্যবহার করিতেছেন। এতদ্দ্বারা
প্রবীণদিগের বিরাগ জন্মিবার স
সম্ভাবনা। অতএব পত্রপ্রেরক
নিকটে আমাদিগের সানুনয় অ
এই, তাঁহারা উপস্থিত বিষয়ে আ
প্রেরণ না করেন, সেগুলি আমা
হস্তে আছে, তাহাও প্রকাশিত
না, ইহাতে কেহ ক্ষুব্ধ না হন।

বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার অনু
গণ ভালরূপে লেখা পড়া জানেন
য়া অভিমান করেন। আমাদিগেরও
দিন ঐ সংস্কার ছিল। কিন্তু তাঁহা-
র কার্য্য দেখিয়া এখন বিপরীত
জন্মিতেছে। মানুষের চরণ
লেহন এটী কি কৃতবিদ্যের
লজ্জাকর ব্যাপার নহে? কৃত
র এত নীচ কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে,
রা অগ্রে ইহা জানিতাম না।
ব বাবু ও তাঁহার অনুচরগণ বিদ্যার
াননা করিবার নিমিত্ত কি বিদ্যা
া করিয়াছেন? বাবু বিজয়কৃষ্ণ
ামী আপনার প্রেরিত পেশ পত্রে
য়াছেন, কেশব বাবুর দোষ
যিনি অকার্য্যে বা অনুচিত কার্য্যে
ানন করেন, তিনি যে দোষী নন,
রা এই নূতন শুনিলাম। এক ব্যক্তি
ণ উদ্যত হইয়াছে, আর এক
সেখানে আছেন, তিনি চেষ্টা
লে হননোদ্যতকে নিবারণ করিতে
তেন; কিন্তু তিনি তাহা করিলেন
তিনি কি প্রত্যবায়ভাগী হইবেন

আমরা কেশব বাবুকে সরলহৃদয়
া জানিতাম কিন্তু বাবু যদুনাথ
র্ত্তী তাঁহার অগ্রে যে প্রশ্ন করেন,
তিনি তাহার যে উত্তর দেন,
তে তাঁহার সরলহৃদয়তার লেশ
ও লক্ষিত হয় না। যে রাজনীতিজ্ঞ
াল সন্ধি বিগ্রহ চিন্তা করিয়া পরি
হইয়াছেন, তাঁহার মুখ হইতেও
ঐপ্রকার জটিল ও কুটিল উত্তর
ত হয় না।

বাবু কেশবচন্দ্রের কোন অলোক
ািগুণে যে তাঁহার অনুচরেরা
হিত হইয়া তাঁহার চরণরেণু লেহন
র এবং তাঁহাকে অবতার বলিয়া
করেন, আমরা তাহা বুঝিতে
পারিতেছি না। তিনি সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক, যদি তাঁহার এই গুণ তাঁহার অনুচরগণের মোহের কারণ হয়, তাহার তুল্য বিস্ময়কর বিষয় আর নাই। মানুষের যেরূপ হওয়া উচিত, তিনি তাহাই হইয়াছেন। তাহাতে অলোকসামান্যতার অণুমাত্র সম্পর্ক নাই, এরূপ সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক লোক সহস্র সহস্র দৃষ্ট হইয়া থাকেন। যে দেশে ও যে সময়ে ধার্ম্মিক ও সচ্চরিত্র লোক দর্শন দুর্লভ, সেই দেশে ও সেই কালে যদি কেশব বাবু প্রাদুর্ভূত হইতেন, তাহা হইলেও তাঁহার প্রতি কথঞ্চিৎ চরণরেণুলেহনপ্রবৃত্তি বিধায়িনী ভক্তির উদয় হইত, কিন্তু এ সে দেশ নয়, সে কালও নয়। যদি বল তাঁহার উৎকৃষ্ট বক্তৃতাশক্তি আছে, প্রাচীন কালের ডিমস্থিনিস ও সিসিরোর কথা দূরে থাকুক, ইদানীন্তন কালের বর্ক ও সেরিডান প্রভৃতির কথা দূরে থাকুক, তিনি কি বক্তৃতাশক্তিতে ডাক্তর ডফের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট? তাঁহার বক্তৃতাশক্তিতে কি ডাক্তর ডফের অপেক্ষা অধিক উর্জ্জস্বলতা আছে? তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ কি ডাক্তর ডফের অপেক্ষা প্রবল? কয় জন লোকে ডাক্তর ডফের চরণরেণু লেহন করিতেছেন, আর কয় জন লোকেই বা তাঁহাকে অবতারমধ্যে গণনা করিয়া তাঁহার চরণাবনত হইতেছেন? কেশব বাবুর এক বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র বিশেষ ক্ষমতা আছে বলিয়া যদি তাঁহাকে দেববৎ পূজা করা এবং তাঁহার চরণরেণু লেহন করা সংগত হয়, যাবতীয় বিষয়ে যিনি অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে কি করা উচিত? প্রধানতম ইতিহাসবেত্তা নেবুর জুলিয়স সীজারের বিষয় যেরূপ লিখিয়া গিয়াছেন, কেশব বাবুর অনুচরেরা তাহা একবার মন দিয়া শ্রবণ করুন।

তাঁহার (সীজারের) নানা এ
গুণ ছিল। তিনি অনুপম অধ্যবস
কারে ও অবলীলাক্রমে মনোবৃত্তি
গুলির কার্য্যে বিনিয়োগ করিতে
তেন। তাঁহার অলোকসামান্য
সুপ্রসিদ্ধ। তাঁহার অসামান্য উপ
বুদ্ধি ছিল। তাঁহার নিজের 
অধিক এবং অদৃষ্ট তাঁহার প্রতি
সন্ন, তাঁহার এই সংস্কার ছিল। এ
জন তাঁহার এই দৃঢ়তর বিশ্বাস
তিনি যেবিষয়ে হস্তক্ষেপ করি
তাহাতেই কৃতকার্য্য হইতে পারি
এইহেতু তিনি যে সমস্ত কার্য্য স
করিতেন, তাহার অধিকাংশে পরি
ও অভ্যাসলক্ষণ লক্ষিত হইত
তাঁহার বক্তৃতা ও ভাষা রচনার
তদানীন্তন কোন সম্প্রদায়ের অনু
নহে। তাঁহার নৈসর্গিক যে 
ছিল, এ সকলই তাহার উন্মেষ
তাঁহার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ
দর্শন বিজ্ঞানাদি বিষয়ে তাঁ
সবিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। * * *
লিখন বিষয়ে তিনি অসামান্য প্র
লাভ করিয়াছিলেন। সুশিক্ষিত 
দিগের ন্যায় তাঁহার কথোপ
ক্ষমতা ছিল, তাঁহার কোন প্রকার
ডম্বর ছিল না। তিনি 
কৃষ্ট বক্তৃতাশক্তিসম্পন্ন ছি
* * * তাঁহার সংগ্রামনৈ
আপনা হইতেই হয়, তিনি
কখন যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করেন 
এতদ্ভিন্ন তিনি অমায়িক ও সরল
ছিলেন। তিনি ক্ষণকাল আলস্যে 
করিতে পারিতেন না। এইরূপ তাঁ
বিস্তর গুণ বর্ণিত হইয়াছে। অধিক
এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে,
তিনি একদা রোমনগরের একাধি
করিয়াছিলেন এবং নানা দেশ ও
পদ তাঁহার বাহুবলে বিজিত

...র অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। যে ব্যক্তির এত গুণ ও ক্ষমতা ছিল, মকেরা কি তাঁহাকে দেববৎ আরা করিয়াছিলেন? রোমকেরা কি তাঁহার মমন্দিরনির্ম্মাণ অথবা পূজাবিধি র্ত্তিত করিয়াছিলেন? তাঁহাকে তার মধ্যে গণনা করিয়া তাঁহার পূজা দূরে থাকুক, তিনি "সম্রাট" এই ধি লইবার আকাঙ্ক্ষী হওয়াতে মকেরা তাঁহার প্রাণবধ করে।

—:o:—

নূতন পুস্তক।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার তেছি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি াদিগের হস্তগত হইয়াছে।

১। যৌবনোদ্যান ও অন্যান্য কবি-লী। এখানি শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ াপাধ্যায়কর্ত্তৃক পদ্যে বিরচিত। তে যৌবনোদ্যান; বসুমতী ও বাল মুখপ্রভৃতি কয়েকটী বিষয় সন্নি াত হইয়াছে। লচ্চরিত্র যুবকগণ পে যৌবনসুলভ কাম দুরাকাঙ্ক্ষা াভাদিদ্বারা আক্রান্ত হইয়াও স্বীয় াবসিদ্ধ সুবুদ্ধি প্রভাবে তাহা হইতে ঙমুখ হইয়া সৎকর্ম্মে কৃতসংকল্প াহা ইহাতে রূপকচ্ছলে বর্ণিত হই-। গ্রন্থকার ইহাতে আপনার বিলক্ষণ দ্বশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া- বসুমতী ও বালকের মুখপ্রভৃতি রও ইহা অপেক্ষা কবিত্ব ন্যূনতা হয় না। এইখানি গ্রন্থকারের গ্রন্থ; কিন্তু তাঁহার কবিতাগুলির ভঙ্গী দেখিলে তাঁহাকে নূতন গ্রন্থ বলিয়া বোধ হয় না। গ্রন্থ যদি স্বাবলম্বিত পদ্ধতি পরিত্যাগ অল্প দিনের মধ্যেই এক ...কার হইবেন।

২। দুর্গোৎসব নাটক। শ্রীযুক্ত বিহারিলাল বন্দোপাধ্যায় ইহার প্রণেতা। ...র্ব্বভৌম উপাধিধারী এক জন ধনব... ...ণের দুটী ব্রাহ্মধর্ম্মাব লম্বী পুত্র ছিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্ম হইয়াও পিতার দুর্গোৎসবে ব্যাঘাত করেন নাই। চ... ...সনামক এক জন অর্দ্ধ শিক্ষিত ...ক উক্ত ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠ পুত্রের সহচর ছিল। সে তোষামোদ বলে ঐ ব্রাহ্মণের সমস্ত পরিবারের বিশেষত কনিষ্ঠ পুত্রের একান্ত অনুরাগ ভাজন ... ...দ্যাভূষণ উপাধিধারী এক জন পু... ...ত পণ্ডিত সার্ব্বভৌমের সভাপণ্ডি... ...। তিনি চন্দনদাসের স্বভাবে, ...র্শনে অতিশয় বিরক্ত হইয়া সর্ব্বদা তাহারে ভৎসনা করিতেন এবং তাহা হইতে যে পরিণামে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা তাহা সর্ব্বদা সার্ব্বভৌমকে কহিতেন। চন্দনদাস ইহাতে আপনার ভাবী অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া বিদ্যাভূষণকে চৌর্য্যাপবাদগ্রস্ত করিবার চেষ্টা পায়; কিন্তু পরিণামে তাহার সে চাতুরী প্রকাশ হইয়া পড়ে। গ্রন্থকার এই বিষয়টী লইয়া গ্রন্থখানি প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখা গেল, চন্দনদাসের চাতুরী প্রকাশভিন্ন অন্য কোন স্থানেই রচনা চাতুর্য্য দৃষ্ট হইল না।

৩। বিলাপলহরী। শ্রীযুক্ত বাবু বলাইচাঁদ সেন ইহার প্রণেতা। ইহাতে এক বণিকের পুত্রশোকে ক্রন্দন ও এক জন বন্ধুকর্ত্তৃক তাহার সান্ত্বনা মিত্রাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে। কবিতাগুলি মন্দ হয় নাই। কলিকাতা হিন্দু প্রেসে এই পুস্তকখানি মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থকার ইহা বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন। ইহার অবয়ব নিতান্ত ক্ষুদ্র; আর কিছু বৃহৎ হইলে ভাল হইত।

৪। রামার্য্যা গ্রন্থ। এখানি সংস্কৃত গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত মহাকবি মুদ্গল ভট্ট ইহার প্রণেতা। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়া... ইহাতে আর্য্যাছন্দে রামের মা... বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার অষ্ট... শত সংখ্যক শ্লোকদ্বারা গ্রন্থখানি ... করিয়াছেন। কবিতাগুলি মন্দ নহে...

———

বিবিধসংবাদ।

৮ ই পৌষ সোমবার।

সম্প্রতি কলবিননামক এক জন চা-ক... জন কুলিকে অত্যন্ত প্রহার করিয়া বধ ক... তাহার যে দণ্ড হইয়াছে, তদুপলক্ষে লেপ... গবর্ণর চাক্ষেত্রের অধ্যক্ষ ডাক্তর ডেভিড... এই বলিয়া ভৎসনা করিয়াছেন, ধর্ম্ম ... না হউক কর্ম্মানুরোধেও মজুরদিগের ... বধ করা উচিত। ডাক্তর ডেভিডসন কল... অত্যাচারের সংবাদ পাইয়াও তন্নিব... চেষ্টা পান নাই। কর্ত্তৃপক্ষ ইউরোপীয় ...ধর্ম্মনীতির উপরে নির্ভর না করিয়া অপর... রূপ দণ্ডবিধান আরম্ভ করুন।

কিছু দিন হইল, নাটোরে ওলাউঠার ...ব হওয়াতে কুমার চন্দ্রনাথ রায় ও ... ...ক্তা ডাক্তরসক ও ঔষধদ্বারা পীড়িত... ...বশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

সিটনকার সাহেব কলিকাতার বি... লয়ের বাইস চান্সেলার হইতেছেন; ... লরেন্স চান্সেলর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ম... দ্বারা চান্সেলরকে অভিনন্দন প্রদান ... জন্য সিটনকার সাহেব চেষ্টা পাইতে... এটী নিতান্ত বাড়াবাড়ী। সর জন লরেন্স ...দ্যালয়ের কোন সভায় একটী বক্ত... করেন নাই।

বাবু চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বঙ্গ... ব্যবস্থাপক সভার অনারের সভ্য হইয়া... কুমার হরেন্দ্র কৃষ্ণের দুই বৎসর পারপূ... য়াতে তিনি পদত্যাগ করিলেন। মু... দিগের মধ্যে এক জনকে সভ্য করা ... গবর্ণমেন্ট কেবল জমীদারদিগের প্রতি... গণকেই লইতেছেন; অপর শ্রেণির যো... নিধি গ্রহণের কি সময় হয় নাই?

নেপাল হইতে এক জন দূত কলিক... আসিয়াছেন। হনি মু...পুরের মুক্ত... জির উদ্যানে আছেন। লার্ড মেয়ের ... সাক্ষাৎ করিয়া দূত প্রতিগমন করিবেন।

নেপাল গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষীয় গবর্ণ... কতকগুলি আইনের অনুবাদ করিয়া ...

রাজ্যে প্রচলিত করিয়াছেন। এটী প্রশং
বিষয়। কিন্তু সেকেলে পণ্ডিত ও কাজি
হস্তে বিচারের ভার থাকিলে কোন বাক
না। এতদ্দেশীয় রাজগণ কলিকাতা, বো
ও মান্দ্রাজের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তী
কে কর্ম্মচারী মনোনীত করেন না কেন?
র জেনরল ডুরাণ্ড ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন
হেন।
প্রতি নাগাগণ মণিপুরের সীমার নিকটে
চার করাতে গবর্নর জেনরলের এজেন্ট
রে যাইবার আদেশ পাইয়াছেন। মণিপু
আপনাদিগের সীমাসকল গড়বদ্ধ করিয়া
করে তিনি এই চেষ্টা পাইবেন। এই
গবর্নর জেনরল কতকগুলি জলবা
সম্পন্ন হইয়াছেন।
কার্য্যের নিমিত্ত পুষ্করিণী ও কূপ করিবার
গবর্ণমেন্ট অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ দিয়া
ন। পঞ্জাবে এই প্রথা কয়েকবৎসর উঠিয়
। এবার হওয়াতে গবর্নর
ল পুনর্ব্বার এপ্রকার কর্জ্জ দিবার আজ্ঞা
ছেন যেসকল স্থানে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে,
সেই স্থানে এপ্রকার সাহস করিলে লোক
স্থ উপকার জ্ঞান করিবেন।
২ নম্বর মান্দ্রাজী রেজিমেন্টের কাপ্তেন
নামক দুই জন আফিসর অসচ্চরিত্রতা
ন পদচ্যুত হইয়াছিলেন। ইহাঁরা পুনারে
সর্ব্বদা গোলযোগ করাতে ভারতবর্ষীয়
ন্ট সাধারণ ব্যয়ে ইহাদিগকে
প্রেরণ করিয়াছেন। লেফ্টনান্ট লো
পুনাতে অত্যন্ত দাঙ্গা করিয়াছিলেন।
লোক যত ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন ততই

র একটী বিলাতী পাপ আমাদিগের
প্রবেশ করিতেছে। ঘোড়দৌড়ের বাজ
ইংলণ্ডে বিস্তর লোক হৃতসর্ব্বস্ব ও হত
। মারকুইস অব হেষ্টিংস সম্প্রতি
এক উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু
দুঃখিত হইলাম, এইসকল দৃষ্টান্তে সতর্ক
। এবার কলিকাতার অনেক যুবক ঘোড়
বাজির টিকেট ক্রয় করিতেছেন। দ্যূত
তে কখনই মঙ্গল নাই।
বা অবগত হইলাম, ঢাকার দ্বিতীয়
বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু ২৪ পরগণার
প্রথম জজ হইয়াছেন।
ও কৌলির রাজগণ দরিদ্রদিগের
করিয়াছেন সবলকায় লোক

দিগকে প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত জয়পুরের রাজা খোকানদের তীরে একটী বাঁধ করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। অমৃতসরের এক জন বণিক নিজ ব্যয়ে বিস্তর লোককে অন্ন দিতেছেন। লাহোরের এক জন ভদ্র লোক এপ্রকার করিতেছেন। দুর্ভিক্ষের সময়ে ভারতবর্ষীয়গণ স্বতঃ যে আশ্রয় দেন, তাহা এবারও হইবে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট কি করিবেন? আমরা বলিতেছি, যখন ভারতবর্ষের অধিকাংশে দুর্ভিক্ষ তখন চাউলের রপ্তানী বন্ধ করা কর্ত্তব্য।

৯ ই পৌষ মঙ্গলবার।

দুর্ভিক্ষনিবন্ধন উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যেসকল শিশু অনাথ হইতেছে মাজিষ্ট্রেটেরা তাহাদিগকে মিসনরিদিগের অধীনে রাখিতেছেন। প্রত্যেক শিশুর নিমিত্ত সরকারী ধনাগার হইতে দুই টাকা করিয়া দেওয়া হইবে। আমরা গবর্ণমেন্টকে সতর্ক করিতেছি, যাহা উৎকলে হইয়াছে তাহা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে হইলে অনেক কথা উঠিবে। সকলে বলিবেন, এই সুযোগে গবর্ণমেন্ট প্রজাগণের জাতিনাশ করিতেছেন।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, গবর্নর জেনরলের ন্যায় প্রধান সেনাপতি এক জন এতদ্দেশীয় আফিসরকে আপনার এক জন এডিকঙ বলিয়া নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহাকে ১৫০ টাকা বেতন দেওয়া হইবে। ভদ্র লোকের ন্যায় বেতন হইলে ভাল হইত।

প্রধানতম বিচারালয় স্থির করিয়াছেন, বি এল উপাধিপ্রাপ্ত ও প্রথমশ্রেণীর কার্য্যটি উকীল ভিন্ন আর কাহাকে মুন্সেফের পদে নিযুক্ত করিবেন না। আর্টিকেলগণও এই পদ পাইতে পারিবেন।

পঞ্জাব, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও মধ্য ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে বৃষ্টি হইতেছে। বর্ষণ অধিক হয় নাই। তথাপি এতন্নিবন্ধন শস্যের মূল্য কতক কমিয়াছে।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, ১০০ টাকার নীচের গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারিগণ ও অচিহ্নিত কর্ম্মচারীদিগের নিয়মানুসারে বৎসরে এক মাস বিদায় পাইতে পারিবেন। কিন্তু এপ্রকার বিদায় লইলে গবর্ণমেন্ট কোন অতিরিক্ত ব্যয় করিবেন না। আবশ্যক হইলে বিদায় প্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে এক জন প্রতিনিধি দিতে হইবে। সর জন লরেন্স সকল শ্রেণীর কর্ম্মচারী দিগের প্রতি সম্মান বহু করেন, এটী তাঁহার

হইবে। আমলা দিগের বিষয়ে যে কিছু
গেলেন না এটী বড়ই আক্ষেপের হইতেছে
একণে প্রত্যেক ফৌজদারি মোক
রেবেনিউ এজেন্টকে ফীস্বরূপ ২৩ টাকা
বৎসর দিতে হয়। মুন্সেফদের উকীলগণ
সদর আমীনের উকীল গণ ১৫ টাকা
উকীলগণ ২৫ টাকা দিয়া সকল আ
যাইতে পারেন। কিন্তু মোক্তারদিগকে
পেক্ষা অধিক দিতে হয়। এ নিমিত্ত
সর্ব্বদা আক্ষেপ করেন। এই আক্ষেপের
কারণ আছে, এবং আমরা ভরসা করি
মেন্ট এই অন্যায়টী দূর করিবেন।
ডেলিনিউস অবগত হইয়াছেন, লার্ড
কমুরোধে সর জন লরেন্স আগুয়ারির
ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবেন। নূতন গবর্ন
রল রাজনীতিশিক্ষার নিমিত্ত এই অ
করিয়াছেন। লার্ড মেয় ও সর জন লরেন্স
যেরূপ ইহাতে গৌরব প্রকাশ হইতেছে।
উক্ত পত্র বলেন, লাহোর মিসন ক
১২০ টাকার ৭টী জায়গীর হইতেছে।
মেন্ট ইহার অর্দ্ধেক প্রদান করিবেন। উ
মনি অর্ডর আফিসের ফষ্টারনামক
চারী তহবিল তছরূপ করিয়া পলায়ন
তিনি মান্দ্রাজে ধৃত হইয়াছেন। ফষ্টার
পর কোম্পানির জাহাজে ইংলণ্ডে প
করিতেছিলেন।
কৈলাশ ও নবীন নামক যে দুইজন খু
হত্যা করে গত কল্য তাহাদিগের ফাঁসী
গিয়াছে। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহারা আপ
গকে নির্দ্দোষ বলিয়াছিল। তাহারা বলে
মোহিনী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে, ত
কেবল গোলযোগের ভয়ে তাহাকে সি
মধ্যে রাখিয়াছিল।
সম্প্রতি ত্রিহুতলার এক কোটেশ
হওয়াতে বামনবাড়ী থানার ইনস্পেক্টর
তাহার অনুসন্ধান করিতে গমন করেন।
স্পেক্টর অনুসন্ধানের পরিবর্তে কো
সুরাপান ও মাংসভোজন করিয়া
৫০০ টাকা উৎকোচ চাহিয়াছিলেন। এ
হগ সাহেবকে জানাইবাতে শার্পের ৭৫
জরিমানা করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত কর
য়াছে। ফৌজদারিতে অর্পণ করা উচিত
বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭১৯ জন
শিক্ষাপরীক্ষার্থীর মধ্যে ২৯৮ জন কৃত
হইয়াছেন।

১০ ই পৌষ বুধবার

একণ জনজাতি সর ট্রাকোড ন
আর্মেনী ঘাটের নিকটে একটী স্থায়ী
প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। ইহি

ান সেতু করা উচিত কি না, এবিষয়
ান বলিয়াছেন। এত গোলযোগ না করিয়া
ালে কিছু অধিক ব্যয় করিয়া একটী স্থায়ী
করাই উচিত।

বিবার লার্ড মেয়, লেডি মেয় এবং বাগলা
লার্ড নেপিয়র বোম্বাইয়ে উপনীত হইয়া
। বোম্বাইয়ের লোকেরা সম্মানের সহিত
দিগকে প্রত্যুদগমন করিয়াছেন।

ইংলিসমান বলেন, এশিংটন সাহেব
য় লইলে রাজধানীবিভাগের কমিসনর
মান সাহেব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের রাজস্ব
ীয় সেক্রেটারি হইবেন। চাপমান সাহেব
নে আছেন সেই খানেই ভাল। ইডেন
কে প্রতিনিধি করা কর্ত্তব্য। বঙ্গদেশীয়
মেন্টের সেক্রেটারি হইলেই রাজস্বের
শ রাখিতে হয়।

ত বাবু জগন্নাথশঙ্কর শেঠের পুত্র বাবু
ক জগন্নাথ এক পর্ব্ব উপলক্ষে বোম্বাইয়ের
াপীয় সমাজকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন,
াবে অনেক ভদ্র ও স্ত্রীলোক তথায়
ত হন। বোম্বাই গার্ডিয়ান ইহাতে
হইয়া বলিয়াছেন, হিন্দু পর্ব্ব উপলক্ষে
করিলে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কাজ হয়। এ
কথা এখানকার অনেক মহমতি বলেন,
বিচারপতি ফিয়র এক বার নদীয়ার রাজা
ত গিয়া বিলক্ষণ গালি খাইয়া চলেন।
র্ম্ম কি এমনি ভঙ্গপ্রবণ যে, হিন্দুর বাটীতে
গ্রহণে উৎসন্ন হয়?

প্রতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রধানতম
ালয়ের ব্যারিষ্টর নিউটন সাহেব বিচার
নিকটে আবেদন করেন, আলাহাবাদের
জজ একটী মকদ্দমাশ্রবণের সময়ে ক্রোধ
করিয়াছিলেন, এ অবস্থায় তাঁহার (নিউ
) মক্কেলের সুবিচারের আশা নাই। অত
ন মকদ্দমাটী প্রধানতম বিচারালয়ে
ন করিবার প্রার্থনা করেন। বিচারালয়
াছেন, এই আবেদন গ্রাহ্য করিলে একটী
পথ প্রবর্ত্তিত করা হইবে। মকদ্দমার
মন্দ হইবামাত্র উকীল বিচারপতির
বিবাদ করিয়া এপ্রকার আবেদন করি
এই বিবেচনায় তাঁহারা নিউটন সাহেবের
অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

জন লরেন্স সেণ্ট জেবিয়রের বিদ্যালয়ের
তোষিকপ্রদানের সময়ে উপস্থিত থাকাতে
ছাত্রগণ তাঁহাকে এক অভিনন্দন প্রদান
ছেন। সেণ্ট জেবিয়রের বিদ্যালয় কাথ
গের অধীনস্থ।

ডেলি নিউসের এক জন পত্রপ্রেরক বলেন, গত রবিবার সাহেবগঞ্জের নিকটে একখানি বাষ্পীয় শকট আসিতেছিল, এমন সময়ে একটী হস্তী কলখানিকে অপর হস্তী বোধ করিয়া রাগান্বিত হইয়া যুদ্ধ করিতে গমন করে। হস্তী শুণ্ডদ্বারা কল ধরিবার চেষ্টা করিবামাত্র শত ভাগে ছিন্ন হইয়া পতিত হইল। কলখানি তাহার উপর দিয়া যাওয়াতে কতক অংশে ভগ্ন হয়। দুইখানি অপর শকট এক কালে চূর্ণ হইয়াছে। চালক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। আরোহীদিগের কিছু ক্ষত হয় নাই?

মণিপুরের রাজার অশ্বারোহী প্রহরীদিগের নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট ২০০০ তলবার প্রদান করিয়াছেন।

কর্ণৌলি ও কালকার মধ্যে স্বর্ণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। আপাততঃ অনেক লোক নদীগর্ভ হইতে স্বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এক জন ফরাশী মনিটিউর পত্রে ভারতবর্ষের বাণিজ্যের বিষয়ে এক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাদ্বারা জানা যাইতেছে, ভারতবর্ষে পাঁচটীমাত্র ফরাশী বাণিজ্য গৃহ আছে। ইনি বলেন, ভারতবর্ষে ইউরোপীয় উপনিবেশ হইবার দুটী বিঘ্ন। প্রথমতঃ জল বায়ু এবং দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষীয়গণ যেপ্রকার বিদ্যাশিক্ষা করিতেছেন, তাহাতে ইউরোপীয়দিগকে বিপন্ন হইতে হইবে। রুশীয়দিগের অসভ্য রাজনীতির বিষয় ভারতবর্ষে অনেকে বুঝিয়াছেন। ফরাশীগণও অধীনস্থ জাতিকে শিক্ষিত করা বিপদের কারণ জ্ঞান করেন। ইংলণ্ডের নিকটে আমাদিগের কত কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, ইহা দ্বারা সকলেই তাহা বুঝিতে সমর্থ হইবেন।

বরদার গুইকুমার এমত ভয়ানক দুর্ভিক্ষের সময়ে আপন রাজ্য হইতে অন্যত্র শস্য রপ্তানি বন্ধ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের বাহিরে যাইবার পক্ষে এ নিয়ম করা উচিত ছিল; কিন্তু দেশের অন্য অন্য স্থানকে সাহায্য না করা অতিশয় নিষ্ঠুরতা! ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট বরদায় শস্য আমদানী যদি বন্ধ করিতেন তাহা হইলে কি হইত?

১১ ই পৌষ বৃহস্পতিবার।

ডবলিউ. ডবলিউ. হণ্টার সাহেব ষ্টাম্প ও ষ্টেসনরির সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছেন। একাজে পরিশ্রম অল্প, অতএব হণ্টার সাহেব বেকড কমিসনের অনেক সাহায্য করিতে পারিবেন।

আমরা দুঃখিত হইলাম, গবর্ণমেন্টের প্রধান উকীল বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ পীড়ানিবন্ধন

দুই মাসের বিদায় লইতে বাধিত হইয়
বগুড়া দিনাজপুর ও মালদহের ক
গ্রামে নূতন মিউনিসিপাল (বঙ্গদেশীয়
পক সভার ১৮৬৮ অব্দের ৬.) আইন প্র
হইয়াছে। অন্য অন্য স্থানের মাজিষ্ট
কমিসনরদিগের নামপ্রেরণ করিবার
পাইয়াছেন।

আগামী ১১ ই ও ১২ ই ফেব্রুয়ারি মে
দিগের পরীক্ষা হইবে। ১৫ ই ও ১৬ ই
শ্রেণির এবং ১৯ এ ও ২০ এ দ্বিতীয় শ্রে
ওকালতির পরীক্ষা হইবে।

ডাক্তর আণ্ডার্সন গবর্ণমেন্টকে জা
ছেন, এ বৎসর দারজিলিঙে সিঙ্কোনা
সবিশেষ উন্নতি হইয়াছে।

শ্যামদেশেও ব্রাহ্মণের বাস আছে
রাজবংশ ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি করেন। ন
নূতন রাজার অভিষেক সময়ে ব্রাহ্মণেরা
ষেক ও মঙ্গলাচরণ করিয়াছিলেন।

গঙ্গার মধ্যে প্রবমান সেতু হয় তাহাতে
কাহার কি আপত্তি আছে, সেতুকমিসন
জানিতে চাহিয়াছেন। বণিক ও জাহাজের
দগের আপত্তি হইবে।

মির হাজি নামক যে ব্যক্তি ১৮৫৭
কাপ্তেন ডগলাসকে দিল্লীতে বধ করে, ত
মৃত্যুদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে। সে যে
কাপ্তেন ডগলাসকে বধ করে, তজ্জন্য
ফাঁসী হইবে। আমরা ভরসা করি, মির হ
সঙ্গে ১৮৫৭ অব্দঘটিত সমুদায় বিষয়
ব্যক্ত হইবে। এক যুগ গেল, তথাপি কি
ঘাতন স্পৃহা যায় না?

বোম্বাইয়ের একখানি সংবাদপত্র ব
গুইকুমারের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে যাহা লি
শয় করেন বার তাঁহাকে তাহার কিছুই জা
দেন না। এ অবস্থায় রাজাকে দোষ দে
বৃথা। যাহা হউক গুইকুমারের শাসনপ্র
ও রেসিডেণ্টের চরিত্রের অনুসন্ধান করি
সময় আসিয়াছে।

আবদুল রহমন খাঁ যেপ্রকার পর
হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ আইসে তা
নহে; তিনি ও সিরাজআলি খাঁ পুনর্ব্বা
প্রস্তুত হইতেছেন। আবদুল রহমনের
আজিম খাঁ আসিয়াছেন, কিন্তু সিয়া
বল অধিক এবং আবদুলরহমন অ
অপেক্ষা আত্মরক্ষার চেষ্টাই পাই
রুশিয়েরা বোখারার রাজাকে ক্ষমারক্ষ
য়া দিতেছে। কিন্তু তথায় এক র

থাকিবেন। তাঁহার হস্তে প্রধান ক্ষমতা করে। রুশীয় গবর্ণমেণ্টের সম্মতি ভিন্ন ীর মৃত্যুদণ্ড দিতে সমর্থ হইবেন না। তঃ সর্ব্বপ্রকারে বোখারাকে ভারতব কোন একদেশীয় রাজ্যের ন্যায় হইতে ।

ার কতকগুলি লোককে সি, এস, আই ধি দেওয়া হইয়াছে। ইহার মধ্যে আমরা হুটের রাজা, পণ্ডিত মানফুল, কর্ণেল , নবাব গোলাম হোসেন খাঁ ও মার্শমান বের নাম দেখিতেছি।

পায়নামক যে বাবক চীনের মধ্য দিয়া ভিমা ার হইয়া ভারতবর্ষে আসিবার চেষ্টা পাই লেন, চীন শাসনকর্ত্তাদিগের প্রতিবন্ধকতা ন তিনি তিব্বতপর্য্যন্ত আসিয়া সাজা প্রত্যাগমন করিতে বাধিত হইয়াছেন।

দ্যাবধি ৪ ঠা জানুয়ারি পর্য্যন্ত প্রধানতম ালয়ের আদিম বিভাগ বন্ধ থাকিবে। ল বিভাগে চারিদিনমাত্র ছুটি হইয়াছে। বিষয়ে উভয় বিভাগের একতা করা বণিকসম্প্রদায়ের অনুরোধে গবর্ণর ল রা জানুয়ারি শনিবারও বন্ধ দিবার দিয়াছেন।

ালিক ওপিনিয়নে লিখিত হইয়াছে, অন্য মিসরিএট কণ্ট্রাক্টর বাবু ব্রজলাল দরিদ্র কর্ম্ম দিবার জন্য ২৫০০০ টাকা ব্যয় থানেশ্বরের কুলচন্দ্র পুষ্করিণীর সংস্কার ছেন। সিরসাবিভাগ জলশূন্য হই- লদারদার ও চৌকিদারভিন্ন গ্রামসমূহে াক দেখা যায় না। ইহারা ছয় ক্রোশ ল আনয়ন করিয়া প্রাণধারণ করে। াগে অসংখ্য ক রণ ছিল; পশুগণ ৷ জলের অভাবে স্থানান্তর পলায়ন । ১১৭৬ ও ১২৭৬ অব্দ তুল্য হইবে তেছে।

১২ ই পৌষ শুক্রবার।

আফিসের এ, সি, ফষ্টারকে পুলিসে হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট রবার্টস সাহেব ত অসম্মত হইয়াছেন। ইউরোপীয় ধ মার্জ্জনা করা যত হইবে ততই া হইবে।

স বলেন, বারাকপুরের ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট মেজর বোরণ মারজা দক্ষকমাত্র হইয়াছেন। রাজার ধানের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট এক াদের অনুসন্ধান করিতেছেন।

ইংলণ্ডের বিচারপতিগণ সম্প্রতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, মহাসভায় তর্কের সময়ে যদি ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রের প্রতি দোষারোপ করা হয় এবং সেই রিপোর্ট অবিকল কোন সংবাদ পত্রের সম্পাদক প্রকাশ করেন, তাহা হইলে লাইবেলের নালিশ হইবে না।

কেবল ভারতবর্ষে নহে, ইংলণ্ডের মিউনিসি পালিটিসমূহেও চুরির বিলক্ষণ সুবিধা আছে। লাঙ্কেশিয়ারের অন্তর্গত সাউথপোর্টের মিউনি সিপালিটির আকাউণ্টাণ্ট টি, বি, হডকিন্সন এক লক্ষ টাকা তহবিল তছরূপ করিয়া বিচারালয়ে আত্মদোষ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার বারি ষ্টর বলেন, খাতাসকল যথারীতি রাখা হইত না। এমত অবস্থায় অপরাধী লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া এই কাজ করিয়াছে। এই সকল কারণে সেসময়ে তাহার ১৬ মাস মেয়াদ হইয়াছে।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট বিভাগীয় মাজি ষ্ট্রেটদিগকে জানাইয়াছেন ১৮৭১ অব্দে লোক সংখ্যা করা হইবে। ইতিমধ্যে তাঁহারা প্রস্তুত হইয়া থাকুন। গবর্ণমেণ্ট যদি এক সামান্য উপায় অবলম্বন করেন তাহা হইলে প্রতিবৎসর লোকসংখ্যা হয়। এক বোম্বাধারা বলুন, লোকসংখ্যার উদ্দেশ্য এই, যদি মৃত্যু অধিক হয় ত গবর্ণমেণ্ট তন্নিবারণের চেষ্টা দেখিবেন। কোন প্রকার করস্থাপনের উদ্দেশ্যে ইহা হইবে না। প্রত্যেক চৌকিদার আপন আপন মহল্লার লোক ও বাটীর সংখ্যা করিয়া থানায় দিক। এই প্রকার থানা হইতে বিভাগীয় মাজি ষ্ট্রেটের নিকটে এবং তথা হইতে গবর্ণমেণ্টের নিকটে অনায়াসে হিসাব যাইতে পারে। চৌকি দারদিগকে পদচ্যুতির ভয়প্রদর্শন করিলেই তাহারা যথার্থ সংখ্যা করিবে। অল্প ব্যয় ও সময়ে এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে।

১৩ ই পৌষ শনিবার।

আমেদাবাদের বণিকেরা তথা হইতে বীর গ্রাম পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করিয়াছেন। এই রেলওয়ে বোম্বাই রেলওয়ের সহিত মিলিত হইবে। বণিকগণ বলেন, যে দুই কোটি টাকা রাস্তা করিবার নিমিত্ত আবশ্যক, তাহা তাঁহারা চাঁদা করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। একণে দুর্ভিক্ষ হওয়াতে অল্প বেতনে বিস্তর মজুর পাওয়া যাইবে, অতএব গবর্ণমেণ্ট যেন এই সুযোগ পরিত্যাগ না করেন।

[illegible] আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করি বারাসত উপবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট বাবু আনন্দমোহন মজুমদার ম দিয়া প্রতি গ্রামের লোকসংখ্যা এবং বিদ্যালয় চিকিৎসালয়প্রভৃতির অবস্ করিয়া রিপোর্ট করিতেছেন। যেখানে সাধারণের হিতকরকার্য্যের নিমিত্ত দিতেছেন, আনন্দ বাবু সেস্থলে স্থানীয় হইতে সাহায্য দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। স্থানে জমীদারেরা আপন আপন বা যেসকল একচেটিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা করা হইয়াছে। যাহারা কম বাঁটখারা রা তাহাদিগের দণ্ড হইতেছে। এই কর্ম্মচার পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদিগের মধ্যে প্রধান এবং বারাসত উপবিভাগ হস্তে থাকে সকলেই এই প্রার্থনা করিতেছে

ব্রহ্মদেশের কতকগুলি জুয়াচোর এক টাকা লইয়া ১৬০ টাকা দিবে বলিয়া লোককে ঠকাইতেছিল। টাকা লইবার ইহারা দাতাদিগের নিকটে এক এক চুক্তি এই বলিয়া লিখাইয়া লইত যে, তাঁহারা শত টাকা দিলেন, কিন্তু যদি কিছু না পান নাতে নালীশ করিতে পারিবেন না। কর্তৃ ইহাদিগকে ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করিবার আ দিয়া এই জুয়াচুরি বন্ধ করিয়াছেন। অ দরিদ্র লোক হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছে। এইরূ জুয়াচুরি সর্ব্বদা হয়, কিন্তু লোকের কি অ তথাপি এককালে বড় মানুষ হইবার আ যায় না।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কা বক্রীত হইতেছে।

| | |
|---|---|
| ৪ টাকার সিকা | ৯১৮৵ । ৯… |
| ৪ " কোং | ৯২৮ । ৯… |
| ৫ " পবলিক ওয়ার্ক | ১০২।০ । ১০২॥… |
| ৫ " কোং | ১০৬॥০ । ১০… |
| ৫॥ " কোং | ১১১॥০ । ১১১… |

---

## ইউরোপীয় সমাচার।

১৭ ই ডিসেম্বর। অদ্যকার মর্ণিং পো বলেন লার্ড মেয়রকে পুনরাহ্বান করিয়া লর্ড সালিসবরিকে গবর্ণর জেনরল করা হই বলিয়া যে জনশ্রুতি হয় তাহা অমূলক।

তুরস্কের সহিত গ্রীসের যুদ্ধ নিবারণার্থ ইউ রোপীয় গবর্ণমেণ্টসমূহ চেষ্টা পাইতেছেন।

...১ এ ডিসেম্বর। স্পেন হইতে শেষ যে ... আসিয়াছে তাহাতে প্রকাশ হই... মিউনিসিপাল সভ্য মনোনীত হইতে ... হইয়াছে কোন গোল যোগ নাই।

...রস্ক ও গ্রীসের পরস্পরের ভাব সমান ...ছে। অদ্যকার প্রাতঃকালের মনিটিউর ... ইউরোপীয় গবর্ণমেন্টসমূহ উক্ত দেশ ... পুনর্ব্বার বন্ধুভাব হয়, এই চেষ্টা করি...ন।

...রাশী রণতরি অধ্যক্ষের অনুরোধে ... গবর্ণমেন্ট সাইরা বন্দর অবরোধ ত্যাগ ...ছেন।

...মেনিয়া ও সারবিয়া হইতে গ্রীকদিগকে ...ক্ত করা সম্ভাবিত নয় বলা হইয়াছে।

...গুন ৯ ই ডিসেম্বর। গতকল্য এক ...গ্রাম নিউইয়র্ক হইতে আসিয়াছে। ...টারি মকলক বলিয়াছেন আমেরিকার ... ৩,৫০,০০,০০০ ডলার কর্জ্জ হইয়াছে। ... প্রস্তাব করিয়াছেন, ১৮৭১ অব্দ অবধি ...মেন্টের খতের পরিবর্ত্তে নগদ টাকা ... হইবে। এই দেনা পরিশোধ করিবার ... ৫০,০০,০০,০০০ ডলার কর্জ্জ করা ...। ১৮৭০ অব্দের ১ লা জানুয়ারির পর ... কর্জ্জ হইবে তৎপরিবর্ত্তে নোট ...া হইবে না। আর এক বৎসরের পর ... গবর্ণমেন্টের ঋণের পরিবর্ত্তে নোট ...া হইবে। তিনি আরও বলেন কর্জ্জসকল ...র পুনর্ব্বার মূলধনাবদ্ধ করা হইলে সুদ ...উচিত।

...নতীয় মন্ত্রিবর্গ সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত ...ছেন।

...ই ডিসেম্বর। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ...অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। রাইট অনরেবল ...য়াড কার্ডওয়েল যুদ্ধসংক্রান্ত মন্ত্রী এবং ...ও আয়ার্টন সাহেব অণ্ডর সেক্রেটারি ...ছেন।

...জম্‌স, ষ্টান্‌সফিলড সাহেব ট্রেজুরির ...র লর্ড হইয়াছেন।

...াণ্ট ডফ সাহেব ভারতবর্ষের অণ্ডর সেক্রে...হইয়াছেন।

...চেযুল হুগেসেন সাহেব স্বরাষ্ট্রবিভাগের ...র সেক্রেটারি হইয়াছেন।

...রাইট অনরেবল উইলিয়ম মনসেল উপনি...ের অণ্ডরসেক্রেটারি হইয়াছেন।

...ত কল্য মহাসভা খুলিয়াছে। রাইট অনরে...লন, এবিলিন, ডেনিসন পুনর্ব্বার সভা...র বলিয়া মনোনীত হইয়াছেন।

১৫ ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার রাজ্ঞীর বক্তৃতা পঠিত হইবে।

স্পেনের টেলিগ্রামে ব্যক্ত করে কাডিজের সাধারণতন্ত্রপ্রিয় দলকে হত ব্যক্তিদিগকে সমাহিত করিবার নিমিত্ত ৪৮ ঘটিকার সময় দেওয়া হইয়াছে। বিদ্রোহিগণ আত্মসমর্পণ করিতে চাহে।

এটনা পর্ব্বতে আর এক প্রবল অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছে।

গত কল্যের নিউইয়র্কের টেলিগ্রামে প্রকাশ করে মহাসভা সভাপতি জনসনের বক্তৃতা পাঠে অনুমোদন করেন নাই।

১১ ই ডিসেম্বর। মনিভূপোষ্ট বলেন, পিকিনস্থ ডুক সর রথফোর্ড অব লকক রাজকুমার কণ্ডকে বলিয়াছেন, মিসনরি ঘটিত বিবাদ ভঞ্জনের ভার রণতরির অধ্যক্ষ কেপেলের হস্তে আছে।

১৪ ই ডিসেম্বর। স্পেন হইতে শেষে যে টেলিগ্রাম আসিয়াছে তাহাতে জানা যাইতেছে কাডিজের বিদ্রোহিগণ সৈন্যদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

নূতন মন্ত্রিদলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিযুক্ত হইয়াছেন।

ফরষ্টার সাহেব শিক্ষাসংক্রান্ত সেক্রেটারি, অটওয়ে সাহেব পররাষ্ট্র বিভাগের অণ্ডর সেক্রেটারি, লার্ড নর্থব্রুক যুদ্ধ বিভাগের অণ্ডর সেক্রেটারি, শালিফিল সাহেব বাণিজ্যের অণ্ডর সেক্রেটারি, আর্ল এয়েলেস্লি পিল সাহেব নবিদ্র আইন বিভাগের অণ্ডর সেক্রেটারি এবং সর কোলমান ও লয়েলেন জজ আডবোকেট হইয়াছেন।

রসের মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

লাডষ্টোনলি রাসাম সাহেবকে লিখিয়াছিলেন আবিসিনিয়াতে রুদ্ধাবস্থায় যে কষ্ট হয়, তাহার ক্ষতিপূরণস্বরূপ গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে ৫০,০০০ টাকা এবং ডাক্তর ব্লাঙ্ক ও লেপ্টনেণ্ট প্রিডোকে ২০,০০০ টাকা করিয়া প্রদান করিবেন।

১৫ ই ডিসেম্বর। অদ্য রাজ্ঞীর বক্তৃতা পঠিত হইয়াছে। বক্তৃতাতে কেবল এইমাত্র প্রকাশ করে পূর্ব্বতন মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করাতে নূতন মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং প্রতিনিধি মনোনীত হইলে বড়ের পর মহাসভার কার্য্যারম্ভ হইবে।

ক্রিটদ্বীপসম্বন্ধে সুলতান যে প্রস্তাব করেন, গ্রীসের গবর্ণমেন্ট তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

গ্রীক যুবকে প্রত্যানয়নার্থ একখানি ... কনষ্টান্টিনোপলে প্রেরিত হইয়াছে। যু...যুক্ত এথেন্স ত্যাগ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের রণক্ষেত্রের কামান ... অবস্থার অনুসন্ধানার্থ ডিউক অব ... এক কমিসন নিযুক্ত করিয়াছেন।

১৭ ই ডিসেম্বর। কনষ্টান্টিনোপল ... শেষে যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে ... করে কতগুলি লৌহাবৃত যুদ্ধ জাহাজ ... দিগে প্রেরিত হইয়াছে।

হাউস অব কমন্স ১৯ এ ফেব্রুয়ারি ... হাউস অব লার্ডস ১১ ই ফেব্রুয়ারি ... স্থগিত থাকিবে।

—১০১—১০১—

## গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন।

### বঙ্গদেশীয় লেপ্টনন্টগবর্ণরের আদেশানুসারী

### নিয়োগ।

৫ ই ডিসেম্বর। এ, টী, মাকলিন ... দ্বিতীয় শ্রেণির মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর...বেন।

১৬ ই ডিসেম্বর। যশোহরের প্রা... জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ... কুইন সাহেব ১৮৫৯ অব্দের ১০ ও ... অব্দের ৬ আইন অনুসারে আপীল ... করিতে পারিবেন।

যত দিন ডাক্তর আর, মাকলিয়ড ... কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর থাকিবেন, ... ডাক্তর ডি, পি, স্কিপটন মহোদয়ের চি... কর্ম্মচারী হইবেন।

১৭ ই ডিসেম্বর। ভাগলপুরের সি... সেসিয়ন জজ এচ, আর, মাডকস ... নিজ পদভিন্ন সাঁওতাল পরগণার ডেপু...সনর হইবেন।

কলিকাতার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রে... মিলার সাহেব সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত হইলে...

এচ, সি, বি, সি, ব্রবান সাহেব ভাগ... প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী ...টর হইবেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে, ...সন সাহেব জঙ্গীপুর উপবিভাগের ভার ... মুরশিদাবাদে মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে... ক্ষমতা পাইবেন।

এ, ডবলিউ, কসারাট সাহেব স... পরগণার এক জন সহকারী কমিসনর...

ত উপবিভাগের ভার এবং মাজিষ্ট্রেট ও
ী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন। তিনি
১৮৫৪ অব্দের ১৮ আইন অনুসারে
মার বিচার করিতে ও দণ্ড দিতে পারি-
।

ম, সি, এম, স্মিথ সাহেব পূর্ণীয়ার ডেপুটী
ষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইয়া প্রথম
র অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।
লিখিত ভদ্র লোকেরা তমোলুকের দাতব্য
ৎসালয় চালাইবার সভার সভ্য হইবেনঃ—
াবু অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়।
অম্বিকাচরণ রক্ষিত।
ামরূপের সহকারী কমিসনর পি, টি,
পি কসায়া ও অয়স্তিয়া পর্ব্বতে বদলী
ন।
নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ ১৮৩৩ অব্দের
াইন অনুসারে ফরিদপুর, ময়মনসিংহ,
। ও ঢাকার ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা
বন।
দেশের চতুর্থ চক্রবাক্তের রেবেনিউ
রর লেপ্টনন্ট ডবলিউ, জে, ই, হ্যাট।
রকারী রেবেনিউ সরবেয়র লেপ্টনন্ট এম,
কায়ান।
ম্নলিখিত সহকারী পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট
থম শ্রেণিতে উন্নীত হইবেন।
যুক্ত বি, রাটে সাহেব।
এ, এচ, জেমস সাহেব।
সি, পি, ক্রাউচ সাহেব।
ই ডিসেম্বর। বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু ২৪
ার দ্বিতীয় অধস্থ জজ হইবেন।
ন, রাইট সাহেব ঢাকার অতিরিক্ত অধঃস্থ
হইবেন; কিন্তু যত দিন মৌলবী নাজির
াহম্মদ সরকারী কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর
ন তত দিন উক্ত জেলার প্রতিনিধি প্রথম
জজ হইবেন।
াগলপুরের অধঃস্থ জজ বাবু নরোত্তম
প্রথম শ্রেণিতে উন্নীত হইবেন।
লবী আবদুল মজিদ চতুর্থ শ্রেণির অধঃস্থ
ইয়া দিনাজপুরস্থিত হইবেন।
ম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা কটকের অন্নক্ষেত্র
সভ্য হইবেন।
যুক্ত ডবলিউ, নাইট সাহেব।
বু বৈদ্যনাথ পণ্ডিত।
বু বিশ্বনাথ চৌধুরী।
প্তেন এল, জে, এচ, গ্রে বারাকপুরের
নমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ছোট আদালতের

জজ হইয়া ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বজবেশীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতর সভ্য হইবেন।

অযোধ্যার রাজার বাটীস্থিত গবর্ণর জেনর লের প্রতিনিধি এজেণ্ট কাপ্তেন ডবলিউ, এল, রাণ্ডাল রাজবাটীর মধ্যস্থিত অপরাধের বিচার করিবার নিমিত্ত ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

ডবলিউ, ডবলিউ, হণ্টার সাহেব ষ্টাম্প ও ষ্টেসনরির প্রতিনিধি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

যত দিন পি, ডি, ডিকেন্সন সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ডবলিউ, এম, সুটার সাহেব প্রতিনিধি প্রেসিডেন্সি ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রার হইবেন।

মেজর এচ, পি, ডবলিউ, উইক দার্জিলিঙ নগরের এক জন মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

সুরমের সহকারী কমিসনর লেপ্টনন্ট ডবলিউ, ই, রুথারফোর্ড আসামে প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

যত দিন বাবু রামচন্দ্র দাস বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন বাবু রাজেন্দ্রকুমার বসু ঢাকার অন্তর্গত মকসুদপুরের প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

১৯ এ ডিসেম্বর। যত দিন মৌলবী আনোয়ার আলি উপস্থিত না হন, তত দিন বাবু মথুরানাথ গুপ্ত পাটনার ছোট আদালতের প্রতিনিধি জজ ও অধঃস্থ জজ হইবেন।

এফ, ডবলিউ, বি, পিটর্স সাহেব শ্রীহট্টের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন; কিন্তু আপাততঃ তত্রত্য প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

ই, জে, বার্টন সাহেব ২৪ পরগণার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া আপাততঃ প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

এচ, এস, বিভন সাহেব ২৪ পরগণার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া আপাততঃ প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

আর, পাচ সাহেব বাখরগঞ্জের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া আপাততঃ প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

ডবলিউ, এফ, মিয়াস সাহেব বাখরগঞ্জের

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া
ততঃ প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও
কালেক্টর হইবেন। তিনি দ্বিতীয় শ্রেণির
নিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কা
হইবেন।
ডবলিউ, ই, ওয়াড সাহেব কিছু
নিমিত্ত বর্দ্ধমানে দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতি
মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।
২১ এ ডিসেম্বর। ই, ডমণ্ড সাহেব
একণে বিদায় লইয়া আছেন পুরীর মা
ও কালেক্টর এবং নিজ পদগুণে করদ
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহকারী হইবেন।
এ, টি, মাগলিন সাহেব ফরিদপুরের
ষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।
টি, নর্ম্মান সাহেব রাজসাহীর স
মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া আপাততঃ
নিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কা
হইবেন।
ডবলিউ, এচ, বার্ব্বার সাহেব রাজস
সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া
ষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পা
তিনি আপাততঃ দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতি
জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হ
বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় যিনি একণে বিদায়
আছেন ময়মনসিংহের অন্তর্গত নেত্রকো
মুন্সেফ হইবেন। তাঁহার অনুপস্থানকালে
দ্বারকানাথ মিত্র প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবে
বাবু মথুরানাথ বসু ময়মনসিংহের অ
মদারগঞ্জের মুন্সেফ হইবেন।
যত দিন জে, বি, ওয়ার্গন সাহেব
লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন এ
ফকন সাহেব পূর্ণীয়ার প্রতিনিধি মাজি
কালেক্টর হইবেন।
রাজসাহীর সহকারী পুলিস সুপরিণ্টে
ডবলিউ, বি, মাক্গুয়েন সাহেব ঢাকায়
বদলী হইবেন।
২ এ ডিসেম্বর। যত দিন সৈদ
হোসেন সরকারী কার্য্যোপলক্ষে স্থা
থাকিবেন তত দিন মৌলবী হোসেন
গয়ার প্রতিনিধি বিশেষ সব রেজিষ্ট্রার হ
যত দিন ই, ডমণ্ড সাহেব বিদায়
অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন জে
গেডিস সাহেব পুরীতে দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতি
মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এবং নিজ পদ
করদমহলের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের স
হইবেন।

... মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

যত দিন বাবু অভয়চন্দ্র দাস বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন তত দিন বাবু রামকুমার বসু ঢাকার কমিসনরের নিজ সহকারী হইবেন।

বাঁকুড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আশান আহম্মদ তথায় মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

—:•:—

আমাদিগের গাজিপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

গাজিপুরের নিকটবর্ত্তী ঈসয়দপুর গ্রামে কতগুলি চোর এক জন গৃহস্থের বাটীতে চুরি করিতে যায়। কিন্তু চোরেরা তাহাদিগের কার্য্যের সূত্রপাত করিতে করিতেই গৃহস্বামী জাগ্রৎ হইয়া উঠে এবং দস্যুগণকে ধরিবার চেষ্টায় পশ্চাৎ ধাবমান হয়। ইহাতে চোরের মধ্যে এক জন নির্ভয় পলায়ন না করিয়া গৃহস্থকে আক্রমণ করে। গৃহস্থ আর কোন উপায় না দেখিয়া আত্মরক্ষার নিমিত্ত চোরকে লাঠি দ্বারা প্রহার করে, তাহাতে চোর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। পুলিষকর্ত্তৃক হত ও হন্তা এখানে আনীত হইয়াছে। বিচার হইতেছে। পূর্ব্বে এইরূপ এক সাহেব এক জন চোরকে গুলি করিয়া মারে, তাহাতে শুনিয়া ছি সাহেব বক্সিস পায়। এ বার ...টিব, দেখা যাউক কি হয়।

এই গ্রামে আর এক দুষ্ট দুই জন পথিককে ধুতুরা খাওয়াইয়া তাহাদিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ করে। ইনিও সেসনে অর্পিত হইয়াছেন।

এখানে এখন পর্য্যন্ত বৃষ্টির কোন লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে না। দ্রব্যাদির মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। জুন মাসে এখানে টাকায় ... সের চাউল বিক্রীত হইয়াছে; কিন্তু আজি কালি ৮ সের পাওয়া ভার।

—:•:—

আমরা ঝাঁসি হইতে নিম্নলিখিত সমাচারগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি।

এ বৎসর এ স্থানে বর্ষা না হওয়াতে কৃষকেরা নিতান্ত হতাশ্বাস হইয়াছে। অনেকে গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে বিষয় কর্ম্ম করিয়া প্রতিপালন হইবার চেষ্টায় গমন করিতেছে। দ্রব্য সামগ্রী অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিয়াছে। বাজারে চাউল ৮ সের ও গম ১২ সের বিক্রয় হইতেছে। এ বৎসর জগদীশ্বরের মনে কি আছে তাহা তিনিই জানেন। অত্রত্য রাজপুরুষেরা এবং অনেক ভদ্রলোকে চাঁদা করিয়া এক অন্নক্ষেত্র করিয়াছেন। তাহাতে গবর্ণমেণ্টও অনেক সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। উক্ত অন্নক্ষেত্রে প্রায় ২০০ লোক আহার করিতেছে। তাহাদিগকে পরিধেয় বস্ত্রাদিও দেওয়া হইতেছে। যাহারা কর্ম্ম করিতে সক্ষম তাহাদিগকে ব্যবসায় অনুসারে কর্ম্ম দেওয়া হইতেছে।

অদ্য ৩।৪ দিবস গত হইল, এখানে কিঞ্চিৎ বৃষ্টি হওয়াতে গম ও ছোলাপ্রভৃতির অনেক উপকার হইয়াছে। এ বৎসর বৃষ্টি না হওয়াতে নদী ও পুষ্করিণীপ্রভৃতির জল শুষ্ক হওয়াতে মৎস্য অত্যন্ত দুর্লভ হইয়াছে। বাজারে উত্তম রোহিত মৎস্য ৩ তিন পয়সা সের পাওয়া যায়।

আগামী বড় দিনের ছুটিতে আমাদিগের কমিসনর এবং ডেপুটী কমিসনর সাহেব বাহাদুরেরা লক্ষ্ণৌয়ে গমন করিবেন।

———

আমাদিগের মগরাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

আজি কালি যেরূপ পুলিষ ইনস্পেক্টরগণের যথেষ্ট বেতনবৃদ্ধি হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর ২৫০ দ্বিতীয় শ্রেণীর ২০০, তৃতীয় শ্রেণীর ১৫০ এবং চতুর্থ শ্রেণীর ১০০ টাকা। ইহাতে অনেক উপযুক্ত ব্যক্তি প্রাপ্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। ইহার মধ্যে যখন কোন শ্রেণীতে কর্ম্ম খালি হয়, কর্ত্তৃপক্ষ যদি উপযুক্ত ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া নিম্নশ্রেণীর কোন ব্যক্তিকে সেই পদবী প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের উৎসাহের আর একটী কারণ হয়, কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন না, তাঁহারা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে ঐ পদবী দিয়া থাকেন, ইহাতে যথার্থ উপযুক্ত ব্যক্তির উৎসাহ ভঙ্গ ও মনোবেদনা উপস্থিত হয়।

২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত স্মিথ সাহেব গত ১১ই ১২ই ডিসেম্বর দুই দিবস মগরায় থাকিয়া কাছারি করিয়াছেন।

গত বৃহস্পতিবার মগরার হাটে নূতন উত্তম আতপ চাউল ৩৸৵ ও সিদ্ধ চাউল ২॥০ টাকা করিয়া মণ বিক্রয় হইয়াছে।

৯ ই ডিসেম্বর বনতুলুকিয়া গ্রামে এক ব্যক্তি সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ সম্বরণ করিয়াছে।

—:•:—

## প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ...
মহাশয় সমীপেষু।

বাইচঘর বাসিগণের অধ্যবসায় ও উৎসাহ।

বাঙ্গালিদিগের উৎসাহ ও অধ্যব... কাল সমান থাকে না, পদে পদে ইহ... প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। ইহারা কো... প্রবৃত্ত হইলে প্রথমতঃ বাহ্যাড়ম্বরে ... হইয়া থাকেন; কিন্তু শেষে সমুদায়ই ... ব্যর্থ হইয়া যায়। রোগ উপস্থিত হই... উৎসন্নপ্রায় হইতেছে; নানাবিধ অ... বিষয়সত্ত্বাবহেতু স্বদেশীয়গণ রুগ্ন ও ... হইতেছেন; দেশের অভ্যন্তরীণ উৎস... ক্রমে শিথিল হইয়া যাইতেছে; স্বদেশী... এমনই অধ্যবসায় ও উৎসাহ যে, ইহার ... প্রতিবিধান না করিয়া নিরুৎসাহচি... আছেন; কিন্তু এদিকে আপাতমনোরম ... আড়ম্বর করিতে ত্রুটী করা হইতেছে না...

বাইচঘর একটী অনতিবৃহৎ পল্লীগ্রা... পদ্মা নদীর সন্নিকটবর্ত্তী পূর্ব্বতীরে ... শাখা রেলওয়ের ভাবী ষ্টেসন ... নদের অপর পারে অবস্থিত। ইহাতে ... স থাক বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বাস, ... কতিপয় কৃতবিদ্য ও সৎস্বভাব সম্পন্ন ... দৃষ্ট হন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ... মাতৃভূমির উন্নতিসাধনে তাদৃশ যত্নবান ... দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা অতিশয় শো... ইহাতে অনেকগুলি প্রধান অভাব দৃষ্ট হ... শীয়গণ যদি যত্নশীল হইয়া তৎপ্রতি... মনোযোগী হন, তাহা হইলে সহজেই এ... উৎকৃষ্টাবস্থ হইতে পারে। কিন্তু ... পরিতাপের বিষয়! তাঁহারা এ... একবারে উদাসীন হইয়া রহিয়াছেন। ... অনেকেই ঘরের কথা খুলিয়া বলেন না, ... আমাদিগকে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া ব... হইতেছে। কি করি, ক্ষমতা নাই; সাহায্য... নাই; উৎসাহদাতা নাই; সুতরাং অন... হইয়া দেশের ও স্বদেশীয়গণের শ্রীবৃদ্ধির ... সম্বাদপত্রের শরণ লইলাম। পাঠকগণ ... দিগের এই ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।

প্রতিবৎসরেই এই সময়ে বাইচ ঘ... ভেদিক জ্বরের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়া থ... প্রত্যেক বাটীতেই ২।৫ টী করিয়া রু... দেখা যায়। গ্রামমধ্যে অনেকগুলি অ...

পুষ্করিণী আছে। তৎসমুদায়ের জল
ব্র ও পানা ইত্যাদিদ্বারা এরূপ দূষিত
হয়াছে যে, তাহাকে একপ্রকার বিষ
ও অত্যুক্তি হয় না। অনেকেই আবার
ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাতে পীড়া
বার অসম্ভাবনা কি? মল পরিত্যাগ
ারের উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত না থাকাতে
ক বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগে রাশীকৃত মল জমা
থাকে; এতন্নিবন্ধন বায়ু বিলক্ষণ দূষিত
পীড়োৎপাদন করে। গ্রাম মধ্যে জঙ্গলা
বিলক্ষণ প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়, ইহাতে যথা-
সূর্য্য কিরণ প্রবিষ্ট ও বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চা
ইতে পারে না। একবার সোমপ্রকাশে
পুষ্করিণীপ্রভৃতির পঙ্কোদ্ধার বিষয়ে
লোকদিগকে অনুরোধ করা হইয়াছিল,
তাহাতে কিছুই ফলোদয় হয় নাই।
নিরুৎসাহ না হইয়া গ্রামবাসীদিগকে
না করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আবর্জ্জনা
র পরিষ্কারবিষয়েও স্বদেশীয়দিগের
অব্যবস্থিততা প্রকাশ পাইয়াথাকে,
বাড়ীর পার্শ্বভাগেই সমুদায় ময়লা
াগ করিয়া থাকেন; সুতরাং ময়লাক্ত
বিষাক্ত বায়ুতে গ্রামখানি নিরন্তর প'র
কে। এই সমস্ত কারণবশতই খাইট
রবোগের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব। মহাশয়!
র যদি নিঃস্ব চাসাদিগের আবাসস্থান
তাহা হইলে আমরা তাহাদিগের দুঃখ
হইয়া রোদন করিতাম না। কিন্তু যখন
শিষ্ট কৃতবিদ্য লোকের বাসস্থান
তাঁহাদিগের এইরূপ অব্যবস্থিততা
কাজেই ক্ষুব্ধ হইতে হয়। হতভাগ্য
এমনই দুরবস্থা'য় অরাক্রান্ত হইয়া
ষ্ট পাইতেছি, পরিবারবর্গ আর্ত্তনাদ
ছেন, ওদিকে দেশের বিঘ্নশান্তির
আড়ম্বরে বারোয়ারি পূজার অনুষ্ঠান
, কিন্তু ভ্রমেও গ্রামের প্রকৃত স্বাস্থ্য
অবস্থার উন্নয়ন করিতে কেহই যত্নবান
ন না: ঊনবিংশ শতাব্দীতে কৃতবিদ্য
মধ্যে এরূপ ঘটনা কয়টী সঙ্ঘটিত হই
? দুঃখের কথা কি বলিব! জ্বরের প্রাদু
খন এবার শীতাবকাশসময়ে দেশে
ভক্তিভাজন জনক জননী ও স্নেহাস্পদ
দিগের সন্দর্শনজনিত সুখ লাভ করিতে
ম না। খাইটঘরবাসিগণ! আর কত
তোমরা এরূপ যেচ্ছাপূর্ব্বক অভিভূত
া কষ্ট পাইবে?

গ্রামমধ্যে অনেকগুলি কাঁচা রাস্তা আছে, কিন্তু তাহার একটীরও অবস্থা উৎকৃষ্ট নয়। অনেকে উল্লিখিত পথগুলির দুই পার্শ্বে মল মূত্র পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, সুতরাং যাইবার সময় নাসিকা বস্ত্রাবৃত করিয়া যাইতে হয়। বর্ষাকালে পথগুলির নিতান্ত শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়া উঠে, একে ত মলমূত্রজনিত দুর্গন্ধ তাহাতে আবার এরূপ পঙ্কিল হইয়া থাকে যে অনেকে পাদস্খলিত হইয়া উক্ত পঙ্কমধ্যে পতিত হইয়া থাকেন: কি বিড়ম্বনা! গ্রামে অন্য বিধ রাস্তা না থাকাতে সমুদায়কে ঐ নরককুণ্ড্য স্থান দিয়াই গমনাগমন করিতে হয়।

পাঠকবর্গ! গ্রামবাসিগণের আশ্চর্য্য চিত্ত বৃত্তি দর্শন করুন। ইঁহারা যষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক কর্দ্দমাক্ত হইয়া ঐ জঘন্য স্থান দিয়াই গমনাগমন করিবেন, তথাপি সকলে উৎসাহান্বিত হইয়া রাস্তাগুলির ভালরূপে সংস্কার করিবেন না!! কি আশ্চর্য্য!!!

গ্রামমধ্যে অনেকগুলি ডোবা আছে। বর্ষাকালে উক্ত ডোবাগুলি জলপূর্ণ হইয়া গমনাগমনের বিস্তর অসুবিধা সঙ্ঘটন করে। বিশেষতঃ নিকটস্থ জঙ্গলের পত্রাদি সর্ব্বদা উহাতে পতিত হওয়াতে উক্ত জল দূষিত হইয়া মেলিরিয়া উৎপাদন করে। গ্রামবাসিগণ যদি সচেষ্ট হইয়া মধ্যে মধ্যে পয়ঃপ্রণালী করিয়া উক্ত ডোবাগুলি পরিপূরিত করিয়া দেন, তাহা হইলে দেশের কত মঙ্গল হয়।

খাইটঘরে একটী সাহায্যকৃত ইংরাজী বঙ্গ বিদ্যালয় আছে। কিন্তু দেশীয়দিগের উৎসাহ ও অধ্যবসায় গুণে ইহার বিলোপদশা উপস্থিত। স্কুলের সম্পাদক স্বয়ং বৈষয়িক কার্য্যে ব্যস্ত সুতরাং স্কুলের দিগে মনোযোগ দিতে পারেন না। স্কুলে ছাত্র নাই; অর্থ নাই; উৎসাহদাতা নাই; সম্পাদক ও শিক্ষকদিগের কর্ত্তব্যপরায়ণতা নাই; বস্তুতঃ স্কুল এক প্রকার নাই বলিলে বলাযায়। প্রায় অর্দ্ধবৎসরকাল বিদায়েই পর্য্যবসিত হয়। আমরা আগ্রহসহকারে কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা হয় সচেষ্ট হইয়া স্কুলটী উৎকৃষ্টাবস্থ করুন, নয় সাহায্যদান বন্ধ করিয়া উৎসন্ন করিয়া দেউন। স্কুল রাখিয়া এরূপ ছেলেখেলা করিবার প্রয়োজন নাই।

খাইটঘরে একটী খাইটঘরহিতৈষিণী সভা ও বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু খাইটঘর বাসিগণের সুদৃঢ় অধ্যবসায় ও উৎসাহ গুণে অনতিবিলম্বেই তাহা উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। খাইটঘরের সমুদায় বিষয় লিখিতে

গেলে একখানি গ্রন্থ হইয়া উঠে,
বাহুল্যভয়ে অধিক লিখিতে পারিলাম
উপকার জ্ঞান করিলে ভবিষ্যতে আর
বিষয় লিখিয়া জানাইব।

খাইটঘরবাসিগণ! উৎসাহান্বিত
পূর্ব্বোল্লিখিত বিষয়গুলির পঙ্কোদ্ধার
যত্নবান হও। ইহাতে স্বদেশের ভূয়সী
হইবে। খাইটঘর আমাদের দেশ; ইহার
ও অবনতির সহিত আমাদিগের উন্নতি ও
তির বিশেষ নৈকট্য সম্বন্ধ আছে। আমরা
সচেষ্ট হইয়া ইহার উন্নতিসাধন না করি,
হইলে দেশের মঙ্গল কোথায়? কাপুরুষে
সকল বিষয়ে অপরের মুখাপেক্ষী হইয়া
কি মূঢ়তা ও অবিমৃষ্যকারিতার কার্য্য
খাইটঘর বাসিগণ! তোমরা নিজের অ
ও অনধ্যবসায়দোষে যেরূপ রুগ্ন ও হী
হইতেছ, ইহাতে কি তোমাদের কিছু মা
অনুভূত হইতেছে না? যদি বল গ্রামের
ও ময়লা ইত্যাদি পরিষ্কার করিতে
অর্থের প্রয়োজন, বিশেষতঃ দরিদ্রদে
মেথরপ্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে অক্ষম
এর কি প্রকারে গ্রামের পঙ্কোদ্ধার হইবে?
তবে বক্তব্য এই, তোমরা প্রতিবৎসর
সবে ও তদানুষঙ্গিক যাত্রা গানপ্রভৃতি আ
যত টাকা ব্যয় কর, অন্ততঃ তাহার অ
এই শুভ কর্ম্মের নিমিত্ত দান কর। ক
ইন্দ্রিয় সুখ সম্ভোগার্থ যাত্রাদিতে অর্থব্য
করিয়া সেই টাকা এই মঙ্গলকার্য্যে দান
কি মনস্বিতার কার্য্য নহে? এরূপ করিলে
গ্রামে কত মঙ্গল হইবে? এতদ্ব্যতীত সর্ব্ব
দের নিকটে কিছু কিছু চাঁদা করা হউক,
সকল টাকা জমা করিয়া কিছু মূলধন
হউক এবং সেই মূলধন রক্ষার ভার কোন
কুশল ডিপ্রকম্পার হস্তে ন্যস্ত হউক।
য়ারিতে যে টাকা ব্যয় করা হয়, তাহা উ
জমা করা হউক। এইসকল টাকাতেই
হইবে। যদি কিছু অনটন হয়, তাহা হইলে
মেণ্টের নিকট প্রার্থনা করা হউক। প্রজা
গবর্ণমেণ্ট কখনই সাহায্যদানে বদ্ধমুষ্টি
না। রাস্তাগুলি পাকা করা হউক ও
উভয়পার্শ্বে মলপ্রক্ষেপ রহিত করাইয়া
পানি যথানিয়মে পরিষ্কার করা হউক।
হইলে সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হইবে।

শ্রী:—

—:•:—

মাজিলপুরহিতৈষিণী সভার
মাসিক অধিবেশন।

গত ৮ ই অগ্রহায়ণ রবিবার অপরাহ্ণে
পর জমীদার হরমোহন দত্ত বাবুর উদ
বৈঠকখানায় মাজিলপুরহিতৈষিণী সভার
ষাণ্মাসিক অধিবেশন হয়। এই সভায়

স্পেনের নূতন যুক্ত সিনোর অলজাজে সম্রাট
[illegible]লিয়মের নিকটে আপনার সনন্দ প্রদান
[illegible]য়াছেন।

তুরস্ক গবর্ণমেন্ট ইউরোপীয় গবর্ণমেন্টসমু
[illegible] বলিয়াছেন, যদি প্রথম পাঁচটী কথারকে
[illegible] করিয়া সন্ধি হয় তবে তাঁহারা যুক্তসভা
[illegible] বিবাদমীমাংসা করিতে প্রস্তুত আছেন।

[illegible]সর রিচার্ড মেইনের মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত
[illegible]াছে।

লণ্ডন ১৮ ই ডিসেম্বর। তুরস্কের সহিত
[illegible]সর বিবাদের উল্লেখ করিয়া মনিটিউর পত্র
[illegible]বনা করিতেছেন, ইউরোপীয় গবর্ণমেন্ট
[illegible] একবাক্য হইয়া এই বিবাদঘটিত অনি
[illegible] শান্তসম্পাদন করিবেন।

তুরস্ক যুদ্ধজাহাজদল সিরাতে ইনসিস
[illegible]হাজ আক্রমণ ও অবরোধ করিয়াছে।

[illegible]যাবতীয় গ্রীককে তুরস্ক ত্যাগ করিতে বলা
[illegible]াছে; যাহারা গমন না করিবে, তাহা
[illegible]কে তুরস্ক প্রজা বলিয়া গণনা করা হইবে।

[illegible] লাবালেট মারকুইস ডি মুস্টিয়ারের পদে
[illegible]াষ্টবিভাগের এক মন্ত্রী ফুকেড স্বরাষ্ট
[illegible]াগের মন্ত্রী হইয়াছেন।

[illegible]২৩ এ ডিসেম্বর। সর সাইমর ফিটজারলণ্ড
[illegible] অব ইণ্ডিয়ার এক জন অতিরিক্ত নাইট
[illegible]ও কমাণ্ডার হইয়াছেন।

[illegible]কতকগুলি লোক লার্ড আর্গিলের সহিত
[illegible]াৎ করিতে গমন করেন। তাঁহাদিগের
[illegible]সম্বন্ধের প্রত্যুত্তরস্বরূপ তিনি বলিয়া-
[illegible] লার্ড মেলকোসি বলিয়া গান, জলসেচনার্থ
[illegible]র ব্যয় সরকারী রাজস্ব হইতে না দিয়া
[illegible] করিয়া নির্ব্বাহ করা উচিত, তাঁহারও সেই

[illegible]০ দিবসের মধ্যে গ্রীকদিগকে তুরস্ক ত্যাগ
[illegible]ত হইবে।

—:•:——:•:—

আমাদিগের শ্রীহট্টস্থ সংবাদদাতা
[illegible]খিয়াছেন।

[illegible]ত্রস্থ ভদ্র লোকেরা যে গবর্ণমেন্ট স্কুলের
[illegible]আবেদন করিয়াছেন, বোধ হয় শীঘ্রই
[illegible] প্রতিষ্ঠিত হইবে। কর্তৃপক্ষ পূর্ব্বে অত্রত্য
[illegible]ট হাউস গবর্ণমেন্ট বিদ্যালয়ের জন্য
[illegible]নীত করিয়াছিলেন; কিন্তু অত্রস্থ ভদ্র
[illegible] সেই গৃহের অনুপযুক্ততা বর্ণন করিয়া
[illegible] পূর্ব্ব বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত
[illegible], ক্লার্ক সাহেবকে আর একটী ভাল গৃহ
[illegible]র জন্য অনুরোধ করেন। ক্লার্ক সাহেব
তদুত্তরে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, যাহাতে শ্রীহট্টে শীঘ্র গবর্ণমেন্ট বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তাহাই সর্ব্বাগ্রে করা কর্ত্তব্য; কিন্তু আপনাদিগের এই প্রার্থনা (ভাল ঘরের প্রার্থনা) ডাইরেক্টর সাহেবকে জানাইয়া তদনুমতি লাভের প্রার্থনায় প্রতীক্ষা করিলে অনেক গৌণ হইবার সম্ভাবনা আছে; অতএব আমার বিবেচনায় আপনাদিগের পূর্ব্বপ্রদত্ত গৃহেই সম্মত হওয়া উচিত। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে ভাল গৃহ পাওয়া যাইতে পারিবে।" ইহাতে অত্রস্থ ভদ্রলোকেরা সম্মত হইয়াছেন।

গত কল্য অত্রত্য মিসন স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। তদুপলক্ষে অদ্য প্রাতে একটী সভা হইয়া আগামী কল্য অবধি ১১ দিনের জন্য স্কুল বন্ধ হইয়াছে।

১০ ই পৌষ }
১২৭৫ }

—:•:—

## প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! সুযোগ্য ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু গৌরদাস বসাক মহাশয় খুলনা উপবিভাগের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন শুনিয়া আমরা তাঁহাকে কিছু জানাইতে ইচ্ছুক হইয়া আপনার দেশমান্য সোমপ্রকাশের আশ্রয় লইলাম, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগের এই প্রস্তাবটি পত্রস্থ করিয়া বাধিত করিবেন।

গৌর বাবু! আপনি খুলনায় চলিলেন, এই সম্বাদটি শুনিয়া অবধি আন্তরিক যে অসীম আনন্দ অনুভব করিতেছি, তাহা লেখনীমুখে আকর্ষণ করা মাদৃশ জনের সাধ্যাতীত। আপনার বাগেরহাট উপবিভাগের স্থায়ী কীর্ত্তিই, আমাদিগের এই আনন্দোদ্দীপনের একমাত্র কারণ। আপনি আমাদিগের খুলনায় গিয়া ঐরূপ কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রস্তুত করিবেন কি না, তাহা ভবিষ্যগর্ভে রহিয়াছে; কিন্তু আমাদিগের সম্পূর্ণ ভরসা এই যে, আপনার যে সাধুপ্রবৃত্তিতে বাগেরহাটবিভাগের মনুষ্যেরা আপনার নিকট চির কালের জন্য ঋণী হইয়া রহিয়াছেন, আমরাও তাহার কোনপ্রকার শুভ ফললাভে বঞ্চিত হইব না। গৌর বাবু! এক্ষণে জগদীশ্বর সমীপে সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা করি যে, আপনি খুলনায় সুদীর্ঘকালস্থায়ী ও সর্ব্বপ্র
কার বিঘ্নবিমুক্ত হইয়া আ[illegible]
প্রকাশ করিয়া জনসমাজে[illegible]

খুলনাবিভাগের মধ্যে[illegible]
পারে নৈহাটীনামক এক গ্[illegible]
ঐ গ্রামের পূর্ব্বকালের স্ব[illegible]
আপনি লোকমুখে অবগ[illegible]
কিন্তু কালের করাল কবলে[illegible]
সে সুখসমৃদ্ধি কিছুই নাই[illegible]
শোভা ও সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ[illegible]
স্থান ভয়ানক জঙ্গলাকীর্ণ[illegible]
বাসযোগ্য হইয়া রহিয়াছে[illegible]
পূর্ব্বে বিদ্যালোচনা ধর্ম্মা[illegible]
আমোদ প্রমোদে কাল [illegible]
অধুনা সেই স্থানে লোকে [illegible]কুৎসা
বিবাদ বিসম্বাদ এবং স্ত্রীহত্যা ইত্যাদি
অসৎ অনুষ্ঠানের দ্বারা শুভজীবন[illegible]
জীবন অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছে। [illegible]
অধিক কি কহিব; যেরূপ অভা[illegible]
জীবনে মনুষ্যনামে কলঙ্ক, যেসকল[illegible]
গ্রামনিবাসিগণকে যৎপরোনাস্তি [illegible]
করিতে হয়, নৈহাটীনিবাসী মনুষ্যদি[illegible]
সমস্ত অভাবই রহিয়াছে। এক্ষণে যদি[illegible]
ঈশ্বরপ্রসাদে নৈহাটী গ্রামের উপর, [illegible]
অনুকূল দৃষ্টি পতিত হয় তবেই [illegible]
অল্পকালের মধ্যে গ্রামখানি একবারে[illegible]
হইয়া যাইবে। আমরা এবিষয়ের জন[illegible]
ক্রমে আপনাকে আরো কিছু লিখি[illegible]
লাষী রহিলাম। সম্মানপূর্ব্বক নিবেদ[illegible]

১৮৬৮ শ খৃষ্টাব্দ }
২৯ এ ডিসেম্বর } শ্রীকৈলাসচ[illegible]

—:•:—

এই স্থানে (ফরিদপুরে) [illegible]
১ লা জানুয়ারি অবধি যে কৃষি প্রদর্শন[illegible]
পলক্ষে একটী সামান্য [illegible] হইয়া [illegible]
রও জানুয়ারি মাসের প্র[illegible] দিবস হইতে
কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে। [illegible]দুপলক্ষে
কার্য্য হইয়া থাকে, মহা [illegible] করে তাহা
হইতেছে। এই মেলাটী ৭ দি[illegible] স্থায়ী হ[illegible]
দিন পূর্ব্বাহ্নে ইংরাজী ও এদেশের [illegible]
ভূতি প্রদর্শিত হইবে এবং অপরাহ্নে ন[illegible]
কৌতুককর ক্রীড়া হইবে; দ্বিতীয় দিন [illegible]
উৎকৃষ্ট ফলাদি প্রদর্শিত হইয়া, [illegible]
দ্বয়ের দৌড় হইবে। ৩ রা জানুয়ারি [illegible]
বলিয়া মেলার কোন কার্য্যই হইবে না। [illegible]
পূর্ব্ব দিনের ন্যায় ব্যবসায়ীদিগের বি[illegible]
চলিবে। চতুর্থ দিবসে প্রথমতঃ এ [illegible]

পরীক্ষ হইয়া বলবান
ও বিবিধপ্রকার ক্রীড়া
। পঞ্চম দিবসে কার্পা
প্রদর্শনান্তর বালকগণের
 পরীক্ষা করা হইবে।
এদেশীয় বলবান কৃষি
গো, মহিষ ও দুগ্ধবতী
হইবে। এই দিনে সুশি
দীয় সূত্রধর ও কর্ম্মকার
ক ও পরীক্ষা হইবে।
প্রদর্শিত উৎকৃষ্ট দ্রব্যসমূ
 পারিতোষিক প্রদান
 অঙ্গী মিত্রীক্ষা হইয়া মেলার
ষ করা হইবে।
কার্য্যে যেমত অর্থ বায়িত হইবে
ধিকাংশই জমীদার, তালুকদার ও
মোক্তার মহোদয়গণের নিকট হইতে
 সংগ্রহ করা হইয়াছে, গবর্ণমেণ্টও
 প্রদান করিয়াছেন। এই কার্য্যের
পাধী বাবু ভগবানচন্দ্র বসু। ইঁহারই
 এ বিষয়ে অর্থদান করিয়া থাকেন,
র বিষয় এই যে, উক্ত বাবু এবার
রিত্যাগ করিয়া ময়মনসিংহে যাই
অনেকে অনুমান করিতেছেন যে,
 গেলে এই মেলার কার্য্যটী এক
হইবে, কিন্তু আমরা বিবেচনা করি
 জমীদারপ্রভৃতি মহোদয়দিগের
দ্বারাই কার্য্যটী সমাহিত হইতেছে,
 স্বত রাজকীয় কোন কার্য্যকারক
উদ্যোগ করিলেই ইহা স্থায়ী হইতে

আমাদিগের মেলার অধিনায়কগণ
বিষয়ে সংবাদ এই পারিতোষিক
টী [illegible] সরকারে নিরপেক্ষ
চতুরা[illegible] করা হয়। অন্যান্য
য় এব[illegible] আমরা সংবাদপত্রে
 থাক[illegible] দর্শন করিয়া
না হই।

[illegible] এ বৎসর [illegible]
 না; যদিও কোন কোন স্থলে
 সুমন করা হইয়াছিল, জলের
 নষ্ট হইয়া যাইতেছে। আমন
 নাই। এক্ষণে বাজারে ৮০
 ১৪।।৫ সের চাউল প্রতি
 হইতেছে। সেখানকার দেখা যাই
তে বিশেষ অনিষ্ট আশঙ্কা নাই।

কিন্তু চারি দিকের সংবাদ শুনিয়া ভয় হই তেছে।

কাঁড়নপুর
১২৭৫
১২ পৌষ

একস্য
পাঠকস্য

—:•:—

## ওকালতী পরীক্ষা।

সম্পাদক মহাশয়! উক্ত শ্রেণীর ওকালতী পরীক্ষার কাল আগতপ্রায়। যেসকল মনুষ্য অহর্নিশ আইনশিক্ষাজনিত পরিশ্রমে শরীরের শোণিত শুষ্ক করিয়াছেন, স্বকীয় সাহায্য তৎপর সম্পূর্ণ সহায়হীন এরূপ অনেক লোক এই পরীক্ষাপ্রদানাকাঙ্ক্ষী হইয়াছেন, ইংরাজী ভাষানভিজ্ঞ মুনসেফ আদালতের উকীলেরাও (যাহাদের ওকালতী পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অদৃষ্ট পরীক্ষা হইবে) এই পরীক্ষাতে উপস্থিত হইবেন। উকীলেরা নিজ অদৃষ্ট ও পরিশ্রমের ভাগ ভিন্ন অন্যাংশ গ্রহণ ও ভোগ করেন না; বরং ইঁহাদের দ্বারা প্রজাপুঞ্জের উপকার সাধিত ও স্বত্ব রক্ষিত হয়। এই মাত্র নয়, উঁহাদিগের হইতে ইংলণ্ডেশ্বরীর ধনাগারেরও যথেষ্ট সাহায্য হইয়া থাকে। এবম্বিধ পরাকাঙ্ক্ষীদিগের পরীক্ষার প্রশ্নরচনা ও উত্তরপত্রদর্শনকালে কিঞ্চিৎ করুণাবলম্বন হওয়া উচিত। এক্ষণকার পরীক্ষা প্রণালী অত্যন্ত কঠিন। দেওয়ানী, রেবিনিউ, ফৌজদারী এই তিন সংক্রান্ত তিন প্রস্থ প্রশ্ন হয় ও প্রত্যেক বিষয়ে ১২ টী করিয়া প্রশ্ন হইয়া থাকে। এক এক দিবসে এক এক বিষয়ের পরীক্ষাগ্রহণই বিধেয়। অপর, কোন্ দিবসে কোন্ বিষয়ের পরীক্ষা হইবে পূর্ব্বে তাহার নির্ণয় ও প্রচার করা বিধিসিদ্ধ। উক্ত ১৮৫৬ অব্দের প্রচারিত বিধি সম্মত। ঐ আইনে পরীক্ষাকাঙ্ক্ষীর সুবিধার্থে কোন্ কোন্ পুস্তক হইতে প্রশ্ন হইবে তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া দিবার নিয়ম আছে; সুতরাং কোন দিবসে কোন্ বিষয়ের পরীক্ষা হইবে পূর্ব্বে তাহা প্রকাশ করিয়া দেওয়া সেই বিধানের অনুমোদিত হইবে। এইগুলি বিবেচনা করিয়া পরীক্ষক মহোদয়েরা কার্য্য করিলে হতাশ পরীক্ষার্থী [illegible] হয় না।

কস্যচিৎ বাকরগঞ্জবাসিনঃ।

———

## মূল্যপ্রাপ্তি।

| | | |
|---|---|---|
| শ্রীযুক্ত বাবু রঘুনাথ বিশ্বাস | | পাটনা |
| ১৮৬৯ জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর | | ১৩ |
| ” ” রাখালচন্দ্র রায় লাখুটিয়া | | ১০ |
| ” ” শিবচন্দ্র দত্তরা মঠবাড়ীলক | | |
| ” কলিকাতা নর্ম্মালস্কুল | | |
| ” মালিপোতা স্কুল | | ন |
| ১৮৬৯ জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর | | |
| ” মৌলবী মহম্মদ রসিদ খাঁ | | ন |
| ১৮৬৯ জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর | | |

———

## সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা ষাণ্মাসিক ৫।।০ টাকা, মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি, মনিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার মধ্যে যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, একমাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে পত্র লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের ডাকঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি [illegible] আনা তাহার পর /১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতিসোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ

১১ শ ভাগ। ৯ ।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

ক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
ম যাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা।
সন ১২৭৫। ২৯ এ পৌষ। ১৮৬৯। ১১ই জানুয়ারি
মফস্বলে মাশুলসহ
যাণ্মাসিক ৭,



## বিজ্ঞাপন।

সর্পাঘাতপ্রতীকার অর্থাৎ সর্পবিষনাশক পাবলী ব্যবস্থাসহিত সংগৃহীত হইয়া ক্ষুদ্র কাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য তিন আনা।

মেদিনীপুর গবর্ণমেন্ট } শ্রীহৃদয়নাথ দাস
বাঙ্গালাবিদ্যালয়।
০ এ ডিসেম্বর ১৮৬৮

—:০:—

হরিনাভি ইং সং বিদ্যালয়ে ১৮৬৯ অব্দের শিকা পরীক্ষার্থীদিগের পাঠার্থ একটী ী করা হইবে। যাঁহারা উহাতে প্রবিষ্ট া অধ্যয়নের বাসনা করেন, তাঁহারা ১৫ ই য়ারির মধ্যে প্রধান শিক্ষকের নিকটে মাদি অবগত হইবেন।

ডিসেম্বর } শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা
৬৮ হরিনাভি বিদ্যালয়ের
অধ্যক্ষ।

—:০:—

ণীত চিত্তবিনোদ কাব্য ১ ম খণ্ড। অতি লত অমিত্রাক্ষরে রূপকচ্ছলে ইহাতে তবর্ষের বর্ত্তমানাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। গ্রা ক মহাশয়েরা বর্দ্ধমান বড়বাজারে অমর হার পুস্তকালয়ে তত্ত্ব করিতে পাইবেন।

শ্রীদীননাথচন্দ্র বসু।

—০০—

চিকিৎসাপ্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব

অর্থাৎ

প্রিন্সিপলস্ এবং প্রাকটিস অব

মেডিসিনের

প্রথম খণ্ড ৮ পেজি ফরমার ১৬৮ পৃষ্ঠা বাঁধা, শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপা বি, এ, এম, বি, কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া শিত হইয়াছে।

প্রথম খণ্ডের বর্ণিত বিষয় (১) সাধারণ নিদানতত্ত্ব (২) অস্ত্রকৎসেক্য পীড়াসমূহ। (৩) দৈহিক পীড়াসমূহ (৪) স্নায়ুমণ্ডলের পীড়াসমূহ।

মূল্য ১০ টাকা, ডাকমাশুলসহিত ১০॥০ কলিকাতা লালবাজার হিন্দু হষ্টেল ২১৩ সং বাটীতে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

—:০:—

বাল্মীকি রামায়ণ

তৃতীয় খণ্ড

এই পুস্তক প্রথমাবধি প্রকাশ হইতেছে। ইহাতে নাগরাক্ষরে মূল ও টীকা এবং সর্বশেষে বাঙ্গলা অনুবাদ আছে। যাঁহার আবশ্যক হইবে, তিনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে আমার নামে পত্র লিখিবেন। প্রত্যেক খণ্ডের (দশ ফরমার) মূল্য ॥০ আনা। বিদেশীয় গ্রাহকদিগকে /০ আনা মাসুল দিতে হইবে।

কলিকাতা } শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
ব্রাহ্মসমাজ

———

## মজাপুর মেডিকেল হল।

১। এতদ্দ্বারা আমাদিগের ঔষধক্রয়কারক, সুহৃদ, সংকারী ও সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক ইণ্ডেণ্ট সম্বন্ধে অর্ণবপোত " ষ্টার অব স্কোসীয়া, ওয়ার উইক, ব্রিটিস ক্রীন স " দ্বারা দশ সহস্র টাকা মূল্যের ঔষধ পূর্ব্বে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন সম্প্রতি আমরা বিলাত হইতে ইং সন ১৮৬৮ সালের শেষ ত্রৈমাসিক ইণ্ডেণ্ট সম্বন্ধে " ব্রিটিশ ফলাগ, কং আরথর, ও বাকস " নামক অর্ণবপোতত্রয়দ্বারা ৮৩ বাক্স ইউরোপীয় ঔষধ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সমস্ত ঔষধ ন্যূনাধিক সাত সহস্র টাকা মূল্যে ক্রয় করা হইয়াছে।

২। আগামী বর্ষের প্রথম ত্রৈমাসি উপলক্ষে চিকিৎসোপযোগী অস্ত্র প্রস্তুতকরণের ও ঔষধবিক্রয়করণের সামগ্রী ও সজ্জা ও বিবিধ ইং সন ১৮৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে হইতে পৌঁছিবে।

৩। আমরা অধিক পরিমাণে ও উভয়রূপে ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকি

৪। এই সমস্ত দ্রব্যাদির আসল চালান ও অন্যান্য দলীল কেহ দেখিতে হইলে, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে ৩৫ সংখ্যক প্র বালয়ে শ্রীযুক্ত বাবু গোপীনাথ দের নি সভাবাজার ষ্ট্রীটে ৫৫ সংখ্যক ঔষধালয়ের ম্যানেজর শ্রীযুক্ত বাবু পাল হালদারের নিকট দেখিতে ইতি।

কলিকাতা } বন্দ্যোপাধ্যায় এ
৫ ই ডিসেম্বর
ইং সন ১৮৬৮

—:০:০:—

## যৌবনোদ্যান।

ও অন্যান্য কবিতাবলী।

শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বিরচিত। মূল্য ।৶০ ছয় আনা। ১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত পুস্তকালয়ে যায়।

শ্রীরাজকৃষ্ণমুখোপাধ্যায়

—:০:—

ইদানীন্তন কতগুলি অসৎ লোক সার বশবর্ত্তী হইয়া অন্যের অবলো গ্রন্থসংস্করণকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বিহিত শ্রম না করিয়া অন্যের বহু সমূত গ্রন্থের কোন অংশ একত্র করিয়া সেখানি নিজের " সংস্করণ " প্রচার করেন এবং তাহাদের সৌভা


মূর্দ্দলাল
সম্পাদক
উকীল
অভাগা
দুটপাকট
বলিয়া
দ্বারাতঃ

জা বিশেষে সমাদর হয়।
বলিক শোচনীয় ব্যাপার স্পষ্ট
পরীক্ষা
ক্রীশ কটী সংস্কার আছে
টাকার শবের স্বামিকতা নাই
বাড় রলে স্থাপিতে পারেন।
অঙ্গ করিয়া ও যত পরিশ্রম
প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের
। কেহ মনে করিলে
পারেন্ত লোকের চক্ষে
পরিবর্ত্ত করেন।
সিটিতে সংস্কৃত প্রবেশ হইয়া অবধি
উপদ্রবের বাহুল্য দেখা যাইতেছে।
সংস্কৃত পুস্তকে বটতলার বাতাস
চলিল।

আমার প্রকাশিত বেণীসংহার নাট
প্রতি এরূপ অত্যাচার না ঘটে, এই
বিজ্ঞাপন দিতেছি যে শ্রীযুক্ত জগমো
তর্কালঙ্কারকৃত টীকাসহ বেণীসংহার
খানি রেজেষ্টারি করান গেল, যদি কেহ
কারের অনুমতি না লইয়া তাঁহার কর্তৃক
বেণীসংহার নাটকের পাঠ বা টীক
আপনগ্রন্থে নিবেশিত করেন তাহা
কাপিরাইট আইন অনুসারে তাঁহার নামে
করা যাইবে।

তা ঠনঠনে } শ্রীকেদারনাথ বন্দো-
অগ্রহায়ণ } পাধ্যায় প্রকাশক

—:০:—

লপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ
মহাশয় (তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র)
তাঁহার স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্প
কৰ্ত্তাকরণের ভারাপণ করিয়াছেন।
অজ্ঞাতে ও অমতে উক্ত সম্পত্তির কিছু
বা বন্ধক গ্রহণ করিবেন না।

পুর } শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
পৌষ }

—:০:—

আগামী ২১ এ জানুয়ারি বুধবার
তা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থীদিগের
আরম্ভ হইবে। পশ্চাল্লিখিত বিষয়
গৃহীত হইবে। সম্প্রতি ৪।৫টী
বৃত্তি খালি হইবার সম্ভাবনা আছে।
না সাহিত্য ও ব্যাকরণ
নর্ম্মিক ভগ্নাংশ পর্য্যন্ত
হাস্বর্ণ্ডহাস।

ভূগোলের চারিভাগের স্থূল স্থূল বিষয়ের পরিচয়।

বাচনিক পরীক্ষা আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা

কলিকাতা ১৯ এ ডিসেম্বর ১৮৬৮ } বাঙ্গালার মধ্যবিভাগের স্কুলসমূহের ইনস্পেক্টর

—:০:—

নির্ব্বাসিতের বিলাপ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকের কলেবর ৮ পেজী ফরমার ১৪ ফরমা অর্থাৎ ২১২ পৃষ্ঠা। মূল্য ৮০ আনা যাঁহার আবশ্যক হয়, ঠনঠনিয়া সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে অথবা পটোলডাঙ্গা বাজুর্য্যে ব্রাদর এণ্ড কোর পুস্তকালয়ে অনুসন্ধান করিলেই পাইবেন ইতি।

১২৭৫ সাল ২৫এ অগ্রহায়ণ সংস্কৃত কলেজ } শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গার বাজুর্য্যে ব্রাদার কোম্পানির দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে:—

| প্রণীত | মূল্য | |
|---|---|---|
| গ্রীসইতিহাস | ১ | টাকা |
| রোমইতিহাস | ১ | ঐ |
| ভুবনসার ব্যাকরণ | । | আনা |
| নীতিসার (১ ম ভাগ) | ৶ | ঐ |
| নীতিসার (২ য় ভাগ) | ৶ | ঐ |
| প্রচারিত। | | |
| মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ | ৮ | ঐ |

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা

—:০:—

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গালা পুস্তক কাগজ কলম নানা বিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে ⁄০ এক আনার হিসাবে কমিসন দি। অধিক টাকার পুস্তক লইলে ⁄১০ আনার হিসাবে পাইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়প্রণীত গদ্য ১৮ পর্ব্ব মহাভারত ১৭ খণ্ড ৩ ভাগে উত্তম সংবদ্ধ করা ৬০

লণ্ডন ফারমা কোপিয়া অর্থাৎ ঔষধ কল্পাবলি ২॥০

মহম্মদের জীবনচরিত উত্তম বাঁধান ১

হরুঠাকুরপ্রভৃতি প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের গীতসংগ্রহ ১

শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান
কল্পপ্রবাহ উৎকৃষ্ট কাব্য
আশু সন্ধির দায়িনী
প্রথম তরঙ্গিনী
যদুনাথ ঘোষকৃত সংগীতমনোরঞ্জন
লবণাম্বুজ কাব্য কবিবর দ্বারকানা প্রণীত
রাসরসামৃত সংস্কৃত ও পদ্য
গীতগোবিন্দ জয়দেব গোস্বামিপ্রণী ও যদুনাথ ন্যায়পঞ্চাননকৃত গদ্য
কৌতুক তরঙ্গিনী ইংরাজি কেমেষ্টরি বিবিধ আশ্চর্য্যজনক বিদ্যা দর্শন হয়
প্রতিমূর্ত্তি সহিত ১২৭৬ সালের ফুল পঞ্জি
ঐ হাফ পঞ্জিকা

দুর্গামঙ্গল পদ্য
কমলতারিনী
সটীক চণ্ডী মূল ও অনুবাদ সহিত
চরিত্রমঞ্জরী ইহাতে মিউটিনির বিশেষরূপে বর্ণত হইয়াছে
ইংরাজি ১৮৬৯ সালের এষ্ট্রান্সের কী
কুমারীকুমার পদ্য আদিরসপ্রধান কাব
স্বপ্নের মোহিনী শক্তি
গণেশচন্দ্র শর্ম্মকৃত বাঙ্গলা এটলাস কাগজে ও উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত
বিধবাবিবাহ নাটক
কামিনীকুমার রসরত্নাকরান্তর্গত নায়িকাঘটিত সুরস কাব্য
মণিকুণ্ডলা কাব্য প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়প্রণীত দুর্গেশনন্দিনীর মত লেখা
ঔষধসিন্ধু লহরী
ছুচিত্রাবলি ৩২খানি বাঙ্গালা সহিত
সটীক চৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থ
কাদম্বিনী নাটক আইনসংযুক্ত একত্রে
উষাহরণ পদ্য
হিতোপদেশ বিষ্ণুশর্ম্মার সংগৃহীত

কলিকাতা জোড়াসাঁকো ৬৪ নং } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র নগদ বিক্রে

——:——

## পুরাণ প্রকাশ।

### বিষ্ণুপুরাণ।

অনুবাদও টীকা সমেত প্রত্যেক ৮০ পৃষ্ঠা (অগ্রিমমূল্য) ॥০।

যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি মূ

...সহ চট্টগ্রীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ ...ত্র অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে ...যুক্ত জগমোহন তর্কালঙ্কারের নামে যত ...গুর ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম ... পাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠাইবার ...ম নাই ইতি।

—:০:—

## বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী ওদামসহ

১৯ নং কোকা বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় ...রিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষ...ত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস্ আরবো-
থনট এবং কোং

—০—

...হালিসহর নিবাসী শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ গুপ্ত ...লিকাতার অন্তর্গত জোড়াসাঁকো বারাণসী ...াষের ষ্ট্রীটের মধ্যে মৃত রাধানাথ কুণ্ডের ...ন ভূমি তাঁহার খরিদা বলিয়া উহা বিক্রয়ার্থ ...সংবাদপত্রে ক্রেতৃগণকে আহ্বান করিতেছেন ...মি এতদ্দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করিতেছি যে ...ক্ত ভূমি তাঁহার খরিদা নহে এবং কেহ যেন ...া ক্রয় না করেন।

...লিকাতা
...রবাগান
...। পৌষ
...৭৫

শ্রীচন্দ্রশেখর গুপ্ত

—:০:—

## নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসের
২২ এ হইতে ৩১ এ পর্য্যন্ত ভাগীরথী
নদীর নকরুদিস্ত দেবের
সংগ্রহ...ঃ ...টি।

| স্থানের নাম | সর্বকম ও জল ফুট | ইঞ্চি |
|---|---|---|
| মহানার উপর পদ্মানদীতে | ১৪ | ৬ |
| মহানায় | ৮ | ৯ |
| তথা হইতে কুলিপুর | | |
| ১৩॥ মাইল মধ্যে | ১ | ৬ |
| কুলিপুর হইতে বহরমপুর | | |
| ৪৬ মাইলের মধ্যে | ২ | ৯ |
| বহরমপুর হইতে কাটোয়া | ৪ | |
| ৫০ মাইলের মধ্যে | ২ | ৯ |
| কাটোয়া হইতে নদীয়া | | |
| ৪৬ মাইল মধ্যে | ২ | ৯ |

সন ১৮৬৯ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি বহরম পুর গঙ্গাঘাটের জলের মাপ।

| | ফুট | ইঞ্চি |
|---|---|---|
| গঙ্গের উপর | | ৮৭ |

বহরমপুর
৪ ঠা জানুয়ারি
১৮৬৮।

শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল
একজেকিউটিব ইঞ্জিনিয়র
বহরমপুর ডিবিজন।

— — —

### ঊনচত্বারিংশ সাংবৎসরিক

### ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ই মাঘ শনিবার ঊনচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

১লা মাঘ অবধি ১০ ই মাঘ পর্য্যন্ত বুধবার ভিন্ন প্রতিদিবস ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের পাঠ ও ব্যাখ্যা হইবে।

১১ই মাঘ শনিবার প্রাতঃকালে ৮ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে এবং সায়ংকালে ৭ ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

আদি ব্রাহ্মসমাজ
কলিকাতা : ১৭৯০

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

—:০:—

মহাকবি শ্রীকালিদাস প্রণীত সংস্কৃত কুমার সম্ভব মল্লিনাথের টীকার সহিত মুদ্রিত হইয়াছে এবং মল্লিনাথের টীকায় যেসকল দুরূহ পদের ব্যাখ্যা উপেক্ষিত হইয়াছে, তাহা পাঠকবর্গের সুবিধার নিমিত্ত, পত্রের শেষে অতিরিক্ত টীকা রূপে প্রদত্ত হইয়াছে। পদ ও পদের অংশ সন্ধি-দ্বারা পরস্পর মিলিত থাকিলে অনায়াসে অর্থ বোধের ব্যাঘাত হয়, এ জন্য টীকাধৃত পদ সকলের সন্ধি বিচ্ছেদ করা হইয়াছে। পুস্তকের কিয়দংশ মুদ্রিত হইলে কতিপয় প্রসিদ্ধ অধ্যাপককে দেখিতে দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা দেখিয়া সন্তোষ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সোমপ্রকাশে উত্তমরূপে সংশুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া, তাঁহার প্রশংসা করা হইয়াছে।

এই পুস্তক যাঁহার আবশ্যক হইবে তিনি সংস্কৃত যন্ত্রে অনুসন্ধান করিলে অথবা আমার নিকট পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। ইহার মূল্য ২ দুই টাকা।

কলিকাতা
সংস্কৃত যন্ত্র
২৯ এ পৌষ
১২৭৫

শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়

## সোমপ্রকাশ।

২৯ এ পৌষ সোমবার।

### নবাগত সিবিলিয়ানগণ।

সম্প্রতি ৩৯ জন প্রতিযোগী... সিবিলিয়ান ভারতবর্ষে আগমন করিয়া... তাঁহারা যে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন... য়াছেন, যে পুরস্কার ও সম্মান প্রা... য়াছেন এবং ১৮৬৬ ও ১৮৬৭ ... তাঁহারা সিবিল সর্ব্বিসের প্রথম ... পরীক্ষায় যে সংখ্যা ও পুরস্কার ... য়াছেন তাহা কলিকাত... শিত হইয়াছে।

আমরা অতিশয়... অধিকাংশ সিবিলি... সামান্য বিদ্যালয়ে ... ছেন। ইহাদিগের মধ্যে... এবং ৬ জন বি, এ। ... উপাধিধারী দৃষ্ট হইতে... কাহারও কোন বি, ... উপাধি নাই এবং সা... অধ্যয়ন করিয়াছেন ... বলিয়া লেখা পড়া ... প্রথম যখন সিবিল ... দিয়া প্রবেশ করিবা... অধিকসংখ্যক বিশ্ব... পরীক্ষা দিয়া এ দেশে... ক্রমশঃ এ অবস্থার পরিবর্ত্ত... এক্ষণে অল্পই কৃতবিদ্য লোক আ... করিতেছেন। ইহার কারণ নির্দে... অনেকে বলেন, ভারতবর্ষের ... সর্ব্বিসের তাদৃশ বেতন না থা... ইংলণ্ডের উপযুক্ত লোকেরা এ... আসিতে চান না; কিন্তু আমরা এ... প্রকৃত কারণ বলিয়া স্বীকার ক... পরীক্ষার নিয়মই উপযুক্ত লোকের... মনপ্রতিরোধক হইয়াছে। যে ... ধনবান ও নিজে পণ্ডিত, তিনি ... আপন সন্তানকে অর্দ্ধশিক্ষিত ... কোন কার্য্যে প্রবেশ করিতে...

ত হন না। যখন ভারতবর্ষীয়েরাই
ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্তির পূর্ব্বে
ন্তানদিগকে কোন ব্যবসায় অবলম্বন
রিতে দিতেছেন না, তখন ইংলণ্ডের
াকেরা তদ্বিপরীত কাজ করিবেন, ইহা
ানক্রমেই সম্ভাবিত বলিয়া বোধগম্য
না। শাসন ও বিচারকার্য্যে প্রতিষ্ঠা
ভ করিবার ইচ্ছা থাকিলে পূর্ব্বে যথার্থ
তবিদ্য হইতে হয়। গৃহে বসিয়া পাঠ
ল যে কৃতবিদ্য হওয়া যায় না, তাহা
কম্ম প্রথমতঃ যথা
প্রণালীপূর্ব্বক শিক্ষা
। বিংশতিগুণ অধিক
হয়, যাঁহারা ভুক্ত-
হা বলিতে পারেন।
রিলেও তথাপি সে
। থাকে, ইহা অনে
র স্বীকার করিতে
ক, নূতন সিবিলিয়ান
পূর্ণ শিক্ষা হয় না,
এ দেশে আসিয়া এত
হত; ও বিজ্ঞানাদ্
াকে না। এইসকল
র্ব্বিসে অর্দ্ধশিক্ষিত
রিতেছেন। যাঁহাদি
াছে, তাঁহারা কখন
অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া
ক তবনেঃ সিবিল সার্ব্বিসে আসিতে
ন্যগ্রাহী হইবেন না। এ অবস্থায়
ক ধনিসন্তান কয়েক শত টাকা
তনের লোভে এখানে আসিবেন?
ত অল্প বলিয়া উপযুক্ত লোকে
াসিতেছেন না, এ কথা অমূলক; যে
কার শিক্ষা ত্যাগ করিয়া আসিতে
তাঁহার ক্ষতিপূরণ করে এমন
তন পৃথিবীর কোন দেশের গবর্ণমেণ্ট
ত পারেন না।
সিবিল সর্ব্বিস কমিসনরগণ কি
বদ্যালয়ের কৃতবিদ্য ছাত্রদিগকে

আসিতে নিষেধ করিয়াছেন? তাহা নহে; কিন্তু কার্য্যে তাহাই ঘটিয়াছে। যে বয়সে পরীক্ষা দিতে হয়, তন্মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম সম্মান লওয়া সকলের পক্ষে সহজ হয় না। এই ৩৯ জনের মধ্যে এক জনের ১৯ বৎসর বয়ঃক্রম। ১৭ বৎসরের সময়ে ইহাঁকে পরীক্ষা দিতে হইয়াছে। ৩ জনের ২০; ৯ জনের ২১; ২১ জনের ২২; ৫ জনের ২৩ বর্ষ বয়ঃক্রম হইয়াছে। এক্ষণে পরীক্ষা দিবার অন্ততঃ তিন বৎসর পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত পুস্তকসকল পাঠ করিতে আরম্ভ করিতে হয়। এই ৩৯ জন গড়ে ২১ বৎসর ৮ মাসে শেষ পরীক্ষা দিয়াছেন। প্রথম পরীক্ষার সময়ে সাড়ে উনিশ বৎসর বয়ঃক্রম ছিল। সকলকেই গড়ে ১৭ বৎসরের সময়ে বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন ত্যাগ করিতে হইয়াছিল; ১৭ বৎসরের মধ্যে কত জন কৃতবিদ্য হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধি লইতে সমর্থ হন? যাঁহারা পাদরী, সামান্য দোকানদার, মুচি ও ধোপা প্রভৃতির সন্তান, তাঁহারাই কেবল প্রথমতঃ ৪০০ টাকার লোভে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিতে পারেন। সিবিল সর্ব্বিস কমিসনরগণ ২২ বৎসরের উপরের পরীক্ষার্থী গ্রহণ করিবেন না কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন; সুতরাং আমাদিগের বিচার ও দেশশাসনের ভার কতকগুলি অর্দ্ধশিক্ষিত নীচ শ্রেণির ইংরাজের হস্তে পতিত হইতেছে। ২১ বৎসরের পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বি, এ, উপাধি পাইবার যো নাই। যাঁহারা এম, এ, হইতে চাহেন তাঁহাদিগের উপাধি লইতে গেলে বয়স যায়। বি, এ, হইয়াও এক বৎসরের মধ্যে পরীক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত হওয়া সম্ভাবিত নয়। অতএব যে ভারতবর্ষীয় সিবিলিয়ান হইতে চাহিবেন তাঁহাকে

এল, এ পরীক্ষা দিয়া ইংলণ্ডে যা
হইবে। পক্ষান্তরে এ দেশের উকী
সচরাচর বি, এ, অনেকে এম, এ
বি, এল, উপাধি লইয়া থাকেন।
অন্য বিভাগেও ক্রমশঃ বহুজ্ঞ ব্যক্তি
প্রবেশ করিতেছেন। অতএব
কালপরে দৃষ্ট হইবে উকীল, আম
কর্ম্মচারীরা কৃতবিদ্য, কেবল শাসন
ও বিচারপতিগণ অর্দ্ধশিক্ষিত। সি
সর্ব্বিসের বর্ত্তমান পরীক্ষাপ্রণালী
আর কি হইতে পারে?

আমরা তন্নিমিত্ত বলিতেছি
বৎসরকে ন্যূনসংখ্য বয়ঃক্রম
উচিত। ২৭ বৎসরে সিবিলিয়া
কার্য্যারম্ভ করিবেন, তাহাতে বরং
কার হইবে। শ্মশ্রুহীন বালক ম
ষ্ট্রেটদিগের অপেক্ষা ইহাঁরা অ
কাজ করিতে পারিবেন। কৃত
লোক আসিবেন। ভারতবর্ষের সি
সর্ব্বিসে প্রবেশ করা ইংলণ্ডের অ
লাভ বংশীয়ও শ্লাঘার বিষয়
করেন, কেবল অকালে পাঠসমাপ্তি ক
কেহই আসিতে চান না। উচ্চ
শ্রেণির ইংরাজেরা যত আসেন, ত
মঙ্গলের বিষয়। সিবিল সর্ব্বিস কমি
গণ এক্ষণে তাঁহাদিগের দ্বারে ক
রোপণ করিয়াছেন। যাহাতে ভার
ষীয়েরা অধিক সংখ্যায় সিবিলিয়ান
হন, কমিসনরগণ এই অভিপ্রায়
করিতে গিয়া ইংলণ্ডের কতগুলি
লোককে বৎসর বৎসর প্রেরণ করি
ছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের
অনিষ্ট নিবারণার্থ সচেষ্টিত হ
কর্ত্তব্য হইতেছে।

—:•:—

সর আলেকজণ্ডার গ্রাণ্ট ও
শিক্ষাকার্য্য।

বোম্বাইয়ের শিক্ষাবিভাগের ভূ
পূর্ব্ব ডিরেক্টর সর আলেকজণ্ডার গ্র

ট .সেক্রেটরির নিকটে এক পত্র
খরা দুটী প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রথম
ারতবর্ষের প্রতি প্রেসিডেন্সিতে যত
া রাজস্ব আদায় হইবে তাহার শত
া কিয়দংশ তত্তৎ স্থানের শিক্ষাহেতু
করা হয়। দ্বিতীয়, শিক্ষাবিভাগের
চতর কর্ম্মচারীদিগকে চিহ্নিত কর্ম্মচা
ন্যায় বেতন, বিদায় ও পেন্সন
ওয়া হয়। অতিশয় দুঃখের বিষয় এই
এই সময়ে সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট
লণ্ডের দলাদলির অনুরোধে পদত্যাগ
রলেন। তিনি ভারতবর্ষের শিক্ষাবি-
গের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইতে
লেন। ইংলণ্ডে অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত
বৃত্তি স্থাপন, নিজ হইতে বিশ্ববি
লয়ের ছাত্রদিগকে পুরস্কারদানপ্র-
ত কার্য্যদ্বারা সর ষ্টাফোর্ড নর্থকো
র বিদ্যাশিক্ষার প্রতি অনুরাগের
চয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। লার্ড স্যালিস
হার অনুসরণ করিবেন কি না, বলা
য় না। যাহা হউক, সর আলেকজণ্ডার
ণ্টের প্রস্তাব অসাময়িক নহে। অত
এ বিষয়ের আন্দোলন করা উচিত
তেছে।

গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে বিদ্যাশিক্ষার
মত্ত অনেক টাকা প্রদান করিতেছেন।
াপি দেশের যত অভাব তদনুসারে
শিক্ষা হইতেছে না, তাহা তাঁহারা
পনারাই স্বীকার করিয়াছেন। নিম্ন
ণির বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত এপর্য্যন্ত
হইয়াছে? সর জন লরেন্স শিক্ষা
রর প্রস্তাবমাত্র করিয়া আর কিছুই
রলেন না। তিনি জমীদারদিগের
ন্ধে ভারনিক্ষেপ করিবার মানস করি
ছিলেন, তাহাতে কৃষকদিগের বরং
নিষ্টেরই সবিশেষ সম্ভাবনা ছিল।
ন্তু কৃষকেরা বিদ্যালয়ের নিমিত্ত আপ
রাই কর দিতে প্রস্তুত আছে, তাহারা
ার পরিবর্ত্তে কেবল চিরস্থায়ী বন্দো
বস্ত প্রার্থনা করে। গবর্ণর জেনরল সাহসসহকারে ইহা করিলে সাধারণ সভ্যতা ও মঙ্গলের সহিত সরকারী রাজস্বেরও বৃদ্ধি হইত; কিন্তু তিনি জমীদার ও নিজ মন্ত্রীদিগের আপত্তিনিবন্ধন এই শুভানুষ্ঠানে সমর্থ হইলেন না। কেবল ষ্ট্রেচি সাহেব কৃষকদিগের যথার্থ অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছেন; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের মধ্যে আর কেহই তাঁহার মতের অনুমোদন করেন না। কৃষকদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার সময় সমুপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্যানুষ্ঠানে সাহস হইবার অদ্যাপি বিলম্ব আছে। এতাবৎকাল লোকদিগকে কি অসভ্য ও মূর্খ থাকিতে হইবে? গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে স্বীকার করিয়াছেন, প্রজাদিগকে বিপদকালে আহার দিয়া রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। আহারপ্রদানদ্বারা প্রজাদিগের শরীর রক্ষা যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য, শিক্ষাদানদ্বারা তাহাদিগকে সভ্য করাও কি তদ্রূপ নহে? শরীর অপেক্ষা কি মন নিকৃষ্ট? লোকসংখ্যা অধিক হইলে রাজার বলবৃদ্ধি হয়; এই নিমিত্ত দুর্ভিক্ষকালে আহার দেওয়া হইয়া থাকে; কিন্তু প্রজাগণের সভ্যতাবৃদ্ধি হইলে কি রাজার অধিকতর বলবৃদ্ধি হয় না? এই বিষয় বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে প্রথমতঃ বিদ্যাদানের ভার গবর্ণমেণ্টের উপরেই পতিত হইতেছে। অতএব আমরা সর আলেকজণ্ডার গ্রাণ্টের প্রথম প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া বলিতেছি, যে প্রদেশে যেরূপ রাজস্ব, সেই প্রদেশে তদনুরূপ বিদ্যালয় স্থাপিত করা আবশ্যক হইতেছে।

দ্বিতীয় প্রস্তাববিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, শিক্ষাবিভাগের উচ্চতর কর্ম্মচারিগণ পর্য্যাপ্ত বেতন পাইতেছেন, অতএব আমরা তাঁহাদের বেতনবৃদ্ধি
প্রভৃতিতে অনুমো
না। এদেশীয় শিক্ষ
করাই গবর্ণমেণ্টের
এ দেশে অধিকাংশ
বীয়; ইহাদিগের
ভার নিহিত র
দ্বারাই অসামর স
কালেজে প্রবিষ্ট ন
ইংরাজ শিক্ষকে
লইতে পারেন না
নিম্নতর শিক্ষকদিগে
এত অল্প
কার্য্যান্তরপ্রাপ্তির
শিক্ষাবিভাগে প্রে
মেণ্ট অদ্যাপি এট
কেন? অসন্তুষ্ট
কি প্রকৃত কাজ হ
আমাদিগের মত
গের বেতনবৃদ্ধি ক
বিদ্যালয় সংস্থাপি
কৃষকদিগের সহিত
করিয়া শিক্ষাকর
দিন রাজস্বের কি
কার্য্যে নিয়োজিত
যত দিন নিম্ন শ্রেণি
তত দিন দে
হইবে না।

---

দু

উত্তর পশ্চিম
হইতে দুর্ভিক্ষে
আসিতেছে। দি
স্থান লোকশূন্য
গ্রামে জমীদার
আর লোক নাই
এপ্রকার কষ্ট হয়
প্রকৃত দুর্ভিক্ষ
আমরা আজ্ঞা
কার্ত্তিক মাসে বৃ
শের অনেক স্থ

বিবেচনা করিলে
আশঙ্কা নাই।
এই, সম্প্রতি পঞ্জা
চুর বৃষ্টি হওয়াতে
কা পাইবে। কিন্তু
বিভাগের কষ্টের
সিংহপুর, আজমির
যাবতীয় দরিদ্র
র উপর নির্ভর
৬৫ অব্দের দৃষ্টান্ত
হইয়াছেন। এবার
বলম্বন করা হই
রিণী, কূপ ও রাস্তা
রহিলখণ্ডের রেল
রম্ভ হইবে। রাজ
জনরলের এজেন্ট
পরিন্টেণ্ডেণ্ট ইঞ্জি
এই কষ্টের সময়ে
াছেন। কষ্ট আরম্ভ
বলও গবর্ণমেন্টের
কা না করিয়া এক
। ও একটী খাল
এই রাস্তায় আবাল
ইতেছে। যাহারা
াদিগকে উদ্যানে
দওয়া হইতেছে।
দগের গো মহিষ
করিয়া আহার
বল রাস্তাপ্রভৃতি
নিয়তে অতিশয়
থারে দুর্ভিক্ষপী
তত্রত্য পোলি
ষণ ভুরুক হইতে
অভিপ্রায় করিয়া
অল্প মূল্যে বিক্রীত
হইতে শস্য আনি
কর্ম্মচারিগণ কোন
ছেন না। ভারতব
উইলিয়ম মিয়রকে

বলিয়াছেন, দুর্ভিক্ষের সময়ে দরিদ্রদি গকে রক্ষা করা গবর্ণমেন্টের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যত টাকা লাগে যেন ব্যয় করা হয়। সর্ব্বসাধারণে চাঁদা দেন ভালই, নচেৎ গবর্ণমেন্ট আবশ্যকমত ব্যয় করিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেন্টকে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি সাহায্য চাহিবেন, তিনিই পাই বেন; ইহার মধ্যে যথার্থ সঙ্গতিপন্ন লোক থাকিলেও তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করা হইবে না। মানুষের যতদূর সাধ্য গবর্ণমেন্ট তাহা করিতেছেন, আমরা এ নিমিত্ত গবর্ণমেন্টের নিকট নিতান্ত কৃতজ্ঞ হইলাম। গবর্ণমেন্ট কেবল আপ নার সীমার মধ্যেই সাহায্য দিয়া নিরস্ত নহেন, টঙ্কের নবাবকে সাহায্যস্বরূপ এক লক্ষ টাকা ৫ টাকা সুদে কর্জ্জ দিয়াছেন। উদয়পুরের রাজাকেও মাসিক ৫০০০ টাকা দেওয়া হইতেছে। আগামী জুলাই মাসপর্য্যন্ত সাহায্য দেওয়া হইবে।

গবর্ণমেন্ট যথাসাধ্য কাজ করিতে ছেন, এসময়ে সর্ব্বসাধারণে যেন নিরস্ত হইয়া না থাকেন। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ধনী লোকেরা সাহায্যদানে তাদৃশ তৎপর নহেন। যখন গবর্ণমেন্ট এত চেষ্টা করিতেছেন, তখন আমরা সাহায্য না করিলে মাতৃভূমির প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইবে।

এই প্রস্তাবটী লেখা শেষ হইলে আমরা অবগত হইলাম, গত সোমবার ভারত বর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য সম্পন্ন হইলে সর জন লরেন্স সভ্যদিগকে আর কিঞ্চিৎকাল বিলম্ব করিবার অনু বোধ করিয়া বলিলেন, যদিও ব্যবস্থাপক দিগের মধ্যে কয়েক জন শাসনকার্য্যে লিপ্ত নহেন, তথাপি তাঁহারা মনে করুন যেন তাঁহাদিগকে শাসনসম্বন্ধে একটী

কমিটিস্বরূপ নিযুক্ত করা হইল দুর্ভি
নিবারণের যে যে উপায় অবলম্বন ক
হইয়াছে, তাহার বর্ণনা করিয়া, এ সম
কি কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে গবর্ণর জেনর
সকলের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। তি
বলিলেন, বঙ্গদেশের বণিকসম্প্রদ
চাঁদা করিতে প্রস্তুত আছেন। তি
নিজে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ও কর্ম্মচারী
গকে বলিয়াছেন, যদিও কতক টা
অনুপযুক্ত পাত্রে পতিত হয়, তথা
যেন তাঁহারা সাহায্যদানে কৃপণতা
করেন। স্থানীয় কর্ম্মচারিগণ শস্য ক্র
করিবার আজ্ঞা পাইয়াছেন; কি
পাছে তাঁহারা দ্রব্যের মূল্য অধিক কর
তুলেন তাঁহার এই ভাবনা হইতেছে
কিছু ক্ষণ তর্কের পর সকলে এই ক
কটী বিষয় স্থির করিলেন:—উত্তর প
মাঞ্চলের রেবেনিউ বোর্ড ও মধ্য ভা
বর্ষের গবর্ণমেন্ট দ্রব্য সকলের যথ
মূল্য জানিয়া গেজেটে প্রকাশ করি
থাকুন। যেসকল স্থানে দুর্ভিক্ষ হইয়া
তত্রত্য মিউনিসিপাল টি সমূহ শস্যে
উপরে কর সংগ্রহ করিতে পারি
না। চাঁদা সংগ্রহ করা হউক; কি
সাধারণ সভা করিবার প্রয়োজন না
আমরা সর জন লরেন্সের নিকটে
কার্য্যের নিমিত্ত নিতান্ত কৃতজ্ঞ
তেছি। লোকে যত পারেন সাহায্য কর
থাকুন; কিন্তু গবর্ণমেন্ট ইতর বিশে
না করিয়া সাহায্য প্রদান করুন।
জন লরেন্স ইংলণ্ডে গমন করিতেছে
দেখিয়া গেলেন দেশের লোকদি
প্রতিনিধিগণের পরামর্শ গ্রহণ কর
কত উপকার দর্শে। অতএব স্বদে
প্রতিগমন করিয়া তিনি এতদ্দেশী
গকে গবর্ণর জেনেরলের কৌন্সি
প্রবেশ করিতে দিবার প্রস্তাব কর
তাহা কখনই অগ্রাহ্য হইবে না। রা
বিষয়ে এতদ্দেশীয় প্রতিনিধির

হকে ক্ষমতা প্রদান করিলে সমাধিক উপকার লাভের সম্ভাবনা। আমরা স্বদেশীয়দিগকে পুনর্ব্বার বলিতেছি, এসময়ে যেন কেহই কৃপণতা না করেন। যাঁহার মাসিক ৩০ টাকা আয়, তিনিও চেষ্টা করিলে অন্ততঃ এক ব্যক্তির এক সপ্তাহের চাউলের মূল্য দিতে পারেন। সাধারণ বিপদকালে স্থিরচিত্তে শাসনকর্ত্তাদিগের সহিত একমত হইয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া বিপদুদ্ধার করিতে পারিলেই যথার্থ জাতিসাধারণ মহত্ত্ব ও গৌরব হয়। পৃথিবীর যাবতীয় প্রধান দেশের ইতিহাস নিরন্তর ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ভারতবর্ষীয়গণ যে এই মহত্ত্ব লাভের লোভ করেন না, আমাদিগের এ বিশ্বাস নাই।

—:•:—

অমৃতবাজার পত্রিকাসংক্রান্ত মকদ্দমা।

অমৃতবাজারপত্রে একটী প্রস্তাব লিখিত হয়। যশোহরের অন্যতর ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট রাইট সাহেব তাহা নিজ গ্লানিসূচক বলিয়া ফৌজদারিতে নালীশ করেন। মাজিষ্ট্রেট ও জাইন্ট মাজিষ্ট্রেটের উপরে প্রত্যর্থিগণ সন্দেহ প্রকাশ করাতে মকদ্দমাটী সেসিয়ন জজের নিকটে হইয়াছে। এই মকদ্দমা দশ দিন পর্য্যন্ত হয়। যেমন ঘোরতর আক্রমণ সেইপ্রকার দৃঢ়তর সমর্থনও হইয়াছিল। পরিশেষে সেসন জজ প্রত্যর্থীদিগকে দোষী স্থির করিয়া বাবু রাজকৃষ্ণ মিত্রের এক বৎসর মেয়াদ ও ১০০০ টাকা জরিমানা এবং সম্পাদকের ছয় মাস মেয়াদ ও ৩০০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন।

এই মকদ্দমা ও বিচারসম্বন্ধে কয়েকটী গুরুতর কথা উত্থিত হইতেছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আছে সত্য বটে; কিন্তু সেই স্বাধীনতা সাবধানে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। বিদ্বেষপ্রকাশ ও ব্যক্তিবিশেষের নিন্দা করিলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কুণ্ঠিত হইয়া যায়। যেখানে সাধারণ হিতার্থ ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রদোষ প্রকাশ না করিলে নয়, সেই খানেই কেবল উহা করা কর্ত্তব্য; কিন্তু সে স্থলেও দেখিতে হইবে যে, সাধারণের উপকারার্থ যাহা আবশ্যক, তদপেক্ষা অধিকতর দোষোদ্ঘোষণ হইল কি না? অমৃতবাজার পত্রিকায় যে রাইট সাহেবের সম্বন্ধে অন্যায় কাজ করা হইয়াছে, তাহা আমাদিগকে দুঃখ সহকারে স্বীকার করিতে হইতেছে। সংবাদপত্র সাধারণের স্বাধীনতা ও শান্তির প্রধান রক্ষক, যেখানে অত্যাচার সেইখানেই সংবাদপত্রের সম্পাদককে নির্ভয়ে প্রতিবাদ করিতে হইবে; কিন্তু যেখানে কেবল ব্যক্তি বিশেষের চরিত্রদোষ বা কুব্যবহার লইয়া কথা সেখানে পূর্ব্বে আদালতের সাহায্য লওয়া কর্ত্তব্য। রাইট সাহেব যদি যথার্থই মন্দ কাজ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা পূর্ব্বে বিচারালয়ের গোচর করাই উচিত ছিল। আমাদিগের মধ্যে অনেকের এ বিষয়ে ভ্রম আছে। যাহা ব্যক্তিবিশেষ ও সমাজের করা কর্ত্তব্য তাহা গবর্ণমেন্টের স্কন্ধে নিক্ষেপ করা অতিশয় অন্যায়। অতএব রাইট সাহেবের বিরুদ্ধে প্রস্তাব লেখা যে অনুচিত হইয়াছিল, এটী অপক্ষপাতী ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। পক্ষান্তরে রাইট সাহেব সমুচিত গাম্ভীর্য্যসহকারে মকদ্দমাটী চালাইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রতি যে ঈর্ষ্যাপূর্ব্বক প্রস্তাব লেখা হয়, এটী আমরা বিশ্বাস করি না; কারণ সংবাদপত্রের এপ্রকার ব্যক্তি বিশেষের প্রতি শত্রুতা থাকা অসম্ভব। এরূপ স্থলে বৈরনির্য্যাতনকে উদ্দেশ্য করা অতিশয় অনুচিত। যখন চরিত্র লইয়া কথা হইতেছে, তখন তাহার নিষ্কলঙ্কতা সপ্রমাণ...

উদ্দেশ্য সাধিত...

সারি বিচারাল...

আদালতে ইহা...

ভাল হইত। য...

তখন আমরা ...

বলিতে পারি না...

স্পষ্ট বোধ হয় ...

গের প্রতি অনুরু...

প্রথমতঃ অপরা...

শ্রমের সহিত যে...

আমলারা, এ অ...

হয় না, বলিয়া...

পূর্ব্ব আজ্ঞা সং...

লাইবেলের মকদ্দ...

বিশেষতঃ যখম...

পত্রের স্বাধীনতা...

তখন এসকল ম...

রালয়ে হওয়াই উ...

রপতিগণ লাইবে...

পারেন না। প্রত্য...

দ্দমা প্রধানতম ...

করিবার নিমিত্ত ...

ছিলেন, কিন্তু আ...

এই যে, প্রধানতম...

গ্রাহ্য করেন নাই ...

আমরা অ...

সম্পাদক ও রাজ...

অতিশয় দুঃখিত ...

প্রস্তাবটী লেখা অ...

নাই, কিন্তু তাঁহার...

ছেন ও যেপ্রকার ...

ছেন, তাহা উদ্...

গুরুতর।

—...

প্র...

...তাম দিগের...

আমাদিগের শি...

থাকে না। আমরা ...

বসায় ও উৎসাহ...

পরিত্যাগ করিয়া
তৎসমুদায়ে একবারে
বিদ্যালয়ে পাঠকালে
পুস্তকসমূহ যেরূপ
র ও পরীক্ষাসময়ে
কা যেরূপ নৈপুণ্য
াসন প্রাপ্ত হই তাহা
হ। তখন আমাদি-
ভ দেশ, ইতিহাস ও
ও সমুদায় বিষয়ে
ান করিতে পারিব।
র বরং যে, বিদ্যালয়
রে প্রবিষ্ট হইলে
সরূপ শিক্ষানুরাগ

ক হয় না। বিদ্যাল
য়ের ভিত্তিস্থাপন
সংসারে প্রবিষ্ট
জন্মিয়া থাকে।
লাভ কর, ইহার
হইবে। যিনি কখন
ৱেন নাই, অথচ
ত্যাগ না করিয়া
বহুদর্শিতা লাভ
বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়া
আধুনিক পণ্ডী
চতুর্থ বিশ্যাত হট
দান ভারবি বাণ।
ও মনু পরাশরপ্রভৃতি
কান্ স্কুলে শিক্ষালাভ
তাঁহারা স্বকীয় ভুয়ো
পরিপূর্ণ অপূর্ব্ব কাব্য
রতত্ত্বপ্রভৃতির প্রণয়ন
হইয়াছেন। এতদ্বারাই
বিদ্যালয়ের শিক্ষা
সংসারে প্রবিষ্ট
পরিত্যাগ না
আচার ব্যবহার রীতি
ন করি। যে বহুদ
তাহাই প্রকৃত শিক্ষা।
য়ের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা
না করিয়া উল্লিখিত

পদ্ধতি অবলম্বন করি তাহা হইলে অনা য়াসেই বিশেষরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি সন্দেহ নাই। এক্ষণে দেখা আবশ্যক কি প্রকারে উক্তপ্রকার বহুদর্শিতা লাভ করা যাইতে পারে। সংসারে থাকিয়া সম্বাদপত্রের সাহায্যে যেরূপ ভুয়োদর্শন জন্মিয়া থাকে সেরূপ আর কোন বিষয়ে জন্মে না। অতএব মনোযোগসহকারে সম্বাদপত্র পাঠ করা আবশ্যক। কিন্তু এক্ষণে অনেকেই ইংরাজীপ্রিয় হইয়া দেশীয় সম্বাদপত্র প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইতেছেন। ইহাতে উপকারের সঙ্গে সঙ্গে বিলক্ষণ অপকারও সঙ্ঘটিত হইতেছে। বিদেশীয়দিগের আচার নীতি ও বহুল পরিমাণে নূতন সম্বাদ জানা যেরূপ উপকারের বিষয়, স্বদেশীয়গণের আচার ব্যবহার না জানা ততোধিক অপকারের বিষয় বলিতে হইবে; আমাদিগের আচার ব্যবহার দেশীয় সম্বাদপত্রে যত পাওয়া যাইবে তত কখনই ইংরাজী সম্বাদ পত্রে পাওয়া যাইবে না। অতএব মনোযোগসহকারে বাঙ্গালা সম্বাদপত্র পাঠ করিয়া আমাদিগের আচার ব্যবহারবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

শিক্ষাবিষয়ে আমাদিগের আর একটী অভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে। আমরা কাব্য নাটকপ্রভৃতি শাস্ত্রের যত আলোচনা করিয়া থাকি পুরাবৃত্ত ভূবৃত্তান্ত ব্যবহারতত্ত্ব বিজ্ঞানপ্রভৃতি প্রয়োজনীয় শাস্ত্রের তত আলোচনা করি না। এক্ষণে দেশীয় ভাষায় যত কাব্য ও নাটক প্রণীত হইতেছে, তত কি পুরাবৃত্তাদি শাস্ত্রের প্রণয়ন হইতেছে? কাব্যশাস্ত্রের আলোচনায় আমাদিগের যেপ্রকার যত্নশীল হওয়া উচিত, পুরাবৃত্ত প্রভৃতি শাস্ত্রের অনুশীলনবিষয়েও সেই প্রকার যত্নবান হওয়া বিধেয়।

বিদ্যালয়ে অধ্যয়নসময়েও আমাদিগের একটী বিশেষ ত্রুটি হইয়া থাকে। আমরা সম্বৎসর ভর প্রায় সমুদায় সময়ই আমোদে ও বৃথাকার্য্যে অতিবাহিত করিয়া পরীক্ষা সময়ে অনুচিত পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। হয় ত এতন্নিবন্ধন পীড়িত হইয়া পরীক্ষা দিতে পারি না, নয় শরীর ভগ্ন হও

য়াতে দীর্ঘকাল কষ্ট ভোগ করিয়া থাকি। এ প্রকার পাঠে তাদৃশ ফলোদয় হয় না। ইহাতে পঠিত বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করিতে পারা যায় না, কেবল * তোতাপাখীর ন্যায় ব্যাখ্যাগুলি কণ্ঠস্থ করা হয়। আম যদি সচেষ্ট হইয়া সম্বৎসরকাল নিয়মিতরূ পরিশ্রমপূর্ব্বক পাঠ্য বিষয়গুলিতে ব্যু পত্তি লাভ করি, তাহা হইলে অনেক সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায় সন্দেহ নাই।

এক্ষণে আমরা শিক্ষাবিষয়ে যেরূপ অ বধানতা প্রকাশ করিতেছি, পরিণামে এ দ্বারা বিস্তর অনিষ্ট সঙ্ঘটিত হইতে পারে পাঠদশায় নিয়মিত পরিশ্রম করিয়া আ শ্যক বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ ক কর্ত্তব্য। তৎপরে বিদ্যালয় পরিত্যাগ কর য়াও পাঠে বিরত না হইয়া জ্ঞানগর্ভ গ্র সমূহ অধ্যয়নপূর্ব্বক বহুদর্শিতা লাভ করি সংসারের উপযুক্ত হওয়া উচিত।

আমাদিগের এই প্রস্তাবটী পাঠ করি অনেকে মনে করিতে পারেন যে, বিদ্যাল শিক্ষা না করিয়া সংসারে থাকিয়াই ব দর্শিতা লাভপূর্ব্বক শিক্ষিত হওয়া যাই পারে; কিন্তু তাহা নহে। পূর্ব্বেই উল্লি হইয়াছে যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রকৃ শিক্ষার ভিত্তিমূল স্বরূপ, সুতরাং ইহা অবলম্বন না করিলে প্রকৃত শিক্ষালাভ ক যাইতে পারে না। বিশেষতঃ প্রথম প্র আবশ্যক বিষয় শিক্ষা করিতে বিশেষ উৎসাহ ও অধ্যবসায় আবশ্যক করে; স লয়ে দলে মিলিয়া অধ্যয়ন করিলে যে উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সঞ্চার হইতে পা ঘরে বসিয়া একাকী অধ্যয়ন করিলে সে হওয়া সম্ভাবিত নহে। বিদ্যালয়ের শি নিশ্রেণী স্বরূপ। ইহাতে পদনিক্ষেপ যাই উচ্চতর শিক্ষামন্দিরে উপস্থি হইতে হইবে। অতএব সর্ব্বাগ্রে বিদ্যাল বিশেষ মনোযোগসহকারে শিক্ষা কর্ত্তব্য।

---:০:---

## বিবিধসংবাদ।

২২এ পৌষ সোমবার।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতে

পরগণার সদর আমিন বাবু শ্যামধন মুখো
ারে ছুপীরিয়র কোর্ট আদালতের প্রতিনিধি
হইয়াছেন। আপাততঃ তিন মাসের
মিত্ত ইনি গমন করিতেছেন। ইনি যেপ্রকার
ক, ইঁহাকে ঐ পদে অথবা উহার তুল্য
ন উক্ত পদে স্থায়ী করিয়া দিলে ইঁহার
পর যথার্থ পুরস্কার হয়।

গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, অন্য অন্য
ার পরীক্ষা দিয়া পুরস্কার লইবার পূর্ব্বে
ভাক বঙ্গদেশীয় সিবিলিয়ানকে সর্ব্বাগ্রে বঙ্গ
উংকল ভাষায় এবং উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের
বিলিয়ানদিগকে সর্ব্বাগ্রে হিন্দুস্থানী ও পারস্য
ার পরীক্ষা দিতে হইবে। যাহারা পরীক্ষা
ার নিমিত্ত ছুটি মাস বিদায় পাইবেন, তাঁহা
দের সেই সময় কার্য্যকাল বলিয়া পরিগণিত
বে। আজ্ঞাটি উত্তম হইয়াছে। ইহাতে সিবি
য়ানগণ সর্ব্বাগ্রে আপন আপন প্রেসিডেন্সির
া শিক্ষা করিতে পারিবেন।

হাজরা জাতির সর্দ্দার ও খানাজাবনির
সর্দ্দার আবদুল রহমন খাঁ বাখিয়ানা হইতে
পশ্চাদ্গমন করিয়াছেন। সিয়ার
দের সহিত সন্ধি করা তাঁহার অভিপ্রেত হও
য়াতে আমিরথ ।। তাহার শিবির ত্যাগ করিয়া
কে চালয়া গিয়াছেন। সিয়ার আলি সন্ধি
তে অসমর্থ হওয়াতে আবদুল রহমন
যনি আক্রমণ করিবার চেষ্টায় আছেন।
ঃ [illegible]র সহিত সিয়ার আ-
র [illegible]দের যুদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে আব
রহমন পরাজিত হইয়াছেন। যুদ্ধ খাঁ দিগের
বাং পরস্পর [illegible] দূরে আছে।

মানিঅর্ডর আফিস হইতে টাকা লইলে যদি
ক. হারা যায়, তাহা হইলে দ্বিতীয় ও তৃতীয়
নকল লইতে হইলে সমান বাঁটা দিতে
বে এপর্য্যন্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারের
মত কিছুই দিতে হইত না। দ্বিতীয় বারে
ক ও তৃতীয় বারে চতুর্থাংশ বাঁটা করা
বা। গবর্ণমেণ্টের পোষ্ট আফিসে পত্র হারা
ইবে, তাহার দণ্ডস্বরূপ সর্ব্বসাধারণকে
গুণ বাঁটা দিতে হইবে। সুন্দর বিচার বটে!!

রিবাস টমসন সাহেব রাজস্বনীবিভাগের
তিনিধি কামসনর হইয়াছেন কৃষ্ণনগরের
জিষ্ট্রেট বেল সাহেব সিপাল বিশেষ্ কার
সে, মনরো সাহেব কৃষ্ণনগরের মাজিষ্ট্রেট
হলেন।

মান্দ্রাজের গোবীজের টীকাদারগণ কিছু
দিন কার্য্যাপেক্ষা করিয়া কার্য্যদক্ষ হইবামাত্র
পদত্যাগ করেন বলিয়া টীকাবিভাগের অধ্যক্ষ
ডাক্তর পার্ট টীকাদারদিগের নিকটে এক এক
একরার লইতেছেন যে, তাঁহারা কয়েক বৎসর
করিয়া কার্য্য করিবেন। টীকাদারগণ অল্প
বেতন পান বলিয়াই কর্ম্ম ত্যাগ করেন।

মান্দ্রাজের অনেক স্থানে ব্যাঘ্রের উৎপাত
হওয়াতে কৃষকগণ পলায়ন করিয়াছে। তত্রত্য
গবর্ণমেণ্ট অতিরিক্ত প্রত্যেক ব্যাঘ্রবধের পুর-
স্কারস্বরূপ ১০ টাকা দিতে চাহিয়াছেন।
লোকদিগকে নিযুক্ত করাতে এইসকল অনিষ্ট
ঘটনা হইতেছে।

বোম্বাইয়ের বণিক সম্প্রদায় ও এতদ্দেশীয়
সভা লার্ড মেয়রকে অভিনন্দন প্রদান করি-
য়াছেন। লার্ড মেয় ইহা গ্রহণের সময়ে বলি
য়াছেন, তিনি সামান্য ভদ্রলোকস্বরূপ ইহা
লইলেন। যত দিন তিনি গবর্ণর জেনরলের
পদ গ্রহণ না করেন, ততদিন সকলে যেন
তাঁহাকে সামান্য ভদ্র লোকের ন্যায় জ্ঞান
করেন। লার্ড মেয় বোম্বাইয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের
মূল স্থাপিত করিয়া মান্দ্রাজ যাত্রা করিয়া
ছেন।

কাশ্মীরের রাজা স্বীয় পুত্রকে শাসন শিক্ষা
ইবার নিমিত্ত এক কৌশল করিয়া
তাঁহাকে তাহার অধ্যক্ষ করিয়াছেন। কয়েক
জন উপযুক্ত কর্ম্মচারী রাজকুমারের সহায়তা
করিবেন। এই কৌশল যাহা করিবেন, তাঁহ
কে কেবল রাজার নিকটে একটি মাত্র আপীল
হইবে। মন্ত্রিগণকে যেন বুঝিয়া সুঝিয়া
নিযুক্ত করা হয়।

২০ এ পৌষ মঙ্গলবার

গত শনিবার রাণীগঞ্জে নটনের কূপনদের
পরীক্ষা হইয়াছিল। প্রথমে নলটীর ছিদ্রসকল
বালুকাপরিপূর্ণ হওয়াতে জল উঠে নাই।
এই নলদ্বারা আবিসিনিয়াতে অনেক উপ
কার হইয়াছিল।

রাজপুতনাপ্রভৃতি স্থানের দুর্ভিক্ষনিবারণ
র্থে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যেসকল উপায়
অবলম্বন করিয়াছেন, সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট
তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া এক পত্র
লিখিয়াছেন। এই পত্রে লিখিত হইয়াছে যে
দুর্ভিক্ষের সময়ে গবর্ণমেণ্ট যেসকল সাহায্য
দিবেন তাহাতে তাঁহার অমত হইবে না এক্ষণ
বিপদ কালে গবর্ণমেণ্টের উপরে প্রতিপালনের
ভার পতিত হয়, ইহা স্বীকার করা হইয়াছে
দেশের যেমত অবস্থা গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে ঠিক

সেইপ্রকার ঃ
আলাহাবাদ
টর" নামক
পত্র প্রকাশ হ
বাবোদর
পর্য্যন্ত বিশেষ
ছিল। কিন্তু এ
তেছি, এবার
এত শীঘ্র ক
বর্ত্তমানে পর

সম্প্রতি তিন জন গোরার
করিয়া মুলতান হইতে কোহাট
জাহাজে বিনা ভাড়ায় যাইবার চেষ্টা পা
তাহাদিগের যে দণ্ড হইয়াছে, পবলিক
নিয়র তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া কাপ্তেন বি
অত্যাচারকারী ও অবিচারক বলিয়া
দিয়াছেন। ইউরোপীয়ের দণ্ড পক্ষপাতী প
পত্রের চক্ষুঃশূল হইবে সন্দেহ নাই।
সর্ব্বসাধারণে কাপ্তেন বিডনের অনুমো
করিবেন

মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্কের সাহেবদিগের
এক জন দারবানের অনেক টাকা চুরি যা
আর দুই জন দারবানকে সন্দেহ করে।
কোন প্রকারে তাহাদিগের দোষ সপ্রমাণ
বার সম্ভাবনা না থাকাতে সে টাকার
উন্মত্ত হইয়া একটি পিস্তল রিবলবার
দারবানদিগকে গুরুতর আঘাত করিয়া
হত্যা করিয়াছে। চৌকিদারদিগের সম্মু
এই কাণ্ড করে। কিন্তু কেহই তাহাকে
করিতে সাহসী হয় নাই। পরিশেষে করে
ইউরোপীয় কনষ্টেবল আসাতে জমাদার
প্রাপ্ত করে। আহত ব্যক্তিগণ চিকিৎসা
আছে। কিন্তু তাহাদিগের জীবন
হইয়াছে।

২১ এ পৌষ বুধবার।

টেলিগ্রাফের ডিরেক্টর জেনরল কর্ণেল
সনের প্রস্তাবানুসারে ভারতবর্ষীয় গব
আজ্ঞা দিয়াছেন, ভারতবর্ষের যে সে
টেলিগ্রাম প্রেরিত হইলে দশটি কথার
এক টাকা দিতে হইবে। অক্টোবর অবধি
নিয়ম হইয়াছে এবং এক্ষণ
য়াছে।

ভারতবর্ষী
দিগের অনেক
লাড় ভায় বলি
কলিকাতা হইত

শ করেন।
তেছে। কিন্তু
। কলিকাতা
ক মধ্যবর্ত্তী
প্রতি যাহল
রা বর্দ্ধমানের
তৃতীয় শ্রেণির
রয়া থাকেন।
র্যন্তই অধি
তাঁহাদিগের
রা অকর্ত্তব্য।
মরণ আছে, মুলফিন্সের রেক
রিটন সাহেব গবর্ণমেণ্টের নিকটে কিছু
ক্ত টাকা পাইবার নিমিত্ত আদালত বন্ধ
বলিয়াছিলেন, যত দিন টাকা না পাইবেন
ন কাজ করিবেন না। তিনি আরও প্রধান
ের কর্ণেল ফিচর সহিত অকারণ বিবাদ
ছিলেন। এই বিষয় ভারতবর্ষীয় গবর্ণ
গোচর হওয়াতে সর জন লরেন্স বলি
া, বিচারপতি হইয়া এপ্রকার ব্যবহার
াহার পর নাই অন্যায়। প্রধান কমিসন
বসয়ে গবর্ণর জেনরল বলিয়াছেন, করিটন
তাঁহাকে বৃথা অপমান করিয়াছেন
কারী কর্ম্মচারীদিগের সম্মানরক্ষা করা
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা।
চারপতি এপ্রকার অন্যায় ব্যবহার করি
তাঁহাকে সমুচিত দণ্ড দেওয়া হইবে।
লিশমান জিলা হইতে সংবাদ পাইয়া
নীলকরদিগের সহিত কৃষকদিগের পুনর্ব্বার
হইবার উপক্রম হইতেছে। নীলকরেরা
ঙ্গি করিয়াছেন বটে কিন্তু তাহাও পর্য্যাপ্ত
ালিয়া কৃষকগণ অসন্তুষ্ট রহিয়াছে। নীল
মেনেজারদিগের কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি না
ল বিবাদ সর্ব্বদা হইবে।
ামবার গবর্ণর জেনরল কতকগুলি এবে
য় লোককে সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়
। উত্তরপশ্চিমাঞ্চল হইতে কতকগুলি
আসিয়াছিলেন। নেপালের যুত ও জন
আফিসরগণ উপস্থিত ছিলেন। সকলেই
ীয় আফিসরদিগের বস্ত্র ও সামরিক ভাব
আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। যুত সর জন
ের নিকটে বিদায় লইয়া উপঢৌকন প্রদান
। লার্ড মেয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়
স্বদেশে গমন করিবেন।
কাষসমাজের গত অধিবেশনদিবসে
ন বাবু হরচন্দ্র ঘোষের মৃত্যুর নিমিত্ত
সূচক একটী মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।
২৫ এ পৌষ বৃহস্পতিবার।
খাতে আমেরিকান বণিক জর্জ পিবডি
দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থে আর
দান করিয়াছেন। পিবডি
শ প্রতিবৎসর
ন। আমেরিকায়
কেবল লণ্ডনের
দুই ৩৫ লক্ষ
ল ব্যয় আর
দেশোষ্ঠান কিছি

তাহাদের অপেক্ষাও অধিক দান করিতেছেন।

বর্দ্ধমানের রাজার উদ্যানে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পশু ও পক্ষী সংগৃহীত আছে। কিন্তু আমরা দুঃখিত হইলাম গত দুই বৎসরের মধ্যে কতকগুলি উত্তম পশু প্রাণত্যাগ করিয়াছে। চারিটী সিংহ ও তিনটী বৃহৎব্যাঘ্র এবং কতকগুলি উত্তম ও দুষ্প্রাপ্য পক্ষী নষ্ট হইয়াছে। রাজা এপর্য্যন্ত ইহাদিগের পরিবর্ত্তে নূতন জন্তু আনয়ন করেন নাই। রাজার উদ্যান বঙ্গদেশের একটী মনোহর স্থান। ইহার সৌন্দর্য্য কমিলে অতিশয় দুঃখের হইবে। রাজা নূতন জন্তু পাইলে ক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কেবল ইচ্ছায় কি হইবে? যত্ন করিয়া আনয়ন করিতে হইবে। রাজার বাটীতে কতকগুলি অতিশয় আশ্চর্য্য ও নানা বর্ণের উত্তম মারবল চীন হইতে আসিয়াছে।

২৬ এ পৌষ শুক্রবার।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরদিগের ন্যায় প্রধান কমিসনরদিগকেও অচিরস্থায়ী কর্ম্মচারী ও পেয়াদাপ্রভৃতিকে পেন্সন দিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। তাঁহারা কেবল ছয় মাসান্তে পেন্সনভোগীদিগের এক এক তালিকা প্রেরণ করিবেন। প্রত্যেক বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মত লইতে বিলম্ব হওয়াতে এই আজ্ঞা হইয়াছে।

সোমবার বাবু হরচন্দ্রঘোষের স্মরণার্থ টাউন হালে এক সভা হয়। বিচারপতি নর্ম্মান সভাপতির আসনগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রায় দুই শত ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ইডেন, ফেয়ার, গর্ডন, সিটনকার প্রভৃতি সাহেবেরা ছিলেন। সাধারণ চাঁদাদ্বারা হরচন্দ্রঘোষের একটী সম্পূর্ণ চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি করা সকলের মত হইয়াছে। উদ্বৃত্ত হইলে সেই টাকা প্রেসিডেন্সি কালেজে দাতব্য সভার হস্তে দেওয়া হইবে। হরচন্দ্রঘোষ যথার্থ সম্মানের পাত্র ছিলেন। তিনি বক্তৃসমাজে মিশ্রিত হইতেন না। তথাপি সর্ব্বসাধারণে তাঁহার ভদ্রতা ও দক্ষতা জানিয়া মৃত্যুর পর এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।

পাটনায় দিন দিন খাদ্যদ্রব্যসকল অতিশয় দুর্ম্মূল্য হইতেছে।

মান্দ্রাজের বাতুলালয়ের বাতুলদিগকে বৎসরের নূতন দিবসে ভোজ দেওয়া হইয়াছিল।

২৭ পৌষ শনিবার।

মিরুফাজিনামক যে ব্যক্তি কাপ্তেন ভুগল সকে বিদ্রোহকালে বধ করিয়াছিল বলিয়া ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করিয়াছে. তাহার মৃত্যুর সময়ে এক জন ইউরোপীয় ভদ্রলোক মূর্চ্ছা গিয়াছিলেন। ইহাতে মফস্বলাইট ক্রোধান্বিত হইয়া বলিয়াছেন, এসকল লোকের ফাঁসী দেখিতে যাওয়া অতিশয় অন্যায়। অবশ্য। এক জন ভারতবর্ষীয়ের মৃত্যুদর্শনে দুঃখিত হওয়া ইউরোপীয়ের পক্ষে অতিশয় নিন্দার বিষয়। ভারতবর্ষে আসিতে হইলে আর দয়ার প্রয়োজন কি আছে?

—:০:—

# ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৩০এ ডিসেম্বর। তুরস্ক ও গ্রী
বিবাদভঞ্জনার্থ ২রা জানুয়ারি পারিসে
সভা হইবে। থেসেলিতে আর ৫০,০০০
সৈন্য রাখিবার আজ্ঞা হইয়াছে।
ক্রিটবা দ্বীপে অনেক সাহায্যকারী সে
সৈন্য প্রেরিত হইতেছে।

৩১ এ ডিসেম্বর। তুরস্ক ও গ্রীসের
ভঙ্গন হইবার সম্ভাবনা হইতেছে।

ক্রিটের বিদ্রোহীরা ইনসিস বাষ্পীয় জ
অর্পণ করিয়াছে। তাহারা ইহাকে জলমগ্ন
নাই। কেবল সাইরাতে আটক করিয়া
য়াছিল।

১লা জানুয়ারি ১৮৬৯। গবর্ণমেণ্ট
সরিক রাজস্বের হিসাব প্রকাশ করিয়া
গতবর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ৭১,৮৬০৬,৭৭০ টাকা
হইয়াছে। শুল্ক, ষ্টাম্প ও ডাকঘরে
অপেক্ষা ৬৪,৪০,০০০ টাকা কম। কিন্তু স
হইতে ৩ কোটি টাকা ও সাক্ষে আদায়
৬৭,১১,৬১০ টাকা অধিক আয় হইয়াছে

অদ্য মাড়রিড হইতে যে টেলিগ্রাম
য়াছে, তাহাতে জানা যাইতেছে, মালা
বিদ্রোহের সম্ভাবনা হওয়াতে সেনাপতি
লারেস তথায় সামরিক আইন প্রচার
ছেন। ৭৮০ অশ্বধারী বিদ্রোহী গড়
আত্মরক্ষা করিতে প্রস্তুত হইতেছে।

২রা জানুয়ারি। স্পেন হইতে শেষ যে
গ্রাম আসিয়াছে তদ্দ্বারা জানা যাইতেছে,
পতি কাবেলারোস মালাগার বিদ্রোহী
পরাজিত করিয়া পুনর্ব্বার শান্তিস্থাপন
ছেন।

ওবারেণ্ড গারনী কোম্পানির নামে ন
হইবে।

কাপ্তেন লাবান মরিয়ার আপাত
রিচার্ড মেইনের প্রতিনিধি হইয়াছেন
ষ্টান্টিনোপোল হইতে গত কল্যের এক
বাদে জানা যাইতেছে, দুরবস্থায় প
.প্রবণনিমিত্ত গতকল্য সুলতানকে অ
করা হইয়াছে। লোকে বলিতেছেন, কুয়াদ
যুক্ত হইয়া এই সভায় যাইবেন। দুত
প্রথম অধিবেশন কবে হইবে তাহা অ
.বর হয় নাই।

গত কল্য সম্রাট নেপোলিয়ন টুইল
বাটীতে একটী বক্তৃতা করিয়াছেন। ব
কালে তিনি বলিয়াছেন, এক্ষণে ইউরো
রাজগণ পরস্পরের সংহত সৌহার্দ্দ
নিমিত্ত যে চেষ্টা পাইয়া থাকেন, তাহা অ
সুখকর। এই ইচ্ছা থাকিলে যাবতীয়
প্রশ্নেরও মীমাংসা হইতে পারে। সম্রাট
করিয়াছিলেন, ১৮৬৮ অব্দের ন্যায়
অব্দে শান্তি বজায় থাকিবে। সভ্য জ
পক্ষে শান্তি অতিশয় প্রয়োজনীয়।

৪ ঠা জানুয়ারি। ৯ ই পারিসে
সভা হইবে স্থির হইয়াছে।

ারল ক্রেরেগুন ও ডিউক অব বকিঙহাম
ৃতির মূলবিষয়ে একমত হইয়াছেন।

—:০:—

## গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন।

### বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনন্টগবর্ণরের আদেশানুসারী

### নিয়োগ।

০ এ ডিসেম্বর ১৮৬৮। যে দিবস জি, াকফিল সাহেব স্বীয় কার্য্যের ভার গ্রহণ াছেন, সেই দিন অবধি তিনি মেদনীপুরের নিসিপালিটির সহকারী সভাপতি হই

াপ্তেন এচ, ডবলিউ গার্ডনর্ট আর, ই ুরের এক জন মিউনিসিপাল কমিসনর হইবে

াভকীরা উপবিভাগের অন্তর্গত শ্রীপু সম্প্রতি যে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত ছে, নিম্নলিখিত ছয় লোকেরা সেই চিকিৎ চালাইবার নিমিত্ত সভাবদ্ধ হইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।
» গোপীনাথ কর।
» যোগেন্দ্রচন্দ্র সরকার।
» উমাচরণ রায়।
» জগদীশচন্দ্র সরকার।

ত দিন এচ বাকেয়ার সাহেব বিদায় লইয়া পস্থিত থাকিবেন, তত দিন জি, এ, পিপর ব [illegible] ও চট্টগ্রামের প্রতিনিধি অতি- জজ হইবেন।

, বোলার সাহেব ফরিদপুরের সব রেজি হইবেন।

ত দিন বাবু চন্দ্রকিশোর রায় বিদায় লইয়া পস্থিত থাকিবেন তত দিন বাবু বরদা প্রসন্ন বি, এল চট্টগ্রামের অন্তর্গত কাটহাজারির তিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

ত দিন মৌলবী সমাউদ্দিন বিদায় লইয়া পস্থিত থাকিবেন, তত দিন বাবু জগবন্ধু াপাধ্যায় বি, এল, বীরভূমের অন্তর্গত আম াব প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

, ডবলিউ, মলোনি সাহেব রাজসাহী বিভা প্রতিনিধি কমিসনর হইবেন।

বাবু গুরুপ্রসাদ সেন মালদহের দাতব্য কৎসালয়ের সভার অন্যতর সভ্য হইবেন।

৪ ঠা জানুয়ারি ১৮৬৯। নিম্নলিখিত ভদ্র কেরা যশোহরের বিদ্যাশিক্ষা সভার হইবেন।

এ, আর্নল্ড সাহেব।
বাবু নবীনচন্দ্র সেন বি এ।
» দক্ষিণাপ্রসাদ বসু বি, এল।

টি, বি, লেন সাহেব রেবেনিউ বোর্ডের প্রতিনিধি সেক্রেটারী হইবেন।

আর, এল, মাঙ্গলস্ সাহেব রেবেনিউ বোর্ডের প্রতিনিধি কনিষ্ঠ সেক্রেটারি হইবেন।

কটকের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রা পাড়া উপবিভাগের ভার পাইয়া কটকে ১৮৬৮ অব্দের ৯ আইনঅনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

জে, এস, আরমষ্টঙ সাহেব কটকের প্রতিনিধি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

টি, এম, কার্কউডসাহেব দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতিনিধি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন। তিনি আরও কটকের কমিসনরের বিশেষ সহকারী হইবেন।

যে দিবস ডবলিউ, ডবলিউ হন্টার সাহেব ইউরোপ হইতে বিদায়ান্তে ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, সেই দিবসাবধি তিনি বীরভূমির সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন। কিন্তু আপাততঃ ষ্টাম্প ও ষ্টেসনরির প্রতিনিধি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

চতুর্থ চক্রবাড়ের রেবিনিউ সরবেয়র লেপ্টেনণ্ট ডবলিউ, জে, ই, ওয়াট ১৮৩৩ অব্দের ৯ আইনঅনুসারে ২৪ পরগনার ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

৫ ই জানুয়ারি। এ, আর, টমসন সাহেব রাজধানী বিভাগের প্রতিনিধি কমিসনর হইবেন।

যত দিন এফ, আর, কক্রেল সাহেব সরকারী কার্য্যোপলক্ষে অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন এচ, বেল সাহেব প্রতিনিধি লিগাল রিমেম্ব্রান্সর হইবেন।

জে, মনরো সাহেব নদীয়াতে প্রথম শ্রেণির প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

যত দিন বাবু পঞ্চানন বন্দোপাধ্যায় বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন তত দিন বাবু শ্যামধন মুখোপাধ্যায় হুগলী শ্রীরামপুর ও হুঁচুড়ার শিবিরের ছোট আদালতের প্রতিনিধি জজ হইবেন।

### পবলিকওয়ার্ক ডিপার্টমেন্ট

৩০ এ ডিসেম্বর ১৮৬৮। চতুর্থ শ্রেণির একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র টি, এ, কেলি সাহেব ১৮৬৮ অব্দের ১০ ই ডি বৈকালে ত্রিহুত বিভাগের ভার গ্রহণ ক ছেন।

যতদিন এফ, এম, এবারেন সাহেব বি লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দ্বিতীয় শ্রেণির একসিকিউটিব ইঞ্জি জি, ডবলিউ, বিবিয়ান সাহেব (যিনি স ইউরোপ হইতে পীড়া নিবন্ধন বিদা প্রত্যাগমন করিয়াছেন) হুগলী নদী বিভ প্রতিনিধি একসিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র হইবে

৪ ঠা জানুয়ারি ১৮৬৯। দ্বিতীয় সহকারী ইঞ্জিনিয়র বাবু মহেশচন্দ্র বসু দিনের জন্য সেলাই ইনবেষ্টিগেশান হিজলি বিভাগে বদলী হইবেন।

—:—

### কাকিনিয়া হইতে এক জন লি

ছেন:—

১। রঙ্গপুরের মেলা ১লা জানুয়ারি আরম্ভ হইয়াছে। এই মেলায় বিস্তর অশ্ব, গো, মহিষ, উষ্ট্রপ্রভৃতি বিক্রয়ার্থ য়াছে। মেলা সপ্তাহ কাল থাকিবে। কার্য্য শেষ হইলে, তদ্বিবরণ মহাশয়ের বর্গকে জানাইতে ইচ্ছা রহিল।

২। এখানকার দ্বিতীয় ভূম্যধিকার কৈলাসরঞ্জন রায় চৌধুরী গত ৫ ই প্রত্যুষসময়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। বাবু অল্প বয়সেই যেরূপ সদ্গুণের আধার উঠিয়াছিলেন, ইনি কিছুদিন জীবিত কাকিনীয়া ও রঙ্গপুরবাসী জনগণের উন্নতিসম্ভাবনা ছিল। নিদারুণ কাল অকালেই গ্রাস করিয়া আমাদের উন্মূলিত করিল।

৩। কয়েক দিন হইল, রাজসাহী বি পাঠশালাসমূহের ইনস্পেক্টর বাবু কা মুখোপাধ্যায় ও কাকিনীয়ার বর্ত্তমান বাবু মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী অত্রস্থ ও বালিকা স্কুলে উপস্থিত হইয়া পরী করিয়া সন্তোষলাভ করিয়াছেন। মহি রায় চৌধুরী ইতিমধ্যেই দুই দিবস লয়ে উপস্থিত হইয়া ছাত্রীগণ কিছু কিছু পুরস্কারবিতরণ করি দারদিগের এরূপ বিদ্যানুরাগ স ষের বিষয় সন্দেহ নাই।

। রঙ্গপুর স্কুলের দিন দিন উন্নতি লক্ষিত
ছে। গত বৎসর এই স্কুল হইতে তিন
ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে,
রেও রঙ্গপুর স্কুল হইতে পাঁচ জন ছাত্র
ন পরীক্ষার্থী হইয়া কৃষ্ণনগর কালেজে গমন
য়াছেন। রঙ্গপুর স্কুল যখন জমীদারদিগের
নে ছিল, তখন দিন দিন অবনতিই দৃষ্টি
র হইত, এক্ষণে গবর্ণমেন্টের তত্ত্বাবধানে
প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ ভট্টা
য্যর যত্নে সমধিক উন্নতিলাভ করিতেছে।

। এই গ্রাম মধ্যে একটী শূকরের কারখানা
কয়েকটী পচাপুষ্করিণী থাকাতে গ্রামের
ক অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। সর্ব্বদা
উক্ত জলাশয়গুলির বাষ্পরাশি ও শূক
মল মূত্রের দুর্গন্ধে গ্রামস্থ সমুদায় লোকের
। জন্মিয়া থাকে। আমরা কাকিনীয়ার ভূম্য
রী মহাশয়ের নিকটে সানুনয়ে প্রার্থনা
যে সত্বরে ঐ সকল অসুবিধা দূর করিয়া
বাসীদিগকে স্বাস্থ্যসুখে সুখী করুন।

—:•—:

আমাদিগের কোরহাটিস্থ সংবাদ-
তা লিখিয়াছেন:—

প্রায় বৎসরাধিক কাল অতীত হইল, কতি
হিতৈষী ব্যক্তির যত্নাতিশয়ে কাঁচাদিয়া
শুভকরীনাম্নী একটি সভা প্রতিষ্ঠিত
ছে। নিরাশ্রয় দরিদ্রদিগের জীবিকা,
শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে সাহায্য
এবং প্রয়োজনানুসারে পথ, ঘাট, পুষ্ক
প্রভৃতির সংস্কার ও পরিষ্কার করা শুভ
র উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য যেরূপ মহৎ, সভাটী
য়িনী হইয়া তদনুরূপ কার্য্যসাধন করিতে
লে ইহাদ্বারা দেশের সমধিক মঙ্গল হইবার
বনা। উক্ত গ্রামনিবাসী বাবু দ্বারকানাথ
এই সভা স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী
ক্তের সময় ইহার বার্ষিক অধিবেশন অতি
ারোহসমক্ষে হইয়া গিয়াছে। শুভকরীর
য় ও অন্যান্য নিয়মাদিসম্বন্ধে আগা
বিস্তারিতরূপে লিখিতে আমাদিগের
না রহিল।

২। মহাশয়! আমরা পি, সি, এস প্রণীত
...দের বাঙ্গলা এন্ট্রেন্স কোর্সের
কয় অংশের অর্থপুস্তক পাঠ
প্রীতিলাভ করিলাম। অন্যান্য
মত ইহা আংশিক ফলোপধায়ক
শব্দ, শব্দার্থ, তদ্ধিত, কৃৎ বাচ্য,
সমাস, বিশেষ্য, বিশেষণ, লিঙ্গভেদ, পদার্থ
সমস্ত কঠিন বাক্যের ব্যাখ্যা, সংস্কৃত বচন,
ইতিহাস ভূগোলাদি হইতে নানা প্রমাণ ও দৃষ্ট,
প্রভৃতির লক্ষণ বিশদরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে।
কঠিন কঠিন অংশ ও বাক্য সমূহের অর্থ করি
বার কালে প্রথমে তাহাদের সাধারণ অর্থ
এবং তৎপরে তত্তৎস্থলে কি অর্থ ও ভাব প্রকা
শিত হইতেছে, প্রণেতা তৎসমুদায় বুঝাইয়া
দিতে বিলক্ষণ প্রয়াস পাইয়াছেন, তদ্বিষয়ে কৃত
কার্য্যও হইয়াছেন, বলিতে হইবে।

আমরা অনেক টীকাকারকে দেখিতে পাই,
তাঁহারা কেবল পুস্তকস্থিত বাক্যের মাত্র অর্থ
ধাতু ও সমাস যাহাতে বালকগণের কণ্ঠস্থ হয়
তাহারই চেষ্টা করেন। বিদ্যাশিক্ষার প্রকৃত
উদ্দেশ্যের প্রতি বড় একটা লক্ষ্য রাখেন না।
সুতরাং তাঁহাদের অবলম্বিত উক্তবিধ উপায়
দ্বারা যে ছাত্রদিগের প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই
উপকার হয় না তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে
হইবে। কিন্তু আমরা যে অর্থপুস্তকের বিষয়
বলিতেছি, তাহা সে অভিপ্রায়ে লিখিত হয়
নাই। এখানি প্রণেতার পরিশ্রমশীলতা ও
অনুসন্ধিৎসার বিলক্ষণ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে
যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী
দিগের উত্তমরূপ শিক্ষা ও অল্পায়াসে জ্ঞান
লাভ হয়, গ্রন্থকার তদ্বিষয়িণী চেষ্টার ত্রুটি
করেন নাই। এই অর্থপুস্তক ঢাকা সুলভযন্ত্রে
মুদ্রিত হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে আমরা কাঁচাদিয়া পোষ্ট আফি
সের ডিপুটী পোষ্ট মাষ্টর বাবু লালমোহন বট
ব্যাল মহাশয়ের শ্রমকুশলতা ও কার্য্যনিপুণতার
বিষয় সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়াছিলাম।
শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, কর্তৃপক্ষ তাঁহার
বেতন ১০ টাকা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। গুণের
পুরস্কার না হইলে কি হয়?

গত সপ্তাহে অত্রত্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের
বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে। এ বার
এই বিদ্যালয় হইতে দুই জন ছাত্র ছাত্রবৃত্তির
পরীক্ষা প্রদান করিয়াছেন জগদীশ্বর করুন
ইহারা উভয়েই কৃতকার্য্য হউন।

—:০:—

আমাদিগের তমোলুকস্থ সংবাদ-
দাতা লিখিয়াছেন।

১। আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি
যে, এখানকার ইংরাজি বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মা-
ণার্থ মুরসদাবাদ নিবাসিনী দেশহিতৈষিণী
শ্রীমতী রাণী স্বর্ণময়ী এক কালীন ৫০ ও
শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধিপতি ২৫ টাকা দান
য়াছেন। মহারাজ বাহাদুর এখানকার
চিকিৎসালয়ের নিমিত্তও এক কালীন ৫০
দান করিয়াছেন। তাঁহাদের এই
নিমিত্ত আমরা চিরদিন বাধ্য রহিলাম।

২। কিয়দ্দিন হইল, মেদিনীপুরের
টর শ্রীযুক্ত রেনল্ডস্ সাহেব মহাশয়
স্কুলের অবস্থা দর্শনার্থ আগমন করিয়াছি
অনেক প্রজা তাঁহার পদাবনত হইয়া এ
রের করের বিষয়ে কিঞ্চিৎ অনুকূল
বস্ত করিতে প্রার্থনা করিয়াছিল। কি
এখনও ত কিছুই শুনিতে পাইলাম না।
করি সাহেব মহোদয় প্রজাদিগের দৈন্যদ
জনিত বিপুল ক্ষতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া
সদয় হইবেন।

৩। কালেক্টর মহোদয় এখানকার ই
বিদ্যালয়ে কতিপয় শ্রেণীর পরীক্ষা গ্রহণ
বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছেন।

৪। এ বৎসর এখানকার বঙ্গ বিদ
একটী ছাত্র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাতে উত্তী
য়াছে। কিন্তু বৃত্তি প্রাপ্ত হয় নাই।
বিদ্যালয়ের দিকে বোধ হয় শনির দৃষ্টি
হইয়াছে। উপর্য্যুপরি তিন বৎসরই
বালক প্রবেশিকা পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ
পারে নাই।

৫। এ প্রদেশে চাউল ও তৈল
উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। পরে
দাঁড়ায় বলা যায় না।

—:•:—

আমাদিগের কালনাস্থ সংবাদ
লিখিয়াছেন:—

বিশেষ আনন্দের বিষয় যে, এখানকার
সমাজটী ক্রমেই উন্নত হইতেছে; যখন
সর ইহার বয়ঃক্রম হইতে চলিল, তখন আ
ইহার পতন হইবার সম্ভাবনা দেখি না। এ
একটী উপাসনাগৃহ প্রস্তুত করিবার উ
হইতেছে। বর্দ্ধমানাধিপতির নিকট
প্রার্থনা করায় তিনি ২৫ টাকা দান করিয়া
অন্যান্য সদাশয় ব্যক্তিগণও বিশেষ
করিতেছেন। যাঁহারা দানে অঙ্গীকৃত
ছেন তাঁহারা মুদ্রা প্রদান করিয়া এই
কার্য্য সম্পন্ন করুন। শুনিতেছি, কলিক
আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য মহা
নিকট সভ্যগণ সাহায্য প্রার্থনা করি
তিনি এ বিষয়ে মুক্তহস্ত, সুতরাং সভ্
মনোরথ পূর্ণ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

এখানকার জীবধারার মাঠের সাঁকোর য যাহা পূর্ব্বে সোমপ্রকাশে লেখা হইয়াছিল, গত হইলাম বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট হইতে বর্দ্ধ নের একজিকিউটীব ইঞ্জিনিয়ারের নিকট জন্য পত্র আসিয়াছে। এই বারে সাঁকোটী ত হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

এখানকার বন জঙ্গল ও পুষ্করিণীপ্রভৃতি স্কার থাকাতেই বোধ হয় এবার পীড়ার রূপ প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে না। যদিও উঠা ও বসন্ত রোগে কেহ কেহ আক্রান্ত তেছেন, কিন্তু কাহারই জীবন বিনষ্ট হই হ না। ঈশ্বর এ দেশের প্রতি এইরূপ প্রসন্ন কন ইহা আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

পুলিষ ইনস্পেক্টর বাবু রামরেণু ঘোষ শয়ের মুখে শুনা গেল এবার এঅঞ্চলে ক মাত্র শস্য জন্মিয়াছে। অনেক কৃষকও ব্যক্ত করিয়া থাকে। এরূপ স্থলে এ দেশ ত যাহাতে রপ্তানি না হয়, তাহা করাই ব্য। চাউলের দর এমন সময়ে যেরূপ থাকে, ার তাহা অপেক্ষা বেসি। ক্রমে আরও বৃদ্ধি তেছে। এখন ভাল চাউল ২॥৶০ আনা চাউল ২,০।২ ৶ রকমে পাওয়া যায় না

য়ে ৮ দিন হইল এখানকার মিশনরি স্কুলের কগণের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। অবধারিত দে রেবরেণ্ড মেগন্‌লেন সাহেব উপস্থিত ত না পারায় ডেপুটী মাজিষ্টেট শ্রীযুক্ত কানাথ দে বাহাদুর বালকগণের পরীক্ষা ন, কিন্তু সে দিন পুরস্কার বিতরণ হইল না। গণ ক্ষুণ্ণমনা হইয়া প্রতিগমন করেন। পরে সাহেব আসিয়া বালকগণকে পুরস্কার । ডেপুটী বাবু একটী মেডেল দিয়াছেন।

আমরা ডেপুটী বাবুর কার্য্যপ্রণালী দর্শন য়া তাঁহার বিষয়ে কিছু না লিখিয়া কোন ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। দেখা যাই ছ যে, এই বিচারপতি মহাশয়ের সকল বিষ বিশেষ দৃষ্টি আছে। গ্রামে বন জঙ্গল না , তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। রাস্তা ত্তিতেও বেস যত্ন আছে। প্রজাগণের সুখ নের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইনি া বিবেচনাপূর্ব্বক লাইসেন্স টাক্স ধার্য্য য়াছেন, যে তাহাতে একটীও আপিল হয় অথচ করের ন্যূনতা হয় নাই। বর্দ্ধমানের ষ্টেট হেরিশন সাহেব তজ্জন্য বিশেষ তুষ্ট ইহাকে পত্র লিখিয়াছেন যে, ইহাঁর কার্য্য লী নিতান্ত প্রীতিকর। নিকটস্থ কোন গ্রামে ার সম্বাদ শুনিলে ইনি তথায় যাইয়া সহ পার করিয়া থাকেন। গ্রামের অবস্থা, স্থানের অবস্থা ও প্রজার অবস্থাদি দর্শন করা বিচারপতিদিগের যেমন কর্ত্তব্য তাহা ইনি করিয়া থাকেন। ইহাঁর শাসনপ্রণালী প্রশংসনীয়। এরূপ বিচারপতি এখানে দীর্ঘকাল অবস্থান করেন, ইহা প্রায় সকল লোকেই প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

---

আমাদিগের আড়ংঘাটা সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। মহাশয়! সম্প্রতি রাণাঘাটের ডিপুটী মাজিষ্টেট মহাশয়ের নিকট একটী চমৎকার মকদ্দমার বিচার হইয়া গিয়াছে। বিবরণ এই কয়েক দিন অতীত হইল, রাণাঘাটের ডাকঘরে পশ্চিম প্রদেশ হইতে একটী বাক্স আসে, যখন ডাকমুন্সি বাবু ঐ বিষয়সম্বন্ধে লেখা পড়া করেন তৎকালে তত্রত্য আবকারির দারগা মহাশয় ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলেন। পোষ্ট মাষ্টর বাবু পুলিন্দাটী ভারি ও নরম দেখিয়া সহসা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ ঘ্রাণের দ্বারা জানিতে পারিলেন যে, উহাতে আফিম রহিয়াছে। আফিম এরূপ করিয়া ডাকে আসা নিতান্ত রাজনিয়মবিরুদ্ধ জানিয়া ইতস্তত বিবেচনা করিতেছেন, এমত সময় আবকারির দারগা মহাশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ঐ মাল গেরেপ্তার করিলেন। ডাকঘর হইতে দারগা বাবুকে একাকী মাল না দিয়া যাহার নামে ঐ দ্রব্য আসিয়াছিল, মুন্সি বাবু তাহার আলয়ে পত্রবাহকের দ্বারা পাঠাইয়া দেন, দারগা মহাশয়ও উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন। শুনিলাম নামাঙ্কিত ব্যক্তি (বোধ হয় পূর্ব্বে জানিতে পারিয়া) ঐ মাল ও পত্রগ্রহণে অসম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু দারগা মহাশয় ঐ ব্যক্তিকে দ্রব্যসমেত ফৌজদারিতে অর্পণ করেন। ডিপুটী বাবু যাহার নিকট হইতে এই বাক্স আসিয়াছিল, তাহাকে এখানে আনাইয়া মকদ্দমার এই বিচার করিলেন যে, যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক ইহা প্রেরিত হইয়াছে তাহার ২৫০ এবং যাহার নামে আসিয়াছে তাহার ২৫০ সর্ব্বসমেত ৫০০ টাকা উভয় পক্ষে জরিমানা হইল, এবং ঐ টাকা আবকারির দারগা এবং হরকরাকে পুরস্কারস্বরূপ দেওয়া হইল, এ মকদ্দমার কিরূপ বিচার হইয়াছে পাঠকগণ সহজে অনুভব করিতে পারেন। আমাদিগের মতে ঐ জরিমানার কিয়দংশ তত্রত্য সুযোগ্য কার্য্যদক্ষ ডাকমুন্সি শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে দেওয়া উচিত ছিল, কারণ তিনিই ইহার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। এই মকদ্দমার হয় আপিল হইবে, বিচারে যে হয় ত্রুটী করিব না।

২। রাণাঘাটের মিউনিসিপালিটীর এক্ষণে কিছুই হইতেছে না। কতক রা গুলি অদ্যাপি পাকা হইল না। আমরা এ নিমিত্ত তত্রত্য সুযোগ্য ডিপুটী মাজিষ্টে রামশঙ্কর সেন মহাশয়কে অনুরোধ করি তিনি যেন ইহাতে উদাসীন না হইয়া কার্য্যগুলি সুন্দররূপে ও সত্বরে সম্পা তদ্বিষয়ে যত্নবান হন। ইহার নিমিত্ত আ আমাদিগের লেখনীধারণ করিতে না হয়

৩। ইতিপূর্ব্বে আড়ংঘাটা গ্রামের পরিষ্কারের নিমিত্ত অত্রত্য হিতৈষিণী হইতে যে রিপোর্ট রাণাঘাটের ডিঃ মা বাবুর সমীপে পাঠান হইয়াছিল এক্ষণে তাহার হুকুম আসিয়াছে। ডিপুটী বাবু দ্বারা গ্রামে নোটীশ জারি করিয়া ১ মধ্যে সমুদয় জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া দিয়া আমরা এবিষয়ের নিমিত্ত উল্লিখিত মহোদয়ের নিকট একান্ত অনুগৃহীত হইলা

শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, যে একটি পতিহীনা নীচজাতীয় রমণী টের এক স্বর্ণকারের আপনে কএক খানি স্বর্ণাভরণ বিক্রয় করিতে নিয়া ধরা পড়ে এই রমণী পূর্ব্বে ঐ নগরের কোন এক গৃহস্থের আলয়ে কর্ম্ম করিত; তথা এই দ্রব্য গুলি আত্মসাৎ করিয়া বিক্রয় উদ্যত হইয়াছিল। শুনিলাম ঐ স্বর্ণ দ্বারা ঐ আভরণগুলি নির্ম্মিত হয়। চিনিতে পারিয়া এ দুশ্চরিত্রা কামিনীকে সমর্পণ করিয়াছে। পুলিষ ইহার তদন্তে রূপ নিযুক্ত হইয়াছেন।

৫। এপ্রদেশে ওলাউঠা একপ্রকার রন হইয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা রোগীর সংখ্যা অল্প। কেবল স্থানান্তরে ২। ৪ টীর পাওয়া যাইতেছে। যাহা হউক এই প্রজানাশক পীড়া নিঃশেষিত হইলেই বিষয় হয়।

৬। আড়ংঘাটাহিতৈষিণী সভার প্রতি সম্পাদককে বিনীতভাবে নিবেদন যে, তাঁহারা দাতব্য টাকা য়া সভার উৎসাহ বর্দ্ধন করেন একটী বিদ্যালয় হিতকর বিষয়ের নিমিত্ত একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। উপসংহ

বারাকপুর ও তন্নিকটস্থ গ্রামসমূহের
হোদয়দিগকে জানাইতেছি যে সংপ্রতি
বাবু কামাখ্যাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহা
বারাকপুরের এজেন্ট পদে নিযুক্ত করা
ছ। ইঁনি তত্রত্য রেলওয়ে ষ্টেশনের হেড
কার্ক পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। অতএব
রা আমাদিগের সভার আনুকূল্যপ্রদানে
প্রদান করিয়াছেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক
দহকিতে উক্ত বাবুর হস্তে টাকা দিয়া
ংশ্লিষ্ট স্বাক্ষরিতরসিদ গ্রহণ করিবেন।

—:০:—

## প্রেরিত।

ন্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

৬ অগ্রহায়ণ জোড়াসাকোস্থ বঙ্গবিদ্যাল
চতুর্থ সাংবৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ
সমাহিত হইয়া গিয়াছে। বিদ্যালয়টি
সামান্য পাঠ শালার ন্যায় সম্পাদক
মাধব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে
ক ভুবনমোহন তেওয়ারি মহাশয়কর্তৃক
ষ্ঠিত হয়। তেওয়ারি মহাশয় বহুযত্নে ও
য়ে এক বৎসর কালের মধ্যে উহার
ষ উন্নতি করেন। তৎপরে প্রাত্যহিক
র তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র ও
থ মল্লিক উভয়ে অধ্যক্ষ ও সম্পাদকের
ভায় প্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় উৎসাহসহ-
দ্বিতীয় বৎসরে পাঠশালাটির আরো
ক উন্নতি করেন। তৎপরে কোন কারণ
উল্লিখিত ব্যক্তিগণ স্ব স্ব পদ ত্যাগ
ত জোড়াসাঁকো নিবাসী শ্রীযুক্ত নন্দরাম
শ্রীযুক্ত মণিমাধব মুখোপাধ্যায় ও
গোষ্ঠবিহারী মল্লিক অধ্যক্ষ, সম্পাদক ও
রী সম্পাদকের কার্য্য গ্রহণ করিয়া এক
সুচারুরূপে উহার কার্য্যসমাধা করিয়া
ছেন। উহাঁরা পাঠশালাটির অনেক
অভাব দূর করিয়াছেন এবং বিদ্যা
করাইবার প্রণালীসকল এরূপ সুন্দর
প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন যে, এক্ষণে পাঠশা
ক একটি বিদ্যালয় বলিয়া গণনা করিলে
য় হয় না। এস্থানের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি
রা পূর্ব্বে উত্তম বিদ্যালয় অভাবে বিস্তর
শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া বালকদিগকে স্ব স্ব
অধ্যয়ন করাইতেন, তাঁহারা এই ক্ষণে
বিদ্যালয়টিকে সন্নিকটে পাইয়া আপন
সন্তানদিগকে এই খানেই পাঠাইয়া
থাকেন। এখানে অন্যূন ৬০। ৭০ জন ছাত্র;
অধিকাংশই ভদ্রবংশীয়। প্রত্যেক বালককে
অবস্থাভেদে ॥০ ও।০ আনা করিয়া বেতন
দিতে হয় এবং কয়েকটি দুঃখী বালক বিনা
বেতনেও পাঠ করিয়া থাকে। দুই জন শিক্ষ
কের মধ্যে এক জন পণ্ডিত অর্থাৎ সংস্কৃতজ্ঞ
অপরটি নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্র। বিদ্যাল
য়টি পাঁচ শ্রেণিতে বিভক্ত, প্রথম শ্রেণির বাল
কদিগের ইতিহাস ও অঙ্কবিদ্যাদিতে ব্যুৎপত্তি
হইয়াছে এবং অধ্যক্ষ মহাশয় ও শিক্ষকদি
গকে যেরূপ যত্নবান দেখিতে পাওয়া যায়
তাহাতে বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, আগামী
বৎসরে প্রথম শ্রেণির ছাত্রেরা বাঙ্গালা ছাত্র
বৃত্তির পরীক্ষাদানে সমর্থ হইবে। সম্পাদক
মহাশয়ের সর্ব্বদা শারীরিক অসুস্থতাহেতু
কার্য্যব্যাঘাত হইবার আশঙ্কায় গত শ্রাবণ
মাসাবধি শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মল্লিককে দ্বিতীয়
সহকারী সম্পাদকপদে নিযুক্ত করা হইয়াছে
এবং তিনি বিশেষ যত্নের সহিত বিদ্যালয়ের
তত্ত্বাবধানে সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকেন, পারিতোষিক
বিতরণ উপলক্ষে নিকটস্থ অনেক ভদ্রলোক
উপস্থিত ছিলেন এবং শ্রীযুক্ত বনমালী সেন
মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া স্বহস্তে
বালকদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করেন।

১২৭৫ } শ্রীঃ—
২২ পৌষ }

—:০:—

মহাশয়! কতকগুলি সহৃদয় ব্যক্তির প্রভূত
যত্নে যে বঙ্গভাষার এরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে
বোধ হয় তাহা কাহারই অবিদিত নাই। ঐ সকল
মহাশয়েরা নানা ভাষার গ্রন্থ অনুবাদ এবং স্বীয়
স্বীয় বুদ্ধির চালনাদ্বারা বহুতর পুস্তক
নূতন প্রকাশ করিয়া বঙ্গীয়দিগের এবং
বঙ্গভাষার অনেক অভাব পরিপূরণ করিয়া-
ছেন। এমন কি, তাঁহারা যদি ঐরূপ যত্ন না করি
তেন, বাঙ্গালাকে কখনই ভাষামধ্যে
গণনা করা যাইত না। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ
এরূপ কতকগুলি পুস্তকপ্রচারে নিযুক্ত হইয়াছেন
যাহা সম্পন্ন হওয়া বহুকালসাপেক্ষ; কিন্তু
"মনুষ্য জীবন ক্ষণভঙ্গুর এবং স্বদেশের
হিত যখন যতটুকু পারা যায়, তাহাই সম্পন্ন
করা ভাল" এই মহৎ বাক্যের বশবর্ত্তী হইয়া,
ইহারা আরব্ধ বিষয়ের যখন যতটুকু পারি
তেছেন, তাহাই জনসমাজে প্রচার করিতে
ছেন। ইহাতে ক্রমেই যে, সমাজের অনেক
উপকার সাধিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ
কি? কিন্তু একটী বিষয়ে ইহাঁদের বিলক্ষ
বিবেচনা দুষ্ট হয়। ইহাঁরা প্রথমতঃ এক
গ্রন্থের কয়েক ফর্ম্ম প্রচার করেন। পর
আর কয়েক অধ্যায় নূতন প্রচারসময়ে
প্রথমবারের কয়েকটী ফর্ম্ম তাহার সঙ্গে
করিয়া দেন। ইহাতে দুইটী বিষয়ে আমাদি
অসুবিধা হইতে হয়। যাঁহারা প্রথমে
ক্রয় করেন, পরবারে নূতন কয়েক অধ্
জন্য তাঁহাদিগের প্রথম বারের পুস্তক
পুনর্ব্বার ক্রয় করিতে হয়; কিন্তু উহা স
পক্ষে সুখকর নহে। কারণ অনেকেরই
সঙ্গতি নাই যে, তাঁহারা একরূপ পুস্তক
বার ক্রয় করিতে পারেন।

এই প্রস্তাবের যথার্থতাপ্রতিপাদ
টেলিমেকস এবং রুসোর পৌঁচার নক্সা
হইতে পারে। ঐ গ্রন্থ রচয়িতারা পরে দুই
ভাগ কেন একত্র প্রচার করুন না; তাহাতে
রই আপত্তি নাই; কিন্তু তাঁহারা প্রথম বা
গুলি গ্রন্থের যে অংশ প্রকাশিত করেন পর
প্রচারের সময়ে ততগুলি গ্রন্থের সেই
পরিত্যাগ করিয়া প্রচারিত করিলেই
হয়। এই বিষয়ে উক্ত মহাশয়েরা দৃষ্টি
করেন ইহাই আমাদিগের একান্ত অভিলা

জেলা রাজসাহী } বশম্বদ
১৮ ই পৌষ } শ্রীহরকুমার সরকা
১২৭৫ }

——:০:——

সম্পাদক মহাশয়! আমরা সামান্য
সন্তান। আমরা অসহায় দরিদ্র ও
বিদ্যালোক বিরহিত। আমরা দুর্ভাগ
আমাদিগের রাজপ্রতিনিধির রাজভবন
গবর্ণমেন্ট হাউসের উত্তরাংশে ৭।৮
মাত্র অন্তরে অবস্থিত হইয়াও বোধ হয়
কোন নৃশংস হৃদয় অন্যায়াচারী পূর্ব্বতন
মান শাসনকারী অপেক্ষা ভয়ানক নিষ্ঠুর
ধিকারভুক্ত হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া
তিপাত করিতেছি। সম্পাদক মহাশয়,
কি যে (কাল) কৃত্রিম লেখা পড়ার
আমাদিগের রাজ্ঞী কঠিন পরিশ্রমসহিত
স্বর প্রেরণ দণ্ডবিধান করিয়াছেন
হুক ব্যাপার অহরহঃ আমাদিগের
প্রবর্ত্তিত হইতেছে।। আমরা সামান্য
আমাদের অবস্থা মহাশয়ের দূরদর্শী
অলক্ষিত নহে। আজি আমাদের ধান্য
হইয়া বাকী সুদ কোনাৎ হইয়া গেল।

...আমাদের [illegible] কৃত্রিম বিক্রয় কবল। এক্ষণ ...ইয়া সেই আজি আমাদের মাথে মিথ্যা ...কর্মের শত প্রমাণ হইল। আজি ...দিগের ...মন আসিয়াছে। আজি ...দিগের ডিক্রি- ...জারি হইয়াছে। অনেকেরই আমাদিগের বাটী ... এই ক্ষুদ্র ভগ্ন কুটীর) ছাড়া হইতে হইল!!! ...সম্পাদক মহাশয়? আমরা দীন হীন আমাদের ...সকল দিকেই বিপদ। ইহার কি উপায়ান্তর ...নাই? আমরা নিতান্ত দুঃখী আমাদের অর্থ নাই, ...লোকবল নাই, ভরসাও নাই, তবে দেখিতেছি ...ক মহাশয় একমাত্র ভরসাস্বরূপ। আপনি এ ...অসহায়দলের প্রতি কৃপা করিয়া যদি সময়ে সময়ে ...লেখনী ধারণ করেন, তাহা হইলেই আমাদিগের ...কিঞ্চিৎ উপায় হইতে পারে। আপনার চরণে ...আমরা শরণাপন্ন হইলাম। আমাদের এই গ্রাম ...২৪ পরগণার অন্তর্গত আলিপুর আদালতের ...অধীনস্থ। ইহার নাম বাসুদেবপুর; পূর্ব্ব বাঙ্গলা ...রেলওয়ের বেলঘরিয়া ষ্টেশনের নিকট উত্তর ...পার্শ্বে। আমরা মূর্খ, অধিক আর কি লিখিব। ...বারান্তরে সময়ে সময়ে মহাশয়কে সমস্ত অবস্থা ...জ্ঞাত করাইব ও সাক্ষাৎ করিব। এক্ষণে আপ...নার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া (শীতকা...লের বেলা) আমরা মাঠের দিকে চলিলাম।

বাসুদেবপুর
১৮ ই পৌষ
১২৯৫
} শ্রীহৃষ্টিধর মণ্ডল, মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, নবীনচন্দ্র মণ্ডল, ভূত নাথ পাল, শ্রীরাম মণ্ডল ভূতনাথ ঘোষ প্রভৃতি।

—:০:—

সর্ব্বসাধারণকে শিক্ষাপ্রদান করা উচিত ...ক না, এই বিষয় লইয়া আজি কালি যেরূপ ...গোলযোগ হইতেছে, বোধ করি অন্য কোন ...বিষয় লইয়া তাদৃশ হইতেছে না। কেহ কেহ ...বলেন, আপামর সাধারণকে শিক্ষিত করা ...নিতান্ত আবশ্যক। কেহ কেহ বলেন, তাহা ...নহে; কারণ বর্ত্তমান কালে ভারতবর্ষের যেরূপ ...অবস্থা তাহাতে উচ্চ ও মধ্যম শ্রেণিস্থ লোকেরা ...বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া স্ব স্ব জাতীয় ব্যবসায় পরি...ত্যাগ করাতেই জীবনোপায়ের নিমিত্ত অতি...শয় কষ্ট পাইতেছেন। ইহার উপরে আবার ...নিম্নশ্রেণিস্থ লোকদিগকে শিক্ষিত করিলে ...তাহারাও যদি উক্ত শ্রেণিদ্বয় লোকদিগের ...অনুকরণ করিয়া স্ব স্ব জাতীয় ব্যবসায়সকল ...(কৃষিকার্য্যপ্রভৃতি) পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে ...দেশের ঘোরতর অনিষ্ট হইবে। তাঁহারা আরও ...বলেন যে, বিদ্যা শিক্ষা করিলে মনুষ্যের স্বভা...বতঃ সুখস্পৃহা জন্মে। অতএব নিম্নশ্রেণির ...লোকেরা বিদ্যালোকসম্পন্ন হইবে তাহাদেরও অন্তঃকরণে সুখাভিলাষ জন্মিবে; সুতরাং তখন তাহারা আর যে লাঙ্গল স্কন্ধে করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রচণ্ড রৌদ্রে ও শ্রাবণ মাসের মুষলধার বৃষ্টিতে কৃষিকার্য্য করিতে অগ্রসর হইবে ইহা বিশ্বাস হয় না। যখোপার্জ্জন করাই বিদ্যাশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য, এই সংস্কার যে দেশে বদ্ধমূল হইয়াছে, সেখানকার লোকেরা যে এরূপ বলিবেন, ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাঁহাদিগের ঐরূপ সংস্কার যত দিন থাকিবে, তত দিন বিদ্যাশিক্ষার প্রকৃত ফল তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়াও সহজ ব্যাপার নহে। যাঁহারা সাধারণকে শিক্ষিত করা একান্ত আবশ্যক বলিয়া থাকেন, তাঁহাদি গের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন মত হইয়াছে। তাঁহারা যদিও বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে একমত হইয়াছেন বটে; কিন্তু কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলে নির্ব্বিঘ্নে সর্ব্বসাধারণের বিদ্যাশিক্ষা হয় তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। কেহ কেহ বলেন, গবর্ণমেণ্টের সাহায্যদানপ্রণালী বঙ্গদেশে প্রচলিত থাকাতে লোকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিদ্যালোচনায় যত্নবান হইয়াছে এবং উহা দ্বারা এ দেশে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বিদ্যালোচনার বৃদ্ধি হইয়াছে। অতএব সেই প্রণালীকেই উত্তম রূপ সংস্কার করিলে ক্রমশঃ আশানুরূপ অভিল ষিত ফল লাভ হইবে। ইহার প্রমাণস্বরূপ তাঁহারা পশ্চিমাঞ্চলের বলপূর্ব্বক শিক্ষাদান প্রণালীর প্রতিবাদ করিয়া কহেন যে, সে দেশে বলপ্রকাশ ও তাড়নাদ্বারা এক বিংশতি বৎসরে যাহা হইয়াছে, বঙ্গদেশে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে ১১ একাদশ বৎসরে তাহা অপেক্ষা চতুর্গুণ অধিক ফললাভ হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, যে ভারতবর্ষে বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে যেরূপ অনুৎসাহিতা তাহাতে বর্ত্তমান প্রণালীর উপর এক কালে নির্ভর করিলে শত বৎসরেও

উত্তমরূপ প্রচলিত হওয়া দুঃসাধ্য। তাঁহা দিগের মতে বলপূর্ব্বক শিক্ষাদানপ্রণালী অবল ম্বন করাই শ্রেয়ঃ। তাঁহারা এরূপ একটি কঠিন নি য়ম প্রবর্ত্তিত করিতে চাহেন যে যদি কোন নিম্ন শ্রেণীস্থ ব্যক্তি আপনার সন্তানগণকে অধ্যয়ন করিতে না পাঠায়, তাহা হইলে তাহাকে দণ্ড নীয় হইতে হইবে। কেহ কেহ ইহাও বলেন, যে নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য যতই কর না কেন, তাহারা কখনই আপ নাদিগের সন্তানবর্গকে বিদ্যালয়ে পাঠাইবে না। এই বাক্যের সমর্থন আমরা করিতে পারি না; কারণ তাহা হইলে প্রত্যক্ষের অপলাপ করা হয়। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি ... শ্রেণির লোকদিগের মধ্যে যাহাদের ... অবস্থা ভাল, তাহারা আপনার সন্তান... বিদ্যাভ্যাস করাইবার নিমিত্ত বিশেষ ... হইয়া থাকে। যাহা হউক, বলপূর্ব্বক শি... প্রণালী যদিও প্রজাতন্ত্র স্বাধীন রাজ... বিরুদ্ধ, তথাপি যে দেশে বিদ্যাবিষয়ে ... লের ঔদাসীন্য দৃষ্ট হয়, সেখানে ঐরূপ ... অবলম্বন করাই অনেকাংশে যুক্তিসঙ্গত ... হয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, ... ঐরূপ মত দিয়াছেন, তাঁহারা উক্ত ... ব্যয়ের নিমিত্ত কিছুই স্থির করিতে ... নাই। সে ব্যয় কোথা হইতে হইবে এবং ... স্কন্ধে পতিত হইবে, তাহার কিছুই মী... এ পর্য্যন্ত করা হয় নাই। রাজপুরুষদিগের ... সমুদায় ব্যয় জমীদারদিগের স্কন্ধে পতিত ... উচিত এবং অজ্ঞান; তাঁহারা প্রস্তাব করি... যে, ভূমিসংক্রান্ত করের উপর শতকরা ... টাকা করবৃদ্ধি করিলে সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ ... অতি অল্প দিবস হইল, কোন এতদ্দেশীয় ... ব্যক্তি বলিয়াছেন যে বঙ্গদেশে নিম্ন... লোকদিগকে শিক্ষিত করিবার জন্য যে ৬... টাকা বাৎসরিক ব্যয় আবশ্যক তাহার ... ৩৮ লক্ষ টাকা জমীদারদিগের ও ২২ লক্ষ ... রাজার স্কন্ধে নিক্ষেপ করা বিধেয়। তি... রূপ কল্পনা করাতে রাজা ও জমীদার উভ... প্রশংসার ভাজন হইবেন, সন্দেহ নাই; ... কথা হইতেছে এই উভয় পক্ষ তাঁহা... দেয় অংশ কোথা হইতে দিবেন? রা... কীয় কোষ হইতে এবং জ... গণ কি তাঁহারদিগের সঞ্চিত ধন হইতে... দিবেন? যদি তাহা হয়, তবে ঐ উ... বিশেষতঃ প্রস্তাবকারী মহাশয়কে আমরা ... শত ধন্যবাদ প্রদান করি; কিন্তু বস্তুতঃ ... হইবার নহে। যিনি যাহা বলুন ও যু... করুন, অবশেষে সমস্ত ভারই সেই দীন ... গৃহহীন নিম্নশ্রেণিস্থ হতভাগ্যদিগের স্ক... নিক্ষিপ্ত হইবে তাহার আর কিঞ্চিন্মাত্র ... নাই। অতএব সর্ব্বাগ্রে ব্যয়োপযোগী ... য়ের সদুপায় নির্দ্ধারণ করিয়া পরিশে... শ্রেণিস্থ লোকদিগের শিক্ষাদানবিষয়ে হ... করা বিধেয়।

২৩ এ পৌষ
১২৯৫
} শ্রীঃ—

— — —

মহাশয়! আপনকার ১৬ই অগ্র... সোমপ্রকাশে হিন্দু জাতির স্ত্রী পুরুষের ...

প্রতি পরস্পরের ভাব ও ব্যবহারবিষয়ক
টী শ্লোক পাঠ করিয়া যার পর নাই
দিত হইলাম। শ্লোকগুলি স্ত্রী পুরুষের
র সমস্ত, অকপট প্রণয় এবং আন্তরিক
ইত্যাদির বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছে। পূর্ব্ব
হিন্দু জাতির মধ্যে যে ঐরূপ বিশুদ্ধ
য প্রণয় ছিল, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ
আর আপনি উপসংহারকালে বলি-
যে ইদানীন্তন কালে সুরাপান ও লাম্প
দোষের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে উপরিউক্ত
বহু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। ইহাও
করি। কিন্তু মহাশয় কি বিবেচনা করেন
খানে সুরাপান ও লাম্পট্যাদি দোষ নাই,
স্ত্রী পুরুষের অকৃত্রিম প্রণয় ও সরলতা
ই আছে ? আর স্ত্রী পুরুষ উভয়ের
চরিত্র হইলেই কি বিমল প্রণয় হয় ?
বলি তাহা নহে। উভয়ের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি
তি ও স্বভাব ইত্যাদির সম্পূর্ণ না হউক
াংশে একতা না হইলে এবং পরস্পরের
পরস্পরের প্রথম হইতেই স্নেহ করিবার
া জন্মাইলে কখনই যথার্থ প্রণয় হয় না।
দেগের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার সহিত
র অবস্থার তুলনা করিতে গেলে অনে-
ক পরিবর্ত্ত লক্ষিত হয়। পুরাকালে স্ত্রীজা-
পুরুষের ন্যায় সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন এবং
দের অনেকাংশে স্বাধীনতা ছিল ; বিশে
তৎকালে বিবাহবিষয়ে পিতা মাতার
আধিপত্য ছিল না। যেমন অদ্ভুত পুরুষ
পন মনোমত রূপগুণসম্পন্না পাত্রী
ন করিয়া মনোনীত করিতেন, সেইরূপ
কামিনীগণও আপন ইচ্ছামত পতি
ত করিতেন এবং পরস্পরের মন পর-
অনুরক্ত হইলে, পিতা মাতা বা আত্মীয়
র তাহাদের পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হইত। পতি
প্রণয় এবং স্বামী ও সহধর্ম্মিণী শব্দের
, তাঁহাদিগের বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম
সন্দেহ নাই। এস্থলে উভয়ের প্রকৃত
না হইবে কেন? অধুনা উপরিউক্ত
য়র বিপরীত ভাব দেখা যাইতেছে।
তির মধ্যে শিক্ষা প্রায়ই নাই, বিবাহের
ত কথাই নাই। পিতা মাতার হস্তে কন্যা
বিবাহ ভার সম্পূর্ণ নিপতিত রহিয়াছে।
অশীতিবর্ষীয় পাত্রের সহিত
বালিকা কন্যার পরিণয়সম্বন্ধ স্থির
ন এবং পাত্র সদ্বংশসম্ভূত বলিয়া
কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছেন। কেহবা

বয়ঃস্থা রূপগুণসম্পন্না কন্যার সহিত একটী
শিশুর বিবাহ দিয়া নিজ কুলের গৌরববৃদ্ধি
করিতেছেন। কোন কোন বিদ্যাবান সচ্চরিত্র
সুরূপসম্পন্ন যুবা সামাজিক রীত্যনুরোধে
কুৎসিতা নিগুণা রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে
বাধ্য হইতেছেন। হয় ত কোন বালক যত্ন সহ
কারে বিদ্যাধ্যয়ন করিতেছেন ; বয়ঃক্রম পরিণত
হইলে "মনের মত" স্ত্রী দেখিয়া বিবাহ করি
বেন কল্পনা করিয়া রাখিয়াছেন। এ দিকে সহসা
তাঁহার পিতা বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলেন ;
বালক সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিতার অনুরোধ
লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না, দেশের ব্যবহারা
নুসারে এবং স্বাভাবিক লজ্জাবশতঃ ভাবী স্ত্রীর
বয়ঃক্রম আকৃতি এবং লেখা পড়াপ্রভৃতির
বিষয় কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারি
লেন না। মনে ভাবিলেন, পিতা কখন মন্দ
পাত্রীর সহিত বিবাহ দিবেন না। পরে শুভ
দৃষ্টির সময়ে যেমন বিপুলতাসহকারে প্রণয়িনীর
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, অমনি এক কদাকার
ভীষণ মূর্ত্তি তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল।
পাত্রের হৃৎকম্প হইতে লাগিল এবং বাসর
গৃহকে যমালয় বিবেচনা হইতে লাগিল। সম্পা
দক মহাশয়! আমাদিগের হিন্দু জাতির মধ্যে
এই রূপ বিবাহই বিস্তর হইতেছে, এমন কি,
পুরা কালের ন্যায় আর একটী বিবাহ
ক্রিয়াও সম্পন্ন হইতে দেখা যায় না ; সুতরাং
একণে যাথার্থ দাম্পত্য প্রণয় অতি বিরল।
এতদ্দ্বারা আমার এরূপ বলা হইতেছে না যে,
অধুনা হিন্দু জাতির মধ্যে স্ত্রী পুরুষের পবিত্র
প্রণয় ও সরলতা নাই। ফলতঃ আমাদিগের
বর্ত্তমান বিবাহবিধি যে অনেক সচ্চরিত্র
ব্যক্তিকে ও অনেক সুশীলা রমণীকে ইহকালের
পরম সুখদায়ক দাম্পত্য প্রণয় হইতে বঞ্চিত
করিতেছে এবং সমুদয় জীবন ক্লেশময় করি
তেছে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

মেদিনীপুর } কস্যচিৎ
১৮ ই পৌষ } পাঠকস্য

—:*:—

## মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্তবাবু দীননাথ বড়ুয়া কেঞ্জপুর
১৮৬৯ জানুয়ারি হইতে জুন ৭
" " মহেন্দ্রনাথ বসু বড়,
১৮৬৯ জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর ১৩
" " ব্রজনাথ রায় জঙ্গলপুর
১৮৬৮ ডিসেম্বর হইতে ৬৯ মে ৭
" " হরকুমার সরকার রামপুরবোয়ালিয়া
১৮৬৯ জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর
" " কৈলাসচন্দ্র রায় নেত্রকোণা
" " শশিভূষণ সাহা হাটখোলা

—————

## সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে
স্থলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা
ষাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা ; মফস্বলে ডাক
সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈ
সিক ৩৸৹। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম
গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি,
অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অ
যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই
দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন,
যেন এক অথবা আধ আনার অধিক
ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্র
মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি
শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে
ইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত
আসিবে, একমাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে
লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত
গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহ
একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ ব
যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং
হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের
দরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রের
বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে
করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপং
আনা তাহার পর /১০ আনা দিতে হ
যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা
বেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ
মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের
চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ
ভূষণের বাটীতে প্রতিসোমবার প্রাত
প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ

১১ শ ভাগ। ১০ সংখ্যা।

“ প্রযচ্ছসা প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।”

ক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
ম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা।

সন ১২৭৫। ৬ ই মাঘ। ১৮৬৯। ১৮ই জানুয়ারি

মফস্বলে মাসুলসমেত অগ্রিম বার্ষি
ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৮০

## বিজ্ঞাপন।

### ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

খাদ্য শস্য, আটা ও ময়দার
ভাড়া কমাইবার বিষয়।

আগামী ১৩ ই জানুয়ারি এবং তদবধি
শস্য, আটা ও ময়দা অনূ্যন একমণ শত
াউক, তাহার বিশেষ ভাড়া প্রতি মাইলে
ক মণে এক পাইয়ের অষ্টমাংশ হইবে।
ভাগলপুরের নিম্নের কোন ষ্টেশন হইতে
লপুরে বা তদূর্দ্ধে হউক, অথবা ভাগলপুর
াহ্‌র উর্দ্ধতনস্থ কোন ষ্টেশন হইতে অদি
উর্দ্ধে হউক এবং দিল্লীও জবলপুরে
শস্যের যে গমনাগমন হউক তাহাতেও
নিয়ম থাকিবে।
নি পূর্ব্বে রহিত করা না হয়, এই নিয়ম
মাঘ পর্য্যন্ত চলিবে।

ড অব এজেন্সি
ইণ্ডিয়া রেলওয়ে
লহাউসী স্কোয়ার
লিকাতা ১৮৬৮
ডিসেম্বর।
} সিসিল ষ্টিফেন্সন
বোর্ড অব এজেন্সি

—:০:—

নিঅর্ডার হুণ্ডির নকল লইবার, টাকা
ত বা অন্য স্থানে পাইবার, অথবা অচলিত
পুনশ্চ চলিত বা নাম পরিবর্ত্তন কার
অন্য মনিঅর্ডার আপিসের কর্ম্মাধ্যক্ষের
দরখাস্ত করিতে হইলে ইতিপূর্ব্বে এই
ছিল যে, এক দরখাস্তে উপরি উক্ত যত
র প্রার্থনা করা হউক না কেন কেবল
াত্র বাঁটা লওয়া হইত। এক্ষণে এই
াপন করা যাইতেছে যে, ভবিষ্যতে উপরি
এক একটি বিষয়ের পৃথক পৃথক বাঁটা
া যাইবেক।

শ্রীপ্রসন্নকুমার দাস দেব
এজেন্ট মনিঅর্ডার আপিস
কলিকাতা—

হরিনাভি ইং সং বিদ্যালয়ে ১৮৬৯ অব্দের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদিগের পাঠার্থ একটী শ্রেণী করা হইবে। যাঁহারা উহাতে প্রবিষ্ট হইয়া অধ্যয়নের বাসনা করেন, তাঁহারা ১৫ ই জানুয়ারির মধ্যে প্রধান শিক্ষকের নিকটে নিয়মাদি অবগত হইবেন।

৩০ ডিসেম্বর
১৮৬৮
} শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা
হরিনাভি বিদ্যালয়ের
অধ্যক্ষ।

—:০:—

মৎপ্রণীত চিত্তবিনোদ কাব্য ১ ম খণ্ড অতি সুললিত অমিত্রাক্ষরে রূপকচ্ছলে ইহাতে ভারতবর্ষের বর্ত্তমানাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, গ্রাহকেচ্ছুক মহাশয়েরা বর্দ্ধমান বড়বাজারে অধর লাল শাহার পুস্তকালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

শ্রীঈশানচন্দ্র বসু।

—::—

চিকিৎসাপ্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব
অথবা
প্রিন্‌সিপলস্ এবং প্রাকটিস্ অব
মেডিসিনের

প্রথম খণ্ড ৮ পেজি ফরমার ৭৬৮ পৃষ্ঠা উত্তম বাঁদা, শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বি, এ, এম, ডি, কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রথম খণ্ডের বর্ণিত বিষয় (১) সাধারণ নিদানতত্ত্ব (২) অক্ষরুৎসেকা পীড়াসমূহ। (৩) দৈহিক পীড়াসমূহ (৪) স্নায়ুমণ্ডলের পীড়াসমূহ।

মূল্য ১০ টাকা, ডাকমাসুলসহিত ১০৷৷০ কলিকাতা লালবাজার হিন্দু হটেল ২১৩ নং বাটীতে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

—:০:—

বাল্মীকি রামায়ণ
তৃতীয় খণ্ড

এই পুস্তক প্রথমাবধি প্রকাশ হইতে
ইহাতে নাগরাক্ষরে মূল ও টীকা এবং সর্ব্বা
বাঙ্গলা অনুবাদ আছে। যাঁহার আব
হইবে, তিনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে অ
নামে পত্র লিখিবেন। প্রত্যেক খণ্ডের
ফরমার) মূল্য ৷৷০ আনা। বিদেশীয় গ্র
দিগকে ৵০ আনা মাসুল দিতে হইবে।

কলিকাতা
ব্রাহ্মসমাজ
} শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য

———

## মির্জাপুর মেডিকেল হল

১। এতদ্দ্বারা আমাদিগের ঔষধক্রয়ক
সুহৃদ, সংকারী ও সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত
যাইতেছে যে, দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক ই
সম্বন্ধে অর্ণবপোত “ ষ্টার অব জোনীয়া,
উইক, ব্রিটিস প্রীন্‌স ” দ্বারা দশ সহস্র
মূল্যের ঔষধ পূর্ব্বে প্রাপ্ত হওয়া গিয়
এতদ্ভিন্ন সম্প্রতি আমরা বিলাত
ইং সন ১৮৬৮ সালের শেষ ত্রৈমাসিক ই
সম্বন্ধে “ ব্রিটিশ কমাস, কিং আর্থর
ব্যাকস ” নামক অর্ণবপোতত্রয়দ্বারা ৮৩
ইউরোপীয় ঔষধ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই
ঔষধ ন্যূনাধিক সাত সহস্র টাকা মূল্যে
করা হইয়াছে।

২। আগামী বর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিক ই
উপলক্ষে চিকিৎসোপযোগী অস্ত্র ও
প্রস্তুতকরণের ও ঔষধবিক্রয়করণের নান
সামগ্রী ও মাদ্রা ও বিবিধ টৈষ
ইং সন ১৮৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নি
হইতে পৌঁছিবে।

৩। আমরা অধিক পরিমাণে ও
উত্তমরূপে ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকি।

। এই সমস্ত দ্রব্যাদির আসল বিলাতি ও অন্যান্য দলীল কেহ দেখিতে ইচ্ছুক আমড়াষ্ট্রীটে ৩৫ সংখ্যক প্রধান ঔষ শ্রীযুক্ত বাবু গোপীনাথ দের নিকট কিম্বা ানার ষ্ট্রীটে ৫৫ সংখ্যক ভবনে ব্রাক লয়ের ম্যানেজর শ্রীযুক্ত বাবু নন্দগো- হালদারের নিকট দেখিতে পাইবেন

কাত্তা } বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কোং
ডিসেম্বর
সন ১৮৬৮

—:•:•:—

# যৌবনোদ্যান।

## ও অন্যান্য কবিতাবলী।

শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল ত। মূল্য ।৶০ ছয় আনা। ১৭৬ নং ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত পুস্তকালয়ে পাওয়া

শ্রীরাজকৃষ্ণমুখোপাধ্যায়।

—:•:—

র্ণীদিগের বিলাপ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হে। পুস্তকের কলেবর ৮ পেজী ফরমার মা অর্থাৎ ২১২ পৃষ্ঠা। মূল্য ৸০ আনা র আবশ্যক হয়, ঠনঠনিয়া সংস্কৃত যন্ত্রের ালয়ে অথবা পটোলডাঙ্গা বাকুর্য্যে ব্রাদর কার পুস্তকালয়ে অনুসন্ধান করিলেই বন ইতি।

৫ সাল } শ্রীশবনাথ ভট্টাচার্য্য.
অগ্রহায়ণ
ত কলেজ

—:•:—

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোল র বাকুর্য্যে ব্রাদার কোম্পানির দোকানে ীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি র হইতেছে:—

| প্রণীত | মূল্য | |
|---|---|---|
| গ্রীসইতিহাস | ১ | টাকা |
| রোমইতিহাস | ১ | ঐ |
| ভূবনসার ব্যাকরণ | । | আনা |
| নীতিসার (১ ম ভাগ) | ৶ | ঐ |
| নীতিসার (২ য় ভাগ) | ৶ | ঐ |
| প্রচারিত। | | |
| মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ | ৷ | ঐ |

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা

—:•:—

## বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গালা পুস্তক কাগজ কলম নানা বিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে /০ এক আনার হিসাবে কমিসন দি। অধিক টাকার পুস্তক লইলে /১০ আনার হিসাবে পাইবেন।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়প্রণীত গদ্য ১৮ পর্ব্ব মহাভারত ১৭ খণ্ড ৩ ভাগে উত্তম সংযত করা | ৬০ |
| লণ্ডন ফারমা কোপিয়া অর্থাৎ ঔষধ কল্পাবলি | ২॥০ |
| মহম্মদের জীবনচরিত উত্তম বাঁধিত | ১ |
| হরুঠাকুরপ্রভৃতি প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের গীতসংগ্রহ | ১ |
| শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান | ১ |
| প্রণয়প্রবাহ উৎকৃষ্ট কাব্য | ১০ |
| আত্ম সহিত দামিনী | ১॥ |
| প্রথম তরঙ্গিনী | ১ |
| যদুনাথ ঘোষকৃত সংগীতমনোরঞ্জন | ২ |
| সরলাদ্ভুত কাব্য কবিবর দ্বারকানাথ রায় প্রণীত | ১ |
| রাসরসামৃত সংস্কৃত ও গদ্য | ॥ |
| গীতগোবিন্দ জয়দেব গোস্বামিপ্রণীত মূল ও যদুনাথ ন্যায়পঞ্চাননকৃত গদ্য | ১৷০ |
| কৌতুক তরঙ্গিনী ইংরাজি কেমেষ্টরি হইতে বিবিধ আশ্চর্য্যজনক বিদ্যা দর্শন হয় | ১৶ |
| প্রতিমূর্ত্তি সহিত ১২৭৬ সালের মূল পঞ্জিকা | ॥ |
| ঐ হাফ পঞ্জিকা | ।০ |
| দুর্গামঙ্গল গদ্য | ১ |
| কমলতারিণী | ॥ |
| সটীক চণ্ডী মূল ও অনুবাদ সহিত | ৫ |
| চরিতমঞ্জরী ইংরাজি হইতে মিউটনের বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে | ১০ |
| ইংরাজি ১৮৬৯ সালের এষ্ট্রাগের কী | ১।৶ |
| কুমারীকুমার গদ্য আদিরসপ্রধান কাব্য | ১ |
| মদের মোহিনী শক্তি | ।৴ |
| গণেশচন্দ্র শর্ম্মকৃত বাঙ্গলা এটলাস উত্তম কাগজে ও উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত | ৬ |
| বিধবাবিবাহ নাটক | ১ |
| কামিনীকুমার রসরত্নাকরান্তর্গত নায়ক নায়িকাঘটিত সুরস কাব্য | ৸০ |
| মণিকুন্তলা কাব্য প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়প্রণীত দুর্গেশনন্দিনীর মত লেখা | ১ |
| ঔষধসিন্ধু লহরী | ২॥০ |
| কুচিত্রাবলি ৩২খানি বাঙ্গালা সহিত | |
| সটীক চৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থ | |
| কাদম্বিনী নাটক আইনসংযুক্ত একত্রে | |
| ঊষাহরণ গদ্য | |
| হিতোপদেশ বিষ্ণুশর্ম্মার সংগৃহীত | |

কলিকাতা জোড়া- } শ্রীপ্রতাপচ
সাঁকো ৬৪ নং } বসন্ত বিদে

# পুরাণ প্রকাশ।

## বিষ্ণুপুরাণ।

অনুবাদও টীকা সমেত প্রত্যেক ৮০ পৃষ্ঠা (অগ্রিমমূল্য) ॥০।

যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি মু আমহর্ষ্টষ্ট্রীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্য যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্য শ্রীযুক্ত জগমোহন তর্কালঙ্কারের নাম খণ্ডের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। না পাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠ নিয়ম নাই ইতি।

---:•:---

## বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুলাবসহ ১৯ নংজোড়া বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহার করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্থিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

পিসেণ্ডন্ আরবে
থম্ এবং কো

— — —

## ঊনচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ই মাঘ শনিবার ঊনচত্ব সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

১লা মাঘ অবধি ১০ ই মাঘ পর্য্যন্ত ভিন্ন প্রতিদিবস ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে ৭ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের পাঠ ও হইবে।

১১ই মাঘ শনিবার প্রাতঃকালে ৮ সময়ে ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে এবং সায় ৭ ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য য়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

আদি ব্রাহ্মসমাজ } শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ
কলিকাতা ১৭৯০ } সম্পা

াকবি শ্রীকালিদাস প্রণীত সংস্কৃত কুমার
মল্লিনাথের টীকার সহিত মুদ্রিত হইয়াছে
ল্লিনাথের টীকায় যেসকল দুরূহ পদের
উপেক্ষিত হইয়াছে, তাহা, পাঠকবর্গের
র নিমিত্ত, পত্রের শেষে অতিরিক্ত টীকা
প্রদত্ত হইয়াছে। পদ ও পদের অর্থ সন্নি-
পরস্পর বিলক্ষণ থাকিলে অনায়াসে অর্থ
র ব্যাখ্যা হয়, এ জন্য টীকানুক্ত পদ সক
ন্নি বিশেষ করা হইয়াছে। পুস্তকের কিছু
মুদ্রিত হইলে কতিপয় প্রসিদ্ধ অধ্যাপককে
ত দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা দেখিয়া
প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সোমপ্রকাশে
রূপে সংশুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া, তাহার
া করা হইয়াছে।

ই পুস্তক যাঁহার আবশ্যক হইবে তিনি
ত যন্ত্রে অনুসন্ধান করিলে অথবা আমায়
পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। ইহার
দুই টাকা।

াদের সহিত প্রকাশ করিতেছি, প্রেসি
কালেজের সংস্কৃত শাস্ত্রের সুবিজ্ঞ অধ্যা
এই পুস্তক আপনাদিগের ছাত্রবর্গে
বলিয়া মনোনীত করিয়াছেন। এক্ষণে
ইরূপে সর্বত্র পরিগৃহীত হইলে আমি
ফল জ্ঞান করিব।

লিকাতা
কৃত যন্ত্র } শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়
এ পৌষ
২৭৫

—:o:—

## নদিয়ার নদী ।

সন ১৮৬৯ সালের জানুয়ারি মাসের
১লা হইতে ৭ই পর্য্যন্ত ভাগীরথী
নদীর সর্ব্বকমতি জলের
সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

| স্থানের নাম | সর্ব্বকমতি জল ফুট | ইঞ্চ |
|---|---|---|
| মহানার সহিত পদ্মানদীর যোগের স্থান | ১২ | ৭ |
| মহানায় | ৮ | ৯ |
| তথা হইতে জঙ্গিপুর ১৩॥ মাইল মধ্যে | ১ | ৬ |
| জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৬ মাইলের মধ্যে | ২ | ৯ |
| বহরমপুর হইতে কাটোয়া ১০ মাইলের মধ্যে | ২ | ৯ |
| কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইল মধ্যে | ২ | ৯ |

সন ১৮৬৯ সালের ১১ জানুয়ারি বহরম
পুর সদরঘাটের জলের মাপ।

| | ফুট | ইঞ্চ |
|---|---|---|
| সঙ্কের উপর | | ৭ |

বহরমপুর
১১ই জানুয়ারি } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইক
১৮৬৯। একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র
বহরমপুর ডিবিজন।

—:o:—

## বিজ্ঞাপন।

২৪ পরগণার অন্তঃপাতী কোদালিয়ায় যে গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বাঙ্গালা পাঠশালা ছিল, তাহা উঠিয়া হরিনাভি ইংরেজী বিদ্যালয়বাটি মধ্যে আসিয়াছে। যাঁহারা স্ব স্ব সন্তানাদিকে তথায় পড়াইবার বাসনা করেন, তাঁহারা ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিকটে উপস্থিত হইলে নিয়মাদি অবগত হইতে পারিবেন। সমুদায়ে ৪ চারি শ্রেণী করা হইয়াছে; প্রথম শ্রেণীর ৷৷০ আট আনা; দ্বিতীয় শ্রেণীর ।৵০ ছয় আনা; তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ।০ চারি আনা ছাত্রবেতন স্থির করা এবং তত্রস্থ পানাদির উত্তমরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১২৭৫ সাল } শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা
৪ ঠা মাঘ } অধ্যক্ষ।

---

# সোমপ্রকাশ।

৬ ই মাঘ সোমবার।

### ভারতবর্ষের জেল

জেলকে যমালয় বলিয়া অনেকের সংস্কার আছে। এপ্রকার সংস্কার হইবার তিনটী কারণ লক্ষিত হয়। প্রথম, জেলে কি হয়, বন্দীদিগের অবস্থা কিরূপ, তাহাদিগের আহারাদি ও খাটনীর নিয়ম কিপ্রকার, তত্ত্বাবধায়কাদি কর্ম্মচারীরা তাহাদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন, সাধারণে ইচ্ছা করিলেই জেলে গিয়া এসকল দেখিতে পান না। তাঁহারা কারামুক্ত ব্যক্তিদিগের মুখে শুনিয়া মনোমধ্যে কারাগারের একটী ভাব কল্পনা করিয়া লন; সুতরাং সে ভাব বিশুদ্ধ হয় না। কল্পনাশক্তি প্রায় তাহা ভয়াবহ করিয়া তুলে। দ্বিতীয়, তত্ত্বাবধায়কাদি কর্ম্মচারীদিগের অধিকাংশ উপরি লাভের অন্বেষণে

তৎপর। একে ত গবর্ণমেণ্ট বন্দীদিগ
যে আহারাদি দেন, তাহা পর্য্যাপ্ত ন
তাহাতে আবার স্বার্থপর কর্ম্মচারী
তাহার অংশগ্রহণচেষ্টায় বিমুখ
না। উঁহাদিগের কেবল অর্জ্জনচে
মাত্র দোষ নয়, উঁহারা অবিবেচক, প
দুঃখানভিজ্ঞ, নির্দ্দয়। গবর্ণমেণ্ট বন্দ
দিগের খাটনীর অতি নিষ্ঠুর নি
করিয়া দিয়াছেন। কর্ম্মচারিগণ যদি ব
দিগের শক্তি বিবেচনা করিয়া খাটাই
লন, তাহা হইলেও কয়েদিদিগের কষ্ট
অনেক লাঘব হয়; কিন্তু কর্ম্মচারিদিগে
সে বিবেচনা নাই। তৃতীয়, জেলের
নিয়মগুলি আছে, তাহা বহুদোষদুষ্ট
তাহার অধিকাংশদ্বারা বন্দীদিগে
দোষসংশোধনের চেষ্টা না হই
তাহাদিগের প্রাণনাশেরই চে
হইয়া থাকে।

আমরা ইতিমধ্যে কলিকাতা প্রে
ডেন্সি জেল ও বর্দ্ধমানের জেল দর্শ
করিয়া আসিয়াছি। সেই দর্শনফল অ
পাঠকগণের নয়নসমক্ষে উপনীত হ
তেছে।

প্রথম, বাসগৃহ। পূর্ব্বে বাসগৃহগু
যেপ্রকার আর্দ্র ও বায়ুসঞ্চারহীন অ
কারময় ছিল, এক্ষণে সেপ্রকার না
অনেক সংশোধন হইয়াছে। আর্দ্রত
দূর করিবার নিমিত্ত মেজে ও দেয়া
নূতন টাইল বসান, রঙ দেওয়া ও বে
করা হইয়াছে। বায়ুর গমনাগমন
আলোকপ্রবেশের উপায় করাও হ
য়াছে। কিন্তু এ অংশে এখনও অনে
ন্যূনতা আছে। প্রেসিডেন্সি জে
কয়েকটী ঘর অন্ধকারময় দৃষ্ট হইল। ব
প্রবেশার্থ ক্ষুদ্র জানালা বসান হইয়া
বটে; কিন্তু পার্শ্বে জানলা না থাকা
গৃহের সর্ব্বস্থানে বায়ু গমনাগমন ক
না। এ বিষয়ে বর্দ্ধমান জেলের উৎ
লক্ষিত হইল। তথায় চতুর্দ্দিকেই জ

াছে ; গৃহগুলিও অন্ধকারময় নয়। প্রসিডেন্সি জেলে আর একটী মহাপ তারক দোষ দৃষ্ট হইল। এই হিমপ্রধান াল, এ সময়ে গৃহে কপাট বন্ধ করিয়া াকিলেও কষ্ট বোধ হয় ; কিন্তু প্রেসি ডেন্সি জেলের অনেক গৃহের লৌহময় ানলা ও দরজার কপাট নাই ; হিমে য়েদিদিগের যার পর নাই কষ্ট হয়। কমাত্র কম্বলই শীতনিবারণের সম্বল।

দ্বিতীয়, পরিচ্ছদ। পুরুষের এক ক জাঙিয়া ও এক এক জামা। ইহাতে ীত ও গ্রীষ্ম উভয়কালেই কয়েদিদি গর কষ্ট হয়। এদেশীয় বন্দীরা উহাতে ভ্যস্ত নয়; সুতরাং গ্রীষ্মকালে উহার রিধানে ক্লেশ জন্মে, শীতকালে উহাতে ীতনিবারণ হয় না। বর্দ্ধমানের কয়েক ন কয়েদী আমাদিগের সমক্ষে ব্যক্ত রিল, তাহারা শীতে সাতিশয় কষ্ট ায়। তাহারা বলিল পূর্ব্বে যে সুতি াদরের বন্দোবস্ত ছিল, তাহাই তাহা দগের পক্ষে ভাল।

তৃতীয়, আহার। বর্দ্ধমান অতি স্বাস্থ্য র স্থান। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী ানের লোকের অপেক্ষা সেখানকার োকের ক্ষুধা অধিক। তথাকার োকে সচরাচর এক সের চাউলের াত খাইয়া থাকে ; কিন্তু সেখানে য়েদিদিগকে প্রাতঃকালে ৪ ছটাক বং বৈকালে ৬ ছটাক চাউলের অন্ন াইতে দেওয়া হয়। উহাতে উহাদিগের র্দ্ধাশনমাত্র হইয়া থাকে। তত্রত্য কর্ম্ম ারীরা কহিলেন, উহারা ক্ষুধার জ্বালায় ময়ে সময়ে মাটি ও সুরকিপ্রভৃতি ক্ষণ করে। খাদ্য দ্রব্য দিবার এই বস্থা আছে, চাউল, ডাইল, তরকারি বং সপ্তাহের মধ্যে এক দিন হিন্দুদি কে মৎস্য ও মুসলমানদিগকে মাংস দেওয়া হয়। মাংস দিবার ব্যবস্থাটী কছু বাড়াবাড়ি হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান সাধারণে মৎস্যের ব্যবস্থা হই লেই যথেষ্ট হইল। মাংসে অতিরিক্ত ব্যয় লাগে। ঐ ব্যয়ে কয়েদিদিগকে ভাল চাউল, ভাল ডাইল ও ভাল তর কারি দিলে কয়েদিদিগের স্বাস্থ্যের পক্ষে মহোপকার দর্শিতে পারে। উহাদিগকে যে সমস্ত দ্রব্য দেওয়া হয়, আমরা দেখিলাম, তাহার সমুদায় স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নহে। প্রেসি ডেন্সি জেলে যে চাউল দেখা গেল তাহা নিতান্ত অপকৃষ্ট; তাহা ভক্ষণ করিলে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবার সমধিক সম্ভা বনা। বর্দ্ধমানের জেলের চাউল ভাল। ভাল বলিতেছি বলিয়া পাঠকগণ এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে, তথায় উৎকৃষ্ট জাতীয় সরু চাউল দেওয়া হয়। আমরা কয়েদিদিগকে উৎকৃষ্ট জাতীয় সরু চাউল দিবার অনুরোধ করিতেছি না। আমাদিগের মতে উহাদিগকে মোটা চাউল দেওয়াই কর্ত্তব্য। কিন্তু যে চাউল স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারক, তেমন চাউল দেওয়া উচিত নয়। বর্দ্ধমান জেলের চাউল মোটা বটে ; কিন্তু উহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল ; পক্ষান্তরে প্রেসিডেন্সি জেলের চাউল অতিশয় অপকারক। বর্দ্ধমানের জেলের চাউল যেমন ভাল, তরকারি তেমনি জঘন্য। উহার ভক্ষণ দ্বারা পীড়াকে আহ্বান করা হয়। বর্দ্ধমান জেলের মধ্যে বেগুনপ্রভৃতি তরকারি উৎপন্ন হইতেছে কিন্তু কয়েদিদিগকে এমনি তরকারি দেওয়া হইয়াছে যে গোমহিষাদিতেও তাহা ভক্ষণ করে না। তাহার শরীরে নখ প্রবিষ্ট হয় না। তাহা ভক্ষণে সদ্যঃ রোগ জন্মে। পাছে উত্তম বেগুন ফলিয়া রহিয়াছে; কিন্তু কয়েদিদিগকে যে কেন জঘন্য দ্রব্য দেওয়া হয়? কে দেয়? এইরূপ দ্রব্য দিয়া কেহ লাভ করে কি না? আমরা তাহার নির্ণয় করিতে পারিলাম না ; গবর্ণমেণ্ট তাহার নির্ণয় করিবেন।

গবর্ণমেণ্ট হইতে যে অর্দ্ধাশোপযোগী খাদ্য দ্রব্য দিবার বিধি আছে, সকল জেলের সকল কয়েদী তাহাও সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হয় না। চটকমাংসের শতভাগের ন্যায় তাহার ভাগ হয়। যেসকল ব্যক্তি কারা মুক্ত হইয়া আসিয়াছে, তাহাদিগের অনে কের মুখে আমরা এই কথা শুনিয়াছি একটী স্ত্রীলোক রসাপাগলার জেল হইতে বর্দ্ধমানের জেলে প্রেরিত হয় আমরা উহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম বর্দ্ধমান ও রসাপাগলা ইহার মধ্যে কোন্ স্থানে আহারাদির সচ্ছন্দত আছে। স্ত্রীলোকটী উত্তর করিল, রসা পাগলার জেলের কর্ম্মচারীরা তাহাদি গের খাদ্য দ্রব্যাদির অংশ গ্রহণ করিত, বর্দ্ধমানে তাহা করে না। পক্ষান্তরে বর্দ্ধমানের কোন কোন ভদ্র কয়েদিকে জিজ্ঞাসা করা গেল, তথায় অত্যাচার ও উৎকোচ গ্রহণাদি স্রোত প্রবাহিত আছে কি না? তাঁহারা উত্তর করিলেন বর্ত্তমান জেলরের অধীনে অত্যাচারাদি হয় না, কিন্তু ইহার পূর্ব্বগত জেলরের সময়ে নানাপ্রকার গোলযোগ হইয়া গিয়াছে। জেলে অত্যাচার ও উৎকোচ গ্রহণাদি যে চলে, এতদ্দ্বারা কি তাহ বুঝিতে পারা যাইতেছে না? তবে এ গুলি প্রমাণ হওয়া কঠিন। আদালতের আমলারা উৎকোচ গ্রহণ করেন, কে না জানেন? কিন্তু কয় জনে তাহা প্রমাণ করিয়া দিতে শক্ত হন?

চতুর্থ, খাটনী। ইহার নির্দ্ধারিত সময় ও ইহার প্রকার যুক্তি এবং এদে শের লোকের স্বভাব ও অভ্যাসের নিতান্ত বিরুদ্ধ। যাঁহারা এতৎসংক্রান্ত নিয়ম করিয়াছেন, তাঁহারা যে মনুষ্য স্বভাবের অভিজ্ঞ, কোনক্রমে এরূপ বোধ হয় না। প্রভাত হইলেই বন্দীদি গের খাটনী আরম্ভ হয় ; অপরাহ্ণ টার সময়ে উহার শেষ হয় ; মধ্যে কেবল

...ারার্থ এক ছটা খিচুড়ি দেওয়া হয়। ...দেশে এরূপ লৌহময় মানুষ লোক ...ই নাই যে, সারাদিন পরিশ্রম করিতে ...র? শ্রমটী আবার কেমন তাহাও ...বার পাঠকগণ অবগত হউন। বর্দ্ধ... ...নের কর্ম্মচারীরা বলিলেন, যাহারা বন্দী ... হইয়া জেলে আইসে, তাহাদিগকে ...মে ঘানি গাছে দেওয়া হয়; তাহাকে ...ন্ত দিন ঘানি গাছ ফিরাইতে হয়। ...ন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, ...মাদিগের দেশের লোকের এরূপ ...শ্রম সাধ্যায়ত্ত কি না? যাহারা ... পরিশ্রমী, তাহারাও সারাদিন ...াধে এপ্রকার ক্লেশকর কর্ম্ম করিতে ... হয় না।

... কারাগারে যত অন্যায় ও অত্যাচার ... বর্ণিতপ্রকার খাটনীই সে সমুদা... মূল। যাহাদিগের কিছু সঙ্গতি ...ত, তাহারা উৎকোচ দিয়া খাটনীর ... হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা ..., আর যাহাদিগের সঙ্গতি না থাকে ...রা এক দিন প্রাণপণে ঘানি গাছ ...লয়া পর দিন অবসন্ন হইয়া পড়ে। ...দুষ্টতা করিতেছে কর্ম্মচারীরা এই ... করিয়া তাহার উপর পীড়ন আরম্ভ ...ন. একে ত জেলে বন্দীদিগের অর্দ্ধা... ব্যবস্থা, অসমর্থ বন্দীর তাহারও ...ার কতক কর্ত্তন হয়, ইহার উপরে ...র আত্তরণ আছে। জেল কর্ম্মচারীরা ...তপন্ন বন্দী পাইলে দুধ্ তুল্য দুষ্ট ... প্রায় ১৫ দিন কাল তাহার সহিত ...ার বন্দোবস্ত ও তাহার বাটীতে ... পত্রাদি লেখান হয়। জেল ...য় ইহাকে রক্তে রাখা বলে। কমি... বসাইয়া অনুসন্ধান করিলে গূঢ় ...ও,ল প্রকাশ হওয়া দুরূহ হয় না। ...নের জেলডাক্তার মার্টেন সাহেব ...ই আমাদিগের অগ্রে কহিলেন, ...ব ক্তি তাঁহাকে উৎকোচদানের কথা কহিয়াছিল। আমরা যে দিন প্রেসিডেন্সি জেল দেখিতে যাই, সে দিন জেলর তথায় উপস্থিত ছিলেন না। আমরা তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে ডাক্তর সিক্ বলিলেন, জেলের এক জন রক্ষক উৎকোচগ্রহণের চেষ্টা পাইয়াছিল, তাহাকে পুলিষে দেওয়া হইয়াছে, সেই নিমিত্ত জেলর পুলিষে গিয়াছেন।

উল্লিখিত অসঙ্গত খাটনীর ব্যবস্থা কেবল যে অত্যাচার ও অন্যায় ব্যবহারের মূল এরূপ নয়, বন্দীদিগের পীড়ারও প্রধান কারণ। পাঠকগণ একবার জেলের অন্তর্বর্ত্তী চিকিৎসালয়ে আমাদিগের সহিত আগমন করুন, রোগী ও ডাক্তরকে জিজ্ঞাসা করুন, কি পীড়া অধিক? তাঁহারা বলিবেন, উদরাময় রোগগ্রস্ত হইয়া অনেকে ঐ স্থানের আশ্রয় গ্রহণ করে। যাহারা সাধ্যাতীত পরিশ্রম করে এবং উদরপূরিয়া অন্ন না পায়, তাহাদিগের যে ঐ পীড়া হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

এক্ষণে উল্লিখিত দোষগুলির সংশোধন ও প্রতীকারের উপায় চিন্তন আবশ্যক। মানুষ ক্রোধ লোভাদির বশীভূত হইয়া কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। তাহার দুষ্প্রবৃত্তিনিবন্ধন সমাজের নানা অনিষ্টঘটনা হইয়া থাকে। যদি দণ্ডবিধানদ্বারা অসৎ লোকদিগের অসৎ প্রবৃত্তির নিবারণ করা না হয়, লোকস্থিতি দুরূহ হইয়া উঠে। এই হেতু দণ্ডদান আবশ্যক। যাহাতে দোষী ব্যক্তির দোষসংশোধন ও অপর দোষীর উৎসাহভঙ্গ হয়, এই উদ্দেশ্য করিয়াই দণ্ডপ্রণয়ন কর্ত্তব্য; কিন্তু যাহাতে দোষী ব্যক্তির প্রাণনাশ সম্ভাবনা হয়, এরূপ দণ্ডবিধান উচিত হয় না; জেলে খাটনীর ও আহার দিবার যে ব্যবস্থা আছে, তাহা বন্দীদিগের অনেকের অসাময়িক মৃত্যুর কারণ হইয়া উঠে। বন্দীরা লোকস্থি... বিরুদ্ধ ব্যবহার করিয়াছে বলিয়া... গবর্ণমেণ্টের বৈরনির্য্যাতনার্থী ... তাহাদিগের প্রাণসংহারে সঙ্কল্প... হওয়া উচিত? পাঠকগণ এত... এরূপ অনুমান করিবেন না যে, ব... জেলে নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকিয়া আ... কালক্ষেপ করুক, আমরা এই প্র... করিতেছি। যাহাতে তাহাদিগের ... অভ্যাস থাকে, কুকর্ম্মপ্রবৃত্তি সংযু... ও চরিত্র দোষ সংশোধিত হয় এবং ... ভঙ্গ না হয়, অথচ গবর্ণমেণ্টের কিছু... আয় হয়, এইরূপ করিয়া খাটনী ... করাই উচিত। সে ব্যবস্থা এই:—

বন্দীরা ১০ টা অবধি ৫ টা ... কর্ম্ম করিবে। যাহার যেমন ক্ষমতা, ... বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম দেওয়া হই... এক কর্ম্মে এক জনকে সারাদিন ... না রাখিয়া মধ্যে মধ্যে কর্ম্ম প... করিয়া দিতে হইবে। যে ব্যক্তি ... কালে ঘানি গাছ ঘুরাইবে, তা... বৈকালে চট ও শতরঞ্জপ্রভৃতি বু... দেওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপে খাটনীর ব... করিলে বন্দীরা সোৎসাহচিত্তে ... প্রবৃত্ত হইবে সন্দেহ নাই। তা... গবর্ণমেণ্টের এক্ষণকার অপেক্ষা ... লাভ হইবার সম্ভাবনা। কেবল এ... নয়, তাহাদিগের নিজেরও একটী ম... কারলাভ সম্ভাবনা আছে তা... প্রাতঃকালে ও বৈকালে যথেষ্ট ... পাইবে। ঐ সময়ে তাহাদিগকে ... নীতির উপদেশ দেওয়া এবং ... পড়া শিখান উচিত। এখন লেখা ... শিখাইবার যে ব্যবস্থা করা হইয়... সেটী বিড়ম্বনামাত্র। সারাদিন গো... সাদির ন্যায় খাটিয়া কাহারই পাঠে ... জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না; সুতরাং... শ্রবণ নিতান্ত কষ্ট হইয়া উঠে। এ... বন্দীদিগকে আহার দিবার যে ...

ছে, তাহারও পরিবর্ত্ত করা একান্ত
বশ্যক। তাহাদিগকে উদর পূরিয়া
হার দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা
রে জেলের যে অন্যায় ব্যবহার ও
চাচারের বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি,
বারণের একমাত্র উপায় ভাল
কেরদ্বারা দৃঢ়তর তত্ত্বাবধান। যাঁহাদি
ন্যায়ানুগত দয়া, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবোধ,
বেচনা ও অন্যায়ার্জ্জনে ঘৃণা আছে,
দৃশ পরীক্ষিতচরিত্র সুশিক্ষিত
ক্তদিগকে মনোনীত করিয়া অনুসন্ধা
কর পদে নিয়োজিত করা কর্ত্তব্য।
হারা পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিলে
হই অত্যাচার করিতে সাহসী হইবে

যদি কেহ এরূপ বলেন, এখন উদ
কাল খাটনীর নিয়ম ও অর্দ্ধাশন
র ব্যবস্থা আছে, তথাপি অনেকের
সংশোধন হয় না, তাহারা পুনঃ পুনঃ
র্জি করিয়া কারাগারে গিয়া রুদ্ধ হয়,
তাহারা যদি আমাদিগের প্রস্তাবা
প স্বচ্ছন্দভোগের অধিকারী হয়,
অসংখ্য লোকে কারাবাসে অনু
হইবে। ইহার উত্তরে আমাদিগের
এই, সেরূপ লোক অল্পমাত্র।
দিগের তিন কুলে কেহ নাই, বাল
ল কারা প্রবিষ্ট হইয়া পিঞ্জরবদ্ধ
র ন্যায় স্বাধীনতা সুখের অরসজ্ঞ
ছে, তাহারাই ঐরূপ করে। কিন্তু
কাংশই ও সুখে সুখী হইতে চায়
স্বৈরবিহারবঞ্চিত হইয়া এক স্থানে
হইয়া থাকা কি সামান্য ভোগ?
দিগের অনেকে এরূপ আছে,
রা বাটীর কর্ত্তা; তাহাদিগের
ত্রাদির ভরণ পোষণ তাহাদিগের
র্জ্জনের উপরেই নির্ভর করে।
রা যখন কারাগারে রুদ্ধ হইল,
কালে তাহাদিগের স্ত্রীপুত্রাদি অন্নের
ত লালায়িত হইয়া বেড়াইতে

লাগিল, তাহারা কি না উপার্জ্জন করিয়া গবর্ণমেণ্টকে দিতে লাগিল! এটা কি সামান্য কষ্টের বিষয়?

উপসংহারকালে বক্তব্য এই, গবর্ণমেণ্ট যদি যথার্থই কয়েদিদিগের কল্যাণ কাম হইয়া থাকেন, আমরা খাটনীপ্রভৃতির যে নূতন ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব করিলাম, তদনুরূপ কার্য্য করুন, অবশ্যই ফলে সমর্থ হইবেন।

---

### বিচারপতি ফিয়ার ও আমাদিগের ব্যবস্থা ও বিচারালয়।

বিচারপতি ফিয়ার বিশেষ চিন্তা না করিয়া কখন কোন বিষয়ে স্বাভি প্রায় ব্যক্ত করেন না। অতএব কি সমাজ, কি সাহিত্য, কি বিজ্ঞান, কি আইন যে বিষয়ে বিচারপতি যখন কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহা সর্ব্বসাধারণের মনোনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ ও স্থিরচিত্ত হইয়া তাহার পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। সমাজিক বিজ্ঞানসভার গত বার্ষিক অধিবেশন দিবসে বিচারপতি ফিয়ার এ দেশের আইন, আদালত, জেল, পুলিস ও ভূমির বন্দোবস্ত বিষয়ে একটী উত্তম বক্তৃতা করিয়াছেন। জেলের বিষয়ে আমাদিগের যে বক্তব্য, তাহা পাঠকগণ প্রস্তাবান্তরে দর্শন করিবেন, আগামী বারে বক্তব্য শেষ দেখিতে পাইবেন। পুলিস ও ভূমির বন্দোবস্তের বিষয়ে আমরা অনেক বার যে মত প্রকাশ করিয়াছি, বিচারপতি ফিয়ার সেইপ্রকার মত ব্যক্ত করিয়াছেন। অতএব তদ্বিষয়ে বাক্য ব্যয় করা পুনরুক্তিমাত্র হইবে। আইন আদালত ও বিচারের বিষয়ে তিনি যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, অদ্য তাহাই আলোচনীয় হইতেছে।

পৃথিবীর মধ্যে তিনখানিমাত্র আইনসংগ্রহ গ্রন্থ সকলের আদর্শ স্থল

হইয়া আছে। প্রথম জষ্টিনিয়নের স
দ্বিতীয় কোড নেপলিয়ন। এই দু
প্রথম শ্রেণির অন্তর্গত। আইন আ
তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া প
ণিত হইয়া থাকে। আর এ
সংগ্রহ ইহাদিগের অপেক্ষা বড় f
নয়। সেখানি ভারতবর্ষের দণ্ডবি
জষ্টিনিয়ম, নেপলিয়ন ও আকবর ব
জন অতিশয় উপযুক্ত লোকের পর
লইয়া আইনসংগ্রহ করিয়াছি
ইংলণ্ডে ব্যবহারাজীবের অপ্রতুল ন
কোক, মানস্ফিলড, এলেনবরা, 
ডেন, লিণ্ডহর্ষ্টপ্রভৃতি ইদানীন্তন
প্রাচীনকালের যে সে ব্যবহারাজী
সহিত প্রতিযোগিতাপ্রদর্শনে স
কিন্তু মহাসভায় অতিশয় গোল
হয় বলিয়া বিশুদ্ধ যুক্তির অনু
আইন অল্প পরিমাণে দৃষ্ট হয়। উ
বিচারালয়ের নিষ্পত্তি অবলম্বন করি
ইংলণ্ডের যাবতীয় বিচারালয়ের 
হয়; কিন্তু এ সকল এত অধিক, অ
ও পরস্পর বিরুদ্ধ যে, বহুকাল অ
না করিলে বিশেষজ্ঞ হইবার যো ন
ব্যবহারাজীবভিন্ন কেহ ইংলণ্
আইনসমূহের স্থূল মর্ম্মও গ্রহণ করি
শক্ত হন না। বিচারপতি ফিয়ার ব
ভারতবর্ষে এ গোলযোগ নাই। এ
কার ব্যবস্থাপকগণের মন স্বার্থ ও
দলিপ্রভৃতির প্রাদুর্ভাববলে বিকৃ
দূষিত নয়। কিন্তু এখানকার আইন
সরল ও প্রণালীবদ্ধ নয়। বিচার
ফিয়ার ইহার একটী কারণের উ
করিয়াছেন। তিনি বলেন, এ দে
প্রধান আইনগুলি ইংলণ্ডীয় আইন
সনরদিগের নিকট হইতে প্রস্তুত হ
আইসে। এখানকার ব্যবস্থাপ
তাহার কোন মূল নিয়মের পরি
করিতে সমর্থ হন না। আইন কমি
গণ অতিশয় উপযুক্ত লোক বটে

ন্তু তাঁহারা এ দেশের অবস্থা ও
াব অবগত নহেন ; তাঁহাদিগের
নরও অল্প; কাজে কাজেই তাঁহাদি
র কৃত আইনসকল সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়
। তাঁহারা আপনারা আপনাদিগের
জ্ঞতা ও অযোগ্যতার বিষয় স্বীকার
রয়া গবর্ণমেণ্টকে এই পরামর্শ দিয়া-
ন ফৌজদারী কার্য্যবিধি ভারতবর্ষীয়
স্থাপক সভাতেই প্রস্তুত হয়। বিচা
তি ফিয়ার যে দোষের উল্লেখ করি
ছেন, ইহাই যে কেবল সকল গোল
গের কারণ তাহা নয়। তিনি নিজে
কার করেন, নেপলিয়ন অথবা আক
ের ন্যায় এক জন অসাধারণ বুদ্ধি
ন্ন লোক অধ্যক্ষতা না করিলে
স্থা সংগ্রহ হয় না। গোলযোগে যে
কার্য্য হয় না তাহার সন্দেহ নাই ;
ন্তু কেবল নির্জ্জনেও হয় না। যে সকল
ক জষ্টিনিয়ন, নেপলিয়ন ও আকব
র সাহায্য করেন, তাঁহারা কেবল
হারাজীব নহেন, তাঁহারা রাজনীতিজ্ঞ
লন এবং সকলে আপন আপন সম
লোকদিগকে উত্তমরূপে জানিতেন
রতবর্ষের ব্যবস্থাপকগণ সে ধাতুর
ক নহেন। সত্য বটে এক্ষণে কয়েক
এতদ্দেশীয় সভ্য ব্যবস্থাপক সভার
বেশ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা এরূপ
যে তাঁহাদিগের নিকটে দেশের অবস্থা
া সম্ভাবিত নহে। ইংলণ্ডে যে সকল
ম আইন হইয়াছে, হাউস অব কমন্স
হার প্রভৃতি। ভারতবর্ষের ইউরো
ব্যবস্থাপকগণ প্রায় বৃদ্ধ সিবিলি
। তাঁহারা যথার্থ ব্যবহারাজীব ও
নীতিজ্ঞ নহেন। ইংলণ্ড হইতে যে
এক জন আইনসংক্রান্ত সভ্য আই-
, তাঁহাদিগের সকলে প্রথম শ্রেণির
ক নহেন। সর বার্ণেস পিকক ও
সাহেব যে দুই জন উপযুক্ত লোক
হাদিগের এক জনও রাজনী

তিজ্ঞ নহেন ; রাজনীতিজ্ঞ না হইলেও
যথার্থ ব্যবস্থাপক হওয়া যায় না।
তাঁহারা আবার এ দেশের কিছুই
জানেন না। এপ্রকার লোকের দ্বারা
কাজ হওয়া সম্ভাবিত নয়। কতগুলি
বৃদ্ধ কুসংস্কারবিশিষ্ট সিবিলিয়ান,
এক জন পক্ষপাতদূষিত ইংলণ্ডীয় ব্যব
হারাজীব, দুই জন না ব্যবহারাজীব
না ব্যবস্থাপক বণিক এবং কয়েকজন
কেবল পদে বড় ভারতবর্ষীয় সর্দ্দার
ইহাঁরা কি বিচারপতি ফিয়ারের উদ্দেশ
সাধন করিতে পারেন ? এসকল লোক
হইতে মধ্যে মধ্যে কণ্ট্রাক্ট আইনের ন্যায়
ভয়ানক ব্যবস্থা হইবারই সম্ভাবনা। অত
এব ইহাঁদিগের দমনকর্ত্তা স্বরূপ ইংলণ্ডে
কয়েকজন কমিসনর থাকেন, এটি প্রার্থ
নীয়। কমিসনরগণ বিষয়বিশেষে ভ্রমে
পতিত হন, একথা আমরা অস্বীকার
করি না। যেখানে মেইন সাহেবের ন্যায়
ব্যবস্থাপক সর্ব্বে সর্ব্বা সেখানে বহু অনর্থ
ঘটিবার সমধিক সম্ভাবনা। ফলকথা এই
যতদিন ভারতবর্ষের যথার্থ বুদ্ধিমান
লোকদিগকে গ্রহণ করা না হইবে, তত
দিন ব্যবস্থাপ্রণয়ন বিষয়ে যে গোলযোগ
হইবে তাহা নিবারণীয় নহে। এ দেশে
ইংলণ্ডের টেম্পলের ন্যায় আইনশিক্ষার
স্থান করা আবশ্যক। প্রতিনিধিপ্রণালী
কিয়দংশে বিস্তারিত করিয়া মধ্যম
শ্রেণির অধিকসংখ্যক লোককে শাসন
ও ব্যবস্থাপ্রণয়নকার্য্যে নিযুক্ত করা
কর্ত্তব্য। অগ্রে এসকল হইলে পশ্চাৎ
ইংলণ্ডের আইন কমিসনরদিগের হস্ত
হইতে মুক্তিলাভপ্রস্তাব শোভা পাইবে।
তাহার থাকিতেআর কিছু না হউক, ইংলণ্ডে
পক্ষপাতপূর্ণ আইনপ্রস্তাব গ্রাহ্য হইবে
না। ইংলণ্ডীয়দিগের এই পুণ্য যে দিন
লুপ্ত হইবে, সেই দিন অবধি ইংরাজ
রাজত্বেরই ক্ষয়ারম্ভ গণনা করিতে
হইবে।

আমাদিগের বিচারালয়ের
বিচারপতি ফিয়ার যে কথা বলি
তাহাই সাধারণের মত। এক্ষণকার
কেবা জেলার জজদিগের অপেক্ষা
উপযুক্ত ফিয়ার সাহেব তাহা মু
স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, জজ ও
জজদিগের আপীল আদালত উ
দিয়া এক কালে প্রধানতম বিচা
আপীল করিবার নিয়ম করাই
কিন্তু যত দিন সিবিল সর্বিস থা
ততদিন তাহা হইতেছে না। পার
না পারুন বকল সাহেবের সদৃশ ব
আর কিছু কাল বিরক্ত করিবেন
নাই। এ স্থলে এরূপ অনিষ্ট নিব
এক উপায় আছে। খাসআপীল
যে একটী প্রভেদ আছে, তাহা
করিয়া সর্ব্বস্থলেই ঘটনা ও আইন
সম্বন্ধে প্রধানতম বিচারালয়ে অ
করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রধানতম
রালয়ের বিচারপতিগণ চেষ্টা ক
এটী অনায়াসে করিতে পারেন।

—:০:—

কৃষকেরা কত দিনস্থায়ী বন্দোব
বস্তের সোপান।

জন ষ্ট্রেচি সাহেব সম্প্রতি ভার
ব্যবস্থাপক সভায় এক মফোপকার
নের পাণ্ডুলেখা উপস্থিত করিয়া
উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের এক জন কৃষক
রের অনুমতি না লইয়া ঠিকা জমি
খনন করে; জমীদার তা
ভূমি হইতে বহিষ্কৃত ক
দেন। এ বিষয়ে নালীশ ও আপীল
য়াতে প্রধানতম বিচারালয়কে ব
বর্ত্তমান আইনের অনুসারে জমী
কার্য্যের অনুমোদন করিতে হই
কিন্তু বিচারালয় বলেন, জল নিঃ
উৎপন্ন হয় না, সেই জলের নিমি
খনন করিলে প্রজা ভূমিচ্যুত
আইন অতিশয় অসঙ্গত। ষ্ট্রেচি

ন্ধ প্রস্তাব করিয়াছেন, উল্লিখিত র কূপ খনন করিয়া প্রজা ভূমিচ্যুত না। জমীদার যদি প্রজাকে ছাড়া দেন, তাহা হইলে সে যে উন্নতি ন করিয়াছে তাহার ক্ষতিপূরণ ত হইবে। এই বিষয় লইয়া বাব ক সভায় তর্ক বিতর্ক হয়। কক্রেল বপ্রকৃত জমীদারের স্বত্বের হানি বলিয়া প্রতিবাদ করেন। কিন্তু সর লরেন্স বলিয়াছেন, তাঁহার শাসন যদি এই প্রস্তাব বিধিবদ্ধ হইত, হইলে তিনি আপনাকে গৌরবা- জ্ঞান করিতেন। তাঁহার অনুরোধে াণ্ডুলেখ্য টী সিলেক্ট কমিটির হস্তে র্পিত হইয়াছে।

আমরা প্রজার সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যে প্রস্তাব করিয়া আসি ছি, এটী তাহার প্রথম সোপান সন্দেহ । কিন্তু প্রস্তাবকর্ত্তা প্রকৃত পথে র্পণ করিতে পারেন নাই। জমীদার কাড়িয়া লইবেন বলিয়া প্রজা খনন করিতে পারে না, ব্যবস্থাপ প্রজাকে এই ক্ষমতা দিয়া ক্ষতি দিতেছেন। বোধ কর, প্রজা মূল বিনিয়োজিত করিয়া মরু ভূমিকে করিয়া তুলিল, জমীদার কর বৃদ্ধি লেন; প্রজা অসম্মত হইয়া ভূমি করিল। প্রস্তাবিত পাণ্ডুলেখ্যটী বদ্ধ হইলে সে ক্ষতি পূরণ প্রাপ্ত । কিন্তু সে সে ক্ষতিপূরণ কিরূপ ? জমীদার কি সহজে দিবেন ; ...ক্তি যথার্থ মূল্য স্থির করিবেন ? ...নী আদালতকে ইহার মীমাংসা ত হইবে; ইহাতে কেবল মকদ্দ সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। ষ্টনিবারণার্থ যদি আইন করা কর্ত্তব্য তাহা হইলে ক্ষতিপূরণের মকদ্দমা করা আবশ্যক হয়। কিন্তু একটী

স্থায়ী বন্দোবস্তব্যতিরেকে উহার সম্ভা বনা নাই। স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, ব্যবস্থাপকগণ ক্রমশঃ প্রজার সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অভিমুখে ধাবমান হইতেছেন; কিন্তু এক কালে প্রকৃত পথে পদার্পণ করিতে সাহস হই তেছেন না। যখন অনিষ্ট প্রত্যক্ষ হই তেছে, তখনসাহস সহকারে যথার্থ উপায় অবলম্বন করা কি উচিত নহে? জমীদা রেরা অসন্তুষ্ট হইবেন গবর্ণমেণ্ট কি এই শঙ্কা করিতেছেন? গবর্ণমেণ্ট যদি জমীদার দিগকে উপেক্ষা করিয়াসাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রজার সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত করেন, তাহা হইলেই তাঁহাদিগের অসন্তোষের প্রকৃত কারণ ঘটে, আর যদি তাঁহাদিগকে মধ্যবর্ত্তী রাখিয়া করেন, সে অসন্তোষের সম্ভাবনা কি? যদি কেহ না বুঝিয়া অস ন্তোষ প্রকাশ করেন, বুঝিতে পারিলেই তাহা দূর হইবে। যাহা হউক, ষ্ট্রেচিসাহেব অতিশয় সদনুষ্ঠানে করিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি। তিনি কেবল উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকদিগের নিমিত্ত আইন করিবার চেষ্টা না করিয়া ভারতবর্ষের সমুদায় কৃষকের নিমিত্ত করিবার চেষ্টা করুন। যদি গবর্ণমেণ্টের এক কালে কৃষকদিগের সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে একান্তই সাহস না হয়, অপ্ততঃ এই আইন করা উচিত যে, যে ভূমিতে কূপ, উদ্যান বাটী, কারখানা প্রভৃতি করা হইবে কখনই তাহার করবৃদ্ধি করা হইবে না। কৃষকেরা সচ রাচর সামান্য কুটীরে বাস করে। যাহা দিগের সম্পত্তি আছে, তাহারাও করে উঠিয়া যাইতে হইবে, এই শঙ্কায় ভাল ঘর করে না। করবৃদ্ধির ভয় সামান্য ভয় নহে; এই নিমিত্ত কৃষকগণ কোনপ্রকার স্থিরতর উন্নতির কার্য্যে যত্নবান দৃষ্ট হয় না। সর জন লরেন্সের শাসনকালের

শেষাংশে কৃষকদিগের মঙ্গলের চে মাত্র হইল। তিনি কৃষকদিগের যথ বন্ধু ছিলেন বটে; কিন্তু যথাসময়ে সা ও অধ্যবসায় প্রদর্শন করিতে না পার সাধন করিতে পারিলেন না। শাসনকর্ত্তা কৃষকদিগকে জমীদার মহাজনের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে প বেন, তিনি স্বর্ণময় প্রতিমূর্ত্তিলাভে যোগ্য পাত্র হইবেন সন্দেহ নাই।

—:•:—

সর জন লরেন্সের সম্মানার্থ ভোজদান।

কতগুলি সিবিলিয়ান ও সৈনি পুরুষ গত সোমবার টৌনহালে সর লরেন্সের সম্মানার্থ এক ভোজ দিয়াছে সর উইলিয়ম মানসফিলড অধ্য করিয়া তাঁহার প্রসংশাসূচক একটী বক্তৃতা করেন। সর জন লরেন্স প্র ত্তরদানকালে আপনার শাসনসম্বন্ধে কতটী কথা বলেন, তাহার অনেকগু ঔদার্য্যগুণে ভূষিত। তিনি আফ স্থানের বিষয়ে যে রাজনীতি অব করিয়াছিলেন, তাহাতে দুর্ঘটনা নাই। এটী তাঁহার গৌরবের বিষয় সন্দ নাই; কিন্তু হজরা ও ভুটানের যুদ্ধে বিষয়ে যে সমর্থন করিয়াছেন, সেটী প্র কর নহে। সর জন লরেন্স দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ যে উপায় অবলম্বন করি ছেন, তাহাতে ভারতবর্ষীয়দিগের কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হইবে সন্দেহ না এটী তাঁহার যথার্থ শ্লাঘার বিষয়। ১ অদ্ধে তাঁহার যে প্রসংশালাভ হয়, মিত্ত সর রবার্ট মণ্টগমরিপ্রভৃতিকে বাদ দিয়া তিনি সদ্বিবেচনার কাজ য়াছেন। নীলকরদিগের বিষয়ে যে প্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, সেটী অধি প্রসংশনীয়। এ দেশীয়দিগের স পদে অবস্থান করিবার বিষয়ে স্বদে দিগকে যে পরামর্শ দিয়াছেন, "

র ঔদার্য্য গুণের সবিশেষ পরিচয়
াছে। ১৮৫৭ অব্দে ভারতবর্ষীয়েরা
ায্য না করিলে ইংরাজ সৈন্যগণ
 দেশরক্ষা করিতে পারিত না, এই
 স্বীকার করাতে সর জন লরেন্সের
ল মহিমা প্রকাশ হইয়াছে, এরূপ নয়,
তে অনেক ইংরাজের বিলক্ষণ শিক্ষা
ব।

—:o:—

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

১। বিদ্যাসাগরকৃত উপক্রমণিকার
াজী অনুবাদ। প্রেসিডেন্সিকালেজের
ারী সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু
কৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় এই অনুবাদ করি
েন। এখানি দ্বিতীয়বার সংস্কৃত,
ার মূলের অবিরোধে অনেক নূতন
 সন্নিবেশিত হইয়াছে; স্থানে স্থানে
 কিছু পরিবর্ত্ত করা হইয়াছে। এতৎ
দ্বারা ইহার অবয়ব পূর্ব্বাপেক্ষা
 দেড়গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। এক্ষণে
রাকে বিদেশীয়দিগের নয় অধিক
াসু স্বদেশীয়দিগেরও বিশেষ উপ
দর্শিবে। ফলতঃ এখানি সংস্কৃতে
শ করিবার একটী সুন্দর উপায়
াছে।

২। সর্পাঘাতপ্রতীকার। মেদিনী
াঙ্গালা বিদ্যালয়ের অন্যতর শিক্ষক
ক্ত বাবু হৃদয়নাথ দাস ইহার সঙ্কলন
াছেন। ইহাতে কতগুলি পরীক্ষিত
পরীক্ষিত সর্পবিষনাশক ঔষধ
ত হইয়াছে। চিকিৎসক দলের
নির পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

৩। লম্পটদমন। ইহাতে গ্রন্থ-
র নাম নাই। গ্রন্থকার এতদ্দ্বারা
টদমন হইবে, মনে করিয়া এতৎ
ন করিয়াছেন; কিন্তু আমাদিগের
 হইতেছে, বৈপরীত্য ঘটিবারই
লম্পটতা বৃদ্ধি হইবারই) সমধিক
বনা।

৪। হিতশিক্ষা তৃতীয় ভাগ। এ খানি কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। নানা হিতকর বিষয় লইয়া এখানি রচিত হইয়াছে। ব্যাকরণের সন্ধিপ্রকরণও ইহার অন্তর্নিবিষ্ট দৃষ্ট হইল। এব্যবস্থাটী আমাদিগের বিবেচনায় উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইল না।

৫। রিফেলেক্টর। এখানি ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকা। আলাহাবাদে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। দুই এক সংখ্যা দেখিয়া সমাচার পত্রের বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা বিধেয় হয় না। ইহার দ্বিতীয় সংখ্যায় একটী অশুভলক্ষণ লক্ষিত হইল। ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের টেলিগ্রাফের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট গ্রানির অভিযোগের ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন।

---

## বিবিধসংবাদ।

২৯ এ পৌষ সোমবার।

আগরার চিত্রশালিকার অধ্যক্ষ কারলাইল সাহেব সম্প্রতি এক মৃত কুকীর উদরমধ্যে ৬৮ টী প্রস্তর এবং কতকগুলি গহনা ও মনুষ্যকেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কুকীর পচামাংস ভক্ষণ করে না, এ কথা ইহা দ্বারা অপ্রমাণ হইতেছে। কারলাইল সাহেব অনুমান করেন কুকীরেরা স্ত্রীলোকের মাংস অধিক উপাদেয় জ্ঞান করে।

কানাকোরের নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের দুই জন ছাত্র এক জন শিক্ষককে প্রহার করাতে তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। তাহারা দুই বৎসর পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্য পাইবে না।

দিল্লী অঞ্চলে অনাবৃষ্টিনিবন্ধন প্রায় ৩০,০০০ গো মহিষ প্রাণত্যাগ করিয়াছে। বৃষ্টি না হইলে আরও ভয়ানক কাণ্ড হইবে। এক কলসি জল চারি আনায় বিক্রীত হইতেছে।

১৮৬৭।৬৮ অব্দে পঞ্জাবের রেলওয়ের নিমিত্ত ৯১,৩৮,৪৭৮ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১,০২২৬৮ টাকা সরকারী রাজস্ব হইতে এবং ৯৩,৩২২১৬ টাকা সংগৃহীত মূল ধন হইতে ব্যয়িত হইয়াছে।

অমৃতসর বিভাগের অন্তর্গত আজম
সাহ নামের তহশিলদার উৎকোচ গ্রহণ ক
তাঁহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত তিন
মেয়াদ ও ৪০০ টাকা জরিমানা হইয়াছে

ইতো ইক্তেরোপীয় কয়েন সুথেলে দৃষ্টি
সম্প্রতি বেলজিয়ম হইতে ৪ জন ও আ
হইতে ৮ জন নন আসিয়াছেন। ননেরা
না করিয়া কেবল ঈশ্বরসেবায় দিনপাত ক
কাথলিকেরা ক্রমশঃ এ দেশে বদ্ধমূল
ছেন।

ফিরোজ জাহাজ অপ্রস্তুত হওয়াতে স
লরেন্স আগামী ১৯ এ জানুয়ারি পি ও
দির সেইল জাহাজে এ দেশ ত্যাগ করিবে

১লা ফেব্রুয়ারি অবধি যাঁহারা টেলি
সংবাদ প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগকে
ব্যবহার করিতে হইবে। যাঁহারা টে
আড্ডা হইতে দূরে থাকিবেন তাঁহারা
পত্র পাঠাইলে টেলিগ্রামে যাইবে। এ
পৃথক ষ্ট্যাম্প হইতেছে। ষ্ট্যাম্পের দ্বারা
সংবাদ প্রেরিত হইলে রসিদ স্বরূপ একটী
প্রেরয়িতার নিকটে প্রেরণ করা হইবে। এ
সর্ব্বসাধারণে সর জন লরেন্সের নিকটে
হইতেছেন।

সর জন লরেন্স আর একটী মহৎ উ
করিলেন। ১লা এপ্রেল অবধি ডাকের
কমিতেছে। এপর্য্যন্ত সিকিতোলার অ
পত্রের মাসুল দুই পয়সা দিয়া অর্দ্ধ
পর্য্যন্ত এক আনা এবং অর্দ্ধতোলার
প্রতি অর্দ্ধতোলা অথবা তাহার অংশে
আনা মাসুল লাগিত গবর্ণর জেনরল
দিয়াছেন, ১লা ফেব্রুয়ারি অবধি অর্দ্ধ
পর্য্যন্ত দুই পয়সা, এক তোলা পর্য্যন্ত এক
এবং তদুপরি প্রতি তোলায় এক আনা
লাগিবে। সংবাদপত্রের মাসুল পাঁচ
পর্য্যন্ত দুই পয়সা করা কর্ত্তব্য। আমরা অ
হইলাম, এ নিমিত্ত শীঘ্র আবেদন হইবে।

গবর্ণমেণ্ট কাবুল হইতে সংবাদ পাইয়া
আবদুল রহমন সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া
এবং সিয়ারআলি নিজ জয়ের স্মরণার্থ
...দন। গবর্ণমেণ্ট সিয়ারআলিকে
টাকা দিয়া সাহায্য করিতেছেন, তাহা
লাহোরে পঁহুছিয়াছে। এক জন রুশীয়
কাবুলে আসিয়াছেন, একথার অমূলক।
সকলে সন্দেহ করেন, সিয়ার আলির
রুশীয়দিগের কোনপ্রকার বন্দোবস্ত হইয়
এক দল রুশীয় অশ্বারোহী অকসসের
কাবুলের কিয়দংশ দর্শন করিয়া গি

ডের আখুন্দ সোয়াত আ.লকে ব্রিটিশ গব
ট্র মিত্র দেখিয়া তাঁহাকে অধার্ম্মিক জ্ঞান
াছেন। তাহার বিরুদ্ধে জিহাদ করিবার
র আখুন্দ এক ঘোষণা করিয়াছেন।

ক্ষৌএর লামার্টিনিয়র কালেজ কলিকাতার
বিদ্যালয়ের অন্তর্গত হইয়াছে।

র জন লরেন্স পদত্যাগকালে নিম্নলিখিত
কদিগকে উপাধি প্রদান করিয়াছেন। মির
জেলার অন্তর্গত সুকালি পরগণার চৌধুরী
নানাসংহ শাসনকার্য্যের সহায়তা ও বিদ্যার
াহ দানের নিমিত্ত রায়বাহাদুর উপাধি পাই
ম মেডিকাল কালেজের সব আসিষ্টান্ট
ন বাবু রামনারায়ণ দাস রায় বাহাদুর ও
বী আমির খাঁ খাঁ বাহাদুর উপাধি পাই
ন।

লাত গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবানুসারে ভারতবর্ষীয়
মেণ্ট নিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যখন কোন কর্ম্ম
সদর মহকুমা হইতে পাঁচ মাইলের অধিক
মন করিবেন, তখন তিনি পাথেয় পাইতে
বেন। এপর্য্যন্ত ১০ মাইলের ভিতরে
খর দেওয়া হইত না. এটী কিছু অধিক অনু
ইল।

স্তকল্য বেলা ৪। ২৫ সময়ে অতিশয়
কম্প হইয়াছিল। পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিগে
রী দুই মিনিট পর্য্যন্ত দোলায়মান হয়।
ক অট্টালিকা সকল পাতত্প্রায় হইয়া
ভূমিকম্পের সময়ে দূরস্থিত কামানের
ের ন্যায় একটী শব্দ হয়। পৃথিবীর জল
লিত হইয়াছিল এবং মৎস্যসকল লম্ফ
তীরে উত্থিত হয়। ভূমিকম্পের পর পুক
জলে প্রায় অর্দ্ধঘটিকা পর্য্যন্ত তরঙ্গমালা
ছিল।

সকল সৈন্য আবিসিনিয়ার যুদ্ধে গমন
তাহাদিগকে এক একটী মেডাল দেওয়া
।

লিকাতার বিশপ, আর্কডিকন এবং ৩২
বর্ণমেণ্টের বেতনভোগী পাদরী সর জন
নে এক অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন
জন রাজপুরুষেরা ইউরোপীয় একখানি
দান দিবেন।

দেশে স্বর্ণখনি বাহির হইয়াছে। এক
ভূতত্ত্ববিৎ স নর ইহারা চাহিয়াছেন। সেই
র্ণ থাকিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। প্রাচীন
ইহাতে এত স্বর্ণ পাওয়া যাইত যে "স্বর্ণ
কা" প্রবাদবাক্য হইয়াছে।

ভারতবর্ষ অবোধ্য ও এক্সেলেন্সের প্রধান কামসমর, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জাবের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এবং কাটানুগ্রাহক রেসি ডেণ্ট সর জন লরেন্সের নিকটে বিদায় লইতে আসিয়াছেন।

আমরা ইউরোপীয় টেলিগ্রাম দর্শন করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম সর হারবার্ট এড ওয়ার্ডস প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সর হারবার্ট এডওয়ার্ডস সর হেনরি লরেন্সের এক জন ছাত্র ছিলেন. পঞ্জাব তাঁহার নিকটে অনেক বিষয়ে ঋণী আছেন। তিনি পঞ্জাবী কর্ম্মচারিস্বভাব সুলভ যথেচ্ছাচার করিতেন বটে, কিন্তু তা নিয় শুনিয়া কখন অবিচার করেন নাই। বিদ্রোহের সময়ে সর হারবার্ট এডওয়ার্ডস শীকদিগকে বিশ্বস্ত রাখিবার নিমিত্ত অল্প চেষ্টা করেন নাই। পদত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে গিয়া তিনি সর্ব্বদা ভারতবর্ষের কল্যাণ ও ভারতবর্ষীয়দিগের রাজ নীতিসংক্রান্ত উন্নতির নিমিত্ত চেষ্টা পাইতেন সিবিল সার্ব্বিসের দ্বার উদঘাটিত করিবার নিমিত্ত তিনি বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। তিনি নিজ গুরু সর হেনরি লরেন্সের জীবনচরিত লিখিতেছি লেন। আমাদিগের আশঙ্কা হইতেছে এই গ্রন্থখানি হয় ত শেষ করিতে পারেন নাই।

মান্দ্রাজের প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক পিকফোর্ড সাহেব সংস্কৃত গ্রন্থ সক লের সংগ্রহ করিবার ভার পাইয়াছেন। চলিত ভাষায় যে সকল গ্রন্থ সাহিত্য ও ইতিহাস সম্বন্ধে রক্ষণীয়, তিনি সেসকলেরও সংগ্রহ করিবেন।

বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্ক অংশীদিগকে শতকরা ৮ টাকা লাভ প্রদান করিয়াছেন। টাকার বাজার সস্তা হওয়াতে এক টাকা সুদ ও বাঁটা কমিয়া গিয়াছে।

ডেলিনিউস বলেন, গবর্ণমেণ্ট আপনাদিগের বিদ্যালয় সমূহকে শ্রেণিবদ্ধ করিয়া আনুকূল্য মাত্র দিবার মানস করিয়াছেন। প্রত্যেক বিদ্যা লয়ের নিমিত্ত একটী বাৎসরিকদান নির্দ্ধারিত করা হইবে তাহার অধিক যত টাকা ব্যয় হইবে তাহা স্থানীয় লোকদিগকে দিতে হইবে। যে খানে ইহা হইবে না, সেখানকার বিদ্যালয় উঠিয়া যাইবে। এপ্রকার করিলে ভয়া নক অনিষ্ট হইবে।

উক্তপত্র আরও বলেন, আন্দামানে কয়েদির সংখ্যা অধিক হওয়াতে তথায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত লোকদিগকে ভিন্ন আর কাহাকে প্রেরণ করা হইবে না। রেঙ্গুণ বন্দরের সুপরি ণ্টেণ্ডাণ্ট এক্ষণ অবধি ব্রিটিশ ব্রহ্মের প্রধান কমিসনরের অধীন না থাকিয়া
বর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ হইবেন। কিন্তু
তিনি কাহার মুক্তিদণ্ড দিবেন, তখন প্রধান
সনরের অনুমতি লইতে হইবে।

পঞ্জাবের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সর ডোনা
মাকলিয়ড সর জন লরেন্সের নিকটে বি
লইবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন।

১২ ই জানুয়ারি মঙ্গলবার আর্লমেয়র গ
বর্ণর গবর্ণর জেনরলের কার্য্যভার গ্রহণ
.েন। সর জন লরেন্স ১৬ ই জানুয়ারি এ
ত্যাগ করিয়াছেন।

গত কল্য টৌনহালে বঙ্গদেশের সাম
বিজ্ঞানসভার সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইয়া
বিচারপতি ফিয়ার সভাপতির আসন
করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভার নি
পৃথক গৃহ না থাকাতে ডেলহৌসি ইনষ্টিটিউ
একটি গৃহের নিমিত্ত আবেদন করা হই
আমরা দুঃখিত হইলাম, সভার সভ্য সংখ্যা
হইতেছে না।

৩০ এ পৌষ মঙ্গলবার।

প্রধানতম বিচারালয়ের অ্যাটর্নী বাবু
নাথ বসু এক মক্কেলের নামে বিল ক
অন্যায় টাকা লওয়াতে প্রধানবিচারপতি তাঁ
ছয় মাসের নিমিত্ত স্থগিত করিয়াছেন

হিন্দুপেট্রিয়টের একজন পত্রপ্র
বলেন নলহাটি শাখারেলওয়ের এক জন
রোপীয় কর্ম্মচারী এক স্থান হইতে এ
বিগ্রহ তুলিয়া লইয়া গিয়াছে। গ্রামস্থ লো
নিবারণ করিতে আসাতে এই দুর্বৃত্ত ক
প্রদর্শন করে, তাহাতে তাঁহারা নিরস্ত হই
বাধিত হন। রেইলওয়ের এতদ্দেশীয় কর্ম্ম
গণ সাহেবকে বলেন, ইহাতে তাঁহার মে
হইতে পারে, কিন্তু "আমি তাহা গ্রাহ্য
না" উত্তর দেওয়া হইয়াছে। এই ব্যক্তি শীঘ্র
লণ্ডে গমন করিবে। এবং বিগ্রহটী স্বদে
লইয়া যাইবার মানস করিয়াছে। এ ব্যক্তি
অবিলম্বে ধৃত করিয়া ফৌজদারিতে অর্পণ
কর্ত্তব্য। নিম্ন শ্রেণির ইউরোপীয়গণই অ
অত্যাচার করে। কিন্তু মফস্বলের আদাল
কোন ক্ষমতা নাই, প্রধানতম বিচারালয়ে
হয় না, সুতরাং ইহারা নির্ভয়ে যথেচ্ছা
করে।

বাবু হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরের স্মরণার্থ
সভা হয় তাহার সম্পাদককে বর্দ্ধমানের রা
কর্ম্মচারী বাবু তারকনাথ সেন লিখিয়াছেন,
রাজ হরচন্দ্র ঘোষকে বিশেষ সম্মান করিতে
এবং তাঁহার স্মরণার্থ চিহ্ন করিতে হইলে সাহা
দিবেন। রাজা ক্রমশঃ স্বদেশের প্রতি কর্ত্ত
কর্ম্ম শিখিতেছেন। তাঁহার জানা কর্ত্তব্য যে
ইংরাজদিগের সম্মান করিলে কাজ হয় ব
স্বদেশীয়দিগের প্রিয় পাত্র না হইতে পারি
সকল কাজই বৃথা হয়। তিনি এখনও চে
করিলে পূর্ব্ব ভ্রমসকল সংশোধন করি
পারেন।

সম্প্রতি রোহে যে প্রকল্প হয়, তাহাতে ...তদ্দেশীয় সর্দারগণ অপমানিত হইয়াছেন। সর্দারগণ প্রথম শ্রেণির টিকেট লইয়াছিলেন, কিন্তু ইউরোপীয়দিগের আসনগ্রহণের পূর্ব্বে আসন প্রাপ্ত হন নাই। পুলিষ প্রহরিগণ চাবুক লইয়া সর্দারদিগকে নিকটস্থ হইতে দেয় নাই। কয়েক জন উপযুক্ত লোক আসন প্রাপ্ত হন নাই। এতদ্দেশীয় রাজগণের অপেক্ষা হত-ভাগ্য লোক আর নাই। ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী দিগের ভয়ে তাঁহাদিগকে প্রদর্শন ও দরবার প্রভৃতি স্থানে আসিতে হয়। আসিলেও সম্মান পান না। গবর্ণমেণ্ট মনে করিলে কি নিবারণ করিতে পারেন না?

শিক্ষাবিভাগে থাকা দুঃখের নামান্তর মাত্র, তাহার আর এক দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। ...ক্ষিণ কানাড়ায় কয়েক জন নিযুক্ত শিক্ষক ...নরাধের জন্য অন্য বিভাগে প্রবেশ করাতে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, বিভাগীয় প্রধানদিগের অনুমতি ভিন্ন কেহ অন্য বিভাগে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। চতুর্দ্দশ লুইয়ের সময়ে একজন ফরাসী আফিসর অনেক দিন বেতন না পাইয়া এক দিবস রাজাকে বলি-লেন, "তাত! আপনার সহিত তিনটি কথা ...ছে দেতন নচেৎ বিদায়।" রাজা, বলিলেন "তোমার সহিত চারিটী কথা আছে, দুইয়ের একটীও নহে"। নিযুক্ত শিক্ষকদিগের এই দশা ঘটিয়াছে।

চা-কর বলদিন এক জন কুলির উপরে যে ...ত্যাচার করে, তাঁদ্বিষয়ে দুঃখপ্রকাশ করিয়া ...ও হোলডাম সভা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমে-ণ্টকে এক পত্র লিখিয়াছেন। গবর্ণর জেনরল ...হাতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন ...যাহাতে এপ্রকার অত্যাচার না হয়, সভার ...স্তর সেই চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য। নিম্নশ্রেণির ইউরোপীয় অধ্যক্ষ থাকিতে তাহা হইবে না। ...-করেরা এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারীদিগকে অধ্যক্ষ করেন না কেন? তাহা হইলে এই ...কল অত্যাচার হইতে পারে না।

মাক্কোয়ারে সম্প্রতি একজন মন্ত্রিণীয়া ...কোন নারী সম্মূক্তা হওয়াতে তত্রত্য রাজা ...হার উদ্যোগীদিগের কঠিন পরিশ্রমের সহিত ...ত বৎসর মেয়াদ দিয়াছেন। ইহাতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া গবর্ণর জেনরল বলিয়াছেন, প্রধান উদ্যোগী ভিন্ন আর সকলের মেয়াদ ...মাইলে ভাল হয়।

১ লা মাঘ বুধবার।

রবিবারে ভূমিকম্প বহুদূর ব্যাপিয়া হই-য়াছে। কাছাড়ের অন্তর্গত সিলচর হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, বিস্তর গৃহ পতিত হইয়াছে। তত্রত্য বাজারটী ভূগর্ভে মগ্ন হইয়াছে!!

সৈদ আমিরুদ্দিন খাঁর পুত্র সৈদ খদিরুদ্দিন লক্ষৌয়ের তালুকদারসভার সম্পাদক ছিলেন তিনি আপাততঃ লক্ষৌয়ে ওকালতি করিতে ছেন। লক্ষৌটাইমস বলেন, যে ছাত্রকে গবর্ণমেণ্ট মনোনীত করিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করিবেন, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট খদিরুদ্দিনকে সেই ছাত্র বলিয়া মনোনীত করিয়াছেন। তিনি যতদিন সিবিল সার্বিসের পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডে অধ্যয়ন করিবেন, ততদিন তাঁহাকে মাসিক ৩০০ টাকা দেওয়া হইবে। বঙ্গদেশে কি আর লোক ছিলেন না, অযোধ্যা হইতে বঙ্গদেশের ছাত্র লওয়া হইল। এটী পঞ্জাবী চাল দেখা যাইতেছে। যে সাহেব জানিবেন, চালের উপরে কিছু আছে।

কাপ্তেন কাদিরুত্ত আলি প্রধান সেনাপতির এতদ্দেশীয় এডিকঙ্গ হইয়াছেন।

১০ ই জানুয়ারিতে যে সপ্তাহের শেষ হয়, তন্মধ্যে সমুদায় ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল লাহোরে কিঞ্চিৎ বৃষ্টি হইয়াছে। ৯ ই দিল্লীতে মেঘাড়ম্বর ও বাতাস হইয়াছিল, কিন্তু বিন্দুপাত হয় নাই। অম্বালা, জলন্ধর, দিনা, রাউলপিণ্ডি লক্ষ্ণৌ, পাটনা, জয়পুর, আলাহাবাদ ও জব্বলপুরে বৃষ্টির লেশমাত্র নাই।

গবর্ণমেণ্ট অবগত হইয়াছেন কচের রাজার কতকগুলি প্রজা আফ্রিকা হইতে দাস ক্রয় করিয়া আনয়ন করে। গবর্ণমেণ্ট তন্নিমিত্ত তত্রত্য রেসিডেণ্টের দ্বারা রাজাকে জানাইয়াছেন যদি এই দূষিত ব্যবসায় বন্ধ না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অগত্যা হস্তক্ষেপ করিতে হইবে।

২ রা মাঘ বৃহস্পতিবার।

গত কল্য রাইট অনরেবল রিচার্ড, সোথ ওয়েল, বোর্ক আরল অব মেয়, মন্টিক্রোয়ারের বাইকৌণ্ট মেয় এবং নাসের বারন নাস কে, পি, ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি ও প্রধান শাসন কর্ত্তার পদ গ্রহণ করিয়াছেন। লার্ড মেয় যখন কলিকাতায় আগমন করেন, তখন বিস্তর এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় এবং কয়েক শত সৈনিক উপস্থিত ছিলেন। সর জন লরেন্স যত দিন ভারতবর্ষে থাকিবেন, তাঁহাকে গবর্ণর জেনরলের সম্মান প্রদান করা হইবে।

সর জন লরেন্স নেপালীয় দূতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। আহ্লাদিত হইলাম, দূতের বাটীতে পুলিস নিযুক্ত করা হইয়াছে।

কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ ও মুন্সি আমীর গোপনীয় দ্বার দিয়া গবর্ণর জেনরলের ... প্রবেশ করিবার স্বত্ব পাইবেন।

ডেলিনিউস অবগত করিয়াছেন কলিক ... মিউনিসিপালিটি বেশ্যাদিগের পরীক্ষা ও ... মিত্র চিকিৎসালয়ের নিমিত্ত যে ব্যয় নির্দ্ধা... করেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহাতে ... ই হইয়া বলিয়াছেন, মান্দ্রাজের ন্যায় ... দিগের চিকিৎসককে রেজিষ্টার করা কর্... ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত প্রণ... অনুসরণ করিলে অল্প ব্যয়ে যথার্থ কাজ হই... ইল সাহেব মাসিক ১৬,০০০ টাকা ব্যয় করি... কারখানা করিয়াছেলেন। জষ্টিসগণ যদি ... মূলচ্ছেদন করিতে চান তাহা হইলে ... ফরিদি ওবরসিয়ার, একজন ইঞ্জিনিয়র ... অন্ততঃ ৩০ জন চাপরাসী প্রেরণ কর... এখানে সেই সেকেলে নবাবি চাল।

৩ রা মাঘ শুক্রবার।

আমরা মান্দ্রাজ এথেনিয়ম দর্শন ক... দুঃখিত হইলাম, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে ... লক্ষ টাকা রাজকুমার আজিমজার জন্য প্র... করিয়াছেন তাহা তাঁহার পেন্সন হইতে বা... এক লক্ষ টাকা করিয়া কর্ত্তন করিবার ... প্রকাশ করিয়াছেন। আজিমজার ৭০ ব... বয়ঃক্রম হইয়াছে এবং তাঁহার শরীরও জী... এ অবস্থায় বৃত্তি কমান ভাল নহে; কিন্তু অ... দিগের পরচুতে রাজকুমারগণকে বলা উচি... তাঁহারা ঋণগ্রস্ত হইলে ভবিষ্যতে কোনপ্র... সাহায্য পাইবেন না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এ বি... যে দয়া প্রকাশ করিয়াছেন কোন দেশের রা... পদচ্যুতদিগের প্রতি এমত ব্যবহার করেন না ... তৃতীয় নেপলিয়ন আলয়ন্স বংশীয়দিগের দে... নীয় জমিদারিগুলি পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়াছে...

ক্যোবিনা আর্গসের সম্পাদক কাপ্তেন ... পি, মুরের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি অনেক... সংবাদপত্রের সম্পাদকতা করিয়া বিলক্ষণ ... লাভ করিয়াছিলেন। কাপ্তেন মুরের অন্তঃক... নির্ম্মল ছিল; কিন্তু স্বভাবতঃ তাঁহার ... কিছু অধিক ছিল; তন্নিবন্ধন সর্ব্বদাই ... পতিত হইতেন। উদরীরোগে তাঁহার ... হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান মিরার পত্র একণে সাপ্তা... হইল।

৪ঠা মাঘ শনিবার।

ডুকেশন গেজেট বলেন, " শ্রীযুক্ত বাবু
গচন্দ্র ঘোষ বি. এ, দেশীয় প্রচলিত
কাসমস্তের একটী বৃহৎ ভ্রম প্রকাশিত
য়া দিয়াছেন। অশ্বিনীনক্ষত্রের যোগতারার
ত সূর্য্যের সংক্রমণ হইলেক বর্ষের আরম্ভ
ঐ দিনের নাম মহাবিষুব শেষ সংক্রান্তির
একণে যে দিনে ঐ সংক্রান্তি ধরা যায়,
ইংরাজী ১৩ ই এপ্রিল। কিন্তু ক্রান্তিপা
তন অশ্বিনী নক্ষত্রের যোগতারার সহিত
র সংক্রমণ—অর্থাৎ সম অয়নাংশ একণে
শ এপ্রিলে ঘটিতেছে। সুতরাং প্রচলিত
কানুসারে সাত দিন পূর্ব্বে আমাদিগের
রারম্ভ হইতেছে। ইংরাজী ২১ শে এপ্রিলে
বৈশাখ ধরিলে ঐ ভ্রমের সংশোধন হয়। ম
অমৃতবাজার পত্রিকা বলেন, " দিগাপাতি
কুমার প্রমথনাথ রায় রামপুর বোয়ালিয়া
ত দিগাপাতিয়াপর্য্যন্ত রাস্তা প্রস্তু
র্থে ১৩ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।
আরও তাঁহার জিলায় দুর্ভিক্ষপীড়িত
দিগের সাহায্যার্থে ৩৫০ টাকা দিয়াছেন।
দাতব্যের জন্য লেঃ গবর্ণর তাঁহাকে ধন্য
দিয়াছেন।"

—:০:—

## ইউরোপীয় সমাচার।

না ৬ ই জানুয়ারি। কাবালেষ্টি হইতে
লিগ্রাম আসিয়াছে, তদ্দ্বারা জানা যাই
, সুলতান পারিশস্থিত তুরস্ক দূতকে
ফ দ্বারা স্মাক্তিপ্রায় জ্ঞাপন করিতে
হইয়াছেন, তদনুমত ৯ ই জানুয়ারি দূত
ইবে।

ন ৬ ই জানুয়ারি। মাড্রিড হইতে যে
াম আসিয়াছে তদ্দ্বারা জানা যাইতেছে
"কাডিজ ও মালাগাতে যে উপদ্রব
হা ডূক পুর্দ্দ জীর অনুচরগণ করি
, এই ভাবে আপাততঃ গবর্ণমেণ্ট এক
কারয়াছেন। ইটালীতে অদ্যাপি
াগ রহিয়াছে, সেনাপতি কডোর্ন
াপনের ভার পাইয়াছেন।

জানুয়ারি। তুরস্ক ও গ্রীসের বিবাদ
যে দূতসভা হইয়াছে, তদ্দ্বারা
জন হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।
ষ্টাফোর্ড নর্থকোর্ট কডসন যে কোম্পা-
নির মনোনীত হইয়াছেন।

জানুয়ারি। অদ্যকার স্টাণ্ডার্ড হেরাল্ড
পিটে পেলাস্কর পুত্র ও প্রতিস্থিত বল-
স্তিয়রগণ তুরস্ক গবর্ণমেণ্টের নিকটে আত্ম
সমর্পণ করিয়াছেন। সুলতান দুইখানি লৌহ
বৃত জাহাজ ক্রয় করিয়াছেন।

আয়র্লণ্ডে কতকগুলি কৃষিসংক্রান্ত
অত্যাচার ও গোলযোগ হইয়াছে।

তুরস্ক ও গ্রীসসংক্রান্ত দূতসভার অধিবে
শন কল্য নিষ্পত্তি হইবে।

৯ ই জানুয়ারি। ভারতবর্ষের ষ্টেটসেক্রে
টারি মৃত সর কারবাট এড ওয়ার্ডসের নিমিত্ত
প্রশংসা সূচক এক মন্তব্য লিখিয়া তাঁহার স্মর
ণার্থ একটী স্তম্ভ করিবার মানস করিয়াছেন।

টাউনাউসের গবর্ণমেণ্টের উকীলের প্রতি
ফরাশী সম্রাট এই বলিয়া দোষারোপ করেন,
উকীল সংবাদপত্রের দিকে অন্যায়রূপে পক্ষ
পাত করিয়া কার্য্য করিয়াছেন। এই নিমিত্ত
উকীল পদত্যাগ করিয়াছেন। কার্লিষ্টদিগের
ষড়যন্ত্র ও সাধারণতন্ত্রপ্রিয়দিগের সংখ্যা
স্পেনে বৃদ্ধি হইতেছে।

১১ ই জানুয়ারি। ফরাশী আয় ব
সংক্রান্ত হিসাব প্রদান করা হইয়াছে। ১৮৬৮
অব্দে হিসাবের অতিরিক্ত ৩,৪০,০০,০০০
ফ্রাঙ্ক অধিক আয় হইয়াছে। ১৮৭০ অব্দে
১,৭৩,৬০,০০,০০০ ফ্রাঙ্ক আয় ও ১৬,৫০০,
০০,০০০ ব্যয় হইবে, স্থির করা হইয়াছে।
রিপোর্টে বলা হইয়াছে, শান্তিরক্ষার সাধ
বল সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবে এবং সকলের সংস্কার
হইয়াছে। সম্রাট নেপোলিয়ন সাধারণ মঙ্গলার্থ
যে চেষ্টা পাইয়াছেন তাহারও উল্লেখ করা
হইয়াছে।

ফোরেন্স হইতে যে টেলিগ্রাম আসিয়াছে
তাহাতে প্রকাশ করে ইটালীর সমুদায় গোল
যোগের শান্তি হইয়াছে। সেনাপতি সর চারলস
সার চেলসিয়া হস্পিটালের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর
হইয়াছেন।

১২ ই জানুয়ারি। গ্রীস ও তুরস্কের বিবাদ
ভঞ্জনার্থ যে দূতসভা হইয়াছে, নির্দ্দিষ্ট দূত
গণ আপনাদিগের মন্তব্য জানাইয়া সেই
সভাকে একপত্র লিখিয়াছেন। গ্রীসের দূত
তুরস্ক দূতের সহিত সমান সম্মান পাইবেন না।

বাইকোণ্ট ষ্ট্রাঙ্গ ফোর্ডের মৃত্যুসংবাদ
প্রকাশিত হইয়াছে।

লেবান্ট হেরাল্ড বলেন, ক্রিটের বিদ্রোহি
গণ আপাততঃ যে গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত করিয়া
ছিল, তাহার সভ্যগণ অনেক যুদ্ধের পর আত্ম
সমর্পণ করিয়াছেন। চারি জন হত হইয়াছেন।

সকলের কাগজ পত্র তুরস্ক কর্তৃপক্ষের
হইয়াছে।

ইউরোপীয় গবর্ণমেণ্টসমূহ তুরস্ক
সহিত গ্রীক দূতের সমান সম্মান
বিরুদ্ধে যে মীমাংসা করিয়াছেন, গ্রী
মন্ত্রী রাঙ্গেব তদ্বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন
তিনি টেলিগ্রাফ দ্বারা এথেন্স হইতে উ
চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। দূতগণ গ্রীস ও তু
দূতকে বলিয়াছেন, যত দিন সভার কর্ম
তত দিন তাঁহারা যেন কোন গোলযো
করেন।

—:০:—

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

### বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী

### নিয়োগ।

৬ ই জানুয়ারি। নিম্নলিখিত সহকারী
সুপরইণ্টেণ্ডেণ্টদিগের উন্নতি গ্রাহ্য করা
দ্বিতীয় হইতে প্রথম শ্রেণিতে।
জে, বি, গোড সাহেব।
জি, জে, কলি।
ডবলিউ, আর, গ্রিন।
তৃতীয় হইতে দ্বিতীয় শ্রেণিতে।
ই, এম, পাউয়াল সাহেব।

ডাক্তার জে, গ্রিন পদত্যাগ করাতে এ,
লিউ কক্রেন সাহেব কুমিল্লার বিদ্যালি
সভার সভ্য হইবেন।

৮ ই জানুয়ারি। জে, হুইট মোর সা
ময়মনসিংহের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালে
হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রে
ক্ষমতা পাইবেন।

যতদিন এ, আবারক্রম্বি সাহেব বিদায় ল
ইংলণ্ডে থাকবেন, ততদিন জে, এম, লে
সাহেব ঢাকার প্রতিনিধি সিবিল ও সেশি
জজ হইবেন।

পুলিষ ইনস্পেক্টর জে, টমাস সাহেব ১৮
অব্দের ৩১ এ অক্টোবর অবধি ২৮ এ নবে
পর্য্যন্ত দারজিলিঙের পুলিষ সুপরইণ্টেণ্ডেণ্টে
কার্য্যভার পাইয়াছিলেন।

৯ ই জানুয়ারি। যে, এম, স্কট সাহেব
এ, প্রেসিডেন্সি কালেজের সিবিল ইঞ্জিনিয়ারি
বিভাগের অধ্যাপক হইয়া তৃতীয় শ্রেণিতে
উন্নীত হইলেন।

১১ ই জানুয়ারি। কাপ্তেন এ, ই, কাপ্তে

...াগরের প্রতিনিধি ডেপুটী কমিশনর হই-

...হেস্কুমের প্রতিনিধি ডেপুটি কমিশনর
...ন ই, জি, লিলিংষ্টোন ১৮৬৮ অব্দের
...াইনের ১ ধারানুসারী ক্ষমতা পাইবেন।
...১ এ ডিসেম্বর অবধি বাবু মহানন্দ মুখো
...র শিবসাগরের দেওয়ানী চিকিৎসা
...ারী হইয়াছেন।
...তদিন এল, আর, টটেনহাম সাহেব
... লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন
...উ. এল, ওয়েলস সাহেব বাবস্কার প্রতি
...মাজিষ্টেট ও ডেপুটী কলেক্টর হইবেন।
...৩ ই জানুয়ারি। বাবু অম্বিকাচরন রায়
...ী মালদহের সব রেজিষ্ট্রার হইবেন।
...তদিন ডাক্তর এ, জে, মিড বিদায় লইয়া
...স্থিত থাকিবেন, ততদিন ডাক্তর জে,
...ইট মুরশিদাবাদের প্রতিনিধি সিবিল
...ন হইবেন। তিনি আরও নিজপদগুণে
...৫ কুলপ্রেরনবিভাগের অধ্যক্ষ হইবেন।

পবলিকওয়ার্ক বিভাগ।

... ই জানুয়ারি। দ্বিতীয় শ্রেণির স্থানীয়
...বী ইঞ্জিনিয়র জে, আর. কে. উইলিস
...াহেব বর্দ্ধমানের স্থানীয় রাস্তা হইতে
...। বিভাগে বদলী হইবেন
...ম্নলিখিত কয় লোকেরা ষ্টেট সেক্রেটারির
...ত চুক্তি করিয়া বঙ্গদেশে ইঞ্জিনিয়র হইয়া
...সিয়াছেন।
...স, সি, আডলী-চতুর্থ শ্রেণির একজি
...ব ইঞ্জিনিয়র।
...ডবলিউ, জে শেথ চতুর্থ শ্রেণির একজিকি
... ইঞ্জিনিয়র।
...জ, সি. লেম্বর প্রথম শ্রেণির সহকারী
...নিয়র।
...ডব্লি. এস. হার্টিংডন প্রথম শ্রেণীর সহকারী
...নিয়র।
...ডবলিউ, ব্রাসিংটন-দ্বিতীয় শ্রেণির ঐ
...আর. ডি. মর্গান ঐ ঐ।
...২ ই জানুয়ারি। চতুর্থ শ্রেণির একজিকি
... ইঞ্জিনিয়র জে, এম, লক সাহেব মহানদী
...ত ট্রঙ্করবিভাগে বদলী হইবেন।

---

## উদ্ধৃত।

### এখানকার শাসনসম্পর্কে বৈদেশিক মত।

" ফ্রান্সদেশবাসী সিগফ্রীড নামক কোন
...ক সম্প্রতি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ
করিয়া গিয়া এক জন স্বদেশীয় প্রধান রাজমন্ত্রীর নিকট যেরূপ বিজ্ঞাপনী প্রদান করিয়াছেন, নিম্নে সেই বিজ্ঞাপনীর সারাংশ সঙ্কলিত হইল।

সিগফ্রীড সাহেব বলেন, ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষ দেশ ফ্রান্স সাম্রাজ্য অপেক্ষা ছয় সাত গুণ অধিক বৃহৎ। এই দেশ বিংশতি কোটি মনুষ্যের নিবাসভূমি। ইংরাজেরা এই মহাদেশের অধিকারলাভ করিয়া একণে প্রভুত্বপ্রাপ্তি অথবা স্বধর্ম্মপ্রচারের লোভে জলাঞ্জলি দিয়া কেবলমাত্র উপচিকীর্ষাবৃত্তিপ্রেরিত হইয়াই লৌহবর্ত্ম, তাড়িত বার্ত্তাবহ এবং কৃষিপ্রদর্শনী সংস্থাপনাদি সাধারণ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত হইয়া আছেন। একণে ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্যে ২০ কোটি টাকার স্বর্ণ এবং রৌপ্য ব্যতীত ৩০ কোটি টাকার দ্রব্য ও রপ্তানীর পরিমাণ ২৭০ কোটি টাকার দ্রব্য ভারতবর্ষে প্রতিবৎসর অনুমান ৪৪ কোটি গজ বিলাতী থান বিক্রীত হইয়া থাকে। অর্থাৎ এত থান বিক্রীত হয় যে, তদ্দ্বারা সমস্ত ভূমণ্ডল উপর্য্যুপরি বিংশতিবার পরিবেষ্টিত হইতে পারে।

ভারতবর্ষে যে রেলওয়েসমস্ত প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে ৬ কোটি টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ঐসমস্ত টাকার নিমিত্ত স্বয়ং দায়ী হইয়া আছেন বলিয়াই রেলওয়ে সমুদায় প্রস্তুত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি কুল্যাখননকার্য্যে মনোযোগী হইয়া তৎকার্য্যে ২০ কোটি টাকার অধিক ব্যয় করিতে মনস্থ করিয়াছেন। সমস্ত ভারতবর্ষে গবর্ণমেণ্টের নিজের অথবা গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্ত ১৯ হাজার বিদ্যালয় আছে। ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ে অনুমান ৩ লক্ষ দেশীয় বালক বিদ্যাধ্যয়ন করিতেছে।

কিন্তু ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের যে কোন ত্রুটিই লক্ষিত হয় না, এমত নহে। ভারতবর্ষের জল বায়ু ইংরাজদিগের সহ্য হয় না। তজ্জন্য তাঁহারা এখানে উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে পারেন না। যে ইংরাজ ভারতবর্ষে যান, তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য, শীঘ্র শীঘ্র বহুমানুষ হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আইসেন। সুতরাং ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহাদিগের তাদৃশ মমতা জন্মে না। আর একটী দোষ এই যে, ইংরাজেরা দেশীয় লোকদিগের সংস্রব ভাল বাসেন না। তাঁহারা সদাচার অভ্যস্ত সাক্ষাৎ এবং গর্ব্বিত ব্যবহার করেন। তজ্জন্য যেপরিমাণে দেশীয় লোকেরা লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া
রাজকার্য্যের প্রার্থী হইয়াছে ...
ইংরাজদিগের সহিত তাহাদিগের প্রতি...
এবং বৈরভাব উপস্থিত হইতেছে।" ...
গেজেট।

—:০:—

আমরা মালিপোতা হইতে ...
খিত সমাচারগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি...

১। গত ৪ঠা জানুয়ারি গবর্ণমেণ্ট স...
মালিপোতা ইং বাং বিদ্যালয়ের ...
পরীক্ষাকার্য্য সমাহিত হইয়া গিয়াছে...
কেরা পরীক্ষিত বিষয়ে যেরূপ প...
দর্শন করিয়াছে, তাহা প্রীতিপ্রদ...
হইবে। পরীক্ষাবসানে বিদ্যালয় দিবস...
বকাশ হইয়াছিল। ছাত্রেরা বিশ্রামান্তে...
অতিনব উৎসাহসহকারে অধ্যয়নকা...
হইয়াছে। আগামী শ্রীপঞ্চমী পর্য্যন্ত...
বিদ্যালয়ের অবকাশের অব্যবহিত...
বোধ হয় পরীক্ষোত্তীর্ণ বালকেরা য...
পুরস্কৃত হইবে।

২। নিরতিশয় আহ্লাদসহকারে...
করিতেছি যে কলিকাতা খিদিরপুর...
পাড়ী ফুটকলাদের রাজপরিবারস্থ...
কুমার সত্যসত্যঘোষাল বাহাদুর ঐ...
লয়ে এককালীন ৫০ টাকা দান করি...
তদ্দ্বারা বিদ্যালয়ের আবশ্যক ...
যোগী অনেকগুলি দ্রব্যের যথেষ্ট সা...
য়াছে। একারণে মালিপোতা উক্ত...
কুমার বাহাদুরের নিকট যাবজ্জীবন ...
পাশে বদ্ধ রহিল। আমরা জগদী...
প্রার্থনা করি, এরূপ মহাপুরুষ দো...
জীবী হইয়া দেশের মঙ্গলবর্দ্ধন করিবে...

৩। সম্প্রতি এখানে হঠাৎ এক...
শাবক আসিয়া যৎপরোনাস্তি উপদ্র...
করিয়াছিল। অনেক গুলি মেষ তাহা...
কবলে কবলিত হয়। প্রায় ৪।৫ ...
হইল, নবলার মাঠে সেটী হত হইয়াছে...
জঙ্গলের দারুণ প্রাচুর্য্য, তাহাতে ব্যা...
ঈদৃশ অত্যাচার নিতান্ত বিস্ময়কর...
নহে। দেশীয় শান্তিরক্ষকেরা আরও ...
ভ্রমণবেশে থাকুন, তাহা হইলে ক্রমশ...
সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি হইবে। সে দিন অ...
খণ্ডির পর জজলকর্ত্তৃদের নিমিত্ত ...
ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইয়াছি...
সেখানি কি মরীচিবিহীন বপু...
দেখ !!

৪। অত্রত্য অভিনব স...
আফিসের কার্য্য একণে যে...

ণ্ডে ইহার স্থায়িত্বের বিষয়ে নিঃসন্দিহান
ও পারা যায়।
৫। শান্তিপুরের ক্ষুদ্র মকদ্দমার বিচারা
আগামী ১৯ এ জানুয়ারি রাণাঘাটে উঠিয়া
য়, এরূপ আদেশ আসিয়াছে। মুন্সেফি
দতী আপাততঃ শান্তিপুরেই থাকিল
ঃখের বিষয় এই, ব্যবহারাজীবদিগকে
ক্ষুদ্র পদবীতে পদার্পণ করিতে হইল।
তঃ বিচারালয়গুলির একত্র সন্নিবেশই
ও যুক্তির অনুমোদিত
৬। এখানে দিন দিন গোচোরের বিলক্ষণ
র্ভাব লক্ষিত হইতেছে। সচরাচর এমনও
থাকে, যে যে গৃহস্থের গরু চুরি যায়,
চোরেরা গরু অনুসন্ধান করিয়া দিব
া তাঁহার নিকট হইতে বিলক্ষণ দুটাকা
অথচ তিনি গরু পান না। মন্দ নয়
কিঞ্চিৎ সমম্বরণ"। পুলিসের কার্য্যকারিতা
ই সমান। কেবল "বাক্যেতে পর্ব্বত
কার্য্যে তিলাকার"।
। হবীবপুরে একটী পোষ্ট আফিস সংস্থা
চেষ্টা হইতেছে শুনিয়া যার পর নাই
লিত হইলাম। কিন্তু কুতার্থতালাভের
একথা যেন বেল সাহেবের কর্ণগোচর না
জন্য হবীরপুরবাসীরা সতর্ক থাকিবেন।
। ১০ ই জানুয়ারি অপরাহ্নে এখানে
মিনিট কালের মধ্যে বারত্রয় ভূমিকম্প
গিয়াছে। এতাদৃশ কম্পন অদৃষ্টপূর্ব্ব।
পৌষ }
}

---

আমাদিগের আড়ুলিয়াস্থ সংবাদ-
লিখিয়াছেন:—
আমরা আশা করিয়াছিলাম যে, এ দেশে
আফিসের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে পত্রাদি
সময়ে হস্তগত হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য
স আশা ফলবতী হইতেছে না। ফলতঃ
গবর্ণমেন্ট যেরূপ ডাক সংক্রান্ত নিয়ম
দিয়াছেন, তাহার অনুরূপ কর্ম্ম হয় না।
অনভিজ্ঞ কর্ম্মচারিগণই ইহার প্রধান
সময়ে সময়ে ইহারা পত্রাদি এরূপ
প্রেরণ করেন যে, তাহাতে অনেকের
শেষ অনিষ্ট হয়। এখানে ভবদীয়
শপ্রভৃতি প্রায় ৫। ৭ খানি সংবাদ
াইসে, কিন্তু অধিকাংশ ২। ৩ দিবস
মাদিগের হস্তগত হইতেছে। সোম
প্রকাশ প্রায় বৎসরাবধি প্রতি মঙ্গলবারে এখানে
আসিত; কিন্তু এক্ষণে বুধবার ভিন্ন
পাওয়া যাইতেছে না, ইহার কারণ কি? সে
দিবস মালিপোতা হইতে একখানি রেজারিং
পত্র আড়ুলিয়া ডাকঘরে আসিয়াছিল।
পত্রখানির উপর অনূন ৫। ৭ টী মোহর দেখিয়া
হঠাৎ বোধ হইল যে এই ক্ষুদ্র পত্রখানি ভারত
বর্ষের প্রান্ত ভাগ হইতে আসিয়াছে। মালি
পোতা এখান হইতে ৫ মাইলের অধিক নহে।
সেখান হইতে নিয়মিতরূপে পত্র পাইতে হইলে
৪ ঘন্টার মধ্যে পাইবার সম্ভাবনা। কিন্তু পত্র
খানি শান্তিপুর হইতে পূর্ব্ব দিকে না আসিয়া
প্রথমতঃ পাণ্ডুয়ায় গমন করে, তথা হইতে
কলিকাতাপ্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নগর
পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে ৪। ৫ দিন পরে
এখানে উপস্থিত হইয়াছিল। যাহা হউক,
এরূপ করিয়া পত্রাদি আসিলে ঘর ঘর পোষ্ট
আফিসের প্রয়োজন কি? শান্তিপুরের ডেপুটী
পোষ্টমাষ্টার বাবু বোধ হয় উক্ত পত্রখানি অমন
শতঃ এরূপ স্থলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমরা
ভরসা করি পোষ্টমাষ্টার বাবু ভবিষ্যতে সাব
ধান হইবেন।

২। গত ১৮৬৮ সালের এল, এ, ও প্রবে
শিকা পরীক্ষার ফল কলিকাতা গেজেটে প্রকা
শিত হইয়াছে। কৃষ্ণনগর কালেজের এল, এ,
পরীক্ষার ফল গত বর্ষের ন্যায় হয় নাই। প্রবে
শিকায় এক প্রকার সমানই হইয়াছে। কৃষ্ণ
নগর কলেজে ২৬ জন ছাত্রের মধ্যে এল, এ
পরীক্ষায় সর্ব্বশুদ্ধ ১৫ জন, প্রবেশিকা পরীক্ষায়
৩১ জনের মধ্যে ১৬ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

৩। এবৎসরও মুক্তাগাছা ইংরাজি বঙ্গ
বিদ্যালয় হইতে মাইনর ছাত্রবৃত্তি কেহ প্রাপ্ত
হন নাই। ৭ জনের মধ্যে তিন জন তৃতীয়
শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই
স্কুল স্থাপনাবধি এপর্য্যন্ত একটী ছাত্রও ছাত্র
বৃত্তিগ্রহণে সমর্থ হইল না। মুক্তাগাছায় অনেক
গুলি ভদ্র ও জমীদারের বাস আছে, এখানে
প্রতিবৎসর বিদ্যালয়ের এরূপ ঘটনা নিতান্ত
শোচনীয়। বিদ্যালয়টীর পক্ষোদ্ধার করা অধ্যক্ষ
মহাশয়দিগের একান্ত কর্ত্তব্য।

৪। শুনিয়া সুখী হইলাম যে, "নাকাশী-
পাড়া থানার অন্তর্গত" সোনাডাঙ্গার জমীদার
বাবু সুরেন্দ্রনাথ রায় ন্যায়পরতার সহিত
প্রজাপালন করিতেছেন। ইহার অপরিসীম
যত্নে এখানে একটী ইংরাজি বিদ্যালয় ও ডাক
ঘর সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রজার হিতসাধনে
বাবু একান্ত অনুরক্ত। দুষ্টের দমন ও
পালনসম্বন্ধে উক্ত হিতৈষী মহোদয়
প্রধান দৃষ্টান্তস্থল। এরূপ জমীদারের
দেশের অনেক হিতকর বিষয় সম্পন্ন
পারে। ভদ্র লোকের মানরক্ষার্থে বাবু
পর্য্যন্ত স্বীকার করিতেও উদ্যত।

৫। রাণাঘাট সবডিবিজনের মধ্যে
ড়িয়া গ্রামে গরুর উপদ্রবে শস্য হয়
কৃষকেরা একপ্রকার এ বিষয়ে হতাশ্বা
য়াছে। গবর্ণমেন্টের উচিত যে, যাহাতে
উপদ্রব না থাকে তাহার উপায় করেন।

—:০:—

## প্রেরিত।

### মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পা

### মহাশয় সমীপেষু।

ঝাঁসী অঞ্চলের দুর্ভিক্ষের বিষয় আপ
ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছি এবং মহাশয়ও অন্য
অনেক সংবাদ পত্রে জ্ঞাত হইতেছেন। এ
এস্থানে ভিক্ষুকের সংখ্যা যে কত বৃদ্ধি হইত
তাহা বলা যায় না। আমরা এক্ষণে
কের কষ্ট আর দেখিতে পারি না। এ
অল্পবেতনভোগী কর্ম্মচারীদিগের যে
কার কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, ত
বর্ণনাতীত। আপনকার গত সপ্তা
পত্রে পাঠ করিয়া অবগত হইলাম যে,
ভারতবর্ষে খাদ্যদ্রব্য দুর্ম্মূল্য হওয়াতে তত্র
১০০ টাকার নীচের কর্ম্মচারীদিগের শত
২৫ টাকা করিয়া বেতন বাড়াইয়া দিবার আ
হইয়াছে। আমরাও এক আবেদন পত্র আ
গের ডেপুটী কমিসনর সাহেব বাহাদুরকে দি
জন্য প্রস্তুত করিয়াছি। আজি কালি এখান
অন্নক্ষেত্রে প্রায় ৫০০ লোক প্রত্যহ আ
করিতেছে। অনুমান করি উড়িষ্যার দুর্ভি
অপেক্ষা এখানকার দুর্ভিক্ষ ঘোরতর হ
উঠিল। বাজারে দ্রব্যাদির মূল্য দিন দিন বৃ
হইতেছে। এক্ষণে চাউল ৭৷৷০ ও গম ১০ সে
বিক্রয় হইতেছে।

আমি আহ্লাদিত হইয়া একটী শুভ সংব
আপনাকে ও আপনার পাঠকবর্গকে জ্ঞাত ক
তেছি যে, বর্ত্তমান মাস হইতে এখানে বঙ্গদেশী
বাবুরা একটী রিডিং ক্লব করিয়াছেন। এক্ষণে অ
অত্যন্ত অল্প বলিয়া অধিক পুস্তকাদি সংগ্র
করা হইতেছে না এবং অধিক মূল্যের সংবা
পত্রাদিও লওয়া হইতেছে না। ফলতঃ আপনক

৬ খানি ইংরাজী সংবাদপত্র আনাইবার
প্রেরণ করা হইয়াছে। এক্ষণে জগদীশ্বরের
য় এটী স্থায়ী হইলে অতিশয় সুখের বিষয়
ব।

—:০:—

২৯এ পৌষের সোমপ্রকাশে একটী পত্রি-
ে লিখিত হইয়াছে যে, মণিঅর্ডার হুণ্ডির
ল লইতে হইলে মূল হুণ্ডির সহতুল্য বাঁটা
য়া একটি নূতন প্রথা হইয়াছে এবং
াপনি বলিয়াছেন, এই নিয়মটি অত্যন্ত অস-
। প্রথমতঃ আপনাকে জ্ঞাত করিতেছি যে,
ক প্রথাটি আদৌ অভিনব নহে। মণিঅর্ডার
িসের স্থাপনাবধি হুণ্ডির নকল লইতে
ল, মূল হুণ্ডির মত সমান বাঁটা গ্রহণ করা
আছে। এক্ষণে যে নূতন নিয়ম হইল
ভাষান্তর করিয়া এই পত্রের সহিত
িত হইতেছে, অনুগ্রহ করিয়া সোমপ্র-
শ প্রকাশ করিলে আপনার পাঠক বর্গের
ত হইবে।

আপনি উক্তি করিয়াছেন যে, ডাকঘরের
াবধানতায় জনং সর্ব্বসাধারণের বিগ্রহ করা
ক প্রকারে অবিদেয়। কিন্তু হুণ্ডিসকল
কবল ডাকযোগে মারা যায় এমত নহে,
ান অধিকাংশ নকল হুণ্ডির দরখাস্তের
ারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, অনেকগুলি
অপহৃত হয়, কতকগুলি বা দখলি কারের
াপ্ত হইবার পর হারাইয়া যায় ও কতক
া বা ডাকে প্রেরিত হইবার পূর্ব্বে কোথা
। আপনি এই আপিসের অবিবেচনা
য় যে অভিযোগ করিয়াছেন, তাহা অমূলক
প্রমাণ করিবার নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ লিখি
। সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়া বাধিত
বেন।

লা মাস } শ্রীপ্রসন্নকুমার দাস দেব
৭৫ }

—:০:—

পারিতোষিক দান।

ংস্থার সমাজোন্নতির অন্যান্য কারণের
একটী প্রধান কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।
ময়ের লোক যে বিষয়ে যে পরিমাণে উৎ
প্রাপ্ত হয়, সেইসময়ের লোকের সেই
য়ে তদনুরূপ উন্নতিলাভও দৃষ্ট হইয়া
ক। প্রাচীন রোমকদিগের বীরত্ববিষয়ে
রিসীম উৎসাহ দান না থাকিলে বোধ হয়
রাজ্য বীর ভূমির অনুপম উদাহরণস্থল
য়া অভিহিত হইত না। আলেক্জেণ্ডর ও

এলেজেবেথ প্রভৃতি রাজা ও রাজ্ঞীগণের অপ
রিমিত উৎসাহ না পাইলে বোধ হয় শিল্প ও
বাণিজ্য ইংলণ্ডের অসামান্য গৌরববৃদ্ধি করিত
না। আমরা যে ভারতবর্ষকে অমূল্য জ্ঞানরত্ন
সকলের আধার বলিয়া শ্লাঘা করিয়া থাকি,
বিক্রমাদিত্যপ্রভৃতি গুণগ্রাহী মহাত্মাদিগের
অসীম উৎসাহদানই তাহার প্রধান কারণ
বলিতে হইবে। ফলতঃ উৎসাহ না পাইলে
মানবহৃদয়ের কোনপ্রকার বৃত্তিই যে বলবতী
হয় না, এ বিষয়ের অধিক উদাহরণ দেওয়া
বাহুল্যমাত্র। যতপ্রকার উৎসাহদানপ্রথা
আছে, বিদ্যাবিষয়ে উৎসাহ দানই সর্ব্বাপেক্ষা
মঙ্গলকর। আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান সময়ের
উন্নতি যেরূপ আমাদের উপর নির্ভর করিতেছে,
ভবিষ্যতের উন্নতিও সেইরূপ দেশের বালক
গণের উপর নির্ভর করে। অতএব দেশের ভবি
ষ্যৎ উন্নতির আশা করিতে গেলে যে বিদ্যা
লয়ের বালকগণের পদে পদে উৎসাহবর্দ্ধন
করা অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা দেশহিতৈষী পরিণাম
দর্শী ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। এইরূপ
উৎসাহ বর্দ্ধন উপদেশ ও পারিতোষিকাদিদান
রূপ নানা উপায়ে হইতে পারে। অধ্যয়ন নিযুক্ত
কাল ব্যাপিয়া বালকগণের উৎসাহ বর্দ্ধন
করা যেরূপ শিক্ষকগণের অবশ্য কর্ত্তব্য সেইরূপ
মধ্যে মধ্যে পুস্তকাদি পারিতোষিক দানদ্বারা
উৎসাহবর্দ্ধনও কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পারিতোষিক
বলিয়া অতিসামান্য মূল্যের একখানি পুস্তক
দিলে বালকের মনে যেরূপ আনন্দমিশ্র
অপূর্ব্ব উৎসাহ রসের উদয় হয়, বোধ হয় লক্ষ
লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা দিলেও তাহার সেরূপ অনি
র্ব্বচনীয় ... না। এইরূপ উৎসাহ
প্রাপ্ত হই ... উন্নতির
পথে ধাবি ...
বালকগণও তাহাদিগের এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ
করে।

গোবিন্দপুর বিদ্যালয়ের পারিতোষিক
দানই অদ্য আমাদিগের এই প্রস্তাবের মূল।
এই বিদ্যালয়টী প্রথমতঃ যৎকিঞ্চিৎ বারইয়ারি
পূজার নিমিত্ত সংগৃহীত চাঁদার ধনে স্থাপিত
হয়। মধ্যে যাঁহাদের মুখ চাহিয়া বিদ্যালয়টীর
স্থায়িত্বের আশা করা যায় কার্য্যকালে তাঁহাদের
অনেকে শিথিলপ্রযত্ন হওয়াতে বিদ্যালয়টীর
বিলোপশঙ্কা ঘটিয়াছিল। পরে উক্ত গ্রামের
জমীদার স্বদেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ
বিশ্বাস মহাশয়ের অকপট যত্ন ও সাহায্যদানে
বিদ্যালয়টী পুনরায় উন্নতির পথে অগ্রসর হই

য়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে ইহার ছাত্রস
ৃদ্ধি হইয়াছে এবং এ বৎসর একটী বাল
নর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে
দিন মহাসমারোহে ইহার পারিতোষি
কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সংক্ষেপে
লয়ের বার্ষিক বিবরণ কথিত হইলে শ্যা
বাবু স্বহস্তে বালকগণকে পারিতোষিক
করেন। পারিতোষিক পুস্তকগুলি উৎকৃষ্ট
সর্ব্বপ্রধান পারিতোষিক ২০ টাকা
একটী রৌপ্যময় মেডাল ছিল। সমধিক
দের বিষয় এই যে অধিকাংশ বালকই পা
ষিক লাভ করিয়াছে। পারিতোষিকদান
পন হইলে শ্রীযুক্ত বাবু পরশুরাম বিশ্ব
বাবু কালীকুমার বিশ্বাস বিদ্যালয়ের
পর অবস্থা বর্ণনপূর্ব্বক এক একটী বক্তৃতা
উভয়ের বক্তৃতাই সকলের হৃদয়গ্রাহিনী
ছিল। পরশুরাম বাবু বিদ্যালয়টীর স্থাপ
কায়মনোবাক্যে ইহার মঙ্গলচেষ্টায়
রহিয়াছেন। বলিতে কি, ইহাঁর অকপট
পরিশ্রম না থাকিলে আমরা বিদ্যালয়টী
মান উন্নতি কদাচ নয়নগোচর করিতে
পাই না।

১৮৬৯ } শ্রীউ
৮ জানুয়ারি }

—•—

মজিলপুরহিতৈষিণী সভার
পৌষ মাসিক অধি
বেশন।

গত ১৩ ই পৌষ মঙ্গলবার অপরাহ্নে
সভার অধিবেশন হয়। জমীদার শ্রীযুক্ত
দাস মহোদয় অনুপস্থিতিতে জমীদার শ্রীযুক্ত
... নারায়ণ দত্ত সভাপতির কার্য্য স
করেন। সভারম্ভে প্রথমতঃ গত সভার
বিবরণ পঠিত হইল এবং পূর্ব্বনির্দ্ধারিত
সকল কত দূর কার্য্যে পরিণত হইয়াছে
তৎসম্পাদনের প্রতিবন্ধক বা কি কি,
আলোচিত হইল। আমাদিগের দেশের লো
হঠাৎ উৎসাহিত ও হঠাৎ নিরাশ হন;
তাঁহারা বিবেচনা করেন না যে, বলিব
কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় না, সকল কার্য্যই
সাপেক্ষ এবং ক্রমাগত যত্ন ও চেষ্টার
আমাদিগের সকল কর্ত্তব্য যদিও আমরা
করিতে না পারি, তথাপি তাহা জানিতে
সাধন করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিলেও
ফললাভ হয়। ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিলে স

...রূপ সংঘটিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ...ন আমাদের সমাজের যেরূপ অবস্থা, ...ত পাঁচ জন একত্র হইয়া কোন সৎ বিষ... আলোচনা করিলেও আপনার এবং ...দের মন সম্পূর্ণ ভাবাপন্ন হইতে পারে, ইহাও ...শ্চর্য্যের বিষয় নয়। সভার ফল হাতে হাতে ...ইলে যাঁহারা ইহার আবশ্যকতা বুঝেন না, ...রা যেন এই গূঢ় তাৎপর্য্য বিস্মৃত না হন। ...বারে একটী বিশেষ প্রস্তাব (বঙ্গবিদ্যালয়ে ...তোষিক দান) লইয়াই সভার কার্য্যশেষ ... বহু দিবসাবধি এই বিদ্যালয়ের প্রতি ...য় লোকদিগের দৃষ্টি নাই, ইহাতে ইহা ...দিন শ্রীভ্রষ্ট হইয়া যাইতেছে। ইহার শিক্ষ... সুপণ্ডিত এবং পরিশ্রমী এবং বৎসর ... ইহা হইতেই ২। ৩ টী ছাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ ...ছেন, কিন্তু তাহাতে কি হইবে? সাধারণতঃ ...ী নিরুৎসাহ ভাব সঞ্চারিত হইয়াছে। ... নিরাকরণার্থ পারিতোষিকদানই একটী ...ম উৎসাহকর কার্য্য। দেশের প্রায় সকল ...ক যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ দাতব্য স্বীকার কর... এ কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে। ...র দাতব্যসংগ্রহ হইলে আগামী মাসে পারি...ষিক দান হইবে স্থির হইল।

...০ এ পৌষ } সম্পাদক।
...২৭৫

—:০:—

...চাশয়! আমাদিগের দেশে সাধারণের ...নীতির প্রাধান্য না থাকাতে যে কতপ্রকার ... সাধিত হইতেছে তাহা গণনা করা কাহা... সাধ্যায়ত্ত নহে। যে ধর্ম্মনীতি লোকের ... ও গৌরব বর্দ্ধনের একমাত্র উপায়, যে ... অভাব হইলে দেশে রাষ্ট্রবিপ্লব ...ত হইয়া সিংহবিক্রান্ত নরপতিকেও ...ষ্ট করে, ধর্ম্মনীতির আনুকূল্যব্যতি... আমাদের শুভ ফলপ্রদায়িনী বিদ্যাও ...হইয়া যায় এবং যে ধর্ম্মনীতি মানবজাতির ... সৌভাগ্য সঞ্চারের উৎসস্বরূপ, তাহা ...ভাবে কোন কোন শ্রেণির লোকদের ... স্বীকার করিতে হইয়াছে। অম... বিচারালয়ের আমলাগণ ঐ বিষয় সম্বন্ধে ... বলিলেও অত্যুক্তি হয় ... তাঁহারা ... নিকট যে সুক্ষ্ম... হন, ... করা আমার ...য় নহে। সময় ... দিয়া দিবার ... উৎকোচ গ্রহণ ... আমা... অধিক অনিষ্ট হয় না ...

কাহারও সর্ব্বনাশ করিতে দেখিলে চিৎকার না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারা যায় না। আমি এরূপ বলিতেছি না যে ইহারা সকলেই ঐ চরিত্রের লোক; কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে চতুর্থাংশও ভাল পাওয়া দুষ্কর হইবে এই দলের কোন কোন মহাত্মা ধনলোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া আদালতের নথি হইতে সমন বা ইস্তাহার জারির রসিদপ্রভৃতি কাগজ (যাহাতে প্রায় বিচারকর্ত্তার স্বাক্ষর থাকে না) বাহির করিয়া লইয়া অভিপ্রায়ানুরূপ নূতন আর একখানি রাখিয়া দেন। যাহার যত্নে এই, ভয়ানক কার্য্য সম্পাদিত হয়, তাঁহার বিলক্ষণ উপকার হয় সন্দেহ নাই। এক্ষণে কোন পক্ষ আদালতে কোন কাগজ অপরিবর্ত্তিত রাখিতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে ঐ কাগজের আবেক্তা সকল (ইহাতে বিচারকের স্বাক্ষর ও মুদ্রা অঙ্কিত থাকে) লইতে হয়। সম্প্রতি এক ব্যক্তি এই উপায় অবলম্বন না করাতে তাহার ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহাশয়! আমাদিগের দেশের নিয়ন্তা ধর্ম্মাধিকরণগুলির পঙ্কোদ্ধারে কর্ত্তৃপক্ষ আর কত দিন অনবহিত থাকিবেন? যদি প্রাচীন সম্প্রদায় না হইলে কার্য্য না চলে, তবে এরূপ কতগুলি নিয়ম সংস্থাপন করুন যে ইহারা আপনাদের স্বভাবসিদ্ধ বিদ্যা প্রকাশ করিতে না পারেন আপাততঃ নথির কাগজ পরিবর্ত্তনের নিবারণ বিষয়ে কোন উপায় উদ্ভাবন নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। যে কোন কাগজ আদালতে দাখিল হইবে, তাহাতে বিচারকের স্বাক্ষর ও মুদ্রা অঙ্কিত করিবার নিয়ম করিলে আর পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা থাকিবে না (১) নিবেদন ইতি।

১৪ ই পৌষ } কস্যচিৎ
১২৭৫ } ভ্রমণকারিণঃ

—:০:—

## মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণলাল চৌধুরী মালদহ
১৮৬৯ জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর ১০
" " রাজকুমার মুখোপাধ্যায় ত্রিহুত ৭
" রাজা গোপীলাল পাড়ে পাকোড় ১০
" " গোলোকচন্দ্র সেন দিনাজপুর ১০
" " কৃষ্ণকিশোর নেউগি বাগবাজার ৫॥
" " ঠাকুরদাস সেন কুমারটোলা ৫॥
" " জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়া
" " দুর্গামোহন দাস বরিসাল
" " দ্বারকানাথ ঘোষ গোবিন্দগঞ্জ

(১) সম্প্রতি জেলা হাবড়ার ... ডেপুটি মহাশয়েরা ঐরূপে কার্য্য করিলে সাধারণের বিশেষ উপকার হয়।

—:০:—

## সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে ... স্থলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা ... ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফস্বলে ডাক... সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ... সিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম ... গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বয়াতি চিঠি, ... অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার ... যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই ... দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, ... যেন এক অথবা আধ আনার অধিক ... ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি ... শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে ... ইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত ... আসিবে, একমাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে ... লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত ... গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহা... একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ ... যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং ... হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ... পরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ ... বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ ... যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ... করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ... আনা তাহার পর /১০ আনা দিতে হই... যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা ... যেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

---

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ ... মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ... চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বি... ভূষণের বাটীতে প্রতিসোমবার প্রাতঃ... প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ

১১ শ ভাগ। ১১ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং

ঙ্কক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
গ্রন্ত বাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা।

সন ১২৭৫। ১৩ই মাঘ। ১৮৬৯। ২৫এ জানুয়ারি

মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষি
বাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৮০


## বিজ্ঞাপন।

উদাসীনের মহৌষধ।

অর্শ, ভগন্দর, প্রমেহ, এবং উপদংশ
গের ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে, যাঁহার প্রয়োজন
বে ৭॥০ টাকা পাঠাইলে পাইবেন।

অম্বালা } শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
পঞ্জাব

পত্রের চুম্বক আরোগ্য সমাচার।

ম। আপনার প্রচারিত মহৌষধের বিষয় জ্ঞাত
রা আমরা অনেক দিন হইতে উৎসাহসহকারে
উপদেশ কার্য্যকারিতার বিষয় অনুসন্ধানেচ্ছু
লাম। ক্রমে এতদ্দ্বারা অনেক হতভাগ্য
গীর মহা কঠিন কঠিন রোগ হইতে আশ্চর্য্য
ফলাভ সন্দর্শন করিয়া এবং শ্রবণ করিয়া
ন প্রীত হইয়াছি। ভরসা করি অনেক পর্ণ
ীর এবং সুরম্য হর্ম্য উভয় স্থান হইতে মহা
য়ের মঙ্গলকামনার প্রার্থনা অন্তরীক্ষে মিলিত
য়া ঊর্দ্ধে গমন করিতেছে।

কলিকাতা } ব. শ্রীমহেশচন্দ্র অধিকারী
হাটখোলা

২য়। এক জন ভদ্রলোক তাঁহার কয়েক জন
ু জন্য ঔষধ আনিয়াছিলেন, যে যে লোকের
ন্য আনিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই অরোগ
য়াছেন। একটী রোগী প্রমেহরোগে প্রায়
তবৎ হইয়াছিল।

মুর্শী জেলা } বঃ শ্রীঅঘোরনাথ আচার্য্য
নদীয়া

—:০:—

হরিনাভি ইং সং বিদ্যালয়ে ১৮৬৯ অব্দের
বেশিকা পরীক্ষার্থীদিগের পাঠনার্থ একটী
ণী করা হইয়াছে। যাঁহারা উহাতে প্রবিষ্ট
ইয়া অধ্যয়নের বাসনা করেন, তাঁহারা
প্রধান শিক্ষকের নিকটে নিয়মাদি অবগত
হইবেন।

৩০ ডিসেম্বর } শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা
১৮৬৮ হরিনাভি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ।

—:০:—

মৎপ্রণীত চিত্তবিনোদ কাব্য ১ ম খণ্ড। অতি
সুললিত অমিত্রাক্ষরে রূপকচ্ছলে ইহাতে
ভারতবর্ষের বর্ত্তমানাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। গ্রহ
ণেচ্ছুক মহাশয়েরা বর্দ্ধমান বড়বাজারে অধর
লাল খাঁহার পুস্তকালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

শ্রীদীনানাথচন্দ্র বসু।

—:০:—

চিকিৎসাপ্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব

অর্থাৎ

প্রিন্সিপল্‌স্ এবং প্রাকটিস অব
মেডিসিনের

প্রথম খণ্ড ৮ পেজি ফরমায় ৭৬৮ পৃষ্ঠা
উত্তম বাঁধা, শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপা
ধ্যায় বি, এ, এম, ডি, কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া
প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রথম খণ্ডের বর্ণিত বিষয় (১) সাধারণ
নিদানতত্ত্ব (২) অত্যুৎসেক্য পীড়াসমূহ।
(৩) দৈহিক পীড়াসমূহ (৪) স্নায়ুমণ্ডলের
পীড়াসমূহ।

মূল্য ১০ টাকা, ডাকমাশুলসহিত ১০॥০
কলিকাতা রাজবাজার হিন্দু হষ্টেল ২১৩ নং
বাটীতে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের
নিকট পাওয়া যাইবে।

—:০:—

বাল্মীকি রামায়ণ

তৃতীয় খণ্ড

এই পুস্তক প্রথমাবধি প্রকাশ হইতেছে।
ইহাতে নাগরাক্ষরে মূল ও টীকা এবং সর্ব
বাঙ্গলা অনুবাদ আছে। যাঁহার আব
হইবে, তিনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে অ
নামে পত্র লিখিবেন। প্রত্যেক খণ্ডের
ফরমার) মূল্য ॥০ আনা। বিদেশীয় গ্র
দিগকে ৴০ আনা মাশুল দিতে হইবে।

কলিকাতা } শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য
ব্রাহ্মসমাজ

---

## মির্জাপুর মেডিকেল হল

১। এতদ্দ্বারা আমাদিগের ঔষধক্রেতা
সুহৃদ, সংকারী ও সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত
যাইতেছে যে, দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক ঔ
সম্বন্ধে অর্ণবপোত " ষ্টার অব স্কোসীয়া,
উইক, ব্রিটিস প্রীন স " দ্বারা দশ সহস্র
মূল্যের ঔষধ পূর্ব্বে প্রাপ্ত হওয়া গিয়
এতদ্ভিন্ন সম্প্রতি আমরা বিলাত
ইং সন ১৮৬৮ সালের শেষ ত্রৈমাসিক ঔ
সম্বন্ধে " ব্রিটিশ ফলাগ, কিং আর্থর
বাকস " নামক অর্ণবপোতত্রয়দ্বারা ৮৩
ইউরোপীয় ঔষধ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই
ঔষধ ন্যূনাধিক সাত সহস্র টাকা মূল্যে
করা হইয়াছে।

২। আগামী বর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিক ঔ
উপলক্ষে চিকিৎসোপযোগী অস্ত্র ও
প্রস্তুতকরণের ও ঔষধবিক্রয়করণের না
সামগ্রী ও সজ্জা ও বিবিধ ঔষ
ইং সন ১৮৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ব
হইতে পৌঁছিবে।

৩। আমরা অধিক পরিমাণে ও
উভয়রূপে ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকি।

৪। এই সমস্ত দ্রব্যাদির আসল বি
চালান ও অন্যান্য দলীল কেহ দেখিতে
হইলে, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে ৩৫ সংখ্যক প্র

যুক্ত বাবু গোপীনাথ দের নিকট কিম্বা
ার ষ্ট্রীটে ৫৫ সংখ্যক ভবনে ব্রাহ্ম
য়র ম্যানেজর শ্রীযুক্ত বাবু নন্দগো-
ালদারের নিকট দেখিতে পাইবেন

াতা
ডিসেম্বর
ল ১৮৬৮ } বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কোং

—:o:o:—

## যৌবনোদ্যান।

ও অন্যান্য কবিতাবলী।

াজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম. এ. বি. এল.
। মূল্য।৶০ ছয় আনা। ১৭৬ নং
লিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত পুস্তকালয়ে পাওয়া

শ্রীরাজকৃষ্ণমুখোপাধ্যায়।

—:o:—

ীদিগের বিলাপ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত
। পুস্তকের কলেবর ৮ পেজী ফরমার
মা অর্থাৎ ২১২ পৃষ্ঠা। মূল্য ৸০ আনা
আবশ্যক হয়, ঠনঠনিয়া সংস্কৃত যন্ত্রের
লয়ে অথবা পটোলডাঙ্গা বাড়ুর্য্যে এর
ার পুস্তকালয়ে অনুসন্ধান করিলেই
। ইতি।

২ সাল
অগ্রহায়ণ
ত কলেজ } শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য,

—:o:—

ঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোল
বাড়ুর্য্যে এবার কোম্পানির দোকানে
ত ও সংশোধিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি
হইতেছে—

| প্রণীত | মূল্য | |
|---|---|---|
| াসইতিহাস | ১ | টাকা |
| োমইতিহাস | ১ | ঐ |
| ভূষণসার ব্যাকরণ | । | আনা |
| নীতিসার (১ ম ভাগ) | ৶ | ঐ |
| নীতিসার (২ য় ভাগ) | ৶ | ঐ |
| প্রচারিত। | | |
| মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ | ৸ | ঐ |

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা

—:o:—

## বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

রাজী বাঙ্গালা পুস্তক কাগজ কলম নানা বিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে ৴০ এক আনার হিসাবে কমিসন দি। অধিক টাকার পুস্তক লইলে ৴১০ আনার হিসাবে পাইবেন।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়প্রণীত গদ্য ১৮ পর্ব্ব মহাভারত ১৭ খণ্ড ৩ ভাগে উত্তম সংগত করা | ৬০ |
| লণ্ডন ফারমা কোপিয়া অর্থাৎ ঔষধ কল্পাবলি | ২॥০ |
| মহম্মদের জীবনচরিত উত্তম বাঁধান | ১ |
| হরুঠাকুরপ্রভৃতি প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের গীতসংগ্রহ | ১ |
| শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান | ১ |
| প্রেমপ্রবাহ উৎকৃষ্ট কাব্য | ১০ |
| আত্মসম্বিৎ লহরী | ১॥ |
| প্রথম তরঙ্গিণী | ১ |
| যদুনাথ ঘোষকৃত সংগীতমনোরঞ্জন | ২ |
| লয়লামজনু কাব্য কবিবর দ্বারকানাথ রায় প্রণীত | ১ |
| রাসরসামৃত সংস্কৃত ও পদ্য | ॥ |
| গীতগোবিন্দ জয়দেব গোস্বামিপ্রণীত মূল ও যদুনাথ ন্যায়পঞ্চাননকৃত গদ্য | ১।০ |
| কৌতুক তরঙ্গিণী ইংরাজি কেমেষ্টরি হইতে বিবিধ আশ্চর্য্যজনক বিদ্যা দর্শন হয় | ১৶ |
| প্রতিমূর্ত্তি সহিত ১২৭৬ সালের ফল পঞ্জিকা | ॥ |
| ঐ হাফ পঞ্জিকা | ।০ |
| চণ্ডীমঙ্গল পদ্য | ১ |
| কমলতারিণী | ॥ |
| সটীক চণ্ডী মূল ও অনুবাদ সহিত | ৫ |
| চরিত্রমঞ্জরী ইহাতে মিষ্টনীর বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে | ১০ |
| ইংরাজি ১৮৬৯ সালের এষ্ট্রোনোমী | ১॥৶ |
| কুমারীকুমার পদ্য আদিরসপ্রধান কাব্য | ১ |
| স্বপ্নের মোহিনী শক্তি | ।৴ |
| গণেশচন্দ্র শর্ম্মকৃত বাঙ্গলা এটলাস উত্তম কাগজে ও উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত | ৩ |
| বিধবাবিবাহ নাটক | ১ |
| কামিনীকুমার রসরত্নাকরান্তর্গত নায়ক নায়িকাঘটিত সুরস কাব্য | ৸০ |
| মণিকুণ্ডলা কাব্য প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়প্রণীত দুর্গেশনন্দিনীর মত লেখা | ১ |
| ঔষধসিন্ধু লহরী | ২॥০ |
| ভূচিত্রাবলি ৩২খানি বাঙ্গালা ম্যাপ সহিত | ৪॥০ |
| সটীক চৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থ | ৭ |
| কাদম্বিনী নাটক আইনসংযুক্ত ২ খণ্ড একত্রে | ২ |

| | |
|---|---|
| উদাহরণ পদ্য | ১ |
| হিতোপদেশ বিষ্ণুশর্ম্মার সংগৃহীত | ১ |

কলিকাতা জোড়া-
সাঁকো ৬৪ নং } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র
নগদ বিক্রেতা

———

## পুরাণ প্রকাশ।

### বিষ্ণুপুরাণ।

অনুবাদও টীকা সমেত প্রত্যেক খ
৮০ পৃষ্ঠা (অগ্রিমমূল্য) ॥০।

যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি মুজা
আমহর্ষ্ট ষ্ট্রীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্যপ্রক
যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যা
শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নামে
খণ্ডের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রি
না পাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠাই
নিয়ম নাই ইতি।

—:o:—

### বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ
১৯ নং জোড়া বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা
করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বা
রিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডার্স আরবে-
থনাট এবং কোং

—:o:—

মহাকবি শ্রীকালিদাস প্রণীত সংস্কৃত কু
সম্ভব মল্লিনাথের টীকার সহিত মুদ্রিত হইয়া
এবং মল্লিনাথের টীকায় যেসকল দুরূহ প
ব্যাখ্যা উপেক্ষিত হইয়াছে, তাহা, পাঠকবর্গ
সুবিধার নিমিত্ত, পত্রের শেষে অতিরিক্ত টী
রূপে প্রদত্ত হইয়াছে। পদ ও পদের অর্থ স
দ্বারা পরস্পর মিলিত থাকিলে অনায়াসে
বোধের ব্যাঘাত হয়, এ জন্য টীকাধৃত পদ
লের সন্ধি বিশ্লেষ করা হইয়াছে। পুস্তকের
দংশ মুদ্রিত হইলে কতিপয় প্রসিদ্ধ অধ্যাপক
দেখিতে দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা দেখি
সন্তোষ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সোমপ্রক
উত্তমরূপে সংশুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া, ত
প্রশংসা করা হইয়াছে।

এই পুস্তক যাঁহার আবশ্যক হইবে
সংস্কৃত যন্ত্রে অনুসন্ধান করিলে অথবা আ
নিকট পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন।
মূল্য ২ দুই টাকা।

আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি,

...ী কালেজের সংস্কৃত শাস্ত্রের সুবিজ্ঞ অধ্যা
...গণ এই পুস্তক আপনাদিগের ছাত্রবর্গের
...ে বলিয়া মনোনীত করিয়াছেন। একণে
... এইরূপে সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইলে আমি
... সফল জ্ঞান করিব।

কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্র ২৯ এ পৌষ ১২৭৫ } শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

—:•:—

বিজ্ঞাপন।

...৪ পরগণার অন্তঃপাতী কোতালিয়ায় যে
...মেণ্ট সাহায্যকৃত বাঙ্গালা পাঠশালা ছিল
...া উঠিয়া হরিনাভি ইংরাজী বিদ্যালয়বাটীর
... আসিয়াছে। যাঁহারা স্ব স্ব সন্তানাদিকে
...য় পড়াইবার বাসনা করেন, তাঁহারা ইংরাজী
...ালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিকটে উপস্থিত
...ল নিয়মাদি অবগত হইতে পারিবেন।
...য়ের ৪ চারি শ্রেণী করা হইয়াছে। প্রথম
...ীর ৷৷০ আট আনা। দ্বিতীয় শ্রেণীর ।৵০
...আনা। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ।০ চারি
...। ছাত্রদের বেতন স্থির করা এবং অন্যান্য
...দির উত্তমরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

...৭৫ সাল ...। মাঘ } শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা অধ্যক্ষ।

—:•:—

... মাতলা রেলওয়ের বারুইপুর ষ্টেসনের
...ত দূরবর্তী চাকুরিয়া সাহায্যকৃত ইংরাজী
...ালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য আছে।
...ন ৩৫ টাকা।

শ্রীরামময় রায়।
অধ্যক্ষ।

# সোমপ্রকাশ।

১৩ ই মাঘ সোমবার।

## এতদ্দেশীয় সৈন্যদিগের অস্ত্র।

...সর জন লরেন্স পদত্যাগের কিয়দ্দি-
...পূর্ব্বে ষ্টেট সেক্রেটারিকে লিখিয়া
...াছেন, সিপাহীদিগকে এনফিলড ও
...াষ্টার রাইফল দেওয়া কর্ত্তব্য। ইতি
...র্ব্ব বোম্বাইয়ের ৩১ টী সেনাদলের
... ৮ রেজিমেণ্টে এনফিলড, সাস্কা
... ও জেকবের দুনলা রাইফল দেওয়া
...ছে, মান্দ্রাজে অদ্যাপি হয় নাই;
...দেশের ত কথাই নাই। সর জন

লরেন্স এদেশীয়দিগকে যেপ্রকার অবিশ্বাস করিতেন, তাহাতে তাঁহার এই প্রস্তাব প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি, স্নাইডর না দিবার কারণ কি? সমান অস্ত্র পাইলেই কি এদেশীয় সৈন্যগণ ইংরাজদিগকে দূরীভূত করিতে পারে? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব কেবল কি সিপাহীদিগের হস্তে নির্ভর করিতেছে? সর জন লরেন্স সে দিবস জোবস্থানে স্বমুখে স্বীকার করিয়াছেন, এদেশীয় সর্ব্বসাধারণে সাহায্য না করিলে কখনই ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহশান্তি হইত না। বিংশতি কোটি লোক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে কি ৯০,০০০ ইউরোপীয় সৈন্য রাজ্যরক্ষায় সমর্থ হইত? ব্রিটিশ সাম্রাজ্য শরীর ও অস্ত্রবলের উপরে স্থাপিত হয় নাই। কোন রাজ্যই শরীর ও অস্ত্রবলের উপর নির্ভর করিয়া স্থায়ী হয় না এটী যেন আমাদিগের শাসনকর্ত্তাদিগের স্মরণ থাকে। আমাদিগের দেশের রাজগণ দুই এক পুরুষের মধ্যে অপদার্থ ও অত্যাচারী হইয়া পড়েন। ব্যক্তিবিশেষের উপরে সাধারণের সুখ দুঃখ নির্ভর করে। হয় ত এক জন উপযুক্ত নৃপতির মৃত্যু হইবামাত্র তাঁহার সন্তানগণ হইতে ভয়ানক অনিষ্ট হয়। পক্ষান্তরে ব্রিটিশ শাসনপ্রণালীর উৎকর্ষ ও অব্যাহতি ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর করে না। উন্নতি ইহার অঙ্গাভরণ। ভারতবর্ষীয়েরা এটী বিলক্ষণ জানেন। এই সাম্রাজ্য রক্ষা আমাদিগের একান্ত আবশ্যক। যতই দোষ থাকুক না, ভারতবর্ষীয়েরা ব্রিটিশ জাতিকে পৃথিবীর মধ্যে ভদ্র ও ন্যায়পরায়ণ বলিয়া জানেন। ইংলণ্ডের মহানুভব ব্যক্তিরা স্বজাতিপক্ষপাতী নহেন, এটী এদেশের অধিকাংশের সংস্কার। যেসকল ইংরাজ ভারতবর্ষে

থাকিয়া আমাদিগের প্রতি দ...
করেন, তাঁহারাই আবার ইংলণ্ড...
আমাদিগের স্বত্বরক্ষার্থ ব...
হন। ইহার কারণ এই, যেখানে...
অন্যায় কথা বলেন, তিনি এক...
দর হইয়া থাকেন। ব্রিটিশ জা...
নৈসর্গিক ভদ্রতা ও ঔদার্য্যগুণই...
জ্যের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ হইয়া...
য়াছে। যত দিন এই গুণটী বি...
থাকিবে, তত দিন সিপাহীগ...
থাকুক, চারি লক্ষ রুশীয় সৈ...
সিন্ধুর কূলে আইসে এবং সেই...
সিপাহী ও ইউরোপীয় উভয় ...
বিদ্রোহী হয়, তথাপি সাম্রাজ্য...
জাতির হস্তপরিভ্রষ্ট হইবে না।...
একবার হইয়া সাহায্য করিবে...
যে বৃথা বাগাড়ম্বর নহে, তা...
অব্দের বিদ্রোহকারা সপ্রমাণ ক...
যখন ব্রিটিশ জাতির ভদ্রতা ও...
গুণের উপরে সাধারণের ভ...
দূর, তখন এত অবিশ্বাস কেন?...
করিতে হইলে তাহাদিগকে ...
উৎকৃষ্ট অস্ত্র ও উত্তম শিক্ষা ...
উচিত। যদি এ শিক্ষা দিতে ...
হয়, তবে এমত সৈন্য রাখাই ...
বেতনভোগী সৈনিকদিগের উপ...
অবিশ্বাস করিলে তাহারা কি...
অকৃত্রিম প্রভুভক্তি প্রদর্শন ...
পারে? “আমি ভাল বাসিব না...
অপরে আমাকে ভাল বা...
এটী লার্ড ডেলহৌসির ...
সংস্কার ছিল। ইউরোপীয়দিগে...
সিপাহীদিগকে স্নাইডর রাই...
উত্তম শিক্ষা দাও, বিপৎকালে ...
ইহা অনিষ্টের হইবে না। যদি ...
সমান অস্ত্র হইলেই বিপক্ষগণ স...
করিতে সমর্থ হইত, তাহ...
জয় পরাজয় ব্যবস্থা হইত না,

এত গৌরব থাকিত না। সৈন্যগণ এক্ষণে নীচ শ্রেণি মনোনীত হইতেছে। এটীও সম ভ্রম।

—:০:—

দেশীয়দিগের বিদ্যাশুশী- লনের প্রতিবন্ধকতা।

জন লরেন্স পদত্যাগের সময়ে একটী দুরপনেয় অনিষ্টের বীজ য়া গেলেন। এদেশীয়েরা যে শিক্ষা ও সভ্যতা প্রাপ্ত হন, এটী অভিপ্রেত নহে। তিনি জমীদার শ্রেণির প্রতি অনুকূল ছিলেন ইট সাহেবপ্রভৃতি যে সংস্কার গ্যবানদিগের অনুকূল মত রেন, সর জন লরেন্সের সে সংস্কার নাই। রাইট সাহেব ী সমাজহিতৈষীরা সমাজের ধনী ও দরিদ্র উভয়ের মধ্যে করিয়া দিয়া উভয়ের সঙ্গতি ও তুল্যতাসম্পাদনে যত্নবান। উচ্চ শ্রেণিকে নিম্নে আনয়ন নিমিত্ত প্রয়াসবান নহেন। নিম্ন চ্চতর শ্রেণির স্বত্ব পান, এই গর চেষ্টা; কিন্তু সর জন লরে া ও সংস্কার ইহার বিপরীত। নে করেন, এ দেশের উচ্চতর লোকদিগকে নিম্ন শ্রেণির সদৃশ ন্ন করিয়া তুলিতে পারিলেই ং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব চ্চশ্রেণির লোকের সামান্যরূপ ক, তাঁহাদের সাহস ও অধ্যব স্যতা হউক, তাঁহারা কোন রাজদিগের সমকক্ষতালাভে ন, নিম্ন শ্রেণির কিঞ্চিন্মাত্র স হউক এইমাত্র, সর জন লরে হার এইপ্রকার। তিনি কৃষক ক্ত ছিলেন সত্য; কিন্তু যত দিন হসহীন ও সামান্যমাত্র শিক্ষিত থাকিবে, তত দিন তাঁহার বন্ধুতা থাকিবে। ভারতবর্ষীয়েরা শীকদিগের ন্যায় চিরকাল শিশুতুল্য অবস্থায় থাকেন, ইহাই সর জন লরেন্সের অভি মত। এই জন্য তিনি শাসনের পাঁচ বৎসর কেবল নিয়মবহির্ভূত প্রণালী সাধারণে প্রচলিত করিবার চেষ্টা পাইয়া সাধারণের অপ্রিয় হইয়া এ দেশ ত্যাগ করিলেন; ইংরাজী শিক্ষা এ দেশের সভ্যতা ও সাহসবৃদ্ধির প্রধান কারণ, কিন্তু যাহাতে এই শিক্ষা কমিয়া যায়, সর জন লরেন্সের এই চেষ্টা। এই উদ্দেশ্যে তিনি এ দেশীয় ভাষায় বিশ্ব বিদ্যালয় করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি যাইবার সময়ে নিম্নলিখিত অন্যায় আজ্ঞাটী করিয়া গিয়াছেন;—

এপর্য্যন্ত গবর্ণমেন্টের বিদ্যালয়সমূহের যাবতীয় ব্যয় গবর্ণমেন্ট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে করিয়া আসিতেছেন। সর জন লরেন্স স্থির করিয়াছেন, ভূমির কর হইতে যেসকল বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন যাবতীয় বিদ্যালয়কে শ্রেণিবদ্ধ করিয়া গবর্ণমেন্টের দেয় টাকার পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। এই প্রকার শ্রেণিবদ্ধ হইলে পর যদি অতিরিক্ত ব্যয় হয়, তাহা ছাত্রদের বেতন ও অন্য অন্য দানদ্বারা নির্ব্বাহিত হইবে। বিদ্যালয়ের স্থায়ী কর্ম্মচারীদিগের বেতন মাত্র গবর্ণমেন্ট প্রদান করিবেন; অতিরিক্ত ব্যয় স্থানীয় মূল ধন হইতে করিতে হইবে। প্রতিবৎসর বিদ্যালয়ের ব্যয় করিয়া গবর্ণমেন্টের দেয় টাকা অপেক্ষা যদি অধিক ব্যয় হয়, তাহা হইলে স্থানীয় টাকা হইতে সাধারণ ধনাগারে সেই টাকা প্রেরণ করিতে হইবে। ছাত্রদের বেতনপ্রভৃতি গবর্ণমেন্টের ধনাগারে প্রেরিত হইবে। স্থানীয় গবর্ণমেন্টসমূহ ইহার উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবেন। যে বি লয়ের স্থানীয় আয় অল্প হইবে, ত গবর্ণমেন্টপ্রদত্ত টাকা সমান থাকি কি না তাহা উক্ত গবর্ণমেন্টসমূহ ি করিবেন। যেখানকার লোকে অন্য বিষয়ে সাহায্য না করিবেন, তত্রত্য বি লয়ের লোপ হইবে। উত্তরপশ্চিমাঞ পঞ্জাব, মধ্যভারতবর্ষপ্রভৃতি বিদ্যাশিক্ষার্থ কর করা হইয়াছে, ত এ নিয়ম খাটিবে না।

উল্লিখিত আজ্ঞার কারণ ও উ বিষয়টী চিন্তা করিলে আহ্লাদ জ কিন্তু ফলের বিষয় চিন্তা করিলে এ খিদ্যমান হইতে হয়। সর জন য়াছেন, প্রতিবৎসর যখন বিশ্ববি য়ের ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, ব বঙ্গদেশে বিদ্যানুরাগ সবিশেষ ব হইয়াছে। এখন গবর্ণমেন্ট কিঞ্চিৎ সা করিলেই এখানকার লোকে আপন গের শিক্ষাকার্য্য আপনারা ক তুলিতে পারিবেন। প্রস্তাবিত ি দ্বারা ব্যয় সংক্ষেপেরও সম্পূর্ণ সম্ভ আছে। কিন্তু এ উদ্দেশ্যের অনুরূপ লাভের সম্ভাবনা নাই। উক্ত অ প্রচলিত হইয়া যদি তদনুরূপ কার্য্য আমরা স্পষ্টাক্ষরে কহিতে পারি, শীয়দিগের উচ্চ শিক্ষার পথে ক্ষেপ করা হইবে। লক্ষসাহায্য বি লয়ে উদার শিক্ষা হওয়া দূরে থা সকল স্থানে সামান্য শিক্ষাও সুশ রূপে সম্পন্ন হইতেছে না। অতএব আশা দুরাশা সন্দেহ নাই। এ মনে যে পূর্ণ হইবে না হেমিডেক্সি কা ও মিসনরি বিদ্যালয় উভয়ের অন্তর করিলেই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হই লোকে কেবল এই কথা বলিবেন জন লরেন্স শিক্ষাকর করিতে ব্যর্থ মনোরথ হন, সেই রাগে এখানকার বর্দ্ধ[illegible] বিদ্যালয়

হিবার লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন। নচেৎ
ীয় কথের অর্থ কি? তাহার অর্থ
"তোমরা শিক্ষাকর দিকে চাহিতেছ
অতএব গবর্ণমেণ্ট আর বিদ্যালয়ের
ব্যয় দিবেন না। হয় টাকা দাও নচেৎ
াদিগের বিদ্যালয় বন্ধ হউক।"
তঃ মধ্যম শ্রেণির শিক্ষার মূলে
প্রকারে আঘাত করা হইল। লোকে
আজ্ঞার আর এই একটী অসৎ উদ্দে
উল্লেখ করিবেন, যে মিসনরিগণ
শের জেসুট হইবার অভিলাষী হই
ন, তাঁহাদিগের মতে সমুদায় বিদ্যা
ার ভার তাঁহাদিগের হস্তে দেওয়া
া। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যাইতেছে
মেণ্ট বিদ্যালয়ের ছাত্রতুল্য
নরি বিদ্যালয় হইতে ছাত্র বাহির
না। পুস্তক কমাইয়া, মিসনরি পরী
করিয়া, আপনাদের মতে শিক্ষিকে
চালাইয়াও মিসনরিরা প্রেসিডেন্সি
লেজের অর্দ্ধেক ফলও প্রদর্শন করিতে
হইলেন না। তাঁহারা ভাবেন এত
ীয়েরা অলস ও বায়কুণ্ঠ। গবর্ণমেণ্ট
উদাসীন হন, তাহা হইলে প্রেসিডেন্সি
লজপ্রভৃতির অধোগতি হইবে।
ালয় উঠিয়া যায় দেখিলেই লোকে
াদিগের হস্তে শিক্ষাভার সমর্পণ
বন। কয়েক বৎসরাবধি মিসনরিগণ
নীতিজ্ঞের অবলম্বিত বক্রপথে সক্ষ
করিয়া শিক্ষাবিষয়ে হস্তার্পণ করি
চেষ্টা পাইতেছেন। সর জন লরেন্স
র জেনরল হওয়াতে তাঁহাদিগের সেই
রথ পূর্ণ হইবার আশা জন্মিয়াছিল।
কথা এই হইতেছে, মিসনরিদিগের
শিক্ষাভার দিতে ভারতবর্ষ সম্মত
বেন কি না? পঞ্জাব হইতে পারেন;
দেশ হইতে পারেন; কিন্তু বঙ্গদেশ
াই ও মান্দ্রাজ কখন সম্মত হইবেন
উপসংহারে আমরা পুনরায় কহি-
ছি, বর্ত্তমান আজ্ঞা প্রচলিত হইলে

আপাততঃ এদেশের বিষম অনিষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। ৫০ কোটি টাকা রাজস্বের মধ্যে এক কোটি টাকা শিক্ষাকার্য্যে ব্যয় কি বড় ব্যয় হইতেছে? শিক্ষাসম্বন্ধে লোকে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেন, এটি প্রার্থনীয়; কিন্তু যাবৎ রাজনীতি সংক্রান্ত স্বাধীনতা লাভ না হইতেছে, তাবৎ এ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন সম্ভাবিত নহে।

---

### ভারতবর্ষের জেল।

জেলে খাটনী ও আহারদানের যে নিষ্ঠুর ব্যবস্থা আছে, তাহা যেমন বন্দীদিগের উৎকোচদানপ্রবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া দেয়, জেলরক্ষক ও তাঁহার সহকারীর বেতনের যে ব্যবস্থা আছে, তাহাও তেমনি তাঁহাদিগের উৎকোচ গ্রহণপ্রবৃত্তি উদ্দীপিত করিয়া তুলে। জেলরক্ষক ১০০ বা ৭৫ টাকা বেতন পান এবং তাঁহার সহকারী ২০ টাকা পাইয়া থাকেন। এক্ষণে অধিকাংশ স্থলে ইউরোপীয় জেলরক্ষক হইয়াছেন। একশত টাকা বেতনভোগী ইউরোপীয়ের এবং কুড়ি টাকা বেতনভোগী এদেশীয়ের উৎকোচগ্রহণলোভ সম্বরণ করা কেমন কঠিন, তাহা বহুজ্ঞ ব্যক্তিদিগের অবিদিত নহে। জেলরক্ষক কমিসন পাইবেন, এই যে নিয়মটী আছে, তাহাও অত্যাচারের অন্যতর প্রধান কারণ। এই সকল মূল হইতেই কারাগারে অনুগ্রহ ও নিগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে। কতকগুলি বন্দী অনুগ্রহভাজন হয়, তাহাদিগকে অধিক শ্রম করিতে হয় না, আর যাহারা তাহা না হয়, তাহাদিগের কষ্টের পরিসীমা থাকে না। এগুলি বাস্তবিক ঘটনা। ভাল লোকের নিয়োগব্যতিরেকে এসকল দোষের সংশোধনসম্ভাবনা নাই। ভাল লোকের নিয়োগ অধিকব্যয়সাপেক্ষ। এ ব্যয়

কোথা হইতে আইসে? এক্ষণে
নিয়ম আছে, তাহাতে অধি
জেলে গবর্ণমেণ্টের লাভ হও
থাকুক, অনেক ক্ষতি হয়।
কয়েদিরা "পেটভাতা"
দেয়, ইহাতে লাভ বিনা অলাভ
সম্ভাবনা নাই। তথাপি যে লা
তাহার কয়েকটী বিশেষ কারণ
প্রথম, সকল জেলে খাটাইবার
নাই। দ্বিতীয়, অনুগ্রহপাত্রেরা
বিধি খাটে না। তৃতীয়, যাহাতে
হইবার সম্ভাবনা, অনেক জেলে
নীর ব্যবস্থা ও উপায় নাই।
স্থানে স্থানে কাপড়ের, কা
চাউলপ্রভৃতি লাভজনক দ্রব্যে
করুন। প্রত্যেক জেলায় এক
জেল না রাখিয়া এক একটী
স্থানে এক একটী জেল
বা দুই তিনটী কল করিয়া অন
জেলার কয়েদিদিগকে সেই স্থানে
য়ন করিতে হইবে। যে কলে য
আবশ্যক, তাহাদিগকে তাহাতে
হইবে। অন্য অন্য বন্দীদ্বারা অন
লাভকর কার্য্য করাইয়া লওয়া
এরূপ করিলে কলে যেমন এক
কিছু অধিক ব্যয় হইবে, তেমন
স্থানে জেলনির্ম্মাণ ও তাহার
জেলরক্ষক ও তাহার সহকারী
ডাক্তরের ব্যয় ও অন্য অন্য
হইবে না। ইহাতে এক দি
সংক্ষেপ, অপর দিকে বিলক্ষ
হইবে। আমরা বর্দ্ধমানকেই
স্থলে গ্রহণ করিলাম। এখানে
অধিক কয়েদী নাই; কিন্তু সমু
স্থান আছে। যাহাতে অধিক
কয়েদিদিগকে তেমন কাজ দে
তেছে না, সুতরাং গবর্ণমে
হইতেছে। কিন্তু এখানে
স্থান লইয়া একটী কা

এবং হুগলী মেদিনীপুরপ্রভৃতি
র জেল উঠাইয়া দিয়া তত্রত্য
দিগকে ঐ স্থানে আনয়ন করিয়া
টাইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে
ন্টের ঐ ঐ স্থলের জেলের ব্যয়
যাইবে, ফলে দ্বিগুণ চতুর্গুণ
হইবে. কয়েদিরাও ভিন্ন ভিন্ন
কর্ম্মচারীদিগের অত্যাচারের
তে পরিত্রাণ পাইবে। আর
এই লাভ হইবে, যেখানে ফল
সেখানে ভাল লোক অধ্যক্ষ
, সন্দেহ নাই। তিনি বন্দীদিগের
বুঝিয়া সকলকেই নিয়মিত সময়
তুলারূপে খাটাইয়া লইবেন।
নুগৃহীত, কেহ বা নিগৃহীত হই
বন্দীদিগের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যব-
রা যেমন, অনুগ্রহ করাও তেমনি
। অনুগ্রহ করিলে তাহারা প্রশ্রয়
থাকে। যেমকল ব্যক্তি পুনঃ
রাগারে রুদ্ধ হইবার চেষ্টা পায়,
অনুমান করি অনুগৃহীতের
ই তাহাদিগের মধ্যে অধিক।

মা। গত বারে জেলের খাটনীর
ও সময় এবং আহারাদিবিষয়ের
প্রস্তাব করিয়াছি তদনুরূপ কার্য
কান্ত আবশ্যক; এগুলি অতিশয়
তাও, সভ্য কালের ও সভ্য গবর্ণ-
যোগ্য নয়। কয়েদিদিগকে যদি
ন্ধ্য পরিশ্রম করান হয় এবং
ন দেওয়া হয়, তাহারা ভয়ে
রাগারে আসিবে না, এ যুক্তি
সঙ্গত নহে; ইহা কোন ক্রমেই
তী হয় না। যে শিক্ষক কেবল
দণ্ডবিধানদ্বারা ছাত্রের শিক্ষা-
পান, তিনি বিফলপ্রযত্ন হন
ই। গবর্ণমেণ্টের এই উদ্দেশ্য
য যে, বন্দীদিগের চরিত্র
ধন হউক, তাহারা কারা

গারে আলস্যে কালক্ষেপণ না করিয়া কর্ম্মঠ ও পরিশ্রমশীল হউক এবং এক একটী ব্যবসায় শিক্ষা করিয়া জীবিকা অর্জনের পথ পরিষ্কৃত করুক। কিন্তু এখন যে ব্যবস্থা আছে, তদ্দ্বারা ইহার কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবারই সম্ভাবনা নাই। প্রথম, চরিত্রসংশোধনের প্রথম ও প্রধান উপায় যে সদুপদেশশ্রবণ তাহাদিগের তাহা ঘটে না; তাহা শ্রবণ করিবার তাহাদিগের অবসরও নাই। দিবারাত্র খাটিয়া শরীরে অবসাদ জন্মে; উৎসাহ না থাকিলে কোন কাজ ভাল লাগে না। দ্বিতীয়, অত্যন্ত অসঙ্গত খাটনী হইলে খাটনীর প্রতি স্বভাবতঃ বিদ্বেষ জন্মে। সুতরাং কোনপ্রকার খাটনী শিখিবার নিমিত্ত প্রবৃত্তি ও উৎসাহ হয় না। তৃতীয়, অনেকে অত্যধিক শ্রম ও অর্দ্ধাশনদোষে পীড়িত ও ভগ্নদেহ হইয়া পড়ে; অনেকের প্রাণ বিয়োগও হইয়া যায়। বৈরনির্য্যাতনার্থীর ন্যায় নিষ্ঠুর ব্যবহার করা আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের সদৃশ কর্ম্ম নহে। ১০ টা অবধি ৫ টা পর্য্যন্ত খাটাইবার সময় করাই উচিত। প্রাতঃকাল অবধি বেলা ৮ টা পর্য্যন্ত উপদেশ প্রদানের এবং ৯ টার সময় আহারাদানের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। যদি বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে উপদেশকের পদে নিয়োজিত করা হয়, আর তাঁহারা, কুকর্ম করিলে ঈশ্বর, সমাজ ও আপনার সম্বন্ধে কি কি অনিষ্ট হয়, তাহা বুঝাইয়া এবং তাহার উদাহরণস্থলে সেই শ্রোতা বন্দীদিগের ও অন্য অন্য কুকর্ম্মশীল ব্যক্তিদিগের কষ্টের বিষয় বর্ণন করিয়া উপদেশ বাক্যগুলি তাহাদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেন, অনেকের অন্তর প্রশস্ত হইয়া উঠে সন্দেহ নাই।

—:•:—

এদেশীয় রাজগণের কর্ত্তব্য।

এতদ্দেশীয় রাজগণের যদি
রাজ্যের শাসনপ্রণালীর উৎকর্ষ
নের বাসনা থাকে, তাঁহাদিগের
কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজের
বিদ্য ও উপযুক্ত লোকদিগকে
কার্য্যে নিয়োজিত করেন। ত্রিবাঙ্কু
রাজা এই রাজনীতি অবলম্বন ক
এদেশীয় রাজগণের আদর্শস্থল
ছেন। জয়পুরের রাজাও এই নীতি
ম্বন করিয়াছেন। রেওয়ার রাজাও
অবলম্বনে উদাসীন নহেন। সম্প্রতি
রের রাজাও এই পথের পথিক হ
ছেন। কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা শাসনক
নিয়োজিত হইলে যে রাজ্যের সবি
উন্নতি হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। কৃ
দিগেরও মঙ্গলের সোপান হইবে। ব্রি
গবর্ণমেণ্টের অধীনে উচ্চতর রাজন
সংক্রান্ত স্বদেশীয়দের মনোরথ পূর্ণ
সহজ নয়। গবর্ণমেণ্ট তৃতীয় নেপ
নের ন্যায় কেবল বাক্যেই প্রে
দেখাইয়া আসিতেছেন, কিন্তু এপ
তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে সম
দেন না। শিক্ষা ও সভ্যতাবৃদ্ধির স
উচ্চ আশারও বৃদ্ধি হয়। আমাদি
এ আশা পূর্ণ হইবার উপায় ন
একণে গবর্ণমেণ্টের অধীনে ক্ষমতাশ
কের অভিমত নহে। তাহার কারণ
উক্ত বেতনের উচ্চপদগুলি ভারতবর্ষী
গকে দেওয়া হয় না। ব্রিটিশগবর্ণমে
অধীনে স্বাধীনরূপে কার্য্য করিবার
মাত্র উপায় এক ওকালতী আছে;
দেশশুদ্ধ লোকে উকীল হইতে
চলে না। ইহার মধ্যেই উকীলের স
বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইয়াছে। দেশের
সাধনার্থ আপনার ক্ষমতা বিনিয়ো
করিয়া চিরস্মরণীয় হইবার উপায়
নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে
দিগের কাহার জীবনচরিত লি

ল জন্ম ও মৃত্যু ভিন্ন অধিক লিখি
বিষয় পাওয়া যায় না। এক উৎকৃষ্ট
চনা, অপর বিদ্রোহী হওয়া, ইহা
ভারতবর্ষীয়ের পক্ষে চিরস্মরণীয়
ার তৃতীয় উপায় নাই। আমা
ার মধ্যে শাসনকার্য্যে দক্ষ লোক
য়া যায় না, একথা বলিলে ঈশ্বরকে.
া করা হয়। সর্ব্ব কালে সর্ব্ব দেশেই
ুক্ত লোক সৃষ্ট হন। উপযুক্ত
নকর্তা যদি তাঁহাদিগের অনুসন্ধানে
ৃত হন, পাইতে পারেন। যাহা
, উচ্চতর শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হন,
ইচ্ছা ক্রমশঃ বলবতী হই-
হ। এতদ্দেশীয় রাজগণ অনায়াসে
চরিতার্থ করিতে পারেন। ইহাতে
দিগের যশঃ, প্রজাগণের মঙ্গল ও
শীয়দিগের গৌরবরৃদ্ধি হইবে। আর
একটী বিশেষ উপকার হইবে এতদ্দে
রাজগণের অবলম্বিত উদারতর
ীতি দর্শন করিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট
লজ্জায় পড়িয়া তদনুসরণচেষ্টা
তে হইবে। এতদ্দেশীয় রাজগণ
মাদিগের সেনাদলে উত্তম রাইফল
হার করাতে সর জন লরেন্সের সদৃশ
ক্ষ চক্ষু লোকেও সিপাহীদিগকে
কলড রাইফল দিবার প্রস্তাব করি
ন। গবর্ণমেণ্ট কোন বিষয়ে এদে
রাজগণের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়া
কবেন ইহা সম্ভাবিত নহে। এদেশীয়
বিদ্যাদিগকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করি
অপর লাভ এই, ইহাঁরা দেশের
কের অবস্থা বুঝিয়া যেরূপ কাজ
তে পারিবেন বিদেশীয়েরা যতই
ুক্ত হউন, না কেন, কখনই সেরূপ
তে পারিবেন না। এদেশীয় রাজগণ
কাল আপন আপন রাজ্য ভোগ
ন, এটী সর্ব্বসাধারণের বাঞ্ছনীয় ;
সুশাসন ব্যতিরেকে সে মনোরথ
হওয়া সম্ভাবিত নয়। এদেশীয় কৃত
বিদ্যদিগকে শাসনকার্য্যে নিয়োজিত
করাই সুশাসন হইবার একমাত্র উপায়।

—:০:—

ভারতবর্ষের পুরাতন ও নূতন
গবর্ণর জেনরল।

সাপ্তাহিক সংবাদপত্র সর জন লরে-
ন্সের প্রশংসাবাদ বের এক স্থানে লিখি-
য়াছেন " ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তারা অনে-
কেই এতদ্দেশস্থ সংপ্রদায় বিশেষের
তুষ্টি বিধান করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ইনি
( সর জন লরেন্স ) কোন সংপ্রদায়ের
অন চেষ্টা করেন নাই। " এতৎ
পাঠে একটী চিরন্তন প্রবাদবাক্য আমা
দিগের স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল, " যিনি
সকলকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা পান,
তিনি কাহাকেই সন্তুষ্ট করিতে পারেন
না। " দুর্ভাগ্যক্রমে সর জন লরেন্স
এই প্রবাদ বাক্যের একটী নূতন উদাহরণ
হইয়া গেলেন। সর জন লরেন্স অসৎ গব
র্ণর জেনরল ছিলেন না, কিন্তু তিনি প্রায়
কাহারই অকপট অনুরাগ ও কৃতজ্ঞতা
ভাজন হইতে পারিলেন না, এটী সামান্য
দুঃখের কথা নয়। আমরা অন্যের কথা
ধর্ত্তব্য করি না। ব্যক্তি বা সম্প্রদায়
বিশেষের হৃদয় রাগদ্বেষাদি দোষে কলু-
ষিত ও বিচলিত হইতে পারে ; কিন্তু
তিনি যাহাদিগকে পালন করিতে আসি
য়াছিলেন এবং যাহাদিগের হিতচেষ্টা
করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের হৃদয়ে রাগ-
দ্বেষাদির প্রসর সম্ভাবনা নাই। তথাপি তাহা
রা যে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইলেন না ;
এটী পরমাশ্চর্য্যের বিষয়। ইহা সৎ শাসন
কর্ত্তাদিগের পক্ষে নিতান্ত ক্লেশকর।
প্রজা প্রীত হইলেই সৎ শাসনকর্ত্তা
মাত্রেই আত্মাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়া
থাকেন। কণ্বের দুই শিষ্য রাজা দুষ্মন্তের
নিকটে উপস্থিত হইলে রাজা জিজ্ঞাসা
করিলেন, আপনাদিগের তপস্যা নির্ব্বিঘ্নে
সম্পন্ন হইতেছে ত ? তাঁহারা উত্তর
করিলেন, আপনি রক্ষা
ধর্ম্ম ক্রিয়ার বিঘ্ন হইবার স
এই কথা শুনিয়া রাজা মনে মনে
লাগিলেন, আজি আমার রাজশ
তোভাবে সার্থক হইল। প্রজার
লাভ সে কি প্রীতিকর পদার্থ, স
কর্ত্তা ভিন্ন অন্যের তাহা অ
নহে।

প্রজারা তাঁহার গমনকালে সে প
অভিনন্দন দিলেন না। তাঁহা
অনুরূপ ব্যবহারের কারণ কি ?
কি অকৃতজ্ঞ ; অকৃতজ্ঞতাই কি সে
অপরিণামদর্শীরা অকৃতজ্ঞতাকে
বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন ; কি
ধাবন করিয়া দেখিলে এ অ
দোষারোপ ন্যায়ানুগত বলিয়া
মান হয় না। আমাদিগের
যেগুলি প্রকৃত কারণ বলিয়া উ
তেছে, তাহা একৈকক্রমে প
শিত হইতেছে।

সর জন লরেন্সের অবলম্বি
প্রণালী এবং তাঁহার সংস্কার
দোষই প্রধান কারণ। তিনি
দিগের অকৃত্রিম মিত্র ও অকপট
প্রজারা তাঁহার কোন কার্য্যে
পরিচয় পান নাই ; বরং দুর্ভিক্ষ
তাহার বিপরীত প্রমাণই
তিনি দুর্ভিক্ষকালে নিশ্চিন্ত
লায় বসিয়া রহিলেন, এ দি
কাণ্ড হইতে লাগিল। প্র
তিনি যথার্থ প্রজাহিতৈষী
লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ও রে
উপরে নির্ভর করিয়া নি
পারিলেন না। ফলত,
তাঁহার সদগুণের প
উৎকৃষ্ট অবসর
হইয়া গিয়াছে।
তাঁহার প্রতি প্রীত

দ্বিতীয়, তিনি

নের বিদ্যাশিক্ষাপ্রভৃতি যে
চেষ্টা পান, তাহাতেও তাঁহার
হিতৈষিতার পরিচয় হয় নাই।
েরা কর ভাল বাসেন না ; কিন্তু
ইহাঁদিগের স্কন্ধে সেই করভার
করিয়া হিতসাধনচেষ্টা পাইয়া
। ইহাতে প্রজারা তুষ্ট না হইয়া
তাঁহার উপরে রুষ্ট হন ; সুতরাং
কৃত উপকার চেষ্টা তাঁহা
অমৃত জ্ঞান না হইয়া বিষতুল্য
। যে যে কাজ ভাল বাসে না, যদি
াহাকে এই কথা বলে, তুমি যদি
কাজ কর, আমি তোমার উপ
রিব, তাহাতে কি সে সম্মত হয়?
সই উপকারকে উপকার জ্ঞান
তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হয়? সর
রেন্স যদি গবর্ণমেণ্ট হইতে অধিক
ানুকূল্যের অঙ্গীকার করিয়া প্রজা
ক অবশিষ্ট অর্থদানার্থ প্রবর্ত্তিত
ার চেষ্টা পাইতেন, তাহা হইলে
া তাঁহার সদাশয়তা বুঝিতে পারি
বং তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হই
দর চেষ্টা পাইতেন সন্দেহ নাই।
য়, লোকে কেবল বাক্যে তুলেন
ন। সর জন লরেন্স যে কটী হিত
ন সেগুলি প্রায় বাক্যেই
হয়। তিনি যদি দেশ সাধার
র কোন মহৎ কার্য্যের অনু
পারিতেন, তাহা হইলে
সংকারার্থ ব্যগ্রমনা হই
ই।

র্ম্মবিষয়ে ঐকান্তিকতা
ক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ।
তুলারূপে দর্শন করা
তান্ত বিধেয় যে
ধর্ম্মে ঐকান্তিক অনু
কখন প্রজারঞ্জন হইতে
খৃষ্টধর্ম্মে ঐকান্তি
লম্বীদিগের উপরে

তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। তুমি যদি আমাকে বিশ্বাস না কর, আমি যে তোমাকে বিশ্বাস করিব, ইহা স্বভাবের অনুমোদিত নহে। এই কারণে তিনি প্রজার বিশ্বাসভাজন হইয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি যে এদেশীয়দিগকে বিশ্বাস করিতেন না, সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রই তাহার প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। উক্ত পত্র লিখিয়াছেন "ইনি (সর জন লরেন্স) আপনি বলেন, যখন এদেশে বহুসংখ্যক খৃষ্টিয়ান সৈন্যদল হইবে, তখন এ দেশে শান্তি বিরাজমান থাকিবে।" এতদ্দ্বারা কি স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে না যে, তিনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু ও মুসলমানদিগকে বিশ্বাস করিতেন না? সাপ্তাহিক পত্র মিসনরিদিগের করলালিত, সর জন লরেন্স মিসনরি ভক্ত ছিলেন, অতএব এঅংশে উহার লিখন বিশ্বসনীয় ও আদরণীয় সন্দেহ নাই।

পঞ্চম উপধর্ম্মবিমোহিত ব্যক্তিদিগের অসন্তোষের একটী কারণ এই, তাঁহারা বলেন, সর জন লরেন্স অতি অলক্ষণাক্রান্ত। তাঁহার আগমন কালাবধি লোক এক দিনের নিমিত্ত সুস্থির মন উপর্যুপরি দৈব বিপদ হইয়া গেল। এঁকের শাসন কালে দুই বার দুর্ভিক্ষ ও দুই বার প্রবল ঝড় একরূপ কেহ কখন দেখেন নাই। তাঁহার গমন সময়েও স্বদেশে অদৃষ্টপূর্ব্ব ভূকম্প হইয়া গেল। ইহাতে গৃহাদি পতিত হইয়া এবং কোন কোন স্থান ভূগর্ভে মগ্ন হইয়া লোকের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। দৈবঘটনার উপরে মানুষের প্রভুত্ব নাই, উপধর্ম্মবিমোহিতেরা তাহা বুঝে না। যাহার আগমনে ঐসকল অমঙ্গল হয়, তাহাকে অলক্ষণাক্রান্ত বিবেচনা করিয়া তাহার প্রতি অননুরক্ত হয়।

ষষ্ঠ, সর জন লরেন্স যতগুলি প্রজার অপ্রিয় কাজ করিয়াছেন, তাহার সহিত প্রিয় কাজগুলির ন্যূনাতিরেক বিবেচনা করিলে অপ্রিয় কাজগুলি অধিক হইয়া উঠে। সুতরাং সেই অপ্রিয় কার্য্যের মধ্যে প্রিয়কার্য্যগুলিও মগ্ন হইয়া গিয়াছে।

সেই প্রিয়কার্য্যগুলিও এরূপ খাস্তুর
যে সাধারণে তাহার কলোপধারি
বোধে সমর্থ হয়।

এইসকল বিষয় বিবেচনা করি
আমাদিগের স্পষ্ট বোধ হইতেছে,
সকল প্রকার সর জন লরেন্সের প্র
অনুরাগ জন্মে নাই, তাঁহারা অভিনন্দ
না দিয়া উত্তম কাজই করিয়াছেন।
তাঁহারা দিতেন, কেবল যে তাঁহাদি
কাল্পনিক ব্যবহার প্রকাশ হইত এ
নয়, তাঁহাদিগের অসারতারও পরি
হইত। এতদ্দ্বারা তাঁহারা যে স্বক
বুঝিয়াছেন তাহার প্রমাণ হইয়া
আর এই এক ইষ্টলাভ হইয়াছে,
গবর্ণর জেনরলদিগের মধ্যে যাঁহ
প্রজার অনুরাগকে শ্লাঘনীয় ব
জ্ঞান করিবেন, তাঁহারা অকপট
প্রজার হিতসাধনচেষ্টা করিবেন
সেই চেষ্টা মৌখিক না করিয়া ক
পরিণত করিবার প্রকৃত উপায়ের
হনে যত্নবান হইবেন।

প্রস্তাবটী ক্রমে ক্রমে দীর্ঘ হ
উঠিল। এক্ষণে সংক্ষেপে নূতন গ
জেনরলের বিষয়ে কিছু বলিয়া প্রস্ত
উপসংহার করা বিধেয় হইতেছে।
মেয়োর আগমনে সকলেই হর্ষে
হইয়াছেন। সকলের মনেই আশা
য়াছে, তাঁহা হইতে আমাদিগের বি
ইষ্টলাভ হইবে। অতএব আমাদি
প্রার্থনীয় এই, তিনি কেবল সিমলায়
ও দরবারে সরকারী অর্থের শ্রাদ্ধ ক
স্বদেশে প্রতিগমন না করেন।
হইতে প্রজার মনোরথ পূর্ণ হয়, ই
আমাদিগের একান্ত বাঞ্ছনীয়।

দুর্ভিক্ষ নিরুযস্বরূপ সম্মুখে উপ
এই সময়ে তিনি আত্মগুণের প
দিয়া প্রজার প্রীতিলাভের চেষ্টা ক
এ বার তাঁহাকে আমরা কেবল এ
বিষয় দেখাইয়া ক্ষান্ত নিরস্ত হইল, স
প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম।

---

বিবিধসংবাদ।

৬ ই মাঘ সোমবার।

নাগপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের কৃ
ক্রমশঃ শুষ্ক হওয়াতে লোকে অতিশয়
হইয়াছেন।

ন সাহেব পুনর্বার সর্বসাধারণকে ইডেন
নে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিয়াছেন
াহেব কাজ পারুন আর না পারুন
কে চটাইতে বড়ই তৎপর। তিনি যথেষ্ট
পদে গিয়া বারবার অকৃতকার্য্য হইতে
তথাপি চেষ্টার ত্রুটি নাই।

প্রধান বিচারপতি আজ্ঞা দিয়াছেন কোন
ী মক্কেলের নামে যে বিল করিবেন তাহার
র্দ্ধাংশ আদালতে দাখিল করিবেন তাহা হইলে
ক্লিয়াকারদের সমুদায় ব্যয় আটর্ণীকে দিতে
। রাধানাথ বসু এই আজ্ঞার কারণ বোধ
হতে।

র্ণমেণ্ট ৮০০০ টাকা ব্যয়ে লার্ড এলগিন
একটী স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপন করিবার মানস
াছেন। ত্রিহুতলার শিরভাগে ইহা হইবে।
এলগিনের নাম তাঁহার পরবর্ত্তীদিগের শতকরা
নের স্মরণ নাই। তাঁহার নিকটে আর
ান বিষয়ে ঋণী নহেন। আমরা ভাবিয়া
ম লর্ড এলগিনকে যে ৮০০০ টাকা
ক দেওয়া হইয়াছে তাহাই অধিক হই-
। লোকে স্মরণার্থ চিহ্ন করুন না করুন
মেণ্ট নিজে করিবেন এরূপ রফ নয়। যে
িয়া হউক, টাকা প্রজাদিগেরই যাইবে।

নপালীয় দূত শনিবার সভ্যবর্গের ও
র লার্ড মেয়োর সহিত সাক্ষাৎ করিতে
উপঢৌকন প্রদান করিয়াছেন। গবর্ণ-
এও খেলাত প্রদান করিয়াছেন। লাট
নপালীয় সৈন্যদিগের সুশিক্ষার প্রশংস
ছিলেন।

াবের প্রধান আদালতের উকীল নীল
খ পারে ৮০০ টাকা বেতনে কাশ্মীরে
র এক জন কর্ম্মচারী হইয়াছেন। রাজা
ইহাঁকে অপুত্রে আহ্বান করিয়াছেন
র মুখোপাধ্যায় কলিকাতার বিশ্ববিদ্যা
এক জন এম. এ উপাধিধারী। কৃতবিদ্য
শাসন কার্য্যে গ্রহণ করা এতদ্দেশীয়
দিগের একান্ত কর্ত্তব্য।

কালতি পরীক্ষাসম্বন্ধে হিন্দুপেট্রিয়ট
াস্ত্রে পতিত হইয়াছেন। যেসকল হিন্দু
ব উকীল ইংরাজী জানেন না, তাঁহা
ক এই দেবার বঙ্গভাষায় পরীক্ষা দিতে
া হইবে। ইংরাজি জানা উকীলেরা
নায় পরীক্ষা দিবার সময় পাইবেন
তাঁহাদিগকে আইনের উপদেশ গ্রহণ
া পরীক্ষা দিতে হইবে। তবে বিনা উপ
াবে পরীক্ষার সময় সকলকে দেওয়া
ছিল।

শ্রীরামপুরের নিকটে সম্প্রতি কতকগুলি
হত্যা হইয়া গিয়াছে। যে প্রকার পুলিষ,
তাহাতে লোকের প্রাণ ও সম্পত্তি যে আছে
তাহাই আশ্চর্য্য।

হিন্দুপেট্রিয়ট বলেন সম্প্রতি নলহাটের
শাখা রেলওয়ের যে ইউরোপীয় কর্ম্মচারী এক
প্রতিমা তুলিয়া লইয়া যান, গবর্ণমেণ্টের
আজ্ঞানুসারে পুলিষ তাহাকে ধৃত করিয়া
প্রতিমাকে পুনর্ব্বার যথা স্থানে লইয়া গিয়া
ছেন। সংবাদপত্রে প্রকাশ হইবামাত্র লেপ্ট
নাণ্ট গবর্ণর এবিষয়ে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন।
এই ব্যক্তির নিকটে প্রতিমার পুনঃস্থাপনের
ব্যয় লওয়া উচিত।

উক্ত পত্রে দৃষ্ট হইল, পিলার সাহেবের সহিত
পোর্টক্যানিঙ কোম্পানির পুনর্ব্বার মিলন হই
য়াছে। আমরা শুনিয়াছি অনেক দিন অবধি
ইহার সূচনা হইয়াছিল।

৭ই মাঘ মঙ্গলবার।

শনিবারের ভারতবর্ষীয় গেজেটে নিম্নলিখিত
বিজ্ঞাপনগুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

পূর্ব্ব সপ্তাহের গেজেটের আজ্ঞা রহিত
করিয়া চৌধুরী লক্ষ্মণসিংহকে "রাজা"
উপাধি দেওয়া হইয়াছে। আলাহাবাদের অন্ত
র্গত মঙ্গরাগঞ্জের তহশিলদার ও ডেপুটী মাজি
ষ্ট্রেট মিরমহম্মদ আলি "খাঁ বাহাদুর" হইয়া
ছেন। পাটার মহারাজ নরপতি সিংহ "মহেন্দ্র"
উপাধি পাইয়াছেন।

১৮৬৮ অব্দের শেষে সমুদায় ভারতবর্ষে
১০,২৯,৯৮,৩৬০ টাকার নোট প্রচলিত ছিল।
ইহার প্রতিরূপস্বরূপ ৫,৫৭,১৬,০১৯ নগদ টাকা
২৯,৩১,৭৯৮ টাকার কমু মূল্য রৌপ্য; ১,৪৭
৩৯১ টাকার স্বর্ণমুদ্রা এবং ৩,৬১,৭০২২৮
টাকার গবর্ণমেণ্টের কাগজ ছিল।

সর জন লরেন্সের দৈনিক সেক্রেটারি কর্ণেল
দাইমর ব্রুন ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া
এডিনবরার ডিউককে লইয়া ভারতবর্ষ প্রদর্শন
করিবেন। কর্ণেল বেন দুই জন গবর্ণর জেনর
লের সেক্রেটারি ছিলেন, কিন্তু আক্ষেপের
বিষয় সর জন লরেন্স ইহাঁকে কোন পুরস্কার
দিয়া গেলেন না।

শনিবার ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের হাবড়া
স্থিত মাল গুদামে অগ্নি লাগিয়া বাটীটী এক
কালে ভস্মসাৎ হইয়াছে। প্রায় দশ লক্ষ টাকার
দ্রব্য নষ্ট হইয়াছে। এই বাটীতে রেলওয়ে কো
ম্পানির যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য থাকিত
দগ্ধ হইবার সময়ে সর জন লরেন্স ও লাড মেয়ো
তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা ও তাঁহাদের

নাবিকদিগের সাহায্যে অন্য অ
পাইয়াছে। অনেকে অনুমান করে
স্ফুলিঙ্গ পড়িয়া এই দুর্ঘটনা হই

যে দিবস লাড মেয়ো কলিকাতায়
সে দিন চাঁদপালের ঘাটে অতিশয়
ছিল। ডবলিউ উইলসন নামক
বিভাগের এক জন প্রধান কেরাণী
ছিলেন। তাঁহাকে সরিয়া যাইতে বল
তাহেতু তিনি সরিয়া যাইতে না পা
জন পুলিষ কর্ম্মচারী তাঁহাকে ঘুসি
করিয়া প্রহার করে। তিনি পুলিষ
প্রহরীদিগের নামে যে নালীশ করে
ষ্ট্রেট রবার্টস সাহেব তাহা অগ্রাহ্য কি
ছেন, যে ব্যক্তি জনতার মধ্যে থাকে
দশ জনের সহিত কতক অত্যাচার স
হয়। উইলসন সাহেব যে নালীশ
একটী বালিকাও এরূপ নালীশ
করিতে পারেন না। ইংরাজ হইয়া
রূপ নালীশ করা অতিশয় লজ্জাক
সাহেব আশ্চর্য্য বিচার করিয়াছেন।
একত্র দণ্ডায়মান হইলেই পুলিষ প্র
পারিবেন, তাহার নালীশ হইবে
আদালত এমত বিচার করেন
অনেকে স্বহস্তে আইন গ্রহণ করিবে

উৎকলের অন্তর্গত কেওঝা
রাজা ভাগীরথী মহেন্দ্র বাহাদুর গত
সময়ে এক লক্ষ টাকার অধিক ব
লোকের সাহায্য করাতে তাঁহাকে
দেওয়া হইয়াছে। এই নিমিত্ত কমিশ
এক দরবার করিয়াছিলেন।

চট্টগ্রাম ও ঢাকায় দুটী হাকিমাদ
আশুকালায় কয়েক জন মুন্সি
নিযুক্ত হইবেন। অযোধ্যায় নিয়মবদ্ধ
শাসন প্রণালী প্রচলিত করিবার
য়াছে।

ইণ্ডিয়ান পব্লিক ওপিনিয়ন
কের এক কৌতুকাবহ উপকরণ প্র
ছেন। এক জন সাক্ষী জবা
সময়ে বলে "সাহু এই দেখিয়া
এই শুনিয়াছি।" মাজিষ্ট্রেট
সময়ে বলেন, "এই সাহু প্রকৃত
ইহাকে আদালতে আনয়ন না
অভিশয় অন্যায় করিয়াছেন ইত
হওয়াতে দেখিলেন জজ মাজি
লেন "সাহু" অর্থে "আমি
নিজে যাহা দেখিয়াছি ও"

জিষ্ট্রেট যখন আজ্ঞা দেন, তখন
হার ভ্রম জানিতে পারিয়াছিলেন;
। প্রভু বড় ভয়ানক বলিয়া সাহস
ভ্রমের কথা বলিতে পারেন নাই।
লোকের উপরে দেশের বিচারপ্রণালী
লিতেছে। ইহাতে যে লোকে ঘৃণা
রিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় কি?
র্ণল ফিডের শাসনকালের সাম্বৎসরিক
র্শন করিয়া সর জন লরেন্স আহ্লাদ
রিয়াছেন। ব্রহ্মদেশে কৃষি বিস্তর
কৃষকেরা প্রায় লিখিত পাট্টা লয় না।
মকররি পাট্টা লইতে অসম্মত। সর
রল প্রধান কমিসনরকে বলিয়াছেন,
তাহারা আপনাদিগের প্রকৃত স্বার্থ
ই চেষ্টা পান। কিঞ্চিৎ সভ্যতা প্রবেশ
ল তাহারা ভূমির মর্য্যাদা বুঝিতে
না।

দেশে রেলওয়ে আরম্ভ হইতেছে। এক
কোম্পানী এই ভার পাইয়াছেন।
ধনের শতকরা ৮ টাকা সুদের জামীন
। আপাততঃ টিহারাণ অবধি রাই
লওয়ে হইবে। পরে বসোরা ও মরা
ইবার সম্ভাবনা। টিহারাণ হইতে
ইয়া বুসায়ার পর্য্যন্ত রেলওয়ে হইলে
ও ভারতবর্ষের বাণিজ্যের অনেক
য়।

হলের টেলিগ্রাফসকল প্রধানকার
জেনারেলের অধীনস্থ হইয়াছে। কর্ণেল
শীঘ্র সিংহলে গমন করিবেন। সিংহ-
রতবর্ষ হইতে পৃথক রাখাই অন্যায়।

রা প্রসিদ্ধ জুয়াচোর। এক জন চীন
বাষ্পীয় জাহাজে কয়েক শত মণ
বিক্রয় করে। জলে দিয়া দেখা গেল
অগ্নি হয় না। পরীক্ষাদ্বারা প্রকাশ
ই জুয়াচোর প্রস্তরে লাল রঙ দিয়া
লিয়া বিক্রয় করিয়াছে। বিক্রেতা জয়:
দহ নাই। কিন্তু ক্রেতারও বুদ্ধ
হে।

আক্ষেপ করিয়াছেন, যে টিকানিঙ
হে সুন্দরবন দেওয়া অতিশয়
হে। সুন্দর বনে কাষ্ঠ কাটিলে
না এটী চিরন্তন সংস্কার ছিল।
গবর্ণমেন্টের সামান্যমাত্র লাভ
কাষ্ঠ এত দুর্ম্মূল্য হইতেছে
দায় পাকাদি করিতে আরম্ভ

সম্প্রতি ২৬ সংখ্যক পঞ্জাবী পদাতিক শ্রেণি
মর্ড আগরা হইতে অম্বালায় যাইতেছিল।
তাহাদিগের নিমিত্ত একখানি বিশেষ শকট
শ্রেণি প্রেরিত হয়। মিরাট হইতে এক দল ইউ
রোপীয় সৈন্য প্রেরণ করা আবশ্যক হওয়াতে
তত্রত্য ষ্টেসনমাষ্টর শীকদিগকে নামিয়া যাইতে
বলেন, কিন্তু তাহাদিগের কর্ণেল আপত্তি
করাতে শকট ছাড়িয়া দেন। কিন্তু মোজঃফর
নগরে উপনীত হইলে দ্বিতীয় বাণিজ্যাধ্যক্ষ
এক টেলিগ্রাম করিয়া শকট স্থগিত করিলেন।
শকটখানি ইউরোপীয় সৈন্যদিগের নিমিত্ত চলিয়া
গেল। শীকদিগকে প্রায় ২৪ ঘটিকা মোজঃফর
নগরে কষ্ট পাইতে হয়। আক্ষেপের কারণ
নাই, ইউরোপীয়দিগের সুবিধা লইয়া কথা
হইলে যাবতীয় ভারতবর্ষীয়ের ভাগ্যেই এইরূপ
হইয়া থাকে।

আগামী জুলাইমাসে মধ্যভারতবর্ষের
প্রধান কমিসনর কর্ণেল মাবেল সাহেব প্রত্যাগ
মন করিবেন। মহাসভায় প্রবেশ করিতে পারিলে
তিনি এ দেশে আর আসিবেন না।

মহীসুরের লোকেরা তত্রত্য রাজার শিক্ষক
কর্ণেল মেলসকে এক অভিনন্দন প্রদান করিয়া
ছেন। কর্ণেল শিক্ষক হওয়াতে সকলেই আহ্লা
দিত হইয়াছেন। অভিনন্দনপ্রদ তারা বলেন,
যদি ও রাজাকে মহীসুর প্রত্যর্পণ করিবার
আজ্ঞা হইয়াছে, তথাপি তাঁহাদিগের মনে ভয়
ও সন্দেহ রহিয়াছে। রাজা কৃতবিদ্য হইলে
আপত্তি চলিবে না বলিয়া কর্ণেল মেলসের আগ
মন এত সুখের হইয়াছে। লার্ড ডেলহৌসি
নামে যাঁহাদিগের চক্ষের জল পড়ে তাঁহারা
দেখুন ভারতবর্ষীয়েরা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের
রাজনীতি সংক্রান্ত সত্যনিষ্ঠার উপরে কিরূপ
সন্দিহান হইয়াছেন।

সম্প্রতি সিভিলকার সাহেব ইডেন উদ্যানে
ভ্রমণ করিতে যান। কিন্তু তাঁহার টিকট না
থাকাতে পুলিশ প্রহরী তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয়
নাই। হগ সাহেব আজ্ঞা দিয়াছেন, অর্থ না
দিলে কেহ উদ্যানে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।
উদ্যানে সাধারণ সম্পত্তি অতএব এই প্রতিবন্ধ
কতা নিবন্ধন প্রধানতম বিচারালয়ে নালীশ
হইবে।

হরপুরি, বৈষ্ণব তাঁতি হর, ভুঁয়া এরেককালী
রায়নামক যে চারি ব্যক্তি কৃষ্ণধামানের হত্যা
কাণ্ডে লিপ্ত থাকাতে সেসিয়নে অর্পিত হয়,
তাহাদিগের বিচার হইয়াছে। এককালী রায়ের
দেবের প্রমাণ না থাকাতে তাহাকে মুক্ত করা

হইয়াছে। আর তিন জনের ফাঁসী হই
বিচারপতি মাকফার্সন আজ্ঞা দিবার সময়ে
য়াছেন, তাহাদিগের প্রতি দয়াপ্রকাশ করি
কোন কারণ নাই। উচিত দণ্ডসন্দেহ নাই।

৮ ই মাঘ বুধবার।

আমাদিগের নূতন গবর্ণর জেনরলও এ
কালে সিমলা পর্ব্বতে বাস করিবার মানস
য়াছেন। সাংক্রামিক রোগের শীঘ্র, উপশম
না।

কলিকাতার জষ্টিসদিগের ইঞ্জিনিয়র
সাহেব পুনর্ব্বার পীড়ানিবন্ধন ইংলণ্ডে যা
ছেন। জষ্টিসগণ ইংলণ্ড হইতে আর এক
ইঞ্জিনিয়র আনয়ন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে
ক্লার্ক সাহেবের বিখ্যাত ড্রেণ স্থানে স্থানে
হইয়াছে। ক্লার্ক সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে ড্রেণ
গমন হইলে কি ভাল হয় না?

উইলসন সাহেব হগ সাহেবের নামে
নালীশ করেন, মাজিষ্ট্রেট রবাটস তাহা অ
করাতে ইউরোপীয়েরা অতিশয় বিরক্ত
ছেন। বিস্তর লোক প্রত্যহ দৈনিক স
পত্রে বাধা প্রকাশ করিতেছেন প্রধানতম
লয়ে আপীল করিবার নিমিত্ত সকলে
করিতেছেন। রবাটস সাহেব যে অন্যায়
করিয়াছেন তাহাতে রাগ হইতে পারে। ই
পীয়েরা এই উপলক্ষে একটী সদুপদেশ
করুন। রবর্ট সাহেব হগ সাহেবের নামে ন
না লওয়াতে তাঁহাদিগের যেমন মর্ম্মা
বেদনা হইয়াছে, মফস্বলের মাজিষ্ট্রেটেরা
রোপীয়দিগের নামে নালীশ না লওয়াতে
দর লোকের সেই প্রকার মর্ম্মান্তিক পীড়া
অনেক মফস্বলমাজিষ্ট্রেট ইউরোপীয়
নামের নালীশ গ্রাহ্য করেন না।

[illegible] জেলে ৬০০০ টাকা
একটী পাঁওরুটির তুঁজল হইতেছে।
সিদ্ধ [illegible] টি পাওয়া ভার, অতএব
[illegible] বার সম্ভাবনা।

গতকল্য সর জন লরেন্স
ত্যাগ করিয়াছেন। লর্ড মেয় ও
উচ্চতর কর্ম্মচারী ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর
রলের সম্মানার্থ তাঁহার সহিত জাহাজ
গমন করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্ব দিবস
মেয় এক বৈঠক করাতে সর জন ল
সহিত অনেক এতদ্দেশীয় ভদ্রলোক
করিতে আসিয়াছিলেন।

কলিকাতার মুসলমানগণ সর জন ল
এক অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন। বেল
আরোহিসভাও এক অভিনন্দন দেন।

জন লরেন্স নিজে তাহা গ্রহণ না করিয়া সেক্রেটারির দ্বারা ধন্যবাদ প্রেরণ করিয়াছেন।

কটকে একখানি ইংরাজী সংবাদপত্র প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ব্রহ্মদেশে এক দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র বাহির হইয়াছে। এটী প্রকৃত উন্নতির চিহ্ন।

টমাস জোন্স সাহেব মান্দ্রাজের ছোট আদালতের উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন। কয়েকজন নূতন আদালতে নিযুক্ত হইয়াছেন। আমাদের এখানকার আদালতে কি এক বার জোন্স সাহেবকে পাঠাইলে ভাল হয় না?

...গ্রান্ট সাহেব বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতির পদত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার যে কার্য্যভার আছে, তাহাতে তাঁহার এ ভার গ্রহণ করাই অন্যায় হইয়াছিল।

আসাম, কাছাড় ও মণিপুরে ভূমিকম্পে অনেক অনিষ্ট হইয়াছে। ...র জেল ... হইয়াছে। কম্পের সময়ে পৃথিবী ... প্রায় ১০ ফুট উচ্চ হইয়াছিল। ... পৃথিবী ফাটিয়া যাওয়াতে নীলবর্ণ ... জল ও বালি বাহির হয় ... পৃথিবীর ২০ ফুট নীচে ... ১০ ৫ জায়গাতে নিরন্তর ভূমিকম্প ... নদীর জল প্রায় এক হাতের উর্দ্ধে উঠিয়াছিল। মণিপুরে কেবল ৪টী বাটী আছে। অনেক স্থানের নদীতীর ভাঙ্গিয়াছে।

...এবার শস্য ভাল হইল না। ... এই অবস্থা। ... অধিক ... হয় নাই। ... বাদ্য হইয়াছে। ... মাত্র হইয়াছে। এই বেলা ... চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য।

...সমুদায়ে ভারতবর্ষের ৩০ টী আপীল ... প্রিবি কৌন্সিলে আছে। ইহার মধ্যে ... বঙ্গদেশ হইতে হইয়াছে। এগুলি প্রায় ... ঘটিত। এত আপীল হওয়া অবশ্য ... কিন্তু আজি কালি প্রধানতম বিচারালয় ... সকল অদ্ভুত বিচার হইতেছে, তাহাতে ... আর তত বিশ্বাস নাই। উইল, বিবাহ ... লোকদিগের স্বত্ব লইয়া যেখানে কথা, ... দের ব্যারিষ্টর জজেরা সেখানে প্রায় ... করতে সমর্থ নহেন। ... উইলসংক্রান্ত বিচার ইহার একটী ...।

৯ ই মাঘ বুধবার।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিতে যত সিবিলিয়ান আছেন, তাঁহাদিগের শতকরা ২০ জনের অধিক এক কালে ইংলণ্ডে যাইতে দেওয়া হইবে না। সমুদায় বঙ্গদেশে একণে ২৪৬ জন সিবিলিয়ান আছেন, ইহাঁদিগের মধ্যে ৪৯ জন বিদায় পাইয়াছেন। বিদায়ের আবেদন আকাউণ্টাণ্ট জেনরলের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের নিকটে প্রেরণ করিতে হইবে। পীড়া ও বিশেষ কারণ না হইলে নিয়মাতিরিক্ত বিদায় দেওয়া হইবে।

ডাক্তার টমিয়র গবর্ণর জেনরলের চিকিৎসক হইয়াছেন। ইনি হোমিওপেথি মতে চিকিৎসা করেন।

গবর্ণর জেনরলের প্রস্তাবানুসারে গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, পূর্ত্তবিভাগের কর্ম্মচারীদের ন্যায় অবিশেষ কর্ম্মচারীগণেরও এতদ্দেশীয় ভাষায় পরীক্ষা দিতে হইবে

পদত্যাগের কিছুদিন পূর্ব্বে সর জন লরেন্স ষ্টেট সেক্রেটারির নিকটে এক পত্র লিখিয়া প্রস্তাব করেন মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের শাসনকর্ত্তাদিগের ন্যায় বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের একটী মন্ত্রিসভা করা কর্ত্তব্য। বঙ্গদেশশাসন অপেক্ষাকৃত গুরুতর, অতএব এপ্রস্তাব অসঙ্গত হয় নাই।

বেবেরিজ ঘোড় উঠিয়া যাইতেছে বলিয়া যে জনরব উঠিয়াছে, তাহা অমূলক। যদি বঙ্গদেশে এক জন পূর্ণক্ষমতাবান গবর্ণর হন, তাহা হইলে বোর্ড উঠিয়া গিয়া রাজস্ববিভাগের এক জন স্বতন্ত্র সেক্রেটারি হইবেন। কিন্তু ... ও আমলার সংখ্যা কমিবে না।

তিন দিন বিচারের পর গত শনিবার এ. সি ... নষ্টের মকদ্দমার শেষ হইয়াছে। জুরি ... দোষী বলাতে বিচারপতি মাকফর্সন তাঁহাকে ... দিন পরিশ্রমের সহিত চারিবৎসর মিয়াদ ... দিয়াছেন। এই হতভাগ্য বিখ্যাত আর্কডিকোন ... ষ্টার সাহেবের পুত্র। কলিকাতার একটী ইউরোপীয় বেশ্যার সঙ্গে পড়িয়া ইহার বিস্তর দেনা হয়। তন্নিমিত্ত এই ব্যক্তি জুয়াচুরি করিয়া ইংলণ্ডে পলায়ন করিবার চেষ্টা করে। এই মকদ্দমা উপলক্ষে বিচারপতি মাকফর্সন সাক্ষী ... সাহেবের সাক্ষ্যের প্রতি বিশেষ দোষারোপ করিয়াছেন।

যে সকল স্থানে জলকষ্ট হইয়াছে, তথায় কয়েকটী করিয়া নলীর কূপনল প্রেরিত হইবে। ... ভারতবর্ষের নিমিত্ত অনেক নল ইংলণ্ড হইতে আসিতেছে।

বাঙ্গালোর হেরাল্ড বলেন, মান্দ্রাজে ... গবর্ণমেণ্ট আফিসের প্রধান ও এক জন ... প্রতি শনিবার এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারী ... খৃষ্টীয় ধর্ম্মের বিষয়ে উপদেশ দেন। ... নূতন বৎসর উপলক্ষে কেরাণীরা ... সাহেব সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। কিন্তু ... উপদেশেও কেহ খৃষ্টীয়ান হন নাই ... সাহেব রাগ করিয়া বলিলেন, যদি আমার ... উপদেশ নিষ্ফল হয় তাহা হইলে তিনি ... তাহার মূলচ্ছেদ করিবেন। সর জন লরেন্স ... গেলেন আর কেন?

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে ... আবদুল রহমনের সহিত সিয়ারআলির ... হয়, তাহাতে আবদুল রহমন সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছেন। সিয়ার আলি খাঁর ... আকুব খাঁ সর্ব্বাপেক্ষা সমরনৈপুণ্য ... করিয়াছেন আজিম খাঁ রণস্থলে ... হন। আবদুল রহমন কয়েকজন সওয়ার ... পলায়ন করিতে ছিলেন, কিন্তু তিনিও ... পড়িয়াছেন।

এই যুদ্ধ শেষ হওয়াতে অধিবাসীরা সুবিধা ... চারি বৎসর যুদ্ধ হওয়াতে আফগান ... এত কষ্ট হইয়াছে যে, তাহাদিগের ... সিয়ার আলিকে যে ঋণ প্রেরণ করা ... কাবুলে তাহা ভাঙ্গাইবার টাকা নাই।

বোম্বাই ব্যাঙ্ক অংশীদিগকে ... টাকা লাভ প্রদান করিয়াছেন। মান্দ্রাজ ... শতকরা ৭॥ টাকা লাভ হইয়াছে।

অস্ট্রেলিয়ার অধ্যাপক হালফোর্ড ... প্রকাশ করিয়াছেন। ... শিরার মধ্যে পিচকারি করিয়া দিলে ... নষ্ট হয়। ... একটী ... আরোগ্যলাভ করিয়াছে। ... পরীক্ষা করিবেন।

গত ৩০ এ নবেম্বরে ভারতবর্ষের ... ধনাগারে ৭,১৫,২২,৪০১ টাকা মাত্র ... জমা টাকা অতিশয় কমিয়াছে।

লালা ... ১২ বৎসর উত্তর ... গবর্ণমেণ্টের উকীল ছিলেন। ... সর উইলিয়ম মিয়র ... পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে একটী ... করিয়াছেন।

১০৭ ... ইউরোপীয় ... দলের লেপ্টেনাণ্ট ... এক স্ত্রীলোককে ব্যভিচারিণী করি... তাঁহার স্বামীর বাটীতে না ...

হাবাদের সহকারী মাজিষ্টেট তাঁহাকে
রনে অর্পণ করিয়াছেন।

ম্প্রতি পঞ্জাব ও রাজপুতনার স্থানে স্থানে
হওয়াতে শস্যের কতক মঙ্গল হইয়াছে।
ইলিয় মিয়ব বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষকে বলি
, অনাহারে কেহ প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহা
ক দায়ী হইতে হইবে। এই বারে ঠেকে
হইয়াছে।

ারদেশের রাজা ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্টের
ট কয়েক জন আফিসর ও রণতরির অধ্যক্ষ
য়াছেন।

১০ ই মাঘ শুক্রবার।

কল্য বণিক সমাজ লাড্‌মেয়কে এক অভি
প্রদান করিয়াছেন। গবর্ণর জেনরল প্রত্যু
দানকালে বলিয়াছেন, ইংলণ্ডপর্য্যন্ত
র সম্বন্ধে টেলিগ্রাফ, ভারতবর্ষের রেলওয়ে
খননকার্য্যের নিমিত্ত যত টাকা ব্যয়
য়ক তাহা তিনি করিবার মানস করিয়া
ইহার বক্তৃতা ত অমৃতধারা বর্ষণ করিতেছে
কি বর্ষণ করে, এখনও আমরা স্থির
ত পারি নাই। তবে ইহার ভদ্রতা অনেক
াইতেছে। মেইন সাহেব আমাদিগের
বর্ষীয় প্রজাগণ বলিয়া থাকেন, কিন্তু
য় "আমাদিগের সম প্রজাগণ" বলিয়া

য়নিয়র বলেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট
ত কর্ম্মচারীদিগের বিদায়ের যে নিয়মা
করেন, সর ষ্টাফোর্ডনর্থকোট তাহা ফিরা
পাঠাইয়া দিয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব ষ্টেট
টারি বলিয়াছেন, বিদায়ের নিয়মগুলি
য় উদারভাবাপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ভারত
গবর্ণমেণ্ট কোন পরিবর্ত্ত করিতে চান
নবিলিয়ানদিগের বিদায়ের নিয়ম সকল
ত সুবিধার হইল, অচিহ্নিতদিগেরও
া হইবে কেন তাহার কোন কারণ দেখা

পত্র অবগত হইয়াছেন, রাজা দিনকর
রওয়ার মন্ত্রিত্ব হইতে চ্যুত করা হই
হার কার্য্যে সকল লোকের এত অপ্রীতি
বিদ্রোহ হইবার উপক্রম হইয়াছিল।
নমিত্ত কলিকাতায় আসিতে আসিতে
প্রতিগমন করিয়াছেন। তিনি বক্সেল
জন সিবিলিয়ানকে চাহিয়াছেন।
রওয়ায় আছেন। রওয়াতে দিন
কাজ করিয়াছেন, তৎসংক্রান্ত
কাগজ বলা হইয়া।

সম্প্রতি ইংলণ্ডে দুই জন দীক পুলিষে নীত
হয়। এক জনের বয়ঃক্রম ৭০ ও তাহার পুত্রের
২৫ বৎসর। ইহাদিগের উপার্জ্জনের কোন
উপায় ছিল না এবং রাত্রিতে মাঠে ও রাস্তায়
শয়ন করিয়া থাকিত। পুলিষে ইহারা বলিল,
এক জন ইংরাজ তাহাদিগকে লইয়া যান;
কিন্তু ইংলণ্ডে গিয়া তাড়াইয়া দেওয়াতে
তাহারা অসঙ্গতিনিবন্ধন যেখানে সেখানে
থাকিতে বাধিত হয়। মাজিষ্টেট ইহাদিগকে
বিদেশীয় অনাথালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন। মধ্যে
মধ্যে এপ্রকার শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়া থাকে।
যেসকল ইংরাজ ভারতবর্ষীয় ভৃত্য লইয়া
ইংলণ্ডে যান, ধর্ম্মতঃ তাঁহাদিগকে এইসকল
লোককে ভারতবর্ষে আসিবার পাথেয় দেওয়া
কর্ত্তব্য।

বোম্বাইয়ের প্রধানতম বিচারালয় সিদ্ধান্ত
করিয়াছেন, জাহাজের অধ্যক্ষগণ নাবিকদিগকে
বোম্বাইয়ে তাড়াইতে পারিবেন না। নাবিকেরা
পদত্যাগ করিতে সম্মত থাকিলেও সে পদ
ত্যাগ গ্রাহ্য নহে। এটী অতিশয় যুক্তিসিদ্ধ
মীমাংসা। ইহাদ্বারা লোফারের সংখ্যা অনেক
কমিবে।

সিলং হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, "গত
কল্য (১১ ই জানুয়ারি) সন্ধ্যার পূর্ব্বে এখানে
ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। বেলা ৪
ঘণ্টা ৫০ মিনিটের সময় মেঘগর্জ্জনের ন্যায়
শব্দ হইয়া কম্প আরম্ভ হয়। ঘর দুয়ারপ্রভৃতি
তাবৎ দুলিতে লাগিল, ক্রমে ক্রমে ৩ বার কম্প
হইয়াছিল। শেষ কম্প ৫ ঘণ্টা ৮ মিনিটের
সময় হয়। শ্রীযুক্ত জানরেল লায়াল সাহেব
নূতন বাঙ্গালা প্রস্তুত করিতেছিলেন,
তাহার চিমনি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত
লেপ্টেনণ্ট কর্ণেল বিভার এখানকার ডেপুটি
কমিসনর। তাঁহার বাঙ্গালা সিলঙের মধ্যে
উৎকৃষ্ট। তাঁহার বাঙ্গালারও চিমনি ভাঙ্গিয়া
গিয়াছে ও দেয়াল চিড় খাইয়াছে। এখানকার
কমিসরিএট আফিসর মেজর মর্টগিউয়ের উত্তম
বাঙ্গালা আছে। এ বাঙ্গালারও স্থানে স্থানে
চিড় খাইয়াছে ও চুণ বালি খসিয়া গিয়াছে।"

১১ ই মাঘ শনিবার।

অদ্য নবযুবক ব্রাহ্মদিগের সাম্বৎসরিক সভা
ও উপাসনা হইবে। ব্রাহ্মগণ সংকীর্ত্তন করিতে
করিতে নূতন ধর্ম্মমন্দিরে প্রবেশ ও তাহা উৎ
সর্গ করিবেন। দুই প্রহরের সময়ে এক বার ও
সন্ধ্যার সময়ে আর এক বার উপাসনা হইবে।
রাত্রি ৯ ঘটিকার সময়ে টৌনহালে বক্তৃতা ও

ইংরাজীতে ব্রহ্ম দীক্ষ হইবে। এই বক্তৃ
কারণ কি? বাঙ্গালী হইয়া ইংরাজীতে
করিবার কারণ ত আমরা বুঝিতে
লাম না।

আব্রাহাম ফিলটসমক ভারতবর্ষীয় এ
রেলওয়ে কর্ম্মচারী শ্রীনাথ বিশ্বাসনাম
জন মজুরকে প্রহার করাতে তাহার মৃত্যু
বিচারকালে পীড়িত প্লীহার আপত্তি
হইয়াছিল। জুরি সামান্য প্রহারের নিমিত্ত
বলাতে বিচারপতি মাকফাসন ইহার ছয়
মেয়াদ দিয়াছেন। ভারতবর্ষস্থিত ইংরা
অপক্ষপাতিতা ও দয়ার বড় দৃষ্টান্ত প্র
করিতেছেন।

লণ্ডন হইতে সংবাদ আসিয়াছে, ষ্টেট
টারি পঞ্জাবের কৃষকসংক্রান্ত আইন ব
করিয়াছেন। সর জন লরেন্সের এ অনুষ্ঠা
বিফল হইল।

লক্ষ্ণৌএর ইউরোপীয় সৈন্যগণ দলবদ্ধ
দস্যুবৃত্ত করিতেছে। সম্প্রতি একটী
দীয় স্ত্রীলোককে শকট হইতে নামাইয়া
অলঙ্কার মোচন করিয়া লইয়াছে। রাম
মদনউদ্দৌলার অশ্ব ও শকট দুইবার চুরি
য়াছে। ইউরোপীয়েরা মফস্বলের আদা
অধীন নহে। প্রধানতম বিচারালয়ের স্থ
জুরিগণ তাহাদিগের হত্যার অপরা
"সামান্য প্রহারের" অভিমত প্রকাশ ক
ইহাতে পাপের যদি প্রশ্রয় না হইবে,
আর কিসে হইবে?

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের
বিক্রীত হইতেছে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৪ টাকার | বিক্রী | | ৯৫৵ । ৯ |
| ৪ | " | কোং | ৯৪।৵ । ৯ |
| ৫ | " | পবলিকওয়ার্ক | ১০৪।৵ । ১০ |
| ৫ | " | কোং | ১০৮।০ । ১০ |
| ৫॥ | " | কোং | ১১২৵ । ১১২ |

—:০:—

## ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৫ ই জানুয়ারি। আরল অব
গুন ও রেবর্ডি জন সাহেব লার্ড ষ্টানলের
আলাবামাঘটিত বিবাদের মীমাংসার্থ উ
পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

টাইমস বলেন, তুরষ্কের সহিত গ্রীসের
হওয়াতে প্রিন্স অব ওয়েলস এথেন্সে য
পারিলেন না।

ব্রেজিলের শেষ সংবাদে প্রকাশ করে,
গীয়দিগের সহিত ব্রেজিলীয়দিগের স
এক ঘোরতর যুদ্ধ হইয়া, প্যারাগীয়
নষ্ট হইয়াছে। ২০০ অনুচর লইয়া
পলায়ন করিয়াছেন। প্রিন্স অব ওয়ে
তাঁহার স্ত্রী কোপেনহেগেন হইতে যাত্রা
য়াছেন।

[illegible]রিস ১৬ই জানুয়ারি। অদ্য দূতসভার অধিবেশন হইয়াছে। যেসকল গবর্ণমেণ্টের [illegible]সিয় ছেন, তাঁহারা গ্রাহ্য করিলে পরদূত একবাক্য হইয়া আপনাদিগের মন্তব্য [illegible]ক জানাইবেন। দূতগণ স্থির করিয়াছেন, [illegible]ন যে পাঁচটী প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার [illegible] জাতিসাধারণ নিয়ম ও যুক্তিসঙ্গত। [illegible] প্রস্তাবের তর্কের প্রয়োজন নাই, কারণ [illegible] এবিষয় নিজ নিজ বিচারালয়ের হস্তে অর্পণ [illegible]তছেন। পঞ্চম বিষয়টী প্রথম তিন প্রস্তা[illegible] অন্তর্গতমাত্র। গবর্ণমেণ্টসমূহ গ্রীসকে [illegible]বন তিনি যেন জাতি সাধারণ আইন অনু[illegible] কার্য্য করেন। গ্রীস যদি এই প্রস্তাবে [illegible] হন, তাহা হইলে সুলতান নিজের প্রস্তাব ফিরাইয়া লইবেন।

[illegible]প্যরা ১৭ ই জানুয়ারি। পারস্যে মুহাদির [illegible] একটী ধর্ম্মসম্প্রদায় হইয়াছে। টিহারণ [illegible] তুরস্ক দূত সেই দলের শিষ্য হওয়াতে [illegible]তান তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াছেন।

[illegible]১৭ ই জানুয়ারি—দূতগণ স্থির করিয়াছেন [illegible]ের পঞ্চম প্রস্তাবও প্রথম তিন প্রস্তাবের [illegible]র্গত হইয়াছে। চতুর্থ প্রস্তাব বিচারালয়ে [illegible]ণ করা হইবে। গ্রীস যদি দূত সভার প্রস্তাব [illegible]াহ্য করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক [illegible]ত করিবার বিষয়ে ইংলণ্ড আপত্তি করি[illegible]ন।

[illegible]প্যরা ১৮ ই জানুয়ারি। সুলতান দূত সভার [illegible] গ্রাহ্য করিয়া নিজের দূতকে সন্ধিপত্রে [illegible]ক্ষর করিবার নিমিত্ত টেলিগ্রাম করিয়াছেন। [illegible] গবর্ণমেণ্টসমূহ স্থির করিয়াছেন, গ্রীস যদি [illegible] সভার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে [illegible]হারা সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ থাকিবেন।

[illegible] প্রিন্স অব ওয়েলস ও তাঁহার স্ত্রী বার্লিনে [illegible]নীত হইয়াছেন।

[illegible]ওয়াশিংটন ১৯ এ জানুয়ারি। আলাবামার [illegible]য়ে এবং বিদেশীয়গণ আমেরিকার জাস [illegible]িলে তাঁহাদিগকে আমেরিকাবাসী বলিয়া [illegible] দিবার বিষয়ে ইংলণ্ডের সহিত যে সন্ধি [illegible]ইয়াছে, সভাপতি জনসন তাহা মহাসভার [illegible]কটে অর্পণ করিয়াছেন।

—:o:—

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্টগবর্ণরের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

১৩ই জানুয়ারি। যত দিন এস, বি, রচ-[illegible]ফোর্ড সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকি[illegible]বেন ততদিন জে, এস, লার্ম্মিন সাহেব হুগলির প্রতিনিধি পুলিস সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

যত দিন বাবু বৈকুণ্ঠচরণ দাস সরকারী কার্য্যান্তরে থাকিবেন, তত দিন বাবু রাজেন্দ্রকু[illegible]মার বসু ঢাকার প্রতিনিধি সদরমুন্সেফ হইবেন।

যেদিবস কর্ণেল এচ, হপকিন্স কার্য্যভার অর্পণ করিবেন সেই দিবসাবধি লেপ্টেনণ্ট কর্ণেল ডবলিউ, আগ্নু আসামের প্রতিনিধি কমিসনর হইবেন।

যতদিন লেপ্টেনণ্ট কর্ণেল আগ্নু কার্য্যান্তরে থাকিবেন, তত দিন লেপ্টেনণ্ট কর্ণেল এচ, এস, বিবার আসামের প্রতিনিধি বিচারসম্বন্ধীয় কমিসনর হইবেন।

পি, টি, কর্ণেগি সাহেব কিছুদিনের নিমিত্ত কসায়া ও জয়ন্তিয়া পর্ব্বতের প্রতিনিধি ডেপুটি কমিসনর হইয়া সিবিল জজের ক্ষমতা পাইবেন। তিনি চতুর্থ শ্রেণির প্রতিনিধি ডেপুটি কমিসনর হইবেন।

জে, ওকিনিলি সাহেব পাটনার মিউনিসি পালিটির সহকারী সভাপতি হইবেন।

যত দিন মৌলবী অজিজদ্দিন বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন বাবু শিবশরণ লাল ভাগলপুরের অন্তর্গত যেখরার প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

২৮ এ ডিসেম্বরের বৈকাল অবধি আর, টি, সিবেষ্টার সাহেব কিছুদিনের জন্য হাবীগঞ্জ উপবিভাগের ভার পাইবেন। তিনি বাবু হাতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাচালন করিবেন।

যত দিন জি, জি, মরিস সাহেব কার্য্যান্তরে থাকিবেন, তত দিন জি, এ, সিপার সাহেব যশোহরের প্রতিনিধি অতিরিক্ত জজ হইবেন।

৯ ই জানুয়ারির গেজেটে তাঁহার ঢাকা ও চট্টগ্রামের প্রতিনিধি অতিরিক্ত জজ হইবার যে বিজ্ঞাপন হয়, তাহা একেবারে রহিত হইল।

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত [illegible]র মুন্সেফ বাবু মদনগোপাল সোম প্রথম শ্রেণিতে উন্নীত হই[illegible]বেন।

নদীয়ার অন্তর্গত হরবারি গ্রামের মুন্সেফ [illegible] শিবদাস মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীত হইবেন।

বাবু অতুলচন্দ্র ঘোষ দিনাজপুরে তৃতীয় শ্রেণির মুন্সেফ হইবেন। কিন্তু যত দিন বাবু মোহনলাল পাণ্ডে উপনীত না হন তত দিন পুরীর প্রতিনিধি মুন্সেফ থাকিবেন।

যত দিন বাবু অতুলচন্দ্র ঘোষ কার্য্যান্তরে থাকিবেন, তত দিন বাবু উমাচরণ দত্ত [illegible]পুরের প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

যত দিন বাবু শ্যামধন মুখোপাধ্যা[illegible] [illegible]ন্তরে থাকিবেন, তত দিন বাবু মাধবচন্দ্র[illegible] ২৪ পরগণার অন্তর্গত শালিপুরের মু[illegible] [illegible]বেন।

বাবু চন্দ্রপ্রসন্ন দত্ত বর্দ্ধমানের অন্তর্গ[illegible] [illegible]মার মুন্সেফ হইবেন।

মুন্সি তফেল আহম্মদ বর্দ্ধমানের [illegible] বামনবাড়ার মুন্সেফ হইবেন।

১৪ ই জানুয়ারি। চম্পারণের সহকা[illegible] [illegible]ষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর সি, এচ, [illegible] সাহেব প্রধানতম বিচারালয় ও সেসিয়[illegible] করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে [illegible] [illegible]বেন।

৯ ই জানুয়ারি অবধি এ, সি, [illegible] সাহেব ত্রিহুতের প্রতিনিধি আইষ্ট [illegible] ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

১৫ ই জানুয়ারি। নিম্নলিখিত [illegible] কটকের বিদ্যাশিক্ষা সভার সভ্য[illegible]

ডবলিউ, কিঙ্কিয়াম সাহেব।

বাবু জগন্মোহন রায়।

[illegible] ই মানাথ পণ্ডিত।

জে, আণ্ডারসন সা[illegible]

[illegible] মেডিকাল কালেজের অন্য[illegible] হইবেন।

যত দিন মৌলবী মহম্মদ মামুদ বি[illegible] অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ব[illegible] [illegible] চট্টোপাধ্যায় ত্রিপুরার অন্ত[illegible] [illegible]গরের প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

৭ ই জানুয়ারি ডবলিউ [illegible] সাহেব কটকের মাজিষ্ট্রেট ও [illegible] কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। [illegible] তিনি প্রথম শ্রেণির প্রতিনিধি [illegible] কালেক্টর হইবেন।

যে দিবস এ, টি, মাকলিন স[illegible] [illegible]রের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের [illegible] [illegible]য়াছেন, সেই দিবসাবধি মাজিষ্ট[illegible] হইবেন।

যে দিবস অবধি এ, ই, ক[illegible] প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও ক[illegible] সেই দিবসাবধি তিনি প্রথ[illegible] মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হই[illegible]

১৬ ই জানুয়ারি। ডাক্ত[illegible] দিনের নিমিত্ত ঢাকার প্র[illegible] হইবেন।

দেবগড়ের সহকারী কমিসনর এ, ডবলিউ,
ষ্ট সাহেব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের কত
ার সিমুলতলা, বৈদ্যনাথ, মহাদেবপুর
জগদীশপুরের আড্ডার মধ্যে রেলওয়ে
ও যাবতীয় মকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা
লেন। বাঁকা উপবিভাগের অন্তর্গত চন্দন
গণার ও যাবতীয় রেলইলওয়ে ঘটিত মক
ার বিচারের তাঁহার হস্তে দেওয়া গেল।
রাণীগঞ্জের সহকারী মাজিষ্ট্রেট জে, আর,
লট সাহেব গোবিন্দপুরের মাজিষ্ট্রেটের
ার মধ্যে রেলওয়ে ঘটিত যাবতীয় মকদ্দ
বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।
জামতারার সব আসিষ্টান্ট কমিসনর এ
. ফ্রেজার সাহেব কারমতারা জামতারা
মেহগ্রাম আড্ডার মধ্যে কড লাইন ঘটিত
তীয় মকদ্দমা করিবার ভার পাইলেন।
এ জানুয়ারি। লেপ্টেনন্ট ডবলিউ,
ময়মনসু চতুর্থ শ্রেণিতে নিযুক্ত হইয়া
ভর ডেপুটি কমিসনর হইবেন।
পার্ক সাহেব হুগলির প্রতিনিধি
ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।
ব্রিমলি সাহেব হুগলীর মাজ
র হইয়া মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি
ক্ষমতা পাইবেন।

—:০:—

মাদিগের গাজিপুরস্থ সংবাদদাতা
াছেন।

ই কালি এপ্রদেশের দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট ব্যক্ত
াহায্যার্থ অনেক স্থানে চাঁদা হই-
মাদিগের মাজিষ্ট্রেট সাহেবও এই
এখানে একটী সভা করিয়াছিলেন।
হেবের অনুরোধে অনেকগুলি ধনী
স্থত হইতে হইয়াছিল কিন্তু লজ্জার
শুদ্ধ ১২৫ টাকার অধিক উঠা
উরোপীয় কোয়ার্টার হইতে প্রায়
হইয়াছে। এপ্রদেশের বড়মানুষ
নাচপ্রভৃতিতে ব্যয় করিতে
কিন্তু এসব বিষয়ে কিছু দিতে
বল খাতের এড়ান বিবেচনা
দুঃখের বিষয়।
তী পরীক্ষার প্রশ্ন চুরি
ানে পরীক্ষা না হইয়া
ীক্ষা লওয়া হইয়াছিল।
ার ৯০ ছিল। ইহার

মধ্যে কেবল ১৭ জন ইংরাজী ভাষাতে আর সকলে উর্দ্দুতে পরীক্ষা দিয়াছেন। প্রশ্ন চুরির ভয়ে পরীক্ষকেরা এবার প্রশ্ন না ছাপাইয়া নিজে নিজে পরীক্ষার্থীদিগকে লেখাইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু শুনিতেছি পরীক্ষা স্থানে কিছু গোলযোগ হইয়াছিল।

৩। সে দিন এখানকার গবর্ণমেণ্টসংক্রান্ত দুটী বএল চুরি গিয়াছে। পুলিষ এ পর্য্যন্ত অনুসন্ধানই করিতেছেন।

৪। এখানে এখন পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষ কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। চাউল টাকায় ৯ সের এবং গম ১০ সের। এখানে আরও এক বৎসর আক্ট্রায় ডিউটি অর্থাৎ এখানে যে যে শস্য আমদানী হইবে তাহার উপর কর লওয়া হইবে না।

—:০:—

আমরা ফরিদপুর হইতে নিম্নলিখিত সংবাদগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি।

১। ১ লা জানুয়ারিতে আমাদিগের এখানকার কৃষিপ্রদর্শনী মেলা আরম্ভ হইয়া, গত বৃহস্পতিবার শেষ হইয়াছে। মেলার ধুম ধাম ও বাহ্যাড়ম্বরের ত্রুটি হয় নাই। সিংহদ্বারনির্ম্মাণ, দরবারগৃহসজ্জা, ঘোড়দৌড়, মানুষের দৌড় কুস্তি এবং বাজি পোড়ান হইয়াছিল। যাহা হউক, সুখের বিষয় এই প্রকৃত কৃষকদিগকে এ বার অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনকরূপে পারিতোষিক দেওয়া হইয়াছে। এ বার আমরা আমাদিগের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমোহন রায় মহাশয়কে যথোচিত উদ্যোগ উৎসাহ ও পরিশ্রমসহকারে মেলার প্রায় যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিতে দেখিয়া সমধিক সন্তোষলাভ করিয়াছি। ভগবান বাবুর অনুপস্থিতিতে আগামী বৎসর তিনি এইরূপ শ্রমসহকারে কার্য্য করেন, ইহা আমাদিগের একান্ত প্রার্থনীয়।

২। আমাদিগের ছোট আদালতের জজ বাবু কালীকিঙ্কর রায় মহাশয় এখানে সমাগত হইয়া অনেক নূতন আমলা নিযুক্ত করিতেছেন। আমরা কালীকিঙ্কর রায় মহাশয়কে অনুরোধ করি, নিরপেক্ষভাবে যথাযোগ্য কার্য্যক্ষম ব্যক্তিগণকে যেন তিনি নিযুক্ত করেন কেবল প্রশংসাপত্রের উপরে নির্ভর না করিয়া স্বভাব চরিত্রের প্রতিও যেন একটু দৃষ্টি রাখেন।

৩। গবর্ণমেণ্ট স্কুল ১ মাসের নিমিত্ত বন্ধ হইয়াছে। স্কুলসম্বন্ধে আমাদিগের অনেকগুলি লিখিতব্য আছে।

৪। গত রবিবার প্রায় ৫ ঘটিকার সময় এখানে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

—:০:—

আমাদিগের গোয়ালিয়রস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। গত ৫ ই পৌষ প্রাতঃকালে এখানে
প্রায় দুইঘন্টাকাল যথেষ্ট বৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে
এ অঞ্চলের বিশেষ উপকার হইয়াছে। দুর্ভি
ক্ষের আর বড় আশঙ্কা নাই; শস্যাদির মূল্যও
অনেক কমিয়াছে; কৃষকেরা ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে
আরম্ভ করিয়াছে, ক্ষেত্রে পূর্ব্বে যেসকল
শস্য বপন করা হইয়াছিল, তাহার পক্ষে বিশেষ
উপকার হইয়াছে। এই সময়ে আরও কিছু বৃষ্টি
হইলে সকল আশঙ্কা দূর হইতে পারে। জল
না হওয়াতে লোকের জ্বরাদি পীড়া হইয়া
যে কষ্ট হইতেছিল, এক্ষণে আর তাহা নাই।
এখন আর প্রায় লোকের পীড়াই নাই বলি-
লেও হয়।

২। আমাদের প্রিয় বন্ধু বাবু নবীনচন্দ্র
চক্রবর্ত্তী মহাশয় অবকাশান্তে পুনরায় গত ১৩
ডিসেম্বর এখানে আসিয়াছেন; নবোৎসাহ
ও নবোদ্যমসহকারে ইংরাজী ও বাঙ্গালা
সভার উন্নতিসাধনে বিশেষ যত্ন করিতেছেন।
এটী সিবিল ষ্টেসন নহে; একটী ক্যাণ্ট
নমেণ্ট। কর্ম্মস্থানের মধ্যে কেবল দুইটী
বিভাগ (ডিপার্টমেণ্ট) আছে, কমিস
রিএট ও এঞ্জিনিয়ারি। ইহাতে ২০। ২৫
৩০।৪০ টাকা এইরূপ অল্পবেতনপ্রাপ্ত কর্ম্মচা-
রীই অধিক। আমাদের যেসকল বঙ্গীয় ভ্রাতা
বিদ্যালয়ে যৎসামান্য পড়িয়া অর্থোপার্জ্জনের
অনুসরণ করিয়াছেন এবং স্বদেশে ও উত্তর
পশ্চিমের কোন স্থানে কর্ম্ম প্রাপ্ত হন নাই,
তাঁহারাই এখানে আসিয়াছেন। বিদ্যালয়ে
অধিক না পড়িলে ও অল্প বয়সে অর্থোপার্জ্জ-
নের ইচ্ছা হইলে লোকের যত আত্মা ও মনের
উন্নতি হইতে পারে তাহা বিলক্ষণ বোধগম্য
হয়। আমি এখানে এক বৎসর হইল আসি-
য়াছি, সকল বিষয় বিশেষরূপে দেখিলাম,
কিন্তু যাহাতে মনুষ্যত্বের উন্নতি হয়, এরূপ
যত্ন এখানকার কাহারও দেখিলাম না। কেবল
দুই পংক্তি লিখিতে ও দুইটা ইংরাজী কথা
কহিতে শিখিলেই অনেকে আপনাকে কৃতার্থ
জ্ঞান করেন। এক্ষণে তাঁহার শিবার পরিবা

াজন ইত্যাদি সামান্য বিষয়েই অনেকের
ন্যর উদ্দেশ্য বদ্ধ রহিয়াছে। আমি যে এক
ানুষ্য, ঈশ্বর আমার উপর যে নানা গুরু
ার দিয়া রাখিয়াছেন, আজীবন যাহার
প্রাণগত যত্ন করিতে হইবে, এসকল কাহা
চন্তার বিষয় নহে, এখানকার অল্প শিক্ষিত
লীর বলিয়া নহে, আমাদের বাঙ্গালী
দিগের মধ্যে যাঁহারা বিশেষরূপে শিক্ষিত,
দের মধ্যেও এইরূপ ভাব, তবে যিনি
যত্ন ও অধ্যবসায়সহকারে বিদ্যাবিষয়
র্ম্মবিষয়ে কিছু উৎকর্ষ লাভ করিতে
ন তিনি "বন গাঁয় শিয়াল রাজা"
চাহেন। তিনি বাবু কেশবচন্দ্র সেনের
অবতার বলিয়া লোকের পূজা গ্রহণ
ত অভিলাষ করেন। এই সকল
য়া শুনিয়া বাঙ্গালীদিগের প্রকৃত অভ্যুদয়
া হওয়া হইতে হইয়াছে। পূর্ব্বে আমাদের
া যুবকেরা আত্মীয় স্বজনের তিরস্কারে
রিদিগের শরণাগত হইতে যাইত, এখন
ায়ের প্রসাদে পশ্চিমাঞ্চলে পলাইয়া
। এ অঞ্চলের মধ্যে অনেক বাঙ্গালী দেখা
া ভয়েতে না অন্য কোন কারণে এখানে
য়া আসিয়াছে, আবার গোয়ালিয়র একটী
রাজ্য, সাধারণগম্য স্থান নহে; কাজেই
এখানে ঐরূপ পলাতকের সংখ্যা দিন
দ্ধি পাইতেছে। অতএব, যাহারা লেখা
া ভয়েতে দেশ ছাড়িয়া আসিয়াছে, এখন
করিয়া তাহাদের আর কত দূর হইবার
করা যায়। তবে আমি যে অন্যান্য স্থানের
লীগণ অপেক্ষা এখানকার বাঙ্গালীদের
র স্থাপিত করিয়া আসিয়াছি, তাহার
া আছে। এ অঞ্চলের কোন স্থানের
লীদের অর্দ্ধেক তামাকের ধূমপান
র ত্যাগ করিয়াছেন। কোন স্থানের
লীরা অন্ততঃ ইংরাজী কথা ও ইংরাজী
তে শিখিবার জন্য সভাদি স্থাপন করেন।
ত অবশ্যই এখানকার বাঙ্গালীরা প্রশংস
। নবীন বাবুর ন্যায় এখানে দুই একটী
পযুক্ত বাঙ্গালী আছেন, ইঁহাদের দ্বারা
াসদনে বাঙ্গালীদিগের বিশেষ নাম হই-
। স্থানেস্থানে যদি একটী দুইটী বাঙ্গালীও
করেন তাহা হইলে যে কাজ হইতে
া নবীন বাবুর দৃষ্টান্তে আমি তাহা
াছি। এঅঞ্চলে যেসকল বাঙ্গালী আছেন,
রা যে কারণেই আসুন, যেন কেবল
ার বিহার ও অর্থোপার্জ্জনপ্রভৃতি জীবনের
ন্য কার্য্যেই পরিতৃপ্ত হইয়া না থাকেন।

৩। কলিকাতায় বড় দিনে যেরূপ সমারোহ ও আড়ম্বর দেখিতে পাওয়া যায় এই সৈনিক পুরুষপরিবেষ্টিত অল্পসংখ্যক ইংরাজদের মধ্যে তাদৃশ দেখিবার সম্ভাবনা নাই। তবে সেইদিন প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাপর্য্যন্ত রাজপথের দুই পার্শ্বে দেখা গেল কোন কোন গোমস্তা নানাবিধ দ্রব্যজাতপূর্ণ উপঢৌকন কমিসারিএট সাহেবকে দিতেছে, কন্ট্রাক্টরগণ এঞ্জিনিয়ার ও ওভরসিয়ারদিগকে বিবিধ উপচারে নৈবেদ্য দিতেছে ইত্যাদি দেখিয়া আমরা অনেকাংশে চক্ষুর সার্থক্যসাধন করিয়াছি। এরূপ উপঢৌকন বা পূজার অভিপ্রায় কি? আমরাও বড়দিনের উৎসব সম্ভোগে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হই নাই, আসিষ্টাণ্ট কমিসারি জেনারেল কর্ণেল ব্রাওয়ার সাহেব তাঁহার অধীন কর্ম্মচারিদিগকে ৫০ টাকা দিয়াছিলেন। তাহাতে এখানকার সমস্ত বাবু গোয়ালিয়র সহরের নিকটবর্তী একটী মনোহর উদ্যানে মিলিত হইয়া বিবিধ উপচারে আহারাদি করিয়া সন্ধ্যার পর আবার মুরার ছাউনীর একটী একান্ত স্থানে নর্ত্তকীদিগের নৃত্য দর্শন করিয়াছেন। এই উৎসবক্ষেত্রে বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানি ভিন্ন ১৫।১৬ জন সাহেব উপস্থিত ছিলেন। মধ্যে মধ্যে চা, সুরাপ্রভৃতি তাঁহাদিগকে পরিবেশন করা হইয়াছিল। কোন কোন সাহেব মাতাল হইয়া পড়িয়াছিলেন। যাহা হউক, বড়দিনের এ এক নূতন ব্যাপার ও নূতনপ্রকার আমোদ। আমি আজিও পর্য্যন্ত বড়দিনের আমোদ ভোগ করিতেছি, এটী আমার পক্ষে একটী বিষম কাড়া হইয়া উঠিয়াছিল।

৪। গত ৮ ই জানুয়ারি মেজর জেনারেল চেম্বরলেন সাহেবের বাড়ীতে একটী বড় সমারোহ হইয়া গিয়াছে। এখানকার প্রায় ইতর ভদ্র সকলই সপরিবারে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। আহারাদির আয়োজন, মল্লযুদ্ধ হইয়া ব্যায়াম চর্চ্চা। আতসবাজীপ্রভৃতি বিবিধপ্রকার আমোদকর অনুষ্ঠান হইয়াছিল মহারাজের পোষ্য পুত্র সভাসদ ও অনুগত লোক সমভিব্যাহারে আসিয়াছিলেন। সেদিন ঐ স্থানে লোকারণ্য হইয়াছিল। মহাশয় এই উৎসবটী বড়দিন উপলক্ষে কি অন্য কোন কারণে তাহা বলিতে পারি না।

৫। এখানে পব্লিক ওয়ার্কে অনেক ওভরসিয়ার, সব ওভারসিয়ার একাউ-
ণ্টাণ্টপ্রভৃতি কর্ম্মচারী জমিয়াছে
যেঁর বিষয় এই, এক জন ২০।২৫
বেতন ধারী সব ওভরসিয়ার এক মাসের
গাড়ী, ঘোড়াপ্রভৃতি আসবাবের সহিত
বাহাদুরী করিতেছেন যে, অধিক বেতন
কর্ম্মচারী তাহা দেখিয়া অবাক হন
সন্দেহ নাই। অত্রত্য অনেক ভদ্র ভদ্র স
এইসকল অত্যাচার দেখিয়া এই ডিপার্টমে
প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেন, কিন্তু ও
চোরকে আইন মত ধরা কাহারও সাধ্য
এখানে একগুণ খরচে পাঁচ গুণের অ
ধিক লাগিতেছে।

৬। মহাশয়! এই একবৎসর কাল
লয়ের যেসকল বিষয় পাঠকবর্গকে
হইবার তাহার প্রায় অনেক জানাইয়াছি,
এস্থান তাহাদের প্রায় অনেক বিষয়ে প
হইয়াছে; বোধ হয় এস্থান হইতে আর স
পাঠাইতে পারিব না যাহুয়ে কর্ম্মসূত্রে
বেড়ায় আমিও সেই কর্ম্মসূত্রে স্থান
হইতেছি। বোধ হয় নূতন স্থান হইতে
নূতন নূতন বিষয় লিখিব।

---

রঙ্গপুর হইতে এক ব্যক্তি লি
খিয়াছেন।

১। রঙ্গপুরের উত্তর প্রদেশসমূহ ইত
কুচবেহারের অধীন ছিল। মাত্র কয়েক
হইল, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত হ
অনেক মনস্তা পাহাড়িয়া জাত দেশে
সোপানে আরোহণ করিতেছে। এ দে
লোক অতি অল্প কোন স্থানে ভদ
মাত্রও দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু জাতির
রাজবংশী এখানে প্রধান। রঙ্গপুরের
রাজ্যে যত মনুষ্য আছে তন্মধ্যে মুস
আট আনা, রাজবংশী চারি আনা, অ
প্রায় চারি আনা হইবে। মফস্বলে হিন্দুর
বংশী তাহাদের ব্যবসায় করিয়া সমবায়
রাতে এবং স্কুলপ্রভৃতিতে পড়িয়া
পরিগণিত হইতেছে। অন্যান্য জাতির
কার্য্যদ্বারা জীবন ধারণ করিয়া থাকে
দেশে যেমন কামার, কুমার, তেলি,
পৃথক পৃথক জাতিতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যব
এখানে তেমন নাই। মুসলমান ও র
যাহারা যে কার্য্য করিতে পারে তাহা
ব্যবসায়দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ কর
দেশের মহিলাগণ অত্যন্ত পরিশ্রমী।

...এবং গুরুকার্য্যের সমুদায় নির্ব্বাহ ...য়ে সময়ে কৃষিকার্য্য বিষয়েও আমাকে ... সাহায্য করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকের ...ই এতদ্দেশীয় পুরুষেরা অনেক উপভোগ ...া থাকে। তাহারা কেবল কর্ষণ ও ...য় আহার করিয়া কালযাপন করে। ...ক মধ্যবান মনুষ্যও উদর পূর্ণ পরিধান ও ...বস্ত্র আহার করে না। এক এক কৌপীন ...করিয়া দিবাভিপাত করে। যাহারা গ্রাম ...না ... কার্য্যেতে যায়, তাহাদিগের ...এক গাতি ... কাপড় থাকে। ...লোককে দেওয়ানিয়া বলে। ...না থাকিলে ফকির ও ...মুষ্টি তণ্ডুল পায় না। এ দেশের ...পরিচ্ছদও কদর্য্য। অঙ্গনাগণ ...একখানি বস্ত্র বুক বাঁধা করিয়া ...থাকে। ঐ সময়ে স্ত্রীদিগকে দোকাপড়া ...বলে। দোকাপড়ার অর্থ যৌবনপ্রাপ্ত ...কটিতে ও বক্ষঃস্থলে উভয় স্থানেই কাপড় ...হয়, তজ্জন্য দোকাপড়া বলিয়া থাকে। ...এক মৎস্যের অত্যন্ত প্রিয়। একটী ...পোড়াইয়া অনেক অন্ন খাইতে পারে। ...দেশের বিবাহপদ্ধতি একপ্রকার ভাল ...যায় বাল্যবিবাহ প্রায় নাই। দোকাপড়া ...হইলে অনেকেই বিবাহ দিতে সম্মত হয় না। ...নিম্ন সমুদায় জাতিরই বিধবাদিগকে ...র পুনর্ব্বার বিবাহ করার রীতি আছে, তজ্জন্য ...হত্যাপ্রভৃতি পাপ অতি অল্প হইয়া থাকে। ...দেশের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য তামাক, কোষ্টা, ...বিলাতি আলু, ইক্ষুও কোন কোন স্থানে ...যায়। এ প্রদেশের বাণিজ্য স্থান হাউরা ...মারা, ...টমারি, কালীগঞ্জ, কাকীনিয়া, ...পাক ... কয়েক স্থানে এক একটী ... ...এতদ্দেশীয় উৎপন্ন দ্রব্যসমুদায় ...স্থানান্তরে প্রেরিত হইয়া থাকে। এ দে... তামাককে অন্যান্য দেশে কোচাড়িয়া ...ক বলে।

...। রঙ্গপুরজেলার অভিজ্ঞতা শেষ হয় নাই। ...া শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, যে উদ্দেশে ...সংস্থাপিত হয়, এক্ষণে তাহার বিপরীত ...আরম্ভ হইয়াছে। রঙ্গপুরের বিচারক ও ...র মহাশয়দিগের নিকটে মেলাস্থান এক ...দের স্থান হইয়া উঠিয়াছে।

...এ বৎসর রঙ্গপুর গবর্ণমেণ্ট স্কুলের ...ন ছাত্র এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই-... জন ছাত্র পরীক্ষার্থী হইয়া গমন করে, তন্মধ্যে এক জনের মৃত্যু হইয়াছে। অবশিষ্ট চারি জনই পাস হইয়াছে। গত বৎসর রঙ্গপুরের ভদ্র মহাশয়েরা যে, রঙ্গপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যকে সুবর্ণ ঘটিকাসহ অভিনন্দনপত্র দিয়াছিলেন, এবং সর তাহার সুফল ফলিল।

৪। গত ২৮এ পৌষ রবিবার অপরাহ্ণ বেলা ৫॥ ঘটিকার সময়ে এখানে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। এই কম্পন প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত ছিল। আমরা জন্মাবধি এরূপ প্রবল ভূমিকম্প দেখি নাই, মৃত্তিকা এবং গৃহাদি অত্যন্ত কাঁপিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মনুষ্যসকল ভীত হইয়া গৃহাভ্যন্তর হইতে অঙ্গনে বহির্গত হয়। ঐকালমধ্যে দুইবার এমন প্রবল বেগে কম্প হয় যে, আমরাই গৃহে থাকিতে সাহসী হই নাই। অনেকেই এই কম্প দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন।

২৯ এ পৌষ }
১২৭৫ সাল }

—o—

## প্রেরিত।

### মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

মহাশয়! আমরা সাতিশয় কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি যে, শ্রীল শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ অনুগ্রহপুরঃসর আমাদিগের বিদ্যালয়ে আশাতিরিক্ত দান করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করিয়াছেন। ভরসা করি, অপরাপর মহাত্মারাও এইরূপ উৎসাহদানবিষয়ে মহারাজের অনুকরণ করিয়া দেশের উপকার সাধন করিবেন।

জগদীশ্বর করুন, যেন অল্পকালমধ্যেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া আমরা আপনার সুপ্রচারিত পত্রিকার স্তম্ভপূরণ করিতে সমর্থ হই।

গঙ্গাটিকুরী }
১০ ই ফেব্রুয়ারি }
১৮৬৮ }

শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক।

—::—

## মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষাল চৌটবও
১৮৬৯ জানুয়ারি হইতে মার্চ্চ ৩৸০
ঐ " দীনবন্ধু ভট্টাচার্য্য মানবাজার ৭
ঐ " মুন্সি তজ্জুর আলী আলীপুর ৫॥০
ঐ " রাজীবলোচন রায় বহরমপুর ১৩
ঐ " বিপিনবিহারি মুখোপাধ্যায় দারজিলিং
১৮৬৯ জানুয়ারি হইতে জুন ৭

—:o:—

## সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে ...স্থলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। মফস্বলে ডাক... সমেত বার্ষিক ১৩৷৷ ষাণ্মাসিক ৭ এবং ...সিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম ...গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাত্তি চিঠি, ...অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার ... যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই ... দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, ... যেন এক অথবা আদ আনার অধিক ... ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্র... মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টার... শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে, ...ইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত ... আসিবে, একমাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে ... লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত ... গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহ... একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ ব... যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং ... হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের ... পরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রের... বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ... যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ... করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ... আনা তাহার পর ৵১০ আনা দিতে হ... যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা ... বেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ ... মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের ... চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বি... ভূষণের বাটীতে প্রতিসোমবার প্রাতঃ... প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ

১১ শ ভাগ। ১২ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

সিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
গ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা।
সন ১২৭৫। ২০এ মাঘ। ১৮৬৯। ১লা ফেব্রুয়ারি
মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বা
ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৮



## বিজ্ঞাপন।

### দুর্গোৎসব নাটক।

কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে
লী নর্ম্মাল স্কুলে শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের
কালনা মেডিকেল হলে প্রাপ্য।
॥০ আট আনা।

শ্রীজীবানন্দ ভট্টাচার্য্য
সংস্কৃত কালেজ

—:০:—

হরিনাভি ইং সং বিদ্যালয়ে ১৮৬৯ অব্দের
রশিকা পরীক্ষার্থীদিগের পাঠনার্থ একটী
নী করা হইয়াছে। যাঁহারা উহাতে প্রবিষ্ট
য়া অধ্যয়নের বাসনা করেন, তাঁহারা
ান শিক্ষকের নিকটে নিয়মাদি অবগত
রেন।

ডিসেম্বর
৬৮

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা
হরিনাভি বিদ্যালয়ের
অধ্যক্ষ।

—:০:—

ৎপ্রণীত চিত্তবিনোদ কাব্য ১ ম খণ্ড। অতি
লিত অমিত্রাক্ষরে রূপকচ্ছলে ইহাতে
তবর্ষের বর্ত্তমানাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। গ্রহ
ক মহাশয়েরা বর্দ্ধমান বড়বাজারে অধর
ল শাহার পুস্তকালয়ে তত্ত্ব করিতে পাইবেন।

শ্রীঈশানচন্দ্র বসু

—::—

চিকিৎসাপ্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব
অর্থাৎ
প্রিন্সিপল্স্ এবং প্রাক্টিস্ অব
মেডিসিনের

থম খণ্ড ৮ পেজি ফরমার ৭৬৮ পৃষ্ঠা
বাঁধা, শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাঃ
বি, এ, এম, ডি, কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া
শিত হইয়াছে।

প্রথম খণ্ডের বর্ণিত বিষয় (১) সাধারণ
নিদানতত্ত্ব (২) অত্যুৎসেকা পীড়াসমূহ।
(৩) দৈহিক পীড়াসমূহ (৪) স্নায়ুমণ্ডলের
পীড়াসমূহ।

মূল্য ১০ টাকা, ডাকমাশুলসহিত ১০।০
কলিকাতা লালবাজার বিল্ডু হৌস ২১০ নং
বাটীতে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের
নিকট পাওয়া যাইবে।

—:০:—

### বাল্মীকি রামায়ণ
### তৃতীয় খণ্ড

এই পুস্তক প্রথমাবধি প্রকাশ হইতেছে।
ইহাতে নাগরাক্ষরে মূল ও টীকা এবং সর্ব্বশেষে
বাঙ্গলা অনুবাদ আছে। যাঁহার আবশ্যক
হইবে, তিনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে আমার
নামে পত্র লিখিবেন। প্রত্যেক খণ্ডের (দশ
ফরমার) মূল্য ৷৷০ আনা। বিদেশীয় গ্রাহক
দিগকে ⁄০ আনা মাশুল দিতে হইবে।

কলিকাতা
ব্রাহ্মসমাজ

শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

——

## মজাপুর মেডিকেল হল।

১। এতদ্দ্বারা আমাদিগের ঔষধক্রয়কারক,
সুহৃদ, সংকারী ও সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা
যাইতেছে যে, দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক ইণ্ডেন্ট
সম্বন্ধে অর্ণবপোত " ষ্টার অব ক্রোসীয়া, ওয়ার
উইক, ব্রিটিশ প্রীন্সেস " দ্বারা দশ সহস্র টাকা
মূল্যের ঔষধ পূর্ণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।
এতদ্ভিন্ন সম্প্রতি আমরা বিলাত হইতে
ইং সন ১৮৬৮ সালের শেষ ত্রৈমাসিক ইণ্ডেন্ট
সম্বন্ধে " ব্রিটিশ কলাগ, কিং আর্থর, ও
ব্যাকস " নামক অর্ণবপোতত্রয়দ্বারা ৮৩ বাক্স
ইউরোপীয় ঔষধ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সমস্ত
ঔষধ ন্যূনাধিক সাত সহস্র টাকা মূল্য
করা হইয়াছে।

২। আগামী বর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিক
উপলক্ষে চিকিৎসোপযোগী অস্ত্র ও
প্রস্তুতকরণের ও ঔষধবিক্রয়করণের না
সামগ্রী ও গন্ধ ও বিবিধ তৈল
ইং সন ১৮৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে
হইতে পৌঁছিবে।

৩। আমরা অধিক পরিমাণে ও
উত্তমরূপে ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকি।

৪। এই সমস্ত দ্রব্যাদির আসল বি
চালান ও অন্যান্য দলীল কেহ দেখিতে ই
হইলে, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে ৩১ সংখ্যক প্রধান
যালয়ে শ্রীযুক্ত বাবু গোপীনাথ দের নিকট
সভাবাজার ষ্ট্রীটে ৫৫ সংখ্যক ভবনে
ঔষধালয়ের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু নন্দ
পাল হালদারের নিকট দেখিতে পাই
ইতি।

কলিকাতা
৭ ই ডিসেম্বর
ইং সন ১৮৬৮

বন্দ্যোপাধ্যায় এবং

—:০:—

নির্ব্বাসিতের বিলাপ মুদ্রিত হইয়া প্রকা
হইয়াছে। পুস্তকের কলেবর ৮ পেজী ফ
১৪ ফরমা অর্থাৎ ২১১ পৃষ্ঠা। মূল্য ৮০
যাঁহার আবশ্যক হয়, ঠনঠনিয়া সংস্কৃত য
পুস্তকালয়ে অথবা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত
এণ্ড কোর পুস্তকালয়ে অনুসন্ধান করি
পাইবেন ইতি।

১২৭৫ সাল
২৭ এ অগ্রহায়ণ
সংস্কৃত কলেজ

শ্রীশিবনাথ শ

—:০:—

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়

ীত ও মং ত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি
হইতেছে:—

| প্র ত | মূল্য | |
|---|---|---|
| গ্রীসইতিহাস | ১ | টাকা |
| রোমইতিহাস | ১ | ঐ |
| ক্রমদসার ব্যাকরণ | । | আনা |
| নীতিসার ( ১ ম ভাগ ) | ৶ | ঐ |
| নীতিসার ( ২ য় ভাগ ) | ৶ | ঐ |

প্রচারিত।

| | | |
|---|---|---|
| মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ | ৵ | ঐ |

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা

—২০১—

## বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গালা পুস্তক কাগজ কলম নানা দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে এক আনার হিসাবে কমিসন দি । অধিক র পুস্তক লইলে ⁄১০ আনার হিসাবে বন।

যুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়প্রণীত ১৮ পর্ব্ব মহাভারত ১৭ খণ্ড ৩ ভাগে উত্তম ও কাগজ। ৬০

গুন ফারমা কোপিয়া অর্থাৎ ঔষধ কল্প- ২॥০

হম্মদের জীবনচরিত উত্তম বাঁধান ১

সনাতনপ্রভৃতি প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের সংগ্রহ ১

নৈতিক আত্মবোধন ১

ব্যপ্রবাহ উৎকৃষ্ট কাব্য ১০

াহৎ সচিত্র দামিনী ১॥

ধম তরঙ্গিণী ১

তনাথ ঘোষকৃত সংগীতমনোরঞ্জন ২

কুলাম্ভজ মু কাব্য কবিবর দ্বারকানাথ রায় ত ১

সবসামৃত সংস্কৃত ও পদ্য ॥

তগোবিন্দ জয়দেব গোস্বামিপ্রণীত মূল।

নাথ ন্যায়পঞ্চাননকৃত পদ্য ১০

কৌতুক তরঙ্গিণী ইংরাজি কেমেষ্টরি হইতে আশ্চর্য্যজনক বিদ্যা দর্শন হয় ১৵

মূর্ত্তি সহিত ১২৭৬ সালের ফুল পঞ্জিকা ॥

ঐ হাফ পঞ্জিকা ।০

ল পদ্য ১

তারিণী ॥

চণ্ডী মূল ও অনুবাদ সহিত ৫

ইহাতে মিউটিনির বিষয়

| | |
|---|---|
| ইংরাজি ১৮৬৯ সালের এক্ট্রোনোমী | ১॥৵ |
| কুমারীকুমার পদ্য আদিরসপ্রধান কাব্য | ১ |
| স্বপ্নের মোহিনী শক্তি | ।⁄ |
| গণেশচন্দ্র শর্ম্মকৃত বাঙ্গলা এটলাস উত্তম কাগজে ও উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত | ৩ |
| বিধবাবিবাহ নাটক | ১ |
| কামিনীকুমার রসরত্নাকরান্তর্গত নায়ক নায়িকাঘটিত সুরস কাব্য | ৸০ |
| মণিকুণ্ডলা কাব্য প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়প্রণীত দুর্গেশনন্দিনীর মত লেখা | ১ |
| প্রেমসিন্ধু লহরী | ২॥০ |
| ভূচিত্রাবলি ৩২খানি বাঙ্গালা ম্যাপ সহিত | ৪॥০ |
| সটীক চৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থ | ৭ |
| কাদম্বিনী নাটক আইনসংযুক্ত ২ খণ্ড একত্রে | ২ |
| উষাহরণ পদ্য | ১ |
| হিতোপদেশ বিষ্ণুশর্ম্মার সংগৃহীত | ১ |

কলিকাতা জোড়াসাঁকো ৬৪ নং } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায় নগদ বিক্রেতা।

— — —

## পুরাণ প্রকাশ।

### বিষ্ণুপুরাণ।

অনুবাদও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা অগ্রিমমূল্য ।॥০।

যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি মৃজাপুর আমহর্ষ্টষ্ট্রীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নামে যত খণ্ডের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম না পাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠাইবার নিয়ম নাই ইতি।

—০১—

### বিক্রয়ার্থ।

গার্ডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ ১৯ নং জোড়া বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস্ আরবো-
থনট এবং কোং

——২০১——

মহাকবি শ্রীকালিদাস প্রণীত সংস্কৃত কুমার সম্ভব মল্লিনাথের টীকার সহিত মুদ্রিত হইয়াছে এবং মল্লিনাথের টীকায় যেসকল দুরূহ পদের ... নিষ্পত্তি হইয়াছে, তাহা, পাঠকবর্গের সুবিধার নিমিত্ত, পত্রের শেষে অতিরিক্ত রূপে প্রদত্ত হইয়াছে। পদ ও পদের অর্থ দ্বারা পরস্পর মিলিত থাকিলে অনায়াসে বোধের ব্যাঘাত হয়, এ জন্য টীকাধৃত পদের সন্ধি বিশ্লেষ করা হইয়াছে। পুস্তকের অংশ মুদ্রিত হইলে কতিপয় প্রসিদ্ধ অধ্যাপ দেখিতে দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা দে সন্তোষ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সোমপ্র উত্তমরূপে সংশোধ হইয়াছে বলিয়া, ত প্রশংসা করা হইয়াছে।

এই পুস্তক যাঁহার আবশ্যক হইবে সংস্কৃত যন্ত্রে অনুসন্ধান করিলে অথবা আ নিকট পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। মূল্য ২ দুই টাকা।

আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি, প্রেসী কালেজের সংস্কৃত শাস্ত্রের সুবিজ্ঞ পকগণ এই পুস্তক আপনাদিগের ছাত্র পাঠ্য বলিয়া মনোনীত করিয়াছেন। ইহা এইরূপে সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্র ২৯ এ পৌষ ১২৭৫ } শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপা

—১০১—

### বিজ্ঞাপন।

২৪ পরগনার অন্তঃপাতী কোদালিয়া গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বাঙ্গালা পাঠশালা তাহা উঠিয়া হরিনাভি ইং বং বিদ্যালয় মধ্যে আসিয়াছে। যাঁহারা স্ব স্ব সন্তানা তথায় পড়াইবার বাসনা করেন, তাঁহারা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিকটে উ হইলে নিয়মাদি অবগত হইতে পারি সমুদায়ে ৪ চারি শ্রেণী করা হইয়াছে। শ্রেণীর ॥০ আট আনা, দ্বিতীয় শ্রেণীর ছয় আনা, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ।০ আনা ছাত্রদের বেতন স্থির করা এবং পানাদির উত্তমরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১২৭৫ ৪ ঠা মাঘ } শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা অধ্যক্ষ।

—২০১—

মৎপ্রণীত কবিতাকুসমাঞ্জলি সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে মূল্য ।৶০ আনামা

শ্রীকৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়

—২০১—

বাঙ্গালা ম্যাপাবলী।

য়েকখানি অভিনব এটলাস ছুটেই প্রস্তুত।
ত ৩২ খানি ম্যাপ আছে। উত্তমরূপে
ন। স্কুলবুক সোসাইটি, সংস্কৃত যন্ত্রের
কালয়ে, নর্ম্মাল স্কুলে ও পটলডাঙ্গা
র্য্যা ব্রাদর্শদিগের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।
৪॥ টাকা।

শ্রীনীলকমল ঘোষাল।

## নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৯ সালের জানুয়ারি মাহের
৮ই হইতে ১৪ই পর্য্যন্ত ভাগীরথী
নদীর সর্ব্বকমতি জলের
সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

| স্থানের নাম | সর্ব্বকমতি জল ফুট | ইঞ্চি |
|---|---|---|
| পদ্মার সহিত ভাগীরথীর মহানার যোগের স্থান | ১৪ | ৭ |
| মহানায় | ৮ | ৯ |
| তথা হইতে জলিপুর ১৩॥ মাইল মধ্যে | ১ | ৬ |
| জলিপুর হইতে বহরমপুর ৪৬ মাইলের মধ্যে | ২ | ৯ |
| বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে | ২ | ৯ |
| কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে | ২ | ৩ |

সন ১৮৬৯ সালের ১৪ জানুয়ারি বহরা
গঙ্গাঘাটের জলের মাপ।

| | ফুট | ইঞ্চি |
|---|---|---|
| | ৬ | ৯ |

রমপুর
এ জানুয়ারি
৬৯।
} শ্রীযুক্ত সি ই, উইক
এক্‌জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র
ডিবিজন। নদীয়া রিবার

## সোমপ্রকাশ।

২০এ মাঘ সোমবার।

উত্তর পূর্ব্ব সীমায় বন্যগণের দৌরাত্ম্য।

আর একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইবার উপ-
ম হইয়াছে। পঞ্জাব ও আসামের
মা আমাদিগের গবর্ণমেন্টের দুষ্ট ব্রণ
রূপ হইয়াছে, তাহা হইতে সর্ব্বদা
শোনিত নির্গত হইতেছে; তাহা শুষ্ক
হইতেছে না। মধ্যে মধ্যে আমরা শুনিতে
াই, বন্যেরা দৌরাত্ম্য করাতে গবর্ণ-
মেন্ট সৈন্য প্রেরণ করিতে বাধিত হই-
তেছেন। কিন্তু আমাদিগের মনে
এই সংশয় উপস্থিত হয়, যাহারা এত
দুর্ব্বল; কখন কয়েক জনমাত্র সিপাহীর
সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না,
তাহাদিগের এপ্রকার সাহস কিরূপে হয়।
বন্যদিগের সহিত যুদ্ধ হইলেই তাহাদি-
গের গৃহদাহ ও গ্রাম লুঠ করা হয়,
ব্রিটিশ সেনারা তাহাদিগকে শৃগাল
কুক্কুরের ন্যায় প্রাণে বধ করে। যদি
পরস্বলুণ্ঠনই বন্যদিগের দৌরাত্ম্য করি
বার প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে ত
তাহাদিগের বড় লাভের কারণ থাকে
না, গবর্ণমেন্ট এত দণ্ড দেন; তাহাদি
গের এত ক্ষতি হয় যে, লাভ ও ক্ষতির
তুলনা করিলে ক্ষতির ভাগ অধিক
হইয়া পড়ে। তথাপি তাহারা প্রতিবৎ
সর দৌরাত্ম্য করে, দণ্ড ও পায়, ইহার
কারণ কি? আমাদিগের এই কারণ
বোধ হয়, স্থানীয় কর্ম্মচারীরা তাহাদি
গের সহিত ব্যবহার করিতে জানেন না।
প্রায় বিংশতি বৎসর কাল পঞ্জাবের
সেনারা বন্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া
আসিতেছে; কিন্তু ফল একরূপই হই
তেছে। বন্যেরা লুঠ গ্রাম দাহ করিয়া
ও কতকগুলি লোক ও পশুকে ধৃত
করিয়া লইয়া যায়। ব্রিটিশ সৈন্যগণ তৎ
পরে তাহাদিগের পর্ব্বতে প্রবেশ করে
তাহাদিগের যাহা কিছু সঞ্চিত থাকে
সমুদায় উৎসন্ন হয়; প্রাণিহত্যার ত কথাই
নাই। বন্যেরা দণ্ড পাইয়া পরিশেষে ক্ষমা
প্রার্থনা করে এবং সেনাপতি আপনার
যোদ্ধাদিগের সাহসের প্রশংসা করিয়া
প্রত্যাগমন করেন। কিছুদিন শান্তিস্থাপন
হয় কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে আবার যে
সেই হইয়া দাঁড়ায়। সৈন্যপ্রেরণ ও
গুরুতর দণ্ডবিধানের বিলক্ষণ পরীক্ষা
হইল; কিন্তু তাহাতে কোন কাজ হইল
না। এক্ষণে এই অনিষ্টের কা
তন্নিবারণের উপায় অনুসন্ধান
আবশ্যক। নিয়মবহির্ভূত প্রদেশে
চারিগণের অবিমৃষ্যকারিতা ও
যে ইহার অন্যতর কারণ,
তাহার এক প্রমাণ পাওয়া গিয়া

পাঠকগণ পূর্ব্বে অবগত আছি
কুকিরা দৌরাত্ম্য করাতে তাহা
দমনার্থ সৈন্য প্রেরণ করা হইয়াছে
দৌরাত্ম্যের প্রকৃত কারণ হই
কয়েক জনজমী দার হস্তী ধ
নিমিত্ত কতকগুলি হস্তী ও
শত লোককে প্রেরণ করেন।
লুশাহী জাতির দেশে গিয়া অ
করে। আলি আহম্মদ নামক এক
এ বিষয়ে প্রাধান্য লাভ করিয়া
সে একটী সুন্দরী স্ত্রীলোকের
বলপ্রকাশ করে, তাহাতে
ক্রুদ্ধ হইয়া কয়েক জনকে বধ
নিকটস্থ এক গ্রাম লুঠ করে।
কয়েকজন পুলিষ প্রহরী উপস্থিত
লুশাহিরা দুই জনকে আহত
পলায়ন করিল।

আলি আহম্মদ ও তদ্দলস্থ লো
বন্যদিগের স্কন্ধে সমুদায় দোষক্ষে
বেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে
আক্ষেপের বিষয় এই, স্থানীয়
রীরা নিগূঢ় কারণের আবিষ্করণে
নহেন। তাঁহারা প্রকৃত কারণের
ন্ধান না করিয়া লেপ্টনন্ট গবর্ণরকে
বোধ করিয়াছেন, ব্রিটিশ প্রজা
উপরে অত্যাচার হইয়াছে;
ইংলণ্ডেশ্বরীর রাজ্যসীমামধ্যে
করিয়াছে; অতএব তাহা
দণ্ডবিধান আবশ্যক।
সংস্কার আছে, নিয়মবহির্ভূ
গণ বন্যদিগকে যেমন শা
পারেন, পৃথিবীর মধ্যে আ.

রেন না। এই হেতু গবর্ণমেণ্ট ভাল
কিছুই জিজ্ঞাসা করেন না। সৈন্য
বামাত্র তাহা দেওয়া হয়। গবর্ণমে
শান্তি স্থাপন চেষ্টা পাওয়া উচিত
. কিন্তু প্রকৃত কারণের অনুসন্ধান
করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয় হয়
বন্যেরা অতি সামান্য শত্রু। তাহারা
ন সম্মুখ যুদ্ধ করে না। যাহারা কয়েক
পুলিসপ্রহরী দেখিয়াও পলায়ন
, তাহাদিগের সহিত যুদ্ধের কি
য়োজন আছে? কর্ম্মচারীরা প্রথমতঃ
্যাচার করেন। নিয়মিত আদালতে
বা গবর্ণমেণ্টের নিকটে অভিযোগ
য়া তাহার প্রতীকার করিতে হয়,
রা তাহা জানে না; তাহারা প্রত্যেব
াজকে দেশের শাসনকর্ত্তা জ্ঞান করে
জন পুলিস প্রহরীর কৃত কাজও
হারা গবর্ণমেণ্টের কায বলিয়া বিবে
করে। আর অভিযোগ করিলেই বা
ন ব্যক্তি তাহাদিগের হইয়া সাক্ষ্য
ন? কে বা তাহাদিগের পক্ষসমর্থন
বে? সদ্বিচারেরও সম্ভাবনা নাই
অবস্থায় তাহারা আপনারা আপনা
ইচ্ছামত প্রতিবিধান সে বরিবে
বিচিত্র নহে। লুশাইরা দলবদ্ধ
কোন স্থান আক্রমণের ভয়প্রদর্শন
তছে না। পর্ব্বতচলে যে কতগুলি
প্রহরী ও সৈনিক আছে, তাহারা
দিগের দমনে সমর্থ। অতএব
যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া কাহার
এ ঘটনা হইয়াছে, অগ্রে লেপ্টনণ্ট
অনুসন্ধান করা উচিত।

. . .

ক্ষিয়ার ক ক লেজের
কাশ সম্পাদক মহাশয়!
ার কৃতবিদ্যেরা অধিক
াজিক বিজ্ঞানসভার যে
ছেন না, সভার ও সভাপ-
াহার কারণ নহে। সভায়

অতি মহোপকারক বিষয়সকলের
আলোচনা হয়। বিচারপতি ফিয়ার
অসামান্য ক্ষমতাসম্পন্ন। ডাক্তর জন
সন গোল্ড্স্মিথের বিষয়ে বলিয়াছিলেন,
তিনি যে বিষয়ে হস্তার্পণ করিয়াছেন,
তাহাই অলঙ্কৃত হইয়াছে। বিচারপতি
ফিয়ারের বিষয়েও সেইরূপ বলিলে
অত্যুক্তি হয় না। কি বিচারপ্রণালী, কি
জেলের বন্দোবস্ত, কি জমীদারি বন্দো
বস্ত, কি সাহিত্য, কি বিজ্ঞান, যে বিষয়ে
তিনি যাহা বলেন, তাহাই সঙ্গত ও
লোকের চমৎকারিতার কারণ হয়।

বিচারপতি ফিয়ার সামাজিক
বিজ্ঞানসভার গত অধিবেশনদিবসে
একটী গুরুতর বিষয়ের উত্থাপন করিয়া
ছিলেন। আমাদিগের জমীদারগণের
প্রকৃত পদ কি? তাঁহাদিগের কি কি
কর্ত্তব্য কর্ম্ম? তাঁহারা তাহা সম্পন্ন
করিতে পারিতেছেন কি না? সম্পন্ন
করিতেছেন না যদি এরূপ হয়, তাহার
কারণ কি? মুসলমানদিগের সময়ে জমী
দারেরা সামান্য করসংগ্রাহকমাত্র
ছিলেন। মুসলমান রাজ্যে বংশপরম্প
রায় কোন পদের অধিকারী হওয়া দুর্ঘট
ছিল না। এই হেতু বিচারপতি ফিয়ার
তাঁহাদিগকে প্রকৃত অধিকারী জ্ঞান
করেন না। লার্ড কর্ণওয়ালিস ইংলণ্ডের
ন্যায় এ দেশে এক দল ভূম্যধিকারী
করিবার মানস করিয়া ১৭৯৩ অব্দের
১ আইন করেন; কিন্তু তিনি যে যে উপ
কার প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, জমীদা
রেরা তাহা পরিপূর্ণ করিতে পারেন
নাই। জমীদারেরা আপন আপন জমী
দারীতে অবস্থিতি করিয়া সর্দ্দার কৃষক
হইয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধন করিবেন,
লার্ড কর্ণওয়ালিসের এইটী অভিপ্রেত
ছিল। ইংলণ্ডীয় জমীদারেরা যেপ্রকার
জমীদারিতে বাস করিয়া বিস্তর অর্থ
ব্যয় করিয়া ভূমির উন্নতিসাধন করেন,

আমাদিগের জমীদারেরা তাহা
না। কি নিমিত্ত এই শোচনীয়
হইয়াছে? প্রণালীগত কোন দোষে
হইতেছে? বিচারপতি ফিয়ার ব
পত্তনী, দরপত্তনী, ছেপত্তনী, প
জমাপ্রভৃতি এই অনিষ্টের কা
আমাদিগের জমীদারদিগের কেবল
লইয়া কথা; কি প্রকারে সেই ট
আনিল তাঁহারা তাহার বিবেচনা ক
না। সেই টাকার কিয়দংশ যে উৎপ
কারিণী ভূমির উৎকর্ষসাধনার্থ দে
উচিত তাহা তাঁহারা জানেন না,
কর আদায় হয়, জমীদার তাহা দেখি
পণ লইয়া পত্তনী দেন। পত্তনী
আবার কৃষকদিগের শোণিত শো
করিয়া নিজের কিঞ্চিৎ লাভ রা
দরপত্তনী দেন। এই প্রকার শেষ
কৃষকের স্কন্ধেই পতিত হয়। মধ্যে ক
গুলি লোক থাকেন, তাঁহারা উপ
ভোগ করেন মাত্র। কিন্তু উপস্বত্বভো
হইতে হইলে কতগুলি কর্ত্তব্য ক
অনুষ্ঠান আবশ্যক হয়, তাঁহারা ত
স্বীকার করেন না; এটী একটা ম
অনিষ্ট সন্দেহ নাই। লার্ড কর্ণওয়া
এ অনিষ্টপ্রতিকারের উপায় কা
গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পরাধি
রীরা ১৮১৯ অব্দের ৮ আইন ক
দেশের এই অমঙ্গল করিয়াছেন। কে
তাঁহাদিগের দোষ দেওয়াও অন্যা
তৎকালে দেশের যেপ্রকার অবস্থা ছি
তাহাতে তাঁহাদিগকে অগত্যা ঐ আ
করিতে হয়। ১৮১৯ অব্দের ৮ আইনে
হেতুবাদ পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়ম
হয়, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট একপ্রক
অনিচ্ছাতেই এই আইনটী করেন। ব
মানের রাজা ও অন্যান্য জমীদার অ
দারি পত্তনী দিয়াছিলেন। অনে
বিস্তর টাকা দিয়া পত্তনী লন। পত্ত
অগ্রাহ্য করিলে তাঁহাদিগের ক্ষতি

লিয়া ৮ আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল।
ইংলণ্ডের জমীদারদিগের সহিত
দেশের ভূম্যধিকারিগণের তুলনা করা
নায়। উভয় স্থলে একরূপ বন্দোবস্ত
ইলেও আমাদিগের জমীদারেরা আপ
দিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে
ারিবেন এরূপ বোধ হয় না। অত্যাচার
রিয়া লাভ করিবার সুযোগসত্ত্বে
কেবল ধর্ম্মভয়ে লোক তাহা হইতে
রত্ত হয়, পৃথিবীর এরূপ অবস্থা যে
খন ছিল বা হইবে, তাহা আমাদিগের
াধগম্য হয় না। কোন রাজা স্বেচ্ছা-
র্ব্বক আপনার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করি
ছেন? এক্ষণকার ইউরোপীয় গবর্ণ-
টগণ যে অত্যাচারে বিমুখ দৃষ্ট
, সাধারণ মত ও প্রজাদিগের অস-
াবই তাহার প্রধান কারণ। ইংলণ্ডীয়
ীদারগণের ধর্ম্মনীতি আমাদিগের
ীদারদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহা
মরা অস্বীকার করি না; কিন্তু তাঁহারা
ভূমির উন্নতিসাধনে অধিকতর যত্ন
হন, ধর্ম্মনীতি তাহার প্রধান উদ্দে
নহে। ইংলণ্ডের কৃষকেরা সাহসী
কে কৃষিবিদ্যা এবং সকলেই আপন
পন স্বত্ব বুঝিতে পারে। শ্রমশীল
দিগের ইংলণ্ডে কৃষিকার্য্য ভিন্ন
বিকা অর্জ্জনের অনেক উপায় আছে।
অবস্থায় জমীদার যথেচ্ছ ব্যবহার
তে সমর্থ হন না। আরও একটী
ান কারণ আছে। কৃষকদিগের
কে মহাসভার সভ্য মনোনীত করি
বিষয়ে মতপ্রদান করিতে পারে।
স্বত্ব থাকাতে জমীদারকে প্রজার
ুবৃত্তি করিতে হয়। ঐ সঙ্গে সাধা
ও প্রবল আছে। এক জন জমীদার
বিধবা স্ত্রীলোককে সেচ্ছা
রে যাইয়া জীবিকা অর্জ্জনের উপ
দিয়া যেমন তাঁহার পৈতৃক জমো
ভূমিগুলি হরণ করিয়াছিলেন,

ইংলণ্ডে এপ্রকার একটী ঘটনা হইলে
সকলে একবাক্য হইয়া জমীদারী প্রণালীর
উন্মূলনসাধন করেন। এ দেশে সাধারণ
মত তত প্রবল নাই। এ দেশের কৃষ
কেরা সাহসী নহে যে জমীদার তাহাদি
দিগকে ভয় করিবেন; এ দেশে মহাসভা
নাই যে কৃষকদিগের মতের নিমিত্ত
তাহাদিগের ছন্দানুবৃত্তি করিতে হইবে।
নিপীড়িতেরা যদি অত্যাচারকারীর
চেষ্টার প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে,
তাহা হইলেই অত্যাচার বন্ধ হয়; আমা
দিগের কৃষকেরা কি সে প্রতিবন্ধকতা
করিতে পারে? কেন পারে না? যদি
কেহ জমীদারের মতে মত না দেয়,
তাহা হইলে কয়েকটী কুবুদ্ধির অতি
যোগে তাহার সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যায়।
তাহারা দরিদ্র মূর্খ; আদালত, আইন
ও মামলারা জমীদারের পক্ষ। কৃষক
দিগের বিদ্যাশিক্ষা না হইলে সাহস
জন্মিবে না; অত্যাচারও যাইবে না।
বর্ত্তমান অবস্থায় বিদ্যাশিক্ষার ব্যয়
অল্প কৃষকে বহন করিতে পারে। চির
স্থায়ী বন্দোবস্ত না হইলে তাহাদিগের
শীঘ্র সঙ্গতি হইবার উপায় নাই।

—:o:o:—

গবর্ণমেণ্টের বেতনভোগী পুরোহিত-
দিগের বিষয়ে ভারতবর্ষীয়দিগের
কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

গ্লাডষ্টোন সাহেবের মত নয় যে,
আয়রলণ্ডে প্রোটেষ্টাণ্ট পুরোহিত
থাকেন। ইংলণ্ডের লোকেরা একবাক্য
হইয়া এ বিষয়ে তাঁহার সপক্ষতা করি-
তেছেন। আয়রলণ্ডের অধিকাংশ
লোক কাথলিক। কাথলিকদিগের প্রদত্ত
কর লইয়া প্রোটেষ্টাণ্ট পুরোহিতের
বেতনদান অন্যায়, ইংলণ্ডের এ বোধ
হইয়াছে। নূতন মহাসভার অধিবেশন
হইলেই এ বিষয়ের তর্ক আরম্ভ হইবে।
ইংলণ্ডের লোকেরা যেপ্রকার সভ্য
মনোনীত করিবার মত প্রকাশ করি

য়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট বোধ এ
গ্লাডষ্টোন সাহেবের প্রস্তাব
হইবে। আয়রলণ্ডীয়দিগের অ
কাথলিক বটেন; কিন্তু তাঁহা
য়ান। এক খৃষ্টানসম্প্রদায়ের টা
সম্প্রদায়ের পুরোহিতকে দেওয়
অন্যায় কার্য্য বলিয়া বিবেচি
তেছে, তখন ভারবর্ষের বি
ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রদত্ত অর্থদ্ব
ধর্ম্মাবলম্বী পুরোহিতদিগকে প্র
লন করা যে কতদূর অন্যায় তা
য়াসেই বোধগম্য হইতে পারে।
বর্ষে অধিক পরিমাণে হিন্দু ও
নের বসতি। ইহাঁদিগের ধর্ম্মের
খৃষ্টধর্ম্মের কোনপ্রকার সৌ
নাই। অতএব ইহাঁদিগের প্রদত্ত
হইতে বার্ষিক ১৫ লক্ষ টাকা
পুরোহিতদিগকে দেওয়া কি বিবে
তেছে?

গ্লাডষ্টোন সাহেব যৌবনকা
মত প্রকাশ করেন যে, শাসনক
ধর্ম্মপোষকেরও কার্য্য করিতে
সে সময়ে তিনি আয়রলণ্ডের প্রো
ষ্টাণ্ট ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সপক্ষ
ছিলেন; কিন্তু তিনি তখনও
ছিলেন, সম্পূর্ণ ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী
বর্ষীয়দিগের টাকায় খৃষ্টীয় পুরো
প্রতিপালন অনুচিত। খৃষ্টীয় পুরো
দিগের নিমিত্ত ব্যয় ক্রমশঃ অধিক
পড়িতেছে। লাড হালিফাক্স প্র
হওয়াতে লাহোরে এক জন
বিশপ নিয়োজিত হন নাই; তখ
সর জন লরেন্সের চেষ্টার ত্রুটি ছিল
শুনা যাইতেছে, ১৮৭০ অব্দ অবধি
দেশে আর এক জন আর্কডিকন
কয়েক জন পাদরি নিয়োজিত হইবে
সর জন লরেন্সের মত এই যে, প্রত্যে
জেলায় যেমন এক এক জন মাজিষ্ট্রে
আছেন, সেইপ্রকার এক এক জন…

ঃ নিয়োজিত হন। সর জন লরে
হপরন্তা ছিলনা। তিনি আমা
র্থে খৃষ্টান্ পুরোহিতদিগকে
ষ্টায় ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদি
ক আমাদিগের যে কি উপকার
জনি তাহা এক বারও বিবেচনা
নাই। আমরা আপনাদিগের
হিতের বেতন প্রদান করি। ইউ
য়েরাও ঐরূপ আপনাদিগের পুরো
বেতন আপনারা প্রদান করুন।
া আমাদিগকে নর্কদা বলিয়া
ন যে, আমরা গবর্ণমেণ্টের মুখা
না করিয়া কোন কাজ করিতে
না; কিন্তু তাঁহারা ধর্ম্মসম্বন্ধে যে
মিত্ত স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন না করিতে
তাহা আমরা বুঝিতে পারি-
না।

আমাদিগের একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম
। এই সময়ে মহাসভার নিকটে
আবেদন করা উচিত হইতেছে।
তা যখন আয়ারলণ্ডের বিষয়ে সুবি
করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন
দিগের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন,
বোধ হয় না। অগ্রাহ্য করিলে
তার অব্যবস্থিতের নায় কাজ
হইবে এবং ইউরোপের সমুদায়
ক তাঁহাদিগকে উপহাস করিবেন;
৮ ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় সামান্য ব্য
৫০ লক্ষ টাকার নিমিত্ত লাইসেন্স
হইয়াছে। কেবল অর্থ বলিয়া নয়,
ন সম্বন্ধে মিসনরিদিগের প্রতি
ক ভক্তি ছিল। সেই হেতু তিনি
বিদ্যালয় মিসনরিদিগের হস্তে
সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। ইউ
দি দিগের পরিত্যক্ত অস্ত্র
ভারতবর্ষীয় সিপাহীদিগকে
া হয়, সেই প্রকার শাসনসম্বন্ধো
জল সংস্কার ও এখা ইংলণ্ডে পরি
হয়, আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট তাহা

গ্রহণ করেন। মিসনরিদিগের হস্ত হইতে শিক্ষাভার গ্রহণ করা ইউরোপে অধিকাংশ লোকের মত। বিদ্যালয়ে কোন বিশেষ ধর্ম্মের শিক্ষা না হয়, এটি আষ্ট্রীয়াতেও স্বীকৃত হইয়াছে; কিন্তু আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট কতগুলি গোঁড়া মিসনরির হস্তে দেশের শিক্ষাকার্য্যের ভার সমর্পণ করিয়া আপনাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করা হইল, ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইবার উপক্রম করিতেছেন; বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাসভার অধিকাংশ সভ্য মিসনরি কেন? মিসনরিরা যাহা মনে করেন, বিশ্ববিদ্যালয়সম্বন্ধে তাঁহাই করিতেছেন, এটী কি সত্য নহে?

উপসংহারকালে আমাদিগের বক্তব্য এই, ইউরোপে যে বিষয় দূষিত বলিয়া পরিত্যক্ত হইতেছে, তাহা আমাদিগের দেশে বদ্ধমূল হইলে আমাদিগের দেশের লোকেরা সন্তুষ্ট হন কি না? এই বিপদ ঘটিবার পূর্ব্বে কি কোন উপায় অবলম্বন করা উচিত নহে? অতএব আমরা ভারতবর্ষীয় সভাকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা একটী সাধারণ সভা করিয়া পার্লিয়ামেণ্ট সভায় এক আবেদন প্রেরণ করুন। এক্ষণে ইংলণ্ডের লোকের মনের যে ভাব, তাহাতে এ আবেদন অগ্রাহ্য হইবে এরূপ বোধ হয় না।

—:•:—

প্রাপ্ত পুস্তক ও পত্রিকা।

১। শিল্পপত্রিকা। এখানি পাক্ষিক পত্রিকা। পটোলডাঙ্গা ট্রেনিং ইনষ্টিটিউশনের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ ইহার প্রণয়ন করিতেছেন। ইহার দুই এক সংখ্যা দেখিয়া বোধ হইতেছে, সম্পাদকের যদি অধ্যবসায় শিথিল না হয়, তাহা হইলে এখানি ক্রমে উন্নতি পথে পদার্পণ করিবে। আমরা পাঠকগণের দর্শনার্থ ইহার একটী প্রস্তাব স্থানান্তরে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

২। সপত্নীশক্র নাটক। শ্রীম
মনোমোহিনী নামে দিনাজপুরের
রমণী ইহার রচনা করিয়াছেন। সপ
হইতে যে অনিষ্ট হয়, তাহার ব
করিয়া বহুবিধ দোষ নিন্দা করাই
গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য। স্ত্রীলোকের রে
বলিয়াই যে কিছু প্রশংসা করা যাউ
কিন্তু উহাতে বাস্তবিক প্রশংসার যে
কিছুই দৃষ্ট হইল না।

৩। নীতিমালা। বালকদিগের নী
শিক্ষোপযোগী কয়টি বিষয় পদ্যে প্রণ
হইয়াছে। ঢাকার শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকা
বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার রচনা করিয়াছেন

৪। শিশুরঞ্জন। এখানি শ্রীযুক্ত চ
মোহন চট্টোপাধ্যায়প্রণীত। ইহা
বালক ও বালিকাগণের শিক্ষিতব্য ক
কটী বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে
রচনা প্রাঞ্জল ও বাঙ্গালার রীতি নি
হইয়াছে।

৫। সর্পাঘাতের চিকিৎসা। ক
বাজার আক্রপ্রবাসিনী যন্ত্রে মুদ্রি
লেখকের নাম দেন নাই। ইহা
নানা জাতি সর্পের বিবরণ ও সর্প
ব্যক্তির চিকিৎসাপ্রণালী লিখিত
আছে। গ্রন্থকর্ত্তা বিজ্ঞাপনিকার
স্থলে লিখিয়াছেন, " আমরা
প্রকার সর্পচিকিৎসার বিবরণ লি
লিখিয়াছি, উহা যথার্থ বলিতে স
হয় না; কিন্তু ইহা বলিতে পারি,
ভূনগুণে কোন কোন যথার্থ ঔষধ থ
তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত সর্পচিকিৎ
একটী।" এ গ্রন্থে লিখিত ঔষধ ও চি
সাপ্রণালীর পরীক্ষা করিয়া দেখা উচি

কল্কিপুরাণ। কলিকাতা বে
টোলার শ্রীযুক্ত বাবু বলাইচাঁদ
৺ মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ কল্কিপুর
যে অনুবাদ করেন, তাহা অবলম্বন ক
পদে এখানির রচনা করিয়াছেন।
স্থানে পদ্যগুলি মনোহর হইয়াছে

৭। কুমারসম্ভব। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র

মুখোপাধ্যায় মল্লিনাথকৃত টীকাস এখানি মুদ্রিত করিয়াছেন। ইহাতে ন অবধি সপ্তম সর্গ পর্য্যন্ত আছে। নাথ যে যে শব্দের অর্থ ছাড়ি া লিখি ছেন, ক্ষেত্রমোহন সেগুলির অর্থ করিয়া াছেন। গ্রন্থখানি উত্তমরূপে পরিশো হইয়াছে।

। কাব্যপ্রকাশিকা। এখানিও সংস্কৃত। ক্ত বরদাপ্রসাদ মজুমদার খণ্ড খণ্ড ম যে গ্রন্থাবলি প্রচার করিতেছেন, তাহার পঞ্চম খণ্ড। ইহাতে টীকা ত শকুন্তলা ও কুমারসম্ভবের কিয় শ আছে। ক্রমশঃ ইহার উৎকর্ষ ক্ত হইতেছে।

—:০:—

রেলওয়ের ব্যয় অল্প নয়, কর্ম্মচা অনেক, তত্ত্বাবধায়ক ও পুলিসও ছেন, কিন্তু যাহাতে রেলওয়ে কোম্পা ও মহাজনদিগের ক্ষতি না হয়, ই তাহা করেন না, এটী সামান্য য় ও ক্ষোভের বিষয় নহে। নিম্ন থত পত্রখানি আমাদিগের অভিপ্রায় করিয়া দিবে। সর জন লরেন্স ওয়ের অত্যাচারনিবারণের অনু করিয়া গিয়াছেন, এখন লার্ড মেয় ষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা প্রদর্শন করুন। হাজন ইহার বাঙ্গালা অর্থ যাহারা প্রকার ব্যবসায়দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ এই সম্প্রদায়ের লোক প্রায় তেলি ল, শুঁড়ি, বেণেপ্রভৃতি সামান্য জাতি। দগের বিদ্যাশিক্ষা কতগুলি নাম না হস্তাক্ষরপরিষ্কার এবং জমাখরচবোধ াই যথেষ্ট হইল। অতএব রেলওয়েদ্বারা দের প্রতি যেরূপ অত্যাচার হইয়া তাহা মহাশয়েরা বা যাহাঁদিগের দ্বারা প্রতিকার হইতে পারে তাহাঁরা তে পারেন না। রেলওয়ে হওয়ায় কত া মহাজন ষ্টেশনের নিকট গোলা করি ন। ইহাঁদিগের সকল মাল রেলওয়ের তে পাঠান ও আনান হইয়া থাকে এবং রেলওয়ে ভিন্ন নদীপ্রভৃতির প্রায় সুবিধা নাই; সুতরাং ব্যবসায় রেলওয়ের সুবিধার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। কিন্তু রেলওয়ের বন্দোবস্তে ইহাঁদের নাপে [illegible] হইয়াছে। রেলওয়ের দ্বারায় যে ক্ষতি হইয়া থাকে, তাহার নিমিত্ত নিত্য রেলওয়ে কোম্পানির ও তাহাঁদের কর্ম্মচারীদিগের নামে আদালতে নালিশ করিতে হয়। যাহাদিগের সহিত সর্ব্বদা কাজ, তাহাদিগের সহিত বিবাদ করিয়া কাজ চলে না এবং কাজ উঠাইয়া দিতে হইলে কতকগুলি টাকা যাহা লোকের নিকট পাওনা আছে তাহা ক্ষতি আর বহুব্যয়ে যে গুদামঘর গদিঘরপ্রভৃতি গোলাবাটী প্রস্তুত হইয়াছে তাহার চতুর্থাংশ মূল্যেও বিক্রয় হওয়া ভার এবং অন্যান্য অনেক ক্ষতি সহ্য করিতে হয়।

গত বৎসর এখান হইতে তিন জন মহাজন কলিকাতায় ঘৃত পাঠান। এক জনের ৯ মটকি এক জনের ২ মটকি ঘৃত ভাঙ্গিয়া যায়। কলিকাতা হইতে সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র ষ্টেশনে জানান হইল। বুকিং বাবু কহিলেন আমিও হাবড়া হইতে পত্র পাইয়াছি কএক মটকি ঘৃত ভাঙ্গা অবস্থায় পৌঁছিয়াছে; কিন্তু ইহার নিমিত্ত রেলওয়ে কোম্পানি দায়ী নহেন যেহেতু মৃত্তিকাপাত্রে ঘৃত পাঠাইলে মহাজনের নিজের জখম ইহা মহাশয়েরা জ্ঞাত আছেন। মহাজনেরা এই বাক্য শুনিয়া আপন আপন গোলায় গেলেন কত লোকশান হইল তাহারি হিসাব করিতে লাগিলেন। কয়েক দিনপরে অপর এক জন মহাজন ঘৃত পাঠান। বৈকালে মহাজনকে রসিদ দিয়া বিদায় করা হইল; গাড়ি বন্ধ হইল; উভয় পার্শ্বে লেবেল দেওয়া হইল, খালাসিকে হুকুম হইল, গাড়ি ঠিক কর, রাত্রিতে গাড়ি যাইবেক। অর্দ্ধরাত্রে এক জন খালাশিসমভিব্যাহারে বুকিং বাবু গাড়ি খুলিয়া মটকির ভিতর হইতে প্রায় অর্দ্ধ মণ ঘৃত একটা কলসীতে বাহির করিয়াছেন, এমত সময়ে রেলওয়ে পুলিসের চাপরাসী দেখিতে পাইয়া গোল করিয়া উঠিল। ক্রমে অনেক লোক আসিয়া পৌঁছিল। তৎক্ষণাৎ পুলিস ইনস্পেক্টর সাহেবকে সম্বাদ হইল। ইনস্পেক্টর আসিয়া দেখিলেন, বাবু ধৃত, হাতে ঘৃত এবং সম্মুখে এক ক রহিয়াছে। তখন যথাযোগ্য তদার বা ও খালাসিকে চালান দিলেন। সাহেবের বিচারে বাবুর ২ বৎসর ও ৬ মাস কারাবাস হইল। এখানে আমাদের গোপনে অনুসন্ধানে জান এ কাজ ষ্টেশনের অনেকেই জ্ঞাত আর পূর্ব্বে মহাজনদিগের যে মটকি ঘৃত লোকসান হইয়াছিল, তাহা গাড়ি লাগিয়া বা দৈবঘটনায় নহে; তাবাও ঘৃত বাহির করিয়া মটকি দেওয়া হয়। ঐ দিবস রেলওয়ে পুলি চাপরাসীর সহিত বুকিং বাবুর কারণে কথান্তর হয়। একারণ গো হইয়া পড়িল। মহাজনেরা ইহাতেই করিলেন আর অত্যাচার হইবে না। গত কার্ত্তিক মাসে এক ব্যক্তি এক ঘৃত পাঠান। তাঁহার ২ খানি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহা গাড়ির ভাঙ্গিল কি ষ্টেশনে আবার অবতার হইছে, বলিতে পারি না। শুনিতে ২ ৪ দিন মধ্যে এক গাড়ি ঘৃত দেখা চাই উহাতেই বাকি হয়, কিন্তু সমুদয় জ্ঞাত আছি, অর্থাৎ সন ১২৭০ যত ঘৃত এখান হইতে কলিকাতা যাছি, তাহার কিছুমাত্র রেলওয়েকে নে হয় নাই। মহাশয় ইহার কি কোন হইবে না? আমরা আর কত ক্ষতি স বিস্ সামান্য ক্ষতির বিষয় কত বর্ণনা তাহা নিত্য কর্ম্ম, মহাশয়ের কাগজে হইবে না। একটি বর্ত্তমান বিষয়ের নিয়া ক্ষান্ত হই। ১৯এ জানুয়ারি কা হইতে লবণ চালান হইয়াছে, রশিদ পাইয়া ষ্টেশনে জিজ্ঞাসা করা লেন লবণ অ দিয়াছে, কিন্তু ওয়ে সে নাই; এরূপ প্রত্যহ প্রায় করিয়া থাকি, ষ্টেশন মাষ্টার নিয়া থাকেন। অন্য অষ্টাহ চলিতেছে, এই আটদিনে যাহা লাভ হইত তাহার মধ্যে গাড়িতে মাল আছে

ত হইবে এইসকল ক্ষতি আমা
ক রতে হইল, কিন্তু কোন কারণে
গের এক দিন মাল লইতে বিলম্ব
ৎক্ষণাৎ ৩ টাকা রোক ধরিয়া লবন
ষ্টেসন মাষ্টারের আ য় তবে মহা
হঃ ন্যায্য ক্ষতি স্থির হয় তাহা
অধিকার ষ্টেশনমাষ্টারকে দে ন না
? এই পত্রখানির বিষয় ভালো
না যাহাতে আমরা এইসকল সংকট
রিত্রাণ পাই, তদ্বিষয়ে মহাশয় অনু
রা রেলওয়ে কোম্পানী মতে অনুরোধ
ইতি।
৫ সাল
ই মাঘ

—১০১—

বিবিধসংবাদ।

১৩ ই মাঘ সোমবার।

র্যান্ডীয় গবর্ণমেণ্ট লাটের সেক্টেনন্ট
নিকট হইতে এক টেলিগ্রাফ পাইয়া
হার মর্ম এই, আ জম খাঁ ও আবদুল
ই শত অনুচর লইয়া এক হইবে
ড়া দুর্গস্থ দুয়ার গ্রামে উপস্থিত
টন গবর্ণমেণ্টের নিকটে আশ্রয়
রিয়াছেন। গবর্ণর জেনরল বলিয়া
হন, সরকারী ন্যায় তেন পলায়িত
র আশ্রয়দানে সম্মত আছেন। কিন্তু
মার নিকটে থাকিতে ও কোন ষড়
ত পারিবেন না। সর্দ্দারগণকে কাশী
কাতায় বাসস্থান দেওয়া হইবে।
সর কারাগারে এক ব্যক্তির মাত্র
ছিল। একটী অপরাধীর বিষয় যে
বর ইণ্ডিয়া কাগেপ কনেষ্ট্রেল সিন্ধুর
র বালিকা কুলশব্দ ক মতেছে লোকে
তে মা পাইয়া ঘোষায় দ্রব। যেরূপ
র কারণে ই রেলওয়েতে আড়
না এবং রেলওয়ে কোম্পানি মধ্যে
রে প্রবাদ লইয়া যান না। সম্প্রতি
গবর্ণমেণ্টের নিকটে অভিযোগ
তবর্ষীয় রেলওয়ে দ্বারা তাঁহারা
ক স্থানে যেসকল পণ্য প্রেরণ
ষ্টেশনে চলে যায়। অতি
ওয়ে কোম্পানি মনোযোগ
য অতিরিক্তীয় বণিকগণ
ব হইতে এত অধিক।

অযোধ্যার কমিসনর সেণ্ডার্স টকার সাহেব
তথাকার মাজিষ্ট্রেটকে বলিয়াছেন, হত্যার
মকদ্দমা হইলে তাঁহারা পুলিসের রিপোর্টের
উপরে নির্ভর না করিয়া আপনারা যথারীতি
সাক্ষীর অবলম্বন করিবেন। কমিসনর আরও
তথাকার ডেপুটি কমিসনরকে বলিয়াছেন, বিচা
রালয়ের আজ্ঞা ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে যেন হস্ত
বন্ধ না হয়। এই আজ্ঞার কারণ এই, সম্প্রতি
একজন কির মুন্সেফ আজ্ঞার পরও তাহাকে
বহু দিন বদ্ধ করিতে হইয়াছিল। টকার
সাহেব এই বিষয় উপলক্ষে বলিয়াছেন, যদ্ধ
প্রভৃত ব্যবহার, চেষ্টা না করিলে তাহাকে
আরও কত দিন জেলে থাকিতে হইত বলা
যায় না। নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের কার্য্যপ্রণালী
যে ভয়ঙ্কর তাহার আর কি প্রমাণ আব-
শ্যক?

১৪ ই মাঘ মঙ্গলবার।

গত বুধবার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের বাটীতে
সমাজ বিজ্ঞানসভার অধিবেশন হইয়াছে।
ডাক্তর মৌআট জেলপ্রণালীর বিষয়ে একটী
প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। শ্রোতৃগণ ইহাতে
আনন্দপ্রকাশ করেন। ডাক্তর মৌআট হাউএল
সাহেবের কয়েকটী মত খণ্ডন করিয়া পৃথক পৃথক
প্রণালীর অনুমোদন করেন। অতঃপর সভা প
ন্যকদিগের বিচারপতির নিকটে অভিযোগের
করিলেন। বিচারপতি নিয়ার আতঙ্কে ও
অভাবের দূর করিবার একটী উপায় অবলম্বন
করিয়াছেন।

মহীসুরের ভূতপূর্ব রাজার পরিবার ও অনু
চরদিগকে গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক ১,৫৫,৫০৬ টাকা
বৃত্তি দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অণ্ডর সেক্রেটারি
এ, হাউএল সাহেব জেল বিভাগের বিষয়ে
একটী রিপোর্ট করিবার ভার পাইয়াছেন।
ডাক্তর মৌআটের সময়ে শিক্ষাবিভাগের কি
অবস্থা ছিল এবং আটকিন্সন সাহেব কি করি
য়াছেন, এ দুইটির যেন তুলনা করা হয়।

বাবু দাদাভাই নওরোজী ইংলণ্ড হইতে বোম্বা
য়ে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তাঁহার আগমনে
ইষ্টইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের অনেক ক্ষতি
হইবে।

কুকাবি জাতির দুই জন সর্দ্দার ধৃত হইয়া
ঢাকায় প্রেরিত হইয়াছেন। বন্দীদের আর
কোন শব্দ নাই।

মহারাজ হোলকর সম্প্রতি ভূমির যে বন্দো
বস্ত করিয়াছেন, তাহাতে সাধারণের অসন্তোষ
হইয়াছে। রাজা বলেন, যেসকল ভূমির
ছিল না, সে সমুদায় কর্ষিত হওয়াতে স্থি
স্থাপিত করিয়াছেন।

১৫ ই মাঘ বুধবার।

সিন্ধুর আমির খাঁর সহিত আবদুল রহম
আজিম খাঁর সম্প্রতি যে যুদ্ধ হয়, তাহার
এক সংবাদ আসিয়াছে। আ খা দুর্গে
ের ৮০০ মাত্র সৈন্য থাকাতে আবদুল
তাহা অধিকার করিতে গমন করেন।
আমীর এই সংবাদ পাইবামাত্র সৈন্যে তাঁ
আক্রমণ করিতে যান। আবদুল রহমনের সৈ
তাঁহাকে পরিত্যাগ করায় আমীরের
আসাতে সর্দ্দারকে পলায়ন করিতে হয়।
খাঁ সদলে পলায়ন করিয়াছিলেন। ইতি
আপনাদিগের দেশ, এক্ষণে শান্তিস্থাপিত স
হইয়াছে। কিন্তু আজিম খাঁ ও আবদুল র
খাঁকে পশ্চাতে থাকিতে দিলে ইহা স্থা
পিত নয়।

কলেজ সভার এক জন চিকিৎসক গালব
বাটারির দ্বারা সর্দ্দাই এক ব্যক্তিকে
করিয়াছেন। দংশনের ১২ ঘটিকাপরে
গ্রাম্য ও আলো দিয়া ব্যবহার করাতে সে
আরোগ্য লাভ হয়।

রেল ভাড়া কমাতে দুর্ভিক্ষপীড়িত
সমুদ্রে শস্যের মূল কমিয়াছে।

লক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন, তত্রত্য সেনা
সর্ব স্থানে প্রহরী নিযুক্ত করিতে হইবে।
দস্যুদিগের অত্যাচার বৃদ্ধি হইয়াছে।

দিল্লীগেজেট বলেন, কর্ণেল কিটিঙ যে
রের রাজাকে এই অনুরোধ করেন যে,
পাঁচ জন সর্দ্দারকে লইয়া এক সভা ক
তাঁহাদিগের হস্তে শাসনভার অর্পণ কর
রাজা ইহাতে সম্মত হইয়াছেন। রাজার স
ঠাকুর দলের যে বিবাদ আছে, তাহার মী
সার চেষ্টা হইতেছে। রেসিডেন্টদিগের
উপায় অবলম্বন একান্ত আবশ্যক।

হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন " গত ১৭
জানুয়ারি দিবাভাগে জেলের বাগান হই
ছয় জন বন্দী কর্ম করিতে করিতে নি
পলায়ন করিয়াছে। শুনা গেল, উহারা টক্
স্বাভাবিক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া কয়ে
কাপড় তথায় ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। প্রহরী
দের চক্ষে কিরূপে ধূলা দিয়া কয়েদীরা প্রস্থা
করিল, ভাবিয়া কেহ যেন বিস্ময় প্রকাশ
করেন। এখানকার প্রহরীরা যে চক্ষুষ্মান, কা
দ্বারা তাহার বড় পরিচয় পাওয়া যায়।

প ভাবে গতি কোন দিন জানি পাহারাওয়া- া ভেলের পুরু রণীপরায়নের রিপোর্ট করিয়া !!"

" আমাদিগের কমিসনর সাহেব কুকিদিগের রাখ্য বারণজন্য পল্টনসহ শ্রীহট্ট এবং াড় যাইতেছেন। আজবর খা ি। কিন্তু মরা শুনিতেছি পৌ.ছায় নাকি অনেক মিত হইয়াছে। ,,

১৬ ই মাঘ বৃহস্পতিবার।

আমরা আশ্চর্য্য হইয়া অবগত হইলাম, হেরবীয় গবর্ণমেন্ট সমুদায় রেলের ব্যয় বিধ করিবার মানস করিয়াছেন। একণে াধার প্রতিকয়েন্দি প্রতি বার্ষিক ৩৮ বায় পড়ে, বোধ হয় ১০০ টাকা লাগে। মেন্ট একটা মোট করিতে চাহেন। এটী সব রিচার্ড টেম্পলের বাহাদুরী শুভফলের চয়। তিনি অগ্রে সমুদায় ভারতবর্ষে খাদ ার মূল, একবিধ করবার চেষ্টা দেখুন।

ারঘাট রেলওয়েঃ দুর্ঘটনার কতক বিস্তারিত ার আসিয়াছে। মফস্বলের আরোহী একটী পুনা হইতে আগমন করিয়া জোরঘাটের না দিতেছিল, এমত সময় শকটের গতি বৃদ্ধি হইল। চালক কোন প্রকারে রুদ্ধ তে সমর্থ হইল না। তিনখানি তৃতীয়, এক দ্বিতীয় ও এক খানি প্রথম শ্রেণীর শকট াগিয়া একেকালে চূর্ণ হইয়াছে। প্রথম র শকট হইতে কেবল এক ব্যক্তি লাফাইয়া হইয়া রক্ষা পাইয়াছেন। তৃতীয় তে বিস্তর মহারাষ্ট্রীয় আরোহী ছিলেন। অনেকে মৃত অবস্থায় বাহির করা হইয়াছে। কের শরীর ভয়ানক আঘাত পাইয়াছে। জন পাইটারীর প্রভুরস্নেহে াহ সকল আরোহীর জীবন নষ্ট হয় নাই। পাইণ্ট কাটিয়া অবশিষ্ট শকটগুলি র্থে নে আনে। এখানে ভূমিসমান হও চালক স্থগিত করিতে পারিল। এই নার সুক্ষ্মানুসন্ধান করা আবশ্যক। চালক প্রহরী এই সময়ে সুরাপান করিয়াছিল কি না, হার সন্ধান লওয়া কর্ত্তব্য।

সম্প্রতি এক জন পাঠান বন্নুতে আসিয়া জন শীক সৈনিককে বধ করে। ধৃত হই পরে এ ব্যক্তি বলে, এক জন সাহেবকে করা তাহার অভিপ্রেত ছিল, সে এক কে দেখিতেও পাইয়াছিল; কিন্তু তাহার ঘোড়া হওয়াতে ও সাহেবের সাথে এক অস্ত্র থাকাতে সে আঘাত করিতে সাহসী হয় নাই। এক জন কাফেরবধ উদ্দেশ্য হওয়াতে সে নিরস্ত্র শিক শীককে বধ করিল। বন্নুতে পঞ্জাবী শিক অ হইল নাই। তথাপি ফিরজপুরের কমিসনর এ ব্যক্তির যেমত বিচার অমনি ফাঁসী দিয়াছেন। লওয়ায় হইলে পর পাঠান একখা ন চাল ও তরবারি চাহে। তাহা হস্তে করিয়া যুদ্ধ কারেতে করিতে প্রাণত্যাগ করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল। এ প্রার্থনা অবশ্যই গ্রাহ্য হয় নাই।

পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, লাহোরে একদল ওহাবি ক্রমশঃ দল বৃদ্ধি করিতেছে। লাহোরে ওহাবি থাকা সম্ভব নহে।

বোম্বের প্রদর্শনে সুরাটের কালেক্টর হোপ সাহেব বাবু বাইরামজি জিজি ভাইকে অপমান সূচক কথা বলিয়াছিলেন। প্রদর্শনে এ ব্যবহার বিরল নহে। এটী প্রদর্শনের একটী উপসর্গ হইয়া উঠিয়াছে। যাহা হউক, আমরা আহ্লাদিত হইলাম, হোপ সাহেব আপনার দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। অন্য অন্য ইংরাজের ইহা শিক্ষার বিষয় হওয়া কর্ত্তব্য।

পুনার অন্তর্গত কজাডের মামলতদার বাবু নারায়ণগণেশ শাস্ত্রী ১৮৬৭ অব্দে বোম্বাই রেলওয়ে কোম্পানিকে বলেন, মৌলির সেতুটী ভগ্ন প্রায় হইয়াছে। কোম্পানি তাহাতে মনোযোগী না হওয়াতে নারায়ণগণেশ বোম্বাই গবর্ণমেন্টকে জানাইয়াছিলেন। তদনুসারে অনুসন্ধান হওয়াতে যথার্থই দেখা গেল সেতুটী ভগ্নপ্রায় হইয়াছে এবং কিছু দিন পরে ইহা ভাঙ্গিয়া পড়ে। তিনি যথাসময়ে সংবাদ না দিলে অনেকের প্রাণনাশের সম্ভাবনা ছিল। এই নিমিত্ত বোম্বাই গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে রাও সাহেব উপাধি দিয়া ৫০০ টাকা মূল্যের এক জোড়া শাল পুরস্কার দিয়াছেন। এসকল পুরস্কার অতিশয় প্রীতিকর ও উৎসাহবর্দ্ধক।

জব্বলপুরে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কলিকাতায়ও ইহা দেখা দিয়াছে।

গত কল্য যোরঘাটের রেলওয়েতে ভয়ানক দুর্ঘটনা হইয়া ১১ জনের মৃত্যু হইয়াছে। বিস্তারিত বিবরণ আইসে নাই।

আমরা শুনিয়া অবগত হইয়াছেন, কলিকাতার নিম্নতর বিদ্যালয়সমূহে উপদেশ দিবার নিমিত্ত গবর্ণমেন্ট এক জন পদার্থ বিজ্ঞান অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই পদটী এক জন এতদ্দেশীয়কে দেওয়া হইবে।

১৭ ই মাঘ শুক্রবার

পঞ্জাবের যোকাদিগের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিতেছে। রামসিংহের কন্যা অতিশয় বাড়াবাড়ি করিয়াছে, তথাপি তিনি তাহাকে করেন নাই। পূর্ব্বে শিষ্যগণ তাঁহাকে বলিয়া জানিত। এক ব্যক্তি পরীক্ষার্থ বস্ত্র চুরি করে। তিন দিবস পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া ব্যর্থমনোরথ হওয়াতে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া একথা সত্য তে অনেকের ভক্তি গিয়াছে। আমাদিগের উন্নতিশীল ব্রাহ্ম দয়াল প্রভুর ক্ষমতাবিস্তারের চেষ্টা কেন?

মান্দ্রাজ গবর্ণমেন্টের অনুরোধে গবর্ণ ১২০০ টাকা বেতনে একজন বাটীর কর্তা (আর্কিটেক্ট) নিযুক্ত করিবার জন্য ষ্টেটসেক্রেটারীকে পত্র লিখিয়াছেন। তাব অনারেবল ক্লার্ক সাহেবের অনভ্য বোধ হয় মান্দ্রাজ গবর্ণমেন্ট যদি এই টাকা তাঁহাকে প্রদান করেন তাহা হইলে দক্ষি লের জল বায়ু ও পর্য্যাপ্ত কার্য্য দ্বারা শরীর অনুরাগ হইবে।

সিঙ্কোনার চাস উত্তমরূপে হওয়াতে মেন্ট হিমালয়ে সুরাপানার চাস করিতে মনস্থ করেন। ডাক্তর আণ্ডারসন বলেন দার্জিলিং ও দক্ষিণ সিকিমে এই বৃক্ষ জন্মিতে পারি তিনি যে স্থলে ইহার চাস ছিল। কিন্তু কম হওয়াতে এ দ্রব্যের মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি তেছে। আমাদিগের গবর্ণমেন্ট যদি ন্যাক্ষেত্র ও না করেন তাহা হইলে চা কুইন ও এখন বিষয়ে আমরা প্রধান হইতে পারি।

আমরা শ্রবণ করিয়া আহ্লাদিত হই মহারাজা হোলকর একটী বস্ত্রের কল আনা ছেন। তিনি কতকগুলি ইউরোপীয় কেও আনয়ন করেন নাই। কলিকাতার ওয়া তেতে একটী সূত্র কল হইয়াছে, কিন্তু সকল সামান্য মাত্র হইতেছে। আমাদি গবর্ণমেন্ট অনায়াসে কয়েদিদিগের দ্বারা কল চালাইতে পারেন। আলীপুরের জে প্রকার কল যদির সূত্র হইতেছে তাহাতে কল হইলেও যে ঐপ্রকার চলিবে না কোন কারণ নাই।

ভারতবর্ষে গুলাউঠার প্রাদুর্ভাব অনবরত অতিশয় অপরিষ্কৃত। এবিব অন্য কোন স্থানে শকটারোহণ গমন রাজ্যকালে প্রচুর আছে কিন্তু কল দিয়া বসান হয় না। নিজামের রাজধানী অপেক্ষা পর ও গোয়ালিয়র বিশেষ গুণে উত্তম।

...লিকাতার জষ্টিসদিগের অভিনন্দনের ...র লার্ড মেয় বলিয়াছেন " আমি কলিকা... আসিয়া যথেষ্ট দর্শন করিয়াছি। এই নগ... ...তি এবং লোকদিগের স্বাস্থ্য ও সন্তোষ ...মিত্ত যেসকল কাজ আবশ্যক তদ্বিষয়ে ...সম্পূর্ণ যত্ন থাকিবে" আশ্চর্য্য হইত না ...বর্ণর জেনেরল যদি নগরবাসীদিগের ...জানাইতেছেন তাহা হইলে বগ সাহে... পুনর্ব্বার পঞ্জাবে প্রেরণ করিয়া ওয়াকোপ ...হেবকে পুনরানয়ন করুন। হগসাহেব ...শ্রেণির অপ্রিয় হইয়াছেন, কোন কাজ ...করেন না কিন্তু লোকে করভারে শশব্যস্ত ...াছেন।

...ইকুমারের ভ্রাতার কারারোধের বিষয় ...সংবাদপত্রে লিখিত হওয়াতে সর সাই... ...ফিটজেরলড ডাক্তার হচীরকে প্রেরণ করেন যে ...তে মনোহররাও রুদ্ধ আছেন, ডাক্তার হচীর ...দর্শন করিয়া বলিয়াছেন, এটী অস্বাস্থ্য... ...নহে। বাটীটী প্রশস্ত ও সন্তোষকর। ...হররাও কোন পীড়ার কথা বলিলেন না ...র প্রতি কুব্যবহার করা হয় না বায়ুসেবনার্থ ...একটী নির্দ্ধারিত ভূ খণ্ডে ভ্রমণ করিতে ...য়, কিন্তু সর্ব্বদা প্রহরী থাকাতে তিনি ...রোহণে ভ্রমণ করিতে অনিচ্ছুক। ...ইকুম... একটী দোষ কল্পিত হইল। ...কে ভ্রাতাকে ...কারারুদ্ধ রাখিয়াছেন আমরা তাহার ...জানিতে চাহি।

...াস্ত্রাল টাইমস আক্ষেপ করিয়াছেন ...কার একটী হত্যাও পুলিসে ধৃত করিতে ...ভছেন না ...এই অতি... ..., কিন্তু গবর্ণমেন্ট কতক গুলি অমু... ...ক সৈনিক কর্ম্মচারীকে পুলিসের ...বলিয়া কোন কাজ হইতে দিতেছেন না।

...সম্প্রতি মফস্বলের একজন জমীদার যে ...ক ব্যক্তির নামে ৮০০০ টাকা ঠকাইবার ...শ করেন মাজিষ্ট্রেট রবার্টস তাহা অগ্রাহ্য ...য়াছেন। জমীদার প্রেমারায় হারিয়া মিথ্যা ...শ করিয়াছিলেন। প্রেমারার অতিশয় ...র্ভাব হইয়াছে। ইহার নিমিত্ত কঠিন আইন ...আবশ্যক।

...াবদুল রহমনের শেষ সেনাদল পরাজিত ...ছে, ...সর্দ্দার সানরাজ খাঁ আমী... ...সেনাপতি গোলমন খাঁর দ্বারা পরাজিত ...ভূত হইয়াছেন।

...মীপুরের আফিসো রাপস অনুমতি পত্র ...মৌয়ার মদ প্রস্তুত করাতে শিয়াল...দরের মাজিষ্ট্রেট কুমার হরেন্দ্র কৃষ্ণ তাঁহাদিগের ১০০০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন। আফিসো রাপস বলেন, তাঁহারা পরীক্ষার্থ ইহা করিতে ছিলেন। লাভের নিমিত্ত নহে। ভাল ভাল মদ পরীক্ষার্থ হইতেছিল? পথ ভুলিয়া গাছে উঠে না কি?

গত কল্য গবর্ণর জেনরলের বাটীতে দরবার হওয়াতে বিস্তর লোকে গমন করিয়াছিলেন সর জন লরেন্সের সময় অপেক্ষা এ দরবারে বাহ্য আড়ম্বর ও নিয়ম অধিক দৃষ্ট হয়। সর জন লরেন্স সকলকে সমভাবে গ্রহণ করিতেন।

কুকবাগানে যে তিন ব্যক্তি হত্যা করে, গত কল্য প্রেসিডেন্সি জেলের নিকটে তাহাদিগের ফাঁসী হইয়াছে। হত্যাকারিগণ কিছুমাত্র ভয় প্রদর্শন করে নাই।

কচের রাজা পসেল্ল মাহুল স্বর্গগত হইয়াছেন।

মেজর ইবাসবেল ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার বিরুদ্ধে লিখিয়া বলিয়াছেন এ সংবাদপত্রখানিকে গবর্ণমেন্টের মুখপাত্র জ্ঞান করা ভ্রম এই সকলেই জানেন। তথাপি মেজর বেল বলেন সর জন লরেন্স অন্যায় করিয়া ফ্রেণ্ডকে ইস্তুর সংক্রান্ত ব্যাঙ্ক পত্র প্রদান করিয়াছিলেন।

১৮ ই মাঘ শনিবার

কাঁদি হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন গতকল্য রাত্রি ৩ কি ৪ ঘিটার সময় মনোহারি বাজারে এক খানি ঘরে দৈবাৎ অগ্নি লাগিয়াছিল, যথা সময় পাইলেই সাহায্য করিয়া থাকেন, পবন দেব শুভাগমন করিয়া অগ্নি দেবের সাহায্য করিলেন এবং তিনি প্রায় ২ ঘণ্টাকালে একে একে সমস্ত পণ্যশালা ভস্মীভূত করিলেন !! মহা পথ মধ্যে সংকীর্ণ রাস্তার দুই পার্শ্বে অগ্নি জ্বলিতেছে, প্রাণভয়ে কেহই সাহস করিয়া কপর্দ্দক মূল্যের দ্রব্যও রক্ষা করিতে পারেন নাই। লণ্ঠন, সেটী ছাতা, হুকা প্রভৃতিতে প্রায় ৩০০০ টাকার দ্রব্য দগ্ধ হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে কোন কোন দোকানী বিস্তর দ্রব্য লইয়া বিক্রয়ার্থ স্থানান্তরে মেলায় গিয়াছিল, নচেৎ আরো বিলক্ষণ ক্ষতি হইত

" সেরাজগঞ্জ হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন। গত রাত্রি ৯ টার সময়ে অত্র দাপত্রের পল্লীতে ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত হইয়া গিয়াছে ২৫। ৩০ ঘর দগ্ধ হয়, অনেকের মহামূল্য দ্রব্য ভস্মসাৎ হইয়াছে। বহু লোক উপস্থিত হওয়াতে আর অধিক ক্ষতি হয় নাই। পুলিস উপস্থিত ছিলেন। এমন বৎসর নাই যা... ২।৩ বার এই রূপ শোচনীয় ব্যাপার না ঘ... তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মহাজ... পাকা ঘর প্রস্তুত করেন না। কাঁচা ঘরে ... ৫০০ বা অধিক টাকা ব্যয় হয় এবং প্রতি ব... যেই ভস্মসাৎ হয় সেও ভাল তথাপি পাকা ... হয় না।

—:০:—

## গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন।

### বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনন্টগবর্ণরের আদেশানুসারী

### নিয়োগ।

১৯ এ জানুয়ারি। হুগলীর সহকারী মা...জিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ডবলিউ. এচ. ব্রিম ল সা... দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতিনিধি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

২০ এ জানুয়ারি। নওয়াখালির ডে... মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু গোকুলচ... রায় চট্টগ্রামে বদলী হইয়া প্রথম শ্রে... অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

যে দিবস কাপ্তেন টি. এচ. লিউইন, কা... ভার অর্পণ করিয়াছেন, সেই দিবসাবধি চট্ট...মের পর্ব্বত অঞ্চলের অন্তর্গত সদর সহকা... কমিসনর এ. রাটে সাহেব কিছু দিনের নিমি... উক্ত অঞ্চলের ডেপুটী কমিসনরের কার্য্যভা... পাইয়াছেন। তিনি ১৮২২ অব্দের ৭ আইন ... ১৮২৫ অব্দের ৯ আইন অনুসারে চট্টগ্রামে ক...ষ্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

যশোহরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপু... কালেক্টর বাবু ভগবানচন্দ্র বসু বর্দ্ধমানে বদ... হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

যত দিন লেপ্টেনন্ট এচ, এম, রাসেল বি... লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন লেপ্টে... এ, আর, উইলকিন্সন বঙ্গদেশের পুলিস ইনস্পে...ক্টর জেনরলের নিজ সহকারী হইবেন।

যত দিন লেপ্টেনন্ট উইলকিন্সন কার্য্যান্ত... থাকিবেন, তত দিন ডবলিউ. জে. কিন... সাহেব সাহেবের প্রতিনিধি পুলিস সুপরি...টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

যত দিন মেজর এফ. এন. মাইলস বিদ... লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন আ... এচ. জি, আরবিন সাহেব মালদহের প্রতিনি... পুলিস সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

২৪ পরগণার সহকারী পুলিস সুপরিন্টেণ্ডে...

, এচ, জনষ্টন সাহেব মুরশিদাবাদে বদলী হইবেন।

কটকের সহকারী পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট এম, রেডসডেল সাহেব ত্রিহুতে বদলী হইবেন।

২১ এ জানুয়ারি। যত দিন ডাক্তর জে, সি, ... বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ডাক্তর জে, বি, আলেন বিহারের ...দেনের এজেন্টের প্রতিনিধি প্রধান সহকারী হইবেন।

পূর্ণিয়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু ... মুখোপাধ্যায় মানভূমে বদলী হইয়া তৃতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেট হইবেন।

যত দিন বাবু গোবিন্দমোহন ঘোষ বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন রাজসা... ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ... জাহ্নবীচরণ মিত্র তত্রত্য কমিসনরের প্রতিনিধি নিজ সহকারী হইবেন।

২২ এ জানুয়ারি। যত দিন বাবু মধুসূদন ... বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন বাবু গঙ্গানারায়ণ সরকার চট্টগ্রামের প্রতি... অতিরিক্ত অধ্যক্ষ হইবেন।

জে, এম, আরমষ্টং সাহেব কটকের সাধারণ ... সম্পাদক হইবেন।

... জে, হবেল সাহেব ঢাকার প্রতি... কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

জে, এস, স্মিথ সাহেব গয়ার প্রতিনিধি ... চলিয়া গেলেন। তিনি যত দিন ... না আসেন, তত দিন এচ, ডবলিউ, আলেন ... সাহেব গয়ার প্রতিনিধি ... ভার গ্রহণ করিবেন।

... এচ, ডবলিউ, আলেকজাণ্ডার কার্য্যে থাকিবেন, তত দিন কিছু কালের নিমিত্ত ... সি, ... সাহেব সাহাবাদে দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

জে, ওয়ার্ড সাহেব কিছু দিনের নিমিত্ত ... প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

ত্রিহুতের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ... এম, বার্বর সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

২৩ এ জানুয়ারি। ২৪ পরগণার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু কালীচরণ ঘোষ কিছু দিনের নিমিত্ত সুন্দর বনের কমিসনরের সহকারী হওয়া রাজধানী বিভাগের সকল জেলা ও বাখরগঞ্জে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় ফরিদপুরের বিশেষ সব রেজিষ্ট্রার হইবেন।

যত দিন মুন্সী মহম্মদ ... বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন বাবু ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় বগুড়ার প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

২৫ এ জানুয়ারি। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু রাসবিহারী বসু বাঁকা ... দের ভার পাইয়া ভাগলপুরে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাচালন করিবেন।

বাঁকার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী অবদুল গফুর সাহরসে বদলী হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা চালন করিবেন।

সাহরসের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ই, ই, ... সাহেব গোয়ালন্দায় বদলী এবং পালামৌ... স্থিত হইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

২৬ এ জানুয়ারি। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু নবীনকৃষ্ণ সরকার, যিনি এক্ষণে বিদায় পাইয়া আছেন, পুনর্ব্বার কুমারখালি উপবিভাগে নিযুক্ত হইবেন।

কুমারখালির ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সদর মহকুমা ... বদলী হইবেন।

যত দিন টি, ওয়েলডন সাহেব বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন, তত দিন এ, ... সাহেব ... প্রতিনিধি পুলিষ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

যত দিন কাপ্তেন জি, বি, ... বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ই, এ, ... সাহেব ত্রিপুরার প্রতিনিধি পুলিষ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

সব আসিষ্টাণ্ট সার্জন ... ঘোষ হুগলীর অন্তর্গত ... চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

লেফটেনণ্ট F, এচ, ... এক জন সহকারী রেবেনিউ সর্বেয়ার হইবেন।

ত্রিহুতের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ডি, এম, বীবন সাহেব সীতামারি উপবিভাগের ভার পাইবেন।

সীতামারির ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর এচ, ... সাহেব সদর মহকুমা ত্রিহুতে বদলী হইবেন।

পবলিক ও...

১৩ ই জানুয়ারি

১ লা ডিসেম্বর অব... বহরমপুর হইতে ...ভাগে বদলী হইয়াছেন

প্রথমশ্রেণির ওবরসি...

ঐ ... ।

প্রথম শ্রেণির পরীক্ষা... ই, ডবলিউ, এচ, ...

বাবু বিপ্রদাস মিত্র ... হইতে স্থানীয় বিভাগে

নিম্নলিখিত একজিকিউটি... নিয়রগণ পশ্চাল্লিখিত স্থানে

চতুর্থ শ্রেণির একজিকিউটি... সি, সি, আডলি সাহেব কলিকাত... ইঞ্জিনিয়রের বিভাগে।

চতুর্থ শ্রেণির একজিকিউটিব ই... লিউ জে, ডবলিউ, স্মিথ সাহে... বিভাগে।

প্রথম শ্রেণির সহকারী ইঞ্জিনিয়র ... সাহেব কটক বিভাগে।

প্রথম শ্রেণির সহকারী ইঞ্জিনিয়... সাহেব বারাকপুর বিভাগে।

দ্বিতীয় শ্রেণির সহকারী ইঞ্জি... ডবলিউ, ... সাহেব ভাগলপু...

প্রথম শ্রেণির সহকারী ইঞ্জিনিয়... সাহেব ভাগলপুর হইতে আস... হইবেন।

১৫ ই জানুয়ারি। দ্বিতীয় শ্রেণি... ... জি, ডবলিউ, ... ১৮৬৮ অব্দের ৩১ এ ডিসেম্ব... ...

চতুর্থ শ্রেণির একজিকিউটিব ... জে, ডবলিউ, স্মিথ সাহে... অব্দের ২১ এ ডিসেম্বর ... বিভাগে গমন করিয়াছেন।

চতুর্থ শ্রেণির একজিকিউটিব ... সাহেব বর্দ্ধমানের (স্থানীয়... ভার ১৮৬৮ অব্দের ১৭ ই ডিসেম্বর ... গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রথম শ্রেণির সহকারী ইঞ্জিনিয়... সাহেব ১৮৬৮ অব্দের ১৭ ... বারাকপুর বিভাগে গমন ক...

মধ্য আসাম বিভাগের ... কারী ইঞ্জিনিয়র জে ... সা... বিভাগে প্রতিনিধি একজিকিউটিব... হইবেন। তিনি ১৮৬৮ অব্দের ১০...

চার গ্রহণ করিয়াছেন।
কার্য সহকারী ইঞ্জিনিয়র
র ভাগলপুর বিভাগে

সহকারী ইঞ্জিনিয়র জে,
অব্দের ১২ই ডিসেম্বর
র বিভাগে গমন করিয়া-

াজের প্রথম শ্রেণির স্থায়ী
. এ, লায়ন সাহেব পরত্যাগ
ে পাইয়াছেন।
র পরীক্ষার্থ ওবরসিয়র বাবু
৮৭৮ অব্দের ৪ ঠা ডিসেম্বর
আসাম বিভাগে গিয়াছেন।
নির পরীক্ষার্থ সব ওবরসিয়র
চট্টোপাধ্যায় সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত

—:*:—

## ইউরোপীয় সমাচার।

২২ এ জানুয়ারি। ত্রিটিক অবধারণা
সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।
জানুয়ারি। স্পেনের গবর্ণমেন্ট আমে
মেন্টকে কিউবা দ্বীপ বিক্রয় করিবার
য়েছেন।
য়া এবং ওয়ার্টেম্বর্গের গবর্ণমেন্ট বলি
তাঁহারা উত্তর জর্ম্মণির সহিত আপনা-
সন্যদল একত্র করিবার কোন চেষ্টা
ছেন না।
ার প্রাতঃকালের সংবাদপত্রসমূহ
নপলিয়নের শান্তিসূচক বক্তৃতার
হার ও করাসী জাতির প্রশংসা করি

ড হইতে যে শেষ টেলিগ্রাম আসি
ার মর্ম্ম এই, জাতিসাধারণ সভার
ানীত সভ্যদিগের অধিকাংশ রাজ-
প্রণালীর অনুমোদন করেন।
ারবেষ্টিন সভাসদ. এড. হেঁসি মর
প্রতিনিধি বলিয়া মনোনীত হইয়া-
কন্ড উৎকোচগ্রহণ অপরাধে মহা
বহিষ্কৃত হইয়াছেন।
মিরাশিটিং সেক্রেটারি বাকস টার
ভাবে এক সংকল্পের প্রস্তাব করি
জরি.বক্তাদের প্রাপ অংশে মধ্যমাগ,
য় করিতে হইবে।
গাভনী কোম্পানির ব্যবসায় উঠা
হাদিগের উপরে দেওয়া হইয়াছে.

তাঁহারা অধ্যক্ষদিগকে দায়ী করিবার নিমিত্ত চান্সরি আদালতে নালীশ করিয়াছেন।

২০ এ জানুয়ারি। যুদ্ধসভা যাহা বলিয়াছেন সুলতান তাহা গ্রাহ্য করিয়াছেন।

মহাসভার অধিবেশনদিবসে সম্রাট নেপো লিয়ন বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন. সেনাদল সংক্রান্ত আইন অনুসারে মহাসভা যে অর্থ ও সৈন্য প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে দেশের আর কোন অনিষ্টাশঙ্কা নাই। এক্ষণে ফ্রান্স যে সে বিপদের সম্মুখীন হইতে পারেন। শান্তির সময়ে যতদূর আবশ্যক. তাহা বিবেচনা করিয়ে ফ্রান্সের সৈন্য ও নাবিকদলকে পর্য্যাপ্ত বিবেচনা করিতে হইবে। পূর্ব্বাপেক্ষা যোদ্ধার সংখ্যা অধিক নয় বটে কিন্তু অস্ত্রসকল উৎকৃষ্ট. অস্ত্রাগারও সৈনিকভাণ্ডার পরিপূর্ণ। নিঃ মাভিরিক্ত সৈন্যগণ সুশিক্ষিত। যুদ্ধ জাহাজ গুলি পুনর্নির্ম্মিত এবং দুর্গগুলি উত্তম অবস্থাপন্ন হইয়াছে। সম্রাট বলিলেন ফ্রান্সের ক্ষমতা রক্ষার্থ সৈন্যদলের উৎকর্ষসাধন আবশ্যক। তিনি আরও বলিলেন, বিদেশীয় গবর্ণমেন্ট সমূহের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ সদ্ভাব আছে তুরস্ক ও গ্রীসের বিবাদভঞ্জনার্থ যুদ্ধসভা হয় এবং দূতগণ সকল বিষয়ে একবাক্য হইয়াছেন উপসংহারকালে সম্রাট এই অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন যে, সর্ব্বসাধারণে তাঁহার রাজনীতি অনুমোদন করিবেন। তিনি এক কালে সকল বিষয়ের পরিবর্ত্ত ভাল বাসেন না। গবর্ণমেন্টে বল ও প্রজার স্বাধীনতা থাকে. এই তাঁহার অভিপ্রায়।

২১ এ জানুয়ারি। সকলে অনুমান করিতে ছেন যুদ্ধসভা যাহা করিয়াছেন. তাহাতে তুরস্ক ও গ্রীসের বিবাদশান্তি হইবে।

উত্তর জর্ম্মণীর গবর্ণমেন্ট বাবেরিয়া ও ওয়ার্টম্বর্গের রাজার সহিত এই ভাবে সন্ধি করিবার চেষ্টায় আছেন যে, তাঁহাদিগের পরস্পরের প্রজাগণ পরস্পরের সেনাদলে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

গ্রিণউইচ হাসপাতালের অধ্যক্ষের পদ উঠিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক বিভাগে পরিমিতরূপে ব্যয় করিবার বিধি হইবে।

রাজ্ঞী এক আজ্ঞা প্রচার করিয়া গির্জ্জার বেদিসকলে আলোক দিবার নিষেধ করিয়াছেন অধিকাংশ রিচুয়ালিষ্ট এই আজ্ঞা প্রতিপালনে সম্মত হইয়াছেন।

পেরা ২৪ এ জানুয়ারি। রুশদূতের অধ্যক্ষ কোবার্ট পাশা মিসর হইতে ক্রিট গমন করিয়াছেন। গ্রিসের রাজা অঙ্গীকার করিয়াছেন, যতদিন বিচারালয় আজ্ঞা না দেন ততদিন হেন



গিন বাষ্পীয় জাহাজ বন্দর ত্যাগ করিবে
মিসরের পাশা ৫০,০০০ সৈন্য সুলতা
দিয়া সাহায্য করিবেন।

---

### উদ্ধৃত।

"ইণ্ডিয়ান মিরর ও লরেন্স সাহে

সার জন লরেন্স বাহাদুরের রাজ্য
প্রণালী ও চরিত্র লইয়া বিস্তর তর্ক
হইয়াছে. কিন্তু যিনি যেরূপ লিখুন ই
মিরারসম্পাদক তাহার চূড়ান্ত করিয়া
বাঙ্গালির মধ্যে ইনি যেরূপ লরেন্স সা
সপক্ষ লোক. এরূপ আর কেহ নন।
লোকের সকল কর্ম্মের অভিপ্রায় বুঝিয়া
তাহারা হঠাৎ ভাবিতে পারে যে, উক্ত
ব্রাহ্মদিগকে লরেন্স বাহাদুর কিছু
করায় ইণ্ডিয়ান মিরারসম্পাদক কৃ
আবদ্ধ হইয়া এরূপ মতাবলম্বী হইয়াছেন
বৎসর লরেন্স বাহাদুর উন্নতশীল ব্রাহ্ম
সাম্বৎসরিক অধিবেশন দেখিতে যান ও
কোন ব্রাহ্মকে বাটীতে ডাকেন,
সিমলায় তাঁহার নিকট লইয়া যান। কিন্তু
ব্রাহ্মদিগের অভিপ্রায় খুঁজিতেছি
রাখেন। যেরূপ ধার্ম্মিক ও সৎ তাঁহা
তাঁহাদের বিশ্বাসের কোন বিপরীত কার্য
বেন ইহা সম্ভাবনা হয় না। কিন্তু ৮ই
এর মিরারের প্রস্তাব পড়িলে একটা
য উহা বাঙ্গালির লেখা, না ইংরাজের
তিনি বলেন যে "গবর্ণমেন্ট" বলে "
দিগকে যাইতে দেওয়া উচিত নয়,
সেখানে যে যে কাণ্ড হয়. তাহা বাঙ্গালি
রূপ নীতিজ্ঞান, তাহাদিগকে দেখিতে
উচিত নয়। অতএব এরূপ স্থানে যে
দিগকে লরেন্স সাহেব যাইতে দেন নাই.
হইয়াছে। এখানিতী কাগজেগ দেওয়া হইয়া
ইংরাজদিগকে না, বাঙ্গালিদিগকে ? এ
মিরার সম্পাদক ইংরাজ সেজাব পড়িয়া
য়াছেন, না অপক্ষপাতিতা দেখাইতে
ছেন ? আমরা বরাবর দেখিতেছি.
ও ইণ্ডিয়ান মিররে বড় সম্প্রীতি, অথচ
বাঙ্গালির এত শত্রু যে, ইংরাজ ও বাঙ্গা
জাতিবৈরের উদ্রেক করিয়া দেওয়াই
তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। বাঙ্গালি হইয়া
দিকে এত ঘৃণা করে সে ব্যক্তি কি। ব্রাহ্ম
কি এই ফল যে, স্বদেশের উপর ঘৃণা জন্ম
দেয়। বাঙ্গালিদের নীতিজ্ঞান নাই.
তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে কি সাহসে
স্থানে আনিতেছেন ? আমরা ব্রাহ্মদিগের,

উন্নতিশীল ব্রাহ্মদের বিশেষ ভরসা করি-
ব্রাহ্মরা সতর্ক হউন। সে ধর্ম ঈশ্বরের
যাহাতে মনুষ্যের কোন জাতির প্রতি,
বিশেষতঃ স্বদেশের প্রতি ঘৃণা জন্মায়। ইণ্ডি
মিরার আর , ব্রাহ্মদিগের কাগজ নয়,
খ্রীষ্টানদিগের কাগজ। উন্নতিশীল ব্রাহ্মেরা
ব্রাহ্ম নাই, এক্ষণে খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছেন।
বাহাদুর কণ্ট্রাক্ট আইনের বিরুদ্ধে
ন, বলিয়া আমাদের প্রকৃত ধন্যবাদের
। এই আইন নীলকরেরা অনেক কাজ
করিয়া ১৮৩০ সালে বিধি বদ্ধ হয়।
উহা ১৮৩৫ সালে রদ হয়। কিন্তু অদ্
করেরা অদ্যাপি উহার মমতা ত্যাগ করিতে
ন নাই।
রেলওয়ের তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীদিগের
র নিমিত্ত তিনি চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু
ই জানেন, তাঁহার এ চেষ্টা অংশ
সফল হইয়াছে। তাঁহার আদেশসত্ত্বেও
র শ্রেণীতে আলোক দেওয়া হয় নাই।
এ সময় একটী আজ্ঞা প্রচার করিয়াছি
হন। তাঁহার সে আজ্ঞা প্রতিপাল
কি না, তাহা তিনি এক বার চক্ষু মেলিয়া
ন নাই।
র লাহোরে এই এই কার্য্য গুলিসম্বন্ধে
র কি বাহবা আমাদের জানিতে বড়
কল রহিল। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে যে এত
প্রাণী নষ্ট হইল, লরেন্স বাহাদুর কি
তজ্জন্য দায়ী নন? তিনি যে সময়
বৃথা ঘরগুলি অর্থ নষ্ট করি
তাহাতে কি বিস্তর লোকের জীবন রক্ষা
না? এ দিকে অন্নাভাবে লোক হাহাকার
ছে, ও দিকে দেশ দেশের শাসনকর্ত্তা
র হস্তে ২০ কোটি লোকের জীবন ন্যস্ত
ছে, তিনি একগুলি প্রাণীকে অদৃষ্টের
তে নিক্ষেপ করিয়া কতকগুলি বিভিন্ন
দিগের নিকট আপনার ঐশ্বর্য্য ও পদের
বিস্তার করিতে ব্যস্ত রহিয়াছেন। মনু
যাহার নিকট কেলনাস্বরূপ, সে
কাহার ভক্তির পাত্র হইতে পারে
সার জনের ধর্ম্মসম্বন্ধে যদি গোঁড়ামি না
বে, তবে তিনি খৃষ্টধর্ম্মের সাহায্যার্থ এত
সরকারি টাকা নষ্ট করিলেন কেন? এই
বৎসর তা হের জাগা তাঁহাতে সম
হয়, তিনি এই কালমধ্যে কি হিতকর
করিলেন? দেশের বিচারকার্য্য কিছু
হইয়াছে? পুলিসের সংস্কার হইয়াছে।
র ও দিকে তিনিই না সিবিল

সার্জ্জিদের মাস বৃদ্ধ করেন! তিনিই না মিছা
মিছি কতকগুলি সৈনিক ব্যয় বৃদ্ধি করেন।
তিনিই না ইউরোপীয় সৈন্যদিগের সুবিধার্থ
এগার কোটি টাকা বারিকে ব্যয় করেন! তিনিই
না লোকের চীৎকারসত্ত্বেও মিউনিসিপাল ট্যাক্স
ও লাইসেন্স ট্যাক্স স্থাপিত করেন! তিনিই না
পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া তাঁহার অনুচর
সহচরসহ সিমলাবাসে কতকগুলি টাকা জলে
ফেলিলেন! কোন গবর্ণর জেনরল তাঁহার ন্যায়
চাটুকারগণের এত অধীন ছিলেন! কোন গবর্ণর
জেনরল ভারতবর্ষীয়দিগকে এত অবিশ্বাস করি
য়াছেন? কোন গবর্ণর জেনরল খোসামোদের
এত বশ্য ছিলেন? আমরা যত দূর জানি, লার্ড
কর্ণওয়ালিস হইতে এপর্য্যন্ত যত গবর্ণর জেন
রল আসিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই প্রজার সুখ
বর্দ্ধনে এত উদাসীন ছিলেন না। এক ইঙ্ক
ম্ট্যাক্সে প্রজার সর্ব্বনাশ হইল।

বিশেষতঃ ইংরাজ ও বাঙ্গালিতে সৌহৃদ
তাঁহার শাসনপ্রণালীতে আরো কমিয়া আসি
য়াছে।" অমৃতবাজার পত্রিকা।

—:o:—

বৈজ্ঞানিক বিবরণ।

"সকলেরই জানা আছে যে, দুগ্ধ ভিন্ন অপ
র কোন একটীমাত্র দ্রব্য আহার দ্বারা শরীরের রক্ষা
হইতে পারেনা। কারণ আমাদের শরীরস্থ মজ্জা
অস্থি রক্ত, মাংসপেশী প্রভৃতি সকল পদার্থের
পোষণোপযোগী সমগ্রী আর কোন একটী দ্রব্যে
নাই। কিন্তু ডাক্তার হাসাল সাহেব বলেন যে
নারিকেলেও দুগ্ধের ন্যায় সমস্ত ধাতুর পোষণো
পযোগী দ্রব্য পাওয়া যায়, সুতরাং কেবলমাত্র
নারিকেল আহারদ্বারাও জীবনধারণ হইতে
পারে।

অনেকেরই জানা আছে যে, ডাক্তরেরা অস্ত্র
চিকিৎসার সময়ে এমন একপ্রকার আরক
ব্যবহার করেন, যাহার আণ গ্রহণ করিতে করিতে
রোগী সর্ব্বতোভাবে অচেতন এবং স্পন্দহীন
হইয়া পড়ে সে অবস্থায় অস্ত্রচিকিৎসা জনিত
কোন কষ্টই তাহার অনুভূত হয় না। কিন্তু ঐ
আরকের (ক্লোরাফরম) ব্যবহার সর্ব্বতোভাবে
বিপদশূন্য নহে। উহা শুঁকিতে শুঁকিতে অনে
কের প্রাণ হইয়া আইসে এবং কোথাও
কোথাও প্রাণের হানিও হইয়াছে। সম্প্রতি ডা
ক্তর ডব্লিউ, রিচার্ড সন নামা এক জন সাহেব
প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইথর নামক আরকের
দ্বারা শরীরের কোন ভাগে কিয়ৎক্ষণ পাত
ত করিলে সেই ভাগ সম্পূর্ণরূপে অসাড় হইয়া
যায় এবং তখন বিনাযন্ত্রণায় ঐ ভাগে অস্ত্র

চিকিৎসা চলিতে পারে।" এতদ্দে
গেজেট।

" এতদ্দেশীয়দিগকে সৈনিক
বিভাগে প্রবেশ করিতে
দেওয়া না হয় কেন?

অনেকের মুখেই মধ্যে মধ্যে এই জিজ্ঞা
শুনা যায়, এমন কি অনেক রাজপুরুষেও ব
থাকেন, একবার হাউস্ অব কমন্স
এই কথা উঠিয়াছিল যে " ইংরেজেরা
যে এদেশ শাসন করিতেছেন, তাহার উদ্দে
এই, ভারতবর্ষীয়েরা কালে ভারতবর্ষ শাস
হইলে তাঁহাদিগেরই হস্তে ইহার শাসনভা
র্পণ করত, তাঁহারা এদেশ ত্যাগ করিবেন,
জেরা এখন কেবল নাবালকের সম্পত্তি
করিতেছেন মাত্র।" কালে নাবালকের বয়ঃ
হইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু নাবালকের পরি
প্রাপ্তির অনুকূল প্রমাণ কি? কেবল
কথায় যদি পরিতোষ জন্মাইত, তাহা
বন্য অন্নপানে কথায় কথায় ক্ষুধিতের
শান্তি হইত এবং পিপাসিতেরও পিপা
তৃপ্তি হইত। ক্ষুধা তৃষ্ণার সময় কাহা না
কেবল লোভ দেখাইলে বরং অসন্তোষ
এবং ক্ষুধা তৃষ্ণারও বৃদ্ধি হইয়া
আমরা চিরকালই ঐ মধু মাখা কথা
আরও দারুণ ক্ষুধার্ত্ত, পিপাসিত ও
অবস্থায় কালযাপন করিতেছি, সুতরাং
কথা চাই না, এখন কেবল কাজ চাই
বয়স জন্মান, এই, ভারতবর্ষীয়েরা উ
হইলেই কি ইংরেজেরা অনায়াসে ভারত
লোভ পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইবেন
মাদের বিবেচনায় ইহা কখনই সম্ভব
না দশ লক্ষ ইংরাজের মধ্যে একজনেরও
অন্তঃকরণ আছে কি না সন্দেহ, যদি
সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে ইংরাজ
দেশীয় বলিয়া অধিকাংশ স্থলে পক্ষপাত
না, এদেশীয়দিগের উচ্চপদ প্রাপ্তি
কোন আপত্তি উপাপিত হইত না,
ন্যায় এদেশে সিবিল সর্ভিস পরীক্ষা উ
কোন গোলোযোগ চলিত না এবং
য়দিগের সৈনিক বিভাগপ্রবেশে রাজপ
গের অন্তঃকরণে অকারণ কোন সন্দেহ
হইত না।

আমরা ইহা স্বীকার করি বটে, ইং
ইউরোপীয়েরা ভারতবর্ষস্থ ইউরোপীয়
অপেক্ষা আমাদিগের প্রতি বিশেষ

ত দর্শন করিয়া থাকেন, এখানে যাঁহারা
তবর্ষদ্বেষীর ন্যায় ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন,
র ও আবার ইংলণ্ডে গিয়া ভারতবর্ষীয়
মিত্র হইয়াছেন এবং ইংলণ্ডস্থ উচ্চ পদা
স্থাও ভারতবর্ষীয়দিগকে সমকক্ষ ভাবি
কন। কিন্তু তাহা বলিয়া কি তাঁহারা
ষয় লোভ পরিত্যাগ করিতে পারি
? নর্থ ও নয়নযুগলই ইহার স্পষ্ট প্রমাণ।
ব্যক্তি বহে শুনিয়াছেন, বা ইতিহাস
পাঠ করিয়াছেন. জেতৃজাতি ক্ষমতা থাকি
জতজাতিকে এ প্রকারে পরিত্যাগ করিয়া
? অধিক কি, এই ত ইংলণ্ডস্থ ইংরাজেরা
দের প্রতি এত অনুকূল ও আমাদিগের স
সমব্যবহার করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহার
দিগের জন্য বিশেষ কি করিয়াছেন ? তাঁ
যদি এদেশীয়দিগের আন্তরিক হিতৈষী
ন এবং ভবিষ্যতে এদেশীয়দিগের হস্তে
তবর্ষের রাজত্ব সমর্পণ করিতে কৃতসং
হইতেন, তাহা হইলে কখনই সিবিল
পরীক্ষাটীকে ইংলণ্ডের একচেটিয়া করি
না এবং সৈনিক বিভাগটীকেও ইংরাজ
র ব্রহ্মোত্তর করিয়া রাখিতেন না। তবে
ত্য যুগের ন্যায় কাল আসিয়া উপস্থিত
তাহা হইলে ইহাও সম্ভবিতে পারে। আকা
সুম হইতে ফলোৎপত্তিও হইবে না, আর
দিগেরও ক্ষুধাশান্তি হইবে না। ইংরা
স্বার্থ-সম্বন্ধ-শূন্য হইয়া কিছু এ দেশ জয়
নাই, ইংলণ্ডের মান ও সম্পত্তিবৃদ্ধিই তার
জয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। নচেৎ এত দিনে
র পূর্ব্ব লক্ষণ দেখা যাইত। এখন এদেশীয়
র রাজনীতিসংক্রান্ত স্বত্ব প্রায় কিছু
নাই, একথা বলাও বোধ হয় অসঙ্গত হয়
টক. আমরা আফিসর হইতে পারিতেছি,
স্ত্র পদ প্রাপ্ত হইতেছি ? আমাদের কি
? সামান্য ম্যাজিষ্ট্রেটের পদও এতদ্দেশীয়
ভাগ্যে ঘটে না। "বিড়ালের ভাগ্যে
ছেঁড়ার" ন্যায় এক আধটি জজের পদই
আমাদিগের রাজনীতিসংক্রান্ত স্বত্বের
? ইহার জন্য কি আমরা গবর্ণমেণ্টের
পীড়াপীড়ি করিতে পারি না ? এটি কি আ
গর অসঙ্গত প্রার্থনা ? এই আমাদের চি
লের স্ব"। ভারতবর্ষ চিরকাল আমাদেরই
ছিল এবং ভারতবর্ষের রাজনী
ক্রান্ত যাবতীয় বিষয়েই আমাদিগের
ছিল, বটে মুসলমান রাজত্বে আমাদিগের
ত্বের অনেক তিরোধান হয়, এ কথা যথার্থ
কিন্তু তথাপি তৎকালেও এদেশীয়েরা

প্রধান সেনাপতিও হইতে পারিতেন, এবং প্রধান মন্ত্রিত্বপদেও ইহাদের সম্পূর্ণ স্বত্ব ছিল। ইংরাজ রাজত্বে তাহার কি আছে? অতএব যেটি আমাদের চিরকালের স্বত্ব, তাহা এখন আমাদের হস্তগত না হয় কেন ? আমরা অবশ্যই এ প্রার্থনা করিতে পারি, গবর্ণমেণ্টেরও ইহা অবশ্যই দেওয়া কর্ত্তব্য। ইঁহারা বরাবর বলিয়াও আসিতেছেন, "দিবেন" কিন্তু কাজে তাহা দিতেছেন না। এইসকল প্রমাণদ্বারা কি স্পষ্ট অনুমিত হইতেছে না যে, এদেশীয়দিগের হস্তে ভারতবর্ষশাসনের ভারার্পণ করিবার কথাটী কেবল প্রলোভনমাত্র ? সে প্রলোভনটী আবশ্যক কি? যদি মনে এক, বাহিরে আর হয়, তবে সে ভাবে থাকি" ইংলণ্ডীয়দিগের চিরকাল কষ্ট পাইবার আবশ্যকতা কি? আর আমাদিগকেই বা এত দুঃখ দিবার প্রয়োজন কি. স্পষ্টই বলা ভাল, তোমরা হাজার উপযুক্ত হইলেও কখনই পরাধীনতা-শৃঙ্খলমুক্ত হইতে পারিবে না, আর আমরাও সাধ্য থাকিতে ইহার লোভসম্বরণ করিতে পারিব না ; তোমরা উচ্চ উচ্চ পদে একবারে বঞ্চিত থাকিবে এবং সৈনিক বিভাগেও প্রবেশ করিতে পারিবে না, আর আমরাও কস্মিন কালে তোমাদিগকে দিতে পারিব না। তাহা হইলে ও সকল বিষয়ে সুবিধা হয়। আমরাও আর অনর্থক চীৎকার করি না এবং গবর্ণমেণ্টকেও ব্যস্ত হইতে হয় না। একেবারেই আমাদিগের মুখবন্ধ হইয়া যায়। আর যদি ভারতবর্ষের শাসনভারপ্রদানের কথা দূরে থাকুক এতদ্দেশীয়দিগকে অন্ততঃ সকবিষয়ে উপযুক্ত ও আত্মরক্ষাসমর্থ করিয়া তুলিতে অভিপ্রায় থাকে, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয়দিগের জন্য সৈনিক বিভাগের দ্বার উদ্মোচন করিয়া দিউন। ইহাতে আর যেন ক্ষণমাত্র বিলম্ব করা না হয়। কল্পলতিকা।

—o—

## আমাদিগের শ্রীহট্টস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

অত্রত্য স্থানসমূহে ২। ৩ মাস যাবৎ ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে; কিন্তু এক্ষণ পর্য্যন্তে নিঃশেষিত হয় নাই। ইতিমধ্যে আবার বসন্তরোগের প্রভাবও মধ্যে মধ্যে লক্ষিত হইতেছে। রোগের এরূপ প্রভাব আরো কিছু কাল স্থায়ী হইলে এ দেশের যে কি দশা হয়, বলা যায় না।

২। অত্রত্য সেখঘাট মিসন স্কুলের সাত জন
ছাত্র প্রবেশিকাপরীক্ষা প্রদান করিয়াছি
তন্মধ্যে দুই জনমাত্র কৃতকার্য্য হইয়া
আহ্লাদের বিষয় এই, ইঁহারা উভয়েই বি
শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

এখানে গত ২৮ এ পৌষ রবিবার পাঁ
সময় দুই বার এবং গত ১ লা মাঘ
৩ টার সময় একবার ভূমিকম্প অতিশয়
ও অনেকক্ষণ স্থায়ী হইয়াছিল এমন কি,
বয়স্কগণের প্রমুখাৎ অবগত হইলাম,
বৎসরের মধ্যে এরূপ ভূমিকম্প হয় নাই।

৬ ই মাঘ }
১২৭৫ সাল }

—:o:—

# প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পা
মহাশয় সমীপেষু।

সুসভ্য রাজপুরুষদিগের যত্ন ও অধ্য
নবন্ধন এ দেশে দিন দিন গ্রামে গ্রামে
নগরে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতেছে। বল
গবর্ণমেণ্ট সে জন্য বিপুল অর্থব্যয়েও কু
নহেন, তত্ত্বাবধায়কাদিগেরও অভাব
আজ কালি বিদ্যালয়সমূহে যেরূপ শিক্ষা
প্রচলিত আছে, তাহাতে বিদ্যা
প্রকৃত উদ্দেশ্য যে চরিত্রশোধন ও আত্মো
তাহা পরিত্যাগ করিয়া অপর
পরিপোষণ হইতেছে। প্রথমতঃ সাহায
বিদ্যালয়সমূহ প্রায়ই অস্মদ্দেশীয়দিগের
সমর্পিত; কতকগুলি বা মিসনরিদিগের
ন্যস্ত। আমাদের দেশের স্কুল সমূহের স
কেরা প্রায় অন্যসাহায্যসাপেক্ষ, সুতরাং
সমূহ যথা বিধানে সংগৃহীত না হওয়াতে
দিগকে সাধারণসমক্ষে নিন্দনীয় হইতে
এবং ইহাতে বাস্তবিকও তাঁহারা অনেক
তদ্বিষয়ে দোষী। মিসনরি ম্যানেজরা
অর্থের অভাব নাই, তত্ত্বাবধারণের
অনেক স্থলে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া
তাঁহাদের দোষে যেরূপ অনিষ্ট হইবার স
শিক্ষকগণ সচ্চরিত্র, সুশিক্ষিত ও
সম্পন্ন না হইলে ততোধিক অনিষ্ট হইবা
বনা। শিক্ষকতাকার্য্যের ন্যায় গুরুতর
বিরল। ইহাতে অনন্ত আত্মার
কার্য্য করিতে হয়। পিতা মাতা যে সন্তান
নয়নপথের অন্তরাল করিতে সংকুচিত

য়া হইলেও যাহাদিগের সুকোমল মুখ
নক জননীর মানসপটে অঙ্কিত থাকে।
প্রাণাধিক সন্তানকে শিক্ষকের হস্তে সমর্পণ
নিশ্চিন্ত ও যেন কোন দুর্বহ ভার হইতে
হইয়া থাকেন। তাহাতে যদি শিক্ষকেরা
দ্যালয়সমূহের কর্তৃপক্ষীয়েরা চরিত্রদোষে
হন, তাহা হইলে বালকগণের ইষ্ট হওয়া
থাকুক; বরং সেইসকল সন্তান শিক্ষকগ
স্বভাবের অধিক অনুকরণের বশবর্তী হইয়া
ভাব ধারণ করে এবং শুদ্ধ পিতা মাতার
স্বরূপ হয় না, দেশের কণ্টকস্বরূপ হইয়া
। এদেশীয় বিদ্যালয়সম্পাদকদিগের
নাই; কিন্তু যেসকল ধর্ম্মপ্রচারকেরা
ন্তিক ও ভূমধ্য সাগরের বক্ষ বিদীর্ণ
, যাঁহারা স্কটলণ্ডের পর্ব্বতশিখর হইতে
র্ণ হইয়া ভারতভূমির মঙ্গলসাধনের জন্য
ণ করিয়াছেন, যাঁহারা ভারতবর্ষে থাকিয়া
কেশ ও গলিতমাংস হইয়াছেন, যাঁহা
র সাহায্যে এ দেশে প্রথমে বিদ্যালোক
র্ণ হইয়াছে, আজি কালি তাঁহাদিগের মধ্যে
কেহ সেই মুখ্য উদ্দেশ্যগুলি বিস্মৃত হইয়া
না সাংসারিক সম্প্রদায়ের মধ্যে গণিত
ছেন। তাঁহাদিগের হস্তে যেসকল স্কুল
, ক্রমে ক্রমে তাহাদের অনেকের শোচনীয়
লক্ষিত হইতেছে। যাঁহাদিগের লোকের
করা একমাত্র উদ্দেশ্য তাঁহারাই যে আবার
দোষের আকরস্বরূপ ব্যক্তিবর্গকে আশ্রয়
পাপের স্রোত প্রবাহিত করিতেছেন, ইহ
ন্য আক্ষেপের বিষয় নহে। তাঁহাদিগের দয়
হ প্রয়ুক্ত পরিমাণে অধিক। আর তাঁহারা
গ্রহশূন্য হন, আমাদের এরূপ ইচ্ছা নহে।
ভাল বটে; কিন্তু উহা বিবেককে অতিক্রম
ল বিষময় ফল উৎপাদন করে। কিন্তু
পূর্ব্বে সুবিখ্যাত নিনামধ্য বিভাগের ইন
টর মহাশয়ের মিসনরি ইস্কুলসমূহের
সন্দেহ হইয়াছিল। তাঁহার সে সন্দেহ
কও নহে। এক্ষণে আর তাহার উপেক্ষা
ার সময় নাই। মিসনরি মহাশয়েরা সর্ব্বদা
আবৃত বলিয়া যেন তাঁহাদিগকে অভ্রান্ত
ায়পরায়ণ মনে না করেন। অবিলম্বে
য়া মিসনরি স্কুলগুলি দেখুন, তাহার
র মূলে কত অন্যায় আছে, তাহা দেখিতে
বেন। বোধ হয়, ইনস্পেক্টর মহাশয়দিগের
বিদিগের উপরে অনেক পরিমাণে বিশ্বাস
এবং তজ্জন্য হয় ত অনেক সময়ে সত্য
ডেপুটী বাবুরা মিথ্যাবাদী ও বৃথা নিন্দা
বলিয়া তিরস্কৃত হইয়াছেন। কিন্তু ইন
স্পেক্টর মহাশয়েরা যেন মনুষ্যকে অপূর্ণ মনে করিয়া কার্য্য করেন, তাহা হইলে সকল সংশয়ই আশু নিরাকৃত হইবে; আমারও লেখনী ধারণের ফল সার্থক হইবে।

সাহাপুর } অনুগত
১৫ ই মাঘ } শ্রীটেঃ

—:•:•:—

আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের প্রতি আফগানদিগের যে ভাব, তাহা নিম্নলিখিত বিবরণীতে প্রকাশ করিবে। এক জন আফগান পীড়িত হইয়া চাঁদনির চিকিৎসালয়ে গমন করে। তথায় তাহাকে যেপ্রকার ঔষধ, শয্যা, বস্ত্র ও আহার দেওয়া হয় তাহাতে সে নিতান্ত কৃতজ্ঞ হইয়া আমাদিগের নিকটে এক দিন বলে, "বাবু! আমার দেশে অতি নিকট আত্মীয় ও এরূপ দয়া করেন না। দয়া ও দাতব্যের বিষয়ে ইংরাজদিগের সহিত অন্য কোন জাতির তুলনা হয় না। দেখ কেবল লোকের উপকারের নিমিত্ত কলিকাতায় কত আলয় আছে। আমরা তন্নিমিত্ত ইংরাজদিগকে যথার্থ ভাল বাসি। ইংরাজদিগের সহিত আমাদিগের ধর্ম্মে মেলেনা বলিয়া যে ভিন্ন ভাব হয়।

"তোমাদিগের আমীরকে আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট প্রতি মাসে এক লক্ষ টাকা দিতেছেন। তোমরা ইহার কি উদ্দেশ্য স্থির করিয়াছ?"

"ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কেবল রুশীয়াকে দূরে রাখিবার নিমিত্ত এই সাহায্য দিতেছেন। কিন্তু আমাদিগের দেশগ্রহণের বিষয়ে তাঁহাদিগের কোন লোভ নাই।"

"তবে তোমরা এক জন ইংরাজ যুবককে কাবুলে যাইতে দিতে এত অসম্মত কেন?"

"কেবল ধর্ম্মে মিলে না বলিয়া। আমাদিগের মোল্লাগণ সর্ব্বদা কাফেরকে দূর করিতে বলেন।"

"ভাল, তোমাদিগের দেশে চারি বৎসর পর্য্যন্ত গৃহ যুদ্ধ হইতেছে। যদি আমরা এক দল সৈন্য প্রেরণ করিয়া তোমাদিগের দেশে শান্তি স্থাপিত করি তাহাতে আপত্তি কি আছে?"

"বাবু! সেটী কখন হইবে না। রুশীয়া আক্রমণ না করিলে আমরা একটী ব্রিটিশ সৈনিককে বিনাযুদ্ধে কাবুলে প্রবেশ করিতে দিব না। তোমাদিগের গবর্ণমেণ্টও যে পুনর্ব্বার সৈন্য প্রেরণ করিবেন, তাহা আমাদিগের বোধ হয় না।"

———

এ অঞ্চলের (বনগ্রাম ও সাতক্ষিরা উ
ভাগের কিয়দংশের) ন্যায় দুর্ভাগ্যস্থান
আর দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহা নদীয়া ও
পরগণার সন্ধিস্থল; যশোহরও দূরব
এখানে কোনপ্রকারই সদনুষ্ঠান দৃষ্ট
এমন কি আপনাদিগের জীবনরক্ষার
যাহা আবশ্যক, তাহার নিমিত্তও এ
লোকের যত্ন নাই। গোবরডাঙ্গা ও বনগ্রা
ইহার চতুর্দ্দিকে ১০ ক্রোশের মধ্যে
বাঙ্গালা বিদ্যালয় নাই। সংপ্রতি কয়েক
গ্রামে কয়েকটী গুরু মহাশয়ের পাঠশালা স্থা
হইয়াছে। তাহারও উন্নতিপক্ষে কাহার
দৃষ্ট হয় না। উক্ত দুই স্থানভিন্ন উপরি
স্থানের মধ্যে এক জন বাঙ্গালা বৈদ্য বি
জন নেটিব ডাক্তর ইহার কিছুই নাই।
হইলে কেবল উপবাসদ্বারা চিকিৎসা
হয়; জন দুই হাতুড়ে নাপিত চিকিৎস
অঞ্চলের সর্ব্বেসর্ব্বা। গত ৩ বৎসরের
মক জ্বরে আমাদিগের কয়েকখানি গ্রাম
সম্প্রায় হইয়াছে। যেসকল দুইনাইন
আরোগ্যলাভ করিয়াছে; তদ্ভিন্ন
লাকই বিনা চিকিৎসায় প্রাণত্যাগ
য়াছে অন্য অন্য স্থানে চিকিৎসা
থাকিলে গ্রামের লোকে গবর্ণমেণ্টের
জানাইয়া ঔষধ ও চিকিৎসক আনায়, অ
এখানকার লোকেরা এমন অলস, যে
তও পারেন না। গবর্ণমেণ্টকে জান
সুতরাং গবর্ণমেণ্ট হইতে কোন উপকার
হয় না। এইসকল গুরুতর বিষয়ে যখন এ
লোকের যত্ন নাই; তখন রাস্তা ঘাট
জমল জল রক্ষা ও পচা পুষ্করিণ্যাদির প
প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহাদিগের মনোযোগ
সম্ভাবনা কি? মহাশয়! আমি দ্বারা এ
লোকের যে কতপ্রকার অভাব আছে
একপত্রে কতপ্রকারে জানাইব। ক্রমে এক
বিষয় লইয়া মহাশয়ের পত্রে আন্দোলন
বার মানস করিয়াছি। আমি নিশ্চয় ব
পারি, এ দেশের উপকার এ দেশের
হইতে হইবে না; যদি আমাদিগের দয়া
র্ণমেণ্ট এই দরিদ্র অলস দেশের কল্যাণক
একটি গবর্ণমেণ্টস্কুল ও একটি দাতব্য চি
সালয় স্থাপন করেন, তাহা হইলে একটি
প্রদেশের মহান উপকার করা হয়।

আমাদিগের বনগ্রাম উপবি
সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কা
শ্রীযুক্ত বাবু মহিমাচন্দ্র পাল মহাশয়

...। বিদ্যালয়স্থাপনপ্রভৃতি দেশহিতকর ... তাঁহার বিলক্ষণ যত্ন আছে। তাঁহার তুল্য ... লোক সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না। ... তাঁহার নিকট বিনয়পূর্ব্বক প্রার্থনা এই ... যেন এ দুর্ভাগ্য স্থানটির প্রতি একটু ... করেন।

... এ অঞ্চলে ধান্য এ বার আট আনা ... হয় নাই। রবিশস্য প্রায় হয় নাই ... হইয়া। কেবল খেজুর গাছের উপর ... করিয়া এ স্থানের লোকে জীবিকানির্ব্বাহ ... দিগের মালগুজারি করিতেছে। ফাল্গুন ... বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। ... পরে কি হয় বলা যায় না। একণে মোটা ... ।৷০ টাকা মণ বিক্রীত হইতেছে।

... ২৮ এ পৌষ বেলা অনুমান ৪ ঘটি ... এখানে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া ... প্রায় ৫।৬ মিনিট কম্প হইয়াছিল ... বাড়ী, বৃক্ষাদি বিলক্ষণ নড়িয়াছিল। ... হইয়াছিল যে, আর কিয়ৎক্ষণ নড়িলে বুঝি ... ভূমিসাৎ হয়। ইহাতে পুষ্করিণীর জল ... ১৷০ হাত কি ২ হাত উঠিয়াছিল। ... ভূকম্প ১ ঘণ্টার ও অধিক কাল ছিল।

... মাঘ } কস্যচিৎ কাত্রবা নিবা সনঃ
... } পাঠকস্য।

—:০:—

...! অনেক দিন গত হইল আমরা ... সোমপ্রকাশে দত্তকপুত্রবিষয়ক একটী ... প্রস্তাব পাঠ করিয়াছিলাম। আমাদি... পোষ্যপুত্রের দ্বারা স্বীয় সন্তানের স্থান ... অত্যন্ত জঘন্য কার্য্য এবং পরের ... পিতৃসম্বোধন করা অপেক্ষা লজ্জার ... আর নাই। বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে ... দত্তকদাতা, দত্তকগ্রহীতা এবং স্বয়ং ... সময়ে সময়ে আন্তরিক বিষম বেদনা ... করিয়া থাকেন। জনয়িতৃক সন্তানকে ... করা কিম্বা সামান্য অর্থলোভে বিক্রয় করা ... বড় পাষণ্ডহৃদয়ের কার্য্য, তাহা কে না ... পারেন? সন্তানদাতা যখন ঐ সকল ... মনোমধ্যে আন্দোলন করেন, আপন ... পরগৃহে পরপুত্ররূপে অবস্থিতি করিতে ... নিঃসন্দেহ তিনি তখন নিদারুণ দুঃখ ... সহ্য করিতে থাকেন। আবার যিনি ... গ্রহণ করেন, তিনি যখন পুত্রবৎ প্রতিপা... দত্তকের মুখ হইতে সুমধুর পিতৃসম্বোধন ... পান, তখনই তাঁহার মনে একটী অনি... ভাব উপস্থিত হইয়া পুনঃ পুনঃ যাতনা দিতে থাকে। সে কে তাব দুর্ভাগ্যক্রমে যিনি দত্তকের প্রতীতৃপিতা হইয়াছেন, তিনিই তাহা সম্যক অবগত আছেন। দত্তকের অবস্থা আরো ভয়ঙ্কর। তিনি যখন জ্ঞানাপন্ন হন, আপন পিতৃপরিবর্ত্তনের কথা লোকের মুখে শুনেন তখন কি তাঁহার মনে একদা লজ্জা ও দুঃখের আবির্ভাব হয় না? মনে করুন, সেই হতভাগ্য দত্তকের জন্মদাতা ও গ্রহীতৃ পিতা একত্র বসিয়া আছেন এবং দত্তকও তথায় উপস্থিত। এমত সময়ে কোন অপরিচিত ব্যক্তি দত্তকের পরিচয় চাহিয়া পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিল, তখন তিনি কি উত্তর দিতে পারেন? তখন তাঁহার মন লজ্জা ও দুঃখে আকুলিত হয়, কণ্ঠ ও জিহ্বা শুষ্ক হয় এবং জীবন একেবারে অসার ও অকর্ম্মণ্য ভারম্বরূপ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তখন যদি পারেন, তবে আত্মসমর্পণ্যত্ব গোপন করিতে পারিলে তাঁহার মনে তৃপ্তি জন্মে। সমাজেও তিনি ঐরূপ পদে পদে লজ্জা ও আত্মলঘুতা প্রাপ্ত হন। ইহা অপেক্ষা তাঁহার আর একটী ভয়ঙ্কর অবস্থাও কখন কখন ঘটিয়া থাকে। দত্তকের গ্রহীতার নিকট শরিকেরা দত্তককে অসিদ্ধ করিবার জন্য মকদ্দমা করিয়া কোন কোন স্থলে উচ্চতম আদালতপর্য্যন্ত আসিয়াও কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। এরূপ স্থলে দত্তকের কি শোচনীয় অবস্থা ঘটে!! "তাঁতি কুল বৈষ্ণব কুল হারাইবার" ন্যায় জন্মদাতার ও গ্রহীতার বংশ হইতে বিচ্যুত হইয়া মহা বিপদগ্রস্ত হন!!! তখন আবার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিলে একেবারে হতাশ ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া থাকেন!!! এ কি সামান্য বিপদ ও দুঃখের বিষয়! সম্পাদক মহাশয়! আমরা দত্তকবিষয়ক এতদ্রূপ অনেক অনেক শোচনীয় অবস্থা মধ্যে মধ্যে অবগত হইয়া থাকি। অতএব আমাদিগের অনুরোধ এই যে, দত্তকগ্রহণপ্রথা যাহাতে রহিত হয়, হিন্দুসমাজ সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার চেষ্টা করুন।

১৪ই মাঘ } শ্রীকৈলাসনাথ বসু
১২৭৫ }

——:——

## মূল্যপ্রাপ্তি।

| | | |
|---|---|---|
| শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দ মিত্র | | মুলতান |
| ১৮৬৯ ফেব্রুয়ারি হইতে ১৮৭০ জানুয়ারি | | ১৩ |
| " " মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য | | গোবিন্দগঞ্জ |
| ১৮৬৯ ফেব্রুয়ারি হইতে জুলাই | | ৭ |
| " " জয়গোপাল চক্রবর্ত্তী | | ডায়মণ্ডহারবর |
| ১২৭৫ মাঘ হইতে চৈত্র | | ৩৸০ |
| শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দেবী | | শান্তিপুর ... |

-:০:-

## সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে ... স্থলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা ... ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। মফস্বলে ডাক... সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমা... সিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম ... গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি, ... অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অ... যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই ... দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, ... যেন এক অথবা আধ আনার অধিক ... এ রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের ... মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি ... শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে ... ইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত ... আসিবে, একমাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে ... লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত ... গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহ... একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ ... যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং ... হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ... দরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রের... বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ... যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ... করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ... আনা তাহার পর ৴১০ আনা দিতে ... যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা ... বেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

---

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ ... মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ... চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ... ভূষণের বাটীতে প্রতিসোমবার প্রাতে ... প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ

১১ শ ভাগ। ১৩ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাম্।"

…ক মূল্য ১ এক আনা অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ …য় ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা। | সন ১২৭৫। ২৭এ মাঘ। ১৮৬৯। ৮ই ফেব্রুয়ারি | মুদ্রাযন্ত্রে মাশুলসমেত অগ্রিম বা… ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৮…





## বিজ্ঞাপন।

### চন্দ্রাবতী নাটক

শ্রী নিমাইচাঁদ শীল কর্ত্তৃক আড়পুলি নাট্য…নার্থ অভিনয়ার্থ রচিত। বহুবাজার ১৭২ …ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে প্রাপ্য। মূল্য এক টাকা …কম মূল্য ৮/০।

---

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী সুবর্বান মিউনিসিপালিটি…র কমিশনরেরা সাক্ষ্যরা কাউন্সেলে …৮ সালের ২ আইনের ১ ধারার মধ্যে …বে মিউনিসিপাল বাটী ভাড়া বিষয়ে অনুগ্রহ …র্থনা করে, তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া দেওয়া …তেছে যে উক্ত ধারার বিধান অনুসারে …উনিসিপাল কমিসনরদিগকে বাটী খালি হইবা… সংবাদ দিতে হইবে। যদি অল্প দিন খালি …ক তবে প্রত্যেক কোয়ার্টারের প্রথমেই উক্ত …বাদ দিতে হইবে। আর যে তারিখে প্রথম …বাদ দেওয়া হইয়াছে সেই তারিখ হইতে …আইন অনুসারে যত টাকা ফেরৎ দেওয়া …বে তাহা গণনা করা হইবে।

…লিপুর …ফেব্রুয়ারি …৬৯ } কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থান সকলের মিউনিসিপাল কমি সনরদিগের চেয়ারম্যান

—:০:—

### দুর্গোৎসব নাটক।

কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে …ী নর্ম্মাল স্কুলে শ্রীকালীচরণ বিদ্যারত্নের …ট ও কানিং মেডিকেল হলে প্রাপ্য। …॥০ আট আনা।

শ্রীজীবানন্দ ভট্টাচার্য্য।
সংস্কৃত কালেজ

—:০:—

…র্ম্মাল ইং সং বিদ্যালয়ে ১৮৬৯ অব্দের …শিক্ষা পরীক্ষার্থীদিগের পাঠনার্থ একটী …ী করা হইয়াছে। যাঁহারা উহাতে প্রবিষ্ট হইয়া অধ্যয়নের বাসনা করেন, তাঁহারা প্রধান শিক্ষকের নিকট নিয়মাদি অবগত হইবেন।

৩০ ডিসেম্বর ১৮৬৮ } শ্রীতারকনাথ শর্ম্মা ইংরমাল বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ।

—:০:—

মৎপ্রণীত চিত্তবিনোদ কাব্য ১ম খণ্ড। অতি সুললিত অমিত্রাক্ষরে রূপকচ্ছলে ইহাতে ভারতবর্ষের বর্ত্তমানাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। গ্রাহক মহাশয়েরা বহুবাজার মেছুয়াবাজারে অবর …লেন পাঁচের পুস্তকালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

শ্রীঈশানচন্দ্র বসু।

—:০:—

### চিকিৎসাপ্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব
### অর্থাৎ
### প্রিন্সিপলস্ এবং প্রাক্টিস্ অব মেডিসিনের

প্রথম খণ্ড ৮ পেজি ফরমার ৭৬৮ পৃষ্ঠা উত্তম বাঁধা, শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বি, এ, এম, বি, কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রথম খণ্ডের বর্ণিত বিষয় (১) সাধারণ নিদানতত্ত্ব (২) অস্থানুসরণ পীড়াসমূহ (৩) দৈহিক পীড়াসমূহ (৪) স্নায়ুমণ্ডলের পীড়াসমূহ।

মূল্য ১০ টাকা, ডাকমাশুলসহিত ১০৷৵০ কলিকাতা লালবাজার বিষ্ণু কাটেন ২১৩ নং বাটীতে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

—:০:—

### বাল্মীকি রামায়ণ
### তৃতীয় খণ্ড

এই পুস্তক প্রথমাবধি প্রকাশ হইতেছে। ইহাতে নাগরাক্ষরে মূল ও টীকা এবং সর্গশেষে বাঙ্গলা অনুবাদ আছে। যাঁহার আ… হইবে, তিনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে …নামে পত্র লিখিবেন। প্রত্যেক খণ্ডের …ফরমার) মূল্য ॥০ আনা। বিদেশীয় …দিগকে ৵০ আনা মাশুল দিতে হইবে।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ } শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচা…

---

### …জাপুর মেডিকেল হল…

১। এতদ্বারা আমাদিগের ঔষধক্রয়… সুহৃদ, সরকারী ও সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত… হইতেছে যে, দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক … সম্বন্ধে আমদানী … ষ্টার অব কোম্পানী … উইক, ট্রটিন প্রিন্সেস … দ্বারা দশ সহস্র… মূল্যের ঔষধ পূর্ব্বে প্রাপ্ত হওয়া গি… এতদ্ভিন্ন সম্প্রতি আমরা বিলাত … ইং সন ১৮৬৮ সালের শেষ ত্রৈমাসিক … সম্বন্ধে … নিটিস ফ্লাগ, …ং আব … বাষ্পীয় নামক অর্ণবপোতদ্বয়ারা ৮… … ঔষধ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই … ত্রৈমাসিক সাত সহস্র টাকা মূল্যে… করা হইয়াছে।

২। আগামী বর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিক … উপলক্ষে চিকিৎসোপযোগী অস্ত্র ও … প্রস্তুতকরণের ও ঔষধাবিষ্করণের … সামগ্রী ও শিক্ষা ও বিবিধ ঔষ… ইং সন ১৮৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে … হইতে পৌঁছিবে।

৩। আমরা অধিক পরিমাণে ও … টাকা দরে ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকি।

৪। এই সমস্ত দ্রব্যাদির আসল বি… চালান ও অন্যান্য দলীল কেহ দেখিতে … হইলে … স্ট্রীটে ৩৫ সংখ্যক প্রধান … শ্রী … গোপীনাথ দের নিকট…

… স্ট্রীটে ৬৫ সংখ্যক ভবনে থাক … শ্রীযুক্ত বাবু নন্দগোপালের নিকট দেখিতে পাইবেন

[illegible] } বন্দ্যোপাধ্যায় এবং [illegible]

[illegible] বিলাপ মুদ্রিত হইয়া … পুস্তকের কলেবর … অর্থাৎ ২৪ পৃষ্ঠা … আবশ্যক হয় … পুস্তকালয়ে … ইতি।

[illegible] } শ্রী [illegible]

[illegible] সংস্কৃত … বাড়ুর্যো … পুস্তকগুলি হইতেছে:—

| | |
|---|---|
| প্রণীত | [illegible] |
| নীতিশিক্ষা | [illegible] |
| রামইতিহাস | ঐ |
| ভূগোলসার | [illegible] |
| নীতিসার ( … ) | ঐ |
| নীতিসার ( … ) | [illegible] |
| ছন্দোবিবেক | |
| মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ | ঐ |

[illegible]

## বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ

প্রস্তুত।

[illegible] পুস্তক কাগজ … এবং পুস্তকালয়ে … কমিশন … হিসাবে … [illegible] জীবনচরিত [illegible]

হরঠাকুরপ্রভৃতি প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের গীতসংগ্রহ ১

শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান ১

… উৎকৃষ্ট কাব্য ১৷০

… নাটকাবলী ১॥

… তরঙ্গিণী ১

যদুনাথ ঘোষকৃত সংগীতমনোরঞ্জন ২

[illegible] কাব্য কবিবর … রায় প্রণীত ১

রামরসামৃত সংস্কৃত ও পদ্য ॥

শ্রীহরগোবিন্দ … প্রণীত মূল্য ও … কৃত পদ্য ১।০

… তরঙ্গিণী ইংরাজি … হইতে … দর্শন হয় ১৵

… ১২৭৬ সালের ফুল পঞ্জিকা ॥

ঐ হাফ পঞ্জিকা ।০

দুর্গামঙ্গল পদ্য ১

কমলকলিকা ॥

সটীক চণ্ডী মূল ও অনুবাদ সহিত ৫

… ইহাতে … বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে ১৷০

ইংরাজি ১৮৬৯ সালের … ১৷৵

… কাব্য ১

… ।৵

… বাঙ্গলা এটলাস … ২

… ১

… কাব্য ৷

… ১

… ২॥

… বাঙ্গালা … ১৷

সটীক … ।

… নাটক … ১

… পদ্য ১

… সংগৃহীত ১

কলিকাতা … } শ্রী … রায় … নগর বিক্রেতা।

---

২৪ পরগণার … কোদালিয়ায় যে … সাহায্যকৃত বাঙ্গালা পাঠশালা ছিল, … উঠিয়া … বিদ্যালয় … আসিয়াছে। যাঁহারা স্ব স্ব সন্তানাদিকে তথায় পড়াইবার বাসনা করেন, তাঁহারা ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিকটে উপ… হইলে নিয়মাদি অবগত হইতে পারি… সমুদায়ে ৪ চারি শ্রেণী করা হইয়াছে। … শ্রেণীর ।৷০ আট আনা। দ্বিতীয় শ্রেণীর … ছয় আনা। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর … আনা ছাত্রদেয় বেতন স্থির করা এবং … পাঠাদির উত্তমরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১২৭৫ } শ্রী … নাথ শর্ম্মা
৪ ঠা মাঘ } অধ্যক্ষ।

---

… সংস্কৃত … পুস্তকালয়ে ও কলিকাতা … বিক্রয়ার্থ … মূল্য ।৵ … শ্রী … বন্দ্যোপাধ্যায় …

---

## পুনর্ম্মুদ্রিত প্রকাশ!

### বিষ্ণুপুরাণ

অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক … ৮০ পৃষ্ঠা। অগ্রিম মূল্য … যিনি … গ্রাহক হইবেন … [illegible] … শ্রীযুক্ত … [illegible]

---

### বিজ্ঞাপন।

[illegible] … শ্রীযুক্ত … [illegible]

---

### … চরিতাবলী।

… এটলাস … ইহাতে ৩২ খান ম্যাপ আছে। উত্তম … বাঙ্গালা … সোসাইটি, সংস্কৃত … পুস্তকালয়ে … স্কুলে ও … পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। মূল্য … টাকা।

শ্রীনীলকমল ঘোষাল।

## নদিয়ার নদী।

ম ১৮৬৯ সালের জানুয়ারি মাসের
১৫ই হইতে ২১এ পর্য্যন্ত ভাগীরথী
নদীর সর্ব্বকমতি জলের
সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

| ানের নাম | সর্ব্বকমতি জল ফুট | ইঞ্চি |
|---|---|---|
| ভাগীরথীর সহিত পদ্মানদীর যোগের স্থান | ১৪ | ৭ |
| মহানার | ৮ | ৯ |
| তথা হইতে জঙ্গিপুর ১৩॥ মাইল মধ্যে | | ৬ |
| জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৬ মাইলের মধ্যে | ২ | ৯ |
| বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে | ২ | ৯ |
| কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে | ২ | ৩ |

সন ১৮৬৯ সালের ২৫ জানুয়ারি বহরম
জাফরাটের জলের মাপ।

| | ফুট | ইঞ্চি |
|---|---|---|
| | ৬ | ৯ |

পুর
জ জুয়ারি
৯।

} শ্রীযুক্ত সি ই, উইক
এক্জেকিউটিব ইঞ্জিনিয়র
নদীয়া লোকাল বিবার
ডিবিজন।

## সোমপ্রকাশ।

২৭এ মাঘ সোমবার।

### সংবাদপত্র ও তাহার মাশুল।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট পত্র ও টেলি
ফের মাশুল কমাইয়া সাধারণের
কটী মহোপকার করিয়াছেন; কিন্তু
বিষয়ে আমি একটী ত্রুটি দৃষ্ট
তেছে। দিন দিন সংবাদপত্রপাঠের
হাবৃদ্ধি হইতেছে; কিন্তু সংবাদ
ত্রের ডাক মাশুল এত অধিক যে,
ধিকাংশ লোক ব্যয়ের ভয়ে তৎপাঠে
গ্রসর হইতে পারেন না। ইংরাজী
নিক সমাচারপত্রপাঠ মফস্বলের
জ লোকের মধ্যে এক জনের ভাগ্যে
টে কি না সন্দেহ, অথচ সংবাদপত্র
শের একটী ক্ষমতা হইয়া দাঁড়াই-
ছে। ইউরোপে সংবাদপত্রের মাশুল
এ দেশের সংবাদপত্রের মাশুল অপেক্ষা
অল্প। আমেরিকার গবর্ণমেন্ট সাক্ষাৎ
সম্বন্ধে সম্বাদপত্রের নিমিত্ত ব্যয় করেন।
সম্পাদকগণ পরস্পরের সহিত যেরূপ
কাগজ বিনিময় করেন, আমেরিকায়
তাহার মাশুল নাই। ইংলণ্ডেও অনেক
সুবিধা আছে। অর্থাপি ইংলণ্ডের
অনেকে আরও মাশুল কমাইবার চেষ্টায়
আছেন। ভারতবর্ষে এরূপ চেষ্টা পাওয়া
নিতান্ত আবশ্যক। আমরা আহ্লাদিত
হইলাম, এ বিষয়ের তর্ক আরম্ভ হই
য়াছে। এক্ষণে যে ওজনে যে মাশুল
আছে, তাহার অর্দ্ধেক করা সাধার
ণের মত। এই ব্যবস্থা করিলে এতদ্দে
শীয় সংবাদপত্রসকলের সবিশেষ উন্নতি
হইবে সন্দেহ নাই। ইহাতে গব
র্ণমেন্টেরও অনিষ্ট নাই। পরিমাণে
অল্প হউক, সংখ্যায় যদি আর অধিক
হয়, তাহা অলাভকর হয় না। সংবাদপত্র
এক্ষণে জ্ঞানলাভের একটী প্রধান
উপায় হইয়াছে।

### গবর্ণমেন্ট ও মিসনরিবিদ্যালয়।

বিদ্যার যত অধিকতর অনুশীলন
হইতেছে, ততই মিসনরিদিগের উদ্দেশ্য
সিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মিতেছে; ততই
তাঁহাদিগের হৃদয়ে একটী ভ্রমাত্মক
সংস্কার বদ্ধমূল হইতেছে। তাঁহারা
মনে করিতেছেন, যদি ভারতবর্ষের যাব
তীয় বিদ্যালয় তাঁহারা হস্তগত করিয়া
লইতে পারেন, তাঁহাদিগের ইষ্টসিদ্ধি
হইতে পারিবে। সর জন লরেন্স তাঁহা
দিগের ছন্দানুবর্ত্তী ছিলেন, তিনি গমন
সময়ে গবর্ণমেন্ট বিদ্যালয়গুলি শ্রেণি
বদ্ধ করিবার ছল করিয়া যে একটী
প্রস্তাব করিয়া গিয়াছেন, সেটী মিসনরি
দিগের মনোরথসিদ্ধির অনুকূল হই
য়াছে। মিসনরিরা বলিয়া থাকেন, তাঁহা
দিগের বিদ্যালয়সকল কলাংশে গব
র্ণমেন্টের বিদ্যালয় অপেক্ষা নিকৃ
নহে, অথচ অল্প ব্যয়ে তাঁহাদিগে
বিদ্যালয়ের কার্য্য সম্পাদিত হয়
আমরা ইহার প্রতিবাদে প্রবৃত্ত
তেছি। মিসনরি বিদ্যালয়ে উপযু
শিক্ষক আছেন সত্য; কিন্তু খ্রীষ্টান
তাঁহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য এই
তাঁহাদিগের শিক্ষাপ্রণালী গবর্ণমে
বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর ন্যায় প্র
সনীয় নয়; উহা অপেক্ষা অনেক নি
সন্দেহ নাই। শিক্ষাপ্রণালী নি
বলিয়া তাঁহাদিগের বিদ্যালয় গুলি
র্ণমেন্টের বিদ্যালয় অপেক্ষা সর্ব্বাংশ
নিকৃষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। নিম্নলি
তালিকা তাহা সপ্রমাণ করিয়া দি

১৮৫৬।৫৭ অবধি ১৮৬৭।
অব্দপর্য্যন্ত নিম্নলিখিত ছাত্রগণ
শিকা এল, এ, এবং বি, প
দিয়াছেন:—

| | প্রবেশিকা | এল. এ | বি. এ | এম. এ |
|---|---|---|---|---|
| গবর্ণমেন্টের বিদ্যালয় | ৪৪১৩ | [illegible] | ২৮১ | ৫ |
| মিসনরি বিদ্যালয় | ১১৯৮ | ২২২ | [illegible] | ০ |

১৮৬৪ অব্দে ডাক্তার ডফের
পাঠ্য পুস্তক কমিয়া যায়। সেই
মিসনরি বিদ্যালয় হইতে অপে
অধিক ছাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ হইত

...দের ন্যায় গ্রন্থপাঠের নিয়ম থাকিলে ... ইহা হইত না, তাহা নিম্নলিখিত ...লিকাদ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে। ... ১৮৫... ৫৭ অব্দ অবধি ১৮৬৩ ...য় ... জন গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় ... ১৭৬১ জনমাত্র অন্য অন্য ... হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা ... সময়ের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যা... ... জন ও অন্য অন্য বিদ্যালয়ে ... বি, এ, গবর্ণমেণ্টের ছাত্রদিগে... ... জন বি, এ, এবং অন্য বিদ্যালয়ের ... জন ছাত্রমাত্র বি, এ, পরীক্ষা... ...হইয়াছিলেন। পাঠকগণ একবার বি, এ, ...ক্ষার ফলটী দর্শন করুন;

| অব্দ | গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় | অন্য অন্য বিদ্যালয় |
|---|---|---|
| ১৮৬৪ | ৩১ | ৫ |
| ১৮৬৫ | ৪৫ | ৬ |
| ১৮৬৬ | ৭৯ | ১৫ |
| ১৮৬৭ | ৬০ | ১৭ |

... জন মিশনরি গর্ব্ব করিয়া বলি... ...সে, এখানে প্রেসিডেন্সি কালেজ না... ...স্থ নয়, কিন্তু এটী যে মহা... ...ক তাহা নিম্নলিখিত তালি... ...প্রমাণ হইতেছে। পাঠকগণ ... গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের সহিত ...টী মিশনরি বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ...মিলাইয়া দর্শন করুন।

| অব্দ | প্রেসিডেন্সি। | ফ্রিচর্চ। | আসেম্ব। | ডবডন। | কাথিড্রাল মিশন |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৮৬৫। | ২৬ | ৩ | ০ | ৩ | ০ |
| ১৮৬৭। | ২৭ | ১২ | ০ | ১ | ০ |
| ১৮৬৮। | ৩২ | ১৩ | ৪ | ২ | ০ |
| | | | এম, এ, | | |
| ১৮৬৫। | ৭ | ১ | ০ | ১ | ০ |
| ১৮৬৬। | ১৪ | ১ | ০ | ০ | ০ |
| ১৮৬৭। | ৯ | ২ | ০ | ১ | ০ |

গত বি, এ, পরীক্ষায় সর্ব্বশুদ্ধ ৭৭ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহার মধ্যে এক জন শিক্ষক ও সেণ্ট জেবিয়রের একটী ছাত্রভিন্ন প্রথম শ্রেণির ১৪ জনের মধ্যে ১২ জন গবর্ণমেণ্ট ছাত্র। এই ১২ জনের মধ্যে ... জন প্রেসিডেন্সি কালেজের। ফ্রিচর্চ, জেনরেল আসেম্ব্লি, ডবডন এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আড়ম্বর পূর্ণ কাথিড্রাল কালেজের এক জন ছাত্র প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। অবশিষ্ট ৬৩ জনের মধ্যে ... প্রেসিডেন্সি কালেজ হইতে ২০ জন; ফ্রিচর্চ হইতে আট জন, জেনরল আসেম্ব্লি হইতে ৫ জন; কাথিড্রাল হইতে ৪ জনমাত্র এবং বিশপ কালেজ হইতে ১ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ডবডন শ্রীরামপুর কালেজ ভবানীপুরের লণ্ডন মিশনরিবিদ্যালয়প্রভৃতি হইতে এক জনও উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। ইহাতে কি প্রমাণ হইতেছে? প্রেসি ডেন্সি কালেজের সহিত ফ্রিচর্চ অথবা কাথিড্রাল মিশন কালেজের তুলনা করা কি অসঙ্গত নয়? অনেকে বলেন, প্রে... ...ডেন্সি কালেজে বিস্তর অর্থ ব্যয় হ... কিন্তু নিম্নে যে তালিকাটী দেওয়া ... তেছে তদ্দারা সে ভ্রান্তি দূরীভূ... হইবে।

| অব্দ | গবর্ণমেণ্ট দান | ছাত্রদের বেতন | মোট | প্রতি ছাত্রের জন্য মোট ব্যয় | প্রতি ছাত্রের জন্য গবর্ণমেণ্টের ব্যয় |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৮৬৪। ৬৫ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ১৮৬৫। ৬৬ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ১৮৬৬। ৬৭ | ৩৪৪৭৫ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে ... যত টাকা প্রেসিডেন্সি কালেজের নিমি... ব্যয় হয়, তাহার প্রায় অর্দ্ধাংশ ছাত্রদে... বেতনপ্রভৃতি হইতে সংগৃহীত ... গবর্ণমেণ্ট এই বিদ্যালয়টীর নিমিত্ত ... ৩৫০০০ টাকা ব্যয় করেন। যে প্রদে... হইতে সরকারী ধনাগারে বার্ষিক ... কোটি টাকা আয় হয়, তত্রত্য সর্ব্ব প্রধ... বিদ্যালয়ের নিমিত্ত এ ব্যয় কি অ... সামান্য নহে? মিশনরিদিগের বিদ্যাল... কি অল্প ব্যয় হয়? কাথিড্রাল মি... কালেজ দৃষ্টান্ত স্থলে গৃহীত ... তেছে। এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ব... সাহেব নিজে বেতনের রেজিষ্টরে স্বা... করেন না। কয়েক জন অধ্যাপকে... নামে ১০০।১৫০ টাকা করিয়া লে... হয়; কিন্তু ইহাঁদিগের প্রত্যেকের ...

গ্রাম উক্ত বৎসর নিতান্ত অযোগ্য বলিয়া ... ছিল, হওয়াতে ডিপুটী বাবু অনুকূল ... পার্ট করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমাদের ... এ স্থানে তদ্রূপ অবস্থাপন নিতান্ত ... এবং সাধারণের অকল্যাণ।

২। অত্রত্য চৌকিদারী টাকের প্রায় ৯০০ ... আছে। আপাততঃ তাহার ৮। ৬ শত ... পূর্ব প্রস্তুত রাস্তাগুলির সংস্কার, আব- ... মর্ত্ত ২। ১ টী সেতু নির্ম্মাণ সাধারণের ... বাহাকক স্থানে ২। ১টী সুগম রাস্তা এবং ... নির্ম্মাণের প্রশস্ত প্রণালী প্রস্তুত ... ই স্থির হইয়াছে এবং এতৎকার্য্যসম্পা... র এই নিয়ম স্থির হইয়াছে যে, এক ... সব গুরুদিগের সর্ব্বদা তত্ত্বাবধারণ ... বেন, গ্রামস্থ ভদ্র লোকেরা সর্ব্বদা দৃষ্টি ... রাখেন এবং গুরুমহাশয় বাবু মধ্যে মধ্যে ... দর্শন করিয়া যাইবেন। এইসকল কার্য্য ... কালির মধ্যেই আরম্ভ হইবে।

৩। গ্রামের দক্ষিণাংশের জল কুলী নদীতে ... উত্তরাংশের জল খালে পতিত হইয়া বহি- ... হয়, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট রাস্তাদ্বারা কুলী নদী ... ও গ্রামের অন্যান্য জমিদারদিগের বাধা ... জল নির্গমনের পথ রুদ্ধ হওয়াতে ... অধিবাসীদিগের ব্যাধি ও ... যে ... পর নাই হানি হইতেছে, তাহার স্রোত- ... পথে রাস্তাতে একটী সেতু প্রস্তুত ... নিমিত্ত ... বাবু এবং বিশেষ ... জল যাহাতে নির্গত হয় তাহার উপায় ... প্রস্তাবিত ডিপুটী বাবু সদা অনুকূল ... রাখেন। প্রার্থনা, তাঁহাদের এই আগ্রহ ... বরাবর থাকে।

৪। কুলী নদী খনন করিয়া গঙ্গার সহিত ... যোগ করিয়া দিলে কৃষি বাণিজ্য ও স্বাস্থ্যের ... উপকার হয়, তাহা এক বার আপনা... র সোমপ্রকাশে প্রকাশ হইয়াছিল এবং ... বেল সাহেবের সমীপে এতদর্থ আবে... ও হইয়াছিল। গত ডিসেম্বর মাসে যখন ... নি এখানে শুভাগমন করিয়াছিলেন, তখন ... রা ঐ নদী খননের কথা পুনঃ পুনঃ উত্থাপন ... রি। তৎপরে তিনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া ... নদীর কিয়দংশ পরিদর্শনপূর্ব্বক ইহ... ন বরং যে অতি আবশ্যক ও উহাতে ... উপকার হইবে, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ... রিয়াছেন ও সংপ্রতি ডিপুটীবাবু ওভারসিয়র ... বুও ইহা পরিদর্শন করিয়া আমাদিগের ... দের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছেন এবং

এতৎকার্য্যসম্পাদনার্থ ইরিগেশন কোম্পানিকে বিশেষরূপে লিখিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, উক্ত কোম্পানি শাস্ত্র এই বুদ্ধিগ্রাহ্য পূর্ব্বক কৃষি বাণিজ্যাদির সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলোন্নতির নিদানভূত এবং মেলেরিয়া দূরীকরণের প্রধান উপায়স্বরূপ এই হিতকর কার্য্য সম্পাদন করিয়া আমাদিগের চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হইতে যেন ত্রুটী না করেন।

বহুকালব্যাপী মহামারীর প্রাদুর্ভাবে অধি কাংশ লোক কালকবলিত হওয়াতে গ্রামটী জঙ্গলপূর্ণ হইয়াছে। প্রতিবৎসরই জঙ্গলকর্ত্তনের এক এক বার বহু দূর ধাম পড়ে এবং অধিবাসী সকলের বিশেষ কষ্টও হয় কিন্তু ফল কিছুই হয় না। কর্ত্তনদ্বারা জঙ্গলের হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি হয়। এই নিমিত্ত একণে এই স্থির হইয়াছে যে, জঙ্গলময় ভূমির অধিকারীরা স্বয়ং অথবা প্রজাবিলীদ্বারা ঐসকল ভূমিতে যাহাতে আবাদ হয় তাহার উপায় করিবেন। জঙ্গলের ভূম্যধিকারী বিবেচনায় ২। ৩ বা ৪ বৎসরের নিমিত্ত নিষ্কর দিলেই প্রজারা আবাদ করিতে সম্মত আছে। এরূপ হইলে যে অধিবাসীদিগের কেবল স্বাস্থ্যসুখ সংবর্দ্ধিত হইবে এমত নহে, ইহাদ্বারা ... বিলক্ষণ লাভও হইবে।

৬। এখানে একটী হিতৈষিণী সভাস্থাপনার্থ ডিপুটী বাবু বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন। এখানকার যাবতীয় সাধারণ হিতকর কার্য্য এই সভার অধীনে সম্পন্ন হয় ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ অভিপ্রেত। গ্রামবাসীরা তাঁহার অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য করিয়া আপনাদিগের হিতসাধন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। বোধ করি আগামী রবিবারে ইহার প্রথম অধিবেশন হইবে। সভা কিরূপ কার্য্যকারিণী হয় পশ্চাৎ আপনার গোচর করিব।

৭। ডিপুটী বাবুকে যেরূপ গুণসম্পন্ন বলিয়া আমাদের শুনা ছিল সাক্ষাতে তাহার প্রত্যক্ষীভূত হইল। লোকে ইহাঁকে যেরূপ গুণগ্রামে মণ্ডিত বলিত, তাঁহার একটীও অত্যুক্ত বলিয়া বোধ হইল না। শিষ্টতা, সত্যপরায়ণতা প্রভৃতি যেসকল গুণ থাকিলে মনুষ্যনামের যথার্থ গৌরব রক্ষা হয় ইহাতে তাহার সকলই বিরাজিত আছে। বিশেষতঃ সদ্বিবেচনা, অমায়িকতা ও দীনদয়াদি তাহার লক্ষণ সর্ব্বদাই তাঁহার মুখমণ্ডলে লক্ষিত হয়।

১৮৭৯
২৮ এ জুলাই } শ্রীরামদয়াল ঘোষ ... বড়জাগুলী মধ্যবিদ্যালয়

... এতদ্দেশীয় সংবাদপত্রে এ কথা লিখিত হইয়াছে। ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। ... আমাদের গবর্ণমেণ্ট ও বিশ্বর উচ্চতর কর্ম্মচারীরা কোন বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে অসমর্থ ... অনিচ্ছুক হইলে এই কথা বলিয়া ... যখন এতদ্দেশীয় সংবাদপত্রসমূহ ... হইয়া দাড়াইয়াছে, যখন এতদ্দেশীয় ... প্রভৃতি দ্বারা চালিত হইতেছেন, ... পত্রের পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে ... সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে যে দোষারোপ ... তাহা কত দূর সঙ্গত ও তাহার কারণ ... অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য এবং যে দোষ ... হইয়া থাকে যদ সেটী বাস্তবিক ... সংশোধন একান্ত আবশ্যক। ... এতদ্দেশীয়দিগকে শিক্ষা দিয়া তাঁহাদিগে ... কাজ করিতে চান, তাঁহারা আপনারা সম্যক ... না হইলে অনিষ্টেরই উৎপত্তি হয় ... একণে শাসনকর্ত্তারা সংবাদপত্রের অনেক ... যখন করেন। বস্তুতঃ সংবাদপত্রসমূহ গবর্ণ... তাঁর অসীম ক্ষমতার এরূপ ত্র সীমা করিয়া ... অমূলক সংবাদ দিলে কেবল যে ... দল লোকের এরূপ নয়, ... ও দুঃখিত হইয়া ... আমার ... সংবাদপত্রের ছবি ... প্রতিষ্ঠিত হইতে ... সংবাদদাতাদিগের মধ্যে এরূপ ক... লোক আছেন, তাঁহারা প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ ... লোকের উপরে সংবাদপত্রে লিখিত দো... অনুসন্ধানের ভার হয়, তাঁহারা প্রায় ... যথোচিতরূপে অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন না।

... লোকের অনুমান ... অতিশয় প্রবল। ... শত শত, সহস্র সহস্র ... লক্ষ লক্ষ আমরা এখানে কথায় ... আমাদিগের প্রাচীন যুদ্ধের ইতিহাস ... দুইটা যুদ্ধেই ... লক্ষ লক্ষ ... লোক ... মৃত্যু হইয়াছে। ... লোক থাকা ... না, তাহা বক্তা ও লেখকেরা এক বার ... চনা করেন নাই। ইদানীন্তন কালেও ... হইয়াছে। ... সিদ্ধান্ত করিতেছি ... আমরা সহজে ... স্থির করিতে চাহি না। এই ... হইতে যে সকল সংবাদ আইসে ... গুলির মধ্যে অসত্য না থাকুক ... থাকে। যদি এক জন কর্ম্মচারী ... লয়ে গমন করেন, ...

...লাৎকার বলিয়া বর্ণিত হয়। সম্পাদকদিগকে অনেক সময়ে সংবাদদাতার উপরে নির্ভর করিতে হয়। অতএব মধ্যে মধ্যে যে অমূলক সংবাদ [illegible] তাহার বিচিত্র কি? কিন্তু [illegible] [illegible] সংশোধন হয়, [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] প্রায় যায় না। [illegible] সতর্কতা [illegible] সংবাদপত্রসংক্রেন [illegible] কোন বিষয় না [illegible] [illegible] হইয়া দাঁড়াইয়াছে [illegible] দুর্ঘটনানিবন্ধন [illegible] ব্যক্তি [illegible] কথা বলেন, [illegible] গ্রহণ করেন। [illegible] গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন. [illegible] জানেন। তাঁহারা ইহাও জানেন [illegible] কর্মচারী অথবা [illegible] বিরুদ্ধে [illegible] গবর্মেণ্ট অনুসন্ধান [illegible] ব্যক্তি [illegible] [illegible] হইবেন [illegible] [illegible] অনুরোধে নয়, [illegible] [illegible] দিকে [illegible] [illegible] বলেন, [illegible] স্বদেশীয়দিগকে [illegible] ও কুসংস্কারবিশিষ্ট করা বিবেচক [illegible] [illegible] না। ফলতঃ, আমরা [illegible] বলিতে পারি, [illegible] শুনিয়া [illegible] লিখেন [illegible] [illegible] বিষয় এই, [illegible] [illegible] তাঁহাদিগের দোষেই [illegible] দেশীয় সংবাদপত্রের সম্পাদক [illegible] সুযোগ পাইলে [illegible] বলেন, [illegible] [illegible] হয়, অনুসন্ধান [illegible] [illegible] [illegible] অনুসন্ধানের [illegible] হইতেছে। অনুসন্ধানে অনেক [illegible] না। উক্তরূপ ইউরোপীয় [illegible] হউন না কেন, [illegible] [illegible] [illegible] অনুসন্ধানে [illegible] ও

[illegible] প্রকার অনুসন্ধান চলিল? জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] দোষ প্রকাশ করা দূরে রাখিয়া কোন [illegible] ইহা লিখিয়াছেন, কিসে তাঁহার দণ্ড [illegible] এই কার্য্যে যত্নবান হইলেন। [illegible] অনুসন্ধান নামমাত্র হইল। যাঁহারা এ দেশের [illegible] জানেন তাঁহারা স্বীকার করিবেন. [illegible] জানিলেও এদেশীয়েরা "কি জানি, [illegible] সংযোগে পড়িব" এই ভয়ে প্রকৃত [illegible] না। অত্যাচারকারী পদস্থ থাকেন, [illegible] [illegible] বিপক্ষকে একটা না একটা গোলযোগে ফেলিতে পারেন, এই ভয়ে কেহ সত্য জানিলেও [illegible] না। পঞ্জাবের এক জন [illegible] কমিসনর এক ব্যক্তিকে দণ্ড দেন। [illegible] আপীল করিতে গমন করেন। [illegible] যথার্থ কথা প্রকাশ হয়, এই ভয়ে নিয়মবহির্ভূত [illegible] কৌশল করিয়া প্রধান আদালত [illegible] করিয়া লইয়া যান। এই কর্মচারীর কি হইল? ইউরোপীয়েরা অনেক সময়ে পরস্পরের দোষ গোপন করেন, এ কথা [illegible] অস্বীকার করিতে [illegible] [illegible] কি এই [illegible] [illegible] না? এক জন ইউরোপীয় সরকারী [illegible] করুন, চারি বৎসর [illegible] [illegible] কোন [illegible] স্ত্রীলোকের সতীত্ব নষ্ট করুন, নির্দ্দোষী হইবেন, এক জন এতদ্দেশী-[illegible] বধ করুন, ইউরোপীয় জুররেরা তাঁহাকে সামান্য আঘাতের দোষী বলিলেন। এইরূপ নানা কারণে এতদ্দেশীয় সংবাদপত্রসমূহের কথা প্রায় [illegible] না।

শ্রী ব—

—:০:—

## মূল্য প্রাপ্তি।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] চৌধুরী [illegible] | ১৩ |
| " " [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় হাবড়া | ৩॥ |
| " " [illegible] মুখোপাধ্যায় [illegible] | ৩॥ |
| " " [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] | ৭ |
| মহারাজ [illegible] বাহাদুর কটক | ১৫ |
| " " [illegible] চৌধুরী [illegible] ডিপার্টমেণ্ট | ৩॥ |
| " " যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] | ৭ |
| " " সর্ব্বেশ্বর ঘোষ [illegible] | ১৫ |
| " " ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজার | ১০ |
| শ্রীযুক্ত আই, সি, [illegible] পুরী | ৭ |
| শ্রীযুক্ত এফ, [illegible] কৃষ্ণনগর | ১৩ |

" " মনোমোহন সরকার [illegible]

বিদ্যালয় [illegible]

—:০:—

## সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে [illegible] সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা [illegible] ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। মফস্বলে ডাক[illegible] সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং [illegible] সিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম [illegible] গ্রহণ করা যায় না। [illegible], বরাতি চিঠি, [illegible] অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার [illegible] যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই [illegible] দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, [illegible] যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূ[illegible] ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকা[illegible] মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন [illegible] শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে [illegible] হইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত [illegible] আসিবে, [illegible] লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত [illegible] গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার [illegible] একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ [illegible] যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং [illegible] হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের [illegible] বরে চিঠি পাঠাইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ [illegible] বেন, তাঁহাদের সেই পত্রাদি গ্রহণ [illegible] যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি [illegible] আনা তাহার পর ৴১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করি[illegible] বেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

---

☞ এই পত্র কলিকাতার [illegible] মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের [illegible] চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যা[illegible] ভূষণের বাটীতে [illegible] প্রকাশিত হয়।

কা লওয়া হইবে। মন্ত্রিগণ রাজস্ব
য়ের আমীরদিগের উপরে যে অত্যাচার
রিতেছেন, ভারতবর্ষীয় ও ইউরোপীয়
য়েই তাহার প্রতিবাদ উচ্চস্বরে করি
ছেন। তথাপি মন্ত্রিগণ অন্যায়াচরণ
ইতে নিবৃত্ত হইতেছেন না। এক জন
খ্যাত অষ্ট্রীয় সেনাপতি বলিয়াছি
ন, সঙ্গিনদ্বারা সকল কায চলে, কিন্তু
ঙ্গিনের উপরে বসা চলে না। ইহার
র্থ এই. বিদেশীয় শত্রু ও স্বরাষ্ট্রের
দ্রোহদমনার্থ বল আবশ্যক; কিন্তু
দ্বারা অভ্যন্তরস্থ শাসন অতিশয় অম
লকর। আমরা দুঃখিত হইলাম, ইংল
ীয় মন্ত্রিগণ কেবল বলের উপরে নির্ভর
রিয়া কার্য্য করিতেছেন। ভারতবর্ষীয়
া কোন বিষয়ে দুঃখিত হইবেন, কোন
ষয়ে ইংরাজ নামের কলঙ্ক হইবে,
াহা তাঁহারা এক বারও চিন্তা করেন
। মন্ত্রিগণ কেবল দলাদলির
ুরোধে ব্যয়সংক্ষেপ দেখাইয়া
শংসা লইতেছেন। যাহাতে জাতির
লঙ্ক হয়, সে লাভ কি যথার্থ লাভ?
রতবর্ষ অপেক্ষা ইংলণ্ড অনেক গুণে
ী। আমাদিগের উপরে অত্যাচার
রিয়া আপনাদের করভার লঘু করেন
তীও ইংলণ্ডীয় সর্ব্বসাধারণের অভি
্ত নহে। কেবল মন্ত্রিগণ এই কৌশল
বলম্বন করিয়াছেন।

—:*:—

### রাজপুরুষদিগের স্বজাতি পক্ষপাতিতা।

বঙ্গদেশীয়েরা বিষয়বিশেষে ইউরো
াদিগের তুল্য, অথবা তাঁহাদিগের
পক্ষা অধিকতর ক্ষমতা প্রদর্শন
েতেছেন; কিন্তু তাঁহাদিগের অপেক্ষা
ৎকৃষ্ট পদলাভ দূরে থাকুক, তাঁহাদি
র তুল্যপদপ্রাপ্তেও সমর্থ হইতে
ন না। এমন সুসভ্য, এমন গুণজ্ঞ গব
মেন্টের অধীনেও যে ঈদৃশ বিসদৃশ
ব্যবহার হয়, তদর্থ অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকেন; কিন্তু তদর্শনে আমাদিগের মনে অণুমাত্র বিস্ময়রসের আবির্ভাব হয় না। জেতৃজাতীয়েরা প্রায়শই গর্ব্বান্ধ হইয়া থাকেন। সেইহেতু তাঁহারা প্রাণান্তেও বিজিতের সহিত ব্যবহার কালে সমকক্ষতা প্রদর্শনে সম্মত হন না। সে সময়ে তাঁহাদিগের হৃদয় হইতে ঔদার্য্যাদি গুণ অন্তর্হিত হইয়া যায়। এই হেতু বিজিগীষু ব্যক্তি যখন কোন দেশ জয় করিতে যান, তত্রত্য লোকেরা তাঁহাকে বহুতর সভ্যগুণসম্পন্ন দর্শন করিলেও সহজে তাঁহার অধীনতাস্বীকারে অনুরাগী হয় না। তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলে তিনি তাহাদিগকে অভীষ্ট বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিবেন, তাহাদিগের মনে এই আতঙ্ক জন্মে। এ আশঙ্কা অমূলকও নহে। ফলতঃ জেতৃগণ বিজিতদিগকে যদি সমকক্ষ হইতে না দেন, তাহাতে আশ্চর্য্য নাই। আশ্চর্য্য এই আমাদিগের জেতৃজাতীয় রাজপুরুষেরা আমাদিগের যোগ্যতার অপলাপ করিয়া আপনাদিগের সাধুতাখ্যাপন চেষ্টা পাইতেছেন, আমরা যে পদের যোগ্য হইয়াছি, আমাদিগকে যদি সে পদ না দেওয়া হয়, সভ্য রাজগণ তাঁহাদিগকে অন্যায় ও গুণের অনাদর কারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন, তাঁহাদিগের এই শঙ্কা। এবম্বিধ ব্যবহারদ্বারা রাজপুরুষদিগের কেবল যে স্বজাতিপক্ষপাতিতাদোষ প্রসব হইতেছে এরূপ নয়, আমাদিগের উৎসাহভঙ্গ হইতেছে, এ ব্যবহারে আমাদিগের উন্নতি, পথে কণ্টকরোপণ করা হইতেছে সন্দেহ নাই। পাঠকগণ অভিনিবেশপূর্ব্বক নিম্নলিখিত পত্রখানি এক বার পাঠ করুন।

পবলিক ওয়ার্কডিপার্টমেন্টনামক যে
গবর্ণমেন্টের একটি প্রধান বিভা
তাহা অপনি ও বোধ হয় আপন
পাঠকবগ ই অবগত আছেন। সময়ে সময়ে
ও আপনকার ই রাজি ও বাঙ্গাল
মহাশয়েরা এই ডিপার্টমেন্টের ব
বিষয় লইয়া মহাআন্দোলন করিয়া
থাকেন। এই ডিপার্টমেন্টের স্বভাব
কিন্তু সে কথা অদ্য আমার বক্তব্য
এই ডিপার্টমেন্টে আমাদের দেশীয়
কারী কতগুলি আছেন ও ইংরাজ ম
রুষদিগের তুলনায় তাঁহাদের অবস্থা কি
ইহাই আমার অদ্যকার বক্তব্য। ম
লড কেনিং বাহাদুরের যত্ন ও অনুগ্রহে
মহা নগরীতে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিভিল
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হইয়া তাঁহ
উ সাহেক্রমে ক্রমে এপর্য্যন্ত ৩৮ জন
সন্তান এঞ্জিনিয়ার কর্মাদি পরীক্ষায় উ
হইয়া রাজকর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহা
অনেকেই বিজাতীয় ভ্রাতাদিগের অপে
কার্য্যদক্ষতা দর্শাইয়া আসিতেছেন। বাস্ত
ইঁহাদের প্রায় সকলেই ইউরোপিয়ানদি
অপেক্ষা অধিক শারীরিক পরিশ্রম ক
স্ব স্ব অর্পিত কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে
গবর্ণমেন্টের অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে দে
ও ইউরোপিয়ান বলিয়া ইতর বি
দেখা যায়, এ ডিপার্টমেন্টে তাহার
গন্ধও নাই। বোধ হয়, আইন প্র
নকর্ত্তা ঐ ইতর বিশেষ রাখিলেই ভুলি
থাকিবেন !!! রুড়কি টমাসন কলেজের
দূরে থাকুক কলিকাতা কলেজ হইতে
জন পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া রাজকর্ম্ম গ্রহণ
য়াছেন। প্রায় ১০ বৎসরের মধ্যে উ
দের ৪ জন মাত্র ১০০ একশত টাকা হই
আরম্ভ করিয়া এত দিনে ২০০ টাকা বে
প্রথম শ্রেণীর এসিষ্টান্ট এঞ্জিনিয়র
য়াছেন, ইহাঁদের সমকালে যে স
বিলাতি সাহেবেরা কর্ম্মারম্ভ করি
ছেন। তাঁহাদের অধিকাংশই এ
কিউটিভ ও সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এঞ্জিনি
হইয়াছেন। বাঙ্গালিদের লাক
পর্য্যন্ত। সম্পাদক মহাশয়! দুঃখের
বলিতে কি, যে দোষ এক জন ইংরাজ

য় বলিয়াই গণ্য হয় না, সেই দোষে
টমেণ্টে এক জন বাঙ্গালির ফাঁশির
থাকে। বিচার কত দূর! এত
কোন বাঙ্গালি এক্জিকি উটিভ
প্রভৃতি বড় কর্ম্ম পাইতেছেন না
? কেহ কি ঐ কর্ম্মের উপযুক্ত হয়েন
, কি গবর্ণমেণ্ট দিতে চাহেন না? ২ রা
ক্রের ডেলি নিউসপাঠে অবগত হই
ম যে, লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাঙ্গালিদিগকে
দাহ দিবার জন্য দুই জন আসি
ট সেক্রেটারির পদ সৃষ্টি করিতে
ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কিন পূর্ব্বে গে
াহুরই জগদীশ বাবুকে পুলিশ সুপারিণ্টে
ট করিয়াছিলেন। তবে তিনি এক জনা
গ্যতাসত্ত্বেও বাঙ্গালিকে এক্জিকিউ
ভ এঞ্জিনিয়ার পদে আপনা কর্ম্ম অর্পণ
রেতেছে না?

উদাহরণস্থলে একটি বিষয় নিবেদন
রতেছি। প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টেণ্ট সার্জ্জন
ঞ্জিনিয়ার বাবু ভোলানাথ দাস মহাশয়কে
এক্জিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার করিবার জন্য
ীফ এঞ্জিনিয়ার, সুপারিণ্টেণ্ডিং ও
প এঞ্জিনিয়ার কর্ণেল নিকলস সাহেব
র্য্যন্ত তিন বার অনুরোধ করিলেন তথাপি
ার পদবৃদ্ধি হইতেছে না। তিনি কি
যুক্ত নহেন? না, বাঙ্গালি বলিয়া দোষ
াছে। তিনি শান্ত সচ্চরিত্র বিদ্বান পরি
শীল ও বিশেষ কর্ম্মদক্ষ।

কস্যচিৎ একান্ত বশম্বদ

যথার্থ বাদিনঃ

——:০:*:০:——

আমীর মিয়ার আলি ও

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট।

আমীর মিয়ার আলি খাঁ পেসো-
উপনীত হইয়া গবর্ণর জেনরলকে
সম্ভাষণ করিয়াছেন, তিনি লাহোর
অম্বালায় আগমন করিবেন ঐ
ন তাঁহার সহিত লার্ড মেয়োর সাক্ষাৎ
বে। আরো এরূপ উক্ত প্রবন্ধে হই
অব্যবহিত পরেই গবর্ণর জেনরল

অম্বালায় গমন করিবেন। কলিকাতা হইতে অম্বালা এক্ষণে তিন দিবসের পথ হইয়াছে; যদি কেহ আফগানস্থান পতিকে দর্শন করিবার বাসনা করেন, তিনি অনায়াসে উক্ত স্থানে গিয়া স্বাভীষ্ট সম্পাদন করিতে পারেন। তিনি যত দিন ভারতবর্ষে থাকিবেন, ততদিন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে আতিথ্য স্বীকার করিবেন।

দোস্ত মহম্মদ খাঁ লার্ড কানিঙের রাজত্বের প্রারম্ভকালে নিজে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি যে কারণে পেসোয়ারে আগমন করেন, তদপেক্ষা গুরুতর কারণে তাঁহার পুত্র ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন। তখন আমীরকে আহ্বান করিয়া পারস্য ও ভারতবর্ষ এ উভয়ের মধ্যস্থলে রাখা হয়, এখন মিয়ার আলিকে রুশীয়ার মধ্যস্থলে রাখা আবশ্যক হইয়াছে। আমীরকে কি প্রকারে সম্মান করা হইবে? অনেকে এই প্রশ্ন করিয়াছেন। কেহ কেহ ইহার মীমাংসাও করিতেছেন। এক জন ভারতবর্ষীয় রাজা আলেকজণ্ডারের প্রশ্ন ক্রমে বলিয়াছিলেন “আপনি আমাকে রাজার ন্যায় ব্যবহার করিবেন।” মিয়ার আলির বিষয়েও আমরা সেই প্রকার পরামর্শ প্রদান করিতেছি। ভারতবর্ষস্থিত ইংরাজগণ সর্ব্বদা এই গর্ব্ব করিয়া থাকেন যে, আমাদিগের তুল্য আর কেহ নাই। ইহাঁরা এরূপ ভাবে আপনাদিগের মহত্ত্ব প্রদর্শন করেন যে, সে ব্যক্তিকে ইহাঁদিগের প্রাধান্য ও অধীনতা স্বীকার করিতে হয়, তিনি তাঁহাদিগের গর্ব্বিত ব্যবহারে অতিশয় অসন্তুষ্ট হন। যেখানে প্রিয় সম্ভাষণ আবশ্যক, সেখানে ইহাঁরা প্রচুর ন্যায় আজ্ঞা করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত আসিয়ার রাজগণ তাঁহাদিগের প্রতি অকপটভাবসম্পন্ন নহেন। এই বিষয়টী

স্মরণ করিয়া যেন আমীর মিয়ারআ
সহিত ব্যবহার করা হয়। কেহ কো
তেছেন, আমীরকে এই সত্যপাশে
করা উচিত যে, তিনি আমাদিগের
মেণ্টের অনুমতিভিন্ন কোন বিদে
রাজার সহিত সন্ধি বিগ্রহ করিতে
বেন না এবং তিনি ইংলণ্ডে
নিকটে করপ্রদান করিবেন কেহ
হাজারার কিয়দংশ শিবির স্থা
ইজারা করিয়া লইবার পরামর্শ দি
ছেন। লার্ড মেয়ো এইসকল অসৎ
বাক্য যেন শ্রবণ না করেন। মিয়ার
খাঁ এক জন আফগান। আফগানি
মধ্যে তিনি অতিশয় অভিমানী ব
বিখ্যাত। তিনি হিরাটে পলায়ন ক
ছিলেন, তথাপি আজিম খাঁর স
সন্ধি করিতে সম্মত হন নাই। এ
অভিমানী ব্যক্তিকে আপনার হাতে প
কোনপ্রকার সত্যপাশে বদ্ধ কি
চেষ্টা পাওয়া বিধেয় হয় না। তিনি
পাশে বদ্ধ হইলেও যে আফগা
তাঁহার কার্য্যে অনুমোদন কি
এরূপ বোধ হয় না। তাঁহারা অ
তেজস্বী জাতি। তাঁহাদিগের মনে
এই অভিমান আছে, আমরা
কেবল আফগানদিগের নিকটে
জেরা পরাজিত হইয়াছেন। এখন
তাঁহারা ইংরাজদিগকে পরাজিত ক
পারেন না, তাঁহাদিগের মনে
বিশ্বাস নাই। অতএব আমীর
রাজ্যের কোন অংশ পরিত্যাগ ক
যান, অথবা কাশ্মীরাধিপতির পদ
দণ্ডায়মান হন, তাহা হইলে তাঁ
শাহ সুজার ন্যায় কষ্টভোগ ক
হইবে। আফগানেরা ব্রিটিশ গবর্ণমে
সহিত মৈত্রীবন্ধনে সম্মত আছে,
তাঁহারা অধীনতাস্বীকারে সম্মত না
কোন ব্রিটিশ সৈন্য তাঁহাদিগের
সম্মতিব্যতিরেকে কাবুলে প্রবেশ ক

...ত অনুসারে প্রথম শ্রেণির এক্জিকিউটিব
...নিয়র সি. এস, আইজাক সাহেব ২রা
...য়ারি অবধি ১৫ ই জানুয়ারি দুই প্রহ
...পঞ্চম চক্রবাড়ের প্রতিনিধি সুপারিণ্টে
... ইঞ্জিনিয়রের কর্ম করিয়াছেন।

...তীয় শ্রেণির পরীক্ষার্থ সহকারী ইঞ্জিনিয়র
...ণ্ট. এচ, মাইটিঙগেল সাহেব পাটনা
...রাস্তা বিভাগে স্থিত হইয়াছেন। তিনি
...৮ অব্দের ১৯ এ ডিসেম্বর পূর্বাহ্নে ঐ
...র গমন করিয়াছেন।

...০ এ জানুয়ারি। চতুর্থ শ্রেণির একজি
...টিব ইঞ্জিনিয়র এ, এক. ওয়াটসন সাহেব
... জানুয়ারি অপরাহ্নে বহরমপুরবিভাগের
... লইয়াছেন।

...তুর্থ শ্রেণির এক্জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র
...নসফিলড সাহেব ১৯ এ ডিসেম্বর পূর্বাহ্নে
... উক্ত রাস্তার দ্বিতীয় বিভাগের ভার লই
...ন।

...চতুর্থ শ্রেণির এক্জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র
...সি. আর্ডলি সাহেব ১ লা জানুয়ারি
...হ্নে কলিকাতার পশ্চিম ইঞ্জিনিয়রের
...গে আগমন করিয়াছেন।

...প্রথম শ্রেণির সহকারী ইঞ্জিনিয়র ই, জে
... ফ্রিমেণ্টল সাহেব দানাপুরের দ্বিতীয়
...গ হইতে গ্রাণ্ড ট্রঙ্ক রাস্তা বিভাগে বদলি
...ন।

...প্রথম শ্রেণির সহকারী ইঞ্জিনিয়র বাবু
...নাথ ভট্টাচার্য নদীয়া হইতে ঢাকা বি
... বদলী হইলেন।

...দ্বিতীয় শ্রেণির পরীক্ষার্থ ওভরসিয়র বাবু
...কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায় কিছু দিনের নিমিত্ত
...নদী বিভাগ হইতে সংকুনার ও পুন
...নখাল বিভাগে বদলী হইয়াছেন। তিনি
...ই জানুয়ারি পূর্বাহ্নে আপন কর্মভার
...ণ করিয়াছেন।

...২৩ এ জানুয়ারি। চতুর্থ শ্রেণির এক্জি
...কিউটিব ইঞ্জিনিয়র এফ. এম ম্যানারেল সাহেব
...ই জানুয়ারি পূর্বাহ্নে গঙ্গা নদী বিভাগের
...র গ্রহণ করিয়াছেন।

—:০:—

... আমাদিগের লাহোরস্থ সংবাদদাতা
...খিয়াছেন:—

...মহাশয়! গোয়ালিয়র ছাড়িয়া আগ্রার
...অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। পথে ক্ষেত্র
...সকল অতীব শ্রীতিলাভ করিলাম। বোধ
...পৌষ মাসে যে এক পসলা বৃষ্টি হইয়াছিল

তাহাতেই ক্ষেত্রসকল একরূপ মনোহর বেশধারণ করিয়াছে। মধ্যে মধ্যে গিরিনিঃসৃত নির্ঝরিণী সকলেও অল্প অল্প বারিপ্রবাহের চিহ্ন রহিয়াছে। গোয়ালিয়র হইতে আগ্রা উর্দ্ধসংখ্যায় ৪০ ক্রোশ পথ হইবে। কিন্তু এই টুকু পথে ঘোড়ার ডাকে আসিতে গেলে ৩০।৪০ টাকা ব্যয় হয়। মহারাজের যে অতুল ঐশ্বর্য্য তাহাতে এই অল্প রাস্তায় রেলওয়ে করিবার সুবিধা অনায়াসেই করিতে পারেন। কিন্তু কই সে বিষয়ে কাহারো ইহার অনুরূপ উৎসাহ দেখা যায় না। কর্ণেল দাওয়ার সাহেবের কল্যাণেই হউক বা যে কোন কারণেই হউক দুর্ভিক্ষের জন্য একটা ঘোষণা পত্র বাহির হইয়াছিল ও ইংরাজদের অন্নের জন্য কিছু দান দেওয়া হইয়াছিল। অনেকে বলে ঘোষণানুযায়ী বড় কার্য্য হইতেছে না। যাহা হউক, এ দিকে রাস্তাটির জন্য একটী ইঞ্জিনিয়ার অনেক দিন হইতে নিয়োজিত আছে। কিন্তু তথাপি ভালরূপে শেষ হইতেছে না।

আগ্রায় পৌঁছিয়াই শুনিলাম, অশ্ব ও কয়েক বৎসরের শেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসে নাকি ৫০০ লোক ঐ রোগের আক্রমণে গত হইয়াছে। এই ভয়ে আগ্রায় অধিক থাকিতে পারিলাম না।

রেলওয়ে অমণকারিগণের মধ্যে আগ্রার এমন পৃথিবীর মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ তাজমহল দেখিয়াছেন সুতরাং এস্থানে তাহার বর্ণনার প্রয়োজন নাই। তাজমহলব্যতীত দুর্গ ও তন্মধ্যস্থ (দর্পণগৃহ) মতি মসজিদ, ওদিকে সেকেন্দ্রের পার যমুনার অপর পারবর্ত্তী এতমাদোল্লা হাম বাগও দর্শন মনোহর। আমাদের দেশীয় আত্মার মধ্যে যাঁহারা আগ্রায় আসিয়া এসকল দেখেন নাই, তাঁহাদের সকলেরই এক এক বার দেখা উচিত। আগ্রা হইতে গাজিয়াবাদ স্টেশনে নামিলাম আর একটী স্টেশনে যাইলেই দিল্লি যাওয়া হইত। কিন্তু তথায় বসন্তরোগে ভয়ানক প্রকার শুনিয়া ঐ স্থানে থাকিলাম তৎপর দিবস এক বারে পঞ্জাব রেলওয়ে সহকারে অম্বালায় পৌঁছিলাম। অম্বালায় তিন দিন ছিলাম এখানে অনেক বেতনভুক্ত বাঙ্গালী অর্থ সঞ্চিত করিতেছেন। এখানকার বাঙ্গালীদের মধ্যে অনেকেই গুলি ও গাঁজার আড্ডা সভা। আবার একটী আশ্চর্য্যের কথা শুনিলাম যে, এখানকার মান্য, বিজ্ঞ আধ্যাত্মিক অনেক বাঙ্গালী পরিবারের মধ্যে একটী একটী বেশ্যা রাখিয়াছেন। স্ত্রীর অপেক্ষা বেশ্যাদের সমাদর নাকি অধিক। বিবাহিতা স্ত্রীরা

নাকি স্বদেশে পরিত্যক্তভাবে ছিল...
মাত্র উদ্যোগী হইয়া আসিয়াছে।...
দূর করিয়া দেয়, এই জন্য স্ত্রীরা উ...
মন যোগাইয়া থাকে। এটী বড় অ...
নহে, ইহাদের মধ্যে কোনপ্রকার...
দেখিলাম না।

মহাশয়! অম্বালায় একটী বিষ...
বড় পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। ২৩...
কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের উ...
ছাত্র বাবু পরিবর্ত্তনার্থ এখানে আ...
উদ্যোগী হইয়া, একটী বঙ্গবিদ্যা...
করিয়াছেন. এই বিদ্যালয়ে প্রায় ২...
অধ্যয়ন করিতেছে। প্রথম শ্রেণীতে...
কারা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান জ্যামিতি...
ভূগোল ইতিহাসপ্রভৃতি ভাষায় ক...
পাঠ্য পুস্তক পাঠ করিতেছে। আ...
বশ কাহারো প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে...
তত্ত্বের যেসকল কৌশলপূর্ণ কঠিন...
জিজ্ঞাসা করিলাম, ছাত্রেরা অনায়...
করূপে উত্তর দিল। বঙ্গদেশ হইতে...
মাতৃভাষা শিক্ষার এত উৎসাহ দেখি...
আনন্দ হইল, আমার বিবেচনা ক...
দের কোন কোন স্থানের বাঙ্গালী...
সহিত বাঙ্গালা কথা কহিতে...
তাহাদের বেশভূষা কথাবার্ত্তা সকলই...
দেশের ন্যায়, ইহা বড় লজ্জাকর।...
প্রয়াগ, আগ্রা, লাহোরপ্রভৃতি...
প্রদেশে এত বাঙ্গালী আছেন...
দেশের একটী একটী স্থানে...
অত্যন্ত নাই। ইঁহারা অনায়াসে...
বঙ্গবিদ্যালয় সুপ্রতিষ্ঠিত...
পারেন। ইহাদের অবস্থা ও অন...
এ বিষয়ে অম্বালায় পণ্ডিতদিগে...
এ বিদ্যালয়ে সাহায্য করিতেছেন...
সকলেরই ধন্যবাদ করা উচিত...
স্থায়ী কার্য্য করিতে যত্ন করা বিধে...

অম্বালা হইতে লুধিয়ানাপর্য্য...
হইয়াছে। আগামী মাঘমাসে...
সাধারণে খুলিবে। তাহা হইলে কে...
মধ্যস্থিত নদীর মধ্যবর্ত্তী অল্প দূর...
না থাকিবে। এই দুই নদীর...
হইতেছে, আগামী বর্ষে সমস্ত পথ...
পারে।

লাহোরে পৌঁছিয়া কেবল...
এ আশ্চর্য্য দেখিয়াছি। ১০...

াদ্ধাদের যেরূপ ভাব দে খলায়, অনেক রূপ দেখা যায় না। কেশব বাবুর ও ান প্রচারকের ফলস্বরূপ এখানকার যথার্থ পবিত্রতার পর।

—:০:—

### আমাদিগের আগুলিয়াস্থ সংবাদ-লিখিয়াছেন:—

দিনের পরে আমাদিগের নদীয়া জিলার বিচারপতি এইচ, বেল সাহেব স্থানা লেন। কয়েক সপ্তাহ অতীত হইল, ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মনরো ীয় পদারূঢ় হইয়া বিচারাসনে উপ ছেন। [illegible] সাহেব যেরূপ উৎসাহ তাসহকারে প্রজা ও জমীদার হিতসাধন করিয়াছিলেন, সেইরূপ চলে উন্নতি হইয়াছে। ইনি পূর্ব্বে ারিষ্টার ছিলেন, তৎপরে জোট জজ হইয়া ক্রমশঃ জেলার মাজি ইঁহার সহায় তাদৃশ নাই, কিন্তু স্বীয় ভোবশতঃ এবং সৎকার্য্যে, সুন্দররূপ হেতু গবর্ণমেণ্টের আইন উপদে ধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন; ন নহে, ইহাতে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের ীসম্বন্ধে অনেক গুরুতর বিবেচ রিতে হয়। ফলতঃ বেল সাহেব ন্য চতুর তাহাতে এপদ তাঁহার ক হইয়াছে। আমাদিগের অভিনব মনরো সাহেব কিরূপ সুবিচারক, পি বিশেষরূপ প্রকাশ হয় নাই। নগর কলেজের কার্য্যপ্রণালী অন্য জ্যের অপেক্ষা উৎকৃষ্টভাবে সম্পন্ন কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের ক গণনা করিলে অত্যুক্তি হয় না। বেশিকা ও এল এ পরীক্ষার ফল প্রকাশে প্রকাশ করা হইয়াছিল সপ্তাহের কলিকাতা গেজেটে ীর ফল প্রকাশিত হইয়াছে। এবার ন ছাত্র পরীক্ষার্থী হইয়াছিলেন প্রথম শ্রেণীতে ১ জন দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে বি এ শ্রেণী হইয়া ন স্থানেই একপ হয় নাই। ।গ প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত স্মিথ ইহার নিমিত্ত ধন্যবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য। স্মিথ সাহেব হইতে কলেজের অনেকাংশে পরোপকার হইয়াছে। আমরা গত বৎসর উক্ত কলেজের গণিতাধ্যাপক মাইর সাহেবের পরলোকগমনের পর কলেজের শোচনীয় ঘটনাসম্বন্ধে অনেক ভাবনা ক'র ছিলাম। কিন্তু তদীয় পদে শ্রীযুক্ত বাবু বীরে শ্বর মিত্র এম এ মহাশয় যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহাতে ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক মহাশয়ের শোক অনেকাংশে সহন হইয়া বীরেশ্বর বাবু গণিত বিষয়ে এক জন বিলক্ষণ পারদর্শী, ইনি ছাত্রদিগকে সংশদভাবে শিক্ষাদান করেন।

৩। আমরা নিরতিশয় আহ্লাদসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, আগুলিয়া বঙ্গবিদ্যালয় ও পোষ্ট আপিসের গৃহ এতদিন পরে সুন্দররূপ প্রস্তুত হইয়াছে; যে যে মহাশয়েরা ইহার নিমিত্ত সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের নিকট আমরা অনুগৃহীত হইলাম।

৪। সম্প্রতি বারাকপুরের যে যে ভদ্র ইং রাজ ও বাঙ্গালী মহাশয়েরা আগুলিয়ার হিতৈষিণী সভার অভ্যর্থ একেন্ট বাবু কামাখ্যা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে স্ব স্ব দাতব্য প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা সমাজের অর্থসংগ্রাহকের সমীপে প্রদত্ত হইয়াছে।

৫। এবার এদেশে চাউলের গতি বড় মন্দ। শস্যাদি ভালরূপ উৎপন্ন হয় নাই। কৃষকেরা অতিশয় ভাবিত হইয়াছে।

—:০:—

### আমাদিগের তমোলুকস্থ সংবাদ-দাতা লিখিয়াছেন

১। কিয়দ্দিন হইল, এখানকার সুযোগ্য ডিঃ মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র ঘোষ মফঃস্বল পরিভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন।

২। গত ২৮ এ পৌষ রবিবার বেলা প্রায় অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার পর এ প্রদেশে একটী প্রবল ভূকম্পন হইয়া গিয়াছে। পুষ্করিণীর বারিরাশি বহুক্ষণ আন্দোলিত হইয়াছিল; একপ কম্পন সচরাচর দেখা যায় নাই।

৩। এখানে ওলাউঠার এত দিন কোন প্রাদু র্ভাবই ছিল না। কেবল পুণ্যকাম গঙ্গাসাগরের প্রত্যাগত বঙ্গবাসিগণ হইতেই ইহার সঞ্চার হইয়াছে। তথাচ যোগ্যবর ডেঃ মাজিষ্ট্রেট যাত্রিগণকে নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে দেন নাই। ডেপুটী বাবুর এই কার্য্যটি যে দেশের কতদূর মঙ্গলজনক হইয়াছে বলিতে পারি না। সকলে এই এতন্নিমিত্ত তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান কর্ত্তব্য।

৪। অবসর এই নগরমধ্যে আরএকটী রাস্তার প্লান প্রস্তুত হইয়া মাজিষ্ট্রেটের স প্রেরিত হইয়াছে। ইহাতে আনুমানিক প্রায় ১০০ টাকা। এই টাকা কেরিফণ্ড প্রদত্ত হইয়াছে। এই সকল কার্য্যে এখানকার বর্ত্তমান ডিঃ মাজিষ্ট্রেট বাবু যাদব যাদবের শাসনকালটী স্মরণীয় হইয়া থাকি সন্দেহ নাই। ঈশ্বর করুন, তিনি দীর্ঘ ও ক্রমোন্নতি প্রাপ্ত হইয়া লোকের এই হিতসাধনব্রতে জীবনযাপন করুন।

—:০:—

### আমাদিগের রঙ্গপুরস্থ সংবা-দাতা লিখিয়াছেন।

১। গত ১০ ই মাঘ আমাদিগের উ র্ব্ব বিভাগের স্কুলইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত জি, বেনেট সাহেব মহোদয় এবং রঙ্গপুর স্কুল ের ডিপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু রমে সেন, উভয়ে কাকিনীয়ায় উপস্থিত হ কত্রত বালক ও বালিকা স্কুল পরীক্ষা কর সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছেন। ঐ দিবস কাকিনী ইংরাজী স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার পারিতো ষিক বণ্টন হইয়াছে। কাকিনী রাজ্যাধি বাবু মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরী মহাশয় পু কল স্বহস্তে বিতরণ করিয়াছেন।

২। গত তিন চার দিবস হইল, এ দেশে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বারিবর্ষণ হওয়া শস্যের অনেক উপকার হইয়াছে, তথা দ্রব্যসকলের মূল্য সমভাবেই রহিয়াছে। খানে চাউল কাঁচা ওজনে উত্তম ৷৷০ আনা মোটা এক মণ। টৈল টাকায় আড়াই সের পৌনে তিন সের অধিক নয়, লবণ ঘৃত /১॥ সের, দাইল অত্যন্ত দুর্মূল্য, ও কারী ইত্যাদিও প্রায় তদ্রূপ।

৪। আমাদিগের বর্ত্তমান ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশ বয়ঃপ্রাপ্ত গ্রহণ করিয়া অবধি অত্যন্ত প্রশংস কারে সমুদায় কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ কর িয়াছেন। রায় চৌধুরী মহাশয় এই অল্প ব সেই যেরূপ বিদ্যোন্নতি, ধর্ম্মোন্নতিপ্রভৃতি সৎকার্য্যে যত্নবান হইয়াছেন, বোধ করি সত্বরেই পৈতৃনাম উজ্জ্বল করিবেন সন্দেহ নাই।

—:০:—

### আমাদিগের কোরহাটীস্থ সংবাদ-দাতা লিখিয়াছেন:—

১। স্থানীয় পাজিষ্ট্রেটদিগের সুবিচার দান যেরূপ আবশ্যক, রাস্তা নির্ম্মাণ, খালখনন ও তাহার সংস্কারপ্রভৃতি বিষয়ে প্রজার

...ছে। আমরা আহ্লাদিত হইলাম, বোম্বাই ...ক্ট বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অপেক্ষা ... উদারতা প্রদর্শন করিয়া আরোহীর ... ও সম্পত্তির তালিকা প্রদান করিবার ... দিয়াছেন। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের শিক্ষা ...। বোম্বাইয়ের কমিসন প্রকাশ রূপে ... করিবেন, আর এর তাঁহাদের রিপোর্টের ...র লোকের কখন অবিশ্বাস হইবে না।

২৪ এ মাঘ শুক্রবার।

...রতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এপর্য্যন্ত সিরাজ ... খাঁকে ছয় লক্ষ টাকা দিয়াছেন ...ের মধ্যে আর ছয় লক্ষ টাকা দেওয়া ...। তিনি ৬০০০ অঙ্ক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ...গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সহিত কোন সন্ধি করেন ... বস্তুতঃ আমাদিগের টাকা লইবার ... তিনি সম্পূর্ণ অনুদাত্ত করিয়াছেন। ... সহিত সাহস ও কষ্টের সমান ভাব ...ছে। লাড মেয় সিমলা যাইবার পূর্ব্বে ...ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানস করেন। ... এই সময়ে তাঁহাকে কোন সম্মান ... করা উচিত। যদি তাঁহাকে লোক ...ের ন্যায় মাসিক এক লক্ষ টাকা দিতে ...াহা হইলে লোকের আশুল ও সীমা- ...বেন, [illegible] ...লওয়া হয়। গবর্ণমেণ্টের আর এক কাজ ... অতিশয় কর্তব্য। পঞ্জাবের ইন্সপেক্টার ... সীমায় [illegible] ...কে ক্ষমা করা কর্তব্য হইয়াছে। মধ্য... এক প্রভুভক্ত টৈনকাক পর্ক- ...ের নিকটে দলি না দিয়া ভূতপূর্ব ...কে ক্ষমা করা [illegible] ...র, দক্ষপুর, মোরাদাবাদ, মথুরা ...পুর ও আজমীরে প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছে। ...র প্রায় সকল স্থানে বৃষ্টি হইতেছে ... আকাশ [illegible] হইয়াছে, নিম্নস্থানে বৃষ্টি ...ছে। বেহারের স্থানে স্থানেও জল ...। পঞ্জাবে শস্যের মূল্য এক কালে ... হইতে [illegible] হইয়াছে। এক জন ... বৃষ্টি হইবে না বলিয়া মহাজনের নিকট ...িয়া বেশুর টাকার শস্য ক্রয় করেন। ...মূল্য কমিতেছে [illegible] ... অনুযোগ করিয়াছেন। তাঁহার বিষয় ... নাই। [illegible] পাইয়া যে ...ইল হইতে অবশ্যই লোক মহাশয়ের ... করিবেন না।

...তএব ই এরা সম্প্রতি সাকেতে [illegible]

প্রণালীর বিরুদ্ধ আক্ষেপ করাতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জাবেরসংবাদপত্রসমূহ উঁহাকে আক্রমণ করিয়াছেন। কেহ২ একপে স্বীকার করিয়াছেন, পঞ্জাবী প্রণালীর কালস্ব অতীত হইয়াছে, এবং এই সঙ্গে সেকেলে পঞ্জাবীদিগকে বিদায় দেওয়া কর্ত্তব্য। যখন কেহ২ এমত কথা বলেন, তখন নিয়মবহির্ভূত প্রণালীর মৃত্যুকাল উপস্থিত।

উক্ত পত্র উত্তরপশ্চিমাঞ্চলীন রাজাদিগকে কম কথা কহিয়া অধিক কাজ করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। সেটী হওয়া অসম্ভব। আকবর আমাদিগের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলীন বন্ধুদিগের প্রধান অঙ্গ। সুতরাং সভাতে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে এক শত রাজা আসিয়াছিলেন, কিন্তু "সকল প্রদেশ হইতে রাজা আসিয়াছেন" বলিয়া আকবর হয়। খোল করতাল থাকিতে আকবর কোথায় যাইবে?

উক্ত পত্র বলেন, রাজা দিনকররাও সামান্য পরামর্শ দানব্যতীত বেঙ্গার রাজার অধীনে কোন বিশেষ কর্ম্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি প্রথমবারই বলিয়াছিলেন গবর্ণমেণ্টের অনুমতি না পাইলে মন্ত্রিত্ব লইবেন না। অতএব শাসনকর্তার গবর্ণমেণ্ট এ অনুমতি দিতে অসমর্থ ছিলেন। সে যাহা হউক দিনকর রাও রেল যাতে বড় ধন লইতে পারিবেন না।

২৫ এ মাঘ শনিবার।

মাম্রাজ টাইমস বলেন, চারি জন ইউরোপীয় সম্প্রতি মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা এদেশীয় বস্ত্র পরিধান করিয়া এক মসজিদে আছেন। সুতরাং হইলে উঁহারা মক্কায় যাইবেন। মাম্রাজ টাইমস বলেন, উঁহারা পেটের দায়ে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন। লোকদের উদরপূর্ত্তি এই প্রধান ধর্ম্ম।

সম্প্রতি মাম্রাজের এক জন আইনী এক আরজি দাখিল করেন ইহার ইংরাজী কেহ বুঝিতে না পারাতে সর আডেম বিউলিয়ম উঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছেন, ভবিষ্যতে এমত অশুদ্ধ ভাষা পূর্ণ আবেদন থাকিলে রেজিষ্ট্রার তাহা অগ্রাহ্য করিবেন। আইনী এক জন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

বোম্বাইয়ের দুর্ঘটনার অনুসন্ধানার্থ নিযুক্ত ব্যক্তিগণ কমিসনর হইয়াছেন। আডবোকট জেনরল এল, এচ, [illegible] সাহেব সভাপতি। রেবেনিউ কমিসনর এ, এফ, [illegible] সাহেব। [illegible] কমসলটীং ইঞ্জিনিয়র লেপ্টনেণ্ট কর্ণেল টেবর। [illegible]

কোম্পানির অত্যুচ্চ কাপ্তেন হেনরি ও ইস্টি... এ, ডবলিউ, লোর্ড সাহেব সভ্য এবং ... ভানক সম্পাদক। এক জন এতদ্দেশীয় লোককে কমিসনর করা উচিত ছিল। ক... গণ শপথপূর্ব্বক [illegible] বলিয়া স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভায় অর্পণ করা হইয়াছে। সাক্ষিগণ ... দুই জন এদেশীয় ভাষাবিজ্ঞ, [illegible] নর হন এবং রেলওয়ে কর্ম্মচারিগণ ... লিখিত প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানি ... শ্রেণির শকটপর্য্যন্ত আলোক দিতে... সর জন লরেন্স কি পূর্ব্ববাঙ্গালার রে... কোম্পানিকে এই দায় হইতে মুক্ত করি... লেন? বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের কর... ইঞ্জিনিয়র এই বিষয় গবর্ণমেণ্টের ... করিয়া প্রতিকার করেন না এটি অ... অন্যায়।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের ... বক্রীত হইয়াছে।

| | | |
|---|---|---|
| ৪ টাকার সিকা | ১৪॥৵ | ১... |
| ৪ " কোং | ১৩৪৹ | ১... |
| ৫ " পবলিক ওয়ার্ক | ১০৪৵ | ১০... |
| ৫ " কোং | ১০৮৴০ | ১০... |
| ৫॥ কোং | ১১২॥০ | ১১... |

—০—

## ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৬ এ জানুয়ারি। ... সংক্রান্ত মন্ত্রী [illegible] সাহেব একটী ... করিয়াছেন। কর্ত্তৃপক্ষ [illegible] প্রত্যেক বিষয়ের পরিমাণ ব্যয় করা হইবে ...

... বোম্বাইপর্ক [illegible] একটী ... এক কোম্পানি ... আপনাদিগের উদ্দেশপত্র প্রকাশ ... ছেন।

ম্যাঞ্চেস্টার নগরবাসী [illegible] ... আর কোম্পানির সভাপতিত্ব গ্রহণ ক... ছেন।

ইওয়াট সাহেবের মৃত্যুসংবাদ প্রা... হইয়াছে।

স্পেন হইতে প্রেরিত টেলিগ্রাম ... যাচ্ছে তাহাতে প্রকাশ [illegible] পোপের ... সম্প্রতি যে অপমান [illegible] হইয়াছিল। ...

আহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট
মিত্ত আক্ষেপ করিয়াছেন।

পেরা, ২৯ এ জানুয়ারি। এথেন্স হইতে যে
...র আসিয়াছে, তাহাতে বোধ হইতেছে
...ং গবর্ণমেণ্ট প্যারিসের দূতসভার কথা শ্রবণ
... রুশীয় সম্রাট গ্রীসকে স্থির করিয়া
... বস্তুতঃ প্রত্যুত্তর দান করা

...েশুন ৩০ এ জানুয়ারি। ব্রাডফোর্ডের
... প্রতিনিধি রিপলি সাহেব প্রতিনিধিত্ব
... চ্যুত হইয়াছেন। কারলো ও আথ
...নর প্রতিনিধিগণের নামে যে আবেদন
... তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

...রাণ্ড গার্ণ কোম্পানির অধ্যক্ষদিগের
... যে নালীশ হয়, তাহা কোর্ট অব কুইন্স
... আদালতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

...লোয়াদের রাজার সম্পত্তি বাজে আপ্তির
...র শ্রেণীয় মহাসভা সম্মতি দিয়াছেন।

...াউণ্ট ওয়ালেস্কি দূতসভার মীমাংসা ও
... নেপলিয়নের এক পত্র লইয়া এথেন্সে
...ীত হইয়াছেন। গ্রীস দূতসভার কথা শুনি
... এই সংস্কার ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতেছে।

...শীয় গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে গ্রীসকে পরামর্শ
...ছেন।

...পেরা ৩১ এ জানুয়ারি। সিওয়ার্ড সাহেব
...রিকার দূতকে উপদেশ দিয়াছেন, ফ্রান্স-
... সহিত গ্রীসের যত দিন বিবাদ থাকিবে,
... তিনি উভয় গবর্ণমেণ্টের বার্ত্তাবাহক
...ন।

—:০:—

# গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

## বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্টগবর্ণরের

## আদেশানুসারী

### নিয়োগ।

...৬ এ জানুয়ারি। লেপ্টেনাণ্ট ই, এচ, স্মিত
...র্থ সহকারী রেবেনিউ সর্বেয়ার হই-

... এ জানুয়ারি। মেজর জে. বরন ঢাকা
...এক জন নিউ মিসনারি কমিসনর হই

...পুরের ছোট আদালতের জজ বাবু
...কিশোর রায়মিত্রের কর্ম্মে উপরে সম্ভবত
... জজ হইবেন।

২৮ এ জানুয়ারি। সি, এ. কিণার সাহেব
কিছুদিনের নিমিত্ত পাটনার প্রতিনিধি পুলিষ
সুপরইণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

২৯ এ জানুয়ারি। আড়াড়িয়ার মুন্সেফ
মুন্সি করিমবক্স পুরীয়ার অন্তর্গত গঙ্গওয়ারার
মুন্সেফ হইবেন।

গঙ্গওয়ারার মুন্সেফ সৈয়দ আলি হোসেন
আড়াড়িয়ার মুন্সেফ হইবেন।

১১ই জানুয়ারি অবধি অর্থাৎ যত দিন
কাপ্তেন এ. ই. কাবেল উপস্থিত না হন, তত
দিন লেপ্টেনাণ্ট এচ. জে, পিট শিবসাগরের
ডেপুটী কমিসনর ও অপর জজ হইবেন। তিনি
চতুর্থ শ্রেণিতে নিযুক্ত হইবেন।

নিম্ন লিখিত কর্ম্মচারিগণ ১৮৬১ অব্দের
২৫ আইনের ৪১২ ধারানুসারে মাজিষ্ট্রেটের
ক্ষমতার ন্যূন কর্ম্মচারীদিগের বিচার হইতে
আপীল গ্রহণ করিতে পারিবেন।

হড়পেটার সহকারী কমিসনর এ. সি.
কাবেল সাহেব।

মঙ্গলদৈর অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর
সে জে, এস ড্যাবর্গ সাহেব।

মঙ্গলদৈর মুন্সেফ বাবু তিলকচন্দ্র গুপ্ত
দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা
পাইবেন।

যত দিন এফ, ডবলিউ. জে, রিজ সাহেব
বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন
এচ এস, বিভন সাহেব ২৪ পরগণার প্রতিনিধি
অতিরিক্ত জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালে
ক্টর হইবেন।

ডাক্তর ই, সি, বেন্সলি দ্বিতীয় একবে বিদায়
লইয়া আছেন, যশোহরের সিবিল আসিষ্টাণ্ট
সার্জ্জন হইবেন।

ডাক্তর সি. জে. জাকসন মেদনীপুরের
সিবিল সার্জ্জন হইবেন।

ডাক্তর জার মাকলিয়ড হাপয়ার দেওয়ানী
চিকিৎসা কর্ম্মচারী হইবেন।

ডাক্তর জে, বি, আলেন বেহারের অহিফেন
এজেন্টের প্রতিনিধি প্রধান সহকারী হইয়া
তথায় যাইবার নিমিত্ত মেদনীপুরের চিকিৎসার
ভার সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন দীনবন্ধু দত্তের
হস্তে দিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন।

৩০ এ জানুয়ারি। সাহরনের ডেপুটি মাজি
ষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ লোহার
ডগায় বদলী হইয়া ... লামাউএ স্থিত হইয়া
মাজিষ্ট্রেটের ক... পাইবেন।

২৫ এ ...রিখের আজাবারা সাহরনের
ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর
কিণার সাহেবকে পালামাউএ বদলী ক...
যে বিজ্ঞাপন হয়, তাহা রহিত হইল।

যত দিন এফ, ডবলিউ. জে. রিজ ...
বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ত...
২৪ পরগণার প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজি...
ডেপুটি কালেক্টর ই. জে. বার্টন সাহেব ১...
অব্দের ১০ ও ১৮৬২ অব্দের ৬ আইন স...
মকদ্দমার আপীল গ্রহণ করিতে পারিবেন।

যতদিন ডাক্তর ভোলানাথ বসু ...
লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন সব ...
ষ্টাণ্ট সার্জ্জন কিশোরীমোহন সেন ক...
রের চিকিৎসার ভার পাইবেন।

১ লা ফেব্রুয়ারি। হাজিগঞ্জের ...
ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ...
সি, হামিলটন সাহেব মুঙ্গেরে বদলী ...
দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক...
পাইবেন।

ত্রিহুতের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কা...
এ, বায়লো সাহেব সাহরনে বদলী ...
দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক...
পাইবেন।

ত্রিপুরার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কা...
এ, ডবলিউ, কক্রেন সাহেব নওয়াখা...
বদলী হইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজি...
ও ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

নওয়াখালির ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ...
কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ কামিল ত্রিপুরায় ...
হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

২রা ফেব্রুয়ারি। যতদিন কাপ্তেন টি, ...
লেউইন বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকি...
ততদিন মেজর জে, এম, গ্রেহাম চট্টগ্রা...
পর্ব্বত অঞ্চলের প্রথম শ্রেণির প্রতিনিধি ...
কমিসনর হইবেন। তিনি পুলিষ সুপরইণ্ট...
মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন

যতদিন এচ, এ আর, আলেকজ...
সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ...
দিন ডবলিউ. এস.ওয়েলস্ সাহেব চট্টগ্রা...
প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজ হইবে...
তিনি আরও জে, ডি. ওয়ার্ড সাহেবের ...
হইতে অতিরিক্ত জজের কার্য্যভার গ্রহণ ক...
বেন।

পবলিকওয়ার্ক বিভাগ।

১৭ ই জানুয়ারি। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্...

। সর্ব্বত্র এই বিষয়ের অনুসরণ করা [illegible]।

[illegible]ইয়ের বণিকগণ তত্রত্য [illegible] নিমিত্ত সর্ব্বশুদ্ধ ৬৩,৯০০ টাকা চাঁদা [illegible]ছেন। ইহার উপস্বত্ব বার্ষিক ৪ [illegible] পাওয়া যায়।

[illegible] কৃষক ও তালুকদারের বিবাদ আরম্ভ [illegible]ছে। একটী গুরুতর কথা। কৃষকদিগের [illegible] দখলী স্বত্ব দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু [illegible]রেরা [illegible] ভূস্বামী [illegible] পারেন [illegible] কৃষকদিগের সঙ্গত [illegible] বন্দোবস্ত করিয়া এক কালে জমীদারের [illegible] হইতে রক্ষা কর, নচেৎ কোন স্বত্ব [illegible] সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদিগের ক্রীতদাস করিয়া [illegible] সম্পূর্ণ অধীন হইলে জমীদারেরা দয়া [illegible] অত্যাচার করেন না। [illegible] স্বাধীনতা [illegible] স্বত্ব।

[illegible] পরীক্ষা [illegible] লইতে হইবে, তাহা এক জন আসামীর [illegible] হইয়াছেন। অপরটী [illegible] [illegible] দেওয়া হইয়াছে

[illegible]বর্ষীয় সভা নূতন পথে প্রবেশ করি[illegible]।

[illegible] অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে [illegible] যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা [illegible] প্রধান বাবু [illegible] লেখা হয়। [illegible] দিয়াছেন ব্রাহ্ম বিবাহের বিল শীঘ্র বিধি[illegible] হইবে। কিন্তু আমরা অবগত হইলাম, [illegible] সেক্রেটারি এক পত্রদ্বারা ভারতবর্ষীয় [illegible] গবর্ণমেণ্টকে বলিয়াছেন, এরূপ গুরুতর বিষয় [illegible] গবর্ণমেণ্টের মত না লইয়া বিধিবদ্ধ [illegible] অনুচিত। সাধারণ মত মেইন সাহেবের [illegible] বিরুদ্ধে হইতেছে। অতএব নিরপেক্ষ [illegible] কার্য্য করিলে কি ফল হইবে, তাহ[illegible] যাইতেছে। ব্রাহ্মগণ [illegible] অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা [illegible] কি তাহা প্রকাশ করিবেন?

গত বৃহস্পতিবার ভারতবর্ষীয় সভা লার্ড [illegible]কে অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন। [illegible] অভিনন্দনকারীরা সেপ্রকার বিশেষ [illegible] রাজনীতি অবলম্বন করিয়া অভিনন্দন [illegible] ভারতবর্ষীয় সভা সেরূপ করেন নাই। [illegible] যেমন প্রথম অভিনন্দন পাইয়া [illegible] প্রদর্শন করিয়াছিলেন, লার্ড মেয় সেরূপ করেন নাই।

পঞ্জাব রেলওয়ের আর এক জন ইউরোপীয় কর্ম্মচারী দেশবিদ অত্যাচার করিয়া [illegible] হইয়াছে।

১৮৬৭।৬৮ [illegible] অহিফেনের চাষ হয়। [illegible] ৩৩০৯৮৭।৶ মণ অহিফেন হইয়াছিল। এই চাস করতে ৬৬৬৭৫৪৪১৷/১০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। [illegible] ১১৮৪৫ মণ অহিফেন ও তাহা উৎপন্ন করিতে ৯৯৩৮৬৪৪৷৶০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের প্রায় সর্ব্বত্র প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। যেসকল ভূমিতে বীজ বপন করা হইয়াছিল, তাহার অতিশয় সুবিধা হইল, বৃষ্টি হওয়াতে পুষ্করিণী ও কূপসকলে জল হইয়াছে। অধিক আহ্লাদের বিষয় এই মাঠে যথেষ্ট তৃণ হওয়াতে গোমহিষগণ রক্ষা পাইল।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, মস্কাটের নূতন সুলতান [illegible] অত্যাচার করাতে লোকে তাঁহার উপরে বিরক্ত হইয়াছেন। [illegible] সুলতান [illegible] সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মস্কাট আক্রমণের চেষ্টায় আছেন। [illegible] করেন একটী কর্ণেল পেলির ইচ্ছা। এই নিমিত্ত তিনি নূতন সুলতানের চরিত্র যৎপরনাস্তি কলঙ্কিত করিবার চেষ্টায় আছেন। মস্কাটের বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট যে রাজনীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয় নহে।

সুরাটের নিকটস্থ [illegible]গ্রামের এক ব্যক্তির কন্যাকে ডাইনে খাইয়াছে বলিয়া সে এবং আর কয়েক ব্যক্তি একত্রিত হইয়া এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে ডাইন স্থির করিয়া তাহাকে অত্যাচার প্রহার করে। হতভাগা স্ত্রীলোকের [illegible] প্রাণবিয়োগ হয়। গত [illegible] মাসে এই [illegible] কিন্তু গ্রামস্থ লোকেরা ইহা গোপন করিয়াছিলেন। [illegible] হওয়াতে সুরাটের [illegible] এক [illegible] এবং অপর [illegible] পাঁচ বৎসর করিয়া [illegible] দিয়াছেন। [illegible] বিচারালয় [illegible] আপীল [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] টাকা ও [illegible]

রোহিলখণ্ড অর্ধ [illegible] একটী

[illegible] করিবার নিমিত্ত স্থান [illegible] [illegible]।

১৫ই মাঘ মঙ্গলবার।

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী লোহা [illegible] পূর্ণ করিয়া তাহার কর্ষণ করিবার [illegible] নূতন কোম্পানি হইয়াছেন [illegible] প্রধান অধ্যক্ষগণ লণ্ডনে থাকি[illegible] শুদ্ধ এক শত টাকা মূল্যের [illegible] বাহির করা হইবে। আপাততঃ [illegible] প্রতি অংশে ১০ টাকা দিতে হই[illegible] প্রধান বোর্ড থাকাটী কেমন কো[illegible]

বোম্বাইয়ের ছোটআদালতের [illegible] প্রতিনিধি চতুর্থ জজ বাবা মহেশ [illegible] বি, এ, বি, এল বারিষ্টর হইবার [illegible] দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বিচার[illegible] চারলস সার্জেণ্ট, বারিষ্টর স্কার [illegible] টকুইটি মাষ্টর [illegible] সাহেব পরীক্ষ[illegible] ভারতবর্ষে থাকিয়া পরীক্ষা দিয়া [illegible] হওয়া বোম্বাইয়ের এই প্রথম দৃষ্টান্ত[illegible] ফিনষ্টোন কালেজের সহকারী সা[illegible] পক মহাদেবগোবিন্দ রাণাদে এই [illegible] দিবার কল্পনা করিয়াছেন। অধি[illegible] বিষয় এই, বোম্বাইয়ের ইংরাজী [illegible] সমূহ এই নূতন প্রথার অনুমোদ[illegible]ছেন। এ বিষয়ে [illegible] ও [illegible] অপেক্ষা প্রধান। অথচ তথায় [illegible] পণ্ডিত, দ্বারকানাথ মিত্রপ্রভৃতির [illegible] অনও উপযুক্ত ব্যবহারাজীব নাই[illegible] দেশীয় বিচারপতির পদ প্রাপ্ত [illegible] বর্ণেস পিকক থাকিতে বঙ্গদেশে [illegible] বার যো নাই। যেসকল ভারতবর্ষী[illegible] হইতে বারিষ্টর হইয়া আসিতে[illegible] দিগকেও বলিকৃত করিতে পারি[illegible] বিচারপতি ছাড়েন না। ভারতব[illegible] লের ন্যায় একটী আইন অধ্যয়নের [illegible] একটী প্রার্থনীয়। ভারতবর্ষীয় [illegible] করিলে কৃতকার্য্য হইতে পারেন [illegible]

বর্দ্ধমানের মহারাজ দীঘির [illegible] এক স্বত্ত লিখে দিয়াছেন, [illegible] কার্য্য সন্দেহ নাই।

মফস্বলাইট বলেন, [illegible] প্রতি টাকায় ১২ সের করিয়া [illegible]

...ছেন। বাক্সান এর ২ সের;
...কে বলপূর্ব্বক ২ সের বি র
... অথচ রাজা ... শুল্ক
... নিমিত্ত আজমিরে কর্ণেল
... সাক্ষাৎ করিতে গমন করি
...

... বানফুল পেন্সন লওয়াতে পঞ্জাব
... অনুবাদক পণ্ডিত মহীপাল
... গবর্ণরের নিযুক্ত হইয়াছেন।
আর এক জন নিয়মবহির্ভূত ইউরোপীয়
... সরকারী উকীল উচ্ছেদ করিবার
... নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাঁর নাম পোল
... ইনি দিল্লির জেল আদালতের প্রধান
...।

... বলেন লাহোরের
... সবলকায় ... দুর্ভিক্ষনিবারণী
... হইতে সাহায্য পাইয়া আলস্যে
... করিতেছে। সবলকায়দিগকে
... আহার দেওয়া অনুচিত। এই
... ও পেশোয়ারের রেলওয়ে
... না কেন?

...ঘাটের দুর্ঘটনার বিস্তারিত বৃত্তান্ত
... এক টি মৃত দেহ বাহির
... আরও কতগুলি ... শবটি
... মধ্যে আছে জানা যায় নাই। ...
... আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন।
... কর্মচারীদিগের ... বিরু
... সাধ্য হতভাগ্য আরোহীদি
... করিয়াছেন।

... রাজার সৈন্যদিগকে রণ
... শিক্ষার নিমিত্ত ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেন্ট
... প্রেরণ করিবেন এবং রাজা ...
... করাতে এই আজ্ঞা হইয়াছে, বলিয়া
... সংবাদ প্রকাশিত
... উক্ত ... অমূলক বলিয়াছেন।
এমত কোন প্রার্থনা করেন নাই।
... ইংলণ্ডের কতকগুলি লোকে এই
... করিয়াছিলেন।

২১ এ মাঘ বুধবার।

...ঘাটের দুর্ঘটনার অনুসন্ধানার্থ বোম্বাই
... এক কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন.

... ও প্রহরী বলিয়াছে, রেইলে শিশির
পড়াতে শকটের আকস্মিক ... হয়। কিন্তু
... কোম্পানির আজ্ঞা আছে, প্রতিকূলে
বায়ু বহিলে, শকট যাইবার সময়ে সেই বা
... উপরে ... করা হইবে। বিশে
ষতঃ বর্ষাকালে ... দুর্ঘটনা হয়
না, কেবল ... হওয়া সম্ভাবিত নহে.
এই দুর্ঘটনা উপলক্ষে বোম্বাইয়ের গবর্ণমেন্ট
ইউরোপীয় সমাজ ও সংবাদপত্রসমূহ ...
... গবর্ণমেন্ট ইউরোপীয় সমাজ ও ইংরাজী
সংবাদপত্র অপেক্ষা ... প্রকাশ করিয়া
... যাহা হউক, ... অনুরূপ
... পাওয়া যায় না। এটী একটী
আড়ম্বর ... হইয়া উঠিল।

গবর্ণমেন্ট অযোধ্যার প্রধান কমিসনরকে
... বলিয়াছেন, ...
... বলেন, অযোধ্যার তালুক
দার ও কৃষকদিগের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হই
য়াছে এবং আরও গোলযোগের সম্ভাবনা
... সম্পূর্ণরূপে ... শিগ্‌ নরও এই
কথা বলিয়াছেন।

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লেপ্টেনান্ট গবর্ণর ...
... উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ...
... প্রকৃত দুর্ভিক্ষ হইবার
সম্ভাবনা নাই। ... অনেক ...
হইয়াছে।

... ডাক্তার ...
... গমন করিয়া
ছেন। ... পড়া
পাঠ করিয়া গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে বিশেষ অনু
... করিতে বলেন। ...
... বলিয়াছিলেন. ...
... করিয়াছেন। ...
... যাত্রীদিগের বিষয়ে যে
... করিয়াছিলেন, তাহা ...
... বোধ হইতেছে।

দারজিলিঙ্গ আভ্যর টাইম্‌স্‌, বলেন ...
... যে রেলওয়ে করিবার প্রস্তাব হয়
সে বিষয়ে ... কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
করেন নাই। শীঘ্র এই মীমাংসা হইবে এবং
... রেলওয়ে কোম্পানি এই কা
... করিবেন। ... এই
রেলওয়ে করা আবশ্যক। তাহা হইলে
... বিশৃঙ্খলা ও এত টাকা
... হয় না।

২৩এ মাঘ বৃহস্পতিবার।

... সার্জন কমিসনার ও সুইম
... ও তাঁহার চিকিৎসা ...
নিমিত্ত ভারতবর্ষে আগমন করিয়া
তাঁহারা ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেন্টের দ্বারা ...
হইয়াছেন। চিকিৎসকগণ ইউরোপের ...
... অনুসন্ধান করিয়া আসিয়াছেন।
... ভারতবর্ষে থাকিয়া চিকিৎসাল...
... করা ...
... এক জন উপযু...
... ও এতদ্দেশীয় সব ...
... সহযোগী করা ...
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট আজ্ঞা দিয়া...
... কর্মচারী অনেক ... পদের ...
... পদের উচ্চতম বেতন, ...
... বেতন পাইবেন না। ইহাদ্বারা ...
... হইবে। ... স্থানীয় ...
... আশ্রিত লোকগণ, উচ্চ...
... কর্মচারীদিগের অপেক্ষা ...
... পাইতে পারিবেন না। ...
সহকারী ... এক জন ...
... অপেক্ষা ...
...।

লার্ড ... প্রধান ...
...
... একথা বলেন ...
... গবর্ণমেন্টের কার্য্যালয় করা উ...
... এই উত্তম পরামর্শ। ...
... হইবে।

কর্ণেল ... রাজার মন্ত্রী হইয়াছে...
... দ্বিতীয় ... সম্বা...
... দুর্দশা ... প্রচুর।

সম্প্রতি ... রাজা বিচার...
... অধ্যয়ন...
... সম্বোধনার্থ করিয়াছেন। ...
... এই ... পুস্তকা...
... দেখিয়া রাজা অধিক...
... করিয়াছিলেন।

... ঘাটের ... দুর্ঘটনানিবন্ধন বোম্বাই...
লোকেরা বিশেষ চঞ্চলিত হইয়াছেন। পুনা...
... বলেন, যত লোক মরিয়াছেন ব...
রেলওয়ে কোম্পানি ঘোষণা করিয়াছেন, লো...
তাহা বিশ্বাস করেন নাই। অনে...
অভিযোগ করিতেছেন, রেলওয়ের ...
... লোকদিগকে ... করি...
অঙ্গীকার করিয়া তাহাদিগের সম্পত্তি আত্ম...

সংখ্যায় ৬০০ টাকা নিজ ব্যয় পড়ে। এ টাকা মিসন ফণ্ড হইতে দেওয়া হয় বটে কিন্তু ইহাঁরা সমুদায় সময় শিক্ষা কার্য্যে বিনিয়োজিত করেন। এক ব্যক্তি অর্দ্ধশিক্ষক ও অর্দ্ধ মিসনরি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না। ফলতঃ যথার্থ ব্যয় ধরিলে প্রেসিডেন্সি কালেজের অপেক্ষা ব্যয় কম হয় না।

—:০:—

ইনকমটাক্স।

ভারতবর্ষের আয় ব্যয়ের হিসাব
প্রদানের সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল।
এবার নূতন কর করা হইবে? কি
যেরূপ আছে, সেই রূপ থাকিবে? এই
প্রশ্ন লইয়া আন্দোলন হইতেছে। ফ্রেণ্ড
অব ইণ্ডিয়া ইনকম টাক্স স্থাপন প্রস্তাব
করিয়াছেন। আমাদিগের রাজস্ব সংক্রান্ত
মন্ত্রী সর রিচার্ড টেম্পল যে দিবস
বণিক সমাজের ভোজের সময়ে ইউরো
পীয়দিগকে বলিয়াছেন, তিনি উইলসন
সাহেবের ন্যায় কেবল স্বদেশীয়দিগের
মতানুসারেই কার্য্য করিবেন। সর
রিচার্ড টেম্পল এতদ্দেশীয়দিগের মত
গ্রাহ্য করেন না, তাহার কারণ আছে,
তিনি যে সম্প্রদায়ভুক্ত, সে সম্প্রদায়ের
ইচ্ছা এই যে ভারতবর্ষ চিরকাল মূর্খ
হইয়া থাকুক, তাঁহারা অত্রত্য লোক
দিগকে শিশুর ন্যায় বলপূর্ব্বক শাসন
করেন। কিন্তু ইংলণ্ডে ইহার সম্পূর্ণ
বিপরীত লক্ষিত হইতেছে। লো
সাহেব স্পাটাভিযানে বলিয়াছেন তিনি
নূতন করস্থাপন না করিয়া ব্যয়
সংক্ষেপ ও মিতব্যয়িতা অবলম্বন করিয়া
করভারের লঘুতা সম্পাদন করিবেন।
এদেশের যেরূপ অবস্থা তাহা বিবেচনা
করিলে এক্ষণে যে কর আছে তাহাই
যথেষ্ট হইয়াছে। সর জন লরেন্স যে
কয়েক বৎসর শাসন করেন, তাহাতে
অনেক করভারবৃদ্ধি হইয়াছে। পঞ্জাবী

রাজনীতিজ্ঞেরা রাজস্ববিৎ নহেন। বায়বৃদ্ধি করিয়া যে সে প্রকারে তহবিল বৃদ্ধি করা তাঁহাদিগের রাজনীতি, কিন্তু এতন্নিবন্ধন সাধারণের অতিশয় অসন্তোষ জন্মিয়াছে। আমাদিগের রাজস্বসংক্রান্ত মন্ত্রী চতুরতা ও পরিশ্রমসহকারে যদি কার্য্য করেন, অনায়াসে অনেক বিভাগের ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া করভার লঘু করিয়া তুলিতে পারেন। পবলিক ওয়ার্ক ও কমিসরিএট বিভাগে অনর্থক অর্থব্যয় হয়। অনায়াসে এই ব্যয় কমিতে পারে। ইংলণ্ডীয় রাজস্ব সংক্রান্ত মন্ত্রী সৈনিক ব্যয় কমাইতেছেন। সর রিচার্ড টেম্পলও চেষ্টা করিলে ঐরূপ করিতে পারেন।

উইলসন সাহেব এক জন বিখ্যাত রাজস্ববিৎ ছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া যে দুটী কর স্থাপন করেন, তাহা সাধারণের অসন্তোষকর হইয়াছিল। ইউরোপীয়েরা সাধারণে তাঁহার চেষ্টার অনুমোদন করেন নাই। অধিকাংশ ইউরোপীয় ইনকম টাক্সের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। লাইসেন্স টাক্স হইলে ত তাঁহারা সাধারণে চিৎকার করেন। সর রিচার্ড টেম্পল ইহা দেখিয়া যদি সতর্ক না হন, তাহা হইলে তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসার কারণ থাকিবে না। ইনকম টাক্স এদেশের লোকের পক্ষে অতিশয় অসন্তোষকর। ইউরোপীয় সমাজের প্রশংসা যদি শাসন কার্য্যের পুরস্কারের পরা কাষ্ঠা হয়, ইউরোপীয় সমাজের সকলের নিকটেও সে প্রশংসা লাভ হইতেছে না। যে দেশ শাসন করিতে হইবে, তত্রত্য লোকেরা সন্তুষ্ট হন এই উদ্দেশ্য রাখিয়া কাজ করাই প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞের কর্ম্ম।

—:০:—

বিষ বিক্রয়।

সকল দেশ অপেক্ষা ভারতব
অধিকতর সুলভ। আত্মহত্যার
হইলে, আর অন্যকে বধ করিব
হইলে, যে সে ব্যক্তি মনে করি
প্রকার বিষ সংগ্রহ করিতে
ইউরোপীয় রসায়নবিৎ পণ্ডিতে
কল ধাতুজ ও উদ্ভিজ্জ বিষ আ
করিয়াছেন, সেগুলি চিকিৎসকের
ব্যবস্থাপত্র ব্যতিরেকে ইংরাজী ঔষ
ভিন্ন পাওয়া যায় না; কিন্তু কাট
ধুতুরা, অহিফেন, হরিতাল প্র
বিষগুলি যে সে দোকানে বিক্রীত
এতন্নিবন্ধন সর্ব্বদা হত্যা ও নানা প্র
শোচনীয় কাণ্ড ঘটিয়া থাকে। সভ্য
সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত আত্মহত্যার
হয়। এদেশের বিস্তর লোকে অহি
তৈল মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিয়া
ত্যাগ করে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে
দ্বারা অনেক সদ্যোজাত কন্যা
যাছে। ধুতুরা সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।
ঠকদিগের প্রধান ও অমোঘ
প্রধান প্রধান নগরে বেশ্যাদি
ধুতুরা খাওয়াইয়া অচেতন করিয়া
দিগের অলঙ্কার অপহরণ করা
কাশীতে এক দল মেথর আছে; ই
অশ্বশালার নিকটে গিয়া এক প্র
ক্ষুদ্র গুলি অশ্বের সম্মুখে ক্ষেপণ ক
এই উদ্ভিজ্জ বিষ আহার করিবা
অশ্বের মৃত্যু হয়। মৃত অশ্বকে
বাহিরে লইয়া যাইতে হইলে মেথর
প্রতি অশ্বে চারি টাকা পাইয়া
এই সামান্য লাভের নিমিত্ত এই
স্থারা এমত মূল্যবান জীব নষ্ট কর
সম্প্রতি ময়মনসিংহের মাজিষ্ট্রেট গ
র্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন এক দল
কাট বিষ খাওয়াইয়া বিস্তর গো
করিতেছে। এক জন মুসলমান
তাহাদিগের সহচর। ঐ ব্যক্তি গরু

...ার হল করিয়া শিয়া বিষ খাওয়া-
...আইসে। মুচিরা প্রভৃতি গরুতে
...ইতে ৪ টাকা দেয়; তাহাদিগের
...ট। বিষ আমাদিগের দেশে
...ল চুর পরিমাণে যে পাওয়া যায়,
...র দৃষ্টান্তস্বরূপ এই বলিলে হয়,
...াদিগের দুরাত্মারা এক জন গৃহ
...এক শত গরু বিনষ্ট করিয়াছে!
...া বিনষ্ট করিতে অনেক বিষ
...াছে সন্দেহ নাই। আমাদিগের
...র অপরাধে দশ লক্ষ গরু মারিবার
...পাওয়া যায়। আমাদিগের দেশের
...রা যৎকিঞ্চিৎ লাভের নিমিত্ত
...াধে মনুষ্য ও পশুর প্রাণ বধ
...।

...উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য
...এই অনিষ্ট নিবারণার্থ এইরূপ
...আইন করা কর্ত্তব্য, যে সে ব্যক্তি
...বিক্রয় করিতে পারিবেন না। এক্ষণে
...াদুস প্রভৃতি গন্ধবণিকের দোকানে
...মের কাঠ বিষ কুঁচিলা ও হরিতাল
...য়া, যায়। ইহার ... করা আবশ্যক;
...ৎসালয়ে কেবল বিষ বিক্রীত
...। চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ব্যতি
...তাহা বিক্রীত হইবে না। যাহার
...সেরূপ হয়, সেই প্রকার অনুমতি
...না লইয়া কেহ ধুতুরার চারা করিতে
...রিবেন না। এই নিয়মগুলি করা
...। বাজারে এক ব্যক্তিকে কিঞ্চি-
...উর্দ্ধ অহিফেন বিক্রয় করা হইবে
...এই প্রকার ব্যবস্থা করা অতিশয়
...শ্যক। অহিফেন বিক্রয়ের একটী
...ের সীমা করা অতিশয় কর্ত্তব্য।
...রা স্বচক্ষে দেখিয়াছি একটী দ্বাদশ
...য়স্ক বালক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত
...দ করিয়া অহিফেনের দ্বারা প্রাণ
...া করিয়াছে। এ বস্তু এত সুলভ
...ইলে এই হতভাগা শিশুর কখন
...াল মৃত্যু হইত না। গবর্ণমেণ্টের আর
...দাসীন হইয়াথাকা উচিত নহে।

আয়ব্যয়।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আয়ব্যয় বৃত্তান্ত গ্রীসের দৈববাণীর ন্যায় নিতান্ত দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিয়াছে। কেহ দৈববাণীতে দন্তস্ফুট করিতে পারিতেন না, দেবপূজকদিগের যাঁহার যেরূপ স্বার্থ সুরোধিনী ইচ্ছা, তিনি উহার সেইরূপ অর্থ করিয়া দিতেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আয়ব্যয় বিষয়েও আমরা সেই প্রকার অন্ধ হইয়া আছি, রাজস্ববিৎ মন্ত্রী যখন যাহা বুঝাইয়া দেন, আমরা তাহাই বুঝিয়া থাকি। "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং" যিনি যখন নূতন আইসেন, তিনিই তখন কিছু নূতন করেন। এক জন আসিয়া বলিলেন, আয় অপেক্ষা ব্যয় এত অধিক হইয়া পড়িয়াছে যে ইনকম টাক্স না করিলে রাজ্য রক্ষা হওয়া ভার। আর এক জন আসিয়া ইহার বিপরীত কহিলেন। তিনি গণনা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, আয় ব্যয় প্রায় সমান, অতএব ইনকম টাক্সে প্রয়োজন নাই। তৃতীয় ব্যক্তি আসিয়া কহিলেন আয় ব্যয়ে বড় বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইতেছে না, অতএব ইনকম টাক্স না করিয়া লাইসেন্স টাক্স করিলেই চলিবে. এই প্রকার নানা মুনির নানা মত দেখিয়া আমরা কি স্থির করিব? আপাততঃ কি এই স্থির হইতেছে না যে আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক অথবা ব্যয় অপেক্ষা আয় অধিক অথবা উভয় সমান রাজস্ববিৎমন্ত্রিদিগের কেহই সূক্ষ্মরূপে ইহার নির্ণয় করিতে পারেন না, যিনি যখন নূতন আইসেন, তিনিই একটী নূতন মত করিয়া যান।

আয় ব্যয় সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটী অদ্ভুত ভাব দৃষ্ট হইতেছে। আয় ব্যয়ের সমতাবিধানের মুখ্য উপায় যে ব্যয় সংক্ষেপ, সে দিকে তাঁহাদিগের দৃষ্টি নাই। অনিবার্য্যরূপে ব্যয়কারেরই ক্রমশঃ বৃদ্ধি ...
তেছে। এক এক মহাপুরুষের ...
আছে, ব্যয় যত বৃদ্ধি হয় হউক, ...
কমাইবার আবশ্যকতা নাই, যাহ...
সেই ব্যয় চলিয়া যায়, তদনুরূপ আ...
অন্বেষণ করাই কর্ত্তব্য। তদর্থ ...
অসৎ উপায় অবলম্বন করিতে ...
তাহাও অবিধেয় নহে। অনেকের ...
মতাবলম্বনহেতু জুয়াচুরি, জাল ও ...
রণা, তহবিল তছরুপাত প্রভৃতি ...
ঘটিয়া থাকে। উক্ত মতানুসরণহেতু ব...
বিশেষের যখন নানা দোষ ঘটি...
তখন গবর্ণমেণ্টের যে ঘটিবে না, ...
সম্ভাবিত নহে। গবর্ণমেণ্টের প্রজা...
ভুন দোষ ঘটিতেছে। করে করে প্র...
ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সেকে...
রাজারা অপরাধিকে যন্ত্রণা দি...
নিমিত্ত নানা যন্ত্রের উদ্ভাবন করি...
বর্ত্তমান রাজপুরুষেরা তেমনি নিত্য ...
করের উদ্ভাবন করিতেছেন। প্রতি...
ক্ষেপে টাক্সের আঘাত লাগে। ...
রাজা হইয়া প্রজাকে এরূপে উদ্বিগ্ন ...
বিধেয় নয়। এদেশের আভিধানি...
রাজা এই শব্দের প্রকৃতিরূপ ...
এই অর্থ করিয়াছেন। যে রাজা ...
রঞ্জনকারী নহেন, তাঁহাকে রাজা ...
যায় না। ব্যয় সংক্ষেপের পথ নাই ...
নয়, উহার প্রশস্ত পথ থাকিতে ...
করভার প্রজার স্কন্ধে নিক্ষেপ ক...
প্রজাপীড়ন করা রাজোচিত ...
নহে; বার্ষিক আয় ব্যয় হিসাব...
সময় আসিয়াছে, নূতনবিধ কর ...
কল্পনা হইতেছে। এই নিমিত্ত ...
এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম ...

—:০:—

বিবিধ সংবাদ।

২০ শ্রাবণ সোমবার।

বঙ্গদেশের অচলিত বিচারপতি...
ন্যায় বোম্বাইয়ের বিচারপতিদিগের বেত...

# সোমপ্রকাশ

১৪ শ ভাগ । ১৩ সংখ্যা ।

" প্রবন্তর্তাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং । "

সিক মূল্য ১ এক টাকা
গ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা,
গ্রিম বাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৭৮ । ১ লা ফাল্গুন । ইং ১৮৭২ । ১২ ই ফেব্রুয়ারি

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রি
বার্ষিক ১০, দশ টাকা এব
ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা ।

## বিজ্ঞাপন

গবর্ণমেণ্ট সোমপ্রকাশের মফস্বলস্থ গ্রাহ কদের প্রতি অনুকূল হইয়া অর্দ্ধেক মাশুল রিত্যাগ করিয়াছেন, আমরাও এই অক্টো র হইতে অবশিষ্ট মাশুল গ্রহণ পরিত্যাগ রিলাম । এখন অবধি মফস্বলের গ্রাহকগণ কেবল বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১০ ও ষাণ্মাসিক ৫ টাকা পাঠাইলেই সোমপ্রকাশ পাই বেন ; তাঁহাদিগের আর মাশুলের নিমিত্ত তন্ত্র ব্যয় লাগিবে না । এই নিয়মের সঙ্গে সোমপ্রকাশের আর দুটী বিশেষ নিয়ম করা হইল । প্রথম, ত্রৈমাসিক মূল্য গৃহীত হইবে না । দ্বিতীয়, টিকিট লওয়া যাইবে না । নোট নিঅর্ডর হুণ্ডী বরাত চিঠি প্রভৃতি যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয়, পাঠাইবেন ; কিন্তু কেহ যেন কি আধ আনা কি এক আনা কোন প্রকার টিকিট প্রেরণ না করেন । অক্টোবর হইতে মাশুল পরিত্যক্ত হইল । যাঁহারা অতঃপর মূল্য প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের বিষয়েই এই নিয়ম বর্ত্তিবে ; কিন্তু যাঁহারা অগ্রে মাশুল প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাদি গের মাশুল বাদ পড়িবে না । তাঁহারা আবার যখন নূতন মূল্য প্রেরণ করিবেন, সেই সময়ে আর তাঁহাদিগকে মাশুল দিতে হইবে না ।

৩১ এ আশ্বিন }
১২৭৮ } কার্য্য সম্পাদক

—

অসংখ্য নূতন শব্দ এবং প্রত্যেক শব্দের সংস্কৃত অর্থ ও প্রমাণ প্রয়োগাদির সহিত সংসঙ্কলিত সুবিস্তৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধানের ৫ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে । মফস্বলের গ্রাহকেচ্ছুগণ প্রতি খণ্ডের মূল্য ৷০ এবং ডাকমাশুল ৵০ সমেত আমার নিকট পত্র লিখিবেন ।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা } শ্রীতারাকুমার
পটুয়াটোলা ৪৮ নং বাটী } কবিরত্ন ।

ধাত্রীশিক্ষা প্রথম ও দ্বিতীয়খণ্ড, একত্রে বান্ধা, আমার নিকট প্রাপ্য, মূল্য ৩ টাকা ডাক মাশুল ।৵০ আনা ।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ।
কলিকাতা হিন্দু হষ্টেল ।

—

মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার উপযোগী ভূদর্পণ নামক একখানি অভিনব ভূগোল ( ১৮৬৩ সাল হইতে ১৮৭১ সালের ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্নাবলী সমেত ) কলুটোলা নূতন ভা: যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে । ইহাতে প্রত্যেক দেশে'র বিশেষ বিবরণ এবং ভারত বর্ষের বিবরণ বাহুল্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে । মূল্য ।৵ দশ আনা মাত্র ।

১৮৭২ সাল }
১ লা জানুয়ারি } শ্রীতারাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী
মজিলপুর }

চণ্ডালিনী ৷০, শিশু মানচিত্রাবলী ।৵১০ কুলীন কামিনী ৵০, সং পুং আলয়ে প্রাপ্য ।

হিন্দুসমাজ সংক্রান্ত কতিপয় প্রচলি কুপ্রথা নিবারণার্থ শাস্ত্র প্রমাণসহ বঙ্গভাষা সমাজ সংস্করণ । ঐ গ্রন্থ আমহর্ষ্টট ১১৫ ন ভবনে, বহুবাজার বাঙ্গলা পাঠশালায় সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায় । মূ ১ টাকা ।

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যা

শ্রীমদ্ভাগবত ।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা । প্রতি মাসে ৮ পৃষ্ঠা পুস্তক । বঙ্গাক্ষরে মূল, টীকা ও অ সহিত প্রকাশ হয় । মূল্য বার্ষিক ৬ টাক পোষ্টেজ ৸০ আনা ।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যার
বহরমপুর
খাগড়া

কৃষ্ণনগরস্থ সি, এম্, এস, নর্ম্যাল বিদ লয়ের নিমিত্ত একজন প্রধান পণ্ডিতের প্র জন । যাঁহারা সংস্কৃত কালেজে অধ্য করিয়া ২।৩ বৎসর অধ্যাপনা করিয়াছে ব্যাকরণ, সাহিত্য এবং প্রাঞ্জল বাঙ্গা লিখনে পারদর্শী, তাঁহাদেরই আবে আদরণীয় । কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিগণ কিঞ্চিৎ ইংরা ও গণিত শাস্ত্র জানিলে সর্ব্বাধিক আদৃত বেন । কর্ম্ম প্রার্থিগণ স্ব স্ব প্রশংসা পত্র আবেদন পত্র ডাকমাশুল দিয়া ১০ ই ফে য়ারির মধ্যে আমার নিকট প্রেরণ করিবে মাসিক বেতন আপাততঃ ত্রিশ টাকা ।

কৃষ্ণনগর । ঘোলিন্
১৮৭২ । প্রিন্সিপাল্

১১০৬ নং ৫৪। ৫৫ সালের ১২ ই মার্চ তারিখের ৫ পাঁচ টাকা সুদের এক খণ্ড ৫০০ পাঁচ শত টাকার কোং কাগজ আমার হস্তান্তর হইয়াছে; কেহ যেন ঐ কাগজ ক্রক বা খরিদ না করেন এবং গবর্ণমেণ্ট যেন কাহাকেও ঐ কাগজের সুদ না দেন।

সাতক্ষিরি
১৩ ই. পৌষ }
১২৭৮ সাল } শ্রীকমলচাঁদ হালদার।

শ্রীগঙ্গানাথ মুখোপাধ্যায় এল. এম.
এস. কর্ত্তৃক বেঙ্গলি মেডি-
কাল্ জর্ণাল।

নেটিব্ ডাক্তর এবং যাঁহারা মেডিকাল কলেজে শিক্ষা লাভ না করিয়া ডাক্তারি করিতেছেন তাঁহাদিগের চিকিৎসা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উন্নতি বিধায়ক বেঙ্গলি মেডিক্যাল জর্ণ্যাল্ অর্থাৎ "চিকিৎসা দর্পণ" নামক মাসিক পত্রিকা বিগত বৈশাখ মাস হইতে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। উহার আকার ৮ পেজি ফর্ম্মার ৪০ পৃষ্ঠা. ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৬, পাশ্চাতিক ৩।০ প্রতি সংখ্যা ॥/০। চুঁচুড়ায় সম্পাদকের নিকট এবং কলিকাতা শাঁখারিটোলার ... কলেজে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

... ৭৮ }
... না অগ্রহায়ণ }

—◦—

ভগবদুপাসনা দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ও কৃত... জনগণের মধ্যে যাঁহারা অল্প দিবসের মধ্যে জীবাত্মা ও সূর্য্য মণ্ডলস্থিত বৈরাজ পুরুষের সহিত তাহার যে সম্বন্ধ আছে, তাহা অবগত হইয়া অতীন্দ্রিয় সুখভোগের অধিকারী হইতে অভিলাষী হইবেন, তাঁহারা আমাকে (পেড) পত্র লিখিলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন। পরমার্থ জ্ঞান রত্নাকর গ্রন্থে এতদ্বিষয় এবং দেহতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ১ টাকা মাত্র।

...ন ১২৭৮ } শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
... } মহর শ্রীরামপুর

—◦—

সদৃশ ব্যবস্থা জ্বর চিকিৎসা অর্থাৎ হোমিওপেথি মতানুযায়ী জ্বর চিকিৎসার গ্রন্থ। ইহাতে বৈদ্যক মতের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সকল হইতে জ্বর রোগের লক্ষণ সকল অনুবাদ করিয়া ইংরাজী প্রসিদ্ধ চিকিৎসা গ্রন্থ হইতে চিকিৎসা প্রকরণ ঔষধ ব্যবস্থাদি ভাষায় লিখিত হইয়াছে। ৮ পেজি ফরমার ১০২ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। মূল্য ১।০ মাত্র। এককালে ২৫ খণ্ড ক্রয় করিলে ৵০ এবং ৫০ খণ্ড বা ততোধিক হইলে।০ আনা করিয়া প্রত্যেক পুস্তকে কমিশন দেওয়া যাইবে। কলিকাতা লালবাজার বেরিনি কোম্পানির বাটিতে ও মৃজাপুর মদনগোপাল চাটুর্য্যে কোম্পানির ছাপাখানায় এবং জোড়াবাগান রাজবাটীতে শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের নিকট পাইবেন

শ্রীহরিকৃষ্ণ মল্লিক
জাবেরা।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তরনির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তরনির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ, এবং উহার নিমিত্ত সাইফন, জংশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট; মেজি বাতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট;

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটির নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত মেজ... পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি ... স্মৃত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট। } বরন এণ্ড কোং

—◦—

প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক।

মূল সংস্কৃত দৃষ্টে নাটকাকারে বাঙ্গলায় রচিত। হাবড়ায় আমার ডিসপেন্সারিতে আমার নিকট এবং কলিকাতা কসাইটোলা এমামবাড়ী লেন নং ৬৭ জি, পি, রায় কোং মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

মূল্য ১ এক টাকা ডাকে পাঠাইলে মাশুল ৵০

শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

—◦—

"রিপু-বিহার কাব্য" সংস্কৃত যন্ত্রে পুস্তকালয়ে ও কাশীপুর রোড ৫৩ ... ভবনে প্রাপ্তব্য। মূল্য ডাকমাশুল সমেত ।০ আনা।

১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গায় বাঁড়ুয্যে ব্রাদর কোম্পানির ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পু... গুলি বিক্রয় হইতেছে।

| গ্রন্থ | মূল্য | |
|---|---|---|
| প্রাকৃতিবিজ্ঞান | ১ | টাকা |
| ভুগলশার ব্যাকরণ | ।০ | আনা |
| নীতিসার (১ ম ভাগ) | ৵০ | ঐ |
| নীতিসার (২ য় ভাগ) | ৵০ | ঐ |
| প্রচারিত। | | |
| মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ | ৸০ | ঐ |

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা

চিকিৎসাঙ্কুর প্রথমভাগ।

কবিরাজ, কম্পাউণ্ডার ও অন্যান্য সর্ব্ব সাধারণের বোধোপযোগী ডাক্তারি চিকিৎসা গ্রন্থ। মূল্য ৸০ আনা। ঢাকা শাঁকারি বাজার ডিস্পেন্সারিতে আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীকৃষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায়।

# সোমপ্রকাশ

১ লা ফাল্গুন সোমবার।

একজন মুন্সেফের প্রতি একজন ডেপুটি কালেক্টরের দুর্ব্যবহার।

আজি কালি বঙ্গবাসিদিগের অভি... নয় দর্শনের ইচ্ছাটা কিছু বলবতী হ...

ছে। তাঁহারা নূতন নূতন নাটকের সৃষ্টি
করিতেছেন, এবং নূতন নূতন অভিনয়ের
উপকরণ সামগ্রী সংগ্রহ করিতেছেন।
কিন্তু ভারতবর্ষের রাজ্যযন্ত্রে নিত্য নূতন
নব কৌতুকাবহ যে অভিনয় হইয়া যাই
তেছে, বঙ্গবাসিরা যদি অভিনিবেশ সহ
কারে তাহা দর্শন করেন, তাঁহাদিগের
নূতন নাটক রচনার আবশ্যকতা হয় না,
নূতন অভিনয় সামগ্রী সংগ্রহেরও প্রয়ো
জন হয় না। একজন নূতন গবর্ণর জেন
রল, গবর্ণর অথবা লেপ্টনেন্ট গবর্ণর আই
লেন, তিনি দেখিলেন, প্রজার প্রকৃত
উন্নতিসাধনের এখনও অনেক বিলম্ব
আছে। তিনি তাহার উপায় বিধানে
ব্যগ্র হইলেন। চতুর্দ্দিকে উন্নতি উন্নতি
শব্দ উঠিল। উন্নতিসাধনের নানা অনু
ষ্ঠান আরম্ভ হইল। প্রজাগণ পুলকে
পূরিত হইল। এইরূপে পাঁচ বৎসর
অতীত হইয়া গেল। আর একজন নূতন
গবর্ণর জেনরল, গবর্ণর অথবা লেপ্টনেন্ট
গবর্ণর আইলেন, তিনি আসিয়াই একটী
একবার ওটী, একবার সেটী এইরূপে
কয়েকটী রিপোর্ট পাঠ করিলেন। তাহা
পাঠ করিয়াই তাঁহার সংস্কার জন্মিল,
প্রজার উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইয়াছে;
আর কেন? আর গবর্ণমেন্টের টাকা
ব্যয় করা কেন? নিমেষমাত্র কাল এই
চিন্তা করিয়াই আজ্ঞা প্রচার করিয়া বসি
লেন, ভারতবর্ষের উন্নতির নিমিত্ত আর
ব্যয় দিবার প্রয়োজন নাই। কর্ম্মচারিরাও
সেই ধুয়া ধরিলেন। দেশমধ্যে যেন ইন্দ্র
জাল বিস্তারিত হইল। কাহারই বস্তুর
স্বরূপ বোধ সামর্থ্য রহিল না। গবর্ণমেন্ট
এত দিন যে টাকা দিতেছিলেন, সে
কাহার টাকা? কোথা হইতে আসিয়া
ছিল? কর্ত্তৃপক্ষ রিপোর্ট পাঠ করিয়া
যে উন্নতির পরিচয় পাইলেন, তাহা
দেশের অবস্থা ও লোক সংখ্যার অনুযা
য়িনী কি না? যে উন্নতি হইয়াছে, তাহাই
পর্য্যাপ্ত কি না? রিপোর্ট লেখক আপ
নার বাহাদুরী দেখাইবার নিমিত্ত বাড়া
ইয়া লিখিয়াছেন কি না? এ সকলের
অনুসন্ধান হইল না। ব্যয়সংক্ষেপ ব্যয়
সংক্ষেপ ব্যয় সংক্ষেপ চতুর্দ্দিকে এই শব্দ
উত্থিত হইল, কাজও তদনুরূপ হইতে
চলিল। কিন্তু ভারতবর্ষ যত উন্নত হই
য়াছে, এক লোক সংখ্যাই তাহার বিল
ক্ষণ পরিচয় দিয়া দিয়াছে। ভারতবর্ষের
দুই আনা লোকে এই লোক সংখ্যার
প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিয়াছেন কি না
সন্দেহস্থল। কেহ কহিতেছেন, প্রতি
ব্যক্তিতে কর গ্রহণ করা হইবে, কেহ
কহিতেছেন, গবর্ণমেন্টের প্রয়োজন হইলে
পরিবার বিবেচনা করিয়া লোক ধরা
হইবে। এই ত দুর্গতির শেষ সীমা। এই
লোক সংখ্যা উপলক্ষে নওয়াখালিতে
পুলিসের সহিত দাঙ্গা হইল। কয়েকজন
লোক হতাহত হইল। বারুইপুরে এই
উপলক্ষে দুই রাজকর্ম্মচারিতে দাঙ্গা
হইতে হইতে গিয়াছে। মুন্সেফ শ্রীযুক্ত
বাবু মথুরানাথ রায় শান্তপ্রকৃতি না
হইলে নিঃসংশয় দাঙ্গা হইয়া লোক হতা
হত হইত। দাঙ্গা হয় নাই বটে; কিন্তু যে
বিবাদানল প্রজ্বলিত হইয়াছে অল্পে যে
তাহার নির্ব্বাণ হয় এরূপ বোধ হয় না।
এতন্নিবন্ধন উপরিস্থ বিচারপতিদিগের
বৃথা সময় নষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। সে
বিবাদ বৃত্তান্ত এই;—

বারুইপুর সবডিবিজনের ডেপুটী
কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ রায়
চৌধুরী একদিন তত্রত্য ধামনগরের
মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু মথুরানাথ রায়কে
বলেন, ১১ ই জানুয়ারি বৃহস্পতিবার বারু
পুর বিভাগের লোক সংখ্যা হইবে,
মুন্সেফ বাবুর আদালতের উকীল
মোক্তার ও আমলাদিগের উপরে ঐ
কার্য্যের ভার দেওয়া হইবে, অতএব এক
দিন কাছারি বন্ধ করিয়া উহাদিগকে
ছাড়িয়া দিতে হইবে। মুন্সেফ বাবু উত্ত
দিলেন, উকীল ও আমলা প্রভৃতিকে
ছাড়িয়া দিবার আমার আপত্তি না
তবে আমার বক্তব্য এই, বৃহস্পতিবা
না করিয়া শনিবার রাত্রিতে লো
সংখ্যা করিবার ব্যবস্থা করিলে কাছা
বন্ধ করিতে হয় না, লোক সংখ্যাও হ
সকল দিক রক্ষা হয়। ডেপুটি বাবু ক
লেন, গবর্ণমেন্টের হুকুম, দিন পরিব
হইবে না। এই বলিয়া তিনি চলি
গেলেন। ১০ ই জানুয়ারি মুন্সে
বাবু এজলাসে বসিয়া কাজ করিতেছে
এমন সময়ে একজন পেয়াদা আসি
জয়কৃষ্ণ দাস নামে একজন আমলাকে
কহিল, ডেপুটি বাবু আপনাকে তল
করিয়াছেন। মুন্সেফ ঐ কথা শুনি
পেয়াদাকে কহিলেন, তুমি যাও, জয়কৃ
যাইতেছেন। পেয়াদা চলিয়া গেল, জয়কৃ
মিছিল পড়িতে আরম্ভ করিল। সে
পেয়াদা অব্যবহিত পরে ফিরিয়া আসি
জয়কৃষ্ণদাসকে কহিল, আপনাকে এখ
যাইতে হইবে, হুজুর তলব করিয়াছে
মুন্সেফ পুনরায় পেয়াদাকে কহিলে
তুমি যাও, জয়কৃষ্ণ যাইতেছেন। ঐ সম
আর একজন পেয়াদা আসিয়া জয়কৃষ্ণ
লইয়া যাইবার নিমিত্ত জিদ করে। ক
ক্ষণেই মুন্সেফ আদালতের উকীল
আমলাগণকে লইয়া যাইবার নিমি
ডেপুটি বাবুর এক রুবকারী আসি
উপস্থিত হইল। তাহাতে ডেপুটি বা
মোহর ছিল না; তথাপি মুন্সেফ ব
ডেপুটি বাবুর স্বাক্ষর দেখিয়া উকীল
আমলাদিগকে কহিলেন, তোমরা যা
গিয়া ডেপুটি বাবুকে বল, জয়কৃষ্ণ দা
যে মকদ্দমাটীর মিছিল পড়িতে আ
করিয়াছেন, তাহা সাঙ্গ হইলেই আসি
ছেন। ওদিকে মুন্সেফ বাবুর পেয়া
দাস প্রভৃতি ডেপুটি বাবুর আজ্ঞা
গেলেন, এদিকে তত্রত্য পুলিস ই

ষ্টর ২। ৩ জন কনষ্টেবল সঙ্গে মুন্সেফ আদালতে উপস্থিত হইয়া জয়কৃষ্ণ নাগকে কহিল, তোমাকে জলদি যাইতে হইবে। ডেপুটি বাবু এখনই কাছারি বোজিয়া উঠিয়া যাইবেন। তখন বেলা ৩ টা। মুন্সেফ বাবু এই সকল কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া রহিলেন। জয়কৃষ্ণ ভীত হইয়া পুলিস ইনস্পেক্টরের সঙ্গে চলিয়া গেলেন। যে কাগজ পড়া হইতেছিল তাহা পড়িয়া রহিল।

ফৌজদারী হাকিমেরা মফস্বলে গিয়া সিংহ হইয়া উঠেন, যা ইচ্ছা তাই করেন, এটি তাহার অন্যতর উদাহরণ। একজন বিচারপতি বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাঁহার সেই কার্য্যের ব্যাঘাত করিয়া তাঁহার আমলাকে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া কোন্ আইনের কোন্ প্রকরণের কোন্ ধারাতে আছে? ঐ কার্য্যটির দ্বারা কি মুন্সেফকে অবমাননা করা হয় নাই? পল্লীগ্রামের লোকেরা এরূপ ব্যবহারে কি মনে করেন? ইহাতে কি আদালতের গৌরব নষ্ট হয় না? যে আদালতের গৌরব না থাকে, সেখানে গিয়া কি লোকের ভয় ও ভক্তির উদয় হইবার সম্ভাবনা আছে? যে বিচারপতির প্রতি ভয় ও ভক্তি না থাকে, তাঁহার বিচারের প্রতিও লোকের আস্থা থাকে না। কি আশ্চর্য্য! অন্যে যদি দেওয়ানী আদালতের অবমাননায় প্রবৃত্ত হয়, কোথায় ফৌজদারী বিচারপতিরা তাহার সম্মান রক্ষা করিবেন, তাহা না করিয়া তাঁহারা স্বয়ং অপমান করিলেন? কিরূপে লোক সংখ্যা করিতে হইবে, ইহা শিখাইয়া দিবার নিমিত্তই ডেপুটি বাবু জয়কৃষ্ণ নাগকে জিদ করিয়া লইয়া যান। মুন্সেফ বাবুর কাছারির কার্য্য শেষ হইলে পর জয়কৃষ্ণ নাগকে লইয়া গিয়া শিখাইয়া দিলে কি চলিত না? পরদিন প্রাতঃকালেও শিখাইয়া দিলে চলিত। কাছারির সময়ে শিখাইয়া না দিলে নয়, এরূপ কোন আইন নাই। আমরা সংবাদদাতার পত্র পাঠ করিয়া এ ঘটনার প্রকৃত কারণটী স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছি। ডেপুটি বাবু ঔদ্ধত্য বশতঃ তাহা বুঝিতে পারেন নাই। মুন্সেফ বাবু ইংরাজী লেখা পড়া জানেন না। তিনি লোক সংখ্যার মধ্যস্থ নহেন। সুতরাং তাঁহার মতে কাছারি বন্ধ করিয়া যে লোক সংখ্যা করিতে হয়, এটী সেরূপ গুরুতর কার্য্য নয় বিবেচনায় কাছারির কাজই গুরুতর। তিনি শনিবারে লোক সংখ্যা করিতে কহিয়াছিলেন, তদ্দ্বারাই তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। পক্ষান্তরে ডেপুটি বাবু বিরুদ্ধ ভাবিলেন। তিনি বিবেচনা করিলেন, মুন্সেফ বাবু লোক সংখ্যার গুরুতা বুঝিয়াও কেবল তাঁহার আজ্ঞার অবজ্ঞা প্রদর্শনার্থ জয়কৃষ্ণ নাগকে আদালত হইতে যাইতে দেন নাই। যদি মুন্সেফ বাবুর এ অভিপ্রায় হইবে, তিনি আপনার সেরেস্তাদার প্রভৃতিকে পাঠাইয়া দিবেন কেন? আর যদি তিনি বাস্তবিকই তাঁহার আজ্ঞার অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, ডেপুটি কালেক্টরের কি ক্ষমতা কি অধিকার আছে যে, মুন্সেফের আরব্ধ কার্য্য ভঙ্গ করিয়া তাঁহার আমলাকে উঠাইয়া আনেন? লোক সংখ্যা বিধায়ক ১৮৭১ অব্দের যে ১২ আইন আছে, তাহাতে কি এরূপ বিধি আছে যে, কেও গ্রামী আদালতের আমলা না হইলে লোক সংখ্যা হইবে না? যদি মুন্সেফ বাবুর জয়কৃষ্ণকে পাঠাইবার বাস্তবিক কোন আপত্তি থাকে, তাহাকে জিদ করিয়া আনিবার প্রয়োজন কি? [illegible]পুরের মধ্যে জয়কৃষ্ণের ন্যায় কি আর কেহ যোগ্য লোক ছিল না? তাহার দ্বারা কি লোকসংখ্যা হইতে পারিত না?

আমরা ডেপুটি বাবুর আর একটী দুর্ব্যবহার বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হইলাম। যে সময়ে লোক সংখ্যা হয়, মুন্সেফ বাবু শ্রীযুক্ত মথুরালাল রায় তৎকালে অসুস্থ ছিলেন। রাত্রিতে হিমে ভ্রমণ করিলে তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি হইবে, একথা তিনি বারম্বার ডেপুটি বাবুকে জানাইয়াছিলেন, তথাপি কৌশল করিয়া তাঁহাকে প্রজার দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করান হইয়াছিল, তাহাতে ডেপুটি বাবুর দৈবনির্য্যাতন স্পৃহতা স্বেচ্ছাচারিতা ও সাহসের নাই নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় কয়েক খানি অতি প্রয়োজনীয় আইনের পাণ্ডুলেখ্যের বিচার হইতেছে। প্রথম, আদালতে শপথ করিবার যে আইন আছে তৎসংশোধক পাণ্ডুলেখ্য। পূর্ব্বে গঙ্গাজল, তাম্র ও তুলসীপত্র স্পর্শ করিয়া শপথ করিবার নিয়ম ছিল, কিন্তু ইহাতে অনেকের আপত্তি হওয়াতে ১৮৪০ অব্দের ৫ আইন বিধিবদ্ধ হয়। ইহাতে কেবল ঈশ্বরের নাম করিয়া শপথ করিবার নিয়ম হইয়াছে। কিন্তু ইহা দ্বারাও অভীষ্টসাধন হইতেছে না। সচরাচর যে সকল কথা বলা যায়, তাহার সহিত শপথপূর্ব্বক কোন কথা বলার যে বহু বৈলক্ষণ্য আছে, ভারতবর্ষের সাক্ষিদিগের অনেকে তাহা স্বীকার করে না। মিথ্যা কথা বলিতে যাহাতে লোকের শঙ্কাভয় হয়, এরূপ করা ষ্টিফেন সাহেবের অভিপ্রেত। ষ্টিফেন সাহেব পুনর্ব্বার পাণ্ডুলেখ্যখানি সিলেক্টকমিটির হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। বঙ্গদেশের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেব এই উপলক্ষে ভারতবর্ষীয়দিগের সত্যপরায়ণতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, ইংরাজেরা যেমন স্বভাবতঃ সত্যবাদী এতদ্দেশীয়েরা সে প্রকার নহেন। তাঁহারা স্বভাবতঃ মিথ্যাবাদী;

যেখানে স্বার্থসম্বন্ধ আছে সেখানে কখন সত্যকথা বলেন না, কিন্তু ধর্ম্মক্রিয়ার সংস্রব থাকিলে অর্থাৎ যেমন খৃষ্টীয়ানেরা বাইবল স্পর্শ করিয়া শপথ করেন, সেইরূপ ইহাদিগকে গো লাঙ্গুল প্রভৃতি ধারণ করিয়া শপথ করিতে হইলে কখন মিথ্যা বলিতে সাহসী হইবেন না। মিথ্যাসাক্ষ্য একমাত্র দণ্ডভয়ে নিবারিত হয় না। সে দণ্ডও সচরাচর হইতে দেখা যায় না। অতএব ধর্ম্মক্রিয়ার বিশেষ সংস্রব থাকা আবশ্যক কাম্বেল সাহেবের প্রস্তাবে ষ্টিফেন সাহেব সম্মত হন নাই। লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের বাক্য পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ হইতেছে। যাহারা স্বভাবতঃ মিথ্যাবাদী হয়, তাহারা ধর্ম্মভয়েও সত্য কথা কহিতে পারে না। যদি তাহারা ধর্ম্মভয়ে সত্য কথা কয়, তাহা হইলে তাহারা স্বাভাবিক মিথ্যাবাদী নয়, এই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। হিন্দুশাস্ত্রে আছে, মিথ্যা সাক্ষ্যে নরক হইয়া থাকে। যাহারা সেই নরক ভয়ে ভীত না হইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দানে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগের পক্ষে কি গোলাঙ্গুল স্পর্শ তুচ্ছ নয়? এদেশের যাহারা মূর্খ, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম ভয়হীন, তাহারাই মিথ্যা সাক্ষ্য দানে অগ্রসর হয়। লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের বাক্য দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে, এদেশের যে কিরূপ অবস্থা তাহাও তিনি জানেন না। এখন যাঁহারা লেখা পড়া শিখিয়াছেন, তাঁহারা গোলাঙ্গুল স্পর্শকে ধর্ম্ম জ্ঞান করেন না। তাঁহাদিগের নিমিত্ত তবে একটী স্বতন্ত্র এবং মূর্খদিগের নিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র দুটী ব্যবস্থার প্রয়োজন হইল। অতএব এক্ষণে শপথের যে রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাই উত্তম কল্প। তবে এই একটু বিশেষ বিধি করা আবশ্যক বিচারপতিরা যখন শপথ করাইবেন, তৎকালে মিথ্যা কথার ও মিথ্যাসাক্ষ্যের যে দোষ শ্রুতি আছে, এবং মিথ্যা কথায় কি কি অনিষ্ট ঘটে, তাহা সাক্ষিকে শুনাইয়া দেন। তাহাতে অনেক কাজ হইবে।

দ্বিতীয় ফৌজদারী কার্য্যবিধি সংশো[ধন] প্রস্তাব। ইহার মধ্যে ইউরোপীয়দিগকে মফস্বলের আদালতের অধীন করিবার বিধিটীই প্রধান। প্রস্তাব করা হইয়াছে, মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত ইউরোপীয় অথচ ব্রিটিশ প্রজা এরূপ জষ্টিস অব দি পিস্ ভিন্ন কেহই ব্রিটিশ প্রজাদিগের বিচার করিতে পারিবেন না। ইঁহারা ৩ মাস কারাদণ্ড ও ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবেন। ঐ রূপ সেসিয়ন জজ এক বৎসর কারাদণ্ড কিম্বা জরিমানা করিতে পারিবেন। কিন্তু অপরাধী যদি দোষ স্বীকার করে অথবা জজের এলাকার প্রতি আপত্তি না করে, তাহা হইলে সেসিয়ন জজ বিবেচনাপূর্ব্বক দণ্ড দিতে পারিবেন। অপরাধী ইচ্ছামত সেসিয়ন জজ অথবা প্রধানতম বিচারালয়ে মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার আপীল করিতে পারিবেন। কারারুদ্ধ হইলে ইউরোপীয় অপরাধীই হেবিয়স কর্পস পরয়ানার দ্বারা কারাদণ্ডটী যথার্থ হইয়াছে কি না তাহার অনুসন্ধান করাইতে পারিবেন। মফস্বলের আদালতের অধীন হইবার বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে ইউরোপীয়গণ যে প্রকার আপত্তি করিয়াছিলেন, তাহাতে ব্যবস্থাপকগণ এত ভয়ে ভয়ে যে আইন করিবেন, তাহা অনৈসর্গিক নহে। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, এতদ্দেশীয় সিবিলিয়ানেরা কি নিমিত্ত এই ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন না? তাঁহারা ইংলণ্ডে গিয়া শিক্ষিত হন নাই, ইংরাজ সমাজের উত্তম সভ্যতাও দর্শন করেন নাই, তাঁহাদিগের পক্ষে এ আপত্তি নাই। মাজিষ্ট্রেট মেয়াদ ও জরিমানা উভয়বিধ দণ্ড দিতে পারিবে[ন] কিন্তু সেসিয়ন জজ মেয়াদ অথবা জরিম[ানা] ইহার অন্যতর দণ্ড দিতে পারিবেন না [...] জজ মেয়াদ ও জরিমানা উভয় বিধ [...] দিতে পারিবেন না, এবিধিটী উপহাস[্য] হইবে। ইচ্ছামত সেসিয়ন জজ অ[থবা] প্রধানতম বিচারালয়ে মাজিষ্ট্রেট[ের] আজ্ঞার আপীল করিবার নিয়ম হ[...] গোলযোগ হইবে। এ নিমিত্ত একটী বি[...] বিচারালয় নির্দ্দিষ্ট করা কর্ত্ত[ব্য] আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এক্ষণেও ব[...] তেছি, হেবিয়স কর্পসের নিয়মটী স[...] রণ নিয়ম করা কর্ত্তব্য প্রজাদিগে[র] শারীরিক স্বাধীনতা সম্বন্ধে ইউরোপী[য়] ও এতদ্দেশীয় বলিয়া প্রভেদ করা অ[...] ভাল দেখায় না।

প্রায় ১২৫ বৎসর হইল ইংরাজে[রা] ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছেন, এখন[ও] শাসনকর্ত্তৃগণ হেবিয়স কর্পস আ[...] প্রচলিত করিতে সঙ্কুচিত হন, এ[...] অনল্প বিস্ময়াবহ সন্দেহ নাই। ক[লি]কাতা প্রভৃতি নগর সমূহের ফৌজদা[রী] কার্য্যবিধি মফস্বলের ন্যায় করা [...] তেছে। এ ব্যবস্থা মন্দ নহে। জু[রি] প্রথার পরিবর্ত্ত হইতেছে। উপযু[ক্ত] লোকদিগকে জুরি করা হয় না বলি[য়া] সাধারণে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। ষ্টিফে[ন] সাহেব তন্নিমিত্ত প্রস্তাব করিয়াছে[ন] জুরির সহিত জজের মতভেদ হইলে প্র[ধা]নতম বিচারালয়ে কাগজ পত্র অর্পণ ক[রিতে] হইবে। এ ব্যবস্থাটী ইষ্ট ফলোপধায়ী [...] হবে। দণ্ডবিধির ৬ অধ্যায়ে যে অপরাধে[র] উল্লেখ আছে, জুরির দ্বারা তাহার বি[চার] হয় আমাদিগের অভিপ্রেত। ফৌজদা[রী] অপরাধের তমাদি কাল সম্বন্ধে আম[রা] ইতিপূর্ব্বে যে অভিপ্রায় প্রকাশ ক[রি]য়াছি, এক্ষণেও আমাদিগের সেই ম[ত] ষ্টিফেন সাহেব এবিষয়ে কোন বিধি ক[রেন] আমাদিগের একান্ত ইচ্ছা পাঠকে[...]

নি মার্চ মাসের মধ্যে বিধিবদ্ধ হইবে। শু আমরা বিস্মিত হইলাম, এ পর্য্যন্ত কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয় ই।

—

ব্রাহ্মণেরা কি গুণে এত আধি-
পত্য লাভ করিয়াছিলেন ?

এদেশে ব্রাহ্মণেরা কেবল জাত্যংশে সকল বিষয়ে সর্ব্বোচ্চতা লাভ করিয়াছেন। একদা তাঁহাদিগের এমনি বসম্বাদিত প্রাধান্য লাভ হইয়াছিল তাঁহাদিগের সন্তানগণ আজিও তাহার ভোগ করিতেছেন। অন্য অন্য শ্রেণীর কেরা বহুবিধ চেষ্টা পাইয়াও উহা-কে নীচে ফেলিতে পারিতেছেন না। চ উহাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা যে যে গুণে ই প্রাধান্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন, উহা- গর তাহার কিছুই নাই বলিলেও যুক্তি হয় না। সে গুণগুলি কি, বিস্তারিরূপে তাহার উল্লেখ করাই অদ্যকার স্তাবের উদ্দেশ্য।

প্রথম, শুদ্ধি দ্বিতীয়, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ। তীয়, যাজন ও অধ্যাপনার ভার গ্রহণ। র্থ, বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ পঞ্চম, ন্যকন্থা হইয়া স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন . গ্রন্থকর্ত্তৃত্ব ও ব্যবস্থাপকতা। ম, রাজসহকারিতা।

প্রথম, শুদ্ধি। বিশ্বজনীন ব্যবহার , যদি কাহার গুরুজনের নিকটে গমন প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তিনি বত্র হইয়া বিনীত বেশে গমন রিয়া থাকেন (১)। তৎকালে যদি তাঁহার পরিচ্ছদ অপরিচ্ছন্ন ও শরীর মলদূষিত দৃষ্ট হয়, তিনি লজ্জাসংকুচিত হন সন্দেহ নাই। যখন গুরুজন সমক্ষে গমনকালে পবিত্রতার আবশ্যকতা হইল, তখন দেবতার সম্মুখে গমনকালে পবিত্রতার যে একান্ত আবশ্যকতা, একথা বলা বাহুল্য। কোন আস্তিক অপবিত্র হইয়া দেব পূজা ও ঈশ্বরের আরাধনা করেন না। বিশেষতঃ যাঁহাদিগের উপরে যাজকতা উপদেশকতা ও ব্যবস্থাপকতা ভার আছে, তাঁহারা অশুচি ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও অব্যবস্থিত হইলে লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা থাকে না। ভক্তি শ্রদ্ধাই ধর্ম্মস্থিতির মূল। এই কারণে সকল ধর্ম্মেই ধর্ম্মকার্য্যের জন্য স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের সৃষ্টি দৃষ্ট হয়। লোকের ভক্তির উদয় নিমিত্ত সেই সেই সম্প্রদায়ের বাহ্য ও আন্তর শৌচের সদা প্রয়োজন হইয়া থাকে। ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহাকে অধিক পবিত্র বলিয়া লোকের বোধ হয়, তাহারই প্রতি অধিকতর ভক্তি জন্মে। লোকের এই ভাব দেখিয়া আর্য্যপ্রধানেরা ভাবিলেন, এরূপ একটী পবিত্র সম্প্রদায়ের সৃষ্টি আবশ্যক যে, তাহাদিগের আচার ব্যবহার দর্শন ও শুদ্ধির বিষয় চিন্তা করিলে লোকের মন আপনা হইতেই তাহাদিগের প্রতি ভক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠে। এই বিবেচনা করিয়া তাঁহারা দশবিধ সংস্কারের সৃষ্টি করিলেন। বীজ দোষ সংশোধন তাহার উদ্দেশ্য। শুক্র শোণিত সম্বন্ধে যে দেহ জন্মিয়াছে, সে দেহ অতিশয় অপবিত্র। তাদৃশ অপবিত্র দেহকৃত পবিত্র কার্য্য দেবতারা না সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। এই চিন্তা করিয়া যদি লোকের মনে বিরাগ উৎপন্ন হয়, এই আশঙ্কা করিয়া আর্য্যশাস্ত্রকারেরা গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকর্ম্ম, উপনয়ন ও সমাবর্ত্তন এই দশবিধ সংস্কারের সৃষ্টি করিয়াছেন বীজ গর্ভাদি দোষ সংশোধন যে উহার উদ্দেশ্য, মনু যাজ্ঞবল্ক্যাদি উহা স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য কহিতেছেন, প্রথম ঋতুতে গর্ভাধান, গর্ভস্থ বালকের স্পন্দন হইবার পূর্ব্বে পুংসবন, ষষ্ঠ অথবা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন, প্রসব হইলে জাতকর্ম্ম, প্রসবের পর একাদশ দিনে নামকরণ, চতুর্থ মাসে শিশুর গৃহ হইতে নিষ্ক্রমণ তাহার পর যে কুলে যে রীতি আছে, তদনুসারে চূড়াকর্ম্ম। এই সকল দ্বারা বীজ গর্ভ সমুদ্ভব পাপ নাশ হয়। মনু বলেন, বেদোক্ত কর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণের শরীর সংস্কার করিবে। ঐ সংস্কার ইহলোক পরলোকে উভয় লোকে শুদ্ধি বিধান করে। আশ্বলায়নীয় গৃহ্য সূত্রে লিখিত হইয়াছে, উপনিষদে গর্ভলম্ভন পুংসবন ও অনবলোভন এই তিনটী সংস্কার উল্লিখিত হইয়াছে। যে কর্ম্ম দ্বারা নিষিক্ত বীর্য্য অমোঘ হয়, তাহার নাম গর্ভলম্ভন, যে কর্ম্ম দ্বারা লব্ধগর্ভে পুরুষ জন্মে, তাহার নাম পুংসবন আর যে কর্ম্ম দ্বারা সেই গর্ভজাত পুরুষ বিনষ্ট না হয় তাহার নাম অনবলোভন (২)। আশ্বলায়ন প্রণীত এই

(১) অধোবাস শুচি চৌ বাসসী ব্রেক্ত্র-
যঃ। ব্রহ্মাঞ্জলিকৃতোধ্যাপ্যো লঘুবাসা জি-
তেন্দ্রিয়ঃ। মনুসংহিতা। অধ্যয়নং করিষ্যন
... যথাশাস্ত্রং কৃতাচমনউত্তরাভিমুখ
... পবিত্রবস্ত্রঃ কৃতেন্দ্রিয়সংযমো
... অধ্যাপ্য ইতি কুল্লুকভট্ট ব্যাখ্যানং।
... অবতীর্য্য অব্যাকুলমবলোক্য চ।
... বিনীতবেশেন প্রবেষ্টব্যানি তপোবনানি,
... তাবদ্গুরুজনান্তরণ্যাদি দ্রষ্টব্যানি
... ।

(২) গর্ভাধানমৃতৌ পুংসঃ সবনং স্পন্দনাৎ পুরা। ষষ্ঠেঽষ্টমে বা সীমন্তঃ প্রসবে জাতকর্ম চ। অহন্যেকাদশে নাম চতুর্থে মাসি নিষ্ক্রমঃ। ষষ্ঠেঽন্নপ্রাশনং মাসি চূড়া কার্য্যা যথাকুলং। এবমেনঃ শমং যাতি বীজগর্ভসমুদ্ভবং। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

বৈদিকৈঃ কর্ম্মভিঃ পুণ্যৈর্নিষেকাদির্দ্বিজন্মনাং। কার্য্যঃ শরীরসংস্কারঃ পাবনঃ প্রেত্য চেহ চ। গার্ভৈর্হোমৈর্জাতকর্ম্মচৌড়মৌঞ্জীনিবন্ধনৈঃ। বৈজিকং গার্ভিকঞ্চৈনো দ্বিজানামপমৃজ্যতে। মনুসংহিতা।

উপনিষদি গর্ভলম্ভনং পুংসবনমনবলোভনঞ্চ। আশ্বলায়নীয়গৃহ্যসূত্রং। আত্মাভিমতিশেষঃ। গর্ভোলম্ভ্যতে যেন কর্ম্মণা নিষিক্তং বীর্য্যমমোঘং ভবতি তদ্ গর্ভলম্ভনং। পুমান্ লব্ধোগর্ভে যেন তৎ পুংসবনং। কুমারস্য মনঃ যেন নাবলুপ্যতে তদনবলোভনং ইতি নারায়ণী বৃত্তিঃ।

লা সূত্রটি পাঠ করিয়া স্পার্টার কথা
মাদিগের স্মৃতিপথে উদিত হইল।
র্টা নগরের লোকেরা সমুদায় যুদ্ধে
রী হইবার বাসনায় শৈশবকাল অবধি
হ পাইয়া বালকদিগকে যেরূপ বীর
রূপ করিয়া তুলিতেন, আর্য্য প্রধানেরা
ইরূপ যাবতীয় ধর্ম্ম কার্য্যের যোগ্যতা
পাদন নিমিত্ত গর্ভাধান হইতে আরম্ভ
রিয়া বালকদিগকে সংস্কৃত করিতেন।
বল আর্য্যধর্ম্মে নয়, অন্য অন্য ধর্ম্মেও
ই প্রকার সংস্কারের বিধি দৃষ্ট হয়।
শ্বরের পুত্র বলিয়া যাঁহার অভিমান
ল, সেই খৃষ্টই সংস্কৃত হইয়াছিলেন।
থি লিখিত সুসমাচার কহিতেছে।
পরে যীশু যোহন দ্বারা অবগাহিত হই-
র জন্য গালীল দেশ হইতে তাঁহার
কটে যর্দ্দনে আইলেন। কিন্তু যোহন
বেধ করিয়া তাঁহাকে কহিল, তুমি
ন আমার নিকটে আসিতেছ? বরং
মা দ্বারা অবগাহিত হওন আমার
বশ্যক আছে। তখন যীশু উত্তর করি
ন, এখন অনুমতি দেও, কেন না এই
কার সকল ধর্ম্ম সাধন করা আমাদের
র্ত্তব্য। তাহাতে সে অনুমতি দিল।
রে যীশু অবগাহিত হইয়া তৎক্ষণাৎ
লমধ্য হইতে উঠিলেন। তাহাতে
হার নিমিত্তে মেঘদ্বার মুক্ত হইলে
তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে কপোতের ন্যায়
পনার উপরে নামিয়া আসিতে দেখি
লন। আর এই আমার প্রিয়পুত্র, ইহা
তই আমার পরম সন্তোষ এমন এক
আকাশবাণী হইল ৷।

এদেশে পৌরোহিত্য ও যাজনাদি কার্য্যে
পুরুষেরই অধিকার, এই নিমিত্ত আশ্বলায়
নীয় গৃহ্য সূত্রে পুংসবন সংস্কারে পুরু-
ষেরই জন্ম প্রার্থনা করা হইয়াছে। এ
প্রার্থনা অনৈসর্গিক নহে, স্পার্টা নগরের
মণীরা স্ব স্ব উদরে সদা বীর পুরুষের
জন্ম প্রার্থনা করিতেন।

দ্বিতীয়, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ। ব্রাহ্মণেরা ইন্দ্রিয় জয়ে সবিশেষ যত্নবান ছিলেন। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি লোকের যে প্রকার ভক্তিভাজন হন, অন্যবিধ গুণান্বিত ব্যক্তি সেরূপ হন না। সম্মুখে বশিষ্ঠ, কেটো ও আবিরষ্টিডিসের নাম উচ্চারিত হইলে কোন্ গুণজ্ঞ ব্যক্তির হৃদয় ভক্তি রসে আর্দ্র না হয়? ব্রাহ্মণেরা যে কার্য্যে ব্রত ও অধিকৃত হইয়াছিলেন, তাহাতে জিতেন্দ্রিয়তাগুণসম্ভাব একান্ত আবশ্যক। যাজক ও পুরোহিতেরা কেবল পরলোক সম্বন্ধে নহেন, ইহলোক সম্বন্ধেও লোকের অতিশয় বিশ্বাসভাজন হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের প্রতি লোকের অন্তঃপুর প্রবেশ প্রতিষিদ্ধ নয়। তাঁহাদিগের নিকটে কেহ কোন বিষয়ের গোপন করেন না। লোকে তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া আত্মানুষ্ঠের কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া থাকেন। রাজা দশরথের মহিষী কৌশল্যাদি যখন ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞে গমন করেন, বশিষ্ঠ অধিষ্ঠাতা হইয়া তাঁহাদিগকে লইয়া যান (৩)। এখনও যে সমস্ত ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্যাদি কার্য্য সম্পাদন করেন, তাঁহাদিগের উপরে লোকের অবিশ্বাস নাই। তীর্থাদি স্থলে পুরোহিতের সঙ্গে পরিবারদিগকে প্রেরণ করিতে কেহ সংকুচিত হন না। পুরোহিত যদি জিতেন্দ্রিয় না হন, তাঁহার উপরে এ প্রকার বিশ্বাস থাকা সম্ভাবিত নয়। এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, পুরোহিত অজিতেন্দ্রিয় হইলে অতিশয় নিন্দিত হইয়া থাকেন। জগতের অধিকাংশ মঙ্গল প্রধান লোকদিগের জিতেন্দ্রিয়তা নিবন্ধন ঘটিয়াছে। বড় লোকে অজিতেন্দ্রিয় হইলে জগতের এই পরিমাণে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। এই নিমিত্ত সদাচার

৩) বাল্মীকি সর্গাদেবোর্মহিষ মাতরঃ। অন্তঃপুরস্থ জগ্মুর্মাতুরা-প্রাং। উত্তরকাণ্ডম্।

দেখিতে পাওয়া যায়, উপদেশকেরা যুবা
পুরুষদিগকে সর্ব্বাগ্রে ইন্দ্রিয় জয়ের উপ-
দেশ দিয়া থাকেন। ভগবান্ মনু রাজাকে
এই উপদেশ দিতেছেন, বেদজ্ঞ শুদ্ধস্বভাব
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে নিয়তকাল সেবা করিবে
রাক্ষসেও বৃদ্ধ সেবীব্যক্তিকে পূজা
করে। স্বাভাবিক বুদ্ধিবলে অর্থ শাস্ত্রা-
দিদ্বারা বিনীত হইলেও বৃদ্ধদিগের নিকট
হইতে নিত্য বিনয় শিক্ষা করিবে
বিনীতাত্মা রাজা কখন বিনষ্ট হন না
করিতুরগ কোষাদি সম্ভারসম্পন্ন হইয়াও
অনেক রাজা অবিনয় দোষে বিনষ্ট হই
য়াছে। আবার অনেক রাজা বনস্থ হই
য়াও বিনয় গুণে পুনরায় রাজ্য প্রাপ্ত হ
য়াছেন। বেণ, নহুষ, সুদাস, যবন, সুমুখ
নিমি এই সকল রাজা অবিনয় দোষে
বিনষ্ট হইয়াছেন। পৃথু ও মনু বিনয়গুণে
রাজ্য, কুবের ধনাধিপত্য এবং বিশ্বামি
ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছেন। অতোরা
ইন্দ্রিয় জয়ে যত্নবান্ হইবে। জিতেন্দ্রি
ব্যক্তিই প্রজাগণকে বশীভূত করি
রাখিতে পারে। কামজ দশ এব
ক্রোধজ যে আট প্রকার ব্যসন আছে
তাহা আপাততঃ সুখদায়ী বটে; কি
পরিণামে অতিশয় ক্লেশকর, অতএ
যত্নপূর্ব্বক তাহা পরিত্যাগ করিবে
সুখেচ্ছাজনিত ব্যসনাসক্ত রাজার ধর্ম্ম
কাম নষ্ট হয় এবং ক্রোধজ ব্যসনাসক্ত
প্রকৃতি কোপ জন্মিয়া দেহ বিনষ্ট ক
মৃগয়া, দ্যূতক্রীড়া, দিবানিদ্রা, স্ত্রীস
আসক্তি, মদ্যপান, নৃত্যগীতবাদ্য বৃ
ভ্রমণ এই দশটী কামজ ব্যসন। অ
জাত দোষের আবিষ্করণ, বধবন্ধন
দ্বারা সাধুর নিগ্রহ, ছলে বধসম্পাদ
অন্য গুণের অসহন, পরগুণে দো
রোপণ, অর্থের অপহরণ, আক্রোশ
তাড়নাদি এই আটটী ক্রোধজ হইতে
এবং ব্যসন নাম দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হ
থাকে (৪)।

) বৃদ্ধাংশ্চ নিত্যং সেবে[illegible]

ইন্দ্রিয় জয় করা সহজ কর্ম্ম নয়। ইন্দ্রিয়গণ মানুষকে প্রায় বিপথে লইয়া যায়। বিষয়ের উন্মাদনী শক্তি আছে, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগ হইলে ইন্দ্রিয় একান্ত উন্মত্ত হইয়া উঠে। তৎকালে উহাকে স্ববশে রাখা যে সে ব্যক্তির সাধ্যায়ত্ত নহে। তদ্ভিন্ন এই জগতে অনেক অসচ্চরিত্র লোক আছে, তাহারা স্বার্থসাধনের আশয়ে নানা কৌশলে ইন্দ্রিয়ের সেই উন্মাদনী শক্তিকে সন্ধুক্ষিত করিয়া তুলে। ইন্দ্রিয় জয় এই রূপ দুরূহ ব্যাপার বলিয়াই যিনি ইন্দ্রিয় জয়ে সমর্থ হন, তিনি সকলের ভক্তিভাজন ও অনুকরণীয় হইয়া উঠেন। যাহার উপরে যাহার ভক্তি থাকে, সে তাহার অনুগত হয়। অনুগতের উপরে আধিপত্য লাভ অনৈসর্গিক নহে। আচার্য্যেরা এই যুক্তিতে জিতেন্দ্রিয়তা গুণে লোকের উপরে আধিপত্য লাভ করিয়া গিয়াছেন। ইন্দ্রিয় জয় যে কেমন কষ্টসাধ্য কর্ম্ম, শুকনাস চন্দ্রাপীড়ের উপদেশকালে স্পষ্টাক্ষরে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। শুকনাস চন্দ্রাপীড়কে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন, এরূপ কতকগুলি লোক আছে, স্বার্থসাধনতৎপর ধূর্ত্ত লোকেরা তাহাদিগের অশেষ দোষকে গুণ বলিয়া বর্ণন করে, তাহাতে তাহারা মুগ্ধ হইয়া সত্যসত্যই দোষগুলিকে গুণ বলিয়া প্রত্যয় করে। ধূর্ত্তেরা উহাদিগকে কুকর্ম্মে প্রোৎসাহিত করিবার অভিপ্রায়ে দ্যূতকে বিনোদ, পরদারগমনকে বৈদগ্ধ্য, মৃগয়াকে শ্রম, সুরাপানকে বিলাস, মত্ততাকে শৌর্য্য, স্বদার পরিত্যাগকে অব্যসনিতা, গুরুজনের আজ্ঞার অবজ্ঞাকে স্বাধীনতা, নৃত্য গীত বাদ্যে আসক্তিকে রসিকতা, অপরাধ অগ্রাহ্য করাকে মহানুভাবতা, অপমানসহিষ্ণুতাকে ক্ষমা, স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রভুতা, দেবতার অবমাননাকারিতাকে মহাসত্ত্বতা, তরলতাকে উৎসাহ, অবিশেষজ্ঞতাকে অপক্ষপাতিতা, ইত্যাদি ক্রমে দোষগুলিকে গুণরূপে বর্ণন করিয়া কতকগুলি রাজতনয়কে মোহিত করে। উহারা মোহিত হইয়া আপনাদিগকে দেবানুগৃহীত মনে করিয়া তদনুরূপ আচরণ আরম্ভ করে। সেই ধূর্ত্তেরা মনে মনে উপহাস করিতে থাকে। এইরূপ উপদেশ দিয়া শুকনাস উপসংহারকালে কহিলেন, কুমার! রাজ্যতন্ত্র বিষম সঙ্কট স্থল, যৌবনও মহামোহকারী, অতএব তুমি সেইরূপ যত্ন পাইবে, লোকে যেন তোমাকে উপহাস না করে, সাধুগণে যেন নিন্দা না করেন, গুরুজনে যেন ধিক্কার না দেন, সুহৃদগণে যেন তিরস্কার না করেন, পণ্ডিতেরা যেন তোমার দুরবস্থা দর্শনে শোকার্ত্ত না হন, দক্ষ লোকেরা যেন উপহাস না করেন, সেবকেরা যেন সর্ব্বস্ব গ্রাস না করে, ধূর্ত্তেরা যেন বঞ্চনা না করে, স্ত্রীলোকে যেন প্রলোভিত না করে, মদে যেন নৃত্য না করায়, কন্দর্পে যেন উন্মত্ত করিয়া না তুলে, বিষয় সুখে যেন আকর্ষণ না করে। তুমি স্বভাবতঃ ধীর, পিতাও অতি যত্নসহকারে তোমার সংস্কার সম্পাদন করিয়াছেন। অতএব তোমার প্রতি আমার অধিক বক্তব্য নাই। কারণ যাহারা তর... হৃদয় ও মূর্খ, ধনে তাহাদিগকেই মত্ত করে। তথাপি যে আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিতেছি, তাহার কারণ এই, তোমার গুণরাশি আমাকে এই প্রকার বাচাল করিয়া তুলিয়াছে। আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ এই কথা কহিতেছি, ঐশ্বর্য্যে বিদ্বান্ বুদ্ধিমান উদারাশয় সৎকুলজাত, ধীর ও যত্নবান্ পুরুষকেও দুর্ব্বিনীত করিয়া তুলে (৫)।

...দঃ শুচীন্। বৃদ্ধসেবী হি সততং রক্ষোভিরপি পূজ্যতে। তেভ্যোঽধিগচ্ছেৎ বিনয়ং বিনীতাত্মাপি নিত্যশঃ। বিনীতাত্মা হি নৃপতির্ন বিনশ্যতি কর্হিচিৎ। বহবোঽবিনয়ান্নষ্টা রাজানঃ সপরিচ্ছদাঃ। বনস্থা অপি রাজ্যানি বিনয়াৎ প্রতিপেদিরে। বেণো বিনষ্টোঽবিনয়াৎ নহুষশ্চৈব পার্থিবঃ। সুদাসো যবনশ্চৈব সুমুখো নিমিরেবচ। পৃথুস্তু বিনয়াৎ রাজ্যং প্রাপ্তবান্ মনুরেবচ। কুবেরশ্চ ধনৈশ্বর্য্যং ব্রাহ্মণ্যঞ্চৈব গাধিজঃ। ইন্দ্রিয়াণাং জয়ে যোগং সমাতিষ্ঠেদ্দিবানিশং। জিতেন্দ্রিয়ো হি শক্নোতি বশে স্থাপয়িতুং প্রজাঃ। দশ কামসমুত্থানি তথাষ্টৌ ক্রোধজানি চ। ব্যসনানি দুরন্তানি প্রযত্নেন বিবর্জয়েৎ। কামজেষু প্রসক্তোহি ব্যসনেষু মহীপতিঃ। বিযুজ্যতেঽর্থধর্ম্মাভ্যাং ক্রোধজেষ্বাত্মনৈবতু। মৃগয়াক্ষোদিবাস্বপ্নঃ পরীবাদঃ স্ত্রিয়ো মদঃ। তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যাচ কামজো দশকো গণঃ। পৈশুন্যং সাহসং দ্রোহ ঈর্ষ্যাসূয়ার্থদূষণং। বাগ্দণ্ডজঞ্চ পারুষ্যং ক্রোধজোঽপি গণোঽষ্টকঃ। মনুসংহিতা।

(৫) অপরেতু স্বার্থনিষ্পাদনপরৈর্ধনপিশিতগ্রাসগৃধ্রৈরাস্থাননলিনীবকৈর্ধূর্ত্তৈঃ দ্যূত... বিনোদ ইতি, পরদারাভিগমনং বৈদগ্ধ্য... মিতি, মৃগয়া শ্রম ইতি, পানং বিলাস ইতি, প্রমত্ততা শৌর্য্যমিতি, স্বদারপরিত্যাগো ব্যস... নিতেতি, গুরুবচনাবধীরণমপরপ্রণেয়ত্বমিতি অজিতভৃত্যতা সুখোপসেব্যত্বমিতি, নৃত্যগীতবাদ্যবেশ্যাভিসক্তী রসিকতেতি, মহাপরাধান... কর্ণনং মহানুভাবতেতি, পরিভবসহত্বং ক্ষমেতি স্বচ্ছন্দতা প্রভুত্বমিতি, দেবাবমাননা মহাসত্ত্ব... তেতি, বন্দিজনখ্যাতির্যশ ইতি, তরলতা উৎসা... হ ইতি, অবিশেষজ্ঞতা অপক্ষপাতিত্বমিতি, দোষানপি গুণপক্ষমধ্যারোপয়দ্ভিঃ অন্তঃ স্বয়মপি বিহ... সদ্ভিঃ প্রতারণকুশলৈর্ধূর্ত্তৈরমানুষোচিতাভি... স্তুতিভিঃ প্রতার্য্যমাণা বিত্তমদমত্তচিত্তা নিশ্চে... তনতয়া তথৈবেত্যাত্মন্যারোপিতালীকাভিমানা ম... র্ত্ত্যধর্ম্মাণোঽপি দিব্যাংশাবতীর্ণমিব সদৈবতমি... বাতিমানুষমাত্মানমুৎপ্রেক্ষমাণাঃ প্রারব্ধদিব্যোচি... তচেষ্টানুভাবাঃ সর্ব্বজনস্যোপহাস্যতামুপযা... * * * * তদেবং প্রায়াতিকুটিলকষ্টচেষ্টা... সহস্রদারুণে রাজতন্ত্রেঽস্মিন্ মহামোহ... কারিণি চ যৌবনে কুমার! তথা প্রযতেথাঃ যথা নোপহস্যসে জনৈঃ ন নিন্দ্যসে সাধুভিঃ ন ধি... ক্ক্রিয়সে গুরুভিঃ নোপালভ্যসে সুহৃদ্ভিঃ ন শো... চ্যসে বিদ্বদ্ভিঃ ন প্রকাশ্যসে বিটৈঃ ন প্রহস্য... সে কুশলৈঃ নাস্বাদ্যসে ভুজঙ্গৈঃ নাবলুপ্যসে সে... বৃকৈঃ ন বঞ্চ্যসে ধূর্ত্তৈঃ ন প্রলোভ্যসে বনি...

## উত্তর পাড়ার স্কুল।

আমরা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম যে গবর্ণমেণ্ট এত কালের পর উত্তর পাড়ার স্কুলকে সাহায্যকৃত স্কুল বলিতেছেন এবং উহার কর্ম্মচারিদিগকে পেন্সন দিতে সম্মত হইতেছেন না! বাবু কেদার নাথ মুখোপাধ্যায় নামক একজন শিক্ষকের পেন্সন লইয়া এই কথা উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহার ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে যখন ঐ স্কুলের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী,বাবু রামতনু লাহিড়ীর পেন্সন হয়, তখন এ বিষয়ের কোন কথা উপস্থিত হয় নাই। যাহা হউক এবিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কিরূপ বিসদৃশ ব্যবহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইবার জন্য সংক্ষেপে ঐ স্কুলের আমূল বৃত্তান্ত বর্ণন করা যাইতেছে।

উত্তর পাড়ার জিলা স্কুলের মত একটী স্কুল হয় এই উদ্দেশে তত্রত্য প্রসিদ্ধ জমীদার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় গবর্ণমেণ্টে আবেদন করেন এবং বাৎসরিক ১২০০ টাকা উপস্বত্বের একটী জমীদারী এবং স্কুলবাটী নির্ম্মাণের নিমিত্ত ৫০০০ টাকা গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করিতে উদ্যত হন। গবর্ণমেণ্ট তাহা লইয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হন, তদনুসারে ১৮৪৬ অব্দের ১ লা মার্চ্চ ঐ স্কুল সংস্থাপিত হয়; অদ্যাপি গবর্ণমেণ্ট জেলা স্কুলে যেরূপ লোকাল কমিটি আছে, ঐ স্থানেও সেইরূপ লোকাল কমিটি সংস্থাপিত হয়, এবং সিলেট জেলা স্কুলের হেড মাষ্টার রবার্ট হ্যাণ্ড সাহেব বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারির স্বাক্ষরিত নিয়োগ পত্র পাইয়া ঐ স্কুলের হেড মাষ্টার হইয়া আসিলেন। তদবধি আজি পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট বরাবর আপনাদিগের রিপোর্টে ঐ স্কুলকে জেলা স্কুলমধ্যেই গণ্য করিয়া আসিয়াছেন এবং উহার আয় ব্যয় সম্পৃক্ত সমুদয় হিসাব পত্র নিজেই রাখিতেছেন। ফলতঃ উহাকে গবর্ণমেণ্ট স্কুল বলিয়া বিশ্বাস থাকাতে শিক্ষকেরা উহাতে কর্ম্ম গ্রহণ করিতেছেন। যদি তাঁহারা জানিতেন যে, উহা গবর্ণমেণ্ট স্কুল নহে, সাহায্যকৃত স্কুল, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহাদের অনেকে উহাতে কর্ম্ম গ্রহণ করিতেন না। যাহা হউক একাউণ্টাণ্ট জেনরল ও লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর কি কারণে কি যুক্তিতে যে উহাকে সাহায্যকৃত স্কুল বলিয়া গণনা করিতে উদ্যত হইয়াছেন কোনক্রমে বুঝিতে পারিতেছি না। এক্ষণে সাহায্যকৃত স্কুল যাহাকে বলে তাহা ১৮৫৫ অব্দের কোর্ট অব ডাইরেক্টরদিগের পত্র দ্বারা মঞ্জুর হইয়াছে; কিন্তু উত্তর পাড়া স্কুল তাহার ৯ বৎসর পূর্ব্বে সংস্থাপিত হইয়াছিল তখন সাহায্যকৃত স্কুলের সৃষ্টিই হয় নাই। জয়কৃষ্ণ বাবু জমীদারী ও অর্থ দ্বারা ঐ স্কুলের সাহায্য করিয়াছিলেন, এই জন্যই কি উহাকে সাহায্যকৃত স্কুল বলা যাইতে পারে? কখনই না। জয়কৃষ্ণ বাবুর সাহায্য সামান্যরূপ সাহায্য নহে তিনি ঐ স্কুলে যাবার্থ একটী জমীদারী গবর্ণমেণ্টের হস্তে স্বত্বত্যাগ করিয়া দিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট নিজে তাহার বন্দোবস্তাদি করিতেছেন; অতএব ওরূপ সাহায্যকে ইংরেজি কথায় এণ্ডোমেণ্ট বলে। এণ্ডোমেণ্ট প্রাপ্ত বিষয়ের দ্বারা গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্য করেন তাহা যদি গবর্ণমেণ্টের কার্য্য বলিয়া গণ্য না হয়, তাহা হইলে হুগলী কালেজ প্রভৃতিও গবর্ণমেণ্টের কার্য্য না হইতে পারে এবং তথাকার কর্ম্মচারীরাও পেন্সন না পাইতে পারেন। হুগলী কালেজের ব্যয় এণ্ডোমেণ্ট প্রাপ্ত বিষয়ের দ্বারা সমগ্ররূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে, উত্তর পাড়া স্কুলের আংশিক রূপে, এতদ্ভিন্ন আর কিছু বৈলক্ষণ্য নাই

যাহা হউক, আমাদের নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, উত্তর পাড়া স্কুল বিষয়ে একাউণ্টাণ্ট জেনরল ও লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের ভ্রম জন্মিয়াছে। আমরা অনুরোধ করি, তাঁহারা উক্ত স্কুল সংক্রান্ত সমুদয় কাগজ পত্র ভালরূপে দেখিয়া আপনাদের ভ্রম অপনীত করুন। আমরা শুনিয়াছি, স্কুল ইন্স্পেক্টর উড্রো সাহেব উত্তর পাড়া স্কুলকে জেলা স্কুল বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং তদ্বিষয়ক প্রমাণ প্রয়োগ লিখিয়া গবর্ণমেণ্টে পাঠাইয়াছেন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টেরও এ বিষয়ে ভ্রম হইবে তাহা কোনরূপে সম্ভাবিত নহে।

---

### নূতন পুস্তক।

১। শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন যে অভি... খান প্রণয়ন করিতেছেন এখানি তাহার ... খণ্ড। অভিধানকর্ত্তা শব্দার্থ সঙ্কলন বিষয়ে যে কিরূপ পরিশ্রম করিতেছেন, এক "অলঙ্কার" শব্দদ্বারাই তাহার বিলক্ষণ পরি... হইবে। অর্থালঙ্কারের ১০২ প্রকার ভেদ ক্রমে দর্শিত হইয়াছে। অর্থ প্রমাণ প্রয়োগ অতি বিস্তৃতরূপে দেওয়া হইয়াছে। প্র... খণ্ডেই অভিধানকর্ত্তার উত্তরোত্তর যে... পরিশ্রম বাহুল্য দৃষ্ট হইতেছে তাহাতে ... হয়, এখানি অন্যান্য সংস্কৃত ইংরাজী অ... ধানের উপরে প্রাধান্য স্থাপন করিবে।

২। আকৃতি তত্ত্ব। শ্রীযুক্ত বাবু ... চাঁদ সেন ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। আ... তত্ত্ব (ফিজিয়গনমি) দ্বারা মনুষ্যদেহ ...

---

তা ভঃ ন বিভ্রমসে লক্ষ্যা, ন মত্তাসে মদেন, নোন্মত্তীক্রিয়সে মদনেন, নাক্ষিপ্যসে বিষয়ৈঃ নাবকৃষ্যসে রাগেঃ নোপার্জ্জ্যসে সুখেন। কামং ভবান্ প্রকৃত্যৈব ধীরঃ পিত্রাচ মহতা প্রযত্নেন সমারোপিতসংস্কারঃ তরলহৃদয়মপ্রতিবুদ্ধঞ্চ মদয়ন্তি ধনানি তথাপি ভবদ্গুণসন্তোষো মামেবং মুখরীকৃতবান, ইদমেবচ পুনঃ পুনরভিধীয়সে বিদ্বাংসমপি সচেতনমপি ধীরমপি প্রযত্নবন্তমপি পুরুষমিয়ং দুর্ব্বিনীতা খলীকরোতি লক্ষ্মীরিতি। কাদম্বরী।

ইন্দ্রিয়ার্থেষু সর্ব্বেষু ন প্রসজ্যেত কামতঃ। অতিপ্রসক্তিঞ্চৈতেষাং মনসা স নিবর্ত্তয়েৎ॥ মনুসংহিতা।

সহঃ মুখ মণ্ডল দর্শন করিয়া প্রকৃতির উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ণয় করা যায়। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আকৃতি তত্ত্বের প্রচলন ছিল। তৎপরে ইহা মিশর (ঈজিপ্ট) দেশে প্রচলিত হয়। পিথাগোরস মিশর হইতে শিক্ষা করিয়া গ্রীশ দেশে ইহার প্রচার করেন। বলাইবাবু ইহাতে স্ত্রীপুরুষের শুভা শুভ লক্ষণ বাচক কতকগুলি সংস্কৃত বচন শব্দকল্পদ্রুম ও গারুড় পুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। ইহা বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে।

৩। বসন্তকুমারী প্রথম খণ্ড। শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ চক্রবর্ত্তী ইহার প্রণেতা। এটি একটী আখ্যায়িকা। বসন্ত সেন ইহার নায়ক এবং বসন্তকুমারী নায়িকা। অকৃত্রিম মিত্রতা অকৃত্রিম অধ্যবসায় পবিত্র প্রণয় প্রভৃতি গুণের বর্ণনই এই গ্রন্থ প্রণয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য।

৪। সচিত্র ক্ষেত্রবিজ্ঞান। বহরমপুর ট্রেণিং নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের ৩য় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ রায় ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। নানা ইংরাজী গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এখানি লিখিত হইয়াছে। কম্পাস চেন প্রভৃতি দ্বারা যেরূপ নদী বন পর্ব্বত ও ক্ষেত্রাদির পরিমাণ করিয়া চিত্রাঙ্ক ও ক্ষেত্রফল নির্দ্ধারিত হয়, ইহাতে সে সমুদায় সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। পারসী হিন্দী ও ইংরাজী ভাষার নামগুলি বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া এবং তত্তদ্ভাষাতেও লিখিয়া দিয়া বিশেষ বুদ্ধির কাজ করা হইয়াছে। এখানি নর্ম্মাল ট্রেণিং বিদ্যালয়ের বালকগণের পক্ষে বিলক্ষণ উপকারের হইবে।

৫। ১৮৭২ অব্দের ২০ এ জানুয়ারি শনিবার কলিকাতা ডেলহাউসি ইনষ্টিটিউটে বঙ্গদেশীয় ফটোগ্রাফিক সমাজের পঞ্চদশ প্রদর্শনে যে সকল ফটোগ্রাফ প্রদর্শিত হইয়াছিল এখানি তাহার তালিকা।

৬। সুরা বিষয়ে বক্তৃতা। শ্রীযুক্ত বাবু কানাই লাল পাইন কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজে এবং বরাহ নগর স্বাস্থ্য রক্ষিণীসভায় ইংরাজী ভাষায় এই বক্তৃতা করেন। অতি প্রাচীন কাল হইতে সভ্য জাতিমাত্রেই সুরা ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। এই ভারতবর্ষে প্রাচীন কালে মুনি ঋষিগণও সুরা সেবন করিতেন। কিন্তু সে সুরা একণকার সুরার ন্যায় তেজস্কর ছিল না। তথাপি ইহা হইতে নানা অনিষ্ট হইত বলিয়া প্রাচীন কালের রাজগণ সুরা সেবনের গুরুদণ্ড বিধান করিতেন এবং শাস্ত্রকারগণ মহাপাপ বলিয়া এতৎ সেবনের নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। অল্প পরিমাণে হউক আর অধিক পরিমাণে হউক, সুরাসেবন যে বহুবিধ অনিষ্টোৎপাদক এবং স্বাস্থ্যনাশক, এবং ঔষধ স্বরূপ এতৎ সেবনের মতটীও যে ভ্রমসংকুল, কানাই লাল বাবু বহুবিধ প্রমাণ প্রয়োগ ও বিশুদ্ধ যুক্তি এবং প্রধান প্রধান চিকিৎসকদিগের মত উদ্ধৃত করিয়া তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। একণে এদেশে সুরার সমধিক প্রভাব ও তন্মূলক বহুবিধ অনিষ্ট দর্শন করিয়া অনেক দেশ হিতৈষী ব্যক্তি এতন্নিবারণার্থ বিপুল অর্থ ব্যয় বহু আয়াস স্বীকার এবং নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছেন বটে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তাহারা সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কানাইলাল বাবু এতন্নিবারণার্থ নিম্নলিখিত উপায়গুলির নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথম, বক্তৃতা ও পুস্তকাদি মুদ্রিত করিয়া সুরা সেবনের অনিষ্টকারিতা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া। দ্বিতীয়, উপরিউক্ত ও অন্যান্য উপায় দ্বারা সুরার প্রতি সকলের দ্বেষ ভাব বদ্ধমূল করা। তৃতীয়, গবর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ দ্বারা সুরার দোকান কমাইয়া দেওয়া এবং বেশ্যালয়গুলিকে নগরের দূরবর্ত্তী স্থানে লইয়া যাওয়া। চতুর্থ, স্বাস্থ্যনাশক ও অবিশুদ্ধ আমোদাদির উন্মূলন করিয়া তৎস্থলে স্বাস্থ্যকর ও বিশুদ্ধ আমোদের প্রতিষ্ঠা করিবার উপায় অবলম্বন করা। পঞ্চম, যাহাতে পশুবৎ আমোদাদিতে মন আকৃষ্ট না হয়, এরূপ শিক্ষার প্রচার। এই বক্তৃতাতে কানাইলাল বাবুর বহুদর্শিতা বিজ্ঞতা ও চিন্তাশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় হইয়াছে।

## বিবিধ সংবাদ।

২৩এ মাঘ সোমবার।

কাপাসডাঙ্গার ইংরাজ বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণনাথ বিশ্বাস কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, উক্ত বিদ্যালয়গৃহ নির্ম্মাণার্থ রাণী শরৎসুন্দরী ২০ টাকা দান করিয়াছেন।

আমাদিগের কোয়ালটীস্থ সংবাদদাতা কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, উক্ত রাণী কোয়ালটী স্ত্রীশিক্ষা বিধায়িনী সভার কার্য্যালয় নির্ম্মাণার্থ ২০ টাকা দান করিয়াছেন।

ঢাকাপ্রকাশ লিখিয়াছেন, বুড়িগঙ্গার সংস্কার না হইলে নদীটী শীঘ্রই মজিয়া যাইবে। গবর্ণমেণ্ট এ নিমিত্ত একজন ইঞ্জিনিয়রকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু জল মাপা ভিন্ন তাঁহা দ্বারা আর কোন কাজ হয় নাই।

সেনাদলের ব্যয় সংক্ষেপ করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত ষ্টেট সেক্রেটারির পত্র লেখালিখি হইতেছে। এতদ্দেশীয় সেনাদলের সংখ্যা কমান লার্ড আর্গাইলের বড় অভিপ্রেত নয়। সৈন্য সংখ্যা অধিক বলিয়াই ব্যয় অধিক হয়, এরূপ নয়। সৈন্যদিগের জন্য যে সকল দ্রব্যাদি ক্রীত হয়, তাহাতে জুয়াচুরি হয় বলিয়াই এত অধিক ব্যয় পড়ে। সেনাপতি বালফোরও এই কথা বলেন। এই নিমিত্ত লার্ড আর্গাইল সেনাপতি বালফোরকে সৈনিক ব্যয় সম্বন্ধে এক রিপোর্ট করিতে বলিয়াছেন। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলিয়াছেন, এই কার্য্য দ্বারা এখানকার গবর্ণমেণ্টের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। কিন্তু একথাটী আমাদিগের অনুমোদনীয় নহে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সতর্ক হইলে দ্রব্যাদিতে এত ব্যয় পড়ে না। এই অনিষ্ট নিবারণার্থ লার্ড আর্গাইল প্রকৃত উপায়ই অবলম্বন করিয়াছেন।

মুন্সেফদিগের হিসাব পত্রে অত্যন্ত গোলযোগ হয় বলিয়া হাইকোর্ট ডিষ্ট্রিক্ট জজদিগকে আজ্ঞা দিয়াছেন, যাহাতে মুন্সেফেরা ভাল করিয়া হিসাব পত্র রাখেন তাঁহাদিগকে তদ্বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতে হইবে। হিসাবে কোন গোলযোগ হইলে তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগকে দায়ী হইতে হইবে।

২৪ এ মাঘ মঙ্গলবার।

সম্প্রতি বারাণসীতে সেতারা হইতে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন, ইহার স্মৃতি শক্তির বিষয় শ্রবণ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ইহঁাকে কোন কঠিন অঙ্ক দিলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে মনে মনে ভাবিয়া তাহার ফল স্থির করিয়া দিতে পারেন। অন্যে কাগজ কলম লইয়াও তত শীঘ্র পারেন না। সেদিন তিনি বারাণসীর কুইন্স কালেজে গিয়া প্রিন্সিপলের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহাকে ৩৪ টী অঙ্ক দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাহার সহিত কথা কহিয়া নানারূপে বিরক্ত করিলেও তিনি কথা কহিতে কহিতেও অতি শীঘ্র সেগুলির উত্তর দান করিলেন। প্রিন্সিপল তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এ ব্যক্তির অনেকগুলি প্রশংসাপত্র আছে।

জনশ্রুতি এই, বর্ত্তমান বর্ষের বজেটে এরূপ ব্যবস্থা করা হইবে যে, ইনকম টাক্স এককালে উঠাইয়া না দিয়া এক্ষণকার অপেক্ষা অল্প পরিমাণে উহা সংগৃহীত হইবে।

আগামী মার্চ্চমাসে কলিকাতার হাই কোর্টের বিচারপতি ই, জাকসন আ মাসের বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে গমন করিবেন।

ডাক্তার ফেরার বিদায় লওয়াতে কা ক্রিক সাহেব তাঁহার প্রতিনিধি হইতেছেন।

ইংলিসম্যান বলেন, মফস্বলাইট পত্রিকাখানি মুদ্রাযন্ত্র সহ বিক্রীত হইবে। ইহার মূল্য ১৫০০০ টাকা স্থির হইয়াছে।

একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্রে ইউরোপের রাজগণের দৈনিক আয়ের বিবরণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে—রুশিয়ার জার ৫০০০০, তুরস্কের সুলতান ৩৬০০০, তৎপূ ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ২৮০০০, ইটালির রাজা ১৬৫০০ প্রশিয়ার রাজ ১৬৪২০, ইংলণ্ডেশ্বরী ১০১০০, ইংলণ্ডের যুবরাজ ২৯০০, প্রশিয়ার রাজা সম্রাট হই কত পাইতেছেন, জানা যায় নাই। ইউনাইটেড ষ্টেটসের সভাপতি গ্রাণ্টের দৈনিক আয় ১৩৭ টাকা।

এক তন্তুবায় পত্নী এককালে একটী পুত্র ও দুটী কন্যা প্রসব করিয়াছে। ৩ দিবসের পর পুত্রটীর মৃত্যু হয়, কন্যা দুটী জীবিত আছে।

একখানি সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে, শ্যামের রাজার ৬০ ভ্রাতা ও ৪০ ভগিনী আছেন। ইহার পিতার ১০০ মহিষী ছিলেন, ইহাঁর নিজের ৩[illegible] মহিষী আছেন।

মস্কাউএর কয়েকজন ছাত্র মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার পোষকতা করাতে উহাদিগকে সাইবিরিয়াতে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে।

২৫ এ মাঘ বুধবার।

গবর্ণমেণ্ট মেদিনীপুরে একটী হাইস্কুল স্থাপনের অনুমতি দিয়াছেন। যে সকল জমীদার এ বিষয়ে সাহায্য দান করিয়াছেন, তন্মধ্যে বাবু নবীনচন্দ্র নাগ সর্ব্ব প্রধান। ইনি ৫ সহস্র টাকা এককালে দান করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন মাসিক কতক টাকা চাঁদা দিবেন স্বীকার করিয়াছেন।

লণ্ডনে "সানিটেরিয়ান্" নামে এ [illegible] ইহাতে কেবল সাধারণ স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রবন্ধাদি লিখিত হইবে।

চারলস জেক্সেন সাহেব ষ্টিফেন সাহেবের পদে নিযুক্ত হইতেছেন। এক্ষণে প্রকাশ পাইতেছে, গবর্ণর জেনরলের অন্য অন্য মন্ত্রীর সহিত মতভেদ হওয়াতেই ষ্টিফেন সাহেব অকালে পদত্যাগ করিলেন, বিচারপতিদিগকে শাসন সংক্রান্ত কর্ম্মচারীর অধীন করা যে সকল শাসনকর্ত্তার মত, ষ্টিফেন সাহেবের সদৃশ লোকের তাঁহাদিগের সহিত বনিয়া উঠা সম্ভাবিত নহে।

ইংলিসম্যান বলেন, বুনাইর ও উহার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে বৃষ্টি হইয়া গিয়া.. এতদ্দ্বারা আগামী বর্ষে যে শস্যাদির অভাব হইবে না একরূপ সম্ভাবনা জন্মিয়াছে।

পারিসের একজন কুকুর পালক তাঁহার —টি পালিত কুকুরকে এত ভাল বাসিত যে ঐ কুকুরের মৃত্যুর পর স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে আত্মহত্যা করিয়া কুকুরের অনুগামী হইয়াছে।

সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে, বিক্র- পাড়া নামক গ্রামে একজনের স্ত্রী এককা ৭ টী সন্তান প্রসব করে। একে একে সন্ত গুলির মৃত্যু হইয়াছে।

২৬ এ মাঘ বৃহস্পতিবার।

কলিকাতার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ কু কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, দানশী মহারাণী স্বর্ণময়ী কলিকাতার হিন্দু এ ডামি নামক বিদ্যালয়ের নিমিত্ত টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথনাথ সরকার কৃতজ্ঞ স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, তাঁহার প্র প্যারী বাবুর আইবুক ব্যাপারে চারি খণ্ড হার প্রাপ্ত হওয়া মহারাণী স্বর্ণময়ী পুর স্বরূপ তাঁহাকে ৫ টাকা দান করিয়াছেন।

গত শুক্রবার বৈকালে শ্যামের রা আগ্রা হইতে এক বিশেষ ট্রেণে ল যাত্রা করিয়াছেন।

গত ৩১ এ জানুয়ারি রাত্রি ১-৩০ মি টের সময় পাবনায় ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়াছিল।

লর্ড নেপিয়রের সহিত "মান্দ্রাজ নিয়রের" যে মকদ্দমা হইতেছে, তাহা স্বয়ং সাক্ষ্য দিবার জন্য আসামীকে লতে উপস্থিত করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করা হয়। আসামীর উকীল য়াছেন, তাহা হইলে লর্ড নেপিয় স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হওয়া উচি এক্ষণে বিচারালয়ে শাসনকর্ত্তা ও সামান্য প্রজা বলিয়া প্রভেদ করিবার কাল নাই।

সম্প্রতি অযোধ্যায় অত্যন্ত বৃষ্টি য়াতে স্থানে স্থানে শস্যাদির বিলক্ষণ হইয়াছে। এখনও আর কোন উপ হইলে রবি শস্যের অনেক ক্ষতি হইবে।

বাবু শ্যামাচরণ দে ইংলণ্ডে য হইল না বলিয়া ডেপুটী কণ্ট্রোলার সাহেব ইংলণ্ডে গমন করিতেছেন।

আলাবামা ঘটিত গোলযোগ মীমাং তেছে না। আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট হিসাব দিয়াছেন, তাহাতে পাঁচ শত টাকা দিতে হয়। ইংলণ্ডের মন্ত্রিগণ কোটি পাউণ্ড দিতে পারেন। এক্ষ তাল নাই।

...ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মাইসোরে ...লাইসেন্স টেক্স" নামে এক প্রকার কর ...স্থাপন করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমে...র প্রসাদে আমরা নিত্য নূতন নূতন ...রের নাম শুনিতে পাই।

২১এ মাঘ শুক্রবার।

রুশীয় গবর্ণমেণ্ট চীনদেশের সীমা ...য় একটী রেলওয়ে করিবার মানস করি...ছেন।

...রুশিয়ার অন্তর্গত ফিন্‌লাণ্ড প্রভৃতি প্রদেশের লোকেরা জর্মণ জাতি ...তে উদ্ভূত। এক্ষণে জর্ম্মণির প্রজা হইয়াছে ঐ সকল স্থানের লোকেরা ...শিয়ার না হইয়া জর্ম্মণির অধীন হইতে ...। রুশীয় গবর্ণমেণ্ট তন্নিমিত্ত আজ্ঞা ...য়াছেন, ফিনলাণ্ডের যাবতীয় বিদ্যালয়ে ...শীয় ভিন্ন আর কোন ভাষা শিক্ষা দেওয়া ...বে না।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট এত...দিনের পর উচ্চশিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া...ন। এ পর্য্যন্ত নিয়ম ছিল, এল এ পরীক্ষায় ...লেই যাবতীয় ছাত্র বি, এ পর্য্যন্ত পাঠ ...রিবার নিমিত্ত ছাত্রবৃত্তি পাইতেন। ...ক্ষণে নিয়ম হইয়াছে, সমুদায় প্রদেশে ...টী মাত্র ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হইবে। ...মরা অবগত হইলাম, কয়েকজন ছাত্র...কে ছাড়াইয়া দেওয়া হইবে।

...বেথুন সোসাইটির গত অধিবেশন...সে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এদেশে ...জ্ঞান সভা স্থাপন বিষয়ে এক উৎকৃষ্ট ...বক্তৃতা করিয়াছেন। শ্রোতাগণ উপদেশ ...ণে বারম্বার আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছি...ন, কিন্তু আমরা দুঃখিত হইলাম, অর্থ দ্বারা ...হায্য করিবার বিষয়ে কেহ কোন কথা ...লেন নাই। এদেশের কৃতবিদ্য ও ধনিদি...কে এনিমিত্ত পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা করা ...গেল দেখায় না। এতদ্দেশীয় রাজগণ এ ...য় কোথায়?

২৮এ মাঘ শনিবার।

...সিন্ধিয়ার রাজা যখন দক্ষিণ শিক্ষা ...দিতে ছিলেন তখন তাঁহার বিরুদ্ধে কয়েক ...জন ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু ইহাঁরা ধৃত হইয়াছেন। রাজা সকলকেই দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন।

রেঙ্গুনের বণিকগণ শস্যের রপ্তানী কর উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত লার্ড মেয়রকে অনুরোধ করাতে গবর্ণর জেনরল রাজস্ব মন্ত্রির উপর ইহার ভার দিয়াছেন। ইহা পীড়া শান্তির নিমিত্ত যমের নিকটে গমনের তুল্য।

এবিসিনিয়ার রাজকুমার আলেমেয় ইংলণ্ডে উপনীত হইয়াছেন।

## ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৩০ এ জানুয়ারি বৈকাল লিবরপুলের তুলার বাজারে তুলার মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে।

অদ্য ইংলাণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ৯১০০০০ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ১লা ফেব্রুয়ারি। আলাবামা বিষয়ে ইংরাজী সংবাদ পত্র মধ্যেই মহা আন্দোলন হইতেছে।

প্রিন্সঅব ওয়েলস ক্রমে বিলক্ষণ সুস্থ হইতেছেন।

আরল মোরাণ মান্দ্রাজের শাসনকর্তৃত্ব পদ গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়াছেন।

লণ্ডন ১লা ফেব্রুয়ারি অপরাহ্ণ ২ ঘটিকা। অদ্যকার টাইমস পত্র বলেন, আমেরিকা যদি খেসারত অর্থ গ্রহণে পীড়াপীড়ি করেন, ইংলণ্ড কখনই ওয়াসিংটনের সন্ধিতে আবদ্ধ থাকিবেন না।

প্যারিস ৩১ এ জানুয়ারি। অদ্য জাতিসাধারণ সভা ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্য বিষয়ক সন্ধিপত্রের বিচার আরম্ভ করিয়াছেন। টিয়র্স সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

প্যারিস ১লা ফেব্রুয়ারি। ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্য সংক্রান্ত সন্ধির সংশোধন হইতেছে।

কাউণ্টঅব প্যারিস পদত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু এখনও তৎপদে নিযুক্ত হন নাই।

কার্ডিনল আণ্টোনেলি পীড়িত হইয়াছেন

লণ্ডন ৩রা ফেব্রুয়ারি। অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ৬৫০০০০ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ২রা ফেব্রুয়ারি। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা আলাবামা ঘটিত গোলযোগের মধ্যে থাকিবেন না স্থির করিয়াছেন বলিয়া যে সমাচার প্রচারিত হয় তাহা অমূলক নহে। এ বিষয়ে কেবল মত প্রকাশ করা হইয়াছে মাত্র।

গ্লাডষ্টোন বলেন, গবর্ণমেণ্ট ওয়াসিংটনের সন্ধির সংশোধনার্থ প্রার্থনা করিবার মানস করিয়াছেন।

—০—

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

### বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

### নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৭ ই জানুয়ারি। নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ ১৮৭১ অব্দের ৫ আইনের ৪ ধারানুসারে দেওঘরের কমিশনর হইবেন।

এফ, এচ, পিলেউ (সভা ও সভাপতি)।
টি, জে, সি, প্লাউডেন।
ডাক্তার আর এফ, টমসন।
বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।
" বিজয় নাথ চট্টোপাধ্যায়।
" বিপ্রদাস দে।
" সন্তোষ দয়াল বন্দোপাধ্যায়।
" হেমচন্দ্র গোসাই।
" চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায় (সভ্যগণ)

২৫ এ জানুয়ারি। বাবু রাম চরণ বসু পাবনা উপবিভাগের আসুয়ারাগের সব রেজিষ্টার হইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যশোহরের সাধারণ শিক্ষা সভার সভ্য হইবেন।

এচ, এল, হারিস।
বাবু আনন্দ মোহন মজুমদার।

২৭ এ জানুয়ারি। জি, জে, বি, টী ডালটন ভাগলপুরের সাধারণ শিক্ষা সভার সেক্রেটারি হইবেন।

২৯ এ জানুয়ারি। মেদিনীপুরের ডেপুটী মাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টর টিপারায় বদলী হইলেন।

৩০ এ জানুয়ারি। জে, এ হপকিন্স বি, এল, মেদিনীপুরের সাধারণ শিক্ষা সভার সেক্রেটারি হইবেন।

৫ ই ফেব্রুয়ারি। বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য হুগলীর আসুয়ারাগের প্রতিনিধি সব রেজিষ্টার হইবেন।

জে, ডি এফ হার্বে কিছুদিনের জন্য বর্দ্ধমানের আসুয়ারাগের বিশেষ সব রেজিষ্টারের প্রতিনিধি হইবেন।

জে, এ রিকেটস কিছু দিনের জন্য হাবড়ার আসুয়ারাগের প্রতিনিধি সব রেজিষ্টার হইবেন।

কলিকাতার রেজেষ্ট্রার অফ্ এসুরেন্সেস (?) যাহা ১৮৬৫ অব্দ ৫ আইনের ৫ অধ্যায়ের ৪৭ ধারানুসারে এতদ্দেশীয় খৃষ্টীয়ানদিগকে বিবাহের অনুমতি পত্র দিবার ক্ষমতা পাইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ...নাথ মল্লিক মাদারিপুর (বাখরগঞ্জ) ...বিভাগের ভার পাইবেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি ই মানিন ২৪ পরগণায় রহিলেন।

মাদারিপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু আনন্দচন্দ্র সেন বাখরগঞ্জের সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন।

ঢাকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হীরালাল মুখোপাধ্যায় বাখরগঞ্জের সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত আটিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু তারিণী প্রসাদ রায় রঙ্গপুরে বদলী হইলেন।

যে দিবস বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত কিশোরগঞ্জ উপবিভাগের ভার গ্রহণ করিবেন, সেই দিবস ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই, এস্ ...ম, আটিয়া উপবিভাগের ভার প্রাপ্ত হইবেন।

কটকের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে, এম্ ফিণ্ডিস মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

এচ, এল, ডাম্পিয়ার
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি

বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

১০ এ জানুয়ারি। সার্জ্জন এচ, সি কট ক্রক কলিকাতা মেডিকাল কালেজের সার্জ্জারির অধ্যাপকের প্রতিনিধি হইবেন এবং কিছু দিনের জন্য কালেজ হাসপাতালের অতিরিক্ত প্রথম সার্জ্জন হইবেন।

২৩ এ জানুয়ারি। ভাগলপুরের ... সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার সি, সি ডবলিউ উইল... কিছু দিনের জন্য ভাগলপুরের সেণ্ট্রাল জেলের তত্ত্বাবধায়ক হইবেন।

২৫ এ জানুয়ারি। জে, এ, হপকিন্স মেদিনীপুরের মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের বাইস চেয়ারম্যান হইবেন।

২৬ এ জানুয়ারি। ডবলিউ কে, ফ্রিসেণ্টসন ১৮৭০ অব্দের ১১ আইনের ৭৮ ধারানুসারে কাছাড়ে মজুরদিগের সহকারী ইনস্পেক্টর হইবেন।

৩০ এ জানুয়ারি। ডবলিউ এচ, ডোলি বারাসাত মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের বাইস চেয়ারম্যান হইবেন।

১৮ ই জানুয়ারি। রোমজান অন্তঃপাতী নওখালার সম্প্রতি যে একটা দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে উহার তত্ত্বাবধানার্থ নিম্নলিখিত সভ্যগণ লইয়া (?) এক সভা করিবেন—

রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুর।

বাবু তারাপ্রসাদ মিত্র।

„ কৃষ্ণসুন্দর সরকার।

বাবু মধুসূদন ভাদুড়ী।

বাবু রঘুনাথ মুখোপাধ্যায় উক্ত সভার সভ্য ও সেক্রেটারি হইয়াছেন।

১ লা ফেব্রুয়ারি। এচ, জে উইলিয়ম্স কিছু দিনের জন্য পাটনার ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইবেন।

আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ই, এ বাউন এল আর, সি এস, ১৮৭১ অব্দের ১৩ ই নবেম্বর অবধি বারাকপুরের লক হাসপাতালের চিকিৎসাভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২ রা ফেব্রুয়ারি। বাবু যোগেশচন্দ্র মিত্রের অনুপস্থিত কালে বাবু দীননাথ দাস বারাসতের প্রতিনিধি অতিরিক্ত মুন্সেফ হইবেন।

বাবু প্রতাপচন্দ্র দে তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ ও রাজসাহীর অন্তর্গত বেলমারিয়ার মুন্সেফ হইবেন।

৩ ই ফেব্রুয়ারি। বাবু উমাপ্রসাদ দত্তের অনুপস্থিত কালে সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন নকুড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মজঃফরপুরের সেণ্ট্রাল জেলের চিকিৎসাভার পাইবেন।

বাবু নকুড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপস্থিত কালে তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন চুণিলাল দাস বরিশালের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

রিবস টম্সন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
এ, জুনিয়র সেক্রেটারী।

আমাদিগের বাইটঘরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। এতদ্দিনে বোধ হয় জাফরগঞ্জের পোষ্ট আফিসটী বাইটঘর তেঁওতায় উঠিয়া আসিল। এস্থানে যে লেটার বক্স আছে, তাহা হইতে গড় মাসে ৭৫ টাকা আয় হইয়াছে। জাফরগঞ্জের পোষ্ট আফিস হইতেও এত আয় হয় না। আমরা সর্ব্বাবধ বলিয়া আসিতেছি, তেঁওতায় পোষ্ট আফিস হইলে গবর্ণমেণ্ট লাভবান ভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না। ইনস্পেক্টর পোষ্ট মাষ্টার মহাশয় জাফরগঞ্জের পোষ্ট আফিস তেঁওতায় উঠাইয়া আনিবার অনুরোধ করিয়া পোষ্ট মাষ্টার জেনরলের নিকট রিপোর্ট করিয়াছেন। আমরা ভরসা করি, পোষ্ট মাষ্টার জেনরল মহোদয় শীঘ্রই ইনস্পেক্টর পোষ্ট মাষ্টার মহাশয়ের রিপোর্ট গ্রাহ্য করিবেন। তেঁওতায় পোষ্ট আফিস হইলে পত্রাদির প্রেরণ ও প্রাপ্তির পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে। এক্ষণে জাফরগঞ্জে পোষ্ট আফিস রাখিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বিড়ম্বনামাত্র। আমরা দুই বার সোমপ্রকাশে বিবিধযুক্তি দ্বারা তেঁওতায় পোষ্ট আফিস হইবার বিশেষতা প্রদর্শন করিয়াছি। পুনর্ব্বার তদ্বিষয়ক চর্ব্বিত চর্ব্বণ নিষ্প্রয়োজনীয়। উপসংহার স্থলে কেবল এই বলিতেছি, পোষ্ট মাষ্টার জেনরল মহোদয় শীঘ্রই জাফরগঞ্জের পোষ্ট আফিসটী তেঁওতায় উঠাইয়া আনুন দেখিবেন, সাধারণের কিরূপ সুবিধা ও গবর্ণমেণ্টের কিরূপ লাভ হয়।

২। গবর্ণমেণ্ট বাইটঘরের নিকটবর্ত্তী শিবালয় হইতে মাণিকগঞ্জ পর্য্যন্ত একটী রাস্তা প্রস্তুত করিতেছেন। পাকরাস্তাপথে ভাল রাস্তা নাই। গবর্ণমেণ্ট এই রাস্তা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যথার্থ সদ্বিবেচনা ও হিতৈষিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা সাধারণের বিশিষ্ট সুবিধা হইবে, সন্দেহ নাই। রাস্তা নির্ম্মাণের ভার, কণ্ট্রাক্টর ও পবলিকওয়ার্ক বিভাগের প্রতি অর্পণ করা হয় নাই। বিভাগীয় মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর লায়েল সাহেব স্বয়ং নিযুক্ত (?) থাকিয়া কার্য্যের বন্দোবস্ত করিতেছেন। পবলিকওয়ার্ক বিভাগের তত্ত্বাবধানে না হইয়া লায়েল সাহেবের স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিবার কারণ। সম্ভবতঃ অনেকেই পবলিকওয়ার্ক বিভাগের সম্বন্ধে ... ।

৩। এবার বিশিষ্ট মানবক সম্বাদ ... মাইনর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ইংরেজী সাহিত্যাদি সংগ্রহ করা হইয়াছে। গত বারে বি, এ, পরীক্ষার সেক্সপিয়রের ... বিষয় সঙ্কলিত হইয়াছিল, এবার মাইনর

স্কুলশিক্ষা পরীক্ষা পুস্তকেও তাহারই সঙ্কলন করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মিল্‌টন্‌ বেকন্‌ টেলর ক্রস প্লেটোর মনোবিজ্ঞান বিষয়ক অনুবাদ হইতেও সংগ্রহ করিতে ক্রটী করা হয় নাই। সঙ্কলিত পুস্তকখানি দেখিয়া স্কুলের শিক্ষকগণ মাথায় হাত দিয়াছেন। ছাত্রগণ দূরে থাকুক, শিক্ষকগণ স্বয়ং অধ্যয়ন করিয়াও পুস্তকখানির সমুদয় অংশ বুঝিতে পারিতেছেন না। ছাত্রগণ মারিতে প্রবৃত্ত হইয়া শিক্ষকদিগকে ব্যস্ত হইয়াছে !!

২। কাহারও চিরদিন সমানভাবে যায় না। নিয়তি নির্দিষ্ট দশা বিপর্যায় উপস্থিত হওয়া কাহারও আয়ত্ত নহে। পদ্মানদীর প্রবল প্রতাপ সর্ব্বত্র বিখ্যাত। এক্ষণে চড়া পড়িয়া সেই পদ্মার উত্তরাংশ প্রায় শুষ্ক হইয়াছে। নৌকায় যাইতে হইলে অনেক ঘুরিতে হয়। মালবাহী নৌকা সমূহের গতিবিধির বড় অসুবিধা।

৩। এবার কাইটমরে শস্যাদির অবস্থা নিতান্ত মন্দ হয় নাই। চাউল ও দ্রব্য সামগ্রী সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইতেছে।

—:০:—

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

সম্প্রতি বীরভূমের অনেকগুলি জনপদ স্বচক্ষে দেখিবার অবসর পাইয়াছিলাম। যে স্থান দিয়া আমাকে যাইতে হইয়াছিল, দেখিলাম, ভীষণ জ্বর আপন সংক্রামকতা গুণে সংহার কার্য্যের এক [illegible] তুলিয়াছে। কত যে মনুষ্যজীবনের হানি হইয়াছে, তাহা স্থির করিয়া উঠা সুকঠিন। অনেকগুলি গ্রাম একবারে [illegible] জনশূন্য হইয়াছে বলিলে, অত্যুক্তি হয় না। যাহারা পর্য্যন্ত প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া আছে তাহাদের জীবন বিড়ম্বনা মাত্র। মাঠের ধান মাঠেই মারা গেল। বলিতে কি, যা ধান কাটা হইতে চলিল, এখনও ধান্য মাঠে অযত্নে জলে অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করি, দেশের ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থা কর্ত্তৃপক্ষের কি গোচরীভূত হইয়াছে? সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিলে, আমাদের বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট ইহার বিন্দুমাত্রও অবগত হইতে পারেন নাই।

শুনিয়া দুঃখিত হইলাম কাটোয়ার [illegible] পোষ্ট মাষ্টার কয়েকটী অপরাধে তথাকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের হস্তে অর্পিত হইয়াছেন। তিনি বিচারাধীনে আছেন বলিয়া অদ্য আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত দিলাম না। পশ্চাৎ সমস্ত জানাইবার মানস রহিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষাগুলির ফল একে একে প্রকাশিত হইল। কিন্তু কি চমৎকার! প্রায় আড়াই মাস হইতে চলিল পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছে, আজিও মাইনার পরীক্ষার ফল বাহির হইল না।

দুঃখিত হইলাম, বীরভূম মিশন স্কুলে একটীও বালক প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। বীরভূম গবর্ণমেণ্ট স্কুলের ফলও তাদৃশ সন্তোষকর নহে। দুই জন ২য় ও ৭ জন ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

বীরভূমে [illegible] যে মধ্যে মধ্যে ডাকাইতির সংবাদ পাওয়া যায়, ইহা অনিবার্য্য বিষয় সন্দেহ নাই। সম্প্রতি কলারপুর থানার এলাকায় যে ডাকাইতি হইয়া যায়, শুনিতেছি, পুলিস তাহার অনুসন্ধানে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। শত্রুতা সাধন এ ডাকাইতির মুখ্য উদ্দেশ্য। যাহাদের আজ্ঞায় বদমায়েসেরা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাও সর্ব্বাগ্রে ধৃত হইয়াছে। দেখা যাউক, ফল কিরূপ দাঁড়ায়। ইহার ভিতর অনেক নিগূঢ় বিষয় আছে। আদালতের শেষ মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত যথা সময় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

কীর্ণাহারে একজন ডাক্তারের অভাব ছিল। তথাকার হিতৈষী জমিদার শিবচন্দ্র বাবু ডাক্তারখানা খুলিতে চলিলেন। তিনি ও আর আর জমিদার মহাশয়েরা বিনা মূল্যে ঔষধ বিতরণ ব্যবস্থা করেন. ইহা [illegible]

২২ এ মা

## প্রেরিত।

মাননীয় শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

১২ ই মাঘ রবিবার অপরাহ্ণ [illegible] এক ঘটিকার পর এলাচী বঙ্গবিদ্যাল[illegible] বালকগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ পারিতো[illegible] বিতরণ ও ৩ ঘটিকার সময় উক্ত বিদ্যা[illegible] গৃহে এলাচী জগদ্দল উন্নতি সাধিকা সভা[illegible] মাধ্যমিকাধিবেশন অতি আনন্দ ও সমা[illegible] রের সহিত সম্পাদিত হয়। অনুমান এক[illegible] ভদ্র লোক সমাগত হইয়াছিলেন। শ্রী[illegible] বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত (বি, এ) মহাশয় স[illegible] পতির আসন গ্রহণ পূর্ব্বক স্বহস্তে বা[illegible] গণকে পুরস্কার প্রদান সহ উত্তে[illegible] বক্তৃতা করিয়া কি আমন্ত্রিত কি সভ্য [illegible] লেরই হৃদয়াকর্ষণ করেন। সভাপতি মহা[illegible] য়ের সার নীতিগর্ভ উপদেশে স[illegible] বিশেষ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। শ্রীযু[illegible] বাবু হরিমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় মহা[illegible] " মনুষ্য জাতির মহত্ত্ব কিসে " [illegible] প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া সকলেরই আন[illegible] উৎপাদন করেন। আলোচনার স[illegible] শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশ চন্দ্র চক্রবর্[illegible] মহাশয় উক্ত প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া এক[illegible] উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করেন।

এই উন্নতি সাধিকা সভাটী এলাচী জ[illegible] দল গ্রামের মঙ্গল সাধন কল্পে গত ১৭[illegible] শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে[illegible] যাহাতে এই উভয় পল্লীর বালক বালি[illegible] গণের শিক্ষার্থ বাঙ্গালা পাঠশালা ও বালি[illegible] বিদ্যালয়দ্বয় সম্পাদিত ও উন্ন[illegible] সংসাধিত হয়, অনাথ বালক ও বালিকা[illegible] গের শিক্ষার উপায় হয়, রথ্যাদি নির্ম্মাণ [illegible] সংস্করণের সুবিধা হয়, ইত্যাদি বিবিধ হি[illegible] কর কার্য্যের অনুষ্ঠান সংকল্প করিয়াও সভ[illegible] অদ্যাপি কেবল একমাত্র বিদ্যালয়ের কা[illegible] ব্যতীত অন্য কর্ম্মে হস্তার্পণ করিতে পারে[illegible] নাই। সকলের বিশেষ মনোযোগাভাব[illegible] ইহার কারণ এটী অকিঞ্চন কাহেপের বিবা[illegible] এই অল্প সময়ের মধ্যেই ইহার কত বি[illegible] উপস্থিত হইয়াছিল; এমন কি শ্রীযু[illegible] বাবু হরিমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ব[illegible]

াইমোহন ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ন কুমার মুখোপাধ্যায় যদি যত্ন না করিতেন তাহা হইলে নিঃসন্দেহ ইহা বিলয় প্রাপ্ত হইত ও ইহার যাহা কিছু এক্ষণে উন্নতি দেখা যাইতেছে তাহাও আর দেখা যাইত না। এক্ষণে সভ্যগণ সমীপে আমার এই প্রার্থনা যে তাঁহারা শীঘ্র ইহার উদ্দেশ্য সাধনে উদ্যোগী হউন।

বঙ্গ বিদ্যালয়ের এই ৮ম সাম্বৎসরিক পরীক্ষার পারিতোষিক দান হইল। এই পাঠশালাটী ৺ রামদাস গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্ত এবং শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের আন্তরিক যত্নে এত দিন রক্ষিত হইয়া ক্রমশঃই উন্নতির সোপানে পদার্পণ করিয়া আসিতেছে। সুযোগ্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবল ও যত্নে এবৎসর বিদ্যালয়টীর বিলক্ষণ উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে। এবার তিনটী ছাত্র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থী হইয়াছিল। তিন জনেই পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছে। স্থানের লোক এই বিদ্যালয়টীর প্রতি এত শিথিলযত্ন যে যদি জগদীশ্বর বাবু ইহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ না করিতেন তাহা হইলে ইহার এ আনন্দকর উন্নতি দৃষ্টি করা দূরে থাকুক ইহাকেই আর দেখিতে পাইতাম না। বিদেশীয়েরাও ইহার প্রতি কত যত্ন করেন, তাহা এক বার এস্থানের লোকের দেখা কর্ত্তব্য। দেশীয় মহাত্মাগণ! আপনারা আপন আপন বালকগণের উন্নতি দৃষ্টে ইহার প্রতি একবার কৃপা কটাক্ষ পাত করুন।

এলাটী
১২ এ মাঘ
১৭৯৩ শক

শ্রীঃ-

( গত প্রকাশিতের পর )

হিমালয় প্রদেশ। গাড়য়াল।

কেদারনাথ হইতে প্রস্থান করিয়া ফিরিয়া পুনরায় গুপ্ত কাশী আসিয়া মন্দাকিনী পার হয়, ও অখিমঠ নামক স্থানে যাইলে। ইহার আর একটী নাম উষা মঠ বাণ রাজার কন্যা উষা এই স্থানে বাস করিতেন। এখনও তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি আছে। এই অখিমঠে কেদারনাথের দ্বিতীয় মন্দির, এবং রাওয়ল অর্থাৎ মহান্তের বাস। কার্ত্তিক মাস হইতে বৈশাখের কতক দিন পর্য্যন্ত বরফ নিবন্ধন কেদারনাথ অগম্য হয় বলিয়া এই কয়েক মাস অখিমঠ মন্দিরে তাঁহার পূজা হয়। কেদারনাথের রাওয়ল মহাশয় মহারাষ্ট্র দেশীয়, অতি পণ্ডিত ও পরম ধার্ম্মিক। ভদ্রলোকের বিশেষ সমাদর করিয়া থাকেন। শ্রীনগরের একটী শাখা ডিস্পেন্সারি (সমুদয়ে ছয়টী আছে) অখিমঠে থাকাতে পীড়িত ব্যক্তিগণের বিশেষ উপকার হয়। এই ডিস্পেন্সরীতে দুইটী চাঁপা ফুলের গাছ আছে, উহাদের পরিধি প্রায় ৮।১০ হাত হইবে, গাছ দুইটী দেখিলেই অতি প্রাচীন বোধ হয়। বিগত শ্রাবণ মাসে তাহাতে অসংখ্য ফুল হইতে দেখা গিয়াছে। প্রবাদ আছে যে, পাণ্ডবেরা বন গমন কালে এই বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন। এই অখি মঠ হইতে ৩।৩ মাইল অন্তর পর্ব্বতের উপর একটী জলাশয় আছে, তাহাকে দিউরীতাল কহে। স্থানটী অতি মনোহর। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সাহেব কোন কোন বৎসর তাহা দর্শন করিতে গিয়া থাকেন। অখিমঠ হইতে কিছু দূর গমন করিয়া আকাশ কামিনী নদী পার হইলেই তুঙ্গনাথের চড়াই পাওয়া যায়। বদরিকাশ্রমের রাস্তায় এই চড়াই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। তুঙ্গনাথের চড়াই প্রায় ৮ মাইল ও উতরাই ১১ মাইল হইবে। রাস্তায় জঙ্গল অত্যন্ত, লোকালয় মাত্র নাই, কেবল ৫।১ মাইল অন্তর এক একটী চটী। তুঙ্গনাথ পঞ্চ কেদারের অন্তর্গত মহাদেব, মহর্ষি শঙ্করাচার্য্যের স্থাপিত। এই পর্ব্বত হইতে কিয়দ্দূরে বরফাবৃত একটী পর্ব্বত দেখা যায়, শুনিলাম সেই টিই কেদারক্ষেত্রের পূর্ব্ব দিকস্থ পর্ব্বত অর্থাৎ সেই পর্ব্বতটির পূর্ব্বে বদরিকাশ্রম ও পশ্চিমে কেদারনাথ। তুঙ্গনাথের কিছু দূরেই গোপেশ্বর মহাদেব ইনিও পঞ্চকেদারের অন্তর্গত। গোপেশ্বরের ৩।৪ মাইল পর চামেলী। ইহার নিম্ন দিয়া অলকানন্দা গমন করিতেছে। অলকানন্দার উপর একটী সে[তু] আছে, রক্ত বর্ণ বলিয়া লোকে এই স্থান[কে] লালসাঙ্গা কহে। এখানে একটী ব্রাঞ্চ ডি[স্পে]ন্সরী আছে। শীত কালে এই স্থানে [অ]সংখ্য ভুটে আসিয়া চতুর্দ্দিকস্থ লোকে[র] সহিত দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে[।] ভুটিয়া লবণ, কম্বল, প্রভৃতি লইয়া আইসে এবং চা, চিনি, ঘৃত ইত্যাদি লইয়া যা[য়।] চামেলী হইতে প্রায় ৮ মাইল অন্তরে পিপ[ল] চটী। এখানে একটী বাজার ও সদাব্র[ত] আছে। তথা হইতে ৬ মাইল দূরে গরু[ড়] গঙ্গা ও তাহার ৬ মাইল পরে পাতাল গঙ্গা[।] এই স্থান হয়ে যাত্রির সমাগম কালে চ[টী] বসে, পরে উঠিয়া যায়। গরুড় গঙ্গ[া] পর্ব্বতে অসংখ্য চাঁড় গাছ। পাতাল গঙ্গা[র] ৬ মাইল পরে কুমার চটী ও তথা হইতে [..] মাইল পরে যশী মঠ। শীতকালে কেদা[র]নাথের যেমন অখিমঠে পূজা হয়, সেইরূপ যশীমঠেও বদরিনাথের পূজা হইয়া থাকে[।] রাওয়লজীও এই স্থানে অবস্থান করেন[।] যশীমঠে অনেকগুলি দেবালয় ও এক[টী] ব্রাঞ্চ ডিস্পেন্সরী আছে।

পাঠকগণ ক্রমে তিনটী ব্রাঞ্চ ডিস্পে[ন্স]রির কথা অবগত হইলেন, এবং ইহা[তে] যে ব্যক্তিগণের মহদুপকার হয় তাহাও জ্ঞা[ত] হইয়াছেন, তজ্জন্য বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট[কে] ধন্যবাদও প্রদান করিতেছেন। এই অ[ব]সরে গবর্ণমেণ্টের নিকট আর একটী প্রার্থ[না] করা আবশ্যক হইল। অখিমঠ, চামে[লী] ও যশীমঠ ডিস্পেন্সরী কেদার বদরিকাশ্র[ম] গমনের পথে, ইহাতে সমাগত পীড়ি[ত] ব্যক্তিগণ প্রায় নিঃ সম্বল হইয়া থাকেন [।] তৎকালে অনেকের নিকটেই অবস্থা [..] সারে অল্প বা অধিক অর্থ থাকে, [কি]ন্তু কঠিন পথ, বায় বাহুল্য নিবন্ধন প্রায় লোক [..] জন সঙ্গে আনেনা, যে দুই একটী সঙ্গ[ী] প্রায় লোক সঙ্গে থাকে, তাহারা পীড়িত ব্যক্তির মায়া ও অনুরোধ ত্যাগ করিয়া চলি[য়া] যায়। সুতরাং সেই ঔষধালয়ের লোকে[র] হস্তেই তাহার ধন প্রাণ অর্পিত হয়। মুমূর্ষু বা অত্যন্ত পীড়িত সময়ে যেরূপ অজ্ঞানা[ব]স্থা হয়, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছে[ন।]

এমত অবস্থায় রোগীর যথা সর্ব্বস্ব অপহৃত হওয়া না তেমন তেমন হইলে প্রাণ পর্য্যন্ত যাওয়া বিচিত্র নহে ; কেননা অর্থলোভে মনুষ্য না করিতে পারে এমত কার্য্যই নাই। বিশেষতঃ সেরূপ স্থলে কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা উত্তমরূপে তত্ত্বাবধান হওয়া সম্ভাবিত নহে, অতএব এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের এমত একটী নিয়ম করিয়া দেওয়া আবশ্যক যদ্দ্বারা পীড়িত ব্যক্তির নাম লিখিবার কালে স্থানীয় ৩।৪ জন ভাল লোকের সমক্ষে তাহার দ্রব্যাদির তদন্ত করা হয় ও একখানি ফর্দ্দে তাহা লিখিয়া তাহার এক নকল, ঐ ঐ লোকের স্বাক্ষর করাইয়া সেই দিনই প্রধান আফিসে প্রেরিত হয় ও নেটীব ডাক্তার সেই সকল দ্রব্যাদির নিমিত্ত দায়ী থাকেন। রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া প্রস্থান কালে, পূর্ব্বোক্ত স্বাক্ষরকারিগণের সমক্ষে রসিদ দিয়া তাহার দ্রব্যাদি গ্রহণ করে, ও ঐ রসিদে সেই সকল ব্যক্তির স্বাক্ষর করাইয়া প্রধান আফিসে প্রেরিত হয়। অথবা ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তৎক্ষণাৎ প্রধান আফিসে সম্বাদ দেওয়া হয়। এই প্রকার কোন একটী নিয়ম হইলে ভাল হয়।

যশীমঠ হইতে একটী রাস্তা নিতী পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। নিতী যশীমঠ হইতে প্রায় ৬০ মাইল উত্তর ইংরাজ রাজ্যের প্রান্তসীমা। শুনিয়াছি নিতী হইতে ৪ দিন গমন করিলে মানস সরোবর। এখান পর্য্যন্ত দুই এক উদাসীন গমন করিয়া থাকেন। ফলতঃ রাস্তা অতি কঠিন ও ভয়ানক শীত। যশীমঠের ১।১৪ মাইল নিম্নে বিষ্ণুপ্রয়াগ, এখানে বিষ্ণুগঙ্গা আসিয়া অলকানন্দায় পড়িতেছে, সঙ্গম স্থানে এক নারায়ণের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। বিষ্ণু প্রয়াগ হইতে রাস্তার দু পার্শ্বে পাহাড় উচ্চ পর্ব্বত সকল দৃষ্ট হয়, ত [illegible] তৃণাদি কিছুই নাই, কেবল স্থানে স্থানে একটী চীড় বৃক্ষ দেখা যায়, বোধ [illegible] সমুদায় বরফে আবৃত হয়। বিষ্ণু [illegible] হইতে ৮ মাইল পরে [illegible] এক নারায়ণের প্রতিমূর্ত্তি আছে, [illegible] বৃত্তান্ত পাওয়া গেছে যে [illegible] পূর্ব্বে ইন্দ্রালয়ে ছিলেন, পরে বহুকালে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন, যুদ্ধে দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়া ইন্দ্রাদি দেবতা সকলকে সন্তুষ্ট করেন, সেই সময় ইন্দ্র দেবতাগণের সহিত অর্জ্জুনকে বর লইতে কহিলে তিনি এই নারায়ণের মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া মর্ত্ত্যে আনয়ন করিয়া এই স্থলে স্থাপন করেন"। কিন্তু হকাভাইতে ইহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। পাণ্ডারা তাহাদের এই সকল বাক্যের যাথার্থ্য প্রমাণার্থে কয়েক খণ্ড তাম্র ফলক প্রদর্শন করে। সেগুলি বহু কালের, তাহার উপর মরিচা পড়াতে উহাতে যাহা লেখা আছে তাহা পড়া যায় না, দেব নাগর অক্ষরে লিখিত বলিয়া বোধ হয়। পিণ্ডকেশ্বরের ৬ মাইল পরে হনুমান চটী ও তাহার ৬ মাইল পরেই বদরিকাশ্রম।

মুলতান। (ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

## মূল্য প্রাপ্তি।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত রাজা লক্ষণপ্রসাদ গর্গ মহিষাদল | ১০ |
| বাবু রামশঙ্কর সেন রাণাঘাট | ১০ |
| " মুকুন্দলাল নাথ—শিবগঞ্জ | ১০ |
| " নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কাবড়া | ৫॥০ |
| " শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় পুরী | |
| " জগচ্চন্দ্র ঘটক—বোদা | ৬ |
| " বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় শ্রীহট্ট | ১০ |
| উত্তরপাড়া লাইব্রেরি | ১০ |
| " সুরেন্দ্রনাথ দাস—কলিকাতা | ৫॥ |
| " শিবচন্দ্র রায়—কলিকাতা | ১০ |
| " শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী এলাহাবাদ | ১০ |
| " বসীরুদ্দিন খাঁ চৌধুরি বনগ্রাম | ৫॥০ |
| " শ্যামাচরণ রায়চৌধুরি বেড়ুগ্রুজপুর | ৫॥০ |
| " জয়চন্দ্র [illegible]পাধ্যায় বরিশাল | ১০ |
| রঘুনাথ মুস্তোফী—নওখিলা | ১০ |

## সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েক বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা ও ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয় তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন। টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের শীর্ষদেশে পূর্ব্বে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যায়। মূল্য অতীত হইলেও একমাস কাল পাঠান করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙড়িপোতা গ্রামে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৩ নং। ১৮৭১।

# সোমপ্রকাশ

১৪ শ ভাগ — ১৪ সংখ্যা।

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং

মাসিক মূল্য ১ এক টাকা
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৭৮। ৮ ই ফাল্গুন। ইং ১৮৭২। ১৯ এ ফেব্রুয়ারি

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা।

## বিজ্ঞাপন।

গবর্ণমেণ্ট সোমপ্রকাশের মফস্বলস্থ গ্রাহকগণের প্রতি অনুকূল হইয়া অর্দ্ধেক মাশুল পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমরাও এই অক্টোবর হইতে অবশিষ্ট মাশুল গ্রহণ পরিত্যাগ করিলাম। এখন অবধি মফস্বলের গ্রাহকগণ কেবল বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১০ ও ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা পাঠাইলেই সোমপ্রকাশ পাইবেন; তাঁহাদিগের আর মাশুলের জন্য স্বতন্ত্র ব্যয় লাগিবে না। এই নিয়মের সঙ্গে সোমপ্রকাশের আর দুটী বিশেষ নিয়ম করা হইল। প্রথম, ত্রৈবার্ষিক মূল্য গৃহীত হইবে না। দ্বিতীয়, টিকিট লওয়া যাইবে না। নোট মণিঅর্ডর হুণ্ডী বরাত চিঠি প্রভৃতি যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয় পাঠাইবেন; কিন্তু কেহ যেন কি আধ আনা কি এক আনা কোন প্রকার টিকিট প্রেরণ না করেন। অক্টোবর হইতে মাশুল পরিত্যক্ত হইল। যাঁহারা অতঃপর মূল্য প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের বিষয়েই এই নিয়ম বর্ত্তিবে; কিন্তু যাঁহারা অগ্রে মাশুল প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মাশুল বাদ পড়িবে না। তাঁহারা আবার যখন নূতন মূল্য প্রেরণ করিবেন, সেই সময়ে আর তাঁহাদিগকে মাশুল দিতে হইবে না।

৩১ এ আশ্বিন }
১২৭৮ } কার্য্যাধ্যক্ষ সম্পাদক

---

অসংখ্য নূতন শব্দ এবং প্রত্যেক শব্দের সংস্কৃত অর্থ ও প্রমাণ প্রয়োগাদির সহিত সংসঙ্কলিত সুবিস্তৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধানের ৫ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মফস্বলের গ্রাহকেরা প্রতি খণ্ডের মূল্য ॥০ এবং ডাকমাশুল ৵০ সমেত আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা }
শুঁড়িয়াটোলা ৫৮ নং বাটী } শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন।

ধাত্রীশিক্ষা প্রথম ও দ্বিতীয়খণ্ড, একত্রে বাঁধা, আমার নিকট প্রাপ্য, মূল্য ৩ টাকা। ডাক মাশুল ৷০ আনা।

শ্রীযদুরাম চট্টোপাধ্যায়।
কলিকাতা হিন্দু হষ্টেল।

---

মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার উপযোগী ভূদর্পণ নামক একখানি অভিনব ভূগোল (১৮৬১ সাল হইতে ১৮৭১ সালের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্নাবলী সমেত) কলুটোলা নূতন ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। উহাতে প্রত্যেক দেশের বিশেষ বিবরণ এবং ভারতবর্ষের বিবরণ বাহুল্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ॥৵ দশ আনা মাত্র।

১৮৭১ সাল
১ লা জানুয়ারি } শ্রীতারাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী
মজিলপুর

চণ্ডালিনী ॥০, শিশু মানচিত্রাবলী ।৵০ কুলীন কামিনী ৵০, সং পুং আলয়ে প্রাপ্য।

---

হিন্দুসমাজ সংক্রান্ত কতিপয় প্রচলিত কুপ্রথা নিবারণার্থ শাস্ত্র প্রমাণসহ বঙ্গভাষায় সমাজ সংস্করণ। ঐ গ্রন্থ আমহর্ষ্টষ্ট্রীট ১১৫ নং ভবনে, বহুবাজার বাঙ্গলা পাঠশালায় ও সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। মূল্য ১ টাকা।

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

—০—

শ্রীমদ্ভাগবত।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা। প্রতি মাসে ৮০ পৃষ্ঠা পুস্তক। বঙ্গাক্ষরে মূল, টীকা ও অর্থ সহিত প্রকাশ হয়। মূল্য বার্ষিক ৬ টাকা পোষ্টেজ ৸০ আনা।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন
বহরমপুর
খাগড়া

---

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম বি কর্ত্তৃক প্রকাশিত বঙ্গভাষায় বিরচিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ মাশুল ॥০ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড ১০ মাশুল ॥৵ একত্রে দুই খণ্ড লইলে মূল্য ১৮ মাত্র ডাকমাশুল ১৵ আনা। মাতৃশিক্ষা ২ মাশুল ।০ আনা। এনাটমি ৫॥০ মাশুল ৷/ মাত্র।

কলিকাতা, }
নেবুবাগান } শ্রীযদুরাম চট্টোপাধ্যায়
হিন্দুহষ্টেল

---

১১০৬ নং ৫৪। ৫৫ সালের ১২ ই মার্চ্চ তারিখের ৫ পাঁচ টাকা সুদের এক খণ্ড ৫০০

পাঁচ শত টাকার কোং কাগজ আমার হস্তান্তর হইয়াছে। কেহ যেন কাগজ বন্ধক বা খরিদ না করেন এবং গবর্ণমেন্ট যেন কাহাকেও ঐ কাগজের সুদ না দেন।

দার্জিলিং
৩ রা পৌষ
১২৭৮ সাল

শ্রীকমলচাঁদ হালদার

শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় এল এম, এস, কর্ত্তৃক বেঙ্গাল মেডিকাল জর্ণাল।

নেটিব ডাক্তর এবং বাঁহারা মেডিকাল কালেজে শিক্ষা লাভ না করিয়া ডাক্তারি করিতেছেন তাঁহাদিগের চিকিৎসা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উন্নতি বিধায়ক বেঙ্গাল মেডিকাল জর্ণাল অর্থাৎ "চিকিৎসা দর্পণ" নামক মাসিক পত্রিকা বিগত বৈশাখ মাস হইতে বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইতেছে। উহার আকার ৮ পেজি ফর্ম্মার ৮০ পৃষ্ঠা, ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৬, বাধ্য ১ক ৩।০ প্রতি সংখ্যা ।/০। চুঁচুড়ায় সম্পাদকের নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার বিল্ডিং হৌসে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

১২৭৮
৩ রা অগ্রহায়ণ

ভগবদুপাসনা দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ও কৃত নিশ্চয় জনগণের মধ্যে যাঁহারা অল্প দিবসের মধ্যে জীবাত্মা ও সূর্য্যমণ্ডলস্থিত বৈরাজ পুরুষের সহিত তাহাদিগের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা অবগত হইয়া অতীন্দ্রিয় সুখভোগের অধিকারী হইতে অভিলাষী হইবেন, তাঁহারা আমাকে (পেড) পত্র লিখিলে উহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন। পরমার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর গ্রন্থে এতদ্বিষয় এবং বেদ শাস্ত্র ও সাধনতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ১ টাকা। মাশুল দুই আনা।

সন ১২৭৮ শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কন্ধকার
কার্ত্তিক সহর শ্রীরামপুর

বিজ্ঞাপন [illegible]
[illegible] প্রস্তরনির্ম্মিত [illegible]

প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি সুলভে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তরনির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ, এবং উহার নিমিত্ত সাইফন, জঙ্‌শন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেজিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজকরা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং কেনিংহম ষ্ট্রীট বরন এণ্ড কোং

প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক।

মূল সংস্কৃত হইতে নাটকাকারে বাঙ্গলায় রচিত। ভাটপাড়ায় আমার ডিসপেন্সারিতে আমার নিকট এবং কলিকাতা কলুটোলা ওয়াসনাটী লেন নং ৬৭ বি, পি, রায় কোং যন্ত্রালয়ে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

মূল্য ১ এক টাকা ডাকে পাঠাইলে মাশুল ৵০

শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গায় বাঁড়ুয্যে ব্রাদর্স কোম্পানির ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে।

| প্রণীত | মূল্য | |
| --- | --- | --- |
| প্রীতিউপহার | | টাকা। |
| মুগ্ধবোধের ব্যাকরণ | ।০ | আনা |
| সাহিত্যসার (১ম ভাগ) | ৵০ | ঐ |
| সাহিত্যসার (২য় ভাগ | ৵০ | ঐ |

প্রচারিত।

| | |
| --- | --- |
| মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ | ৷৵০ আনা |

শ্রীতারকনাথ শর্ম্মা

চিকিৎসাঙ্কুর প্রথমভাগ।

কবিরাজ, কম্পাউণ্ডার ও অন্যান্য সর্ব্বসাধারণের বোধোপযোগী ডাক্তারি চিকিৎসা গ্রন্থ। মূল্য ৷৵০ আনা। ঢাকা শাঁকারি বাজার ডিস্পেন্সারিতে আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীকৃষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায়।

# সোমপ্রকাশ।

১৮ ই ফাল্গুন সোমবার।

দারুণ হত্যাকাণ্ড।

হা! বিধাতার কি বিচিত্র লীলা! ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল একজন সামান্য হত্যাকারির হস্তে হত হইলেন! ইন্দুরের দন্তাঘাতে হস্তির নিপাত, শৃগালের নখর প্রহারে সিংহের প্রাণবধ, ইহা কি সহ্য হয়? লার্ড মেয় হত হইয়াছেন, এই কথা শুনিবামাত্র পাঠকগণের মনে যুগপৎ শোক ও বিস্ময়ের উদয় হইবে সন্দেহ নাই। চতুর্দ্দিকে প্রহরী রক্ষা করিতেছে, তাহার মধ্য হইতে লার্ড মেয়কে বধ করিয়া গেল, ইহা কি সামান্য বিস্ময়ের বিষয়!

ব্রহ্মদেশ দর্শন করিয়া গবর্ণর জেনরল ৮ ই ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার বেলা ৯ টা ৩০ মিনিটের সময়ে ব্লেয়ার বন্দরে উপনীত হন। বেলা ১১ টার সময়ে তিনি উক্তস্থানের জেল, বারিক প্রভৃতি দর্শন করিতে গমন করেন। তাঁহার শরীর রক্ষার্থ কয়েক জন সিপাহী ও পুলিস প্রহরী নিযুক্ত হয়; ইহা ভিন্ন তাঁহার সহচরগণ অনুক্ষণ তাঁহার চতুর্দ্দিগ বেষ্টন করিয়াছিলেন। লার্ড মেয় স্বভাবতঃ নির্ভয় ছিলেন, তিনি কয়েকবার বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহার শরীর রক্ষকগণ যেন তাঁহাকে এরূপে বেষ্টন করিয়া না

থাকে। এই কারণে ইউরোপীয়গণ মধ্যে মধ্যে দূরস্থ হইয়া তাঁহাকে [illegible] করে। বৈকাল ৩ সময়ে গবর্ণর জেনরল রাইপর দ্বীপে গমন করেন। এখানে প্রায় ১৩০০ কয়েদী আছে। ইহা দিগের অধিকাংশ খুনে ও বদমায়েস। তৎপরে চাট্‌হাম নামক আর একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ দর্শন করিয়া তিনি পুনর্ব্বার রাইপর দ্বীপে আগমন করেন। শেষ বেলায় এ প্রকার স্থানে তাঁহাকে কি জন্য যাইতে দেওয়া হয় আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আন্দামানের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সেনাপতি ষ্টিওয়ার্ট এস্থানের অবস্থা জানিতেন। তিনি নিষেধ করিলে বোধ হয় এই দুর্ঘটনা ঘটিত না। বেলা পাঁচটা বাজিলে, লার্ড মেয় এমন সময়ে বলিলেন, হ্যারিএট পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া সমুদ্রের সূর্য্যাস্তের সৌন্দর্য্য দর্শন করিবেন। ঐ দিবস তথায় যাইবার কল্পনা ছিল না, কিন্তু সকাল সকাল দর্শন কার্য্য সমাধা হওয়াতে তিনি তথায় যাইবার ইচ্ছা করিলেন। সকলেই ক্লান্ত হইয়াছিলেন। তথাপি প্রধান শাসন কর্ত্তার অনুরোধ রাখিতে হইল। পর্ব্বতটী উচ্চ, এখানে কয়েদী নাই, কিন্তু উপত্যকায় হোপটৌন গ্রাম আছে, তথায় কয়েদী থাকে। এখানে সৈন্য না থাকাতে চাট্‌হাম হইতে ৮ জন পুলিস প্রহরী পার হইয়া আসিল। ইহারা বরাবর তাঁহার সঙ্গে ছিল। একটীমাত্র টাটু উপস্থিত ছিল, লার্ড মেয় তাহাতে আরোহণ করিলেন; কিন্তু কিয়দ্দূর গমন করিয়া ঔদার্য্যগুণে বাধ্যপূর্ব্বক সহচর দিগকে বলিলেন "তোমাদিগের যাহার ইচ্ছা হয় এ অশ্বে আরোহণ কর"। ১৫ মিনিট পর্ব্বতশৃঙ্গে থাকিয়া লার্ড মেয় নিম্নে আসিতে লাগিলেন। তৎকালে সূর্য্য অস্তগত হইয়াছিল, তথাপি [illegible]র সমুদায় অংশ স্পষ্ট লক্ষিত হই তেছিল। ইতিমধ্যে দুইজন টিকেটপ্রাপ্ত কয়েদী গবর্ণর জেনরলের নিকটে আবেদন [illegible]। সেনাপতি ষ্টিওয়ার্ট বলিলেন, তাহাদিগের কোন কষ্ট থাকে আবেদন করিতে পারে, আবেদন যথা রীতি রাজ প্রতিনিধির নিকটে অর্পিত হইবে। অন্য অন্য কয়েদিগণ আপন আপন কুটীরে ছিল। লার্ড মেয়ের পূর্ব্বে এডিকঙ্গ কাপ্তেন লকউড এবং কাউণ্ট ওয়ালডষ্টিন (একজন দর্শক) অগ্রসর হইয়া বন্দরের কাঠগড়ার উপরের পাথরে বসিয়াছিলেন। এ সময়ে অন্য কোন ব্যক্তিকে কাঠগড়ার উপরে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। লার্ড মেয় যখন পর্ব্বতের নিম্নে উপনীত হন, তখন ৭ টা ১৫ মিনিট, ঘোর অন্ধকার, তন্নিমিত্ত কতকগুলি মশাল জ্বালা হইল। নিকটে এক দল কয়েদী শ্রেণিবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান ছিল। লার্ড মেয় প্রহরীবেষ্টিত হইয়া ইহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া কাঠগড়ায় উঠিলেন। অগ্রে মশালচিরা, পশ্চাতে সেনাপতি ষ্টিওয়ার্ট ও সহচরগণ, দুই পার্শ্বে পুলিস। সম্মুখে জাহাজ, ভ্রমণ ও দিনের কষ্ট শেষ হইয়াছে, বিশ্রামের সময় উপস্থিত। ইতিমধ্যে সেনাপতি ষ্টিওয়ার্ট পর দিবসের বন্দোবস্তের জন্য পশ্চাতে পড়িলেন। লার্ড মেয় কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেন, ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি সহসা আসিয়া তাঁহাকে এক তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা প্রথমে ঘাড়ের নীচে তাহার পরেই বাম স্কন্ধের অস্থির নিম্ন ভাগে আঘাত করিল। গবর্ণর জেনরল জলে পতিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ "মার মার" শব্দ করিয়া অর্জ্জুন নামক এক জন কয়েদী হত্যাকারীকে ধরিল। প্রহরিগণ তাহার সহকারী হইল। তাহারা তৎক্ষণাৎ এই দুরাত্মাকে বধ করিত; কিন্তু গবর্ণর জেনরলের [illegible] সহচরগণ নিবারণ করিলেন। ইতিমধ্যে মেজর বরন জলে গিয়া লার্ড মেয়কে দণ্ডায়মান দেখিলেন। লার্ড মেয় বলিলেন "বরন! আমাকে [illegible] আমার মস্তক ধর"। এই শেষ কথা। শীঘ্র তাঁহাকে একখানি চালিতে শয়ন করান হইল। চিকিৎসকগণ প্রথমতঃ ঘাড়ের নিচের আঘাতটী দর্শন করিয়াছিলেন। অতি কষ্টে শোণিত বন্ধ করিলেন। কিন্তু লার্ড মেয় অচেতন হইয়াছিলেন। তাঁহাকে অবিলম্বে জাহাজে লইয়া যাওয়া হইল। জীবন রক্ষার্থ বিস্তর চেষ্টা হইল; কিন্তু সমুদায় বিফল হইল। ছুরিখানি সামান্য তরকারী কাটা; কিন্তু হত্যাকারী এমনি নৈপুণ্য সহকারে আঘাত করিয়াছিল যে, দুই আঘাতের প্রত্যেকটীই সংঘাতক হয়

হত্যাকারীকে ধৃত করিয়া ইডেন ও এচিসন সাহেব সে কে, এবং কেন হত্যা করিল, জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল, তাহার নাম শিহার আলি; পিতার নাম ওলি; সে কাবুলের অন্তর্গত খাইবর উপত্যকায় জমরুদ গ্রাম বাসী। কেহই তাহার সহায়তা করে নাই, সে ঈশ্বরের আজ্ঞায় এ কাজ করিয়াছে। এই দুরাত্মার বয়ঃক্রম ২৯।৩০ বৎসর। ১৮৬৭ অব্দে সে হত্যার অপরাধে এই দ্বীপে প্রেরিত হয়। দ্বীপান্তর বাস কষ্টের কারণ জানিয়া এব্যক্তি ফাঁশীর প্রার্থনা করিয়াছিল। আমরা বিস্ময়াম্বিত হইলাম, সেনাপতি ষ্টিওয়ার্ট এমন ভয়ানক লোককে কয়েদিদিগের ক্ষৌরকার্য্য করিতে দিতেন। ইহার বিচার হইয়া ফাঁশীর আজ্ঞা হইয়াছে। প্রধানতম বিচারালয় নথি দর্শন করিয়া আজ্ঞা প্রমাণ করিলেই দণ্ড হইবে।

### ক্ষৌরকের কর্ম্মাপেক্ষণ।

সকল শ্রেণীতেই উত্তম মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ লোক আছে। কোন শ্রেণীতে কেবল উত্তম বা কেবল অধম

লাক প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। এমন অবস্থায়
তকগুলি লোকের দোষে সেই শ্রেণীর
াবতীয় লোকের নিন্দা করা নিতান্ত
নুচিত। যিনি এরূপ করেন, ভদ্র সমাজে
তিনি কখনই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে
ারেন না। কয়েকজন এতদ্দেশীয়ের
দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া ভূতপূর্ব বিচার-
পতি সার মর্ডাণ্ট ওয়েলস বাঙ্গালি
াত্রকেই মিথ্যাবাদী বলিয়া গালি দিয়া
ছলেন, ইহাতে তিনি কি বাঙ্গালি কি
উরোপীয় বিবেচক ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি
াত্রেরই নিকটে নিন্দনীয় হইয়াছিলেন।
ঙ্গদেশের জমীদার শ্রেণীর মধ্যে কত-
গুলি স্বার্থপর প্রজাপীড়ক জমীদার
াছেন সত্য; কিন্তু তা বলিয়া উক্ত
শ্রেণীর মধ্যে কেহ ভাল লোক নাই,
কানক্রমেই এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে
ারে না। কাম্বেল সাহেব যে বলিয়াছি
লন, এদেশের জমীদারেরা প্রজার
হিতার্থ এক পয়সাও ব্যয় করেন না, সেটী
নতান্ত ভ্রম। বঙ্গদেশে আজিও এরূপ
নেক জমীদার আছেন, প্রজাপালন
ষয়ে গবর্ণমেণ্টও তাঁহাদিগের নিকটে
শক্ষা লাভ করিতে পারেন। ইহাদিগের
ায়ের অধিকাংশ প্রজার হিতার্থে ব্যয়িত
ইয়া থাকে। প্রজাপীড়ন কাহাকে
লে, ইহাঁরা তাহা জানেন না। পরন্তু
রে কিসে প্রজার সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি
য়, প্রজারা [illegible]বাদে স্ব স্ব ধন সম্পত্তি
ক্ষা করিয়া সুখে কাল যাপন করিতে
ারে, তচ্চিন্তাতেই ইহাদের জীবনের
ধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। অদ্য
ামরা একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া
ামাদিগের বাক্যের যাথার্থ্য প্রতিপা
দনে প্রবৃত্ত হইতেছি।

মহিষাদলের রাজপরিবার অদ্য
ামাদিগের লক্ষ্য স্থল। বর্ত্তমান রাজা
ীযুক্ত লক্ষ্মণপ্রসাদ গর্গ যেরূপ প্রজা
ক ও দেশহিতৈষী ব্যক্তি, যদি বঙ্গ-
দেশের সমুদায় জমীদার তাঁহার ন্যায়
সদ্গুণশালী হইতেন, বঙ্গদেশ এক
অপূর্ব্ব সুখময় স্থান হইয়া উঠিত সন্দেহ
নাই। ১২৭৩ সালে বঙ্গদেশে যে ভয়ানক
দুর্ভিক্ষ হয়, সেই দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তি
দিগের আহার দান, মেদিনীপুরের হাই
স্কুলে সাহায্য দান, মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ,
রাস্তা ঘাট নির্ম্মাণ ও নানা বিদ্যালয়ে
দান প্রভৃতি দেশহিতকর কার্য্যে প্রায়
৮১ হাজার টাকা ব্যয় করা হইয়াছে।
এগুলি ত এককালীন দান গেল, ইহা
ভিন্ন নৈমিত্তিক দান আছে। মহিষাদলের
স্কুলে ২৪০০, তত্রত্য ডিস্পেন্সরিতে
১৮০০ এবং ধর্ম্মশালায় ১২০০০ টাকা
নিয়মিত দান করা হয়। এগুলি বার্ষিক
দান। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থানের স্কুল
ও ডিস্পেন্সরি প্রভৃতি সাধারণ হিতকর
কার্য্যে মাসিক দান আছে। এতদ্ব্যতীত
ভূমি দানও আছে। এ সমুদায়ে বার্ষিক
প্রায় ১৭ সহস্র টাকা ব্যয়িত হয়। সাধা
রণ হিতার্থ মাসে দেড় সহস্র টাকা ব্যয়
করা সামান্য প্রশংসার বিষয় নহে।
কিন্তু যে শ্রেণীতে এই সকল লোক
আছেন, কতকগুলি স্বার্থপর প্রজাপী
ড়ক ও অত্যাচারী জমীদারের দোষে
উক্ত শ্রেণীর যাবতীয় ব্যক্তি যে নিন্দিত
হন, এটী অল্প ক্ষোভের বিষয় সন্দেহ
নাই।

---

### খোকাদিগের হত্যাকাণ্ড।

সম্প্রতি খোকা সম্প্রদায় ঘটিত যে
গোলযোগ হইয়া গিয়াছে তাহাতে
ডেপুটী কমিশনর কাউয়ান সাহেব ৫০
জন বন্দীভূত খোকাকে কামানে উড়া-
ইয়া দিয়াছেন বলিয়া প্রধানতম গবর্ণ-
মেণ্ট তাহাকে কর্ম্মে স্থগিত করিয়া এ
বিষয়ের অনুসন্ধানের আজ্ঞা দিয়াছেন।
প্রথম যখন সংবাদ আইসে যে ডেপুটি
কমিশনর ৫০ জন বন্দীভূত খোকাকে
কামানে উড়াইয়া দিয়াছেন, তখন আ
মের তাহা সত্য বলিয়া প্রতীত হয় না
১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহিগণ কেবল সাম্রা
নাশ নহে, ইংরাজ ও খৃষ্টীয়ান মাত্র
বধ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া
ছিল। ইহাতেও পঞ্জাব ভিন্ন আর কো
স্থানে কোন ব্রিটিশ কর্ম্মচারী এককা
এত লোকের এরূপে প্রাণনাশ করে
নাই। সিপাহিগণ অস্ত্রাদিসহ রণস্থ
ধৃত হয়; তথাপি এক প্রক
বিচার হইয়া উহাদের দণ্ড হইয়াছিল
কাউয়ান সাহেব যাহাদিগকে বধ ক
য়াছেন, উহাদের হস্তে অস্ত্র ছিল ন
অনাহার পথশ্রম ও ভয়ে তাহারা এরূ
নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল যে, চারিজ
পুলিস কর্ম্মচারী উহাদিগকে ধৃত করি
আনয়ন করে। এই সকল লোক দ্বা
ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নাশের আশঙ্কা করা ক
দূর সঙ্গত বিবেচক ব্যক্তিমাত্রেই তা
বুঝিতে পারেন। কাউয়ান সাহেবে
বন্ধুগণ বলেন, তৎক্ষণাৎ এইরূপ দ
না দিলে সমুদায় খোকা বিদ্রোহী হইত
যাহারা বিদ্রোহী হয়, পূর্ব্ব হইতে
তাহারা তাহার উদ্যোগ করে; কি
খোকাদিগের হস্তে একটী সামান্য অ
কনও ছিল না। তাহারা পূর্ব্বে ষড়য
করিয়া এ কাজ করিয়াছে, কিরূপে ই
বিশ্বাস করা যাইতে পারে? তবি
উহাদের সংখ্যা ১২৫০০০ সহস্রের অধি
নহে। যখন এক লক্ষ শিক্ষিত সিপা
বিদ্রোহী হইয়া কয়েক সহস্র ব্রিটি
সৈন্যের কিছুই করিতে পারে নাই তখ
১২৫০০০ (ইহাদিগের মধ্যে সকলে অ
ধারণ করিতে পারে না) খোকা
স্নাইডধারী ৬০০০ ব্রিটিশ সৈন্যে
সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারে? খো
গণ যেরূপে মালেরকোটলা আক্র
করিয়াছিল, তাহাতেই তাহাদিগে
সাহস ও রণনৈপুণ্যের পরিচয় পাও

গিয়াছে। তাহারা সাধুবৎ পুলিষ ও গ্রামবাসিদিগের দ্বারা

কমিশনর এরূপ ভীত হইলেন যে, বিচার করিবার আর সময় পাইলেন না! অমনি ৪৯ জন মনুষ্যকে কামানে উড়াইয়া দিলেন! ইহাতেও তৃপ্তি হইল না। ইহার অনতি কাল পরে কমিশনর ফরসিথ সাহেব আর ১৬ জনকে ঐরূপে হত্যা করেন!!!

৪০ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে চার্টিষ্ট ঘটিত গোলযোগেও এপ্রকার নিষ্ঠুর কার্য্যের অভিনয় হয় নাই। কোন কোন সংবাদপত্র বলেন, গবর্ণমেণ্ট যদি কর্ম্মচারিদিগকে এপ্রকার বিপদের সময়ে এরূপ কার্য্য করিবার ক্ষমতা না দেন, কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে কেহই তজ্জন্য দায়ী হইবেন না। এ যুক্তি নিতান্ত অনিষ্টকর, কারণ তাহা হইলে দায়িত্বকে যথেচ্ছাচারের অপর নাম বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। দায়িত্ব আছে বলিয়া অবস্থা বিবেচনা না করিয়া কর্ত্তব্যের সীমা অতিক্রম করা কখনই যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের কর্ম্মচারিদিগের সংস্কার জন্মিয়াছে, যথেচ্ছাচার ও নৃশংসপ্রায় ব্যবহার করিতে পারিলেই গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা দৃঢ়ীভূত হইবে; কিন্তু এটী নিতান্ত ভ্রম। শত শত মনুষ্য হত্যা এদেশে অনেক শাসন কর্ত্তা হইতে হইয়াছে। তৈমুর ও নাদির সাহ এইরূপ করিয়াছিলেন, আলমগীরের সময়ে মধ্যে মধ্যে এরূপ ভয়াবহ কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। সিরাজদ্দৌলা এ বিষয়ে সকলকে পরাস্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু এই সকল কার্য্য দ্বারা কাহার ক্ষমতা দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল? আলমগীর একজন অতিশয় "তেজস্বী" শাসনকর্ত্তা বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার সময় হইতে মোগল রাজ্যের অবনতি হইতে আরম্ভ হয়। নয় জন সাহেবের সময়া-

স্ফুলিঙ্গ হইতে দিক্ দগ্ধ হইয়াছে, করি, সেই অবধি লোকে প্রকাশ্যরূপে শাসনকর্ত্তৃগণকে যত অশ্রদ্ধা করিতেছেন, তাঁহার পূর্ব্বে কি সেরূপ করিতেন? শাসনকর্ত্তৃগণ আমাদিগের জীবনকে অতি সামান্য জ্ঞান করেন। কিছুমাত্র ছল পাইলেই কতকগুলি ভারতবর্ষীয়ের জীবন নাশ করা হয়। এরূপ ব্যবহারে তাঁহাদিগের প্রতি লোকের অভক্তি জন্মিয়া উঠা অস্বাভাবিক নহে। প্রজার সহিত রাজার এরূপ শত্রুভাব অশেষ অমঙ্গলের নিদান ভূত। নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের কর্ম্মচারিগণ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ও ভারতবর্ষের প্রকৃত শত্রু। সমুদায় ভারতবর্ষ তাঁহাদিগকে অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা করেন। কেবল কাউয়ানের নয়, ফরসিথেরও কার্য্যের অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে উচিত দণ্ড দেওয়া গবর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য।

কলিকাতার পুলিষ।

ওয়াকোপ সাহেবের পদত্যাগ অবধি ক্রমেই কলিকাতার পুলিসের অবনতি হইতেছে। আমরা কয়েক বৎসরকাল দেখিতেছি, হত্যা প্রভৃতি গুরুতর ঘটনা হইলে পুলিষ প্রায়ই অপরাধিকে ধৃত করিতে পারেন না। গৃহস্থ যে দুই এক জন চোরকে ধরিয়া দেন তদ্ভিন্ন তাঁহারা অন্য চোর ধরিয়াছেন আমরা এ সংবাদ প্রায় শুনিতে পাই না। কেবল এই মাত্র দোষ নয়। তিন বৎসরকাল কলিকাতার পুলিষ অত্যাচারী বলিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। প্রাচীন কালে রোমের প্রিটোরীয় সৈন্যগণ যেমন যুদ্ধের কোন কার্য্য করিত না, কেবল নানারূপ গোলযোগ ও বিপ্লব ঘটাইয়া দিত, কলিকাতার পুলিষও

শান্তি রক্ষা যত করিতে পারুন না পারুন, বিলক্ষণ অত্যাচার করিতেছেন। ভদ্র লোক মাত্রকে জিজ্ঞাসা কর, সকলেই বলিবেন, কলিকাতার পুলিষ কর্ম্মচারিগণ সর্ব্বাগ্রে ভদ্র লোকের অপমান করেন। এ নিমিত্ত প্রাণান্তেও কেহ কোন থানায় নালীশ করিতে যান না। একদে সকলে বলিয়া থাকেন, বঙ্গদেশের পুলিষ কলিকাতার পুলিসের উপরে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় পুলিসের দ্বারা এক অত্যাচার হয় না। তাঁহারা যথার্থ আইন অনুসারে কার্য্য করেন। এই উভয় পুলিসের এইরূপ প্রভেদের কারণ কি, তাহার অনুসন্ধান করা অন্যায় হইতেছে না।

আইন উত্তম হইলেই যে কাজ ভাল হইল এরূপ নয়। কর্ম্মচারী ভাল না হইলে উৎকৃষ্ট আইন সত্ত্বেও নানা অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। যে পুলিষ কর্ম্মচারী নিজ অধীনস্থ যাবতীয় লোকের চরিত্র ও ব্যব-সায় প্রভৃতি না জানেন, তাহা হইতে উত্তমরূপে শান্তি রক্ষা হওয়া কঠিন। কিন্তু কলিকাতার পুলিষের কর্ম্মচারিদিগের তাহা জানিবার সুবিধা নাই। চৌকিদারেরা প্রায়ই হিন্দুস্থানী ও ফরিদ-পুর অঞ্চলের ওহাবি দলের লোক। ইহারা কলিকাতার সহিত পরিচিত নয়। সকলেই প্রায় মূর্খ। তদ্ভিন্ন সর্ব্বদা বদলী করা হয় বলিয়া কোন চৌকিদার আপন এলাকার লোকের নাম পর্য্যন্তও জানে না। শান্তি রক্ষা বিষয়ে ইহারা কিরূপ পটু, দাঙ্গা প্রভৃতির সময়ে তাহা বিলক্ষণ পরিচয় হয়। যতক্ষণ গোলযোগ থাকে ততক্ষণ একজন পাহারাওয়ালারও সন্দর্শন লাভ হয় না। এই সকল লোক কিছু কাল কাজ করিয়া জমাদার ও দারগা হয়। পদ বৃদ্ধি হয় মাত্র। কিন্তু কার্য্যপটুতা সেই পূর্ব্বের ন্যায়ই থাকে। যত নাম কাটা সৈনিক ও আদালী

সার্জ্জেণ্ট কনষ্টেবল ও ইনস্পেক্টর হয়। ইনস্পেক্টরদিগের বেতন ১০০।১৫০ টাকা, কিন্তু আমরা এ পর্য্যন্ত কোন ইনস্পেক্টরকে পদব্রজে কোন স্থানে যাইতে দেখি নাই। ১০০।১৫০ টাকায় প্রতিনিয়ত গাড়ী পাল্কী চড়া কিরূপে ঘটিয়া উঠে আমরা বুঝিতে পারি না। ইহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। এই সকল লোক ক্রমে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হন। যে সকল কমিশনর ও ডেপুটি কমিশনর আছেন, তাঁহাদের বিষয়ে বক্তব্য এই, কমিশনর মিউনিসিপাল কার্য্যেই ব্যস্ত থাকেন। ডেপুটি কমিশনর যে কিছু কাজ করেন মাত্র, কিন্তু কলিকাতার পুলিসের একটী দুর্ঘট আছে। কর্ম্মচারিগণ পরস্পরের সাহায্য করেন। একজন প্রহরী যদি একজন অতি সম্ভ্রান্ত লোকের প্রাণ বধ করে, তাহার সহচরগণ, সে যাহাতে মুক্ত হয়, নানা রূপে তাহার চেষ্টা করে। পাহারাওয়ালা অবধি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পর্য্যন্ত একজনও উচ্চ শ্রেণিস্থ ও সুশিক্ষিত লোক নাই; সুতরাং ডেপুটি কমিশনর একাকী কিছুই করিতে পারেন না। এই সকল কারণে কলিকাতার সকল বাজারে জুয়াখেলা হয়, সকল শুঁড়িই রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত সুরা বিক্রয় করে। এই ত গেল কলিকাতার পুলিসের গুণ। পক্ষান্তরে বঙ্গদেশের পুলিসে যাঁহারা আছেন তাহারা সকলই ভদ্র লোক। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টেরা সৈনিক কর্ম্মচারী অথবা ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের সদৃশ উপযুক্ত ও শিক্ষিত লোক। সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টেরাও ঐরূপ। ইনস্পেক্টর ও সব. ইনস্পেক্টর মাত্রেই সম্ভ্রান্ত ও কৃতবিদ্য। হেড কনষ্টেবলদিগের অধিকাংশ ভদ্র ও শিক্ষিত। ইহারা সকলেই দেশীয়। সকলেই আপন আপন সীমার লোকদিগকে জানেন। কলিকাতার বারিষ্টর মাজিষ্ট্রেটেরা ছল পাইলেই অপরাধীকে মুক্ত করেন। মফস্বলের মাজিষ্ট্রেটেরা পুলিস কর্ম্মচারিদিগকে গুরুতর দণ্ড দেন বলিয়া কেহ আইন লঙ্ঘন করিতে সাহসী হন না। বলিতে কি, মফস্বলের পুলিসে ভদ্র ও শিক্ষিত লোকের সংখ্যা যেরূপ অধিক, কলিকাতার পুলিসে অভদ্র ও অশিক্ষিত লোকের সংখ্যাও সেইরূপ। এই কারণেই দিন দিন মফস্বলের পুলিসের উন্নতি হইতেছে এবং কলিকাতার পুলিস অধঃপাতে যাইতেছেন। কলিকাতার পুলিসের উপরে কাহারও বিশ্বাস নাই। পুলিসের অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। যাহাতে কলিকাতার পুলিসে অধিক সংখ্য শিক্ষিত ভদ্র লোকের প্রবেশ দ্বারা ইহার উৎকর্ষ সাধিত হয়, তাহা করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

লার্ড মেয়ের মৃতদেহ আনয়ন।

শনিবার লার্ড মেয়ের মৃতদেহ রাজধানীতে উপনীত হইয়াছে। বৈকালে ডাফরিন জাহাজ দেহটী লইয়া প্রিন্সেপ ঘাটে উপস্থিত হয়। ঘাটে ২১ এবং তৎপরে দুর্গে ২১ তোপ হয়। জাহাজ আসিবামাত্র বঙ্গদেশের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ও তাঁহার এডিকঙ্গেরা, অনরেবল বি. এচ. এলিস, মেজর জেনরল নর্ম্মাণ, কৌন্সিলের অন্যান্য সভ্য ও সেক্রেটরিরা তন্মধ্যে গমন করেন। প্রতিনিধি গবর্ণর জেনরল প্রধান বিচারপতি লার্ড বিশপ এবং ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ তীরে থাকিয়া মৃতদেহ গ্রহণ করেন। দুর্গের তোপ আরম্ভ হইবামাত্র খিদিরপুরের সেতু হইতে সকলে গবর্ণমেণ্ট বাটীর দিকে অগ্রসর হইলেন। শুক্রবার অপরাহ্নে ঘোষণা হওয়াতে টিকেট বিতরণের কতক গোলযোগ হইয়াছিল। মৃত শাসনকর্ত্তার প্রতি সম্মান করেন, অনেকের এরূপ ইচ্ছা ছিল; কিন্তু শুক্রবার রাত্রি হইলে পর অধিকাংশ লোকে ভারতবর্ষীয় গেজেটের অতিরিক্ত সং[illegible] দেখিতে পান। তথাপি অসংখ্য লো[illegible] উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ [illegible] বঙ্গদেশীয় অশ্বারোহী দল. তৎপরে [illegible] ন্টিয়রেরা, তারপর ৬১০ সংখ্যক [illegible] রোপীয় রেজিমেণ্ট বন্দুকের মস্তক [illegible] নত করিয়া অগ্রসর হয়। তাহাদি[illegible] পশ্চাতেই গবর্ণর জেনরলের বাদ্যকর[illegible] শরীররক্ষকগণ (ইহারা শোকনিব[illegible] অশ্ব হইতে নামিয়াছিল) তৎপ[illegible] কয়েকজন পাদরী ও ডাক্তার ফোতার গ[illegible] করেন। ইহাঁদিগের পশ্চাতে মৃত[illegible] বাহ্যবদ্ধ হইয়া যায়। উভয় পার্শ্বে [illegible] র্ণর জেনরলের এডিকঙ্গ ও নিজ সভা[illegible] গণ ছিলেন। তৎপরেই তাঁহার [illegible] ভ্রাতা। লার্ড মেয় ভ্রাতাদিগ[illegible] অতিশয় ভালবাসিতেন বলিয়া তাহা[illegible] গকে তাঁহার ভ্রাতাগণের পরেই যাই[illegible] দেওয়া হয়। তৎপরে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণ[illegible] যাবতীয় দেওয়ানী, সৈনিক ও সামুদ্রি[illegible] কর্ম্মচারী, বণিক্ জাহাজের নাবি[illegible] এতদ্দেশীয় ভদ্রলোক প্রভৃতিকে দেখি[illegible] পাওয়া যায়; সকল শ্রেণির প্রতিনিধি[illegible] মৃত শাসনকর্ত্তার প্রতি শেষ সম্মান ক[illegible] বার নিমিত্ত উপস্থিত ছিলেন। সকলে[illegible] দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রকা[illegible] খিদিরপুরের সেতু হইতে গবর্ণমেণ্ট বা[illegible] পর্য্যন্ত সমারোহ করিয়া মৃতদেহ আ[illegible] য়ন করা হয়। লেডিমেয়ের ইচ্ছা [illegible] তাঁহার স্বামীর শব ইংলণ্ডে নীত হ[illegible] এই সময়ে এই স্ত্রীরত্ন যথার্থ ধৈর্য্য [illegible] স্ত্রীলোকের উচ্চতম গুণ প্রকাশ করি[illegible] ছেন। এ প্রকার স্ত্রীলোকের এরূ[illegible] দুর্ভাগ্য আমাদিগের আরও কষ্ট[illegible] হইয়াছে। এতদ্দেশীয় সর্ব্বসাধারণ, [illegible] হিন্দু কি মুসলমান সকলেই যে শোক[illegible] হইয়াছেন, শনিবারের জনতা তাহা[illegible] প্রমাণ।

করপীড়া, রথ্যাকর ও তৎসংক্রান্ত আইন।

রাজকর অতি প্রয়োজনীয় বস্তু বটে, কিন্তু যখন উহা ন্যায় ও বিশুদ্ধ যুক্তির সীমা লঙ্ঘন করে, তখন উহার নাম পর্য্যন্তও লোকের একান্ত বিদ্বিষ্ট ও অসহনীয় হইয়া উঠে। আমাদের গবর্ণমেণ্ট নানা উপায়ে প্রজার হিতচিন্তা ও শুভানুষ্ঠান করিতেছেন, ইহা কাহারও অবিদিত নহে। কিন্তু তথাপি কোম্পানী বাহাদুরের সুখের রাজত্বকাল সানুরাগে স্মরণ করিয়া বর্ত্তমান রাজশাসনে অসন্তোষ প্রকাশ না করেন, এরূপ লোক অতি বিরল। এই অংশের অনিষ্টকর সাধারণ অসন্তোষের কারণ কি? ব্রিটিশ শাসন শশাঙ্কে এই ঘন তিমির সন্নিপাতের কারণ কি? ইংরাজ জাতির ঔদার্য্য সৌরভে এই নাক্কারজনক পূতিগন্ধ সঞ্চারেরই বা কারণ কি? এসকল প্রশ্নের কেবল একই উত্তর করপীড়া। করপীড়াই ভারতরাজ্যকে ব্যাকুলিত করিয়াছে, করপীড়াই ভারতবাসিদিগের শোষণযন্ত্র হইয়াছে, এই করপীড়াই ভারতেশ্বরীর কোমল স্নেহ কুসুমের পাষাণময় ফলস্বরূপ প্রতীয়মান হইতেছে।

মহারাণীর খাস হওয়া অবধি দৈব পীড়ার যেমন বাহুল্য, রাজপীড়ারও তেমনি প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হইতেছে। একদিকে যেমন ঝড়, দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন, মহামারী প্রভৃতি প্রজাবর্গকে ধনে প্রাণে দগ্ধ করিতেছে, অন্যদিকে তেমনি ইনকমটাক্স, লাইসেন্স টাক্স, চৌকীদারী টাক্স, মিউনিসিপাল টাক্স, ইরিগেশন টাক্স, আদালত ঘটিত টাক্স (ষ্টাম্পের মূল্যবৃদ্ধি ও নানা প্রকার নূতন ফিজ্‌) প্রভৃতিও প্রজাদিগের দুঃখানলে আহুতি প্রদান করিতেছে। কিন্তু নবপ্রবর্ত্তিত পথকর বোধ হয়, ঐ সকলেরই চূড়ামণি! অন্যায় মূলকতার বল, অযৌক্তিকতার বল, নৃশংসতার বল, কিছুতেই কোন কর উহার তুল্যকক্ষ নহে। পথ ঘাটের প্রয়োজন নাই বলিলে চলিবে না, অবশ্যই করিতে হইবে, সভ্যতার বাহ্যাড়ম্বর অবশ্যই প্রদর্শন করিতে হইবে, এইরূপ সজোরে সভ্যতাপ্রবর্ত্তনযুক্তিই উহার প্রাণ, দশসালাবন্দোবস্তরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, নিষ্কর ভূমিতে করস্থাপনরূপ গর্হিতাচরণ, এবং দরিদ্র প্রজাপীড়ন প্রভৃতি দুরূহ পাপ উহার শরীর, বঙ্গের প্লাবন পীড়িত ও সংক্রামক পীড়াক্রান্ত প্রদেশ, আর দারুণ দুর্ভিক্ষ দলিত উড়িষ্যাখণ্ড উহার বিলাস ভূমি!!

আকৃতি প্রকৃতির কথা ত এই গেল, এখন তদ্ঘটিত আইনের কথা কিঞ্চিৎ বলিতেছি, পাঠকগণ একটু অভিনিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিবেন। যে যে জেলায় রোড সেস আইন (১৮৭১। ১০ আইন) প্রচলিত হইয়াছে, সেই সেই প্রদেশের প্রায় তাবৎ অধিবাসীরই সহিত উহার সংস্রব আছে, বলিতে হইবে। এরূপ সর্ব্বজনস্পর্শী আইন সুস্পষ্ট ও সহজ হওয়া নিতান্তই আবশ্যক। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উহাতে এত জটিলতা ও সংশয়জনকতা আছে, যে অনেক বিজ্ঞ লোকেও সহজে উহার তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে পারেন না। নিম্নে কয়েকটী সন্দেহ ও আপত্তিস্থল উদাহরণ স্বরূপ প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রস্তাবিত আইন সকল জেলায় প্রচলিত হয় নাই। অনেকস্থলে আইনমুক্ত জেলা ও আইনাধীন জেলা পরস্পরের সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে আমরা মেদিনীপুর ও বালেশ্বর জেলাকেই দৃষ্টান্তস্থলে গ্রহণ করিতেছি। প্রথমোক্ত জেলা আইনমুক্ত, এবং শেষোক্তটী আইনাধীন। পরন্তু বালেশ্বর জেলায় তৌজীভুক্ত এরূপ অনেক মহাল (১) দৃষ্ট হয়, যাহাদের কতক গ্রাম নিজ বালেশ্বরের সীমায় (২) ও কতক গ্রাম মেদিনীপুরের সীমার মধ্যে বিদ্যমান আছে। এখন কথা এই হইতেছে, শেষোক্ত গ্রামগুলির রিটর্ন্‌ বালেশ্বরে দাখিল করিতে হইবে কি না? এবং তাহাতে যেসকল প্রজার বাস, তাহারা, বালেশ্বর জেলার সীমার বহির্দ্দেশে থাকিয়াও কেবল মূল মহালের তৌজী বালেশ্বরের কালেক্টরীভুক্ত বলিয়া পথ করের দায়িক হইবে কি না? পথকর আইনের ৫ ও ... ধারায় যখন মহলের রিটর্ন্‌ দিবার বিধি হইয়াছে, তখন এই আইন জেলার সীমা লঙ্ঘন করিয়া উপরিলিখিত প্রজাগণকে স্পর্শ করিবে এরূপ বোধ হইতেছে; কিন্তু পক্ষান্তরে ইহাও উপলব্ধি হইতেছে যে যদি উক্ত প্রজাগণ পথকরের দায়িক হয়, তবে আইনের মূলযুক্তির উপরেই দোষ পড়ে। কারণ, রথ্যাকর একপ্রকার মিউনিসিপাল টাক্স মধ্যেই গণ্য। মিউনিসিপালিটীর ভূমি এই কর হইতে মুক্ত থাকাই এবিষয়ের সুন্দর প্রমাণ। এখন বিবেচনা কর, এক জেলার মিউনিসিপাল করের জন্য অন্য জেলার অধিবাসিগণকে দায়িক করা কতদূর যুক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য। আরও দেখ, ঐরূপে যদি জেলার সীমা উল্লঙ্ঘিত হয়, তাহা হইলে আইনের ... ধারাটী (৩) নিতান্ত প্রলাপবাক্য হই...

(১) কাকড়াচোর পরগণার মহাল ... ডা ও মহাল পুরুষোত্তমপুর, ভোগরাই পর... ণার মহল কন্দবা ভোগরাই ইত্যাদি।

(২) বালেশ্বর জেলার মেদিনীপুর সং... সীমা ১৮৬৯ সালের ২ রা ফেব্রুয়ারির বা... গেজেটে দৃষ্টি কর।

(৩) ১ ধারার যে অংশ বিফল হইবে ... এই "বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনন্ট গ... সাহেব কলিকাতা গেজেটে অনুজ্ঞাপত্র প্র... করিয়া উক্ত দেশের অন্তর্গত যে জেলায় ... যে যে জেলায় এই আইন প্রচলিত করেন...

ঠে এবং বোর্ডের ৩২ সংখ্যক (৪) নিয়ম প্রদর্শন করিয়া জমীদারেরাও বলিতে পারেন যে, কতকগুলি কর-যুক্তার ভূমি জেলার মধ্যে আছে কি না তাহা বিবেচিত হইতেছে; কিন্তু তাঁহাদিগের (জমীদারদিগের) জেলারবহিঃস্থিত সম্পত্তির উপরেও টান পড়িতেছে, ইহা বিলক্ষণ পক্ষপাতিতার কার্য।

পথকর আইনের এ তপশীলে রিটর্ণের যে ফারম দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দৃষ্ট হয়, উক্ত রিটরন্ ৪ খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড নিজ জোত ভূমি সম্পর্কীয়; দ্বিতীয়, রায়তী ভূমি সম্পর্কীয়, তৃতীয় তালুক প্রভৃতি সম্পর্কীয়; চতুর্থ, নিষ্কর ভূমি সম্পর্কীয়। প্রায় গ্রাম মাত্রেই আবাদ ও গর আবাদ দুই প্রকার ভূমি আছে। শেষোক্ত ভূমিও আবার দুই প্রকার, আবাদ যোগ্য ও আবাদের অযোগ্য পতিত। আবাদযোগ্য ভূমি উল্লিখিত খণ্ড চতুষ্টয়ের কোন্টীতে লিখিত হইবে তাহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশুদ্ধ যুক্তি অনুসারে পতিত ভূমি রিটরন্ভুক্ত হওয়াও উচিত না। কারণ, যে ভূমি হইতে জমীদার ও তালুকদারেরা এক পয়সাও লাভ পাইতেছেন না, কিন্তু বন্দোবস্তের সর্ত্তের অনুসারে রাজস্ব প্রদান করিতেছেন, তদ্রূপ ভূমির আনুমানিক মূল্যের উপর পথকর লওয়া নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্য। বিশেষতঃ সকরভূমি সংক্রান্ত উক্ত দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় স্তম্ভে যখন রায়তের নাম লিখিবার স্পষ্ট বিধি দৃষ্ট হইতেছে, তখন পতিত জমী) যাহা কোন রায়তেরই জোতে নাই) যে রিটরন্ ভুক্ত করিতে হইবেক না এরূপ স্পষ্টই অনুভব হইতেছে। আবার যখন বোর্ডের ৩০ শ নিয়ম (৫) পাঠ দ্বারা দেখা যায় যে "পাওয়া যায়" "পাইয়া থাকেন" প্রভৃতি শব্দে প্রকৃত লভ্যই লক্ষিত হইতেছে, সুতরাং ঐরূপ লভ্যেরি উপরে কর ধার্য্য করাই আইনের উদ্দেশ্য, তখন উপরি লিখিত অনুভব সমধিক দৃঢ় ও বদ্ধমূল হইয়া উঠে। কিন্তু পক্ষান্তরে ৩ য় ধারা নির্দ্দিষ্ট ভূমি শব্দের অর্থ (৬) ৭ ম ও ২০ শ ধারার সহিত একত্রে পাঠ করিলে বিন্দুমাত্রও ভূমি যে এই করের আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ করিবে, এমত বোধ হয় না। প্রত্যুত ইহাই উপলব্ধি হয় যে, গর আবাদ ও জলমগ্ন ভূমি পর্য্যন্তও উহার করাল কবলে কবলিত হইবে এবং যে জমীদার পতিতভূমি রিটরন্ভুক্ত না করিবেন তিনি ঐ ভূমি আবাদ হইলে, তাহার খাজানার স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইবেন। এখন দেখ বিশুদ্ধ যুক্তি ও রিটর্ণের পাঠ ও বোর্ডের নিয়মের সহিত উক্ত ধারাগুলির কেমন চমৎকার বিরোধ। এবিষয়টি কি অদ্ভুত সমস্যাই হইয়াছে।

৮ ধারায় বিহিত হইয়াছে, যে মহালের রাজস্ব কিম্বা যে তালুকের খাজনা ১০০ টাকার অনধিক, ঐরূপ মহালাদির উপর নোটিস জারী না করিয়া কালেক্টর সাহেব মেয়াদি বন্দোবস্ত স্থলে উক্ত রাজস্ব বা খাজনার দ্বিগুণের এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তস্থলে ত্রিগুণের অনধিক মূল্য নিরূপণ করিবেন। রিটরন দেওয়া অত্যন্ত ক্লেশজনক ব্যাপার। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমীদার ও তালুকদারদিগকে ঐ ক্লেশ হইতে মুক্তিদানই ৮ ধারার উদ্দেশ্য। বোর্ডের ১৬ শ নিয়মে স্পষ্ট অক্ষরে একথা ব্যক্ত হইয়াছে। তৃতীয় ধারার নির্দ্দেশ মতে নিষ্কর ভূমি (৭)

---

অনুজ্ঞাপত্রে এই আইন প্রচলিত হইবার তারিখ নিরূপণ করেন সেই সেই জেলায় সেই তারিখ অবধি এই আইন প্রচলিত হইয়া প্রবল হইবে।"

(৪) ঐ নিয়ম এই, "৩২। এই আইনের অধ্যায় মতে যে স্থাবর সম্পত্তির উপর কর ধার্য্য হইতে পারে জেলার মধ্যে সেই প্রকারের সম্পত্তি আছে কি না, অত্যন্ত মনোযোগে ইহার অনুসন্ধান লইতে হইবে।" গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৭১। ১৭ ই অক্টোবর ১৪৮৮ পৃষ্ঠা।

(৫) ৩০। লভ্যের উপর যে হারে কর ধার্য্য হয়, মহালের কি তালুকের ভোগাধিকারী প্রত্যেক জন ঐ হারের অর্দ্ধেক দিবেন। কৃষিকারি রায়তের খাজনার উপর যে হারে কর ধার্য্য হয় তিনিও তাহার অর্দ্ধেক দিবেন। মনে কর যেমন কোন মহাল হইতে বৎসর বৎসর মোট ৪০০০ টাকা পাওয়া যায়, গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ১০০০ টাকা। ভূমির একাংশে মোট ২০০০ টাকা পাওয়া যায়, ভূম্যধিকারী তাহা আপনি রাখিলেন। কৃষিকারী রায়তেরা তাহা ভোগ করে। অন্য অংশের ১০০০ টাকা আয় পত্তনি পাট্টা দিয়াছেন। পত্তনিদার প্রজাদের স্থানে বৎসর মোটে ২০০০ টাকা পাইয়া থাকেন। এমন স্থলে টাকা প্রতি ২ পয়সা হার ধরা গেলে জমীদার ১০০০ টাকার উপর অর্দ্ধ হার (১ পয়সা) দিবেন, বাকী ৩০০০ টাকার উপর সম্পূর্ণ ২ পয়সা দিবেন। গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৭১। ১৭ ই অক্টোবর ১৪৮৭ পৃষ্ঠা।

(৬) ২ ধারা—"ভূমি শব্দে আবাদ ও গর আবাদ ও জলমগ্ন ভূমিও বুঝাইবে।"

৭ ধারা—"যে মহালের কিম্বা তালুক প্রভৃতির বিষয়ে সেই প্রকারের নোটিশ দেওয়া যায় তাহার ভোগাধিকারী রিটরন্ দিলেও তন্মধ্যে কোন এক ভূমি কি তালুক প্রভৃতি ধরা যায় নাই এমন প্রমাণ হইলে, * * * * তিনি সেই ভূমির কি তালুক প্রভৃতির খাজনার নিমিত্ত নালিশ করিয়া তাহা আদায় করিতে পারিবেন না। ইত্যাদি।"

২০ ধারা—"কোন জেলায় এই আইন প্রচলিত হইবার সময়াবধি প্রদেশীয় কমিটি নিযুক্ত থাকিতে যে কোন সময় বিবেচনা করিবেন বা নির্দ্দিষ্ট বিধিবতে সেই জেলার অন্তর্গত সমস্ত ভূমির উপর ঐ ভূমির বার্ষিক মূল্যের টাকা প্রতি অর্দ্ধ আনার অনধিক যে হার নিরূপণ করেন, প্রদেশীয় পথকর সেই হারে লওয়া যাইতে পারিবে।"

(৭) ৩ ধারা—২ "মহাল শব্দে নিষ্কর তালুক প্রভৃতি রেজিষ্টরি হইতে যে ভূমি কিম্বা ভূমির যে অংশ লেখা থাকে সেই ভূমি বুঝাইবে।"

তালুক প্রভৃতি শব্দে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট মহাল ভিন্ন এবং কৃষকারী রায়তদের স্বত্ব ভিন্ন সমস্ত কিম্বা নিষ্কর ভূ মগত সকল স্বার্থ গণ।"

াল ও তালুক প্রভৃতির মধ্যে গণ্য। দেন প্রশ্ন এই হইতেছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাখে জদারেরা (যাঁহাদের নাখেরাজ মির খাজনা ১০০ টাকার অনধিক) ধারার উপকার প্রাপ্ত হইতে রেন কি না? মফস্বলে সচরাচর ই হয়, ক্ষুদ্র নাখেরাজদারগণ আপনারা জাদিগের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া ৌখিক হিসাব মতে খাজনা আদায় রিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের না আছে মীন, না আছে গোমস্তা, না আছে াগজ পত্র, কিছুই নাই। অন্তত: বন্দো স্ত আদির অনুরোধেও যাঁহাদের কাগজ ত্র থাকা সম্ভাবিত, আর যাঁহাদের ১ জন আমলাও আছে, এরূপ সকল ম্পত্তিভোগীদিগকে যখন নিতান্ত রিক্তিকর রিটরন্ প্রদান হইতে মুক্ত রা হইতেছে, তখন কাগজশূন্য আম াবিহীন ও অপেক্ষাকৃত সমধিক দুর্দ্দ াগ্রস্ত নাখেরাজ দারেরা যে কি অদ্ভুত ক্তির বলে ক্লেশকূপে নিমগ্ন থাকিবেন, াহা সহজে বুঝা যাইতেছে না। আবার খন দেখা যায় যে, আইনের অর্থমতে ক্ত উভয় প্রকার ব্যক্তির সম্পত্তি একই শ্রেণীতে গণ্য, এমন কি একই শব্দে াচ্য হইয়াছে, তখন যুগপৎ মনোমধ্যে ক্ষোভ ও বিস্ময়ের উদয় হয়। এই বিচার বৈষম্যে এই স্পষ্ট ভ্রান্তি বিনাশের কি প্রতীকার হইবে না?

তৃতীয় ধারায় ব্যক্ত হইয়াছে, "যে ব্যক্তি ভূমি চাস করিয়া বৎসর ১০০ টাকার অনধিক খাজনা দেয়, কৃষিকারী রায়ত শব্দে তাহাকেই বুঝাইবে"। এখন জিজ্ঞাস্য এই, যে সকল বাজেয়াপ্তী নাখে রাজদার নিষ্কি বা আরো কম জমায় পাট্টা প্রাপ্ত হইয়াছে, কিম্বা যে সকল প্রজা স্বল্পজমায় মোকররী পাট্টা পাইয়াছে, তাহারা যদি আপনাপন পাট্টাই জমী নিজে নিজে চাস করিয়া পাট্টানুসারে (এক শতের অনধিক টাকা) খাজনা দেয়, তবে তাহারাও কৃষিকারী রায়ত বলিয়া গণ্য হইবে কি না? যদি হয়, (আইনের অর্থানুযায়ী হওয়াই সম্ভাবিত) তাহা হইলে কতকগুলি মধ্যবর্ত্তী স্বত্বভোগী (তালুকদার বাজেয়াপ্তী নাখেরাজদার, মোকররীদার প্রভৃতি) অতিরিক্ত কর ভারে পীড়িত হইতে থাকিবে, অপর কতকগুলি অতি স্বল্প করেই অব্যাহতি লাভ করিবে। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদের বক্তব্য বিশদ করা যাইতেছে। মনে কর, একজন মোকররীদার ৫০ বিঘা জমী, ১০ টাকার মাত্র মোকররির পাট্টা লইয়া প্রজা বিলি করিয়া ৫০ টাকা প্রাপ্ত হয়। যদি ১ এক পয়সা হারে কর দিতে হয়, তবে আইনানুসারে তাহাকে (৫০ পয়সা হইতে ১০ টাকা জমার দরুণ ১০ পয়সার অর্দ্ধেক ৫ পয়সা বাদে) ৪৫ পয়সা দিতে হইবেক। কিন্তু আর একজন সমান জমীজমার মোকররীদার যদি নিজে জোত করে তাহা হইলে তাহাকে (নিজ জমার উপর হিসাব করিয়া অর্দ্ধেক) ৫ পয়সা মাত্র দিতে হইবে। কি চমৎকার প্রভেদ! এই রূপ ব্যবস্থা, "কারো সর্ব্বনাশ কারো পৌষ মাসের" উত্তম দৃষ্টান্ত সন্দেহ নাই। এই ন্যায়বিরুদ্ধ ব্যবস্থায়ের কি সংশোধন হইবে না? আইনের এরূপ গরীয়ান দোষ কি অপ্রতিহত থাকিবে? প্রক্রান্ত অব্যবস্থা প্রচলিত থাকিলে আর একটী এই মন্দ ফল দাঁড়াইবে যে, মধ্যবর্ত্তী স্বত্বভোগী স্বল্প কর দানের লোভে দুঃখী প্রজাগণের জোত ছাড়াইয়া আপনারা চাস করিবার চেষ্টা করিবে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, একে ত রথ্যাকর লোকের বিদ্বিষ্ট পদার্থ, আবার যেন কার্য্য প্রণালী ও আইনের দোষে উহা অধিকতর ঘৃণাস্পদ না হয় লোকের প্রতি অবিচার ও করপীড়া না হয়, বোর্ড প্রকাশিত নিয়মগুলির এরূপ আভাস দেখিয়া আমাদের কতক ভরসা জন্মি য়াছে। এক্ষণে তাঁহাদের নিকটে সবিনয়ে প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা উপরি লিখিত বিষয়গুলির সমুচিত মীমাংসা করুন, যাবৎ তাহা না হইতেছে, তাবৎ জমীদার প্রভৃতির নামে নোটীশজারী স্থগিত রাখিবার আদেশ প্রচার করুন। আর যখন প্রোক্ত আপত্তিমূলক বিষয়গুলির সৎ সিদ্ধান্ত হইবে তখন উহা যেন সাধা রণের গোচরার্থ যথোচিতরূপে প্রচারিত হয়, নতুবা অজ্ঞতা বশতঃ অনেকের গলায় ছুরী পড়িবে, এবং উৎকোচগ্রাহী আমলাগণের একটী উত্তম উপার্জ্জন পথ প্রমুক্ত ও পরিষ্কৃত হইবে।

নূতন পুস্তক।

১। ইংরাজ গুণ বর্ণন। শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকৃ সহ পদ্যে ইহার রচনা করিয়াছেন। গাড়ি, কলের গাড়ি টেলিগ্রাফ ও ইংরাজ কর্তৃক ভারতবর্ষে নীত অন্যান্য কলের বর্ণন দ্বারা ইংরাজদিগের গুণ কীর্ত্তন করা হইয়াছে। সচরাচর যে সকল পদ্যগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার পদ্যগুলিও সেইরূপ হইয়াছে।

২। শ্রীযুক্ত বাবু নৃত্যলাল শীলের সম ১২৭৯ ইংরাজি ১৮৭২—৭৩ অব্দের বাঙ্গ নূতন পঞ্জিকা। ইহাতে পঞ্জিকার জ্ঞাত সমুদায় বিষয়ই আছে। তদ্ভিন্ন পুস্তকে শেষাংশে ছোট আদালতের খরচা ষ্টাম্প আইন, ডাক মাশুলের নিয়ম রেলওয়ে ভাড়া প্রভৃতি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে

৩। ভারতবর্ষের নিম্নশ্রেণীর শিক্ষা বি রক প্রস্তাব। ইংরাজী ভাষায় লিখিত ইংলণ্ডস্থিত লিড্স নগরে সামাজিক বিজ্ঞ সভায় শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্য এই প্রস্তাব পাঠ করেন। ইহাতে ভার র্ষে নিম্নশ্রেণীকে এবং রুদ্ধ দ্বারে দণ্ড ব্যক্তিদিগকে শিক্ষা দানের আবশ্যকতা উহার অভাবে যে সকল অনিষ্ট হইতে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

৪। কলিকাতার বালকগণের প্রতি বি

রতা সম্বন্ধে উপদেশ। কলিকাতাস্থ অন্তগ শের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণী সভার অবৈতনিক সেক্রেটারি কর্তৃক ইংরাজী ভাষায় লিখিত। এখানি যেরূপ সুকুমারমতি বালকগণের শিক্ষোপযোগী সরল ভাষায় লিখিত, সেইরূপ ইহার উপদেশগুলি উৎকৃষ্ট রীতি ও হৃদয়গ্রাহিতা গুণসম্পন্ন হইয়াছে।

## বিবিধ সংবাদ।

১লা ফাল্গুন সোমবার।

কাগজের পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণ রেখা দিয়া প্রধান ব্যক্তিদিগের মৃত্যু সংবাদ লিখিবার জন্য অনেকে আমাদিগকে অনুরোধ করেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত সোমপ্রকাশে দেশীয় বিদেশীয় যে সকল প্রধান ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদাদি প্রকাশিত হইয়াছে, বৈদেশিক রীতি বলিয়া কোনটীই উক্ত রীতানুসারে লিখিত হয় নাই। সুতরাং গবর্নর জেনরলের মৃত্যু সংবাদে উক্ত রীতি অবলম্বিত হইল না।

শাঁখারিপাড়ার সংস্কৃত রজনীবিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রলাল সোম কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, শ্রীযুক্ত রায়ধনপৎ সিংহ বাহাদুর উক্ত বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ ১০ টাকা দান করিয়াছেন।

টিয়েন হি নামক শ্যাম দেশীয় একজন সম্ভ্রান্ত লোক নিউইয়র্কে সম্মানসূচক উপাধি লাভ করিয়া সম্প্রতি চিকিৎসা সংক্রান্ত মিশনরি হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

আমরা অবগত হইলাম, কাশ্মীর পাতিয়ালা ও ঝিন্দে যত খোজা গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করিতেছিল, উহাদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস শ্রবণ করিয়াছেন, সৈন্যগণ লুসাই যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগমন করিতেছে। মেরি উইন্‌চেষ্টার এবং কতকগুলি বন্দীভূত প্রজার উদ্ধারসাধন ভিন্ন উক্ত যুদ্ধে আর কি কাজ হইল আমরা জানিতে পারি নাই।

মনি সাহেব ইনকম টাক্স সম্বন্ধে যে রিপোর্ট করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশিত হইয়াছে, বঙ্গদেশে ৪০ কোটি লোকের বাস; এই হিসাবে প্রতি ১১৪ ব্যক্তির মধ্যে এক জনের উপরে টাক্স ধার্য্য হইয়াছে;

ত্রিসন্ধ্যা বালক বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণার্থ সম্প্রতি মহারাণী স্বর্ণময়ী ১০০ টাকা দান করিয়াছেন।

গত নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে মুন্সিগঞ্জ উপবিভাগে যে বারুণীমেলা হইয়া গিয়াছে, উহাতে প্রায় ১৪০০ স্ত্রী পুরুষ স্নানার্থ গমন করেন। মেলায় ৯৮৩ দোকান বসিয়াছিল। প্রায় ৭১ সহস্র লোক মেলা দর্শন করিতে গমন করেন। সমুদায়ে ১৯,৪ ৫৭৯ টাকার দ্রব্যাদি বিক্রীত হয়। এত জনতা হইয়াছিল কিন্তু পীড়াদির বড় উপদ্রব হয় নাই। এটী তত্রত্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের তত্ত্বাবধানগুণে হইয়াছে। কৃষ্ণচন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন, দোকানদারেরা ইনকম টাক্সের ভয়ে স্ব স্ব বিক্রীত দ্রব্যের যথার্থ হিসাব দেয় নাই। সার রিচার্ড টেম্পল দেখুন ইনকম টাক্সনিবন্ধন লোকে কিরূপ ভীত হইয়াছে।

বন্দলখন্দের অন্তর্গত চৌরি ফতেপুরের জায়গীরদার তাহার জায়গীরের মধ্যে বাণিজ্য দ্রব্যের রপ্তানী কর উঠাইয়া দিয়াছেন

কোস্তাবার আমীরের পুত্র সম্প্রতি এডেন দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন। এডেন ইংরাজদিগের অধিকারভুক্ত হওয়া অবধি উক্ত রাজবংশের কেহই তথায় গমন করেন নাই।

জুরিচ বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসকল স্ত্রীলোক শিক্ষা করিতেছেন, উহাদের সংখ্যা ক্রমে এত অধিক হইয়াছে যে, উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যার দশম ভাগ স্ত্রীলোক হইবে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, হাই কোর্টের আপীলেট বিভাগ কলিকাতার নূতন হাই কোর্ট বাটীতে উঠিয়া যাওয়াতে, বেঙ্গল সেক্রেটারিএট, পুলিস ইনস্পেক্টর জেনরল এবং জেলের ইনস্পেক্টর জেনরলের আফিস আলীপুরের যে বাটীতে এক্ষণে হাই কোর্টের আপীলেট বিভাগ আছে, তথায় উঠিয়া যাইবে।

১৮৭০-৭১ অব্দে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ৩৭ ৩৬ স্কুল ও কালেজ ছিল। ইহাতে ৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

ত্রিবাঙ্কুরের রাজা মান্দ্রাজের শাসন কর্ত্তার সম্মানার্থ নিজ রাজ্য মধ্যে "নেপিয়র মিউজম" নাম দিয়া একটী চিত্রশালিকা স্থাপনের মানস করিয়াছেন। অনুমান করা হইয়াছে, এই বাটী নির্ম্মাণে এক লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

দিল্লীগেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, কর্ণেল পলক স্বগণসহিত কান্দাহারে উপস্থিত হইয়াছেন। তত্রত্য সর্দারেরা যথোপযুক্ত সম্মানসহকারে তাহাদিগের অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

রুড়কীর টমসন কালেজের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে এপর্য্যন্ত ১০ মাত্র ছাত্র থাকিবার নিয়ম ছিল, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উক্ত শ্রেণিতে ২০ জন ছাত্র গ্রহণের অনুমতি দিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যেক রেজিমেণ্ট হইতে এক জনের অধিক আফিসর যাইতে পারিবেন না।

এক্ষণে দিল্লীর শিক্ষা শিবির উঠিয়া গিয়াছে।

টেলিগ্রাম আসিয়াছে লার্ড হবার্ট মান্দ্রাজের শাসনকর্ত্তার পদ গ্রহণে স্বীকৃত হইয়াছেন।

বোম্বাইর একখানি সংবাদপত্র বলেন, যাহারা ডাক্তার লিবিংষ্টোনের অনুসন্ধানার্থ গমন করিতেছেন, ৬ জন যুবক আফ্রিকান স্বেচ্ছানুসারে সেই সঙ্গে যাইতেছেন। ইহারা নাসিকপুর অনাথ বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইয়াছেন।

গত নবেম্বর মাসে মধ্য প্রদেশের ৭২২ ৫৭২০ অধিবাসীর মধ্যে ১২১৭৬ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। জ্বরেই অধিকাংশ লোকের মৃত্যু হয়।

টেলিগ্রাম আসিয়াছে, ওয়াসিংটনের মন্ত্রী সভার সহিত লণ্ডনের মন্ত্রিসভার যে গোলযোগ হইতেছে, প্রিন্স বিসমার্ক মধ্যবর্ত্তী হইয়া তাহার মীমাংসা করিয়া দিবেন বলিয়াছেন।

বোড়ালের শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র ঘোষ তত্ত্বজ্ঞা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, বোড়াল মধ্য শ্রেণী ইংরাজী বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ কারাণী স্বর্ণময়ী ২০ টাকা দান করিয়াছেন।

মহারাজ হোলকার ইন্দোরে একটী লের কারখানা করিয়াছেন। রাজা এই রখানায় একটী বস্ত্রের কল স্থাপন করিলে দেশের যথার্থ উপকার করা হয়।

ভারতবর্ষীয় সভার ন্যায় আপামর সাধা দেশের স্বার্থরক্ষার্থ রাজনীতি সংক্রান্ত সভা স্থানে স্থানে তাহার শাখা সভা স্থাপন রা কতগুলি লোকের ইচ্ছা। সেদিন বসুত জারের পত্রিকায় এই অভিপ্রায়ে একটী প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে এখানকার রাজনীতির অবস্থা যেরূপ তাহাতে এখন রূপ সভায় কাজ হইবে বোধ হয় না। যতদিন নিয়ম বহির্ভূত প্রদেশের রাজনীতিজ্ঞদিগের প্রাধান্য থাকিবে, তত দিন এরূপ সভা স্থাপনে অভীষ্টলাভের সম্ভাবনা নাই।

বিশ্ববিদ্যালয় সভা দেশীয় ভাষায় উপাধি দানের মানস করিয়াছেন।

সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, সম্প্রতি মথুরায় একজন উদাসীন একটী মন্দিরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা পায়, নিষেধ করাতে সে একজন প্রহরীর হস্ত হইতে তরবারি কাড়িয়া লইয়া তাহাকে এবং অন্যান্য লোককে হত্যা করিবার চেষ্টা করে। তৎপরে পুলিস কর্তৃক ধৃত হইয়া মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে নীত হইয়া পুনর্ব্বার ঐ রূপ তরবারি কাড়িয়া লইয়া বিচারপতিকে মারিতে উদ্যত হয়, কিন্তু অভীষ্টসিদ্ধি হয় নাই। জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, আমি স্বর্গে যাইবার সহজ উপায় অনুসন্ধান করিতেছি।

বোম্বাই গেজেট লণ্ডন হইতে টেলিগ্রাফ যোগে সংবাদ পাইয়াছেন, গত সোমবার টিয়র্স কে গুলি করিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। আজি কালি শাসনকর্তাদিগের উপরে লোকের বড় বিদ্বেষবুদ্ধি জন্মিয়াছে।

গুজরাটমিত্রের বিরুদ্ধে বরদার রাজা লাইবেলের যে নালীশ করেন, অপরাধ প্রমাণ হওয়াতে সম্পাদকের ৫০০ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

গত ডিসেম্বর মাসে ব্রিটিশ ব্রহ্ম হইতে ১৭৯২২৯ টাকা মূল্যের ১০৪৮০ মণ তুলা বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে।

সম্প্রতি যে অতিবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে উহাতে পঞ্জাবের চিনাব ও জিলম নদীর জল উচ্ছ্বসিত হইয়া উহাদের উপরিস্থ ভাসমান সেতুগুলি নষ্ট করিয়াছে।

অম্বালার নিকটে লজিন সাহেব এক আদর্শক্ষেত্রে যে তুলার চাস করিয়াছিলেন, এতদ্দেশীয় রীত্যনুসারে তুলার চাস করিলে যত তুলা জন্মে উহাতে তদপেক্ষা ৭ গুণ অধিক তুলা জন্মিয়াছে।

১৮৭১ অব্দের শেষ ৩ মাসে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ৯৬ পুস্তক ৭৭ ক্ষুদ্র পুস্তক ১৬ সাময়িক পত্র ও আর দুই খানি অন্যান্য গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে।

পিয়নিয়র বলেন গত বুধবার আলাহাবাদের আর একটী বারিক পুড়িয়া গিয়াছে। সারজন লরেন্সের কত বারিকগুলিতে শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে।

আমরা দুঃখিতান্তঃকরণে প্রকাশ করিতেছি, রণতরিদলের প্রধান সেনাধ্যক্ষ আর এ, জে, এচ, কম্বরন্ অনিবার বেলা সাৰ্দ্ধ ৩ ঘটিকার সময় গবর্ণমেণ্ট হাউসে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

২ রা ফাল্গুন মঙ্গলবার।

গত জানুয়ারি মাসে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা কলিকাতার ৩৬২৪০৩৬ কম টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী হইয়াছে। কিন্তু যে বাণিজ্য দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে, উহা পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৬৪৭১৬৩৫ অধিক টাকার হইবে। দ্রব্যাদির মাসুলে পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা ১৫৫৭২৪ টাকা কম আদায় হইয়াছে, কিন্তু লবণের মাসুলে ৭৪৫৮৫ টাকা অধিক সংগৃহীত হইয়াছে।

এফ, আর কক্রেল সাহেব ২০ মাসের বিদায় লইয়া আগামী মার্চ্চমাসে ইংলণ্ডে যাইতেছেন।

অদ্য বঙ্গবন্ধুপক্ষ সভার অধিবেশন হইবার যে কথা ছিল। তাহা হয় নাই।

ভারতবর্ষীয় সেক্রেটারি মাইসোরের ষ্টেট রেলওয়ের কার্য্য আপাততঃ বন্ধ রাখিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

লার্ড নেপিয়র মাদ্রাজ এথিনিয়মের বিরুদ্ধে যে লাইবেলের নালীশ করিয়াছেন আগামী শুক্রবার তাহার বিচার হইবে।

একব্যক্তি দিল্লী গেজেটে লিখিয়াছেন, একজন ইউরোপীয়ের দক্ষিণ হস্তের এক অঙ্গুলীতে সর্পে দংশন করে। দংশন করিবা মাত্র তিনি দষ্ট স্থানের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে তাগা বাঁধিয়া সূচিকা দ্বারা অঙ্গুলীর স্থানে স্থানে বিদ্ধ করিলেন। পরে উহার উপরে এক টী উত্তপ্ত পলাণ্ডু পুল্টিসের ন্যায় বাঁধিয়া দিলেন। ৩ ঘন্টা পরে পলাণ্ডুটী খুলিয়া দেখা গেল সর্পবিষ উহাতে সংলগ্ন রহিয়াছে। ঐ ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

ফরাসী বণিকদিগের সাধুতার একটী উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। একজন ফরাসী বণিক লণ্ডনের একজন উত্তমর্ণের নিকট ১০০০০০ টাকা ঋণগ্রস্ত ছিলেন। ফরাসী যুদ্ধের প্রারম্ভে উত্তমর্ণ স্থির করিয়া রাখিলেন, অন্ততঃ অর্দ্ধেক টাকা আর আদায় হইবে না। কিন্তু এক্ষণে তিনি কড়ায় গণ্ডায় সমুদায় টাকা পাইয়াছেন।

ইংলণ্ডস্থ একজন জর্ম্মণ টাইমস পত্রে লিখিয়াছেন, আমেরিকানেরা ইংলণ্ডের নিকটে যে ক্ষতিপূরণ প্রার্থনা করিতেছেন তদ্দর্শনে অনেকগুলি জর্ম্মণ এই বলিয়া প্রি বিসমার্কের নিকটে আবেদন করিবার মানস করিয়াছেন যে, ফরাসী যুদ্ধকালে আমেরিকানেরা ফরাসীদিগকে অস্ত্রাদি বিক্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া যুদ্ধের শেষ হইতে অনেক বিলম্ব হয়, অতএব তিনি আমেরিকার গবর্ণমেণ্টের নিকটে সেই ক্ষতিপূরণ অন্ততঃ ১ শত কোটি টাকা প্রার্থনা করেন। ইংলণ্ড দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকার যুদ্ধকাল বৃদ্ধির কারণ বলিয়া আমেরিকা তাহার নিকটে যে ক্ষতিপূরণ প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা যদি ন্যায়সিদ্ধ হয়, জর্ম্মণ ও ফরাস যুদ্ধের কাল বৃদ্ধি নিবন্ধন প্রুশিয়ার আমেরি

র গবর্ণমেণ্টের নিকটে এ প্রার্থনা কখনই
য়সিদ্ধ হইতে পারে না।

সেদিন নওয়াখালিতে লোক সংখ্যা
লক্ষন পুলিষের সাহেব ভদ্রতা অধিবাসি
দের দাঙ্গা সম্বন্ধে আমরা যেরূপ অনুমান
করিয়াছিলাম, অনুসন্ধানে তাহাই সত্য
লয়া প্রকাশিত হইয়াছে। বেঙ্গল টাইমস
খিয়াছেন, তত্রস্থ অজ্ঞ মুসলমান অধি
সীরা লোক সংখ্যার উদ্দেশ্য বুঝিতে
পারাতে এবং সংখ্যাকারিদিগের বুদ্ধি
যেই ঐ ঘটনা হয়। উহারা টেক্সের
শঙ্কা করিয়া যে দাঙ্গা করিয়াছিল তাহার
র সন্দেহ নাই।

৩ রা ফাল্গুন বুধবার।

সিন্ধু হইতে কৈচাম সাহেব তুলার বিষয়ে
সকল রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছেন, উহার
কস্থলে লিখিত হইয়াছে, বৃশ্চিক দংশনে
রবলিক আসিড প্রয়োগে বিশেষ উপ
র দর্শে। এটী তাঁহার পরীক্ষাসিদ্ধ।

ইংলিসম্যানের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা
খিয়াছেন, পার্লিয়ামেণ্টের আগামী অধি
শনে যাহাতে কমন্সসভার সভ্যগণ ভার
বর্ষের প্রধান প্রধান বিভাগের এক এক
ন প্রতিনিধি নিজ দলে গ্রহণ করেন
বার চেষ্টা করা হইবে। খোস খবরের
টাও ভাল।

কৃষিসভা আর একটী কৃষিপ্রদর্শনের
মিত্ত বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে
স্তাব করিয়াছিলেন। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর এই
লিয়া উক্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন যে,
কালে লোকের মন রথা।কর ও লোকসংখ্যা
বন্ধন অস্থিত আছে, এরূপ কার্য্যের
নুষ্ঠানের এ প্রকৃত সময় নহে। কেবল
তা কেন? জলপ্লাবন ও জ্বরাদিতেও
হাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে।

ইন্দু প্রকাশ বলেন, বোম্বাইর হিন্দুস-
জ প্রিন্স অব ওয়েলসের আরোগ্য জন্য
পাসনা করিবার নিমিত্ত আগামী ২০এ
র্চ সকলে সমবেত হইবেন বলিয়া মহা
বেগে আয়োজন হইতেছে।

সেদিন বর্দ্ধমানের প্রায় ১ ক্রোশ পূর্ব্বে
রা নামক স্থানে একজন ভদ্র লোক একটী
পক্ষীকে গুলি করিতে গিয়া দৈবাৎ একটী
বালককে গুলি করেন। ইহার বিচার হই-
তেছে।

হাবড়া হইতে সম্প্রতি "হাবড়া হেরা
লড়" নামে একখানি সংবাদপত্র প্রচারিত
হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

লার্ড মেয়ের মৃত্যু সংবাদে রাজ্ঞী শোক
প্রকাশ করিয়া লেডিমেয় ও মেজর বর্কের
নিকটে টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়াছেন। মৃত্যু
সংবাদ ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলে তাহার
২৪ ঘন্টা পরে অস্‌বরন্ হইতে প্রথমোক্ত
টেলিগ্রামটী আইসে।

হুগলি কালেজের আইনের অধ্যাপক
বাবু ত্রৈলোক্য নাথ মিত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা
গত মঙ্গলবার রাত্রিতে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ
করিয়াছে। ইহার বয়স ১২ বৎসর মাত্র।
ইহার কারণ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই।

৫৫ বৎসর বয়সে পদত্যাগ করিবার নিয়ম
উঠিয়া যাওয়াতে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টকে
জানান হইয়াছে, কোন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর
৬০ বৎসর বয়স হইলে তাঁহাকে পদস্থ
রাখিবার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের
নিকটে আবেদন করিবার আবশ্যকতা নাই।

৪ঠা ফাল্গুন বৃহস্পতিবার।

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নিযুক্ত আইনের
অধ্যাপক আগামী ২রা মার্চ্চ অবধি প্রেসি-
ডেন্সি কালেজে আইনের বক্তৃতা আরম্ভ
করিবেন।

লার্ড মেয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ
করিয়া শ্যামের রাজা টেলিগ্রাম প্রেরণ
করিয়াছেন।

লুধিয়ানার ডেপুটী কমিশনর কাউয়ান
সাহেব বিনা বিচারে ৫০ জন কোকাকে
কামানে উড়াইয়া দিয়াছেন বলিয়া
তাহাকে কর্ম্মে স্থগিত করিয়া তৎপদে সিম
লার ডেপুটী কমিশনর মেজর পার্সনকে
নিযুক্ত করা হইয়াছে।

আগামী শুক্রবার বেলা ১০ ঘটিকার
সময় বেঙ্গল সেক্রেটারিএটে নিম্নতর শাসন
কার্য্য, পুলিষ ও কমিশেরিয়েট বিভাগে প্রবে-
শার্থিদিগের আইন পরীক্ষা হইবে।

মার্চ্চিস্টনের লার্ড নেপিয়ার ২৪এ ফেব
রাত্রির পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিতেছেন না

ইংলণ্ড হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সে
লর্ড বারলো যেরূপ পীড়িত হইয়াছে
তাহাতে তাঁহার আর ভারতবর্ষে প্রত্যা
মনের সম্ভাবনা নাই।

আমীর সিয়ারআলী খাঁ নূতন সেনাদলে
নিমিত্ত সৈন্য সংগ্রহের যে চেষ্টা করিতে
ছেন, তাহাতে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে
পারিতেছেন না। বলপূর্ব্বক সেনাশ্রে
নিবিষ্ট করার ভয়ে অনেকে সপরিবা
স্থানান্তরে উঠিয়া যাইতেছে।

মান্দ্রাজ হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে
গত মঙ্গলবার এচিসন সাহেব আম্বা
হইতে মান্দ্রাজে উপস্থিত হইয়াছেন। অ
তাঁহার কলিকাতায় আসিবার কথা আছে
আগামী মঙ্গলবার লার্ড নেপিয়র মান্দ্রা
হইতে কলিকাতায় যাত্রা করিবেন।

৫ ই ফাল্গুন শুক্রবার।

গবর্ণমেণ্টের নিকটে টেলিগ্রাম আসি
য়াছে, লার্ড মেয়ের মৃত্যুতে গত কল্য সি
য়ার রাজা মোয়ারে ৪১ টী শোকসূচক তো
ধ্বনি করিয়াছেন। বাজার ও আফি
প্রভৃতি দুই দিনের জন্য বন্ধ হইয়াছে।

লার্ড মেয়ের হত্যাকারী সিয়ার আ
নর্ম্যান সাহেবের হত্যাকারী আবদুল্লার ভ্রা
বলিয়া যে সংবাদ আইসে, তাহা সমূল
নহে। সিয়ার আলী আবদুল্লার ভ্রাতা বলি
স্বীকার করিয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্র
রিত হয় তাহাও মিথ্যা। সিয়ার আ
কোন কথাই বলে নাই, এই মাত্র বলিয়াছে
ফাঁসীর সময় সকল কথা বলিবে।

ইংলিসম্যান বলেন, হুগলী প্রদে
সংক্রামক জ্বরের প্রাদুর্ভাব ক্রমে ক
তেছে।

আর্থর হনহাউস কিউ, সি, কিটসজে
ফিকেন সাহেবের পদে নিযুক্ত হইতেছে

শুনাগেল, বরাকরে চুরি ডাকাইতি
অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সচরাচর যে
শুনিতে পাওয়া যায়, পুলিস হাত
গুটাইয়া বসিয়া আছেন

যাঁহারা বর্দ্ধমান প্রদেশস্থ জ্বরপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ অর্থদান করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম ও দানসংখ্যা নিম্নে প্রকাশিত হইল—

শ্রীমতী রাজেশ্বরী দেবী ও শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ রায়, চকদীঘী ২০০০, শ্রীযুক্ত বাবু বৃন্দাবনচন্দ্র রায়, মণিরামবাটী ৫০০, শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ রায়, চকদীঘী ৪০০, শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র রায়, চকদীঘী ২৫, শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন রায়, চকদীঘী ২৫, শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস রায়, চকদীঘী ২৫, বাবু গোরাচাঁদ রায়, চকদীঘী ২৫, শ্রীযুক্ত বাবু লালবিহারী মিত্র, জোতকুবীর ২০, শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার মিত্র, জোতকুবীর ২০, শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ সামন্ত, রামনারা... সামন্ত ও রামচরণ সামন্ত, বোকড়া ১০০, শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলাল দত্ত, পাড়াতল ৫০, শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন বসু বেড়গ্রাম ২৫, শ্রীযুক্ত বাবু গোপালগোবিন্দ মিত্র ও গোপ... গোবিন্দ মিত্র, রাজারামপুর ৫০, শ্রীযুক্ত বাবু যুধিষ্ঠির হাজরা, আনগুণা ২৫, শ্রীযুক্ত বাবু রাধাবিনোদ চৌধুরী, আমোদপুর ২০০ ।

৬ ই ফাল্গুন শনিবার ।

অদ্য বেলা ৪ ঘটিকার সময় লার্ডমেয়োর মৃত দেহ গবর্ণমেণ্ট হাউসে লইয়া যাওয়া হইবে ।

বোম্বাইর লোক সংখ্যা উপলক্ষে ২১ এ ও ২২ এ ফেব্রুয়ারি তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট আফিস সমূহ বন্ধ হইবে । এতদ্দ্বারা লোক সংখ্যা বিষয়ে আফিসের কর্ম্মচারিদিগের সাহায্য পাওয়া যাইবে ।

আমরা অবগত হইলাম, ১০।১৫ দিন পর্য্যন্ত চুচুড়ায় প্রায় ১০০ উদাসীন অবস্থান করিতেছে । কাহার কাহার হস্তে অস্ত্রাদিও আছে । এই সকল লোকের উপর পুলিষের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য ।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৫ | টাকা | সিক্কা | ৯৮—৯৮।০ |
| ৫ | | কোং | ৯৮।৶—৯৮৷৶ |
| ৪। | | ” | ১০৪৸—১০৫ |
| ৪। | | ” | ১০০—১০০৶০ |
| ৪॥ | | ” | ১০১—১০১।০ |
| ৪। | | ” | ১০৮৸০—১০৮৸৶ |

# ইউরোপীয় সমাচার ।

লণ্ডন ৬ ই ফেব্রুয়ারি । গতকল্য ট্রাফাল গার স্কোয়ারে চার্লস্ ডিলকির বন্ধুগণের এক সভা হইয়াছিল । প্রায় ১০ হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন । অনেক ফরাসী কমিউনিষ্ট উপস্থিত ছিলেন । লার্ড রাটিয়ে ইনস্কুক্‌ শাস্ত্রের যে নিয়ম আছে, তাহা উঠিয়া যায় সভার অভিপ্রেত ।

লণ্ডন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাকাল । জনশ্রুতি এই, গতকল্য টিয়রসকে গুলি করিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল ।

লণ্ডন ৬ ই ফেব্রুয়ারি অপরাহ্ন ২—১০ । অদ্য পার্লিয়ামেণ্ট খোলা হইয়াছে । রাজ্ঞী বক্তৃতা কালে প্রিন্স অব ওয়েলসের আরোগ্য নিবন্ধন ঈশ্বরের নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন এবং রাজপুত্রের পীড়াতে সর্ব্বসাধারণে সহৃদয় সুখতা প্রকাশ করাতে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন ।

তৎপরে রাজ্ঞী বলিতে লাগিলেন, বিদেশীয় রাজগণ যেরূপ বন্ধুভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সর্ব্বাংশে সন্তোষকর । দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপ সমূহে দাস ক্রয়ের প্রথা নিবন্ধন সাম্রাজ্যের কলঙ্ক হইয়াছে । ইহা হইতে যে বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, বিশপ প্যাটিসনের হত্যা দ্বারা তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে ।

ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্য সংক্রান্ত সন্ধি বিষয়ে ফ্রান্স হইতে অনেক চিঠি পত্র পাওয়া গিয়াছে । কিন্তু পরস্পরের মত একবিধ না হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট উভয় পক্ষকে সন্ধির সংশোধন বিষয়ে সম্মত করিতে পারেন নাই ; কিন্তু এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, ফরাসী ও ইংরাজ এই উভয় জাতির পরস্পরের যে সৌহার্দ্দ আছে, কিছুতেই তাহার বিলোপ সম্ভাবনা নাই ।

আয়ারলণ্ডের বাণিজ্য উত্তমরূপ চলিতেছে । গুরুতর পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান ক্রমে এখান হইতে তিরোহিত হইতেছে ।

গ্রেটব্রিটেনেও পাপ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান অনেক কমিয়াছে ।

আয়ারলণ্ডের শাসনকার্য্যের উন্নতি বিধানার্থ নানা উপায়ের উল্লেখ করা হইয়াছে ।

রাজ্ঞী উপসংহারে বলিয়াছেন, সাম্রাজ্যের সম্মান ও দেশের অন্তরকার্য্য দিনি যে সকল চেষ্টা করিবেন, কেবল প্রজাগণের রাজভক্তি এবং পার্লিয়ামেণ্টের কার্য্যতৎপরতা ও বুদ্ধি কৌশল সেই সকল চেষ্টাকে ফলবতী করিতে পারে ।

লণ্ডন ৭ ই ফেব্রুয়ারি । সার জন ডেনিসন পদত্যাগ করিয়াছেন । আগামী কল্য গ্লাডষ্টোন সাহেব তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার এবং তাঁহার সম্মানার্থ রাজ্ঞীকে এক আবেদন দিবার প্রস্তাব করিবেন । গ্লাডষ্টোন কমন্স সভাতে ওয়াসিংটনের সন্ধি গোলযোগপূর্ণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই ।

লণ্ডন ৭ ই ফেব্রুয়ারি । প্রিন্স অব ওয়েলস শনিবার উইণ্ডসরে গমন করিবেন ।

লণ্ডন ৮ ই ফেব্রুয়ারি । গ্লাডষ্টোন সাহেব কমন্স সভাতে ওয়াসিংটনের সন্ধি গোলযোগ পূর্ণ নয় বলিয়া যে মত প্রকাশ করেন অনেকা... টাইমস পত্র তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন ।

লণ্ডন ৭ ই ফেব্রুয়ারি । অদ্য ডিসরেলি সাহেব কমন্স সভাতে রাজ্ঞীর বক্তৃতাতে আলাবামা ঘটিত বিষয়ের সামান্য মাত্র উল্লেখ ছিল বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন, এ সম্বন্ধে আমেরিকানেরা যে অ... প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা এরূপ অসঙ্গত যে সহস্র বিপদে পতিত হইলেও ইংরাজের ন্যায় কোন স্বত্ত্ব সম্পন্ন কোন ব্যক্তিই তাহাতে সম্মত হইতে পারেন না ।

আরল গ্রানবিল বলিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট দেশের স্বার্থ নাশ করিবেন না এবং যাহাতে নির্ব্বিবাদে এই গোলযোগের নিরাকরণ হয় তন্নিমিত্ত সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিবেন

লণ্ডন ১২ ই ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যাকাল । কমন্স সভাতে গ্লাডষ্টোন সাহেব লার্ডমেয়োর মৃত্যু সংবাদে অত্যন্ত শোক প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, লার্ড মেয়োর শাসনকালে পূর্ব্ব পূর্ব্ব গবর্ণর জেনরল দিগের সদৃশ হইয়াছিল ।

ডিসরেইলি সাহেব বলিলেন, ইংলণ্ড একজন যথার্থ উপযুক্ত ভৃত্য হারাইলেন ।

ডিউক অব আর্গাইল লার্ড মেয়োর গুণ বর্ণন করিয়া তাঁহার পরিবারবর্গের জন্য শোক প্রকাশ করিলেন ।

লণ্ডন ১৩ ই ফেব্রুয়ারি । ইংলণ্ডের সংবাদ পত্র সমূহ লার্ড মেয়োর মৃত্যুর নিমিত্ত বিশেষ শোক প্রকাশ করিয়াছেন ।

# গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৫ ই ফেব্রুয়ারি। গোয়ালপাড়ার সহকারী কমিশনর আর, ফর্বিস কামরূপে বদলী হইলেন।

৮ ই ফেব্রুয়ারি। চট্টগ্রামের ডেপুটী কালেক্টর বাবু নবীনচন্দ্র সেন ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন (ভূমি গ্রহণের আইন) অনুসারে ঐ প্রদেশের কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

হাজারিবাগের সহকারী কমিশনর কাপ্তেন বিনিয়ান লোদিন লোহারডগায় বদলী হইলেন।

৯ ই ফেব্রুয়ারি। ই, এচ, রডক মজঃফরপুরের সাধারণ শিক্ষা সভার সেক্রেটারি হইলেন।

বিহারিলাল গুপ্ত সি, এস, বরিশালের সাধারণ শিক্ষা সভার সেক্রেটারি হইবেন।

এ, মান্সন ৯ ই অবধি ১৪ ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর পুরীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি ছিলেন।

ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ রঙ্গপুরের সাধারণ শিক্ষা সভার সেক্রেটারি হইবেন।

১০ ই ফেব্রুয়ারি। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলিউ এস, আর ডেবিস জলপাইগুড়ি হইতে কামরূপে বদলী হইলেন।

রাজসাহির অতিরিক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ও ডেপুটী কালেক্টর গোবিন্দ কান্ত বিদ্যাভূষণ কিছু দিনের জন্য বোগড়ায় বদলী হইলেন।

১৩ ই ফেব্রুয়ারি। জি, ই, মাণিয়া যে দিবস ২৪ পরগণায় নিযুক্ত হইয়াছেন সেই দিবস হইতে প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

এচ, এল, ডাম্পিয়ার
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি

## প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সমাজের শুভ সংকল্পে সাধু ব্যক্তিরা কোন প্রকার সুনিয়মের প্রতিষ্ঠা করিলে কালে তাহা অসাধারণ স্ব স্ব প্রয়োজনোপযোগী করিয়া তুলে। হয় ত তৎকারণে নিয়মের সংকল্পের বিপরীত ঘটিয়া উঠে; নিয়মের শুভকারিতা অন্তর্হিত হয়। প্রত্যুত সে নিয়ম তখন এত অনিষ্টকর বলিয়া বোধ হয় যে, সর্ব্বথা উহার মূলচ্ছেদন আবশ্যক হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্থলে বঙ্গালী কুলবন্ধনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কুল গ্রন্থি বন্ধনের সময় মহারাজ বল্লালের কোন রূপ অসদভিসন্ধি ছিল না। তৎকৃত নিয়ম সমস্ত অসম্পূর্ণ হইলেও কোন অংশে অসাধু নহে। কিন্তু তৎপরবর্ত্তী অসৎ সম্প্রদায় ঐ নিয়মাবলীকে স্ব স্ব প্রয়োজনোপযোগী করিতে গিয়া এত জঘন্য এত অহিতকর করিয়া তুলিয়াছে যে, বর্ত্তমান সমাজে বঙ্গালী কুলবন্ধনের উচ্ছেদন সর্ব্বথা অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি হিন্দু উইলের প্রথা বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, শাস্ত্রানিষ্ট হউক বা না হউক, ধন নিয়োগের ক্ষমতা অবশ্যই প্রার্থনীয়, এবং ন্যায় পথে ঐ ক্ষমতা পরিচালিত হইলে সমাজের হিত ব্যতীত অহিতাশঙ্কা নাই। কিন্তু এদেশে সচরাচর যেমন ঘটিয়া থাকে, উইলের রীতিও সে অবৈধাচার হইতে বিমুক্ত নহে। অভিজ্ঞ হিন্দু মাত্রেই অবগত আছেন, কোন ব্যক্তি কিছু বিষয় বিভব রাখিয়া লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে এবং মৃতের কোন ঘনিষ্টতম উত্তরাধিকারী না থাকিলে সে স্থলে প্রায়শঃই উইল পত্রের সৃষ্টি হইয়া থাকে। বিষবীজ রোপিত হইলে এক সময় এ বিষ বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে, ইহা কে অস্বীকার করিতে পারেন? কৃত্রিম উইল সূত্রে সর্ব্বত্রই যে ভীষণ বিরোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়া থাকে, তাহা কে অবগত না আছেন? শেষে সে অগ্নি বিরোধ লিপ্ত উভয় পক্ষের সৌভাগ্যের অঙ্কুর পর্য্যন্ত ভস্মাবশেষ করিয়া নির্ব্বাণ হয়, ইহাও অলোকপ্রসিদ্ধ নহে। এইরূপ আর এক ভয়ঙ্কর স্থল আছে যে স্থলে বিষয়ি ব্যক্তি এক মাত্র পত্নী রাখিয়া লোকান্তরস্থ হন। হিন্দু নারী সম্পত্তিশালিনী হইলে যেরূপ স্বৈরাচারপরায়ণ হইয়া থাকেন, তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে বহুল প্রয়াস পাওয়ার আবশ্যকতাভাব। কেন না তাহা দেশময় প্রসিদ্ধই বটে। সেই স্বেচ্ছাচারিতা হইতে এক প্রকার বিবাগ্নির উৎপত্তি হইয়া থাকে, যথা দত্তক গ্রহণের অনুমতি পত্র। বহুর কুৎসিত ব্যবহার হিন্দুদের অসহনীয় তাহাঁরা তদ্রূপ ব্যবহারের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিলে স্বেচ্ছাচারিণী হিন্দু রমণী সহজেই বিষেষ বুদ্ধির বশবদ হইয়া থাকে সেই দুর্ব্বুদ্ধির এই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হ যে, তিনি সেই ভবিষ্যৎ স্বত্বাধিকারির ঘ বিলোপোপায় অনুসন্ধানে তৎপরা হ দত্তক গ্রহণাধিকার তাহার অযার্থ অস্ত্র সুতরাং তদনুরোধে স্বামির অনুমতি পত্রে সৃষ্টি আবশ্যক হইয়া উঠে। ইহা কে জানেন যে, ঐরূপ শত শত সহস্র সহ কৃত্রিম অনুমতি পত্র নিয়ত পরিসৃষ্টি হইতেছে? তৎসূত্রে কত কত বালক গোত্রান্তরে দত্তক নামে বিক্রীত হ তেছে, এবং কতশত দত্তক অসিদ্ধ ও ভ্রষ্ট হইয়া শেষে বিপদে নিপতি হইতেছে!!! কিন্তু ঐ ক্ষমতা যথানিয়ে পরিচালিত হইলে উক্তবিধ শোচনীয় অ ঘটিবার কোনই সম্ভাবনা নাই।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এবম্বিধ অস অভিসন্ধি বিফল করণের কোন বিধি উপায় আছে কি না? আমাদের ক্ষু বুদ্ধিতে এই এক উপায় উপযুক্ত বলিয়া বো হয় যে, উইল ও দত্তক গ্রহণের অনুমতি পত্র রেজেষ্টরীর বর্ত্তমান নিয়ম রহি করিয়া উক্ত উভয়বিধ নিদর্শন রেজেষ্টরী দৃঢ়তর নিয়মান্তর সংস্থাপিত হউক, সে নিয়মানুসারে কোন উইল কি দত্তকগ্রহণা মতি পত্র রেজেষ্টরী না হইলে একেবা তাহা অসিদ্ধ হইবার নিয়ম করা হউক তাহা হইলে এক্ষণে যেরূপ ইচ্ছা হইলে একখান উইল বা দত্তকগ্রহণের অনুমতি পত্র বাহির করা যায়, অতঃপর আর সেরূ হইতে পারিবে না। লোকে মরণাশঙ্কা করি যে স্থলে প্রকৃত প্রস্তাবে উইল বা দত্ত গ্রহণের অনুমতি পত্র লিখিয়া রেজেষ্টরী করিবে, সেই স্থানেই তাহা সুসিদ্ধ বলিয় বিবেচিত হইবে, অন্যত্র নহে। এইরূ করিলে সত্য বটে যেস্থানে অকস্মাৎ কো ব্যক্তির মরণকাল উপস্থিত হইবে, সে স্থ তাঁহার মনোবাসনা কার্য্যে পরিণত হইতে পারিবে না, কিন্তু "ব্যক্তি বিশেষের কষ্ট

কর্ত্তৃ ভাবিতে গেলে, আইন উৎকৃষ্ট হয় না" এই প্রসিদ্ধ সূত্রের উল্লেখন করিয়া লোকের স্বেচ্ছাচারিতা ও তন্মূলক অনিষ্টকারিতার প্রশ্রয় দেওয়া সর্ব্বাংশে অযৌক্তিক।

কলিকাতা বঙ্গবন্ধু।

---

গত প্রকাশিতের পর।

হিমালয় প্রদেশ। বদরিকাশ্রম।

বদরিকাশ্রম ক্ষেত্র কেদার ক্ষেত্র অপেক্ষা প্রশস্ত। দীর্ঘে প্রায় দুই মাইল ও প্রশস্থে ১ মাইল হইবে। ইহার পূর্ব্ব ও পশ্চিমে পর্ব্বত, মধ্য প্রদেশ হইয়া অলকানন্দা গমন করিতেছে। অলকানন্দার দক্ষিণ তীরে নারায়ণের মন্দির ও বাজার। যাত্রিরা যাইয়া বাজারে অবস্থান করে। বাজারে প্রায় দুই আড়াই শত ঘর আছে। এই বাজারটী বৈশাখ মাসের শেষ হইতে কার্ত্তিক মাসের কতক দিন পর্য্যন্ত থাকে। ভোট হইতে চামর উর্ণবস্ত্র মৃগনাভি লবণ স্বর্ণরেণু ও অন্যান্য নানা দ্রব্য আমদানি হয়। শ্রীনগর আলমোড়া প্রভৃতি স্থান হইতে থানকাপড়, চিনি ঘৃত, চাউল আটা ইত্যাদি নানা প্রকার দ্রব্য যায়। সচরাচর টাকায় চাউল /৪ সের আটা /৮ সের ঘৃত /১ সের বিক্রীত হয়। তদ্ভিন্ন মেঠাই প্রভৃতিও পাওয়া যায়। মেলার প্রথমাবস্থায় প্রত্যহ দুই, তিন চার হাজার পর্য্যন্ত লোক হইয়া থাকে, তাহার পর ক্রমে কম হইতে আরম্ভ হয়। আশ্বিনের শেষে কার্ত্তিকের প্রথমে প্রায় লোক থাকে না। যাত্রিরা কেহ তিন কেহ ৭ ও কেহ কেহ ১০।১২ দিন থাকে। অনেকে আবার চারিমাস পর্য্যন্ত বাস করে। এখানেও শীত কম নহে। শ্রাবণ মাসে রাত্রিতে দুই খানি কম্বল না হইলে শীত নিবারণ হয় না; কিন্তু কেদার অপেক্ষা রৌদ্রের তেজ অধিক। বদরিনারায়ণের মন্দিরটী নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে, একত্রে দাঁড়াইয়া প্রায় দুই শত লোক দর্শন করিতে পারে। ইনি বদ্ধ পদবিশিষ্ট বিগ্রহ, প্রায় ১ হাত উচ্চ হইবেন, চতুর্ভুজ, উত্তম কাল প্রস্তরে নির্ম্মিত। গাত্রে অনেক জড়াও বস্ত্র ও মাথায় মুকুট আছে। মুকুট মধ্যে এক খানি প্রস্তর ঝকমক করিতেছে। বদরিনারায়ণের বামে প্রস্তরময় কুবের ও দক্ষিণে ধাতুময় নারদের প্রতিমূর্ত্তি আছে। ইঁহাকে কেহ স্পর্শ করিতে পায় না। দর্শন কালে যাত্রিরা জগন্নাথের পট ও বেত্ত এবং পয়সা টাকা মোহর মতি মুক্তা হীরক প্রভৃতি ও নানাপ্রকার গহনা এবং বিবিধ প্রকার মেওয়া ভেট দেয়। জগন্নাথ ক্ষেত্রের ন্যায় এখানেও অন্নের বিচার নাই। মহা প্রসাদ সকল বর্ণেই একত্রে আহার করিতে পারে। অনেকে শুকাইয়া লইয়া যায়। এখানে ঋষিগঙ্গা কূর্ম্ম ধারা প্রভৃতি কয়েকটী ধারা এবং মন্দিরের কিঞ্চিৎ অন্তরেই তপ্তকুণ্ড নামে এক কুণ্ড আছে। একটী উষ্ণ প্রস্রবণ হইতে জল আসিয়া ইহাতে পড়িতেছে, এজল তাদৃশ উষ্ণ নহে। যাত্রিরা স্বচ্ছন্দে ইহাতে নামিয়া স্নান আহ্নিক করিতেছে। অনেকে এই স্থানে পিণ্ড প্রদান করে। এই ছয় মাসে বদরিনারায়ণের অনেক টাকা আয় হইয়া থাকে। শুনিয়াছি লক্ষ হইতে ১২।।০ হাজারও কোন কোন বৎসর হইয়া থাকে। পূর্ব্বে রাওলজী পূজারিজী ও ভাণ্ডারিজীরাই তাবৎ উদরসাৎ করিতেন। যাত্রিরা এক মুষ্টি প্রসাদও পাইত না। বরং তাহাদের উপর অত্যাচারই হইত। সম্প্রতি প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট তাহাতে হস্তার্পণ করিয়া দুঃখী যাত্রিগণের সে কষ্টের নিবারণ করিয়াছেন। এক্ষণে যত কিছু চড়াই হয়, নগদ টাকা ভিন্ন তাবৎ বিক্রীত হইয়া তহবিলে জমা হয়। এজন্য একজন বিচক্ষণ লোক নিযুক্ত হইয়াছেন। রাওয়লজী দিন এক টাকা মাত্র ও অন্যান্য সকলে ৪।৭।১০ টাকা হারে মাসিক বেতন পাইয়া থাকেন। এই সংগৃহীত টাকা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত শ্রীনগর ও তদন্তর্গত শাখা ডিস্পেনসরী সদা[illegible] ও রাস্তা মেরামত প্রভৃতি হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্যটী যে সাধারণের কত দূর হিতকর হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা যায় না। যে পথ পূর্ব্বে প্রায় অগম্য ছিল, তাহা ক্রমশঃ সুগম্য হইতেছে, অনেক অন্ধও পদব্রজে যাইয়া মানস পূর্ণ করিতেছে। বিবিধ [illegible] নিরুপায় পীড়িত প্রজাগণ প্রতি ঔষধালয়ে যাইয়া আহার ও ঔষধ পাইয়া আরোগ্য লাভ করিতেছে। শুনিয়াছি দয়ালু গবর্ণমেণ্ট এই টাকার দ্বারা ক্রমশঃ স্থানে স্থানে ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়াইবেন। প্রবাদ আছে যে, বদরিনাথ ছয় মাস দেবলোক এবং ছয়মাস নরলোক দ্বারা পূজিত হইয়া থাকেন। পাণ্ডারাও ইহার অনুমোদন করিয়া প্রমাণ দেয় যে, "শীত প্রারম্ভে কার্ত্তিক মাসে যৎকালে মন্দির বন্ধ হয়, তৎকালে এক সের পরিমিত ঘৃত দিয়া মন্দির মধ্যে একটী দীপ জ্বালাইয়া রাখা হয়, পরে বৈশাখ মাসে ছয় মাস কাটিয়া যখন দ্বার খোলা হয়, তখন সেই দীপটা জ্বলিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়; আর পূজার বাসন কোসন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে স্থাপিত দেখা যায়, পুষ্পাদি দেখিলে বোধ হয় যেন এইমাত্র কে পূজা করিয়া গেল, অতএব দেবলোকে পূজা না করিলে ইহা কি প্রকারে হইতে পারে"। সত্য কি মিথ্যা পাঠকগণই বিবেচনা করুন। বদরিকাশ্রমের দুই মাইল উপর মানা নামক একখানি গ্রাম আছে, কিন্তু ইহাতেও মাসের অধিক কাল মনুষ্য থাকিতে পারে না। তিন মাইল অন্তরে বসুধারা নামে একটী জলপ্রপাত আছে। অনেক যাত্রী এখানে যাইয়া স্নানাদি করে। বদরিকাশ্রমে দুইটী সদাব্রত আছে। ইহার পূর্ব্বদিকস্থ পর্ব্বতের স্থানে স্থানে বৃক্ষাদি দৃষ্ট হয়, পশ্চিমের পর্ব্বতে কেবল বরফ ব্যতীত আর কিছু দেখা যায় না। পথে গন্ধমাদনে বরফ স্তূপ দৃষ্ট হয়। এখানকার বণিকেরা দ্রব্য সমুদয় ছাগপৃষ্ঠে [illegible] লইয়া যাওয়া হয়, কেবল [illegible] মূল্যে লইয়া যায়। বদরিকাশ্রম হইতে যাত্রিরা পুনর্ব্বার [illegible] অলকানন্দার বামতীরস্থ পথটি অবলম্বন করে। এখান হইতে ৫ মাইল গমন করিলে নন্দ প্রয়াগ পাওয়া যায়। এখানে নন্দগঙ্গা আসিয়া অলকানন্দায় পড়িয়াছে। পূর্ব্ব কালে নন্দ নামক কোন রাজা এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন। [illegible]

নন্দায় পড়িতেছে, তাহাকে অনেকে কর্ণগঙ্গাও বলে। এই স্থানে কর্ণরাজা তপস্যা করিতেন। কর্ণনদীর উপর একটী সেতু আছে। এখানে অতি প্রাচীন কালের নির্ম্মিত একটী মন্দির মধ্যে একটী মহাদেব স্থাপিত ছিলেন। কেহ কেহ কর্ণরাজাকে এবং অনেকে শঙ্করাচার্য্যকে তাহার নির্ম্মাতা বলেন। কালক্রমে সেই মন্দিরটী ধরাশায়ী হওয়াতে এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল প্রস্তরে সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এখানে একটী দাতব্য শাখা ডিস্পেন্সরী আছে। গ্রামে প্রায় ৪০।২০ ঘর লোকের বাস। পর্ব্বতে কৃষিকার্য্য হয়, কিন্তু অধিকাংশ স্থল জঙ্গলে আবৃত ও তাহাতে নানা প্রকার হিংস্র জন্তু আছে, কিন্তু ভালুকের ভয়ই অধিক। দিবাভাগেও কোন কোন সময়ে ভালুক আইসে শুনা গিয়াছে, রাত্রিতে দলবদ্ধ হইয়া লোকের শস্যাদি নষ্ট করে। বাঘেও ঘর ভাঙ্গিয়া ছাগল গরু লইয়া যায়। এই সকল পর্ব্বতে চিরতা কালাদানা ও তেজ পত্র দেখা যায়। কর্ণ প্রয়াগ হইতে অলকানন্দার তীর পরি[illegible] করিয়া প্রায় ১২ মাইল পরেই আদি[illegible] এখানে কেবল কয়েকটী সামান্য [illegible] ভগ্নাবস্থায় আছে। আদি বদরি[illegible] প্রায় ২৩ মাইল পরে মেহেলচৌরি, [illegible]গ্রাম গঙ্গার উপর, এখানে একটী দাতব্য শাখা ডিস্পেন্সরী আছে। ইহার নিকটস্থ পর্ব্বত সকলে আকরোটের গাছ দেখা যায়। এই স্থান হইতে গাড়য়ালের শেষ এবং কুমায়নের আরম্ভ হয়। গাড়য়ালের পর্ব্বত সকল অত্যন্ত উচ্চ ও প্রস্তরময়, মৃত্তিকার ভাগ অল্প এবং লোক সংখ্যা অল্প বলিয়া অধিকাংশ স্থান জঙ্গলে আবৃত।

মুলতান ক্রমশঃ প্রকাশ্য

## জলঙ্গার নদী।

সন ১৮৭২ সাল ৯ ই ফেব্রুয়ারি।

| স্থানের নাম | সর্ব্ব কমতি জল ফুট | ইঞ্চ |
|---|---|---|
| গোহাটনগর | ৪ | ৬ |
| তথা হইতে জলিপুর ৯ মাইলের মধ্যে | ৫ | |
| জলিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে | ৩ | ৬ |
| বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে | ৪ | |
| কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে | ৪ | |

সন ১৮৭২ সালের ১১ ই ফেব্রুয়ারি বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের মাপ।

| ফুট | ইঞ্চ |
|---|---|
| ৫ | ১০। |

বহরমপুর ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২ সাল } শ্রীযুক্ত সি. ই. উইক্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন

## মুল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু জগবন্ধু পোদ্দার বেলিয়াঘাটা ৫।০
" " পরেশচন্দ্র চৌধুরী—ইছাপুর ১০
" " কৃষ্ণনাথ চক্রবর্ত্তী সিরাজগঞ্জ ১০
" " মহেন্দ্রনাথ দেব—বরাহনগর ১০
" " ঈশ্বরচন্দ্র বসু—বহুবাজার ১০
" " অমৃতলাল বসু—বহুবাজার ১০
" " দ্বারকানাথ মল্লিক পটোলডাঙ্গা ১০
" " তারাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় রাজারামপুর ১০
" " কেদারনাথ তরফদার—মুরার ৬
" " মহেন্দ্রনাথ বসু—বহড়ু ৫।০
" " শ্রীনারায়ণ মিত্র —মহাতা স্কুল ১০
" আজিমুদ্দিন আহাম্মদ কালিয়াগঞ্জ ১০
" " জোগেন্দ্রনাথ দত্ত মঙ্গোলপুর ১০
" " বৈকুণ্ঠনাথ দেব—বালেশ্বর ১০
" " অক্রূচন্দ্র মিত্র—সাহেবগঞ্জ ৫।০
বর্দ্ধমান টেনিংস্কুল ১০

১৮৭২ অব্দের ফেব্রুয়ারি (১২৭৮ সালের ফাল্গুন) মাসে যে সকল গ্রাহকের সোমপ্রকাশের মুল্য শেষ হইবে তাঁহাদিগে[র] নাম নিম্নে প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকান্ত সেন সেরেস্তা[দার] জলপাইগুড়ি
" " ছকনলাল রায়—চকদীঘী
বাসরারস্কুল—বাখরগঞ্জ
" " শিবচন্দ্র শীল—চুচুড়া
" " বন্দ্যোপাধ্যায় ঈশ্বরীনন্দ দত্ত দেওঘর
" " কীর্ত্তিনারায়ণ চৌধুরী জমীদা[র] বিলাহপাড়া
" রাজা মাধবচন্দ্রগিরি মহান্ত—[illegible]
" " গিরিশচন্দ্র রায়—ময়মনসিংহ
" " বৈকুণ্ঠচন্দ্র মুস্তফী—কুচবিহার
হুগলী নর্ম্মাল স্কুলের হেডমাষ্টার
" মুন্সি মহম্মদ তরিকুল্লা সাহেব—[illegible]
মুজাপুর নেটিব রিডিংরুমের সেক্রেট[রি]
রামকুমার পাল চৌধুরী মুন্সেফ—শ্রী[illegible]
" " অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তারামপুর
" গোলোকচন্দ্র মাইতি—গোপীনাথ[illegible]
" " ছবিলাল সরকার—রাজমহল
" " সূর্য্যকুমার রায়—বাইলবাজার
সাজিহানপুর জ্ঞানসাধিনী সভার সম্পাদক
" " বিহারিলাল রায়—লাখুটিয়া
" " কালাচাঁদ বসু—বেকড়া
" " দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী—ব্রাহ্মণবাড়ি[য়া]
" " রামকৃষ্ণ সা—নিমসরাই
" " প্যারীমোহন চৌধুরী জমীদার রাণীশঙ্কল
" " কুমার শিবকৃষ্ণ সিংহ—দুর্গাপুর
লক্ষ্মীপুর জ্ঞানপ্রদায়িনীসভার সম্পাদ[ক]
মুলতান পুস্তকালয়—পঞ্জাব
শ্রীমতী রাণী ভুবনেশ্বরী—কৃষ্ণনগর
তগুলা রিডিংরুমের সেক্রেটরি
" " বনবিহারিলাল গোস্বামী সৈদাবাদ
" " বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ—আটিপুর

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপু[র্ব্ব] সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতা[য়] শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটী[তে] প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

৩৩ নং । ১৮৭১ ।

# সোমপ্রকাশ

১৭ সংখ্যা ।

" প্রথমমনা প্রজানিচ্ছিনায় পার্থিবঃ ধর্ম্মমনো ধনিমহনী ন হ্রীয়না । "

মূল্য ১ এক টাকা
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৭৮ । ১৫ ই ফাল্গুন । ইং ১৮৭২ । ২৬ এ ফেব্রুয়ারি

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম
বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং
ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা ।

[illegible]

সবিশেষ সোমপ্রকাশের মফস্বলস্থ গ্রাহকগণের প্রতি অনুকূল হইয়া অনেক মাশুল [illegible] করিয়াছেন, আমরাও এই অক্টোবর হইতে অবশিষ্ট মাশুল গ্রহণ পরিত্যাগ করিলাম । এখন অবধি মফস্বলের গ্রাহকগণ কেবল বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১০ ও ষাণ্মাসিক ৫। টাকা পাঠাইলেই সোমপ্রকাশ পাইবেন । তাঁহাদিগের আর মাশুলের নিমিত্ত স্বতন্ত্র ব্যয় লাগিবে না । এই নিয়মের সঙ্গে সোমপ্রকাশের আর দুটি বিশেষ নিয়ম করা হইল । প্রথম, ত্রৈমাসিক মূল্য গৃহীত হইবে না । দ্বিতীয়, টিকিট লওয়া যাইবে না । নোট মনিঅর্ডর হুণ্ডী বরাত চিঠি প্রভৃতি যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয়, পাঠাইবেন ; কিন্তু কেহ [illegible] আনা কোন প্রকার টিকিট প্রেরণ না করেন । অক্টোবর [illegible] যাঁহারা অতঃপর মূল্য প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের বিষয়েই এই নিয়ম খাটিবে ; কিন্তু যাঁহারা অগ্রে মাশুল প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মাশুল বাদ পড়িবে না । তাঁহারা আবার যখন নূতন মূল্য প্রেরণ করিবেন, [illegible] আর তাঁহাদিগকে মাশুল দিতে [illegible]

[illegible] সম্পাদক

জেলা ২৪ পরগণার অধীন বারুইপুর নামক গ্রামে মহাসমারোহে জাতীয় হিন্দু মেলা ফাল্গুন সংক্রান্তি হইতে তিন দিবসের জন্য হইবেক । এজন্য সর্ব্বপ্রকার ব্যবসায়িদিগকে অবগত করা যাইতেছে, যে যে প্রকার দ্রব্যাদি লইয়া আসিবেক তাহা সমুদায়ই বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা ।

১২৭৮ সাল
১০ ই ফাল্গুন

শ্রীনবগোপাল বসু
মেলার সহকারী সম্পাদক ।

অসংগৃহীতপূর্ব্ব শব্দ এবং প্রত্যেক শব্দের সংস্কৃত অর্থ ও প্রমাণ প্রয়োগাদির সহিত সংসঙ্কলিত সুবিস্তৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধানের ৫ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে । মফস্বলের গ্রাহকেরা প্রতি খণ্ডের মূল্য ১৷০ এবং ডাকমাশুল ৵০ সমেত আমার নিকট পাঠাইবেন ।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা
পটুয়াটোলা ৪৮ নং বাটী

শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন ।

[illegible] নাটক ।

আর্য্যদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থার মূলীভূত কারণ, কি উপায়ে উহা দূরীকৃত হইতে পারে এবং হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক নাটকাকারে লিখিত । দিনাজপুর জাতুলা গোবিন্দচন্দ্র ঘোষের নিকট, [illegible] নং [illegible] স্ট্রীট সংস্কৃত ডিপজিটারিতে, মির্জাপুর অপার সারকুলার রোড নং ৫৮ । ৫ গিরিশ বিদ্যারত্ন সহে ও ঢাকা কালেজের সংস্কৃত শিক্ষক বাবু [illegible]

রামমাণিক্য সিংহের নিকট প্রাপ্তব্য । মূ[illegible]
১ এক টাকা, ডাকমাশুল ৵০ দুই আনা ।

বামারচনাবলী ।

এতদ্দেশীয় বামাগণের লিখিত নান[illegible] বিষয়িণী উৎকৃষ্ট রচনা সকল সংগৃহীত হই[illegible] ফেয়ার প্রাইজ ফণ্ডের সাহায্যে মুদ্রি[illegible] হইয়াছে । পুস্তকখানি ২৫ ফরমা এবং উৎ[illegible] অক্ষরে মুদ্রিত । প্রতি খণ্ড উৎকৃষ্ট বাঁধান [illegible]ল্য এক টাকা । সামান্য বাঁধান মূল্য [illegible] আনা ।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়
১৩ নং মির্জাপুর স্ট্রীট ।

ধাত্রীশিক্ষা প্রথম ও দ্বিতীয়খণ্ড, একত্রে বাঁধা, আমার নিকট প্রাপ্য, মূল্য ৩ টাক[া] [ডা]ক মাশুল ।/০ আনা ।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ।
কলিকাতা হিন্দু হষ্টেল ।

মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার উপযোগী ভূদর্পণ নামক একখানি অভিনব ভূগোল [illegible] ( ১৮৬১ সাল হইতে ৮৭১ সালের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্নাবলী সমেত ) কলুটোলা নূতন ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে । ইহাতে [প্র]ত্যেক দেশের বিশেষ বিবরণ এবং ভারত[বর্]ষের বিবরণ বাহুল্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে । [মূল্]য ।৵০ দশ আনা মাত্র ।

১৮৭১ সাল
১ লা জানুয়ারি
মাধবপুর

শ্রীতারাপ্রসাদ চক্রবর্তী

## ...তন প্রকারের নূতন সাপ্তাহিক।

| | |
|---|---|
| ...ম | মধ্যস্থ। |
| ...াম | কলিকাতা, সিমুলিয়া ২০২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। |
| ...াকৃতি··· | দুই স্তম্ভময় রয়েল ১৬ পৃষ্ঠা। |
| ...াকৃতি ·· | সাময়িক ও সংবাদ পত্রের মিশ্রভাবাপন্ন উক্ত-মর্ম্মাক্রান্ত ভাষা ও বিষয় বাঙ্গালা গদ্য পদ্যময় রাজকীয়, সামাজিক, ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক সাহিত্য ও প্রধান প্রধান সম্বাদ ইত্যাদি। |
| ...ল উদ্দেশ্য··· | পুরাতনের নিতান্ত ভক্ত ও নূতনে নিতান্ত বিরক্ত, এই যে এক দল; আর পুরাতনে নিতান্ত বিরক্ত ও নূতনের ভক্ত, এই যে অপর দল, অর্থাৎ পূর্ব্ব আচার ব্যবহারাদির রক্ষক এবং উচ্ছেদক, এই দুই প্রকার বিরুদ্ধ মতাবলম্বী দলের মধ্যে মধ্যস্থতার চেষ্টা করা। |
| ...ীয় উদ্দেশ্য | মনোরঞ্জন এবং আমোদ উৎপাদনের সঙ্গে নীতি চর্চ্চা। |
| ...কাশের সময় | ১২৭৯ সালের প্রথম শনিবার হইতে প্রতি শনিবার। |
| ...া | অগ্রিম বার্ষিক ৪ টাকা, ষাণ্মাসিক ২॥০ টাকা, পশ্চাদ্দেয় ॥০ আট আনা। বিদেশে ডাকমাশুল ।০ আনা। |
| ...পাদক | এরূপ কার্য্যে নূতন নহে, ফলতঃ বহু দিনের পুরাতন, পূর্ব্ব পরিচিত ও পূর্ব্বানুগৃহীত ব্যক্তি। |
| ...ষ্ঠ বল··· | কতিপয় সহৃদয় ও সজ্জন মহাশয় লিপি কার্য্যে সাহায্যদাতা, পরামর্শদাতা, বন্ধু ও সহায় হইবেন। |
| ...ল··· | সর্ব্বশুভ বিধায়ক ভগবান আর অনুগ্রাহক গ্রাহকগণের অনুকম্পা মাত্র। |

...হকেচ্ছু মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্ব্বক ১৫ই চৈত্রের ...উপরের লিখিত ঠিকানায় মধ্যস্থ মহাশয়... শিরোনাম দিয়া পত্র পাঠাইবেন।

...হিন্দুসমাজ সংক্রান্ত কতিপয় প্রচলিত ...থা নিবারণার্থ শাস্ত্র প্রমাণসহ বঙ্গভাষায় সমাজ সংস্করণ। ঐ গ্রন্থ আমহর্ষ্টষ্ট্রীট ১১৫ নং ভবনে, বহুবাজার বাঙ্গলা পাঠশালায় ও সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। মূল্য ১ টাকা।

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

### শ্রীমদ্ভাগবত।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা। প্রতি মাসে ৮০ পৃষ্ঠা পুস্তক। বঙ্গাক্ষরে মূল, টীকা ও অর্থ সহিত প্রকাশ হয়। মূল্য বার্ষিক ৩ টাকা পোষ্টেজ ৸০ আনা।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন
বহরমপুর
খাগড়া

—০—

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম বি কর্ত্তৃক প্রকাশিত বঙ্গভাষায় বিরচিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ মাশুল ।৵ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড ১০ মাশুল ।৵। একত্রে দুই খণ্ড লইলে মূল্য ১৮ মাত্র ডাকমাশুল ১৵ আনা। মাতৃশিক্ষা ২ মাশুল ।০ আনা। এনাটমি ৪॥০ মাশুল ।৵ মাত্র।

কলিকাতা
লালবাজার } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দুহষ্টেল

চপলিনী ॥০, শিশু মানচিত্রাবলী ।৵১০ কুলীন কামিনী ৵০, সং পুং আলয়ে প্রাপ্য।

ভগবদুপাসনা দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ও কৃতবিদ্য জনগণের মধ্যে যাঁহারা অল্প দিবসের মধ্যে জীবাত্মা ও সূর্য্যমণ্ডলস্থিত বৈরাজ পুরুষের সহিত তাঁহাদিগের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা অবগত হইয়া অতীন্দ্রিয় সুখভোগের অধিকারী হইতে অভিলাষী হইবেন, তাঁহারা আমাকে (পেড) পত্র লিখিলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন। পরমার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর গ্রন্থে এতদ্বিষয় এবং দেহ... ব ও সাধনতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ১ টাকা। মাশুল দুই আনা।

সন ১২৭৮ } শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
কার্ত্তিক } সহর

—০—

### রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তরনির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উক্ত প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

মেজ করা প্রস্তরনির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ, এবং উহার নিমিত্ত সাইফন, জঙ্গশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট; মেজিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত মেজকরা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরন এণ্ড কোং

—০—

### প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক।

মূল সংস্কৃত দৃষ্টে নাটকাকারে বাঙ্গলায় রচিত। হাবড়ায় আমার ডিসপেন্সরিতে আমার নিকট এবং কলিকাতা কসাইটোলা এমামবাড়ী লেন নং ৬৭ জি, পি, রায় কোং মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

মূল্য ১ এক টাকা ডাকে পাঠাইলে মাশুল ৵০।

শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

—০—

১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গায় বাঁড়ুয্যে ব্রাদার কোম্পানির ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের

যোকানে সংগ্রহীত ও সংপ্রচারিত নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে।

| প্রণীত | মূল্য |
|---|---|
| গ্রীসইতিহাস | টাকা। |
| ভুবনসার ব্যাকরণ | আনা |
| নীতিসার ( ১ ম ভাগ ) | ৶০ |
| নীতিসার ( ২ য় ভাগ ) | ৶০ ঐ |
| প্রচারিত। | |
| মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ | ৸০ আনা |

পদ্মাখ শর্ম্মা।

চিকিৎসাসার প্রথমভাগ।

কবিরাজ, কম্পাউণ্ডার ও অন্যান্য সর্ব্বসাধারণের বোধোপযোগী ডাক্তারি চিকিৎসা গ্রন্থ। মূল্য ৸০ আনা। ঢাকা সাঁকারি বাজার ডিস্পেন্সরিতে আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

কুমার চট্টোপাধ্যায়।

মুখোপাধ্যায় এল এম,
এস, কর্ত্তৃক বেঙ্গল মেডিকাল জর্ণ্যাল্।

নেটিব ডাক্তার এবং যাঁহারা মেডিক্যাল কালেজে শিক্ষা লাভ না করিয়া ডাক্তারি করিতেছেন তাঁহাদিগের চিকিৎসা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উন্নতি বিধায়ক বেঙ্গাল মেডিক্যাল্ জর্ণ্যাল্ অর্থাৎ " চিকিৎসা দর্পণ " নামক মাসিক পত্রিকা বিগত বৈশাখ মাস হইতে বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইতেছে। ইহার আকার ৮ পেজি ফর্ম্মার ৪০ ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩, যাণ্মাসিক ৩।০ প্রতি সংখ্যা ।৴০। চুঁচুড়ায় সম্পাদকের নিকট এবং কালকাতা আলবাজার নিন্দু হষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য

১২ ৭৮
৩ রা অগ্রহায়ণ }

## সোমপ্রকাশ।

১৫ ই ফাল্গুন সোমবার।

এদেশের ভাষায় যে সমস্ত সমাচার পত্র প্রচারিত হয়, তাহার অনুবাদ ... রাজা ও প্রজা উভয়েরই ... য়াছে। এক্ষণে এরূপ অনেক প্রধান রাজপুরুষদিগের গোচর হইতেছে, এ নিয়ম না হইলে কখন তাহা তাঁহারা জানিতে পারিতেন না, তাহার প্রতিবিধানও হইত না। অধস্থ কর্ম্মচারিরা এখন সবিশেষ সাবধান হইয়াছেন, অবিচার ও অত্যাচারও অনেক সঙ্কোচ করিয়াছে। এটী অধস্থ কর্ম্মচারিদিগের শাসনের উপায় হইয়াছে। তাঁহারা যথেচ্ছ আচরণ করিলে তখনই তাহার প্রতীকার হয়। কিন্তু লেপ্টেনন্ট গবর্ণর অথবা গবর্ণর জেনরল

হইলে তাহাদিগের হস্ত রোধ করিবার এরূপ কোন সদুপায় নাই। বোধ কর, বোম্বাই অথবা মান্দ্রাজের গবর্ণর এরূপ কতকগুলি কাজ করিলেন, তাহাতে প্রজারা নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইল। কিসে ইংলণ্ডের ও ইংরাজ জাতির লাভ হয়, তাঁহারা নিরন্তকাল তাহারই অনুসন্ধানে রহিলেন, প্রজার কল্যাণের দিকে একবারও দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন না; প্রজারা চীৎকার করিল, তাঁহারা শুনিলেন না, প্রত্যুত এই বলিয়া তাহাদিগের শোককে দ্বিগুণ করিয়া তুলিলেন যে ভারতবর্ষীয়েরা মানুষই নয়, তাহাদিগের কথা আর শুনিব কি ? প্রজারা যে এপ্রকার অসন্তুষ্ট, ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ তাহা জানিতে পারিলেন না। প্রজাদিগের নানাপ্রকার অনিষ্ট হইয়া গেল। কিন্তু গবর্ণরেরা আপনাদিগের কার্য্যের প্রশংসা করিয়া ইংলণ্ডে দীর্ঘ পত্র লিখিলেন, ইংলণ্ডের দুই একটী লাভও দেখাইয়া দিলেন। তাঁহারা বরাবর গবর্ণর জেনরলের অনুবৃত্তি করিয়াছেন, তিনি বিপক্ষতাচরণ করিলেন না। যখন এইরূপ আটঘাট বাঁধিয়া কাজ করা হইল, তখন গবর্ণরদিগের অত্যাচার ও প্রজার দুঃখ বৃত্তান্ত ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষের গোচর হইবার সম্ভাবনা কি ? ইংলণ্ডেশ্বরী মনে করি... আমার জেনিক্ গবর্ণরেরা রাজ... রে প্রজা পালন করিতেছেন, প্রজারা পরম সুখে আছে।

এ অতি শোচনীয় অবস্থা। ইহার প্রতীকার করা একান্ত আবশ্যক। আমরা আজি ইহার একটী সহজ ... স্বল্প ব্যয়সাধ্য উপায়ের নির্দ্দেশ করিতেছি, মহামান্য প্রধান পুরুষদিগের তাহার অবলম্বন অবশ্য কর্ত্তব্য। এখানে এদেশীয় ভাষায় প্রচারিত সমাচার পত্রের অনুবাদার্থ যেমন কর্ম্মচারী নিয়োজিত হইয়াছেন, ষ্টেটসেক্রেটারির আফিসেও তেমনি একজন স্বতন্ত্র কর্ম্মচারী নিয়োজিত হউন। এদেশীয় ভাষা সমাচার পত্রের অনুবাদ হইয়া তাহার এক এক খণ্ড যেমন ভারতবর্ষস্থ প্রধান কর্ম্মচারিদিগের নিকটে প্রেরিত হ... ইংলণ্ডেও তেমনি তাহার কয়েকখণ্ড প্রেরিত হইবে। ইংলণ্ডস্থ কর্ম্মচারী তাহা মহাসভার সভাগণ ভারতবর্ষের হিতৈষী প্রধান প্রধান লোকদিগের নিকটে পাঠাইয়া দিবেন। তাহা হ... লেই তাঁহারা জানিতে পারিবেন, ... কিরূপ রাজ্য শাসন করেন, প্রজা... সুখী কি অসুখী, তাহাদিগের দু... প্রকাশের কারণ আছে কি না ? নিদ... নির্ণীত হইলে রোগেরও প্রতীকা... হইবে। প্রধানপুরুষেরা সশঙ্ক ও স... ধান হইয়া কাজ করিবেন। তাঁহাদে... যথেচ্ছাচারিতা বন্ধ হইবে। তাঁহ... প্রজাদিগের হিত সন্ধান ও মনোর... করিয়া কাজ করিতে শিখিবেন। ইহা... প্রজাদিগেরই যে কেবল সর্ব্বাঙ্গীন ম... লাভ হইবে এরূপ নয়, গবর্ণমেণ্টও ল... বান্ হইবেন। প্রধান পুরুষেরা যে স... অপব্যয় ও অন্যায় ব্যয় করেন, ত... বন্ধ হইবে। তাহা হইলে নিত্য নূ... বিধ করের উদ্ভাবন করিবার প্রয়ো...

...য়া না এবং ইংলণ্ডেশ্বরীর যদি কিছু ...র্ণ লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে তাহাও ...তার্থ হইবে ।

গোমড়ক ।

এবার যে যে স্থানে জলপ্লাবন ...য়, সেই সেই স্থানের অধিকাংশ গরু ...ণত্যাগ করিয়াছে। উত্তর নদীয়া ও ...শোহরে পূর্ব্বে অজস্র দুগ্ধ পাওয়া ...ইত, তথায় এক্ষণে দুগ্ধ অতিশয় ...ষ্প্রাপ্য হইয়াছে, জলপ্লাবন নিবন্ধন ...গোমড়ক তাহার কারণ। প্লাবনের ...ময়ে গরু সকল আহার পায় নাই; ...তখন গো প্রতিপালন এত কষ্টের হয় ...য কোন কোন স্থানে লোকে প্রতিপালনে ...অশক্ত হইয়া এক টাকায় ছয়টা গরু ...বিক্রয় করে। প্লাবনে যেগুলি জীবিত ...ছিল, জল সরিয়া গেলে পচা ঘাস খাইয়া ...তাহার অধিকাংশ প্রাণত্যাগ করে। ...প্লাবিত স্থানের কৃষকদিগের কষ্টের ...সীমা নাই। তাহারা আগামী বৎসর ...কি প্রকারে যে চাষ করিবে তাহার ...উপায় দেখা যাইতেছে না। জমীদারেরা ...যে সম্পূর্ণ সাহায্য দানে সমর্থ হন আমা...দিগের এরূপ বোধ হয় না। তাঁহারা ...সাধারণ কষ্টের সময়ে বীজ ধান্য দিয়া ...সাহায্য করিতে পারেন এই মাত্র। ...আমরা আহ্লাদিত হইলাম, অনেক জমী...দার যথাসাধ্য সাহায্য দানও করি...য়াছেন। এ সময়ে গবর্ণমেণ্টের অগ্রসর ...হওয়া কর্ত্তব্য। কৃষকেরা যাহাতে গরু ...ক্রয় করিতে পারে, সেই পরিমাণে গবর্ণ...মেণ্ট সাহায্য দান করুন; অল্প সুদে ...টাকা দিলে তাহারা তিন চারি বৎসরে ...তাহার পরিশোধ করিতে পারিবে। ...এদেশের কৃষকেরা যে প্রকার সৎ ও ...ধর্ম্মভীরু তাহাতে গবর্ণমেণ্ট নির্ভরে ...কর্জ্জ দিতে পারেন। কোন কৃষকই ...প্রতারণা করিবে না। অতএব সম্পত্তি আছে কি না সে বিবেচনা না করিয়া সাহায্য দেওয়া হয়, আমাদিগের এই অভীষ্ট। মহাজনেরা কি জামীন লইয়া টাকা দেন? কিন্তু কোন কৃষক মহাজনের টাকা পাড়ে? সাধারণের যে প্রকার কষ্ট হইয়াছে তাহাতে চাঁদা অথবা জমীদারের সাহায্যে বিশেষ ফল দর্শিবে না। সহস্র সহস্র উর্ব্বর ক্ষেত্র গরুর অভাবে অকৃষ্ট পতিত রহিয়াছে, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে?

এদেশে প্রতিবৎসর কোন স্থানে না কোন স্থানে জল প্লাবন হয়; এই প্লাবন গোমড়কের প্রধান কারণ। আমরা দুঃখ সহকারে দেখিতেছি, মড়ক ও কসাইয়ের হস্তে অধিকাংশ গরু প্রাণত্যাগ করিতেছে, তাহাতে গো সংখ্যা কমিয়া আসে। ইহার নিবারণ করা অতিশয় কর্ত্তব্য। নদীয়াতে যখন প্রথম প্লাবন হইয়া গরু সকল হতশ্রায় হয়, তখন রাণাঘাটের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু রামশঙ্কর সেন প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কৃষকেরা টাকায় ৫।৬ টী গরু বিক্রয় করিতেছে। গবর্ণমেণ্ট সেই সকল গরু ক্রয় করিয়া স্থানান্তরে লইয়া রাখুন, তাহা হইলে গরুগুলি জীবিত থাকিবে, পশ্চাৎ সেই মূল্য ও আহারাদির ব্যয় লইয়া অধিকারিদিগকে তাহা প্রত্যর্পণ করিবেন। ইহা করিলে গবর্ণমেণ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন না, কৃষকগণও এত বিপদে পড়িত না। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের অধীনস্থ সর্ব্ব প্রধান উপাধিভাগীয় কর্ম্মচারির কথা শুনিবেন না। সুতরাং বিপদও অপ্রতিবিধেয় হইয়া উঠিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আমাদিগের প্রার্থনা এই, যেন এরূপ ত্রুটি আর না হয়। ভারতবর্ষ কৃষিজীবী দেশ; ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কৃষকদিগের রাজা। কৃষকগণ কোন সাধারণ বিপদে পতিত হইলে তাঁহাদিগের সাহায্য করা অতিশয় ...য়।

প্রধান সেনাপতির অনুচিত অভিপ্রায়।

অদ্য আমরা কৃতবিদ্য চিন্তাশীল ভারতবর্ষীয়দিগের যে একটী মনোরথের উল্লেখে প্রবৃত্ত হইতেছি, হয় ত অনেকে সেটিকে জাগ্রত স্বপ্ন বোধ করিবেন। কিন্তু সেটী স্বপ্ন নয়, বাস্তবিক কৃতবিদ্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের হৃদয়গত বাসনা। তাঁহারা ভাবেন, ইংরাজী শিক্ষা এবং সভ্যতা নিবন্ধন এতদ্দেশীয়দিগের সেই পূর্ব্বতন তেজস্বিতা সেই মনস্বিতা ও সেই উচ্চতর ধর্ম্মনীতির পুনঃ প্রাদুর্ভাব হইবে। দেশের সমুদায় লোকে শিক্ষিত ও উদার ভাবাপন্ন হইবেন। তাঁহাদিগের স্বদেশ শাসনের ক্ষমতা জন্মিবে। সে কার্য্য সাধনার্থ জগদীশ্বর ইংলণ্ডকে ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য দান করিয়াছেন। তাহার শেষ হইলে ইংলণ্ড আপনা হইতে বলিবেন “ এক্ষণে তোমরা স্বদেশ শাসন কর। আমি তোমাদিগের এত কাল যে উপকার করিলাম, তাহার প্রত্যুপকারার্থ তোমাদিগকে এই করিতে হইবে যে তোমরা ইংলণ্ডের বন্ধুকে বন্ধু ও শত্রুকে শত্রু জ্ঞান করিবে এবং বাণিজ্য সম্বন্ধে আমার পুত্রগণকে যথাসাধ্য সাহায্য দান করিবে ”। এই বলিয়া একদিন ইংলণ্ড বিদায় লইবেন এবং ভারতবর্ষীয়দিগের স্কন্ধে স্বদেশ শাসনভার পড়িবে সন্দেহ নাই। কৃতবিদ্যদিগের হৃদয়ে এপ্রকার আশা সঞ্চার হইবার একটী বিশিষ্ট কারণ আছে। ইংরাজ জাতির যতই দোষ থাকুক, পৃথিবীর মধ্যে যথার্থ ভদ্র জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইলে অঙ্গুলি ইংরাজ জাতির অভিমুখেই উন্মুখ হয়। অন্য কোন জাতিরই ইংরাজ জাতির তুল্য ঔদার্য্য নাই। আমেরিকা সর্ব্বদাই কান...

...র জাতি সমুদ্র নিক্ষেপ করিতেছেন, ...ন্তু ইংলণ্ড স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গ্রীসের ...কে আইওনীয় দ্বীপ সমূহ অর্পণ করি...ছেন। ইংরাজেরা স্বার্থপর হইয়া ...নেক কাজ করেন বটে; কিন্তু স্বার্থশূন্য ...ইয়া তাঁহারা যত কাজ করিয়াছেন, ...ত কাজ অন্য কোন জাতি করিতে ...ারেন নাই। যে জাতি এরূপ উদার ...াবাপন্ন সে, জাতি যে সময়ে সময়ে ...মুদায়ের মত কাজ করেন, ইহা আমা...দের অত্যন্ত দুঃখের কর, শাসনকর্ত্তৃগণ ...র্ব্বদাই আমাদিগকে তাঁহাদিগের প্রতি ...বশ্বাস করিতে বলেন; কিন্তু তাঁহারা ...ামাদিগকে বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদি...ের উপরে আমাদিগের বিশ্বাস জন্মিবার ...ূর্ব্বে কি আমাদিগকে তাঁহাদিগের ...বিশ্বাস করা উচিত নহে? বিশ্বাস না ...করিলে বিশ্বাস জন্মে না, এটী তাঁহারা ...সকল সময়ে স্মরণ রাখিতে পারেন না।

প্রধান সেনাপতি লার্ড নেপিয়র ইউরোপীয় সৈন্য কমাইবার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছিলেন, নেপালের রাজা, হায়দরাবাদের নিজাম, মহারাজ হোলকর, সিন্ধিয়া প্রভৃতি রাজগণ উৎকৃষ্টতর কামান ও অস্ত্রশস্ত্র আনাইতেছেন। ইহাঁরা গোপনে যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইতেছেন। পূর্ব্বের অপেক্ষা এক্ষণে ইংরাজদিগের উপরে লোকে অধিকতর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। এমন অবস্থায় ইউরোপীয় সৈন্য কমান অত্যন্ত নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য। ইহাতে উত্তরকালে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। লার্ড নেপিয়রের সদৃশ ভুয়োদর্শী ও পরিণতবুদ্ধি কর্ম্মচারী এ প্রকার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন, আমরা ইহা কখন মনে করি নাই। উৎকৃষ্টতর কামান ও বন্দুক আনয়ন করিলেই কি প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের প্রতি শত্রুতাচরণ করা হইল? এ সিদ্ধান্তটী কি সৎ সিদ্ধান্ত? যখন ১৮৫৭ অব্দে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মূল পর্য্যন্ত চঞ্চল হয়, তখন নেপালের রাজা স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া গবর্ণমেণ্টের সাহায্যদানে প্রবৃত্ত হন। এতদ্দেশীয় সমুদায় রাজাই যথাশক্তি সাহায্য দান করিয়াছিলেন। এত শীঘ্র কি এই কথা বিস্মৃত হওয়া হইল? এতদ্দেশীয় রাজগণ কি মনে করিবেন? তাঁহাদিগকে যে সম্মান করা হয়, সে সমুদায় কি মৌখিক? তাঁহারা যে প্রভুভক্তি প্রকাশ করেন তাহা কি গুপ্ত শত্রুতা বলিয়া বিবেচিত হয়? সমুদায় পৃথিবী জানেন যে, নবাব সালার জঙ্গ ও মহারাজ সিন্ধিয়া প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত অনুরক্ত, সেই অনুরক্তির ফল কি অবিশ্বাস হইল? লার্ড নেপিয়রের বাক্যে কি তাঁহাদিগের এই প্রকার সংস্কার জন্মিবে না যে তাঁহারা যতই ভক্তি প্রদর্শন করুন, প্রধানতম গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে শত্রুভাবে দর্শন করিবেন। অধীন রাজগণ ও প্রজারা যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টে এত চীৎকার করেন, তাহার উপার্জ্জনের কি এই প্রকৃত উপায়? লার্ড নেপিয়র সৈনিক পুরুষ, তাঁহার মতে সৈনিক বিভাগই দেশের এক মাত্র প্রয়োজনীয় পদার্থ। রাজপুরুষের দৃষ্টি লাণ্টনের আলোকের ন্যায় কেবল সম্মুখস্থিত পদার্থের উপরেই পতিত হয়। আবিসিনিয়ার যুদ্ধে তিনি যেরূপ কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন, ভারতবর্ষস্থিত ইউরোপীয় সেনাদলের নিমিত্ত কি তিনি সেইরূপ অসংখ্য টাকা নিয়মিতরূপে ব্যয় করিবার বাসনা করেন? যথার্থ রাজনীতিজ্ঞগণ কখন ইহার অনুমোদন করিবেন না। তাঁহার ইচ্ছা এই যেমন জর্ম্মণীর সম্রাট আলসাস ও লোরেণে সৈন্য রাখিয়াছেন, এদেশেও সেই প্রকার সৈন্য থাকে। কিন্তু তাহা সম্ভাবিত নহে। এত টাকা কোথা হইতে আসিবে? ইংলণ্ড কি পাঁচ লক্ষ সৈন্য নিয়তকাল এদেশে রাখিতে পারেন? এত লোক কোথায়? অধীনস্থ রাজগণ ও প্রজাগণের সাহায্যদান ব্যতিরেকে বিপদকালে উদ্ধার হইবার সম্ভাবনা অল্প। কিন্তু এখন তাঁহাদিগকে এই রূপে অবিশ্বাস করিয়া বিরক্ত করিয়া রাখিলে সে সময়ে অভীষ্টসিদ্ধি হওয়া দুর্ঘট হইবে।

---

ইংলণ্ডে লার্ড মেয়োর শব প্রেরণ।

লার্ড মেয়োর মৃত দেহ যে প্রকার সমারোহে গবর্ণমেণ্ট বাটীতে আনয়ন করা হয়, আমরা গতবারের সোম... প্রকাশে তাহার বর্ণন করিয়াছি। সোম ও মঙ্গলবার তাঁহার শব দর্শনার্থ সর্ব্বসাধা...রণকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। গবর্ণ...মেণ্ট বাটীর বৃহৎ প্রস্তরময় দালান ... তৎপার্শ্ববর্ত্তী উপবেশন গৃহ, কাল ক... দ্বারা মোড়া ও স্থানে স্থানে এক একটী বৃহৎ বাতি জ্বলিতেছিল। সর্ব্বশেষে মৃ... রাজ প্রতিনিধির দেহ একটী বৃহৎ বা... বদ্ধ করা ছিল। তদুপরি ইংলণ্ডে... পতাকা, লার্ড মেয়োর টুপি, তিনি ... সকল সম্মান চিহ্ন পাইয়াছিলেন তাহ... এবং পুষ্পমালা রাখা হইয়াছিল। বাক্স... সম্মুখে তাঁহার নাম, উপাধি ও জন্ম... মৃত্যুর দিন লিখিত ছিল। শবের নিকটে কয়েকজন ইউরোপীয় সৈনিক চিত্রার্পি...তের ন্যায় অবনত মস্তক করিয়া দণ্ডা...মান ছিল। তাহাদিগকে দেখিয়া দর্শ...ক মাত্রেরই এইরূপ বোধ হইল, তাহারা যেন এই ভাব প্রকাশ করিতেছে ... তাহাদিগের সদৃশ প্রবল রক্ষক সত্ত্বে... সিরআলির সদৃশ সামান্য লোক... মত শাসনকর্ত্তাকে বধ করিল, ইহা... অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে... এই সকল দেখিয়া দর্শক মাত্রেরই ম... শোক বিকার উপস্থিত হয়।

বুধবার প্রাতঃকালে মৃত দেহ ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছে। যে প্রক...

সমারোহে শবটী আনয়ন করা হইয়াছিল, সেই প্রকার সমারোহে তাহা বাটীতে প্রেরিত হইয়াছে। তবে প্রাতঃকাল বলিয়া অধিক লোককে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। এবার লালদীঘী হইতে পরমিটের সম্মুখ দিয়া শব জাহাজে তোলা হইয়াছে। যেমন শব আনিবার সময়ে সেইপ্রকার বাহিরের সময়েও সকল শ্রেণী দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। গ্লাসগো জাহাজ গ্রেবাই উপনীত হইলে লেডি মেয়ো জাহাজে আরোহণ করিবেন। লার্ড মেয়োর দুই ভ্রাতা এবং সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র লেডি মেয়োর নিকটে আছেন। মৃত শাসন জ্যেষ্ঠ পুত্র টেলিগ্রাম করিয়াছেন, যেন উঁহার পিতার হত্যাকারীকে করেন। তিনি যে পিতার পুত্র তিনি যে এপ্রকার উদারতা প্রকাশ করিবেন, তাহার অনুরূপই হইয়াছে।

বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

যাহারা দীর্ঘকাল নিয়মবহির্ভূত পঞ্জাব দেশে থাকিয়া স্বেচ্ছাচারিতা অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ইচ্ছা তত্রত্য শাসন প্রণালী ভারতবর্ষের সমুদায় প্রদেশে প্রবর্ত্তিত করেন। সেই পঞ্জাবের দুই জন হত্যাকারী অকালে দুইজন প্রধান পুরুষের প্রাণসংহার করিল, তাহা দেখিয়া কি তাহাদিগের চৈতন্য হইল? দুরাত্মারা কি কারণে হত্যা করিল, তাহা তাহাদিগের মুখে ব্যক্ত হয় নাই; কিন্তু অনেকগুলি বিষয় ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। উক্ত শিক্ষা বজায় থাকিলে কি অনর্থ পরম্পরা ঘটিবে, দুরাত্মা আবদুল্লা ও শিয়ার আলী তাহা স্পষ্টাক্ষরে করিয়া দিয়াছে। আমাদিগের সংস্কার প্রায় এই, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে রাজনীতি অবলম্বন করিয়া চলিতেছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিবেন কি না? লার্ড নেপিয়র আপাততঃ গবর্ণর জেনরলের পদলাভ করিয়াছেন, কি প্রকারে শাসন করিতে হয়, তিনি তাহা জানেন। নিয়ম বহির্ভূত প্রদেশের শিক্ষিত যে কয়েকজন কর্ম্মচারী ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে এক চেটিয়া করিয়া আছেন, তাঁহাদিগকে ক্রমশঃ বিদায় দেওয়া কর্ত্তব্য। মন্ত্রী উত্তম হইলে দেশের প্রধান শাসনকর্ত্তাকে কখন অন্যায়ের ন্যায় কুস্থানে যাইতে দেওয়া হইত না। ইতিপূর্ব্বে উচ্চশ্রেণির শাসনকর্ত্তৃগণ কলিকাতায় বসিয়া কি কাজ করিয়া যান নাই? সর উইলিয়ম মিয়র মান্দ্রাজে গমন করুন। তিনি যে প্রকার ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহা হইতে মান্দ্রাজের বিশেষ উপকার হইবার আশা আছে। জর্জ্জ কাম্বেল সাহেব উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাউন। ঐ দেশই তাঁহার প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্র, বঙ্গদেশ তাঁহার যোগ্য কার্য্যক্ষেত্র নয়। ইডেন সাহেব বঙ্গদেশের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর এবং জে, সি, বেলি সাহেব ব্রহ্মদেশের প্রধান কমিশনর হউন। যে ব্যক্তি ভাবেন যে আবদুল্লা ও শিয়ার আলীর কার্য্যের সহিত রাজনীতির কোন প্রকার সম্পর্ক নাই, তাঁহারা মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ঐ হত্যাকারীরা কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় দ্বারা উত্তেজিত অথবা উৎসাহিত হইয়াছে, আমরা এ কথা বলি না; কিন্তু কয়েক বর্ষাবধি গবর্ণমেণ্টের উপরে সাধারণের যে অসন্তোষ জন্মিয়াছে, উহাদিগের কার্য্য তাহার অন্যতর প্রমাণ সন্দেহ নাই। শারলট্‌ কর্ডে কাহারও পরামর্শে মারাটকে বধ করে নাই; তত্র ফরাসী মাত্রেই উপাধ্যক্ষদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করেন সত্য; কিন্তু তদানীন্তন শাসনকর্ত্তৃগণ প্রজাদের উপরে যে অত্যাচার করেন, উহা দ্বারা কি তাহা সপ্রমাণ হয় নাই?

বিচার পতিত্ব ও আইনকারকের ভিন্ন পু... ইংরাজদিগকে এক কোর্ট দিয়াছিল। ... যেমনই পার্লিয়ামেন্টে গমন করিবেন ... জানা হইয়াছিল; ফুড়িবার্ডি ... হইতে সংগ্রহ করিয়া শাসিত ... রাখিয়াছিল, পুড় চক্রান্ত থাকিতে ... এগুলির একত্র সংঘটন হইবার ... সম্ভাবনা আছে? ব্রিটিশ সাম্রা... অব্যাহত থাকে, সর্ব্ব ব্যক্তিমাত্রেরই ... ইচ্ছা; কিন্তু বর্ত্তমান প্রণালীর পরিব... হয়, এটাও একান্ত আবশ্যক। শাসনকর্ত্তৃ... যাহা ইচ্ছা করেন, সাধারণ মত গ্রাহ্য করে... না এবং বিচারপতিগণ তাহার পো... কতা করেন, এই সংস্কার না হইলে ... এ সকল কাজ হইত? কেবল কাজের ... করা উদ্দেশ্য হইলে হত্যাকারিগণ প্রধ... বিচারপতি ও প্রধান শাসনকর্ত্তাকে ... কখন লক্ষ্য করিত না। লার্ড নেপিয়... এই সকল বিবেচনা করিয়া কাজ করে... এই আমাদিগের অনুরোধ।

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

১। আর্য্যা শতক। এ খানি সংস্কৃ... কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পাঠশাল... অন্যতর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ ... রত্ন ইহার রচনা করিয়াছেন। যেপ্রকার র... হইয়াছে একালে একপ উৎকৃষ্ট সংস্কৃ... রচনা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। অনে... ক বড়াই সুকবির লেখনী নির্গত বলি... প্রতীয়মান হয়।

২। সংস্কৃত শিক্ষা দুই ভাগ। বাল... দিগের সংস্কৃত শিক্ষা উদ্দেশ করিয়া শ্রীযু... জগন্মোহন তর্কালঙ্কার এই দুইভাগের প্র... য়ন করিয়াছেন। প্রথম ভাগ বর্ণপরিচয় ক... বার এবং দ্বিতীয় ভাগ ছোট ছোট সংস্কৃ... বাক্য শিখিবার বিলক্ষণ উপযোগী হইয়াছে... তর্কালঙ্কার দ্বিতীয় ভাগের বিজ্ঞাপনের এ... স্থানে লিখিয়াছেন, "সংস্কৃত কাব্য নাটকাদিতে... যে সমুদায় ধাতুপদ প্রযুক্ত আছে, এই পু... কের প্রথমে প্রায় তৎসমুদায়ই সংগৃহীত...

হ রাছে" এ লেখাটি ছকণ দেখাই হইয়াছে। আমরা দেখিলাম ভাষা নাটকাদি প্রচলিত অনেক শব্দ ইহাতে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৩। বাঙ্গালা ইংরাজী অভিধান। শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইহার প্রণয়ন করিতেছেন। ত্রয়োদশ ফরমা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

৪। রোগাতুরা বসন্তকুমারী। শ্রীমতী বসন্তকুমারী দাসী পীড়ার সময়ে এই গ্রন্থ খানি প্রণয়ন করেন। ইনি রাজসাহীর ছোট আদালতের জজ শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন দাসের কন্যা। ইনি সূতিকা রোগাক্রান্ত হইয়া কলিকাতায় আসিয়া কুমারটুলির প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ সেনের দ্বারা চিকিৎসা করান। একণে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। পীড়িতাবস্থায় জীবনে হতাশ হইয়া পতি পুত্রাদির ভাবী বিরহ চিন্তা করিয়া যে সকল পদ্য রচনা করিয়াছিলেন, গঙ্গাপ্রসাদ বাবু পুস্তকাকারে সে গুলির প্রচার করিয়াছেন। পদ্যগুলি মিষ্ট কোমল ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। এখানি বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে।

৫। ধর্ম্মালোচনা। হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক বিবৃত। উক্ত সভায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন উপস্থিত হয় এবং কেশব বাবু তাহার যে উত্তর দান করেন তাহাই ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

৬। বহু বিবাহ নিপীড়িতা দুঃখিনী কুলীনকামিনী। শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার প্রণেতা। পদ্যে কুলীন কামিনীর দুরবস্থার বর্ণন করা হইয়াছে। বহু বিবাহ নিবারণ ইহার উদ্দেশ্য। কবিতাগুলি মিষ্ট ও সরল হইয়াছে।

৭। অনেক হিন্দুমহিলার পত্রাবলী। শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ সোম কর্ত্তৃক প্রকাশিত। স্ত্রীলোকের লেখনী বিনিঃসৃত বাক্যাবলী কিরূপ কোমল হয়, এই পত্রগুলিই তাহার পরিচয় দিয়া দিবে।

৮। ভারতবর্ষের ইতিহাস। ইংরাজী ভাষায় লিখিত। হুগলী কালেজের ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ই, লেথব্রিজ এম. এ, এবং বাঙ্গালোরের বিশপ কটনের প্রাইভেট সেক্রেটারি মিষ্টার কালেজের প্রেসিডেন্ট রেবরেণ্ড জি. ইউ. পোপ ডি. ডি, ইহার সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহাতে আর্য্যজাতির ভারতবর্ষ আক্রমণ অবধি টিপুর মৃত্যুর পরবর্ত্তী ঘটনা পর্য্যন্ত অতি সরল ভাষায় ও সুন্দর প্রণালীতে লিখিত হইয়াছে। একণে যত ভারতবর্ষের ইতিহাস দেখা যায় তন্মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী এমন একখানির সদ্ভাব দৃষ্ট হয় না। এখানি প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। ইহার বিশেষ এই এক গুণ আছে, অল্প আয়তনের মধ্যে অতি প্রয়োজনীয় ও ইতিহাসের অবশ্যজ্ঞাতব্য বহু বিষয়ের সমাবেশ করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বর্ণন ইহার পাঠে বিরক্তি না জন্মিয়া ক্রমে পাঠেচ্ছাই বলবতী হইতে থাকে। এখানি কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিদিগের পক্ষে নয়, পাঠক মাত্রেরই পক্ষে উপকারী হইবে। ইহার মুদ্রণ কার্য্য অতি সুন্দর হইয়াছে।

৯। বামারচনাবলী, প্রথম ভাগ কলিকাতা বামাবোধিনী সভা হইতে প্রকাশিত। মেয়ার কণ্ড প্রাইজ হইতে ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। বামাবোধিনী পত্রিকাতে এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণের যে সমস্ত রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে যেগুলি উৎকৃষ্ট তাহা সংগ্রহ করিয়া এখানি করা হইয়াছে। ইহাকে ৬টী পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হইয়াছে। ১ সমাজ সংস্কার ২ স্ত্রীশিক্ষা ও বিদ্যা, ৩ নীতি ও ধর্ম্ম, ৪ স্তোত্র ও প্রার্থনা, ৫ স্বভাব বর্ণনা, ৬ বিবিধ প্রবন্ধ। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের প্রথমে গদ্য ও শেষে পদ্য প্রস্তাবগুলি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এদেশের স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ দানই এতৎ পুস্তক প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য।

১০। এক অভিনব শ্রেণীপাঠ্য ভূগোল। ইংরাজী ভাষায় লিখিত। গ্রন্থকারের নাম নাই। ইহাতে পৃথিবীর আকৃতির বিষয় এবং ইউরোপ এসিয়া আফ্রিকা ও আমেরিকা এই চারিখণ্ডের দেশ সমুদ্র উৎপন্ন দ্রব্য শাসন প্রণালী ও ধর্ম্ম প্রভৃতির যাবতীয় বৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপে ও উৎকৃষ্ট রীতি ক্রমে লিখিত হইয়াছে। এতৎপাঠে ছাত্রগণের বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা।

১১। শ্রীযুক্ত বাবু নীলকান্ত গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত বাবু বিনোদ বিহারী গোস্বামী যে রামায়ণের অনুবাদ করিতেছেন এবং শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজগোপাল মুখোপাধ্যায় যাহার প্রকাশ করিতেছেন একণে উহার ৭ খণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। লেখা ও মুদ্রণ কার্য্য মন্দ হইতেছে না।

১২। কলিকাতায় বেরিনি কোম্পানি আফিসে যে সকল হোমিওপ্যাথি ঔষধ ও পুস্তক বিক্রয়ার্থে আছে, এ তাহার তালিকা। ইহাতে ঐ সকলের লিখিয়া দেওয়া আছে।

১৩। প্রহ্লাদ নাটক। শ্রীযুক্ত বাবু হরি মিত্র ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। পুরাণে পুত্র প্রহ্লাদের যে উপাখ্যান আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া এই নাটক রচিত হইয়াছে। প্রহ্লাদের গুণগ্রাম অসাধারণ পিতৃভক্তি পুত্রস্নেহ ও ধর্ম্মানুরক্তি বিষয় উত্তমরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রাপ্ত।

দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলেরা অত্যাচার করিতে না পারে তন্নিমিত্ত গবর্ণমেন্ট উপায় অবলম্বন করিয়াছেন সত্য; প্রবল অত্যাচার নিবারণার্থ আদালতের করা হইয়াছে, দিন দিন নানা বিধ আইন হইতেছে, গবর্ণমেন্ট এ নিমিত্ত বহু ব্যয় করিতেছেন, প্রজারা শোণিত করিয়া স্ব স্ব জীবন ধনসম্পত্তি রক্ষার্থ অর্থ দান করিতেছে; কিন্তু ইহাতে অভীষ্ট লাভ হইতেছে না, ইহার কারণ সকল সময়ে বিচারপতিগণ পক্ষপাতশূন্য হইয়া বিচার করিতে পারেন না অত্যাচারী ব্যক্তিরা দণ্ডমুক্ত হইয়া পায়, সেই দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া অত্যাচার কার্য্যে সাহসী হয়; পক্ষান্তরে অত্যাচরিত ব্যক্তির অভিযোগ বৃথা হইল ইহা দেখিয়া অন্যান্য অত্যাচরিত ব্যক্তি

অত্যাচারকারীর বিরুদ্ধে নালীশ করিতে অগ্রসর হয় না, অত্যাচার সহ্য করিয়া থাকে, অত্যাচারীরাও ক্রমে প্রশ্রয় পায়। প্রবল ব্যক্তিদিগের লোককে বশীভূত করিবার অনেক উপায় আছে, দুর্ব্বলের তাহা নাই। এমন অবস্থায় দুর্ব্বলের দ্বারা প্রবলকৃত অত্যাচার নিবারণের সম্ভাবনা অল্প। রাজা দুর্ব্বলের সহায়তা না করিলে কখন অভীষ্ট লাভের সম্ভাবনা নাই। গবর্ণমেণ্ট সে সহায়তা করেন না অথবা তাঁহাদের যাহাতে সকলের প্রতি সুবিচার হয়, সে ইচ্ছা নাই আমরা একপ বলিতেছি না। তাঁহারা বলেন, আইনের সম্মুখে সকলেই সমান, আইনবিরুদ্ধ কার্য্য করিলে সকলকেই দণ্ডনীয় হইতে হইবে। এমন কি রাজপুরুষগণ আপনারাই আইনের অধীন হইয়াছেন। তাঁহারা সামান্য প্রজার ন্যায় আইনবিরুদ্ধ কার্য্যের নিমিত্ত দণ্ডনীয় হইবেন একপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু কেবল ব্যবস্থা ভাল হইলেই যে কাজ ভাল হইল একপ নয়। যাঁহারা ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। তাঁহারা সর্ব্বার্থ প্রজার কল্যাণ কামনা করিয়া আইনের সৃষ্টি করেন; কিন্তু যাঁহারা ঐ সকল ব্যবস্থানুসারে কার্য্য করেন, তাঁহাদের গুণে দোষেই ইষ্ট ও অনিষ্ট ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। বোধ কর, আইনে আছে, হত্যা করিলে মৃত্যু দণ্ড অথবা অবস্থা বিশেষে দ্বীপান্তর বাস হইবে। একজন এতদ্দেশীয় হত্যাপরাধে বিচারপতির সম্মুখে নীত হইল। বিচারপতি বিচার করিয়া আইনানুসারে তাহার দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা দিলেন কিন্তু সেই অপরাধের নিমিত্ত একজন ইউরোপীয় বিচারালয়ে নীত হইল। বিচারপতি তাহাকে একবারে মুক্ত করিলেন, অথবা সামান্য মাত্র জরিমানা করিয়া ছাড়িয়া দিলেন, বলিলেন, ইহার এই কার্য্য হইয়াছে, অপরাধী ইচ্ছা পূর্ব্বক তাহাকে হত্যা করে নাই। অতএব সে দোষী হইতে পারে না। অথবা অন্য কোন কারণ প্রদর্শন করিয়া ইউরোপীয় অপরাধীকে মুক্ত করা হয়। কত ইউরোপীয় কত এতদ্দেশীয় কুলি ও কারাবাসীকে পদাঘাত দ্বারা হত্যা করিয়া বিচারালয়ে নীত হইয়াছে; কিন্তু হত ব্যক্তিদিগের প্লীহা বা অন্য কোন রূপ পীড়া ছিল, তাহাতেই মৃত্যু হইয়াছে এই ভাণ করিয়া উহাদিগকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। কিন্তু কোন এতদ্দেশীয় যদি ঐরূপ অপরাধে অপরাধী হয় এবং বাস্তবিক হত ব্যক্তির পীড়া নিবন্ধন মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে বোধ হয় সে কখন হত্যাপরাধের দণ্ড হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না। যে স্থলে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় এ উভয়ে বিচারার্থী হইয়া আদালতে উপস্থিত হয়, প্রায়ই ইউরোপীয়কে জয়লাভ করিতে দেখা যায়। দণ্ড ভয় না থাকিলে অত্যাচারী ব্যক্তির যে অত্যাচার প্রবৃত্তি ক্রমে বলবতী হইবে তাহার অসম্ভাবনা কি? এই নিমিত্তই নিম্ন শ্রেণীর ইউরোপীয়দিগের অত্যাচার ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। এই স্বজাতি পক্ষপাতিতা যে বহু অনর্থের মূল তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। যাহাতে এই পক্ষপাতিতা দোষের উন্মূলন হয় এবং প্রবলেরা দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিতে না পারে তাহার উপায় বিধান করা প্রধান পুরুষদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। বিচারপতিদিগের কার্য্যের অনুসন্ধান করা এবং আদালতে গিয়া প্রবলের সহিত যুদ্ধ করা দুর্ব্বলের সাধ্যায়ত্ত করিয়া দেওয়াই সেই উপায়।

### ভারতবর্ষ ও উচ্চ শিক্ষা।

এক্ষণে যাঁহারা ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা হইতেছেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই উচ্চ শিক্ষার প্রতিকূলবাদী। তাঁহারা বলেন, ভারতবর্ষীয়দিগকে যে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহাই পর্য্যাপ্ত আর অধিক শিক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই, ভারতবর্ষ এক্ষণে বিলক্ষণ উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা নানা রূপে উচ্চ শিক্ষার প্রতিকূলতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু এ সংস্কারটী নিতান্ত ভ্রমাত্মক। তাঁহারা বস্তুর স্বরূপ অবগত নহেন বলিয়াই এই সংস্কার তাঁহাদের হৃদয়ে লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে। তাঁহারা যদি ভারতবর্ষের অভ্যন্তরের তাবৎ বিষয় উত্তমরূপে জানিতেন, কখ তাঁহাদের এসংস্কার জন্মিত না। ব স্বরূপ না জানিয়া কোন কাজ করা নিত অনুচিত। আমাদিগের বর্ত্তমান লেপ্টেন গবর্ণর কাম্বেল সাহেব বেলবেডিয়ারে সিংহাসন গ্রহণ করা অবধি যত কাজ ক ছেন, তাহার অনেকগুলিতেই প্রজাগণ অ তোষ প্রকাশ করিয়াছে। ইহার কারণ এ তিনি এদেশের রীতি নীতি ও অবস্থাদি বিষয় সম্যক্ অবগত নহেন, এমন কি তি এদেশের ভাষাও জানেন না, এমন অবস্থ তাঁহার কার্য্যাদিতে প্রজাগণের যে অসন্তো জন্মিবে, তাহা বিস্ময়াবহ নহে। কাম্বে সাহেবও উচ্চশিক্ষার একজন প্রধান শত্রু যাহাতে এদেশে উচ্চ শিক্ষা এককালে বন্ধ নিয়তকাল তিনি তাহার চেষ্টায় আছেন যাহারা উচ্চ শিক্ষার প্রতিকূলতাচরণ করে তাঁহাদের একবার ভারতবর্ষের অভ্যন্তর বিষয়গুলি অভিনিবেশপূর্ব্বক দর্শন ক কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, ভারতবর্ষীয়দিগকে আর অধি শিক্ষা দিবার আবশ্যকতা আছে কি না। সম্প্রতি যে লোক সংখ্যা হইয়া গিয়াছে তাহার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলেই তাঁহা দের বিপরীত সংস্কার অপনীত হইবে। যে দিবস লোক সংখ্যা গ্রহণ করা হয়, সে দিবস রাত্রিতে অধিকাংশ লোক সমস্ত রা দীপ জ্বালাইয়া বসিয়া ছিলেন। একপ ক বার কারণ এই, তাঁহাদের সংস্কার জন্মিয়া ছিল, রাত্রিতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব আসিয়া গৃহস্বামীকে একবার মাত্র ডাকিবেন তাহাতে উত্তর না দিলে ৫০ টাকা জরিমানা হইবে। আমরা যে সকল লোকের কথা কহিতেছি, ইহারা কলিকাতার ৫।৬ ক্রোশ দূরে বাস করে। অধিক কথা কি একজন শিক্ষিত (ইংরাজী অনভিজ্ঞ) ভদ্র লোককে আর এক ব্যক্তি কিরূপে লোক সংখ্যা হইবে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, সংখ্যাকারীরা আসিয়া গৃহস্থের বাটীর যাবতীয় স্ত্রীপুরুষকে দাঁড় করাইয়া একে একে গণিয়া যাইবে। সম্প্রতি ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরলের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া এক ব্যক্তি হাস্য

রা বলিল, গবর্ণর জেনরল জন সামান্য হত্যাকারীর হস্তে হত হই-ছেন, এসংবাদ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। সংবাদে ঐ ব্যক্তি কোন মতেই বিশ্বাস রল না। এই সকল লোকের সংস্কার এই, র্ণর জেনরল কখন গৃহের বাহিরে যান । গৃহে থাকিয়া প্রহরী বেষ্টিত হইয়া দার কার্য্য করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন গবর্ণর জেনরলকে হত্যা করে মানুষের সাধ্য প নয়। এক্ষণে পাঠকগণ দেখুন, ভারত কত উন্নত হইয়াছে। যে দেশের লোকের জি ও এই রূপ সংস্কার রহিয়াছে, তথায় চশিক্ষা বন্ধ করা কতদূর যুক্তি ও ন্যায় ত কার্য্য তাহা বুদ্ধিমান ও বিবেচক ক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। যাহারা চ শিক্ষার বেষী, তাহারা এই সকল বিষয় র্শন করিলে ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষার আব কতা নাই বলিয়া তাঁহাদের যে সংস্কার াছে তাহার অপনয়ন হইবে সন্দেহ নাই।

## বিবিধ সংবাদ।

### ৮ ই ফাল্গুন সোমবার।

রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর মৃত আরল য়ের গুণ ও কার্য্য বৃত্তান্ত সংস্কৃতে বর্ণন ইংরাজীতে তাহার অনুবাদ করিয়া এক কাগজ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা পাঠ করিয়া দেখিলাম, কবিতাগুলি সুন্দর য়াছে। কিন্তু রাজা বাহাদুর আরল মেয়ের যে গুণের উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা তাহার সকলগুলিতে সম্মতি দান করিতে পারিলাম না।

কলিকাতা জ্ঞানদীপিকা সভার পুস্তকা লয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রামদয়াল চক্র র্ত্তী কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন উক্ত পুস্তকালয়ের উন্নতি বিধানার্থ নড়ালের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ রায় ২৫ টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীরাম পালিত কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, ঘাটাল কুশপোতায় বালিকা বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী ৩০ এবং রাণী শরৎসুন্দরী ২০ টাকা দান করিয়াছেন এবং উক্ত বিদ্যালয়ের বক্তৃতাগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিবার জন্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২৪ টাকা দান স্বীকার এবং মহারাণী স্বর্ণময়ী ২০ টাকা দান করিয়াছেন।

গত শনিবার প্রতিনিধি গবর্ণর জেনরল এক বিজ্ঞাপন প্রচার দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানাইয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট হাউসের যে গৃহে রাজ সিংহাসন আছে, সেই গৃহে সোম ও মঙ্গলবার প্রাতঃকাল ৬॥ টা অবধি ১০॥ টা পর্য্যন্ত ও অপরাহ্ণ ৩ টা অবধি ৬ টা পর্য্যন্ত গবর্ণর জেনরলের মৃত দেহ থাকিবে। যাহারা দেখিতে যাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা উক্ত দিবসে এবং উক্ত সময়ে যাইতে পারেন। দর্শকগণ টিকিট দ্বারা প্রবেশাধিকার পাইবেন।

লার্ড মেয়োর মৃত্যুতে শ্যামের রাজা অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়াছেন। রাজা এ নিমিত্ত কেবল স্বয়ং শোকচিহ্ন ধারণ করেন নাই, তাঁহার সমুদয় কর্ম্মচারিকে সেই চিহ্ন ধারণ করিতে বলিয়াছেন। এ ভিন্ন আপাততঃ তিনি সমুদায় আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়াছেন

কলিকাতায় যাবতীয় বিদেশীয় কন সেলরা লার্ড মেয়োর মৃত্যুনিবন্ধন শোক প্রকাশ করিয়া এক পত্র লিখিয়া এচিসন সাহেবের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে লেডি মেয়োকে বলিতে বলিয়াছেন, তিনি নিতান্ত শোকাতুরা হইয়াছেন বলিয়া তাঁহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শোক প্রকাশ করিতে পারিলেন না।

ঝিন্দিয়ার রাজা গবর্ণর জেনরলের মৃত্যু নিবন্ধন শোক প্রকাশ করিয়া টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়াছেন।

ফর সাহেব কতগুলি . .দের প্রার্থনানুসারে বৃহস্পতিবার এক বিশেষ সভা করিয়া লেডি মেয়োর নিকটে শোক প্রকাশ করিয়া এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

উর্দ্দু আকবর লিখিয়াছেন, আউড ও রোহিলখণ্ড রেলওয়েতে যেমন এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের জন্য স্বতন্ত্র গাড়ী আছে, সকল রেলওয়েতে সেইরূপ গাড়ী রাখা কর্ত্তব্য। উক্ত রেলওয়ে দুটিতে কেবল যে স্ত্রীলোকদিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র গাড়ী আছে এরূপ নয়, গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া টিকিট লওয়া, দ্বার খুলিয়া দেওয়া প্রভৃতি সমুদায় কার্য্যের নিমিত্ত স্ত্রীলোক নিযুক্ত করা হইয়াছে, পুরুষের কোন সংস্রব নাই। সকল রেলওয়ের এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

কাবুলের সিয়ারআলী খাঁ জেনরল পালকের অভ্যর্থনার্থ মিরাস খাঁ, মেহেরদিল, মহম্মদশা ও মির আফজুল খাঁকে প্রেরণ করিয়াছেন।

বীজনগ্রামের রাজা বারাণসী দিল্লাগের রাজঘাটের নিকটে নিজব্যয়ে একটী ডিস্পেন্সারি নির্ম্মাণ করিয়া গবর্ণমেণ্টের করে অর্পণ করিয়াছেন। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ইহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং ইহাকে "বীজনগ্রাম ডিস্পেন্সারি" আখ্যা দান করিয়াছেন।

ঢাকাপ্রকাশ বলেন, "সম্প্রতি একজন ইংরাজের ব্রাহ্মণ হইবার সাধ যায়। কল্যান দেশস্থ এক ব্যক্তি টাকা টের পাইয়া কোন ব্রাহ্মণ কন্যার সহিত সাহেবের বিবাহ স্থির করে। সাহেব হিন্দুমতে বিবাহ করেন এবং তাহার গলদেশে একটী পৈতা দেওয়া হয়। কিছুদিন পরে সাহেবের সন্দেহ হইল যে তাহার স্ত্রী প্রকৃত ব্রাহ্মণ বংশীয় নয়, আর অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিলেন যে, সে ছোট লোকের মেয়ে। সাহেব অত্যন্ত দুঃখিতান্তঃকরণে পৈতা গলায় দিয়া রাস্তায় রাস্তায় বলিয়া বেড়ান যে, তিনি প্রবঞ্চিত হইয়াছেন। সুতরাং তাহার ব্রাহ্মণত্ব লোপ পায় নাই। ইহাতে লোকে তাহাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে থাকে। সাহেব বাধ্য হইয়া ছোট লোকের দলেই মিশিয়াছেন।

গোয়ালিয়রের রাজা নূতন প্রকার সৈন্য শিক্ষার প্রণালী করিতেছেন। দুর্গ মধ্যে যত অট্টালিকা আছে, তাহারও সংস্কার করা হইবে।

লণ্ডনবাসী এতদ্দেশীয়দের সহিত যে সুশিক্ষিত ইংরাজদের একটী সামাজিক সম্বন্ধ প্রচলিত চলিয়া আসিয়াছে, তাহা পরিণত হইয়াছে। সাধারণের বার্ষিক চাঁদা দ্বারা একটী সাপ্তাহিক সভা হইবে। ইংলণ্ডের কোষাধ্যক্ষ লার্ড কেলিকার্ণ লার্ড লরেন্স সর রাউণ্ডেল পামার, সর বার্টল ফ্রিয়ার মহারাজ দিলীপসিংহ এবং বঙ্গদেশের নবাব নাজিম বাহাদুর সভায় উপস্থিত থাকিবেন এবং প্রস্তাবিত বিষয়ের উন্নতি পক্ষে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

সম্প্রতি পণ্ডিচারিতে একজন এতদ্দে-
শীয় স্ত্রীলোক দুটী জমজ সন্তান প্রসব করি-
য়াছে। বালক দুটীর তলপেট পরস্পর
সংযুক্ত। প্রসবের পর প্রসূতির মৃত্যু হয়।
বালক দুটীকে হাঁসপাতালে লইয়া গিয়া
যত্নপূর্ব্বক রাখা হইয়াছে।

প্রতিনিধি গবর্ণর জেনরল আজ্ঞা দিয়াছেন,
যত দিন লেডি মেয় ভারতবর্ষে থাকিবেন,
ততদিন তাঁহার প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় সম্মান
করা হয়। এ আজ্ঞা দিবার আবশ্যকতা
ছিল না।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করি-
তেছি, ইণ্ডিয়ান পোষ্ট সংবাদপত্রখানির
আয়তন পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং
তাহার মুদ্রণ কার্য্যও সুন্দর হইতেছে।
ইহার মূল্যও অতি অল্প। মাসিক চার
আনা মাত্র।

ঢাকাপ্রকাশ বলেন, রুশীয় গবর্ণমেণ্ট
সংকল্প করিয়াছেন, চীনের সীমা পর্য্যন্ত
একটী রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিবেন।

একখানি সংবাদপত্রে একটী কপোত
পক্ষীর অদ্ভুত বিষয় লিখিত হইয়াছে।
এক ঘণ্টায় ৪০০ মাইল পথ পরিভ্রমণ করিয়া
নির্দ্দিষ্ট স্থানে পঁহুছিলে পর দৃষ্ট হয় যে,
তাহার পাখনাগুলি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া
গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে তাহার কিছুমাত্র
ক্ষতি হয় নাই।

অমৃতবাজার বলেন, গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারি
কলুটোলায় একটী অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দৃষ্টিগোচর
হইয়াছিল। রাত্রি ১১ টার সময় আকাশ
সহসা রক্তিমাবর্ণ হয়, বোধ হইতে লাগিল
যেন সূর্য্য অস্তমিত হইতেছে। কিছু
কাল পরে পীত ও ঈষৎ গোলাপী রঙের
আভা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয় এবং এইরূপ
নানাবর্ণে রঞ্জিত হইয়া আকাশ একটী অনি-
র্ব্বচনীয় সুদৃশ্য মূর্ত্তিধারণ করে। যাঁহারা এই
ব্যাপার অবলোকন করিয়াছিলেন, তাঁহারা
একেবারে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হন। উত্তর
মহাদ্বীপের মধ্যে অর্দ্ধপৃথিবীতে মধ্যে মধ্যে এইরূপ
আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখা গিয়া থাকে।

গত বৎসর মধ্যে ভারতবর্ষের জরিমা-
নার পরিমাণ ১ লক্ষ ১৯ হাজার ৮৮৫ টাকা।
জরিমানা দ্বারাও রাজকোষের সামান্য আয়
হয় না।

হিন্দুরঞ্জিকা শ্রবণ করিয়াছেন, ষ্টেসন
আলিপুরের নিকটে মাধবচন্দ্র ভৌমিক
নামক এক ভদ্র লোক আত্মহত্যা করার
অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ একখানি সুপারি কাটা
জাঁতি দ্বারা ও তাহাতে কৃতকার্য্য না হও-
য়াতে তৎপরে একখানি পাসুন দ্বারা
আপন গলদেশে ক্রমাগত ঘর্ষণ করে।
শেষের অংশে তাহার কণ্ঠনালির বহুদূর
পর্য্যন্ত কাটিয়া যায়। কিন্তু এই গুরুতর
আঘাতেও সে জীবিত ছিল। আলিপুরের
সব ইনস্পেক্টর চিকিৎসার্থ তাহাকে
জিলায় পাঠাইয়াছেন, আরোগ্য হইয়াছে
কি না, বলিতে পারি না। উপস্থিত আত্ম
হত্যার কারণ এইরূপ শুনা গেল—এই ভদ্র
লোকটী বাটী পরিত্যাগ করিয়া বহুদিন
বিদেশে থাকে, তাহার স্ত্রী দীর্ঘকাল যাবৎ
স্বামীর সাক্ষাৎ এবং পত্রাদি না পাওয়ায়,
অনুসন্ধানের নিমিত্ত নবাবের রঙ্গপুরে আসে
এবং সেখান হইতে স্বামীকে তাহার নিকটে
আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লেখে।
মাধব ভৌমিকের স্ত্রী রঙ্গপুরে আসিয়াছে,
এবং সে দীর্ঘকাল বাটী যায় না, এজন্য কেহ
কেহ নাকি তাহাকে বলে, তোমার স্ত্রী
যুবতী, তুমি চিরদিন এখানে থাক, ইহা
উচিত নয়; ইহাতে তোমার স্ত্রী নষ্টা হইতে
পারে এবং এতদ্ভিন্ন কেহ কেহ তাহার স্ত্রীর
কথা উল্লেখ করিয়া অন্যান্য অনেকগ্লানিও
করে। মাধব দিনের বেলা লোক মুখে ঐ
গুলি শুনিয়া মৌনভাবে বসিয়া থাকে, রাত্রি
কালে গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া নির্জ্জনে এই
দুষ্ক্রিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হয়।

৯ ই ফাল্গুন মঙ্গলবার।

ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের একজন শকট
চালক চন্দননগরের লটারিতে ১০০০০ টাকা
পাইয়াছে।

প্রিন্স অব ওয়েলস আরোগ্য লাভ করি-
য়াছেন বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া
অযোধ্যার তালুকদারগণ রাজ্ঞীকে এক
অভিনন্দন প্রেরণ করিবেন।

গত সপ্তাহে লুশাই যুদ্ধের কোন বিশে-
ষ সংবাদ আইসে নাই। সেনাপতি বুরচি-
য়ার কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছেন মাত্র।

সম্প্রতি জাপান গবর্ণমেণ্ট প্রুশীয় গব-
র্ণমেণ্টের নিকটে দুই লক্ষ পাসপো বন্দুক ক্রয়
করিয়াছেন। কতকগুলি ফরাসী ও আমে-
রিকের জাপানীয় সৈন্যদিগকে শিক্ষা
দিতে গমন করিতেছেন। একজন ফরাসী ও
একজন জর্ম্মণ ব্যবহারাজীব জাপানের
জন্য আইন সংগ্রহ করিতে গমন করিয়া-
ছেন। কোড নেপোলিয়নকে আদর্শ করিয়া
আইন সংগ্রহ করা হইবে। এই সকল
কার্য্যের নিমিত্ত ইংরাজ কর্ম্মচারিদিগকে
আহ্বান করা উচিত ছিল। জাপানীয় গবর্ণ-
মেণ্ট কেন তাহা করিলেন না? ঢাকার
তাঁতিরা পৌত্রকে কাপড় বুনিতে শিখায়,
দৌহিত্রকে শিখায় না. ইংরাজদিগের তাদৃ-
শ উদারণ রাজনীতি দর্শনে জাপানী-
দিকেও বোধ হয় ইংলণ্ডের আশ্রয় লই-
লেন না।

কলিকাতা পুলিসের যে ৯ জন কর্ম্মচারী
গড়পারে অত্যাচার করিয়াছিল, আলীপুরের
জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট তাহাদিগের তিন জনের
চারিমাস ও পাঁচ জনের দেড়মাস করিয়া
কারাবাস দণ্ড দিয়াছেন। উত্তমরূপে
প্রমাণ না হওয়াতে এক ব্যক্তিকে মুক্ত করা
হইয়াছে। কলিকাতার পুলিসের এই প্রথম
বার দণ্ড হইল।

১০ ই ফাল্গুন বুধবার।

বরাহনগরের হিতৈষী বাঙ্গলা পুস্তকা-
লয়ের অবৈতনিক ধনাধ্যক্ষ কৃতজ্ঞতা
স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, সাঁতরাগাছি
নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ লাহিড়ী
উক্ত পুস্তকালয়ের সাহায্যার্থ ১০ টাকা দান
করিয়াছেন এবং বরাহনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত
বাবু হরিশ্চন্দ্র দাস ও কালীপ্রসন্ন সিংহের
কৃত মহাভারত ও শ্রীযুক্ত বাবু শীতলদাস
মিত্র শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র রায়কৃত মহা-
ভারতের এক এক খণ্ড দান করিতেছেন।

গত ১৪ ই ফেব্রুয়ারি বেলা ১০ ঘটিকার
সময় গৌহাটীতে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া
গিয়াছে।

যে পর্য্যন্ত না [illegible] স্থায়িরূপে কেহ নিযুক্ত হইতেছেন তাবৎ ত নেপিয়রের প্রার্থনানুসারে মেজর ন্ তাঁহার প্রাইবেট সেক্রেটারির কার্য্য রিবেন।

৮ ই [illegible] আগ্রায় রিবেন। [illegible] তোপধ্বনি হইত। ত লার্ড মেয়ের মৃত্যুতে তাঁহার প্রতি দান প্রদর্শনার্থ তিনি তাহা বন্ধ করিতে লয়াছিলেন।

অদ্য প্রাতঃকালে লার্ড মেয়ের তদেহ ডাফরিন জাহাজে লইয়া যাওয়া বে। পরে গ্লাসগো নামক জাহাজে রিয়া ইংলণ্ডে লইয়া যাওয়া হইবে।

লেডি মেয় বর্কের সহিত বোম্বাই ইয়া ইংলণ্ডে গমন করিবেন। যত দিন ওয়া না হইতেছে সেপর্য্যন্ত তিনি বারাক রে থাকিবেন।

মান্দ্রাজের পুলিস কমিশনরের বিরুদ্ধে কজন এতদ্দেশীয় ভদ্রলোক অন্যায় কারা র'ধের নিমিত্ত যে ক্ষতি পূরণের নালীশ রিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি জয়লাভ রিয়াছেন। কমিশনর সাহেব ভবিষ্যতে ন সাবধান হইয়া কার্য্য করেন।

লর্ড মেয়ের প্রাইবেট সেক্রেটারি মেজর ন্ লার্ড নেপিয়রের সেক্রেটারি হইয়া- ন। মেজর বরন্ লেডি মেয়ের সহিত লণ্ডে যাইতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্ত লার্ড পিয়রের বিশেষ অনুরোধে তিনি এদেশে কিলেন। মেজর বরন্ এক জন উচ্চ শ্রেণীর াক। আমরা আহ্লাদিত হইলাম, তদ্দ্বারা র্মের সহিত তাঁহার সংস্রব থাকিতেছে।

১১ ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার।

সাপ্তাহিক সংবাদ বলেন, উড়িষ্যা দেশের রাজা ও জমীদারেরা একত্র হইয়া র্ড মেয়ের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডে আপ দিগের দুঃখ প্রকাশ করিবার জন্য না করিয়া ১৭ হাজার টাকায় কটক হাই লে ছাত্রবৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন। এই বৃত্তির নাম লার্ড মেয়ের ছাত্রবৃত্তি বে।

সুলভ সমাচার বলেন, এইরূপ শুনা যাইতেছে, যে যখন লার্ড মেয়ো রেঙ্গুণে ছিলেন, তখন তিনি পঞ্জাবী খোকাদের রাজা হত্যাের বিষয় শুনিবামাত্র বলিয়াছিলেন, যে "আমার আসাটী ভাল হয় নাই। এ সময় সেখানে থাকিলে ভাল হইত"।

সেপার্ড বোরন্ কোম্পানি দুরাত্মা শিয়ার আলির ছবি প্রস্তুত করিয়া এক টাকা মূল্যে বিক্রয় করিতেছেন।

ইংলণ্ডে ভোজনার্থ মাংস নিতান্ত দুর্ম্মূল্য হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়াতে এরূপ মাংস এমন সস্তা যে তথা হইতে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিবার উপায় করা হইতেছে; ইহাতে অষ্ট্রেলিয়া এবং ইংলণ্ডের মধ্যে একটী উৎকৃষ্ট বাণিজ্য আরম্ভ হইবে।

বালেশ্বর সংবাদবাহিকা বলেন, জলেশ্বরে বৈষ্ণবদিগের বার্ষিক মেলায় উপস্থিত লোক অনেকের সাক্ষাতে ডাক্তার এবং পাদরি জে, ফিলিপ্স (এম ডি) সাহেব তামাকে বিষ থাকার বিষয়ে একটি বক্তৃতা করিয়া তৎপ্রমাণার্থ তামাক পাতের এক বিন্দুমাত্র তৈল একটা কুকুরকে খাওয়াইয়া দিলেন, কুকুরের কিয়ৎকাল পরেই মৃত্যু হইল। কলঙ্ক কল্ক (তামাকের আরক) সর্পের শরীরে দিলে সর্প মরিয়া যায়, না হয় তৎক্ষণাৎ পলায়ন করে। আমেরিকার অনেক আত্মহত্যাকারী তামাকের তৈল পানে দেহ ত্যাগ করিয়া থাকে; কারণ ইহাতে কোন যন্ত্রণা হয় না।

ঢাকাপ্রকাশ বলেন, "লার্ড মেয়ের আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে দুঃখিত হইয়া ঢাকাস্থ বাঙ্গালিগণ গতকল্য কলেজ প্রাঙ্গনে এক সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। সভায় মীমাংসিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক প্রজার উচিত তাঁহারা ইংলণ্ডীয় প্রণালীতে কোন শোকসূচক চিহ্ন ধারণ করেন। আরও সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে লেডি মেয় ও গবর্ণমেণ্টের নিকট এক একখানি শোক প্রকাশক আবেদন পত্র প্রেরণ করা কর্ত্তব্য এবং অতি সত্বরই সেই আবেদন পত্রদ্বয় প্রেরিত হইবে। উল্লিখিত কার্য্যগুলি কেবল রাজভক্তির চিহ্ন মাত্র।

নবাবপুরের কোন গৃহস্থ স্ত্রী রাত্রিতে আপন শিশুসন্তানকে শয্যায় শোয়াইয়া কার্য্যান্তরে গৃহের বাহির হয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আসিয়া দেখে, সন্তানটী শয্যায় নাই। শুনা যায়, পর দিবস শিশুর মৃতদেহ একটী কূপে পাওয়া গিয়াছে।

১১ ই ফাল্গুন শুক্রবার।

মান্দ্রাজের এক টেলিগ্রাম দ্বারা জানা গেল, মার্চিষ্টনের লার্ড নেপিয়রের সোমবার সন্ধ্যাকালে কলিকাতায় যাত্রা করিবার কথা ছিল। এ. জে আরবথনট মান্দ্রাজের প্রতিনিধি গবর্ণর এবং আর, এস ইলিস কাউন্সিলের সভ্য হইলেন।

বৃষ্টিপাতে বৃদ্ধি হওয়াতে লোকের অনেক সুবিধা হইয়াছে। কৃষি কার্য্য আরম্ভ হওয়াতে অনেকে কাজ পাইতেছে। সিরাজে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য কমিয়াছে।

লার্ডমেয়ের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া অযোধ্যার রাজা অত্যন্ত শোক প্রকাশ করিয়া ৫ দিনের জন্য তাঁহার কার্য্যালয় বন্ধ করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। এবং যে ফটক দিয়া লার্ড মেয় তাঁহার বাটীতে গিয়াছিলেন, সেটী ভিন্ন আর সমুদায় ফটক বন্ধ করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। তদ্ভিন্ন বকরিদ উপলক্ষে যে মহোৎসব হইবে তাহাতে বাদ্যাদি বা অন্য কোনরূপ আড়ম্বর না হয় এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

গত ১৪ ই ফেব্রুয়ারি একজন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসী হুগলী ষ্টেসনের প্লাটফরমের উপর বেড়াইতেছিল, ট্রেণ আসিবা মাত্র প্লাটফরমের উপর হইতে শকট চক্রে পড়িয়া ইহার মৃত্যু হইয়াছে।

হগ সাহেবের অনুপস্থিতকালে লার্ড উইলিক বরন্ কলিকাতার পুলিস কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

রেঙ্গুন বন্দরের প্রতিনিধি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সিরারক্যার্টার যে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দেন, গত মঙ্গলবার হাইকোর্ট সেই আজ্ঞার অনুমোদন করিয়াছেন।

১২ ই ফাল্গুন শনিবার।

সেনাপতি নাপেয়া ইংলণ্ডে আগমন [illegible] করিয়াছেন বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হয়, তাহা [illegible] উইডেন তাহার প্রতি

ন করিয়া লিখিয়াছেন, সেনাপতি বারো ...শে বিলক্ষণ সুস্থকায় আছেন।

গত শনিবার শ্যামের রাজার বোম্বাই হতে বারাণসী যাত্রা করিবার কথা ছিল। ...দার দুই দিবস থাকিয়া কলিকাতায় ...আগমন করিবেন। কলিকাতা হইতে ...কালে নিজ রাজ্যে প্রত্যাগমন করিবেন। ...রাজা ও তাঁহারদের অমাত্য স্থানে ...বার যে কথা ছিল লার্ড মেয়ের মৃত্যু ...ন তাহা হইবে না।

লার্ড মেয়ের মৃত্যুর পর কলিকাতায় ...রূপ অনেক জনরব উঠিতেছে। ...লি যে অমূলক তাহার কোন সন্দেহ ...। যাহারা এই সকল জনরব তুলেন, ...দের কি সময় কাটাইবার অন্য ...পায় নাই?

...ভারতবর্ষ হইতে যে সকল পশম ইংলণ্ডে ...য়াছে, গতবৎসর অপেক্ষা উহার মূল্য ...ত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে।

প্রিবি কাউন্সিলের লার্ডেরা আগামী ... এ ফেব্রুয়ারি প্রিন্স অব ওয়েলসের ...রোগ্য জন্য সকলকে ঈশ্বরের নিকটে ...র্থনা করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন বলিয়া ...রতবর্ষের প্রতিনিধি গবর্ণর জেনরল ...ই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, যেন ...রতবর্ষের যাবতীয় প্রজা উক্ত দিবসে ...র্থনা করেন। জেনরল ট্রেজরি এবং গবর্ণ-মেণ্টের আফিস সমূহ উক্ত দিবসে বন্ধ ...কবে।

জে, এচ রিলি সাহেব হাবড়ার ডিষ্ট্রিক্ট ...লিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইয়া ...ন।

## ...মেণ্ট বিজ্ঞাপন।

...দেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

...জস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

...ই ফেব্রুয়ারি। নিম্নলিখিত সংস্থাপন সহ ...ী সব ডেপুটী আফিসর এক্টিং হইবেন। ...রা এপর্য্যন্ত পরীক্ষা দেন নাই। ইহারা ২০০ টাকা বেতনে দ্বিতীয় শ্রেণীর সহকারী সব ডেপুটি এক্টিং হইবেন।

জি, ডি কোলিবেসন (উর্দ্দুতে পরীক্ষা দিতে হইবে।)

আর জে, হ্যারিসন। (উর্দ্দুতে পরীক্ষা দিতে হইবে)।

ক্লেমেণ্ট কার্টরাইট। (উর্দ্দু এবং অহিফেন সংক্রান্ত আইন বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবে)।

জে এফ. ডি, পামার প্রতিনিধি সহকারী সব ডেপুটী আফিসর এক্টিং হইবেন। উর্দ্দুতে পরীক্ষা দিতে হইবে।

১৪ ই ফেব্রুয়ারি। কামরূপের সহকারী কমিশনর ডবলিউ এ, সেকেট সুন্দরবনে বদলী হইবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ কে ফেজার কিছু দিনের জন্য গোয়ালন্দ উপবিভাগের ভার পাইবেন।

সায়দ মহম্মদ আবদরর মজিদি উপবিভাগের আসুস্তারাজের সব রেজিষ্টার হইবেন।

মুন্সী নবাব আলী বাখরগঞ্জের সব রেজিষ্ট্রার হইবেন।

মৌলবী জেলালুদ্দীন মহম্মদ জলপাইগুড়ির সব রেজিষ্টার হইবেন।

১৬ ই ফেব্রুয়ারি। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী ওয়ারিস আলী আরারিয়া উপবিভাগের ভার পাইবেন।

১৯ এ ফেব্রুয়ারি। জে, আর কোলেট পুনর্ব্বার প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইলেন।

২০ এ ফেব্রুয়ারি। ই, ডিলক উড কিছুদিনের জন্য কলিকাতার কষ্টমের ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

টি, এ মাপেট্টো কলিকাতা বন্দরের উন্নতি বিধায়ক কমিশনর হইবেন।

ভালেণ্টাইন আবট্টম কটকের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের সহকারী এবং প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

এচ, এল, ডাম্পিয়ার
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি

বিচার ও রাজনীতি বিভাগ।

১৯ এ ফেব্রুয়ারি। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পূর্ণিয়ার মিউনিসিপাল কমিশনর হইবেন।

জে, এ কাবেল।

ডবলিউ এন টুসনিন।

ই, এচ রবক উত্তরপাড়ার মিউনিসিপ... কমিশনরদিগের চেয়ারম্যান হইবেন।

জে, এ রিলি কিছুদিনের জন্য হাবড়া ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনি... হইবেন।

২০ এ ফেব্রুয়ারি। লার্ড এচ উট, ... কলিকাতা নগরীর একজন জষ্টিস অব দি পি... হইবেন।

নিম্নলিখিত মুন্সেফদিগের পদোন্নতি হইল...

দ্বিতীয় হইতে প্রথম শ্রেণীতে।

মধুপুরার মুন্সেফ মৌলবী আলী আ... কোসেন।

চন্দ্রকোণার মুন্সেফ বাবু অ... মিত্র।

গোবরার মুন্সেফ বাবু শ্রীনাথ দত্ত।

নাজিরপুরের মুন্সেফ বাবু মৌলবী আ... খালিক।

কোতলপুরের মুন্সেফ বাবু কাশীনাথ দাস...

তৃতীয় হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে—

দিনাজপুরের মুন্সেফ বাবু বেণীমাধব মিত্র...

মালদহের মুন্সেফ বাবু কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বেগমগঞ্জের মুন্সেফ বাবু অঘোরনাথ ঘো...

পাতিলাটোলার মুন্সেফ বাবু রাজ... সান্যাল।

কাঁইকুলের মুন্সেফ বাবু মহেন্দ্রনাথ মিত্র।

কাটোয়ার মুন্সেফ বাবু বলরাম মল্লিক।

মিলিমাবাদের প্রতিনিধি মুন্সেফ বাবু র... কৃষ্ণ সেন।

নিমাদের মুন্সেফ বাবু অন্নদাপ্রসাদ মজুমদা...

গোয়ালন্দের প্রতিনিধি মুন্সেফ বাবু দ্বার...নাথ ঘোষ উক্ত চৌকীর মুন্সেফ হইবেন।

বড়পেটার প্রতিনিধি মুন্সেফ বাবু রাধা...চন্দ্র গোঁসাই উক্ত চৌকীর মুন্সেফ হইবেন।

বাবু হরিশচন্দ্র চাকি তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ এবং পুরুলিয়ার মুন্সেফ হইবেন।

বাবু কৃষ্ণধন চৌধুরী তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ এবং বরিশালের মুন্সেফ হইবেন।

বাবু অনন্তরাম ঘোষ তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ এবং রামনাড়ার মুন্সেফ হইবেন কিন্তু আপা...ততঃ কিছুদিনের জন্য কাম্মারার প্রতিনি... মুন্সেফ থাকিতে হইবে।

বাবু গোপীনাথ মাথে তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ এবং জোয়ার মুন্সেফ হইবেন। কিন্তু আপাত... কিছুদিনের জন্য বেতসরাইর প্রতিনিধি মুন্সেফ থাকিতে হইবে।

বাবু পরেশনাথ সরকার তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ এবং মেদিনীপুরের অতিরিক্ত মুন্সেফ হইবেন।

বাবু কুলদানন্দ মুখোপাধ্যায় ২৪ পরগণ... দ্বিতীয় সুবর্ডিনেট জজ হইবেন।

বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু মেদিনীপুরের ...

...ঙ্গলদের জন্য এবং উক্ত বিভাগের সুবিধা ... জন্য হইবেন

... বাবু ভূপতি রায় ঢাকা ও ফরিদপুরের অ্যাক্টিং ... জুডিশেল এসিষ্টেণ্ট কমিশনর হইবেন ।

রিভর্স টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
অফিসিয়েটিং সেক্রেটারি ।

## ইউরোপীয় সমাচার ।

লণ্ডন ১৪ ই ফেব্রুয়ারি । লার্ড গ্রান বিল ... এবং গ্লাডষ্টোন সাহেব একণে পার্লিয়ামেণ্ট আলাবামা'র বিষয়ে বিচার করিতে সম্মত ... হন ।

লণ্ডন ১৫ ই ফেব্রুয়ারি । সংবাদ পত্র সমূহ ... মেয়োর শাসন কার্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন । টাইমস পত্র বিশেষরূপে প্রশংসা করিয়াছেন ।

ডাক্তার লিবিংষ্টোনের অনুসন্ধানার্থ গমন ... করিবার জন্য যাহারা চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহারা যাত্রা করিয়াছেন ।

লণ্ডন ১৬ ই ফেব্রুয়ারি বৈকাল । মিনর ... লেন তুলার বাজারে তুলার মূল্য কমিতেছে ।

লণ্ডন ১৭ ই ফেব্রুয়ারি । লার্ড নর্থব্রুক ... পর লার্ড ডফরিনের লার্ড মেয়োর পদে অভিষেক হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া লিখিত হইয়াছে । ... কিন্তু উক্তপদ গ্রহণে স্বীকৃত হন নাই ।

... হাইকোর্টের লেডিমেয়র পিয়ারস (কৌলিন্য ... উপাধি প্রাপ্ত) হইলেন ।

... লার্ড ... মান্দ্রাজের শাসন ... কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন ।

আর্ল অব কাউলি ফিটসজেমস ষ্টিফেন ... সাহেবের পদে অধিকৃত হইয়াছেন ।

পারিস ১৭ ই ফেব্রুয়ারি । অ্যাংকুইলে ভূমি ... বাদীদিগকে যে ৫ জন হত্যা করে, উহাদের ... দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে । আর সকলের দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা হইয়াছে

লণ্ডন ১৭ ই ফেব্রুয়ারি । অ্যাডমিরাল আর্ল ... অব ... ভারতবর্ষীয় রণতরি দলের প্রধানতম সেনাধ্যক্ষ হইয়াছেন ।

লণ্ডন ১৯ এ ফেব্রুয়ারি । লার্ড মেয়োর মৃত্যু নিবন্ধন শোক এবং লেডিমেয়োর জন্য সমবেদনা প্রকাশ করিয়া রাজ্ঞী এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন ।

বর্ত্তমান বর্ষে সেনা দলের ব্যয় ১৪০২৪৫০০০ ... টাকা অনুমিত হইয়াছে । উহা গত বর্ষ অপেক্ষা ........ টাকা কম হইয়াছে ।

লণ্ডন ১৯ এ ফেব্রুয়ারি বৈকাল । কলিকাতা হইতে যে মেইল ২৬ এ এবং বোম্বাই হইতে ২৯ এ জানুয়ারি যাত্রা করিয়াছে, অদ্য প্রাতঃকালে তাহা লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে ।

লণ্ডন ২১ এ ফেব্রুয়ারি । লার্ড নর্থব্রুক ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরলের পদ গ্রহণে স্বীকৃত হইয়াছেন ।

## প্রেরিত ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু ।

মহাশয় ! গত ১১ ই ফেব্রুয়ারি সোমবার কলিকাতা টেণিং ইনষ্টিটিউসন বিদ্যালয়ের বার্ষিক পারিতোষিক দান ক্রিয়া মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে । আমাদিগের রাজস্ব সংক্রান্ত মন্ত্রী সর রিচার্ড টেম্পল কে, সি, এস, আই, সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন, পূর্ব্বে ইহা স্থিরীকৃত হয় ; কিন্তু অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় সংবাদ আসিল, তিনি আসিতে পারিবেন না । এই কাল সময়েই আমাদিগের নিরপরাধ দয়ালু রাজপ্রতিনিধি শ্রীযুক্ত আর্ল অব মেয়ো বাহাদুরের হত্যা সংবাদ কলিকাতা মহানগরীকে দারুণ শোকাকুল করিয়াছিল ; সুতরাং কেবল টেম্পল সাহেব কেন, গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত প্রধান প্রধান ইউরোপীয়গণ পারিতোষিক সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই । তথাপি বিস্তর ইংলণ্ডীয় ও এতদ্দেশীয় সহৃদয় ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া সকলের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন । টেম্পল সাহেবের অনুপস্থিতি নিবন্ধন ক্যাথিড্রাল মিশন কালেজের অন্যতম অধ্যাপক রেবরেণ্ড নীল সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে প্রথমতঃ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাৎসরিক বিবরণ পাঠ করিলেন, তৎপরে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ দে একটী সুদীর্ঘ ও সুন্দর বক্তৃতা করেন ।

অধ্যক্ষের বক্তৃতা শেষ হইলে বালকদিগকে পুরস্কার বিতরণ করা হয় । প্রথম শ্রেণীর প্রথম পুরস্কার রৌপ্য ঘড়ি, দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথম পুরস্কার রৌপ্য পদক, অবশিষ্ট পুরস্কার ইংরাজী উৎকৃষ্ট পুস্তকসমূহ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয় । পুরস্কারদান ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে সভাপতি কিয়ৎক্ষণ বক্তৃতা করেন । তৎপরে সভাভঙ্গ হয় । সভাভঙ্গ হইলে কয়েকটী ছাত্র ব্যায়াম নৈপুণ্য ... দর্শন করিলেন । সঙ্গে সঙ্গে ঐকতান বাদনও হইয়াছিল । ফলতঃ কি ইংলণ্ডীয় কি এতদ্দেশীয় সমস্ত দর্শকই মহা হর্ষ প্রকাশ করিয়াছিলেন ।

১২ ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭২ } অনুগত শ্রীঈঃ—

আমি কোন পল্লীগ্রামস্থ মধ্যশ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্র । গত বৎসর মাইনর ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষা দিয়াছি । কিন্তু কর্তৃপক্ষের চমৎকারিণী কার্য্যকুশলতা প্রভাবে মাসত্রয় অতীত হইতে চলিল তাহার ফল জ্ঞাত হইতে পারিলাম না । পরীক্ষার ফল অবগত হইতে না পারিলে, আগামী বর্ষের কোন ... গুলিও ক্রয় করিতে পারিতেছি না ।

১৮৭২ অব্দের কোর্সের জন্য যে ইংরাজী সাহিত্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সেখানি অতি ভয়ানক পুস্তক । তাহাতে মিল্টন, সেক্সপিয়ার, ড্রাইডেন প্রভৃতি প্রধান প্রধান গ্রন্থকারদিগের রচিত বি এ পরীক্ষার্থিদিগের পাঠোপযোগী বিষয় সকল উদ্ধৃত করা হইয়াছে । সেই সকল কঠিন বিষয় ... ত কথাই নাই, অনেক শিক্ষক মহাশয়দিগের ... বুঝিয়া উঠিতে মাথা ঘুরিয়া যাইতেছে । তাহাতে আবার পুস্তকখানির আয়তন অতি বৃহৎ । উহা ১৫০ পৃষ্ঠায় পরিপূর্ণ । পূজা প্রভৃতির অবকাশ বাদে প্রতি দিন এক পৃষ্ঠা পড়িতে পারিলেও নিয়মিত ...য়ের মধ্যে সমুদায়ের অর্দ্ধেক শেষ হইবে কি না সন্দেহ । ইহা ব্যতীত শারীরিক ... দৈবয়িক বিশৃঙ্খলা নিবন্ধন মধ্যে মধ্যে শিক্ষক ও ছাত্রবর্গের অধ্যাপনা ও অধ্যয়নের ব্যাঘাত হইয়া থাকে ; সুতরাং ইহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে নিয়মিত ...য়ের মধ্যে কোনখানি কোন ক্রমে ... করিয়া পড়া হইয়া উঠিবে না । অতএব ইন্‌স্পেক্টর ও ডাইরেক্টর মহোদয়দিগের নিকট আমার সানুনয় প্রার্থনা এই যে যদি উঁহারা বালকগণের উপরে অনুগ্রহ করিয়া পুস্তকখানির কতক অংশ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন, তাহা হইলে ... ছাত্রে...

রক্ষা পায়। ১৮৭০ অব্দের কোর্স অতিরিক্ত বোধ হওয়ায় কতক অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছিল, আগামী বর্ষের কোর্স খানি তাহা অপেক্ষাও কঠিন; অধিকন্তু গত পরীক্ষার ফল প্রতীক্ষায় অধ্যয়ন কালের অনেক ন্যূনতা ঘটিল। অতএব অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে যতদূর পড়া যাইতে পারে তাহাই বিবেচনা করিয়া শ্রীযুক্ত ইনস্পেক্টর মহাশয় শ্রীযুক্ত ডাইরেক্টর মহোদয়কে পুস্তকখানির কতক অংশ বাদ দিয়া দিতে অনুরোধ করেন ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

৩রা ফাল্গুন কস্যচিচ্ছাত্রস্য।
১২৯৮

আরল অব মেওর অপমৃত্যু।

শোক সঙ্গীত।

গাওরে সকলে মিলি এশোক সঙ্গীত।
ভিক্টোরিয়া প্রতিনিধি,
লর্ড মেও গুণনিধি,
হায়রে হোপ্ টনে এই দশা অকস্মিত!
সমুদায় কার্য্য যবে করি সমাপন
উঠিলেন বীরবর
হরিয়ত গিরিপর,
দিবাকর রক্তমূর্ত্তি করিতে লোকন।
হেন কালে কারাবাসী নিঠুর যবন,
ভীষণ অবয়াকার,
ধরি ছুরি তীক্ষ্ণধার
ভূমিতলে লাটবর করিল পাতন।
সজল বিরহে পড়ে বক্ষবিদারক।
তাই দেখে দিনকর,
কোপে বহ্নি কলেবর,
ডুবিলেন বুঝি শোকে সাগর ভিতর।
অজস্র শোণিত পাতে শরীর কাতর;
নিমীলিত নেত্রদ্বয়,
আর না বাক্ বিনিঃসরে,
ত্বরা করি জাহাজ উপর।
ডাক্তার আয়াস যত হইল বিফল।
দারুণ ছুরিকাঘাত,
হরে প্রাণ অকস্মাৎ,
উঠিল সশোকে রোল ভেদি নভঃস্থল!
অরেরে পামর শের আলি দুরাশয়!
যেমন বিজ্ঞের প্রায়,
করিলি তাহার কায়,
বিনাশিয়া বীরবর মেও মহাশয়।
কেমনে সেটেলমেন্ট করিয়া ভ্রমণ,
কিরূপে রে পাপমতি,
করিলি সেখানে গতি,
শমনের সাহস তোর অধম যবন।
কত যে শকতি তোর ওরে দুরাচার!
যে বাহুতে অনিবার,
সদা শান্তি সুবিস্তার
করিলি সে বাহু মূলে ছুরিকা প্রহার!
কি লাভ হইল তোর তাঁহার নিধনে!
অরে নীচ সর্ব্বনাশা,
ঘুচালি সকল আশা,
নিদারুণ ব্যথা দিলি সবাকার মনে।
এক পাপে অবরুদ্ধ আছিলি হেথায়।
এবারে পাপের ভরা,
হইল নিরেট ভরা,
না জানিরে স্থান তোর এখন কোথায়!
কাঁদিয়া আকুল যত বঙ্গবাসী জনে।
পুরার আমোদ যত,
বিষাদে হইল হত,
হাহাকার রব মাত্র সবার বদনে।
বসন্ত আমোদে মাতি সুসাজে সাজিয়া,
ছিলেন প্রকৃতি সতী,
সহসা বিষণ্ণ মতি,
কে যেন কালীর পোঁচ দিল মাখাইয়া।
দেখ সতী ভিক্টোরিয়া মিলিয়া নয়ন।
প্রিয়তম তব সুত,
রক্ত ধারে পরিপ্লুত
অকালে ভারতে লভে অনন্ত শয়ন।
আজিও নর্থব্রুক শোক হৃদয়ে তোমার,
রয়েছে নূতন প্রায়,
এই এক পুনরায়,
না জানি কি দশা তব হইবে এবার।
হায়রে এসব কথা করিলে স্মরণ,
কাহার নয়নে জল,
নাহি গলে অবিরল,
ভাগ্য দোষে বিনা মেঘে অশনি পতন।
যদিও তোমার, মাসি! হৃদয়ের ধন,
কিন্তু ইহা জেনো মনে,
জগত বিবাসীজনে,
তোমার কামিনী সহ করিছে রোদন।
কি কুক্ষণে ওকথার হইল প্রকাণ্ড।
ওরে নর দুরাচার,
একি তোর অত্যাচার!
কেবল পুষিতে জঙ্গে করিবি নিপাত?
জানিস্ কিরে মূল্য তুই হরিলি যে ধন
অদয় সুনীতি তাঁর,
সে তোর অনধিকার,
শুকালে গোলাপ করে সুরভি অমণ।
এস এস একবার বঙ্গবাসী চয়।
গাওরে শোকের গান,
সবে হয়ে একতান,
তিতাও চোকের জলে অবনী হৃদয়।

লোহরদেগোপ ৭ ই ফাল্গুন ১২৯৮ অনুগীত শ্রীগঃ—

(গত প্রকাশিতের পর)

হিমালয় প্রদেশ। কুমায়ুন।

মেকেলচৌরী হইতে প্রায় ৮ মাইল গমন করিয়া পুনরায় রামগঙ্গা পার হইতে হয়। এইখানে দুইটী রাস্তা আছে, দক্ষিণের রাস্তায় গমন করিলে বাগেশ্বর ও বামের রাস্তায় রাণীক্ষেত্র যাওয়া যায়। এখান হইতে ৭ মাইল পরে পর্ব্বতের উপর একটী চটী আছে, তথায় প্রায় একশত বর্গ ফীট পরিসর এক পুষ্করিণী ও তাহাতে বহু সংখ্যক পদ্ম ফুল দেখা যায়। জলও বোধ হয় ৪।৫ হাত হইবেক। এই স্থান হইতে পর্ব্বত সকল ভাবান্তর ধারণ করে। বস্তুতঃ কুমায়ুন অতি রমণীয় প্রদেশ; ইহার পর্ব্বত সকল পরিষ্কার, জঙ্গল প্রায় দেখা যায় না, কেবল চীড় বাগিচাই অধিক, সেই উচ্চ ও সরল বৃক্ষ শ্রেণী দর্শন করিলে বোধ হয়, পথিকগণের আনন্দ বর্দ্ধন ও বিশ্রামার্থই যেন প্রকৃতি তাহাদিগকে রোপণ করিয়াছেন। উপরি উক্ত চটী হইতে প্রায় ১৫ মাইল গমন করিলে রাণীক্ষেত্র পর্ব্বত পাওয়া যায়। ইহার চড়াই ৬ মাইল। কয়েক বৎসর যাবৎ এই পর্ব্বতের উপর বৃটিশ সৈন্যগণের থাকিবার জন্য রাণীক্ষেত্র নামে একটী নূতন সহর বসিয়াছে। ইহার সমাধা জন্য

...ত্তি বৎসর ভূরি ভূরি অর্থ ব্যয় হইতেছে, ...পর্য্যন্ত চতুর্থাংশ কার্য্যও হয় নাই। ...ল একটী ব্যরিক ও আফিসরদের থাকার ...ন্য কয়েকটী মাত্র বাঙ্গালা প্রস্তুত হই-...ছে, ফলতঃ যে প্রকার আড়ম্বর তাহাতে ...।১৫০ লক্ষ টাকার কম যে ইহা সম্পন্ন হইবে ...ন বোধ হয় না। এমতও জনরব যে ...মলা হইতে গবর্ণর জেনরলের আফিস ...ঠিয়া রাণীক্ষেত্রে আসিবে এবং তজ্জন্য ...ক লক্ষ টাকা মূল্যে একটী চা-বাগিচা ক্রয় ...রা হইয়াছে। রাণী ক্ষেত্র স্থানটী বড় উত্তম ...ধ হয় না। এখানকার জল বায়ু স্বাস্থ্যকর ...টে; কিন্তু অত্যন্ত জলকষ্ট, খাদ্য দ্রব্যাদিও ...র্ম্মূল্য। রাণীক্ষেত্র হইতে "কার্ট রোড" ...মে একটী রাস্তা বেরিলি গিয়াছে, ইহার ...ন্য একজন পৃথক এঃ ইঞ্জিনিয়র নিযুক্ত ...াছেন, এখানে একটী বাজার আছে ...াহাতে নিয়ত ব্যবহার্য্য প্রায় তাবৎ ...া পাওয়া যায়; কিন্তু মূল্য অত্যন্ত ...ধিক; রাণীক্ষেত্রে জ্যৈষ্ঠ মাসের রাত্রিতে ...ম্বল গায়ে না দিলে শীত নিবারণ ...য় না, এখানে পিশুর দৌরাত্ম্যে রাত্রিতে ...নদ্রা যাওয়া কঠিন। পাঠকগণের অনেকে ...পিশু কাহাকে বলে জ্ঞাত নহেন। ইহা এক ...প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট, আমাদের দেশে ...সচরাচর কুকুরের গায়ে দেখা যায়। পর্ব্বত ...সকলে প্রায়ই ময়লা স্থানে থাকে, ইহার ...দংশনে মশা, ছারপোকা অপেক্ষা অধিক ...রক্ত নির্গত হয়। রাণীক্ষেত্রে মজুর পাওয়া ...যায় না, গোরারা মজুরের কার্য্য করিয়া থাকে।

রাণীক্ষেত্র হইতে প্রায় ২০ মাইল গমন করিলে আলমোড়া যাওয়া যায়। রাস্তার স্থানে স্থানে অনেক চা-বাগিচা দৃষ্ট হয়। আলমোড়ার দুই পার্শ্বে দুইটী নদী আছে। আলমোড়ার চড়াই ছয় মাইল। কুমায়ন ও গাড়ওয়ালের মধ্যে আলমোড়া প্রধান নগর। ইহা দীর্ঘে প্রায় দুই মাইল ও প্রশস্তে অর্দ্ধ মাইল। অধিবাসির সংখ্যা প্রায় এক সহস্র হইবেক। অনেক ভদ্রলোকের বাস আছে, বাজারটী ১॥ মাইল হইবেক। অনেক অট্টালিকায় শোভিত, প্রায় সকল দ্রব্যই প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাজারের পরেই ইংরাজ পল্লী, প্রায় ৩০।৪০ খানি সাহেবদের বাঙ্গালা ও তাহার চতুর্দ্দিকে নানা বর্ণের অতি মনোহর ফুলের গাছ সকল দৃষ্ট হয়। এসকল ফুল আমাদের দেশে, বোটানিকেল প্রভৃতি ভাল ভাল উদ্যান ব্যতীত সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এখানে বিনা যত্নে উহা জন্মে। আলমোড়ায় একটী মিশনরি স্কুল থাকায় অনেক বালক বিদ্যাভ্যাস করিতেছে এবং অনেকে কৃতবিদ্য হইয়া কার্য্যও করিতেছেন। এদিকে স্ত্রী শিক্ষার কোন অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয় না। এখানকার কমিশনর সাহেব পার্ব্বত্য ব্যতীত অপর কোন দেশীয় লোককে কর্ম্ম দেন না বলিয়া বাঙ্গালী বা অন্য দেশীয় ভদ্র লোক এখানে নাই। অত্রস্থ লোকেরা সত্য, সরল মিষ্টভাষী, পরোপকারী, উন্নতি অভিলাষী এবং বিদ্যোৎসাহী। অতিথি সৎকার করা ইহাদের মহৎ গুণ। জাতীয় ধর্ম্ম পালনকে ইহারা একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম জ্ঞান করে, অথচ অন্য কোন ধর্ম্মের দ্বেষী নহে। এখানে "আলমোড়া আখবর নামে একখানি সাপ্তাহিক সম্বাদ পত্র প্রচার হয়। আলমোড়ায় কুমায়নের পূর্ব্ব রাজার বাটী ছিল, এখনও রাজ বংশীয় কেহ কেহ আছেন, তাঁহাদের অবস্থা অতি হীন, সামান্য ৩০।৪০ টাকার চাকুরী করিয়া দিনপাত করিতেছেন। এই পাহাড়ের উপর একটি সামান্য কেল্লা আছে, এক্ষণে তাহাতে ম্যাগেজিন থাকে। কুমায়ন গাড়ুয়াল অপেক্ষা সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ। ইহার অধিবাসিরা পরিশ্রমী, পরিষ্কার ও ন্যায়পর, স্ত্রীলোকেরাও রূপবতী, গৃহকার্য্যনিপুণা ও সুশীলা; ব্যভিচার দোষ ইহাদের মধ্যে কম। কুমায়ন বাসিগণের গৃহ নির্ম্মাণ প্রথা গাড়য়াল অপেক্ষা অতি উত্তম। কুমায়নে আমিষ ভক্ষণ প্রচলিত আছে। ইহার স্থানে স্থানে বিদ্যালয় দৃষ্ট হয়। গাড়য়াল অপেক্ষা কুমায়নের লোক সংখ্যা অধিক এবং রাস্তাগুলিও অপেক্ষা কৃত উত্তম।

হিমালয় প্রদেশ নইনীতাল।

আলমোড়া হইতে নইনীতাল প্রায় ৩০ মাইল হইবেক। এদিকের পর্ব্বত সকল উচ্চ, অধিক অংশ জঙ্গলময় এবং লোকের বসতি অল্প। নইনীতালের চড়াই তিন মাইল। পূর্ব্বকালে সপ্তর্ষির অন্তর্গত পুলস্ত্য, পুলহ ও অত্রিনামা মহর্ষিত্রয় এই পর্ব্বতে তপস্যা করিতেন। এখানে একটী জলাশয় ও তাহার তীরে নয়না দেবী নামে এক দেবী আছেন, ইনি কাহার স্থাপিত তাহা এক্ষণে নিশ্চয়... রূপে অবধারিত হয় না। বোধ হয় ঐ দেবী... নামানুসারে উক্ত জলাশয়কে নইনীতাল... (তালাব বা তালাও) কহে। এক্ষণে জলা... শয়ের নামে স্থানের নামও নইনীতাল... হইয়াছে। নয়না দেবীর মন্দিরে এক পর... ...ছেন। অনেকে কহেন তাঁহার শত... ...বক বয়ঃক্রম হইয়াছে, কিন্তু দেখিতে... সেরূপ বোধ হয় না। ফলতঃ নইনীতালে... লোকের বাস হওয়ার অনেক পূর্ব্ব হইতে... তিনি সেই স্থানে আছেন। অনেক প্রাচীন... ব্যক্তি বলেন যে তাঁহারা আজন্মকাল পর... হংসকে ঐ প্রকার দেখিতেছেন। চতুর্দ্দি... পর্ব্বত বেষ্টিত প্রায় দুই আড়াই মাইল দীর্ঘ... একটী উপত্যকার একদেশে নইনীতাল... বাজার, ইহাতে অনুমান দেড়শত দোকা... আছে, দেশী ও বিলাতী সকল প্রকা... দ্রব্যই বাজারে পাওয়া যায়। ইংরাজ ব্যতী... সর্ব্বজাতীয় লোক বাজারে অবস্থিতি করে। বাজারে বেশ্যা অনেক। চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতে প্রায় ১২০।১৩০ শত বাঙ্গালা আছে, তাহাতে সাহেবেরা বাস করেন। পর্ব্বতে... চীড় ও দেবদারুবৃক্ষ অনেক। নইনীতালের... সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত শিখরকে চায়নাপিক কহে... ইহা বাজার হইতে এক সহস্র ফিটের... অধিক উচ্চ হইবেক। চায়নাপিকে উঠিলে... উত্তরদিকে শুভ্র হিমালয় শ্রেণীর কিয়দ... অতি স্পষ্টভাবে দেখা যায়। এই চায়নাপি...কের সম্মুখে ধবলাগিরি একটী অর্দ্ধচ... মন্দিরের ন্যায় অনুভূত হয়, তাহার... কিঞ্চিৎ অন্তরে তাম্র ও মন্দিরের আকারে... আর দুইটী উচ্চ শিখর দৃষ্ট হয়, কিন্তু কাঞ্চ... গঙ্গা ও এভারেষ্ট নামক সর্ব্বোচ্চ শিখর... দূরবীক্ষণ ব্যতীত দেখা যায় না। চায়নাপি... হইতে নইনীতাল দেখিতে অতি রমণী... বৃক্ষাবৃত হরিদ্বর্ণ পর্ব্বত শরীরে উপ...

...শোভিত শ্বেত অট্টালিকা সমূহ, মধ্যে মধ্যে এক একটী লালবর্ণের রাস্তা, নিম্নে ...বাজার, কোথাও বা ইংরাজ বণিকগণের ...টী, কোন স্থানে গির্জা, এক দিগে একটী ...রিনরী, অন্যদিকে প্রশস্ত জলাশয় যে অ-...নাকে দর্পণের ন্যায় উজ্জ্বল, তদুপরি ক্ষুদ্র ...রী সকল পাইলভরে গমনাগমন করায় ...চিত্রের ন্যায় বোধ হয়। সন্ধ্যার পর রাত্রি ...টা পর্য্যন্ত নইনীতাল বাজার এক প্রকার অপরূপ বেশ ধারণ করে। একে চতুর্দ্দিক পর্ব্বত বেষ্টিত, তাহাতে [illegible] আচ্ছন্ন ...হাতে অন্ধকার অধিকতর বৃদ্ধি হয়। ...মধ্যে চতুর্দ্দিকস্থ দীপালোক সমূহ নক্ষত্র মালার ন্যায় শোভা পায়।

...লে গ্রীষ্মকালে [illegible] ...ঙ্গালী বাবু গমন করিয়া থাকেন, ইঁহারা ...তিপয় ভদ্রলোক, দুঃখের বিষয় এই যে, ...ই অল্পসংখ্যক বাবুদিগের মধ্যেও দলা-দলি আছে। বাঙ্গালিদিগের দলাদলী একটী প্রধান রোগ। এ রোগে যে কত অনিষ্ট হয় তাহা বলা যায় না। নইনীতাল জলাশয়টি ...র্ঘে কিঞ্চিৎ কম এক মাইল ও প্রশস্তে ...শত হইতে ৬ শত ফিট হইবেক। ইহার গভীরতা ১৭ হইতে ৯০ ফিটের অধিক। ...ল অতি পরিষ্কার, দেখিতে সুন্দর এবং ...মৎস্যে পরিপূর্ণ। প্রত্যহ বৈকালে সাহেব ...বিবিরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকায় আরোহণ করিয়া ...হার উপর ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। কোন ...কোন দিন বোটরেস্ হয়।

নইনীতালের জল বায়ু অতি স্বাস্থ্যকর ও ...অতি শীতল। ভাদ্র মাসের রাত্রিতেও ...লক্ষণ শীত বোধ হয়। এখানেও পিসুর দৌরাত্ম্য অধিক। তালাওয়ের তীরে "...অ্যাসেম্ব্লি হাউস" নামে একটী ঘর আছে, ...মধ্যে মধ্যে সাহেবদের বল, নৃত্য গীত, ...ইত্যাদি হইয়া থাকে। এখানে বিক্-টোরিয়া নামে একটা হোটেল আছে। নই-...তাল [illegible] নামে একখানি সংবাদ ...পত্রও [illegible]

... নইনীতালের [illegible] মাইল দূরে ভীম-...তাল নামে [illegible] একটী নইনীতাল অপেক্ষা বৃহৎ; নইনীতাল হইতে ১৬ মাইল দক্ষিণে কালাডুঙ্গী আসিতে রাস্তায় সরিয়াতাল ও খুরপাতাল নামে আর দুইটী ক্ষুদ্র জলাশয় দৃষ্ট হয়। কালাডুঙ্গিতে একটী ডাক বাঙ্গালা ও সামান্য বাজার আছে। এখান হইতে ডাকে প্রায় ৩০ ঘণ্টায় বিরাটে উপস্থিত হওয়া যায়। কালাডুঙ্গী হইতে পাহাড়ের শেষ ও ময়দানের আরম্ভ হয়, অতএব এই স্থান হই-তেই পাঠকগণের নিকট বিদায়।

মুলতান। পর্য্যটক।

## নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭২ সাল ১৬ ই ফেব্রুয়ারি।

| স্থানের নাম | সর্ব্ব কমতি জল ফুট | ইঞ্চ |
|---|---|---|
| মোহানায় | ৪ | ৬ |
| তথা হইতে জঙ্গিপুর | | |
| ৯ মাইলের মধ্যে | ৫ | |
| জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর | | |
| ৪৭ মাইলের মধ্যে | ৩ | ৬ |
| বহরমপুর হইতে কাটোয়া | | |
| ৭ মাইলের মধ্যে | ৩ | |
| কাটোয়া হইতে নদীয়া | | |
| ৪৩ মাইলের মধ্যে | ৪ | |

সন ১৮৭২ সালের ১৬ ই ফেব্রুয়ারি বহরম-পুর গঙ্গা ঘাটের মাপ।

ফুট ইঞ্চ
৫

| | |
|---|---|
| বহরমপুর ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২ সাল | শ্রীযুক্ত সি, ই, উইন্ড এক্জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল্ রিবার ডিবিজন |

---

## মূল্য প্রাপ্তি।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত বাবু শিবপ্রসাদ রায় তাজহাট | ১০ |
| " ভাস্কর রায়—নাগেশ্বর | ১০ |
| " ব্রজমোহন বসু—বগুড়োর | ১০ |
| " বিপিনবিহারি গুপ্ত—হরিপুর | ১০ |
| " পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণপুর | ৫৷৹ |
| " রামজয় মজুমদার চৌধুরী জমীদার—ময়মনসিংহ | ১০ |
| গোবিন্দ চন্দ্র সেন—লাহোর | ১০ |

## সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোম-প্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা; মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর দ্বারাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করি-বেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন, টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোম-প্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া যাইবে না।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহা-দিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵৹ দুই আনা তাহার পর ৴১৹ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

৩৩ নং। ১৮৭১।

# সোমপ্রকাশ

১৪ শ ভাগ। ১৭ সংখ্যা।

" প্রযত্নসা প্রক্রানিম্বিনায় পার্থিবঃ সংস্বনী স্তনিমত্বনী ন হীয়তাং। "

মাসিক মূল্য ১ এক টাকা
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা।

সন ১২৭৮। ২২ এ ফাল্গুন। ইং ১৮৭২। ৪ ঠা মার্চ

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রি
বার্ষিক ১০৷ দশ টাকা এ
ষাণ্মাসিক ৫৸০ টাকা।

## বিজ্ঞাপন।

গবর্ণমেন্ট সোমপ্রকাশের মফস্বলস্থ গ্রাহকগণের প্রতি অনুকূল হইয়া অর্দ্ধেক মাশুল পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমরাও এই অক্টোবর হইতে অবশিষ্ট মাশুল গ্রহণ পরিত্যাগ করিলাম। এখন অবধি মফস্বলের গ্রাহকগণ কেবল বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১০৲ ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা পাঠাইলেই সোমপ্রকাশ পাইবেন। তাঁহাদিগের আর মাশুলের নিমিত্ত স্বতন্ত্র ব্যয় লাগিবে না। এই নিয়মের সঙ্গে সোমপ্রকাশের আর দুটী বিশেষ নিয়ম করা হইল। প্রথম, ত্রৈমাসিক মূল্য গৃহীত হইবে না। দ্বিতীয়, টিকিট লওয়া যাইবে না। নোট মণিঅর্ডর হুণ্ডী বরাত চিঠি প্রভৃতি যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয়, পাঠাইবেন; কিন্তু কেহ যেন কি আধ আনা কি এক আনা কোন প্রকার টিকিট প্রেরণ না করেন। অক্টোবর হইতে মাশুল পরিত্যক্ত হইল। যাহারা অতঃপর মূল্য প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের বিষয়েই এই নিয়ম বর্ত্তিবে; কিন্তু যাঁহারা অগ্রে মাশুল প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মাশুল বাদ পড়িবে না। তাঁহারা আবার যখন নূতন মূল্য প্রেরণ করিবেন, সেই সময়ে আর তাঁহাদিগকে মাশুল দিতে হইবে না।

৩১ এ আশ্বিন }
১২৭৮ } কার্য্য সম্পাদক

---

জেলা ২৪ পরগণার অধীন বারুইপুর নামক গ্রামে মহাসমারোহে জাতীয় হিন্দু মেলা ফাল্গুন সংক্রান্তি হইতে তিন দিবসের জন্য হইবেক। এজন্য সর্ব্বপ্রকার ব্যবসায়িদিগকে অবগত করা যাইতেছে, যে যে প্রকার দ্রব্যাদি লইয়া আসিবেক তাহা সমুদায়ই বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা।

১২৭৮ সাল }
১০ ই ফাল্গুন } শ্রীনবগোপাল বসু
মেলার সহকারী সম্পাদক।

---

অসংখ্য নূতন শব্দ এবং প্রত্যেক শব্দের সংস্কৃত অর্থ ও প্রমাণ প্রয়োগাদির সহিত সংকলিত সুবিস্তৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধানের ৫ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মফস্বলের গ্রাহকেচ্ছুগণ প্রতি খণ্ডের মূল্য ॥০ এবং ডাকমাশুল ৵০ সমেত আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা }
পটুয়াটোলা ৪৮ নং বাটী } শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন।

---

বাঙ্গালার ভাবী মঙ্গল নাটক।

বাঙ্গালিদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থার মূলীভূত কারণ, কি উপায়ে উহা দূরীকৃত হইতে পারে এবং হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক নাটকাকারে লিখিত। দিনাজপুর ষষ্ঠীতলা গোবিন্দচন্দ্র ঘোষের নিকট, কলিকাতা ১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত ডিপজিটরিতে, চক্রাপুর অপার সারকিউলার রোড নং ৫৮।৫ গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে এবং ঢাকা কালেজের অন্যতর শিক্ষক বাবু রামমাণিক্য সিংহের নিকট প্রাপ্তব্য। মূ
১ এক টাকা, ডাকমাশুল ৵০ দুই আনা।

---

ধাত্রীশিক্ষা প্রথম ও দ্বিতীয়খণ্ড, এক
বান্ধা, আমার নিকট প্রাপ্য, মূল্য ৩ টা
ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

শ্রীগঙ্গাদাস চট্টোপাধ্যায়।
কলিকাতা [illegible]।

---

প্রতি জেলায় জেলায় [illegible]
উত্তর পশ্চিম প্রদেশের [illegible]
এক একজন এজেন্টের [illegible] হইয়াছে
তাহারদিগের বেতন মাসে [illegible] টাকা
সারে প্রথমে দেওয়া যাইবেক। আমার নি
কলিকাতা গুপ্ত যন্ত্রে আবেদন করি
কার্য্যের নিয়মাদি জানিতে পারিবেন।
শ্রীদুর্গাচরণ গু

---

শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় এল, এম,
এস, কর্ত্তৃক বেঙ্গলি মেডি-
ক্যাল্ জর্ণ্যাল।

নেটিব ডাক্তার এবং যাঁহারা মেডিক
কালেজে শিক্ষা লাভ না করিয়া ডাক্তারি
তেছেন, তাঁহাদিগের চিকিৎসা সম্ব
জ্ঞানের উন্নতি বিধায়ক বেঙ্গলি মেডিক্যা
জর্ণ্যাল্ অর্থাৎ " চিকিৎসা দর্পণ " ন
মাসিক পত্রিকা বিগত বৈশাখ মাস হই
বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইতেছে। প্র
আকার ৮ পেজি অন্যূন ৪০ পৃষ্ঠা।
মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩,

সিক ৩।০ প্রতি সংখ্যা ৷/০। চুঁচুড়ার নন্দা ... এবং কলিকাতা লালবাজার ... গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের

৩ রা অগ্রহায়ণ

## নূতন প্রকারের নূতন সাপ্তাহিক।

নাম ... মধ্যস্থ।

ধাম ... কলিকাতা, সিমুলিয়া ২০২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

... সাময়িক ও সংবাদ পত্রের প্রচলিত উচ্চ-পর্য্যায়ক্রম।

বিষয় ... বাঙ্গালা গদ্য পদ্যময় রাজকীয়, সামাজিক, ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক সাহিত্য ইত্যাদি।

মূল উদ্দেশ্য ... পুরাতনের নিতান্ত ভক্ত ও ... নিন্দক, এই যে এক দল; আর পুরাতনে নিতান্ত বিরক্ত ও নূতনের ভক্ত, এই অপর দল; অর্থাৎ পূর্ব্ব আচার ব্যবহারাদির রক্ষক ও ... দক, দলের মধ্যে মধ্যস্থতার চেষ্টা করা।

শাখা উদ্দেশ্য ... মনোরঞ্জন ও আমোদ উৎপাদনের সঙ্গে নীতি চর্চ্চা।

সময় ... ১২৭৯ সালের প্রথম শনিবার হইতে প্রতি শনিবার প্রকাশ হইবে।

মূল্য ... অগ্রিম বার্ষিক ৪ টাকা, ষাণ্মাসিক ২৷০ টাকা, পশ্চাদ্দেয় ৷০ আট আনা।

সম্পাদক ... এরূপ কার্য্যে নূতন নহে, ফলতঃ পূর্ব্ব পরিচিত ও পূর্ব্বানুগৃহীত ব্যক্তি এবং কতিপয় সহৃদয় সহিদার মহাশয়েরা পৃষ্ঠবল থাকিবেন।

গ্রাহকেচ্ছু মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্ব্বক উক্ত ঠিকানায় "মধ্যস্থ" ইতি শিরোনাম দিয়া পত্র পাঠাইবেন।

শ্রীমদ্ভাগবত।

তাপরত্ন তত্ত্ববোধিকা। প্রতি মাসে ৮০ পৃষ্ঠা পুস্তক। বঙ্গাক্ষরে মূল, টীকা ও অর্থ সহিত প্রকাশ হয়। মূল্য বার্ষিক ৩ টাকা, পোষ্টেজ ৸০ আনা।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন
বহরমপুর
খাগড়া

—০—

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম বি কর্ত্তৃক প্রকাশিত বঙ্গভাষায় বিরচিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ মাশুল ।০ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড ১০ মাশুল ৷৵। একত্রে দুই খণ্ড লইলে মূল্য ১৮ মাত্র ডাকমাশুল ১৶ আনা। মাতৃশিক্ষা ২ মাশুল ।০ আনা। এনাটমি ৪৷০ মাশুল ।৶ মাত্র।

কলিকাতা লালবাজার বিষ্ণুহৌস } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

চণ্ডাঙ্গিনী ।০, শিশু মানচিত্রাবলী ।৶১০ কুলীন কামিনী ৶০, নং পুং আলয়ে প্রাপ্য।

ভগবদুপাসনা দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ও কৃত বিদ্য জনগণের মধ্যে যাঁহারা অল্প দিবসের মধ্যে জীবাত্মা ও সূর্য্যমণ্ডলস্থিত বৈরাজ পুরুষের সহিত তাঁহাদিগের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা অবগত হইয়া অতীন্দ্রিয় সুখভোগের অধিকারী হইতে অভিলাষী হইবেন, তাঁহারা আমাকে (পেড) পত্র লিখিলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন। পরমার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর গ্রন্থে এতদ্বিষয় এবং দেহতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ১ টাকা। মাশুল দুই আনা।

নদ পুষ্কর ... } শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
... সহর

—৩—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তরনির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ষ্টোন ওয়্যার প্রস্তরনির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ, এবং উহার নিমিত্ত সাইফন, জংশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেজিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত স্টোনওয়্যার পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং

—০—

প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক।

মূল সংস্কৃত দৃষ্টে নাটকাকারে বাঙ্গলায় রচিত। খাগড়ায় আমার ডিসপেন্সরিতে আমার নিকট এবং কলিকাতা কসাইটোলা এমামবাড়ী লেন নং ৬৭ জি, পি, রায় কোং মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

মূল্য ১ এক টাকা ডাকে পাঠাইলে মাশুল ৶০।

শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

—০—

১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গায় বাঁড়ুয্যে ব্রাদর কোম্পানির ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে।

| প্রণীত | মূল্য | |
|---|---|---|
| গ্রীসইতিহাস | ১ | টাকা। |
| মুগ্ধসার ব্যাকরণ | ।০ | আনা |
| নীতিসার (১ম ভাগ) | ৶০ | ঐ |
| নীতিসার (২য় ভাগ) | ৶০ | ঐ |
| প্রচারিত। | | |
| মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ | ৸০ | আনা। |

কানাই শর্ম্মা।

চিকিৎসাতত্ত্বের প্রথমভাগ ।

কবিরাজ, ... ও ... সর্ব-
সাধারণের বোধোপযোগী ভাষাতে চিকিৎসা
... । মূল্য ৮৵ আনা । ঢাকা ও ... বাজার
ডাক্তারখানায় আমার নিকট প্রাপ্তব্য ।

শ্রীকৃষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায় ।

সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, আমার
সত বাটী • মৌরুসী পাট্টা একজন আত্মী
কে দেখাইবার প্রয়োজন হওয়াতে আমি
ক্ষৌরী করিতে যাই সেই সময়ে লইয়া যাই।
পাট্টা দেখান হইলে ফিরিয়া লইয়া আসে
। ৭ স্থানে ক্ষৌরী করিতে যাই। ক্ষুর
ভাঁড়ের ভিতরে পাট্টা রাখিয়াছিলাম।
বাড়ীতে আসিয়া ক্ষুর ভাঁড় রাখিয়াদিলাম।
কিন্তু পাট্টার কথা মনে হইল না। পর দিন
হঠাৎ মনে হওয়াতে খুঁজিয়া দেখি, ক্ষুর
ভাঁড়ের ভিতরে পাট্টা নাই। যে যে স্থানে
পূর্ব্ব দিন ক্ষৌরী করিতে গিয়াছিলাম, সে
সমুদায় স্থানে অনুসন্ধান করিলাম, পাইলাম
না। ১৫ দিন হইল, আমার পাট্টা হারাই
য়াছে। যদি কেহ পাইয়া থাকেন, অনুগ্রহ
করিয়া আমাকে দিলে আমি তাঁহার চির
ক্রীত হইয়া থাকিব।

১২৭৮ সাল ১৮ ই ফাল্গুন } শ্রীনবীনচাঁদ পরামাণিক টাকিডিপোঙা।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, সন
হালের ২৫এ মার্চ্চ তারিখে সোমবার বেলা ১১
ঘণ্টার সময়ে মোকাম রাণিগঞ্জ সিলাই
ডিবিজনের একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র সাহে
বের আফিসে রূপনারায়ণ ও দামোদর নদের
মধ্যবর্ত্তী বাক্সী ও গাইঘাটি নামক খালের
সন ১৮৭২ সালের ১ লা এপ্রেল অবধি সন
১৮৭৩ সালের ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎস
রের নিমিত্ত মাসুল আদায়ের ইজারা প্রকাশ্য
নীলামে বিলি করা যাইবে।

প্রত্যেক নীলাম ডাকনিয়া ব্যক্তিকে
নীলাম আরম্ভের পূর্ব্বে ১০০ শত টাকা
আমানত করিতে হইবে এবং যাহাদিগের
ডাক অগ্রাহ্য হইবে, তাহাদিগের আমানতি
টাকা ফেরত দেওয়া যাইবে এবং উক্ত
পদের নীলাম ডাকনিয়া ব্যক্তির আমানতি
টাকা ইজারার ডাকের কিস্তি পরিমাণে
জামিনী টাকা আবার দিলে ফেরত দেওয়া
যাইবে।

উপরি উক্ত বিষয়ের অন্যান্য সংবাদ
নিম্ন স্বাক্ষরিত সাহেবের সমীপে প্রাপ্ত
হইবে।

এ, কে, হিউজ সি, ই,
একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র
সিলাই ডিবিজন।

## সোমপ্রকাশ।

১১ এ ফাল্গুন সোমবার।

প্রজাগণ যে রাজার প্রতি বিরক্ত, তাঁহার বিপক্ষ, বিদ্রোহে প্রবৃত্ত ও রাষ্ট্র বিপ্লবনে উদ্যত হয়, তাহার কারণ কি? প্রজার অথবা রাজার কাহার দোষ তাহার কারণ? প্রজার দোষকে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা সঙ্গত হয় না। ইতিহাস গ্রন্থে অনেক রাজার এই প্রকার শাসন সংবাদ শুনিতে পাওয়া যায়, প্রজারা তাহাদিগের প্রতি এরূপ অনুরক্ত ছিল যে তাঁহাদিগকে পিতার ন্যায় জ্ঞান করিত। পক্ষান্তরে এরূপও শুনিতে পাওয়া যায়, প্রজারা ষড়যন্ত্র করিয়া অনেক রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছে। এক এক সময়ে এক এক জনপদে কেবল অসৎ প্রজাই জন্ম গ্রহণ করে, এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত নয়; প্রকৃতি, কাল ও দেশ বিশেষে নিতান্ত রুক্ষ আর কাল ও দেশ বিশেষে একান্ত সৌম্যভাব ধারণ করেন, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। তাহা হইলে প্রকৃতিকে পক্ষপাতিনী বলা হয়। কিন্তু আমরা তাঁহার পক্ষপাত দেখিতে পাই না। যদি এরূপ হইল, তাহা হইলে রাজ দোষকেই প্রজাবিরাগের কারণ বলিয়া স্থির করিতে হয়।

সেদিন ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি কহিয়াছিলেন, প্রজারা এক্ষণে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি অধিকতর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। এ অসন্তোষের স্বরূপ কি? ভারতবর্ষীয় প্রজারা কি রাষ্ট্রবিপ্লবনের বাসনা করিতেছে? তাহা নয়। ইংরাজদিগের রাজত্ব দিয়া ভারতবর্ষে অন্য জাতির রাজত্ব হয়, কোন কৃতবিদ্য ভারতবর্ষীয়ের এরূপ ইচ্ছা নয়। ভারতবর্ষীয় প্রধান রাজপুরুষদিগের কতকগুলি দোষ ঘটিয়াছে। তাঁহারা তাহার সংশোধন করিতেছেন না, ইহাই অত্রত্য প্রজাদিগের অসন্তোষের কারণ। লার্ড ডেলহাউসির অধিকার কালে ঐ দোষগুলির প্রথম সঞ্চার হয়। লার্ড কানিঙ্গ অতি শান্তপ্রকৃতি ও সৎপুরুষ ছিলেন। তিনি ঐ সকল দোষের উন্মূলনে যত্নবান হন। তাঁহার যত্নে উহার কতক শমতা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ দোষগুলি পুনরায় প্রবল বেগে প্রাদুর্ভূত হয়। উত্তরোত্তর উহার বৃদ্ধিই হইতেছে।

সে দোষগুলি কি? এক্ষণে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রথম ও প্রধান দোষ এই, প্রধান রাজপুরুষেরা মনে করেন, তাঁহাদিগের তুল্য বুদ্ধিমান আর নাই। তাঁহারা যেটী বুঝেন, তাহাতে ... প্রমাদ থাকে না। এই সংস্কারবিশিষ্ট হইয়া তাঁহারা কার্য্য আরম্ভ করেন। তাহাতে সহস্র সহস্র ভ্রম প্রমাদ ঘটনা হউক, প্রজার অনিষ্ট হউক, কিছুতেই তাঁহারা তাহা হইতে নিবৃত্ত হন না। প্রজার অনিষ্ট ঘটিতে থাকে, সুতরাং প্রজারা অসন্তুষ্ট হয়। দ্বিতীয় দোষ এই, প্রধান রাজপুরুষদিগের এই সংস্কার আছে এদেশীয়েরা ভাল মন্দ কিছুই বুঝেন না, ইহাদিগের বাক্য অকিঞ্চিৎকর, এই সংস্কার থাকাতেই এদেশীয়েরা যে কিছু আত্ম দুঃখ নিবেদন করেন, প্রধান রাজপুরুষেরা তাহা গ্রাহ্য করেন না সুতরাং ইহাদিগের অসন্তোষ বৃদ্ধি হয়। তৃতীয়

দোষ এই, এদেশীয়েরা যাহা ভাল বাসেন না, রাজপুরুষেরা বলপূর্ব্বক তাহা করাইবার চেষ্টা পান। সুতরাং অসন্তোষ জন্মে। উদাহরণ রাস্তা ও শিক্ষার নিমিত্ত কর। ইঁহারা কর দিয়া রাস্তা ও বিদ্যা চান না, রাজপুরুষেরাও ছাড়িবেন না। ইহাতে অসন্তোষ না হইবে কেন। স্বতন্ত্র কর দিলেই যে রাস্তার সংখ্যা বৃদ্ধি ও বিদ্যাবৃদ্ধির উপায় হইবে, ইহাঁদিগের সে বিশ্বাস নাই। যখন এদেশে প্রথম ইনকম টাক্স হয়, তখন রাস্তার নিমিত্ত শতকরা ১ টাকা করিয়া রাখা হইয়াছিল, কিন্তু তখন কয়টী নূতন রাস্তা হইয়াছিল? ইহাঁদিগের বিশ্বাস এই, রাস্তা হইবে না, যদি বড় হয়, কোন কোন রাস্তায় দুই চারি ঝোড়া মাটী পড়িবে এই মাত্র, কেবল কর দেওয়া সার হইবে। চতুর্থ দোষ এই, রাজপুরুষেরা মুখে বলেন, এদেশীয়দিগের ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারাদির প্রতি হস্তক্ষেপ করেন না; কিন্তু প্রকারান্তরে উহার উন্মূলন চেষ্টায় পরাঙ্মুখ নহেন। উদাহরণ ব্রাহ্ম সম্প্রদায় প্রার্থিত বিবাহ বিধি। এ বিধি হইলে হিন্দু ধর্ম্মের বিলক্ষণ অনিষ্ট ঘটিবে। তরলমতি অনেক যুবাই সাংসারিক সামান্য ঘটনা নিবন্ধন পিতা মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। এখন ধন লোভাদি অনেক প্রতিবন্ধক আছে। উল্লিখিত বিবাহ বিধি হইলে প্রতিবন্ধক অনেক কমিয়া যাইবে। দৃষ্টান্ত খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ। আমরা দেখিয়াছি পূর্ব্বে অনেক দুর্ব্বুদ্ধি বালক পিতা মাতার সহিত সামান্য বিবাদ করিয়া মিশনরিদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিত। এখন ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে তাহার অনেক হ্রাস হইয়াছে। পঞ্চম দোষ এই, ইংরাজদিগের স্বজাতির প্রতি পক্ষপাত। আমাদিগের রাজপুরুষেরা সভাদি স্থলে স্বজাতীয়ের যে সমধিক গৌরব ও সম্মাননা করেন, আমরা তাহার কথা উল্লেখ করিতেছি না। যে স্থলে পক্ষপাত প্রদর্শন একান্ত দূষণীয়, সে স্থলেও পক্ষপাত করা হইয়া থাকে। একজন ইংরাজ কর্ম্মচারী আর একজন এদেশীয় কর্ম্মচারী, উভয়ে একবিধ অপরাধ করিল, কিন্তু একজনের তিরস্কার দণ্ড হইল, অপরের কর্ম্ম গেল!! এরূপ পক্ষপাতে অসন্তোষ না জন্মিবে কেন? রাজার ইউরোপীয় ও এদেশীয় বলিয়া প্রভেদ করা উচিত নয়, উভয়কে তুল্যভাবে দর্শন করা কর্ত্তব্য, কিন্তু সে তুল্যও নাই একজন ইউরোপীয় একজন এদেশীয়কে হত্যা করুক, মফস্বলে তাহার বিচার হইবে না; কিন্তু এদেশীয় হত্যা করিলে মফস্বলে তাহার বিচার হইবে। এটী কি সামান্য পক্ষপাত!! বিচার সম্বন্ধে পক্ষপাত একান্ত অসহ্য হয়। ষষ্ঠ। সময়ে সময়ে কর্ম্মচারিদিগের অত্যাচার। ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহ সময়ে যে শত শত নিরপরাধ স্ত্রী বালক বৃদ্ধ হত হয়, অদ্য তাহার উল্লেখ করা আমাদিগের অভিপ্রেত নয়। সেদিন খোকা সম্প্রদায় ঘটিত কি অত্যাচার না হইল। এখন শান্তির সময়, এ সময়ে এরূপ অবিচার ও অত্যাচারে যদি প্রজার বিরাগ জন্মে, তাহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় হয়? পরিশেষে আমরা এমন একটী পক্ষপাতের উদাহরণ দিতে চলিলাম যে পাঠকগণ শুনিবামাত্র হাসিয়া আকুল হইবেন। অন্য অন্য রেলওয়ের ন্যায় মাতলা রেলওয়েতে গদিমোড়া, বেতমোড়া, বেঞ্চপাতা ও বেঞ্চ নাই, এই চারি প্রকার গাড়ি আছে। কিছুদিন হইল তত্রত্য কর্ম্মচারিরা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর উচ্চ শ্রেণী এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর নিম্ন শ্রেণী এই নাম দিয়া দুই প্রকার ভাড়ার ব্যবস্থা করেন। গদিমোড়া গাড়ি
আর বেতমোড়া গাড়ি উভয়ের এ
ভাড়া, এবং যে গাড়িতে বেঞ্চ ন
আর যে গাড়িতে বেঞ্চ আছে, উভয়ে
এক ভাড়া। কিন্তু গদিমোড়া গাড়ি
সম্মুখে লেখা আছে, এ গাড়ি ইউরো
পীয়দিগের নিমিত্ত এদেশীয়দিগে
নিমিত্ত নহে। এ পক্ষপাত কেন? এদে
শীয়েরা যে ভাড়া দিবেন, ইউরোপী
য়েরাও সেই ভাড়া দিবেন, অথচ এদেশী
য়েরা তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে
না, এ পক্ষপাতের কারণ কি? এপ
পাত কি উপহাসকর নয়? এ রেলওয়ে
গবর্ণমেণ্টের নিজের রেলওয়ে।

অতএব রাজপুরুষেরা যদি নি
চেষ্টায় এ সকল দোষের সংশোধন ন
করেন, ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের উচি
অবিলম্বে এক কমিশন নিয়োজিত করি
ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন এবং এই সক
দোষের অনুসন্ধান করিয়া তাহার সংশো
ধনের উপায় বিধান করেন। তাহা ন
করিলে এ রাজ্য সুখের হইবে না
ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে কমিশ
আইসে ইহাই আমাদিগের অভিপ্রেত
এই নিমিত্ত, আমাদিগের একজন প
প্রেরক ইংলণ্ডস্থ রাজস্ব সংক্রান্ত কমি
টির নিকটে সাক্ষ্যদানার্থ হিন্দুপেট্রিয়ট
সম্পাদক ও বাঙ্গালি সম্পাদককে প
অনুরোধ করিয়াছেন, আমরা তাহা
অনুমোদনে অনুরাগী হইলাম না। ভার
বর্ষে কমিশন না বসিলে অভীষ্টসিদ্ধি
সম্ভাবনা নাই। সকলের একবাক্য হইয়া
সেই চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য।

উপসংহারকালে এদেশীয়দিগকে
কিছু বলাও আবশ্যক হইল। আমরা
কৃতবিদ্যদিগের মনের ভাব জানি
তাঁহারা সময়ে সময়ে রাজপুরুষদিগের
পক্ষপাতাদি দোষ দর্শন করিয়া
অসন্তোষ প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু
তাঁহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি

ক্ষেত্রবাল। এই গবর্ণমেণ্টের হিত তাঁহাদিগের স্বার্থে অনুস্যূত হইয়া াছে। তাঁহারা অন্য অন্য গবর্ণমেণ্টের হিত এ গবর্ণমেণ্টের উৎকর্ষ অপকর্ষ লক্ষণ বুঝিতে পারেন। যাহাদিগের া বোধ শক্তি নাই, তাঁহাদিগের প্রতি ক্তব্য এই, আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের ান নাই, এমন উদার গবর্ণমেণ্ট আর কাথায়ও পাইবে না। যে কিছু অন্যায় বিচার দেখিতে পাও, সে ব্যক্তি শেষের অবিমৃষ্যকারিতার ফল। অন্যায় া আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত হে। ব্যক্তি বিশেষের যে যে দোষ াছে, তাহারই সংশোধন চেষ্টা াওয়া আবশ্যক। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের পরে ক্রোধ করিয়া গবর্ণমেণ্টের অনিষ্ট চষ্টার পর নিকৃষ্টতা আর নাই।

### ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের বলের না বলক্ষয়ের কারণ?

অনেক ইংরাজের এই প্রকার সংস্কার াছে, ভারতবর্ষ রক্ষাভার স্কন্ধে পতিত া হইলে ইংলণ্ড সমধিক প্রভুশক্তিসম্পন্ন হইতেন। ভারতবর্ষ রক্ষার্থে ইংলণ্ডকে বদেশে অনেক সৈন্য রাখিতে হয়। ইংল ণ্ডের বিস্তর যুবক এদেশে আগমন করেন। তাঁহারা স্বদেশে থাকিলে স্বদেশের অনেক বিধ উপকার লাভ হইত। তাঁহারা জীবনের সারাংশ ভারতবর্ষে অতিবাহিত করিয়া যান, সুতরাং তাঁহাদিগের হইতে স্বদেশের প্রকৃত উপকার লাভ হয় না। এ মতটীকে আপাততঃ অনেকের অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইবে সন্দেহ নাই। কারণ সাধারণের সংস্কার আছে, ভারতবর্ষ ইংলণ্ডেশ্বরীর মুকুটের সর্ব্ব প্রধান মণি স্বরূপ। ভারতবর্ষে আধিপত্য না থাকিলে ইংলণ্ডের এত শিল্পজ পদার্থের বিনি- য়োগ হইত না। ডিন রেলি সাহেব একণে কার একজন প্রধান রাজনীতিজ্ঞ। তিনি পার্কাস্তকে বলিয়াছেন, একণে ইংলণ্ডকে ইউরোপের মা বলিয়া আসিবার প্রধান কারণ বলিয়া গণনা করা কর্তব্য। ভারত বর্ষ অধীনস্থ আছে বলিয়া বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে ইংরাজদিগের এত সম্ভ্রম হইয়াছে। একণে এই দুটী মত লইয়া সচরাচর তর্ক হইয়া থাকে। উভয় মতেরই প্রতিপোষক অনুকূল যুক্তি আছে; কিন্তু অবস্থা বিবেচনা করিয়া যদি উভয় মতের বলাবল বিবেচনা করা যায়, প্রথমোক্ত মতটীই সমধিক সঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এপর্যন্ত ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞগণ ভারতবর্ষে যে রাজনীতি অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের বলের না হইয়া বলক্ষয়েরই কারণ হইয়া উঠিতেছে। মুখ ফুটিয়া না বলুন, ব্রিটিশ গবর্ণমে ণ্টের এদেশকে শত্রুর দেশ বলিয়া জ্ঞান করা হইয়া থাকে। সে দিবস ভার তবর্ষের প্রধান সেনাপতি যাবতীয় এত- দ্দেশীয় রাজাকে গুপ্তশত্রু বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; অথচ ঐ সকল রাজা সর্ব্বদাই প্রধান শাসনকর্তার ছায়ার ন্যায় অনুগত হইয়া আছেন। অনেকে মনে করেন, যে সকল ব্রিটিশ সৈন্য এদেশে আছে, তাহারা বিদেশীয় শত্রুর হস্ত হইতে দেশরক্ষার নিমিত্ত রহিয়াছে, কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায় প্রতীয়মান হইবে, এতদ্দে শীয়দিগকে শাসনে রাখাই তাহাদি- গের প্রধান কর্ম্ম। যখন সৈন্য বৃদ্ধি অথবা কর্ম করিবার বিচার উপস্থিত হয়, তখন প্রধান পুরুষেরা কিসে এদেশ শাসনে থাকে, এই ভাবে বন্দোবস্ত করেন। অপর দোষ এই, এদেশে যত যুদ্ধপ্রিয় জাতি আছেন, তাঁহাদিগকে ক্রমে নিস্তেজ করা হইতেছে। পঞ্জাব জয়ের পর তথায় কোন বংশকেই পূর্ব্ব- তন শিখ জাতির ন্যায় তেজস্বী দেখিতে পাওয়া যায় না। রজপুত, অযোধ্যাবাসী মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি সকলেই ক্রমশঃ নিস্তে জ হইয়া আসিতেছেন। দেশের লোকেরা নিস্তেজ ও নিরস্ত্র; এতদ্দেশীয় রাজ- গণের হস্ত পদ রুদ্ধ! গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদি- গকে কোন প্রকার সৈনিক উৎকর্ষ সাধন করিতে দেন না। কোন বিদেশীয় জাতির সহিত তাঁহাদিগের সংস্রব নাই। এতদ্দে শীয় সৈন্যদিগের অস্ত্র নিকৃষ্ট শিক্ষাও নিকৃষ্ট। ফলতঃ ভারতবর্ষ জড় পদার্থের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট কি ভাবি তেছেন, এই জড় পদার্থের যথেচ্ছ বিনি য়োগ করিতে পারিলেই শাসনকার্য্য সম্পাদিত হইল? তৃতীয় নেপোলিয়নের শত্রুতাচরণ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন, ফ্রান্সে একপ লোক কেহই ছিলেন না, তথাপি তিনি সিংহাসনচ্যুত হইলেন কেন? যে প্রণালী প্রজাদিগকে নিতান্ত নিস্তেজ করিয়া সমুদায়, শক্তি শাসনকর্তার হস্তগত করিয়া দেয়, তাহা বলের না হইয়া দৌর্ব্বল্যেরই কারণ হয়। যত দিন জর্ম্মণির সহিত বিরোধ না হইয়া ছিল, ততদিন নেপোলিয়নকে অদ্বিতীয় বলিয়া কে না গণনা করিয়াছিলেন? কোন ইউরোপীয় রাজার সহিত যুদ্ধ ঘটনা হইলে ইংলণ্ডের বিষম সঙ্কট উপ স্থিত হইবে সন্দেহ নাই। একণে আর ৫০,০০০।৬০,০০০ সৈন্য লইয়া যুদ্ধ হয় না। দৃষ্ট হইয়াছে এক এক দিনের যুদ্ধে ৫০। ৬০ হাজার সৈন্য শত্রুহস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে। ইংলণ্ডের এত সৈন্য নাই যে এক ক্ষেত্রে এককালে তিন চারি লক্ষ যোদ্ধা সমবেত করিতে পারেন; পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ হইতে এক রেজিমেণ্ট সৈন্যও লইয়া যাইতে সাহস হইবে না। কারণ ইংলণ্ড ভারত বর্ষকে শত্রুজ্ঞান করিয়া থাকেন। এই ভারতবর্ষের উপরে অনেক দুষ্টলোকেরও চক্ষু আছে। ইংলণ্ড দ্বীপ বলিয়া তাহা

আক্রমণ সম্ভাবনা অল্প বটে ; কিন্তু ভারতবর্ষের নিমিত্ত তাঁহাকে সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিতে হয়। এই কারণেই ইংলণ্ডীয় রাজনীতিজ্ঞগণ একণে ক্রমাগত অপমান সহ্য করিতেছেন, তথাপি যুদ্ধে অগ্রসর হইতেছেন না। অতএব বলিতে হইবে ভারতবর্ষ অর্থসম্বন্ধে না হউক, সৈনিক বল সম্বন্ধে ইংলণ্ডের ক্ষীণতার কারণ হইয়াছে সন্দেহ নাই। এই অবস্থার পরিবর্ত্ত করা অতিশয় আবশ্যক। শাসনকর্ত্তৃগণ এদেশীয়দিগকে অবিশ্বাস না করিয়া যদি যথার্থ উদার প্রণালী অবলম্বন করেন তাহা হইলে ভারতবর্ষ বলের কারণ হয়। আমাদিগকে নিরস্ত্র ও নিস্তেজ না করিয়া সাহসী ও যুদ্ধে সুশিক্ষিত করিবার চেষ্টা করুন। শিক্ষা পাইলে এতদ্দেশীয় সৈন্যগণ পৃথিবীর যে সে সৈন্যের সম্মুখীন হইতে পারে। ইউরোপে যুদ্ধ ঘটনা হইলে কেবল ব্রিটিশ সৈন্যের উপরে নির্ভর না করিয়া যাহাতে এদেশীয় সৈন্যগণের সাহায্য লাভ করিতে পারেন, সে উপায় বিধান করা উচিত।

### গবর্ণর জেনরলের পরিবর্ত্ত।

নূতন গবর্ণর জেনরলের নিয়োগ উপলক্ষে আমাদিগের কয়েকটী জিজ্ঞাস্য উপস্থিত হইতেছে। ভারতবর্ষে এপর্য্যন্ত যে নিয়মে প্রধান শাসনকর্ত্তার নিয়োগ ও কার্য্য হইয়া আসিয়াছে তাহার পরিবর্ত্ত করা উচিত কি না? গবর্ণর জেনরলদিগের শাসনকাল পাঁচ বৎসর মাত্র, তবে দুই একজন শাসনকর্ত্তা বিশেষ কারণ বশতঃ কিছু অধিক কাল এদেশ শাসন করিয়া গিয়াছেন। এই পাঁচ বৎসরান্তে যে শাসনকর্ত্তার পরিবর্ত্ত হয়, ইহাতে উপকার বা অপকার হইতেছে? সর্ব্বদা শাসনকর্ত্তার পরিবর্ত্ত হইলে প্রজার কোন উপকার হয় না। শাসনকর্ত্তৃগণ স্বাধীন হইবেন, ব্রিটিশ শাসন প্রণালীতে সে সম্ভাবনা নাই। যদিও এদেশের শাসন প্রণালী উৎকৃষ্ট নয় ; তথাপি ব্যক্তি বিশেষের উপরে সাম্রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে না। লার্ড মেয় হত হইলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আর একজন তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। প্রধান শাসনকর্ত্তাই গেলেন মাত্র, কিন্তু শাসন প্রণালীর অণুমাত্র পরিবর্ত্ত হইল না। লার্ড মেয় সাধারণের না হউন, নিজ কর্ম্মচারিদিগের অতিশয় প্রিয় ছিলেন। কিন্তু যদি তাঁহার এরূপ ইচ্ছা হইত যে সেকালের নবাবদিগের ন্যায় পৃথক রাজ্য স্থাপন করেন, তাহা হইলে একজনও তাঁহার সহায়তা করিতেন না। এ বিষয়ে ভয় নাই। পক্ষান্তরে শাসনকর্ত্তার সহিত প্রায়ই রাজনীতির পরিবর্ত্ত হইতেছে। লার্ড কানিঙ্ জমীদার ও প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশীয়দিগকে বজায় করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিলেন ; কিন্তু সর জন লরেন্স ও তাঁহার মন্ত্রিগণ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ করিয়া গিয়াছেন। একজন নূতন শাসনকর্ত্তা আসিতেছেন শুনিলে, তিনি কিপ্রকার লোক, তাঁহার অধীনে কর বৃদ্ধি হইবে কি না, তিনি এতদ্দেশীয়দিগের বন্ধু বা শত্রু হইবেন লোকে ব্যগ্র ভাবে এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। নূতন শাসনকর্ত্তা দুই বৎসরের ন্যূনে দেশের অবস্থা শিক্ষা করিতে পারেন না। এই দুই বৎসরকাল সেক্রেটারি প্রভৃতির দ্বারা শাসনকার্য্য হয়। ইহাতে শাসনকার্য্যের বিশৃঙ্খলা ঘটা অনৈসর্গিক নহে। যাঁহারা দীর্ঘ কাল ভারতবর্ষে কাজ করিয়াছেন, তাঁহারা গবর্ণর জেনরলের পদের উপযুক্ত নহেন। তাঁহারা কুসংস্কার দলাদলী প্রভৃতির বশীভূত হইয়া পড়েন সুতরাং উদারভাবে সকল বিষয় বিবেচনা করিতে পারেন না।

সর জন লরেন্স ইহার প্রধান উদাহরণ
নূতন শাসনকর্ত্তা আসিলে দুই এক বৎ
শাসনকার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে, আব
এদেশে বহুকাল আছেন এরূপ লোকে
দ্বারাও অনিষ্ট হয়, এমন অবস্থায়
করা কর্ত্তব্য ? লার্ড মেয়ের অনেক গু
সামাজিক গুণ ছিল ; কিন্তু তাঁহ
অবলম্বিত রাজনীতি নিবন্ধন সকলে
যারপর নাই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন
ইহার কারণ এই, তিনি এদেশের সক
বিষয় ভালরূপ জানিতেন না ; সুতর
সর রিচার্ড টেম্পল ও জন ষ্ট্রেচি সা
বের ন্যায় সংকীর্ণ মনা ব্যক্তিদিগে
পরামর্শে কার্য্য করিতেন। আমাদিগে
আশা ছিল, তিনি সমুদায় বিষয় উত্ত
রূপে অবগত হইলে আর নিয়মবহির্ভূ
এদেশের মন্ত্রিদিগের পরামর্শে কা
হইবে না। তিনি জীবিত থাকিলে আম
দিগের সে আশা ফলবতী হইত। কি
তাহাতেই বা কি ? তিনি এদেশের অবস্
দির বিষয় সম্যক অবগত হইয়া উত্ত
রূপে শাসনকার্য্য আরম্ভ করিতে ন
করিতে তাঁহার শাসনকালের শেষ হইত
অমনি আর একজন নূতন গবর্ণ
জেনরল আসিতেন। প্রজাদিগের সু
সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, এটী যে ভারতবর্ষী
গবর্ণমেণ্টের আন্তরিক ইচ্ছা, ইহা আমর
অস্বীকার করি না। কিন্তু কেবল ইচ্ছ
থাকিলে কাজ হয় না। শাসনকর্ত্তা
দেশের প্রতি মমতা না জন্মিলে উত্ত
রূপে শাসনকার্য্য হয় না। নিজের ক্ষ
তার উপরে বিশ্বাস না থাকিলে সহস্র গু
সত্ত্বেও কোন কাজ হয় না। শাসনকর্ত্তার
এই আত্মবিশ্বাস থাকা একান্ত আবশ্যক
কিন্তু অধীনস্থ লোকদিগের সহিত সম
দুঃখসুখতা না থাকিলে সম্পূর্ণরূপে
এটী হয় না। পাঁচ বৎসর কাল মধ্যে কি
হওয়া সম্ভাবিত ? আমাদিগের মতে
অন্ততঃ দশ বৎসর পর্য্যন্ত গবর্ণর জেন

র শাসনকালের সীমা করা কর্ত্তব্য। ।জ বংশের কেহ শাসনকর্ত্তা হইলে াকের যে অনুরাগ ও প্রভুভক্তি বৃদ্ধি , ইহা অদ্যাপিও ইংরাজ জাতি বুঝিতে ারিতেছেন না। যত দিন তাহা না হই- তেছে তাবৎ কাল আমাদিগকে লাড ময় ও লাড নর্থব্রুকের ন্যায় শাসন র্ত্তার অধীনে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। ন্তু ইহাদিগের কার্য্যকাল অনায়াসে দ্ধি করা যায়; সাধারণের যেরূপ ভাব াহাতে ইহা করা একান্ত আবশ্যক ইয়া উঠিয়াছে।

অযোগ্য দশায় আর্য্যজাতির বিবাহ ছিল না।

এক্ষণে যেরূপ অল্প বয়সে ও অযোগ্য দশায় পুরুষের বিবাহ হয়, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। পুত্র কৃতবিদ্য সচ্চরিত্র ও পরিবার ভরণ পোষণক্ষম হই- য়াছে কি না, এখন পিতামাতা সে বিবে না করেন না। অল্প বয়সে পুত্রের উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারিলেই পিতামাতা আপনাদিগকে শ্লাঘনীয় জ্ঞান করিয়া থাকেন। এদেশে বেদ পাঠ লোপ হওয়াতেই এই গর্হিত সংস্কার ও তন্মূলক কুৎসিত বাল্যবিবাহ প্রথার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল, অষ্টমবর্ষে ব্রাহ্মণের, একাদশ বর্ষে ক্ষত্রিয়ের ও দ্বাদশ বর্ষে বৈশ্যের উপ- নয়ন হইত (১)। ভগবান মনু কহিতে ছেন, পিতা যদি পুত্রের বেদাধ্যয়ন ও তদর্থজ্ঞানাদির উৎকর্ষ নিবন্ধন ব্রহ্ম তেজের আকাঙ্ক্ষা করেন, গর্ভ পঞ্চমে

(১) অষ্টমে বর্ষে ব্রাহ্মণমুপনয়েৎ। গর্ভা- ষ্টমে বা। একাদশে ক্ষত্রিয়ং। দ্বাদশে বৈশ্যং। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রং।

গর্ভাষ্টমেহব্দে কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনা- য়নং। গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞোগর্ভাত্তু দ্বাদশে বিশঃ। মনুসংহিতা।

পুত্রের উপনয়ন দিবেন। এরূপ রাজ্য বলার্থী ক্ষত্রির ষষ্ঠ বর্ষে এবং কৃষ্যাদির উন্নতিকাঙ্ক্ষী বৈশ্য অষ্টম বর্ষে নিজ পুত্রের উপনয়ন দিবে (২)। এই উপনয় নের পর বেদারম্ভ বিধি দৃষ্ট হয়। গুরু গৃহে বাস করিয়া বেদ অধ্যয়ন করিতে হইত। শাস্ত্রে এই অধ্যয়নের কাল নিয়ম আছে। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে লিখিত হইয়াছে, দ্বাদশবর্ষ বেদ গ্রহণার্থ ব্রহ্ম চর্য্যের কাল। এটী ঋক্ যজু ও সাম এই তিন বেদের অন্যতর গ্রহণের, ত্রিবেদ গ্রহণের কাল নয়। কারণ মনু কহিয়া- ছেন, উপনয়নের পর গুরুকুলে বাস করিয়া ছত্রিশ, আঠার অথবা নয় বৎসর তিন বেদ শিক্ষা করিবে। মনু এইরূপ কাল নিয়ম করিয়া শেষে কহিয়াছেন, এই নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে যদি বেদ শিক্ষা হয়, সেই পর্য্যন্ত বেদ গ্রহণরূপ ব্রহ্মচর্য্যের আচরণ করিবে, আর যদি ঐ সময়ের মধ্যে শিক্ষা না হয়, আরও অধিক দিন গুরুগৃহে থাকিতে হইবে (৩)।

শাস্ত্রকারেরা বেদশিক্ষার পর গৃহ স্থাশ্রমে প্রবেশ ও উদ্বাহের বিধি দিয়া- ছেন। মনু লিখিয়াছেন, তিন বেদ হউক, দুই বেদ হউক, অথবা এক বেদ হউক, অধ্যয়ন করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে। মনুসংহিতার আর একস্থানে লিখিত হইয়াছে, গুরুর অনুমত হইয়া সমাবর্ত্তন স্নান করিয়া লক্ষণান্বিত সবর্ণা স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিবে (৪)।

(২) ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্য কার্য্যং বিপ্রস্য পঞ্চমে। রাজ্ঞোবলার্থিনঃ ষষ্ঠে বৈশ্যস্যেহার্থি- নোহষ্টমে। মনুসংহিতা।

(৩) দ্বাদশ বর্ষাণি বেদব্রহ্মচর্য্যং। আশ্ব- লায়নগৃহ্যসূত্রং।

ষট্ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতং। তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিকমেব বা। মনুসংহিতা।

(৪) বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং

আর্য্য জাতীয়েরা যে কেমন সচ্চ ছিলেন, এতদ্দ্বারা তাহার সবিশেষ পরি চয় হইতেছে। পুত্র যাবৎ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া সচ্চরিত্র কার্য্যক্ষম ও উপার্জ্জন শীল না হইত, তাবৎ পিতা তাহার দার পরিগ্রহে অনুমতি দিতেন না। সভ্য লোক মাত্রেরই এই রীতি। যাবৎ পরি বারের ভরণ পোষণ ক্ষমতা না জন্মে তাবৎ বিবাহ করা বিধেয় নয়। অযোগ্য দশায় বিবাহ করিলে সংসার সুখম না হইয়া বিষময় হইয়া উঠে। প্রাচী কালের আর্য্যজাতীয়েরা উচিত ও উপ যুক্ত সময়েই পুত্রের পরিণয় ক্রিয় সম্পন্ন করিতেন। তাঁহারা বিবাহ পদা কি তাহা বুঝিতেন। এই আমা আর্য্য ইত্যাকার জ্ঞানের নাম বিবা (৫)। শাস্ত্রকারেরা বিবাহের এই লক্ষ করিয়াছেন। প্রাচীন কালের আর্য্য জাতীয়দিগের বিবাহেই ঐ লক্ষণে প্রকৃতরূপ সমন্বয় হইত। এখন যে সময় বালকের বিবাহ হয়, তাহাদিগের কি উল্লিখিত প্রকার জ্ঞান জন্মে? দারপরি গ্রহের উদ্দেশ্য কি তাহারা কি তাহা বুঝিতে পারে? শাস্ত্রকারেরা ব্রাহ্মাদি বাদিভেদে আট প্রকার বিবাহ লক্ষ করিয়াছেন (৬)। তন্মধ্যে ব্রাহ্মবিবাহ শ্রেষ্ঠ। তাহাতে কৃতবিদ্য সুশীল পাত্রে কন্যাদানের বিধি দেওয়া হইয়াছে প্রাচীনকালের আর্য্যজাতীয়দিগের বি

যাপেদ্যথাক্রমং। অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যোগৃহস্থা- শ্রমমাবসেৎ। গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথা বিধি। উদ্বহেত দ্বিজোভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণা- ন্বিতাং। মনুসংহিতা।

(৫) আর্য্যাত্বসম্পাদকং জ্ঞানং বিবাহ উদ্বাহতত্ত্বং।

(৬) ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপ- ত্যস্তথাসুরঃ। গান্ধর্ব্বোরাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চা- ষ্টমোহধমঃ।

আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয় আহূয় দানং কন্যায়াব্রাহ্মোধর্ম্মঃ প্রকী মনুসংহিতা

তেই এ বিধির যথার্থ অনুসরণ হইত। এখন কি আর ইহার অনুসরণ হয়? বালক পরিণেতার চরিত্র নির্ণয় সম্ভাবনা কি? অনেক স্থলে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, বিবাহকালে পাত্রটিকে বিলক্ষণ সচ্চরিত্র বলিয়া বোধ হইল, দিন কত পরে তিনি একজন পাকা মাতাল হইয়া উঠিলেন। অনেক দিনের অভ্যাস ব্যতিরেকে চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হয় না। পূর্ব্বে বেদাভ্যাসের যে নিয়ম ছিল, তাহাতে চরিত্রের দোষ ঘটিবার অল্প সম্ভাবনা ছিল। তৎকালে বেদ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র শিক্ষা হইয়া যাইত। এক্ষণে বেদ পাঠের সঙ্গে চরিত্র শিক্ষা যে লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা সামান্য শোকের বিষয় নহে। যে পাত্রের চরিত্র দূষিত, তাহাকে কন্যা দান করিয়া কেবল যে পিতা মাতা চির অসুখী হন এরূপ নয়, সেই কন্যার দুর্দ্দশা দেখিয়া প্রতিবেশিরাও যাহার পর নাই অসুখিত হইয়া থাকেন। আজি কালি অনেকের চৈতন্য হইয়াছে, অনেকেই এখন সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র কৃতকর্ম্মা পাত্রের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যদি সকলেই এইরূপ চেষ্টা পান, বোধ হয় আর্য্যজাতীয়দিগের সেই প্রাচীনকালের বিবাহ বিষয়ক ব্যবহার প্রকারান্তরে পুনরায় প্রাদুর্ভূত হইতে পারে।

---

## নূতন পুস্তক।

১। প্রথম শিক্ষা। ... বাবু কুশদেব ... ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। এখানি বালকদিগের বর্ণপরিচয় পক্ষে উত্তম হইয়াছে।

২। দ্বিতীয় শিক্ষা। এখানিও উপরি উক্ত গ্রন্থকারের রচিত। ইহাতে সংক্ষেপে ব্যাকরণের নিয়মাদি ও মধ্যে মধ্যে এক একটী উপদেশ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। যে সকল বালকের শিক্ষার্থ এখানি রচিত হইয়াছে, উক্ত নিয়মাদি বুঝিয়া উঠা তাহাদিগের সাধ্যায়ত্ত ... সুতরাং কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিলে ... শিক্ষা বিষয়ে এতদ্দ্বারা তাহাদের কতদূর উপকার হইবে বলা যায় না।

৩। বসন্ত বিরহ। শ্রীযুক্ত বাবু মহিম চন্দ্র গুপ্ত ইহার রচনা করিয়াছেন। নানা বিধ পদ্যচ্ছন্দে একটী আখ্যায়িকার বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থকারের কবিত্ব শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় হইয়াছে। পদ্যগুলি সুললিত ও ভাববিশিষ্ট হইয়াছে।

৪। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। এখানি প্রহসন রচয়িতার নাম নাই। একজন কুলীন ব্রাহ্মণের স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশ, কুপরামর্শ দিয়া অন্যের সর্ব্বনাশ, জাল করিয়া পরের বিষয় হরণ, ধনলোভে নানা দুষ্ক্রিয়ার অনুষ্ঠান প্রভৃতি দোষের বর্ণন করিয়া পরিশেষে ধনলোভে তাহার শ্বশুরের হত্যাপরাধে তাহার প্রাণদণ্ডের বিষয় লিখিত হইয়াছে। গল্পটী সামান্য মাত্র।

## সংবাদ।

১২ ই ফাল্গুন সোমবার।

লার্ড উইলিক ব্রোণ কলিকাতার জষ্টিস দিগের সভাপতি হইয়াছেন। কলিকাতার পুলিসের ক্রমে অধোগতি হওয়াতে সত পতির হস্তে আর পুলিসের ভার রাখা হইতেছে না। আমরা আহ্লাদিত হইলাম, কাম্বেল সাহেব পুনর্ব্বার ওয়াকোপ সাহেবকে পুলিস কমিশনর করিয়াছেন। উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে কার্য্যভার ন্যস্ত হইয়াছে।

সি, এ, বর্ণাড সাহেব বঙ্গদেশ হইতে প্রস্থান করিতেছেন। ২৪ পরগণার উপযুক্ত জজ বোকট সাহেব তাঁহার পরিবর্ত্তে বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় গমন করিতেছেন। বর্দ্ধমানের জজ বার্চ সাহেব ২৪ পরগণায় আসিতেছেন। অত্রত্য দ্বিতীয় অবস্থ জজ বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু মেদিনীপুরের ছোট আদালতের জজ হইয়া গমন করিতেছেন। কিন্তু ২৪ পরগণার লোকে তাঁহার গমন জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। বিচারপতির যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক মহেন্দ্র বাবুর সে সমুদায় আছে।

শুক্রবার ৬ টা ৩০ মিনিটের সময় লার্ড নেপিয়র ভারতবর্ষের প্রতিনিধি গবর্ণর জেনরলের পদগ্রহণ করিয়াছেন। যথারীতি সমারোহ হইয়াছিল, কিন্তু সর্ব্বসাধারণে লার্ড মেয়োর মৃত্যু নিমিত্ত যেরূপ শোকার্ত্ত হইয়াছেন তাহাতে নূতন শাসনকর্ত্তার আগমন নিমিত্ত কোন জয়ধ্বনি অথবা অন্য কোনরূপ আহ্লাদ প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

এবার ১৪ জন ছাত্র এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। দিল্লী কালেজের একজন ছাত্র সর্ব্বপ্রধান, এবং লক্ষ্ণৌএর ক্যানিং কালেজের একজন দ্বিতীয় হইয়াছেন।

লার্ড মেয়োর মৃত্যু নিবন্ধন বিচারালয় হইতে শোক প্রকাশ করিবার সময়ে বিচারপতি ফিয়ার বলেন, তাঁহার বিশ্বাস এই, কি আবদুল্লা কি সিয়ার আলি কাহারও রাজনীতি সংক্রান্ত কোন দুরভিসন্ধি ছিল না।

"যদি ইউরোপীয়গণ বলেন, ... দোষী, ... বলিলে আমি দোষী নহি" ... সিয়ারআলি বিচার ... করিয়া ইহা বলিয়াছিল। পেশোয়ারে যথেষ্ট প্রমাণ না লইয়া তাহার দণ্ড দেওয়া হয়। তাহার এরূপ বলার উদ্দেশ্য এই, এতদ্দেশীয়দিগের কথা আদালত বিশ্বাস করিবে না। ইউরোপীয়গণ দোষ থাকুক না থাকুক তাহাকে নিশ্চয় দোষী বলিবেন। এ বাক্য নিতান্ত নির্দ্দোষ নহে।

রথ্যাকর আদায়ের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের ডেপুটি কালেক্টরেরা বহির্গত হইয়াছেন। জমীদারেরা বলিতেছেন, তালিকার যে ... বিবর জানিবার উদ্দেশ্য তাহা তিন মাসের মধ্যে দেওয়া নিতান্ত অসম্ভাবিত। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সকলই সম্ভাবিত জানেন। টাকার প্রয়োজন, অবশ্যই ইহা দিতে হইবে।

লেডিমেয় সেনাপতি ষ্টিওয়ার্টকে লিখিয়াছেন, তিনি সাধ্যানুসারে মৃত গবর্ণর জেনরলকে রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। গত দুর্ঘটনায় তাঁহার কোন দোষ নাই। এই পত্র লেডিমেয়োর ন্যায় স্ত্রীলোকের উপযুক্ত বটে, কিন্তু সর্ব্বসাধারণে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, যে ব্যক্তির জীবন এত মূল্য...

ন তাঁহার নিকটে কোন প্রকার কয়েদিকে ক নিযুক্ত থাকিতে দেওয়া হয় ? আন্দামা-নের কয়েদিদিগের মধ্যে উত্তম চরিত্রের লোক থাকিতে পারে, কিন্তু গবর্নর জেনর-লের ন্যায় লোকের নিকটে থাকিবার তাহারা উপযুক্ত নহে ।

ক্যানিঙ কালেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক বাবু রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী ব্যারিষ্টর হইবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করিতেছেন । উক্ত কালে জের বাবু রাজেন্দ্রকুমার দে সিবিল সার্বিসে প্রবেশার্থ উক্ত দেশে যাইতেছেন ।

শ্যামের রাজাকে উইলসন হোটেলে স্থান দেওয়াতে অনেকে আশ্চর্য্য হইয়াছেন । কিন্তু এ বিস্ময়ের কোন কারণ নাই । যে দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে তাহাতে এখন আড় ম্বর প্রকাশের সময় নয় । রাজা বোম্বাই হইতে ... জাহাজে গিয়া তথায় জাহাজে আরোহণ করিবার মানস করিয়াছিলেন । এই নিমিত্ত পূর্ব্বে তাঁহাকে যে বাসা দেওয়া হয় তাহা উঠান হইয়াছিল । রাজার নিজের ও ইচ্ছা ... যে, এমন দুঃখের সময়ে তাঁহার নিমিত্ত কোন আড়ম্বর করা হয় ।

শ্যামদেশের রাজা বোম্বাই হইতে কত কগুলি ইউরোপীয় শিল্পিকে নিজ রাজ্য মধ্যে লইয়া যাইতেছেন । যাঁর রাজ্যে প্রত্যা গমন করিয়া বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতি পক্ষে তিনি যত্নবান হইবেন । বোম্বাইস্থিত বিদেশীয় কন্সলেরা যে দিবস তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন সে দিবস এই অভিপ্রায় প্রকাশ করা হয় ।

উপনগরের মিউনিসিপালিটির কার্য্য প্রণালীর প্রতিবাদের নিমিত্ত ভবানীপুরে এক সভা হইতেছে । ঐ অঞ্চলে করসংগ্রহ সম্বন্ধে বিশেষ অত্যাচার হয় ।

১৩ ই কাল্গুন মঙ্গলবার ।

নবিগঞ্জ সাহায্যকৃত ইংরাজী বঙ্গবিদ্যা লয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদা প্রসাদ বসু কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, উক্ত স্কুলগৃহ নির্ম্মাণার্থ মহারাণী স্বর্ণময়ী ২০ টাকার অর্দ্ধনোট প্রেরণ করিয়াছেন ।

" বহুবিবাহ নিপীড়িতা দুঃখিনী কুলীন কামিনী " রচয়িতা কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, নড়ালের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনাথ রায় উক্ত পুস্তক উপহার পাইয়া তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ উহার একশত খণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন ।

মান্দ্রাজ রেলওয়ের একটী শাখা রেল ওয়ে নীলগিরি পর্য্যন্ত করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্ট ১৮৫৫৮৮২ টাকা প্রদানে সম্মতি দিয়াছেন ।

গত বৃহস্পতিবার লার্ড নর্থব্রুক ভার তবর্ষের গবর্নর জেনরল হইবেন বলিয়া ষ্টেট সেক্রেটারি বর্ত্তমান প্রতিনিধি গবর্নর জেন রলের নিকট এক টেলিগ্রাম প্রেরণ করি য়াছেন ।

২৪ পরগণার সেসিয়ন জজ বোকর্ট সাহেব লেপ্টেনণ্ট গবর্নরের কাউন্সিলের অতিরিক্ত সভ্য বার্ণাড সাহেবের পদে অধি ষ্ঠিত হইবেন ।

মহুরি হইতে এক ব্যক্তি সংবাদ পত্রে লিখিয়াছেন, সম্প্রতি তথায় একজন মুসল-মান একটী ইউরোপীয় স্ত্রীলোককে ছুরিকা দ্বারা হত্যা করিবার চেষ্টা পায়, কিন্তু কৃত-কার্য্য হইতে পারে নাই । হন্তার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করাতে বলিয়াছে, সে রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়াছিল ঈশ্বর তাহাকে ঐ স্ত্রীলোক টীকে বধ করিবার জন্য আদেশ দিয়াছেন । কেহ কেহ বলেন, ঐ ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে বায়ুরোগগ্রস্ত হয় ।

গতকল্য প্রাতঃকালে শ্যামের রাজা কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়াছেন । গমন কালে সম্মানসূচক ২১ টী তোপধ্বনি হইয়া ছিল ।

দিল্লীগেজেট বলেন, করাচির এক বণি-কের একটী শুকপক্ষী ছিল । পক্ষীটিকে শাস্ত্রের কতগুলি কথা শিখান হইয়াছিল, সে সর্ব্বদা সেইগুলি বলিত । পক্ষীটী মরিয়া যাওয়াতে নৃত্য গীত বাদ্য বহিত ভোজন প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া মহাসমা রোহে উহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করা হইয়াছে ।

প্রধানতম বিচারালয় গবর্নর জেনরলের হত্যাকারী সিরার আলির মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞার অনুমোদন করিয়াছেন এই ব্যক্তি নিমিত্ত জন্য অদ্য প্রাতঃকালে স্কোসিয়া নামক জাহাজ বেল্লার বন্দরে যাত্রা করিবে ।

গত শুক্রবার বোম্বাই গেজেট এক বিশেষ টেলিগ্রাম পাইয়াছেন, প্রিন্স বিস মার্ককে গোপনে হত্যা করিবার জন্য চেষ্টা হইতেছিল বার্লিনে উহা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে ।

মান্দ্রাজ হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, গত কল্য ডাকের জাহাজ তথায় উপস্থিত হই য়াছে । জাহাজ নঙ্গর করিবার পূর্ব্বে জাহা-জের অধ্যক্ষ আডামস সাহেবের এপাডিটায় মৃত্যু হয় ।

১৭ ই কালগুন বুধবার ।

সম্প্রতি উত্তর পশ্চিম সীমার নিকটে আর এক গোলযোগ হইয়া গিয়াছে । আফ্রিদি জাতির কতকগুলি লোক ব্রিটিশ সীমার অন্তর্গত একটী পল্লী হইতে বলপূ-র্ব্বক বহুসংখ্য মেষ পর্য্যন্ত লইয়া যায় । পেশোয়ারের কমিশনর তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা দেন ব্রিটিশ রাজ্যের মধ্যে উহাদের যাহাকে দেখিতে পাওয়া যাইবে তাহাকেই কারারুদ্ধ করা হয় এবং মেষ ছাড়িয়া না দিলে উহা দিগকে মুক্ত করা হইবে না ।

লার্ড মেয়োর মৃত্যুতে শোক ও বিস্ম প্রকাশ করিবার জন্য গত সোমবার আল হাবাদের মুসলমানদিগের এক সভা হইবা কথা ছিল ।

ইংলিসম্যান বলেন, কাশ্মীরের রাজা দরবারে উপবেশন করিয়াছিলেন এম সময়ে গবর্নর জেনরলের মৃত্যু সংবাদ যায় সংবাদ পাইবামাত্র রাজা দরবার ভঙ্গ করি আফিস সমুহ তিন দিবসের জন্য বন্ধ কর বার আজ্ঞা দেন ।

অম্বালার মুসলমান কসাইরা সদর রাস্তা দিয়া গোমাংস লইয়া যায় বলিয়া তত্রা হিন্দু সমাজ নালীশ করিয়াছেন । পঞ্জা গবর্নমেণ্ট কমিশনর ফরসিথ সাহেবে নিকটে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ।

গবর্নর জেনরলের মৃত্যু সংবাদ পাই পাতিয়ালার রাজা সমুদায় কার্য্যালয় দিনের জন্য বন্ধ করিবার আজ্ঞা দেন প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে যে দুটি তোপধ্ব হইত তাহাও বন্ধ করা হয় ।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে মকদ্দমার সং ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে । গত বৎসর যত মো

য়ানা মকদ্দমা হয় উহার সংখ্যা তাহার পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা ৯১৯৫ অধিক। তবে ছোট আদালতের মকদ্দমার সংখ্যা কতক কমিয়াছে।

একখানি সংবাদ পত্রে এক অদ্ভুত ঘটনার বিষয় লিখিত হইয়াছে। একজন মান্দ্রাজী একটী বানর পুষিয়াছিল। সে সর্ব্বদা উহাকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইত। একদিন কোন কার্য্য বশতঃ সে স্থানান্তরে যাইতেছিল, সঙ্গে সেই বানরটী ও কতক টাকা ছিল। পথি মধ্যে ধনলোভে কয়েক জন দস্যু তাহাকে হত্যা করিয়া টাকা প্রভৃতি লইয়া তাহার মৃত দেহ এক কূপ মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যায়। বানরটী এক বৃক্ষ মধ্যে লুকাইয়া থাকিয়া সমস্ত ব্যাপার দেখিয়াছিল। দস্যুরা প্রস্থান করিলে বানরটী বৃক্ষ হইতে নামিয়া তত্রত্য তহশিলদারের বাটীতে গিয়া চীৎকার ও ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করে। তহশিলদার ইহার কোন কারণ আছে ভাবিয়া উহার সঙ্গে চলিলেন। সে বরাবর সেই কূপের নিকটে যাইয়া গিয়া তন্মধ্যে নামিবার জন্য পুনঃ পুনঃ ইঙ্গিত করিতে লাগিল। তহশিলদার একজন লোককে কূপ মধ্যে নামাইয়া দিলে ঐ মৃত দেহ পাওয়া যায়। পরে যে স্থানে টাকা ও অলঙ্কারাদি প্রোথিত ছিল, তাহাও দেখাইয়া দেয়। পরিশেষে সকলকে বাজারে লইয়া গিয়া তথায় হত্যাকারীদের একজনকে দেখিতে পাইবামাত্র উহার কামড়াইয়া ধরে। ঐ ব্যক্তি দ্বারা অপর সকল হত্যাকারী ধৃত হইয়াছে। ...লিবারির সেসিয়ন আদালতে উহাদের বিচার হইতেছে।

হিন্দুরঞ্জিকা বলেন, তমোলুকের একজন ...র কর্ম্মচারী তাহার স্ত্রীকে শিল্প কার্য্যাদি শিক্ষা দিবার জন্য একজন মিশনরি শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করেন। সম্প্রতি মেম সাহেব ...লোকটীকে বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছেন। মিশনরি শিক্ষয়িত্রীরা আজি কালি ...উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছেন। সে দিন মেদিনীপুরে ঐরূপ এক কাণ্ড হইয়াছে।

১৬ ই ফাল্‌গুন বৃহস্পতিবার।

পুঁড়া গ্রামস্থ বঙ্গবিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ রায় কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, খিদিরপুরের শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ উক্ত বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণার্থ ৩০ টাকা দান করিয়াছেন।

এ, আর টমসন সাহেবের বিদায় কাল শেষ হওয়া পর্য্যন্ত সি, ই বার্নার্ড সাহেব বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি সেক্রেটারি থাকিবেন।

মান্দ্রাজের একখানি সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে, প্রিন্স আজিম জা সম্প্রতি ১৬ বর্ষ বয়স্কা এক বালিকাকে বিবাহ করিয়াছেন। আজিম জার বয়স প্রায় ৮০ বৎসর হইবে। ইনি একচল্লিশটী বিবাহ করিয়াছেন। এই বেয়াল্লিশটী হইল। অতএব দেশীয় রাজগণকে কুলীনেরা বড় হারাইতে পারেন না।

বারাণসীর মিউনিসিপালিটী ক্লার্ক সাহেব তথায় গিয়া উক্ত নগরে ড্রেণ করিবার কোন উপায় উদ্ভাবন করেন, এই অভিপ্রায়ে কলিকাতার জষ্টিসদিগের নিকটে এক আবেদন করিয়াছেন।

ভরতপুরের রাজা লার্ড মেয়ের মৃত্যু নিবন্ধন শোক প্রকাশ জন্য তিন দিনের নিমিত্ত আফিস সমূহ এবং সকাল ও সন্ধ্যা কালে যে তোপধ্বনি হইত তাহা বন্ধ করিবার আজ্ঞা দেন।

মান্দ্রাজ এথিনিয়ম লিখিয়াছেন, তথায় চোর ও ডাকাইত ধরিবার এক অভিনব উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইহাতে কাজও হইতেছে। যে পুলিশের এলাকায় চৌর্য্যাদি হয়, সেই পুলিশ কর্ম্মচারীরা যে পর্য্যন্ত না দস্যুদিগকে ধরিয়া দিতে পারেন সেপর্য্যন্ত তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। এখানে এ উপায়টী অবলম্বন করিলে বিশেষ কাজ হয়।

১৭ ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, বঙ্গদেশের আর সকল স্থানের শস্যাদির অবস্থা উত্তম, কেবল জলপাইগুড়ি ও দারজিলিঙের সংবাদ বড় প্রীতিকর নহে। জলপাইগুড়িতে চাউলের মূল্য ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে।

সিন্ধু ও পঞ্জাব রেলওয়ের কোত্রি... যেহেতু সে দিন ভয়ানক ভূমিকম্প হই... গিয়াছে। ইহা দ্বারা রেলওয়ের সেতুর কো... অনিষ্ট হইয়াছে কি না এই আশঙ্কা করি... রাত্রিতে কোন ট্রেণ যাইতে দেওয়া ... নাই।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, দারজিলি... নিউস সংবাদ পত্রখানি এক্ষণে উৎকৃ... কাগজে মুদ্রিত হইতেছে। মুদ্রণ কার্য্যাদি... সুন্দর হইতেছে।

দিল্লী গেজেটে লিখিত হইয়াছে, স... আবদুল রহমন খাঁ এক কোয়াকির কন্যা... বিবাহ করিয়াছেন এবং কনীয় ধর্ম্ম অব... লম্বন করিয়াছেন। তাজখণ্ড বিভাগের কতগু... লোক কনীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মেডাল পু... রস্কার পাইয়াছে।

গত বৎসর ব্রিটিশ সেনাদল হইতে... সুরাপানে মত্ততা অপরাধে ২০০০০০০ টাকা... জরিমানা আদায় হয়।

হিন্দুরঞ্জিকা বলেন, মেদিনীপুরের অন্ত... র্গত খন্দেরা নামক স্থানে এক গৃহস্থের এক... গাভী এক অদ্ভুতপূর্ব্ব বৎস প্রসব করি... য়াছে। উহার পশ্চাদ্ভাগে একটী মাত্র প... আছে, আর একটী পার চিহ্ন মাত্র নাই... বৎসটী তিনপদ দ্বারাই চলিয়া বেড়াই... তেছে।

উক্ত পত্র বলেন, মেদিনীপুরের একজন... ভদ্রলোক সুরা সেবনে উন্মত্ত হইয়া ছাদে... উঠিয়া বলেন, আমি উত্তমরূপ বানর হইতে... পারি, এই বলিয়া লম্ফ প্রদান করাতে বি... রূপ আহত হইয়াছেন। ইনি মন্দ ... বন।

অন্য একজন ফেনিয়ান বকিংহাম প্রাসা... দের প্রাঙ্গনে ইংলণ্ডেশ্বরীকে গুলি করিবার... চেষ্টা পায়, কিন্তু ধৃত হইয়াছে।

গ্লাসগো নামক যে জাহাজে লার্ড মেয়ের... মৃতদেহ যাইতেছে উহা ১২ ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত... বোম্বাইয়ে উপস্থিত হইবে।

কোচিন আর্গসের একজন সংবাদদাতা... লিখিয়াছেন, মাঙ্গেলোরের জন জাতীয়... একটী স্ত্রীলোক সম্প্রতি ৪ টী সন্তান প্রসব... করিয়াছে, তিনটী পুত্র একটী কন্যা।

১৯ এ ফাল্গুন শুক্রবার।

জাঞ্জার মিবরল ও তাঁহার দেহিক শ্রীমান বিবার লইয়া ইংলণ্ডে গমন করিয়াছেন।

জনশ্রুতি এই, সর যাদব রাও কিরাজ রাও গুইকুয়ারের দেওয়ানী পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

বরদার গুইকুয়ার নিজ রাজধানীর লোক সংখ্যা গ্রহণের নিমিত্ত এক বিজ্ঞাপন প্রচার দ্বারা প্রজাবর্গকে জানাইয়াছেন, প্রত্যেক গৃহস্থ নর্ণ্ডিবারে প্রাতঃকাল ৬॥ ঘটিকার সময় স্ব স্ব দ্বার দেশে এক একটী আলোক লইয়া দণ্ডায়মান থাকিবেন। সংখ্যাকারীরা আসিয়া তাহাদিগকে গণিয়া যাইবে। গুইকুয়ার ইংরাজ শাসন প্রণালীর অনুকরণে যত্নবান হইয়াছেন।

২০ এ ফাল্গুন শনিবার।

অযোধ্যার তালুকদারেরা লেডি মেয়োর নিকটে সান্ত্বনা সূচক এক অভিনন্দন প্রেরণ করিয়াছেন।

পাবনা হইতে প্রীতিকর সংবাদ আসিয়াছে। ইরাজেক এবং সিরাজের চতুর্দ্দিকে প্রচুর বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। শস্যাদি জন্মিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা জন্মিয়াছে।

নিম্ন লিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে :—

| | | |
|---|---|---|
| ৫ টাকা | সিঙ্কা | ৯৮৸৶—৯৯ |
| ৫ " | কোং | ৯৯৶—৯৯।৶ |
| ৪॥ " | " | ১০৪॥—১০৫ |
| ৪॥ " | " | ১০৩—১০৩। |
| ৪॥ " | " | ১০১।৶—১০১৸৶ |
| ৪॥ " | " | ১০২।৶—১০২৸৶ |

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২০ এ ফেব্রুয়ারি। মুন্সী মাহমুদ্দীন আহম্মদ কিছুদিনের জন্য মেদিনীপুরে বন্দোবস্তের ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন। ইনি ১৮২২ অব্দের ৯ এবং ১৮২৫ অব্দের ৯ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

২৪ এ ফেব্রুয়ারি। জবলিউ ম্যাকফারসন প্রথম শ্রেণীর একজন ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

এ, ম্যাকো বশোরের দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন। কিন্তু আপাততঃ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি থাকিতে হইবে।

ডবলিউ বেবল প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

জে, এস, আরমষ্ট্রঙ দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন ; কিন্তু আপাততঃ প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি থাকিতে হইবে।

সি, টি টেলর ভাগলপুরে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

এ, স্মিথ সার্ভের সিবিল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

এচ, টি রেভেন্শ পুরীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন। কিন্তু আপাততঃ হুগলীর ডিষ্ট্রিক্ট সেশিয়ন জজের প্রতিনিধি থাকিতে হইবে।

এ, ভি, ক্যালকন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এবং বোগড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

উপরিউক্ত আটটী নিয়োগ ১লা মার্চ্চ হইতে আরম্ভ হইবে।

চট্টগ্রামের প্রতিনিধি কমিশনর এস, সি বেলি কিছুদিনের জন্য পাবনা বিভাগের রাজস্ব ও সারকিট কমিশনরের প্রতিনিধি হইবেন।

সিলেটের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী সায়দ মহম্মদ ইসহেক ময়মনসিংহে বদলী হইলেন।

ডবলিউ, এচ, ডিওলি কিছুদিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীতে কলিকাতার প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

এচ, এল, ডাম্পিয়ার
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি

বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

১৬ই ফেব্রুয়ারি। বাবু নরেন্দ্রনাথ রায় কিছুদিনের জন্য মেদিনীপুরের ডিষ্ট্রিক্ট পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইবেন।

২৩ এ ফেব্রুয়ারি। এচ, সি রিচার্ডসন কিছু দিনের জন্য ভাগলপুরের ডিষ্ট্রিক্ট সেশিয়ন জজের প্রতিনিধি হইবেন।

২৪ এ ফেব্রুয়ারি। জে এম, লোই কিছু দিনের জন্য হুগলীর অতিরিক্ত জজের প্রতিনিধি হইবেন।

মুরশিদাবাদের প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশিয়ন জজ ই, ব্রেণ্ডসাহেব ১লা মার্চ্চ অবধি উক্ত বিভাগের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশিয়ন জজ হইবেন।

ই, ড্রুমণ্ড ১লা মার্চ্চ অবধি মুর্শিদাবাদের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশিয়ন জজ হইবেন কিন্তু আপাততঃ ত্রিহুতের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশিয়ন জজের প্রতিনিধি থাকিতে হইবে।

এচ, এম প্রাট কিছুদিনের জন্য রঙ্গপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশিয়ন জজের প্রতিনিধি হইবেন।

এ, আর টমসন সাহেবের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত সি, ই বার্ণার্ড সাহেব বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি সেক্রেটারি থাকিবেন।

টি, জে চাবলস কলিকাতার একজন মিউনিসিপাল কমিশনর হইবেন।

২৬ এ ফেব্রুয়ারি। আর্থর সিসিল কিছু দিনের জন্য চট্টগ্রাম ও ঢাকার অতিরিক্ত জজের প্রতিনিধি হইবেন।

এ, মাকেঞ্জি
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
জুনিয়র সেক্রেটারি।

—০—

## ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৩ এ ফেব্রুয়ারি। প্রিন্স অব ওয়েলসের আরোগ্য নিবন্ধন উপাসনা করিবার জন্য লণ্ডনে মহা উদ্যোগ হইতেছে।

লণ্ডন ২৪ এ ফেব্রুয়ারি। অদ্য পার্লিমেণ্টে সর চারলস ডিল্কাকিলড কমন্স সভাতে প্রস্তাব করিয়াছেন, টিচেরবরনের বিষয় প্রিবি কাউন্সিলের জুডিসিয়াল কমিটির হস্তে অর্পণ করা হয়। গ্লাড্‌ষ্টন ও লোই সাহেব উক্ত প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছেন। অবশেষে বাদানুবাদ হইয়া ১১০ জনের মতে ও ৮৪ জনের অমতে উক্ত প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছে।

ওয়াশিংটন ২৩ এ ফেব্রুয়ারি। অদ্য বাইস প্রেসিডেণ্ট এক বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন, আমেরিকা কিম্বা ইংলণ্ড কেহই ওয়াশিংটনের সন্ধিতে সাক্ষী হইবেন না। গত কল্য আরল গ্রানবিলের পত্র ওয়াশিংটনে উপস্থিত হইয়াছে।

লণ্ডন ২৬ এ ফেব্রুয়ারি। পিনাঙ্গ হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, লারোটে চীনবাসীদিগের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ হইতেছে।

অদ্য প্রিন্স অব ওয়েলসের আরোগ্য নিবন্ধন উপাসনা হইবে বলিয়া সাধারণ লোক চিহ্ন ধারণ বন্ধ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ২৭ ফেব্রুয়ারি। সেণ্টপল গির্জ্জার সমারোহ দেখিবার জন্য রাজ্ঞী সমস্ত মেপো-

ালয়নকে বকিংহাম-প্রাসাদে আহ্বান করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৭ এ ফেব্রুয়ারি অপরাহ্ণ ৩—৩০। প্রিন্স অব ওয়েলসের আরোগ্য বিষয়ক উপাসনা উপলক্ষে সেণ্টপল গির্জায় মহাসমারোহ হয়। রাজ্ঞী, প্রিন্স অব ওয়েলস, ও তাঁহার দুই পুত্র ডিউক অব এডিনবরা, রাজকন্যা বিটি্স এবং রাজপুত্র লিওপোল্ড ও আর্থর উপস্থিত ছিলেন।

লণ্ডন ২৮ এ ফেব্রুয়ারি। গত কল্য ওয়াশিংটনের মন্ত্রিসভার অধিবেশন হইয়া স্থির হইয়াছে, আলাবামা সম্বন্ধে তাঁহারা যে ক্ষতি পূরণ প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা কমাইবেন না।

লণ্ডন ১ লা মার্চ—গত কল্য একজন ফেনিয়ান বকিংহাম প্রাসাদের প্রাঙ্গনে রাজ্ঞীকে গুলি করিবার চেষ্টা পায়। কিন্তু ধৃত হইয়াছে।

—:০:—

আমাদিগের তমোলুকস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;—

সম্প্রতি বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনর ম্যাকলাউ সাহেব অত্রত্য মুন্সেফি বিচারালয় ডিস্পেন্সরি চিকিৎসালয় বিদ্যালয় ও সমস্ত গুলি পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন, এবং বিদ্যালয়ে আসিয়া সমস্ত শিক্ষকের প্রতি আশানুরূপ সন্তোষ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ প্রধান শিক্ষক কেদার বাবুর স্বাভাবিক দক্ষতায় অধিক তুষ্ট হইয়া ছেন এবং মেদিনীপুরেও এই সন্তোষ বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। উনি একজন কমিশনর অতি সুচতুর কর্ম্মচারী।

অদ্য ইনস্পেক্টর মার্টিন সাহেব তমোলুক ইংরাজী স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, এবং ৭ম ও ৮ম বর্গ শ্রেণীস্থ বালকদিগের পরীক্ষা করিয়া ও বিদ্যালয়ের আয় ব্যয়াদি এবং স্থানীয় চাঁদা প্রভৃতির টাকারূপে আদায় হইতেছে জানিয়া সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছেন এবং পরিদর্শন পুস্তকে অন্যান্য শিক্ষকের প্রতি পরিতোষ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রধান শিক্ষক কেদার বাবু উপযুক্ত ও পরিশ্রমী, সুতরাং তাঁহার উন্নতির কথায় বিশেষ প্রতিজ্ঞাত করেন এবং সম্পাদক মুন্সেফ বাবুর অর্থবি দানশীলতায় তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া গেলেন।

মার্টিন মহোদয় মেদিনীপুর হাইস্কুল সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, আমরা দুঃখিতচিত্তে সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে বাধিত হইলাম, শিক্ষাধ্যক্ষ আটকিন্সন সাহেব প্রস্তাবিত হাইস্কুল স্থাপনের প্রতিকূলে এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন যে, মেদিনীপুরের বালকগণের মনোবৃত্তির এখনও তাদৃশী উন্নতি হয় নাই যে যাহাতে তথায় প্রস্তাবিত বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। বিশেষতঃ মেদিনীপুরে হাইস্কুল হইলে হুগলী কালেজের পরিণামে যদি অবনতি হয় এই জন্য শিক্ষাধ্যক্ষ মহাশয় বিশেষ আপত্তি করায় এখন উহা স্থগিত আছে, কিন্তু দেশহিতৈষী জমীদার নবীন বাবু প্রভৃতি এবিষয়ে বিলক্ষণ উদ্যোগী আছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে জগদীশ সমীপে প্রার্থনা করি, যাহাতে পূর্ব্বোক্ত মহোদয়দিগের অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত হয়। মেদিনীপুরে হাইস্কুল হয়, এজন্য এজেলার সকল লোকই বিশেষ উৎসুক ও ব্যগ্র, সুতরাং সাধারণের এ মহোদ্যম ভঙ্গ করা কখনই কর্ত্তব্য নয়। যদি কটকে হাইস্কুল হওয়া বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত হয়, তবে মেদিনীপুরের অপরাধ কি? ভরসা করি শিক্ষাধ্যক্ষ এবিষয়ে স্বীয়মতিপ্রায় পরিবর্ত্তিত করিবেন। অত্রত্য বালিকা বিদ্যালয়টীর গৃহ প্রস্তুত করণার্থ সম্পাদক মুন্সেফ গিরিশ বাবু অনেক স্থানেই সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। এতৎসঙ্গে মহিষাদলাধিপতি বাহাদুরের নিকটেও সাহায্য প্রার্থিত হইয়াছে। আমরা ভরসা করি, রাজা বাহাদুর স্বীয় নৈসর্গিক দানশৌণ্ডতার পরবশ হইয়া এই ক্ষুদ্র বিদ্যালয়টীর অবস্থোন্নতি করেন, কারণ কল্প বৃক্ষ নিকটে থাকিতে অন্য পাদপের উপাসনা করা সর্ব্বথা অনুচিত।

২৮ এ ফেব্রুয়ারি }
১৮৭২

—০—

আমাদিগের কোরহাটীস্থ, সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;—

পাঠকগণের মধ্যে বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন, ঢাকার প্রসিদ্ধ জমীদার কে, সি, এস, আই, খাজে আব্দুল গ নিকা মহোদয় "ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" উপা ধিপ্রাপ্ত উপলক্ষে সাধারণের হিতার্থ ৫০০ সহস্র টাকা প্রদান করিয়াছেন। উক্ত টা দ্বারা কিরূপ কার্য্য করিলে সর্ব্বসাধারণে উপকার হইতে পারে, তদ্বিষয়ে ঢাক প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই নিজ নিজ ম প্রকাশ করিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে অদ্য আ রাও গুটিকত কথা বলিতে বাঞ্ছা করিয়াছি "উক্ত টাকা দ্বারা ঢাকাতে একটী শিল্প কৃষি বিদ্যালয় সংস্থাপন করা হউক" হি হিতৈষিণী সম্পাদক এইরূপ মত প্রকা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এ মতে আম সায় দিতে পারি না। কারণ আমাদিগে দেশ এখন পর্য্যন্তও এরূপ উন্নতাবস্থা প্রা হয় নাই যে কৃষকেরা যাইয়া বিদ্যালয়ে কা কার্য্যের নিয়মাদি শিক্ষা করিবে। শিল্প কার্য্যও বিদ্যালয় ব্যতীতই একপ্রকা চলিতেছে। অতএব কথিত টাকাগু হিন্দুহিতৈষিণী সম্পাদকের প্রস্তাব নুসারে ব্যয় করা আমাদিগের মতে উচি নয়। উপায়হীন ছাত্রগণের (যাহা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অর্থাভা নিবন্ধন কালেজাদিতে পড়িতে সক্ষম নহে জন্য ঢাকাতে একপ একটী অবৈতনি কালেজ স্থাপন করা হউক এবং উক্ত পঞ্চাশ সহস্র টাকার সুদের দ্বারাই উহার ব্য নির্ব্বাহ করা যাউক" ঢাকাপ্রকাশ সম্পাদ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কি আমরা এ মতেরও অনুমোদন করিতে পারি লাম না। কারণ পঞ্চাশ হাজার টাকা সুদের দ্বারা একটী কালেজের ব্যয় কখনও নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। শতকরা এ টাকা হার সুদ হইলেও পঞ্চাশ হাজা টাকার সুদ মাসিক পাঁচ শত টাকার অধিক হয় না। পাঁচ শত টাকায় যে কিরূপে একটী কালেজের মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে ইহা পাঠকগণই বিবেচনা করিতে পারেন তবে হইতে পারে যদি খাজে সাহেব এতৎ কার্য্যের জন্য আরও পঞ্চাশ সহস্র টাকা প্রদান করেন। আমরা এ জন্য উক্ত মহো দয়কে অনুরোধও করিতেছি। আর যদি

দে সাহেব আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা
দান না করেন. তাহা হইলে ...

লার অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা, প্রণ...
বাহা করা হউক, অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট যেরূপ
জ ব্যয়ে গ্রামে গ্রামে সার্কেল বিদ্যালয়
পন করিয়া বালকদিগকে শিক্ষা প্রদান
রিয়া বৎসরান্তে তাহাদিগের পরীক্ষা
হণ করিয়া উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে বৃত্তি প্রদান
রিতেছেন, তদ্রূপ ঢাকা জেলার অন্তর্গত
গ্রামবাসিনী অবলাগণের জন্য কতকগুলি
উপযুক্তা শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া বৎসর
ান্তে তাঁহাদিগের পরীক্ষা গ্রহণ এবং পুর
ারে বিতরণের নিয়ম করা হউক। আমরা
্রত্যেক গ্রামের জন্য এক এক জন শিক্ষ
য়িত্রী নিযুক্ত করিতে বলি না। প্রত্যেক
ই তিন গ্রামের জন্য এক একজন হইলেই
যথেষ্ট হইবে। আবার শিক্ষয়িত্রিগণের
কার্য এবং অন্তঃপুরিকাগণের শিক্ষা পরিদ
র্শনার্থ কয়েকজন তত্ত্বাবধায়িকা নিয়োগ
করাও চাই। সংক্ষেপতঃ এই বলিলেই
যথেষ্ট হইবে যে আমাদিগের জন্য যেরূপ
"ইউনিভারসিটী" আছে, অন্তঃপুরিকাগণের
জন্যও তদ্রূপ প্রথার প্রচলন করা হউক।
এই উপায় ব্যতীত আর এদেশের স্ত্রীদিগকে
শিক্ষা প্রদান করিবার উপায়ান্তর নাই।
সত্য বটে, এইরূপ করিতে হইলে অত্যন্ত
ব্যয়ের আবশ্যক। এমন কি ব্যয়ের বিষয়
চিন্তা করিয়া অনেকে হয় ত আমাদিগের
প্রস্তাবে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিবেন।
কিন্তু তাহারও পন্থা আমরা বলিয়া দিতেছি।
...্জে সাহেবের প্রদত্ত ৫০০০০ হাজার
টাকার মাসিক সুদ পাঁচ শত টাকা ত
আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত
গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে আর পঞ্চাশ হাজার
টাকা প্রদান করুন। তাহাতেও যদি ব্যয়ের
সঙ্কুলন না হয়, তবে অন্তঃপুরিকাগণের শিক্ষিত
স্বামীদিগের নিকট হইতে মাসিক চাঁদা
গ্রহণ করা হউক। স্ত্রীগণের এরূপ শিক্ষাপ্র
ণালী প্রবর্ত্তিত হইলে বোধ হয় সুশিক্ষিত
ব্য সম্প্রদায় চাঁদা প্রদান করিতে স্বীকৃত
হইবেন। অদ্য এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই প্রস্তা

বের উপসংহার করিলাম। কিন্তু আমাদিগকে
এতৎসম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও নিয়মাদি
পর্য্যালোচনার বাকী রহিল।

২০এ ফেব্রুয়ারি
১৮৭২ }

## প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

প্রায় ৯ বৎসর অতীত হইল জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী গোবিন্দপুর, সাহায্য কৃত ইং বাং বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়া গোবিন্দপুর ও তৎ সন্নিহিত গ্রাম সমূহের বালক বৃন্দের রীতিমত ইংরাজী ও বাঙ্গালা শিক্ষা বিধান করিয়া উন্নতির সহিত চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু প্রায় দুই বৎসর হইল বিদ্যালয়ের একটী স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণ কল্পে পরিকল্পিত অধিক টাকা ব্যয়িত হওয়াতে বিদ্যালয়ের প্রায় ১৫০ দেড়শত টাকা ঋণ হইয়া পড়িয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের কাহারো অবস্থা এতদূর উন্নত নহে যে একবার স্কুল গৃহ নির্ম্মাণ কল্পে যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিয়া পুনর্ব্বার এই ঋণ পরিশোধার্থ বিশেষ আনুকূল্য করেন। ফলতঃ উপস্থিত ঋণ জন্য স্কুলের এতাদৃশ দুরবস্থা হইয়াছে ও পরিশোধ জন্য অধ্যক্ষগণকে এতদূর বিব্রত হইতে হইয়াছে যে, অচিরকাল মধ্যে এতাদৃশ যত্নার্জ্জিত স্কুলগৃহটী বিক্রীত হইয়া বিদ্যালয়ের সমুদায় উন্নতির পথ একেবারে অবরুদ্ধ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা লক্ষিত হইতেছে।

উপরিউক্ত দুরবস্থায় উপায়ান্তর না দেখিয়া স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ, অবিরত পরোপকার ব্রতরত পরম বিদ্যোৎসাহিনীজগৎ বিখ্যাত শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী ও শ্রীমতী রাণী শরত সুন্দরীর শরণ লওয়া শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করিয়াছেন। যেমন কোন কোন লোক কিসে পরের অপকার করিবে সর্ব্বদা তাহারই সূত্র অন্বেষণ করে, ইহাঁরাও তদ্বিপরীতে কিসে দরিদ্রের দুঃখমোচন বিপন্ন জনের বিপদোদ্ধার ও বিদ্যাবিষয়ে লোকের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন নিরত কাল

সেই চেষ্টা করিয়া থাকেন। ফলতঃ যে ব্যক্তি
যে অভিপ্রায়ে এই কল্পলতিকা দ্বয়ে
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাঁরা সেই সে
কার্য্যে তাহাদিগকে সিদ্ধকাম করিয়াছেন
অতএব আমরা কাতর স্বরে এই অলৌ
সাধারণ, জনগণের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী রমণী
দ্বয়ের নিকট প্রার্থনা করি যে, তাঁহারা স্ব
স্বীয় স্বভাবসুলভ ঔদার্য্য দয়া ও বদান্যতা
গুণে এই বিপন্ন গোবিন্দপুর স্কুলটীকে উপ
স্থিত ঋণরূপ বিপদ্ জাল হইতে মুক্ত করি
এই দীন হীন গোবিন্দপুর গ্রামের সমুদা
লোকের কৃতজ্ঞতার আস্পদ হন।

এস্থলে আমরা বর্দ্ধমানের শ্রীমন্মহারা
মহারাজাধিরাজ সিংহ বাহাদুরের নিকট
দারজিলিংস্থ শ্রীযুক্ত মেং জর্জ্জ...
সাহেবের নিকট আমাদের অন্তরের অকৃ
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া স্থির থাকি
পারিলাম না। ইহাঁরা প্রত্যেকে উপরিউ
স্কুলবাটীর নির্ম্মাণ কল্পে ২০ টাকা করি
সাহায্য করিয়াছেন। উক্ত মহানুভব দ্ব
যেমন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দান করিয়া উপ
উক্ত স্কুল গৃহটীর নির্ম্মাণ পক্ষে বিশে
সহায়তা করিয়াছেন, তেমনি ইহাঁরা
এক্ষণে আর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ
করিয়া বিদ্যালয়টীকে উপস্থিত ঋণভ
হইতে মুক্ত করেন, ইহাই আমাদিগে
একান্ত প্রার্থনা। অবশেষে জনাইপু
নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ বন্দ্যোপা
ধ্যায় ও বারুইপুরস্থ প্রসিদ্ধ জমীদা
বংশীয় শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র কুমার র
চৌধুরী মহোদয় দ্বয়ের গুণ কীর্ত্তন
করিয়া এতৎ প্রস্তাবের উপসংহার করি
পারিলাম না। প্রথমোক্ত বাবু
ব্যবহারার্থ ৫ খানি মানচিত্র ( মূ
অনুমান ৩০ ত্রিশ টাকা ) এবং শেষো
বাবু স্কুল গৃহ সংস্কারার্থ কতকগুলি কপা
ঝুটি ( মূল্য অনুমান ১০ টাকা ) দান করিবে
স্বীকার করিয়াছেন।

১৮৭২ শ্রীকালীকুমার বি...
২৮এ ফেব্রুয়ারি সম্পাদক।
গোবিন্দপুর
সাহায্যকৃত ইং বাং
বিদ্যালয়

২। এবারের লোক সংখ্যাও যে প্রকৃত
রূপে পরিজ্ঞাত হইবে, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ
সন্দেহ আছে। স্থানে স্থানের ঘটনাবলীতে
তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে। প্রজাগ-
ণের মূর্খতা ও সংখ্যাকারির অমনোযোগিতাই
ইহার প্রধান কারণ। কুচন করের ভয়ে অনেকে
নিজ নিজ বাটীর লোক সংখ্যার ন্যূনতা করি
য়াছে। যদি সংখ্যাকারকগণ নিজ নিজ সীমা
র্গত ব্যক্তিদিগকে এই গণনার যথার্থ কারণ
অবগত করাইয়া তাঁহাদিগের করভয় অপন
য়ন করিতেন এবং নির্দ্ধারিত তারিখ
বিশেষ যত্ন সহকারে স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম
সম্পাদন করিতেন, তাহা হইলে গবর্ণমেন্টের
অনর্থক কাগজগুলি টাকা ব্যয়িত হইত না।
সংখ্যাকারকেরা সকল স্থলেই যে এইরূপ
করিয়াছেন, পাঠকবর্গ তাহা মনে করিবেন
না। আমাদিগের এই বাক্যের পোষকতা
করিবার সংখ্যা কার্য্যের বিষয় কিঞ্চিৎ
উল্লেখ করা দোষাবহ হইতেছে না। সংখ্যা
করিয়া গণনা কার্য্য বিশেষ পরিশ্রম সহকারে
সুচারুরূপে নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন করিয়াছেন।
আশা করি, গবর্ণমেন্ট উহাদিগের কার্য্য বিশ
েষ দৃষ্টে অবশ্যই সন্তুষ্ট হইবেন।

। বিগত ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়ার কালে খড়দহ গ্রামের
"বন কাটান" সম্বন্ধে ক্যাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রে
টের যে আজ্ঞা পত্র প্রচারিত হয়, আমরা
বিশেষ সহকারে তাহার পরিণামের অনিষ্ট
করিয়া প্রতিপাদন করিয়া এই সোমপ্র-
কাশ পত্রে প্রতিবাদ করি। আনন্দের বিষয়
এই, সে সময়ে "বন কাটান" রহিত পাকায়
আমাদিগের অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য হইয়া
ছিল। সম্প্রতি তৎসম্বন্ধে উক্ত মাজিষ্ট্রেটের
অকস্মাৎ এক কঠোরাজ্ঞা দর্শন করিয়া
আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি, ২৪ ঘন্টার মধ্যে যে
ব্যক্তি বন কাটাইতে অক্ষম হইবে তাহার ৫০
টাকা অর্থদণ্ড হইবে। এরূপ সামান্য পল্লীতে
এ প্রকার আজ্ঞা শোভা পায় না। এস্থলে
বাসী লোকের সংখ্যা এতাদৃশ পর্য্যাপ্ত
যে, ২৪ ঘণ্টায় সমস্ত গ্রামের
একেবারে পরিষ্কৃত হয়; আর আজ্ঞাটীও
উপযুক্ত সময়ে প্রচারিত হয় নাই। আমরা
বৎসরের মধ্যে একবার চৈত্র বা বৈশাখ
মাসে বন কাটাইলেই যথেষ্ট হইল। নচেৎ
কেবল আড়ম্বর বই আর কি বলিব। বন
কাটাইবার সময় গবর্ণমেন্টের ত এইরূপ
কার্য্যতৎপরতা; কিন্তু অপর দিকে গবর্ণমে
ন্টের নিজের অমনোযোগিতাতেই যে
সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতেছে, তাহা পাঠক
গণ একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। গ্রাম
মধ্যে একটীও পয়ঃপ্রণালী নাই, বাটীর
ব্যবহৃত অপরিষ্কৃত জল ও বৃষ্টির প্রচুর জল
সমস্ত অবিরত বিষময় বাষ্প উদ্গত করিতে
করিতে নিম্ন ভূমিতেই বিশুষ্ক হইয়া যায়।
এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী আসিয়া যদি
গ্রামে বাস করেন, তথাচ অধিবাসিদিগের
কোন ক্রমেই পুরাতন জ্বরের কষ্ট হইতে
নিষ্কৃতি লাভের ক্ষমতা নাই। কেবল খড়দহ
বলিয়া নহে, অনেক গ্রামই এইরূপ যন্ত্রণা
ভোগ করিতেছে।

৩। আমাদিগের সোমপ্রকাশে প্রকটিত
প্রস্তাব ক্রমে "রিভার পুলিস" মধ্যে মধ্যে
খড়দহে যাইয়া নৌকার আরোহীর তদন্ত
করিয়া থাকেন। কিন্তু এখনও আমাদিগের
সম্পূর্ণ অভিপ্রায়ানুরূপ হয় নাই; উঁহারা
তদন্তকাল সন্নিকট করিতে না পারিলে
বিশেষ কার্য্যোদ্ধার হইতেছে না। যদি একা
ন্তই শীঘ্র শীঘ্র আসিতে অক্ষম হন, তাহা
হইলে "আউট পোষ্টের" উপর এই ভারটী
অর্পিত থাকাও কর্ত্তব্য। কিন্তু পুলিসের
কার্য্য দক্ষতায় তাহার নাম করিতেই
ঘৃণা উপস্থিত হয়, তাহাতে ভার দেওয়া
ত দূরের কথা। যাহাহউক গ্রামের পুলিসের
উপর যদি এই কার্য্যভার অর্পিত থাকে,
তাহা হইলে আজ না হউক, সময়ে উপ
কার হইতে পারিবে এরূপ আশা করা যায়।
আর "রিভার পুলিস" যেরূপ মধ্যে মধ্যে
আসিয়া থাকেন, সেইরূপই আসিবেন।
বিশেষ ঘাট মাঝীর দৌরাত্ম্য আর সহ্য
হয় না।"

খড়দহ
১৫ ই ফাল্গুন শ্রীসাঃ-

—:০:—

লেগ অব ইণ্ডিয়া পুনর্ব্বার নবদেশ
বাসিদিগকে মহাসভার কমিটির নিকট সাক্ষ্য
দিবার নিমিত্ত কয়েকজন প্রতিনিধিকে
প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। পো
ষ্ট ও বাঙ্গালির সম্পাদক সমন করেন, উ
পত্রের একান্ত ইচ্ছা। বাবু কৃষ্ণদাস পাল
ন্যায় কৃতকর্ম্মা বুদ্ধিমান লোক গমন করি
দেশের বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা
আমরা ভরসা করি, ভারতবর্ষীয় সভা কে
আবেদনের উপর নির্ভর না করিয়া কে
প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিবেন। কে
ইংরাজকে যোগাড় করিলে কাজ হইবে
ইংলণ্ডের লোকেরা তাঁহাকে বিশেষ উক
বলিয়া তাঁহার কথার উপরে তত বিশ্ব
করিবেন না। যখন মহাসভা কয়েকজ
সভাকে ভারতবর্ষে সাক্ষ্য গ্রহণ করিত
প্রেরণ করিলেন না, তখন আর কি উপ
আছে আমরা তাহা দেখিতেছি না
বোম্বাই হইতে দুই জন প্রতিনিধি গ
করিতেছেন। এ বিষয়ে বোম্বাইবাসি
আমাদিগের অপেক্ষা অধিক তেজস্বি
প্রদর্শন করিলেন। আমরা কি কেবল দূর
ইতেবাক্য ব্যয় করিয়া সন্তুষ্ট থাকিব? আম
ভারতবর্ষীয় সভাকে বলিতেছি, তাঁহার
প্রতিনিধি প্রেরণের কোন উপায় করি
ছেন না বলিয়া লোকে বিরক্ত হইতেছেন
এই কারণে কতগুলি চিন্তাশীল যুবক
দেশে লোকদিগের উপকারার্থ সাধারণ সভ
করিবার মানস করিয়াছেন। ইহাতে প্রক
ন্তরে প্রকাশ করা হইতেছে, ভারতবর্ষী
সভা দেশের সকল আশা চরিতার্থ করিতে
পারেন, তাঁহাদিগের এ ভরসা নাই। কি
একবার যদি এমত সভা স্থাপিত হয়, তাহ
হইলে ভারতবর্ষীয় সভার প্রতিনিধিত্ব গৌর
আর থাকিবে না। তাঁহাদিগের শত্রুরা
প্রকার বলেন, তাহারা যথার্থই জমীদারে
সভা হইবেন। ইহা কাহার দোষে হইবে? স
য়ের প্রয়োজনানুসারে কাজ করিতে না প
রিলেই লোকের ভক্তি কমিয়া যায়। রাজস
কমিটির শীঘ্র কার্য্য রিক্ত হইবে। আর সম
হরণ করা চলে না। অতএব আমরা পুনর্ব্বা
ভারতবর্ষীয় সভাকে অনুরোধ করিতেছি
দেশের লোকের যেপ্রকার মত তদনুসারে
কাজ করুন।

মহাশয়! প্রায় তিন বর্ষ হইল ক্ষেত্‌ পাতে একটী মধ্য শ্রেণীর স্কুল সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রথম বৎসর ৪টী ছাত্র মধ্য শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল এবং তন্মধ্যে একটী ছাত্রবৃত্তিও প্রাপ্ত হইয়াছিল। গত বর্ষ অর্থাৎ ১৮৭১ অব্দে তিনটী মাত্র উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর সাহেবের "ফোর মাইল রুল" অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর বিদ্যালয়ের দুই ক্রোশের মধ্যে কেহ বৃত্তি পাইবেন না, এই নিয়ম দ্বারা এবং এই গ্রামবাসিদিগের বিদ্যা বিষয়ে তাদৃশ অনুরাগ না থাকাতে বিদ্যালয়টীর অত্যন্ত দুরবস্থা ঘটিয়াছে। বিদ্যালয়টীর এই হীনাবস্থার আর যে সকল কারণ ছিল তাহা অপনীত হইয়াছে এবং বিদ্যালয়ের কার্য্য যে সুচারুরূপে চলিতেছে গত বর্ষের পরীক্ষা ফলই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। অতএব এক্ষণে বিদ্যালয়টীর উন্নতিরোধক অন্য কোন কারণ দৃষ্ট হয় না, কেবল গ্রামবাসিরা ইহার উন্নতিপক্ষে একটু যত্নবান হইলেই যথেষ্ট উপকার দর্শে।

উপসংহারকালে আমরা শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর সাহেবের নিকট সানুনয়ে প্রার্থনা করিতেছি, তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক অন্ততঃ কিছুদিনের নিমিত্ত একটী বৃত্তি প্রদান করিয়া বিদ্যালয়টীর উন্নতিসাধন করিয়া দেন।

১১ এ ফেব্রুয়ারি
শ্রীঃ
১৮৭২

—•—

মহাশয়! শ্রীহট্ট জেলার অন্তঃপাতী নবিগঞ্জ স্থানটী পূর্ব্বে একটী বন্দরের মত ছিল; এইস্থানে গবর্ণমেণ্টের প্রসাদে মুন্সেফী কাছারি থানা এবং ইংরেজী বঙ্গবিদ্যালয় সংস্থাপিত আছে। স্রোতস্বতী তটে এসমুদয় সংস্থাপিত আছে, হেমন্তাগমে সেই স্রোতস্বতী মুখ শুষ্ক হইয়া যাওয়ায় নানা স্থানীয় লোকদিগের যাতায়াতের অত্যন্ত ব্যাঘাত ঘটে, বিশেষতঃ বণিকদিগের দ্রব্যাদি আনয়নের অত্যন্ত অসুযোগ হইয়া উঠে। কিন্তু এ অসুবিধা দূরীকরণের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে দায়ী হইতে বলা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে, তবে কি না কর্ত্তৃপক্ষ কর্ণধার থাকিয়া স্থানীয় ভূম্যধিকারিদিগকে এ সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করাইয়া দিলেই এ অসুবিধা দূরীভূত হইতে পারে। এ স্থান দিয়া সহর হইতে ঢাকা প্রভৃতি স্থানে যাইবার একমাত্র সহজ রাস্তা। বোধ করি সকলেই এখন অসুবিধাগুলি বুঝিতে পারিতেছেন।

অপর সম্প্রতি নবিগঞ্জ নামক স্থানে একটী সব রেজিষ্টরি আফিস সংস্থাপিত হইয়াছে, ইহা অত্যন্ত সন্তোষের বিষয়; কিন্তু এই আফিসটী মধ্যস্থলে হইলে সকলের পক্ষেই মঙ্গল হইত। অধুনা অত্র নবিগঞ্জ এলাকার লোকদিগের পূর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ ক্লেশের কারণ হইয়াছে। আমরা সানুনয়ে অনুরোধ করি কর্ত্তৃপক্ষ এ আফিসটীকে নবিগঞ্জ আনিয়া দেউন সকল প্রকারে সকল লোকেরই সুবিধা ঘটিবে।

১২৭৮ ৮ ফাল্গুন } শ্রীঃ—

সবিনয় নিবেদন মিদং—

মহাশয়! আপনার ১৫ ই ফাল্গুনের সোমপ্রকাশে "কস্যচিৎক্রেমঃ প্রেরিত পত্রিকা খানি পাঠ করিয়া দুঃখিত হইলাম। কিন্তু সেই দুঃখ স্থায়িরূপে মদীয় অন্তঃকরণ অধিকার করিয়া থাকিতে পারিল না। কারণ যতদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালা পরীক্ষার সৃষ্টি হইয়াছে, একবারও রীতিমত পরীক্ষার ফল সাধারণের গোচর হয় নাই। মাইনর পরীক্ষায় যদিও ইংরাজির সংস্রব আছে তথাপি উহা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার সহাধ্যায়ী বলিয়া উহার প্রতি কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের এরূপ প্রকার অনাদর দেখা যায়। যত দিন হইতে বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে তত দিন হইতেই পরীক্ষার্থীদিগকে এবম্বিধ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। মধ্যে বার দুয় নিয়মিতরূপে কার্য্য হইয়াছিল। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যাঁহারা বালকদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন তাঁহারা অল্প বয়স্ক তরলমতি বালকদিগকে নিজ নিজ বুদ্ধিমত্তা ও বিদ্যা দেখাইবার জন্য নির্দ্ধারিত পুস্তকাবলী হইতে প্রশ্ন সকল নির্ব্বাচিত না করিয়া অন্যান্য ইংরাজি গ্রন্থ হইতে প্রশ্ন সকল উদ্ধৃত করিয়া দিতেন। বালকদিগের অসুবিধা বা বুদ্ধি বিদ্যার প্রতি লক্ষ্যও করিতেন না। সময়ে সময়ে এমন সকল প্রশ্ন পতিত যাহা কখন ছাত্রগণের শ্রবণ বিবরে প্রবিষ্ট হয় নাই। সময় বিশেষে ইতিহাস বিষয়ের এমন সকল প্রশ্ন দৃষ্ট হইয়াছে, যাহার পরীক্ষা গ্রহণ কালে পরীক্ষকদিগের মতিভ্রম ঘটিয়াছে। এইরূপ পরীক্ষা যে কত হইয়া গিয়াছে তাহা আর অধিক কি বলিব। আমরা ঐ সকল পরীক্ষা সময় কোন কোনটীতে ছাত্ররূপে ও কোন কোনটীতে দর্শকরূপে ছিলাম। একবার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ভূগোলের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত এত প্রশ্ন দেওয়া হইয়াছি[ল] যে, নিয়মিত সময়ের মধ্যে কোন ছাত্র [...] পারেই না, কোন শিক্ষক কোন পরীক্ষ[ক] বা কোন লঘুহস্ত বিচক্ষণ লেখকও লিখি[তে] কখনই সমর্থ হয় না। কোন ছাত্র ঐ প্রশ্নে[র] অধিকাংশ লিখিয়া নিয়মিত সময়ে [...] বাজিলে পরীক্ষা গৃহস্থিত টেবিলের উপ[র] লিখিত কাগজ দিয়া উক্ত গৃহ হইতে বাহি[র] হইয়া পরীক্ষকের অনুসন্ধান করে। পা[ইয়া] তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বিলক্ষণরূ[পে] উচিকণ্ঠ মিঠে মিঠে ভৎর্সনা দ্বারা উঁহা[কে] অবনত মস্তক করায়। তিনি কোন উ[ত্তর] করিতে না পারিয়া শেষে বালককে সান্ত্ব[না] বাক্যে বিদায় করেন।

অনেক পরীক্ষক পরীক্ষার বিষয় জানিয়াও পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকে[ন] তাহার ভুঁর ভুরি নিদর্শন দেখান যা[ইতে] পারে। কিন্তু সহসা কোন ভদ্রলোক (বা যে কোন লোক হউক না কেন) এ[রূপ] বলা ভাল দেখায় না বলিয়া তাঁহাদে[র] নামোল্লেখে ক্ষান্ত রহিলাম। অনেক প[রী]ক্ষক পরীক্ষা করিবার জন্য অপরের দ্ব[ারা] প্রশ্ন লইয়া কার্য্যো[দ্ধার] করিয়া থাকেন তাহার অনেক দৃষ্ট[ান্ত] আমার নিকট আছে। কিন্তু বাহুল্যের অ[া]শঙ্কা করে না।

পরীক্ষা সম্বন্ধে ত এই গেল। এক্ষণে
স্তকাবধারণ বিষয়ে অনেক বক্তব্য আছে।
গুলি যৎকথঞ্চিৎ লিখিতে প্রবৃত্ত
লাম। আমি এমন ইচ্ছা করি যে মধ্যে
ধ্য এই সকল বিষয় লিখিয়া সাধারণের
চর করিব, কিন্তু সমুদ্র-মুগ্ধ ব্যক্তির
শির সংঘাতের ন্যায় উহাতে কোন ফল
র্শিবে না, ইহা ভাবিয়াই ক্ষান্ত হইয়া
কি। সাধারণের এ বিষয়ে একবার তীক্ষ্ন
ষ্টি না হইলে কোনরূপেই এই অসুবিধার
রিহার হইবার সম্ভাবনা নাই।

যাঁহারা শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত
ছেন, তাঁহারা স্বপ্নেও বালকদিগের বুদ্ধি
র প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া স্ব স্ব স্বার্থ
ধনার্থে পরীক্ষার পুস্তকাবধারণে গোলযোগ
পিত করিয়া থাকেন। তাঁহারা নিজ
জ গ্রন্থ সমূহ যাহাতে পরীক্ষার্থ নির্দ্ধা-
ত হয় তৎপক্ষে তীব্র দৃষ্টি দান করিয়া
কেন। সুকুমারমতি বালকদিগের কোমল
মাক্ষেত্রে যে কিরূপে, শিক্ষা বীজ বপন
রিতে হয় তাহা একবারও বিবেচনা করেন
। ইহাপেক্ষা সমাজের ভাবী অমঙ্গলের
বয় ও আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে
রে? বিচক্ষণ পাঠকগণ যদি একবার এবিষয়
লোচনা করিয়া দেখেন, দেখিতে পাই-
ন যে, পরীক্ষার্থে যে সকল পুস্তক অবধা
ত হইয়াছে তাহার অধিকাংশ গ্রন্থই
পুটী ইনস্পেক্টর মহাশয়দিগের দ্বারা
খিত, অন্য গ্রন্থকারের গ্রন্থ তন্মধ্যে
য় দেখিতে পাওয়া যায় না।

যে সকল পুস্তক কঠিন বলিয়া বোধ হয়
ক্ষার্থিদিগের মাথা খাইবার জন্য
তাই সমাদর পূর্ব্বক নির্দ্ধারিত করা হইয়া
কে। কোন বারই প্রায় ১৬।১৭ খানির কম
স্তক নির্দ্দিষ্ট হয় না শিক্ষকেরা উপরিস্থ
ক্ষা সংক্রান্ত কর্ম্মচারিদিগের জ্বালায়
লাতন হইয়াছেন।

রাজসাহী
২৫৭৮
১৬ই ফাল্গুন।

শ্রী কেদারনাথ শর্ম্মা।

## নদীয়ার নদী।

ফুট

সন ১৮৭২ সাল ২৫ এ ফেব্রুয়ারি।

| স্থানের নাম | সর্ব্ব কমতি জল ফুট | ইঞ্চ |
|---|---|---|
| মোহানার | ৪ | ৬ |
| তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে | ৪ | ৬ |
| জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে | ৩ | ৬ |
| বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে | ৩ | |
| কাটোয়া হইতে নদীয়া ২৬ মাইলের মধ্যে | ৪ | |

সন ১৮৭২ সালের ২৬ এ ফেব্রুয়ারি বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের মাপ।

৫ ৪।

বহরমপুর
২৬ ফেব্রুয়ারি
৮৭২ সাল

শ্রীযুক্ত সি. ই. উইল্ম একজি
কিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া
লেকাল রিবার ডিবিজন।

—•—

## মূল্য প্রাপ্তি।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত বাবু যাদবকিশোর আচার্য্য চৌধুরী জমীদার—মুক্তাগাছা | ১০ |
| " শরচ্চন্দ্র ধর—কাঁহাড় | ৫।০ |
| " অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বরিশাল | ১০ |
| মহারাজভাগীরথী মহেন্দ্র বাহাদুর কটক | ১০ |
| " জানকীগিরি গোস্বামী রাইগঞ্জ | ১০ |
| " প্রাণনাথ রায় চৌধুরী জমীদার মহাশয়দিগের নায়েব বাগনান গ্রাম | ১০ |
| " গৌরচন্দ্র রায়—মৌগ্রাম | ১০ |
| " আলীমদ্দিন মোক্তার কার দৌলত খাঁ | ৬ |
| " রাও যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় শ্রীমন্তপুর | ১০ |
| রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় লালগোলা | ১০ |
| ডও, লা রিডিং রুমের সেক্রেটরি | ১০ |

# সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েক
## বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সো
প্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এ
ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা, মফস্বলে মাশুল সমে
অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।
মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা য
না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর
ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হ
তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ ক
বেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না কর
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে ন
মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সো
প্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূ
ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকা
মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্ট
করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার ন
ধয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকান
বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিক
হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশে
পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁ
দিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। স
অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতী
করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ ক
যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আম
শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রে
করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্র
করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ই
করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্র
পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /
দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক ক
বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহ
সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূ
সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোত
শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটী
প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হ

৩৩ নং। ১৮৭১

# সোমপ্রকাশ

১৪ শ ভাগ। ১৬ সংখ্যা।

.. যজস্বতাং প্রজানিন্দিনায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং

সিক মূল্য ১ এক টাকা
গ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
গ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷ টাকা

সন ১২৭৮। ২৯ এ ফাল্গুন। ইং ১৮৭২। ১১ ই মার্চ

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রি...
বার্ষিক ১০) দশ টাকা এব...
ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

গবর্ণমেণ্ট সোমপ্রকাশের মফস্বলস্থ গ্রাহ...দের প্রতি অনুকূল হইয়া অর্দ্ধেক মাসুল ...রিত্যাগ করিয়াছেন, আমরাও এই অর্দ্ধে... হইতে অবশিষ্ট মাসুল গ্রহণ পরিত্যাগ ...রিলাম। এখন অবধি মফস্বলের গ্রাহকগণ ...বল বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১০ ও ষাণ্মাসিক ... টাকা পাঠাইলেই সোমপ্রকাশ পাইবে...ন। তাঁহাদিগের আর মাসুলের নিমিত্ত ...তন্ত্র ব্যয় লাগিবে না। এই নিয়মের সঙ্গে ...সোমপ্রকাশের আর দুটী বিশেষ নিয়ম করা ...হইল। প্রথম, ত্রৈমাসিক মূল্য গৃহীত হইবে ...না। দ্বিতীয়, টিকিট লওয়া যাইবে না। নোট ...মনিঅর্ডর হুণ্ডী বরাত চিটি প্রভৃতি যাঁহার ...যাহাতে সুবিধা হয়, পাঠাইবেন; কিন্তু কেহ ...যেন কি আধ আনা কি এক আনা কোন ...প্রকার টিকিট প্রেরণ না করেন। অক্টোবর ...হইতে মাসুল পরিত্যক্ত হইল। যাঁহারা ...অতঃপর মূল্য প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের ...বিষয়েই এই নিয়ম বর্ত্তিবে; কিন্তু যাঁহারা ...অগ্রে মাসুল প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাদি...গের মাসুল বাদ পড়িবে না। তাঁহারা ...আবার যখন নূতন মূল্য প্রেরণ করিবেন, ...সেই সময়ে আর তাঁহাদিগকে মাসুল দিতে ...হইবে না।

৩১ এ আশ্বিন
১২৭৮ } কার্য্য সম্পাদক

অসংখ্য নূতন শব্দ এবং প্রত্যেক শব্দের সংস্কৃত অর্থ ও প্রমাণ প্রয়োগাদির সহিত সংসঙ্কলিত সুবিস্তৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধানের ৫ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মফস্বলের গ্রাহকগণ প্রতি খণ্ডের মূল্য ৷০ এবং ডাকমাসুল ৵০ সমেত আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা পটুয়াটোলা ৪৮ নং বাটী } শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন।

গুপ্ত যন্ত্রালয়।

২৪ নং মির্জ্জাফর্স লেন প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি।

ছাপার কর্ম্ম উত্তম শীঘ্র এবং সুলভ। আবশ্যকমত মূল্যের ফর্দ্দ ও ছাপার নিয়মাদি দেওয়া যাইবেক।

পুস্তকালয়।

গুপ্ত যন্ত্রের গ্রন্থালয়ে বিবিধ বাঙ্গালা পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ উপস্থিত থাকে। সমুদয় অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। পুস্তকের ও মূল্যের তালিকা আবশ্যক মত দেওয়া যাইবেক।

শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত

বাঙ্গালার ভাবী মঙ্গল নাটক।

বাঙ্গালিদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থার মূলীভূত কারণ, কি উপায়ে উহা দুরীকৃত হইতে পারে এবং হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক নাটকাকারে লিখিত। দিনাজপুর বটতলা গোবিন্দচন্দ্র ঘোষের নিকট, কাল ফাঁ: ১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত ডিপজিটরিতে, মুজাপুর অপার সারকিউলা... রোড নং ৫৮। ৫ গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে... এবং ঢাকা কালেজের অন্যতর শিক্ষক বা... রামমাণিক্য সিংহের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ এক টাকা, ডাকমাসুল ৵০ দুই আনা।

ধাত্রীশিক্ষা প্রথম ও দ্বিতীয়খণ্ড, একত্রে বাঁধা, আমার নিকট প্রাপ্য, মূল্য ৩ টাকা ডাক মাসুল ।৵০ আনা।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
কলিকাতা হিন্দু হষ্টেল।

প্রতি জেলায় জেলায় ও মফঃস্বলে ... উত্তর পশ্চিম প্রদেশের প্রসিদ্ধ স্থান সকলে... এক একজন এজেন্টের আবশ্যক হইয়াছে। তাহারদিগের বেতন মাসে দশ টাকা অ...সারে প্রথমে দেওয়া যাইবেক। আমার নি...কলিকাতা গুপ্ত যন্ত্রে আবেদন করিলে... কার্য্যের নিয়মাদি জানিতে পারিবেন।

শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত

শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় এল. এম, এস, কর্ত্তৃক বেঙ্গাল মেডি-কাল জর্ণ্যাল।

নেটিব ডাক্তার এবং যাঁহারা মেডিকাল কালেজে শিক্ষা লাভ না করিয়া ডাক্তারি ক...চেছেন, তাঁহাদিগের চিকিৎসা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উন্নতি বিধায়ক বেঙ্গাল মেডিকাল জর্ণ্যাল অর্থাৎ " চিকিৎসা দর্পণ " নাম... মাসিক পত্রিকা বিগত বৈশাখ মাস হইতে বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইতেছে। ডি...

কার ৮ পেজি ফর্ম্মার ৪০ পৃষ্ঠা, ডাক
মুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩, যাণ্মা
ক ৩।০ প্রতি সংখ্যা ।/০। চুঁচুড়ার সম্পা
কের নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার
ন্দু হষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপা
ায়ের নিকট প্রাপ্য

২ ৭৮ }
র। অগ্রহায়ণ }

## তন প্রকারের নতন সাপ্তাহিক।

| | |
|---|---|
| াম ... | মধ্যস্থ। |
| ান | কলিকাতা, সিমুলিয়া ২০২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। |
| ক্রীত | সাময়িক ও সংবাদ পত্রের মিশ্রভাবাপন্ন-উক্ত-ধর্ম্মাক্রান্ত। |
| য় | বাঙ্গালা গদ্য পদ্যময় রাজকীয় সামাজিক, ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক সাহিত্য ইত্যাদি। |
| ল উদ্দেশ্য ... | পুরাতনের নিতান্ত ভক্ত ও নূতনে বিরক্ত, এই যে এক দল, আর পুরাতনে নিতান্ত বিরক্ত ও নূতনের ভক্ত, এই যে অপর দল, অর্থাৎ পূর্ব্ব আচার ব্যবহারাদির রক্ষক ও উচ্ছেদক দলের মধ্যে মধ্যস্থতার চেষ্টা করা। |
| াখা উদ্দেশ্য ... | মনোরঞ্জন ও আমোদ উৎপাদনের সঙ্গে নীতি চর্চ্চা। |
| ময় ... | ১২৭৯ সালের প্রথম শনিবার হইতে প্রতি শনিবার প্রকাশ পাবে। |
| া ... | অগ্রিম বার্ষিক ৪ টাকা, ষাণ্মাসিক ২॥০ টাকা, পশ্চাদ্দেয় ॥০ আট আনা। |
| পাদক ... | এরূপ কার্য্যে নূতন নহে, ফলতঃ পূর্ব্ব পরিচিত ও পূর্ব্বানুগৃহীত ব্যক্তি এবং কতিপয় সহৃদয় সাহিত্য মহাশয় পৃষ্ঠবল থাকিবেন। |

াহক মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্ব্বক উক্ত ঠিকানায় ম ইং শিরোনাম দিয়া পত্র পাঠাইবেন।

শ্রীমদ্ভাগবত।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা। প্রতি মাসে ৮০ পৃষ্ঠা পুস্তক। বঙ্গাক্ষরে মূল, টীকা ও অর্থ সহিত প্রকাশ হয়। মূল্য বার্ষিক ৬ টাকা পোষ্টেজ ৸০ আনা।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন
বহরমপুর
খাগড়া

—০—

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম বি কর্তৃক প্রকাশিত বঙ্গভাষায় বিরচিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ মাসুল ।০ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড ১০ মাসুল ।৵। একত্রে দুই খণ্ড লইলে মূল্য ১৮ মাত্র ডাকমাসুল ১৵ আনা। মাতৃশিক্ষা ২ মাসুল ০ আনা। এনাটমি ৪।০ মাসুল ।৵ মাত্র।

কলিকাতা }
লালবাজার } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দুহষ্টেল

চণ্ডালিনী ।০, শিশু মানচিত্রাবলী ।৵১০ কুলীন কামিনী ৵০, সং পুং আলয়ে প্রাপ্য।

ভগবদুপাসনা দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ও কৃতবিদ্য জনগনের মধ্যে যাঁহারা অল্প দিবসের মধ্যে জীবাত্মা ও সূর্য্যমণ্ডলস্থিত বৈরাজ পুরুষের সহিত উঁহাদিগের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা অবগত হইয়া অতীন্দ্রিয় সুখভোগের অধিকারী হইতে অভিলাষী হইবেন, তাঁহারা আমাকে ( পেড ) পত্র লিখিলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন। পরমার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর গ্রন্থে এতদ্বিষয় এবং দেহতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ১ টাকা। মাসুল দুই আনা।

সন ১২৭৮ } শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
কার্ত্তিক } সহর শ্রীরামপুর

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তরনির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তরনির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন, জঙ্কশন ও বে ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজকরা পাইপ টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা }
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট। } বরন এণ্ড কো

প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক।

মূল সংস্কৃত দৃষ্টে নাটকাকারে বাঙ্গলায় রচিত। হাসতায় আমার ডিসপেন্সারিতে আমার নিকট এবং কলিকাতা কসাইটোলা এমামবাড়ী লেন নং ৬৭ জি, পি, রায় কোং মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

মূল্য ১ এক টাকা ডাকে পাঠাইলে মাসুল ৵০।

শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

—০—

১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গায় বাঁড়ুয়ে ব্রাদর কোম্পানির ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে।

| প্রণীত | মূল্য | |
|---|---|---|
| গ্রীসইতিহাস | ১ | টাকা। |
| ভূবণসার ব্যাকরণ | ।০ | আনা |
| নীতিসার ( ১ ম ভাগ ) | ৵০ | ঐ |
| নীতিসার ( ২ য় ভাগ ) | ৵০ | ঐ |
| প্রচারিত। | | |
| মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ | ৸০ | আনা। |

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

### বিক্রয় হইবে

কোচ, জলদা পাথুরিয়া কয়লা ... র্ক ক্রম নহে। দর মেৎ করা ... আমা ব। টাকশালে দরখাস্ত করিলে পাওয়া ইবেক

এইচ, হাইড, কর্ণেল, আর. ই,
মাষ্টার অব্ দি মিণ্ট

চিকিৎসাঙ্কুরপ্রথমভাগ।

কবিরাজ, কম্পাউণ্ডার ও অন্যান্য সর্ব্ব-সাধারণের বোধোপযোগী ডাক্তারি চিকিৎসা হ। মূল্য ৵৹ আনা। ঢাকা শাঁকারি বাজার নেপেক্টরিতে আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীকৃষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, আমার তে বাটীর মৌরসী পাট্টা একজন আমী কে দেখাইবার প্রয়োজন হওয়াতে আমি ক্ষৌরী করিতে যাই সেই সময়ে লইয়া যাই। পাট্টা দেখান হইলে ফিরিয়া লইয়া আরো । ৭ স্থানে ক্ষৌরী করিতে যাই। ক্ষুর ভাঁড়ের ভিতরে পাট্টা রাখিয়াছিলাম। বাড়ীতে আসিয়া ক্ষুর ভাঁড় রাখিয়াদিলাম। কন্তু পাট্টার কথা মনে হইল না। পর দিন হঠাৎ মনে হওয়াতে খুঁজিয়া দেখি ক্ষুর ভাঁড়ের ভিতরে পাট্টা নাই। যে যে স্থানে পূর্ব্ব দিন ক্ষৌরী করিতে গিয়াছিলাম, সে সমুদায় স্থানে অনুসন্ধান করিলাম, পাইলাম না। ১৫ দিন হইল, আমার পাট্টা হারাই য়াছে। যদি কেহ পাইয়া থাকেন, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে দিলে আমি তাঁহার চির কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিব।

| | |
|---|---|
| ১২৭৮ সাল | শ্রীনবীনচাঁদ পরামাণিক |
| ১৮ ফাল্গুন | চাঁপাডিপোতা। |

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, সন সালের ২১এ মার্চ্চ তারিখে বৃহস্পতিবার বেলা ১ ঘন্টার সময় মোকাম কলিকাতার রাইটর্স বিলডিং নামক বাটীতে ২৪ পরগণা ডিবিজনের একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র সাহে বর আফিসে রূপনারায়ণ ও দামোদর নদের মধ্যবর্ত্তী বাক্সী ও গাইঘাটি নামক খালের সন ১৮৭২ সালের ১ লা এপ্রেল অবধি সন ১৮৭৩ সালের ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের নিমিত্ত মাশুল আদায়ের ইজারা প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা যাইবে।

প্রত্যেক নীলাম ডাকনিয়া ব্যক্তিকে নীলাম আরম্ভের পূর্ব্বে ১০০ শত টাকা আমানত করিতে হইবে এবং যাহাদিগের ডাক অগ্রাহ্য হইবে, তাঁহাদিগের আমানতি টাকা ফেরত দেওয়া যাইবে এবং উক্ত পদের নীলাম ডাকনিয়া ব্যক্তির আমানতি টাকা ইজারার ডাকের সিকি পরিমাণের জামিনী টাকা আদায় দিলে ফেরত দেওয়া যাইবে।

এই নুটিস দ্বারা পূর্ব্বলিখিত রাণীগঞ্জ দোকানে নীলাম করা রহিত হইল।

উপরি উক্ত বিষয়ের অন্যান্য সংবাদ নিম্ন স্বাক্ষরিত সাহেবের সমীপে প্রাপ্ত হইবে।

এ, জে, হিউজ সি. ই,
একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র
সিলাই ডিবিজন।
রাণীগঞ্জ।

## সোমপ্রকাশ।

১৯ এ ফাল্গুন সোমবার।

যাজপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ক বাবু অম্বিকাচরণ রায় চৌধুরী যে একখানি পত্র লিখিয়াছেন, তাহা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল, পাঠকগণ দর্শন করিবেন।

—:০:—

### সিমলায় যাইবার ব্যয় কাহার দেওয়া কর্ত্তব্য।

আজিও ভালরূপে দক্ষিণ বাতাস বয় নাই, শুনিতে পাই, ইহার মধ্যে প্রধান রাজপুরুষেরা সিমলায় যাইবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছেন। যেখানে যাঁহাদিগের বিশেষ আমোদ ও অর্থ লাভ আছে, তাঁহাদিগের মন তথায় অগ্রেই উপনীত হইয়াছে। তাঁহাদিগের আর কলিকাতা ভাল লাগিতেছে না। কতক্ষণে যাত্রা করিবেন, তাই ভাবিতেছেন। সিমলায় যাইবার প্রয়োজন কি? সেখানে কি কোন রাজ কার্য্যের অনুরোধ আছে? সে কার্য্য সিমলায় না গেলে কি সম্পন্ন হয় না? এত দিন গবর্ণর জেনরলেরা সিমলায় যাইতেন না, সে কাজ কি হইত না? তাহার কি নূতন সৃষ্টি হইয়াছে? সিমলার সহিত কি তাহার সম্পাদ্য সম্পাদকতা সম্বন্ধ আছে? এ সম্বন্ধ আছে কিরূপেই বা বলি। অন্য সময়ে তাঁহারা কলিকাতায় বসিয়া সে কাজ কিরূপে সম্পন্ন করেন? অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে, রাজ কার্য্যের অনুরোধে তাঁহাদিগের সেখানে যাওয়া নয়। তবে কি কারণে তাঁহারা সিমলায় যান? কলিকাতা গ্রীষ্মপ্রধান স্থান। গ্রীষ্মকালে ইহা অতিশয় উষ্ণ হইয়া উঠে। তৎকালে তাঁহাদিগের এ স্থান সহ্য হয় না। এই নিমিত্ত তাঁহারা গ্রীষ্মকালে সিমলায় যান। তাহা হইলে এই সিদ্ধান্ত করিতে হইল, শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দ সাধন তাঁহাদিগের সিমলা গমনের উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য সাধন ব্যয় কাহার দেওয়া কর্ত্তব্য? উপরে সিদ্ধান্ত হইয়াছে, প্রধান রাজপুরুষেরা সাধারণের কাজের নিমিত্ত সিমলায় যান না। অতএব সাধারণ ধনাগার হইতে তাঁহাদিগের এ ব্যয় দেওয়া বিধেয় হয় না। তাঁহাদিগের নিজের নিজের ব্যয় করাই উচিত। যদি রাজকোষ হইতে সিমলা গমন ব্যয় দেওয়া না হয়, গ্রীষ্মকালে যদি কলিকাতায় থাকিতে হয়, কোন প্রধান ব্যক্তি গবর্ণর জেনরল হইয়া এদেশে আসিবেন না, এ আপত্তি আকিঞ্চিৎকর। যিনি যুদ্ধক্লেশ সহ্য করিতে না পারেন, এমন ব্যক্তিকে কে প্রধান সেনাপতি পদে নিয়োজিত করেন? যিনি কলিকাতায় বাস স্বীকার করিবেন, তাঁহাকেই গবর্ণর জেনরল পদ দেওয়া উচিত। যদি কেহ গবর্ণর জেনরল হইয়া এদেশে আসিতে না চান, তাহাতেও হানি নাই। এখন সকল বিষয়ের যে প্রকার সুবিধা হইয়াছে, তাহা

ইচ্ছ সেক্রেটারি প্রদেশীয় গবর্ণরদিগকে
হিয়া অনায়াসে কার্য্য সম্পাদন করিতে
ারেন। এ ব্যবস্থা ভারতবর্ষের শ্রেয়স্কা
ণী সন্দেহ নাই। তাহা হইলে অনেক
কা বাঁচিয়া যায়। এই অনর্থক ব্যয়,
তদর্থ প্রজাদিগকে করযাতনা দেওয়া
রতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের প্রতি প্রজা
রাগের অন্যতর কারণ হইয়াছে। অত
ব আমরা লার্ড নেপিয়রকে সাবধান
রিয়া দিতেছি, তিনি যেন কর্ম্মচারি
দগের বাক্যে বিমোহিত হইয়া সিমলা
মন করিয়া প্রজাবিরাগভাজন না
ন। এদেশীয়দিগের বাক্যে কর্ণপাত
করা প্রধান রাজপুরুষদিগের একটী
াগ হইয়াছে। আমরা লার্ড নেপিয়রের
প্রকার গুণানুবাদ শুনিয়াছি, তিনি
এই রোগে যাইবেন, আমরা এ সম্ভা-
না করি না।

—০—

ভারতবর্ষের অর্থকৃচ্ছ্র বিষয়ে বিচার।

জেমস গেডিস সাহেব এই নাম দিয়া
ংরাজীতে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করি
ছেন। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট সহস্র
ষ্টা করিতেছেন, যে যে উপায়ে রাজ্যের
য় বৃদ্ধি করা যায়, প্রায় সে সমুদায়ই
বলম্বিত হইয়াছে, প্রজাবর্গ করভারে
কান্ত অধীর হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি
জপুরুষগণ নূতন নূতন কর স্থাপন দ্বারা
জস্বের উৎকর্ষ সাধন চেষ্টা পাইতে-
ন, কিন্তু কিছুতেই অভীষ্টসিদ্ধি হই
ছে না, সান্নিপাতিকের তৃষ্ণার ন্যায়
বর্ণমেন্টের অর্থতৃষ্ণা কিছুতেই ঘুচি-
ছে না। গেডিস সাহেব ভূমিকামধ্যে
রতবর্ষের রাজস্বের এইরূপ দুরবস্থার
সকল কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,
গুলি অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিলে
াহার রাজনীতিজ্ঞতার সবিশেষ পরি-
পাওয়া যায়, এবং সেগুলিও সমধিক
ক্তি ও ন্যায়সঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান

হয়। ভারতবর্ষ হইতে যত রাজস্ব আদায় হয়, তদ্দ্বারা ইহার শাসন কার্য্যের ব্যয় কুলাইয়া উঠে না। ইহার আয় অপেক্ষা শাসন কার্য্যের ব্যয় অধিক। এটী এই অর্থ কৃচ্ছ্রের অন্যতর কারণ। পাঠকগণ এরূপ বুঝিবেন না যে, ভারতবর্ষের আয় এত অল্প যে, তদ্দ্বারা ইহার শাসন কার্য্যের সমুদায় ব্যয় সম্পন্ন হইয়া উঠে না; সুতরাং দুরবস্থা ঘুচে না। ভারতবর্ষের আয় সামান্য নহে, তাহাতে ইহার সমুদায় ব্যয় কুলাইয়া উদ্বৃত্ত হইতে পারে, তবে তাহা হয় না তাহার প্রধান কারণ গবর্ণমেণ্টের অপরিমিত ব্যয়শীলতা। শাসন কার্য্যে যত ব্যয় হয়, তন্মধ্যে অনেক অনাবশ্যক ব্যয় আছে, ১০ টাকার স্থলে ১০০০ টাকা ব্যয় হয়, এরূপ সহস্র সহস্র অপরিমিত ব্যয় আছে, এই কারণে হাজার আয় হইলেও ব্যয় কুলাইয়া উঠিতেছে না। সুতরাং কর্জ্জ করিতে হয়। বরাবরই প্রায় এইরূপ হইয়া আসিতেছে। এক বৎসরের রাজস্বে কখন সে বৎসরের সমুদায় ব্যয় নির্ব্বাহিত হয় নাই। যে টাকা অকুলান পড়ে, কর্জ্জ করিয়া তাহার পূরণ করা হয়। এই ঋণের টাকা হইতে অথবা পূর্ব্বকার ঋণের অব্যয়িত টাকা হইতে কিম্বা পর বৎসরের রাজস্ব হইতে পূর্ব্বকার ঋণের সুদ দেওয়া হইয়া থাকে। সুতরাং আগামী বৎসরে আবার অর্থের অনটন হয়, ক্রমে ঋণ বৃদ্ধি হইতে থাকে, অর্থের স্বচ্ছলতা হয় না।

এই পুস্তকখানিতে কলিকাতা ও লণ্ডনের ব্লু বুক হইতে যে দুটী আয় ব্যয় উদ্বৃত্ত অকুলান ও ঋণ প্রভৃতির তালিকা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ১৮৩৯-৪০ অব্দ অবধি ১৮৬৮-৬৯ অব্দ পর্য্যন্ত এই ২৯ বৎসরের প্রায় সকল বৎসরেই অকুলান দৃষ্ট হয়। তবে ইহার মধ্যে কোন কোন বৎসরে কিছু কিছু উদ্বৃত্ত দৃষ্ট হয় বটে; কিন্তু সেই উদ্বৃত্তের

স্বরূপ দর্শন করিলে প্রতীয়মান
বাস্তবিক উদ্বৃত্ত নহে। সে উদ্বৃত্ত দ
নের কারণ এই, তত্তৎ বর্ষে ভারতবর্ষী
রাজস্ব কর্ম্মচারীরা কোন প্রকার স্থ
ব্যয় দান করেন নাই অথবা পূর্ব্বক
ঋণের যে টাকা ব্যয় হয় নাই তাহা এ
পূর্ব্বে ঋণ করিয়া জাহাজ প্রভৃতি
সকল দ্রব্য ক্রয় করা হইয়াছিল, তা
বিক্রয় করিয়া যে টাকা সংগৃহীত হই
ছিল, সে সমুদায় টাকা সেই সেই বর্
আয় বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহাতে
উদ্বৃত্ত দর্শন হয়। কোন কোন স্থলে প
বৎসরের রাজস্ব বর্ত্তমান বর্ষের আ
মধ্যে গণনা করিয়া উদ্বৃত্ত প্রদর্শন ক
হয়, কিন্তু পর বৎসরে আবার সেই প
মাণে অকুলান পড়ে; সুতরাং উহা অর্থ
নয়, হিসাবগত উদ্বৃত্ত মাত্র। ঋণ কর
কোন দ্রব্য ক্রয় করিয়া তাহা বিক্র
করিলে যে টাকা হয়, তাহা কি আয় ম
গণনা করা যাইতে পারে? কিন্তু আ
দিগের রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারীরা উ
প্রকৃত আয় মধ্যে গণনা করিয়া উদ্বৃ
প্রদর্শন করেন। এদিগে ত এইরূপ গে
আবার উপরে যে দুটী তালিকার উল্
করা গিয়াছে, উহার হিসাবগত বৈলক্ষ
দর্শন করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হ
একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে, পা
গণ দেখিবেন, রাজস্ব কর্ম্মচারীরা কিরূ
পরিষ্কার হিসাব রাখেন। কলিকাত
ব্লু বুকে লিখিত হইয়াছে, ১৮৫৯-৬০ অ
১০৭৬৯৮৬১০ টাকা অকুলান হয়, কি
লণ্ডনের ব্লু বুকে ১২১৫৫৮৯৮০ টাকা অ
লানের বিষয় লেখা আছে। কলিকাত
ব্লু বুকে আছে, ১৮৬৩-৬৪ অব্দে ৭৮৩
৭০ টাকা উদ্বৃত্ত হয়, কিন্তু লণ্ডনে
ব্লু বুকে ৩৬৮৯৭৪০ টাকা অকুলানে
বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। হিসাবের
বৈলক্ষণ্যের কারণ কি? রাজস্ব সংক্রা
কর্ম্মচারীরা রাজস্বের হিসাবগুলি কে

গোলযোগপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, এত
দ্বারাই তাহার বিলক্ষণ পরিচয় হইবে।
সাহেবের এই প্রকার গোলযোগ দেখিয়া
অনেকে ভারতবর্ষের অর্থের অনুমান
বিষয়ে সন্দেহ করেন।

গোডন সাহেব যথার্থই লিখিয়াছেন,
ভারতবর্ষের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টকে যেরূপ
শীল বলিয়া সচরাচর বিবেচনা করা যায়,
বাস্তবিক সেরূপ নহেন। অপরিমিত ব্যয়
শীলতাই ইঁহার প্রধান দোষ। গবর্ণমেণ্ট
যেরূপ ব্যয় করেন, ভারতবর্ষ সে ব্যয় দানে
সমর্থ নয়। অধিকতর দুঃখের বিষয়, এই
অতিরিক্ত ব্যয়শীলতা দোষের হ্রাস না
হইয়া ক্রমে উহার বৃদ্ধিই হইতেছে।
ইংরাজদিগের সামাজিক উন্নতির সহিত
তুলনায় ভারতবর্ষীয়দিগের সামা
জিক উন্নতির বহু বৈলক্ষণ্য আছে। এই
কারণে ইংরাজদিগের বহু ব্যয়শীল শাসন
প্রণালী ইহাদিগের সুখের না হইয়া অসু
খেরই হইতেছে। এখানকার লোকে
যাহাৎসহজে ইনকম টাক্স প্রভৃতি দানে
এত কষ্ট বোধ করেন, ইহাদিগের সামা
জিক উন্নতির অসম্পূর্ণতাই তাহার কারণ।
আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট ভাবেন, যে বিষয়
ইংলণ্ডে সকলের সন্তোষকর হয়, ভারত
বর্ষেও তাহা সাধারণের প্রীতিকর না
হইবে কেন? এটী তাঁহাদিগের ভ্রম।
এই ভ্রম বশতঃ অনেক অনিষ্ট ঘটিতেছে।
গোডন সাহেব আর এক স্থলে যাহা
লিখিয়াছেন, সেটী বুদ্ধিমান ও বিবেচক
ব্যক্তি মাত্রেরই অনুমোদিত বাক্য, আম
রাও বরাবর তাহা বলিয়া আসিতেছি।
উনি লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষে ইংরাজ
দিগের প্রভুশক্তি কেবল ভারতবর্ষীয়
দিগের পরস্পরের অনৈক্যের উপরে
নির্ভর করিতেছে।

ভারতবর্ষের এই দুরবস্থার নিবার
ণার্থ গোডন সাহেব যে উপায় অবলম্ব
নের প্রস্তাব করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয়েরা
তাহারই প্রার্থনা করেন, এবং তদনুসারে
র সম্ভাবনা। তিনি
ন, কেবল পার্লি মেণ্টের
কমিটি দ্বারা কাজ হইবে না। বিশেষ
কমিশন নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া
অনুসন্ধান করুন। এ কাল পর্য্যন্ত রাজস্ব
বিষয়ে যত গোলযোগ হইয়া গিয়াছে,
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার অনুসন্ধান করিয়া
ভবিষ্যতে যাহাতে সুব্যবস্থা হইতে
পারে, আর কোন গোলযোগ না হয়,
তাহার উপায় বিধান করুন। আমরা
সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রস্তাবের অনুমোদন
করিলাম। আমাদিগের মত এই, ঐ কমি
শন কেবল রাজস্ব দোষের নয়, সার্ব্বত্রীয়
দোষের অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতী
কার চেষ্টা করেন।

## বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুশীলন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় সভা যাহাতে পদার্থ বিদ্যার সমধিক অনুশীলন হয় তদ্বিষয়ে অধিকতর যত্নবতী হইয়াছেন। কেবল প্রধান প্রধান কালেজে নয়, জেলা বিদ্যালয় এবং যে যে স্কুলে প্রবেশিকা পরীক্ষা পুস্তক পর্য্যন্ত পঠিত হয় সে স্থানেও পদার্থ বিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইবে। এই কার্য্যানুষ্ঠান নিবন্ধন বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় সভা আমাদিগের যথার্থ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইলেন। মেডিকাল কালেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিঙ কালেজ ভিন্ন আর কোন বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের গন্ধ মাত্র নাই। চিন্তাশীল লোক মাত্রেই এ নিমিত্ত আক্ষেপ করিয়া থাকেন। প্রথমে যখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তখন পদার্থ বিদ্যা শিক্ষা দিবার নিয়ম হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হইলে উদ্ভিদতত্ত্ব প্রাণিবৃত্তান্ত প্রভৃতি শিক্ষা করিতে হইত। কালেজ সমূহে রসায়ন প্রভৃতির উপদেশ দেওয়া হইত। কিন্তু এক্ষণে
বন্ধ হইয়াছে। মিশনরি
এই অনিষ্টের মূল। বিজ্ঞানের শিক্ষাদা
অনেক ব্যয় আছে। অল্প বেতনে শিক্ষ
পাওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সক
ক্রয় করিতেও অনেক ব্যয় পড়ে। যু
বিজ্ঞান শাস্ত্রের কথা দূরে থাকুক, য
কেবল উহার শাখাগুলির শিক্ষা দিব
নিয়ম ছিল, তখন ফ্রি চর্চ প্রভৃতি বিদ্যাল
হইতে অত্যল্প মাত্র ছাত্র বহির্গত
তেন। ডাক্তার ডফের একান্ত চেষ্টা
গবর্ণমেণ্টের কালেজ সমুহ উঠিয়া বি
শিক্ষার ভার মিশনরিদিগের হ
পতিত হয়। সুতরাং যাহাতে গবর্ণ
ণ্টের বিদ্যালয় হইতে অধিকসংখ্য ছা
উত্তীর্ণ হইতে না পারে, তদ্বিষয়ে ত
যত্নবান হন। সেই কারণে যে
সাহিত্য ইতিহাস ও অঙ্কের পরিম
কমিয়াছে, তেমনি বিজ্ঞানের অনুশী
নের লোপ হইয়াছে। মিশনরিরা বুঝি
না পারুন, গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে বুঝি
পারিয়াছেন, মিশনরি বিদ্যালয় হইতে
বিস্তর উপকার হইয়াছে ও হইতেছে
সত্য, কিন্তু ঐ সকল বিদ্যালয় গব
মেণ্ট বিদ্যালয়ের তুল্য নহে। সক
ধারণে উন্নতির যে আশা করেন, মি
নরি বিদ্যালয় হইতে তাহা চরিতার্থ হ
বার সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক, পদ
বিদ্যার অনুশীলন বন্ধ করা যে নিত
ভ্রম হইয়াছিল, এক্ষণে সর্ব্বসাধারণে
গবর্ণমেণ্ট একবাক্যে তাহা স্বীকার ক
তেছেন। আমাদিগের কৃতবিদ্য
বিজ্ঞান বিষয়ে বড় পটু নহেন। বিজ্ঞ
নের প্রতি তাঁহাদিগের অনুরাগ এ
অল্প যে, দুই বৎসরাবধি ডাক্ত
মহেন্দ্রলাল সরকার একটী বিজ্ঞা
সভার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছে
আজিও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন ন
বিজ্ঞানের অনুশীলন ভিন্ন প্রকৃত উন্ন
হয় না।

এক্ষণে এতদ্দেশীয় যুবকগণের প্রতি মাদিগের বক্তব্য এই, কেবল গৃহে সিয়া পুস্তকপাঠ ও গৃহপার্শ্বস্থিত দ্যানে পরীক্ষা করিলেই বিজ্ঞানের নুশীলন হয় না। বিজ্ঞানের উন্নতি রিতে হইলে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে য়, পর্ব্বতে আরোহণ ও সমুদ্র পারে গমন প্রভৃতি দুঃসাহসিক কার্য্য ও নানা ক্লেশ ীকার করিতে হয়। আলস্য পরিত্যাগ রিয়া তাঁহাদিগকে এই সকল কার্য্য রিতে হইবে। ইউরোপের অধিকাংশ আল্‌প্‌স প্রভৃতি দুরারোহ পর্ব্বত রোহণ করিয়া নিজে পরীক্ষা করিয়া জ্ঞান শিক্ষা করেন। আমাদিগের ভার তভূমি স্বর্ণগর্ভা। যাহার অনুসন্ধান কর াহাই পাওয়া যায়। কেবল চেষ্টার পেক্ষা মাত্র। এ সকল কার্য্য করিতে ইলে সাহস ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন। দেশে ব্যায়ামের অনুশীলন আরম্ভ হই- াছে। ক্রমে ইহার উন্নতি হইবে সন্দেহ াই। অশ্বারোহণ সন্তরণ, নৌচালন মৃগয়াদি পুরুষত্বের প্রধান লক্ষণ। সকল ক্রীড়াতে সাহস ও বলের প্রয়ো ন, স্বদেশীয়গণ তাহা শিক্ষা করুন। হা হইলে বিদেশীয়েরা আর আমাদি কে ভীরুস্বভাব বলিয়া বিদ্রূপ করিতে ারিবেন না। বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত াহস ও শারীরিক বলের যে নিকট ম্বন্ধ আছে, এটী বুঝিয়া সকলে কাজ রেন ইহাই আমাদিগের প্রার্থনীয়।

"সম্মান" ও ইংলিশমান।

ইংলিশমান একটী আশ্চর্য্য মতের দ্ভাবন করিয়াছেন। পাঠকবর্গের স্মরণ াছে, উক্ত পত্র ইংরাজ অপরাধির মফ ল বিচার হয়, পূর্ব্বে এই মত প্রকাশ করি ছিলেন; কিন্তু লার্ড মেয়োর মৃত্যু অবধি ই মতের পরিবর্ত্ত হইয়াছে। সম্পাদক ক্ষণে বলিতেছেন, ইংরাজ ও ... বাঁর উভয়ের স্বত্বের প্রভেদ না করিলে জেতৃ জাতির "সম্মান" থাকে না। এই সম্মান রক্ষা করা অতিশয় কর্ত্তব্য। ইহার উপরে সাম্রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে। তবে যে সকল ইংরাজ একবার অপরাধ করিয়া দণ্ড পাইবেন, তাঁহাদিগকে আর এ স্বত্ব দেওয়া হইবে না। অর্থাৎ তখন মফস্বলে তাঁহাদিগের বিচার হইবে। এই "সম্মান" বহু অনর্থের মূল হইয়াছে। পৃথক আদালতে বিচার হইলে কি এই সম্মান অব্যাহত থাকিবে? প্রধানতম বিচারালয়ের জুরিরা ইউরোপীয় অপরাধিদিগকে, বিশেষতঃ এতদ্দেশীয়দিগকে যাহারা বধ করে, তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেন। ইহাতে লোকে কি বলেন, ইংলিশমান কি তাহা জানেন? তাঁহারা বলেন, আইন ও দণ্ডাদি কেবল ভারতবর্ষীয়দিগের নিমিত্তই হইয়াছে। ইংরাজেরা দোষ করিলে যাহাতে তাঁহাদিগের দণ্ড না হয়, তাঁহাদিগের স্বদেশীয় জুররদিগের একান্ত সেই চেষ্টা। ইংরাজেরা পক্ষপাতী ও মিথ্যাবাদী লোকের এই সংস্কার হইলে কি "সম্মান" বৃদ্ধি হয়? পূর্ব্বতন বাদশাহদিগের সময়ে মুসলমান অপরাধিদিগের বড় দণ্ড হইত না। আলমগিরের সময়ে মুসলমান ও হিন্দুতে সম্পত্তি লইয়া বিবাদ হইলে মুসলমানেরই অনুকূলে ডিক্রী হইত। ইহাতে কি মুসলমানের সম্মান বৃদ্ধি হইয়াছিল? আমরা জানি, যদি লোকে মন্দ বলিলেন, তাহা হইলেই সম্মান গেল; কিন্তু ইংলিশমানের মতে ভারতবর্ষীয়েরা যাহা বলুন না কেন, তাহাতে সম্মান যায় না, কেবল এক বিচারালয়ে উভয় জাতির বিচার হইলেই সম্মান হানি হয়!! এতদপেক্ষা তামাসার মত আর কি আছে? লোকে ইংরাজদিগকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিবে, এক্ষণে আর সে সময় নাই; লোকে জানেন, ইংরাজদিগের মধ্যে ছোট লোক আছে। তাহা দের মধ্যে মিথ্যাবাদী, জালকারী ও চোরের সংখ্যাও কম নহে। তাহারা অন্য অন্য মানুষের ন্যায় দোষগ্রস্ত একবার দোষ করিয়া দণ্ড পাইলে পুনর সে যদি দোষ করে, মফস্বলে তাহা বিচার হইবে, অনেক চিন্তা করিয়া এ কৌশলের উদ্ভাবন করা হইয়াছে। দে ক্রমাগের ভার প্রধানতম বিচারালয়ে হস্তে আছে। তথায় যেরূপ দোষ প্রম হইবে তাহা সকলেই বুঝিতে পারি ছেন। মুখে যেরূপ বলা হউক, ইংরা অপরাধিদিগের দণ্ড না হয়, ইংলিশ নের এইটী মনোগত। যাহা হউক, "সম্মানের" নিমিত্ত তিনি এত ব্য ইহাতে সে সম্মান থাকিবে না; তি যাহাকে "সম্মান" বলিয়া নির্দ্দেশ করে লোকে তাহাকে "অখ্যাতি" বলি থাকেন। ঈশ্বর করুন, এই জ্ঞানটী যে অচিরাৎ তাঁহার হৃদয়ে প্রারূঢ় হয়।

প্রাচীনকালের আর্য্যজাতীয়েরা
হীনবীর্য্য ছিলেন না।

আমরা গতবারে প্রতিপন্ন করিয়াছি আর্য্য জাতীয় পুরুষদিগের বাল্য বিবা ছিল না। দেহ পুষ্ট ইন্দ্রিয় সবল ও বু পরিপক্ব না হইলে তাঁহারা বিবাহ কি তেন না। এ বিবাহে যে সন্তান জন্মা তাহার হীনবীর্য্য ও ক্ষীণায়ু হইবা সম্ভাবনা নয়। আমরা পূর্ব্বকার লো দিগের দীর্ঘ আকৃতি দীর্ঘজীবিতা অপরিমিতবলশালিতার যে সংবা শুনিতে পাই, তাহা অত্যুক্তি দোষে দূষিত হউক, কিন্তু অমূলক নহে। উহা অনেকগুলি কারণ ছিল। প্রথম, পিতার ঔরসে জন্ম। দ্বিতীয়, বাল্যকা অবধি শ্রমের অভ্যাস। তৃতীয়, শ্রমে সুব্যবস্থা। চতুর্থ, পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন পঞ্চম, ইন্দ্রিয় সংযম। ষষ্ঠ, জাতি

কার্য্য বিভাগ। সপ্তম, সত্ত্ব, সন্তোষ।

প্রথম। যে ব্যক্তির এরূপ ইচ্ছা আছে যে বৃক্ষটী সতেজ দীর্ঘকালস্থায়ী ও বহু ফলদায়ী হউক, সে কখন চারা গাছের বীজ বপন করে না। এ নিয়মে বালকের ঔরসজাতের দীর্ঘ জীবন সম্ভাবিত নহে। বঙ্গদেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত। বালককালে বিবাহ ও সন্তান জন্মে। সুতরাং সে সন্তান বলিষ্ঠ ও দীর্ঘায়ু হয় না। প্রাচীনকালে আর্য্য জাতির অধিক বয়সে বিবাহ ও সন্তান জন্মিত। সুতরাং সন্তান বীর্য্যবান্ ও দীর্ঘজীবী হইত।

দ্বিতীয়। প্রাচীনকালের আর্য্যদিগের আলস্য ছিল না। পঞ্চম বর্ষে বিদ্যারম্ভ (১) তাহার পর বেদাধ্যয়ন তাহার পর গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া গৃহস্থ কর্ত্তব্য সম্পাদন, এই সকল কার্য্যে প্রাচীন আর্য্যেরা সদা ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহারা ক্ষণকাল অলস হইয়া কালক্ষেপ করিতেন না। আলস্য শরীর নাশের প্রধান কারণ। ভগবান্ মনু কহিয়াছেন, বেদের অনভ্যাস স্বীয় আচার পরিত্যাগ আলস্য ও অন্নদোষ হেতুক মৃত্যু ব্রাহ্মণদিগকে হনন করিতে ইচ্ছা করে (২)।

তৃতীয়। এ দেশ উষ্ণপ্রধান। এখানে একাদিক্রমে দীর্ঘ কাল শ্রম সহ্য হয় না। বেলা ১০ টার সময়ে আরম্ভ করিয়া ৫ টা পর্য্যন্ত শ্রম করিবার যে রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা ইংরাজী রীতি, এদেশের রীতি নয়। এই রীতির অনুসারে যে সকল ব্যক্তি শ্রম করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের শরীর ক্রমশঃ হীনবীর্য্য হইয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে এ নিয়ম ছিল না। প্রাচীনকালের আর্য্যেরা অরুণোদয়কালে (৩) শয্যা ত্যাগ করিতেন। তাহার পর অবধি ধর্ম্মকার্য্য ও সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, মধ্যাহ্নকালে (৪) ভোজন ও বিশ্রাম করিতেন। দীর্ঘ বিশ্রামের পর পুনরায় শ্রমসাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। তাহাতে শরীর সবল ও উৎসাহসম্পন্ন থাকিত।

চতুর্থ। শাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন যাহাতে আয়ু বল আরোগ্য ও আনন্দ বৃদ্ধি হয়, তাদৃশ স্নিগ্ধ রস্য আহার সাত্ত্বিকপ্রিয় (৫) মাংসে পুষ্টিকর পদার্থ অধিক আছে। প্রাচীনকালের আর্য্যেরা সেই মাংস পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভোজন করিতেন। প্রাচীনকালে সর্ব্বদা যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান হইত। যজ্ঞে পশুবধের বিধি ছিল। ভগবান মনু কহিয়াছেন, ব্রাহ্মণাদি যজ্ঞার্থ প্রশস্ত মৃগপক্ষির বধ করিবেন। অবশ্য ভরণীয় মাতা পিতা প্রভৃতির সম্বর্দ্ধনার্থ শাস্ত্রোক্ত মৃগপক্ষ্যাদির বধ করা যাইতে পারে। পূর্ব্বকালে অগস্ত্যমুনি এইরূপ আচরণ করিয়াছিলেন। যজ্ঞের অঙ্গভূত মাংসভক্ষণ দৈব বিধি। আত্মার্থে পশুবধ করিয়া তাহার মাংসভক্ষণ রাক্ষসবিধি। ক্রীত উৎ[illegible] লব্ধ অথবা অন্যদত্ত মাংস [illegible] ও পিতৃগণকে দান করিয়া ভক্ষণ করিলে দোষ জন্মে না। ব্রাহ্মণ আপৎ ব্যতিরিক্ত কালে অশাস্ত্রীয় মাংস ভক্ষণ করিবে না। যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া মাংস ভক্ষণ করে, তাহার মৃত্যুর পর সে যে যে পশুর মাংস ভক্ষণ করিয়াছিল, তাহারা তাহাকে ভক্ষণ করে (৬)। সুশ্রুত মাংসের এইরূপ গুণ বর্ণন করিয়াছেন, গ্রাম্য পশুর মাংস ভোজনে বাত পিত্ত কফ দোষ নষ্ট হয়, ইন্দ্রিয় সকলের শরীর বৃদ্ধি বলবৃদ্ধি ও অগ্নি উদ্দীপন হইয়া থাকে (৭)।

পঞ্চম। এক্ষণকার লোকেরা যেমন ইন্দ্রিয়ের বশীভূত, প্রাচীন কালের আর্য্যজাতীয়েরা সেরূপ ছিলেন না। ইন্দ্রিয় তাঁহাদিগের বশে ছিল। তাঁহাদিগের রাত্রিজাগরণ ও অনিয়মিত আহার ও নিয়মবিরুদ্ধ আচরণ ছিল না। পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্তি ছিল না। সুতরাং তাঁহাদিগের শরীর বিলক্ষণ বলিষ্ঠ হইত এবং অকাল মৃত্যু প্রায় ঘটিত না। মনু লিখিয়াছেন, সাধু আচার গুণে শত বৎসর (শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ) আয়ু, বাঞ্ছানুরূপ পুত্র পৌত্রাদি সন্তান সন্ততি ও প্রচুর ধন লাভ করে।

---

(১) মর্ত্ত্যপ্রাপ্তে পঞ্চমে বর্ষে অপ্রসুপ্তে জনার্দ্দনে। ষষ্ঠীং প্রতিপদঞ্চৈব বর্জ্জয়িত্বা তথাষ্টমীং। রিক্তাং পঞ্চদশীঞ্চৈব সৌরভৌমদিনং তথা। এবং সুনিশ্চিতে কালে বিদ্যারম্ভস্তু কারয়েৎ। জ্যোতিস্তত্ত্বধৃতবচনং।

(২) অনভ্যাসেন বেদানামাচারস্য চ বর্জ্জনাৎ। আলস্যাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্বিপ্রান্ জিঘাংসতি। মনুসংহিতা।

(৩) [illegible] যাম [illegible]। বেদোৎসর্গং ততঃ কৃত্বা [illegible] পূর্ব্বকং। [illegible] অরুণোদয়কালমাত্র [illegible]। [illegible] আহ্নিকতত্ত্বম্।

(৪) মুনিভির্দ্দ্বিরশনং প্রোক্তং বিপ্রাণাং মর্ত্ত্যবাসিনাং নিত্যং। অহনি চ তথা তমস্বিন্যাং সার্দ্ধপ্রহরযামান্তঃ। [illegible] ভোজনদ্বয় [illegible]। আহ্নিকতত্ত্বম্।

(৫) আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ। রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ। আহ্নিকতত্ত্বধৃতবচনং।

(৬) যজ্ঞার্থং ব্রাহ্মণৈর্ব্বধ্যাঃ প্রশস্তা মৃ[গ]পক্ষিণঃ। ভৃত্যানাঞ্চৈব বৃত্ত্যর্থমগস্ত্যো হ্যাচ[রৎ] পুরা। যজ্ঞায় জগ্ধির্মাংসস্যেত্যেষ দৈবো বিধি[ঃ] স্মৃতঃ। অতোঽন্যথা প্রবৃত্তিস্তু রাক্ষসো বিধি[রু]চ্যতে। ক্রীত্বা স্বয়ং বাপ্যুৎপাদ্য পরোপকৃ[ত]মেব বা। দেবান্ পিতৄংশ্চার্চ্চয়িত্বা খাদন্মাংসং ন দুষ্যতি। নাদ্যাদবিধিনা মাংসং বিধিজ্ঞোঽনাপ[দি] দ্বিজঃ। জগ্ধ্বা হ্যবিধিনা মাংসং প্রেত্য [illegible] তৈরদ্যতেঽবশঃ। মনুসংহিতা।

(৭) গ্রাম্যানূপৌদকাঃ সর্ব্বে বৃংহণা [illegible] পিত্তলাঃ। মধুরা রসপাকাভ্যাং দীপনা বল[illegible]। সুশ্রুতঃ।

...রাচার ব্যক্তি লোকে নিন্দিত দুঃখ ...ভাগী ব্যাধিত ও অল্পায়ু হয়। যে ...ক্তি অধার্ম্মিক, মিথ্যা যাহার ধনস্বরূপ, ...তা হিংসাকার্য্যে রত, সে সুখ প্রাপ্ত ...। ধর্ম্মপথে থাকিয়া ধনাভাব হইয়া ...পাইতে হয়, তথাপি অধর্ম্মে ...মনোনিবেশ করিবে না। অধার্ম্মিক ব্যক্তি-...র বিপরীত গতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ...ত হইলে ক্ষেত্রোপ্তবীজের ...র তৎক্ষণাৎ ফলে না। কিন্তু ক্রমে ...লোম্মুখ হইয়া পাপকর্ত্তার মূলচ্ছেদন ...রে। অধর্ম্ম আচরণ করিলে কর্ত্তাতে ...দি তাহার ফল না ফলে, অন্ততঃ পুত্রে, ...পুত্রে না হয়, পৌত্রে ফলিবে, অধর্ম্মের ...ল কোথায় যায় না। অধর্ম্মে আপাততঃ ...দ্ধি হয়, অধা[illegible]ন জন গো অশ্ব ...প্রভৃতি নানা [illegible]ভ হয়, তাহার ...রি শত্রু [illegible] হয়, শেষে সে ...সমূলে বিনষ্ট হয় (৮)।

...ঠ। জাতি ও কার্য্য বিভাগ ক্ষত্রিয় জাতির ...বলবীর্য্য বৃদ্ধির সবিশেষ কারণ হইয়া ...ছিল। জাতিবিভাগ কালে ক্ষত্রিয় জাতির ...দিগের রাজ্য রক্ষার ভার (৯) সমর্পিত ...য়। ব্রাহ্মণেরা ব্যবস্থা প্রণয়ন, মন্ত্রিত্ব ও উপদেশ দান প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করিতেন, ক্ষত্রিয়েরা ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা ও ব্যায়ামাদি চর্চ্চা (১০) করিয়া কেবল শারীরিক বল বীর্য্যের উন্নতি সাধনে সদা ব্যাপৃত থাকিতেন।

সপ্তম। চিন্তা ও অসন্তোষ হীনবীর্য্যতার অন্যতর প্রধান কারণ। এখন জাতি বিভাগ আছে বটে, কিন্তু জাতিবিভাগের উপাদেয় ফলগুলি নাই। পূর্ব্বে জীবিকার নিমিত্ত কাহাকে বিব্রত হইতে হইত না। ক্ষত্রিয়েরা রাজ্য রক্ষা করিতেন, তাঁহারা জীবিকার্থ প্রজা ও বণিকগণের নিকট হইতে কর ও শুল্ক প্রাপ্ত হইতেন। বৈশ্যেরা কৃষি ও বাণিজ্য করিয়া অর্থ ... ন করিতেন। ব্রাহ্মণেরা ... রক্ষা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা সদা যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহাদিগের জীবিকার উপায় করিয়া দিতেন। শূদ্রেরা ঐ তিন বর্ণের সেবা করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেন। জীবিকার্থ কাহার কোন প্রকার চিন্তা ছিল না। সকলেই স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া সদা সুখে কালাতিপাত করিতেন। সন্তোষ শরীরের বলবীর্য্যের একান্ত উপযোগী। সেই সন্তোষ প্রাচীন কালের আর্য্যদিগের অতি সুলভ ছিল। অতএব প্রাচীন কালের লোকদিগের দীর্ঘ আকৃতি ও অপরিমিতবলশালিতা প্রভৃতির সংবাদ অসত্য হইবার সম্ভাবনা কি?

(৮) আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ। আচারাৎ ধনমক্ষয্যমাচারোহন্ত্যলক্ষণং॥ দুরাচারোহিপুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ। দুঃখভাগী চ সততং ব্যাধিতোহল্পায়ুরেব চ॥ অধার্ম্মিকো নরো যোহি যস্য চাপ্যনৃতং ধনং। হিংসারতশ্চ যো নিত্যং নেহাসৌ সুখমেধতে॥ ন সীদন্নপি ধর্ম্মেণ মনোহধর্ম্মে নিবেশয়েৎ। অধার্ম্মিকানাং পাপানামাশু পশ্যন্ বিপর্য্যয়ং॥ নাধর্ম্মশ্চরিতো লোকে সদ্যঃ ফলতি গৌরিব। শনৈরাবর্ত্তমানস্তু কর্ত্তুর্মূলানি কৃন্ততি॥ যদি নাত্মনি পুত্রেষু নচেৎ পুত্রেষু নপ্তৃষু। ন ত্বেব তু কৃতোহধর্ম্মঃ কর্ত্তুর্ভবতি নিষ্ফলঃ॥ অধর্ম্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি। ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥ মনুসংহিতা।

(৯) প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥ মনুসংহিতা।

(১০) এবং সর্ব্বমিদং রাজা সহ সম্মন্ত্র্য মন্ত্রিভিঃ। ব্যায়াম্যাপ্লুত্য মধ্যাহ্নে ভোক্তুমন্তঃপুরং বিশেৎ॥ মনুসংহিতা। অপনীত শেষভূষণ নিবসনং ... চন্দ্রতারকা ... শুনাইব ... মধু ... ব্যায়ামভূমম্যাসীৎ। ... সমানবয়োভিঃ সহ রাজপুত্রৈঃ ... বাণ ... ইত্যাদিঃ কাদম্বরী।

## বিবিধ সংবাদ।

২১ এ ফাল্গুন সোমবার।

১লা ফাল্গুনের মধ্য প্রাপ্ত অস্ত্রে ক্রমে "মদন চন্দ্র চক্রবর্ত্তী" "এই ... পরিবর্ত্তে" "হর চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়" ... নাম প্রকাশিত হইয়াছে।

এক ... লিখিয়াছেন ২৭ এ ফেব্রুয়ারী পূর্ব্বাহ্ণ ... ৩০ মিনিটের সময় ... সন্মিনী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সাম... ধাকেশের শ্রীযুক্ত বাবু পীতাম্বর গঙ্গো... ধরের ভবনে প্রিন্স অব ওয়েলসের আ... গোপালকে ঈশ্বরের স্তুতি ও ... সামগানে সমাহিত করেন। এই উপল... সামশ্রমী মহাশয় রাজভক্তির পরিচা... একটী বক্তৃতাও করেন। অপরাহ্ণ ৭ ঘটিক... সময় বৈদিক সমাজের আবশ্যকতা বিষ... য়ার বক্তৃতা করেন।

ডাবাড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক কৃ... জ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, তত্রত্য রক্ষ... বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ বর্দ্ধমানের রাজা ... তাতাড়ার জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশ... দিয়ে ১০ এবং বাকিগঞ্জের শ্রীযুক্ত ... জানকী বল্লভ সেন ১০ টাকা দান করি... ছেন।

গঙ্গাটিকুরী সাহায্যকৃত বঙ্গবিদ্যালয়ে... প্রধান শিক্ষক কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখি... ছেন, শ্রীপাটীর শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণচ... উক্ত বিদ্যালয়ে ১০ টাকা দান ক... য়াছেন।

পাকুরা সাহায্যকৃত বঙ্গবিদ্যালয়ের অ... ত্তর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু গৌরহরি ... কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, উক্ত বি... লয়ের গৃহ নির্ম্মাণার্থ রাণী শরৎসুন্দরী ... টাকা দান করিয়াছেন।

রাঙ্গপুরের ট্রেজরি হইতে যে টা... চুরি যাইবার কথা লিখিত হয়, তন্নিমি... কোষাধ্যক্ষকে ধরা হয়। কোষাধ্যক্ষ ১৮৮... টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে বলিয়া স্বীকা... করিয়াছে। উক্ত ব্যক্তি বলিতেছে, ট্রেজরি... একজন মুহুরি পুলিসের একজন হেড ক... ষ্টেবল এবং একজন পেস্কার ইহাতে লি... ছিল। রাতারাতি বড়মানুষ হইবার চে... করিলেই নানা বিপদ ঘটে।

বোম্বাইয়ে অধিক পরিমাণে জল দিব... জন্য গবর্ণমেণ্ট তত্রত্য মিউনিসিপালিটিকে...

৪ লক্ষ টাকা কর্জ্জ দিবার প্রস্তাব করেন, মিউনিসিপালিটি তাহা গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা ৫ লক্ষ টাকা চাহিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট ৪ লক্ষ দেওয়াতেই তাঁহারা গ্রহণ করেন নাই। ৪ লক্ষই বা মন্দ ছিল কি?

বলরামপুরের রাজা আজ্ঞা দিয়াছেন, যে সকল অশিক্ষিত ব্যক্তি খাদ্য বস্ত্রাদির নিমিত্ত তাঁহার নিকটে আসিবে তাহাদিগকে লিখিতে ও পড়িতে শিখান হইবে এবং যে সকল বালক শিক্ষা করিতে থাকিবে উহাদের শিক্ষা কালীন খাদ্য বস্ত্রাদি দেওয়া হইবে। রাজার দরিদ্রের শিক্ষা বিষয়ে এরূপ মনোযোগ বিশেষ প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই।

১৩ এ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার।

নসিরাবাদের দুই জন উচ্চ পদস্থ সৈনিক অফিসর মিউমাক সাহেব নামক এক ব্যক্তির প্রতি অত্যাচার করিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে শিবির হইতে দূরীভূত করেন। ইহাদিগকে সেসিয়নে অর্পণ করা হইয়াছে।

আমরা দুঃখিত হইলাম রবার্ট নাইট সাহেব অতিশয় পীড়িত হইয়াছেন।

মাউণ্টের শিবিরে বাস করা ভার হইয়া উঠিয়াছে। তথাকার ক্যাণ্টোনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেটের একজন প্রিয় কোটাল আছেন। কিছু দিন হইল কয়েক ব্যক্তি কোটালের বিরুদ্ধে কয়েকটী দোষারোপ করিয়া তাহা সপ্রমাণ করিতে প্রস্তুত হন। ক্যাণ্টোনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট অনুসন্ধান না করিয়া কোটালের গ্লানি করা অপরাধে হতভাগ্য আবেদনকারিদিগের মেয়াদ দেন। সেসিয়ন জজ ইহাদিগকে মুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু কোটালের ক্ষমতা পূর্ব্বমত রহিয়াছে।

আলাহাবাদের প্রধানতম বিচারালয়ে গত সেসিয়নে যে কয়েক জন অপরাধী অর্পিত হয়, তাহাদের সকলেরই দণ্ড হইয়াছে। পটার নামক একজন সার্জ্জেণ্ট এক জন এতদ্দেশীয়ের উপরে ক্রোধান্বিত হইয়া গুরুতর আঘাত করে। এ ব্যক্তির ২৫০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। একজন রেলওয়ে প্রহরীর সুরাপানে মত্ততা অপরাধে তিন মাস কারাবাস হইয়াছে। এতদ্দেশীয়দিগের প্রতি এরূপ পক্ষপাতের নিদর্শন হইবে না।

গত যুদ্ধে অভূতপূর্ব্ব জয় লাভ হওয়াতে জর্ম্মণদিগের জাতীয় স্বভাবের পরিবর্ত্ত হইতেছে। যদিও আইনানুসারে প্রত্যেক জর্ম্মণকে সেনাদলে কর্ম্ম করিতে হয় তথাপি এপর্য্যন্ত অধিকাংশ জর্ম্মণ সাহিত্য, বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি কার্য্য শিক্ষা করিতেন, কিন্তু যুদ্ধে জয় করিয়া তাঁহারা এত উন্মাদিত হইয়াছেন, যে যুবকেরা পাঠ শেষ হইবার পূর্ব্বে সেনাদলে প্রবেশ করিতেছেন। আফিসর ও সেনাপতিগণ কেবল সেনাদিগের উন্নতি সাধন করিতেছেন। দেশের প্রকৃত উন্নতি পক্ষে এটী বিশেষ অনিষ্টের হেতু হইবে। যে সকল কারণে প্রথম নেপোলিয়ন কর্ত্তৃক ফ্রান্সের এই দুর্দ্দশা হয়, জর্ম্মণিতে সেই সকল কারণ উপস্থিত হইতেছে।

অদ্য লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার গমন কালে সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছিল।

লুসাই যুদ্ধ উপলক্ষে পূর্ব্ব বাঙ্গালার পুলিসের নিম্নতর কর্ম্মচারিরা বেগার ধরিয়া বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিতেছে। হিন্দু হিতৈষিণী বলেন, সর্ব্বদাই এই অত্যাচারের সংবাদ আসিতেছে।

মুচিপাড়া ষ্ট্রীটের থানার কয়েক জন প্রহরী ও জমাদারের অত্যাচার নিবন্ধন মেয়াদ হওয়াতে পুলিসের সহিত খড়পাড়ের লোকের বিলক্ষণ মনান্তর হইয়াছে। পুনর্ব্বার অত্যাচার ও দাঙ্গা হইবার সম্ভাবনা। আমরা তত্রস্থিত পুলিস কমিশনরকে অনুরোধ করিতেছি, মুচিপাড়া ষ্ট্রীটের বর্ত্তমান প্রহরিদিগকে অন্য অন্য থানায় প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। এখানকার ইনস্পেক্টর একজন বৃদ্ধ লোক। ইনি অধীনস্থ কর্ম্মচারিদিগকে শাসনে রাখিতে জানিলে সেদিনকার অত্যাচার হইত না। বেলিয়াঘাটার ইনস্পেক্টরকেও স্থানান্তরে প্রেরণ করা উচিত। গত মকদ্দমায় ইনি বিনা সমনে অত্যাচারকারিদিগের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। এটী ইহার কর্ত্তব্যের বিরুদ্ধ কার্য্য। এব্যক্তির উপরে খড়পাড়ের কাহারও বিশ্বাস না[illegible] আছে। পুনর্ব্বার দাঙ্গা না হয়, তাহ[illegible] উপায় বিধান করা একান্ত আবশ্যক হই[illegible] উঠিয়াছে।

লার্ড মেয়োর মৃত্যু সংবাদ [illegible] মাত্র আমীর সিয়ার আলি [illegible] লোককে শোক চিহ্ন ধারণ [illegible] দেন। আমীর অতিশয় দুঃখ [illegible] ছেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের পদের [illegible] সম্প্রতি নূতন নিয়মানুসারে যে পরীক্ষা [illegible] তাহাতে ১১ জন উত্তীর্ণ হইয়া[illegible] দিগের মধ্যে একজন মুসল[illegible] ফিরিঙ্গি, একজন আর্ম্মেণীয় এবং [illegible] সকলে হিন্দু। পুলিস ও নিম[illegible] প্রদেশের জন্য একজন এবং [illegible] বিভাগের নিমিত্ত চারিজন উত্তীর্ণ [illegible] ছেন। এই দুই বিভাগে হিন্দু ও মুসল[illegible] নাই। পরীক্ষোত্তীর্ণদিগের মধ্যে ১০[illegible] ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন। এক[illegible] মুসলমান, একজন আর্ম্মেণীয় এবং আট [illegible] হিন্দু। বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ বি[illegible] ইনি পাটনা বিভাগে কর্ম্ম পাই[illegible]ছেন।

খড়দহের বিশ্বাস জমীদার[illegible] টচ হইয়াছে বোধ হইতেছে [illegible] পুর পরগণা ক্রয় করা অবধি তিন [illegible] মধ্যে তাঁহারা কি করিয়াছেন, [illegible] বার, জন্য তাঁহাদিগের [illegible] লোকদিগকে লেখা হইয়াছে। [illegible] দারগণের মনে করা উচিত, [illegible] অন্য অন্য জমীদারগণ যে প্রকার [illegible] হিতার্থ চেষ্টা পাইতেছেন, তাঁহাদি[illegible] তাহার সহস্রাংশও দেখা যায় না। তাঁ[illegible] যখন সকলেই প্রাপ্তব্যবহার, তখন [illegible] দারি খাসে লওয়া হয় না কেন? যত [illegible] বাবু কাশীনাথ বিশ্বাসের হস্তে জমীদা[illegible] ভার ছিল, তত দিন প্রজাদিগের [illegible] কষ্ট ছিল না। তবে তখন শিক্ষা প্রভৃ[illegible] নিমিত্ত ব্যয় করা জমীদারদিগের অভ্য[illegible] হয় নাই। সুতরাং কাশী বাবুও তাহা[illegible] ব্যয় করেন নাই।

২৪ এ ফাল্গুন বুধবার।

কাবুলে জনরব উঠিয়াছে, পারস্য দাসীরা সিষ্টানের সীমা সম্বন্ধে কোনরূপ বন্দোবস্ত করিতে চান না। তাঁহারা সিষ্টান অধিকার করিবার জন্য এক দল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান বলেন, অনরেবল এ. ডি, সাস্থন (সি, এস, আই) প্রিন্স অব ওয়েল সের আরোগের স্মরণার্থ একটী নূতন এল ফিনষ্টোন কাষ্টল নির্ম্মাণার্থ বোম্বাই গবর্ন মেণ্টের হস্তে ১ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন। ইনি ইতিপূর্ব্বে সাধারণের উপকারার্থ আর এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন।

লার্ড মেয়ের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া কোচিনের রাজা সকল শ্রেণী প্রজাবর্গকে স্ব স্ব জাতীয় রীত্যনুসারে শোক চিহ্ন ধারণার্থ আজ্ঞা দেন।

সম্প্রতি ইংলণ্ডেশ্বরীকে হত্যা করিবার যে চেষ্টা হয় ভারতবর্ষের প্রতিনিধি গবর্নর জেনরল সেই সংবাদ পাইয়া রাজ্ঞীর শরীরে কোন আঘাত লাগিয়াছে কি না তদ্বিষয়ে ষ্টেটসেক্রেটারির নিকটে এক টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন। ষ্টেট সেক্রেটারি এক টেলিগ্রাম দ্বারা প্রতিনিধি গবর্নর জেনরলকে জানাইয়াছেন, রাজ্ঞী এ নিমিত্ত তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন, তাঁহার শরীরে কোন আঘাত লাগে নাই।

২৫ এ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার।

ইংলণ্ডের এক এক জন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে যে ব্যয় হয়, তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। হলওয়ে কোম্পানির বটিকা প্রভৃতির বিজ্ঞাপনে বৎসরে ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়, তথায় এমন স্থান নাই যেখানকার কাগজে তাহাদের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত না হয়। মোসেস কোম্পানি ২ লক্ষ, রাউলাণ্ড কোম্পানি ১ লক্ষ ডিক্সোন্ কোম্পানি কডলিবর টৈলের বিজ্ঞাপনে ২ লক্ষ টাকা প্রতি বৎসর ব্যয় করেন। এ ভিন্ন আরো অনেকে অনেক টাকা বিজ্ঞাপন প্রকাশার্থ ব্যয় করেন; যাঁহারা কেবল বিজ্ঞাপন প্রকাশে এত ব্যয় করেন, তাঁহাদের ব্যবসায়ে যে কত লাভ হয় বলা যায় না।

সিভিল গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, ইয়াকুবখানের মীর মুত্তা ও অন্যান্য স্থানে গিয়া যে সকল প্রদেশ একবার জয় করিয়াছিলেন এবং যাহা পরে আমিরবাসিদিগের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে, সেই সকল প্রদেশ পুনর্ব্বার জয় করিবার নিমিত্ত যুদ্ধ সজ্জা করিতেছেন।

২৬ এ ফাল্গুন শুক্রবার।

সেদিন মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির উসরেতে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

লার্ড মেয়ের স্মরণার্থ পাতিয়ালার রাজা পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় কালেজে একটী ছাত্র বৃত্তির জন্য ১৫ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। এ অনুষ্ঠান উত্তম হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, ঢাকার কয়েকজন ধনবান ব্যক্তি, খাজে আবদুল গণি মিয়ার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া ঢাকার উন্নতি বিধানার্থ ১৫ সহস্র টাকা দিবার মানস করিয়াছেন।

গত ১৫ ই ফাল্গুন বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছেন।

২৭ এ ফাল্গুন শনিবার।

সেনাপতি ব্রাউন লো সাহেব ২৭ এ ফেব্রুয়ারি যে রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, উত্তর হাউলঙ সর্দারেরা গজদন্ত ছাগল প্রভৃতি উপহার দিয়া সন্ধি করিয়াছে। তাহারা ভবিষ্যতে গবর্ন মেণ্টের সহিত বন্ধুভাবে কার্য্য করিবে, শপথপূর্ব্বক ইহা স্বীকার করাইয়া লওয়া হইয়াছে। কয়েকজন সর্দার ডিমাগিরিতে কাপ্তেন লিউইনের সহিত সাক্ষাৎ করিবে, স্বীকার করিয়াছে। বন্যগণ এই সন্ধি অনুসারে কার্য্য করিবে আমাদিগের এরূপ বোধ হয় না।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, ২৬ এ ফেব্রুয়ারি রাঁচিতে লুধিয়ানার প্রধান সেনাপতির নিকট এই বলিয়া এক টেলিগ্রাম আইসে, তিনি যেন ১৪ গণিত এতদ্দেশীয় পদাতিক দলকে রাউলপিণ্ডিতে পাঠাইয়া তৎপরিবর্ত্তে ১ গণিত গুরখাদিগকে রাখেন এবং জলন্দরে ৫৪ গণিত যে সেনাদল ছিল, তাহারা যেন প্রস্তুত থাকে। এরূপ করিবার কারণ প্রকাশিত হয় নাই। ...দিকের রাজার ভাব বড় ভাল বোধ ... তেছে না। সম্প্রতি লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর ... ঐ স্থান দিয়া গমন করেন, তখন রা... তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। এ ... লার্ড মেয়ের স্মরণার্থ পঞ্জাবের অন্যান্য ...রেরা যেরূপ সম্মান চিহ্ন প্রদর্শন করে... উক্ত রাজা তাহার কিছুই করেন নাই।

---

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

### বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে

### নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৬ এ ফেব্রুয়ারি। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগ... ১৮৬৫ অব্দের ১৫ আইনের ৫ অধ্যায়ের ... ধারানুসারে এতদ্দেশীয় খৃষ্টিয়ানদিগকে বি... হের সার্টিফিকেট দিবার ক্ষমতা পাইবেন।

মদন মোহন মুন্সী—বাখরগঞ্জ।

হরি চরণ—বাখরগঞ্জ।

২৯ এ ফেব্রুয়ারি। জে, এল হুকস কিছুদিনে... জন্য বারাণসী এজেন্সির সহকারী সব ডেপু... অহিফেন এজেন্টের প্রতিনিধি হইবেন।

২ রা মার্চ্চ। টিপারার প্রতিনিধি ডেপু... কালেক্টর বাবু কালীনাথ বসু উক্ত প্রদেশে... রত্নাকরের আইন অনুসারে কার্য্য করিবা... জন্য কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

ই, বি, ওয়েষ্টমেকট ১৮৭১ অব্দের ১৩ ... হইতে ৩০ এ অক্টোবর পর্য্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর ... দিনাজপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্র... নিধি ছিলেন।

লার্ড উইলিক ব্রাউন কলিকাতা বন্দরে... উন্নতি বিধানার্থ একজন কমিশনর হইয়াছেন।

৪ ঠা মার্চ্চ। সার উইলিয়ম জেমস হার্সে... কিছুদিনের জন্য ঢাকা বিভাগের রাজস্ব... সার্কিট কমিশনরের প্রতিনিধি হইবেন।

মৌলবী মহম্মদ আসরফ আলী নওয়াখালি... অন্তর্গত লক্ষীপাড়ার আসুয়ারাস্তের সব রেজি... ষ্টার হইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কিছুদিনের জন্য... সহকারী সব ডেপুটী অহিফেন এজেন্ট হইবেন ... ইহারা প্রস্তাবিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই।

সি, আর কার্টার—বারাণসী এজেন্সি।

ডবলিউ বি, পীক—বিহার

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ প্রতিনিধি সহকারী সব ডেপুটী অহিফেন এজেন্ট হইবেন।

এ, ডবলিউ অসবরন,—বারাণসী এজেন্সি...

ডবলিউ, ই, এল ফিন ঐ ...

এল, এইচ, ম্যাকলিন (এল, এল, এম এম...

এ.) যশোহরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কারী হইবেন এবং উক্ত বিভাগে দ্বিতীয় ণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডে তনিধি হইবেন।

৫ ই মার্চ। নিম্নলিখিত সহকারী মাজিষ্ট্রেট কালেক্টরেরা মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

জে. সি বীস—কৃষ্ণগঞ্জ (পূর্ণিয়া)।

জে, জি ডে—পূর্ণিয়া।

আর, এচ, গ্রিবিন—পুরী।

স. পি. এল, মেকলে—বীরভূম।

নিম্নলিখিত সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরা প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাবিশিষ্ট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন

এফ. এচ. বারো।

বিহারী লাল গুপ্ত।

সাওতাল পরগণার নিম্ন লিখিত কর্মচারি কেম্পানির জন্য সপ্তম শ্রেণীর প্রতিনিধি অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর হইবেন—

এল, বি, রবার্টস।

জে, আর হাণ্ড।

হুগলীর সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এস, রডক বর্দ্ধমানে বদলী হইলেন।

সেরামপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট জে, ফোর্ড হুগলীর সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

ভুবুয়া উপবিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কালেক্টর এচ. বাউএল সাহাবাদের সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু িচরণ ঘোষ মুরশিদাবাদের অন্তর্গত মধুরা কা ন্দ উপবিভাগের ভার পাইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৮৪৩ অব্দের ১৫ আইন অনুসারে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের এবং ১৮৫৩ অব্দের ৯ ধারানুসারে ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন—

মৌলবী আবদুল হেই।

বাবু অমর নাথ ভট্টাচার্য্য।

" ধনেশচন্দ্র রায়।

" দ্বারকানাথ রায়।

" লক্ষ্মী নারায়ণ।

" মহেন্দ্র নাথ গুপ্ত।

" মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী।

" নীলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

" রজনী নাথ চট্টোপাধ্যায়।

এ, সি. মেকা রচ।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পদানুরূপ স্থানে রহিলেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর স্থায়ি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন—

বাবু ধনেশ চন্দ্র রায়—পাটনা বিভাগ।

" দ্বারকানাথ রায়—রাজসাহী "।

" লক্ষ্মীনারায়ণ—পাটনা "।

" মোহিনী মোহন রায়—যশোহর "।

এ, সি. মেকারিচ—ঢাকা "।

এচ. এল, ডাম্পিয়ার

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

সেক্রেটারি।

## ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৯ এ ফেব্রুয়ারি—অনশ্রুতি এই, রাজ্ঞী জর্ম্মণিতে গমন করিতেছেন।

লণ্ডনের লার্ড মেয়র প্রিন্স অব ওয়েলসকে এক অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন

লার্ড নর্থব্রুক যুদ্ধ সংক্রান্ত সেক্রেটারির পদ কর্ণেল ইলিসকে প্রদান করেন, কিন্তু তিনি উক্ত পদ গ্রহণে সম্মত হন নাই।

লণ্ডন ২৯ এ ফেব্রুয়ারি—ওকোনর নামক আয়রলণ্ডবাসী এক যুবক অদ্য বৈকালে যখন রাজ্ঞী বকিংহাম প্যালেস হইতে শকটারোহণে আসিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহাকে এক পিস্তল দ্বারা ভয় প্রদর্শন করে, কিন্তু পিস্তল ছোড়ে নাই। ওকোনর হইয়াছে। এই কার্য্য দর্শনে সাধারণে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়াছেন।

লণ্ডন ১ লা মার্চ্চ—রাজ্ঞীকে গুলি করিবার যে চেষ্টা হয়, তৎসম্বন্ধে আরো যে সকল সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায়, যে ব্যক্তি গুলি করিবার চেষ্টা পায়, সে বকিংহাম প্রাসাদের রেইল উল্লঙ্ঘন করিয়া যায়, তার রক্ষক উহা দেখিতে পায় নাই। রাজ্ঞী গাড়ি হইতে নামিতেছিলেন, এমন সময় ঐ ব্যক্তি এক হস্তে এক পিস্তল এবং অপর হস্তে ফেনিয়ানদিগকে কারামুক্ত করিবার নিমিত্ত এক আবেদন লইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়। রাজ্ঞী কোনরূপ ভয় চিহ্ন প্রকাশ করেন নাই। তৎক্ষণাৎ ঐ ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া কারারুদ্ধ করা হয়। পিস্তলে গুলি পোরা ছিল না।

লণ্ডন ২ রা মার্চ্চ—ওকোনর নামক যে ব্যক্তি রাজ্ঞীকে গুলি করিবার চেষ্টা পায়, বো ষ্ট্রীটে তাহার পরীক্ষা হইয়া বিচারার্থ অর্পিত হইয়াছে। সাক্ষিদিগের মধ্যে প্রিন্স লিওপোল্ড এবং জন ব্রাউন আছেন।

প্রিন্স অব ওয়েলসের আরোগ্যোপলক্ষে যে দিবস উপাসনা করা হয়, সেই দিবস প্রজাবর্গ রাজ্ঞীকে এবং তাঁহার পুত্রগণকে যেরূপ সম্মাননা করেন, তাহাতে রাজ্ঞী বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়া গ্লাডষ্টোন সাহেবকে এক পত্র লিখিয়াছেন। রাজ্ঞী বলিয়াছেন, ঐ দিবস রাজপরিবারবর্গের হৃদয়ে চিরকাল অঙ্কিত থাকিবে।

রাজ্ঞী উইণ্ডসরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

লণ্ডন ৫ ই মার্চ—প্রকাশ হইয়াছে, ওকোনর রাজ্ঞীকে গুলি করিবার যে চেষ্টা পায়, তা যে ফেনিয়ানদিগের ষড়যন্ত্র হইতে হইয়াছে তা নয়।

সেনাদলের ২০ সহস্র সৈন্য কমাইবার বিষয়ে অমাত্যদিগের বাদানুবাদ হইতেছে।

—•—

আমাদিগের মুলতানস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

মহাশয়! মুলতান হইতে কলিকাতা প্রায় ১৬০০ মাইল অর্থাৎ ৮০০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। আমি ১৫ ই জানুয়ারি সন্ধ্যা ট্রেণে আরোহণ করিয়া তৎপর দিন প্রত্যুষে লাহোরে উপনীত হই। তথায় এক দিন অবস্থিতি করিয়াছিলাম, দেখিলাম তথায় রাত্রিতে যথেষ্ট বারি পতন হইয়া পথ ঘাট কর্দ্দমময় হইয়াছে। শুনিলাম কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ পূজনীয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অমৃতসরে অবস্থিতি করিতেছেন এবং লাহোরস্থ ব্রাহ্মেরা ১১ ই মাঘে সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোপাসনা উপলক্ষে দেবেন্দ্র বাবুকে আনাইয়া বিশেষ উপাসনাদি করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। এইরূপ দেখিয়া শুনিয়া পর দিন প্রাতে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলাম। ট্রেণ প্রায় বেলা দশ ঘটিকার সময় বিপাশা নদীর উপকূলস্থ ষ্টেষণে উপনীত হইল। শকটে পঞ্জাব প্রদেশীয় যাত্রী ব্যতীত আর কেহই ছিল না। আপনারা অবগত হইয়াছেন, বিপাশা নদীর উপরিস্থ সেতু বিগত বর্ষাকালে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, সুতরাং প্রায় দুই মাইল পথ এক্কা গাড়িতে গিয়া নদীর অপর পারস্থ ষ্টেষণে উপনীত হইলাম। এই সেতুটী ভগ্ন না হইলে আর রেলওয়ে শকট হইতে অবতরণ করিতে হইত না। যাহা হউক, যখন নদীর অপর পারে উত্তীর্ণ হই তখন বেলা প্রায়

প্রহর। ক্ষুধাতে ও ক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়া ইত-
স্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি, এমন সময়ে প্রায়
ত্রিশ বৎসর বয়স্ক একজন বঙ্গীয় ভ্রাতাকে
দেখিতে পাইলাম। তাঁহাকে দেখিয়া মনো-
মধ্যে সাহস ও আনন্দ যুগপৎ উদয় হইল।
এই বন্ধুবান্ধবহীন প্রদেশে প্রান্তর মধ্যে দুই
প্রহর বেলায় সহোদর সদৃশ দেশীয় ভ্রাতাকে
দেখিলে বোধ হয় আমার সদৃশ অবস্থাপন্ন
সকল ব্যক্তিরই এইরূপ ভাবের উদয় হয়,
কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই, আমার এই
আনন্দ তড়িতের ন্যায় নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী
ছিল। প্রথম সম্ভাষণেই বঙ্গীয় ভ্রাতাটী কহি
লেন, তুমি কোথায় যাইতেছ? অনেক ক্ষণ
মদ খাওয়া হয় নাই, এস মদ খাওয়া যাউক।
আমি ইহাঁর এইরূপ কথায় কিছু বিস্মিত
হইলাম; ক্ষণকাল পরে কহিলাম যে, এই
প্রান্তরে মদ কোথায় পাইবেন, তিনি কহি
লেন, এ খবরটা রাখ না, আগে এ খবরটী
লওয়া চাই, এই বলিয়া একটী তাম্বুতে
প্রবেশ করিয়া কিঞ্চিৎ মদ খাইলেন এবং
কিছুক্ষণ পরে অত্যন্ত মাতাল হইয়া
পড়িলেন। আমি অনেক মাতাল দেখিয়াছি,
কিন্তু এরূপ জঘন্য মাতাল কখন দেখি নাই।
... গাড়িতে আমি আরোহণ করিলাম এ
... ও সেই গাড়ীতে আরোহণ [illegible]
... গাড়ীতে অন্যান্য যে সকল হিন্দুস্থানী
... পঞ্জাবী সহযাত্রী ছিল, তাহাদের
... পরিবার [illegible] কথা কহিতে ও
... দিতে লাগিল। একজন হিন্দুস্থানী
... পরিবার লইয়া যাইতেছিল, সে ইহার মাত
... ও অশ্লীল কথা ও চীৎকার শুনিয়া
... পুলিসকে ও ষ্টেষণ মাষ্টারকে
... কিন্তু বিশেষ কোন প্রতিবিধান
... আমি ও দিকে মহাবিপদে পড়ি
... দেশীয়ের নিকট স্বজাতীয়ের
... তাহাতে আবার মাতা
... অনেক বুঝাইলাম, অনেক
... কিছুতেই থামিল
... প্রবল দারুণ প্রহার করিল
... প্রাণ ... দিল। আর ...
... অকথ্য ও নীচতা ... করিল, তাহা
... দিতে পারি না, পাঠকগণ অনুমান দ্বারা

বুঝিয়া লইবেন। অবশেষে অচেতন মৃতবৎ পড়িয়া রহিল। আমরাও কথঞ্চিৎ শান্তি পাইলাম। মাতাল হইবার পূর্ব্বে ইহার পরিচয় লইয়াছিলাম, ইনি একজন সদ্বংশজাত বিদ্বান, কোন ইংরাজী সংবাদ পত্রের সম্পাদক। মহাশয় মদ্যপান নাস্তিকতা যথেচ্ছাচার আমাদের বঙ্গদেশকে ছারেখারে দিতেছে। বঙ্গের প্রতিনিধি স্বরূপ এমন সুযোগ্য ব্যক্তি সভ্যলোকের সম্মুখে শয়তানের ন্যায় জঘন্য ভাব প্রকাশ করিয়া কত লোকের ঘৃণাস্পদ হইল। যখন এমন সুযোগ্য বিদ্বান ব্যক্তির স্বভাব এমন, তখন সংকীর্ণমনা অনেক বাঙ্গালি যে বিদেশে জঘন্য মাদক সেবন ও পশুবৎ আচরণ করিবে ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এইরূপ সহযাত্রীর সঙ্গে অম্বালা পর্য্যন্ত যাইতে হইয়াছিল। মধ্যে লুধিয়ানা ষ্টেষণে শুনিলাম, কোকারা অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে এদিকে জলন্দর হইতে সৈন্য আসিতেছে, ওদিকে ফিল্লোর শিবির হইতে সৈন্য আসিতেছে। এইরূপ শুনিয়া তৎপর দিন প্রত্যূষে গাজিয়াবাদ ষ্টেষণে উত্তীর্ণ হইলাম। পঞ্জাব রেলওএ তৃতীয় শ্রেণীর শকটগুলি নিতান্ত কষ্টপ্রদ। ইহাতে শীত বাত বৃষ্টি হইতে রক্ষা হইবার সম্ভাবনা নাই। একে শীতকাল তাহাতে প্রায় খোলা খড় খড়ি সুতরাং বড় কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তৎপর দিন অর্থাৎ ১৮ ই জানুয়ারি প্রাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের শকটে আরোহণ করিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় এলাহাবাদ ষ্টেষণে উত্তীর্ণ হইলাম। পঞ্জাব রেলওএর তৃতীয় শ্রেণীর শকট অপেক্ষা ইষ্ট ইণ্ডিয়ার তৃতীয় শ্রেণীর শকটগুলি উৎকৃষ্ট না হইলেও শীত বাত বৃষ্টি হইতে রক্ষিত। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, গাড়ির প্রত্যেক কামরাতে দশ জনের অধিক উপবেশনের নিয়ম না থাকিলেও কোন কোন স্থলে ১০ জন ১২ জন এবং কোন কোন স্থলে যাত্রী কোম্পানির যত ইচ্ছা তত লোককে প্রবিষ্ট করা ইয়া দেওয়া হয়, তাহাতে ... শীতেও নাভিশ্বাস হয়।

একে ত ১০ জন এক কামরায় থাকাই দারুণ কষ্টকর, তাহাতে এরূপ ভিড় হেতু

কষ্ট তাহা বিবেচনা করুন, এইরূপ কষ্টে
এলাহাবাদে পৌঁছিয়া দেশহিতৈষী এলাহা
দের বাবু নীলকমল মিত্র মহাশয়ের স্থাপি
মিত্রালয়ে সেই অধিক রাত্রিতে তৃপ্তিজন
আহার ও বিশ্রাম করিয়া যার পর না
সুখী হইলাম। কয়েক স্থান ব্যতীত "মিত্রা
লয়গুলি" বাস্তবিকই মিত্রালয়ের ন্যায় পান্থ
দিগের শান্তি সম্পাদন হইয়াছে। অপর
অসময়ে এরূপ তৃপ্তিলাভ বিশেষ তৃপ্তিজন
তাহার সন্দেহ নাই। এলাহাবাদ হইতে
দ্রুতগামী শকটে ১৯ শে জানুয়ারি তারি
খের প্রাতে আরোহণ করিয়া ২০ শে জানু
য়ারি তারিখের সন্ধ্যাকালে কলিকাতা
তিন বৎসর পরে উপনীত হইলাম। মহাশ
কি আশ্চর্য্য! ১৫ই তারিখের সায়ংকালে মু
তান হইতে যাত্রা করিয়া ২০ শে তারিখে
সায়ংকালে কলিকাতায় পৌঁছিলাম! যদি
একদিন লাহোরে না থাকিতাম তবে ঠি
তিন দিন পরে আট শত ক্রোশ অতিক্র
করিয়া কলিকাতায় যাইতে পারিতাম।

মহাশয়! আর একটী বিশেষ ব্যাপা
আমি প্রায় বরাবর লক্ষ্য করিয়া যাইয়াছি
মুলতান হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত ছোট
বড় প্রায় সমস্ত রেলওএ ষ্টেষণে দুই একটি
বঙ্গীয় ভ্রাতা আছেন। বঙ্গবাসিগণ ভারতব
র্ষের প্রায় সকল স্থানেই অবস্থিতি করিতে
ছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, ইহাদের মধ্যে
অধিকাংশ সামাজিক প্রায় সকল বন্ধন
হইতে পৃথক থাকাতে এবং হৃদয়ে ধর্ম্মবন্ধন
না থাকাতে আমাদের দেশের উজ্জ্বল মুখ
ম্লান করিতেছেন। আমাদের জাতীয় মহ
নামের উপর কলঙ্কার্পণ করিতেছেন।

আমি এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের অনেক
স্থান দেখিলাম, কোথায়ও আশাকর উৎসাহ
কর সুলক্ষণ লক্ষ্য না করিয়া একান্ত নিরা
শিত হইয়াছি। "ইয়ংবেঙ্গল" নামে সে
সকল ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয়ে ঘৃণার উদয়
হয় এবং রেলওএ ষ্টেষণস্থ বাবুগণের নাম
লইলে যে মনোমধ্যে একটী বীভৎস রসের
আবির্ভাব হয়, মফঃস্বলস্থ স্বেচ্ছাচারী বঙ্গের
কুসন্তানদিগের জঘন্য কার্য্যাদিই তাহার
এক প্রধান কারণ।" ইহাদিগের ধর্ম

...তির উন্নতিসাধন করা বিশেষ আবশ্যক য়াছে, টুংলাস্থ কয়েকটী আত্মার োগে তথায় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন ও াগলসরাইস্থ ভ্রাতাদিগের বিবিধ বিষয়িণী ভার সংস্থাপনের ন্যায় বড় বড় ষ্টেসনস্থ েকজন করিয়া বাঙ্গালী অন্ততঃ সাধারণ তকর ও জাতীয় গৌরবকর ব্যাপার কলে নিযুক্ত থাকিলে বিশেষ কার্য্য হয়।

১৭ এ ফেব্রুয়ারি }
১৮৭২

আমাদিগের দিনাজপুর রায়গঞ্জস্থ ংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। কতিপয় দিবস অতীত হইল, বংশী াড়ী পুলিশ ষ্টেশনের নিকটস্থ চণ্ডীপুর ামক স্থানে পূর্ব্ব বাঙ্গালা ও কলিকাতা ঞ্চলের যে ডাক অপহৃত হইয়াছিল, অনু ন্ধানে মেইল বাহক পাঁচ জন রণার ধৃত ইয়া সেসিয়নে অর্পিত হইয়াছে। উহাদি গের ৪ জন সম্পূর্ণরূপে অপরাধ স্বীকার রিয়া ডাক প্যাকেটের সমুদায় চিঠি ও াগজাদি বাহির করিয়া দিয়াছে; কিন্তু তাহাতে মোহরপূর্ণ যে কয়েকটী থাঁকি পার্সেল (পুলিন্দা) ছিল, তাহা পাওয়া যায় নাই। তন্নিমিত্ত অনেক অনুসন্ধান করা হই তেছে, পাওয়ার বড় সম্ভাবনা নাই। ইহাতে প্রায় ৩৫০ টাকার মোহর ছিল। অপরা ধিগণ সম্বন্ধে এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই ে, ৫ জন অপরাধীর মধ্যে একজন অপরাধ স্বীকার না করাতে এবং তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ না পাওয়াতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি সূত্রে তাহাকে সেসিয়নে অর্পণ করিলেন? আমরা বলি যে ৪ জন অপরাধ স্বীকার করিয়াছে উহাদের অন্ততঃ এক জনকে কার্য্য বিধির ২০১ ধারানুযায়ী শরতি ক্ষমা দিয়া সাক্ষী শ্রেণীভুক্ত করিয়া তাহা হইতে এতৎ সংক্রান্ত বিস্তারিত বৃত্তান্ত প্রকাশ করাইয়া লইতে ক্ষতি ছিল কি? অপরাধ প্রমাণ না করিয়া অপরাধীকে কি প্রকারে দণ্ডগ্রস্ত করা যাইতে পারে? সুতরাং যে অপরাধ স্বীকার করে নাই তাহার নিষ্কৃতি পাইবার সম্ভাবনা। তবে জজ সাহেব শরতি ক্ষমা বিষয়ক কার্য্য বিধির ২১০ ধারা অবলম্বন পূর্ব্বক বিচার করিতে পারেন। এতদুপলক্ষে আমাদিগের আরো কিছু বক্তব্য উপস্থিত হইল। ডাক রাস্তার যে স্থানে এই চৌর্য্য কাণ্ডটী সংঘটিত হইয়াছে তাহা হইতে পুলিশ ষ্টেশন বহু দূরে স্থাপিত; পুলিশ কর্ম্মচারিগণ প্রয়ো জনানুসারে সত্বর ঘটনাস্থলে গমন করিয়া যে যথারীতি তত্ত্বাবধান করিতে পারেন এমত আশা করা যায় না। বিশেষতঃ অনেক দূরবর্ত্তী স্থান ব্যাপিয়া উক্ত বংশী হাড়ি ষ্টেশনের এলাকা নির্দ্ধারিত আছে। পূর্ব্বে আরো একবার ঐ স্থানেই ডাক মারা গিয়া ছিল। এতদ্ব্যতীত বংশী হাড়ির এলাকা-ধীন স্থানে প্রায়ই ডাকাইতি ও চৌর্য্য কাণ্ড ঘটিয়া থাকে। পুলিশ কর্ম্মচারিগণের সম য়োচিত শাসন ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিলে এরূপ ডাকাইতি চৌর্য্য প্রভৃতি হইবার তত সম্ভা বনা থাকেনা। যাহা হউক এজন্য পুলিশ কর্ম্মচারিদিগকে বিশেষ দোষী করা যায় না; কারণ তাহাদের ষ্টেশন এখন এমন স্থানে অবস্থিত যে তাহারা সুবিধা মত সত্বরতা সহকারে এলাকাভুক্ত সমুদায় স্থানের যথোচিত তত্ত্বাবধান করিয়া উঠিতে পারেন না। অতএব ইহার নিরাকরণার্থ আমরা প্রস্তাব করি, বংশীহাড়ি ষ্টেশনের অধীনে চণ্ডীপুর বা তন্নিকটস্থ ডাক রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী কোন স্থানে একটী আউট পোষ্ট স্থাপন করিলে ভাল হয়। একজন হেড কন ষ্টেবল ও চারিজন কনষ্টেবল তথায় নিয়ো জিত থাকিলেই যথেষ্ট হইবে। হেড কনষ্টে বল না রাখিয়া কেবল চারি জন কনষ্টেবল থাকিলেও কতক পরিমাণে সাধারণের উপ কার হইতে পারে।

২। ১১ ই মাঘ মঙ্গলবার দিনাজপুর ব্রাহ্ম সমাজের চতুর্থ সাম্বৎসরিক অধিবেশন অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশনে সচরাচর যেরূপ কার্য্যানুষ্ঠান হইয়া থাকে এই অধিবেশনেও তাহার কোনরূপ ত্রুটি হয় নাই। এক দিবস ঈশ্বরের উপাসনা ও কীর্ত্ত নাদি নিয়মিত কার্য্য সম্পাদিত হয়। অন্য দিবস দীন দরিদ্র অনাথদিগকে চাউল, পয়সা কাপড় ও কম্বল বিতরণ করা হয়।

৩। দিনাজপুরের রাণী শ্যাম মোহিনী স্বীয় অধিকারস্থ প্রজাদিগের মধ্যে গোবীজে টিকা দিবার জন্য সম্প্রতি আরো চারিজন টিকাদার নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছেন। ই পূর্ব্বে ৮ জন নিয়োজিত হইয়া কার্য্য কর তেছিল। ক্রমেই রাণীর প্রজাহিতৈষিতা অধিকতর পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এক জন মাননীয় বিশ্বস্ত ব্যক্তির প্রমুখাৎ অবগ হইলাম, উক্ত রাণী দিনাজপুরের সাধারণ বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহখানি ইষ্টকম করিয়া দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করি য়াছেন। বিদ্যা বিষয়ে রাণীর বিলক্ষ উৎসাহ ও যত্ন দেখা যায়। বিদ্যালয়ের গৃ নির্ম্মাণ ও বালক বালিকাদিগকে পুরস্কা বিতরণ প্রভৃতি কার্য্যে যথোচিত অর্থ প্রদা তিনি কুণ্ঠিত হন না। প্রতি দিনই নানা স্থা হইতে দান প্রার্থনায় তাঁহার সমীপে আ দন পত্র আসিতেছে। আমরা অবগত হ য়াছি অধিকাংশ প্রার্থিই বিমুখ হয় না এখন জগদীশ্বরের সমীপে আমাদের আ রিক প্রার্থনা, ইনি দীর্ঘজীবিনী হই লোকের উপকার সাধন করিতে থাকুন।

৪। সম্প্রতি এতদঞ্চলে লোক সংখ্য নিরূপণ বিষয়ক কাগজ দাখিল লইয়া বি ক্ষণ ধুম পড়িয়া গিয়াছে। আমরা দশান শ্রবণ করিতেছি, অনেক গণনাকারীই পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে কাগজ দাখিল করে নাই। লোক সংখ্যার কাগজ পূরণ করি তাহা নিরূপিত সময়ে পুলিশ কর্ম্মচারি গের হস্তে অর্পণ করিবার জন্য গণনাক দিগের প্রতি যখন আদেশ আছে, তখন নুরূপ কার্য্য না করাতে রাজপুরু গের কি অবমাননা করা হয় ন এ কোন কোন ব্যক্তির উপর নিরূপিত স কাগজ অর্পণ করা হয় নাই কেন, প্র নার্থ শমন হইয়াছে।

—•০•—

আমাদিগের আরাস্থ সংবাদদা লিখিয়াছেনঃ—

১। আরা নগরে বালিকা বিদ্যাল

না। ১লা মার্চ হইতে "আরা ইন্‌ক্যাণ্ট স্কুল" নামে একটি বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে এখানকার খৃষ্টীয়ান বালক বালিকাগণ প্রবিষ্ট হইয়াছে। হিন্দু বালক বালিকাগণ নিযুক্ত হইবারও কোন আপত্তি নাই। আশা করি, এখানকার কৃতবিদ্য বাবুরা নিজ নিজ শিশু সন্তানগণকে শিক্ষা দিতে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিবেন না।

২। ডিবিরির কারখানায় ফিরিঙ্গি ও দেশীয় যুবকগণকে মিস্ত্রির কার্য্য শিক্ষা দিবার প্রস্তাব প্রধানতম গবর্ণমেণ্ট গ্রাহ্য করিয়াছেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা দেখি না, কারণ সকল ঝোলই ফিরিঙ্গির দিগে টানা হইয়াছে। ইহারা প্রত্যেকে মাসিক ১০ টাকা এবং দেশীয়গণ মাসিক ৫ টাকা বৃত্তি পাইবে; কিন্তু ইহার চতুর্থাংশ যুবকগণের অভিভাবকদিগকে দিতে হইবে। আমরা যে দেশীয়দের বৃত্তি বৃদ্ধির জন্য বারম্বার অনুরোধ করিতেছিলাম তাহা "অরণ্যে রোদন" হইল। গবর্ণমেণ্ট যে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না তাহা আমরা এক প্রকার নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। ইহাতে আমাদের কোন স্বার্থ নাই, গবর্ণমেণ্টের অপব্যয় নিবারণ করাই আমাদের অভিপ্রেত।

৩। আরা ও পাটনা খাল দ্বয়ের কার্য্য অতি উত্তমরূপে চলিতেছে। রেলওয়ে কোম্পানির ও সাধারণের কোন মতে ক্ষতি না হয় এজন্য যতদিন রেল রাস্তার নিম্ন দিয়া খাল খনন ও পুল নির্ম্মাণ সমাপ্ত না হয়, তাবৎ (ডাইভার্সান) নব নির্ম্মিত পথে শকটাদি গমনাগমন করিবে। ফলতঃ তিন বৎসরের মধ্যে এই উভয় খালের কার্য্য সমাধা হইবে এমত অনুমিত হইয়াছে।

## প্রেরিত

বর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! আপনার সুবিখ্যাত পত্রিকা পাঠ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। আপনি অত্র রাজপুরের মুন্সেফ ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ঘটিত যে ব্যাপার এডিটোরিয়েলে লিখিয়াছেন, তাহা সমুদয় অমূলক। এরূপ ব্যাপারের সংবাদদাতার নাম ও মূল পত্রিকা (১) বৎপ্রতি নির্ভর করিয়া অনর্থক আমাকে অপবাদগ্রস্ত করিয়াছেন, তাহা সমুদায় আপনার আগামী পত্রিকাতে প্রকাশ করিয়া দিবেন যে, তদ্দ্বারা আমি স্বীয় নির্দ্দোষিতা স্থাপন পক্ষে উপায়াবলম্বন করিতে পারি। আমি আপনার প্রকাশিত অলীক ব্যাপার অবগত হইবার পর মাত্র উপযুক্ত রাজপুরুষের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি; সুতরাং তৎসম্বন্ধে কোন কথা এইক্ষণে উল্লেখ করিব না। আপনি বিজ্ঞ হইয়া অমূলক সংবাদের প্রতি নির্ভর করিয়া সহসা আমার প্রতি অনর্থক আক্রমণ করায় যথাযোগ্য কার্য্য করেন নাই। অতএব আমার প্রার্থনা যে, অনুগ্রহপূর্ব্বক এই পত্রিকা ও সংবাদদাতার নাম ও পত্রিকা সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিবেন।

৯ ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭২ } শ্রীঅম্বিকাচরণ রায় চৌধুরী রাজপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট।

—:০:—

সবিনয় নিবেদন মিদং।

মহাশয়! একটী জাতীয় হিন্দুমেলার বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া অল্পবুদ্ধি প্রযুক্ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের সংশয়ের বিষয় পরে লিখিব। প্রথমেই বিজ্ঞাপনটী পাঠকবর্গের গোচরার্থ অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"বিজ্ঞাপন।

ইহা দ্বারা সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ফাল্গুন সংক্রান্তি হইতে তিন দিবসের জন্য বাবুদিগের সম্মুখের মাঠে জাতীয় হিন্দু মেলা হইবেক, যাহারা এই মেলাস্থলে দৌড়ান কুস্তি অশ্বারোহণ, সন্তরণ এবং বন্দুক ছোড়া বিষয়ে নৈপুণ্য দর্শাইতে পারিবেন তাহাদিগকে পারিতোষিক দেওয়া যাইবেক ইতি।

১২৭৮ সাল তাং ৯ ফালগুন } শ্রীনবগোপাল বসু মেলার সহকারী সম্পাদক।

ইহাতে আমাদের সংশয় এই—

১ম। বিজ্ঞাপনে লিখিত হইয়াছে যে ফালগুন সংক্রান্তি হইতে তিন দিবসের জন্য মেলা হইবেক, ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে ২রা ফালগুন মেলার শেষ দিন, কিন্তু ৯ ই ফালগুন তারিখে বিজ্ঞাপন দেওয়ায় মেলাটী যে এবৎসর হইবে না তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। অতএব কোন্ বৎসরের ফালগুন সংক্রান্তিতে উক্ত মেলা হইবেক?

২য়। কোন্ জেলার কোন্ গ্রামের কোন্ বাবুদের বাটীর সম্মুখের মাঠে মেলা হইবে তাহা বিজ্ঞাপনে নির্দ্দিষ্ট নাই। অতএব দর্শনার্থী এবং পারিতোষিকাকাঙ্ক্ষিরা কোন্ বাবুর মাঠে যাইবেন? এস্থলে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল বসু মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা যে, তিনি আমাদের উপরিউক্ত কয়েকটী ভ্রমভঞ্জন করিয়া বাধিত করেন।

রাজপুর ১৪ ই ফালগুন ১২৭৮ সাল } বশম্বদ শ্রীঃ—

—:০:—

মহাশয়! অধুনা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যে প্রকার নিয়ম, তাহাতে বোধ হয় উপযুক্ত হইলে সকলেই প্রায় সকল প্রকার কর্ম্ম পাইতে পারেন। জাতি, দেশ বা ধর্ম্মভেদে ইহার কোন বাধা জন্মিতে পারে না; কিন্তু পঞ্জাবে এই নিয়মের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। সেটী কি, তাহা আমি পাঠকগণকে জানাইবার পূর্ব্বে এই অবগত করাইতেছি যে, বাঙ্গালা দেশের ন্যায় পঞ্জাবে ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেঃ কালেক্টর ও মুন্সেফ নাই তাঁহাদের পরিবর্ত্তে এখানে তহশীলদার ও একষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিসনর দ্বারা দেওয়ানী ফৌজদারী ও রেবিনিউর কাম নির্ব্বাহিত হয়। কিন্তু ঐ ঐ কার্য্যে এপর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালীকে নিযুক্ত হইতে দেখা যায় না। কারণ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে

(১) ঐ পত্রিকা হইতে সোমপ্রকাশে তাহার নাম সমাদেশ হইবার সম্ভাবনা নাই. তাহার স্থূল মর্ম্ম পূর্ব্বে প্রকাশ করা হইয়াছে। বিশেষ কারণবশতঃ নামটী আপাততঃ প্রকাশ করা গেল না স।

ট হয় যে ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে পঞ্জাবের
ইনানসিয়াল কমিসনর সাহেব এই মর্ম্মে
ক সরকুলর প্রচার করেন যে, বাঙ্গালিরা
ঞ্জাবের ভাষাও রীতি নীতি বিশেষরূপে
গত নহে, অতএব তাহারা তহসীলদারী
ভৃতি কার্য্য পাইতে পারিবে না। বোধ
, তখনকার লেপ্টেনণ্ট গবর্নর সাহেবও
হার অনুমোদন করিয়াছিলেন। সেই
ল এতাবৎকাল পর্য্যন্ত পঞ্জাবী ও হিন্দু
নিরা একাদিক্রমে সেই সেই কার্য্য করিয়া
সিতেছেন। কিন্তু তাহার পর এই দীর্ঘ
ল যাবৎ গবর্নমেণ্ট দেখিলেন না যে বাঙ্গা
রা পঞ্জাবী ভাষা ও রীতি নীতি অবগত
ইয়াছে কি না, সুতরাং সেই সরকুলর
নিই বাহাল রহিয়াছে।

বাঙ্গালিরা অনেকেই যে পঞ্জাবী ভাষা
তি উৎকৃষ্টরূপে শিক্ষা করিয়াছেন ও
তি নীতি সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হইয়াছেন,
হা আমার বলিবার পূর্ব্বেই বোধ হয়
ঠকগণ মনে মনে স্বীকার করিতেছেন।
সকল বাঙ্গালিদের এই দেশে জন্ম ও
ল্যাবস্থা হইতে যাহারা এই দেশে শিক্ষা
ইয়া কর্ম্ম করিতেছেন, তাঁহারা ব্যতীত
হারা ১০।১২ বৎসর বা তদপেক্ষাও
ধিক কাল চাকুরি উপলক্ষে এই পঞ্জাবের
ন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিতি ও তত্তৎ স্থানের
কের আচার ব্যবহার রীতি নীতি দর্শন
রিতেছেন, তাঁহারা যে অনেক শিক্ষিত
ঞ্জাবী অপেক্ষাও বিজ্ঞ ও বহুদর্শী তাহা বলা
হুল্য। এরূপ বাঙ্গালীও আছেন, তাঁহাদের
কথা বার্ত্তা শ্রবণ করিলে পঞ্জাবিরা তাহাদি
কে কখনই ভিন্ন দেশীয় বলিয়া বুঝিতে
ারেন না। পঞ্জাবের আফিস সমূহে উর্দ্দু
ভাষা প্রচলিত, তাহাও তাঁহারা অনেকে
অতি উত্তমরূপে অবগত আছেন। আর
খন অন্যান্য ডিপার্টমেণ্টে প্রশংসার সহিত
এবং এতদ্দেশীয়গণের অপেক্ষা অতি উত্তম
রূপে কার্য্য করিতেছেন, তখন বাঙ্গালিরা
তহসীলদারী ও এঃ এঃ কমিসনরী করিতে
পারেন না ইহা গবর্ণমেণ্ট কি বিবেচনায়
স্থির করিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে
পারি না।

বিচারকের প্রাজ্ঞতা, ধর্ম্মভীরুতা প্রভৃতির উপরেই বিচারের ন্যায়ান্যায় নির্ভর করে কিন্তু ঐ প্রাজ্ঞতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সমূহ কি প্রকার ব্যক্তিতে অবস্থান করে তাহা অগ্রে দেখা উচিত। পূর্ব্বোক্ত গুণ বর্জ্জিত ব্যক্তির হস্তে বিচার ভার অর্পণ করা আর স্বয়ং অবিচারকে উপাসনা পূর্ব্বক আনয়ন করা তুল্য। এক্ষণে দেখা যাউক, পঞ্জাবে নিম্নশ্রেণীর বিচারকগণের মধ্যে কি প্রকার লোক সকল নিযুক্ত আছেন। অদ্যাপি এদেশে এক এক জন এমত তহসীলদার ও এঃ এঃ কমিসনর দৃষ্ট হন যাঁহারা আপনাপন নাম ভিন্ন আর কিছুই লিখিতে পারেন না। গাছের নীচে বা খাটিয়ায় বসিয়া বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। অর্থী প্রত্যর্থীর প্রতি কটূ বাক্য সকল প্রয়োগ করিয়া থাকেন। আইনের মর্ম্ম কিছুমাত্র জ্ঞাত নহেন। ইহাঁরা কিরূপ সুবিচার করেন, তাহা পাঠকগণই বিবেচনা করুন। অনেককে উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি দোষে পদচ্যুত ও কারারুদ্ধ হইতে শুনা যায়। অতএব প্রার্থনা করি, গবর্নমেণ্ট পঞ্জাবে নিম্নশ্রেণীর বিচারকদের মধ্যে বাঙ্গালিদিগকে নিযুক্ত করিয়া সুবিচারের উপায় বিধান করুন। পঞ্জাবী ভাষা ও রীতি নীতির পরীক্ষা দানের নিয়ম হইলে বাঙ্গালিরা তাহাতে সমর্থ কি না জানিতে পারিবেন।

একজন মুলতানী।

গত ৫ ই ফাল্‌গুনে কলিকাতা আসিবার নিমিত্ত আমি এবং আর একটী ভদ্রলোক কুমারখালী ষ্টেসনে আসিয়া শুনিলাম, গাড়ি কুমারখালী আসিতে আর এক ঘণ্টা বিলম্ব আছে। গাড়ি আসিতে বিলম্ব আছে শুনিয়া আমরা ষ্টেসনের মধ্যে ইতস্ততঃ বেড়াইতে লাগিলাম। ইতি মধ্যে কুমারখালীর একটি ভদ্রলোক ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমার সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন তিনিও কলিকাতা আসিবেন এবং আমরা ৩ জন একত্র এক গাড়িতে আসিব তাঁহার সঙ্গে এই রূপ পরামর্শ স্থির

হইল। কিঞ্চিৎ বিলম্বে টিকেটের ঘণ্ট
পড়িলে আমরা তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট লইয়
গাড়ি আসিবার অপেক্ষায় প্লাটফরমে দাড়
ইয়া রহিলাম। অল্পক্ষণ পরেই গোয়াল
ন্দের গাড়ি কুমারখালি আসিয়া উপস্থি
হইল। সকলেই জানেন, যে, মধ্যবর্ত্তী
ষ্টেসনে গাড়ি অতি অল্প সময় মাত্র দাড়ায়
সেই অল্পক্ষণ মধ্যে আমাদিগকে গাড়ি
সন্ধান ক আরোহণ করিতে হইয়াছিল
তাহাতেও মনের মত গাড়ি পাওয়া গে
না। একখানি মাত্র তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ি
ছিল। তাহার মধ্যে কতকগুলি রেলওয়ে
পাশপ্রাপ্ত খালাসী পৈত্রিক ভদ্রাসন বাটি
মত দখল করিয়া বসিয়াছিল। আর কত
গুলি মগ এবং এতদ্দেশীয় ভদ্রলোকে
গাড়িখানি পরিপূর্ণ ছিল। আমরা আ
অন্য গাড়ি না পাইয়া অগত্যা ঐ গাড়িতে
উঠিলাম। গাড়ি কুমারখালি ত্যাগ করিয়
গড়ইব্রিজ ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইল
গড়ই ব্রিজ ষ্টেসনে আমার একটি বন্ধু ক
কাতা আসিবার কারণ টিকেট লইয়া দাড়
ইয়াছিলেন। ইঁহার সঙ্গে আমার অনে
দিন সাক্ষাৎ হয় নাই। অনেক দিন পরে
একজন বন্ধুর সঙ্গে সন্দর্শন হইলে তাঁহা
সঙ্গে কথোপকথন করিতে অন্তঃকরণ যেরূ
উৎসুক হয় তাহা সহজেই বুঝিতে পারা
যায়। আমি তাঁহাকে আমাদিগের সে
গাড়িতে আরোহণ নিমিত্ত অনুরোধ করি
লাম। তিনিও ঐ গাড়িখানির মধ্যে আমা
দিগের নিকটে এক পার্শ্বে অতি ক
উপবিষ্ট হইলেন।

ক্রমে গাড়ি কলিকাতাভিমুখে আসিতে
লাগিল; আর এক একটী ষ্টেসনে ২।৩
করিয়া লোক আরোহণ করায় আমাদিগে
গাড়িখানি ক্রমে ক্রমে অন্ধ কূপের আ
হইয়া উঠিল। সকলেই "কতক্ষণে গা
চুয়াডাঙ্গা যাইবে" কেবলই বলিতে লাগিলে
অপরাহ্ণ ৩ টার কিঞ্চিৎ পরেই গাড়িখা
চুয়াডাঙ্গা ষ্টেসনে উপস্থিত হইল।

চুয়াডাঙ্গা ষ্টেসনে আর কতকগুলি গা
আমাদিগের গাড়ির সঙ্গে যোজিত হই
আরোহিরা অনেকে আমাদিগের গা

ত্যাগ করিয়া অন্যান্য গাড়িতে উঠিতে লাগিলেন, এতদ্দেশীয়েরা আমাদিগের গাড়ি হইতে বাহির হইয়া প্লাটফরমের উপর দাঁড়াইয়া স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যান্য গাড়িতে উঠিতে লাগিলেন। পরে ৬॥ ঘণ্টার সময় গাড়িখানি কলিকাতা পঁহুছিল।

ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের যে ট্রেণ কলিকাতা হইতে গোয়ালন্দ যায় তাহার কতকগুলি গাড়ি চুয়াডাঙ্গায় কাটিয়া রাখিবার এবং যে ট্রেণ গোয়ালন্দ হইতে কলিকাতা আইসে তাহাতে প্রথমে অতি অল্পসংখ্য গাড়ি থাকে বলিয়া চুয়াডাঙ্গা হইতে আর কতকগুলি গাড়ি যোজিত করিয়া দিবার নিয়ম করা হইয়াছে। এই নিয়ম দ্বারা ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানির কি উপকার হইতেছে কিছু বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু যাত্রিদিগের পক্ষে, এই নিয়মটী অতিশয় কষ্টের কারণ হইয়াছে। যাহারা কলিকাতা হইতে গমন করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহাদিগকে চুয়াডাঙ্গা অতিক্রম করিয়া কোন ষ্টেসনে নামিতে হয় তাঁহাদিগকে পোঁটলা প্রভৃতি লইয়া এক ... নামিয়া অন্য গাড়িতে উঠিবার কষ্ট সহ্য করিতে হয়। যাঁহারা গোয়ালন্দ হইতে কলিকাতা আগমন করেন যে পর্য্যন্ত চুয়াডাঙ্গা ষ্টেসনে গাড়ি না পঁহুছে সেপর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে সঙ্কুচিতরূপে থাকিতে হয়। নিম্ন শ্রেণীর গাড়ি কম ও যাত্রী অধিক হওয়ায় যাত্রিদিগকে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

শীতকালে যাত্রীদিগের তাদৃশ ক্লেশ হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে গ্রীষ্মকাল উপস্থিত, এক্ষণে উক্ত কোম্পানির এই নিয়মটী পরিত্যাগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ এই নিয়ম দ্বারা তাঁহাদিগের কিছুলাভ কিম্বা ব্যয় সংক্ষেপ হয় না, কিন্তু যাত্রিদিগের ক্লেশের ... আর যাত্রিদিগকে ক্লেশ ... তাঁহাদিগের লাভ হইলেও তাহা করা ... 

... কুমারখালীর ষ্টেসন ... প্রশংসা না করিয়া থাকিতে ... ইনি রেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগের ... লোক নহেন। ইনি ভদ্রলোক দেখিলে সম্মান করেন এবং ষ্টেসনটির স্থানের অল্পতা প্রযুক্ত যাত্রিদিগের ক্লেশ না হয় তৎপক্ষে ইহাঁর বিশেষ মনোযোগ আছে।

কলিকাতা
২১ এ ফাল্গুন শ্রীতঃ

## নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭২ সাল ১লা মার্চ্চ।

| স্থানের নাম | সর্ব্ব কমতি জল ফুট | ইঞ্চ |
| --- | --- | --- |
| মোহানায় | ৪ | ৬ |
| তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে | ৪ | ৬ |
| জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে | ৩ | |
| বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে | ৩ | |
| কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে | ৪ | |

সন ১৮৭২ সালের ৪ ঠা মার্চ্চ বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের মাপ।

| ফুট | ইঞ্চ |
| --- | --- |
| ৫ | ২॥ |

বহরমপুর ৪ ঠা মার্চ্চ ১৮৭২ সাল } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইক্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবারডিবিজন।

---

## মূল্য প্রাপ্তি।

| | |
| --- | --- |
| শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য নিমলিয়া গ্রাম | ৫॥ |
| " " নারচন্দ্র চৌধুরী—পৌরগঞ্জ | ১০ |
| " " ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী—বাকসা | ৫॥ |
| " " মহাভারত রায়—শিয়ালদহ | ৫॥০ |
| " " চন্দ্রকান্ত উপাধ্যায়—ভবানীপুর | ৫॥ |
| " " ক্ষেত্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পাঁড়ুয়া | ১০ |
| " " কালীকুমার কুণ্ড গোজানবেড | ১০ |
| " " জয় প্রসাদ সিংহ—আসাম ভার্ণাকুলার স্কুলের হেড মাষ্টার | ১০ |

---

## সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েক বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা, মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, যাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ... মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয় তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন, টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। ... অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /... দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

---

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।

৩৩ নং। ১৮৭১।

# সোমপ্রকাশ

১৪ শ ভাগ। ১৭ সংখ্যা।

" প্রথমতমা প্রজানিমিত্তায় পার্থিবঃ সসম্মানী স্বনিমজ্জনী ন হীয়সা

মাসিক মূল্য ১ এক টাকা
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৭৮। ৬ ই চৈত্র। ইং ১৮৭২। ১৮ ই মার্চ্চ

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম
বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং
ষাণ্মাসিক ৫।৹ টাকা।

## বিজ্ঞাপন

গবর্ণমেণ্ট সোমপ্রকাশের মফস্বলস্থ গ্রাহকগণের প্রতি অনুকূল হইয়া অর্দ্ধেক মাসুল পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমরাও এই অক্টোবর হইতে অবশিষ্ট মাসুল গ্রহণ পরিত্যাগ করিলাম। এখন অবধি মফস্বলের গ্রাহকগণ কেবল বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১০ ও ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা পাঠাইলেই সোমপ্রকাশ পাইবেন। তাঁহাদিগের আর মাসুলের নিমিত্ত স্বতন্ত্র ব্যয় লাগিবে না। এই নিয়মের সঙ্গে সোমপ্রকাশের আর দুটী বিশেষ নিয়ম করা হইল। প্রথম, ত্রৈমাসিক মূল্য গৃহীত হইবে না। দ্বিতীয়, টিকিট লওয়া যাইবে না। নোট মণিঅর্ডর হুণ্ডী বরাত চিঠি প্রভৃতি যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয়, পাঠাইবেন; কিন্তু কেহ যেন কি আধ আনা কি এক আনা কোন প্রকার টিকিট প্রেরণ না করেন। অক্টোবর হইতে মাসুল পরিত্যক্ত হইল। যাঁহারা অতঃপর মূল্য প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের বিষয়েই এই নিয়ম বর্ত্তিবে; কিন্তু যাঁহারা অগ্রে মাসুল প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মাসুল বাদ পড়িবে না। তাঁহারা আবার যখন নূতন মূল্য প্রেরণ করিবেন, সেই সময়ে আর তাঁহাদিগকে মাসুল দিতে হইবে না।

৩১ এ আশ্বিন }
১২৭৮ } কার্য্য সম্পাদক

অসংখ্য নূতন শব্দ এবং প্রত্যেক শব্দের সংস্কৃত অর্থ ও প্রমাণ প্রয়োগাদির সহিত সংসঙ্কলিত সুবিস্তৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধানের ৫ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মফস্বলের গ্রহণেচ্ছুগণ প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৹ এবং ডাকমাসুল ৵৹ সমেত আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা } শ্রীতারাকুমার
শুঁড়িয়াটোলা ৬৮ নং বাটী } কবিরত্ন।

---

ন্যায়পদার্থতত্ত্ব নামক বাঙ্গলা দর্শন আমার যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইতেছে। প্রথম খণ্ড শেষ হইয়াছে, সত্বরেই প্রকাশিত হইবে। গোতম সূত্র, কণাদসূত্র প্রভৃতি প্রাচীন দর্শন শাস্ত্র ও নব্যন্যায় দর্শন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক ও ভৌতিক নানাবিধ পদার্থ নিরূপণ ও ঈশ্বর নিরূপণ, সৃষ্টি নিরূপণ ও আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি প্রধান প্রধান বিষয় ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে এবং ইংরাজী রসায়ন শাস্ত্র অনুসারে পরমাণু প্রভৃতি মূর্ত্তপদার্থের বিশেষ বিবরণ করা হইয়াছে। ফলতঃ দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বিষয় সমস্তই এই গ্রন্থে আছে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র শর্ম্মণঃ

কলিকাতা গিরিশ বিদ্যারত্ন প্রেস।

---

মনোরমা নাটক ১ টাকা

মদ্যপান ও গ্রাম্য জমীদারগণের অত্যাচার কতদূর ভয়ঙ্কর, তাহা প্রকাশ করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য।

কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্র কালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তীর নিকট ও সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

---

"রিপু বিহার কাব্য" সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও কাশীপুর রোড ৪৩ নং ভবনে প্রাপ্তব্য। মূল্য ডাকমাসুল সহিত ।৹ আনা।

### গুপ্ত যন্ত্রালয়।

২৪ নং মির্জ্জাফর্স লেন প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি,

ছাপার কর্ম্ম উত্তম শীঘ্র এবং সুলভ। আবশ্যকমত মূল্যের ফর্দ্দ ও ছাপার নিয়মাদি দেওয়া যাইবেক।

### পুস্তকালয়।

গুপ্ত যন্ত্রের গ্রন্থালয়ে বিবিধ বাঙ্গালা পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ উপস্থিত থাকে। সমুদয় অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। পুস্তকের ও মূল্যের তালিকা আবশ্যক মত দেওয়া যাইবেক

শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত

### বাঙ্গালার ভাবী মঙ্গল নাটক।

বাঙ্গালিদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থার মূলীভূত কারণ, কি উপায়ে উহা দূরীকৃত হইতে পারে এবং হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক নাটকাকারে লিখিত। দিনাজপুর বটতলা গোবিন্দচন্দ্র ঘোষের নিকট, কলিকাতা ১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত ডিপজিটরিতে, চক্রাপুর অপার সারকিউলার রোড নং ৫৮। ৫ গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে এবং ঢাকা কালেজের আন্যতর শিক্ষক বাবু রামমাণিক্য সিংহের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ এক টাকা, ডাকমাসুল ৴৹ দুই আনা।

ধাত্রীশিক্ষা প্রথম ও দ্বিতীয়খণ্ড, একত্রে
ন্ধা, আমার নিকট প্রাপ্য, মূল্য ৩ টাকা
াক মাস্থল ।/০ আনা।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ।
কলিকাত্তা হিন্দু হষ্টেল।

---

## তন প্রকারের নূতন সাপ্তাহিক।

াম .... ... মধ্যস্থ।

াম .... কলিকাতা, সিমুলিয়া ২০২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

াকৃতি ...সাময়িক ও সংবাদ পত্রের মিশ্রভাবাপন্ন-উক্ত-দর্শাক্রান্ত।

ষয় .. বাঙ্গালা গদ্য পদ্যময় রাজকীয় সামাজিক, ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক সাহিত্য ইত্যাদি।

ল উদ্দেশ্য... পুরাতনের নিতান্ত ভক্ত ও নূতনে বিরক্ত, এই যে এক দল। আর পুরাতনে নিতান্ত বিরক্ত ও নূতনের ভক্ত, এই যে অপর দল, অর্থাৎ পূর্ব্ব আচার ব্যবহারাদির রক্ষক ও উচ্ছেদক দলের মধ্যে মধ্যস্থতার চেষ্টা করা।

াখা উদ্দেশ্য... মনোরঞ্জন ও আমোদ উৎপাদনের সঙ্গে নীতি চর্চ্চা।

ময়... ... ... ১২৭৯ সালের প্রথম শনিবার হইতে প্রতি শনিবার প্রকাশমান।

ল্য ... ... অগ্রিম বার্ষিক ২ টাকা, ষাণ্মাসিক ২॥০ টাকা, পশ্চাদ্দেয় ॥০ আট আনা।

ম্পাদক ... এরূপ কার্য্যে নূতন নহে, ফলতঃ পূর্ব্ব পরিচিত ও পূর্ব্বানুগৃহীত ব্যক্তি এবং কতিপয় সহৃদয় সদ্বিদ্বান মহাশয় পৃষ্ঠবল থাকিবেন।

গ্রাহকেচ্ছু মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্ব্বক উক্ত ঠিকানায় মধ্যস্থ” ইতি শিরোনাম দিয়া পত্র পাঠাইবেন।

---

শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় এল, এম, এস, কর্ত্তৃক বেঙ্গলি মেডিক্যাল্ জর্ণ্যাল্।

নেটিব ডাক্তার এবং যাঁহারা মেডিকাল কালেজে শিক্ষা লাভ না করিয়া ডাক্তারি করিতেছেন, তাঁহাদিগের চিকিৎসা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উন্নতি বিধায়ক বেঙ্গলি মেডিক্যাল্ জর্ণ্যাল্ অর্থাৎ “ চিকিৎসা দর্পন ” নামক মাসিক পত্রিকা বিগত বৈশাখ মাস হইতে বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইতেছে। ইহার আকার ৮ পেজি ফর্ম্মার ৪০ পৃষ্ঠা, ডাক মাস্থল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৬, ষাণ্মাসিক ৩।০ প্রতি সংখ্যা ৷/০। চুঁচুড়ায় সম্পাদকের নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দু হষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

১২ ৭৮ ৩ রা অগ্রহায়ণ }

শ্রীমদ্ভাগবত।

ভাগবত তত্ত্বোধিকা। প্রতি মাসে ৮০ পৃষ্ঠা পুস্তক। বঙ্গাক্ষরে মূল, টীকা ও অর্থ সহিত প্রকাশ হয়। মূল্য বার্ষিক ৬ টাকা পোষ্টেজ ৸০ আনা।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন
বহরমপুর
খাগড়া

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম বি কর্ত্তৃক প্রকাশিত বঙ্গভাষায় বিরচিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ মাস্থল ৷০ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড ১০ মাস্থল ৷৷৶ । একত্রে দুই খণ্ড লইলে মূল্য ১৮ মাত্র ডাকমাস্থল ১৶ আনা। মাতৃশিক্ষা ২ মাস্থল ।০ আনা। এনাটমি ৪৷৷০ মাস্থল ।৶ মাত্র।

কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহষ্টেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

চণ্ডালিনী ৷৷০, শিশুজ্ঞানচিত্রাবলী ।৶১০ কুলীন কামিনী ৶০, সং পুং আলয়ে প্রাপ্য।

---

ভগবদুপাসনা দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ও কৃতবিদ্য জনগণের মধ্যে যাঁহারা অল্প দিবসের মধ্যে জীবাত্মা ও সূর্য্যমণ্ডলস্থিত বৈরাজ পুরুষের সহিত তাঁহাদিগের যে সম্বন্ধ আছে, তা অবগত হইয়া অতীন্দ্রিয় সুখভোগের অ কারী হইতে অভিলাষী হইবেন, তাঁহা আমাকে ( পেড ) পত্র লিখিলে ইহার বিশে বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন। পরমা বিজ্ঞান রত্নাকর গ্রন্থে এতদ্বিষয় এবং দে তত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধতত্ত্ব বিবৃ হইয়াছে। মূল্য ১ টাকা। মাস্থল দুই আন

সন ১২৭৮ কার্ত্তিক } শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মক
সহর শ্রীরামপুর

---

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তরনির্ম্মিত কো প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয়, আদেশ করি লেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়া প্রস্তুত আছে।

মেজ করা প্রস্তরনির্ম্মিত নৰ্দ্দমার পাই এবং উহার নিমিত্ত সাইফন, জঙ্‌শন ও বে ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট; মে রাতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ই

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নৰ্দ্দমা ও অন্যান্য যে সক কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত মেজকরা পাই টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মি হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখি কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করি দিবেন

কলিকাতা ২ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কো

---

প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক।

মূল সংস্কৃত দৃষ্টে নাটকাকারে বাঙ্গল রচিত। হাবড়ায় আমার ডিসপেন্সারি আমার নিকট এবং কলিকাতা কসাইটো এমামবাড়ী লেন নং ৬৭ জি, পি, রায় কে মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যা নিকট প্রাপ্য।

মূল্য ১ এক টাকা ডাকে পাঠাই মাস্থল ৶০।

শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যা

---

১৩ নং করণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গায় বাঁড়ুয্যে এণ্ডের কোম্পানির ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে।

| প্রণীত | | মূল্য |
|---|---|---|
| শ্রীমইতিহাস | | টাকা। |
| ভূষণসার ব্যাকরণ | | আনা |
| নীতিসার (১ ম ভাগ) | ৶০ | ঐ |
| নীতিসার (২ য় ভাগ) | ৶০ | ঐ |
| প্রচারিত। | | |
| মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ | | ৸০ আনা |

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা

বিক্রয় হইবে।

কোক, অথবা পাথরিয়া কয়লা দশ ...দের স্থান নহে দর মন করা॥ আনা ...ত্র। টাকশালে দরখাস্ত করিলে পাওয়া যাইবেক।

এইচ, হাইড, কর্ণেল, আর. ই,
মাষ্টার অব্ দি মিন্ট

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, সন ...সালের ২১এ মার্চ্চ তারিখে বৃহস্পতিবার বেলা ...১১ ঘণ্টার সময় যোগাম কলিকাতার রাইটর্স বিলডিং নামক বাটীতে ২৪ পরগণা ডিবিজনের একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র সাহেবের আফিসে রূপনারায়ণ ও দামোদর নদের মধ্যবর্ত্তী বাঙ্গী ও গাটআটি নামক খালের সন ১৮৭২ সালের ১ লা এপ্রেল অবধি সন ১৮৭৩ সালের ৩১এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের নিমিত্ত মাসুল আদায়ের ইজারা প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা যাইবে।

প্রত্যেক নীলাম ডাকনিয়া ব্যক্তিকে নীলাম আরম্ভের পূর্ব্বে ১০০ শত টাকা আমানত করিতে হইবে এবং যাহাদিগের ডাক অগ্রাহ্য হইবে, তাহাদিগের আমানতি টাকা ফেরত দেওয়া যাইবে এবং ইজারদারের নীলাম ডাকনিয়া ব্যক্তির আমানাত টাকা ইজারার ডাকের সিকি পরিমাণের জামিনী টাকা আদায় দিলে ফেরত দেওয়া যাইবে।

এই স্থুতিন দ্বারা পূর্ব্বলিখিত রাণীগঞ্জ বোকামে নীলাম করা রহিত হইল।

উপরি উক্ত বিষয়ের অন্যান্য সংবাদ নিম্ন স্বাক্ষরিত সাহেবের সমীপে প্রাপ্ত হইবে।

এ, জে, হিউজ সি. ই,
একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র
সিলাই ডিবিজন।
রাণীগঞ্জ।

—১০—

বঙ্গদর্শন।

(মাসিক পত্রিকা ও সমালোচন)

বঙ্গদর্শন আগামী ১ লা বৈশাখ হইতে প্রচারিত হইবে। নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ ইহার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক
" " দীনবন্ধু মিত্র
" হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এল,
" কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এ,
" রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল,
" তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বি, এ,
" অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বি, এল,

ও অন্যান্য মহোদয়গণ বঙ্গদর্শনে নিয়মিতরূপে লিখিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

ডাকমাসুল ছাড়া বঙ্গদর্শনের মূল্য।

| অগ্রিম | | পশ্চাৎদেয় (*) |
|---|---|---|
| বার্ষিক | ৩ | ৪॥০ |
| ষাণ্মাসিক | ১৸০ | ২।০ |
| ত্রৈমাসিক | ১ | ১।০ |

১ নং পীপুলপটী লেন।
ভবানীপুর, কলিকাতা
১লা চৈত্র ১২৭৮

শ্রীব্রজমাধব বসু
কার্য্যাধ্যক্ষ।

# সোমপ্রকাশ।

৬ ই চৈত্র সোমবার।

## বৌলিয়া হাইস্কুল।

আমরা অনেক দিন হইতে শুনিয়াছি জিলা রাজসাহীর অন্তঃপাতী দুবলহাটী নামক স্থানের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ রায় চৌধুরী বৌলিয়া গবর্ণমেণ্ট জিলা স্কুলকে হাই স্কুলে উন্নত করিবার জন্য বার্ষিক ৫ হাজার টাকা উপস্বত্বের একটী জমীদারী একেবারে নিঃস্বত্ব হইয়া গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। এ দান বড় সাধারণ দান নহে। শতকরা ৪ টাকা কোম্পানির কাগজের সুদ ধরিয়া হিসাব করিতে গেলে উহার মূল্য ১২৫০০০ এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা হইবে। সাধারণের বিদ্যাবৃদ্ধির নিমিত্ত একেবারে এত টাকা দান করেন, এরূপ লোক অতি বিরল। আমরা হরনাথ বাবুর এই প্রশংসাযোগ্য দানশীলতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছি। যিনি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানের জন্য অকাতরে এতদান করিতে পারেন, তাঁহার প্রকৃতি কত উৎকৃষ্ট ও আশয় কত উদার, তাহা পাঠকগণ অনুভব করুন। আমরা আশা করি, গবর্ণমেণ্ট তাঁহার এই বদান্যতার কোনরূপ পুরস্কার অবশ্য দিবেন।

হরনাথ বাবুর এই সাহায্যদান প্রাপ্ত হইয়া ঐ ডিবিজনের স্কুল ইন্‌স্পেক্টর বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় হরনাথ বাবুর ... প্রশংসা করিয়া তাঁহার প্রদত্ত অর্থ সাহায্যে যাহাতে বৌলিয়া জিলা স্কুল হাইস্কুল হয়, তদর্থ অনুরোধ করিয়া শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর এটকিন্সন সাহেবের নিকট রিপোর্ট করিয়াছেন। এটকিন্সন সাহেব ঐ রিপোর্ট পাইয়া রাজসাহী ডিবিজনের কামশনর মহোদয় সাহেবের নিকট ভূদেব বাবুর রিপোর্টের প্রতিলিপি সহ এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিয়াছেন যে, বহরমপুর কালেজ হাইস্কুলে অবনত হইয়াছে, বৌলিয়া বহরমপুর হইতে ১৫ ক্রোশ মাত্র অন্তরবর্ত্তী, এত নিকটানিকটি দুইটী হাইস্কুল হইলে পরস্পরের দ্বারা পরস্পরের অপকার ভিন্ন উপকার হইবে না। অতএব সেস্থানে হওয়া প্রার্থনীয় নহে। কিন্তু তাহা বলিয়া যে একজন উদারমনা ভদ্রলোক বিদ্যা...

(*) কিন্তু সাধারণতঃ অগ্রিম মূল্য দিলেই গ্রাহকগণ বঙ্গদর্শন প্রাপ্ত হইবেন।

বৃদ্ধির জন্য যে এত প্রচুর অর্থদান করিতেছেন, সে দান প্রত্যাখ্যান করাও কোন মতে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। অতএব আপনি উক্ত জমীদার বাবুকে লিখিয়া যদি তাঁহার উৎসৃষ্ট অর্থ বহরমপুর কালেজের বি, এ, ক্লাশ সংরক্ষণার্থ ব্যয়িত করিতে সম্মত করাইতে পারেন, তাহা হইলে বড়ই উপকার হয়। বহরমপুরে বি, এ ক্লাশ থাকিলে তদ্দ্বারা রাজসাহী জিলার ছাত্রদিগেরও যে সমূহ উপকার হইবে তাহা উল্লেখ করাই বাহুল্য। ইহা করিলে উক্ত জমীদার বাবুর প্রীত্যর্থে বোলিয়া স্কুলকে প্রথম শ্রেণীর জিলা স্কুলে উন্নত করিতে আমি প্রস্তুত আছি” ইত্যাদি। কমিশনর সাহেব ডাইরেক্টরের এই যুক্তিযুক্ত প্রস্তাবে একমত হইয়া জমীদার বাবুকে এবিষয়ের জন্য অনুরোধ করিবেন, তাহা বিলক্ষণ সম্ভাবিত বোধ হইতেছে।

এক্ষণে হরনাথ বাবুর নিকটে আমাদিগের অনুরোধ এই যে, তিনি এট্‌কিন্‌সন সাহেবের উল্লিখিত সমীচীন প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাঁহার উৎসৃষ্ট অর্থ বহরমপুর কালেজের বি, এ, ক্লাশ সংরক্ষণার্থ ব্যয়িত হইতে অনুমোদন করেন। হাই স্কুলের দ্বারা যে উপকার হইবে কালেজের দ্বারা যে তদপেক্ষা বহুগুণ উপকার হইবে একথা তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য প্রয়াস পাইতে হইবে না। বহরমপুরে কালেজ থাকিলে তাহাতে যে রাজসাহীর ছাত্রেরাও বিশেষ উপকৃত হইবে তাহাও উল্লেখ করা বাহুল্য। তবে তিনি স্থলে একথা বলিতে পারেন যে, মুরশিদাবাদে বড় বড় জমীদার অনেক আছেন, তাঁহারা তত্রত্য কালেজের জন্য অর্থ প্রদান করুন না কেন। এ কথার উত্তর এই, তাঁহারা এই নিমিত্ত কয়েক সভাদি করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। অতএব এমত স্থলে তাঁহাদের কথার উল্লেখেরই আর প্রয়োজন হইতেছে না। তাঁহার পক্ষে বক্তব্য এই যে, তিনি বিদ্যাবৃদ্ধির উৎসাহ প্রদানের জন্য ঐ অর্থ উৎসর্গ করিয়াছেন, উহা আর বোধ হয় প্রত্যাহরণ করিবেন না। অবশ্যই ঐ কার্য্যে ব্যয় করিবেন। ডাইরেক্টরের অভিপ্রায়ে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, বোলিয়ায় হাই স্কুল হইবে না; তাহা যদি না হয়, তবে তাঁহার উৎসৃষ্ট অর্থ ডাইরেক্টর সাহেবের প্রস্তাবিত বিষয়ে ব্যয়িত করা অপেক্ষা আর কি উৎকৃষ্টতর বিষয়ে বিনিয়োজিত হইতে পারে? তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য যে বোলিয়া স্কুলকে উন্নত করা, এ কার্য্য দ্বারা তাহাও কতক অংশে সফল হইবে এবং বহরমপুর কালেজের সহিত তাঁহার নাম চিরকাল গ্রথিত থাকিবে। বোলিয়া তাঁহার নিজের জিলার মধ্যে বহরমপুর নিজের জিলা নহে, এই মাত্র কারণে তিনি যে এই প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না আমাদের এরূপ বোধ হয় না। যিনি কেবল স্বদেশের উপকার সাধনার্থ অকাতরে এত প্রচুর অর্থ দান করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার হৃদয় কখনই এত ক্ষুদ্র ও এত সংকীর্ণ হইবে না যে তিনি নিজ জিলা বলিয়া বোলিয়াকেই স্বদেশ বোধ করিবেন এবং তথা হইতে কয়েক ক্রোশ মাত্র দূরবর্ত্তী বলিয়া বহরমপুরকে বিদেশ বোধ করিয়া তাহার উপকার সাধনে পরাঙ্মুখ হইবেন

কোয়ান সাহেব ও খোকা ঘটিত গোলযোগ।

কোয়ান সাহেবের বন্ধুগণ বলিতেছেন, কোয়ান সাহেব খোকাদিগকে কামানে উড়াইয়া দিবার যে আজ্ঞা দেন, পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণরূপে তাহার অনুমোদন করিয়াছেন। “একজন ইংলিশমান” স্বাক্ষরিত একখানি পত্র ডেলিনিউসে প্রকাশিত হইয়াছে। পত্র প্রে[রক] বলেন, কোয়ান সাহেব সে সময়ে ৪৯ খোকাকে কামানে উড়াইয়া না দি[লে] সমুদায় শিখজাতি বিদ্রোহী হইত। বাহিরে যিনি যাহা বলুন, পঞ্জাবের অ[বস্থা] ভাল নহে, সকল লোকেই অসন্তু[ষ্ট]। এমন অবস্থায় অবিলম্বে ঐরূপ করি[বার] আজ্ঞা না দিলে নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ হই[ত]। পত্র প্রেরক আর একটী অদ্ভুত ক[থা] বলিয়াছেন। তিনি বলেন, ব্রিটিশ বিচ[ার] প্রণালীতে স্পষ্ট প্রমাণ ব্যতীত দণ্ড [হয়] না। কোন ব্যক্তি হত্যা করিয়াছি[ল] তাহার প্রমাণ হইত না। সুতরাং বিদ্রো[হি]গণ বিচারে মুক্তি লাভ করিত এব[ং] ভবিষ্যতে বিদ্রোহ ঘটিবার সম্ভাবনা হইত!! পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট এককালে ব[হু]সংখ্য লোকের প্রাণ নাশের অনুমোদন করিবেন তাহা আশ্চর্য্যের নহে। উক্ত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এটী নূতন নহে। হাবেলক ও উট্রাম কয়েক শত মাত্র সৈন্য লইয়া সহস্র সহস্র বিদ্রোহির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। হেনরি লরেন্স ৬০,০০০ বিদ্রোহির সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ১৬০০ সৈন্য পাইয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু ইহাতেও তাঁহারা বিনা বিচারে লোকের প্রাণ নাশের আজ্ঞা দেন নাই। পত্র প্রেরক কোয়ান সাহেবের কার্য্যের সমর্থনার্থ যে দ্বিতীয় যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, এটী কাহার কাছে শিখিলেন? বিচার হইলে দণ্ড হইত না, অতএব কোয়ান সাহেব বিনা বিচারে দণ্ড দিয়া ভাল কাজই করিয়াছেন! এতদপেক্ষা অদ্ভুত যুক্তি আর কি আছে? আবদুল্লার বিচার সময় আডবোকেট জেনরল জুরিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, আপনারা বাহিরে যাহা শ্রবণ বা পাঠ করিয়াছেন, তৎপ্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ না দিয়া কেবল যে প্রমাণ পাইবেন তদনুসারে বিচার করিবেন” এই

থা শুনিবামাত্র শ্রোতা মাত্রেই ব্রিটিশ
চার প্রণালীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া
লেন। যে সকল ইংরাজী সংবাদ
র সম্পাদক আমিয়ার রাজগণকে
ষ্ঠুর ও আইন লঙ্ঘনকারী বলিয়া
পনাদিগের বিচার প্রণালীর গর্ব্ব
রিয়া থাকেন, তাঁহারা কি এই পত্র-
প্রকের মতের অনুমোদন করেন?
নেকের সংস্কার আছে, কোয়ান সাহে
র ন্যায় কাজ করিলে ইংরাজদিগের
ভুশক্তি দৃঢ়ীভূত হইবে। এ সংস্কার
ত্যন্ত অনিষ্টকর। গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য
াকাঙ্ক্ষা কোয়ান সাহেবের গুরুতর দণ্ড
ধান করিয়া লোকের এই সংস্কার দূর
রেন।

---

কাম্বেল সাহেব ও তাঁহার
স্বৈরাচার প্রিয়তা।

গ্রীস দেশীয় প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ
পেরিক্লিসের একটী কুকুর ছিল। এথে
সের যাবতীয় লোকে সেই কুকুরটীর
প্রশংসা করিতেন। পেরিক্লিস এক
দিন হঠাৎ তাহার লেজ কাটিয়া দিলেন।
একজন বন্ধু বিস্মিত হইয়া কারণ
জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন,
লোকে সর্ব্বদাই আমার কথা লইয়া
থাকে, আমি তাহা ভাল বাসি না। কুকু
রের লেজ কাটিয়া দিলাম, এক্ষণে লোকে
মার আমার কার্য্যের ছিদ্রানুসন্ধান
। করিয়া তাহারই কথা লইয়া থাকিবে"।
নেকে বলেন, কাম্বেল সাহেবের মতটী
হার সম্পূর্ণ বিপরীত। লোকে সর্ব্বদা
তাঁহার কথা লইয়া থাকে, এই তাঁহার
ইচ্ছা, এই কারণে অবসর পাইলেই তিনি
ক একটী নূতন প্রস্তাব করিয়া বসেন।
তাঁহার প্রস্তাব সর্ব্বাংশে বিশুদ্ধ যুক্তির
অনুমোদিত কি না? সাধারণে তাহার
অনুমোদন করেন কি না? তিনি সে
বিবেচনা করেন না। এক্ষণে একটু

যুক্তি পাইলেই অমনি একটী প্রস্তাব করেন। অন্যে যিনি যাহা বলুন, তিনি যে এক খ্যাতিলাভের বাসনা পরবশ হইয়াই এরূপ করেন, আমাদিগের এমন বোধ হয় না। আমাদিগের সংস্কার এই, তিনি স্বেচ্ছাচারিতা অধিক ভাল বাসেন, সুতরাং কোন প্রকার প্রতিরোধ সম্ভাবনা হইলেই তাহার অসহ্য হয়, তিনি স্বয়ং তাহা হইতে মুক্ত হইবার এবং অন্যকে মুক্ত করিবার চেষ্টা পান। তাহা তেই তাঁহার মুখ হইতে এত নূতন প্রস্তাব প্রাদুর্ভূত হয়। অদ্য তাহার একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই ভাবের আইনের একটী পাণ্ডুলেখ্য উপস্থিত হইয়াছে, নিম্ন বিচার সংক্রান্ত কমিশনরের আজ্ঞার প্রিবি কৌন্সিলে আপীল হইবার বিধি হওয়া উচিত কি না? সে দিন এই প্রসঙ্গ লইয়া যখন তর্ক বিতর্ক হয়, কাম্বেল সাহেব বলেন, এই আপীল বন্ধ করা উচিত। আপীলের বিধি থাকাতে ভয়ানক অনিষ্ট হয়। বোধ কর, একজন দরিদ্র ডিক্রী পাইল। ধনী ব্যক্তি প্রিবি কৌন্সিলে আপীল করিয়া এত সময় নষ্ট করিলেন যে দরিদ্রের জয় বিফল হইয়া গেল। অপর পঞ্জাবের মিউনিসিপাল আইনের পাণ্ডুলেখ্য উপলক্ষে বলিয়াছেন, "পঞ্জাবের সহিত আমার যখন সংস্রব ছিল, তখন বড়ই সুখ ছিল। তখন আইনের বালাই (উকীলদিগকে পরিহাসে "বালাই" বলা হইয়াছে) তথায় প্রবেশ করে নাই"। তিনি তৎপরে এই ভাবে মত দিলেন যে, বিচার প্রণালীর যে সমস্ত উৎকর্ষ হইয়াছে, তাহা এতদ্দেশীয়দিগের সংস্কার ও অভ্যাস বিরুদ্ধ। তাঁহারা ইংলণ্ডীয় বিচার প্রণালীর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন না। বিচারপতি ও শাসনকর্ত্তার ক্ষমতার পার্থক্য

থাকাতে তাঁহারা বিস্ময়াবিষ্ট হন। অ
এব বিচারপতির পদ রহিত করি
শাসন সংক্রান্ত কর্ম্মচারিদিগের হস্তে
বিচারের ভার দেওয়া কর্ত্তব্য"। কাম্বে
সাহেব যে স্বেচ্ছাচারিতা ভাল বাসেন
এবং স্বেচ্ছাচারিতা ভাল বাসেন বলিয়া
এ প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে
তাহা তাঁহার বাক্য দ্বারাই স্পষ্ট প্রতী
মান হইতেছে। ধনবান ব্যক্তিরা মকদ্দ
করিয়া করিয়া দরিদ্রদিগকে বিরক্ত কর
কথা অযথার্থ নয়, কিন্তু এযুক্তি ধরি
আপীলের পথ রুদ্ধ করা উচিত হয় না
আপীল রহিত হইলে যেমন দুই একজ
দরিদ্রের উপকার হইবে, তেমনি শ
শত অবিচার হইবে। দরিদ্র মাত্রে
সৎ আর ধনি মাত্রে অসৎ এ সিদ্ধা
যারপর নাই অনিষ্টকর। এই সংস্কারে
বশবর্ত্তী হইয়া কমিশনর যদি বিচ
কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, আর অসৎ দ
দ্রেরা জয় লাভ করে, ইহার পর শোচনী
কাণ্ড আর কি আছে? বিচার প্রণালী
উৎকর্ষ রাজনীতি সংক্রান্ত উন্নতি
প্রধান সোপান। যে দেশে ব্যবহারাজ
বের সংখ্যা অধিক সে স্থানে শাসন কা
বিচারালয় দ্বারাই সম্পাদিত হয়।
দেশে দীর্ঘকাল অত্যাচার চলে না।

প্রিবিকৌন্সিল এদেশের লোকে
পরম ভক্তির ভাজন। "সেখানে অ
চার হইবার যো নাই, সেখানকার সা
বেরা ভারতবর্ষের সাহেব নহে" এ
এদেশের একটী প্রবাদ বাক্য হ
উঠিয়াছে। এদেশে কি দরিদ্রেরই
হইয়া থাকে? অল্প সম্পত্তি লইয়া
মকদ্দমা হয় তাহাতে ঊর্দ্ধ সংখ্যা
আপীল হইতে পারে। খাস আপী
দুরাত্ম সচিত বিদেশে বিবেচনা হয়
বলিয়া কত অবিচার ও অসন্তোষ হইতে
তাহা কি কাম্বেল সাহেব অবগত
তিনি কি ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টিপা

করিয়া বলিতে পারেন, প্রধানতম বিচা... লয় হইতে সর্ব্বদা সুবিচার হয় ? একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। কাবেল সাহেবের একজন নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের ভ্রাতা ( ডেবিস সাহেব যিনি একণে পঞ্জাবের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর হইয়াছেন ) অযোধ্যায় বিচার সংক্রান্ত কমিশনর থাকিবার সময়ে তত্রত্য রাজবংশের একজন স্ত্রীলোকের সর্ব্বস্ব বাজেআপ্ত করিবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন। প্রিবিকৌন্সিলে আপীল করাতে তিনি সম্পত্তি পুনঃ প্রাপ্ত হন। বিচার সংক্রান্ত কমিশনরের আজ্ঞা চূড়ান্ত হইলে কি চমৎকার সুবিচার হইত ! দরিদ্র বেগমের সম্পত্তি যাইত; হয় ত ঐ বংশ হইতে শেষে একজন দ্বিতীয় নানা সাহেব বহির্গত হইতেন। প্রিবি কৌন্সিল সুবিচার করিয়া কেবল যে ব্যক্তি বিশেষের স্বত্ব রক্ষা করিলেন এমত নহে, হয় ত ভাবী একটী মহৎ রাজনীতিসংক্রান্ত বিপদ হইতে দেশ রক্ষা করা হইল। দরিদ্র ডিক্রিদার না হইয়া যদি দরিদ্র অধমর্ণ হয়, তাহা হইলে কি হইবে ? বরং প্রিবি কৌন্সিলের এলাকা বৃদ্ধি করা উচিত এবং যাহাতে দরিদ্রেরাও অনায়াসে প্রিবিকৌন্সিলে আপীল করিতে পারে তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের পক্ষপাতিতার উপরে লোকের যখন এত সুগাঢ় ভক্তি, এত অসীম বিশ্বাস, তখন সেই পথ রুদ্ধ করা কি বিধেয় ?

শাসনকর্ত্তৃগণ অশ্বারোহণ করিয়া ...কতলে বিচার করেন এটী নিয়মবহির্ভূত ...দেশের মহামতিদিগের অভিমত হউক, ...ন্ত সাধারণে ইহাতে অনুমোদন করেন ...। ভারতবর্ষীয়েরা একবাক্য হইয়া ...লিয়া থাকেন, উক্ত বিচার প্রণালী অতি ... জঘন্য। বঙ্গদেশের মত সকলেই ...লেন। যে পঞ্জাবের দৃষ্টান্ত সর্ব্বদা দেওয়া ..., সেই পঞ্জাববাসিরা ছোট আদালতকে “মাতাপিতৃহীন” আদালত বলিয়া থাকেন। ইংলণ্ডীয় বিচারপ্রণালী এদেশীয়দিগের বুদ্ধির অগম্য নহে। স্বভাবতঃ এতদ্দেশীয়দিগের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ইহারা আইনের সূক্ষ্ম অর্থ বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন। এই নিমিত্ত এতদ্দেশীয়েরা বিচার কার্য্যে এত দক্ষতা প্রদর্শন করিতেছেন।

---

আর্য্যজাতির অধ্যবসায়

দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা।

আমরা গত বারে প্রতিপন্ন করিয়াছি, প্রাচীন কালের আর্য্যজাতীয়েরা অতিশয় বলবান ছিলেন। শরীর বলিষ্ঠ হইলে উৎসাহ অধ্যবসায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা মনস্বিতা তেজস্বিতা প্রভৃতি সচরাচর যে যে গুণের প্রাদুর্ভাব হয়, প্রাচীন কালের আর্য্যজাতীয়েরা সেই সেই গুণ দ্বারা অলঙ্কৃত ছিলেন। ইদানীন্তন আর্য্যজাতীয়দিগের সে শরীর নাই, সে সত্ত্ব নাই, সে বল নাই। সুতরাং দৃঢ়প্রতিজ্ঞতাদি গুণেরও বিরলভাব হইয়াছে। একণকার লোকেরা উৎসাহ অধ্যবসায় সম্পন্ন ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া প্রায় কোন কাজই করিতে পারেন না। এই কারণে একণে কোন বৃহৎ কর্ম্ম এদেশীয়দিগের প্রযত্নসম্পাদিত দৃষ্ট হইতেছে না। পূর্ব্বকার লোকদিগের দৃঢ়প্রতিজ্ঞতাদির কথা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহারা তত্তৎ গুণপ্রভাবে যে সমস্ত কাণ্ড করিয়া গিয়াছেন, তাহা অলৌকিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। রামচন্দ্র সমুদ্রে সেতু বন্ধন করিয়া সীতার উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয় রামের দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা স্মরণ করিয়া বিস্ময়ে একান্ত অভিভূত না হয় ? রাবণ বধ হইলে সীতা রামের সম্মুখে আনীত হইলেন। রাম তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তোমার হরণ অবধি আমি নিদ্রা যাই নাই, শত্রু জয় করিয়া তোমাকে আনয়ন করিব বলি... যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা প... হইলাম (১)। লক্ষ্মণ শক্তি দ্বারা আ... হইলে রামচন্দ্রের অতিশয় বৈরাগ্য জ... তিনি যুদ্ধ বিষয়ে একান্ত ঔদাসীন্য প্র...র্শন করেন। লক্ষ্মণ তাঁহার ঔদাসীন্য ...দর্শন করিয়া কহিলেন, আপনি পূ... সেই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, এক... তেজোহীন কাপুরুষের ন্যায় এপ্রক... বলা উচিত হয় না। সাধু ব্যক্তি... প্রতিজ্ঞা করিয়া কখন তাহাকে বিফ... করেন না। প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন মহত্বে... একটী চিহ্ন। আমার এই বিপৎপা... দেখিয়া আপনার হতাশ হওয়া উচি... হয় না। আপনি রাবণকে বধ করি... প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করুন (২)।

বেদব্যাস পণ্ডিতের এই লক্ষণ ক...য়াছেন, শীত উষ্ণ ভয় অনুরাগ সম্পৎ বা দারিদ্র্য কিছুতেই যাঁহার আর... কার্য্যের বিঘ্ন করিতে না পারে, সে... পণ্ডিত। যে ব্যক্তি নিশ্চয় করিয়া ক... আরম্ভ করে, কর্ম্মের মধ্যে ক্ষান্ত না হ... সেই পণ্ডিত। পণ্ডিত ব্যক্তিদিগের বাক্যে... ফল পর্য্যালোচনা করিয়া যে ব্যক্তি... কার্য্যে অধ্যবসায়বান হয়, সে চির যশস্... হইয়া থাকে (৩)।

---

(১) ময়াহ্যাপকর্ষিতেন শূত্যা যা তব নির্জ্জয়ে... প্রতিজ্ঞেয়ং ময়া তীর্ণা তীর্ণশ্চ বরুণালয়ঃ... রামায়ণং।

(২) হতেত্যেবং বদন্তন্তু রাঘবং মহাত্মনঃ... জ্ঞাত্বা লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ। ত... প্রতিজ্ঞাং প্রতিজ্ঞায় পুরা সত্যপরাক্রম। লঘু... কশ্চিদিবাসত্ত্বো নৈবং বক্তুমর্হসি। নহি প্রতি...জ্ঞাং কুর্ব্বন্তি সাধবো বিতথাং নৃপ। লক্ষণন্তু ম...হস্য প্রতিজ্ঞাপরিপালনং। তদং মৎকৃতেনৈ... নৈরাশ্যমুপগমঃ নৈব। বধেন রাবণস্যাদ্য প্রতিজ্ঞাং পরিপালয়। রামায়ণং।

(৩) যস্য কৃত্যং ন বিঘ্নন্তি শীতমুষ্ণং ভয়... রতিঃ। সমৃদ্ধিরসমৃদ্ধির্বা স বৈ পণ্ডিত উচ্যতে... নিশ্চিত্য যঃ প্রক্রমতে নান্তর্ব্বসতি কর্ম্মণঃ... অবন্ধ্যকালো বশ্যাত্মা স বৈ পণ্ডিত উচ্যতে... স্মৃত্যুক্তানি ধীরাণাং ফলতঃ পরিচিন্ত্য যঃ... অধ্যবস্যতি কার্য্যেষু, চিরং যশাংসি তিষ্ঠতি। মহাভারতং।

মহাবীর অর্জ্জুন যে সমস্ত অদ্ভুত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞতাই কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তিনি যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হইতেন, পাণ্ডবেরা কুরুক্ষেত্রে জয় লাভ করিয়া কোন ক্রমে দুরাত্মা দুর্য্যোধনের বধসাধনে সমর্থ হইতেন না। একদা ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, বিক্রম প্রকাশ করিয়া তোমাকে রাজ্যলাভ করিতে হইবে, তোমার বিপক্ষের বীর্য্য অস্ত্র ও সৈন্য সমুদায়ই অধিক। এ সমুদয় যাহার অধিক হয়, তাহারই যুদ্ধে জয় লাভ হয় (৪)। অতএব অর্জ্জুন তপস্যা করিয়া অস্ত্র লাভ করুন, তাঁহার অস্ত্র বলে তোমার জয় লাভ হইবে। এই কথা শুনিয়া অর্জ্জুন তপস্যা করিতে গেলেন। সেখানে কিরাত রূপধারী মহাদেবের সহিত যুদ্ধ হইল। পরিশেষে অস্ত্র লাভ ও সেই অস্ত্র বলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়লাভ হইল। যাহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা না থাকে, তাহা হইতে কি এ অসাধ্য সাধনের সম্ভাবনা থাকে? তপস্যা কালে ইন্দ্র মুনিরূপ ধারণ করিয়া আসিয়া অর্জ্জুনকে তপস্যা হইতে বিরত করিবার বিস্তর চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কোন ক্রমে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অর্জ্জুন দেবরাজের কথা শুনিয়া কহিলেন, আমি সুখপ্রার্থী নহি, অর্থপ্রার্থী নহি, ব্রহ্মপদেরও প্রার্থনা করি না। শত্রুরা ছলদ্বারা আমাদিগের গাত্রে যে অযশঃপঙ্ক লেপন করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে বধ করিয়া তাহাদিগের রোদনশীল রমণীগণের লোচন জলদ্বারা তাহার মার্জ্জনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। সাধুগণ আমাকে উপহাস করুন, আমার বুদ্ধির প্রমাদ হউক, আর আপনি আমাকে এ অধ্যবসায় হইতে বিরত করিতে না পারিয়া লজ্জিত হউন, আমি যাবৎ বিপক্ষগণের উচ্ছেদ করিয়া রাজলক্ষ্মীর উদ্ধার সাধন করিতে না পারিব, তাবৎ আমি মোক্ষকেও জয়লক্ষ্মীর অন্তরায় বলিয়া বিবেচনা করিব। যে পর্য্যন্ত পুরুষ অরাতিকৃত যশের পুনঃ সংগ্রহ করিতে না পারে তাবৎ সে অজাতপ্রায় মৃত অথবা তৃণতুল্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। রাজা যুধিষ্ঠির যুদ্ধে অপমানের প্রতীকার করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া আমাকে ধ্যান করিতেছেন (৫)।

দুর্য্যোধন কপট দ্যূতে জয়ী হইলে দুরাত্মা দুঃশাসন যখন সভাস্থলে দ্রৌপদীর কেশাম্বর আকর্ষণ করে, তৎকালে ভীম প্রভৃতি যে দুষ্কর প্রতিজ্ঞা করেন তাহা সম্পাদন করিয়াছিলেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা ব্যতিরেকে কি তৎ সম্পাদন সম্ভাবিত হয়? বৃকোদর ক্রুদ্ধ হইয়া কহিতেছেন, সভাস্থ ক্ষত্রিয়গণ আমার বাক্য শ্রবণ করুন, আমি এপ্রকার করিয়া যদি এ কাজ না করি, আমি পূর্ব্ব পুরুষদিগের গতি যেন না পাই। আমি এই দুর্ব্বুদ্ধি পাপাত্মা দুঃশাসনের বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া রক্ত পান করি। দুরাত্মা দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে উরু প্রদর্শন করিলে ভীম কহিলেন, বৃকোদর যদি যুদ্ধস্থলে গদাদ্বারা তোমার উরুভঙ্গ না করে পিতৃলোকের গতি প্রাপ্ত হইবে না। অর্জ্জুনও ঐরূপ কর্ণবধের প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিলেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, রণস্থলে কর্ণের ও কর্ণের অনুচরগণের প্রাণ সংহার করিব (৬)। যাহাতে পদার্থ নাই, যাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা নাই, তাহা হইতে কি কখন এই সমস্ত দুরূহ কার্য্য সম্পাদিত হয়?

ভীষ্মের দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা এদেশে কাহার অবিদিত নাই। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, বিবাহ করিবেন না। কখন কালের জন্যও এই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে বৈমুখ্য প্রদর্শন করেন নাই। তিনি উর্দ্ধরেতা বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এই প্রকার ভূরি উদাহরণ আছে, আমরা প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে তাহার উল্লেখে বিরত হইলাম। তবে যে কয়টী উদাহরণ প্রদর্শিত হইল সে সমুদায় ক্ষত্রিয় জাতি সংক্রান্ত। ক্ষত্রিয়েরাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, অন্য অন্য জাতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন না, যদি কেহ এই আপত্তি করেন, তন্নিমিত্ত সর্ব্বপ্রধান ব্রাহ্মণ বর্ণের দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার দুই একটী উদাহরণ প্রদর্শন আবশ্যক হইল।

পরশুরামের দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার বিষয় কে না জানেন? তিনি এক বিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া ক্ষত্রিয় শোণিতে পিতৃতর্পণ করিয়াছিলেন (৭)।

(৪) [illegible] ধরিত্রী জয় [illegible] ইতি। অতঃ প্রবসায় [illegible] প্রকর্ষয়া [illegible] বনে [illegible]। [illegible]

(৫) ন সুখং প্রার্থয়ে নাপি [illegible] চ। [illegible] বিবিক্তং [illegible] পদং। প্রমাষ্টু মযশঃপঙ্ক [illegible] বৈধব্যতাপিতারাতিবনিতা লোচনাম্বুভিঃ। অপহসেৎ অথবা [illegible] [illegible] বা [illegible]। [illegible] সমুচ্ছেদেন [illegible] মাপ [illegible] জয় [illegible]। পুরুষস্তাবৎ [illegible] যশো [illegible] বিবুধসম [illegible]। [illegible] [illegible] কাঙ্ক্ষিত [illegible]।

(৬) [illegible] ক্ষত্রিয়া [illegible] [illegible]

(৭) [illegible]

ণক্যের প্রতিজ্ঞাও অপ্রসিদ্ধ নয়। রাজা নন্দ চাণক্যের অবমাননা করিলে ণক্য শিখা উন্মোচন করিয়া এই তিজ্ঞা করিলেন, যাবৎ নন্দ বংশের চ্ছেদ করিতে না পারিব, তাবৎ শিখা ন্ধন করিব না। এই প্রতিজ্ঞার অনুরূপ ার্য্যও হইয়াছিল। তিনি নন্দ বংশ ধ্বংস রিয়া তৎপদে চন্দ্র গুপ্তকে প্রতিষ্ঠিত রিয়াছিলেন। তিনি কহিতেছেন, যে ামি সর্ব্বজন সমক্ষে নন্দবধ প্রতিজ্ঞা রিয়া দুস্তর প্রতিজ্ঞা নদী পার হইয়াছি, েই আমি এক্ষণে প্রকাশীভূত এই বষেের প্রতীকারে সমর্থ হইব না? ূর্ব্বে নন্দ যখন আমাকে আসন হইতে ামাইয়া দেন, যে সকল ব্যক্তি তাহা েখিয়াছিলেন, রাজার ভয়ে অধোমুখ ইয়া যাঁহারা মনে মনে কেবল ধিক্কার িয়াছিলেন, সাহস করিয়া কিছু বলিতে ারেন নাই, এক্ষণে তাঁহারাই দেখুন. িংহ যেমন গিরি শিখর হইতে হস্তিকে নপাতিত করে, আমি তেমনি নন্দকে বংশে সিংহাসন হইতে পাতিত করি াম (৮)

এই চাণক্য সামান্য ব্রাহ্মণ নহেন, হামহোপাধ্যায়। ইঁহার প্রণীত নীতি াস্ত্র পাঠ করিলে ইঁহার অগাধবুদ্ধি েধা রাজনীতিজ্ঞতা দক্ষতা প্রভৃতি ণ সমূহের পরিচয় পাওয়া যায়। দৃঢ় তিজ্ঞতা গুণ জাতি বর্ণ বা পাণ্ডিত্য ত নয়। যে শরীরে ইহার উপযোগী বিশেষ পদার্থ আছে, সেই শরীরেই ইহার বিদ্যমানতা লক্ষিত হয়। তাহাতে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ স্ত্রীপুরুষাদি বিচার নাই। ব্রাহ্মণে এ গুণ ছিল না, যদি কেহ একথা বলেন, তিনি এদেশের কিছুই জানেন না, এই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। ব্রাহ্মণেরাই এদেশের জীবন স্বরূপ, ব্রাহ্মণেরাই এদেশের উন্নতির মূল। ব্রাহ্মণেরা এদেশের উন্নতিসাধক অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন। যাহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা গুণ না থাকে, তাহা হইতে কি কোন কাজ হয়? যে সমস্ত সংস্কৃত শাস্ত্র হিন্দু জাতির উন্নতির আকর সেই শাস্ত্র সকলই ব্রাহ্মণ জাতির দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার প্রমাণ। ব্রাহ্মণ জাতি অস্থিরপ্রতিজ্ঞ অপদার্থ হইলে আমরা কখন ঐসকল শাস্ত্রের মুখাবলোকনে সমর্থ হইতাম না। গ্রন্থ প্রণয়ন রীতি পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, গ্রন্থকারেরা গ্রন্থ প্রণয়নের পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞারূঢ় না হইয়া কোন গ্রন্থের প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন নাই। কোন গ্রন্থে সেই প্রতিজ্ঞা স্পষ্ট উল্লিখিত দৃষ্ট হয়, কোন গ্রন্থে স্পষ্ট উল্লিখিত দৃষ্ট হয় না এই মাত্র বিশেষ (৯)। প্রতিজ্ঞাত বিষয়ে দৃঢ়তা না থাকিলে আমরা একখানি গ্রন্থও সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত দেখিতে পাইতাম না। সামান্যনির্দ্দেশমাত্রে গ্রন্থ প্রণয়ন সম্পন্ন হয় না, তৎসম্পাদন বিষয়ে স্থির প্রতিজ্ঞতা ও অধ্যবসায় আবশ্যক হয়। এখন সেই স্থিরপ্রতিজ্ঞতা ও অধ্যবসায়ে অসঙ্গতি হইয়াছে, এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণীত হইতেছে না।

(৮) যেন ময়া সর্ব্বলোকপ্রকাশং নন্দবধং প্রতিজ্ঞায় নির্ব্বীর্যা স্তরা প্রতিজ্ঞাসরিৎ সোঢ়-প্রতিজ্ঞা...ভবদুস্তরপ্যেনমর্ষমসমর্থঃ প্রশম ...তুমিতি. কৃতকতং।

...পৌরাঃ...পিতৈরন্ন বাধিপকৃষ্যাৎ দিক্ অন্ধ ...ইতি...ভক্ষুষ্টমবনং যে দুষ্ট ...পুরা...সদ্য সম্প্রতি অনা-...ময়া সাম্প্রতং ...তেদেব গজেন্দ্রমাদ্রিশি-...সিংহাসনাৎ পাতিত। মুদ্রারাক্ষসং।

(৯) অধ্যায়ভাগো নিরূপ্যতে ইতি ...ভাগঃ। নিরূপণে শিষ্যানাং দায় প্রতিজ্ঞা-নীতে ইতি তর্কালঙ্কারঃ।

অবৈতস্য সমাম্নায়স্য বিতানে যোগ্যপদ্ধিং বক্ষ্যাম ইতি আশ্বলায়নীয়ং শ্রৌতসূত্রং।

উক্তানি বৈতানিকানি গৃহ্যাণি বক্ষ্যাম ইতি আশ্বলায়নীয়ং গৃহ্যসূত্রং।

## বিবিধ সংবাদ।

২৯ এ ফাল্গুন সোমবার।

আগামী ১লা বৈশাখ হইতে "বঙ্গ দর্শন" নামে একখানি পত্রিকা প্রচারিত হইবে। পাঠকগণ এতৎসংক্রান্ত এক বিজ্ঞাপন স্থানান্তরে দর্শন করিবেন। যে বিষয় ইহাতে লিখিত হইবে এবং যে সকল ব্যক্তি ইহাতে লিখিবেন, বিজ্ঞাপনে তাহা পাঠ করিয়া বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, ইহার কার্য্যাদি সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইলে ইহা একখানি উৎকৃষ্ট পত্রিকা বলিয়া পরিগণিত হইবে।

কালনা রামেশ্বরপুর বঙ্গবিদ্যালয়ের সংস্থাপক ও অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ রঙ্গপুর কুণ্ডী গোপালপুর হইতে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, রঙ্গপুর কুণ্ডীতা...রের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু ...মোহন রায় চৌধুরী রামেশ্বরপুর বঙ্গবিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণার্থ ২৫ টাকা দান করিয়াছেন

ইংলিসম্যান শ্রবণ করিয়াছেন, লার্ড ...ব্রুক সিমলায় যাইবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে। ইনি ১০।১২ দিন মাত্র কলিকাতায় অবস্থিতি করিবেন। এই কয়েক দিন কলিকাতায় থাকিতে কষ্ট হইবে না?

১৮৭০—৭১ অব্দে পঞ্জাবে সমুদয়ে ৩১৮২২৬০১ টাকা রাজস্ব সংগৃহীত হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা প্রায় ৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে।

যোকা ঘটিত গোলযোগের সময় ক...তলার রাজা গবর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থ প্র...ছিলেন বলিয়া পঞ্জাবের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়া ধন্যবাদ দিয়াছেন।

লুধিয়ানাতে পুনর্ব্বার সৈন্য স্থাপিত হইবে স্থির হইয়াছে। আপাততঃ তথায় ১ গণিত গুর্খা সৈন্য এবং ১২ গণিত বঙ্গদেশীয় অশ্বারোহী দলের কতগুলি সৈন্য থাকিবে। ৫৪ গণিত সেনাদলেরও কতগুলি তথায় থাকিবার সম্ভাবনা আছে।

হক্কাতে ভয়ানক ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব

য়াছে। ক্রমে ইহা দেশময় ব্যাপ্ত হই-য়াছে।

সম্প্রতি যে লোক-সংখ্যা করা হইয়াছে, তাহাতে জানা যায়, এক্ষণে বোম্বাইয়ে ৬২৪ ...৮ লোকের বাস আছে। ১৮৬৪ অব্দে ...তা অধিবাসীর সংখ্যা ৭৮৩৯৮০ ছিল। ... ৮ বৎসরের মধ্যে ১৬০০০০ লোক ...মিয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষের স্ত্রীলোকদিগকে বাইবল ...ক্ষা দিবার জন্য লণ্ডনে কতকগুলি স্ত্রী ...াক এক সভা করিয়াছেন।

...াজস্ব সংক্রান্ত কমিশনের নিকটে সাক্ষ্য ...ন বিষয়ে হারিসন সাহেবকে সাহায্য ...রিবার জন্য যে সাহেব গত বুধবার কলি...াতা হইতে ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন।

বোম্বাইর কোন সংবাদ পত্রের একজন ...ংবাদদাতা লিখিয়াছেন, লাডমেয়োর ...রণার্থ কোন জাতি সাধারণ চিহ্ন স্থাপ...নের জন্য ভারতবর্ষের প্রত্যেক ব্যক্তির ...কট হইতে এক এক টাকা সংগ্রহ করা ...উচিত।

বেঙ্গ্লেনর বেঙ্গল ব্যাঙ্কের ক্লার্ক চারলস ...াসকল সাহেবের জাল ও তহবিল তছরূপ ...রা অপরাধে কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৫ ...ৎসর কারাবাস এবং ৫ হাজার টাকা জরিমানার আজ্ঞা হইয়াছে।

গত পূর্ব রবিবারে পর্টুগালের রাজপুত্র ...লগাঞ্জো বোম্বাইয়ে উপনীত হইয়াছেন। ...নি গোপনভাবে ভ্রমণ করিতেছেন বলিয়া ...াঁহার আগমনে তোপধ্বনি বা অন্য কোন ...প আড়ম্বর করা হয় নাই।

৩০ এ ফাল্গুন মঙ্গলবার।

লক্ষ্ণৌএর মুসলমান অধিবাসীরা উক্ত নগরে একটী মুসলমান কালেজ স্থাপনার্থ চাঁদা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এ চেষ্টা প্রশংসনীয় বটে।

বোম্বাই হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে গতকল্য বৈকালে লেডি মেয় সগণ সহিত গ্লাসগো জাহাজে আরোহণ করিয়াছেন।

দিল্লীগেজেটের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, দুই শত বন্দুক বাক্স বন্দ করিয়া রেওয়ার নিকটস্থ কোন ষ্টেসন হইতে লইয়া যাওয়া হইতেছিল। আলাহাবাদ ষ্টেসনে উহা ধরা পড়ে। বন্দুকগুলি এতদ্দে...শীয় কোন রাজার রাজ্য মধ্যে যাইতেছিল। জানিতে পারিবা মাত্র যে সকল লোক বন্দুক লইয়া যাইতেছিল, তাহারা পলায়ন করে।

২ রা মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় ১৯০ লোকের মৃত্যু হয়। ইহার মধ্যে ৩১ জনের ওলাউঠায় মৃত্যু হইয়াছে।

ভারতবর্ষে ফরাসীদিগের পণ্ডিচারি চন্দননগর প্রভৃতি যে পাঁচটী স্থান আছে, উহা হইতে গত বৎসর ৬১৩৫০০ টাকা আয় হইয়াছে। ইহার তৃতীয়াংশ টাকা মাটী ও জমির টাক্স হইতে সংগৃহীত হয়। অবশিষ্ট ৩৭১৯৫০ টাকা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন রূপ টাক্স দ্বারা সংগৃহীত হয় নাই।

অনস্তর্গত এই, আমীর সিয়ার আলী কয়েকটী কোহিস্তান রাজ্য জয় করিবার জন্য কতকগুলি নূতন পদাতিক সৈন্য দল প্রস্তুত করিতেছেন। এ নিমিত্ত অস্ত্রশস্ত্রাদিও প্রস্তুত হইতেছে।

হিন্দুরঞ্জিকায় লিখিত হইয়াছে, পাটিয়া থানার নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে একটী স্ত্রীর গর্ভে একটী অদ্ভুত সন্তান জন্মিয়াছে। সন্তানটীর পশ্চাদ্ভাগ অবিকল ...কুরের ন্যায়। নাভি দেশ ... তে ঊর্দ্ধদে... কল

...বৎসর এই উপলক্ষে ফরাসডাঙ্গার গোন্দল...পাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় জমীদার মহাশয় ৮০ খানি বস্ত্র প্রদান করেন। সায়ংকালে প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপাসনার সময়ে উপস্থিত থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম বিষয়ে একটী উপদেশ প্রদান করেন।

১ লা চৈত্র বুধবার।

জেনরল পলক ও ডাক্তার বি উ ... বারে উপস্থিত হইয়াছেন। উঁহারা ২০ ... ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত সিষ্টানে উপস্থিত হইবেন একরূপ কথা আছে।

প্রেসিডেন্সি জেলের কারাধ্যক্ষ ... উইলসন সাহেব ডবসন সাহেবের পদে আ... পুর জেলের ডেপুটী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছেন। ডবসন সাহেব রেঙ্গুনে গিয়াছেন। সার্জ্জেণ্ট মেজর উইণ্টার উইলসন সাহেবে... পদ পাইয়াছেন।

হুইলটাইমস নামক সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, ভিনিবার প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বেত্তা প্লান্টেমোর সম্প্রতি একটী নূতন ধূমকেতু আবিষ্কার করিয়াছেন। এপর্য্যন্ত ... ধূমকেতু আবিষ্কৃত হইয়াছে, এটী ... অপেক্ষা বৃহৎ। তিনি স্থির করিয়াছেন, ধূমকেতু ভয়ানক বেগে পৃথিবীর অভি...মুখে আসিতেছে। আগামী ১২ ই আগ... উহা পৃথিবীকে স্পর্শ করিবে। উহার আগ...মন কালে অসাধারণ উত্তাপ অনুভূত হইবে। আগমন কালে যদি ইহা অন্য কোন গ্রহ দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তবেই রক্ষা, নতুবা এ দুর্ঘটনা হইতে পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই।

মিরার বলেন, সম্প্রতি বোম্বাইর ... জন ধনবান পারসী পুত্রের বিবাহোপলক্ষে চিরকালের জন্য প্রতিবৎসর ... কর কার্য্যে ব্যয় করিবার নিমিত্ত ... টাকা দান করিয়াছেন। উহার উপরে আ... প্রতি বৎসর এক শত টাকা করিয়া বৃদ্ধি ... হইবে। এ অনুষ্ঠান অন্যান্য ধনবান ব্যক্তিদিগের যথার্থ অনুকরণীয়।

২ রা চৈত্র বৃহস্পতিবার।

...প্রদেশ হইতে ... আসিয়াছে যায় ...

...কল ১৫ টাকা শুল্ক লইতেছেন। শীঘ্র ... বাণিজ্য বন্ধ হইয়া রুশীয় বণিকদিগের ...চেষ্টা হইবে। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট ...জ্য সম্বন্ধে একটী সন্ধি করেন না কেন?

...লক্ষ্ণৌএর ৫০ জন বাঙ্গালী বলাণ্টর ...বার প্রার্থনা করিয়াছেন। আমরা অবগত ...লাম, ইহাতে প্রধান কমিশনরের অম... ...তি নাই। তবে বলাণ্টিয়রেরা যুরোপীয় ...ণ্টিয়রদিগের ন্যায় অস্ত্র প্রভৃতি পাইবেন ...। সে সমুদায় ক্রয় করিতে হইবে। এই ...পাক্ষপাতিতা কি চিরকালই সমভাবে ...কিবে?

...অপর টৌনহালে বঙ্গদেশীয় সামাজিক ...জ্ঞান সভার অধিবেশন হয়। গবর্ণর জেনে... ...ল, লেডি নেপিয়র, প্রধান সেনাপতি, ...প্টেনণ্ট গবর্ণর প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। ...ভাপতি ডাক্তার ইওয়াট একটী দীর্ঘ ...ক্তৃতা করেন।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, বাবু মহে... ...নাথ বসুকে ২৪ পরগণার প্রতিনিধি ...ধস্থ জজের পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ...ইনি মেদিনীপুরে বদলী হওয়াতে সকলে ...খিত হইয়াছিলেন। আলিপুরের প্রধান ...দোস বাবু নফরচন্দ্র ভট্ট যে কয়েক দিন ...ই পদে প্রতিনিধিরূপে ছিলেন, তাহাতেই ...বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। ...আমাদিগের নূতন মুন্সেফেরা পূর্ব্বতন বৃদ্ধ ...দিগের আলাদিগের অপেক্ষা যে অনেক গুণে ...ইহা একটী তাহার অন্যতর প্রমাণ।

৩ রা চৈত্র শুক্রবার।

আলাহাবাদের লিয়াকট নামক যে ...বাজী কিছুদিন হইল ধৃত হইয়াছিল, ...ই তাহার বিচার আরম্ভ হইবে। বোম্বাইর ...একজন পুলিস কর্ম্মচারীর ও বিবেচনাক্ষম ...বিচারের জন্য আলাহাবাদে আনিবার আজ্ঞা ...হইয়াছে।

মেডিকল কালেজের প্রিন্সিপাল ডাক্তার ...চার্স সাহেবের বিদায় কালের শেষ ...পর্য্যন্ত তাবদ্বার প্রতিনিধি সিবিল ...সার্জন ডাক্তার সি, বি, স্মিথ সাহেব উঁহার ...নিযুক্ত থাকিবেন।

...সর্বাপেক্ষা উহার নাম কার্য্যের বিলক্ষণ উন্নতি হইতেছে। ডাক্তারেরা বল পূর্ব্বক প্রধান প্রধান নগরে টীকা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন; কিন্তু লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, লোকে এক্ষণে গোবীজে টীকা দানের উপকারিতা ক্রমে বুঝিতে পারিতেছে। এমন অবস্থায় উপায় বলপূর্ব্বক টীকা দেওয়া কর্ত্তব্য নয়. তাহা করিতে গেলে নানা অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। এক্ষণে পঞ্জাবের যেরূপ ভাব তাহাতে বলপূর্ব্বক কোন কার্য্য করাইতে যাওয়া কোন ক্রমেই পরামর্শসিদ্ধ নহে।

বেঙ্গল পবলিক ওয়ার্ক বিভাগের সিবিল ইঞ্জিনিয়রেরা কুপার্স হিল কালেজের জন্য কয়েকটী ছাত্রবৃত্তি স্থাপনে কৃত সংকল্প হইয়াছেন। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি ও প্রধানতম ইঞ্জিনিয়ার লিও নার্ড সাহেব ইহার প্রস্তাবকর্ত্তা। কও হইতে প্রতি বৎসর ২৫০০ টাকা উৎপন্ন হইতে পারে সকলে এরূপ চাঁদা দানে স্বীকৃত হইয়াছেন।

একখানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, সুইস টাইমসে ১২ ই আগষ্ট এক ধূমকেতুর আগমনে পৃথিবী নাশের বিষয় যাহা লিখিত হইয়াছে, গণনাকর্ত্তা প্লাণ্টামোর তাহা প্রতিবাদ করিয়া লণ্ডনে এক টেলিগ্রাম করিয়াছেন।

মাত্রেরই প্রতি বিশেষ সৌজন্য প্রদর্শ... করাতে সকলেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন...

সাপ্তাহিক সংবাদ বলেন সম্প্র... খোকারা একটী মিথ্যা কথা প্রকাশ করিয়াছে... লার্ড মেয় ও জষ্টিস নর্ম্মাণ যে অতি শো... নীয় রূপে হত হইয়াছেন, তাঁহার এক কা... তাহাদিগের গুরু রাম সিংহ। কিছু দি... পূর্ব্বে আকাশে একটী লাল রঙের রেখা উঠি... ছিল। ইহা যে ৪৯ জন খোকা ... হইয়াছে, তাহাদের রক্ত। ঐ রক্ত ... হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য আমা... গকে আহ্বান করিয়াছিল। এই সংব... মিথ্যা হইলেও যেখানে প্রকাশিত হইয়াছে... সেখানে গবর্ণমেণ্টের অনুসন্ধান ক... কর্ত্তব্য।

—শ্রীযুক্ত বাবু গোষ্ঠবিহারী মল্লিক, ... রাজ প্রতিনিধির চরিত্রাখ্যান, মহত্ত্ব, কর্ত্ত... তৎপরতা, সদাশয়তা, সদ্ব্যবহার ... পোর্ট ব্লেয়ারে দুরাত্মা যবন কর্ত্তৃক তাঁহা... নিধনের সবিস্তর বৃত্তান্ত সংগ্রহ করি... জন সমাজে প্রকাশ করিতে উদ্যত হই... ছেন; এই পুস্তকে লার্ড মেয় ইংলণ্ডে... ভারতবর্ষে যে সকল বক্তৃতা করেন, তাহা... প্রকাশিত হইবে।

—কলিকাতায় নূতন আর ১২ জন জষ্টি... নিযুক্ত হইবার কথা হইতেছে। ইহাদিগে... মধ্যে ৬ জন দেশীয় এবং ৬ জন ইউরোপী... দেশীয় জষ্টিসদিগের মধ্যে এই কয়ে... জনের নাম উল্লিখিত হইয়াছে—ডাক্তা... মহেন্দ্রলাল সরকার, বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষা... বাবু যুগলদাস মল্লিক, বাবু গিরিশচন্দ্র দা...

অমৃতবাজার পত্রিকায় একজন লিখি... য়াছেন, "জেলা নদীয়ার অধীন প... বাড়িয়া গ্রাম নিবাসী রাঢ়ীয় শ্রেণী ব্রাহ্ম... উমাকান্ত তরফদারের মোহিনী নাম্নী নব... বর্ষ বয়স্কা একটী বিধবা কন্যা ছিল। ... ১০ ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার রাত্রিতে জি... যশোহরের অধীন কাদিরকোল গ্রাম নিবা... আনন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহা... বিবাহ কার্য্য সমাধা হয়। পাত্রের বয়... ৩০ বৎসর হইবে। এই বিবাহেতে যাঁহা... বরযাত্র ও কন্যাযাত্র ছিলেন, তাঁহারা ... দিন সমাজে স্থগিত ছিলেন, এখন সমাজে... চলিত হইয়াছেন"।

দার্জিলিঙ্গে রাম বৃত্তান্ত ঘটিত কো... সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু জনশ্রুতি... এই, এবার রাজস্ব মন্ত্রী এক কোটি উদ্বৃ... প্রদর্শনে সমর্থ হইবেন। ইনকম টাক্স উঠা... না গেলে উদ্বৃত্তে আর লোকের বিশ্ব... জন্মিবে না।

একখানি সংবাদ পত্র
কারে এক নূতন প্রকার
হইয়াছে। কোন ইউরোপীয় তাঁহার
সহিত যদি একজন এতদ্দেশীয়ের সাক্ষাৎ
হয়, এবং শেষোক্ত ব্যক্তি ইউরোপীয়কে
সেলাম না করেন, তাহাকে ৫।১৫ পদ নাকে
খত দিয়া পরে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে
হইবে !!

বোম্বাইর বিশ্ববিদ্যালয় সভা স্থির
করিয়াছেন, যে সকল স্কুলের ছাত্রগণ
পরীক্ষার্থ প্রেরিত হয়, উক্ত স্কুলের সহিত
যাঁহাদের কোনরূপ সংস্রব নাই, এরূপ
ব্যক্তিদিগকে পরীক্ষক করা কর্ত্তব্য। এটী
পরামর্শসিদ্ধই হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের নূতন আর্ডর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে
রামমূলার সংস্কৃতের অধ্যাপক হইয়া-
ছেন।

## ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৭ ই মার্চ্চ। গত কল্য বৈকালে কর্ণ-
ওয়েলে অনেকবার ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

প্রিন্স অব ওয়েলস শনিবার স্ত্রীপুত্র সহিত
ইংলণ্ড হইতে ইটালী যাত্রা করিতেছেন।

লণ্ডন ৯ ই মার্চ্চ। কমন্সবাটীতে গ্লাডষ্টোন
সাহেব সার ষ্টাফোর্ড নর্থকোটের বাক্যের উত্তর
দান কালে গবর্ণমেণ্ট মৃত রাজা থিবডোরের
পুত্র ডিক্টাভালামারগোর শিক্ষার্থ যেরূপ বন্দো
বস্ত করিয়াছেন, তাহার বর্ণন করেন।

ভারতবর্ষীয় রাজস্ব সংক্রান্ত কমিটির অধি
বেশন হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

লণ্ডন ১০ ই মার্চ্চ। গত কল্য উইষ্টেষ্টারে
লাঙ্কাশায়রকে এক ভোজ দেওয়া হয়, সেই
উপলক্ষে গ্রাণ্ট ডফ সাহেব তাঁহার ক্ষমতার
বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, এক্ষণে
ভারতবর্ষের রাজ কার্য্যাদি সন্তোষকর।

মৃত বিচারপতি নর্ম্মাণ সাহেবের পদে মটন
সাহেব অধিষ্ঠিত হইবেন।

লণ্ডন ১২ ই মার্চ্চ। গত কল্য লার্ড নর্থব্রুক
স্বীকার করিয়াছেন, তিনি ভারতবর্ষে যাহাতে
কৃষিকার্য্যের উন্নতি হয় তাহার চেষ্টা করিবেন।

গত কল্য প্রিন্স অব ওয়েলস প্যারিসে উপ-
স্থিত হইয়াছেন।

লণ্ডন ১৩ ই মার্চ্চ। রাজ্ঞী ২৫ এ মার্চ্চ
কম্বিধি দর্শনার্থ গমন করিবেন। ১৬ ই এপ্রেল
প্রত্যাগমন করিবেন।

লণ্ডন ১৪ ই মার্চ্চ। গত কল্য লার্ড নর্থ
ব্রুকের বন্ধুগণ তাঁহাকে এক ভোজ দিয়াছিলেন।
তিনি কাপ্তেন ইবলিন বারিঙকে প্রাইবেট সেক্রে
টারি করিয়াছেন।

-::-

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা
লিখিয়াছেন:—

১। কাটোয়ার প্রতিনিধি ডেপুটী পোষ্ট
মাষ্টার বামাচরণ বাবু উপরে নিক্ষেপিত
হইয়াছেন। তথায় তাঁহাকে ছয় মাস বাস
করিতে হইবে। যে অপরাধে তাঁহার এই
দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা এই—তিনি
এক যোড়া পাদুকা বেলবাগে বদ্ধ করিয়া
জনৈক বন্ধুর নিকট স্থানান্তরে প্রেরণ করি
তেছিলেন। তাহার জন্য কোনরূপ মাশুল
দেওয়া হয় নাই।* বর্দ্ধমান অফি-
সের ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার কালীপদ বাবু
তাঁহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া এ বিষয়
স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করেন। বামাচর-
ণের যে প্রতারণা করাই উদ্দেশ্য ছিল,
তাহা স্পষ্ট প্রমাণ হইয়া গিয়াছে।

২। সে দিন বীরভূমের জজ মহোদয়
কান্দোরা চৌকী পরিদর্শন করিতে আসিয়া
ছিলেন। শুনিতেছি, কাছারী গৃহখানি
পাকা করিবার আদেশ দিয়াছেন। আর
যে কি প্রকৃত কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহা
এখনও প্রকাশ পায় নাই। তবে বর্দ্ধমানে
আমাদের রাজা কোচ মেজ, তাম্বু প্রভৃতি
যে সকল দ্রব্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা
দর্শন করিয়া যার পর নাই প্রীত হইয়া
ছেন। সদর স্থান সিউড়িতে প্রত্যাগত
হইয়া অপরিসীম হর্ষ প্রকাশ করিয়া রাজা
বাহাদুরকে এক পত্র লিখিয়াছেন।

৩। সে দিন কাটোয়া স্কুলের বালক
দিগকে পারিতোষিক বিতরণ জন্য স্কুলগৃহে
একটী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায়
উপস্থিত হইবার জন্য এবারে অনেকেই
আহূত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে প্রতি
বৎসর অনেকগুলি টাকা সংগৃহীত হইয়া
থাকে। এ বৎসর যে কত টাকা উঠিয়াছে,
তাহা আমরা এখনও জানিতে পারি নাই।
এখন কথা হইতেছে, কাটোয়া স্কুলের
সমস্ত অনুষ্ঠানগুলি আছে। কিন্তু দুঃখের
বিষয় আমরা কোন প্রকৃত কাজ দেখিতে
পাই না। এবারে একটীও বালক প্রবে-
শিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই।
এক্ষণকার সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মহো
দয় বাবু স্কুলটীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন
এই আমাদের অনুরোধ!

৪। নিম্নতর পরীক্ষাগুলির ফল এখনও
বাহির হইল না। পাড়া গাঁয়ের স্কুলের
প্রতি এত যে অনাস্থা প্রদর্শিত হয়, তাহার
কারণ কি?

৫। হেতমপুরের সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী
রামরঞ্জন বাবু বীরভূমের অনেক উপকার
করিবেন, আমরা এরূপ আশা করিয়াছি
লাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাকে বীরভূ-
মের হিতসাধনে তাদৃশ মুক্তহস্ত দেখা যাই
তেছে না। এবারে সরস্বতী পূজায় তাঁহার
বাটীতে যত টাকার শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে
তাহার একাংশ সৎ অনুষ্ঠানে নিয়োজিত
হইলে বীরভূম বহুলাংশে উপকৃত হয়। যে
তিনি বীরভূমের যে অঞ্চলে বাস করেন
তথাকার অধিবাসিদের এখনও ইংরাজী
শিক্ষার ফলোপধায়কতা পরিস্ফুটরূপে
হৃদয়গত হয় নাই। আমাদের তাঁহার নিকট
অনুরোধ ও সানুনয় প্রার্থনা এই, তাঁহার
বাসগ্রামের উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়টী যাহাতে
সুচারুরূপে চলে, অন্ততঃ তাহার উপায় বিধান
করেন। আর নিতান্ত দরিদ্র বালকদের
নিমিত্ত ৫। ৭ টী বৃত্তি প্রদান করেন।

৬। বীরভূম জেলাটী উঠিয়া যাইবে
এই যে জনরব উঠিয়াছিল, তাহা সমূলক
নহে। বীরভূমের প্রান্তর দেশে সাঁওতালেরা
আছে। তাহারা বড় শান্তপ্রকৃতি নহে,
তাহাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা নিতান্ত
কর্ত্তব্য। সদর স্থান স্থানান্তরিত হইলে
এ সুবিধা ঘটিয়া উঠে না।

৭। সেদিন স্কুল ইনস্পেক্টর ভূদেব বাবু
গঙ্গাটিকুরী স্কুল পরিদর্শন করিয়া গিয়া
ছেন। পূর্ব্ব বীরভূম সারকেলের আর কোন
স্কুল দেখিবার অবসর পান নাই। শুনি
তে পাইলাম শীঘ্রই এ অঞ্চলে আসিবেন।

আমাদিগের সাইটঘরস্থ সংবাদদাতা লিখেন —

১। অনন্তশায়ী ভূত ভাবনের ন্যায় আমাদের পোষ্টাফিস বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ নিদ্রা সুখ অনুভব করিতেছেন। সম্বাদপত্রে ভূয়ো ভূয়ঃ আন্দোলন কর, সাক্ষাৎসম্বন্ধে আবেদন কর, কিছুতেই ইহাদিগের চৈতন্য নাই। ...এর সাধারণের ইষ্টানিষ্টের প্রতি ইহাদের যে উদাসীনতা প্রদর্শন নিতান্ত শোচনীয় সন্দেহ নাই। উপ... কর্তৃপক্ষ অনলস ও কর্তব্যপরায়ণ হইলে এটী কোনক্রমে সংঘটিত হইতে পারে না। ...দের পোষ্ট আফিস ঘটিত ... আমাদিগের প্রধান দুঃখের ... আমরা সোমপ্রকাশে অনেকবার ... পোষ্ট আফিসটী তেঁওতায় উঠাইয়া আনিবার যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছি। স্থানীয় ব্যক্তিগণ এবিষয়ে পোষ্ট মাষ্টার জেনরল মহোদয়ের নিকট একখানি আবেদন করিয়াছেন। বিভাগীয় ইনস্পেক্টার পোষ্ট মাষ্টার মহাশয়ও ইহার সমর্থন করিয়া তেঁওতায় পোষ্ট আফিস স্থাপন করিবার নিমিত্ত পোষ্ট মাষ্টার জেনরলের নিকট রিপোর্ট করিয়াছেন। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় পোষ্ট মাষ্টার জেনরল মহাশয় এপর্যন্ত এতদ্বিষয়ের কোন উত্তর দিতেছেন না। কলিকাতা ঢাকা প্রভৃতির ডাক তেঁওতা হইয়াই প্রেরিত হইয়া থাকে। যে সমুদয় পত্র কলি... ও ঢাকায় পাঠাইবার নিমিত্ত তেঁও...র ডাক বাক্সে দেওয়া হয় তাহা তেঁওতা হইতে ...গঞ্জে যায় (এই স্থানে মোহর ...ত হইয়া থাকে) পুনর্বার তথা হইতে তেঁওতায় আসিয়া যথাস্থানে প্রেরিত হইয়া ... তেঁওতায় পোষ্ট আফিস ...লে এখান হইতেই সমুদয় পত্রাদি একে... প্রেরিত হইতে পারে। সুতরাং ডাক ...র অনর্থক অনিত সময় নষ্ট হয় না। ...সমুদায় ডাকই যখন তেঁওতা হইতে প্রেরিত হইয়া থাকে, তখন এস্থানে পোষ্ট আফিস স্থাপন না করা নিতান্ত অবিবেচনার ... পক্ষান্তরে তেঁওতায় যে লেটার বক্স আছে, তাহাতে বিলক্ষণ লাভ হইতেছে। আমরা একবার সোমপ্রকাশে এবিষয় প্রদর্শন করিয়াছি। তেঁওতায় পোষ্ট আফিস হইলে এই লাভ অনেক গুণে বর্দ্ধিত হইবে। বিশেষতঃ বিভাগীয় ইনস্পেক্টার পোষ্ট মাষ্টার ও স্থানীয় ব্যক্তিগণ প্রস্তাবিত বিষয়ঘটিত ইষ্টানিষ্ট বিলক্ষণ অবগত আছেন। তাঁহারা যখন তেঁওতায় পোষ্ট আফিস স্থাপনের অনুকূলতা প্রদর্শন করিতেছেন, তখন ইহাতে উদাসীনতা অবলম্বন করা বিবেচনার কার্য্য নহে। আমরা ভরসা করি পোষ্টমাষ্টার জেনরল মহোদয় শীঘ্রই এবিষয়ে মনোযোগ প্রদান করিবেন।

২। কতিপয় দিবস হইল এস্থানের বাজারটী পুড়িয়া গিয়াছে। এতন্নিবন্ধন অনেক দোকানদার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। এস্থানের সমুদয় গৃহই খড়দ্বারা আচ্ছাদিত। গৃহে দেয়াল দেওয়া হয় না। দরমা ও বাঁশ দ্বারা সামান্যরূপ বেড়া দেওয়া হয় মাত্র। ইহাতে অগ্নিভয় নিবারণের সম্ভাবনা কি? মাটীর দেয়াল দিয়া গৃহগুলি খোলাদ্বারা আচ্ছাদিত করা কর্তব্য।

৩। অত্রত্য স্কুলের কার্য্য একরূপ চলিতেছে। পূর্ব্বে এক স্কুল হইতে মাইনর ও বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি, উভয়বিধ পরীক্ষা প্রদান নিষিদ্ধ ছিল। এক্ষণে সে নিয়ম রহিত হওয়াতে এবার এ স্কুল হইতে উক্ত দুই পরীক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত ছাত্র প্রেরিত হইবে। পাঠ্যপুস্তক নির্দ্দেশক মহাশয়গণের বিচিত্র বিবেচনায় পরীক্ষার পুস্তকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার পুস্তক অপেক্ষাও অধিক। স্কুলে একজন মাত্র পণ্ডিত আছেন। তিনি সমুদয় শ্রেণীর অধ্যাপনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তির ১৮।১৯ খানি পুস্তক ও মাইনর পরীক্ষার বাঙ্গালা ও সংস্কৃত শিক্ষাদিতেই সমুদয় সময় অতিবাহিত হয়। নিম্নশ্রেণীর অধ্যাপনা প্রায়ই প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ক্রমে সম্পন্ন হয় না। স্কুলের পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত বিবেচনা করিয়া বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর শ্রেণীর ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতির এবং নিম্নশ্রেণীর কোন কোন পুস্তকের শিক্ষাভার গ্রহণ করা প্রধান শিক্ষকের নিতান্ত কর্তব্য। অন্যথা স্কুলের পরীক্ষা ফল সন্তোষকর হইবে না।

৪। গত বর্ষায় পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ের যে যে স্থান ভগ্ন হইয়া জলপূর্ণ হইয়াছিল তাহার অনেক স্থানের জল অদ্যাপি শুষ্ক হয় নাই। মাটী দ্বারা সেই জল পূর্ণ করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। কিন্তু দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, রাশি রাশি মাটী জলে ফেলিয়া দেওয়াতে এতকালের মধ্যেও সেই ভগ্ন স্থান পূর্ণ হইতেছে না। আর দুই মাস পরে পুনর্ব্বার বর্ষার সঞ্চার হইবে। এতদিনের মধ্যে যখন ভগ্ন স্থান পূর্ণ হয় নাই, তখন দুই মাসের মধ্যে যে তাহা পূর্ণ হইবে বিশ্বাস হইতেছে না। মাটী দ্বারা জল পূর্ণ স্থান পূর্ণ করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া এক একটী স্থায়ী সেতু নির্ম্মাণ করা কর্তব্য। এরূপ করিলে পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য শেষ হইবে, অথচ জল নির্গমের পথ থাকাতে বর্ষার তেজ অপেক্ষাকৃত ন্যূন হইবে। আমাদিগের প্রস্তাবানুসারে কার্য্য না হইলে পুনর্ব্বার বর্ষার সময়ে রেলওয়ে কোম্পানির ক্ষতি ও যাত্রিগণের সমূহ কষ্ট হইবে। সেতু নির্ম্মাণ কার্য্য শীঘ্রই আরম্ভ করা কর্তব্য। বর্ষাকাল আগত প্রায়।

৫। শিবালয় হইতে মাণিকগঞ্জ পর্যন্ত রাস্তার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু আমরা বিস্মিত হইলাম, রাস্তায় ইট অথবা সুরকি দেওয়া হইবে না। কেবল মাটী দ্বারাই কার্য্য শেষ করা হইবে। ইট দিলে অধিক ব্যয় হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট "যেন তেন প্রকারেণ" করিয়া কাজ শেষ করিবার মানস করিয়াছেন। ক্ষণভঙ্গুর কার্য্য করা অপেক্ষা কিছু অধিক ব্যয় স্বীকার করিয়াও স্থায়ী কার্য্য করা পরামর্শসিদ্ধ। কেবল মাটী দিয়া রাস্তা করিলে বর্ষা সময়ে তাহার অনেক দুর্গতি হইবে। গবর্ণমেণ্ট একটী হিতকর কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াও যৎসামান্য ব্যয়ের ভয়ে তাহা স্থায়ী করিতেছেন না, এটী নিরতিশয় বিস্ময় সহকৃত ক্ষোভের বিষয় সন্দেহ নাই। রাস্তায় ইট ও সুরকি দেওয়া সর্ব্বথা কর্তব্য।

—:০:—

আমাদিগের মুলতানস্থ সংবাদদাতা
লিখিয়াছেন:—

১। মাঘমাসে কলিকাতায় যাইয়া দেখি
াম, তথায় সে সময়ে শীতের প্রাদুর্ভাব
ই বলিলেও হয়। অনেকেও এ বৎসরের জন্য
ত বস্ত্র সকল সিন্দুক মধ্যে বদ্ধ করিয়া
খিয়াছেন; কিন্তু কলিকাতা ছাড়িয়া কর্ড
ইনের মধ্যে মধ্যে কোন কোন ষ্টেষণে
সিয়া অর্থাৎ বর্দ্ধমান পার হইয়া ক্রমে
মে শীত অনুভব করিতে লাগিলাম এবং
দানাথ ষ্টেষণের সন্নিধানে আসিয়া দারুণ
ত বোধ হইল। আবার উত্তর পশ্চিমাঞ্চ
র মধ্যে এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে শীত
ছু কম অনুভূত হইল। পুনরায় যত পঞ্জা
ভিমুখে আসিতে লাগিলাম ততই শীত
ভব করিতেলাগিলাম। মুলতানে আজিও
লক্ষণ শীত অনুভূত হইতেছে, তবে
বসে সূর্য্যের তেজ কিছু প্রখর বোধ হয়।
খানে আসিতে এক দিন এলাহাবাদে
লাম, তথায় শুনিলাম, পবলিক্ ওয়ার্ক
ভাগের সুপরিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ারের
ফিস সকল উঠিয়া গিয়াছে। চিফ্ ইঞ্জিনি
রের আফিসেই সুপরিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার
গকে ডেপুটী সেক্রেটারি রূপে কার্য্য
রিতে হইবে। স্বতন্ত্র আর ক্ষমতা থাকিবে
। শুনিলাম সর্ব্বত্রই এইরূপ হইবে। ইহা
ইলে ভাল হয়। যেহেতু সুপরিন্টেণ্ডিং
ঞ্জিনিয়ারের আফিস থাকাতে বিশেষ উপ
ার না হইয়া বরং অনেক বিষয়ে অসুবিধাই
ইয়াছে। এলাহাবাদে চাউল গোধূম
প্রভৃতি দ্রব্য এখানকার অপেক্ষা অনে-
াংশে সস্তা দেখিলাম। ১৩ ই ফেব্রুয়ারি
েলা প্রায় চারিটার সময় লাহোরে পৌঁছি
াম। লাহোরে পৌঁছিয়াই ক্ষণকাল পরে
কজন বন্ধু শুনিয়া আসিলেন যে, লর্ড মে-
র হত্যা সংবাদের টেলিগ্রাম আসিয়াছে।
স দিন লাহোরে মহাসমারোহে চতুর্দ্দিকে
সন্ত পঞ্চমীর মেলা হইতেছিল। এই দারুণ
ংবাদে অনেকে চমকিত হইল অনেকে
বশ্বাস করিল না। তৎপরদিন পবলিক-
পিনিয়ন পাঠে এঘটনার যাথার্থ্য অবগত
হইয়া সকলেই যারপর নাই বিষাদিত
হইলেন।

২। এবার ১১ ই মাঘের সময় সাম্বৎ-
সরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে পূজনীয় দেবেন্দ্র
বাবু অমৃতসর হইতে আসিয়া লাহো
রের ব্রাহ্ম সমাজে দুই বেলা উপাস-
নাদি করিয়াছিলেন। সেদিন অনেক বাঙ্গালী
ও পঞ্জাবী উপস্থিত হইয়া উৎসব কার্য্যে
যোগ দিয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ বাবু নবীন
চন্দ্র রায় মহাশয় হিন্দি ভাষাতে বিশেষ
উৎসাহের সহিত মনোহর বক্তৃতা করিয়া-
ছিলেন। দেবেন্দ্র বাবুর হিন্দী বক্তৃতাও
অনেকের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। লাহোরস্থ
ব্রাহ্মদের মধ্যে কাহারও কাহারও ভাবান্তর
দেখিয়া বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলাম। ব্রাহ্মসমাজের
মধ্যে যত দিন এই সকল ক্ষোভের কারণ দূর
না হইবে ততদিন কোন আশা নাই।

৩। মুলতান নগর মধ্যে ও নিকটস্থ
কোন কোন গ্রামে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব
হইয়া অনেক বালক বালিকা মৃত্যুমুখে
পতিত হইতেছে। মুলতান ছাউনী ও নগরে
ত গোবীজে টীকা দিবার বন্দোবস্ত হই
য়াছে। কিন্তু গ্রাম সকলে এই টীকা দিবার
কোন বন্দোবস্ত করা হইতেছে না, ইহা
বড় ক্ষোভের বিষয়।

৪। কয়েক দিন হইল এখানকার ছাউনীর
বাজার সার্জ্জন হঠাৎ মৃত্যুগ্রাসে পতিত
হইয়াছে, শুনিলাম অপরিমিত সুরাপানই
এই মৃত্যুর কারণ।

৫। ষ্টেট্ রেলওএ সংক্রান্ত এক্সিকিউটিভ
ইঞ্জিনিয়ারের আফিস ও সুপরিন্টেণ্ডিং
ইঞ্জিনিয়ারের আফিস ত এখানে ছিলই,
সংপ্রতি চিফ্ ইঞ্জিনিয়ারেও আফিস হই
য়াছে, আবার শুনিতেছি, এখানে শীঘ্রই
একটী কণ্ট্রোলারের আফিস হইবে। তবেই
মুলতান ক্রমে ক্রমে জাঁকাল হইতে চলিল,
কিন্তু দুঃখের বিষয় এই পঞ্জাব রেলওএর ও
ষ্টেট রেলওএর মধ্যে ইতর শ্রেণীর ইউরো
পীয় ও ফিরিঙ্গীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে,
আবার তত্রত্য বাঙ্গালিরাও তাদৃশ উন্নতমনা
নয় বলিয়া এ স্থানটী সাধু সমাগমের স্থান
হয় নাই।

## প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! প্রায় ৪।৫ মাস অতীত হইল
হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত একটি
দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হইয়াছে
ইহা হইতে দীন দুঃখি ব্যক্তিরা বিনাব্যয়ে
ঔষধাদি লইয়া যায়। প্রথমে যখন মারী
ভয় সমুদয় দেশকে আচ্ছন্ন করাতে
রাজপুর হরিনাভি জগদ্দল চাঙ্গড়িপোতা
প্রভৃতি গ্রামের দীন দরিদ্রেরা জ্বরে এ
প্লীহাতে কষ্ট পাইতে লাগিল, তখন অতি
যত্নে অতি কষ্টে এই দাতব্য ঔষধালয়টীর
সংস্থাপন হয়। ইহাতে দেশের কত যে
উপকার হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য
মাত্র। এই গ্রামে উত্তম চিকিৎসালয় অতি
বিরল। যাহা আছে তাহাতে উত্তম ঔষধ
মেলা ভার। সুতরাং দারুণ মারীভয়ের সময়
অধিবাসিদিগের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল।

প্রথমে সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রী
গোপালচন্দ্র বসু মহাশয় প্রতি রবিবা
কলিকাতা হইতে আগমন করিয়া অতি
পরিশ্রমে সমুদয় দেখিতেন এবং তিনি যে
ব্যবস্থা করিতেন এই চিকিৎসালয় হইতে
তাহার ঔষধ দেওয়া হইত। এইরূপে
কিছুদিন পরে গোপাল বাবু স্থানান্তর
যাইলেন এবং তৎপরিবর্ত্তে আর একজ
আসিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়দ্দিবস পরে
রাজপুর গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কৈলা
চন্দ্রচক্রবর্ত্তী মহাশয়কে নিয়মিত ডাক্তা
নিযুক্ত করা হইল। ইনি প্রত্যহ প্রাত
কাল ৭ টা হইতে ১০। ১১ টা পর্য্যন্ত রোগী
দিগকে দেখেন, কখন কখন বা কোন রোগী
বাটীতেও যান। এতাবৎকাল এই দাত
ঔষধালয়টী চলিয়া আসিতেছে। প্রত্য
৩০।৩৫ জন রোগী আসিয়া থাকে (এক্ষ
কিছু কম আসিতেছে)। এই কয় মাসে
মধ্যে ৬১৭ শত রোগী আসিয়া ঔষধ লই
য়াছে এবং প্রায় সকলেই আরোগ্যলা
করিয়াছে। এক্ষণে ঔষধালয়টীর চলিব
উপায় নাই যদি কেহ কৃপা করিয়া সাহা
করেন তাহা হইলে কৃতার্থ জ্ঞান করিব।

যে সকল মহাত্মা টাকা প্রদান করিয়া
ন, তাঁহাদিগের টাকা সমুদায় নিঃশেষিত
ইয়াছে । এক্ষণে কিরূপে ঔষধালয়টী
হবে তাহার চেষ্টা করা হইতেছে ; এক্ষণে
আদের দেশে জ্বরের সংখ্যা অতি অল্প
লক্ষিত হয় ।

উপসংহারকালে যাঁহারা আমাদিগকে
হায্য করিয়াছেন তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা
পহার না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম
। মহারাণী স্বর্ণময়ী ৫০, বাবু দুর্গাচরণ
হা ১০০, রাণী শরৎসুন্দরী ২০ টাকা
মাদিগকে সাহায্য করিয়া তাঁহাদি-
র নামের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।
ঠিয়া হরিনাভি নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু
নানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাবু উমাচরণ মুখো
ধ্যায় বাবু তারাচন্দ্র মিত্র কোন্নগর
বাসী শিবচন্দ্র দেব মহাশয়েরা অনেক
হায্য করিয়াছেন এবং " ভারত সংস্কার
ভা " হইতেও অনেক বহুমূল্য ঔষধ প্রাপ্ত
ইয়াছি । শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রলাল মল্লিক
াহাদুর মহাশয়ের পুরাতন জ্বরের ঔষধে
লাল গুঁড়া অনেক উপকার হই
ছে ও হইতেছে । উপরি উক্ত মহাত্মা
গের নিকটে আমরা চিরকৃতজ্ঞতাপাশে
দ্ধ থাকিব ।

হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজ } শ্রীকেদারনাথ বসু
২৩এ ফাল্গুন ১২৭৮ }

—:০:—

প্রার্থয়িতৃবর্গ অপেক্ষা প্রার্থিগণের
সংখ্যা অধিক হইলে প্রার্থিগণ যে কাতর
ন ইহা একটী প্রসিদ্ধ কথা । আজ কাল
শিক্ষকতা সম্বন্ধে তাহাই ঘটিতেছে । প্রায়ই
দেখিতে পাওয়া যায়, কোন স্কুলে একটী
শিক্ষকের পদ শূন্য হইলে তাহার জন্য
শ পঞ্চাশ আবেদন পত্র উপস্থিত হয়।
[illegible] দেশের লোকেরা যে শিক্ষকতার
[illegible] পারিতেছেন, ইহা আমা
[illegible] যে বিষয় সন্দেহ নাই ;
[illegible] একটী মহৎ অনিষ্ট
[illegible] হইতেছে । লোকের নিকট
[illegible] পাওয়া ইহাটি স্বাভাবিক ;
[illegible] শিক্ষকগণ অন্যান্য লোকের নিকট
কাতর হইতেছেন। যদিও গবর্ণমেণ্টের বিদ্যা
লয়ের শিক্ষকগণ আপন আপন নিরূপিত
কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিলে
বড় একটা অন্যের মুখাপেক্ষা করেন না,
কিন্তু এডেড স্কুলের শিক্ষকদিগের যন্ত্রণার
পরিসীমা নাই ।

এডেড স্কুলের সংখ্যা পল্লীগ্রামেই
অধিক । ঐ সকল স্কুলের সম্পাদকদিগের
অধিকাংশই এদেশীয় অশিক্ষিত বড়মানুষ ;
সুতরাং এদেশের মূর্খ বড় মানুষদিগের
আনুষঙ্গিক আত্মাভিমান গর্ব্ব, তোষামোদ
প্রিয়তা প্রভৃতি যেসকল দোষ আছে, সম্পা
দক বড়মানুষেরাও তৎপরিশূন্য নহেন।
তাঁহারা আপন আপন কুপ্রবৃত্তির উত্তেজক
অনুচরবর্গের নিকট হইতে সর্ব্বদা যেরূপ
তোষামোদ প্রাপ্ত হন, শিক্ষকদিগের নিক
টেও তাহাই ইচ্ছা করেন ; কিন্তু শিক্ষকগণ
লেখা পড়া শিখিয়া কতক মার্জ্জিত মনো
বৃত্তি হন, সুতরাং তাঁহারা যেমন অন্যায়
তোষামোদকতা ইচ্ছা করেন না, সেইরূপ
অন্যের তোষামোদ করিতে চাহেন না, এই
কারণে অধিকাংশ স্থলে শিক্ষকে ও সম্পা-
দকে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়, পরি
শেষে শিক্ষকই তাড়িত হন। কিন্তু যেখা
নেই যান সেই খানেই প্রায় এইরূপ ঘটে,
অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া সম্পাদক
দের অভিমতে চলিতে অভ্যাস করেন কিন্তু
ইহাতে তাঁহাদের মন প্রসন্ন থাকে না।
মন অপ্রসন্ন থাকিলে কার্য্য যেরূপ হয়
তাহা বোধ হয় আপনার পাঠকবর্গ অনায়াসে
বুঝিতে পারিবেন ।

শিক্ষকগণ যে বেতন পান তদ্দ্বারা তাঁহা
দের নিজের অন্নাচ্ছাদন চলিয়া পরিবার
দিগের ভরণ পোষণের যথোচিত সাহায্য
হয় না। অনেকস্থলে ইহাও ঘটে গবর্ণমেণ্টের
নিকট হইতে সাহায্য অধিক পরিমাণে
লইবার জন্য শিক্ষকদিগের বেতন হিসাবে
অধিক করিয়া দেখান হয় কিন্তু প্রাপ্তি কালে
তাঁহারা অর্দ্ধেকও প্রাপ্ত হন না। তবে
বাঙ্গালি বলিয়া এরূপ প্রতারিত হইয়াও
চুপ করিয়া থাকেন। তাহাতে কি আবার
শিক্ষকেরা যথাসময়ে বেতন পান ? ই
ন্স্পেক্টর মহাশয়দিগের আরাম বিরামে বি
পাশ হইয়া আসিতে অনেক বিলম্ব হয়
কয়েক মাস গত হইল একজন ইন্স্পেক্ট
কোন এক আত্মীয়ের সহিত পরিহাসপ্র
অবলম্বন করিয়া কোন একটি স্কুলের বি
গুলি একবৎসর পর্য্যন্ত পাশ করিলেন ন
এই একবৎসর কাল শিক্ষকগণ যে কিরূ
কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা যদি ইন
স্পেক্টর সাহেব সেই অবস্থায় অবস্থাপিত হ
তেন তবেই বুঝিতে পারিতেন। কি
নাই পারুন, পাঠকবর্গ বোধ হয় অনুভ
করিতে পারিবেন। পরিশেষে অনেক
অনুরোধে এক বৎসরের পর বিলগুলি
পাশ করিলেন। কিন্তু স্কুলটি উঠাইয়া দি
লেন। সম্পাদক মহাশয় ! ইন্স্পেক্টর মহা
ত্তির কর্ত্তব্যানুষ্ঠান বিমুখিনী ন্যায়পরতা
সমদুঃখসুখানুভাবকতা বৃত্তিদ্বয় কে
তেজস্বিনী দেখিলেন ? যাহা হউক বি
পাশ হইয়া আসিলেও তাহা ডাক্তারি
আনিতেও সম্পাদকের ইচ্ছামত সময়ে বেত
পাইতে আরও ১৫।১৬ দিন অতিবাহিত হ
শিক্ষকগণ যে এরূপ অবস্থায় বিদ্যালয়ে
কার্য্য কিরূপ নির্ব্বাহ করেন তাহা বোধ হ
অনুভবশালী ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারে
ইহাতে এই ফল হইতেছে যে কোন শিক্ষি
লোক এ বিভাগে প্রবেশ করিতেছেন না
যাঁহারা প্রথমে প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহা
এরূপ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন যে প্র
পণে ইহা ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতেছে
সুবিধা পাইলে ত্যাগও করিতেছেন। তা
যাঁহারা তাদৃশ বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন নহে
অথবা অন্য কোন বিভাগের কার্য্যপ্রণা
অবগত নহেন তাঁহারাই অগত্যা ইহা ত্যা
করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু তাঁহাদের
সর্ব্বদা বিরক্ত থাকায় তাঁহাদের দ্বারা কার
যথারূপ চলিতেছে না ।

উপসংহারকালে সম্পাদক মহাশয়
গকে আমার সবিশেষ অনুরোধ এই, তাঁহা
যেন শিক্ষকদিগকে নিতান্ত অধম মনে
করেন। সমাজের উন্নতির একমাত্র মূ
কারণই শিক্ষকগণ। অতএব তাঁহাদের প্র

ব্যবহার করিলে সেই উন্নতির মূলে আঘাত রা হয় ।

২ এ ফাল্গুন
১২৭৮ কস্যচিজ্জীবস্য তস্য ।

মহাশয় ! অতিশয় দুঃখিত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, অত্রত্য সুবর্ডিনেট জজ বাবু ভূপতি রায় অতি অল্পসময়ের মধ্যেই স্থানান্তরিত হইতেছেন । প্রায় ৬ মাস হইল ইনি ত্রিহুত হইতে এখানে আসি য়াছিলেন । এক বৎসর গত না হইতে হই তেই আবার ঢাকা ও ফরিদপুরের একিজ ষ্ট্যান্ট সুবর্ডিনেট জজ হইয়া যাইতেছেন । আমরা গবর্ণমেণ্টের এই নিয়মের মর্ম অবগত নহি । বিচারপতিদিগের মধ্যে মধ্যে স্থানা ন্তরে গমন আবশ্যক ও উচিত বটে । কিন্তু তা বলে একজন বিচারপতি এক স্থানে গিয়া সেখানকার অবস্থা অবগত না হইতে হইতে পুনরায় আর এক স্থানে পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত নহে । এইরূপে যদি বিচারকেরা ১০ মাস মধ্যে ক্রমান্বয়ে এস্থান ও স্থান করিয়া বেড়ান, তবে যাতায়াত নিবন্ধন তাঁহাদের ত কষ্ট আছেই, তা ছাড়া গবর্ণ মেণ্টের অনর্থক ব্যয় ও বিচার কার্য্যের যার পর নাই ব্যাঘাত জন্মে । বিচার কার্য্যে কি স্থানীয় অবস্থা ও লোকের চরিত্র অবগত হওয়া আবশ্যক নহে ? স্থানীয় অবস্থা ও লোকের রীতি নীতি জানিলে বিচার কার্য্যের যেরূপ সুবিধা হয়, কেবল এক আইন ও বিচারাসন বলে তাহা হইবার নহে ; কিন্তু ইহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে যে, বিচারপতিদি গের দেশের অবস্থা ও লোকের ভাব জানি বার জন্য বহুদিন এক স্থানেই থাকিতে হইবে । অনেক মকদ্দমায় দেখা গিয়াছে যে, উভয় পক্ষের সাক্ষী ও দলিল ইত্যাদি তুলারূপ প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু বিচার পতির তাহা হইতে সত্য নির্ব্বাচন করা কঠিন হইয়া উঠে । সে স্থলে স্থানীয় তদন্ত ভিন্ন আর উপায় নাই এবং সেই সেই স্থলে যে বর্ণিত হইয়া বিচার কার্য্যের যথার্থ সুবিধা ও সুবিচার হইয়াছে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় । সিবিলিয়ানেরা এদেশের প্রকৃত অবস্থা অবগত নহেন । তাঁহারা প্রথমতঃ আসিষ্টাণ্ট পদে অধিরূঢ় হইয়া জীর্ণ কাকের ন্যায় কেবল আমলাদের বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকেন । তৎকালে লোকের অবস্থা ও রীতি নীতি দূরে থাকুক অনেকে স্থানীয় ভাষাও উত্তম রূপে বুঝিতে পারেন না । তৎকালে বিচার পতি ও বিচারার্থীর ভাব দর্শন করিলেই সহজে তাহা বুঝিতে পারা যায় । তদ্ভিন্ন স্কুল কি অনেক স্থলে চণ্ডীমণ্ডপ তন্ত্রের ন্যায় বিচার হইয়া উঠে না ? এই জন্যই কি সিবিলিয়ান ও ইউরোপীয় বিচারপতি অপেক্ষা এতদ্দেশীয় বিচারপতিরা প্রাধান্য লাভ ও বিচারকার্য্যে দক্ষতা প্রদর্শন করি তেছেন না ?

ভূপতি বাবুর পরিবর্ত্তন মেদিনীপুরের একটী সাধারণ দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে । বিচারকার্য্যে ইহাঁর এরূপ পারদর্শিতা যে সুবর্ডিনেট জজ শ্রেণীতে এরূপ লোক অতি বিরল । ইনি যে যে জিলাতে গিয়াছেন তত্রত্য জজেরা ইহার বিচারে যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়াছেন । এমন কি আমরা শ্রুত আছি, অনরেবল ফ্রেবস্, অনরেবল পিকক্ ও অন- রেবল যুক্ত নর্মাণ সাহেবও ইহাঁর যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন । ইহার বিচারিত মক দ্দমার অধিকাংশ আপীলে অব্যাহত থাকে । অত্রত্য পূর্ব্বতন জজ মেঃ বেভরিজ সাহেব ( এখন যিনি এখানকার কালেক্টর ) ও বর্ত্ত মান জজ মেঃ লারঞ্জ সাহেবও ইহাঁর বিচারে সন্তুষ্ট আছেন । ইনি এখানে আসা অবধি দেওয়ানি ও পেটিকোর্টের এত মকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে লোকে পূর্ব্বে আদালতের নিষ্পত্তির জন্য যেরূপ বিরক্তি প্রকাশ করি তেন এখন তাহা আর শুনা যায় না । বাদী প্রতিবাদী উকিল মোক্তার এবং সাধারণে ইহার বিচারে সন্তুষ্ট আছেন । বিচারপতির যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক ইহার সে সমুদায়ই আছে ।

আমরা আরও দুঃখিত হইয়াছি যে, ইহাকে সুবর্ডিনেট পদ হইতে নামাইয়া দিয়া অতিরিক্ত সুবর্ডিনেট জজ করা হই তেছে । আবার কিছুদিন ঢাকায় ও কিছু দিন ফরিদপুরে থাকিতে হইবে । কি কারণে গে হাইকোর্ট এরূপ বিচার করিয়াছেন তাহা বলিতে পারি না । আমরা লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ও প্রধান বিচারপতি মহাশয় দ্বয়ের নিকটে বিনয়ের সহিত প্রার্থনা করিতেছি যে ভূপতি বাবুর বিষয়ে অত্রত্য জজ সাহেবের টেকিয়ৎ লইয়া আপাততঃ তাঁহার এই পরিবর্ত্ত রহিত করেন । তাঁহার কিরূপ ইচ্ছা বলিতে পারি না.. কিন্তু আমাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা যে, তিনি মেদিনীপুরে আর কিছু দিন থাকিয়া এখানকার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধন করেন । আমরা অনেক দিনের পর একটী উৎকৃষ্ট লোক পাইয়াছিলাম, ক্ষোভের বিষয় যে অতি অল্পকালের মধ্যে তাঁহাকে হারা ইতেছি ।

১৮৭২ । ৪ই মার্চ্চ
মেদিনীপুর অধিবাসিগণ ।

—•◆•—

আমাদের বনয়ারী খাঁদের রাজকুমার শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার বনয়ারী আনন্দ বাহা দুর সে দিন একটী সভা আহ্বান করিয়া ছিলেন । সভাস্থলে তাঁহার কর্ম্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন । মেয়ো বাহাদুরের মৃত্যু সম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত সকলের গোচর করিলেন । অনন্তর তদ্বিষয়ে অনেক কথা বার্ত্তার পর এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করি লেন যে, তিনি অন্ততঃ একমাস শোক সূচক পরিচ্ছদ পরিধান করিবেন । কোন রূপ আমোদ প্রমোদে লিপ্ত হইবেন না । রাত্রিতে তাঁহার আবাস গৃহটী সামান্য রূপ আলোক মণ্ডিত রাখিবেন । আর তাঁহার ইচ্ছা এ তাঁহার কর্ম্মচারিগণ অন্ততঃ কিছুকাল কো কোনরূপ শোক প্রকাশক ... করে।

বনয়ারীআবাদ
প্রবাসিনঃ

—০—

৩১ এ মার্চ্চ ( ১২৭৮ সাল চৈত্র ) মাসে যে সকল গ্রাহকের সোম কাশের মূল্য শেষ হইবে, নিম্নে তাঁ দিগের নাম প্রকাশিত হইল ।

শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায়
কাঞ্চাড়িয়াগ ।

[illegible]যুক্ত বাবু রাধাবল্লভ সিংহ দেব
কুড়িয়া কোল।
„ বংশীধর রায়—মুরশিদাবাদ
„ চন্দ্রনাথ চৌধুরী—আশাড়
„ স্বরূপচন্দ্র পাত্র—বেড়রল্লভপুর
„ কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায়
রঙ্গপুর দাপ।
„ সদানন্দ রায়—জাগুলী।
„ মথুরেশচন্দ্র দেব রায়—যশোহর
„ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন—কাটিট স্কুল
„ অঘোরনাথ [illegible]
বর্দ্ধমানের স্কুল
„ [illegible] বসু—[illegible]
„ [illegible] শ্রীলশ্রীযুক্ত রামনারায়ণ
সিংহবাহাদুর—কাশীপুরের রাজধানী
„ নবকৃষ্ণ মাইতি—আটীনাগড়ি
„ তারাণচন্দ্র রায়—বারাণসী
আদ্মালি বাজার
„ জগদীশচন্দ্র বিশ্বাস—জয়মণ্ডপ
„ স্বরূপচন্দ্র ঘোষ—গুড়বাড়ী
„ শ্রীনারায়ণ ঘোষাল—গঙ্গাটিকুরী
„ ব্রজনাথ ঝা—মহালী ডাঙ্গা
„ কিশোরবন মহান্ত—সিতাকুণ্ড
„ ভুবনমোহন দাস—বদলগাছি
„ চন্দ্রকেলী মুন্সী
ঢাকলেবোদা ডাকঘর
[illegible]র সদর বাজার রিভিংক্লবের সেক্রে
টারি
„ কৈলাসগোবিন্দ মজুমদার
খারিজ্জা
„ গুরুদাস রায় জমীদার—আগমডাঙ্গা।
„ চন্দ্রনাথ নন্দী—গৌহাটী
„ নীলমাধব ঘোষ—দশঘরা
„ নবীনকৃষ্ণ পালিত—আকনা
„ [illegible]নাথ চক্রবর্ত্তী—মিরপুরকুটী
„ [illegible]মোহন রায়
[illegible] ইসলামপুর কুমার টুলী
„ [illegible] ঘোষাল—মুগকল্যাণ
„ [illegible] মুখোপাধ্যায়
[illegible]
„ [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়
[illegible]পুর

শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সাকলিয়া গ্রাম
„ „ গিরীন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—যশোহর
„ „ হরিশচন্দ্র ঘোষ
মাধবপুর ডিহি
„ „ নরহরি মুখোপাধ্যায়—বীরভূম
„ „ গোবিন্দচন্দ্র সাহা—সেরপুর
বরাহনগর হিতৈষিণী বাঙ্গালা পুস্তকালয়।
„ „ সিদ্ধেশ্বর বশাক—আগরা

—১০ঃ—

## নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭২ সাল ৯ই মার্চ্চ।

| স্থানের নাম | সর্ব্ব কমতি জল ফুট | ইঞ্চ |
|---|---|---|
| মোহানায় | ৫ | |
| তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে | ৪ | ১ |
| জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে | ৩ | |
| বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে | ৩ | |
| কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে | ৪ | |

সন ১৮৭২ সালের ১১ ই মার্চ্চ বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের মাপ।

| ফু | ইঞ্চ |
|---|---|
| | ১০৪ |

বহরমপুর ১১ মার্চ্চ ১৮৭২ } শ্রীযুক্ত সি. ই. উইল্কক্জি কিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবারডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু হরগৌরী প্রসাদ
ভাগলপুর ৫॥০
„ „ গঙ্গানারায়ণ মজুমদার
গোস্বামী দুর্গা ৫॥০
„ „ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা হিন্দু স্কুল ৫॥০
শ্রীমতী জাহ্নবী চৌধুরাণী
মাকড়াইল ১০
„ „ শিবচন্দ্র শীল—চুঁচুড়া ১০
সি, ই, এফ, টানর—আলীপুর ১০
„ „ শ্রীনাথ নন্দী—কলিকাতা ১০

## সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোম প্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন, টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

---

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপুর সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাংড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টারি করা।
৩৩ নং। ১৮৭১।

# সোমপ্রকাশ

ভাগ। ১৮ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

মাসিক মূল্য ১ এক টাকা
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৭৮। ১৩ ই চৈত্র। ইং ১৮৭২। ২৫ এ মার্চ

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রি
বার্ষিক ১০, দশ টাকা এ
ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

## বিজ্ঞাপন।

হুগলি জেলার অন্তঃপাতী মৌজে কুলিয়া গ্রাম নিবাসী ৺ শিবপ্রসাদ চৌধুরির কনিষ্ঠ পুত্র শ্রী অবিনাশচন্দ্র চৌধুরী, জাতিতে শূদ্র; আর তাহার সহিত শ্রীবরদাপদ রায়, জাতিতে ব্রাহ্মণ, এই দুই জনাতে রেলওয়ের গাড়ী যোগে পশ্চিম পলায়ন করিয়াছেন। তাহাদের বয়ঃক্রম আন্দাজ ১৯। ২০ বৎসর; শূদ্র বালকটী গৌরবর্ণ, পরিধান বস্ত্র কন্ত্র ফ্লনল পেন্টু। দাড়িতে একটী কাটার চিহ্ন আছে; দাড়ি ও গোঁফের অল্প অল্প আরম্ভ হইয়াছে, পায়ে কার্পেটের জুতা আছে। পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে নখকুনির ক্ষত আছে। এই বালক দ্বয়কে যিনি অনুসন্ধান করিয়া দিবেন তিনি ৫০ টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবেন।

ডাক যোগে কুলিয়া গ্রামে পত্র পাঠা হতে হইলে নিম্নলিখিতানুসারে লিখিলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

১। কলিকাতা শিবপুরের চুনাহেবের উদ্যানে শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ সাহার নিকট পত্র পাঠাইলে আমরা পাইব।

২। আর মেদনীপুর জেলার অন্তঃপাতী দাসপুর পোষ্ট আফিস হইয়া ফরিদপুরের জমীদারির কাছারিতে শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরির নামে দিবেন তাহা হইলেও প্রাপ্ত হইব।

---

ন্যায়পদার্থতত্ত্ব নামক বাঙ্গলা দর্শন আমার যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইতেছে। প্রথম খণ্ড শেষ হইয়াছে, সত্বরেই প্রকাশিত হইবে। গোতম সূত্র, কণাদসূত্র প্রভৃতি প্রাচীন দর্শন শাস্ত্র ও নব্য ন্যায় দর্শন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক ও ভৌতিক নানাবিধ পদার্থ নিরূপণ ও ঈশ্বর নিরূপণ, সৃষ্টি নিরূপণ ও আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি প্রধান প্রধান বিষয় ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে এবং ইংরাজী রসায়ন শাস্ত্র অনুসারে পরমাণু প্রভৃতি মূর্ত্ত পদার্থের বিশেষ বিবরণ করা হইয়াছে। ফলতঃ দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বিষয় সমস্তই এই গ্রন্থে আছে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র শর্ম্মণঃ
কলিকাতা গিরিশ বিদ্যারত্ন প্রেস।

---

মনোরমা নাটক ১ টাকা

মদ্যপান ও গ্রাম্য জমীদারগণের অত্যাচার কতদূর ভয়ঙ্কর, তাহা প্রকাশ করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য।

কলিকাতা, বাল্মীকি যন্ত্র কালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তীর নিকট ও সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

---

গুপ্ত যন্ত্রালয়।

২৪নং মির্জাফর্স লেন প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি।

ছাপার কর্ম্ম উত্তম শীঘ্র এবং সুলভ। আবশ্যকমত মূল্যের ফর্দ্দ ও ছাপার নিয়মাদি দেওয়া যাইবেক।

পুস্তকালয়।

গুপ্ত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিবিধ বাঙ্গালা পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ উপস্থিত থাকে। সমুদ অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। পুস্তকের মূল্যের তালিকা আবশ্যক মত দেওয় যাইবেক।

শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত

---

## নূতন প্রকারের নূতন সাপ্তাহিক

| | |
|---|---|
| নাম ............ | মধ্যস্থ। |
| ধাম ......... | কলিকাতা, সিমুলিয়া ১০২ ন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। |
| আকৃতি ...... | সাময়িক ও সংবাদ পত্রে মিশ্রভাবাপন্ন-উচ্চ-পদাক্রান্ত |
| বিষয় ...... | বাঙ্গালা গদ্য পদ্যময় রাজনী সামাজিক, ঐতিহাসিক কাল্পনিক সাহিত্য ইত্যাদি। |
| মূল উদ্দেশ্য... | পুরাতনের নিতান্ত ভক্ত নূতনে বিরক্ত, এই যে এ দল, আর পুরাতনে নিতা বিরক্ত ও নূতনের ভক্ত, এ যে অপর দল, অর্থাৎ খু আচার ব্যবহারাদির রক্ষক উচ্ছেদক দলের মধ্যে মধ্য স্থতার চেষ্টা করা। |
| শাখা উদ্দেশ্য... | মনোরঞ্জন ও আমোদ উ পাদনের সঙ্গে নীতি চর্চা। |
| সময় ... ... | ১২৭৯ সালের প্রথম শনিব হইতে প্রতি শনিবার প্র মান। |
| মূল্য ... ... | অগ্রিম বার্ষিক ২ টাকা, ... ষিক ১॥০ টাকা, পশ্চাদ্দেয় আট আনা। বিদেশে ডাকমা |

পাদক

এরূপ কার্য্যে নূতন নহে, ফলতঃ পূর্ব্ব পরিচিত ও পূর্ব্বানুগৃহীত ব্যক্তি এবং কতিপয় সহৃদয় সাহায্য মহাশয় পূর্ব্ববৎ থাকিবেন।

…হকেস্থ মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্ব্বক উক্ত ঠিকানায় …বাক" ইতি শিরোনাম দিয়া পত্র পাঠাইবেন।

ধাত্রীশিক্ষা প্রথম ও দ্বিতীয়খণ্ড, একত্রে …ধা, আমার নিকট প্রাপ্য, মূল্য ৩ টাকা …ক মাশুল ।/০ আনা।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
কলিকাতা হিন্দু হষ্টেল।

বাঙ্গালার ভাবী মঙ্গল নাটক।

…ঙ্গালিদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থার মূলীভূত …রণ, কি উপায়ে উহা দূরীকৃত হইতে …রে এবং হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক …তর্ক নাটকাকারে লিখিত। দিনাজপুর …ীতলা গোবিন্দচন্দ্র ঘোষের নিকট, কলি…তা ১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত …পজিটরিতে, মুজাপুর অপার সারকিউলার …ড নং ৫৮। ৫ গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে …বং ঢাকা কালেজের অন্যতর শিক্ষক বাবু …মমাণিক্য সিংহের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য এক টাকা, ডাকমাশুল ৵০ দুই আনা।

শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় এল, এম, এস, কর্ত্তৃক বেঙ্গলি মেডিকাল্ জর্ণাল্।

নেটিব ডাক্তার এবং যাঁহারা মেডিক্যাল …লেজে শিক্ষা লাভ না করিয়া ডাক্তারি করি…তেছেন তাঁহাদিগের চিকিৎসা সম্বন্ধীয় …নের উন্নতি বিধায়ক বেঙ্গলি মেডিক্যাল্ …ল্ অর্থাৎ " চিকিৎসা দর্পন " নামক …সিক পত্রিকা বিগত বৈশাখ মাস হইতে …ন্তরায় প্রকাশিত হইতেছে। উহার …আকার ৮ পেজি ফর্ম্মার ৪০ পৃষ্ঠা, ডাক …মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৬, যাথা…সিক ৩।০ প্রতি সংখ্যা ।/০। চুঁচুড়ায় সম্পা…দকের নিকট এবং কলিকাতা, লালবাজার হিন্দু হষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

১২ ৭৮ }
৩ রা অগ্রহায়ণ }

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম বি কর্ত্তৃক প্রকাশিত বঙ্গভাষায় বিরচিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ মাশুল ॥০ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড ১০ মাশুল ।৵। একত্রে দুই খণ্ড লইলে মূল্য ১৮ মাত্র ডাকমাশুল ১৵ আনা। মাতৃশিক্ষা ২ মাশুল ।০ আনা। এনাটমি ৪।০ মাশুল ✓ মাত্র।

কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
লালবাজার }
হিন্দুহষ্টেল

শ্রীমদ্ভাগবত

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা। প্রতি মাসে ৮০ পৃষ্ঠা পুস্তক। বঙ্গাক্ষরে মূল, টীকা ও অর্থ সহিত প্রকাশ হয়। মূল্য বার্ষিক ৬ টাকা পোষ্টেজ ৸০ আনা।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন
বহরমপুর
খাগড়া

চণ্ডালিনী ।০, শিশু মানচিত্রাবলী ।৵১০ কুলীন কামিনী ৵০, সং পুঃ আলয়ে প্রাপ্য

ভগবদুপাসনা দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ও কৃত বিদ্য জনগণের মধ্যে যাঁহারা অল্প দিবসের মধ্যে জীবাত্মা ও সূর্য্যমণ্ডলস্থিত বৈরাজ পুরুষের সহিত তাঁহাদিগের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা অবগত হইয়া অতীন্দ্রিয় সুখভোগের অধিকারী হইতে অভিলাষী হইবেন, তাঁহারা আমাকে ( পেড ) পত্র লিখিলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন। পরমার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর গ্রন্থে এতদ্বিষয় এবং দেহ তত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ১ টাকা। মাশুল দুই আনা।

সন ১২৭৮ } শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
কার্ত্তিক } সহর শ্রীরামপুর

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তরনির্ম্মিত কো… প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয়, আদেশ করি… সেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়া… প্রস্তুত আছে।

মেজ করা প্রস্তরনির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ… এবং উহার নিমিত্ত সাইফন, জঙ্কশন ও বে… ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট ; মেঝি… য়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট…

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সক… কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত মেজকরা পাইপ… টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মি… হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখি… কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করি… দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট। ১ বর্ণ এণ্ড কো…

১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত …সংস্কৃ… পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গায় বাঁড়ু… ব্রাদর কোম্পানির ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষে… দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নি… লিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে।

| প্রণীত | মূল্য |
|---|---|
| গ্রীসইতিহাস | ১ টাক… |
| ভুবনসার ব্যাকরণ | ।০ আ… |
| নীতিসার ( ১ ম ভাগ ) | ৶০ … |
| নীতিসার ( ২ য় ভাগ ) | ৶০ … |
| প্রচারিত। | |
| মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ | ৸০ আ… |

শ্রীতারকনাথ শর্ম্ম…

## সোমপ্রকাশ।

১৩ ই চৈত্র সোমবার।

আইন সংগ্রহ।

সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপ… সভায় কয়েকখানি বিশেষ প্রয়োজনো…

াধী আইনের পাণ্ডুলেখ্য উপস্থিত
ইয়াছে। ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলি
নির্ণীত হয় এ নিমিত্ত আমরা কয়েক
ৎসরাবধি চীৎকার করিয়া আসিতেছি।
টফেন সাহেবের সময়ে অনেকগুলি
াইন এইরূপ হওয়াতে বিস্তর উপকার
ইয়াছে। তিনি একণে ভূমি সংক্রান্ত
াইনগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন।
াপাততঃ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ভূমির
জস্বসংক্রান্ত আইনগুলি সুনির্ণীত হই-
তেছে। ষ্টিফেন সাহেব বলিয়াছেন, বঙ্গ-
দেশেও শীঘ্র এইরূপ হইবে। এ নিমিত্ত
ক্রেল সাহেব দুইখানি আইনের পাণ্ডু
লেখ্য প্রস্তুত করিতেছেন। ষ্টিফেন
াহেব নিজ উদারতাগুণে বলিয়াছেন,
পাণ্ডুলেখ্যগুলি বিধিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে
লিকাতা গেজেটে প্রকাশিত
ইবে। ভূমিসংক্রান্ত আইনগুলি এরূপ
বস্তারিত এবং স্থানে স্থানে পরস্পর
রূপ বিরোধী যে, সমুদায়ের প্রকৃত মর্ম্ম
দয়ঙ্গম করা সহজ নহে। এই সকল
ংশ সংগ্রহ করিয়া একটী পূর্ণাবয়ব
াইন করিতে পারিলে দেশের বিস্তর
উপকার হয়। কিন্তু কেবল রাজস্ব
ংক্রান্ত আইনগুলির সংগ্রহ করিলে
াজ হইবে না। জমীদার ও প্রজা
ংক্রান্ত আইনটী সহজ হইলেও ভূমি
ম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের যে সকল ক্ষুদ্র
তর স্বত্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহার
্যাখ্যা করিয়া এক স্পষ্ট আইন করা
র্ত্তব্য। ব্রহ্মোত্তর দেবোত্তর প্রভৃতির স্বত্ব
ইয়া যে গোলযোগ হইয়া থাকে তাহার
মীমাংসা করা উচিত। ১৮২২ অব্দের ৭
াইন লইয়াও অনেক গোলযোগ আছে।
াইনটীর কোন কোন অংশ প্রচলিত আছে,
কান কোন অংশ প্রচলিত নাই। আবার
কান কোন স্থল অন্য অন্য আইন দ্বারা
প্রকারান্তরে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে।
ই আইনটী ব্যবহারাজীব ও বিচারপতি
দিগের কণ্টক স্বরূপ হইয়াছে। আমরা তন্নিমিত্ত প্রস্তাবিত ভূমি সংক্রান্ত আইন কর্ত্তাদিগকে এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে অনুরোধ করিতেছি। দুঃখের বিষয় এই, ষ্টিফেন সাহেব এই সময়ে এ দেশ ত্যাগ করিতেছেন।

বন্ধক সংক্রান্ত আইনটীর পরিবর্ত্ত হইতেছে। বন্ধকদাতা মহাজনের টাকা না দিলে প্রথমতঃ ১৮০৬ অব্দের ৭ আইনের ৮ ধারানুসারে জেলার জজের নিকটে আবেদন করিয়া তাঁহার নামে পরয়ানা করিতে হইত। পরয়ানা জারির এক বৎসরের মধ্যে বন্ধকদাতা টাকা দিলে ভূমি তাঁহার থাকিত, টাকা না দিলে স্বত্ব লোপ হইত; কিন্তু যিনি বন্ধক রাখিতেন, তাঁহাকে পুনর্ব্বার দেওয়ানী আদালতে যথা আইন রসুম দিয়া নালিশ করিতে হইত। বন্ধকদাতা মনে করিলে দলিলের সত্যতা সম্বন্ধে গোলযোগ করিতে পারিতেন। ভূসম্পত্তি সর্ব্বদা হস্তান্তর না হয়, গবর্ণমেন্টের এই ইচ্ছা; এই নিমিত্তই তাঁহারা খাদকের দিগেই অধিক টানিয়া ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। কিন্তু সময়ের গতির সহিত লোকের অবস্থা ও সংস্কারের পরিবর্ত্ত হইতেছে। একণে যেরূপ আইন আছে, তাহাতে অধমর্ণ অসৎ হইলে (এই দলে অসতের সংখ্যাই অধিক) বন্ধকগ্রহীতার অনেক কষ্ট হয়। যে সুদের লোভে টাকা দেওয়া হয়, মকদ্দমার ব্যয়ে তাহা খাইয়া গিয়া বরং অতিরিক্ত ব্যয় হইয়া থাকে। এই কারণে ভূমি এককালে পাইবার সম্ভাবনা না থাকিলে কেহই কটকবলায় টাকা দিতে চান না। যাঁহারা দেন, তাঁহারা প্রায় বিক্রয় কবলা লিখাইয়া লইয়া থাকেন। ফলতঃ আইনের দোষে লোককে বাধ্য হইয়া অসৎ পথ অবলম্বন করিতে হয়। কক্রেল সাহেব তন্নির্ম্মিত পাণ্ডুলেখ্যে প্রস্তাব করিয়াছেন, প্রথমতঃ নুটিস
দেওয়া তৎপরে যথারীতি নালীশ কর
এরূপ[illegible] করিয়া এককালে নালীশ কর
কর্ত্তব্য। জেলার জজ অধমর্ণকে টাকা দিতে
অথবা কেন টাকা দিবেন না তাহা
কারণ প্রদর্শন করিতে বলিবেন। তৎ
পরে প্রমাণাদি লইয়া ডিক্রী হইবে
অধমর্ণকে এক বৎসরের মধ্যে টাক
দিতে বলা হইবে। ইহা না দিলে তিনি
ভূমির স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইবেন।
প্রস্তাবটী অতিশয় সঙ্গত হইয়াছে
কিন্তু এক বিষয়ে আমরা ব্যবস্থাপ
দিগকে সতর্ক করিতেছি। বর্ত্তমান আই
অনুসারে আট আনার ষ্টাম্পে দরখা
করিলে জজ নুটিস জারি করেন। অধম
টাকা দিলে আর কাহারও ব্যয় হয় না
কিন্তু প্রস্তাবিত আইনে এককালে সম্পূ
রসুম দিয়া নালীশ করিতে হইবে। মহ
জনেরা যে অনেক সময়ে কেবল ব্যয় বৃ
করিয়া ভূমিটী লইবার চেষ্টা পান, তা
বলা বাহুল্য। রসুমের ভার কাহার স্ক
পতিত হইবে? আমাদিগের মতে প্র
মতঃ আট আনার কাগজে নালী
করিতে দেওয়া উচিত। অধমর্ণ য
দাবি স্বীকার করিয়া টাকা দে
ভাল, নতুবা আপত্তি করিলে মহাজন
পূর্ণ রসুম দিতে হইবে। যাহার প্রতি
কূলে মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবে, তাহা
সমুদায় খরচ দিতে হইবে। বাণিজ্য
সুবিধার নিমিত্ত আমরা এই প্রস্ত
করিতেছি। এ সকল বিষয়ে ষ্টাম্প প্র
তিতে অধিক ব্যয় পড়িলে ভূসম্পা
হস্তান্তর হইবার পক্ষে বিশেষ বাধ
জন্মিবে, তাহা হইলেই ভূমির মূল্য ক
যাইবে।

---

সামাজিক বিজ্ঞান সভা ও
পদার্থ শিক্ষা।

গত ১৪ ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার ব
দেশীয় সামাজিক বিজ্ঞান সভা

ষিক অধিবেশন দিবসে সভাপতি
াক্তার ইওয়ার্ট পদার্থ বিদ্যার অনুশীলন
বয়ে একটী সুদীর্ঘ যুক্তিপূর্ণ ও হৃদয়-
াহী বক্তৃতা করিয়াছেন। গত সাহৎস
ক সভায় ডাক্তার ইওয়ার্ট প্রবেশিকা
শ্রেণী পর্য্যন্ত পদার্থ বিদ্যা শিক্ষা দিবার
স্তাব করিয়াছিলেন। তদনুসারে বাবু
াজেন্দ্রলাল মিত্র বিশ্ব বিদ্যালয় মহা-
ভাকে এবিষয়ে মনোযোগী হইতে
নুরোধ করেন। সভা এবিষয়ে কতক
লি উপযুক্ত লোকের মত জিজ্ঞাসা
রাতে কয়েকটী আপত্তি উত্থিত হয়।
াক্তার ইওয়ার্ট বক্তৃতা কালে সে সমুদা
ের অমূলকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। মহা
ভার কমিটি বলেন, আপাততঃ বিস্তা
তরূপে পদার্থ বিদ্যার অনুশীলন
ইতে পারে না। কেবল পুস্তকগত বিদ্যা
দ্যা নহে, পরীক্ষা দ্বারা এ বিষয়ের অনু
শীলন করিতে হইবে। বিশেষতঃ পদার্থ
দ্যার অনুশীলন গৃহে বসিয়া হয় না;
াতে নানা দেশ ভ্রমণ স্বচক্ষে পদার্থাদি
শন ও তাহার পরীক্ষার প্রয়োজন।
রীক্ষার জন্য অনেক যন্ত্রের প্রয়োজন
, তাহা নাই; শীঘ্র তাহার সংগ্রহও
হজ নহে। এত টাকা কোথা হইতে
াসিবে? এই সকল ভাবিয়া যাহার পর
র শাখা শিক্ষা করা উচিত, তাহা পরি
াগ করিয়া কমিটি সহজ সহজ দেখিয়া
খান ওখান হইতে দুই একটী শাখা
শিক্ষা দিবার সংকল্প করিয়াছেন।
দার্থ বিদ্যার অনুশীলন ভিন্ন জাতি
াধারণের উন্নতি হয় না। আমাদিগের
ত্তমান শিক্ষা প্রণালীতে কেবল স্মৃতি
শক্তিরই চালনা হয়। এতদ্দেশীয়
ক্তবিদ্যগণকে অন্যের উপরে নির্ভর
রিতে হয়। তাঁহাদিগের উদ্ভাবনী শক্তি
াই। বস্তুতঃ দর্শন শক্তির পুষ্টে উদ্ভাবনী
শক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। ডাক্তার
ওয়ার্ট যথার্থই বলিয়াছেন, অল্প শিক্ষা

কালে এতদ্দেশীয় ছাত্রগণের দেখার
অভিজ্ঞ বুঝিতে অনেক বিলম্ব হয়। প্রথম
হইতে দর্শন ও পরীক্ষা শক্তির চালনা
থাকিলে এটী হয় না। প্রবেশিকা পরীক্ষার
যে সকল পুস্তক নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা
পাঠ করা ১৬ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক ব্যক্তির
সাধ্যাতীত নয়। মহাসভার এতদ্দেশীয়
সভ্যগণ বয়ঃক্রম কমাইবার প্রস্তাব কালে
বারম্বার এই কথা বলিয়াছিলেন। ডাক্তার
ইওয়ার্ট বলেন, অন্ততঃ একবৎসর কাল
মধ্যে পদার্থ বিদ্যার প্রথম শাখা
গুলির অনায়াসে শিক্ষা হইতে পারে।
কিন্তু এসম্বন্ধে আপত্তি উপস্থিত হইয়াছে।
শিক্ষা বিভাগের কতকগুলি কর্ম্মচারী
বলেন, বালকেরা এই অতিরিক্ত শাখা
শিক্ষা করিবার সময় পাইবে না। দ্বিতীয়তঃ
উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যাইবে না।
তৃতীয়তঃ ইহাতে এত ব্যয় পড়িবে যে
করপ্রদাতাদিগের ইহাতে অত্যন্ত কষ্ট
হইবে। প্রথম আপত্তি বিষয়ে বক্তব্য
এই, যদি পাঠের সময় না হয়, তাহা হইলে
অন্য কোন পাঠ্য পুস্তক উঠাইয়া দিয়া
বিজ্ঞানের অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। সভা
পতি দ্বিতীয় আপত্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন,
পদার্থবিদ্যার আরম্ভ হউক, দেখিতে
পাইবে শিক্ষকের অভাব হইবে না।
এবিষয়ে অধিক ব্যয় হইলে করপ্রদাতারা
তাহাতে কোন কষ্ট বোধ করিবেন
না। যে দেশে প্রগাঢ় শান্তির সময়ে
ফ্রান্স ও প্রুশিয়া অপেক্ষাও সৈনিক ব্যয়
অধিক হয়, যে দেশের গবর্ণমেণ্ট রাস্তা
নির্ম্মাণের ভাণ করিয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ
পূর্ব্বক এক টাকা আয়ের উপরেও কর
ধার্য্য করিতে পারেন, দেশের প্রকৃত
কল্যাণের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত ব্যয়
করিলে প্রজার কষ্ট হইবে, সেই গবর্ণমে
ণ্টের মুখে এ কথা শোভা পায় না।
যে শিক্ষার বলে ইউরোপ ও আমেরিকা
বাসিগণ আত্ম ক্ষমতার উপরে নির্ভর

করিয়া স্বাধীনভাবে আপন আপন
জাতি সাধারণ উন্নতি সাধন করিতে
শিখিয়াছেন, সেই শিক্ষার নিমিত্ত অতি
রিক্ত ব্যয় হইলে লোকের কষ্ট ও অ
ন্তোষ হইবে, ইহার অপেক্ষা হাস্যক
বাক্য আর কি আছে?

আপত্তিকারিগণ (বিশ্ব বিদ্যালয়ে
বাইস চান্সেলর বেলি সাহেবও ইহা
অন্যতর) আরও বলেন, “বিদ্যালয়ে
শিক্ষা দিলে কখনই কৃতকার্য্য হও
যাইবে না। ছাত্রদিগের বয়স অল্প
শিক্ষকগণ তাদৃশ উপযুক্ত নহে
হিন্দুগণ বিজ্ঞান বিষয়ে অনভ্যস্ত রহিয়
ছেন, যন্ত্রগুলি পাওয়া যাইবে না, পা
লেও তাহা রক্ষা করা কঠিন হইবে
বিজ্ঞান শিখিতে হইলে তৎসংক্রা
বিস্তর নূতন কথা জানিতে হইবে
সেগুলি দেশীয় ভাষায় নাই। পদা
বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রশালিকা প্রভৃতি
আবশ্যক। এগুলি পদার্থ বিদ্যা
অনুশীলনের মহান্ অন্তরায়, তাহার দূ
করণ সম্ভাবিত নয়।” ডাক্তার ইওয়া
ইহার এই উত্তর দান করিয়াছেন “য
ছুইপূর্ব্ব কোম্পানি প্রজাগণের সাধার
ও বিশেষ শিক্ষার অনুষ্ঠান করেন, তব
তাঁহারা যদি এ আপত্তি শ্রবণ করিতে
তাহা হইলে চিহ্নিত ও অচিহ্নিত কা
দেওয়ানী ও চিকিৎসা বিভাগে কৃতবি
ভারতবর্ষীয়গণ প্রবেশ করিতে পা
তেন না। কোন এতদ্দেশীয় প্রধান
বিচারালয়ের আসনে উপবেশন করি
পারিতেন না। যে এতদ্দেশীয় উকীলগ
সর বার্ণেস পিককের ন্যায় লোকের ম
বিলক্ষণদক্ষতা প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁ
দিগের আবির্ভাব হইত না। যে এতদ্দেশী
ব্যবস্থাপকগণ ইউরোপীয় ব্যবস্থাপক
দের তুল্যদক্ষতা প্রদর্শন করিতেছে
তাঁহারাই বা কোথায় থাকিতেন? ৩০
বৎসর পূর্ব্বে রাজনীতি সম্বন্ধে বঙ্গদেশে

ছুরবস্থা ছিল, তাহাই থাকিত। যে সকল
দ্যালয় (মেডিকল কালেজ প্রভৃতি)
দেশের এত উপকার সাধন ও নিরন্তর
াসনকর্তাদিগের গুণকীর্ত্তন করিতেছে,
গুলি কোথায় থাকিত ?।" মেডি-
ল ও ইঞ্জিনিয়ারিঙ কালেজ কি বিশেষ
দ্যালয় নহে ? তথায় কি বিজ্ঞান
ক্রান্ত গন্ধ নাই ? যদি তথায় এ সকল
কা সম্ভাবিত হয়, অন্য অন্য স্থানে
াহা না হইবে কেন ? শিক্ষা আরম্ভ
উক, ক্রমে সকলই হইবে ? এককালে
মুদায় কোন দেশে হয় নাই। সম্প্রতি
রাজেরা সাধারণে পদার্থ বিদ্যার
ক্ষা দিবার আবশ্যকতা স্বীকার করি
ছেন। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজেও
ার অভাব ছিল। সভাপতি যথা-
ই বলিয়াছেন, ইংলণ্ডের এই আব-
কতা বুঝিতে বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া
ভারতবর্ষে এই শিক্ষা শত বৎসর
দ্ধ থাকিবে ? বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষসাধারণ
পত্তি ; সমুদায় পৃথিবী ইহার উত্তরা
কারী ও অংশী। সময়ে আমরাও উপ
ক্ত শিক্ষা পাইলে বিজ্ঞানের উন্নতি
রিতে পারিব। ভারতবর্ষের কোথায়
কান পদার্থ রহিয়াছে তাহার অনুসন্ধান
য় নাই। কয়েকজন ইউরোপীয়
জ্ঞানবিৎ হইতে এ কার্য্যের সমাধা
ওয়া সম্ভাবিত নয়। ভারতবাসিদিগের
াহায্য ব্যতিরেকে হিমালয় ও বিন্ধ্য
রি এবং মধ্য ভারতবর্ষের বনগর্ভ
ভূত রত্নাদির উদ্ধার সম্ভাবনা নাই।
তকগুলি ভারতবর্ষস্থিত ইংরাজ আর
কছু না পাইয়া বলেন, ভারতবর্ষীয়
গের মানসিক অবয়বের অঙ্গহীনতা
াছে। এতন্নিবন্ধন তাহারা ইউরোপীয়
গের ন্যায় বিজ্ঞানের অনুশীলন করিতে
ারিবেন না। ডাক্তার ইওয়াট এতদ্দে-
ীয় ব্যবহারাজীব ও চিকিৎসকদিগকে
ক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, যে আর্য্যজাতির
কনিষ্ঠ শাখা ইউরোপে এত ক্ষমতা
প্রদর্শন করিতেছেন, সেই আর্য্যজাতির
জ্যেষ্ঠাংশ তদপেক্ষা নিকৃষ্টতর মান-
সিকবৃত্তিবিশিষ্ট এটী প্রকৃতিবিরুদ্ধ।
আমরা বলিতেছি, প্রাচীন হিন্দুগণ কি
বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করেন নাই ? যে
সকল গণনা চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে
হইয়া গিয়াছে, ইদানীন্তন কালের
বিজ্ঞানবিদেরা কৃতজ্ঞতা সহকারে
তাহার যাথার্থ্য স্বীকার করিতেছেন।
জ্যোতিষ চিকিৎসা রসায়ন, যে দিগে
দৃষ্টিপাত করিবে দেখিবে, সকল বিষয়েই
আর্য্যজাতি উন্নতি করিয়া গিয়াছেন।
যাহা তখন হইয়াছে, এখন তাহা না
হইবে কেন ? তবে তখন যে সকল সুবিধা
ছিল, এক্ষণে সেই গুলির প্রয়োজন। মান
সিক বৃত্তি নিকৃষ্ট, এ আপত্তি যুক্তি
সঙ্গত নহে। কেবল সাহিত্য ও মানসিক
বিজ্ঞানে যে কাজ হয় না, আমরাই তাহার
দৃষ্টান্ত স্থল। পদার্থবিদ্যার স্থানগ্রহ
হইলে কি আমাদিগের ধনী সন্তানেরা
আলস্যে কাল যাপন করিতেন ?
এই বিদ্যার এক মোহিনীশক্তি এই,
পরীক্ষা প্রবৃত্তি ক্রমেই বলবতী হয়।
ইহাতে শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সর্ব্বদা
পরিচালিত হয়। এতদপেক্ষা জাতিসাধা
রণ উন্নতির আর কি উৎকৃষ্টতর উপায়
আছে ? বিজ্ঞানের উন্নতিতে আর এই
এক ফল হইবে, লোকে আর এক্ষণ
কার ন্যায় গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মের নিমিত্ত
লালায়িত হইবেন না। ইহার সাহায্যে
কৃষি ও শিল্পের উন্নতির নিমিত্ত লোকে
যত্নবান হইবেন। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট উদাসী
নভাব পরিত্যাগ করিয়া বিজ্ঞান শিক্ষার
উপায় বিধান করেন ইহাই একান্ত
প্রার্থনীয়।

---

### ভারতবর্ষীয় রমণীগণের স্বাধীনতা।

বাবু কেশবচন্দ্র সেনের সহিত ঐক
মত্য আমাদিগের ভাগ্যে প্রায় ঘটে না
এক বিষয়ে কেবল সেই ঐকমত্য ঘটিয়াছে
সামাজিক বিজ্ঞান সভার গত অধি
শন দিবসে তিনি স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধী
নতা দিবার বিষয়ে যে বক্তৃতা করিয়া
ছেন, তাহা উষ্ণশোণিত যুবকদিগে
শ্রবণ ও গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কেশব বা
বলেন, অদ্যাপি এতদ্দেশীয় পুরুষে
যথার্থ কৃতবিদ্য ও সভ্য হন নাই। 
সকল কারণে ইউরোপীয় সমাজের স্ত্রী
স্বাধীনতা জনিত অনিষ্টের নিবারণ কর
সে সকল কারণ এপর্য্যন্ত ভারতব
দেখা দেয় নাই। স্বাধীনতা এক পদা
এবং স্বাধীনতা ভোগ করিবার ক্ষমত
আর এক পদার্থ। ভারতবর্ষের যথা
হিতাকাঙ্ক্ষির এই মত। অকালে স্বাধী
নতা দেওয়াতে রুশীয় স্ত্রীলোকদিগে
যে অবস্থা ঘটে, আমাদিগের উ
শোণিত যুবকেরা সেটী যেন একবা
স্মরণ করেন।

---

### হত্যাকারী সিয়ার আলির প্রাণদণ্ড।

হত্যাকারী সিয়ার আলির ফাঁস
হইয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে এ ব্যক্তির মু
হইতে লার্ড মেয়ের হত্যার প্রকৃত কা
ব্যক্ত হইবে বলিয়া অনেকের যে আশ
জন্মিয়াছিল, তাহা বিফল হইয়াছে।
মৃত্যুর পূর্ব্বে এই মাত্র বলে, তাহাকে
বিনা প্রমাণে দণ্ড দেওয়া হইল। হায়
নামক এক ব্যক্তির সহিত পুরুষানুক্রম
তাহার বিবাদ ছিল। সিয়ার আলি
নিজের দেশে শত্রুবধ শ্লাঘনীয় ; কি
ব্রিটিশ সীমা মধ্যে হত্যা করা
তাহাকে দণ্ড দেওয়া হয়। সে যে হ
করে, তাহার প্রমাণ ছিল না, কিন্তু 
বহিভূর্ত প্রণালীর অধীনে (
যেখানে আইন নাই) 
সংস্কারই যথেষ্ট প্রমাণ

ন্কার বলে তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ
। এই সংস্কারের ফল লার্ড মেয়ের
পরে ফলিল। হত্যাকারী বলে, গবর্ণর
নরল আসিয়াছেন শুনিবামাত্র সে এক
নে গিয়া ছুরিতে শাণ দেয়। যতক্ষণ
র্ড মেয় চতুর্দ্দিগ ভ্রমণ করিতেছি
ন ততক্ষণ সে লুক্কায়িতভাবে তাঁহার
শ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে। সে বলে,
থমতঃ সে প্রধান শাসনকর্ত্তাকে
নিতে পারে নাই। তাঁহার কোন রাজ
রিচ্ছদ ছিল না। তবে যখন সে দেখিল
নাপতি ষ্টুয়ার্ট আর সকল লোকে
পেক্ষা তাঁহারই অধিক সম্মান করিতে
ন, তখন সে চিনিতে পারিল। লার্ড
য়ের পশ্চাতে যে সকল লোক ছিল, সে
াহাদিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাঁহার
শ্চাতে গমন করে। সেনাপতি ষ্টুয়া
কেও বধ করা তাহার অভিপ্রেত ছিল;
ন্তু তিনি পশ্চাতে পড়াতে রক্ষা পান।
ল বলে এত শীঘ্র ধরা না পড়িলে সে
লায়ন করিতে পারিত। ব্লেয়ার বন্দরের
প্রকার বন্দোবস্ত তাহাতে ইহা আশ্চ
র্যের বিষয় নহে। এই দুরাত্মা জেলে
বস্থান কালে শোণিত লিপ্সার অপর
দাহরণ প্রদর্শন করে। তাহার গৃহ মধ্যে
েকজন ইউরোপীয় সৈনিক থাকিত।
ক দিবস সিয়ার আলি হঠাৎ তাহাকে
াক্রমণ করিয়া আপন হাত কড়ার
ারা তাহার মস্তকে এমন আঘাত করে
সে প্রায় হতজ্ঞান হয়। পরে সৈনি
কর সাঙ্গিন লইয়া তাহাকে আঘাত
রিবার চেষ্টা পায়; কিন্তু সৌভাগ্য
েমে বাহিরের প্রহরী সাহায্য করাতে
ন রক্ষা পায়। আর এক দিন এক
ন সৈনিক আক্রান্ত হয়। পুলিসের
াম্বার্ট সাহেব তাহার সহিত সাক্ষাৎ
করিতে গমন করাতে সে জিজ্ঞাসা করে,
াহার পরিবারের প্রতি অত্যাচার করা
হইবে কি না? লাম্বার্ট সাহেব বলিলেন,
ব্রিটিশ আইনে একের অপরাধে অন্যের
দণ্ড নাই। সিয়ার আলি ইহাতে সন্তুষ্ট
হইয়া বলিল "আমি তোমাকে বধ করি
বার নিমিত্ত ঐ প্রস্তরখানি আনিয়া রাখি
য়াছিলাম, এই সুসংবাদ দেওয়াতে
তুমি রক্ষা পাইলে"। তাহার জলের
পাত্রের নীচে ঐ প্রস্তরখানি পাওয়া
গেল। বরাবর এব্যক্তি ব্যাঘ্রের ন্যায়
হিংস্র স্বভাব প্রদর্শন করিয়াছে। এমন
অবস্থায় ইউরোপীয় সৈনিকগণ যে মধ্যে
মধ্যে তাহাকে প্রহার করিবে তাহা
আশ্চর্য্যের নহে। কিন্তু কিছুতেই তাহার
সাহস ও ইংরাজ জাতির প্রতি ঘৃণা
যায় নাই। উচ্চৈস্বরে কোরাণের মন্ত্র
পাঠ করিতে করিতে সে ফাঁসী কাষ্ঠে
উঠে। জল্লাদের দোষে সে ২০ মিনিট
পর্য্যন্ত কষ্ট পাইয়া প্রাণত্যাগ করি
য়াছে।

হত্যার কারণ জানিবার নিমিত্ত গবর্ণ
মেন্ট লাম্বার্ট সাহেবের সহিত ২৪ পর
গণার ইনস্পেক্টর বাবু কালীনাথ বসু ও
লালা ঈশ্বরীপ্রসাদকে প্রেরণ করিয়াছি
লেন। ওহাবিদিগের ষড়যন্ত্র আন্দামান
পর্য্যন্ত আছে ইহ্ প্রকাশ পাইয়াছে।
সিয়ার আলি যে জোবান দিয়াছিল,
তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। কয়েকজন
সাক্ষী বলে, তিন মাস পূর্ব্বে সে বলি
য়াছিল, তাহার এক ভ্রাতা কলিকাতার
একজন জজকে বধ করিয়া ফাঁসী
কাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু অপর
অপর সাক্ষী একথা অস্বীকার করে।
আরও প্রমাণ হইয়াছে, লার্ড মেয় রেঙ্গুন
যাত্রা করিবার অনতিকাল পরে একজন
পঞ্জাবী আন্দামানে আসিয়া অল্পদিন
মাত্র থাকিয়া সেই জাহাজে প্রত্যাগমন
করে।

—০—

আর্য্যজাতির তেজস্বিতা।

গত বারে আর্য্যজাতির দৃঢ়প্রতি
জ্ঞতার বিষয় সপ্রমাণ করা হইয়াছে
অদ্য এই জাতির তেজস্বিতা গুণে
উল্লেখে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। এক্ষণে
অপূর্ণ বয়সে অপুষ্ট দেহে সন্তানের
জন্ম, তন্নিবন্ধন শরীরের ও চিত্তের
বৈকল্য ঘটিয়া যেমন তেজোহীন ক্ষুদ্র
শয় অপদার্থের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে
পূর্ব্বে এরূপ ছিল না পূর্ব্বকার লোক
দিগের শরীর সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন ছিল
সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন শরীরে যে যে পদার্থে
সদ্ভাব আবশ্যক, তাহার অসঙ্গতি অথব
ব্যতিক্রম ছিল না, সুতরাং তাঁহাদিগে
দেহ তেজস্বিতা মনস্বিতাদি পুরুষ
গুণ (১) দ্বারা ভূষিত ছিল। যেখানে
আকৃতি সেইখানে গুণ (২) সামুদ্রি
শাস্ত্রকারেরা এই কথা কহিয়া থাকেন
এখনকার লোকের আকৃতি দোষাক্রা
হইয়াছে, সুতরাং লক্ষণসদ্ভাবের ব
ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। আলঙ্কারিকে
তেজের এই লক্ষণ করিয়াছেন, প্রাণ
ত্যয় হইলেও অন্যকৃত অপমানাদি স
করিতে না পারার নাম তেজ (৩)
পূর্ব্বকার আর্য্যজাতির এ গুণটী অ
সুলভ ছিল। পুরুষের কথা দূরে থাকু
স্ত্রীলোকের তেজস্বিতার কথা শুনিে
মন উদ্দীপিত হইয়া উঠে। কুরুপাণ্ডবে
যুদ্ধ ঘটিবার উপক্রম হইলে ভগবা

(১) শোভা বিলাসো মাধুর্য্যং গাম্ভীর্য্
ধৈর্য্যং তেজসী। ললিতৌদার্য্যমিত্যষ্টৌ সত্ত্ব
পৌরুষাগুণাঃ। সাহিত্যদর্পণঃ।

(২) যত্রাকৃতিস্তত্র গুণা বসন্তি। সা
দ্রক শাস্ত্রং। ন তুলাবিষয়ে তবাকৃতির্ন ব
বর্ত্মনি তে সুশীলতা। স্বদুদাহরণাকৃতৌ গু
ইতে সামুদ্রকসারমুদ্রণা। নৈষধকাব্যং। এ
দ.র বীসৃখে হোহি নহি তাদিসা আকিদি
সাগুণবিরহিণো হোন্তি। শকুন্তলা।

(৩) অধিক্ষেপাপমানাদেঃ প্রযুক্তস্য প
যৎ। প্রাণাত্যয়েপ্যসহনং তত্তেজঃ সমুদাহৃ
সাহিত্যদর্পণঃ।

দেবের পার্শ্ববর্তী হইয়া দুর্য্যোধনের গৃহে ন করিলেন। দুর্য্যোধন রাজ্যার্দ্ধ দিয়া রশান্তি করেন, এই অনুরোধ করিলেন, ত্তর বুঝাইলেন, দুরাত্মা কোন ক্রমেই মিল না। অবশেষে তিনি যখন অকৃ- র্থ হইয়া ফিরিয়া আইলেন, তখন কুন্তী হিলেন, কৃষ্ণ তুমি গিয়া যুধিষ্ঠিরকে ই কথা বল, যে ক্ষত্রিয় বংশে জন্ম হণ করিয়াছে, সে ক্ষত্রিয় হইয়া পরের নুগ্রহদত্ত রাজ্যের আকাঙ্ক্ষা করিতেছে ন? নিজ বাহুবল দ্বারা রাজ্যের উদ্ধার রুক। পূর্ব্বকালে কুবের প্রীত হইয়া মুচু ন্দ রাজাকে পৃথিবী দান করিয়াছিলেন। ন্তু মুচুকুন্দ তাহা গ্রহণ করিলেন না, হিলেন, আমি বাহুবীর্য্যার্জ্জিত রাজ্য ভোগ করিব, এই আমার কামনা। কুবের কথা শুনিয়া প্রীত ও বিস্মিত হইলেন। ধিষ্ঠির! তুমি ক্ষত্রিয়, ক্ষত হইতে রক্ষা রা এবং বাহুবীর্য্য দ্বারা জীবিকা র্জন করা তোমার কর্ত্তব্য। তুমি আপ র বল প্রকাশ কর এবং আপনার মান পৌরুষের অনুরূপ অবগত হও। তুমি পতৃক রাজ্যাংশের উদ্ধার কর। ইহার র দুঃখের বিষয় আর কি আছে যে তামাকে প্রসব করিয়া আমাকে চিরকাল রান্নভোজী হইয়া জীবন যাপন করিতে ইল। সঞ্জয়নামা রাজতনয় রণস্থল হইতে লাইয়া গৃহে আগমন করিলে তাহার াতা তাহাকে যে কথা কহিয়াছিলেন, াহা শুনিয়া তুমি উৎসাহসম্পন্ন হও। ন বাক্য এই, বিদুলা সঞ্জয়কে কহিলেন, কাপুরুষ। তুই পরাজিত হইয়া এইরূপে য়ন করিয়া আছিস্। তুই শয্যা হইতে ত্থিত হ। সঞ্জয়! তুই কলি, আমি তাকে পুত্র বলিয়া গর্ভে ধারণ করিয়াছি, কানস্ত্রী যেন তোর মত ক্রোধ ন উৎসাহহীন বীর্য্যহীন পুত্রকে র্ভে ধারণ না করেন। তুই এ প্রকার ধূমিত ভাবে থাকিস না, প্রজ্জ্বলিত হ, শত্রুদিগকে আক্রমণ করিয়া বধ কর। যে ব্যক্তি শত্রুকে ক্ষমা না করে এবং যাহার ক্রোধ আছে সেই পুরুষ। তুমি শত্রু জয় করিবে বলিয়া তোমার নাম সঞ্জয় রাখা হইয়াছিল, কিন্তু সেই নামের অনুরূপ অর্থ তোমাতে দেখিতে পাই তেছি না। তুমি অর্থনামা হও। কুন্তী এই কথা কহিয়া পুনরায় কৃষ্ণকে কহিলেন হে পুরুষোত্তম! তুমি ক্ষত্রধর্ম্মরত মাদ্রী পুত্র নকুল ও সহদেবকে কহিবে তাঁহারা যেন বিক্রমার্জ্জিত অর্থ ভোগেরই বাসনা করেন, বিক্রম লব্ধ অর্থই মনুষ্যের মনকে সদা প্রীত করিয়া থাকে (৪)।

রাজা যুধিষ্ঠির দ্বৈতবনে বাস করিতেছেন, একদিন এক বনচর আসিয়া দুর্য্যোধনের প্রজাপালন বৃত্তান্ত তাঁহার অগ্রে বর্ণন করিল। যুধিষ্ঠির ঐ কথা ভীম অর্জ্জুন দ্রৌপদী প্রভৃতির নিকটে গিয়া কহিলেন। দ্রৌপদী শুনিয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! তুমি যে পথে পদার্পণ করিয়াছ, বীরপুরুষেরা ইহাতে ঘৃণা করেন। তোমার ক্রোধ হইতেছে না কেন? যাহার ক্রোধ আছে, অন্যের আপদ শান্তি করিতে পারে, লোকে তাহারই বশীভূত হয়। আর যাহার ক্রোধ নাই, তাহাকে অপদার্থ জানিয়া কেহ তাহার সহিত সৌহার্দ্দ করে না। কেহ তাহাকে ভয়ও করে না। মহারাজ! বল দেখি, এই ভীমসেন পূর্ব্বে রথে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতেন, ইঁহার শরীর রক্ত চন্দনে লিপ্ত হইত, এক্ষণে ইনি ধূলিধূসরিত হইয়া পাদচারে পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া কি তোমার মনে দুঃখ হয় না? ইন্দ্রতুল্য এই অর্জ্জুন পূর্ব্বে উত্তর কুরু জয় করিয়া তোমাকে প্রচুর ধন দান করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে তোমার পরিধানার্থ বল্কল আহরণ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া কি তোমার দুঃখ হইতেছে না? এই নকুল ও সহদেব অতি কোমল দেহ, বনান্ত প্রদেশে শয়ন করিয়া ইহাদিগের শরীর কঠিন হইয়া গেল, ইহাদিগকে দেখিয়া তুমি কিরূপে সন্তুষ্ট হইয়া আছ, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। মানুষের বুদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, তোমার বুদ্ধি কিরূপ জানি না, কিন্তু তোমার এই আপদ চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় ভগ্ন হইয়া গেল। পূর্ব্বে তুমি মহামূল্য শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতে, বন্দিগণ স্তব ও মঙ্গল গান করিয়া তোমাকে জাগাইত, এক্ষণে সেই তুমি এই কুশময় প্রদেশে শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করিতেছ, রাত্রি শেষে শৃগালের রব শুনিয়া জাগরিত হইতেছ। মহারাজ! পূর্ব্বে তোমার এই শরীর ব্রাহ্মণভুক্তাবশিষ্ট উত্তম অন্ন ভক্ষণ করিয়া কান্ত পুষ্ট হইয়াছিল, সেই শরীর এক্ষণে ফল মূল ভক্ষণ করিয়া কৃশ হইতেছে। তোমার এই চরণ দ্বয় পূর্ব্বে মণিময় পীঠে শোভমান হইত, রাজগণ

---

(৪) মুচুকুন্দং রাজবৈশ্রবণং পৃথিবী মিমাং। পুরা বৈশ্রবণঃ প্রীতো ন চাসৌ তদ্গৃহীতবান্। বাহুবীর্য্যার্জ্জিতং রাজ্যমশ্নীয়ামিতি কাময়ে। ততো বৈশ্রবণঃ প্রীতো বিস্মিতঃ সমপদ্যত। ক্ষত্রিয়োহসি ক্ষতাৎ ত্রাতা বাহুবীর্য্যোপজীবিতা। কুরু স্বকং মানস্ব বিদ্ধি পৌরুষ মাত্মনঃ। পিত্র্যমংশং মহাবাহো নিমগ্নং পুনরুদ্ধর। অতোদুঃখতরং কিন্নু যদহং হীনবান্ধবা। পরপিণ্ডমুদীক্ষে ত্বাং সূত্বা মিত্রনন্দনং। যুধ্যস্ব রাজধর্ম্মেণ মা নিমজ্জীঃ পিতামহান্। মাগমঃ ক্ষীণপুণ্যস্তং সানুজঃ পাপিকাং গতিং। বিদুলোবাচ। উত্তিষ্ঠ হে কাপুরুষ! মা শেষ্বৈবং পরাজিতঃ। কলিং পুত্রপ্রবাদেন সঞ্জয়! ত্বামজীজনং। নিরামর্ষং নিরুৎসাহং নির্বীর্য্যমরিনন্দনং। মাস্ম সীমন্তিনী কাচিৎ জনয়েৎ পুত্রমীদৃশং। মা ধূমায় জ্বলাত্যন্তমাক্রম্য জহি শাত্রবান্। এতাবানেব পুরুষো যদমর্ষী যদক্ষমী। সঞ্জয়ো নাম তশ্চ তং নচ পশ্যামি তৎ ত্বয়ি। অর্থনামা ভব মে মা পুত্র ব্যর্থনামকঃ। মাদ্রীপুত্রৌচ বক্তব্যৌ ক্ষত্রধর্ম্মরতৌ সুতৌ। বিক্রমেণার্জ্জিতান্ ভোগান্ বৃণীতং জীবিতাদপি। বিক্রমাধিগতা হ্যর্থাঃ ক্ষত্রধর্ম্মেণ জীবতঃ। মনো মনুষ্যস্য সদা প্রীণন্তি পুরুষোত্তম। মহাভারতং।

ানিয়া প্রণাম করিত, তাঁহাদিগের মস্ত
কস্থ পুষ্পমালার রেণুতে রঞ্জিত হইত,
ক্ষণে সেই চরণ দ্বয় ছিন্নাগ্র কুশবনে
চরণ হইতেছে। শত্রু হইতেই তোমার
ই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, তাহাতেই আমার
ন যেন উন্মূলিত হইতেছে। শত্রুতে
াহার বল হানি করিতে না পারে তাহার
রাভবও উৎসব তুল্য। অতএব মহা
াজ! তুমি এই শান্তভাব পরিত্যাগ
র, শত্রু বধের নিমিত্ত তেজ প্রকাশ
র, নিস্পৃহ মুনিরাই শত্রুকে উপেক্ষা
রে, রাজারা উপেক্ষা করে না। তোমরা
তেজস্বিব্যক্তিদিগের অগ্রসর হইয়াও যদি
শত্রুকৃত এ প্রকার দুঃসহ অপমান সহ্য
রিয়া সন্তোষ লাভ কর, তাহা হইলে
মনস্বিতা আশ্রয়শূন্য হইল। মহারাজ!
তুমি পরাক্রম প্রকাশে পরাঙ্মুখ হইয়া
মাগুণকেই যদি সুখ সাধন জ্ঞান করিয়া
াক, তাহা হইলে রাজচিহ্ন ধনু পরি
ত্যাগ কর, এবং জটাধর হইয়া এই বনে
অগ্নিতে হোম করিতে থাক (৫)।

(৫) ভবন্তমেতর্হি মনস্বিগর্হিতে বিবর্ত্ত
মানং নরদেব বর্ত্মনি। কথং ন মন্যুর্জ্বলয়ত্যুদী
রিতঃ শমীতরুং শুষ্কমিবাগ্নিরুচ্ছিখঃ। অবন্ধ্য
কোপস্য বিহন্তুরাপদাং ভবন্তি বশ্যাঃ স্বয়মেব
দেহিনঃ। অমর্ষশূন্যেন জনস্য জন্তুনা ন জাত
হার্দ্দেন ন বিদ্বিষাদরঃ। পরিভ্রমন্ লোহিত
চন্দনোচিতঃ পদাতিরন্তর্গিরিরেণুরূষিতঃ।
মহারথঃ সত্যধনস্য মানসং দুনোতি নো কচ্চি
দয়ং বৃকোদরঃ। বিজিত্য যঃ প্রাজ্যমযচ্ছদুত্তরা
ন্ কুরূনকুপ্যং বসু বাসবোপমঃ। স বল্কবাসাং
সি তবাধুনাহরন্ করোতি মন্যুং ন কথং ধন
ঞ্জয়ঃ। বনান্তশয্যাকঠিনীকৃতাকৃতী কচাচিতৌ
বিষ্বগিবাগজৌ গজৌ। কথং ত্বমেতৌ ধৃতিসং
যমৌ যমৌ বিলোকয়ন্নুৎসহসে ন বাধিতুং।
ইমামহং বেদ ন তাবকীং ধিয়ং বিচিত্ররূপাঃ
খলু চিত্তবৃত্তয়ঃ। বিচিন্তয়ন্ত্যা ভবদাপদং পরাং
রুজন্তি চেতঃ প্রসভং মমাধয়ঃ। পুরাধিরূঢ়ঃ
শয়নং মহাধনং বিবোধ্যসে যঃ স্তুতিগীতিমঙ্গ
লৈঃ। অদভ্রদর্ভামধিশয্য স স্থলীং জহাসি নিদ্রা
মশিবৈঃ শিবারুতৈঃ। পুরোপনীতং নৃপ! রাম
ণীয়কং দ্বিজাতিশেষেণ যদেতদন্ধসা। তদদ্য তে

রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া মন্ত্রপূত অশ্ব পরিত্যাগ করিলেন। লক্ষ্মণের পুত্র চন্দ্রকেতু তাহার রক্ষক হইয়া অশ্ব সঙ্গে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অশ্ব বাল্মীকি মুনির আশ্রম সন্নিকর্ষে উপস্থিত হইলে রক্ষিপুরুষেরা এই ঘোষণা করিয়া দিলেন "এই অশ্ব ও এই পতাকা সপ্তলোকৈকবীর রামচন্দ্রের বীরঘোষণা স্বরূপ।" এই কথা শুনিয়া লব যেন কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইলেন। ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, তোমরা কি ভাবিয়াছ পৃথিবীতে ক্ষত্রিয় নাই, তাহাতেই এইরূপ কথা কহিতেছ? অনন্তর লবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুশ শুনিলেন, রামচন্দ্রের সেনাগণের সহিত লবের যুদ্ধ হইতেছে। এই কথা শুনিয়া ভাণ্ডায়ন নামক ঋষিপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তুমি যে কথা কহিতেছ এটী কি যথার্থ? যদি এরূপ হয়, আজি ভুবনে অধিরাজ শব্দ অস্তগত হউক, এবং ক্ষত্রিয়ের শস্ত্রাগ্নি শান্তি প্রাপ্ত হউক (৬)।

বনফলাশিনঃ পরং পরৈতি কার্শ্যং যশসা সমং বপুঃ। অনারতং যৌ মণিপীঠশায়িনাবরঞ্জয়দ্রাজশিরঃস্রজাং রজঃ। নিষীদতস্তৌ চরণৌ বনেষু তে মৃগদ্বিজালূনশিখেষু বর্হিষাং। দ্বিষন্নিমিত্তা যদিয়ং দশা ততঃ সমূলমুন্মূলয়তীব মে মনঃ। পরৈরপর্য্যাসিতবীর্য্যসম্পদাং পরাভবোঽপ্যুৎসব এব মানিনাং। বিহায় শান্তিং নৃপ! ধাম তৎ পুনঃ প্রসীদ সন্ধেহি বধায় বিদ্বিষাং। ব্রজন্তি শত্রূনবধূয় নিঃস্পৃহাঃ শমেন সিদ্ধিং মুনয়ো ন ভূভৃতঃ। পুরঃসরা ধামবতাং যশোধনাঃ সুদুঃসহং প্রাপ্য নিকারমীদৃশং। ভবাদৃশাশ্চেদধিকুর্বতে রতিং নিরাশ্রয়া হন্ত হতা মনস্বিতা। অথ ক্ষমামেব নিরস্তবিক্রমশ্চিরায় পর্য্যেষি সুখস্য সাধনং। বিহায় লক্ষ্মীপতিলক্ষ্ম কার্ম্মুকং জটাধরঃ সন্ জুহুধীহ পাবকং। কিরাতার্জ্জুনীয়ং।

(৬) অয়মশ্বঃ পতাকেয়মথবা বীরঘোষণা। সপ্তলোকৈকবীরস্য দশকণ্ঠকুলদ্বিষঃ। লবঃ। সকৌতুকমিব। অহো সন্দীপনান্যক্ষরাণি। জ্যেষ্ঠঃ। কিমক্ষত্রিয়া পৃথ্বী যদেবমুদ্ঘোষ্যতে। সেনাপতিঃ। ভাণ্ডায়ন ভাণ্ডায়ন! আয়ুষ্মতঃ কিম নবমঃ নরে

রামচন্দ্র রাবণকে সম্বোধন করি
কহিলেন, আমি নিকটে ছিলাম না, সী
বনমধ্যে একাকিনী ছিলেন, তাহা
হরণ করিয়া আনিয়া আপনাকে শূরজ্ঞ
করিতেছ? কাপুরুষেরাই অবলা স্ত্রী
শৌর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকে, সেই কা
রুষের কাজ করিয়া তুমি আপনাকে শূ
জ্ঞান করিতেছ? মায়ামৃগ করিয়া আম
ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়াছ, যে তোমা
চরিত্র এই প্রকার; কিরূপে সেই তু
আত্মশ্লাঘা করিতেছ? নিশাচর! আ
দিবা রাত্রির মধ্যে নিদ্রা যাই না, যে পর্য
তোমাকে সমূলে উন্মূলন না করিব,
পর্য্যন্ত আমার শান্তি নাই। রে দুর্ম্মত
তুমি সীতাকে চোরের ন্যায় অপহ
করিয়া আনিয়াছ, তোমার লজ্জা না
তুমি আপনাকে শূর জ্ঞান করিতেছ
তুমি যদি আমার সমক্ষে সীতা হর
করিতে, নিঃসংশয় আমার শর দ্বারা
হইয়া ভ্রাতা খরের নিকটে গমন করিতে
ভাগ্যক্রমে তুমি আজি আমার নয়
গোচর হইয়াছ, আজি আমি তীক্ষ্ণ শ
দ্বারা তোমাকে যমগৃহে প্রের
করিব (৭)।

স্তুতৈস্তৈর্ব্বারারোপিতং নমু কিমাথ নাথ ভবেদি
অপাত্তমেতু ভুবনেশ্বরাঙ্কশব্দঃ ক্ষত্রস্য শ
শিখিনঃ শমমদ্য যাত্ত। উত্তরচরিতং।

(৭) ময়া বিরহিতাং সীতাং বৃত্তিমানাং মহ
বনে। বৈদেহীং বিবশা হৃত্বা শূরোঽহমি
মন্যসে। স্ত্রীষু শৌর্য্যং মহাবাহো পরদারপ্রধর্ষণ
কৃত্বা কাপুরুষং কর্ম্ম শূরোঽহমিতি মন্যসে
মাত্রয়া মৃগরূপেণ মারীচেনাপবাহ্য মা
হৃতবানসি যদা তে বৃত্তমীদৃশং। যদে না
দিবারাত্রৌ চোর কর্ম্ম নিশাচর! ন রাবণ ন
শান্তিং ত্বামমুন্মূল্য মূলতঃ। শূরোঽহমি
চাত্মা মন্যসে দুর্ম্মতে। নাস্তি লজ্জা চ
সীতাং চৌরবদ্ব্যবহর্তুঃ। যদি মৎসন্নি
সীতাপহরণাৎ ত্বয়া বলাৎ। খরং ত্বং আ
পশ্যেস্ত্বমমুং সায়কৈর্হতঃ। দিষ্ট্যাসি মমহ
চক্ষুর্বিষয়মাগতঃ। অদ্য ত্বাং সায়কৈস্তীক্ষ্ণৈ
নয়ামি যমসাদনং। রামায়ণং।

### সাপ্তাহিক সংবাদ।

#### ৬ ই চৈত্র সোমবার।

শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ চক্রবর্ত্তী কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, তাঁহার প্রণীত "বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ" উপহার পাইয়া রাণী শরৎসুন্দরী ১০ টাকা পুরস্কার দিয়াছেন।

মুর্শিদাবাদ গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বঙ্গবিদ্যালয়ের অবৈতনিক সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র পাল কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, উক্ত বিদ্যালয়ের জীর্ণ সংস্কার কার্য্যের সাহায্যার্থ বর্দ্ধমানাধিপতি ২০ টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু হারাধন চক্রবর্ত্তী কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ লিখিয়াছেন, তাঁহার প্রণীত কয়েকখানি গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ ব্যয় সাহায্যার্থ রাণী শরৎসুন্দরী ১০ এবং রঙ্গপুরের অন্তর্গত কাকিনার ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু জানকী বল্লভ সেন ১০ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ৮ ই মার্চ্চ কৃষ্ণনগরস্থ চৌরাস্তা বালিকা বিদ্যালয়ের দশম সাম্বৎসরিক অধিবেশন মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পুস্তক, কাগজ কলম, দর্পণ চীনের বাক্স, চিরুণী ও বিবিধ প্রকার কাচের দ্রব্য পুত্তলিকা প্রভৃতি ৪০ টী বালিকাকে প্রদত্ত হয়। সভাস্থলে দেশীয় ও ইউরোপীয় অনেকগুলি ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণনগরের জজ হার্সেল সাহেব সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিয়া স্বহস্তে পারিতোষিক বিতরণ করেন, তৎপরে তিনি বঙ্গ ভাষায় একটী সুন্দর বক্তৃতা করিলে পর সভা ভঙ্গ হয়।

গত ২১ ফাল্গুন সাতরাগা দেশহিতৈষিণী সভার প্রথম সাম্বৎসরিক অধিবেশন উপলক্ষে প্রাতঃকালে সংকীর্ত্তন হইয়া মধ্যাহ্নকালে প্রায় ১৫। ১৬ শত দরিদ্র ভোজন এবং পয়সা ও বস্ত্র বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণ ৫ টার সময় সভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। ডেপুটী ইনস্পেক্টর বাবু নীলমণি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকগুলি ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। সভা অনেকগুলি দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

পোর্ট ব্লেয়ার হইতে একজন বিশ্বস্ত লোক লিখিয়াছেন, ৯ জন কয়েদী বাইপার দ্বীপ হইতে একখানি নৌকা করিয়া পলায়ন করিয়াছে। এপর্য্যন্ত উহারা ধৃত হয় নাই।

হিউম সাহেবের বিদায়কালের শেষ হইয়াছে। তিনি প্রত্যাগমন করিয়া কৃষি বিভাগের সেক্রেটারির কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

বিচারপতি পল সাহেব ১১ ই এপ্রেল অবধি এক বৎসরের বিদায় লইয়া ইউরোপে গমন করিতেছেন। বিচারপতি ফিয়ারও শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন ৬ মাসের বিদায় পাইয়াছেন।

কৃতজ্ঞ প্রতিনিধি লার্ড মেয়োর স্মরণার্থ কোন চিহ্ন স্থাপনের জন্য কি উপায় অবলম্বন করা উচিত, তাহার বিবেচনার্থ কল্য আলাহাবাদের প্রধানতম বিচারালয়ে একটী সাধারণ সভা হইবে। সার উইলিয়ম মিউর সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিবেন।

লর্ড মেয়োর স্মরণার্থ কলিকাতার সব কমিটি ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর লোকের নিকট চাঁদা প্রার্থনা করিয়া ইংলিশম্যানে এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন। উক্ত কমিটির অভীষ্ট সাধন বিষয়ে সকলেরই যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য।

গত জানুয়ারি মাসে ভারতবর্ষ হইতে ৭৯১০৯ টাকা মূল্যের ৮১৮৭ মণ তুলা এবং জানুয়ারি মাসে রেঙ্গুন হইতে ১৯০০০০০ টাকা মূল্যের ৩৩০০০০ মণ চাউল বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে।

#### ৭ ই চৈত্র মঙ্গলবার।

জনরব উঠিয়াছে, কয়েকজন ওহাবি পূর্ব্বের জেনরল, ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি পাল, ও লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরকে যে বধ করিতে পারিবে তাহাকে পুরস্কার দিবে বলিয়া প্রাচীরপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়াছিল। কেহই স্বচক্ষে এই বিজ্ঞাপন দর্শন করেন নাই। সকলেই "বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছেন"। মধ্যে গাঁজা প্রবল হওয়াতেই এই সংবাদের উৎপত্তি হইয়াছে।

প্রাডকোচনের এক আদালতে এক বৃদ্ধের মকদ্দমা হয়। জবানবন্দি দিবার সময় তাঁহার (এক্ষেশীয়) উকীল তাঁহাকে একখানি চৌকি দিতে বলেন। বিপক্ষ দলের একজন সাক্ষীকে চৌকি দেওয়া হইয়াছিল উক্ত দলে একজন বারিষ্টর থাকাতে প্রার্থনা গ্রাহ্য হয়। বৃদ্ধের উকীলের কথা অগ্রাহ্য হইল। পর দিবসও তাঁহার জবানবন্দির প্রয়োজন হওয়াতে তিনিও একজন বারিষ্টর আনয়ন করিলেন। তিনি প্রস্তাব করিবামাত্র বিচারপতি বৃদ্ধকে আসন দিতে বলিলেন। সর্ব্বত্রই এই ভাব।

এবার মহরমে কোন ধূমধাম হয় নাই। সরকুলার রাস্তায় ভেণ্ট হইতেছে বলিয়া অল্প সংখ্য দোকানদার আসিয়াছিল। গমনাগুলি সামান্য মাত্র ছিল। পুলিশ এবার লাঠি তলবার প্রভৃতি খেলিতে দেন নাই। আমরা এনিষেধের কোন কারণ দেখি না। বঙ্গদেশের মুসলমানদিগের সহিত পঞ্জাবী পাঠানদিগের অনেক প্রভেদ আছে। গবর্ণমেণ্ট কি মনে করেন, কয়েকখানি ভোঁতা তলবার ও কয়েক গাছা বাঁশের লাঠিতে দেশ জয় করা যায়? ইহা দ্বারা কেবল লোককে বিরক্ত করা হয় মাত্র।

ইংলণ্ডীয় মন্ত্রিবর্গ লেডি মেয়কে বার্ষিক ০,০০০ টাকা পেন্সন দিবার মানস করিয়াছেন। লার্ড মেয়োর নিজসম্পত্তি অল্পমাত্র ছিল; এই নিমিত্ত তাঁহার সন্তানগণকে অবলম্বন স্বরূপ দুই লক্ষ টাকা দেওয়া হইতেছে।

#### ৮ ই চৈত্র বুধবার।

ইনকম টাক্স সম্বন্ধে নানা রূপ কথা শুনা যাইতেছে। কেহ কেহ বলিতেছেন, লার্ড মেয়ো জীবিত থাকিলে ইনকম টাক্স উঠিয়া যাইত। এক্ষণে অনেকে বিবেচনা করিতেছেন, অন্ততঃ শতকরা এক টাকার হিসাবে টাক্স গ্রহণ করা হইবে, কিন্তু ইহা এককালে উঠাইয়া দেওয়া হইবে না। সর রিচার্ড টেম্পল ও ডিউক অব আর্গাইল যাহাতে ইনকম টাক্স উঠিয়া না যায় তদ্বিষয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদের অন্যায় যে সকল সভ্য ইনকম টাক্সের প্রতিকূলবাদী, তাঁহাদিগের কথায়

...ককালে ইহা উঠাইবার নিমিত্ত চেষ্টা ...ন। তাঁহাদের সমবেত চেষ্টা দ্বারা কৃতা... ...তা লাভের সম্ভাবনা আছে।

রাজস্ব বিভাগ আজ্ঞা দিয়াছেন, ভারত ...র্ষের একস্থান হইতে অপর স্থানে ডাক ...োগে যদি টাকা, নোট, টিকিট, চেক্ কিম্বা ...ণ্ডী পাঠান হয়, উহা রেজিষ্টরি করিয়া পাঠাইতে হইবে। রেজিষ্টরি করা হয় নাই ...রূপ কোন চিঠির মধ্যে উহার অন্যতর ...াছে বলিয়া যদি জানিতে পারা যায়, সেই চিঠি রেজিষ্টরি করা হইবে এবং উহার গ্রহীতার নিকট হইতে নিয়মিত ডাক ...াসুল ভিন্ন দ্বিগুণ রেজিষ্টরি ফী গ্রহণ করা হইবে।

গত ১৫ ই মার্চ্চ লালবাজারের একজন ...নষ্টেবল সন্দেহ করিয়া একজন পঞ্জাবীকে ...ত করে। এব্যক্তি মুসলমান। সে বলিয়াছে ...ন্যায় করিয়া ইহার কিঞ্চিৎ ভূমি কাড়িয়া ...ওয়াতে সে বড় সাহেবকে তাহা জানাই...র জন্য কলিকাতায় আসিয়াছে। কনষ্টে...ল সাজিসনরি এবিষয় জানিতে পারিয়া ...াহাকে পুলিশ কমিশনরের নিকটে আনয়ন ...রে। কমিশনর এ বিষয়ের অনুসন্ধান করি...র জন্য ঐ ব্যক্তিকে আবদ্ধ করিয়া রাখি...র আজ্ঞা দিয়াছেন।

গত শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষো...র্ণ ছাত্রদিগকে উপাধি দানার্থ টাউন ...লে কালিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সভার ...র্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

গত রবিবার গবর্ণর জেনরল সার রিচার্ড ...ম্পল ও কর্ণেল এল কাম্বেলের সমভি...াহারে পলতার জলের কল দেখিতে ...মন করেন। গবর্ণর জেনরল সমুদায় ...ন্দাদি দর্শন করিয়া বিশেষ সন্তোষ ...কাশ করিয়াছেন

গত ২৭ এ ফেব্রুয়ারি কাশ্মীরের রাজা ...ঐ রাজ্যের সমুদায় হিন্দুকে স্ব স্ব মন্দির ...বং মুসলমানকে তাহাদের মসিদে প্রিন্স ...অ ওয়েলসের আরোগ্য নিমিত্ত ঈশ্বরের ...পাসনা করিবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন। রাজা ...ং প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণের সহিত রঘুনাথজীর মন্দিরে উপাসনা করিয়াছিলেন।

গবর্ণমেণ্টের রেবরেণ্ড ইন্‌গ্রিংষ্টন সাহেব এতদ্দেশীয় ছাত্রদিগের নিমিত্ত একখানি হিন্দি ব্যাকরণ প্রণয়ন করাতে তাঁহাকে ৮০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় সভার গত সাম্বৎসরিক অধিবেশন দিবসে বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, এক্ষণে কেবল আইনের কুতর্ক ধরিয়া মকদ্দমার বিচার করা হয়। ইহাতে প্রায় সুবিচার হয় না। এটী অযথার্থ নয়। খাস আপীল উঠিয়া যাইতেছে। এই সঙ্গে দরিদ্রের সুবিচার লাভের পথও রুদ্ধ হইল।

দক্ষিণ পশ্চিম বিভাগের স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর এল, আর মার্টিন সাহেব বিদায় লওয়াতে এচ, এল, হারিসন সাহেব নিজ কার্য্য ভিন্ন তাঁহার কার্য্যও করিবেন। হারিসন সাহেবের শিক্ষা বিভাগ পরিত্যাগ আমাদিগের ইষ্টের হয় নাই।

৯ ই চৈত্র বৃহস্পতিবার।

সাক্ষ্যের ও ব্রাহ্ম বিবাহের বিল বিধিবদ্ধ হইয়াছে। সাক্ষ্যের বিলে যে সকল আপত্তি করা হয়, তাহার অনেকগুলি গ্রাহ্য হইয়াছে। দ্বিতীয় বিলখানি যে দিবস বিধিবদ্ধ করা হয়, সে দিবস ইংলিশ সাহেব আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু অসময়ে এ আপত্তি হওয়াতে কোন কাজের হয় নাই। মুসলমান সমাজ এক আবেদন করেন। তাহাতে কোন ফল হয় নাই।

লার্ড নর্থব্রুক যত দিন না আসিতেছেন তত দিন বজেট অর্পিত হইতেছে না। তিনি এনিমিত্ত টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়াছেন। ২১ এ মার্চ বৃহস্পতিবার তিনি ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিয়াছেন।

যেসকল ব্যক্তি অশ্বারোহণ নৈপুণ্য প্রদর্শনদ্বারা ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন, কাম্বেল সাহেব তাঁহাদিগকে বলিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বদা চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিবার অভ্যাস যেন পরিত্যাগ না করেন। অন্যথা তাঁহাদিগের কর্ম্ম থাকিবে না। কমিশনরদিগকে বলা হইয়াছে তাঁহাদিগের বিভাগস্থ যেসকল ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট অ... রোহণে পটু... তাঁহারা কে... পারদর্শী ব্যবহার করেন, তাঁহাদের ... তালিকা দেন। পুরাতন ডেপুটি মাজি... চৈত্র যাহাতে অধিকার কার্য্যাদি শি... করেন, তাহার চেষ্টা পাওয়া হইবে... কাম্বেল সাহেব ছাড়িবার পাত্র নহেন।

১০ ই চৈত্র শুক্রবার।

... বাবু জগৎ নাথ দাস ... স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, তৎ প্রচারিত ... মাত্র প্রতীকার, শব্দার্থ (জমিদারী দ... পত্রকৌমুদী ও আদালত প্রচলিত পা... সাদি শব্দের বাঙ্গালা অর্থ পুস্তক উপহ... পাইয়া রাণী শরৎ সুন্দরী তাহাকে ১০ টা... পারিতোষিক প্রদান করিয়াছেন।

ডায়মণ্ডহারবর হইতে একব্যক্তি লি... য়াছেন, "অত্রত্য সবডিবিজনের নিকটব... জয়রামী নামক গ্রামে একজন স্ত্রীলোকে... একটী পালিত গাভী এক অদ্ভুত মৃত ন... পশু প্রসব করিয়াছে। উহার মস্তক গো... কার, কর্ণ বৃহৎ, নাসিকা বিলুপ্ত ও ... চক্ষু নিমীলিত, এবং শ্মশ্রুধারী। স্কন্ধ হই... কটিদেশ পর্য্যন্ত মনুষ্যাকৃতি, হস্ত পদ খ... ও খুরযুক্ত, লাঙ্গুল বিড়ালের ন্যায়, ন... দেহ লোমশূন্য ও বৃহৎ।

১১ ই চৈত্র শনিবার।

আমরা নিতান্ত দুঃখিতান্তঃকরণে পাঠ... গণের গোচর করিতেছি, গত মঙ্গলব... ভারতবন্ধু মহাত্মা রেবরেণ্ড জেমস ল... ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন। রেবরেণ্ড ল... ৩০ বৎসর কাল ভারতবর্ষের কল্যাণ সাধ... অতিবাহিত করিয়া এক্ষণে আত্মীয়দি... স্বদেশে গমন করিতেছেন। তিনি ভা... তবাসিদিগের মঙ্গলার্থ যেরূপ পরিশ্রম ... কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তাহা কাহার... অবিদিত নাই। তিনি এদেশীয়দিগের জন্য ... কারাক্লেশ পর্য্যন্ত ভোগ করিয়াছেন ... ইংরাজ জাতির মধ্যে তাঁহার ন্যায় নিঃস্বার্থ ভারতহিতৈষী আর দ্বিতী... দেখিতে পাওয়া যায় না। কোন ইংরাজ রেবরেণ্ড লঙের ন্যায় এদেশীয়দিগের ... ও ভক্তিভাজন হইতে পারেন নাই। তিনি...

...লণ্ডে গমন করিতেছেন বলিয়া অনেকে ...থ প্রকাশ করিয়া আমাদিগের নিকটে পত্র ...রণ করিয়াছেন, সোম প্রকাশে সে সমুদায়ের ...ান সমাবেশ না হওয়াতে আমরা সেগুলি ...কাশ করিতে পারিলাম না। তিনি স্বাস্থ্য ...ত করিয়া পুনর্ব্বার এদেশে আগমন করেন, ...রের নিকটে এই আমাদিগের একান্ত ...র্থনা।

## ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ১৪ ই মার্চ্চ। প্রিন্স অব ওয়েলস ...দেশে গমন করিয়াছেন।

গত কল্য আলাবামা বিষয়ে আমেরিকা ...রা ইংরাজদিগের পত্রের যে উত্তর দিয়াছেন, ...া আরল গ্রানবিলের নিকটে অর্পিত হয়।

লণ্ডন ১৫ ই মার্চ্চ। কল্য ইংলণ্ডীয় মন্ত্রি ...ভা আমেরিকানেরা লার্ড গ্রানবিলের পত্রের ...উত্তর দান করিয়াছেন তদ্বিষয়ে বিবেচনা ...রবেন।

লার্ড নর্থব্রুক ও হবার্টের নিয়োগ গেজেটে ...কাশিত হইয়াছে।

লণ্ডন ১৬ ই মার্চ্চ। ২৫ এ মার্চ্চ লোই সাহেব ...াহার বজেট অর্পণ করিবেন।

১৯ সংখ্যক হগার দলের কাপ্তেন জে, বিড ...ফ, লার্ড নর্থব্রুকের এডিকঙ হইয়াছেন।

লণ্ডন ১৮ই মার্চ্চ। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল লেডি ...য়কে বার্ষিক ১০ হাজার টাকা বৃত্তি দিবার ...ানস করিয়াছেন। লার্ড মেয়ের পুত্রগণকে এক ...লে ২০০০০০ টাকা দিবার কথা হইয়াছে।

লণ্ডন ১৮ ই মার্চ্চ। গত রাত্রিতে কমন্স ...টিতে গ্লাডষ্টোন সাহেব ডিসরেইলকে বলিয়া ...ছেন, আমেরিকা বন্ধুভাবেই উত্তর দান করিয়া ...ছেন, এবং তাহা কোনরূপে শিষ্টাচার বিরুদ্ধ ...হে। কিন্তু আমেরিকা রাজ্যীয় গবর্ণমেণ্টের ...কৃত অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন নাই, অতএব ...ুনর্ব্বার আর এক পত্র পাঠান কর্ত্তব্য। উহা ...হস্পতিবার প্রেরিত হইবে।

গ্লাডষ্টোন অসবরণ সাহেবকে বলিয়াছেন, ...লেডিমেয়োর বৃত্তির বিষয়ে তিনি কোন অফিস ...্যাল বিজ্ঞাপন পান নাই। গবর্ণমেণ্ট লেডি ...লগণের অর্দ্ধেক বৃত্তি দিয়াছেন। ডিউক অব ...আগাইলের পীড়া নিবন্ধন তিনি আপাততঃ ...এ বিষয়ে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতে পারে...লেন না।

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

### বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

### নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৯ ই মার্চ্চ। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সীতাপুর মাদ্রাসার তত্ত্বাবধানার্থ সভার সভ্য হইয়াছেন:—

হুগলীর কালেক্টর।

" মৌলবী দিলাওয়ার হোসেন।

" মৌলবী আবদুর রহিম।

১২ ই মার্চ্চ। মৌলবী আবদুর রসীদ গোপালগঞ্জ উপবিভাগের আসুরাপের সব রেজিষ্টার হইবেন।

মৌলবী আবদুল সাহি ভাকালী উপবিভাগের আসুয়ারাপের সব রেজিষ্টার হইবেন।

১৩ ই মার্চ্চ। আর এল মার্টিন সাহেবের অনুপস্থিত কালে এচ এল, হারিসন সাহেব নিজ কার্য্য ভিন্ন দক্ষিণ পশ্চিম বিভাগের স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টরের কার্য্যভার পাইবেন।

১৪ ই মার্চ্চ। টিপারার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী মফিজুদ্দীন ঢাকায় বদলী হইলেন।

১৫ ই মার্চ্চ। আর্থর সি, টটে (সি, এস,) পাটনা বিভাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ রঙ্গপুরের সাধারণ শিক্ষা সভার সভ্য হইবেন:—

জি, এম, মাকমুলেন ডিডস্ ডেল।

বাবু গোপাল চন্দ্র বসু।

" শ্যামামোহন চক্রবর্ত্তী।

রুথমল

১৬ ই মার্চ্চ। সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এচ, জি, কুক চট্টগ্রামের অন্তর্গত কোক্সবাজার উপবিভাগের ভার পাইবেন এবং চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত প্রদেশের ডেপুটী কমিশনরের সহকারী হইবেন।

কোক্স বাজারের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ, ডবলিউ পল আপাততঃ চট্টগ্রামের সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

১৮ ই মার্চ্চ। টি, জে, সি প্লাউডেন কিছু দিনের জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রাতিনাদ আণ্ডর সেক্রেটারি হইবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলিউ এচ, রাইলাণ্ড শ্রীরামপুর উপবিভাগের ভার পাইবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই, বি, গড ফ্রে, রাইলাণ্ড সাহেব যে পর্য্যন্ত না আসিতেছেন, সে পর্য্যন্ত শ্রীরামপুর উপবিভাগের ভার পাইবেন।

জে, জি ফারকোহার্সন কামরূপের প্রতিনিধি অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর হইবেন। ইনি দ্বিতীয় শ্রেণীর সুবর্ডিনেট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু নবীন কৃষ্ণ সরকার কিছুদিনের জন্য জাহানাবাদ উপবিভাগের ভার পাইবেন।

রিচার্ড লি সাহেব জেজপুর উপবিভাগের আসুয়ারাপের সব রেজিষ্টার হইবেন। ঐ বিভাগের সদর ষ্টেসনে হেড কোয়ার্টার থাকিবে।

১৯ এ মার্চ্চ। ডবলিউ এম, সাউত্তার কিছু দিনের জন্য কলিকাতার ষ্টাম্পের কালেক্টরের এবং কলিকাতা ২৪ পরগণা ও হুগলীর (সাল কিয়া থানা পর্য্যন্ত) আবকারী রাজস্বের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইবেন।

দিনাজপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি, এচ, ডুমণ্ট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

রাজসাহীর সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এফ, এচ, বি, স্কাইন প্রথম শ্রেণীর সুবর্ডিনেট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসাক্ ভূঞা (সাহাবাদ) উপবিভাগের ভার পাইবেন।

বগুড়ার সহকারী মাজিষ্ট্রেট এচ, ডবলিউ গর্ডন ত্রিহুতের সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গোপাল চন্দ্র দাস বক্সর উপবিভাগের ভার পাইবেন। ইনি মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে, ক্রফোর্ড বড়াকা উপবিভাগের ভার পাইবেন

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী উলিয়াত হোসেন সেরঘাটি উপবিভাগের ভার পাইবেন।

বাবু ধরেশ চন্দ্র রায় (ইনি সম্প্রতি পাটনা বিভাগের একজন প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন) চম্পারণে রহিলেন।

বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ (ইনি সম্প্রতি পাটনা বিভাগে একজন প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট

…ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন ) কিছু দিনের …মেজেষ্টের সদর ষ্টেসনে রহিবেন।

…ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু … নাথ বসু বসীরহাট উপবিভাগের ভার …ইলেন। ইনি ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

…ক্ষেত্রের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু উমাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় যশোহর …সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

…ড়ী উপবিভাগের অতিরিক্ত সহকারী কমি… …স. এ. এস. বেডফোর্ড সাওতাল পরগণায় …লী হইলেন।

…র, এচ ডড্‌স সাওতাল পরগণার অতি… …ক্ত সহকারী কমিশনরের প্রতিনিধি হইবেন …ন দ্বিতীয় শ্রেণীর সুবর্ডিনেট ম্যাজিষ্ট্রেটের …মতা পাইলেন।

…বু অমর নাথ ভট্টাচার্য্য ( ইনি সম্প্রতি …ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের উপাধি …ত হইয়াছেন ) রাজসাহী বিভাগে থাকিলেন। …দ্বিতীয় শ্রেণীর সুবর্ডিনেট ম্যাজিষ্ট্রেটের …মতা পাইলেন।

ই, এচ, বডক, দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টান্ট ম্যাজি…ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

এচ, এল, ডাম্পিয়ার
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের
সেক্রেটারি।

…সাধারণ ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

…ই মার্চ্চ। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ মেদিনী…পুরের দাতব্য চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধানার্থ …র সভ্য হইবেন:—

…ন, স্কট।

বাবু … রায়।

… নবীনচন্দ্র নাগ।

…তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টান্ট সার্জ্জন … …নাথ … অন্তর্গত সিউড়ীর … …দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

…ই মার্চ্চ। এচ, জে., এস. কটন কিছু …দিনের জন্য নোয়াখালির ছোট আদালতের প্রতি…নিধি হইবেন

…এচ. … কিছু দিনের জন্য সিলেটের …জ্জ ও সেসন্‌ জজের প্রতিনিধি হইবেন। …ন … জজের ক্ষমতা পাই…বেন।

…বাবু … কিছু দিনের জন্য … ( জেলা … ) মুন্সেফের …তানাপন্ন হইবেন।

…ডবলিউ কর্ণেল ১৮৬৯ অব্দের ৬ আইনের …অনুসারে কলিকাতার একজন জষ্টিস অব …পিস হইলেন।

১৮ ই মার্চ্চ। লেপ্টেনণ্ট কর্ণেল এ. এলডার …টন কিছু দিনের জন্য দমদমার কাণ্টোনমেণ্ট ম্যাজি…ষ্ট্রেটের ও তত্রত্য ছোট আদালতের জজের প্রতিনিধি হইবেন। ইনি ২৪ পরগণার একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

সার্জ্জন জে, এ. পি. কোলিস ( এম, ডি ) কিছুদিনের জন্য কলিকাতা মেডিকল কালেজ হাসপাতালের অতিরিক্ত দ্বিতীয় সার্জ্জন এবং শস্ত্র ও শারীর শাস্ত্রের প্রতিনিধি অধ্যাপক হইবেন।

১৯ এ মার্চ্চ। বাবু পান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য মেদিনীপুরের ছোট আদালতের জজ এবং তত্রত্য সুবর্ডিনেট জজের প্রতিনিধি হইবেন।

আর্থর লিবিঞ্চ কিছুদিনের জন্য রঙ্গপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্‌ জজের প্রতিনিধি হইবেন।

সি. বার্ণাড
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

—:০:—

আমাদিগের কোরহাটীস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

গত ৫ ই মার্চ্চ মঙ্গলবার ঢাকা বিভাগের সুযোগ্য সব্‌ ইন্‌স্পেক্টিং পোষ্ট মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু হরিচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় অত্রত্য পোষ্ট আফিস পরিদর্শনার্থ এখানে আগমন করিয়াছিলেন। পোষ্ট আফিসের কার্য্য সুশৃঙ্খলা দর্শনে তিনি বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক বিভাগের কর্মচারিদিগের মধ্যে হরিচরণ বাবু যে একজন সুযোগ্য এবং সুদক্ষ লোক তাহার কোন সন্দেহ নাই। উহাঁর স্বভাবও সাধারণের সন্তোষপ্রদ। প্রত্যাগমন করিবার সময় তিনি অত্রত্য বালিকা বিদ্যালয়টীও পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

আমরা গত ৯০ সংখ্যা ঢাকা প্রকাশে কাঁচাদিয়ার খালের মুখ বদ্ধ হওয়া বাও…য়াতে জল পথে সাধারণের যাতায়াতের অসুবিধার বিষয় কথঞ্চিৎ বর্ণন করিয়া অচিরে উক্ত খাল সংস্কারের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম। সন্তোষের বিষয় এই, আমাদিগের উক্ত প্রার্থনা " অরণ্যে রোদনের " ন্যায় একেবারে বিফল হয় নাই। দয়াবান ঊর্দ্ধতম কর্তৃপক্ষ সাপ্তাহিক রিপোর্টে আমাদিগের কথিত … …বাদিক দর্শন করিয়া কাঁচাদিয়ার খাল … সন্ধান করণার্থ ঢাকা বিভাগের ইঞ্জিনিয়া… নিকট এক রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছেন। তদনু…সারে উক্ত ইঞ্জিনিয়ার প্রস্তাবিত খা… অবস্থিতির ঠিকানা জানিবার জন্য আ…দিগকে এক চিঠি লিখিয়াছেন। আম… শীঘ্রই উহার প্রত্যুত্তর প্রেরণ করিতেছি।

অবগতি হইল সোনাগদল বালিকা বি…লয়টী উঠিয়া গিয়াছে। উক্ত বালিকা বি…লয়ের শিক্ষক ছাত্রীগণ এবং তাঁহাদি… অভিভাবক অথবা তৎসংস্রবে যাঁহা… ছিলেন তাঁহারা সকলেই সপরিবারে ব্রা… ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া স্বদেশের নিজ নি… গৃহ এবং সম্পত্তি সকল বিক্রয় করিয়া ক…কাতা নগরে বাস করিবার উদ্দেশে … গিয়াছেন। আমরা এ সম্বন্ধে আবার কর্তৃ…পক্ষকে বলিতেছি যে, সোনাগদল বালিকা বিদ্যালয়ের সাহায্যটা একেবারে এবলি… না করিয়া উহা বালিকাটী গ্রামের প্রাইভে… বালিকা বিদ্যালয়ে প্রদান করা হউক। আমরা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি, বিক্র…পুরের মধ্যে যতগুলি বালিকা বিদ্যাল… আছে তন্মধ্যে উক্ত বিদ্যালয়ের কার্য্য … প্রকার নিয়মিতরূপে এবং সুশৃঙ্খলা স… চলিতেছে, এমত আর কোন বিদ্যালয়ে… কার্য্যই দেখা যায় না। প্রস্তাবিত বিদ্যা…লয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ন চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় একজন বিলক্ষণ উদ্যোগী এব… পরিশ্রমশীল পুরুষ। একমাত্র তাঁহার যত্না…শয়েই গবর্ণমেণ্টের সাহায্য না পাইয়াও উ… বিদ্যালয়টী এরূপ সুন্দররূপে চলিতেছে… যাহা হউক, বোধ হয় কর্তৃপক্ষ আমাদিগে… সম্প্রতিকার প্রার্থনাটী শ্রবণে বধির হ…বেন না।

মৃত গবর্ণর জেনেরল লর্ড মেওর মৃত্যু… নিবন্ধন শোক প্রকাশার্থ এতদঞ্চলী… আফিস সমূহের আমলা মাত্রেই নিজ নি… পোষাকের উপর এক এক খণ্ড কাল … কাপড়ের টুক্‌রা অথবা ফিতা ধারণ ক…য়াছেন। আমরা এস্থলে কলিকাতা এব… অন্যান্য স্থানের হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণি সভা…

জ্ঞাসা করি, হিন্দুগণ কেন উক্ত শোক কাশার্থ স্বদেশীয় এবং স্বজাতীয় রীতি লম্বন না করিয়া বিদেশীয় এবং বিজা য় রীতির অনুকরণ করিলেন ?

কোরহাটী পোষ্ট আফিসের জন্য পোষ্টেল পার্টমেন্টের কর্তৃপক্ষের নিকট একজন য়ার প্রার্থনা করা গিয়াছিল। তদুত্তরে রিচরণ বাবু বলিয়া গিয়াছেন যে, শীঘ্রই ক্ত প্রার্থনাটী পূর্ণ করা যাইবে। ব্রাহ্মণ । গ্রাম পূর্ব্বে লোহজঙ্গ পোষ্ট আফিসের ন্তর্গত ছিল। সম্প্রতি উক্ত সব্ ইন্স্পেক্টিং াষ্টমাষ্টার বাবুর আদেশ মতে উক্ত গ্রাম োরহাটী পোষ্ট আফিসের অন্তর্গত হইল। তএব যাঁহারা ব্রাহ্মণ গাঁ গ্রামে পত্রাদি প্রেরণ করিবেন তাঁহারা যেন "লোহজঙ্গ পোষ্ট আফিস" না লিখিয়া এখন অবধি "কোরহাটী পোষ্ট আফিস" বলিয়া নিজ নজ পত্রের উপরে লিখেন।

১০ ই মার্চ
১৮৭২

—০—

আমাদিগের দিনাজপুর রাইগঞ্জস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। এই রাইগঞ্জ এক প্রকার সুখজনক স্থান বটে; কিন্তু এখানে পীড়াদির প্রাদু র্ভাব হইলে লোকের চিকিৎসা করাইবার পক্ষে অতিশয় অসুবিধা হয়। শিক্ষিত ডাক্তারের কথা দূরে থাকুক সামান্য কবিরাজ পাওয়াও কঠিন। এখানে যে কয় জন মহাজন ও ভদ্র কর্মচারী আছেন, তাঁহাদিগের সমবেত চেষ্টায় অনায়াসে এক জন শিক্ষিত প্রাইবেট ডাক্তার আনীত বা গবর্ণমেণ্টের নিয়মিত সাহায্য গ্রহণে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইতে পারে; কিন্তু ইহঁাদিগের সে চেষ্টা কৈ? আমরা এস্থলে রাইগঞ্জের অধিকারিণী দিনাজপু রের রাণী শ্যামমোহিনী মহোদয়াকেই লক্ষ্য করিলাম। অবগতি হইল রাইগঞ্জস্থ প্রজা দের উপকারার্থ একটী চিকিৎসালয় স্থাপনে তাঁহার বিলক্ষণ ইচ্ছা আছে। ফলতঃ তিনি মনোযোগ বিধান করিলে অবলীলাক্রমে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া এতদঞ্চলস্থ লোকের বিস্তর উপকার সাধিত হইতে পারে। আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস এই, রাণী সমগ্র ব্যয় ভার বহন করিয়া না হই লেও গবর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ পূর্ব্বক এখানে একটী চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া স্বাধিকারস্থ প্রজাসমূহের ও আমাদের ন্যায় প্রবাসী লোকের উপকার সাধনে পরাঙ্মুখ হইবেন না। এস্থলে আমরা দিনাজপুর সার্কেলের ডেপুটি ইনস্পেক্টর বাবু গোবিন্দ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও রাইগঞ্জ সার্কেলের ডেপুটী ইনস্পেক্টর বাবু দ্বারকানাথ দত্ত মহাশয় দ্বয়কে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা রাণীর জামাতা ও সম্পত্তির ম্যানেজার লোক হিতৈষী বাবু ক্ষেত্রমোহন সিংহ মহাশয়ের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শাদি করিয়া যাহাতে আমাদের এই প্রার্থনানুরূপ কার্য্য হয়, তৎ প্রতি যত্ন ও উদ্যোগ করেন। রাজ বাটীতে তাঁহাদের অনুরোধাদি যেরূপ রক্ষিত হইয়া থাকে তাহাতে আমাদের ভরসা হয়, তাঁহারা উভয়ে মনোযোগ করিলে উক্ত প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত হইতে পারে।

২। এ অঞ্চলে লোক সংখ্যা সম্বন্ধে বিশেষ কোন গোলযোগ হয় নাই বটে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে ২।১ জন গণনাকারী কিছু কিছু বাড়াইয়া নিম্ন শ্রেণীর লোককে বিরক্ত করিয়াছে।

আমাদিগের তমোলকস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন:—

অত্রত্য নগরীয় মিউনিসিপাল সভার সভ্য মহাশয়দিগকে আমরা নিম্নলিখিত কয়েক বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করি। প্রথমতঃ নগরের প্রান্তে বা নদীতীরে নগরের আবর্জ্জনা ও পুরীষাদি নিক্ষে পের স্থান নিরূপণ। সুপেয় বারি যাহাতে নাগরিকেরা সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হয়, তদুপায় করণ। যদিচ এস্থানে একটী মাত্র সুপেয় জলাশয় আছে বটে; কিন্তু এতদ্বারা নগ রের দক্ষিণ স্থান স্থিত ব্যক্তিবর্গের আদৌ সুবিধা হয় না। সুপেয় জলাশয়ের আধিক্য হইলে সর্ব্বপ্রকার পীড়ার প্রাদুর্ভাব হ্রাস হয়। বিশুদ্ধ জলই মানবজীবনকে বহুল পরিমাণে নিরাপদ ও সুস্থ রাখিতে পারে বিশেষতঃ জলের অভাব যাদৃশ কষ্টপ্র এমন আর কিছুই নয়, সুতরাং ইহার আ প্রতীকার কর্ত্তব্য। শব দাহার্থ একটী নির্দি স্থান নির্ণয় করা নিতান্ত কর্ত্তব্য এব যাহাতে সাধারণ রথ্যাদিতে গোরু প্রভৃতি কেহ না বাঁধিতে পারে তদুপায় অবলম্ব করা উচিত। এ সকল প্রহরী নিশাযোগে স্বকর্ত্তব্য করে, প্রতিদিন নিয়মক্রমে এ এক ব্যক্তি সেই প্রহরিদিগের কার্য্য পর্য্যবে ক্ষণ করিবেন, নতুবা বহুলোকের রক্তশোষ করিয়া যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তাহা যে কতকগুলি নিদ্রাপর আলস্যপর র দিগের বেতনেই পর্য্যবসিত না হয়। অ মনুষ্য মণ্ডলীর স্বাস্থ্যরক্ষা তৎপরে সম্প রক্ষা এই উভয় কর্ত্তব্যই অলঙ্ঘনীয় সন্দে নাই। ভরসা করি, সভ্য মহাশয়েরা প্রস্ত বিত বিষয়ে অবধান প্রকাশ করিবেন এ যেগুলি আশু কর্ত্তব্য তাহাতে মনোনিবে করিবেন।

মহিষাদলের রাজার সম্পত্তি অনে এবং এই রাজসংসার দানাদি ক্রিয়ায় ব প্রায় অনেক স্থলে প্রখ্যাত। বিশেষতঃ মান ভূপতি মহোদয় অতি ভদ্রলো ও সাধুশীল মনুষ্য। কেবল মধ্যে ম মন্ত্রিপরিবর্ত্তনে সাংসারিক বিশৃঙ্খল সংঘটিত হয়। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ভূপ বাহাদুরকে অনুরোধ করি তিনি জেল প্রধান প্রধান রাজপুরুষবর্গের নি সৎপরামর্শ গ্রহণ করিয়া সাধু স্বভাব, ধ বিদ্যা ধার্ম্মিক কোন ব্যক্তিকে মন্ত্রিত্ব প বরণ করিয়া স্বীয় অতুল ঐশ্বর্য্যের সদ্ব বিনিয়োগ করুন, বর্ত্তমান সময়ে ঈদৃশ গুণশালী ব্যক্তি দুর্লভ হইবে না।

তমোলুকে বারইয়ারির বিলক্ষ শ্রাদ্ধ হইতেছে। প্রায় দুই স্থানের মহোৎসবে সহস্রাধিক মুদ্রা ব্যয়িত হই কিন্তু যদি দেশীয় ভ্রাতৃবর্গ বিবেচনাপূ এই অর্থ সাধারণ উপকারক বিষয়ে করেন তবে একটী চিরস্থায়ী কার্য্য স হয়। বলিতে কি অত্রত্য বালিকা বিদ্যা লয়ের সম্পাদক মহাশয় সুকৌশ বালি কাদিগের পাঠ মন্দির প্রস্তুত করণার্থ

...দেশে সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছেন, কিন্তু ...র্ত্তিত সোদরবর্গ এ বিষয়ে দৃক্‌পাত না ... ক্ষণিক প্রমোদ সম্ভোগার্থ রাশীকৃত ... জলসাৎ করিতে কৃতোদ্যোগ হইয়া ...ছেন। কি অনির্ব্বাচ্য আমোদপরতা!

...সব ইনস্পেক্টীং পোষ্ট মাষ্টার বাবু ...মোদবিহারী মিত্র এ অঞ্চলে বার্ত্তাবহ ...বিভাগের বিশেষ উন্নতি করিয়াছেন। যে ...কল পল্লী গ্রাম হইতে রেজষ্টরি পত্র ...প্রাপ্তের সম্ভাবনা ছিল না, তথায় ...চারুরূপে উহা সম্পাদিত হইতেছে এবং ...লি লাইন খোলায় এক দিন মধ্যে পত্র ...স্থানান্তরিত হইতেছে, এজন্য বিনোদ বাবু ...সাধুবাদার্হ সন্দেহ নাই।

এ অঞ্চলে ধান্যের মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। বোধ হয় বণিকগণই উহার ...রণ। ধান্যও বিপুল পরিমাণে হইয়াছে। ...পারের আতপ তণ্ডুল বিদেশে বিলক্ষণ ...প্রেরিত হইয়া থাকে।

১৪ ই মার্চ্চ
১৮৭২

আমাদিগের নওখিলাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;

১। অত্রত্য ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত রাজা ...মথনাথ রায় বাহাদুরের যত্নে বিগত ...র মাসে এখানে যে একটী দাতব্য চিকিৎসা... সংস্থাপিত হয়, সম্প্রতি তাহা গবর্ণমেণ্ট ...সাহায্য প্রাপ্ত হওয়াতে আমরা যৎপর...ই আহ্লাদিত হইয়াছি সত্য; কিন্তু আমা...দের সে আহ্লাদ এক্ষণে শোকরূপে ...রিণত হইয়াছে। কারণ উপরি উক্ত রাজা ...বাহাদুরের মনোনীত সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ...বাবু ব্রজেন্দ্র কুমার দত্ত (যিনি এতাবৎ ...কাল পর্য্যন্ত অত্র চিকিৎসালয়ের কার্য্য ...অতি সুশৃঙ্খলারূপে সম্পাদন করিয়া আসি...তেছিলেন) পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া নিয়মানু...সারে গবর্ণমেণ্ট সার্বিসের নিমিত্ত ডিক্লে...রেশন না দেওয়ায় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ... করেন নাই। মহাশয়! আমরা ...দীর্ঘ কাল চারি মাস কাল পর্য্যন্ত ...ব্রজেন্দ্র বাবুর ...তা, সচ্চরিত্রতা ও সুশীলতা প্রভৃতি গুণের সম্যক্‌রূপ পরিচয় পাইয়া আসিতেছি। বলিতে কি ব্রজেন্দ্র বাবুর ন্যায় সচ্চরিত্র ও মিষ্টভাষী ব্যক্তি অতি বিরল। যাহা হউক, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বাবু মহিমচন্দ্র রায় শুনিতেছি অতি অল্প কালের মধ্যেই এখানে আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। ভরসা করি তাঁহার আগমনে আমাদিগের ব্রজেন্দ্র বাবুর গমনশোক বিদূরীত হইবে।

২। এ প্রদেশে ঘোড়খালী নামক পল্লীর আলিসর্দ্দারের স্ত্রী গর্ভাবস্থায় দ্বাদশ মাস অতিবাহিত করে। ইতি মধ্যে সন্তানাদি হওয়া কিম্বা তাহার কোন লক্ষণও দৃষ্টি গোচর হয় না। শুনিলাম অত্যল্প কাল গত হইল, তাহার গর্ভবেদনা উপস্থিত হয়। তিন দিবস পর্য্যন্ত ঐ বেদনা থাকে। এতদ্দেশীয় কোন ধাত্রীর পরীক্ষায় প্রকাশিত হয় যে ঐ গর্ভ মিথ্যা। গর্ভাবস্থায় যে সকল শারীরিক চিহ্ন লক্ষিত হইতেছিল এক্ষণে তাহার ক্রমেই বিলোপ হইতেছে। কি আশ্চর্য্য!!

৩। গত ১৪ ই ফেব্রুয়ারি বুধবার এখান হইতে ৪ ক্রোশ পশ্চিম পোড়াবাটী নামক স্থানে মহাসমারোহে একটী সন্ন্যাসী পূজা হইয়া গিয়াছে। এই পূজোপলক্ষে এখানে একটী মেলা হইয়া থাকে। প্রতি ফাল্‌গুনের প্রথম বুধবার উহার নিয়মিত সময় এবং একদিন মাত্র উহার স্থায়িত্ব কাল। এ পূজাটী ও প্রদেশীয় সন্ন্যাসী পূজার ন্যায় মৎস্য চণ্ডালদিগের দ্বারা সম্পাদিত হয়। শুনিলাম প্রতি বর্ষে ৫।৭ শত ছাগ ও ১০০।১৫০ শত কবিতর সন্ন্যাসী ঠাকুরের ভোগার্থ উপস্থিত হয়। সমস্তগুলি বলিদান হওয়া সুকঠিন জন্য অধিকাংশই ঠাকুরের নামে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

যে স্থানটীতে পূজা ও মেলার কার্য্য সম্পাদিত হয় তাহা নাটোরের মহারাজের অধিকারভুক্ত। প্রবাদ আছে যে এক সময় উক্ত রাজা এই পূজার নিমিত্ত বহুতর অর্থ ব্যয় করিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করেন; কিন্তু সন্ন্যাসী ঠাকুর তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া স্বপ্ন দেন যে, মৎস্য চণ্ডাল ভিন্ন তাঁহার পূজা অন্যের দ্বারা (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ দ্বারা) গ্রাহ্য নহে ...। অন্নাহারী দেবতা দুগ্ধে সন্তুষ্ট হই... কেন?

## প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

কিছু কাল পূর্ব্বে এ দেশের স্ত্রী জাতির স্বাধীনতা লইয়া তর্ক বিতর্ক হইত। কো... কোন সহৃদয়, নারী সমাজের প্রতিনি...হইয়া, তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করিতেন... কোন কোন কুতার্কিক তর্ক জাল বিস্তার করিয়া, মূলেই স্ত্রীজাতির স্বাধীনতার ... অস্বীকার করিতেন। সৌভাগ্যক্রমে এক্ষণে আর প্রায়ই সেরূপ বন্ধ্য ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয় না। এক্ষণে বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি মাত্রেই ... জাতির স্বাধীনতার স্বত্ব স্বীকার করি... থাকেন। কিন্তু তথাপি বিরোধের শা... হয় নাই। এক দল বিচক্ষণ, আজিই ... মণ্ডলীকে, পুরুষের সহিত নির্ব্বিশেষে স্বা...নতার স্বত্ব ভোগাধিকার প্রদানার্থ সাতি... উৎসুক; অন্য দল, আরো কিছুকাল প্রতী... করিতে বলেন। সদাশয় বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি মাত্রেই, এই উভয় দলের অন্যতর দল বিশি... তাহার সন্দেহ নাই।

এক্ষণে বিবেচ্য এই যে, ঐ উভয় দলে... কোন্‌ দল যথার্থ ন্যায়ের পথে চলি... চাহেন? আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই বুঝি... পারি যে, পরমেশ্বর প্রদত্ত স্বত্ব, স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই নিমিত্ত সমাংশে বিভাজ্য হও... উচিত, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। এ... অস্মদাদির আদি পুরুষেরাও যে, নারী ... দায়ে অবাধে স্বাধীনতার স্বত্ব সম প... মাণে ভোগ করিতে দিতেন, পুরাণজ্ঞ বি... মাত্রেই তাহা হস্তামলকবৎ প্রত্যক্ষ দর্শন করেন। তবে যে কারণেই হউক, বহু ... হইতে, এতদ্দেশীয় স্ত্রী সমাজ, স্বা... ...ভ্রষ্ট হইয়াছেন। কেবল তাহা নহে, সর্ব্বথা অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ ... অন্তঃপুরের চতুঃসীমায় নিরুদ্ধ হইয়া রহি...ছেন। ফলতঃ বলিতে গেলে, কানন বি... ...পক্ষিণীকে ধরিয়া দুটী ডানা ভাঙ্গি...

রা পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহার রূপ অবস্থা হয়, বর্ত্তমান সময়ে, এদেশের রী সমাজের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ হইয়া ড়াঁইয়াছে। অতএব এসময় রমণী মণ্ড কে স্বাধীনতার স্বত্ব ভোগাধিকার প্রদা র্থে সহসা দ্বার মুক্ত করিয়া দিলে তপ্পক্ষ হঙ্গীকে পিঞ্জর মুক্ত করিয়া বনে ছাড়িয়া লে তাহার যেরূপ শোচনীয় অবস্থা হয়, সন্দেহ সেইরূপ অবস্থা ঘটিবে। তবে কি সমাজকে অধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধিয়া খাই বিধেয়? কখনই নহে। বনবিহারিণী হঙ্গীকে পিঞ্জরবদ্ধ করিয়া রাখা অপেক্ষা রী জাতিকে অন্তঃপুরে বদ্ধ করিয়া রাখা মারদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে অন্যায়—গুরুতর ন্যায়। অতএব আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কহি ছি যে, ঈশ্বর প্রদত্ত স্বাধীনতার স্বত্ব গার্থে পিঞ্জর বদ্ধ বিহঙ্গিণীকে, বং অন্তপুরে বদ্ধ রমণী মণ্ডলীকে ড়িয়া দাও। কিন্তু পক্ষভগ্ন পক্ষি- কে ছাড়িয়া দেওয়ার পূর্ব্বে, তাহাকে ন সবল ও সহজ গতি প্রতিগতি করিতে ক্ষম করিয়া দেওয়া উচিত, যেন অন্য না পক্ষিতে তাহাকে উৎপীড়ন করিতে পারে; যেন সে, পূর্ব্ববৎ স্বেচ্ছাচারিণী ইয়া বেড়াইতে পারে। সেই রূপ স্ত্রীজা তকে এমন অবস্থাপন্ন করিয়া অধীনতার রাগার হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া বিধেয় ন তাঁহারা সর্ব্বতঃ প্রকারে স্বাধীনতার ত্বভোগে সক্ষম হন, যেন, স্বাধীনতার নামে তীত্ব রত্ন হারাইয়া পাপহ্রদে চিরনিমগ্ন ইয়া না রহেন; যেন আপাত মুগ্ধকর লোভনে পড়িয়া ভারতভূমির চিরোপা র্জিত গৌরব জ্যোতিঃ কুযশঃ তিমিরে চ্ছন্ন করিয়া না ফেলেন।

এক্ষণে কথা এই হইতেছে যে, আমার দগের অভিলষিত স্ত্রীসমাজের যে অবস্থার উল্লেখ আমরা করিয়াছি সে কি অবস্থা? স আর কিছুই নয়, কেবল সুশিক্ষা ও সদ্ধ- র্ম্মাপদেশ দ্বারা তাঁহারদিগের চিত্ত সবল করিয়া দেওয়া। তাহা হইলে তাঁহারা আপ নারদের হিতাহিত, ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কেলই পর্য্যালোচনা করিতে পারিবেন। ধর্ম্মের নির্ম্মল জল পূর্ণ সরোবর সম্মুখে থাকিতে, কখনই পূতিগন্ধময় সমল সলিল পূর্ণ অধর্ম্মের অন্ধকূপে অবগাহন করি- বেন না।

পরিশেষে এই প্রশ্ন হইতেছে যে, স্ত্রী সমাজের উক্ত বিধ শিক্ষোন্নতির সুবিধান কি? আমরা এস্থানে এই মাত্র বলিয়া এপ্র স্তাবের উপসংহার করিতেছি যে, বর্ত্তমানে আমারদের রমণীমণ্ডলীর যেরূপ শিক্ষা বিধান হইতেছে, তাহাতে ফলগত বিলা সিতারই বাহুল্যতা দৃষ্ট হইতেছে। ওরূপ শিক্ষাদ্বারা ধর্ম্মনীতি সবলা হওয়ার প্রত্যাশা নাই।

কলিকাতা শ্রীকৈলাসচন্দ্র বসু

—:০:—

পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়স্থ
নাটকাভিনয়।

অতুল আয়াস বলে যতেক অমর,
অতুল বিভব প্রদ ক্ষীরোদ সাগর
মথিয়া লভিল যথা শশাঙ্ক শোভন
স্নিগ্ধকর নেত্রামোদ অমৃত সদন।
এবে সে অমল বিধু উঠিয়া গগনে,
সুশীতল করি ধরা অমৃত কিরণে
নিমীলিত কুমুদেরে আদর করিয়া.
বিকশিত করে সদা হাসিয়া হাসিয়া।
সেরূপ অমর ভাবা অমৃত নিলয়
পরম যতনে মথি কবিত্ব আশ্রয়,
সুললিত ভাবপূর্ণ হৃদয়রঞ্জন,
নাটক বিরচি বঙ্গে করিলে অর্পণ।
কি ললিত সুরচনা মধুরতাময়,
যার তরে হয় সদা প্রফুল্ল হৃদয়,
নীরস মানস ক্ষেত্রে রসের সঞ্চার
করিতে নিয়ত চাহে " সুধার সুধার "।
প্রণাম তোমার পদে রামনারায়ণ
পূজ্যপাদ গুণময় কীর্ত্তিনিকেতন।
কাব্যবনে বীণাপাণি যতন করিয়া,
তুষিছে তোমারে সদা সংযতা হইয়া।
এবে সে নাটক সুধা করি বিতরণ,
রাখিলে অনন্ত কীর্ত্তি যতীন্দ্র মোহন
বদান্যতাপূর্ণ ভূপ সর্ব্বগুণবান্
গাইতেছে বিশ্ব যার মহিমার গান।
কুৎসিত যাত্রার গান সমাজ কজ্জল
বিনাশি উৎসাহ ভরে অতি নিরমল
অভিনয় প্রথা বঙ্গে করিতে স্থাপন
এক মনে অমিবার যত্ন প্রদর্শন।
পবিত্র সঙ্গীত সুধা চিত্ত তৃপ্তিকরী
নীরস বঙ্গের হৃদে বিতরণ করি,
তুষিতেছে নিরন্তর বঙ্গজনগণ,
ধন্য তুমি গুণাধার শৌরীন্দ্রমোহন।
আদরে অখিল বিশ্ব সদা উচ্চ করে
গাইবে তোমার নাম সরল অন্তরে।

শ্রী:

—:০:—

খাজে আবদুল গণি সি, এস, আই,
তব উচ্চ উপাধিতে সন্তোষ সবাই।
"ষ্টার-ইণ্ডিয়া" নাম,
অনুপম ধুমধাম,
সম্রাট্ প্রার্থিত ইহা সামান্য ত নয়,
নিজে অধিকারী বিক্টোরিয়া তনয়।

এমন মহা উপাধি করিয়া গ্রহণ,
ভারত দীপক রূপে হইলে শোভন।
ঢাকাতে ঢাকেনা জ্যোতিঃ
প্রকাশিত সব ক্ষিতি,
ইতিহাসে রবে খ্যাতি এপর এমন,
কীর্ত্তির আস্পদ ইহা মান প্রত্যর্পণ।

ভারত উজ্জ্বলকারী হন যেই জন,
উাঁর উপাধি হয় তাঁহারি কারণ।
তা না হলে ধূমকেতু,
উদয় অনর্থ হেতু, (!)
অপাত্র উপাধি পেয়ে উৎপাত বাড়ায়
হায়! যেন মণি শোভে সাপের মাথায়

মিঞার এ উচ্চ পদ শোভার কারণ
প্রাপ্তি মাত্র দেশহিত তার নিদর্শন।
হয়ে অতি দয়াবান,!
পঞ্চাশ হাজার দান,
স্বস্থানের উপকার করিলে প্রথম,
বিশুদ্ধ যুক্তিসম্মত এই সুনিয়ম।

তলাতেই পড়া চাই আগে বৃক্ষ সল
তার পরে ইতস্ততঃ হোক্ চলাচল
স্বদেশের উপকার,
আগে করা, সুবিচার,
করিয়াছ সেই দেশে সুমহৎ কাজ।
কত মিঞা ইহা দেখি পাইতেছে লাজ

.কার সৌভাগ্যোদয় তব দান বলে,
া জানি কি শুভকর কার্য্য তথা ফলে ;
প্রথম কার্য্য এমন,
পরে বা হয় কেমন,
সতৃষ্ণনয়নে চেয়ে আছে সব লোক,
এই ষ্টারে ভারতের বাড়িবে আলোক ;

ষ্টার-ইণ্ডিয়া নাম সার্থক করণ,
ইণ্ডিয়ার উপকারে দাও বিত্ত ধন ;
সাধারণ হিতকর,
কার্য্য আছে বহুতর,
একেবারে ভারতবাসের হিত হয়,
েমন কোন কাজে দান দাও মহাশয় ;

সে কাজ ভারতবর্ষে বিজ্ঞান বিস্তার,
বিবিধ কল-কৌশল হইবে প্রচার ;
দেশের বাড়িবে গুণ,
উজ্জ্বল হইবে মুখ,
দেশের যা প্রয়োজন দেশেতে মিলিবে,
উদ্বৃত্ত হইয়া পুনঃ বিদেশে যাইবে।

প্রাকৃতিক, কৃষিজাত বস্তু বহুতর,
রহিয়াছে আমাদের ভারত ভিতর,
জ্ঞানের অভাব নাই,
তবে কেন দুঃখ পাই,
তুলা দিয়া বস্ত্র পাই, সকাল যোগাই,
সোণার ভারত দাস হয়ে গেল ভাই !

এই সব দুঃখ দূর, দুঃখের কারণ
তাহার সরকার কত করেন জ্ঞাপন ;
লক্ষাধিক প্রয়োজন,
নাহি হতেছে পূরণ,
অনেকে দিলেন দান দু এক হাজার,
অর্দ্ধ অঙ্গ হয়ে আছে, না হয় প্রচার ;

আছেন অনেক ধনী ধনি মাত্র সার,
আছেন অনেক 'ষ্টার', জ্যোতিঃ নাহি তার।
দেখিয়া তোমার জ্যোতিঃ
সবে হরষিত অতি,
দান-জ্যোতিঃ প্রকাশিয়া হর অন্ধকার,
তোমার ষ্টার হউক "সোনার ষ্টার"

ভারতের দুর্দ্দশারা হতে যদি চাও,
বিজ্ঞান করেতে দান "যত চাই" দাও,
যদি সব দিতে পার,
সকলের চূড়া হার,

অর্দ্ধ প্রায় আছে কত করহ পূরণ,
বড় নাম, বড় কাজ পাবে না এমন।

কলিকাতা
১৯ এ ফাল্গুন
১২৭৮
} দীন পালিত

---

## নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭২ সাল ১৫ ই মার্চ্চ।

| স্থানের নাম | ন্যূন কয়ডি জল ফুট | ইঞ্চ |
|---|---|---|
| মোহানায় | ৪ | ৯ |
| তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে | ৪ | |
| জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে | ৩ | |
| বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে | ৩ | |
| কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে | ৩ | |

সন ১৮৭২ সালের ১৮ ই মার্চ্চ বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের মাপ।

| ফুট | ইঞ্চ |
|---|---|
| ৪ | ৭ |

বহরমপুর
১৮ ই মার্চ্চ
১৮৭২
} শ্রীযুক্ত সি. ই. উইক্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবারডিবিজন।

—০—

### মূল্য প্রাপ্তি।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত বাবু পারীমোহন চৌধরী জমীদার জগদ্দল | |
| রামকুমার পাল চৌধুরী মুন্সেফ চৌকী নবীগ | ১০ |
| জে. ওয়েষ্ট লাও—স্কটল্যাণ্ড | ১ |
| কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুল | ১ |
| " তুমরাম দাস মোক্তার তেজপুর আসাম | ১ |
| " বৃন্দাবন চন্দ্র রায় মণিরামবাটী | ১ |
| " ঘনশ্যাম ভট্টাচার্য্য—রাজপুর | ৫॥০ |
| " মনোমোহন সিংহ—জঙ্গিপুর | ১০ |
| " শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী—গাজিপুর | ১০ |
| " উৎসবানন্দ গোস্বামী বড়পেটা | ১০ |
| মুন্সি মহম্মদ তরিকুল্লা সাহেব জলপাইগুড়ি | ১০ |

## সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোম প্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এব যাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফস্বলে মাসুল সমে অগ্রিম বার্ষিক ১০, যাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছ মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যা না ; নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ড ইহার অন্যতর দ্বারাতে যাঁহার সুবিধা হয় তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করি বেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করে টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোম প্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশে মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্ট করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার না স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকান বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিক হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশে পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁ দিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। স অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষ করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ ক যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আম শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রে করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্র করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ই করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্র পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক ক বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁ সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোত শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটি প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত

রেজিষ্টরি করা।
৩৩ নং। ১৮৭১।

# সোমপ্রকাশ

১৪ শ ভাগ। ১৯ সংখ্যা।

" প্রবর্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

মাসিক মূল্য ১ এক টাকা
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৭৮। ২০ এ চৈত্র। ইং ১৮৭২। ১ লা এপ্রেল

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা।

## বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু দীন বন্ধু মিত্র প্রণীত জামাই বারিক প্রহসন কলিকাতা ১ ও ৪ নং করন্ ওয়ালিস্ ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য ১, টাকা।

শ্রীচণ্ডী চরণ চট্টোপাধ্যায়।

—::—

কাশ, শূল ও মেহের চিকিৎসা।

শ্বাস কাশ, ক্ষয়কাশ, শূল ও মেহ এই চারি রোগের অব্যর্থ ঔষধ আমার নিকট আছে। অনেকে সেই ঔষধে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। আমি মেদিনীপুরে চিকিৎসা করিয়া থাকি। সেখানে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছি। সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছি, এখনও কলিকাতায় অধিক লোকের চিকিৎসা করি নাই; কেবল গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় ও পাইকপাড়ার রাজ বাড়ীর ভূতপূর্ব্ব প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্বাস রোগের চিকিৎসা করিয়া তাঁহাদিগকে আরোগ্য করিয়াছি। ইঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন। মেদিনীপুর স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক এবং এক্ষণে কলিকাতা আদি ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাসায় আমি অবস্থিতি করিতেছি। ঐ বাসা কাসা পুকুরের বেচুচাটুয্যের ষ্ট্রীটে ৩০ নং বাটী। রাজনারায়ণ বসু তাঁহার পুত্রের চিকিৎসার জন্য আমাকে মেদিনীপুর হইতে আনয়ন করিয়াছেন।

শ্রীতিতারাম পাল।

—

হুগলি জেলার অন্তঃপাতী মৌজে কুলিয়া গ্রাম নিবাসী ৺ শিবপ্রসাদ চৌধুরির কনিষ্ঠ পুত্র শ্রী অবিনাশচন্দ্র চৌধুরী, জাতিতে শূদ্র; আর তাহার সহিত শ্রীবরদাপদ রায়, জাতিতে ব্রাহ্মণ, এই দুই জনাতে রেলওয়ের গাড়ী যোগে পশ্চিম পলায়ন করিয়াছেন। তাহাদের বয়ঃক্রম আন্দাজ ১৯। ২০ বৎসর; শূদ্র বালকটী গৌরবর্ণ, পরিধান বস্ত্র শুভ্র ফুলন্ পেড়ে। বাড়িতে একটী কাটার চিহ্ন আছে; দাড়ি ও গোঁফের অল্প অল্প আরিশ হইয়াছে, পায়ে কার্পেটের জুতা আছে। পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে নখ কুনির ক্ষত আছে,। এই বালক দ্বয়কে যিনি অনুসন্ধান করিয়া দিবেন তিনি ৫০ টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবেন।

ডাক যোগে কুলিয়া গ্রামে পত্র পাঠাইতে হইলে নিম্নলিখিতানুসারে লিখিলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

১। কলিকাতা শিবপুরের চুসাহেবের উদ্যানে শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ মান্নার নিকট পত্র পাঠাইলে আমরা পাইব।

২। আর মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী দাসপুর পোষ্ট আফিস হইয়া ফরিদপুরের জমীদারির কাছারিতে শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরির নামে দিবেন তাহা হইলেও প্রাপ্ত হইব।

—

ন্যায়পদার্থতত্ত্ব নামক বাঙ্গলা দর্শন আমার যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইতেছে। প্রথম খণ্ড শেষ হইয়াছে, সত্বরেই প্রকাশিত হইবে। গোতম সূত্র, কণাদসূত্র প্রভৃতি প্রাচীন দর্শন শাস্ত্র ও নব্য ন্যায় দর্শন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক ও ভৌতিক নানাবিধ পদার্থ নিরূপণ ও ঈশ্বর নিরূপণ, সৃষ্টি নিরূপণ ও আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি প্রধান প্রধান বিষয় ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে এবং ইংরাজী রসায়ন শাস্ত্র অনুসারে পরমাণু প্রভৃতি মূর্ত্ত পদার্থের বিশেষ বিবরণ করা হইয়াছে। ফলতঃ দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বিষয় সমস্তই এই গ্রন্থে আছে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র শর্ম্মণঃ

কলিকাতা গিরিশ বিদ্যারত্ন প্রেস।

—

মনোরমা নাটক ১ টাকা

মদ্যপান ও গ্রাম্য জমীদারগণের অত্যাচার কতদূর ভয়ঙ্কর, তাহা প্রকাশ করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য।

কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্র কালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তীর নিকট ও সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

—

গুপ্ত যন্ত্রালয়।

২৪ নং মির্জ্জাফর্সলেন প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি।

ছাপার কর্ম্ম উত্তম শীঘ্র এবং সুলভ। আবশ্যকমত মূল্যের ফর্দ্দ ও ছাপার নিয়মাদি দেওয়া যাইবেক।

## পুস্তকালয়।

…গুপ্ত যন্ত্রের গ্রন্থালয়ে বিবিধ বাঙ্গালা পুস্তক …কল বিক্রয়ার্থ উপস্থিত থাকে। সমুদয় …ই সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। পুস্তকের ও …ল্যের তালিকা আবশ্যক মত দেওয়া …ইবেক।

শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত

## …তন প্রকারের নূতন সাপ্তাহিক

| | |
|---|---|
| …াম ………… | মধ্যস্থ। |
| …াম ……… | কলিকাতা, সিমুলিয়া ২০২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। |
| …াকৃতি …… | সাময়িক ও সংবাদ পত্রের মিশ্রভাবাপন্ন উক্ত-দর্শাক্রান্ত। |
| …ষয় …… | বাঙ্গালা গদ্য পদ্যময় রাজকীয় সামাজিক, ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক সাহিত্য ইত্যাদি। |
| …ল উদ্দেশ্য… | পুরাতনের নিতান্ত ভক্ত ও নূতনে বিরক্ত, এই যে এক দল; আর পুরাতনে নিতান্ত বিরক্ত ও নূতনের ভক্ত, এই যে অপর দল, অর্থাৎ পূর্ব্ব আচার ব্যবহারাদির রক্ষক ও উচ্ছেদক দলের মধ্যে মধ্যস্থতার চেষ্টা করা। |
| …াথা উদ্দেশ্য… | মনোরঞ্জন ও আমোদ উৎপাদনের সঙ্গে নীতি চর্চ্চা। |
| …ময় … … | ১২৭৯ সালের প্রথম শনিবার হইতে প্রতি শনিবার প্রকাশমান। |
| …ল্য … … | অগ্রিম বার্ষিক ৩ টাকা, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা, পশ্চাদ্দেয় ॥০ আট আনা। বিদেশে ডাকমাশুল |
| …ম্পাদক … | এরূপ কার্য্যে নূতন নহে, ফলতঃ পূর্ব্ব পরিচিত ও পূর্ব্বানুগৃহীত ব্যক্তি এবং কতিপয় সহৃদয় সবিদ্বান মহাশয় পৃষ্ঠবল থাকিবেন। |

…হকেচ্ছু মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্ব্বক উক্ত ঠিকানায় …দেশ " ইতি শিরোনাম দিয়া পত্র পাঠাইবেন।

## বাঙ্গালার ভাবী মঙ্গল নাটক।

বাঙ্গালিদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থার দূরীভূত …রণ, কি উপায়ে উহা দূরীকৃত হইতে পারে এবং হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক নাটকাকারে লিখিত। দিনাজপুর বটতলা গোবিন্দচন্দ্র ঘোষের নিকট, কলিকাতা ১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত ডিপজিটরিতে, মৃজাপুর অপার সারকিউলার রোড নং ৫৮। ৫ গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে এবং ঢাকা কালেজের অন্যতর শিক্ষক বাবু রামমাণিক্য সিংহের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ এক টাকা, ডাকমাশুল ৵০ দুই আনা।

ধাত্রীশিক্ষা প্রথম ও দ্বিতীয়খণ্ড, একত্রে বান্ধা, আমার নিকট প্রাপ্য, মূল্য ৩ টাকা ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
কলিকাতা হিন্দু হষ্টেল।

## শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় এল. এম, এস, কর্ত্তৃক বেঙ্গলি মেডিক্যাল্ জর্ণ্যাল্।

নেটিব ডাক্তার এবং যাঁহারা মেডিক্যাল কালেজে শিক্ষা লাভ না করিয়া ডাক্তারি করিতেছেন, তাঁহাদিগের চিকিৎসা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উন্নতি বিধায়ক বেঙ্গলি মেডিক্যাল্ জর্ণ্যাল্ অর্থাৎ " চিকিৎসা দর্পণ " নামক মাসিক পত্রিকা বিগত বৈশাখ মাস হইতে বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইতেছে। ইহার আকার ৮ পেজি ফর্ম্মার ৪০ পৃষ্ঠা, ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৬, ষাণ্মাসিক ৩।০ প্রতি সংখ্যা ॥৵০। চুঁচুড়ায় সম্পাদকের নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দু হষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

১২ ৭৮ }
৩ রা অগ্রহায়ণ }

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম বি কর্ত্তৃক প্রকাশিত বঙ্গভাষায় বিরচিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাক্টিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ মাশুল ॥০ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড ১০ মাশুল ।৵০ ; একত্রে দুই খণ্ড লইলে মূল্য ১৮ মাত্র ডাকমাশুল ১৵ আনা। মাতৃশিক্ষা ২ মাশু… ।০ আনা। এনাটমি ৪।০ মাশুল ।৵ মাত্র।

কলিকাতা }
লালবাজার } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যা…
হিন্দুহষ্টেল }

—০—

## শ্রীমদ্ভাগবত।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা। প্রতি মাসে … পৃষ্ঠা পুস্তক। বঙ্গাক্ষরে মূল, টীকা ও … সহিত প্রকাশ হয়। মূল্য বার্ষিক ৬ টা… পোষ্টেজ ৸০ আনা।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যা…
বহরমপুর
খাগড়া

চণ্ডালিনী ।০, শিশু মানচিত্রাবলী ।৵… কুলীন কামিনী ৵০, সং পুং আলয়ে প্রাপ…

ভগবদুপাসনা দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ও … বিদ্য জনগণের মধ্যে যাঁহারা অল্প দিবসে… মধ্যে জীবাত্মা ও সূর্য্য মণ্ডলস্থিত বৈরাজ পু… যের সহিত তাঁহাদিগের যে সম্বন্ধ আছে, ত… অবগত হইয়া অতীন্দ্রিয় সুখভোগের অ… কারী হইতে অভিলাষী হইবেন, তাঁহা… আমাকে ( পেড ) পত্র লিখিলে ইহার বিশে… বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন। পরমা… বিজ্ঞান রত্নাকর গ্রন্থে এতদ্বিষয় এবং দে… তত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধতত্ত্ব বিবৃ… হইয়াছে। মূল্য ১ টাকা। মাশুল দুই আন…

সন ১২৭৮ } শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মক…
কার্ত্তিক } সহর শ্রীরামপুর

## রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তরনির্ম্মিত কো… প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয়, আদেশ কা… লেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়… প্রস্তুত আছে।

মেজ করা প্রস্তরনির্ম্মিত নর্দ্দমার পাই… এবং উহার নিমিত্ত সাইফন, জঙ্কশন ও … ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মে… ঝাতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ই…

কায়ার ব্রিক।
কায়ার কে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য কোকল
র্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত মেকরা পাইপ,
ইল এবং কায়ার ব্রিক প্রভৃতি প্রস্তুত
য়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত
ম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া
বেন।

লকাতা
নং হেস্টিংস ষ্ট্রীট। } বরন এণ্ড কো

---o---

১৩ নং শঙ্করঘোষ লেন স্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের
স্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গায় বাড়ি রো
দের কোম্পানির ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের
কানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্ন
খিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে।

| পুস্তক | মূল্য | |
|---|---|---|
| প্রাণ | ১ | টাকা। |
| ক্ষুদ্রসার ব্যাকরণ | ।০ | আনা |
| নীতিসার (১ম ভাগ) | | ঐ |
| নীতিসার (২য় ভাগ) | ৶০ | ঐ |

প্রচারিত।

| | | |
|---|---|---|
| মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ | ৮০ | আনা |

শ্রীতারকনাথ শর্ম্মা।

---

বঙ্গদর্শন।

(মাসিক পত্রিকা ও সমালোচন)

বঙ্গদর্শন আগামী ১লা বৈশাখ হইতে
প্রচারিত হইবে। নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ
ইহার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক
" দীনবন্ধু মিত্র
" হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এল,
" কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এ,
" রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল,
" তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বি, এ,
" অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বি, এল,
উক্ত মহোদয়গণ বঙ্গদর্শনে নিয়
মিত লিখিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।
ডাকমাশুল ছাড়া বঙ্গদর্শনের মূল্য।

| | অগ্রিম | পশ্চাৎদেয় (ক) |
|---|---|---|
| বার্ষিক | ৩ | ৩।০ |

(ক) কেবল মাস মাস অগ্রিম মূল্য দিলেই
গ্রাহকগণ বঙ্গদর্শন প্রাপ্ত হইবেন।

| | | |
|---|---|---|
| ষাণ্মাসিক | ১৸০ | ২।০ |
| ত্রৈমাসিক | ১' | ১।০ |

২নং কালীকুমার চট্ট লেন।
ভবানীপুর, কলিকাতা।
১লা চৈত্র ১২৭৮ } শ্রীব্রজনাথ বসু
কার্য্যাধ্যক্ষ।

---

# সোমপ্রকাশ।

২০এ চৈত্র সোমবার।

## চৌদ্দ বৎসর।

চৌদ্দ বৎসর হইল, ভারতবর্ষ ইংলণ্ডেশ্বরীর হাতে হইয়াছে। এই অল্পকাল মধ্যেই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট প্রজার একান্ত অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন, ইহা অল্প বিস্ময়াবহ সন্দেহ নাই। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি এক শত বৎসর রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা প্রজার এপ্রকার অপ্রিয় হন নাই। তাঁহারা যদি অনুগ্রহ করিয়া লার্ড ডেলহাউসিকে গবর্ণর জেনরল করিয়া ভারতবর্ষে না পাঠাইতেন, আজিও আমরা তাঁহাদিগের আধিপত্য দেখিতে পাইতাম; প্রজারাও রাম রাজ্যে বাস করিতেছি মনে করিয়া পরম সুখী হইত। এক ডেলহাউসি সুখের রাজ্যটী ছারখার করিয়াছেন। এক ডেলহাউসি হইতে ভারতবর্ষের যে অনিষ্ট ঘটিয়াছে, এখন (খাদে) প্রত্যেক গবর্ণর জেনরল হইতে সেই অনিষ্ট ঘটিতেছে। এখনকার গবর্ণর জেনরলেরা ডেলহাউসির ন্যায় ক্ষমতাশালী নন বটে; কিন্তু প্রজার বিদ্বেষ ভাজন হইবার পক্ষে তাঁহারা প্রত্যেকেই ডেলহাউসির তুল্যকক্ষ। ডেলহাউসির রাজনীতি যখন বিদ্রোহে পরিণত হইল, ইংলণ্ডেশ্বরী যখন স্বয়ং স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন এবং জাতি ও ধর্ম্ম ভেদ না করিয়া সকলকে সমভাবে শাসন করিবেন এই বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন, তখন প্রজারা হর্ষোৎফুল্ল হইয়া এই চিন্তা করিল, কোম্পানির অধিকারে অত্যা-

চার প্রবেশ করিবামাত্র রাজ্ঞী স্বহস্তে রাজত্ব লইলেন, অতএব ইঁহার অধি
কারে আর আমাদিগের প্রতি কোন
প্রকার অত্যাচার ঘটিবে না, আমরা চির
সুখী হইলাম, অতঃপর আমরা কেবল
উন্নতির মুখই দর্শন করিব, ইহার পর
যে সকল প্রধান রাজপুরুষ ভারতবর্ষে
আগমন করিবেন, তাঁহারা ভারতবাসি
দিগের কেবল মঙ্গল চিন্তা করিবেন।
প্রজারা এই প্রকার যত আশা করিয়া
ছিল, তাহা উপন্যাসপ্রসিদ্ধ ভেকের
নূতন রাজপ্রার্থনার ন্যায় বিপরীত
ফলোপধায়িনী হইল। নূতন নূতন উন্নতি
চেষ্টা দূরে থাকুক, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি
যে উন্নতি পথ মুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন,
তাহাও রুদ্ধ করিবার চেষ্টা আরম্ভ হইল।
উচ্চ শিক্ষা বন্ধ করিবার চেষ্টা তাহার
প্রধান দৃষ্টান্ত। যে দুই একটী নূতন
উন্নতি প্রস্তাব হয়, তাহা প্রায় প্রস্তাবে
পরিণত হইয়া থাকে। যাহাতে ভারত
বর্ষের প্রকৃত উন্নতি হয়, এক্ষণে তাহার
একটী চেষ্টাও দেখিতে পাওয়া যা
তেছে না। বিদ্যালয়গুলির কথা ছাড়িয়া
দাও, এগুলি ত ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি
দিগের; ইংলণ্ডেশ্বরীর অধিকারকালে কি
কৃষি কি বাণিজ্য কি শিল্প কি দে
শের বিষয়ে কি কোন প্রকার সূত্র
উদ্ভূত হইয়াছে? তাহার কি কোন প
প্রবর্ত্তিত হইয়াছে? কেহ জানিতে
চাহিলে আমরা কি তাহা দেখাই
দিতে পারি? মোগলদের অধিকারকালে
যে হলচালন প্রণালী ছিল, এখন
তাহাই চলিয়াছে। এদেশীয়েরা ভি
দেশে গিয়া বাণিজ্য করিতেছেন, এক
ত কৈ শুনিতে পাই না। রাজপুরুষে
দেশের শিল্পকারিদিগকে সাধিকবিদ্যায় প
দর্শী করিবার কখন চিন্তা করিয়াছে
দেশের কত জন লোকে ঐ কাজ নিষ্প
করিতে শিখিয়াছেন? কয় জন লো

াহাজ চালাইতে পারেন? শিখাইলে
শিখিতে পারেন না এদেশীয়েরা এমন
লাক নন। এদেশীয়েরা গলি গলি প্রায়
পাখানা করিয়াছেন, কিন্তু কয়জন লোকে
প্রম চালিতে শিখিয়াছেন? এদেশী
রা কাগজ ও কাপড়ের নিমিত্ত ইংল
ওর মুখাপেক্ষা করিয়া থাকেন, শিক্ষা
লে কি ইঁহারা কাগজের ও কাপড়ের
ন করিতে পারিতেন না? তাহা
রিলে কি কাপড় ও কাগজ এক্ষণকার
পেক্ষা বহুগুণ সুলভ হইত না? যখন
রীরের দিকে চাহিয়া দেখি, কোন
কার দৈহিক উন্নতিই ত দেখিতে পাই
। শরীর সেই সাহসশূন্য অস্ত্রপ্রয়োগে
পটু দৃষ্ট হয়। যুদ্ধ শিক্ষা দিলে কি সাহ
াদির বৃদ্ধি হয় না?

এই ত চৌদ্দ বৎসরের কথা গেল.
ার চৌদ্দ বৎসর যদি এইরূপে যায়,
ারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কিরূপ বিরাগ
াজন হইবেন, আমরা তাহা বলিতে
ারিতেছি না। ইহার কি প্রতীকার
ই? ইহার কি ঔষধ নাই? আমরা
ঔষধ বলিয়া দিতেছি, গবর্ণমেণ্ট
ন ভক্তিভাবে তাহা সেবন করেন,
রোগের প্রতীকার হইতে পারে।
ঔষধ এই, এদেশীয়েরা উচ্চতর
বতি সোপানে অধিরূঢ় হইলে আমা-
গের রাজত্ব করা ভার হইবে, রাজপুরু-
দিগের মনে যে এই আশঙ্কা আছে,
হা পরিত্যাগ করিয়া উদার চিত্তে
াঁদিগের উন্নতি সাধন চেষ্টা করুন।
বৃদ্ধির যত প্রকার পথ আছে মুক্ত
রিয়া দিন, যে যে কাজে প্রজারা অস-
ষ্ট হয়, তাহা পরিত্যাগ করুন, অপব্যয়
র রুদ্ধ হউক, আপনাদিগের বিলাস
র সংগ্রহার্থ রাজপুরুষেরা প্রজার
ন্ধকে করভার নিক্ষেপ করিতেছেন,
হা রহিত করুন, নূতন নূতন করের
স্থানে যে কৌশলজাল বিস্তার করি

তেছেন, তাহা ছিন্ন করুন, প্রাদেশিক নাম দিয়া এক ভূমির উপরে কর গ্রহণের যত প্রকার কৌশল করা হইতেছে, তাহা রহিত করুন, কতকগুলির মতে ও অধিকাংশের অমতে যে আইন করা হইতেছে, তাহা পরিত্যাগ করুন। এইগুলি করিলেই রাজপুরুষেরা অনুরাগভাজন হইবেন। আমাদিগের আচার ব্যবহারাদির উৎকর্ষ সাধনার্থ রাজপুরুষদিগের ব্যস্ত হইতে হইবে না। আমরা যে সমস্ত উন্নতির প্রস্তাব করিলাম, উহা সম্পন্ন হইলে অন্য উন্নতি আপনা হইতেই হইয়া উঠিবে। অন্য অন্য উন্নতি ঐ সকল উন্নতির আনুষঙ্গিক ফল। এক রেলওয়ে হওয়াতে আচার ব্যবহারের বহুধা পরিবর্ত্ত হইয়াছে। এদেশের আচার ব্যবহার মধ্যে যে ইংরাজী শিক্ষারূপ অগ্নি প্রবেশ করিয়াছে, উহা শীঘ্রই উহাকে পরিষ্কৃত করিয়া তুলিবে। এমন উদার সদুপায় সত্ত্বে রাজপুরুষেরা যদি এদেশের আচার ব্যবহারাদির সংশোধনে ব্যগ্রতা প্রদর্শন করেন, তাহাতে কেবল যে তাঁহাদিগের অনুদারতা ও অধীরতা প্রকাশ পাইবে এরূপ নয়, তাঁহারা প্রজার একান্ত বিদ্বেষভাজন হইয়া উঠিবেন।

রাজপুরুষেরা যে অন্যায় ব্যবহার করিতেছেন, এদেশীয়দিগের অপ্রীতিকর কাজ করিতেছেন, নূতন বিবাহ আইনটী তাহার প্রমাণ। সমাজের অবস্থা যখন অতি উন্নত হয়, তখনই এ প্রকার আইন আবশ্যক হয়। এখন আমাদিগের সমাজের যে প্রকার অবস্থা, তাহাতে এ আইনে কেবল অনিষ্টেরই বৃদ্ধি হইবে। লোকের স্বেচ্ছাচারিতা বাড়িবে। স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বাধীনতা উভয়ের বহু অন্তর। যাঁহারা এই আইনের প্রার্থী হন, তাঁহাদিগের সকলে না হউন, অধিকাংশই স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বাধীনতা

উভয়ের ভেদ জানে সমর্থ নন।
সমাজে স্বেচ্ছাচারিতা প্রবল, সে সমা
অচিরাৎ উৎসন্ন হয়। অতএব এ আইন
করিয়া রাজপুরুষদিগের কি অনি
কার্য্যে হস্তাবলম্ব দান করা হইল না
এ আইন করিবার বিশুদ্ধ হেতুও দৃ
হইতেছে না। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ই প্রথ
এই প্রকার একটী আইনের প্রার্থ
করেন। তাঁহাদিগের এ প্রার্থনার কা
কি? অভিসন্ধিই বা কি? তদ্বিষয় বি
চনা করিলে রাজপুরুষেরা এ বিষয়ে হ
ক্ষেপ করিয়া যে ভাল কাজ করেন না
তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। বৈষ্ণবে
স্বতন্ত্র সমাজ বন্ধন করিয়াছেন। তাঁহা
ঐ সমাজে যে ব্যবহার প্রচলিত কি
বেন, তাহা তাঁহাদিগের মতে বৈ
হইবে সন্দেহ নাই। অন্য সমাজে
লোকেরা যদি তাহা অবৈধ জ্ঞান করে
তাহাতে তাঁহাদিগের হানি নাই। তাঁহা
অন্য সমাজের সম্পর্ক রাখেন না, এ ক
স্পষ্টাক্ষরেই কহিয়া থাকেন। যদি এরূ
হইল, তাঁহারা পরস্পর সম্মতিক্রমে
কন্যার আদান প্রদান করিবেন, তা
অসিদ্ধ হইবে ইহার সম্ভাবনা কি
তাদৃশ বিবাহজাত সন্তানেরা পরস্পরে
ধনাধিকারী হইবে, তাহারাই বা বা
কি? তবে এ আইন কেন? তাঁহাদিগে
একটী অভিসন্ধি আছে। তাঁহাদিগে
সংস্কার এই, অনেকে ধন পাইবেন
এই ভয়ে হিন্দু মুসলমান অথবা অ
সমাজ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগে
দল ভুক্ত হন না; কিন্তু যদি সেই ধ
পাইবার উপায় হয়, অনেকে তাঁহাদি
গের দল প্রবিষ্ট হইতে পারেন।
আইন সেই উপায়। যাহাঁরা এই দুর্বি
অভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইয়া স্বধর্ম্মে
বৃদ্ধির চেষ্টা পান এবং ধন পাইবা
সুবিধা হইলেই যাঁহারা অনায়াসে ধর্
ন্তর গ্রহণে শক্ত হন, ধন না পাইলে প

না, ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহাদিগের মত অক
ট ভাব, বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের তাহা
বিদিত রহিতেছে না। রাজপুরুষেরাও
য়ানবদনে আইন করিয়া ইহাতে প্রশ্রয়
লেন। এই মাত্র দোষ নয়। ইহার
ভ্যন্তরে যে একটী মহান্ দোষ আছে,
ান বিশুদ্ধ যুক্তি তাহার খালনে
র্থ নহে। সে দোষ এই. হিন্দুদিগের
র্ম্ম বিষয়ক সংস্কার এই, পুত্র পিণ্ডদান
রে, তাহাতে তাহাদিগের সদ্গতি
ত হয়। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া
কজন হিন্দু ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া
লেন। তাঁহার পুত্র প্রস্তাবিত আই-
র অনুসারে অন্য জাতীয় রমণীর পাণি
হণ করিল. পিতার লোকান্তর গমনের
র তাহার পিণ্ডাদি দান করিল না,
থচ উল্লিখিত আইনের বলে তাঁহার
নে অধিকারী হইল। এই ধনাধিকার
ক ন্যায়ানুগত হইল? যে পুত্রের কর্ত্ত-
াকর্ত্তব্য ও ধর্ম্মনীতি জ্ঞান প্রবল, তাঁহার
ক এই ধন গ্রহণ করা উচিত? আর যে
াজার এই সকল বুঝিবার ক্ষমতা আছে,
তাঁহার কি তাদৃশ পুত্রকে তাদৃশ ধনের
অধিকার দেওয়ান কর্ত্তব্য?

এই সকল কার্য্য দ্বারা প্রজারা যে
অসন্তুষ্ট হইতেছে. রাজপুরুষেরা তাহা
বুঝিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা আশু
সেই অসন্তোষের ফল দেখিতে না পাইয়া
প্রজারা যে অসন্তুষ্ট তাহাতে বিশ্বাস
করিতেছেন না। এক দিনের অনিয়মেই
শরীরে রোগসঞ্চার হয় না। বহু দিনের
অল্প অল্প অনিয়ম ফল একত্র হইয়া
দুরন্ত রোগরূপে প্রাদুর্ভূত হয়। সময়ে
সময়ে তাঁহাদিগের এই রোক হয়,
তাঁহারা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবেন না কেন?
দুঃখের বিষয় এই কোন্টী যথার্থ কর্ত্তব্য
কর্ম্ম সকল সময়ে বুঝিতে পারেন
না। একজন নিজ ইচ্ছায় খৃষ্ট ধর্ম্ম অব
লম্বন করিল। একজন প্রলোভিত হইয়া
খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিল, একজন
বিপাকে পড়িয়া খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিল
আর একজন সাক্ষাৎ হউক আর পর
ম্পর সম্বন্ধে হউক, আইনের বাধ্য হইয়া
খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিল, ইহার মধ্যে
কে শ্রেষ্ঠ? রাজপুরুষেরা যেন একবার
এই বিবেচনাটী করেন। পূর্ব্বকার রাজ
পুরুষেরা এপ্রকার উন্নতি চেষ্টা পাইতেন
না। যে উন্নতির বলে প্রজারা স্বয়ং আত্মার
শ্রীবৃদ্ধি সাধনে প্রবৃত্ত ও তৎসম্পাদনে
শক্ত হয়, তাদৃশ উন্নতির চেষ্টা করি
তেন, এই নিমিত্ত তাঁহারা অনুরাগ
ভাজন হইয়া গিয়াছেন।

### রাজস্ব মন্ত্রী ও ভারতবর্ষীয় সভা।

ইংলিশমান ও ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া
বলিয়াছেন, যদি লার্ড মেয় জীবিত
থাকিতেন, ইনকম টাক্স নিশ্চয়ই উঠিয়া
যাইত। কিন্তু এক্ষণে আর সে আশা
নাই। ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের চিন্তাশীল
লোক মাত্রেই ইনকম টাক্সের প্রতিবাদ
করিয়াছেন; জন ব্রাইট সাহেব ইহার
প্রতিকূলবাদী। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক
সভার অতিরিক্ত সভ্যদিগের অধিকাং
শেরই ইচ্ছা এই কর উঠিয়া যায়। সম্প্রতি
চাপমান সাহেব দেশে যত প্রকার সাধা
রণ ও স্থানীয় কর আছে, তাহার এক
তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য সর
রিচার্ড টেম্পলকে অনুরোধ করেন। সর
রিচার্ড টেম্পল এই বলিয়া আপত্তি
করেন, গবর্নর জেনরলের সম্মতি ভিন্ন
ইহা হইতে পারে না। বজেট অর্পণ করি
বার সময় অতি নিকট হইয়া আসিয়াছে.
এক্ষণে এ প্রকার প্রস্তাব অসাময়িক
হইতেছে। চাপমান সাহেবের প্রস্তাবটী
আরও কিছু পূর্ব্বে করা উচিত ছিল।
যাহা হউক ভারতবর্ষীয় সভা যে প্রার্থনা
করিয়াছেন, তাহা কি জন্য গ্রাহ্য হইল
না আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।
ভারতবর্ষীয় সভা বলেন, বজেট অর্পণ
করিবার পূর্ব্বে হিসাব প্রকাশ করা
উচিত। গবর্ণমেন্ট কোন নূতন কর
স্থাপন বা কোন পুরাতন করের পরিবর্ত্ত
করিবার পূর্ব্বে সমুদায় বিষয় সর্ব্বসাধার
ণের গোচর করিলে লোকে যথার্থ অর্থের
প্রয়োজন বুঝিতে পারিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে
সাহায্য করিতে পারেন। যেমন আয়
ব্যয় বৃত্তান্ত অর্পিত হয়, অমনি কর স্থাপ
নের প্রস্তাব হইয়া থাকে। সভা বলেন,
একবার এই প্রস্তাব হইলে গবর্ণমেন্ট
জিদ বজায় রাখিবার জন্য কোন কথাই
শ্রবণ করেন না। পূর্ব্বে হিসাব প্রকাশ
করিলে আর এরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা
থাকে না। এ প্রার্থনা অতিশয় সঙ্গতই
হইয়াছিল। সেক্রেটারি চাপমান বলেন,
বজেট অদ্যাপিও প্রস্তুত হয় নাই। কিন্তু
পূর্ব্বে এইরূপ কথা হইয়াছিল, যুক্ত গব
র্নর জেনরল রেঙ্গুণ হইতে প্রত্যাগমন
করিয়া মাত্র, বজেট অর্পিত হইবে। লার্ড
মেয় জীবিত থাকিলে এতদিন একাজ
চুকিয়া যাইত। লার্ড নর্থব্রুক অনুরোধ
করাতে বজেট অর্পণ স্থগিত আছে।
লার্ড মেয়োর মৃত্যু নিবন্ধন একদিনও
শাসন কার্য্যের কোনরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটে
নাই; রাজস্ব বিভাগের কর্ম্মচারিগণ
আলস্যে কাল হরণ করেন নাই। তবে
বজেট প্রস্তুত না হইবার কারণ কি?
ভারতবর্ষীয় সভার আর একটী প্রার্থনা
ছিল। ডিউক অব আর্গাইল অনুমতি দিয়া
ছেন, ইংলণ্ডে যে সকল ব্যয় হয় ভারত
বর্ষীয় গবর্ণমেন্ট তাহার সম্পূর্ণ অথবা
একটী মোট হিসাব দিবেন। তদনুসারে
ভারতবর্ষীয় সভা সম্পূর্ণ হিসাব প্রকাশ
করিতে অনুরোধ করেন। সর রিচার্ড টেম্পল
ইহাতে সম্মত নহেন। ইংলণ্ডের ব্যয়ের
নিমিত্ত ষ্টেটসেক্রেটারি দায়ী, তিনি
যখন সম্পূর্ণ হিসাব প্রকাশে অসম্মত
নহেন, তখন রাজস্ব মন্ত্রির ইহাতে

আপত্তি আছে ? লেও্ সাহেব হইলে এখনই এরূপ আপত্তি করিতেন না। বোধ হয় সর রিচার্ড টেম্পল প্রভুর সম্মান রক্ষার্থই সমধিক যত্নবান। কিন্তু হাতে লোকের মনে যে সন্দেহ জন্মে, টী তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। ংলণ্ডের বায় লইয়া অনেকে অনেক কথা বলেন। লোকের সংস্কার এই, এবি য়ে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের নানা গোল যাগ আছে। এই সংস্কার কি দূর করা চিত নহে ? সম্পূর্ণ হিসাব প্রকাশ করিতে অসম্মত হওয়াতে লোকের সেই সংস্কার আরো বদ্ধমূল হইতেছে।

ভারতবর্ষীয় সভা বলিয়াছেন, রথ্যা র স্থাপিত হওয়াতে অতিশয় দরিদ্র ব্যক্তির উপরেও এ ভার পতিত হই য়াছে। এবার অনেক টাকা উদ্বৃত্ত হই তেছে, অতএব বরং ইনকম টাক্স থাকুক, কিন্তু রথ্যা কর উঠিয়া যাউক। মূল নিয়ম ধরিলে এ প্রস্তাব অসঙ্গত নয়। ইনকম টাক্স অপেক্ষাকৃত অল্প লোকের দিতে হয়; রথ্যাকর দীন দরিদ্র সকলের স্কন্ধেই পতিত হইতেছে। ভূমির উপর স্থানীয় কর স্থাপন কেবল রাস্তার জন্য নহে; প্রকারান্তরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভঙ্গ করাই গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত। ইন-কম টাক্সকে যদি স্থানীয় কররূপে পরিণত করা হয়, তাহা হইলে যাহা হউক, কিন্তু রথ্যাকর একবার উঠিয়া গেলেও গবর্ণ মেণ্ট নিশ্চয়ই ইহা অন্য নামে স্থাপিত করি বেন। কেবল যে রাস্তার নিমিত্ত এই কর হইতেছে, তাহা নহে; রাস্তা ভাণ মাত্র। এক্ষণকার অধিকাংশ ইংরাজ রাজনীতি জ্ঞের মত এই, ভূমির কর চিরস্থায়ী করা লার্ড কর্ণওয়ালিসের মহাভ্রম হইয়া ছিল। তাঁহারদিগের সংস্কার এই, বঙ্গদে শের জমীদারেরা ভূমি হইতে অনেক টাকা পান। এই টাকার অংশ গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাদিগের একান্ত চেষ্টা জন্মিয়াছে। ইনকম টাক্স থাকুক, আর দশ প্রকার কর হউক, তাঁহারা প্রকারা ন্তরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভঙ্গ করিবার চেষ্টা হইতে কখনই বিরত হইবেন না। যদি আমাদিগের এ আশঙ্কা না থাকিত তাহা হইলে সভার প্রস্তাব অসঙ্গত হয় নাই, আমরা মুক্তকণ্ঠে এ কথা কহিতে পারিতাম এই আশঙ্কা থাকাতেই আমাদিগের মতে ইনকম টাক্স উঠাইয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য হইতেছে।

### আর্য্যজাতীয় স্ত্রীলোকদিগের সতীত্ব।

স্ত্রীজাতির যত প্রকার গুণ আছে, সতীত্ব সকলের প্রধান; ইহাই স্ত্রীজাতির অকৃত্রিম অলঙ্কার। পুংজাতীগণ ইহাকে পরম ধন জ্ঞান করিয়া ইহার গর্ব্ব করিয়া থাকেন। কোন দেশে কোন জাতিতে কোন সমাজে ইহার অনাদর নাই। রোমে লুক্রিসিয়ার চরিত্র প্রসিদ্ধ আছে। বলপূর্ব্বক সতীত্ব ভঙ্গ করাতে এই রমণী আত্মহত্যা করেন। এতন্মূলক রাষ্ট্র বিপ্লব উপস্থিত হয়। অন্য অন্য দেশে ইহার সবিশেষ সম্মান আছে সত্য, কিন্তু ভারতবর্ষ এ অংশে অন্য সমুদায় দেশকে জয় করিয়াছে। অন্য অন্য দেশে পতির মৃত্যুর পর পত্যন্তর গ্রহণের বিধি ও ব্যবহার দৃষ্ট হয়। তদ্দর্শনে বোধ হই-তেছে, তদ্দেশবাসিদিগের সংস্কার এই, পতির জীবদ্দশায় তাঁহার অনুগত থাকিয়া ভক্তি শ্রদ্ধা করিলেই পতিব্রতা ধর্ম্ম প্রতিপালন করা হইল, তাহার পর পত্যন্তর গ্রহণে দোষ নাই। কিন্তু ভারত বর্ষীয়েরা সে বিবেচনা করেন না। ইহাঁরা মনে করেন, পতি বিয়োগের পর স্ত্রী যদি পত্যন্তর গ্রহণ করেন, তাহা হইলে পতিব্রতা ধর্ম্মের হানি হইল। এই কারণে পতির মৃত্যুর পর পরাশর বিবাহের যে বিধি দিয়াছেন, তাহা অনাদরোপহত হইয়া রহিয়াছে। শাস্ত্রকারেরা পতির মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্য্যের যে বিধি দিয়াছে তাহাই এদেশে সাধারণ্যে প্রচলিত শাস্ত্রকারেরা এই বিবেচনা করিয়া লেন, পতির মৃত্যুর পর যদি পত্যন্ত গ্রহণের বিধি দেওয়া যায়, তাহা হই পতিব্রতা ধর্ম্ম আলগা হইয়া গেল পতির লোকান্তর গমনের পর অন্য গ নাই, যদি স্ত্রীলোকেরা ইহা জানি পারেন, পতিশুশ্রূষায় অধিকতর অ রক্ত হইবেন, পতি যাহাতে দীর্ঘজী হন, সে চেষ্টা পাইবেন। এই সংস্কারে বশবর্ত্তী হইয়া শাস্ত্রকারেরা ব্রহ্মচর্য্যে প্রাধান্য (১) স্থাপন করিয়া গিয়াছেন ব্রহ্মচর্য্য যে প্রকার কঠোর ব্রত (২ তাহা কাহার অবিদিত নাই। রমণীগণ পত্যন্তর গ্রহণে বঞ্চিত করিয়া শাস্ত্রক রেরা এরূপ কঠোর ব্রতের যে উপদে দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের নৃশ সতা ও অপরিণামদর্শিতাপ্রকাশ পা য়াছে বটে, কিন্তু যদি অনুধাবন করি দেখা যায়, প্রতীয়মান হইবে, এই কঠো ব্রতের বিলক্ষণ উপযোগিতা আছে এদেশে বিবাহক্রিয়া পিতা মাতার মতে হইয়া থাকে। কন্যা মনোমত পতি বর করিতে পারেন না। পুত্রও মনোম স্ত্রীর পাণি গ্রহণে অধিকারী হন না এ ব্যবস্থায় অযোগ্য সংযোগের সম্পূ সম্ভাবনা আছে। অযোগ্য সংযোগ স্থলে পতি বিনা গতি নাই। এ সংস্কার মনে পকারক সন্দেহ নাই। এই সংস্কারে বশবর্ত্তী হইয়া নারীগণ অযোগ্য কুস

---

(১) মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারো হণং বা। বিষ্ণুবচনং।

(২) তাম্বূলাভ্যঞ্জনঞ্চৈব কাংস্যপাত্রে ভোজনং। যতিশ্চ ব্রহ্মচারীচ বিধবাচ বিবর্জ্জ য়েৎ। একাহারঃ সদা কার্য্যো ন দ্বিতীয়ঃ কদাচ পর্য্যঙ্কশায়িনী নারী বিধবা পাতয়েৎ পতিং গন্ধদ্রব্যস্য সম্ভোগো নৈব কার্য্যস্তয়া পুনঃ তর্পণং প্রত্যহং কার্য্যং ভর্ত্তুস্তিলকুশোদকৈঃ স্তুতিরপ্যং

[illegible] পতিকে দেবতুল্য জ্ঞান করিয়া [illegible] করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের [illegible] ও পুরুষ উভয়েই সুখী হইয়া কাল [illegible] করিয়াছেন। মনের অমত্তে পতি [illegible] করিয়া যে অজ্ঞান করা যায় তাহাই [illegible] হইয়া উঠে। দীর্ঘকাল কুরূপের [illegible] করিলে এবং তাহার প্রতি স্নেহ [illegible] হইলে কুরূপকে কুরূপ বলিয়া [illegible] হয় না। মন সন্তুষ্ট থাকিলে কিছু [illegible] অসুখ অভাবের কথা থাকে না। [illegible] বিধবার একাদশী নিরম্বু উপ[illegible] ও আমরণ যে কঠোর বিধি [illegible], তাহাও বিলক্ষণ উপ[illegible] আছে। বোধ কর, বৈধব্যদশা [illegible] হইল, স্ত্রী পত্যন্তর গ্রহণে [illegible] হইলেন, কিন্তু তিনি ভোগসুখ [illegible] হইলেন না; কেবল মিথ্যা [illegible] হইয়া উঠিল। সত্তরে [illegible] করিয়া পাওয়া কি সহজ কথা? এক [illegible] কবি কহিয়াছেন, বিশ্বামিত্র পরাশর [illegible] কেবল জল ও বৃক্ষের গলিত পত্র [illegible], তাঁহারাও সুললিত মুখ [illegible] মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আর [illegible] উত্তম অন্ন ও ঘৃত দধি ভোজন [illegible], তাহাদিগের ইন্দ্রিয় যদি দমনে [illegible], তাহা হইলে বিন্ধ্যাচলও সাগরে [illegible] হইতে পারে (৩)। এ কথা [illegible] নয়। শাস্ত্রকারেরা এই সকল [illegible] করিয়াই বিধবা নারীর [illegible] ব্রতের আদেশ করিয়াছেন। এক্ষণ [illegible] ব্রতের বহু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, [illegible] ভোগ লালসা বলবতী হইয়াছে, [illegible] অনেক বিধবা আহারাদির কষ্ট [illegible] করেন না; সুতরাং অনেক বিধ[illegible] চরিত্রদোষ ঘটিয়াছে।

(৩) [illegible]

ভগবান্ মনু পাতিব্রত্য ধর্মের যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত [illegible]। [illegible] পতি অসচ্চরিত্র হউক, স্বেচ্ছাচারী হউক, নির্গুণ হউক, সাধ্বী স্ত্রী কর্ত্তৃক সতত দেবতার ন্যায় তাহার সেবা করে। স্ত্রীর স্বতন্ত্র যজ্ঞ নাই, ব্রত নাই ও উপবাস নাই। সে পতির যে সেবা করে, তাহাতেই তাহার স্বর্গ হয়। পতি জীবিত থাকুক আর লোকান্তর গত হউক, যে নারী স্ত্রীর পতিলোক প্রাপ্তির ইচ্ছা আছে, তাহার কোন প্রকার পতির অপ্রিয় কার্য্য করা উচিত নয়। নারী স্ত্রী পতির মৃত্যুর পর পুষ্পমূল ফল দ্বারা দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, পরপুরুষের নামও গ্রহণ করিবে না। পতি লোকান্তরগত হইলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বিনী সাধ্বী স্ত্রী পুত্রহীনা হইলেও স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। যে নারী মনে পতি ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানে না, বাক্যে পতি ভিন্ন অন্য কাহার কথা কয় না, দেহে পতি ভিন্ন অন্য কাহার সংস্পর্শ করে না, সেই স্ত্রী ভর্তৃলোক প্রাপ্ত হয়, পণ্ডিতেরা তাহাকেই সাধ্বী বলিয়া থাকেন (৪)।

স্ত্রীলোকেরাও যে এই উপদেশের অনুসরণ করেন, তাঁহারা পতিকেই যে দেবতা জ্ঞান করেন, তাহার ভূরি প্রমাণ আছে। রামচন্দ্র সীতাকে গৃহে রাখিয়া বনগমনে উদ্যত হইলে সীতা তাঁহাকে

(৪) [illegible]

সম্বোধন করিয়া কহিলেন আর্য্যপুত্র! পিতা মাতা ভ্রাতা পুত্র ও বান্ধবগণ ইহলোকে ও পরলোকে স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন, কেবল পতি পরায়ণা পত্নীই পতির ভাগ্য ভোগ করিয়া থাকে। অতএব তুমি যেখানে যাইবে, আমিও সেইখানে যাইব। আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, তোমা ব্যতিরেকে আমি স্বর্গে বাস করিতে ইচ্ছা করি না। তুমি আমার নাথ, তুমি আমার গুরু, তুমি আমার পতি, তুমি আমার দেবতা, আমি তোমার সহিত যাইব এই আমার দৃঢ় নিশ্চয়। তুমি যদি দুর্গম কণ্টকিত বন গমনে উদ্যত হইয়া থাক, আমি কুশকণ্টক মর্দ্দন করিয়া তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব। পিতা পুত্র মাতা ও সুহৃদগণ উঁহারা নারী স্ত্রীর গতি নন, কেবল এক পতিই পরম গতি। অট্টালিকা প্রাসাদ প্রভৃতি আশ্রয় অপেক্ষা তোমার চরণরূপ আশ্রয় আমার শ্রেষ্ঠ, ইহা স্বর্গ অপেক্ষাও উত্তম (৫)।

এক দিন সত্যভামা দ্রৌপদীকে কহিলেন, দ্রৌপদি! তুমি কি করিয়া পাণ্ডবদিগকে বশ করিয়া রাখিয়াছ? পাণ্ডবেরা লোকপালতুল্য যুবা বীরপুরুষ, ইঁহারা তোমার বশীভূত হইয়া আছেন, কখন তোমার উপরে কুপিত হন না, সর্ব্বদা তোমার মুখ চাহিয়া থাকেন, অতএব তুমি ইহার তত্ত্ব আমাকে বল। তোমার কি কোন তপস্যা ব্রত মন্ত্র ঔষধ অথবা বিদ্যা ও [illegible] আছে,

(৫) আর্য্যপুত্র! [illegible]

[illegible] বলে পাণ্ডবেরা তোমার বশ[illegible] হইয়া আছেন। আমাকে বল, আমি [illegible] করি। [illegible] আমার বশ[illegible] হইয়া [illegible]। এই কথা কহিয়া [illegible] বিরত হইলেন। দ্রৌপদী [illegible] সত্যভামা! তুমি [illegible] আচরণের কথা [illegible]। [illegible] যদি [illegible] সম্ভ্রম [illegible] তাঁহাকে [illegible] চেষ্টা পাইতেছ। [illegible]

[illegible] আমি [illegible] ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া [illegible] পরিচর্য্যা করি। আমি কখন [illegible] দুর্ব্বাক্য কহি না, [illegible] অশুচি [illegible] অবস্থান [illegible] করি না। [illegible] আমি পাণ্ডব ভিন্ন [illegible] করি না। স্বামী [illegible] আমি [illegible]। স্বামী [illegible] আগমন করিলে আমি [illegible] তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করি। [illegible] আমি [illegible] ভালবাসি না; [illegible]

উৎকৃষ্ট বসন ভূষণাদি ধারণ করি না এবং কখন উহাদের নিন্দা করি না (১)।

[illegible]

[illegible]

ভিন্ন বিভাগের বজেট আর [illegible] কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত [illegible]য়াছে। [illegible] বজেট করিবার অর্থ [illegible] যে, সাধারণ ধনাগার হইতে [illegible] কোন [illegible] ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট [illegible] অবশিষ্ট টাকা স্বেচ্ছামত দান করিবেন। বঙ্গ দেশের আয় ১৮ কোটি টাকা; [illegible] প্রকৃত শাসন কার্য্যের নিমিত্ত ১,৪১[illegible] ৪০০০ টাকা আছে। ইহার মধ্যে সাধারণ ধনাগার হইতে ১,১৮,৮২,০০০ টা[illegible] মাত্র দেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট টা[illegible] স্থানীয় কর হইতে লইতে হইবে। [illegible] নটি নিম্নে প্রকাশিত হই —

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | ১৮৭২ সালের ৩১ এ মার্চ পর্য্যন্ত [illegible] | [illegible] সাধারণ ধনাগার [illegible] | [illegible] ১৮৭২।৭৩ [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

আর বৎসর অপেক্ষা এবার শিক্ষা [illegible]

ভাগের নিমিত্ত, ৬২,১০০ এবং জুমন [illegible] র্য্যের জন্য ১৩,০০০ টাকা অধিক ব্যয় হইবে। এ দেশে পুলিসে ১,২৩৩০০ স্থলে ৫৯,০০০ রেজিষ্টরীতে ৪৩,৩৯৩, [illegible] ৩৯,০০০ এবং পবলিক [illegible] বিভাগে ৪৬৩৯ টাকা ব্যয় কমান হইয়াছে। রেজিষ্টরির বিভাগের ব্যয় বাড়িবার উদ্দেশ্য এই, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই বিভাগ হইতে ৬০,০০০ টাকা অধিক আয় হইবে বিবেচনা করিয়া টাকা দিয়াছেন। কিন্তু তাহা অপেক্ষা অনেক কম হইয়াছে। পুলিসের [illegible] সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদের সংখ্যা [illegible] কমান হইবে। শিক্ষা বিভাগে [illegible] টাকা [illegible] হইয়াছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, যে প্রদেশ হইতে সমুদায় সাম্রাজ্যের তৃতীয়াংশ রাজস্ব আদায় হয়, তাহার প্রকৃত কল্যাণার্থে কি দেড় কোটি টাকা ব্যয় পর্য্যাপ্ত হইতে পারে? বজেটের হিসাবগুলির আর একটি [illegible] বিভাগগুলি থাকিলে না থাকায় পৃথক পৃথক করিয়া দেখান কর্ত্তব্য ছিল [illegible] লক্ষ টাকা লিখিত হইয়াছে। কত টাকা প্রকৃত শাসন কার্য্যে আর কত টাকাই বা বিচার কার্য্যে ব্যয় হয়, তাহা জানিবার উপায় নাই। [illegible] কত সকল হইতে কত আয় হয়? মিউনিসিপালিটি ফণ্ড, টোল প্রভৃতির আয় ব্যয় স্বতন্ত্র করিয়া লিখিয়া দেখান হয় নাই কেন? নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃগণ [illegible] কাজ করিতে ভাল বাসেন। আমাদিগের আশা ছিল, প্রাদেশিক বজেট [illegible] সাহেব বিস্তারিতরূপে হিসাব [illegible] সঙ্কুচিত হইবেন না এবং বজেটে [illegible] বিস্তারিত [illegible] হিসাব [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] প্রস্তুত করিবেন। যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা কোন [illegible] আর কোন [illegible] বা আবশ্যক? বজেটের মোট আয় কত? কোন সূত্র হইতে কত টাকা আসিবে? কোন বিষয়ে কি ব্যয় হয়? যদি ব্যয় বৃদ্ধি বা কমান হয়, তাহাই বা কেন হয়? এ সমস্ত জানিবার উপায় নাই।

---

## নূতন পুস্তক।

১। [illegible] প্রথম ভাগ। শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণমোহন মল্লিক [illegible] সঙ্কলিত। [illegible] বাণিজ্য [illegible] হইয়াছে। [illegible] অবস্থার [illegible] যে বিষয়ের সুবিধা হইলে দেশের বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়, এক্ষণে তাহার অনেকেরই সাহায্য হইয়াছে। [illegible] বিস্তর সুবিধা হইয়াছে, অতএব বৃদ্ধির সহিত লোকেরও [illegible] পরিবর্ত্ত হইয়াছে, যাহারা ক্রমে বাণিজ্যে উৎকর্ষ লাভ করিতেছে। তবে পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে সকল দ্রব্যের বাণিজ্য [illegible], এক্ষণে [illegible] যে উন্নতি হইয়াছে এরূপ নয়। কোন কোন টীর অবনতিও হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে সূতার বাণিজ্য যেরূপ [illegible] হইয়াছে এমন আর কোন দ্রব্যই নয়। পূর্ব্বে [illegible] অন্য দেশ হইতে সূতা ও বস্ত্রাদি ভারতবর্ষে আমদানী হইত না। [illegible] কাটিত, সেই সূতায় বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া [illegible] অভাব মোচন হইত। [illegible]

[illegible]

মাত্র আমদানী হয় [illegible] সূতার [illegible] ক্রমে ভারতবর্ষে [illegible] বাণিজ্য [illegible] কৃষ্ণমোহন বাবুর [illegible] সূতার আমদানী [illegible] টাকার সূতা [illegible]

[illegible]

দেশের গ্রীষ্ম বর্ষা প্রভৃতির বর্ণন করা হইয়াছে। উহার রচনা প্রণালী যেমন সুন্দর, কবিতা গুলিও সেইরূপ কোমল মিষ্ট ও বিলক্ষণ ভাবাবিষ্ট হইয়াছে।

## বিবিধ সংবাদ।

১১ ই চৈত্র সোমবার।

আলিপুর ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যালয়ের সম্পাদক বাবু [illegible] গুপ্ত কৃতজ্ঞতা স্বীকারপূর্ব্বক লিখিয়াছেন, লাখুটিয়ার রাজা যোগীন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুর উক্ত বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনার্থ ৫০ টাকা দান করিয়াছেন।

সেহালা বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষক বাবু [illegible] চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক লিখিয়াছেন, সম্প্রতি [illegible] রাণী শরৎসুন্দরী উহাকে ১০ টাকা পারিতোষিক প্রদান করিয়াছেন।

[illegible] বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন, [illegible] উক্ত বিদ্যালয়ের উন্নতি বিধানার্থ ১০ টাকা দান করিয়াছেন।

—[illegible] বলেন, আমেরিকার এক ব্যক্তি তাহার সম্পত্তি অন্যের নিকট বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার করিয়াছিল। কিন্তু গত বৎসরে তাহার মাথে পাগল উপস্থিত হয়। সে উকিলকে নিযুক্ত করিয়া আপনার সম্পত্তির চেষ্টা পায়, উকিল তাহাকে পাগলা গারদে স্থান করিতে পরামর্শ দেয়। এবং আদালতের নিকট পাগল বলিয়া পরিচয় দিয়া তাহার সম্পত্তি রক্ষা করেন। মকদ্দমা শেষ হইলে পর উকিল আপনার পরিশ্রম চাহেন। মক্কেল বলিল আপনি বলিয়াছেন আমি পাগল আমার আবার সম্পত্তি কোথায়? যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল!!

গত ১৬ এ মার্চ্চ [illegible] ফিরিঙ্গী [illegible] হইয়া [illegible] সংস্কার [illegible]।

[illegible] মার্চ্চ [illegible] বিদ্যালয়ের [illegible] হইয়াছে [illegible] করেন। [illegible]

[illegible]

বর্ষার্থ উকিলদের যে সকল প্রস্তাব [illegible] হয়, তদনুসারে গবর্ণমেন্ট গেজেটে [illegible] সংবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে। গবর্ণমেন্ট গেজেট মুদ্রিত করিতে কি কালবিলম্ব করিতে হয় না?

গত সোমবার লেফটেনেন্ট গবর্ণরের বোম্বাই হইতে ইংলণ্ড যাত্রা করিবার কথা ছিল।

আমাদিগের গবর্ণমেন্ট ৫৫ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে কর্ম্মচারিদিগকে অবসৃত করিবার যে নিয়ম করিয়াছেন, হলাণ্ডের কোম্পানির সেই নিয়ম অনুসারে আপনার কয়েক জন কর্ম্মচারীকে পেন্সন দিয়া বিদায় দিয়াছেন। [illegible] না করিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের কার্য্যের অনুকরণ করা ক্রমে এতদ্দেশীয় রাজগণের একটী রোগ দাঁড়াইতেছে।

বোম্বাইয়ে গত বৎসর উৎসবের পর্ব্বে কোন গোলযোগ উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কা করিয়া কতগুলি সৈন্য প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল। এবার মহরমে কলিকাতার মুসলমানদিগকে লাঠি ও তলবার খেলিতে দেওয়া হয় নাই। গবর্ণমেন্টের নিষেধাজ্ঞা ক্রমেই বলবতী হইয়া উঠিতেছে।

১৪ ই চৈত্র মঙ্গলবার।

সম্প্রতি ত্রিহুতের অন্তর্গত তাজপুর উপবিভাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট [illegible] সাহেবের নিকট একজন রাজপুতের মকদ্দমা উপস্থিত হয়। [illegible] সাহেব বিচার করিয়া ঐ ব্যক্তির দণ্ডাজ্ঞা দিলে পর সে জিজ্ঞাসা করিল, ঐ দণ্ডাজ্ঞার অন্যথা হইবে কি না? অন্যথা হইবে না শুনিবামাত্র সে স্বীয় উষ্ণীষ মাজিষ্ট্রেটের গলদেশে দিয়া তাহাকে টানিতে পাতিত করিল। সৌভাগ্যক্রমে উহার হস্তে তরবারি ছিল না। কারণ চাপরাসি আসিয়া পড়াতে মাজিষ্ট্রেট উহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া লিখিয়াছেন, পারসিয়ার [illegible] সহিত তুর্কির নানা গোলযোগ ঘটিতেছে। পারসিয়ানেরা [illegible] গ্রহণ করিয়াছেন। পারসিয়ান সেনাপতি [illegible] খাঁ পারসিয়ান কর্ম্মচারিদিগের [illegible] লইয়া গিয়া অধিকার করিয়াছেন, এবং [illegible] পারসিয়ানদিগের। পারসিয়ানেরা [illegible] প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার [illegible] ব্যবহার করিতেছে। [illegible] যাছে। তাহারা বলে, এ বিষয়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের হস্তার্পণে তাহারা ভীত নয়। [illegible] তুর্কি উক্ত স্থান উদ্ধারার্থ সৈন্য প্রেরণ [illegible] য়াছেন। [illegible] খাঁ [illegible] ব্রিটিশ এজেন্টকে বলিয়াছেন, ব্রিটিশ যদি [illegible] তুর্কিকে ক্ষান্ত না করেন, তাহা হইলে [illegible] খাঁকে বলিয়া [illegible] সৈন্য [illegible] করিবেন।

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের একজন [illegible] ব্রাহ্মণ শিবপুরে রহিয়াছে। এ ব্যক্তি [illegible] মধ্যে চতুর্দ্দশ বর্ষ পর্য্যন্ত এক [illegible] করিয়া তপস্যা থাকে। সমস্ত দিন এই [illegible] মধ্যে উপাসনা করে। ইহার সঙ্গে ১২ [illegible] চেলা আছে, উহারা রাত্রিকালে উহার [illegible] সাক্ষাৎ করে। জিজ্ঞাসা করিলে [illegible] ব্রহ্মা উহাকে এরূপ করিতে আদেশ [illegible] ছেন এবং সকল লোকের পুণ্যের [illegible] তের মঙ্গলার্থ ব্রহ্মা শীঘ্র আগমন [illegible] বেন। এ ব্যক্তির প্রতি পুলিসের দৃষ্টি [illegible] কর্ত্তব্য।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে করাচি হইতে [illegible] ৬৮০০০ টাকা মূল্যের ৫৭২৪ গাইট তু[illegible] বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে।

১৫ ই চৈত্র বুধবার।

আমরা ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পাঠে অবগত হইলাম, লুধিয়ানার ডেপুটি কমিশনর কোয়ান সাহেব কর্ম্মে স্থগিত হইলে মেয়র পার্সন্ স্থলাভিষিক্তরূপে নিযুক্ত হন, এক্ষণে পার্সন স্থায়ীরূপে এ পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। দিল্লী গেজেটে লিখিত হইয়াছে, ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া কোয়ান সাহেবের বিরুদ্ধে লিখিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ফ্রেণ্ডের নামে নালিশ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া [illegible] ভীত নহেন। কোয়ান সাহেব বিনা বিচারে ৪৯ জন লোককে কামানে উড়াইয়া দিয়াছেন সেই কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহার প্রতি দোষারোপ করাতে তিনি নালিশ করিবার [illegible]

স্তিলাষ করিয়াছেন, এটী অনন্য নিষ্ঠুরা- ই সন্দেহ নাই।

পাটনার মৃত নবাব নাদির আলী খাঁর কে মাসিক ২৪০ টাকা পেন্সন দিবার অনু ত হইয়াছে।

নিয়ম হইয়াছে, ভারতবর্ষের রেলওয়ে ত্রেই আরোহীরা নোট দিয়া টিকিট লইলে । যে কোন বিভাগের নোট হউক না কেন টসন মাষ্টারদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।

শুনা যাইতেছে, লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের াইবেট সেক্রেটারি বীডন সাহেবের পদে ল, জনসন সাহেব নিযুক্ত হইবেন।

এবার মহরম উপলক্ষে ভারতবর্ষের কান স্থানে কোনরূপ গোলযোগ হয় নাই।

ওয়েষ্টলাণ্ড সাহেবের অনুপস্থিত ালে ডি, এম, বার্কার সাহেব রাজস্ব বিভা া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি ত্তর সেক্রেটারি হইবেন।

চন্দন নগরে আর একটী ঘুরকি খেলা ইবার কথা হইতেছে।

শুনা যাইতেছে, চর্ক্বা ষ্টেসন সাহিত্য ইতে মিরট বিভাগে যাইবে।

বীজনগ্রামের রাজা বারাণসীতে গঙ্গা ারাপার হইবার জন্য একখানি ক্ষুদ্র বাষ্পীয় তরি দান করিতেছেন। এখানি ঘুরেজ খাল দিয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হই- য়াছে। ইহা ঘণ্টায় প্রায় ৫ ক্রোশ যাইতে পারে। স্থির হইযাছে, ইহাতে ৩০ জনের অধিক লোক লওয়া হইবে না।

অমৃতসর হইতে এক টেলিগ্রাম আসি- য়াছে, তত্রত্য প্রধান প্রধান শিখেরা খোকা দিগের কার্য্যের প্রতি ঘৃণা এবং আপনা- দিগে রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়া পঞ্জাবের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরকে এক পত্র লিখিয়াছেন।

১৬ ই চৈত্র বৃহস্পতিবার।

ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস বলেন, ১৮৫৭ অব্দের যে বিখ্যাত বিদ্রোহী রুস্তল সিংহকে ধরিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট ৫ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন, ঐ ব্যক্তি মধ্য প্রদেশের এক পুলিষ কর্ত্তৃক ধৃত হয়, কিন্ত একণে পলায়ন করিয়াছে।

হিন্দু রিফর্ম্মার লার্ড মেয়োর স্মরণার্থ প্রত্যেক জেলাতে অন্ততঃ প্রত্যেক প্রেসি ডেন্সিতে এক একটী শিল্প বিদ্যালয় স্থাপ নের প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রস্তাব মন্দ নয় বটে, কিন্ত কেবল প্রস্তাব হইলেই কি হইবে।

কর্ণূল প্রদেশে ব্যাঘ্রের অত্যন্ত ভয় হওয়াতে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট এক একটী ব্যাঘ্র বধের নিমিত্ত ৩০০ টাকা পুরস্কার দান ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন।

একখানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, ৫০ জন ডাকাইত ভূমি ও সাশাপুরে ডাকা ইতি প্রভৃতি করিয়া বেড়াইতেছে। পুলিষ কি নিদ্রিত আছেন?

সম্প্রতি বরদার গুইকুমার যে লোকসংখ্যা করেন, তাহাতে বরদার অধিবাসীর সংখ্যা ১৩০০০০ স্থির হইয়াছে।

খোকাদিগের গুরু রামসিংহ ১৬ ই মার্চ রেঙ্গুনে উপস্থিত হইয়াছেন।

গত ১২ ই চৈত্র অপরাহ্ণ ৪৪ ঘটিকার সময় কলিকাতা বেনেটোলা ব্যায়াম প্রদ র্শনী সভার চতুর্থ সাম্বৎসরিক অধিবেশন ও পারিতোষিক দান কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে অনুমান ৪।৫ শত লোক উপস্থিত ছিলেন।

মেদিনীপুর হইতে একব্যক্তি লিখিয়া- ছেন, গত ২৪ এ মার্চ্চ মধ্যাহ্ন কালে স্কুল বাজার নামক ৺ রামগোবিন্দ বাবুর বাজারে অগ্নি লাগিয়া প্রায় ৩।৪ শত গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে। ইহাতে প্রায় ১২।১৩ হাজার টাকার দ্রব্যাদি নষ্ট হয়। অনেকেই সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। ইনি আরো লিখিয়াছেন, ওলাউঠিনবা নিবন্ধন তত্রত্য আদালত প্রভৃতির কার্য্য প্রাতঃকালে নির্ব্বাহিত হই তেছে। এবার সর্ব্বত্রই ভয়ানক গ্রীষ্ম হই- য়াছে। আজিও চৈত্রমাসের শেষ হয় নাই, এখনই এমন গ্রীষ্ম হইয়াছে যে বেলা ৯।১০ টার পর আর গৃহের বাহির হওয়া যায় না।

বোম্বাইয়ে "আর্গস" নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রচারিত হইবার কথা হইতেছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট পারস্য ভাষায় লিখিত পুস্তক সকলের সংগ্রহার্থ ১০ হাজার টাকা ব্যয়ের অনুমতি দিয়াছেন।

খাকইপুরের জাতীয় হিন্দু মেলার সহ কারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল বসু কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, মহারাণী স্বর্ণময়ী উক্ত মেলায় ৩০ টাকা সাহায্য দান করিয়াছেন।

১৭ ই চৈত্র শুক্রবার।

বোম্বাইর স্বাস্থ্য কমিশনর করাচি এবং হায়দ্রাবাদ পরিদর্শনার্থ গমন করিয়াছেন।

সম্প্রতি আলীপুর জেলে আর এক গোল যোগ হইয়া গিয়াছে। ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই। যাহারা ইহার প্রধান উদ্যোগী তাহাদিগকে একণে প্রেসিডেন্সি জেলে রাখা হইয়াছে।

১লা মার্চ্চ ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে।

১৮৭১—৭২ অব্দের প্রথম ১০ মাসের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার বাণিজ্য সংক্রান্ত হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৭০—৭১ অব্দে সমুদায়ে ২৮১০৯৩০৩৮ টাকার এবং ১৮৭১ ৭২ অব্দে ২৬১৪৪৮৭৫৬ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী এবং ৪৫১৯২৩৫৯৭ টাকার ও ৫০২০০৩৯৬২ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানি হয়। আমদানী শুল্কে ৩৫৮৯৭১৮১ ও ৩ ১৭৮৫৪৪ টাকা এবং রপ্তানী শুল্কে ৪৫১ ১১৮ ও ৫০৩৪২৯৭ টাকা সংগৃহীত হয়।

সেদিন বর্দ্ধমান অধিপতির কালনাস্থ ভবনে দুটী সভা হইয়া গিয়াছে। প্রিন্স অব ওয়েল সের আরোগ্য নিবন্ধন উপাসনার্থ প্রথম সভার অধিবেশন হয়, দ্বিতীয় সভার অনু ষ্ঠান লার্ড মেয়োর মৃত্যু জন্য শোক প্রক শার্থ হয়। এই শেষোক্ত সভায় লার্ড মেয়োর স্মরণার্থ "মেয়ো পুস্তকালয়" নামে এক পুস্তকালয় স্থাপনার্থ চাঁদা সংগ্রহের প্রস্ত হয়।

১৮ ই চৈত্র শনিবার।

লার্ড এক্ উলিক ব্রাউন বেঙ্গল কাউ ন্সের একজন সভ্য হইয়াছেন। প্রেস পদ ত্যাগ করিয়াছেন।

সাওতাল পরগণা নিয়ম বহিভূ প্রদেশ হইল বলিয়া কলিকাতা গেজে প্রকাশিত হইয়াছে।

মধ্য প্রদেশে বসন্তের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

কলিকাতার উত্তর বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট ডবলিউ কর্নেল চট্টগ্রাম, ঢাকা ও বাখরগঞ্জের প্রতিনিধি অতিরিক্ত ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ হইয়াছেন।

শিয়ালদহ ও হাবড়ার ছোট আদালত আর এক জজের অধীনে থাকিতেছে না। শেষোক্ত বিচারালয় হুগলী ও শ্রীরামপুর ছোট আদালতের জজের অধীন হইতেছে।

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
আদেশানুসারী
নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১০ এ মার্চ্চ। ত্রিহুতের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর মুন্সী ঈশ্বরীপ্রসাদ মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

২২ এ মার্চ্চ। এ. সি মেকারিচ যিনি সম্প্রতি ঢাকা বিভাগের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন, সিলেটে রহিলেন।

১৩ এ মার্চ্চ। আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন গঙ্গলি যে কিছুদিনের জন্য বারাণসীর অফিমের এজেণ্টের প্রতিনিধি প্রিন্সিপল আসিষ্টাণ্ট হইবেন।

সি. বি. গারেট বাহাদুর প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টেণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন, তিনি আপাততঃ উক্ত বিভাগের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি থাকিতে হইবে।

ই. এম. রিলি ময়মনসিংহ উপবিভাগের আবুয়ারাদের সব রেজিষ্টার হইবেন।

প্রথম শ্রেণীর রেবেনিউ সর্বের আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কাপ্তেন ই. ডবলিউ সামুয়েলস ১৮৩৩ অব্দের ৯ আইন অনুসারে হাজারিবাগ এবং লোহার ডগার অন্তর্গত টোরি পরগণার ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

২৬ এ মার্চ্চ। সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সি, ই ক্রফোর্ড মারিংটন নদীয়ার অন্তর্গত চুয়াডাঙ্গা উপবিভাগের ভার পাইবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে. হোয়াইট সাহেব পাটনার অন্তর্গত বহর উপবিভাগের ভার পাইবেন।

চম্পারণের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ধনেশচন্দ্র রায় কিছুদিনের জন্য সাহাবাদে রহিলেন।

ডবলিউ কারেল পূর্ণিয়ার প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টেণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন। তিনি কিছু দিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীতে উক্ত বিভাগের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি থাকিতে হইবে।

বাবু দ্বারকানাথ রায় যিনি সম্প্রতি রাজসাহী বিভাগের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইয়াছেন, বোগড়ায় রহিলেন।

বাবু জগচ্চন্দ্র গাঙ্গুলি মেদিনীপুরের আবুয়ারাদের বিশেষ সব রেজিষ্টার হইবেন।

সি. সি. উড চট্টগ্রামের আবুয়ারাদের বিশেষ সব রেজিষ্টার হইবেন।

আর. পগসন কিছুদিনের জন্য চট্টগ্রামের আবুয়ারাদের বিশেষ সব রেজিষ্টারের প্রতিনিধি হইবেন।

এচ. এল. ডাম্পিয়ার
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার ও রাজনীতি বিভাগ।

১৮ ই মার্চ্চ। আর. ভি কক্রেল ১৮৭০ অব্দের ১০ আইনের ৩ ধারানুসারে ভূমি গ্রহণ বিষয়ক আইনের ৩ ও ৪ ধারানুযায়ী মকদ্দমার বিচারার্থ হাবড়ার জজের কার্য্য করিবেন।

১৯ এ মার্চ্চ। ডবলিউ কর্নেল (এম. এ) কিছুদিনের জন্য চট্টগ্রাম, ঢাকা ও বাখরগঞ্জের প্রতিনিধি অতিরিক্ত ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

২০ এ মার্চ্চ। সি. পি এল. মেকলে কিছুদিনের জন্য চতুর্থ শ্রেণীস্থ বাহাদুর ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইবেন।

ভাগলপুরের সেণ্ট্রাল জেলের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন এ. এস. লেথব্রিজ কিছুদিনের জন্য নিজকার্য্য ভিন্ন ভাগলপুরের সিবিল আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের প্রতিনিধি হইবেন।

সি. বি. লিবেঞ্জুরি জামালপুরের একজন মিউনিসিপাল কমিশনর হইবেন।

২১ এ মার্চ্চ। জে. জি চারলস কিছুদিনের জন্য কলিকাতার একজন প্রতিনিধি পুলিষ মাজিষ্ট্রেট হইবেন। ইনি আরো ১৮৫৯ অব্দের ২ আইনের ৪ ধারানুসারে কলিকাতার একজন জষ্টিস অব দি পিস হইবেন।

২২ এ মার্চ্চ। বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার শীল কিছুদিনের জন্য মুরসিদাবাদের সুবর্ডিনেট জজ এবং মুরসিদাবাদ ও বহরমপুরের কাণ্টোনমেণ্ট ছোট আদালতের জজের প্রতিনিধি হইবেন।

বাবু প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য দিনাজপুরের সুবর্ডিনেট জজের প্রতিনিধি হইবেন।

মৌলবী আবদুল আজিজ কিছুদিনের জন্য ভাগলপুরের অন্তর্গত সোনবর্ষের দাতব্য চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধানার্থ সভার প্রতিনিধি সেক্রেটারি হইবেন।

২৬ এ মার্চ্চ। জে এ রুপজিল কিছুদিনের জন্য মেদিনীপুরের প্রথম শ্রেণীস্থ ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইবেন।

বাবু দীননাথ দাস কিছুদিনের জন্য মেদিনীপুরের অন্তর্গত গড়বেতার মুন্সেফের প্রতিনিধি হইবেন।

তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন রাম কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য হাপরার সিবিল ষ্টেশনের চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

মৌলবী আহম্মদুল্লা কিছুদিনের জন্য বর্দ্ধমানের পূর্ব্ব বারমাজার মুন্সেফের প্রতি[নিধি] হইবেন।

বাবু কৈলাসচন্দ্র মজুমদার কিছুদিনের জ[ন্য] দিনাজপুরের অন্তর্গত গঙ্গারামপুরের মুন্সে[ফের] প্রতিনিধি হইবেন।

বাবু নীলমাধব সামন্ত কিছুদিনের জন্য [মুর]সিদাবাদের সদর মুন্সেফের প্রতিনিধি হইবেন।

সি. বার্নাড
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

## ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২০ এ মার্চ্চ। কমন্স বাটীতে সার [চার্লস] ডিলকি কোর্টের আয় ব্যয়ের হিসাব দা[খিলের] প্রস্তাব করেন। মাডষ্টোন ইহার প্রতি[বাদ] করেন। ইহাতে ভয়ানক গোলযোগ উপস্থি[ত] হয়। অনেকে সভা হইতে উঠিয়া যান। ২[...] জনের মতে ও ২ জনের অমতে উক্ত প্র[স্তাব] অগ্রাহ্য হয়।

লণ্ডন ২০ এ মার্চ। গত রাত্রিতে ক[মন্স] বাটীতে যে গোলযোগ হয়, এ. হার্কোট সার [চার্]লস ডিলকির প্রস্তাবের সহায়তার জন্য [...] করাতেই তাহা ঘটিয়াছে।

রুসীয়া সিবাষ্টোপলে পুনর্ব্বার বা[...] প্রস্তুত করিবার মানস করিয়াছেন।

লণ্ডন ২২ এ মার্চ্চ। ইণ্ডিয়া আফিস মৃ[ত] বিচারপতি নর্ম্মানের স্ত্রীকে ৫ হাজার টা[কা] পেন্সন প্রদান করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৫ এ মার্চ্চ। লার্ড চান্সেলর আগা[মী] ১১ ই এপ্রেল একটী প্রধানতম আপীল আ[দা]লত স্থাপনের জন্য প্রস্তাব করিবেন।

লণ্ডন ও উত্তর পূর্ব্ব প্রদেশ সমূহে ভয়ান[ক] তুষার বর্ষণ হইয়া গিয়াছে।

রাজ্ঞী জর্ম্মিনিতে গিয়াছেন।

প্রিন্স অব ওয়েলস পুত্র কলত্র স[হ] নির্ব্বিঘ্নে রোমে উপস্থিত হইয়াছেন।

লণ্ডন ২৭ এ মার্চ্চ। বজেটে প্রকাশিত [হই]য়াছে, ১৮৭১ অব্দের মার্চ্চে যে বৎসরের শে[ষ] হয় সেই বৎসরে ৭১৭২০০০০ টাকা ব্যয় হ[য় ও] ৭৪৫৩৫০০০০ টাকা আয় হইয়াছিল। ১৮৭[...] ০০০০ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। আগামী বৎস[রে] ৭১৩১৩০০০০ ব্যয় ৭৪৯১৫০০০০ আয় এ[বং] ৩৬০২০০০০ টাকা উদ্বৃত্ত অনুমিত হইয়াছে।

লণ্ডন ২৫ এ মার্চ্চ। গত কল্য সভা[...] আয় ব্যয় বৃত্তান্ত আলোচনার সময় লোই সা[হেব] বলিয়াছেন, ৮৫৯ অব্দ অবধি জাতিসাধার[ণের] ঋণের ১২৭৪০০০০০ টাকা পরিশোধিত হ[ই]য়াছে।

অদ্য রাজ্ঞী .... চার্লর্গে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। রাজ্ঞী পারিসে অপেক্ষা না করিয়া একবারে ...র্ণী নছে গমন করিবেন।

লণ্ডন ২৬ এ মার্চ। পার্লিয়ামেন্টে গ্লাডষ্টোন সাহেবের জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, রাজকোষ হইতে ... সম্বন্ধে বৃত্তি দেওয়া যাইতে পারে কি না? ...লাই সাহেব বলিয়াছেন, তিনি এ বিষয়ে পরা... র্শ করেন নাই বলিয়া কিছু বলিতে পারেন না।

অদ্য সমুদায় বিদেশীয় মন্ত্রী বর্ত্তমান বাণিজ্য বিষয়ক সন্ধি সকল যথানিয়ম পালন করিবার নিমিত্ত জিদ করেন।

লণ্ডন ২৫ এ মার্চ। কলিকাতা হইতে যে ...বেল ১ লা মার্চ এবং বোম্বাই হইতে ৪ ঠা মার্চ যাত্রা করে অদ্য তাহা লণ্ডনে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

লণ্ডন ২৭ এ মার্চ। পার্লিয়ামেন্ট ৪ ঠা ...প্রেল পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়াছে। রাজ্ঞী বেডেন বেডেনে উপনীত হইয়াছেন।

## প্রেরিত।

মানাবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! অদ্য শিক্ষা বিভাগের ব্যয় সংকোচ বিষয়ক প্রস্তাবটী আমাদের আলোচ্য বিষয় হইল। আগামী বৎসরের আয় ব্যয় স্থির করিবার সময় অদূরবর্ত্তী হইয়াছে। সুতরাং এ প্রস্তাব এ সময়ে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত শিক্ষা বিষয়ে যে ব্যয় ভার বহন করিয়া আসিতেছিলেন, তাহার কিয়দংশ কমান হইবে, ইহা এক প্রকার স্থির হইয়া গিয়াছে। কি ভাবে কার্য্য করিলে, এতন্নিবন্ধন শিক্ষা বিভাগের মূলে আঘাত না পড়ে, তাহার উপায় অবধা...রণ করা এখন বিধেয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন। কেহ বলিতেছেন, স্কুল ইনস্পেক্টরদের পদ তত প্রয়োজনীয় নহে। তাহা উঠাইয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত। কেহ বা আবার ডেপুটী ইনস্পেক্টরদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন। কিন্তু আমাদের দৃষ্টি অন্য দিকে পতিত হইতেছে। ইহা নর্মাল স্কুলগুলির দিকে প্রধাবিত হইল।

বিবিধ নর্মাল স্কুল আছে। প্রথম শ্রেণীর নর্মাল স্কুলে উচ্চ অঙ্কের শিক্ষা দেওয়া হয়। অপর শ্রেণীর নর্মালে অতি সামান্য সামান্য বিষয়ের অধ্যাপনা হইয়া থাকে। এমন কি, এখানকার ছাত্রেরা ক্ষেত্র তত্ত্বের ১ ম অধ্যায়, সীতার বনবাস প্রভৃতি পুস্তক ভিন্ন অধিকতর কঠিন বিষয়ে শিক্ষা প্রায়ই পায় না। এ ছাত্রদের অধ্যয়ন কাল এক বৎসর মাত্র নির্দ্দিষ্ট আছে। এ স্কুল গুলির অন্যতর নাম গুরু ট্রেণিং স্কুল। উচ্চ শ্রেণীর নর্মাল বিদ্যালয়ে যাহাদের অধ্যয়ন সম্পাদন হয়, প্রায়ই তাঁহারা মধ্যম শ্রেণীর বঙ্গ বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিতের পদ পূরণ করিয়া থাকেন। নিম্ন শ্রেণীর নর্মাল স্কুলের ছাত্রেরা পূর্ব্বতন গুরুমহাশয়দিগের স্থলাভিষিক্ত হয়েন। সামান্য পল্লী গ্রামের পাঠশালাগুলি তাহাদের হস্তে অর্পিত হয়। মধ্য শ্রেণীর বঙ্গ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাঠ্য বিষয় তাদৃশ কঠিন নহে। ক্ষেত্রতত্ত্বের ১ ম অধ্যায়, সমগ্র পাটীগণিত সীতার বন বাস বা চারুপাঠ তৃতীয় ভাগ, এ সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উচ্চতম পাঠ্য বিষয় মধ্যে পরিগণিত হয়। অপর, পল্লীগ্রামের পাঠশালার শিক্ষণীয় বিষয় অতি সামান্য থাকে। ১ ম ভাগ চারুপাঠের অধিক আর প্রায়ই অগ্রসর হয় না। এখন আমাদের প্রস্তাব এই:—

বাঙ্গলায় উভয়বিধ যতগুলি নর্মাল বিদ্যালয় আছে, সমুদায়গুলি উঠাইয়া দেওয়া হউক। এই বিদ্যালয় সমূহের ব্যয়ে শিক্ষাবিভাগের আয় অল্প পরিমাণে নিঃশেষিত হয় না। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, এ বিদ্যালয়গুলি না থাকিলে শিক্ষা বিভাগের কিছু মাত্র ক্ষতি হইবে না।

উপরি উক্ত তাবৎ বিষয় অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টপ্রতী য়মান হইবে যে, নর্মাল বিদ্যালয়গুলি তাদৃশ প্রয়োজনীয় নহে। নর্মাল বিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে যে কার্য্যভার দেওয়া হয়, তাহা এখনকার কালেজ ও স্কুলের সুশিক্ষিত ছাত্রদের দ্বারা অনায়াসে ও সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে... যে সময় পড়িয়াছে, প্রবেশিকা ও ফা... আর্টস পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদ্বারা দেশ ... হইয়া উঠিয়াছে। ইংরাজী কর্ম্ম আর স... লের জুটিয়া উঠিতেছে না। এমন অবস্থা... পথ পরিষ্কার করিয়া দিলে মধ্যম শ্রেণী... বঙ্গ বিদ্যালয়ে আহ্লাদপূর্ব্বক তাঁহারা প্রবে... করিবেন। পারদর্শিতা সম্বন্ধে বক্তব্য এ... উচ্চ শ্রেণীর নর্মালের ছাত্রদের শিক্ষা হই... ইহাদের শিক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে... বরং ইহাঁরা যে অধিকতর প্রশংসার সহি... কার্য্য করিবেন, একথা আমরা স্পষ্টাক্ষরে... বলিতে পারি। আমাদের প্রস্তাব অনুযা... কার্য্য আরম্ভ হইলে, পল্লীগ্রামের পাঠশা... গুলির কি দশা হইবে, এ চিন্তায় অনেক... ব্যাকুলিত করিয়া তুলিতে পারে। তাঁহা... মধ্য শ্রেণীর বঙ্গ বিদ্যালয়ের শিক্ষা, অ... বর্ত্তমান গুরু ট্রেণিং স্কুলের শিক্ষার দি... উর্দ্ধ সমুন্নত। তাঁহারা স্পষ্ট দেখি... পাইবেন, উভয়বিধ স্কুলের শিক্ষার ... তারতম্য নাই। একরূপ বলিলেই ... তবে মধ্য শ্রেণীর পরিপক্ক বয়স্ক ছাত্রে... যে পল্লী গ্রামের পাঠশালাগুলির ভার গ্র... অক্ষম হইবে, ইহা কখনই সম্ভাবিত নহে... এমন কি পল্লীগ্রামের পাঠশালায় প্রবেশি... পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ অনেক লোক প্রবে... করিবে।

১৫। ৩। ৭২ বনয়ারী আবা...
প্রবাসিনঃ

—⊙—

মহাশয়! নাটাগোড়, চকদা খড়... প্রভৃতি গ্রামের সন্নিহিত স্থানে যেবাল... শঙ্করা নামক বিলের মধ্যে একটী খাল এ... কালের পয়ঃপ্রণালী স্বরূপে আছে। ... দ্বারা যে, কেবল উক্ত গ্রাম ও তাহার স... হিত স্থানের জল বিনির্গত হয় এমন ন... বারাসত ও তদপেক্ষা দূরতর প্রদেশে... জলও নিঃসৃত হয়। এই খালটী সংকী... ও রুদ্ধপ্রায় হওয়াতে যে এ প্রদেশের ... বিধ অনর্থ সঙ্ঘটিত হইয়াছে, তাহা ... বার সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছিল... অদ্যাপিও তাহার কোন উপায় হইতে... না। প্রজারা দিন দিন জ্বরভারে আক্রা... হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। এদি... দেশের স্বাস্থ্য ক্রমে নাশ হইতেছে।

এই খালটীর এক্ষণে যেরূপ অবস্থা ...

...ও তাহাদের সামান্য ব্যয়ে কার্য্যোপযোগী [illegible] সম্ভাবনা নাই। অতএব এতদঞ্চলের [illegible] দিগের দ্বারা এই খালটীর [illegible] সংস্কার হইবার আশা নাই। [illegible] আমরা সানুনয়ে প্রজাবৎসল গবর্ণ [illegible] সমীপে প্রার্থনা করিতেছি যে, [illegible] খালটীর কোন গতি হয়, [illegible] বিধান করিয়া [illegible] রক্ষা করুন। [illegible] দ্বারা এখানে [illegible] নারাসত নিয়া [illegible] হইলে গবর্ণমেন্টের [illegible] হইবার সম্ভাবনা। [illegible] শ্রীবৃদ্ধি [illegible] পড়িয়া যায়।

[illegible]<br>১ লা চৈত্র<br>১৮১৩ শক } অনুগত<br>শ্রী—

কোন এক সময়ে দিনাজপুর প্রদেশ একটি সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল। ইহার নানা স্থানে অতি প্রাচীন বৃহৎ বৃহৎ পুষ্করিণী, মৃত্তিকাগর্ব্ভে প্রোথিত অট্টালিকাদির ভগ্নাবশেষ এবং দুর্গ চিহ্ন দেখিয়া তাহা অনুমিত হইতে পারে; কিন্তু কোন সময়ে কোন্ জাতির দ্বারা এই সকল কার্য্য [illegible] হইয়াছিল তাহা নিতান্ত অপরিজ্ঞাত। [illegible] সদর ষ্টেশনের ১০ মাইল দক্ষিণে [illegible] অরণ্য মধ্যে পুনর্ভবা নদীতীরে [illegible] পুরাতন ভগ্নস্তূপ ও দুর্গাদি [illegible] নামে বর্ণিত) বাণ রাজার রাজধানী [illegible] প্রমাণ আছে, তাহা সত্য হউক বা [illegible] হউক, উহা যে পূর্ব্বতন কোন রাজবংশের [illegible] সুশোভিত ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। [illegible] এই জেলার বর্ত্তমান অবস্থা সম্পূর্ণ [illegible] হইয়াছে। ইহার অনেক স্থান জঙ্গল [illegible] ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণের [illegible] প্রায় দৃষ্ট হয়। এখানে [illegible] কিন্তু অধিবা[illegible] দুর্বল, কৃশ [illegible] বলিয়া অনেক ভূমি অনাকৃষ্ট রহিয়াছে। অত্রত্য জল বায়ু স্বাস্থ্যকর নহে, প্রত্যুত বর্ষা অন্তে জ্বর রোগাক্রান্ত না হয় এমন মনুষ্য এখানে অল্পই থাকিতে পারে।

এখানকার অধিবাসী অধিকাংশই মুসলমান সম্প্রদায়ী। এ প্রদেশে মুসলমানের আধিক্যতার কারণ কি তাহা সহজে বুঝা যায় না। দ্বিজাতি বা সৎশূদ্র, এখানে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ জাতি অত্যল্প পরিমাণে যাহা পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকেন, এখানে তাঁহাদের নিবাস সপ্তম পুরুষ অতিবাহিত হইয়া থাকিলেও তাঁহারা এখানকার অধিবাসী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন। এখানে নবশাখ জাতীয় এত অল্প যে তাহা আলোচনার যোগ্যই নহে। চাষি কৈবর্ত্তই এখানকার অধিবাসির মধ্যে প্রধান। কিন্তু হিন্দু মধ্যে পলিয়ার সংখ্যাই অপেক্ষাকৃত অধিক। পলিয়াগণ আপনাদের জাতি গৌরব রক্ষা জন্য বলিয়া থাকে তাহারা পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিল, পরশুরামের ভয়ে পলাইয়া এই অরণ্য মধ্যে আশ্রয় লয়, তদবধি উহারা হীন দশা প্রাপ্ত এবং "পলায়িত" বলিয়া "পলিয়া" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহা হউক, তাহাদের আকৃতি "ককেসিয়ান" জাতির পরিচায়ক নহে, বরং ভুটান জাতির সহিত তাহাদের অনেক সাদৃশ্য আছে। ইহাদিগকে রজক, নাপিত ও মেথরের ব্যবসায় ভিন্ন অন্য কোন ব্যবসায়েই পরাঙ্মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহারা "সাধু" এবং "বাবু" দুই শ্রেণীভুক্ত। সাধু পলিয়া মদ্য ও শূকর মাংস ব্যবহার করে না, বাবুগণ তাহাতে অনুরক্ত। অন্যান্য জাতি অপেক্ষা ইহাদিগকে কিঞ্চিৎ সবল বোধ হয়। এখানে কোচ জাতিও নিতান্ত অল্প নয়, কৃষি ও বেহারার ব্যবসায়ই ইহাদের প্রধান উপজীব্য। বিবাহ কালে সচরাচর ইহাদের কন্যাপক্ষীয়গণ সমারোহ পূর্ব্বক পাত্রালয়ে কন্যাকে পাত্রের বাটী লইয়া গিয়া বৈবাহিক কার্য্য সম্পন্ন করে। সঙ্গতি শালী হইলে বর পাল্কি আরোহণে কন্যার আলয়ে গিয়া বিবাহ করার নিষেধ নাই; তাহাকে "চড়া বিয়ে" বলে। জাতী প্রভৃ[illegible] অন্যান্য প্রদেশ সাধারণ ইতর জাতি[illegible] অল্প পরিমাণে আছে, তাহাদের আচ[illegible] প্রায় সর্ব্বত্রই সমান। পলিয়া প্রভৃতি ই[illegible] জাতির মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রায় প্রচলি[illegible] নাই। বারেন্দ্র, নাপিত, ক্যান্ নামক চ[illegible] কৈবর্ত্ত, পলিয়া, কোচ ও অন্যান্য ই[illegible] জাতির মধ্যে বিধবা বিবাহও প্রচলি[illegible] আছে, তন্মধ্যে কৈবর্ত্ত ব্যতীত অন্যা[illegible] জাতি নিরপরাধে পুরুষ স্ত্রীকে এবং [illegible] পুরুষকে পরিত্যাগ করিতে পারে। এ[illegible] স্ত্রীর অন্যের সঙ্গে বিবাহ (সেঙা) নিষি[illegible] নহে। এই বিবাহে অথবা বিধবা বিবা[illegible] কোন মন্ত্রাদির আবশ্যক হয় না। এ[illegible] বিবাহ এখানে "কাইন" শব্দে অভিহি[illegible] হয়। পলিয়া কোচ প্রভৃতি ইতর জা[illegible] এবং সামান্য অবস্থার মুসলমান ও কৈ[illegible] জাতির পুরুষদিগের কৌপীন হইলেই ন[illegible] কার্য্য প্রায় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। না[illegible] দের পরিচ্ছদ আরো অদ্ভুত, অনধিক চ[illegible] হস্ত পরিমিত ১ খানি চট মাত্র (আজা[illegible] লম্বিত রূপে) বক্ষস্থলে জড়াইয়া রা[illegible] এবং কখন কখন অবগাহন কালে চটখা[illegible] (আর্দ্র হইবার ভয়ে) তীরে রাখিয়া জ[illegible] অবতরণ করে। এক্ষণে চটের পরিব[illegible] "মেখলা" ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে; [illegible] তাহা চটেরই অনুরূপ, কিন্তু [illegible] কার্পাস সূত্র নির্ম্মিত। [illegible] হইলে পুরুষগণ ১ খানি ধুতি [illegible] জড়ায়, শীতকালে সেই ধুতি [illegible] করে এবং স্ত্রীগণ [illegible] (ে[illegible] ন্যায় তদ্রূপ) ১ খানি ওড়না ব্যবহা[illegible] করিয়া থাকে, কিন্তু শীতকাল ব্যতীত তাহ[illegible] অন্য সময়ে প্রায় আবশ্যক হয় না। পূ[illegible] নকস্থলে বস্ত্রের দোকান প্রায় ছিলনা; এক্ষ[illegible] অনেক স্থানে তাহা দৃষ্ট হইয়া থাকে[illegible] এক্ষণে অনেকেই বিশেষতঃ সদর ষ্টেশনে[illegible] নিকটবর্ত্তী স্থানবাসিগণ ধুতি ও সা[illegible] ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে।

এখানে অন্যতর যে একটি কুপ্রথা আছে[illegible]

...হা স্মরণ করিতেও লজ্জা বোধ হয়। এ দেশে অনাবৃষ্টি সংঘটন হইলে তৎপ্রশ...র্থ ভদ্রেতর স্ত্রীগণ রাত্রি কালে এক...ত ও উলঙ্গিনী হইয়া ললাটে সিন্দুর লেপন ও হস্তে কয়বাল আদি ধারণপূর্ব্বক ...শ্লীল গান এবং নৃত্য করিতে ...রিতে ভয়ঙ্কর বেশে পথে পথে ভ্রমণ ...রে। তৎকালে কোন পুরুষ তাহারদের ...নয়নাধীন হইলে তাহার নিস্তার থাকে না। ...ই বীভৎস কাণ্ড সম্পাদন জন্য জমীদার ...থবা তাহারদের কর্ম্মচারী এবং গ্রামের ...ধান ব্যক্তিগণ উদ্যোগী হইয়া থাকেন ...বং সেই সময়ে কোন পুরুষ গৃহ বহির্গত ...হয় পূর্ব্বাহ্নে তজ্জন্য সতর্ক করিয়া দেওয়া ...য়। এই লজ্জাকর ব্যাপারকে এখানে ...হুদম দ্যাও" বলে।

কলিকাতা হইতে অতি দূরবর্ত্তী অথচ বাঙ্গলা দেশের প্রায় উত্তর সীমা এবং ...র্য্যেতর জাতির বাসভূমি এই দিনাজ...র জেলার ভাষার সহিত বিশুদ্ধ বঙ্গ ...ভাষার যে বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইবে তাহা ...লাই বাহুল্য। এখানকার যতই উত্তরে বা ...র্ব্বে যাওয়া যায়, তজ্জন্য অধিবাসিগণের ...থা বার্ত্তা ততই দুর্ব্বোধ হইয়া উঠে। বিশে...তঃ যখন ইহারদের স্বদেশীয় লোক মধ্যে ...থোপকথন হয়, তখন তাহা সহসা বাঙ্গলা ...ভাষা বলিয়াই বোধ হয় না। যাহা হউক ...দর ষ্টেশনের অদূরবর্ত্তী গ্রামে যে যাত্রার ...সম্প্রদায় আছে, তাহারদের অভিনয় কালে ...অবশ্যই কথাবার্ত্তায় কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধতার ...চেষ্টা করা হইয়া থাকিবে। একণে নমুনার ...জন্য তাহারদেরই বক্তৃতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। রাধিকার প্রতি দূতী বাক্য "সেনাই কচু আকাল পুতার সাত প্যাম ...করুসনা, যেমন প্যাম কল্ল তেমনি এখন ...থোক্ কুন কুনা ঠুক্যেক"।*

এখানে বিদ্যাচর্চ্চা প্রায় ছিল না সম্প্রতি ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের গুণে বিদ্যালোক ক্রমশঃ বিকীর্ণ হইতেছে। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বাঙ্গলা প্রদেশীয় কত বিদ্য রাজ কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক সময় বৈষ্ণব পরিশোভিত দৃষ্ট হয়, তাহার [illegible] ও যত্নে অনেক মেরোসাবদ ও কল্যাণকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে।

দিনাজপুরের রাজবংশ অতি প্রাচীন, ইহাঁরা উত্তর রাঢীয় কায়স্থ বংশ সম্ভূত। বর্ত্তমান রাজ বংশের ঊর্দ্ধতন অষ্টম পুরুষ শুকদেব ঘোষ বীরভূম জেলার পূর্ব্ব প্রান্ত বর্ত্তী সুনাই নামক গ্রাম হইতে আসিয়া দৌহিত্র সম্বন্ধে মাতামহ ভূমি সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া এই প্রদেশে বসতি করেন, পরে দিল্লির বাদসাহের অনুগ্রহে রাজোপা...ধির সহিত এই জেলার প্রায় সমস্ত ভূমি প্রাপ্ত হন। তাঁহার পৌত্র মহারাজ রামনাথ রায় দানশীলতা ও কীর্ত্তি দ্বারা এতদ্দেশীয় লোকের মনে সর্ব্বদা জাগরূক রহিয়াছেন। তাঁহার কীর্ত্তি নিচয়ের মধ্যে তৎ প্রতিষ্ঠিত (সার্দ্ধশত বর্ষ পূর্ব্বে সম্পাদিত) কান্তজী মোহন জী এবং গোপালজীর মন্দিরত্রয়ের চমৎকারিতার উপমার স্থল প্রায় দৃষ্ট হয় না। রামসাগর নামক সুবৃহতী পুষ্করিণীর জলের স্বচ্ছতা আমি কখন বিস্মৃত হইব না। ইহার জলে একটি তৃণ মাত্রও নাই। যদিও মহারাজ রামনাথ রায় বাহাদুরের সময়ে এই রাজ বংশের অবনতি সংঘটন হইয়াছে তথাচ এখানকার অন্য কেহই কোন বিষয়ে তদপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন নাই। একণে রাণী শ্যামমোহিনী এই রাজবংশের অলঙ্কার স্বরূপা হইয়াছেন। তাঁহার সুযোগ্য জামাতা বাবু ক্ষেত্রমোহন সিংহ মহোদয়ের কার্য্যদক্ষতায় রাণীর বদা...ন্যতা দিন দিন আরো উজ্জ্বলতর আকার ধারণ করিতেছে। ইহাঁর দানাদি কেবল হিন্দু শাস্ত্রসম্মত ক্রিয়া কলাপে আবদ্ধ নহে, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় সংস্থাপন এবং সৎকার্য্যে সাহায্য দানও তাঁহার জীবনের সারভূত হইয়াছে। বিশেষতঃ তাঁহার বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন অতি প্রশংসার বিষয়। এই রাজ বংশের অন্যতর জ্ঞাতি "রায় সাহেব" বংশ ইহার পরেই আমাদের বর্ণনীয় হইয়াছেন, সম্পত্তি বিষয়ে ইহাঁরা নিতান্ত ন্যূন নহেন। ইহার দের পুরুষানুক্রমে, ধর্ম্মভীরুতা বিশেষ প্রসিদ্ধ। বিগ্রহ সেবা অতিথী সেবা ইহাঁর দের জীবনের সারকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। একুলের বর্ত্তমান বংশ...ধর রাধা গোবিন্দ রায় সাহেব মহোদয় স্বদেশ কল্যাণকর কার্য্যে ক্রমে ক্রমে অগ্র...সর হইতেছেন। বিদ্যা বিষয়ে ইহাঁর যথেষ্ট অনুরাগ আছে।

শ্রীঃ—

X

বিখ্যাত নামা ভারত সম্রাট আক্‌বরের গ্রন্থ লেখক প্রসিদ্ধ আবুল ফাজল কৃত আই... আকবরী গ্রন্থ ফ্রান্সিস গ্লাড উইন সাহেব কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত হয়। সেই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বঙ্গদেশের পুরা...তন হিন্দু নৃপতিগণের নাম এবং কত কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণিত আছে। সম্প্রতি রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের গ্রন্থা...গারে ইহা প্রাপ্ত হওয়াতে শ্রীযুক্ত বাবু গুরু...চরণ মজুমদার মহাশয় বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া সেই পুস্তক হইতে নিম্নলিখিত তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহা সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থ সোমপ্রকাশ পত্রে প্রকাশ করিতেছি।

কায়স্থ জাতীয় ভোজ গৌরীয় বংশ... জাত নয় জন নৃপতি পাঁচ শত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ভোজ গৌর ৭৫; লাল সেন ৭০; রাম... যাদব ৫৭; সামন্ত ভোজ ৪৮; জৌনৎ ৬... পৃথু ৫২; গরার ৪৫; লক্ষ্মণ ৫০; নন্দভোজ ৫৩ বৎসর।

কায়স্থ জাতীয় আদিত্যশূর বংশীয় একাদশ নৃপতি সাত শত চতুর্দ্দশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

আদিত্যশূর (বঙ্গ ভাষায় ইহার অ...ভংশে "আদিশূর" সকলে বলি...থাকেন) ৭৫; যামিনী ভান ৭৩; অনিরু... ৭৮; প্রতাপ রুদ্র ৬২; ভূদত্ত ৬২; রঘুদে... ৬২; গিরিধর ৮০; পৃথ্বীধর ৬৮; সৃষ্টিধর ... প্রভাকর ৬৩, জয়ধর ২৩ বৎসর।

কায়স্থ জাতীয় পাল বংশীয় দশ জন নৃপতি ছয় শত অষ্ট নবতি বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ভূপাল ৫৫; ধীরপাল ৯৫; দেবপাল ...

* সেনাই কচু—তখনই বলিয়াছিলাম। থোক কুনকুনা ঠুক্যেক—যাতনা অনুভব কর।

ভূপতিপাল ৭০; ধনপতিপাল ৪৫; বিগ্রপাল ৭৫, জয়পাল ৯৮; রাজপাল ৯৮; ইহার ভ্রাতা ভোগপাল ৫, ইহার পুত্র জগপাল ৭৪ বৎসর।

কায়স্থ জাতীয় সেন বংশীয় সপ্ত নৃপতি এক শত ছয় বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন।

তন্মধ্যে শুকসেন ৩, বল্লাল সেন ৫০; লক্ষ্মণ সেন ৭ বৎসর।

বহু কালাবধি এতদ্দেশে এই প্রবাদ আছে যে, বঙ্গদেশে সেন বংশীয় রাজ কুল বৈদ্য জাতীয়, এবং সেই প্রবাদানুসারে ভারত ইতিহাস লেখক মার্শম্যান সাহেব তাহার ইতিহাস গ্রন্থে বৈদ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বোধ হয়, বৈদ্য জাতিতে বল্লাল সেন নামে কোন নৃপতি ছিলেন, কারণ ঐ জাতিতে সেন নামে একটি উপাধি আছে, তজ্জন্য অনেকে ইহাই অনুমান করিয়া থাকেন। কিন্তু এক্ষণে আইন আক্‌বরী গ্রন্থ প্রমাণে সেই পুরাতন সন্দেহের মুল ছেদ হইল। জনশ্রুতি আছে, শুকসেন, (ইহার অপর একটি নাম বিজয় সেন) শুক পক্ষাকৃতি সিংহাসন নির্ম্মাণ করাইয়া তদুপরি আরোহণ করিতেন, সেই হেতু উপরি উক্ত নামে অভিহিত হইয়াছেন। বল্লাল সেন (শুকসেনের পুত্র) গৌড় দেশাধিপতি ছিলেন। গৌড়ের প্রসিদ্ধ দুর্গ নির্ম্মাণ করেন; এবং সর্ব্বত্র বিখ্যাত কৌলিন্য প্রথা প্রচলিত করেন।

ইহার পুত্র লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপাধিপতি ছিলেন। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, উপরি উক্ত ভূপতিগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, অতএব "বৌদ্ধ" শব্দের অপভ্রংশে বৈদ্য শব্দ আখ্যাত হইয়াছে।

মাধব সেন ১০; কেশব সেন ১৫; সদা সেন ১৮; নবজী ৩ বৎসর।

এক্ষণে ভারতের বা বঙ্গের ইতিহাস লেখক মহাশয়েরা বল্লাল সেনের পিতার নাম এবং সে জাতীয়, তাহাও অবগত হইলেন এবং কিয়দ্দিবস অতীত হইল, শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় কতকগুলি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বল্লাল সেন কায়স্থ প্রতিপন্ন করিয়াছেন, অতঃপর ইতিহাস লেখকদিগের কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা অসম্পূর্ণ বিবরণ তুলিয়া দিয়া এই দুই প্রধান প্রমাণ সহিত মিলাইয়া গ্রন্থে প্রবেশিত করেন।

যাঁহার ঐ তালিকা প্রয়োজন হইবে, তিনি কলিকাতা সভাবাজার নন্দরাম সেনের ষ্ট্রীটে ১১ নং ভবনে তত্ত্ব করিলে বিনা মুল্যে প্রাপ্ত হইবেন। শ্রীঃ—

## নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭২ সাল ২২ এ মার্চ্চ।

| স্থানের নাম | সর্ব্ব কমতি জল ফুট | ইঞ্চ |
|---|---|---|
| মোহানায় | ৪ | ৬ |
| তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে | ৪ | |
| জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে | ৩ | |
| বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে | ৩ | |
| কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে | ৩ | ৬ |

সন ১৮৭২ সালের ২৬ এ মার্চ্চ বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের মাপ।

| | ফুট | ইঞ্চ |
|---|---|---|
| | | ৩॥ |

বহরমপুর ২৬ এ মার্চ্চ ১৮৭২ } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইক্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবারডিবিজন।

## মুল্য প্রাপ্তি।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত বাবু ভুবন মোহন কুণ্ডু—হাটখোলা | ১ |
| " " সূর্য্যকুমার রায় ঢাকা বাহির বাজার | ১০ |
| " " কালীকৃষ্ণ গোস্বামী মালিপোতা | ১০ |
| " " চুনিলাল ঘোষ—উলুবেড়িয়া | ১০ |
| ক্ষেত্রমোহন ঘোষাল—যাত্রাপুর | ১০ |
| " " আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় রতন পুরা ছাপরা | ২০ |
| " " গিরিশচন্দ্র রায়—দেওয়ান গঞ্জ | ১০ |
| " " হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় রঘুনাথ পুর | ১০ |

## সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মুল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মুল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা; মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মুল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মুল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন, টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মুল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মুল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মুল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মুল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোনাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৶০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোনাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ

১৪ শ ভাগ। ২০ সংখ্যা।

"প্রথমসলা প্রস্তানিখিলাম পার্থিবঃ সম্বলসৌ ঋষিমলতী ন হীয়তাং।"

মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা।

সন ১২৯৮। ২৭ এ চৈত্র। ইং ১৮৯২। ৮ ই এপ্রেল

মফস্বলে মাসুলসমেত অগ্রি... বার্ষিক ১০, দশ টাকা এ... ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা।

## বিজ্ঞাপন।

বর্ষশেষের ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ৩০ এ চৈত্র বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকার সময়ে হইবে এবং

নব বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ

আগামী ১ লা বৈশাখ শুক্রবার প্রাতে ৬॥০ সাড়ে ছয় ঘটিকার সময়ে হইবে। ব্রাহ্মগণ উক্ত উভয় দিবসে যথা সময়ে কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে আগমনপূর্বক ব্রহ্মোপাসনা করিবেন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথঠাকুর।
সম্পাদক।

—•—

আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্রনাথ খাঁন গত ১০ ই চৈত্র শুক্রবার অনুদ্দেশ হইয়াছে। তাহার বয়স ১৮ বৎসর, শরীর একহারা লম্বা উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ, গোঁপ দাড়ি উঠিতেছে, মাথার চুল ছাঁটা সম্মুখের একটী দন্তের কিয়দংশ ভগ্ন আছে, পরিধান নীল পেড়ে ধুতি, যিনি অনুসন্ধান করিয়া দিবেন ৫০ পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার পাইবেন।

মেদিনীপুর নারাজোল রাজবাটী } শ্রীরামকমল খাঁন

—::—

হুগলি জেলার অন্তঃপাতী মৌজে কুলিয়া গ্রাম নিবাসী ৺ শিবপ্রসাদ চৌধুরির কনিষ্ঠ পুত্র শ্রী অবিনাশচন্দ্র চৌধুরী, জাতিতে শূদ্র; আর তাহার সহিত শ্রীবরদাপদ রায়, জাতিতে ব্রাহ্মণ, এই দুই জনাতে রেলওয়ের গাড়ী যোগে পশ্চিম পলায়ন করিয়াছেন। তাহাদের বয়ঃক্রম আন্দাজ ১৯। ২০ বৎসর; শূদ্র বালকটী গৌরবর্ণ, পরিধান বস্ত্র শুভ্র ফুলদম্ পেড়ে। দাড়িতে একটী কাটার চিহ্ন আছে; দাড়ি ও গোঁফের অল্প অল্প আরিম্ভ হইয়াছে, পায়ে কার্পেটের জুতা আছে। পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে নখ কুনির ক্ষত আছে। এই বালক দ্বয়কে যিনি অনুসন্ধান করিয়া দিবেন তিনি ৫০ টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবেন।

ডাক্ যোগে কুলিয়া গ্রামে পত্র পাঠাইতে হইলে নিম্নলিখিতানুসারে লিখিলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

১। কলিকাতা শিবপুরের চুনাহেবের উদ্যানে শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ মান্নার নিকট পত্র পাঠাইলে আমরা পাইব।

২। আর মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী দাসপুর পোষ্ট আফিস হইয়া ফরিদপুরের জমীদারির কাছারিতে শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরির নামে দিবেন তাহা হইলেও প্রাপ্ত হইব।

—◆—

ন্যায়পদার্থতত্ত্ব নামক বাঙ্গলা দর্শন আমার যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইতেছে। প্রথম খণ্ড শেষ হইয়াছে, সত্বরেই প্রকাশিত হইবে। গোতম সূত্র, কণাদসূত্র প্রভৃতি প্রাচীন দর্শন শাস্ত্র ও নব্যন্যায় দর্শন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক ও ভৌতিক নানাবিধ পদার্থ নিরূপণ ও ঈশ্বর নিরূপণ, সৃষ্টি নিরূপণ ও আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি প্রধান প্রধান বিষয় ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে এবং ইংরাজী রসায়ন শাস্ত্র অনুসারে পরমাণু প্রভৃতি মূর্ত্ত পদার্থের বিশেষ বিবর... করা হইয়াছে। ফলতঃ দর্শন শাস্ত্রের উদ্দে... বিষয় সমস্তই এই গ্রন্থে আছে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র শর্ম্ম...
কলিকাতা গিরিশ বিদ্যারত্ন প্রেস...

—◆—

মনোরমা নাটক ১ টা...

মদ্যপান ও গ্রাম্য জমীদারগণের অত্যা...চার কতদূর ভয়ঙ্কর, তাহা প্রকাশ করা... ইহার মূল উদ্দেশ্য।

কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্র কালীকি... চক্রবর্ত্তীর নিকট ও সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্ত...লয়ে প্রাপ্য।

—

গুপ্ত যন্ত্রালয়।

২৪ নং মির্জ্জাফর্স লেন প্রেসিডেন্সী কা...জের উত্তর দ্বিতীয় গলি।

ছাপার কর্ম্ম উত্তম শীঘ্র এবং সুল... আবশ্যকমত মূল্যের ফর্দ্দ ও ছাপার নিয়ম... দেওয়া যাইবেক।

পুস্তকালয়।

গুপ্ত যন্ত্রের গ্রন্থালয়ে বিবিধ বাঙ্গালা পু... সকল বিক্রয়ার্থ উপস্থিত থাকে। সমু...অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। পুস্তকের... মূল্যের তালিকা আবশ্যক মত দে... যাইবেক।

শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত...

—◆—

বাঙ্গালার ভাবী মঙ্গল নাটক।

বাঙ্গালিদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থার দুর্দ্দী...

কারণ, কি উপায়ে উহা [illegible] হইতে পারে এবং হিন্দু ও ব্রাহ্ম [illegible] বিতর্ক নাটকাকারে লিখিত । [illegible] বটতলা গোবিন্দচন্দ্র ঘোষের কলিকাতা ১৩ নং কর্ণওয়ালিস সংস্কৃত ডিপজিটরিতে, বুকাপুর অপার সারকিউলার রোড নং ৫৮ । ৫ শিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে এবং ঢাকা কালেজের অন্যতর শিক্ষক বাবু রামমাণিক্য সিংহের নিকট প্রাপ্তব্য । মূল্য ১ এক টাকা, ডাকমাশুল ৵০ দুই আনা ।

## নূতন প্রকারের নূতন সাপ্তাহিক

| | |
|---|---|
| নাম | । |
| ধাম ...... | কলিকাতা, সিমুলিয়া ২০২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট । |
| আকৃতি | দুই স্তম্ভময় রয়েল ১৫ পৃষ্ঠা । |
| প্রকৃতি ...... | সাময়িক ও সংবাদ পত্রের মিশ্রভাবাপন্ন উভ-বর্ণাক্রান্ত । |
| বিষয় ...... | বাঙ্গালা গদ্য পদ্যময় রাজকীয় সামাজিক, ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক সাহিত্য ইত্যাদি । |
| মূল উদ্দেশ্য... | পুরাতনের নিতান্ত ভক্ত ও নূতনে বিরক্ত, এই যে এক দল ; আর পুরাতনে নিতান্ত বিরক্ত ও নূতনের ভক্ত, এই যে অপর দল, অর্থাৎ পূর্ব্ব আচার ব্যবহারাদির রক্ষক ও উচ্ছেদক দলের মধ্যে মধ্যস্থতার চেষ্টা করা । |
| শাখা উদ্দেশ্য... | মনোরঞ্জন ও আমোদ উৎপাদনের সঙ্গে নীতি চর্চ্চা । |
| সময়... ... ... | ১২৯৯ সালের প্রথম শনিবার হইতে প্রতি শনিবার প্রকাশ পাব । |
| মূল্য ... ... | অগ্রিম বার্ষিক ৪ টাকা, ষাণ্মাসিক ২॥০ টাকা, পশ্চাদ্দেয় ৷০ আট আনা । বিদেশে ডাক মাশুল |
| সম্পাদক ... | এরূপ কার্য্যে নূতন নহে, অধিকন্তু পূর্ব্ব পরিচিত ও পূর্ব্বানুগৃহীত ব্যক্তি এবং কতিপয় সহৃদয় সন্নিধান মহাশয় পৃষ্ঠবল থাকিবেন । |

গ্রাহকেচ্ছু মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্ব্বক উক্ত ঠিকানায় "[illegible]" ইতি শিরোনাম দিয়া পত্র পাঠাইবেন ।

বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

এম বি কর্ত্তৃক প্রকাশিত বঙ্গভাষায় বিরচিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমার [illegible] প্য ।

প্রাকটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ মাশুল ।০ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড ১০ মাশুল ।৵ । একত্রে দুই খণ্ড লইলে মূল্য ১৮ মাত্র ডাকমাশুল ১৵ আনা । মাতৃশিক্ষা ৫ মাশুল ।০ আনা । এনাটমি ৪।০ মাশুল ।৴ মাত্র ।

কলিকাতা
লালবাজার } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দুহষ্টেল

—০—

শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় এল, এম,
এস, কর্ত্তৃক বেঙ্গল মেডি-
ক্যাল্ জর্ণ্যাল্ ।

যেটিব্ ডাক্তার এবং যাঁহারা মেডিক্যাল কালেজে শিক্ষা লাভ না করিয়া ডাক্তারি করিতেছেন, তাঁহাদিগের চিকিৎসা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উন্নতি বিধায়ক বেঙ্গল মেডিক্যাল্ জর্ণ্যাল্ অর্থাৎ " চিকিৎসা দর্পণ " নামক মাসিক পত্রিকা বিগত বৈশাখ মাস হইতে বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইতেছে । ইহার আকার ৮ পেজি ফর্ম্মার ৪০ পৃষ্ঠা, ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৬, যাণ্মাসিক ৩।০ প্রতি সংখ্যা ৷/০ । চুঁচুড়ার সম্পাদকের নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দু হষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য ।

৭৮
৩ রা অগ্রহায়ণ }

—০—

শ্রীমদ্ভাগবত ।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা । প্রতি মাসে ৮০ পৃষ্ঠা পুস্তক । বঙ্গাক্ষরে মূল, টীকা ও অর্থ সহিত প্রকাশ হয় । মূল্য বার্ষিক ৩ টাকা পোষ্টেজ ৸০ আনা ।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন
বহরমপুর
বাগড়া

চণ্ডালিনী ।০, শিশু মানসিকাবলী ।৵১০ কুলীন কামিনী ৵০, বং পুং আলয়ে প্রাপ্য ।

অলবহুলানন্দ বারা বিজ্ঞানবিৎ ও কৃতবিদ্য জনগণের মধ্যে যাঁহারা অল্প দিবসের মধ্যে জীবাত্মা ও সূর্য্য মণ্ডলস্থিত বৈরাজ পুরুষের সহিত তাঁহাদিগের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা অবগত হইয়া অতীন্দ্রিয় সুখভোগের অধিকারী হইতে অভিলাষী হইবেন, তাঁহারা আমাকে ( পেড ) পত্র লিখিলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন । পরমার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর গ্রন্থে এতদ্বিষয় এবং দেহতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে । মূল্য ১ টাকা । মাশুল দুই আনা ।

সন ১২৭৮ } শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
কার্ত্তিক } সহর শ্রীরামপুর

—:০:—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক ।

যদি কাহার প্রস্তরনির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে ।

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি সুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে ।

মেজ করা প্রস্তরনির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ, এবং উহার নিমিত্ত সাইফন্, জঙ্শন ও বেণ্ড ইত্যাদি ।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট । মেজিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট ।

ফায়ার ব্রিক ।

ফায়ার ক্লে ।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত মেজকরা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন ।

কলিকাতা
২ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং

১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গায় বাঁড়ুয্যে ভ্রাদর কোম্পানির ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের দোকানে সংপ্রণীত ও সংপ্রচারিত নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে ।

| প্রণীত | মূল্য |
| --- | --- |
| গ্রীসইতিহাস | ১ টাকা। |
| ভুমসার ব্যাকরণ | ।০ আনা |
| নীতিসার (১ ম ভাগ) | ৶০ ঐ |
| নীতিসার (২ য় ভাগ) | ৶০ ঐ |
| প্রচারিত। | |
| মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ | ৸০ আনা |

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

## সোমপ্রকাশ।

২৭ এ চৈত্র সোমবার।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করি
ছেন, আর্য্যজাতীয় ও ইউরোপীয়
ভরে সোদর ভ্রাতা। অন্য ইউরোপী
রা হউন, না হউন, বাঙ্গলাদেশের
র্ত্তমান লেপ্টনন্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেব
হ্মণদিগের যে সহোদর তাহার সন্দেহ
ই। ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মত এই
াহ্মণেরা ভারতবর্ষজেতা, শূদ্রেরা
জিত। শূদ্রেরা বিজিত বলিয়া ব্রাহ্ম-
রা তাহাদিগকে বেদবেদাঙ্গাদির
ালোচনায় বঞ্চিত করিয়া আপনাদি
ের পরিচর্য্যা কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া
াখিয়াছিলেন। আমাদিগের লেপ্টনন্ট
বর্ণরও বিজিত ভারতবাসিদিগকে
দার শিক্ষায় বঞ্চিত করিয়া গবর্ণমেণ্টের
প্রয়োজন সাধনের উপযোগী করিয়া
তুলিবার চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন।
ূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণদিগের পরিচারক ছিল
া, শূদ্রদিগকে পরিচারক করা হয়।
র্ত্তমান রাজপুরুষদিগের এপ্রকার পরি
ারকের অভাব নাই, তাঁহাদিগের অল্প
বেতনে বিষয় কর্ম্ম করিবার লোকেরঅস
্গতি আছে, লেপ্টনন্ট গবর্ণর সেই লোক
প্রস্তুত করিয়া লইবার চেষ্টায় আছেন।

আমরা কি বলিতেছি, বোধ
য়, পাঠকগণ এখনও তাহা বুঝিতে
ারেন নাই। আমরা যে কথা কহি-
তেছি, তাহা এই, লেপ্টনন্ট গবর্ণর
ক্রমে ক্রমে কালেজগুলি উঠাইতেছেন।
কালেজগুলি উঠিয়াগেলে এদেশের লেখা
পড়া এক প্রকার বন্ধ হইল, একথা বলিলে
বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। যেকিছু লেখা
পড়ার চর্চ্চা থাকিবে সে নাম মাত্র লেখা
পড়া। তাহাতে লোকের মঙ্গল ও দেশের
উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহাতে
গবর্ণমেণ্টেরই কিছু লাভ হইবে, গবর্ণ
মেণ্ট শস্তা কর্ম্মচারী পাইবেন এই মাত্র।
তবে যে সমস্ত প্রধান রাজপুরুষ স্বেচ্ছা
চারিতা ভাল বাসেন, তাঁহারাই অধিক
তর লাভবান হইবেন। এদেশের লোকে
যত অধিক লেখা পড়া শিখিবে, ততই
তাঁহাদিগের জ্বালা বাড়িবে। তাঁহারা
যা ইচ্ছা তাই করিলে এদেশের শিক্ষি
তেরা চীৎকার করিয়া উঠিবেন, পদে
পদে প্রতিবাদ করিবেন এবং সেই প্রতি
বাদ যাহাতে ইংলণ্ডস্থ কর্ত্তৃপক্ষের গোচর
হয়, সে চেষ্টায় পরাঙ্মুখ হইবেন না।
পক্ষান্তরে এদেশের লোকে যদি লেখা
পড়া না শিখে এ উৎপাত ঘটিবে না
রাজপুরুষেরা অকন্টকে রাজ্য করিতে
পারিবেন। তাঁহারা যা ইচ্ছা তাই করি
বেন, কেহ উচ্চ বাচ্য করিবে না, বোবা
হইয়া সকলে তাঁহাদিগের অত্যাচার সহ্য
করিবে, ইহা কি সামান্য সুখের বিষয়?
এ প্রস্তাবটী দীর্ঘ করিয়া তুলা আমা-
দিগের অভিপ্রেত নয়। একটী কথা
কহিয়া ইহার উপসংহার করা হইতেছে,
লেপ্টনন্ট গবর্ণর যেন একবার তাহাতে
মনোযোগ দেন। প্রজা ও পুত্র মূর্খ
হইলে রাজা ও পিতার যত স্বচ্ছন্দ হয়,
সহৃদয় রাজা ও পিতা অচুক্ষণ তাহা
অনুভব করিয়া থাকেন। লেপ্টনন্ট গবর্ণর
কাম্বেল সাহেব মূর্খ মুসলমানদিগের
দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়াও কি তাহা বুঝিতে
পারিলেন না? আমাদিগের অধিকতর
ক্ষোভের বিষয় এই, পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজপু-
রুষেরা বহুতর যত্ন করিয়া যে বৃক্ষটী বর্দ্ধিত
করিয়া গিয়াছেন, ইনি এক আঘাতে
তাহার সমূলে উন্মূলন করিলেন। এস্থলে
একটী কৌতুকের কথা পাঠকগণের
গোচর করিতে হইল। এদিকে লেপ্টনন্ট
গবর্ণর কালেজগুলি উঠাইয়া দিয়
তলে তলে দেশের মাথা খাইতেছেন,
ওদিকে সময়ে সময়ে মুখে বলিয়া থাকেন
তাঁহার তুল্য এদেশের উচ্চ শিক্ষার ব
আর নাই। কি চমৎকার বন্ধুতা!! এরূপ
আর দুই একটী বন্ধু পাইলে ভারতে
আর ভাবনা থাকে না। এরূপ বন্ধুলা
অল্পে হয় না, অনেক সহস্র বর্ষ তপ
স্যার ফল সন্দেহ নাই।

### বর্ত্তমান রাজপুরুষদিগের দুর্নীতি।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র স্নেহের বশীভূ
দুর্য্যোধনের হস্তে রাজ্যভার দিয়
ছিলেন। তাহাতে কেবল রাজ্যের ন
কুলেরও ক্ষয় হইল। অযোগ্য পাত্রে কা
ভার সমর্পণ করিলে প্রায়ই এইরূ
া থাকে। এপ্রকার ঘটনা হও
অযুক্ত নয়। এ ঘটনা না হইলে নীতি
শাস্ত্রের অবমাননা হয়। আমাদিগে
মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরী কয়জন দুর্যো
নের হস্তে রাজ্যভার দিয়াছেন। বো
হয় এইবার রাজ্যটী হারাইলেন। আম
মহাভারত ও কাব্যাদি গ্রন্থে দুর্য্যোধনে
প্রজাপালন বৃত্তান্তের প্রশংসা শুনিত
পাই, কিন্তু তাঁহার রাজনীতি ভীরু
ও পক্ষপাতিতা দূষিত ছিল, এই নিমি
তিনি সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইলেন
তাঁহার আত্মার প্রতি বিজাতীয় পক্ষপা
ছিল, তন্নিবন্ধন তিনি পাণ্ডবদিগ
রাজ্যের অংশদানে কোন ক্রমে সম্ম
হন নাই, অথচ পাণ্ডবদিগকে ভ
করিতেন। আমাদিগের বর্ত্তমান রাজ
রুষদিগের রাজনীতিও ভীরুতা ও প
পাতিতাদূষিত হইয়াছে। মুসলমানে
সম্প্রতি উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। শু
লাম, তাহাতে ভীত হইয়া কোন প্রধ

রাজপুরুষ মুসলমানদিগের চিত্তরঞ্জনার্থ চাটু বাদ আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি আপনার অধীনস্থ কর্ম্মচারিদিগকে অপ্রকাশভাবে এই আজ্ঞা দিয়াছেন যে, হিন্দুদিগকে না দিয়া ও মুসলমানদিগকে কর্ম্ম দেওয়া আবশ্যক। অধীনস্থ কর্ম্মচারিরা এই আদেশ পাইয়া কি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন? তাঁহারা কি উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম দিবার অবসর পাইবেন? বোধ কর, একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান এক কর্ম্ম প্রার্থী হইয়া যুগপৎ উপস্থিত হইলেন. হিন্দু বিদ্যা বুদ্ধি কার্য্যদক্ষতা প্রভৃতি গুণে মুসলমান অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট, মুসলমান তাহার অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। যাঁহার হাতে কর্ম্ম আছে, তিনি কি মুসলমানকে না দিয়া অধিকতর উপযুক্ত বোধে হিন্দুকে সেই কর্ম্মটী দিতে সাহসী হইবেন? যদি দেন, তাঁহাকে নিঃসংশয় কালাপাহাড়ের কোপে পড়িতে হইবে। তখন তাঁহার নাক কাণ থাকা ভার হইবে। আমরা উপরে দুর্য্যোধনের উপমা দিলাম বটে; কিন্তু উপমাটী সুসঙ্গত হইল না। বর্ত্তমান রাজপুরুষদিগের ভীরুতা ও পক্ষপাতিতা অধিকতর অনর্থের হেতু হইবে সন্দেহ নাই। দুর্য্যোধনের প্রজার প্রতি পক্ষপাত ছিল না। একজন কবি তাঁহার বিচার কার্য্যের এই প্রকার প্রশংসা করিয়াছেন যে, তিনি নিজ পুত্রেরও অপরাধানুরূপ দণ্ড বিধানে পরাঙ্মুখ হইতেন না। আমাদিগের রাজপুরুষদিগের প্রজাগত পক্ষপাত ও অদূরদর্শিতা প্রকাশ হইতেছে। ইহা যে কেমন ফল প্রসব করিবে, সে বিষয়ে সংশয় কি?

একজন প্রজাকে কোলে করা আর একজন প্রজাকে পিঠে করা কি রাজার ধর্ম্ম? ইহাই কি উদার ব্রিটিশ রাজনীতি? যে রাজ্যে এ প্রকার দূষিত রাজনীতি প্রবর্ত্তিত হয়, সে রাজ্য কি স্থায়ী হয়? দোষের পুরস্কার গুণের দণ্ড কোন সভ্য রাজ্যে প্রবর্ত্তিত হইতে ত কখন শুনি নাই; আমরা আর্য্যজাতির প্রণীত অনেক শাস্ত্র দেখিলাম, কিন্তু তাহার কোন স্থানেই এ প্রকার ব্যবস্থা দেখি নাই। গুণেরই পুরস্কার করা হইবে বলিয়া এতদিন যে সকল ঘোষণা করা হইল, সে সকল কোথায় গেল? উল্লিখিত আজ্ঞার অনুরূপ কার্য্য হইলে কি হিন্দুদিগের উৎসাহ ভঙ্গ হইবে না? তাঁহারা গুণের পুরস্কার হইবে এই লোভে এত দিন যেমন অনুরাগ সহকারে শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, এখন কি তাঁহাদিগের তেমনি অনুরাগ থাকিবে? তাঁহারা যদি ভগ্নোৎসাহ হন, কাহা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব রক্ষা হইবে? ইংরাজ জাতির বিদ্যাদান যশ কোথায় থাকিবে? প্রধান রাজপুরুষেরা যদি মুসলমানদিগের ভয়ে হিন্দুদিগের প্রতি অন্যায় করেন, দুটী শোচনীয় অনর্থের কি সূত্রপাত হইবে না? মুসলমানেরা কি ক্রমেই গর্ব্বিত ও উদ্ধত হইয়া উঠিবেন না? রাজপুরুষেরা কি তাঁহাদিগের আবদারের শান্তি করিতে পারিবেন? পক্ষান্তরে হিন্দুরা যখন দেখিবেন, ভালমানুষ বলিয়া তাঁহাদিগের আদর হয় না, তখন যে তাঁহারা ছুরি ধরিবেন না, একথা কে বলিতে পারে?

উপসংহার কালে আমরা উল্লিখিত দুর্নীতিপরায়ণ রাজপুরুষদিগকে সৎ পরামর্শ দিতেছি, অবিলম্বে এ দুর্নীতি পরিত্যাগ করুন, প্রজাকে বশে রাখিবার এ উপায় নয়। যে প্রজার যে অংশে মনোবেদনা আছে, তাহার শান্তি করা অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু সপক্ষপাত ব্যবহার করিয়া শান্তি করিবার চেষ্টা পাওয়া উচিত নয়। তাহাতে বিপরীত ফল ফলিবে সন্দেহ নাই।

### শাসনপ্রণালীর অবলম্বন।

কাম্বেল সাহেব অনেক লীলা খে করিলেন। আমরা বিষম সঙ্কটে পড়িলাম. তাঁহার মনের ভাব ও কার্য্যের গতি বুঝা ভার হইয়া উঠিল। এদিকে তিনি এক পয়সা বাঁচাইবার নিমি মারা মারি করিতেছেন, ওদিকে টাকা শ্রাদ্ধ করিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন না তাঁহার এ অব্যবস্থিত ভাবের কারণ তাহাও আমরা বুঝিতে পারিতেছি না আপনার উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দি লোককে চমৎকৃত করা, কি ইহার কার কাম্বেল সাহেব নূতন প্রকার উপবিভা করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা প্রসঙ্গ করাই এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

১৮৬৯। ৭০ অব্দের রেবেনি বোর্ডের রিপোর্ট উপলক্ষে বলা বঙ্গদেশের মাজিষ্ট্রেট কালেক্টরে ভারতবর্ষের অন্য অন্য স্থানের বিভা গীয় কর্ম্মচারিদিগের ন্যায় লোকের অবস্থা জানেন না। তাঁহাদিগকে এ কাজ করিতে হয় এবং তাঁহারা এ শীঘ্র শীঘ্র বদলী হন, যে লোকের অবস্থা জানিবার তাঁহাদিগের অবসর হয় না। এ ভিন্ন এক আর এক অসুবিধা আছে, অন্য অন্য প্রদেশে তহশীলদার, মামলতদা প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ মাজিষ্ট্রেট ও উপ বিভাগীয় কর্ম্মচারিদিগকে শাসন সম্বন্ধে সাহায্য করেন; বঙ্গদেশে তাহা নাই। এখানকার মাজিষ্ট্রেটদিগকে অনে স্থলে কেবল অনুমানের উপরে নির্ভর করিয়া শাসন কার্য্য করিতে হয়। উপবি ভাগ হওয়াতে গত ১৫ বৎসরের মধ্যে শাসন কার্য্যের অনেক সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু কাম্বেল সাহেব বলেন, শাসন অপেক্ষা বিচার কার্য্যের সুবিধাই অধিক দেখা যাইতেছে। শাসন সম্বন্ধে উপবিভা গীয় কর্ম্মচারিগণের অধীনস্থ কোন কর্ম্ম চারী নাই, এটী একটী অভাব। শাসন

ক্রান্ত অধিক সুবিধার ” অর্থ আমরা ঝিতে পারিলাম না। লোকের জীবন সম্পত্তি এবং রাজ বংশের ক্ষমতা কাকে যদি শাসন বলে, বঙ্গদেশে তাহার ভাব নাই। এ সম্বন্ধে কোন উৎকর্ষের য়োজন নাই। স্থানে স্থানে মহকুমা হইয়া ডপুটি মাজিষ্ট্রেট নিয়োজিত হওয়াতে কার্য্যটী সুন্দররূপে সম্পন্ন হইতেছে।

উপবিভাগগুলিকে তিন শ্রেণিতে ভক্ত করা হইবে। প্রথম শ্রেণীর উপ ভাগে নিম্নলিখিত নূতন কর্ম্মচারী যুক্ত করা হইবে:—

| | |
|---|---|
| সব ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট | ১৫০ টাকা |
| কাননগুই ও সরবেয়র | ৫০ ঐ |
| জন চাপরাসী ৮ টাকা করিয়া | ৩২ ঐ |
| জন চাপরাসী ৬ টাকা করিয়া | ৩৬ ঐ |

দ্বিতীয় শ্রেণি।

| | |
|---|---|
| সব ডেপুটি | ১০০ টাকা |
| নিম্নতর কাননগুই | ২৫ ঐ |
| জন চাপরাসী ৮ টাকা করিয়া | ১৬ ঐ |
| জন চাপরাসী ৬ টাকা করিয়া | ২৪ ঐ |

তৃতীয় শ্রেণী।

| | |
|---|---|
| কাননগুই | ৫০ টাকা |
| ২ জন চাপরাসী ৮ টাকা করিয়া | ১৬ ঐ |
| ২ জন চাপরাসী ৬ টাকা করিয়া | ১২ ঐ |

ইহাতে নিশ্চিত বার্ষিক ২,০২,০৯২ টাকা ব্যয় হইবে।

কাম্বেল সাহেব বলেন, উকীল শ্রেণি হইতে মুন্সেফ মনোনীত হন, কিন্তু ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটদিগের নিয়োগের পূর্ব্বে স্ব স্ব কার্য্য শিখিবার কোন সুযোগ থাকে না। যাঁহারা বিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইয়াই কার্য্য করেন, তাঁহাদিগের উপরে তাঁহার বিশ্বাস নাই। তাঁহার কৃত নূতন নিয়মানুসারে যে সকল লোক সম্প্রতি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন, তাঁহাদিগের উপরেও তাঁহার বিশ্বাস অল্প। তিনি তন্নিমিত্ত একটী পৃথক অচিহ্নিত সিবিল সর্ব্বিস স্থাপিত করিতেছেন। যাঁহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন তাঁহাদিগকে প্রথমতঃ কাননগুই ও সব ডেপুটির কাজ করিতে হইবে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের তহসিলদারদিগের যে কাজ ইহাঁরাও তাহা করিবেন। ক্রমশঃ এই সকল লোক কার্য্যদক্ষতা প্রদর্শন করিলে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হইবেন।

মহকুমা বৃদ্ধি হইয়া স্থানে স্থানে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হওয়াতে প্রথমতঃ এপ্রকার ব্যবস্থার প্রয়োজনই দেখা যাইতেছে না। দ্বিতীয়তঃ, যাঁহারা ভাল লেখা পড়া শিখিয়াছেন, এমন কোন ভদ্র লোক ৫০ টাকায় কাননগুইয়ের কাজ করিতে যাইবেন? যদি ভাল লোক না গেলেন, শাসনপ্রণালীকে অধঃপাতে দেওয়া হইল। টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া এ প্রকারে উজ্জ্বল শাসন প্রণালীকে অধঃপাতে দেওয়া কাম্বেল সাহেব ভিন্ন অন্য হইতে হয় না। তৃতীয়তঃ, তিনি নব্য কৃতবিদ্য অপেক্ষা সেকেলে তন্ত্রের অর্দ্ধ শিক্ষিত লোককে নিযুক্ত করিবার আভাস দিয়াছেন। বাঙ্গালী মাত্রেই তাঁহার চক্ষুঃশূল, ইহার মধ্যে আবার কৃতবিদ্য দলকে তিনি শত্রুভাবে দর্শন করেন। তিনি বিহারে উপযুক্ত লোক না পাইলে রুড়কী প্রভৃতি স্থান হইতে কর্ম্মচারী আনিবেন তথাপি বাঙ্গালী কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবেন না। এই সকল কারণেই আমরা উপরে কহিলাম, কেবল টাকার শ্রাদ্ধ হইবে কিছুই কাজ হইবে না। কেবল এ কাজ কেন? কাম্বেল সাহেব যে প্রকার অস্থির, তাঁহা হইতে কোন কাজই হইবে না। ঈশ্বর তাঁহাকে কিছু বুদ্ধি দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অস্থিরতা দোষে তাহা বিফল হইল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে লুপ লাইন।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, আগামী ১ লা এপ্রেল অবধি আজিমগঞ্জ ব্রাঞ্চ রেলওয়ে লাইন গবর্ণমেণ্ট ৩ লক্ষ টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। নাতলা রেলওয়ের জন্য গবর্ণমেণ্টকে যেরূপ সময়ে সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। এ লাইন লইয়া সেরূপ হইতে হইবে না। যাহা হউক, গবর্ণমেণ্ট ঐ লাইন স্বহস্তে গ্রহণ করাতে আমাদিগের বিশেষ আহ্লাদের বিষয় এই হইতেছে যে, এক্ষণে আরোহিদিগের সুবিধা অসুবিধার প্রতি দৃষ্টিপাত হইবে। এই লাইনের আরোহিদিগের ইষ্ট ইণ্ডিয়া লাইনে গমনে যেরূপ অসুবিধা ও ক্লেশ ঘটে, তাহা একবার সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে যে কিছু পরিবর্ত্ত হইয়াছে তদ্দ্বারা আশানুরূপ সুবিধা হ নাই। অসুবিধার কথা আর অধিক কি বলা যাইবে, এখনও আজিমগঞ্জ হইতে কলিকাতাভিমুখে বা জামালপুরাভিমুখে যাইতে হইলে বেলা ২ টার সময় নলহাটিতে আসিয়া কলিকাতা যাইবার জন্য রাত্রি ১০ টা পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমে যাইবার জন্য রাত্রি ২ টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়!! এই ৮ ঘণ্টা ও ১০ ঘণ্টা কাল অনর্থক কাটাইতে লোকের যে কিরূপ ক্ষতি ও ক্লেশ বোধ হয়, তাহা আর লিখিবারই প্রয়োজন নাই। যাহা হউক, আমরা এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ করি যে, তাঁহারা যেমন আজিমগঞ্জ লাইনটী ক্রয় করিয়া লইলেন, তেমনি উহার আরোহিদিগের ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের গাড়ীতে গমনাগমন বিষয়ে যে বৃথা সময়ক্ষেপ ও তজ্জন্য অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করিতে হইতেছে তাহার প্রতিবিধান করেন।

---

আদালত।

নিপীড়িত লোকদিগের রক্ষার্থ বিচারালয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু যেরূপ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে বলিতে পারা যায়, নিপীড়িত

দরিদ্রদিগের প্রতি ক্রমশঃ সুবিচারের দ্বার রুদ্ধ হইতেছে। কয়েক বৎসরাবধি গবর্ণমেণ্ট যতদুর সাধ্য আপীলের পথ বদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। তাঁহা দিগের এই একটী কুসংস্কার জন্মিয়াছে যে, এতদ্দেশীয়েরা মকদ্দমা এত ভাল বাসেন যে, পরাজয় হইবে নিশ্চয় বুঝিতে পারিলেও ভাগ্যের উপরে নির্ভর করিয়া আপীল করিয়া থাকেন। এই কারণে খাস আপীল প্রায় গ্রাহ্য হয় না। এই কারণে কর্জ্জ ও চুক্তি সম্বন্ধে ০০ টাকার নীচের মকদ্দমার একটী মাত্র আপীলের বিধি রাখা হইয়াছে। ছোট আদালতের পক্ষে সে বিধিও নাই। গবর্ণমেণ্টের যখন যে সংস্কার হয়, তখন তাহার পরিবর্ত্ত করা নিতান্ত দুরূহ হয়। এতদ্দেশীয়দিগের দেশ শাসন সম্বন্ধে কোন ক্ষমতা নাই। সর্ব্বসাধারণে যদি আবেদন করিয়া ও সংবাদ পত্রে লিখিয়া আত্ম দুঃখ নিবেদন করেন, তাহাতে মনোযোগ করা হয় না। শাসনকর্ত্তারা ইউরো পীয় ও বিচারপতিদিগের (যাঁহাদিগের নামে অভিযোগ করা হয়) কথাই গ্রাহ্য করেন। তাঁহারা কি জানেন না যে, সকল আদালতেই ইউরোপীয়দিগের মকদ্দমার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়? সাহেবদের নিজাম ও একজন সামান্য সৈনিক আফিসরের মকদ্দমা যদি এক দিনে উপস্থিত হয় এবং উভয়েই যদি এই প্রার্থনা করেন যে, তাঁহার মকদ্দমার বিচার অগ্রে হয়, বিচারালয় ইউরোপী য়ের অনুরোধই রক্ষা করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ এদেশে ইউরোপীয়ের সংখ্যা অল্প, সুতরাং মকদ্দমাও অধিক হয় না। সুতরাং প্রকৃত কষ্ট এতদ্দেশীয়দিগের, বিশেষতঃ দরিদ্রদিগের। এক ব্যক্তি সমস্ত জীবন পরিশ্রম করিয়া বৃদ্ধকালে আপন ও পরিবারবর্গের ভরণ পোষণের উপায় স্বরূপ ৫০০০ টাকা মূল্যের একটী সম্পত্তি

করিলেন। একজন অত্যাচারকারী তাহা কাড়িয়া লইল। মকদ্দমা হইল; একজন সদরআলা ধনী অত্যাচারকারির বিরুদ্ধে ডিক্রী দিলেন। আপীল হইল, যে সাক্ষির বাক্যে অধঃস্থ জজ বিশ্বাস করি য়াছিলেন, জজ তাহা অবিশ্বাস করিয়া এই আজ্ঞা রহিত করিলেন। হতভাগ্য নিপীড়িত ব্যক্তির এক আইনের উপরে যদি কোন তর্ক থাকে, তাহা হইলেই প্রধানতম বিচারালয় হস্ত ক্ষেপ করি বেন, নচেৎ তিনি চিরকালের জন্য গেলেন। ভূরি পরিমাণে এই প্রকার অবিচার হইতেছে।

আমরা দেখিতে পাই, সামান্য খত্তি কর্জ্জা মকদ্দমায় অধিক পরিমাণে অবিচার হইয়া থাকে। মুন্সেফেরা পরিশ্রম করিয়া বিচার করেন, তাঁহা দিগের নিকটে অর্থি প্রত্যর্থির তাদৃশ কষ্ট হয় না, উহাদিগের প্রকৃত কষ্ট আপীল আদালতে আরম্ভ হয়। প্রত্যর্থিকে যে নোটিস দেওয়া হয় তাহাতে যে দিন লিখিত থাকে কখন সে দিনে বিচার হয় না। অর্থি ও প্রত্যর্থী উভয়কেই সর্ব্বদা আদালতে আসিতে হয়। কবে মকদ্দমা উঠিবে তাহা কাহার সাধ্য বলেন। একটী দিন অবধারিত থাকিলে উকীলেরা প্রস্তুত থাকিয়া মক্কে লের পক্ষে যতদুর সম্ভব বলিতে পারেন। যেখানে কাগজ দেখিয়া বিচার, সেখানে পূর্ব্বে প্রস্তুত না থাকিলে কোন কাজ হয় না। কিন্তু দিন স্থির না থাকাতে পূর্ব্বে প্রস্তুত থাকা প্রায় ঘটিয়া উঠে না। জজদিগের অন্য কোন কাজ না থাকিলে আপীল শুনিতে বসেন। হঠাৎ মকদ্দমা উঠিল, হয় ত উকীল তখন অন্যত্র আছেন। এপ্রকার ঘটনা হইলে বিচারপতির বড়ই আনন্দ হয়, কারণ মকদ্দমা খারিজ করিতে পারিলে আর পরিশ্রম করিতে হয় না। উকীল যদি উপস্থিত থাকেন,

তাহা হইলেও সুবিচার হইবার সম্ভা অত্যল্প। তিনি পূর্ব্বে নথি দেখি ছিলেন, সকল কথা স্মরণ নাই, তথা তাঁহাকে কাগজ দেখিতে হইল। এ স্থার সুবিচারের সম্ভাবনা কি? বিশেষ আপীলের প্রথম বিচারকদিগের আজ্ঞ আর আপীল নাই; তাঁহারা যাহা ম করেন তাহাই হয়। যাঁহারা মানব স্ব বের ক্ষীণতা দর্শন করিতে চান, আম তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, খ কর্জ্জা মকদ্দমার আপীল শ্রবণের সম অধঃস্থ জজদিগের অবস্থা দর্শন করুন একটী খত্তি কর্জ্জের আপীল উঠিল, খ খানি তিন বৎসরের বলিয়া বলা হইয়াছে কিন্তু দেখিলে বোধ হয় যেন দুই মাস লে হইয়াছে। লেখক লিখিবার সময়ে তাজ করিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট দৃ হইতেছে। সাক্ষিগণ নিম্ন শ্রেণীস্থ লোক প্রত্যর্থী বলিল, তাহার সহিত অর্থী বিবাদ আছে। নিম্ন আদালত এই সক কারণে বাদির নালিশ অগ্রাহ্য করিয়াছি লেন। জজও এই আজ্ঞা প্রবল রাখি লেন তখন বিচারপতির মন ভাল আছে সুবিচারও হইল। দ্বিতীয় আপীল উপ স্থিত। খতের কাগজের পূর্ব্ববৎ অবস্থা সাক্ষীও পূর্ব্ববৎ। সাক্ষিদিগের মধ্যে কেহ কেহ প্রত্যর্থীকে আদালতে চিনিতে পারে নাই। কিন্তু জজ তখন গরম হইয়াছেন। কোন আপত্তিই শুনি লেন না। হতভাগ্য প্রত্যর্থীর বিরুদ্ধে আজ্ঞা দিলেন। এক আসনে বসিয়া এই প্রকার পরস্পর বিরোধী আজ্ঞা সর্ব্বদা হইয়া থাকে। আমরা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি, এই সকল মকদ্দমার অন্ততঃ তৃতীয়াংশে সম্পূর্ণ অবিচার হয়; কিন্তু জজের কৃত বিচারের যদি আপীলের বিধি থাকিত, কদাচ এরূপ ঘটিত না।

—০০০—

নিম্ন শ্রেণীর উকীলদিগের প্রার্থনা।

১৮৬৫ অব্দের ২০ আইনের ৪ ধারা

নারে হাইকোর্ট নিয়ম করিয়াছেন, যে কল দ্বিতীয় শ্রেণীর উকীল প্রবেশিকা রীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই, এবং কোম লেজে রীতিমত সম্পূর্ণ আইনের উপ র্শ শ্রবণ করেন নাই, তাঁহারা উচ্চতর শ্রেণীর পরীক্ষা দিতে পারিবেন না। ক্ত আইনের ৬ ধারানুসারে স্থানীয় বর্ণমেণ্ট যে সকল ব্যবস্থা করেন, উহার তুর্থ নিয়মে আছে, এই পরীক্ষা ইংরাজী ভাষায় দিতে হইবে। সম্প্রতি মুন্সেফ আদা লতের নিম্ন শ্রেণীর কতকগুলি উকীল এই টী নিয়মের প্রতিবাদ করিয়া কলিকা তার হাই কোর্টের রেজিষ্ট্রারের নিকটে এক আবেদন করিয়াছেন। ঐ আবেদন পত্রের একখণ্ড আমাদিগের হস্তগত হই য়াছে। আমরা পড়িয়া দেখিলাম, আবে দনকারিগণ যে সকল কথা বলিয়াছেন, সেগুলি অসঙ্গত নহে। তাঁহারা বলেন, তাঁহারা সকল বিষয়ে উচ্চতর শ্রেণীর উকীলদিগের তুল্যকক্ষ হইতে পারিলেও এই দুটী নিয়ম থাকাতে তাঁহারা পরীক্ষা দিতে পারিতেছেন না। বস্তুতঃ উচ্চতর শ্রেণীর পরীক্ষা পুস্তকগুলি যদি ইহাঁদি গের ভালরূপ পড়া থাকে এবং বহুদিন ওকালতি করিয়া আইন বিষয়ে বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা জন্মিয়া থাকে, ইংরাজী ভাষা জানেন না এবং প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন নাই বলিয়া ইহাঁদিগকে উচ্চতর শ্রেণীর পরীক্ষা দানের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করা নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্য সন্দেহ নাই। ইহাতে কেবল যে এই সকল লোকের প্রতি অবিচার করা হইতেছে এরূপ নয়, বাঙ্গলা ভাষার প্রতিও লোকের বিরাগ জন্মাইয়া দেওয়া হইতেছে। বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করিয়া যদি কোন কাজ না হইল, ইহাতে যদি কোন লাভ না হইল, কেন লোকে ইহা শিক্ষা করি-বেন? সুতরাং এ নিয়মটী বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি পক্ষে মহান্ অন্তরায় হইবে।

১৮৬৪ অব্দের ২ রা জুন হাইকোর্ট এই আজ্ঞা দেন যে, হাইকোর্টের অধীনে যত মফস্বল আদালত আছে, তথায় উকী লের বক্তৃতা ও দরখাস্ত প্রভৃতি তাবৎ কার্য্য তত্তদ্দেশীয় ভাষায় সমাহিত হইবে। ১৮৬৯ অব্দ পর্য্যন্ত এই নিয়ম ছিল। এক্ষণে এই নিয়মের লোপ করা হইয়াছে। কি কারণে এই নিয়মটী উঠিয়া গেল আমরা বুঝিতে পারি না। পূর্ব্বে মফস্বল আদালতের যে অবস্থা ছিল এক্ষণে সেই অবস্থার কি এরূপ কোন পরিবর্ত্ত হইয়াছে যে উচ্চতর শ্রেণীর উকীলের ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞতা না থাকিলে কাজ চলিতে পারে না? কৈ আমরা ত মফস্বল আদালতের অবয়বগত এরূপ কোন পরিবর্ত্ত দেখিতে পাই না। প্রবে শিকা পরীক্ষা দিবার নিয়মটী অব্যাহত থাকিলে নিম্ন শ্রেণীর উকীলদিগের প্রতি নিতান্ত অন্যায় করা হয়। ইহাঁরা যেরূপ নিয়মের প্রার্থনা করিতেছেন, সেটী অস ঙ্গত নয় এবং তাহা করিলে কিছুমাত্র অনিষ্ট সম্ভাবনা নাই, প্রত্যুত বহুল পরি মাণে ইষ্ট লাভেরই সম্ভাবনা। তাঁহারা বলেন, যে আদালতের উকীল তত্রত্য বিচারপতি যদি তাঁহাকে একখানি পার-দর্শিতার প্রশংসাপত্র দেন, তিনি উচ্চ-তর শ্রেণীর পরীক্ষা দিতে পারিবেন, এইরূপ নিয়ম হউক। আমরা এ নিয়মে কোনরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা করি না। এক্ষণে হাইকোর্ট ১৮৬৫ অব্দের ২০ আইনের ৪ ধারানুসারী নিয়মগুলির সংশোধন করিয়া যাহাতে ইহাঁরা উচ্চ-তর শ্রেণীর পরীক্ষা দানে সমর্থ হন, এরূপ কোন ব্যবস্থা করিয়া দেন, ইহাই আমাদিগের ইচ্ছা ও অনুরোধ। ইহাঁদি গের উক্ত পরীক্ষা দানের পথ এককালে রুদ্ধ করা কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত হয় না।

## শিক্ষা কার্য্যের ডিরেক্টর ও মিরর সম্পাদক।

আমাদিগের শিক্ষা বিষয় লইয়া লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর জর্জ কাম্বেল সাহেবের সহিত শিক্ষা কার্য্যের ডিরেক্টর আটকিন্‌ সন্ সাহেবের বিবাদ চলিয়াছে। লেপ্ট নণ্ট গবর্ণর কালেজগুলি উঠাইয়া এদে শকে প্রকারান্তরে মূর্খ করিয়া রাখিবার চেষ্টা পাইতেছেন, আটকিন্সন সাহেব সে মতে অনুমোদন করিতেছেন না। ইহাই বিবাদের কারণ। আটকিন্সন সাহেবের মন অতি সরল, সরলভাবে কাজ করাই তাঁহার অভিপ্রেত। পূর্ব্ব-কার রাজপুরুষেরা এদেশীয়দিগের বিদ্যাদান বিষয়ে ঔদার্য্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে তাহার অন্যথা হইয়া ব্রিটিশ জাতির অনৌদার্য্য প্রকাশ গৌর হ্রাস ও দুর্ণাম হয়, আটকিন্সন সাহেবের এ ইচ্ছা নয়। উদার বিদ্যাদানে দ্বারা এ দেশকে ক্রমে অধিকতর উন্নত করিয় তুলেন, আটকিন্সন সাহেবের এই আন্ রিক ইচ্ছা। লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের ইচ্ছ ইহার বিপরীত। এইরূপ পরস্পর ইচ্ছ ও মতভেদ হওয়াতে বিবাদ হইতেছে কে ভাল কে মন্দ, কাহার দোষ কাহা গুণ, তাহার বিচার করা এ প্রস্তাবে উদ্দেশ্য নয়, মিরর সম্পাদক মহোদয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা পাঠকগণে গোচর করিবার নিমিত্ত আমরা এ প্রস বের অবতারণা করিয়াছি। মিরর সম্প দক বলেন, ডিরেক্টর আটকিন্সন সা বকে পদচ্যুত করা কর্ত্তব্য। মিরর সম্ দক বিষম ক্ষেপিয়াছেন, আটকিন্স সাহেব যদি ভাল চান ও আমাদিগে পরামর্শ শুনেন, এই বেলা সরিয়া পড় মিররের রাগ সামান্য রাগ নয়, এ রাগে কারণও সামান্য নয়। আটকিন্সন সা কি মনে করিতেছেন ব্রাহ্ম স্ত্রী বিদ্যাল তিনি সাহায্য দান করেন নাই বলি

মরর সম্পাদক ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন?
তাহা নয়, তাঁহার মন তত নীচ নয়।
আমরা যে প্রকার রাগ দেখিতেছি,
হার একটী অতি গূঢ় মহৎ কারণ
থাকিবে সন্দেহ নাই। যাহাই হউক, যে
কারণ থাকুক, আটকিন্সন সাহেবের সরে
ড়াই কর্ত্তব্য। লেপ্টনন্ট গবর্নর এতদিন
একলা ছিলেন, এখন মিরর সম্পাদককে
ইয়া দুই জন হইলেন, এখন আর রক্ষা
নাই। উদ্দেশ্য ভিন্ন হউক, দুই জনের
ার্থ একরূপ হইয়াছে। এদেশের
লাকে অধিক লেখা পড়া না শিখে এটী
ই জনেরই অভীষ্ট। লেপ্টনন্ট গবর্নর
স্বেচ্ছাচারিতা বড় ভাল বাসেন; এদে
শের লোকে অধিক লেখা পড়া শিখিলে
হার ব্যাঘাত জন্মিবে, না শিখিলে
নি যা মনে করিবেন অবাধে তাই
রিতে পারিবেন। মিরর সম্পাদক
স্তুত ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। এদে
শের সমুদায় লোকে তাহা গ্রহণ করেন,
টী তাঁহার অভীষ্ট। কিন্তু দেশের
লাকে যদি অধিক লেখা পড়া শিখেন,
অভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাত হয়; মূর্খের
যত বাড়িবে, ততই তাঁহার লাভ।
ধিক লেখা পড়া শিখিয়া যাঁহার চোখ
ফুটিয়াছে, তিনি সে মুখো হন না।
আটকিন্সন সাহেব সেই চোখ কাণ
টাইবার চেষ্টা পাইতেছেন, অতএব
হার উপর মিরর সম্পাদকের কোপ
জন্মিবে কেন? তাঁহাকে শত্রু জ্ঞান
হইবে কেন? তাঁহাকে পদচ্যুত
রিতে না কহিবেনই বা কেন?

উপসংহার কালে মিরর সম্পাদককে
মাদিগের একটী কথা জিজ্ঞাসা করি
র ইচ্ছা হইল। তিনি যেন ক্রুদ্ধ না হন,
পা করিয়া উত্তর দেন, এই আমাদিগের
নুরোধ। তিনি লিখিয়াছেন, এদেশের
মুদায় লোকের ইচ্ছা এই, আটকিন্সন
হেব পদচ্যুত হন। এস্থলে আমাদিগের
জিজ্ঞাস্য এই, তাঁহার দলভুক্ত কয়জন অজাতশ্মশ্রু দেশের সমুদায় লোক, না, আর কেহ আছে?

---

অদ্য আমরা আহ্লাদসহকারে একটী সদনুষ্ঠান বৃত্তান্ত পাঠকগণের গোচর করিতেছি। গত ১ লা এপ্রেল কলিকাতা ট্রেণিং একাডেমি বাটিতে একটী নূতন বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। শিল্প সঙ্গীত ও ব্যায়ামাদি শিক্ষা প্রদানই ইহার উদ্দেশ্য। সোম ও বুধবার অপরাহ্ণ ৪॥ সাড়ে চারিটা অবধি ৬ টা পর্য্যন্ত চিত্র ও গঠন কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইবে। ইহার বেতন আট আনা। মঙ্গল ও শুক্রবার অপরাহ্ণ ৭ হইতে ৯ টা পর্য্যন্ত সঙ্গীত শিক্ষা হইবে, ইহার বেতন এক টাকা এবং বৃহস্পতি ও শনিবার অপরাহ্ণ ৫ হইতে ৬॥ সাড়ে ছয় টা পর্য্যন্ত ব্যায়াম শিক্ষা হইবে, ইহার বেতন আট আনা। এ ভিন্ন নীতি শিক্ষা দেওয়াও হইবে। যে অনুষ্ঠান করা হইয়াছে, যদি সুচারুরূপে ইহার কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, কোন ব্যাঘাত না জন্মে, ইহা দ্বারা মহোপকার সাধিত হইবে।

---

২৪ পরগণার অন্তঃপাতী বারুইপুরের জমীদার বংশীয় শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী স্বীয় উদ্যান মধ্যে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। এখানে ডাক্তারি ও বাঙ্গলা উভয়বিধ চিকিৎসা করা হইয়া থাকে। প্রতি দিন বহুসংখ্য রোগী আসিয়া ঔষধ লইয়া যায়। ইহা দ্বারা সন্নিহিত গ্রাম সমূহের দীন দরিদ্রদিগের বিলক্ষণ উপকার হইতেছে। চিকিৎসকের বেতন ও ঔষধাদিতে রাজেন্দ্র বাবুর অল্প ব্যয় হয় না। জমীদারেরা বৃথা আমোদ প্রমোদে কাল হরণ ও অর্থনাশ না করিয়া যদি এই সকল সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, অর্থেরও সার্থকতা হয় তাঁহারাও যথার্থ যশোভাগী হইতে পারেন

## নূতন পুস্তক।

১। বিক্টোরিয়া পঞ্জিকা ও বাঙ্গ
ডাইরেক্টরি। সন ১২৭৯ ইং ১৮৭২।৭৩
শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল নন্দী ইহার সং
ও প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে কিছু নূতন
আছে। পঞ্জিকার সহিত বাঙ্গলা ডাইরেক্ট
একত্রিত করিয়া মুদ্রিত করা হইয়াছে
পঞ্জিকা অংশে পঞ্জিকার জ্ঞাতব্য তা
বিষয় সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, এবং বাঙ্গ
ডাইরেক্টরিতে বিষয়কর্ম্মোপযোগী
অন্যান্য অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় লিখি
দেওয়াতে এখানি সর্ব্বপ্রকার লোকের প
উপকারী হইয়াছে।

২। পে এবং লাহা কোম্পানির ১১
সালের বাঙ্গলা নূতন পঞ্জিকা। ইহা
পঞ্জিকার জ্ঞাতব্য তাবৎ বিষয় আছে
তদ্ভিন্ন ষ্টাম্পের আইন টেলিগ্রাফ ও ড
মাসুলের নিয়ম এবং রেলওয়ের ভাড়
নিয়ম প্রভৃতি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে
ইহার সংশোধন ক্রিয়াও উত্তম হইয়াছে।

৩। কবিতা মঞ্জরী। চুঁচুড়া গবর্ণমে
সাহায্যকৃত শিশু শিক্ষালয়ের প্রধান শিক্ষ
শ্রীযুক্ত বাবু গোপাল চন্দ্র দত্ত ইহার প্রণ
করিয়াছেন। ইহাতে ছোট ছোট বা
দিগের শিক্ষোপযোগী কতকগুলি বিষয় অ
সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে।

৪। পদ্যমালা। শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্র ন
রায় চৌধুরী ইহার প্রণেতা। ইহাতে সা
কাল বিজন ভিখারিণী প্রভৃতি কতকগু
বিষয় নানা ছন্দে লিখিত হইয়াছে। কবি
গুলি সরল ও সরস হইয়াছে।

৫। মেঘদূত কাব্য। এখানি মহাক
কালিদাস প্রণীত মেঘদূতের বাঙ্গলা অনুবা
শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি নন্দী এই অনুবাদ ক
য়াছেন। ইহা অমিত্রাক্ষরে লিখিত হইয়াছে
পদ্যগুলি অমিত্রাক্ষর বটে, কিন্তু নিতা
নীরস হয় নাই।

৬। চন্দ্রালিনী। শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রন
বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন
এটী একটী আখ্যায়িকা। এটী নানা অদ্ভু
ঘটনায় পরিপূরিত বঙ্কিম বাবুর কা
লিখন প্রণালীর অনুকরণ করিয়া ইহ

না কার্য্য সমাধা করা হইয়াছে। গল্পটাই যে কেবল হৃদয়গ্রাহী এরূপ নয়, রচনাটীও তদ্রূপ হইয়াছে।

৭। জামাই বারিক। প্রহসন। শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মিত্র ইহার রচয়িতা। জামাই বারিকের ইতিবৃত্তটী অতি কৌতুকাবহ। ঘর জামাই ও বহু বিবাহকারীর দুর্দ্দশার বিষয় অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। দীনবন্ধু বাবু নদের চাঁদকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। পঞ্চম জামাইর রামায়ণ পাঠ এবং ... জামাইর পিরের গান অতি মনোহর হইয়াছে। স্বামী লইয়া দুই সতীনের ঝগড়াটী বিলক্ষণ সরস হইয়াছে। তবে কিছু ...তা বাড়ি হইয়াছে।

## বিবিধ সংবাদ।

২০ এ চৈত্র সোমবার।

দক্ষিণ বারাশত বঙ্গবিদ্যালয়ের সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দপ্রসাদ বসু কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন পূর্ব্বক লিখিয়াছেন, উক্ত বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণার্থ বর্দ্ধমানাধিপতি ...০ মহারাণী স্বর্ণময়ী ৫০ রাণী শরৎসুন্দরী ...০ এবং সভাপতি...রস্থ শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদ...স্থ মিত্র ২৫ টাকা দান করিয়াছেন।

শুনা যাইতেছে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ...স্থির করিয়াছেন, ১৮৭৩ অব্দে ৪৮০০০ ...বাক্স আফিমের অধিক বিক্রয় করিবেন ...না।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া টেলিগ্রাফ যোগে সংবাদ পাইয়াছেন, ডিউক অব আর্গাইল আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

আলাহাবাদে লার্ড মেয়োর স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপনার্থ যে এক সভা হয়, ঐ সভা কর্ত্তৃক এপর্য্যন্ত ৪০৬৭ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট পাবনা নর্ম্মাল স্কুলটী উঠাইয়া দিবার মানস করিয়াছেন।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান সভার সাহায্যার্থ এ পর্য্যন্ত ৩৭০০০ টাকা মাত্র চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে। ২৪ জনে এই চাঁদা দিয়াছেন। সমুদায় ভারতবর্ষের মধ্যে ২৪ জন মাত্র এই মহোপকারী বিষয়ে সাহায্য দান করিয়াছেন, এটী অল্প বিস্ময়াবহ সন্দেহ নাই।

গত ফরাসী যুদ্ধ অবধি পারিসের লোক সংখ্যা ৩০০০০০ কমিয়া গিয়াছে!

একখানি ফরাসী সংবাদ পত্র লিখিয়াছেন, রুসীয়দিগের ষড়যন্ত্র হইতেই লার্ড মেয় হত হইয়াছেন।

ফিনীগেজেট বলেন, ১৮৭১ অব্দের ১ লা জানুয়ারি অবধি ৩১ এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত গ্রেট ব্রিটেনে সর্ব্বশুদ্ধ ৪৮৩১ পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহার মধ্যে ৩৫৪৭ নূতন পুস্তক এবং ১২৮৪ দ্বিতীয় বার মুদ্রিত।

জনশ্রুতি এই, লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর একজন জুনিয়র সিবিলিয়ানকে কলিকাতার পোষ্ট মাষ্টারের পদ দিবার মানস করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কালীচরণ অধিকারী কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, তাঁহার প্রণীত কবিতা কলাপ উপহার পাইয়া রাণী শরৎসুন্দরী ১০ এবং মহারাণী স্বর্ণময়ী ১০ টাকা দান করিয়াছেন।

বহু বিবাহ নিপীড়িতা দুঃখিনী কুলীন কামিনী রচয়িতা কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, উক্ত পুস্তক উপহার পাইয়া রাণী শরৎসুন্দরী তাঁহাকে ১০ টাকা পারিতোষিক দিয়াছেন।

এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, সেদিন বাঁকুড়ার সন্নিহিত রাজগ্রামে একটী আশ্চর্য্য জুয়াচুরি হইয়া গিয়াছে। একব্যক্তি একটী বালুকাপূর্ণ মৃণ্ময় কলসের মুখ উত্তমরূপে বদ্ধ করিয়া উহা একটী স্ত্রীলোকের মস্তকে দিয়া রাজগ্রামে যায়। তথাকার এক বস্ত্র বিক্রেতার দোকান হইতে কতকগুলি কাপড় লইয়া তথায় ঐ কলস ও স্ত্রীলোকটীকে রাখিয়া ছল করিয়া প্রস্থান করে। দোকানদারের কাপড়গুলি গেল, স্ত্রীলোকটী মজুরী পাইল না, জুয়াচোরের কোন সন্ধান হইল না।

লার্ড নর্থব্রুক ১৬ এ মার্চ মার্সেলিস হইতে সুয়েজের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

হাসপাতাল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর জেনরল রোজ সাহেব বার্ষিক ৪৫৬০ টাকা পেন্সন লইয়া কর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন।

গ্লাসগো নামক যে জাহাজে লার্ড মেয়োর মৃতদেহ যাইতেছিল, উহা ১৮ এ মার্চ সন্ধ্যাকালে সুয়েজে উপনীত হইয়াছে। লেডি মেয় পানিবার ব্রিণ্ডিসির অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির লোক সংখ্যা সার্দ্ধ তিন কোটি স্থির হইয়াছে। গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে ৪০ লক্ষের অধিক লোক বৃদ্ধি হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিটির নিকটে সাক্ষ্য দান কালে জেনরল পিয়র্স ফসেট সাহেবকে বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের ধনাগার হইতে যে সকল সৈনিক কর্ম্মচারীর বেতন দেওয়া হয়, তাঁহাদিগের চতুর্থাংশ বিদায় লইয়া গৃহে বসিয়াছিলেন।

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে জাহাজ বোঝাই করিবার জন্য ১১০ গাঁইট তুলা আইসে। গাঁইটগুলি খুলিয়া দেখাতে উহার মধ্যে প্রায় ৩৮৫ মণ বালুকা পাওয়া যায়। এটী একটী নূতন জুয়াচুরি।

পোর্ট ব্লেয়ার হইতে মান্দ্রাজ টাইমসে একজন লিখিয়াছেন, গত ৫ ই মার্চ বাইপার দ্বীপের দুইজন কয়েদির ফাঁসী হয়। একজন একখানি কুঠার দ্বারা একজন কর্ম্মচারী মস্তকচ্ছেদনের এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি একজন ইউরোপীয় ওবরসিয়রকে এক লৌহদণ্ড দ্বারা বধ করিবার চেষ্টা পায়।

গত ২৫ এ মার্চ পারস্য হইতে যে এক টেলিগ্রাম আসিয়াছে, তাহাতে অবগত হওয়া গেল, এক্ষণে আর আহারাভাবে লোকের কষ্ট হইতেছে না। যাহারা পরিশ্রম করিতে সক্ষম তাহাদিগকে কাজ দেওয়া হইতেছে। বৃদ্ধ ও অনাথদিগকে আহার ও আশ্রয় দান করা হইতেছে। এক্ষণে ফণ্ডে যে টাকা আছে, তদ্দ্বারা আর ২ মাস চলিতে পারিবে। খোরাসান কাজরুন এবং সিরাজের অবস্থা সন্তোষকর।

একখানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, সংবাদপত্রকে লাইবেলের ভয় হইতে ... করিবার জন্য লণ্ডনে একটী সভা ...য়াছে। তাহাদের যথার্থ মন্দ প্রদর্শন

াহার সংশোধন এবং যে সকল লোক স্বার্থ ত্তয় প্রদর্শনার্থ অন্যায়রূপে সংবাদ পত্রের তি আক্রমণ করেন, সেই আক্রমণ হইতে ক্ষা করাই সভার উদ্দেশ্য।

কাতিওয়ারের কোন কোন স্থানে এই তি আছে, পুত্র কন্যার বিবাহে অনেক য় করিতে হয়, অনেকে তাহা পারিয়া ঠে না বলিয়া সকলে কিছু কিছু চাঁদা য়া এককালে শত শত ব্যক্তির বিবাহ র্য অতি সমারোহে সম্পন্ন করে। সম্প্রতি জকোটের নিকটস্থ এক পল্লীর এক বাহ সভায় ১ হাজার বর কন্যা উপস্থিত য়। নিমন্ত্রিত ব্যক্তির সংখ্যা ১৫০০০ হই ছিল।

২১ এ চৈত্র মঙ্গলবার।

মান্দ্রাজের প্রতিনিধি গবর্ণর নীলগি- তে গমন করিয়াছেন। এবার মান্দ্রাজে য়ানক গ্রীষ্ম হইয়াছে। গ্রীষ্ম না হইলে কি র্মত শিকারে ক্ষান্ত থাকিতেন?

গত জানুয়ারি মাসের মধ্যে পঞ্জাবের ০৬২৪৯ অধিবাসীর মধ্যে ২৬১৭৯ লোকের ত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে বসন্তে ১৫২১ বং জ্বরেতে ১৫১৪৬ লোকের মৃত্যু হয়।

গত মাসে মান্দ্রাজে ২৬১১০২৫ টাকার াণিজ্য দ্রব্য আমদানী এবং ২৯৯৬৮৬২ াকার বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী হয়।

ডবলিউ, এচ রাইলণ্ড সুন্দরবনের কমি নরের প্রতিনিধি হইবেন।

গত সোমবার প্রাতঃকাল ৭ ঘটিকার য় যে ঝড় হয়, ঐ সময়ে গঙ্গায় একখানি কা জলমগ্ন হয়। ১১ জন জলমগ্ন ব্যক্তির ধ্যে ১০ জন রক্ষা পায়, একটী এতদ্দেশীয় লোককে আর পাওয়া যায় নাই।

মার্চ মাসের মধ্যে ১৫৩৬৮ লোক ভারত ীয় চিত্রশালিকা দর্শনার্থ গমন করেন। তদ্দেশীয়ের মধ্যে ১৩৪৩৪ পুরুষ ও ১৪৬১ লোক এবং ইউরোপীয়ের মধ্যে ৩২৮ ন এবং ৯৭ জন স্ত্রীলোক গমন করেন।

কানিঙহাম সাহেব মান্দ্রাজ প্রেসি- ন্সির আডবোকেট জেনরল হইয়াছেন, সংবাদে তত্রত্য সংবাদ পত্রসমূহ বিস্ম স্মিত হইয়াছেন। কানিঙহাম সাহেব া বিপদেই পড়িলেন।

২২ এ চৈত্র বুধবার।

লার্ড মেয়োর স্মরণার্থ কোন চিহ্ন স্থাপ া জন্য কি উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, ি নির্দ্দেশনার্থ গত বুধবার লাহোরে এক া হইবার কথা ছিল।

গত রবিবার বৈকালে দারজিলিঙে ঝড় হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের ডেপুটী এজেন্ট এবং এজেন্সি বোর্ডের মেম্বর সিসিল ষ্টিফেন্সন সাহেব গত কল্য ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

গত ১৯ এ মার্চ্চ একজন এতদ্দেশীয় পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ের আমেদপুর ষ্টেসনের নিকটে এবং আর একজন মান কর ষ্টেসনের নিকটে শকটচক্রে পতিত হওয়া হত হইয়াছে।

অদ্যপির যুবরাজের পুত্র প্রিন্স হেনরি বার্লিনে সই বাঁধার কার্য্য শিখিতেছেন। যুবরাজ স্বয়ং কম্পোজের কাজ উত্তমরূপ জানেন।

মান্দ্রাজের প্রধান প্রধান লোকেরা একটী শিল্প বিদ্যালয় স্থাপনার্থ চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত ২১ হাজার টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

প্রধানতম গবর্ণমেন্ট মান্দ্রাজের হাই- কোর্টের জজদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এক্ষণে তথায় যে কয়েকজন জজ আছেন, উহাদিগের সংখ্যা কমান যাইতে পারে কি না? এই সকল বিষয়েই আমাদিগের গবর্ণমেন্ট সাধ্যানুসারে টানিয়া বুনিবার চেষ্টা পান; কিন্তু অন্য বিষয়ে সহস্র অপব্যয় হইতেছে, সেদিকে তাহাদিগের দৃষ্টি নিপ তিত হয় না।

দিল্লী গেজেট বলেন, লণ্ডন নগরে দিবা রাত্রের মধ্যে প্রতি ৮ মিনিটে একজনের মৃত্যু হয় এবং প্রতি ৫ মিনিটে এক জনের জন্ম হয়। ১৮৫১ অব্দ অবধি উক্ত নগরের লোক সংখ্যা ৮০০০০০ বৃদ্ধি হইয়াছে।

সম্প্রতি কাঁদির সন্নিহিত রূপপুর নামক গ্রামে একটী শিশু হত্যা হইয়া গিয়াছে। উহার গাত্রে সামান্যরূপ কতকগুলি অলঙ্কার ছিল, সেই অলঙ্কারের লোভে প্রতিবেশিনী এক বেশ্যা উহাকে হত্যা করে।

হিন্দুরঞ্জিকার নাটোরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, নাটোরের নিকটবর্ত্তী চন্দ্রপুর গ্রামে এক ব্যক্তির তিনটী সন্তান জ্বর ও প্লীহা রোগে কষ্ট পায়। একজন হাতুড়িয়া বৈদ্য উহাদিগকে একপ বিষাক্ত ঔষধ ভক্ষণ করায় যে এক ঘণ্টার মধ্যে তিনটীই প্রাণ ত্যাগ করে। উহাদিগের মৃতদেহ তত্রত্য ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া কলিকাতার মেডিকল কালেজে প্রেরিত হইয়াছে। হাতুড়িয়া বৈদ্য কর্ত্তৃক এইরূপ মনুষ্য হত্যার কি নিবারণ হইবে না?

২৩ এ চৈত্র বৃহস্পতিবার।

লার্ড মেয়োর মৃত্যু নিবন্ধন শোক প্রক করিয়া আমীর সিয়ার আলি লার্ড নে রককে এক পত্র লিখিয়াছেন। মৃত র প্রতিনিধির সদ্গুণের উল্লেখ করিয়া আমী লিখিয়াছেন, যদি আফগানস্থানে কে গোলযোগ না থাকিত তাঁহার ইচ্ছা ছি লার্ড মেয়োর কার্য্যকাল শেষ হইলে তি তাঁহার সহিত ইউরোপ দর্শনার্থ গমন ক বেন; কিন্তু জগদীশ্বর তাহা করিতে দিে না।

গত ৩০ এ মার্চ শনিবার বারাশে বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বি কার্য্য হইয়া গিয়াছে। এই বিদ্যালয় কয়েক বৎসরের পর পুনরুজ্জীবিত হইয়াে প্রথমে বেথুন সাহেবের সাহায্যে বারাশ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, কিন্তু ত লোকের কুসংস্কার এত প্রবল ছিল বালিকাবিদ্যালয়ের সাহায্যকারিদিগ সমাজচ্যুত হইতে হইয়াছিল। বি কালের কি আশ্চর্য্য মহিমা! যাঁহারা পূ বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন তাঁহার আবার এক্ষণে এই বিদ্যালয়ের সাহা করিতেছেন।

পরমিটের কতকগুলি নিম্নতর কর্ম্মচা দ্বারা অনেক জুয়াচুরি হইয়া থাকে। ইহাে বণিকদিগকে সর্ব্বদা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় আমরা আহ্লাদিত হইলাম, কলিকাত কষ্টম কালেক্টর ইহার অনুসন্ধান করিে ছেন।

আলীপুরের জেল পূর্ব্বে সকল জেলে আদর্শ স্বরূপ ছিল। কিন্তু ডাক্তার গিবে আগমনাবধি মধ্যে মধ্যে নানা গোলযে হইতেছে। ইনি প্রেসিডেন্সি জেলে প্রশং লাভ করিতে পারেন নাই। সর্ব্বসাধার অনেকবার ইহার বিরুদ্ধে মত প্রক করিয়াছেন। আলীপুরেও তাঁহা দ্বারা ক হইতেছে না। এ ব্যক্তিকে আর জেলে অধ্যক্ষতা করিতে দেওয়া উচিত হয় না।

নেপালের যুবরাজের একটী পুত্র হ য়াতে কাটামুণ্ডে অনেক উৎসব হই গিয়াছে। রাজা যাবতীয় কর্ম্মচারিকে মাসের বেতন পুরস্কার দিয়াছেন।

হাবিলাও বর্ক সাহেব ভারতবর্ষের এ জন প্রকৃত বন্ধু। তাঁহার প্রশ্নানুসা সম্প্রতি ইংলণ্ডের সৈনিক মন্ত্রী কার্ডওয়ে সাহেব মহাসভায় বলিয়াছেন, রুশিয় সহিত ইংলণ্ডের যখন যুদ্ধ হয়, তখন ভা বর্ষে ২৪৩৮৫ জন মাত্র ইউরোপীয় সৈনি

ল। ইহাদিগের মধ্যে ক্রিমিয়াতে ১১৪৭ রণ করা হয়। এতদ্ভিন্ন ইংলণ্ডে ১২৮১ কে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। আমরা বের বলিতেছি, এদেশে ৪০,০০০ উর্দ্ধ থা ৫০,০০০ ইউরোপীয় সৈন্য রাখিলে । কিন্তু এতদপেক্ষাও অধিক সৈন্য রাখি র কারণ এই, তাহা না হইলে ইংলণ্ডের জষ মন্ত্রী উদ্বৃত্ত টাকা দেখাইতে পারেন ।

টিকবোরন্ ঘটিত বিচারের সময়ে আটর্নি নরল সর জন কোলরিজ ২৬ দিন পর্য্যন্ত যে কৃতা করিয়াছিলেন তাহা সংগ্রহ করিলে কলের ইংলণ্ডের ইতিহাসের প্রথম দুই গুর ন্যায় একখানি পুস্তক হইতে পারে। তঃ এত দীর্ঘ কাল কোন ব্যক্তি এক বিষয়ে কৃতা করেন নাই। হেষ্টিংসের বিচারের য়ে বর্ক শেরিডান ও ফকসের বক্তৃতা কত্রিত করিলে এত দীর্ঘ হয় কি না ন্দেহ।

২৪ এ চৈত্র শুক্রবার।

মজীলপুরের শ্রীযুক্ত তারাপ্রসাদ চক্র র্ত্তী কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ লিখিয়াছেন, হাদের প্রণীত দ্রুপদী নামক পুস্তক উপ র পাইয়া রাণী শরৎ সুন্দরী পুরস্কার রূপ তাঁহাকে ১০ টাকা পাঠাইয়া দিয়া ছেন।

ইংলিসম্যান বলেন, আজমীরে লার্ড য়োর স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপনের নিমিত্ত রাজ নের সর্দ্দারেরা চাঁদা সংগ্রহ করিতে ছেন।

নিজ্ঞাগেজেটের কাবুলস্থ সংবাদ তা বলেন, পারস্যের সাহা বলিয়াছেন, ংরাজেরা যদি অধিকারস্থ আফগান দেশগুলি আমীরকে দেন, তাহা হইলে নি সীস্তান উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করি- ন।

ডাক্তার নর্ম্মাণ চিবস সাহেব কিছুদিনের ন্য বিদায় লওয়াতে সার্জ্জন ডি, বি, স্মিথ ম, ডি, কলিকাতা মেডিকল কালেজের প্রিন্সিপাল হইয়াছেন।

রাজসাহির স্থানে স্থানে ওলাউঠা ও বসন্ত হইতেছে। নদীয়া কাটাক ও পুরীতে অদ্যাপিও ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব কমে নাই।

২৫ এ চৈত্র শনিবার।

ইংলিসম্যান পাঠে অবগত হওয়া গেল, জোয়ারপুর ও ইন্দোরে ওলাউঠার প্রাদু র্ভাব হইয়াছে।

মধ্য প্রদেশে বসন্তের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। রাইপুর প্রদেশে যথা সময়ে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি হয় নাই বলিয়া অর্দ্ধেকেরও অধিক রবিশস্য নষ্ট হইয়াছে।

পুর্ণিয়া হইতে দারজিলিঙ পর্য্যন্ত যে সর কারী রাস্তা আছে, ঐ রাস্তায় সর্ব্বদা ডাকা ইতি প্রভৃতি হয় বলিয়া গবর্ণমেণ্ট উহার মধ্যে মধ্যে প্রহরী রাখিবার ব্যবস্থা করি তেছেন।

গত বৃহস্পতিবার হইতে কলিকাতার ফৌজদারী সেসিয়ন আরম্ভ হইয়াছে।

—:০:—

## ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৮ এ মার্চ্চ। প্রিন্স অব ওয়েলস পুত্র কলত্র সহিত রোমে উপস্থিত হইয়াছেন। রাজ পুত্রের সহিত পোপের সাক্ষাৎ হইয়া অনেক ক্ষণ কথোপকথন হয়। পোপ রাজপুত্রের আরোগ্য হেতু অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করেন। তিনি এই উপলক্ষে রাজ্ঞী সর্ব্বদা যেরূপ সম- দুঃখ সুখতা প্রকাশ করেন তাহার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া রাজ্ঞীর প্রজাবর্গের ধার্ম্মিকতার প্রশংসা করেন।

লণ্ডন ২৮ এ মার্চ্চ। গত রাত্রিতে গ্লাডষ্টোন অটওয়ে সাহেবকে বলিয়াছেন, ইটালির সহিত জর্ম্মাণের কোন সন্ধি আছে বলিয়া তিনি জানেন না।

পারিস ৩১ এ মার্চ্চ। জাতি সাধারণ সভার অধিকালে টিয়ার্স বলিয়াছেন, আর কোন বিশৃ ঙ্খলা নাই; চতুর্দ্দিগ শান্তিময়। সমুদায় ইউরোপ ফ্রান্সের অনুকূল। সকলেই জানিয়াছেন ফ্রান্স শান্তি প্রার্থনা করেন। টিয়ার্স বলিয়াছেন, ফ্রান্সকে পূর্ব্বাবস্থাসম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারি লেই যথার্থ বৈরনির্য্যাতন করা হয়। সভা ফ্রান্সের সহিত বেলজিয়মের বাণিজ্য সংক্রান্ত সন্ধির প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন।

কালিফর্ণিয়ায় ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

ওয়ার্উইকসায়ারের মজুরেরা ধর্ম্মঘট করি য়াছে।

লণ্ডন ২ রা এপ্রেল। রাজ্ঞী বেডেনবেডেনে রহিয়াছেন। জর্ম্মাণের যুবরাজ তাঁহার সহি সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

কালিফর্ণিয়ায় ভূমিকম্প দুই দিন পর্য্যন্ত ছিল। বহু সংখ্য লোক হত এবং আহত হই- য়াছে।

—০—

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারে

নিয়োগ

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৭ এ মার্চ্চ—মুঙ্গেরের অন্তর্গত বেগুসরাইর সহকারী মাজিষ্ট্রেট জি, এ উইলকিন্স দণ্ডবিধির ৩১৮ ধারানুযায়ী মকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

২৮ এ মার্চ্চ। বাবু অক্ষয়ধন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪ পরগণার অন্তর্গত বরাহনগর উপবিভাগের আশুবারাশের সব রেজিষ্টার হইবেন।

৩০ এ মার্চ্চ। খাস বিভাগের রাজস্বের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের ১৮৭০ অব্দের ভূমি গ্রহণ বিষয়ক ১০ আইন অনুসারে মেদিনীপুর ও হুগলীর কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

এচ, এল, জনসন লেপ্টনন্ট গবর্ণরের প্রাই বেট সেক্রেটারি হইবেন।

ভবলিউ বেইল প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

নিম্নলিখিত নিযুক্ত নিবারকার্য্যের কর্ম্মচা রিগণ পশ্চাল্লিখিত স্থানের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর হইবেন।

প্রথম শ্রেণীর দুক্ষেস হইতে পঞ্চম শ্রেণীর অতিরিক্ত সহকারী কমিশনরের পদে—

বাবু পদ্মলোচন দাস—গোয়ালপাড়া

„ ব্রজকান্ত মজুমদার—ঢুবড়ি

„ রামগোবিন্দ দেব—ত্রিপুরা

ভিতীয় শ্রেণীর দুক্ষেস হইতে [illegible]

অতিরিক্ত সহ[illegible] পদে

বাবু গঙ্গা[illegible] শর্ম্মা—কামা

মৌলবী কফিলাল হোসেন—চন্দ্র, (চাঁচারের প

বাবু নবীন[illegible] পাল—লাকড় ডা (মানভূম)

„ কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরী—মানবাজার (মানভূম)

…লবী গজাফরআলী—হাজারিবাগ।
…সদানন্দ—কৃষ্ণপুর (লোহারডগা)
তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ হইতে সপ্তম শ্রেণীর অতিরিক্ত সহকারী কমিশনরের পদে—
বাবু লক্ষ্মীনাথ শর্ম্মা—ঢেকুপুর (দুরঙ্গ)
রাধামোহন গোস্বামী—বড়পেড়া (কামরূপ)
দীননাথ শর্ম্মা—উত্তর লক্ষ্মীপুর।
চম্পকনারায়ণ—নওগাঁ।
পার্ব্বতীকুমার মিত্র—কোরকদহ।
নন্দকুমার আইকত—রঘুনাথপুর।
নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়—লোহারডগা।
ভবনাথ ঘোষ—লক্ষ্মীপুর।
গঙ্গাগোবিন্দ শর্ম্মা—শিবসাগর।
আনন্দকুমার সর্ব্বাধিকারী—গোলাঘাট।
কৃষ্ণচন্দ্র পাল—জলপাইগুড়ি।
বাবু করুণাময় বন্দ্যোপাধ্যায়। নওগাঁ।
" হরিশ্চন্দ্র চাকী—ধুবড়ি।
নিম্নলিখিত প্রতিনিধি মুন্সেফেরা প্রতিনিধি অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর হইবেন।
বাবু শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য গোয়ালপাড়ার অতিরিক্ত সহকারী কমিশনরের প্রতিনিধি হইবেন।
বাবু শিব প্রসাদ চক্রবর্ত্তী কিছুদিনের জন্য শিবসাগরের অতিরিক্ত সহকারী কমিশনরের প্রতিনিধি হইবেন।
উপরি উক্ত কর্ম্মচারিগণ ১৮৭১ অব্দের ৬ আইনের ১০ ধারানুসারে মুন্সেফের ক্ষমতা পাইলেন। সম্প্রতি ইঁহারা যে যে স্থানের মুন্সেফ হইয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে এই ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন।
নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিদিগের যে ফৌজদারী ক্ষমতা ছিল, অতঃপরও তাঁহারা সেই ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেনঃ—
বাবু রামগোবিন্দ দেব—কাছাড় এবং বাবু পদ্মলোচন দাস—গোয়ালপাড়া (মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা)।
বাবু নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়—লোহারডগা
" ভবনাথ ঘোষ—লক্ষ্মীপুর।
" নবীন চন্দ্র পাল—মানভূম (প্রথম শ্রেণীর সুবর্ডিনেট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা)
বাবু রজকান্ত—দুরঙ্গ।
" মৌলবী নাজিমাত হোসেন—হাজারি বাগ।
" গজফর আলী— ঐ
বাবু রাধামোহন গোস্বামী—কামরূপ।
মুন্সী সদানন্দ—লোহারডগা।
বাবু দীননাথ শর্ম্মা—লক্ষ্মীপুর।

" কৃষ্ণ প্রসাদ চৌধুরী—মানভূম
" নন্দকুমার—আইকত ঐ।
" চম্পকনারায়ণ। নওগাঁ।
" পার্ব্বতী কুমার মিত্র। হাজারিবাগ (দ্বিতীয় শ্রেণীর সুবর্ডিনেট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা)
নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণের ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতাও থাকিবে।
বাবু পদ্মলোচন দাস।
" চম্পক নারায়ণ।
২৪ পরগণার অন্তর্গত নরসিংদার চকের বাবু দুর্গাচরণ মণ্ডল ১৮৬৫ অব্দের ৫ আইনের ৫ অধ্যায়ের ৪৭ ধারানুসারে এতদ্দেশীয় খৃষ্টীয়ানদিগের বিবাহের সার্টিফিকেট দিবার ক্ষমতা পাইলেন।
১লা এপ্রেল। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলিউ, এচ, রাইলাণ্ড ২৪ পরগণায় রহিলেন।
সি, ই গোলডসবেরি দারজিলিঙের অতিরিক্ত সহকারী কমিশনরের প্রতিনিধি হইবেন। এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সুবর্ডিনেট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।
নিম্ন লিখিত কর্ম্মচারিগণ প্রথম শ্রেণীর জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।
সি, ই ক্রকোড মোরওটন।
জে, ওয়াড।
এ, পি, মাকডোনেল।
সি, এচ, বাউএল।
জে, স্কোবেল।
এফ, এচ, মাকলিন।
নিম্ন লিখিত কর্ম্মচারিগণ দ্বিতীয়শ্রেণীর জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।
জে, এফ ব্রাড়বেরি;
আর, এস, ওয়ালার।
আর্থর ফস্টেস।
জে, ক্রফোড।
জে, হুইটমোর।
ডি, ডবলিউ, মাক মুলেন টেক্রো।
বাবু মহেন্দ্রলাল গুপ্ত, যিনি সম্প্রতি বর্দ্ধমান বিভাগে একজন প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন, বীরভূমে রহিলেন।
বাবু রজনী নাথ চট্টোপাধ্যায়, যিনি সম্প্রতি একজন প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন, পূর্ণিয়ায় রহিলেন, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সুবর্ডিনেট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষম[তা] পাইলেন।
বাবু নীলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, যিনি সম্প্রতি এ[ক]জন প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কা[লেক্]টর হইয়াছেন, বর্দ্ধমান বিভাগে রহিলেন এ[বং] দ্বিতীয় শ্রেণীর সুবর্ডিনেট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষম[তা] পাইলেন।

এচ, এল ডাম্পিয়র
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি—

বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।
২৩এ মার্চ্চ। সাহেবজাদা মহম্মদ উজা[…]দ্দীন ১৮৬৯ অব্দের ২ আইনের ৪ ধারানুসা[রে] কলিকাতার একজন জষ্টিস অব দি পিস হইবে[ন।]
২৭এ মার্চ্চ। টি, জে, সি, প্লাউ মুদী[…] সাধারণ শিক্ষা সভার সেক্রেটারি হইবেন
৩০এ মার্চ্চ। সি, ডবলিউ, দি মার্চ্চ [কিছু]দিনের জন্য টিপারার ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপারি[ন্টেণ্]ডেণ্টের প্রতিনিধি হইবেন।
১লা এপ্রেল। সার্জ্জন ডি, বি, স্মিথ (এ[ম] ডি) কিছুদিনের জন্য কলিকাতা মেডি[কেল] কালেজের প্রিন্সিপলের প্রতিনিধি হইবেন।
সার্জ্জন জে, ইলিয়ট কিছুদিনের জন্য [...] স্থার সিবিল সার্জ্জনের প্রতিনিধি হইবেন।
জে, ক্রিষ্টার দেবগড়ের সাধারণ শি[ক্ষা] সভার সভ্য হইবেন।
প্রিন্স মহম্মদ, রহিমুদ্দীন ১৮৬৯ অব্দে[র ২] আইনের ৪ ধারানুসারে কলিকাতার এক[জন] জষ্টিস অব দি পিস হইবেন।
বাবু নিমাইচরণ বসু বালেশ্বরের এক[জন] অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং দ্বি[তীয়] শ্রেণীর সুবর্ডিনেট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পা[ই]লেন।

সি, বার্ণাড
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

আমাদিগের আরাহ্ সংবাদদা[তা] লিখিয়াছেনঃ—
১। এ জেলায় এবৎসর রবিশস্যের অব[স্থা] ভাল নহে; গম অত্যন্ত দুর্মূল্য, মটর তি[…] চানা আদিও সুলভ নহে। কিন্তু আফি[ম] যথেষ্ট জন্মিয়াছে। সরকারি "মাপ[…] আরম্ভ হইয়াছে। স্বীয় স্বীয় উৎপন্ন ল[ইয়া] চাসারা কাছারিতে উপস্থিত হইতে[ছে।] আমলাদের "পোয়াবারো"। কাছারি [...]গম করিতেছে।

২। এ বৎসর মহরম ও হোলির মর্ম্ম দুর [illegible] নাই। এ অঞ্চলে হিন্দুরাও মহরমে বহু [illegible] মোদ করিয়া থাকে। অনেক হিন্দু যুবক [illegible] গলদেশে ও কটিতে ঘণ্টা বান্ধিয়া রাস্তায় [illegible] মহানন্দে হোসেন হোসেন করিয়া [illegible] ডাইয়া থাকে। বোধ হয়, প্রবলের মন [illegible] ইহার সূত্র হইবে। কেন না হোলিতে [illegible] লমানেরা যোগ দেয় না, কিন্তু হিন্দুরা [illegible] র্জিয়া করিয়া থাকে।

৩। ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির [illegible] রিভাক্ত বিস্তর ইউরোপীয় ইঞ্জিনিয়র [illegible] র্য্যে নিযুক্ত হইতেছেন। ২৫ বৎসরের [illegible] ধিক বয়সে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে কেহই [illegible] যুক্ত হইতে পারেন না, এ আজ্ঞা বোধ হয় [illegible] বল দেশীয়দের নিমিত্তে, কেন না শ্বেত [illegible] কদিগের উপর প্রায় কোন আইনই বল [illegible] কাশ করিতে পারে না। এই সকল কর্ম্মচারী [illegible] কার্য্যকুশল নহে, গবর্ণমেণ্ট তাহা ক্রমেই [illegible] নিতে পারিবেন। ফলতঃ তাহাদের বয় [illegible] র আধিক্য। কেহ প্রথমতঃ দেখিলে [illegible] ধ হয় যেন তাহারা অতিশয় কঠ। [illegible] হা হউক, ইঞ্জিনিয়রে বিস্তর কর্ম্মচারী হই [illegible] ছে, ইহাদের সংখ্যা ন্যূন করা কর্ত্তব্য।

৪। ভিক্টরিয়া কোন পাশে অবগতি [illegible] ল যে, ৩ জন কয়েদির অপঘাত মৃত্যু হই [illegible] ছে। তাহার বিবরণ এই—কয়েদিরা [illegible] লের তারের বৃক্ষ উপর হইতে কাটিতে [illegible] ল, কিন্তু সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইঞ্জিনিয়র সাহেব [illegible] হা দেখিয়া নিম্নের মৃত্তিকা খোল করিয়া [illegible] টিতে বলিলেন, কেননা [illegible] খোল হইলে [illegible] আপনি ভাঙ্গিয়া পড়িবে, তাহাতে অল্প [illegible] মে অধিক কার্য্য হইবে। তিনি উপরে [illegible] তত্ত্বকারী লোক রাখিতে আজ্ঞা দিলেন, [illegible] ন ভাঙ্গন আরম্ভ হইলে তাহারা নিম্নের [illegible] কদিগকে সাবধান করে এবং তাহারাও [illegible] ন উদ্যত বর্জিত হয়। এইরূপ আজ্ঞা [illegible] য়া সাহেব অন্য কার্য্যে। প্রত্যাগত হইবামাত্র [illegible] ই বিপদের সংবাদ শ্রবণ করিয়া যার পর [illegible] ই দুঃখিত হইলেন।

৫। এখানে ইহার মধ্যে বিলক্ষণ গ্রীষ্ম [illegible] নুভূত হইতেছে। গ্রীষ্ম পরিমাপক যন্ত্র [illegible] ০১।১০২ ডিগ্রী পারা উঠিতেছে। বোধ হইতেছে এবৎসর গ্রীষ্মাতিশয্য হইবে।

—০—

আমাদিগের দিনাজপুর রাইগঞ্জস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;—

দিনাজপুরের মধ্যে রাইগঞ্জ একটী প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান। এখানে নানা স্থানীয় লোক প্রতিনিয়ত গমনাগমন করিয়া নানা বিধ দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত মুন্সেফী আদালত, আবকারি ডিবিজন স্কুল প্রভৃতি কয়েকটী রাজকীয় কার্য্যালয় থাকাতে তাহার পরিদর্শন ও তদানুষঙ্গিক অন্যান্য কার্য্যোপলক্ষে নগরীয় প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিদিগের প্রায়শই এখানে সমাগম হয়। বন্দরটী কুলীক নামক নদের তটে অনেক স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত বলিয়া প্রাকৃতিক শোভা মন্দ নয়, কিন্তু নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে, এরূপ একটী প্রধান স্থানে ভাল পথ ঘাট কিছুমাত্র নাই। তন্নিবন্ধন সাধারণের গতায়াত করিতে নিরতিশয় কষ্ট সহ্য করিতে হয়। এখানে সর্ব্বদা দ্রব্যাদি পূর্ণ বলদের গাড়ী, হাতী, ঘোড়া ইত্যাদি যাতায়াত করে, এজন্য ভাল ভাল রথ্যাদির যে একান্ত প্রয়োজন তাহার সন্দেহ নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, দিনাজপুরের জজ, মাজিষ্ট্রেট পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতির এখানে নিয়ত আগমন হওয়া সত্ত্বেও রাস্তাদি নির্ম্মাণ বিষয়ে তাঁহাদিগের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না। রাইগঞ্জের ন্যায় অনেক বন্দরেই আমরা উত্তম উত্তম সড়ক রাস্তা, ঘাট দর্শন করিয়া থাকি। অধিক বাজারের দোকানগুলি এরূপ বিশৃঙ্খল ও কদর্য্যরূপে স্থাপিত যে তাহাতে নগরটী কোনরূপেই সুশ্রী বলিয়া বোধ হয় না; মহাজনদিগের গোলাগুলিও সঙ্গতরূপে অবস্থিত নয়। মুন্সেফী আফিস, আবকারি ডিবিজন পোষ্ট আফিস, স্কুল সমুদায় কার্য্যালয় এক স্থানে স্থাপিত হয় বলিয়াও তাদৃশ শোভাকর দেখায় না। এতদ্রূপ নানা কারণেই গঞ্জটী শ্রীসম্পন্ন হইতে পারে না। রাস্তা ঘাট প্রস্তুত করাইলে নগর ও উপনগরের শোভা, সম্পাদনার্থ মি[illegible]নিসিপাল কমিটী স্থাপন করিবার নি[illegible] আছে এবং এতদর্থ ইহা অনেক স্থানে লক্ষিত হয়। আমাদের বিবেচনায় এই রাই গঞ্জে রাস্তা ঘাটাদি নির্ম্মাণ ও স্থানের স্বাস্থ্য বিধানার্থ মিউনিসিপাল কমিটী সংক্রান্ত নিয়মাদি প্রবর্ত্তন করা উচিত। ইতি মধ্যে দিনাজপুরের পুলিশ ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব এখানে আসিয়া কিছুকাল অবস্থানপূর্ব্বক গঞ্জ সংক্রান্ত চৌকীদারি ইত্যাদি বিষয়ে কতক সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন কিন্তু তিনি গঞ্জের প্রকৃত শোভা ও উন্নতি মূল যে ভাল রাস্তাদি প্রস্তুত করা তদ্বিষয়ে যে কেন কিছু করিলেন না, আমরা বুঝিতে পারি না। যাহা হউক, আমরা প্রার্থনা করি আমাদিগের [illegible] গবর্ণমেণ্ট এখানে মিউনিসিপাল কমিটী স্থাপন পূর্ব্বক স্থানীয় লোক হইতে আইনানুযায়ী কর সংগ্রহ করিয়া রাস্তা ঘাট প্রভৃতি নির্ম্মাণ দ্বারা নগরের শোভা ও উন্নতি বর্দ্ধনে প্রবৃত্ত হউন। রাইগঞ্জের মধ্যে ও পার্শ্বে যে সকল স্থান আছে, বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিলে তদ্দ্বারা অবলীলাক্রমে উত্তম রাস্তা ও ঘাট নির্ম্মিত হইতে পারে। গঞ্জে যে সকল প্রধান প্রধান ধনী লোকের ব্যবসায়াদি চলিতেছে, প্রথম বৎসর তাঁহাদিগের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ অধিক করে মিউনিসিপাল কর গ্রহণ করিলেও তাদৃশ ক্ষতি ও অসন্তোষের কারণ হইবে না। অতএব আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা ও অনুরোধ করিতেছি দিনাজপুরের কর্তৃপক্ষীয়গণ এতদ্বিষয়ে একটু মনোযোগী হন।

২। [illegible] রবিবার বেলা [illegible] প্রহরের সময় [illegible] পর পাবন্ত [illegible] সরাই নামক স্থানে অগ্নিকাণ্ড হইয়া তত্রস্থ মহাজনদিগের বিস্তর ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় ও বিদেশীয় মহাজন দিগের ধান্য, পাট, চিনি, সরিষা প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়াছে। জনরব যে সমুদায়ে [illegible] টাকার দ্রব্য [illegible] হইয়া গিয়াছে। এই অগ্নি কাণ্ডে অনেক মহাজনও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। অর্দ্ধক্রোশ পরিমাণ স্থানস্থ গৃহাদি পুড়ি[illegible]

য়াছে। খড়ের ঘর যে কত গিয়াছে, সংখ্যা ই। এতদ্ব্যতীত চারি খানি দালানও য়াছে।

৩। ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব াশয়গণ মফঃস্বলে পরিদর্শনে বহির্গত ইয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহারা চুড়ামন কলে ছেন।

৪। দিনাজপুরের জজ মাজিষ্ট্রেট ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি ইউরোপীয় রাজপুরুষ ও ক্ষিত কতিপয় বাঙ্গালি বাবুর যত্নে তথায় ডিবেটিং ক্লব" নামে একটী সভা স্থাপিত ইয়াছে।

## প্রেরিত।

নাবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! মেদিনীপুর জেলার মধ্যে দমাদল জমিদারী অতি প্রসিদ্ধ। এই জমিরীর অধিপতি রাজা জনার্দ্দন (ইহার পূর্ব্ব বরণ অপরিজ্ঞাত) অবধি রাজা আনন্দ ল উপাধ্যায় পর্যন্ত ছয়জন উপা ায় বংশীয় রাজা রাজোপাধি গ্রহণ ূর্ব্বক এখানকার রাজত্ব করেন। রাজা ানন্দ লাল নিঃসন্তান হইলে তাঁহার অন্ত ে তাঁহার পত্নী রাণী জানকী উত্তরাধিকা ণী হয়েন। ঐ সময়ে অর্থাৎ ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে বর্ণমেণ্টের সহিত রাণী জানকীর দশ সালা বন্দোবস্ত হয়। পরে উক্ত আনন্দ লালের ভাগি েয় রাজা গুরু প্রসাদ গর্গ রাজোপাধি প্রাপ্ত ইয়া মহিষাদলাধিপতি নামে খ্যাত হন। েই অবধি বর্ত্তমান রাজা লছমন প্রসাদ গর্গ র্য্যন্ত সাত জন গর্গ বংশীয় রাজা াজোপাধি গ্রহণ করিয়া রাজত্ব করিয়া াসিতেছেন। সংপ্রতি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উক্ত রাজার রাজোপাধি লোপ করা হইয়াছে। সাধারণ কার্য্যে াঁহাকে এক্ষণে জমীদার বলিয়া আহ্বান রা হয়। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর ি আছে?

সাধারণে একবার বিবেচনা করুন, যাঁহারা পুরুষানুক্রমে রাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন তাঁহাদের উপাধি হরণ ন্যায়ানুগত হইয়াছে কি না? বিশেষতঃ এক্ষণকার বর্ত্তমান রাজা কোন ক্রমে রাজোপাধি গ্রহণের অযোগ্যও নহেন। রাজা বাহাদুর ১২৭৩ সালের দুর্ভিক্ষ সময়ে দুঃখীদিগকে প্রতি দিন ১০।১১ মণ করিয়া প্রায় ৭।৮ মাস কাল নিয়মিতরূপে চাউল দান করিয়াছিলেন। এ বিষয় এখানকার তৎকালের কালেক্টর শ্রীযুক্ত বর্ণেল সাহেব স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন স্থানে স্থানে তাঁহার আরো অনেক অন্ন দান ছিল। তিনি আপন রাজধানীর মধ্যে একটী উচ্চ শ্রেণীর স্কুল সংস্থাপিত করিয়াছেন এবং ঔষধ ভিন্ন সমুদায় ব্যয়ে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপিত করিয়া ১১১২ নম্বর পত্র দ্বারা গবর্ণমেণ্ট হইতে ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। রঘগড়া পোষ্ট আফিস সংস্থাপিত করিয়া তাহার ও আর যে কয়েকটী পোষ্ট আফিস ইহাঁর জমীদারীর মধ্যে আছে, তাহার ভূমিও গবর্ণমেণ্টকে দান করিয়াছেন। তমোলুক হইতে কাঁথী পর্য্যন্ত যে সরকারি রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ইহাঁর জমীদারীর অন্তর্গত ৪২৮২ বিঘা ভূমিও তিনি গবর্ণমেণ্টকে সাধারণ কার্য্যের জন্য দান করিয়া ২৭১ নম্বর পত্র দ্বারা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ধন্যবাদ প্রাপ্ত হন। তদ্ভিন্ন তমোলুক স্কুলের গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যের জন্য ৩৫০০ টাকা এবং ঐ স্কুলের সাহায্যার্থ মাসিক দান ১৫ টাকা এবং মেদিনীপুর গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের গৃহসংস্কারার্থ ১৪৭ টাকা ও অত্রত্য হাইস্কুলের জন্য ৬০০০ টাকা দান করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন তিনি কুমার হট্টের কয়েকটী চতুষ্পাঠী ও নদীয়া জেলার ৺শ্রীরাম শিরোমণির চতুষ্পাঠীতে অনেক দান করিয়া থাকেন; দেশস্থ চতুষ্পাঠীতেও ছাত্রদের আহারোপযোগী বার্ষিক দান্য দান করিয়া থাকেন।

পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন ইহাতেও বর্ত্তমান রাজা শ্রীযুক্ত লছমন প্রসাদ গর্গ বাহাদুরের রাজোপাধি লোপ হয় কেন? আমরা ইহার কিছুই বুঝিতে পারি না। যাহা হউক, আমরা বিনয়ের সহিত প্রার্থনা করিতেছি, আমাদের প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট দেশ হিতৈষী মহামান্যবর রাজা বাহাদুরকে রাজোপাধি প্রদান করিয়া সাধারণের সন্তোষ সাধন ও রাজা বাহাদুরের উৎসাহ বর্দ্ধন করুন।

১৭ ৩ মার্চ্চ ১৮৭২। মেদিনীপুর। } শ্রীহৃদয়নাথ দাস।

সবিনয় নিবেদন মিদং—

মহাশয়! মফঃস্বলে ছোট আদালতের অবধি অন্যান্য ছোট আদালতের যেরূপ দুর্ণাম শুনা যায়, পাবনা ছোট আদালতের সেরূপ দুর্ণাম ইতি পূর্ব্বে কখন শুনিতে পাওয়া যায় নাই। পাবনা ছোট আদালত সংস্থাপনাবধি, উক্ত আদালতে সুবিচার হয় বলিয়া সকলে জানিতেন। কিন্তু এক্ষণে যেরূপ বিচার কার্য্য হইতেছে তাহাতে উক্ত আদালতের চিরোপার্জ্জিত যশঃ কীর্ত্তি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। একজন জজের হস্তে চারিটি আদালতের বিচার ভার অর্পিত হওয়াতেই এই সম্ভাবনা হইয়াছে।

পাবনা ছোট আদালত সংস্থাপনাবধি তত্রত্য সুবর্ডিনেট জজের হস্তে উক্ত আদালতের বিচারের ভার থাকিত। প্রথমতঃ উইলিয়ম, রাইট তাঁহার পর শ্রীযুক্ত বাবু দেবীমোহন সোম মহাশয়ের হস্তে উক্ত আদালতের বিচারের ভার ছিল। সম্প্রতি গত পূজার বন্ধের পর, গবর্ণমেণ্টের সুতীক্ষ্ণ বিবেচনায় পাবনার সুবর্ডিনেট জজ আদালত এবলিশ করা হইয়াছে এবং পাবনা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও গোয়ালন্দ এই চারিটি ছোট আদালতের বিচারভার একজন জজের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। একজন জজের দ্বারা চারিটি আদালতের বিচার যত দূর সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে তাহা আপনার পাঠকবর্গ সহজেই বুঝিতে পারিবেন। উক্ত আদালতের ভূতপূর্ব্ব বিচার

...প্রতিমাসে প্রায় ১৪দিন ... কার্য করিতেন আর ১৫ দিন ... জজ আদালতের রাখিলি মক... ও সোপর্দ আপিলের বিচার করি-... একরূপ নিয়ম থাকা সত্ত্বেও কত ... অর্পনিয়া ছোট আদালতের বিচার ... দেখা গিয়াছে। এক্ষণে সেই ১৫ ... ও দিনে হইতেছে।

পাবনা একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর জিলা। ... সিবিল ও সেসিয়ন জজের কার্য ... জজ দ্বারা সম্পাদিত হয়। যে সময় ... সুবর্ডিনেট জজ আদালত এবলিশ ... প্রস্তাব হয়, সে সময়ে রাজশাহীর ... জজ মক্ টু মহোদয় বিবিধ কারণ ... উক্ত আদালত এবলিশ হইবার আপত্তি করেন এবং পাবনা প্রদেশের ... উক্ত আদালত রাখিবার জন্য ... আবেদন পত্র প্রেরণ করেন, কিন্তু ... এবলিশ রহিত হইল না। পরি... পাবনার সুবর্ডিনেট জজ আদালত ... এবলিশ হইয়া তাহার সীমা রাজশাহীর সুবর্ডিনেট জজের সীমাভুক্ত হইল।

পাবনার উত্তর সীমা সিরাজগঞ্জ। সিরাজ... হইতে রামপুরবোয়ালীয়া (রাজশাহী জেলার সদর ষ্টেসন) প্রায় ৪ দিনের পথ। ...রাজগঞ্জের অন্তঃপাতী রাইগঞ্জ হইতে ...অপেক্ষাও অধিক। এতদূর হইতে অর্থী, প্রত্যর্থী এবং সাক্ষিগণের রামপুরবোয়ালীয়া ...য়া মকদ্দমা করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। বিশেষতঃ পাবনায় সুঃ জজ থাকাতে গবর্ণমেণ্টের কিছু ক্ষতি ছিল না। উক্ত জজের নিকট যে সকল মকদ্দমা হইত, তাহার স্ট্যাম্পের মূল্য দ্বারাই আদালতের ব্যয় নির্বাহ হইত। এমত স্থলে উক্ত আদালতটি এবলিশ করা গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত ন্যায় বিরুদ্ধ কার্য্য হইয়াছে।

ইতি পূর্ব্বে পাবনা, সাহাজাদপুর এবং সিরাজগঞ্জ এই ৩ স্থানের মুন্সেফদিগের রায়ের বিরুদ্ধে যে সকল আপিল রাজশাহীর জজের নিকট হইত, তিনি তাহা পাবনার সুঃ জজের নিকট সোপর্দ করিতেন। প্রজাদিগের রামপুরবোয়ালীয়ায় যাইয়া আপিল করিতে কষ্ট হয় বলিয়া পাবনার উকিলগণ এবং কতিপয় ভদ্র লোক একত্র হইয়া উক্ত তিন মুন্সেফী আদালতের মকর্দমার আপিল গ্রহণের ভার পাবনার সুঃ জজের প্রতি দিবার প্রার্থনা করেন। জজ সাহেবেরও ইহাতে সম্মতি ছিল। সুঃ জজ আদালত পাবনা হইতে উঠিয়া যাওয়াতে সে সুবিধা হওয়া দূরে থাকুক প্রজাদিগের আরও কষ্টের বৃদ্ধি হইয়াছে।

আবার শুনিতে পাই পাবনাতে একটি রীতিমত জজের আফিস থাকিবে। জজ সাহেব কিছু কাল পাবনাতে ও কিছু কাল রাজশাহীতে থাকিয়া বিচার করিবেন। এ বিবেচনা মন্দ নহে। কিন্তু পাবনাতে সুবর্ডিনেট জজ থাকিলে যে সুবিধা হইত পারে তাহা এ ব্যবস্থা দ্বারা হইবে না। অথচ সুবর্ডিনেট জজের যে বেতন দিতে হইত তাহা জজ সাহেবের আফিসের ব্যয় পথ্য বসিত হইবে। জজের আর একটি কাছারী হইলে কিয়ৎ দেওয়ানী ও ফৌজদারী আপিল পাবনাতে হইতে পারিবে। তাহাতেও আবার ফৌজদারি আপীলের বিশেষ অসুবিধা থাকিয়া যাইবে। বিবেচনা করুন, জজ সাহেব ২ মাস পাবনাতে থাকিয়া আর ২ মাসের নিমিত্ত রাজশাহী গমন করিলেন। জজ সাহেব যে দিবস যাত্রা করিলেন, সেই দিবা পাবনার মাজিষ্ট্রেট সাহেব এক ব্যক্তিকে ২ মাসের নিমিত্ত কারারুদ্ধ করিলেন। সে ব্যক্তি আপিল করিলে মুক্ত হইতে পারে এবং আপিল করা হইল। এ দিকে জজ সাহেব আসিতে আসিতে তাহার দণ্ডের শেষ হইল। সে কারামুক্ত হইল। কিন্তু আপিলের কিছুই ফল হইল না। অতএব ইহাতে ফৌজদারী আপিলের সুবিধা হইবে না বরং অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা। মুন্সেফি আদালতের মকর্দমার আপিলের কিছু সুবিধা হয়, কিন্তু সুবর্ডিনেট জজ নিযুক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে মুন্সেফী আদালতের মকদ্দমার আপিল গ্রহণের ভার দিলে, জজের কাছারি হইতেও অধিক সুবিধা হইতে পারে, অথচ সুবর্ডিনেট জজ আদালতের মকদ্দমার নিমিত্ত প্রজাদিগকে রামপুরবোয়ালিয়া যাইতে হয় না। শুধু জজ না রাখিয়া জজের অন্যতর অধিবেশন ব্যবস্থা করিলে সুঃ জজ আদালতের মকদ্দমা রাজশাহিতে করিয়া তাহার আপিল পাবনা আসিয়া করিতে হইবে। অতএব জজের আফিস সংস্থাপনে যে ব্যয় হইতে পারে, তদ্দ্বারা সুবর্ডিনেট জজ আদালত পাবনাতে সংস্থাপন করিলে ও পাবনা সিরাজগঞ্জ এবং সাহাজাদপুরের মুন্সেফ আদালতের আপীলের ভার উক্ত প্রজার হস্তে দিলে প্রজাবর্গের সর্ব্ব প্রকার সুবিধা হয় এবং পাবনা ছোট আদালতের ভার উক্ত জজের হস্তে থাকিলে পূর্ব্বের ন্যায় সুবিচারও হইতে পারে ও জজের অন্যতর অধিবেশন দ্বারা প্রজাদিগের যে উপকার হইত তাহাও অনেকাংশে সংসাধিত হইতে পারে।

পাবনার সুবর্ডিনেট জজের নিকট প্রতি বৎসর যত মকদ্দমা হইত রাজশাহীতে সেই পরিমাণে মকদ্দমা হইয়া থাকে। বরং কোন বৎসরে পাবনাতে অধিক মকর্দমা হইতে দেখা গিয়াছে। এমত স্থলে পাবনার সুঃ জজ আদালত এবলিশ করিয়া তাহার সীমা রাজশাহীর সুঃ জজের সীমাভুক্ত করা অন্যায় হইয়াছে। পাবনা জেলার অধিক সংখ্য অধিবাসীই বাণিজ্যোপজীবী, আবার এখানকার অধমর্ণেরা অতি অসৎ। অনেক সময়ই আদালতের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে টাকা আদায় হয় না। এমত স্থলে সুবর্ডিনেট জজ আদালত উঠাইয়া দেওয়া ও ছোট আদালতের কার্য্যের বিশৃঙ্খলা করা নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। অনেকে অনুমান করেন যে, কুমারখালী মহকুমা এবলিশ হইয়া তাহার সীমা কৃষ্ণনগর ও ফরিদপুরের মধ্যে দেওয়ায় পাবনার সীমা অল্প হইয়াছে। এ নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট পাবনার সুঃ জজ এবলিশ করিলেন। কুমারখালী এবলিশ হইয়া খোকসা ও পাংশা এই দুইটী থানা পাবনার সীমা বহির্ভূত হইয়াছে। কিন্তু রাইগঞ্জ থানা যাহা বগুড়ার সীমা বহির্ভূত করিয়া পাবনার সীমাভুক্ত করা হইয়াছে তাহার এলাকা পাংশা ও

ও খোকসার এলাকা হইতে কম নহে। ইহা ব্যতীত বিলমারিয়ার থানা পাবনার সীমাভুক্ত করিবার জন্য রাজশাহী বিভাগের কমিসনর মানস করিয়াছেন। তাহা হইলে পাবনার যে সীমা কৃষ্ণনগর ও ফরিদপুরের মধ্যে গিয়াছে, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে সীমা বৃদ্ধি হইবে। যাহা হউক পাবনার সীমা এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প নাই বরং ভবিষ্যতে বৃদ্ধি হইবারই সম্ভাবনা আছে। অতএব সীমার অল্পতা নিবন্ধন পাবনার মুন্সেফ আদালত এবলিশ হইতে পারে না।

সম্প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের এইরূপ অতিপ্রায় দেখা যাইতেছে যে, যদি কোন একটি কর্ম্ম দ্বারা গবর্ণমেণ্টের কিছু লাভ দেখা যায় তাহাতে প্রজাদিগের অসুবিধা হউক আর অনিষ্ট হউক কিছুতেই তাঁহারা তাহা হইতে নিবৃত্ত হন না। ইহার অন্যতর দৃষ্টান্ত স্থল পাবনার মুন্সেফ এবলিশ ও ছোট আদালতকে কুলীন কন্যাদিগের অবস্থায় পরিণত করা (এক জজের হস্তে দুইটি আদালত অর্পণ করা)। যাহা হউক যদি ব্যয় সংক্ষেপ করাই গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত হয়, এবং পাবনাতে সুবর্ডিনেট জজ সংস্থাপন করিতে যদি ব্যয় বাহুল্য বিবেচনা করেন, তবে বিলমারিয়ার থানা পাবনার সীমাভুক্ত করিয়া বিলমারিয়ার মুন্সেফী আদালত এবলিশ করিয়া দিন এবং উক্ত আদালতে যে ব্যয় হইতেছে, তদ্দ্বারা বা আরও কিছু অধিক ব্যয় দ্বারাই হউক, পাবনাতে একটি সুবর্ডিনেট জজ নিযুক্ত করুন। শুনিতে পাওয়া যায় বিলমারিয়ার মুন্সেফী আদালতে মকদ্দমার সংখ্যা অতি অল্প। এমত স্থলে গবর্ণমেণ্টের আদালতের ব্যয় ভার বহন করা অনাবশ্যক। বিলমারিয়ার থানা রামপুরবোয়ালিয়া হইতে অপেক্ষাকৃত পাবনার নিকট। বিশেষতঃ উক্ত থানার অন্তর্গত অনেকগুলি গ্রাম পাবনার নিকটস্থ। অতএব উক্ত থানা রাজশাহীর সীমা বহির্ভূত করিয়া পাবনার সীমাভুক্ত করাই উচিত।

পাবনাতে সুবর্ডিনেট জজ নিযুক্ত

করিলে তিনিই উক্ত জজের বেতন ও রাহা[illegible] আমলার বেতন গবর্ণমেণ্টকে দিতে হইবে, তদ্ব্যতীত ছোট আদালতে যে সকল আমলা আছেন, তাহাদিগের দ্বারাই কর্ম্ম চলিবে। পূর্ব্বেও ঐরূপ চলিত।

শ্রীঃ—

—:০:—

## নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭২ সাল ২৯ এ মার্চ্চ।

| স্থানের নাম | সর্ব্ব কমতি জল ফুট | ইঞ্চ |
|---|---|---|
| মোহানায় | ৪ | ৩ |
| তথা হইতে জলিপুর ৯ মাইলের মধ্যে | ৪ | |
| জলিপুর হইতে বহরমপুর ২৭ মাইলের মধ্যে | ৩ | |
| বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে | ৩ | |
| কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে | ৩ | ৬ |

সন ১৮৭২ সালের ১ লা এপ্রেল বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের মাপ।

| | ফুট | ইঞ্চ |
|---|---|---|
| | ৪ | ১১ |

বহরমপুর ১লা এপ্রেল ১৮৭২ } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইক একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবারডিবিজন।

—০—

### মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র ঘোষ—মাধবপুর ৫।০
" " তেজশ্চন্দ্র পাল—মেদিনীপুর ১০
" " চৌধুরী মহেন্দ্রনাথ পাল গাঁড়কোতাই ১০
" " সীতানাথ ভট্টাচার্য্য সাতক্ষিরা ৫।০
" " নবকুমার চৌধুরী জমীদার নাড়াজোল ১০
শ্রীমতী রাণী ভুবনেশ্বরী—কৃষ্ণনগর ১০
ছাপরা পবলিক লাইব্রেরি ১০

—০—

## সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোম[illegible]

[illegible]

[illegible] যাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। মফস্বলে [illegible] অগ্রিম বার্ষিক ১০, যাণ্মাসিক [illegible] মাসের মধ্যে অগ্রিম মূল্য [illegible] না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, [illegible] ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার [illegible] তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য [illegible] বেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রের[illegible] টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত [illegible] মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ [illegible] প্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশি[illegible] ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকা[illegible] মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রে[illegible] করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার [illegible] স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকা[illegible] বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় [illegible] হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের [illegible] পূর্ব্বে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহা[illegible] দিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। [illegible] অতীত হইলেও একমাস কাল [illegible] করা হইবে, তাহার পর কাগজ [illegible] যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আদি[illegible] শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি [illegible] করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি [illegible] করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে [illegible] করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার [illegible] পঙক্তি ✓০ দুই আনা তাহার পর [illegible] দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল [illegible] বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের [illegible] প্রতি সোমবার সোমপ্রকাশ [illegible]